

বিশ্বকোষ

অর্থাৎ

হাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি; আরব্য, পারস্য, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার চলিত
এর অর্থ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্মসংপ্রদায় ও তাহাদের মত ও বিধান, সমুদায়ভাষ্য এবং
অন্যান্য জাতীয় বৃত্তান্ত; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্বজাতীয় প্রসিদ্ধ
পুঁথি বিবরণ; বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলংকার, ছন্দোবিদ্যা, জ্যোতিষ,
তিস, অক্ষ, উর্দ্ধিষ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিভাষ্য, বিজ্ঞান, আলোপাথ্য,
হাসিওপাথ্য, বৈদ্যক, ও হকিমী মতের চিকিৎসাশাস্ত্রাণী ও ব্যবস্থা,
শিল্প, ইঞ্জিনার, কৃষিভাষ্য, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের
সারসংগ্রহ অলংকারি বর্ণনাত্মক বৃহৎভিধান

বিংশ ভাগ

বৌদ্ধশাস্ত্র—দ্বক

কাঁটাপুকুর লেন, বাগবাজার, বিশ্বকোষ-কার্যালয় হইতে

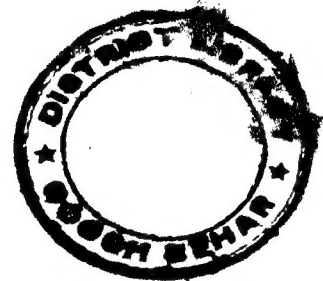
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত ও

প্রকাশিত

কলিকাতা

১১৩ নং শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রিট, বাগবাজার, বিশ্বকোষ প্রেসে

শ্রীমদ্রাধনচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।





বিশ্বকোষ

বিংশ ভাগ

বৌদ্ধশাস্ত্র

বৌদ্ধশাস্ত্র

বৌদ্ধশাস্ত্র, যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ হইতে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিষয় জানা যায়, তাহাকে বৌদ্ধশাস্ত্র বলা যায়।

বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহের মধ্যে ত্রিপিটক (পালি ত্রিপিটক) সর্ব প্রাচীন ও সর্ব প্রধান। বিনয়, সূত্র (=পালি সূত্র) এবং অভিধর্ম (=অভিধর্ম) এই তিনটাই পিটকস্বরূপ। [ত্রিপিটক দেখ।]

এই ত্রিপিটক পালিভাষায় রচিত। তিন প্রকার পিটকের মধ্যে বিনয়-পিটকই সর্বপ্রাচীন। ভগবান্ বুদ্ধ প্রাতিমোক বা ভিক্ষুগণের দণ্ডবিধি সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা এই বিনয়পিটকে বর্ণিত এবং ধর্মসাহিত্যের সর্বপ্রথম সূত্রপাত এই বিনয়পিটকে। প্রাতিমোকের টাকা 'বিভঙ্গ' এই পিটকের অন্তর্গত। মহাবগ্গ, চুল্লবগ্গ, সুত্তবিভঙ্গ, ও পরিবার, সাধারণতঃ বিনয়পিটক নামে বিনয়-পিটক পরিচিত। খৃষ্টপূর্ব ৩৮০ অব্দের পূর্বে

বৈশালীর সঙ্গীতিতে ঐ সকল ধর্মগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। রাজগৃহের সঙ্গীতিতে বিনয়-পিটকের পরিশিষ্টাংশ লিপিবদ্ধ হয়। মহাসাঙ্ঘিকাদি বিভিন্ন বৌদ্ধসম্প্রদায়ের পরস্পর বিবাদে 'অভিধর্ম' গ্রন্থ সকলিত হইয়াছিল। তৎপরে পাটলিপুত্রের মহাসঙ্গীতিতে 'কথাবখু' (কথাবস্ত) রচিত হইল।

বিনয় অপেক্ষা 'সুত্তপিটক' অনেক বড়, ইহাতে অসংখ্য বহু অবাংর কথাও স্থান পাইয়াছে। সুত্তপিটক পাঁচ ভাগে

বিভক্ত, তাহা 'পঞ্চনিকায়' নামে প্রসিদ্ধ। এই পঞ্চ নিকায়ও অতি প্রাচীন, চুল্লবগ্গে ইহার উল্লেখ আছে। এই পঞ্চ নিকায়ের নাম ১ দীঘনিকায়, ২ মজ্জিম-নিকায়, ৩ সংযুতনিকায়, ৪র্থ অঙ্গুত্তরনিকায় (এই চারিখানি 'আগম' নামে খ্যাত) এবং ৫ খুদ্দনিকায়। খুদ্দক

পাঠ ধম্মপদ, উদ্যান, ইতিবৃত্তক, সুত্তনিপাত, বিমানবখু, পেত-বখু, থেরগাথা, থেরিগাথা, জাতক, নিদ্দেশ বা মহানিদ্দেশ, পটিসম্বাদা-মগ্গ, অপমান, বুদ্ধবংশ, ও চরিত্রা-পিটক এই সকল গ্রন্থ সূত্রপিটকের খুদ্দনিকায়ের অন্তর্গত। প্রথম ধর্ম-সঙ্গীতিতে বুদ্ধশিষ্য আনন্দ এই পঞ্চনিকায় পাঠ করিয়া ছিলেন। তবে খুদ্দনিকায়ের অন্তর্গত কোন কোন গ্রন্থ পরবর্তীকালে রচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি জাতক পরবর্তী রচনা হইলেও কোন কোন জাতক অতি প্রাচীন, এমন কি বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তির পূর্বেও কোন কোন জাতক প্রচলিত ছিল। ভরহত ও সাক্ষিগ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে সম্রাট অশোকের সময়ে জাতকগুলি ধর্মগ্রন্থ বলিয়া পরিচিত ছিল। প্রথম চারি নিকায় বা আগম চতুষ্টয় এবং খুদ্দনিকায় যে সময়েই রচিত হউক, ঐ সকল পালি সূত্র গ্রন্থগুলি যে খৃষ্ট-অব্দের তিনশত বর্ষ পূর্বে বিদ্যমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

[প্রিয়দর্শী দেখ।]

চুল্লবগ্গে 'অভিধর্ম' পিটকের উল্লেখ না থাকায় উহা যে বৈশালীর ধর্মসঙ্গীতির পরে রচিত হইয়াছে, ইহাই অনেকের ধারণা। উত্তর দেশীয় বৌদ্ধদিগের এত্বে অভিধর্মের একটা পর্যায় 'মাতৃকা'। পাল্যাত্য বৌদ্ধশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের মতে বৈশালী ও পাটলিপুত্রের ধর্মসঙ্গীতির মধ্যবর্তীকালে 'অভিধর্ম'-সাহিত্যের পুষ্টি হইয়াছিল। স্থবিরবাদসম্বৃত্ত মহীশালক ও মহাসঙ্ঘিকাদিগণের বিনয়গ্রন্থে মতভেদ বা সেরূপ পাঠান্তর লক্ষিত না হইলেও মহাসাঙ্ঘিকেরা বিনয় ও পঞ্চ নিকায়ের নাম ও পাঠ পরিবর্তন করিয়া ছিলেন। যথা—বিনয়পিটকের অন্তর্গত—বিনয়বস্ত, প্রাতিমোকসূত্র, বিনয়বিভঙ্গ, বিনয়সুত্রক

ও বিনয়োক্তর গ্রন্থ। উত্তরদেশীয় লোকোত্তরবাদীগণ মহাবুদ্ধকেও বিনয়পিটকের মূলগ্রন্থ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু তাহা প্রকৃত বলিয়া মনে হয় না। চীনদেশীয় পূর্বতন আচার্যগণের মতে মহাসাঙ্ঘিকদিগের মহাবুদ্ধ গ্রন্থেই ধর্মশাস্ত্র-সম্প্রদায়ের ‘অভিনিব্রজমণ্ডিত’ এবং সর্কাস্তিবাদিগণের ‘ললিত-বিস্তর’ বিবৃত হইয়াছে।

চীনপরিভ্রাজক হিউএন্ সিয়াংএর বর্ণনায় জানা যায়, মহাসাঙ্ঘিকদিগের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলি হুয়, বিনয়, অভিধর্ম, সংযুক্ত ও ধারনী বা বিভাধরপিটক নামক পাঁচ ভাগে বিভক্ত। অবদান গুলিতে হুয়পিটকের স্থিতি বিরাটমান। চীনদেশে হুয়পিটকের যে সকল অনুবাদ রহিয়াছে, তৎসমুদায়ই আগম, দীর্ঘ, মধ্যম, একোত্তরিক ও সংযুক্তাগম নামে পরিচিত। ভারতবর্ষে বর্ণিত ক্ষুদ্রাগম গ্রন্থখানি খুদনিকার গ্রন্থের অংশবিশেষ কি না তাহা স্থির বলা যায় না। উপরি কথিত চীন দেশীয় অনুদিত হুয়নিচয় এবং তিব্বতদেশীয় হুয়ের অনুবাদসমূহে প্রাচীন মূল হুয়গুলির পূর্ণ অনুবাদ পাওয়া যায় না। মহাপরি-নির্বাণসূত্র ও অন্ত্যস্ত কতকগুলি প্রাচীন হুয় “বৈপুল্যসূত্র” আকারে বৌদ্ধসমাজে বিদিত আছে এবং তাহাই বর্তমানে মহাবান মতের ধর্মগ্রন্থ বলিয়া সাধারণে প্রচলিত রহিয়াছে।

শাক্যবুদ্ধের সুপরিচিত শিষ্য কাত্যায়ন (কাত্যায়নীপুত্র) কৃত জ্ঞান-প্রদান (পালি পট্টধান), শারিপুত্র বিরচিত ধর্মসূত্র, পূর্ণ (বহুমিত্র) কৃত ধাতুকায়, মৌলল্যায়ন কৃত প্রজ্ঞাপি-শাস্ত্র (মতান্তরে গোষ্ঠবিরচিত সমুত্তরশাস্ত্র), দেবকেম (দেব-দর্শন) কথিত বিজ্ঞানকায়, শারিপুত্র (কোষ্ঠিল) কৃত সঙ্গীতি-পরিষদ এমং বহুমিত্রকৃত প্রকরণপাদ নামক সাতখানি গ্রন্থ অভিধর্মবিষয়ক। চীনদেশীয় অনুবাদে উহা রক্ষিত আছে। পালি ভাষায় লিখিত বিভঙ্গ, কথাবন্ধু ও যমকগ্রন্থের শ্রেণীকৃত তিন-খানি অভিধর্মের উপসংহার বলিয়া গ্রহণ করিলেও করা যায়। বহুবন্ধুবিরচিত অভিধর্মার্থকোষ খানি ধর্মশাস্ত্রবিষয়ক নহে।

বৌদ্ধদিগের ত্রিপিটক একখানি সুপরিচিত শাস্ত্র। মহাবান মতের বৈপুল্য-সূত্র ও উক্ত গ্রন্থবর্ণিত তত্ত্বনিচয়ের যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। ভাষার বিশ্লেষণ আলোচনা করিলে বৈপুল্য-সূত্রে একখানি সূত্র গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু ভাবসাদৃশ্য অনুসরণ করিলে উহাকে আদৌ পৃথক বলিয়া গণনা করা যায় না। ইহাতে সংস্কৃত গদ্য এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃত মিশ্রিত গাথা প্রচলিত আছে। প্রাকৃত ভাষা অপ্রচলিত হইলে এবং সংস্কৃতভাষার প্রচার বৃদ্ধি ঘটিল সম্ভবতঃ প্রাকৃত অংশগুলি সংস্কৃত অনুদিত হইয়া এইরূপে গ্রন্থ মধ্যে স্থান পাইয়াছে। প্রাকৃতস্থিতির অনুমান করেন, ‘মহারাজ কনিক

কর্তৃক মহাবোধিসত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে বা পরেই উপরি-উক্ত বৌদ্ধধর্মগ্রন্থে সংস্কৃত ভাষা প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ললিতবিস্তর গ্রন্থেও ঐরূপ ভাষা এবং পালিভাষার লিখিত ধর্ম-শাস্ত্রের অবিকল বাক্যবিশ্লেষণ দৃষ্ট হয়। চীনদেশীয় গ্রন্থকারদিগের মতে ললিতবিস্তর গ্রন্থ একখানি মহাবানসূত্র ও সর্কাস্তিবাদী শাখাসম্মত। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মহাবানীয়া সম্প্রদায়ের মতপোষক একরূপ অনেক হীনবান-সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

১৪০-১৭০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে মহাবানসূত্র স্তম্ভবতীবাহু বা অমিতাভ-সূত্র চীনভাষায় অনুদিত হয়। ঐ সময়ে অথবা কনিকের রাজ্যকালে মহাবানমত-প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জুনের জন্ম যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে এই গ্রন্থখানিকে মহাবান-মতের আদিগ্রন্থ বলিয়া গণনা করা যায়।

মহাসাঙ্ঘিকগণ ও মহাবানগণ ধারণীর অধিকারী ছিলেন। এই কারণে ঐ দুইটি সম্প্রদায়কে পরস্পর সংশ্লিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়। চীনপরিভ্রাজকগণ যখন ভারতে আইসেন, তখন ঐ দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষভাবে সঘনক বিভ্রমান ছিল।

ধারণী শাস্ত্র হইতেই বৌদ্ধতন্ত্রের বিদ্যুতি হয়, ইহা হইতেও বেশ বুঝা যায় যে, বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত প্রভাব অপনোদিত হইলে বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতেরই প্রচার বৃদ্ধি হইয়াছিল। এই সময়েও উত্তর ও দক্ষিণভারতের বৌদ্ধদিগের মধ্যে ধর্মশাস্ত্রসমূহ ত্রিপিটক ভিন্ন আরও কয়টি অঙ্গ বিভক্ত হইয়াছিল। দক্ষিণভারতের পালি-শাস্ত্রমাসারী বৌদ্ধদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত নয়টি অঙ্গ দেখা যায়। যথা—১ সূত্র, ২ গেষা, ৩ ব্যাকরণ, ৪ গাথা, ৫ উদান, ৬ ইতি-বৃত্তক, ৭ জাতক, ৮ অন্ততদম ও ৯ বেদন। উত্তরভারতীয় বৌদ্ধদিগের মধ্যে ঐ নয়টি ব্যতীত আরও তিনটি অধিক অঙ্গ লিখিত আছে। যথা—১ সূত্র, ২ গেষা, ৩ ব্যাকরণ, ৪ গাথা, ৫ উদান, ৬ নিদান, ৭ অবদান, ৮ ইত্যুক্ত (ভ্রমবশতঃ কেহ কেহ ইহাকে ইতিবৃত্তক বলেন, বাস্তবিক ইহা ইতিবৃত্তক নহে, ইহা বুদ্ধপ্রাক্ত নীতিনিচয়), ৯ জাতক, ১০ বৈপুল্য, ১১ অন্তত-ধর্ম ও ১২ উপদেশ। এই ধর্মশাস্ত্রীয় যুগের পর, অর্থাৎ উপরি-উক্ত ধর্মশাস্ত্রসমূহের পরিশিষ্টাকারে আরও কতকগুলি প্রবাদ-মূলক, ইতিহাসাখ্যাকামূলক ও অন্ত্যস্ত ধর্মকথাপ্রতিপাদক কতকগুলি ধর্মশাস্ত্র কাব্যাকারে রচিত হইয়াছিল। এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে অখকথা, অনাগতবংশ, সদ্ধম্মসংগ্রহ, মহাবোধি-বংশ, রসবাহিনী, দাঠীবংশ, ছকেশধাতুবংশ, কসবংশ, দীপবংশ, মহাবংশ, সাসনবংশ, গন্ধবংশ, পজ্জমধু, সদ্ধর্মোপায়ন, কথাবন্ধু, খেটীগাথা, দিব্যাবদান, ভদ্রকল্পাবদান, অবদানশতক, অবদান-

করলতা, জাতকমালা, বোধিচর্যাবতার, শিব্যলেশ ও অব্যবহৃত
কৃত বুদ্ধচরিত বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

বৌধট্ (অব্য) উচ্চতেনেন হবিরিত বহ বাহুলকাং
ভৌবট্। ক্ষেত্রাদিপকে হবিঃ অর্থাৎ বজ্রীয় তুতাদি দানের
মন্ত্র, এইমন্ত্রে দেবতাদিগের উদ্দেশে তুতাদি আহুতি দিতে হয়।
পর্যায়—বাহা, বৌবট্, ববট্, বধা। ১ অমর) এই পাঁচটা
শব্দ দ্বারা দেবতাদিগের উদ্দেশে স্মৃতিসুখে আহুতি দিতে হয়।

বাংশ (পুং) সিংহকাগর্ভজাত বিশ্রুতিরি পুত্রভেদ। (হরিবংশ)
বাংশক (পুং) বিগতোৎপাদো বিভাগো বস্ত, ছেদাদিনা প্রায়ো
বিভাগানর্হাদন্ত তথাৎ। পর্কত। (ত্রিকা°)

বাংস (পুং) ১ রাক্ষসভেদ। (ত্রি) ২ বজ্রহীন, ছিন্নবাহ।

‘বাংসং বিগতোৎপাদং ছিন্নবাহর্থ্যা ভবতি তথাহন হতবান্
অংসক্ষেদে দৃষ্টান্তঃ।’ (শব্দ ১০২১৫ সায়ণ)

বাংসক (পুং) বি-অংস-গুল। ধৃত। (হেম)

বাংসন (ক্লী) প্রবন্ধনা, ঠকান।

বাংসনীয় (ত্রি) প্রতারণার যোগ্য।

বাংসায়িতব্য (ত্রি) প্রবন্ধনার যোগ্য। বাহাকে ঠকান যায়।

বাংসিত (ত্রি) বি-অংস-কৃত। প্রতারিত। প্রবন্ধিত।

ব্যক্ত (ত্রি) অজ্ঞ ব্যাপ্তো বি-অজ্ঞ-কৃত। ১ প্রজ্ঞ। (অমর)
২ ক্ষুণ্ণ, স্পষ্ট। (মেদিনী)

‘বিজ্ঞাবেনাহুতাবেন ব্যক্তঃ সঞ্চারিপা তথা।

রসতামেতি রতাদিঃ স্থারিতাবঃ সচেতসাম্।’

(সাহিত্যদর্পণ ৩১)

৩ একট। ৪ স্থূল। ৫ কৃত্য। ৬ দৃষ্ট। ৭ অল্পমিত।

৮ প্রকাশিত। ৯ ব্যক্তিবিশেষ। ১০ মনুষ্য।

(পুং) ১১ বিহু। (বিষ্ণু-সহস্রনাম)

সাংখ্যমতে—প্রধানাদি, ‘ব্যক্ত্যব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাং’ (সাংখ্যকা°)

সাংখ্যমতে প্রকৃতির স্থূল পরিমাণের নাম ব্যক্ত। প্রধান,
অহঙ্কার, একাদশইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাত্ম এই
চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে ব্যক্ত কহে। অব্যক্ত প্রকৃতি এবং
ব্যক্ত পুরুষ।

ব্যক্তগণিত (ক্লী) অক্ষবিজ্ঞা।

ব্যক্তগন্ধা (ক্লী) ১ নীলাপরাঞ্জিতা। ২ স্বর্ণবৃথিকা। (রাজনি°)
৩ পিল্লী। (বৈজ্ঞকনি°)

ব্যক্ততা (ক্লী) ব্যক্ত্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ব্যক্তের ভাব বা ধর্ম।

ব্যক্ততারক (ত্রি) পূর্ণপ্রকাশমান তারকাবিশিষ্ট।

ব্যক্তদৃষ্টার্থ (পুং) ব্যক্তং ক্ষুণ্ণং যথা ত্রাৎ তথা দৃষ্টৌর্থো যেন।

সাক্ষী। পর্যায়—প্রত্যক্ষী, প্রত্যাক্ষদর্শী, বচকে দর্শনকারী।

ব্যক্তভূজ (ত্রি) কাল, সময়।

ব্যক্তময় (ত্রি) বচনশীল। বাক্যবিশিষ্ট।

ব্যক্তরসতা (ক্লী) স্বাদগ্রহণের তীক্ষ্ণতা। পরিষ্কার-ভাবে
রসানুভবের শক্তি।

ব্যক্তরাশি (ক্লী) অক্ষবিজ্ঞার কথিত রাশি।

ব্যক্তরূপ (পুং) ব্যক্তং রূপং বস্ত। ১ বিহু। (বিষ্ণু-সহস্রনাম)
(ত্রি) ২ স্পষ্টরূপযুক্ত।

ব্যক্তরূপিন্ (ত্রি) চিনিতে পারা যায় এরূপ আকৃতিবিশিষ্ট।

ব্যক্তলক্ষণ (ত্রি) পরিষ্কার চিহ্নযুক্ত। যে চিহ্নে সহজেই মূল
বিবর অবগত হওয়া যায়।

ব্যক্তবিক্রম (ত্রি) যে বীর্য দেখায়।

ব্যক্তি (ক্লী) ব্যক্ত্যভেদনয়তি বি-অজ্ঞ-কৃত্। ১ পৃথগা-
দ্বিক। (অমর) ২ স্পষ্টতা।

‘তং সত্ত্বঃ প্রোক্তমর্হতি সদসদ্যুক্ত্যভেদতঃ।

হেয়ঃ সংলক্ষ্যতেহহমৌ বিতুঙ্কিঃ জামিকাপি বা।’ (রঘু ১১০)
৩ ভূতমাত্র।

‘অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রত্যবস্ত্যহরাগমে।’ (গীতা ৮১৮)

‘ব্যক্তয়শ্চরাত্রাণি ভূতানি’ (স্বামী)

৪ ভ্রামশাস্ত্রোক্ত তত্ত্বদণ্ডার্থ। ৫ লোক, জন। ৬ জীব।

৭ শরীরী। ৮ দ্রব্য, বস্তু, পদার্থ। ৯ প্রকাশ।

ব্যক্তিগ্রাহিতা (ক্লী) যে বৃত্তিধারা একএকটি বস্তুর সত্তা
উপলব্ধি হয়।

ব্যক্তীকৃত (ত্রি) ১ প্রকাশিত, প্রকটিত। ২ উদ্ঘাটিত,
স্পষ্টীকৃত।

ব্যক্তীভাব (পুং) প্রকাশীভাব, যাহা পূর্বে ব্যক্ত ছিল না,
পরে ব্যক্ত হইয়াছে তাহাকে ব্যক্তীভাব কহে।

ব্যক্তীভূত (ত্রি) প্রকাশিত, প্রদর্শিত। যাহা সাধারণতঃ পরি-
চ্ছন্নভাবে দৃষ্ট হইবার যোগ্য।

ব্যক্তোদিত (ত্রি) পরিষ্কার ভাবে কথিত।

ব্যক্ত (ত্রি) অক্ষরেখা বজ্জিত।

ব্যগ্র (ত্রি) বিরুদ্ধ অগতীতি অগ অস্ত্রেজ্জৈতি সাধুঃ। ১ ব্যাসক,
ব্যাকুল। ২ ব্যস্ত। ৩ স্বরিত। ৪ ত্রস্ত, চকিত, ভীত।

৫ উৎসাহী, উত্তমশীল। ৬ আগ্রহী। ৭ আসক্ত।

৮ সমন্বয়। (ভাগবত ৩১৯৫ স্বামী)

(পুং) ৯ বিহু। (বিষ্ণু-সহস্রনাম)

ব্যগ্রতা (ক্লী) ব্যগ্রত্ব ভাবঃ তল্-টাপ্। ব্যগ্রের ভাব বা ধর্ম,
ব্যাকুলতা, ব্যগ্রত্ব।

ব্যগ্রমনস্ (ত্রি) চিন্তাবিহীন মনস।

ব্যাকুল (ত্রি) বিগতঃ অজ্ঞশো বয়াৎ। নিরঙ্কুশ।

(ভাগবত ৩২১৫ স্বামী)

বাস্ক (পুং) বিকৃতানি অঙ্গানি যন্ত । ১ ভেক । (মেদিনী)

• বিকৃতানি অঙ্গানি ২ মুখরোগবিশেষ, মুখের কালনাগ ।
ইহার লক্ষণ—

“ক্রোধায়াসপ্রকৃপিতো বায়ুঃ পিত্তেন সংযুতঃ ।

মুখমাগত্য সহসা মণ্ডলং প্রসৃজত্যতঃ ।

নীৰুজং তদুৎকং শ্রাবং মুখবাস্কতমাদিশেৎ ॥”

(ভাবপ্র° ক্ষুদ্ররোগার্থে)

ক্রোধ ও পরিশ্রম দ্বারা বায়ুকুপিত ও পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া মুখদেশকে আশ্রয় করিয়া বেদনাবিহীন অথচ শ্রাববর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা উৎপাদন করিলে তাহাকে বাস্করোগ কহে ।

চিকিৎসা—শিরাবেধ, প্রলেপ এবং অভ্যঙ্গদ্বারা ইহার চিকিৎসা করা বিধেয় । বটের কুড়ি ও ময়ূর একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে উহা প্রশমিত হয় । ময়ূর সহিত মঞ্জিষ্ঠা পেষণ করিয়া প্রলেপ বা শবকের রক্ত লেপন, ও বঙ্গ-রক্তের ছাল ছাগমূত্রদ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে এইরোগ প্রশমিত হয় । জাতীফল পেষণ করিয়া, আকন্দের আটা ও হরিদ্রা একত্র মর্দন করিয়া এবং চুর্ণদ্বারা শিষ্ট ময়ূর ঘূতের সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখে প্রলেপ দিলে ৭ দিনের মধ্যে ইহা আরোগ্য হইয়া পশুর হ্রাস মুখের কান্তি হয় । বটের কচি পাতা, মালতী, রক্তচন্দন, কুড়, কালীয়াকড়া ও লোধ এই সকল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাস্ক ও নীলিকা রোগে বিশেষ উপকার হয় । ইহা ভিন্ন কুক্ষ্মাভতৈলও এই রোগে বিশেষ উপকারী । (ভাবপ্র° ক্ষুদ্ররোগার্থে)

৩ বিকলাঙ্গ, অঙ্গহীন । ৪ উপহাস, বিক্রপ । যে বাক্য দ্বারা বিক্রপাত্মক নিগূঢ়ভাবে প্রকাশ করে ।

বাস্কক (পুং) পক্ষিত ।

বাস্কত্ব (ক্ৰী) ঋজুতা, অঙ্গহীনতা ।

বাস্কার্থ (পুং) শব্দের বিক্রপাত্মক তাৎপর্যার্থ । [বাস্ক্য দেখ ।]
বাস্ক্যার (ত্রি) অঙ্গার বা অগ্নিবর্জিত । ভারত ভীষ্মপর্বে ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে ৪১৬ শ্লোকে ‘বাস্ক্যারে’ শব্দ “অগ্নি নির্কাপিত হইলে” অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ।

বাস্ক্যত (ত্রি) বিকলীকৃত ।

বাস্ক্যিন্ (ত্রি) ১ বাস্করোগবিশিষ্ট ।

বাস্ক্যীকৃত (ত্রি) ছিন্নকৃত, কণ্ডিত । “বাস্ক্যীকৃতা রথদ্বিপাঃ । ভারত
বাস্কুল (ত্রি) অঙ্গুলের বিস্তৃতির পরিমাণের বস্তুতম অংশ-
বিশেষ । যেমন পঞ্চাঙ্গুল-দশবাঙ্গুল-পরিমিত-ছায়া বলিলে দশ-
বাঙ্গুলাদিক পঞ্চাঙ্গুল ছায়া বুঝায় । (ত্রি) ২ বিকৃতভঙ্গ, যাহার
অঙ্গুলি বিকৃত হইয়াছে ।

বাস্কুলি (ত্রি) বিকৃতভঙ্গুলি ।

বাস্কুল্ঠ (ত্রি) ১ বিকৃতভঙ্গুলি । ২ গুণভেদ । (হেম°)

বাস্ক্য (ত্রি) বি-অনু-ণ্যৎ । বাজনা বৃত্তিদ্বারা বোধ্য অর্থ,
তাৎপর্যার্থ, নিগূঢ়ভাব । শব্দের শক্তি তিনপ্রকার—বাচ্য, লক্ষ্য
ও ব্যঙ্গ্য ; ইহার মধ্যে বাজনা-বৃত্তিদ্বারা যে সকল শব্দের অর্থ
প্রকাশ পায়, তাহাদিগকে ব্যঙ্গ্য বলে ।

“বাচ্যোহর্থোহিভিধয়া বোধ্যো লক্ষ্যো লক্ষণয়া মতঃ ।

ব্যঙ্গ্যো বাজনয়া তাঃ স্থান্তিঃ শব্দস্ত শব্দয়ঃ ॥”

(সান° দ° ২ পরি° ১১)

বাস্ক্যতা (ক্ৰী) বাস্ক্য ভাবঃ তল্ টাণ্ । বাস্ক্যেভ্যঃ ভাব বা লক্ষ্য ।
বাচ্য, ১ বাস্ক্য, প্রস্তারণ্য । ২ সম্বন্ধ । তুদাদি ‘পর্যট্ট’ সৰ্ক
সেট্ । লট্ বিচতি । লিট্ বিবাচি । বিবিচতুঃ । লুট্
বাচিতা । লুট্ বাচিম্যতি । লুঙ্ অবাচীৎ, অবাচীৎ । সন্
বিবাচিবতি । যঙ্ বেবিচাতে । যঙ্ লুক্ স্বাবাচীতি,
ব্যাব্যক্তি । গিচ্ বাচয়তি, লুঙ্ অবিবাচ্যৎ ।

বাচস্ (ক্ৰী) ব্যাপ্তি । “সমুদ্রো ন বাচদধে” (ঋক্ ১০।৩০)
‘বাচো ব্যাপ্তিঃ’ (সায়ণ) ২ আদিত্য । “বচচ্ছন্দঃ” (শুক্রযজু
১৫।৪) ‘বাচঃ বাচতি ব্যাপ্তিকৰ্ম্মা বিচাতি ব্যাপ্তোতি সৰ্ব্বং জগ-
দিতি বাচঃ আদিত্যঃ’ (মহীধর)

বাচস্বৎ (ত্রি) বাচস্ অন্ত্যার্থে মতুপ্ । ব্যাপ্তিযুক্ত । “বাচস্বতী-
বি প্রথস্তামজুধা” (ঋক্ ২।৩৫) ‘বাচস্বতীঃ ব্যাপ্তিমত্যাঃ’ (সায়ণ)

বাচিষ্ঠ (ত্রি) ব্যাপ্ত । “বয়সা বৃহন্তং বাচিষ্ঠং” (ঋক্ ২।১০।৪)
‘বাচিষ্ঠং ব্যাপ্তং’ (সায়ণ)

বাচ্ছ (ত্রি) গমনশীল । “গোব্যাচ্ছমন্তকায়” (শুক্রযজু ৩।১৮)
‘গোব্যাচ্ছঃ গাঃ প্রতি গমনশীলঃ’ (মহীধর) গোব্রহ্ম প্রতি
• গমনশীল ।

বাজ (পুং) বাজতানেনেতি বি-অজ (গোচরসঞ্চারেতি ।
পা ৩।৩।১১৯) ইতি ঘঞ্ । নিপাতনাদ্ভে ব্যসঞপোরিতি
বীভাবো ন ভবতি । বাজন ।

বাজন (ক্ৰী) বাজতানেনেতি বি-অজ-লুট্ । (বো বো ।
পা ২।৪।৫৭) ইতি পক্ষে বী ভাবো ন ভবতি । তালবৃদ্ধক, চলিত
গাথা । ইহার সামান্য গুণ—মূর্ছা, দাহ, তৃষ্ণা, ঘর্ম্ম ও শ্রমনাশক ।
তালবাজনগুণ—ত্রিদোষনাশক, ও লঘু । বংশবাজনগুণ—কক্ষ,
উষ্ণ, বায়ুপিত্তকারক । বেত্র, বস্ত্র, ও ময়ূরপুচ্ছবাজনগুণ—ত্রিদোষ-
নাশক । চামরবাজনগুণ তেজস্কর ও মাক্ষিকাদি নিবারক । (রাজব°)

ভাবপ্রকাশ মতে ইহার সাধারণ গুণ দাহ, শ্বেদ, মূর্ছা ও
শ্রান্তিনাশক । তালবৃদ্ধবাজন ত্রিদোষনাশক । বংশবাজন—
উষ্ণ এবং রক্তপিত্তপ্রাকোপক । চামর, বস্ত্র, ময়ূরপাখা এবং
• বেত্রবাজন ত্রিদোষনাশক, দিগ্ধ ও ক্ষয়গ্রাহী । বাজনের মধ্যে •
এই বাজনই প্রশস্ত । (ভাবপ্র°)

ব্যজনক (ক্ৰী) ব্যজন-বার্ধক্য। ব্যজনশব্দার্থ।

ব্যজ্য (ত্রি) ব্যাজ, ব্যজনাশক্তিব্যারা বোধ।

ব্যজক (পুং) ব্যনকীতি বি-অজ্ঞপ্ত। জ্ঞপ্ততাবাদিপ্রকাশক অভিনয়। ইহা আঙ্গিক, সাঙ্গিক, বাচিক ও আহাৰ্যভেদে চারিপ্রকার। “ব্যানকীতি ব্যজকং, আঙ্গিক-সাঙ্গিক-বাচিকা-হাৰ্যভেদাৎ ব্যজকশ্চতুर्विधः” (ভরত)

২ ব্যজ্ঞাপ্রতিপাদক, যেস্থলে ব্যজনাশক্তিব্যারা অর্থের প্রতিপাদন করা হয়, তাহাকে ব্যজক কহে।

“অভিধাদিত্রয়োপাধি বৈশিষ্ট্যত্রিবিধো মতঃ।

শব্দোপনি বাচকত্বমলঙ্ককো ব্যজকশ্চ।” (সাহিত্যদ* ২।৩১)

(ত্রি) ৩ প্রকাশক।

“উৎপত্তিব্যজকঃ পুণ্যঃ কর্মযোগে নিবোধত।” (মহু ২।৬৮)

ব্যজকত্ব (ক্ৰী) ব্যজকত্ব ভাবঃ ত্ব। ব্যজকের ভাব বা ধর্ম।

ব্যজ্ঞ (ক্ৰী) ব্যজাতে অজ্ঞাতে অজ্ঞানি সংযোগ্যভেদেহেনেতি বি-অজ্ঞ-লুট্। ১ অঙ্গোপকরণ, মূশপাকাদি, বাহ্যব্যারা অঙ্গ মাখিয়া ভক্ষণ করা হয়। চলিত তীরকারী। পর্যায়—তেমন, নিষ্ঠান, তেম। (শব্দরত্না)

“আনো ভর ব্যজ্ঞং গামধ্বমভ্যজ্ঞনম্” (ঋক্ ৮।৬৭।২)

ইহার গুণ—কৃত, বুধ্য ও গুপ্তিপ্রদ। মৎস্ত ৬ মাংসাদির ব্যজ্ঞ যে যে দ্রব্যের সহিত ভোজন করা হয়, সেই সেই দ্রব্যের দোষ ও গুণানুসারে দোষ ও গুণ স্থির করিতে হয়।

“ব্যজ্ঞং শাকমৎস্তাখ্যং স্তম্ভং বুধ্যক পুষ্টিদম্।

দ্রব্যেণ যেন যেনেহ ব্যজ্ঞং মৎস্তমাংসয়োঃ।

তস্ত তস্ত ভয়েনৈশ্চতদ গুণদোষে বিভাবয়েৎ” (রাজবল্লভ)

২ চিহ্ন। ৩ ব্যজ্ঞনাশক্তি। (সাহিত্যদ* ৩।৫২) ৪ শব্দক।

“কুভএব পরিত্যক্তং স্তম্ভং শক্যাম্যহং স্বয়ম্।

বালম প্রাপ্তবয়সমজ্ঞাতব্যজ্ঞানকৃতিম্” (ভারত ১।১৫৮।৩৪)

৫ অবয়ব। ৬ দিন। (মেদিনী) ৭ স্ত্রীপুরুষের অন্তর্ভুক্ত দেশ, উপহ। ৮ অর্দ্ধমাত্রোচ্চাৰ্য্য হ্রস্বণ।

“একমাত্রো ভবেচ্ছবো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।

ত্রিমাাত্রস্ত গ্নুতো জ্ঞেয়ো ব্যজ্ঞকর্দ্ধমাত্রকম্” (ব্যাকরণ)

ককার হইতে হকার পর্যন্ত বর্ণ ব্যজ্ঞবর্ণ। এই সকল বর্ণ অর্দ্ধমাত্র।

ব্যজ্ঞনসন্ধি (পুং) ব্যাকরণোক্ত সন্ধিপ্রকরণ বিশেষ।

ব্যজ্ঞনসন্ধিপাত (পুং) ব্যজ্ঞনসন্ধি, কতকগুলি ব্যজ্ঞনবর্ণের একত্র সমাবেশ।

ব্যজ্ঞনহারিকা (ক্ৰী) অমঙ্গলকর কুশক্তিবিশেষ। ইহার বিবাহিতা কস্তার ব্যজ্ঞন ভবণ করিয়া থাকে। (মার্কুপু* ৫।১।১০২-১০৪)

ব্যজ্ঞনা (ক্ৰী) বি-অজ্ঞ পিচ্-প্ৰ-টাপ্। শব্দের বৃত্তিবিশেষ।

শব্দের তিনটা বৃত্তি—অভিধা, লক্ষণ ও ব্যজ্ঞনা। কাব্যের ব্যঙ্গার্থবোধক শক্তি। যে শক্তিব্যারা তাৎপর্যার্থের বোধ হয়। ইহার লক্ষণ—

“বিরতাষভিধাত্যহ যত্রার্থো বোধ্যতেহপরঃ।

সা বৃত্তি ব্যজ্ঞনা নাম শব্দত্বার্থাদিকন্ত চ”

“শব্দবুদ্ধিকর্মণাং বিরম্য ব্যাপারাতাব ইতি নয়ন্যভিধা-লক্ষণ-তাৎপর্যার্থায়াহ তিস্ববু বৃত্তিবু স্বং স্বমর্থং বোধয়িত্বা উপকীণাহ যদ্যন্তোহর্থো বোধ্যতে সা শব্দত্বার্থন্ত প্রকৃতিপ্রত্যয়াদেব বৃত্তি-ব্যজ্ঞনধ্বননগমনপ্রত্যয়ানাদিব্যাপদেশবিষয়া ব্যজ্ঞনা নাম।”

(সাহিত্যদ* ২ পাঠ)

ব্যড় (পুং) ঋষিভেদ। [ব্যড়ি দেখ।]

ব্যড়ম্বক (পুং) এরওবৃক্। (অমর)

ব্যড়ু (পুং) কান্দীরহ ব্যক্তিবিশেষ। (রাজতর* ৮।১৮৪)

ব্যড়ু মঙ্গল (পুং) কান্দীরহ ব্যক্তিভেদ। (রাজতর* ৭।১৪৮)

ব্যতি (পুং) অশ্ব। (ঋক্ ৪।৩২।১৭)

ব্যতিকর (পুং) বি-অতি-কৃ-অপ্। ১ বাসন। ২ বাস্তবিক। (মেদিনী) ৩ বিনাশ।

“প্রজ্ঞোপত্রবমালক্ষ্য লোকব্যতিকরক তম্।

মতক বাসুদেবস্ত সঞ্জহারাজ্ঞানো দ্বয়ম্” (ভাগবত ১।৭।৩২)

৪ মিশ্রণ।

“অন্তোন্তব্যতিকরচারুভিচিহ্নৈঃ” (মাঘ ৪।৫৩)

৫ ব্যাপ্তি। ৬ সম্পর্ক, সম্বন্ধ। ৭ পরস্পর কর্মকরণ।

৮ সমূহ। ৯ সম্পর্কযুক্ত।

ব্যতিক্রম (পুং) বি-অতি-ক্রম-ঘঞ। ক্রমবিপর্যায়, যে ক্রমে হইতেছিল, তাহার ভিন্নতা, বিপরীত।

“সর্বত্র প্রাণ্ডমুখো দাতা গৃহীতা চ উদযুগঃ।

এব এব বিধির্দানে বিবাহে তু ব্যতিক্রমঃ” (উদাহতত্ব)

উল্লঙ্ঘন, উল্টান, বিপরীতকরণ।

ব্যতিক্রমণ (ক্ৰী) বি-অতি-ক্রম-লুট্। ব্যতিক্রম, ক্রম-বিপর্যায়করণ।

ব্যতিক্রান্ত (ত্রি) বি-অতি-ক্রম-কৃ। বিপর্যায়প্রাপ্ত।

ব্যতিক্রান্তি (ক্ৰী) বি-অতি-ক্রম-ক্ৰি। ব্যতিক্রম, বিপরীত।

ব্যতিগত (ত্রি) প্রস্থিত। বাহ্য অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

ব্যতিচার (পুং) ১ দোষ। ২ পাপাচরণ।

ব্যতীচুস্তিত (ত্রি) অতি সন্নিকটে স্পর্শন।

ব্যতিপাত (পুং) বি-অতি-পত-ঘঞ। ১ মহোৎপাত।

২ অপবাস। ৩ যোগভেদ। [ব্যতীপাত শব্দ দেখ।]

ব্যতিভেদ (পুং) বি-অতি ভিন্ন-ঘঞ। অতিক্রম করিয়া ভেদ, এক একটা করিয়া ভেদ।

“উৎপন্নপত্রত্যাগিত্ত্ববদ্বাদ্যবান সংলগ্নতঃ”

(সাহিত্যদ° ৪১২৫৫ কা°)

ব্যতিমর্শ (পুং) বিহারবিশেষ। বৈদিক বজ্রাহিতে বালখিলা
স্তোত্রের ১ম বা দ্বিতীয় মন্ত্রের কতকগুলি পাদ বা যন্ত্রাদি একটীর
পর একটা পরম্পরে একযোগে উচ্চারণরূপ প্রয়োগ।

ব্যতিমর্শ (অব্য) ত্যক্ত, অতিক্রান্ত।

ব্যতিমিশ্র (ত্রি) আরও অনেক মিশ্র চিহ্নযুক্ত। (বৃহৎস° ৬।৭।৩)

ব্যতিমূঢ় (ত্রি) অত্যন্ত বিরক্ত বা চিন্তাবিভ্রাঙ্কিত।

ব্যতিমোহ (পুং) অতিশয় মুগ্ধ।

ব্যতিম্রাত (ত্রি) অতিক্রম করিয়া লও।

ব্যতিরিক্ত (ত্রি) বি-অতি-রিক্-ত। ১ ব্যতিরকবিশিষ্ট,
বিভিন্ন। ২ অতিরিক্ত। ৩ বর্জিত। ৪ পৃথক্কৃত।

ব্যতিরিক্ততা (স্ত্রী) ব্যতিরিক্ত্য ভাবঃ তন্-টাপ্। ব্যতি-
রিক্তের ভাব বা ধর্ম, বিভিন্নতা।

ব্যতিরেক (পুং) বি-অতি রিক্-ঘঞ্। ১ কিনা। ২ অভাব।

“ন পতিব্যতিরেকেন স্ত্রীপামপরা গতিঃ।”

(কথাসরিংসা° ৩৯।১৬৬)

৩ প্রভেদ, বিভিন্নতা। ৪ বৃদ্ধি। ৫ অতিক্রম।

৬ অর্থালঙ্কারবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

“আধিক্যমুপমেয়তোপমানানুনতাহধবা।

ব্যতিরেক এক উক্তে হেতৌ নোক্তে স চ ত্রিধা ॥

চতুর্বিধোহপি সামান্ত বোধনাক্ষরতোহর্থতঃ।

আক্ষেপাত্ত্বাদিশা শ্রেষেহপীতি ত্রিরূপা।

প্রত্যেকং ত্র্যঙ্গলিঙ্গাষ্টচত্বারিংশদ্বিধঃ পুনঃ ॥”

(সাহিত্যদ° ১০।৭০০)

যেহলে উপমান হইতে উপমেয়ের আধিক্য বা নূনতা
বর্ণনা করা হয়, তথায় এই অলঙ্কার হয়। এই অলঙ্কারের
৪৮ প্রকার ভেদ আছে। উদাহরণ—

“অকলঙ্কমুখং তস্তা ন কলঙ্কী বিধুগুণা।” (সাহিত্যদ°)

তাহার মুখ অকলঙ্ক, কলঙ্কী বিধুর সঙ্গ নহে। তাহার
মুখে কোন কলঙ্ক নাই, কিন্তু চন্দ্রের কলঙ্ক আছে, কলঙ্কী চন্দ্র
অপেক্ষা তাহার মুখসৌন্দর্যের আধিক্য বর্ণন হওয়ায়, এই স্থলে
ব্যতিরেক অলঙ্কার হইল। এইরূপে উপমেয়ের নূনতা হইলেও
এই অলঙ্কার হইবে।

ব্যতিরেকব্যাপ্তি (স্ত্রী) যে গুণ নাই সেই গুণ স্বাপনার্থ
যুক্তি প্রদর্শন।

“কে বলে শরণার্থী সে মুখের তুলা।

পদনখে পড়ে তার আছে কততুলা।” (বিদ্যাসুন্দর°)

এইস্থলেও এই অলঙ্কার হইয়াছে।

ব্যতিরেকিন্ (ত্রি) ১ অতিক্রান্ত গমনকারী। ২ বিভিন্নতাধারী।

ব্যতিরেকিলিঙ্গ (স্ত্রী) অতিরিক্ত চিহ্ন, বাহ্য অস্ত্রে হ্রস্বত্ব।

ব্যতিরেকচন (স্ত্রী) বিভিন্নতা প্রদর্শন। (সাহিত্যদ° ১০।৭।১৪)

ব্যতিলজ্জিন্ (ত্রি) স্বহানভ্রষ্ট। অলিত। (রঘু ৬।১৯)

ব্যতিবক্ত (ত্রি) বি-অতি-বক্ত-ত। ১ আসক্ত। ২ পরম্পর
মিলিত। ৩ গ্রথিত।

ব্যতিবক্ত (পুং) বি-অতি-বক্ত-ঘঞ্। ১ পরম্পর মেলন।

“সেনরোবীতিবক্তেণ জয়ঃ সাধারণো ভবেৎ” (ভারত ১২।১০।৩৫)

২ বিনিময়।

“অস্ত্রোত্তরিতব্যতিবক্তবৃদ্ধ-বৈরাগ্যবদ্ধো বিহারমিধিগচ্চ।”

(ভাগবত ৬।১৩।১৩)

ব্যতিহার (পুং) বি-অতি-হ-ঘঞ্। বিনিময়।

‘পরিধানং বিনিময়ো নৈমেয়ঃ পরিবর্তনম্।

ব্যতিহারঃ পরাবর্ত্তো বৈমেয়ো বিময়োহপি চ ॥’ (হেম)

২ পরম্পর একরূপ ক্রিয়াকরণ। ৩ পর্যায়করণ। ৪ গালা-
গালি। ৫ মারামারি।

ব্যতীকার (পুং) বি-অতি-ক-ঘঞ্, যত্র উপসর্গস্ত দীর্ঘঃ।

ব্যতিকর, বাসন। ২ ব্যতিষঙ্গ। ৩ বিনাশ। ৪ মিশ্রণ।

ব্যতীত (ত্রি) বি-অতি-ই-ক্ত। অতীত, গত। অতিক্রান্ত।
বিগত।

“অর্দ্ধরাশে ব্যতীতে তু সংক্রান্তিগদহর্ভবেৎ।

পূর্বে ব্রতাদিকং কুখ্যুঃ পরেহ্যঃ যানদানয়োঃ ॥” (তিথিতত্ত্ব)

ব্যতীপাত (পুং) বি-অতি-পত-ঘঞ্। (উপসর্গস্য ক্ষত্রীতি।

পা ৬।৩।২২) ইতি উপসর্গস্ত দীর্ঘঃ। ১ মহোৎপাত, অমঙ্গল-
জনক উৎপাত, ধুমকেতু, ভূকম্প ইত্যাদি। ২ অপমান। (মেদিনী)

৩ বিকৃত্ত প্রভৃতি সপ্তাবংশতি যোগের অন্তর্গত সপ্তদশ যোগ।

জ্যোতিষমতে এইযোগে শুভকর্ম মাত্রই নিষিদ্ধ। এইযোগে

কোন শুভকর্ম বা যাত্রাদি করিলে অন্তঃ হইরা থাকে।

“নিরংশং দিবসং বিষ্টিং ব্যতীপাতকং বৈধতিম্।

কেদ্রং বারিণ্ড তুৈ হীনং পাপাহমপি বর্জয়েৎ ॥

পরিব্রত ভ্যাজেদর্কং শুভকর্ম ততঃ পরম্।

ত্যাগাদৌ পক্ষং বিকৃষ্টে সপ্তশূলে চ নাড়িকা।

গণ্ডব্যাবাতয়োঃ বট চ নবধর্ষণবজ্রয়োঃ।

বৈধতিব্যতীপাতৌ চ সমস্তৌ পরিবর্জয়েৎ ॥” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

সংক্রান্তি, বিষ্টি, ব্যতীপাত, বৈধতি, এবং কেদ্রহীন

শুভগ্রহহীন হইলেও পাপদিন বর্জন করিয়া শুভকার্য্য করিবে।

ব্যতীপাত সমস্ত শুভকার্য্যে নিষিদ্ধ হইলেও ইহার প্রতি-
প্রসব ঘোষিতে পাওয়া যায়। চন্দ্র তারার যদি শুভ থাকে,

তাহা হইলে ব্যতীপাত দ্রষ্ট নহে। এবং যাত্রাকালে অন্যতরোগ

হইলে ব্যতীপাতদোষ নিবৃত্ত হয়। অর্থাৎ ব্যতীপাত যোগ
হইলে ঐরূপ স্থলে ব্যতী করা যাইতে পারে।

“ন বিকৃতো ন বা গতো ন ব্যতীপাতবৈধৃতী।

চন্দ্রভাগবৎ প্রাপ্তে দোষা গচ্ছন্ত্যনংমুখাঃ ॥

নবম্যক্ষারকো বিষ্টিঃ শনৈশ্চরদিনস্তথা।

ব্যতীপাতো ন দূষেত ব্যতীকো দক্ষিণে হিতঃ ॥

যদি বিষ্টিব্যতীপাতো দিমং বাশ্যতত্ত্বং তবৎ।

হস্ততৎস্বত্বযোগেন তাক্ষরেন তমো যথা ॥” (সৌম্যভিত্ত্ব)

• এই যোগে যদি কোন বালক জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে
ঐ বালক রূঢ়বাকীযুক্ত, ধলস্বভাব, সর্বা পীড়িত, বাতায় হিত-
কারী ও পরের কার্যে পক্ষপাতী হইয়া থাকে।

“কঠোরবাক্যঃ পিতৃনবভাবো সনাতনো মাতৃহিতো মহব্যঃ।

পরন্ত কার্যে কৃতপক্ষপাতো যন্ত প্রহৃতো ব্যতীপাতযোগঃ ॥”

(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

৪ পারিভাবিক যোগবিশেষ, বেরূপ অর্দ্ধোদয়যোগ, ব্যতীপাত
যোগ। এই যোগে গঙ্গানান করিলে একটি কুল উদ্ধার হয়।
এই যোগ যথা—অমাবস্যার দিন রবিবার, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, আর্দ্রা,
অশ্লেষা ও মৃগশিরা নক্ষত্র হইলে এই যোগ হয়।

“শ্রবণাধিনিষ্ঠাশ্রবণাগদৈবতমন্তকে।

যন্তমা রবিবারেণ ব্যতীপাতঃ স উচ্যতে ॥

নাগদৈবতমল্লোবা মন্তকং মৃগশিরসঃ।

সংক্রান্তিবু ব্যতীপাতে গ্রহণে চন্দ্রহৃদয়োঃ।

পুণ্যে সাত্তা তু গঙ্গায় কুলকোটাঃ সমুদ্ররং ॥”

(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

এই যোগে গঙ্গানান করিলে গঙ্গায় বাক্য করিয়া জ্ঞান
করিতে হয়। শঙ্কর বাক্য করিয়া জ্ঞান না করিলে ফলশ-
ূন্যতা হয়।

চতুর্দশী দিন যদি ব্যতীপাত এবং আর্দ্রা নক্ষত্রের যোগ হয়,
তাহা হইলে এই দিনও অতি পুণ্যতম কাল, ইহা দেবতাদিগেরও
ভুলভ। এই দিনে গঙ্গানান করিলে পুর্নোক্ত ফললাভ হয়।

“চতুর্দশ্যাং যদা যোগো ব্যতীপাতেন চাত্রয়া।

তদা পুণ্যতমঃ কালো দেবানামপি ভুলভঃ।

তদা যঃ স্নাত গঙ্গায় তত্কা তৎকলমাপুয়াৎ ॥” (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

৫ হৃদ্যসিদ্ধান্তোক্ত ক্রান্তিসামান্যক যোগবিয়োগরূপ বহির্ভেদ।

“ব্যতীপাতত্রয়ং যোরং গণ্ডাভ্যন্তরং তথা।

• এতদন্তসংক্রান্তিতরং সর্গকর্ণস্থ বর্জরং ॥” (হৃদ্যসিদ্ধান্ত)

‘ব্যতীপাতান্যং ত্রয়ং যোগবিয়োগাভ্যকো ক্রান্তিসামান্যকো
যো ব্যতীপাতো বিষবৎসমিধো ক্রান্তিসামান্যকরেন ব্যতীপাত-
ত্রয়োরেব ভেদঃ ন পৃথক্’ (রজনাব)

ব্যতীহার (পুং) বি-অতি-ক-ঘঞ্, উপসর্গত বীর্ঘঃ। পরিবর্ত,
বিনিময়, বদল। (জটোথর) ২ পরস্পর একজাতীয় ক্রিয়া-
করণ। যথা—কেশকেশি, দণ্ডাদণ্ডি, ইত্যাদি।

ব্যত্যয় (পুং) ব্যত্যয়নমিতি বি-অতি-ই। (এরচ্। পা ৩।৩।৪৩)
ইতি অচ্। ব্যতিক্রম, পধ্যায়—বিশ্বধাস, ব্যত্যাস, বিপধ্যায়।

“পর্যাবরেণ্য স্থানান্য কালেন ব্যত্যয়ো ভবেৎ ॥”

(ভাগবত ৭।১০।৪৪)

ব্যত্যয়গ (ত্রি) ব্যত্যয়-গ-ড। বিপর্যয়ভাবে গমনকারী,
বিপরীতভাবে গত।

“কেমরুদেব ন সাধরতেহর্থান ব্যত্যয়গো বধবকনভরায় ॥”

(বৃহৎসংহিতা ৮।৮।২৯)

ব্যত্যস্ত (ত্রি) বি-অতি-অস্-জ্ঞ। বিপরীতভাবে অবস্থিত,
বিপর্যয়প্রাপ্ত, উল্টাপাল্টা।

ব্যত্যাস (পুং) ব্যত্যাসনমিতি বি-অতি-অস্-ঘঞ্। বিপর্যায়,
ব্যতিক্রম, বৈপরীতা।

“মাত্রাসি বক্ষিতা ভজে চকব্যত্যাসহেতুনা।

ভবিষ্যতি হি পুত্রস্তে ক্রুরকক্ষাত্যাদাকরণঃ ॥” (হরিবংশ ২।৭।২৯)

ব্যথ, ১ ভয়। ২ চলন। ৩ ব্যথা। ভূদি° আশ্বনে° অক° সেট্।

লট্ ব্যথতে। লিট্ বিব্যথে। লুট্ ব্যথিতা। লৃট্ বিব্যথিতে।

লুঙ্ অব্যথিষ্ট, অব্যথিষাত্যং, অব্যথিষত। সন্ বিব্যথিষতে।

যঙ্ বাব্যথ্যতে। যঙ্ লুক্ বাব্যতি। গিচ্ ব্যথয়তি। লুঙ্-
অবিব্যথৎ।

ব্যথক (ত্রি) ব্যথয়তি পীড়য়তি ব্যথ-গিচ্-বৃল্। ব্যথাকারী।

‘অব্যথানং ব্যথকস্ত ত্রায়স্পৃগকস্তদঃ ॥’ (হেম)

ব্যথন (ক্রী) ব্যথ-ভাবে লুট্। ব্যথা, পীড়া, হুঃখ। (ত্রি)

ব্যথয়তি ব্যথ-লু। ২ ব্যথক, ব্যথাকারী।

ব্যথয়িতৃ (ত্রি) ব্যথ-গিচ্-তৃচ্। ব্যথাকারক।

ব্যথা (ক্রী) ব্যথ-অঞ্ টাণ্। ১ হুঃখ, পীড়া, ক্লেশ, বেদনা,
শোক। ২ ভয়।

“মেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি।

আরাধনায় লোকস্ত মুক্ততো নাস্তি মে ব্যথা ॥” (উত্তরচ° ১অ°)

ব্যথিত (ত্রি) ব্যথ-ক। ১ পীড়িত। ২ হুঃখিত। ৩ ভীত।
৪ শোকপ্রাপ্ত।

ব্যথিস্ (ত্রি) ১ ব্যথিতা। ২ ব্যথক। (অক্ ৪।৪।৩)

ব্যথ্য (ত্রি) ব্যথ-ঘৎ। ১ ব্যথার যোগ, হুঃখার্থ। ২ ভয়াহ।

ব্যথর (ত্রি) ব্যথর। সংশক।

ব্যধ, ভাঙন, পীড়ন। দিবাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্-
বিধ্যতি। লিট্ বিধ্যথ, বিবিধ্যতুঃ, বিধ্যথ, বিবিধ্যথ। লুট্ ব্যধা।

লৃট্ ব্যধ্যতি। আশীলিঙ্ বিধ্যৎ। লুঙ্ অব্যাদ্যসীৎ,

অব্যাহাং, অব্যাংস্থঃ। কর্ণবাচো লট্ বিধাতে। সন্ বিবাংসতি।
বঙ্ বেবিঘাতে। বঙ্ লুঙ্ বাবাঙ্। গিচ্ বাবঙ্। লুঙ্
অবিবাং। কাহার কাহারও মতে লট্-ভাংস্তৎ, লুঙ্ অভাং-
সীৎ। সন্ বিভাংস্ততি। এই মতে 'ব' স্থানে 'ভ' হইয়া ঐরূপ
পদ হয়। অহু+বাধ=সম্পর্ক। ব্যাপন। গ্রহন। অপ+
বাধ=প্রত্যাখ্যান, নিরাস। ত্যাগ। প্রেষণ। আ+বাধ=
নিক্ষেপ। পরিধান।

বাধ (পুং) বাধনমিতি বাধ-ভাঙে (বাধজপোরহুপসর্গে। পা
অ৩৬১) ইত্যপ্। ১ বেধ, বিদ্ধকরণ, চলিত বেধা। ২ বাধা।
৩ ভেদন। ৪ গ্রহণ।

বাধন (ক্লী) বাধ-লুট্। বেধন, বিদ্ধকরণ।

বাধিকরণ (ক্লী) অধিকরণাত্যব।

বাধিক্ষেপ (পুং) নিম্মা।

বাধ্য (পুং) বধ্যাং হিতঃ বাধ-যৎ। ১ ধম্মগুণ। ধম্মকের ছিল।
'বাধ্যস্ত প্রতিকারঃ স্তাজ্জীবাজ্জা ভারবং গুণঃ।' (ত্রিকা°)
২ বেধনাহ, বিধিবার যোগ্য।

বাধ্য (পুং) বিক্কো অজ্জা, এষি সমাসঃ, 'উপসর্গা দধনঃ'
ইত্যচ্। কুংসিত পথ, পথ্যায় দ্রবধ, বিপথ, কদম্বা, কাপথ,
কুপথ, অসংপথ, কুংসিতবর্ষ।

"কৃৎ প্রত্যয়ঃ সৈতান্ কামং বাধ্যগতানপি।" (ভারত ২৭০।২৩)

বাধ্যন (ত্রি) কুংসিত পথবৃদ্ধ।

বাধ্যয় (ত্রি) সংক্রামক।

ব্যস্ত (ত্রি) দ্রবভী।

ব্যস্তর (ত্রি) ১ ব্যবহিত। ২ সর্কধর্মসাম্য। (নীলকণ্ঠ
ভারতটীকা) (পুং) ৩ জেনদেবভেদ, পিশাচ, যক্ষ প্রভৃতি।

ব্যপ্, ক্রম, ব্যয়। চুরাদি পরস্মৈ সক্ত সেট্। লট্-ব্যপয়তি।
লোট্-ব্যপয়তু। লিট্-ব্যপয়াক্কার। লুঙ্-অবি ব্যপৎ।

ব্যপগম (পুং) বি-অপ-গম-অপ্। ব্যতীত।

"ত্রিরাত্রব্যপগমে চতুর্থহেহনি কৃতমানেনৈব শুদ্ধা ভবতি"

(কুল্লুক ৫৬৮)

ব্যপত্রেপা (ক্লী) লজ্জা।

ব্যপদেশ (পুং) বি-অপ-দিশ-ঘঞ্। ১ কপট, হল, ব্যাঙ্গ।

"কাশি কুন্তলসংযান সংযমব্যপদেশতঃ।

বাহুল্যং ততো নাতিপঞ্চজং বর্ণয়েৎ কুটুম্। (সাহিত্যম্) অ১৫৫)
২ নাম। ৩ কুল, বংশ। ৪ বাক্য বিশেষ।

"ব্যাঞ্জনাব্যভিলাষোক্তি ব্যপদেশ ইতীধ্যতে।"

(উজ্জল নামমণি) ৫ নামোন্মেষকখন। ৬ মুখ্য-ব্যবহার।

ব্যপদেশক (ত্রি) ১ নামক। ২ প্রকাশক।

ব্যপদেশিন্ (ত্রি) নিমিত্তসম্বাদ্য বিশিষ্টোপদেশো মুখ্যো

ব্যবহারোহস্তান্তি ইনি। মুখ্যব্যবহারবিশিষ্ট, 'মুখ্যব্যবহার
বিষয় পদার্থ।

ব্যপদেশক্ (ত্রি) বি-অপ-দিশ-কৃচ্। ১ কপটী, হলকারক।
২ নামোন্মেষকধরী।

ব্যপদেশ্য (ত্রি) বি-অপ-দিশ-যৎ। ১ ব্যপদেশার্থ, ব্যপদেশের
যোগ্য। ২ উল্লেখযোগ্য।

"হীনজাতি মাতৃজাতিব্যপদেশানাত্মকত্বে" (কুল্লুক ১০।১৪ মত্)

মাতার দোষ হেতু মাতৃজাতির নামে উল্লিখিত হইবে।

"ইয়ত্ত ভবতো ভাৰ্য্যা দোষৈরেতৈবিবাঙ্জিতা।

ম্ৰাধ্যা চ ব্যপদেশা চ যথা দেবেষককতা।" (সাময়িক ১০।২৮)

ব্যপনয় (পুং) বি-অপ-নী-অপ্। বিনাশ, প্রত্যাখ্যানত্যাগ।

ব্যপনয়ন (ক্লী) বি-অপ-নী-লুট্। প্রত্যাখ্যান, ত্যাগ।

ব্যপনীত (ত্রি) বি-অপ-নীকৃত। অপসারিত, দূরীকৃত। ত্যাগিত।
স্থানান্তরীকৃত।

ব্যপমুত্তি (ক্লী) অপসারিত।

ব্যপনেয় (ত্রি) বি-অপ-নী যৎ। ব্যপনয়নযোগ্য, ব্যপনয়ন্যর্হ
বিনাশ্যর্হ।

ব্যপমুর্দ্ধন (ত্রি) মস্তক হীন।

ব্যপয়ন (ক্লী) নিঃশেষ।

ব্যপয়ান (ক্লী) ১ প্রয়াণ। ২ পলায়ন।

ব্যপরোপণ (ক্লী) বি-অপ-কহ-গিচ্ লুট্ 'কহঃ পোবা,
ইতি হস্ত পঃ। ১ অবতারণ, নামান। ২ ছেদন। ৩ মূলোচ্ছেদন।
৪ দূরীকরণ। ৫ অপসারণ।

ব্যপরোপিত (ত্রি) বি-অপ-কহ-নিচ্-ক্ত, হস্ত পঃ। ১ ছিন্ন।
২ উপাটিত। ৩ অবতারিত। ৪ ছেদিত। ৫ মূলোৎপাটিত।
৬ দূরীকৃত।

ব্যপবর্গ (পুং) ১ বিচ্ছেদ। ২ ত্যাগ।

ব্যপবর্জন (ক্লী) বি-অপ-বৃজ লুট্। ১ ত্যাগ। ২ দান।
৩ নিবারণ।

ব্যপবর্জিত (ত্রি) বি-অপ-বৃজ-ক্ত। ১ পরিত্যক্ত, বর্জিত।
২ দত্ত। ৩ নিরাকৃত, নিষিদ্ধ।

ব্যপবর্তিত (ত্রি) বি-অপ-বৃজ-গিচ্-ক্ত। প্রত্যাবর্তিত।

ব্যপম্মারণ (ক্লী) ১ বিনাশ করণ। ২ দূরীকরণ।

ব্যপাকৃত (ত্রি) বি-অপ-আ-কৃ-ক্ত। ১ অপনীত। ২ অবী-
কৃত। ৩ নিরস্ত। ৪ নিহত। ৫ দূরীকৃত।

ব্যপাকৃতি (ক্লী) বি-অপ-আ-কৃ-ক্তিন্। ১ অপহব। ২ অবী-
কার। ৩ নিবারণ। ৪ নিরাকরণ। ৫ নিহব।

ব্যপায় (পুং) বি-অপ-ই-ঘঞ্। ১ অপনয়ন, বিনাশ,
ব্যপগম।

ব্যাপাশ্রয় (পুং) বি-অপ-আ-শ্রি-অশ্। আশ্রয়, অবলম্বন।
ব্যাপেক্ষ (বি) বি-অপ-ঈক-বৃন্। ব্যাপেক্ষকারী।
ব্যাপেক্ষা (স্ত্রী) বি-অপ-ঈক-অঙ-টাপ্। ১ আকাঙ্ক্ষা,
স্পৃহা। ২ বি-বধ অকুরোধ। ৩ অপেক্ষা।

ব্যাপেত (বি) বি-অপ-ই-ক্ত। ১ অগুণত। ২ দূরীকৃত।
৩ প্রতিরুদ্ধ, ৩ বিরুদ্ধ।

ব্যাপোত (বি) বি-অপ-বহ-ক্ত। ১ বিপরীত। ২ ঘৃণিত।
৩ তাড়িত।

ব্যাপৌহ (পুং) বি-অপ-উহ-ব-ক্ত। ১ বিনাশ। “সুখহঃখ-
ব্যাপৌহক্” সূত্রত)

ব্যাপোহ (বি) বিনাশযোগ্য।

ব্যভিচারত (ত্রি) বি-অভি-চর-ক্ত। কৃতব্যভিচার।

ব্যভিচার (পুং) বি-অভি-চর-ব-ক্ত। ১ কণ্ঠাচার, কুক্ৰিয়া।
২ ভ্রষ্টাচার। ৩ স্ত্রীর পরপুরুষসংসর্গ এবং পুরুষের পরস্ত্রী-
সংসর্গ। শাস্ত্রানুসারে ব্যভিচার বিশেষ পাপজনক।

“ব্যভিচারাত্তত্ত্বঃ স্ত্রীলোকে প্রাপ্নোতি নিন্দাতাম্।

শূণ্যাব্যোনিং প্রাপ্নোতি পাপরোগৈশ্চ পীড়তে ॥”

(মহু ৫১৬০)

পরপুরুষ উপভোগ দ্বারা স্ত্রীলোক সংসারে নিন্দনীয় হয়,
পরকালে শূণ্যাব্যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, এবং নানা প্রকার
পাপরোগে অক্রান্ত হইয়া অতিশয় পীড়া ভোগ করে।

ব্যভিচার স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই সমান পাপজনক।
ত ছায়াবি প্রসিদ্ধ হেতুস্বাভেদ। ইহার লক্ষণ “সাপ্যতা-
বজ্জেন্দগবজ্জিন্ন পতিযোগিতাকাতাবদগুপ্তিত্বং হি ব্যভিচারঃ”
ইহা পাঁচ প্রকার, সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, প্রকরণসম, সাধাসম
ও অজাতকালণ কালান্তাত। সব্যভিচারের অপর নাম অনৈ-
কান্তিক। যে হেতু ব্যভিচারের সহিত বর্তমান, তাহাকে
সব্যভিচার কহে। একরশ্মাবাবস্থা অর্থাৎ একস্থানে বিশেষরূপে
অবস্থিত না থাকাই ব্যভিচার। বি-বিশেষরূপে, অভি-
সর্বতোভাবে, চর-গতি।

সাধারণ অধিকরণ মাত্র হেতু অবস্থান নিয়মিত হওয়াই
সম্মত। কাবণ ঐরূপ হইলেই তদ্বারা সাধারণ অহুমতি
হইতে পারে। যে হেতুর গতি বা স্বরূপ অর্থাৎ অবস্থিতি উল্-
ল্লক্ষে নিয়মিত নহৈ। বাহ্যর গতি সর্বতোমুখী, অর্থাৎ যে হেতু
সাধারণ অধিকরণে ও সাধ্যাত্মক অধিকরণেও তুল্যরূপে
থাকে, সেই হেতু বলে সাধারণ অহুমতি হইতে পারে না।
তাদৃশ হেতুকে সব্যভিচার বলা যায়।

ব্যভিচারবৎ (ত্রি) ব্যভিচার অভিধানে মতপূর্ণত ব। ব্যভি-
চার বিশিষ্ট, ব্যভিচারযুক্ত।

XX

ব্যভিচারিতা (স্ত্রী) ব্যভিচারিণী ভাবঃ, ব্যভিচারিন্ তন্মূঢ়াণী।
ব্যভিচারিণী, ব্যভিচারীর ভাব বা ধর্ম, ব্যভিচারীর কষ্ট।
ব্যভিচার।

ব্যভিচারিন্ (পুং) ব্যভিচারভীতি বি-অভি-চর-ণিনি। চক্ৰজিৎ-
প্রকার শৃঙ্গার ভাববিশেষ। এই সকল ভাব যথা নির্বেদ, প্রাণি,
শঙ্কা, অহুয়া, মদ, শ্রম, আশ্রয়, দৈভ, চিন্তা, মোহ, স্বত, দ্বুতি,
ত্রাড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, অড়তা, গর্ভ, বিবাদ, ঔৎসুক্য,
নিদ্রা, অপস্মার, হুপ্ত, বিরোধ, অমর্ষ, অবহিৎ, উগ্রতা, মাত,
উপলভ্য ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস, বিতর্ক। (হেম)

“বিশেষবান্ধিতমুদ্যোন চক্ৰো ব্যভিচারিণঃ।

স্মারিত্যন্যনির্দগ্ধাশ্রয়নিশ্চয় তত্ত্বিণাঃ।

নির্বেদাবেগদৈবতম-ব-ভূতা ঔৎসুক্যমোহো বিবেধঃ

অপস্মারগর্ভাস্রমরণমলুপতাম নিদ্রা ইত্যঃ।

ঔৎসুক্যোন্মাদবদ্বাঃ দ্বুতি মতস-ক্ত ব্যাধিভ্য মলজা

হর্ষাহুয়াবিবাদাঃ সধুতিচপলতঃ প্রাণিচিহ্নাবিতর্কঃ ॥”

(সাহিত্যদ ৩ পরি°)

সাহিত্যদর্পণ মতে এই ব্যভিচারিণীভাব ৩৩ প্রকার, যথা
নির্বেদ, আবেগ, দৈভ, মদ, অড়তা, ঔহা, মোহ, বিবেদ, হুপ্ত,
অপস্মার, গর্ভ, মরণ, অশ্রয়, অমর্ষ, নিদ্রা, অবহিৎ, ঔৎসুক্য,
উন্মাদ, শঙ্কা, স্বত, মাত, ব্যাধি, ত্রাস, লজ্জা, হর্ষ, অহুয়া, বিবাদ,
দ্বুতি, চপলতা, প্রাণি, চিন্তা ও বিতর্ক।

সাহিত্যদর্পণে উহাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ বর্ণিত
হইয়াছে। [ততদ্ লক্ষে ভ্রষ্টব্য।]

(ত্রি) ২ ব্যভিচারবিশিষ্ট, বাহ্যরা ব্যভিচার করে। ৩
অসংযুক্ত, বাহ্যরা স্বীয় মার্গ হ ত ভ্রষ্ট হয়, তাহাদিগকে
ব্যভিচারী কহে। ৩ আচ্ছাদিত।

“নান্দ্রা জ্ঞানময়বিবর্তি নৈব তে হসৌ

নকীয়তে সর্বনবিদ্ ব্যভিচারিণাং হি।” ভাগবত ১১।৩।৩৮)

ব্যভিচারিণী (স্ত্রী) ব্যভিচারিণী বা বি-অভি-চর-ণিনি, স্ত্রী।
পরপুরুষগামিনী স্ত্রী, ভ্রষ্টাচারিণী। ব্যভিচারসংহিতার লিখিত
আছে যে স্ত্রী স্বীয় পতিকে পরিত্যাগ করিয়া উচ্ছাপূর্বক কোন
পুরুষকে আশ্রয় করে, তাহাকে ব্যভিচারিণী কহে। এই ভ্রষ্টা
চারিণীকে ভৃত্যাস্তরণাদি অধিকার হইতে চ্যুত করিবে,
অগচ্ছাদি পরিধান করিতে দিবে না, বাহ্যতে মাত্র জীবন
থাকে, এতরূপ আহ্বান করিতে দিবে, অনবরত খিঙ্কার করিবে
এবং ভূতলে শয়ন করাইবে, এই রূপে ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে
অকাণ্ডে বিরক্ত করার জন্য নিজ গৃহেই রাখিবে।

স্ত্রীদিগকে চন্দ্র শৌচ প্রদান করিয়াছেন, গর্ভকর্ম মধু-
ভাবিতা দিয়াছেন এবং গাংবক সমস্ত বস্ত্র অপেক্ষা পাবন

করিয়াছেন। অতএব গ্রীষ্ম অতি পবিত্র। এই গ্রীষ্মের
মানস ব্যভিচার হইলে রজোদর্শন বরা তাহার গুহি হয়। আর
যদি হীন বর্ণের সংসর্গে গর্ত হয়, বা শিষ্ট সংসর্গ করি, তাহা
হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়।

“জ্ঞানধিকারং মলিনাং পিতৃমাজোপকীৰ্ণিনীম্।

পরিভূতানধঃশয্যাং বাসুদেব্যভিচারিণীম্।

সোমঃ শৌচং মদৌ তাসাং গচ্ছকাস্ত শুভাং গিরাম্।

পাষকঃ সর্কেমেধাৎ মেধাং বৈ যোষিতো জ্ঞতঃ।

ব্যভিচারাত্মৌ গুহিগর্ভে ত্যাগো বিধীয়তে।

গর্ভভূবধাদৌ চ তথা মহতি পাতকে॥”

(যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা ১।৭০—৭২)

পুত্র যদি বলপূর্ণক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের স্ত্রীতে উপগত
হয়, তাহার সংসর্গে যদি পুত্র সম্মান না জন্মে, তাহা হইলে ঐ
স্ত্রী প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা গুহি লাভ করিয়া থাকে। অপরের গুহি
হয় না।

“ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ভাব্যং শূদ্রেণ সঙ্গতাঃ।

অপ্রজাতা বিগুহ্যস্তি প্রায়শ্চিত্তেন নেতরাঃ।

এতন্ বলাৎকারবিষয়ম্।” (উদাহতম্)

ব্যভিচারিণী স্ত্রী দান, উপবাস ও ব্রতাদি যে কোন পুণ্য
কর্মের অনুষ্ঠান করুন না কেন, তাহা সকলই নিফল হইয়া
থাকে। ব্যভিচারিণী স্ত্রী ধনাধিকারিণী হয় না।

“তজ্জাঃ পুণ্যকর্মণি নিফলানি ধনানধিকারিণ্যক।

দানোপবাসপুণ্যানি স্ত্রুতাত্তপ্যকৃদতি।

নিফলাস্তসত্তীনাংহি পুণ্যকানি তথা শুভে॥” (দায়তম্)

ব্যভিচার (পুং) বিজ্ঞপ। ঠাট্টা। উপহাস।

ব্যভিচার (পুং) বি-অভি-চর-বঞ, উপসর্গত দীর্ঘঃ।
ব্যভিচার।

ব্যভি (বি) মেঘশৃঙ্গ।

ব্যয়, ১ গতি। ভাদি উভয় সক° সেট্। লট্ ব্যয়তি তে।
লিট্ ব্যব্যয়, ব্যব্যয়ে। লুট্ ব্যয়িতা। লুজ্ অব্যয়ীৎ, অব্যয়িষ্ট।
২ প্রেরণ, ক্ষেপণ। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ ব্যয়তি।
লুজ্ অব্যয়ীৎ। ৩ গতি। ৪ ত্যাগ। অদন্ত চুরাদি, পরস্মৈ°
সক° সেট্। লট্ ব্যয়তি। লুজ্ অব্যয়ীৎ।

ব্যয় (পুং) বি-ই-অচ্। ১ অর্থাগম, বিতনমুৎসর্গ,
চালিত পরচ।

“অর্থস্ত সংগ্রহে চৈনাং ব্যয়ে চৈব নিরোজয়েৎ।” (মহু ১।১২)

২ নাপ। ৩ পরিত্যাগ। ৪ দান।

“আজ্ঞানং মুমুচৈ তস্যাৎ একনেত্রব্যয়েন সং।” (রঘু ১২.২০)

৫ বৃহস্পতিচারগত বয় বিশেষ। (বৃহৎসংহিতা ৮।৩৬)

৬ নাগবিশেষ। (ভারত ১।৪৭।১৬)

(ত্রি) ব্যয়তি গচ্ছতীতি ব্যয়-গতৌ-অচ্। ৭ মনসঃ।

“মুম্বাভ্যো মুক্তিমাভ্যাত্যঃ সংভবত্যাব্যয়াদব্যয়ম্।” (মহু ১।১২)

(ক্ৰী) ব্যয় গতৌ অচ্। ৮ লয় হইতে দান দান,

ব্যয়দান।

“লয়ং ধনং ভ্রাতৃবন্ধুপুত্রশত্রুকলরকাঃ।

মরণং ধর্মকর্মদারব্যয়াদান রাশয়ঃ।” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

লয় হইতে দান রাশির নাম ব্যয় দান। লয়, ধন, ভ্রাতা,
বন্ধু, পুত্র, কলত্র, মৃত্যু, ধর্ম, কর্ম, আর ও ব্যয় এই দ্বাবর্ণ দান,
লয় হইতে এই সকল দান নির্ণয় করিতে হয়। বাহার যে রাশি
লয় সেই রাশি হইতে দান রাশিই ব্যয়দান নামে অভিহিত।

এই ব্যয়দানে কোন্ কোন্ বিষয় চিন্তা করিতে হয়,
কোন কোন গ্রহ থাকিলে কোন গ্রহের দৃষ্টি সঞ্চয় হইলে
শুভাশুভ হইয়া থাকে, জ্যোতিষে তাহার বিশেষ বিবরণ
বিবৃত হইয়াছে, অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার বিবরণ আলোচনা
করিয়া দেখা যাউক।

“ত্যাগভোগবিবাদেষু দানেষু ক্রাঁবকর্মম্।

ব্যয়দানেষু সর্কেষুৎসব্ধাৎ বিভাব্যায়ং ব্যয়াতু॥” (বৈবজ্ঞবল্লভা)

এই ব্যয়দানে ত্যাগ, ভোগ, বিবাদ, দান, ক্রাঁবকর্ম, সকল
প্রকার ব্যয় এবং বিভাহীনতা এই সকল বিষয় চিন্তা করিবে।
এই সকল বিষয়ের শুভাশুভ উক্ত দান হইতে দেখিতে হয়।
দাঁপকা মতে ব্যয়দানে মঙ্গী এবং সকল প্রকার ব্যয়ের বিষয়
চিন্তা করিবে।

“প্রাপ্ত্যাবধাচিহ্নয়েত্তবগৃহে রিপুকৃতু মণিব্যয়ৌ।” (দীপিকা)

ব্যয়দানে যদি শুভগ্রহ থাকে, তাহা হইলে অশুভ এবং
অশুভগ্রহ থাকিলে শুভ হইয়া থাকে।

“অর্যন্তিভ্রগ্নয়োঃ বর্ষ চাষ্টমে মৃত্যুরক্ষয়োঃ।

ব্যয়স্থ দানদানে বৈপন্নীভোন চিত্তনম্॥” (দীপিকা)

বর্ষ, অষ্টম ও দ্বাদশ হুঃস্থান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, বর্ষ-
দানে শত্রু ও ভ্রণ, অষ্টম দানে মৃত্যু, অপবাদ বা পাপ, দ্বাদশ
দানে ব্যয়, ইহান বিপরীত চিন্তা করিতে হইবে। ইহার তাৎ-
পর্য্য এই যে, যদি কোন গ্রহ বর্ষস্থানে থাকিয়া শুভগ্রহ কর্তৃক
দৃষ্ট বা যুক্ত হয়, তাহা হইলে ভ্রণ এবং শত্রুবৃদ্ধি না হইয়া তাহার
দান হইবে। আর ঐ দানে থাকিয়া যদি পাপগ্রহ কর্তৃক
দৃষ্ট বা যুক্ত হয়, তাহা হইলে উহার বৃদ্ধিই হির করিতে হইবে।
অষ্টম ও দ্বাদশ দানে ভ্রণ শুভগ্রহ এবং তাহার অধিপতি গ্রহ
দৃষ্ট হইলে ফলের আধিকা জানিতে হইবে। কেবল ব্যয়দানে
একমাত্র ব্যয়ের বিপরীত ফল বলাতে কেবল তাহারই বিপরীত
ফল হইবে, মঙ্গীর বিপরীত ফল হইবে না।

তাগ, আদিভাগ, অক, বিবাহ, দান, ক্রয়াদি কার্য, ব্যয়, শিক্কাভা, দাক্তাগনী, দাক্তালনী, দুহে বিনাশ ও দুহে পরাজয় এই সকল বিষয়ের শুভাশুভ ব্যয়হানে চিন্তা করিতে হয়।

“তাগাদিভাগে হতবিবাহদানক্রয়াদিকর্মব্যয়সমুত্তমঃ।

শিক্কাভাশিক্কাভালনী দুহে করো দুহপদ্যমোহিতো ॥”

(হোরাবট্টপঞ্চাশিকা)

যজ্ঞাসের মতেও তাগ,ভোগ, বিবাহ, দান,ক্রয়কর্ম ও সকল ব্যয়বিষয়ে বুদ্ধি এই সকলের শুভাশুভ ব্যয়হানে চিন্তা করিতে হয়।

“তাগভোগবিবাহেন্দু দানেন্দু ক্রয়িকর্মস্বঃ।

ব্যয়হানেনু সর্কেষু বুদ্ধিঃ বিভাৎ ব্যারাততঃ ॥” (যজ্ঞদাস)

এই শুভাশুভ রবি প্রভৃতি গ্রহের অবস্থান ও দৃষ্টি দ্বারা জানা যায়। সূর্য্য পাপগ্রহযুক্ত বা পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া ব্যয়হানে থাকিলে উত্তম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিও গোত্রের বাহির হয়। আরও লিখিত আছে যে, সূর্য্য ব্যয় হানে থাকিলে জাতক জড়-বুদ্ধি, কামুক, ক্রুর চেষ্টায়ুক্ত, কুৎসিত শরীর, অন্নধনসম্পন্ন, জন্মারোগবিশিষ্ট ও গল্প হয়।

চন্দ্র ব্যয় হানে থাকিলে মনুষ্য পুত্র পদে অবিবাহী ও কুপণ হয়। বিশেষ এই চন্দ্র যদি কুরুপক্ষেত হয়, তাহা হইলে জাতক অতি কুপণ হইয়া থাকে। কোন মতে চন্দ্র ব্যয়হানে থাকিলে মানব কুপণ শরীরবিশিষ্ট, নিয়ত রোগী, ক্রোধযুক্ত ও নিধন হয়, এই চন্দ্র যদি নিজ ভবনে বা পুত্রের ভবনে কিংবা বৃহস্পতির ভবনে থাকেন, তাহা হইলে মনুষ্য দাত্তিক, তাগাশীল, কুশ-শরীর, ধনবান্ ও সর্বদা নীচ সংসর্গে আসক্ত হয়।

ঐ চন্দ্র যদি ব্যয় স্থান হিত হইয়া তুলগত হন, তাহা হইলে মানব ধনাঢ্য, বহুবৃত্তীর বলত ও পুত্রভৃত্যাদি সম্পন্ন হয়, কিন্তু ঐ চন্দ্র নীচস্থ, ক্ষীণ, শত্রুহৃৎসামী ও পাপগৃহসামী হয়, তাহা হইলে মনুষ্য বহুরোগযুক্ত ও অশেষ দুঃখসন্তপ্ত হইয়া থাকে।

মঙ্গল ও রাহু ব্যয়হানে থাকিলে মানব পাপাসক্ত এবং তাহার ভাষা আভিচারিণী হয়। মতান্তরে মঙ্গল ব্যয় হানে থাকিলে জীবন পরধনহরণকারী, সর্বদা হাঙ্গরযুক্ত, প্রচণ্ড ঘটাব ও পরদারদ্রত হয়। ঐ মানব কদাচ সুখী হয় না।

বুধ ব্যয়হানে থাকিলে মনুষ্য বিকলঙ্গ, সলজ্জ স্বভাব, পরস্পর দ্বারা ধনবান্, বাসনাসক্ত, পাপানরত ও কুহকী হয়।

বৃহস্পতি ব্যয়হানে থাকিলে মনুষ্য সত্যবাদী, দানশীল, তর্কি, দুষ্টজনপরিভাগী, অশ্রমাদী ও সাধু স্বভাব হইয়া থাকে।

মতান্তরে বৃহস্পতি ব্যয় হানে থাকিলে মনুষ্য বাণ্যবহার সৌভাগ্যশালী, জন্মদেবে যোগবিশিষ্ট, উচ্চত বস্ত্র দানে পরাশ্রয়, অন্নধন ধনবান্, কাম্যদ্রব্য ও দাত্তিক হইয়া থাকে।

শুক্ল ব্যয় হানে থাকিলে মনুষ্য প্রথম অবস্থার রোগিযুক্ত, পরে কুশলশরীর, মলিন, ক্রয়িকর্মকারী ও অভিশয় দাত্তিক হয়।

শনি ব্যয় হানে থাকিলে মনুষ্য চঞ্চল ভাষায়ুক্ত, যোগ-বিশিষ্ট, অন্নধনবান্, অত্যন্ত দুঃখী, জন্মদেবে ত্রণবিশিষ্ট, ক্রুর-মতি, কুশাঙ্গ এবং নিয়ত পক্ষিবধে নিরত হইয়া থাকে।

রাহু ব্যয়হানে থাকিলে মানব ধর্মহীন, অর্থহীন, বহু দ্বাধে সন্তপ্ত, পরীক্ষণরহিত, বিদেশবাসী, দত্তযুক্ত ও শিকলনয়ন হইয়া থাকে। (জ্যোতিঃকলসতা)

জাতকাতরনে লিখিত আছে যে, হানি, জ্ঞান, ব্যয়, দণ্ড ও বন্ধন এই সকল ব্যয় হানে কীর্ণ চন্দ্র ও দুর্ঘা একত্র বা পৃথক অবস্থিত করেন, তাহার সম্প্রতি রাজা হরণ করিয়া থাকেন। ঐ স্থানে মঙ্গলের অবস্থিতি বা দৃষ্টি থাকিলেও উক্তরূপ বল হইয়া থাকে। ব্যয়হানে পূর্ণচন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র মানবের ধন সঞ্চয় করাইয়া থাকেন। আর শনি যদি ঐ স্থান হিত হইয়া মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হন, তাহা হইলে বিভ্রাণ হয়।

(জাতকাতরন)

ব্যয়হানের অধিপতি গ্রহ দ্বারাও কল নিরূপণ করিতে হয়। ইহার কল এইরূপ লিখিত আছে—ব্যয়পতি গমে থাকিলে মানব অপব্যয়ী, সতত বিপদাপন্ন ও অন্নাহু হয়। দ্বিতীয় স্থানে থাকিলে বিবিধ প্রকারে ধননাশ, তৃতীয় স্থানে থাকিলে ভ্রাতৃনাশ এবং স্বাভাবিক অশুভ, চতুর্থ স্থানে থাকিলে পিতার অশুভ, এবং মানব গিতুলসম্পত্তি-বিনাশকারী, পরগৃহবাসী, ও নানা বৈয়াক্ত; পঞ্চম স্থানে থাকিলে অপত্যের নিমিত্ত শোক, ও দুর্ভাবনা, দুর্বুদ্ধি কিংবা বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্কোচ এবং বিলাস হেতু অর্থ ক্ষতি হয়। ষষ্ঠ স্থানে থাকিলে জাতক রোগাগ্র, ও শত্রু দ্বারা পীড়িত, সপ্তম স্থানে থাকিলে ভাণ্ডারনাশ বা ক্লেশজী, পরিজনদের মধ্যে কলহ এবং ব্যবসায় বা যোজ্ঞাময় অনিষ্ট; অষ্টম স্থানে থাকিলে জাতক ক্ষীণ দেহবিশিষ্ট, প্রাণ্য সম্প্রতি হইতে বঞ্চিত ও সর্বদা বিপদাপন্ন হয়; নবম স্থানে থাকিলে বিভ্রা ও ধর্ম্মহীনগনে প্রাতবন্ধক ও বাণিজ্যে বা নৌকাযাত্রায় অনিষ্ট এবং মনুষ্য ভাগ্যহীন, বিপদাপন্ন, সাধু ব্যক্তিদিগের অপ্রিয়ভাজন; দশম স্থানে থাকিলে অপমান ও কার্যনাশ, একাদশ স্থানে থাকিলে অর্থশালী, বন্ধনাশ, অথবা প্রত্যয়ক বন্ধ কর্তৃক অনিষ্ট হয়। ব্যয়পতি ব্যয়হানে অর্থাৎ ব্যয়হানে থাকিলে মানব শত্রুশত্রু, শোকসন্তপ্ত, অশ্রুশত্রু, কাম্যদ্রব্য, বধ-বন্ধনদ্রব্য অথবা নিষ্কাসিত হয়। ব্যয় হানে রবি থাকিলে জাতকের চক্ষুহীন, বা চক্ষুর পীড়া, ঞ্জ, সম্মান হানি, ভ্রমণ, ও শুশ্রূষা এবং তাহার পিতৃশ্রিষ্ট বা পিতার অমঙ্গল হইয়া থাকে।

ব্যয়স্থানে কৌণিক বা নীচস্থ চক্রে থাকিলে মানব কপল, অবিখালী, হুংগল, বহুশঙ্কু, সত্ত্বশঙ্কর, অণী, রোগাক্ত বা অজায়ুঃ হয়। কিন্তু এই চক্রে যদি তুল্য বা শুভকেগত হয়, তাহা হইলে মানব দান্তিক, রাণী, নানা গুণসম্পন্ন, সুবিখ্যাত ও ঐশ্বর্যশালী হয়। কিন্তু সে ব্যক্তি সর্বদা রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

ব্যয় স্থানে মঙ্গল থাকিলে প্রায় স্ত্রী বিনাশ এবং মনুষ্য বিদেশ-বাসী হয়। এই মঙ্গল পাপযুক্ত বা পাপদূত হইলে নির্দাসন, বন্ধন, অথবা অপমৃত্যু ঘটয়া থাকে। কিন্তু ব্যয়স্থ মঙ্গল রবি, বুধ ও শুক্রের দ্বারা দূষ্ট হইলে জাতক রাজসম্মানিত, লোকপূজ্য ও ধার্মিক হয়।

ব্যয়স্থানে বুধ থাকিলে জাতক স্বার্থপর, ঘৃণ, চরিত্রবিশিষ্ট, ব্যাসনাশক্ত ও স্বজনপরিত্যক্ত হয়। ব্যয়স্থানে বৃহস্পতি থাকিলে জাতক খেজুরাচারী, উচিত দানে পরায়ুস অরুণী, ও সাধু-পুত্রের দ্বারা পারিত্যক্ত এবং তাহার পুত্রোহি হইবার সম্ভাবনা।

ব্যয়স্থানে শক্র থাকিলে মনুষ্য গণনাযুক্ত, প্রেমাদী ও বিলাসী হয়। শনি থাকিলে অধী, বিপদাপন্ন, কারারুদ্ধ, প্রেয়াসী, অসুখী বা শোকাক্রান্ত হয়। রাহু ও কেতু থাকিলে জাতক দাম্পত্যপতন, অপব্যয়ী, শত্রুযুক্ত ও নিন্দিত হয়।

অধিপতি ও দ্বাদশস্থ গ্রহের ফল উক্তরূপ হইতে দেখা যায়। জাতকের ব্যয়গ্রাণ হইলে এই সকল ফল উক্তরূপ স্থির করিতে হয়।

ব্যয়ক (ত্রি) ব্যয়কারক।

ব্যয়কর (ত্রি) ক্রোধোত্তীর্ণ ক-ট, ব্যয়ন্ত করঃ। ব্যয়কারক, দ্বিগত ভীষু।

“চন্দ্রোদয়ব্যয়করীঃ কুণ্ঠাক্ষ রাহুঃ” (বৃহৎসংহিতা ১০৩।১২)

ব্যয়কর্ম্মানু (স্ত্রী) ব্যয় এবং কর্ম্ম। ব্যয় রূপ কার্য্য ব্যয়।

“প্রকৃষ্যাদায়কর্ম্মান্তব্যয়কর্ম্মন্ত চোক্ততান্।” (বাঙ্গবঙ্গা ১।২২)

ব্যয়গত (ত্রি) ব্যয়ঃ গতঃ। ব্যয়প্রাপ্ত, ব্যয়িত, যাহা ব্যয় হইয়াছে। ২ ভোগ্যভিষেক ব্যয়স্থানগত, যে গ্রহ ব্যয় স্থানে থাকেন, তাহাকে ব্যয়গত কহে।

ব্যয়ন (স্ত্রী) বি-অন-লুট্। বিবিধ প্রকারে গমন।

“ব উদানঙ ব্যয়নং” (অঙ্ক ১০।১৯৫)

“ব্যয়নং নষ্টানাং গব্যং অধেষণার্থং বিবিধং গমনং” (সায়ণ)

ব্যয়বৎ (ত্রি) ব্যয়োক্ত্যন্ত মতুপ্ মত্-ব। ব্যয়যুক্ত, ব্যয়বিশিষ্ট, ব্যয়শীল, যিনি ব্যয় করেন।

“নিরাস্যব্যয়বৎশ্চ নৈষ্টব্যব্যয়িক্রমঃ” (বাঙ্গবঙ্গা ২।২৭১)

ব্যয়শীল (ত্রি) ব্যয় এবং শীলঃ যন্ত। ব্যয়ী, ব্যয়োর স্বভাব ব্যয় করা। (মার্কণ্ডেয়পু ৮।১।১৪)

ব্যয়সহ (ত্রি) ব্যয়কারী।

ব্যয়সহিষ্ণু (ত্রি) ব্যয়গহনশীল, যিনি ব্যয় সহ্য করিতে পারেন।

ব্যয়িত (ত্রি) ব্যয়-ক্ত। কৃতব্যয়, যাহা ব্যয় করি হইয়াছে।

ব্যয়িন্ (ত্রি) ব্যয়ো হস্তান্তরিত্যন্ত ব্যয়-ইন ব্যয়যুক্ত, ব্যয়বিশিষ্ট, যিনি ব্যয় করেন।

“ত্রিবিধং পরিমিতমধিকব্যয়িক্যারিনঃ জনমাকুলী কুরুতে।

কৌশাঙ্কলমিব পীনশুনজঘনারঃ কুলীনারাঃ” (উষট)

ব্যর্ক (ত্রি) দৃঢ়্যবিবহিত।

ব্যর্ণ (ত্রি) বি-অর্দ-ক্ত। পীড়িত, বিশেষ রূপে পীড়িত।

ব্যর্থ (ত্রি) বিগতো হর্থো যমাৎ। ১ নিরর্থক, পর্যায় মোহ, বিফল। (জটায়ুর) বুধা। ২ নিশ্চয়োজন। ৩ অর্থশূন্য। ৪ লাভশূন্য।

ব্যর্থক (ত্রি) ব্যর্থ স্বার্থ কন্। ব্যর্থ, নিষ্ফল।

ব্যর্থতা (স্ত্রী) ব্যর্থত্ব ভাবঃ তদ্ব্য-টাপ্। ব্যর্থত্ব, ব্যর্থের ভাব বা ধর্ম্ম, নিষ্ফলতা, বিফলতা।

ব্যলৌক (স্ত্রী) বিশেষণে অলভ্যতীতি বি-অল (অলীকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।২৫। ততি কীকন্ প্রত্যয়েন নিপাতন্য সাধুঃ। ১ পীড়ার্থ। (অমর) ২ গতিবিপণ্যায়। ৩ কামজ অপরাধ। (ভরত)

“কৃত্যং নৈব বিজানাতি পরেণাপকৃত্যং কচিৎ।

কৃত্যক সংস্মরেদেতদস্যত্যক ন জরতি ॥

বালৌকেষু নিবৃন্তা যঃ পরোহতি কৃতনিশ্চয়ঃ।

নিত্যক ধৃতিমান্ কচিৎ পরোহে হপি ন চ ক্ষিপেৎ”

(বরাহপু যোনিগর্ভমোক্ষণনামোদ্যায়ঃ)

৪ অপ্রিয়। ৫ অকার্য্য। ৬ বৈলক্ষণ্য। ৭ অপরাধ।

৮ প্রভারণা। ৯ চুৎ। (বৈজয়ন্তী) ১০ কষ্টদায়ক। ১১ অপরিচিত। ১২ আশ্রয়, অসুস্থ। (ত্রি) ১৩ তাৎপর্ষ্য, বালৌক-যুক্ত। (পুং) ১৪ নাগর বিশেষ। পর্ষ্যায় যিঞ্জা, বট প্রভৃৎ কাম-কেলি, বিদূষক, পীঠকেলি, পীঠমর্দ, ভাঙ্গল, ছিটর, বিট। (ত্রিকা)

ব্যঙ্ক (স্ত্রী) বিবিধ শাখাযুক্ত। “রোহতু পাকদূর্গা ব্যঙ্কশা” (অঙ্ক ১০।১৬।১২) “ব্যঙ্কশা বিবিধশাখা” (সাম্বল)

ব্যবকলন (স্ত্রী) বি-অব-কল-লুট্। বিয়োগ, হীন, অঙ্কের অন্তঃকরণ, চলিত ব্যক্তিগণ। একটা অঙ্ক হইতে আর একটা অঙ্ককে অন্তর করাকে ব্যবকলন কহে। জমা খরচ।

“অথ বালে লীলাবতী মতিমতি ক্রহি সহিতান্।

দ্বিপকষ্যত্রিশ্চন্দ্রনবতিশতাষ্টা দশ দশ।

শতোপেতানতাননুত্বিত্বিত্তাংচাপি বহু য়ে

যদি ব্যক্তে বৃদ্ধি ব্যবকলনমার্গহসি কুশলা” (লীলাবতী)

ব্যবকলনা (স্ত্রী) ব্যবকলন-টাপ্। ব্যবকলন।

ব্যবকল্পিত (ত্রি) বি-অব-কল-ক্ত। কৃতব্যবকল্পন। যে
অঙ্কের বিয়োগ করা হইয়াছে। বিয়োগিত, হীন। (কৌ)
২ ব্যবকলন, বিয়োগ।

ব্যবকিরণ (কৌ) সংযোগ, মিশ্রণ। (বাংপুতি)

ব্যবকীর্ণ (ত্রি) বিযুক্ত, বিমিশ্রিত।

ব্যবচ্ছিন্ন (ত্রি) বি-অব-ছিন্-ক্ত। ১ বিভিন্ন। ২ বিতক্ত।
৩ বিশেষিত। ৪ মোচিত। ৫ নির্দারিত।

ব্যবচ্ছেদ (কৌ) বি-অব-ছিন্-ক্ত। ১ বাণমুক্তি, বাণমোচন,
শরবর্ষণ। (হেম) ২ পৃথক্য। ৩ ভেদ, বিভাগ, খণ্ড। ৪ বিভেদ,
বিশেষ-করণ। ৫ বিরাম। ৬ নিবৃত্তি।

“জীবন্তম ব্যবচ্ছেদঃ স্তাচ্ছেদন্তং প্রতিক্রিয়া।” (ভাগবৎ ৪।২২।৩২)

ব্যবচ্ছেদক (ত্রি) ব্যবচ্ছেদয়তি-ধূল্। ব্যবচ্ছেদকারী, যিনি
ব্যবচ্ছেদ করেন।

ব্যবচ্ছেদ্য (ত্রি) বি-অব-ছেদ-ঘণ্। ব্যবচ্ছেদ্যর্হ, ব্যবচ্ছেদ করিবার
যোগ্য।

ব্যবদান (কৌ) পরিশোধন, সংস্কার।

ব্যবদেশ (পুং) বাপদেশ।

ব্যবধা (কৌ) বি-অব-ধা ‘আতশোপসর্গে’ ইত্যঙ্ টাপ্।
ব্যবধান। (অমর)

ব্যবধাতব্য (ত্রি) বি-অব-ধা-তব্য। ব্যবধানীয়, ব্যবধানযোগ্য,
ব্যবধানের উপযুক্ত।

ব্যবধান (কৌ) বি-অব-ধা-ল্যট্। আচ্ছাদন; পর্যায় তিরোধান,
অন্তর্জি, অপবারণ, ছদন, ব্যবধা, অন্তর্ধা, পিধান, স্থগণ, ব্যবধি,
অপিধান। (শমসরঙ্গ) অন্তর আচ্ছাদ। ২ ভেদ।

“পরাস্মিনো যদ্ ব্যবধানকং পুরস্তাৎ

স্বপ্নে যথা পুরুষস্তদ্বিনাশে।” (ভাগবত ৪।২২।২৬)

৩ বিচ্ছেদ। ৪ সমাপ্তি। (ভাগবত ৪।২২।৭৭)

ব্যবধানবৎ (ত্রি) ব্যবধানমস্তাত্ত ব্যবধান-মতুপ্, মস্ত-ব।
ব্যবধানবিশিষ্ট।

ব্যবধায়ক (ত্রি) ব্যবধায়াতীতি বি-অব-ধা-ধূল্। ব্যবধানকারী,
তিরোধায়ক। ২ আচ্ছাদনকারক।

ব্যবধারণ (কৌ) বি-অব-ধ-গিচ্-ল্যট্। বিশেষ রূপে
অবধারণ নিশ্চয়। “অর্থবলাদ্ ব্যবধারণং” (বৃহৎ উপ্)

ব্যবধা (পুং) বি-অব-ধা (উপসর্গে ঘোঃ কিঃ। পা ৩।৩।২২)
ইতি কি। ব্যবধান।

“ব্যবধাবপি বা বিধোঃ কলাং যুড়ুড়ানিলস্নায় ন বেদ কঃ।”

(নৈষধ ২।১২)

ব্যবলস্বিন্ (ত্রি) বি-অব লস্ব-ইনি। বিশেষরূপ অবলম্বন-
বিশিষ্ট, অবলম্বনযুক্ত।

ব্যবলস্বিন্ (ত্রি) লিখিয়া বর্ণিত। (পঞ্চবিংশতীকরণ ১৫।৭।৩)

ব্যবশাদ্ (পুং) ১ পরিত্যাগ। ২ পশ্চাৎ গতন। (শতপথত্রা)

ব্যবসর্গ (পুং) ১ বিভাজন। বিভাগ করিয়া দেওয়া।

২ মুক্তি, অধীনতা হইতে মোচন। (শতপথত্রা ৩।২।২।৩৬)

ব্যবসায় (পুং) বি-অব-সো-ঘণ্। উপজীবিকা, বাহা দ্বারা

যে জীবিকা নির্বাহ করে, তাহা তাহার ব্যবসায়। বাহ্যার

বাহা জীবিকা, শাস্ত্রে তাহা নির্দিষ্ট আছে, সেই বর্ণ যদি নিজের

ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অপরের ব্যবসায় অবলম্বন করে,

তাহা হইলে তাহাকে প্রত্যাবার্ত্তোগী হইতে হয়। আপদ

কালে ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহারও

ব্যবস্থা আছে, তদনুসারে চলিতে হইবে।

“আহারো বিপণঃ ক্রীণঃ বৃদ্ধিতাসং চতুর্গা।

যড়্গণো ব্যবসায়শ্চ কামাশ্চাষ্টগণঃ স্ততঃ।” (চাণক্যশতক)

২ অমুষ্ঠান। (রামায়ণ ২।৩০।৪১) ৩ নিশ্চয়।

“ব্যবসায়াম্মিকা বুদ্ধিরেকেষ কুরুনন্দন।

বহুশাখা জনস্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যাসায়িনাম্।” (গীতা ২ অঃ) *

‘ইহ জ্ঞানধনলক্ষণে কর্ম্মযোগে ব্যবসায়াম্মিকা পরমেশ্বর-

ভক্ত্যৈব এবং তরিস্যামি ইতি নিশ্চয়াম্মিকা একনিষ্টৈব

বুদ্ধির্বর্তিত।’ (স্বামী)

৪ যত্ন। ৫ উত্তম। ৬ করন্ম, ইচ্ছা। ৭ বাবায়।

৮ কার্য। ৯ অমুষ্ঠান। ১০ অভিপ্রায়। ১১ বিজ্ঞ।

(ভারত ১৪।১৪২।৫৫) ১২ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৫০)

ব্যবসায়বৎ (ত্রি) ব্যবসায়ো হস্তান্ত মতুপ্, মস্ত-বঃ। ব্যবসায়-
বিশিষ্ট। ব্যবসায়ী।

ব্যবসায়িন্ (ত্রি) ব্যবসায়োহস্তাতীতি ইনি। ব্যবসায় বিশিষ্ট।
২ বাণিজ্যকারক।

“কোহতিভাবঃ সর্ধানাং কিং দূরং ব্যবসায়িনাম্।

কো-বিবেশঃ সবিজ্ঞানাং কঃ পরং প্রিয়বাহীনাম্।” (চাণক্য)

২ অমুষ্ঠাতা, অমুষ্ঠানকারী। যিনি শাস্ত্রামুষ্ঠান করেন,

তিনি সর্কাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

“অজ্ঞেভ্যো গ্রহিণঃ শ্রেষ্ঠা গ্রহিভ্যো ধারিণো বরাঃ।

ধারিভ্যো জ্ঞানিনঃ শ্রেষ্ঠা জ্ঞানিভ্যো ব্যবসায়িনঃ।”

(মহু ১২।১০৩)

অজ্ঞলোক অপেক্ষা গ্রহের অধ্যাতা শ্রেষ্ঠ, এবং গ্রহের কেবল
মাত্র অধ্যাতা অপেক্ষা যিনি গ্রহোক্ত বিষয় ধারণ করিয়া রাখিয়া-

ছেন, তিনি শ্রেষ্ঠ, এবং ধারণকারীর অপেক্ষা ধারার তাহাতে
জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনি শ্রেষ্ঠ, এবং জ্ঞানী অপেক্ষা ব্যবসায়ী,

অর্থাৎ যিনি তাহার সম্যক্ অমুষ্ঠান করেন, তিনিই সর্কাপেক্ষা
শ্রেষ্ঠতম। জ্ঞানী অপেক্ষা কর্ম্মীই শ্রেষ্ঠ।

ব্যবসিত (ত্রি) বি-অব-সো-ক্ত। ১ প্রত্যয়িত। (ভূমিপ্রয়োগ)
২ অযুক্ত। ৩ চেষ্টিত। ৪ উত্তত। ৫ স্থিরীকৃত। নিশ্চিত।

“ভংসমীক্স ব্যবসিতং পিতৃ নির্দেশপালনে।” (স্মার্তগ ২।৪।১)

ব্যবসিত্তি (স্ত্রী) বি-অব-সো-ক্তিন্। ব্যবসায়।

ব্যবস্থা (স্ত্রী) বি-অব-স্থা। আতশোপসর্গে। ইত্যঙ্, তত-
ষ্টাপ্। শাস্ত্রনিরূপিত বিধি। শাস্ত্রে যে সকল বিধান অভিহিত
হইয়াছে, তাহাকে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা কহে।

“দীর্ঘকালঃ ব্রহ্মচর্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।

দেবরেন স্তুতোংপতি দত্তকজ্ঞা প্রদীয়তে ॥ ইত্যাদীভূতিধায়
এতানি লোকগুণ্যার্থ কলরানৌ মহাঋতিঃ।

নিবর্তিতানি কৰ্ম্মাণি ব্যবস্থাপূৰ্ণকং বৃথৈঃ ॥” (উদ্ধাহতব্ধ)

কলির আদিত্তে মহাঋণ, (ব্রাহ্মণের পক্ষে) দীর্ঘকাল
ব্রহ্মচর্যপালন, কমণ্ডলু ধারণ, দেবর দ্বারা স্তুতোংপতি প্রভৃতি
ব্যবস্থাপূৰ্ণক নিবেধ করিয়াছেন।

শাস্ত্রে যে সকল ব্যবস্থা অভিহিত হইয়াছে, তদনুসারে চলা
সকলেরই কর্তব্য। অজ্ঞাবাক্তি যদি কোন ধৰ্ম্ম কর্ম্মের অমুষ্ঠান
করেন, তাহা হইলে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট ব্যবস্থা লইয়া তদনু-
সারে কর্ম্মের অমুষ্ঠান করিবেন।

প্রারম্ভিত বা চাক্ষর্যণ করিতে হইলে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের
নিকট লিখিত ব্যবস্থা লইয়া তদনুসারে প্রারম্ভিত্তি আচরণ
করিতে হয়। যদি কোন ব্রাহ্মণ ধৰ্ম্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত না জানিয়া
ব্যবস্থা দেন, তাহা হইলে যিনি সেই ব্যবস্থানুসারে কার্য্য করিবেন,
তিনি পবিত্র হইবেন। কিন্তু যিনি ব্যবস্থা দিয়াছেন, সেই পাপ
তাহাতেই যাইবে। স্মৃতরাং ধৰ্ম্মশাস্ত্রের বিশেষরূপ সিদ্ধান্ত না
জানিয়া ব্যবস্থা দেওয়া বিধেয় নহে।

“অজ্ঞাতা ধৰ্ম্মশাস্ত্রাণি প্রায়শ্চিত্তং বদন্তু যঃ।

প্রায়শ্চিত্তী তবৎ পুত্ৰং তৎপাপং তেযু গচ্ছতি ॥”

(প্রায়শ্চিত্তবি°)

ধৰ্ম্মশাস্ত্র না জানিয়া যিনি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেন, সেই
ব্যবস্থানুসারে প্রায়শ্চিত্তকারী পাপযুক্ত হয়, এবং সেই পাপ
তাহাতে গমন করে।

২ নিরম। (কথাসারিৎসাঃ ১০৯।৭১) ৩ পৃথক্ পৃথক্ স্থাপন।

৪ স্থিতি, স্থিরতা।

ব্যবস্থাত্ত্ব (ত্রি) বি-অব-স্থা-ত্বচ্। ব্যবস্থাপক, যিনি ব্যবস্থা
করেন।

ব্যবস্থান (স্ত্রী) বি-অব-স্থা-ল্যুট্। ব্যবস্থিতি।

“চাতুৰ্বর্ণ্যব্যবস্থানং ধম্মিন্ দেশে ন বিজ্ঞতে।

তং ব্রহ্মদেশং জানীরাধাধ্যাবর্তন্ততঃ পরম্ ॥” (অমরটীকার
ভরতভৃত্ত্ব ভূতিকাচন) (পুং) ২ বিজ্ঞ। (ভারত ৩।৪২।৫৫)

ব্যবস্থানপ্রজ্ঞপ্তি (স্ত্রী) সংখ্যাত্ত্ব। শততিটিলভ্যে এক
ব্যবস্থানপ্রজ্ঞপ্তি হয়। ললিতবিস্তরে এই গণনার বিষয় এইরূপ
লিখিত আছে, শত কোটিতে এক অযুত, শত অযুতে এক
নিযুত, শত নিযুতে এক কল্প, শত কল্পে এক বিবর,
শত বিবরে এক অকোভা, শত অকোভো এক বিবাহ, শত
বিবাহে এক উৎসঙ্গ, শত উৎসঙ্গে এক বহল, শতবহলে এক
নাগবল, শত নাগবলে এক তিটিলভ, শত তিটিলভে এক
ব্যবস্থানপ্রজ্ঞপ্তি।

“কথং পুনঃ কোটীশতোত্তরা গণনা পতিরম্মপ্রবেষ্টয়া।
বোধিসব্ব আহ। শতকোটীনামযুতং নামোচ্যতে। শত-
মযুতানাং নিযুতং নামোচ্যতে, ইত্যাদি, শতং তিটিলভানাং
ব্যবস্থানপ্রজ্ঞপ্তিনামোচ্যতে, শতং ব্যবস্থানপ্রজ্ঞপ্তীনাম হেতুহিলং
নামোচ্যতে।” (ললিতবিস্তর ১৩৮।পৃ°)

ব্যবস্থাপক (ত্রি) ব্যবস্থাপয়তি বি-অব-স্থা-গিচ্-ধূল্। যিনি
ব্যবস্থাপন করেন, যিনি ব্যবস্থা দেন, শাস্ত্রবিধি যিনি বলেন,
বিধিদায়ক। ২ নিয়ামক। ৩ সংস্থাপক।

ব্যবস্থাপত্র (স্ত্রী) ব্যবস্থাবিবরণং পত্রং। বাহাতে ব্যবস্থা
লেখা থাকে। শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা তালপত্রাদিতে লিখিয়া দিতে হয়।

ব্যবস্থাপদ্ধতি (স্ত্রী) ব্যবস্থারঃ পদ্ধতিঃ প্রণালী। নিয়ম-
প্রণালী।

ব্যবস্থাপন (স্ত্রী) বি-অব-স্থা-গিচ্-ল্যুট্। ১ ব্যবস্থাপ্রণয়ন।
২ নির্দ্ধারণ, নিরূপণ। ৩ নিশ্চিতকরণ।

ব্যবস্থাপনীয় (ত্রি) বি-অব-স্থা-গিচ্-অনীয়। ব্যবস্থাপন-
যোগ্য, ব্যবস্থাপনের উপযুক্ত।

ব্যবস্থাপ্য (ত্রি) বি-অব-স্থাপি-ঘৎ। ব্যবস্থাপনার্থ, বাহা
ব্যবস্থাপন করা যায়।

ব্যবস্থাপিত (ত্রি) বি-অব-স্থা-গিচ্-ক্ত। ১ স্থিরীকৃত। ২ নির্দ্ধা-
রিত। ৩ প্রকৃতিপ্রাপিত। ৪ নিয়মপূৰ্ণক স্থাপিত।
৫ নিয়মিত।

ব্যবস্থিত (ত্রি) বি-অব-স্থা-ক্ত। বিধিপূৰ্ণক স্থিত, ব্যবস্থাপিত।

“অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।

প্রবৃন্তে শস্ত্রমস্পাতে ধনুরুত্তম্য পাণ্ডবঃ ॥” (গীতা ১ অ°)

ব্যবস্থিতি (স্ত্রী) বি-অব-স্থা-ক্তিন্। ব্যবস্থান।

ব্যবহরন্ (স্ত্রী) বি-অব-স্থ-ল্যুট্। অষ্টাংশ পদ ব্যবহার।

ব্যবহর্ত্তব্য (স্ত্রী) বি-অব-স্থ-তব্য। ব্যবহার প্রদর্শনের উপযুক্ত।

“নরেন ব্যবহর্ত্তব্যং পাথিবেন যথাক্রমম্।”

(হরিবংশ ৫২৩।৭)

ব্যবহৃত্ত্ব (পুং) বি-অব-স্থ-ত্বচ্। ব্যবহারকর্ত্তা, যিনি ব্যবহার
করেন, বিচার করেন, প্রাডুবিবাক, জজ, হাকিম।

ব্যবহার (পু) বি-অব-অ-অক্। ১ বিবাহ। (অমর) ২ বৃক-
ভেদ। ৩ ভ্রাণ। ৪ নীল। ৫ স্থিতি। (মেঘিনী) ৬ কৰ্ম,
ক্রিয়া, কার্য। ৭ বোকন্দা।

“ন কচিৎ কতচিদ্ভিন্নং ন কচিৎ কতচিদ্ভিন্নপুঃ।

ব্যবহারেণ জ্ঞায়ন্তে মিথ্যাপি স্পিশবত্তথা” (হিতোপদেশ)

অষ্টাদশ পদ্য বিবাদ-বিবাদের নাম ব্যবহার। ইহার লক্ষণ—
‘ব্যবহারমাহ কাভ্যায়নঃ—

“বি-নানার্থে হব সন্দেহে হরণঃ হার উচ্যতে।

নানাসন্দেহহরণাৎ ব্যবহার ইতি স্থিতিঃ ॥”

নানাবিবাদবিবরঃ সংশয়ো দূর্যতে হনেন ইতি ব্যবহারঃ।

‘ভাবোত্তরক্রিয়ানির্ণায়কত্বং ব্যবহারত্বং।’ (ব্যবহারতত্ত্ব)

বিশদ নানার্থবাচক, অব শব্দের অর্থ সন্দেহ এবং হার-
শব্দের অর্থ হরণ, নানা সন্দেহের হরণ হয় বলিয়া উহাকে ব্যব-
হার কহে। নানা বিবাদবিবরক সন্দেহ বাহার দ্বারা হরণ
হয়, তাহাকে ব্যবহার কহে। বিবাদ বিবর সম্বন্ধে যে কোন
সন্দেহ উপস্থিত হউক না কেন, বাহা দ্বারা সেই সকল সন্দেহ
নিরাকৃত হয়, তাহারই নাম ব্যবহার। ভাবোত্তরক্রিয়া-
নির্ণায়কত্ব-ই ব্যবহারত্ব অর্থাৎ কণনের পর তাহার কর্তব্য নির্ণয়
করাই ব্যবহারের কার্য। বাদী ও প্রতিবাদীর যে বিবাদ উপ-
স্থিত হয়, তাহাকেই ব্যবহার কহে।

“ব্যবহারান্ নৃপঃ পশ্চেষ্মিষ্মিষ্মিষ্মিষ্মিঃ সহ।

ধর্মশাস্ত্রানুসারেণ ক্রোধলোভবিবর্জিতঃ ॥

শ্রুতধর্মসম্পন্ন ধর্মজ্ঞঃ সভাবাদিনঃ।

রাজা সভাসদঃ কার্য্যাপি রিপৌ মিত্রে চ যে সমাঃ ॥

অবশ্রুতা কার্য্যবশ্যব্যবহারান্ নৃপেণ তু।

সঠৈঃ সহ নিষোক্তব্যো ব্রাহ্মণঃ সর্বধর্মবিৎ ॥

রাগান্নোভাদ্ভগাখাপি শ্রুত্যাগেতাদিকারিণঃ।

সভ্যাঃ পৃথক্ পৃথক্ দণ্ড্য বিবাদাদ্ বিত্তগং দমম্ ॥

শ্রুত্যাচারব্যপেতেন মার্গেণাধর্মিতঃ পঠৈঃ।

আবেদন্যতি চেষ্টাজ্ঞে ব্যবহারপদং হি তৎ ॥” (বাজবল্য ২।১-৫)

রাজা ক্রোধ ও লোভশূন্য হইয়া ধর্মশাস্ত্রানুসারে বিদ্বান্
ব্রাহ্মণদিগের সহিত ব্যবহার (বোকন্দা) স্বয়ং অবলোকন
করিবেন, অর্থাৎ নিজেই বিচার করিবেন। স্বীমাংসা ব্যাকরণাদি
এবং বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, ধর্মশাস্ত্রবিদ, ধার্মিক, সভাবাদী এবং
বাহার শত্রু ও মিত্রে পক্ষপাতবর্জিত রাজা সেই সকল ব্রাহ্মণকে
সভাসদ করিবেন। রাজা যদি কোন কার্য্য বশতঃ নিজে ব্যবহার
না দেখিতে পারেন, তাহা হইলে পূর্বোক্ত গুণসম্পন্ন সভা-
সদের সহিত একজন সর্বধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ব্যবহার দর্শনে
নিযুক্ত করিবেন। কাভ্যায়ন সিদ্ধিরাছেন,—

“ব্রাহ্মণঃ যজ্ঞ ন ত্যাং তু কত্রিরং তত্র বোকন্দেৎ ॥”

বৈশ্য বা ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ শূদ্রঃ যন্তেন বর্জয়েৎ ॥”

অর্থাৎ উপযুক্ত ব্রাহ্মণ অভাবে কত্রির অথবা ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ
বৈশ্য নিযুক্ত করিবেন, কিন্তু রাজা কখন শূদ্রকে নিযুক্ত করি-
বেন না।

পূর্বোক্ত সভাগণ ঘেহ, লোভ, অথবা ভয়প্রযুক্ত, ধর্মশাস্ত্র-
বিরুদ্ধ বা আচারবিরুদ্ধ বিচার করিলে সেই বিবাদে পরাজিত
ব্যক্তির যে দণ্ড বিহিত, রাজা তাহাদিগের প্রত্যেকের তাহার
দ্বিগুণ দণ্ড বিধান করিবেন। শ্রুতি ও আচারবিরুদ্ধ পদ্ধতি
অনুসারে শত্রু কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া ব্যবহার-দর্শকের নিকট
উৎপীড়নের বিবরণ নিবেদন করিলে তাহাকে ব্যবহার কহে,
অর্থাৎ একজন শাস্ত্র ও আচারবিরুদ্ধ নিয়ম অনুসারে একজনের
প্রতি উৎপীড়ন করিয়াছে, ঐরূপে উৎপীড়িত ব্যক্তি রাজার
নিকট ঐ উৎপীড়নের বিবরণ নিবেদন করিলে তাহাই ব্যবহার
নামে অভিহিত হয়। ইহাই ব্যবহারের বিষয়। উক্ত নিবেদন
এবং প্রতিবাদী সমক্ষে লেখনের নাম ভাবা, পক্ষ শব্দে অভিহিত।
বাদী বিবাদ নিবেদন করিবার সময় অর্থাৎ বোকন্দা কহু
করিবার কালে বাহা বলিয়াছিল, প্রতিবাদীর সমক্ষে তাহাই
লিখিতে হইবে এবং সেই লেখ্যে বখাযোগ্য বৎসর, মাস,
তিথি ও বারাদি, বাদী প্রতিবাদীর নাম ও জাত্যাদি উল্লিখিত
 থাকিবে।

অগ্রসিদ্ধ, নিরাবোধ, নিরর্থ, নিশ্চয়োজন, অসাধ্য এক
• বিরুদ্ধ এই সকল পক্ষ নহে, পক্ষান্তর, সূত্রায় ব্যবহারের
বিষয় নহে। অগ্রসিদ্ধ প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ, ইহাদের
অর্থ এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। অগ্রসিদ্ধ—যথা, অমুক
ব্যক্তি আমার আকাশকুসুম গ্রহণ করিয়াছে, কিছুতেই দিতেছে
না, ইত্যাদি। নিরাবোধ—যথা, আমার ঘরের দীপালোকে
ইহার কার্য্য করে। নিরর্থ—যাহা বোধগম্য হয় না, ‘কন্ডমু-
বচুনরিচ’ ইত্যাদি। নিশ্চয়োজন—এই ব্যক্তি আমাদের পক্ষীতে
জন্মায়ন করে। অসাধ্য—শ্রাম আমাকে দেবিয়া হাসিয়াছিল।
বিরুদ্ধ—অমুক বোবা, কিন্তু আমাকে গালিগালাজ করিয়াছে,
ইত্যাদি এই সকল ব্যবহার বিষয় হইবে না। অর্থাৎ ইহার
জ্ঞান নাশিত করিলে ঐ নালিশ অগ্রাহ্য হইবে।

ভাবার্থ প্রবণ করিয়া প্রতিবাদী বাহা বাহা বলিবে, তৎসমস্ত
বাদীর সমক্ষে লিখিতে হইবে। তৎপরে বাদী আশ্রয়পক্ষের প্রমাণ
দিবেন। প্রমাণ ঠিক হইবে, অন্য লাভ হইবে। প্রমাণ ভালরূপ
না দিতে পারিলে পরাজয় হইবে।

ব্যবহার চতুষ্পাদ, অর্থাৎ চারিভাগে বিভক্ত। ভাবাপাদ,
উত্তরপাদ, ক্রিয়াপাদ ও সাধ্য-সিদ্ধপাদ, এই সকলও পারিভাষিক •

শব্দ, ইহাদের অর্থও এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। ভাষাপাদ অর্থী অর্থাৎ বাদী বাহা নিবেদন করিয়াছে, প্রতিবাদীর সমক্ষে ঠিক তাহাই লিখিতে হইবে, ইহাকে ভাষাপাদ কহে। ভাষার্থ শ্রবণ করিবার পর প্রতিবাদী বাহা বলিবে, বাদীর সমক্ষে তাহা সমস্ত লেখাইতে হইবে। ইহাই উত্তরপাদ। ভাষাপাদ ও উত্তরপাদ এই দুইটিকে আরম্ভী ও জবাব বলা যায়। বাদী তৎ-ক্ৰমাৎ প্রমাণ লিখাইবে, ইহাই ক্রিয়াপাদ। প্রমাণ ঠিক হইলে জয়লাভ, অতথা পরাজয়, ইহাই সাধাসিদ্ধিপাদ। এই চতুস্পাদ ব্যবহার।

যতদিন নিজের প্রতি আরোপিত দোষের একটা বীমাংসা না হয়, ততদিন এবং উহা বীমাংসা হইলেও অপরে যদি বাদীর নামে কোন অভিযোগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে যতদিন ঐ অভিযোগের শেষ না হয়, ততদিন প্রতিবাদী বাদীর নামে পাণ্টা অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিবে না। আর প্রতিবাদী তাক্ষার্থ শ্রবণ করিয়া যে উত্তর দিবে, তাহা যেন পরস্পরে বিরুদ্ধ না হয়।

ইহা সাধারণ নিয়ম। কিন্তু একটু বিশেষ এই যে বাক-পাক্ষ্য (গালিগালাজ), দণ্ডপাক্ষ্য (মারামারি), সাহস (বিষ শস্ত্রাদি দ্বারা প্রাণনাশাদি) এই সকল স্থলে পাণ্টা অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারে।

অভিগুণ্ত ব্যক্তি অভিযোগ অপলাপ করিলে পর বাদী যদি সাক্ষী প্রভৃতি দ্বারা অপলাপিত অভিযোগ সপ্রমাণ করাইয়া দেয়, তাহা হইলে উক্ত অভিগুণ্ত ব্যক্তি বাদীর কথিত ধন বাদীকে এবং তত্তুল্য ধন রাজস্ব দিবে। আর বাদী যদি উহা সপ্রমাণ করিতে না পারে, তাহা হইলে মিথ্যাভিযোগী বাদী নিজ উল্লিখিত ধনের বিগুণ দণ্ড দিবে।

সাহস, চৌর্য্য, বাকপাক্ষ্য, দণ্ডপাক্ষ্য, এবং দোহুদী গো এই সকল ঘটিত অভিযোগ, পাতকভিযোগ ও প্রাণনাশ ও ধনক্ষতির সম্ভাবনা হইলে, কুলঙ্গীর চরিত্র ঘটিত এবং দাসীর স্বভাব ঘটিত অভিযোগে বাহাতে প্রতিবাদী ভাষার্থ শ্রবণের পরই কাল স্থিলাধ না করিয়া উত্তর দেন, তাহা করিবেন। অজ্ঞ স্থলে বিলম্ব অবিলম্ব সভ্যদিগর ইচ্ছামুসারে জানিতে হইবে।

বিচারক ও সভ্যগণ বাদী প্রতিবাদীকে কি না, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। বাহারা এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, দৃষ্টি লেহন করে, লশাটে বর্ণ হইতে থাকে, মুখ বিবর্ণ হয়, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ এবং বন্ধ হইয়া আসে, পূর্বাঙ্গের বিবৃতি বহুতর কথা কহে, স্মৃতি কথা কহিতে পারে না, শ্রীতি সিদ্ধ অবলোকনে অসমর্থ হয়, গুণ্ডাধর বন্ধ করে, এইরূপ যে ব্যক্তি

১. স্বভাবতঃ অর্থাৎ অজ্ঞ কোন ভরাদির কারণ না থাকিলেও বিরক্ত

ভাব প্রাপ্ত হয়, অভিযোগই হউক আর সাক্ষ্য কার্কেই হউক, তাহাকে চুপ্ত বলিয়া স্থির করিতে হইবে।

ভাষার্থ শ্রবণের পর প্রতিবাদী বাহা বলিবেন, তৎসমস্তই বাদীর সমক্ষে লিখিতে হইবে। অন্তর বাদী সাক্ষী প্রভৃতি দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করিবেন। পরে প্রতিবাদীর সাক্ষী প্রভৃতি বিচারক সভ্যদিগের সহিত কর্তব্য বিধারণ করিবেন।

মত্ত, উন্মত্ত, পীড়িত, বাসনাসক্ত, বালক, ভীত, নগরাদি বিরুদ্ধ এবং সযত্নশূন্য ব্যক্তি এই সকল শ্রেণীকে যে ব্যবহার উত্থাপিত করে, তাহা অসিদ্ধ।

বল বা ভয়নিশ্পন্ন, স্ত্রীকৃত, নিশাকালকৃত, গৃহাভ্যন্তরকৃত, গ্রামবাহিদেহকৃত, এবং শত্রুকৃত ব্যবহার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কর্তৃক হই হইলেও পরিবর্তিত হইবে।

তপোনিষ্ঠ, দানশীল, সৎস্বামী, সত্যবাদী, ধর্মপ্রধান, সরল স্বভাব, পুণ্ড্রবান্, সম্পত্তিশালী, যথাসম্ভব শ্রোতৃমার্গ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মামুষ্ঠারী, এবং ব্যবহৃত্যর সজ্ঞাতি বা সর্গণ এইরূপ অন্ততঃ তিনজন সাক্ষী দিতে হইবে। সজ্ঞাতি বা সর্গণ সাক্ষী না মিলিলে সকল জাতীয় সকল বর্ণীয় ব্যক্তিকে সাক্ষী হইতে পারে।

স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, ক্রিভব, শ্রোত্রিয় বৃদ্ধ, তাপস বৃদ্ধ, এবং পরিব্রাজকাদি ইহারা শাস্ত্রনিয়মানুসারে সাক্ষী মধ্যে পরিগণিত নহে। সুরাদিসেবনে মত্ত, উন্মত্ত, অতিশয়, রজাবতারা, পাবতী, কুটকারী, বিকলেক্রিয়, পতিত, বন্ধু, অর্থ সঞ্চয়ী অর্থাৎ বাহার সহিত বিবাদ-বিষয়ের স্বার্থ সযত্ন আছে, সহায়, শত্রু, চোর, সাহসী, হুট দোষ, বন্ধু-পরিভাক্ত ইত্যাদি ব্যক্তিগণ সাক্ষী হইবার অযোগ্য। উভয় পক্ষসম্মত ধর্মজ্ঞ একজনও সাক্ষী হইতে পারে। স্ত্রীসংগ্রহ, বাকপাক্ষ্য, দণ্ডপাক্ষ্য, চৌর্য্য এবং সাহসে স্ত্রী বালক প্রভৃতি সকলেই সাক্ষী হইতে পারিবে।

হুই পক্ষ হইতে সাক্ষ্য প্রদান করিলে বহুলোকে যে কথা বলে, তাহাই গ্রাহ্য। হুই পক্ষে সমান লোক হইলে গুণবান্ ব্যক্তিগণের, ও হুই পক্ষে সমান গুণবান্ থাকিলে বাহার অধিক গুণবান্ তাহাদিগের কথাই গ্রাহ্য। সাক্ষিগণ বাহার লিখিত প্রতিজ্ঞাকে সত্য বলিয়া প্রকাশ করে, সে জয়ী হয় এবং বাহার লিখিত প্রতিজ্ঞাকে অজ্ঞান বলে, তাহার পরাজয় নিশ্চিত।

কতিপয় সাক্ষী একরূপ বলিয়া গেলেও যদি অজ্ঞপক্ষীয় বা স্বপক্ষীয় অপরাপর আভ্যন্তর গুণবান্ ব্যক্তি কিংবা বহুলোক অজ্ঞরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহা হইলে পূর্ব সাক্ষিগণ কুট সাক্ষীদিগের প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই বিবাদপর্য্যন্ত ব্যক্তির যে দণ্ড হইবে, তাহার বিগুণ দণ্ড করিবেন। ব্রাহ্মণ কুটসাক্ষী হইলে রাজা তাহাকে রাজা হইতে তাড়াইয়া দিবে।

প্রথমে সাক্ষ্যদান স্বীকার করিয়া পরে যদি সেই ব্যক্তি

সাক্ষা নন্দের, তাহা হইলে বিবাহে পরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড হইবে, তাহার ৮ গুণ দণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণ হইলে তাহার নির্দাসন-দণ্ড। যে বিবাহে সত্য কথা বলিলে ব্রাহ্মচারীর প্রাণ দণ্ড হয়, সেস্থলে সাক্ষী মিথ্যা কথা বলিতে পারে। কিন্তু দ্বিজ সাক্ষীগণ প্রত্যেকে মিথ্যাকথন পাপকর জন্ম সারস্বত চরু নির্কণণ করিবেন। বিচারক এতরূপে বিচার কার্য্য নির্বাহ করিবেন। (বাল্মক্য-সংহিতা ২ অ°)

মৃত্যুতে লিখিত আছে যে—

“ব্যবহারান্ দিব্ৰুক্ণ ব্রাহ্মণৈঃ সহ পাণ্ডিবাঃ।

মুদ্রাজ্ঞৈঃ দয়িষ্টিষ্টৈঃ বিনীতঃ প্রাবিশেৎ সভাম্।

তজ্ঞানীনঃ দ্বিতো বাপি পানিবুভ্যম দক্ষিণম্।

বিনীতযশাভরণঃ পশ্চেৎ কাণ্যাণি কাষিগাম্।

প্রভাহং দেশদৃষ্টেচ্চ শাস্ত্রদৃষ্টেচ্চ হেতুভিঃ।

অষ্টাদশমার্গেণ নিবন্ধানি পৃথক্ পৃথক্।” (মহা ৮।১-৩)

রাজা ব্যবহারদর্শনে অভিলষী হইয়া ব্রাহ্মণ এবং মন্ত্রণা-কুল মন্ত্রীদিগের সহিত ধর্ম্মাধিকরণ-প্রভার গমন করিবেন। তথায় উপবিষ্ট হইয়া উখিত থাকিয়া দক্ষিণ বায়ু বাহির করিয়া অমুচ্ছত বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া বাদী ও প্রতিবাদীদিগের কার্য্য সকল অবলোকন করিবেন।

বিবাহের কারণ অষ্টাদশ প্রকার বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অষ্টাদশ প্রকার বিবাদমূলক ব্যবহার দেশজাত ও কুলচারানু-গত হেতু শাস্ত্রীয় সাক্ষী ও লেখ্যাদি প্রমাণ দ্বারা রাজা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বিচার করিবেন।

অষ্টাদশ প্রকার ব্যবহার যথা—১ ঋণাদান। ২ নিক্ষেপ। ৩ অস্বামিবিক্রয়। ৪ সন্ত্রয়সমুখান। ৫ দত্তাপ্রাদানিক। ৬ বেতনাদান। ৭ সন্নিদ্যাতিক্রম। ৮ ক্রয়বিক্রয়ানুশর। ৯ স্বামিপাল-বিবাদ। ১০ সীমাবিবাদ। ১১ বাক্‌পারদ্য। ১২ দণ্ডপারদ্য। ১৩ স্তেয়। ১৪ সাহস। ১৫ ক্রীসংগ্রহ। ১৬ বিভাগ। ১৭ দূত। ১৮ আহবয়। ১৯ প্রকার ব্যবহার। ইহার কোন একটী বিষয় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজার নিকট নাশি করিলে রাজা তাহার সাক্ষা প্রভৃতি লইয়া শাস্ত্রানুসারে বিচার করিবেন।

১ ঋণাদান—কি প্রকার ঋণ দেয়, কোন প্রকারের ঋণ দেয় নাই, অথবা কত বৎসরে কোন ঋণ দেয়, উত্তম ও অধমণের দানাদান কি প্রকার ইত্যাদি বিষয়কে ঋণাদান কহে। টাকা কড়ি লেন দেন লইয়া যে স্থলে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাষ্ট ঋণাদান শব্দে অভিধেয়।

২ নিক্ষেপ—আপনার ধন অন্য পুরুষে অর্পণকে নিক্ষেপ কহে, টাকা কড়ি একজনের গচ্ছিত রাখিলে কালে যদি তাহা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাকে নিক্ষেপ কহে।

৩ অস্বামিবিক্রয়—যে ধনের যে স্বামী নহে, তৎকর্তৃক সেই ধনের বিক্রয়কে অস্বামিবিক্রয় কহে।

৪ সন্ত্রয়সমুখান—পরস্পর মিলিত হইয়া একত্র বাণিজ্যকারী বৈজ্ঞানিক অমুষ্ঠানকে সন্ত্রয়সমুখান বলে। যৌথ কারবার লইয়া যদি পরস্পরের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রাজার নিকট নাশি করিলে রাজা তাহার নিয়মানুসারে বিচার করিবেন।

৫ দত্তাপ্রাদানিক—দত্তবস্ত্র অপাত্রে দত্ত হেতু অথবা ক্রোধাদিতে গ্রহণ করার নাম দত্তাপ্রাদানিক।

৬ বেতনাদান—ভৃত্যাদিগের বেতনাদি না দেওয়ার বেতনাদান কহে।

৭ সন্নিদ্যাতিক্রম—কৃতব্যবহার অতিক্রমকে সন্নিদ্যাতিক্রম কহে।

৮ ক্রয়বিক্রয়ানুশর—কোন বস্তু ক্রয় বা বিক্রয় করিয়া অধিক লাভের প্রত্যাশায় অমুতাপ করার নাম ক্রয়-বিক্রয়ানুশর।

৯ স্বামিপালবিবাদ—স্বামী ও পশুপালের বিবাদকে স্বামি-পালবিবাদ কহে।

১০ সীমাবিবাদ—গ্রাম বা ক্ষেত্রাদির সীমানাক্রান্ত বিবাদকে সীমাবিবাদ কহে।

১১ বাক্‌পারদ্য—পরস্পর গালি গালাজ করার নাম বাক্‌পারদ্য।

১২ দণ্ডপারদ্য—পরস্পর মারামারি, দালা হালান্দ প্রভৃ-
• তিকে দণ্ডপারদ্য কহে।

১৩ স্তেয়—গোপনে পরধন হরণের নাম স্তেয়। চুরি, ঠকান প্রভৃতিকে স্তেয় কহে।

১৪ সাহস—বলাৎকারে পরধনহরণের নাম সাহস, ডাকা-
তিকেও সাহস বলা যায়।

১৫ ক্রীসংগ্রহ—ক্রীলোকের পরপুরুষের সাহিত সম্পর্কে অর্থাৎ ক্রীপুরুষের ব্যভিচারকে ক্রীসংগ্রহ কহে।

• ১৬ বিভাগ—পিতৃপিতামহাদির ধনের বিভাগ লইয়া বিবাদকে বিভাগ, দায় বিভাগ লইয়া যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাকে বিভাগ কহে।

১৭ দূত—পাশকাদি ক্রীড়াকে দূত কহে।

১৮ আহবয়—পণ পূরক পক্ষী, মেঘ প্রভৃতি আগ্নেয় যুদ্ধকে আহবয় কহে।

এই অষ্টাদশ বিষয় লইয়া প্রায়ই লোকে বিবাদ করিয়া থাকে। এই সকল বিষয়ের বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজা লোক স্থিতির নিমিত্ত শাস্ত্র দ্বারা আশ্রয় করিয়া এই সকল কার্য্য নিরূপণ করিবেন।

রাজা নিজে যদি কোন অলঙ্ঘনীয় কারণে এই সকল কার্য দর্শন করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে কার্য দর্শনে নিযুক্ত করিবেন। সেই বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ তিনজন সভ্যের সহিত ধর্মাদিকরণ-সভায় প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট বা উত্তিত ভাবে কার্য করিবেন।

যে সভায় ঋক্ যজুঃ ও সামবেদবেত্তা ঐক্যে তিনজন সভ্য ব্রাহ্মণ এবং রাজপ্রতিনিধি অধিষ্ঠান করেন, তাহাকে ব্রহ্মসভা কহে। বিদ্বান্-পরিবৃত সভায় বাহাতে অস্ত্রায় বিচার না হয়, সভাগণ তাহাই করিবেন। সভায় বাইবে না সেও ভাল, কিন্তু যেন বিচারস্থানে অস্ত্রায় বিচার না হয়। উপস্থিত থাকিয়া মোনাবলম্বন বা মিথ্যা কহিলে পাপভাগী হইতে হয়।

বিচারকের সম্মুখেই যথায় অর্থ্য কর্তৃক ধর্ম ও মিথ্যা কর্তৃক সভা নষ্ট হয়, তথায় বিচারকগণই নষ্ট হইয়া থাকেন। যে জন ধর্মকে নষ্ট করে, ধর্মই তাহাকে নষ্ট করিয়া থাকেন। ধর্মকে রক্ষা করিলে ধর্মরক্ষা করেন। অতএব ধর্ম কোন ক্রমেই অতিক্রমণীয় নহে।

সমুদয় কামনা বর্ষণ করেন বলিয়া শাস্ত্রে ধর্ম বুঝ নামে অভিহিত হইরাছেন। যে জন সেই ধর্মকে 'অলং' অর্থাৎ নিবারণ করে, তাহাকেই প্রকৃত বৃথল বলা যায়। নতুবা জাতিবাচক বৃথল বৃথল নহে। ধর্মই জীবের একমাত্র সুখঃ মৃত্যুর পরও ধর্ম অম্লগামী হইয়া থাকে। অপর যাহা কিছু থাকে, সকলই আমাদের দেহের সহিত তিরোহিত হয়।

অতএব বিচারক ধর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বাহাতে অস্ত্রায় বিচার না হয়, তাহা করিবেন, অস্ত্রায় বিচার করিলে যে পাপ হয়, তাহার চারিভাগের এক ভাগ মিথ্যাভিযোগী প্রাপ্ত হয়, মিথ্যা সাক্ষী এক ভাগ পায়, এবং সমুদয় সভাসদ একভাগ এবং রাজা একভাগ পাইয়া থাকেন। এই তত্ত্ব অতি সাবধানতার সহিত বিচার করা কর্তব্য। যে স্থলে জ্ঞায় বিচার হয়, পাপী উপযুক্ত দণ্ড পায়, তথায় রাজা নিষ্পাপ থাকেন, সভ্যেরাও পাপমুক্ত হয়। পাপ কেবল পাপকর্তাকেই বন্দিয়া থাকে।

জাতিমাত্রেজীবী ব্রাহ্মণকে অথবা যে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বেড়ায়, কিন্তু ক্রিয়াহীনতারহিত ও জ্ঞানশূন্য এইরূপে ব্রাহ্মণকেও ব্যবহারদর্শনে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, কিন্তু সর্বোৎকর্ষিত ধার্মিক ব্যবহারজ্ঞ শূদ্রকে কোনমতে ঐ পদে নিয়োগ করিতে পারিবে না। শূদ্র যদি জ্ঞানাত্ম্য ধর্মবিচার করে, তাহা হইলে সেই রাজার রাজ্য শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

রাজা ধর্ম্যগনে অধিষ্ঠান করিয়া সম্যক আচ্ছাদিত দেহ ও একপ্রাচীত হইয়া লোকপালগণকে প্রণাম করিয়া বিচারাদি কার্য আরম্ভ করিবেন, রাজপ্রতিনিধিও এইরূপে বিচার করিবেন।

মুদ্র ও অনর্থ উত্তর বৃষ্টিয়া ধর্ম ও অর্থের প্রতি বিশেষ রূপে দৃষ্টি রাখিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণক্রমে বাবী প্রতিবাবীর কার্য সকল দর্শন করিবেন। প্রথমে বাছ চিহ্ন দ্বারা উহারিগের মনোগত ভাব জানিতে চেষ্টা করা বিধেয়। লোকের ব্রহ্ম, বর্ণ, ইজিত, আকার্য, চক্ষু এবং চেষ্টা এ সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখাও আবশ্যক। আকার্য, ইজিত, গতি, চেষ্টা, কথাবার্তা, এবং নেত্রমুখবিকার দ্বারা লোকের মনোগত ভাব জানিতে পারা যায়।

পিতৃ-মাতৃ-বিহীন অনাথ বালকের ধন রাজা নিজে তাৎকাল পর্যন্ত রক্ষা করিবেন, যাবৎ বালক গুরুকুল হইতে গৃহস্থশ্রমে প্রত্যাগত অথবা যে পর্যন্ত অতীতশৈশব না হয়। ১৬ বৎসর বয়স হইলে অতীত শৈশব হইয়া থাকে। বক্ষ্যাত্ত্রী, বাহার স্বামী দারাস্তর পরিগ্রহ করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন-নির্কাহোপযোগী ধন দিয়া তাহাকে পরিভাগ করিয়াছে, পুত্রদ্বিহিত, প্রোষিতভৃত্তকা, এবং যে জ্ঞায় সাক্ষ্যাদি কেহ অভিভাবক নাই, এবং সাক্ষী বিধবা ও যোগিণীত্নী, ইহারিগের ধন ও অনাথ বালকের ধনের জ্ঞায় রাজা রক্ষা করিবেন। যদি তাহারা জীবিত থাকিতেই সপিণ্ডেরা উক্ত ধন গ্রহণ করে, তবে ধার্মিক নরপতি চৌর্য দণ্ডে তাহাদিগকে দণ্ডিত করিবেন।

অজ্ঞাতস্বামিক ধন পাইলে রাজা সর্বত্র উহা প্রকাজ্ঞ ঘোষণা করিয়া তিন বৎসর পর্যন্ত আত্মকায়ে স্থাপিত রাখিবেন। তিন বৎসর মধ্যে ধনস্বামী আগত হইলে ঐ ধন তিনি পাইবেন। ঐ সময় অতীত হইয়া গেলে রাজা ঐ ধন নিজকায়ে ব্যবহার করিতে পারিবেন। যে ব্যক্তি ঐ ধন আমার বলিয়া দাবী করে, রাজা তাহার নিকট উপযুক্ত প্রমাণ লইয়া তাহাকে ঐ ধন দিবেন। যদি মিথ্যা করিয়া কেহ দাবী করে এবং উপযুক্ত প্রমাণ দিতে না পারে এবং নানাপ্রকার অসম্বন্ধ কথা বলে, রাজা তাহাকে ঐ দ্রব্যের উপযোগী দণ্ড করিবেন।

প্রদত্তদ্রব্য রক্ষাহেতু রাজা ধনস্বামীর নিকট হইতে ঐ ধনের যড়ভাগ, দশমভাগ ও দ্বাদশভাগ গ্রহণ করিতে পারেন। নষ্ট দ্রব্য যদি কেহ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উহা রাজার নিকট দিতে হইবে। রাজা উহার রক্ষার জন্ত উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিবেন। সেই দ্রব্য যদি কেহ চুরি করিয়া লয়, তাহা হইলে রাজা তাহাকে মৃতহন্তী দ্বারা বিনাশ করিবেন।

বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ পূর্বোপনিহিত কোন ধন প্রাপ্ত হইলে তাহা সমগ্রই নিজে গ্রহণ করিবেন। রাজাকে কোন অংশ দিতে হইবে না। কারণ ব্রাহ্মণই সকলের অধিপতি। রাজা যদি পূর্বোপনিহিত কোন নিধি ভূমিমধ্যে প্রাপ্ত হন, তবে তাহা হইতে ব্রাহ্মণদিগকে অর্দ্ধেক দিবেন ও আপনি অর্দ্ধেক লইবেন। যে কোন বর্ণের হউক না কেন, ধন চুরি গেলে পর রাজা



চোরের নিকট হইতে ধন আদায় করিয়া বাহার ধন চুরি করিলে তাহাকে দিবেন। যদি তাহা না দিয়া আপনি লন, তাহা হইলে চোরের তুলা পাপ হইবে।

বর্ণধর্ম, যে দেশের যে ধর্ম, গুরুপরম্পরায় প্রচলিত আছে, অথচ বাহা বেদবিরুদ্ধ নহে, জানপদ ধর্ম, শ্রেণীধর্ম এবং যে কুলের যে ধর্ম, অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, সেই কুল-ধর্ম, এই সকল ধর্মের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া রাজা স্বকীয় ধর্মনিয়ম ব্যবস্থাপিত করিবেন এবং বিচারকালে এই সকলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

ধনলোভে লোকমধ্যে বিবাদ জন্মান কিম্বা অপরের প্রাপ্য অর্থে লোভ করা রাজার বা রাজপুরুষের কর্তব্য নহে। রাজা ব্যবহার বিধিতে আত্মবান্ধবী দেশ, পাত্র, কাল প্রভৃতির উপর লক্ষ্য করিয়া সত্য ও ধর্ম অবলম্বন করিয়া বিচার করিবেন। সাধুগণ ও ধার্মিক ব্রাহ্মণেরা যে রূপ আচরণ করিয়াছেন, তাহা যদি দেশ কুল ও জাতিধর্মের বিরুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে সেই মতই বাবস্তা করিবেন।

উত্তমর্ণ অধমর্ণের নিকট হইতে চাঁকার প্রার্থনা করিয়া যদি আনন্দান করে, তাহা হইলে রাজা সাক্ষী ও লেখাদি দ্বারা প্রদত্ত ধন আদায় করিয়া অধমর্ণের নিকট হইতে ঐ ধন উত্তমর্ণকে দেওয়াইবেন। উত্তমর্ণ যে যে উপায় দ্বারা অধমর্ণ হইতে আপন প্রাপ্য পাইতে পারেন, রাজা সেই সেই উপায়ের অনুমোদন করিয়া উত্তমর্ণকে তাহার প্রাপ্য দেওয়াইবেন।

আমি তোমার ধারি না, বলিয়া উত্তমর্ণের ধন অধমর্ণ অপহরণ করিলে পর যদি উত্তমর্ণ সাক্ষী ও লেখাদি দ্বারা ধার প্রমাণ করাইতে পারে, তবে রাজা উত্তমর্ণকে ধন দেওয়াইবেন এবং অধমর্ণকে তাহার শক্তি বৃদ্ধি করিয়া অপহরণের দণ্ড করিবেন।

যে বাদী এইরূপ সাক্ষী ধর্মাদিকরণে উপস্থিত করে যে, সাক্ষী ঘটনাক্রমে উপস্থিত ছিল না, কিম্বা তাহাকে সাক্ষী মানিয়া গুণ্ডাৎ অস্বীকার করে, অথবা যে বাদী বুঝতে পারে না যে, তাহার কথা বিশৃঙ্খল ও পূর্ণাপর বিরুদ্ধ হইয়াছে। কিম্বা যে বাদী তাহার মূল বিষয় একবার বর্ণনা করিয়া, পরে তাহা হইতে পৃথক্ বলে, অথবা যে তৎকর্তৃক সম্যক্ স্বীকৃত বিষয় জিজ্ঞাসিত হইলে আর স্বীকার করে না, যে বাদী অসম্ভাব্য প্রদেশে গিয়া গিয়া সাক্ষীদিগের সহিত কথা বার্তা কহিয়াছে, অথবা রীতিমত জিজ্ঞাসা করিলে যে প্রশ্নের উত্তর দিতে চাহে না এবং আবেদিত বিষয় প্রমাণ করিতে পারে না ও সাধ্যসাধন কিছুই জানে না। এইরূপ বাদী প্রার্থিত বিষয়ে নিরাশ হয়। যে ধারী আমার সাক্ষী আছে বলে এবং, বিচারকালে সেই সাক্ষীকে উপস্থিত করিতে পারে না, তাহার আবেদনও অগ্রাহ্য হইয়া থাকে।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণই সাক্ষী হইবার উপযুক্ত। কৃতদার, পুত্রবান্ধব এবং একদেশনিবাসী কতিয়, বৈজ্ঞ এবং শ্রমজাতীয় লোক ইহারা অধীকর্তৃক মানিত হইলে সাক্ষাদানের যোগ্য হয়। অনাপদকালে অর্থাৎ মারামারি প্রভৃতি কোজদারী ঘটনা বাতীত অপর সময়ে যে কোন ব্যক্তিকে সাক্ষা মানা হইতে পারে না। সকল বর্ণের মধ্যেই বাহারা সত্যবাদী, বাহাদের কর্তব্য সমুদায়ের জ্ঞান আছে এবং বাহারা অলুপ্ত, তাহাদিগকে সাক্ষী মানিতে পারা যায়, কিন্তু ইহার বিপরীত গুণাবলম্বী হইলে তাহাদিগকে ভ্যাগ করিবে। বাহাদের সহিত অর্থসম্বন্ধ আছে, বাহারা মিত্র, সাহায্যকারী, ভৃত্যাদি, বাহারা শত্রু, বাহাদের কুটসাক্ষি পূর্বে জানা গিয়াছে, ব্যাধিগ্রস্ত এবং মহাপাতকাদিমধ্যে দূষিত ইহাদের সাক্ষা গ্রাহ্য নহে।

রাজাকে সাক্ষী মানিতে নাই। হুপকার, কারুজীবী, নটাদি, বহুবৈদগ্ধ্য প্রকচরী বা সম্যাসী, ইহাদিগকেও সাক্ষী মানিতে নাই। দাস, লোকবিবাহিত ব্যক্তি, দম্বা, নিষিদ্ধকর্মচারী, বৃদ্ধ, মগ, একতন চাণালদিগের জাতি, অন্ধ ও খজাদি, বিকলেজ্বর, মগ, মত্ত, উন্মত্ত, ক্ষুধাতৃষ্ণ, পীড়িত, পথশ্রমে প্রান্ত, কানামুগ, ক্রুদ্ধ ও তরুর এই সকল ব্যক্তিগণকে সাক্ষী মানিবে না। কিন্তু গৃহান্তান্তরে, অরণ্যাদি নির্জনস্থলে, চোরাদিকৃত উন্মত্ত, অথবা আততায়িকৃত প্রাণিহত্যাতে, উক্ত ব্যাপার জানে, এমন যে কোন ব্যক্তি সাক্ষী হইতে পারে। তথাপি বালক, বৃদ্ধ, আতুর ও বিকৃতমনা পুরুষকে সাক্ষী করিবে না। সকল প্রকার সাহসকার্যে, চৌর্যে, স্ত্রীসংগ্রহণে এবং বাস্পাক্ষ্য ও দণ্ডপাক্ষ্যে গৃহস্থ, পুত্রবান্ধব ইত্যাদি পুরুষকে সাক্ষীর পরীক্ষা নাই।

ACC NO. 8422

সাক্ষিগ্ধ স্থলে বিচারক বহু সাক্ষীর প্রমাণ গ্রাহ্য করিবেন। সাক্ষী সমান হইলে গুণবাক্যদ্বারা সত্য নিরূপণ করিবেন। চক্ষুঃগ্রাহ্য বিষয়ে সাক্ষ্যৎ দর্শনে সাক্ষ্যাসিদ্ধ হয়। চক্ষুঃগ্রাহ্যবিষয়ে সাক্ষ্যৎ দর্শনে ও শ্রবণযোগ্যব্যাপার শ্রবণে সাক্ষ্যাসিদ্ধ হয়। এবং ঐ সকল ঘটনায় যে সকল সাক্ষী সত্য কথা বলে, তিনি ধর্ম ও অর্থ হইতে চ্যুত হন না। বাহা দেখিয়াছে ও বাহা শুনিয়াছে, সাক্ষী যদি তাহার অত্যাধিকার-সত্য বলি, তাহা হইলে পরকালে সে অধোমুখ হইয়া নরকগামী ও স্বর্গহীন হয়।

অর্থী ও প্রত্যাদিকর্তৃক মানিত না হইলেও যদি কেহ কিছু দেখে বা শুনে এইরূপস্থলে বিচারক যদি কিছু জিজ্ঞাসা করেন, তথা হইলে তাহারা যথার্থ ও যথাস্থত বলিবে। লোভহীন একজনও সাক্ষী ভাল, কিন্তু অনেক স্ত্রীলোক ততি হইলেও সাক্ষিযোগ্য নহে। কারণ স্ত্রীবৃত্তি অস্থির। সাক্ষীর স্বাভাবিক

বাহা বলিবে, বিচারক তাহাই গ্রাহ্য করিবেন। উদ্ভাদি কোন কারণবশতঃ সত্যাবতিরিক্ত বাহা কিছু বলিবে, ধর্মনির্গুণবিষয়ে তাহা গ্রাহ্য নহে।

বিচারস্থলে বিচারক অর্থী ও প্রত্যর্থীর সমক্ষে সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করিয়া প্রিয়বচনে কহিবেন, তোমরা বাদী প্রতিবাদীর উপস্থিত বিষয়ে বাহা জান, তাহা সত্য করিয়া বল, যেহেতু তোমাদিগকে এ বিষয়ে সাক্ষ্য মানা হইয়াছে। সাক্ষ্যস্থলে সত্যবাক্য কহিয়া সাক্ষী পরকালে উৎকৃষ্টতর লোক সকল লাভ করে এবং ইহকালে অমৃত্যু কীৰ্ত্তি প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মাণ্ড সত্যবাক্যের পূজা করেন। সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যাকথা কহিলে বরশপাশে বদ্ধ হইয়া অবশভাবে শতজন্ম বাতনা প্রাপ্ত হইতে হয়, অতএব সত্যসাক্ষ্য দিবে। সত্যকথনে সাক্ষী পাপ হইতে মুক্ত হয়, সত্যদ্বারা ধর্ম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

বিচারক শুচি হইয়া পূর্বাহ্নকালে দেবতাপ্রতিমা সন্নিধানে অথবা ব্রাহ্মণসমীপে সাক্ষীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণকে 'বল', ক্ষত্রিয়কে 'সত্য করিয়া বল', বৈশ্যকে 'গো, বীজ ও স্তবর্ণদ্বারা শপথ করিয়া বল' ও শূদ্রকে 'সমুদ্র পাতকের দ্বারা শপথ করিয়া বল' এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবেন।

ব্রাহ্মণহস্তা, ত্রীহস্তা, বালকহস্তা, মিত্রজোশীর ও কৃতস্নের যে যে লোক শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে, সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যা বলিলে সেই সকল লোক হইয়া থাকে। সাক্ষীকে এইরূপে মিথ্যা-সাক্ষ্যদানের দোষ সকল বলিয়া বলিবে, তুমি কখন মিথ্যা বলিও না, বাহা দেখিয়াছ ও শুনিয়াছ, তাহা সত্য করিয়া বল।

গোরক্ষক, বাণিজ্যদীঘী, পাচক, নর্তকাদি দাসকর্মজীবী এবং বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণকে শূদ্রের দ্বারা সাক্ষ্যগ্রহণ করিবে। স্থান-বিশেষে আছে যে, বাহাতে একপ্রকার জানিয়া ধর্মবুদ্ধিতে অজ্ঞ প্রকার বলিলে তাহার স্বর্গহানি হয় না। এইরূপ বাক্যের নাম দেববাক্য। সেস্থলে সত্যকথা বলিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের প্রশংসা হইবে, এইরূপ ক্ষেত্রে মিথ্যা চলিতে পারে এবং এইরূপ স্থলে মিথ্যাকথন সত্য হইতে প্রশস্ত হয়। যিনি এইরূপ মিথ্যাকথা কহেন, তাহার পাপশাস্তির অজ্ঞ চক্রপাক করিয়া বাগ্‌দেবতা সর্বস্বতীর উচ্ছেদে বাগ, অথবা যজুঃসদীয় কুর্যাণ্ড মন্ত্রদ্বারা বহিঃস্থাপন করিয়া হোম করিবে।

পরম্পর বিবরণান গ্রহণ পক্ষের যদি কোন সাক্ষী না থাকে, তাহা হইলে বিচারক উভয়পক্ষের শপথগ্রহণ করিয়া সত্যনির্ণয় করিবেন। সপ্তর্ষি ও দেবগণ আশ্বস্তার্থ্য শপথ করিয়াছিলেন, বাশর্ষি ঋষিও আশ্বস্তার্থ্যর অজ্ঞ পৈয়বনের পুত্র স্রবাস্রাচার নিকট শপথ করেন। জানিলোক স্বভাববরের অজ্ঞ বুধা শপথ করিবেন * না। তাহা হইলে ইহলোকে অকাণ্ডি ও পরলোকে নরক হয়।

ব্রাহ্মণকে সত্যদ্বারা শপথ করাইতে হয়, ক্ষত্রিয়কে তাহার হস্তাধ বা আয়ুধদ্বারা, বৈশ্যকে তাহার গো বীজ বা কাকন দ্বারা এবং শূদ্রকে সমুদ্র পাতক দ্বারা শপথ করাইতে হয়। অথবা শূদ্রকে অগ্নিপরীক্ষা, জলপরীক্ষা, কিংবা ত্রীপুত্রাদির শিরঃস্পর্শরূপ পরীক্ষা করাইবে। অলস্তু অগ্নি বাতাকে দগ্ধ না করে, জল বাতাকে নীত্র ভাসাইয়া না তোলে, এবং ত্রীপুত্রাদির মস্তকস্পর্শে উহাদিগের শীঘ্র যদি কোন পীড়া না জন্মে, তাহা হইলে শপথ-বিষয়ে তাহাকে শুচি বলিয়া জানিতে হইবে।

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিনবর্ণ যদি বারংবার মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তাহা হইলে রাজা তাহাদিগের প্রতি দণ্ডবিধান করিয়া দেশ হইতে ভূহুইয়া দিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের অর্থদণ্ড না করিয়া কেবল নির্কাসনমাত্র দণ্ডবিধান করিবেন। স্বায়ম্ভুব মনু দণ্ড দিবার দশটি স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। যথা—উপস্থ, উদর, জিহ্বা, দুই হস্ত ও দুই পাদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও ধন এবং মহাপরাধস্থলে সমুদ্র দেহ এই দশটি দণ্ডস্থান। এই দৈহিকদণ্ড ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের উদ্বার জানিতে হইবে। ব্রাহ্মণের পক্ষে এই দণ্ড বিধেয় নহে। * ব্রাহ্মণকে শারীরিক ষোন দণ্ড না দিয়া অক্ষত শরীরে দেশ হইতে নির্কাসন করিবে।

বিচারক বিচারকালে বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, অপরাধী এইরূপ অপরাধ কতবার করিয়াছে এবং অপরাধ সম্বন্ধে দেশকাল, অপরাধীর বলাবল, অপরাধের স্বরূপ, এই সকল সমাক্ষ বিবেচনা করিয়া তবে তাহার দণ্ডবিধান করিবেন। অজ্ঞায়রূপে দণ্ডবিধান করিলে জীবিতাবস্থায় যশঃ এবং পরলোকে স্বর্গহানিকর হইয়া থাকে। অতএব অজ্ঞায় দণ্ড পরিত্যাগ করিবেন।

যে দণ্ডনীয় নয়, তাহাকে দণ্ডবিধান করিলে এবং যে দণ্ড-যোগ্য তাহাকে দণ্ড না দিলে রাজার মনঃ অপযশ হয় এবং তিনি নরকে গমন করেন। বিচারক প্রথমে মন্ত্রবাক্য শাসন করিবে, তৎপরে দিকার বা ভৎসনা দণ্ড, তৃতীয় দণ্ডদণ্ড এবং সর্বশেষে অঙ্গচ্ছেদাদি শারীরিক দণ্ডবিধান করিবে। * অঙ্গচ্ছেদাদি শারীরিক দণ্ডেও দ্রাব্যদ্বা যদ প্রদানিত না হয়, তাহা হইলে বান্ধুগণি পূকোক্ত চতুঃষে দণ্ডই তাহার উপর প্রয়োগ করিবে।

মজাদিতে মন্ত, উদ্ভাদিগ্রস্ত, ব্যাপীড়িত, দাসাদি, অধীন, নাবালাক, অশ্রীতিপনরুদ্র, এবং অনৈয়ুৎ ব্যক্ত ইহাদিগের কৃত অপরাধাদি ব্যবহারসিদ্ধ নহে।

যে স্থলে ছিল বন্ধক, বিক্রয় দান বা প্রতিগ্রহ করে, অথবা ছিল নিক্ষেপ প্রভৃতি যে কোন কাণ্ড করে, সেই সকল স্থলে বিচারক বিচার নিবর্তিত করিবেন। যে কোন ব্যক্তি সর্গসাধারণ কুটুম্বার্থ ঋণ করিয়া মরে, তাহা হইলে অবিতক বা বিতক

পরিবার থেকে সকলকেই উদ্ধৃত করে দিতে হইবে। সুইচ তখন পোষণের জন্য যদি নাম ও কন করে, তাহা হইলে ধর্মবাহিনী লেনেই থাকুন আর যিহেনেই থাকুন, তাহাকে ঐ কন দিতে হইবে।

বলপূর্বক বাহা কিছু দত্ত হয়, বাহা কিছু দত্ত হয়, বাহা কিছু লেনিত হয়, এবং বাহা কিছু দত্ত হয়, তাহা সকলই অক্ষত অর্থাৎ অসিক হইয়া থাকে। ছল, বল ও কোশলেও বাহা করা যায় তাহাও অসিক হইবে।

কক্ষ জোড় সংঘন করিয়া যে রাজা বসন্ত ব্যবহার নিষ্পত্তি করেন, তাহার ইহলোকে বশ ও পরলোকে বর্গ লাভ হইয়া থাকে। নদী সকল বেরণ সমুদ্রের অন্তর্গামী হয়, তদ্রূপ প্রজা সকল রাজার অন্তর্গামী হইয়া থাকে। অতএব রাজা করাহুসারে চলিলে প্রজাগণও ধার্মিক হইয়া থাকে।

বাহারা গৃহদাহ, ডাকাতি ইত্যাদি সাহসিক কার্য করে, তাহান্নিকে সাহসিক বলে। বাৎপাক্যকারী, তত্ত্ব, ও দণ্ডপাক্যকারী ব্যক্তি অপেক্ষা সাহসিককে অত্যন্ত পাপকারী বলিয়া জানিতে হইবে। যে রাজা সাহসিককে হও বিধান না করিয়া উপেক্ষা করেন, তিনি শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত ও লোকের বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকেন। রাজা এইরূপে ব্যবহার সকল নিরূপণ করিবেন। (মহু ৮ অ°)

ঋণদান প্রভৃতি যে অষ্টাশপন ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছি, ইহাদিগের বিশেষ বিবরণ তত্তৎ পক্ষে দ্রষ্টব্য।

রতুনন্দন ব্যবহারতত্ত্ব ব্যবহারের বিবরণ মন্বাদির নিয়মানুসারে বিশেষরূপ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি প্রথমে বিচারক তাহার দোষগুণাদির উল্লেখ করিয়া বাহী বাহা অভিযোগ করিবেন, অর্থাৎ যে বিষয়ের নালিশ হইবে, তাহার বিষয়কে জ্ঞানানামে অভিহিত করিয়াছেন। বাহী তাহার অভিযোগ লিখিয়া রাজা বা রাজ-প্রতিনিধির নিকট উপস্থিত করিলে বিচারক এই অভিযোগ শুনিয়া তাহার নামে অভিযোগ হই-
রাছে, তাহাকে এই অভিযোগের বিবরণ বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট হইতে উত্তর লইয়া স্বয়ং বাহী প্রতিবাদীর সমক্ষে তাহা লিখিয়া লইবেন। তৎপরে সাক্ষীদ্বারা উক্ত ব্যক্তির সত্যাসত্য নিরূপণ করিবেন। যদি সাক্ষী না থাকে, তাহা হইলে মিথ্য, বিশ্বাস অসি প্রভৃতি পরীক্ষা দ্বারা উক্ত বিষয় প্রমাণিত করিবেন। এইরূপে প্রমাণ প্রয়োগ লইয়া কলনিরূপণ করিতে হয়। যদি প্রতিবাদী বক্তব্যের হয়, তাহাহইবে তাহাকে দণ্ডাদি বিধান, এবং বক্তব্যের না হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন। অভিযোগ যদি মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে সে দণ্ডে মিথ্যাভিযোগীও বক্তব্যের হইবে।

প্রতিবাদী-বাহীর নালিশের যে অবস্থা কেন, তাহাকে উত্তর-

পাণ, সাক্ষী সাক্ষী লইয়া বিচারকার্যকে ক্রিয়াক্ষমতা এবং বিচারক নিরূপণ নামে অভিহিত হইয়াছে। (ব্যবহারতত্ত্ব) ব্যবহার নিষ্ঠরকালে মন্বাদিশাস্ত্রে যে সকল নিয়ম নির্দিষ্ট হই-
রাছে, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কারণ বাহাতে অবস্থা দত্ত না পারি, এবং দণ্ড ব্যক্তি দণ্ডভোগ করে, তাহা করা আবশ্যক। এইরূপ করিলে ইহলোকে মনঃ এবং পরলোকে বর্গলাভ হয়। ইহাতে প্রভৃতি-পুণ্যের উন্নতি ও রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ব্যবহারক (ত্রি) ১ ব্যবহার বাহা জীবিকানির্ভারকারী।
২ প্রাপ্তবয়স্ক।

ব্যবহারজীবিন্ (ত্রি) ব্যবহার জীবিত জীব-গিনি। যিনি ব্যবহার দ্বারা জীবিকানির্ভার করেন, চলিত উকীল।

ব্যবহারজ্ঞ (পুং) ব্যবহার জ্ঞানতি জ্ঞা-ক। ১ প্রাপ্তব্যবহার, যিনি ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছেন, চলিত সাবালক। ২ বৎসরের পর সাবালক হইয়া থাকে।

“বাল আবোড়শাবর্ষ্য পৌণ্ডোহপি নিগততে।

পরতো ব্যবহারজ্ঞঃ স্বতন্ত্রঃ পিতরাবৃত্তে॥” (ব্যবহারতত্ত্ব নারদ)

(ত্রি) ১ ব্যবহার জ্ঞাত, যিনি ব্যবহার জানেন।

ব্যবহারহ (ক্লী) ব্যবহারত ভাবঃ হ। ব্যবহারের ভাব বা ধর্ম, ব্যবহার-নিরূপণ।

ব্যবহারদর্শন (ক্লী) ব্যবহারত দর্শনঃ। ব্যবহারের দর্শন, জ্ঞানদর্শন, জ্ঞানাত্ম্য দেখা, বিচারকরণ। (মিতাক্ষরা)

ব্যবহারনির্ঘ (পুং) ব্যবহারত নির্ঘঃ। ব্যবহার-নিরূপণ।

ব্যবহার-পদ (ক্লী) ব্যবহারত পদম্। বাহী কর্তৃক রাজার নিকট নিবেদন, বাহী রাজা বা রাজ-প্রতিনিধির নিকট যে নালিশ উপস্থিত করে, তাহাকে ব্যবহারপদ বলে। চলিত ভাষায় ইহাকে ‘নালিশ’ বলা হইতে পারে।

“স্বত্যাচারব্যাপেতেন মার্গেনাধর্মিতঃ পরিঃ।

আবেদয়তি চেদ্রাজি-ব্যবহারপদং হি তৎ॥”

• “স্বতিসদাচারবহির্ভূতেন বস্তুনা পরৈরর্থতঃ পরীরতো বা পীড়িতশ্চন্ রাজনি নিবেদয়েৎ তদ্ব্যবহারদর্শনহানিম্॥”

(ব্যবহারতত্ত্ব)

বৃত্তি ও আচারবিষয়ক পদ্ধতি অনুসারে অর্থাৎ যদি কেহ বৃত্তিশাস্ত্রের নিয়ম এবং সদাচারপদ্ধতি লঙ্ঘন করিয়া তাহার পীড়া জন্মান, উক্তরূপে পীড়িতব্যক্তি তাহার এই উৎপীড়নের “বিবরণ রাজার নিকট প্রবেশ করিলে, তাহাকে ব্যবহারপদ বলে।

[ব্যবহার পদ দেখ]

ব্যবহারপান (পুং) ব্যবহারত পানঃ। ব্যবহারের জ্ঞান, ব্যবহারে চারিটা পদ। “ব্যবহারপান নির্ঘং স্বাঃ—

পূৰ্ণপক্ষ: সূতঃ পাবো বিপাদশোক্তঃ সূতঃ।

ক্রিাপাদস্তথা চাত্তশ্চতুর্থো নির্ণয়ঃ সূতঃ ॥" (ব্যবহারতত্ত্ব)

পূৰ্ণপক্ষ, উত্তর, ক্রিাপাদ ও নির্ণয়, ব্যবহার এই চারি-
ভাগে বিভক্ত।

ব্যবহার-মাতৃকা (স্ত্রী), ব্যবহারত মাতৃকেব। ব্যবহারোপ-
যোগিক্রিয়া, মিতাক্ষরার ৩০ প্রকার ব্যবহারমাতৃকা অভি-
হিত হইয়াছে। যথা—১ ব্যবহার মর্শন। ২ ব্যবহার লক্ষণ।
৩ সভাসদ। ৪ প্রাড়্‌বিবাকাদি। ৫ ব্যবহারবিষয়। ৬ রাজার
কার্য্যাহুৎপাদকত্ব। ৭ কার্য্যার্থীর প্রতি-প্রদ্র। ৮ আহ্বান-
সমূহের আহ্বান। ৯ আসেদ। ১০ প্রাত্যর্থী আসিলে লেখাদি
কর্তব্যতা। ১১ পক্ষবিধীন। ১২ কৌশল লেখ্য। ১৩ পক্ষা-
ভাস। ১৪ অনাদেয়। ১৫ আক্ষেয়। ১৬ নিযুক্ত জয়পরাজয়ে
বানীর জয় ও পরাজয়। ১৭ শোধিত লেখ্য নিবেশন।
১৮ উত্তরাবধিশোধন। ১৯ শোধিত পরাক্রমবিষয়ে উত্তর-
কর্তব্য। ২০ উত্তর-লক্ষণ। ২১ সত্যোত্তরলক্ষণ। ২২ মিথ্যা-
ত্তরলক্ষণ। ২৩ প্রত্যাবদ্বন্দ্বনোত্তর। ২৪ প্রাড়্‌জ্ঞানোত্তর।
২৫ উত্তরাভাস। ২৬ সঙ্করানুত্তর। ২৭ প্রাত্যর্থীর ক্রিয়া-
নির্দেশ। ২৮ উত্তরপত্র অভিনিবেশিত হইলে সাধননির্দেশ।
২৯ তাহার সিদ্ধি বিষয়ে সিদ্ধি। ৩০ চতুশ্চাদ ব্যবহার।

(মিতাক্ষরা)

ব্যবহারবিষয়ে অর্থার্থ বিচারকার্য্যে এই ৩০ প্রকার ব্যব-
হার-মাতৃকার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিচার করিতে হয়।

ব্যবহারমার্গ (পুং) ব্যবহারত মার্গঃ। ব্যবহারবিষয়, ব্যব-
হারপদ, অষ্টাদশ প্রকার ব্যবহারপদ। (মিতাক্ষরা)

ব্যবহারয়িতব্য (স্ত্রী) ব্যবহারের উপযুক্ত। (মহু ৮।৪৯ টীকা)

ব্যবহারবৎ (ত্রি) ব্যবহারোহত্যন্ত-মতুপ্ মত ব। ব্যবহার-
বিশিষ্ট, ব্যবহারযুক্ত।

ব্যবহারবিধি (পুং) ব্যবহারত বিধিঃ। ব্যবহারের বিধান,
ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্যবহারের বিধান যাহাতে আছে, যে শাস্ত্রানুসারে
ব্যবহারনিষ্পত্তি করা হয়।

ব্যবহারবিষয় (পুং) ব্যবহারত বিষয়ঃ। ব্যবহারপদ,
অষ্টাদশ প্রকার ব্যবহারপদ। [ব্যবহার পদ দেখ]

ব্যবহারশাস্ত্র (স্ত্রী) বিবাদাদি নিষ্পত্তি বিষয়ক আধ্যাত্মিক
বিধি গ্রন্থ। মহু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতি ও গৃহ্যসূত্রাদি এবং
দায়ভাগ, মিতাক্ষরা ও নীতিগ্রন্থ বিষয় হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রের অন্ত-
র্ভুক্ত। প্রাড়্‌বিবাকগণ এই বিধির সাহায্যে বানী ও প্রতিবাদীর
সার্থ দীর্ঘাংসা করিয়া থাকেন। Hindu law—বর্তমান
সময়ে "হিন্দু-ল" নামে আইন শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা
উপরি কথিত আধ্যাত্মিক অংশ বিশেষ।

ব্যবহারসিদ্ধি (স্ত্রী) ব্যবহারত সিদ্ধিঃ। ব্যবহার নির্ণয়।
ব্যবহারস্থান (স্ত্রী) ব্যবহারত স্থানং। ব্যবহারপদ, ব্যবহার
বিষয়। (মিতাক্ষরা)

ব্যবহারাসন (স্ত্রী) বিচারাসন। (মহু ৮।১৮)

ব্যবহারিক (ত্রি) ব্যবহারমর্হতীতি ব্যবহার-ঠক্। ব্যবহার-
যোগ্য, ব্যবহারের উপযুক্ত। "ইয়ং বুদ্ধিঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সহিতা
সতী বিজ্ঞানময়কোষো ভবতি, অয়ং কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিমানিয়েন
ইহলোকপরলোকগামী ব্যবহারিকো জীব উচ্যতে" (বেদান্তসার)

বুদ্ধি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত হইয়া বিজ্ঞানময় কোষ নামে
অভিহিত হয়, এই বিজ্ঞানময় কোষ ব্যবহারিক জীব নামে কথিত
এবং ঋতদিন পর্য্যন্ত মুক্তি না হয়, ততদিন এই ব্যবহারিক
ইহলোক ও পরলোকগামী হইয়া থাকে।

ব্যবহারিকা (স্ত্রী) ব্যবহারেণ চরতীতি ঠক্। ত্রিমাং টাপ্।
১ লোকযাত্রা। ২ সম্বাদিনী। ৩ ইন্দুদীবক। (মেদিনী)

ব্যবহারিন্ (ত্রি) ব্যবহারোহত্যাগীতি ইনি। ব্যবহার-
বিশিষ্ট, ব্যবহারযুক্ত।

ব্যবহার্য্য (ত্রি) বি-অব-জ-পাৎ। ব্যবহার্য্যগীয়, ব্যবহার্য্য,
ব্যবহারযোগ্য, যাহাকে লইয়া ব্যবহার করা যায়। পাণ্ডী
অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্যবহার্য্য হইয়া থাকে।

"প্রায়শ্চিত্তরূপৈতোনো যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ।

কামতোব্যবহার্য্যস্ত বচনাদেব জায়তে ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ৩২২৬)

ব্যবহিত (ত্রি) বি-অব-ধা-ক্ত। ব্যবধানবিশিষ্ট, ব্যবধানযুক্ত।

"কর্তৃকর্ম্মব্যবহিতামসাক্ষাদ্বারয়েৎ ক্রিয়াম্।

উপকূর্ব্বৎ ক্রিয়াসিদ্ধৌ শাস্ত্রেহবিকরণং মতম্ ॥"

(মুদ্রবোধটীকা রামতর্কবাগীশ)

ব্যবহত (ত্রি) বি-অব-জ-ক্ত। ১ আচরিত, অনুষ্ঠিত।
২ উপভুক্ত, ৩ বিচারিত।

ব্যবহতি (স্ত্রী) ১ বাণিজ্যের লাভ। ২ কুশলতা। ৩ বাণিজ্য
ব্যপার।

ব্যবায় (স্ত্রী) বি-অব-অয়-অচ্। ১ তেজঃ। (মেদিনী)
(পুং) বিশেষণ অবারণ অধঃ সংলগ্নবদ্, বি-অব-ই-যঞ্।
২ মৈথুন, সুরতক্রীড়া। (অমর)

"বায়ামঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ নানং চক্রমণং তথা।

জয়যুক্তো ন সেবেত যাবৎ বলবান্ ভবেৎ ॥ (বৈদ্যক)

৩ অস্তর্ধান। (মেদিনী) ৪ গুচ্ছি। (ধর্ম্মপি) ৫ পরিণাম।

"পশুস্তি যুক্তা মনসা মনীষিণো।

গুণবাবারয়েষ্টগুণং বিপশ্চিতঃ" (ভাগবত ৮।৩।১১)

৬ বিষ, অন্তরায়। (হেম)

ব্যবায়িন্ (পুং স্ত্রী) বাইবক্ শীলমত্ ইনি। ১ ব্যবায়যুক্ত,

কাম্বু। শ্রাদ্ধ করিয়া বা শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া মৈথুনাচরণ করিতে নাই। যদি কেহ করে, তাহা হইলে তাহার পিতৃগণ রেতোগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া থাকেন।

“শ্রাদ্ধে নিযুক্তো ভূক্তা বা ভোজয়িত্বা নিযুক্তা চ।

ব্যবারী রেতসো গর্ভে মজ্জয়ত্যান্নমঃ পিতৃন ॥” (শ্রাদ্ধতত্ব)

১ ব্যবধানকর্ত্তা। ‘ব্যাবারীনাহস্তরং।’ (পা ৬।১।১০৬)

‘ব্যাবারী ব্যবধাতা’ (কাশিকা)

ব্যবৈত (ক্ৰী) পৃথক্ কৃত। (বৃহৎশ্রুতি ১।১২)

‘ব্যশন (ত্রি) ভোজ্যযুক্ত।

ব্যশ্মিন (পুং) বৈদিক মন্ত্রোক্ত বিষয় বিশেষ।

(তৈত্তিরীয় ব্র ১।৭।২।১)

ব্যশ্মবিন্ (পুং) অন্নাবীশভেদ। (শুক্রবহুঃ ২২।৩২)

ব্যশ্ম (ত্রি) ১ অশ্বপুত। ২ ঋষিভেদঃ ইনি ঋষিদের ৪।২২ স্কন্ধের মন্ত্র দ্রষ্টা। ইনি আলিয়স গোত্রজ। ইহার বংশধরেরা বৈরথ নামে পরিচিত। [বৈরথ দেখ।]

৩ রাজভেদ। (ভারত সভাপর্ক)

ব্যফ্টক (পুং) মুঠক।

ব্যফ্টকা (ক্ৰী) কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ। (তৈত্তিরীয়সং ৭।৫।৭।১)

ব্যষ্টি (ক্ৰী) বি-অশ-কিন্। পৃথক্, ভিন্ন ভিন্ন সমষ্টি, ব্যাষ্টি।

ব্যসন (ক্ৰী) বি-অস-ল্যুট্। ১ বিপদ। ২ দুঃখ। ৩ পতন।

ব্রংশ। ৪ বিনাশ। ৫ পাপ, অমঙ্গল, অশুভ। ৬ নিষ্ফলোত্তম,

বৃথা চেষ্টা। ৭ বিষয়াসক্তি। ৮ হৃতার্গ্য, অদৃষ্ট, হ্রস্বদৃষ্ট। ৯ অযোগ্যতা

অক্ষমতা। ১০ কাম ও ক্রোধজনিত দোষ। ব্যসন অষ্টাদশ

প্রকার, তন্মধ্যে কামজ ১০ প্রকার ও ক্রোধজ ৮ প্রকার।

“দশ কামসমুখানি তথাষ্টৌ ক্রোধজানি চ।

ব্যসনানি চরন্তানি প্রেয়সেন বিবর্জয়েৎ ॥

কামজেষু প্রসক্তো হি ব্যসনেষু মহীপতিঃ।

বিযুক্ত্যভেদার্থপর্যায়্যাং ক্রোধজেষ্বান্ননৈব তু ॥

মৃগয়াক্ষো দিব্যবপঃ পরিবাসঃ ত্রিযো মদঃ।

ভৌর্যজিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ ॥

পৈশ্চল্য সাহসং দ্রোহং ক্রোধাস্থ্যার্থদ্বয়ম্।

বাগ্ দণ্ডজ্ঞপাক্ষয়ং ক্রোধকোহপি গণোহষ্টকঃ ॥”

(মহু ৭।৪৫-৪৮)

কামজনিত ব্যসন ১০ প্রকার, এবং ক্রোধজনিত ব্যসন

৮ প্রকার। এই অষ্টাদশ প্রকার ব্যসন অতি ভয়ানক, অতএব

অতি যত্নপূর্ব্বক এই সকল ব্যসন পরিত্যাগ করা বিধেয়। রাজা

কামজব্যাসনে আসক্ত হইলে ধর্ম ও অর্থ হইতে বঞ্চিত হন,

এবং ক্রোধজ ব্যাসনে আসক্ত হইলে এমন কি তাহার জীবন

পণ্ডিত ও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মৃগয়া, পাশক্রীড়া, দিবা নিদ্রা, পরদোষকথন, রমণীসন্তোগ, মনজ্বলিত মত্ততা, ভৌর্যজিক, অর্থাৎ বৃত্যগীত ও বাতাসি এবং বৃথা ভ্রমণ এই দশটা কামজ ব্যসন, অর্থাৎ এই দশটা দোষ কাম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পিণ্ডনতা, হংসাঙ্গ, দ্রোহ, ক্রোধ, অহুয়া, পরস্বাপহরণ, আক্রোশ অর্থাৎ বধার্থ অন্ত্রাদি প্রদর্শন, এবং দণ্ডপাক্ষ্য অর্থাৎ সংহার এই ৮ প্রকার ব্যসন ক্রোধজ। পণ্ডিতগণ একমাত্র লোভকেই কামজ ও ক্রোধজ এই উভয়বিধ ব্যসনের মূলীভূত কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই লজ্জ অতি যত্নের সহিত উহা পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

দশবিধ কামজ ব্যসনের মধ্যে সুরাপান, পাশক্রীড়া, রমণী-সন্তোগ ও মৃগয়া এই চারিটা বিশেষ দোষাবহ এবং পরিণামে অতিশয় অনিষ্টজনক। ক্রোধজ ৮ প্রকার ব্যসনের মধ্যে নিষ্ঠুর-কথন, প্রোপ্য ধনপ্রবঞ্চনা, এবং নির্ধাতপ্রহার এই তিনটা বিশেষ অনিষ্টকারক। সাতটা ব্যসনে প্রায় সকল রাজগণই ব্যাসক্ত হইয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে পর পর অপেক্ষা পূর্ব্ব পূর্ব্বী শুরুর বলিয়া জানিতে হইবে। ক্রোধজ কিংবা কামজ ব্যসন মৃত্যু অপেক্ষা ভয়ঙ্কর কষ্টজনক। এই কারণ এই সকল ব্যসনাসক্ত পাপিষ্ঠ ব্যক্তি দেহান্তে নিররগামী হইয়া থাকে। (মহু ৭ অ°)

ব্যসনমাত্রই বিশেষ অনিষ্টজনক, সুতরাং সকলেরই ব্যসন পরিত্যাগ করা বিধেয়। ব্যসনাসক্ত হইলে কোন কার্যেই সফল-কাম হওয়া যায় না। দেবীপুরাণে লিখিত আছে যে, এক একটা ব্যসনাসক্ত ব্যক্তি মৃত্যুবশবর্তী হয়, এবং বাহারা সকল প্রকার ব্যসনে রত, তাহারা ছিন্নমূল বৃক্ষের জায় মহদৈবর্ষ্য হইতে পতিত ও বিনষ্ট হইয়া থাকে।*

ব্যসনবৎ (ত্রি) ব্যসনমতাত্ত্বীত ব্যসন-মতুপ্ মত্ ব। ব্যসন-বিশিষ্ট, ব্যসনাসক্ত।

ব্যসনার্ত (ত্রি) ব্যসনেনার্তঃ। দৈবী মাহুধী পীড়ার্ত, পথ্যার

উপরক্ত। (অমর)

* “একক-বিষয়সক্তাঃ সর্বৌ মৃত্যুবশবর্তাঃ।

বঃ পুনঃ সংহতান্ সেবেৎ বিষয়ান্ বিষয়ী পরঃ।

স পুতেদ্রাহং বিষয়্যাজ্জিন্নমূল ইব জমঃ।

জিন্নঃ পানঃ দিব্যবপঃ তথা বাহির্জন্মবন্ম।

হ্যুতটিনমৃগাপেরকামজানি তথা পরে ॥

কষ্টবর্ষ্যে ক্রোধাস্থ্যকোপৈশ্চল্যসাহসম্।

অর্থবৃণকোহোহর্ষে অষ্টকোপাং দিগামকং ॥

দেবা বিভাধরা বক্ষাঃ কিরোরগনামুবাঃ।

পশবঃ পক্ষিণঃ সর্পে বিষয় বিষয়ং গতাঃ ॥ (দেবীপুরাণ ৮ অ°) ০

বাসনিতা (স্ত্রী) বাসনিলে ভাবঃ বাসনিং তল-টাণ্ নত
লোপঃ। বাসনীর ভাব বা ধর্ম, বাসনাসক্তের ভাব ই কাব্য,
বাসন, বাসনিষ।

বাসনিন্ (ত্রি) বাসনমভ্যভ্যতি বাসন-ইনি। বাসনবিশিষ্ট,
বাসনাসক্ত, পর্যায়—লক্ষ্যভক্ত, বিমুত। (হেম)

“চিরন্ত মিত্রবাসনী স্নহমো দমবোবলঃ।” (মাঘ ২৪)

বাসি (পুং) ১ অসিন্ধু। ২ অসিন্ধু কোষ।

বাস্ত্ (ত্রি) বিগতাঃ অসবঃ প্রাণাঃ বস্ত। বিগত প্রাণ, মৃত,
বাহার প্রাণ নষ্ট হইরাছে।

“বভূব প্রাণ্তরাভাঃ স দপতিবিসৈব্যহুঃ।”

(রাজতরঙ্গিণী ৫২৪১)

বাস্ত্ব (স্ত্রী) বাসোভ্যাবঃ বাস্ত্ব। বিগত প্রাণের ভাব,
প্রাণহানি।

“মৃগেচ্চ মৃগাক্ষরঃ বাস্ত্বমেব শাকরে।” (বৃহৎসংহিতা ৭১৭)

বাস্ত (ত্রি) বি-অস-ক্ত। ১ ব্যাকুল। ২ ব্যাপ্ত। (মেদিনী)
৩ প্রত্যেক, পৃথক পৃথক।

“প্রতিপদ্যমান্বাতা তিথোয়ুগ্ম মহাকলম্।

এতদ্বাস্ত্ব মহাবোর হস্তি পুণ্য পুরাকৃতম্।” (তিথিতত্ত্ব)
৪ উৎকৃষ্ট। ৫ বিপর্য্যত।

বাস্তকেশ (ত্রি) ১ কর্ণশগ্ন। ২ খসগ্নে। (অথর্ক ৮।১।১১)

বাস্তপদ (স্ত্রী) বাস্ত্ব পদং বস্তু। কণাদানের অভিযোগে, অর্থাৎ
কর্ণপরিণোদ না করিলে পদান্তর দ্বারা উত্তর। (মিতাক্ষরা)

বাস্তার (স্ত্রী) হস্তমদ প্রয়োগ। (ত্রিকা)

বাস্ত্ব (ত্রি) অস্থি হীন।

বাহন, বাহু (ত্রি) গত দিন।

ব্যাকরণ (স্ত্রী) ব্যাক্রিয়ন্তে অর্থাৎ-যেনেতি বি-আ-ক্ত-ল্যাট্। বেদাদি
বিশেষ। (শব্দরত্না) ইহা সাধ্য, সাধন, কর্তৃ, কর্ম ক্রিয়া
সমাসাদি নিরূপণ রূপ। ইহার ব্যুৎপত্তি—

“ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাত্তে সাধু শকা অগ্নিন্ অনেনেতি বা”
যাহাতে বা যাহা দ্বারা সাধুশব্দ সকল ব্যুৎপাদিত হয়, তাহার
নাম ব্যাকরণ ইহা শব্দ-ব্যুৎপাদক শাস্ত্র, ইহা দ্বারা কর্তৃ, কর্ম,
ক্রিয়া সমাসাদি নিরূপণ হয়।

২ বিস্তার।

“ব্যবসারাদিকা বুদ্ধির্নোব্যাকরণায়ত্তম্।”

(ভারত ১২।২৫।১১)

বেদসংহিতার সুগ্রথিত ও সুমার্জিত ভাষা পাঠ করিলে
যতঃই মনে একটা ধারণা আছে যে বহু প্রাচীন সময়ে সেই
বৈদিকযুগে অবশ্যই ব্যাকরণের সৃষ্টি হইরাছিল। কোন ভাষা
সুগ্রথিত ও সুমার্জিত না হইলে ব্যাকরণের সৃষ্টি হয় না ইহা

স্বতঃসিদ্ধ। আগে ভাষার বিকাশ—তৎপরে ব্যাকরণের প্রকাশ
ইহা সকলেরই স্বীকার্য। ভাষার নিয়ম প্রদর্শনই ব্যাকরণের
কার্য। এই নিমিত্তই ব্যাকরণের অপর নাম শব্দানুশাসনশাস্ত্র।
শব্দের পার নাই—শব্দসমূহ অসীম ও অনন্ত। ভগবান্ পতঞ্জলি
বলেন, জনপ্রতিভে জানা যায় ব্যুৎপত্তি ইত্যেক বিধা সহস্র বর্ষ-
কাল প্রতিপন্নোক্ত শব্দ-পারায়ণ বলিরাহিলেন, ভাষাশি শব্দ-
সমূহের অন্ত প্রাপ্ত হন নাই। (১)

সুতরাং ব্যাকরণ ভাষার শাসনের উদ্দেশ্যে বা ভাষা পঠনের
উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়। কেবল সাধুশব্দ-সমূহের ব্যুৎপাদনই ব্যাকরণের
বিষয়। মহাত্মাকারও স্পষ্টতঃ তাহা বলিরাছেন।

ব্যাকরণ বেদাঙ্গশাস্ত্র-সমূহের প্রধান অঙ্গ। ভগবান্ পতঞ্জলি
বলেন, “প্রধানং চ বড়লেন্ ব্যাকরণম্”। বেদসংহিতার সৃষ্টির
সময়ে অথবা তাহার পূর্বেও যে ব্যাকরণ ছিল, এক্ষণ অজ্ঞান
করা লজ্জ নহে। এক বহু প্রকৃতি মন্তগুলি যখন বিকীর্ণ
অবস্থায় পতিত হইত, তখন তখন শাখা-প্রবর্তকগণ যখন ভিন্ন ভিন্ন
নামপাঠ, পদপাঠ ও সংহিতাপাঠে বেদাধ্যয়ন করিতেন, তাহারও
বহুপূর্বে বৈদিক সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণের সৃষ্টি হইরাছিল।
বৈদিক ঋষিদের অনিরম্যবদ্ধ সুগ্রথিত মন্তগুলিতে সকল বিষয়েরই
উন্নত অবস্থার ইতিহাসের বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদে
উচ্চতম দার্শনিকতত্ত্ব, উচ্চতম সমাজতত্ত্ব, ও বিজ্ঞানতত্ত্বের যথেষ্ট
পরিচয় আছে। তৎকালে ভাবাবিজ্ঞান যে যথেষ্ট উন্নতিলাভ
করিয়াছিল, মন্তাদি পাঠেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, এ
অবস্থায় বৈদিকযুগে ব্যাকরণ ছিল না ইহা মনে করাও অসম্ভব।
আমরা যজুর্বেদে (তৈত্তিরীয় সংহিতায়) স্পষ্টতঃই ব্যাকরণের
উল্লেখ দেখিতে পাই। তদুৎথাঃ—

“বাগ্ভবৈ পরাটী অব্যাকৃত্য অবনৎ। তে বেদা অক্রবন্
ইমাং নো বাচং ব্যাকুরু। সোহব্রবীৎ বরং বৃণে মহং চৈব
বাস্যাবচ সহ গৃহতা ইতি। তস্মাদেজ্জবারবঃ সছাতঃ। তামিহো
মথ্যাতোহবক্রম্য ব্যাকরোৎ। তস্মাদিহং ব্যাকৃত্য বাগ্ভুত তদেতৎ
ব্যাকরণন্ত ব্যাকরণম্।” (২)

ভাবার্থ—পুরাণী ব্যাক্ত অর্থাৎ বেদরূপ শব্দা প্রথমে বেদ-
গর্জনের দ্বারা অশব্দাকারে আবিস্কৃত ছিল। তদ্বাধ্যে কতটা
ব্যাক্ত, কতটা পদ তাহা কেহ বুঝিত না। তখন দেবগণ প্রার্থনা

(১) “এক প্রভেদে ব্যুৎপত্তিবিজ্ঞান বিদ্যা বর্ষহস্তঃ প্রতিপন্নোক্তানাং
শব্দানাম শব্দপারায়ণং প্রোবাচ ভাষ্যং ভাষা।”

(২) ইহার ভাষা এইরূপ,—অতঃ পরাটী পুরাণী ব্যাক্ত বেদরূপিনী অশা-
ব্দত্যা বেদাভিনববদ্যাকার্য্যে অবিস্কৃত-পদব্যাক্ত-প্রভেদেতি। বাগ্ভবঃ তামিহো
মথ্যাতোহবক্রম্য বিস্তারিতভাবে ব্যাক্ত্য ব্যাক্ত্যে চৈতানি পদানি পদেনু চৈতঃ
প্রকৃতঃ একে চ একতম্য ইত্যেবাবক্রম্যঃ অশব্দানাং ব্যাক্ত্যভিভাবঃ বুধ্যত্যাতি।

করেন যে ব্যাক্য প্রকাশ করেন। ইহা বৈয়াকরণ ব্যাক্যকে মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্ন করিয়া ব্যাক্য, পদ ও প্রত্যেক পদের প্রকৃতি লিপিত করিয়াছিলেন। ব্যাক্য, পদ ও পদের অন্তর্গত প্রকৃতি প্রত্যয় নিম্নলিখিত বিশেষরূপে ব্যাক্যে ক্রমাই ব্যাকরণের কার্য।

ইহা মনে হইতে পারে যে ইহাই বৃষ্টি বৈয়াকরণ সম্বন্ধে আরি বৈয়াকরণ। কিন্তু, মহাত্মা ব্যাকরণের কথা জানা যায় ইহা বৃহৎসপ্ততীর নিকট ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। কলকাতা বৈদিকযুগের বৈয়াকরণ মহোদয়গণের নাম ও ইতিহাস আবিষ্কার করার উপায় অতি দুর্লভ। পাণিনির ব্যাকরণের প্রথম চৌদ্দটি সূত্র মাহেশ্বর সূত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন, মাহেশ্বর ব্যাকরণ নামে অতি বিদ্বৎ একখানি ব্যাকরণ ছিল, তাহার তুলনায় পাণিনির ব্যাকরণ সমুদ্রের তুলনায় গোপবিনীত জল-বিন্দুর দ্বারা অতিকণ্ঠকর। কিন্তু এই উক্তির কোন মূলভিত্তি নাই। প্রতিবাদিগণ বলেন পাণিনির ব্যাকরণের উক্ত প্রত্যাহার সূত্র করেকটি ভিন্ন সূত্র কোন মাহেশ্বর ব্যাকরণ নাই।

[পাণিনি শব্দে ইহার বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

যাহাই হউক, পাণিনির পূর্বেও যে বহুল বৈয়াকরণ ছিলেন, আমরা পাণিনির সূত্রেও তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় প্রধান প্রধান বৈয়াকরণ পণ্ডিতের নাম দেখিতে পাই। তদ্বৎ—অত্রি, আশ্রিত্য, আশিশি, কঠ, কলাপী, কাশ্যপ, কুন্ত, কোণ্ডিল, কোরব্য, কোশিক, গালব, গোতম, চরক, চক্রবর্তী, ছাগলি, জাবাল, ভিত্তিরি, পারাশর্য্য, পীলা, বক্র, ভারদ্বাজ, তুণ্ড, মতু, মধুক, বহু, বড়বা বড়তত্ত্ব, বশিষ্ঠ, বৈশাম্পায়ন, শাকটায়ন, শাক্য, শিপালি, গোলক, ও ক্ষোটারন।

গোলকটায়ন, আশিশি, কাশ্যপ, গার্গ্য, গালব, চক্রবর্তী, ভারদ্বাজ, শাকটায়ন, পৌনক এবং ক্ষোটারন এই করেক জনকে পূর্বসূর্য্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

প্রতিশাখা

গোলকটায়ন প্রতিশাখা সমূহকে পাণিনির পূর্বসূর্য্য বলিয়া স্বীকার করেন না, কিন্তু রুডল্ফেরট ও বেবার প্রকৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রতিশাখা সমূহ পাণিনির কালের পূর্বসূর্য্য এবং এই সকল গ্রন্থ প্রাচীন বৈদিক ব্যাকরণের মূল বিশেষ বলিয়া ইহাদের গ্রন্থ উল্লিখিত হইয়াছে। এখন এই প্রতিশাখা গ্রন্থসমূহ একরূপ বিলুপ্ত হইয়াছে। পৌনক রচিত ঋগ্বেদীয় শাকল শাখার ঋক্ প্রতিশাখা, যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখার তৈত্তিরীয় প্রতিশাখা, বাজসনৈয় শাখার কাণ্ডায়ন রচিত বাজসনৈয় প্রতিশাখা এবং সামবেদের মাধ্যমিন শাখার পুশ্যহুনি রচিত সাম প্রতিশাখা এবং পৌনকীয় আখর্য্য প্রতিশাখা গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। [এই সকল প্রতিশাখা গ্রন্থের বিবরণ, "প্রতিশাখা" শব্দে এবং "বেদ" শব্দে দ্রষ্টব্য।]

প্রতিশাখা পদক্ষেপ সন্ধিক্ষেপ, উচ্চারণের প্রকার (মতি-প্ৰতি) প্রকৃতি বিবরণের আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে সন্ধি ও সমাস প্রকৃতি বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রতিশাখাও ব্যাকরণের পরিচয় পাওয়া যায়, আবার উচ্চারণ প্রণালী বিনির্দিষ্ট থাকার উহাতে বক্তৃকের অন্তর্গত শিকার আলোচনা বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, এই বিবরণটীও ব্যাকরণে আলোচিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রতিশাখা গ্রন্থের সবক্ষেপও আলোচনা দৃষ্ট হয়। কলকাতা বৈদিক যুগের প্রতিশাখা নানাবিধ পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। রুডল্ফেরট সাহেব বলেন যে, খৃষ্ট জন্মের সাত শত বৎসর পূর্বে প্রতিশাখার সৃষ্টি হয়। এই সকল প্রতিশাখাগুলি এত প্রাচীন কি না তাহা বিবেচনা সন্দেহ থাকিলেও উহাদের অনেকগুলি প্রতিশাখাই যে পাণিনির পূর্বে রচিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করা অসম্ভব নহে। প্রতিশাখা সন্ধি বিচ্ছেদ ও পদবিচ্ছেদাদি দেখিয়া মনে হয় প্রতিশাখা একবারে ব্যাকরণের আলোচনা পরিবর্তিত নহে। এতদ্বারা উহাও জানা যায় যে, ব্যাকরণের আলোচনা ব্যতীত বোধ্যার্থ নির্ণয় করা আদৌ সম্ভবপর হইত না। শাখা প্রবর্তকগণ যার যার শাখার অন্তর্গত বেদ পঠন-পাঠনের নিমিত্ত প্রতিশাখা গ্রন্থের সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন। এই সকল শাখা পাণিনির বহু পূর্বে প্রবর্তিত হইয়াছিল। সুতরাং পাণিনির বহু পূর্বে বৈয়াকরণগণ বৈদিক সাহিত্যের ব্যাকরণের উন্নতি বিধানে বহুবান্ হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রক্সের মুলারও বেবার প্রকৃতি এই মতের সমর্থক। গোলকটায়ন এই সিদ্ধান্ত থাকার করেন না।

আমরা ব্রাহ্মণগ্রন্থেও ব্যাকরণের আলোচনাজাত বহুল শব্দ-ব্রাহ্মণগ্রন্থে ব্যাকরণ প্রয়োগ দেখিতে পাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে "অথাতৈব যো তকো জগ্ৰোধাতাবরো-ধাশ্চ কলানি চৌরুদ্রাণ্যাম্বানি প্রাক্ষাণ্যভিগুণ্যন্তানি তকরেন্ত সোহ যো তকো যতো বা অধি দেবা বজেনেষ্ঠ। বর্গা *"

এতদ্ব্যতীত কুরুক্ষেত্রে তে হ প্রথমজা জগ্ৰোধান্য ততোহা হাত্তেহম্বিজাতাত্তে বরাকোহরোহন্তম্মাণ্ডরোহতি জগ্ৰোধো জগ্ৰোধো বৈ নাম তন্নগ্ৰোধং লভং জগ্ৰোধ ইত্যচকতে পরোকেন পরোকপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ। (ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ৭.৩০)

উক্ত অংশে জগ্ৰোধ শব্দের ব্যুৎপত্তি সাধিত হইয়াছে। অপরন্তু এখানে একটা "পরোক" শব্দ আছে। এই পরোক শব্দটি শব্দশাস্ত্রের গুঢ় ভাবের অভিব্যক্তক।

নিরুক্তের টীকাকার হর্গাচার্য্য বলেনঃ—

ত্রিবিধা হি শব্দ-ব্যবহা—প্রত্যকবৃত্তয়ঃ; পরোকবৃত্তয়ঃ অতি-

পরোক্ষবৃত্তান্ত! তত্রোক্তক্রিয়া—প্রত্যাক্ষবৃত্তান্ত, অন্তর্লীনক্রিয়া-
পরোক্ষবৃত্তান্ত অতি পরোক্ষবৃত্তান্ত শব্দে নিরীক্ষণাত্মকপারতন্ত্র্য
পরোক্ষবৃত্তান্তামাপ্ত প্রত্যাক্ষ বৃত্তান্ত শব্দে নিরীক্ষণাত্মক।

ব্রাহ্মণ প্রবন্ধের সময়ে যে ব্যাকরণের গভীরতত্ত্ব-নিবন্ধের
আলোচনা হইয়াছিল, এইরূপ এক একটা শাস্ত্রিকশাস্ত্র ব্যবহৃত
গভীরতত্ত্ব শব্দক শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া আমরা এইরূপ সিদ্ধান্ত
হিস্ত করিতে পারি। ফলতঃ পাণিনির পূর্বে ব্যাকরণের বিপুল
উন্নতি সাধিত না হইলে কখনই সংহা পাণিনির ব্যাকরণের জ্ঞান
একখানা সর্বাঙ্গসম্পন্ন ব্যাকরণ রচিত হইত না।

শাস্ত্র মাৎসরেই প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রাচীনেরা
ব্যাকরণের বলেন—
প্রয়োজনীয়তা

“সকটৈব হি শাস্ত্রম্ কণ্ঠগো বাপি কথ্যচিৎ।

যাবৎ প্রয়োজনং নোক্তং তাবৎ তৎ কেন গৃহ্যতে ॥

সুতরাং ব্যাকরণ শাস্ত্র প্রণয়নের অবশ্যই প্রয়োজন ছিল।

বৈদিক সময়ে ব্যাকরণের যথেষ্ট প্রয়োজন অনুভূত হইত।
আমরা মহাভাষা পাঠে এই সকল প্রয়োজনের সংক্ষিপ্ত মর্ম
জানিতে পাই। ভাষাকার বলেন—

“রক্ষোহাগমলয়সন্দেহঃ প্রয়োজনম্”

অর্থাৎ রক্ষার্থ, উহার্থ, আগমার্থ, লঘুর্থ, এবং অসন্দেহার্থ
ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রয়োজন। ভগবান্ পতঞ্জলি উক্ত বাক্যের
প্রত্যেক পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; সেই সকল ব্যাখ্যার
মর্ম এইরূপঃ—

১। বৈদিকার্থ ব্যাকরণ অধ্যায়। যোগাগমবর্ণ বিকারভ
ব্যক্তিই সম্যকরূপে বেদ পারিপালনে সমর্থ।

২। উহ অর্থে অনুসন্ধান পূর্বক বেদার্থতাৎপর্য পরি-
গ্রহণ। বৈদিক মন্ত্রসমূহ সকল স্থলে সর্বাঙ্গিক ও সর্বাভিভক্তি
দ্বারা অভিযুক্ত হয় না। যাজ্ঞিকগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থলে উহার
ভিন্ন ভিন্ন অর্থ তাৎপর্য গ্রহণ করেন। ব্যাকরণ না জানিলে
এইরূপ স্থলের অর্থ তাৎপর্য গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে,
সুতরাং ব্যাকরণ অবশ্য অধ্যায়।

৩। আগম—ব্যাকরণ বৃদ্ধের প্রধান অঙ্গ। প্রধান বিষয়ে
যত্ন করিলে সে যত্ন অবশ্যই ফলবান্ হয়। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদের
পক্ষে বৃদ্ধ অবশ্য অধ্যায় ও জ্ঞেয়। সুতরাং ব্যাকরণ
অবশ্য অধ্যায়।

৪। লঘু উপায়ে শব্দ জ্ঞানের নিমিত্ত ব্যাকরণ অধ্যায়।
ব্রাহ্মণের পক্ষে শব্দশাস্ত্র অবশ্য জ্ঞেয়। কিন্তু ব্যাকরণ ব্যতীত
অপার শব্দ সমুদ্রের অভিভক্ত্য লাভ একবারেই অসম্ভব।
ব্যাকরণ লঘু উপায়ে শব্দজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করে,
সুতরাং ব্যাকরণ অবশ্য অধ্যায়।

৫। অসন্দেহার্থ ব্যাকরণ অধ্যায়। ব্যাকরণ না পড়িলে
বেদার্থজ্ঞানে সন্দেহের নিরাস হয় না। যাজ্ঞিকগণ পাঠ করেন—

“হুলপৃথ্বীমারিবাক্ষীমনডাধীমালভেত”

এই স্থলে “হুলপৃথ্বী” শব্দ কি প্রকার স্বরে পাঠ করিতে
হইবে, ব্যাকরণ জানা না থাকিলে তাহাতে সন্দেহ
জন্মে। “হুলপৃথ্বী” পদটি সমাস-নিবন্ধ। তৎপুরুষ ও বহুব্রীহি
উভয় প্রকারেই এই পদটি সমাস-বদ্ধ হইতে পারে, তদ্ব্যথা—

(ক)—হুলা চাসৌ পৃথ্বী চ—হুল পৃথ্বী (তৎপুরুষ)

(খ)—হুলানি বা পৃথ্বী বভাঃ সেনঃ হুলপৃথ্বী।

বহুব্রীহি সমাস নিম্পন্ন হইলে, পূর্বপদ প্রকৃত ব্রহ্ম
উচ্চারিত হইবে। তৎপুরুষ সমাসে নিম্পন্ন হইলে অন্ত্যপদ উদাত্ত
স্বরে উচ্চারিত হইবে। বৈদিকগণ ভিন্ন অপরের পক্ষে স্বর
বিচারে বেদপাঠ অসম্ভব।

৬। দ্রষ্ট শব্দ পরিহার করার নিমিত্তও ব্যাকরণ অধ্যায়।
দ্রষ্ট শব্দ ব্যবহারে স্লেচ্ছ জন্মে। স্লেচ্ছ না হওয়ার নিমিত্তও
ব্যাকরণ অধ্যায়।

৭। যজ্ঞাদির মধ্যে দ্রষ্ট শব্দ ব্যবহারে বিপরীত ফল উৎপন্ন
হয়। সুতরাং তাদৃশ বিপদ না ঘটতে পারে এই নিমিত্তও
ব্যাকরণ অধ্যায়। স্বরবর্ণ ব্যতিক্রমে শব্দ দ্রষ্ট হইয়া থাকে,
তদ্ব্যথাঃ—

“দ্রষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা

মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ

স বাগ্ বজ্রো যজমানং হিনতি

যথেষ্টশত্রুঃ স্বরতোহি পরাধাৎ”

স্বরবৈষম্য বা বর্ণ বৈষম্য নিবন্ধন শব্দ দ্রষ্ট হইয়া অথবা মিথ্যা
প্রযুক্ত হইয়া যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় উহা আর সে অর্থ প্রকাশ
করে না। সেই দ্রষ্টশব্দ-রচিত বাক্য বজ্রের জ্ঞান হিংসক হইয়া
যজমানকে বিনষ্ট করে। স্বরবৈষম্য “ইন্দ্র শত্রু” শব্দ বৃদ্ধের
হত্যার কারণ হইয়াছিল। অর্থাৎ কোনও সময়ে ইন্দ্রের বিনাশের
নিমিত্ত বৃদ্ধার অভিচার আরম্ভ করেন। এই অভিচারে “ইন্দ্র-
শত্রুর্ধব” এই মন্ত্র উচ্চিত হইয়াছিল। এস্থলে “ইন্দ্র শত্রু শব্দ
শান্তিগীতা বা ভব” ইহাই ক্রিয়াশব্দ। এখানে শত্রু শব্দ আশ্রিত
উহা কৃতি শব্দ নহে। এই আশ্রয় হেতু বহুব্রীহি ও তৎপুরুষের
অর্থভেদ। “ইন্দ্রশত্রুর্ধব” এই বাক্য ইন্দ্র-শান্তনের নিমিত্ত
ব্যবহৃত হইলে অন্ত্যপদ উদাত্ত স্বরে উচ্চারিত হওয়ার উচিত।
কিন্তু অঙ্গ শব্দক অন্ত্যপদ উদাত্ত স্বরে উচ্চারণ করিয়াছিলেন।
তাহাতে ইন্দ্র আমন্ত্রিত (সম্বোধনে বিহিত) হইয়া বৃদ্ধের শান্ত-
য়িতা হওয়ার প্রার্থনাই সূচিত হইয়াছিল। সুতরাং বৃদ্ধের অস-
ন্তিত অভিচার বিপরীত ফল প্রদান করিয়া বৃদ্ধেরই নাশের হেতু!

হয়। অতএব দুই শব্দ ব্যবহার পরিহারের জন্ত ব্যাকরণ অধ্যয়।

৮। আরও কথা এই যে ব্যাকরণজ্ঞান ভিন্ন মন্ত্র পাঠে ক্রিয়া নিষ্ফল হয়, যথা :—

“বদধীতমবিজ্ঞাতং নিগদেদৈব শব্দ্যতে।

অনরাবিব শুকৈধো ন তজ্জলতি কহিচিৎ ॥”

সুতরাং বৈদিককাব্যে প্রতিভূক্তির নিমিত্ত ব্যাকরণ অধ্যয়।

৯। ব্যাকরণ অধ্যয়নের ফলে অভ্যাস হয় ইহা থাকে, যথা—

“বস্ত্র প্রযুক্তে কুশলো বিশেষে

শব্দান্ যথাবদ ব্যবহারকালে।

সোহনন্তমাপ্রোতি জয়ং পরত্র

বাগ্‌যোগবিদ্যুদ্ভি চাপশব্দৈঃ ॥”

এইরূপ প্রমাণ আরও দেখিতে পাওয়া যায়, যথা :—

“একঃ শব্দঃ সম্যক জাতঃ স্তম্ভ প্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ্ ভবতি।”

১০। বিভক্তিজ্ঞান ভিন্ন বক্তব্যার্থ সম্পন্ন হয় না, যথা :—

“প্রযাজ্ঞঃ সবিভক্তিকাঃ কার্ধ্যাঃ”

সুতরাং বক্তব্যার্থে বিভক্তি জ্ঞানের নিমিত্তও ব্যাকরণ অধ্যয়।

১১। প্রতিতে উক্ত হইয়াছে :—

“যো বা ইমাং পদশঃ স্বরশোহকরশো বাচং বিদধাতি স আত্মিজীনো ভবতি।”

পদজ্ঞান, স্বরজ্ঞান ও অক্ষরজ্ঞান ব্যাকরণ হইতে উদ্ভূত। সুতরাং ব্যাকরণ অধ্যয়।

১২। প্রতিতে শব্দ ব্য়বহাৰে করিত হইয়াছে, তদ্ব্যথা :—

চত্বারি শৃঙ্গা জয়ো অস্ত পাদা

যে শীর্ষে সপ্তহস্তাসৌ অস্ত

ত্রিধা বন্ধো বৃষভো রোরবীতি

মহোদেবো মর্ত্যা আবিবেশ।

অর্থাৎ এই শব্দরূপ বুঝের চারিটা শৃঙ্গ—পদজাত নামাখ্যাত-উপসর্গ ও নিপাত। ইহার তিনটি পাদ—লড়াদি বিষয়ীভূত ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রিকাল। ইহার দুইটা শীর্ষ—ব্যঙ্গ ও ব্যঙ্গক ইহাদের মধ্যে একটি নিত্য, অপরটি কার্য্য। ইহার উভয়ই শব্দায়ক। ইহার সাত হাত—সাত বিভক্তি। উক্ত কণ্ঠ ও শির এই তিন স্থানে ইহা বদ্ধ। ইনি বর্ণন করেন বলিয়া বৃষভ। ইনি শব্দ করেন। শব্দই এই বুঝের কার্য্য। মহা-দেবরূপ শব্দ, বরণধর্ম্মবিশিষ্ট মহুয়া-সমূহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রতিতে এইরূপে শব্দ শাস্ত্র সমাদৃত হইয়াছে সুতরাং ব্যাকরণ অধ্যয়।

১৩। এ সম্বন্ধে আরও একটি প্রমাণ আছে, তদ্ব্যথা :—

চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি

জ্ঞানি বিদ্বত্রাক্ষণা যে মনীষিণঃ

তুহা ত্রীণি নিহিতা-নেদরতি

তুরীয়াং বাচো মহুয়া রদতি।

১৪। বাগ্‌বিদ্য ব্যক্তিকে বাক্য সুবাসা জ্ঞান জ্ঞান বিশেষ-রূপে আশ্রয়ণ করে এই উদ্দেশ্য লাভের জন্ত ব্যাকরণ পাঠ করিতে হইবে। ইহার শ্রোত প্রমাণ এই,—

উত স্বঃ পশুন্ন নদর্শ বাচমুত

স্বঃ শৃণু শৃণোত্যোনাম্।

উতো ঘর্ষে তত্ত্বং বিসত্রে

জায়েব পত্য উবতী সুবাসাঃ ॥

১৫। কুলা দ্বারা যেমন শত্রুর তুঘাঘি অপনোদিত হয় সেই প্রকার ব্যাকরণ দ্বারা তাবার অপশব্দ তিরোহিত হইয়া ভাবা সুমাজিত ও লক্ষ্মীযুক্ত হয়। ইহার শ্রোত প্রমাণ এই :—
সক্‌মিব তিত্তউনা পুনস্তো যত্র ধীরা মনসা বাচমকৃত অজা-
সখায়ঃ সখ্যানি জানতে ভূমেবাং লক্ষ্মীনিহিতাধিবাচি।

অপ শব্দ প্রয়োগ করিলে প্রায়শ্চিত্ত হইতে হয়, ব্যাকরণ পাঠ করিলে, ঐ দোষ ঘটে না সুতরাং তজ্জন্ত প্রায়শ্চিত্ত হইতে হয় না। শ্রোত প্রমাণ এই যে—

“আহিত্যগ্নিরপশবৎ প্রযুক্ত্য প্রায়শ্চিত্তীয়াং সারস্বতীমিষ্টং নির্বপেৎ।”

১৬। পূত্র জাত হইলে দশম দিবসে পুত্রের নাম রাখিতে হইত। সেই নাম তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত না হয়। কৃৎপ্রত্যয়ান্ত নামই শোভনীয়। প্রতিতে এই রূপ নির্দেশ আছে যথা :—

“দশম্যন্তরকালং পুত্রস্ত জাতস্ত নাম বিদধ্যাদ্ যৌষবদাত্ত-
রন্তঃসমবৃদ্ধং ত্রিপুঙ্কবানুকমনরি প্রতিষ্ঠিতং তচ্চি প্রতিষ্ঠিততমং
ভবতি দ্ব্যক্ষরং চক্‌রক্ষরং বা নাম কৃতং কুর্ধ্যান্ন তদ্ধিতমিতি।”

এতদ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে বর্ণ বিচার এবং কৃৎ ও তদ্ধিত বিচার ব্যাকরণ শাস্ত্রের সাহায্য ভিন্ন নিষ্পন্ন হয় না। সুতরাং নামকরণাদিতেও ব্যাকরণের প্রয়োজন হইত।

১৭। প্রতিতে লিখিত আছে বরুণ দেব ব্যাকরণ জ্ঞান হেতু সত্যদেব হইয়াছিলেন, ইহাও ব্যাকরণ পাঠের একটি উদ্দেশ্য। প্রতি প্রমাণ যথা :—

“সুদেবোহসি বরুণ যত্নতে সপ্ত সিদ্ধবঃ। অহু ক্ষরন্তি কাকুৎ
স্থর্ধ্যাং সুমিরামিব।”

অর্থাৎ হে বরুণ তুমি সুদেব, তুমি সত্যদেব, তোমার সাত সিদ্ধ সাত বিভক্তি, তাহাতে প্রকাশিত হইয়াছে; আর যেমন ছিদ্র স্থানে প্রবেশ করিয়া বন্ধ করে তজ্জপ তোমার সাত বিভক্তি তাহাতে অক্ষরিত হইতেছে। এই কারণে তুমি সত্যদেব।

“আমি সত্যকেই হইব” এই কারণেও ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা উচিত।

এই সকল শ্রোত প্রমাণে জানা যায় যে কেবল ব্যাকরণ জ্ঞানের নিমিত্তই ব্যাকরণ পঠিত হইত না। বৈদিক আখ্যায়িকার কৰ্মকাণ্ডে এবং বহুল ব্যবহারিক কার্যেই ব্যাকরণ জ্ঞানের প্রয়োজন হইত। এমন কি বেদান্তজ্ঞানলাভের নিমিত্তও তাঁহার ব্যাকরণের আশ্রয় লইতেন।

প্রাচীন সময়ে উপনয়নের পরেই ব্রাহ্মণ সন্তানগণ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার্য বর্ণের স্থান, করণ, নাদ ও অহ-প্রদান সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিলে পরে তাঁহাদিগকে বৈদিক শব্দের উৎপত্তি প্রদান করা হইত। বহুদিন হইল সে নিয়ম আর পরিণালিত হয় না। মহাত্ম্যাকার ব্যাকরণ অধ্যয়নের একটা আপত্তি তুলিয়া তাহার সীমাংসা করিয়াছেন। তিনি এ সম্বন্ধে বাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম এই যে, অধুনা লোক সময়ে বেদ পাঠ করিয়া বক্তা হয়। বেদে বৈদিক ও লৌকিক শব্দসমূহ চিরপ্রসিদ্ধ। সুতরাং বেদ পাঠ করিলেই শব্দ শাস্ত্রের জ্ঞান লাভিতে পারে, আবার ব্যাকরণ অধ্যয়নের প্রয়োজন কি? এই অসং আপত্তির খণ্ডনার্থ তিনি কৰ্ম কৰ্ম বেদজ্ঞান, বেদাঙ্গ জ্ঞান ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্তও যে ব্যাকরণ প্রয়োজনীয়, তাহার প্রমাণজনক পূর্বলোচিতে শ্রোত প্রমাণ সমূহের দ্বারা ব্যাকরণ অধ্যয়নের প্রয়োজন প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রাচীন কালে বেদাধ্যয়নের সহায় বলিয়া ব্যাকরণ বেদাঙ্গ নামে অভিহিত হইত। কিন্তু লৌকিক শব্দ সাধনের নিমিত্ত নির্মিত আধুনিক ব্যাকরণ দ্বারা বেদাঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য কি না এ সম্বন্ধে কলাপব্যাকরণের বৃত্তিকার ব্যাকরণ-কেশরী দুর্গসিংহ এক সূচীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি বলেন:—

“বৈদিকা লৌকিকৈক্যং বে বখোক্তাতথৈব তে।

নিগীতার্থান্ত বিজ্ঞেয়া লোকাভেদামসংগ্রহঃ।”

ইহার পঞ্জীতে শ্রীমৎ জিলোচন দাস লিখিয়াছেন:—

লৌকিকজ্ঞে: পূর্ববৈ: বে বৈদিকা: শব্দা বখা বেন প্রকারেণ প্রকৃতি-প্রত্যয়-বিভাগেন উক্তা বেদে প্রতিপাদিতা: তে শব্দা: তথৈব তেন প্রকারেণৈব নিগীতার্থা: প্রকৃতি-প্রত্যয়-বিভাগোহন-দ্বায়েণ নিশ্চতার্থা বিজ্ঞেয়া মন্তব্যা:। এতদ্ব্যক্ত্য ভবতি বেদে হি লৌকিকা এব শব্দা বহব: প্রযুক্ত্যন্তে তেন তেবাং ব্যুৎপত্ত্য-সারেণ ইতরেবামপি বৈদিকানাং লৌকিকজ্ঞাৎ প্রকৃতিপ্রত্যয় বিভাগোহনসামর্থ্যে: শব্দাতে ব্যুৎপত্তি: কৰ্ত্তৃনিতি। তর্হি লৌকিকা অপি সৰ্বে শব্দা লোকত এব বিজ্ঞাত্তে কিমনেন-জ্ঞাহ লোকাদিতি। তু কিন্তু লোকানবধেত্তেবাং লৌকিকানাং

শব্দানাং অসংগ্রহ: সম্যক গ্রহণং ন ভবতীত্যর্থ:। বখাং লৌকিকানাং শব্দানাং ব্যাকরণমেব সম্প্রদায়ত্বভাবে বহুপ্রক্রিয়া-বিবচনা: শব্দা: কথমবধারণিকু শব্দান্ত ইতি, বৈদিকানাং পুন: শব্দানাং ব্যুৎপত্ত্যসামর্থ্যেণ অনবধিরক্রেমেণ সম্প্রদায়ত্বং লৌকিকজ্ঞেয়বধাবিরক্তং পার্থক্য ইতি।

ইহার ভাবার্থ এই যে লৌকিক শব্দজ্ঞ পণ্ডিতগণ লৌকিক শব্দ সমূহের ব্যুৎপত্তি অহুসায়ে বৃদ্ধ পরম্পরা ক্রমে বৈদিক শব্দ সমূহের বেদগ প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগ পূর্বক ব্যুৎপত্তি সাধন করিয়া আসিতেছেন তজ্জগেই সেই গুলি ব্যুৎপাদিত হইবে। কিন্তু বৈদিক শব্দের দ্বারা লৌকিক শব্দ সমূহের ব্যুৎপত্তি কেবল লৌকিক ব্যবহার অহুসায়ে অসম্ভব। কেননা লৌকিক শব্দ সমূহের সাধন প্রণালী অতি বহুল। সুতরাং লৌকিক শব্দ সমূহের সাধনের জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজন আছে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য। বেদে প্রচুর পরিমাণে লৌকিক শব্দ আছে, পরন্তু বেদে লৌকিক শব্দই অধিক। অতএব কেবল লৌকিক শব্দ সমূহের সাধনের নিমিত্ত ব্যাকরণ প্রয়োজনীয়। এই রূপ ব্যাকরণ দ্বারা বেদের লৌকিক শব্দের সাধন হইবে এই নিমিত্ত এই শ্রেণীর ব্যাকরণও বেদাঙ্গ বলিয়া স্বীকার্য।

ব্যাক্তিক ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা, শব্দ দ্বাড়া ও প্রত্যয়াদির বিচার করা প্রাচীন সময়ে অতীব প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন শাখা ব্যাকরণের উৎপত্তি প্রযুক্তকগণ বেদমন্ত্রার্থ বিচারকালে শব্দাদি বিচারে প্রযুক্ত হইতেন। এই বিচারের ফলেই শিক্ষা ও প্রাতি-শাখ্যাদির উৎপত্তি হয়। এখন বেদের অতি অল্প সংখ্যক প্রাতি-শাখ্যই দেখিতে পাওয়া যায়। মূর মুষ্টিম সমকালে শব্দ-শাস্ত্রের যে বহুটি আলোচনা হইয়াছিল, প্রাধিকানসহ মন্ত্রাদি পাঠ করিলেই তাহা বুঝা যায়। পরবর্তী সময়ে নিরুক্ত এই শব্দ শাস্ত্রের অতীত সাক্ষ্য বহন করিয়া জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। যুগ-বেদ প্রাতিশাখ্য এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। উহার চতুর্দশ অধ্যায় পাঠ করিলে বৈদিক ব্যাকরণের ইতিহাসের কিকিৎ লেশাতাস জানিতে পারা যায়। ইতঃপূর্বে শ্রোতপ্রমাণের দ্বারা ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সকল প্রমাণ যে কেবল বেদের প্রয়োজনীয়তাহটক তাহা নহে, ঐ সকল প্রমাণ পাঠে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে তাত্ত্বিকদৃষ্টে কোন এক সময়ে ব্যাকরণ শাস্ত্রের উদ্ভূতি কিরূপপরিমাণে সংসাধিত হইয়াছিল। বহুর্কর্ষের সময়ে যে ব্যাকরণের উদ্ভূতি, এমন কি এই সময়েই যে “ব্যাকরণ” নামের উৎপত্তি হইয়াছিল ইতঃপূর্বে বহুর্কর্ষেই হইতে তাহারও প্রমাণ উদ্ধৃত করা হই-
রাছে। তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ইহাই ব্যাকরণ শাস্ত্রের

আদি প্রবর্তক। সারস্বত ব্যাকরণের আদ্যে লিখিত হই-
রাছে। বলাঃ—

ইত্যাদিরাহণ ব্যাক্তম্ ন বহুঃ শব্দব্যাধিঃ

প্রক্রিয়াক্ত কৃত্বত্ব কমে বক্তৃতাঃ নরঃ স্তম্ভম্।

উক্তর বোধ প্রাদিক্কে ইঙ্গ-ব্যাকরণের নাম দেখিতে
পাওয়া যায়; অবদান প্তক প্রাণ পাঠে জানা যায়, শাসিপুত্র বালা
কালে ইঙ্গ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় সাহিত্যেও
ইঙ্গ-ব্যাকরণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বুটন (Buston)
বলেন সর্কজ (শিব) প্রথম ব্যাকরণ করেন। কিন্তু এই ব্যাকরণ
অনুযায়ে কখনও প্রেরিত হয় নাই। অতঃপর ইঙ্গ ব্যাকরণ
রচনা করেন এবং বৃহস্পতি উহা অধ্যয়ন করেন। এই ব্যাকরণ
অনুযায়ে প্রচারিত হয়। বৃহৎ-কথা-সুঞ্জরী ও কথাসরিৎসাগরে
লিখিত আছে যে, পাণিনির ব্যাকরণ প্রচলনের পরেই ইঙ্গের
ব্যাকরণ বিলুপ্ত হয়। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে তিব্বতীয় ঐতিহাসিক
লামা তারনাথ 'ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' নামক এক-
খানি গ্রন্থ রচনা করেন উহাতে লিখিত, আছে সপ্তবর্ষী (সর্ক-
বর্ষী) বড়ানেন্দ্র নিকট ইঙ্গ ব্যাকরণ-শিক্ষার প্রার্থনা করেন।
তাহার প্রার্থনা শুনিয়া কান্তিকের বলেন,—

“সিদ্ধো বর্ণসমারঃ ॥

এই টুকু বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন। সপ্তবর্ষী বা সর্ক-
বর্ষীর ব্যাকরণ-জ্ঞান এই ক্ষুদ্র টুকু শুনিয়াই সন্তোষ হইল। এই
ক্ষুদ্রী কলাপ ব্যাকরণের প্রথম সূত্র। কেহ কেহ বলেন
কলাপব্যাকরণ ইঙ্গ-ব্যাকরণের অন্তর্গত। তারনাথ বলেন
সপ্তবর্ষী কালিদাস ও নাগার্জুনের সমকালীয়। বক্ষবর্ষী শাক-
টায়ন ব্যাকরণের টীকায় আদি বৈয়াকরণ ইঙ্গের নাম ও ইঙ্গ-
ব্যাকরণের নামোল্লেখ করিয়াছেন।

ঋগ্বেদ ভাষ্যে সারণচর্য্য ও ইঙ্গকে আদি বৈয়াকরণ
বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন। বোপদেবের ধাতুপাঠ কবিকর-
জন্মেও আদি বৈয়াকরণ ইঙ্গের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।
তদ্ বলাঃ—

“ইঙ্গচন্দ্রঃ কাণকুৎসাগিশালি-শাকটায়ন-

পাণিনমরজেন্দ্রো অর্য্যট্টাধিশাখিকাঃ ॥”

শিক্ষার (Schiefer) বলেন, তিব্বতীয় ভাষায় এখনও
চন্দ্রব্যাকরণ স্মরিত আছে। কেহ কেহ বলেন কলাপ-
ব্যাকরণ চন্দ্র-ব্যাকরণের অন্তর্গত ইঙ্গ-ব্যাকরণের অন্তর্গত নহে।
ইঙ্গ-ব্যাকরণের নাম কেবল প্রচলিতনাতেই দেখিতে পাওয়া
যায়।

বাহা হউক, আমরা সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন যুগ হইতেই
ব্যাকরণের নাম শুনিতে পাই। যদিও পাণিনির ব্যাকরণের

প্রবর্তনে অপরাপর প্রাচীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাকরণ ধীরে ধীরে
উপনিবৃত্ত ব্যাকরণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে কিন্তু ইহার পূর্বেও
যে ব্যাকরণের বহু প্রচলন ছিল উপনিবৃত্ত-
হিতেও উহার প্রমাণ পাওয়া যায় তদ্ বলাঃ—

শিক্ষাং ব্যাখ্যাং ভ্রামঃ। বর্ণাঃ স্বরাঃ। মাত্রাবলম্। সাম
সন্তানঃ। ৭।১।২) (১১)। [তৈত্তিরীয় আরণ্যক]

ইহাতে বর্ণ স্বর ও মাত্রা। ব্যাকরণগোক্ত তিনটী পরিভাষা
প্রাপ্ত হওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে স্পর্শ স্বর ও উর
বর্ণের উল্লেখ আছে। (১।২।৩।৪)। স্তম্ভপথ ব্রাহ্মণের
“নেহন একবচনেন বহুবচনম্ ব্যবসামেহতি” এই বাক্যে ব্যাক-
রণ প্রোক্ত একবচন বহুবচনের কথা জানা যায়। স্তম্ভপথ-
ব্রাহ্মণ রচনার সময়ে ভূ, অন্ প্রভৃতি ধাতুর রূপের আলোচনা
হইয়াছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে মদ্ ধাতু (১।১০ ; ২।৩ ; ২।২,
২২) সুধা-সুহিত (৩।৪২, ১৭) জহুংবি জাতবৎ (৪।৬, ২২,
৩২ ; ৫।৫) প্রভৃতি ধাতুর উল্লেখ আছে, এতদ্ব্যতীত অক্ষর,
অক্ষর পংক্তি, চতুরক্ষর; বর্ণ ও পদ প্রভৃতির উল্লেখও দেখিতে
পাওয়া যায়। গোপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে :—

ওকারং পৃচ্ছামঃ কো ধাতুঃ, কিং প্রাতিপদিকম্ কিম্ নামা-
খ্যাতম্, কিং লিঙ্গং কিং বচনম্, কা বিভক্তিঃ ; কঃ প্রত্যয়ঃ ; কঃ
স্বরঃ ; উপসর্গো নিপাতঃ ; কিং ইব ব্যাকরণম্ ; কো বিকারঃ ;
কো বিকারী ; কতি মাত্রাঃ ; কতি বর্ণাঃ ; কত্যক্ষরাঃ ; কতি
পদাঃ কঃ সংযোগঃ ; কিং স্থানান্ত্রপ্রদানকরণম্ ; শিক্ষকাঃ
কিমুক্তারয়ক্তি, কিং ছন্দঃ কো বর্ণ ইতি পূর্বপ্রশ্নাঃ।

(গোপথব্রাহ্মণ ১।২৫)

এতদ্ব্যতীত সামবেদের তান্ত্র্য ব্রাহ্মণে এবং অগ্ন্যজ্ঞ ব্রাহ্মণ
ও উপনিষদ্ গ্রন্থে ব্যাকরণের পরিভাষার উল্লেখ আছে।

শিক্ষা বেদান্তের অন্তর্গত। ইহাতে উচ্চারণের নিয়মাদি

শিক্ষা আলোচিত হইয়াছে। সংপ্রতি যে কয়েক
খানি শিক্ষাগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে
নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির নাম উল্লেখ যোগ্য— কেশবীশিক্ষা, গোতমী-
শিক্ষা, নারদশিক্ষা, মধুকীশিক্ষা, লোমশশিক্ষা। শিক্ষা গ্রন্থ
অপেক্ষা প্রাতিশাখ্যেই ব্যাকরণের অধিকতর আলোচনা
পরিণালিত হয়।

যজুর্বেদের সময় হইতে এইরূপে ব্যাকরণ শাস্ত্রের অস্তিত্বের
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু পাণিনির পূর্বে পাণিনির
জ্ঞান সর্বাঙ্গসম্পন্ন ও সূত্রবৎ ব্যাকরণের কোনও নিদর্শন এ পর্য্যন্ত
দেখিতে পাওয়া যায় নাই। পাণিনির সময়ে ব্যাকরণ শাস্ত্রের
যে উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, তাহার পরে সংস্কৃত ব্যাকরণের
আর কোনও উন্নতি পরিণালিত হয় না।

পাণিনি যুনির ব্যাকরণ পাণিনি বা অষ্টাধ্যায়ী বা “অষ্টকম
পাণিনীরম্” নামে প্রসিদ্ধ। পাণিনি সম্বন্ধে
পাণিনি বিশেষ বিবরণ “পাণিনি” শব্দে দ্রষ্টব্য। এই

ব্যাকরণে আটটি অধ্যায় আছে। প্রত্যেকটি অধ্যায় চতুস্পাদে
বিত্তকৃত হুত্র সংখ্যা ৩৯৬০টি। যুরোপীয় পণ্ডিতগণের
কাহার কাহারও গণনায় হুত্র সংখ্যা ৩৮৬০টি। জার্মান
পণ্ডিত বোটলিংক (Bohtlingk) বলেন অষ্টাধ্যায়ীর ৪১১৬৬,
১৬৭; ৪১১৩২; ৪১১৩৬; ৪১১৬২; ৪১১০০; ৪১১৩৭
এই যে সাতটি হুত্র দেখিতে পাওয়া যায় উহারা প্রকৃতপক্ষে
পাণিনীর হুত্র নহে কাভ্যায়নের বার্তিক। পোল্টটুকার বলেন
এই সাতটি হুত্রের মধ্যে ৪১১৩২; ৪১১৩৬; ৪১১৬২ এই হুত্র
তিনটি বার্তিক বলিয়াই মহাভাষ্যে লিখিত হইয়াছে। অষ্টা-
ধ্যায়ীতে সন্ধি, স্ববৃত্ত, ক্রমভ, উপাধি, আখ্যাত, নিপাত, উপ-
সংখ্যান, ব্রহ্মবিধি, শিক্ষা, ও তদ্বিত প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।
অষ্টাধ্যায়ীর পারিভাষিক শব্দের মধ্যে এমন অনেকগুলি শব্দ
আছে, বাহা পাণিনির নিজের উদ্ভাবিত, অপর কতকগুলি পূর্ব-
কাল হইতেই প্রচলিত ছিল। তিনি তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত
শব্দগুলির ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। পূর্ববর্তীদের ব্যবহৃত
শব্দগুলিরও অভিনব ব্যাখ্যা করিয়া তিনি তাহার উৎকর্ষ
বিধান করিয়াছেন। প্রথম, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী,
ষষ্ঠী, সপ্তমী অম্বুসার, অস্ত, একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, উপসর্গ,
নিপাত, ধাতু প্রত্যয়, প্রদান, ভবিষ্যৎ কাল, বর্তমানকাল—
এই কয়েকটি শব্দ তদ্বারা ব্যাখ্যাত হয় নাই। অমুনাসিক
আম্বুনেপদ, আম্বুত্রিত, উপধা, গুণ, দীর্ঘ, পদ, পরস্মৈপদ,
বিভক্ত, বৃদ্ধি, সংযোগ, সর্গ, হ্রস্ব, এই ত্রয়োদশটি শব্দের নূতন
ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অষ্টাধ্যায়ীর ভাবে এইগুলি “প্রাক”
বৈয়াকরণবিগের ব্যবহৃত শব্দ বলিয়া বহুবার উক্ত হইয়াছে।
পাণিনি ২।৩।১৩ হুত্রের “চতুর্থী” শব্দের ব্যাখ্যায় “চতুর্থী সংজ্ঞা
প্রোচাম্” বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে
যে পাণিনি পূর্ব বৈয়াকরণদের নিকট হইতে এই সকল গ্রহণ
করিয়াছিলেন। প্রতিপক্ষে কেবল ঐ, ৭, ২ অমুনাসিক
বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পাণিনি উচ্চারণ স্থানের দিকে লক্ষ্য
রাখিয়া লিখিয়াছেনঃ—

“মুনাসিকাবচনোঅমুনাসিকঃ” ১।১।৮

কাভ্যায়ন প্রতিপাদ্যে ১।৩৫ হুত্র, অথর্ব প্রতিপাদ্যে
১।২২ হুত্র “উপধার” উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কাভ্যায়ন
বলেন “অস্ত্যং পূর্ব উপধা” (২।১।১১) কিন্তু পাণিনির হুত্র
এই যে “অলোহস্ত্যং পূর্ব উপধা” (১।১।৬৫) পার্থক্য অন্ন
হইলেও উহাতে যথেষ্ট বিশিষ্টতা আছে। পাণিনি “অলঃ” এই

শব্দটি বোঝনা করিয়াছেন নাই। কিন্তু ইহা নিরর্থক নহে।
মহাভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন “কিমিন্ম অলগ্রহণম্
অস্ত্যবিশেষণম্” এবং ভবিতুমর্হতি। উপধা সংজ্ঞারামস্ত্য-
নির্দেশশ্চেৎ সংস্কৃতপ্রতিবেদঃ।” অর্থাৎ সংস্কৃত প্রতিবেদের
নিমিত্তই “অল” শব্দ গ্রহণ করা হইল। এইরূপ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
বিবরণে পাণিনির হুত্রদর্শিতা বিচক্ষণতা ও শাস্তিক পাণ্ডিত্যের
বহুল পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাণিনিকে অনেকেই প্রাচীন
ব্যাকরণের সংস্কারক বলিয়া মনে করেন; তাঁহার বলেন,—

(১) পাণিনিদ্বারা সর্বপ্রথমে শিবহুত্রের আবিষ্কার ও
প্রত্যাহারদ্বারা উহার প্রয়োগ সাধিত হয়।

(২) পাণিনির উদ্ভাবিত অম্বুস্ব সম্বন্ধে পাণিনির
নিজস্ব।

(৩) কৃৎ, মদী, ক্রী, সংখ্যা, ব (ভর, ভম); যি (ই এবং
উ); যু (দা বা ইত্যাদি), টি এবং ড প্রকৃতি পারি-
ভাষিক শব্দের উদ্ভাবন।

(৪) গণসমূহের উদ্ভাবন।

পাণিনির সময়ে যুইশ্রেণীর বৈয়াকরণ ছিলেন বলিয়া কেহ
পাণিনির সময়ে কেহ অসম্মান করেন। ইঁহার বলেন এক
বৈয়াকরণ সম্প্রদায় শ্রেণীর বৈয়াকরণ পূর্বাঞ্চলবাসী এবং অপর
শ্রেণী উত্তরাঞ্চলবাসী বলিয়া প্রসিদ্ধ। পাণিনির ব্যাকরণে
ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অনেকগুলি স্থানের নাম
আছে। ঐ সকল স্থানের নাম ঋগ্বেদেও দেখিতে পাওয়া
যায়। তৎকালে পূর্বভারতেও যে এক সম্প্রদায় বৈয়াকরণ
ছিলেন অম্বুস্বদানে তাহাও জানা গিয়াছে।

পাণিনির কাল নির্ণয় সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহুল
কল্পনা, জল্পনা ও গবেষণা করিয়াছেন।
পণ্ডিতপ্রবর কোলব্রুক পাণিনি সম্বন্ধে
পণ্ডিত অনোচিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বটে কিন্তু এই বিবাদজনক
বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। এ বিষয়ে জার্মান পণ্ডিত
বোটলিংকের নামই সর্বপ্রথমে উল্লেখ যোগ্য। বোটলিংক
কথা-সরিৎসাগরের কাহিনীর আলোচনা করিয়াছেন (পাণিনি
শব্দে দ্রষ্টব্য)। ইনি বলেন খ্রীষ্টাব্দের ৩৫০ বৎসর পূর্বে
পাণিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অধ্যাপক হ্যাসেন এবং
বোটেরও এই অভিপ্রায়। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রানাড (Ranaud)
নামক একজন গ্রন্থকার ভারত সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ (Memoirs
of India after Arab, Persian and Chinese Writers)
প্রণয়ন করেন। ইঁহার গ্রন্থে চিনের পরিব্রাজক অন্-ইয়ুং চুয়াঙ
এর (৬২৯-৬৪৫) গ্রন্থ হইতে অনেক কথা উদ্ধৃত হইয়াছে। এই
চিন পরিব্রাজকের মতে এদেশে দুইজন পাণিনি প্রসিদ্ধি লাভ

করেন। প্রথম পাণিনি অতি প্রাচীন, তাঁহার সময় নির্ণয় করা যায় না, দ্বিতীয় পাণিনি খ্রিস্ট ৫০০ শত বৎসর পরে প্রায় কণিকের সময়ে জীবিত ছিলেন। এই সকল বৃত্তি ধরিয়া এবং পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে “ববনানী” শব্দ দেখিয়া পণ্ডিতপ্রবর বেবারের ধারণা হয় যে আলেকজেন্ডারের ভারত আক্রমণের পরেও পাণিনি জীবিত ছিলেন। বেবার বলেন খ্রীষ্টীয় ১৪০ অব্দে অর্থাৎ কণিকের একশত বৎসর পরে পাণিনি প্রাহুত হইরাছিলেন। “ববনানী” শব্দের অর্থ ববনলিপি। কিন্তু বেবার মনে করেন উহা গ্রিকলিপি। গ্রিকলিপি মনে করার কোনও বৃত্তি দেখা যায় না। হিন্দুরা প্রাচীন কালের পারসিক দিগকেও ববন বলিয়া অভিহিত করিতেন। আম্রদের ইতিহাস, পুরাণ, দ্বন্দ্বি, সংহিতা প্রভৃতিতেও এ বিষয়ের বর্ণেই প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং পণ্ডিত বেবারের এই সিদ্ধান্ত অসমীচীন।

১৮৫৭ সালে ট্যানিস্লেয়স জুলিয়েন (Stanislaus Julien) যংযু চোরলের গ্রন্থের এক অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইনি বলেন কণিকের কালে পাণিনির ব্যাকরণ সর্বত্র খ্যাতি ও বহুল বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। পাণিনির কাল নির্ণয়ে ম্যাক্সমুলার প্রথমতঃ কথাসংস্কৃতসাগরের আধ্যাত্মিক অনুসরণে খৃষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর লোক অর্থাৎ নন্দরাজের সমসাময়িক বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। অতঃপর “বড়ুপর্ণনের ইতিবৃত্ত” নামক গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, খৃষ্ট জন্মের ছয়শত বৎসর পূর্বে পাণিনি প্রাহুত হইরাছিলেন। গোল্ডষ্ট্রাকারের মতে খৃষ্ট পূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে পাণিনি জীবিত ছিলেন। গোল্ডষ্ট্রাকারের মতটীও অসমীচীন বলিয়া পণ্ডিতসমাজে পরিচ্যুত হইরাছে। ১৮৮৫ সালে অধ্যাপক পিসেল (Prof. Piesell) পাণিনির কাল সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহাতে জানা যায় যে তিনি পাণনিকে খৃষ্ট পূর্বের ৬শত শতাব্দীর পূর্বের লোক বলিয়া মনে করিয়াছেন। বৈয়াকরণ পাণিনির ছায় অপর একজন কবি পাণিনির নামও শুনা যায়। পিটার্সন ও উড্রেকট বলেন কবি ও বৈয়াকরণ পাণিনি একই ব্যক্তি।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে সিলভেন লেভী (Sylvén Levi) পাণিনি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিয়া বলেন আন্তি সৌভূতা ও ভগতাগণ পাঠে এই তিনটা নাম দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীক ভাষাতেও •Omphis, Sophytes ও Phycias এই তিনটা শব্দ আছে। পাণিনি সম্বন্ধে গ্রীকদের নিকট হইতেই এই শব্দত্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা কল্পনারই এক বিচিত্র খেলা।

ভাক্সার লিবিখ (Liebich) বলেন পণ্ডিনি খৃঃ পূঃ ৩০০

অব্দে জীবিত ছিলেন। ইনি বলেন ভগবদগীতা পাণিনির পরে রচিত কিন্তু ব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যক পাণিনির পূর্ববর্তী।

তিব্বতীয় লামা তারনাথ তবীর বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে লিখিয়াছেন পাণিনি শেখার রাজের অধীন বাস করিতেন। ইহার মতে খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দে পাণিনি আবির্ভূত হইরাছিলেন, এই সিদ্ধান্ত প্রায় সর্ব সম্মত। সম্ভবতঃ ইহারও বহুপূর্বে এই বৈয়াকরণ কেশরীর প্রাহুত হইরাছিল। বাহা হউক এই সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বিশিষ্ট প্রমাণ স্তূর্ণত। অল্পমান দ্বারা অনুমান কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করিলে কোনও ফল নাই। এতৎসম্বন্ধীয় অন্ত্যস্ত বিষয় পাণিনি শব্দে প্রতীক্য।

পাণিনির পরে ব্যাক্তি নামক একজন বৈয়াকরণের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। নন্দগণ তটু লিখিয়াছেন “সংগ্রহে

ব্যাক্তি ব্যাক্তিকলম্বাক্ষর ইতি প্রসিদ্ধঃ” মহা-
ভাষ্যকার ব্যাক্তিকে পাণিনির পরবর্তী

বৈয়াকরণ বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন যথাঃ—

আপিশল-পাণিনীর-ব্যাক্তির-গোতমীর এক পক্ষ বর্দ্ধনিকা সর্গাণি পূর্বপদানি, তত্র ন জ্ঞাতে কত পূর্বপদত্ব বরণে ভবিতব্যমিতি। (৬৭।৩৬) মহাভাষ্য ব্যাক্তিকারের “অভ্য-হিতক” (২।২।৩৪) এই সূত্রানুসারে পতঞ্জলি, আপিশলি প্রভৃতিকে, স্ব স্ব আচার্যের পৌরুষাণ্যমূলক বলিয়াই স্থির করিয়াছেন।

নিরুক্তকার যাক কাহার মতে পাণিনির পূর্ববর্তী আবার
যাক কাহারও মতে তাঁহার পরবর্তী। এই
বিষয়ের বিচার “পাণিনি” শব্দে প্রতীক্য।

পাণিনীর সূত্রের ব্যাক্তিকার কাত্যায়ন মহাভাষ্যকারের
পূর্ববর্তী। কেহ কেহ বলেন পাণিনীর
ব্যাকরণের ব্যাক্তিকার পাণিনির সমসাময়িক
ও এক দেশবাসী ব্যক্তি এবং ইনিই বাজসনেয় প্রাতিশাখ্যের
প্রণেতা। কৈয়ট ও নাগোজীভট্ট বলেন এই কাত্যায়ন ভ্রাজা
নামক শ্লোকের প্রণেতা যথাঃ—

কঃ পুনরিনং পঠিতম্। ভ্রাজা নামশ্লোকাঃ। কাত্যায়নোপ-
নিবদ্ধভ্রাজাখ্যলোকমধ্যপঠিতম্। সত্য স্ত্রিতরসুগ্রাহিকান্তি। একঃ
শব্দঃ সূত্রাতঃ সূত্রযুক্তঃ স্বর্ণে লোকে কামধুগ্ ভবতি।”
নাগোজীভট্ট বলেন—ভ্রাজা নাম কাত্যায়ন প্রণীতাঃ শ্লোকা
ইত্যাহঃ।

পাণিনি সূত্রসমূহের অর্থ ও তাৎপর্য পরিষ্কৃত করার নিমিত্ত
কাত্যায়ন ব্যাক্তিক করেন। এই ব্যাক্তিকগুলিও সূত্রের ছায়।
কিন্তু ভ্রাজা শ্লোকগুলি অসুস্থ পুণ্ড্রের বিরচিত। কাত্যায়ন-
বিরচিত কর্মপ্রবীণ গ্রন্থানিও অসুস্থ পুণ্ড্রের লিখিত হইরাছে।

বক্তৃতা শিখা বলেন এই কর্মপ্রদীপ গ্রন্থখানি কাত্যায়নের লিখিত। কথা-সরিৎসাগরে কাত্যায়ন সবচে একটি গুরু আছে তদ্বৎ—পার্কতীর শাপে বৎসরাজের রাজধানী কোশগৌনগরে কাত্যায়ন-বরকটির জন্ম হয়। বালা বয়সে ইনি অলৌকিক প্রতিকাসম্পন্ন ও অসাধারণ দ্বারকতাশক্তিবিশিষ্ট ছিলেন। ইনি নাটকাদি একবার শুনিয়াই মাতার নিকটে সকল কথা বর্ণনারূপে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। শৈশবে সমগ্র প্রাতি-শাখ্য গ্রন্থ ইহার অভ্যস্ত হইয়াছিল। অতঃপর ইনি যথেষ্ট নিকট বিভ্রান্ত্যাস করেন এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রে পাণিনিকে পরাভূ করেন। পাণিনির সহিত যখন ইহার বিচার হয়, মহাদেবের অঙ্গুগ্রহে সেই বিচারে ইনি জয় লাভ করেন এবং শিবের আদেশে অবশেষে ইনি পাণিনির শিষ্য গ্রহণ ও পরে তদীয় পাণিনি-ব্যাকরণের বার্তিক গ্রন্থ রচনা করেন। কাত্যায়ন নন্দরাজের মন্ত্রী হইয়াছিলেন। এই কাত্যায়ন পরি-ভাষা নামক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কেহ কেহ বলেন কাকিও কাত্যায়নের প্রণীত।

পতঞ্জলি পাণিনিহৃত্রের মহাভাষ্যকার; (পতঞ্জলির পরিচয়াদি পতঞ্জলি শব্দে দ্রষ্টব্য) এই গ্রন্থের বিচার পদ্ধতি ও রচনা-প্রণালী অতি সুন্দর। ইহাতে ব্যাকরণের গুণঞ্জলি।

অতীত কঠিন কঠিন বিষয়গুলিও সাধারণ লৌকিক উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্যাকরণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যানে কাব্যের সরলতা কেবল মহাভাষ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে মহাভাষ্য গ্রন্থ একখানি সমাদৃত শব্দশাস্ত্র (Philology)। ইহাতে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে শব্দশাস্ত্রের বিচার দেখিতে পাওয়া যায়। এত-ব্যতীত এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থকারের আবির্ভাব সময়ের আচার ব্যবহার রীতি নীতি সবচে বহুল কথা জানা যাইতে পারে। এই গ্রন্থের ভাষা অতি প্রাজ্ঞ। উহার কারণ সবচে একটি প্রবাহ আছে। প্রবাদটি এইরূপ—ইনি পাণিনির স্ত্র সবচে প্রতি দিবস ছাত্রদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেন এবং ছাত্রগণের জিজ্ঞাত প্রশ্নের উত্তর দিতেন। তাঁহার উপদেশ ও প্রশ্নোত্তরই মহাভাষ্যরূপে পরিণত হয়। স্ত্ররাজ মহাভাষ্যে কথোপকথনের ভাষা এবং তৎসমূহই ইহা প্রাজ্ঞ। ভাষা প্রাজ্ঞ হইলেও ইহার বিচার পদ্ধতি অতি কঠিন। কেহ কেহ বলেন নব্য জ্ঞানের বিচার-পদ্ধতি মহাভাষ্যের অনুকরণে প্রবর্তিত। মহাভাষ্যকার এক অঙ্কে (অঙ্কি) অর্থাৎ একদিনে পুত্রদিগকে যে পরিমিত ব্যাকরণের উপদেশ প্রদান করিতেন। সেই ইচ্ছাই এক আত্মিক নামে অভিহিত হইয়াছে। যেমন, পাণিনির ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাণ্ডী মরটী

আত্মিকে বিভক্ত হইয়াছে। মহাভাষ্যকারন ব্যতীত পাণিনির স্ত্রের অধ্যয়ন সম্পূর্ণ ভাবে হইল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। মহাভাষ্যের চীকারগণের নাম “পতঞ্জলি” শব্দে দ্রষ্টব্য।

পাণিনির ব্যাকরণের প্রধান ও প্রাচীন কাশিকাবৃত্তির নাম সর্বত্র সুবিদিত। বামন ও জরাদিত্য কাশিকাবৃত্তির রচয়িতা বলিয়া খ্যাত। অধ্যাপক মোটিলক স্বপ্রকাশিত পাণিনি ব্যাকরণের ভূমিকার লিখিত—ছেন খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এই কাশিকাবৃত্তি রচিত হয়। ইনি বলেন রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে ইহার প্রমাণ আছে। রাজতরঙ্গিনী-কার কল্লন মিশ্র বলেন কাশ্মীর রাজার অধীশ্বর জয়গীড় সংকৃত ভাষার অভ্যস্ত অধ্যয়ী ছিলেন। তিনি স্বরাজ্যে ব্যাকরণ অধ্যয়ন প্রচারের জন্য সবিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ইহার সভার বহুল বৈয়াকরণ পণ্ডিত ছিলেন। যথা, কক (ধাতুরঙ্গিনী-কারপ্রণেতা), দানোদর গুপ্ত, মনোরম, শম্ভুদত্ত, চটক, সন্ধি-মান ও বামন। এই বামনই কাশিকাবৃত্তির অন্ততম গ্রন্থ-কার। জয়গীড় খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

কিন্তু এখানে একটি কথা বিবেচ্য—যদি কশিকাবৃত্তিপ্রণেতা বামন জয়গীড়ের সভা পণ্ডিত হইতেন, তাহা হইলে কল্লন পণ্ডিত কি আর সেই কাশিকাবৃত্তির কথা উল্লেখ করিতেন না? উইলসন বলেন, জয়গীড়ের সভায় বামন কাব্যালঙ্কার স্ত্র-বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। বামনকৃত কাব্যালঙ্কার বৃত্তির প্রকাশক ডাক্তার কপ্পেলার সেই গ্রন্থের ভূমিকার লিখিয়াছেন যে, এই গ্রন্থে মুদ্রকটিককার শূদ্রক, কালিদাস, অমর, ভবভূতি, মাঘ, হরিপ্রভ, কবিরাজ, কামদকীর্তীতি নামমালা ইত্যাদি গ্রন্থকার ও গ্রন্থের নাম দেখা যায়। এই যে এখানে কবিরাজের নাম উল্লিখিত আছে, এই কবিরাজ যদি রাঘবপাণ্ডবীকার হয়েন, তাহা হইলে বামন খৃঃ দশম শতাব্দীর লোক বলিয়া গণ্য হইয়া পড়েন। ডাক্তার কপ্পেলারের মতে কাব্যালঙ্কারবৃত্তিকার বামন খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক।

এস্থলে একটি কথা সবিশেষ বিবেচ্য। কাশিকাবৃত্তি কি বামন ও জরাদিত্য নামে পৃথক দুই ব্যক্তির রচিত অথবা বামনজরাদিত্য নামক কোনও এক ব্যক্তির? কোলব্রকের মতে বামনজরাদিত্য এক ব্যক্তি। কাশীবাসী, সুবিখ্যাত বাদশাহী “পণ্ডিত” পঞ্জের ১৮৭৮ সালের জুন মাস সংখ্যার ২০ পৃষ্ঠার লিখিয়াছিলেন কাশিকাবৃত্তি বামনজরাদিত্য নামক এক ব্যক্তির রচিত। ইলানীজান তাঁহার এই অভিপ্রায়ের পরিবর্তন হইয়াছে। তিনি কাশিকাবৃত্তি বামন ও জরাদিত্য নামক দুই ব্যক্তির রচিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ মত-পরিবর্তনের সবিশেষ কারণ আছে। তত্ত্ববীক্ষিত প্রণীত

মিত্রাকৌশলীর প্রৌঢ়ময়োরাজ্য নাজী সীকার অভিযাত্রাকল্পের "বন্দ্যবর্ণন" এই হুজুর কাব্যের লিখিত আছে "এতৎ সর্বং জয়দিত্যবতেন্দুকং বাগলত নভতে ইতি"। এতদ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে জয়দিত্য ও বাগল এই উভয়েরই কাশিকাবৃত্তিকার। প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বামনকৃত বৃত্তি, অপরাংশ জয়দিত্য কৃত।

ডাক্তার কুল্লর কাশীরে যে হস্তলিখিত কাশিকাবৃত্তি প্রাপ্ত হন, তাহাতে তিনি জানিতে পারেন যে আদি চতুরথারই জয়দিত্য কৃত; অপর চতুরথারের রচয়িতা—বামন।

পদকোষত ও মনোরমায় লিখিত আছে—

"বোপদেবমহাপ্রাণকৃতো বামনবিপ্লবজয়।

কৌজের প্রসঙ্গেন মাধবেন বিমোচিতঃ ॥"

এতদ্বারা স্পষ্টতই বুঝা যাইতেছে যে, কাশিকাকার বামন বোধাৎ প্রকাশক মাধবের এবং মাধব হইতে প্রাচীন বোপ-দেবেরও পূর্ববর্তী। কিন্তু মাম্মমূলার বলেন ঋগ্ভাষ্যে মাধব কুত্রাপি বোপদেবের নামোল্লেখ করেন নাই, কিন্তু বামনের নামোল্লেখ করিয়াছেন। সারণধাতুবৃত্তিতেও বামনের নামোল্লেখ আছে। খ্রীষ্টীয় ১৩৪০ অব্দে মাধব আবির্ভূত হইয়াছিলেন খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বোপদেব বর্তমান ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে বামন দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বকালার লোক। সারণ হরদত্ত ও ভাস্কর্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই হরদত্ত "পদমঞ্জরী" নামক কাশিকাবৃত্তির ব্যাখ্যাকার। ভাস্কর্য কাশিকাবৃত্তির পঞ্জীগ্রন্থতা।

বোপদেবকৃত কাব্যকামধেয় নামক ব্যাকরণে কাশিকাবৃত্তি প্রকারের কথা বৃত্ত হইয়াছে।

এই সকল প্রমাণ আলোচনার বলা যাইতে পারে যে কাশিকাকার অবশ্যই খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বকালার লোক। কিন্তু ইহার প্রকৃত সময় নির্ণয়ের কোনও উপায় দেখা যায় না।

এখন আর একটা কথা এই যে বামন ও জয়দিত্য কোন ধর্মাবলম্বী ছিলেন? ইহার হিন্দু ছিলেন, কিংবা বৌদ্ধ ছিলেন, কিংবা জৈন ছিলেন? হিন্দুগণ গ্রন্থারম্ভে আশীর্বাদাদির উল্লেখ করেন, কিন্তু কাশিকাবৃত্তিতে সেসকল কিছু দেখা যায় না। বালশাস্ত্রী সপ্রমাণ করিয়াছেন যে কাশিকাবৃত্তির গ্রন্থকারের হিন্দু ছিলেন না। ইহার সময় জৈন বৌদ্ধ ব্যাকরণের বহুল প্রচলন ছিল; তদ্বৎ—ভাস্কর্য, মিনেত্রবৃত্ত প্রভৃতির গ্রন্থ। অতঃপর হিন্দু বৈয়াকরণগণের প্রাভুত্ব হয়। তখন আমরা ভট্টোজী ঠাকুর, হরিশ্চন্দ্র ও নাগেন্দ্রভট্ট প্রভৃতির নাম শুনিতে পাই। বামন ও জয়দিত্য এই উভয়েরই বৌদ্ধ ছিলেন, ইহাই অনেকের ধারণা।

হবিষ্যাত চীন পরিব্রাজক হুইংসিং এক সপ্তকে বাহা বলিয়াছেন, তাহাও আলোচ্য। খ্রীষ্টীয় ৬৩৫ সালে চীনদেশে হুইংসিং এর ভ্রম হয়। ইনি ৬৭১ সালে ভারতে রাজ্য করেন এবং ৬৭৩ সালে তৎকালকে আগমন করেন।

তিনি তথা হইতে নালন্দা বিহারে বাইরা বহু বিজ্ঞা অর্জন করিয়াছিলেন এবং ৬৯৫ সালে পুনরায় চীনদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ৭১০ সালে ইহার মৃত্যু হয়। ইহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে ভারতবর্ষের বহুল তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। ইহার গ্রন্থের ৩৪ অধ্যায়ে ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা দৃষ্ট হয়। নব বিজ্ঞা সম্বন্ধে ইনি অনেক বিষয় লিখিয়াছেন।

ইনি লিখিয়াছেন—হর বর্ষ বরষ বালক প্রথমতঃ "মূল-সিদ্ধান্ত" শিক্ষা করিত। "সিদ্ধিরত্ন"ই মূল সিদ্ধান্ত। মূলসিদ্ধান্ত বর্ণণারিচর নামে অভিহিত হইতে পারে। হর মাসে এই অধ্যয়ন শেষ হইত। হুইংসিং বলেন ইহাই মাহেশ্বর-সূত্র। কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন মূলসিদ্ধান্তে ৪৯ বর্ণ, দশ সহস্রের অধিক শব্দ এবং ৩০০ শ্লোক আছে। প্রতি শ্লোকে ৩২টা করিয়া অক্ষর আছে।

দ্বিতীয় ব্যাকরণ শাস্ত্র—পাণিনিমুত্র। ইহাতে ১০০০ শ্লোক। বালকের অষ্টম বর্ষে এই গ্রন্থের পাঠ আরম্ভ করে, আট মাসে ইহার পাঠ সমাপ্ত হয়।

তৃতীয় ব্যাকরণ পুস্তক—ধাতু। ইহাতে ১০০০ শ্লোক।

চতুর্থ গ্রন্থ—তিন ভাগে বিভক্ত। (১) ধাতু, (২) সজা, (৩) উপাধি। দশম বর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া তিন বৎসরের মধ্যে এই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত করা হইত।

পঞ্চম গ্রন্থ—পাণিনিমুত্র বৃত্তি। হুইংসিং বলেন, এই বৃত্তি গ্রন্থখানি বহুল ব্যাখ্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থের কর্তা জয়দিত্য। ইহার প্রতিভা নিরন্তর তীক্ষ্ণ ছিল। এতদ্বারা সপ্রমাণ হয় যে, খ্রীষ্টীয় ৬৬০ সালের পূর্বে জয়দিত্য বর্তমান ছিলেন।

হুইংসিং বামনের নামোল্লেখ করেন না। হুইংসিং এর মতে জয়দিত্য খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক। কিন্তু রাজতরঙ্গিনীর মতে বামন, রাজা জয়দীপের সভা পণ্ডিত ছিলেন। জয়দীপ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইহাতে এই উক্ত গ্রন্থকারের সময় এক শত বৎসরের ব্যবধানের পরি-লক্ষিত হয়। সুতরাং ইহার সমীচীনতা হয় না। তবে এতদ্বারা ইহাই বলা যাইতে পারে যে কাশিকাবৃত্তি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পক্ষে এবং সপ্তম শতাব্দীর পক্ষে রচিত হয় নাই। এই সময়ের মধ্যে কোনও সময় কাশিকাবৃত্তি রচিত হইয়া থাকিবে। কাশিকাবৃত্তিতে—

ক্রতুখানিস্থান্যট্ঠক্ (৪২৬০)

এই হুত্র "ভবীতে ভবেদ" এই বিষয় "আখ্যানাখ্যায়িক-
তিহাসপুরাণেভ্যট্ঠক্" এই বার্তিক উদ্ধৃত করিয়া আখ্যায়িকার
উদাহরণে "বাসববৃত্তিক" পদের উল্লেখ করা হইয়াছে। বাসব-
বৃত্তাখ্যায়িকার সুব্রত খুটীর সপ্তম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন
বলিয়া জানা যায়। ইহাতে আমাদের মনে হয় কাশিকাবৃত্তি খুটীর
সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছিল। কাশিকাবৃত্তি
খানি অতি প্রাঞ্জল ও সুবোধ্য।

নিম্নে পাণিনি হইতে আরম্ভ করিয়া কতিপয় সংস্কৃত ব্যাকরণ
ও ইহার টীকার নামোল্লেখ করা বাইতেছে :-

- ১। পাণিনীর হুত্র, ইহা অষ্টাধ্যায়ী নামেও পরিচিত।
- ২। অষ্টাধ্যায়ীর বার্তিক—কাভ্যারন প্রণীত।
- ৩। পাণিনীর হুত্রের মহাভাষ্য—পতঞ্জলি মুনি প্রণীত।
- ৪। মহাভাষ্য প্রদীপ—কৈরট প্রণীত—মহাভাষ্যের টীকা।
- ৫। ভাষ্যপ্রদীপোত্তত—নাগোজী ভট্ট প্রণীত কৈরট প্রণীত
মহাভাষ্য প্রদীপের টীকা।
- ৬। কাশিকা বৃত্তি—বামন জয়াদিত্য প্রণীত—পাণিনীর
হুত্রের বৃত্তি।
- ৭। পদমঞ্জরী—হরিশক্ত প্রণীত কাশিকাবৃত্তির টীকা।
- ৮। ভাস বা কাশিকাবৃত্তি পঞ্জিকা জিনেন্দ্রকৃত। (রক্ষিত
কৃত ইহার টীকা আছে)।
- ৯। বৃত্তি-সংগ্রহ—নাগোজীভট্ট প্রণীত পাণিনি হুত্রের
সংক্ষিপ্ত টীকা।
- ১০। ভাষ্যবৃত্তি—পুরুষোত্তমের প্রণীত—বৈদিক ব্যাকরণের
অংশ পরিত্যাগ পূর্বক পাণিনীর হুত্রের টীকা।
- ১১। ভাষা বৃত্তার্থ বিবৃতি—স্বষ্টিধর প্রণীত ; (পুরুষোত্তম
প্রণীত টীকার ব্যাখ্যা)।
- ১২। শব্দ ভোক্তত—ভট্টোজী দীক্ষিত প্রণীত—পাণিনীর
হুত্রের ব্যাখ্যা।
- ১৩। প্রোভা—বৈষ্ণনাথ পারশুত ওরফে বালম্ভট্ট প্রণীত
- ১৪। প্রেক্ষিরা কোমুদী—রামচন্দ্র আচার্য্য প্রণীত ; এখনি
পাণিনির হুত্রাবলম্বনে রচিত ব্যাকরণ। কিন্তু পাণিনি হুত্রের
প্রণালী এই গ্রন্থে পরিবর্তিত হইয়াছে।
- ১৫। প্রসাদ—বট্ঠল আচার্য্য প্রণীত প্রেক্ষিরা কোমুদীর
টীকা।
- ১৬। তত্ত্বত্রয়—অরম্ভ রচিত ; এখনিও প্রেক্ষিরা কোমুদীর
টীকা। কৃত পণ্ডিত নামক অনেক পণ্ডিতও প্রেক্ষিরা কোমুদীর
এক সংক্ষিপ্ত টীকাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।
- ১৭। সিদ্ধান্ত কোমুদী—ভট্টোজী দীক্ষিত কৃত এই গ্রন্থ

খানিও প্রেক্ষিরা কোমুদীর প্রণালীতে লিখিত হয়। কিন্তু
প্রেক্ষিরা কোমুদীর প্রণালী অপেক্ষা এই গ্রন্থ অধিকতর বিস্তৃত
ও সম্পূর্ণ। বর্তমান সময়ে বহুস্থানে এই গ্রন্থখানি পাণিনীর
অষ্টাধ্যায়ের পঠন কার্যের সহায় বলিয়া সমাদৃত।

১৮। প্রোভ মনোরমা—ভট্টোজী দীক্ষিত কৃত ; ইহা সিদ্ধান্ত
কোমুদীরই টীকা।

১৯। তত্ত্ববোধিনী—জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতী কৃত এই গ্রন্থখানি
ভট্টোজী দীক্ষিত কৃত সিদ্ধান্ত কোমুদীর টীকা।

২০। শব্দেন্দ্রশেখর—এখনিও প্রোভক গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত
টীকা।

২১। লঘু শব্দেন্দ্র শেখর—এখনিও প্রোভক গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত
টীকা।

২২। চিদহি মালা—বৈষ্ণনাথ পারশুত বিরচিত ; এখানি
লঘু শব্দেন্দ্র শেখরের টীকা।

২৩। শব্দরত্ন—হরিশক্ত প্রণীত। নাগোজী ভট্ট মনোরমার
যে টীকা করেন এখানি তাহারই ব্যাখ্যা।

২৪। লঘু শব্দরত্ন—উক্ত গ্রন্থের সংক্ষেপ।

২৫। ভাবপ্রকাশিকা—বৈষ্ণনাথ পারশুত প্রণীত এই গ্রন্থ
হরিশক্তির প্রণীত শব্দরত্নের টীকা।

২৬। মধ্যকোমুদী—বরদরাজকৃত, সিদ্ধান্ত কোমুদীর সংক্ষেপ
করিয়া বরদরাজ এই গ্রন্থ প্রচার করেন। ইহার প্রকাশিত
লঘুকোমুদী গ্রন্থও আছে।

২৭। পরিভাষা—পাণিনি হুত্র ব্যাখ্যার্থ বার্তিক ও মহাভাষ্য
হইতে উদ্ধৃত নিয়মবচন।

২৮। পরিভাষা বৃত্তি—শিবদেব প্রণীত উপযুক্ত গ্রন্থের টীকা।

২৯। লঘু পরিভাষাবৃত্তি—ভাস্কর ভট্ট প্রণীত উপযুক্ত
পরিভাষাগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত টীকা।

৩০। পরিভাষা গ্রন্থের টীকা।

৩১। চন্দ্রিকা—স্বামী প্রকাশানন্দ প্রণীত পরিভাষার্থ
সংগ্রহ গ্রন্থের ব্যাখ্যা।

৩২। পরিভাষেন্দ্রশেখর—নাগেশভট্টকৃত পরিভাষাগ্রন্থের
ব্যাখ্যা।

৩৩। পরিভাষেন্দ্র শেখর কাশিকা—বৈষ্ণনাথ পারশুতকৃত।

৩৪। কারিকা—মহাভাষ্য ও কাশিকাতে যে নিয়মলোক
আছে এখানি সেই লোকের সংগ্রহ গ্রন্থ।

৩৫। বাক্য প্রদীপ বা বাক্য পদীর—ভট্টহরি প্রণীত। ইহার
অপর নাম হরিকারিকা।

৩৬। ব্যাকরণ ভূষণ—কোণ্ড ভট্ট প্রণীত ; এই গ্রন্থ খানিও
বাক্যপদীরের স্তায় সংস্কৃত ব্যাকরণের দার্শনিক গ্রন্থ।

৩৭। ভূষণ সার রূপ—হরিবল্লভ প্রণীত ব্যাকরণ ভূষণ গ্রন্থের টীকা।

৩৮। ব্যাকরণ ভূষণ সার—ব্যাকরণ ভূষণের টীকা।

৩৯। ব্যাকরণ সিদ্ধান্ত মঞ্জবা—নাগেশ তত্ত্ব রচিত। এ গ্রন্থ খানিও তত্ত্বহরির ব্যাকরণের জ্ঞান।

৪০। লঘুভূষণ কান্তি—বৈভবনাথ পারশুত প্রণীত।

৪১। লঘুব্যাকরণ সিদ্ধান্ত মঞ্জবা।

৪২। কলা—বৈভবনাথ পারশুত প্রণীত, এখানি লঘু ব্যাকরণ সিদ্ধান্ত মঞ্জবাকর টীকা।

৪৩। গণপাঠ।

৪৪। গণরত্ন মহোদধি সটীক।

৪৫। পানিনি ধাতুপাঠ।

৪৬। ধাতু প্রণীপ বা তত্ত্ব প্রণীপ মৈত্রের রচিত কৃত, ইহাতে উদাহরণ ও ধাতুরূপের উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

৪৭। মাধবীর বৃত্তি—সারপাচার্য প্রণীত।

৪৮। পদচক্রিকা—একখানি ব্যাকরণ। ইহাতে পানিনি সূত্র বর্ণে উদ্ধৃত হইয়াছে।

পানিনীক সূত্রাবল্যবনে এইরূপ আরও বহুল গ্রন্থ আছে। এতদ্ব্যতীত তর্কশাস্ত্রসহ সম্বন্ধবিশিষ্ট আরও বহুল ব্যাকরণগ্রন্থ দৃষ্ট হয়। সেই সকল গ্রন্থ ব্যাকরণশাস্ত্রের বর্ণন নামে অভিহিত হইতে পারে। নিম্নে আরও কয়েকখানি ব্যাকরণের নাম উল্লিখিত হইতেছে :—

৪৯। সরস্বতীপ্রক্রিয়া—অমৃতভূতি স্বরূপাচার্য প্রণীত। ইহাতে সাত শত সূত্র আছে। গ্রন্থকার এই ব্যাকরণ সরস্বতী দেবীর প্রসাদে লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। হিন্দুধর্মে এই ব্যাকরণখানির অধিক প্রচলন। এই ব্যাকরণখানির তিনখানি টীকাগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়—একখানি পুঞ্জরাজকৃত, অপরখানি মহাভট্ট প্রণীত। এতদ্ব্যতীত সিদ্ধান্তচক্রিকা নামেও ইহার একখানি টীকা আছে।

৫০। শব্দাঙ্কশাসন বা হেমব্যাাকরণ—জৈনাচার্য হেমচন্দ্র হরি প্রণীত। জৈনগণ এই ব্যাকরণখানি আদরের সহিত পাঠ করেন। কামধেনু নামক ব্যাকরণগ্রন্থে অভিনব শাকটায়ন রচিত আর একখানি শব্দাঙ্কশাসন গ্রন্থের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

৫১। প্রাকৃত মনোরমা—বরকচি প্রণীত প্রাকৃতচক্রিকা গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত টীকা। ইহাতে প্রাকৃত ও সংস্কৃত ব্যাকরণের পার্থক্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

৫২। কলাপব্যাকরণ—এই ব্যাকরণখানি বঙ্গদেশে অতীব প্রচলিত। ইহার অপর নাম কাত্তব্যাকরণ।

৫৩। দৌর্গনিংহী—দুর্গাশিংহ প্রণীত কলাপব্যাকরণের টীকা।

৫৪। কাত্তব্যভূতিটীকা—দুর্গাশিংহকৃত।

৫৫। কাত্তব্যবিভার—বর্ধমান দিশকৃত।

৫৬। কাত্তব্যত্রিকা—কলাপব্যাকরণের টীকা, ত্রিলোচন দাস প্রণীত।

৫৭। কলাপতর্কার্ণব—রঘুনন্দন আচার্যশিরোমণি কৃত।

৫৮। কাত্তব্যচক্রিকা—কলাপটীকা।

৫৯। চৈত্রকুটি—বরকচিকৃত কলাপটীকা।

৬০। ব্যাখ্যাসার—হরিরাম চক্রবর্তিকৃত কলাপটীকা।

৬১। ব্যাখ্যাসার—রামদাসকৃত কলাপটীকা।

৬২। কলাপটীকা—স্বপ্নে কবিরাজকৃত।

৬৩। " রমানাথকৃত।

৬৪। " উমাণতিকৃত।

৬৫। " কুলচন্দ্রকৃত।

৬৬। " সুরাসিকৃত।

৬৭। " বিভাসাগরকৃত।

৬৮। কাত্তব্যপরিশিষ্ট—শ্রীপতিদত্তকৃত।

৬৯। পরিশিষ্টপ্রবোধ—গোপীনাথকৃত কাত্তব্যপরিশিষ্ট-টীকা।

৭০। পরিশিষ্টসিদ্ধান্তস্বাকর—শিবরামচক্রবর্তিকৃত কাত্তব্যপরিশিষ্টটীকা।

৭১। কাত্তব্যগণধাতু—

৭২। মনোরমা—রমানাথকৃত কাত্তব্যগণধাতুর টীকা।

৭৩। কাত্তব্যট্টাকর—মহেশনন্দীকৃত।

৭৪। কাত্তব্যউপাদিবৃত্তি—শিবদাস প্রণীত।

৭৫। কাত্তব্যচতুষ্টয় প্রণীপ।

৭৬। কাত্তব্যধাতুপ্রবোধ।

৭৭। কাত্তব্যকমলা।

এতদ্ব্যতীত কলাপসূত্র ও তত্ত্ব প্রভৃতি প্রভৃতি অবলম্বনে আরও বহুল গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

৭৮। সংক্ষিপ্তসারব্যাকরণ—ক্রমদীপ প্রণীত। এই ব্যাকরণখানি ক্রমানন্দী দ্বারা প্রতীকৃত, এই নিমিত্ত ইহা জোমার নামেও অভিহিত হয়।

৭৯। সংক্ষিপ্তসারব্যাকরণটীকা—গোবীন্দকৃত।

৮০। ব্যাকরণদীপিকা—জ্ঞানপঞ্চাননকৃত। এই গ্রন্থখানি গোবীন্দকৃত সংক্ষিপ্তসারব্যাকরণটীকার ব্যাখ্যা।

৮১। দ্ব্যটপটনা—সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের টীকা।

সংক্ষিপ্তসারব্যাকরণগ্রন্থাবল্যবনেও বহুল ব্যাকরণগ্রন্থ ও টীকা-

যাখ্যগ্রহ পরিগণিত হয়। গোপানন্দকর্তৃ প্রভৃতি আরও অনেক ইহার টীকা করিয়াছেন। এই ব্যাকরণ অবলম্বনে শব্দবোধ ও ধাতুবোধ প্রভৃতি নামে বহুল ব্যাকরণনিবন্ধ আছে। এই ব্যাকরণখানি বর্ধমান অঞ্চলে প্রচলিত।

৮০। মুদ্রবোধ—বোপদেবকৃত। এই ব্যাকরণখানিও বঙ্গদেশে অধীত হইয়া থাকে। গ্রন্থকার বরং ইহার হৃদিত করিয়াছেন।

৮১। সুবোধিনী—দুর্গাদাসকৃত মুদ্রবোধটীকা।

৮২। ছাটী—নিপ্রকৃত মুদ্রবোধটীকা।

৮৩। মুদ্রবোধটীকা—রামানন্দকৃত।

৮৪। " রামতর্কবাগীশকৃত।

৮৫। " মধুসূদনকৃত।

৮৬। " মেঘিন্দাসকৃত।

৮৭। " রামানন্দকৃত।

৮৮। " রামপ্রসাদ তর্কবাগীশকৃত।

৮৯। " শ্রীমন্তাচার্য্যকৃত।

৯০। " দয়ানন্দ বাচস্পতিকৃত।

৯১। " ভোলানাথকৃত।

৯২। " কান্তিকলিঙ্গকৃত।

৯৩। " রতিকান্ত তর্কবাগীশকৃত।

৯৪। " গোবিন্দরামকৃত।

এতদ্ব্যতীত মুদ্রবোধ ব্যাকরণের আরও বহুল টীকা আছে।

৯৫। মুদ্রবোধপরিশিষ্ট—কাশীধরকৃত।

৯৬। " নন্দীকেশ্বরকৃত।

৯৭। কবিকরকৃত—এখানি বোপদেবকৃত গণপাঠ।

৯৮। কাব্যকামধেনু—বোপদেবকৃত ধাতুপাঠ ও ধাতুর্থ।

৯৯। ধাতুপীপিকা—দুর্গাদাসকৃত।

১০০। কবিকরকৃতম্যাখ্য—রামজ্ঞানালঙ্কারকৃত। রামজ্ঞানালঙ্কার কবিকরকৃতের আরও একখানি ম্যাখ্য করিয়াছেন।

১০১। ধাতুরত্নাবলী—রাধাকৃষ্ণ প্রণীত।

১০২। কবিরহস্ত—হলায়ুধকৃত। ইহাতে সাধারণ সাধারণ ক্রিয়ার উপহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের একখানি টীকাও আছে।

উল্লিখিত গ্রন্থনিচয় মুদ্রবোধাবলম্বনে রচিত হইয়াছে।

১০৩। সুপদ্যাকরণ—মহানন্দোপাধ্যায় পদ্যনাতক প্রণীত। বর্ণোহর প্রভৃতি অঞ্চলে এ ব্যাকরণখানি অধীত হইয়া থাকে।

১০৪। মকরণ—বিষ্ণুমিশ্রকৃত সুপদ্যাকরণটীকা।

১০৫। সুপদ্যাকরণটীকা—কর্ণসিদ্ধান্ত।

১০৬। " কাশীধর।

১০৭। " শ্রীধরচন্দ্রকর্তৃ।

১০৮। " রামচন্দ্র।

এতদ্ব্যতীত এই ব্যাকরণখানির আরও টীকা আছে বলিয়া জানা যায়।

১০৯। সুপদ্যাকরণপরিশিষ্ট।

১১০। সুপদ্যাকরণপাঠ—পরমাত কৃত প্রণীত। ইহাতে সুপদ্যাকরণের পরিভাষা ও উপাধিস্থিতি আছে।

১১১। কাশীধরগণ—কাশীধরপ্রণীত।

১১২। কাশীধরগণটীকা—রামকান্তপ্রণীত।

১১৩। রত্নমালাব্যাকরণ—পূর্ববোত্তমপ্রণীত। এখানি কামরূপ ও কুচবিহার অঞ্চলে অধীত হয়। ইহারও তিনখানি টীকা আছে।

১১৪। ক্রতবোধ—তরতরপ্রণীত সটীকব্যাকরণ। এই ব্যাকরণখানি এবং নিম্নলিখিত ব্যাকরণগুলির অধিক প্রচলন নাই।

১১৫। শুভবোধ—রামেশ্বর প্রণীত। রামেশ্বরের সটীক আরও একখানি ব্যাকরণ আছে।

১১৬। হরিনামামৃত ব্যাকরণ—শ্রীজীবজ্ঞানপ্রণীত। গোড়ীরবৈকুণ্ঠের সমাদৃত। ইহাতে ব্যাকরণের সঙ্গে ভক্তি ও ভগবতীয়ার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

১১৭। চৈতন্যমৃত—এখানিও গোড়ীরবৈকুণ্ঠের প্রণীত। ইহারও টীকা আছে।

১১৮। কারিকাবলী—রামনারায়ণকৃত। পড়ে রচিত-ব্যাকরণ।

১১৯। প্রবোধপ্রকাশব্যাকরণ—বলরামগণানন্দকৃত।

১২০। রত্নমালাব্যাকরণ—বিমলাসরস্বতী প্রণীত।

১২১। জ্ঞানামৃতব্যাকরণ—কাশীধরপ্রণীত।

১২২। আভবোধব্যাকরণ।

১২৩। লঘুবোধব্যাকরণ।

১২৪। শ্রীমদ্বোধব্যাকরণ।

১২৫। সারামৃতব্যাকরণ।

১২৬। দিব্যব্যাকরণ।

১২৭। পরাবলীব্যাকরণ।

১২৮। উচ্চব্যাকরণ প্রভৃতি আরও বহুল নামধনুহৎ বা কৃত আরতনবিশিষ্ট সংস্কৃতব্যাকরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

তারতম্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ব্যাকরণশিকার নিমিত্ত যে কত শত ব্যাকরণহৃদিতটীকা ও পঞ্জী প্রভৃতি বিরচিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা সহজ নহে। যে কতিপয় ব্যাকরণই ও টীকাব্যাকরণ নাম লিখিত হইল, সেই সকল গ্রন্থই হইয়াছে।

এবং ব্যাকরণ-পাঠ্যবলবীড়ের উপস্থিতি। কলকাতা সংস্কৃত-
ব্যাকরণগ্রন্থের সর্বপ্রথম প্রকাশিত কাল। বহুসংখ্য
ব্যাপার নহে।

এই সকল গ্রন্থ স্বাভাবিক সাধবীরবৃত্তিতে আরও বহু
বৈয়াকরণের নাম দেখিতে পাওয়া যায় যথা :—

চন্দ্র, আশিখনি, শাকটায়ন, আর্য, ধনপাল, কৌশিক,
পুরন্দর, সুধাকর, মধুসূদন, বাবর, ভাণ্ডারী, জীতর, শিবদেব,
রামদেবমিত্র, দেবেন্দ্রী, রাম, ভীম, ভোজ, হেলারাজ, কৃত্তিবাস,
পূর্ণচন্দ্র, বজ্রসারথ, কণ্বামী, কেশবস্বামী, শিবস্বামী, ধৃত্বামী,
কীরস্বামী, (এই কীরস্বামী কীরতরঙ্গিণীপ্রণেতা) ইত্যাদি।

সাধবীরগতবৃত্তিতে ভরঙ্গিণী, আভরণ, শাকটায়ন, সামন্ত,
প্রজিয়ারস ও প্রতীপ প্রভৃতি গ্রন্থের নামোল্লেখ আছে।

অনেক ব্যাকরণগ্রন্থে ব্যাক্তি ও ব্যাক্তিপদের ব্যক্তিকর
নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। ধাতুপারায়ণ নামক একখানি সুপ্রসিদ্ধ
গ্রন্থেরও নাম তিনিতে পাওয়া যায়। এই ধাতুপারায়ণখানি
হেমচন্দ্রের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। দুর্গাদাসের রচিত ধাতু-
বীপিকা গ্রন্থে ভট্টমল্ল, গোবিন্দভট্ট, চতুর্ভূজ, গদিসিংহ, গোবর্দ্ধন
এবং শুরপদেব প্রভৃতি বৈয়াকরণের নামোল্লেখ আছে।

প্রাকৃত-ভার ব্যাকরণ।

প্রাকৃতভাষার ব্যাকরণগুলির মধ্যে বরকচির প্রাকৃত-
প্রকাশের নাম সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থখানি বর-
কচি বিরচিত। এই গ্রন্থের প্রাকৃত-মনোরমা বা প্রাকৃত-
চন্দ্রিকা নামক একখানি বৃত্তিগ্রন্থও আছে। উহা ভামহ
বিরচিত; প্রাকৃতমঞ্জরী নামক বৃত্তিখানি কাত্যায়ন-কৃত
প্রাকৃতসঙ্গীতন্য নারী চীকখানি বসন্তরাজ কর্তৃক রচিত
হয়। এতদ্বিধ প্রাকৃত-ভাষার আলোচনার জন্য আরও
অনেকগুলি ব্যাকরণ বিরচিত হয়; নিম্নে তাহাদের নাম
দেওয়া হইল :—

প্রাকৃত-কলকাতা—রাম তর্কবাগীশ।

প্রাকৃত-কামধেনু—লক্ষ্মণ, ইহা প্রাকৃতলক্ষ্মণ নামেও খ্যাত।

প্রাকৃত-কৌমুদী—

প্রাকৃত-চন্দ্রিকা—কক পণ্ডিত; ইনি শেবকক নামেও পরিচিত
ছিলেন।

প্রাকৃত-চন্দ্রিকা—করক কবিসার্কটোম বামনাচার্য।

প্রাকৃত-বীপিকা—চণ্ডীদেব শর্মা, এই গ্রন্থখানি সাক্ষিপাল
ব্যাকরণের ৮ম অধ্যায়ের চীক।

প্রাকৃত-পাণ—নারায়ণ; এই গ্রন্থখানির পূর্ণনাম সাক্ষিপাল-
প্রাকৃতপাণ।

প্রাকৃত-প্রজিয়ারস—উদয় পোতাগমণি; ইহা হেমচন্দ্রের

প্রাকৃতভাষার চীক। এই গ্রন্থখানি সুপ্রসিদ্ধ
বীপিকা বা প্রাকৃতবৃত্তিচন্দ্রিকা নামেও খ্যাত।

প্রাকৃত-প্রবীণিকা—

প্রাকৃত-প্রবোধ—নরচন্দ্র; ইহা হেমচন্দ্র রচিত প্রাকৃতভাষার
অপর একখানি বৃত্তি।

প্রাকৃত-ভাষান্তরবিধান—চন্দ্র।

প্রাকৃত-সংহত—ইহা বক্তৃতাভাবার্থিক নামেও বিদিত।

প্রাকৃত-লক্ষণ—চণ্ড।

প্রাকৃত-ব্যাকরণ—সামন্ত ভট্ট।

প্রাকৃত-ব্যাকরণ—হেমচন্দ্র (শকাঙ্কখণ্ডিন)।

প্রাকৃত-ব্যাকরণ বৃত্তি—দ্বিবিজয়দেব।

প্রাকৃত-সংসার—

প্রাকৃত-সর্বস্ব—মার্কণ্ডেয় কবীন্দ্র।

প্রাকৃত-সূত্র—বাণীক।

প্রাকৃতভাষার—হেমচন্দ্রকৃত শকাঙ্কখণ্ডিনের ৮ম অধ্যায়।

প্রাকৃতানন্দ—রঘুনাথ শর্মা।

প্রাকৃতভাষাচার্য—

বক্তৃতাভার ব্যাকরণ।

১৭৪০ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজ ভাষার বালালা ভাষার আদি
ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। এই ব্যাকরণের নাম "Vocabularis
em Idioma Bengalla e Portuguez dividido em
duas Partes dedicado ao Excellent e Revir Senhor
D. T. Mignel de Tavora Arcebispo de Evora do
Concelho de Sua Magestade Foy Delegencia do
Padra Jr Manoel da Assumpcao Religioso Ere-
mita de Santo Agostinho da Congregacao da India
Oriental." Lisbon. 1743

হালহেড্ নামক একজন সিবিলিয়ান বালালা-ব্যাকরণ
রচনা ও প্রচার করেন। হালহেড্ বালালা ভাষার সবিশেষ
জ্ঞাত ছিলেন। ১৭৮৮ সালে হুগলিতে ঐ ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়।

পাদরী কেরী সাহেবের ব্যাকরণ ১৮০১ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত
হয় এবং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে উহার ৪র্থ সংস্করণ মুদ্রিত
হইয়াছিল।

বালালার প্রণীত প্রথম ব্যাকরণ ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়।

প্রণেতা গদ্যাক্ষিপের ভট্টাচার্য। উহা প্রমোত্তরকালে প্রসিদ্ধ।

সুপ্রবোধ, মূল বলাহাব সহ, সন্ধিপ্রকরণ পর্য্যন্ত, চুড়াবাসী
মধুরামোদন রত প্রণীত। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে। পৃষ্ঠাখ্যা ৫৫।

[কেরী ও কঠার এবং ওয়াগটন সুপ্রবোধের ইংরাজী অঙ্গবাদ
করিয়াছিলেন।]

১৮২০ খৃষ্টাব্দে রেন্ডাকেন্ড জে পিরাসন বরং মরে সাহেব কৃত ইংরাজী ব্যাকরণের অমূল্যবাদ প্রচার করেন।

কীথ সাহেবের বাংলা ব্যাকরণ—পত্রসংখ্যা ৫৯। মূল্য দুই আনা। প্রথম সংস্করণ ১৮২০ সালে প্রকাশিত। ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত পনের হাজার খণ্ড বিক্রয় হয়।

ড্রামচার্সহোটন প্রকাশিত ব্যাকরণ। ১৮২১। মূল্য ১৫। ইহার একস্থলে সংস্কৃতের সহিত বাংলাভাষার সম্বন্ধ বুঝান হইয়াছে।

ইংলিসদর্শন, অর্থাৎ ইংরাজির বাংলা-ব্যাকরণ—রামচন্দ্র প্রণীত। ১৮২২। পত্রসংখ্যা ২০১।

গঙ্গাকিশোর ব্যাকরণ—১৮২২। Grammar by Gangakisser; ইহা ইংরাজিভাষার কি বাংলাভাষার ব্যাকরণ তাহা নাম হইতে বুঝা যায় না।

ভাষা-ব্যাকরণ—১৮২৩। পত্রসংখ্যা ৭৬। লেখক অজ্ঞাত। [১৮২৩ খৃঃ বাংলাভাষায় লিখিত একখানি ইংরাজি-ব্যাকরণও প্রকাশিত হয়; লেখকের নাম জানা যায় নাই]।

ব্যাকরণসার—নদীয়ানিবাসী পণ্ডিত মাধবচন্দ্র প্রণীত। ইহা বাংলার লিখিত একখানি সংস্কৃতব্যাকরণ। পত্রসংখ্যা ১৭১। ১৮২৪ খ্রুবক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত।

রামমোহন রায়ের ইংরাজিভাষায় লিখিত বাংলাব্যাকরণ—১৮২৬। ইংরাজদিগের বাংলা শিক্ষার নিমিত্ত লিখিত ও বিনামূল্যে বিতরিত।

রামমোহন রায়ের বাংলা ব্যাকরণ—ইংরাজির অনুবাদ, পত্রসংখ্যা ১১৬। প্রথম সংস্করণ ১৮৩০; শেষ সংস্করণ খ্রুবক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৫১। এই সময়ের মধ্যে তিন হাজার খণ্ড বিক্রয় হইয়াছিল। “এই গ্রন্থে দার্শনিক গবেষণা ও ভাষাতত্ত্ব ষাটটি স্থান বিচারের পরিচয় পাওয়া যায়।” *

মরে সাহেবের ইংরেজি ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ। প্রকাশক জে, সি, মার্সান। ১৮৩৩।

চন্দ্রমোহরী—জরগোপাল তর্কালঙ্কার প্রকাশিত। ১৮৩৪। মূল্য ১০ চারি আনা।

ব্যাকরণসংগ্রহ—পত্রসংখ্যা ১৯, গোপালচন্দ্র চূড়ামণি কর্তৃক ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত।

ব্যাকরণসার—হারকানাথ রায়।

[বাংলা-ব্যাকরণ-ভূষণসার নামে ও হারকানাথ শর্ম্ম প্রণীত একখানি ব্যাকরণ পাওয়া যায়।]

পূর্ণচন্দ্র দের ব্যাকরণ—প্রথম সংস্করণ ১৮৩৯; দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৫০। পত্রসংখ্যা ৭৮। মূল্য চারি আনা।

* এই ব্যাকরণ রাজা রামমোহন রায়ের প্রবাসিনী মধ্যে শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

সারসংগ্রহ—বাংলাব্যাকরণ, ভগবচ্ছন্দ প্রকাশিত। ১৮৪০।

ত্র্যকিশোরের ব্যাকরণ—প্রথম সংস্করণ ১৮৪০। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৫৩। মূল্য আট আনা। সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুকরণে লিখিত। লেখক হালিসহর নিবাসী একজন বৈজ্ঞ। ইংরাজি-ব্যাকরণ, বাংলার লিখিত। পত্রসংখ্যা ৮২।

১৮৪১, “গৌড়ীয়ব্যাকরণ—প্রাথমিক শিক্ষাপযোগী। হিন্দু-কালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের আদেশে বিভাগের ব্যবহারার্থে সংগৃহীত”।

ভগবচ্ছন্দের ব্যাকরণসারসংগ্রহ—দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৪৫, পত্রসংখ্যা ১৮৬। মূল্য বার আনা। সংস্কৃতের সহিত বাংলার সম্বন্ধ-বিচার সহ।

সংস্কৃতব্যাকরণ—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক বাংলার লিখিত। ইউরোপীয় ব্যাকরণের অনুকরণে লিখিত। তত্ত্ববোধিনী সভা কর্তৃক প্রকাশিত। প্রথম ভাগ, সর্বনাম পর্য্যন্ত। ১৮৪৫। পত্রসংখ্যা ১০। মূল্য আট আনা।

কেরি সাহেবের ইংরাজি-বাংলা ব্যাকরণের অনুবাদ; জে, রবিনসন প্রকাশিত। ১৮৪৬ খৃঃ। পত্রসংখ্যা ১০৯। মূল্য এক টাকা। ইহার একস্থলে বাংলাভাষায় চলিত প্রাচীন সংস্কৃত ধাতুর তালিকা ও অর্থ দেওয়া ছিল।

মুদ্রাবোধসারচন্দ্রোদয়—মুদ্রাবোধের মূল ও বাংলা টীকা সহিত। লেখক উত্তরপাড়া নিবাসী তারকনাথ শর্ম্ম। পত্রসংখ্যা ২২৬। (১৮৪৭)।

ড্রামচার্সের ইংরাজি-বাংলা ব্যাকরণ। রোজারিও কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত। ১৮৫০। পত্রসংখ্যা ৪০৮। মূল্য পাঁচ টাকা। ইংরাজিভাষাভিজ্ঞের জন্য লিখিত। এত বড় ব্যাকরণ ইতঃপূর্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। গভর্নমেন্ট দপ্তর টীকা হিসাবে মূল্য দিয়া একশত খণ্ড গ্রহণ করেন। ব্যাকরণের অগ্রাঙ্ক অঙ্গ ব্যতিরিক্ত বাংলা কবিতার ছন্দঃপ্রণালী ও কথোপকথনের ভাষার নিয়ম স্বতন্ত্র দেওয়া হইয়াছিল।

উপক্রমণিকা—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। প্রথম সংস্করণ ১৮৫১; চতুর্থ সংস্করণ ১৮৫৪। পত্রসংখ্যা ১১৮। মূল্য আট আনা। এই ব্যাকরণ খানি মিঃ উইলিয়মস্ কর্তৃক সংস্কৃত ব্যাকরণের ইংরাজি অনুবাদের আদর্শে রচিত। সংস্কৃত কালেজে ব্যবহৃত। অন্তর্গত মুদ্রাবোধের স্থান অধিকার করিতেছিল।

ড্রামচার্সের বাংলা ব্যাকরণ—রোজারিও কোম্পানির প্রকাশিত। ১৮৫২। পত্রসংখ্যা ৩৬৯। মূল্য আঠার আনা। তৎপ্রণীত ইংরাজি ব্যাকরণের অনুবাদ।

ওরাগুনীর সাহেবের বাংলা ব্যাকরণ। পত্রসংখ্যা ১০৬। মূল্য এক টাকা চারি আনা। খ্রুবক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত।

বিক্রমসার ব্যাকরণ—১৮৫৩ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ। ত্রিচাঁদের পণ্ডিত বিক্রম তর্কসিদ্ধান্ত প্রণীত। পত্রসংখ্যা ৩৬।

নন্দকুমারের ব্যাকরণদর্পণ—পত্রাঙ্ক ১০৭। মূল্য আট আনা। ১৮৫৬। ছন্দঃ প্রকরণ ও রস প্রকরণ সমেত। সমগ্র গ্রন্থ পণ্ডিত রচিত। লেখক সৈনিক বিভাগের একাউন্টেন্ট আফিসের কেরানী ও হুগলিকলেজের ছাত্রপূর্ব ছাত্র।

কেন্দ্রমোহনের ব্যাকরণ—পঞ্চম সংস্করণ ১৮৫৭। হিন্দু-কলেজ-পাঠশালায় ব্যবহারার্থ রচিত।

১৮৫৭, বাঙ্গালাব্যাকরণ—রামগতি জারায় প্রণীত। ২ষ্ঠ সংস্করণ ১৮৬৫। পৃষ্ঠা ১২০। মূল্য ১/০।

১৮৫৭, (২য় সংস্করণ) ধাতুমালা—R.v. J. Long প্রণীত।

১৮৫৮, বঙ্গভাষাব্যাকরণ—ব্রজকিশোর গুপ্ত বিরচিত।

১৮৬৬ (১৮৫৮ খৃঃ ২য় সংস্করণ), সুখবোধ—ডাক্তার বিদ্যাসি প্রণীত।

১৮৬৮, সরলব্যাকরণ—লেখকের নাম অপ্ৰকাশিত। ২য় সংস্করণ ১৮৬১। মূল্য ১/০।

১৮৬১, বাঙ্গালাব্যাকরণ—লোহারাম শিরোরায় প্রণীত। কলকাতার হইতে প্রকাশিত। ২৭৭ সংস্করণ সংবৎ ১৯৪৯; ৩২৭ সংস্করণ সংবৎ ১৯৫৪ মেডিকেল লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত। এই সংস্করণে গ্রন্থকারের পুত্র ললিতমোহন শর্মা-মহাশয় গ্রন্থের আভাস্ত পরিবর্তন করেন।

১৮৬৪, ব্যাকরণসেতু প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ—ব্রজনাথ বিজালঙ্কার সংগ্রহীত।

১২৭৫ (১৮৬৭ খৃঃ), সমাস-দর্পণ—অজ্ঞানাত শর্মা প্রণীত।

১৮৬৮, ছন্দোমালা—মধুসূদন বাচস্পতি প্রকাশিত। পৃঃ ১০২।

১৮৬৮, লঘুব্যাকরণ—জয়গোপাল গোস্বামী প্রণীত। ২য় সংস্করণ ১৮৭০।

১৮৭১, বাঙ্গালাব্যাকরণ-সঙ্গীতবী—যশোদানন্দন সরকার প্রণীত। ২য় সংস্করণ ১৮৭৬; ৪র্থ ১৮৮১। পৃষ্ঠা ১২৭। মূল্য ১/০।

১৮৭৩, নববোধব্যাকরণ—নীলমণি সুখোপাধ্যায় এম. এ বি. এল. প্রণীত।

১৮৭৪, বাঙ্গালাব্যাকরণ—কালীপ্রসন্ন বিভারায় প্রণীত। ১৬৭ সংস্করণ ২০০৫। ১৮৭ ১০০৭।

১৮৭৪, ব্যাকরণসূত্র—বরপট্ট রায় প্রণীত। পৃঃ ৮৪। ২০৭ সংস্করণ ১৯০২।

১৮৭৪, কাব্যদর্পণ—লেখকের নাম অপ্ৰকাশিত।

১৮৭৫, প্রথমপাঠ বাঙ্গালাব্যাকরণ—শ্রীধরবল্লভ গোস্বামী প্রণীত। ২য় সংস্করণ ১৮৭৭। ৭ম সংস্করণ ১৮৯৫।

১৮৭৫, সুখবোধব্যাকরণ—শ্রীনাথ চন্দ্র প্রণীত। ১২২ সংস্করণ ১৮৯৭। ১৫ম, ১৯০১।

১৮৭৯, বাঙ্গালাব্যাকরণ ও রচনা-পদ্ধতি—ব্রজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। পৃষ্ঠা ২১৮। পরিশিষ্ট ৫৪ পৃঃ। ২য় সংস্করণ ১৮৮১। ৩য় ১৮৮৩। ১১ম ১৮৯৭। ১৫ম ১৯০০। ১৮ম ১৯০৪।

১৮৮০, পদবোধব্যাকরণ—রামচন্দ্র (ভট্টাচার্য) বিভারায় প্রণীত। ২য়, ১২৮৮ ও ৬ষ্ঠ, ১৮৯০।

১৮৮০, বাঙ্গালাব্যাকরণ প্রবেশিকা—জগদ্বদ্ব মোদক। ১৬ম সংস্করণ ১৯০০ খৃঃ।

প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালাব্যাকরণ—১৮৮৬ (৬ষ্ঠ সংস্করণ), পণ্ডিত তারিণীশঙ্কর সামাল প্রণীত। ২৬ম সংস্করণ ১৯০২।

১২৮৮ (১৮৮০ খৃঃ), বাঙ্গালাব্যাকরণ—চিন্তামণি গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। পৃঃ ২৩৮

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে সন্দ্যান্স উইলকিন্স ও ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ইয়েটস সাহেব সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণ সঙ্কলন করেন। ইহার পরে ইয়েটস একখানি বাঙ্গালাব্যাকরণও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তৎপরে জন বীমস ও কর্ণেল কৃত দুইখানি বঙ্গভাষার রচিত ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। বর্তমান সময়ে Mrs Moorat ইংরাজীভাষায় একখানি বাঙ্গালাব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন, উহার নাম Elementary Bengali Grammar in English. এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালাশিক্ষার্থী য়ুরোপীয় রাজকর্মচারী-দিগের বিশেষ উপযোগী। ১৯২৩ সন্থতে ৮৪০০ কপি মুখোপাধ্যায় উপক্রমণিকা ব্যাকরণের একখানি ইংরাজী অনুবাদ সাধারণে প্রচার করিয়াছিলেন। Acc No. ৪৪২২

ব্যাকরণকৌণ্ডিন্য (পুং) একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

ব্যাকর্ষ (ত্রি) কৃৎস্রষ্টা। সৃষ্টিকর্তা।

ব্যাকার (পুং) ১ ব্যাখ্যা, বিবৃতি। ২ পরিবর্তিতাকার।

ব্যাকীর্ণ (ত্রি) বি-আ-কৃ-ক্ত। বিকিপ্ত, ছড়ান, বিশেষরূপে চারি দিকে ছড়ান।

ব্যাকৃকৃত (ত্রি) বিশেষ আকৃষিত। খিলানের জার বাকান।

ব্যাকুল (ত্রি) বিশেষোৎকুলঃ। ১ শোকাদি দ্বারা ইতিক্ষণ্ডবাতা শূন্য। শোকমোহাদিতে অভিভূত হইয়া বিনি ইতিক্ষণ্ডবাতা জ্ঞানশূন্য হন। পর্যায়—বিহত। (অমর) ২ ব্যাপৃত। ৩ উৎকৃষ্ট। ৪ কাতর। ৫ ভয়বিধুর। ৬ উপকৃত।

“এতে চাংকলাঃ পুংসঃ কৃকৃত ভগবান্ বরম্।

ইন্দ্রাবিবাকুলং লোকং যুতরতি যুগ যুগে ॥” (ভাগবত ১০.৭৮)

ব্যাকুলতা (ত্রি) ব্যাকুলত ক্রমঃ ভুল-ঈর্গ। ব্যাকুলের
ভাবে বা ধর্ম, ব্যাকুলত, ব্যাকুলতা, কাতরতা।

ব্যাকুলক্রম (পুং) রাজপুত্রক্রমঃ।

ব্যাকুলান্ন (ত্রি) ব্যাকুলঃ আত্মা বস্ত। শোকাতিহত-
চিত্তঃ। শোককাতরঃ।

কো কৃৎস পর্কতস্তা বহুহুময়তা বাহুনা পূর্ণমানা।

হানোহং ব্যাকুলান্না নশরণতনয়ঃ পূচ্ছতে শোকবন্ধঃ।

(মহানটক)

ব্যাকুলিতনু (ত্রি) ব্যাকুলিত।

ব্যাকৃতি (ত্রি) বিশিষ্টা আকৃতিঃ। ১ ভক্তি। (হলাদ্বৈ)
২ ছল, বকনা।

ব্যাকৃত (ত্রি) বি-আ-কৃ-ক্ত। ১ প্রকাশিত। ২ ব্যাখ্যাত।
৩ পরিবর্তিত, রূপান্তরিত।

ব্যাকৃতি (ত্রি) বি-আ-কৃ-ক্তি। ১ প্রকাশন। ২ ব্যাখ্যান।
৩ পরিবর্তন, রূপান্তরীকরণ।

ব্যাকোপ (পুং) বিশেষ ব্যাখ্যা। (কুমারলী ৬৯)

ব্যাকোশ (পুং) ব্যাকৃতি প্রকৃতিভি বি-আ-কৃ-শ ক।
১ বিকাশিত। (অমরটীকা রামাশ্রয়)

“দোষাশি নুনমহিমাংগুরসৌ কিলেতি-

ব্যাকোশকোননভাং দধতে নলিতঃ।” (মাঘ ৪৪৬)

ভাবে-বন্ধ। ২ প্রকটন।

ব্যাকোষ (ত্রি) ব্যাকৃতি মুহূর্তী ভাবাদ্ বহি নিঃসরতিভি-
বি-আ-কৃ-ষ ক। প্রকৃত, প্রকটিত, বিকশিত।

“তং পদ্ধনিক্রাকারং পদগজনিভেক্ষণম্।

ব্যাকোষণাতিমুখো নলো বিখ্যাধ সারকৈঃ।”

(ভারত ৭.৩০১২২)

ব্যাকোশ (পুং) বি-আ-কৃ-শ-বন্ধ। তিরস্কৃত, কটুক্তি,
দ্বন্দ্বাকা, গালাগালি।

ব্যাকোশক (ত্রি) তীৎকারকারী।

ব্যাক্ষেপ (পুং) বি-আ-ক্শিপ-বন্ধ। বিলম্ব।

“অব্যাক্ষেপো ভবিষ্যত্যাঃ কাষ্ঠ্যসিদ্ধেহি লক্ষণম্।” (যুগ্ম ১০১৮)

২ ব্যাঙ্গ্য অভ্যাস। ৩ আকুলতা।

বাখ্যা (ত্রি) ব্যাখ্যানমিতি বি-আ-খ্যা ‘আতশোপসর্গে’ ইতি
অক্, ভক্ত ঈর্গ। বিবরণ, ব্যাখ্যান, টীকা, অর্থপ্রকাশন।

“ই শিষ্যানমুসরীত গ্রহনৈবাত্ম্যেবহুত্বং

ন ব্যাখ্যানমুসরীত নারজানারভেৎ কচিৎ।”

(ভাগবত ৭.১৩৮)

বাখ্যা একে সাধারণতঃ টীকা বা অর্থপ্রকাশক এই কৃষ্ণ।

পাঠ্যগ্রন্থ লক্ষণ গ্রন্থ বা লোকাকারে লিখিত। গ্রন্থগুলি

সংক্ষিপ্ত, সুতরাং বাখ্যা ভিন্ন অর্থবোধ হওয়া কঠিন, এই
জন্য বাখ্যাগ্রন্থের বিশেষ আবশ্যক। পাঠ্যগ্রন্থের অনেক
প্রকার বাখ্যা গ্রন্থ আছে, বাখ্যা গ্রন্থের ভুক্তি, ভাষা,
বার্তিক, টীকা, টিপ্সনী প্রভৃতি নানাধায়ে বিভক্ত।

ইহা ভিন্ন খ্যাখ্যার একটা সাধারণ লক্ষণও আছে।

তদ্বৎ -

“পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তি-বিগ্রহো ব্যাক্যযোজনা।

আক্ষেপস্য সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্॥”

পদচ্ছেদ—অর্থৎ হুত্রে করণী পদ আছে, তাহা স্পষ্টরূপে
বলিয়া দেওয়া; পদার্থোক্তি—কোন পদের কি অর্থ তাহা নির্দেশ
করা; বিগ্রহ—সমস্ত পদের ব্যাসবাক্য উপভাস করা; ব্যাক্য-
যোজনা—সমস্ত বাক্যটির বা হুত্রেটির অবয়ব অর্থৎ বাক্যবটক
পদাবলীর অর্থ সকলের পরস্পর স্বত্ব প্রদর্শন করা; আক্ষেপের
সমাধান—সম্ভাবিত আপত্তি বা আপত্তির সমাধান বা নিরসন,
ব্যাখ্যার এই পাঁচটা লক্ষণ। বাখ্যাগ্রন্থে উক্ত পাঁচটা বিষয় থাকা
উচিত। বেদেও পদচ্ছেদ প্রদর্শনের জন্য পদপাঠ, পদগ্রন্থ এবং
ব্যাখ্যার জন্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। কিন্তু সমস্ত বাখ্যা-
গ্রন্থে সর্বস্থলে সমভাবে এই পাঁচটা বিষয় বর্ণিত হয় নাই। ব্যাক্য-
যোজন দ্বারা পদচ্ছেদের কার্য সম্পন্ন হয় বলিয়া অনাবশ্যক
বিবেচনার প্রায় সর্বত্রই পদচ্ছেদ উপেক্ষিত হইয়াছে। ব্যাখ্যা-
কর্তৃগণ স্থলবিশেষে পদের অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু
অধিকাংশ স্থলেই পদের অর্থ পৃথগ্ভাবে নির্দেশ করেন নাই।
ব্যাক্যযোজনাচ্ছেদেই পদের অর্থ বলা হইয়াছে। আক্ষেপের
সমাধানের জন্য তাহার স্থলবিশেষে অধিকার করা বা প্রণালী
নির্দেশ করিয়া থাকেন। যে স্থলে অনেক কর্ম নির্দিষ্ট হয়,
সেই স্থলে সাধারণতঃ শেষ করাই সমীচীন, পূর্ব পূর্ব কর্মগুলি
কিঞ্চিৎ দোষহীন বা আপত্তি যোগ্য। শেষ কর্মটির নির্দেশ
করিলেই যখন উত্তমরূপে আক্ষেপের সমাধান হয়, তখন
অসমীচীন পূর্ব পূর্ব কর্মগুলির উপভাস অত্যন্ত বা অনাবশ্যক
বলা বাইতে পারে। কিন্তু ব্যাখ্যাকারগণ শিষ্টবৃত্তির নৈশত ও
পরিচালনার জন্য বা কোণলপ্রদর্শন অভিপ্রায়ে নানাকর্মের
অবতারণা করিয়াছেন।

বাখ্যা গ্রন্থেরও ভুক্তি, টীকা প্রভৃতি প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়।
ভুক্তি গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত ও তদীয় রচনা গাভীযুক্ত। যে গ্রন্থে হুত্রে-
সারি পদের দ্বারা হুত্রে অর্থ বর্ণিত হয়, এবং নিজের প্রযুক্ত
পদ স্বত্ব অর্থৎ বাক্যগুলিও ব্যাখ্যাত হয়, তাহার নাম ভাষা।
ভাষ্যের রচনা প্রগাঢ়। তাবোর অক্ষর সহজ, তাৎপর্যার্থ
কিঞ্চিৎ আলাপসম্য। কোন ভুক্তি ভাষ্যাকারে এবং কোন
কোন ভাষ্যও ব্যাখ্যার প্রণালীতে রচিত দেখিতে পাওয়া

যায় তাহাতে ভাবের লক্ষণ আদৌ নাই। যে ব্যাখ্যাগ্রহে উক্ত, অস্বক এবং দুর্ভক অর্থ পরিব্যক্ত হয় তাহার নাম ব্যতিক্রি।

[ভাষ্য, ব্যতিক্রি প্রভৃতি শব্দে বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দ্রষ্টব্য।]

২ বর্ণন, কখন। ৩ গ্রহ।

“ব্যাখ্যামক্শণং সুখাচ্যকলসঃ বিদ্যাক্ষহস্তাশ্চৈঃ” (তন্ত্রসার)

ব্যাখ্যাগম্য (ক্ৰী) ব্যাখ্যা গম্য ব্যাখ্যা বিবরণে গম্যতে জায়তে এবং উত্তরাভাসভেদ। বাদী নালিস করিলে প্রতি-
• বাদী যথার্থ উত্তর না দিয়া কোনরূপ একটী উত্তর দিলে তাহাকে ব্যাখ্যাগম্য কহে।

“অন্তবাস্তবদ্যাপি নিগূঢ়ার্থং তথাকুলম।

ব্যাখ্যাগম্যসারঞ্চ নোত্তরং শব্দভেদে বৃথৈঃ” (ব্যবহারতত্ত্ব)

২ ব্যাখ্যা অর্থাৎ টীকা দিয়া যাহা বোধগম্য হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যাত (ত্রি) বি-আ-খ্যা-ক্ত। বিবৃত, কথিত, যাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

ব্যাখ্যাতব্য (ত্রি) বি-আ-খ্যা-তব্য। ব্যাখ্যান যোগ্য, ব্যাখ্যাই, ব্যাখ্যা করিবার উপযুক্ত।

ব্যাখ্যাতৃ (ত্রি) বি-আ-খ্যা-তৃচ। ব্যাখ্যাকারক। যিনি ব্যাখ্যা করেন।

ব্যাখ্যান (ক্ৰী) বি-আ-খ্যা-লুট্। ব্যাখ্যা, বিবরণ, টীকা, অর্থপ্রকাশন।

ব্যাখ্যানশাল্য (ক্ৰী) ব্যাখ্যানস্য শালা। ব্যাখ্যান-গৃহ, যে গৃহে ব্যাখ্যা হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যান্সর (পুং) ১ ব্যাখ্যার উপযুক্ত স্বর। ২ মধ্যম স্বর।
(আখ° শ্রী° ৮১৩৩৬)

ব্যাখ্যেয় (ত্রি) বি-আ-খ্যা-ব্যং, আকারত্ব একারঃ। ব্যাখ্যাই, বর্ণনীয়, ব্যাখ্যা করিবার যোগ্য।

ব্যাঘটন (ক্ৰী) বি-আ-ঘট-লুট্। ১ সম্বর্ধণ, সম্বটন।
২ আক্ৰোড়ন, মনন।

ব্যাঘাত (পুং) ব্যাঘাতেনেনেনতি বি-আ-হন দ্ভক্ নক্ত ত।

১ বিকৃতাদি সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত ত্রয়োদশ যোগ। জ্যোতিষমতে এই যোগ শুভ নহে, ইহাতে কোন শুভ কর্মাদি করিতে নাই। তবে একটু বিশেষ এই যে, এই যোগের প্রথম ছয়দণ্ড ত্যাগ করিয়া শুভকর্ম করা যায়।

“গণ্ড ব্যাঘাতয়োঃ খট্চনব হর্ষণবজ্রয়োঃ।

বৈশ্বিক্তি ব্যতিপাতৌ চ সমভৌ পরিবজ্রয়েৎ” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

কোজ্জীশ্রীপের মতে কোন বালক এই যোগে জন্মগ্রহণ করিলে সাধুদিগের বিষকারী, কঠোর, অসত্যভাবী, দয়াশূন্য, মন্দ চক্ৰ, দীর্ঘ শরীর ও কৃশাদি হইয়া থাকে।

“ব্যাঘাতকর্তা চ সত্যং নিত্যকং ব্যাঘাতজন্মা মহতঃ কঠোরঃ।

অসত্যভাবী কৃপরা বিহীনো মন্দকণো দীর্ঘতলুঃ কৃশাঙ্গঃ”

(কোজ্জী শ্রীপ)

২ অন্তরায়, বিঘ্ন।

“তেন ব্যাঘাতমজ্ঞাণং ক্রিয়মাণমবেক্ষ্য চ।” (ভারত ১০।২৮৮)

৩ প্রহার। (মেদিনী) ৪ কাষের অলঙ্কার বিশেষ।

ইহার লক্ষণ।

ব্যাঘাতঃ স তু কেনাপি বস্ত যেন বধ্যাক্ততম্।

ভেনৈব চেদুপারেন কুরুতেহন্ততদন্তথা”

(সাহিত্যদ° ১০।৭২৬)

কোন ব্যক্তি যে উপায় দ্বারা একটা কার্য করে, অন্য ব্যক্তি সেই উপায় দ্বারা যদি সেইরূপ কার্যের অন্যথা করে, তাহা হইলে এই অলঙ্কার হয়। উদাহরণ—

“দৃশা দৃষ্টং মনসিজং জীবয়ন্ত দৃশৈব বাঃ।

বিরূপাক্তং জয়িনীতাঃ স্মরো বামলোচনাঃ”

(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

হরনেত্র দ্বারা ভস্মীভূত মদন নারীগণ কর্তৃক সেই মদন দ্বারাই জীবিত হইয়াছিল। অতএব বিরূপাক্ত জয়কারিণী বাম-লোচনাদিগকে তব করি। এই স্থলে হরনেত্র দ্বারা মদন দৃষ্ট হইয়াছিল। নারীগণ সেই নেত্র দ্বারাই তাহাকে জীবিত করে, সুতরাং যে উপায় দ্বারা মদনভস্ম হইয়াছিল, সেই উপায় দ্বারা তাহার বিরুদ্ধ অর্থাৎ জীবিত হওয়ার, ব্যাঘাত-অলঙ্কার হইল।
অন্তবিধ লক্ষণ—

“সৌকর্যেণ চ কার্যত্ব বিরুদ্ধং ক্রিয়তে যদি”

(সাহিত্যদ° ১০।৭২৭)

যদি কার্যের সৌকর্য দ্বারা বিরুদ্ধকৃত হয়, তাহা হইলে এই অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ—

“ইহৈব স্বং তিষ্ঠ ত্রুতমহমহোত্তিঃ কতিপয়ৈঃ

সমাগস্তা কান্তে! মুহুরসি ন চায়ামসহনা।

মুহুরং মে হেতুঃ স্তম্ভগ! ভবতা গন্তমধিকং

ন মুখী সৌভা বহিরংকৃতমায়ামসহম্”

(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

ইহা নারিকনারিকার উক্তি প্রভৃতি, কোন নারিক বিদেশ গমনকালে নারিকাকে বলিয়াছিল যে কান্তে! তুমি এই গৃহে অবস্থান কর, আমি কতিপয় দিন মধ্যে ফিরিয়া আসিব, তুমি অতি কোমলা, আয়াস সহ্য করিতে পারিবে না, অর্থাৎ আমার সহিত গমনকালে তোমার লজ্জা হইবে না। এই কথায় উত্তরে নারিকা বলিয়াছিল, হে স্তম্ভগ! আমার মুহুরাই আপনায় সহিত

গমনের প্রধান কারণ, আমি যুবী বলিয়া আপনার সহিত গমন করিব, কারণ বিরহকৃত অসহনীর আরার্স আমি সহ্য করিতে পারিব না। এষ্ট হুলে নারক নারিকাকে যুবী বলিয়া তাহার সহিত গমন অযুক্ত বলিয়াছিল, কিন্তু নারিকা হেতু হারা ঐ যুগতাই তাহার গমনের প্রধান কারণ বলায়, সৌকর্য্য হারায় কাছের বিরহ হওয়ার ঐখানে ব্যাঘ্রত অলঙ্কার হইল।

‘অত্র নারকেন নারিকায়ুগ্মং সহগমনাতাবহেতুত্বেনোক্তং, নারিকায় চ প্রত্যুত সহগমনে ততোহপি সৌকর্য্যেণ হেতুত্বেনো-পপ্তম্।’ (সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

ব্যাঘ্রারণ (ক্ৰী° জলসিক্তন কাব্য)। (কাতায়ন শ্লো° ৮৫১২)
ব্যাঘ্র (পুং) ব্যালিষতীতি বি-আ ভ্রা-ক। বনামধ্যাত চতুশ্দ জন্ত বিশেষ, চলিত বাঘ। পর্যায়—শার্দূল, দ্বীপী, পৃদাকু, বনখ, চিত্রক, পুণ্ডরীক, হিংস্র পশু, ব্যাড়, হিংস্রক, হিংসারু, খাপন, পক্ষনখ, বাল, শুহাশয়, তীক্ষ্ণ দংষ্ট্র, ভীক, নখায়ুধ। ইহার মাংসভগ্ন—অর্শঃ, প্রামেহ, জঠরায়ম ও জড়তানাক, (রাজনি°) ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি প্রসহন জাতীয় জন্ত। অগ্নি পুরাণে লিখিত আছে যে, কশ্যপপত্নী দংষ্ট্রার গর্ভে ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি উৎ-পন্ন হয়।

“দংষ্ট্রা বজ্রনয়ং পুত্রান্ ব্যাঘ্রহিংস্রাংশ্চ ভাবিনী।

দ্বীপিনশ্চ সূতান্তস্তা বালাস্তান্চামিষপ্রিয়াঃ।”

(বহুপুরাণ কাশ্যপীয় বংশনামাধ্যায়)

এই বনামগ্রন্থিক চতুশ্দ জন্ত স্তম্ভপায়ী, এবং অতিশয় হিংস্র ও মাংসাশী বলিয়া পরিচিত। উদের ক্ষুধা না থাকিলেও ইহার সন্মুখের শিকার না মারিয়া ছাড়েনা। শুনা যায়, ইহার গোমেবাদি, এমন কি, মনুষ্যাদিকেও অত্যন্ত ভাবে আক্রমণ করিয়া মুখে করিয়া গভীর জললে লইয়া যায় এবং তথায় তাহার প্রাণনাশ করিত হইলে তাহাকে আহার করে। একটা মনুষ্য বা পশু একবারে আহার করিতে অশক্ত হইলে ইহার অবশিষ্ট গলিত শবদেহ দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন পর্য্যন্ত আহার করে। আমাদের দেশে বিড়ালেরা যেমন ইন্দুর ধরিয়া ক্রীড়া করিতে করিতে নিহত করে, ব্যাঘ্রেরাও সেটরূপ শিকার লইয়া বনমধ্যে ছাড়িয়া স্বয়ং দূরে সরিয়া যায়। ঐ সময়ে শিকার যদি পলাইতে চেষ্টা পায়, তাহা হইলে ইহার দূর হইতে লাফ দিয়া তাহার উপর আসিয়া পড়ে এবং তাহাকে কামড়াইয়া বা খাবার আঘাতে নিহত করিয়া পুনরায় সরিয়া দাঁড়ায়। এইরূপ ক্রীড়া কালে ইহার বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে। ব্যাঘ্র কষ্টক আক্রান্ত অনেক লোক এইরূপ অবস্থায় ব্যাঘ্রের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় বনভূমিহ বৃক্ষাদিতে আরোহণ করিয়া রক্ষা পাইয়াছে।

শিকার লইয়া ক্রীড়া ও আমোদ এবং বিড়ালের সহিত বাঘের আকৃতিগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া আমাদের দেশের লোকেরা বিড়ালকে “বাঘের মাসী” বলিয়া থাকে। প্রাদিভববিদগণও এই একই কারণে সিংহ, ব্যাঘ্র, গোবাতা, বিড়াল প্রভৃতিকে পশুজাতির Felis শাখার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহাদের মতে, ব্যাঘ্রগণ Felidae জাতির Felinae শ্রেণীভুক্ত। চিতা-বাঘ গুলি ঐ জাতির অন্তর্ একটি শাখা (Felis Pardus) বলিয়া পরিগণিত; কিন্তু নেবড়ে-বাঘ জাতি Canidae অর্থাৎ কুকুর জাতির অন্তর্ভুক্ত। কেন না, দন্ত ও নখের আকৃতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে উদ্ভাদিগকে স্বভাবতঃই কুকুর জাতীয় অব্যবকিষ্ট বলিয়া উপলব্ধি হয়।

ঐ ব্যাঘ্র জাতি, সমগ্রভারতের অর্থাৎ কুমারিকা অন্তরীপ হইতে হিমাচল শ্রেণীর ৭ হাজার ফিট উচ্চ পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্থানের বনজঙ্গলে বাস করে। ব্রহ্মরাজ্য, মলয় প্রায়োদ্বীপ, পশ্চিম এশিয়া খণ্ড ও আফ্রিকা মহাদেশের বনজঙ্গলে, অথবা শর বা তৃণাচ্ছাদিত নদীতীরে যেখানে অজ্ঞাত ক্ষুদ্র পশুর জলপান করিতে আসিবার সম্ভাবনা আছে, সেইরূপ স্থানে ইহাদিগকে সাধারণতঃ বিচরণ করিতে দেখা যায়।

স্থানবিশেষের জলবায়ুর তারতম্য হেতু ব্যাঘ্র জাতিরও আকৃতিগত অনেক বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। এই কারণে আমরা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের ব্যাঘ্রও দেখিতে পাই। বাঙ্গালার পার্বত্য জঙ্গলে যে বৃহদাকার ব্যাঘ্র দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা যুরো-পীয় শিকারিদেগের নিকট Royal Bengal tiger নামে খ্যাত। এরূপ দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ ব্যাঘ্র জগতের আর কোথাও দেখা যায় না। ইহার প্রায় ১২ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। সুন্দরবন যাত্রী কাঠুরিয়াগণের মুখে ইহাদের হিংসা-প্রকৃতির অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনা যায়। পশ্চিম-বাঙ্গালার এবং মধ্য-ভারতের পার্বত্য-বনভূমে এতাদৃশ দীর্ঘাকার ব্যাঘ্র দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহারা বাঙ্গালার বাঘের তুল্য হিংসা প্রকৃ-তিক নহে।

সুন্দরবনের বড় বাঘ (Tigris tigris) ও পশ্চিম বাঙ্গা-লার মধ্যমাকৃতি গো-বাঘ গুলি বাঘা যুরোপীয় শিকারীর ভাষায় “Buffalo-tiger” নামে পরিচিত, তাহাই ভারতীয় বিভিন্ন জাতির ভাষায় স্বতন্ত্র অভিধা প্রাপ্ত হইয়াছে। উত্তরপশ্চিম-ভারতে বাঙ্গালার বাঘ ও বাঘিনীগুলি শের ও শেরবী নামে প্রখ্যাত। অজয় পাটারত-বাঘা বা গো বাঘা; হিন্দুস্থানের স্থানে স্থানে শেলা-বাঘ; মহারাষ্ট্রে বু-হাগ বা পট্টবাঘ; বুলেল খণ্ড ও মধ্যভারতের দিকে মাহর। জাগলপুরের পার্শ্ব-প্রদেশে তুং; গোরখপুরে নোকাচান; তেলঙ ও ওড়িশা পুলি,

পেড়, পুলী; মলমাল পট্টপুলি; কপাড়ি হলী, তিকতে তাব, ডোটা তুখ লেপহা হুহুতোজ, বব্বীশ মাচাল; জুমায়া রিমাস বা হারমন।

এই জাতীয় ব্যায়ের গাত্র লালভ-হরিত্রাণ, তাহার মাঝে মাঝে কাল ডোয়া উহা মেরুদণ্ডের নিকট কিছু প্রশস্ত ও উন্নতের দিকে ছুঁচাল। উন্নতের নিম্নভাগে হরিত্রাণ বেঁট লোম দেখা যায়। চিত্তবোধ গুলির গাত্র ঐরূপ কাল ডোয়া নাই। গোল-গোল কাল গুল দৃষ্ট হয়। বর্ণও ঐরূপ গাত্র লালভও নহে, স্বয়ং জৈব তরল হরিত্রাণ বলিয়াই বোধ হয়। কোন কোন চিত্তজাতীয় ব্যায়ের পাতলোমও জৈব লাল মিশ্রিত হরিত্রাণ দেখা যায়। ইহারা উপরি উক্ত দুই প্রকার ব্যায় অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্রাকার। [চিত্তা বাঘ দেখ।]

ওয়ালটার এলিয়ট, মেজর সার উইন্ ও সার্জন মেজর জার্ডন প্রভৃতি ইংরাজ শিকারীরা এক বাসো বালিয়াছেন যে, তাহারা বহুগুলি 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' শিকার করিয়াছেন, তাহাদের কোনটাই ১০'-৩" ইঞ্চি মাপের বেশী নহে, তবে দু-একটি ১৫'১৩ ফুট বাঘের কথা বাকী কোন কোন শিকারীর বর্ণনার পাওয়া যায়, তাহা সম্ভবতঃ ব্যায়গাত্র হইতে চর্ণ ছাড়াইয়া শুকাইবার সময় টানিয়া মাথা হইয়াছে।

দক্ষিণ ভারতের ব্যায় জাতির স্বভাব আলোচনা করিয়া শিকারী এলিয়ট লিখিয়াছেন;—'ইহারা স্বভাবতঃ ভীকৃষভাব, তাড়া দিলে পলাইয়া যায়, কিন্তু যদি কেহ ইহাদিগকে রাগায় অথবা কোন প্রকার আহত করে, তাহা হইলে ইহারা কুপিত হইয়া প্রাণত্যাগীকে আক্রমণ করে। সাধারণতঃ পার্শ্বভী বনজলে ইহারা বাস করে এবং অবসর বুঝিয়া চুপি সাড়ে সমতল প্রান্তরে আসিয়া শস্তপূর্ণ ক্ষেত্রে লুকাইয়া থাকে। অনেক স্থানে ইহারা শস্তাদি নষ্ট করিয়া কৃষকাদিগের ক্ষতি করে। সুবিধা ও একক পাইলে কৃষককে ধরিয়া লইয়া বাইতেও কাতর হয় না। যাত্রী-কালে গ্রীষ্মকাল কোন গ্রামবাসী আপন গৃহের আলিঙ্গনে ওইরা থাকিলে ব্যায় আসিয়া তাহাকে লইয়া যায়। বাঘিনী-দিগকে হুইটী হইতে চারিটি পক্ষান্তর সন্ধান প্রসব করিতে দেখা যায়, ইহাদের গর্ভধারণের কোন নিশ্চিষ্ট কাল নাই।

এলিয়ট থাকেন্দ্রবাসী ভালজাতির সুখে গুলিয়াছেন যে, মনুষ্য-বায়ুর সময় যখন খাত্তর বিশেষ অভাব হয়, তখন ব্যায়েরা ব্যাঙ খাইয়া জীবন ধারণ করে। এই সময়ে উন্নতের আলার এক বাঘ একটা সজাককে গলাধঃকরণ করিবার চেষ্টা পায়; কিন্তু উহার একটা ঠাঁটা তাহার গলদালীতে আঁট ও বিদ্ধ হওয়ার সে আর কোন প্রবাহ আহার করিতে পারে নাই। ক্রমশঃ শুক হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

মেজর সার উইল ব্যায়তত্ত্ব পর্যালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, বাঘালার বাঘদিগেরও হুইটী হইতে চারিটি শাবক হয়। বহু দিন না এই ব্যায়-শাবক আপনি শিকার করিতে সমর্থ হয়, ততদিন তাহারা মাতার পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়ায়। ব্যায়-শিশু যখন শিকার করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহারা একযোগে ৪৫ টি গাভী নষ্ট করিয়া ফেলে। পক্ষান্তরে বড়ো বাঘেরা কখনই ঐরূপ ক্ষতি করে না। তাহারা জুখার সময় সম্মুখে পাইলে একটা মাত্র গাভী লইয়াই প্রাণ ত্যাগ করে। বড়ো বাঘেরা এই রূপ প্রায় প্রতি সপ্তাহে একটা করিয়া গোক ধরিয়া লইয়া যায়। গোক ধরিবার জন্য তাহারা গভীর জঙ্গল পরিত্যাগ করিয়া গ্রামের সন্নিকটে কোপের মধ্যে লুকাইয়া থাকে এবং সুবিধা পাইলেই বুঝ, মহিষ বা গাভী লইয়া পুনরায় বনান্তরালে অপস্থত হয়। তাহারা যেখানে এই নিহত পশু লইয়া যায়, সেই থানেই প্রায় ২, ৩, বা ততোধিক দিবস থাকিয়া হাড়গুলি চিবাইয়া খাইয়া তবে গভীর বনে চলিয়া যায়; এই কারণে বাঘে গোক লইয়া গিয়াছে গুলিয়াই শিকারীরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বনে অন্বেষণ করে। এবং মৃত পশুদেহের সন্ধান পাইলেই সেই স্থানের নিকটে কোন বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ব্যায়ের প্রতীক্ষা করে। ব্যায় যখন নিশ্চিন্ত মনে এই গলিত মাংস ও অস্থি ভোজন করিতে থাকে তখন শিকারী লুকাইত স্থান হইতে গুলি বা তীর মারিয়া বাঘকে মারিয়া ফেলে, যে বনে বাঘ থাকে, মনুষ্য সেখানে উপস্থিত হইলেই একটা বিজাতীয় গন্ধ পায় এবং তখনই বুঝিতে পারে যে, এখানে একটা বাঘ আছে। সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতিকে ধাবড় মারিয়া বাঘ লক্ষ্য করিতে গুলি গিয়াছে।

বাঘিনীরা নিবিড় বনে, বিশেষতঃ যেখানে নলবন আছে সেই থানেই, আপনার শাবক লুকাইয়া রাখে। এই শাবক যদি কেহ তাহার অসাক্ষাতে অগ্নিরূপ করিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে সে সেই স্থানে আসিয়া দিবারাত্র চাঁৎকার করিয়া থাকে।

সাধারণতঃ হাতপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াই বনে ব্যায় শিকার করা হয়; কিন্তু শিক্ষিত শিকারীরা হাওনার মধ্যে থাকিয়া ব্যায়কে গুলিমায়া নিরাপদ মনে করেন না। তাহারা পদব্রজে বনদেশ পরিভ্রমণ করিয়া ব্যায়-শিকার করাই সুবিধাজনক বাণ্য জান করেন। কোন কোন স্থলে, যেখানে অল্প ব্যায় পশুহত্যা করিয়া রাখিয়াছে সেই স্থলে কোন বৃক্ষের উপর মাচা বাঁধিয়া শিকারীরা বসিয়া থাকে এবং ব্যায় এই মাংস খাইতে আসিলে উপর হইতে বন্দুকের গুলিতে তাহার প্রাণ সংহার করে। কখন বা তাহারা বৃক্ষের নিম্নে ইঁদারি কোন জন্তকে নিরাপদভাবে বাঁধিয়া রাখে। ব্যায় এই বুঝ আহারের লোভে তথায় উপস্থিত হইলে শিকারী উপর হইতে তাহার উপর গুলি বর্ষণ করে।

দেখীর শিকারীরা প্রথমে এক স্থানে জাল পাতিয়া চলিয়া যায়, পরে বন ঘিরিয়া গোলাকার ভাবে চারিদিক হইতে তাড়া দিয়া ব্যাঘ্রকে জালের মধ্যস্থলে আনিয়ন করে। বাঘ জালে পড়িলে তাহাকে ধরিয়া ফেলে, অথবা বড়সার আঘাতে তাহার প্রাণনাশ করে। সিংহভূম, হাজারি বাগ প্রভৃতি অঞ্চলে কোলেরা বনদেশ হইতে ব্যাঘ্র শিকার করিয়া গবমেণ্টের সদরে চর্ম ও নখ আনিয়া দেয় এবং তাহার গুপ্ত রাজকোষ হইতে পুরস্কার পাইয়া থাকে। কখন কখন ষ্ট্রিকিনিয়া খাওয়াইয়াও ব্যাঘ্রকে মারিয়া ফেলা হয়। প্রতিবৎসর এইরূপে অসংখ্য ব্যাঘ্র নিহত হইলেও ব্যাঘ্র-জাতির সংখ্যা কম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

ব্যাঘ্রের নখ বিশেষ উপকারী। ব্যাঘ্রের নখের মালা বাগক-দিগের গলায় ধারণ করাটলে কাহারও কুদৃষ্টি হয় না। শিক্ষিতের নিকট উহা শোভার সামগ্রী। কোন কোন ব্যক্তি চেনের লকেট বা গলার নেকলেসে ব্যাঘ্রের নখশ্রেণী সোণা দিয়া বাধাইয়া বন্ধে বা গলায় পরে, কেহ বা রূপা দিয়া বাধাইয়া বলরাকারে (brace-lets) হস্তে পরিধান করে। অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাবদ্ধ লোকে বাগেরোগে সম্ভ্রান্তদিগের গলায় বা কোমরে ব্যাঘ্র নখ ধারণ করায়। তাহাদের বিশ্বাস, ঐ নখ থাকিলে বালগ্রহদিগের প্রকোপজনিত জ্বর বা দৃষ্টি অপমোদিত হয়। মড়াঞ্চে পোষ্যতি অর্থাৎ যে স্ত্রী-লোকের সম্ভ্রান্তদিগ হইয়া অল্পকাল পরেই মরিয়া যায়, তাহাদেরও জাত বাগকের গলায় ব্যাঘ্র-নখ ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। প্রবাদ, উহার বলে, বালক ব্যাঘ্রের জ্বায় বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। ব্যাঘ্রের স্বচ্ছ সন্ধির মধ্যে যে কণ্ঠাঙ্ক আছে, তাহা অভ্যাসের কাথো বিশেষ ফলপ্রসূ। ইহাদের গৌঁফ বা গুঁঠ লোমও বশীকরণের বিশেষ সহায়ক। যদি পুরুষে উহার অধিকারী হয় তাহা হইলে সে অনায়াসে অভিব্যক্তি কামিনী বশে আনিতে পারে। উহা যদি নারীর নিকট থাকে, তাহা হইলে সে সহজেই পুরুষকে বশে আনিতে সমর্থ হয়।

দাক্ষিণ্যভারতের নিম্নশ্রেণীর অসভ্য লোকে ব্যাঘ্রের মাংস খাইয়া থাকে।

প্রাণিতত্ত্ববিদগণ বলেন যে এই ব্যাঘ্র পারস্ত হইয়া বোখারা ও জাজ্জরা পর্যন্ত গিয়াছে। আফ্রিকা, আলটাই পর্বতশ্রেণী ও চীনদেশেও প্রচুর বাঘ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্ম ও মলয়-প্রায়ো-দ্বীপে যথেষ্ট ব্যাঘ্র আছে, কিন্তু সিংহলে নাই। এই সকল বিভিন্ন দেশের ব্যাঘ্রের মধ্যেও আকৃতিগত সামান্য পার্থক্য আছে।

চিতাবাঘ *F. pardus* ও নেকড়ে বাঘের (*Canis pallipes*) বিষয় বখাওয়ানে লিপি বন্ধ হওয়ার এখানে আর বিবৃত হইল না।

সাধারণ ব্যাঘ্র অপেক্ষা নেকড়ে বাঘগুলিই বেশী হিংস্র। অনেক স্থলে শুনা গিয়াছে যে, রাখালেরা মতিবনল চরাইতে চরাইতে তাড়া দিয়া পলায়মান ব্যাঘ্রকে নিহত করিয়া তাহার মুখ হইতে শিকার কাড়িয়া আনিয়াছে। এলিয়ট লিখিয়াছেন, এক সময়ে একটা রাখালকে বাঘে লইয়া যায়। অপরাপর রাখালেরা ইহা দেখিয়া গোলমাল করে এবং গোমহিষাদিকে সেই দিকে তাড়াইতে থাকে। মহিষেরা ক্রতবেগে আসিয়া ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করে, বাঘ তাগাতে ভীত হইয়া রাখাল বাসককে তাগ করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু তথাপি সে মহিষের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। মহিষেরা শূদ্রদ্বারা ব্যাঘ্রের উদয় বিলীণ করিয়া দিয়া ছিল।

নেকড়ে বাঘের প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহারা কিছুতেই শিকার পরিত্যাগ করে না। কখন কখন দুই দিন পর্যন্ত ইহারা শিকারের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া থাকে। [নেকড়ে বাঘ দেখ।]

উপরে গো-বাঘা নামে যে বাঘের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার *Buffalo tiger* নামে খ্যাত। ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি প্রায় *Bengal tiger* এর মত, তবে সাধারণতঃ শেষোক্ত জাতি অপেক্ষা কিছু ক্ষুদ্রাকার হয়।

আমাদের দেশে প্রবাদ আছে, “বাঘের বেটা বাঘ ভাসা” (*F. viverrina*—the large tiger cat) অর্থাৎ ইহারা বাঘের অল্পযুক্ত পুত্র। ইহারা প্রায়ই জলায় ধারে শরবনে থাকে এবং মাছ, পক্ষী প্রভৃতি ধরিয়া উদর পূর্ণ করে। হিমালয়ের পার্বত্য পাদমূলে, নেপালের তরাই-প্রদেশে, পূর্ণিমা জেলায় ও কলিকাতার সমীপবর্তী নানা স্থানে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। রেভারেন্ড বেকার বলেন, মলবার উপকূলের বাঘভাসা গুলি অপেক্ষাকৃত তেজস্বী। ইহারা সময় সময় ছোট ছোট ছেলে ধরিয়া লইয়া যায়। পালিত গুলি অনায়াসে দেশী কুকুর গুলিকে কামড়াইয়া মারিয়া ফেলে। অনেকে ইহাদিগকে বিড়াল জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন। *F. bengalensis* ও ঐরূপ এক জাতীয় বাঘ-বিড়াল (*Leopard-cat*)। ইহাদের শরীর ২৬ ইঞ্চি এবং পুচ্ছ প্রায় ১২ ইঞ্চি। ইহাদিগকে কেহ কেহ “বাগাটা” বলিয়া থাকে।

কেন্দুয়া বাঘ বা কৈদো (*Felis jubata*) জাতীয় পশুগুলি হিন্দুস্থানে—চিতা, ভেলগু—চিতাপুলি, কণাভী—চিটা ও শিব্বী এবং কোথাও কোথাও লঘর নামে পরিচিত। ইহারা পোষ্য মানে, এই কারণে শিকারীরা অনেক সময়ে কোশলে ইহাদের ধরিয়া আনে এবং উৎকৃষ্ট শিকার দিয়া ইহাদিগকে কুকুরদিগের জায় শিকার কার্যের সহচর করিয়া লইয়া যায়।

ইহাদের গাত্র উজ্জ্বল রক্ত ও হরিদ্রামিশ্রিত পাটলবর্ণের

লোমে আচ্ছাদিত। মধ্যে মধ্যে কাল দাগ আছে, কিন্তু উহা উপরি উক্ত চিতার জায় চক্রাকার নহে। চক্ষুগণ চুইতে চুইতী কাল ভৌরা মুখ পর্যন্ত বিস্তৃত দেখা যায়। কর্ণ ক্ষুদ্র ও গোলাকার। পৃষ্ঠ দীর্ঘ এবং তাহাতে কাল দাগ আছে কিন্তু অগ্রভাগ অভ্যন্তর মক ও কৃষ্ণবর্ণ লোমে আচ্ছাদিত। দেহ-মুষ্টি দীর্ঘ ও দীর্ঘ এবং কোমর গ্রে-হাউও নামক দীর্ঘদেহী কুকুরের মত। চক্ষুতীরকা গোলাকার। মস্তক লইয়া সমগ্র শরীর ৪১.০ ফুট, পৃষ্ঠ ২১.০ ফুট এবং খাড়াই ২১.০ ইন্চেতে ২৬.০ ফুট।

এই জাতীয় ব্যাক্রকে প্রাচীনরা প্রথমে চিতা Panther বা Leopardus) বলিয়া জানিতেন। উত্তর আফ্রিকানসী বর্তমান আরব জাতির ও উক্ত প্রাচীনদিগের বিশ্বাস যে সিংহ ও প্রকৃত চিতা (Pards) জাতির সহযোগে এই জাতীয় চিতার উৎপত্তি হইয়াছে। মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে, পশ্চিম ও উত্তরভারতের খান্দেশ হইতে সিদ্ধ, রাজপুতনা ও পঞ্জাব প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে কেন্দ্রা দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহলে ও বাঙ্গালার কেন্দ্রার অভাব নাই। ইহার নীলগাই, গো-শাবক, হরিণ প্রভৃতি শিকার করিয়া লইয়া যায়। জের্দন সাহেব লিখিয়াছেন যে, তিনি বনে শূগলের সহিত কেন্দ্রাকে একত্র বিচরণ করিতে দেখিয়াছেন। এক সময়ে তিনি নীলগাইর পশ্চাৎ পশ্চাৎ কেন্দ্রাকে গোপনে দৌড়াইতে দেখিয়াছিলেন। সুবিধা পাইলে কেন্দ্রা নীলগাইকে ধরিয়া নিহত করিবে এই চেষ্টায় সে সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতেছে।

কেন্দ্রা-শাবক পালিত করিয়া বিশেষ ভাবে শিক্ষা দিলেও শিকারের উপযোগী হয় না। শৈশবে ইহার আপনাপন পিতা-মাতার নিকট হইতে শিকার ধরিবার ভাগ বাণ শিক্ষায় অভ্যস্ত হইলে পর, অর্থাৎ যখন ইহার স্বয়ং আহাৰ্য্য জন্তুদিগকে ধরিয়া খাইতে সমর্থ হয়, সেই সময়ে ইহাদিগকে লইয়া পশু শিকারের উপযোগী প্রথা সমূহে শিক্ষিত করিলে ইহাদিগকে গ্রে-হাউও কুকুরের অপেক্ষা অধিক কার্য্যকারী দেখা যায়। মহিমুররাজ টিপু-সুলতানের ঐরূপ পালিত ঐটা শিকারী কেন্দ্রা ছিল, শ্রীরঙ্গপত্তনে ইংরাজ সৈন্যের তাত্‌কালিক অধিনায়ক সর্ অর্থার ওয়েলেসলী টিপু অধঃপতনের পর ঐ পাঁচটা বাঘ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই জাতীয় শিকারী বাঘগুলি সাধারণতঃ গ্রে-হাউও বা বোড়োদোড়ের ঘোড়ার অপেক্ষা অধিক বেগে শিকারকে আক্রমণ করে। এমন কি জন্তুগামী হরিণকেও আক্রমণ করিয়া ইহার সন্মুখ ভাগ হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করে।

এই ব্যাক্র শব্দ নরার শব্দের উদ্ভব হইলে অর্থাৎ নরার শব্দের পরে থাকিলে শ্রেষ্ঠাধবাচক হইয়া থাকে। যথা পুরুষ-ব্যাক্র অর্থাৎ পুরুষশ্রেষ্ঠ।

“উপমেরং ব্যাক্রাদিভিঃ শ্রেষ্ঠার্থে” ব্যাক্রগণের এই লুক্রাহসারে উপমিত কর্মধারার সমাস হইয়া থাকে। পুরুষব্যাক্র—পুরুষঃ ব্যাক্র ইব। এখানে শ্রেষ্ঠার্থে উপমিত কর্মধারার সমাস হইল।

২ রক্তৈরগু। ৩ করজ। (মেদিনী)

ব্যাক্রক (পুং) অচ্যুতকম্পিতো ব্যাক্রাজিনঃ (অজিনান্ত্যন্তোর-পদলোপশ্চ। পা ৫।৩।৮২) ব্যাক্রাজিন—কন্, অজিনশব্দন্ত লোপঃ। ব্যাক্রাজিন।

ব্যাক্রকর (পুং) রক্তৈরগু বৃক্ষ। (বৈজ্ঞকনি°)

ব্যাক্রকেতু (পুং) ক্রমবদন্তা বর্ণিত ব্যক্তিতেভেদ।

ব্যাক্রখড়গ (পুং) ব্যাক্রনখ, নখী বিশেষ। (বৈজ্ঞকনি°)

ব্যাক্রগ্রীব (পুং) জনপদভেদ ও তদ্রূপবাসী। (মার্কপু° ৫।১।১৭)

ব্যাক্রবটী [টী] (স্ত্রী) কোকিলদেবপ্রসিদ্ধ লতাশিখর। বধে-লঘু-বাবাটী। মহারাষ্ট্র গোবিদী। ইহার গুণ—পিত্তবর্জক, উষ্ণ, কাচকর, বিষ ও কফনাশক। ইহার ফল—তিক্তাক্ষ, বিষ্ণুচী, কক ও বাতরোগনাশক এবং ত্রিদোষাবনাশক।

“ব্যাক্রবটী পিত্তলোকা কচা বিষকফাপহা।

ফলং চাত্তান্ত তিক্তাক্ষঃ বিষ্ণুচীকফবাতহুঃ॥

ত্রিদোষহারিণী প্রোক্তা বৈজ্ঞান্যাবিশারদৈঃ॥” (বৈজ্ঞকনি°)

ব্যাক্রচর্ম্ম (স্ত্রী) ব্যাক্র চর্ম্ম। বারের চামড়া।

ব্যাক্রজন্তুন (দ্বি) ব্যাক্রধ্বংস। (অর্থক ৪।৩।৭)

ব্যাক্রতরু (পুং) রক্তৈরগু। (বৈজ্ঞকনি°)

ব্যাক্রতল (পুং) ব্যাক্রনখ, নখী। (বৈজ্ঞকনি°) ২ রক্তৈরগু।

ব্যাক্রতলা (স্ত্রী) ব্যাক্রনখ, নখী। (রক্তৈরগু।)

ব্যাক্রতা [ত্ব] (স্ত্রী) ব্যাক্রের ভাব বা ধর্ম্ম।

ব্যাক্রদংষ্ট্র (পুং) গুল্মভেদ। (Tribulus lanuginolus)

ব্যাক্রদন্ত (পুং) ব্যক্তিতেভেদ। (ভারত জ্যোতিষ)

ব্যাক্রদল [লা] (পুং স্ত্রী) ১ ব্যাক্রনখ, নখী। ২ রক্তৈরগু।

ব্যাক্রনখ (স্ত্রী) ব্যাক্র নখনিব। নখী নামক গন্ধদ্রব্য। মহা-রাষ্ট্র ও উৎকলে বাঘনখা। পথ্যায়—বাড়াযুধ, করজ, চক্রাকার, নখাক, নখী, নখ্য, ব্যাক্রনখী। (শব্দরত্না°) গুণ—তিক্তাক্ষ, কষায়, বাত ও কফনাশক, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও ব্রণনাশক, স্নেহক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশ মতে গ্রহণী, স্নেহা, রক্তজর ও কুষ্ঠরোগ-নাশক এবং লঘু, উষ্ণ, গুরুবদ্ধক, বর্জ্যকর, বাহ ও বিবনাশক, অলম্বী ও মুখদৌর্গন্ধনাশক, পাক ও রসে কটু। (ভাবপ্র°) ২ কন্দবিশেষ। ৩ নখ্য বিশেষ। (মেদিনী) (পুং) ব্যাক্র নখনিব কটকং যন্ত। ৪ স্নাহীবৃক্ষ। ৫ ব্যাক্রনখ। (রাজনি°) ৬ ব্যাক্রের নখ।

ব্যাক্রনখক (স্ত্রী) ব্যাক্রনখমেষ স্বার্থে কন্। ১ ব্যাক্রনখ। ২ নখকত। নখের আচ্ছাদ। (শব্দমালা)

ব্যাঙ্গনখী (স্ত্রী) ব্যাঙ্গনখ। (ভাষা°)
 ব্যাঙ্গনায়ক (পুং) ব্যাঙ্গনায়ক ইব। শৃগাল। (রাজনি°)
 ব্যাঙ্গপদ্ (পুং) ১ ভূম্মভেদ। (Flacourtia sapida)।
 ২ বলিষ্ঠের গোত্রাপত্য ঋষিভেদ। ইনি ঋক্ ৯।২৭।১৬-৮ মন্ত্র-
 জ্ঞা। ৩ একজন বৈয়াকরণ, ষোড়শের ইহার উল্লেখ করিয়া-
 হেন। ৪ একজন ধর্মশাস্ত্রকার। ৫ সুন্দরেশ্বরভোক্তা প্রণেতা।
 ব্যাঙ্গপদ (পুং) বৃক্ষবিশেষ। (বৃহৎসংহিতা ৫৪।৮৮)
 ব্যাঙ্গপদ্ম (পুং) বৈয়াকরণের প্রামাদিক পাঠ।
 (ছাণ্ডোগ্য উপনিষদ্ ৫।১৬।১)
 ব্যাঙ্গপরাক্রম (পুং) ব্যাঙ্গ পরাক্রমঃ। ১ ব্যাঙ্গের পরাক্রম।
 (ত্রি) ব্যাঙ্গ পরাক্রম ইব পরাক্রমো বস্তু। ২ ব্যাঙ্গের জ্ঞার
 পরাক্রমবিশিষ্ট।
 ব্যাঙ্গপাদ (পুং) ব্যাঙ্গ পাদ ইব গ্রন্থিযুক্তমূলানি বস্তু। “পাদস্ত
 লোপোহহুত্বাতিভাঃ। পা ৫। ৪। ১৩৮” ইত্যলোপঃ।
 ১ বিককৃত বৃক্ষ। (অমর) ২ মুনিবিশেষ। ৩ বৈয়াকরণ-
 ভেদ। [ব্যাঙ্গপদ দেখে।]
 ৪ (ত্রি) ব্যাঙ্গতুল্য চরণ।
 ব্যাঙ্গপাদ (পুং) ব্যাঙ্গ পাদ ইব মূলানি বস্তু। ১ বিককৃত
 বৃক্ষ। ২ বিককৃত বৃক্ষ। (রাজনি°) ৩ মুনিবিশেষ। ৪ ধর্মশাস্ত্র-
 প্রণেতা মুনিবিশেষ। ইহার চরণ ব্যাঙ্গের জ্ঞার ছিল।
 “পুরাকৃত বৃগে তাত। ঋষিরাসীং মহাযশাঃ।
 ব্যাঙ্গপাদ ইতি ব্যাতো বেদবেদাদিপারগঃ।”
 (ভারত ১৩।১৪।১০২)
 ব্যাঙ্গপুচ্ছ (পুং) ব্যাঙ্গ পুচ্ছমিব সর্বস্তমলমন্ত। ১ এরণ্ডবৃক্ষ।
 (অমর) ২ ব্যাঙ্গের লাল।
 ব্যাঙ্গপুর (স্ত্রী) নগরভেদ।
 ব্যাঙ্গপুষ্টি (পুং) ঋষিভেদ। (প্রবরাধার)
 ব্যাঙ্গপ্রতীক (ত্রি) ১ ব্যাঙ্গশরীর। ২ ব্যাঙ্গের জ্ঞার।
 (অথর্ব ৪।২৭)
 ব্যাঙ্গবল (পুং) রাজভেদ। (কথাসরিৎসাগর ১২০।৭৩)
 ব্যাঙ্গভট (পুং) যোদ্ধভেদ। (কথাসরিৎসাগর ১০।২১)
 ২ অমরভেদ। (৪।২০)
 ব্যাঙ্গভূতি (পুং) ১ বৈয়াকরণভেদ। ২ ধর্মশাস্ত্রকারভেদ।
 ব্যাঙ্গমুখ (পুং) ব্যাঙ্গ মুখমিব মুখং বস্তু। ১ বিড়াল।
 (স্ত্রী) ২ বাঘের মুখ, ব্যাঙ্গ। ৩ রাজা ব্রহ্মপুত্রের নামান্তর।
 ৪ ভরামক জনপদবাসী লোকভেদ। (বৃ° স° ১৪।৫) ৫ পরকৃত-
 ভেদ। (মার্কপু° ৫।১১)
 ব্যাঙ্গরাজ (পুং) রাজভেদ।
 ব্যাঙ্গরূপা (স্ত্রী) বস্মা কর্কটী। (বৈভকনি°)

ব্যাঙ্গলোমন (স্ত্রী) ব্যাঙ্গলোম। ১ ব্যাঙ্গের লোম। ২ মল,
 মুখলোম, গোঁপ ঘাড়।
 “মুখে ঋগ্গণি ন ব্যাঙ্গলোম” (ওল্লবহু° ১১।১২)
 “মুখে যানি ঋগ্গণি তানি চ ব্যাঙ্গলোম” (বেদবীপ°)
 ব্যাঙ্গবস্ত্র (পুং) ব্যাঙ্গ বস্ত্রমিব বস্ত্রং বস্তু। ১ বিড়াল।
 ২ ব্যাঙ্গের জ্ঞার মুখবিশিষ্ট। ৩ শিব। (হরিবংশ ১৪৮ ৫২ ধ্রু°)
 (স্ত্রী) ৪ বাঘের মুখ।
 ব্যাঙ্গশব্দ (পুং) কুহুরভেদ।
 ব্যাঙ্গসেন (পুং) ব্যক্তিভেদ। (কথাসরিৎসাগর ৬।১০)
 ব্যাঙ্গাক্র (ত্রি) ব্যাঙ্গ অক্লিণী ইব অক্লিণী যন্ত, বচ্, কলাসন্ত।
 ১ ব্যাঙ্গের জ্ঞার চক্ষুবিশিষ্ট, বাহার চক্ষু বাঘের মত। ২ ব্যাঙ্গের
 চক্ষু। ৩ অস্ত্রবিশেষ, (হরিবংশ ১২৮৬৮ ধ্রু°) ৪ কন্দাফ-
 চর দেবতাভেদ।
 ব্যাঙ্গাজিন (পুং) মুনিবিশেষ। (পা° ৫।৩।৮২)
 ব্যাঙ্গাট (পুং) ব্যাঙ্গ ইব অটতীতি অট-গড়ো পচাডচ্। ভরমাক
 পক্ষী। ভারুই পাখী। (অমর)
 ব্যাঙ্গাণ (স্ত্রী) বিশেষরূপ আঙ্গাণ।
 ব্যাঙ্গাদিনী (স্ত্রী) জিহ্বা। (অমর) ব্যাঙ্গাদিনী পাঠও হয়।
 ব্যাঙ্গায়ুধ (স্ত্রী) ব্যাঙ্গ আয়ুধং। ব্যাঙ্গনখ, বাঘের নখ। নখই
 ইহাদের অস্ত্র। ২ নখীবিশেষ। (বৈভকনিবস্তু°)
 ব্যাঙ্গাস্ত্র (পুং) ব্যাঙ্গ আত্মমিব আত্মমন্ত। ১ বিড়াল।
 (শব্দচক্রিকা) ২ ব্যাঙ্গের জ্ঞার মুখবিশিষ্ট, বাহার বাঘের জ্ঞার
 মুখ। (স্ত্রী) ৩ ব্যাঙ্গমুখ, বাঘের মুখ। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৪ বৌদ্ধ-
 দেবতাভেদ।
 ব্যাঙ্গিণী (স্ত্রী) বৌদ্ধমতে দেবমাতৃভেদ।
 ব্যাঙ্গী (স্ত্রী) ব্যাঙ্গ-ভীষ্। ১ কণ্টকারী। (অমর) ২ বরা-
 টিকাভেদ, কড়িবিশেষ। (রাজনি°) ৩ ব্যাঙ্গনখী, নখীবিশেষ।
 (চক্রদত্ত) ৪ ব্যাঙ্গপঙ্কী, বাঘিনী।
 ব্যাঙ্গীযুগ (স্ত্রী) বৃহতী ও কণ্টকারী।
 ব্যাঙ্গেশ্বর (স্ত্রী) শিবলিঙ্গ বিশেষ। ভরামক শিবলিঙ্গ।
 ব্যাঙ্গ্য (ত্রি) ব্যাঙ্গবৎ। (অথর্ব ১১।২।৪)
 ব্যাঙ্গি (পুং) বাঘের গোত্রাপত্য।
 ব্যাচিখ্যাত্ত (ত্রি) ব্যাচ্যাত্তমিচ্ছুঃ বি-আ-খ্যা-সন্, সনত্বাদু-
 প্রত্যয়ঃ। ব্যাচ্য্য করিতে ইচ্ছুক, ব্যাচ্য্য করিতে অভিলাষী।
 ব্যাঙ্গ (পুং) ব্যক্তি বথার্থব্যবহারপগচ্ছতীত্যেনেনিতি বি-অজ-
 যঞ্। ১ কপট, ছল, অব্যর্থব্যবহার, ইহা বকন মাত্র ঋল,
 অপদেশ। “অন্তমুদিত্তাত্মমজ্ঞানং অপদেশঃ। বথা—
 “জলজীড়ামুক্ত জারাবলোকনার্থং বাতি।” (ভরত°)
 অজ উদ্দেশ্যে অস্ত্রার্থে অজ্ঞতানের নাম অপদেশ। বথা—

জলক্রীড়া উদ্দেশ্যে উপপতির অঙ্গুলস্থানে গমন করিতেছে।
২ বাধা, ৩ ব্যাঘাত, বিয়। ৪ কাগবিলম্ব। ৫ টাকার হ্রদ।
ব্যাক্ত্যন্ততি (ত্রী) ব্যাক্তেন নিন্দা। ১ কণ্ট কুংসা। ২ লঙ্কার
লঙ্কার ভেদ, ইহার লক্ষণ,—

“নিন্দায়া নিন্দয়া ব্যক্তি ব্যাক্ত্যন্ততিঃ পীড়তে।” (চন্দ্রালোক)
যে স্থলে কণ্টভাবে নিন্দা করা হয়, তথায় ব্যাক্ত-
নিন্দা বুঝায়।

ব্যাক্ত্যন্ততি (পুং) রাজভেদ।

ব্যাক্তময় (ত্রি) ব্যাক্ত স্বরূপে ময়ট্। ব্যাক্তস্বরূপ, কণ্টময়।

ব্যাক্ত্যন্ততি (ত্রী) ব্যাক্তেন ভক্তিঃ। ১ ব্যাক্তরূপ ভক্তি, কণ্ট
প্রশংসা। ২ লঙ্কার বিশেষ।

• ইহার লক্ষণ—

• • • উক্তা ব্যাক্ত্যন্ততিঃ পুনঃ।

নিন্দ্যন্ততিভ্যাং বাচ্যভ্যাং গমাৎ ভক্তিনিন্দারোঃ।”

যে স্থলে নিন্দা দ্বারা ভক্তি অথবা ভক্তিদ্বারা নিন্দা বুঝায়,
তথায় এই অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ—

• “সভাজন গুণ, জামাতার গুণ,
বয়সে বাপের বড়।

কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাই,
সিদ্ধিতে নিপুণ বড় ॥

মান অপমান, জ্ঞান কুহান,
অজ্ঞান জ্ঞান সমান।

নাহি জানে ধর্ম, নাহি মানে কর্ম,
চন্দনে ভঙ্গ গয়ান ॥

ববনে ব্রাহ্মণে, কুসুরে আপনে,
অশানে স্বরূপে সম।

গরল খাইল, তু না মরিল,

• ভাজকের নাহি যম ॥” ইত্যাদি (অন্নবাসময়)

এই স্থলে নিন্দা দ্বারা ভক্তি বর্ণিত হওয়ার ব্যাক্ত্যন্ততি হইল
এবং যে স্থলে ভক্তি দ্বারা নিন্দা অভিহিত হয়, তথায়ও এই
অলঙ্কার হইয়া থাকে।

“ব্যাক্ত্যন্ততিত্ব পরোদ সরোদিভেদঃ

বজ্রীবনায় জগতত্ত্ব জীবনানি।

তোত্রৈব তে বহুবিদ্য বন ধর্মরাজ-

সাহায্যমর্জয়সি বৎ পথিকারিহত্য ॥”

(সাহিত্যদ° ১০ পরি° ৭০৭)

হে পরোদ! তোমার জল বে জগতের জীবন স্বরূপ বলিয়া
অভিহিত হয়, অশার মতে তাহা কেবল তোমার ব্যাক্ত্যন্ততি মাত্র,

কিন্তু তুমি পথিকদিগকে হনন করিয়া ধর্মরাজের যে সাহায্য
অর্জন কর, ইহাই তোমার মহৎ শ্রব। এই স্থলে ভক্তি দ্বারা
ধর্মরাজের সাহায্যার্জনরূপ নিন্দা অভিহিত হওয়ার এই অল-
ঙ্কার হইল।

ব্যাক্ত্যন্ততি (ত্রি) বিশেষ প্রকারে কুটিল, বক্র।

ব্যাক্তীকরণ (ত্রী) বক্রীকরণ; ছলনা করা।

ব্যাক্ত্যন্ততি (ত্রী) ব্যাক্তেন উক্তিঃ। ১ ছলবাক্য, ছলে উক্তি,
ছল করিয়া বলা। ২ অলঙ্কার বিশেষ। লক্ষণ—

“ব্যাক্ত্যন্ততির্গোপনং ব্যাক্ত্যন্ততিতাপি বস্তুনঃ।”

(সাহিত্যদ° ১০।৭৪২)

ছলপূর্বক প্রকৃতি বিষয়ের গোপন করিলে এই অলঙ্কার
হয়। যে বিষয়টা সমাগ্রুপে প্রকাশিত হইয়াছে, কোন একটা
ছলদ্বারা যদি তাহা গোপন করা হয়, তাহা হইলে তথায় এই
অলঙ্কার হয়।

“ব্যাক্ত্যন্ততিঃ হেতুভ্যং বাক্যকায় গোপনম্।” (চন্দ্রালোক)

অন্ত হেতুদ্বারা যেখানে আকারের গোপন করা হয়,
তথায়ও এই অলঙ্কার হয়।

ব্যাড় (পুং) ১ সর্প। ২ মাংসভক্ষক পত, ব্যাঘ্র। (অমর)

“বা শৃগালো বৃকো গৃধ্রো ব্যাডুঃ কক্কতথা ক্রমাৎ।”

(মার্কণ্ডেয়পু° ৩৫।১০)

৩ ইন্দ্র। (শব্দরত্না°) ৪ বকক। (রায়মুদ্রুট)

ব্যাড়ায়ুধ (ত্রী) ব্যাডুস্ত্র ব্যাডুস্ত্র আয়ুধঃ নথমিব। ব্যাডুনথী।

ব্যাড়ি (পুং) কোষ ও ব্যাকরণকারক সুনিবিশেষ। পা ১।২।৬৪
নৃত্রের ৪৫ ব্যক্তিকে ব্যাডির উল্লেখ পাওয়া যায়। ২ কবিত্তেদ।
৩ প্রাতিশাখ্যকারিকা ও সংগ্রহ নামক গ্রন্থপ্রণেতা। নাগোজী
ভট্ট ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। পর্যায়—বিদ্যাবাসী, নন্দিনী-
ভনয়, বিদ্যাহ, নন্দিনীভূত। (ত্রিকা°)

ব্যাড়্যা (ত্রী) ব্যাডি-ব্যড্ ভক্তচাপ্। (পা ৪।১।১০) ব্যাডির ত্রী।

ব্যাডু (ত্রি) বি-আ-দা-জ্ঞ। ১ প্রসারিত। ২ বিস্তৃত, প্রসৃত,
বিপুল, লম্বাচোড়া।

ব্যাডুর্দী (ত্রী) ব্যাডুহারেণ উজ্জ্বলং বি-আ-অতি-উজ্জ্বল (কর্ম-
ব্যাডুহারে গচ্ছিয়াৎ। পা ৩।৩।৩৩) ইতি গচ্ছ। ভক্তঃ (গচ্ছ-
স্ত্রিয়াসজ্। পা ৩।৩।৩৩) ইতি অজ্জ। (টিঙ্ঠাণক্রিতি। পা
৪।১।১৫) ইতি ভীপ্। রসিক ও রসিকাদিগের অস্ত্রোস্ত্র অল-
ক্রীড়ন। পরস্পর জলক্রীড়া।

ব্যাডান (ত্রী) বি-আ-দা-দ্যুট্। ১ প্রসারণ, বিস্তার।

২ উল্কাটন, ধোলা।

ব্যাডিশ (পুং) বিশেষবেণাঘিশতি স্ব স্ব কর্মণি নিয়োজয়তি জগৎ
বি-আ-ঘিশ-ক। বিষ্ণু।

অনন্তরূপোহনন্ত্রীজিতমহা ভূমাপহঃ ।

চতুরঙ্গোভৌরাষ্মা বিনিশো ব্যাদিশো দশ ॥” (বিষ্ণু সহস্রনাম)
ব্যাধীর্ঘ (ত্রি) অতি দীর্ঘ ।

“স্বরূপো রক্তশ্রামঃ কণ্ঠগ্রীবো ব্যাদীর্ঘাত্তঃ ।

শূরঃ ক্রুরঃ শ্রেষ্ঠো মন্ত্রী চৌধুরামী ব্যারামী চ ॥”

(বৃহৎসংহিতা ৬৯২৭)

ব্যাধীর্ণ (ত্রি) বিশেষরূপে চেরা ।

ব্যাধার্ণাস্য (পুং) । সংহ ।

ব্যাদেশ (পুং) বিশেষ আদেশ ।

“ব্যাদেশঃ সর্বযোধানামদৌৰ্য ক্রিয়তামিহ ।” (রাং ৫৮১৫৫)

ব্যাধ (পুং) বিধাতি মৃগাদীন্ বাধ (ত্য়াধেতি । পা ৩।১।৫১)

ইতি-৭। মৃগহিংসকজাতি, মৃগবধাবসারী জাতি, চলিত শিকারী ।

পৰ্যায়—মৃগবধাভীব, মৃগয় লুক্ক, মৃগাবিং, দ্রোহাট, মৃগজীবন, বলপাংগুন । (শব্দরত্না)

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এই জাতির উৎপত্তি বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে যে, সর্বস্বিপত্নীতে অশ্রিতের ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি হয় । নাপিত হইতে গোপকভাবে সর্বস্বী জাতি হইয়াছে ।

“নাপিতাদগোপকভাবে সর্বস্বী তস্ত যোষিত ।

ক্ষত্রাভূব ব্যাধশ্চ বলবান্ মৃগহিংসকঃ ॥”

(ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ ব্রহ্মবঃ ১০ অঃ)

“বিদ্ধা মৃগী ব্যাধিশলীমুখেন মুগোহপি তৎকাতরবীক্ষণেন ।

অমুন্ পরিত্যজ্য গন্তব্যথা সা মৃগস্ত জীবাবধিরাবিরাসীৎ ॥” (উদ্ভট)

২ ছষ্ট । (মেদিনী) ৩ শবর, নীচজাতি ।

ব্যাধক (পুং) ব্যাধ স্বার্থে কন্ । ব্যাধকার্থ ।

ব্যাধভাত (পুং) ব্যাধাভীতঃ । ১ মৃগ । (শব্দচন্দ্রিকা)

(ত্রি) ২ ব্যাধ চষ্টতে ভীত ।

ব্যাধাম (পুং) বজ্র । (হেম)

ব্যাধি (পুং) বিবিধা আশ্রয়ো হস্তাৎ যদা বি-আ-ধা (উপসর্গে ঘোঃ কিঃ । পা ৩।১।৯২) ইতি কি । রোগ, পীড়া, হিন্দী—বৈমারী ।

“পুরুষঃ সংযোগাঃ ব্যাধয়ঃ ।” (সুশ্রুত সূত্রস্থঃ)

পুরুষ ছঃযোগে হইলে তাহাকে ব্যাধি কহে । পুরুষ যে চঃপে অন্তর্ভব করে, তাহাই ব্যাধিপদবাচ্য । এই ব্যাধি ছই প্রকার, শারীর ও মানস । বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার বিষমতা নিবন্ধন শারীরব্যাধি এবং ক্রোধ, লোভ ও মোহাদি নিবন্ধন মানসব্যাধি ।

শরীর ও মন এই উভয়ই ব্যাধিসমূহের ও স্ফারোগের আশ্রয় স্থান । বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটা শরীর দোষ এবং রজঃ ও তমঃ এই দুইটা মানস দোষ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । উক্ত

বায়ু পিত্তাদি দোষ কুপিত হইয়া শারীরিক ব্যাধি এবং রজঃ ও তমোদোষে মানসিক ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে । বলি, হোম ও হস্তায়নাদি দৈব আশ্রয় এবং সংশোধন ও সংশমনাদিযুক্তি-আশ্রয় এই উভয় দ্বারা বাতাদি দোষের শাস্তি এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধৈর্য্য, স্মৃতি ও সমাধিদ্বারা মানস ব্যাধির শাস্তি হইয়া থাকে ।

নিজ, আগন্তু ও মানসভেদে ব্যাধি তিন প্রকার । শরীর-স্থিত বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই দোষত্রয়জনিত যে ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম নিজ অর্থাৎ দোষজ । যে ব্যাধি ভূত, ঐব, অগ্নি ও অস্তিত্বাদি কারণে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম আগন্তু । আর অতীষ্ট পদার্থের অপ্রাপ্ত এবং অনিষ্টের প্রাপ্তিবশতঃ যে রোগ হয়, তাহাকে মানসব্যাধি কহে ।

এই তিন প্রকার ব্যাধির মধ্যে মানসব্যাধি শাস্তির অল্প বুদ্ধিমান ব্যক্তি হিতাহিত বিবেচনাপূর্বক লোভ, ক্রোধ ও মোহ প্রভৃতি পরিচ্যাগ করিয়া অহিতজনক ধর্ম্মার্থকামের অসেবন এবং হিতজনক ধর্ম্মার্থকামের নিষেধণ করিবেন । যেহেতু ইহ-লোকে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম বাতাত মানসিক মুখ ছঃপে সম্পাদনের কোন কারণ নাই । সুতরাং হিতজনক ধর্ম্মার্থকামের সেবা, তদ্বিষয়ক জ্ঞানশালী বুদ্ধগণের নিকট উপদেশ গ্রহণ এবং আত্ম-জ্ঞান, দেশজ্ঞান, কালজ্ঞান, বলজ্ঞান ও শক্তিজ্ঞান বিষয়ে মনো-যোগী হওয়া আবশ্যিক । ধর্ম্মার্থকামের অহুষ্ঠান, ধার্ম্মিকলোকের অহুসরণ এবং আত্মাধির বিজ্ঞান এই সকল মানস ব্যাধির ঔষধ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ।

শাখা, মর্ম্ম, অস্থিসন্ধি এবং কোষ্ঠ এই চারি প্রকার শরীর-বয়বকে রোগমার্গ বা রোগের স্থান কহে । এই রোগমার্গ ত্রিবিধ, বাহুরোগমার্গ, মধ্যমরোগ মার্গ ও আভ্যন্তর রোগমার্গ । রক্তাদি ধাতুসমূহ ও তৎ এই কএকটা অবয়বের নাম শাখা । শাখাকে বাহুরোগমার্গ কহে, অর্থাৎ এই স্থানে যে সকল রোগ হয়, তাহা বাহুরোগ নামে অভিহিত । বস্তি, হৃদয় ও মস্তকাদি ১০৭টা মর্ম্ম এবং অস্থির সংযোগ স্থান সকল অস্থিসন্ধি এই মর্ম্ম ও অস্থিসন্ধি নিবন্ধন বায়ু, কণ্ডুরা প্রভৃতি শরীর মধ্যে, মহান্নির, আমাশয় ও পকাশয় এই সকল শব্দ এক পর্যায়ক, ইহারাই কোষ্ঠ নামে অভিহিত । এই কোষ্ঠই আভ্যন্তর রোগমার্গ ।

শরীর ব্যাধি আবার বায়ু, পিত্ত, কফ ও আগন্তু কারণ ভেদে চারি প্রকার । যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও আগন্তুজ ।

আগন্তুব্যাধির কারণ—নবাঘাত, দস্তাঘাত, লঙ্ড়াঘাত, ভূতি-ঘাত, অভিবজ্র অর্থাৎ প্রহারাদির আবেশ বা কামাদির আবেশ, অভিচার (ক্রোনাতি বজ্র দ্বারা নিরপরাধের মারণ) অভিশাপ, তাড়ন, বন্ধন, ব্যথন, পীড়ন, রজুবন্ধন, শত্রু, বজ্র ও ভূতোপসর্গ

প্রকৃতি। নিজ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা; বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার বৈষম্য নিবন্ধন নিজ ব্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আগন্ত ও নিজ উভয় ব্যাদিরই প্রয়োজকহেতু যথা—অনন্ত-কূল রূপরসাদি ইন্দ্রিয়বিশয়ের সংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ (মিথ্যা-জ্ঞানাদি) এবং পরিণাম অর্থাৎ শুভ্রভাবজ শীতোক্তাদির অব্যোগ, অতিব্যোগ ও মিথ্যাব্যোগ। বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও শ্লৈশ্মজ এই চারি প্রকার ব্যাদিই পরস্পরকে অনুবন্ধন করে, কিন্তু এককে অস্ত্র বলিয়া সন্দেহ জন্মাইয়া দেয় না।

আগন্ত ব্যাদি—ব্যাপ্যপূর্বক উৎপন্ন হইয়া পরে বায়ু, পিত্ত ও কফের বৈষম্য উৎপাদন করে; কিন্তু নিজ রোগে প্রথমেই বায়ু, পিত্ত ও কফের বৈষম্য হয়, পরে পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ অভিবাতিদি কারণেদুত আগন্তুরোগে অগ্রে রোগলক্ষণ বাথা উপস্থিত হয়, পরে তাহাতে বাতাদি দোষের বৈষম্য ঘটয়া থাকে। কিন্তু নিজরোগে প্রথমে বাতাদি দোষের বৈষম্য হইয়া পরে তাহাতে রোগের যথাযথ লক্ষণগুলি উপস্থিত হয়। সুতরাং আগন্তুরোগে নিজরোগ বলিয়া সন্দেহ জন্মিতে পারে না। আর বাতজ, পিত্তজ ও কফজ রোগেরও নিজ নিজ লক্ষণ সমূহই তাহাদের ভেদক। অতএব এক রোগের সহিত অস্ত্র রোগের অনুবন্ধ অর্থাৎ মিশ্রীভাব হইলেও তাহারা এককে অস্ত্র বলিয়া সন্দেহ জন্মাইয়া দেয় না।

বস্তি, পকাশয়, কটদেশ, সন্ধিঘন, পাদঘন ও অস্থিসমূহ এই সকল বায়ুর স্থান। ইহাদের মধ্যে পকাশয়ই বায়ুর প্রধান স্থান জানিতে হইবে। শ্বেদ, রস, লসীকা, শোণিত ও আমাশয় এই গুলি পিত্তের স্থান, এই সকলের মধ্যে আমাশয়ই পিত্তের প্রধান স্থান। বক্ষঃস্থল, মস্তক, গ্রীবা, পুরুষমূহ, আমাশয় ও মেদ, এই গুলি কফের স্থান। ইহাদের মধ্যে বক্ষঃস্থলই কফের বিশেষ আশ্রয় স্থান জানিতে হইবে।

এই বায়ু, পিত্ত ও কফ ইহারা পাঁচ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া শরীরের সকল স্থানেই বিচরণ করিয়া থাকে। সর্বশরীরচর বাতাদিদোষত্রয় কুপিত ও অকুপিত হইয়া শরীরে গুভাগুভ সংঘটন করে। বাতাদি দোষ শরীরে প্রকৃতিস্থ থাকিলে গুণ্ঠিবল ও বর্ণগ্রন্থাদি গুভ কার্য করে। আর উহারা বিকৃতিভাবাপন্ন হইলে বিকার অর্থাৎ ব্যাদি উৎপাদন করিয়া থাকে। ঐ বিকার দুই প্রকার সামান্যজ ও নানাত্মজ। যে সকল রোগ বাতাদি সকল দোষেই জন্মিতে পারে, তাহাদিগকে সামান্যজ বিকার এবং যে সকল রোগ কেবল বায়ু বা কেবল পিত্ত অথবা কেবল কফ দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে নানাত্মজ বিকার কহে। অরাদিকে সামান্যজ বিকার কহা যায়, কারণ উহারা বাতাদি সকল দোষ হইতেই উৎপন্ন হইতে পারে। আর আক্ষেপ ও পক্ষাঘাতাদি

রোগকে নানাত্মজ বলা যায়, কারণ উহারা কেবল বায়ুদ্বারা উৎপন্ন হয়, পিত্ত ও কফদ্বারা উৎপন্ন হয় না। এইরূপ দাহাদি যে সকল রোগ কেবল পিত্তদ্বারা বা কফদ্বারা যে সকল রোগ কেবল কফদ্বারা জন্মে, তাহাদিগকেও নানাত্মজ বিকার কহে।

নানাত্মজ বিকার যথা—বাতজ বিকার অশীতি প্রকার, পিত্তজ-বিকার ৪০ প্রকার এবং কফজ বিকার ২০ প্রকার। অরাদি সামান্যজ বিকার বহুবিধ। রোগসকলের নিশ্চয়রূপে সংখ্যা করা যায় না, কারণ বাতাদি প্রকৃতি, রসরক্তাদি অধিষ্ঠান, রোগলক্ষণ ও পকাশয়াদি আরতন ইহাদের প্রকারভেদের যখন সংখ্যা করা যায় না, তখন রোগের সংখ্যা কি প্রকারে স্থির করা যাইতে পারে। রোগোৎপাদক দোষদুর্ভাবাদির অসংখ্যত্ব-নিবন্ধন ব্যাদিও অসংখ্যপ্রকার হইয়া থাকে। (চরক সূত্রহা)

ব্যাদির লক্ষণ—

“রোগস্ত দোষবৈষম্যং দোষসাম্যমরোগতা।

রোগা দুঃখস্ত দাতারো অরপ্রভৃত্যো হি তে ॥

তে চ স্বভাবিকাঃ কেচিৎ কেচিদাগন্তবঃ স্মৃতাঃ।

মানসাঃ কেচিদাখাতাঃ কথিতাঃ কেহপি কারিকাঃ ॥

কর্মজাঃ কথিতাঃ কেচিদোষজাঃ স্তি চাপরে।

কর্মদোষোদ্ভবাস্তাশ্চে ব্যাধয়ন্ত্রিবিধাঃ স্মৃতাঃ ॥

যথাশাস্ত্রস্ত নির্ণাতো যথাব্যাদিচিকিৎসিতাঃ।

ন শমং যাতি যো ব্যাদিঃ স জ্ঞেয়ো কর্মজো বৃধৈঃ।

স্বল্পদোষা গরীয়াংসন্তে জ্ঞেয়াঃ কর্মদোষজাঃ ॥”

(ভাবপ্রকাশ ১ম ভাগ)

দোষবৈষম্যের নাম রোগ। বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার বৈষম্য-নিবন্ধন ব্যাদি হইয়া থাকে এবং তাহাদের সমতাই আরোগ্য। অর প্রভৃতি রোগ সকল অতিশয় দুঃখপ্রদ। এই রোগ চারি-প্রকার, স্বভাবিক, আগন্তক, মানসিক এবং কার্যিক। তন্মধ্যে শরীরের স্বভাববশতঃ যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে স্বভাবিক রোগ কহে। যথা ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রা, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু প্রভৃতি অথবা জন্ম হইতে যে সকল রোগ হয়, যথা জন্মান্তরতা প্রভৃতি।

কোন আঘাত বা পতন প্রভৃতি কারণে কিংবা জন্মান্তরভাবি-রোগকে আগন্তক রোগ কহে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, অভিমান, দীনতা, ক্রুভতা, শোক, বিষাদ প্রভৃতি কারণে যে ব্যাদি উৎপন্ন হয়, তাহাকে মানসব্যাদি কহে। পাণ্ডু প্রভৃতি কার্যিক ব্যাদি।

কর্মজ, দোষজ এবং কর্মদোষজ তেমে ব্যাদি তিন-প্রকার। পূর্ব জন্মের প্রবল দুর্কর্মের দ্বারা যে সকল ব্যাদি উৎপন্ন হয়, তাহাকে কর্মজব্যাদি কহে। এই কাহি প্রায়শ্চিত্ত

ও ভোগাধি দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে
ব্রহ্মপাতক সকল নরকভোগের পর ব্যাধিরূপে জীবতে পীড়া
বিরা থাকে। পুণ্যকৃত ব্রহ্মপাতকের আশঙ্কিতাবির অল্পতানে
পাপ বিনষ্ট হইলে ঐ ব্যাধির শাস্তি হয়। ব্রহ্মবিধি রোগনির্ধার
করিতা উপশুদ্ধরূপে চিকিৎসিত হইলেও যে হলে ব্যাধির শাস্তি
হয় না, তাহাই কর্তব্যব্যাধি বলিয়া স্থির করিতে হইবে।

অনিরুদ্ধিত আহার ও বিহারাদি দ্বারা বায়ু, পিত্ত ও কফ
কুণ্ঠিত হয়। যে ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে দোষজব্যাধি কহে।

কর্ণদোষজ ব্যাধি—যদি দোষ অল্প পরিমাণে দূষিত হইয়া
অতি প্রবল ব্যাধি জন্মায়, তাহা হইলে তাহাকে কর্ণদোষজ
ব্যাধি কহে। কর্ণ ও দোষ এই দুইটাই ব্যাধির জনক বলিয়া
ইহাকে কর্ণদোষজ ব্যাধি কহে। অতি চক্ষুই এই ব্যাধির মূল
কারণ এবং অলমোষণ ও উহার অভ্যন্তর কারণ। ভোগাদিবারা
চক্ষু কর্ণপ্রাপ্ত হইলে এই ব্যাধির শক্তি হইয়া থাকে।

উক্ত তিন প্রকার বাণির মধ্যে দুর্ভরকৃত ব্যাধিসমূহ প্রাণিত্তিহীন দ্বারা দুর্ভরকৃত ভোগ হইলে, দোষক ব্যাধিসকল বশাশ্রয় চিকিৎসিত হইলে এবং কর্ণদোষক ব্যাধি সকল দুর্ভর ও দোষ এই উভয়ের লক্ষ্য হইলে শাস্তি হইয়া থাকে।

ব্যাধি সকল আবার সাধ্য, বাপা ও অসাধ্যভেদে ত্রিবিধ।
 ইহার মধ্যেও উহার আবার দুই প্রকার, সুখসাধ্য ও কষ্ট-
 সাধ্য। যে ব্যাধি চিকিৎসা দ্বারা শমিত থাকে এবং চিকিৎসা
 না করিলে প্রাণ হিনাশ করে, তাহাকে বাপ্যব্যাধি কহে।
 ব্যাধি উৎপন্ন হইলে তাহার চিকিৎসা না করিলে সাধ্য-
 রোগ বাপা, বাপ্যরোগ অসাধ্য এবং অসাধ্যরোগ জীবন নাশক
 হয়। সুতরাং ব্যাধি জন্মিবামাত্রই তাহার যথাশাস্ত্র চিকিৎসা
 করা বিধেয়। দোষ অন্ন হইলেও উপেক্ষা করা উচিত নহে।
 কারণ উহা যদি, শক্তি ও বিবেক দ্বারা বিপদ উপহিত করিয়া
 থাকে। (ভাবপ্রকাশ ১ম ভাগ) [রোগশল্য বেধ]

অগ্নিপুৰাণে সৰ্বব্যাধিহর নামক কবচের বিধান লিখিত আছে যে, কোন ব্যাধি হইলে এই কবচ যথাবিধানে ভূষণে লিখিয়া ধারণ এবং প্রতিদিন উহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে সকল ব্যাধি বিনষ্ট হয়, এই অষ্ট উহার নাম সৰ্বব্যাধিহর কবচ ।

(अविश्रुतांग '२००' अ०)

২. কুষ্ঠোবধি, কুড়। (অমর)

ব্যতিকাল (পুং) রোগবৃদ্ধি ও হানির হেতুকাল । (মাধবনি°)

ব্যাদিহাত (পূ) ব্যাধেহাতো বহুতং । হুল আরথবহুক,
বহু লোমোলগাহ । (ব্রাহ্মনি°)

• बाधित्र (पुं०) बाधित्वात्-इन्-ट्क् । १ आत्रप्रथक् । (अत्रप्रथक्)
(वि०) २ बाधितान्नक ।

(वि) २ बाधितान्नक ।

वायुविज्ञान (पू) वायु का प्रति वि-विन् दूक ३ । १ वायुमण्डल-
दूक । (जि) २ वायुविज्ञानकी ।

ব্যাধিক্ত (জি) ব্যাধি: সংক্রান্তোক্তিত্তি ভাৰকৰিৰাধিক্ত।
১ ব্যাধিক্ত। পৰ্যায়—আধাৰাধী, বিকৃত, অগ্ৰ, আকৃত,
অভ্যাসিত, অভ্যাস, যোগী। (অভ্যাস)

*परित्याज्यं तत्र कौन्तेय मां प्रयाच्छेधये धर्मम् ।

वाधितोऽयं पथः नीलजल किमोदधेः ॥ (विष्णुसाम)

वाधिन् (त्रि) वाध-निनि । १ वाधयुक्तं । वाध-निन् । २ यत्-
वेधनशीलं । (उल्लःसङ्ख्यः १७/१८)

ব্যাধিনাশন (পুং) বীশাঙ্কর বচা, চলিত ভোবচিহ্ন। (বৈজ্ঞানিক)
(ত্রি) ২ প্রয়োগনাশক।

(जि) २ ध्वनिनाशक ।

बाधित्रिपू (पू०) बाधि एव त्रिपूः । १ काधिकन पक्ष ।
२ कनिकात्र बुध । (प्राञ्जि०)

ব্যাধিবিপরীত (পূং) ব্যাধিবিপরীতঃ। ব্যাধির বিপরীত
ঔষধিদি, যথা—অভীসাররোগে মলরোধক পাঠাদি এবং মৃৎসারদি
পথ্য। (মাধবনি°)

ব্যাধিশূন্য (কী) ব্যাধির আশ্রয় স্থান দেহ ও মন, ব্যাধিশিল্প, ব্যাধ্যাত্তম ।

बाधिहृत् (पुं) बाधेईत् । बाधाही नाशक कम्पनाक, छनित
 शृंगार आनू । (राजनिं) २ रोगनाशक ।

1

व्याधिह्न (जि) व्याधि-ह-अप् । व्याधिनाशक, रोगनाशक ।

ব্যাপী (স্ত্রী) অমুখ। অশাস্তি। (অথর্ব ৭।১১৪।২)

व्याधुत (जि) वि-आ-धु-त । कण्ठित । (शकन्या)

ব্যাধুত (ত্রি) বি-জা-ধু-ক্ত। কল্পিত।

“উদ্ভীলনমধুগকলুকমধুপবাধিত্যাতাকুর-

श्रीकृष्णकविकनकादनादनेनानावर्णननाः ।"

(গীতগোবিন্দ ১।৩৮)

वाधा (द्वि) साधनस्यकोत्तर । २ निव ।

কীৰ্ত্তিগল (পুং) দামোদরকৃত বৈষ্ণবগ্রন্থ।

व्यान (पुं) व्यानिति सर्वशरीरं व्याप्नोतीति वि-आ-अन-अच् ।

শরীরস্থিত পঞ্চ বায়ুর অন্তর্গত সর্ব শরীরগত বায়ু, প্রাণ, অপ্রাণ,

“ সমান, উদান ও বান এই পঞ্চবায়ু। এই পঞ্চ বায়ুর মধ্যে
বানবায়ু সর্বশরীরপায়ী অর্থাৎ এই বায়ু সর্বশরীরে
বিচরণ করে।

“হৃদি প্রাণা শুভেহপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ ।

উদাহন: কৰ্মক্ষেত্রে চ ব্যান: সৰ্বশরীরগ: ॥ (অমরটীকা ভবত)

কদম্বদেশে যে বায়ু অবস্থিত, তাহার নাম গ্রীষ্ম, কদম্বদেশে.

অপাম, মাষ্টিব্রূণে সমান, কঠমণে উদাম এবং নরকমণীয়ে
 বাসবানু অবস্থিত । বাসবানুর কার্য—নরকমণীয়ে বাসবানুর

বারা কণবন, বর্ষ ও বৃক্ষাব এবং পল্লব, উপকোপ, উৎকলপ, নিমেষ ও উষ্ম এই পাঁচপ্রকার কাব্য হইয়া থাকে। যেহী-
দ্বিগের আর সকল ক্রিয়াই ব্যানবাহু বারা সম্পন্ন হয়। এই
বাহুর প্রকলন, উদ্বলন, পূরণ, বিরচন ও ধারণ এই পাঁচপ্রকার
ক্রিয়া। যেহে এই বাহু কুপিত হইলে আর সকল দেহগত
রোগ হইয়া থাকে। • (ভাবপ্রকাশ)

ব্যানিন্দা (স্ত্রী) ব্যাঙ্গ দ্ব্যতীতি দা-ক, ত্রিরাং ঙাদ্। সকল
শরীরসকলি ব্যানবাহুনাকারিণী।

“প্রাণা অপানরা ব্যানরা বর্তোলা করিবোদাঃ” (ভৃকবহু ১৭১৫)

‘ব্যানি ব্যানং সর্বশরীরসকলিবাহুঃ দ্ব্যতীতি’ (মহীধর)

ব্যানাশ (ত্রি) ব্যাপনকীল। ব্যাপকা। (বহু প্রৱণ০)

ব্যানপক (ত্রি) বিশেষণোত্তেতি বি-আ-প-ব-ল্। ১ অবিকল-
বৃত্তি, বাহা অনেক স্থানে ব্যাপিয়া থাকে। ২ ভ্রান্তোক্তাবিকরণ
বৃত্ত্যতাব্যপ্রতিযোগিপদার্থ, ভ্রান্তীভ্যক্ত্যতাব্যপ্রতিযোগী।

“গাধ্যত ব্যাপকো বহু হেতোরব্যাপকত্বা।

ন উপাধিভবেত্তত নিকর্ষোহয়ং প্রদর্শ্যতে ॥” (ভাবাপরিচ্ছেদ)

অভ্যক্ত্যতাব্যপ্রতিযোগী অর্থাৎ অভাব, সেই ব্যাপক।

২ আচ্ছাদক।

“পক্ষত ব্যাপকং সারসসলিচ্ছমনাকুলম্।

অব্যাপ্যগম্যমিত্যেবমুত্তমং তদ্বিলো বিদুঃ ॥”

পক্ষত ভাবার্থত ব্যাপকং আচ্ছাদকং অভিযোগাভিকুল-
মিতি” (ব্যবহারতব)

ব্যাপকস্তাস (পুং) পূজ্যতাসভেদ। পূজাদি কার্যে এই স্তাস
করিতে হয়। যে দেবতার পূজা করিতে হয়, সেই দেবতার
মূলমন্ত্রে শিরোভাগ হইতে পাদ পর্যন্ত স্তাস করাকে ব্যাপক
স্তাস কহে।

“আশাব্যাদিকোস্তাসঃ করণকৃততঃ পরম্।

অমূলিব্যাপকস্তালে দ্ব্যাদিস্তাস এব চ ॥” (ভৃকবহু ১৭১৫)

ব্যাপতি (স্ত্রী) বি-আ-প-ক। ব্যাপদ্, বিশদ্, মুক্তা।

ব্যাপদ্ (স্ত্রী) বি-আ-প-ক। মুক্তা, ব্যাপদ্।

ব্যাপন (স্ত্রী) বি-আ-প-ল্যট্। ১ ব্যাপ্তি, বিস্তার। ২ আচ্ছাদন।

“কুৎসনেনহুতো ব্যানো রসসংবাহনোক্ততঃ।

বেদাৎসংবাহনোক্তাণি পক্ষা চেষ্টেত্যাপ।

পক্ষাৎসংবাহনোক্তাণি নিমেষোৎকলপাদিকাঃ।

আর: সর্গা: ক্রিয়াভিন্নি প্রতিবন্ধা: শরীরিণাঃ।

প্রকলনোৎকলনঃ পূরণক বিরচনম্।

ধারণকতি পট্টকতঃপট্টাঃ প্রোক্তা নকলতঃ।

কুৎস: সঙ্কলিতঃ প্রোক্তঃ প্রাপন: সর্বশরীরম্।

(ভাবপ্রকাশ-প্রথম অধ্যায়)

ব্যাপনীয় (ত্রি) বি-আ-প-নীয়দ্। ব্যাপনযোগ্য, ব্যাপ্তিক
যোগ্য। ১ আচ্ছাদনীয়।

ব্যাপন (ত্রি) বি-আ-প-ন-ক। ১ মুক্ত। ২ বিশদ, বিশদীকৃত,
কতিপ্রকৃত, সংসারে জড়িত।

ব্যাপাদ (পুং) বি-আ-প-দ-ক। প্রেরণকিন, গরোর অনিষ্ট
চিন্তন। ১ সারণ, বিনাশ, বধ।

ব্যাপাদক (ত্রি) ব্যাপাদকীতি বি-আ-প-দ-ক-ল্।
১ ব্যাপাদনকারী, বিনাশকারী।

ব্যাপাদন (স্ত্রী) বি-আ-প-দ-ক-ল্যট্। ১ সারণ। ২ পরা-
নিষ্ট চিন্তন, গরোর অনিষ্ট চিন্তা। (অবরজিত্যব সারাদেশ)

ব্যাপাদনীয় (ত্রি) বি-আ-প-দ-ক-ল্যট্-অনীয়দ্। ব্যাপাদনযোগ্য,
ব্যাপাদনের উপযুক্ত।

ব্যাপাদয়িতব্য (ত্রি) বি-আ-প-দ-ক-ল্যট্-অনীয়দ্। ব্যাপাদনযোগ্য।

ব্যাপাদিত (ত্রি) বি-আ-প-দ-ক-ল্যট্-অনীয়দ্। সারিত।

“এক চেদ্বহতিঃ কপি দৈবদ্যব্যাপাদিত্য জবেৎ।

পদং পদক হত্যাদাকরেন্তে পৃথক পৃথক ॥” (প্রারম্ভিকতত্ত্ব)

ব্যাপার (পুং) বি-আ-প-ব-ক। ১ কর। ২ সাহায্য।

“আব্যাপ্যকৃতী তত্র ব্যাপারং কর্তুং যত্নতি।

প্রারম্ভেবন্ধিধে কার্যে পুরদ্বীপাং প্রগল্ভতা ॥” (কুমার ৩৩২)

‘ব্যাপারং সাহায্য’ (মহিনাথ)

৩ সৈয়মিক মতে করণকৃত ক্রিয়াজনক পদার্থ, যে পদার্থ

করণকৃত ক্রিয়ার জনক হয়, তাহাই ব্যাপার। “তজ্জন্মেষু সতি

“তজ্জন্ম জনকো ব্যাপারঃ” তজ্জন্ম হইয়া অর্থাৎ করণকৃত হইয়া

তজ্জন্ম জনক ব্যাপার।

“বিষয়েরসংযোগো ব্যাপারঃ সোহপি বড়বিধঃ।”

(ভাবাপরিচ্ছেদ)

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যে সংযোগ তাহার নাম ব্যাপার,

এই ব্যাপার বড়বিধ। ৪ ব্যবসায়, চলিত ক্রীত ব্যব্যর উপর

অধিক যে লাভ করা হয়, তাহাকে ব্যবসায় কহে।

ব্যাপারক (পুং) ব্যাপার কার্যকর। ব্যাপার শকার্য।

“নিয়তবিষয়ভিত্তমানব্যাপারকোহংকারঃ স্বীকার্যঃ” (কুহুমালি)

• অহংকারের কার্যই নিয়ত বিষয়ভিত্তমান।

ব্যাপারণ (স্ত্রী) আদেশ। নিয়োগ। (পা ৮২৭১০৪)

ব্যাপারবতা (স্ত্রী) ব্যাপারবতো ভাবঃ ব্যাপারবৎ তল্-টাপ্।

ব্যাপারবিশিষ্টের ভাব বা ধর্ম, ব্যাপার।

ব্যাপারবৎ (ত্রি) ব্যাপারো বিদ্যতেহত যতপ্ যত ব।

ব্যাপারবিশিষ্ট, ব্যাপারযুক্ত।

ব্যাপারিন্ (ত্রি) ব্যাপারোহতাতীতি ব্যাপার-ইনি। ১ ব্যাপার

মিষ্ট। ২ ব্যবসায়ী।

“লাকালোহাদিবাণারী রসাবিবিক্রয়ী চ যঃ।

স যাতি নাগবেষ্টক নাগবেষ্টিত এব চ ॥” (ত্রুক্ষববর্তপুং)

ব্যাপ্তি (ক্রী) ব্যাপিনো ভাবঃ ব্যাপিন্ স্ব। ব্যাপীর ভাব বা ধর্ম, ব্যাপকের ভাব বা ধর্ম। ব্যাপকত্ব।

ব্যাপিন্ (পুং) ব্যাপ্তি সন্ধিস্থিতি বি-আপ-গিনি। ১ বিকু। (ভারত ১৩।১৪২।৬৩) বিকু চরচর সকল স্থান ব্যাপিয়া আছে। এই অস্ত্র তাহাকে ব্যাপী কহে। (ত্রি) ২ ব্যাপক, বাহা ব্যাপিয়া থাকে।

“ত্রিসঙ্খ্যাব্যাপিনী বা তু সৈব পূজ্যা সদা তিথিঃ।

ন তত্র ব্যাপ্যধরণমন্তত্র হরিবাসরাৎ ॥” (তিথিতত্ত্ব)

ব্যাপীত (ত্রি) সম্পূর্ণরূপে পীত। (বৃংসংহিতা ৭২।৪)

ব্যাপ্ত (পুং) বি-আ-পৃ-ক্ত। ১ কর্ণসচিব, মন্ত্রী, রাজকর্ণচরী।

“মিরোগা কর্ণসচিব আয়ুক্তো ব্যাপ্ততচ্চ সং।” (হেম)

(ত্রি) ২ ব্যাপারযুক্ত, কার্যরত, কাণ্ডে নিযুক্ত।

• ব্যাপতি (ক্রী) বি-আ-পৃ-ক্তিন্। ব্যাপার।

ব্যাপ্ত (ত্রি) বি-আপ-ক্ত। ১ সম্পূর্ণ। পর্যায় পূর্ণ, আচিত,

ছন্ন, পূরিত, ভরিত, নিচিত। (হেম) ২ খ্যাত। ৩ সমাক্রান্ত।

(মেদিনী) ৪ স্থাপিত। (অমরটীকা রায়মুকুট) ৫ ব্যাপ্তিযুক্ত।

৬ প্রসিদ্ধ। ৭ বেষ্টিত, পরিপূরিত। ৮ বিস্তারিত।

ব্যাপ্তি (ক্রী) বি-আপ-ক্তিন্। ১ ব্যাপন, সর্কত্বে অবস্থান।

২ রন্তন, (মেদিনী) হেমচন্দ্র-অভিধানে রন্ত স্থানে লন্তন এইরূপ

অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ৩ অষ্টবিধ ঐশ্বর্যের অন্তর্গত ঐশ্বর্য বিশেষ।

“অগ্নিমা লঘিমা ব্যাপ্তি প্রকাম্যঃ মহিমেশিতা।

বশিকামাবসায়িত্বে ঐশ্বর্যমষ্টথা শ্রুতম্ ॥” (শব্দমালা)

অগ্নিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, জনিতা, বশিত, ৩ কামাবসায়িতা এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্য।

৩ নৈরায়িকদিগের মতে সাধাবিশিষ্টের অজ্ঞাত্বিত্বই ব্যাপ্তি।

“ব্যাপ্তিঃ সাধ্যবদন্তিম্নসম্বন্ধ উদাহৃতঃ।

অথবা হেতুমন্ত্রিষ্টবিরহাপ্রতিযোগিনা ॥

সাধ্যোন হেতোরৈকাদিকরণঃ ব্যাপ্তিরূচ্যতে।

ব্যভিচারজ্ঞাগ্রহোহপি সহচারগ্রহস্থখা ॥” (ভাবাপরিক্ষেণ)°

সাধ্য বিশিষ্টের অস্ত্র বিষয়ে যে অসম্বন্ধ অর্থাৎ অব্যবস্থা, তাহাই ব্যাপ্তি। ইহার তাৎপর্য এইরূপ ‘বহিমান্ ধূমাৎ’ ধূম-হেতুক বহিযুক্ত, এইস্থলে বহিসাধ্য এবং মহানসাদি সাধ্যবান্, উনান প্রভৃতিতে ঐ সাধ্য বহি আছে, এইরূপে উহা সাধ্যবান্, তদন্ত অর্থাৎ সাধ্যবানের অস্ত্র জলহ্রদাদি; জলহ্রদ প্রভৃতিতে স্বাধ্যরূপবহি নাই। সুতরাং উহা তদন্ত, তাহাতে অর্থাৎ জলহ্রদাদিতে ধূমের অব্যবস্থা অসম্বন্ধ, জলহ্রদ প্রভৃতিতে ধূমের কোনরূপ

সম্বন্ধই থাকিতে পারে না। উহাই ব্যাপ্তি। অথবা হেতুমন্ত্রিষ্ট বিরহের যে অপ্রতিযোগী সাধ্য তাহার সহিত হেতুর যে ঐক্যবিকরণ্য তাহার নাম ব্যাপ্তি।

“কা ব্যাপ্তিরিত্যত আহ। ব্যাপ্তিরিতি, বহিমান্ ধূমাতিত্যাহৌ সাধ্যো বহিঃ, সাধ্যবান্ মহানসাদিব, তদন্তো জলহ্রদাদিঃ, তদ-ব্যবস্থিতং ধূমস্ত্রুতি লক্ষণসমম্বয়ঃ” (মুক্তাবলী)

নব্য-জ্ঞারে ব্যাপ্তির লক্ষণ আলোচিত হইয়াছে। অস্ত্র সংক্ষেপে তাহার বিষয় আলোচিত হইল। বি-আপ-ক্ত, ব্যাপ্তি—বিশেষ রূপে আশ্রিত বা সম্বন্ধ, সুতরাং বিশেষ সম্বন্ধই ব্যাপ্তি। ব্যাপ্তির সাধারণ লক্ষণ বলিতে গেলে বলা যায় যে অব্যবস্থিত সম্বন্ধই ব্যাপ্তি, যে সম্বন্ধের কোনরূপ ব্যভিচার হয় না। সম্বন্ধের বিশেষত্বই অব্যবস্থার নামে অভিহিত। তাহা-বিকরণ্যে অবস্থিতির নাম ব্যভিচার।

নৈরায়িকদিগের ভাবায় প্রতিযোগী, অমুযোগী প্রভৃতি পার্থক্যিক শব্দ সকল ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অর্থ না বুঝিলে সকল শব্দের অর্থবোধ হয় না। তাহাদের অর্থ এইরূপ, প্রতিযোগী—যাহার সহিত সম্বন্ধ হয়, তাহাই সম্বন্ধের প্রতিযোগী নামে অভিহিত হয় এবং বাহ্যতে ঐ সম্বন্ধ থাকে, তাহাই অমুযোগী। যোগশব্দে সম্বন্ধ বুঝায়। যোগযুক্ত যোগী কহে। প্রতি শব্দের অর্থ প্রতিকূল এবং অমু শব্দের অর্থ অমুকূল, অতএব প্রতিকূল-সম্বন্ধীর নাম অমুযোগী।

ঘটের সহিত ঘটের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা সমবায় সম্বন্ধ। এই সমবায় সম্বন্ধের প্রতিযোগী ঘট এবং অমুযোগী ঘট। ঘটের সহিত ঘটের সমবায় সম্বন্ধ হয় না, ঘটেই সমবায় সম্বন্ধ হইয়া থাকে। অতএব এই সমবায় সম্বন্ধের প্রতিযোগী ঘট এবং অমুযোগী ঘট। কারণ ঘটের সমবায় ঘটের থাকিতে পারে না, ঘটেই থাকে। সুতরাং ঘট সমবায় সম্বন্ধী, অতএব ইহাকে প্রতিকূল সম্বন্ধী বলা যাইতে পারে। কিন্তু ঘট সমবায়ের সম্বন্ধী হইয়াও তাহার আশ্রয় হয় না, সুতরাং তাহাকে অমুকূলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। এই কারণে ঘট সমবায়ের প্রতিযোগী। কিন্তু ঘট সমবায়ের অমুকূল সম্বন্ধী সুতরাং অমুযোগী। কারণ সমবায় ঘটপ্রতি অর্থাৎ ঘটকে আশ্রয় করিয়া আছে।

আরও ইহার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। মানব আসনে উপবেশন করিয়া আছে, মানবের সহিত আসনের অব্যবস্থা সম্বন্ধ আছে, ঐ সম্বন্ধের প্রতিযোগী মানব এক অমুযোগী আসন। এই কারণে মানব আসনে আছে, ইহাই অমুকূল হইয়া থাকে, আসন মানবে আছে এইরূপ কখনই অমুকূল হয় না।

বহির সহিত ধূমের ব্যাপ্তি সৰ্ব্বত্র আছে, এইরূপ বহি ও ধূম যথাক্রমে ব্যাপ্তির প্রতিযোগী ও অমুযোগী। এই ব্যাপ্তির প্রতিযোগী ও অমুযোগীর অপর নাম ব্যাপক ও ব্যাপ্য। বহি ধূমের ব্যাপক এবং ধূম বহির ব্যাপ্য। সুকল স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ব্যাপ্যদ্বারা ব্যাপকের অমুমান হইয়া থাকে। ব্যাপ্যের সত্তার ব্যাপকের সত্তা অবশ্যজ্ঞাবিনী। অতএব ধূমের সত্তার বহির সত্তা অবশ্যই থাকিবে। বেহেতু বহি কারণ, ধূম কার্য্য। কারণ বিনা কার্য্য হইতেই পারে না। এই জন্য ধূমদ্বারা বহির অমুমান হইয়া থাকে।

কিন্তু ব্যাপকের সত্তা থাকিলে যে ব্যাপ্যের সত্তা থাকিবে এইরূপ নহে, কিন্তু ব্যাপ্যের সত্তার ব্যাপকের সত্তা থাকিতেই হইবে। উত্তম্প্র অরোগোলকে বহির সত্তা আছে, কিন্তু উহাতে ধূমের সত্তা নাই, বহির সত্তার যে ধূমের সত্তা থাকিবে, তাহা নহে, কিন্তু ধূমের সত্তার বহির সত্তা থাকিতেই হইবে, ইহা নিশ্চয়, যেখানে যেখানে ধূম থাকিবে, সেই সেই স্থলেই বহি থাকিবে, কিন্তু যেখানে যেখানে বহি থাকিবে, সেই সেই স্থলে যে ধূম থাকিবে তাহা নহে, থাকিতেও পারে এবং নাও পারে। উত্তম্প্র অরোগোলকে বহি আছে, কিন্তু ধূম নাই, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ।

বস্তুতঃ বহি সকল সময়ে ধূম উৎপাদন করে না, সময় বা অবস্থা বিশেষে ধূম উৎপাদন হইয়া থাকে। সুতরাং বহির সত্তার যে ধূমের সত্তা তাহা হইতেই পারে না। কিন্তু ধূমের সত্তাতে বহির সত্তা না থাকিয়াই পারে না। অতএব ব্যাপ্য ধূম ব্যাপক বহির অমুমিতির কারণ, কিন্তু ব্যাপক বহি ব্যাপ্য ধূমের অমুমিতির কারণ হইতে পারে না। অরোগোলকে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইয়াছে যে, বহি আছে, অথচ তাহাতে ধূম নাই। সুতরাং ধূমে বহির ব্যাপ্তি আছে বটে কিন্তু অস্তিতে ধূমের ব্যাপ্তি নাই।

নব্য জ্ঞানের তত্ত্বচিন্তামণিগ্রন্থে ব্যাপ্তির অনেকগুলি লক্ষণ আছে তাহার প্রথম লক্ষণ এই—“সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিঃ ব্যাপ্তিঃ (তত্ত্বচিন্তা)” সাধ্যের অভাববিশিষ্টের অবৃত্তিই ব্যাপ্তি। ইহাতে কিছুই বুঝা যায় না, প্রত্যেক কথা ধরিয়া তবে তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ যে, যে স্থলে সাধ্যের অভাব থাকে, সেই স্থলে হেতু না থাকিলেও হেতু সাধ্য ব্যাপ্য হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। বাহা অমুমান করা হয়, তাহাই সাধ্য, যে স্থলে বহির অমুমান হয়, তথায় বহি সাধ্য। বাহাদ্বারা অমুমান করা হয়, তাহার নাম হেতু। ধূমদ্বারা বহির অমুমান হয়, এই জন্য ধূম হেতু। ‘বহিমান্ ধূমঃ’ ধূমহেতুক বহিযুক্ত, হেতু যখন ধূম বিদ্যমান আছে, তখন সাধ্য যে বহি তাহা নিশ্চয়

আছে, এইরূপ অমুমিতি হইল। এইস্থলে বহি সাধ্য এবং ধূম হেতু। বহির অভাব জনন প্রভৃতিতে বিদ্যমান আছে, অর্থাৎ জ্ঞানিতে বহি নাই, অতএব তথায় ধূমও নাই। সুতরাং ধূম বহিব্যাপ্য। ধূমে বহির ব্যাপ্তিসম্বন্ধ আছে, কিন্তু ‘ধূমবান্ বহেঃ’ বহিহেতুক ধূমবিশিষ্ট এরূপ নহে কারণ এইস্থলে সাধ্যধূম, অরোগোলকে সাধ্য যে ধূম তাহার অভাব আছে, কিন্তু তথায় বহি আছে, অতএব বহি ধূমের ব্যাপ্য হইতে পারে না, সুতরাং বহিতে ধূমের ব্যাপ্তিসম্বন্ধ নাই।

দার্শনিক প্রণালী অনুসারে ‘সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিঃ’ এই ব্যাপ্তির লক্ষণটা বুঝিতে হইলে প্রত্যেক শব্দের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যিক। পূর্বে যে সম্বন্ধের প্রতিযোগী ও অমুযোগীর কথা বলা হইয়াছে, অভাবেরও সেইরূপ সেইরূপ প্রতিযোগী ও অমুযোগী আছে। ‘বস্তাভাবঃ স এব প্রতিযোগী’ বাহার অভাব সেই অভাবের প্রতিযোগী এবং বাহাতে অভাব বিদ্যমান থাকে, সেই অভাবের অমুযোগী বা অধিকরণ। প্রতিযোগীর ভাব বা ধর্ম্মকে প্রতিযোগিতা এবং অমুযোগীর ভাব বা ধর্ম্মকে অমুযোগিতা কহে। সুতরাং প্রতিযোগিতা শব্দে প্রতিযোগি-নিষ্ঠ এবং অমুযোগিতা শব্দে অমুযোগি-নিষ্ঠ বুঝিতে হইবে।

প্রতিযোগিতা ও অমুযোগিতা অভাবের জানিতে হইবে। প্রতিযোগিতা বা অমুযোগিতা অভাবনিরূপ্য বা অভাবনিরূপিত। এবং অভাব প্রতিযোগিতা ও অমুযোগিতার নিরূপক। এই নিরূপ্যনিরূপকভাব অমুভব দ্বারা জানা যায়। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক, ভূতলে ঘটের অভাব আছে, ‘বস্তাভাবঃ স এব প্রতিযোগী’ বাহার অভাব হয়, সেই তাহার প্রতিযোগী হয়, সুতরাং এস্থলে ভূতলে ঘটের অভাব থাকায় ঘটই প্রতিযোগী হইল। ভূতলে ঘট থাকে, ঘটের অধিকরণ ভূতল, সুতরাং ভূতল অমুযোগী। অতএব স্থির হইল যে, অভাবের প্রতিযোগিতা ঘটনিষ্ঠ এবং অমুযোগিতা ভূতলনিষ্ঠ। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি যে প্রতিযোগিতা শব্দের অর্থ প্রতিযোগিনিষ্ঠ এবং অমুযোগিতা শব্দে অমুযোগিনিষ্ঠ বুঝায়। সুতরাং অভাব ঘটনিষ্ঠ প্রতিযোগি-তার নিরূপক।

বাহা কোন আধার বা অধিকরণে স্থিত হয়, তাহার নাম বৃত্তি। বৃত্তির ভাব বা ধর্ম্মকে বৃত্তিক কহে। কোন কোন স্থলে বৃত্তিক শব্দে বৃত্তিকেও বুঝায়। বৃত্তিক শব্দে আধেয়ত্ব, যে আধার বা অধিকরণে আধেয় পদার্থ সকল থাকে। সুতরাং আধেয়ত্ব বা বৃত্তিক সেই আধার বা অধিকরণ দ্বারা নিয়মিত। অতএব সাধ্যাভাব শব্দের অর্থ নৈরায়িকনিগের ভাবার বলিতে হইলে এই বলিতে হয় যে, সাধ্যাভাব—সাধ্যনিষ্ঠ প্রতিযোগিতানিরূপক অভাব। এই অভাবের অধিকরণ বা আধার হইল সাধ্যাভাব-

মান; অসুস্থ শব্দের অর্থ বৃত্তিদের অভাব। বৃত্তিহীনদেরই সাধ্যাতাবের অধিকরণরূপে নিরূপিত হইয়া থাকে। এইরূপ হইলে এইরূপ ব্যাপ্তির লক্ষণের অর্থ হইল যে, “সাধ্যাতাব-ব্রহ্মবৃত্তি ব্যাপ্তি” ইহার অর্থ এইরূপ হইবে যে সাধ্যানিষ্ঠ-প্রতিরোধিতানিরূপক যে অভাব সেই অভাবের অধিকরণ-নিরূপিত যে বৃত্তি সেই বৃত্তিদের অভাবই ব্যাপ্তি। কিরূপে এই লক্ষণ সমন্বয় হয়, তাহার বিষয় বলা বাইতেছে ‘বহিমান্ ধূমাৎ’ এইস্থলে সাধ্য বহি, অর্থাৎ প্রতিপাদনীয়, বহিনিষ্ঠ-প্রতিরোধিতা-নিরূপক অভাব হইল বহির অভাব, এই অভাবের অধিকরণ জলহ্রদাদি, জলহ্রদাদি অধিকরণে বহি নাই, তাহার অভাব আছে, তদ্বিরূপিত বৃত্তি ধূমে নাই অর্থাৎ ধূমে তাদৃশ বৃত্তিদের অভাব আছে। সুতরাং ধূমে বহির ব্যাপ্তি আছে, ইহা স্থির হইল।

টীকাকারগণ এই লক্ষণের উপর বিস্তর আপত্তি ও তাহার খণ্ডন করিয়াছেন, এক একটা করিয়া লক্ষণ নির্ণয় করিয়া আবার তাহার উপর দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপে ব্যাপ্তির পাঁচটা লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, এই পাঁচটা লক্ষণ ব্যাপ্তিপঞ্চক নামে অভিহিত, কিন্তু এই পাঁচটা লক্ষণেই দোষ প্রদর্শন করিয়া সিদ্ধান্তলক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন। এই লক্ষণটি এইরূপ ভাবে করা হইয়াছে যে, ইহাতে কোনস্থলেই দোষ দিবার উপায় নাই। এই লক্ষণে বুদ্ধিচাতুর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। নব্য নৈয়ায়িকগণ কিরূপ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা করিয়াছেন, তাহা এই ব্যাপ্তিপঞ্চক এবং সিদ্ধান্তলক্ষণ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

টীকাকারগণ ‘সাধ্যাতাব-ব্রহ্মবৃত্তি’ এই লক্ষণের যে সকল আপত্তি ও তাহার সমাধান করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি আপত্তি ও তাহার সমাধান প্রদর্শিত হইল। নৈয়ায়িকদিগের মতে সংযোগ, সমবায় প্রভৃতি নানাপ্রকার সম্বন্ধ আছে, তাহার মধ্যে অবয়বের সহিত অবয়বীর যে সম্বন্ধ তাহাকে সমবায় সম্বন্ধ কহে, ইহা ব্যতীত দুইটা প্রকার সম্বন্ধের নাম সংযোগ। বহি ও বহির অবয়বের সহিত যে সম্বন্ধ ইহা সম-বায় সম্বন্ধ, দেহের সহিত যেহীর যে সম্বন্ধ তাহা সমবায়। কিন্তু বহির সহিত পর্কতের বা মহানসের যে সম্বন্ধ তাহা সংযোগসম্বন্ধ, সমবায়সম্বন্ধ নহে। বহি সমবায় সম্বন্ধে কেবলমাত্র বাধ্যবৎ থাকে, অজ্ঞানে থাকিতে পারে না। কিন্তু সংযোগ সম্বন্ধে বহি স্থানে থাকে, পর্কত মহানস (উমান) প্রভৃতিতে যে বহি থাকে, উহা সংযোগ সম্বন্ধে। বহি সমবায় সম্বন্ধে কখন পর্কতাবিধে থাকে না এবং থাকিতেও পারে না, ইহা প্রসঙ্গ। যে স্থলে যে সম্বন্ধে যে বস্তু থাকে না, সেই স্থলে

সেই সম্বন্ধে সেই বস্তুর অভাব অবশ্যই থাকে। পর্কত-সমবায় সম্বন্ধে পর্কতে বহি নাই, সুতরাং সমবায় সম্বন্ধে বহির অভাব পর্কতে আছে। অথচ সেই স্থলে ধূম আছে, সুতরাং ধূমে বহির ব্যাপ্তি থাকিতে পারিতেছে না। কারণ সমবায় সম্বন্ধে যে বহির অভাব, পর্কতও তাহার অধিকরণ বা আধার বটে। কিন্তু পর্কত নিরূপিত বৃত্তিদের অভাব ধূমে নাই। পর্কত নিরূপিত বৃত্তিই ধূমে রহিয়াছে। আরও একটি কথা এই যে, পর্কতে বহি আছে, সংযোগ সম্বন্ধে বহি পর্কতে আছে বলিয়া সংযোগ সম্বন্ধে বহির অভাব পর্কতে নাই ইহা সত্য। কিন্তু পার্কতীর বহিই সংযোগ সম্বন্ধে পর্কতে আছে, কিন্তু মহানসে যে বহি আছে, সেই বহি সংযোগ সম্বন্ধে পর্কতে নাই। মহানসীর বহি মহানসে এবং পার্কতীর বহি পর্কতে আছে। মহানসীর বহির সংযোগ পর্কতে বা পার্কতীর বহির সংযোগ মহানসে কোন ক্রমেই হইতে পারে না। এখন সিদ্ধান্ত হইল যে, মহানসীর বহির অভাব সংযোগ সম্বন্ধে পর্কতে আছে, তাহার আর তুল নাই, মহানসীর বহিও বহি। সুতরাং পর্কতও ঐ অভাবের অধিকরণ। অথচ পর্কতে ধূম রহিয়াছে। অতএব ধূমে বহির ব্যাপ্তি কিরূপে হইতে পারে?

এই আপত্তির উত্তররূপ উত্তর অভিহিত হইয়াছে। ‘পর্কতো বহিমান্ ধূমাৎ’ ধূমহেতু পর্কত বহিযুক্ত। এই স্থলে বহি সাধ্য এবং ধূম হেতু হইয়াছে। পূর্বে যে সমবায় সম্বন্ধে বহি সাধ্য বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহা নহে, সংযোগ সম্বন্ধে এই স্থলে বহি সাধ্য হইয়াছে। পর্কতে ধূম দর্শনে ইহাই অস্বীকৃত হয় যে, তথায় সংযোগ সম্বন্ধে বহি আছে, সমবায় সম্বন্ধে নাই। কারণ কেবল বহি বহির বাধ্যবৎ সমবায় সম্বন্ধে থাকে, অজ্ঞান থাকিতে পারে না। যে স্থলে যে সম্বন্ধে যে বস্তু থাকে বা থাকিতে পারে, তথায় সেই সম্বন্ধেই সেই বস্তু সাধ্য হইবে। যে স্থলে যে সম্বন্ধে যে বস্তুর সত্তা অসম্ভব, তথায় সে সম্বন্ধে সে বস্তু সাধ্য হইতেই পারে না। সুতরাং ব্যাপ্তির লক্ষণে যে সাধ্যাতাব বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, যে সম্বন্ধে সাধ্য হইতে পারে, সেই সম্বন্ধেই সাধ্যের অভাব বুঝিতে হইবে।

কিন্তু এই স্থলে ‘পর্কতো বহিমান্ ধূমাৎ’ সংযোগ সম্বন্ধে বহি সাধ্য হইয়াছে, সমবায় সম্বন্ধে সাধ্য হয় নাই, কারণ সমবায় সম্বন্ধে পর্কতে বহি থাকিতেই পারে না। অতএব পর্কতে যে বহির সংযোগ তাহা সংযোগ সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। অতঃপর এই স্থলে লক্ষণসমবায় করিয়া দেখা যাউক। সংযোগ সম্বন্ধে বহির অভাব পর্কতে নাই, সংযোগ সম্বন্ধে বহির অভাব বহির অবয়বে এবং যে স্থলে বহি নাই, তথায় আছে। বহির অবয়বে বা বহিযুক্ত ধারণে কখনই ধূম থাকিতে পারে না, সুতরাং

সমাজতাবীর যে অবিকল্পিত ভবিষ্যত চিত্রিত হইবে নাই। অতএব
সকলকে লক্ষ্যে রাখিয়া অল্পের লক্ষ্যে থাকি লক্ষ্যেও হইবে ব্যাপ্তি
হইরাছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

‘বহিমান্’ এই শব্দে কেবল বহিষ্ণু রূপে বহিঃ সাধ্য হইয়াছে, মহানন্দ নবাবীর বহিষ্ণু রূপে সাধ্য হয় নাই, কারণ ‘বহিমান্’ মনিলে কেবল ভ্রাতৃ বহিষ্ণু বোধ হয়। মহানন্দীর বহিষ্ণুর বোধ হয় না। ‘পূর্বভে মহানন্দীর বহিষ্ণু’ পূর্বভে মহানন্দ নবাবীর বহিষ্ণু নাই, এই রূপ বোধ হইলেও পূর্বভে বহিষ্ণু নাই ইহা কিছুতেই প্রতীতি হয় না। মহানন্দীর বহিষ্ণু রূপে বহিষ্ণু অভাব পূর্বভে আছে, কিন্তু তত্বে বহিষ্ণু রূপে বহিষ্ণু অভাব পূর্বভে নাই। ‘পূর্বভে বহিমান্ ব্রাহ্ম’ এই শব্দে তত্বে বহিষ্ণু রূপে বহিঃ সাধ্য হইয়াছে, মহানন্দীর বহিষ্ণু রূপে সাধ্য হয় নাই। পূর্বভে বহিষ্ণু যে রূপে সাধ্য হইবে, সেই রূপেই সাধ্যাভাব শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধ হইবে। অতএব পূর্বভে মহানন্দীর বহিষ্ণু অভাব থাকিলেও যথেষ্ট বহিষ্ণু থাকিবার কোনই বাধা হয় না।

নব্য নৈয়ায়িকদিগের ভাবের সাধাভাব শব্দের অর্থ করিতে
হইলে এইরূপ কুরিতে হয়।

সাধ্যাতাব—সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নসাধ্যতাবচ্ছেদক ধৰ্মা-
বচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতামিত্রপক্ষ অভাবই—সাধ্যাতাব শব্দের অর্থ।

এই সকল শব্দের প্রত্যেক শব্দের অর্থ না করিলে উহার অর্থ কিছুই বুঝা যায় না। সংক্ষিপ্ত ভাবে উহার অর্থ এইরূপ। সাধ্যের ধর্মের নাম সাধ্যতা, সাধ্য যে সন্ধে সাধ্য হয়, সেই সন্ধকেই সাধ্যাতাবচ্ছেদক সন্ধ কহে। এবং সাধ্যাতাবচ্ছেদক ধর্মের অর্থ সাধ্য অংশে প্রতীতমান-ধর্ম অর্থাৎ যে রূপে সাধ্য হয়, সেই রূপ বা ধর্মের নাম সাধ্যাতাবচ্ছেদক ধর্ম। যে হেতু এই সাধ্যাতাবচ্ছেদক সন্ধ বা ধর্ম সাধ্যতার অবচ্ছেদ বা নিরমল করিয়া থাকে।

বহির সাধ্যতানিরূপণ করিতে হইলে সংযোগ সন্ধে বহির সাধ্যতা এবং সমবার সন্ধে বহির সাধ্যতা এক নহে, বিভিন্ন। কারণ এক সাধ্যতার নিরামক বা পরিচায়ক সন্ধ সংযোগ, অপন সাধ্যতার নিরামক বা পরিচায়ক সন্ধ সমবার। এই প্রকার বলিগত সাধ্যতা এবং ঘটগত সাধ্যতাও পরস্পর ভিন্ন। কারণ বলিগত সাধ্যতার নিরামক ধর্ম বলিগ এবং ঘটগত সাধ্যতার নিরামক ধর্ম ঘট। বাহার অবচ্ছেদ করে, তাহার নাম অবচ্ছিন্ন। সাধ্যতারও বৈরূপ অবচ্ছেদক সন্ধ ও ধর্ম আছে, প্রতিযোগিতারও সেইরূপ অবচ্ছেদক সন্ধ ও ধর্ম আছে। যে স্থলে সমবার সন্ধে বহির অভাব হয়, তাহার ঐ অভাবের প্রতিযোগিতা সমবারসন্ধাবচ্ছিন্ন, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগ সন্ধ তদবচ্ছিন্ন নহে। এইরূপ মহানীর বহির অভাবের

প্রতিযোগিতা মহানগরী বহিরাবক্ষির, এবং সাধারণতঃ বহিরাবক্ষির
 যে ভাৱা শুধু বহিরাবক্ষির নহে। অতএব পৰ্কতে উক্ত দুই
 প্রকার অভাব থাকিলেও ধূমে বলির ব্যাপ্তির কোন হানি হইতে
 পারে না, কারণ সম্বারসম্বন্ধাবক্ষির বা মহানগরী বহিরাবক্ষির যে
 প্রতিযোগিতা তদ্বিশেষক অভাব পৰ্কতে থাকিলেও সাধারণ
 সম্বারবক্ষির এবং শুধু বহিরাবক্ষির যে প্রতিযোগিতা তদ্বি-
 শেষক অভাব পৰ্কতে নাই, সুতরাং ধূমে বলির ব্যাপ্তি হইল।

(ब्याखिपकव)

নব্য নৈসর্গিকগণ এই প্রণালীতে বুদ্ধিসত্তার অসাধারণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রতিযোগিতা, অহুযোগিতা, অবচ্ছেদকতা, অবচ্ছিন্ন প্রকৃতি শব্দের অর্থ উক্তরূপে ব্যাখ্যাস হইলে তবে ঐ সকল উক্তরূপে বৃত্তিতে পাছা যায়। ব্যাপ্তির একটা লক্ষণের আপত্তি ও খণ্ডন এসঙ্গে তাহার আভাস স্নায় প্রদর্শিত হইল। কিন্তু সিদ্ধান্ত লক্ষণে এই সকল কথা কিরূপ সূক্ষ্মভাবে আলোচিত হইয়াছে, তাহা বাহ্যিক সিদ্ধান্ত লক্ষণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন।

ব্যাপ্তিকল্প (পূ) ব্যাপ্তিবিশিষ্ট কল্প বস্ত। ব্যাপন-
 ক্রিয়া বিশিষ্ট, সকল স্থলে বাহ্যিক ক্রিয়া ব্যাপ্ত হইয়াছে। ইহার
 বৈদিক পদার্থ ইহতি, নক্ষত্রি, আকাশ, আনট, আঠি, আপান,
 অশ্ব, নশ্ব, আনশে, অশ্রুতে। (বেদনিং ২১৮ অ.)

व्याप्तिमत् (वि) व्याप्ति विस्तृतेश्च व्याप्ति-मत्तुप्। व्याप्ति-
 विशिष्ट, व्याप्तियुक्त।

• ব্যাপ্তিত্ব (ক্লী) ব্যাপ্তিমতো ভাবঃ ব্যাপ্তিমং ভাবে দ্ব। ব্যাপ্তি-
মতেন ভাব বা বস্তু, ব্যাপ্তি।

ব্যাপ্য (ক্লী) ব্যাপ্যতে ইতি বি-আপ-ণ্যৎ । সাধন, হেতু ।

“ব্যাপ্যং লিঙ্গং সাধনং” (ত্রিকাঃ) লিঙ্গ, হেতু, কারণ।

ব্যাপ্য দ্বারা ব্যাপকের অনুমিতি হইয়া থাকে। নৈদ্যগ্নিক মতে
ব্যাপ্তির অনুযোগীর নাম ব্যাপ্য [ব্যাপ্তি শব্দ দেখ] ২ কুটোষধ।

(अथवा) (वि) ७ व्याप्तिविशिष्ट, व्यापनीय ।

“ଅହାନଂ ଡେ କୁଳିମକଳନାମ୍ବିଚିତଂ ମନ୍ତିତାତ୍ମେ-

শিষ্টেহ্মাকং তদপি ব্রহ্মতে যাহি বাহীতি বাণী ।

অশ্রোমাণ্যঃ কথয়ন্তি জনা নন্দনুলোবিয়োগো।

‘‘ব্যাপ্যজ্ঞানাদব্রজকুণভবাং ব্যাপকতাপ্রসিদ্ধৌ’’ ॥ (পদাঙ্কদুত)

ব্যাপারক্তি (ত্রি) অন্নদেশবৃত্তি, যাহা অন্ন পদার্থে থাকে।

ব্যাখ্যায় (ত্রি) বি-আ-পৃ-শানচ্ । ব্যাপ্ত, নিবৃত্ত ।

ব্যাখ্যা (পূঃ) বিশেষণ অমাত্তেনেনেতি অম গতো বঞ।

পরিমাণ বিশেষ, এই পরিমাণ বাহ্যর উত্তর পাশে সম্পূর্ণ বিকৃত
করিলে এক বাহর অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অপর বাহর
অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ পরিমাণ, চলিত বাঁও।

‘ব্যামব্যায়ামস্ত্রোখাতিব্যায়ামবাহুপ্রসারিতৌ।’ (হেম)
ব্যামিশ্র (ত্রি) বি-আ-মিশ্র-ঘঞ। সংমিলিত, ভিন্ন বিষয়ের
একীভাব করণ।

‘ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিঃ মোহয়সীব মে।

তদেকং বহু নিশ্চিত্য যেন প্রেরোহহমাপু রাম্ ॥’ (শীতা ৩২)

‘কচিং কশ্মপ্রশংসা, কচিদ্ জ্ঞানপ্রশংসা, ইত্যেবং ব্যামিশ্রঃ সন্দে-
হোৎপাদকমিব’ (স্বামী) কখন কর্ণের প্রশংসা কখন জ্ঞানের
প্রশংসা এইরূপ বিভিন্ন বাক্যকে ব্যামিশ্র কহে।

ব্যামোহ (পুং) বি-আ-মুহ-ঘঞ। মোহ, অজ্ঞান।

ব্যাম্য (ত্রি) ১ বিরুদ্ধগমন বা নিয়ম লভনন হেতু ব্যাধিত।

২ বিবিধরূপে পীড়িত। ‘বিগমনেন বিবিধং বা আময়তি
(ব্যাধিতো ভবতি) পুরুষোহেনেনতি ব্যাম্যো যঃ পাশঃ।’

(অথর্ব ৪।১৬।৮ ভাষ্য)

ব্যায়ত (ত্রি) বিশেষণায়তঃ। ১ ব্যাপৃত, দৈর্ঘ্য।

‘অপচিভমপি গাভ্রং ব্যায়তত্বাদলক্ষ্যং।

গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভক্তিঃ ॥’ (শকুন্তলা ২অ°)

২ দৃঢ়। ৩ অতিশয়। ৪ দূর। ৫ ব্যাম, বাঁও।

ব্যায়তন (ক্লী) আয়তন বিশিষ্ট।

ব্যায়াম (পুং) বি-আ-ম-ঘঞ। ১ পৌরুষ। ২ ব্যাপার।

৩ শ্রম। ৪ বিষম। ৫ ব্যাম। (হেম) ৬ দুর্গসঞ্চার। (মেদিনী)

৭ মলকীড়া, পারসী কুস্তী। শ্রমসাধনব্যাপার, যে ক্রিয়া
দ্বারা শারীরিক পরিশ্রম হয়, তাহাকে ব্যায়াম কহে। বৈজ্ঞানিক-
শাস্ত্রে ব্যায়ামের বিধান আছে।

‘শরীরায়ামজননং কর্ম ব্যায়ামসংজ্ঞিতম্।’ (বৈজ্ঞক)

শরীরের আয়তনজনন কর্মের নাম ব্যায়াম।

‘ব্যায়ামো হি সৰ্বা পথ্যা বলিনাং সিদ্ধভোজিনাং।’ (রাজব°)

সিদ্ধভোজী বলবান ব্যক্তিদিগের পক্ষে ব্যায়াম হিতজনক,
এবং শীত ও বসন্ত ঋতুতে অতিশয় হিতকর হইয়া থাকে।
বলবান আত্মহিতাভিলাষী ব্যক্তিদিগের পক্ষে সকল ঋতুতেই
শক্তির অর্দ্ধপরিমাণে ব্যায়াম করা উচিত। কুক্কি, ললাট এবং
গ্রীবাদেশে যখন ঘর্ম হয় তখনই শক্তির অর্দ্ধেক বলিয়া বৃদ্ধিতে
হইবে এবং সেই সময়ই ব্যায়াম পরিত্যাগ করা বিধেয়।

চরকসংহিতায় ব্যায়ামের ষড়্গোষাদির বিবরণ এইরূপ
লিখিত আছে। মনের অস্থিরতা এবং দেহের বলবর্ধক যে
শারীরিক চেষ্টা বা ক্রিয়া তাহাকে ব্যায়াম কহে। এই ব্যায়াম
উপযুক্ত পরিমাণে করিতে হইবে। উপযুক্ত রূপে ব্যায়াম
করিলে শরীরের জড়তা দূর এবং ক্রমশঃ বলবর্ধিত হইয়া
থাকে, এইরূপ পরিমাণে ব্যায়াম করিবে, যাহাতে শরীরের
অতিশয় ক্লান্ত না হয়, ইহাই উপযুক্ত ব্যায়াম নামে অভিহিত।

এই ব্যায়াম দ্বারা দেহ লঘু, কর্ণে সামর্থ্য, শরীর স্থির অর্থাৎ
বৌদ্বন্দ্যাবে অবস্থান, ক্রেশনসহিষ্ণুতা, বাতাদিদোষের হ্রাসবৃদ্ধি-
নাশ ও অগ্নিবৃদ্ধি হয়।

বাহারা নিরমিতরূপে ব্যায়াম করে, তাহাদের অগ্নি বৃদ্ধি হয়,
সুতরাং বিরুদ্ধ, অবিরুদ্ধ, বিদগ্ধ, অবিরুদ্ধ সকল প্রকার বাস্তব
পরিমিত ব্যায়ামশীল ব্যক্তির অনার্য্যে পরিণত হয় এবং অগ্নি
বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদের বাতাদিদোষ কুপিত হইতে
পারে না। অগ্নিবৃদ্ধি হয় বলিয়া দেহাত্মক ব্যায়াম দ্বারা বাতাদি-
দোষের বৃদ্ধি না হইয়া বরং তাহাদের সমতাই হইয়া থাকে।

অতিশয় ব্যায়াম শরীরের বিশেষ অপকারজনক। ইহা দ্বারা
শরীরের রানি, মনোরানি, ধাতুকর, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস,
জ্বর, বমি প্রভৃতি উপদ্রব ঘটয়া থাকে। সুতরাং ইহা অতি
মাত্রায় করা বিধেয় নহে। হস্তী যেরূপ অবস্থা বলে সিংহকে
আক্রমণ করিলে আপনিই বিনষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ অতি
মাত্রায় ব্যায়ামকারী ব্যক্তিও স্বয়ং বিনষ্ট হয়। (চরকসংহত্যান° ৭অ°)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে,—

‘লাঘবং কর্ণসামর্থ্যং বিতক্তবনগাত্রতা।

দোষকরোহয়িবুদ্ধিষ্ঠি ব্যায়ামাত্তপজায়তে ॥

ব্যায়ামদৃঢ়গাত্রস্ত ব্যাধিনাশ্তি কদাচন।

বিরুদ্ধং বা বিদগ্ধং বা ভুক্তং শীঘ্রং বিপচ্যতে ॥’ (ভাবপ্রকাশ)

ব্যায়াম দ্বারা শরীর লঘু, কর্ণে সামর্থ্য এবং বিতক্ত বন
গাত্রতা, অর্থাৎ শরীরের যে স্থল যেরূপ হওয়া উচিত, কোন
স্থল নহে, কোন স্থল মোটা এবং কোন স্থল দৃঢ় ইত্যাদি হওয়া,
দোষ কয় এবং অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বাহাদের শরীর ব্যায়াম
দ্বারা দৃঢ় হইয়াছে, তাহাদের কোন ব্যাধি হয় না, বিরুদ্ধ, বা
বিদগ্ধ অন্ন শীঘ্র পরিণত হইয়া থাকে, তাহাদের শরীর শীঘ্র শিথিল
হয় না, ব্যায়াম দ্বারা হোল্য আঁত বিনষ্ট হইয়া থাকে, বাহাদের
দেহ স্থূল, তাহারা ব্যায়াম করিলে তাহাদের শরীর শীঘ্র ক্লান্ত
হয়। অতএব ব্যায়াম সূক্ষ্ম হোল্যানাশক আর কিছুই নাই।
এই ব্যায়াম বলবান ও সিদ্ধভোজনকারীর পক্ষে বিশেষ উপ-
কারক। ইহা বসন্ত ও শীত ঋতুতে অবশ্য কর্তব্য এবং গ্রীষ্মাদি
অন্ত ঋতুতে বাহার যেরূপ শক্তি, তিনি তাহার অর্দ্ধশক্তিপরি-
মাণ ব্যায়াম করিবেন। অর্দ্ধ শক্তির লক্ষণ যতকণ পর্যন্ত
মুহূর্হঃ শুষ্ক অর্থাৎ পিপাসা না হয় ও কপাল, নাসিকা, গাত্র-
সন্ধি ও কক্ষদ্বয়ে ঘর্ম্মোদগম হয়, তখনই অর্দ্ধশক্তি বলিয়া জানিতে
হইবে। এইরূপ ভাবে প্রাপ্ত হইলেই ব্যায়াম পরিত্যাগ করা
উচিত। ইহার অধিক ব্যায়াম করিলে শরীরের অপকার
হইয়া থাকে। সুস্থ ব্যক্তিরই ব্যায়াম কর্তব্য, কিন্তু অস্থস্থ
ব্যক্তির পক্ষে ব্যায়াম নিতান্ত অপকারক।

“তু লবান্ কৃতসভোগঃ কাসী খাসী কৃষ্ণা ক্ষরী।

রক্তপিত্তী কতী শোবী ন তং কুর্ধ্যাৎ কথ্যচন।

অতিব্যায়ামতঃ কাসো অরুশ্চিদঃ শ্রমঃ ক্রমঃ।

তুকা ক্রমঃ প্রথমকো রক্তপিত্তক আরতে।” (ভাবপ্র°)

তুত্বান্ প্রভৃতি ব্যক্তি ব্যায়াম করিবেন না, অর্থাৎ ভোজনের পর, রক্তিক্রীড়ার পর ব্যায়াম নিষিদ্ধ। ইহা ত্রিভ কাসরোগী, খাস-রোগী, কৃষ্ণ ব্যক্তি, ক্ষর, রক্তপিত্ত, ক্ষত এবং শোষরোগী এই সকল ব্যক্তির পক্ষে ব্যায়াম বিশেষ অপকারক। বাহার্য্য অতি ব্যায়াম করেন, উত্তাপের কাসরোগ, অরু, হৃদী, শ্রম, ক্রম, তুকা, ক্ষর, প্রথমক অর্থাৎ তমক খাস ও রক্তপিত্ত রোগ হইয়া থাকে। (ভাবপ্রকাশ ১৩৩°)

ব্যায়াম প্রাতঃ ও সায়াংকালে কর্তব্য। তত্ত্বিন্ন অপর সময়ে উচিত নহে, অপর সময়ে করিলে শরীরের অপকার হয়।

ব্যায়ামবৎ (ত্রি) ব্যায়ামো বিত্ততেহন্ত মতুপ্ মত ব। ব্যায়াম-যুক্ত, ব্যায়ামবিশিষ্ট, ব্যায়ামকারী।

ব্যায়ামিক (ত্রি) ব্যায়াম সম্বন্ধীয়। “ব্যায়ামিকীনাং চ বিভ্রাণাং জ্ঞানম্।” ইহা ৬৪ কলাবিদ্যার একতম। তাগবত ১০।৪৫।৩৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন গ্রন্থে ‘ব্যায়ামিকী’ স্থলে ‘বৈতালিকী’ পাঠ দেখা যায়।

ব্যায়ামিন্ (ত্রি) ব্যায়াম অন্তর্থে ইনি। ১ ব্যায়ামবিশিষ্ট, ব্যায়ামকারী। ২ শ্রমশীল।

ব্যায়ুক (ত্রি) দ্রুত পলায়ন শীল। (কাঠক ৩।১৩)

ব্যায়ুধ (ত্রি) আয়ুধহীন। (ভারতজ্যোৎ)

ব্যায়োগ (পুং) বি-আ-যুক্ত-বঞ। দশাবধ রূপকের অন্তর্গত রূপকবিশেষ, দৃষ্টকাব্যভেদ, চলিত নাটকবিশেষ, অভিনয়যোগ্য বলিয়া ইহা দৃষ্টকাব্যের মধ্যে পরিগণিত।

“ভ্রামটকং প্রকরণং ভাগঃ প্রহসনং ডিমঃ।

ব্যায়োগসমবাকারো বিখ্যাতোহায়াগ ইতি।

অভিনয়েরপ্রকারাঃ স্যুর্ভাষাঃ বটসংস্কৃতাদিকাঃ।” (হেম)

নাটক, প্রকরণ, ভাগ, প্রহসন, ডিম, ব্যায়োগ, সমবাকার

প্রভৃতি দশপ্রকার দৃষ্টকাব্য। ইহার লক্ষণ—

“খ্যাতত্বিত্বতো ব্যায়োগঃ বরস্ত্রীজনসংযুতঃ।

হীনো গর্ভবিমর্ষাভ্যাং নটৈরহুভিরাশ্রিতঃ।

একাক্ষত ভবেদস্ত্রীনিমিত্তসমরোদয়ঃ।

কৌশিকীবৃদ্ধিরহিতঃ প্রখ্যাতশ্রুতায়াকঃ।

রাজধিরধন্যো বা ভবেদকীরোদ্ধতশ্চ সঃ।

হাস্তশূদ্রাশ্রিতো ইত্যেহেতাদিনো রসঃ।”

(সাহিত্যভূষণ ৬।১০৫)

ব্যায়োগ দৃষ্টকাব্যের ইতিবৃত্ত বিখ্যাত হইবে, অর্থাৎ

মহাভারতাদি সর্বজনপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে ইহার ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহাতে ত্রীলোক অন্ন এবং পুত্রব জন্মক থাকিবে। ইহা গর্ভ, বিমর্ষ ও সন্ধিহীন হইবে। ইহার অক্ষ একটা এবং ইহাতে অস্ত্রীনিমিত্ত সমর, অর্থাৎ বাহাতে ত্রীলোকের নিমিত্ত সমর সংঘটিত হয় নাই এরূপ প্রবন্ধ গ্রহণ করিতে হইবে, কৌশিকী বৃত্তিতে ইহা বর্ণন করিতে নাই। ইহার নায়ক বিখ্যাত রাজর্ষি, নিষা বা ধীরোদ্ধত হইবে। এই ব্যায়োগে শূদ্রার, হাস্ত ও শাস্ত্রসম ভিন্ন অস্ত্র সকল রস বর্ণন করিতে হয়। সংস্কৃত সৌগন্ধিকাধরণ একখানি ব্যায়োগগ্রন্থ।

ব্যায়োজ্জিম (পুং) হুগাহুসমবিষমপালি। (সুশ্রুত ১।১৬ অ°)

ব্যায়োষ (পুং) আক্রোশ।

ব্যাল (পুং) বিশেষণ আসমস্তাৎ অলতীতি অল-পর্য্যাপ্তৌ-অচ্ ১ সর্প। ২ ঝাপদ। (অমর) ৩ চুষ্টগজ। (মেদিনী)

“ব্যালবিপা বহুভিক্রমাদিকব্যঃ কথঞ্চিনারাদপথেন নিভ্রয়ে।”

(মাঘ ১২।২৮)

৪ পালিত শিকারী চিতাবাঘ। ৫ ব্যাঘ্র। (রাজনি°)

৬ রাজা। (অমরটীকা-মধুরেশ) ৭ বিষ্ণু। ৮ দণ্ডকচ্ছন্দোভেদ।

(ত্রি) ৯ শঠ, ধূর্ত, ক্রুর। ১০ অপকারী। (অটধর)

ব্যালক (পুং) ব্যাল এব বার্ধে-কন্। চুষ্টগজ। পর্যায়—গম্ভীর-বেদী, অস্থলহৃদয়, চালক। (ত্রিকা°) ২ ঝাপদ, হিংস্রজন্তু। ৩ ব্যালশব্দার্থ।

ব্যালকরজ (পুং) ব্যাঘ্রনখ, নখী। (বৈজ্ঞকনি°)

ব্যালখড়্গ (পুং) ব্যালনখ, ব্যাঘ্রনখ। (রাজনি°)

ব্যালগন্ধা (স্ত্রী) ব্যালস্তব গন্ধো যতঃ। নাকুলী, লাকুলী নামক মহাকন্দলাক। চলিত—বিহলকলিরা। (রাজনি°)

ব্যালগ্রাহ (পুং) ব্যালং গৃহ্নাতীতি ব্যাল-গ্রহ-অণ্। ব্যালগ্রাহী, সাপুড়িয়া।

ব্যালগ্রাহীন্ (পুং) ব্যালং গৃহ্নাতীতি গ্রহ-ণিনি। তিকার্থ-সর্পধারী, বাহার্য্য অর্থের জন্ত সর্পাদি ধারণ করিয়া থাকে। সর্প-খেলক, চলিত সাপুড়িয়া বা বেদিরা, বেদেরা সাপ ধরিতা এবং তাহার ক্রীড়া দেখাইয়া জীবিকা নির্বাহ করে। পর্যায়—
* অহিতুগিক, জাহুলি, আহিতুগিক, ব্যালগ্রাহ, গাকড়িক, বিবৈবন্ত। (শব্দরত্নাবলী)

ব্যালগ্রীব (পুং) ভগ্নামক দেশবাসী জাতিবিশেষ। (বৃ°স° ১৩।২)

ব্যালজিহ্বা (স্ত্রী) ব্যালত জিহ্বেব আকৃতির্যতঃ। মহাসমদা, অনামখ্যাত স্পর্শবিশেষ, বাট্যালকস্তম, একপ্রকার বেড়োলা। (রাজনি°) ২ ব্যালের জিহ্বা, সর্প বা হিংস্রজন্তুর জিহ্বা।

ব্যালস্ত্র (স্ত্রী) ব্যালস্ত্র ভাষা। ব্যালের ভাব বা ধর্ম।

ব্যালদংষ্ট্র (পুং) ব্যালস্ত্র দংষ্ট্রেব আকৃতির্যতঃ। গোহুরকূপ।

ব্যালদ্রেকাণ (পুং) সর্পদ্রেকাণ। [ব্যালবর্গ দেখ]

ব্যালনথ (পুং) ব্যালন্ত নথ ইব আকৃতির্ভক্ত। গন্ধদ্রব্যবিশেষ, নথীবিশেষ, হিন্দী বাঘনথ। পর্যায়—কুটর, চক্রনাথক, চক্রী, চক্রনথ, জ্যাম্বল, বীপিনথ, থপূর, ব্যালপাপিজ, ব্যালানুধ, ব্যালবল, ব্যালবড়া। ইহার গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, কষায়, কফ, বাত, কুট, কণ্ডু ও ব্রণনাশক, বর্ষাবর্দ্ধক এবং সৌগন্ধপ্রদ।

ব্যালপত্র (পুং) একাক্ষকলতা, ক্ষেতকাকুড়।

ব্যালপত্রা (স্ত্রী) ব্যালানি তীক্ষ্ণানি পত্রানি যত্রাঃ। একাক্ষ।

ব্যালপাপিজ (পুং) ব্যালনথায় গন্ধদ্রব্য, নথীবিশেষ। (রাজনি°)

ব্যালপ্রহরণ (স্ত্রী) ১ ব্যালনথ। ২ নথীবিশেষ। (বৈজ্ঞকনি°)

ব্যালবল (পুং) ব্যালনথ। (রাজনি°)

ব্যালমুগ (পুং) বালো হিংস্রো মূগঃ পশুঃ। চিত্রবাস্ত্র, চলিত—চিতাবাঘ।

“রথনেমিস্থনৈশ্চ বণ্টাশম্ভ্যস্ত ভারত।

পুথগ্‌ব্যালমুগাণাঞ্চ পক্ষিণামিব সর্পণঃ॥” (ভারত ৩।১।৩৩)

ব্যালম্ব (পুং) বিশেষণ আলবতে বি-আ-লম্ব-অচ্। ১ রক্তৈরঙ। (ত্রি) ২ লম্বমান।

ব্যালস্থিন্ (ত্রি) ব্যালম্বতে বি-আ-লম্ব-ইনি। ব্যালম্বযুক্ত, বিলম্বিত।

“অস্ত্রব্যমুদয়ং প্রসাদপট্টেবিভূষিত শিরস্কম্।

ব্যালস্থিরমালং ছত্রং কার্যঞ্চ মায়ুস্কম্॥” (বৃহৎসংহিতা ৭৩৫)

ব্যালবর্গ (পুং) ব্যালদ্রেকাণ। কর্কট ও বৃশ্চিকের প্রথম, দ্বিতীয়, এই দুই দুই দ্রেকাণ এবং মীনের তৃতীয় দ্রেকাণ, ব্যাল-দ্রেকাণ নামে অভিহিত হয়।

ব্যালানুধ (পুং স্ত্রী) ব্যালন্ত আনুধ নথ ইব আকৃতির্ভক্ত। ব্যালনথ, ব্যালনথ, নথীনামক গন্ধদ্রব্য। (অমরটীকা মথুরেশ) ২ বাঘের নথ।

ব্যালি (পুং) ব্যাড়িঃ ভক্ত ল। ব্যাড়িমুনি।

ব্যালিক (ত্রি) ব্যালেন চরতি ব্যাল- (গর্গাদিত্যট্ণ্। পা ৪।৪।১০) ইতি ঠ্ণ্। ব্যালবারা বিচরণকারী, সাপাড়িরা।

ব্যালীকৃ (স্ত্রী) সর্পদংশনভেদ, সাপের কামড়বিশেষ।

“একং দ্ব্যষ্টাপদং যে বা ব্যালীকৃথামধোপিতম্।”

(বাতট উত্তরত° ৩৬ অ°)

যে সর্পদংশনে একটী বা দুইটী দাঁত বিদ্ধ হইয়াছে, অথচ গোণিতস্রাব হয় নাই, তাহাকে ব্যালীকৃ দংশন কহে।

ব্যালুপ্ত (স্ত্রী) সর্পদংশনভেদ।

“দ্ব্যষ্টাপদে বরকে যে ব্যালুপ্ত” (বাতট উত্তরত° ৩৬ অ°)

দুইটী দাঁত বসাইয়া দিলে এবং সেই স্থান রক্তযুক্ত হইলে তাহাকে ব্যালুপ্ত কহে।

ব্যালোল (ত্রি) ভীষৎ কল্লিত, চঞ্চল, লঙ্ঘনকে।

ব্যাবক্রোশী (স্ত্রী) বি-আ-অব-ক্ৰশ (কর্মব্যতিহারে গচ্‌, জিহাং। পা ৩।৩।৪৩) ইতি গচ্‌, ততঃ (গচ্‌: জিহাংবজ্‌। ৪।৪।১৪) ইতি স্বার্থে অজ্‌, (ন কর্মব্যতিহারে। পা ৭।৩।৬) ইতি এতপ্রতিবেদ্য, জিহাং ঙীপ্‌। পরম্পর আক্রোশন, পরম্পর পরম্পরের প্রতি ক্রোধপ্রকাশ। (ভরত)

ব্যাবভাসী (স্ত্রী) বি-অ-অব ভাস-গচ্‌, স্বার্থে অজ্‌, ঙীপ্‌। ব্যাবক্রোশী, পরম্পরাক্রোশকারী।

ব্যাবর্গ (পুং) বিভাগ, ভাগকরা।

ব্যাবর্ত (পুং) বি-আ-বৃত্ত-অচ্‌। নাভিকণ্টক। (শব্দরত্না°) ইহার পাঠান্তর আবর্তক এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ২ চক্র-মর্দ, চাকন্দা গাছ। (রাজনি°)

ব্যাবর্তক (ত্রি) ব্যাবর্তয়তীতি বি-আ-বৃত্ত-গিচ্‌-ণুন্‌। ব্যাবর্তন-কারী। যিনি ব্যাবর্তন করেন।

ব্যাবর্তন (স্ত্রী) বি-আ-বৃত্ত-গিচ্‌-লুট্‌। পরাধীনীকরণ, ফেরান।

ব্যাবর্তনীয় (ত্রি) বি-আ-বৃত্ত-গিচ্‌-অনীয়ন্‌। ব্যাবর্তনযোগ্য, ব্যাবর্তনার্থ।

ব্যাবর্তিত (ত্রি) বি-আ-বৃত্ত-গিচ্‌-ক্ত। পরাধীনীকৃত।

ব্যাবর্ত্য (ত্রি) ব্যাবর্তনের যোগ্য, ত্যাগের উপযুক্ত।

ব্যাবহারিক (ত্রি) ব্যবহার এবং (বিনয়াদিত্যট্‌ পা ৪।৪।৩৪) ইতি স্বার্থে ঠক্‌। ১ ব্যবহার। ব্যবহারমিত্যাহ ব্যবহার-ঠক্‌ (বাগভাবীনাঞ্চ। পা ৭।৩।৭) ইতি বৃদ্ধিনিষেধঃ ঐচাগম্‌ভ্য ন ত্রাৎ।

২ ব্যবহার যিনি বলেন, বিচারক। ৩ ব্যবহারসম্বন্ধীয়। ৪ ধর্মাদিকরণ সম্বন্ধীয়। ৫ রাজাদিগের বাহু অভ্যন্তর সকল প্রকার রাজকাৰ্য্যে নিযুক্ত অমাত্য।

“ব্যবহারে বাহ্যভ্যন্তর-সকলরাজ্যকৃত্যে নিযুক্তা অমাত্যাঃ ব্যবহারিকাঃ” (রামায়ণটীকা ২।৬।১২)

ব্যাবহারিন্ (ত্রি) ব্যবহার বিশিষ্ট।

ব্যাবহারী (স্ত্রী) ব্যবহার-ঙীপ্‌। ১ পরম্পর ব্যবহার। ২ পরম্পর হরণ। (বোপদেব ৩।১১০)

ব্যাবহার্য্য (ত্রি) ব্যবহার-ব্যৎ। ব্যবহারযোগ্য, বাহ্য ব্যবহার করিবার উপযুক্ত।

ব্যাবহাণী (স্ত্রী) বি-অব-হল (কর্মব্যতিহারে গচ্‌, জিহাং। পা ৩।৩।৪৩) ইতি গচ্‌, ততঃ (গচ্‌: জিহাংবজ্‌। পা ৭।৩।৬) ইতি এত্‌, প্রতিবেদ্যঃ। জিহাং ঙীপ্‌। পরম্পর হাতকরণ। ২ পরম্পর বিচারণা।

ব্যাবৃত্ত (স্ত্রী) ১ বিশেষক নির্দেশ। ২ আদ্যোপান্ত বর্ণিত।

ব্যাবৃত্তত্ব (স্ত্রী) ১ অব্যবৃত্তত্ব। ২ গুণাভিসন্ধিতা।

“ব্যাবৃত্তাভি প্রারম্ভ গুণাভিসন্ধিতা” (মৈত্রৈয়ণ্যকনি° ৩।৫)

এই প্রেরণ অসম্ভব, বসন্তের প্রেরণই সম্ভব।

ব্যাবৃত্ত (ত্রি) বি-আ-বৃত্ত-ক। ১ নিবৃত্ত। ২ নিবিত্ত। ৩ খণ্ডিত।
৪ পৃথক্কৃত। ৫ মনোনীত। ৬ খেঁড়িত। ৭ অংশীকৃত। ৮ ভক্ত।
৯ নিবাসিত। ১০ আচ্ছাদিত।

ব্যাবৃত্তি (ত্রী) বি-আ-বৃত্ত-কিন্। ১ খণ্ডন।

“অতীতঃ পছন্নং তব চ মহিমা বাঞ্ছনসমো-

১ রতন্যাবৃত্তাৎ যৎ চকিতমভিধত্তে প্রতিরপি।” (মহিঃ স্তোত্র)
২ আবৃত্তি। ৩ মনোনয়ন। ৪ বেটন। ৫ ভক্তি। ৬ নিরা-
করণ। ৭ নিবেশ। ৮ বাধা। ৯ নিবৃত্তি। ১০ নিরোগ।
১১ বিপথ্যাস।

ব্যাবৃত্ত (ত্রি) ১ অনাবৃত্ত রাশিতে ইচ্ছুক। ২ খুলিয়া রাশিতে
ইচ্ছুক।

ব্যাপ্ত (পুং) বি-আ-প্রি-বঞ্। বিভিন্ন আশ্রয়। (পাণিনি
৫।৪।৪৮)

ব্যাস (পুং) বি-অস-বঞ্। বিস্তার।

“বিত্তীর্ণতঃ মহজ্ঞানমূমিঃ সংক্ষিপ্য চাত্রবীৎ।

ইষ্টং হি বিহ্বাং লোকে সমাসব্যাসধারণম্ ॥” (ভারত ১।১।৫১)

‘সমাসঃ সংক্ষেপঃ। ব্যাসো বিস্তারঃ’ (টীকা) ২ মানভেদ।
(শব্দরত্না) ৩ পুরাণাদি পাঠক ব্রাহ্মণ, যে ব্রাহ্মণ পুরাণাদি
পাঠ করেন, তাঁহাকে ব্যাস কহে। ইহার লক্ষণ—

“বিস্পষ্টমুক্তং শাস্ত্রং স্পষ্টাকরণমং তথা।

কলস্বরসমায়ুক্তং রসতাবাসমবিতম্।

বুধ্যমানঃ সদর্থং বৈ গ্রন্থার্থং কৃৎস্নশো নৃপ ॥

ব্রাহ্মণাদিনু সর্কেষু গ্রন্থার্থকাপ্যেরূপ।

‘য এবং বাচয়েৎ ব্রহ্মস বিপ্রো ব্যাস উচ্যতে ॥’ (তিথিতত্ত্ব)

বেদ ও পুরাণাদি পাঠকালে সুস্পষ্টভাবে অক্ষত, শাস্ত্র, স্পষ্টা-
করণ অর্থাৎ প্রত্যেক অক্ষর ও পদগুলি স্পষ্টরূপে মধুর স্বরে
রসতাবাদির সহিত গ্রন্থের অর্থ বাহাতে সকলে বুঝিতে পারে
এইরূপভাবে যে ব্রাহ্মণ উহা পাঠ করেন, তাঁহাকে ব্যাস কহে।

৪ গোলের মধ্যরেখা, গোলাবস্তুর মধ্যরেখা। (Diameter)

“ব্যাসে ভনন্দ্যহিহতে বিতকে খণ্ডাংশুর্থাঃ পরিসিদ্ধং স্মরঃ।

চাৰিংশতিরে বিকৃতং শৈলৈঃ স্নোহংখা ত্র্যম্বহাঃখাঃ ॥
(লীলাবতী)

ব্যস্ততি ধোদানতি বি-আ-অস-অচ্। ৫ বুনবিশেষ। বেদ-

ব্যাস। ইহার নামনিকতি—

“যো ব্যস্ত বেদাংশুভূতপসা ভগবান্ধুঃ।

লোকে ব্যাসত্বমাপেদে কার্কাৎ কৃৎস্নমেব চ ॥”

(ভারত ১০।১।১৪)

যে ভগবান্ধু কবি ভগোবনে বেদকে চারিভাগে বিভাগ

করিয়া ‘ব্যাস’ এই নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, কৃৎস্ন হইলেন
বলিয়া তাঁহারই নাম অনুসিদ্ধ কৃৎস্নবৈপারন ব্যাস হইল। এই
ব্যাস সত্যবতীর কস্তাকালে পরাশর কবি হইতে ভগ্নগ্রন্থ
করিয়াছিলেন। [বিশেষ বিবরণ বেদব্যাস শব্দে দেখ]

৪ সমাসবিগ্রহ ব্যাক্য, সমাস করিবার কালে যে ব্যাক্য করা
হয়, তাহাকে ব্যাসব্যাক্য কহে। যথা—‘নর্ভপাণিঃ’ ‘নর্ভঃ
পাণৌ বস্ত সঃ নর্ভপাণিঃ ইহার নাম ব্যাসব্যাক্য।

ব্যাস, ১ কুরু চাক্ষারণ লক্ষণ, পঞ্চরত্ন, গোলাধ্যায়, (ব্যাসনিহাত)
তত্ত্ববোধ ও তাহার টীকা, তীর্থগরিষ্ঠায়া, বস্তকদর্পণ, প্রতিমা-
লক্ষণ, বালককাটক, বৃহৎসংহিতা, ব্রহ্মসূত্র, মহাত্মারত ও পুরাণ-
নিচর, যোগসংক্রান্তায়া, বক্রতুণ্ডোত্তর, বক্রতুণ্ডাষ্টক, বিশ্বনাথ-
ষ্টক, শিবতত্ত্ববিবেক ও ইতিহাস নামক গ্রন্থাদি রচয়িতা।
ইনি পুরাণপাঠকের নিকট ব্যাসনাম বা বেদব্যাস নামে
স্বপরিচিত। [বেদব্যাস ও ব্যাস শব্দে দেখ।]

২ বড় শুক্লশিখোর ছত্র ওস্তর একতম। ৩ ক্রতগ্রন্থাশিকা
প্রণেতা স্মরণশিখোর উপাধি। ৪ তত্ত্বসারটীকা প্রণেতা।

ব্যাস আচার্য্য, অষ্টমহামন্ত্রপতিপ্রণেতা।

ব্যাসকূট (ক্লী) ব্যাসত কূটং। মহাত্মারতাদি গ্রন্থের কূটার্থ
শ্লোক, যে সকল শ্লোক অতি দুর্লভ এবং অস্পষ্ট তাহাকে
ব্যাসকূট কহে। ২ সীতাহরণের পর মালাবান্ পর্বতে নির্মলে
অবস্থিত কালে জীরামচন্দ্রের চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইলে যে সকল
কূট শ্লোক দ্বারা সীতাহরণ চিত্তশান্তি সম্পাদন করা হয়।

ব্যাসকেশব (পুং) শব্দকল্পদ্রুম নামক অভিধান প্রণেতা।
কেশবকৃত “কল্পদ্রুম” নামে একখানি অভিধান পাওয়া যায়।
উভয় গ্রন্থ ও গ্রন্থকার এক কি না?

ব্যাসকৃত (ত্রি) বি-আ সজ-ক। বিশেষরূপে আসক্ত। অতিশয়
আসক্ত, সংলগ্ন।

“অংসব্যাসকৃতবংশধ্বনিস্থিত জগৎসরবীতিতলসতী।

মুষ্টিগোপত বিকোরবকু জগতি নঃ স্রগ্ধরাহারিহারা ॥”

(ছন্দোমঞ্জরী) ২ উদ্ভাস্ত, অভিভূত।

ব্যাস গণপতি, বৈষ্ণবপ্রচারসংগ্রহ সঙ্কলয়িতা।

ব্যাসগিণি, শব্দরবিজয়প্রণেতা।

ব্যাসগীতা (ত্রী) ১ কৃষ্ণপুরাণের অংশবিশেষ।

২ উপনিষদভেদ। (কৃষ্ণ উ° বি° ১২।৪।৬)

ব্যাসঙ্গ (ত্রি) বি-আ সজ-বঞ্। বিশেষরূপে আসক্ত, অতি
আসক্ত, বিশেষ সংযোগ, বিশেষ মনোযোগ।

ব্যাসভীর্ষ, একজন প্রসিদ্ধ বক্তি। লক্ষীনারায়ণ তীর্থের নিকট
অধ্যয়ন সমাপন করিয়া ইনি পরে ব্রাহ্মণ্যতীর্থের শিষ্য গ্রন্থ
করেন। বেদেণ তিস্র ইহার মন্ত্রনিষা। ইনি ব্যাসরায়মঠ স্থাপন

করিয়াছিলেন। ১৩৩৯ খৃষ্টাব্দে ইহার তিরোধান ঘটে। ইনি বাস্যতীর্থ বিন্দু, বাস্য বতি ও বাস্যরাজ নামেও পুণিচিত ছিলেন। নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি ইহার রচিত—

অমৃতজরতীর্থবিজয়; জরতীর্থকৃত কথালক্ষণ বিবরণের টীকা; আনন্দতীর্থকৃত কাঠকোপনিষদায়া, ছান্দোগ্যোপনিষদায়া, তৈত্তিরীয়োপনিষদায়া, বৃহদারণ্যকথায়া, মাণ্ডূক্যোপনিষদায়া, মুক্তকোপনিষদায়া প্রভৃতির টীকা; তর্কতাণ্ডব, আনন্দতীর্থকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের জরতীর্থকৃত তত্ত্বপ্রকাশিকা নামী টীকার তাৎপর্যচক্রিকা নামী টিপ্সন, জ্ঞানাসূত্র ও কণ্টকোদ্ধার নামক তাহার টীকা, জরতীর্থকৃত প্রপঞ্চবিধায়াহুমানখণ্ডনবিবরণের ভাবপ্রকাশিকা নামক টীকা, ভেদোজ্জীবন এবং জরতীর্থকৃত অপরাপর গ্রন্থটীকার সংক্ষেপ পরিচয় রূপ মন্দার মঞ্জরী নামক টিপ্সন।

বাস্যতীর্থ (ক্ৰী) তীর্থভেদ।

বাস্যতুলসী (ক্ৰী) একজন পণ্ডিত।

বাস্যত্ৰ্যম্বক (পুং) একজন পণ্ডিত।

বাস্যত্ব (ক্ৰী) বাস্যত্ব ভাবঃ বাস্য-ত্ব। বাস্যের ভাব বা ধর্ম।

“লোকে বাস্যত্বমাপেদে কার্কাৎ কৃৎত্বমেব চ।”

(ভারত ১।১০৫।১৪)

বাস্য দেব বেদ বিভাগ করায় জগতে বাস্যত্ব অর্থাৎ বাস্য এই সংজ্ঞা গাভ করিয়াছিলেন।

বাস্যদত্তি (পুং) বরকটির পুত্র।

বাস্যদাস (পুং) কেমেন্তের নামান্তর।

বাস্যদেব, দায়ভাগনির্ণয় বিবেক প্রণেতা।

বাস্যদেব মিশ্র, বৃহচ্ছবরহসীকা রচয়িতা।

বাস্যদীপপ্রজ্ঞা (ক্ৰী) ব্যাক্যকর্তা। (বৈভকনিং)

বাস্যপদ্মনাভ, বৈষ্ণবোৎসব কাব্য কর্তা।

বাস্যপূজা (ক্ৰী) বাস্য পূজা। বাস্যের পূজা, বাস্যের অর্চনা।

বাস্যবৎস, শিশু হিতৈষিনী নামী কুমারসম্ভব-টীকা প্রণেতা।

বাস্যবিট্ঠল আচার্য্য, শব্দচিন্তামণি নামক অভিধান লঙ্ঘনিকতা।

বাস্যভট্ট, শ্রীরঙ্গরাজত্ব ও সর্গার্থসিদ্ধি নামক বেদান্তগ্রন্থ প্রণেতা।

বাস্যমাতৃ (ক্ৰী) বাস্য মাতা। বাস্যের মাতা, বেদবাস্যের জননী। পথ্যার সত্যবতী, বাসবী, গন্ধকালিকা, যোজনগন্ধা, দাসেরী, শ্রীলক্ষ্ময়ন জীবহ, কোন কোন গ্রন্থে শালক্ষ্ময়নজা এই রূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। কালী, কামোদরী, বিচিত্র-বোধাত্ম, চিত্রাঙ্গদহ, যোজনগন্ধিকা, গন্ধকালী, সত্যা, দাসনন্দিনী।

(শব্দরত্না°)

বাস্যমূর্তি (পুং) বাস্য এর মূর্তির্ভাব। শিব। (শিবপু°)

বাস্যবন (ক্ৰী) মুনিব্রহ্মসেবিত পবিত্র বনভেদ। (ভারত বনপর্ব) বাস্যবর্ষ্য (পুং) পণ্ডিতভেদ। ব্যাক্যার্থবীপিকারচয়িতা হনু-মদাচার্য্যের পিতা।

বাস্যসদানন্দজ্ঞা, সত্যোবোধিনী-প্রক্রিয়া নামক ব্যাকরণ-প্রণেতা। ইনি ভক্ততীর্থবাসী ছিলেন।

বাস্যসমাসিন্ (ক্ৰী) বাস্যসমাসযুক্ত, বাস্যবাক্য ও সমস্তপদ-বিশিষ্ট।

বাস্যসূত্র (ক্ৰী) বাস্য প্রণীত সূত্রঃ। বাস্য প্রণীত সূত্র, বেদান্ত সূত্র, বেদান্ত দর্শনের সূত্র বাস্য প্রণয়ন করেন। [বেদান্ত শেখ]

বাস্যস্বামী (ক্ৰী) দেশভেদ, পবিত্র স্থানভেদ। (ভারত বনপর্ব)

বাস্যচল (পুং) একজন প্রাচীন কবি।

বাস্যচার্য্য, একজন প্রসিদ্ধ যতি। ইনি পরে বেদবাস্যতীর্থ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে ইহার তিরোধান ঘটে।

বাস্যারণ্য (ক্ৰী) বাস্যত্ব অরণ্যঃ। ১ বাস্যবন, বাস্য যে বনে অবস্থান করিতেন, তাহাকে বাস্যবন কহে। ২ একজন প্রসিদ্ধ যতি, ইনি সুবোধিনী প্রণেতা। বিশ্বেশ্বরের গুরু।

বাস্যার্দ্ধ (পুং) বাস্যত্ব অর্দ্ধঃ। বাস্যের অর্দ্ধভাগী, গোল বস্তুর মধ্য ভাগের নাম বাস্য, তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ (Radius)

বাস্যাত্ম (পুং) বাস্যত্ব আত্মমঃ। ১ বাস্যমুনির আত্মম স্থান। ২ বেদান্তকরতরু প্রণেতা অমলানন্দের নামান্তর।

বাস্যায়িক (ক্ৰী) বাস্যবিবচিত্ত শিবস্তোত্র বিশেষ।

বাস্যাসন (ক্ৰী) যে আসনে বসিয়া বস্ত্র বা পাঠক পুরাণাদি পাঠ করেন।

বাস্যসিদ্ধ (ক্ৰী) বি-আ-সিদ্ধ-কৃত। ১ নিষিদ্ধ। নিবারিত (মিতাক্ষরা) ২ অবরুদ্ধ। ৩ বিশেষ স্থানে বা বিশেষ ব্যক্তিকে ভিন্ন অজ্ঞ স্থানে বা অজ্ঞ ব্যক্তিকে বিক্রয় করিতে নিষিদ্ধ।

বাস্যসী (ক্ৰী) ১ বাস্য লক্ষ্যকারী। ২ (ক্ৰী) বাস্যরচিত গ্রন্থ।

বাস্যস্কী (পুং) ব্যাধির গোত্রাপত্য।

বাস্যসেধ (পুং) বিয়, উৎপাত।

বাস্যসেশ্বর (পুং) বাস্যেন স্থাপিত ঈশ্বরঃ। শিবলিঙ্গ বিশেষ, বাস্য স্থাপিত শিবলিঙ্গ।

কাস্যেশ্বরতীর্থ (পুং) শিবপুরাণের অধ্যায়ভেদ।

বাস্যহত (ক্ৰী) বি-আ-হন-কৃত। ১ বিশেষ রূপে আহত। ২ ব্যর্থ, বিফলীকৃত। ৩ প্রাতঃবহু। ৪ নিষিদ্ধ, নিবারিত।

“অবাস্যহতাজঃ সর্কাস্থ যঃ সদা দেববোনিধুঃ।

নিচ্ছিত্তাধিপদৈক্যৈঃ স বদাহ শৃণুহ তৎ” (দেবীমাহাত্ম্য)

বাস্যহাত (ক্ৰী) বিরুদ্ধ বলা, বাধা দেওয়া।

বাস্যহন (ক্ৰী) বিশিষ্ট মৈথুনযুক্ত বা তদন্বীকৃত কাব্য।

“বাস্যহনত্যা বাচমবাসীৎ” (চর্য্যকুঃ ৬।৩৬)

'বাহনভাং বাচং বিশিষ্টমৈখুমদুভাং ভবনদুভাং বাচং বদবাধীং'
(মহাধর্ম)

বুৎপাত্ত (ত্রি) বি-উৎ-পদ-কিৎ-বৎ। বুৎপাদনীয়, বুৎ-
পাদনযোগ্য, বুৎপত্তির উপস্থিতি। ২ বুৎপত্তি লভ্য।

বুৎসর্গি (পুং) বিশেষ বাখ্যান।

বুৎ (ত্রি) বিগতং উৎকং বত্, উৎকল্লবত উদারেনঃ। বিগতো-
দক, যাহার জল-বিগত হইয়াছে।

‘উপারতং বাতবর্ষং বুৎ প্রারাম্ভ নিরুণাঃ।’ (ভাগবত ১০।২৫।২৬)

‘বুৎ প্রমা বিগতোদক প্রারাঃ বরুণগাঃ।’ (যামী)

বুৎক (ত্রি) বিগতোদক, জলরহিত। (ভাগবত ৫।১৪।১০)

বুৎস্তু (ত্রি) বি-উৎ-অস-ক্ত। ১ নিরন্ত, নিবারিত। ২ নিরা-
কৃত। ৩ মদিত। ৪ পরিভাঙ। ৫ পরিকল্প। ৬ অবনত।

বুৎসি (পুং) বি-উৎ-অস-ঘঞ। ১ নিরাস। ২ পরিভাগ।

‘অধৈকান্তবুৎসেন শরীরে পাক্যেত্যতিকৈ।’

(ভারত ১২।১৩।১৮)

৩ মর্দন। ৪ নিরাকরণ। ৫ ওষাভ, অবজা।

বুৎহন (ক্ৰী) নিরসন। (শতপথব্রা ৭।১।২।১৭)

‘বুৎগ্রহন (ক্ৰী) গ্রহিমোচন, গাইট খোলা।

বুৎনন (ক্ৰী) বি-উল্ল-ল্যট্। বিশেষ রূপে ক্লেদন। ‘অদিত্যে
বুৎননমসি’ (ভৃগুযজ্ঞ ২।২) ‘বুৎননমসি বিশেষণ ক্লেদনমসি’ (মহী)

বুৎশিষ্ট (ত্রি) বিশেষপ্রকারে মিশ্রিত।

বুৎপকার (পুং) বি-উপ-কৃ-ঘঞ। উপকারহীন, উপকার
রহিত, বিগত উপকার।

বুৎপজ্ঞাপ (পুং) অজ্ঞতভাষণ, রূপে রূপে কথা বলা।

(আপত্য ১।৮।১৫)

বুৎপতোক্ষ (পুং) ১ উৎপীড়ন। ২ সংঘর্ষণ।

বুৎপদেশ (পুং) প্রবেশনা, চলনা।

বুৎপদ্রব (ত্রি) বিগত উপদ্রবো বত্। বিগতোপদ্রব, উপদ্রব
রহিত, যে স্থলে কোনরূপ উপদ্রব নাই।

বুৎপরত (ত্রি) ১ শাস্তিপ্রাপ্ত। ২ হিত। ৩ নিবৃত্ত, স্থগিত।

বুৎপরম (পুং) ১ শাস্তি। ২ নিবৃত্ত। ৩ হিত।

বুৎপকাত্ত (ত্রি) উপবীতহীন, উপবীতবর্জিত।

বুৎপশম (পুং) বি-উপ-শম-অচ্। অশান্তি।

বুৎপকেশ (ত্রি) বুৎপাঃ মুণ্ডিতাঃ কেশাঃ বত্। মুণ্ডিতমস্তক,
যিনি মস্তকের কেশ মুণ্ডন করিয়াছেন।

‘নলাঃ কপদিনে চ বুৎপকেশার চ নমঃ’ (ভৃগুযজ্ঞ ১৬।২২)

‘বুৎপাঃ মুণ্ডিতাঃ কেশাঃ বত্। বুৎপকেশতমৈঃ নমঃ, বত্যানি
‘রূপেণ মুণ্ডিতবঃ’ (মহীধর)

বুৎ, ১ দাহ। ২ বিভাগ। দিবাদি পদেষু পক্ দেট্। লট্
কৃষাফিঃ। লোট্ বুৎবত্। লুট্ অববীৎ। বুৎ, কৃৎউৎসর্গ।

‘চুরাদি পদেষু পক্ দেট্। লট্ ঘোষবতি। লুট্ অববীৎ।

বুৎ (ক্ৰী) প্রাতঃকাল, উদয়কাল। (অমর ১৩।৩।২১)

বুৎস্ (ক্ৰী) বুৎ শব্দার্থ।

বুৎবিতাশ্ব (পুং) রাত্রেভে। (ভারত আদি)

বুট্ (ক্ৰী) বি-বস-ক্ত। ১ ফল। ২ দিন। ৩ প্রভাত। প্রভাত
এই অর্থে কোন কোন স্থলে এই শব্দ পুংলিঙ্গ বোধিতে পাওয়া
যায়। ভাগবতে বুট্ দোবার পুত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে,
প্রদোষ, নিশিথ ও বুট্ এই তিনটা দোবার পুত্র।

‘প্রদোষো নিশিথো বুট্ ইতি দোষাহুভাঙ্গরঃ।’

বুট্: হুতং পুষ্করিণাং সর্বতেজসমানাং।

(ভাগবত ৪।১।১৪)

(ত্রি) ৪ উষিত, যিনি বাস করিয়াছেন।

‘সা বুট্ রজনীং তত্ পিতৃবেদবিভাবিনী।’ (ভারত ৩।৩।২৮)

৫ দধু, ঝলসান। ৬ পর্য্যুষিত, বাসি।

বুষ্টি (ক্ৰী) বি-বস-ক্‌ত্‌। ১ ফল। সমৃদ্ধি। ৩ জ্বতি। (হেম)

৪ প্রকাশ। ‘বুষ্টিযু শবসা শবতীনাঃ’ (ঋক্ ১।১৭।১৫) ‘বুষ্টিযু

সতী প্রমথেষু সংহ’ (সারণ) ৫ দাহ। ৬ প্রভাত। ৭ ইচ্ছা।

বুষ্টিমৎ (ত্রি) বুষ্টি দ্বিজতেহত্‌ বুষ্টি-মত্‌। বুষ্টিযুক্ত; বুষ্টি
বিশিষ্ট। ফল বিশিষ্ট, জ্বতিযুক্ত, পরমৈশ্বর্যযুক্ত। মহাভারত-
টীকায় নীলকণ্ঠ বুষ্টি শব্দের পরমৈশ্বর্য এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

‘বুষ্টি: পরমৈশ্বর্যং তদ্বতি’ (মহাভারত ১২।২৬।৭২ টীকা)

বু্যক (পুং) তরামক দেশবাসী জাতিবিশেষ। বক পাঠান্তর।

বুড় (ত্রি) বিশেষণ উচ্চেভ্যঃ, বি-বহ-ক্ত। ১ বিজ্ঞ। ২ সংহত।

(অমর) ৩ বুহ রচনা করিয়া অবস্থিত।

‘বুড়্ তু পাণ্ডবানীকং বুড়ং হৃদ্যোধনস্তথা।’

আচার্য্যবুপসংগম্য রাজা বচনমব্রবীৎ।’ (গীতা ১।২)

৬ পৃথল, স্থল।

‘বুড়োরা বৃষকঃ শালপ্রান্তঃসহাবুজঃ।’ (রঘু ১।১০)

৭ তুল্য। ৮ উত্তম, অত্যাশ্রিত। ৯ বিবাহিত। ৮ পরি-

হিত। ১০ দৃঢ়, অসরল। ১০ দীত।

বুড়ককট (ত্রি) বুড়ঃ ককটঃ সঙ্গাহো যেন। সগন্ধ, সাজোয়া
বিশিষ্ট। (অমর)

বুড় (ক্ৰী) বি-বহ-ক্‌ত্‌। ১ বিভাগ। ২ সংহতি। ৩ পৃথলতা।

বুত (ত্রি) বি-বে-ক্ত। উত, তত্ত্ববিজ্ঞান, চলিত বোনা,
তত্ত্বদ্বারা নির্মিত।

বুতি (ক্ৰী) বি-বে-ক্‌ত্‌। উতি বৃতি জুতি। পাদ্যভাঃ।
ইতি নিপাতিতঃ। বজ্রাদি বয়নক্রিয়া, পর্য্যায় বাসি, ব্যুতি,

বাণী। (শব্দরত্না)

বুহ (পুং) বি-উহ-ঘঞ। ১ সমূহ। ২ নির্মাণ। ৩ তর্ক।

(বেদিনি) ৪ পেষ।

স: সাধিত: সমবিভূতর আধিক্য:

বুহেহতিত: সনশ: বরতিক্রমার ॥" (ভাগবত ১১।৩।১০)

১ সৈন্ত ২ পরিদর্শক ৩ লিঙ্গ ৪ বুহাধ সৈন্তরচনা,

বুহ কালে বৈশিষ্ট্যে সৈন্ত সমাবেশ করিয়া বুহ করিতে হয়, তাহাকে বুহ কহে। পর্বাধ বলবিজ্ঞান। (অমর)

বুহাধ সৈন্তত বৈশিষ্ট্যে বিতজ্য হুগজ্ঞ: কনিষ্ঠত্ব স্থাপনং বুহ: ৷ উহ বিতর্কে বক্তা ৷ বুহে দণ্ডাবরে ভোলা বিশেষ বুহতি-ত্বার্থাৎ আদিনা ভোগমণ্ডলসংহতানাং ব্রহ্ম: ৷ (অমরটীকা ভরত)

বুহ করিবার সময় বেশ বা স্থান বিশেষে সৈন্তদিগকে বিভাগ করিয়া হুগজ্ঞ:ভাবে যে স্থাপন করা হয়, তাহার নাম বুহ। এই বুহাকারে সৈন্ত রচনা করা হইলে শত্রুপক্ষীয়গণ শীঘ্র তাহা ভেদ করিতে পারে না। এই বুহ দণ্ড, ভোগ, মণ্ডল ও অসংহত এই চারিপ্রকার এবং ইহাদের মধ্যেও আবার অনেক প্রকার ভেদ আছে। তাহার মধ্যে তিঘাগবৃত্তি অর্থাৎ বক্র ভাবে সৈন্ত সমাবেশ করিলে তাহাকে দণ্ডবুহ, অথবা বৃত্তি অর্থাৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ করিয়া যে যে সৈন্ত সমাবেশ করা হয়, তাহাকে ভোগ-বুহ, সর্বভোক্তা অর্থাৎ চারিদিকে ঘেঁড়ার মত সৈন্ত স্থাপন করিলে তাহাকে মণ্ডল ও পৃথক পৃথক ভাবে রাখিলে তাহাকে অসংহতবুহ কহে। এই চারি প্রকার বুহের আবার ক্রৌঞ্চ ও চক্রাদি ভেদে অনেক প্রকার ভেদ আছে। (অমরটীকা ভরত)

ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"সমগ্রত তু সৈন্তত বিভাগ: স্থানভেদত: ৷

সবুহ ইতি বিখ্যাতো যুদ্ধে পৃথিবীভূতম ৷

বুহভেদাত চারো দণ্ডভোগোহসংহতম ৷

অসংহতাত নিবীতা নীতিসারাদিসমতা: ৷

অন্তঃপা প্রকৃতবুহা: ক্রৌঞ্চচক্রাদয়: কচিৎ ৷

তিঘাগবৃত্তিত দণ্ডভোগোহথাবৃত্তিরেব চ ৷

মণ্ডলং সর্বভোক্তা: পৃথগ্ভূতরসংহত: ৷

সৈন্তানাং নীতিসারাদৌ বুহভেদা: সমীরিতা: ৷

ক্রৌঞ্চচক্রাদিভেদানাং লক্ষণং ভারতাসু ৷" (শুরভা)

রাজাদিগের বুহ কালে স্থানভেদে সকল সৈন্তের যে বিভাগ তাহাকে বুহ কহে। এই বুহ চারিপ্রকার; দণ্ড, ভোগ, অসংহত ও অসংহত। এই চারিপ্রকার ভিন্ন প্রকৃতি বুহ ও ক্রৌঞ্চ চক্রাদি প্রভৃতি ভেদ আছে। ভারতাবিতে তাহার লক্ষণ অভিহিত হইয়াছে।

• মনুষ্যে দণ্ড, শকট, কবাহ, কঁমর, সূত্রী, গরুড়, পদ্ম, বজ্র প্রভৃতি বুহের উচ্চতম সৈন্যে পাণ্ডুর বার।

• দণ্ডবুহে অর্থাৎ অসংহত বুহে দণ্ড বা।

বরাহদকরভায়া বা সূচী বা দণ্ডবুহে দণ্ড বা।

বসন্ত ভরদ্বাশক্রে ততো বিতীরয়েৎ ৷

• পদ্মেন চৈব বুহেন নিবিশেত সখা বরহ ৷" (বৃহৎ ১৮-৭-৮)

রাজা যখন বুহ বাড়া করেন, তখন চারিদিকে হইতে বহি তর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তিনি দণ্ডবুহ রচনা করিয়া গমন করিবেন। পশ্চাদ্ভাগে বহি তরের আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে শকটবুহ, উত্তরপার্শ্বে হইতে তর থাকিলে বরাহ বা মকরবুহ, এবং অগ্র বা পশ্চাতে তরের কারণ থাকিলে গরুড়-বুহ, আর কেবল বহি নথুখে তর থাকিলে তাহা হইলে সূচীবুহ রচনা করিয়া গমন করিবেন। রাজা যে দিকে তরের আশঙ্কা করিবেন সেই দিকেই সৈন্ত বিতর করিবেন এবং নিজের পুত্রবুহ রচনা করিয়া মধ্যে অবস্থান করিবেন।

মহুতীকার লক্ষণ এই সকল বুহের লক্ষণ এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন,—

দণ্ডবুহে—সৈন্তদিগকে দণ্ডাকৃতি করিয়া রচনা করিলে তাহাকে দণ্ডবুহ কহে। এই বুহের অগ্রভাগে বলাধিক, কবাহুলে রাজা, এবং পশ্চাৎ সেনাপতি, দুই পার্শ্বে হস্তিকুল, ও ঐ হস্তিকুলের সমীপে ঘোটককুল, তৎপরে পশ্চাৎ সৈন্ত সূত্রল এইরূপে সকলদিকে সমানভাবে সৈন্ত রচনা করিলে তাহাই দণ্ডবুহ নামে অভিহিত হয়। সকলদিক হইতেই বহি তর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এই বুহ রচনা করিয়া অবস্থানই প্রশস্ত।

শকটবুহ—সৈন্তের অগ্রভাগে সূচীকার অর্থাৎ প্রবল অম সৈন্ত ও পশ্চাতে অধিক সৈন্ত বিভাগ করিলে তাহাকে শকট বুহ কহে। পশ্চাদ্ভাগে হইতে তর উপস্থিত হইলে এই বুহ প্রশস্ত।

বরাহবুহ—অগ্র এবং পশ্চাৎভাগে হুগ, প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্গলংখ্য সৈন্ত এবং মধ্যভাগে অধিক সৈন্ত স্থাপন করিলে তাহাকে বরাহবুহ কহে। বরাহবুহ ও গরুড়বুহ আর এক প্রকার, প্রভেদ এই যে বরাহবুহ হইতে মধ্যদেশে অধিকতর সৈন্ত বিভাগ করিলে গরুড়বুহ হয়। দুই পার্শ্বে হইতে তর সম্ভাবনা থাকিলে এই বুহ রচনা করিয়া অবস্থানই কর্তব্য।

গরুড়বুহ—বরাহবুহের বিপরীতভাবে অর্থাৎ অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগে বিপুল এবং মধ্যভাগে হুগরূপে বুহ রচনা করিলে তাহাকে গরুড়বুহ কহে। অগ্র ও পশ্চাৎভাগে তর উপস্থিত হইলে এই বুহ রচনা করিতে হয়।

• সূচীবুহ—পিপীলিকা প্রণীত তাহা অগ্র ও পশ্চাৎভাগে সংহত অর্থাৎ সমানভরূপে যে সৈন্তাবস্থান তাহাকে সূচীবুহ কহে। মধ্যভাগে অধিকতর হইলে এইরূপ বুহ প্রস্তুত করিয়া গমন করিতে হয়।

বুদ্ধকালে বৃহৎ মধ্যে সংহত ও হতবিগের রূপহীন হইতে
অপনয়ন, গজ সকলের প্রতি বৃহৎ, তোরণানাদি এবং আরুণা-
নয়ন এই সকল পাণ্ডিত্যের কার্য। বৈশেষ্যের রক্ষা এবং সন্ধি-
লিত শত্রু সৈন্তের চেষ্টা চরীবীগের কর্তব্য। বৃহৎ হলে শত্রু পক্ষীয়-
বিগকে প্ররোচনা করা বরীবীগের কার্য। আহত ব্যক্তিবিশেষকে
দ্রুতপনয়ন, হান ও বৈশেষ্যের উন্নয়ন এই সকল রক্ষণ
নামে অভিহিত। বুদ্ধিলিত সৈন্তের ভেষ্য এবং ভিন্ন ভিন্ন সৈন্ত-
গণের একত্র মিলন, এবং প্রকার তোরণ প্রভৃতির তত্ত্ব গজকর্তব্য
বলিয়া জ্ঞান্যত। শক্তিগণবিদ্য ভূমিতে অবস্থান, রথ ও অশ্ব

সকল সমকুলিতে এবং নাগরিক জন ও কর্মচারী কুলিতে অবস্থান করিয়া যুদ্ধ করিবে। (অধি-পূঃ ২৩৬ অ)

এইরূপ ভাবে বুহ রচনা করিতে হইবে যে, সদর মত ইচ্ছা করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে যাই বুহ এবং বহু বুহকে ভাঙ্গিয়া একটা বুহ করা যাইতে পারে। বুহের প্রথম ভাগে চরী অর্থাৎ চালধারী সৈন্তগণ বুহ রক্ষা করিবে, তাহাদের পশ্চাৎ ধরুকারী সৈন্ত থাকিবে, তাহাদের পশ্চাৎ অঝারোহী, এক অঝারোহীর পুষ্টোঝারোহী এবং রঝারোহীর পশ্চাদ্ভাগে হস্তি-সৈন্ত স্থাপন করিতে হইবে। এইরূপ প্রণালীতে বুহ মধ্যে সৈন্ত সমাবেশ করা বিধেয়। এই সকল সৈন্ত সকলেই আপন আপন কর্তব্য পালন করিবে।

নীতিসারে লিখিত আছে যে, বুহের সমুদ্রে নারিক অর্থাৎ সেনাপতি শুরগণ পশ্চিম হইয়া অবস্থান করিবেন; কেন না উহাকে রক্ষা করিয়া অন্তঃ সেনানীগণের যুদ্ধ করা বিধেয়। যে কোন বুহই রচিত হউক না কেন, তাহার মধ্যস্থলে স্ত্রীলোক,

• "দেশে যুদ্ধে: শত্রুণাং কুর্ধ্যাৎ প্রকৃতিকল্পনাম্।

• অংহতান্ বোধয়েন্নান্ কামং বিস্তারয়েন্নান্।

শূরোমুখমনীকং প্রাধান্যান্ বহতি: সহ।

বুহাঃ প্রাণ্যদ্রুগপাক্ত ত্রব্যরপাক্ত কীৰ্ত্তিভাঃ।

পরুড়ো মকরবৃক্ষজঃ জেনন্তথৈব চ।

অর্ধচন্দ্রক বক্রক শকটবুহ এব চ।

মণ্ডল: সর্কভোক্তর: হুতাবৃহন্ত তে মরাঃ।

বুহানামধ সর্কমঃ পঞ্চাং সৈন্তকল্পনাম্।

যৌ পক্ষাভুগকৌ দ্বাবমন্তঃ পক্ষমঃ জয়েৎ।

একম যদি বা দ্বাভ্যাং ভাগাভ্যাং যুদ্ধাচরণেৎ।

ভাগত্রয়ঃ স্থাপয়েতু তেযাং রক্ষার্থম্বেব চ।

ন বুহকল্পনা কার্ধ্যা দ্ব্যস্ত্য ভবতি কহিতিং।

মূলোচ্ছেদে বিনাশ: ভায় মুখোক্ত বরং মূপ:।

সৈন্তস্ত পশ্চাৎ ভিত্তেতু জোশমাত্রো নহীপতি:।

ন সংহতান্ ন বিরলান্ বোধান্ বুহে প্রকাশয়েৎ।

আবুধানাক্ত সংযো: বধা ন জ্ঞাৎ পরস্পরম্।

জেন্ত কাম: পরানীকং সহৈজয়ের জেনয়েৎ।

জেনরকা: পরেপাশি কর্তব্যা: সহৈজাতভা।

বুহঃ জেনাবহাঃ কুর্ধ্যাৎ পরম্বেহু চেহুহাঃ।

পঞ্চস্ত পাদরক্ষার্থাক্তব্যরপ্ত তথা বিহ।

অক্সত চাখাক্তফার: সমাক্তস্ত চ চরিত্ব:।

যদিনকশিত্তিলগা: পুরস্তাক্তিলগা: রপে।

পুটভো যদিন্য পশ্চাদ্ভাবিনাং কুঙ্গরা রথা:।

রথানাং কুঙ্গরা: পক্ষাভা: কুর্ধ্যা: পুর্বিবীকিতভা:।

পুরা: প্রমুখভো মেভা: কক্ষাক্তপ্রবিনম্।

কর্তব্যং ভীকপদেব পক্ষবিধাভীকপদম্। ইত্যাদি (অধি-পূঃ ২৩৬ অ)

কোষ, ধনাগার, রাজা, কলসৈন্ত অর্থাৎ বাহুবল এবং তাহার সকলগণ অবস্থান করিবেন। বুহ মধ্যে ইত্যাক্ষরকপিত এই চতুরকপিল উক্তরূপে সাজাইতে হইবে। বুহের দুই পার্শ্বে অঝারোহী, অঝারোহীর পার্শ্বে রঝারোহী, এবং রঝের পার্শ্বে পদাতি সৈন্ত সজল সাজাইতে হইবে।

"নারিক পুরভো দ্বারাৎ প্রবীরপুঙ্গবায়ুতাঃ।

মধ্যে কলজং কোবন্ত দ্বারী কন্ত চ বালম্।

পার্শ্বারেক্তরোমরাঃ বাজিনাং পার্শ্বো রথা:।

রথানাং পার্শ্বো মগাঃ মগানাক্টিবী বলম্।" (নীতিসার)

নীতিমুখে লিখিত আছে যে, বুহ মধ্যে প্রধান দুই জন সেনাপতি থাকিবে। একজন সমুখ-ভাগ-রক্ষা, এবং অপর জন পশ্চাৎ-ভাগ রক্ষা করিবেন। বুহ মধ্যে হইতে যবি কোন সৈন্ত পলার্ন করে, তাহা হইলে পশ্চাদ্ভাগে যিনি থাকিবেন, তিনি তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবেন।

"পশ্চাৎ সেনাপতি: সর্কং পুরকৃত্য কৃতী বলম্।

দ্বারাৎ সর্কসৈন্তোভৈ: থিরাংশাখাগরম্ বলম্।" (নীতিমুখ)

"পূর্বসেনাপতেরপ্রোধানমুক্তং। অধুনা - পশ্চাদ্ভাবানম্,

অর্থাৎ জায়তে অগ্রোভা পশ্চাদ্ভাভে তেতি সেনাধর-মিত্তি"। (তট্টীকা)

শুক্লনীতিতে লিখিত আছে যে, বুহরচনার লক্ষ্য বিশেষ বিশেষ বাস্ত ও সঙ্কেত-বাক্য কল্পনা করা আবশ্যক। এই সঙ্কেত-বাক্য বা বাস্ত দ্বারা যে কোন বুহ রচনা করিতে হইবে, তাহা জানা যাইবে। এই সঙ্কেত কেবল সেনাপতি ও সৈন্তগণই জানিবে, অন্ত কেহ বাহাতে ইচ্ছা জানিতে না পারে, তাহা করাই সর্কভোভাবে কর্তব্য।

প্রধান সেনাপতি এই সঙ্কেত করিলে সকল সৈন্ত তৎক্ষণাৎ তাহাদের পূর্বশিক্ষানুসারে কার্য করিবে। ইহাতে লক্ষ্যকাল ও বিলম্ব করিবে না। সৈন্তগণ এই সঙ্কেত-বাক্যানুসারে সজ্জিল, প্রসারণ, প্রস্রমণ, আকুলন, বান, প্রোথ, অপবান, পর্যায়রূপে সামুখ্য, সমুখান, লুঠন, অটবাক্তরে অবস্থান, অথবা চক্রাকারে বেটন, হুচীতুলা, শকটাকার, অর্ধচক্রাকার, পরস্পর পৃথক্ হওয়ার, অগ্রে অগ্রে বা পর্যায়রূপে পণ্ডিত-প্রবেশ, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে অন্ত্রপত্রাধির ধারণ, সন্ধান, লক্ষ্যভেদ, অস্ত্রক্ষেপ, শত্রু-নিপাত, দ্বীপ-সন্ধান, অন্ত্রাদিগ্রহণ, অন্ত্রনিপাত, ও আত্মরক্ষা, দ্বীপ আপনাকে সুচারিত করা, শত্রু প্রতি অন্ত্রক্ষেপ, এক এক বা দুই দুই ইত্যাদিরূপে একত্র গমন করা, পশ্চাদিকে আশ্রয় বা সমুখে বাহরা ইত্যাদি এই সকল প্রকার কার্যই সঙ্কেত-বাক্য বা ধ্বনি দ্বারা অহুষ্ঠান করিবে।

সৈন্তগণ এইরূপ প্রণালীতে বুহাকারে অবস্থান করিবে।

বিপক্ষীরদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে। গুক্রনীতিতে ক্রৌঞ্চ, শ্রেন, চক্র, শকট, ব্যাল প্রভৃতি বাহ-রচনা-প্রণালী লিখিত আছে। যথা—

ক্রৌঞ্চবাহ—ক্রৌঞ্চ শব্দে বক। বকগণ আকাশে ধ্বংস মিলিত হইয়া পঙ্ক্তি ক্রমে গমন করে, সেনাপতি সৈন্ত-দিগকে তক্রপ বলাকার পঙ্ক্তি অনুসারে সজ্জিত করিবেন। এই বাহে সৈন্তসংখ্যার পরিমাণানুসারে এক এক বা দুই দুই ক্রমে সাজাইতে হয়।

শ্রেনবাহ—শ্রেন শব্দীর ধ্বংস আকৃতি, তদনুসারে এই বাহ করিতে হয়, অর্থাৎ এই বাহের সমুখভাগ হস্ত, শেষ-ভাগ মধ্যম এবং দুই পার্শ্বদেশ বিতীর্ণ করিতে হয়।

চক্রবাহ—এই বাহ চক্রাকার অর্থাৎ গোলা, ইহাতে চক্রাকারে সৈন্ত সমাবেশ করিতে হয়। এই বাহের প্রবেশযোগ্য একটীয়া পথ থাকিবে এবং ইহা চুড়ী কুণ্ডলাকৃতি পঙ্ক্তি দ্বারা বেষ্টিত হইবে। সৰ্ব্বতোভ্রমবাহও প্রায় এই প্রকার হইবে, বিশেষ এই যে, কেবল চারিদিকে চুড়ী পরিধি অর্থাৎ চক্রাকারে চারি ভাগে সৈন্ত পরিবেষ্টিত থাকিবে। এই বাহে কোনরূপ প্রবেশদ্বার থাকিবে না।

ইহা ভিন্ন শকটবাহ—শকটাকার, ব্যালবাহ—ব্যালাকার, ইত্যাদিরূপে জানিতে হইবে। কোন্ সৈন্তের পর কোন্ সৈন্ত থাকিবে, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহা সকল বাহেই এক প্রকার।*

সৈন্তসংখ্যা অল্প বা অধিক হইলে সেনাপতি বিবেচনানুসারে একটা, দুইটা বা অনেক বাহ রচনা করিয়া বা স্থান বিবেচনায় বাহসমূহ, অর্থাৎ দুই তিন প্রকার নিয়মানুসারে একপ্রকার বাহ রচনা করিবেন। রাজা বা সেনাপতি নদী, অগ্নি, বন ও দুর্গ প্রভৃতি যে যে স্থানে ভয় উপস্থিত হয়, সেই সেই স্থানে উক্ত প্রকার বাহীকৃত বল লইয়া গমন করিবেন।

* "একৈকশো বিসো বাপি সঙ্গো বোধিতো যথা।

ক্রৌঞ্চানাং খে গতিগাদৃক পঙ্ক্তিভে সস্ত্যজ্যতে।

তাদৃক্ সকারয়েৎ ক্রৌঞ্চবাহং বৈশবলং যথা।

হস্তদীপং মধ্যপুঙ্খং মূলপঙ্কত পঙ্ক্তিভে।

বৃহৎপঙ্কং মধ্যপলপুঙ্খং জেনং যুখে ভঙ্গ।

চক্রবাহৈকৈকবার্গো ষ্টিয়া কুণ্ডলীকৃতঃ।

চতুর্দিক্ পুংগরিধিঃ সৰ্ব্বতোভ্রমসংজ্ঞকঃ।

অমার্প্যচাষ্টবলরোপৌলকঃ সৰ্ব্বতোমুখঃ।

শকটঃ শকটাকরো ব্যালো ব্যালাকৃতিঃ সবাঃ।

সৈন্তসংখ্যং বৃহৎপাণি দুই। সার্গ্যং বৃহৎপাণি।

বৃহৎপাণি বাহাভ্যাং সাক্ষ্যেণাপি কল্পয়েৎ।" (গুক্রনীতি)

যে স্থলে সমুখদিকে ভয় উপস্থিত হইবে, তথায় মকরবাহ, শ্রেনবাহ কিংবা হুটীবাহ রচনা করিয়া অবস্থান করিবে। পশ্চাদিকে ভয় উপস্থিত হইলে শকটবাহ এবং পার্শ্বদিকে ভয় থাকিলে বজ্রবাহ এবং চারিদিকে ভয় থাকিলে সৰ্ব্বতোভ্রমবাহ রচনা করিয়া অবস্থান করিতে হয়।

"নভঃপ্রিবনদুর্গে যু যত্র ভয়ং ভবেৎ।

সেনাপতিস্তত্র তত্র গচ্ছেৎ বাহীকৃতৈর্বলৈঃ।

যায়াৎ ব্যাহেন মহতা মকরেন পুরো ভয়েৎ।

শ্রেনেনোভয়পক্ষেণ হুট্যা বা ঘোরচক্রয়া।

পশ্চাদ্ভয়েতু শকটং পার্শ্বরোবজ্রসংজ্ঞকম্।

সৰ্ব্বভেঃ সৰ্ব্বতোভ্রমং চক্রং ব্যালমথাপি বা।" ইত্যাদি

(গুক্রনীতি)

মহাভারতেও মকর, শ্রেন প্রভৃতি বহুবিধ বাহের উল্লেখ আছে। সকল প্রকার বাহের নাম এবং সংখ্যা হওয়া অসম্ভব, কারণ সেনাপতি যুদ্ধসৌকর্যের জন্য জব্বা বা শ্রাণীর আকৃতি অনুসারে বাহরচনা করিয়া থাকেন। সেই সকল বাহ অনেক প্রকার। তাহার মধ্যে কিরূপে বাহরচনা করিতে হয়, তাহারই দুই চারিটা প্রদর্শিত হইল।

মহাভারত, অগ্নিপুৰাণ, গুক্রনীতি, নীতিময়ুধ, কামন্দকীর-নীতি, মহাসাহিত্য প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

বাহন (ক্ৰী) বি-উহ-গ্যট। ১ সৈন্তসংস্থান, বাহ। ২ মেলন।

"চালনঃ বাহনং প্রাপ্তির্নৈতৎ প্রবাসকরোঃ।" (ভাগবত ৩২৬৩৩)

'বাহনং মেলনং তুগাদেঃ' (স্বামী)

(ত্রি) ৩ কোভক।

"পরং গুণেভ্যঃ পুন্নিগর্তস্বরূপং

বলঃ শৃঙ্গং বাহনং কান্তরূপম্।" (হরিবংশ ১২৯৩৩)

'বাহনং জগৎকোভক' (নীলকণ্ঠ)

বাহপাশি (পুং) বাহস্ত পাশিঃ। বাহের পশ্চাত্তাগ। পর্যায়—

প্রত্যাসার, প্রত্যাসার। (ভরত) ২ বাহমধ্য। (শঙ্করদ্বা)

বাহপৃষ্ঠ (ক্ৰী) বাহস্ত পৃষ্ঠং। বাহের পশ্চাত্তাগ, বাহের পৃষ্ঠদেশ।

বাহমতি (পুং) ললিতবিত্তারোক্ত দেবপুত্রভেদ। (ললিতবি)

বাহরাজ (পুং) বোধিসত্তভেদ।

"বুদ্ধকোষার্থ বাহরাজোনাম বোধিসত্তো মহাসত্ত্বঃ" (ললিতবি)

২ শ্রেষ্ঠবাহ।

বাহ্য (ত্রি) ১ ধনহীন। ২ কলহীন। (শতপথব্রা ৪৩৭৯৯)

বাহ্যি (ক্ৰী) ১ ধনশূন্যতা। ২ নিফলতা। শতাদির অজ্ঞান।

(ঐতরেয়ব্রা ৭২৮)

ব্যো, ১১ বৃত্তি, আচ্ছাদন। জ্বাি° উত° সৰ° অনিট্। লট্, ব্যারতি-তে। লিট্, বিব্যার, বিব্যথ, বিব্যে। লুট্, ব্যাতা। লৃট্, ব্যাততি-তে। লুঙ্, অব্যাসীৎ, অব্যাসিট্যৎ, অব্যাস্ত। নন্, বিব্যাসতি-তে। বঙ্, বেবীরতে। বঙ্লুঙ্, বাব্যোতি, বাব্যতি। লিট্, ব্যারতি। ক বীত।

ব্যোক (ত্রি) একোন। ত্রিরাং টাপ্।

ব্যোণস্ (ত্রি) ১ পাপমুক্ত। ২ দৃষ্টগ্যাবজ্জিত। (শক্ ৩৩৩১৩)

ব্যোণী (স্ত্রী) উজ্জল, অত্যন্ত শ্বেত। 'ব্যোণী বিশেষণ শ্বেতা' (শক্ ৫৮০১৪ সারণ)

ব্যোলব্ (ত্রি) নানা শব্দকারী। (অধৰ্ক° ১২১১৪১)

ব্যোকস্ (ত্রি) পৃথক্ভাবে বা ভিন্ন স্থানে বাসকারী। (শতপথব্রা° ৯।৩২৬)

ব্যোকার (পুং) লৌহকার। (অমর)

ব্যোদন (পুং) বিবিধ প্রকার অন্ন।

‘ব্যোদন উরু ক্রমিষ্ট জীবেসে’ (শক্ ৮.৫২১২)

‘ব্যোদনে বিবিধে অগ্নে লকে সতি’ (সারণ)

ব্যোম (পুং) দূর্নাহের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৯২৪।৩)

ব্যোম্ (দেগজ) ১ আকাশ। ব্যোমন্ শকার্ধ। ২ অশ্বদ্বয়কে শকটে আবদ্ধ করিবার কাঠন ও বিশেষ। ৩ পারাবতাদির শুল্ক-মার্গে অবস্থানের জন্য বংশদণ্ডোপরিস্থ বংশশলাকানির্ধিত চতুষ্কোণ ছত্ৰী।

ব্যোমক (পুং) অলঙ্কার।

ব্যোমকেশ (পুং) ব্যোম ইব কেশা যন্ত বিরাম্তমুর্তিভাৱন্ত তথাত্মং। শিব। (অমর)

ব্যোমকেশিন্ (পুং) গদ্যধারণকালে ব্যোমব্যাপিনঃ কেশাঃ অস্ত সন্তীতি ইনি। মহাদেব, শিব।

ব্যোমগ (ত্রি) ব্যোম্মি গচ্ছতীতি গম-ড। আকাশগামী, ব্যোমগত।

ব্যোমগঙ্গা (স্ত্রী) ব্যোম্মি-বা গঙ্গা। আকাশগঙ্গা, মন্দাকিনী।

ব্যোমগমন (স্ত্রী) ব্যোম্মি গমনং। ১ আকাশগমন। (ত্রি) ব্যোম্মি গমনো যন্ত। ২ আকাশগমনবিশিষ্ট। ত্রিরাং ভীষ্।

ব্যোমগমনী—বিভ্রাভেদ, যে বিভ্রা দ্বারা আকাশে গমন করিতে পারা যায়, তাহাকে ব্যোমগমনী-বিভ্রা কহে।

ব্যোমচর (ত্রি) ব্যোম্মি চরতীতি চর-ট। আকাশচারী, বাহারা আকাশে বিচরণ করে।

ব্যোমচারিন্ (পুং) ব্যোম্মি চরতীতি চর-ণিনি। ১ দেবতা। ২ পক্ষী। (মেদিনী) ৩ চিরজীবী। -৪ বিজাত। (বিষ)

(ত্রি) ৫ আকাশচারিমাত্র; বাহারা আকাশে বিচরণ করে, তাহারাই ব্যোমচারী।

ব্যোমচারিপূর (স্ত্রী) ব্যোমচারি আকাশগামিপূরং। শৌভপূর। (ভূরিপ্রয়োগ)

ব্যোমধূম (পুং) ব্যোমঃ ধূমঃ। মেঘ। (ত্রিকা°)

ব্যোমন্ (স্ত্রী) ব্যো-বৃত্তৌ (নামন্ সীমসিতি)। উপ ৪।১৪।৬) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। বঁবা বিপূৰ্ণদবতেব্যাপ্যর্থত্বাৎ ঔণদিকে ‘সৰ্দ্ধধাতুভ্যো মনিন্’ ইতি হুত্রেণ মনিন্ প্রত্যয়ে অন্নত্বেরত্যাদি ইত্যাটিগুণঃ। বা ব্যবতি ব্যাপোতি সৰ্দ্ধং জগৎ ইতি ভাবে মন্ ওম্। ১ অন্তরীক্ষ, আকাশ। পঞ্চভূতের মধ্যে প্রথম ভূত। বেদান্তমতে ইহা আত্মা হইতে প্রথমে উদ্ভূত হয়।

‘এতদ্বাদান্ননঃ আকাশঃ সঙ্কৃত আকাশাদিন্নিরিত্যাদি।’ (প্রতি) আত্মা হইতে আকাশ এবং আকাশ হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে বায়ু এবং বায়ু হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ২ জল। (মেদিনী) ৩ অদ্রক, মেঘ। (রাজনি°)

ব্যোমনাসিকা (স্ত্রী) ভারতীপক্ষী। (ত্রিকা°)

ব্যোমপঞ্চক (স্ত্রী) পঞ্চব্যোম।

ব্যোমপাদ (পুং) ব্যোম্মি পাদো যন্ত। বিষ্ণু।

ব্যোমমঞ্জর (স্ত্রী) ব্যোম্মি-মঞ্জরমিব। পতাকা। (ত্রিকা°)

ব্যোমমণ্ডল (স্ত্রী) ব্যোমঃ মণ্ডলম্। ১ পতাকা। (শব্দরত্না°) ২ আকাশ।

ব্যোমমধ্যে (অব্য) শূভমার্গে। বায়ুমণ্ডলের মধ্যস্থানে।

ব্যোমমায় (ত্রি) আকাশের ভায় উচ্চ।

ব্যোমমুদগর (পুং) ব্যোমঃ মুদগর ইব। বায়ুর শব্দ, নির্ধাত।

ব্যোমযুগ (পুং) চক্রেয় দশম অশ্বভেদ।

ব্যোমযান (স্ত্রী) ব্যোমগামি যানং। বিমান, আকাশযান, দেবযান, যে যানদ্বারা আকাশে গমন করা যায়, বেলুন।

[যেহুন শব্দ দেখ।]

ব্যোমরত্ন (স্ত্রী) ১ সূর্য।

ব্যোমবল্লিকা[স্ত্রী] (স্ত্রী) আকাশবল্লীলতা, চলিত আলোক-লতা। (রাজনি°)

ব্যোমশিবাচার্য্য (পুং) প্রশস্তপাদভাবোর ব্যোমবতী নারী টীকাপ্রণেতা।

ব্যোমসদৃ (ত্রি) ১ দেবতা। ২ গঙ্ঘর্ষ। ৩ ভূতযোনি।

ব্যোমসরিৎ (স্ত্রী) ব্যোম্মি বা সরিৎ। ব্যোমগঙ্গা, আকাশগঙ্গা, মন্দাকিনী।

ব্যোমস্থলী (স্ত্রী) ব্যোমঃ স্থলী। ১ নভঃস্থল। ২ পৃথিবী, ভূমি। (ভূমিপ্র°)

ব্যোমস্পর্শ (ত্রি) আকাশ স্পর্শকারী। অত্যাচ্ছ।

ব্যোমাত (পুং) ব্যোম্মি শূভেন আত্যাতিতি আ-তা-ক। ১ বুদ্ধদেব। (ত্রিকা°) ২ দেবপ্রতিম জৈন সাধুভেদ।

ব্যোমসারি (পুং) বিশেষবর্ণন।

ব্যোমোদক (ক্লী) ব্যোমঃ উদকম্। দিবোদক, আকাশজল। শিশির।

ব্যোম্মিক (ত্রি) ব্যোমসম্বন্ধী। নৃসিংহভাষনীরোপনিষদে “পরমব্যোম্মিক” পদে সর্বোচ্চ আকাশরসকে (highest ether) বুঝাইয়াছে।

ব্যোম্য (ক্লী) বিশেষণ ঔষধীতি উষ নামে পচাঙচ। ত্রিকটু, শুঠ, পিপ্পল ও মরিচ এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত তাহাকে ত্রিকটু বা ব্যোম্য কহে।

ব্যোম্যগুণ্ডগুণ্ড (পুং) গুণ্ডগুণ্ড ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—ত্রিকটু, চিত্রক, ত্রিকলা, মৃগা ও বিড়ল এই সকল দ্রব্যের সমান পোষিত গুণ্ডগুণ্ড, এই সকল দ্রব্য দ্বারা ইহা প্রস্তুত করিবে। পরিমাণ—রোগীর অগ্নির বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হয়। ইহা সেবনে হোম্যরোগ আশু প্রশমিত হয়।

ব্যোম্যাত্মসূত (ক্লী) অর্শরোগোক্ত সূতৌষধিবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—রুতপরিমাণের তিন গুলু অশ্বিক পলাশকায়জলে, সূতের চতুর্থাংশ পরিমিত ত্রিকটু কঙ্করা পাক করিয়া সূতপাকের নিয়মানুসারে পাক করিবে। এই সূতসেবনে অর্শ-রোগ আশু প্রশমিত হয়। (রসরত্নাং)

ব্যোম্যাত্মচূর্ণ (ক্লী) অর্শরোগোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—ত্রিকটু, ইন্দ্রযব, নিমছাল, চিরতা, ভুঙ্গরাজ, চিতা, কটকী, আকনাদি, দারুহরিদ্রা, আতাইচ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া তাহার সহিত সর্বসমান কুড়িচালের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত করিবে। এই চূর্ণসেবনের পরিমাণ ৪ মাষ। ইহা সেবনে অর্শরোগের উপকার হয়। (চক্রদ° অর্শরোগাধি°)

ব্যোম্যাত্মলৌহ (ক্লী) বিজ্ঞিরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—ত্রিকটু, ত্রিযুগ, কটকী ও লৌহ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিবে। অনুপান ত্রিকলারস। ইহা সেবনে বিজ্ঞিরোগ প্রশমিত হয়। (রসজ্ঞচিন্তা°)

ব্যোম্যাত্মশস্ত্র প্রয়োগ (পুং) মেদোরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—ত্রিকটু, বিড়ল, সন্ধিনামুলের ছাল, ত্রিকলা, কটকী, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আকনাদি, আতাইচ, শালপুর্ণি, হিঙ্গু, কেউমূল, ধমানী, ধনে, চিতামূল, সচল-লবণ, জীরা, হুঁকা, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ, তিলতৈল, সূত ও মধু প্রত্যেক চূর্ণসমষ্টির সমান, এবং শকু ১৬ গুণ, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হইবে। সীতল অনুপানের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহা সেবনে প্রমেহ, শ্বাত, কুষ্ঠ, অর্শ, কামলা,

গ্ৰীবা, পাণ্ডু, শোথ, মূত্রকৃচ্ছ, জ্বররোগ, রাজবন্দা, মেঘ প্রভৃতি রোগ প্রশমিত এবং অগ্নি, স্মৃতি ও বুদ্ধি পরিবর্ধিত হইয়া থাকে। (ঔষধজ্যোত্স্না° মেদোরোগাধি°)

ব্রজ (পুং) সত্ত্বীভূত, পরম্পরে অমুরাগযুক্ত। “ত্রিযুক্ত ইতি ব্রজাভাঃ তকারলোপশ্চান্মসঃ। বিশাং ব্রাজা বখা পরম্পরমমুরাগ-বস্ততথৈতেহপীভার্থঃ।” (অঙ্ ১।১২৩ঃ সায়ণ)

ব্রজ, গতি, গমন। ভূদি° পরমৈ সক সেট্। লট্ ব্রজতি। লোট্ ব্রজতু। লিট্ ব্রজ। লুট্ ব্রজিত। লৃট্ ব্রজিষতি। লৃণ্ অত্রাজীং, অত্রাজিষ্টা অত্রাজিযুঃ। সন্ বিব্রজিষতি। ষণ্ বাত্রজ্যতে। ষণ্ ষ্ণ বাত্রজি। গিচ্ বাত্রজয়তি। ব্রজ—১ সংস্রুতি। ২ গতি। চুরাদি° পরমৈ সক সেট্। লট্ বাত্রজতি। লৃণ্ অত্রাজিৎ।

ব্রজ (ক্লী) ব্রজভীতি ব্রজ-ব। ব্রজন, গমন। (পুং) ব্রজগতো (গোচর সঙ্করেতি। পা ৩।৩।১১২) ইতি “ব্রজতয়েন নিপাতন্য সাধুঃ। ২ সমুহ। (অমর) ৩ গোষ্ঠ।

“নিরুদ্ধবীষণাসারপ্রসারী গা ইব ব্রজম্।

উপরুদ্ধ দশাহাং পুরীং মাহীমতীং বিবঃ।” (মাঘ ২।৬৪)

৪ ব্রজভূমি, অগ্রবণ ও মথুরার চতুস্পার্শ্ববিস্তৃতি। এই স্থান শ্রীকৃষ্ণের লীলা ভূমি, ইহা মহাতীর্থ স্বরূপ। মথুরার চারিদিকে ৮৪ কোশ পরিমিত ভূখণ্ডকে ব্রজধাম কহে।

“ব্রজমণ্ডলভূগোলং শেখরনাগকণং বরম্।

কুমদাখ্যং মহাপ্রেষ্টং সর্বোবাং মধ্যসংস্থিতম্॥

ততোপরিস্থিতং লোকং সর্বস্থানং মহাকলম্।

কৃষ্ণলীলাবিহারার্থমুচ্ছয়ানবিরাজিতম্॥

চতুরষ্টককোশেন পরিপূর্ণনিরাজিতম্।

অত্র প্রদক্ষিণীকুর্কন্ ধনধান্যসুখং ভবেৎ॥

দানার্জাবাসতো লোকে বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ।

আবাসান্ ম্রিয়তে চেহ পুনরজন্ম ন বিভতে॥

পুণ্যং লক্ষগুণং লক্ষ্যং কুতেহস্মিন ব্রজমণ্ডলে।

কুতেন নির্মিতাতীর্থাঃ সার্বভৌমসহস্রকাঃ॥”

(মৎস্পুঃসূত ব্রজভক্তিবি° ১ অঃ)

এই স্থান চতুরষ্টকোশ পরিমিত, অর্থাৎ ৮৪ কোশ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে তাঁহার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই জন্ম ইহা অভিশর পুণ্যভূমি। যদি কেহ এই স্থান প্রদক্ষিণ করে, তাহা হইলে তাহার ধন ধান্দি লাভ হইয়া থাকে। এই স্থানে দান, পূজা বা বাস করিলে বিষ্ণুলোকে গতি হয় এবং যদি কেহ এই স্থানে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে লক্ষগুণ পুণ্য লাভ করিয়া তাহার আর পুনরজন্ম হয় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে সার্ব ভগবদ্রা তীর্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই ব্রজভূমিতে

বাদশী করিয়া বন, উপবন, প্রতিবন ও অধিবন দৃষ্ট হয়। এই ৮টা বনের নাম নিম্নে লিখিত হইল।

বাদশবন—১ মহাবন, ২ কাম্যবন, ৩ কোকিলবন, ৪ তালবন, ৫ কুমুদবন, ৬ ভাণ্ডারবন, ৭ ছত্রবন, ৮ ধূসরবন, ৯ লোহজবন, ১০ ভদ্রবন, ১১ বহুবন, ১২ বিষ্ণুবন, এই বাদশবন ইহাদের সকল বনই শুভ ফলপ্রদ।

বাদশ উপবন—১ ব্রজবন, ২ অঙ্গরোবন, ৩ গিহুবন, ৪ কদম্ববন, ৫ স্বর্ণবন, ৬ সুরভিবন, ৭ প্রেমবন, ৮ ময়ূরবন, ৯ মালেকি বন, ১০ শেষশ্যামিবন, ১১ নারদবন, ১২ পরমানন্দবন। এই বাদশ উপবন।

বাদশ প্রতিবন—১ রক্তবন, ২ বার্তাবন, ৩ করুণাপ্যবন, ৪ কাম্যবন, ৫ অঙ্গনবন, ৬ কর্ণবন, ৭ কুম্ভাক্ষিপলকবন, ৮ নন্দপ্রেক্ষণ কুম্ভাগানন্দবন, ৯ ইন্দ্রবন, ১০ শিক্ষাবন, ১১ চন্দ্রাবলীবন ও ১২ লোহবন, এই বাদশ প্রতিবন।

বাদশ অধিবন—১ মথুরা, ২ রাধাকুণ্ড, ৩ নন্দগ্রাম, ৪ গুড়হান, ৫ ললিতাগ্রাম, ৬ বৃষভাসুপু, ৭ গোবুল, ৮ বলদেবক, ৯ গোবর্দ্ধনবন, ১০ ভাবট, ১১ বৃন্দাবন, ১২ সঙ্কটবটবন এই বাদশ অধিবন।

মথুরা, গোবুল, বৃন্দাবন প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি মাত্রই ব্রজভূমি বলিয়া কথিত। এই সকল বনযাত্রা করিলে ব্রজমণ্ডল সম্বন্ধিত দেবতারিগকে প্রথমে দর্শন করিতে হয়। ইহাদিগকে দর্শন না করিলে বনযাত্রা নিফল হয়, তৎপরে প্রথমে ভগবানের লীলা দেখিয়া এই সকল বন ভ্রমণ করিতে হইবে। এই সকল বন উক্তরূপে দর্শন করিলে সকল অভীষ্ট লাভ এবং অন্তকালে বিম্বলোকে গতি হইয়া থাকে।

“ইতি দ্বাদশ সংজ্ঞানি বনাচ্ছবিবানি চ।

বনানামবিধিঃ প্রোক্তা ব্রজমণ্ডলমধ্যগাঃ ॥

এবাং নৈব বিলোকেন বনযাত্রা চ নিফলা।

এবাং দর্শনে নৈব বনযাত্রা শুভপ্রদা ॥

আদৌ লীলাং যদা পশ্চেন্নবনযাত্রাং ততশ্চরেৎ।

সর্বান্ কামানবাশ্রোতি বিম্বলোকমবাপুয়াৎ ॥”

(বিষ্ণুপুরাণভূতব্রজভক্তিবি° ১ অ°)

ব্রজভক্তিবিলাসে ব্রজধামের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহ্য্য ভয়ে এই স্থলে তাহা অভিহিত হইল না।

[মথুরা ও বৃন্দাবন শব্দ দেখ।]

ব্রজক (পুং) তপস্বী। (শব্দরত্না°)

ব্রজকিশোর (পুং) ব্রজত কিশোরঃ। শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ব্রজভক্তিবিলাসে ব্রজকিশোরময় এবং তাঁহার ধ্যান ও পূজার বিবরণ লিখিত আছে। বাদশবনের

মধ্যে ললিতাবনের অধিপতি ব্রজকিশোর। ‘ঐ শ্রী ললিতা-গ্রামাধিবনাধিপত্যে ব্রজকিশোরায় নমঃ’ এই এক বিংশাক্ষর ইহার মন্ত্র। উহার পূজা করিতে হইলে নারায়ণপূজাবিধি অনুসারে পূজা এবং উক্ত মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া খণ্ড্যাদিকাল করিতে হয়, জ্ঞাস যথা—অস্ত মন্ত্রস্ত বিতাণ্ডক ঋষি ব্রজকিশোর-দেবতা গায়ত্রীছন্দঃ মম সকলপাপক্ষয়কারা যুগলকৃতদর্শনার্থে বিনিয়োগঃ, শিরসি বিতাণ্ডক ঋষয়ে নমঃ, মুখে ব্রজকিশোরায় নমঃ, হৃদি গায়ত্রীছন্দসে নমঃ, এই রূপে জ্ঞাস করিয়া ধ্যান করিতে হয়। ধ্যান—

“ললিতাসংযুতং কৃষ্ণং সর্বৈকং সখিভিমুতম্।

ধ্যায়ন্তি বেণীকুপসং মহারাসকুতোৎসবম্ ॥”

(ব্রজভক্তিবিলাস)

এই রূপে ধ্যান ও পূজা করিয়া যথাক্রমে জপাদি করিতে হয়। (ব্রজভক্তিবি° ১ অ°)

ব্রজক্ষিৎ (ত্রি) ব্রজে রূপে ক্ষিয়ত নিবসয়তি ইতি। ব্রজ-ক্ষিপ্। “ব্রজ ইতি মেঘনামস্ (নি° ১।১০।১১) পঠিতং। অত্র তু উদকধারণসামর্থ্যাৎ রূপ উচ্যতে।” (শুক্রযজুঃ ১০।৪ মহীধর)

ব্রজন (স্ত্রী) ব্রজ লাট্। গমন।

ব্রজনাথ (পুং) ব্রজস্ত নাথঃ। শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজভূমির অধিপতি।

ব্রজনাথভট্ট, মরীচিকা নায়ী ও ললিতব্রজ নামক বেদান্ত-গ্রন্থরচয়িতা।

ব্রজভক্তিবিলাস (পুং) শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাবিবরণ গ্রন্থবিশেষ।

ব্রজভাষা, ব্রজভূমিবাসী সাধারণ লোকে যে ভাষার কথাবার্তা করিয়া থাকে এবং যে ভাষা অবলম্বন করিয়া পশ্চিমহিন্দুস্থানবাসী মুকবিগণ কাব্যরচনা করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন, তাহাই ব্রজভাষা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

এক সময়ে দিল্লী ও আগ্রা জেলার মধ্যবর্তী সমগ্র প্রদেশকে ব্রজভূমি বা ব্রজরাজ্য বলিত। এই রাজ্যের রাজধানী মথুরা। বৃন্দাবন ও গোবুলনগরী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বলিয়া এক সময়ে সর্বজন-সমানুভূত হইয়াছিল এবং ভগবানের লীলাগানের জন্ম ঐ স্থানের ভাষাই সকলের বিশেষ প্রিয় ছিল।

অবিদ্যুত ভরতপুররাজ্য, বৃন্দাবনগের অন্তর্গত গোবর্দ্ধন-গিরিপ্রদেশ এবং গোপগিরিহর্গাধিষ্ঠিত সুপ্রাচীন গোয়ালির রাজ্যবাসী স্থপিত্ত হিন্দুগণ ব্রজভূমির অধিবাসীবর্গের জ্ঞান পরিচায় ও প্রাকলভাবে ব্রজভাষা ব্যবহার করিতেন। দিল্লী ও আগ্রা অঞ্চলবাসী হিন্দুগণ ব্রজবুলি ভিন্ন খড়িবুলি ও নিছাচ হিন্দিতে কথা বলিত এবং মুসলমানেরা লুছ হিন্দী ও রেখতা (উর্দু) ভাষা ব্যবহার করিত। কিন্তু বহুসংখ্যক বৃন্দাবন, বৃন্দেলখণ্ড ও গঙ্গার অন্তর্ভুক্ত প্রদেশে ব্রজভাষা কতক সংমিশ্রিত

ভাবে প্রচলিত ছিল। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কিরূপে কথিত ভাষার মিশ্রণ লাভ করিয়া ব্রজভাষা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। পাশ্চাত্য-সাহিত্যজগতে সুপরিচিত কৃষ্ণকবির সত্যসংগ্রহের চীকা হইতে আমরা এ বিষয়ে একটু আভাস পাই—

“পৌরুষ কবিতা দ্বিবিধিঃ কবি সব কহত বথান।

প্রথম দেববাণী বহুরি প্রাকৃতি ভাষা জান।

দেবদেবর্তে হোত সো ভাষা বহুত প্রকার।

ধরন তই তিন সনমো থাণ্ডিরী রসসার।”

উল্লিখিত ‘ভাষা’ যে ব্রজ ও গোয়ালিয়র প্রদেশের চলিত ভাষা, তাহা কবির উক্তিহইতেই বুঝা যায়।

এই ব্রজভাষা যে কতকাল হইতে লিখিত-ভাষারূপে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ না পাওয়া গেলেও, এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, এই ভাষা এক সময়ে ধীরে ধীরে উক্ত বিস্তারিত প্রদেশে প্রচার লাভ করিয়াছিল এবং সাধারণ লোকে, বিশেষতঃ কবিতা-রসাস্বাদী ব্যক্তিগতই এই ভাষাকে কবিতাকলাপের প্রিয়তম প্রবাহের পবিত্র সলিল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুদ্ধ ভারত বলিয়া নহে, এক সময়ে সমগ্র এশিয়ার কি হিন্দু কি মুসলমান অনেক কবিই এই ব্রজভাষায় কবিতা বা গান রচনা করিয়া গিয়াছেন; তাই আমরা খিয়াল, তুজ, ঙ্গদ, বিজুপদন্ততি, নানা প্রকার গীত, কবিতা, ছন্দ, দোহা, ছপ্পাই, সোরথা, কুন্দলিয়া, প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের কাব্যসমূহ এই ভাষায় বিরচিত দেখিতে পাই। ইহাতে সংস্কৃত ভাষার কথা থাকিলেও, সংস্কৃত হইতে ইহার উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না। তবে সংস্কৃত ব্যাকরণের ক্রিয়া ও বিশেষ্য পদাদির জ্ঞান ইহাতেও পদাদির কর্তা, কর্তৃ বা কাল-ভেদে রূপান্তর ঘটয়া থাকে। এই কারণে অনেক পণ্ডিতই এই ভাষাকে সংস্কৃতের জ্ঞান মধুর ও সুশ্রাবী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কবিপ্রিয়া গ্রন্থে কবি কেসোদাস এই ভাষায় প্রাধান্ত কীর্তন করিয়াছেন—

“ভাষাবোলন জানি জিনকে কুলকো দাস।

ভাষাকবিভে মন্দমতি তিহি কুলকোসোদাস॥”

সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণকবি কুলপতিমিশ্র* এবং বিহারীদাস† উভয়েই ব্রজভাষার শ্রেষ্ঠ বর্ণনা করিয়াছেন।

* “জিত দেববাণী এনটই কবিতাকো খাত।

তে ভাষারো হোরতো সব সমতে রসবাণী॥” (কবিরহস্ত)

† “ব্রজভাষা ভাষত সকল সুরবাণী সমজুল।

তাঁহি বথানত সকল কবি জান মহারসমূল।

ব্রজভাষা ধরনো কবিন বহুবিধু ভক্ষিলা।

সবকো ভূষণ সঙৈসরা করে বিহারীদাস।”

উপরি উক্ত গীত ও কবিতা বাতীত প্রাচীনকালে ব্রজভাষায় রচিত অপর কোন পুস্তক বিশেষের উল্লেখ পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মোগলসম্রাট্ অকবর শাহের রাজ্যকালের পূর্বে রচিত “পুথিরাঙ্গরাস” ও “হাসীরাঙ্গাস” উল্লেখযোগ্য। উক্ত গ্রন্থদ্বয় সুপ্রসিদ্ধ চাঁদকবির বিরচিত।* [চাঁদকবি দেখ।]

কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে, সম্রাট্ অকবর শাহের শাসনকালে ও তৎপরবর্তী সময় হইতেই ব্রজভাষায় নানা গ্রন্থাদি লিখিত হইতে থাকে।

হিন্দী হইতে ব্রজভাষায় যে পার্থক্য তাহা নির্দেশের জন্ত আমরা নিম্নে ক একটি শব্দ ও খাতুর পরিবর্তিতরূপ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।* হিন্দিতে যেমন ড, ঢ স্থানের উচ্চারণে দোষ হয় না এবং য কখন য, কখন বা খ উচ্চারিত হয়, ব্রজভাষায় অনেক স্থলে সেইরূপ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। নিম্নোক্ত পদগুলিরও ব্রজ-বুলিতে পরিবর্তন ঘটে।

লয়। ডয়। বব। যজ। শস। ক্ষহ। মব।
ভব। গব। খত। তথ। বক। যত্র। যেই। অয়। যথ।
হোই। যজ।

আবার অনেক স্থলে এক শব্দের এক অর্থে দুই তিন রূপ প্রয়োগ দেখা যায়। কখন বা লিখিত ব্রজভাষায় দু একটা শব্দে দেবনাগরী অক্ষরের স্থলে কায়থী হিন্দির অ, খ, চ, ব, র প্রভৃতিও ব্যবহৃত হইয়াছে। কখন বা ঐতিমাধ্যমসম্পাদনের জন্ত বর্গীয় ব অন্ত্যাহ ব রূপে গৃহীত হইয়াছে। যথা—

জালো, জারো। থালী, থারী। ঘোড়া, ঘোরা। ঘড়া, ঘরা।
বন, বন। বহুদেব, বহুদেব। যমুনা, জমুনা। যস, জস।
শখ, মখ। শিত, সিহ। অকর, অছর। লক্ষ্মী, লছ্মী।
গাম, গাব। নাম, নাব। ইমলী, ইবলী। কভ, কবু। কভী, কবী।
পগড়ী, পঘড়ী। পগা, পঘা। রথ, রত। ভরত, ভরথ।
যোতিশী, যোতিকী। যোতিষ, যোতিক। যহ, ইহ। আয়ে,
আএ। লায়ে, লাএ। কিয়া, কিআ। দিয়া, দিআ। বট, খট।
বঞ্জী, খঞ্জী। যেহী, যেজ। তুহী, তুজ। তুখে, তুজে।
তুখ, তুজ।

* হিন্দী (খড়িবোলী) ভাষায় “হোনা” ক্রিয়া পদটা ভাষায় কিরূপ রূপান্তরিত হয়, নিম্নে তাহাই দেখান হইল—

হিন্দি	ভাষা।
হোনা	হোনো-হেবো
মৈ হু	হৌ-মৈ-হৌ
১ম পু° ১ম	

* প্রাচীন “পুথিরাঙ্গরাস” গ্রন্থ দ্বিগল প্রচার হইয়া পড়িয়াছে; এখন বাহ্য পাওয়া গিয়াছে তাহা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত। এই গ্রন্থে ব্রজভাষায় রচিত আর অল্পই দেখা যায় নাই।

হিন্দী		ভাষা
ঠে-তু হৈ	২য় পু° ১ব°	ঠে-তু হৈ
বহ হৈ	৩য় পু° ১ব°	বহ-সো-হৈ
হম হৈ	১ম পু° বহব°	কম হৈ
তুম হো	২য় পু°	তুমহো
বে হৈ	৩য় পু°	বে-তে হৈ
হোতাথা	১ম পু° ১ব°	হোতুহো
হোতেথে	১ম, ২য়, ৩য় পু° বহব°	হোতহে
হোতীথী (স্ত্রী)	ঐ	১ব° হোতিহী
হোতীথী	ঐ	৮হব° হোতিহী

নিম্নে কএকটা হিন্দীগদের ব্রজ-বুলিতে প্রয়োগ দেওয়া

গেল—

হিন্দী	ভাষা	অর্থ
মেরা	মেরো	আমার
তেরা	তেরো	তোমার
তুমকো	তোকো	তোমাকে
উসকো	বা-তাকো	তাকে, উহাকে
ইস্কা	বাকো	ইহার
তিস্কা	তাকো	উহার
মবাসে	মো--সাঁ তে	আমা হইতে
কুছ	কচ্ছ	কিছু
ভলা	ভলো	ভাল
তক	লো	পর্যন্ত

নিম্নে মিশ্র হিন্দি খড়ীবোলী ও ব্রজভাষার নমুনা উদ্ধৃত হইল। একটু গবেষণা করিয়া দেখিলেই উহাদের পরস্পরের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম হইবে।

খড়ীবোলী।

ক্যা কুচব পড়গয়া হৈ উলঝেড়া।
হরিভজ্ঞান বিন নহী হৈ সুলঝেড়া।
নামবলী সে পারহঁ পলমেঁ
কৃষ্ণবিন মাঝে ধার হৈ বেড়ী।
লগকেঁ চরণেঁ সে কৃষ্ণকে বহ কহঁ
কুজ গলিরোঁ য়েঁ হোজো মুটভেড়া।
দো-মুঝে ঠৌন বহ অচল হরিজী
জৈসে জেকো দিয়া অটল বেড়া।
ভেরে মিলনে কী বাট হৈ গীথী
যোঁ হোঁ মারৈ হৈঁ কিতনে ভট ভেড়া।
কৃষ্ণকো রথ গুপাল নিভ উঠ ভোগ।
মিসরী মঞ্চন মলাই ওর পেড়া। ইত্যাদি

ভাষা বোঁহা

টুন বিন সব নতু ফিরগজ দেখ দিনকে ফের।
জোঁ ভিজোঁ আঁসুবনি সাবন কারী ঘের।
গোন সবেঁ কৈঁটা গুঝোঁ সুলসি হিত জিয় জানি।
ছুটত হী গোউ ছুটে কৈঁটা হিত প্রাণী।
মন রাখেঁ হো বরজ কৈ জিয় রাখেঁ সনুধার।
নৈনা বরজে নারহৈঁ মিলে আগউ হার।
অব বরজে ভব নারহৈঁ গের প্রেমময় গৈঁ।

অপ বস তেঁ পরবস ভরে বে বিসবাসী নৈন। ইত্যাদি

ব্রজভূ (পুং) ব্রজভূকংপতিব্রজ। ১ কেলিকদম্ব। (শব্দচক্রিকা)
ব্রজভূমিঃ। (স্ত্রী) ২ ব্রজভূমি। (ত্রি) ৩ ব্রজভূত।
ভাস্বর পণ্ডিতের পুত্র নারায়ণ ভট্ট স্থলগিত প্রোকাবলীতে এই
গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে বৃন্দাবনের বেষ্মনসমূহের
মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে।

ব্রজভূমণ, ১ গুণবিজ্ঞান নামক বৈদ্যকগ্রন্থপ্রণেতা।

২ তত্ত্ববিবেকসার নামক বেদান্ত ও ভাগবতপুরাণটীকা
রচয়িতা। ৩ হঠ প্রদীপিকা-টীকাকার।

ব্রজভূমণ মিশ্র, বেদান্তরত্নমালাপ্রণেতা।

ব্রজমণ্ডল (স্ত্রী) ব্রজমণ্ডলম্। ব্রজভূমি।

"ব্রজমণ্ডলগোলং শেবনাগকং বসম্।" (ব্রজভক্তিবিং ১অ°)

ব্রজমোহন (পুং) ব্রজ ব্রজবাসিনো জনান্ মোহয়তীতি মুহ-ণিচ-
ঘৃল্। শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রজযুবতি (স্ত্রী) ব্রজানাং যুবতিঃ। ব্রজকামিনী, ব্রজাঙ্গনা।

ব্রজরাজ, ১ উগাদিবৃত্তিপ্রণেতা। ২ কারিকাবলীটীকা নামক
বৈশেষিকগ্রন্থরচয়িতা। ৩ শঙ্করমিথিলজয়সারপ্রণেতা। ৪ সন্থ-
সরোৎসবকল্পতারাচয়িতা।

ব্রজরাজ গোস্বামিন, জ্ঞানসারপ্রণেতা।

ব্রজরাজদীক্ষিত, ১ রসিকরঞ্জন নামক রসমঞ্জরীটীকাপ্রণেতা।

২ আখ্যানত্রিশতীমুক্তক বা রসিকরঞ্জন, বল্লভাখ্যানটীকা, শুলার-
শতক ও বড়তুবর্ণন নামক গ্রন্থরচয়িতা। ইহার পিতার নাম
কামরাজ। তর্ককারিকাপ্রণেতা জীবরাজ দীক্ষিত ইহার পুত্র।

ব্রজরাজশুল্ক, অন্নপূর্ণাকল্পতা, চণ্ডীবিলাস, হিরণ্যতারহস্ত,
জৈমিনীসুত্রটিপ্পন, ত্রিশতীটীকা, নীতিবিলাস, দানমঞ্জরী, রস-
স্থাননিধি (বৈদ্যক), ভ্রামাদীপদান ও হৃদয়রহস্তপ্রণেতা।

ব্রজরামা (স্ত্রী) ব্রজস্ত রামা। ব্রজবধু।

ব্রজলাল (পুং) ১ নন্দলাল, শ্রীকৃষ্ণ।

২ একজন রাজা। ইনি কামসুত্রটীকাপ্রণেতা ভাস্করনৃসিংহের
প্রতিপালক ছিলেন। ৩ সেবাবিচাররচয়িতা।

ব্রজবধু (স্ত্রী) ব্রজস্ত বধুঃ। ব্রজবনিতা, ব্রজাঙ্গনা।

ব্রজবর (পুং) ব্রজে বরঃ শ্রেষ্ঠঃ। শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজভক্তিবিলাসে ইহার মন্ত্র ও পূজাদি এই রূপে লিখিত আছে। এই ব্রজবর দ্বাদশ অধিবনের অন্তর্গত আষট বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ‘ও ঠঃ জঁ। বটাদিবনাধিপত্যে ব্রজবরায় নমঃ’ এই উনবিংশতীর ইহার মন্ত্র। ব্রজবরের পূজা করিতে হইলে সামান্য পূজা-ক্রমে পূজা সমাপন করিয়া এই মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া ধ্যান করিবে।

‘অন্ত মন্ত্রস্ত বানীকধ্বজবিজটবনাধিপো ব্রজবরো দেবতা পণ্ডিতীহ্মঃ মম সকলসৌভাগ্যসম্পৎপ্রাপ্ত্যর্থং জপে বিনি-
য়োগঃ। জ্ঞাস পূর্বের জ্ঞায় অর্থায় ব্রজকিশোর মন্ত্রে জ্ঞায় করিবে। ধ্যান—

“নানান্দ্রাব্যভূষাঢ়া রাধাকৃষ্ণং মনোহরম্।

ধ্যয়েৎ যুগলমুখিক বনবাত্রাবরপ্রদম্।”

(ব্রজভক্তিবিলাস ১ অ°)

ব্রজবল্লভ (পুং) ব্রজানাং ব্রজবাসিনাং বল্লভঃ, প্রিয়ঃ। শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রজমুন্দরী (স্ত্রী) ব্রজত মুন্দরী। ব্রজরী, ব্রজাঙ্গনা।

ব্রজস্ত্রী (স্ত্রী) ব্রজকামিনী।

ব্রজম্পতি (পুং) ব্রজস্ত পতিঃ, স্বভাগমঃ। ব্রজপতি শ্রীকৃষ্ণ।

“যাঃ সংপ্রবিষ্টা যুগং ব্রজম্পতে:

পাতন্ত্যাপাঙ্গোংকণিতাস্মিতাধরম্।” (ভাগবত ১০।৩৯।৩)

ব্রজাঙ্গনা (স্ত্রী) ব্রজত অঙ্গনা। ব্রজস্ত্রী, গোপী।

“ব্রজাঙ্গনানামপি গানশালিনাং

জহার মানং সহরিঃ পুনাতু বঃ।” (ছন্দোমঞ্জরী)

ব্রজবাস (পুং) ব্রজে আবাসঃ। ১ ব্রজে অবস্থান।

“বৃন্দাবনং সম্প্রবিষ্টা সর্বকালস্থাবহম্।

তত্র চক্ষু ব্রজবাসং শকটৈরর্দ্রচন্দ্রবৎ।” (ভাগবত ১০।১১।৩৫)

(ত্রি) ব্রজে আবাসো যন্ত। ২ ব্রজনিবাস, বাহারা ব্রজে

অবস্থান করেন। চলিত কথায় ব্রজবাসীও বলে। ৩ বৃন্দা।

ব্রজিন্ (ত্রি) পৃথীভূত। একত্রীভূত। স্মিরাং ভীণ্। ব্রজিনী—
তমঃপুঞ্জবতী। (খক ৫।৪৫।১ সায়ণ, এই অর্থে রাত্ৰিকে বুঝায়।

ব্রজিন (স্ত্রী) কন্য, পাপ।

ব্রজেন্দ্র (পুং) ব্রজত ইন্দ্রঃ। ব্রজের অধিপতি নন্দ। ২ শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রজেশ্বর (পুং) ব্রজত ঈশ্বরঃ। শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রজোকম্ (পুং) ব্রজে ওকঃ অবস্থানং যেযাং। ব্রজবাসী।

ব্রজ্য (ত্রি) গো-জাত। ‘ব্রজে গোসমূহে ভরো ব্রজ্যঃ তস্মৈ’।

(শুক্লযজু ১৬।৪৪ মহীধর)

ব্রজ্য (স্ত্রী) ব্রজনিমিত্ত ব্রজ গভৌ (ব্রজ বজোর্ভাবে কাপ্।

পা ৩।৩২৮) ইতি কাপ্। ১ পর্থাটন। ২ জিগীষুর প্রাণ।

আক্রমণ। ৩ গমন। (মেঘদূত) ৪ সমাজীয় বস্তুর একত্র সমাবেশ।

‘কোবঃ শোকসমূহস্ত ভাদন্তোজ্ঞানপেককঃ।

ব্রজ্যাক্রমণে রচিতঃ স এবাভিমনোহরঃ।” (সাহিত্যদ ৩।৫৫৫)

৫ রজ। ৬ রজালয়। (ধর্মণি) ৭ দল।

ব্রজ্যাবৎ (ত্রি) গজগমন সদৃশ। (ভট্ট ৭।৭০)

ব্রটিমন্ (পুং) বৃঢ়-গিচ্। (পা° ৫।১।১২৩) বৃঢ়ের ভাব।

ব্রণ, শব্দ। ভূদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ ব্রণতি। লিট্

বত্রাণ। লুট্ ব্রণতি। লুঙ্ অত্রগীৎ, অত্রাগীৎ। সন্ বিব্র-

ণিষতি। ষঙ্ বাত্রাণতে। ব্রণ ২ অঙ্গচূর্ণ। অঙ্গচূর্ণাদি°

পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ ব্রণয়তি। লুঙ্ অবব্রণৎ।

ব্রণ (পুং ক্রী) ব্রণয়তি গাত্রমিতি ব্রণ অঙ্গচূর্ণে পচাদিভ্যাম্চ। ১

ক্ষত। পর্ধ্যায়—ঈর্ষ্য, অরু। (অমর) ২ স্বনামপ্রসিদ্ধ রোগ।

শরীরে যে সকল ক্ষত হয়, তাহাই ব্রণ, ইহাকে চলিত কোড়া

কহে। সাধারণতঃ ব্রণ বলিলে ঘা বা ক্ষত বুঝায়। ইহা প্রথমে

ছই প্রকার, শারীর ও আগন্ত। যে ব্রণ বায়ু, পিত্ত, কফ, শোণিত

ও সন্নিপাত জন্ম হয় অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফাদি দ্বিভিত হইয়া

যে ব্রণরোগাৎপত্তি হয়, তাহাকে শারীর-ব্রণ কহে। আর যে

স্থলে পুরুষ, পশু, পক্ষী, ব্যাল, সরীসৃপ, প্রপশুন, পীড়ন, প্রহার,

অগ্নি, ক্ষার, বিষ, তীক্ষ্ণবস্তু প্রভৃতি দ্বারা ক্ষত হইয়া থাকে,

তাহাকে আগন্ত কহে। (সুশ্রুত)

চরকসংহিতায় ব্রণরোগের নিদান ও চিকিৎসাদির বিষয়

এইরূপ লিখিত আছে যে, ব্রণরোগ ছই প্রকার নিজ ও

আগন্ত। শারীর দোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফ, বা সন্নিপাত

(বায়ু), পিত্ত ও কফের মিশ্রণ দ্বারা যে স্থলে ব্রণরোগের

উৎপত্তি হয়, তাহাকে নিজ ব্রণ কহে। এবং বাহু হেতু দ্বারা

অর্থাৎ অন্ত্রাঘাত, পতন, দংশন প্রভৃতি দ্বারা যে ব্রণরোগ জন্মে,

তাহাকে আগন্ত কহে। নিজ ব্রণে বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া

ব্রণরোগ জন্মে এবং আগন্ত ব্রণরোগে কোন বাহু কারণে ক্ষত

হইয়া পরে বাতাদি দোষদুর্ভিত হয়।

নিজব্রণের লক্ষণ স্ব স্ব প্রকোপণ হেতু (অর্থাৎ যে

কারণে দোষ কুপিত হইতে পারে সেই কারণে) বায়ু, পিত্ত ও কফ

চুষ্ট হইয়া বহির্দ্বার আশ্রয় করিয়া ব্রণরোগ জন্মায়। ইহা বাতজ,

পিত্তজ ও কফজ ভেদে তিন প্রকার। বাতজ লক্ষণ বায়ু দ্বিভিত

হইয়া যে স্থলে ব্রণরোগ উৎপাদন করে, সেই স্থলে ব্রণ শুষ্ক,

খরস্পর্শ, এবং তাহা অগ্নির জ্বা উত্তপ্ত, অন্ন অন্ন প্রায়বৃক্ক, তীব্র

বেদনাবিশিষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। এই ব্রণে স্থতীবেধবৎ

বেদনা এবং উহা দণ্ণ, দণ্ণ করিতে থাকে।

পিত্ত কুপিত হইয়া যে স্থলে ব্রণ হয়, তথায় হৃৎকা, মোহ, অন্ন,

ক্লেশ, দাহ, অবদারণ এবং ঐ ব্রণ অতি দুর্গন্ধ হইয়া থাকে।

কফ দোষে যে স্থলে ব্রণোৎপত্তি হয়, তথায় ব্রণ অতি পিচ্ছিল

স্বক অর্থাৎ উহা ভার ভার বোধ হয়, মিথ, ত্রিমিত, অন্ন বেদনা-
বৃদ্ধ, পাণ্ডুবর্ণ এবং অন্ন ক্রোধবৃদ্ধ ও ইহা অতি বিলম্বে
পাকিয়া থাকে।

বাতজত্রণে বাতহর ত্রণত্রয়, মেহপান, মিথবেদ, মিথ
উপনাহ (পুলটিস), প্রলেপ ও পরিবেক-ক্রিয়ার উপকার হয়।
পিত্তজ ত্রণে মধুর, মিথ, প্রমেহ ও পরিবেক, স্ত্যতপান ও বিরচন
দ্বারা চিকিৎসা করিতে হয়। কফজ ত্রণে কষার, কটু, উষ্ণ ও
কক্ষ প্রমেহ, পরিবেক, লজ্বন ও শোথন দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

উক্ত শারীর ও আগন্ত এই বিবিধ ত্রণ নানাধ ভেদে বিংশতি
প্রকার। উহার মধ্যে দ্বষ্টত্রণ দ্বাদশ প্রকার, স্থান ৮টি, গন্ধ ৮
প্রকার, আঁব চতুর্দশ প্রকার, উপত্রব ১৬ প্রকার, দোষ ২৪
প্রকার, এবং চিকিৎসা ক্রম ৩৬ প্রকার। এবং উক্ত ত্রণসমূহের
পরীক্ষা তিন প্রকার অভিহিত হইয়াছে।

বিংশতি প্রকার ত্রণ—১ কৃত্যোদকৃত্য অর্থাৎ বিবিধ সাধ্য-
ত্রণ, সুখসাধ্য ও কষ্টসাধ্য। ২ দ্বষ্ট ত্রণ। ৩ মর্শ্বস্থিত। ৪ নবোৎপন্ন
সংবৃত্ত, ৬ দারুণোৎপন্ন, অত্যন্তোদগত, ৭ সমিধ, ৮ বিষমস্থিত,
৯ অস্বাদী, ১০ উৎসর্গী। এই দশ প্রকার ত্রণমধ্যে, কোন ত্রণ
কষ্টে কেহ বা সহজে গ্রহণিত হইয়া থাকে।

ইহার বিপরীত ১০ প্রকার, ১ অকৃত্যোৎকৃত্য অর্থাৎ বিবিধ
অসাধ্য, বাপা ও প্রত্যাহার, ২ অদ্বষ্ট, ৩ অমর্শ্বস্থিত, ৪ পুরাণ,
৫ অসংবৃত্ত, ৬ অদারুণোৎপন্ন, ৭ নির্বিধ, ৮ সমস্থিত, ৯ অস্বাদী,
১০ অউৎসর্গী। এই বিংশতি প্রকার ত্রণ। দ্বাদশপ্রকার
দ্বষ্টত্রণ—১ ষেত, ২ অবসন্নচক্ষী, ৩ অতিহৃৎচক্ষী, ৪ অতিকপিলবর্ণ,
৫ নীল, ৬ শ্রাব, ৭ অতিপীড়ক, ৮ রক্ত, ৯ কৃষ্ণ, ১০ অতি-
পুতিক, ১১ রোপ্যবর্ণ, ১২ কুস্তীমুখ। এই দ্বাদশ প্রকার
দ্বষ্টত্রণ।

ত্রণের ৮ প্রকার স্থান, আটটি স্থানে সাধারণতঃ ত্রণোৎপত্তি
হইয়া থাকে। এই স্থান যথা—১ ত্বক, ২ শিরা, ৩ মাংস,
৪ মেদ, ৫ অস্থি, ৬ স্নায়ু, ৭ মর্শ্ব, ৮ অভ্যন্তর।

ত্রণের ৮ প্রকার গন্ধ, উক্ত ত্রণসমূহ হইতে ৮ প্রকার গন্ধ
নির্গত হইয়া থাকে। এই সকল গন্ধের বিষয় এইরূপ লিখিত
আছে—১ স্ত্যতবদগন্ধ, ২ তৈলবদগন্ধ, ৩ বসাবদগন্ধ, ৪ পুরগন্ধ,
৫ রক্তগন্ধ, ৬ ধূমগন্ধ, ৭ অন্নগন্ধ ও ৮ পুতিগন্ধ।

ত্রণের ১৪ প্রকার আঁব—উক্ত সকল প্রকার ত্রণ হইতে
১৪ প্রকার আঁব হইয়া থাকে। এই সকল আঁব যথা—লসীকা-
আঁব, ২ জলআঁব, ৩ পুষ্ণআঁব, ৪ রক্তবর্ণআঁব, ৫ হরিদ্রাবর্ণআঁব,
৬ অকর্ণবর্ণ, ৭ পিঙ্গলবর্ণ, ৮ কষার অর্থাৎ বটপত্রাদির কাথের
ভার, ৯ নীলবর্ণ, ১০ হরিদ্রবর্ণ, ১১ মিথ, ১২ কক্ষ, ১৩ ষেতবর্ণ
ও ১৪ কৃষ্ণবর্ণ আঁব।

ত্রণের ১৬ প্রকার উপত্রব—১ বিসর্প, ২ পক্ষাবাত ও শির-
তন্ত, ৪ অপতানক, ৫ মোহ, ৬ উন্মাদ, ৭ ত্রণব্যথা, ৮ জ্বর,
৯ তৃষ্ণা, ১০ হনুগ্রহ, ১১ কাস, ১২ বমি, ১৩ অতিসার,
১৪ হিকা, ১৫ শ্বাস ও ১৬ কল্ম। ত্রণরোগের এই ১৬ প্রকার
উপত্রব। ত্রণ হইলে খাত্ত ও অবহাবিশেষে এই সকল উপত্রব
হইয়া থাকে।

ত্রণরোগের ২৭ প্রকার-দোষ—১ স্নায়ুক্রন্দ, ২ বিলম্বে ছেদ,
৩ গভীরতা, ৪ ক্রিমির উৎপত্তি ও দংশন (অর্থাৎ ঘায়ে পোকা
পড়া ও কামড়ান), ৫ অস্থিভেদ, ৬ শলগাত, ৭ লম্বিবদ্ধ, ৮ পরি-
সর্পণ, ৯ নখাঘাত, ১০ কাষ্ঠাঘাত, ১১ চর্ম্মের অতিঘটন,
১২ লোমের অতিঘটন, ১৩ অল্পপুষ্ক ত্রণবন্ধন, ১৪ অতি
মেহপ্রয়োগ, ১৫ অতিভৈষজ্যকর্ষণ, ১৬ অজীর্ণ, ১৭ অতি
ভোজন, ১৮ বিরুদ্ধভোজন, ১৯ অসামান্যভোজন, ২০ শোক,
২১ ক্রোধ, ২২ দিবানিত্রা, ২৩ মৈথুন ও ২৪ কোভণ। ত্রণ-
রোগে এই ২৪ প্রকার দোষ। ত্রণরোগে যখন এই সকল
দোষ উপস্থিত হয়, তখন যদি রীতিমত চিকিৎসা না করা হয়,
তাহা হইলে উহা প্রশমিত হয় না। এবং ত্রণে পরিদ্রাব, হর্গন্ধ
ও বহুদোষ ঘটিলে উহা কুজুসাধ্য হইয়া থাকে।

ত্রণের ত্রিবিধ পরীক্ষা—ত্রণের দোষাদোষ জানিবার জন্য
তিন প্রকার পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে, দর্শন, প্রস্ন ও স্পর্শন।
প্রথম দর্শন, এই দর্শনদ্বারা রোগীর বয়স, ত্রণের বর্ণ, শরীর ও
ইন্দ্রিয়গণের পরীক্ষা হয়। দ্বিতীয় প্রস্ন, ইহাদ্বারা রোগোৎপাদক
হেতু, উপস্থিত পীড়া ও অগ্নিবলের পরীক্ষা হইয়া থাকে। তৃতীয়
স্পর্শ, ত্রণ স্পর্শ করিলে উহার কাঠি, কোমলতা, শীতল ও উষ্ণতা
প্রভৃতির অনুভব হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ পরীক্ষা দ্বারা পরীক্ষা
করিয়া ত্রণরোগের চিকিৎসা করিতে হয়।

যদি কাহারও ত্রণ ত্বক, মাংস বা মর্শ্বস্থিত স্থানে উৎপন্ন,
অনতিদীর্ঘকালের, তৃষ্ণাদি উপত্রবশূন্য, রোগী যুবক ও হিতা-
হিতজ্ঞ এবং কাল শুভ অর্থাৎ হেমন্ত বা শীতঋতুতে হয়, তাহা
হইলে উহা অচিরেই আরোগ্য হইয়া থাকে। এইরূপ ত্রণই
সুখসাধ্য জানিতে হইবে। আর যদি এই সকল গুণের কোন
রূপ অভাব হয়, তাহা হইলে কষ্টসাধ্য; আর ইহাদের সকলগুলির
অভাব হইলে তাহা অসাধ্য হইয়া থাকে।

ত্রণপীড়িত ব্যক্তির বলাবল বিবেচনা করিয়া বমন, বিরচন,
অন্নপ্রয়োগ বা ব্যতিক্রিয়াদ্বারা বিশোধন করা কর্তব্য। উক্তরূপে
বিশুদ্ধ হইলে-শীতল ত্রণ প্রশমিত হয়।

ত্রণের ৩৬ প্রকার উপক্রম, ৬ প্রকার শোধয়ক্রিয়া অর্থাৎ
ত্রণের সূতা বাহাতে নিবারিত হয়, তাহার জন্য ৬ প্রকার ক্রিয়া
নির্দিষ্ট আছে। শস্তকর্ষণ, অবশীড়ন, নির্দীপণ, সন্ধান, বেদ,

শমন, শোধনকরার, রোপণকরার, শোধনপ্রলেপ, রোপণপ্রলেপ, শোধনউতল, রোপণউতল, শোধনস্বত, রোপণস্বত, শোধন-পত্রাক্রান্তন, রোপণপত্রাক্রান্তন, স্যাবকন, দক্ষিণবন্ধন, খাত, উৎসাদন, অবসাদন, বিবিধ দাহ, ধূপ, হার্দিকরণ, কাঠিগুহর-শ্রোপন, হার্দিকরণপ্রলেপন, ত্রণাবচূর্ণন, বর্ণা, রোপণ ও রোমরোহণ এই ৩৬ প্রকার ত্রণের উপক্রম।

যে স্থানে ত্রণ হয়, তাহার পূর্বে সেই স্থানে শোধ অর্থাৎ সুলিয়া উঠে, এই শোধই ত্রণের পূর্বকরণ। তৎ প্রভৃতি স্থানে শোধ দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, এই শোধস্থানে ত্রণের সম্ভাবনা। এই শোধের গোবাবির বিষয় পরীক্ষা করিয়া তাহার শাস্তির ভজ্ঞ বাহাতে এই শোধে ত্রণ না হয়, তন্নিমিত্ত প্রথমে জলোকাদি দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিতে হয়। ইহাতে আর ত্রণ হয় না। কিন্তু ঐ শোধ বহুমোষযুক্ত হইলে বমন বিরচনাদি শোধন, ও অন্নদোষ দৃষ্ট হইলে লভন ব্যবস্থা করিতে হয়। শোধে বায়ুর প্রকোপ অধিক থাকিলে প্রথমে বাতরকবার ও স্তূতপ্রয়োগ দ্বারা তাহার শাস্তি করিতে হয়।

ত্রণরোগের চিকিৎসা—ত্রণের শোধাবস্থায় বট, বজ্রদুমুর, অম্বথ, পাকুড় ও অন্নবেতল, ইহাদের ছাল জলে বাটিয়া স্তূত-সংযোগে প্রলেপ দিলে শোধ প্রশমিত হয়। সিদ্ধি, বটমধু, কীরকাকোলী, পদ্মমূল, শতমূলী, নীলোৎপল, নাগকেশর ও রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলেও শোধ বিনষ্ট হয়। ববশক্ত, বটমধু, স্তূত ও চিনি এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ এবং অবিদাহী অন্নভোজন ত্রণশোধের পক্ষে বিশেষ উপকারজনক।

ত্রণের শোধাবস্থায় প্রথমে এইরূপে প্রলেপ দিবে, ইহাতে যদি শোধ আরোগ্য না হয়, তাহা হইলে উপনাস অর্থাৎ পুলটিশ দ্বারা তাহাকে পাকাইতে হইবে। পরে উহা পাকিয়া উঠিলে শস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা ছেদ করিতে হয়। ছেদ করিলেই শীঘ্র উহা আরোগ্য হয়। স্তূতরাস এইরূপ অবস্থায় অস্ত্রপ্রয়োগই বিশেষ উপকারক।

কোড়া পাকাইবার ভজ্ঞ উক্তরূপ পুলটিশ দিতে হইবে। যাবদি শক্ত জলে পাক করিয়া তাহাতে স্তূত বা তৈল অথবা স্তূততৈল উভয় মিশ্রিত করিয়া গরম করিয়া উকাবস্থায় পুলটিশ দিবে। ককতৈল, মসিনা, ব্যাকুড়, কুড় ও সৈন্ধবযুক্ত যাবদি শক্তপিত্ত, অন্নদোষে ঐ সকল দ্রব্য অন্ন করিয়া পুলটিশ দিবে। এই সকল পুলটিশ দ্বারা কোড়া শীঘ্র পাকিয়া উঠে।

উক্তরূপ পুলটিশ দেওয়া হইলে বখন ত্রণশোধে দাহ, রক্ত-বর্ণতা, বৃটাবিহের ভায় বর্ণণা, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে ঐ শোধ পাকিয়াছে এবং শোধহল স্পর্শ করিলে যদি অলপূর্ণ বস্তির ভায় উহার স্পর্শ হয় ও অঙ্গুলি দিয়া

টিপিয়া ছাড়িয়া দিলে যদি উহা পূর্বের ভায় উন্নত হইয়া উঠে, তাহা হইলে ঐ ত্রণ উত্তমরূপ পাকিয়াছে জানিতে হইবে। ত্রণ উত্তমরূপে পাকিয়া উঠিলে তাহা ছেদ করিতে হয়, পকত্রণের পক্ষে শস্ত্রপ্রয়োগই বিশেষ উপকারক। যদি তীক্ষ্ণব্যক্তি অস্ত্র-প্রয়োগে অসম্মত হয়, তাহা হইলে মসিনা, গুগগুলু, সিজমনসার আটা, কুড়ড়া ও পায়রার বিট্টা, পলাশক্ষার, স্বর্ণকীরী বা দণ্ডী এই সকল পকত্রণের উপর দিতে হইবে, এই সকল দ্রব্য পক-ত্রণের ভেদক অর্থাৎ এই সকল দ্রব্য উহাতে লাগাইয়া রাখিলে পকত্রণ কাটিয়া যায়।

ত্রণে শস্ত্রকর্ম ৬ প্রকার বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—পাটন, বাধন, ছেদন, লেখন, প্রচ্ছন ও সীখন। নাড়ীত্রণ (নালীয়া), পক্ষশোধ, কতোদর, বন্ধগুদোদর ও অন্তঃপ্রশল্যস্থান অর্থাৎ বাহার মধ্যদেশে শল্য আছে, এই সকল স্থান শস্ত্রোপযোগী।

জলোদর, পকগুদ, রক্তগুদ এবং বিসর্পিড়কাদি রক্তজরোগ সকল ব্যধনযোগ্য অর্থাৎ এইগুলি বিদ্ধ করিতে হয়। অশ-প্রভৃতি অধিমাংসরোগ সকল ছেদন অর্থাৎ কাটিয়া ফেলিতে হয়।

যে সকল ত্রণে অধিক মাংস সঞ্চারিত হয় এবং প্রাপ্তদেশ স্থল, উন্নত ও কঠিন ঐ সকল ত্রণ লেখন অর্থাৎ তীক্ষ্ণগ্রন্থদ্বারা চিরিয়া দিতে হয়। বাতরক্ত প্রভৃতি প্রচ্ছন অর্থাৎ কন্টকাদি তীক্ষ্ণবস্ত্রদ্বারা কিকিং বিধিয়া দিতে হয়।

যে সকল ত্রণের মুখ ক্ষুদ্র, কিন্তু মধ্যস্থল কোষযুক্ত সেই সকল ত্রণ প্রপীড়ন করিতে হয়। নিম্নোক্তরূপে ত্রণের প্রপীড়ন করিবার বিধি আছে। প্রপীড়নদ্রব্য যথা—তেণ্ডা, ময়ূর, মটর ও গোখুম। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে কোন একটা দ্রব্য লইয়া উত্তমরূপে বাটিয়া ইহার সহিত কোনরূপ স্নেহপদার্থ মিশ্রিত না করিয়া ত্রণের উপর প্রলেপ দিতে হইবে, তাহা হইলে ত্রণের পুর আপনিই বাহির হইয়া আসিবে।

শিমুলছাল, বেড়েলামূল ও বটপল্লব এই সকল দ্রব্যের পার-ষেক ও প্রলেপ দিলেও উপকার হয়। শতধৌতস্বত, হৃৎ বা বটমধুর কাথের পরিষেক এবং শৈত্যক্রিয়া করিলে গন্তপিত্তোষণ ত্রণ প্রশমিত হয়। ত্রণকতস্থলে আলানিবারণের ভজ্ঞ শিমুল-ছালদির প্রলেপ বা পরিষেক দিতে হয়। ইহাতে শীঘ্র রক্তণা নিবারিত হয়।

ত্রণচ্ছেদাদি করিলে যদি কতস্থলে মাংস সুলিয়া পড়ে, তাহা হইলে ঐ মাংস পূর্বে বেত্রপভাবে ছিল, সেইরূপ ভাবে ঠিক করিয়া দ্বিবা ঐ স্থলে স্তূত ও অম্বথ প্রলেপ দিয়া বজ্রখণ্ড দ্বারা উত্তমরূপে আবধিয়া দিবে। বখন জানা যাইবে মাংস কোড়া দালিয়াছে, তখন কতস্থল পূরণ করিবার ভজ্ঞ শিমুল, লেখন, কটুকল

ধরাইক্রান্ত। ও বাই ফুল এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ অথবা পক্ষবলচূর্ণ, বা তুষ্ণচূর্ণ এই ত্রণের মধ্যে দিবে, ইহাতে ত্রণকৃত পুরিষা উঠিবে। বাতোষণত্রে যদি দাহ ও বেদনা থাকে, তাহা হইলে এই ত্রণে কৃষ্ণতিল ও মলিনা ভাজিয়া রুখে নিরীক্ষিত এবং এই দুই দ্রব্যই উহা বাটরা প্রলেপ দিবে, এইরূপে প্রলেপ দিলে দাহ ও বেদনা বিনষ্ট হয়।

ত্রণের ক্ষতস্থলে যদি অত্যন্ত শূল হয়, তাহা হইলে মেহ-পাকরার বিধানানুসারে উহা প্রস্তুত করিয়া ত্রণে প্রক্ষেপ দিবে, ইহাতে এই শূল নিবারিত হয়। দশমূলের কাথ বা দধির মাত অথবা দ্রবদ্রব্য সতৈলযুক্ত ত্রণস্থলে পরিবেশ করিলে বাতোষণ-ত্রণের দাহ ও বেদনা প্রশমিত হয়।

সাধারণতঃ ত্রণের দাহ ও বেদনা নিবারণের জন্য যক্ষুণ, যষ্টিমধু ও তিলচূর্ণ সমান সমান ভাগে লইয়া তাহা জলে পেষণ এবং ঘৃতভাজা ও দ্রবদ্রব্য করিয়া ত্রণের উপর প্রলেপ দিলে ত্রণের দাহ ও বেদনা বিনষ্ট হয়। সমান পরিমাণে কৃষ্ণতিল ও মৃগ রুখে পাক করিয়া তাহার উপনাহ দিলেও ত্রণের দাহ ও বেদনা নিবারিত হয়।

যে সকল ত্রণের মূখ অতি ক্ষুদ্র এবং যে সকল ত্রণ হইতে বহুস্রাব হইতে থাকে, এই সকল ত্রণের মধ্যে নালী আছে কি না, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যিক, এইরূপে সন্ধান করার নাম এষণা। কিন্তু ত্রণ যদি মধ্যস্থানজাত হয়, তাহা হইলে এষণা বিধেয় নহে। উক্ত ত্রণের কতদূর পর্যন্ত নালী হইয়াছে, শলাকা দ্বারা তাহা হির করিতে হয়। এই এষণা দুই প্রকার, মুহু ও কঠিন। যে স্থলে উদ্ভিদের মূহনাংশদ্বারা এষণা হয় তাহাকে মুহু এষণা এবং লৌহশলাকা দ্বারা এষণা হইলে তাহাকে কঠিন এষণা কহে। মাংসলপ্রদেহে ত্রণ গভীর হইলে লৌহ-শলাকা দ্বারা নালী অনুসন্ধান করিয়া পাটন করিতে হয়। ইহার বিপরীতস্থলে মুহু এষণা করিয়া পাটন করিবে।

যে সকল ত্রণ হইতে অতিশয় দুর্গন্ধ বাহির হয়, এবং বাহা বিবর্ণ, বহু স্রাবযুক্ত ও অতি বেদনাবিশ্ত হয়, এই ত্রণ অণ্ডক জ্বলিতে হইবে। এই অণ্ডক ত্রণ শোধনপ্রণালী অনুসারে শুষ্ক করিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে।

শোধনপ্রণালী—ত্রিকলা, খদির, দাক হরিদ্রা, ভগ্নোখাদিগণ, বেড়েলা, কুশ, নিমগাতা ও পলতা ইহাদের কষার প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ত্রণ ধুইতে হইবে। ইহাতে ত্রণ শোধন হয়, অর্থাৎ ত্রণের দোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে। তিলকক, সৈন্ধবলবণ, দাক-হরিদ্রা, তেণ্ডা, ঘৃত, যষ্টিমধু ও নিমগত্র, এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলেও ত্রণ শোধিত হয়।

উক্ত প্রণালী অনুসারে ত্রণ শুষ্ক হইলে ত্রণের রোপণ

করিতে হইবে। ত্রণ শুষ্ক হইয়াছে কি না, তাহা উক্ত প্রকারে জানা যাইবে, যে ত্রণ অতিরিক্ত-বর্ণ, বা অতিভাববর্ণ না হয় ও যে ত্রণ অতিশয় বেদনামুক্ত বা কোটরগত না হয়, তাহাই শুষ্ক ত্রণ। এই শুষ্ক ত্রণেরই রোপণ বিধের।

রোপণপ্রণালী—ত্রণে রোপণ ঐযথ প্রয়োগ করিলে ত্রণ শুষ্ক হয়। বট, বজ্র ডুবুর, অম্বথ, কদম্ব, পাকুড়, বেতস, করবীর, আকন্দ ও কুড়চি এই সকল দ্রব্যের কষারে ত্রণ ধৌত করিলে ত্রণের রোপণ হয়। পুণ্ডরীক কাঠ, জীবন্তী, গোজিয়া, ধাইফুল, বেতবেড়োলা ও কৃষ্ণ তিল এই সকল পেষণ করিয়া ঘৃতে সহিত প্রলেপ দিলে ত্রণ শুষ্ক হয়। কমলাগুড়ি, বিড়ল, কুড়চি ছাঁল, ত্রিকলা, বেড়োলা, পলতা, নিমগাতা, লোধ, মুতা, প্রিয়লু, খদির, ধাইফুল, ধূনা, ছোট এলাচি, অণ্ডক ও রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্যের কষার সহিত যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ত্রণে মাখাইলে ত্রণ শুষ্ক হয়। বা শুকাইবার জন্য এই তৈল অতি উত্তম। পুণ্ডরীক কাঠ, যষ্টিমধু, কাকোলী, কীরকাকোলী, বেতচন্দন ও রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্যের কষার সহিত যথা বিধানে তৈল পাক করিয়া ত্রণে দিলে শুষ্ক হয়। দুর্বার স্বরস, কমলাগুড়ি, অথবা দাকহরিদ্রার কষার সহিত তৈল পাক করিয়া ত্রণে দিলে ত্রণের বা শুকাইয়া থাকে।

উপরে যে রূপ প্রণালীতে তৈলপাকের বিধান লিখিত হইল, এই সকল দ্রব্যের কষার সহিত ঘৃত পাক করিয়া বাতপিত্তোষণ ত্রণে প্রয়োগ করিলে এই ত্রণ আশু শুকাইয়া থাকে। পত্র দ্বারা ত্রণ আচ্ছাদন করিতে হয়, কদম্ব, অর্জুন, নিম্ব, পাটলী, পিঙ্গল ও আকন্দ ইহাদের পত্র দ্বারা ত্রণ আচ্ছাদন করিবে।

নিম্নত্রণের উৎসাদন—শুভ্রজনক দ্রব্য, বৃহৎদীপ দ্রব্য এই সকল দ্রব্যের প্রলেপাদি দিলে নিম্নত্রণ উৎপন্ন হয়। ভূক্ষপত্রের গ্রন্থি, পাথরকুচি, হীরাকল ও গুগ্গলু-সমান ভাগে লইয়া প্রক্ষেপ দিলে ত্রণের অবসাদন অর্থাৎ উন্নত ত্রণ নিম্ন হইয়া থাকে। চড়ুই পাখী ও পারদের বিষ্ঠা লাগাইলেও ত্রণের অবসাদন হয়।

ত্রণে অগ্নিকর্ম—রক্তের অতিস্রাবে, বিকল স্থানে, হেমনাই স্থানে, অধিক মাংসস্থলে, গণ্ডমালার, গভীরত্রণে, হিরত্রে একে অপ্পরহিত স্থানে অগ্নিকর্ম প্রশস্ত। মোম, তৈল, মজ্জা, মধু, বস্তু, ঘৃত এবং শলাকাদি বিবিধ প্রকার লৌহ দ্রব্য অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া দাহ করিবে। বাণক, বৃক, হুঙ্কল ব্যক্তি, গতিবিধি ক্রী, রক্তপিত্ত, ভূকা ও অরপীড়িত রোগী, ভীক ও বিষম ব্যক্তি ইহাদের পক্ষে অগ্নিকর্ম নিষিদ্ধ। স্বাস্থ্যত্রে, মধ্যত্রে, সবিম্বা লম্বা ত্রণে এক নেত্র ও কোষ্ঠত্রেও অগ্নিকর্ম নিষিদ্ধ।

ত্রণের দোষ ও কাগ বিবেচনা করিয়া যুনিগুণ চিকিৎসক শত্রু ও অগ্নিকর্ম সাধ্য ত্রণে আর প্রয়োগ করিতে পারেন। যেত

চন্দন বা গন্ধকের ধূপ প্রয়োগ করিলে শিথিল ত্রণ কঠিন হয়। দ্রুত, মজ্জা, বসা ও তৈলের ধূপ-প্রয়োগে কঠিন ত্রণ শিথিল হইয়া থাকে। ত্রণে এইরূপ ধূপ দিলে ত্রণের বেদনা, শ্রাব, গন্ধ, ক্রমি, কাঠিত্ব ও মৃদুত্ব প্রশমিত হয়। লোধ, বটুঙ্গ, খদির, ত্রিফলা, এই সকল দ্রব্যের কক দ্রুতাক্ত করিয়া ত্রণে প্রলেপ দিলে ত্রণের শৈথিল্য ও সৌকর্য্য হয়।

অজুন, বজ্রদুহর, অম্বথ, লোধ, জাম, ও কটকল এই সকল দ্রব্য একত্র বাটরা দ্রুত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ত্রণের উপর প্রলেপ দিবে, ইহাতে বৃগ্‌বিশুদ্ধি হইয়া থাকে। কালিয়া কাঠ, তগরপাছকা, আত্রের আঁটির শত, নাগেশ্বর ও লৌহচূর্ণ এই সকল দ্রব্য গোময় রসে মর্দন করিয়া ত্রণস্থানে প্রলেপ দিলে ঐ স্থান গাত্রের সমান বর্ণ হইয়া থাকে। গন্ধতৃণ, অম্বথ ও হিজলমূল, লাক্ষা, গিরিমাটি, নাগেশ্বর, গুলঞ্চ ও হীরাকস এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলেও ত্রণস্থানের বর্ণ গাত্রের সমান বর্ণ হইয়া থাকে। চতুস্পদ জন্মের বক, রোম, খুর, শূঙ্গ ও অহি ভস্ম করিয়া সেই ভস্ম তৈলের সহিত ত্রণস্থানে মাখাইলে সেই স্থানে লোমোৎপত্তি হইয়া থাকে।

ত্রণরোগী লবণ, অন্ন, কটু, উষ্ণ, বিদাহি ও গুরুপাক অন্নপান এবং মৈথুন পরিত্যাগ করিবে। নাতিশীতল, শিথ, ও অবিদাহী লবু অন্ন ও পান এবং দিবসে অনিচ্ছা ত্রণরোগীর পক্ষে হিতকর।

(চরক চিকিৎসিত স্থা° ২৫ অ°)

সুশ্রুত, বাভট, ও ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থে ত্রণের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

ত্রণকারিন্ (ত্রি) ক্ষতোৎপাদক দ্রব্যাদি।

ত্রণকুৎ (পুং) ত্রণং করোতীতি কৃ-কিপ্‌ তুগামশ্চ। ১ ভল্লা-
তক। (রত্নমালা) (ত্রি) ২ ক্ষতকারক।

ত্রণকেতুয়ী (স্ত্রী) ত্রণকেতুং হতীতি হন-টক্‌-তীপ্‌। হৃদ্য-
কৌশলপ। (রাজনিন°)

ত্রণগ্রহি (পুং) ত্রণরোগভেদ। ত্রণের উপরিভাগে গ্রহির মত
হইলে তাহাকে ত্রণগ্রহি কহে। (বাভট উত্তর ২৯ অ°)

ত্রণজিতা (স্ত্রী) মৃত্তী, মৃত্তিরী। (বৈদ্যকনি°)

ত্রণদ্বি (পুং) ত্রণস্ত দ্বিট্‌ শব্দঃ। ১ ব্রাহ্মণ-যটিকা, (শব্দচক্রিকা)
(ত্রি) ২ ত্রণবেষক।

ত্রণধূপন (পুং) ত্রণস্ত ধূপনং। ত্রণের ধূপদানবিধি।

[ত্রণশব্দ দেখ]

ত্রণরোপণ (স্ত্রী) ত্রণস্ত রোপণং। ত্রণের রোপণ, ত্রণের মধ্য
হইতে দ্রুত মাংসাদি অপসৃত হইলে যে ঔষধাদি দ্বারা ক্ষত
আশ্রয় হয়, তাহাকে ত্রণরোপণ কহে। ভাবপ্রকাশে লিখিত
আছে যে, দ্রুত মাংস অপসারিত হইলে সেই স্থানের মাংসপূরণের

নিমিত্ত তিলের কক, দ্রুত ও মধু সংযোগে প্রয়োগ করিবে, অম্ব-
গন্ধা, কটকী, লোধ, কটকল, যষ্টিমধু, মজ্জিষ্ঠা ও ধাইফুল এই
সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া মধুর সহিত প্রয়োগ করিলে ত্রণরোপণ
অর্থাৎ ত্রণের গভীর ভাগ পূরণ হয়। [ত্রণ শব্দ দেখ]

ত্রণরোপণরস (পুং) ক্ষুরোগাধিকারের ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত
প্রণালী—রস, গন্ধক, অহিকেন, সৌবর্জল ও সৈন্ধবলবণ তুল্য ভাগে
লইয়া জ্বার, দ্রুতকুমারী, নরমুত্র ও চিতার রসে তিন তিন দিন
পৃথগ্‌ভাবে ভাবনা দিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। মাত্রা ৬ রসিক,
অল্পপান মধু। (রসেন্দ্রচিন্তা° ক্ষুরোগাধি°)

ত্রণবৎ (স্ত্রী) ত্রণ অত্যর্থ-মতুপ্‌ মত্‌ ব। ত্রণবিশিষ্ট, ত্রণরোগী।

ত্রণশোধ (পুং) ত্রণস্ত শোধঃ। ত্রণের ক্ষীতভাগের রোগ-
ভেদ। ত্রণ নিমিত্ত শব্দ। ইহার লক্ষণ—

“পৃথক্‌ সমস্তদোষোখা রক্তজাগন্ধজো তথা।

ত্রণশোধঃ বড়েতে স্নাঃ সংযুক্তাঃ শোথলক্ষণৈঃ॥”

(ভাবপ্র° ত্রণাধি°)

পৃথক্‌ বা সমস্ত দোষ দূষিত হইয়া ৬ প্রকার ত্রণশোধ উৎপন্ন
করিয়া থাকে। যথা বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ, রক্তজ
ও আগন্তজ। ইহাতে শোধের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ত্রণশোধন (পুং) ১ কম্পিন্নক, কমলাগুড়ি। (বৈদ্যকনি°)

ত্রণশোষ (পুং) ত্রণস্ত শোষঃ। ক্ষতজাত শোষরোগ।
ইহার লক্ষণ—

“রক্তক্ষয়াদ্বেদনাভিত্তৈবাহারযন্ত্রণাং।

ত্রণিশ্চ ভবেচ্ছোবঃ স চাশাধ্যতমো মতঃ॥” (মাধবনি°)

রক্তক্ষয় বা আহার বিশেষ দ্বারা ত্রণরোগীর ত্রণে অতি বেদ-
নার সহিত যে শোষ হয়, তাহাকে ত্রণশোষ কহে।

ত্রণস্থান (স্ত্রী) ত্রণস্ত স্থানং। ত্রণের স্থান। চরক ও সুশ্রুত-
সংহিতায় লিখিত আছে যে, ত্রণের ৮টি স্থান, বক, মাংস, শিরা,
স্নায়ু, অহি, সন্ধি, কোষ্ঠ ও মর্দ। এই ৮টি স্থানে দোষহৃত ত্রণ
হইয়া থাকে। “তানি চ চত্বাংসশিরাস্নায়ুহিলকিকোষ্ঠমর্দাণীভ্যষ্ট
ভবন্তি” (সুশ্রুত স্থ° ২২ অ°)

ত্রণশ্রাব (পুং) ত্রণস্ত শ্রাবঃ। সুশ্রুতাক্ত ত্রণরোগের
প্ৰায়শ্চিন্তা।

“অথাতো ত্রণশ্রাববিজ্ঞানীরমধ্যারং ব্যাখ্যাতামঃ” (সুশ্রুত স্থ° ২২ অ°)

ত্রণহর (পুং) ত্রণং হতীতি হন-ড। ১ এরণ্ড বৃক্ষ। (ত্রি)
২ ত্রণঘাতক।

ত্রণহরী (স্ত্রী) লাললিকৌষধি, বিবলজুলিয়া। (বৈদ্যকনি°)

ত্রণহা (স্ত্রী) ত্রণং হতীতি হন-ড, ত্রিহা টাপ্‌। ত্রুটী (শব্দচ°)

ত্রণহৎ (পুং) ত্রণং হরতীতি কৃ-কিপ্‌, তুচ্‌। কনি-
কারীত্বক। (রাজনিন°)

ত্রণায়াম (পুং) বাতব্যাধি রোগ বিশেষ। ইহার লক্ষণ—

“মর্শাশ্রিতং ব্রণং প্রাণা বায়ুর্ধঃ সর্কদেহগঃ।

বৈগৈরানময়েদেহং ত্রণায়ামন্ত ভং ভ্যাজেৎ ॥” (নাথবনিং)

সর্কদেহগত বারু মর্শাশ্রিত ব্রণকে প্রাপ্ত হইয়া অতি বেগে
দেহকে নমিত করিলে ভাহাকে ত্রণায়াম কহে। এই রোগ অসাধ্য।

ত্রণারি (পুং) ব্রণত অরিঃ। বোল নামক গছদ্রব্য, গন্ধবোল।

(রাজনিং) (পুং) ২ অগস্তিবৃক্ষ, বাসনাগাছ। (রাজনিং)

ত্রণিন্ (ত্রি) ব্রণ অন্ত্যর্থে ইনি। ব্রণরোগী।

ত্রণোপক্রম (পুং) ব্রণত উপক্রমঃ। ব্রণরোগের চিকিৎসা।

হুশ্রুত চিকিৎসিত স্থানে ১ অধ্যায়ে ৬০ প্রকার ত্রণোপক্রম,
অর্থাৎ ব্রণের চিকিৎসা বর্ণিত হইরাছে। “ত্রণোপক্রমঃ ষষ্টি-
বিদোহপতর্পণাদি ভেদেন, অথা ইত্যাদিঃ”। (হুশ্রুত চি° ১ অ°)

এই ৬০ প্রকার যথা—অপতর্পণ, আলোপ, পরিষেক, অভ্যঙ্গ,
শ্বেদ, বিরাপন, উপনাহ, পাচন, বিশ্রাবণ, স্নেহ, বমন, বিয়েচন,
ছেদন, ভেদন, দারণ, লেখন, এষণ, আহারণ, বাধন, সীবন,
সন্ধান, পীড়ন, শোণিত-স্থাপণ, নিক্তাপন, উৎকারিকা, কষায়,
কট্টি, কক, সর্পি, তৈল, রসক্রিয়া, অবচূর্ণন, ব্রণধূপন, অব-
গাহন, মুহুকর্ষ, দারণকর্ষ, ক্ষারকর্ষ, অগ্নিকর্ষ, পাণ্ডুকর্ষ,
প্রতিসারণ, রোমসংজনন, লোমাগ্ধরণ, বস্তিকর্ষ, উত্তর বস্তিকর্ষ,
বদ্ধ, পত্রদান, কুম্মির, বৃংহণ, বিষয়, শিরোবিরেচন, নস্ত, কবল-
ধারণ, ধূম, মধুসপিং, যজ্ঞ, আহার এবং রক্ষা বিধান এই ৬০
প্রকার ব্রণ রোগের উপক্রম।

ত্রণিল (ত্রি) ব্রণযুক্ত, ক্ষতবিশিষ্ট।

ত্রণীয় (ত্রি) ব্রণ সঞ্চর্ষীয়, শারীর ও আগন্তুব্রণ সঞ্চর্ষীয়।

ত্রণ্য (ত্রি) ব্রণোৎপাদনযোগ্য।

ব্রত (পুংলী) ব্রিয়তে ইতি বৃদ্ধ-বরণে বাহুল্যকামতচ্ স চ কিং।

১ তক্ষণ। (উপাদি উচ্চল) ২ পূণ্যজনক উপবাসাদি, পুণ্য-
সাধন উপবাসাদি নিয়মের নাম ব্রত। যে সকল উপবাসাদি
কর্ম্মাহুতান দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় হয়, তাহাকে ব্রত কহে। সম্যক
লক্ষ্যজনিত অল্পচেষ্টেয় ক্রিয়াবিশেষ রূপের নাম ব্রত। ইহা
প্রথমে দুই প্রকার, প্রবৃত্তিরূপ ও নিবৃত্তিরূপ, দ্ব্য বিশেষ ভোজন
ও পুষ্কাদি সাধ্য ব্রতকে প্রবৃত্তিরূপ এবং কেবল উপবাসাদি সাধ্য
ব্রতকে নিবৃত্তিরূপ কহে। ইহা আবার তিন প্রকার, নিত্য,
নৈমিত্তিক ও কাম্য। অকরণে প্রত্যবায়-সাধনের নাম নিত্য,
বাহ্য না করিলে প্রত্যবায় হয়, তাহাকে নিত্য কহে। একাদশী
প্রভৃতি ব্রত নিত্য। কোন নিমিত্ত বলতঃ যে ব্রতের অহুতান
করা হয় তাহাকে নৈমিত্তিক কহে। পাপক্ষয় লক্ষ্য চাত্রায়ণাদি
ব্রত নৈমিত্তিক। তিথিবিশেষে কামনা করিয়া যে সকল ব্রত-
হুতান করা হয়, তাহাকে কাম্য কহে। যথা সাবিত্রী প্রভৃতি ব্রত।

জ্যৈষ্ঠবাসের রক্ষা চতুর্দশী তিথিতে অবৈধব্য-কামনার সাবিত্রী
ব্রত করিতে হয়, সুতরাং ইহা কাম্য। এইরূপ কামনা করিয়া
যে ব্রত করা হয়, তাহাই কাম্য।

“ব্রতক সম্যকলক্ষ্যজনিতাহুতৈরক্রিয়াবিশেষরূপং তচ্চ প্রবৃত্তি-
নিবৃত্ত্যন্তরূপং। তত্র দ্ব্যাবিশেষভোজনপুষ্কাদিকং প্রবৃত্তি-
রূপং উপবাসাদিকং নিবৃত্তিরূপং, তচ্চ নিত্যং নৈমিত্তিকং
কাম্যকং। নিত্যমেবাদব্রতং ব্রতং, নৈমিত্তিকং চাত্রায়ণাদিব্রতং
কাম্যং তত্তত্তথ্যুপবাসাদিরূপং।

“সম্যক সাধনং কর্ম্ম কৰ্ত্তব্যমধিকারিণা।

নিকামেন মহাবীর! কাম্যং কাম্যবিভেন বা ॥” (হেমাদ্রিব্রতধ°)

ব্রতারম্ভবিধি—হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে লিখিত আছে যে, অখণ্ডা
তিথিতে ব্রতারম্ভ করিতে হয়, উদয়গামিনী তিথি যদি দিনমধ্য
ভজনা না করে, অর্থাৎ যে তিথিতে সূর্য উদিত হন, সেই
তিথি যদি দিব্যার মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে
তাহাকে খণ্ডা তিথি কহে। এই খণ্ডা তিথি ব্রতারম্ভে নিষিদ্ধ,
অর্থাৎ এই তিথিতে ব্রত করিতে নাই। ইহার বিপরীত
অখণ্ডা যে তিথি তাহাতেই ব্রতারম্ভ প্রশস্ত। গুরু শুক্রের বাস্য
বৃদ্ধান্তজনিত অকাল এবং মলসাসেপ্ত ব্রতারম্ভ করিতে নাই।

“উদয়ত্বা তিথি বাঁহি ন ভবেদ্বিনমধ্যভাক্।

সা খণ্ডা ন ব্রতানাং স্তাদারম্ভে চ সমাপনে ॥

এতদ্ব্যতিরিক্তারাম্যখণ্ডায়াং প্রারম্ভকালঃ বৃদ্ধবশিষ্ঠঃ।

অখণ্ডব্যাপিমাশ্চ খণ্ডখণ্ডা ভবেত্তিথিঃ।

ব্রতপ্রারম্ভগন্ততামনষ্টগুরুশুক্রেঃ ॥

অগ্ন্যাধানং প্রতিষ্ঠাক্ষ যজ্ঞদানব্রতানি চ।

বেদব্রতব্রূষাৎসর্গচূড়াকরণমেখলাঃ ॥

ম্বদল্যামভিষেকক মলমাসে বিবর্জয়েৎ।

বালে বা যদি বা বৃদ্ধে শুক্রে বাস্তং গতে শুরোঃ ॥

মলমাস ইবৈতানি বর্জয়েদেবদর্শনম্ ॥” (হেমাদ্রিব্রতধ°)

যে তিথি ব্যাপিয়া সূর্যদেব অবস্থান করেন, তাহাই অখণ্ডা
তিথি, এই অখণ্ডা তিথিই ব্রতারম্ভে প্রশস্ত। অন্ত্যগামিনী তিথি
অপেক্ষা উদয়গামিনী তিথিই শ্রেষ্ঠ। অতএব উদয়গামিনী তিথি-
তেই ব্রতাদি কার্য করা বিধেয়।

ব্রতের কারিক ও মানসিক দুই প্রকার ভেদ অভিহিত হই-
রাছে, যথা অহিংসা, সত্য, অশ্রেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অকম্বল, এইগুলি
মানস ব্রত এই সকলের অহুতানে মানস ব্রতের ফল হয়।
কারিক ব্রত—উপবাস ও অবাচিত তাবে অবস্থান প্রভৃতি
অর্থাৎ সমস্ত দিব্যারাত্র উপবাস বা অশুক ব্যক্তির পক্ষে রাত্রি-
কালে ভোজন এবং কাহার নিকট কোনরূপ ঘাট্ণা না করা,
ইহাই কারিক ব্রত। “ব্রতানাং মানসাদি ভেদঃ—

অহিংসাসত্যমহেশ্বরঃ ব্রহ্মচর্য্যকরম্ ।

এতানি মানসাত্মাহ ব্রতানি ব্রতধারিণাম্ ।

তৎসৰ্গঃ কারিকং পুংসং ব্রতং ভবতি নাত্মনা ॥

উপবাসোহরাহোরাব্রতোজনং, আদিশবাবচিতিবিঃ*

(হেমাদ্রিব্রতখ°)

ব্রাহ্মণ, কৰ্ম্মি, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ সকলেরই ব্রতে অধিকার আছে, ইহারা সকলেই ব্রতাহুষ্ঠান দ্বারা পাপমুক্ত হইয়া শ্রেষ্ঠগতি লাভ করিয়া থাকেন। বাঁহারা ব্রতাহুষ্ঠান করিবেন, তাঁহাদের কর্ণে অধিকার থাকা আবশ্যক, এই অধিকারের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, বাঁহারা বর্ণাহুসারে যুগ্ম আশ্রমধর্ম্ম প্রতাপালন করেন, এবং বিগুহ চিত্ত, অমুক্ত, সত্যাবাদী, সৰ্ব্বভূতের হিতকারী, শ্রদ্ধাযুক্ত, মদ ও মন্তরহিত, এবং পূর্বে শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিয়া তদনুসারে কার্য্যকারী এই সকল সঙ্গুগবিশিষ্ট ব্যক্তিই ব্রতে অধিকারী; অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক তিনিই ব্রতাহুষ্ঠান করিবেন, এইরূপ ব্যক্তিই ব্রত করিলে তাহার ফল পাইয়া থাকেন, অন্যথা নিষ্ফল হয়। অর্থাৎ তাহাদের ব্রতের ফল হয় না। ধার্ম্মিক শব্দের অর্থ এই রূপ লিখিত আছে যে, পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ, কপ্তা, সত্য, অক্রোধ, স্বদ্বারে সন্তোষ, পোচ, অনন্যতা, আশ্রয়ান, তিতিকা, এই স্তম্ভ সাধারণ ধর্ম্ম নামে অভিহিত, এই সকল সাধারণ ধর্ম্মানুসারে বাঁহারা বিচরণ করেন, তাহারাই ধার্ম্মিক। এই রূপ ধার্ম্মিক ব্যক্তিই ব্রতে অধিকারী। “ব্রতসামান্যধর্ম্মত্বধিকারিণশ্চ—

ব্রতোপবাসনিয়মৈঃ শূদ্রোস্তাপনৈস্তথা ।

বর্ণাঃ সর্বেহপি দুচ্যন্তে পাতকেভ্যো ন সংশয়ঃ ॥

তদেবং বচনসম্বন্ধেণোক্তনিয়মভাৱে চতুর্ণামপি বর্ণানাং স্ত্রী-পুংসাধারণ্যেন ব্রতেষধিকারঃ ।

নিজবর্ণাপ্রমাচারঃ নিষত্তত্তমানসঃ ।

ব্রতেষধিকৃতো রাজসত্তথা বিফলঃ শ্রমঃ ।

অমুক্তঃ সত্যাবাদী চ সৰ্ব্বভূতহিতে ব্রতঃ ।

ব্রতেষধিকৃতো রাজসত্তথা বিফলঃ শ্রমঃ ॥

পূর্বে নিশ্চিত্য শাস্ত্রার্থং স্বথাং কৰ্ম্মকারকঃ ।

অবেদনিকো ধীমানধিকারী ব্রতাদিযু ॥

শ্রাদ্ধকৰ্ম্মতপশ্চৈব লভ্যমক্রোধ এব চ ।

যেযু ধারেষু সন্তোষঃ শোচ নিত্যানন্থরজ ।

আশ্রয়ানং তিতিকা চ ধর্ম্মঃ সাধারণো মতঃ ॥”

(হেমাদ্রিব্রতখ°)

চারিবর্ণের স্ত্রী মায়েই ব্রতাহুষ্ঠানে অধিকার আছে। কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে একই বিশেষ বিধি এই যে, সধবা স্ত্রী স্বামীকে অমুক্ত লইয়া ব্রত করিবেন, অমুক্তা ব্যতীত ব্রত করিতে পারিবেন

না, কারণ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে তাহাদের পক্ষে পৃথক ব্রত, উপবাস প্রভৃতি কিছুই নাই, একমাত্র পতিগুণবাই তাহাদের ধর্ম্ম, ইহা দ্বারাই তাহারা উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিয়া থাকে।

অবিবাহিতা কস্তা পিতার আদেশে এবং সধবা পতির আজ্ঞায় ও বিধবা পুত্রের অমুক্তা লইয়া ব্রতচরণ করিবে।

“তজ্জায়ং পরো বিশেষঃ যৎ স্ত্রীণাং তত্তুরাজ্ঞাং যিনা ন স্বাতন্ত্র্যেণ ব্রতাদিষধিকারঃ—

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপুণ্যোষণম্ ।

পতিং গুপ্তরতে যত্নু তেন স্বর্ণে মহীয়তে ॥

নারী চ খবহুজ্ঞাতা পিত্রা ভর্ত্তা নুতেন বা ।

বিফলং তদভবেত্তথা যৎ কয়োত্যোৰ্দ্ধদেহিকম্ ॥

পিত্রেতি কস্তায়ে, ভর্ত্তেতি সৌভাগ্যদশায়, নুতেনেতি বৈধবাদশায়, ওৰ্দ্ধদেহিকং ব্রতাদি ॥” (হেমাদ্রিব্রতখ°)

কুমারী, সধবা ও বিধবা স্ত্রী মায়েই পিতা, পতি ও পুত্রের আদেশে ব্রতধারণ বিধেয়। অন্যথা তাহারা ব্রতের ফলভাগিনী হইবে না।

ব্রতচরণ করিতে হইলে তাহার পূর্কদিন সংযত হইয়া থাকিতে হয়। পরে ব্রতরম্ভ দিনে সন্নয় করিয়া করিতে হয়। ব্রতের পূর্কদিন ত্রীহি, ষষ্টিক, মূল, কল্যায়, জল, দুহ, শ্রামাক, নীবার ও গোধুম এই সকল দ্রব্য ভোজন করিতে পারে, কিন্তু কুম্বাণ্ড, অলাবু, বাস্তাকু, পালকী, জ্যোৎস্নিকা এই সকল দ্রব্য ভোজন নিষিদ্ধ।

চক্ষু, শত্ৰু, শাক, দধি, ঘৃত, মধু, শ্রামাক, শালি, নীবার, মূল এবং পত্রাদিও ভোজন করা যাইতে পারে। মধু ও মাসে নিষিদ্ধ।

“স্রীহিষষ্টিকমুদগাশ্চ কল্যাঃ সলিলং পয়ঃ ।

শ্রামাকশ্চৈব নীবারা গোধূমাস্তা ব্রতে হিতাঃ ॥

কুম্বাণ্ডালাবুবাষ্টাকী পালকীজ্যোৎস্নিকাভ্যাজেৎ ।

চক্ৰৈকং শত্ৰুকণাঃ শাকং দধি ঘৃতং মধু ॥”

(হেমাদ্রিব্রতখ°)

এই দিন ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়। ব্রহ্মচর্য শব্দে অষ্টাঙ্গ মৈথুননিবৃত্তি বুঝিতে হইবে। ব্রতকারী, এই দিনে সকল ভূতের প্রীতি দয়া, কান্তি, অনন্যতা, পোচ প্রভৃতি পালন করিয়া চলিবেন।

ব্রতরম্ভ কালে অশৌচাদি হইলে ব্রত করিতে নাই। কিন্তু ব্রতরম্ভের পর যদি ব্রতদিনে অশৌচ হয়, তাহা হইলে ব্রত করিতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ একটা ব্রত ৭ বৎসর ধরিয়া করিতে হয়, তন্মধ্যে যে বারে প্রথম ব্রতরম্ভ হইবে,

সেই বারে অশৌচদি দাটলে করিতে পরিবে না। কিন্তু পর বৎসরে যদি ব্রতের সময়সরে অশৌচ বা স্ত্রী সজ্জা হয়, তাহা হইলে ব্রত বধ হইবে না, অপর দ্বারা করা বাইবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রত করিলেন, উপবাসাদি নিজেই করিবে, উপবাসে অসমর্থ হইলে স্নাত্তিতে ভোজন করিবে, অত্যন্ত অসমর্থ হইলে পুত্রাদি প্রতিনিধি দ্বারা উপবাস করাইবে। স্বামীর ব্রতে স্ত্রী, এবং স্ত্রীর ব্রতে স্বামী প্রতিনিধি হইতে পারে। তাহা না হইলে পুত্র, ভ্রাতা বা ভগিনী প্রতিনিধি হইবে। ইহারা না হইলে ব্রাহ্মণকেও প্রতিনিধি করা বাইতে পারে।

“ব্রতবজ্জবিবাহেহু প্রাচে হোমৈহর্চনে জপে।

আরহে হৃতকং ন তাদনারহে তু হৃতকম্ ॥

তত্র বিশেষরতি মন্তপুস্তকম্—

গর্ভিনী স্তৃতিকা নক্তং কুমারী চ রজ্জ্বলা।

বধা শুভা তদাভ্যেন কারয়েৎ ক্রিয়তে সধা ॥

উপবাসাশক্তৌ তু নক্তং ভোজনং কুরীত।

উপবাসেযশক্তানাং নক্তং ভোজনমিচ্ছতে।

ইতি বুচনান্তরাৎ^১ অন্তর্ভা চেৎ পূজাং কারয়েৎ, কারিক-
কোপবাসাদিকং সধা শুদ্ধা অভ্যঙ্গা বা বসং ক্রিয়তে। অত্যন্তা-
সামর্থ্যে পুত্রাদিপ্রতিনিধিদ্বারা উপবাসঃ কার্যঃ। তদন্তাবেহমুকরঃ
ভাৰ্গ্যা ভৰ্ত্তৃতং কুর্যাৎ আয়াসাত পতিতথ্য।

অসামর্থ্যাৎ ব্রহ্মোস্তাত্যং ব্রতভঙ্গে ন জায়তে ॥

পুত্রং বা বিনয়োগেভ্যঃ ভগিনীং ভ্রাতরং তথা।

এবামভাব এবাভ্য ব্রাহ্মণং বিনিবোধয়েৎ ॥” (হেমাদ্রিব্রতখ^২)

যদিবিধানে ব্রত গ্রহণ করিলে সমাপনান্তে সেই ব্রতের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। ব্রত বিশেষে ৫, ৭, ১৪ প্রভৃতি বৎসরে তাহার প্রতিষ্ঠা বিহিত হইয়াছে। যদি কেহ ব্রত আরম্ভ করিয়া ব্রতের সমাপ্তিকাল পর্যন্ত না বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রতের অসমাপ্তি জন্ম দোষ হইবে না। ব্রতের ফলভাগী হইবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি পোত, মোহ, প্রমাদবশতঃ ব্রতভঙ্গ করে, তাহা হইলে তাহার প্রারম্ভিত করিতে হয়। প্রারম্ভিত-
হুষ্ঠানের পর পুনরায় ঐ ব্রত করিতে হয়। প্রারম্ভিত বিষয়ে লিখিত আছে যে, তিন দিন উপবাস এবং কেশমুণ্ডন করিবে। কেশমুণ্ডন যদি না করে, তাহার মূল প্রারম্ভিতের বিগুণ প্রার-
ম্ভিত করিতে হয়। উপবাস করিতে না পারিলে ২৪ পণ বরাটুক-দানরূপ প্রারম্ভিত করিবে। কিন্তু সব্বা স্ত্রীদিগের সম্বন্ধে বিশেষ এই যে, তাহাদের কেশবপন করিতে নাই। তাহাদের কেশের অগ্রভাগ হইতে দুই অঙ্গুল পরিমাণ কেশ-
ছেদন করিলেই হইবে। এইরূপে প্রারম্ভিত করিয়া পরে আবার ব্রত করিবে। যদি কেহ সঙ্কল্প করিয়া ব্রতগ্রহণপূর্বক

সেই ব্রত না করে, তাহা হইলে জীবিতাকাল চক্রাবধ এবং মরণের পর কুরুযযোনি প্রাপ্ত হয়।

“আরম্ভব্রতাসমাপ্তৌ মরণেশপি তৎকল প্রাপ্তিমাহাঙ্কিয়াঃ—

যৌ স্ববর্থা চরৈকর্কঃ ন সমাপ্য যুক্তো ভবেৎ।

স তৎপূণ্যকলং প্রোত্য প্রাপ্তুয়ায়মুত্তরীণং ॥

‘প্রোত্য পরলোকে’ শাখপুরাণং—

লোভান্নোহাৎ প্রমাদাচ্চ ব্রতভঙ্গে বধা ভবেৎ।

উপবাসব্রতং কুর্যাৎ কুর্যাচ্চ কেশমুণ্ডনম্ ॥

মোহো ভ্রমঃ, প্রমাদোহনবধানতা, বা শব্দঃ সমুচ্চরে, তেন মুণ্ডনঞ্চ কার্যং মুণ্ডনাকরণে বিগুণং প্রারম্ভিতং। উপবাসব্রত-
শক্তৌ চতুর্বিংশতি পণা দেয়াঃ।

বপনং নৈব নারীগাং নাপ্তব্রজ্যা অপারিকম্।

ন গোষ্ঠে শরনং তাসাং ন চ দধ্যাকগবাজিনম্ ॥

সর্কান্ কেশান্ সমুচ্ছৃতা ছেদয়েনমুলিখন্তঃ।

এবমেব তু নারীগাং মুণ্ডমুণ্ডনমাদিশেৎ ॥

প্রারম্ভিতমিধং কৃচ্ছা পুনরেব ব্রতী ভবেৎ।

জীবন্ ভবতি চাণ্ডালো যুতঃ বা চাতিজারতে ॥”

(প্রারম্ভিতবিবেকযুক্ত বচন)

ব্রতগ্রহণ বিষয়ে পূর্বাহ্ন কালে সঙ্কল্প করিতে হয়। পূর্ব দিনে সংযতচিত্ত হইয়া ব্রতদিন প্রাতঃকালে দানসম্বাদি করিয়া আচমন, সূর্য্যার্চা, গণেশ, শিবাদি পঞ্চ দেবতা, আদিত্যাদি নব-
গ্রহ ও ইন্দ্রাদি দশমিকপাল প্রভৃতির পূজা, সূর্য্য, সোম ইত্যাদি ঐতিবাচন করিয়া পরে সঙ্কল্প করিবে।

“প্রাতঃ সঙ্কল্পয়েদ্বিষাছপবাসব্রতাদিকম্।

নাপরাহ্নে ন মধ্যাহ্নে পিতৃকালৌ হিতৌ যুক্তৌ ॥”

একাহারং পূর্বদিনে কৃচ্ছা পরদিনে দ্বাষাচম্য সূর্য্যাদি-
দেবেভ্যো নিবেদ্য ও সূর্য্যঃ সোমো বসঃ ইত্যাদি মন্ত্রেণ সান্নিধ্য
প্রার্থা ব্রতমাচরেৎ, ততঃ সঙ্কল্পয়েৎ।

যাবন্ন দীযতে চার্ষ্যং তাস্মিন্নায় মহাত্মনে।

তাস্মিন্ন পূজয়েদ্বিগুণং শক্লবং বা মহেশ্বরীম্ ॥

নবগ্রহমথং কৃচ্ছা ততঃ কর্ম সমাচরেৎ।

অন্তথা ফলদং পুংসাং ন কার্যং জায়তে কচিৎ ॥

আদিত্যং গণনাথঞ্চ দেবীং ব্রহ্মং যথাক্রমং।

নারায়ণং বিগুহ্যাৎ অস্তে চ কুলদেবতাম্ ॥” (হেমাদ্রিব্রতখ^৩)

ইত্যাদি রূপে পূজাদি করিয়া ব্রতচরণ করিবে।

ব্রত যে কয় বৎসর সাধ্য হইবে, সেই কয় বৎসর একই নিয়মে ব্রতাহুষ্ঠান করিয়া নিয়মিত বৎসর পূর্ণ হইলে বিধি অনু-
সারে সেই ব্রত প্রতিষ্ঠা করিবে। প্রতিষ্ঠাকালে যদি জন্ম বা মরণাশৌচ হয়, তাহা হইলেও পূর্ব সঙ্কল্পানুসারে প্রতিষ্ঠা

কার্য সিদ্ধ হইবে, তাহাতে কোনরূপ দোষ হইবে না। কিন্তু বাহার ব্রত, তিনি উপবাসাদি ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারিবেন না।

যদি কোন দৈবগতিক প্রতিকর্ষ বৎসরে প্রতিকর্ষ না হয়, তাহা হইলে অশোচে হইবে না। যদি ঐ বৎসর গুরু শুক্রের বাল্য, অস্ত ও বৃদ্ধজনিত অকাল ও মলমাসাদি হয়, তাহা হইলেও প্রতিকর্ষ হইবে না। যে বৎসর অকাল, মলমাস প্রভৃতি না হয়, এবং অশোচাদি না থাকে, সেই বৎসরেই প্রতিকর্ষ হইবে, কিন্তু প্রতিকর্ষ-বৎসরে প্রতিকর্ষ না করায় অবশ্য পাপভোগী হইতে হইবে।

ব্রতকারী ব্রতানুষ্ঠানের পর ব্রতকথা শ্রবণ করিবেন। ব্রত প্রতিকর্ষ হইয়া গেলে আর কথা শুনিতে হয় না। কিন্তু কোন কোন ব্রতে বিশেষ আছে যে, প্রতিকর্ষ পরও কথা শ্রবণ, ও তোষোৎসর্গ করিতে হয়, যেমন কুঙ্কটসপ্তমীব্রতে প্রতিকর্ষ পরও যাবজ্জীবন ব্রতকথা শ্রবণ ও ভোর ধারণ করিতে হয়।

প্রত্যেক ব্রতের বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, এই অস্ত্র এই স্থলে আর লিখিত হইল না। অকারাদি ক্রমে কতকগুলি ব্রতের নাম নির্দিষ্ট হইল। ভবিষ্য পুরাণ, মৎস্যপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি পুরাণ সমূহে এই সকল ব্রতের বিধান নির্দিষ্ট হইয়াছে।

১। অক্ষয়তৃতীয়া ব্রত—এই ব্রত ভবিষ্যোক্তরে বর্ণিত হইয়াছে। বৈশাখ মাসের চাত্র গুরা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই তিথিতে স্নান, জপ, হোম, সাধ্যায়, পিতৃতর্পণ, দান প্রভৃতি বাহা কিছু করা যায়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। এই তিথি সত্য যুগান্ত। এই তিথিতে সকল ফল অক্ষয় হইয়া থাকে, এই অস্ত্র এই তিথির নাম অক্ষয় তৃতীয়া।

২। অক্ষয়কলাবাণ্ডি ফলকাণ্ড তৃতীয়া ব্রত—এই ব্রত বিষ্ণুখণ্ডোক্তরে উক্ত হইয়াছে। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩। অশ্বৈকাদশী ব্রত—এই ব্রতবিধান বামনপুরাণে লিখিত আছে। আশ্বিন মাসের গুরা একাদশীর দিন এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়।

৪। অমিচতুর্থী ব্রত—এই ব্রত বিষ্ণুখণ্ডোক্তরে লিখিত আছে। ফাল্গুন মাসের গুরাচতুর্থীর দিন এই ব্রত করিতে হয়।

৫। অঘোরাখ্যচতুর্দশী—ভবিষ্যোক্তরে এই ব্রতবিধান আছে, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশীর নাম অঘোরাখ্য চতুর্দশী, এই তিথিতে ব্রত করিতে হয়। রঘুনন্দন তিথিতত্ত্ব এই ব্রতের বিধান উল্লেখ করিয়াছেন।

৬। অদারচতুর্থী ব্রত—মৎস্যপুরাণে এই ব্রতের বিধান

আছে। যে কোন মাসের মঙ্গলবারে চতুর্থী তিথি হইলে সেই দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

৭। অচলা সপ্তমীব্রত—ভবিষ্যোক্তরে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে। মাঘ মাসের গুরা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৮। অদারিষ্যবষ্টীব্রত—কল্পপুরাণে এই ব্রত উক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক মাসের বষ্টী তিথিতে এক বৎসর কাল ধরিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৯। অনঘাষ্টমীব্রত—ভবিষ্যোক্তরে এই ব্রত লিখিত আছে। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১০। অনঙ্গত্রয়োদশীব্রত—ভবিষ্যোক্তরে এই ব্রত উক্ত হইয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসের গুরুপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। এই ব্রত এক বৎসরসাধ্য।

১১। অনঙ্গত্রয়োদশীব্রত—কালোক্তরে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে। চৈত্র মাসের গুরা ত্রয়োদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২। অনন্তচতুর্দশীব্রত—এই ব্রত ভবিষ্যপুরাণে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ভাদ্র মাসের গুরা চতুর্দশী তিথিতে এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। এই ব্রত চতুর্দশ বর্ষসাধ্য। ব্রতান্তের পর চতুর্দশ বৎসর এই ব্রত প্রতিকর্ষ করিতে হয়।

১৩। অনন্ততৃতীয়া ব্রত—এই ব্রতের বিধান পদ্মপুরাণে লিখিত আছে। নির্দিষ্ট তৃতীয়া তিথিতে ব্রত করিলে অনন্ত ফল লাভ হয়, এই অস্ত্র ইহার নাম অনন্ত তৃতীয়া ব্রত। শ্রাবণ, বৈশাখ বা অগ্রহায়ণ মাসের গুরা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৪। অনন্তদ্বাদশীব্রত—বিষ্ণুখণ্ডে এই ব্রতের বিবরণ লিখিত আছে। ভাদ্র মাসের গুরুপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে। ইহা এক বৎসরসাধ্য।

১৫। অনন্তপঞ্চমী ব্রত—এই ব্রত কল্প পুরাণের প্রভাস খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। ফাল্গুন মাসের গুরা পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬। অনন্তফলসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত, ইহা ভাদ্র মাসের গুরা সপ্তমী তিথিতে বিহিত হইয়াছে।

১৭। অনোদনসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। বৈশাখ মাসের গুরা বষ্টী তিথিতে উপবাস করিয়া পরদিন সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৮। অপরাহিতাসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত, ভাদ্র মাসের গুরা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। ইহা বর্ষ সাধ্যব্রত।

১৯। অমাবস্তা ব্রত—কৃষ্ণপুরাণোক্ত ব্রত। যে কোন

অব্যবস্থা তিথিতে এই ব্রত করা যায়। অব্যবস্থা তিথিতে মহানবমীর উদ্দেশে যে কোন ত্রযা বৈধবিন্ ব্রাহ্মণকে দান করিলে মহানবমি তাহার উপর জীত হয়, এবং তৎকাল্য তাহার সপ্ত অন্ন কৃত পাপ বিনষ্ট হয়।

২০। অভ্যুতী সপ্তমী ব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত ব্রত। যে কোন সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করা যায়।

২১। অকৃত্তরনসপ্তমী ব্রত—তবিষ্যপুর্নগোক্ত ব্রত। তাত্র মাসের গুলা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২২। অকৃত্তী ব্রত—কন্দপুর্নগোক্ত ব্রত। বসন্ত ঋতুতে জ্যৈষ্ঠা তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২৩। অর্কব্রত—তবিষ্যপুর্নগোক্ত ব্রত। এই ব্রত এক বৎসর করিতে হয়। প্রত্যেক মাসের গুলা ও কৃষ্ণ উত্তর পক্ষের বজ্র ও সপ্তমী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৪। অর্কসপ্তমী ব্রত—ব্রহ্মপুর্নগোক্ত ব্রত। এই ব্রত দুই বৎসর সাধ্য। কান্দন মাসের গুলা বজ্রীতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৫। অর্কসপ্তমী ব্রত। তবিষ্যপুর্নগোক্ত ব্রত। কান্দন মাসের গুলা বজ্রী তিথিতে সূর্যের উদ্দেশে উপবাসাদি করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৬। অর্কাষ্টমী ব্রত—তবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। যে কোন মাসে গুরুপক্ষে রবিবারে বহি অষ্টমী তিথি হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

২৭। অর্কপ্রাণকব্রত—ব্রহ্মপুর্নগোক্ত ব্রত। প্রাণ পক্ষের গুলা পক্ষে এই ব্রত হইয়া থাকে।

২৮। অর্দ্ধোদয় ব্রত—কন্দপুর্নগোক্ত ব্রত। যে দিন অর্দ্ধোদয় যোগ হয়, সেই দিন এই ব্রত করিতে হয়। মাঘ মাসের অব্যবস্তার দিন বহি রবিবার, ব্যাভীপাত যোগ ও শ্রবণ নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে তাহাকে অর্দ্ধোদয় কহে। প্রথমে বসিষ্ট দেব, পরে জামদগ্ন্য ও সনকাদি ঋষিগণ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন।

২৯। অলবণতৃতীয়া ব্রত—তবিষ্যোক্ত ব্রত। এই ব্রত বাবজীবন করিতে হয়। দ্বিতীয়াতিথিতে উপবাস করিয়া তৃতীয়ার দিন লবণ ভক্ষণ করিতে নাই। প্রতিমাসেই এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত করিলে, পুষ্কর মনোরমা পত্নী, এবং ত্রী মনোরম পতি লাভ করিয়া থাকে।

৩০। অবির-বিমারক চতুর্থী ব্রত—বরাহপুর্নগোক্ত ব্রত। কান্দন মাসের গুলা চতুর্থী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়, এই ব্রতের কলে সকল বিয় বিনষ্ট হয়।

৩১। অবিরোগ-তৃতীয়া ব্রত—কালিকাপুর্নগোক্ত ব্রত।

অগ্রহায়ণ মাসের গুলা পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে উপবাস ও স্নানান্তে চন্দ্রদর্শন করিয়া পায়স ভোজন এবং পর দিন তৃতীয়ার এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত ত্রীদিগের অধৈব্যাকর।

৩২। অবিরোগ দ্বাদশী ব্রত—তবিষ্যপুর্নগোক্ত ব্রত। এই ব্রত তাত্র মাসের গুলা দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া করিতে হয়।

৩৩। অব্যাদসপ্তমী ব্রত—তবিষ্যপুর্নগোক্ত ব্রত। তাত্র মাসের গুলা সপ্তমী তিথিতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়। শ্রাবণের গুলাসপ্তমী তিথিতে এই ব্রত শেষ হয়।

৩৪। অশুভ-শমন দ্বিতীয়া ব্রত—তবিষ্যপুর্নগোক্ত ব্রত। চাতুর্মাস্যে অর্থাৎ শ্রাবণ, তাত্র, আশ্বিন ও কার্তিক এই চারিমাসে কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২৫। অশোকত্রিাত্রব্রত—তবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ, জ্যৈষ্ঠ ও তাত্র এই তিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৬। অশোকপূর্ণিমা ব্রত। বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত ব্রত। কান্দন পূর্ণিমার নাম অশোক-পূর্ণিমা, এই পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৭। অশোক-প্রতিপদ ব্রত—তবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। আশ্বিন মাসের গুলা প্রতিপদ তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত করিলে পিতা, ভ্রাতা, পতি, পুত্র প্রভৃতির শোক হয় না।

৩৮। অশোকাষ্টমী ব্রত—লিঙ্গপুর্নগোক্ত ব্রত, এই ব্রত চৈত্র মাসের গুলাষ্টমী তিথিতে করিতে হয়। এই দিনে ময়ূপাঠ পূর্বক ৮টা অশোকপুষ্পকলিকা পান করিতে হয়। এই ব্রত কলে শোক হয় না।

তাত্র মাসের গুলাষ্টমী তিথিতে অন্ন প্রকার আরও একটি অশোকাষ্টমী ব্রত আছে।

৩৯। অহিংসা ব্রত—পদ্মপুর্নগোক্ত ব্রত। অকালে এই ব্রত করিতে হয়।

৪০। আদেয় ব্রত—তবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। যে কোন নবমী তিথিতে এই ব্রত করা যায়।

৪১। আভাসংক্রান্তি ব্রত—কন্দপুর্নগোক্ত ব্রত। সংক্রান্তিতে এই ব্রত করিতে হয়। ইহার কলে আভা অপ্রতিহত হইয়া থাকে।

৪২। আবিজা ব্রত—তবিষ্যপুর্নগোক্ত ব্রত। এই ব্রত এক বৎসর করিতে হয়। যে মাসের রবিবারে এই ব্রত গ্রহণ করা হয়, তাহার দ্বাদশ বাস পরে এই ব্রত শেষ হইবে।

৪৩। আদিত্যশ্রবণ ব্রত—আদিত্যপুরাণোক্ত ব্রত। যদি রবিবারে কিংবা সংক্রান্তির দিন হস্তা নক্ষত্র ও দ্বাদশী তিথি হয়, তাহা হইলে সেই দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৪। আদিত্য-নন্দাদি ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। রবিবারে যদি দ্বাদশী তিথি ও হস্তানক্ষত্র হয়, তাহা হইলে এই দিনে এই ব্রত হইবে।

৪৫। আনন্দব্রত—মৎস্যপুরাণোক্ত ব্রত। চৈত্র মাস হইতে আরম্ভ করিয়া চারি মাস এই ব্রত করিতে হয়।

৪৬। আনন্দ-পঞ্চমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘ পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৭। আনন্দনবমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। কান্তন মাসের শুক্লা নবমী তিথিকে আনন্দ নবমী কহে। এই ব্রত করিতে হইলে কান্তন মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে একবার ভোজন এবং ষষ্ঠী তিথিতে রাত্রিকালে ভোজন, এবং সপ্তমী তিথিতে অষাচিত রূপে ভোজন এবং অষ্টমীতে উপবাস করিয়া পরে নবমী তিথিতে এই ব্রত করিবে।

৪৮। আশু ব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক এই চারি মাস কাল রাত্রিতে ভোজন করিয়া করিতে হয়।

৪৯। আরোগ্যব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের পূর্ণিমার পর প্রতিপদ হইতে আশ্বিনের পূর্ণিমা পর্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

বরাহপুরাণে আরও একটা অল্প প্রকার আরোগ্যব্রতের উল্লেখ আছে। মাঘ মাসের সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৫০। আরোগ্য-দশমী ব্রত—গর্ভপুত্রাণোক্ত ব্রত। নবমী তিথিতে উপবাস করিয়া দশমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৫১। আয়ু ব্রত—গর্ভপুত্রাণোক্ত ব্রত। চতুর্দশী তিথিতে সংযত হইয়া পূর্ণিমার দিন এই ব্রত করিতে হয়।

৫২। আয়ু-সংক্রান্তিব্রত—কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। সংক্রান্তিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৫৩। আশাদিত্যব্রত—কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। আশ্বিন মাসের মধ্যে রবিবার দিন এই ব্রত আরম্ভ করিয়া এক বৎসর কাল করিতে হয়।

৫৪। আশ্রমব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৫৫। আষাঢ়ব্রত—মহাভারতোক্ত ব্রত। আষাঢ় মাস ধরিয়া এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রতে আষাঢ়ের প্রতিদিন একবার ভোজন ও বিষ্ণুপূজা করিতে হয়।

৫৬। ইন্দ্রপোর্ণমাসব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত পূর্ণিমার দিন করিতে হয়। পূর্ণিমার উপবাস করিয়া ৩০ জন দম্পতীকে অলঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া তাহাদের পূজা করিবে।

৫৭। ঈশানব্রত—কালিকাপুরাণোক্ত ব্রত। চতুর্দশী তিথিতে বৃহস্পতিবার হইলে এই ব্রত করিতে হয়।

৫৮। ঈশ্বরব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। চতুর্দশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৫৯। উদকসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত সপ্তমী তিথিতে করিতে হয়।

৬০। উভয়দ্বাদশী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত অগ্রহায়ণ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর করিতে হয়। মাসের উভয় একাদশীর দিন উপবাস করিয়া দ্বাদশীর দিন এই ব্রত করিতে হয়।

৬১। উভয়নবমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রতও এক বৎসর করিতে হয়। মাসের উভয় নবমী তিথিতে এই ব্রতের অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে।

৬২। উভয়সপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রতও একবৎসরসাধ্য। মাসের উভয় সপ্তমীতে ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়।

৬৩। উমামাহেশ্বরতৃতীয়াব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

দেবীপূরণ, ভৃগুসংহিতা ও বিষ্ণুধর্মোত্তরে আরও তিন প্রকার এই ব্রত আছে।

৬৪। উকানবমী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লা নবমীর নাম উকানবমী। এই তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৬৫। ঋতুব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত বসন্ত ঋতু হইতে আরম্ভ করিয়া ৬টা ঋতুতে করিতে হয়।

৬৬। ঋষিপঞ্চমী ব্রত—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত ব্রত। শ্রাবণের শুক্লা পঞ্চমীর নাম ঋষিপঞ্চমী। এই তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৬৭। একভক্ত ব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্রমাসে একবারমাত্র ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৬৮। ঐশ্বর্যতৃতীয়াব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত ব্রত। তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৬৯। কদলী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে করিতে হয়।

৭০। কন্দুচতুর্থী ব্রত—মাঘমাসের শুক্লা চতুর্থীর নাম কন্দু-চতুর্থী। এই দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

৭১। কপিলাবতীব্রত—কল্পপুৰাণোক্ত ব্রত। তাম্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতিথিতে যদি ষষ্ঠীপাণ্ডবোপ ও দোহিণী নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে তাহাকে কপিলাবতী কহে। এই ব্রতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৭২। করণব্রত—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘমাসের শুক্লপক্ষে যে দিন বকরণ হয়, সেই দিন এই ব্রত করিতে হয়।

৭৩। কমলপুস্পমীব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লাসপ্তমীকে কমলপুস্পমী কহে, এই তিথিতে ঐ ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৭৪। কদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। তাম্রমাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৭৫। কলম্বকব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। পরোত্তমের নিয়মামুসারে তিন দিন অবস্থান ও কাননকরণাদি প্ৰস্তুত করিয়া এই ব্রত করিবে।

৭৬। কল্যাণসপ্তমীব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। রবিবারে যদি শুক্লাসপ্তমী হয়, তাহাকে কল্যাণসপ্তমী কহে। এই তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৭৭। কাননপুস্পমীব্রত—গরুড়পুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত শুক্লাতৃতীয়া, কৃষ্ণাএকাদশী, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, অমাবস্তা ও অষ্টমী এই সকল পৰ্বদিনে করিতে হয়।

৭৮। কামব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত চৈত্রমাসের ত্রয়োদশীতিথিতে করিতে হয়।

৭৯। কামদাসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লাসপ্তমীর নাম কামদাসপ্তমী। এই তিথিতে ঐ ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৮০। কামদেবব্রত—বিষ্ণুস্মৃতিয়ুক্ত ব্রত। এই ব্রত বৈশাখমাসের শুক্লাত্রয়োদশীতিথিতে আরম্ভ করিয়া চৈত্রশুক্লাত্রয়োদশীতে শেষ করিতে হয়।

৮১। কামধেনুব্রত—বহিপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত কার্তিক মাসে করিতে হয়।

৮২। কামব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত ত্রয়োদশীতিথিতে বিহিত হইয়াছে।

৮৩। কামবতীব্রত—বরাহপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘমাসের শুক্লাষ্টমীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত এক বৎসরসাধ্য।

৮৪। কামাবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুস্মৃতিয়ুক্ত ব্রত। কৃষ্ণাচতুর্দশীতিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৮৫। কার্তিকমাসব্রত—দায়দোক্ত ব্রত। কার্তিক মাসে এই ব্রত করিতে হয়।

৮৬। কার্তিকেরষট্টিব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ

মাসের শুক্লাষট্টিতিথিকে কার্তিকেরষট্টি কহে। এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৮৭। কালয়াত্রিব্রত—কালিকাপুরাণোক্ত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লাষ্টমীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৮৮। কালাষ্টমীব্রত—বামনপুরাণোক্ত ব্রত। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতিথিতে যদি মৃগশিরা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে তাহাকে কালাষ্টমী কহে। এই তিথিতে উক্ত ব্রত অতিথিত হইয়াছে।

৮৯। কীর্তিব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত অষ্টমীতিথিতে করিতে হয়।

৯০। কুজীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত তাম্রমাসের শুক্লাসপ্তমীতিথিতে করিতে হয়।

৯১। কুবেরতৃতীয়াব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত তৃতীয়াতিথিতে করিতে হয়।

৯২। কুমারষট্টিব্রত—কালোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত শুক্লাষ্টমী হইতে আরম্ভ করিয়া করিতে হয়।

৯৩। কুজীব্রত—কল্পপুরাণোক্ত ব্রত। কার্তিক মাসের শুক্লাএকাদশীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৯৪। কুর্গদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত পৌষ মাসের শুক্লাদ্বাদশীতে করিতে হয়।

৯৫। কৃচ্ছুব্রত—বিষ্ণুস্মৃতিয়ুক্ত ব্রত। এই ব্রত কার্তিক মাসের শুক্লাএকাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত করিতে হয়।

৯৬। কৃচ্ছুচতুর্থাব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাচতুর্থীতিথিতে ইহা করিতে হয়।

৯৭। কৃত্তিকাব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। কার্তিক মাসের পূর্ণিমাতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৯৮। কৃষ্ণাচতুর্দশীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণাচতুর্দশীতিথিতে মহামেঘের উদ্দেশে রাত্রিকালে এই ব্রত করিতে হয়।

৯৯। কৃষ্ণাষট্টিব্রত—বরাহপুরাণোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষট্টিতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১০০। কৃষ্ণব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। একাদশীতিথিতে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১০১। কৃষ্ণষট্টিব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষট্টিতিথিতে বিহিত হইয়াছে।

১০২। কৃষ্ণাষ্টমীব্রত—দেবীপুরাণোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১০৩। কৃষ্ণেকাদশীব্রত—বিষ্ণুস্মৃতিয়ুক্ত ব্রত। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণাএকাদশীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১০৪। কোকিলাব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। আশ্বিন

পূর্ণিমার দিন আরম্ভ করিয়া শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

১০৫। কোটীধরীতৃতীয়াব্রত—কন্দপুর্নগোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের গুরুপক্ষের তৃতীয়াতিথিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া ৪ বৎসর পরে ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। এই ব্রতকালে দরিদ্র ও কোটিপতি হইয়া থাকে।

১০৬। কোমুদীব্রত—বিষ্ণুহস্তোক্ত ব্রত। আশ্বিন মাসের গুরুপক্ষের একাদশীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১০৭। কেমব্রত—বিষ্ণুহস্তোক্ত ব্রত। চতুর্দশীতে বন্ধ ও রক্ষাগণের পূজা করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

১০৮। গণপতিচতুর্থীব্রত—ভবিষ্যদ্বাণীকৃত ব্রত। গণপতি চতুর্থীতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত ২ বৎসরসাধ্য। ইহাতে গণপতি পরিচুষ্ট হইয়া অষ্টীত বলপ্রদান করেন।

১০৯। গন্ধব্রত—শিবধর্মোক্ত ব্রত। পূর্ণিমার দিন উপবাস করিয়া মহাবেশের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত একবৎসরসাধ্য।

১১০। গলভিকাব্রত—শিবরহস্যোক্ত ব্রত। গ্রীষ্মকালে মহাদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১১১। গায়ত্রীব্রত—গরুড়পুরাণোক্ত ব্রত। গুরুরচতুর্দশীতিথিতে ভগবান্ হৃদ্যেব উদয়ের পূর্বে গায়ত্রীজপকার্য হৃদ্যের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রতকালে সকল রোগ প্রশমিত হয়।

১১২। গুড়তৃতীয়াব্রত—ভবিষ্যদ্বাণীকৃত ব্রত। ভাদ্র মাসের গুরুরতৃতীয়াতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১১৩। গুণাবান্তিব্রত—বিষ্ণুপুরাণোক্ত ব্রত। কান্তন মাসের গুরুপক্ষ এই ব্রত করিতে হয়।

১১৪। গুরুব্রত—ভবিষ্যোক্ত ব্রত। বৃহস্পতিগ্রহের প্রীতির জন্য এই ব্রত করিতে হয়।

১১৫। গুরুধর্মীব্রত—ভবিষ্যদ্বাণীকৃত ব্রত। ভাদ্র মাসের গুরুরাষ্টমীতিথিতে গুরুবার হইলে এই ব্রত করিতে হয়।

১১৬। গুহকবান্দীব্রত—ভবিষ্যোক্ত ব্রত। দ্বাদশীতিথিতে গুহকবির উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১১৭। গৃহপক্ষমীব্রত—ভবিষ্যোক্ত ব্রত। এই ব্রত পক্ষমীতিথিতে করিতে হয়।

১১৮। গোপদজিরাব্রত—ভবিষ্যোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের গুরুপক্ষের তৃতীয়া ও চতুর্থী এই দুই তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

১১৯। গোপালনবদীব্রত—গরুড়পুরাণোক্ত ব্রত। নবদীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২০। গোমরাদিনবদীব্রত—ভবিষ্যদ্বাণীকৃত ব্রত। নবদীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২১। গৌরীচতুর্থী ব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘ মাসের গুরুরচতুর্থীর নাম উমাচতুর্থী। এই চতুর্থীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২২। গৌরীব্রত—কালোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্রগুরুতৃতীয়াতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত প্রীতিপের সৌভাগ্যবর্ধক।

১২৩। গোবৎসদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যোক্ত ব্রত। কার্তিক মাসের গুরুপক্ষের দ্বাদশীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২৪। গোবিন্দদ্বাদশীব্রত—বিষ্ণুহস্তোক্ত ব্রত। গোবিন্দ দ্বাদশীতে বিষ্ণুর উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১২৫। চণ্ডিকাব্রত—ভবিষ্যোক্ত ব্রত। প্রতি মাসের অষ্টমী ও চতুর্দশীতিথিতে চণ্ডিকাদেবীর উদ্দেশে এই ব্রত এক বৎসর করিতে হয়।

১২৬। চতুর্দশীজাগরণব্রত—কালিকাপুরাণোক্ত ব্রত। কার্তিক মাসের গুরুরচতুর্দশীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২৭। চতুর্দশীব্রত—ভবিষ্যোক্ত ব্রত। চতুর্দশীতিথিতে মহাবেশের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১২৮। চতুর্দশীমীনস্তব্রত—ভবিষ্যোক্ত ব্রত। গুরুপক্ষের চতুর্দশীতিথিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া প্রতি মাসের দুই অষ্টমী ও দুই চতুর্দশীতিথিতে মহাবেশের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১২৯। চতুমাসীব্রত—ইহাকে চাতুর্মাস ব্রতও কহে। ভবিষ্যোক্ত ব্রত। আশাঢ় মাসের গুরুর একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া কার্তিক মাসের গুরুর একাদশী পর্য্যন্ত এই চারি মাস করিতে হয়।

১৩০। চতুর্গুণচতুর্থীব্রত—বিষ্ণুহস্তোক্ত ব্রত। চৈত্রমাসের গুরুর চতুর্থীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৩১। চতুর্গুণব্রত—বিষ্ণুহস্তোক্ত ব্রত। চৈত্র মাসের গুরুপক্ষের প্রতিপদ হইতে চতুর্থী পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

১৩২। চন্দ্রব্রত—বরাহপুরাণোক্ত ব্রত। পূর্ণিমাতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত পক্ষমণিবর্ধনসাধ্য।

১৩৩। চন্দ্ররোহিণীশয়নব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। সোমবারে যদি পূর্ণিমা তিথি বা রোহিণী নক্ষত্র হয় তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

১৩৪। চন্দ্রাব্রত—বিষ্ণুহস্তোক্ত ব্রত। অব্যবহৃত তিথিতে চন্দ্রহৃদ্য একত্র অবস্থান করেন, এই দিনে এই উত্তরের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১৩৫। চন্দ্রাবস্তীব্রত—কন্দপুর্নগোক্ত ব্রত। ভাদ্রমাসের বস্তী

তিথিতে বৈধতিবোগ, বিশাখানকত্র, নবলম্বার হয়, তাহা হইলে তাহাকে চন্দ্রাবলী করে। এই তিথিতে উক্ত ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১৩৬। চান্দ্রাবলীব্রত—ব্রহ্মপুত্রাণোক্ত ব্রত। পৌষ মাসের শুক্লাচতুর্দশীতে, পাপনাশের জন্য এই ব্রত বিহিত হইয়াছে। শাস্ত্রে অপর প্রকার চান্দ্রাবলীব্রতেরও বিধান আছে। যেমন চন্দ্রের হাসবুদ্দি হয়, সেইরূপ আহারের হাসবুদ্দিমূলক এই চান্দ্রাবলীব্রত বিহিত হইয়াছে। এই ব্রত পাপক্ষয়সাধন।

১৩৭। চিত্রভাস্করসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। সপ্তমী তিথিতে যদি চিত্রানন্দ হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

১৩৮। চৈত্রভাস্করসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত চৈত্র, ভাদ্র ও মাঘমাসের শুক্লা তৃতীয়াতিথিতে করিতে হয়।

১৩৯। চৈত্রশুভ্র প্রতিপদবিহিততিলকব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। চৈত্রশুভ্র প্রতিপদে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১৪০। জয়ন্তীসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘমাসের শুক্লাসপ্তমীর নাম জয়ন্তীসপ্তমী। এই তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

১৪১। জয়পর্ণমাসীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৪২। জয়পঞ্চমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। কার্তিক মাসের শুক্লাপঞ্চমীকে জয়পঞ্চমী বলে। এই পঞ্চমী তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

১৪৩। জয়প্রতিব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত ব্রত। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমাতিথির পর প্রতিপন্নতিথি হইতে আরম্ভ করিয়া একমাস এই ব্রত করিতে হয়।

১৪৪। জয়সপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। যদি শুক্লাপঞ্চমীর সপ্তমীতিথিতে মোহিনী, অন্নব্যা, মধ্য বা হস্তানন্দ হয়, তাহা হইলে তাহাকে জয়সপ্তমী বলে। ঐদিনে এই ব্রত করিবে।

১৪৫। জ্যোতিষজ্যোতিষব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। জ্যোতিষ মাসের জ্যোতিষজ্যোতিষ হইতে আরম্ভ করিয়া তিন দিন এই ব্রত করিতে হয়।

১৪৬। জাম্ববতীসপ্তমীব্রত—ধর্মশাস্ত্রোক্ত ব্রত। ইহা বৈশাখমাসের দ্বাদশীতে করিতে হয়।

১৪৭। জানাব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত ব্রত। সমস্ত বৈশাখমাসে রাত্রিকালে ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

১৪৮। জ্যোতিষব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত ভাদ্র মাসের শুক্লাপঞ্চমীর দিনে জ্যোতিষনন্দ হয়, সেই দিন এই ব্রত করিতে হয়।

১৪৯। জ্যোতিষব্রত—মহাভারতবর্ণিত ব্রত। জ্যোতিষ মাসে এই ব্রত করিতে হয়।

১৫০। জয়পঞ্চমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের সপ্তমীতিথিতে ইহা করিতে হয়।

১৫১। জয়পঞ্চমীব্রত—পদ্মপুরাণবর্ণিত ব্রত। মাঘ মাসের সপ্তমী তিথিতে আর্দ্রবাস হইয়া এই ব্রত করিতে হয়।

১৫২। জয়সংক্রান্তি ব্রত—ব্রহ্মপুরাণকথিত ব্রত। এই ব্রত চৈত্রসংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর প্রতি সংক্রান্তিতে করিতে হয়।

১৫৩। জয়সপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণকথিত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে জয়সপ্তমী বলে। সেই তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৫৪। তিথিনন্দ্রব্রত—কালোত্তরকথিত ব্রত। তিথি, নক্ষত্র ও বারবিংশতের বোগ হইলে সেইদিনে এই ব্রত করিতে হয়। বৃষবার, মোহিনীনন্দ্র ও অষ্টমীতিথি এবং বৃহস্পতিবার শুক্লা চতুর্দশী ও পূর্ণিমাচতুর্দশী হইলে এই ব্রত হয়। এইরূপ প্রায় সকল নক্ষত্র, বার ও তিথিবিংশতের বোগে এই ব্রত হইবে।

১৫৫। তিথিবৃদ্ধিব্রত—ব্রহ্মপুরাণোক্ত ব্রত। মাসের দুই অষ্টমী, দুই চতুর্দশী, অমাবস্তা ও পূর্ণিমা এই বৃদ্ধি তিথিতেই উক্ত ব্রত করিতে হয়।

১৫৬। তিলকাষ্টমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণকথিত ব্রত। জ্যোতিষ মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিকে তিলকাষ্টমী বলে। সেই দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

১৫৭। তিলদ্বাদশী ব্রত—ব্রহ্মপুরাণোক্ত ব্রত। পৌষ মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৫৮। তিলদ্বাদশী ব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত ব্রত। মাঘমাসের শুক্লাপঞ্চমীর দ্বাদশী তিথিতে যদি পূর্ণিমা বা শূন্য নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

১৫৯। তীর্থব্রত—সৌরপুরাণোক্ত ব্রত। শিবকেই নিজ চরণের ভেদ করিয়া ব্যবস্থাপন অবস্থান করিলে অস্ত্র মুক্ত হয়।

১৬০। তুঙ্গসপ্তমীব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬১। তুষ্টিপ্রাপ্তিতুষ্টিব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত ব্রত। শ্রাবণ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে যদি শ্রবণা নন্দ্র হয়, তাহা হইলে সেই দিনে এই ব্রত হয়। কিন্তু শ্রাবণের শুক্লা তৃতীয়ার দিন শ্রবণা নন্দ্রের বোগ অতি দুর্ঘট।

১৬২। তেজঃসংক্রান্তিব্রত—ব্রহ্মপুরাণোক্ত ব্রত বিশেষ। এই ব্রত চৈত্র সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি

সংক্রান্তিতে করিতে হয়। এক বৎসর পরে ব্রত প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

১৬৩। ত্রয়োদশদ্ব্যাসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। উত্তরায়ণ অষ্টমী হইলে গুরুপক্ষে রবিবারে সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬৪। দ্বিগতিসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরণে কথিত ব্রত। কঙ্কন মাসের গুরুপক্ষের সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬৫। ত্রিবিক্রমতৃতীয়া ব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরকথিত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসের গুরু তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬৬। ত্রিবিক্রমত্রিরাত্রিশত ব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরকথিত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের গুরু নবমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬৭। ত্রিবিক্রম ব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরকথিত ব্রত। কা্তিক মাস হঠতে আরম্ভ করিয়া তিন মাস যাবৎ ত্রিবিক্রম বিষ্ণু উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬৮। ত্র্যম্বকব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। চতুর্দশী তিথিতে মণোদেবের উদ্দেশে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১৬৯। দশাদিত্য ব্রত—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কথিত ব্রত। এই ব্রত গুরুপক্ষের রবিবারে যদি দশমীতিথি হয়, তাহা হইলে ঐদিনে ভগবান্ সূর্য্যাদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়, এই ব্রত ফলে হর্দশা দূর হয়।

১৭০। দশাবতারব্রত—বিষ্ণুপুরাণে লিখিত ব্রত। একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৭১। দাম্পত্যষ্টমী ব্রত—ভবিষ্যপুরণে কথিত ব্রত। কা্তিক মাসের কুরুপক্ষের অষ্টমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৭২। দিবাকর ব্রত—ভবিষ্যপুরণে কথিত ব্রত। রবিবারে যদি হস্তা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে উক্ত ব্রত হইবে।

১৭৩। দীপ্তি ব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। এই ব্রতে সন্ধ্যাকালে দাপ দান করিতে হয়।

১৭৪। দুর্গকদৌর্ভাগ্যনাশনত্রয়োদশী ব্রত—ভবিষ্যকথিত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসের গুরু ত্রয়োদশীর দিন এই ব্রত করিতে হয়।

১৭৫। দুর্গানবমী ব্রত—ভবিষ্যপুরণে কথিত ব্রত। আশ্বিন গুরু নবমী তিথিতে ভগবতী দুর্গা দেবীর উদ্দেশে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১৭৬। দুর্গাব্রত—দেবীপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের গুরুপক্ষের অষ্টমী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

১৭৭। দুর্গাগণপতি-চতুর্থী ব্রত—সৌরপুরাণে কথিত

ব্রত। শ্রাবণ মাসের গুরু চতুর্থী বা কা্তিক মাসের গুরু চতুর্থী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৭৮। দুর্সাজিরাত্র ব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। ভাদ্র মাসের গুরু পক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৭৯। দুর্কাষ্টমী ব্রত—ভবিষ্যপুরণে কথিত ব্রত। ভাদ্র মাসের গুরুাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত ৮ বৎসর পর্য্যন্ত করিয়া পরে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

১৮০। দেবমূর্তি ব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তর কথিত ব্রত। চৈত্র মাসের গুরু প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া চারিদিন এই ব্রত করিতে হয়।

১৮১। দেবব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। এক বৎসর পর্য্যন্ত যাত্রিকালে এই ব্রত করিতে হয়। কাশোত্তরোক্ত ব্রত ভেদ। চতুর্দশী তিথিতে বৃহস্পতিবারে এই ব্রত হইয়া থাকে।

১৮২। দেবীব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এইরূপ কা্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতেও দেবীপুরাণোক্ত ব্রত বিশেষের বিধান আছে।

১৮৩। দ্বাদশসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরণে কথিত ব্রত। মাঘ মাসের গুরুপক্ষের সপ্তমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর যাবৎ দ্বাদশ মাসের ১২টী সপ্তমী তিথিতেই এই ব্রত করিতে হইবে। এই ব্রতে প্রতিমাসে ভিন্ন ভিন্ন বিধি আছে।

১৮৪। দ্বাদশসাধাতৃতীয়া ব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরকথিত ব্রত। এই ব্রত তৃতীয়া তিথিতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ মাসের সকল তৃতীয়াতেই উপবাস করিয়া করিতে হয়। এক বৎসর পরে ইহার প্রতিষ্ঠা হইবে।

১৮৫। দ্বাদশাদিত্যব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরকথিত ব্রত। গুরু পক্ষের দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া ১২ মাসে যাতা শ্রুতি দ্বাদশ আদিত্যের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১৮৬। দ্বাদশীব্রত—কুর্ম্মপুরাণে কথিত ব্রত। গুরুপক্ষের একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতিথিতে এই ব্রত করিবে।

১৮৭। দ্বীপব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তর কথিত ব্রত। চৈত্র গুরু পক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন জম্বু প্রভৃতি সপ্ত দ্বীপের পূজা করিতে হয়।

১৮৮। ধনসংক্রান্তি ব্রত—কলপুরাণে কথিত ব্রত। মহাবিষ্ণু সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর প্রতি সংক্রান্তিতে এই ব্রত করিতে হয়। বৎসর পূর্ণ হইলে প্রতিষ্ঠা বিধেয়।

১৮৯। ধন্যবাগ্নি ব্রত—ধর্মোত্তরকথিত ব্রত। শ্রাবণী পূর্ণিমার পর প্রতিপদ তিথি হইতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে। এই ব্রতের ফলে নিধন ধনবান্ হইয়া থাকে।

১২০। ধাতব্রত—বরাহপুরাণে কথিত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের গুরুপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে উপবাস করিয়া স্নাত্তিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২১। ধারাব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। উত্তরায়ণে শুভদিনে কাঞ্চনময়ী ধারা প্রস্তুত করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

১২২। ধর্মব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরকথিত ব্রত। গুরুপক্ষের দশমী তিথিতে ধর্মরাজের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১২৩। ধাতব্রত—হৃদয়পুরাণে কথিত ব্রত। বিষ্ণুসংক্রান্তিতে সূর্য্যদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১২৪। ধাতব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। শুক্লা সপ্তমীতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১২৫। ধাম ত্রিরাত্রব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত—কান্তন মাসের পূর্ণিমা হইতে তিন দিন এই ব্রত করিতে হয়।

১২৬। ধারাব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। চৈত্রমাস হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

১২৭। ধ্বজনবমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। পৌষ মাসের শুক্লা নবমীর নাম ধ্বজনবমী। ঐ তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১২৮। ধ্বজব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরকথিত ব্রত। চৈত্র মাস হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত দ্বাদশবৎসরসাধ্য।

১২৯। নকচতুর্থীব্রত—হৃদয়পুরাণোক্ত ব্রত। বিনায়ক চতুর্থীতে এই ব্রত করিতে হয়।

২০০। নক্ষত্রপুঙ্খ ব্রত—মৎস্যপুরাণোক্ত ব্রত। চৈত্র-মাসে এই ব্রত করিতে হয়।

২০১। নক্ষত্রাব্রত—দেবীপুরাণোক্ত ব্রত। মৃগশিরা নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২০২। নদীব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত ব্রত—চৈত্র মাসের গুরুপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন যথাক্রমে হ্রাদিনী, হ্রাদিনী, গাবনী, সীতা, ইন্দু, সিদ্ধ ও ভাগীরথী নদীর পূজা করিবে।

২০৩। নন্দব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত ব্রত। কান্তন মাসের গুরুপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিবে।

২০৪। নন্দাব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। রবিবারে এই ব্রত করিতে হয়।

২০৫। নন্দাব্রত—দেবীপুরাণোক্ত ব্রত। শ্রাবণ মাসে এই ব্রত করিতে হয়।

২০৬। নন্দাসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা সপ্তমীর নাম নন্দাসপ্তমী। এই সপ্তমী তিথিতে উক্ত ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২০৭। নরনপ্রদসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে যদি হস্তানক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে তাহাকে নরনপ্রদসপ্তমী কহে। এই সপ্তমীতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত বর্ষসাধ্য।

২০৮। নরকপূর্ণিমা ব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত ব্রত। পূর্ণিমা তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর অতি পূর্ণিমাতে এই ব্রত করিতে হয়।

২০৯। নরসিংহচতুর্দশী ব্রত—নরসিংহপুরাণোক্ত ব্রত। বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দশীকে নরসিংহ চতুর্দশী কহে। এই চতুর্দশী তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত অতি বর্ষে করিবার বিধান আছে।

৩১০। নরসিংহত্রয়োদশীব্রত—নরসিংহপুরাণে কথিত ব্রত। বৃহস্পতিবারে যদি ত্রয়োদশী তিথি হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

২১১। নবম্যাহ্নপবাস ব্রত—মৎস্যপুরাণে কথিত ব্রত। নবমী, অষ্টমী, পূর্ণিমা ও চতুর্দশী এই সকল তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২১২। নবরাত্রি ব্রত—দেবীপুরাণে কথিত ব্রত। দেবী ভাগবত প্রভৃতি পুরাণেও এই ব্রতের বিশেষ বিধান আছে। আশ্বিন শুক্লা প্রতিপদ হইতে তগবতী দুর্গা দেবীর প্রাতি কাম-নাম নবমী পর্যন্ত ৯ দিন এই ব্রত করিতে হয়।

২১৩। নাগদষ্টোৎসবপঞ্চমী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২১৪। নাগপঞ্চমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। নাগ পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২১৫। নাগব্রত—কুর্ম্মপুরাণে কথিত ব্রত। কার্তিক মাসের গুরুপক্ষ এই ব্রত করিতে হয়।

২১৬। নানাকলপূর্ণিমা ব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। কার্তিক মাসের শুক্লা পূর্ণিমা তিথিতে নানাবিধ ফল দ্বারা এই ব্রত করিতে হয়।

২১৭। নামতৃতীয়া ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত প্রতি মাসের তৃতীয়া তিথিতে করিতে হয়। ইহা বর্ষসাধ্য।

২১৮। নামদ্বাদশীব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২১৯। নামনবমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। আশ্বিন মাসের গুরুপক্ষের নবমী তিথিতে তগবতী দুর্গাদেবীর উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

২২০। নামসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্র

মাসের গুরুপক্ষের, সপ্তমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি-
মাসের গুরা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হইবে।

২২১। নিম্নভার্কসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। বটী,
সপ্তমীতিথি, সংক্রান্তি বা রবিবার দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

২২২। নিম্ন দৈকাদশী ব্রত—ভবিষ্যন্তরোক্ত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ ও
আষাঢ় মাসের গুরা একাদশীর দিন নিরবু উপবাস করিয়া এই
ব্রত করিতে হয়।

২২৩। নীরাঙ্গলদ্বাদশী ব্রত—ভবিষ্যন্তরোক্ত ব্রত। কার্তিক
মাসের গুরা দ্বাদশীকে নীরাঙ্গল দ্বাদশী কহে। এই তিথিতে
উক্ত ব্রত করিতে হয়।

২২৪। নৃসিংহদ্বাদশী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত।
কান্ত মাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২২৫। পক্ষসঙ্কিত ব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। পক্ষসঙ্কি
প্রতিপদ তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২২৬। পক্ষটপূর্ণিমা ব্রত—ভবিষ্যন্তরে কথিত ব্রত।
পাঁচটা পূর্ণিমা তিথিতে পাঁচটা ঘটনানুসারে ব্রত।

২২৭। পক্ষাপত্তিকাগৌরী ব্রত—হৃদয়পুরাণের নাগর খণ্ডোক্ত
ব্রত। শ্রাবণ মাসের গুরুপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত
করিতে হয়।

২২৮। পক্ষমহাপাপনাশনদ্বাদশী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে বর্ণিত
ব্রত। শ্রাবণ মাসের গুরা দ্বাদশী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া
এই ব্রত করিবে।

২২৯। পক্ষমহাভূত পক্ষমী ব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরে কথিত ব্রত।
চৈত্র মাসের গুরা পক্ষমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২৩০। পক্ষমূর্ত্তি ব্রত—বিষ্ণু ধর্মোত্তরোক্ত ব্রত। ইহা চৈত্র
মাসের গুরা পক্ষমী তিথিতে শম্ব, চক্র, গদা, পদ্ম ও পৃথিবী এই
পঞ্চমূর্ত্তির উদ্দেশ্যে এই ব্রত করিতে হয়।

২৩১। পক্ষারিসাধনসম্বাতৃতীয়া ব্রত—ভবিষ্যন্তরে কথিত
ব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসের গুরা তৃতীয়া তিথিতে নিয়মসূক্ত হইয়া
এই ব্রত করিবে।

২৩২। পূজব্রত—ভবিষ্যন্তরে কথিত ব্রত। ইহা ভাষ্যল
ভরণের আদিতে করিতে হয়, এই ব্রত এক বৎসর করিয়া
পরে তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

২৩৩। পদার্থব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ
মাসের গুরুপক্ষের দশমী তিথিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া এক
বৎসর কাণ করিতে হয়।

২৩৪। পদ্মনাভ দ্বাদশী ব্রত—বিষ্ণু ধর্মোত্তরে কথিত ব্রত।
আশ্বিন মাসের গুরুপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৩৫। পরোব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। এই ব্রত

অমাবস্তা তিথিতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর পর্যন্ত
করিতে হয়।

২৩৬। পর্বনক ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। এই
ব্রতও অমাবস্তার দিন আরম্ভ করিয়া এক বৎসর করিতে হয়।

২৩৭। পর্বভোজন ব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। পর্ব
দিনে পৃথিবীতে অন্ন রাখিয়া ভোজন করিয়া এই ব্রত
করিতে হয়।

২৩৮। পাতালব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরে কথিত ব্রত। চৈত্র
মাসের কৃষ্ণা প্রতিপদ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন এই
ব্রত করিতে হয়।

২৩৯। পাত্রব্রত—নরসিংহপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ
মাসের গুরা একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্যন্ত এই
ব্রত করিতে হয়।

২৪০। পাপনাশনীসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত।
গুরুপক্ষের সপ্তমী তিথিতে যদি হস্তানক্ষত্র হয়, তাহাকে পাপ-
নাশিনী সপ্তমী কহে। এই সপ্তমী তিথিতে উক্ত ব্রত
করিতে হয়।

২৪১। পাপমোচন ব্রত—সৌরপুরাণে কথিত ব্রত। বিষ্ণু
আশ্রয় করিয়া দ্বাদশ দিন উপবাস রূপ এই ব্রত করিতে হয়।
এই ব্রতকালে ভ্রূণ হত্যার পাপ বিনষ্ট হয়।

২৪২। পাপপ্রাণসংক্রান্তি ব্রত—হৃদয়পুরাণে কথিত ব্রত।
সংক্রান্তিতে পাপপ্রাণের জন্ম এই ব্রত করিতে হয়।

২৪৩। পালী চতুর্দশী ব্রত—ভবিষ্যন্তরে কথিত ব্রত।
ভাদ্রমাসের গুরুপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৪৪। পাণ্ডপ ব্রত—বল্লীপুরাণে কথিত ব্রত। দ্বাদশী
তিথিতে একবার ভোজন, জরোদশীতে অবাচিত ভোজন এবং
চতুর্দশীতে উপবাস করিয়া মহাদেবের উদ্দেশ্যে এই ব্রত
করিতে হয়।

২৪৫। পিতৃব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরকথিত ব্রত। ইহা চৈত্র
প্রতিপদ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া করিতে হয়।

২৪৬। পিপীতকী দ্বাদশী ব্রত—তিথিক্রম ব্রত। বৈশাখ
মাসের গুরা দ্বাদশীকে পিপীতকী দ্বাদশী কহে। এই দ্বাদশীতে
উক্ত ব্রত করিতে হয়।

২৪৭। পুণ্ডরীকপ্রাপ্তি ব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরকথিত ব্রত।
দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৪৮। পূজকামব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ
মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পূজ কামনা করিয়া সপ্তাহিক এই
ব্রত করিতে হয়।

২৪৯। পূজপ্রাপ্তি ব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরকথিত ব্রত।

বৈশাখ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে উপবাস করিয়া বঙ্গী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়, এই ব্রত এক বৎসর সাধা।

২৫০। পুত্রপ্রাপ্তিব্রত—দেবীপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৫১। পুত্রসপ্তমীব্রত—বরাহপুরাণে কথিত ব্রত। তাজ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে উপবাস করিয়া পুত্র কামনার এই ব্রত করিতে হয়।

২৫২। পুত্রীয়ব্রত—বিকৃৎস্মোত্তরকথিত ব্রত। তাজ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৫৩। পুত্রীয়সপ্তমীব্রত—বিকৃৎস্মোত্তরকথিত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২৫৪। পুত্রোৎপত্তিব্রত—আদিত্যপুরাণে কথিত ব্রত। প্রত্যেক শ্রবণা নক্ষত্রে এই ব্রত করিতে হয়। ইহা এক বৎসর সাধা।

২৫৫। পুত্রশরণসপ্তমী ব্রত—কন্দপুরাণের নাগরখণ্ডোক্ত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২৫৬। পুণ্যদ্বিতীয়া ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত এক বৎসর সাধা।

২৫৭। পূর্ণিমা ব্রত—বিকৃৎস্মোত্তরকথিত ব্রত। পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এতদ্বিন্ন অগ্নিপুরাণে শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন আরও একটা পূর্ণিমাভ্রতের বিধান আছে।

২৫৮। পুণ্ডরীকপঞ্চমীব্রত—বিকৃৎস্মোত্তরোক্ত ব্রত। শুক্লা-পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৫৯। গৌরঙ্গর পঞ্চমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্তব্রত। পঞ্চমী তিথিতে ইন্দের উদ্দেশ্যে এই ব্রত করিতে হয়।

২৬০। প্রকৃতিপুঙ্কষদ্বিতীয়াব্রত—বিকৃৎস্মোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্রমাসের শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে উপবাসী থাকিয়া ব্রত করিবে।

২৬১। প্রতিপৎক্ষীরপানব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত কার্তিক বা বৈশাখ মাসের প্রতিপদ তিথিতে করিবে।

২৬২। প্রতিমাব্রত—কালোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত কার্তিকমাসের চতুর্দশী তিথিতে আরম্ভ করিয়া একবৎসর পর্য্যন্ত প্রতিমাসের চতুর্দশী তিথিতে করিতে হয়।

২৬৩। প্রদোষব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ত্রয়োদশী তিথিতে প্রদোষকালে এই ব্রত করিতে হয়।

২৬৪। প্রভাতব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। এক পক্ষ পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া কশিলাঘর ধানরূপ ব্রত।

২৬৫। প্রোক্ষণভাতব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। একবৎসর যাবৎ একবেলা ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হইবে।

২৬৬। কলব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। বিষ্ণু শ্রবণ হইতে উখান পর্য্যন্ত চারিমাংস ব্যাপ্তি এই ব্রত করিতে হয়।

২৬৭। কলতৃতীয়াব্রত—পদ্মপুরাণের প্রভাসখণ্ডোক্ত ব্রত। শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে আরম্ভ করিয়া একবৎসর পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

২৬৮। কলচতুর্থীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। মাঘমাসের শুক্লা বঙ্গী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৬৯। কলসংক্রান্তি ব্রত—কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। মহাবিষ্ণু সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিসংক্রান্তিতে বিভিন্ন কলদান দ্বারা এই ব্রত করিতে হয়। একবৎসর পরে ইহার প্রতিষ্ঠা বিধেয়।

২৭০। কলসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। তাজ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৭১। কান্তনব্রত—মহাভাবতোক্ত ব্রত। কান্তনমাসে প্রতিদিন একবার মাত্র ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৭২। বাণিজ্যলাভব্রত—বিকৃৎস্মোত্তরোক্ত ব্রত। বাণিজ্য লাভ কামনার পূর্ণাঘাটা নক্ষত্রে এই ব্রত করিতে হয়।

২৭৩। বুদ্ধদ্বাদশীব্রত—ধরণীভ্রতোক্ত ব্রত। শ্রাবণ মাসের শুক্লা দ্বাদশীর দিন এই ব্রত করিতে হয়।

২৭৪। বৃথব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। বিশাখা নক্ষত্রে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন এই ব্রত করিতে হয়।

২৭৫। বৃথাষ্টমীব্রত—শুক্লাষ্টমী তিথিতে যদি বৃথবার হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

২৭৬। ব্রহ্মকূর্কব্রত—ব্রহ্মপুরাণোক্ত ব্রত। চতুর্দশী তিথিতে উপবাস করিয়া পূর্ণিমা এই ব্রত করিতে হয়।

২৭৭। ব্রহ্মগ্যাপ্রাপ্তিব্রত—বিকৃৎস্মোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপৎ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৭৮। ব্রহ্মগ্যাব্যাপ্তিব্রত—প্রভাসখণ্ডোক্ত ব্রত। ইহা জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে বিহিত হইয়াছে।

২৭৯। ব্রহ্মাব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। দ্বিতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৮০। সূর্যব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। যে কোন পুণ্য দিনে এই ব্রত করা যায়।

২৮১। ব্রহ্মসাবিত্রীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। তাজ মাসের ত্রয়োদশী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া তিন দিন এই ব্রত করিতে হয়।

২৮৫। তর্কপ্রাপ্তিব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। কাঙ্ক্ষন মাসের গুরুপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৮৬। ভদ্রকালী ব্রত—বিষ্ণুখণ্ডোক্তোক্ত ব্রত। কার্তিক মাসের গুরুপক্ষের নবমী তিথি হইতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৮৭। ভদ্রচতুষ্টয় ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের গুরু প্রতিপদ হইতে পঞ্চমী তিথি পর্যন্ত এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২৮৮। ভদ্রাতৃতীয়াব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। ইহা কার্তিক মাসের গুরু তৃতীয়া তিথিতে করিতে হয়।

২৮৯। ভদ্রাসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। গুরু পক্ষের সপ্তমী তিথিতে যদি হস্তা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে তাহাকে ভদ্রাসপ্তমী কহে। এই ব্রত করিতে হইলে চতুর্থীর দিন একবার ভোজন, পঞ্চমীতে রাতি ভোজন, ষষ্ঠী তিথিতে অবাচিত ভোজন করিয়া পরে এই সপ্তমী তিথিতে ব্রতচরণ করিতে হইবে।

২৯০। ভবানীতৃতীয়াব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। তৃতীয়া তিথিতে শিবায় ভবানী দেবীর উদ্দেশে এই ব্রত করিবে।

২৯১। ভবানীব্রত—লিঙ্গপুরাণোক্ত ব্রত। অমাবস্তা ও পূর্ণিমা তিথিতে ভবানীর প্রীতিকামনায় ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়।

২৯২। ভাদ্রপদব্রত—মহাভারতে লিখিত ব্রত। সমস্ত ভাদ্র মাসে একাহারী হইয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৯৩। ভাদ্রব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। সপ্তমী তিথিতে রাতিতে ভোজন করিয়া সূর্যের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

২৯৪। ভাস্করব্রত—কালিকাপুরাণোক্ত ব্রত। ষষ্ঠী তিথিতে উপবাস করিয়া সপ্তমীতে সূর্যের প্রীতিকামনায় এই ব্রত করিতে হয়।

২৯৫। ভীমদ্বাদশীব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘ মাসের গুরু দ্বাদশীকে ভীমদ্বাদশী কহে। এই দ্বাদশী তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

২৯৬। ভীমব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। উপবাস করিয়া ধেনুদানরূপ ব্রত।

২৯৭। ভীষ্মপঞ্চকব্রত—নারদপুরাণোক্ত ব্রত। কার্তিক গুরু একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত তিথিকে ভীষ্মপঞ্চক কহে। এই ভীষ্মপঞ্চকে ব্রতচরণ করিতে হয়।

২৯৮। ভূভোজনব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রতে এক বৎসরকাল মাটিতে অন্নাদি রাখিয়া ভোজন করিতে হয়।

২৯৯। ভূমিব্রত—কালোত্তরোক্ত ব্রত। সংক্রান্তিতে যদি গুরু চতুর্দশী হয়, তাহা হইলে ঐদিনে এই ব্রত করিতে হয়।

৩০০। ভোগসংক্রান্তিব্রত—কল্যাণপুরাণোক্ত ব্রত। সংক্রান্তিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩০১। ভোগপ্রাপ্তিব্রত—বিষ্ণুখণ্ডোক্তোক্ত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা পর প্রতিপদ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রত করিবে।

৩০২। ভৌমবারব্রত—কল্যাণপুরাণোক্ত ব্রত। মঙ্গলবারে এই ব্রত করিতে হয়।

৩০৩। ভৌমব্রত—ভবিষ্যোক্তোক্ত ব্রত। মঙ্গলবারে যদি ষাতি নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে এই ব্রত বিধেয়।

৩০৪। মঙ্গলাব্রত—দেবীপুরাণোক্ত ব্রত। আশ্বিন, মাঘ, চৈত্র বা শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী হইতে গুরুাষ্টমী পর্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

৩০৫। মঙ্গলাসপ্তমীব্রত—গুরুপুরাণোক্ত ব্রত। সপ্তমী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩০৬। মৎস্তদ্বাদশীব্রত—ধরনীত্রেয়োক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের গুরুপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৩০৭। মদনদ্বাদশীব্রত—মৎস্তপুরাণোক্ত ব্রত। চৈত্র গুরু দ্বাদশীকে মদনদ্বাদশী কহে। এই দ্বাদশী তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩০৮। মধুকৃত্তীয়াব্রত—ভবিষ্যোক্তোক্ত ব্রত। কাঙ্ক্ষনের গুরু তৃতীয়ার নাম মধুকৃত্তীয়া, এই তিথিতে উক্ত ব্রত হয়।

৩০৯। মনোরথদ্বাদশীব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত, কাঙ্ক্ষন মাসের গুরুপক্ষের একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩১০। মনোরথ পূর্ণিমাব্রত—বিষ্ণুখণ্ডোক্তোক্ত ব্রত। কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর এই ব্রত করিতে হয়।

৩১১। মনোরথসংক্রান্তি ব্রত—কল্যাণপুরাণোক্ত ব্রত। উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া এক বৎসরকাল করিতে হয়।

৩১২। মল্লারষট্ঠীব্রত—ভবিষ্যোক্তোক্ত ব্রত। মাঘ মাসের গুরুপক্ষের ষষ্ঠী তিথিকে মল্লারষট্ঠী কহে। এই ষষ্ঠীতিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩১৩। মল্লারসপ্তমীব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘ মাসের গুরু সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩১৪। মরীচসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩১৫। মরুৎসপ্তমীব্রত—বিষ্ণুখণ্ডোক্তোক্ত ব্রত। চৈত্র মাসের গুরুপক্ষের সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩১৬। মল্লদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যোক্তোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের দ্বাদশী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর প্রতি দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩১৭। মহাজয়া সপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। সংক্রান্তির দিন যদি শুক্লা সপ্তমী হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

২১৮। মহাতপোব্রত—মহাভারতাক্ত ব্রত। প্রতিমাসে তিন দিন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়, এই ব্রত এক বৎসর সাধ্য।

৩১৯। মহাকলদ্বাদশীব্রত—বিষ্ণুরহস্তাক্ত ব্রত। পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষে একাদশী তিথিতে যদি বিশাখা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিবে।

৩২০। মহাকল ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। এই ব্রত প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত করিতে হয়, এই ব্রতে ভোজন বিষয়ে বিশেষ আছে। যথা—প্রতিপদে কীরভোজন, দ্বিতীয়ায় পুষ্যাহার, তৃতীয়ায় লবণবর্জিত ভোজন, চতুর্থীতে তিল ভোজন, পঞ্চমীতে কীরভোজন, ষষ্ঠীতে কল, সপ্তমীতে শাক, অষ্টমীতে বিব, নবমীতে পিষ্টক, দশমীতে অনগ্নিপকাহার, একাদশীতে উপবাস, দ্বাদশীতে ঘৃত, ত্রয়োদশীতে পায়স, চতুর্দশীতে যাবকাহার, পূর্ণিমায় গোমূত্র ও কুশোদক ভোজন, এইরূপ নিয়মে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

২২১। মহত্তমব্রত—ঋগ্‌পুরাণাক্ত ব্রত। ভাদ্রমাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩২২। মহারাজ ব্রত—ঋগ্‌পুরাণে কথিত ব্রত। চতুর্দশী তিথিতে আদ্রী বা ভাদ্রপদ নক্ষত্র হইলে এই ব্রত হইবে।

৩২৩। মহালক্ষ্মী ব্রত—ঋগ্‌পুরাণে কথিত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত হয়।

৩২৪। মহাব্রত—কালিকাপুরাণাক্ত ব্রত। কার্তিক মাসের অমাবস্তা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩২৫। মহাসপ্তমী ব্রত—ভাব্যাপুরাণাক্ত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত হইবে।

৩২৬। মহেশ্বরব্রত—বিষ্ণুখণ্ডোত্তরাক্ত ব্রত। কাঙ্ক্ষনমাসের শুক্লপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দশী পর্যন্ত উপবাস করিয়া মহেশ্বরের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

৩২৭। মহেশ্বরষ্টমী ব্রত—বিষ্ণুখণ্ডোত্তরাক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩২৮। মহোৎসব ব্রত—ঋগ্‌পুরাণে কথিত ব্রত। চৈত্র মাসে মহাদেবের উদ্দেশে মহোৎসবের সহিত এই ব্রত করিতে হয়।

৩২৯। মাঘদ্বাদশী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরাক্ত ব্রত। সমস্ত মাঘ মাস ধরিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩৩০। মাক্তনবমী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরাক্ত ব্রত। আশ্বিন মাসের নবমী তিথিতে ইহা করিতে হয়।

৩৩১। মাক্তব্রত—বরাহপুরাণে কথিত ব্রত। অষ্টমী তিথিতে ইহা করিতে হয়।

৩৩২। মার্গশীর্ষ ব্রত—মহাভারতে কথিত ব্রত। সমস্ত অগ্রহায়ণ মাসে প্রতিদিন একবার ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩৩৩। মার্গশীর্ষসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। পৌষ মাসের শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিকে মার্গশীর্ষসপ্তমী কহে। এই সপ্তমীতে সূর্য্যদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৩৪। মাসব্রত—দেবীপুরাণাক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ ব্রবাদানরূপ ব্রত ভেদ। ইহা সংক্রান্তিতে করিতে হয়।

৩৩৫। মাসোপবাস ব্রত—বিষ্ণুখণ্ডোত্তরাক্ত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত গ্রহণপূর্ব্বক এক মাস পর্যন্ত করিতে হয়।

৩৩৬। মুক্তিদ্বারসপ্তমী ব্রত—মৎস্যপুরাণে কথিত ব্রত। হস্তানক্ষত্রযুক্ত সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৩৭। মৃগব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। এক বৎসর মৃগবাস পরিত্যাগ করিয়া এই ব্রত করিবে। বৎসরান্তে গোদান করিতে হয়।

৩৩৮। মূনিব্রত—বিষ্ণুখণ্ডোত্তরাক্ত ব্রত। সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত হইয়া থাকে।

৩৩৯। মৃগশীর্ষব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথি হইতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৪০। মেঘপালী তৃতীয়া ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৩৪১। মৌনব্রত—ঋগ্‌পুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রতের বিধান আছে।

৩৪২। বমচতুর্থী ব্রত—কুর্শ্বপুরাণে কথিত ব্রত। চতুর্থী তিথি ও ভরণী নক্ষত্র হইলে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৪৩। বমদ্বিতীয়া ব্রত—ভবিষ্যোত্তরাক্ত ব্রত। কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াকে বম দ্বিতীয়া কহে। এই দিনে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৩৪৪। বমব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। দশমী তিথিতে সোণনাশ কামনার বমের উদ্দেশে এই ব্রত করিবে। ইহা ভিন্ন কুর্শ্বপুরাণ, বিষ্ণুখণ্ডোত্তর মহাভারত প্রভৃতেও অজ্ঞ প্রকার বমব্রতের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়।

৩৪৫। বসানন্দনজ্যোতিষী ব্রত—ইহা ভবিষ্যত্তরোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের জ্যোতিষী তিথিতে যদি সোমবার হয়, তাহা হইলে ঐ দিন হইতে আরম্ভ করিয়া নিরন্তর এক বৎসর যাবৎ ঐ ব্রত করিতে হয়।

৩৪৬। যুগাধিব্রত—এটা আদিপুরাণোক্ত। যুগাভা তিথিতে অর্থাৎ যেমন বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া সত্যযুগাভা, এইরূপ সকল যুগাভা তিথিতেই এই ব্রত করিতে হয়।

৩৪৭। যুগাবতার ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। তাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের জ্যোতিষী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৪৮। যোগব্রত—ভবিষ্যত্তরোক্ত। বিকৃত যোগ হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩৪৯। যোগেশ্বরবাদনী ব্রত—ধর্মবীজতোক্ত। কার্তিক মাসের একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া পরদিন এই ব্রত করিতে হয়।

৩৫০। রক্ষাবন্ধনপৌর্ণমাসী—ভবিষ্যত্তরোক্ত। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ইহা বিহিত হইয়াছে।

৩৫১। রখনবমী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণানবমী তিথিতে ইহা করিতে হয়।

৩৫২। রথসপ্তমী—ভবিষ্যত্তরোক্ত। ইহা মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে করিতে হয়।

৩৫৩। রথাসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্য পুরাণোক্ত। এই ব্রত মাকরী সপ্তমীতে বিহিত হইয়াছে।

৩৫৪। রত্নাত্রিরাত্র—বৃন্দপুরাণোক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষে জ্যোতিষী তিথি হইতে তিন দিন এই ব্রত করিতে হয়।

৩৫৫। রবিব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। সমস্ত মাঘ মাসে ভগবান্ হৃদ্যদেবের উদ্দেশে ত্রিগুণ্যর যথাকালে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৫৬। রসকল্যাণিনী তৃতীয়া—ব্রহ্মপুরাণোক্ত। মাঘ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিকে রসকল্যাণিনী তৃতীয়া কহে। এই তিথিতে উক্ত ব্রত এক বৎসর পর্য্যন্ত করিতে হয়।

৩৫৭। রামবধাদনী—ধর্মবীজতোক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসের বাদশাতিথিতে আরম্ভ করিয়া রামচন্দ্রের উদ্দেশে ইহা করিতে হয়।

৩৫৮। রাজরাজেশ্বর ব্রত—কালীতরোক্ত। বৃষাব্দে আতিনবমী ও অষ্টমী তিথি হইলে ঐ দিনে ইহা কারতে হয়।

৩৫৯। রাজ্যতৃতীয়া—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে ইহা বিহিত হইয়াছে।

৩৬০। রাজ্যদ্বাদশী—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে রাজ্য কামনার ইহা করিতে হয়।

৩৬১। রাজ্যপ্তিমশমী—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের দশমী তিথিতে ইহা করিবার বিধান আছে।

৩৬২। রাম নবমী—অগস্ত্যসংহিতোক্ত। চৈত্র মাসের শুক্লা নবমীকে রামনবমী কহে। এই তিথিতে রামচন্দ্রের উদ্দেশে ইহা করিতে হয়।

৩৬৩। রাশিব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। কার্তিকী পূর্ণিমা তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর যাবৎ ইহা করিতে হয়।

৩৬৪। রক্ষিণাষ্টমী—বৃন্দপুরাণোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীকে রক্ষিণাষ্টমী কহে। এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৩৬৫। রুদ্রব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। এক বৎসর কাল প্রতিদিন একবার মাত্র ভোজন করিয়া পাপ ও শোকনাশের জন্য রুদ্রদেবের উদ্দেশে ইহা করিতে হয়।

৩৬৬। রূপনবমী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। পৌষমাসে ইহা করিতে হয়।

৩৬৭। রূপসত্র—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে ইহা করিতে হয়।

৩৬৮। রূপসংক্রান্তি—বৃন্দপুরাণোক্ত। সংক্রান্তির দিনে ইহা করিতে হয়।

৩৬৯। রূপাবান্তিব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। ফাল্গুনীপূর্ণিমার পর প্রতিপদ হইতে ইহা বিহিত হইয়াছে।

৩৭০। রোহিণীবাদনী—ভবিষ্যত্তরোক্ত। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশীকে রোহিণীবাদনী কহে। এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৩৭১। রোহিণী ব্রত—বৃন্দপুরাণে কথিত ব্রত। রোহিণী নক্ষত্রে ইহা করিতে হয়।

৩৭২। লক্ষ্মীদ্বাদশী ব্রত—মৎস্যপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসীয় অষ্টমী তিথিতে যদি আর্দ্রা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে উমা-মহেশ্বরের উদ্দেশে ইহা করিতে হয়।

৩৭৩। লক্ষ্মীনারায়ণ ব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে লক্ষ্মীনারায়ণের উদ্দেশে ইহা বিহিত হইয়াছে।

৩৭৪। লক্ষ্মীপঞ্চমীব্রত—বসুপুরাণে কথিত ব্রত। পঞ্চমী তিথিতে উপবাস করিয়া ইহা করিতে হয়। এটা বর্ষব্যাপ্য।

৩৭৫। ললিতাতৃতীয়া—ভবিষ্যত্তরোক্ত। মাসের শুক্লা

পক্ষের তৃতীয়া তিথির নাম ললিতাতৃতীয়া। এই তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩৭৭। ললিতাব্রত—কল্পপুরাণোক্ত। আশ্বিন শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে ইহা করিতে হয়।

৩৭৮। ললিতাব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বিতী তিথিতে ইহা বিহিত হইয়াছে।

৩৭৯। লাবণ্যাব্যাপ্তি—বিষ্ণুখণ্ডোত্তরোক্ত ব্রত। কার্তিকী পূর্ণিমার পর প্রতিপদ হইতে ইহা করিতে হয়।

৩৮০। লোকব্রত—বিষ্ণুখণ্ডোত্তরোক্ত। চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ তিথি হইতে ৭ দিন ইহা করিতে হয়।

৩৮১। বটসাবিত্রী—কল্পপুরাণোক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ইহা বিহিত হইয়াছে।

৩৮২। বরচতুর্থী—অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাচতুর্থী তিথিকে বরচতুর্থী কহে, এই দিনে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩৮৩। বরব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। শুভদিনে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন ইহা করিতে হয়।

৩৮৪। বয়টিকাসপ্তমী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। যে কোন সপ্তমী তিথিতে ইহা করিতে পারা যায়।

৩৮৫। বরাহবাদনী—ধরণীভূক্তোক্ত। মাঘ মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে বরাহবাদনী কহে। এই দিনে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩৮৬। বরুণব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। রাত্রিকালে জলে অবস্থান করিয়া প্রভাতকালে গোদানরূপ ব্রত।

৩৮৮। বহুব্রত—বিষ্ণুখণ্ডোত্তরোক্ত। চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া ইহা করিতে হয়।

৩৮৯। বহুব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। চৈত্র মাসে তিন দিন রাত্রিকালে ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩৯০। বহুব্রত—বিষ্ণুপুরাণোক্ত। চৈত্র মাসের অমাবস্যা দিন ইহা করিতে হয়।

৩৯১। বামনবাদনীভূক্ত—ধরণীভূক্তোক্ত। চৈত্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে বামনবাদনী কহে। এই দিনে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩৯২। বায়ুব্রত—বিষ্ণুখণ্ডোত্তরোক্ত। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা চতুর্দশী হইতে আরম্ভ করিয়া ইহা করিতে হয়।

৩৯৩। বারিব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। চৈত্রাদি চারি মাস ধরিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩৯৪। বাহুদেবদ্বাদশাব্রত—ধরণীভূক্তোক্ত। বাহুদেবের উদ্দেশে আষাঢ় মাসে দ্বাদশী তিথিতে ইহা করিতে হয়।

৩৯৫। বিজয়াবাদনী—আদিভ্যাপুরাণোক্ত। শুক্লা দ্বাদশী

তিথিতে পুণ্যানকুর হইলে সেই দিনে এই ব্রত করিলে মহাপুণ্য হয়। ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণে ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে অস্ত্র আরম্ভ একটী বিজয়াবাদনী ব্রতের বিধান আছে।

৩৯৬। বিজয়াসপ্তমী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিতে রবিবার হইলে ভাতাকে বিজয়াসপ্তমী কহে। এই সপ্তমীতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩৯৭। বিজয়াসপ্তমীসব্র—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। সংক্রান্তিতে সপ্তমী তিথি হইলে সেই দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৯৮। বিভাপ্রতিপদ ব্রত—বিষ্ণুখণ্ডোত্তরোক্ত। পৌষ মাসের পূর্ণিমার পর প্রতিপদ তিথি হইতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৯৯। বিভাবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুখণ্ডোত্তরোক্ত। পৌষী পূর্ণিমার পর প্রতিপদ তিথি হইতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪০০। বিধানবাদনসপ্তমী ব্রত—আদিভ্যাপুরাণোক্ত। চৈত্র মাসের শুক্লাসপ্তমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত সমাপ্ত করিতে হয়। পরে দ্বাদশমাসের সপ্তমী তিথিতে একই নিয়মে ঐ ব্রত করিতে হইবে। বৎসবিধানে দ্বাদশ সপ্তমীতে এই ব্রত করা হয় বলিয়া ইহাকে বিধানবাদনসপ্তমী ব্রত কহে।

৪০১। বিকৃতিবাদনী—মৎস্যপুরাণোক্ত। কার্তিক অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন, বৈশাখ বা আষাঢ় মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে লঘু ভোজন এবং তৎপর একাদশীর দিন উপবাস করিয়া দ্বাদশীর দিন এই ব্রত করিবে।

৪০২। বিবহিরাভ্রব্রত—কল্পপুরাণোক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে জ্যৈষ্ঠানক্ষত্র হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

৪০৩। বিশোকবাদনী—পদ্মপুরাণোক্ত। আশ্বিন মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪০৪। বিশোকদ্বিতী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। মাঘ মাসের শুক্লা দ্বিতী তিথিতে শোকনাশ কামনায় এই ব্রত করিতে হয়।

৪০৫। বিশোকসংক্রান্তি—কল্পপুরাণে লিখিত। বিষ্ণু সংক্রান্তির দিন ব্যতীপাত বোগ হইলে ঐ দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

৪০৬। বিশ্বব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। একাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪০৭। বিশ্বরূপব্রত—কালোত্তরোক্ত। শুক্লাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪০৮। বিষ্ণুব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। যে দিন বিষ্ণুভক্তা তিথি হয়, সেই দিনে এই ব্রত করিতে হইবে।

৪০৯। বিষ্ণুদেবকীব্রত—বিষ্ণুখণ্ডোত্তরোক্ত। কার্তিক মাসের প্রথম দিন হইতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪১০। বিষ্ণুব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত ব্রত। আষাঢ় মাসের পূর্বাষাঢ় নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪১১। বিষ্ণুপ্রাপ্তিবাদনী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। বাদনী তিথিতে উপবাস করিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

৪১২। বিষ্ণুব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। এই ব্রতও বাদনী তিথিতে করিতে হয়। পদ্মপুরাণ একই বিষ্ণুধর্মোত্তরেও এই বিষ্ণুব্রতের বিধান আছে। বিষ্ণুধর্মোত্তর মতে গোষ মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করাই কর্তব্য।

৪১৩। বেদব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। চৈত্র মাসের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

৪১৪। বৈতরণী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে বৈতরণী তিথি কহে। এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৪১৫। বৈনায়কচতুর্থী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। চতুর্থী তিথিতে রাজিভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪১৬। বৈশাখ ব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। বৈশাখ মাসের প্রতিদিন একবার ভোজন করিয়া ইহা করিতে হয়।

৪১৭। বৈশ্বানর ব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। বর্ষা ঋতু হইতে আরম্ভ করিয়া চারিটা ঋতুতে কাঠাদি দানরূপ ব্রত।

৪১৮। বৈকুণ্ঠ ব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। আষাঢ় হইতে চারি মাস প্রাতঃদান করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪১৯। ব্যতীপাত ব্রত—বরাহপুরাণোক্ত। ব্যতীপাত দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

৪২০। ব্যোমব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। অগস্ত্যকে অর্ঘ্যাদানের পর এই ব্রত করিতে হয়।

৪২১। ব্যোমবটীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। বটী তিথিতে ব্যোম প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সূর্য্য দেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিবে।

৪২২। ব্রতসাজতৃতীয়া—দেবীপুরাণোক্ত। শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪২৩। শক্রব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ইন্দ্রের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়। পদ্মপুরাণে আরও একটা শক্রব্রতের বিধান আছে।

৪২৪। শক্রনারায়ণ ব্রত—দেবীপুরাণোক্ত। শুভ দিনে শক্র ও নারায়ণের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

৪২৫। শঙ্করী ব্রত—কালিকাপুরাণোক্ত। রবিবারে অষ্টমী তিথি হইলে এই ব্রত করিবে।

৪২৬। শনিব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। শনিবার দিন শনিগ্রহের স্তুতি কামনায় এই ব্রত করিতে হয়।

৪২৭। শর্করাসপ্তমী ব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। বৈশাখ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রতের বিধান আছে।

৪২৮। শাকসপ্তমী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। কার্তিক মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪২৯। শান্তাচতুর্থী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। মাঘ মাসের শুক্লা চতুর্থীর নাম শান্তাচতুর্থী। এই দিনে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৪৩০। শান্তিতৃতীয়া—গরুড়পুরাণোক্ত। তৃতীয়া তিথিতে শান্তি কামনায় ঠাহার বিধান।

৪৩১। শান্তিপঞ্চমী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। ভাদ্র মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৩২। শান্তিব্রত—বরাহপুরাণোক্ত। কার্তিক মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শান্তি কামনায় এই ব্রত অমুষ্ঠেয়।

৪৩৩। শান্তরায়ণী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। প্রতি মাসে বিষ্ণুর উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৩৪। শিলাচতুর্থী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। চতুর্থী তিথিতে এই ব্রতের বিধান আছে।

৪৩৫। শিবচতুর্দশী—মৎস্যপুরাণোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা চতুর্দশীকে শিবচতুর্দশী কহে। এই তিথিতে উক্ত ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪৩৬। শিবনক ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। কৃষ্ণাষ্টমী ও কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে রাজি কালে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৩৭। শিবরথ ব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। হেমন্ত ঋতুতে প্রতিদিন একবার করিয়া ভোজন এবং মাঘ মাসে সংযত হইয়া কান্দন মাসে শিবের উদ্দেশে রথ নির্মাণ করিয়া এই ব্রত করিবে।

৪৩৮। শিবরাত্রি—হনুপুরাণোক্ত। মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীর নাম শিবচতুর্দশী, এই তিথিতে শিবের উদ্দেশে আচণ্ডাল সকলেই এই ব্রতের অমুষ্ঠান করিবে।

৪৩৯। শিবলজ ব্রত—শিবধর্মোত্তরোক্ত। অকুষ্ঠমাত্রপরিমাণ শিবলজ নির্মাণ করিয়া পদ্মের কেশর মধ্যে স্থাপনপূর্বক যেত চন্দন ও পুষ্পাদিধারা পুঞ্জ করিতে হয়।

৪৪০। শিবব্রত—কালোত্তরোক্ত। পক্ষের উত্তর অষ্টমী ও চতুর্দশী তিথিতে এই ব্রত করিবার নিয়ম।

৪৪১। শিবাচতুর্থী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্থীকে শিবাচতুর্থী কহে, এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৪৪২। শিবোপবীত ব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত অমুষ্ঠেয়।

৪৪৩। শীলভৃতীয়া—পদ্মপুরাণোক্ত। ভৃতীয়া তিথিতে অনাগ্নিপক ত্রব্য ভোজন করিয়া এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।

৪৪৪। শীলাবাস্তি ব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। অগ্রহায়ণ মাস অতীত হইলে এক মাস পর্যন্ত প্রতিদিন এই ব্রত করিতে হয়।

৪৪৫। শুক ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। শুকবারে জোড়া নক্ষত্র হইলে এই ব্রত করা কর্তব্য।

৪৪৬। শুদ্ধিব্রত—বহিপুরাণোক্ত। বাদশ মাসের একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪৪৭। শুভবাদশী—বরাহপুরাণোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের বাদশী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইরাছে।

৪৪৮। শুভ সপ্তমী—পদ্মপুরাণোক্ত। আশ্বিন মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিবার বিধান আছে।

৪৪৯। শূলদান—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। এক ঋতুর বাৎসর্য্য উপবাস করিয়া এই ব্রত করিবে।

৪৫০। শৈলব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন পর্যন্ত এই ব্রত করিবার বিধান।

৪৫১। শৈবনক্ষত্রপূজ্যব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে যে দিন হস্তানক্ষত্র হয়, সেই দিনে এই ব্রত হইবে।

৪৫২। শৈবমহাব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। শৌব মাসে এক ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪৫৩। শৈবোপবাস ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। উত্তর পক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দশী তিথিতে শিবের উদ্দেশে উপবাস করিয়া এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।

৪৫৪। শৌর্য্যব্রত—বরাহপুরাণোক্ত। আশ্বিন মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪৫৫। শ্রদ্ধাব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। শুভ দিনে শব্দ বা কেশবের অগ্রে উপলপন করিয়া এই ব্রত করিবে।

৪৫৬। শ্রবণ বাদশী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। শুক্লা একাদশী তিথিতে যদি শ্রবণা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে ঐ একাদশীতে উপবাস করিয়া বাদশী তিথিতে ব্রত করিবে।

৪৫৮। শ্রীপক্ষ্মী—গরুড়পুরাণোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা পক্ষমীকে শ্রীপক্ষ্মী কহে। ঐ তিথিতে লক্ষ্মীর উদ্দেশে এই ব্রত অমুষ্ঠেয়।

৪৫৮। শ্রীপ্রান্তিব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। বৈশাখী পূর্ণিমা পর প্রতিপদ তিথি হইতে এই ব্রত করিবে।

৪৫৯। শ্রীস্কন্দবনী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। ভাদ্রমাসের শুক্লা নবমী তিথিতে এই ব্রতের বাধ্যতা।

৪৬০। শ্রীব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। চৈত্র শুক্লা পক্ষমীতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৬১। বটীব্রত—ব্রহ্মপুরাণোক্ত। বটী তিথিতে এই ব্রত করিবে।

৪৬২। সংবৎসর ব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া সংবৎসর পর্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

৪৬৩। সন্ধ্যাটকব্রত—বরাহপুরাণোক্ত। কার্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিবার নিয়ম।

৪৬৪। সন্তানদ্রব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪৬৫। সন্তানষ্টমীব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। চৈত্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইরাছে।

৪৬৬। সপ্তবিব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। চৈত্র শুক্লা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তমী পর্যন্ত ৭ দিন সপ্তবিব্রতের উদ্দেশে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।

৪৬৭। সপ্তসারথ্যব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। এই ব্রতও চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন পর্যন্ত করিবার বিধান।

৪৬৮। সপ্তস্কন্দক ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। প্রতিদিন একবার মাত্র ভোজন করিয়া ৭ দিন ধরিয়া এই ব্রত করা কর্তব্য।

৪৬৯। সমুদ্রব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন পর্যন্ত এই ব্রত পালন করিবে।

৪৭০। সম্পূর্ণব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। শুভদিনে বধা-বিধানে এই ব্রত করা কর্তব্য।

৪৭১। সন্তোষ ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। মাসের দুইটা পক্ষমী ও প্রতিপদ তিথিতে এই ব্রত করিবে।

৪৭২। সর্পপক্ষ্মীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। নাগপক্ষ্মীতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৭৩। সর্পবিষাপহপক্ষ্মীব্রত—ভদ্রপুরাণের প্রতাসথগোক্ত। প্রাবণ মাসের শুক্লা পক্ষমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৭৪। সর্দকাম ব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া একবৎসর পর্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

৪৭৫। সর্দকামপ্রব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৭৬। সর্গব্রত—সৌরপুরাণোক্ত। শনিবারে শুক্লাত্রয়োদশী হইলে ঐ দিনে এই ব্রত আচরণীয়।

৪৭৭। সর্গাপ্তিসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪৭৮। সর্বপসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। সপ্তমীতিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪৭৯। সাগরব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। শ্রাবণাদি চারিমাসে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৮০। সাধাব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত অমুচ্যেয়।

৪৮২। সারস্বত পঞ্চমী—পদ্মপুরাণোক্ত। ইহাতে গুরুপক্ষীয় পঞ্চমীতে গুরুমায়াস্তুপেপনাদিধারা বীণাফলাদিধারিণী গায়ত্রীদেবীর পূজা করিতে হয়।

৪৮৩। সারস্বত ব্রত—প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে একাগ্রচিত্তে ইষ্টপূজন করিতে হয়; পরে বৎসরান্তে ব্রাহ্মণকে দ্বতকুন্ত, বস্ত্রযুগ্ম তিল ও ঘণ্টা দান করার নিয়ম আছে। (পদ্মপু°)

৪৮৪। সার্কভৌমব্রত—কার্ত্তিকী শুক্লা দশমীতে নন্দাদী হইয়া প্রত্যেক দিকেই বলি প্রয়োগ করিবে। (বরাহপু°)

৪৮৫। সিতসপ্তমী—অগ্রহায়ণ মাসীয় শুক্লা সপ্তমীতে উপবাসী থাকিয়া খেতকমল বা অজ্ব কোন খেতপুষ্প এবং খেতচন্দন ও খেতবটকাদিদ্বারা স্বর্ঘ্যদেবের পূজা করিবে। (বিষ্ণুধর্ম°)

৪৮৬। সিদ্ধার্থকাদিসপ্তমী—অগ্রহায়ণ বা মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত ঐ পক্ষীয় সাতটা সপ্তমী পর্য্যন্ত সিদ্ধার্থক (খেতসর্বপ) আদিদ্বারা স্বর্ঘ্যদেবের পূজা বিধাতব্য। (ভবিষ্যপু°)

৪৮৭। সিক্তিবিনায়ক চতুর্থী—যে কোন মাসে ভক্তির উদয় হইলে তত্তৎ মাসের শুক্লা চতুর্থীতে গুরু তিলাদি দ্বারা গণপতির পূজা করিতে হয়। (স্কন্দপু°)

৪৮৮। সুকলত্রপ্রাপ্তি—পতিকামা কুমারীর উত্তরফল্গুনী, উত্তরবালা বা উত্তরভাদ্রপদ, ইহার একতম নক্ষত্রে “মাধবায় নমঃ” এই মন্ত্রে নিয়ত হরির আরাধনা করিবে। (বিষ্ণুধর্মোত্তর°)

৪৮৯। সুকলত্রিষ্মাত্র—ত্রিষ্মাত্রোবাস পূর্বক অগ্রহায়ণ মাসীয় ত্রাহস্পর্শ তিথিতে খেত, পীত ও রক্ত, এই তিন বর্ণের পুষ্পদ্বারা ত্রিবিধক্রমদেবের পূজা বিধেয়। (বিষ্ণুধর্মোত্তর°)

৪৯০। সুকৃতদ্বাদশী—ফাল্গুনমাসের শুক্লা একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া পরদিন তদবস্থায়ই শ্রীহরির অর্চনা কর্তব্য।

৪৯১। সুখব্রত—ভবিষ্যপুরাণমতে কৃষ্ণা অষ্টমী বা সপ্তমীতে অথবা মঙ্গলবারে চতুর্থী তিথি হইলে তাহাতে উপবাসান্তর সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া ইষ্টদেবের পূজা করিতে হয়।

৪৯২। সুখবষ্টী ব্রত—ষষ্ঠীতিথিতে ঋষিদিগের বধাবধ ভ্রাবে পূজা বিধেয়। (বিষ্ণুধর্মোত্তর°)

৪৯৩। সুখসুখিব্রত—কার্ত্তিকী অমাবস্যায় দেবগণ সুখনিহার অভিভূত থাকেন; ঐদিনে বালক এবং আতুর বাতিরেকে সকলে উপবাসী থাকিয়া প্রদোষ সময়ে লক্ষ্মীপূজা এবং মেঘগৃহ, চম্বর, চতুশ্চন্দ্র প্রভৃতি স্থানে বধাশক্তি দীপমালা প্রদান কর্তব্য। (আমিত্যাপু°)

৪৯৪। সুগতিব্রত—অষ্টমী তিথিতে নন্দাদী হইয়া বৎসরান্তে গাভী প্রদান করিতে হয়। (পদ্মপু°)

৪৯৫। সুগতিদ্বাদশী—ফাল্গুন মাসের গুরুপক্ষীয় একাদশী তিথিতে ইষ্টদেবের অর্চনা পূর্বক অষ্টোত্তরশত “কৃষ্ণ” নাম জপ করিবে। (বিষ্ণুধর্মোত্তর°)

৪৯৬। সুজন্মদ্বাদশী—পৌষ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে কোষ্ঠা নক্ষত্রের যোগ হইলে, সেই দিবসে শ্রীবিষ্ণুর অর্চনা আরম্ভ করিয়া বৎসরাবধি বাবৎ প্রতিমাসের ঐ তিথিতে উপবাসানন্তর বিষ্ণুপূজা করিয়া দান-ধ্যানাদি করিতে হয়। (বিষ্ণুধর্মোত্তর°)

৪৯৭। সুজন্মাব্যাপ্তিব্রত—রবির মেঘসংক্রমণ দিবসে উপবাসী থাকিয়া বধাবিধি পরশুরামের পূজা করিতে হয়, পরে রুঘুসংক্রমণে ঐক্লপ শ্রীকৃষ্ণের, মৃধন সংক্রমণে শ্রীবিষ্ণুর, ককট সংক্রান্তিতে বরাহদেবতার, সিংহসংক্রমণে নরসিংহদেবের, কন্যা সংক্রমণে বামনদেবের, তুলাসংক্রমণে কুর্শ্বাবতারের, রুশ্চিক সংক্রমণে ককীদেবের, ধনুঃসংক্রমণে বৃদ্ধদেবের, মকরসংক্রান্তিতে দাশরথি রামচন্দ্রের, কুন্তসংক্রমণে বলরামদেবের এবং মীন সংক্রমণে মীনাবতারের অর্চনা করিবার নিয়ম আছে। (বিষ্ণুধর্ম°)

৪৯৮। সুদর্শনষষ্ঠী—রাজন্যগণ ষষ্ঠীতিথিতে উপবাসানন্তর একটা চক্রাক প্রস্তুত করিয়া তাহার কর্ণিকা মধ্যে সুদর্শন এবং প্রতিদলে অজ্ঞাত আয়ুধ সমূহের বধাবিধি পূজা করিয়া থাকেন। (গরুড়পু°)

৪৯৯। সুনামদ্বাদশী—অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দ্বাদশীর অব্যবহিত পূর্ববর্তী দশমীর দিন একবেলা হবিষ্যায় ভোজন করিয়া পরদিন একাদশীতে নিরঙ্ক উপবাসানন্তর বধারীতি জনাধিন বিষ্ণুর পূজা করিয়া তৎপর দিবস দ্বাদশীতে ভোজন করিবে, এইরূপ বৎসরাবধি করিতে হইবে। (বহুপু°)

৫০০। সুরূপদ্বাদশী—পৌষমাসীয় পুর্ণ্যামকত্র সংস্কেত রাত্রিতে সম্ভ্রতচিত্তে বিষ্ণুর ধ্যান করিতে হয়, পরে নিরবচ্ছিন্ন খেতবর্ণ গাভীর গোমদায়িতে তিলদ্বারা অষ্টোত্তরশত আহতি দিতে হয়; অতঃপর পরবর্তী কৃষ্ণেকাদশীতে উপবাসী থাকিয়া স্বর্ণ বা রৌপ্যানিধিত হরিসমৃতি তিলপূর্ণ পাত্রে উপরিহ কুস্তোপরি স্থাপনপূর্বক বধাবিধি তাহার অর্চনা করিতে হয়। (উদ্যমবৈষ্ণব°)

১০১। সূর্য্যব্রত—রবিবারে গুরা চতুর্দশী ও অধিনীনকত্রের
বিষাগ হইলে রোচনাধারা পরমাশ্রমিষের অঙ্গরাগ এবং রক্তপুষ্প
কশিলাগাতীর হৃৎ ও বৃত্ত প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিবে।

(কালোত্তর)

এতদ্বিধ বিষ্ণুধর্মোত্তর, সৌরধর্মোত্তর, পদ্মপুরাণ, ভবিষ্য-
পুরাণ প্রভৃতিতেও সূর্য্যব্রতের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

১০২। সূর্য্যনকত্রব্রত—প্রতি রবিবারে অথবা হস্তানকত্রযুক্ত
রবিবার হইতে আরম্ভ করিয়া সংবৎসর বাবৎ প্রত্যেক রবিবারে
দিবাভাগে উপবাসী থাকিয়া সূর্য্যাস্তকালে রক্তচন্দনদ্বারা দ্বাদশদল
পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তদুপরি অনন্তোপায় ভাবিয়া একান্তমনে
সূর্য্যদেবের পূজা করিয়া রাত্রিতে হবিষ্য ভোজন করিলে
নিশ্চয়ই বাবতীয় ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করা যায়।

(মৎস্তপুরাণ)

১০৩। সূর্য্যযজ্ঞী—ভাদ্র মাসের গুরা যজ্ঞী তিথিতে উপ-
বাসী থাকিয়া সূর্য্যাস্তকালে রক্তচন্দনাক্তিপদ্মোপরি সূর্য্যমূর্ত্তি
স্থাপনপূর্ব্বক পঞ্চগব্যাদি দ্বারা দান ও রক্তবক বা রক্তকরবীর পুষ্প
দ্বারা তাঁহার পূজা করার নিয়ম। (ভবিষ্যোত্তর)

১০৪। সূর্য্যসপ্তমীব্রত—চৈত্র মাসের গুরা যজ্ঞী তিথিতে
উপবাসী থাকিয়া পরদিন সপ্তমীতে পঞ্চবর্ণ-শুড়িকা দ্বারা অঙ্কিত
অষ্টদলকমলে দেবদেবের অর্চনা করিতে হয়। (বিষ্ণুধর্মোত্তর)

১০৫। সোমদ্বিতীয়াব্রত—গুরা দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রাক্ষণকে
সৈন্ধবলবণের সহিত ভোজ্যার দান করণীয়। (পদ্মপু°)

১০৬। সোমব্রত—বৈশাখী পুণিমার দিন যখন সূর্য্যদেব
পশ্চিমদিকে অবস্থিত এবং সোমদেব পূর্ব্বদিকে উদিত হন, সেই
সময়ে বারিপূর্ণ ত্রাশ্রপাত্যাক্ষরে চক্ষুচুড়-মূর্ত্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক
যথাবিধি তদীয় পূজা সম্পন্ন করা কর্তব্য। (ভবিষ্যপু°)

এতদ্বিধ কালোত্তর ও কালিকা-পুরাণাদিতেও এই ব্রতের
উল্লেখ আছে।

১০৭। সোমধারব্রত—প্রথমতঃ চিত্রানকত্রযুক্ত সোমবারে
নকত্রবিধানাধমার সোমদেবের পূজা করিয়া পরে তাহা হইতে
সপ্তম সোমবারে চতুর্দশী মহারাজব্রতোক্ত রক্তনির্ম্মিত সোম-
মূর্ত্তি কাংক্রপায়ে স্থাপনপূর্ব্বক তদীয় পূজা যথাবিধি করিতে
হয়। (ভবিষ্যোত্তর)

১০৮। সোমষ্টমীব্রত—উত্তর পক্ষের সোমবারে অষ্টমী
তিথিতে নিশাকালে হরগৌরী মূর্ত্তির যথাবিধি পূজা করা
কর্তব্য। (স্বল্পপু°)

১০৯। সৌখ্যব্রত—মাঘ মাসের অষ্টমী, একাদশী ও চতুর্দশী
তিথিতে একাহারী হইয়া অধিজনকে যেতবস্ত্র, উপানহ, কঘল
প্রভৃতি দান করিতে হয়। (ভবিষ্যপু°)

১১০। সৌগন্ধব্রত—এই ব্রতাবলম্বী হেমন্ত ও শিশির
ঋতুতে সৌগন্ধি পুষ্প পরিভ্যাগ করিয়া কান্দন মাসে যথাশক্তি
কান্দন নির্ম্মিত পত্রদ্বার দান এবং যথাশক্তি হরিহর মূর্ত্তির পরি-
তুষ্টিসাধন অবশ্য করণীয়। (পদ্মপু°)

১১১। সৌভাগ্যব্রত—কান্দন মাসের গুরা তৃতীয়ার দিবা-
ভাগে উপবাসী থাকিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ বা হরপার্বতী মূর্ত্তির উপা-
সনানন্তর রাত্রিতে হবিষ্য ভোজন করিতে হয়। (বরাহপু°)

গরুড়পুরাণেও এই ব্রতের উল্লেখ আছে।

১১২। সৌভাগ্যব্রত—এই ব্রতে পৌর্ণমাসী তিথিতে সাত-
শর তক্ত-সহকারে সোমদেবের পূজা করিতে হয়। (ভবিষ্যপু°)

১১৩। সৌভাগ্যশয়নব্রত—মৎস্তপুরাণোক্ত। চৈত্র মাসের
গুরা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া এক বৎসর ইহার
অনুষ্ঠান করিতে হয়। প্রতি মাসের গুরা তৃতীয়া তিথিতে
যথাবিধানে এই ব্রত কর্তব্য। এই ব্রতে প্রতি মাসে এক
একটা দ্রব্য ভোজন করিতে হয়। চৈত্র মাসে গোমুদোরক,
বৈশাখে গোময়, জ্যৈষ্ঠে মল্লারকুহুম, আষাঢ়ে বিষপত্র, শ্রাবণে
দধি, ভাদ্রে কুশোদক, আশ্বিনে হৃৎ, কার্ত্তিকে দধিমিশ্র বৃত্ত,
অগ্রহায়ণে গোমুত্র, পৌষমাসে বৃত্ত, মাঘে কৃষ্ণতিল, কান্দনে পঞ্চ-
গব্য, এইরূপে দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ দ্রব্য ভোজনের বিধান আছে।
এই ব্রতকালে সকল কামনা সিদ্ধি হয়।

১১৪। সৌভাগ্যসংক্রান্তিব্রত—স্বল্পপুরাণোক্ত। বিষুব-
সংক্রান্তিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত ইহার
অনুষ্ঠান করিতে হয়।

১১৫। সৌভাগ্যাবান্তিব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। মাঘী-
পূর্ণিমার পর প্রতিপদ হইতে এই ব্রত করিতে হয়।

১১৬। সৌরনকত্র ব্রত—নৃসিংহ পুরাণোক্ত। রবিবার দিন
হস্তা নক্ষত্র হইলে সেই দিনে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১১৭। সৌর সপ্তমী—পদ্ম পুরাণোক্ত। সপ্তমী তিথিতে
উপবাস করিয়া এই ব্রত করিবে। ইহা এক বৎসর সাধ্য।

১১৮। স্রীপুত্রকামাবান্তিব্রত—ভবিষ্য পুরাণোক্ত। কার্ত্তিক
মাসে এক মাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন একবার ভোজন ও ব্রহ্মচর্য্য
অবলম্বন করিয়া এই ব্রত করা বিধেয়।

১১৯। রেংব্রত—পদ্ম পুরাণোক্ত। আষাঢ় মাস হইতে
আরম্ভ করিয়া আশ্বিন পর্য্যন্ত চারি মাস এই ব্রত করিতে হয়।
এই কালমধ্যে তৈলাভ্যঙ্গ নিষিদ্ধ।

১২০। হর পক্ষমী—শালিহোত্রোক্ত, চৈত্র মাসের গুরা
পক্ষমীতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১২১। হরতৃতীয়া—স্বল্প পুরাণোক্ত। মাঘ মাসের গুরা
তৃতীয়া তিথিতে উপবাসী থাকিয়া এই ব্রত অনুষ্ঠেয়।

৪২২। হরব্রত—ভবিষ্য পুরাণোক্ত। যে কোন অষ্টমী তিথিতে এই ব্রত করিতে পারা যায়।

৪২৩। হরিব্রত—বরাহ পুরাণোক্ত, দ্বাদশী তিথিতে হরির উদ্দেশে এই ব্রত করণীয়।

৪২৪। হরিকালী ব্রত—ভবিষ্যোক্তরোক্ত, তাত্র মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রতের বিধান। ইহার কলে হুঁত্যা নাশ এবং বর্গ লাভ হয়।

এই সকল ব্রতের বিশেষ বিবরণ উক্ত পুরাণ বা হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে বিশেষ রূপে লিখিত আছে, এবং এই সকল ব্রতের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্রতের বিবরণ তত্তৎ শব্দেও অতিহিত হইরাছে, বাহ্যভায়ে তাহা লিখিত হইল না।

বধা বিধানে ব্রত করিয়া পরে বিধি অনুসারে তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

মহিলা ব্রত।

ঔপনিষদ ব্রতসমূহ ব্যতিরেকে কল গহন, এয়েসংক্রান্ত প্রকৃতি অনেক প্রকার যৌবদ্ ব্রত আছে, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিশেষ কোন প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল স্ত্রীলোক পরম্পরায়ই ইহার প্রচলন দৃষ্ট হয়।

আমাদের দেশের বালিকারা শৈশাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহের পূর্বে পর্যন্ত শিড়ালয় এবং বিবাহের পর ঋতুসময়ে বাস কালেও ঐ সকল ব্রত করণের অহুতান করিয়া থাকেন। উহাদের অধিকাংশই পুরাণাধ্যায়িকা অবলম্বনে গঠিত না হইলেও কতক-গুলিতে পুরাণের ভাঁজ কথঞ্চিৎ পরিমাণে গুপ্ত ভাবে সংমিশ্রিত দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাও এতদূর পৃথক্ যে প্রথম দৃষ্টিতেই তাহাতে মেনে লী ছায়া প্রতিভাত হয়। ঐ সকল ব্রতের গম্যশ কোন সাধু চরিত্র পুরুষ বা স্ত্রীলা রমণী অথবা নিম্নত ব্রতনিরমণরায়ণ ও সাধু সেবারত সম্প্রদায় পুণ্যময় আখ্যান লইয়া কল্পিত। ঐ ব্রতকথাগুলি কোথাও গড়ে, কোথাও বা পড়ে প্রথিত হইরাছে। বৎসরের কোন্ কোন্ মাসে কি কি ব্রতের অহুতান করিতে হয় নিয়ে তাহার একটা তালিকা প্রদত্ত হইল।

ব্রত	মাস	বিবরণ
সোকালা	চৈত্র সংক্রান্তি হইতে বৈশাখ পর্যন্ত	মাতী পূজা
বনপুজলি	"	বনরথ, রাঘ, কোন্দলা প্রভৃতি
রণ এয়ে	"	রণচতী
হরির চরণ	"	ঐহরি
অবধ পত্র	"	অবধ মহিমা
পুণ্য-পুকারিণী	"	জলাশয়োৎসর্গ বিশেষ
গোরাপুত্রী	"	মস্তোভারপুত্রক বর্ষাফলনে গুহ্যব্যবিত্তাস
অকর কল	বৈশাখ অকর তৃতীয়া	মারায়ণের উৎসবব্রত ব্রাহ্মণক দান

অকর বন	ঐ	ঐ
অকর দিম্বুর	ঐ	ব্রাহ্মণকতা
রণ হনুস	বৈশাখ মাস	ব্রাহ্মণকতাকে উৎসবরিত্তা দাখান
বৈশাখ চাপা	"	শিবপূজা
সন্ধ্যামি	"	মক্ষত্রপূজা
এয়েসংক্রান্তি	চৈত্র সংক্রান্তি হইতে প্রতি সংক্রান্তি	(ভগবতী ব্রাহ্মণকতা)
মিত-সিন্দুর	চৈত্র সংক্রান্তি হইতে বৈশাখ সংক্রান্তি	ঐ
কলগহন	"	ব্রাহ্মণকে কলদান
বনগহন	"	ঐ বনদান
জ্যৈষ্ঠচাপা	বৈশাখ সংক্রান্তি হইতে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি	শিবপূজা (ভক্তলক্ষ্য)
জয়মলবার	জ্যৈষ্ঠমাসের প্রতি মঙ্গল	মঙ্গলচতী
এবোধবাধনী		
আল-দুর্গা	অগ্রহায়ণ হইতে পূর্ণ বৎসর	দুর্গা
কুলুচতী	অগ্রহায়ণ মাসের মঙ্গলবার	চতিকা
বনপুত্র (বর্ণপুত্র)	কার্তিক মাস	বনরাজ
সেজুতি	অগ্রহায়ণ	গুহাপকরণ
মধুরট	চৈত্র	চৈত্র সংক্রান্তিতে লখ কাটিয়া দান
তুঁব তুবলী	অগ্রহায়ণ	তুঁব ও গোবর
গুপ্তধন	প্রতি সংক্রান্তি	গুপ্তভাবে দান
মধুসংক্রান্তি	"	পায়ে মিষ্টান্ন দান
কলাহড়া	চারি বৎসর প্রতি সংক্রান্তি	কলাদান
মৃতসংক্রান্তি	প্রতি সংক্রান্তি	প্রত্যঙ্গীপায়ে মৃত দান
একাঙ্ক-পঞ্চামৃত	মারা বৈশাখ	মারায়ণ পূজা
ভেজপত্র-সংক্রান্তি	"	ঐ
দর্পণ-সংক্রান্তি	"	ঐ
দধি-সংক্রান্তি	"	ঐ
আলা সিংহাসন	মারা বৈশাখ	ভগবতী ভাবে ব্রাহ্মণকতার পূজা
হরিশ-মঙ্গলচতী	বৈশাখ প্রতি মঙ্গলবার	মঙ্গলচতিকা
জয়মলচতী	মারায়ণের যে কোন মঙ্গলবার	চতিকাযেবী
রাই-দ্বারাধনা	বৈশাখ সংক্রান্তি	ঈরাধিকা
সকট মঙ্গলচতী	অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার	চতী (শব্দটী)
অরণ্যবতী	জ্যৈষ্ঠ মাস	বতীযেবী
শীতলবতী	শ্রাব মাস	ঐ
গোটনবতী	শ্রাব মাস	ঐ
মূল্যবতী	অগ্রহায়ণ	ঐ
চাঁওড়াবতী	আষাঢ় (মতান্তরে ভাদ্র)	ঐ
জানাহবতী	জ্যৈষ্ঠ মাস	ঐ
গুণনবতী	শ্রাবণ	ঐ
অক্ষরা বতী	জ্যৈষ্ঠ	ঐ
যোধন বা দুর্গাবতী	আশ্বিন	ঐ
মরশাব বতী	কার্তিক মাস	ঐ
দুর্গাবতী	চৈত্র	ঐ
দাঁই বতী	বৈশাখ	ঐ
অশোকবতী	চৈত্র	ঐ

ব্রত	বান	বির
ভবাকী	বান	ই
বদনাকী	বান	বদন
বীলকী	ভব	বীল
গাফী	আখিন সন্দেশ	লক্ষীপূজা
কেন্দ্র	অগ্রহারণ, শুক্লপক্ষে ১৪ পূর্ণিমা	কেন্দ্রপাল
কুর্গাফী	ই	বদন
ইকুর্গাফী	আখিন সন্দেশ পর প্রতি বদন	বদনপূজা
মটাই	অগ্রহারণ, শুক্লপক্ষে ১৪	মটাই
পটাই	পূর্ণিমা চতুর্দশী	পটাই
হুর্গা	সোহাগা (বিজয়া দশমী)	হুর্গা
লক্ষী পূর্ণিমা	ভোজার পূর্ণিমা	লক্ষী
শিবহুর্গা	শিবচতুর্দশী	শিব ও হুর্গা
হুর্গা	অগ্রহারণ, শুক্লপক্ষে ১৪	হুর্গা

ব্রতক (স্ত্রী) ব্রতলক্ষ্য।

ব্রতচর্যা (স্ত্রী) ব্রত চর্যা। ব্রতচরণ, ব্রতচর্য।

ব্রতচারিতা (স্ত্রী) ব্রতচারিণী। ব্রত চর্যা। ব্রতচারিণী
ভাব বা ধর্ম, ব্রতচর্যাকারীণী।

ব্রতচারিনী (স্ত্রী) ব্রত চর্যা চর্যা-বিনী। ব্রতচরণকারী,
ব্রতচর্যাকারী।

ব্রততি (স্ত্রী) ব্রত-তন বিতরণ-ভিত্তি, পুণ্যদ্রব্যাদিৎ পত্ৰ ব।
১ বিতরণ। ২ লতা।

“অপি বৃশ্চ-পুণ্যবৎ ব্রতেরিব” (শ্লোক ১৪০১৬)

‘ব্রতেরিব বধা লতায়ঃ শুক্লং নির্ভতাং শাখাং’ (সারণ)

ব্রততী (স্ত্রী) ব্রত-পক্ষে-ভিত্তি। ১ বিতরণ। ২ লতা।
(ব্রত বিতরণকোষ)

ব্রতভগিনী (স্ত্রী) ব্রতভগ্ন ব্রতধারী। (হরিবংশ)

ব্রতদান (স্ত্রী) ব্রতবিষয়ক দান।

ব্রতদুষ্ক (স্ত্রী) ১ ব্রতদুষ্ক। ২ ব্রতের নিমিত্ত হৃৎ।

(কাত্য° শ্রৌ° ১২২)

ব্রতদুষ্ক (স্ত্রী) ব্রতদোষকারিণী। (শতপথব্র° ১২২১০)

ব্রতধর (স্ত্রী) ব্রতধারিণী। ব্রতধার, ব্রতধারী।
ব্রতচরণকারী, ব্রতধারী। (ভাগবত ৬।১৭৮)

ব্রতধারণ (স্ত্রী) ব্রতধারণ। ব্রতধার, ব্রতধারী, ব্রতের
আধরণ। (ভাগবত ১১।১১০৭)

ব্রতনিমিত্ত (স্ত্রী) ব্রতের উদ্দেশ্য। ব্রতের অন্ত।

ব্রতনী (স্ত্রী) ব্রতপ্রদানকারী কণ্ঠের নেত্রী। (শ্লোক ১০৮৫৬)

ব্রতপত্র (স্ত্রী) ব্রতপত্র। (লটাই° ১৭৩০) (পুং) ব্রত
মাসের শুক্লপক্ষে ব্রতপত্র কহে, এই পক্ষে অনেক ব্রতের
বিধান আছে, বলিয়া ইহা ব্রতপত্র নামে অভিহিত।

ব্রতপতি (পুং) ব্রতপতি। ব্রতপালক। অমর্ত্য কণ্ঠের
পালক। “অমর্ত্য ব্রতপতে ব্রতকরিত্যি তদ্ব্যক্বেতঃ তদ্ব্যক্বেতঃ
তাং” (শ্লোক ১০৮) ‘হে ব্রতপতে, ব্রত অমর্ত্য কণ্ঠের
পতে পালক হে অমর্ত্য’ (বহীষ) এই হলে ব্রতপতি
অমর্ত্য বিশেষণ।

ব্রতপত্নী (স্ত্রী) ১ ব্রতপতির স্ত্রী। ২ আপ। (কৌশিকী ৬০)

ব্রতপা (স্ত্রী) ব্রতপতি পা-কিপ্। ব্রতপালক। “ব্রতপা
তব তনুরিৎ” (শ্লোক ১০৮) ‘ব্রতপা: ব্রতপত্নীতঃ ব্রতপা-
ব্রতপালকো ভবতীতি’ (বহীষ)

ব্রতপারণ (স্ত্রী) ব্রতপারণ ব্রতপারণ, ব্রতপারণ
করিয়া ব্রতপার ও আত্মীয় ব্রতপার করিয়া। ব্রতপার
করিতে হয়।

ব্রতপ্রতিষ্ঠা (স্ত্রী) ব্রতপ্রতিষ্ঠা ব্রতপ্রতিষ্ঠা। ব্রতপ্রতিষ্ঠা।

ব্রতপ্রদ (স্ত্রী) ব্রতপ্রদানকারী পত্ৰ। (ঐতরেয়ব্র° ৭।১)

ব্রতপ্রদান (স্ত্রী) ব্রতপ্রদান।

ব্রতভঙ্গ (স্ত্রী) ব্রতভঙ্গ ব্রতভঙ্গ বা উদ্ভাঙ্গন করিতে
অসমর্থ হওন।

ব্রতভিক্ষা (স্ত্রী) ব্রত উপনয়ন কালে ভিক্ষা। উপনয়নকালীন
ভিক্ষা, উপনয়ন সংস্কার হইলে তাহার পরে যে ভিক্ষা করিবার
বিধান আছে, তাহাকে ব্রত-ভিক্ষা কহে।

অথ ভৈক্ষ্যকরতি, অথ শব্দভিক্ষ্যাদিত্যোপস্থান অগ্নি-
প্রদক্ষিণং সংসতি।

অতিগৃহস্থিতঃ শব্দভিক্ষ্যাদিত্যোপস্থান অগ্নি-
প্রদক্ষিণং সংসতি। অতিগৃহস্থিতঃ শব্দভিক্ষ্যাদিত্যোপস্থান
অগ্নি-প্রদক্ষিণং সংসতি।

মাতার বা স্বামীর বা মাতৃবর্গ ভগিনী বিজাম্।

ভিক্ষ্যাত ভিক্ষ্য প্রথম বা চৈম্য মাংসানয়েৎ।

ইত্যাদি। (সংসারতত্ত্ব°)

উপনয়ন সংস্কারকালে উপবীতগ্রহণের পর মাতা প্রভৃ-
তির নিকটে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়, এই ভিক্ষা গ্রহণের নাম
ব্রত ভিক্ষা। প্রথমে মাতার নিকট, “ভবতি! ভিক্ষ্যং দেহি”
বলিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিবে, পরে ভগিনী প্রভৃতির নিকট ভিক্ষা
করিয়া তৎপরে পিতা ও সেই হলে যে সকল লোক থাকে
তাহাদের সকলের নিকট হইতেই ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়।
ভিক্ষার বাহা কিছু পাওরা যায়, সে সমস্তই আচার্যকে
দিতে হয়।

ব্রতত্ব (স্ত্রী) ব্রত বিতর্কিত ভিক্ষা, ভিক্ষা চ। ব্রতগ্রহণকারী
ব্রতধারী।

ব্রতলুপ্ত (ত্রি) ব্রত (উপবাসাদি)-ব্রত।

ব্রতলোপন (ক্লী) ব্রতভঙ্গ। যে নিজের পরিব্রতা বা ব্রতাতার নষ্ট করিয়াছে।

ব্রতবৎ (ত্রি) ব্রত অত্যর্থে-মতৃপ, মত্ৰ-ব। ব্রতবিশিষ্ট, ব্রতধারী।

ব্রতবৈকল্য (ত্রি) ব্রতোদ্যাপন না হওয়া।

ব্রতশয্যা গৃহ (ক্লী) ব্রতাহুতান স্থান। যে গৃহে ব্রতযোগ্য ব্রতাদি বিস্তৃত থাকে।

ব্রতশ্রপণ (ক্লী) ব্রতভঙ্গ দ্ব্যর্থ জ্ঞান দেওয়া।

ব্রতসংগ্রহ (পুং) ব্রতসংগ্রহঃ। দীক্ষা। (হেম)

ব্রতস্থ (ত্রি) ব্রতে তিষ্ঠতীতি-স্থ-ক। ব্রতস্থিত, ব্রতে অবস্থানকারী, ব্রতধারী। ব্রতচারী।

“ব্রতস্থমপি সৌমিত্রঃ প্রাচ্ছে যস্মৈন ভোজয়েৎ।” (ঈশ ৩২৩৪)

‘ব্রতস্থং ব্রতচারিণং’ (কল্পক)

ব্রতস্থিত (ত্রি) ব্রতে স্থিতঃ। ব্রতে অবস্থানকারী। ব্রতধারী।

ব্রতস্নাত (ত্রি) ব্রতৈঃ স্নাতঃ। ব্রতস্নাতক, ব্রতচারিভেদ।

• বিভাস্নাতক, ব্রতস্নাতক ও বিভাব্রতস্নাতক এই তিন প্রকার ব্রতচারী। যে ব্রতচারী গুরুগৃহে বিভা সমাপ্ত করিয়া ব্রত অসমাপ্ত থাকিতে সমাবর্তন করেন, তাহাকে বিভাস্নাতক; মিনি ব্রত সমাপন করিয়া বেদ অসমাপ্ত থাকিতে সমাবর্তন করেন, তাহাকে ব্রতস্নাতক, এবং গনি বিভা ও ব্রত উভয়ই শেষ করিয়া সমাবর্তন করেন, তাহাকে বিভাব্রতস্নাতক কহে।

“বেদবিভাব্রতস্নাতান্ শ্রোত্রিয়ান্ গৃহমোদিনঃ।

পূজয়েদ্ব্যাকব্যানু বিপণীতাংশ্চ বর্জয়েৎ॥” (মহু ৪৫১)

‘যঃ সমাপ্য বেদানসমাপ্য ব্রতানি সমাবর্ততে স বিদ্যা-স্নাতকঃ,

যঃ সমাপ্য ব্রতানি অসমাপ্য বেদান্ সমাবর্ততে স ব্রতস্নাতকঃ,

উভয়ঃ সমাপ্য যঃ সমাবর্ততে স বিভাব্রতস্নাতকঃ। (কল্পক)

ব্রতস্নাতক (পুং) ব্রতস্নাত। (পারদ্বয় ২৫)

ব্রতস্নান (ক্লী) ব্রত সমাপনপূর্বক সমাবর্তন।

(ভাগবত ১১০২৮)

ব্রতাতিপত্তি (ক্লী) ব্রতভঙ্গ। বাঘাতজ্ঞ ব্রতের অসমাপ্তি।

(আখ’ শ্রৌ’ ৩১৩২)

ব্রতাদেশ (পুং) ব্রতস্ত আদেশঃ। উপনয়ন।

“অ-দন্তজননাং সন্ত আচুড়াদেকরীত্রকম্।

ত্রিরাত্র্যাব্রতাদেশাং দশরাত্রসত্যঃ পরম্॥ (শুক্লিত্ত্ব)

ব্রতাদেশন (ক্লী) ব্রতস্ত আদেশনঃ। বেদোপনিষ্ট উপনয়ন সংস্কারের পর ব্রতচারীকে বেদোপদেশ দিতে হয়।

“কৃতোপনয়নস্তাং ব্রতাদেশনমিষ্যতে।

ব্রতগো গ্রহণকৈব ক্রমেণ বিদিপূর্বকম্॥” (মহু ১১৭৩)

কৃতোপনয়নস্ত ব্রতচারিণো ব্রতাদেশনমিষ্যতে ক্রিয়তে চাচাধ্যোঃ”। (কল্পক)

ব্রতিক (ত্রি) ব্রতিন্-কন্। ব্রতধারী, এই শব্দ প্রায় একটা উপপদপূর্বক ব্যবহার হইয়া থাকে। যথা বিভাগব্রতিক ইত্যাদি।

ব্রতিন্ (পুং) ব্রতমত্যাভীতি-ব্রত-ইনি। ১ সুনিবিশেষ। ২ বল-মান, (অমর) ৩ ব্রতচারী, যতি।

“ভৈক্ষোণ বর্জয়েন্নিত্যং নৈকানাদী ভবেদ্রতী।

ভৈক্ষোণ ব্রতিনো বৃদ্ধিরূপবাসসমা স্ততা”॥ (মহু ২১৮৮)

(ত্রি) ৪ ‘ব্রত বিশিষ্ট, ব্রতাহুতানকারিমাত্র। ব্রতধারী তিথি বা উৎসবের অন্তে যথাবিধানে পারণ করিবেন।

“তিথান্তে জ্যৈশ্বান্তে বা ব্রতী কুর্যীত পারণম্”। (তিথিতত্ত্ব)

ব্রতেয়ু (পুং) রৌদ্রাশ্বের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৯২০১৪)

ব্রতেশ (পুং) শিব।

ব্রতোপনয়ন (ক্লী) ব্রতাদেশ। শিকার জন্ত উপনয়ন।

ব্রতোপহ (ক্লী) সামভেদ।

ব্রতোপায়ন (ক্লী) ব্রতার্থে প্রবেশ। (শতপথব্রা ৪১১৭১)

ব্রত্য (ত্রি) ব্রতকর্মপারায়ণ। ব্রতচারী। (শক ৮৪৮৮)

ব্রত্মিন্ (ত্রি) ১ যুজভাকপ্রাপ্ত। ২ সমূহবিশিষ্ট। ব্রত্মিনঃ যুজভাবঃ-প্রাপ্তান্ যদা সমূহবতঃ। (শক ১৫৪১৪ সায়ণ)

ব্রয়স্ (ক্লী) বর্জন। (শক ২১৩৩৬, সায়ণ)

ব্রশ্চ, ছেদে। তুদাদি’ পরস্মৈ’ সক’ বেট্। লট্ বৃশ্চতি। লুড্ অত্রশ্চীৎ, অত্রাকীৎ।

ব্রশ্চন (পুং) বৃশ্চতানেনেতি ব্রশ্চ করণে লুট্। ১ স্বর্ণাদি-ছেদিকা, চলিত ছেনী, যে অস্ত্র দিয়া স্বর্ণাদি ধাতু ছেদন কল্প যায়। পর্যায়—পত্রপরশু, পত্রপশু, স্বর্ণ লোহাদি ভেদক। (জটায়র) ২ বৃক্ষ ছেদন জাত নির্ধাস, গাছ কাটিলে যে আটা গলে, তাহাকেও ব্রশ্চন কহে।

“দেবভার্যং হবিঃ শিগ্রুং লোহিতান্ ব্রশ্চনাংস্তথা।

অল্পপাক্ত মাংসানি বিভ্রজানি কষকানি চ॥”

ব্রশ্চনাং বৃক্ষছেদনজাতান্ লোহিতানপি। (মিতাকরা আচার্যাধ্যায়) ৩ কুঠার। (কাত্য) (ক্লী) ব্রশ্চ-লুট্।

৪ ছেদন। “স রতেননা-ব্রশ্চনায় ভবতি” (শত’ ব্রা’ ৩৩৪৭৭)

ব্রশ্চ (ত্রি) কর্তৃক, কর্ত্তনকারী, ছেদনকারী।

ব্রা (ক্লী) ১ রাজি। ২ উবা। ‘ভমসা সর্বং অজ্ঞানতীতি ব্রা রাজি বা প্রকাশেন বৃণোতীতি ব্রা উবাঃ।’ (শক ১১২১১২ সায়ণ) ৩ সমুহ, বল। (নিকন্ত ৫৩)

ব্রাচড় (পুং) অপভ্রংশ ভাবাবিশেষ।

ব্রাজ (পুং) ১ গ্রাম কুট্। (হেম) ২ গমন, গতি। ৩ বল, সমুহ। (অথর্ব ১১৬২)

ব্রাজপতি (পুং) দলপতি, নায়ক। “ব্রজপা ন ব্রাজপতিঃ চরতম্।” (শব্দ ১০।১৭।২)

ব্রাজবাহু (পুং) মুক্তার হস্তবিশার। “মুক্তোহি বা এভৌ ব্রাজবাহু।” (শাখীয়ারব্রা ৩।২)

ব্রাজি (ত্রি) ব্রজতি গজ্জীতি ব্রজ গজৌ (বসিবপিবজীতি। উপ ৪।১২৪) ইতি ইঞ্। বায়ু।

ব্রাজিন্ (ত্রি) স্থানবাসী, গমনশীল নহে। (শতপথব্রা ৫।৫।১।১২)

ব্রাত (পুং) ১ মনুষ্য। (অমর)

“নানারণ্যমুগ্রভাটৈরনাবাধে মুনিব্রতৈঃ।” (ভাগ ৪।১৫।১২)

২ ব্যাধাদি। (ব্রাত্যশব্দটাকা ভরত)

৩ মনুষ্য। (নিষট্ ২।৩)

“বৃঞ্ বরণে—ভাত ব্রতে শত সুপিত্ত” ইত্যাদি সূত্রেণ ভোজরাজেন কৃৎপ্রত্যয়ে আড়াগমৌ নিপাত্যেতে বৃজিঃ স্বমতিমন্তং দেবতাভ্যঃ তপসা রাধিতেভ্যঃ ঐত্রিয়ন্তে বা যজ্ঞাদৌ, বহা ধাতাদি সঞ্চরঃ, তদ্বজ্ঞো ব্রাতা মন্থণী রোহকারঃ। বহা ব্রত-মিতি কৰ্ম নাম অরং বা, অরমপি ব্রতায়ৈতন্মাদেবেভ্যন্তেঃ তদীয়াঃ ‘ভন্তেন’ ইত্যণ্।

“কৰ্মণা জারতে জহঃ কৰ্মণেব প্রমুচ্যতে” ইত্যুক্তেঃ কৰ্মণামধিকারিত্বাচ্চ মনুচ্যাণাং কৰ্মসম্বন্ধিৎ ইত্যাদি। (দেব-রাজ যজ্ঞা) (ক্লী) ৪ শরীরায়াস জীবিকৰ্ম। (কাশিকা ৫।২।২১)

ব্রাতজীবন (ত্রি) শারীরিক বা পরম্পরের পরিশ্রমে জীবিকা-নির্বাহকারী।

ব্রাতপতি (ত্রি) ব্রতপতি সঞ্চরী। ত্রিরাং ভীপ্।

(আশ্বশ্রৌ ২।১২।৩)

ব্রাতপতি (পুং) দলপতি। (শুক্রযজ্ঞ ১৩।২৫)

ব্রাতসাহ (ত্রি) দলপতি। “সমুহানামতি ভবিতারঃ।”

(শব্দ ৬।৭।৫।২ সায়ণ)

ব্রাতিক (ত্রি) ব্রতসঞ্চরী (সংবৎসর)। (গোতিল ৩।১।১৩)

ব্রাতীন (পুং) শরীরায়াসেন বে জীবন্তি তেবাং কৰ্ম ব্রাতং তেন জীবতীতি ব্রাত (ব্রাতেন জীবতি। পা ৫।২।২০) ইতি ঘঞ্। সত্যজীবী। (হেম)

“ব্রাতীনব্যালনীগ্রাস্তঃ স্বচনঃ পরিপূরয়ন্।” (ভট্ট ৪।১২)

ব্রাত্য (পুং) ব্রাতো ব্যালাদিঃ স ইব (শাখাদিত্যো বৎ। পা ৫।৩।১০৩) ইতি বৎ। ১ ব্রতসঞ্চরী। (শব্দবিশ্বব্রা ১৮।৭।১০)

২ বহুসংস্কারবহিত। ৩ উপনয়ন সংস্কারবহিত। পর্যায়—সংস্কার হীন, সাবিজীপতিত, বাগ্‌দষ্ট, পুরুষোক্তিক। (জটায়র)

“আযোড়শাঙ্কুপিত্ত সাবিজী নাতিবর্ততে।

আ-বাকিংশংকব্রজোরাচতুর্বিংশতে বিংশঃ ॥

অত উক্তং ব্রোহ্মণ্যেতে বখাকালমসংকৃত্যঃ।

সাবিজীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যাবিগহিতাঃ ॥” (মহ ২।৩৮-৩৯)

ব্রাক্ষণের ১৬ বৎসর, কজিরের ২২ বৎসর এবং বৈশ্যের ২৪ বৎসর পর্যন্ত উপনয়ন কাল। এই কালের মধ্যে যদি ইহাৎবেদ উপনয়ন-সংস্কার না হয়, তাহা হইলে ইহাদিগকে ব্রাত্য কহে এবং ইহারা আবিগহিত।

এক সময়ে সাবিজীপতিতা বা উপনয়নহীন ব্রিজ (ব্রাক্ষণাদি বর্ণব্রজ) মাত্রই ব্রাত্য বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিন্তু অথর্ব-বেদের ১৫।৮।১ ও ১৫।৯।১ মন্ত্রের হইতে আমরা জানিতে পারিবে, ব্রাত্য-দেবপ্রতিম, এমন কি পরম পিতারই অমু-কর। ইহাদিগের দ্বারা রাজত্ব ও ব্রাক্ষণগণ সমুভূত হইরা-ছিলেন।

সাবিজীপতিত উপনয়নাদি সংস্কারবিহীন ব্যক্তিই ব্রাত্য-নামে অভিহিত। ব্রাত্যের যজ্ঞাদি বেদবিহিত ক্রিয়ার অধি-কার নাই—ব্রাত্য ব্যবহারযোগ্যও নহে, ইহাই এক শ্রেণীর শাস্ত্র-সম্মত সিদ্ধান্ত; কিন্তু অথর্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ডটী কেবল ব্রাত্যমহিমাতে পরিপূর্ণ। ব্রাত্য বৈদিককাণ্ডে অধিকারী, ব্রাত্য মহামুভব, ব্রাত্য দেবপ্রিয়, ব্রাত্য ব্রাক্ষণ কজির প্রভৃতি পূজ্য, অধিক কথা কি, ব্রাত্য স্বয়ং দেবাধিপতি। ব্রাত্য যেখানে গমন করেন, বিশ্বজগৎ ও বিশ্বদেবগণও সেইখানে তাঁহার অমুগমন করেন। তিনি যেখানে অবস্থান করেন, বিশ্বদেবগণ সেই স্থানে অবস্থান করেন, তিনি তথা হইতে গমন করিলে তাঁহারাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করেন। সুতরাং তিনি যখন যেখানে গমন করেন, তখন যেন রাজার স্থায় গমন করিয়া থাকেন।

সমগ্র পঞ্চদশ কাণ্ডেই এইরূপ কেবল ব্রাত্যমহিমা দেখিতে পাওয়া যায়। অথর্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ডেও ব্রাত্য বাচ্যবিষয়ে ধর্মসংহিতোক্ত ব্রাত্য হইতে সম্যক্ ব্রতম্। এই ব্রাত্য-সকল বৈদিক পুরুষযজ্ঞের পুরুষ এবং পৌরাণিকগণের বর্ণিত বিরাট্ পুরুষ বলিয়াই ধর্তব্য। এখানে অথর্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ড হইতে এতদ্বিষয়ক কতিপয় প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

“ব্রাত্য আসীদীয়মান এব স প্রজাপতিং সন্মেরয়ৎ।”

স প্রজাপতিং সুবর্ণমাশ্রয়পত্নং তৎ প্রাজনয়ৎ ॥

তদেকমন্তবৎ, তন্নগম অভবৎ, তন্নহন্তবৎ তজ্জ্যোতমন্তবৎ

তদ্ব্রহ্মান্তবৎ তৎতপোহন্তবৎ তৎসত্যান্তবৎ তেন প্রাজায়।

সোহবধৎ স মহানন্তবৎ স মহাদেবোহন্তবৎ।

স দেবানামীশং পঠেৎ স জীশানোহন্তবৎ।

স একো ব্রাত্যোহন্তবৎ স একরাস্ত তদেবেব্রহ্মঃ।

নীলমন্তোদরং লোহিতং পৃষ্ঠম্।

নীলেনৈবাশ্রিয়ং ব্রাত্যং প্রোর্থতি লোহিতেন দিবস্তং
বিধ্যতীতি ব্রহ্মবানো বদন্তি । (১৫।১।১-৮)

স উদতিষ্ঠৎ স প্রাচীনঃ দিশমমু বাহচলৎ । ১

তং বৃহতঃ রথন্তরং চাদিত্যাস্চ-বিধে চ দেবা অমুবাহচলন্ । ২

বৃহতে চ বৈ স রথন্তরং চাদিতোক্ত্যাস্চ বিধেভ্যাস্চ

দেবেভ্য আ বৃচতে য এব বিদ্বাসং ব্রাত্যমুপবদতি । ৩

বৃহতশ্চ বৈ স রথন্তরং চাদিত্যানাঞ্চ বিধেবাঞ্চ

দেবানাং প্রিয়ং ধাম ভবতি তত্ত্ব প্রাচ্যঃ দিশি । ৪

শ্রদ্ধা পুংস্চলী তিত্রো মাগধো বিজ্ঞানং বাসো

হরোক্ষীক্স রাজীকেশা হরিতৌ প্রবর্তৌ কন্দলিন্দিগিঃ । ৫

তং বৈরুপঞ্চ বৈরাজং চাপশ্চ বরুণশ্চ রাজানুহর্যচলন্ । ১০

বৈরুপার চ বৈ স বৈরাজার চাত্যশ্চ বরুণার চ

রাজ্ঞ আ বৃচতে য এবং বিদ্বাসং ব্রাত্যমুপবদন্তি । ১৭

এই পঞ্চদশ কাণ্ডের প্রথম অমুবাকের সপ্তম পর্যায় হুক্ত

পাঠে জানা যায় যে, এই ব্রাত্য পুরুষই যজ্ঞ শ্রদ্ধা প্রজাপতি

পরমেশী পিতা পিতামহ প্রভৃতির লক্ষীভূত বিষয় । তদ্ বথা

“তং প্রজাপতিশ্চ পরমেশী চ পিতা চ পিতামহশ্চাপশ্চ

শ্রদ্ধা চ বর্ষ ভূতানুহর্যবর্তরত” । (১৫।৭।২)

দ্বিতীয় অমুবাকের অষ্টম পর্যায়হুক্ত পাঠে ব্রাত্যপুরুষকে

বিরটি পুরুষেরই নামান্তর বলিয়া বলবতী ধারণা আগিয়া উঠে ;

তদ্বথা—“ব্রাত্যন্ত সপ্তপ্রাণাঃ সপ্তাপানঃ সপ্ত ব্যানঃ ।

তত্ত্ব ব্রাত্যন্ত বোহসি প্রথমঃ প্রাণ উচ্ছোনায়াং স অগ্নিঃ ।

দ্বিতীয়ঃ প্রাণঃ প্রোক্তো নামাসৌ স আদিত্যোঃ * *

তৃতীয়ঃ প্রাণোহিহুতো নামাসৌ চন্দ্রমাঃ ।

চতুর্থঃ প্রাণোবিভূর্নামাং স পবমানঃ ।

পঞ্চমঃ প্রাণো যোনি নর্ম ভা ইমা আপঃ ।

ষষ্ঠঃ প্রাণঃ প্রিয়োনাম ত ইমে পশবঃ ।

সপ্তমঃ প্রাণো পরিমিতো নাম ভা ইমাঃ প্রজাঃ ।”

ব্রাত্যের অপান সৰ্ব্বত্র এইরূপ লিখিত হইয়াছে । যথা—

“তত্ত্ব ব্রাত্যন্ত বোহসিপ্রথমোহপানঃ সা পৌর্ণমাসী”

এইরূপ দ্বিতীয় অপান সাটকা, তৃতীয় অপান আমাবস্তা,

চতুর্থ অপান শ্রদ্ধা, পঞ্চম অপান দীক্ষা, ষষ্ঠ অপান যজ্ঞ ।

পঞ্চদশ কাণ্ডের দ্বিতীয় অমুবাকের নবম পর্যায় হুক্তে

ব্রাত্যের ব্যান সৰ্ব্বত্র লিখিত আছে—

ব্রাত্যের প্রথম ব্যান ভূমি, দ্বিতীয় ব্যান অন্তরীক, তৃতীয়

ব্যান দ্যৌ, চতুর্থ ব্যান নক্ষত্র, পঞ্চম ব্যান ঋতু, ষষ্ঠ ব্যান

অর্জব ও সপ্তম ব্যান সংবৎসর ।

এই কাণ্ডের উপসংহারে অর্থাৎ দ্বিতীয় অমুবাকের একা-

দশ পর্যায় হুক্তে লিখিত হইয়াছে—

“তত্ত্ব ব্রাত্যন্ত । বদন্ত দক্ষিণমক্ষ্যাসৌ স আদিত্যো

বদন্ত সব্যমক্ষ্যাসৌ স চন্দ্রমাঃ ।

বোহসি দক্ষিণঃ কর্ণোহরং সোহরির্বোহসি সব্যঃ কর্ণোহরং

স পবমানঃ । অহোরাত্রে নাসিকে দিতিশ্চাদিতিশ্চ শার্ব-

কপালে সংবৎসরঃ শিরঃ অক্ষা প্রোক্তা ব্রাত্যো রাজা প্রোক্ত-

নমো ব্রাত্যায় ।”

পঞ্চদশ কাণ্ডের প্রথম অমুবাকের ষষ্ঠ পর্যায় হুক্তের প্রথম

হুক্তে লিখিত আছে “স মহিমা সক্ষতৃত্বা পৃথিব্যা অগচ্ছৎ

স সমুদ্রোহিভবৎ ।”

আমরা শ্রুতবেদের পুরুষহুক্তে আরও দেখিতে পাই—

“এতাবানন্ত মহিমাতো জ্যারান্ত পুরুষঃ

পাদোহন্ত বিধা ভূতানি ত্রিপাদন্তামৃতং দিবি । ১০।১০।৩

তন্মাদিরাদ জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ

স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাত্তিমিণো পুরঃ ১০।১০।৫

বৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতষত ।

বসন্তো অস্তাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধঃ শরদ্ধাবঃ ১০।১০।৬

চন্দ্রমা মনসো জাত শ্চক্ষোঃ অজায়ত ।

মুখাদিস্রশ্চাশিচ প্রাণাদায়ুরজায়ত ॥

নাত্মা আদীদন্তরীক, শীর্কো ভ্যোঃ সমবর্তত ।

পত্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাং তথা লোকোঁ অকল্পয়ৎ ॥”

অথেষ্টের এই পুরুষ-মহিমার হুক্ত এবং অথর্ববেদের ব্রাত্য-

মহিমার হুক্ত এক প্রকার ও একভাবেবিশিষ্ট ।

অথর্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ডের দ্বিতীয় অমুবাকের পঞ্চম

পর্যায় হুক্তে যেরূপ ভাবে ব্রাত্যমহিমা কীর্ণিত হইয়াছে, তাহা

পাঠ করিয়া মনে হয় যে, প্রাচীন বৈদিককালে এক শ্রেণীর

পুণ্যবান্ ব্রতকর্ম্মশীল বিদ্বান্ পুরুষই কোন কারণে ব্রাত্য বলিয়া

অভিহিত হইতেন । ব্রাত্য আর্থিকরূপে যাহার গৃহে বাস করি-

তেন, তাহার অশেষ পুণ্যের সন্ধান হইত । যথা—

“তদ্ যত্নেবং বিদ্বান্ ব্রাত্য একাং রাজিমতিথিগৃহে বসতি ।

যে পৃথিব্যাং পুণ্যা লোকান্তানেন তেনাবরুদ্ধে ।

তদ্ যত্নেবং বিদ্বান্ ব্রাত্যো দ্বিতীয়াং রাজিমতিথিগৃহে বসতি

যেহন্তরীক্ষে পুণ্যা লোকান্তানেন তেনাবরুদ্ধে ।” ইত্যাদি

এইরূপ এই হুক্তে ব্রাত্যের আতিথ্যপ্রদানের ফল বর্ণিত

হইয়াছে । ইহা পাঠ করিলে মনে হয় যে, ব্রাত্য সম্ভবতঃ

সাধু পরিত্রাণক । কিন্তু এই ব্রাত্য-মহিমার উপক্রমোপসংহার

পাঠ করিলে প্রতীতি হয় যে, ব্রাত্য অনাদিকারণ পুরুষ । এখানে

যে ব্রাত্যকে গৃহে আতিথ্যদানের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার

ভাণ্ডপার্থ্য্য এই যে, সেই পরম পুরুষকে যিনি আপন হৃদয়ে স্থান

দান করেন, তাহার বহুল পুণ্য অর্জিত হইয়া থাকে ।

এক পরম পুরুষই যে বৈদিক যুগে ব্রাহ্ম্য বলিয়া অভিহিত
হইত, প্রাঙ্গোপনিষদেও তাহার প্রমাণ আছে, এবং কেন যে
তাহাকে ব্রাহ্ম্য বলা হইত তাহারও কারণ উক্ত গ্রন্থে দেখিতে
পাওয়া যায়। তদবস্থা—

“ब्राह्मणं क्राटेन च विप्रश्च विप्रश्च संपत्तिः ।

वयमाजात दातारः पिता वः मातरिभम् ।”

(ଅନୁପ୍ରାଣନିଷେ ୨।୧୧।)

অর্থাৎ হে পরম পুরুষ তুমি প্রথমে জয়িয়াছ বলিয়া তোমার
সন্কারক কেহই ছিল না, তাই তুমি ব্রাত্য কিন্তু তুমি অতীব
পবিত্র। হে শ্রোণ তুমিই একমাত্র ঈশ্বরি, তুমি ভোজক, তুমি
সকলের সংপতি, আমরা তোমার আরা দিতেছি, তুমি
বায়ুর পিতা।

প্রাণোপনিষদের এই ত্রাতা ও ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের পুরুষ
এবং অথর্ববেদের ত্রাতা ত্রৈলোক্যের অন্তরূপ পদার্থ।

(১৭।১৬ এবং ২৪।১৮ দ্রষ্টব্য ।)

এতদ্ব্যতীত সামবেদীয় তাণ্ডা-ব্রাহ্মণে আমরা ব্রাত্য শব্দের অপর এক ব্যাচ্যবিসয় দেখিতে পাই। তৎপার্শ্বে জানা যায়, দেবতাগণ যখন স্বর্গে গমন করেন, তাঁহাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে, কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাদের সঙ্গে না যাইয়া এই মর্ত্য-লোকেই পরিভ্রমণ করেন, ইহারাই ব্রাত্য নামে অভিহিত হইতেন। অবশেষে ইহারাই স্বর্গগমনেচ্ছু হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে পুনরায় স্বর্গের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইলেন। অর্থাৎ ইহাদের সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ যে স্থান হইতে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। কিন্তু ইহার বৈদিক মত জানিতেন না। সুতরাং ইহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। ইহাদের এই অবস্থা দেখিয়া স্বর্গগামী দেবগণ মরুতের প্রতি ইহাদিগকে বেদশিকার তার প্রদান করেন। মরুৎ ইহাদিগকে অমৃষ্টপূর্ণ হুন্সে “বোড়শ” উপদেশ প্রদান করেন, তৎপরে ইহারাই স্বর্গে গমন করেন।*

আবার কোষীতকী ভাণ্ডারমহা ব্রাহ্মণও ব্রাত্য নামে অভিহিত
হইয়াছে।†

ব্রাহ্মণ অনাহৃত বৃদ্ধের চাকতাকাব্য করিতেন, ধন ও বর্ষা বহন করিতেন, তাঁহার মৃতকে উজীর ও রক্ত-প্রান্ত পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন, পরিচ্ছদগুলি বায়ুবেগে আলোড়িত হইত। তাঁহাদের নেতৃগণ- কপিলবর্ণ পরিচ্ছদ ও রৌপ্যনির্মিত কর্ণাভরণ ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা কুবিবাজিতা প্রকৃতি করিতেন না। তাঁহাদের শাসনবিধিরও শৃঙ্খল ছিল না। তাঁহাদের ভাষা সংকুত হইলেও উচ্চারণের অনেক বৈধম্য ছিল। তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণের এই ব্রাহ্ম্য-বেশগণ প্রথমতঃ হরত সম্মানিত ছিলেন, পরে বেদানভিজ্ঞতানিবন্ধন তাঁহারা সমানে অনাহৃত হইয়া পড়েন। বস্তুতঃ প্রাচীন আৰ্য্যসমাজে ক্রীতদাসীন এই ব্রাহ্মণগণই প্রকৃতপক্ষে সাবিত্রীভট্ট ব্রাহ্ম্য কি না তাহা অসম্বন্ধের। কলতঃ আমরা বাঙ্গলদেশের ইতিহাতেও এক শ্রেণীর লোককে ব্রাহ্ম্য বলিয়া অভিহিত হইতে দেখিতে পাই।

(ଗୁରୁବଦ୍ଧ: ୭୦।୮)

এতদ্ব্যতীত লাটায়ন শ্রোতস্থত্রে (১৩২.৭, ৮) এক কাভায়ন শ্রোতস্থত্রে (২২৪।৩) আমরা ব্রাত্য শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাই। অসবর্ণগণই শ্রোতস্থত্রে ব্রাত্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কি প্রকারে ব্রাত্য শব্দের এইরূপ অর্থাবনতি সংঘটিত হইল, পরব্রহ্মের বাচক শব্দটা কি প্রকারে মানব সমাজের অসম্মানিত জনের অর্থবোধকরূপে ব্যাবহৃত হইল, তাহারও অনুসন্ধান প্রয়োজন। বোধায়ন-ধর্মস্থত্রে লিখিত আছে, ব্রাহ্মণের ঔরসে কত্রিয়ার গর্ভে জাতসন্তান ব্রাহ্মণ, বৈশ্যার গর্ভে জাতসন্তান অশ্বঠ, শূদ্রার গর্ভে জাতসন্তান নিষাধ বা পারশব। কত্রিরবৈশ্যার জাতসন্তান কত্রিয়, কত্রিশূদ্রার জাতসন্তান উগ্র, বৈশ্যশূদ্রার জাতসন্তান রথকার, শূদ্রবৈশ্যার বাগধ, বৈশ্যকত্রিয়ার আয়োগব ইত্যাদি। এই সকল অসবর্ণজাত সন্তানগণ ব্রাত্য নামে প্রসিদ্ধ।” (বোধায়নধর্মস্থত্র ১।১।১০-১৭)

মনুসংহিতার আমরা ব্রাত্যভার অপর একটি হেতু দেখিতে
পাই। যথা—

“विनाशः सर्वेषु जनसंख्यातः नान् ।

তান্ সাবিজীপরিভ্রষ্টান্ ত্রাত্যা ইতি বিনির্দেশৎ ।”

(यत् १०।२० अः)

* "সেবা বৈ স্বৰ্গঃ লোকঃ আয়ত্তেয়াঃ সেবা অহীতত্ৰ ত্ৰাতাঃ শ্ৰবশস্ত
আপজন্ম বক্তে সেবাঃ স্বৰ্গঃ লোকঃ আয়ত্তেন ভং স্তোমঃ ন হযোহিহিঅন
বৈন তান্ আপজন্তে সেবাঃ যজ্ঞতাহব্রবন্ এতেভ্যাতঃ স্তোমঃতজ্জনাঃ এবাহব্রত
বৈন অস্বাঃ আয়ঃ বানিতি তেভ্য এতঃ যোড়শঃ স্তোমঃ এবাহব্রন্ পরোকসমুট্ ভং
ভক্তো যৈ তে ভানায়্‌বান্ ইতি তেভ্য এতঃ যোড়শঃ স্তোমঃ এবাহব্রন্
পরোকসমুট্ ভং ভক্তো যৈ তে ভানায়্‌বান্" (তাণ্ড মহারাক্ষ ১৭ অধ্যায় ।)

+ "এভেন বৈ.....তন্নাং কোবীতকীনাং ন কখন অতীষ মিহীতে
বজাযকীর্ণাহি" (ভাগ্য ১৭৪।৩)।

অর্থাৎ হিতাভিগণের সর্বগাভায়ায় উৎপন্ন সম্ভব সাবিত্রী-
ব্রত হইলে তাহারা ব্রাত্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সুতরাং
বোধায়ন ধর্ম্মহৃত্তের ব্রাত্য ও মনুসংহিতার ব্রাত্য সম্পূর্ণ ভিন্ন।
মনুসংহিতার আমরা ব্রাহ্মণ, কত্রি ও বৈশ্য ভেদে ত্রিবিধ
ব্রাত্য দেখিতে পাই, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রাত্য, কত্রি ব্রাত্য ও বৈশ্য-
ব্রাত্য। বেশভেবে ইহার আবার ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত
হইয়া থাকে। তদ্বৎ—

“ভ্রাতাৎ কু জায়তে বিদ্রোহঃ পাশাশ্চ কুর্নকচকঃ।

আবজ্যাবাটখাসৌ চ পুশ্পঃ শৈথ এব চ।

অরো মল্লকঃ স্নানজ্যাদ্ ভ্রাত্যারিক্তিবিরো চ।

মটন্ত করণশৈব খসৌ ত্রিবিড় এব চ।

বৈক্যাদ্ জায়তে ভ্রাতাৎ সুধবাচাৰ্য্য এব চ।

কলিকট বিজয়া চ মৈত্রঃ ব্যাঘত এব চ।” (মহা ১০২-১২৩)

অর্থাৎ ভ্রাতৃ-ভ্রাতা হইতে কুর্নকচক, আবজ্য, বাটখান, পুশ্প ও শৈথ; কলিকট-ভ্রাতা হইতে অরো, মল, নিম্বিবি, মট, করণ, খস ও ত্রিবিড় এবং বৈক্য-ভ্রাতা হইতে সুধব, আচার্য্য, কারক, বিজয়া মৈত্র ও ব্যাঘতগণের উৎপত্তি হইয়াছে।

শ্রীভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধের প্রথম অধ্যায়েও আমরা ভ্রাতৃগণ উল্লেখ দেখিতে পাই। তদ্বাচ্য—

“সৌরাষ্ট্রাবজ্যাতীরাশ্চ পুরা অর্জুনমালবাঃ।

ভ্রাতা বিজা ভবিষ্যন্তি শূদ্রপ্রায়া জনাধিপ। ৩৬

সিদ্ধোত্তমঃ চৈত্যাগাঃ কৌন্তীঃ কামীরমণ্ডলাঃ।

ভোক্তান্তি শূদ্রা ভ্রাতাশ্চ স্বেচ্ছাশ্চিব্রহ্মবর্চসঃ।” ৩৭

শ্রীধরবাসী এই দুই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—

‘সৌরাষ্ট্রাদিশেষবর্তিনো বিজা ভ্রাতা উপনয়নরহিতা ভবিষ্যন্তি। অত্রব্রহ্মবর্চসঃ বেদাচারশূন্যাঃ।’ শ্রীমদ্বীর রামবাচার্য্য ভাগবতচন্দ্রিকানারী টীকায় লিখিয়াছেন, ‘সৌরাষ্ট্রাদিশেষবর্তিনো বিজা ভ্রাতা উপনয়নাদিসংস্কাররহিতা’ অতএব শূদ্রপ্রায়াঃ ভবিষ্যন্তি জনাধিপেতি সোধোদনং। জনাধিপা ইতি পাঠে তে শূদ্রপ্রায়া শূদ্রপ্রায়া ভবিষ্যন্তীত্যাখ্যঃ।’

শ্রীভাগবতের সুবিখ্যাত টীকাকার বিদ্যরত্ন লিখিয়াছেন—

‘সৌরাষ্ট্রাশ্চ আবজ্যশ্চ আজীরাশ্চ শূদ্রাশ্চ মালবাশ্চ ভ্রাতা সংস্কারহীনাঃ বিজাঃ শূদ্রপ্রায়া জনাধিপত্যো ভবিষ্যন্তি।’

বাহারা মনে করেন, ভ্রাতৃগণ শূদ্র—শ্রীভাগবতের এই মূল শ্লোক এবং সুপ্রসিদ্ধ উক্ত টীকাকারগণের টীকা পাঠ করিলেই অবশ্যই ভ্রাতৃসংস্কার উদ্ভূত করিতে সমর্থ হইবেন।

স্মৃতি ও পুরাণাদিতে ভ্রাতৃসংস্কার আরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

১। সার্বভৌমপতিভা ভ্রাতা ভবন্ত্যর্থ্যবিগহিতা।

(মহা ২।৩২, বিষ্ণু ২।১২৭)

২। সার্বভৌমপতিভা ভ্রাতা ভ্রাত্যন্তোমাদৃতে ক্রতোঃ।

(যজুর্ব্রহ্ম ১।৩৮)

৩। সংস্কারা অতিপত্যোরন্থ স্বকালক কথকন।

হৃদৈভ্যেব কথব্যে বে তূপনয়নাদিধঃ।

(কাত্যায়ন ২।১৭)

৪। বেদব্রতচ্যুতা ভ্রাত্য স ভ্রাত্যন্তোমসহতি। (বাস ১।২০)

৫। বিজ্যাতব্যরোপ্যেভে যথাকালমসংকৃত্যঃ।

সার্বভৌমপতিভা ভ্রাতা সার্বভৌমবিকৃত্যঃ। (শতা ৪।৮)

৬। আবোদ্ধশাশ্বতপন্যাতীতকাল আধারিণাং

কত্রিয়ত বৈশ্রত অত উচ্চং পতিতসার্বভৌমভা ভবতি।

নৈনানুপনয়নোপাধ্যায়নরোপ্যেভ্যে বিবাহয়েমঃ।

পতিতসার্বভৌম উদ্ধালকব্রতং চরেৎ। (রশিট ১১৭ অধ্যায়)

ভ্রাতৃপ্রাপ্তিঃ।

উপনয়নাদি সংস্কারবিহীনতা-নিবন্ধন যেরূপ ভ্রাতৃত্বাৎ যোয্য ঘটে, প্রাপ্তিভ্যস্তাং সেই যোয্যই ‘সার্বভৌমভা’ তত্ত্বের কারণ বিধান শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। যথাকালে উপনয়ন না হইলে ভ্রাতৃত্বাৎ ঘটে। এই ভ্রাতৃত্বাৎ দোষগুণের জন্ম স্বত্ব-স্বত্বকার আপত্ত্য যে প্রাপ্তিভ্যস্তাং ব্যবহা করিয়াছেন। নিজে তাহার উল্লেখ করা বাইতেছে। আপত্ত্য বলেন—

১। অতিক্রান্তে সার্বভৌমঃ কালকৃত্ত্বং ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্য চরেৎ। (১ম। ১প। ২৮ শ্লোক)

হরদত্ত কৃত উদ্ধালকটীকাহুসারে এই শ্লোকের মর্ম্ম এই যে, ব্রাহ্মণ কত্রিয় বৈশ্য এই ত্রিবার্ণের মধ্যে বাহার ঐ সার্বভৌমকাল উক্ত হইয়াছে, তাহা অতিক্রান্ত হইলে ত্রৈবিদ্যক-ব্রহ্মচর্য্যের অমুষ্ঠান করিতে হইবে। ত্রৈবিদ্যক শব্দের ব্যাখ্যা এইরূপ—‘ত্রি-অবয়বা বিজা ত্রিবিজা তদধিকারভূত-বিজা ত্রৈবিজা তৎসংস্কারঃ’ এইরূপ অর্থে ত্রৈবিদ্যক পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অগ্নি পরিচর্যা, অধ্যয়ন এবং গুরুসংস্কার এই তিনটা বিষয়েই ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্য নামে অভিহিত।

২। অথোপনয়নম্।

এইরূপ ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যামুষ্ঠানের পরে উপনয়ন সংস্কার।

৩। ততঃ সংবৎসরমুদ্যকোপস্পর্শনম্।

অর্থাৎ উপনয়নের পর হইতে যথারীতি জ্ঞান অমুষ্ঠান। বাহার সমর্থ তাহার ত্রিসংস্কার জ্ঞান করিবে। বাহার সমর্থ নহে তাহাদের পক্ষে যথাসম্মতি জ্ঞান বিধেয়।

৪। অধ্যাপ্যঃ।

অর্থাৎ এই প্রকার অমুষ্ঠানের পর সংস্কৃত ব্যক্তি অধ্যাপনীয়।

৫। অথ যত পিতাপিতামহ ইত্যমুপেতৌ ভ্রাতাঃ তে ব্রহ্ম হসন্ত্যুতঃ।

অর্থাৎ বাহার পিতা পিতামহ অমুপেত থাকে তাহার ব্রহ্মহসন্ত্যুত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। “পিতা পিতামহ” শব্দ দ্বারা পিতামহ ভ্রাতামহ প্রকৃতি এবং ইহাদের ভ্রাতৃদিকের বৃত্তিতে হইবে।

৬। ভেদ্যভ্যগমনং কোজনং বিবাহমিতি চ ব্রহ্মচর্য্যং।

অর্থাৎ ইহাদের সহিত ভ্রাতৃগণ (পিতৃগণ ব্যতীত)

ভোজন ও বিবাহাদি ব্যাপার বর্জনীয়। অত্যাগমন শব্দের অর্থ মৈত্র্যেচা আলাপাদিও বৃদ্ধিতে হইবে।

৭। তেবামিহতাং প্রারচিত্তম্।

অর্থাৎ ইচ্ছান্বিত ব্যক্তিগণই প্রারচিত্তবোধ্য, কিন্তু অশ্রদ্ধা পূর্বক পরোপদেশে বলাৎকারে প্রারচিত্ত অল্পতের নহে।

৮। যথা প্রথমেতিক্রম জ্ঞত্বৈব সংবৎসরঃ।

মাগবকের উপনয়নকাল অতিক্রান্ত হইলে এক শুভকাল এবং শুভীর পিতা অল্পপণীত হইলে সংবৎসরকাল ত্র্যচর্য্য অল্পতের।

৯। অকোপনয়নং তত উদকোপম্পর্শনম্।

অল্পতের উপনয়ন সংস্কার দিতে হইবে, তৎপরে উদকোপ-ম্পর্শনের ব্যবস্থা।

১০। ত্রিপুরকং সখ্যায় সংবৎসরায় বাবন্তোহুপেতাঃ স্ত্রীঃ।

পিতা অল্পপেত হইলে সংবৎসর কাল ও পিতামহ অল্পপেত থাকিলে দুই বৎসর কাল ত্র্যচর্য্য পালন করিতে হইবে। ইহা আপত্ত্যের টীকাকার হরদত্তের মত। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর কামমিশ্র শাস্ত্রী লিখিয়াছেন—“মাগবকত পিতামহমারত্যা স্বপর্ধ্যন্ত কালাতিক্রমে পূর্ণ সংবৎসরং ব্যবৎ পূর্বেকীরীত্যা উপনয়নবরূপ-বোগ্যতোপরি ত্র্যচর্য্যাক প্রারচিত্তাহুষ্ঠানমিত্যর্থঃ।”

অর্থাৎ মাগবকের পিতামহ হইতে আরম্ভ করিয়া নিজ পর্য্যন্ত কালাতিক্রমে পূর্ণ সংবৎসর পর্য্যন্ত পূর্বেকীরীত্যা উপনয়নের উপযোগী ত্র্যচর্য্যাক প্রারচিত্তাহুষ্ঠান করা কর্তব্য।

উদকোপম্পর্শন সময়ে বৈদিক মন্ত্র ব্যবহার্য্য। তদ্বথা—

(১) “সপ্তভিঃ পাবমাসীতিঃ যন্তি বজ্রদ্রকঃ।” (ঋগ্বেদীয়)

(২) “আপো অস্মান্নাতরঃ শুক্লদন্তঃ” ইত্যাদি (যজুর্বেদীয়)

(৩) “করা নশ্চিৎ আতুবৎ” ইত্যাদি (সামবেদীয়)

এই মন্ত্রগুলারে শরিরে জলসেচন করিতে হয়।

১১। অথ বজ্র প্রপিতামহাদেনৈহুস্বর্য্যতে উপনয়নং তে প্রশানসংস্কৃত্য।

যে মাগবকের প্রপিতামহ হইতে আরম্ভ করিয়া উক্ততন পুরুষগণের উপনয়ন শ্রমে আসে না। অর্থাৎ প্রপিতামহ হইতে কত পুরুষ ভ্রাতাতা হোষ ঘটয়াছে, তাহা ঠিক করা যায় না, তাহা মাগবকগণ প্রশানসংস্কৃত।

১২। তেবামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি চ বর্জ্যৈবেবা-মিহতাং প্রারচিত্তং দাদশবর্ষাণি ত্রৈবিভকং চরেদকোপনয়নং তত উদকোপম্পর্শনং পাবমাজাদিতিঃ।

ইহাদের সহিত মৈত্র্যালাপ ভোজন বিবাহাদি বর্জনীয়। ইহার ইচ্ছাপূর্বক প্রারচিত্ত করিয়া পুনঃ সংস্কৃত হইতে ইচ্ছা করিলে দাদশবর্ষাণি ত্রৈবিভক ত্র্যচর্য্যের অহুষ্ঠান করিবে। অতঃপর পাবমাজাদি মন্ত্রে উদকোপম্পর্শন করিতে হইবে।

১৩। তেবামিহতাং প্রারচিত্তম্।

অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে যাহারা ইচ্ছা করিবে, তাহারা প্রারচিত্ত করিতে পারে। এইলে হরদত্ত বলেন যে “তেবাং” শব্দে মাগবকগণকে বুঝাইতেছে। কিন্তু “ব্রাত্যসংস্কারমীমাংসা” নামক গ্রন্থে পণ্ডিতপ্রবর কামমিশ্র শাস্ত্রী হরদত্তের এই ব্যাখ্যাকে যুক্তিতর্কপূর্ণ বিচারসহ একবারে মিথ্য করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই প্রারচিত্ত পিতা পিতামহ প্রভৃতির কতই ব্যবহৃত হইয়াছে। আপত্ত্য শ্রুতের উপক্রমোপলব্ধির সমধর-বিচারে এখানে তেবাং শব্দের ব্যাচ মাগবক, ইত্যাহ হরদত্তের মত; তিনি বলেন, ইহা হারা ব্রাত্যের অল্পপিতা পিতামহ প্রভৃতির প্রারচিত্ত ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু কামমিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সকল আপত্তি অতি সহজিচারে খণ্ডন করিয়া তাত্য-মহাত্মা হইতে একটা প্রমাণ প্রদর্শনপূর্বক বীর সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন, মাগবকের অল্পপিতা পিতৃপিতামহাদিরও যে প্রারচিত্তের ব্যবস্থা আছে তাত্য-ত্মা হইতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়—

“অহুসোদিতশ্যায়মর্ষতাণ্ডাত্মাশ্চৈব সপ্তদশাধ্যয়ে চতুর্থ খণ্ডে প্রথম ব্রাহ্মণে তদ্বথা—“অথৈব শসনীচামেট্রাণাং ত্তোমো বে জ্যোতাঃ সন্তো ব্রাত্যাং এবসেবন্ত এতেন বজ্রেন।”

ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ—“শমেন মনোনিগ্রহেণ মনোনিগ্রহ-শচতুর্থ-বরসি প্রায়ঃ সন্তবাং যৌবন্যবসানেন নীচঃ অল্পকতং পুংব্যাপারাসমর্থঃ আসমন্তাৎ বেচু মুগ্ধেজিরং বেবাং তে হনেন ব্রাত্যন্তোমেন বজ্রেনিভুক্ত্যা বৃদ্ধানামপি সংস্কার্য্যকং সুব্যক্তম্।”

ইহার মর্ম্ম এই যে, যতাবতঃই ইজিরব্যাপারে মনোনিগ্রহ হইয়া থাকে। যৌবনের অবসানে পুং-ব্যাপারাসমর্থ বৃদ্ধ ব্রাত্য-দিগেরও ব্রাত্যন্তোমেন বজ্র দ্বারা সংস্কার করা বিধেয়। এতদ্বারা বৃদ্ধ ব্রাত্যগণেরও সংস্কার উক্ত হইয়াছে।

মহর্ষি কাত্যায়নের সিদ্ধান্ত দ্বারাও হরদত্তের অভিমত খণ্ডিত হইতেছে। এসম্বন্ধেও তিনি কাণ্ডব্রাহ্মণ গ্রন্থের দ্বিতীয় কাণ্ডে লিখিয়াছেন—

১। “ত্রিপুরকং পতিতসাবিত্রীকাণাং অপত্যো সংস্কারো মাধ্যাপনকঃ।”

অর্থাৎ ত্রিপুরক পর্য্যন্ত পতিতসাবিত্রীক ব্যক্তিদের অপত্য সম্বন্ধে সংস্কার বা মাধ্যাপনা নাই।

২। “তেবাং সংস্কারেন্দ্রাত্যন্তোমেনেট্র। কামবধীরীন্ ব্যবহার্য্য তরতি।”

ইহাদের মধ্যে সংস্কারান্তরাবী প্রাচীন ব্রাত্যগণ ব্রাত্য-ন্তোম দ্বারা ব্যবহার্য্য হইয়া থাকেন।

বাদসর্ব পর্যন্ত ত্রৈবিক-ব্রহ্মচর্যাভ্যাসের পর উপনয়নের ব্যবস্থা। উপনয়ন হইলে পাবনাত্ম্যাদি মন্ত্র দ্বারা উৎকোষপর্ণের বিধান। এই সকল কার্য দ্বারা বাই কোষিক দেহারম্ভক অবরব-নিচর সংস্কৃত হইয়া থাকে। উৎকোষপর্ণের পরে আপত্য গৃহ-মেধাহুতানের উপদেশ করিয়াছেন। যথা—

“অথ গৃহমেধোপদেশনম্।”

অর্থাৎ গৃহকর্মের উপযোগী বেদের একদেশ মাত্র অধ্যয়ন করিতে হইবে, কিন্তু নিজস্বাভ্যাসের সর্বত্র বেদের সমগ্রাংশ অধ্যয়ন করার অধিকার তখনও প্রদেয় নহে। কেন না তৎ-পরের সুত্রেই লিখিত আছে :—

“নাধ্যাপনম্”

অর্থাৎ নিজস্বাভ্যাসের সময় বেদ অধ্যাপনীয় নহে।

হরদত্ত বলিয়াছেন—“নাধ্যাপনং কৃত্বৎসবেদ্য কিন্তু গৃহ-মন্ত্রাগমেব” অর্থাৎ সময় বেরপাঠে অধিকার না হইলেও গৃহমন্ত্রপাঠের অধিকার হইবে।

এইরূপে সংস্কৃত হইয়া গৃহস্থ হইলে তাহাদের ব্রাহ্মদোষ খণ্ডিত হয়। অতঃপর এইরূপ বংশে আবার কেহ ব্রাহ্ম হইলে তাহাদের সংস্কার প্রথমাত্মক্রমের দ্বার হইবে। অর্থাৎ প্রকৃতকাল ব্রহ্মচর্যাবলম্বনেই তাহাদের প্রারম্ভিত হইবে। যথা আপত্যে—

“ততো যো নিবর্ততে তস্ত সংস্কারেণ প্রথমাত্মক্রমৈঃ”

অর্থাৎ প্রাপ্তকালপূর্ণ প্রারম্ভিত করণানন্তর গৃহস্থ হইলে তৎকালের ব্রাহ্মদোষের মোচন হয়। এতাদৃশ বংশ কোন ব্যক্তির উপনয়ন কাল অতিক্রম হইলে দুই মাস কাল ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করিলেই আবার সংস্কার প্রাপ্তির অধিকার জন্মে। এইরূপ উপনীত ব্যক্তি হইতে যে মাণবকের জন্ম হয়, সে প্রকৃতিবৎ উপনীত হইয়া থাকে অর্থাৎ তৎকাল আর কোন প্রারম্ভিতের অনুষ্ঠান করিতে হয় না। তাই আপত্য লিখিয়াছেন—

“তত উক্তং প্রকৃতিবৎ”

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্রিয় ও বৈশ্বগণের বিধিনির্দিষ্ট উপনয়নের যে কাল নির্দিষ্ট আছে, সেই কালে প্রাপ্তকাল উপনীত ব্যক্তির সন্তানের উপনয়ন হইবে।

আপত্য-ধর্ম্মসূত্রানুসারে বহুপুরুষ পতিতসাবিত্রীক ব্যক্তি-নিগেরও এইরূপ প্রারম্ভিত দ্বারা পুনঃ সংস্কার ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ প্রারম্ভিত দ্বারা ব্রাহ্মগণের ত্রৈবিকোচিত কার্যকরণে অধিকার জন্মে। “তত উক্তং প্রকৃতিবৎ” সূত্রের স্বাখ্যা হরদত্তের উক্ত টীকায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

“ততস্ত বো নিবর্ততে তস্ত প্রকৃতিবৎ যথা প্রাপ্তনয়নঃ কর্তব্যম্।” এ কথাটির প্রতিবাদ যোগ্য কোন আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না। কিন্তু পরে তিনি লিখিয়াছেন—

“যত তু প্রসিদ্ধমহত পিতৃভারত্যা নান্দ্রব্যাক্তে উপনয়নং তত প্রারম্ভিতং নোক্তম্। ধর্ম্মজৈস্ত্রৈবিত্যম্।”

অর্থাৎ বাহার প্রসিদ্ধমহত পিতা হইতে আরম্ভ করিয়া উপনয়নের অভাব হইয়াছে, তাহার প্রারম্ভিত উক্ত হয় নাই, হরদত্ত মহাশয়ের এই টীকা যে সমীচীন মতে, রামমিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় তবীর গ্রন্থে ইহার যথেষ্ট খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি তাত্ত্বিক ও কাত্যায়নসূত্র উদ্ধৃত করিয়া এতৎসম্বন্ধে সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বহুপুরুষ কাল পতিতসাবিত্রীক ব্যক্তিগণও আপত্যের ধর্ম্মসূত্রানুসারে প্রারম্ভিত করিয়া ত্রৈবিকোচিত কার্যকরণের অধিকারী হয়। যথা—

“ব্রাহ্মণকত্রিয়বিশাং ব উপনয়নিকো মুখাঃ প্রাতিষ্ঠিকঃ কাল-সম্মিমেব তে উপনয়নব্যক্তেবা পূর্কপূর্বীয় ব্রাহ্মতাপ্রযুক্তো ন কল্লিদধমো ভাবো, ন চাপ্যভ্যেয়ং কিঞ্চিদধিকমিতি ভাবঃ। সাধু তদ্বহুপুরুষপতিতসাবিত্রীকানামপ্যাপত্যভ্যক্তো নৈব পনোদকদীপপ্রারম্ভিতাহুতানে ত্রৈবিকোচিতকার্যকরণে অধিকার ইতি সমর্থিতম্।”

পণ্ডিত প্রবর রামমিশ্র শাস্ত্রী মহোদয় কাত্যায়নসূত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়াও বীর মতের সমর্থন করিয়াছেন। তদ্বৎ—

“আবোড়শাদিব্রাহ্মণতাতীতঃ কালো ভবত্যাহাবিশাং ব্রাহ্মণ-চতুর্বিংশাদিব্রাহ্মণ অত উক্তং পতিতসাবিত্রীক ভবন্তি নামুপ-নয়েয়ু ন্যাধ্যাপয়েয়ু ন্যাভ্যেয়েয়ু কালাতিক্রমে নিরতবৎ ত্রিপুরুষ-পতিতসাবিত্রীকানামপত্যে সংস্কারো নাধ্যাপনং চ তেবাং সংস্কারেণ ব্রাহ্মদোষো নৈব। কামমধীরীন্ ব্যবহার্যা ভবন্তীতি প্রকতেঃ।”

ব্রাহ্মণ, কত্রিয় ও বৈশ্যের উপনয়নের মুখ্য কাল নির্দেশ করিয়া পরে আবোড়শাদি দ্বারা গোপকালের উল্লেখ করা হইয়াছে। গোপ কাল লক্ষণ করা হইলেও যে পাতিত্য জন্মে, তাহা বলা হইল। এইরূপ স্থলে উপনয়ন, অধ্যাপন ও যজ্ঞাদি ব্যবহার পর্যন্ত নিষিদ্ধ।

তৎপরে সূত্রকার বলিয়াছেন,—“কালাতিক্রমে নিরতবৎ”

উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় নিম্নোক্ত প্রকারে বীর অভিমত ব্যক্ত করিয়া লিখিয়াছেন—
“কালতিপাতে যথা শ্রোত্রে ন্যর্ত্তে চ কর্ম্ম প্রারম্ভিত-মহুতায় প্রকৃতকর্ম্মাহুতানং নিরতং, ন তু সর্কধা কর্ম্মলোপঃ। কাললোপমপেক্ষা কর্ম্মলোপশ্রুতিজনন্যাত্ম তথৈবাব্যাপি প্রারম্ভিতমহুতায় ভবতুপনয়নাহিতা।”

অর্থাৎ শ্রোত ও ন্যর্ত্ত ক্রিয়াদি সম্বন্ধে কালতিপাত হইলে বেরূপ শ্রোত ও ন্যর্ত্ত কর্ম্মসমূহে প্রারম্ভিতের অনুষ্ঠান করিয়া পরে প্রকৃত কর্ম্মাহুতান করাই নিরমসিদ্ধ; কিন্তু কোন এক্ষারে

সেই কর্ণলোপ বিধের নহে, কেননা কাললোপ অপেক্ষা কর্ণলোপ অতি জঘন্য। এক্ষেত্রে সেই প্রকার কাললোপ নিবন্ধন ব্রাহ্মদেব ঘটলে তদ্বিমিত্ত প্রারম্ভিতাদি করিয়া পুনরায় উপনয়নাইতা হয়ে, তাহার পরে বৈধিক কার্যের অধিকার প্রদান করাই শাস্ত্রীয় বিধি, কাত্যায়নপুত্রের ইহাই অভিপ্রায়। আপত্ত্য ও কাত্যায়ন এই উভয়ই বহুপুরুষপতিত-সাবিত্রীক ব্যক্তিগণের প্রারম্ভিতানন্তর উপনয়নসংস্কারের অন্তিমত প্রদান করিয়াছেন।

এ সন্ধে সংহিতাকারগণও বৈধিক প্রারম্ভিতবিধি প্রদান করিয়াছেন, নিয়ে তাহাও উল্লেখ করা গেল—

“যেবাং বিজ্ঞানাং সাবিত্রী নানুচ্যত যথাবিধি।

তাংস্কারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথা বিধ্যুপনারয়েৎ ॥”

(মহু ১১।১২২; বিষ্ণু ৫৪।২৬)

মহু এবং বিষ্ণু উক্ত বিষয়ে এই বিধান করিয়াছেন, যে সকল বিজ্ঞের শাস্ত্রোক্ত বিধিমতে (উপনয়ন না হওয়ার) সাবিত্রী অভ্যাস হয় নাই, তাহাদিগকে তিনটা কৃচ্ছ্র বা প্রোণপাত্য প্রারম্ভিত করাইয়া যথাবিধি উপনয়ন দেখুয়া যাইতে পারে।

এ বিষয়ে বশিষ্ঠ বলিয়াছেন যে,—পতিতসাবিত্রীক উদালক-ব্রতং চরেৎ। যৌ মাসৌ ব্যবকেন বর্জয়েৎ মাসং পরমা। অর্দ্ধ-মাসমামিক্রমা অষ্টরাত্রঃ স্তুভেন বড়্রাত্রমযাচিতং হবিষ্য তুঞ্জীত। ত্রিরাত্রম্ অব্ভকঃ। অহোরাত্রমুপবসেৎ। অশ্বমেধাবৃত্তং বা গচ্ছেৎ। ব্রাহ্মতোমেন বা যজ্ঞেত ইতি।” (১১শ অধ্যায়)

যাহার সাবিত্রী পতিত হইয়াছে, সে উদালকব্রত আচরণ করিবে। দুই মাস যবের মণ্ড মাত্র ভোজন করিবে। এক মাস কেবল দুগ্ধ পান করিবে। মাসার্দ্ধ আমিক্ষণ বা ছানা মাত্র খাইবে। অষ্টরাত্র কেবল তুত ভক্ষণ করিবে। বড়্রাত্র অযাচিত হবিষ্য ভোজন করিবে। ত্রিরাত্র কেবল জল খাইবে এবং অহোরাত্র উপবাস করিবে। অথবা অশ্বমেধ কিংবা ব্রাহ্মতোম নামক যজ্ঞ করিবে।

মিতাক্রমাকার ব্রাহ্মপ্রারম্ভিত বিধানপূর্বক ক্রমশঃ ব্রাহ্মোপনয়নের বিষয় ব্যবস্থা করিয়াছেন; উদযথা—

“গোবধো ব্রাহ্মতা স্তেরম্ ঋণানাং চানপক্রিয়া। ২৩৪।

ভার্য্যারী বিক্রমশ্চৈবামেকৈকমুপপাতকং। ২৪২।

পঞ্চগব্যং পিবেৎ গোয়ৌ মাসমাসীত সংযমঃ।

গোষ্ঠেগোয়ৌ গোহুগামী গোপ্রদানেন শুধ্যতি। ২৬০।

কৃচ্ছ্রং ১৫বাতি কৃচ্ছ্রং ৮ চরেদ্ বাপি সমাহিতঃ।

দত্তাৎ ত্রিরাত্রঃ চোপাষা বৃষভৈকাদশান্ত গাঃ। ২৬৪।

উপপাতক-গুণ্ডিঃ তাদেব চাত্রারপেন বা।

পরমা বাপি মাসেন পরাকেনাথ বা পুনঃ ॥ ২৬৪।

অতো ব্রাহ্মতাদিহু অমিন্ শাস্ত্রে শাস্ত্রান্তরে বা দৃষ্টেঃ প্রারম্ভিতৈঃ সহোপপাতকগুণ্ডিঃ স্যাদেবমিত্যাদিনা প্রতিপাদিতং ব্রহ্মচতুর্ভুজস্য সমবিষয়তা কর্মসেন বিকল্পো বিঘ্নবিভাগো বা আশ্রয়নীয়ঃ। তানি স্মৃতাঙ্করদৃষ্টপ্রারম্ভিতানি পরিক্রমেণ ব্রাহ্মাদিহু বোলয়িষ্যামঃ। তত্র ব্রাহ্মতাতার্য মনুনেমুত্তম্,—

যেবাং বিজ্ঞানাং সাবিত্রী নানুচ্যত যথাবিধি।

তাংস্কারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথা বিধ্যুপনারয়েৎ ॥ ১১।২২২ ॥

যজ্ঞ ক্রমেনোক্তম্—

সাবিত্রী পতিতা যন্ত দশবর্ষাণি পঞ্চ চ।

দশিথং বপনং কৃৎবা ব্রতং কুর্বাৎ সমাহিতঃ।

একবিংশতিরাত্রক পিবেৎ প্রমুত্তিবাংকং।

হবিষা ভোজয়েচ্চৈব ব্রাহ্মণান্ সপ্ত পঞ্চ চ ॥

ততো ব্যবকগুচ্ছ্রা ততোপনয়নং স্মৃতিমিতি ॥

তচ্ছতরমপি বাজ্বকীয়মাসপরোব্রতবিষয়ম্

যন্তু বশিষ্ঠেনোক্তম্ (১১শ অধ্যায়ে)

অত্রেরং ব্যবস্থা যন্ত উপমেন্দ্রাত্ত্যভবেন তৎকালাতিক্রমঃ তন্ত বাজ্বকীয়ানামন্ততমং শতাপেক্ষা জবতি। অনাপভুক্তিক্রমে তু মানবং ত্রৈমাসিকং। তত্রৈব পঞ্চদশবর্ষাদুচ্ছ্রমপি কিমৎকালাতিক্রমে তু উদালকব্রতং ব্রাহ্মতোমো বা ইতি।

যেবাং পিত্রাধরোহপ্যুপনীতাঃ তেবামাপত্ত্বোক্তম্।—

যন্ত পিতাপিতামহাবহুপনীতৌ ভাতাং তন্ত সংবৎসরং ত্রৈবিভকং ব্রহ্মচর্য্যং। যন্ত প্রপিতামহাদেনারহুপনীতে উপনয়নং তন্ত দ্বাদশবর্ষাণি ত্রৈবিভকং ব্রহ্মচর্য্যমিতি।

এই সকল উল্লেখ করিয়া মিতাক্রমাকার রীমাংসা করিয়াছেন যে গোবধ, ব্রাহ্মতা প্রভৃতি উপপাতক প্রারম্ভিতাই। বাজ্বক্য গোবধপ্রারম্ভিত সন্ধে বলিয়াছেন যে, “গোবাতক একমাস সংযমী থাকিবে, সে গোষ্ঠে শয়ন করিবে, গো চরিতে গেলে তাহার অমুগামী হইবে এবং পঞ্চগব্য পান করিবে, (এইপ্রকারে একমাস অতীত হইলে) একটা গো প্রদান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। এই প্রকারে যথাযথভাবে কিংবা চাত্রারপ দ্বারা একমাস দুগ্ধ পান করিয়া অথবা পরাকদ্বারা অগ্ন্যস্ত উপপাতকের গুণ্ডি হয়।”

ইহার ব্যাখ্যাসরে মিতাক্রমাকার আরও বলিয়াছেন,—“ব্রাহ্মতা প্রভৃতি উপপাতক এই শাস্ত্র বা শাস্ত্রান্তর বিহিত উক্ত রূপাদি প্রারম্ভিত দ্বারা বিনষ্ট হয়। উক্ত বচনে “এই প্রকারে” ইত্যাদি শব্দদ্বারা প্রতিপাদিত ব্রতচতুর্ভুজের সমানবিষয়তা কর্মনা করিলে বিকল্প স্বীকার অথবা বিষয় বিভাগ করিতে হইবে। সেই সকল স্মৃতাঙ্করদৃষ্ট প্রারম্ভিত পাঠক্রমে ব্রাহ্মাদিতে বোলনা করিতেছি। উল্লখে ব্রাহ্মতা বিষয়ে

এইরূপ বলা হইয়াছে,—“যে সকল দ্বিজের যথাবিধি সাবিত্রী অভ্যাস হয় নাই, তাহাদিগকে তিনটী কচ্ছ বা প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া যথাবিধি উপনয়ন দেওয়া যাইতে পারে।”

এসম্মুখে বসণ বলিয়াছেন,—“যাহার পঞ্চদশ বৎসর সাবিত্রী পতিত হইয়াছে, সে যাবতীয় নিয়ম প্রতিপালনপূর্ব্বক শিখা সহিত মস্তক সুশুণ করিয়া ব্রত আচরণ করিবে। একবিংশতি দিন একাক্ষিপিরমিত যাবক পান করিবে। এবং দ্বাদশটী ব্রাহ্মণকে হবিঃ দ্বারা ভোজন করাইবে। তাহার পর যাবক দ্বারা পরিশুদ্ধ ঐ ব্যক্তির উপনয়ন দেওয়া বিহিত।”

এই উক্তই যাজ্ঞবল্ক্যকৃত মাসব্যাপী পয়োব্রতের সমান বিষয়। কিন্তু বশিষ্ঠ বলিয়াছেন,—“যাহার সাবিত্রী পতিত হইয়াছে, সে উদালক ব্রত আচরণ করিবে; অর্থাৎ ছই মাস বসমণ দ্বারা জীবন ধারণ করিবে, একমাস দুগ্ধদ্বারা, একপক্ষ চানা দ্বারা, আটদিন ঘৃতদ্বারা, ছয়দিন অযাচিতলকদ্রব্য দ্বারা জীবন রক্ষা করিবে, ত্রিরাত্র কেবল জল পান করিবে এবং এক দিনরাত্র উপবাস করিবে, অথবা অশ্বমেধ কিংবা ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ করিবে।”

ব্যবহাস্তর যথা—যাহার উপনয়নদাতা লোকের অভাব হেতু উপনয়নের কালাতিক্রম ঘটয়াছে, তাহার শক্তি অমূল্যারে যাজ্ঞবল্ক্যকৃত প্রায়শ্চিত্তের যে কোন একটী করিলেই হইবে। কিন্তু আপদ না থাকিলেও যদি অতিক্রম ঘটে, সে স্থলে মনুবিহিত ত্রৈমাসিক প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য। এরূপ স্থলে যদি পঞ্চদশ বৎসরেরও অতিরিক্ত কিয়ৎকাল অতিক্রান্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উদালকব্রত বা ব্রাত্যস্তোম কর্তব্য। কিন্তু যাহাদের পিত্রাণিও অমূল্যনীত, তাহাদের আপত্ত্যোক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। তদযথা—যাহার পিতা ও পিতামহ পর্য্যন্তও অমূল্যনীত, তাহার পক্ষে ত্রৈবিদ্যক প্রায়শ্চিত্ত মিহিত। আর যাহার পিতামহ প্রভৃতিরও উপনয়ন অমূল্য হয় না, তাহার দ্বাদশবর্ষব্যাপী ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্যরূপ প্রায়শ্চিত্ত অবশ্য কর্তব্য। এইরূপে প্রায়শ্চিত্তানন্তর ব্রাত্যোপনয়ন বিহিত হইয়াছে।

রঘুনন্দনের সংগ্রহে পিতৃ-পিতামহ প্রভৃতি উক্তন পুরুষেরা অমূল্যনীত থাকিলে কিরূপ প্রায়শ্চিত্তাদি কর্তব্য তাহা উক্ত হয় নাই। তিনি যে ব্যক্তির প্রথম সাবিত্রী পতিত হইয়াছে, তাহারই প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা সঙ্কলন করিয়াছেন। যথা,—

অখোপনয়নং । অত্র গোষ্ঠিলং—“গর্ভাষ্টমেশু ব্রাহ্মণমুপনয়নং । গর্ভকায়শেষু কত্রিয়ং গর্ভদ্বায়শেষু বৈশ্যং । আবোড়শাদিব্রাহ্মণ-ভ্রাতৃত্বং কালো ভবতি আযাবিশাং কত্রিয়ত, আচতুর্কিংপাদ বৈশ্যত অত উক্তং পতিতসাবিত্রীক ভবতি । নৈতান্ উপনয়ন-নাধ্যাপয়েদু ন ঐতি বিবাহয়েদুঃ ॥”

অধ্যাপনার্থব্রাত্যসবীপং নীরতে যেন কর্ণণা তদুপনয়নম্ ইতি কর্ণনামধেয়ং তেন কর্ণণা বোজয়েৎ ।

গৃহোক্তকর্ণণা যেন সমীপং নীরতে শুরোঃ ।

বালো বেদার তদ্বোগাং বালভোপনয়নং বিজ্ঞঃ ॥

বতু পৈঠীনসিবচনং—দ্বাদশবোড়শবিংশতিশ্চৈদতীতা, অব-কচ্ছকালো ভবতীতি । তদ্বাদশবর্ষাণ্যপরি ব্রাহ্মণদীন্যং মহা-বাহুতিহোমরূপপ্রায়শ্চিত্তার্থং বোড়শবর্ষাণ্যপরি শুকপ্রায়-শ্চিত্তমিতি ।

ইহার পর আপদ অনাপন্নভেদে লঘুশুদ্ধ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ছইটী বচন অমূল্যারে করা হইয়াছে। ইহাতে উপস্থিত বিবেচ্য বিষয়ের কোন কথা নাই।

পরশরমাদ্যব নামক মাধ্যব্যাচারচিত্ত পরশরস্মৃতির ব্যাখ্যায় সর্ব্বপ্রকার ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত্য বর্ণিত আছে। তাহা এ স্থলে বিস্তারিত উদ্ধৃত করা আবশ্যক।

পরশরমাদ্যবীয় প্রায়শ্চিত্তকাণ্ডে ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত যথা—

“যন্ত পিত্রাদয়োহাপমূল্যনীতাঃ তন্ত আপত্ত্যবোক্তং ব্রহ্মণ্যং ।

যন্ত পিতা পিতামহ ইত্যমূল্যনীতৌ তাত্যু তে ব্রহ্মণ্যসংস্রতাঃ তেবামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি বর্জয়েৎ । তেবামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং যথা প্রথমে অতিক্রমে ঋতুঃ এবং সংবৎসরঃ । অথ উপনয়নং । ততঃ সংবৎসরং উদকোপম্পর্শং প্রতিপুরুষং সংখ্যায় সংবৎসরান্ যাবন্তোহমূল্যনীতাঃ স্থাঃ । সপ্ততিঃ পাবমানীভিঃ যদন্তি যচ্চ দূরক ইত্যেতাভিঃ যজুঃপবিত্রেণ আদ্রিরদেন ইতি অথবা ব্যাকৃতিভিরেব । অধ্যাধ্যাপ্যঃ । যন্ত পিতামহাদয়ো ন অমূল্যর্য্যতে উপনয়নং তে পুশান-সংস্রতাঃ । তেবামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি বর্জয়েৎ । তেবামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং দ্বাদশবর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্যং চরেৎ, অথ উপনয়নং । ততঃ উদকোপম্পর্শনম্ ॥”

পরশর-মাদ্যবীয় প্রায়শ্চিত্ত-কাণ্ডেও মনুর ব্যবস্থিত ত্রিকচ্ছ এবং বশিষ্ঠের ব্যবস্থাপিত উদালক ব্রতচরণের বিধান বিহিত হইয়াছে। উদালক ব্রতের বিধান ইতঃপূর্বে বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে।

সামবেদীয় তাণ্ড্যব্রাহ্মণে ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তের যে বিধান দেখিতে পাওয়া যায় তাহা ব্রাত্যস্তোম নামে অভিহিত। ব্রাত্যস্তোমের বহুলপ্রকার ভেদ আছে। এস্থলে ব্রাত্য “হীনব্রাত্য” ও “গরগির” ব্রাত্যস্তোমের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। মহামহো-পাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রিরহোদয় তবীয় ব্রাত্যসংস্কারদীপমাংসগ্রন্থের ১০৫ হইতে কয়েক পৃষ্ঠার এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। আমরা নিয়ে উহার কিয়ৎকাল উদ্ধৃত করিতেছি—

“কিঞ্চ ব্রহ্মজাত্যানামপি সংস্কারো ভবতি বোদারমতো যথা

তাত্ত্বিক সপ্তম অধ্যায়ে চতুর্থধর্তে “অধৈব শমনীচামেট্রাণং জ্যোতঃ সন্ত ব্রাত্যঃ প্রবসন্ত এতেন যজ্ঞেন” তদর্থ—অথ পূৰ্বোক্ত কনীরসং রাত্যানং সংস্কার-বিধানান্তরম্ এষ বক্ষ্যমাণো যজ্ঞঃ শমনীচামেট্রাণাম্—শমন যৌব-নোপরমণ নীঃসমুচ্চতং মেট্রেশ্চিন্নং যেষাং তে তপাবিধাঃ স্থাবিধ্যাঘ্নিনঐবীধ্য ইত্যর্থঃ তেষাং জ্যোতঃস্তরমুচ্চৈঃ ইত্যর্থঃ। তন্মাদ্ যে জ্যোতঃ বৃদ্ধতমাঃ দন্তোহপি ব্রাত্যন্তেষামপি ব্রাত্য-জ্যোতঃবিধিকারিত্বং সিদ্ধান্তি ততশ্চ ব্রাত্যন্তোমহুষ্ঠানেন উপনয়না-ধারনাধিকারিতা সিদ্ধিরিতি ন পাপিহিতম্। ন চ সংস্কারোত্তরং কেনাপি কারণেন পতিতানাং বৃদ্ধব্রাত্যানাং সংস্কার্যাত্ততঃ সিদ্ধান্তি পুনরাবলমসংস্কৃতানাং জাতাপত্যানাং সংস্কার্যাত্তহপি ততঃ সেকুমহতি। তন্মাদ্ পূৰ্বোক্তাশ্চিন্দ্ৰি-বদভিন্নতার্থ-সাধিকেনি বাচ্যম্।

পুনশ্চ, তাত্ত্বিকমহাত্মকর্ণে সপ্তদশাধ্যায়ে—“হীন বা এতে হীরন্তে যে ব্রাত্যঃ প্রসবন্তি নহি ব্রহ্মচর্যং চরন্তি। ন কুধি ন বগিহাং যোড়শ বা এতৎসোমঃ সমাপ্তমহতি। তত্কাহ্মা জাতাপত্যানামপে বৃদ্ধব্রাত্যানাং সংস্কার্যাত্ততঃ সিদ্ধে।”

এতদ্বারা স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইতেছে যে বৃদ্ধব্রাত্যগণেরও সংস্কার করার বিধান আছে। “অধৈব শমনীচামেট্রাণাম্” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যা ইতঃপূর্বে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে হীন ব্রাত্যদের কথা বলা যাইতেছে। ব্রাত্য সাধারণতঃ চারি প্রকার—নিম্ভিত, কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ ও হীন, সকল ব্রাত্যই সংস্কার্য।

নিম্ভিতব্রাত্য—যাহারা অনধ্যাপ্য, অনধ্যাপক, ভূত-কাধ্যাপক, অযাজ্যযাজক, তাহারাই নিম্ভিত ব্রাত্য।

কনিষ্ঠ ব্রাত্য—যাহাদের মাতাপিতা সংস্কৃত, কিন্তু নিজেরা সার্বভৌমপতিত, তাহারাই কনিষ্ঠ ব্রাত্য।

বৃদ্ধ বা জ্যেষ্ঠ ব্রাত্য—যাহাদের যথাকালে উপনয়ন হয় নাই, অথচ এইরূপ অবস্থায় যাহারা বাক্যকো উপনীত হইয়াছে, তাহারাই বৃদ্ধব্রাত্য।

হীনব্রাত্য—যাহাদের মাতা পিতার সংস্কার চর নাই, নিজেরাও অমুপেত, এই অবস্থাতেই যাহাদের বিবাহ সম্বন্ধনোৎ-পাদনাদি হইয়াছে তাহারাই হীন ব্রাত্য।

প্রাপ্ত তাত্ত্বিকশ্রুতির মন্তব্যাদি এই যে হীন ব্রাত্যগণের ব্রহ্মচর্যভাঙ্গা নাই, ইহারা কুশিলাগিধ্য প্রভৃতি কোন আশ্রম-চারও করে না।

এই যে চারি প্রকার ব্রাত্যের কথা বলা হইল, তাত্ত্বিকমহাত্মকর্ণের উক্তি অনুসারে ইহাদের সকলেই ব্রাত্যন্তোম-প্রারম্ভিত। সেই প্রারম্ভিতের পরে ইহাদের ব্রহ্মচর্যভাঙ্গা-

দিতে প্রবেশের অধিকার আছে। ইহাদের সকলের পক্ষেই “চতুঃষোড়শী” প্রারম্ভিত ব্যবহিত হইয়াছে।

উক্ত তাত্ত্বিককর্ণের সপ্তম অধ্যায়ে আরও লিপিত হইয়াছে—“গরগিরো বা এতে যে ব্রহ্মচর্যভাঙ্গমদন্তাচর্যক-বাক্যং ব্রহ্মচর্যভাঙ্গমদন্তাচর্যক দীক্ষিতাদীক্ষিত-১৫ বদন্তি যোড়শ বা এতৎসোমঃ পাপ্মানং নিহিতমহতি যদন্তে চত্বারঃ যোড়শা ভবন্তি তেন পাপ্মানোহপি নিম্ভিতান্তে।”

বিষয়তত্ত্বকারীরা “গরগিঃ” নামে উক্ত। বিষয়তত্ত্ব করিলে যেমন মোহাক্রান্ত হয়, পাপনিবেষণ দ্বারাও মানুষ সেই প্রকার মোহাক্রান্ত হইয়া ৬ষ্ঠবাক্যকর্তৃবা জ্ঞান পবিত্র হয়। সুতরাং পাপচারী ব্যক্তিরও “গরগিঃ” সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। এই গরগির ব্রাত্যগণ অসংস্কৃত অমুপেত ব্রাহ্মণ হইয়াও বেদপারগ ব্রাহ্মণদির অনুরূপ ভক্তি করিয়া থাকে। (মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রামমিশ্র বলেন, প্রাপ্ত শ্রুতিতে ব্যবহৃত “জন্ত” শব্দের অর্থ জন্তু—জনপদসম্বন্ধি অথবা জন-রূপভেদে সাধনং ভোজ্যপেয়াদিরেব মাতাপিতারূপভুক্ত শ্রুতগোণিতাদি দ্বারা বালশরীরসম্বন্ধে। এবং পরকীয়মেব ভোজ্য ভুক্তিতে ইত্যরমর্থেইথবা জন্তুপদন্ত দ্বিতীয়ার্থানুরূপক পরকীয়মব্যোজিন এতে দৃষ্টস্থানহেতব ইত্যর্থঃ।) এবং শোভনার্থোপদেশজনক শ্রুতিস্মৃতিদির বাক্যগুলিকে দৃষ্টার্থপ্রতি-পাদকরূপে প্রচারিত করে, অসীকিত হইয়া দীক্ষিতের স্থায় কথা বলে, অদধ্যাকে দণ্ডিত করে। চতুঃষোড়শী স্তোম দ্বারা ইহারা পাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিমুক্ত হয়।

ব্রাত্যসংস্কার-মীমাংসাকার ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন—“অথ ক্ষত্রিয়াণাং বিশিষ্টপাতিতাহেত্মাহ—অদধ্যং দণ্ডেন ব্রহ্মচর্যন্তি অদধ্যং দণ্ডয়ন্ত্যোহপি ন পরিতপাক্তীত্যর্থঃ।”

অর্থাৎ অদধ্য জনকে দণ্ডদ্বারা হনন করিয়াও ইহারা পরি-তাপ করে না। পরিতাপ দ্বারা পাপের শৈথিল্য হয়। কিন্তু ইহারা এতই অধম যে একজ্ঞ ইহারা পরিতাপ করিতে কুণ্ঠিত হয়। অপবিত্র ইহারা অসংস্কৃত অমুপেত হইয়া দীক্ষিত বাক্য অর্থাৎ বেদবাক্যাদি বলিয়া থাকে। বর্ণাশ্রমক্ষেত্রী বিবিধ পাপা-চারী ব্রাত্যগণের পাপনির্হরণের নিমিত্ত অর্থাৎ নিঃশেষরূপে পূরী-করণের নিমিত্ত যোড়শস্তোমের বিধান করা হইয়াছে।

ব্রাত্যন্তোমকারী নিম্নোক্ত জব্য প্রারম্ভিত করিবে; যথা—

“উদ্ধাষশ্চ প্রোতাদশ চ্যাত্তোড়শ বিপথশ্চ কলকাতীর্ণঃ কল-পং বাসঃ কলবলক্ষে অজ্ঞানো রজতো নিবৃত্তম্ গৃহপতেঃ।” (তাত্ত্বিক-ব্রাহ্মণ ১৭।১।১৪) “বলকাত্তানি দামতুষাপীতরেবাং যে বে দমিনী যে বে উপানহৌ বিধং হিতানি অজ্ঞানানি।” (১৭।১।১৫) “তৎগৃহপতেরিতোতৎ সৰ্বং গৃহপতিবাহনং ত্রয়জিঃশতক।”

অর্থাৎ উদ্যৌষ, প্রাতোদ, বাণহীন ক্ষুদ্র ধনু, কলকাকীর্ণ রথ, বিপথ, কৃকবর্ণ দর্শাবশিষ্ট কাপড়, দুই খানি কৃকবর্ণ অজীন, রোপাতৃষা, লাগপাড় কাপড় ও এক জোড়া জুতা।

লাটায়নহুত্রে লিখিত আছে—“ব্রাতোভ্যো ব্রাত্যধনানি যে ব্রাত্যচর্য্যায়্যাবিরতাঃ স্ত্র্যাঃ ব্রহ্মবক্ষ্যে বা মগধদেশীয়ায় যন্মা এতদ্রুতি তন্নিগ্বেব মুজান্য যন্তীতিহাঃ।” (লাটায়নশ্রোতহু* ৮।৫)

অর্থাৎ ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ হওয়ার পরে এই সকল দ্রব্য ও ধনাদি ব্রাত্য অথবা মগধদেশীয় হইল ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মবন্ধুদিগকে দান করিতে হইবে। কাহারও মতে এই ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞকার্য্য করার জন্ত অশ্রুতপক্ষে ৩০ জন ব্রাত্যের প্রয়োজন। এই ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে ব্রাত্যগণ শুদ্ধ হয় এবং দ্বিজাতির অধিকার প্রাপ্ত হয়। অতঃপর ইহারা বেদাদি অধ্যয়ন এবং দ্বিজাতিবহিত সর্বাধিকার কার্য্য করিতেই অধিকার লাভ করিয়া থাকে। [ব্রাত্যস্তোম দেখ।]

পূর্বেই বলিয়াছি, আপত্ত্যধারি ব্যবস্থাসমূহে বহু পুরুষ পতিতসাবিধীক-ব্রাত্যগণেরও প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থিত হইয়াছে। আপত্ত্যব্রাত্যবিবেচনার মদনরত্ন ও অপারক প্রভৃতি দ্বারা এইরূপ ব্যাখ্যাই সমর্থিত হইয়াছে, মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় তৎকর্ত ১৯৪৪ সংবতে প্রকাশিত ব্রাত্যসংস্কার-মীমাংসাগ্রন্থের ৯৩ পৃষ্ঠাতে স্পষ্টরূপে এই অভিপ্রায়ের সমর্থন করিয়াছেন।

আর একটা প্রশ্ন এই উত্থাপিত হইতে পারে যে বৃদ্ধ বিবাহিত ব্রাত্যগণ যখন প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সংস্কৃত হয়, তখন কি তাঁহারা তাঁহাদের পরিণীতা স্ত্রীগণকে ত্যাগ করিবেন, অথবা তাহাদিগকেও সংস্কৃত্য করিয়া লইবেন কিবা শাস্ত্রবিহিত কোনরূপ প্রায়শ্চিত্তবিশেষই এতদূশ স্ত্রীগণের কর্তব্য হইবে? একপক্ষের মত প্রায়শ্চিত্তই পত্নীগণের কর্তব্য বলিয়া সুপণ্ডিত-গণ স্থির করিয়াছেন।*

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, অল্পপন্যে অথচ বিবাহিত বৃদ্ধ ব্রাত্যদিগের কর্তব্য প্রায়শ্চিত্ত হওয়া প্রয়োজনীয়। ইহাদের পিতামাতার অসংস্কার এক পাপ, স্বয়ং অসংস্কৃত দ্বিতীয় পাপ, ব্রহ্মচর্য্যব্রাহ্মণ্যনামক তৃতীয় পাপ, ব্রহ্মচর্য্যশ্রম ও গৃহস্থশ্রমের বিপর্যায়নিমিত্ত চতুর্থ পাপ, আর অল্পপন্যে বিবাহাদি কৰ্ম্ম করিয় পুত্রাদি উৎপাদন পঞ্চম পাপ। ইহার প্রত্যেক পাপের জন্ত পৃথক পৃথক প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন কি না? এতদ্বত্তরে বক্তব্য এই যে গুরুলঘুপাতকসমবায়ের গুরুপাতকের প্রায়শ্চিত্তদ্বারাই লঘুপাতকের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রাত্যস্তোম প্রায়শ্চিত্তদ্বারাই সকল প্রকার পাপের নিবৃত্তি হয়।

* ব্রাত্যসংস্কারমীমাংসা ১২৭-১৩০ পৃঃ।

মন্তব্যহুত্রেও ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তের বিষয় লিখিত আছে। ব্রাত্যস্তোম দ্বারা তাহার বিগুণ্ডি লাভ হইয়া থাকে। যজ্ঞ করিতে অশক্ত হইলে সে ঐকালিকব্রত আচরণ করিবে। ইহাতে দুই মাস কাল যাবতকার্য্য করিয়া থাকিতে হয়, একমাস দুগ্ধ ভোজন, একপক্ষ দধি, ৭ দিন স্নাত, অবাচিত ভাবে ৩ দিন, তিন দিন কেবল মাত্র জলপান ও এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া তৎপরে তাহার সংস্কার কার্য্য হইবে। প্রায়শ্চিত্ত যথা—

শিখর সহিত বেশ বপন কার্য্য করিয়া সমাহিত চিত্তে ব্রাত্য-চুষ্ঠান করিবে। ৫ বা ৭ জন ব্রাহ্মণকে হবিষ্যায় ভোজন করাইতে হইবে, এবং নিজে ২১ দিন প্রস্রাত পরিশোধে যাবতকার্য্য করিয়া থাকিবে, এইরূপে যাবতদ্বারা বিগুণ্ডি হইলে তাহার উপনয়ন সংস্কার হইবে। এইরূপ ব্রতচরণে যিনি অশক্ত হন, তিনি তিনটী চান্দ্রায়ণানুষ্ঠান করিয়া উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতে পারেন।

সুপ্রসিদ্ধ স্বামী রামমিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় এ সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা গেল—

“দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য মহাব্রত জো নহীং কর সকতে হৈং উন্থেং উস্কা প্রত্যায়ন্যরূপ ৩৬০ গ্রো প্রদান করনা হোগা, গোকা নিজ্জয়মান রজতমান, তাম্রমান, কপদিকামান, ভেদসে তিন প্রকারকা হোগা, জিস্কা জৈসী শক্তি হৈ উসকে অম্মসার করনা হোগা, ধনী, ধীর, দরিদ্র, অতি দরিদ্রভেদসে প্রায়শ্চিত্তকা আধিক্য গুর সঙ্কোচ করনা হোগা।”

অর্থাৎ যিনি দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্যরূপ মহাব্রত পালন করিতে অসমর্থ, তাঁহাকে উহার প্রত্যায়ন্যরূপ ৩৬০ গোদান করিতে হইবে। ধনী, দরিদ্র, অতিদরিদ্রভেদে প্রায়শ্চিত্তের আধিক্য ও সঙ্কোচ করিতে হইবে অর্থাৎ ধনীর পক্ষে গোর মূল্য, মূল্যের পরিবর্তে ৩৬০ টাকা, দরিদ্রের পক্ষে ৩৬০ পয়সা এবং অতি দরিদ্রের পক্ষে ৩৬০ কপদিক দিলেই চলিবে। বস্তৃতঃ যাহার যেরূপ শক্তি, তাঁহাকে তদনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

দেশকালাদি বিষয়ে যাহার সাবিত্রী পতিত হয়, তিনি একটা চান্দ্রায়ণ করিয়া উপনীত হইতে পারিবেন।

“অথ ব্রাত্যবিধিং দেবি প্রায়শ্চিত্তং যন্তবেৎ।

তং শৃণু মহেশানি সর্ক বর্ণে বিশেষতঃ ॥

গায়ত্রীপতিতা ব্রাত্য ব্রাত্যস্তোমেন সংস্কৃতঃ।

অশক্তো চৈব যজ্ঞশ্চ চরেন্দৌদালিকং ব্রতম্ ॥

যৌ মাসৌ যাবতাহারো মাসমেকং পয়ঃ পিবেৎ ॥

দগ্ধা চ পক্ষমেকম্ সপ্তরাত্রং স্নতেন তু ॥

অবাচিতেন বর্করাত্রং ত্রিরাত্র বর্কয়েজ্জলৈঃ।

অহোরাত্রং ন ভুজীত ততঃ সংস্কারমহতি ॥

পতিতা যন্ত গায়ত্রী দশবর্ষাণি পঞ্চ চ।

প্রারম্ভিতঃ ভবেত্তত্ত প্রোবাচ তগবান্ শিবঃ ।

সশিখং বপনং কৃত্বা তত্র কুর্ধ্যাৎ সমাহিতঃ ।

হবিষ্য ভোজয়েদগ্নং ব্রাহ্মণান্ সপ্ত পঞ্চ বা ।

একবিংশতিরাত্রস্ত শিবেং প্রমুখতিবাৎকম্ ।

ততো যাবকন্তুস্ত ততোপনয়নং যুতম্ ।

ত্র্যস্তাচরণাশক্তৌ কুর্ধ্যাচ্চাত্রাংগম্ ।

সাবিত্রীপতিতা যেবাং দেশকালাদিবিম্বাং ।

চাত্রাংগং চরয়েদ্বস্ত ত্রাত্যস্তে ধেনুযুৎসজ্জং ।

ক্ষীরং বাপি পিবেদ্যাসং দত্তাৎ গাং বৎসশালিনীম্ ॥”

(মন্ত্রতন্ত্র প্রারম্ভিত ২^০ ৩৮ পটল)

ব্রাত্য ও বৃষল এক নহে। অধুনা অনেকেরই ধারণা, যিনি ব্রাত্যপ্রাপ্ত তিনিই বৃষল, সুতরাং তাঁহার পাতিত্য অবশ্যস্বাভাবী এবং তিনি প্রারম্ভিতাই নহেন। বাস্তবিক একথা ঠিক নহে, একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই এই বিষয় সঙ্কটের একটা বিশদ তাৎপর্যার্থ লাভ করা যায়। মহুর মতে পতিত-সাবিত্রীক ব্রাত্য প্রারম্ভিতার্হ, কিন্তু সুর ক্রিয়ালোপী বৃষলের আদৌ প্রারম্ভিত নাই। মহু বলিয়াছেন—

‘শটৈকস্ত ক্রিয়ালোপাদিয়াঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ ।

বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণদর্শনেন চ ॥’ (মহু ১০।৪১)

মেধাতিথি লিখিয়াছেন, ‘ক্রিয়ালোপাৎ যত্র সংস্কার্যভাঙ্গা সধধ্যতে তথোপনয়নাদিষু যত্র বা কর্তৃত্বা যথা নিত্যান্নিহোত্রসঙ্কো-পানাদিষু তাসাং লোপ উভয়াসামপ্যনুষ্ঠানমতশ্চ ন কেবল-মুপনয়নসংস্কার্যভাবেন জাতি-ভ্রংশঃ। অপিতৃপন্যতানং হোত্রক্রিয়াভ্যাগেনাপি। তথাচাহ শনকৈরিত। পুত্রপৌত্রাদি সন্ততেঃ প্রভৃতি শূদ্রত্বং নতু জাতৈস্যব উপনয়নভাবে তু তত্তত্ত্ব-ব্যপদেশান্তরং প্রবর্ততে। যতাপ সা জাতির্নিবর্ততে তৎপুত্র-পৌত্রাণাং ভূজ্ঞকটকাদি জাতান্তরমেব ব্যপদেশহেতুকমপি। ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ ব্রাহ্মণবিধিবিহিতাতিক্রমেণেতার্থঃ। অথবা শাস্ত্রার্থদংশে প্রারম্ভিত্তে বা পরিবলগমনভাবঃ।’

মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্রও বলেন যে, “পূর্কং যথাবহুপ-নয়নাদিসংস্কৃতবস্তোহপি ক্ষত্রিয়াদয়ঃ শনকৈঃ অত্যন্ত শটৈঃ ক্রিয়ালোপশটৈকসংস্কারাঃ তত্রাপি চ বেদবিদাং ব্রাহ্মণানাং যাজনাধ্যাপন প্রারম্ভিতাদিরূপাধিকব্যাপারপ্রবৃত্তৌ বৃষলত্বং পাতিত্যং গতাঃ।”

কুম্বকের মতেও উপনয়নাদি সর্ব প্রকার ক্রিয়ালোপ হেতু ক্ষত্রিয়াদির এবং যাজনাধ্যাপনাদি না করায় ধীরে ধীরে ব্রাহ্ম-ণাদিও শূদ্র প্রাপ্ত হয়।

উপর কথিত টীকা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, একমাত্র

উপনয়নসংস্কারহিত হইলেই জাতিভ্রংশ ঘটে না। বাদ পূত্র পৌত্রাদি ক্রমে ঐরূপ ভাবে সকল ক্রিয়ার ও সকল সংস্কারাদির বিলোপ ঘটে, তাহা হইলেই তাহারা বৃষলপদ বাচ্য। ব্রাহ্মণের পক্ষে যাজনাধ্যাপন, বেদবিহিত কৰ্ম্মাতিক্রম, শাস্ত্রার্থে সংশয় এবং প্রারম্ভিত্তে অনাহাই বৃষলত্ব।

ব্রাত্যতা (জী) ব্রাত্য ভাবঃ ধর্মো বা। তল্-টাপ্। ব্রাত্যের ভাব বা ধর্ম। ব্রাত্যত্ব।

ব্রাত্যক্রব (পুং) আপনাকে ব্রাত্য বলিয়া ঘোষণাকারী।

(অথর্ব ১৫।১৩৬)

ব্রাত্যযাজক (পুং) ব্রাত্যের বজ্ঞনকারী।

ব্রাত্যস্তোম (পুং) ব্রাত্যযোগ্যঃ স্তোমঃ। বজ্ঞভেদ। কাত্যায়ন-শ্রোতস্থত্রে ইহার চতুর্ধ্ব ভেদ দৃষ্ট হয়; যথাক্রমে তাহাদের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে,—

সাধারণতঃ ত্রিপুরব পতিতসাবিত্রীকদিগকেই ব্রাত্য বলা হয়। ইহাদের প্রারম্ভিতার্থ লৌকিকায়িই গ্রহণীয়, ইহাতে আধানাদির কোন প্রয়োজন নাই, কেননা ইহা তদঙ্গীভূত ক্রিয়া নহে।

“ব্রাত্যস্তোমশ্চত্বারঃ”

‘ব্রাত্যস্তোমসংজ্ঞকশ্চত্বারঃ ক্রতবো শ্ববস্তি ব্রাত্যাঃ প্রসিদ্ধা এব ত্রিপুরবঃ পতিতসাবিত্রীকাঃ। প্রারম্ভিতার্থত্বাচ্চ লৌকিক-হস্তৌ ভবন্তি নহেতৈরাদানং প্রযুক্ত্যতে অতদনুত্বাৎ।’

(কাত্য। শ্রোতস্থত্ৰভাষ্য)

“দ্বিতীয়ঃ উক্তঃ”

“ব্রাত্যগণস্ত যে সম্পাদয়েযুস্তে প্রথমেন যজেরন” হু”

‘যে ব্রাত্যা নৃত্যগীতবাণশস্ত্রধারণাদৌ স্বয়ং প্রবীণাঃ সন্ত-উপদেষ্টারো ভূত্বা স্বাং বিত্তাং ব্রাত্যসমূহস্ত সম্পাদয়েযুঃ শিক্ষেযুঃ পাঠয়েযুঃ তে প্রথমেন যজেরন’

দ্বিতীয় উক্ত যথা—

যে সকল ব্রাত্যগণ নৃত্য, গীত, বাণ ও শস্ত্রধারণ প্রভৃতি কার্যে সম্যক পাণ্ডিত্যলাভ করিয়া স্বয়ং উপদেষ্টা হইয়া স্বীয় স্বীয় বিত্তা অত্র ব্রাত্যগণকে যথাযথভাবে শিক্ষা প্রদান করেন, তাঁহারা প্রথম প্রকারে বজ্ঞসম্পন্ন করিবেন।

“দ্বিতীয়েন নিম্নতা নৃশংসাঃ”

‘যে নৃশংসা নিম্নতা নৃত্যমভ্যাসয়তিংসেনে পাপাধ্যা-রোপণেন নিম্নতাঃ গহিতাঃ জ্ঞাতাভির্বাহুত্বাঃ তে দ্বিতীয়েন যজেরন’ (ককঃ)

যে সকল নৃশংসব্যক্তি মহুযোর নিকট পাপী বলিয়া সন্ত নিম্নতা এবং স্বজাতিকর্তৃক বিতাড়িত, তাহাদের প্রারম্ভিত্তে দ্বিতীয় প্রকারের বজ্ঞ অনুষ্ঠেয়।

“তৃতীয়েন কনিষ্ঠাঃ” “কনিষ্ঠাঃ লঘবঃ”

“কোষ্ঠোচ্চত্বর্ধনঃ”

‘কোষ্ঠোচ্চত্বর্ধনঃ’—অপেক্ষা প্রজননাঃ স্থবিরাত্তনাত্ত্বর্ধনঃ বা যো নৃশব্দতমঃ তাদ্ভাব্যবস্তমো বানুচানভমো বা তত্ত গার্হপত্যে বীকেয়ন’

কনিষ্ঠ অর্থাৎ বাহারা নিতান্ত লঘু তাহাদের তৃতীয় প্রকারে যজ্ঞস্থান কর্তব্য।

কোষ্ঠ অর্থাৎ যোবনাপগমে বীর্ষাহীনতাপ্রসূক্ত প্রজননা-সমর্থ বৃদ্ধগণের মধ্যে যে অত্যন্ত ক্রুরকর্মা এবং যে ভ্রাব্যবস্তম অর্থাৎ ভ্রাব্যংগ্রহণে সমর্থ অথবা যে অনুচানভম অর্থাৎ শিকাদি বড়ক্বেদাদ্বায়েন পারদর্শী, তাহাদের পক্ষে গার্হপত্য (গৃহপতি বা গৃহকর্তৃক যাবজ্জীবনদ্বারা সংস্কৃত) অগ্নিতে চতুর্থ প্রকারে যজ্ঞস্থান বিধেয়।

ত্রাধ্, বৈদিক প্রয়োগ, সম্ভবতঃ বৃদ্ধ, ধাতু ইহাতে নিম্ন। মহৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। (নিঘণ্টু ৩১)

ত্রাধনতম (ত্রি) প্রবৃদ্ধতম। (শব্দ ১১৫০৩)

ত্রিশ্ (ত্রী) ১ অঙ্গুলীসমূহ। (নিঘণ্টু ২৮) ২ পরম্পরবিস্তিষ্ট।

“ত্রিশঃ বিশঃ পরম্পরবিস্তিষ্টঃ।” (শব্দ ১১৫৪৫ সাধারণ)

ত্রী, ১ প্রার্থনা, ত্র্যর্থাৎ পরম্পর সঙ্ক’ অনিট্। লট্ ত্রীণতি, ত্রিণতি। লঙ্ অত্রীণাৎ, অত্রিণাৎ। লিট্ বিত্রায়। লুট্ ত্রেতা। লৃট্ ত্রেয়তি। লুঙ্ অত্রিষীৎ। সন্ বিত্রীষতি। যঙ্ ত্রেত্রীষতে। ত্রী-২ বৃতি। ৩ গতি। দিবাদি’ আয়নে’ সঙ্ক’ অনিট্। লট্ ত্রীয়তে।

ত্রীড়, ১ লজ্জা। ২ প্রেরণ, ক্ষেপণ। দিবাদি’ পরম্পর’ সঙ্ক’ লজ্জার্থে অক’ সেট্। ত্রীড়াতি। লিট্ বিত্রীড়। লুট্ ত্রাড়তা। লুঙ্ অত্রীড়ীৎ।

ত্রীড় (পুং) ত্রীড় ভাবে ঘঞ্। ১ লজ্জা। (অমর)

ত্রীড়ন (ক্রী) ত্রীড়-পাট্। লজ্জা।

“গণ মন্দাকমন্দাত্ত্ব লজ্জা লজ্জা চ ত্রীড়শা।

ত্রীড়ো ত্রীড়া ত্রীড়নঞ্চ লজ্জা পথ্যায় ঈরিষঃ।” (শব্দরত্না)

ত্রীড়া (ক্রী) ত্রীড়) গুরুশচ লঃ। পা ৩১১০৩)
ইতি অ-টাপ্। লজ্জা।

“প্রাক্তরুপাগত্য মুখা বদন্তঃ সখিনাত্ত বিজ্ঞতে ত্রীড়া।

মুখলঘ্যপাণি যোহয়ং ন লজ্জতে দম্বকালিকরা।”

(আখ্যানশৃঙ্গারী ৩৫৭)

ত্রীড়াৎ (ক্রি) ত্রীড়া বিজ্ঞতেহন্ত মতুপ্ মত্ব বা। লজ্জা-
বিশিষ্ট।

ত্রীস, ১১। চুরাদি’ পক্ষে ত্রীস’ সঙ্ক’ সেট্। লট্ ত্রীসতি।
পক্ষে ত্রীসতি।

ত্রীহি (পুং) বহতি বৃদ্ধিঃ গন্তব্যীতি বৃহ-ব্রহ্মী (ইত্) পদার্থ কিং।
উণ্ ৪১:১২) ইতি ঈন্ পূর্বোব্রহ্মনিষাৎ সাধুঃ। ধাতু মাত্র।
আণ্ডধাতু। ধাত্বের সাধারণ নাম ত্রীহি। প্রায়ুট্ কালজাত
আণ্ডধাতু।

“বার্হিকাঃ কান্তিতাঃ গুহাঃ ত্রীহরশ্চিরপাকিনঃ।

কুক্কত্রীহিপাটলশ্চ কুক্কটাক্ক ইত্যপি।

শাখামুখো অতুসুখ ইত্যাপ্ত ত্রীহরঃ বৃত্তাঃ।” (ভাবপ্র)

বর্ষাকালে যে ধাতু জন্মে, তাহার নাম ত্রীহি, ইহার ইশাদেশ
কণ্ডন অর্থাৎ চাটনযুক্ত ও গুল্লবর্ণ এবং এই ধাতু চিরপাকী
অর্থাৎ বহু বিলম্বে পাকিয়া থাকে। ইহা কুক্কত্রীহি, পাটল,
কুক্কটাক্ক, শাখামুখ ও অতুসুখ ভেদে নানা প্রকার। যে
ধাত্বের তুষ ও চাটল কুক্কবর্ণ, তাহার নাম কুক্কত্রীহি, বাহার
বর্ণ পাটল পুষ্প সূত্র তাহাকে পাটল, এবং বাহার আকৃতি
কুক্কড়ার ডিম্বের জায় তাহাকে কুক্কটাক্ক ত্রীহি, ও বাহার সুখ
লাক্ষ্য তাহার কুক্কবর্ণ, তাহাকে অতুসুখ ত্রীহি কহে। গুণ—মধুর,
বিপাক, শীতরীষা, ঈষৎ অভিঘ্রাদী, মলরোধক এবং বটিক ধাত্বের
গুণ সমৃদ্ধ। এই সকল ধাত্বের মধ্যে কুক্কত্রীহি সর্বাঙ্গোপাধিক
গুণযুক্ত। (ভাবপ্র)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার লিখিত আছে, শরৎকালে যে ধান
পাকে, তাহাকে ত্রীহি কহে। পক ত্রীহি ধাতু দ্বারা যজ্ঞ করিতে
হয়। ধাতু থাকিলে তদ্বারা প্রথমে নবান্ন শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণ
ও বন্ধুবান্ধবকে ভোজন করাইয়া পরে স্বয়ং ভোজন করিতে
হয়। ত্রীহি ধাত্বের অতাব হইলে শালি ধাতু দ্বারা ঐ সকল
শ্রাদ্ধাদি করিবে।

“ত্রীহিভির্যজ্ঞেত বর্ষেযজ্ঞেত ইতি শ্রবতে। তত্র ত্রীহিপ্রয়োগে
প্রতীত্যবপ্রামাণ্যপরিভ্যাগঃ অপ্ৰতীত্যবপ্রামাণ্যকল্পনঃ।”

(একাদশীতত্ত্ব)

‘ত্রীহপ্রাপ্তৌ শালিধাত্বেন কর্ম কর্তব্যঃ’ (তিথিতত্ত্ব)

ত্রীহিক (ক্রি) ত্রীহিরভ্যাতীতি ত্রীহি (ত্রীহাদিত্যশ্চ) পা ৪২১১৩)
ইতি ঈন্। ধাতুবিশিষ্ট।

ত্রীহিকাক্ষন (পুং) ত্রীহিঃ কাক্ষনমিব অভিধানাৎ পুংকম্।
মহর। (ত্রিকা)

ত্রীহিতুগুকা (ক্রী) দেবধাতু, দেধান। (বৈভকনি)

ত্রীহির্দ্রোণ (পুং) জ্ঞাত্বেদ।

ত্রীহির্দ্রোণিক (ক্রি) ১ ত্রীহির্দ্রোণসম্বন্ধীয়। ২ ত্রীহির্দ্রোণ-ব্যবহারী।

ত্রীহিন্ (ক্রি) ত্রীহিরভ্যাতীতি ত্রীহি (ত্রীহাদিত্যশ্চ) পা
৪২১১৩) ইতি ঈনি। ত্রীহিযুক্ত কেত্রাদি।

ত্রীহিপণিকা [বী] (ক্রী) ত্রীহিঃ পণমিব পণমত্ৰাঃ ত্রীহি।
শালপণী। (রাজনি)

ব্রীহিভেদ (পুং) ব্রীহেভেদঃ। ধাত্তবিশেষ, চীনাং, চীনা
ধান। পর্যায় অল্প। (অমর)

ব্রীহিমৎ (ত্রি) ব্রীহি অন্ত্যার্থে মত্প। ব্রীহিবিশিষ্ট।

ব্রীহিমত (পুং) অনিয়তবৃত্তিকাবী সম্প্রদায়বিশেষ। (পা ৪৩১১৩)

ব্রীহিময় (পুং) ব্রীহে: পুরোডাশ: ব্রীহি: (ব্রীহে: পুরোডাশে।
পা ৪৩১১৪৮) ইতি ময়ট্। ব্রীহিনির্দিত পুরোডাশ, চাউলের
পিট। (ত্রি) ২ ব্রীহাঙ্ক, ব্রীহিময়।

“অয়তে হি পুরাকল্পে নৃণাং ব্রীহিময়: পতঃ।

যেনাবজন্ত যজ্ঞান: পুণ্যলোকপরায়ণা: ॥” (ভারত ১৩১১৪১৬)

ব্রীহিমুখ (ক্লী) ব্রীহেমুখমিব মুখং যন্ত। বাধনার্থ ব্রীহিমুখা-
কার মুখবিশিষ্ট শস্ত্র। এই শস্ত্রের ছয় আঙ্গুল আয়ত, দুই আঙ্গুল
বৃত্ত ও চারি আঙ্গুল ফল করিতে হয়। (মুদ্রান্তক ৬৮ অ°)

ব্রীহিরাজক (পুং) ব্রীহীণাং রাজা টচ্ সমাসান্তঃ। তন্ত:
কন্। কন্থাশস্ত্র, চীনাংকশস্ত্র, চীনাধান। (মেঘিনী)

ব্রীহিরাজিক (পুং) চীনাংকশস্ত্র, কন্থাশস্ত্র।

ব্রীহিল (ত্রি) ব্রীহি-ইলচ্ মত্বার্থে। ব্রীহিবিশিষ্ট। (পা ৪২১১১৭)

ব্রীহিবেলা (ক্লী) শরৎকাল। (লাট্য ৮৩৭)

ব্রীহিশ্রেষ্ঠ (পুং) ব্রীহিষু শ্রেষ্ঠঃ। শালিধাত্ত। (রাজনি°)

ব্রীহিগার (ক্লী) ব্রীহীনামগারম্। ধাত্তগৃহ, ধানেন্ন গোলা,
যেখানে ধান রাখা হয়। পর্যায় কুস্থল। (ত্রিকা°)

ব্রীহপুপ (পুং) ব্রীহিনির্দিত: অপূপঃ। ব্রীহিনির্দিত পিষ্টক,
চাউলের পিঠ। (কাত্য° শ্রৌ° ৪১১৮)

ব্রীহগ্রয়ণ (ক্লী) গ্রথমোক্ষত ব্রীহিশির্ষ মেবার্ধে অপণ।

(কাত্য° শ্রৌ° ১৮৮)

ব্রীহুর্করা (ক্লী) ধাত্তকেত্র। (লাট্যায়ন ৮৩৪)

ব্রুড়, ১ সংবৃতি। ২ সংহতি। ৩ মজ্জন। তুদাদি° কুটাদি°
পর্যৈ° সক° অক° সেট্। লট্ ব্রুড়তি। লিট্ ব্রুড়ো। লৃঙ্,
অব্রুড়ীৎ।

ব্রুস (ক্লী) বধ, হিংসা। চুরাদিপক্ষে ভূদি° সক° সেট্, লট্
ব্রুসয়তি পক্ষে ব্রুসতি। লৃঙ্, অব্রুসীৎ, অব্রুসৎ।

ব্রৈশী (ক্লী) গমনশীল মেঘোদয়স্থিত জল। “ব্রৈশীনাং বা পশ্চান্”
(শুক্রযজু° ৮৪৮) “ব্রৈশীনাং ব্রজতো মেঘস্ত উদরে শেরতে তা
ব্রৈশ্তা: মেঘোদয়স্থা আপঃ”। (মহীধর)

ব্রৈহ (ত্রি) ব্রীহেরবয়বো বিকারো বা (ব্রীহিবিশিষ্টো) অণ্।
পা ৪৩১৩৬) ইত্যণ্। ব্রীহিনির্দিত।

ব্রৈহিমত্য (পুং) অনিয়ত বৃত্তিকাবী জাতিবিশেষ। (পা ৪৩১১৩)

ব্রৈহেয় (ত্রি) ব্রীহীনাং ভবনং ক্ষেত্রং ব্রীহি (ব্রীহিশালোচ্চক্।
পা ৪২১২) ইতি চক্। আশুধাত্তোপযুক্ত ভূম্যাদি।

ব্রুগ্, ব্রুজ, বৈদিক গতার্থক। (ধক্ ১১৩৩১)

ব্রী, ১ গতি, ২ বৃতি। ক্র্যাদি° পৃাদি° পর্যৈ° সক° অনিট্।
লট্ ব্রিনাতি। লিট্ ব্রিনায়, ব্রিনিরভুঃ। লট্ ব্রোত। লৃট্,
ব্রোতি। লৃঙ্, অব্রৌবীৎ। সন্ ব্রিভীষতি। বঙ্, ব্রৌষতি,
ব্রৌষীতি ব্রৌষতি। পিচ্ ব্রোষতি। লৃঙ্, অব্রিভিৎ, ক্র, ব্রীন।
ব্রেক্স, দর্শনার্থ। ব্রেক্সতি, ব্রেক্সপয়তি।



শ

শ, তালব্য শকার, এই শকার শব্দের প্রথমবর্ণ, ব্যঞ্জনের ত্রিশবর্ণ। ইহাকে উগ্রবর্ণ কহে। ইহার উচ্চারণস্থান তালু। ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তরপ্রবন্ধ, বাহ্যপ্রবন্ধ বিকার, শ্বাস ও ঘোষ, ইহা মহাপ্রাণ। ইহার ব্যচক শব্দ শ, শব্য, কামরূপী, কামরূপ, মহামতি, সোধ্য, কুমার, অস্থি, শ্রীকর্ত, বৃষকেতন, কুমার, শরন, শাক্তা, হুতগা, বিষ্ণুগির্জিনী, যুক্তা, নেব, মহালক্ষ্মী, মহেন্দ্র, কুলকৌলিনী, বাহু, হংস, বিরহভক্ত, জন্, অনঙ্গ, অঙ্গ, খল, বামোঙ্ক, গুণ্ডরীকাক্ষা, কান্তি ও কল্যাণবাচক।

“শঃ শব্যশ্চ কামরূপী কামরূপো মহামতিঃ।

সৌধানামা কুমারোহস্থি শ্রীকর্তে বৃষকেতনঃ।

বৃষঃ শরকুমারো হুতগা বিষ্ণুগির্জিনী।

অভ্যুদেবো মহালক্ষ্মী মহেন্দ্রঃ কুলকৌলিনী।

বাহুহংসো বিরহভক্তঃ জননজাহ্নবঃ খলঃ।

বামোঙ্কঃ গুণ্ডরীকাক্ষা কান্তিঃ কল্যাণবাচকঃ।”

(বোণিনীতন্ত্র ৩৩ পটল)

বর্ণমালাতন্ত্রে ইহার লিখনগ্রন্থালীর এইরূপ উল্লেখ আছে যে, প্রথমতঃ বামদিকে ও পরে দক্ষিণদিকে কৃষ্ণিত রেখা করিয়া অধোদিকে গব্যাকৃতি লম্ব করিয়া তাহাকে উর্দ্ধদিকে টানিয়া একটা মাত্রা দিতে হইবে। এই মাত্রাটী ভবানীধরুপা এবং ইহার অন্তান্ত মেঘাঙুলিতে বহি, চন্দ্র ও দিবাকর বিভ্রমান।

“কৃষ্ণিতা বামভো দক্ষগতা চ পৌরুতিক্ষবঃ।

পুনরুপগতা তাস্ত্র বহিচন্দ্রদিবাকরাঃ।

মাত্রা ভবানী বিজ্ঞেয়া ধ্যানবত প্রচক্রেত।” (বর্ণোচ্চারিতঃ)

শকারের ধ্যান—

“শকারং পরমেশানি। শূণ্য বর্ণং গুচিস্মিতে।

রক্তবর্ণপ্রভাকারং অরং পরমহুণ্ডলী।

চতুর্ভুজপ্রবং দেবি শকারং ত্রৈলোক্যব্রহ্ম।

পঞ্চবেদময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণাঙ্ককং ত্রিয়ে।

রজঃসম্বতসোদুত্তং ত্রিবিম্বসুহিতং সখা।

ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণমায়াবিকৃতসংস্কৃতং।” (কামধেনুতন্ত্র)

মাতৃকা ভাসে ক্রদামি বন্ধ করে এই বর্ণের ভাস করিতে হয়।

“শং ক্রদামি বন্ধ করে—(ভরসার)

কাষের আদিত এই শব্দ প্রয়োগ করিলে হৃৎকইরা থাকে।

“শঃ হৃৎক সন্ত খেদম্” (বৃহদ্রত্না° টীকা)

শ (পুং) ১ শিব। ২ শত্রু। (শব্দরত্না°) (স্রী) ৩ গুণ, কল্যাণ, মঙ্গল।

“ন চ হৃদ্যে বনে শং মে বীথিকারায় ন পৰ্জতে।”

(দেবীভাগবত ৩১৮।৭)

শং (অব্য°) কল্যাণ, মঙ্গল।

“বঃ কীর্তী ভবতো বতো নৃপভূষণঃ শং ততঃ শত্ৰুঃ।”

(রাজেন্দ্রবর্গপুর ৫১) ২ গুণ। ৩ শত্রু। (শব্দরত্না°)

শংয (ত্রি) সামভেদ।

শংযু (ত্রি) শং গুণমত্যাভীতি (শংকঃভ্যাং বতযুক্তিত্তরসঃ।

পা ৫।২।১৩৮) ইতি যু। উভাবিত, গুণযুক্ত।

“কুর্বাণা পততঃ শংযু স্মৃণী হুহাসনা।” (ভট্ট ৫।১৮)

(পুং) ২ বৃহস্পতির অপত্য ঋষিভেদ। ইনি ঋষেদের

৬৪৪-৪৬ ও ৪৮ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা। ৩ সর্পভেদ। ৪ বৃহস্পতিপুত্র

অগ্নি বিশেষ। (ভারত ৩।২।৮২)

শংযুবাক (পুং) ১ প্রতিকৃতি, প্রতিচ্ছবি, অবিকল গঠন।

২ পশু হননরূপ বাগভেদ। (আখ° শ্রী° ১ ৫।২৬)

শংযোর্বাক (পুং) পবিত্রমুষ্টি গঠন।

শংব (ত্রি) শং (কংশংভ্যামিতি। পা ৫।২।১৩৮) ইতি ব।

১ গুণাবিত। (ত্রি পুং) ২ যুবলাগ্নিত লোহমণ্ডলক।

৩ ব্রজ। (ধরনি)

শংবদ (পুং) শং বহতীতি (শনি ধাতোঃ সংজ্ঞারঃ।

পা ৩।২।১৪) শং-বদ-অচ্। কল্যাণবাহী, গুণবাহী।

শংবদ (স্রী) শং বৃণোতীতি কৃ-অচ্। জল। (অমর)

শংবৃক (পুং) শব্দক।

শংস, ১ হিংসা। ২ ভক্তি, প্রশংসা। ৩ কথন। ৪ চুক্তি।

ভূমি° পরমৈ° সঙ্ক° সেট্। জু° পরে বিকরে ইট্° ধর। লট্°

শংসতি। লিট্° শংস। শংসতুঃ। লুট্° শংসিতা। লুট্°

শংসিষ্যতি। আশিষিত, শতং। লুট্° শংসীৎ, অশংসিষ্টাং,

অশংসিষুঃ। সন্° শিশংসিষতি। বঙ° শাশংসতে। বঙ° লুট্°

শাশংসি, লিট্° শংসতি। লুট্° অশংসৎ। জু° শংসিতা, শংসি।

জু° শংসিত। আ-শংস আশংসা, ইচ্চা, ভূমি° আশংসে। লট্°

শাশংসতে। প্র-শংস—প্রশংসা।

শংসখ (পুং) সংভাষণ।

"স চেতসো ভবতু সংসখে জনঃ" (পার' গু' ৩।১০)

শংসন (স্ত্রী) শংস-সুট। ১ হিংসন। ২ কখন। ৩ প্রার্থনা।

শংসনীয়া (স্ত্রী) শংস-অনীয়া। ১ হিংসনীয়া। ২ কখনীয়া। ৩ প্রার্থনীয়া।

শংসিত (ত্রি) শংস-ক্ত। ১ নিশ্চিত। (হলায়ুধ) ২ হিংসিত। ৩ স্তত।

"ব্রাহ্মণাশ্চ মহাত্মানঃ সোমপাঃ শংসিতব্রতঃ।" (ভা' ১।১১।১২৫)

৪ হুচিত। ৫ বাহিত। ৬ অনুষ্ঠিত।

শংসা (স্ত্রী) শংস-অ-স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ বাক্য। ২ বাহ্য। (মেদিনী) ৩ প্রশংসা। (শব্দরত্না)

শংসিন্ (ত্রি) শংস-ইনি। ১ পুচক। ২ জাপক, জাপন-কারক। ৩ কথক। ইহা প্রায়ই উপপদ পূরক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা শুভশংসী ইত্যাদি।

শংস্ত (পুং) শংস (তৃণ-তৃণো শংসিকদামিভ্যঃ সংজ্ঞায়াং চানিটৌ। উণ. ৩।১৪) ইতি তৃণ। যদা ছন্দসি (প্রসিদ্ধকৃত-ভিত্তিতেতি। পা ৭।২।৩৪) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ স্তোতা। ২ হোতা। ৩ প্রশতা। "উত সংতা স্তবিপ্রঃ" (ঋক্ ১।১৬২।৫) 'শংতা প্রশতা' (সারণ)

শংস্তব্য (ত্রি) মঙ্গলার্থ শুভনীর, মঙ্গলকামনার যে শুভ করা যায়।

শংস্থ (ত্রি) শং শুভে তিষ্ঠতীতি শংস্থা-ক (স্থঃ ক চ। পা ৩।২।৭৭) শুভাশ্রিত।

শংস্থা (স্ত্রী) শংস্থা-কিপ্। শুভযুক্ত, শুভাশ্রিত।

শংস্ত্র (ত্রি) শংস-গাৎ (ঐড়বলবৃশংসহ্রাৎ গ্যাভঃ। পা ৬।১।২১৪) ইত্যাহ্বানভঃ। ১ হিংস্ত, হিংসার যোগ্য। ২ তৃত্য।

শক, ১ শক্তি। ২ মৰ্গণ। স্বাদি' পরস্মৈ' অক' সেট্। লট্ শকোতি, শকুতঃ শকুযুক্তি। লিঙ্ শকুয়াৎ। লুঙ্ অশকোৎ। লিট্ শশাক। শেকিধ, শশক্, শেকে। লুট্ শক্। লৃট্ শক্যতি। লুঙ্ অশকৎ। সন্ শশক্যতি। বঙ্ শশক্যতে। বঙ্ লুক্ শশকীতি, শশতি। গিচ্ শশকয়তি। লুঙ্ অশীশকৎ।

শক শক্তি দিবাদি' উভয়' লক' সেট্। লট্ শক্যতি-তে।

"শক্যতি শক্যতে হুঃখং ধীনঃ" (হর্গাদাস)

শক শকধাতু, ১ জাস, ভয়। ২ শকা, সংশয়রোপ। ভাদি' আত্মনে' জাসার্থে অক' শকার্থে লক' সেট্।

ইবিৎ ধাতুর উভয় ভাগম হয়। লট্ শকতে। লিট্ অশকে। লুট্ শকিতা। লুঙ্ অশকিষ্ট, অশকিতাত্য, অশকিবত। সন্ শশকিবতে। বঙ্ শশক্যতে। বঙ্ লুক্ শশঙক্তি। গিচ্ শশকয়তি। লুঙ্ অশশকৎ। আ-শক—আশক।

শক (পুং) শক-অচ। ১ জাতিভেদ, শকজাতি। [ভারতবর্ষ শকে শকাধিকার ও শাকশব্দে জটব্য।] ২ নৃপভেদ। (মেদিনী) ৩ স্বেচ্ছজাতিবিশেষ। পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডে সগরোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, রাজা সগর শকরাজের মন্তকার্য সুকুন করিয়া বেদবাহু করিয়াছিলেন, এই জন্ত তিনি স্বেচ্ছ হইয়াছিলেন। তাহার বংশধরগণ স্বেচ্ছজাতি মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

"ভতঃ শকান্ সযবনান্ কাণোজান্ পারবাংস্তথা।

পল্লাবাংস্তাপি নিঃশেবান্ কর্তুং ব্যবসিতো নৃপঃ॥

সগরস্তাং প্রতিজ্ঞাস্ত নিশয়া স্তমহাবলঃ।

ধর্ম্য জবান তেবাঞ্চ বোশানজাংশ্চকার হ॥

অর্হঃ শিরঃ শকানাং সুগুরামাস তুর্পতিঃ।

যবনানাং শিরঃ সর্গং কাণোজানামপি দ্বিজঃ॥"

(পদ্মপু' স্বর্গখ' ১৫ অ')

৪ দেশভেদ। (বিষ্ণু) [শাকদ্বীপ দেখ।]

শকচেল্ল একজন প্রাচীন কবি।

শকট (পুংস্ত্রী) শকোতি ভার্য বোচুমিতি শক (শকাদিভ্যোহট্।

উণ. ৪।৮১) ইতি অট্। যানবিশেষ, চলিত গাড়ী। পর্যায়—

অন, অক্ষ। (শব্দরত্না) ২ অন্তরবিশেষ, শকটান্তর। ভগবান্

শ্রীকৃষ্ণ এই অন্তরকে বধ করেন। এই অন্তর শকটাকৃতি ছিল।

এই জন্ত ইহার নাম শকটান্তর হইয়াছিল। (ভাগবত ১০।৭ অ')

৩ দ্বিসহস্র পল পরিমাণ, পর্যায় ভার্য, আচিত, শাকটান,

শলাট। (হেম) ৪ তিনিশ বৃক্ষ। (রাজনি') ৫ বাহু-

বিশেষ। এই বাহু শকটাকৃতি করিয়া রচনা করা হয়, এই

জন্ত ইহার নাম শকটবাহু।

"নগুবাহুেন ভদ্রাংগং যাত্রাৎ তু শকটেন বা।" (মহু ৭।১৮৭)

[এই বাহুর বিবরণ বাহু শব্দে জটব্য]

৫ মোহিণী নক্ষত্র। (বৃহৎসং ২৪।৩০)

শকটবিল (পুং) জলকুটভেদ।

শকটহন (পুং) শকটং হন্তীতি হন-কিপ্। শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ

এই অন্তরকে বধ করেন, এই জন্ত ইনি শকটহা নামে

খ্যাত। (ভাগবত ১০।৭ অ')

শকটান্তর, শাকটান্তরের নামান্তর।

শকটার (পুং) মহারাজ নন্দের স্ত্রী।

শকটাল (পুং) মহারাজ নন্দের মন্ত্রিভেদ।

শকটাবিল (পুং) জলচরপক্ষীভেদ।

শকটাহু (স্ত্রী) শকটমিতি আহা যতঃ। মোহিণী নক্ষত্র।

এই নক্ষত্র শকটাকৃতি।

শকটি [টী] শকটশব্দার্থ।

শকটিক (ত্রি) শকটসম্বন্ধীয়।

শকটিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্র শকট, খেলিবার ছোট গাড়ী।

শকটিন্দ্ৰ (ত্রি) শকটাবিকারী, শকটবান্।

শকটীয় শব্দ, একজন প্রাচীন কবি।

শকট্যা (স্ত্রী) শকটিনার সন্থঃ (পাশাবিত্তো যঃ। পা ৪।২।৪৯১)
ইতি শকট-ব-ট্য। শকটসন্থঃ।

শকধ্ব (পুং) গোময়গ্নির ধ্ব।

শকন্ (স্ত্রী) শকৎ, বিট।

শকনি (পুং) শকারিলিপি, বিক্রমাদিত্যহ্মেনিত তন্ত্রাশাসন,
শিলালিপি প্রকৃতি।

শকজ্জি (পুং) ঋষিভেদ। (পা ৪।১।২০)

শকজ্জু (পুং) শকানঃ জজ্জুঃ শকজ্জাবিক্রমঃ অকারলোপঃ।
শকদিগের জু।

শকশিণ্ড (পুং) শকত শিণ্ডঃ। বিটার শিণ্ড, গোময় শিণ্ড।

“গায়ত্রী কৃষ্ণাঙ্কশিটোঃ” (সুত্রযজ্ঞঃ ২৫।৭) ‘শকশিটোঃ শকো
শেপে নূপে বিশি। বিশি বিটারঃ শকত বিটারঃ শিটোঃ’ (মহীধর)

শকপূর্ণ (পুং) ঋষিভেদ।

শকপূত (পুং) ঋষিভেদ। ইনি ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের
১৩২ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা। ২ গোময় দ্বারা পবিত্র।

শকম্ (অব্য) অধরূপ।

শকময় (ত্রি) ১ গোময়যুক্ত। ২ গোময়সজ্জত।

(অঙ্ক ১।১৩৪।৪০ সাধারণ)

শকম্ভর (ত্রি) গোময়পূর্ণ অথবা, যাহাতে গোময় রাখা যায়।

শকর (স্ত্রী) শকল, খণ্ড। (শত্ৰু ব্রা ১৪।৬।৯৩২)

শকল (স্ত্রী) শকোত্তীতি শক (শকিশম্যোগিৎ। উণ ১।১১১)
ইতি কল। ১ কল। ২ খণ্ড, টুকরা।

“অখাঙ্ককায় গিরিগম্বররাণ্যে

বঃস্ত্রীময়ুধৈঃ শকলানি কুর্সুন।” (রঘু ২।৪৬)

৩ রাগবন্ত। ৪ বকল। (মেদিনী) ৫ শক, আইশ।

(পুং) ৬ খণ্ড। ৭ একদেশ।

“প্রতিগৃহ্য গুটেনৈব পাবিনা শকলেন বা।” (মহু ৬।২৮)

শকলবৎ (ত্রি) শকল অন্ত্যার্থে মতুপ্ মস্ত ব। শকলযুক্ত,
খণ্ডবিশিষ্ট।

শকলিন্দ্ৰ (পুং) শকলমত্যাভীতি ইনি। মন্ত। (অমর)

শকলেন্দ্র (পুং) অপূর্ণেন্দ্র, যে চক্রেয় বোলকলা পূর্ণ হয় নাই।

শকলোক্তি (পুং) গোময় গোলক।

শকলোবিন্ (ত্রি) কাঠখণ্ড প্রাপ্তজ্জু। (অথর্ব ১২৫।২)

শকবর্গম্ (পুং) একজন কবি।

শকবুদ্ধি (পুং) অসৈক কবিভেদ।

শকসংবৎ, শকাব্দ। [সংবৎ দেখ।]

শকামিত্য (পুং) রাজভেদ, শালিবাহন রাজা।

শকাস্তক (পুং) শকত জাতিবিশেষত অস্তকঃ। বিক্রমাদিত্যরাজা।

শকাক (পুং) শকরাজ প্রচলিত বৎসর।

[সংবৎসর শকে বিহৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

শকার (পুং) রাজার স্তালক; রাজার অনুজ পত্নীর ভ্রাতা, রাজার
অবিবাহিতা অর্থাৎ রক্ষিতা পত্নীর ভ্রাতা নাটকাদিতে শকার
নামে অভিহিত হয়। এই শকার মন ও মূর্ত্যভিত্তিমাত্রী, এবং
ঐশ্বর্যসংযুক্ত, ইহারা নাট্যবিবরণের অতি অধম সহায়।

“মমমূর্ত্যভিত্তিমাত্রী চকুলতৈশ্বর্যসংযুক্তঃ।

সৌহৃদমল্লভ্রাতা রাজঃ স্তালঃ শকার ইত্যুক্তঃ।”

“তথা শকার চোটাভা অধমাঃ পরিকীর্তিতাঃ।”

(সাহিত্যদ ৭৮৪-৮৫)

শ-স্বরূপ কার। ২ শ-স্বরূপবর্ণ শকার।

শকারবকার (বিশেষ) অকথা অস্মীল ভাষা প্রয়োগ।

শকারি (পুং) শকত স্নেহজাতিবিশেষত অগ্নিঃ। উজ্জলিনী দেশ-
ধিপতি রাজা বিক্রমাদিত্য।

‘সাহসাকঃ শকারিঃ স্নেহজাতিবিত্য ইত্যপি।’ (জটধার)

শকারিলিপি (পুং) ভারতের প্রাচীন লিপিরভেদ।

শকুন (স্ত্রী) শকোতি শুভাশুভং বিভাজনেনেনতি শক (শকে
কনোভোভ্যনয়ঃ। উণ ৩।৫৯) ইতি উণ। শুভাশুভত্বক
লক্ষণ, শুভশংসিনিমিত। যে চিহ্ন দেখিলে শুভ বা অশুভ
জানিতে পারা যায়, তাহাকে শকুন কহে, যথা বাহুস্পন্দন বা
কাকোলুকাদি। শকুনশাস্ত্রে লিখিত আছে যে দক্ষিণবাহুস্পন্দিত
হইলে স্ত্রী লাভ হয়, হৃৎসরঃ দক্ষিণবাহুস্পন্দন শুভ শকুন। এই-
রূপ যে নিমিত্তদ্বারা শুভবিষয় অবগত হওয়া যায়, তাহাকে
শুভশকুন এবং অশুভ বিবর অবগত হইলে তাহাকে অশুভশকুন
কহে। কোন কার্যে গমন করিবার সময় বা কোন কার্য
করিবার কালে শুভাশুভ শকুন অবগত হইয়া তাহা করা
আবশ্যক।

“কীর্তন্যং প্রবণতো বিলোকন্যং

স্পর্শন্যং সমোহধিকং সমোত্তরম্।

মহলায় দধিচন্দনাদিকং

ভ্রাতং প্রবাসভবনপ্রবেশরোঃ।” (বসন্তরাজশাকুন)

প্রবাসগমন বা নবগৃহপ্রবেশকালে দধিচন্দনাদি মঙ্গল
দ্রব্যের কীর্তন, প্রবণ, স্পর্শন ও স্পর্শন উত্তরোত্তর অধিক কলদ্বারক
হইয়া থাকে।

বসন্তরাজশাকুনে শুভাশুভ শাকুনের বিবর এইরূপ লিখিত
আছে—

শুভশকুন—দধি, স্তন, হৃদী, আতপতঙ্গুল, পূর্ণকুন্ত, সিঁদার,

বেতসর্বপ, চন্দন, বর্ণন, শঙ্খ, মাংস, মৎস্য, স্তম্ভিকা, গোয়োটনা, গোখলি, দেবমুখী, বীণা, কল, ভজ্ঞানন, পুশা, অঙ্গন, অলঙ্কার, অঙ্গ, তাবুল, বান, আসন, শরাব, কল, হস্ত, বাজন, বস্ত্র, পদ্ম, তুলা, (ঝারি) প্রভৃতি বহি, হস্তী, হাগ, কুশা, চামর, রত্ন, সুবর্ণ, রূপা, তাম্র, বস, মেঘ, ওষধি, মস্ত ও নুতন পদ্মব এই ৩০টা দ্রব্য দর্শন বা স্পর্শ করিয়া গমন করিলে শুভ হইয়া থাকে, যাত্রা করিয়া গমনকালে দক্ষিণদিকে এই সকল দ্রব্য দেখিলে যাত্রার শুভ হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা শুভশকুন।

যাত্রাকালে যদি গাছার ও বড় প্রভৃতি রাগে ও গভীর মনোহর স্বরে বাজমান বাদ্য, বেগমনি, নৃত্য গীত প্রভৃতি শ্রুত হওয়া যায়, তাহা হইলে শুভ হইয়া থাকে। গমন সময় যদি কেহ শূভ কলসী লইয়া পথিকের সহিত গমন করে এবং ঐ কলসী পূর্ণ করিয়া প্রত্যাগমন করে, তাহা হইলে পথিকও কৃতকার্য হইয়া নির্ভয়ে পুনরাগমন করে। যাত্রাকালে গভীর জলধারা কুলি করিলে যদি অকস্মাৎ কিকিৎ জল গলাধঃকরণ হয়, অতীত কার্য সিদ্ধি ও সুখ লাভ হয়।

অশুভশকুন—অঙ্গার, ভগ্ন, কাষ্ঠ, রক্ত, কর্কস, পিণ্ডাক, কাপাল, তুষ, অস্থি, বিষ্ঠা, মলিনবাস্তি, লৌহ, আবর্জনারাশি, কৃষ্ণধাতু, প্রস্তর, কেশ, সর্প, ঔষধ, তৈল, শুভ্র, চর্ম, বস, শূভ্র-ভাণ্ড, লবণ, তুল, তরু, অর্গল, শৃঙ্গল, রুটি ও বায় এই ৩০টা দ্রব্য যাত্রাকালে অপ্রশস্ত। এই সকল দ্রব্য দর্শন করিয়া গমন করিলে অশুভ হইয়া থাকে।

যদি যাত্রা করিয়া যানারোহণকালে পাদাঞ্জন হয়, অথবা যান পলায়ন করে, কিংবা বহির্গমন কালে দ্বারে অভিষাচ হয়, তাহা হইলে গমনকর্তার প্রস্থানে বিয় হইয়া থাকে। মার্জারযুদ্ধ, মার্জারশল, কুটুম্বের পরস্পর বিবাদ, যাত্রাকালে এই সকল দর্শন করিয়া যাত্রা করিবে না। নুতন গৃহে প্রবেশকালে শবদর্শন হইলে মৃত্যু অথবা মহৎ রোগ হইয়া থাকে। কিন্তু যাত্রাকালে রোদন-শব্দহীন শবদর্শন হইলে সেই যাত্রাতে সর্ককার্য সিদ্ধি হয়।

এই সকল শুভাশুভ শকুন দেখিয়া শুভকার্য উচিত। ইহা ভিন্ন শাকুনদীপিকার বিপদ শকুনের বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

“অথাতিথ্যন্তে দ্বিগদেবু ভাবং

প্রধানভাবং শকুনং নরাণাম্।

নৈমিত্তিকং বং প্রতিভাষ্য সর্গং

ফলং শুভাশোভনয়ো ব্রবীতি ॥” (শাকুনদীপিকা)

যে সকল নিমিত্ত দেখিয়া যাত্রাকালেও শুভাশুভ কার্যের শুভাশুভ ফল বলিতে পারা যায়, তাবৎ বিপদ শকুনের বিষয় নির্দিষ্ট হইয়াছে—

গমন সময় অথবা আগমন কালে যদি অতিশয় জ্বর, গুরু বস্ত্র ও গুরু মালাধারী পুরুষ বা স্ত্রী দর্শন হয়, তাহা হইলে কার্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। রাজা, স্বর্গ-ব্রাহ্মণ, বেত্তা, কুমারী, বন্ধু, মুকেশ সন্তান, অশ্বারূঢ় বা গজারূঢ় ব্যক্তি যাত্রাকালে দেখিলে শুভ হইয়া থাকে। বেতবস্ত্রধারিণী, বেতচন্দনমণ্ডিতা এবং যে নারী বেতমালা মস্তকে ধারণ করিয়াছে, ও সন্ধ্যা চিত্তা এবং গৌরবর্ণা নারী যাত্রাকালে দেখিলে অতীত কার্য সিদ্ধি হয়। হস্তধারী, গুরুবস্ত্রপরিধারী, পুশ ও চন্দনাদি দ্বারা চিত্রিতাক, ভোজন কার্যে নিযুক্ত ও পাঠনিরত ব্রাহ্মণকে যাত্রাকালে দর্শন করিলে সর্ককার্য সিদ্ধি হয়। বাহার গমন সময় নর বা নারী ফল হস্তে করিয়া সম্মুখে আগমন করে, তাহার অভিলষিত কার্য সম্বর সিদ্ধি হয়।

যাত্রাকালে হতগর্ভ, অপমানিত, অঙ্গহীন, নগ্ন, অন্ডাক, তৈলপ্রলিপ্ত, রক্তাশ্রু, গর্ভবতী, রোদনকারিণী, মলিনবেশ-ধারী, উন্মত্ত, বিধবা, দীন, শত্রু, মুক্তকেশ, উষ্ট্র বা গর্দভস্থিত-সন্ন্যাসী ও নগ্নসক এই সকল দেখিলে দুঃখ ও অভিলষিত কার্য সিদ্ধি হয়। কৃষ্ণবস্ত্রধারিণী, কৃষ্ণায়ুর্লপনযুক্তা এবং যে নারী কৃষ্ণবর্ণমালা মস্তকে ধারণ করিয়াছে, ঐ রূপ নারী অথবা কৃষ্ণবর্ণা কুপিতা রমণী যাত্রাকালে দেখিলে যাত্রার বিপদ ঘটয়া থাকে।

যাহার গমনকালে পৃষ্ঠদেশে কিংবা অগ্রভাগে দণ্ডায়মান অজ্ঞ কোন ব্যক্তি “গমন কর” এইরূপ বাক্য বলে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির সকল প্রকার মঙ্গল, সম্ভাব ও বিজয় লাভ হইয়া থাকে। শত্রুবাদ্য যাত্রাকালে যদি সেই সময় মাস, কাট, ভেদক ইত্যাদি শব্দ হয়, তাহা হইলে কার্যসিদ্ধি হয়, এবং যাত্রাকালে ‘কোথায় যাইতেছ? যাইও না’ ইত্যাদি শব্দ শ্রুত হওয়া যায়, তাহা হইলে সেই যাত্রার বিপদ হইয়া থাকে। যাত্রাকালে লাভ, জয়, মঙ্গল, ও অমঙ্গল ইত্যাদি ২৮ক বাক্য দ্বারা তত্তৎ ফলের শুভাশুভ স্থির করিতে হইবে।

যাত্রাকালে অগ্রভাগে রোদনধ্বনি শ্রুত হইলে উপদ্রব, অগ্নিকোণে ভয়, এবং নৈঋত কোণে যুদ্ধে বিপদ ও বায়ুকোণে রোদনশ্রবণে সমৃদ্ধি লাভ হয়। পৃষ্ঠদেশে রোদন-শ্রবণে সন্তাননাশ, রোদনধ্বনির নিম্নস্থিতি হইলে লোক এবং শত্রুর ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে কার্যসিদ্ধি হয়। যে হস্তী উর্দ্ধদিকে শুভ উত্তোলন অথবা দক্ষিণ দক্ষিণের শুভাশ্রয় স্থাপন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, বা উর্দ্ধেবরে শব্দ করিয়া বিষ্ণু সকল পূর্ণ করে, এইরূপ হস্তী দেখিয়া যাত্রা করিলে সকল মনোরথ সিদ্ধি হয়। যাত্রাকালে শব্দহীন শৃগাল দেখিলে তৎক্ষণাৎ কোন অনিষ্ট হইবে বুঝিতে হইবে। যাত্রাকালে শৃগালের গতি দেখিলে শুভ এবং রাজি-

কালে যদি অনেক শূণাল একত্র হইয়া বামদিকে শব্দ করে, তাহা হইলেও শুভ জানিতে হইবে।

যদি শূণাল প্রথমে 'হুবা হুবা' শব্দ করিয়া পরে 'টটা' এই রূপ শব্দ করে, তাহা হইলে শুভ এবং অশুভবিধ শব্দ করিলে অশুভ হইয়া থাকে। বাহ্যর ভবনে নিম্নাভাগে পশ্চিমদিকে শূণাল শব্দ করে, সেই গৃহবাসীর উচ্চাটন, পূর্বদিকের শব্দে ভয়, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে শব্দ করিলে শুভ হইয়া থাকে।

যদি একর বামদিকে মনোহর শব্দ শুনি শব্দ করিয়া কোন স্থানে স্থিত থাকে অথবা ভ্রমণ করে, যাত্রাকালে এরূপ ভ্রমণ দেখিলে শুভ হয়। গোমূত্র, ককশর্প প্রভৃতি স্বাভাবিক অতি ভয়ঙ্কর যাত্রা বা কোন কার্য্যারম্ভকালে সর্প দেখিলে সেই কার্য্য বা যাত্রা হইতে বিরত হওয়া আবশ্যক, কারণ উহাতে বিয় হয়। ইচ্ছাতে একটু বিশেষ এই যে, যাত্রাকালে সর্পদর্শন হইলে পায়ণ বা কটকে পাদস্পর্শ করিয়া যাত্রা করিলে সমস্ত বিয় বিনষ্ট হয়। যাত্রাকালে সর্প কিংবা পক্ষ্মণী যদি বামভাগে দৃষ্ট হয়, তাহা শুভ এবং অর্দ্ধপথে উন্নতমস্তক সর্প দৃষ্ট হইলে যদি রাজ্যলাভ সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলেও গমন করিবে না।

যাত্রাকালে হাঁচি, টিকটিকী ও কাকরব শুনিয়া নির্যোক প্রাণী অস্থানরে শুভাশুভ স্থির করিতে পারা যায়। যে বারে যাত্রা করিতে হইবে, সেই বার প্রথমে পূর্বদিকে স্থাপন করিয়া দক্ষিণাবর্ত ক্রমে তাহার পর পর বার এবং রাহগ্রহ পরবর্তী দিক্ সমূহে বিজ্ঞত করিবে। কিন্তু শনিগ্রহের পর রাহগ্রহ স্থাপন করিতে হয়। তৎপরে দেখিবে যে কোন্ দিকে হাঁচি, টিকটিকী বা কাকরব হইরাছে, সেই দিকে পূর্বোক্ত বার স্থাপনক্রমে কোন্ গ্রহ পতিত হইরাছে, তাহা জানা যাইবে। যদি সেই দিকে দ্বিবি পতিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে কার্য্যের জন্য যাত্রা করা হইরাছে, তাহাতে ভয়, সোম হইলে কর্ণের শুভ, মঙ্গল হইলে উৎপাত, বুধে শুভ, বৃহস্পতিতে সর্কসিদ্ধি, শুক্র হইলে ঈশ্বর্য্যভ, শনি হইলে সেই কার্য্য তৎক্ষণাৎ এবং রাহ হইলে সেই কার্য্যের নাম জানিতে হইবে।

অঙ্গস্পন্দন হইলে নির্যোক রূপে শুভাশুভ স্থির করিতে হয়। অঙ্গের দক্ষিণভাগ স্পন্দিত হইলে শুভ এবং পূর্বের ও দ্বয়ের বামভাগের স্পন্দন হইলে অশুভ হইয়া থাকে। মস্তকস্পন্দন হইলে ভূমিলাভ, কপালস্পন্দনে স্থানবৃদ্ধি, এবং ক্র ও নাসাস্পন্দনে প্রিয়সঙ্গ হয়। চক্ষুস্পন্দনে কৃত্য লাভ, চক্ষুর উপাত্ত দেশ স্পন্দনে অর্থপ্রাপ্তি এবং চক্ষুর মধ্যদেশ স্পন্দনে উদ্বেগ ও মৃত্যু হয়। চক্ষুর সমর ও নিম্নদল অবস্থার চক্ষুস্পন্দিত হইলে দীর্ঘ জয়লাভ, অঙ্গাঙ্গ দেশ স্পন্দনে স্ত্রীলাভ ও কর্ণের প্রান্তভাগ স্পন্দনে প্রিয় সংবাদ লাভ হয়। নাসিকাস্পন্দনে প্রায় ও কষ্টতা, অপর ও

ভক্তবেশ স্পন্দনে অতীষ্ট বিবর লাভ, কণ্ঠদেশ স্পন্দনে দুঃখ, বাহ্য স্পন্দনে মিত্রবেদ, কণ্ঠদেশ স্পন্দনে দুঃখ, হস্তস্পন্দনে ধনলাভ, পৃষ্ঠদেশ স্পন্দনে বৃদ্ধে পরাজয় এবং বকঃস্থল স্পন্দনে জয় লাভ হইয়া থাকে। কৃকিদেশ স্পন্দনে স্ত্রীতি, স্ত্রীদিগের স্তন স্পন্দনে সত্যানোৎপত্তি, নাভিস্পন্দনে স্থান চ্যুতি, অঙ্গ স্পন্দনে অর্থলাভ, জাহ্নসিদ্ধি অর্থাৎ হাটু স্পন্দনে শত্রুর সহিত সন্ধি, অঙ্গা স্পন্দনে কোননা কোন দিকের নাম, চরণস্পন্দনে উত্তম স্থান-প্রাপ্তি ও পদতল স্পন্দনে পথভ্রমণ হয়।

স্রী পুরুষ সম্বন্ধে এই সকল শুভাশুভ বিপরীত ভাবে বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ পুরুষের দক্ষিণ ভাগ এবং স্ত্রীদিগের বাম ভাগে শুভ এবং ভক্তবিপরীত ভাগে অশুভ জানিতে হইবে।

(শাকুনবীপিকা)

(পুং) ২ পক্ষিমাত্র, পক্ষীর সাধারণ নাম শকুন। ৩ পক্ষিবিশেষ, গৃধ্র। কস্তপগরী তাম্রার গর্ভে গৃধ্রের উৎপত্তি হয়। (ভাগবত)

গৃধ্র যদি বাম, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চাদ্ ভাগে থাকিয়া শব্দ করে, তাহা হইলে অমঙ্গল হয়।

“বামেহপসব্যে পুরতন্ত পৃষ্ঠে বৃদ্ধং বিভক্তং দক্ষিণং ত্রিষত্।

গৃধ্রঃ স্থিতঃ সন্ কুরুতে ক্রমেণ শব্দোহপসব্যোহন্ত বিপত্তিহেতুঃ”

(বসন্তরাক্ষা)

৪ বিপ্রভেদ। (উজ্জল) ৫ গীতবিশেষ। উৎসবানিতে মঙ্গলাব্দী ইহা গীত হইয়া থাকে।

শকুনক (পুং) শকুন-বার্ধ-কন্। শকুন শব্দার্থ।

শকুনভক্ত (ত্রি) শকুনাং জানাতীতি জ্ঞা-ক। ১ শকুনজাতা, যিনি শুভাশুভ শকুন অবগত আছেন। ত্রিয়ার টাপ্। শকুনজা, জ্যোতী, জ্যোতি, টিকটিকী। (ত্রিকা)

শকুনভক্তান (স্ত্রী) শকুনভ শুভাশুভনিমিত্ত জ্ঞানং। শুভাশুভ নিমিত্তের জ্ঞান।

শকুনবার (পুং) শকুনবিষয়ক সংজ্ঞা বিশেষ। যতপি হইটী শকুন বধাভাগে অবস্থিত হইয়া শান্তভাবে শব্দ ও চেষ্টা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে তাহাকে শকুনবার কহে। এই শকুনবার শুভচরক। যাত্রাদি কালে এইরূপ শকুনবার দেখিলে শুভ হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, এক জাতীয় শাকচট্ট ও শব্দরহিত শকুনবার উত্তর পার্শ্ব হইলে শুভ হইয়া থাকে।

“তাবেব তু বধাভাগং প্রশান্তচট্টচেষ্টেভে।

শকুনৌ শকুনবারসংজ্ঞিতাবধিস্করেঃ।

কেচিৎ শকুনবারমিচ্ছন্ত্যভ্যন্তঃ স্থিতৈঃ।

শকুনৈরেকজাতীভিঃ শাকচট্টাভিঃ।”

(বৃহৎসংহিতা ৮৩/২-৫৫)

শকুনশাস্ত্র (স্রী) শকুনবিশ্বকোষ শাস্ত্র। যে শাস্ত্রে শকুন ব্যায় ওভাত্ত জানা যায়, তাহাকে শকুনশাস্ত্র কহে।

শকুনসূক্ত (স্রী) যজুসমুদ্রভেদ। যুগ্ম পক্ষীর বিকারে এই যুক্ত জপ করিতে হয়, ইহাকে শাকুনসূক্তও কহে।

“স্বদেবা ইতি চৈকেন দেয়া গাবশ্চ দক্ষিণা।

জপেচ্ছাকুনসূক্তং বা মনোবেদশিরাসি চ ॥” (বৃহৎসং ৪৩।৭০)

শকুনাপা (স্রী) শুভাকার যুক্তভেদ, চারাগাছ।

শকুনাস্ত (পুং) ১ বাসরোগবিশেষ। শিকাগণ শকুনিগ্রহ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তাহাকে শকুনাস্ত কহে। ২ শকুনিগ্রহ। ৩ মন্তবিশেষ। (বৈতরি) ৪ শাণ্ডিন্যভেদ। (ভাবপ্র°)

শকুনি (পুং) শকোতি উন্নতশাখানামিতি শক (শককুনোভো-
নয়ঃ। ট্রাণ্ ৩।৪২) ইতি উনি। ১ পক্ষী মাত্র। ২ চিলপক্ষী,
চিল, গৃধ্র। (হেম) ৩ কোমর মাতুল, চর্যোথনাদির নাম,
ইনি সুললিতপুত্র, এই জন্ত ইহার নাম সৌবল। ইনি
চর্যোথনের মন্ত্রী ছিলেন। রাজা চর্যোথন-পাণ্ডবদিগের ঐশ্বর্য
দেখিয়া নিভান্ত বাধিত হন এবং এই শকুনির পরামর্শে ও সাহায্যে
কপটদ্বারে পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করেন। পাণ্ডবগণ পরা-
জিত হইয়া বনগমন করেন। শকুনির পরামর্শমূলক এই
কপটদ্বারত্যাগই কুরুকুলধ্বংসের একমাত্র কারণ। সহদেব
কর্তৃক সপুত্র শকুনি নিধন প্রাপ্ত হয়। মহাভারতে কুরু-
ক্ষেত্রের যুদ্ধে সভা ও শলা পরে ইহার বিজ্ঞত বিবরণ আছে।

৪ ববপ্রভৃতি একাদশ করণের অন্তর্গত অষ্টম করণ। এই
করণে কোন বালক জন্মিলে পরধনহারী, বঞ্চক, ক্রুরচেষ্ঠে,
কৃত্য, অতিশয় পরদারাসক্ত, ক্রোধী ও শীঘ্রকর্ষা হইয়া থাকে।

“পরজনধনহর্তা বঞ্চকঃ ক্রুরচেষ্ঠঃ

করধৃতকরবালঃ ব্যাহতস্বামিপক্ষঃ।

অতিশয়পরদারাসক্তচিত্তঃ সরোবো

তবতি শকুনিক্সা মানবঃ শীঘ্রকর্ষা ॥” (কোম্পিগ্রন্থীপ)

৫ হুংসংপুত্র। হুংসহের ঔরসে নিম্বাটির মূর্তি দস্তাকৃতি
ও শকুনি প্রভৃতি ৮ পুত্র এবং ৮ কন্যা হয়। ইহারা
সকলেই অতিশয় পাণ্ডারী। শকুনির ভ্রাতা, কাক, কপোত,
গৃধ্র ও উল্লুক এই পাঁচ পুত্র। (মার্কণ্ডেয়পু°)

৬ বিকুকিপুত্র। বৈবস্বত মন্তরে ইক্কাকু নামে রাজা
ছিলেন। তাহার পত্নী পুত্র হয়, তন্মধ্যে বিকুকি জ্যেষ্ঠ।
এই বিকুকি অযোধ্যাধিপতি ছিলেন, ইহার শকুনি প্রভৃতি
পঞ্চদশ পুত্র হয়। (অগ্নিপু° সপ্তমোপাখ্যান-নামাখ্যায়)

শকুনি, বনাম এসিধ পক্ষীবিশেষ। সংস্কৃত পর্যায়—গৃধ্র।
ইহার মাংসাস্তি; গলিত শব্দেই মাত্রই ইহাদের একমাত্র
আহার্য। মাঠের পোকা মাকড়ও ইহার খাদ্য। বাহ্যিক

গঠন দেখিয়া ইহাদিগকে চিলভাতির পক্ষিশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা
বাইতে পারে। প্রাণিতত্ত্ববিদগণ নানাবিধে নানাপ্রকার শকুনি
দেখিয়া তাহাদিগকে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন।
Jerdon সাহেব প্রভৃত শকুনিবিগকে Vulturinae শাখার
অন্তর্ভুক্ত করেন, বাহন শকুনি (Vultur monachus) কাক
শকুনি (Olygyps Calvus), বেতগৃষ্ঠশকুনি (Gyps Ben-
galensis), বৃহদাকৃতি তাম্রবর্ণ শকুনি (G. fulvus), দীর্ঘ-
চক্ষু কটাশে শকুনি (G. Indicus), প্রভৃতিতে এই শাখার
অন্তর্ভুক্ত করা হইয়া থাকে। এতদ্বির বিতিরদেবে এই শ্রেণীর
বে সকল পক্ষী আছে, তাহাদের Neophroninae, Gypaetinae,
Sarcorampinae, American Vulture ও Gypohiera-
cinae (Angola Vulture) প্রভৃতি কর্তী থাকে বিভক্ত করা
হয়। Neophron percnopterus পক্ষীগুলি আমাদের দেশে
কালমুগ বা কালমুগী নামে পরিচিত। যে সকল শকুনির নিম্ন
ঠোঁটের নীচে দাঁড়ির ভায় লালবর্ণ একটা মাংসের খোলে থাকে
তাহারাই Gypaetus barbatus নামে খ্যাত। ইহাদিগকে
পাশ্চাত্য ভাষায় Langmergeyers ও বলে।

মিশরদেশীয় শকুনি এসিয়া, আফ্রিকা ও পূর্ব যুরোপে প্রায়
দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই আমাদের দেশের কালমুগী
(Neophron percnopterus) ও বাইবেল গ্রন্থের “Pharaoh’s chicken”।

হিমালয়ের নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে মহাযজ্ঞাতীর বাসভূমির
সমিহিত প্রদেশেও ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের
সমস্ত প্রান্তরেও এই কৃশকার ও দুর্দৃশ্য পক্ষীজাতির বাস
আছে। পূর্বাঞ্চলে যত প্রকার শকুনি আছে তাহাদের মধ্যে
উপরি উক্ত জাতিই ক্ষুদ্রাকৃতি। ওটাগ্র হইতে পুচ্ছ পর্যন্ত
ইহার প্রায় ২৬ ইঞ্চির বড় হয় না। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যা
সহরে একটা বৃহদাকৃতি বাহন শকুনি (Great brown Vul-
ture) গুলির আঘাতে নিহত হয়। ডানা দুইটির বিস্তার ৮
ফিট ২ ইঞ্চি এবং মাংসপিণ্ড ১৭ পাউণ্ড।

শকুনিকা (স্রী) শকুনি-কন-টাপ। ১ শকুনি। ২ কন্দাহরচর
মাতৃকাভেদ।

শকুনিগ্রহ (পুং) কন্দাহরচরভেদ।

শকুনিপ্রাপা (স্রী) শকুনিবাস পক্ষিগণ পানার্থ বা প্রাণ। পক্ষী-
দিগের পানীয়শালা। পর্যায় গ্রন্থে। (হারাবলী)

শকুনিসবন (স্রী) শকুনবন।

শকুনিসাদ (পুং) পক্ষীর ভায় গমন। “বৃহস্পতিঃ শকুনি-
সাদেন” (জ্যৈষ্ঠ্যঃ ২৫।৩) “শকুনিসাদেন শকুনিঃ পক্ষী ওষৎ
লালো গমনক বদ্য বিবরণ-পত্ন্যাদৌ ককু” (স্বীঘর)

শকুন্তী (জী) শকুন-ভীষ্ম : ১ ভাষাপকী। (রাজনি) ২
চটকী। ৩ পক্ষিপথধারিণী পুতনা। পুতনা নামে শকুন্তী
অতিশয় ক্রুরকর্মা ও প্রাণিসিঙ্গের পক্ষে অতি ভয়ঙ্করী।

“কতচিৎ কালত শকুনীবেশধারিণী।

ধাত্রী কংসত ভোজ্যত পুতনেতি পরিজ্ঞতা ॥

পুতনা নাম শকুন্তী বোরা প্রাণিভয়ঙ্করী।

আজগামাধিরায়েতু পক্ষৌ ক্রোধাৎ বিধুষতী ॥” (হরিব° ৩২।১-২)

৪ তরামক বালগ্রহবিষেব। এই গ্রহ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে
বাগের অদশৈখিল্য, দাঁহ, পাক ও শ্রাববিশিষ্ট ব্রণ সকল জন্মে।
শরীরে পক্ষীর গন্ধ হইরা থাকে এবং অকারণে শকুনীপীড়িত
বালক থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠে।

“অভ্যাক্রো ভয়চকিতো বিহঙ্গগণিঃ

সাত্ৰাবব্রণপরিপীড়িতঃ সমস্তাং।

কোট্টেচ প্রচিহ্নতঃ সনাতপটৈকঃ

বিজ্ঞেয়ো ভবতি শিশুঃ ক্ষতঃ শকুন্না ॥”

(সুশ্রুত উত্তরত° ২৭অ°)

শকুনোম্বর (পুং) শকুনীনাং পক্ষিগামীকরঃ। গরুড়। (ধনঞ্জয়)

শকুনোপদেশ (পুং) শকুনশাস্ত্র।

শকুন্ত (পুং) শকোতি উৎপত্তিতুমিতি শক (শকেকনোন্তোভ্য-
নয়ঃ। উণ্ ৩।৪২) ইতি উক্ত। ১ পক্ষী, পক্ষিমাত্র। (অমর)
২ কীটভেদ। ৩ ভাস পক্ষী। (মেদিনী) ৪ কাকভেদ।
৫ কুকুটভেদ। (বৈজ্ঞকিন°)

শকুন্তক (পুং) পক্ষী।

শকুন্তলা (জী) শকুন্তৈঃ পক্ষিভির্লাগ্যতে পাণ্যতে ইতি লা-
গ্যার্থে ক, জিহামাপ্। মেনকানারী অপ্সরার গর্ভে বিশ্বামিত্র
হইতে জাতা কন্যা। এই কন্যা নির্জন বনে শকুন্ত কর্তৃক
রক্ষিত হইয়াছিল, এই জন্য ইহার নাম শকুন্তলা।

“নির্জনে তু বনে বস্মাৎ শকুন্তৈঃ পরিরক্ষিতা।

শকুন্তপ্তৌতি নামাস্যাঃ কৃতকাপি ততো মরা ॥”

(মহাভারত ১।৭২।১৫)

রাজা দ্রুপদের সহিত ইহার বিবাহ হয়, এবং তাঁহা হইতে
ইহার গর্ভে ভরত জন্মগ্রহণ করেন। এই ভরত হইতেই ভারতবর্ষ
নাম হইয়াছে।

মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে যে, একদা রাজা দ্রুপদ
অসংখ্য সৈন্য সামন্তে পরিবৃত্ত হইরা সুগম্য গমন করেন।
সহসা যুগ্মা শেষে তিনি একাকী কথনুনির আশ্রমে উপ-
স্থিত হন। এই সময়ে কথ ভাষা ছিলেন না। শকুন্তলার উপরই
আশ্রয়লাভের ভাব ছিল। একারণ শকুন্তলাই রাজাকে আসন,
পাণ্ড ও অর্ঘ্য প্রভৃতি দ্বারা সজ্জন। এক অনামিত ও সুখল জিজ্ঞাসা

করিলেন। রাজা দ্রুপদ তাপনী বস্ত্রা পরমবেশধারিণী নাকি
লক্ষীর দ্বার রূপবতী কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি ভগবান
কথকে পূজা করিতে আশ্রমে আসিয়াছি। তিনি কোথায়?
শকুন্তলা কহিলেন, পিতা কলাহরণার্থে আগ্রহ হইতে বহিঃগমন
করিয়াছেন, কণকাল ঘড়ীকা করুন, তাঁহাকে প্রত্যাগত দেখিতে
পাইবেন।

তখন রাজা কিঞ্চিদ্বিগ্রাম করিয়া পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন
তুমিরাহি, ভগবান কথ উচ্চৈরতাঃ, অতএব তুমি কি প্রকারে
তাঁহার কন্যা হইলে? এ বিষয়ে আমি সাতিশর-সলিল হইয়াছি,
তুমি আমার এই সংশয় দূর কর।

রাজার এই বাক্যে শকুন্তলা কহিলেন, আমি পিতার নিকট
তুমিরাহি যে, বিশ্বামিত্র নামে এক মহাতপাঃ গুহি হিমালয়ের এক
প্রান্তে কঠোর তপসা করিতেছিলেন, ইহা তাঁহার তপস্যার ভীত
হইয়া তপোভঙ্গের জন্য মেনকা নামী অপ্সরাকে প্রেরণ করেন।
মেনকা কর্তৃক তাঁহার তপোভঙ্গ হয়। সেই স্থানে যুনির গুরসে
মেনকার গর্ভে আমার জন্ম হয়।

প্রসবের অব্যবহিত পরেই মেনকা আমাকে সিংহ ব্যাঘ্র
সমাকুল বিজনবনে পরিত্যাগ করিয়া যান। শকুন্তগণ সিংহ-
ব্যাঘ্রাদি হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছিল, এই জন্য আমার নাম
শকুন্তলা হইল। পিতা কথ আমাকে ঐ অবস্থায় নিরীক্ষণ
করিয়া আশ্রমে আনিয়া লালনপালন করিয়াছেন, এইজন্য
তিনি আমার পিতা।

রাজা দ্রুপদ শকুন্তলার জন্ম বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিলেন, তুমি
রাজার কন্যা, অতএব আমার বিবাহযোগ্য। গাঙ্কর্ষবিধানে
আমাকে বরমালা প্রদান কর, ইহাই আমার একান্ত অভিলাষ।
ইহাতে শকুন্তলা কহিলেন, রাজন! আমার পিতা এখনই আসি-
বেন, আপনি মুহূর্তকাল অপেক্ষা করুন, তিনি আসিয়াই
আপনাকে সম্প্রদান করিবেন। তাহাতে রাজা বলিলেন, আমার
ইচ্ছা যে তুমি বয়সেই আমাকে ভজনা কর, আমি তোমার নিমিত্তই
এখানে আসিয়াছি, আমার ক্রুর তোমাতে অতিশয় আসক্ত হই-
য়াছে, ক্রিয়ের পক্ষে গাঙ্কর্ষবিবাহই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাতে
তোমার কোনরূপ ধর্মহানি হইবে না।

তখন শকুন্তলা কহিলেন, হে পৌরব! যদি ইহা ধর্মপথানুসারী
হয় এবং আত্মসমর্পণ বিষয়ে আমার প্রভুত্ব থাকে, তাহা হইলে
আমার এক পণ আছে। শ্রবণ করুন। আপনি আমার নিকট
এই প্রতিজ্ঞা করুন যে, আমার গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, সেই
পুত্র যুধিষ্ঠির ও আপনার উত্তরাধিকারী হইবে। আপনি এই
প্রতিজ্ঞা করিলে এইরূপ বিবাহে আমার কোন আপত্তি নাই।

মঙ্গলশ্রমে নিত্যক ব্যথিত রাজা কিছুমাত্র বিচাের না

করিয়াই শকুন্তলার বাক্যে সন্তুষ্ট হইলেন। অতঃপর বখাষিধানে পানিগ্রহণ করিয়া তাহার সহিত স্থলভোগ করেন। কিছুকাল প্রশ্রয়লাপের পর রাজা, “আমি রাজধানীতে বাইরাই তোমাকে খণ্ডার পইরা বাইব।” ইত্যাদি রূপ আশাসবাক্যে শকুন্তলাকে প্রীত করিলেন, এবং মহর্ষি কথ আশ্রমে আসিরা ইহা অহমোদন করিলেন কি না, তাহা তাবিত্তে তাবিত্তে সেই স্থান হইতে প্রত্যাগত হইলেন।

অনতিবিলম্বে মহর্ষি কথ আশ্রমে আসিরা বিবাজ্ঞানে সকল অবগত হইরা শকুন্তলাকে কহিলেন, ভদ্রে! অত তুমি আমার অপেক্ষা না করিয়া নির্জনে বে পুরুষ-সংসর্গ করিয়াছ, তাহাতে তোমার ধর্মহানি হয় নাই। তুমি তাঁহাকে পতিবে বরণ করিয়াছ, তিনি তোমাকে ভজন্য করিয়াছেন। ইহাতে তোমার গর্ভে এক মহাবল পুত্র জন্মিবে এবং সেই পুত্র সাগর পর্যন্ত বাবতীর ভূভাগের অধিপতি হইবে। বাদ্রাকালে তাহার রথচক্র কোথায়ও প্রতিহত হইবে না।

রাজা দ্রুত শকুন্তলার নিকট প্রতিক্রম হইরা রাজধানীতে প্রত্যাগত হওয়ার পর, তিন বৎসর পূর্ণ হইলে শকুন্তলা এক কুমার প্রসব করিলেন। ঐ পুত্র দিন দিন বাড়িতে লাগিল। মহর্ষি বালকের জাতকর্মাদি সংকীর্ত করিলেন। ঐ বালক সকল প্রাণীকে দমন করিত, এইজন্য উহার নাম ‘সর্বদমন’ হইল। মহর্ষি ঐ বালকের অলোকসামান্য বল ও কার্যকলাপ দেখিরা শকুন্তলাকে কহিলেন যে, এই বালকের যৌবরাজ্যে অভিষেকের সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব তুমি এই শিষ্যগণের সহিত রাজধানীতে স্বামীর নিকট গমন কর, ত্রীলোকের চিরকাল পিতৃগৃহে বাস করা বিধের নহে।

শকুন্তলা মহর্ষির আবেশে শিষ্যগণের সহিত রাজধানীতে গমন করিলেন। শকুন্তলা রাজাকে বখাবোগ্য সংকীর্ত করিয়া কহিলেন, রাজন্! দেবতুল্য এই পুত্র আপনারই ঔরসজাত, ইহাকে আপনি যৌবরাজ্যে অভিষেক করুন। আপনি পুত্রের বৈরূপ প্রতিক্রা করিয়াছিলেন, এখন তদনুযায়ী কার্য করুন। ইহাই আমার অভিলাষ।

রাজা শকুন্তলার এই কথা শুনিয়া পূর্নকৃত সকল কার্যই তাহার স্মরণ হইল। কিন্তু তথাপি তিনি শকুন্তলাকে কহিলেন, চুই তাপসি! তুমি কাহার জাতি? তোমার সহিত আমার ধর্ম, অর্থ ও কাম বিষয়ে কোন সন্দেহই স্মরণ হইতেছে না, অতএব তুমি ইচ্ছা হয়, চলিরা বাও, অথবা এইখানে থাক ইহাকে আমার কোন আপত্তি নাই।

তখন ভগবিনী শকুন্তলা লজ্জার অভিভূতা ও অট্টেভের হইলেন। পরে তিনি হুৎ, অভিমান ও অমর্ষভরে রাজাকে

কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আপনি সন্মুখ বিষয় জাত কহিরাও কি নির্মিত সামান্য লোকের ভাষা নিশ্চয়িতে ‘জানি না’ এই কথা বলিতেছেন। ইহা সত্য, কি মিথ্যা, আপনার অন্তঃকরণই তাহা জানে, আপনি রাজা, ধর্মের প্রতি লক্ষ্য করিরা অন্তরাচরণ করিবেন না। আপনি কি ইহা মনে করিয়াছেন যে, আমি একাকী নির্জনে এই কর্ম করিয়াছি, নহে কেহ ছিল না, কে জানিতে পারিবে? কিন্তু আপনি কি জানেন না, পরমাত্মা পরমেশ্বর সকলেরই জ্ঞানে আগ্রহক আছেন, তাহার নিকট পাপকর্ম গোপন থাকে না। আপনি তাহার সাক্ষাতেই এই পাপকর্ম করিয়াছেন। লোকে পাপকর্ম করিরা মনে করে যে, কেহ ইহা জানিতে পারিবে না; কিন্তু দেবগণের অন্তরহ পরম পুরুষের কিছুই অবিদিত থাকে না। আদিভা, চন্দ্র, অনল, অনিল, আকাশ, ভূমি, জল, দিবা, রাত্রি, সন্ধ্যা ও বন প্রভৃতি সকল লোকের সন্মুখ চরিত্রজাত হইরা থাকেন। আমি পতিভ্রতা বরণ উপস্থিত হইয়াছি বলিরা অবজ্ঞা করিবেন না। আমি আপনার সমালম্বিরা ভাতি, আমাকে আদরপূর্বক গ্রহণ করা উচিত। আমি কি পার্শ্ব করিয়াছি, জানি না। বাল্যে পিতা মাতা আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, এইজন্য আপনিও পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু এই বালক আপনার সন্তান, ইহাকে ত্যাগ করা আপনার কখনই উচিত নহে।

শকুন্তলার কথা শুনিয়া দ্রুত কহিলেন। যে শকুন্তলে এই বালক আমার পুত্র কি না তাহা আমি জ্ঞাত নহি। তোমার কথার কে বিশ্বাস করিবে? ত্রীলোকেরা প্রায়ই মিথ্যা কথা বলিরা থাকে। বিশেষতঃ তোমার জননী ব্যাকচাঙ্গিণী দম্যতীনা মেনকা নির্দোষ ত্যাগের জ্ঞান তোমাকে হিমালয়গর্ভে পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং ক্রিয়াকুলোত্তম ব্রাহ্মণসুলভ নির্দোষতাব বিশ্বাসিত্র ও কামের বশবর্তী হইরা তোমার জনক হইরাছিলেন। তোমার মিথ্যা কথা বলা অসম্ভব নহে। আমার সমক্ষে আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে তোমার লজ্জা বা লজ্জা হইল না। তোমাকে অধিক বলিতে আমার আর ইচ্ছা নাই। এখন তোমার বাহা ইচ্ছা করিতে পার।

তখন শকুন্তলা অভিযত ক্রুদ্ধ হইরা রাজাকে কহিল, রাজন্! আপনি ধর্মের নিরজ্ঞা হইরা ধর্মকে অভিক্রম করিবেন না। আমি এখনই চলিরা বাইতেছি, আপনার সহিত আমার মিলনের প্রয়োজন নাই। আপনি ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে, আপনি আমাকে গ্রহণ না করিলেও আমার এই পুত্র সন্দেহের বশবর্তী হইবে।

শকুন্তলা ইত্যাবিস্তরে নামাশ্রমের জ্ঞান ও ধর্মলক্ষ্য বাক্যে রাজাকে ত্রিভাষ্য করিয়া এখান করিলেন। তখন সেই

হবে রাজার প্রতি এই দৈববাণী হইবে যে, হুমত। মাতা চন্দ্রকোষ
বরণা তাহাতে শিতা আগুনিই পুঙ্করণ জন গ্রহণ করেন।
মতএব পুত্রকে ভরণ্যপোষণ কর, শকুন্তলাকে অবজ্ঞা করিও না।
শকুন্তলা বাহা বলিয়াছে, তাহা লক্ষ্যই সভ্য। আমাদের
বচনামুদারে তোমাকে এই পুত্রের ভরণ করিতে হইবে, এই
কারণে ইহার নাম ভরণ হইবে।

রাজা হুমত এই দৈববাণী শুনিয়া অমাত্য প্রকৃতি লক্ষকে
কহিলেন, আগুনরা এই দৈববৃত্তের ব্যাধি গ্রহণ করুন এবং
আমিও ইহা সত্যরূপে জানি। কিন্তু ইহা জানিয়াও, যদি এই
পুত্র আমা হইতে জন গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া আমি গ্রহণ করি-
তাম, তাহা হইলে এই পুত্র বিস্তৃত কি না সে বিষয়ে প্রমাণ
সন্দেহ করিত।

তখন রাজা কঠিনভাবে সকলের সমক্ষে শকুন্তলা ও ভৎপুত্রকে
আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া ভরণ নাম দিলেন, এবং
অচিরে বৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন।

(মহাভারত আদিপ ৬৮-৭৪ অ°)

পদ্মপুরাণের স্বর্ণখণ্ডে ১ম হইতে ৫ম অধ্যায়ে শকুন্ত-
লার বিবৃত্ত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। এই পুরাণের মতে
হুমত কথ্যগ্রন্থ পরিচয় কালে অভিজ্ঞানের জন্ত শকুন্তলাকে
একটি অঙ্গুরীর দিয়া যান। পতিভবন গমনকালে দৈবক্রমে
ঐ অঙ্গুরীরটি নদীগর্ভে নিপতিত হয়। সেই অভিজ্ঞানটী দেখাইতে
না পারার হুমত শকুন্তলাকে চিনিতে পারেন নাই। অবশেষে
এক বীচরের জালে পতিত মৎস্তের উত্তর হইতে সেই অঙ্গুরীরটি
বাহির হয় এবং সেই অঙ্গুরীরটি দেখিবার্থ হুমতের পুরুষত্ব
জাগ্রিতা উঠে। অবশেষে হিমালয়প্রদেশে ভরণের বীচ-পরি-
চয়ের সঙ্গে তাহাকে আগমন পুত্র বলিয়া জানিতে পারেন এবং
সম্মানে নগরশকুন্তলাকে গ্রহণ করেন। মহাকবি কালিদাস
এই উপাখ্যান লইয়াই অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নামক নাটক
প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা সংস্কৃত নাটকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

শকুন্তলাভাজ (পুং) শকুন্তলারাজ্য আশ্রয় পুত্র। ভরণরাজ।

"দৌর্য্যভি ভরণঃ সর্বরমঃ শকুন্তলাভাজঃ।" (হেম)

শকুন্তি (পুং) শকুন্তি উৎপত্তিস্থিতি শব্দ-উক্তি। পক্ষিমাংস।
(অমর) ২ ভাসপক্ষী। (উজ্জল)

শকুল (পুং) শকোতি গন্ত্য বেগেনেতি শব্দ (মৎ-ভরণরাজ।
উৎ ১১৪) ইতি উরু, রত ল। মৎস্তবিশেষ, চলিত পোঁ-
মাছ। ইহার মাংস ভণ—মধুর, রস, গ্রাহী, পিত্ত ও আমনাশক
এবং শুক। (রাঘনি°)

"দাঁড়িগাধে অলাবারে স্বরূপঃ শকুলভ্রমঃ।

প্রভুতমৎস্ত কোত্তর। কুত্বঃ সংচারণঃ প্রভৃতি° ১৮১৩৭১০)

শকুলগণ্ড (পুং) শকুলগণ্ড ইব গণ্ডো বহু। মৎস্তবিশেষ,
শাল মৎস্ত। (ত্রিকা°)

শকুলাক্ক (পুং) বেতদ্বীপী। (অমর)

শকুলাক্কী (স্ত্রী) গণ্ড দ্বীপী। (রাঘনি°)

শকুলাদি (স্ত্রী) শকুল মৎস্তাঙ্গী। ২ জাতি-বিশেষ।

শকুলাদনী (স্ত্রী) শকুলানামনয় বহুঃ স্ত্রী। ১ চক্রাঙ্গী।

(অমর) চলিত কটকী। ২ কটক শাক, চলিত কাঁচকা নাম।

৩ মাংসী। ৪ কিলুসিকা। ৫ গজশিঙ্গলী। ৬ কটকল। (বিধ)

৭ গণ্ডদ্বীপী। ৮ গণ্ডপদ, কেচো। ৯ গজোবণী। (রাঘনি°)

শকুলার্ক (পুং) শকুলগণ্ড ইব। গণ্ডক মৎস্ত,
গড়ুই মাছ। (অমর)

শকুলী (স্ত্রী) শকুল-স্ত্রী। মৎস্ত বিশেষ, যুগল মাছ, কেহ
কেহ বলেন মহাশকুল, এই মৎস্ত প্রায় রোহিত মৎস্তের সমূহ।
ইহার গুণ—পাকে শুক, মধুর, তেজস্ব ও বোম্বর্জক।

"শকুলী রোহিতাকরা ভূমৌ প্রায়শ্চরত্যমৌ।

ভরুণাকে চ মধুরা তেজিকা বোম্বকোপমা।" (রাজবল্লভ)

কোন পুস্তকে 'শকুলী' এইরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়।
২ নদীবিশেষ।

"স্বমেক্সা তত্তিমতী শকুলী ত্রিবিধা ক্রমঃ।

ভরণপ্রভৃতা বৈ তথাতা বেগবাহিনী।" (মার্ক° পু° ৫৭।২০)

শকুৎ (স্ত্রী) শকোতি মন্ত্রীমতি শব্দ (শব্দে শকুৎ। উৎ ৪।৫৮)
ইতি শকুৎ। বিষ্ঠা। (অমর)

শকুৎকরি (পুং স্ত্রী) শকুৎ করোতীতি শকুৎ-ক (তথ শকুৎক-
রিন্। পা ৩২।২৪) ইতি ইন্। বৎস, গো প্রকৃতির বৎস।

বিজ্ঞাবিনোদের মতে 'শকুৎকরি' এই শব্দের সকার মন্ত্য।

শকুৎকার (স্ত্রী) শকুৎ করোতীতি শকুৎ-ক-অণ্। মলভ্যাগ
কারক, যিনি মলভ্যাগ করেন।

শকুৎদেশ (পুং) মলভার। শুষ্কভার।

শকুৎদার (স্ত্রী) শকুতো ভার। মলভারম্। শব্দার্থ—অপান, পায়,
শুণ, চাতি, অধোমর্দ, ত্রিবাণীক, বলী। (হেম)

শকুর (পুং) বৃষ। (হেম)

শকুর (হিংসি) শর্করা। শুক শুড়ের চিনির জার করা বান।

শকুরি (পুং) বৃষ। (ত্রিকা°)

শকরী (স্ত্রী) ১ নদীভেদ। ২ মেখলা। ৩ হস্তোত্তর। ইহা
সমবৃত্ত বহুবিংশতি হস্তের অন্তর্গত চতুর্দশ হস্ত।

"উদ্ধাভ্যুত্থা তথা মধ্যা প্রতিষ্ঠাতা হৃদ্যপূর্ণিকা।

গায়ত্রীকিগহট্টপুত্র বৃহতী পত্নিকিরেব চ।

ত্রিষ্টপুত্র অগতী চৈব তথাভিষেকী মতা।

শকরী গতিপূর্ণী ভাব্যভ্যাতী তথা মতা।" (হস্তোত্তরী)

শক্তি (ত্রি) শক্-ক্। শক্তি বিশিষ্ট, সমর্থ। পর্যায়—সহ, কম,

প্রভু, উচ্চ। (হেম) ২ প্রিয়বল। (অমরটীকায় বামী)

শক্তরূপ (ত্রি) দৃঢ়রূপ। কঠিন রকমের।

শক্তব (পুং) ভূমি, ভ্রষ্ট ববাদি চূর্ণ, চলিত ছাত্ত।

‘ধানা ভ্রষ্টববে ভূমি স্তিমাং পুং ভূমি শক্তবঃ।

কেচিত্ত, শক্তবস্তীতি বহুরা ভূমি স্তিমাং ॥’ (জটায়র)

শক্তসিংহ, মিবারণতি রাণা প্রতাপসিংহের ভ্রাতা। ভ্রাতৃবিরো-

ধের বশবস্তী হইয়া ইনি প্রথমে মোগলসম্রাট্ অকবরশাহের

পক্ষাবলম্বন করেন। পরে ভ্রাতার রাজপুত্রোচিত বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া

পুনরায় তদীয় শরণাগত হন। [প্রতাপসিংহ, রাণা দেখ।]

শক্তি (স্ত্রী) শক্-কিন্। সামর্থ্য, বল, ক্ষমতা। পর্যায়—দ্রবণ,

তর, বল, শৌর্য, স্থায়, গুণ্য, পরাক্রম, প্রাণ, সহম্,

উর্জ। (জটায়র) ২ কায়জননসামর্থ্য। (নাগোজী ভট্ট)

‘বা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপে সংস্থিতা।’ (দেবীমাহাত্ম্য)

শক্যতে জেতুমনয়া শক্-কিন্। যাতা যাত্রা শক্তপরাভয় করা

যায়, এইরূপ কার্যোৎপাদনযোগ্য ধর্ম্মবিশেষ। রাজাদিগের তিন

প্রকার শক্তি—প্রভুশক্তি, মন্ত্রশক্তি ও উৎসাহশক্তি। কোব ও

দণ্ড বিষয়ে সর্বভূতেষু ক্ষমতার নাম প্রভুশক্তি, বিক্রমপ্রকাশ

পূর্বক শক্তি যাহা বিষ্ণুরূপের নাম উৎসাহশক্তি এবং সক্তি,

বিগ্রহ প্রভৃতি ও সান্দানাদি বিষয়ে যথাক্রমে অবস্থানের নাম

মন্ত্রশক্তি। রাজা এই ত্রিশক্তিযুক্ত হইয়া অবস্থান করিবেন।

৩ স্ত্রীদেবতা, দেবীমূর্তি। ৪ গোৱী। ৫ লক্ষ্মী। (শব্দমালা)

এই দেবীশক্তি ত্রিবিধ—সাম্বিকী, রাজসী ও তামসী। ষেত-

বর্ণা ব্রহ্মসংস্থিতা সাম্বিকী শক্তি; রক্তবর্ণা বৈষ্ণবী রাজসীশক্তি

ও কৃষ্ণবর্ণা তামসী রৌদ্রীশক্তি। এক পরম দেবতাই প্রয়ো-

জনানুসারে ত্রিশক্তিরূপে বিতক্ত হইয়াছেন।

‘এষা ত্রিশক্তিরূপিণী নরসিদ্ধান্তগামিনী।

এষা খেতা পরাস্রষ্টিঃ সাম্বিকী ব্রহ্মসংস্থিতা ॥

এবৈব রক্তা রাজসী বৈষ্ণবী পরিকীর্ণিতা।

এবৈব কৃষ্ণা তামসী রৌদ্রী দেবী প্রকীর্ণিতা ॥

পরমায়া যথা দেবো এক এব ত্রিধা হিতঃ।

প্রয়োজনবশাচ্ছক্তিরেকৈব ত্রিবিধা ভবেৎ ॥”

(বরাহপু° ত্রিশক্তিনামাধ্যায়) *

বিন্দু শিবস্বরূপ ও বীজ শাক্তস্বরূপ, এই দুয়ের একত্র

সংযোগে নাদ। এই নাদ হইতে আবার ত্রিশক্তির উৎপত্তি।

ইহা ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি নামে কথিত এবং এই

ত্রিশক্তি, যথাক্রমে গোৱী, ব্রাহ্মী ও বৈষ্ণবীশক্তি ভেদে পরিচিত।

‘বিন্দুঃ শিবাত্মকস্তত্র বীজ শক্ত্যাঙ্গকঃ স্ততম্।

ক্লেদার্থোগে ভবেদানন্ততো জাতাত্রিশক্তয়ঃ ॥’ (ক্রিয়াসার)

‘ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গোৱী ব্রাহ্মী ভূ বৈষ্ণবী।

ত্রিধা শক্তিঃ স্থিতা যম তৎপরং জ্যোতির্মোমিতি ॥’ (গৌরীসংহিতা)

ইহা ভিন্ন ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে অষ্টশক্তির উল্লেখ আছে, যথা—

ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী, ব্রহ্মাণী, কোমারী, নারসিংহী, বারাহী,

মাহেশ্বরী ও ভৈরবী।

‘ইন্দ্রাণী বৈষ্ণবী শাক্তা ব্রহ্মাণী ব্রহ্মবাদিনী।

কোমারী নারসিংহী চ বারাহী বিকটাকৃতিঃ ॥

মাহেশ্বরী মহামায়া ভৈরবী ভীমরূপিণী।

অষ্টৌ চ শক্তয়ঃ সর্কা রথস্থাঃ প্রযযুম্ ॥”

(ব্রহ্মবৈবর্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ১১২ অ°)

বাণযুদ্ধ কালে এই সকল শক্তি সহর্ষে যথারোহণ করিয়া যুদ্ধে
স্থলে গমন করিয়াছিলেন।

স্থানান্তরে নবশক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়, যথা—বৈষ্ণবী,

ব্রহ্মাণী, রৌদ্রী, মাহেশ্বরী, নারসিংহী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, কার্তিকী

ও সর্বমঙ্গলা। এই সকল শক্তির যথাযোগ্য পূজা বিধের।

‘তত্র পদ্মে চাষ্টমলে মধ্যে চ ভক্তিপূর্বকম্।

বৈষ্ণবীকৈব ব্রহ্মাণীং রৌদ্রীং মাহেশ্বরীং তথা ॥

নারসিংহীক বারাহীম্ভ্রাণীং কার্তিকীং তথা।

সর্বশক্তিঃস্বরূপাঞ্চ প্রধানং সর্বমঙ্গলাম্।

নবশক্তীশ্চ সংপূজ্য ধটে দেবাংশ্চ পূজয়েৎ ॥”

(ব্রহ্মবৈবর্তপু° প্রকৃতিখ° ৬১ অ°)

এতদ্ভিন্ন পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে আরও অনেক শক্তির উল্লেখ

আছে। নিম্নে ৫০টা বিষ্ণুশক্তি ও ৫০টা রুদ্রশক্তির নাম উল্লিখিত

হইলঃ—

পঞ্চাশদ্ বিষ্ণুশক্তি যথা—কীর্ত্তি, কান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি,

ধৃতি, শান্তি, ক্রিয়া, দয়া, মেধা, ভ্রূক্ষা, লজ্জা, লক্ষী, সরস্বতী,

প্রীতি, রীতি, রমা, জয়া, হর্গা, প্রভা, সত্য, চণ্ডা, বাণী,

বিলাসিনী, বিরজা, বিজয়া, বিখা, বিনাশ, সুনদা, স্তুতি, ঋদ্ধি,

সমৃদ্ধি, শুদ্ধি, ভক্তি, যুক্তি, মতি, কমা, রমা, উমা, ক্লেদিনী, ক্রিয়া,

বহুধা, সূক্ষ্মা, সন্ধ্যা, প্রজ্ঞা, প্রভা, নিশা, অমোঘা, বিজ্ঞাতা, পরা

ও পরায়ণা এই ৫০টা বিষ্ণু শক্তি।

পঞ্চাশৎ রুদ্রশক্তি যথা—গুণোদরী, বিরজা, শাস্ত্রলী,

লোলাকা, বর্জুলাকী, দীর্ঘধোণা, স্তূর্ধর্ম্মধা, গোমুখী, দীর্ঘ-

জিহ্বা, কুণ্ডোদরী, উর্জ্জ্বেলী, বিকৃতমুখী, জালামুখী, উদামুখী,

সুদ্রীমুখী, বিজামুখী, মহাকালী, সরস্বতী, গোৱী, লম্বোদরী, জাবনী,

নাগরী, খেচরী, মঞ্জরী, রূপিনী, চিত্রিনী, কাকোদরী, পূতনা,

ভদ্রকালী, বেগিনী, শঙ্খিনী, গর্জিনী, কুজিনী, কপালিনী, জয়া,

রেবতী, মাধবী, বারুণী, বাব্বী, কালরাত্রি, বজ্রা, সূর্য্যবেদরী ও

লক্ষী ও ভূমি, ৫০টা রুদ্রের শক্তি। (প্রপঞ্চসার)

ভরমতে, পীঠাধিষ্ঠাত্রী জীবেবজ্ঞানাত্মাই শক্তি নামে অভি-
হিত। এই শক্তি বাহ্যিকের অতীত দেবতা, তাহানিগকে
শক্তি কহে। [শক্তি শব্দ দেখ]

তদ্ব্যবহতে কুলশক্তি কথা—

“শক্তয়ঃ পরমেশানি বিদম্ভাঃ সৰ্ববোবিতঃ।

নটী কাপালিকী বেষ্ঠা মালিনী কুৰুমালিনী ॥” ইত্যাদি।

(রেবতীতন্ত্র ৩ পং)

রেবতীতন্ত্রে নটী, কাপালিকী প্রকৃতি চতুষ্টয়ই প্রকার কুল-
শক্তির উল্লেখ আছে।

ভগ্নসাধনভঙ্গের ১ম পটলে লিখিত আছে যে, রূপযোজন-
সম্পন্ন ও জীলসোভাগ্যশালিনী পঞ্চোপচারে নটী, কাপালিকী,
বেষ্ঠা, রজকী, নাগিতালনা, ব্রাহ্মণী, শূরকন্ডা এবং গোপালক
ও মালাকরকন্ডা, এই সকল কুলশক্তিগণের পূজা করিলে
নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করা যায়।

শক্তিকাগমসৰ্বশ্বে স্বয়ং মহাদেব শক্তির প্রোখ্যাত উল্লেখ
করিয়া বলিয়াছেন যে, “শক্তিযুক্ত হইলেই আমি সৰ্বকাম ফলপ্রদ
শিবত্ব প্রাপ্ত হই, নচেৎ শবরূপে অবস্থান করি। অতএব শক্তি-
যুক্ত হইয়াই নিয়ত মন্ত্রজপ করা একান্ত কর্তব্য; ব্রহ্মা সার্বভৌম
সহিত ইষ্ট মন্ত্রজপপারায়ণ হওয়াতেই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।
শক্তিকে স্বীয় ইষ্টদেবীর জ্ঞান জ্ঞান করিয়া পান ভোজন
করাইবে। জ্যোতিষ বর্ষ হইতে পঞ্চবিংশতি বরষা অগ্রসৃত
কামিনীই শক্তিকার্ণবে বিশেষ উপযোগিনী।”

“শক্তিং বিনা মহেশানি। সদাহং শবরূপকঃ।

শক্তিযুক্তো যদা দেবি। শিবোহহং সৰ্বকামদঃ ॥

শক্তিযুক্তং অপেয়ান্নং ন মন্ত্রং কেবলং অপেয়ং।

সার্বভৌমসহিতো ব্রহ্মা সিকৌহিভূরগনন্দিনী ॥

যদন্তং জলগুণং শক্তিবক্ত্রে ত্বরেধরি।

সিদ্ধরূপং মহেশানি। তজ্জলং নাত্র সংশয়ঃ ॥

স্বীয়েষ্টদেবীভাবেন ভোজয়েত্যাক বরতঃ।

শক্তিঞ্চ কথ্যতে দেবি। শৃণু ত্বরমুদারি।

জ্যোতিষাশ্বাধুর্জং বা পঞ্চবিংশতিবারিকী।

অগ্রসৃতাবিশেষণ পঞ্চমেধপি ভবেৎ প্রিয়ে ॥”

(শক্তিকাগমসৰ্বশ্বে)

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে স্বয়ং নারায়ণ বলিয়াছেন যে, সত্য ও
মিত্য পদার্থ এবং আমি ভিন্ন ব্রহ্মা অবধি ভূগ পর্যন্ত সমস্তই
প্রাকৃতিক জগৎ; ইহাদের উৎপত্তি কালে আমার ইচ্ছায়
আমি হইতেই শক্তি উৎপন্ন হইয়া এই সকলে আবির্ভূত হয়
এবং সৃষ্টিসংহরণকালে উহাদিগের হইতে ভিরোহিত হইয়া
পুনর্বার আনতেই আমিরা জীন হয়। শক্তিক বাতিরেকে

কুণ্ডকার এবং স্বর্ণ বাতিরেকে স্বর্ণকার বেল্পণ যথাক্রমে
ঘট ও কুণ্ডল নির্মাণে অক্ষম, শক্তি বাতিরেকে আদিও
জাগতিক সৃষ্টি বিষয়ে তাদৃশ অসমর্থ; এ কারণ সৃষ্টি সম্বন্ধে
শক্তিকেই সৰ্বপ্রধান বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। সৃষ্টি-
কালে রাধা, পদ্মা, সার্বভৌম, দুৰ্গা ও সরস্বতী, এই পাঁচটা
শক্তি আবির্ভূত হন। ঐক্যের প্রাণাদিক শ্রয়তমা শক্তির
নাম রাধা এবং ঐশ্বর্য্যধিষ্ঠাত্রী সৰ্বমঙ্গলপ্রদায়িনী পরমানন্দ-
বরূপা শক্তির নাম লক্ষ্মী। পরমেশ্বরের বিভাধিষ্ঠাত্রী ও বেদশাস্ত্র-
যোগমাতারূপা শক্তি সার্বভৌম এবং বুদ্ধাধিষ্ঠাত্রী সৰ্বশক্তি-
বরূপিণী সৰ্বজ্ঞানাত্মিকা ও দুৰ্গনামিনী শক্তি দুৰ্গা বলিয়া
অভিহিত হন। যে শক্তি রাগরাগিণী প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী
এবং শাস্ত্রজ্ঞানপ্রদায়িনী ও কৃষ্ণকণ্ঠোত্তরা তিনিই সরস্বতী
নামে পরিচিতা। এই পাঁচটা শক্তিকেই মূল প্রকৃতি বলিয়া
জানিতে হইবে, কিন্তু সৃষ্টির ক্রম অনুসারে ইহারা আবার বহু
অংশে বিভক্ত হন। ফলে বাবতীর জীবাতিই এই প্রকৃতি বা
শক্তির অংশ এবং পুরুষপরম্পরা সকলেই পুরুষের অংশ বলিয়া
বিখ্যাত। (ব্রহ্মবৈবর্তপুং গণেশখং)

ব্রহ্মাণীশক্ত্যুৎপত্তি—ককযুদ্ধে ব্রহ্মা আদি দেবগণ স্বকীয়
পরাজয় আশঙ্ক্য করিয়া সাতিশয় ভীত হন, পরে ব্রহ্মা বহু চিন্তা
করিয়া স্বয়ংই ঐক্য ধারণপূর্বক মহাদেবের সাহায্যার্থ রণে
অবতীর্ণ হন; এই হংসতন্দন-সমারূঢ়া ললনাকারা ব্রহ্মরূপধারিণী
প্রতিপক্ষজয়কারিণী অপারাজিতা শক্তিই ব্রহ্মাণী-শক্তি বলিয়া
প্রসিদ্ধ। (দেবীপুরাণ)

দেবীপুরাণের নন্দাকুণ্ড প্রবেশাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে,
দেবশক্তিদিগের মন্ত্রের কোনরূপ বিচার করিতে নাই। কেন না
বাবতীয় শক্তিই অনাদি মধ্যাত্ত শিবশক্তির পরমেশ্বরের পরমা-
নন্দবরূপিণী এবং ইহাদের সকলেরই প্রভাবে তপোযজ্ঞাদির
ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। (দেবীপুরাণ)

শক্তিপূজার ব্যবহৃতব্য পুষ্পাদি—পদ্ম, দুই প্রকার করবীর,
কুহুম্ব, দুই প্রকার তুলসী, জাতি, অশোক, কেতকী, চম্পক,
নীলগম্ব, কুল্ল, মন্দার, পুরাগ, পাটলপুষ্প, নাগচম্পক, সৌদাল,
কণিকার, নবমল্লিকা, পলাশ, নিসিন্দা, অগামার্গ, দমনক বা
দনাপুষ্প, গন্ধতুলসী, লবঙ্গ, জনকপুষ্কর, তগরপুষ্প, জবাপুষ্প,
হ্রোগপুষ্প, এবং অজ্ঞাত এইরূপ বনজ, হুলজ, জলজ ও গিরিজ
নানাবিধ পুষ্পাদি শক্তিপূজার ব্যবহার করা বাইতে পারে।

(প্রণবকসার)

২ প্রকৃতি। পর্যায়—প্রধান, নিত্য, অবিকৃতি। এই
প্রকৃতি বা শক্তি পুরুষকে আশ্রয় করিয়া জগৎপত্তির হেতু হন;
স্ব, রজঃ, ও তমঃ এই তিনটা ইহার গুণ। (ভাস্করাখ্য)

৩ দ্রব্যগুণক্রিয়ানিষ্ঠ বস্তুস্বরূপশেষ। এই পদার্থস্বরের শক্তি প্রত্যেকে বিভিন্নাকারে পরিদৃষ্ট হইলেও তাহার কোন শক্তির বিকাশ করিতে হইলে পদার্থস্বরের সাহায্যের আবশ্যক। যেমন, বহিসংযোগজনক্রিয়া ব্যতিরেকে ইন্ধনে তদীর দাহিকা-শক্তির বিকাশ করিতে পারে না, কটুরস কোন দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত না হইলে তাহার জলনশক্তির বিকাশ করিতে পারে না, উৎক্ষেপণব্যঞ্জনক্রিয়া কোন পদার্থস্বরের উপর প্রযুক্ত না হইলে তাহাদের অবচূর্ণন করিবার শক্তি বিকাশ করিতে পারে না।

৪ অর্থবোধাত্মক পদপদার্থ সম্বন্ধরূপ বৃত্তিভেদবিশেষ। অর্থ্যং “এই পদ অমুক অর্থের বোধক হউক” বা “এই শব্দ হইতে এইরূপ অর্থের পরিগ্রহ হওয়া কর্তব্য” এই প্রকারের যে ইচ্ছাত্মক সংকেত কল্পিত হয়, তাহাও এক প্রকার শক্তি। শাস্ত্রিকগণ এই শক্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন, যথা রুঢ়ি, যৌগিক ও যোগরুঢ়ি। রুঢ়ি, যেমন খট; যৌগিক পাচক; যোগরুঢ়ি পঞ্চদ। এতদ্বিন্ন লক্ষণা ব্যঞ্জনা প্রভৃতি শক্তিঘারাও শব্দাদির অববোধ হয়। [ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ শব্দশক্তি, শক্তিগ্রহ ও সংকেত শব্দে উল্লেখ্য।]

দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ শক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট পর্যালোচনা করিয়া গিয়াছেন। শক্তি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সামর্থ্য-বাচী। শব্দ দাতার উত্তর তিন্ প্রত্যয় করিয়া শক্তিপদ নিম্পন্ন হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার ব্যুৎপাদন অনুসারে শক্তি শব্দের অর্থ বহল ভাবগর্ভ। যদ্বারা কোন কার্য সম্পন্ন হয়,—অথবা যদ্বারা কার্যরূপে পরিণত হইবার যোগ্য,—যাহা কোন প্রকার পরিবর্তনের সাধক,—যাহা যোগ্যতাবিশিষ্ট দ্বন্দ্বী বা যাহা কোন দ্রব্যের ধর্ম,—অথবা যাহা কারণের আত্মভূত তাহাই শক্তি।

অভিধানে শক্তির উৎসাহ বল, সামর্থ্যাদি অর্থের ব্যবহার আছে। নিঘণ্টুকার বলেন শক্তি শব্দের অর্থ কর্ম। তিনি আরও বলেন যদ্বারা কর্ম সম্পন্ন হয় অথবা যদ্বারা পরলোক জর করা যায় তাহাই শক্তি। “শকোভে: স্রিয়াং তিন্। শক্যতে বানরা পরলোকং জেতুম্।”

ব্রহ্মহত্রাভ্যো শ্রীমচ্ছরীচাচার্য লিখিয়াছেন—

“কারণতাত্ত্বজ্ঞতা শক্তি: শক্বেশ্চাত্মভূতং কার্যম্।”

অর্থ্যং কারণের বাহা আত্মভূত তাহাই শক্তি এবং শক্তির বাহা আত্মভূত তাহাই কার্য।

শ্রীমচ্ছরীচাচার্যের এই উক্তি বর্ণন ও বিজ্ঞান সম্মত।

আমরা অতি প্রাচীন ঋক্মন্ত্রেও এই শক্তি শব্দ এই অর্থে প্রযুক্ত দেখিতে পাই। যথা:—

“তোমেন হি দিবি দেবাসো অগ্নিমজীজনচ্ছক্তিভিরোদসি প্রাম্।

তমু অকৃৎস্রোভ্যভূবে কংস ওষধী: পচতি বিশ্বরূপা:।” (১০।৮৮।১০)

নিকন্তকার ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

“তোমেন হি বং দিবি দেবা অগ্নিমজীজনচ্ছক্তিভি: কশ্চতি-দ্যাবাপৃথিব্যা: পুরণং তমকৃৎস্রোভ্য ভাবর পৃথিব্যামন্তরীক্ষে দিবিতি শাকপূর্ণির্ধনত দিবি তৃতীয়ং তদসাধাদিত্যে ইতি ব্রাহ্মণম্।”

উক্ত শব্দের অর্থ এই যে দেবগণ ভূতি ঘারা বে ত্রিলোক-ব্যাপক সূর্য্যাত্মক অগ্নিকে ত্র্যলোকে উৎপন্ন করিয়াছেন সেই অগ্নিকেই জগতের কার্যসিদ্ধির জন্য অগ্নি, বিদ্যা ও আদিত্য এই ত্রিবিধরূপে বিভক্ত করিয়াছেন। এই সূর্য্যব্যাপক অগ্নি জগতের হিতের নিমিত্ত ওষধি সকলের যথাবিধি পরিণাক কার্য সম্পন্ন করেন। অগ্নি ঘারাই জগতের সর্বকার্য সম্পন্ন হয়।

এতদ্বারা জানা বাইতেছে দেবতাগণ শক্তি ঘারাই অগ্নিকে উপজাত করিয়াছিলেন। অথর্ববেদেরও বহু স্থানে সামর্থ্য ও হেতু অর্থ বুঝাইবার নিমিত্ত শক্তি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

“ইন্দ্রো ব: শক্তিভিদেবীত্বান্নাদবানাম বো হিতম্।” (অথর্ববেদ)

সারণ ইহার ভাষ্য লিখিয়াছেন—

“ইন্দ্র: ব: সূর্য্যাক্ষ শক্তিভি: হেতুভি: অবীবরত বৃত্তবান্ সূর্য্যান্ সান্নস্যাং কর্তুং ঐচ্ছৎ।”

উপনিষদগ্রন্থেও শক্তি শব্দের যথেষ্ট প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। ষেতাশ্বতর, মুসিংহপূর্বতাপনী (৩।১), অথর্বশীর্ষ (৪), সন্ন্যাসোপনিষৎ (২), কঠপ্রতি (৩), হংসোপনিষৎ (৬) এবং কালায়িকদ্রোপনিষৎ (১০।১৬।২২।২৮।৬।১০) প্রভৃতিতে শক্তি শব্দের বহুল ব্যবহার আছে। আমরা এখানে ষেতাশ্বতর উপনিষৎ হইতেই দুই একটা উদাহরণ উল্লেখ করিতেছি। তদ্যথা—

১। পরাত্ত শক্তিবিধিধৈব স্রজতে। (৬।৮)

২। তে ধ্যানযোগাঙ্গগতা অপশ্রন্

দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।

ব: কারণানি নিখিলানি তানি

কালান্বয়তাত্ত্বিভিত্তৈক্যং।”

ষেতাশ্বতর পাঠে জানা যায় যে শব্দ, রস ও তম—এই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিই শক্তি নামে অভিহিত। এই শক্তি বা প্রকৃতি পরমেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহা হইতে অভিন্ন। এই শক্তিই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি ও লয়কারিণী।

আমরা যোগবিশিষ্টেও শক্তির স্মরণের দেখিতে পাই। তদ্যথা—

“অগ্রমেদন্ত শাক্তন্ত শিষ্যত পরমাত্মন:।

দৌধ্যচিন্মাত্ররূপত সর্বভান্নাত্ত্বতেরপি।

ইচ্ছাসাধা যোমসবা কালসতা তথৈব চ।

তথা নিরুজ্জ্বলতা চ মহাসতা চ স্তব্রতঃ।

জ্ঞানশক্তি; ক্রিয়াশক্তি; কর্তৃশক্তি; কৰ্তৃতাশক্তি চ।

ইত্যাদিকানাং শক্তীনামন্তো নাস্তি শিবায়নঃ।”

(যোগবাশিষ্ঠ নির্ঝাণ-প্রকরণ)

অর্থাৎ অগ্রমের, শক্তি, চিন্মাত্র নিরাকার ও মঙ্গলস্বরূপ পরমাত্মার প্রথমে ইচ্ছাশক্তির শরণ হয়, পরে বোমসম্ভার, কালসম্ভার ও নিরতি সত্তার যথাক্রমে অভিবাক্তি হইয়া থাকে। ইচ্ছাশক্তির অঙ্গগতাসত্তা মহাসত্তা নামে অভিহিত। ইচ্ছাদি সত্তাই ঐশীশক্তি। জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, কর্তৃশক্তি, অকর্তৃশক্তি ইত্যাদি নামে পরমেশ্বরের বহু শক্তি আছে। এই সকল শক্তি শক্তিমান্ পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন—“শক্তিঃ শক্তিমত্তো রভেনাৎ”।

যোগবাশিষ্টকার বলেন—“শিবতানন্তরূপস্ত এবাচিন্মাত্রতাত্মনঃ।”

ইহাতে আপাততঃ মনে হইতে পারে যে শক্তিমান্ হইতে শক্তি ভিন্ন। কিন্তু টীকাকার গিথিরাছেন—

“মায়। হি স্বরূপতোহনন্তঃ শিবঃ গুণতঃ শক্তিতঃ কার্যাতশ্চানন্তঃ কুর্য্যাণা ততানন্ত্যঃ বর্জয়তীব নতু বিহন্তীতি ভাবঃ সনাগপি বিকল্পনাশ্রিতা ন বস্তুত ইত্যর্থঃ।”

অর্থাৎ সেই শিব হইতে শক্তি যে ভিন্নরূপে বিকসিত হয়, উহা বিকল্প মাত্র, বস্তুতঃ ভিন্ন নহে।

যোগবাশিষ্টের ব্যাখ্যা। অপর রূপেও হইতে পারে; তদ্ব্যথা—চিন্মাত্রাত্ম যো পরমাত্মা তথা হইতে শক্তি ভিন্ন। শক্তি মায়ারই ক্ষুদ্রিমাত্র। তাদৃশ নিগুণ নিজিয় নিরঞ্জন হইতে শক্তি ভিন্ন পদার্থ।

সাংখ্যদর্শনেও শক্তি শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। করণ, যোগ্যতা বা শক্ত্যতা এবং উপাদান কারণ বুঝাইতেই সাংখ্য দর্শনে শক্তি শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় যথা—

“শক্ত্যুত্তরোত্তরোত্তরো নাস্কোপদেশঃ।” (১।১১)

পদার্থের ধর্ম্ম কখনও অপনোদিত হয় না, অর্থাৎ স্বভাব কিছুতেই একবারে বিধ্বস্ত হয় না। আপত্তি হইতে পারে যে অল্পরোপাদানই বীজের স্বভাব, কিন্তু বীজ দ্বন্দ্ব হইলে তাহার এই স্বভাব বিধ্বস্ত হয়। কপিলদেব এই আপত্তি খণ্ডনার্থ বলিয়াছেন, এই দৃষ্টান্ত দ্বারা শক্তির অত্যন্ত উচ্ছ্বেদ সপ্রমাণ হয় না। এই ব্যাপারে শক্তির কেবল কণিক তিরোভাবই সপ্রমাণ হয়, কিন্তু অত্যন্ত বিনাশ এ উদাহরণে সপ্রমাণ হয় না। যোগিগণের সঙ্গ কার্যবশতঃ দ্বন্দ্ববীজাদিতেও অল্পরোপাদানিকা শক্তির উত্তর হইতে পারে। সাংখ্য প্রবচনভাষ্যে লিখিত হইয়াছে “ন শৌর্য্যচর্য্যশক্তোরভাবো ভবতি। রজকব্যাপারৈর্যোগি-সঙ্গাদিচিচ্চ রূপটুট্টবীজয়োঃ পুনঃ শৌর্য্যচর্য্যশক্ত্যাবিতাবাদিত্যর্থঃ।”

বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন যে “কার্যের অনাগত অবস্থাই শক্তি।”

তদ্ব্যথা—

“কার্যশক্তিসমুৎপত্তে উপাদান কারণম্। সা শক্তিঃ কার্য-জ্ঞানাগতাবস্থেব।”

পাতঞ্জলদর্শনেও শক্তি শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তথায়ও যোগ্যতা ও সামর্থ্য প্রভৃতি অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্বমীমাংসায়ও উক্ত অর্থেই শক্তি শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

“তদ্বশক্তিঃ স্বাভূতরূপম্।” (পুঃ মীঃ ১।৩২)

অর্থাৎ শব্দাদির যে অপভ্রংশ হইয়া থাকে উহা অশক্তির অধরূপ নিবন্ধন। অর্থাৎ উচ্চারণের সামর্থ্যহীনতা অধরূপেই শব্দাপভ্রংশদোষ সংঘটিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত হলে বল্য, যাইতে পারে গো শব্দটা সাধু। কিন্তু উচ্চারণ সামর্থ্যহীনতা নিবন্ধন কেহ কেহ ইহাকে “গাঠী” বলেন। মহর্ষি জৈমিনিও যোগ্যতা ও সামর্থ্য অর্থেই শক্তি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

অতঃপর উত্তর-মীমাংসাতে বা ব্রহ্মসূত্রেও “শক্তি” শব্দটি দেখিতে পাওয়া যায়—

“শক্তি বিপর্যয়াৎ।” (২।৩০৮)

ইহার তাৎপর্য্য এই যে জীবই কর্তা হইবার যোগ্য; বুদ্ধি নহে। বুদ্ধিকে কর্তা বলিলে তাহার করণশক্তির লোপ ও কর্তৃশক্তি বুদ্ধির আবার ভিন্ন করণের করণা করিতে হয়; উহা অজ্ঞাত। এই সূত্রের শব্দরচনার মর্ম্ম এইরূপ—অজ্ঞাত কারণেও জীবকেই কর্তা বলা উচিত। সে কারণ এই—যদি বিজ্ঞান শব্দবোধ্য বুদ্ধি-কর্তা হয়, তাহা হইলে শক্তি বৈপরীত্য মানিতে হয়। অর্থাৎ বুদ্ধির করণশক্তিহানি ও কর্তৃশক্তির প্রাপ্তি স্বীকার করিতে হয়। বুদ্ধির কর্তৃশক্তি মানিলে উহা যে অহং জ্ঞানের গম্য, ইহা স্বীকার হইয়া উঠে। কিন্তু আসল কথা এই যে কর্তা করণ হইতে পৃথক্। জীব কর্তা, বুদ্ধি করণ মাত্র, বুদ্ধিকে কর্তা বলিয়া স্বীকার করিলে শক্তি বিপর্যয় ঘটে। এখানেও শক্তি অর্থে সামর্থ্য বা যোগ্যতা।

ভর্তৃহরিকৃত বাক্যপদীর গ্রন্থেও আমরা শক্তি শব্দের এক বিশিষ্ট ব্যবহার দেখিতে পাই। তদ্ব্যথা—

“একমেব যদ্ব্যাপ্তং ভিন্নং শক্তিব্যাপ্তপ্রায়ং।

অপৃথক্বেহপি শক্তিভ্যঃ পৃথক্বেনৈব বর্ত্ততে।”

অর্থাৎ শব্দ ব্রহ্মে একত্বের অনিরোধিনী, পরম্পর পৃথক্ আত্মভূতা শক্তিসমূহ বিরাটমান। এই সকল শক্তির ভেদ-রোপ নিমিত্ত শক্তিসমূহ হঠাৎ যদিও ব্রহ্ম মূলভঃ পৃথক্ নহেন, তথাপি ব্রহ্মের পৃথক্ আরোপ হইয়া থাকে।

বাক্যপদীরকার আরও লিখিয়াছেন,—

“নিজস্ব শক্তির দ্বারা তাৎক্ষণিকভাবে প্রতি।

বিশিষ্ট জ্বালানকে সা শক্তি প্রতিস্থাপিত।”

অর্থাৎ প্রত্যেক প্রমাণাদি দ্বারা নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত জ্বালান-শক্তিবিশিষ্ট জ্বালান সম্বন্ধবিশিষ্ট হইলে উহার স্বীয় ধর্মাদ্বারা কার্য করিতে পারে না, অনেক স্থলেই এইরূপ দেখা যায়। রসায়ন বিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞানে আমরাও এই শক্তিপ্রতিবাদের (Counteraction or Neutrlisation of forces) বহুল দৃষ্টান্ত দেখিতে পারি।

প্রাচীন প্রাচ্যকরণের নিকট যে অষ্টবিধ পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে তন্মধ্যে শক্তিও একটি পদার্থ যথা। জ্বা, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, পারতত্ত্ব, শক্তি ও নিয়োগ। সীমান্তকরণও অল্প প্রকার অষ্ট পদার্থ স্বীকার করেন, যথা—

জ্বা, গুণ, কর্ম, সামান্য, সমবায়, শক্তি ও সাদৃশ্য।

প্রাচ্যকরণের মতে ঈশ্বরান্ধিত্বজ্ঞানেরদ্বারা শক্তি ও শক্তি-কার্য অসম্ভব সিদ্ধ। তদ্বিচারমণিগ্রন্থের অসম্ভব পরিশিষ্ট খণ্ডে লিখিত হইয়াছে—

“জ্ঞাতত্ব ঈশ্বরবুদ্ধিরূপি কাঠোনে বাহুমীয়ে।”

আপত্তি হইতে পারে যে জ্বা, গুণ ও কর্ম শক্তি থাকে, সুতরাং শক্তি পদার্থ ইহাদেরই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু প্রাচ্যকরণ বলেন, অসম্ভব দ্বারা জানা যাইতে পারে যে শক্তি, জ্বা, গুণ, কর্ম, সমবায় প্রভৃতি হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। শক্তি সামান্যাদির দ্বারা নিত্য বা স্থির পদার্থ নহে। ভাবাপরিচ্ছেদের দিনকরী নারী টাকার লিখিত আছে, “তথাহি ন তাৎ জ্বাশক্তিক শক্তি, গুণাদিগুণিত্বাৎ অভাব ন গুণশক্তিক কর্মশক্তিক বা ন চ সামান্যভক্তত্বমরূপা উপপত্তিমন্তে সতি বিনাশিত্বাৎ।” প্রাচ্যকরণের যুক্তি এই যে বাহা দ্বারা যে কার্য নিষ্পন্ন হয় তাহাই সেই কার্যসাধিকা শক্তি। কার্যসাধন যোগ্যতাবিশিষ্ট ধর্ম বিশেষই শক্তি শব্দবাচ্য। স্থল বিশেষে এরূপও দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রত্যেক প্রমাণাদি দ্বারা সুনিশ্চিত বস্তুশক্তি অনেক স্থলে যথাযোগ্য কার্য সাধনে সমর্থ হয় না। অনলের দাহিকা শক্তি, ঘরের প্রভাব, বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি সর্বত্রই কিরা একাংশে সমর্থ হয় না। বাহার অভাবই কার্যের অভাব হয় তাহাই ত্রুটিবিশিষ্ট ধর্ম। কিন্তু জ্বাশক্তি পদার্থ ব্যতীতও শক্তি স্বতন্ত্র পদার্থরূপে পরিকীর্ণিত। প্রাচ্যকরণের যুক্তি এই যে—

“তথাহি বাহুশাব্দে কর্তৃত্বানলসংযোগাদ্বাহে জ্বায়তে তদ্বাহুশাব্দে সতি প্রতিবন্ধকে ন জ্বায়তে। অতো বস্তুত্বাৎ কার্যত্বাবস্তুত্বাহুশাব্দব্যাপ্যত্বেন তেন বিনা তদ্বাহুশাব্দ বস্তুত্বাবস্থাপনত্বং ব্যতিরেকমুদেন শক্তিরূপিঃ।” (তদ্বিচারমণিগ্রন্থে)

জ্বালানবস্তুশক্তির উদয়নাশাদি স্বীয় প্রভেদে, জ্বা-ধর্মেরও শক্তি পদার্থ অবীকৃত হয় নাই। কারণত্বকেই জ্বালানশক্তি বলিয়া স্বীকৃত; যথা—

“অথ শক্তিবিশেষে কিং প্রমাণম্? ন কিঞ্চিৎ? তৎ কিমন্তোষ? বাচ্য নহি সো ধর্মেন শক্তিপদার্থ এব নান্তি। কোহসৌ তর্হি? কারণম্।”

সপ্তপদার্থী সংহিতার শিবাবিত্য জ্বাশক্তি স্বরূপকেই শক্তি নামে অভিহিত করিয়াছেন। উদ্ যথা—

“শক্তিপ্রাচ্যাদিকস্বরূপম্।” (সপ্তপদার্থী সংহিতা)

আমরা প্রকৃতিকেও শক্তি বলিতে পারি। কেন না বাহা দ্বারা কোন কর্ম নিষ্পন্ন হয়, বাহাতে কার্যসাধনের যোগ্যতা আছে তাহাই শক্তি। প্রকৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তি সাধনেও আমরা এই অর্থই প্রাপ্ত হই। প্র উপসর্গ পূর্বক ক্র বাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক্তি প্রত্যয় করিয়া প্রকৃতি পদ সিদ্ধ হয়। বাহা কিছু উপাদান করে বা প্রকৃতিরূপে কোন কার্য সাধন করে, তাহাই প্রকৃতি। বিজ্ঞানতত্ত্ব বলেন, সাক্ষাৎ বা পরম্পরা ভাবে প্রকৃতিই সর্ব প্রকার পরিণাম সাধন করে। এই নিমিত্তই ইহা প্রকৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে। এই নিমিত্তই প্রকৃতির অপর পর্যায় শক্তি। এই প্রকৃতি অজ্ঞা, শক্তি প্রধান, অবাক্ত, মারা, তমঃ ও অবিজ্ঞা প্রভৃতি নামে অভিহিত।

পাণিনির মতে উপাদান কারণই প্রকৃতি।

“জনিকর্তুঃ প্রকৃতিঃ।” (পা ১।৪।২০)

পতঞ্জলি, কৈরট, জরাদিত্য ও নাগেশ প্রভৃতি সকলেই প্রকৃতিকে উপাদান কারণরূপেই বুঝিয়াছেন। নৈসর্গিকগণ যে কারণত্বকেই শক্তি বলিয়াছেন, পাণিনির অভিপ্রায় ধরিয়া, প্রকৃতিকেই সেই শক্তির প্রতিনিধি বা পর্যায় বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

বশিষ্ঠদেব বলেন, “মাম রূপ বিনিমুক্ত জগৎ বাহাতে অবস্থান করে, তাহাকে কেহ প্রকৃতি, কেহ মারা, কেহ অণু ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়া থাকে।” শ্রীমদ্ভাগবতে জানা যায় যে প্রকৃতি পুরুষ ও কাল ত্রয় হইতে ভিন্ন নহে। পুরুষ ও কাল ত্রয়েরই অবস্থা বিশেষ। প্রকৃতি ত্রয়েরই শক্তি। মারাবাদীরা প্রকৃতিকেই মারা বলিয়া অভিহিত করেন।

আমরা যোগবিশিষ্ট সাদ্বায়ণে দেখিতে পাই পরিকল্পিত ও অপরিচ্ছিন্ন সমগ্র সত্তাই শক্তি। তাহা হইলে জানা যাইতেছে, যে পদার্থ মাত্রই শক্তি। শক্তিরই জ্বা রূপ কর্ম প্রভৃতি বিবিধ নামে পরিচিত। জিন্ন জিন্ন পদার্থগুলি শক্তিরই জিন্ন জিন্ন অবস্থা বিশেষ। আকাশ, বেশ, কাল, মিক, পরমাণু, মন, বুদ্ধি, আগ, ইজি, ইজা, যেন, প্রবর—ইহারা সকলেই শক্তিবিশেষ।

বৈশেষিকধর্মের উৎকর্ষণ, অবকর্ষণ, আকর্ষণ, প্রসারণ ও গমন এই যে পাঁচ প্রকার কর্মের কথা বলা হইয়াছে, এই পঞ্চ কর্মও শক্তি স্বভাবী আর কিছুই নহে।

আমরা ঋগ্বেদে পাঠে বুঝিতে পারি যে এই বিশাল বিশ্ব-জগৎ ঐতিগবানের ইচ্ছাপ্রসূত। বেদান্ত পাঠে জানা যায় যে পরমেশ্বর সার্বশক্তি দ্বারা এই জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন। ঐতিহ্যবহ ওয়ালেস ইচ্ছা শক্তিকেই জগতের মূলশক্তি বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন।

আমরা বাহ্য জগতে তাপ, তড়িৎ, চুম্বকাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, আলোক, রাসায়নিক আকর্ষণ, আণবিক আকর্ষণ প্রভৃতি শক্তির বিবিধ লীলা দেখিতে পাই। এই সকল শক্তি ঐতিগবানেরই ইচ্ছাশক্তিপ্রণোদিত এবং মূলতঃ এক। যদিও আমরা শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ দেখিতে পাই, কিন্তু তাপ, তড়িৎ ও আলোক প্রভৃতি একমাত্র শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে—

“অরে বতে দিবি বর্জঃ পৃথিব্যা বদ্যাবীষণ্ণা বজ্রঃ।

বেনান্তরিক সূর্যাততঃ ধেবঃ স তর্জরর্ণবো নৃচক্ষাঃ।”

(ঋক্ ৩। ৩২। ২)

অর্থাৎ হে পরমেশ্বর তুমি তোকে যে তেজঃশক্তি বিভ্রমান তাহা তোমারই জ্যোতিঃ, পৃথিবীতে হা হ পাঁচাদি ক্রিয়ানিষ্পাদক রূপে যে যে তেজ দেখিতে পাই, তাহাও তোমারই তেজ, সূর্য্যমণ্ডিতে যে তেজ বিভ্রমান, বনস্পতি প্রভৃতিতে যে সামান্ত তেজ আছে, জলে যে উর্জ তেজ আছে, তাহাও তোমারই তেজ। তুমিই বায়ুরূপে সমগ্র আকাশে তেজঃরূপে বর্তমান আছ।

একই পরমতত্ত্বের শক্তি কোথাও অগ্নিরূপে, কোথাও তড়িৎ রূপে, কোথাও আদিত্যরূপে, আর সর্বত্রই বায়ুরূপে প্রতিষ্ঠিত। অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ইহারা জিলোকে বর্তমান। ইহারা কখনও চেতন রূপ ধারণ করেন, কখনও অচেতন রূপে অবস্থান করেন। নিকটকার লিখিয়াছেন—

“ইত্যন্তরতরে অন্যানো ভবন্তীতরেতরে প্রকৃতরঃ।”

ঋগ্বেদে অগ্নির প্রাণনার বর্ণিত হইয়াছে—

“অগ্নুর্বেদে সবিষ্টেব সৌবীরীকরুধ্যসে। গর্ভে সজারসে পুনঃ।”

(ঋক্ ৮। ১০। ১)

অর্থাৎ হে অগ্নি। তুমিই জলে প্রবেশ কর, তুমিই ওষধি সমূহের সৃষ্টি করি। উহাদের গর্ভে প্রবেষ্ট হইয়া থাক, সেই তুমিই আবার ইহাদের অপত্য রূপে উপজাত হও।

অধর্ম্মবশে কবিত হইয়াছে—

“বিদ্য পৃথিবীকর্তৃক যে বিজ্ঞানসর সকারতি। যে বিন্দুতর্যে বাতে অন্তঃকোষ্যহিতোহুতমবেদৎ।” (অধর্ম্মবেদ ৩২। ১৭)

অর্থাৎ জ্বলোকে জ্বলোকে এবং এই উত্তরের দ্যাবভূতী অন্তরীক লোকে যিনি প্রবেশপূর্ব্বক সঙ্গরণ করেন, যিনি তড়ি-তের আকারে প্রকাশিত হন, যিনি জ্যোতিষ্করূপে সঙ্গরণ করেন, যিনি ত্রিলোকব্যাপী দিক্ সকল ব্যাপিয়া আছেন, যিনি সর্ব জগতের আধার, যিনি সূর্য্যরূপে বায়ুতে বিভ্রমান, আমরা বিশ্ব জগতের অহংপ্রাণক সেই অগ্নির হোম করি।

শক্তির এই সকল প্রমাণ পাঠে আমরা স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারি, জগতের আদিসত্তা আর্ধ্যজাতি জগতের প্রাচীনতম সাহিত্য। ঋগ্বেদে শক্তির একত্ব (Unity of forces) সম্বন্ধে স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা যেদের এই সকল প্রমাণ পাঠে আরও বুঝিতে পারি, বসিগণ একই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের বিবর সম্পূর্ণ রূপে পরিজাত ছিলেন। যে শক্তি এই বিশাল বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টাদৃষ্ট সর্বপ্রকার পরার্থে বিভ্রমান, সেই শক্তিই আমাদের আত্মার অন্ততল প্রবেশে থাকিয়া আমাদের সকল প্রকার কার্যের নিয়ম করিতেছেন, আবার এই শক্তিই কখন তাপ, কখন তড়িৎ, কখন আলোক কখন বা অগ্নি, কখন বায়ু, কখন জল, কখন কখন শূন্য প্রভৃতির তেজের আকারে প্রকাশ পাইতেছে। শক্তির একত্ব (Unity of forces) এবং শক্তির পৃথক্ প্রকটন (Transformation of forces) আধুনিক বিজ্ঞানের এক বিশিষ্ট দিগ্ভাস। অতি প্রাচীন ঋগ্বেদের সময়েও হিন্দু ধর্মে এই সিদ্ধান্ত উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

আমরা দেবীমাহাত্ম্য বা চণ্ডী পাঠ করিয়াও শক্তির অতি সুন্দর দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানিতে পারি। বিজ্ঞানবিদগণ বাহ্যকে বিশ্বশক্তি (Cosmo-physical Energy) বলেন, জৈব-বিশ্বাসী দার্শনিকগণ বাহ্যকে বিশ্বপ্রাণশক্তি (Cosmo-psychical Energy) নামে অভিহিত করেন, এবং রূপশূন্য হারবার্ট স্পেন্সার বাহ্যকে এই বিশাল বিশ্বপ্রাণবিনী অজ্ঞের মহাশক্তি (Inscrutable Power) নামে অভিহিত করেন, মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যে সেই চিরন্তন জগদময়ী অজ্ঞের মহাশক্তির অতি সুন্দর প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত হইয়াছে। শক্তির এরূপ সুন্দরতম অভ্যুদয় রূপ। পান্ডবাত্ম বিজ্ঞানে ‘শক্তি’ (Power), ‘কোর্স’ (Force) এবং ‘এনার্জী’ (Energy) এই তিনটি শব্দই শক্তি শব্দের প্রতিনিধি রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গ্যানো (Ganot) বলেন, বদ্যারা দ্বিতীয়াংশ পর্য্যাপ্তিবিধি হইয়া এক গতিশীল পরার্থের গতি লব্ধ হয়, বা বদ্যারা কোন প্রকার পরিবর্তন সাধিত হয়, তাহাই ‘কোর্স’ বা শক্তি। যে শক্তি দ্বারা গতি প্রবর্তিত হয়, তাহার নাম এক্সিলারেটিং কোর্স (Accelerating Force), যে শক্তি গতির প্রত্যবক, তাহার নাম Retarding Force.

বৈজ্ঞানিক শক্তির এই একমাত্রীকরণ, মহাবিশ্বের শক্তি
সবকে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষমতা অর্জন করে।

প্রফেসর হলমানের (Halman) মতে গতিশক্তি
(Energy of motion), ক্রিয়ামূলক শক্তি (Kinetic
Energy), মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি (Energy of Gravitation),
তাপ (Heat), স্থিতিস্থাপকতা শক্তি (Energy of Elasticity),
যোগাকর্ষণ বা সংযোজক শক্তি (Cohesion Energy),
তড়িত শক্তি (Electrical Energy) এই সর্ববিধ শক্তিরূপ
বর্ণনা করিয়াছেন। হলমানের 'ফোর্স' ও 'এনার্জী'র সংজ্ঞা
পূর্বপ্রদত্ত শক্তিসংজ্ঞারই অনুরূপ।†

প্রফেসর গ্রান্ট এলেন (Grant Allen) শক্তি বুঝাইতে
কেবল "পাউয়ার" (Power) শব্দই প্রয়োগ করিয়াছেন।
তাঁহার মতে, এই পাউয়ার বিধি—ফোর্স ও এনার্জী। ইনি
ফোর্স ও এনার্জীর ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন।
তিনি বলেন, এই "পাউয়ারের" আরও প্রকার তেজ আছে।
যথা—Aggregative Power বা যোগাকর্ষণশক্তি, Separative
Power বা বিপ্রাকর্ষণশক্তি, Molar Power বা সংস্থানিক
শক্তি, Molecular Power বা আণবিক শক্তি, Atomic বা
পারমাণবিক শক্তি, Electric বা তড়িত শক্তি, Gravitation
বা মাধ্যাকর্ষণশক্তি, Chemical affinity বা রাসায়নিক
শক্তি।‡

অপর পক্ষে পণ্ডিতপ্রবর হারবার্ট স্পেন্সার Forceকেই
শক্তি শব্দের প্রতিনিবন্ধিত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন। হার্কার্ট-

* Force is anything which changes or tends to
change the state of rest or of uniform motion of body.

† Force is that action of Energy by which it pro-
duces tendency to change in state of motion of bodies.
Energy is power to change the state of motion of a
body.

‡ এলেন সাহেবের এক বানি এই আছে, তাঁহার দ্বারা "Force and
energy" উভয়ে নিশ্চিত আছে, A Power is that which initiates
or terminates, accelerates or retards motion in one or
more particles of ponderable matter or of the ethereal
medium.

Allen সাহেব "ফোর্স" ও "এনার্জী" যে সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন,
এরূপ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অর্থ—A Force is a power which
initiates or accelerates aggregative motion, while it
resists or retards separative motion in two or more
particles of ponderable matter.

An Energy is a Power which resists or retards
aggregative motion while it initiates or accelerates separative
motion in two or more particles of ponderable or
of the Ethereal medium.

স্পেন্সার অজ্ঞেয়তাবাদী। তাঁহার মতে শক্তিতত্ত্ব অজ্ঞেয়।
শক্তি পরিমাপের কোন উপায় নাই। তিনি বলেন,
Force, as we know it, can be regarded only
as certain conditioned effect of the unconditioned
cause. অর্থাৎ শক্তির সূত্রস্বয় সর্বদা আশ্রয় কিছুই জানি না,
তবে এই মাত্র আমাদের নিকট প্রতিভাত হয় যে, ইহা কোন
অপরিমিত কারণের একটি নির্দিষ্ট কার্যকর মাত্র। হার্কার্ট
স্পেন্সারের শক্তিতত্ত্বও সূত্র দার্শনিকতা ও বৈজ্ঞানিকতার
পরিচায়ক। স্পেন্সার শক্তির নিত্যতা (Persistence of
Force) স্বীকার করেন। তিনি বলেন, আত্মা শক্তি নিত্য
ও সর্বব্যাপিনী। এই শক্তি অনাদি ও অনন্ত,—যথা "By
persistence of force we really mean the persistence
of some cause which transcends over knowledge
and conception. In asserting it, we assert an
unconditioned reality without beginning or end."

যে আত্ম কারণ আমাদের জ্ঞান ও ধারণার অতীত, শক্তির
সাতত্ব স্বীকার করিয়া আমরা একতরফকেই সেই হৃদয়ের
কারণের অতিশয় স্বীকার করিয়া থাকি। সেই আত্ম কারণই
আত্মতত্ত্ববিশিষ্ট এক অপরিমিত সত্যবিশেষ।

হার্কার্ট স্পেন্সার এই শক্তিকেই Mysterious ও Inscrutable
Force নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে,
এই মহাশক্তিই এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রবর্তনী। আমাদের
মার্কটেরোক্ত চণ্ডী দেবীমাহাত্ম্যে ঐ একই তত্ত্ব "সৈব বিষ্ণু
প্রবৃত্ততে" বাক্যে সূচিত আছে। এই শক্তির বিষয় চিন্তা
করিলে বুদ্ধি বিশেষতঃ হইরা পড়ে—জ্ঞান অনন্তে ডুবিয়া যায়।

চুম্বক-শক্তি বা Magnetic force সর্বদা শক্তিবিশ্বানে
বণ্টিত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। শক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক
পণ্ডিতগণ Kinetic এবং Potential Energy সর্বদা বণ্টিত
আলোচনা করিয়াছেন। ব্যবহারিক বিজ্ঞানে এই বিধি
"এনার্জী" বণ্টিত প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায়। Dynamics
নামক শক্তিবিশ্বানে এই সর্বদা বিষ্ণু আলোচনা গ্রহি-
ত। যাহা বৈজ্ঞানিক শক্তিই সাধারণতঃ Kinetic
Energy নামে অভিহিত। আর ব্যবহারিক অভ্যন্তরে যে শক্তি
নিহিত থাকে, তাহাই Potential Energy। অধ্যাপকজনীন
তত্ত্ব, চন্দ্রাভ্যন্তর গোলা, কাইনেটিক এনার্জীর উদাহরণ। আবার
অপরপক্ষে স্থিতিস্থাপক তত্ত্বের অভ্যন্তরে যে শক্তি আবদ্ধ
পূর্বক স্থিতিস্থাপক শক্তি প্রকাশ করে, তাহাকে Potential
Energyর উদাহরণ বলা যায়। যেমন—একবারি যেমন
অনর্ঘ্যত করিয়া স্থিতির দিলে উহা আবার আবার অনর্ঘ্যত

শক্তিরূপে আপনি পূর্ববৎ সরলভাবে ধারণ করে। এই দুইটা শব্দ ক্রিয়মাণ বা উত্তীর্ণ Kinetic বা পাত Potential নামে অভিহিত হইতে পারে।

আমরা পাতকল-কর্ণসেও এই দুইটা শব্দ দেখিতে পাই। বৈশেষিক-বর্ণনেও সংস্কার, বেশ, মোহন ইত্যাদির আলোচনা আছে। এই সকল বিষয়ও প্রাচীন হিন্দুগণের শক্তি-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় বলিয়া পরিগণিত ছিল।

ভারতীয় শাস্ত্রাবির পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, শক্তি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক হস্ততত্ত্বের সূত্র বেদে, উপনিষদে, দর্শন-শাস্ত্রে, ধর্মবিজ্ঞানে ও পুরাণাদিতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আধুনিক পাকাতা-বিজ্ঞান জড়-বিজ্ঞানের উন্নতি-সাধনে চেষ্টা করিয়া যে হস্ত-নিদ্রান্তে উপনীত হইয়াছেন, সেই নিদ্রান্ত ক্রমশঃই ভারতীয় ঋষিগণের নিদ্রান্তের নিকটবর্তী হইতেছে। ইহারা একপে বলিতেছেন, Matter is Force and conversely Force is Matter অর্থাৎ জড়ই শক্তি এবং শক্তিই জড়। আমাদের ধর্ম শাস্ত্রকার বলেন “সর্বং শক্তিময়ং জগৎ”। ঐতিহ্যে লিখিত আছে, নিভৈব সা জগদ্ব্যুৎপত্তিঃ ব্যাপ্তমিৎ জগৎ”। দার্শনিকগণ বহু পূর্বে বলিয়া রাখিয়াছেন, শক্তি শক্তিমতোরতেনাৎ। আধুনিক বিজ্ঞান জড় পদার্থের চরম ক্ষুদ্রতম অংশকে “ইলেকট্রন” নামে অভিহিত করিয়াছেন, উহাও শক্তিরই অবস্থা বিশেষ।

শক্তিক (পুং) ১ শক্তিশকার্য। ত্রিমা টাপু।

শক্তিকর (ত্রি) শক্তিগ্রহ। বলকর।

শক্তিকুমার (পুং) ১ একজন কবি। ২ এক প্রতীপুত্র।

(দশকুমারচ’)

শক্তিশ্রু (পুং) শক্তিঃ শ্রুতীতি শক্তি-শ্রু (শক্তিশ্রুতীতি শ্রুতীতি। পা ৩। ২। ১) ইত্যন্ত বাস্তবিকোক্ত্য অচ্। ১ শিবঃ, ২ কার্তিকের। শক্তঃ শ্রুতঃ শ্রুতঃ। শব্দশক্তিজ্ঞান, শব্দের অর্থ-বোধক বৃত্তির জ্ঞান, “অবাক্যবাদ্যমর্থো বোধব্য ইতীবরেকা-শক্তিরিতি তাকিকাঃ। তজ্জ্ঞানন্ত ব্যাকরণাদিত্যঃ। অন্তএব “শক্তিগ্রহঃ ব্যাকরণোপমানকোষাণ্ডব্যবহারতন্ম।

বাক্যত শেবাধিকৃতৈর্কদন্তি সাদ্রিযাতঃ সিদ্ধপদং বৃদ্ধাঃ।” (প্রাক)

এই শব্দ হইতে এই অর্থবোধ হইবে, এইরূপ ঈশ্বরের নাম শক্তি; একটা শব্দ উচ্চারিত হইলেই তৎসঙ্গে তাহার একটা অর্থের প্রতীতি হইবে, এই যে ঈশ্বরের ইচ্ছা, তাহাই শক্তি নামে অভিহিত। শব্দের এই শক্তি ব্যাকরণ, উপমান, কোষ, আশ্রয়ক ও ব্যবহার হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। কিরণ নিম্নে শক্তিগ্রহ হয়, শব্দশক্তিপ্রকাশিকার তাহা বিশেষরূপে আলোচিত ও বীর্ণান্বিত হইয়াছে। [শব্দশক্তি দেখ]

শক্তিগ্রাহক (পুং) শক্তিঃ গৃহীতি গ্রাহকি চ শক্তি-গ্রহ-শিচ-বৃদ্ধ। ১ শক্তিগ্রহীতা। ২ শব্দের শক্তিবোধক হেতু, শব্দশক্তি-জ্ঞান, শক্তিগ্রহ।

“সকলতত্ত্বঃ পূর্বং বৃত্ততঃ ব্যবহারতঃ।

শব্দশ্রবণেন শব্দানাং শক্তিবিপ্লবকৈরসৌ।” (শব্দশক্তিপ্রকাশিকা)
প্রথমে বৃত্তের ব্যবহারানুসারে সকলের গ্রহণ, গ্রহণের উপ-মানাদি দ্বারা শক্তিজ্ঞান হইয়া থাকে। [শব্দশক্তি দেখ]

শক্তিজাগর (ক্ৰী) তত্ত্বভেদ।

শক্তিতত্ত্ব (ত্রি) শক্তিঃ জ্ঞানাতীতি জ্ঞা-ক। শক্তিজাতা, যিনি শক্তি অবগত আছেন।

শক্তিতত্ত্ব (ক্ৰী) তত্ত্বভেদ, শক্তিবিষয়ক তত্ত্ব।

শক্তিতত্ত্ব (অব্য) শক্তি-তত্ত্ব। শক্তি অল্পসারে, ধ্বন্যশক্তি।

শক্তিতত্ত্ব (ক্ৰী) শক্তিঃ তত্ত্বঃ তত্ত্ব-টাপু। শক্তিঃ, শক্তির ভাব বা ধর্ম।

“প্রাপ্ত হি কিম্বশক্তি বৃত্তে বিজ্ঞানশক্তি।” (ভাগবৎ ৭২৩৩)
শক্তিদাস, মারাবীজকলপ্রণেতা।

শক্তিদেব (পুং) একজন শাক্যমহরচরিতা।

শক্তিধর (পুং) ধরতীতি ধ-অচ্, শক্তধর্যঃ। ১ কার্তিকের।

“বলেন বপুবা চৈব বলেন চরিতেন চ।

তাজে শক্তিধরন্তলো ন তু কলচ মাহুযঃ।” (হরিবংশ ৭৩৯)
(ত্রি) ২ শক্তিধারক। একজন তাত্ত্বিক আচার্য। (শক্তিরয়া)

শক্তিধ্বজ (পুং) কার্তিকের, ধ্বজ।

শক্তিধ্ব (পুং) শক্তির পূজ্যভেদ। [শক্তি দেখ।]

শক্তিধ্বাধ (পুং) শিবলিঙ্গভেদ।

শক্তিদ্যাস (ক্ৰী) তত্ত্বভেদ।

শক্তিপর্ণ (পুং) সপ্তপর্ণ বৃক্ষ, হেতেন গাহ। (কট্যধর)

শক্তিপাণি (পুং) শক্তিরজ্জবিশেষঃ পাণৌ বস্ত। কার্তিকের, ধ্বজ। (হলায়ুধ)

শক্তিপূজক (পুং) শক্তেঃ পূজকঃ। বাহারা শক্তির পূজা করেন, শক্তিপালক। বাহারা কালী, ভারা প্রভৃতি শক্তি দেবতার উপাসনা করেন।

শক্তিপূজা (ক্ৰী) শক্তেঃ পূজা। ১ শক্তি দেবতার পূজা। ২ তত্ত্বভেদ।

শক্তিপূর্ব (পুং) পরাশর, শক্তিপূর্ব।

শক্তিপূর্ব (পুং) শক্তিবোধঃ। ১ শক্তিজ্ঞান, শক্তির অর্থ-জ্ঞান। ২ তত্ত্বভেদ।

শক্তিভদ্র, চুড়ামণি নামক গ্রন্থচরিতা।

শক্তিভূত (পুং) শক্তিঃ বিভর্তীতি ভূ-কিণ্, ভূত চ। ১ কার্তিকের। (হেম) (ত্রি) ২ শক্তি নামক অস্ত্রধারী।

শক্তিবৈরব (কী) তত্ত্বভেদ।

শক্তিমন্ত্ৰ (কী) শক্তিমতো ভাবঃ শক্তিমং ভাবেষ। শক্তিমানেস
ভাব বা বর্ণ, শক্তি।

শক্তিমৎ (ত্রি) শক্তি বিত্তভেদেত শক্তি-মতৃপ্। শক্তিবিশিষ্ট,
শক্তিবৃত্ত। সাংখ্যদর্শন মতে শক্তি ও শক্তিমানেস অভেদ
করিত হইয়াছে।

শক্তিমন্ত্ৰ (কী) শক্তিবৈরবতার মন্ত্ৰ। শক্তিউপাসকগণ যে মন্ত্ৰ
গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শক্তিময় (ত্রি) শক্তিবস্তুরার্থে মতৃপ্। শক্তি বস্তুরূপ।

শক্তিযশস্ (কী) বিভাধরীভেদ। (কথাসরিৎসাং ৫৯১১)

শক্তিয়ামল (কী) যামলতত্ত্বভেদ, ইহাতে শক্তিমায়ায় বিদ্যুত
ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

শক্তিরক্ষিত (পুং) কীরাতরাজপুত্রভেদ।

(কথাসরিৎসাং ৭৯১৯)

শক্তিরত্নাকর, তত্ত্বভেদ।

শক্তিবন, বনতীর্থভেদ। ভবিষ্যোক্তরপুরণে এই বনের মায়ায়
কীৰ্ত্তিত আছে।

শক্তিবল্লভ, রসকৌমুদীরচয়িতা।

শক্তিবর (পুং) একজন বোদ্ধ পুরুষ।

শক্তিবাদিন্ (ত্রি) শক্তি উপাসনার আহাবান্।

শক্তিবীর (পুং) শাক্ত। শক্তিপূজক ব্যক্তি।

শক্তিবৈগ (পুং) বিদ্যাধরভেদ। (কথাসরিৎসাং ২৪১১)

শক্তিবৈকল্য (কী) শক্তির বিকলতা। অসমর্থতা। বলহীনতা।

শক্তিষ্ঠ (ত্রি) শক্তিশীল, বলিষ্ঠ।

শক্তিসঙ্গমতত্ত্ব (কী) তত্ত্বগ্রন্থভেদ।

শক্তিসঙ্গমামৃত (কী) তত্ত্বভেদ।

শক্তিসাধন (কী) শক্তিপূজাকালে ক্রীতহস্তাক্ষরগণের উপাসনা-
প্রক্রিয়াবিশেষ।

শক্তিসিংহ (পুং) রাজভেদ। মদনরত্নগ্রন্থে মদনসিংহের পিতা।

শক্তিসেন (পুং) কাশীরহ ধনাঢ্য ব্যক্তি। (রাজতরং ৩৯১৬)

শক্তিস্বামিন্, কর্কোটকশোভন রাজা মুক্তাপীড়ের মন্ত্রী। ইহার
পিতার নাম দ্বিজ। (রাজতরং)

শক্তিরূপ (ত্রি) বলনাশকারী। বলহারক।

শক্তিহন্ত (ত্রি) ধ্বংসকর্তা।

শক্তিহেতুক (ত্রি) শক্তিহেতি প্রেরণাত্মক বস্তু। শক্তিঅর্থধারী
যোদ্ধা, যিনি শক্তি অস্ত্র ধারণ করেন, পর্যায় শান্তিক, লক্ষ্যাবধ-
ধন। (শব্দরত্নাং)

শক্তীষৎ (ত্রি) শক্তিবৃত্ত।

শক্ত (পুং কী) শক-বাহলক্যাং তুন্। তজ্জিত ববাহির্হৃৎ। বব

প্রকৃতি ভাঙ্গিয়া পরে তাহা হৃৎ করিলে শক্ত প্রকৃত হয়।
চলিত কথায় ইহাকে ছাত্ত বলে।

“ধাতানি ত্র্যষ্টক্টানি বহুগিতানি শক্তবঃ।” (ভাবপ্র° পূর্বক°)

তর্জনপাত্রে অর্থাৎ ভাঙ্গিবার খোঁকার খাত্ত ভাঙ্গিয়া তাহা
তুবহীন করিয়া লইবে, পরে উহা বস্ত্রে পেষণ করিয়া হৃৎ করিলে
যে দ্রব্য প্রকৃত হয়, তাহাকে শক্ত বা ছাত্ত কহে। এই ছাত্ত,
ধান, বব ও হোলা প্রকৃতির হইয়া থাকে। ইহাদের প্রত্যেকের
গুণ ভিন্ন।

ববশক্তির গুণ—শীতবীৰ্য্য, অগ্নিগ্রহীণক, লঘু, সারক, কক ও
পিত্তনাশক, রুদ্ধ এবং লেখন গুণযুক্ত হইয়া থাকে। এই ছাত্ত
তরল দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বলহারক, শুক্র-
বর্দ্ধক, শরীরের উপচরকারক, ভেদক, তৃপ্তিকারক, মধুর রস
ও উত্তরোত্তর বলবর্দ্ধনশীল এবং কক, পিত্ত, শ্রাতি, কৃধা,
পিপাসা, ত্রণ ও নেত্ররোগবিনাশক হইয়া থাকে। ইহা রোজ,
হাছ, পঞ্চপর্বাটন ও ব্যায়ামপরিপীড়িত ব্যক্তিগণের পক্ষে বিশেষ
উপকারী।

চণকববশক্ত—হোলা ও বব তুল্যাবেশে লইয়া পূর্বোক্ত
প্রকারে যে ছাত্ত প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে চণকববশক্ত কহে।
এই ছাত্ত গ্রীষ্মকালে স্নাত ও চিনি সংযুক্ত করিয়া ভক্ষণ করিলে
বিশেষ উপকার হয়।

শালিশক্ত—শালিশাক্ত ভাঙ্গিয়া উক্ত প্রকারে ছাত্ত প্রস্তুত
করিলে তাহাকে শালিশক্ত কহে। এই ছাত্ত—অরিকারক,
লঘু, শীতবীৰ্য্য, মধুর রস, গ্রাহী, রুচিকারক, হিতজনক, বল-
প্রদায়ক ও শুক্রবর্দ্ধক।

বৈভকশাক্তে ছাত্ত-ভোজন সময়-বিশেষে নিবিদ্ধ হইয়াছে।
আহারের পরে ছাত্ত ভোজন নিবিদ্ধ। ছাত্ত বস্ত্রে চিবাঁইয়া বা
মাজিকালে ভোজন করিতে নাই। কখন অধিক পরিমাণে
ছাত্ত খাইবে না, জলসংযোগ ব্যতীত ছাত্ত ভক্ষণ করিবে না।
ছাত্ত খাইবার সময় পানীয় দ্রব্য পৃথক্ ভাবে পান বা ছুইবার
খাইবে না। ভক্ষণকালে পুনর্দন্ত ছাত্ত ভোজনও নিবিদ্ধ। দ্রব্য-
ভরের সহিত মিশ্রিত করিয়া ছাত্ত সেবন করিতে থাকিলে তৃষ্ণার
অপর ছাত্ত প্রদান করিলে তাহাকে পুনর্দন্ত ছাত্ত কহে।
মাংসাদি আমিশ দ্রব্য বা ছুইবার সহিত শক্তভোজন নিবিদ্ধ
হইয়াছে। গরম ছাত্তও ভোজন করিবে না।

“ন ভুক্ত। ন রমৈষিহা ন নিশারায় ন বা যুন্।

ন জলাভরিতান্ ন বিঃ শকুনভায় কেবলান্।

পৃথক্পানং পুনর্দানং সামিষং পরমা নিমি।

দন্তুচ্ছেদনমুক্তকং সপ্ত শক্তুঃ বর্জ্যেরং।” (ভাবপ্র°)

জ্যোতিষে নিবিত আছে যে, জলতৃষ্ণা দিবসে জলতৃষ্ণা

পূজা দি করিয়া শক্তু ভোজন করিবে। এই দিনে শক্তু ভোজন করিলে রিপু বিনষ্ট এবং নিরামির ভোজনে কল্যাণের পাণ্ডিত্য লাভ হয়।

“শক্তু নৃ ধনতি বস্ত তস্ত রিপবো নাশঃ প্রাপ্তিঃ কথং।

কুণ্ডলৈ বস্ত নিরামিবঃ সহি ভবেচ্ছান্যন্তরে পণ্ডিতঃ।”

(ক্রিষিতকথ্য-কোষের বচন)

মেঘসংক্রান্তিতে দেবতা ও পিতৃদিগের উদ্দেশে জলপূর্ণ ঘটের সহিত ব্রাহ্মণকে শক্তু দান করিবার বিধি আছে, যিনি এই দিনে ইহা দান করেন, তিনি সকল শাপ হইতে বিমুক্ত হন।

“মেঘাদৌ শক্তবো দেয়া বারিপূর্ণা চ গর্গরী।

যো দদাতি হি মেঘাদৌ শক্তনুঘটাসিতান্।

পিতৃহৃদিত্তি বিপ্রোভ্যঃ সৰ্গপাণিঃ প্রমুচাতে।” (ক্রিষিতকথ্য)

কৃত্যতঃ শক্তদানের বিধার এইরূপ লিখিত আছে।

মেঘসংক্রান্তিতে মানসি করিয়া জলপূর্ণ ঘট এবং তরুপরি একটি পাত্রে ছাড়ু রাখিয়া উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিবে। পূর্বমুখে গজপূর্ণ দ্বারা ‘ও জলঘটাসিতশক্তুভ্যো নমঃ’ এই মন্ত্রে পূজা করিয়া দানব্যাক্য করিবে। ব্যাক্য যথা—

“ওমভ্যমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ মহাবিশুবসংক্রান্ত্যাং অমুকগোত্রস্ত পিতুরুদেবশৰ্মণঃ সৰ্গপাপবিমুক্তিকামঃ এতান্ জলঘটাসিতশক্তু বিনুদেবতাকান্ অমুকগোত্রায় অমুকদেব-শৰ্মণে ব্রাহ্মণায় তুভ্যমহং সম্ভবদানি।” এই ব্যাক্য দান করিবে। দানের পর দক্ষিণা দিতে হয়।

চতুর্দশ ত্রয়ে প্রাতঃমানন্তে ব্রতশক্তু দক্ষিণা দিবার বিধি আছে।

“চতুর্দশত্রয়ে প্রাতঃমানন্তে ব্রতশক্তবো দক্ষিণা।

যথা,—নারদীয়ঃ

“নিত্যদানে হবির্ভাঙ্গিঃসেহে ব্রতশক্তবঃ।” (মলমাসতত্ত্ব)

শক্তুক (পুং) বিশেষ্য।

“বনপ্রস্থিঃ শক্তুকেনৈব পূর্ণমধ্যঃ স শক্তুকঃ।” (ভাবপ্রকাশ)

শক্তুকলা (স্ত্রী) শরীরক। (অমর)

শক্তুকলী (স্ত্রী) শরীরক। (শব্দরত্ন)

শক্তুর্ক (পুং) শক্তির র্কঃ। শক্তির অর্ক পরিমাণ। ভ্রম দ্বারা বধন কৃষ্ণি, লগাট ও গ্রীবাংশে বর্ষ উৎপন্ন ও দীর্ঘ নিখাস বহিতে থাকে, তখন শক্তির অর্কে প্ররোগ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

“কুকো লগাটে গ্রীবারাং বলা বর্ষঃ প্রবর্ততে।

শক্তুর্কঃ তং স্কিলানীয়মায়তোক্তুসমেন চ।” (রাজবল্লভ)

শক্তিক (পুং) বশিষ্ঠমুনির কোষপুত্রঃ একলা ইক্কাবংশীয় রাজা কল্যাপার মৃগয়ার গমন করেন, তথায় তিনি মৃগয়া শেষ করিয়া

মৃগা হস্তার অতি কাতর হইয়া বনমধ্যে গমন করিতে করিতে এক কাকের গমনোপযোগী একটা অতি সঙ্গীর্ণ পথে উপস্থিত হন এবং তথায় সমাগত শক্তিকে দেখিতে পান। রাজা শক্তিকে পথ হইতে অপসৃত হইতে বলেন। তাহাতে শক্তি উত্তর করেন, “ইহা আমার পথ এবং রাজগণ ব্রাহ্মণকে পথ প্রদান করিবেন, ইহাই সনাতন ধর্ম, সুতরাং পথ হইতে আমি অপসৃত হইব না।” শক্তি এইরূপ বলিলে উত্তরের মধ্যে বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। অনন্তর নৃপতি মোহবশতঃ তাহাকে কশাঘাত করেন। তখন মূনিশ্রেষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া ভূপালকে শাপ প্রদান করেন যে, আমি ভগবী, তুমি আমাকে শাসনের ভার প্রহার করিলে এই কারণে অস্তাবধি শাসন হইয়া থাকিবে। রাজা মূনির শাপে শাসন প্রাপ্ত হন এবং ঘটনাক্রমে প্রথমে এই শক্তিকেই ভক্ষণ করেন। (ভারত ১।১৭৭ অং)

শক্ত (ত্রি) প্রিয়বদ, প্রিয়বাদী। (অমরটীকা ভরত)

শক্ত (ত্রি) প্রিয়বদ। (অমর)

শক্তনু (পুং) শক (অশি শক্তিয়াং ছন্দসি। উপ্ ৪।১০৬) ইতি মনিন্। ১ শক্তি। ২ ইজ্। (উজ্জল) (স্ত্রী) শক্যতে-হেনোতিমতঃ প্রাপ্তং শক্যোভীষ্টং সাধয়িতুং বা। ৩ কর্ম।

“ব্রহ্মন্তি শক্যনা পয়ঃ” (শব্দ ৯।৩৪।৩) ‘শক্যনা কর্মণা’ (সায়ণ)

শক্য (ত্রি) শক (শকিসহোচ। পা ৩।১।১২৯) ইতি যৎ। সমর্থনীয়, সম্ভব, যাহা করিতে পারা যায়।

“শক্যোহস্ত মনুজবিতা বিনেতুং

গাঃ কোটিশঃ স্পর্শরতা ঘটোয়ীঃ।” (রঘু ২।৪৯)

২ শক্ত্যশ্রয়, শক্তির আশ্রয়। ৩ শক্তিযুক্ত। ৪ শক্তি দ্বারা বোধ্য অর্থ। অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা তিনটা শব্দের বৃত্তি, যে স্থলে শব্দের অর্থবোধ হয়, তাহাকে শক্য কহে।

“শক্যোহর্থেহভিধরা জ্ঞেয়ঃ লক্ষ্যো লক্ষণা মতঃ।

ব্যপ্যো ব্যঞ্জনয়া জেরতিতঃ শব্দস্ত বৃত্তয়ঃ।” (সাহিত্যদং)

শব্দের শক্তি দ্বারা অর্থবোধক পদ শক্য, শক্তিবাদে লিখিত আছে যে, জৈমের ইচ্ছার নাম লক্ষ্য, এই লক্ষ্যেই শক্তি, ইচ্ছা দ্বারা অর্থবোধক যে পদ, তাহাকে ব্যক্তি বা শক্য কহে।

“জৈমসলক্ষ্যতঃ শক্তিস্তয়া অর্থবোধকঃ পদং ব্যচকং” (শক্তি-ব্যাখ্য) [শব্দশক্তি বেধ]

শক্যতাবচ্ছেদক (ত্রি) শক্যতায় অবচ্ছেদকঃ। শক্যতাপে ভাসমান ধর্ম। শক্য পদার্থের অসাধারণ ধর্ম, যে ধর্ম দ্বারা অর্থের শব্দসম্বন্ধবিষয়তা বোধগম্য হয়, সেই ধর্ম।

শক্ত (পুং) শক্যোতি দৈত্যান্ নাশয়িতুং শক (অশিতকীতি। উপ্ ২।১০) ইতি রক্। ১ ইজ্। (অমর)। ২ কৃষ্ণ বৃক। ৩ অর্জুন বৃক। (বৈদীর্ঘ)। ৪ শোভা নকর, এই শব্দেই

অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হস্ত, এই জন্ত শক্র শব্দে এই নক্ষত্র বুঝায়।

[ইন্দ্র দেখ]

(ত্রি) ৫ সমর্থ।

“বিষাক্ষি শক্রো নর্যাপি বিঘ্নন” (বৃক্ ৪।১৩৩)

“শক্রঃ সমর্থঃ” (সায়ণ)

শক্রকাম্বুক (স্ত্রী) শক্রত ইন্দ্রত কাম্বুক। ইন্দ্রধনুঃ।

শক্রকুমারিকা (স্ত্রী) শক্রত কুমারিকা। শক্রকুমারী, শক্র-
ধনুঃই বিশেষ। [শক্রমাতৃকা দেখ।]

শক্রকেতু (পুং) শক্রত কেতুঃ। ইন্দ্রধনুঃ।

“স তুর্ণং পাতিতত্তেন রাবণঃ শক্রকেতুবৎ।” (রামায়ণ ৭।২০৩)

শক্রকৌড়চল (পুং) শক্রত কৌড়চলঃ কৌড়াপর্কতঃ।
শূমের পর্কত। ইন্দ্র এই পর্কতে কৌড়া করেন, এই জন্ত ইহাকে
শক্রকৌড়চল কহে। (হলায়ুধ)

শক্রগোপ (পুং) ইন্দ্রগোপকীট। (জটায়ু)

শক্রচাপ (স্ত্রী) ইন্দ্রধনু, রামধনু।

শক্রজ (পুং) শক্রজ্ঞারতে ইতি জন-ড। ১ কাক। (শব্দরত্ন)
(ত্রি) ২ ইন্দ্রজাত মাত্র।

শক্রজাত (পুং) শক্রজ্ঞাতঃ। ১ কাক। (ত্রি) ২ ইন্দ্র-
জাত মাত্র।

শক্রজাম্বু (পুং) বানরভেদ। (রামায়ণ ৬।৭৫৬)

শক্রজাল (স্ত্রী) ইন্দ্রজাল।

শক্রজিৎ (ত্রি) শক্রং জিতবান্ জি-কিপ্ তুচ্ চ। ১ ইন্দ্রবিজয়ী
রাবণপুত্র যেননাথ। (ত্রি) ২ ইন্দ্রজেতা মাত্র।

শক্রজাল (স্ত্রী) ইন্দ্রজাল।

শক্রতরু (পুং) বিষয়া, সন্ধিবৃক্ষ ; ভাস্কর গাছ।

শক্রত্ব (স্ত্রী) শক্রস্য ভাবঃ ত্ব। ইন্দ্রত্ব, শক্রের ভাব বা ধর্ম।

শক্রমিশ্র (স্ত্রী) শক্রত মিশ্র্। পূর্ব মিশ্র্, ইন্দ্র পূর্বদিকের আধ-
পাত, এই জন্ত ঐ দিককে শক্রমিশ্র্ কহে।

শক্রদেব (পুং) ১ ইন্দ্রদেব। ২ কলিকরাজভেদ। (ভারত
ভীষ্মপ) ৩ শৃগালের পুত্রভেদ। (হরিবংশ) ৪ একজন কবি।

শক্রদেবতা (স্ত্রী) ইন্দ্রদেবতা।

শক্রদৈবত (স্ত্রী) নক্ষত্রভেদ, জ্যোষ্ঠা নক্ষত্র। (বৃহৎসং ৭।১২)

শক্রক্রম (পুং) শক্রত ক্রমঃ। দেবদাক বৃক্ষ। (ভাবপ্রকাশ)

শক্রধনুস্ (স্ত্রী) শক্রত ধনুঃ। ইন্দ্রধনুঃ, চলিত ভাষায় ইহাকে
রামধনুঃ কহে।

“ইন্দ্রাধনুঃ শক্রধনুঃ কৌশিকায়ুধমিত্যপি।

ঐরাবতং রোহিতং ভাদ্রবজ্রং যদি তদ্রুঃ।” (শব্দরত্ন)

আকাশে এই ধনুঃ দেখা গেলে শুভাশুভ কিরূপ বল হইয়া
থাকে, বৃহৎসংহিতার তদ্বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

“শূর্য্যাত্ত বিবিধবর্ণাঃ পবনেন বিঘটীতাঃ কয়াঃ সাত্রে।”

বিঘটিত ধনুঃসংস্থানাঃ যে নৃশক্তে তদ্বিন্দ্রধনুঃ।” ইত্যাদি।

শূর্য্যের নানা প্রকার বর্ণযুক্ত কিরণ বায়ুদ্বারা বিঘটিত হইয়া
মেঘযুক্ত আকাশে যে ধনুঃ আকার পরিদৃষ্ট হয়, তাহাকে শক্র-
ধনুঃ কহে। কোন কোন আচার্য্য বলিয়া থাকেন, অনন্ত নামক
কুলনাথের নিখালে এই ইন্দ্রধনুঃ উৎপত্তি হইয়া থাকে।
আকাশে যখন ইন্দ্রধনুঃ দেখা যায়, রাজগণ তখন যদি তাহার
অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করেন, তাহা হইলে তাহাবিগের যুদ্ধ পরাজয়
হয়। এই ধনুঃ অক্ষির, অমতিগাঢ়, জ্যোতিঃবিশিষ্ট, দীপ্ত,
বিবিধ বর্ণযুক্ত, দুইবার উদিত বা অমূল্য হইলে প্রশস্ত হয়।
ঈশান, অগ্নি, নৈঋত ও বায়ু এই চারিটা কোণে যদি ইন্দ্রধনুঃ
উদিত হয়, তাহা হইলে সেই স্থানের রাজার বিনাশ হয়।
মেঘশূন্য আকাশে যদি ইন্দ্রধনুঃ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে অতিশয়
মহামারী উপস্থিত হয়। ইন্দ্রধনুঃ জলমধ্যে দৃষ্ট হইলে অনাবৃষ্টি,
পৃথিবীতে হইলে শত্রুহানি, বৃক্ষে হইলে ব্যাধি, বন্যীকে হইলে
শত্রুতর এবং লজ্জিতে হইলে সচিব বিনষ্ট হইয়া থাকে।
অনাবৃষ্টির সময় এই ধনুঃ যদি পূর্বদিকে দেখা যায়, তাহা হইলে
অতিশয় জলবর্ষণ এবং বৃষ্টি হইলে জল-নিবারণ হয়। পশ্চিমদিকে
এই ধনুঃ উঠিলে সর্ষদাই বৃষ্টি হয়। রাত্রিকালে যদি পূর্বদিকে এই
ধনুঃ দেখা যায়, তাহা হইলে রাজার অমঙ্গল এবং দক্ষিণ, পশ্চিম
ও উত্তরদিকে হইলে যথাক্রমে সেনাপতি, নায়ক ও মন্ত্রী অমঙ্গল
হয়। রাত্রিকালে এই ধনুঃ শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে
যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের অমঙ্গল ঘটয়া থাকে।

(বৃহৎসংহিতা ৩৫ অ°)

শক্রধ্বজ (পুং) শক্রত ধ্বজঃ। ইন্দ্রধ্বজ। ভাদ্র মাসের শুক্লা
ষাদশী তিথিতে পূজনীয় ইন্দ্রদেবত ধ্বজাকার পদার্থ। একটা
ধ্বজাকার পদার্থ প্রস্তুত করিয়া হস্তদেবের উদ্দেশে ভাদ্র মাসের
শুক্লাষাদশী তিথিতে পূজাদি করিয়া অতিশয় সমারোহের সহিত
উৎসব করিতে হয়। (দেবীপু° ২১ অ°) [ইন্দ্রধ্বজ দেখ।]

শক্রেনন্দন (পুং) শক্রত নন্দনঃ। ১ অর্জুন। (জটায়ু)
২ ইন্দ্রপুত্র মাত্র। শক্রং নন্দনতীতি নান্দ-লুৎ। (ত্রি)
৩ ইন্দ্রানন্দকারক।

শত্রুপর্য্যায় (পুং) শক্রত পর্য্যায়ো নাম বস্ত্র। ১ কুটজবৃক্ষ।
(রত্নমালা) ২ ইন্দ্রবাচক।

শত্রুপাদপ (পুং) শক্রত পাদপঃ। ১ দেবদাক বৃক্ষ। (অমর)
২ কুটজবৃক্ষ। (রাজনি°)

শক্রপুত্র (স্ত্রী) শক্রত পুত্রঃ। ইন্দ্রপুত্র, অমরাবতী।

শক্রপুষ্পিকা (স্ত্রী) শক্রপুষ্পী বার্থে কন্ ততটাপ্, অত
হন্তং। আরাধিতা বৃক্ষ। (রত্নমালা)

শব্দপুন্দ্রী (স্ত্রী) অগ্নিবিদ্যা বৃক্ষ। (অমর)
 শব্দপ্রস্থ (স্ত্রী) ইন্দ্রপ্রস্থ। (ভাষ্য ১০। ৭১। ২২)
 শব্দবাণাসন (স্ত্রী) ইন্দ্রবনঃ। (রামায়ণ ৪। ৩১। ১১)
 শব্দবীজ (স্ত্রী) ইন্দ্রবনঃ। (রাজনি°)
 শব্দভবন (স্ত্রী) শব্দভবনঃ। বর্গ। (ত্রিকা°)
 শব্দভিদু (পুং) শব্দভিদুতীতি ভিদু-কিপ্। রাবণপুত্র
 ইন্দ্রজিৎ। (শব্দরত্ন°)
 শব্দভূতবা (স্ত্রী) ইন্দ্রবানী। (শব্দচন্দ্রিকা)
 শব্দভূতবৃক্ষ (পুং) বৃক্ষভেদ (Wrightia antidysenterica)
 শব্দমাতৃ (স্ত্রী) শব্দ মাতৃক। ১ ভাগী। (রাজনি°)
 ২ ইন্দ্রজননী, ইন্দ্রের মাতা।
 শব্দমাতৃক (স্ত্রী) শব্দ মাতৃক। শব্দমাতৃক বটবিশেষ।
 “কুমার্যঃ পঞ্চ কৰ্ত্তব্যঃ শব্দমাতৃক।
 শালময়্যস্ত তং সৰ্বাংগপৰাঃ শব্দমাতৃকঃ।
 কেতোঃ পাদপ্রমাণেন কাৰ্য্যঃ শব্দকুমারিকাঃ।
 মাতৃকাদি প্রমাণা তু যত্র হস্তযন্ত্র তথা।
 এত কৃত্বা কুমারীশ্চ মাতৃকং কেতুমেষ চ।
 একাদশাং সিতে পঞ্চ যতীনাং মণিবাসনম্ ॥” (কালিকাপু°)
 শব্দোথানে শালকঠনির্মিত ৪১ কুমারী এবং ইন্দ্রমাতাও
 করিবে। ধ্বজের পাদ পরিমাণে ইন্দ্রের ৪১ কলা করিবে।
 [শব্দোথান দেখ] ২ শব্দজনিদ্রী। (কালিকাপু°)
 শব্দমুর্দ্ধন (পুং) শব্দমুর্দ্ধনঃ বৃক্ষ। বন্যীক। (ত্রিকা°)
 শব্দমুখ (স্ত্রী) শব্দমুখ, ইন্দ্রবন। (রাজনি°)
 শব্দলোক (পুং) শব্দ লোকঃ। ইন্দ্রলোক, বর্গ।
 শব্দবলী (স্ত্রী) শব্দপ্রিয়া বন্যী। ইন্দ্রবানী। (রাজনি°)
 শব্দবাণিন্ (পুং) নাগভেদ। (ভারত সভাপর্ক)
 শব্দবাহন (পুং) শব্দ বাহনতীতি বহ-গিচ্-ন্য। মেঘ। (শব্দচ°)
 শব্দবৃক্ষ (পুং) কুটজবৃক্ষ। [শব্দভূতবৃক্ষ দেখ]
 শব্দশরাসন (স্ত্রী) শব্দ শরাসনঃ। ইন্দ্রবনঃ। (হলায়ুধ)
 শব্দশাখিন্ (পুং) শব্দ নামকঃ শাখী। কুটজ বৃক্ষ। (ভাবপ্র°)
 শব্দশালা (স্ত্রী) শব্দশর। (ভূরিপ্র°) কোন কোন পুস্তকে
 “শব্দশালা” এইরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। শব্দ শালা।
 ২ ইন্দ্রগৃহ। বজ্রাদিতে যে স্থানে বলি দেওয়া হয়।
 শব্দশিরস্ (স্ত্রী) শব্দ শির ইব। ১ বন্যীক। ২ ইন্দ্রমুখক।
 শব্দসারথি (পুং) শব্দ সারথি। মাতলি। (হলায়ুধ)
 শব্দসুত (পুং) শব্দ সুতঃ। ১ বানররাজ বালি। (হলায়ুধ)
 ২ ইন্দ্রের পুত্রবাহু।
 শব্দসুধা (স্ত্রী) শব্দ সুধেব। পালকী, কুলুকথোড়ী, সরসের
 জাতি। (শব্দচ°)

শব্দসুধী (স্ত্রী) শব্দ সুধী। হরিতকী। (ত্রিকা°)
 শব্দোথ (পুং) শব্দ আখা বজ্র। ১ পেষক। (ত্রিকা°)
 (ত্রি) ২ ইন্দ্রনামক।
 শব্দোয়ী (পুং) শব্দ অয়িৎ বৈবতে যশ্বে ইকারত বীৰ্যঃ।
 বিশাখা নক্ষত্র, এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্র ও অয়ি।
 (বৃহৎসংহিতা ৯৮। ৪)
 শব্দোয়ী (স্ত্রী) শব্দ পত্নী-ঈষ, আহুৎ। শতী, ইন্দ্রের পত্নী।
 শব্দোয়াজ (পুং) শব্দ আয়াজঃ। ১ অক্ষন। ২ ইন্দ্রপুত্র মাত।
 শব্দোদন (স্ত্রী) শব্দ অদতে অদ-লুট্। শব্দতক, বিজয়া,
 তলা, ভাঙ, সিদ্ধি।
 শব্দোদিত্য (পুং) রাবণপুত্রভেদ।
 শব্দোদল্য (পুং) ইন্দ্র ও অগ্নিগণদ্বয়।
 শব্দোদল্যগ্রন্থ (স্ত্রী) মূল্যবান গ্রন্থ বিশেষ।
 শব্দোদ্য (স্ত্রী) শব্দ আদ্যৎ। ইন্দ্রের আদ্যৎ, ইন্দ্রবনঃ।
 শব্দোরি (পুং) শব্দ অরিঃ। ইন্দ্রের শব্দ।
 শব্দোবর্ত (স্ত্রী) তীর্থক্ষেত্রবিশেষ। (ভারত বনপর্ক)
 শব্দোশন (স্ত্রী) শব্দ অশতে ইতি অশ-লুট্। তলা, ভাঙ,
 সিদ্ধি, বিজয়া। প্রবাহ—শ্রীরামচন্দ্রের বানরসৈন্য লঙ্কায়ুগে নিহত
 হইলে ইন্দ্র অমৃতসিন্ধু দ্বারা তাহাদের পুনর্জীবিত করেন।
 বানরগণের গাত্রচূত ভূমিপতিত অমৃতকণা হইতে বিজয়া
 উৎপত্তি। বৈদ্যকশাস্ত্র মতে ইহার গুণ—
 “শব্দোশনত্ব তীক্ষ্ণাক্ষঃ মোহকৃৎ কুষ্ঠনাশনম্।
 বলমেধামিক্রুৎ স্নেহলোবহারি রসারনম্ ॥” (রাজব°)
 গুণ—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, মোহকারক, কুষ্ঠনাশক, বল, মেধা ও
 অগ্নিবর্দ্ধক, স্নেহনাশক ও রসায়ন।
 শব্দোশন (স্ত্রী) ১ ইন্দ্রের আসন। ২ সিংহাসন।
 শব্দোহ (পুং) শব্দ আহা বজ্র। ১ ইন্দ্রবন। (রাজনি°)
 (ত্রি) ২ ইন্দ্রনামক। ৩ শব্দতক।
 শব্দিক (পুং) শব্দ-বাহনকাৎ-কিন্। ১ মেঘ। ২ বজ্র। ৩
 হতী। ৪ পর্কত। (সংকিপ্তগার উগাধি°)
 শব্দোথান (স্ত্রী) শব্দ শব্দজন্ত উথানম্। শব্দজন্তোৎসব,
 ভাদ্র মাসের ওরা দ্বাবনী তিথিতে এই উৎসব করিতে হয়।
 রঘুনন্দন তিথিতে দ্বাদশীকৃত্যের মধ্যে ইহার বিধান এইরূপ
 নির্দেশ করিয়াছেন—
 “অথাতঃ পুণ্য রাজেন্দ্র ! শব্দোথানমহোৎসবম্।
 বৎ কৃত্বা বৃগভির্বাতি নো কণাচিৎ পরাতনম্ ॥
 রবৌ হারিষে দ্বাদশ্যং প্রাৰ্ণে সিতপক্ষকে।
 আরাধয়েৎ পঃ সম্যক্ সর্ববিদ্যোগপাঠ্যম্ ॥ ইত্যাদি।
 (তিথিতত্ত্ব কালিকাপু°)

অনন্তর শক্ৰোখানের বিবর বলা হইতেছে, রাজা ইহার অঙ্কঠান করিলে কখনও পরাকৃত হন না। পূৰ্ব্ব সিংহরাসিতে অবস্থানকালে হাদশী ভিখিতে সৰ্ববিধবিদ্যার লভ্য এই উৎসবের অঙ্কঠান করিতে হয়। পুরাকালে রাজা উপরিচর বহু নৃপতি এই শক্ৰোখানোৎসবের বিবরণ এইরূপ বলিয়াছিলেন।

বধা—ভাত্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী ভিখিতে নানা প্রকার উৎসবের সহিত ইন্দ্রধ্বজের নিমিত্ত বৃক্ষ আনয়ন করিয়া তাহাকে বহিত করিবে। সৎসর ধরিয়া এই বৃক্ষ বহিত হইবে, তৎপরে ইন্দ্রধ্বজের লভ্য সাদালক উৎসবের অঙ্কঠান করিতে হয়। বৃক্ষ লব্ধক ও বিশেষ নিয়ম আছে। উড়ান, দেবগৃহ, ক্রীড়াম, এবং পথমধ্যে যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, এই সকল বৃক্ষ ইন্দ্রধ্বজের লভ্য গ্রহণ করিতে নাই। অনেক লতামূলযুক্ত বৃক্ষ, গুল্মবৃক্ষ, বহুকটকযুক্ত, বজ্র, বৃক্ষান্তরযুক্ত, এবং লতাকীর্ণ বৃক্ষও গ্রহণ করিতে নাই। পক্ষিদিগের ফুলারসমূহ, বহু কোটরযুক্ত, ও অগ্নিধর্মযুক্ত নিলম্বী। গ্রীষ্মকালে অতিবহিত, হ্রস্ব অথবা ক্রূণ-বৃক্ষও নিষিদ্ধ। অর্জুন, অশ্বক, শ্রিয়ক, উল্লস এবং বট এই পাঁচ প্রকার বৃক্ষ প্রশস্ত। ইহা ভিন্ন দেবদারু ও শাল প্রভৃতি বৃক্ষও গ্রহণ করা বাইতে পারে। কিন্তু অপ্রশস্ত বৃক্ষ কখনই গ্রহণ করিবে না। যে দিন বৃক্ষ গ্রহণ করিতে হইবে, তৎপূর্বে রাজিতে সেই বৃক্ষকে স্পর্শ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়—

“হানি বৃক্ষে তু ভূতানি তেভ্যঃ বন্তি নমোহস্ত বঃ।

উপহারং গৃহীত্বৈব ক্রিয়তাং বাসবধ্বজঃ।

পাণ্ডিযদ্বাং বরমুত্তমং স্তুতি তেহস্ত নগোত্তম।

ধর্মার্থং দেবরাজত পুণ্ডরীকং প্রতিগৃহ্যতাম্॥”

তৎপর দিন প্রাতে সেই বৃক্ষকে ছেদন করিয়া অষ্টাঙ্গুল পরিমাণে মূল এবং চারি অঙ্গুল অগ্রভাগ ছেদন করিয়া জলে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে সেই বৃক্ষকে পুরদ্বারে আনিয়া সেই স্থানে ধ্বজ নির্মাণ করিবে। ভাত্র মাসের শুক্লাপক্ষের অষ্টমী ভিখিতে উক্ত ধ্বজকে বেষ্টিতে লক্ষ্যপান করিতে হয়। এই ধ্বজ ২২ হস্ত পরিমাণ প্রস্থ এবং ৩২ হস্ত পরিমাণ অধম। এই উৎসবে কালকর্তৃনির্দিষ্ট ৫ জন কুমারী ও ইন্দ্রমাতা নির্মাণ করিতে হয়। ধ্বজের পাদ পরিমাণে ইন্দ্রের পক্ষকতা প্রস্তুত করিবে। সাতকায় অর্ধ পরিমাণ বা দুই হস্ত পরিমাণ বস্ত্র নির্মাণ করিবে। এইরূপে কুমারী, সাতকায় ও কেতু নির্মাণ করিয়া শুক্লাপক্ষের একাদশী ভিখিতে ইহাদের অধিবাস করিতে হয়। “লক্ষ্মীয়া চন্দ্রাবধাং” ইত্যাদি মন্ত্রে, মধী, পদ্ম, শিলা, বাস্ত প্রভৃতি কবিরাজ ত্র্য বাস্তা ইত্যাদি কবিরাজ করিবার করা বিধে। এইরূপে অধিবাস শেষ হইলে অতি বিবৃদ্ধ বাসরমণ্ডল নির্মাণ করা

বিধে। তৎপরে প্রত্যেকের নিবেদন বিবৃদ্ধ পূজা করিয়া, বর্ষ, বা শিতলাদি বাস্ত, দাক, বা সূক্তিকা বাস্ত ইত্যাদি প্রতিমূর্তি নির্মাণ করিয়া মণ্ডলের মধ্যস্থলে এই মূর্তি স্থাপন করিয়া বধাবিধানের পূজা করিবে। বধাবিধানের পূজা শেষ হইলে ধ্বজা তুলিয়া দিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

“বজ্রবস্ত্র জ্বরারিয় বন্ধনৈঃ পুরন্দর।

কোমার্থ সর্বলোকানাম পুণ্ডরীকং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

এহেহি সর্ববিধসিদ্ধিসংকল্পেরতিষ্টোক্তে বজ্রধারামরেশ।

সমুখিতং প্রবর্ণাভপানে পূহাণ পূজাং ভগবন্ নমস্তে॥”

এই উত্তরভাত্রাক মন্ত্র এক বহন প্রবন প্রভৃতি ইন্দ্রধ্বজে নানাপ্রকার নৈবেদ্য, অপূর্ণ, পায়স প্রভৃতি ভোজ্য ত্র্য নিবেদন করিয়া পূজা করিবে।

যেট মশ দিকপাল এবং গ্রহগণের পূজা করিতে হয়। তৎপরে সাধ্যাদি দেবগণ এবং সাতগণেরও পূজা করিয়া রাজা শুভকালে বৃদ্ধ, জ্ঞানী ও পুরোহিতের সহিত যজ্ঞবেদীর পশ্চিম-ভাগে যে স্থলে কেতু উত্থাপন করিতে হইবে, তথায় গমন করিবেন। পরে রজ্জুপুঙ্ক দ্বারা যজ্ঞের সহিত স্তম্ভিষ্টরূপে বদ্ধ, সমাত্তক কুমারীপঙ্ককযুক্ত, বধাস্থানে পট্টকসজ্জিত দিকপাল স্থাপিত, বস্ত্রবেষ্টিত, কিল্বীজাল, বৃহৎ ঘটাসমূহ ও চামরসংযুক্ত, উচ্চ মকর এবং নানাপ্রকার মালাধারা বিভূষিত এবং চারিটা তোরণযুক্ত ধ্বজকে রাজা অমাত্যসহ অন্তরে অন্তরে উত্থাপিত করিয়া পূজা করিবেন। পরে এই ধ্বজের মূলদেশে মণ্ডলমধ্যে ইন্দ্র-প্রতিমাকে আনিয়া স্থাপনান্তর পূজা করিবে।

পূর্বের জার বিধানানুসারে ঐ ধ্বজে শটী, মাতলি, কুমার, অরুণ, বজ্র, ঐরাবত, গ্রহগণ, দিকপাল, দেবসমূহ এবং সকল গণ-দেবতার পূজা ও অপূর্ণ, পায়স প্রভৃতি নৈবেদ্য দ্বারা অর্চনা হইয়া থাকে। পরে পূজিত ধ্বজগণের উদ্দেশে হোম করিতে হয়। হোমের পর ইন্দ্রের উদ্দেশে বলি দিবে ও তৎপরে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। এইরূপ বিধান ৭ দিন পূজা বিধে।

রাজা স্বয়ং ‘জাতার’ ইত্যাদি ইন্দ্রের শ্রিয় মন্ত্রে শ্রবণানকত্র-মুক্ত হাদশীতে দিব্যভাগে শক্ৰোখান করিয়া পরে তরলীক অভ্যাসে রাজিকালে রাজা এবং অস্তান্ত সকল লোকের নিমিত্ত অবস্থার প্রাক্তমা দিলক্ষন করিবে। ইহার মধ্যে রাজা যদি মর্শন করেন, তাহা হইলে ৬ মাসের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়, স্তত্র্যং তাঁহার অসাক্ষাতে কিসকল বেওয়া নিত্য কর্তব্য। বিদ্বজ্জনের মন্ত্র এই—

“সার্বং জ্বরাজুরগণৈঃ পুরন্দর শতক্রত্যা।

উপহারং গৃহীত্বৈব সহজেনৈব গম্যতাম্॥”

জননাশোচ উপস্থিত হইলে শনি বা মঙ্গলবারে বা তুখি-

কম্পাতি উৎপাত হইলে ইহাঙ্গক বিসর্জন করিবে না। জননা-শৌচ হইলে অশৌচাত্মক বিনে বিসর্জন বিধেয়। যত দিন পর্যন্ত বিসর্জন না হয়, ততদিন কেহুতে পক্ষী প্রভৃতি বাহাতে বসিতে না পারে, তাহা করিতে হইবে।

এই ধর্ম যেমন অগ্নে অগ্নি তোলা হইয়াছিল, তদ্রূপ অগ্নে অগ্নি নামাইতে হইবে। নামান হইলে রাত্রিকালে অলঙ্কারে সজ্জিত নিয়োক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নি নিক্ষেপ করিতে হয়।

“তিষ্ঠ কেতো মহাতাগ বাবৎ সংবৎসরং জলে।

ভবায় সর্বলোকানামন্তরায়বিনাশক।”

এইরূপে বিসর্জনের পর তুর্ধ্যধ্বনি প্রভৃতি মাদলিক অহুষ্ঠান করিতে হইবে।

যিনি এই বিধানানুসারে ইহাঙ্গের পূজা করেন, তিনি চিরকাল ইহলোকে আধিপত্য করিয়া অন্তে ইন্দ্রলোকে গমন করেন। তাঁহার স্নানো হৃতিক, পতবিরকর ও প্রকার ঈতি ও প্রজাগণ আধারিক হয় না এবং অকালমৃত্যুও থাকে না। রাজ্যের সকল দিকই উপদ্রবশূন্য এবং বিবিধ প্রকার মঙ্গলযুক্ত হইয়া থাকে। এই জন্ত এই উৎসব রাজার অবশ্য কর্তব্য।

(তিথিতত্ত্ব বৃত্ত কালিকাপুরাণ)

বৃহৎসংহিতায় শতধর্মের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে যে, সুরগণ অমরগণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাহাদিগকে জয় করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা তাহাদিগকে স্ত্রীরোধ সমুদ্রকূলে বিষ্ণুর নিকট বাইতে বলেন। দেবগণ বিষ্ণুর নিকট বাইরা তাঁহার তত্ত্ব করেন। বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া অমরবর্ষের জন্ত ইন্দ্রকে একটা ধর্ম দেন। ইন্দ্র এই ধর্ম প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধে অমর-দিগকে বিনাশ করেন।

তৎপরে ইন্দ্র দেবগণের উপরিচর বহুর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই ধর্ম দান করেন। সেই রাজা বিধিপূর্বক এই ধর্মের পূজা করিয়া নিবিধ উৎসব করেন। ইন্দ্র এই উৎসবে প্রীত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, যে রাজগণ এই উৎসব করিবেন, তাঁহারা এই বহুর জায় বহুমান হইয়া বিচরণ করিবেন। তাঁহাদের প্রজা সকল সন্তুষ্ট, তদরোগবিবর্জিত ও প্রভুতান্বিত হইবে। এবং এই ধর্মও সং ও অসং নিমিত্ত দ্বারা গুণাত্ত কল প্রকাশ করিবে। তদবধি বিবিধ উৎসবের সহিত রাজগণ কর্তৃক এই ধর্মের পূজা চলিয়া আসিতেছে।

যাঁহার বিধানানুসারে শুভদিনে দেবদত্ত ও পুত্র-ধার ধর্ম প্রভৃতির নিমিত্ত বনে গমন করিবেন। উড়ান, বেলাস, পিতৃবন, বসীক, শব ও চিভিল, কুজ, উর্জুত, কটক-কুজ, লতাবল্লভকলংকুজ, বহুবিধগালর-সমায়ুক্ত, কোটরবিশিষ্ট বা পবন ও অমলদ্বারা সীদ্ধিত বা স্ত্রী নামযুক্ত বৃক্ষ শতধর্মের

নিমিত্ত গ্রহণ করিবে না। অর্জুন, অশ্বকর্ণ, প্রিরক, ধব ও উরুধর এই পাঁচটা বৃক্ষ প্রেষ্ঠ, ইহাদের অভাবে অস্ত্র বৃক্ষও গ্রহণ করা বাইতে পারে। গৌর বা কৃষ্ণবর্ণ ক্ষিতিক্রান্ত বৃক্ষকে অগ্নি কবাধিবি পূজা করিয়া ব্রাহ্মণ রাত্রিকালে নিশন বনে বাটরা বে বৃক্ষ গ্রহণ করিবেন, তাহাকে স্পর্শ করিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক অভিসম্রিত করিবেন। তৎপরে প্রোষ্ঠত সময়ে ঐ বৃক্ষ ছেদন করিতে হইবে। বৃক্ষছেদন কালে যদি পরশুর অর্জব শব্দ হয়, তাহা হইলে অশুভ এবং মনোহর শব্দ শব্দ হইলে শুভ হয়। বৃক্ষের পতন যদি অবিধ্বস্ত, অনাক্রান্ত, অস্ত্র তরুতে অবিলম্ব ও পুরোক্তর দিক্স্থিত হয়, তাহা হইলে বৃণ-গণের জয়গ্রহ হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন অপর ভাবে বা অস্ত্রবিক পড়িলে অশুভ কল হইয়া থাকে।

বৃক্ষ ছেদনের পর, মূলদেশ হইতে চারি অঙ্গুল পরিমাণ ৮ খান কাঠ কাটিয়া জলে কেলিয়া দিতে হইবে। পরে ঐ বৃক্ষকে উঠাইয়া শকট বা মনুষ্য দ্বারা পুরবারে আনিতে হইবে। এই বৃক্ষ আনয়ন কালে যদি শকটের অরুনেমী বা অক ভল হয় তাহা হইলে অশুভ হইয়া থাকে।

ভাত্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে রাজা গ্রামবাসী সকল লোকের সহিত উক্তম বেশ ভূষার সজ্জিত হইয়া তুর্ধ্যবর্ষের সহিত বটিকে পুরমধ্যে প্রবেশ করাইবেন। এই সময় সকল গ্রাম ও পুর মালা এবং পতাকা দ্বারা শোভিত করিতে হইবে। নগর মধ্যে বট প্রবেশকালে যদি হস্তী কর্তৃক উহা নিশপতিত হয়, তাহা হইলে ভয় এবং ঐ সময় যদি বালকেরা হাত তালি দেয়, বা কোন প্রাণীর যুদ্ধ ঘটে, তাহা হইলে সংগ্রাম উপস্থিত হইবে।

পরে সূর্য্যের ঐ বটিকে উত্তমরূপে তক্ষণ করিয়া অর্থাৎ চাঁচিয়া উহাকে যত্নে আরোপণ করিবে। পরে রাজা একাদশীতে আগরণ করিয়া থাকিবেন। পুরোহিত ঐ ধর্মের পূজা করিয়া অগ্নিতে হোম করিবেন। হোমকালে দৈবজ্ঞ তথার উপস্থিত থাকিয়া অগ্নির বর্ণ ও গন্ধাদি দ্বারা গুণাত্ত জানাইবেন। হোমাদি যদি সন্তোষিত প্রবেশের জায় আকারবিশিষ্ট, সুরতি, সিদ্ধ, ধন ও শিখাবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে শুভকর হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন অন্তরূপ হইলে অশুভ হয়। অগ্নিতে আহুতি দিবার সময় যদি অগ্নি বরং উজ্জলশিখা, সিদ্ধ ও হৃদয়গমক হইতে বেটনকারী হয়, তাহা হইলে রাজার রাজ্যলাভ হইবে। হোমকালে অগ্নির বর্ণ যদি বর্ণ, অশোক, কৃষ্ণটক, পীত, বৈদ্যুত বা নীলোৎপল সঙ্গ হয়, তাহা হইলে অশুভ এবং অগ্নির শব্দ যদি অর্পণ, মেঘ বা মনুজির জায় হয়, তাহা হইলে অশুভ হইয়া থাকে। অগ্নি হইতে হস্তমদ, মধী, পদ্ম, লাল, বৃত বা মধুর জায় স্ফুট হইলে শুভ হইয়া থাকে। এই যে অগ্নির লক্ষণ অভিহিত হইল, বিবাহ প্রভৃতি

সকল কার্যেই এইরূপে যত্ন সহকারে চালাইয়া দিয়া গিয়াছে।

পরে বসিয়া ও ক্রীড়া ভোজনাদি করিয়া প্রবণ নক্ষত্রের দ্বারা দিক নির্ণয় করিতে হইবে। প্রবণ নক্ষত্রের যোগে অষ্ট তিথিতে ধর্মকে প্রকোপন করিতে হইবে। প্রবণের ৭ কিংবা ৫টা শব্দ কুমারী এবং প্রবণী যতদূর উচ্চ তাহার দেড় পায়ে নন্দ ও উপনন্দ, যোড়শ ভাগের কিকিদিখিক জয় ও বিজয় নামক দুইটা বস্তুকে এবং মধ্যস্থলে অষ্টাংশিক ইন্দ্রমাক্তা স্থাপন করিতে হইবে।

পূর্বে দেবগণ সানন্দিত চিত্তে এই ধর্মের নানা অলঙ্কার সংযোজিত করিয়াছিলেন, সুতরাং সেই সকল অলঙ্কার দ্বারাও এই ধর্ম অলঙ্কৃত করা আবশ্যিক। উহার মধ্যে মধ্যে পিটক সকল স্থাপন করাও বিধেয়। প্রথম পিটকের পরিধি ধর্ম পরিমাণের একতৃতীয়াংশ। পরের পরিধি সকল প্রথম হইতে বথাক্রমে প্রথমে অষ্টাংশ করিয়া হীন। এই ধর্মের চারিদিকে ছত্র, আদর্শ, কল, অর্ধচন্দ্র, বিচিত্র মালা, কদলী, ইন্দ্রদণ্ড, কুমারপুং, সিংহ, পিটক, গবাক ও দিকপাল সকল আঁকিত করিতে হয়।

এই ধর্ম তুলিবার কালে মঙ্গলাশীর্ষক, প্রণাম, পটহ, মুদ্রা, শব্দ, ও ভেরী প্রভৃতির মধুর শব্দ করিতে হয়। এই ধর্ম তুলিবার কালে অতিদ্রুত, বিলম্বিত ও এককম্পন সহিত হইবে। উত্থানকালে ধর্মের মাথা-পিটকাদি পতিত না হইলে শুভ হয়। ইহা ভিন্ন অষ্ট প্রকার উত্থান অন্ততকর। যদি ধর্মের উত্থান অন্ততকর হয়, তাহা হইলে তাহার শাস্তি করা বিধেয়। মাংসান্নি পক্ষী, পেচক, কপোত, কাক ও কক কেতুতে উপবেশন করিলে রাজার অশান্তি, চাষপক্ষী বসিলে যুবরাজের ভয় ও শ্রেনপক্ষী পতিত হইলে রাজার চক্ষুরোগ হয়। ধর্ম ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলে রাজগণের মৃত্যু, ধর্মের উচ্চা পড়িলে পুরোহিতের নাশ, পতাকার অশনিসম্পাতে, বা পতাকা-পাতে রাজা বিনাশ, এবং পিটকের পতনে অশুভ হইয়া থাকে। মধ্য অগ্র ও মূলে কেতু ভঙ্গ হইলে বথাক্রমে মন্ত্রী, রাজা ও পৌরগণের বিনাশ হয়। ধর্ম ধুমাবৃত হইলে অগ্নিভয়, অককারাবৃত হইলে মোহ, ভয়, পতিত ও ব্যাল দ্বারা আবৃত হইলে অমাত্যগণের অভাব হয়। ধর্ম উত্তরাধি দিকে পতিত হইলে বিজ্ঞাতিগণের মানি, কুমারীগণের ভয় হইলে অসত্যবোধ, রক্তর উৎসর্গ ছেদনে বালকগণের পীড়া, মাতৃকা ছেদনে রাজমাতার পীড়া হইয়া থাকে।

এই সকল লক্ষণ ধর্মের শুভাশুভ নিরূপণ করিতে হইবে। ধর্ম উত্থিত হইলে উত্তমরূপে বথাবিধানে চারিদিক এই ধর্মের পূজা করিয়া পক্ষম বিনে রাজা প্রকৃতিগণের সহিত এই ধর্মকে বিশর্জন করিবেন। (সুচর্যসংহিতা ৪৩ অং)

উপরিচরিত বস্তুপ্রতিষ্ঠা এই উৎসব বহু প্রাচীন কাল হইতে

প্রচলিত কর্তব্য অঙ্গভূত হইয়া আসিতেছে। আমরা রাজসভার অধোধ্যাকাণ্ডেও ইহা ধর্মের গৌরববর্ধক প্রকোপ উৎসব পাই—
“মহেশ্বরব্রহ্মসংস্পর্শং সর্বং যত্নং কৰ্ম্মণঃ।”

তৎকালে এই উৎসব যে রাজগণের অশেষ কল্যাণনিয়ম সর্বপ্রকারে বহিরাগত হইয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

শব্দকোষ (পুং) শব্দ উৎসবঃ। ইজের উৎসব, পঠ্য—
শব্দকোষ। [শব্দকোষ শব্দ]

শব্দ (পুং) শব্দ (মুণ্ড শব্দবিভাঃ ২ঃ। উপ. ৪। ১০৮) ইতি
২। প্রিয়ংবদ। (শব্দ শব্দটীকা তরত)

শব্দ (পুং) শব্দকোষ শব্দ-বিনিপ্ (সাময়িক-পদীতি। উপ. ৪। ১১৪)
১ হস্তী। (উজ্জল) ২ শব্দকোষ পুরুষ, যিনি সকল
করিতে সমর্থ। “শব্দকোষ শব্দকোষ ওজিহাঃ” (শব্দকোষ ৫।৫)
“শব্দকোষ শব্দকোষ সর্বং কর্তৃমতি শব্দকোষ তদৈ” “শব্দকোষোপি
দৃষ্টান্তে। পা ৩। ১। ৭৫) ইতি বিনিপ্ শব্দকোষ ইতি শব্দকোষ সপ্তম্যর্থ,
শব্দকোষ শব্দকোষ পুরুষ” (মহীধর)

শব্দকোষ (পুং) শব্দকোষ-বিনিপ্। বিনিপ্। (উজ্জল) ২ বাহাতে প্রাণি
সকল অবস্থান করিতে সমর্থ হয়। আকাশ।

“শব্দকোষ শব্দকোষ” (শব্দকোষ ৫।৫) “শব্দকোষ শব্দকোষ
স্থাতু ভূতানি যত্র স শব্দকোষ আকাশঃ” (মহীধর)

শব্দকোষী (স্ত্রী) শব্দকোষ কৰ্ম্মণি কর্তৃমতি শব্দ-বিনিপ্ (স্বা মদি
পদীতি। উপ. ৪। ১১২) (বনো রত্। পা ৪। ১। ৭) ততো ঙীপ্ চ।
১ অঙ্গুলি। (উজ্জল) ২ নদীবিভাগ। ৩ মেঘলা। ৪ ছন্দো-
ভেদ, চতুর্দশাক্ষরপাদক ছন্দঃ, যেমন, অসংবাদ্য, বসন্ত-
তিলক, সিংহোদ্যতা, অপরাধিতা, প্রহরণকলিকা, বাসন্তী,
গোলা ও নানীমুখী প্রভৃতি। ৫ শব্দ। (অক ১০। ৭। ১১)
৬ গাভী। (নিঘণ্ট ২। ১১)

শব্দকোষ (স্ত্রী) শব্দকোষ। “প্রপদ্যে শিবঃ শব্দকোষ” (শব্দকোষ ৩। ৪০)
“শব্দকোষ শব্দকোষ” (মহীধর)

শব্দকোষ (স্ত্রী) শব্দকোষ শব্দকোষ। (নিঘণ্ট ২। ১)
শব্দকোষ (স্ত্রী) শব্দকোষ। “শিবঃ শব্দকোষ বজ্রা তনুঃ”
(শব্দকোষ ৩। ১১)

শব্দকোষ, ১ শব্দ, ভয়, আশঙ্কা। “জানি” আশঙ্ক্যে, “অক” সেট।
লট্ শব্দকোষে। লিট্ শব্দকোষে। লুট্ শব্দকোষে। লুঙ্ শব্দকোষে।
অশঙ্কিতা, অশঙ্কিত। লুট্ শব্দকোষে। লুঙ্ শব্দকোষে।
লুঙ্ শব্দকোষে। লিট্ শব্দকোষে। লুট্ শব্দকোষে।

শব্দকোষ (পুং) শব্দকোষ শব্দকোষ।
“শব্দকোষ শব্দকোষ শব্দকোষ শব্দকোষ” (শব্দকোষ ১। ১)
শব্দকোষ (পুং) ১ রাজভেদ। ২ শব্দকোষ।

শঙ্করীয়া (জি) শঙ্ক-অনীয়া। শঙ্কর বোণা, ভরের বোণা।
শঙ্কর (পুং) ১) শঙ্কর্য্য করোক্তীতি শঙ্ক ক (শবি শাক্ত্য
সংজ্ঞার্য্য। পা ৩২।১৫) ইতি অচু। ২) শিব। মহাভের সকলের
কল্যাণ করেন। এই অজ্ঞ ইনি শঙ্কর এবং কল-পুরাণে-বরং
শিবই এই নামের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন যে—

“সদা ধ্যানাচ্চ ভক্তানাং পবনং হরিশঙ্করম্।

ভূতনাথশমপাদ্যোক্তনামং শঙ্করঃ স্বতঃ ৪” (কলপুরাণ)

ভক্তসিঙ্গের সর্বদা ধ্যানে তুষ্ট হইয়া তাহাবিন্যে পবন অর্থাৎ
পবিত্র এবং নিরায়র করার আশি শঙ্কর ও ভূতনাথ নামে অভি-
হিত। ২ শঙ্করাচার্য্য, ইনি শঙ্করের অবতার বলিয়া অনেকের
বিশ্বাস (জি) ৩ মঙ্গলকারক।

“কেশবকরোহরিষ্টতাতিঃ তাম্রতকরণশঙ্করো।”

(পুং) ৪) বৈতর্ক, বৈত আকন্দ। ৫) জীমসেনী কপূর।

৬) কপোত। (বৈতর্কনি) ৭) বৈতবিনোবগ্রহকার। ৮) শঙ্কর-
চেতোবিশাল নামক গ্রন্থরচয়িতা। ইহাতে জমিদার চেত-
সিংহের জীবনী কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে।

শঙ্কর, ১) বিবালের উদয়চন্দ্র (খৃঃ ৭৬৪) ইহার সহিত মেল-
বেলিতে যুক্ত করেন। ইনি শঙ্করসেনাপতি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

২ “গীতগোবিন্দভিলকোত্তম” নামক গ্রন্থে কালিয়ারসের
পুত্র, জয়দত্তরপ ও দেবদাসের ভ্রাতা বলিয়া ইহার পরিচয়
পাওয়া যায়।

৩ দামোদরের পিতা এবং সংসারদামোদরময়গ্রন্থে
সিদ্ধেশ্বরের পিতামহ।

৪ “ওর্ণটি” বংশে জাত বলিয়া ইহার অপর নাম ওর্ণটি-
বন্দরভট্ট। ইহার পুত্র সীতারামবিহারগ্রন্থে লক্ষণ সোমবাঈ।

৫ ভাষ্যভীকরণগ্রন্থে শতানন্দ (খৃঃ ১১০০) পিতা।
শঙ্করের পত্নীর নাম সুরমতী।

৬ একজন জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। শঙ্করভট্ট নামে বিদিত।
ভট্টোৎপল বৃহজ্জাতকে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

৭ অধ্যাত্মসাময়-টীকাকার।

৮ “আরাধন-রসমালা”-গ্রন্থে। শঙ্কর পণ্ডিত নামে
পরিচিত।

৯ একখানি কাত্যায়ন-শ্রোতশ্রুতের টীকাকার। প্রোগগদার
নামক পুস্তকে দেবভট্ট ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

১০ কৃষ্ণকর্ণামৃতটীকাকার।

১১ গায়ত্রীপুরাণরচনা-গ্রন্থে।

১২ যোগকলকলিকা এবং বেগম্ভটীকাকার।

১৩ অগ্ন্যধিকার ও অগ্ন্যধিকারগ্রন্থে।

১৪ ত্রিবিধিগ্ন্যধিকার। ইনি আচার্য উপাধিতে পরিচিত।

১৫ ত্রিপুরকন্দীয়াসপুনারচরিতা। ইহার উপাধি ভট্ট।

১৬ দশাঙ্কটমালা ও “শঙ্করী” নামক দুইখানি জ্যোতি-
গ্রন্থগ্রন্থে। ইনি একজন খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ ছিলেন।

১৭ রাসাঙ্কটিকাধিকারক।

১৮ বিবেকরাসাঙ্কটগ্রন্থে।

১৯ শঙ্করবিজয়বিলাসগ্রন্থে। ইনি শঙ্করদেশিকের
নামে বিদিত।

২০ শারদাভিলকভাষ্যগ্রন্থে।

২১ সঙ্গীতবিজয়গ্রন্থে।

২২ সঙ্গীতপদ্ধতিগ্রন্থে।

২৩ সিদ্ধবিভাদীপিকাগ্রন্থে। ইনি অগ্ন্যধিকার শিষ্য।

২৪ অনন্ত ভট্টের পুত্র। জয়সিংহের পুত্র রাজারাম-
সিংহের আদেশক্রমে ইনি “বিভাবিনোদ” নামক গ্রন্থ রচনা
করেন। ইহার রচিত “শঙ্কর্য্য” নামক আর একখানি বৈতর্ক-
গ্রন্থও পাওয়া যায়।

২৫ বৈতর্ক জিমল ভট্টের পুত্র। ইনি রসপ্রদীপ নামক গ্রন্থ
রচনা করেন। সাধারণে ইনি শঙ্করভট্ট নামে পরিচিত।

২৬ নারদপুত্র এবং মানবশ্রুতভাষ্যকার।

২৭ শঙ্কর আচার্য্য বলে বাস হেতু ইনি গোড় উপাধিতে
সর্বত্র পরিচিত ছিলেন। ইনি কমলাকরের পুত্র এবং লাম্বোনের
পৌত্র। ইহার রচিত তারারহস্তবৃত্তিকা, শিবমানসপুত্র, শিবাচরণ-
রত্ন ও ঘটক্রভেদটীকানীগ্রন্থ পাওয়া যায়।

২৮ পুণ্যাকরের পুত্র, ইনি স্বর্ঘ্যচরিতসংকেতনামী টীকারচয়িতা।

২৯ বঙ্গালের পুত্র। ইনি তীর্থকোমুরী, প্রতিষ্ঠাকোমুরী,
ব্রহ্মকোমুরী এবং ত্রৈলোক্যপনকোমুরী রচনা করেন।

৩০ গোবিন্দশিষ্য এবং জয়ধরাম্ম কল্পতনয় বায়ুদেবের
পুত্র। রসচঞ্জিকানামী অভিজ্ঞানশাক্তলটিকা-গ্রন্থে।

৩১ শঙ্কর বা ওড়াশঙ্কর নামে খ্যাত। ওচিকরের পৌত্র এবং
সুধাকরের পুত্র। গ্রন্থবিধান-ধর্ম্মসুখ ও স্মৃতিসুধাকর গ্রন্থে।

৩২ হর্ষরত্নের শিষ্য এবং হরিশ্বরের পুত্র (?) ইনি করণ-
কুতূহলোদাহরণ (খৃঃ ১৬১২ খ্রিষ্ট), করণবৈক্য বা বৈক্যবকরণ,
জ্যোতিষ কেরলীয় এবং কেশব ও শ্রীগতি রচিত পদ্ধতির টীকা
প্রণয়ন করেন।

৩৩ ‘জাগরীশ্বর’ ‘শঙ্করী’ ‘কোড়’ নামক গ্রন্থরচয়িতা।

৩৪ হরিশ্রম ভট্টবংশীর ‘অজমিত-পরাধ-বিচার’ নামক
নৈরায়িক গ্রন্থের এক প্রকার ব্যাখ্যাপুস্তক গ্রন্থে। ইহার
পুস্তকের নাম ‘শঙ্কর-কোড়’।

৩৫ শীমাংসা-নয়-বিবেক নামক শীমাংসাত্ম-ভাষ্যের এক
খানি শীমাংসা-নয়-বিবেকশকা-বীপিকা বা ভাষ্য-বিবেক-শকা-

দীপিকা নারী টীকা-রচয়িতা। এই টীকার লিখিত আছে যে, ইনি রামায়ণ ও গোবিন্দ উপাখ্যানের লিখ্য।

৩৩ বিধি-রসায়ন-দ্বন্দ্ব নামক গ্রন্থপ্রণেতা। এই গ্রন্থখানি অন্নব্যবীকিতের প্রণীত বিধিরসায়ন নামক গ্রন্থের প্রতিবাদ। অন্নব্যবীকিত এই গ্রন্থে তত্ত্বমারিলক্ষিত মীমাংসা ব্যক্তিকেরা প্রতিবাদ করিয়াছেন।

৩৭ একজন হিন্দু রাজা। ইহার রাজত্বকালে (১০৬৯ খৃঃ) "ধর্মপত্রিকা" নামক যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচিত হয়।

৩৮ দেবগিরির প্রথম 'জৈতুগিরি'র অধীন তর্দবাড়ি প্রদেশের শাসনকর্তা। (খৃঃ ১১২৬)

৩৯ দেবগিরির রাজা রামদেব যখন ১২২৪ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া আত্ম-সমর্পণ করিতে উদ্যত হইতে ছিলেন, তৎকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শঙ্কর পিতার উদ্ধারের জন্য আগ্রহ করত। যুদ্ধে ইনিও পরাস্ত হইয়াছিলেন। 'শঙ্কর' খৃষ্টীয় ১৩১২ অব্দ পর্যন্ত পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। ইনি দিল্লীর সম্রাটকে রাজত্ব দিতে অস্বীকার করার মালিক কাকুর ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া সমগ্র মহারাজ্যকে ভারত রাজ্যভুক্ত করেন।

৪০ বাদশাহপদ্ধতিপ্রণেতা। ইহার পিতা বাচস্পতি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

৪১ সাংখ্যপ্রবচনতত্ত্বপ্রণেতা।

৪২ বাস্তবিশ্রোমণি নামক গ্রন্থরচয়িতা। ইনি মাননরেন্দ্র-তনয় মহারাজ ঙ্গাংশাহের গুরু।

৪৩ গঙ্গাবতীরাষ্ট্র, প্রজ্ঞাপ্রিয়র নাটক ও শঙ্করচেতোবিলাস-রচয়িতা। ইনি দীক্ষিত বালকুলের পুত্র এবং দীক্ষিত চণ্ডি-রাজের পৌত্র, ভূম্যধিকারী রাজা চৈতন্যসিংহের আদেশে ইনি চেতোবিলাস গ্রন্থ খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে রচনা করেন।

শঙ্কর আচার্য্য, ১ ভাবাধ্যায় নামক জ্যোতির্গ্রন্থ-প্রণেতা। ২ ব্রহ্মনোক্তি নামক জ্যোতিষশাস্ত্র-রচয়িতা।

শঙ্করকণ্ঠ (রাজানক), ভক্তিকুহুমাজলিটীকাকার রত্নকর্ণের পিতা এবং অবতারের পুত্র।

শঙ্করকণ্ঠ, শিবপ্রসাদস্বন্দরতত্ত্বপ্রণেতা।

শঙ্করকবি, পদ্মাবলীগ্রন্থ একজন প্রাচীন কবি। বরকটি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার গ্রন্থে ভোজরাজের উল্লেখ আছে।

শঙ্করকিঙ্কর, অক্ষপাদবর্ণনের একখানি ছন্দোবদ্ধ গ্রন্থ-রচয়িতা।

শঙ্করগণ, ১ একজন হিন্দু নরপতি। ইনি হৈহয়রাজ ১ম কোকিলের এবং চন্দ্ররাজ বলভরাজের সমসাময়িক ছিলেন।

২ কলচূড়ীমাজ লক্ষ্মণরাজের পুত্র এবং ২য় কোকিলের পিতৃব্য।

শঙ্করগীতা (জী) দেবীপুরাণের ৭ম অধ্যায়।

শঙ্করগৌরীং (পুং) দেবতীর্থভেদ। (রাজতরং ৫১৩৫৭)

শঙ্করজিৎ, সংক্ষেপভিধিনির্ণয়সার (খৃঃ ১৩০২)-প্রণেতা। গোবুলজিৎ ও ভ্রামকিতের ভ্রাতা এবং হরিকিতের পুত্র।

শঙ্করজী "বেদান্তসার টিপস"-কার।

শঙ্করভীর্ষ (জী) ভীর্ষভেদ।

শঙ্করদত্ত, পবমানসোমযজ্ঞ ও রত্নবিধানপ্রণেতা।

শঙ্করদয়ালু, বৃত্তপ্রভার এবং সম্মিতবর্ণা নন্দক তট্টীকা-প্রণেতা।

শঙ্করদাস, হঠসঙ্কেতচক্রিকাকার। ইনি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে দরিদ্র-বাদে জীবিত ছিলেন।

শঙ্করদীক্ষিত, ইনি লক্ষ্মণের পিতা এবং মুচ্ছকটিকটীকা প্রণেতা লক্ষ্মাদীক্ষিতের পিতামহ।

শঙ্করদেব, কংকজন প্রাচীন সংস্কৃত কবির নাম।

শঙ্করদেব, নেপালের লিচ্ছবী বা খ্যাবাঙ্গী মানদেবের পিতামহ। মানদেবের সময় ৭০৫ খৃষ্টাব্দ। শঙ্করদেব ঋষদেবের (৬৫৪ খৃঃ?) পুত্র বৃষদেবের পুত্র। ক্রীট সাংহেব নেপালরাজবাংশ-বলী অস্থসারে স্থির করিয়াছেন, বৃষদেব ৬১০-৬৫৫ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

শঙ্করদেব, নেপালের নবাকোটের ঠাকুরীবাংশোদ্ভূত, প্রজ্ঞাপ্রিয়দেব বা পদ্মদেব নামেও পরিচিত। (খৃঃ ১০৭৫)

শঙ্করদৈবজ্ঞ, ১ গোত্রপ্রবরমঞ্জরীসারোদ্ধার নামক গ্রন্থরচয়িতা। ইহার পিতার নাম শিব। ২ শালগ্রামশরীক্ষা-প্রণেতা।

শঙ্করদ্রবিড়্যাচার্য্য, শাক্তানন্দভট্টরচয়িতা।

শঙ্করনারায়ণ, রসিকানুতনাকরচয়িতা।

শঙ্করনারায়ণ, দাক্ষিণাত্যের একটী প্রসিদ্ধ দেবতীর্থ। দাট-পর্বতমালাঘরের মধ্যস্থলে কল্লপুহনামক সমতলদেশে অবস্থিত।

শঙ্কর পণ্ডিত, মতোদ্ধার নামক ধর্মগ্রন্থপ্রণেতা।

শঙ্করপ্রিয় (পুং) শঙ্করভট্ট প্রিয়ঃ। ১ জিত্তিরি পক্ষী। ২ জোড়পুলী, বলবল। (পর্ধ্যায়মুং) (জি) ৩ শিববরভ, মহাদেবের প্রিয়।

শঙ্করভট্ট, পার্শ্বনারথিমিশ্ররচিত "শাস্ত্রদীপিকা"-র টীকাকার। টীকাটির নাম শাস্ত্রদীপিকাপ্রকাশ। ইনি তট্ট নারায়ণ ও পার্শ্ব-তীর পুত্র এবং রামেশ্বরের পৌত্র। রচিত মীমাংসাবাল-প্রকাশ গ্রন্থে শঙ্করভট্ট সোমেশ্বর ভট্ট, বিজ্ঞানেশ্বর, হেমাজি ও মাধবাচার্য্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন। শাস্ত্রদীপিকার টীকা ব্যতীত সর্ক-ধর্ম-প্রকাশ নামক সংক্ষিপ্তব্যবহারশাস্ত্র, সূত্রার্থসার, কালার্ঘ্য, জিহ্বীসেতু, মীমাংসাবালপ্রকাশ, বিধিরসায়নদ্বন্দ্ব, ব্রতমুখ্য, শাস্ত্রদীপিকাপ্রকাশ, নির্ণয়চক্রিকা, ধর্মবৈতনির্ণয়, প্রাক্করসার ও তাহার টীকা ইত্যাদি শঙ্কর রচিত আরও কএক-

খানি গ্রহ আছে। এই সকল গ্রহ হইতে রক্তভট্ট, নীলকণ্ঠ, হামোদর ও নুসিংহ নামে তাঁহার স্ত্রী পুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র বিবাকর এবং পৌত্র শঙ্করভট্টও পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত। ইনি কানীনবাসী ছিলেন।

শঙ্করভট্ট, কুণ্ডমণ্ডপনির্ঘর, কুণ্ডভাকর নামক কুণ্ডোদ্যোতটীকা, লবণারসংগ্রহ, কুণ্ডার্ক, কুণ্ডোদ্যোতধর্ষণ, লঙ্কারময়ূষ, ত্রতর্ক ও কর্ণবিপাক নামক গ্রন্থরচয়িতা *। ইনি কানীনবাসী এবং কুণ্ডোদ্যোতপ্রণেতা নীলকণ্ঠভট্টের পুত্র। শঙ্করভট্ট মীমাংসক ছিলেন। মহাদেব ভট্টাশ্রয় দিবাকর ভট্ট সম্ভবতঃ ইহার পুত্রতাত। শঙ্কর কর্ণবিপাকে খ্রী পিতামহরচিত ধর্মবৈতনির্ঘর গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে ইনি কুণ্ডোদ্যোত-ধর্ষণ রচনা করেন।

শঙ্করভট্ট, মামাংসা-সার-সংগ্রহ নামক এক সহস্র “মীমাংসা” বিষয়সংবলিত গ্রন্থরচয়িতা।

শঙ্করভট্ট, “কটু-সমর্থনখণ্ডন” প্রণেতা।

শঙ্করভট্ট, প্রাতিষ্ঠানিকতাকার।

শঙ্করভট্ট, পক্ষসার নামক বেদান্তগ্রন্থপ্রণেতা।

শঙ্করভট্ট, পরিভাষেন্দুশেখরটীকা ও শব্দেন্দুশেখরটীকারচয়িতা।

শঙ্করভারতীতীর্থ, নুসিংহভারতীতীর্থের শিষ্য এবং অসদাশ্রয়-প্রেরণ-প্রণেতা।

শঙ্করভাষ্য (কী) শঙ্করকৃত ভাষ্য। শঙ্করচাৰ্য্য ব্যাসকৃত বেদান্ত-সূত্র উপনিষৎসমূহ ও গীতার বে ভাষ্য প্রণয়ন করেন, তাহাই শঙ্করভাষ্য নামে অভিহিত।

শঙ্করমিশ্র, পভামৃততরঙ্গিণীমৃত একজন কবি।

শঙ্করমিশ্র, রসমঞ্জরী নামী গীতগোবিন্দটীকাকার। দিনেশ্বর মিশ্রের পুত্র। ইনি শালিনাথের অধ্বরেণে এই গ্রন্থ রচনা করেন।

শঙ্করমিশ্র, (মহামহোপাধ্যায়) বৈশেষিকমতপ্রাণকার, জায়লীলা-বতীকণ্ঠভরণ, আশ্রিতব্যবিককরণতা ও ভেদপ্রকাশকার। এতদ্বিন্ন ইনি খণ্ডন-খণ্ড-খণ্ড গ্রন্থের “শঙ্করী” নামী টীকা, কণাদ-ব্রহ্ম, ছন্দোগিকোষাঙ্কর, আরশ্চিত্তপ্রদীপ, প্রাতিষ্ঠানিক প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। শঙ্করমিশ্র ভবনাথ মহামহোপাধ্যায়ের পুত্র এবং জীবনাথ মহামহোপাধ্যায়ের ভ্রাতৃপুত্র। জীবনাথ ভবনাথের জ্ঞক এবং শঙ্কর ভবনাথের নিকটই শিক্ষাগ্রস্ত করেন। ইনি গোবীণবিদ্যার নাটক এবং সামান্তনিকটিকোড় নামক আরও দুই খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইহার রচিত শঙ্করকোড়, গদ্যধরটীকা, আগবীণটীকা, অঙ্গুসিদ্ধিটীকা, অবজ্ঞের ৮৪নিকটিকীকা, অসিদ্ধপূর্ণপক্ষ গ্রন্থটীকা, অসিদ্ধ-

সিদ্ধান্ত গ্রন্থটীকা, উদাহরণলক্ষণটীকা, উপাধি-ব্যবহা-বীজটীকা, উপাধিপূর্ণলক্ষণটীকা, উপাধিসিদ্ধান্ত গ্রন্থটীকা, কুটম্বটিলক্ষণটীকা, কুটম্বটিলক্ষণটীকা, কেবলাধরীগ্রন্থটীকা, তর্কগ্রন্থটীকা, তৃতীয়মিশ্রলক্ষণটীকা, দ্বিতীয়মিশ্রলক্ষণটীকা, পক্ষভাটীকা, পক্ষভাসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, পক্ষলক্ষণটীকা, পক্ষলক্ষণটীকা, পরামর্শপূর্ণপক্ষগ্রন্থটীকা, পরামর্শসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, পুঙ্খ-লক্ষণটীকা, প্রাতিষ্ঠানিকলক্ষণটীকা, প্রথমচক্রবর্ত্তিলক্ষণটীকা, প্রথম-মিশ্রলক্ষণটীকা, বাধপূর্ণপক্ষগ্রন্থটীকা, বাধসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, বিরুদ্ধপূর্ণপক্ষগ্রন্থটীকা, বিশেষনিকটিকীকা, সংপ্রতিপক্ষকোড়, সংপ্রতিপক্ষসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, সত্যভিচারপূর্ণপক্ষগ্রন্থটীকা, সামান্ত-নিকটিকোড়, সামান্তনিকটিকীকা, সামান্তনিকটিকীকা, সামান্ত-লক্ষণটীকা, হেতুলক্ষণটীকা, শঙ্করভট্টের, শঙ্করপত্র ও শঙ্করী নামে কএকখানি জায় গ্রন্থ পাওয়া যায়।

শঙ্করলাল, লিপিবিবেকপ্রণেতা ভূধরের পুত্র কেমেশ্বরের পুত্রপোষক। ইনি পিৎলাদের শাগুনকর্তা ছিলেন।

শঙ্করবন্দ্য, একজন প্রাচীন কবি।

শঙ্করবিন্দু, “চিন্তা-সংগ্রহ” বা চিন্তাসংগ্রহবাব নামক মীমাংসাগ্রন্থ-রচয়িতা। ইনি ভট্টশরীর বিন্দু নামে পরিচিত।

শঙ্করবন্দ্য, ১ ত্রিকাণ্ডকোবদীপিকাকার। ২ কাতমণিরিণি প্রবোধপ্রকাশিকা-প্রণেতা। ৩ দেবীমাহাত্ম্য-টীকাকার। ৪ বৃত্ত-মুক্তাবলী-রচয়িতা।

শঙ্করশুক্র (কী) পারদ।

শঙ্করশুক্র, মীমাংসার্থ-প্রদীপ নামক বেদ লবণীয় গ্রন্থ-প্রণেতা।

ইহাতে ৮০০ অষ্টভূত-শ্লোক আছে।

শঙ্করসেন, নাড়ীপ্রকাশ নামক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থপ্রণেতা।

শঙ্করস্বামী, ললিতাসুন্দরকার।

শঙ্করশেখর (পুং) ১ আমবাতরোগাধিকারোক্ত শেখরশিষ্য। ব্যবহারপ্রণালী—কাপাসের আঁটি, কুলখকলাই, তিল, ঘূ, লাল-ভেঁরে ও মূগ, মসিনা, পুনর্গবা, শগবাজ এই সকল দ্রব্যের মধ্যে যদি সমস্ত গুলি না পাওয়া যায়, তবে তন্মধ্যে যাহা কিছু পাওয়া যায়, মাত্র তাহাই গ্রহণ করিয়া কুটিত ও কাঁজিতে সিদ্ধ করিবে এবং তদ্বারা দুইটা পুটলী বান্ধিবে। পরে প্রস্তুতকৃত অগ্নিময় চুর্মীর উপর কাঁজিপূর্ণ একটা হাড়ী ঢাপাইয়া তাহার মুখে বহু ছিদ্রবিশিষ্ট একটা শরা ঢাকা দিয়া হাড়ী ও শরা উভয়ের এই লিহ্মানে কন্দমণি দ্বারা প্রেলপ দিয়া আবদ্ধ করিবে। তৎপরে ঐ শরার উপর পূর্কোক্ত পুটলী দুইটিকে একটা একটা করিয়া উত্ত করিবে ও তদ্বারা ক্রমে শেখর নিবে; এইরূপে ব্যাধ্যবার করিতে হইবে। (ভৈষজ্যরত্না)

* “কুণ্ডোদ্যোত-ধর্ষণ” নামক কবিরা দ্বিতীয় হইয়াছে।

চরকে উক্ত হইয়াছে যে উচ্চীকৃত ঐবধ বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে পুটনী বাড়িয়া অথবা সন্ধ্যা কুণ্ডিত ঐবধ উক ও পিণ্ডীকৃত কড়িয়া তদ্বারা যে খেদ দেওয়া যায়, তাহাকে শঙ্করবেদ কহে।

(চরকশ্বেদাখ্যায়)

২ গো, মহিষ ও অশ্ব, ইহাদের অগ্নিসমুপ্ত বিষ্ঠা দ্বারা প্রস্তুত খেদ।

“শঙ্কতা মহিষাখ্যানাং গোময়েন তথৈব চ।

আগ্ন্যন্তেন যঃ খেদঃ শঙ্করশ্বেদ উচ্যতে ॥” (জয়দত্ত ১৮ অ)

শঙ্করা [রী] (রী) ১ শমীবৃক্ষ, শাঁইগাছ। (রাজনি) ২ মল্লিকা। (শঙ্কর) ৩ শঙ্করভাষা, শিবানী, ভবানী। ৪ শুভ-দারিনী। “শঙ্করী শঙ্করী চ শিবা শতনিনাদিনী” (কুজবাসল)

(দেশজ) তৃতীয় ব্যক্তি। যেমন, আপনি গুতে গাই পার না শঙ্করকে ডাকে।

শঙ্করাচার্য্য, ভারতবর্ষের অবিচীর্ণ দার্শনিক, সুপ্রসিদ্ধ অবৈতবাদ-প্রবর্তক, এবং বেদান্ত ও উপনিষদভাষ্যকার। ইহার অভ্যুত্থান ও অসাধারণ প্রতিভাদর্শনে ভারতীয় পণ্ডিতসমাজ ইহাকে “শঙ্করাবতার” বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। ভারতের সকল প্রধান স্থানে শঙ্করের পদার্পণ ঘটিলেও এবং সর্বস্থানেই তাঁহার অমর্যুত ভক্ত ও শিষ্যসমূহ পরিব্যাপ্ত হইলেও আচার্য্যপ্রবরের প্রকৃত জীবনী অন্বেষণে ব্যতিয়াছে। পরবর্ত্তিকালে কএক খানি চরিতাখ্যারিকা রচিত হইলেও তদ্বারা ইহার প্রকৃত জীবনী নির্ধারণ করা কঠিন। বাহ্য হউক, এ পর্যন্ত শঙ্করের জীবনবৃত্তান্ত লইয়া যে কয় খানি জীবনী-পুস্তক রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আনন্দগিরিকৃত শঙ্করদীপিকায়, চিহ্নিলাস যতিবিরচিত শঙ্করবিজয় এবং মাধবাচার্য্যকৃত সঙ্কেপশঙ্করজয় নামক গ্রন্থত্রয়ই প্রধান ও উল্লেখযোগ্য। তদ্বিত্ত নীলকণ্ঠ, সনানন্দ, পরমহংস বালকৃষ্ণ ও ব্রহ্মানন্দ বিরচিত লঘু শঙ্করবিজয়, তিরুমল দীক্ষিতের শঙ্করাভ্যাস ও পুরুষোত্তম ভারতীকৃত শঙ্কর-বিজয়সংগ্রহও বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।

মাধবাচার্য্যের সংক্ষেপ শঙ্করজয় বা “শঙ্কর বিজয়”।

মাধবের শঙ্করবিজয় গ্রন্থে লিখিত আছে যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য মলবর্ষের অন্তর্গত কালাদি নামক স্থানে শিবসুন্দর ঐশরে ও সতী দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁহার জন্মকালে মেঘে রবি, তুলায় শনি এবং মকরে মঙ্গল সংস্থিত ছিল। ১০ বৃহস্পতি কেত্রে অবস্থিত বলিয়া লিখিত থাকার এইরূপ অর্থ হইতে পারে যে বৃহস্পতি লগ্নে ছিলেন, অথবা সেই চিহ্ন হইতে ৪র্থ, ৭ম বা ১০ম ঘরে ছিলেন; শঙ্করের জন্মকালে অস্ত্রান্ত গ্রহসংস্থান ইহাতে উল্লিখিত নাই। তৎপরে তিনি ঐষ্টমবর্ষে গৃহত্যাগ পূর্বক উত্তর ভারতে গমন করেন এবং

সম্প্রদায়ীয়ে গোবিন্দ বোণীর (গোবিন্দাচার্য্য) সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে এইরূপে আহ্বান করেন—

“আপনি প্রথমে আদিশিব ছিলেন, তৎপরে পতঞ্জলিরূপে অবতীর্ণ হন এবং এক্ষণে আপনি গোবিন্দবোণী।”

অতঃপর তিনি নীলকণ্ঠ, হরদত্ত ও তট ভাস্করকে তর্কে পরাজয় করেন এবং তাঁহাদের ভাষ্যেরও বর্জ্যে নিন্দা করেন। ইহার পর তিনি বাণ, দত্তী ও ময়ুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার বর্ণন বিষয়ে উপদেশ দেন। ৭। তিনি খণ্ডন-খণ্ড-খণ্ড-রচয়িতা হর্ষ ৫। অতিনব খণ্ড ১১। সুরারিমিশ্র ১১। উদয়নাচার্য্য ৪৪। কুমারিল ৪৪। মণ্ডনমিশ্র ও ৫৫। প্রত্যেককে তর্কে পরাজয় করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে এই নব্বয়দেহ ত্যাগ করিয়া কৈলাসে শিবের সহিত মিলিত হন।

উক্ত গ্রন্থ খানি মাধবাচার্য্য-বিরচিত বাসনা প্রখ্যাত। কিন্তু সারণাচার্য্যের ভ্রাতা মাধবাচার্য্য ইহার রচয়িতা কি না, তাৎপর্য্যে হুঁ একটা সন্দেহও বিদ্যমান আছে। মাধবাচার্য্যের সমস্ত গ্রন্থের প্রারম্ভে বা শেষে নিজ পরিচয়, বীণাঙ্কুর নাম ইত্যাদি লিখিত আছে, কিন্তু সঙ্কেপ-শঙ্করজয়ে তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া মনে হয়, ইহা মাধবাচার্য্যসাম্য। অপর কোন শুল্কেরীমঠাবলম্বী আধুনিক ব্যক্তির রচিত। তারপর এ পুস্তকের রচনা-প্রণালী মাধবাচার্য্যের অন্ত্যস্ত রচনাপদ্ধতি হইতে একবারে পৃথক্। এই গ্রন্থ লেখক লিখিয়াছেন, তিনি এই পুস্তক পূর্ববর্ত্তী কোন ‘শঙ্কর বিজয়’ অবলম্বনে রচনা করিয়াছেন। কিন্তু হুঃখের বিষয় শঙ্করজয় সম্বন্ধে শঙ্করবিজয়ের কোন সময়ের কথা ইহাতে উদ্ধৃত বা উল্লিখিতও হয় নাই। গ্রন্থনিহিত ব্যক্তি-বর্ণের নাম হইতেও গ্রন্থখানির আধুনিকত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে, সুতরাং এই পুস্তকের মত অনেক স্থলেই গ্রন্থ নহে। তবে সম্প্রদায়বিদগণের হুঃ প্রদান গ্রন্থ বলিয়া কোন কোন বিশেষ বিষয়ে ইহার প্রামাণিকতা গৃহীত হইতে পারে। এই গ্রন্থে যে সকল আচার্য্যের উল্লেখ আছে, তাহাদের কালনির্ণয় আবশ্যক।

নীলকণ্ঠ শ্রীকণ্ঠ শিবানার্য্য নামেও পরিচিত ছিলেন। ইহার লিখিত ব্রহ্মসুত্রভাষ্যে ইনি রামানুজের বচনাদি উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং ইনি খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী, রামানুজের কখনই পূর্ববর্ত্তী নহেন। কাজেই শঙ্করের সঙ্গে ইহার সাক্ষাৎ অসম্ভব।

হরদত্ত আপত্ত্য, ও গোতম ধর্ম্মসূত্রের টীকাকার। ইনি

* ৫। ৫। ১৫। † ১৫। ৫। ১০, ১১, ১০। ‡ ১৫। ৫। ১০১।

§ ১৫। ৫। ১৫৬। § ১৫। ১। ১৫৭। ১০ ১৫। ৫। ১৫৮।

†† ১৫। ৫। ১০। ‡‡ ২য় সর্গ। §§ ১০ম সর্গ। § ১২। ৫। ১০।

* প্রণাস্যুৎপত্তের ক্ষেত্রে রামানুজ ১১১৮ কল্যাণে খৃঃ ১০০০ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন।

কাশিকাবৃত্তির পদমঞ্জরী নামক টীকা রচনা করেন। কাশিকা-

১ হলভ।
বৃত্তি জয়াদিত্য ও বামন কর্তৃক লিখিত।

১৫৫
বামন ও জয়াদিত্যর কাল খ্রিঃ হইয়া গিয়াছে।
জয়াদিত্য ১০৫ সংবতে বিজয়নাম ছিলেন; বামন সপ্তম শতা-
ব্দীর শেষভাগে অথবা অষ্টম শতাব্দীর প্রথমে জীবিত ছিলেন।
হরবত্ত ইহাদের অনেক পরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি যে নবম
শতাব্দীর পূর্ববর্তী নন, তাহা প্রমাণ করা হইতে পারে।

৩৬
ভট্ট ভাস্কর জ্ঞানবজ্র নামে কৃষ্ণ বক্কর্কসের ভাষ্যকার।
ইনি দ্বিতীয় দশম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। ইনিও একখানি
৩৬
ব্রহ্মসূত্রভাষ্য রচনা করেন। ইহাতে তিনি
শঙ্করকে বহুব্যাক্রমণ করিয়াছেন।

১৬৬
শাক্তধর্মপদ্ধতি পাঠে জানা যায় যে, বাণ ও ময়ূর শ্রীহর্ষের
রাজসভায় বিজয়নাম ছিলেন। বাণ নিজেই তাঁহার শ্রীহর্ষ-
১৬৬
১ বাণ, দত্তী ও চরিতে (২য় উচ্চাসে) বলিয়াছেন যে, তিনি
ময়ূর। রাজসভায় শ্রীহর্ষের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

১৬৬
ময়ূর ষষ্ঠশতাব্দীর প্রথম ভাগে এবং বাণ শেষ ভাগে জীবিত
ছিলেন। দত্তী ইহাদের পরে অষ্টম শতাব্দীতে বিজয়নাম ছিলেন।

১৬৬
শঙ্করবিজয়ের শ্রীহর্ষ শ্রীহীর ও মামল দেবীর পুত্র।
জৈন কবি রাজশেখর তাঁহার প্রবন্ধকোষে লিখিয়াছেন, শ্রীহর্ষ
১৬৬
১ শ্রীহর্ষ।
বায়ণসীতে জন্মগ্রহণ করেন। অত্রত্য রাজা
জয়ন্তচন্দ্রের আদেশে তিনি নৈষধচরিত

লেখেন। জয়ন্তচন্দ্রে ১১০৩ ও ১১২৯ সংবতের মধ্যে বারাগসী
ও কাভকুজের রাজা ছিলেন। সুতরাং শ্রীহর্ষও এই সময়ের
লোক।

অভিনবগুপ্ত—ডাঃ বুল্ফরের মতে অভিনবগুপ্ত প্রায় ১০০০
খ্রষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

মুরারিমিশ্র—কবি মুরারি মিশ্র সতত ব্যক্তি। ইনি
মীমাংসাশাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত। ১১৮৫ সংবতের কিঞ্চিৎ
পূর্ববর্তী সময়ে ইনি বিজয়নাম ছিলেন।

উদয়নাচার্য—ইনি বাচস্পতি মিশ্রের জ্যৈষ্ঠপুত্রিকাতাপর্য
নামক গ্রন্থের ‘ভাৎপর্যপরিগুণ্ডি’ নামী টীকা লেখেন। ভট্টাচার্য
১১৯৬ সংবতে ‘জায়সারবিজয়’ গ্রন্থে উদয়নাচার্যের গ্রন্থ হইতে
স্রোত উদ্ধৃত করেন। সুতরাং উদয়ন ১০৩২ ও ১১৯৬ সংবতে
মধ্যে বর্তমান ছিলেন।

ধর্মপুত্র—দ্বিতীয় ১০ম শতাব্দীর পরবর্তী নহেন।

কুমারিল, মণ্ডনমিশ্র, প্রভাকর—ইহাদের সময় পরে
বিচার করা হইয়াছে। ইহারা শঙ্করের সমসাময়িক।

এখন দেখা হইতেছে যে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ
শঙ্করের পূর্ববর্তী, কেহ বা পরবর্তী এবং আবার কেহ কেহ

শঙ্করের সমসাময়িক; সুতরাং এইরূপ গ্রন্থকারের উক্তির উপর
নির্ভর করা কতদূর আশাশ্রয়, তাহা সহজেই অনুমেয়।

চিৎকাল বতির শঙ্করবিজয়। এই গ্রন্থে শঙ্করাচার্যের এইরূপ
পরিচয় পাওয়া যায়। কেন্দ্র দেশান্তর্গত কালাদি নামক
স্থানে শিবগুরু ঔরসে আখ্যান্যার গর্তে বসন্ত ঋতুর মধ্যাহ্নকালে
অভিজিৎ বৃহত্তে আত্মা নক্ষত্রে শঙ্করাচার্য জন্মগ্রহণ করেন।
তাঁহার জন্মকালে পাঁচটা গ্রন্থ ভূত্বাহানে ছিল। ঐ পাঁচটা
গ্রন্থের নাম গ্রন্থে উল্লিখিত নাই। পঞ্চম বর্ষ বয়সে শঙ্করের
উপনয়ন হয়। তার পর তিনি একদিন নদীতে অবগাহন
করিতে গিয়া কুড়ীর কর্তৃক আক্রান্ত হন; কিন্তু কোশলে সে
খাত্তা তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন। অতঃপর সন্ন্যাসাবলম্বন
করিয়া হিমালয়ে গমনপূর্বক বদরিকাশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন।
তথায় তিনি তপোনিরত গোবিন্দপাদেশ শিষ্য হইয়া তাঁহার
উপদেশানুসারে যথাবিধি সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট হন। ইহার
পর তিনি ভট্টপাণ্ডের (কুমারিলের) সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং
কাশ্মীরে গমনপূর্বক মণ্ডনমিশ্রের সহিত তর্কযুদ্ধ করেন।
অনন্তর শঙ্করাচার্য শূলগিরি ও অগরাথে দুইটা মঠস্থাপন করিয়া
সুরেশ্বর ও পদ্মপারকে মঠরক্ষার নিযুক্ত করিলেন। ইহার পরে
তিনি গুজ্জরের অন্তর্গত দ্বারকার মঠস্থাপনপূর্বক হস্তামলককে
এবং বদরিকাশ্রমে আর একটা মঠস্থাপন-পূর্বক ভোটকাচার্য্যকে
তত্ত্বৎ স্থানের আচার্য্যপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরিশেষে
শঙ্করাচার্যের বদরিকাশ্রমে অবস্থিতি কালে বিষ্ণুর ষষ্ঠাবতার
দত্তাত্রের শঙ্করের নিকট গমন করিয়া তাঁহার হস্তধারণ পূর্বক
হিমালয় গহ্বরে প্রবেশ করেন। এই স্থান হইতে শঙ্কর শিবের
সহিত সন্মিলনার্থ কৈলাসে গমন করিয়াছিলেন।

আনন্দগিরির শঙ্করবিবরণ। আনন্দগিরি লিখিত পুস্তকে
শঙ্করের পূর্ববিবরণ স্বত্বক এইরূপ লিখিত আছে যে, সর্লজ
নামক এক ব্রাহ্মণ কামাক্ষী নামী নিজ পত্নীর সহিত চিদম্বরে বাস
করিতেন। বিশিষ্টা নামী তাঁহার এক পরমা সুন্দরী কন্যা জন্মে;
বিশজিৎ নামক এক ব্রাহ্মণের সহিত এই কন্যার বিবাহ হয়।
বিশজিৎ কিয়ৎকাল গৃহে থাকিয়া বৈরাগ্যাবলম্বনপূর্বক বনগমন
করিয়া তথায় তপশ্চর্য্যাগ্ন মনোনিবেশ করিলেন। এদিকে
বিশিষ্টা হৃৎশিতাত্তকরণে চিদম্বরের মহাদেবের সেবার নিযুক্ত
হইলেন। মহাদেবের রূপার বিশিষ্টা এক পুত্ররূপ প্রাপ্ত হন।
এই পুত্র পরে শঙ্করাচার্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। এই
পুত্রকের একস্থানে লিখিত আছে যে, লক্ষণ ও হস্তামলককে
শঙ্কর বৈষ্ণবমত প্রচার করিতে আদেশ করেন; তদনুসারে
কাশ্মীপুর হইতে একজন পূর্বদিকে এবং অপর ব্যক্তি উত্তর-
দিকে গমন করেন। তাঁহার্য্য বৈষ্ণবধর্ম ও বৈতবাদ প্রচার-

পূর্বক বৈদ্যভাস্য প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থের আর এক স্থানে লিখিত আছে যে, শঙ্কর ইজ্র, বক্রণ, বম ও চক্রেয় মত খণ্ডনপূর্বক বীর মত স্থাপন করেন।

বালকক প্রাক্কানন্দ বিরচিত—(মহিষুরে প্রচলিত ১৭২৮ শকে লিখিত) “লঘুশঙ্করবিজয়” মতে শঙ্করভ্রাতৃদয় “লঘুশঙ্কর বিজয়” কাল ৭৮৮ খৃঃ প্রথম হইরাছে।

সদানন্দের পুস্তকে শঙ্করের কাল এইরূপ লিখিত আছে।
খৃষ্টিাব্দ ২৭২২, সর্কজিৎ নামক সংবৎসরে শুভলগ্নে পাঁচটা গ্রহ তুঙ্গী হয়। এই সময়ে শঙ্করের জন্ম অর্থাৎ ৩৭১ খৃষ্টপূর্বাব্দে শঙ্কর আবির্ভূত হন।

কিন্তু পণ্ডিত গুরুনাথের আবিষ্কৃত সদানন্দ বিরচিত “শঙ্করবিজয়-সার” গ্রন্থের পাঠ কিছু বভিন্ন। পণ্ডিত গুরুনাথের পাঠ নিয়ে প্রদত্ত হইল—

“প্রাস্ততিভ্যশ্রদধানমভিযাতব্যত্যা-

মেকাবশাধিকশতোনচতুঃসহস্রায়াং।

সংবৎসরে বিভবনামি শুভে মুহূর্ত্তে

রাধে সিতে শিবগুরো গৃহিণী দশম্যাম্।”

অর্থাৎ ৪০০০—১১১=৩৮৮৯ কলিগতবর্ষে বিভব নামক শুভ মুহূর্ত্তে জন্ম হয়।

শঙ্কর সৰ্বদে কয়েকটা প্রবাদ দৃষ্ট হয়; ক্রমশঃ তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে—

১ম প্রবাদ—শঙ্করাচার্য্যের প্রভাব আখ্যাবর্ত্ত অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যেই অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যে যে প্রবাদ আছে, তদনুসারে শঙ্করের গুরু গোবিন্দ-ভট্ট। জাতিতে ব্রাহ্মণ; কিন্তু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবংশীয়া চারিটা রমণীকে বিবাহ করেন। ইহার চারি পত্নীর গর্ভে চারিটা পুত্র হয়। ব্রাহ্মণীর গর্ভে বরকচি, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে উজ্জয়িনীধর বিক্রমাদিত্য, বৈশ্যার গর্ভে ভট্ট এবং শূদ্রার গর্ভে ভর্তৃহরি জন্ম গ্রহণ করেন। গোবিন্দভট্ট বান প্রস্থ অবলম্বন করিয়া গোবিন্দ-বোঙ্গী নামে বিখ্যাত হ'ন। শঙ্করাচার্য্য ভট্টপাদ নামক এক ব্যক্তিকে ভর্তৃহরকে প্রায়ত করেন। ইনি বিক্রমের নবরত্নের এক রত্ন। এক্ষণে দেখা যাক্ প্রবাদটা কতদূর সত্য। প্রবাদা-নুসারে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে,—

(১) শঙ্করাচার্য্য, ভট্টপাদ ও বিক্রমাদিত্য সমসাময়িক;

(২) ভট্ট ও ভর্তৃহরি সেই সময়ে জীবিত ছিলেন;

(৩) বিক্রমাদিত্যের পিতা ও শঙ্করের গুরু গোবিন্দভট্ট।

এক্ষণে এই প্রবাদমিহিত উল্লিখিত তিনটা সিদ্ধান্তের কোন সিদ্ধান্ত সারসভা আছে কি না দেখা যাক্। প্রথমতঃ, শঙ্কর শরীরক-কলঙ্কর স্থানে স্থানে ভট্টপাদের উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং

ভট্টপাদকে নিশ্চয়ই শঙ্করের পূর্বকর্তা বা সমসাময়িক বলিতে হইবে।

বোবাধাইএ ভট্টিকাচ্যুর যে সংস্করণ প্রচলিত আছে, তাহাতে প্রত্যকর্তা লিখিয়াছেন, আমি শ্রীধরসেন নরেন্দ্র পাণ্ডিত ইলতী নগরীতে পাঁচিয়া এই কথা রচনা করিলাম।* এককর্তার নিজের এই উক্তি অনুসারে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীধরসেন নরেন্দ্রের রাজত্বকালে তিনি জীবিত ছিলেন। বলভীরাভবংশ-চারিজন শ্রীধরের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৫১৫ হইতে ৫২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রথম শ্রীধরের রাজত্বকাল। দ্বিতীয় শ্রীধর ৫৭১ হইতে ৫৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তৃতীয় শ্রীধর ৬২৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে জীবিত ছিলেন। চতুর্থ শ্রীধর ৬৪১ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হন। ইহাধিগের মধ্যে কোন্ শ্রীধরের সময় “ভট্টিকাচ্য”-রচিতা জীবিত ছিলেন, তাহা স্থির করিতে হইবে। গুজরাতের কাঠিরাবাদের অন্তর্গত “বালা” নামক স্থানে বলভীপুর ছিল। এখানকার রাজগণ আপনাদিগকে রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র লবের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। সুতরাং কবি যে বলভীপুরে থাকিয়া রামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণনা করিবেন তাহা সম্ভব হইতে পারে। তিনি এই বলভীপুরে কোন্ সময়ে ছিলেন? তাহা স্থিরকরা কঠিন। [বলভীরাভবংশ শব্দ দ্রষ্টব্য।]

২। “কেরলোংপতি” নামক গ্রন্থের মতানুসারে শঙ্করা-চার্য্য ৫৫০১ কলিগতাব্দে (= ৩২২ শকাব্দে = ৩৯২ খৃষ্টাব্দে) শ্রাবণ মাসের আত্মী নক্ষত্রে ভূমিষ্ট হ'ন। এই মহাত্মা কেরল দেশের অন্তর্গত “কালদী” (কালাতী) বিভাগের “কৈপল্ল” নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। চেরমাল পেরুমাল রাজার রাজত্বকালে ইহার জন্ম। ইনি ৩৮ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন।†

চেরমাল পেরুমাল রাজার সমাধি-স্থলিদের যে শিলালিপি ছিল, তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, ঐ নরপতি ২১৬ হিজরা বা ৭৬০ শকে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুতরাং, চেরমাল পেরুমালরাজার রাজত্বকালে শঙ্করের জন্ম ধরিতে গেলে খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীকেই আশ্রয় পড়ে। এরূপে আবার “কেরলোংপতি” শঙ্করের জন্ম চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগ বলিতেছে। কাজেই এই গ্রন্থকে বিশ্বাস্ত বলিতে পারি না।

৩। কল্লপুত্রের রাজা জিবিজয়বদের রাজত্বকালে মহাত্মা

* “কাষামিৎ বিখিতং নরা বলভ্যায় শ্রীধরসেন-নরেন্দ্রপাণ্ডিত্যায়।

কীর্তিরতো ভবভ্যাম্ দৃপত তত কেমকরঃ স্খিতিপো দতঃ প্রদর্শনাম্।”

ভট্ট ২২৭ সর্গ, ৫৫ শ্লোক। কল্লপৌরী সত্বরণে “শ্রীধরবহু” পাঠ আছে, তাহা সিদ্ধিকরপ্রদায়।

† E. W. Ellis-সম্পাদিত।

† Ind. Ant. Vol VII. p. 282.

শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এটা “কোম্বু-মেশ-রাম-জাল” নামক গ্রন্থের মতে। উক্তনু সাহেবের মতে জীবিকম নামে চইজন রাজা ছিলেন; প্রথম জীবিকম খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এবং দ্বিতীয় জীবিকম অষ্টম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। পণ্ডিত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার বলেন, কয়েকখানি তাম্রশাসন হইতে দ্বিতীয় হইয়াছে যে, প্রথম ব্যক্তি খৃঃ চতুর্থ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন; কিন্তু স্কটি সাহেব এই মত স্বীকার করেননা।

৪। পদ্মপুরাণের ৪২খ অধ্যায়ে শঙ্করাচার্য্যের কথা আছে। কিন্তু ইহাতে কোন সময়ের উল্লেখ নাই। স্লোক গুলিও খাটি বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রস্তুতি হয় না।

৫ম। তিব্বতীয় বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে যে নাগার্জুন শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্তিত ধর্মমত খণ্ডন করিয়া বৌদ্ধদিগের প্রেষ্ঠ্য স্থাপন করেন। শঙ্করাজ কপিলের রাজত্বকালে বৌদ্ধদিগের চতুর্থ মহাসভ্যের অধিবেশন হয়। মহাত্মা পার্শ্ব এই সভ্যে সভাপতি হইয়াছিলেন। এই পার্শ্বের প্রধানশিষ্য অশ্বঘোষ এবং অশ্বঘোষের শিষ্য নাগার্জুন। অভিন্নহা কপিক, হবিক ও বাহুসেবের পরবর্তী রাজা এবং নাগার্জুন ইহার সময়ে বর্তমান ছিলেন। খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর প্রথমার্ধে নাগার্জুন জীবিত ছিলেন; অতএব শঙ্করাচার্য্য তাঁহার পরবর্তী। এই উক্তিহে বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত প্রমাণাভাব। (Life and Legends of Nāgārjuna, J. A. S. B. Vol. I. No 117)

৬ষ্ঠ। বুধদেব নৃধ্যবংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। নেপালের ইতিহাসে লিখিত আছে যে উক্ত রাজার শাসনকালে শঙ্করাচার্য্য নেপালে গমনপূর্বক বৌদ্ধদিগকে পরাস্ত করেন। এই ইতিহাসমতে বুধদেব ৪০০ শকাব্দে সিংহাসন অধিকার করেন। পণ্ডিত ভগবান্দলাল ইন্দ্রজীৱ মতে বুধদেব ১৮২ শকাব্দে জীবিত ছিলেন। কিন্তু স্কটি সাহেবের মতে বুধদেব খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন। তেলাঙ মহাশয় নেপালের ইতিহাসের মতে অগ্রাহ্য মনে করেন। বস্তুতঃ ইহাতে ষটনা-পরম্পরার সামঞ্জস্য অতি কম।

৭ম। কুর্মপুরাণের ২৮।২৯ অধ্যায়ে শঙ্করগ্রন্থ আছে; এই পুরাণের স্রোতাবলী হইতে শঙ্করের সময় জানিবার কোনও উপায় নাই।

৮ম। ভক্তমালগ্রন্থেও শঙ্করের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু তাহা আধুনিক গ্রন্থ।

৯ম ও ১০ম। বাহুপুরাণে ও তবিস্যাপুরাণে শঙ্করের উল্লেখ পাওয়া যায়; কিন্তু ইহা প্রকৃষ্ট স্লোক বলিয়া গণ্য। ইহা হইতে শঙ্করের সময়-নির্ণয়ণে কোন সুবিধা হইবে না।

১১ম। শ্রীমদ্বরাহমন্দীর মতবর্তী তাঁহার “সত্যার্থপ্রকাশ”

নামক গ্রন্থে শঙ্করকে খৃষ্টপূর্বাব্দে কেলিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে কোনও যুক্তির উল্লেখ নাই।

১২ম। কাশীধামস্থিত ককানন্দ বাবী ভাস্কর দ্বারের “বীরাঙ্গী বীমাঙ্গী” নামক পুস্তকে একটা স্লোক আছে। তদনুসারে ৬০০ বৎসর পরে শঙ্করের জন্ম হয়; কিন্তু কোন অধিকার হইয়াছে ৬০০ বৎসর পরে তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। “শঙ্করের সময়” নামক এই পুস্তকের একখানি গুজরাটী অনুবাদে কলির ৬০০ বৎসর বলা হইয়াছে।

১৩ম। কন্দপুরাণের শিবরহস্তে কলির ২০০ বৎসর পরে শঙ্করের জন্ম হইবে ইত্যাদি উক্তির উল্লেখ আছে।

১৪ম। রঘুনাথ ভাস্কর গোড়বেলে নামক পণ্ডিত অর্কাটীন কোষে “জিনবিজয়” হইতে কতকগুলি স্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন; তদনুসারে ২১৫৭ খৃষ্টাব্দে শঙ্করের জন্ম লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত আর একটা স্লোকে ইহারই পুনরুক্তি হইয়াছে নাই।

১৫ম। মলবর দেশে শঙ্করের জন্ম সম্বন্ধে একটা প্রবাদ আছে। মলবরবাসিগণ ইহার জন্মবৎসর বুঝিতে একটি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। শব্দটি “আচার্য্যবাসন্তা”—অর্থ ২৮০ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং দেখা বাইতেছে অজ্ঞাত প্রবাদানুসারে ২৮০ খৃষ্টাব্দে শঙ্করের জন্ম হয়। ৮মকন্দকুমার মত মহাশয় তাঁহার উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয়তাপের পরিশিষ্টে লিখিয়াছেন যে “আচার্য্যবাসন্তা” নামক একটা অল্প প্রচলিত আছে। আমাদের মনে হয়, অল্পস্থানে শব্দ বুদ্ধিগেই অর্থসঙ্গতি হয়। কেন না ঐ নামে কোন অর্থই ভারতের কোথাপি দৃষ্ট হয় না। এটা শব্দ ধরিলে উহার অর্থ ৮৩২ খৃষ্টাব্দ হয়।

১৬ম। মুনি আদ্যারামজী তাঁহার “অজ্ঞানতিমিরতাড়ন” নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে শঙ্করাচার্য্য প্রায় খৃঃ ৪৪৩ অব্দে অব-তীর্ণ হইয়াছিলেন।

১৭ম। কাবলি রামস্বামী “Biographical sketches of Deccan Poet” নামক পুস্তকে শঙ্করকে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই পুস্তকে সারগাচার্য্য প্রভৃতির বিষয়েও অনেক অল্পত কথাই অবতারণা আছে। ইহার উপর আরো আধাস্থাপন করিতে পারা যায় না।

১৮ম। জনার্দন রামচন্দ্রজী তাঁহার “Lives of Eminent Hindu authors” নামক গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যকে ২৫০০ বর্ষের পূর্ববর্তী বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। ইহাও একটা উনবৎশ শতাব্দীর প্রবাদ—তাদৃশ বিশ্বাসযোগ্যও নয়।

১৯ এই পুস্তকখানি ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। ইহার

২০ পুটার শঙ্কর-বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

১৯শ। কাহারও কাহারও মতে শঙ্করকীৰ্ত্তি প্রতিষ্ঠান জন্মই কোলম্ অন্দের প্রবর্তন হইয়াছে। ৮২৪ খৃষ্টাব্দে কোলম্ অন্ প্রতিষ্ঠিত হন; সুতরাং এই মতানুসারে শঙ্করও নবম শতাব্দীর লোক।

২০শ। ভিক্টোরী : ভাষায় লিখিত তারনাথের "ভারতীয় বৌদ্ধশ্রেণীতিহাস" নামক গ্রন্থে রাধা "শ্রোঙ্স্-গম্-পো" ৬২৯ হইতে ৬৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন বলিয়া লিখিত আছে। ইনি নেপালানিধিপতি জ্যোতির্বর্ষার কন্যায় পাণিগ্রহণ করেন। শ্রোঙ্স্-গম্-পো শব্দরাচার্যের সমসাময়িক।

২১। সর্বস্বহূনির মতে মহাকুলাদিত্য রাজার সময় সুরেশ্বর জীবিত ছিলেন। সুরেশ্বর শকরের সাধ্যাং শিবা। সূত্রাং শকরও ঐ সময়ে জীবিত ছিলেন।

২২। নেপালের শাস্ত্রীর কংগ্রেসীয় মতে—শঙ্করদেব
খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ৪৪৫ হইতে ৪৭৬ মধ্যে এবং শঙ্করাচার্য্য—৫২২
খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিজ্ঞান ছিলেন।

২৩। পাপপুত্র হু দর্শিতানের মতামুসারে শঙ্করাচার্য
১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে আবিস্কৃত হ'ন। দর্শিতান গ্রন্থের উক্তি নিতান্তই
অগ্রসর।

कालनिर्णय सम्बन्धे शास्त्रात् यत् ।

শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ও তদনুযায়ী
প্রাচ্য উভয় স্থানের পণ্ডিত মধ্যেই বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়, তাঁহা-
দের মধ্যে বাঁহারা শঙ্করের কালনির্ণয় সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলো-
চনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে হ হ উইলসন^১, বিজিৎমান^২,
টেলার^৩, লাসেন^৪, বেবের^৫, মানিঙ^৬, কোলব্রুক^৭, রায়স^৮,

(१) Sanskrit Dictionary, Preface, p. XVII ;
Essays. Vol. I. p. 194.

(२) Windischmann's Sankara, I. p, 42.

(*) Journal Asiatic Society of Bengal, VII. (1).
2.

(8) Indische Alterthumskunde, IV.

(c) History of Indian Literature, 1882. p. 57
and foot-note.

(*) Ancient and Medieval India, by Mrs Manning, Vol. I. p. 210.

(1) Colebrooke's *Miscellaneous Essays*, Vol. I.
p. 298 foot-note.

(*) Mysore Gazetteer (Revised ed. 1897) Vol. I,
p. 471.

যুর্গেল৯, বার্থ১০, কে বি পাঠক১১, কাউএল১২, গাক১৩, অক্সফোর্ড দত্ত১৪, কাশীনাথ তেলাঙ্ক১৫, মোক্সলর১৬, টাল১৭, রেভারেন্ড ফুলকস১৮, ব্রাউট১৯, লোগান২০, এন্ড ভাষ্যচার্য২১, মণিরঞ্জন উইলিয়ামস২২, নিখিলনাথ রায়২৩ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা বাইতে পারে। ইহাদের অধিকাংশের মতেই শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টীয় ৮ম বা ৯ম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কেবল নিখিলনাথ রায়দামঠের গুরুপরম্পরা সাহায্যে ২৬৩১ খৃষ্টিয় শকে বা খৃষ্ট পূর্ব ৪৭৯ অব্দেও এবং এন্ড ভাষ্যচার্য্য বহু গবেষণা দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে শঙ্কর খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগের পর অল্প অল্প করেন নাই।

শহরের একুশ আবির্ভাব কাল।

খুঁটপূর্ব পক্ষ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া কোন্ সময়টী
শঙ্করের আবির্ভাবকাল তাহা স্থির করা সহজ কাজ নয়। কিন্তু
এ লম্বকে দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণ এত আলোচনা করিয়া-
ছেন যে একজন সত্যানুসন্ধিস্থর পক্ষে সত্যনির্ধারণ সহজ হইয়া
পড়িয়াছে। আমরা শঙ্করের কাল-নিরূপণে এই ৪টা বিষয়ের
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছি।

(a) South Indian Palæography, p. 37 foot-note ;
and Sânavidhâna-brahmâna, Vol. I. p. 17.

(२०) The Religion of India, p, 87.

(२२) Indian Antiquary. Vol. XI.

(२) Sarvadarsana-Sangraha, preface, p. viii.

(२०) Philosophy of Upanishads.

(১৪) উপাসক সম্প্রদায় ২য় ভাগ ১৯৩ পৃঃ ।

(२८) Indian Antiquary, Vol. XIII. p. 95-103.

(၁၆) India, what can it teach us, p, 354-60.

(21) Prof. Tiele's History of Ancient Religion,
1877.

(37) Rev T. Foulkes in Journal R. A. S. (N. S.)
Vol. XVII.

(३३) Indian Antiquary, Vol. XVI. January

(२०) W. Lagan's Indian Antiquary, vol. xvi.
May.

(२१) Theosophist , Nov. 1887, Jan.-Feb. 1890.

(২২) Brahmanism and Hindnism, p. 15 ; and
Indian Wisdom, p. 48. (২৩) সাহিত্য, ১৩০০, চৈতন্যমণ্ডল ।

সং ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৬এ এপ্রিল তারিখের পূর্বের "কেশরী" পত্রিকার "পিনাকি" নাম চিহ্নিত একখানি পত্রে দ্বারাবাউরাজ লক প্রাণীস বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও "বুধিধির লকে ২৬০১ বৈশাখ তত্তপত্তম্যায় ঈশ্বরকরাবতারঃ" ইত্যাদি উক্তি দেখা যায়।

১। কাহারও মতামত প্রমাণ মধ্যে গণ্য হইবে না।

২। বস্তুদ্বয় পারা যার শঙ্করের সময়ের পুস্তকাদি হইতে উপকরণ গ্রহণ করিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইবে।

৩। প্রাচীন বা দূরবর্তী কালের পুস্তকাদি লঙ্ঘন উপকরণ তালিকে সহযোগী প্রমাণ মধ্যে গণনা করা হইবে।

৪। যাহা অধিকাংশ স্থলে মিলিবে, তাহাই গ্রাহ্য।

প্রথমতঃ, শঙ্কর ও শঙ্করের শিষ্য সুরেশ্বর নিজ নিজ গ্রন্থে ধর্মকীর্তির নাম ও বাক্য, এবং কুমারিলের নাম ও বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

শঙ্করকৃত উপদেশ-সহস্রীতাব্য (শ্লোক ১৪২, Bibl. Indica, pp 50, 53, শঙ্করভাষ্য।) —

“অভিন্নোহপি হি বুদ্ধাশ্চা বিপক্ষাসিদ্ধকর্ণনৈঃ।

প্রাচ্য ২। হিকসংবিত্তেভদ্বানিবি লক্ষণতে ॥”

আনন্দজ্ঞানভাষ্য—“কীর্তিবাক্যমুদাহরতি।

অভিন্নোহপি হি বুদ্ধাশ্চা” ইত্যাদি।

কুমারিলের উল্লেখ—উপদেশ-সাহস্রী ১০২-১৪০ শ্লোক।

সুরেশ্বর—বৃহদারণ্যকবর্তিক ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ধর্মকীর্তির উল্লেখ করিয়াছেন—

“তিষোব ত্বিনাভাবাদি যদ্ ধর্মকীর্তিনা।” ইত্যাদি

দ্বিতীয়তঃ—কুমারিল নিজ গ্রন্থে দুই বার ভর্তৃহরির “বাক্য-পদীর” হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

“অন্তর্য্যঃ সর্বশব্দানামিতি প্রত্যাত্মালক্ষণম্।

অপূর্বদেবভাবার্গৈঃ সমমাহর্গবানি ॥”

এইটী বাক্যপদীর (১৮৮ খৃঃ অব্দে কাশীধাম হইতে প্রকাশিত) ১২৩ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কাণ্ডের ২২১ শ্লোক ও কুমারিলের ‘সুবাস্তিকের’ (কাশী হইতে প্রকাশিত) ২৫১ ও ২৫৪ পৃষ্ঠা মিশাইয়া দেখুন।

তৃতীয়তঃ—ইং-সিঙ নিজ গ্রন্থে ধর্মকীর্তিকে তাঁহার সম-সাময়িক ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন এবং ভর্তৃহরিকে তিনি তাঁহার অপেক্ষা ৪০ বৎসরের পূর্ববর্তী লোক স্বীকার করিয়াছেন।

ইং-সিঙের সময় ৬৯৪ খৃঃ। সুতরাং ভর্তৃহরির সময় ৬৫৪ খৃষ্টাব্দ।

উল্লিখিত কর্তৃক কথ্যে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এগুলি শঙ্করের সময়ের পুস্তকাদি লঙ্ঘন, এগুলি প্রবাদ নয়, কাহারও মতামত নয়। এ গুলিতে করনার লেশমাত্র নাই।

সুতরাং এ গুলি হইতে যে সত্য বাহির হইবে, তাহা ঐক্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারি। উল্লিখিত তিনটী উক্তি হইতে আমরা নিঃসন্দেহ রূপে জানিলাম যে,

(১) শঙ্করের ৩২ বৎসর জীবন। ধর্মকীর্তি, কুমারিল ও ভর্তৃহরির পূর্বে নয়।

(২) এবং ইং-সিঙের সময় ৬৯৪ হইতে ৪০ বৎসর পূর্বে একজনের জীবিতকাল পরিমিত সময়ের পূর্বে নয়।

অতঃপর দ্বিতীয় প্রমাণের উল্লেখ করিতেছি—দ্বিগব্বর জৈন-দিগের মধ্যে জিনসেন নামে একজন পণ্ডিত বিদ্বান ছিলেন।

তাঁহার সময় ৭০৫ শকাব্দ বা ৭৮৩ খৃষ্টাব্দ। তিনি ‘আদিপুরাণ’

নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার ঐ পুস্তকে

শ্রীপালের নাম আছে। শ্রীপাল জিনসেনের উক্ত পুস্তকের

টীকায় নিজ সময় ৬৫২ শকাব্দ (বা ৭৩৭ খৃষ্টাব্দ) লিখিয়াছেন।

সুতরাং, শ্রীপাল ও জিনসেন সমসাময়িক বলিতে কোন আপত্তি

থাকিতে পারে না। আর, ৭৩৭ হইতে ৭৮৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ৪৬

৪৬ বৎসর তাঁহার অধিকাংশ সময় যে উত্তরে জীবিত ছিলেন

তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

এই জিনসেন—অকলঙ্ক, বিদ্বানন্দ, ৩ প্রভাচন্দ্র পণ্ডিতের

নাম নিজগ্রন্থে লিখিয়াছেন। যথা,—

“ভট্টাকলঙ্কশ্রীপালপাত্রকেশীরিণাম্ গুণাঃ।

বিদ্বাং ক্ষম্যাকৃতা হারয়ন্তেতি নির্মলাঃ ॥” আদিপুরাণ।

কিন্তু, ইহারা যে তাঁহার সমসাময়িক তাহা কোথাও লেখা

নাই, কিংবা অকলঙ্ক, বিদ্বানন্দ বা প্রভাচন্দ্র তাঁহাদের নিজ নিজ

গ্রন্থে জিনসেন বা শ্রীপালের নামও করেন নাই। সুতরাং সিদ্ধ

হইতে পারে যে, ইহারা জিনসেনের পূর্বে বর্তমান ছিলেন; তবে

কতপূর্বে তাহা বলা যায় না।

অতঃপর দেখাইতে হইবে যে অকলঙ্ক, বিদ্বানন্দ ও

প্রভাচন্দ্র এই তিন ব্যক্তি সমসাময়িক। প্রভাচন্দ্র যে অকলঙ্কের

শিষ্য তাহা আমরা প্রভাচন্দ্রের গ্রন্থেই দেখিতে পাই, যথা—

‘বোধঃ কোপাসমঃ সমস্তবিষয়প্রাপ্যাকলঙ্কঃ পদম্।’

ভায়কুমুদচন্দ্রোদয়।

এ দিকে আবার বিদ্বানন্দের নাম প্রভাচন্দ্রের গ্রন্থে দেখিতে

পাওয়া যায়। (প্রমেয়-মার্গতত্ত্ব, পৃঃ ১১৬।)

বিদ্বানন্দ আবার অকলঙ্কের নাম নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়া-

ছেন, যথা—

“শ্রীমদকলঙ্কবিবৃত্তাং সমস্তভ্রোক্তিমত্র সংক্ষেপাৎ ॥”

অষ্টসাহস্রী ১৬শ অধ্যায়।

মাণিক্যানন্দী অকলঙ্কের নাম করিয়াছেন যথা—

“শাক্ষেবদ্ব্যন্তে সপ্তম দ্বিৎ পাকোত্তরমুত্তরম্।

প্রাপ্তঃ জিনসেনকবিনা লাভ্যর বোধঃ পুনঃ ॥” (জৈন হরিবংশ)

+ “একালঙ্কসম্বন্ধিকবটশতাব্দে শঙ্করেন্দ্রতঃ।

সমভীতেষু সমাপ্তা অধ্যবলীকা প্রাকৃতব্যাপাঃ।

শ্রীপাল-সম্পাদিতা অধ্যবলীকা।

“সিদ্ধং সর্বজনপ্রয়োজননং সত্যোক্তকল্যাণম্।

বিজ্ঞানকামসম্বন্ধক্সো গুণতো নিত্যং অমূল্যমম্।”

প্রভাচন্দ্র রাণিক্যানন্দীর গ্রন্থের ঢীকা লিখিয়াছেন। প্রভাচন্দ্র অকলঙ্কের শিষ্য। বিজ্ঞানন্দ অকলঙ্কের নাম করিয়াছেন। প্রভাচন্দ্র বিজ্ঞানন্দের নাম করিয়াছেন। রাণিক্যানন্দী অকলঙ্ক ও বিজ্ঞানন্দের নাম করিয়াছেন।

সুতরাং সহজেই সিদ্ধান্ত হইল যে অকলঙ্ক, বিজ্ঞানন্দ ও প্রভাচন্দ্র এই তিন জনই সমসাময়িক। তাঁরপর দেখিতে পাট, মীমাংসা-শ্লোকবার্তিক গ্রন্থে কুমারিল অকলঙ্ককে আক্রমণ করিয়াছেন।

আবার বিজ্ঞানন্দ কুমারিলকে আক্রমণ করিয়াছেন।

সুতরাং বলিতে হইবে কুমারিল অকলঙ্ক ও বিজ্ঞানন্দের সমসাময়িক।

বিজ্ঞানন্দ সুরেশ্বরচাচার্যের বৃহদারণ্যকভাষ্য-বার্তিক গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং বিজ্ঞানন্দ সুরেশ্বরের পূর্ববর্তী হইতে পারেন না। এদিকে সুরেশ্বর শঙ্করের শিষ্য। সুতরাং শঙ্করও বিজ্ঞানন্দের পরে হইতে পারেন না। পূর্বোক্ত বলিয়াছি, শঙ্কর কুমারিলের নাম ও বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন অর্থাৎ শঙ্কর কুমারিলের পূর্ববর্তী ন’ন। কাজেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে শঙ্কর, সুরেশ্বর, কুমারিল, অকলঙ্ক, বিজ্ঞানন্দ ও প্রভাচন্দ্র এই ছয় জনই সমসাময়িক। ইহা তাঁহাদের নিজ নিজ পুস্তক হইতে প্রমাণিত। ইহা হইতে বলবন্তর প্রমাণ আর হইতে পারে না। কেবল যে গ্রন্থের শ্লোক দেখিয়া ইহা সিদ্ধ, তাহা নহে। ইহাতে পরস্পর পরস্পরের নাম পর্য্যাপ্ত করিয়াছেন। সমসাময়িক না হইলে পরস্পর পরস্পরের নাম কখনই উল্লেখ করিতে পারেন না। এক্ষণে আমরা কি পাইলাম, তাহাই দেখা যাক। এক দিকে দেখিতেছি ঠেং-সিঙ-ভর্তৃহরির মৃত্যুকাল নিজ গ্রন্থে লিখিয়া যাওয়ার ভর্তৃহরির সময় ৬৫০ খৃষ্টাব্দ হইতেছে। কুমারিল ভর্তৃহরির বাক্য উদ্ধৃত করার কুমারিল ৬৪০ খৃষ্টাব্দের যে পূর্ববর্তী ন’ন, তাহাও প্রমাণিত হইল। পকাস্তরে আমরা দেখিতেছি, অকলঙ্ক, বিজ্ঞানন্দ প্রভৃতি জিনসেনের পরবর্তী ন’ন। আর জিনসেনের সময় ৭৮৩ খৃষ্টাব্দ হওয়ার তাঁহাদিগকে ৭০৩ খৃঃঅব্দের পরবর্তী বলা যায় না। সুতরাং দেখা গেল ৬৫০ খৃঃ হইতে ৭৮৩ খৃঃ ভিতর উক্ত করজন ব্যক্তি এককালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এখন বাবধান রহিল প্রায় ১৩৩ বৎসর। আমরা পণ্ডিত কে, বি, পাঠকের প্রবকাবলী হইতে পূর্বোক্ত শ্লোকগুলি পাইয়াছি। ঐ শ্লোকগুলি সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে যে কতপরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল তাহা চিন্তাশীল

স্মৃতিমাত্রেরে বুদ্ধিতে পারেন যে, তিনি যে আমাদের বক্তব্যের পাত্র তাহাতে কিছুমান সন্দেহ নাই। কিন্তু, তিনি উল্লিখিত উপকরণগুলি পাইয়াও একটু অজ্ঞান করিয়াছেন। তিনি শঙ্করকে ৭৮৩ খৃঃ বাদ্ধ করাইয়াছেন। এটা তাঁহার যুক্তির ভুল। তিনি কুমারিলকে অকলঙ্ক, ও বিজ্ঞানন্দের সমসাময়িক বলিয়াও শঙ্করকে কুমারিলের অর্ধ শতাব্দী পরে বলিয়া মনে করেন। তাঁহার যুক্তি এই, কুমারিল এসিদ্ধি লাভ না করিলে ত শঙ্কর তাঁহার বাক্য উদ্ধৃত করেন নাই। সুতরাং, কুমারিলের ৫০ বৎসর পরে শঙ্করের কাল অনুমান করা উচিত। পাঠক-নির্দিষ্ট দ্বিতীয় কারণ এই—কথাসরিৎসাগরে লিখিত আছে যে অকলঙ্ক কুমারাজার সমসাময়িক। দত্তিভূর্গের শিলা-লিপিতে কুমারাজার সময় ৭৫০ খৃঃ পরে এবং ৭৮৩ খৃঃ অব্দের পূর্বে পাওয়া যায়, ইত্যাদি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে গ্রন্থান্তরের তুলনার কথাসরিৎসাগর অতি আধুনিক পুস্তক। আধুনিক পুস্তকের কথায় ওরূপ সিদ্ধান্তকে অগ্রাধা করা উচিত নহে। শঙ্কর কুমারিলকে খণ্ডন করার যদি কুমারিল শঙ্করের ৫০ বৎসর পূর্ববর্তী হইয়া পড়েন, তবে বিজ্ঞানন্দ সুরেশ্বরের বাক্য উদ্ধৃত করার সুরেশ্বর কেন বিজ্ঞানন্দের ৫০ বৎসর পূর্বের লোক হইবেন না? আমাদের বিবেচনায় পাণ্ডত পাঠকের যুক্তির এটা দুর্বল অংশ। বাহা হউক, আমরা আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি; শঙ্কর, কুমারিল, ও অকলঙ্ক ইহারা সমসাময়িক। এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, আমাদের পূর্বোক্ত ঘটনা ব্যতীত বাহা কিছু এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে এবং যে যুক্তি গুলি আমরা প্রসঙ্গান্তরে উল্লেখ করিয়াছি, সে গুলির কোনটাই শঙ্কর যে সময়ের সে সময়ের পুস্তকাদি হইতে লক্ষ্য নহে অথবা যুক্তিগুলি লেখকগণের নিজ নিজ অনুমান হইতে মুক্ত নয়। সুতরাং শঙ্করকালনির্ণয়ে আমরা সে গুলির আলোচনা করিলাম না। আমাদের সিদ্ধান্তের অমূল্যে আমরা প্রধানতঃ তিনটা যুক্তি দেখিতে পাই; একে একে যুক্তি তিনটার উল্লেখ করিতেছি।

প্রথম। ভবভূতির সময় স্থির হইয়াছে। তিনি ৬৯৩-৭২৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যেও যে বিজ্ঞানন্দ ছিলেন তাহা সর্ববাবিলম্বত। শঙ্কর পাপুরুল পাণ্ডত একটা অতি প্রাচীন কালের লিখিত “মালতী মাধব”র পুথিতে তিনটা ঘটনা পাইয়াছেন। তৎপ্রকাশিত বাক্যপাতকৃত ‘গৌড়বহ’ নামক পুস্তকের সংস্করণে লিখিয়াছেন যে হেন্সোরের মহাদেব বেঙ্কটেশ লেনের নিকট তালি এই পুথিখানির বিবরণ পাইয়াছেন। ইহাতে—

(১) ইতি ঐতিহ্যকুমারলিপিবাক্যে অকলঙ্কীয়ম্বে তৃতীয়াঙ্কঃ।

(৪) ইতি শ্রীকুমারিলশাশিগ্রন্থপ্রাপ্তবায়ৈতবশ্রীমহাশঙ্করাচার্য্য
বিরচিত্তে মালতীমাধবে বচোহুঃ।

(৫) ইতি শ্রীভবভূতিবিরচিত্তে মালতীমাধবে দশমোহুঃ।

কুমারিলশাশিকৃত, কুমারিলশাশি উষেকাচার্য্যকৃত এবং ভবভূতি বিরচিত এই তিন পৃথক পৃথক রচনা তিনটি পৃথক পৃথক পত্রের পয় অধ্যায়ের শেষে পাইরাছেন। শঙ্করবিজয়ে শঙ্করশিষ্য মণ্ডনমিশ্র বা সুরেশ্বরের নাম উষেকাচার্য্য বলিয়া লিখিত আছে। সুতরাং বলিতে হয় শঙ্কর ৬৯০-৭২৯ খৃষ্টাব্দে উক্ত ভবভূতির সময় বিজ্ঞান ছিলেন। 'মালতীমাধব' ভবভূতি কর্তৃক সমাপ্ত হয় বলিয়াই, উহা ভবভূতির নামে প্রচলিত হইয়া থাকিবে। উষেকাচার্য্য উহা আরম্ভ করেন। এরূপ অনুমান করিবার কারণ উক্ত পুঁথির তৃতীয় অঙ্কে 'কুমারিলশাশি কৃত, বর্ষ অঙ্কে উষেকাচার্য্য কৃত এবং দশম অঙ্কে ভবভূতি কৃত' লিখিত আছে। এতদ্বারা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে শঙ্করের ৩২ বৎসর জীবন সপ্তম শতাব্দীর শেষ হইতে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদে শেষ হয়।

দ্বিতীয়। এইবার আরও একটু বিশেষভাবে দ্বিঃ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। পুন্ডেরীমঠের গুরুপদসম্পন্ন দেখা যায় যে শঙ্কর ১৪ বিক্রমাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আরও দেখা যায় যে সুরেশ্বরশিষ্য সর্বজ্ঞানমুনি সঙ্কেশ্বরীরকের শেষে লিখিয়াছেন, মহাকুলের আদিত্যরাজার সময় তিনি উক্ত পুস্তক রচনা করেন। এই দুইটি উক্তি একত্র করিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে শঙ্করের উক্ত সময় অর্থাৎ ১৪ বিক্রমাব্দ ৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিক্রমাব্দের সময়; কারণ আদিত্য রাজা প্রথম বিক্রমাব্দের ভ্রাতা। উক্ত প্রথম বিক্রমাব্দ ৬৭০ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারম্ভ করেন; ইহাতে পূর্বের ১৪ বিক্রমাব্দ যোগ করিলে ৬৮৪ পাওরা যায়। সুতরাং বলিতে পারা যায় শঙ্কর ৬৮৪ খৃষ্টাব্দে জন্মিয়াছিলেন।

তৃতীয়। মাধবাচার্য্য একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পরিচয় দেওয়া নিম্নরোজন। ইনি শঙ্করের একটা গ্রহ-সংস্থান দিয়াছেন। ইহাতে ৪টি সাত্ৰ গ্রহ নিজ কুলে ও কেন্দ্রে অবস্থিত এইরূপ লিখিত আছে। মাধব জ্যোতিষ শাস্ত্রেও অপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু, তথাপি তাঁহার এরূপ গ্রহ সংস্থান বর্ণনা আমাদের নিকট কবিকল্পনা ভিন্ন আর কিছুই বলিয়া বোধ হয় না। কেননা, ইহা বস্তুনিষ্ঠ জ্যোতিষিক বর্ণনা হইলে মাধবাচার্য্য জন্মসময় ও অস্তিত্ব গ্রহণিত বলিতে কখনই বিবৃত হইতেন না। বাহা হউক আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে উক্ত চারিটি গ্রহের উক্তপ্রকার স্থিতিতে বাহা বাহা ঘটী উচিত তাহা শঙ্করের বাস্তবজীবনে ঘটী চাই অথবা তাহার সহিত

শঙ্করের জীবনের ঐক্য হওয়া চাই। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় এইরূপ অনুমানের বশবর্তী হইয়া উক্ত প্রকার গ্রহসংস্থান কোন সময়ে ঘটাইয়াছিল তাহা বাহির করিবার চেষ্টা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি শঙ্করের জন্ম-জাপক বাবতীর প্রবাদের এক এক খানি কোষ্ঠী প্রস্তুত করেন। কিন্তু কোনটাত্তে তিনি মাধববর্ণিত যোগ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন নাই। তবে তিনি যে যোগখানি কোষ্ঠী লইয়া শ্রম যত্ন করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত ৬৮৬ খৃষ্টাব্দে যে কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়াছেন, তদ্বর্ণনে বেশ প্রায়মান হয় যে ঐ কোষ্ঠীতে শঙ্করের মত একজন বড়লোক জন্মিতে পারে, অপর সমস্ত কোষ্ঠীতে তাহা ঘটে না। ইহাতে বেদান্তজ্যোতিষ, যুক্তিসম্বিত বাসিযোগ, তর্কমুক্তি-পরায়ণযোগ, জায়শান্তিযোগ, গ্রহকর্তৃত্বযোগ, যুক্তিযোগ, ভগবদ্রায়োগ, অরায়ুযোগ, জনকজননীবিয়োগযোগ প্রভৃতি শঙ্করের জীবনের 'অনুকূল' সমুদায় যোগ পাওয়া যায়; ইহাতে মাধবের কথিত তিনটি গ্রহ মিলে, একটীমাত্র অমিল থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আমাদের নিরূপিত সময়ের সহিত জ্যোতিষ-শাস্ত্রেরও সহায়তা রহিয়াছে।

এক্ষণে আমরা শঙ্করের সময় সম্বন্ধে প্রচলিত মত ৭৮৮ খৃষ্টাব্দ এবং আমাদের নিরূপিত ৬৮৪ বা ৬৮৬ খৃঃ এই দুইটি সময়ের সহিত স্থিরীকৃত ঐতিহাসিক ঘটনার কিরূপ ঐক্য আছে তাহা দেখিব।

১। বাহারা বলেন, য়ুন চুয়ঙ্ (Yuan-Chuang) ও ইংসিঙ্ (I-tsing) এই চীনপরিব্রাজকদ্বয় শঙ্করের পূর্ব-বর্তী, তাঁহারা আমাদের নিরূপিত সিদ্ধান্তে আপত্তি করিতে পারিবেন না; কেন না, ইংসিঙ্ যে সময় ভারতে, শঙ্কর তৎকালে বালকমাত্র। সুতরাং ইংসিঙের শঙ্কর নামোল্লেখের সম্ভাবনা কোথায়?

২। পূর্ববর্তী য়ুন-চুয়ঙের সমকালবর্তী এবং শঙ্কর যেভাবে পূর্ববর্তীর নাম করিয়াছেন তাহাতে পূর্ববর্তী শঙ্করের খুব বেশী পূর্বের বলিয়া বোধ হয় না। ৭৮৮ খৃঃ হইতে আরও ১০০ বৎসর ব্যবধান হয়।

৩। কান্দীরের রাজতরঙ্গিণী-বর্ণিত ললিতাবিভ্যাসের সময় গোড়ীর কি বকীর ব্রাহ্মণগণের শারদামঙ্গিরে শাস্ত্রবাদ কানিংহাম সাহেব শঙ্কর কর্তৃক বলিয়া দ্বিঃ করেন। ৬৮৬ খৃঃ হইলে উঠা সম্ভব হয়, ৭৮৮ খৃঃ হইলে আদৌ সম্ভব হইতে পারে না।

৪। কোম্বলেশ্বররাজকাল মতে বর্ণেল বাহা বলিয়াছেন, ৬৮৬ খৃঃ হইলে মিলে। (Sewall's S. I. D.) ৭৮৮ খৃঃ হইলে বড় দূর হইয়া পড়ে।

৫। মাধবোক্ত শঙ্কর প্রতীপকের মধ্যে জীহব, উদয়ন,

অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন ব্যতীত অনেকের সঙ্গে শঙ্করের সাক্ষাৎকার ৬৮৬খৃঃ হইলে সম্ভব হয়, কিন্তু ৭৮৮ হইলে কাহারও সহিত সাক্ষাৎকার সম্ভব হয় না।

৬। সর্বজ্ঞান্যকথিত আদিত্য রাজাকে ৬৮৬ খৃঃ হইলে পাওয়া যায়,—৭৮৮ খৃঃ হইলে পাওয়া যায় না।

৭। শৃঙ্গেরী-মঠে সুরেশ্বরের যে সময় দেওয়া হইয়াছে ৬৮৬ হইলে তাহা মিলে, কিন্তু ৭৮৮ খৃঃ হইলে তাহা অমিল হয়।

৮। ৬৮৬খৃঃ হইলে ঐফ্রেট সাহেবোক্ত বলীয় শঙ্করাচার্য্যকে শঙ্কর হইতে পৃথক্ করিতে হয় না। এই বলীয় শঙ্করের সময় শঙ্করাজ বৈদ্যবিভাটন করেন।

৯। ভাণ্ডারকার অনেক যুক্তি দেখাইয়া শঙ্করের সময় ৬৮০ স্থির করিয়াছেন। আমাদের নিরূপিত ৬৮৬ ভাণ্ডারকারের নিরূপিত সময়ের খুব নিকটবর্তী।

১০। ৬৮৬ খৃষ্টাব্দ হইলে ঞ্চরপাটলিপুত্রসংক্রান্ত কখনও মিলে, ৭৮৮ খৃঃ হইলে মিলে না। এ কারণ ৬৮৬ খৃঃ অব্দে শঙ্করের প্রকৃত আবির্ভাবকাল বলিয়া ধরা যায়।

শাঙ্করগ্রন্থ।

শঙ্করাচার্য্যের বিরচিত বলিয়া বহু গ্রন্থ পাওয়া যায়, নিম্নে অকারাদিক্রমে তাহাদের নাম উল্লিখিত হইল—

অচ্যুতাত্ত্বিক, অজপাগারদ্রী, পুরশ্চরণপদ্ধতি, অজ্ঞানবোধিনী নামী আত্মবোধটীকা, অথর্কবেদান্তর্গতোপনিষদ্বাচ্য, অষ্টমত-পঞ্চপদী, অধ্যাত্ম প্রকাশ, অধ্যাত্মবোধ, অধ্যাত্মবিভোপদেশ, অধ্যাসভাষা, অমৃতবৎসরস, অমৃতমুখিত, অন্নপূর্ণানবরতমালিকা, অপরাধক্ষমাতোত্র, অপরাধসুন্দরতোত্র, অপরাধতোত্র, অপ-রোক্ষাহুভূতি, অমরশতকটীকা, অষাষ্টক, অর্জুনারীষ্যষ্টক, অবদ্যুতযটক, অষ্টাঙ্গযোগ, আগমশাস্ত্রবিবরণ, আজ্ঞেনরতোত্র, আত্মজ্ঞানোপদেশপ্রকরণ, আত্মনিরূপণ, আত্মপঞ্চক, আত্মবোধ, আত্মযটক, আত্মানুভববিবেক, আত্মোপদেশবিধি, আনন্দলহরী-তোত্র, আখ্যা, আখ্যাসপ্ততি, জৈশ্বাত্তোপনিষদ্বাচ্য, উত্তরগীতাভাষা, উপদেশপঞ্চক, উপদেশসংগ্রহ, একশ্রুতাপদেশ, ঐতরেয়োপনিষদ্বাচ্য, কনকধারাতোত্র, কবিকরণটীকা, কাঠকো-পনিষদ্বাচ্য, কাদিক্রমমুখতি, কামাকীতোত্র, কারণপ্রকরণ, কাল-ভৈরবাত্তিক, কালিকাতোত্র, কান্দীপঞ্চক, কৃষ্ণবিদ্যাতোত্র, কৃষ্ণ-বিজয়, কৃষ্ণতোত্র, কৃষ্ণাষ্টক, কেনোপনিষদ্বাচ্য, কৈবল্যো-পনিষদ্বাচ্য, কোপীনপঞ্চক, কোবীতকোপনিষদ্বাচ্য, ক্ষমাত্তিক, গঙ্গাষ্টক, গণেশভূজতোত্র, গণেশাষ্টক, গণ্ডকীভূজতোত্র, গন্তব্য, গায়ত্রীভাষা, গিরিআদশক, গুরু প্রাতঃস্মরণমি, গুরু-তোত্র, গুরুষ্টক, গোপালতাপন্যোপনিষদ্বাচ্য, গোবিন্দমোদন-তোত্র, গোবিন্দভজনতোত্র, গোবিন্দাষ্টক ও তত্ত্বাচ্য, গোড়শারী-

ভাষা, গৌরীদশক, চক্রপাণিতোত্র, চতুর্দশকবিবেক, চতুর্বিধ-সংযোগতোত্র, চর্ণটপঞ্জরিকা, চিবানন্দভবরাজ, চিবানন্দাষ্টক, চিত্তা-পিতোত্র, ছান্দোগ্যোপনিষদ্বাচ্য, জগদ্বাত্তোত্র, জগদ্বাত্তিক, জ্ঞানগীতা, জ্ঞানভমাবীপিকা, জ্ঞাননৌকা (বিজ্ঞাননৌকা), জ্ঞানপ্রদীপ, জ্ঞানসন্ধান, জ্ঞানোপদেশ, তত্ত্বসংগ্রহ, তত্ত্বসার, তত্ত্বসার, তারাপঞ্চাটিকা, তারারহস্ত, তৈত্তিরীয়োপনিষদ্বাচ্য, ত্রিপুরীপ্রকরণ বা ত্রিপুরগুণিষদ্ব, ত্রিপুরসুন্দরীতোত্র, ত্রিবেণী-তোত্র, ত্রিশতীনামার্থপ্রকাশিকা, দক্ষিণামূর্ত্তিকর, দক্ষিণামূর্ত্তি-মন্ত্রার্থ, দক্ষিণামূর্ত্তিতোত্র, দক্ষিণামূর্ত্তাষ্টক ও টীকা, দত্তভূজ-তোত্র, দত্তমহিমাখ্যতোত্র, দশরত্নাভিধান, দশমোক্তী, দশাবতার-মূর্ত্তিতোত্র, দৃগ্‌দৃশপ্রকরণ, দেবীপঞ্চরস, দেবীভূজ, দেবীমানস-পূজাবিধি, দেবীভক্তি, দেব্যপরাধক্ষমার্পণতোত্র, দ্বাদশপঞ্জরিকা-তোত্র, দ্বাদশমঞ্জরী, দ্বাদশমহাবাক্যবিবরণ, দ্বাদশমহাবাক্য-সিদ্ধান্তনিরূপণ, দ্বাদশশিল্পতোত্র, ধাত্তোত্র, নর্দমাষ্টক, নব-রত্নমালিকা, নারায়ণতোত্র, নারায়ণোপনিষদ্বাচ্য, নিজানন্দা-ভূতি প্রকরণ, নিরঞ্জনাষ্টক, নীলগাথটক, নৃসিংহতাপন্যোপনিষদ্ব-তাস্ত, নৃসিংহপঞ্চরত্নমালা, পঞ্চামরতোত্র, পঞ্চপ্রকরণী ও টীকা, পঞ্চরত্ন, পঞ্চবক্তৃত্তোত্র, পঞ্চীকরণপ্রক্রিয়া ও টীকা, পঞ্চী-করণমহাবাক্যার্থ, পদকারিকারত্নমালা, পদ্মপুশ্পালিতোত্র, পরমহংসোপনিষদ্ব, পরাপূজা, পাণ্ডুরাষ্টক, পাণ্ডুগুণচপটিকা, পূর্বতাপন্যোপনিষদ্বাচ্য, প্রপঞ্চসার, প্রবোধসুধাকর, প্রমোত্তর-মালিকা, প্রমোত্তররত্নমালা, প্রমোপনিষদ্বাচ্য, বালকৃষ্ণাষ্টক, বালবোধসংগ্রহ, বাণবোধিনী, বাণাপঞ্চরত্ন, বৃহদারণ্যকো-পনিষদ্বাচ্য, ব্রহ্মগীতাটীকা, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মনামাবলী, ব্রহ্মভাব-তোত্র, ব্রহ্মহৃত্তভাষা বা শারীরক-মীমাংসাতাষা, ব্রহ্মানন্দভব, ভগবদগীতাভাষা, ভগবদ্যানসপূজা, ভট্টকাব্যটীকা, ভবানী-ভূজ, ভবান্তটক, ভূজপ্রয়াত, ভৃগুস্মৃতিপনিষদ্বাচ্য, ভৈরবাত্তিক, ভ্রমরাষ্টক, মণিকণিকাতোত্র, মণিরত্নমালা, মনীষাপঞ্চক, মন্-দীর, মহাকরণপ্রকরণ, মহাপুরুষতোত্র, মহাবাক্যপঞ্চীকরণ, মহাবাক্যবিবরণ, মহাবাক্যবিবেক, মহাবাক্যসিদ্ধান্ত, মহাবাক্যার্থ, মহাবেদান্তযটক, মাণ্ডুক্যোপনিষদ্বাচ্য, মানসপূজাবিধি, মীনাকী-তোত্র, মুকুন্দচতুর্দশ, মুক্তকোপনিষদ্বাচ্য, মৈত্রায়ণীয়োপনিষদ্বাচ্য, মোহমূকরণ, যতিস্বধর্ম্মভিক্তাবিধি, যমুনাত্তিক, যোগতারাণী, রাগবেশপ্রকরণ, রাঘবাষ্টক, রামভূজ, রামসংগরত্ন, রামাষ্টক, লক্ষ্মীনৃসিংহতোত্র, লঘুবাক্যভূতি ও টীকা, ললিতা ত্রিশতীভাষা, ললিতাসংহাসনমভাষা, বজ্রহুতপনিষদ্ব ও টীকা, বরদগণেশতোত্র, বাক্যভূতি, বাক্যসুখা, বিবেকচূড়ামণি বা বেদান্তবিবেকচূড়ামণি, বিদ্যনাথনগরীতোত্র, বিষ্ণুপাদবিকেশভূতি, বিষ্ণুভূজ, বিষ্ণু-বটপদী, বিষ্ণুসংহাসনভাষা, বিষ্ণুতোত্র, বৃহদাখ্যোপনিষদ্বাচ্য,

বেদসারশিবলহর্যনাম, বেদসারশিবলহর্য, বেদান্তপ্রক্রিয়া, বেদান্ত-
মন্ত্রবিগ্রহ, বেদান্তশাস্ত্র, বেদান্তশাস্ত্রসংক্ষিপ্তপ্রক্রিয়া, বেদান্তসার,
বেদান্তসিদ্ধান্তবীপিকা, বৈরাগ্যশতক, শতশ্লোকী ও টীকা, শ্রুত-
জ্ঞান, শাকটায়নোপনিষদ্ভাষ্য, শাস্ত্রবর্ণন, শিক্ষাপঞ্চক, শিবকেশাবি-
পাদান্তবর্ণনোক্তোক্ত, শিবগীতাভাষ্য, শিবদশক, শিবনামাবলী,
শিবশঙ্করবনোক্তোক্ত, শিবপঞ্চাক্ষরোক্তোক্ত, শিবপাদ্যনিকেশান্তবর্ণন-
োক্তোক্ত, শিবতত্ত্বানলকারিকা, শিবভূজক, বা শিবভূজপ্রায়-
োক্তোক্ত, শিবভূজকাটক, শিবানন্দলহরী, শিবষ্টক, শিবোক্তোক্ত,
জ্ঞানলানবরণ, জ্ঞানানন্দসার্কন, যেতান্বতরোপনিষদ্ভাষ্য, বটপদী-
োক্তোক্ত, বটপকরোক্তোক্ত, সংবিন্দনামালিকা, সপ্তশব্দী, সপ্তকেশ-
শারীরকভাষ্য, সক্তিমানন্দহৃদভবদীপিকা নারী পঞ্চপদীপ্রকরণটীকা,
সত্যসূত্র, সত্যচারণপ্রকরণ, সনৎকুমারী বিবরণ, সন্ধ্যাতাভাষ্য, সন্ন্যাস-
গ্রহণপদ্ধতি, সপ্তমঠায়নবর্ণনামাতিধান, সপ্তসূত্র, সপ্তদ্বীপিকা,
সহজাষ্টক, সাধনপঞ্চক, সিদ্ধান্তবিন্দু, স্বধেবাধিনী, স্তবসংহিতা-
ভাষ্য, স্তোত্রপাঠ, স্বরূপনিরূপণ, স্বরূপনির্ণয়, স্বায়মনিরূপণ বা
স্বায়মনিপ্রকাশ, স্বায়মপূজা, স্বায়মপ্রবেশ, স্বরাজ্যসিদ্ধি, হরিনাম-
মালা, হরিনীড়োক্তোক্ত বা হরিনোক্তোক্ত, হরিরক্তোক্তোক্ত, হস্তামলকোক্তোক্ত
বা হস্তামলকসংবাদ এবং তাহার টীকা ও হালাস্তাষ্টক।

উপরিবর্ণিত গ্রন্থনিচয় সকলই সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও উপনিষৎ-
ভাষ্যকার শঙ্করাচার্যকর্তৃক রচিত নহে। তাহা অনেক গ্রন্থের
তাহা, শঙ্করাচার্য ও উদ্দেশ্য আলোচনা করিলে সহজেই বুঝা যায়।
সনাতন হিন্দু ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা শঙ্করের নাম দিয়া রচিত
গ্রন্থের বা কবিতার খ্যাতিবিস্তারের অভিপ্রায়ে কোন ২ মহাত্মা
শঙ্করাচার্যের নামে স্ব স্ব গ্রন্থ চালাইয়া গিয়াছেন। ইহা
ব্যক্তি আদিগুরু শঙ্করাচার্যের মঠাধিকারী মহন্তগণও শঙ্করা-
চার্য উপাধিধারণ করিয়া আসিতেছেন। তাহাদের গ্রন্থও শঙ্করা-
চার্যের ভণিতা আছে। এতদ্ভিন্ন শঙ্কর নামধের কএকজন
আচার্যও গ্রন্থরচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই আমরা একাধিক
শঙ্করাচার্যের রচিত অনেকগুলি গ্রন্থ পাইয়াছি। চুইখের বিষয়
তাহাদের প্রত্যেককে পৃথকরূপে নির্ধারিত করিতে আমাদের
সাধ্য নাই। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে আদি শঙ্কর কএক-
খানি উপনিষদ্ভাষ্য, গীতা ও বেদান্তসূত্রভাষ্য, ও কেবলাষ্টক,
বেদান্তবিবরণ গ্রন্থ ভিন্ন অপর কোন গ্রন্থই রচনা করেন নাই।
এমন কি, তাহার নামে প্রচলিত বহু উপনিষদ্ভাষ্য ও বেদান্ত-
গ্রন্থ আছে, বাহা তাহার রচিত বলিতে আমাদের সন্দেহ হয়।
অবশিষ্ট অস্ত্রান্ত গ্রন্থগুলি নিঃসন্দেহে একাধিক শঙ্করাচার্যের
রচিত বলিয়া বিশ্বাস করা যায়।

শঙ্করাচার্যের দার্শনিক সিদ্ধান্ত।

শ্রীশঙ্করাচার্য কেবলাষ্টকবাব প্রচার করেন। এই

বাবটী মার্যাবাদ নামেও প্রসিদ্ধ। ইহার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম সম্বন্ধে
প্রাচীন উক্তি এই যে—

“মোকর্দেদে প্রবক্ষ্যামি বহুতং গ্রন্থকোটিভিঃ।

ব্রহ্মপত্যাং জগদ্বিখ্যা জীবো ব্রহ্মেব নাপরঃ ॥”

অর্থাৎ বহু গ্রন্থে শঙ্করাচার্যের দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যে
সকল সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে মোকর্দেদে তাহা প্রকাশ করা
যাইতেছে, সেই সিদ্ধান্ত এই যে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব
ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন।

কলতঃ শঙ্করের দার্শনিক অভিমত এই তিনটি বিষয়ের
প্রাগুচ্ছ আলোচনাতেই পর্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু একমাত্র
একই মূলতত্ত্ব। ব্রহ্ম মনোবাক্যের অগোচর, অপ্রত্যক্ষ,
অবিজ্ঞেয়, এক, অদ্বিতীয় ও চিন্মাত্র। শঙ্কর বলেন, এই বিচিত্র
বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্বে কেবল একমাত্র চিন্মাত্র পরম-
ব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন। এই পরমব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। ব্রহ্ম
সৎ আর সৃষ্ট জগৎ অসৎ। মাধ্যমিক বুদ্ধগণের সিদ্ধান্ত এই
যে সৃষ্টির পূর্বে কিছুই ছিল না। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য মাধ্যমিক
বুদ্ধগণের এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া বৈদিক মন্ত্রের ভিত্তিতে
এবং তর্কযুক্তির অমুৎসাহে উচ্চাধের বিপরীত সিদ্ধান্ত সংস্থাপন
করেন। তিনি বলেন, অসৎ হইতে সত্যের উৎপত্তি
অসম্ভব।

মাধ্যমিক বুদ্ধগণ শূন্যবাদী। তাহারা বলেন—

“রূপাণি রূপী পশ্যতি শূন্যম্। বিভাস্ত্যায়তনং পশ্যতি
শূন্যম্।” আবার অন্তত লিখিত আছে—

“শূন্যমাধ্যমিকং পশ্য পশ্য শূন্য বহির্গতম্।” মাধ্যমিক ১৮ অঃ।

এইরূপ শূন্যবাদ যে গুণিপ্রণীত গ্রন্থে না আছে তাহা নহে।

আমরা শ্রীভাগবতে দেখিতে পাই—

“ভব শঙ্কগণং চিত্তমাক্রম্য যোষি ধারয়েৎ।

তচ্চ তাক্ত্য স্মারোহো ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥” (১১।১৪)

আবার অন্তত—

“ধমধ্যে কুরু চান্দ্রানং আশ্রমধ্যেব খং কুরু।

আশ্রমং ধময়ং কৃৎস্না ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥”

এই সকল উক্তি শূন্যবাদের পোষক। শ্রীমদ্ভগবদ্রাচার্য
ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে যাইয়া মার্যাবাদের সাহায্যে এই
বিচিত্র বিশ্বপ্রপঞ্চকে কাব্যতঃ শূন্যে পরিণত করিয়াছেন।
তিনি ব্রহ্মের বৈরাগ্য স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা ব্যবহারিক
বিচারে এক প্রকার শূন্যবাদেরই অপর গঠি বলিয়া অস্বীকৃত
হয়, কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পদের ২৮ শ্লোকের
“নাতাব উপলক্ষেঃ” ভাষ্যে শঙ্কর প্রকারান্তরে শূন্যবাদের খণ্ডন
করিয়াছেন। শঙ্করের ব্রহ্ম “চিন্মাত্র” হইলেও উহা পূর্ণ ও সত্য

জ্ঞানানন্দেরূপ বলিয়া প্রখ্যাত। বৃহদারণ্যক উপনিষদ-
ভাবে তিনি ব্রহ্মকে পূর্ণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন যথা—

“ন বহুপছিতেন রূপেণ পূর্ণতাং বহামঃ কিন্তু কেবলেন
ব্রহ্মেণ।” বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৪।১।

শঙ্করের ব্রহ্ম নিগূঢ় চিন্মাত্র হইলেও উহা পূর্ণ ও বিত্ব।

ব্রহ্ম কেবল পূর্ণ ও বিত্ব নহেন, ইনি স্বপ্রকাশ।

জগৎসৃষ্টি বিষয় ধরিয়া শঙ্কর ঈশ্বরাত্মমান করিয়াছেন।
তিনি ব্রহ্মহৃতভাবে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে দ্বিতীয় হৃত-
ভাবে লিখিয়াছেন—

“ন যথোক্তবিশেষণত জগতো যথোক্তবিশেষণমীশ্বরং
মুক্তাত্ততঃ প্রধানাৎচেতনাদগুত্বা বা ভাবায়া সংসারিণো বা
উৎপত্তাদি সম্ভাবয়িতুং শক্যম্।”

অর্থাৎ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্মবাচীত শূন্য
বা অতীত অণু হইতে কিংবা জড় স্বভাব প্রকৃতি হইতে অথবা
পরমাণু হইতে, জন্ম কিংবা মরণবান্ সংসারী জীব হইতে এই
বিচিত্র জগতের এরূপ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হওয়া কোন প্রকারেই
সম্ভাবিত হইতে পারে না। শঙ্কর ভাবগদ্যার্থের পূর্ণ বিশ্বাসী।
তবে তাঁহার স্বীকৃত ভাব পদার্থ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব।
এই ভাব পদার্থটা চিত্তেক্সমাত্র।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষ্যে শঙ্কর লিখিয়াছেন—“আত্মনঃ
ব্রহ্মণো জ্ঞপ্তিন্ ভতো ব্যতিরিচ্যতে অতো নিতৈব্য। প্রাপ্তমন্ত-
বৎ নৌকিকত্ব জ্ঞানত্ব অন্তবস্বদর্শনাৎ অত তদ্বিত্যর্থঃ।” (২।১২)

অর্থাৎ চিন্মাত্রই আত্মার ব্রহ্মণ। এই জ্ঞান উহার ব্রহ্মণ
হইতে কোন প্রকারেই ভিন্ন নহে। অতএব উহা নিত্য। কিন্তু

লৌকিক জ্ঞানের সীমা আছে, জ্ঞান ব্রহ্মণ
আত্মার অন্তর্বদ্ধ নাই, উহা অসীম ও
ব্রহ্মণ।

অনন্ত। সচেতন জীব সকলে আমরা যে
জ্ঞান দেখিতে পাই, উহা তৃতীয় ব্রহ্মচৈতন্ত হইতে উপলব্ধ।
কঠোপনিষদ্ভাবে শঙ্কর লিখিয়াছেন—

“আত্মচৈতন্তনিমিত্তমেব চ চেতয়িত্বমন্যোবাম্”

ইত্যাদি। (২।১।৩)

অজ্ঞাত উপনিষদ্ভাবে এবং হৃতভাবে হইতে শঙ্কর-দর্শনের
এই প্রধানতম একটা সিদ্ধান্ত বিবৃতরূপে ও বিশদরূপে আলো-
চিত হইতে পারে। আত্মা যে চিন্মাত্র বা কেবল জ্ঞানব্রহ্মণ,
শঙ্করাচার্য্য এই সিদ্ধান্তটিকে বর্ণনাক্রমে বিবৃত করিয়াছেন।

শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নিগূঢ় ও নিষ্কিন্ন। ইনি স্থূল নহেন,
সূক্ষ্ম নহেন, অসূক্ষ্ম নহেন, কার্য্য নহেন,
নিষ্কর্মেব ব্রহ্ম কারণও নহেন। ব্রহ্ম ইচ্ছারাতীত। সূতরাং
কিছু বাক্যমনের অগোচর, সেখানে চকু দাঁতে পারেনা, মন

দাঁতে পারে না বাক্যও তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না।
তিনি শঙ্কর অগোচর। তিনি জ্ঞাতা নহেন জ্ঞেয় নহেন, তিনি
জ্ঞানের অতীত ও ক্রিয়ার অতীত।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য বেদান্তহৃতভাবে, গীতাত্মভাবে, বৃহদারণ্যক এবং
প্রভৃতি উপনিষদ ভাষ্যে নির্বিশেষ ব্রহ্মের বাচক এইরূপ
প্রমাণের উল্লেখ করিয়া খীর সিদ্ধান্ত সংস্থাপিত করিয়াছেন।

সবিশেষ বা সগুণ ব্রহ্মশঙ্করের অস্বীকৃত নহেন। শঙ্কর
বলেন, ঈশ্বরই সগুণ ব্রহ্ম। মারা সঘর্ষে ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্ম।
শঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তানুসারে সগুণ ব্রহ্ম মায়িক, সূতরাং ব্রহ্মের
গুণময় অভিব্যক্তি অনিত্য। গুণ যেমন অনিত্য ব্রহ্মের সগুণ
অভিব্যক্তি ও তাঁরূপ অনিত্য। প্রতিতে সবিশেষ ও সগুণ
ব্রহ্মের উল্লেখ আছে, শঙ্করাচার্য্যকে সেই সকল প্রতিবাক্য স্বীকার
করিতে হইয়াছে। কিন্তু শঙ্করের মার্য্যাবাদের ঐশ্বর্য্যালিক
প্রভাবে প্রতির সগুণ ব্রহ্ম অনিত্য ও মিথ্যারূপে কল্পিত হইয়া-
ছেন। শঙ্কর এই সগুণ ব্রহ্মেই শক্তি ও গুণাদির অস্তিত্ব
স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু এই সগুণ ব্রহ্ম যখন অনিত্য ও
মায়িক, তখন শক্তিও মায়িক। সূতরাং শঙ্করাচার্য্য বস্তুতঃ
আদৌ শক্তিবাদী নহেন এবং কোনও ক্রমে শক্তির পারমার্থিকত্ব
স্বীকার করেন না।

শঙ্কর বলেন, ব্যবহারিক ভাবেই এই সগুণ ব্রহ্ম স্বীকৃত
হইয়াছেন। জগতের উৎপত্তিস্থিতিপ্রলয় প্রভৃতির কারণও
এই সগুণ ব্রহ্ম। কিন্তু আত্মজ্ঞানের বিমল আলোকে যখন
মায়ার অন্ধকার বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তখন আর এই সর্বজ্ঞ ও
সর্বশক্তিমান ব্রহ্মের অস্তিত্ব থাকে না। নির্বিশেষ ব্রহ্মই এক
মাত্র সার ও পারমার্থিক তত্ত্ব। শাস্ত্র ও ব্যবহারের অমুরোধে
শঙ্কর এই সগুণ ব্রহ্মের স্বীকার করিয়াছেন। নচেৎ নির্বিশেষে
পরব্রহ্মই তাঁহার ব্রহ্মত্বের চরম সিদ্ধান্ত।

কেহ কেহ মনে করেন, অতেন্দবাদের বা অর্থেতবাদের শঙ্করাচার্য্যের
প্রবর্তিত, কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে বেদান্তহৃত পাঠ করিলে
সকলেই জানিতে পারেন যে বেদান্তহৃত রচিত হওয়ারও বহুপূর্বে
অতেন্দবাদের বা এদেশের ঋষিগণের মধ্যে এই সকল বাদ লইয়া
অর্থেতবাদের মধ্যেই বাদবিসংবাদ প্রচলিত ছিল। আগ্ররধা,
ঔড়ুলোমি, বাদরায়ণ, আত্মেরী, কাশকুৎস ও জৈমিনি
প্রভৃতি ঋষিগণ ব্রহ্ম ও জীব শব্দে ভিন্ন ভিন্ন অভিমত পোষণ
করিতেন। শঙ্করাচার্য্য বাদরি ও কাশকুৎসের মত সমর্থন
করিয়াই “ব্রহ্ম ও জীব অভিন্ন” এই মত প্রচার করিয়াছেন।
কেবল মারা দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের পার্থক্য হুচিত। জ্ঞানের
সাধনে মারা তিরোহিত হইলে জীব ও ব্রহ্মে কোনও তেজ
থাকে না। এই বিচিত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেবল মায়ারই সীমামাত্র,

ইহা অসং ও মারাবিজুস্তিত মাত্র। এক মাত্র ব্রহ্মই সং ও নিত্য। এই ব্রহ্ম এক ও অবিভীত। ব্রহ্মে ও জীবের কোন পার্থক্য নাই। মারাবশতঃ বিভিন্নতা দৃষ্ট হইলেও মূলভূতঃ এই উভয়েই এক; জ্ঞান ব্রহ্মের গুণ নহে, ব্রহ্ম চিদেক মাত্র ও বিত্ত্বজ্ঞানস্বরূপ।

ব্রহ্ম নিগুণ অর্থাৎ গুণগন্ধবিরহিত। যদি বল যে এই যে পুরিদৃশ্যমান বিচিত্র বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিলক্ষিত হইতেছে ইহা কি অবাস্তব? অভেদবাদী শঙ্কর ইহার উত্তরে বলেন পারমার্থিক হিসাবে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অদ্বীক ও অবাস্তব বই আর কি? সগুণ ব্রহ্মের মায়াগুণেই জগৎপ্রপঞ্চের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জগৎ একটা ইন্দ্রজাল মাত্র। এই মায়া অবিজ্ঞান নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। এই মায়া সং ও নহে, অসং ও নহে। তত্ত্বজ্ঞানের নিকট এই মায়া অসং বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, আবার বাহ্যিক জ্ঞানের সমক্ষে উহা সং বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। এই মায়া সমসদাশ্রিত্য ও অনর্কচর্যীয় মায়াই জগতের উপাদান। মায়াগুণসমরিত ব্রহ্মই ঈশ্বর নামে খ্যাত। ঈশ্বর মায়াশক্তির ইন্দ্রজালে ইন্দ্রজালিকের ভায় এই জগৎ মায়াধীন জীবের প্রত্যক্ষ গোচর করিতেছেন। মায়াই ভেদজ্ঞানের কারণ। এই যে অনন্ত জীব প্রত্যক্ষ গোচর হইতেছে, এই সকল জীবের পার্থক্য কেবল মায়াই জড়ীভূত মাত্র। নচেৎ এক অখণ্ড অবিভীত ব্রহ্ম ভিন্ন আর সকলই মায়ার ইন্দ্রজাল মাত্র। মায়াবদ্ধ জনের যে পার্থক্য-জ্ঞান, তাহাও মিথ্যা বদ্ধজীব মায়াই মোহ আবরণ ভেদ করিয়া পরমতত্ত্ব দেখিতে পায় না, সুতরাং মায়াবদ্ধ জীবের “অহং ব্রহ্ম” ইত্যাকার জ্ঞান হয় না। জীব নিজকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া মায়া উপাধি-বৈ অহং বলিয়া জ্ঞান করে। মারোপহিত দেহী জীব অহং জ্ঞান করিয়া ব্রাহ্মরূপে নিমজ্জিত থাকে, সুবিশাল ব্রহ্ম-মাগরের আনন্দলীলালহরী আর তাহার জ্ঞান-নেত্রের গোচর হয় না। আত্মা যে বিত্ত্বজ্ঞানস্বরূপ নিজগুণ ও অনন্ত, জীবের সে জ্ঞান থাকে না। জীবের জ্ঞান আপন দেহে সীমাবদ্ধ থাকে। তখন জীব আপন কৃতকর্মফলে মুক্তি হুঙ্কার অর্জন করে। তচ্ছব জীবকে সূত্র দুঃখ ভোগ করিতে হয় এবং জন্ম-মরণ-প্রবাহরূপ রাতনা সহ করিতে হয়। ঈশ্বর জীবগণের মুক্তি ও মুক্তির ফল প্রদান করেন। কল্যাণে জগতের প্রলয় হয়। তখন এই বিচিত্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মায়াতে বিলীন হয়। জীবের আর তখন উপাধি থাকে না। কিন্তু তখনও তাহাদের কৃত কর্মের প্রণাশ না হওয়ার আবার যখন সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন উহার কল্যাণমুখ্যে কল্যাণ গ্রহণ করে। এই প্রকারে মায়াবদ্ধ জীব অনন্ত সংসার প্রবাহে ভ্রমণ করিতে থাকে।

শঙ্কর বলেন, এই অনন্ত সংসার-প্রবাহ হইতে জীব কি প্রকারে বিমুক্ত হইতে পারে তাহার বিধান বেদে বিহিত হইয়াছে। কর্মকাণ্ডে বাগযজ্ঞ প্রভৃতি মুক্তির উপায় ক্রিয়াদির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাহাতে জীবের মুক্তিলাভ হয় না। স্বর্গাদির জন্ত যত যজ্ঞের অমুষ্ঠান করা বাউক না কেন, তাহাতে জীবের মুক্তি হইতে পারে না। বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডের পর্যালোচনাতে দুই প্রকার ব্রহ্মের বিষয় জানা যায়—এক সগুণ ব্রহ্ম, অপর নিগুণ ব্রহ্ম। সগুণ ব্রহ্ম ঈশ্বর নামে অভিহিত, জাগতিক ক্রিয়াদি এই সগুণ ব্রহ্মের কায়া। সগুণ ব্রহ্মের সহিতই এই জগৎপ্রপঞ্চের সম্বন্ধ। পরম ব্রহ্ম নিগুণ ও নিজগুণ। তাঁহার সহিত মায়িক জগতের কোনও সম্বন্ধ নাই, তিনি পরমাত্মা। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাতে মুক্তিলাভ হয় না। পরব্রহ্ম জ্ঞান না হইলে সংসার দুঃখ হইতে জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে না। “তত্ত্ব-মসি” মহাবাক্যের অমুষ্ঠানে জীব ও ব্রহ্মের ভিন্ন জ্ঞান তিরোহিত হইলেই জীব মুক্তিলাভ করিয়া স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। শঙ্কর সিন্ধান্তের ইহাই সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত মন্ত্র। [বেদান্ত শব্দ ট্রাইব্য।]

শঙ্করাদি (পুং) গুরুাক্ষর, শেত আকন্দ। (রাজনি°)

শঙ্করানন্দ (পুং) প্রতিগীতাটীকাকার। ২ ব্রহ্মসূত্রপ্রবীণ-রচয়িতা। ৩ বিবেকসারপ্রণেতা আনন্দাচার্য শিষ্য।

শঙ্করানন্দ, বাঞ্ছেশ ও বৈষ্ণবোদার পুত্র, ইনি সাম্য ও পঞ্চদশীকার মাধবাচার্যের গুরু। শঙ্করানন্দ আনন্দাচার্য মুনির শিষ্য ছিলেন। ইনি আত্মপূরণ নামক বৈদান্তিক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার রচিত অপরাপর গ্রন্থের নাম—ভগবদ্গীতাভাষ্যবোধিনী, শিব-সহস্রনামটীকা, সর্বপ্রমাণসার, বতাহুষ্ঠানপদ্ধতি। ইনি নিম্নলিখিত উপনিষদের দীপিকা রচনা করেন—অথর্ষশিখা, অথর্ষশিরঃ, অমৃতবিন্দু, আকণী, ঈশাবাস, ঐতরেয়, কাঠক অথর্ষশিখা, অমৃত-নাদ কেনোষিত, কৈবল্য, কোবীতক, গর্ভ, ছান্দোগ্য, জাবাল, তৈত্তিরীয়, নারায়ণ, নৃসিংহতাপনীয়, পরমহংস, প্রশ্ন, ব্রহ্ম, ব্রহ্মবল্লী, মহোপনিষদ্, মাণ্ডুক্য, মুণ্ডক, শ্বেতাশ্বতর ও হংস।

শঙ্করানন্দতীর্থ, শিবনারায়ণানন্দভার্গবের শিষ্য, ইনি ঘটপদীমঞ্জরী রচনা করেন।

শঙ্করানন্দনাথ, ত্রিপুরাহন্দরী-মহোদয়-রচয়িতা। ইনি রামানন্দ-নাথের শিষ্য, স্বীয় গ্রন্থে মন্ত্রমহোদয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

শঙ্করালয় (পুং) শঙ্করের অবস্থিতি স্থান, কৈলাস।

শঙ্করাবাস (পুং) ১ ভীমসেনী কপূর। (রাজনি°)

২ মহাদেব আবাস স্থান, কৈলাস।

* “উপনিষদ্-ভূত” ইহার অপর নাম। ইহাতে মোকাণ্ডের কৃতকর্মাদি উপনিষদের বিষয় লিপিবদ্ধ আছে

শঙ্করাখ্যা (জী) হুশশমী বৃক্ষ, ছোট শাঁইগাছ ।

শঙ্করীয় (ত্রি) শঙ্করসম্বন্ধীয় । (পা ৪।২।২০)

শঙ্কর্যণ (পুং) বিষ্ণু । (ভা ১৩।১৪।৭২)

শঙ্কব্য (ত্রি) শঙ্কবে হিতং শঙ্ক-ব্যং । শঙ্করণে উপযুক্ত ।

শঙ্কা (জী) ১ জাস ।

“শঙ্কতিঃ সর্বমাক্রান্তময়ং পানঞ্চ ভূতলে ।” (হিতোপদেশ)

২ বিতর্ক, সংশয় । (মেদিনী)

শঙ্কাময় (ত্রি) শঙ্কা-ময়ট্ । শঙ্কায়ুক্ত । (রামায়ণ ২।২২।৬)

শঙ্কিত (ত্রি) শঙ্কা জাতা অস্ত শঙ্কা-ইতচ্ । ১ ভীত । (ত্রিকা)
২ সম্মিষ্ট, অবিখ্যস্ত, তর্কিত । (পুং) ৩ চোরক নাম গন্ধ
দ্রব্য, গেটোলা । (রাজনি)

শঙ্কিতবর্ণক (পুং) শঙ্কিতং অত্র কোহ্যপ্যন্তি নাস্তীত্যাদিকং বা
বর্ণয়তি ভর্কয়তি ইতি বর্ণি-ধূল । ভঙ্কর, চোর ।

শঙ্কিতব্য (ত্রি) শঙ্ক-তব্যৎ । শঙ্কার যোগ্য, ভয়ের উপযুক্ত ।

শঙ্কিন্ (ত্রি) শঙ্কা বিত্তভেদস্ত । শঙ্কাবিত্ত । ভয়যুক্ত ।

শঙ্কু (পুং) শঙ্কাত্তেহম্মাদিতি শঙ্ক (ধরু শঙ্কু পীযুষ নীলমূলিশু ।
উণ ১।৩৭) ইতি কুপ্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধু । ১ হৃদয়,
চলিত মুড়াগাছ । ২ মৎস্ত বিশেষ, শাঁকোচ মাছ । ৩ শল্যাস্ত্র,
চলিত শেল । (অমর) ৪ সংখ্যাবিশেষ । লৌল্যবতী মতে দশ
লক্ষ কোটিতে এক শঙ্কু হয় । ৫ কীলক, চলিত গোঁজ বা খোটা ।
৬ জৈশ । ৭ কলুষ । (মেদিনী) ৮ পত্র-শিরাজাল । ৯ স্রোত ।
১০ রাক্ষস । (শঙ্কমালা) ১১ নখী নামক গন্ধদ্রব্য । (জটাধর)
১২ দীপ ও সূর্য্যের ছায়া পরিমাপের জন্য ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত
কাষ্ঠাদি নির্মিত দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত কীলক ।

“অর্কান্জলা চ হৃচ্যগ্রা কাস্তী দ্ব্যঙ্গুলমূলিকা ।

শঙ্কুসংজ্ঞা ভবেচ্চৈব তচ্ছায়াং পরিবরণেৎ ॥

মধ্যাহ্নহীনৈরাদিত্যযুক্তৈঃ ছায়াঙ্গুলৈর্হীরেৎ ।

যটু পুরিত দিবা দণ্ডং লঙ্কং দণ্ডাদিকং ভবেৎ ॥” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

১৩ দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ ।

“দ্বাদশাঙ্গুলকঃ শঙ্কুতদ্বয়শ্চ শয়ঃ স্মৃতঃ ।

তচ্চতুষ্কং ধর্মঃ প্রোক্তঃ ক্রোশো ধর্মঃ সহস্রিকঃ ॥” (তিথিতত্ত্ব)

১৪ জনমেজয়ের পুত্র । (ভারত ১।২৫।৮৩) ১৫ উগ্রসেনের

পুত্র (ভাগবত ৯।২৪।২৪) ১৬ ভূত । ১৭ কন্দর্প । ১৮ বন্দীক ।

১৯ শিবের অন্তঃস্থ গন্ধর্ব্ববিশেষ । ২০ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের

নবরত্নের এক রত্ন । ২১ হংসী । ২২ ঘড়ির কাঁটা ।

শঙ্কুক, ১ ভূবনাভ্যদরকাব্যপ্রণেতা । ইহার রচিত অলঙ্কার-
গ্রন্থের পরিচয় কাব্যপ্রকাশে পাওয়া যায় ।

২ একজন কবি । ময়ুরের পুত্র ।

শঙ্কুকর্ণ (পুং) শঙ্কু ইব কর্ণে যত । ১ গর্দভ । (ত্রিকা)

২ দানববিশেষ । (হরিবংশ ৩।১) ৩ নাগবিশেষ । (ভারত-
১। ৫৭। ১৫) (ত্রি) ৪ শঙ্কু মদ্রশ কর্ণবিশিষ্ট ।

“আত্মলজঃ কৃতজকেশরশঙ্কুকর্ণা-

মিহাদভীতদিগিতাদিরভিন্নধাওয়াৎ ।” (ভাগবত ৭।৩।১৫)

শঙ্কুকর্ণিন্ (ত্রি) শিব ।

শঙ্কুকর্ণেশ্বর (পুং) শিবলিঙ্গভেদ । (ভারত বনপর্ব)

শঙ্কুচি (পুং) শঙ্কুমৎস্ত, চলিত শাঁকোচমাছ । (শঙ্করমা)

শঙ্কুজিহ্বা (জী) জ্যোতিষোক্ত গণিতভেদ (Gnomon-sine) ।

শঙ্কুতরু (পুং) শঙ্কুরিব তরুঃ । শালবৃক্ষ । (শঙ্করমা)

শঙ্কুপথ (পুং) পথভেদ । (পা ৫।১।৭৭)

শঙ্কুপুচ্ছ (ক্রী) বাহাদেব পুচ্ছে ছিল আছে । (ভ্রমরাদি) ।

(রাজতর ৩।৩২৬)

শঙ্কুকর্ণিন্ (পুং) জলচর প্রাণিমাাত্র । (হেম)

শঙ্কুকলিকা[ফলী] (জী) হুশ শমী বৃক্ষ, ছোট শাঁই গাছ ।

শঙ্কুমৎ (ত্রি) শঙ্কু অত্যর্থে মতুপ্ । ১ শঙ্কুবাশিষ্ট, শঙ্কুযুক্ত ।

ত্রয়্যাং ভীপ্ । শঙ্কুমতী = ছন্দোভেদ ।

শঙ্কুমুখ (ত্রি) ১ শঙ্কুর ত্রায় মুখবাশিষ্ট । ২ বেজী, ইন্দুর প্রভৃতি ।
৩ কুণ্ডীর ।

শঙ্কুর (ত্রি) শঙ্কাত্তেহম্মাদিতি শঙ্ক বাহুল্যকারণচ্ । ১ ত্রাসদারী,
ভীষণ, ভয়ঙ্কর । (হেম) ২ দানবভেদ । (বিষ্ণুপু)

শঙ্কুলা (জী) শঙ্কু পূর্বাৎ লাভেঃ (আতোহম্মপসর্গে কঃ । পা
৩।২।৩) ইতি কপ্রত্যয়ে শঙ্কুলা, (উণ ১।৩৭) শঙ্কুপূর্ব্বান্নাতে
র্ষপ্রথমে কবিধাননির্মিত বা ক প্রত্যয়ঃ । (কাশিকা ৩।২।৬)

১ উৎপলপত্রিকা । ২ পুগকণ্ঠনী, চলিত জাতী, সুপারি
কাটিবার অন্ত্রাবশেষ ।

শঙ্কুলাখণ্ড (ক্রী) জাঁতীদারা দ্বিখণ্ডিত বস্ত্র ।

শঙ্কুবৃক্ষ (পুং) শঙ্কুরিব বৃক্ষঃ । শালবৃক্ষ । (রত্নমালা)

শঙ্কুশিরস্ (পুং) অঙ্গুরাবশেষ । (ভাগবত ৬।৬।৩০)

শঙ্কুশ্রবণ (ত্রি) শঙ্কুরিব শ্রবণো যত । শঙ্কুর ত্রায় কর্ণবিশিষ্ট,
শঙ্কুর ত্রায় কর্ণ হইলে রাজা হয় ।

“কৃপণাশ্চ হ্রস্বকর্ণাঃ শঙ্কুশ্রবণাশ্চ ভূপতয়ঃ ।”

(বৃহৎসংহিতা ৬।৮।৮)

শঙ্কুষ্ঠ (ত্রি) শঙ্কু-স্থা-ক । সস্ত যঃ । (পা ৮।৩।৯৭) শঙ্কুতে
অবস্থিত ।

শঙ্কুৎ (ত্রি) শম্ভু-কিপ্ । মঙ্গলকারী ।

শঙ্কোচ (পুং) শঙ্কুমৎস্ত । (জটাধর)

শঙ্কোচি (পুং) মৎস্ত বিশেষ, শাঁকোচ মাছ ।

“অথ শঙ্কুঃ শঙ্কুচিঃ ত্রাৎ শঙ্কোচিঃ শঙ্কুচীত্যপি ।” (শঙ্করমা)

শঙ্কু (পুং ক্রী) শাম্যতি অন্তঃস্তম্মাদিতি শম-থ (শমেঃ থঃ । উণ

১। ১০৪) সমুদ্রোত্তর জন্ত বিশেষ, চলিত শাঁখ। পর্যায় কঙ্ক (অমর), কণোজ, অজ, জলজ, (শকর) অর্গোভব, পাবনধ্বনি অন্তঃকুটিল, মহানাদ, যেত, পুত, মুখর, দীর্ঘনাদ, বহনাদ, হরিপ্রিয়। গুণ—কটুরস, পুষ্টিবর্দ্ধক, বীৰ্য ও বলপ্রদ, শুষ্ক, শূল, কফ, শ্বাস ও বিষদোষনাশক।

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—শব্দ, নাভিশব্দ, বিম্বক, শব্দক ও কাকড়া প্রভৃতি কোষহীমধুর, স্নিগ্ধ, বাতপিত্তহর, হিম, পুষ্টিদ, মলকারক, গুরুল ও বলবর্দ্ধক।

রাজবল্লভে উল্লিখিত হইয়াছে যে শব্দ ও সমুদ্রফেন নীতবীৰ্য্য, কষায়রসবিশিষ্ট ও অতি বহির্মলনিঃসারক।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শব্দোৎপত্তিবিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—দেবাদিদেব মহাদেবের মধ্যাহ্নভোক্তে সপ্ত দীপ্যমান শূল দামব-প্রবীর শব্দচূড়ের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়া তদীয় দেহ ভঙ্গসাৎ করিলে শিব সানন্দে উক্ত দানবের অস্থিসমূহ লবণাষু মধ্যে নিক্ষেপ করায় ঐ সকল অস্থি হইতে নানাপ্রকার শব্দের উৎপত্তি হয়। (ব্রহ্মবৈবর্ত প্রকৃতিখণ্ড ১৮ অঃ)

শব্দের মাহাত্ম্য—দেবতাদির পূজায় শব্দ অতি পবিত্র পদার্থ; শব্দের জল ভৌতবারি তুল্য এবং দেবতাদিগের সাতিশর প্রীতি-প্রদ, শব্দের ধ্বনি যতদূর পর্যন্ত সমুখিত হয়, তথায় লক্ষ্মীদেবী হিরভাবে অবস্থান করেন। শব্দে সর্বদাই হরির অধিষ্ঠান, অতএব যেখানে শব্দ থাকে, লক্ষ্মীজনানন্দন তথাকার সমস্ত অমঙ্গল দূর করিয়া নিয়ত সেই স্থানে অবস্থিত করেন। কিন্তু যদি কখন জীর্ণকর্তৃক ঐ শব্দ ধ্বনিত হয় তাহা হইলে লক্ষ্মী ও রুদ্র হইয়া অবিলম্বে তথা হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত) শব্দে কপিলা গাভীর হৃদয় পুরিয়া ওদ্বারা নারায়ণকে স্নান করাইলে অযুত সহস্র বজ্রের ফল লাভ হয়। যে কোন গাভীর হৃদয় শব্দে পূর্ণ করিয়া নারায়ণের স্নান করাইলে লোক ব্রহ্মদ লাভ করে। শব্দই গঙ্গাজল দ্বারা 'নমো নারায়ণায়' বলিয়া বিষ্ণুকে স্নান করাইলে জীব যোনিসঙ্কট হইতে মুক্ত হয়। শব্দসংলগ্ন বিষ্ণুপাদোদক তিল বা তুলসী সংমিশ্রিত করিয়া ভক্ত বৈষ্ণবকে প্রদান করিলে, লোক চান্দ্রায়ণ ব্রতের ফললাভ করে। নদী, তড়াগ, কূপ, সরোবর, হ্রদ প্রভৃতি যে কোন জলাশয়ের জল হউক না কেন তাহা শব্দই হইলে উহা গঙ্গাজলের তুল্য হয়। যে বৈষ্ণব শব্দই বিষ্ণুপাদাষু মস্তকে ধারণপূর্বক নিত্য বহন করে সে তাপসশ্রেষ্ঠ মধ্যে পরিগণিত হয়। ত্রিভুবনে যতগুলি তীর্থ আছে বাহুদেবের আচ্ছাদিত সমস্তই শব্দের ভিত্তর অধিষ্ঠিত; এ কারণে 'হং পুরা সাংগয়োৎপন্নো বিষ্ণুঃ বিধৃতঃ করে। নমিতঃ সর্বদৈবৈক শাকজন্ত নমোহস্ত তে ॥' এই মন্ত্রে সর্বদা শব্দের অর্চনা করা কর্তব্য। ফলপুষ্প চন্দনাদি

দ্বারা বিন বাহুদেবের সমক্ষে শব্দের অর্চনা করেন, লক্ষী সত্যত উহার প্রতি সদয় থাকেন। শব্দের অর্চনা করা দূরে থাকুক শব্দ দর্শন মাত্রই হৃদ্যোদয়ে শিশিরবিন্দুসমূহের স্তায় পাপরাশি বিলস প্রাপ্ত হয়। পাকজন্ত শব্দের নাদে অম্বরপত্নীদিগের গর্ভ-সমূহ সহস্রাধা বিস্তৃত হইয়া বিনষ্ট হয়। যমদূত, শিশাচ, উজ্জগ, রাক্ষস প্রভৃতি, মস্তকে শব্দোদক ধারণশীল ব্যক্তিকে দেখিয়া ভীত-চিত্তে দূরে পলায়ন করে। নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য স্নানার্চন বিলেপনাদিতে বিনি শব্দের অর্চনা করেন, যেতরূপে উহা গতি হয়। (পাশ্বোত্তরখণ্ড ১২৯ অঃ)

দক্ষিণাবর্তশব্দমাহাত্ম্য—পূর্বদিকগামিনী নদী সমীপে গিয়া দক্ষিণাবর্তশব্দ দ্বারা বিধিবৎ অভিব্যক্ত করিলে অপেক্ষাপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। তিল ও জল মিশ্রিত দক্ষিণাবর্ত শব্দ দ্বারা উক্তরূপ পূর্বদিকগামিনী নদীর গর্ভে নাভি পর্যন্ত নিমজ্জিত করিয়া যথাবিধি অভিব্যক্ত করিলে যাবজ্জীবনের পাপ-রাশি ক্ষণ মধ্যেই দূরীভূত হয়। দক্ষিণাবর্তশব্দ দ্বারা পরিপোষিত জল জটিলিতে মস্তকে ধারণ করিলে জন্মান্বিত পাপনিচয় স্বেচ্ছা-বিনষ্ট হয়। ইহা দ্বারা কখনও মংত্র কিম্বা শূকর হনন করিবে না। এই শব্দে করিয়া জলপান করা সর্বদাই নিষিদ্ধ। (বরাহপুঃ)

দক্ষিণাবর্তশব্দ সাধারণতঃ দুপ্রাপ্য। এই কারণে উহার মূল্যও অধিক। একটা দক্ষিণাবর্ত শব্দ গুণারসারে ৪০০, ৫০০ টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। বারাবর্তশব্দের যে স্থলে মুখসংযোগ করিয়া আমরা শব্দনাদ উচ্চারণ করি, দক্ষিণাবর্তের সেই মুখ কর্ণে লাগাইলে এক অক্ষতপূর্ব মধুরধ্বনি কর্ণকূহরে প্রবেশ করে। এই মহার্যতা নিবন্ধন ইহা একটা রত্ন বলিয়া গণ্য।

আত্মকাচারতত্ত্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে দক্ষিণাবর্তশব্দ দ্বারা হরির অর্চনা করিলে সপ্তকল্পকৃত পাপ একেবারে দূরীভূত হয়।

যুক্তিকল্পতরু প্রভৃতিতে শব্দকে রত্নবিশেষের মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে। এই শব্দ কীরোদোপকূলে সুরাষ্ট্রদেশে বা তন্ত্রের অন্ত্যস্ত স্থানেও পাওয়া যায়। ইহার বর্ণ তরুণাঙ্গসমূহ বা শিশুভূত, মুখ সাতিশর হস্ত, ইহা অতিশর গুরু ও বৃহৎ; বাম ও দক্ষিণাবর্তভেদে ইহাও দ্বিবিধ। তন্মধ্যে দক্ষিণাবর্তগুলি আয়ু, ধন ও ধনবর্দ্ধক; বিনি এই শব্দ দ্বারা শ্রদ্ধার সাহিত বারি গ্রহণ করেন, তিনি সর্বপাপাবিনিমুক্ত হইয়া পুণ্যলোক প্রাপ্ত হন। ব্রতাকার ভাব, স্নিগ্ধতা ও নিম্মলতা এই তিনটি শব্দের গুণ। এই শব্দে যদি আবর্তভঙ্গরূপ কোন দোষ ঘটে, তাহা হইলে সর্বসংযোগ দ্বারা সেই দোষের শাস্তি হইতে পারে। এই শব্দগুলি আবার ব্রাহ্মণকত্রিগোপিতভেদে চারিবিধে বিভক্ত।

কীরোদকূলেহপি সুরাষ্ট্রদেশে তদন্ততোহপি প্রতবন্ত শব্দাঃ।

অককবর্ণাঃ শিশুভূতাসঃ সুরাসবক্তাঃ গুরুবো মহান্তাঃ ॥

তে বামদক্ষিণাবর্তভেদেন বিবিধা মতাঃ ।

দক্ষিণাবর্তশঙ্খস্ত কুর্ধ্যাদ্যবর্ণশোধনম্ ॥

ভেদৈব শিরসা যন্ত শঙ্খধানঃ প্রতীকৃতি ।

বারি হিমা স পাণানি পূণ্যমাপ্নোতি মানবঃ ॥

বৃত্তং দ্বিগুণতাক্ষং শঙ্খস্তেতি গুণত্রয়ম্ ।

আবর্তভজদোষো হি হেমযোগাচ্ছিন্ততি ॥

ব্রহ্মাদিভাতিভেদেন স পুনস্ত চতুर्वিধঃ ॥” (বৃত্তিকল্পতরু)

দেবপূজাকালে বাজাইবার জন্য যেরূপ শঙ্খের আবস্তক আর-
ত্রিকাদিতেও সেইরূপ “পাণি শঙ্খের” প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় ।

শঙ্খ শব্দজাতির (Mollusca) অন্তর্গত এবং একটা স্বতন্ত্র
পরিবারভুক্ত । পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ শঙ্খ শব্দ বা তাহার বাস্তব্যনি
হইতেই ইহার Conch-shell বা Chauk-shell নামকরণ
করিয়াছেন । এই জাতীয় জীবের বৈজ্ঞানিক নাম Turbinelle
pyrum । একমাত্র ভারতমহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরে শঙ্খ-
জাতীয় শব্দক পাওয়া যায় ।

প্রাচীন হিন্দুগণের নিকট শঙ্খবাস্তব পরম পবিত্র । স্বয়ং
বিষ্ণু শঙ্খক্ষেত্রগদাপন্নধারী । যুদ্ধে প্রধান প্রধান রথী এবং
সেনাদল ও শঙ্খনিদানে ধরাডল প্রকল্পিত করিত, ইহা তৎকালে
তুরীভেরী অপেক্ষা অধিক প্রচলিত ছিল । প্রত্যেক রথীর স্ব স্ব
শঙ্খ থাকিত । যথা—শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্ম, অর্জুনের দেবদত্ত,
ভীমের পোণ্ড্র, ধৃতিষ্ঠিরের অনন্তবিজয়, নকুলের সুঘোষ,
সম্ভবেবের মণিপুষ্পক ইত্যাদি । (গীতা)

প্রতি হিন্দুমন্দিরে পূজার সময় অথবা সন্ধ্যাকালে শঙ্খনাদ
হইয়া থাকে । কোন কোন স্থানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার্থ গমনকালে ও
প্রাঙ্গণাদি সময়েও শঙ্খ বাজাইয়া যাইতে দেখা যায় । অষ্ট্রেলোসিয়া
ও পোলিনেসিয়া দ্বীপবাসীরা Triton tritonis নামক শব্দক
কাটিয়া ঐরূপ শঙ্খের পরিবর্তে ব্যবহার করে । পাশ্চাত্য সভ্য-
জাতির মধ্যেও ঐরূপ Buccinum whelk নামক শব্দক
বাজাইবার প্রথা আছে । লাতিনভাষায় Buccina শব্দই তাহার
সাক্ষ্যদান করিতেছে ।

বাঙ্গালার ঢাকা অঞ্চলের শঙ্খবণিকেরা শাঁক কাটিয়া স্তম্ভর
স্তম্ভর চুড়ী, বালা, শাঁকা, বোদাম, পায়ের বঁকী প্রভৃতি প্রস্তুত
করিয়া থাকে । ছোট শাঁক অপেক্ষা বড় শাঁকের আদর বেশী,
কারণ তাহাতে নানা শিল্পকাৰ্য্য চলিতে পারে । ভারতের সভ্য
ও অসভ্য জাতির মধ্যে শঙ্খনির্মিত অলঙ্কার ধারণ করিবার
রীতি আছে । কোন কোন দেবমন্দিরে শঙ্খের প্রদীপে স্তব
দিয়া আলোক আলিয়া দেওয়া হয় । ধোবারা বস্ত্রাদি আচ্ছন্নদাত্ত
করিবার সময় উপরিভাগ শাঁক দিয়া ঘসিয়া দেয়, তাহাতে
উপরের পাড় বেশ চক্চকে দেখায় ।

একসময়ে মায়ার উপসাগরে প্রায় ৪০ লক্ষ শঙ্খ পাওয়া
গিয়াছিল । উহা লক্ষাধিক টাকার বিক্রীত হয় ।

[শঙ্খের অপরাপর বিবরণ শব্দক শব্দে দেখ ।]

২ রণবাস্তবিশেষ । পর্যায়—তত্ত্বতুর্গা, গন্ধতুর্গা, রণতুর্গা,
মহাশন, সংগ্রামপটহ. অভয়ডিগুম, মহাদম্ব, নৃপাতীক, ভীক.
কোলাহল । (শব্দরত্না)

৩ ললাটাস্থি, কপালের অস্থিভেদ ।

“তত্র ভ্রগুণশঙ্খললাটাস্থিপুটৌষ্ঠদন্তবেষ্টকক্ষাকৃকিবজ্জগেব
তির্য্যাক্ছেদ উক্তঃ ।” (সুশ্রুত)

৪ কুবেরের নিদ্রাবিশেষ । (২১০:১:৬)

“নিধিপ্রবরমুগৌ চ শঙ্খপদৌ ধনেশ্বরৌ” (মহাভারত ২১০:১:৩৬)
মার্কণ্ডেয়পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে—৮ প্রকার নিধির মধ্যে
শঙ্খ অষ্টমনিধি । ইহা রজঃ ও তমোগুণাবিশিষ্ট, এই হেতু ইহার
অধীশ্বরও তত্ত্বগুণ প্রাপ্ত হয় । যিনি শঙ্খনিধির অধিপতি তিনি
সর্বদা কেবল একমাত্র আত্মপরিপোষণই রত ; এমন কি
সুখদুঃ, ভায়া, ভ্রাতা, পুত্র, পুত্রবধূ প্রভৃতি স্বজনবর্গের অন্ন
বস্ত্রাদির উৎকৃষ্টাপকৃষ্টের প্রতিও কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করেন না,
নিয়ত আত্মপরিচরিত্তির জন্যই ব্যস্ত থাকেন ।*

৫ নখীনামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ ।

“মনঃশিলা ত্র্য যণশঙ্খমাক্ষিকৈঃ ।

সিসৃক্ষাসীসরসাজ্ঞানঃ ক্রিয়াঃ ॥” (সুশ্রুত ৩:১৭)

৬ কর্ণের নিকটবর্তী অস্থিভেদ । (রাক্ষস)

“কর্ণে শঙ্খৌ ভ্রুবৌ দন্তবেষ্টাবোষ্টৌ ককুল্লরৈঃ” (যাক্ষবল্য)

৭ অষ্টনাগনারকাস্তর্গত নাগবিশেষ ।

“অনন্তো বাসুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মস্ত তক্ষকঃ ।

কুলীরঃ কর্কটঃ শঙ্খো হৃষ্টৌ নাগাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥”

৮ হস্তদন্তের মধ্যভাগ । (ত্রিকাণ্ডশেষ) ৯ দশ নিখক-
সংখ্যা বা লক্ষকোটি

“একং দশ শতৈকৈব সহস্রমযুতং তথা ।

লক্ষকং নিযুতৈকৈব কোটিরকুর্মমৈব চ ॥

* “মুক্তম্ভো দল্লকৈশ্চ নীলঃ শঙ্খোহষ্টমোনিধিঃ ।

রক্তম্ভোমরুচ্যন্তঃ শঙ্খসংজ্ঞো হি ধো নিধিঃ ।

ভেনাপি নীয়েতে বিপ্র ভদ্রগুণিঃ নিধীষঃ ॥

একৈকৈব ভবত্যেব নরঃ নাস্তমুপশিতি চ ।

বস্ত্র শঙ্খো নিধিস্ততঃ বরুণঃ কৌটিল্যে শ্রুতঃ ॥

এক এবাচ্ছনা স্তম্ভময়ং ভূতে ভূতৈঃ উখ্যায়নম্ ।

কবরভুক্ত পল্লভমো ন চ শোভনবস্ত্রভূক্ ।

ন বহতি ব্রহ্মদাতাখ্যাত-পুত্র-স্ব-অনিয়মঃ ॥

অশোষণশঙ্ক শঙ্খী নরো ভবতি সর্বদা ॥” (মার্কণ্ডেয় ৬:৮ অঃ)

বৃন্দঃ শর্কো নিখরুন্ড শঙ্খপত্রৌ চ সাগরঃ ।

অভ্যং মধ্যং পরাদিকং দশবৃত্তা বধ্যাক্রমঃ ॥" (ত্র্যম্বক°)

৯ বর্ষশাস্ত্রপ্রবোধক বৃন্বিশেষ ।

"নবত্রিবিবৃহারীভবাক্তব্যকোশনোহরিয়াঃ ।

বদাপত্তবসবর্তী কাত্যায়নবৃহস্পতী ॥

পরামর্যাসশঙ্খলিখিতা নক্ষগোতমৌ ।

। শাতাতপো বশিষ্ঠন্ত বর্ষশাস্ত্রপ্রবোধকঃ ॥" (যাজ্ঞবল্ক্যবচন)

শঙ্খক (পুং ক্রী) শঙ্খ স্বার্থে কন । ১ কণু, শঙ্খ, শাঁখ ।

(ক্রী) ২ বলয় । (মেদিনী) (পুং) ৩ শিরোরোগ বিশেষ ।

ইহার লক্ষণ—

"পিত্তরক্তানিলা চূর্ণাঃ শঙ্খদেশে বিমুক্তিতাঃ ।

তীক্ষ্ণগদাহরাগং চি শোথং কুর্ক্ণস্তি দারুণম্ ॥

স শিরো বিষবদ্ বেগান্নিকৃধ্যাতু গলন্তথা ।

জিরাভ্রাজ্জীবিভং হস্তি শঙ্খকো নাম নামতঃ ।

আহং জীবতি তৈষাং প্রাত্যাহারাত্ কারয়েৎ ॥"

(ভাবপ্র° শিরোরোগ°)

পিত্ত, রক্ত ও বায়ু বদ্ধিত এবং দুহিত হইয়া শঙ্খদেশে অতিশয় বেদনা ও দাহবৃত্ত ভয়ঙ্কর শোথ উৎপাদন করে, এই শোথ বিষের ভায়ে বেগবান হইয়া অবিলম্বে মৃত্যু ও গলদেশকে রুদ্ধ করে; এই রোগ হইলে আরও ৩ দিনের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হয় । এই তিন দিন জীবিত থাকিলে, পরে প্রাত্যাহার অবস্থায় তাহার চিকিৎসায় ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । ৪ ললাটাত্মি ।

"যৌ শঙ্খকৌ কপালানি চম্বারি শিরসন্তথা ।

উরঃ সপ্তদশাঙ্গীন পুরুষস্তাস্তিসংগ্রহঃ ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ৩।১০)

৫ নীলকান্ধী, চলিত নীলবর্ণ হিরাকম্ । (বৈজ্ঞকনি°)

শঙ্খকন্দ (পুং) শঙ্খালু, চলিত শাঁক আলু । (পর্যায়সু°) .

শঙ্খকর্ণ (পুং) শিবাহুচর গণভেদ ।

শঙ্খকার (পুং) শঙ্খ করোতাতি শঙ্খ কৃ-অণ্ । বর্গসকর জাতি বিশেষ, শাঁখারি, এই জাতি শঙ্খ দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করে । শৃঙ্গার গর্ভে বিশ্বকর্নার ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি হয় । (ত্র্যম্বকবৈবর্তপু°) পর্যায় শাঙ্খক, কাষক, শাখবিক ।

শঙ্খকুন্তপ্রাস (ক্রী) কুন্তাহুচর মাতৃভেদ । (ভারত ৯ পর্ব°)

শঙ্খকুশ্মা (ক্রী) শঙ্খপুপী, যেত অপরাভিতা । (রাজনি°)

শঙ্খকূট (পুং) ১ পর্বতভেদ । (বার্ক° পৃ° ৩৫।১২)

২ নাগভেদ । (হেম°)

শঙ্খচরী (ক্রী) শঙ্খে ললাটাত্মিঃ চরতীতি চর-ট, ত্রিরাং ভীষ । ললাটিকা । (ত্রিক°)

শঙ্খচর্চী (ক্রী) ললাটিকা । (শব্দরত্ন°)

শঙ্খচূড় (পুং) দৈত্যভেদ । তুলসীর বানী । ত্র্যম্বকবৈবর্ত

পুরাণে শঙ্খচূড়ের বিবর এইরূপ লিখিত আছে যে, তুহানী নামে গোপ ক্রীমতী নামিকার শাপে বৈতান্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া শঙ্খচূড় নামে বিখ্যাত হইয়াছিল । শঙ্খচূড় তপস্বী দ্বারা এক কবচ লাভ করিয়া দেবগণের অজ্ঞের হন । তুলসীর সহিত শঙ্খচূড়ের বিবাহ হয় । শঙ্খচূড় দেবগণকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বর্গের আধিপত্য লাভ করে । তৎপরে এক মন্তর কাল দেব, দানব, অসুর, গন্ধর্ব প্রভৃতির শাসনকর্তা হইয়া তাহাদিগকে শাসন করিতে থাকে । দেবগণ স্বীয় অধিকার চ্যুত হইয়া ভিক্ষুকের ভায় বিচরণ করিতে লাগিলেন । তখন দেবগণ ত্র্যক্ষর শরণাগত হন ; অনন্তোপায় হইয়া ত্র্যক্ষা মহাদেব ও দেবগণের সহিত গোলোকে গমনপূর্বক তথায় বিষ্ণুর নিকট সমুদ্র বৃত্তান্ত বর্ণন করেন ।

তগবান্ বিষ্ণু দেবগণের বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিলেন, মন্তরকাল অতীত হইয়াছে, শঙ্খচূড়ের শাপাবসান সময় উপস্থিত, মহাদেব এই শূল গ্রহণ করুন, এই শূল দ্বারা এই দানবকে সংহার করিবেন । শঙ্খচূড় আমারই সর্বমঙ্গলকর মঙ্গল কবচ ধারণ করিয়া সকলের নিকট অজ্ঞের হইয়াছে, সেই কবচ তাহার কর্ণে থাকিতে কেহই তাহাকে বধ করিতে পারিবে না । এজন্ত আমি ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া এই কবচ চাহিয়া লইব এবং তুমিও তাহাকে বধ দিয়াছ যে, যখন তাহার পত্নীর সতীত্ব বিনষ্ট হইবে, সেই সময় ভিন্ন তাহার মৃত্যু হইবে । অতএব তদ্বিষয়ে একটা উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য ।

পরে দেবগণ শঙ্খচূড়ের সহিত স্বর্গরাজ্যের জন্ত যুদ্ধারম্ভ করেন এবং ভগবান্ বিষ্ণু ব্রাহ্মণবেশে তাহার নিকট হইতে এই কবচ গ্রহণ ও শঙ্খচূড়ের রূপ ধারণ করিয়া তাহার পত্নী তুলসীর সতীত্বনাশ করেন । এইরূপে তদীয় কবচ গৃহীত ও পত্নীর সতীত্ব বিনষ্ট হইলে মহাদেব শূল দ্বারা তাহাকে সংহার করেন । শঙ্খচূড় শাপ বিমুক্ত হইয়া পুনরায় গোলোকে প্রত্যাবর্তন করে ।

(ত্র্যম্বকবৈবর্তপু° প্রকৃতিখণ্ড°)

[তুলসী শব্দ দেখ]

শঙ্খচূড়ক (পুং) নাগভেদ । (হেম°)

শঙ্খচূড়েশ্বরতীর্থ (ক্রী) তীর্থভেদ ।

শঙ্খচূর্ণ (ক্রী) শঙ্খ চূর্ণ । শঙ্খজাত চূর্ণ, শাঁখের শুড়া । শুণ কটু, কার, উষ্ণ, ও ক্রিমনাশক ।

"শঙ্খচূর্ণং কটু কারমুখ্যং ক্রিমিহরং পরং ॥" (রাজব°)

শঙ্খজি (পুং) শঙ্খাজ্যতে ইতি জ-ড । ১ মুকাত্তে, কপোত-ডিঘবৎ বৃহৎসুতা । (ত্রি) ২ শঙ্খজাত বস্তু, যে সকল দ্রব্য শঙ্খ হইতে উৎপন্ন হয় ।

শঙ্খজাতী (ক্রী) রাজকন্ত্যভেদ । (ভারনাব°)

শঙ্খ (পুং) ১ কদ্রাবপাণের পুত্রভেদ। (রামা° ১৭০।৩২)
২ বজ্রনাভের পুত্র। নামান্তর শঙ্খনাভ।

শঙ্খতীর্থ (স্ত্রী) তীর্থবিশেষ।

শঙ্খদত্ত (পুং) কবিত্তেদ। ইনি কাম্বীরাজ জরাণীড়ের সভায়
বিজ্ঞমান ছিলেন। (রাজতর° ৪।৪২৬)

শঙ্খদারক (পুং) শঙ্খকার, শাঁথারী।

শঙ্খদ্রাবক (পুং) শঙ্খ দ্রাবকতীতি জ-গিচ্-বুল্। ঔষধ
বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—আকন্দ ছাল, সিদ্ধমূল, তেতুল ছাল,
তিলকর্ষ, সোঁদাল ছাল, চিতা, অপাঙ্গ, এই সকল দ্রব্যের ভগ্ন
সমান ভাগে লইয়া জলে গুলিয়া ছাকিয়া লইতে হইবে। পরে ঐ
কারকল যতক্ষণ না লবণ রস হয়, ততক্ষণ উহা মূহু অগ্নিতে পাক
করিতে হইবে। পরে ঐ লবণ রস ৪ তোলা, যবক্ষার, সাচিকার,
সোহাগা, সমজ্বকেন, গোদন্তী, হরিতাল, হীরাকস, ও সোরা
প্রত্যেক ৪ তোলা, পঞ্চলবণ প্রত্যেকে ৮ তোলা, এই সকল দ্রব্য
একত্র করিয়া অগ্নয়োগে কাচকূপীর মধ্যে ৭ দিন রাখিয়া দিবে,
পরে শঙ্খচূর্ণ ৮ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া বারুণীযন্ত্রে
চুয়াইয়া লইলে দ্রাবক প্রস্তুত হয়। এই দ্রাবকে কড়ি ও শঙ্খ
প্রভৃতি দ্রব্য দ্রবীভূত হইয়া যায়। সেবনে প্রাণ-বক্রুৎ প্রভৃতি
উদররোগ আশ্রয়িত হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° প্রীহযন্ত্রদধি°)

শঙ্খদ্রাবকরস (পুং) ঔষধ বিশেষ; ইহা শঙ্খদ্রাবকরস ও মহা-
শঙ্খ দ্রাবকরসভেদে দুই প্রকার। শঙ্খদ্রাবকরস প্রস্তুতপ্রণালী—
শঙ্খচূর্ণ, যবক্ষার, সাচিকার, সোহাগা, পঞ্চলবণ, কটকিরি ও
নিশাদল এই সকল দ্রব্য সমভাগে কাচকূপীতে স্থাপিত করিয়া
বারুণীযন্ত্রে চুয়াইয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়; এই রসে অর্দ্ধ
গ্রহের মধ্যে শঙ্খ প্রভৃতি দ্রব্য দ্রবীভূত হয়। ইহার মাত্রা ১০
বা ১২ কোটা। এই রস আহারাশ্বে সেবনীয়, ইহা সেবন করিলে
অতিশয় অধিবৃদ্ধি ও গুল্ম প্রীহা প্রভৃতি সকল প্রকার উদররোগ
প্রশমিত হয়।

মহাশঙ্খদ্রাবকরস প্রস্তুতপ্রণালী—তেতুল ছাল, অম্বল ছাল,
সিদ্ধমূল, আকন্দছাল, ও অপাঙ্গ এই সকল দ্রব্যের পৃথক পৃথক
কারকল প্রস্তুত করিয়া লবণ প্রস্তুত করিতে হইবে। পরে
সোহাগা, যবক্ষার, সাচিকার, পঞ্চলবণ, হিজু, হরিতাল, লবঙ্গ,
নিশাদল, আয়কল, গোদন্তী, হরিতাল, স্বর্ণনাসিক, গজবোল, বিষ,
সমুদ্রকেন, সোরা, কটকিরি, শঙ্খচূর্ণ, শঙ্খনাভিচূর্ণ, প্রস্তরচূর্ণ,
মনছাল, ও হীরাকস এই সকল চূর্ণ সমভাগে বেতের রসে ভাবনা
দিয়া কাচকূপীতে স্থাপন করিবে। পরে ৭ দিন বজ্রায়ত
করিয়া রাখিয়া পশ্চাৎ মূহু অগ্নিতে বারুণীযন্ত্রে পাক করিয়া
সারাংশপাণ্ডন করিবে। ঐ দ্রব্যংশ জলসংযুক্ত কোন কাচপাত্রে

রাখিতে হইবে। এই ঔষধ এক রতি পরিমাণে পানের সহিত
সেবনীয়। প্রতিদিন ইহা সেবন করিলে কাস, শ্বাস, ক্রম, শ্রীহা,
যক্ৰুৎ, অলীর্ণ, রক্তপিত্ত প্রভৃতি বহুবিধ রোগ আশ্রয়িত হয়।
প্রাণ-বক্রুৎদধিকারে ইহা অতিশয় উৎকৃষ্ট ঔষধ। কঠ পথ্য
ভোজন করিয়া এই ঔষধের ১ রতি সেবন করিলে তত্তৎক্ষণাৎ
পরিপাক হয়। (ভৈষজ্যরত্না° প্রীহযন্ত্রদধি°)

শঙ্খদ্রাবিন্ (পুং) শঙ্খ দ্রাবকতীতি জ-গিচ্-গিনি। অন্ন-
বেতস। (Rumex vesicarius) (রামনি°)

শঙ্খদ্বীপ (পুং) দ্বীপভেদ। (বিষ্ণুপুরাণ)

শঙ্খধর, একজন ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতা। ইনি স্মৃতিচন্দ্রিকার পর
গ্রন্থরচনা করেন। হেমাস্ত্রি, রঘুনন্দন, কমলাকর প্রভৃতি ইহার
মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ২ কবিকর্ণটিকা নামক অলঙ্কার ও
লটকমেলন নামক প্রহসন-রচয়িতা।

শঙ্খধরা (স্ত্রী) ধরতীতি ধ-অচ্-টাপ্ শঙ্খত ধরা। হিলামোচিকা।
(রত্নমালা)

শঙ্খধবলা (স্ত্রী) শুক্ল যুধিকা, যেত জুই। (বৈতকনি°)
২ শঙ্খের জার যেত বর্ণ।

শঙ্খধা (পুং) শঙ্খ ধমতীতি ধ্যা-ক। শঙ্খবাদক, যিনি শঙ্খ
ধ্বনি করেন, পয়্যার—শাঙ্খক। (জটাদর)

শঙ্খধা (পুং) শঙ্খ ধমতীতি ধ্যা-কিপ্। শঙ্খবাদক।

শঙ্খনখ (পুং) ক্ষুদ্রশঙ্খ, চলিত জোজড়া, জলরা, জোজড়া-শামুকপোড়া-
ইহা কলিচূর্ণ হয়। ২ নদী নামক গন্ধদ্রব্য। (শঙ্করত্না°) ও বৃহদ্রথী।
শঙ্খনখা (স্ত্রী) শঙ্খনখী, বৃহদ্রথী,

“দ্বিধা শঙ্খনখাখ্যাভা ওজ্যখ্যা বদরীক্ষঃ।” (রত্নমালা)

শঙ্খনাভ (পুং) বজ্রনাভের পুত্রভেদ। [শঙ্খং দেখ।]

ত্রিধা টাপ্। শঙ্খনাভী=১ নাভীশঙ্খ নামক পদার্থ।

শঙ্খনাভী (স্ত্রী) শঙ্খপুঙ্গী নামক লতাবিশেষ।

শঙ্খনারী (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। ইহার প্রতিচরণে ৬টী অক্ষর।
ইহার ১ম ও ৪র্থ বর্ণ গুরু ও অপর লঘু।

শঙ্খনুপূরিণী (স্ত্রী) শঙ্খনির্মিত হস্ত ও পদালকারধারিণী।

শঙ্খপদ্ (পুং) ১ বিধেবেভেদ। ২ কৰ্দ্দমের পুত্রভেদ।

(বিষ্ণুপুরাণ ১।২২)

শঙ্খপানি (ত্রি) শঙ্খ পানো যন্ত। বিষ্ণু। (হেম)

শঙ্খপাত্রে (পুং) শঙ্খনির্মিত পাত্র বা তরবারির কাঁট।

(রামায়ণ ১।৭০।২১)

শঙ্খপাদ (পুং) কৰ্দ্দমরাজপুত্র। শঙ্খপাল নামেও পরিচিত।

শঙ্খপাল (পুং) ১ রাজপুত্রভেদ। ২ শ্বনামপ্রসিদ্ধ দাবীকর
মহাসর্প। ৩ পাতালহ নাগভেদ। (সুক্রতত্ত্ব ৪ অ°)
৪ সূর্যের নামান্তর।

শব্দপিণ্ড (পুং) পাতালয় নাগভেদ।

শব্দপুর (স্ত্রী) নগরভেদ। (কথাসরিৎ ১০৪৮৪)

শব্দপুষ্পিকা (স্ত্রী) ১ বেতারাজিতা। ২ বেতবৃক্ষিকা।

শব্দপুঙ্গী (স্ত্রী) শব্দবৎ পুঙ্গবত্যাঃ ভীপু। কণ্ডপুঙ্গী, (Audriopogon acicularum, or conocora decussata) লতাগুরু বিশেষ, চলিত শব্দা হলুই, ডানকুনী। পর্যায়—সুপুঙ্গা, শব্দাহ্বা, কণ্ড-মালিনী, পীতপুঙ্গী, কণ্ডপুঙ্গী, মেঘা, মলবিনাশিনী, তিরিটী, শব্দকুমা, ভূগা, শব্দমালিনী। গুণ—লীতল, তিক্ত, মেঘা ও সুশ্বরজনক, গ্রহভূতাদি দোষনাশক, বর্না করণ ও সিরিধায়ক।

* ভাবপ্রকাশ মতে মেঘা, বুঝা, মানস-রোগনাশক, রসায়ন, কষায়, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, কাস্তি, বল ও অগ্নিবর্দ্ধক, দোষ, অপমার, রক্তদোষ, কুষ্ঠ, ক্রমি ও বিধদোষনাশক। ২ বেতাপরাজিতা।

শব্দপ্রণাদ (স্ত্রী) শব্দের নাদ বা শব্দ।

শব্দপ্রবর (ত্রি) বৃহৎ বা শ্রেষ্ঠ শব্দ।

শব্দপ্রস্থ (পুং) চক্রেয় চিহ্ন।

‘লিঙ্গং শৃঙ্গক চিহ্নক শব্দপ্রস্থে বিধোয়ত’ (শব্দমালা)

শব্দভিন্ন (পুং) বাহার শব্দ অর্থৎ লগাটসন্ধি ভিন্ন হইয়াছে।
ভিন্নঃ ভীপু। (পা ৪।১।২২)

শব্দভূৎ (পুং) শব্দং বিভক্তীতি ভূক্তিপ্-ভূক্ত চ। বিষ্ণু।
(ভারত ১০।১৪২।১২০)

শব্দমালিনী (স্ত্রী) শব্দপুঙ্গী লতা। [শব্দপুঙ্গী দেখ]

শব্দমিত্র (পুং) ঋষিভেদ।

শব্দমুক্তা (স্ত্রী) শব্দজাতা মুক্তা। শব্দোৎপন্ন মুক্তা, যে মুক্তা উৎপন্ন হয়, তাহাকে শব্দমুক্তা কহে। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে হস্তী, ভূজ, শুক্র, শব্দ ও অন্ন প্রভৃতি হইতে মুক্তা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই মুক্তা অতিশয় গুণবিশিষ্ট, এ অল্প ইহার মূল্য শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয় নাই, চহা ধারণে পুত্র, অর্থ, সৌভাগ্যাদি এবং রোগশোক নাশ হইয়া থাকে।

(বৃহৎসং ৮১ অ°) [মুক্তা শব্দ দেখ]

শব্দমুখ (পুং) শব্দবৎ মুখং বস্ত। ১ কুস্তীর। (হেম) ২ নাগবিশেষ। (ভারত ১।৩৫।১১)

শব্দমুদ্রা (স্ত্রী) মুদ্রাভেদ। অনুসঙ্গমূহকে শব্দাক্রান্তি করিলে এই মুদ্রা হয়। (ভট্টসার) [মুদ্রাশব্দ দেখ]

শব্দমূল (স্ত্রী) শব্দবৎ কুণ্ডলং ক্রমহস্যং বা মূলং বস্ত। ১ মূলক।
বেত মূলক, হাসা মূলো। (রাজনি°) ২ শব্দের মূল, শব্দের আগভাগ।

শব্দমেখল (পুং) মুনিবিশেষ। (ভারত আদিপর্ব)

শব্দমৌক্তিক (পুং) শব্দোৎপন্ন মুক্তা।

শব্দমুখিকা (স্ত্রী) কণ্ডবৃক্ষী, বেতবৃক্ষী। (বৈজ্ঞকনি°)

শব্দরসগুটিকা (স্ত্রী) ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী, তেঁতুল ছালভর ৫ পল, পঞ্চলবণ প্রত্যেকে ১ পল, শব্দভর ১৫ পল, লবীরস ৮ সের। এই সকল অঙ্গে অঙ্গে পাক করিয়া পচাৎ হিঙ্গু, শুঠ, পিপুল, ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের কুর্ণ ১ পল, পারদ, গন্ধক ও বিষ, প্রত্যেক ৪ তোলা, এই সকল মিশ্রিত করিয়া জামির লেবুর রসে মাড়িয়া ওদন রোদ্রে শুকাইতে হইবে। পরে উহা গুড় হইলে কুলের আটির মত বাটকা প্রস্তুত করিতে হইবে। উষ্ণ জলের সহিত ইহা সেবনীয়। পরিণাম-মূলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° শূলরাগোপাধি°)

শব্দরাজ (পুং) ১ শ্রেষ্ঠ শব্দ। ২ রাজভেদ। (রাজতর° ৮।৩৭৬)

শব্দরাবিত (স্ত্রী) শব্দনিদান।

শব্দরোমন (পুং) পাতালয় নাগভেদ। (হরিবংশ)

শব্দলিকা (স্ত্রী) বৃন্দামুচরমাতৃভেদ। (ভারত ৯ পর্ব)

শব্দলিখিত, শব্দ ও লিখিত নামক দ্বিবিধ। ইহাদের প্রতি স্থিতি ধর্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়।

শব্দলিখিতপ্রিয় (ত্রি) যিনি জ্ঞান বিচারের অনুরাগী।

শব্দবটী (স্ত্রী) অগ্নিমান্দ্য রোগাধিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ, শব্দবটী ও মহাশব্দবটী ইহা দ্বিবিধ। শব্দবটী প্রস্তুত প্রণালী—শব্দভর, পঞ্চলবণ, তেঁতুল ছালের ফার, ত্রিকটু, হিঙ্গু, বিষ, পারা, গন্ধক, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া অপাঙ্গ ও চিতা মূলের কাথে, লেবুর রসে ও অন্নবর্ণ দ্বারা ভাবনা দিতে হইবে।

জামীর, বীজপুরু, টাবালেবু, চূকাপালক, আমরুল, তেঁতুল, ও কুলকরু এই ৮টা দ্রব্যকে অন্নবর্ণ কহে। এইরূপে ভাবনা দিতে হইবে, যেন ঔষধ অন্নরসবিশিষ্ট হয়। এই ঔষধের সহিত লৌহ ও বঙ্গ মিশ্রিত করিলে তাহাকে মহাশব্দবটী কহে। ২ রতি প্রমাণ এই বাটকা প্রস্তুত করিতে হয়। প্রাতঃকালে উষ্ণ জলের সহিত এই ঔষধ সেবনীয়। হহা সেবন করিলে অজীর্ণ, অশ্বা, পাণ্ডু ও শূল প্রভৃতি নানাবিধ রোগ আশ্রয়িত হয়। আকর্ষণ পণ্যস্ত ভোজন করিয়াও এই ঔষধ সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ তৎসমস্তই জীর্ণ হইয়া যায়। আশ্রয়মান্যাদিকারে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ও পরীক্ষিত ঔষধ।

অজ্ঞবিধ শব্দবটী প্রস্তুত প্রণালী—তেঁতুলছাল ভর ১ পল, পঞ্চলবণ মিলিত ১ পল, শব্দভর ১ পল, (শাখের গায়ে অগ্নিতে নষ্ট করিয়াই সেইরূপ তণ্ড অবস্থায় লেবুর রসে নিক্ষেপ করিয়া রোদ্রে ভাবনা দিয়া অন্নাবাদ হইলে অপরাপর দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিতে হয়।) হিঙ্গু, শুঠ, পিপুল ও মরিচ মিলিত ১ পল, পারদ, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা, এই সকল দ্রব্য লেবুর রসে সর্জন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বাটকা প্রস্তুত করিবে।

ইহা সেবনেও গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য ও শূল প্রভৃতি বিবিধ রোগ আত প্রদর্শিত হয়।

অন্তবিধ শব্দার্থ প্রাপ্ত প্রণালী—ববকার, সচিকার, গাছক, গন্ধক, সৈন্ধব, বিটলবণ, ত্রিকটু ও বিব ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা, তেতুলছালভস্ম ৪ তোলা, এই সকল একত্র করিয়া লেবুর রসে ভাবনা দিয়া তাহার সহিত লৌহ, বৃত্ত ভর্জিত হিঙ্গু, ও বঙ্গ প্রত্যেক ১ তোলা, মিশ্রিত করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাও উষ্ণ জলের সহিত সেবনীয়। এই ঔষধসেবনে অত্যন্ত অগ্নিবৃদ্ধি এবং শূল, কাস, খাস, অগ্নিমান্দ্য, ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়।

মহাশব্দার্থ প্রাপ্ত প্রণালী—পপুলবণ, হিঙ্গু, শব্দভস্ম, তেতুলছালভস্ম, ত্রিকটু, গন্ধক, পারদ ও বিব প্রত্যেক সমভাগে লইয়া চিতার কাথে পূর্ণোক্ত অন্নবর্গের রস ও লেবুর রসে এই রূপ ভাবে ভাবনা দিবে যেন ঔষধ অগ্নিবাদ হয়। পরে বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। ভোজনের পর এই ঔষধ সেবনীয়। ইহা সেবনে অর্শ, গ্রহণী, শূল, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

অন্তবিধ মহাশব্দার্থ প্রাপ্ত প্রণালী—পিপুলশূল, চিতামূল, বকীশূল, পারদ, গন্ধক, পিপুল, যবকার, সচিকার, সোহাগা, পঞ্চলবণ, মরিচ, গুঁঠ, বিব, বনয়মানী, শুলক, হিং ও তেতুল-ছাল-ভস্ম ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা, শব্দভস্ম ২ তোলা, এই সকল দ্রব্য অন্নবর্গের রসে ভাবনা দিয়া কুলের আটির মত বটিকা প্রস্তুত করিতে হয়। এই অন্ন দাড়িমের রস, লেবুর রস, তক্র, দধির মাত, হুয়া, সীধু, কঁজি অথবা উষ্ণ জলের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবনে আতশর অগ্নিবৃদ্ধি এবং অর্শ, গ্রহণী, পাণ্ডু, কামলা, শূল ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ আত প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° অগ্নিমান্দ্যরোগার্থ°)

শব্দবৎ (ত্রি) ১ শব্দযুক্ত। ২ শব্দের তার।

শব্দবিষ (স্ত্রী) বিষভেদ, চলিত সেকোবিষ। (Arsenicum album)

শব্দশিরস্ (পুং) পাতালহ নাগভেদ। (ভারত ১ম পর্ব)

শব্দশিলা (স্ত্রী) শব্দযুক্ত।

শব্দশীর্ষ (পুং) পাতালহ নাগভেদ। (ভারত ৪ পর্ব)

শব্দসঙ্কাশ (পুং) শব্দাল, শাঁক আলু। (বৈভকনি°)

শব্দহৃদ (পুং) শব্দানি নির্ধিকৃত হ্রস্ব, যে হ্রস্বে শব্দানি নির্ধি আছে।

শব্দার্থ্য (পুং) শব্দ ইতি আখ্যা বস্তু। বৃহস্পতী নামক গন্ধদ্রব্য। (বৃহস্পতী°)

শব্দান্তর (স্ত্রী) কপাল। শব্দান্তরের মধ্যবর্তী স্থান।

শব্দালু (পুং) খেতালু, চলিত শাঁক আলু। (বৈভকনি°)

শব্দাবতী (স্ত্রী) নদী-অংশব। (মার্ক° পৃ° ৫৯৭)

শব্দাবর্ত (পুং) শব্দাবর্ত নামক ভগ্নদর রোগ।

[শব্দাবর্ত দেখ।]

২ শ্রোত্র ও শ্রুনাটকে তরামক অগ্নিসন্ধিভেদ। (হৃদয়ত শা° ৫ অঃ)

শব্দাহুর, হৃদয়সন্ধি ভেদভেদ। [শব্দ দেখ।]

শব্দাহত (স্ত্রী) গবামর যজ্ঞের কৃত্যভেদ। (লাটায়ন Fide)

শব্দাহ্বা (স্ত্রী) শব্দ ইতি আহ্বা নাম বস্তুঃ। শব্দপুণী।

শব্দাহ্বি (স্ত্রী) মন্তকহ অগ্নিধর, মাধার খুলী। (চরক শা° ৭ অঃ) ২ পৃষ্ঠের অগ্নি। (রাজনি°)

শব্দাহ্বী (স্ত্রী) শব্দপুণী, যেত অপরাধিতা। (রাজনি°)

শব্দিক (পুং) বুদ্ধভেদ। (তারনাথ)

শব্দিকা (স্ত্রী) শব্দবৎ পুণ্যমন্ত্যাতা: শব্দ-ঠন, অত ঈশ্ব টাপ্। ভগবিশেষ, চোরপুণী, চলিত চোরহুলী। (শব্দচ°)

শব্দিন্ (পুং) শব্দোহস্ত্যাতীতি শব্দ-ইনি। ১ বিষ্ণু। ২ সমুদ্র। (মেদিনী) ৩ শাশ্বিক। (ত্রি) ৪ শব্দবিশিষ্ট। ৫ শব্দনিবিশৃঙ্খল।

“স্বপোষণপরঃ শব্দী নরো ভবতি সর্কদা।” (মার্ক° পৃ° ৬৮৪৫)

শব্দিন (পুং) শিরীষ বৃক্ষ। (বৈভকনি°)

শব্দিনিকা (স্ত্রী) গ্রাহিণী বৃক্ষ, গোটোলা। (বৈভকনি°)

শব্দিনী (স্ত্রী) শব্দবৎ কুশলমন্ত্যাতা: শব্দ-ইনি। ১ চোরপুণী।

(অমর) ২ যেতপুয়াগ। ৩ যেতবৃক্ষ। ৪ যেতচূড়া।

৫ যবাক্তা। ৬ চন্দ্রকথা, চামরকথা। ৭ যেতাপুয়াগিতা।

৮ বুদ্ধশক্তিভেদ। (ত্রিকা°) ৯ চতুর্বিধ জীজাতির মধ্যে

জীজাতি বিশেষ। পদ্মিনী, চিত্রিণী, শব্দিনী ও হস্তিনী এই চারি

প্রকার জীজাতি। শশ, মৃগ, বৃষভ, ও হর এই চারি প্রকার

পুরুষ। ইহার মধ্যে শশজাতীয় পুরুষ পদ্মিনীতে, মৃগ চিত্রি-

নীতে, বৃষভ শব্দিনীতে এবং অশ্ব হস্তিনীতে তুষ্ট থাকে।

দীর্ঘাকৃতি, সুদীর্ঘনয়না, অতি রমণীয়াকৃতি, কামোপ-

ভোগরসিকা, সঙ্গুণ ও সংযতাবযুক্ত, কঠোরশে তিনটি

মেধাবিশিষ্টা এবং সন্তোষকলি বিষয়ে অতিশয় রসিকা যে জী

তাহাকে শব্দিনী কহে। এই জী কারগন্ধযুক্ত হয়।

“দীর্ঘা সুদীর্ঘনয়না বরহনয়নী য

কামোপভোগরসিকা গুণশীলযুক্ত।

মেধাভ্যেগেণ চ বিচ্যুতিতকঠমেধা

সন্তোষকলিরসিকা কিল শব্দিনী সা ॥

শশকং পদ্মিনী তুষ্টা চিত্রিণী রমতে মৃগম্।

বৃষভং শব্দিনী তুষ্টা হস্তিনী রমতে হরম্ ॥

পদ্মিনী পদ্মগন্ধা চ মীনগন্ধা চ চিত্রিণী।

শব্দিনী কারগন্ধা ভাং মদগন্ধা চ হস্তিনী ॥” (বৃহস্পতী°)

৯ শব্দযুক্ত।

"শাখিনী চাপিনী বাণকুণ্ডলী পরিবাহুবা।" (মেঘবাহাবা)।

১০ উপদেবতা বিশেষ।

শাখিনীকল (পুং) শাখিতাঃ কলমিব কলং যত। ১ শিরীষ বৃক্ষ। (রাগনিং)

শাখিনীবাস (পুং) শাখিতা বাস আশ্রয়স্থানং। শাখোটবৃক্ষ, চলিত ভাওড়া গাছ, এবাদ আছে যে এই গাছে ভূত, প্রেত ও শাখিনী প্রভৃতি বাস করে।

শাখোদ্ধার (স্ত্রী) তীর্থভেদ। (হরিবংশ)

শাক্ত (ত্রি) শকুশল্যার্থ। (তৈত্তিরীয় ৪।৫।৮।১)

শাক্তয় (ত্রি) সুখালয়। "শাক্তয়ঃ সুখত গৃহরূপ আবাসভূতঃ সন্।" (শক্ ১।১।৬ সায়ণ) স্ত্রিয়াং ভীপ্। (শক্ ১।২।৭।১৭)

শাক্তবী (স্ত্রী) গবাদির মঙ্গলভূত। (শতব্রা ১।১।১৮)

শাক্ত (ত্রি) ১ সুখপ্রাপক। ২ বাহার বেদরূপ বাক্য, তাদৃশ দেবতা।

"নমঃ শাক্তবে চ পতুপতয়ে চ।" (গুরুবহু ১৬।৩০)

'শাক্তবে শং সুখং গময়তি প্রাপয়তি শকু শং সুখরূপা গাণো যাচো বেদরূপা যতেতি।' (মহীধর)

শচ, কখন। ভাদি' আত্মনে' সক' সেট্। লট্ শচতে। লিট্ শেচে। লুট্ শচিতা। লৃট্ অশচিষ্ট। শচি, শচ গমন।

ভাদি, আত্মনে' সক' সেট্। এই ধাতু ইদিশ্। লট্ শকতে।

শচি (স্ত্রী) শচ-কচি (সর্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১।১০) ১ ইন্দ্র-পত্নী (অমরটীকা ভরত)

শচিকা (স্ত্রী) শচী। ইন্দ্রপত্নী।

শচিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয় প্রাক্ত। (শক্ ৪।২০।৯)

শচী (স্ত্রী) শচি কাদিকারাদিতি ভীষ্। ১ ইন্দ্রপত্নী। পর্যায়—
গুলামঙ্গা, ইন্দ্রাণী, শচি, পূতকৃতারী, পৌলোমী, মাহেন্দ্রী,
জয়বাহিনী, ঐন্দ্রী, শতাবরী। (শব্দরত্না) ২ শতমূলী। ৩
ক্রীকরণাত্তর, কেহ কেহ বিটিকরণকে শচী বলিয়া থাকেন।
৪ কর্ণ। ৫ নিঘণ্টু ২।১) ৬ প্রজা। (নিঘণ্টু ৩।২) ৭
বাক্য। (নিঘণ্টু ১।১১)

শচীতীর্থ (স্ত্রী) তীর্থভেদ।

শচীনর (পুং) রাজপুত্রভেদ। (রাজতর ১।১০)

শচীপতি (পুং) শচ্যাঃ পতিঃ। ১ ইন্দ্র। (ত্রি) ২ কর্ণ-
পালক। "শক্ শচীপতী শচীতিঃ" (শক্ ৭।৩৭।৫।)

'হে শচীপতী শচীতি কর্ণ নাম কর্ণগাং পালকো' (সায়ণ)

শচীপতী (পুং) সংকর্ণের পতি, অধিনীকুসারধর।

শচীবহু (ত্রি) কর্ণবহু। ২ প্রাক্তবহু। ৩ শক্তিমান।

শচীবহু (ত্রি) কর্ণবহু। মজ্জারি ক্রি-রাধারা ধনবান্। ২ বল
বান্ধক। (শক্ ১।১০৩।৫, ৭।৭৪।১)

শচীশ (পুং) শচ্যাঃ ঐশঃ। শচাপতি, ইন্দ্র।

শজাক্র, (ক্লেবল) বনাম এসিদ্ধ লভ বিশেষ, শজকী।

[শরকী বেধ।]

শজিন। (শেপল) বৃক্ষ বিশেষ, শোভাজন বৃক্ষ।

শট্, ১ সাধ, অবস্থান। ২ রোগ। ৩ বিশরণ, ভেদ। ৪ গতি।

ভাদি' পরস্মৈ' সক'। গতার্থে অক'। লট্ শটতি। লিট্ শশাট।

লুট্ শটিতা। লৃট্ অশটীৎ, অশাটীৎ। শট্—শাখা। চুরাদি'
আত্মনে' সক' সেট্। লট্ শাটরতে।

শট্ (ত্রি) শট্-অচ্। অল্প।

শটা (স্ত্রী) শট্-অচ্-টাপ্। সটা, জটা। (অমরটীকা)

শটি (স্ত্রী) শট্-ইন্। শটী। (শব্দরত্না)

শটী (স্ত্রী) শট্ বা ভীষ্। বনামখ্যাত ওষধি, চলিত বনজালা।

(Curcuma gedoaria, Syn Curcuma Zerumbet, চলিত

গজশটী। হিন্দী কঁচুর। বধে কচোরা, কাপুর, কাচরী। তৈলজ

কিচলি, এগজল। সংস্কৃত পর্যায়—গজমূলী, বড়গ্রহিকা, কর্কর,

জগদা, সচি, শটি, গজমূল্য, গজোশি, গজমূলক, গজসটা, বধু, গজ-

মূল, জীমুতমূল, কচ্ছোর, হিমজা, হৈমী, বড়গ্রহি, জত্রতা, গজালী,

পলাশা, হিমা, বড়গ্রহা, আশ্রিনাশা, জগজমূল্য, গজালী, শটীকা,

পলাশিকা, জুতরা, তুণী, দুর্বা, গজা, পৃথুগলাশিকা, সোম্যা,

হিমোক্তবা, গজবধু। গুণ—তিক্ত, অন্নরস, লঘু, উষ্ণ, কঠিকায়ক,

জর, কক, অম, কণ্ডু, ত্রণদোষ, ও রক্তাময়নাশক। (রাগনিং)

শটী উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় একপ্রকার

খাত প্রস্তুত হয়, উহা উষ্মারস রোগগ্রস্ত বাঁলকবালিকাদের

বিশেষ উপকারী। আরারুট, বার্লি প্রভৃতি বৈকল্প উষ্মজলে

সিদ্ধ করিয়া ব্যবহারোপযোগী করা হয়, ইহাও সেইরূপ

ব্যবহার করিতে হয়। ইহাতে আবীরও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

শট্টক (স্ত্রী) বৃত্তজলমিশ্রিত শালিচূর্ণ, চালের ভড়ার সহিত বৃত্ত

ও জল মিশ্রিত করিলে শট্টক হয়। ময়দার শট্ট।

"শালিচূর্ণং বৃত্তং তোরং মিশ্রিতং শট্টকং বসেৎ।" (ভাবপ্রকাশ)

শট্ট, ১ কৈতব, মিত্রবন্ধন, শট্টা। ২ হিংসা। ৩ ক্লেপ, হিংস্র-

তব। ভাদি' পরস্মৈ' সক' সেট্। লট্ শটতি। লিট্ শশাট।

লুট্ শটিতা। লৃট্ অশটীৎ, অশাটীৎ। ৪ আলত।

চুরাদি' পরস্মৈ' অক' সেট্। লট্ শাটরতি। ৫ শাখা।

চুরাদি' আত্মনে' অক' সেট্। লট্ শাটরতে। ৬ চুরাধ্যা।

অবস্ত চুরাদি' পরস্মৈ' সক' সেট্। লট্ শটরতি।

শট্ট (স্ত্রী) শট্ট-অচ্। ১ তগরপুষ্প। ২ তীক্ষ্ণ লোহ।

৩ কুছুম। (রাগনিং) (পুং) ৪ মুজুর বৃক্ষ। ৫ চিত্রকবৃক্ষ।

৬ তালবৃক্ষ। ৭ মধ্যম পুরুষ। ৮ দ্বর্জ, প্রত্যয়ক। ৯ লিখিতাছেন

যে, যাহার শট্ট, তাহাদিগের সহিত ব্যাভালাপ করিবে না।

“পাবত্তিনো বিকল্পহান্ বৈভালব্রতিকান্ শঠান্ ।

হেতুকান্ বকবৃত্তীংশ বাঘ্যাত্রেণাপি নার্করেন্ ॥” (মহু ৪৩০)

ইহার লক্ষণ—

“প্রিয়ং ব্যক্তি পুরোহিত্যত্র বিশ্রিয়ং কুততে তৃশব্ ।

ব্যক্তাপরাধচেষ্টেচ শঠোহয়ং কথিতো বৃথৈঃ ॥”

(বিহুপু* ৩। ১৮। ২১ শ্লোক টীকা)

যে সময়ে প্রিয় কথা বলে, অপরকে অতিশয় বিশ্রিয় আচরণ করে, ও অপরাধ সকল প্রকাশ করে, তাহাকে শঠ কহে ।

চাণক্যম্ভোকে লিখিত আছে যে “শঠে শাঠ্যং সমাচরেন্” যে ব্যক্তি শঠ, তাহার প্রতি শঠতাচরণ করাই প্রেরণঃ ।

৯ নারকভেদ, শঠ নারক । ইহার লক্ষণ—

“অনুতুল একনিরতঃ শঠোহয়মেকত্র বক্ততাবো বঃ ।

দর্শিতবহিরমুরাগো বিশ্রিয়মন্তত্র গুঢ়মাচরতি ॥”

যঃ পুনরেকতামেব নায়িকায়ঃ বক্ততাবো দুরাগশি নারিকরোহর্দিদর্শিতামুরাগোহন্ত্রাং নায়িকায়ঃ গুঢ়ং বিশ্রিয়মাচরতি স শঠনারকঃ ॥” (সাহিত্যম* ৩। ৭৪)

যে নারক একটা নায়িকার প্রতি বক্ততাব প্রকাশ এবং অন্ত্র হুইটী নায়িকার প্রতি বাহিরে অমুরাগ প্রদর্শন করেন, ও আর একটা নায়িকার প্রতি গোপনে বিশ্রিয় আচরণ করেন, তাহাকে শঠনারক কহে ।

রসমঞ্জরী মতে, চতুর্বিধ পতির অন্তর্গত পতি বিশেষ, কামিনীবিরক কণ্টবচনে পটু—

“মোলো দাম বিধায় ভালকলকে ব্যালিখ্য পত্রাবলী

কেদুর ভুল্লো নিধায় কুচরো বিস্তৃত মুক্তাশ্রবন্ ।

বিখাসং সমুপার্জয়ন্ যুগবৃশঃ কাঞ্চানিবেশজলা-

রীবীগ্রহিমপাকরোতি বৃহদা হন্তেন বামক্রবঃ ॥” (রসমঞ্জরী)

ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে লিখিত আছে যে—

“অনুতুল দক্ষিণ ধুট শঠ চারিমত ।

পতিভেদ কেহ বলে তিনে কেহ রত ॥

ধুট সেই দোষ ক’রে পুনঃ করে হট ।

কণ্ট বচনে পটু সেই জন শঠ ॥

কালি করেছিহু, আনিতে তুলিহু,

কম সেই অপরাধ ।

যে বল করিব, বাগা চাহ দিব,

পুরাব সকল সাধ ॥

অভেতে যে দাগ, তোমারি সোহাগ,

মিথ্যা দেহ অপবাদ ।

আমার পরাণ, হরিণী সমান,

তোমার চক্ষু নিবান ॥” (ভারতচন্দ্র রসমঞ্জরী)

১০ ব্রুকিবংশীয় বিশেষ । (হরিবংশ ২।৩)

শঠত্ব (স্ত্রী) শঠত্ব ভাবঃ ‘বতলো ভাবে’ ইতি তল-টাপ্ ।

শঠের ভাব বা ধর্ম, শঠের কার্য । পর্যায় মারা, শাঠা, কুশ্রুতি,

নিকৃতি । (হেম)

“অস্ত্রিয়াং কপটো ব্যাজ উপাধিবদ্ভ এষ চ ।

কুটং ককং হুলাং হুন্নি নিব কৈবর কৈতবন্ ॥

অথ শাঠ্যক শঠতা কুশ্রুতি নিকৃতিশ্চ সা ।

হিংসা কলে চতুষ্কং ত্রাং শাঠা পর্যায় কৈরিতাঃ ॥

পূর্বঃ কপটপর্যায়ঃ কলে বকনমাত্মকে ।

উত্তরোরেকপর্যায় ইতি কেচিৎ প্রচকতে ॥” (শব্দরত্না*)

শঠত্ব (স্ত্রী) শঠ ভাবে ত্ব । শাঠা, শঠতা ।

শাঠাত্মা (স্ত্রী) অশঠা । (রাজনি*)

শাঠারিমুনি, প্রমাণসারসচরিতা । ইনি শিবকোপমুনির গুণ ।

শাঠিকা (স্ত্রী) শঠী, বন আদা ।

শঠী (স্ত্রী) শঠী, বন আদা ।

শঠীরূপা (স্ত্রী) কলগুড়ুচী । বৈজ্ঞকনি*

শঠ্যাদি (পুং) ত্রিদোষ কথার বিশেষ, অরনাশক পাতনবিশেষ ।

“শঠী পুঙ্কমূলক ভাগী শূদ্রী দুরালভা ।

গুড়ুচী নাগরং পাঠা কিরাতং কটুরোহিণী ॥”

(চক্রদত্ত অরটি*)

প্রস্তুত প্রণালী—শঠী, কুড়, বামনহাটী, কাঁকড়াশূদ্রী, দুরালভা, গুড়ুচী, গুঠ, আকনাড়ি, চিরতা, ও কটুকা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক একতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ঐবহুক অবস্থায় সেবন করিলে ত্রিদোষের শমতা এবং জ্বর বিনষ্ট হয় ।

শঠ্যাদিক্রোধ (পুং) কাথোবধ বিশেষ । প্রস্তুত প্রণালী—শঠী, দারুহরিজা, হরিজা, দেবদারু, গুজী, পুঙ্কমূল, অভাবে কুড়, এলাচি, গুড়ুচী, কটুকা, ক্ষেতপাপড়া, দুরালভা, কাঁকড়াশূদ্রী, চিরতা, বিষ, সোঁদাল, গাছারী, পাকল, গণিয়ারী, শালপানি, চাকুলিয়া, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই সকল দ্রব্যের কাথ সৈন্ধবচূর্ণের সহিত পান করিলে সকল প্রকার জ্বর বিনষ্ট হয় ।

(ভাবপ্রকাশ অরাদি*)

শপ ১ দান । ২ গমম । ত্র্যধি° পরহে° সক° সেট্ । লট্ শপতি । লিট্ শপাণ । লুট্ শপিতা । লুৎ অশপীৎ । শিচ্ শপয়তি ।

শপ (স্ত্রী) শপ-অচ্ । কুপ বিশেষ । পর্যায় ভঙ্গা, মাতুলানী ।

(হেম) (পুং) অনামখাত কুপ, চলিত শপগাছ । (Crotalaria juncea, Indian hemp.) হিন্দী শপ । তৈলশ শপ, মজ্জবৈজ, জেনপনর, রোকেটেটু । তামিল জেনপনর ।

শব্দে পঞ্চাশ—মালাপুশ, বন, কুইতিক, নিশান, বীর্ণপাথ, ফুসার, বীর্ণগলব। শুণ—অন্ন, কবার, বন, গর্ভ ও অন্নপাতন, একে বহিকারক, শিত, কক ও তীর্জ অদ্বন্দ্বনাশক। (রাজনি°)

শব্দক (পুং) বহিভেদ। (পা ৬২১০৬)

শব্দকল্পা (স্ত্রী) চর্যকা, চামরকথা।

শব্দবিশিষ্টা (স্ত্রী) শব্দত বহুতৈব তত্ত্বাশয়কারিকবব্যাং, ইহারে কন টাপি অত ইহং। শব্দপুণী। (রাজনি°)

শব্দভাস্তব (স্ত্রী) শব্দভাস্তবমিহিত।

"কথিত তু যোক্তব্যো বৈভবত শব্দভাস্তবী।" (মহ ২৪২)

শব্দভুল

শব্দপর্ণী (স্ত্রী) শব্দত পর্ণমিব পর্ণমতাঃ, ভীর্। অশনপর্ণী।

শব্দপুষ্টিকা (স্ত্রী) শব্দপুণী বার্থে কন অত ইহং। বস্টারকা, চলিত বনবনিয়া বা বনশোণ। (অমর)

শব্দপুণী (স্ত্রী) শব্দত পুণ্যমিব পুণ্যমতাঃ। কুণবিশেষ, শব্দপুণ বিটপ, বনশণ। হিন্দী ঘাঘরী, শগই, বনশনই, শতহলী।

শব্দপুণী—বৃহৎপুণী, শবিকা, শব্দবিশিষ্টা, পীতপুণী, শুলকলা, লোমশা, মালাপুষ্টিকা। শুণ—অন্নাতক, বমিকারক ও বননিয়ামক। (রাজনি°)

শব্দফলা (স্ত্রী) শব্দফলাভীরা।

শব্দময় (ত্রি) শব্দবিশিষ্ট। ত্রিমাং ভীপ্। (কাভ্যা°শ্রো° ৭।৩২৬)

শব্দমূল (স্ত্রী) শব্দত মূলম্। শব্দে শিকা, শব্দে মূল।

শব্দমূল (স্ত্রী) শব্দত মূলম্। পবিত্রক, পৈতা।

"কার্ণাসমুপবীতং ত্রিমাংস্তোক্তবৃত্তং ত্রিমূৎ।

শব্দমূলময় রাজো বৈভবতাবিকসৌজিকম্ ॥" (মহ ২৪৪)

শব্দালুক (পুং) শব্দালুকের বার্থে কন। আরেবত বুক, চলিত শোণাম্। (শব্দরত্না°)

শব্দিকা (স্ত্রী) শব্দ ত্রিমাং টাপ্ কন অত ইহং। শব্দপুণী।

শব্দী (স্ত্রী) ১ শোণ মধ্যস্থ পুণিন। বর্ধিতীত। (মেদিনী)

শব্দ, ১ শোণ। ২ সংখ্যাত, রাশী ভাব। ভা° শি° আয়নো নক° সেট্। এই খাতু ইহিং। লট্ শব্দতে। লুট্ অশব্দে।

শব্দ (স্ত্রী) ১ পদ্যাদি সমূহ। (শব্দরত্না°) (পুং) ২ নপুংসক। ৩ গোপতি, বাঁড়। (ভরতধৃত বিরূপাকো°)

শব্দভা (স্ত্রী) শব্দত ভাবঃ ভল্-টাপ্। শব্দে ভাব বা ধর্ম, ক্রীড়া।

শব্দাকী (স্ত্রী) শব্দাকী শব্দার্থ। [শব্দাকী দেখ।]

শব্দিক (পুং) শুক্রভনর শব্দে অগতাদি। (বৃহৎ ২৩০৮)

শব্দিল (পুং) শব্দিক লজ্জায়া। (শব্দিকল্যানবহিভুক্তিতত্ত্ব-শব্দীতি। উপ° ২৫৫) ইতি ইলচ্। হুনিবিশেষ।

শব্দ (পুং) শব্দিকি গ্রামাণ্যর্থাৎ শব্দ (শব্দেট্। উপ° ১১৩১)

ইতি চ। ১ অন্তর্মহিক, চলিত খেজা, ইহারে রাজাবিশেষে অদ্বন্দ্ববলে থাকে বা ভীদিগকে বলা করে। পঞ্চাশ বর্ষবর। ইহার লক্ষণ—

"বে কলস্যাঃ প্রথমাঃ ক্রীবাশ ক্রীবাভাবিনঃ।

জাত্যা ন চুর্ভাঃ কার্যেযু তে বৈ বর্ষবরাঃ শ্বতাঃ ॥"

(অমর, ভরত)

২ নপুংসক, ক্রীবা। ৩ গোপতি, চলিত বাঁড়। ৪ বজাপুরুষ।

৫ উন্নত। (ধনঞ্জয়)

শব্দ (স্ত্রী) শব্দ শব্দতঃ পরিমাণমতেতি (পঙ্ক্তি বিশেষিত ত্রিংশতি। পা ৫।১।৫২) ইতি ত, বশানাং শব্দবল শিপা-ত্যাতে। শব্দভূমিত শব্দসংখ্যা, শব্দসংখ্যা, পঞ্চাশ শব্দতি।

"নিঃশো বটী শব্দ শব্দী শব্দশব্দ লক্ষ্য লক্ষ্যাবিধিঃ।"

(শান্তিপতক)

শব্দচক শব্দ ধার্ম্যরূপ, শব্দভিষাভা, পুরুষায়, রাবণা-মুণি, পদ্মল, ইন্দ্রয়জ্ঞ, অকিবোজন। (কবিকল্পলতা)

২ বহু। "বজ্রিবো ন শব্দার" (ধৃক্ ৮।১৫)

"শব্দার বহনামৈতৎ অপরিমিতার" (সায়ণ)

শব্দক (ত্রি) শব্দতঃ পরিমাণমত। শব্দ (সংখ্যায়) অভিব্য-স্তারঃ কন। পা ৫।১।২২ ইতি কন। শব্দসংখ্যাবিশিষ্ট।

যেরূপ শান্তিপতক প্রকৃতি। বার্থে ক। ২ শব্দ।

শব্দকলাপোশ (পুং) শব্দিকভেদ। (রাজতর° ১।৩৩৭)

শব্দকর্শন (পুং) শব্দিকগ্রহ। (হেম)

শব্দকীর্তি (পুং) ভাবী অর্হৎ বিশেষ। (হেম)

শব্দকুন্দ (পুং) শব্দতঃ কুন্দা বস্ত। কবরী।

শব্দকুন্ত (পুং) ১ পর্কতবিশেষ। (শব্দকুন্তীকায় ভরত)

ত্রিমাং টাপ্। শব্দকুন্তা—নলীভীর্ বিশেষ। এই নলীতে বান করিলে স্বর্গলাভ হয়।

"স্বর্গাং শব্দকুন্তাক পঞ্চদশক ভরত।

অভিগম্য নরশ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥" (ভারত ৩।৮৪।১০)

শব্দকুলীরক (পুং) বারবা কীটবিশেষ। (শব্দকুলীর° ৮ অঃ)

শব্দকুসুমা (স্ত্রী) শব্দপুণী, চলিত গুলকা।

শব্দকুসুম (পুং) শব্দবার।

শব্দকুসুম (ত্রি) শব্দসংখ্যাক কুলগণমিত। (ভেদিতরীস° ২।৩২।১০)

শব্দকেশর (পুং) বর্ষপর্কতবিশেষ। (ভাগবত ৫।৭।২৬)

শব্দকোটি (পুং) শব্দতঃ কোটরোঃ শিখা বস্ত। ১ বজ, হীরক। (অমর°) ২ সংখ্যাবিশেষ। অর্কুন্নসংখ্যা, (কীলাবজী)

শব্দকৌন্ত (স্ত্রী) বর্ণ। (বৈভকনি°)

শব্দকুন্ত (পুং) শব্দতঃ কুন্তো বস্ত। ১ ইন্দ্র। ২ বহুকথা।

৩ বহুগ্রন্থ।

“ব্রহ্মাণশ শতক্রত উৎপন্নমিহ বেমিরে” (শব্দ ১০।১০।১)

‘হে শতক্রতো বহুকর্ষনৃ বহুপ্রজ্ঞ বা।’ (সারণ)

শতক্রতুক্রম (পুং) ক্রতুক্রতুজ বৃক্ষ। (বৈভবনি)

শতক্রতুপ্রস্থ (স্ত্রী) ইন্দ্রপ্রস্থ। (ভারত)

শতক্রতুযব (পুং) ইন্দ্রযব। (বৈভবনি)

শতক্রী (ত্রি) শতমূল্যের দ্বারা ক্রীত। (লাট্যারন ৯।৪।১৫)

শতখণ্ড (স্ত্রী) সুবর্ণ।

“সৌমেরকং মহাধাতুঃ শতখণ্ডং মূহুরকম্।” (শব্দচক্রিকা°)

২ শতভাগ।

শতখণ্ডময় (ত্রি) শতখণ্ড-ময়ট বস্ত্রপার্থে। ১ সুবর্ণময়।

২ শতভাগ বস্ত্রপ।

শতগু (ত্রি) গোশত পরিমাণ ধনবিশিষ্ট, বাহার এক শত পরিমাণ গোধন আছে।

“যোহনাহিতাঃ শতগুণমজা চ সহস্রগুঃ।

তরোরপি কুটুভাভ্যামাহরেদবিচারয়ন্।” (ময় ১১।১৪)

‘শতগুঃ গোশতপরিমাণধনঃ’ (হুনুক)

শতগুণ (ত্রি) একশত গুণ।

শতগুপ্তা (স্ত্রী) পেয়ণ (Euphorbia antiquorum)

শতগ্রহি (স্ত্রী) শতং গ্রহরো যন্তাঃ। দুর্গা। (রাজনি°)

শতগ্রাব (পুং) ভূতবেদিনিবিশেষ।

শতগ্র (ত্রি) শতসংখ্যক।

শতগ্রিন্ (ত্রি) শতসংখ্যক গবাদিবিশিষ্ট। (শব্দ ১।১৫।২৫ সারণ)

শতগ্রী (স্ত্রী) শতং হস্তাতি শত-টক-টীপ্। শব্দবিশেষ, ইহার লক্ষণ—

“অয়ং কণ্টকসংজ্ঞা শতগ্রী মহতী শিলা।” (বিজয়রক্ষিত)

একটা বৃহৎ শিলাখণ্ড লোহকণ্টকসমূহ দ্বারা পরিবৃত্ত হইলে তাহাকে শতগ্রী কহে।

মল্লিনাথ রঘুংশ-টাকার লোহকণ্টককীলিত বহি বিশেষক শতগ্রী শব্দ নির্দেশ করিয়াছেন।

“অয়ং শব্দচিত্তায় যন্তঃ শতগ্রীমথ শব্দবে।” (শব্দ ১২।০৫)

‘শতগ্রীঃ লোহকণ্টককীলিতবহিঃশিলাশব্দাঃ।’

‘শতগ্রী তু চতুস্তালা লোহকণ্টকসংজ্ঞিতা বহিঃ।’ (মল্লিনাথ)

এই সকল শব্দ দুর্গের চারিদিকে রাখিতে হয়।

“দুর্গক পরিখোপেত্য চরাষ্ট্রালকসংযুক্তম্।

শতগ্রী যত্রমুখোচ্চ শতশত সমাবৃতম্।” (মৎসর ১২।অঃ)

২ চুড়িকালী। ৩ করক। (মেদিনী) ৪ গলরোগ-

বিশেষ। ইহার লক্ষণ—

“বর্জিতনা কঠনিরোধিনী বা চিত্তাতিমাত্র পিণ্ডিতপ্রয়োটেঃ।

জলেকককপ্রাণহারী জিবোবা জেয়া শতগ্রী সঙ্গী শতগ্রী।”

(ভাবপ্র° গলরোগ°)

যে গলরোগে জিবোবের প্রকোপ হেতু গলমধ্যে বর্জিতদৃশ কঠিন, কঠরোধকারী, বাতজাতি জেয়ে নানা প্রকার বেবনা বৃক, অথচ মাংসাত্মক দ্বারা পরিবৃত্ত শোথ উৎপন্ন হয়, এই শোথ কণ্টকাত্ম শতগ্রী নামক শব্দের দ্বারা হইলে তাহাকে শতগ্রী রোগ কহে। এই রোগ অতিশয় কষ্টকারক এবং অসাধ্য।

ইহাতে রোগীর প্রাণনাশ হয়। [গলরোগ দেখ।]

শতচক্র (ত্রি) শতকরণধান, বহুবাগনিপাখন। বহুধনের কর্তা। (শব্দ ১০।১৪।৪)

শতচণ্ডী (স্ত্রী) শতরূপ চণ্ডী-পাঠ।

শতচন্দ্র (ত্রি) একশতচন্দ্র তুল্য।

শতচন্দ্রিত (ত্রি) শতচন্দ্রযুক্ত।

শতচন্দ্রম্ (ত্রি) শতচন্দ্রত্ব বিনির্দিষ্ট। (শব্দ)। (ভারত) আদিপর্ক)

শতচন্দ্র (পুং) শতং চন্দ্রা যন্ত। ১ কাষ্ঠকুট পক্ষী, চলিত কাঠ-ঠোকরা পাখী। (ত্রিকা°) ২ শতদল পদ্ম।

শতজটা (স্ত্রী) শতমূলী।

শতজিৎ (পুং) ১ বিজু। ২ রাজের পুত্র। (বিজুপু°) ৩ বিরাজের পুত্র। (ভাগবত ৫।১৫।১০) ৪ সহস্রজিতের পুত্র। (ভাগ° ৯।২৩।২০) ৫ ভজমানের পুত্র। (ভাগ° ৯।২৪।৮) ৬ যক্ষভেদ। (ভাগ° ১২।১।৪৩)

শতজিহ্বা (ত্রি) শিব। (ভারত ১২ পর্ক)

শতজীবন্ (ত্রি) শতং জীবতি জীব-গিনি। বাহার শতবর্ষ জীবন ধারণ করে।

শতজ্যোতিস্ (পুং) সুভ্রাজের পুত্র। (ভারত ১।৪৪)

শততন্ত্রি (স্ত্রী) শততন্ত্রী।

শততম (ত্রি) শত-তমপ্ পূরণার্থে। শতসংখ্যার পূরণ।

শততহ্ (পুং) শতহিত্র।

শততার (স্ত্রী) শতং তারা যন্তাঃ। শততিবা নক্ষত্র, এই নক্ষত্রে শত তারা আছে।

শততিন্ (পুং) রাজপুত্রভেদ। (বিজুপু° ২।২।৪৩)

শততেজস্ (ত্রি) ব্যাসের নামান্তর।

শতদ (ত্রি) শতং দদাতি দা-ক। শতসংখ্যক দানকারী, যিনি এক শত দান করেন।

শতদক্ষিণ (ত্রি) শতদক্ষিণযুক্ত।

শতদং (ত্রি) শতদন্তবিশিষ্ট, চিকণী।

শতদস্তিকা (স্ত্রী) নাগদন্তী। (রাজনি°)

শতদল (স্ত্রী) শতং দলানি যন্ত। পদ্ম।

শতদলমল্লিকা (স্ত্রী) বনামল্লিকাত পুষ্পরূপ। (পৰ্য্যায়°)

শতদল (স্ত্রী) শতপত্রী পুষ্পযুক্ত, চলিত শেউড়ি। ২ গোলাপ।

শতক্র (বি) শত-ক-কিপ- শতনামকণী।
 শতনাদু (বি) শতসংখ্যক।
 শতদান্য (বি) ১ প্রচুর ধনবৃত্ত। ২ শতদানপটু।
 শতদাক্ষ (পুং) কীটবিশেষ। (হুশ্রুত)
 শতদ্বান (পুং) ১ শব্দভেদ। (ঐতিহাসিক ১০৮১১) ২
 স্নানভেদ। (ভারত ১২ পর্ব) ৩ চাক্ষুশ মনুর পুত্রভেদ। (মার্ক-
 ওয়রপু ৭৩৫৫) ৪ ভাটমতের পুত্র। (ভাগবত ৯।১৩২১)
 শতক্র (স্রী) শতধা ত্রযজীতি শত-ক্র (শেতে চ। উপ ১৩৬)
 ইতি কু। নদীবিশেষ। পর্যায়—শিতক্র, ক্ষতুজি, শতদু। (অমর)
 ইহার নামনিক্রি। “শতধা বিক্রতা যম্বাজ্জতক্রিতি বিক্রতা।”
 (ভারত ১।১৭৮৯) এই নদী শতভাগে বিক্রতা হইয়াছিল,
 এই জন্য ইহার নাম শতক্র হইয়াছে। মহাভারতে এই নদীর
 বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, পুরুষোক্তার বশিষ্ঠ হিমালয়
 হইতে উৎপন্ন এক ধরজ্যোতা নদী দেখিয়া তাহার জলে প্রাণ
 বিসর্জন করিবেন বলিয়া তাহাতে পতিত হইলেন, সেই নদী
 বিপ্রকে অগ্নিতুল্য বোধ করিয়া শতধা হইয়া বিক্রতা হইল,
 এই নিমিত্ত ঐ নদী তদবধি শতক্র নামে বিখ্যাত হইয়াছে।
 (ভারত ১।১৭৮ অঃ) ঋগ্বেদে এই নদী শুতুজি নামে অভিহিত।
 এই নদীর জলগুণ—শীতল, লঘু, স্বাদ, সর্কানমনাক,
 নির্মল, দীপন, পাচন, বলা, বৃদ্ধি, মেধা ও আয়ুর্জনক।

“শতদ্রোবিপাশায়ুজঃ সিদ্ধনজাঃ

হৃদীতং লঘু স্বাদ সর্কানমায়ম্।

জলং নির্মলং দীপনং পাচনঞ্চ

প্রদত্তে বলং বুদ্ধি মেধায়ুযক্।” (রাজনি°)

শতক্র পঞ্চনদপ্রদেশের একটা সুবিখ্যাত নদী। চীন-
 শাসনাধীন হিমালয় প্রদেশে শতক্র নদীর উৎপত্তিস্থান।
 সিং নদের সহিত শতক্র সংমিলিত হইয়াছে। এই নদী কৈলাস
 পর্বতের পাদদেশে বিবর্তিত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। পুরাণাদি
 পাঠে জানা যায়, মানস সরোবর হইতেই শতক্রর উৎপত্তি।
 আবার অপর কোন পৌরাণিক বৃত্তান্তে প্রকাশ, শতক্র নদী
 রাবণহৃদ হইতে সমুৎপন্ন। রাবণহৃদ মানস-সরোবরের পশ্চিম।
 ব্রহ্মপুত্র ও সিংহর উৎপত্তিস্থলের নিকট হইতেই শতক্র
 উৎপন্ন হইয়াছে। মানস-সরোবর ও রাবণহৃদ পাশাপাশি ভাবে
 অবস্থিত। শতক্রর উৎপত্তিস্থান লক্ষ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতের
 সামঞ্জস্য করা বড় কঠিন নহে। ব্রহ্মপুত্র নদ পূর্বদিকে, সিংহ
 পশ্চিম দিকে এবং শতক্র দক্ষিণপশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইতেছে।
 ইহার উৎপত্তিস্থান আমাধের এই সমতল ভূখণ্ড হইতে ১৫২০০
 ফিট উচ্চ অবস্থিত। এই পার্বত্য প্রদেশ হইতে শতক্র নদীর
 যে স্থানে প্রথমতঃ সমতল ভূমিতে নিপতিত হইয়াছে, সেই

ভূখণ্ডের নাম গজ। এই সমতল ভূমিতে ইহার গভীরতা প্রায়
 ৪০০ ফিট। চীন দেশের পুলীশ টেদন সিংকী নামক স্থান
 হইতে শতক্র সোজা দক্ষিণ দিকে ধাবিত হইয়াছে। হিমালয়ের
 প্রান্তরময় প্রদেশের মধ্য দিয়া এই স্থানে শতক্র বেরণ ভাবে
 প্রবাহিত হইতেছে, ভ্রমণকারীরা তাহার বিবরণ কিছু কিছু সংগ্রহ
 করিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। হিমালয়ের মধ্য দিয়া শতক্র
 প্রবাহিত। এই স্থানে শতক্রর প্রান্তরময় ভটের উচ্চতা প্রায়
 ২০০০ ফিট। সিংকীতেও সামুদ্রিকত হইতে উচ্চতা ১০০০
 ফিটের কম নহে। হিমালয়ের প্রান্তভাগ হইতে শতক্র বলহর
 ট্রে ও বিলাসপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। বিলাসপুর
 সমতল ভূমিখণ্ড হইতে প্রায় ৩০০ ফিট উচ্চ।

বিলাসপুরের সীমা ছাড়িয়া শতক্র বৃটশরাজ্যে পতিত হইয়াছে।
 হুইশত মাইল পর্যন্ত নির্জন পার্বত্য প্রদেশ দিয়া প্রবাহিত
 হইতে হইতে লিবা স্পিতি নদীর সহিত সংমিলিত হইয়াছে।
 এই স্থান হইতে এই উত্তর প্রবাহ একত্র সংমিলিত হইয়া দক্ষিণ-
 পশ্চিম দিকে বঁসাহর ও সিমলা পাহাড় পথে হুসিয়ারপুর দিয়া
 প্রবাহিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে শতক্র শিবালিক পর্বত-
 মালার পার্শ্ব বেটন করিয়া দক্ষিণদিকে ধাবিত হইয়াছে। শতক্র
 দ্বারা হোসিয়ারপুর ও অবালা বিভক্ত হইয়াছে। অতঃপর
 শতক্রপ্রবাহ উত্তরে জালন্ধর এবং অবালা, মুখিয়ানা ও
 ফিরোজপুর দক্ষিণে রাধিরা কপূরতলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত
 হইয়াছে। কপূরতলার দক্ষিণপশ্চিম কোণে শতক্র নদীতে
 বিয়স নদ সংমিলিত হইয়াছে। এই সংমিলিত জলপ্রবাহ এই
 স্থান হইতে বরাবর দক্ষিণপশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইতেছে।
 ইহার দক্ষিণ-পূর্বতটে ফিরোজপুর, সীসা ও বহাবালপুর অবস্থিত।
 উত্তরপশ্চিমপ্রান্তে বারিদোয়াব, লাহোরের কিয়দংশ, মন্টগো-
 মারী, ও মুলতান জেলা অবস্থিত। এই সংমিলিত বিপুল জল
 প্রবাহের তটপার্শ্ববর্তী ভূমিখণ্ডের অধিকাংশ স্থলই জ্বালাল শর-
 শোজ পরিণোভিত। উত্তর পার্শ্বের তটভূমি উচ্চ। কিন্তু
 নিম্ন অংশে রাজপুতানা অঞ্চলে তট-পার্শ্ববর্তী ভূমি তেমন উর্বরা
 নহে। মদবালায় নিকট শতক্র ত্রিমাঘ নদের সহিত সংমিলিত
 হইয়াছে। এই স্থানে নদীগুলি পঞ্চনদ নামে খ্যাত।

শতক্র ৯০০ মাইল পথ ভ্রমণ করিতে করিতে মিথুনকোটের
 নিকটে সিংহ নদের সহিত সংমিলিত হইয়াছে। মিথুনকোট
 সামুদ্রিকভূমি হইতে ২৫৮ ফিট উচ্চ অবস্থিত। জুন,
 জুলাই ও আগষ্ট এই তিন মাসে শতক্রর বর্ষার প্রাধান পরি-
 লক্ষিত হয়। ফিরোজপুর নিকট শতক্রর বন্ধে একটা রেলওয়ে
 সেতু এবং বহাবালপুরের নিকটেও আর একটা সেতু আছে।
 বর্ষার সময়ে ফিরোজপুর পর্যন্ত ইমার চলিতে পারে।

এই চক্র লিখনের ক্রম এইরূপ নির্দিষ্ট আছে। পূর্ব ও পশ্চিম দিকে একাংশ রেখা আবার তাহার উপর উত্তর ও দক্ষিণে একাংশ রেখা দিলে শত কোঠ হয়। শত কোঠে এই চক্র হয় বলিয়া ইহার নাম শতপদচক্র। ইহাতে ঈশান কোণের পাঁচ কোঠে অ, ব, ক, হ, উ এই পাঁচ অক্ষর, এবং অরিকোণের পাঁচ কোঠে ম, ট, প, র, লুট এই পাঁচ অক্ষর, নৈঋত কোণের পাঁচ কোঠে ন, ত, জ, খ, এবং বায়ু কোণের পাঁচ কোঠে গ, শ, ষ, ঙ, লিখিতে হইবে। আর আকারের কোঠের অধঃ যে চারি কোঠ তাহাতে ট, উ, এ, ও এই চারি স্বরবর্ণ এবং যে সকল হল বা ব্যঞ্জনবর্ণ ঈশান কোণ এবং অগ্নি কোণে আছে, তাহাতে ঐ কর স্বরের বোগ করিয়া অধঃ অধঃ ক্রমে চারি চারি কোঠে লিখিতে হইবে। নৈঋত কোণ ও বায়ু কোণের হলবর্ণে ঐরূপ স্বরের বোগ করিয়া উপরি উপরি ক্রমে চারি চারি কোঠে লিখিবে। ইহাতে হ্রস্ববর্ণ স্থলে দীর্ঘ বর্ণের গ্রহণ এবং এ, ও এই দুয়ে ক্রমে ঐ, ঔ, এই দুই স্বরের গ্রহণ এবং অকারে ঋ, ৯ এই দুই বর্ণের এবং তালব্য সকারে দন্ত্য সকারের গ্রহণ জানিতে হইবে।

এই প্রকারে অক্ষর সকল বিভাগ করিয়া যে কোঠে কু এই অক্ষর হইবে সেই কোঠে ষ, ঙ, ছ এই তিন বর্ণ লিখিয়া আর্দ্রা নক্ষত্রের অক্ষ দিবে এবং যে কোঠে পু এই অক্ষর হইবে, সেই কোঠে ব, গ, ঠ এই তিন অক্ষর লিখিয়া হস্তা নক্ষত্রের অক্ষ, যে কোঠে ভূ অক্ষর আছে সেই কোঠে ধ, ক, চ এই তিন অক্ষর লিখিয়া পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রের অক্ষ, এবং যে কোঠে হু এই অক্ষর হইবে, তাহাতে থ, ঞ, ঞ এই অক্ষর লিখিয়া উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের অক্ষ দিবে। পরে অকারের কোঠ অবধি অক্ষর বিভাগ ক্রমে অভিজিৎতের সহিত কৃত্তিকাদি নক্ষত্রের এক এককে চারি চারি কোঠে লিখিবে।

এই শতপদচক্রে নক্ষত্রের চারি চারি পাদে নক্ষত্রবিভাগ

কু ব ও ছা ভবেৎ শুভে রৌদ্রে বীশানপোচরে।

পু ব ও ডা ভবেৎ শুভে হস্তে চারৈরসংজকে।

ভূ ধ ক চা ভবেৎ শুভে বায়বে ভাদ্রউত্তরে।

এবং শুভচতুষ্ক জাতব্যঃ পরশেষতিঃ।

বিষ্ট্যানি কৃত্তিকানি প্রত্যেকং চতুরক্ষরৈঃ।

মাত্ৰিজিহ্বাপকান্তে শতৈঃ স্বাশাধিকম্।

যদুকাশকোষ্ঠস্থং ক্রুরসৌম্যোহপি বা প্রহঃ।

করুণো বৈধরঃ সন্ধ্যাক্ পুণ্যো নামানিনাক্ষরম্।

সৌম্যার্থি ক শুভঃ জেরনশুভঃ পাণথেরচরৈঃ।

নিম্নোদ্রিকলং শুভ নিধেধন শুভাত্তমম্।

দম্বাচাং সর্বতোভয়ে গ্রহেশপ্ৰহবেধতঃ।

শুভাত্তমকলং সর্বাং ভবিষ্যি বিচিত্রয়েৎ।" (জ্যোতিষ)

ক্রমে চারি চারি কোঠে জানিতে হইবে। অর্থাৎ নামের আশ্র-
ক্ষর যদি 'অ' হয়, তাহা হইলে কৃত্তিকার প্রথমপাদ, 'ই' হইলে
বিষ্টীয় পাদ, 'উ' হইলে তৃতীয় পাদ এবং 'ঐ' হইলে চতুর্থ পাদ
হয়। এইরূপ সকল স্থলে জানিতে হইবে।

কোন নক্ষত্রের কোন পাদে কোন অক্ষর হইবে তাহা সহজে
জানিবার জন্য নক্ষত্রের অক্ষর সকল বিভাগ করিয়া
দেওয়া গেল।

নক্ষত্রের নাম	১ পাদ,	২ পাদ,	৩ পাদ,	৪ পাদ
কৃত্তিকা ৩	অ	ই	উ	ঐ
রৌহিনী ৪	ও	ব	বি	বু
মৃগশিরা ৫	বে	বো	ক	কি
আর্দ্রা ৬	কু	ঘ	ঙ	ছ
পূনর্বসু ৭	কে	কো	হ	হি
পুষ্যা ৮	হ	হে	হো	ড
অশ্বেষা ৯	ডি	ডু	ডে	ডো
মঘা ১০	ম	মি	মু	মে
পূর্বফল্গুনী ১১	মো	ট	টি	টু
উত্তরফল্গুনী ১২	টে	টো	প	পি
হস্তা ১৩	পু	ব	ণ	ঠ
চিরা ১৪	পে	পো	র	রি
স্বাতি ১৫	ক	রে	রো	ত
বিশাখা ১৬	তি	তু	তে	তো
অনুরাধা ১৭	ন	নি	নু	নে
জ্যেষ্ঠা ১৮	নো	ষ	বি	বু
মূল্য ১৯	যে	যো	ঙ	ডি
পূর্বাষাঢ়া ২০	হু	ধ	ক	ড
উত্তরাষাঢ়া ২১	ভে	ভো	জ	জি
অভিজিৎ	জু	জে	জো	খ
প্রবণা ২২	বি	খু	খে	খো
ধনিষ্ঠা ২৩	গ	গি	গু	গে
শতভিষা ২৪	গো	শ	শি	শু
পূর্বভাদ্রপদ ২৫	শে	শো	দ	দি
উত্তরভাদ্রপদ ২৬	হ	থ	খ	ঞ
স্রবস্তী ২৭	দে	দো	চ	চি
অশ্বিনী ১	হু	চে	চো	ল
ভরণী ২	লি	লু	লে	লো

এই সকল নক্ষত্রের চারিপাদে উক্ত অক্ষর সকল হইবে।

নাম রাখিবার কালে কোন নক্ষত্রে জন্ম হইয়াছে, তাহা স্থির
করিয়া পরে সেই নক্ষত্রের কোন পাদে জন্ম তাহা নিশ্চয় করিয়া

নক্ষত্রের প্রথমাদি পাদে যে অক্ষর আছে, নামের আদিতে সেই অক্ষর থাকিবে। এই চক্রানুসারে নাম রাখিলে নক্ষত্র এবং নক্ষত্রের পাদ, রাশি ও বর্ষা এই সকলের জ্ঞান হইয়া থাকে। (জ্যোতিষতত্ত্ব)

শতপাদী (ত্ৰী) শতং পাদা বজ্রাঃ ত্ৰীণ্। বহু পদযুক্ত কীট বিশেষ, চলিত কেবুই, কাণবিহা, কাণকোটায়ী। পর্যায়—কর্ণ-জলোক, কর্ণকীট, ভীক, শতপাদিকা, কর্ণজলুকা, শতপাং, শত-পাদী। (জটায়ুর) এই কীট আট প্রকার, বর্ষা ১ পরুবা, ২ কুকা, ৩ চিত্রা, ৪ কপিলিকা, ৫ পিত্তিকা, ৬ রক্তা, ৭ বেতা, ৮ অগ্নি-প্রোভা এই কীটে দংশন করিলে দংশন স্থানে শোথ, জ্বরে দাহ ও বেদনা হয়। (সুশ্রুত কর্তৃক ৮ অং) ২ শতমূলী। (রাজনি°)

শতপদ্ম (ত্ৰী) শ্বেত কমল, শ্বেতপদ্ম।

‘শতপদ্ম মহাপদ্ম পুণ্ডরীকং সিভাষুজম্।’ (রত্নমালা)

শতপয়স্ (ত্রি) শতসংখ্যক পয়সীবিধি।

‘শতপয়াঃ শতসংখ্যাকানি পরঃ প্রভৃতীনি হবীংষি যন্ত সং।’

(গুরুভূঃ ১৭।৫৬ মহীধর)।

শতপর্ণ (পুং) ঋষিভেদ। ইহার অপত্য শতপর্ণেয় বলিয়া খ্যাত।

শতপর্বক (ত্রি) ১ শতপর্ব বিশিষ্ট। ২ শতপর্বা, দূর্কাদ্বয়।

শতপর্বধ্বক্ (পুং) বজ্রধারী ইজ্ঞ। (ভাগবত ৩।১৪।৪১)

শতপর্বন (পুং) শতং পর্বানি বজ্র। ১ বংশ। (অমর) ২ ইক্ষুভেদ। চলিত শতপোর আক।

‘শতপর্বা ভবেৎ কাকিৎ কোশকারগুণারিতঃ।

বিশেষাৎ কিক্ষিহুগ্ধ সকারঃ পবনাপহঃ।’ (ভাবপ্রকাশ)

৩ শতপর্ববিশিষ্ট বজ্র। (শুক ১।৮।১৬)

শতপর্বী (ত্ৰী) শতং পর্বানি যন্তাঃ। ১ দূর্কা। ২ বচ।

৩ ভাগব (গুরুভূঃ) পত্নী। (ভারত ৫।১.১।১৩) ৪ কোজাগর

পূর্ণিমা। (শঙ্করত্মা°) ৫ কটুকা। ৬ শ্বেতদূর্কা। ৭ নীলদূর্কা।

৮ কলবীশাক। (ভাবপ্র°)

শতপর্বিকা (ত্ৰী) শতপর্বা কন্-টাপি অত ইহং। ১ দূর্কা।

২ বচ। (মেঘিনী) ৩ বচ। (শঙ্করত্মা°)

শতপর্বেশ (পুং) শত পর্বায় দ্বেশঃ। গুরুগ্রহ। (ত্রিকা°)

শতপর্বিত্র (ত্রি) বহুপর্বিত্র রূপবিশিষ্ট। (জল) ত্রিরাং টাপ্।

(শতং বহুনি পবিত্রানি পাবনানি রূপানি যাসাম্ভাঃ।

শুক ৭।৪৭।৩ সাগর)

শতপাং [হ] (ত্ৰী) শতং পাদা বজ্রাঃ পাদশ পাং। কর্ণজলোক।

কাণকোটায়ী। (জটায়ুর)

শতপালক (পুং) অগ্নি প্রকৃতি কীটবিশেষ।

শতপাদিকা (ত্ৰী) শতপাদ আর্থে কন্-টাপ্ অত ইহং। ১

কাকোদী। (জটায়ুর) ২ কর্ণজলোক। (শঙ্করত্মা°)

শতপাদী (ত্ৰী) শ্বেতকটীভীক। (রাজনি°) ১ নীল-পরাজিতা। (বৈজ্ঞকনি°)

শতপাল (পুং) শতং পালয়তি পাল-অচ্। শতপালক, যিনি শতকে পালন করেন।

শতপুত্র (ত্রি) শতং পুত্রা বন্ত। শতপুত্রবিশিষ্ট, বান্ধব একশত পুত্র।

শতপুত্রী (ত্ৰী) ১ হ্রস্ব শতমূলী। (রসেন্দ্রসারস°) ২ লঘুবোবা, কুয়বোবা। (বৈজ্ঞকনি°)

শতপুষ্প (পুং) কিরাতাক্ষুরী এইকর্তা ভারবিনামক কবি। (ত্রিকা°) ২ বটিক শালিধাতু, চলিত বেটধান। (বৈজ্ঞকনি°)

শতপুষ্পা (ত্ৰী) শতং পুষ্পানি বজ্রাঃ। শাকবিশেষ, চলিত শুলফা। (Pencedanum Sowa, P. Graveolens) হিন্দী

সোয়া। সংস্কৃত পর্যায়—সিতছত্রা, অতিছত্রা, মধুরা, মিসি, অবাক-পুন্দী, কারবী, শতাকী, শতপুষ্পিকা, মধুরিকা, শতাহ্বা, ছত্রা,

মিসী, মাধবী, ঘোষা। গুণ—মধুর, বাতাপ্তহর, শুষ্ক। (রাজব°) ২ কুপবিশেষ, চলিত মোরী। পর্যায়—শতাহ্বা, মিসি, ঘোষা,

পোতিকা, অতিছত্রা, অবাকপুন্দী, মাধবী, কারবী, শিফা, সংঘাতপত্রিকা, ছত্রা, বজ্রপুন্দা, সুপুষ্পিকা, শতপ্রস্থনা, বহলা,

পুন্দাহ্বা, শতপত্রিকা, বনপুন্দা, ভূরিপুন্দা, স্তম্ভা, স্তম্ভপত্রিকা, মধুরিকা, অতিছত্রা। গুণ—কটু, তিক্ত, মিষ্ট, স্নেহা, অতিসার,

জ্বর, নেত্ররোগ ও ত্রণনাশক এবং বস্তিকার্যে প্রশস্ত।

ইহার দলগুণ—উষ্ণ, মধুর, শুষ্ক, শূল ও বাতনাশক, বীপন, পথ্য, পিত্তহারক ও কচিদায়ক। (রাজনি°)

শতপুষ্পিকা (ত্ৰী) শতপুন্দা, আর্থে কন্-টাপি অত ইহং। শতপুন্দা। (শঙ্করত্মা°)

শতপোদক (পুং) শতপোনক নামক ভগবদ্রোগ।

শতপোনক (পুং) শূকরোগ বিশেষ। ইহার লক্ষণ—

‘ছিদ্রৈরগুমুখৈর্লিঙ্গং চিতং যন্ত সমস্ততঃ।

বাতশোণিতজো ব্যাধিঃ বিজ্ঞেয়ঃ শতপোনকঃ।

শতপোনকঃ চালনী, তত্তু লাঘ্যং শতপোনকঃ।’

(ভাবপ্রকাশ শূকরোগাধি°)

শিল্পে চালনীর ভার স্তম্ভযুগ্মবিশিষ্ট ছিদ্র দ্বারা পরিকাপ্ত হইলে তাকে শতপোনক নামক শূকরোগ কহে। বাত ও রক্ত কুপিত হইয়া এই রোগ জন্মে। [শূকরোগ দেখ]

২ ভগবদ্রোগ বিশেষ।

‘কবারকৈরতিকেপিতোহমিল-

জ্ঞানদেশে পিড়কাং কেরোতি বাম্।

উপেক্ষ্যং শাকমুণ্ডৈতি দারুণং।

রুকা চ তির্যক্গজেনবাহিনী।

তদ্রাগমো মুত্রপুরীষয়েতসান্

ত্রৈগৈরনৈকৈঃ শতপোনকং বদেৎ ।”

(মাধবনি ভগ্নরোগ)

কবারস এবং কক্ষজবা সেবন দ্বারা বায়ু অতিশয় কুপিত হইয়া গৃহদেশে পীড়কা উৎপাদন করে, যদি আলস্তবশতঃ ঐ পীড়ার রীতিমত চিকিৎসা করা না হয়, তাহা হইলে উহা স্তুভাস্ত বেদনার সহিত পাকিয়া উঠে, এবং ভিন্ন হইলে অরুণবর্ণ অথচ সেকেন দ্রাব নির্গত হয়, ঐ হিঙ্গু হইতে মূত্র, পুরীষ ও শুক্র নির্গত হইয়া থাকে, এই রোগে গৃহদেশে চালানীর জায় অধিক হিঙ্গু হয়, এইজন্য ইহাকে শতপোনক কহে ।

[ভগ্নরোগ দেখ]

শতপোর (পুং) ইক্ষুনিশেব । গুণ জ্বহৃৎ, বাতশাস্তকর ।

(অশ্রুত পুত্র ৪৫ অং)

শতপ্রদ (ত্রি) শতদানশীল । (নিকৃৎ ১১৩১)

শতপ্রভেদন (পুং) ঋষিভেদ । ইনি ঋক্ ১০।১১৩ স্তোত্রের মন্ত্রদ্বয় । ইনি বৈরাগ্য গোত্রীয় ।

শতপ্রসব (পুং) কবলবহির পুত্রভেদ । (হরিবংশ)

শতপ্রসূতি (পুং) [শতপ্রসব দেখ ।]

শতপ্রসূনা (স্ত্রী) শতং প্রসূনানি পুষ্পাণি যন্তাঃ । শতপুষ্পা ।

শতপ্রাস (পুং) শতং প্রাসা ইব কলানি যন্ত । করবারি বৃক্ষ ।

শতবলা (স্ত্রী) নদীভেদ । (ভারত ভীষ্মপর্ব)

শতবলাক (পুং) বৈদিক আচার্যভেদ । (বায়ুপুং)

শতবলাক (পুং) মোক্ষলা গোত্রসম্ভূত একজন বৈয়াকরণ ।

(নিকৃৎ ১১৬)

শানবলি (পুং) ১ মৎস্ত । (আপত্য ২।৭।২) ২ বানরভেদ ।

(রামায়ণ ৪।৩০।১৪)

শতবাহু (পুং) ১ বায়বা কীট বিশেষ । (অশ্রুত কল্পস্থা ৮ অং)

২ অশ্রুভেদ । (ভাগ ৭।২।৪) ৩ মারপুত্র । (ললিতবিস্তর)

(ত্রি) ৪ শতবাহুবিশিষ্ট । (তৈত্তিরীয় আর ১০।১।৬) (স্ত্রী)

৫ দেবতাবিশেষ ।

শতবুদ্ধি (ত্রি) ১ বহুবুদ্ধিধারী । ২ পঞ্চভ্রাতৃক মৎস্তবিশেষ ।

শতভিষ (পুং) শতভিষা নক্ষত্র ।

শতভিষজ্জ (স্ত্রী) শতং ভিষজ ইব তারা যন্ত । শতভিষা নক্ষত্র । (শঙ্করসং) (ত্রি) ২ শতভিষা নক্ষত্রে জাত ব্যক্তি ।

(পাণিনি ৪।৩।৩৬)

শতভিষা (স্ত্রী) অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্ত বিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত চতুর্বিংশতি নক্ষত্র । পর্যায় শতভিষক্ । এই নক্ষত্র মণ্ডলা-বতি, এই নক্ষত্রে একশত তারা মণ্ডলাকৃতিতে বিভক্তমান আছে ।

“মণ্ডলাভিশততারকাঙ্কলৈ মধ্যভাজি নভসঃ প্রচেতসি ।

বাণশৈলধরগীমিতাঃ কলাঃ শারদেন্দুমুখি ভাবুরেংযুঃ ॥”

(কালিদাস কৃত রাবণলয়নিং)

এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ । ইহা উর্দ্ধমুখ নক্ষত্র ।

এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে কুস্তরাশি হয় এবং জাতক আঁত শীতার্ধ, সাহসী, নিষ্ঠুর, চতুর ও বৈরিহতা হইয়া থাকে ।

“শ্রীতত্তীতিয়তিসাহসী সদা

নিষ্ঠুরো হি চতুরো নরো ভবেৎ ।

বৈরিণামতিশয়েন দারুণো

বারুণোড়ু যদি যত সম্ভবে ॥” (কোপী প্রদীপ)

শতভিষা নক্ষত্রযুক্ত রবি, শনি বা মঙ্গলবারে রোগোৎপন্ন হইলে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে ।

“শিবশতভিষাবাতো ধাম্যসপ্পত্তিপূর্য্যঃ

শনিরবিবৃজবারে ভূতগোষ্ঠীনবম্যাম্ ।

ইহ হি মরণযোগে ঘোহি রোগোপযুক্তঃ

পশুপতিসমদেহঃ সোহপি মৃত্যুং প্রযাতি ॥”

(জ্যোতিঃসারস্বত কৌশিক বচন)

অষ্টোত্তরী মতে শতভিষা নক্ষত্রে জাত হইলে রাহুর দশা হইয়া থাকে । এই নক্ষত্র সমগ্র পাইলে ৪ বৎসর ভোগ হয়

সাধারণতঃ ৬০ দণ্ড নক্ষত্রমান ধরিলে নক্ষত্রের প্রতিপদে একবৎসর, প্রতিদণ্ডে ২৪ দিন এবং প্রতিপদে ২৪ দণ্ড করিয়া ভোগ জানিতে হইবে । কিন্তু স্থান হিসাব করিলে নক্ষত্রমান

যত দণ্ড হইবে সেই সকল দণ্ডে ৪ বৎসর ভোগ হইবে ।

বিংশোত্তরী মতেও শতভিষা নক্ষত্রে রাহুর দশা হইয়া থাকে ।

শতভীক (স্ত্রী) শতং বহবো বিয়োগিনো ভীরবোহস্তাঃ । মল্লিকা পুষ্পবৃক্ষ । (অমর) ভরত ইহার পাঠান্তর শতভীক, এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন ।

শতভুজি (ত্রি) ১ অভ্যস্ত বিস্তীর্ণ । ২ শতগুণ । (সায়ণ)

৩ বহুসংখ্যক ভুজ (প্রাচীরাদি) বেষ্টিত । ৪ অসংখ্যজাত-

ভোগবৎ । (ঋক্ ১।১৬৬।৮ সায়ণ)

শতভৃষ্টি (স্ত্রী) অতিশয় তীক্ষ্ণ বা ধারাল । (তৈত্তিঃসং ২।৬।৪।১)

শতমথ (পুং) শতং মথা বজ্রা যন্ত । ১ ইক্ষু । (হলায়ুধ)

শতমন্যু (পুং) শতং মন্ত্রবো ক্রতবো যন্ত । ১ ইক্ষু । (অমর)

(ত্রি) ২ শতযজ্ঞকারী । (ত্রি) ৩ বহুক্রোধ ।

“দীরঃ শতমহ্যারিস্রঃ” (ঋক্ ১০।১০।৩৭) “শতমহ্যঃ বহুবজঃ

বহুক্রোধো বা” (সায়ণ)

শতমন্যুকণ্ঠিন্ (স্ত্রী) বৃকভেদ ।

শতময় (ত্রি) শত স্বরূপে মরই । শত স্বরূপ, এক শত ।

শতময়ুখ (ত্রি) ১ বহু রশ্মিবিশিষ্ট । (পুং) ২ চক্ষু ।

শতমাণি (পুং) মাণি নামধেয় বৈদিক আচার্যের বংশপরম্পরা।
শতমান (পুং ক্রী) ১ রূপামল, চলিত রূপার খাদ।
২ আচর। (অমর)

“ধরণাদি দশ জ্ঞেয় শতমানন্তঃরাজতঃ।

চতুঃ সৌবর্ণিকো নিকো বিজ্ঞেয়স্ত প্রমাণতঃ ॥” (মহু ৮।১৩৭)
(ত্রি) ৩ শতলোকপূজা, জগৎপূজা।

“ইন্দ্রস্ত রূপং শতমানমায়ুশ্চজ্ঞেয় জ্যোতিরমৃতং দধানাঃ।”

(শুক্ল যজু ১৯।২৩) ‘শতমানং অনেকবাং প্রাণিনাং মানং
পূজা যস্মিন তৎ জগৎপূজাম্’ (মহীধর)

শতমায় (ত্রি) বহুমায়াবিৎ।

শতমার্জ (পুং) শতং শতবারং মার্জয়তি শত্ৰুনাতি মুক্ত শুদ্ধো
পিচ্-অচ্। অস্ত্রকারক। কেহ কেহ ইহার পাঠান্তর শত্ৰুমার্জ
বলিয়া থাকেন।

শতমারিন্ (পুং) ১ বৈষ্ণ, উত্তম চিকিৎসক, বিনি লোহের
শতবার মারণ করিয়াছেন। ২ শত শত্রুহন্তা।

শতমুখ (ত্রি) ১ অস্ত্রভেদ। (ভারত ১৩ পর্ক) ২ শিবগণভেদ।
(হরিবংশ) ত্রিয়ার ভীপ্। শতমুখী, দুর্গা। (হেম)

শতমুতি (ত্রি) বহুবিধ রক্ষণোপেত। (শুক্ল ১।১০২।৩ সায়ণ)

শতমূল্য (ক্রী) শতং মূল্যনি যন্তাঃ। ১ দুর্গা। ২ বচ। (রাজনি°)

শতমূলিকা (ক্রী) শতং মূল্যনি যন্তাঃ ততঃ স্বার্থে কন্। দ্রবন্তী,
দন্তী বিশেষ। ২ মহামূষিককণী, চলিত বড় ইন্দুরকণী।

শতমূলী (ক্রী) শতং মূল্যনি যন্তাঃ (পাককর্ণেতি। পা
৪।১।৬৪) ইতি ভীষ্। অনামখ্যাত ঔষধ বিশেষ। পর্যায়—
বহুমূল্য, অতীক, ইন্দীবরী, বরী, ঋষ্যপ্রোক্তা, ভীকপত্রী, নারায়ণী,
শতাবরী, অহরক, রঞ্জিনী, শটী, হিপিশক্ৰ, ঋষ্যগতা, শতপদী,
পীবরী, ধীবরী, রঘ্যা, দিব্যা, দীপিকা, দরকটিকা, হৃদ্যপত্রা,
সুপত্রা, বহুমূল্য, শতাহবরী, স্বাহরসা, শতাহব্রা, লঘুপর্ণিকা, আত্ম-
গুপ্তা, জটা, মূল্য, শতবীর্গ্যা, মহৌষধী, মধুরা, শতমূল্য, কেশিকা,
শতপত্রিকা, বিশ্বহা, বৈষ্ণবী, পাঞ্চী, বাসুদেবপ্রিয়ঙ্করী, হর্মণা,
তৈলবল্লী। গুণ—ব্যয়, মধুর, শীতল, মেহ, কফ, বাত ও পিত্ত-
নাশক। তিক্ত ও রসায়ন। (রাজনি°)

শতমূল্যাদিলৌহ, রক্তপিত্তরোগে কলপ্রদ ঔষধ বিশেষ।
প্রস্তুতপ্রণালী—শতমূলী, চিনি, ধনে, নাগেশ্বর, রক্তচন্দন,
ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ (বিড়ঙ্গ, মুতা, চিতামূল), ও কৃষ্ণতিল
ইহাদের এক এক ভাগ, সমুদায়ের সমান লৌহ। এই সমস্ত
দ্রব্য একত্র পোষণ করিয়া লইতে হইবে। নাত্রা ১ মাষা।
অল্পপান মধু। ইহা সেবন করিলে তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, বমি ও
রক্তপিত্ত উপশমিত হয়।

শতযজ্ঞোপলক্ষিত (পুং) ইন্দ্র।

শতযজ্ঞ (ত্রি) শতযজ্ঞকারী। (পুং) শতক্রতু, ইন্দ্র।

শতযজ্ঞিক (পুং) শতং যজ্ঞয়ো গুচ্ছো যন্ত। শত লতিকহার,
একশ লহর হার, পর্যায় দেবজ্ঞদ। (অমর)

শতযাজম্ (অব্য) শত যজ্ঞান্তর্নিবিষ্ট। (অথর্ক ২।৪।১৮)

শতযাতু (পুং) অবিত্তেদ। (শুক্ল ৭।১৮।২১)

শতযামন্ (ত্রি) বহুপথবিশিষ্ট। (শুক্ল ১।৮৩।১৩)

শতযূপ (পুং) রাজবিত্তেদ। (ভারত ১৫ পর্ক)

শতযোজন (ক্রী) এক শত যোজনপরিমিত দূরবিস্তৃতি।

শতযোজনপর্কত (পুং) পর্কতভেদ।

শতযোনি (ত্রি) ১ বহু আবাসবিশিষ্ট। ২ বহু নীড়।

(অথর্ক ৭।৪।১২)

শতযোজনযায়িন্ (ত্রি) বহুদূরগামী।

শতরঞ্চ (দেশজ) ১ ক্রীড়া বিশেষ। ২ সূত্রনির্মিত আসন
বিশেষ। [সতরঞ্চ দেখ]

শতরথ (পুং) রাজভেদ। (ভারত আদিপর্ক)

শতরা (পুং) ১ বহুধনবিশিষ্ট। ২ ইন্দ্রিয়প্রসন্নতা-দানকারী, সুখ।
‘শতরাং শতং সংখ্যাকানি বহুনি রায়ো ধনানি যয়োঃ সন্তি ভৌ
তথোক্তো সুপো ভাদেশঃ। যদ্বা শতমনেকমিচ্ছয়প্রসাদাদি রাত
দদাতীতি শতরা সুখং।’ (শুক্ল ১০।১০৬।৫ সায়ণ)

শতরাত্র (পুং) শতরাত্রব্যাপ্য সত্রবিশেষ। (পঞ্চত্রা°)

শতরুদ্র (পুং) ১ শতমুখ রুদ্র। ২ আত্মার উৎপাদক শক্তি-
বিশেষ। (সর্বদর্শনসংগ্রহ শৈবদর্শন)

শতরুদ্রা, হিমপাদনিঃস্রুতা নদীভেদ।

শতরুদ্রি[ক্রী]য় (ত্রি) শতং রুদ্রা দেবতা অস্ত, শতরুদ্র
(শতরুদ্রাচ্ছচ ঘন্। পা ৪।২।২৮) ইত্যস্ত ব্যক্তিকোক্ত্যা
ঘঃ পক্ষে ছন্। ১ হবিবাদিক, হবিঃ প্রভৃতি। (ক্রী) ২ মজু-
র্কোদান্তর্গত রুদ্রস্তবাবয়ক গ্রন্থবিশেষ। (বাজসনেনসং ১৬।১।৬৬)
“পঠন্ বৈ শতরুদ্রীয়ং শৃৎশ্চ সত্যতোথিতঃ।” (ভা° ৭।২০০।১৪৬)

এই ত্তোত্র পাঠ করিলে শতশীর্ষ রুদ্রদেব পরিতৃপ্ত হন।
স্থলবিশেষে শম্-কৃত করিয়া শাস্তরুদ্রীয় শব্দের পরিবর্তে শত-
রুদ্রীয় পদ সাধিত হয়। বাজসনেনসংহিতার ১৬শ অধ্যায়ে
বহু মন্ত্রদ্বারা স্তুত শতরুদ্রীয় হোমের বিধি আছে।

(শুক্ল ১০।১০৬।৫ সায়ণ)

শতরূপ (ত্রি) ১ বহুরূপবিশিষ্ট। (পুং) ২ মুনিবিশেষ।

শতরূপা (ক্রী) শতং রূপাণি যন্তাঃ। ব্রহ্মার মানসী কন্যা ও
পত্নী। ইহার গর্ভে উক্ত ব্রহ্মা হইতে স্বায়ম্ভুব মনুর উৎপত্তি হয়।
(মৎস্তপু° ও অ°)

বিষ্ণুপুরাণ মতে ইনি স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী। (বিষ্ণুপুরাণ
১।৭।১৪-১৬।) মনুতে (১।৩২) শতরূপার কোন উল্লেখ নাই, তবে

পুরাণবর্ণিত এই উপাখ্যানের সারাংশ নিম্নোক্তরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মা যইচ্ছায় দেহে স্থিতি করিয়া অর্ধনারীষর মূর্তি ধারণ করেন। পরে স্বয়ং সেই রমণীতে বিরাট্কে উৎপন্ন করিয়াছিলেন।

শতর্চস্ (ত্রি) শতবিধ ভেজঃবিশিষ্ট। ‘শতর্চসং শতসংখ্যাভুক্তাং যি যন্তাস্তাদৃশীমেতাং পৃথিবীম্।’ (ঋক্ ৭।১০০।৩ সায়ণ)

শতর্চিন্ (পুং) ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের মন্ত্রাদিভট্টা ও রচয়িতা ঋষিগণের উপাধি।

“দদর্শাদৌ মধুচ্ছন্দা দ্যধিকং বচুচাং শতম্।

তৎসাহচর্যাদগ্ৰেহপি বিজ্ঞেয়াস্ত শতর্চিনঃ ॥”

(ঋগ্বেদ অনুক্রমণিকায় বড়ুগুরুশিষ্য)

শতলক্ষ (ক্ৰী) কোটিসংখ্যা।

শতলুপ্ (পুং) ভারবিনামা কবি। স্বার্থে কন্। শতলুপক।

শতলোচন (ত্রি) ১ স্বন্দামুচরভেদ। (ভারত ৯ পর্ব)

২ অনুরভেদ। (হরিবংশ)

শতবক্ত্ (ত্রি) মন্ত্রাজ্ঞবিশেষ। (রামা ১।৩০।৫)

শতবনি (পুং) গোত্রপ্রবর্তক ঋষিভেদ। ইহার সন্তানাদি শত-বনের নামে খ্যাত।

শতবৎ (ত্রি) শত অন্ত্যার্থে-মতুপ্ মন্ত ব। শতবিশিষ্ট।

শতবপুস্ (পুং) উশনার পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু°)

শতবর্ষ (ত্রি) ১ শতসংখ্যক বর্ষব্যাপ্যকাল, শতাব্দী। ২ শতাব্দী প্রাচীন।

শতবল (পুং) বহু বলধারী।

শতবর্ষ (ত্রি) বহু শাখাবিশিষ্ট।

শতবাজ্জ (ত্রি) প্রভূত শক্তিসম্পন্ন। (ঋক্ ৮।৮।১০)

শতবাদন (ক্ৰী) বহুবাহুযন্ত্রের একত্র বাদন, একতান বাদন।

শতবার (ত্রি) কবচবিশেষ। (অথর্ব ১১।৩৩।১)

শতবার্ষিক (ত্রি) শতবর্ষত্ব, যাহা একশত বৎসর ধরিয়া হয়। জিয়ার ভীম্। শতবার্ষিকী, অনাবৃষ্টি।

শতবাহী (ক্ৰী) ১ শতবহনকারিণী। ২ যে জাতি পিত্রালয় হইতে বহু যৌতুক সঙ্গে লইয়া স্বস্ত্রালয়ে আইসে।

শতবিচক্ষণ (ত্রি) বহুদর্শন। (ঋক্ ১০।৯৭।১৮)

শতবীর (পুং) বিষ্ণুর নামান্তর। (হেম)

শতবীৰ্য্য (ত্রি) শ্রোত্রেজিয়সম্বন্ধীয় প্রভূত শক্তিসম্পন্ন।

(অথর্ব ৩।১।৩)

শতবীৰ্য্যা (ক্ৰী) শতং বীৰ্য্যাণি যন্তাঃ। ১ ঋতদুর্কা। (অমর)

২ শতাবরী। ৩ কপিলজালা। (রাজনি°) ৪ মহাশতাবরী।

বড় শতমূলী।

শতবৃষভ (পুং) ত্রয়োবিংশ বৃহত্তের নাম।

শতবেদিন্ (পুং) শতং বিদ্যভীতি বিদ্য-পিনি। অল্পবেতস।

শতশলাকা (ক্ৰী) ছত্র। (দ্বিবা° ৫১৩।২০)

শতশস্ (অব্য°) শত চশস্ বারার্থে। শতবার, শতবার করিয়া।

শতশাখ (ত্রি) বহু শাখা প্রশাখাবিশিষ্ট। (অথর্ব ৪।১৯।৫)

শতশাখত্ব (ক্ৰী) ১ বহু শাখাবিশিষ্টের ভাব। ২ বহুয়ের নিদানভূত।

শতশারদ (ত্রি) শত সৎসংসর।

শতশীর্ষ (ত্রি) ১ বিষ্ণুর নামান্তর। ২ মন্ত্রপুত অস্ত্রবিশেষ। (রামা ১।৩।১৬) দ্বিবাং টাপ্। বাহুকীর্ষী। (ভারত উদ্যোগশ°)

শতশৃঙ্গ (ত্রি) পর্বতভেদ। (ভাগ° ৫।২০।১০) মহাভক্তের উত্তরে অবস্থিত। (লিঙ্গপু° ৪৯।৫৫) এই শৈল মহিষুরের অন্তর্গত কোলরের নিকট অবস্থিত। এই পর্বতস্থ দেবকীশ্বরি বিবর শতশৃঙ্গমাছাঘ্নো বর্ণিত আছে।

শতশ্লোকী, মধুহনন সরস্বতীকৃত ব্রহ্মহুত্রের ব্যাখ্যা অবলম্বনে উদ্ভূতমল্লোক্তার্থে বিরচিত একখানি বেদান্তগ্রন্থ, ইহা শ্লোকাকারে রচিত।

শতসংবৎসর (ত্রি) শত বৎসর।

শতসংখ্য (ত্রি) শতং সংখ্যা যন্ত। শতসংখ্যক, শতসংখ্যা-বিশিষ্ট। ২ দশম মন্ত্রস্তরের দেবতাভেদ। (বিষ্ণুপু° ৩।২।২৪)

শতসংজ্ঞশাস্ (অব্য°) শত শত সংখ্যক।

শতসনি (ত্রি) শত সংখ্যাবিশিষ্ট।

শতসহস্র (ক্ৰী) শতগুণতঃ সহস্রং। শতগুণিত সহস্র, একলক্ষ।

“অষ্টৌ শতসহস্রাণি দেশজাশ্চোক্তানি হয়ঃ।” (হরিবংশ ১২।১।১৩)

শতসহস্রক (ক্ৰী) তীর্থভেদ। (ভারত বনপর্ব)

শতসহস্রধা (অব্য°) শতসহস্র প্রকারার্থে ধাচ। শতসহস্র প্রকার।

শতসহস্রপত্র (পুং) পুষ্প।

শতসহস্রশস্ (অব্য°) শতসহস্র প্রকারার্থে চশস্। শতসহস্র প্রকার। (ভাগ° ৫।১৯।১৬)

শতসহস্রাংশু (ত্রি) চক্রে। (ভারত আদিপর্ব)

শতসহস্রান্ত (ত্রি) চক্রে। (নীলকণ্ঠ)

শতসা (ত্রি) শতদাতা। শতশনি।

শতসাহস্র (ত্রি) বহু সংখ্যক।

শতসাহস্রক (ক্ৰী) তীর্থভেদ।

শতসাহস্রিক (ত্রি) শত সহস্র সংখ্যাবিশিষ্ট।

শতস্বতা (ক্ৰী) শতাবরী। (বৈয়াক্)

শতসূ (ত্রি) শতপ্রসবকারী। ২ বহুদানমনকারী।

শতসেয় (ক্ৰী) অপরিমিত ধনপরিচয়বান। (ঋক্ ৩।৮।৩)

শতস্বিন্ (ত্রি) শতসংখ্যোপেত ধনবান্। (ঋক্ ৭।৫৮।৪ সায়ণ)

শতহ্ন (ত্রি) শতং হস্তি হ্ন-কিপ্। ১ শতহস্তা। ২ শতগ্নী নামক শস্ত্রভেদ। [শতগ্নী দেখ।]

শতহস্ত (ত্রি) শতং হস্তা যন্ত। ১ শতহস্তবিশিষ্ট। ২ একশত হাত পরিমাণ।

শতহিম (ত্রি) শত সৎসর।

“শতং হিমং কালসৎসরান্।” (ঋক্ ৬।৪।৮)

শতহৃত (ত্রি) শতবার যে হোমে আহুতি দেওয়া হইয়াছে।
(যজুঃবিংশত্ৰাং ৪।১)

শতহ্রদ (পুং) অহরভেদ। (হরিবংশ)

শতহ্রদা (স্ত্রী) শতং হ্রদা অর্চাং যি যন্তাঃ যধা শতং হ্রদাঃ শব্দাঃ যন্তাঃ নিপাতনাং হ্রদঃ। ১ বিহ্রদ্য। (অমর°)

“সমুদ্রমেঘঃ স ররাজ রাজন্

শতহ্রদাস্ত্রী প্রভরাতিরামঃ।” (হরিবংশ ১৪৬।৪৮)

২ বজ্র। (মেদিনী) ৩ দক্ষকণ্ঠাবিশেষ। (অগ্নিপুরাণ)

৪ বিরাধ রাক্ষসের মাতা। (রামা° ৩।৭।২০)

শতা (স্ত্রী) শতাবরা। (বৈজ্ঞকনি°)

শতাংশ (পুং) শতভাগের এক ভাগ।

শতাক্ষ (ত্রি) দানবভেদ। (হরিবংশ)

শতাক্ষী (স্ত্রী) ১ রাজি। ২ শতপুষ্পা। (শব্দরত্ন°)
৩ পার্কতী, হুগী। ভগবতী হুগী শতনেত্রদ্বারা মুনিদিগকে দর্শন করিয়া থাকেন, এইজন্ত লোকে তাঁহাকে শতাক্ষী কহে।

“ততঃ শতেন নেত্রাণাং নিরীক্ষয়ামি যমুনি।”

কীর্ত্তিয্যাস্তি যমুজাঃ শতাক্ষীমিতি মাং ততঃ।” (দেবীমা° চণ্ডী)

শতাগ্রমহিষী (স্ত্রী) প্রধান রাজমহিষীভেদ। (মার্ক°পু° ৭৪।২১)

শতান্ন (পুং) শতং অন্নাগ্নি অবয়বা যন্ত। ১ রথ। (অমর°)
২ তিনিস বৃক্ষ। (রাজনি°) ৩ দানব বিশেষ। (হরিবংশ ২৩২।২২) (ত্রি) ৪ শতীবয়ববিশিষ্ট।

“শতান্নানি তূর্ণ্যানি বাদকাঃ সমবাদয়ন্।” (ভারত ৩।১৯৮।২২)

শতাজিৎ (পুং) সাত্ত্বত রাজভেদ। (ভাগবত ৯।২৪।৮)

শতাত্ত্ব (ত্রি) বহু চিত্তবিশিষ্ট। (তৈত্তিরীয়ব্রা° ১।৮।৩২)

শতাত্ত্বান্ (ত্রি) নানারূপ বিশিষ্ট। (ঋক্ ১।১৪২।৩)

শতাত্ত্বিক (ত্রি) শত পরিমাণ অধিক, এক শত বেশী।

শতাত্ত্বিপতি (পুং) শতস্ত্র অধিপতিঃ। শতের অধিপতি।
শতস্বামী। ২ শতবর্ষ বয়স্ক।

শতানক (স্ত্রী) শ্মশান। (ত্রিকা°)

শতানন (পুং) ১ বিব, ক্রীকুল। জিরাং টাপ্। ২ দেবতাভেদ।

শতানন্দ (পুং) শতং বহুলঃ আনন্দো যন্ত। ১ গৌতমপুত্র মুনিভেদ। এই মুনি রাজর্ষি জনক রাজার পুরোহিত ছিলেন।
২ দেবকীনন্দন। (মেদিনী) ৩ ব্রহ্মা। ৪ গৌতম মুনির পুত্র,

অহল্যাগর্ভজাত। (হেম) ৫ বিষ্ণুরথ। (ত্রিকা°) ৬ বিষ্ণু।
(ভারত ১০।১৪২।৭২)

শতানন্দ, ১ কার্ত্তিকমাহাশ্বাসংগ্রহপ্রণেতা। ২ তিথ্যধিকার-
টীকা-কর্ত্তা। ৩ রত্নমালা নামক জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা। রঘু-
নন্দন জ্যোতিষতত্ত্বে ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ৪ ভাবতী-
করণ ও ভাবতী নামী বৈজ্ঞানিকগ্রন্থরচয়িতা। ইনি ১১০০ খৃষ্টাব্দে
প্রথমোক্ত গ্রন্থ খানি রচনা করেন। ইহার পিতার নাম শঙ্কর
এবং মাতা সরস্বতী। ৫ এক জন প্রাচীন কবি।

শতানন্দা (স্ত্রী) শতানন্দ-টাপ্। ১ কুম্ভাসুচর মাতৃভেদ।
(ভারত ৯ পর্ৱ) ২ নদীভেদ। (কালিকাপু° ৭৮।২১)

শতানীক (পুং) শতং অনীকানি যন্ত। ১ বৃক্ষ। ২ মুনিভেদ,
ইনি ব্যাসশিষ্য। ৩ রাজভেদ। ইনি চতুর্থ যুগে চন্দ্রবংশীয় দ্বিতীয়-
রাজ। ইহার পিতা জনমেজয়, পুত্র সহস্রানীক। (মোদনী)
৪ সুদাসরাজপুত্র। (ভাগবত ৯।২২ অ°) ৫ নকুলপুত্র।
দ্রৌপদীর গর্ভজাত। (ভারত ১।২৩৪।১০)

শতাক্ষ (স্ত্রী) শতপদ্য।

শতামধ (পুং) ১ শতধন। (ঋক্ ৮।১।৫ সারণ) ২ ইজ্ঞ।

শতাম্বু (ত্রি) শত অম্বুধারী। (তৈত্তিরীয় স° ৫।৭।২।৩)

শতাম্বুস্ (ত্রি) শতং আয়ুঃ যন্ত। ১ শতবর্ষ পরিমিত আয়ুর্কি-
শিষ্ট। পুরুষের পূর্ণ আয়ুঃ শতবৎসর। “শতাম্বুর্বে পুরুষঃ” (ঋতি)
২ পুরুষবার পুত্রভেদ। (ভারত আদিপর্ৱ) ৩ চিরায়ু পুত্র।
(কথাসরিৎসা° ৪।১।৫৮) ৪ উশনার পুত্র। (বিষ্ণুপু°)

শতার (স্ত্রী) শতং আরাগি যন্ত। ১ বজ্র। (ত্রিকা°)
২ সূদর্শনচক্র।

শতারিত্র (ত্রি) বহু দাঁড়বিশিষ্ট, নোকাদি। (ঋক্ ১।১১৬।৫)

শতারুক (পুং) কুষ্ঠরোগ ভেদ, শতারুঃ।

শতারুণ (পুং) রাজভেদ। (কৌষীতকী ১।১৬)

শতারুস্ (স্ত্রী) কুষ্ঠরোগ বিশেষ।

“রক্তশ্রাবঃ সদাহার্ষিঃ শতারুঃ ভাবহরণম্।” (ভাবপ্র° কুষ্ঠচি°)

এই কুষ্ঠ রোগে রক্ত ও শ্রাববর্ণ এবং বহুবর্ণ হয়, ইহাতে
দাহ ও বেদনা বিস্তারিত থাকে।

শতারুঘা (স্ত্রী) শতারু নামক কুষ্ঠরোগ বিশেষ।

শতার্ব (স্ত্রী) বহুমূল্য।

শতার্বা (স্ত্রী) বৃক্ভেদ (Anethum Sowa)।

শতার্ক (স্ত্রী) পঞ্চাশৎ সংখ্যা।

শতাই (ত্রি) শতার্ব, বহুমূল্য। (কাত্য° শ্রৌ° ২৪।১০।১৩)

শতাবধান (পুং) ১ রাঘবেজ ভট্টাচার্যের উপাধি। ২ ঋতিধর।
যিনি বহুবিস্তার প্রবণ করিয়া তাহা আত্মপূর্ণিক স্মরণ রাখিতে
পারেন।

শতাবরী (স্ত্রী) শতমার্গোত্তীতি আ-বু-অচ, গৌরাদিবাৎ
ভীষ। শতমূলী। (Asparagus racemosus, or aspara-
gus sarmentosus) হিন্দী সফেনমূলী, শতাবর, ছোটী
শতাবরী। ২ ইন্দ্রভাষ্য। (শব্দরত্না) ৩ শতী। (মেদিনী)

শতাবরীঘৃত, অল্পপিত্তরোগে উপকারক ঘৃতৌষধ বিশেষ।
প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত ৪ সের, কঙ্কার শতমূলীর মূল ১ সের,
জল ৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, মূত্র অল্পিতে পাক করিবে। এই
পান করিলে অল্পপিত্ত, বাতপিত্তোৎপন্ন নানারোগ, রক্তপিত্ত,
তৃষ্ণা, মূর্ছা, শ্বাস ও সন্তাপ নিবারিত হয়।

শতাবরীমহাচৈতস, ঔষধবিশেষ। (চিকিৎসাসার)

শতাবরীমণ্ডুর, শূলরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত
প্রণালী—শোধিতমণ্ডুরচূর্ণ ৮ পল, শতাবরী রস ৮ পল, দধি
৮ পল, দুগ্ধ ৮ পল, ঘৃত ৪ পল। এই সমস্ত একত্র পাক করিবে।
ক্রমে পিণ্ডবৎ হইয়া আসিলে নামাইয়া লইবে। ইহা ভোজনের
অগ্রে, মধ্যে ও শেষে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে বাতিক,
পৈত্তিক ও পরিণামজ শূল বিনষ্ট হয়।

বৃহচ্ছতাবরীমণ্ডুর—মণ্ডুর উষ্ণ করিয়া ত্রিকলার কাথে নিমিত্ত
করিয়া শোধন করিয়া লইবে। এইরূপ মণ্ডুর ৮ পল প্যাকার্ষ
শতমূলীর রস ৮ পল, দধি ৮ পল, দুগ্ধ ৮ পল, আমলকীর রস
৮ পল, ঘৃত ৪ পল। পাকসিদ্ধ হইলে জীরা, ধনিয়া, মুখা,
শুভ্রক, তেজপত্র, এলাইচ, পিপুল, ও হরীতকী ইহাদের
প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ মাষা প্রক্ষেপ দিবে। এই ঔষধ সেবন
করিলে সান্নিপাতিক শূল ও অল্পপিত্তাদি নানারোগ নষ্ট হয়।

শতবর্যাদি, মূত্রকৃচ্ছরোগের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—
শতমূলী, কাসমূল, কুশমূল, গোক্ষুর, ভূমিকুয়াণ্ড, শালিতণ্ডুল,
কৃষ্ণকুম্বল, ও কেতরের কাথে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া সুশীতল
করিবে। ইহা সেবনে পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছনাশ হয়।

শতাবর্ত (পুং) বিষ্ণু। (হেম)

“অমুকুলঃ শতাবর্তঃ পদ্মী পদ্মনিভেক্ষণঃ।”

(ভারত ১৩।১৪৯।৫০)

“ধর্ম্মদ্রাণায় শতমাবর্তমানাঃ প্রাত্তর্ভাব্য অস্তোতি শতাবর্তঃ,
নাড়ীশতেন প্রাণরূপেণ বর্ততে ইতি বা শতাবর্তঃ” (শাকরভাষ্য)
২ মহাভেব। (ভারত ১২।২৮।১৬)

শতাবর্তবন (স্ত্রী) পবিত্র বনভেদ। (হরিবংশ)

শতাবর্তিন (পুং) শতেন প্রাণরূপেণ নাড়ীশতেন বর্ততে
বৃত-নি। বিষ্ণু। (ত্রিকা°)

শতাজি (ত্রি) বজ্র। (শুক ৬।১৭।১০)

শতাব্ধি (ত্রি) বহু অক্ষয়ক। (শুক ৮।৪।১২)

শতাব্দিক (স্ত্রী) অষ্টোত্তর শত।

শতাব্ধি (স্ত্রী) শতং আব্ধি বভাঃ। ১ শতপুঞ্জ। (জটাবধ)
২ শতাব্ধি। (রাজনি°)

শতিক (ত্রি) শত (শতাক ঠন্যভাবপতে। পা ৪।১।২১)
ইতি ঠন। ১ শত দ্বারা ক্রীত। ২ শতের বিকার। ৩ শত
সম্বন্ধী। (সিদ্ধান্তকো°)

শতিন্ (ত্রি) শতমতাত্তীতি শত-ইনি। শতসংখ্যাবিশিষ্ট,
শত সংখ্যায়ুক্ত। “সংজ্ঞা বয়ঃ শতিনঃ” (শুক ১।১০।১০)
“শতিনঃ শতসংখ্যায়ুক্তাঃ” (সায়ণ)

শতেত্বা (স্ত্রী) বহুকাঠ। (কাঠক ৩৬।৬)

শতেত্ৰিয় (ত্রি) প্রভূত ইন্দ্রিয়শক্তিবিশিষ্ট। (ঐতরেয়ব্রা° ২।১৭)

শতেপক্ষাশম্যায় (পুং) জ্ঞানমুদ্রবিশেষ।

(তৈত্তিরীয় প্রাতি° ২।২৫)

শতের (পুং) শব্দ শতনে (শব্দত ৮। উপ° ১।৬১) ইতি এরক।
তকারান্তদেশচ। ১ শত্রু। ২ হিংসা। (উজ্জল) ৩ সপ্ত-
দশ সংখ্যা।

শতেশ (পুং) শতস্ত দীপঃ। শতাধিপতি, শতগ্রামের অধিপতি।

“গ্রামত্যাধিপতিং কুর্ধ্যাক্ষগ্রামপতিং তথা।

বিংশতীশং শতেশকং সহস্রপতিমেব চ।” (মহু ৬।১১৫)

শতৈকশীর্ষন্ (ত্রি) শত সংখ্যক শ্রেষ্ঠ শিরঃসমন্বিত।

“শতৈকশীর্ষকঃ শতমেকানি মুখ্যানি শীর্ষাণি বস্ত ততঃ।”

(ভাগ° ১০।১৬।২৮ বাসী)

শতৈকীয় (ত্রি) শতসংখ্যাবিশিষ্ট। (রাজতর° ৮।১২।৭৪)

শতৌক্য (ত্রি) শত উক্ধের সমন্বিত।

(শতপথব্রা° ১।১।৪।২)

শতোতি (ত্রি) ১ বহুরক্ষক। ২ বহুগমন। (শুক ৬।৩৩।৫ সায়ণ)

শতোদর (ত্রি) ১ শত উদরবিশিষ্ট। ২ শিব। (ভারত ১০ পরক)
৩ অস্ত্রবিশেষ। (রামা° ১।১০।৫) ৪ শিবগণভেদ। (হরিবংশ)

ত্ৰিয়াং ভীপ্। শতোদরী কন্যাসুহৃৎ মাতৃভেদ। (ভারত ২ পরক)

শতোলুখলমেথলা (স্ত্রী) কন্যাসুহৃৎ-মাতৃভেদ। (ভারত ২ পরক)

শতোদনা (স্ত্রী) যজ্ঞকর্ম্মবিশেষ। (অথর্ব ১০।২।১)

শত্ৰ্য (ত্রি) শত (শতাক ঠন্যভাবপতে। পা ৪।১।২১) ইতি
যৎ। ১ শতের বিকার। ২ শতদ্বারা ক্রীত। ৩ শতিক।
৪ ধনপতিসংযোগ।

শত্ৰ্যঞ্জয় (পুং) কর্ণমাসের ১৩শ দিন।

শত্রু (স্ত্রী) বল। (ত্রিকা°)

শত্রি (পুং) শব্দ (রা শব্দিভ্যঃ ত্রিপ্। উপ° ৬।৬৭) ইতি
ত্রিপ্। ১ হস্তী। (উজ্জল) ২ রাজবিশেষ।

“শত্রিময় উপমা” (শুক ৪।৪।৯) “শত্রিং এতন্মামকং
রাজবিং” (সায়ণ)

শত্রু (পুং) পদ শাতনে (কৃশদিত্যাং জুন। উপ্ ৪।১০৩) ইতি জুন। শাতক, বিপরীতকারী, পর্যায় রিপু, বৈরি, সপত্র, অরি, বিশ, বেষণ, হৃদ্বদ্, বিব, বিপক্ষ, অহিত, অমিত্র, বহ্না, শারব, অভিঘাতী, পর, অহাতি, প্রত্যর্থী, পরিগহিন, ব্রব, প্রতিপক্ষ, দিবৎ, দাতক, বৈবিন, বিবিব, হিংসক, অশ্রয়, অভিঘাতিন্, অহিত, দৌহদ্। (শব্দরত্না°)

শত্রুংসহ (ত্রি) শত্রুসহনশীল। যে শত্রুকে সহ করিতে পারে। শত্রু সমকক্ষ ব্যক্তি। (পা ৩২।৪৬)

শত্রুক (পুং) স্বার্থে কন্। শত্রু।

শত্রুৎ (ত্রি) শত্রুনাশকারী।

শত্রুবাত (ত্রি) শত্রু হন্তীতি শত্রু-হন-বঞ। শত্রুবিনাশকারী, বৈরিনাশক।

শত্রুঘাতিন্ (ত্রি) শত্রুরের পুত্র। (রঘু ১৫।১৬)

শত্রুঘ্ন (পুং) শত্রু হন্তীতি হন। মূলবিভূজাদিত্যাং ক। যদা অমহুবাকর্ভুকেহপি চেতাপি শব্দাৎ কৃতমশ্রুদ্রাণয়ঃ সিদ্ধা ইতি হৃগসিঃ। ১ শ্রীগ্রামচত্বের ভ্রাতা। পর্যায় শত্রুমর্দিন। (শব্দরত্না°)

রাজা দশরথের তৃতীয়া পত্নী সুমিত্রা কর্তৃক পুত্রোষ্ট্র যজ্ঞের হতাবশিষ্ট চরু ভক্ষিত হওয়ার পর তৎকালে তদীয় গর্ভে ইহার জন্ম হয়। ইনি মধুপুরনিবাসী লবণাখা অসুরকে নিহত করেন। (রামায়ণ)

(ত্রি) ২ শত্রুহন্তা, শত্রুনাশকারী।

শত্রুঘ্ন শর্ম্মনু, মদ্রাধিপিকা, কজ্জপভাষা ও বেদবিলাসিনী নামক তিন খানি গ্রন্থরচয়িতা। কেশবমিশ্র স্বরচিত বৈত-পরিশিষ্টে ইহার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

শত্রুসুজননী (স্ত্রী) শত্রুঘ্ন জননী। সুমিত্রা। (শব্দরত্না°)

শত্রুজিৎ (ত্রি) শত্রু জয়তীতি জি-কিপ্ তত্তত্ত্বক। (সংহৃষিষেতি। পা ৩২৬১) রাজবিশেষ। ইহার পুত্রের নাম শুভব্রজ এবং লোকে কুবলয়াখ বলিয়া বিদিত। (মার্ক°পু°)

শত্রুঞ্জয় (পুং) ১ বিমলাজি। ইহা জৈনসম্প্রদায়ের একটি পবিত্র তীর্থ। পালিতানার নিকটে অবস্থিত। (বিধি° প্র° ৫২।২।১) ২ নাগবিশেষ। (রামায়ণ ১০২।১০) (ত্রি) শত্রু জয়তীতি জি-খচ্ ততো যুন্। লংজায়াজ্ হৃক্‌বীজিত। পা ৩।১।৪৬) ৩ শত্রু-জয়কারী, শত্রুবিনেতা। ৪ একজন পাণ্ডাবংশীয় রাজা। ৫ নদী-ভেদ। ভৌগোলিক টলেমী ইহাকে 'Sudraua' নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

শত্রুঞ্জয়শৈল, যোবাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের মোহেনবাড় প্রান্তস্থ একটি পর্বত ও তদুপরি স্থাপিত নগর। বর্তমান কালে উহা পালিতানা নামে পরিচিত।

[পালিতানা দেখ।]

এই স্থান জৈন সম্প্রদায়ের একটি পবিত্র তীর্থ। তীর্থঙ্কর-শিখগণ জৈনধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার সময় হইতেই এই পবিত্র স্থানকে তত্তির চক্রে দেখিরা আনিতেছেন। কাঠিয়াবাড়ের দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত পালিতানা রাজধানীর অদূরস্থ প্রান্তর মধ্যে এই গুপ্ত শৈল, এখানে গমনের বিশেষ সুবিধা নাই। যে অপ্রশস্ত পথ আছে, তাহাও বিশেষ কষ্টকর। পর্বতের উপরে উঠিবার সিঁড়ি আছে। মধ্যে মধ্যে বিশ্রামের জন্য চকর কাটা ছাত্র ও পুত্রিণী প্রমত্ত হইয়াছে। ইহার চারি দিক্ অদ্ভুত প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। তদুপরি স্থাপিত ছই চারিটা কামান আজিও প্রাচীন স্মৃতির পরিচয় দিতেছে। হস্তের বিষয় এখন আর এখানে কেহ বাস করে না। অতি অল্প সংখ্যক যতি ও পুরোহিত হোবা-র্জন্যর জন্য এখানে বাস করে। ব্যাকীরা প্রাতে পর্বতে দেবদর্শনে যায় এবং সন্ধ্যার সময় নগরে ফিরিয়া আসে।

ধর্ম্মপ্রাণ জৈন সম্প্রদায়ের বস্ত্র, অধ্যবসারে এবং অমিত্র ব্যারে আজিও মন্দিরগুলি সুরক্ষিত আছে। কোনটা সর্ব প্রাচীন, তাহা নির্ধারণ করিবার উপায় নাই। সকল গুলিই জীর্ণ সংস্কারে নবকলেবর ধারণ করিয়া রহিয়াছে। তবে মন্দির-গাত্রস্থ শিলাফলক দৃষ্টে অনুমান হয় যে, খৃষ্টীয় ১১শা-১২শ শতাব্দে হইতে বর্তমান ১৯শ শতাব্দ পর্য্যন্ত ঐ মন্দিরগুলি রক্ষিত রহিয়াছে। এক একটি মন্দিরের ১৬শ বার পর্য্যন্ত "উদ্ধার" বা জীর্ণ সংস্কার সাধিত হইয়াছে।

এখানকার মন্দির গুলির বিশেষত্ব এই যে, সকল গুলিই সাদা চক্চকে চূণের পালিস দ্বারা উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছে। দোঁধলেই বোধ হয় মন্দিরগুলি যেন মর্ম্মরপ্রস্তরবিনির্ম্মিত। মন্দিরগাত্রে শুভে বা ছাদে যে সমস্ত স্থাপত্য ও ভাস্করশিল্প চিত্রিত রহিয়াছে, তাহা এখনও ঐ পলতারা ভেদ করিয়া দৃষ্টি-গোচর হয়। রাস্তার ধারে ধারে ছোট ছোট দেবমন্দির, ঐ গুলিও ভেলচক্চকে চূণকাম করা। বড় বড় মন্দিরগুলি তুঁক নামক প্রাচীরসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রত্যেক মন্দিরের বাহ্যভার বহনের জন্য সম্পত্তি নির্দিষ্ট আছে। ধনবান্ ব্যক্তি বিশেষের ব্যয়ে ঐ মন্দিরগুলি নির্ম্মিত এবং তাহাদের প্রদত্ত ধোবোত্তর সম্পত্তি ও জৈন সম্প্রদায়ের বদান্ততার পরিচালিত। মন্দিরগুলির বহির্গাত্রে প্রান্তরোপরি বেল্লপ শিল্পনিপুণ্যের পরিচয় আছে, অত্যন্তর ভাগেও সেইরূপ নানা পৌরাণিক চিত্র অঙ্কিত আছে। এই সকল কারণে এই মন্দির গুলি প্রান্তরত্বের বিশেষ সহায়।

এই তীর্থে যে সকল প্রধান প্রধান জৈন মন্দির বিস্তারিত আছে, নিম্নে তাহাদের নাম উদ্ধৃত হইল—

১ শ্রীআদীশ্বর ভগবান্ বা শ্রীমূলনারক আদীশ্বর। এই মন্দিরে ২৭৫টা প্রত্যমূর্তি, রত্নমণ্ডপ ও গভীরা প্রতিষ্ঠিত আছে।

২ ব্রহ্মবনাথকী, ৩ শ্রীপদ্মপ্রভুজী, ৪ শ্রীপাণ্ডিনাথ, ৫ শ্রীবাং-
পুন্ডা, ৬ শ্রীমহাবীরজী, ৭ শ্রীআদিনাথ, ৮ শ্রীধর্মনাথকী,
৯ শ্রীঅভিনবজী, ১০ নৈমিনাথকী, ১১ শ্রীপার্বনাথকী,
১২ শ্রীঅগ্নিতনাথকী, ১৩ শ্রীমুহুতিনাথকী, ১৪ শ্রীচন্দ্রপ্রভুজী,
১৫ শ্রীপুণ্ডরীককী বা পুণ্ডরীকনাথ, ১৬ শ্রীব্রহ্মভদ্র, ১৭ শ্রী-
সমন্তসিংহরজী ও ১৮ শ্রীবিমলনাথকী।

এতদ্বির আরও বিভিন্ন আদিনাথ, শ্রীনন্দীধর, বীণ, মহাবীর
স্বামী, শীতলনাথকী, সুপার্বনাথকী, পার্বনাথকী ও পদ্মপ্রভকী
প্রভৃতি ধরিত্রা এখানে প্রায় ৫১০টা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মন্দির
আছে। মন্দিরপ্রাচীরের মধ্যেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহে, কুণ্ডলীতে,
ভিত্তিতে ও গোকলেও অনেক মূর্তি ও তীর্থঙ্করবিগের পাদচিহ্ন
স্থাপিত আছে। বাহ্যিকভাবে এই সকলের বিবরণ উদ্ধৃত
হইল না।

শব্দভা (স্ত্রী) শব্দর ভাব বা ধর্ম, বিপক্ষতা, বৈরিতা, বিদ্বেষ।
শব্দভাপন (ত্রি) ১ শব্দভূষণ, শব্দর তাপকারী। ২ সহ্যজিবর্ণিত
রাজভেদ। (সহ্য ৩৩২৮)

শব্দভূষণ (স্ত্রী) শব্দভাষণ, যিনি শব্দকে ভাষণ করেন।
“আ সংযতমিহ গঃ স্বস্তিঃ শব্দভূষণ্য বৃহত্তম মুখ্যং”
(শব্দ ৩২২।১০) ‘হে ইন্দ্রে শব্দভূষণ্য শব্দগুণ তারণ্য’ (সারণ)

শব্দভূ (স্ত্রী) শব্দভা, শব্দর ভাব বা ধর্ম। (শব্দ ৮।৪৫।৫)

শব্দভয়ন (ত্রি) শব্দবিমর্দন, শব্দভয়নকারী।

শব্দভ্রম (পুং) অস্বপ্নভ্রম।

শব্দভিনিকায় (পুং) শব্দসম্বন্ধ, বিপক্ষের মল।

শব্দভিনিসর্গ (ত্রি) শব্দভাড়া, শব্দনাশ।

শব্দভিলয় (পুং) শব্দর বাসভূমি।

শব্দভূষণ (ত্রি) শব্দ ভূষণিত তাপরিত বা তপ-খচ্ ততো
মু। (সংজ্ঞায়ঃ ভূত্বজীতি। পা ৩।২।৪৬) শব্দভূষণকারী।
বৈরিতাপকারী।

শব্দভয়ন (ত্রি) ১ শিব। (মহাভারত) ২ শব্দভয়নকারী,
শব্দবিমর্দা।

শব্দপক্ষ (পুং) বিপক্ষ, বিরোধি-সম্প্রদায়।

শব্দবাধক (ত্রি) শব্দলীড়নকারী।

শব্দভঙ্গ (পুং) মুক্তভণ্ড, চলিত মুক্ত। (বৈত্তকনিষ)

শব্দভট (পুং) অস্ত্ররবণেশ। (কথাসরিংসা ৮৭।২০)

শব্দভূমিজ (পুং) নীলগজ। (বৈত্তকনিষ)

শব্দভয়ন (পুং) শব্দঃ শব্দভীতি শব্দ-লু। ১ শব্দয়। (শব্দরত্না)
২ শব্দভয়, শব্দনাশকারী। (কথাসরিংসা ৪২।১২৫)

শব্দমিলন (স্ত্রী) শব্দ বা বিপক্ষের সহিত সম্ভাবনাপন।

শব্দলীড়ন (পুং) শব্দলীড়নকারী।

শব্দবৎ (ত্রি) শব্দসমূহ। (অব্য) শব্দভূষণ।

শব্দবল (ত্রি) শব্দবিশিষ্টত্ব শব্দ-বলচ্। (অভেত্তোহপি
দৃষ্টতে। পা ৩।২।১২২ ব্যতিক) ১ বাহার শব্দ বিশদমান
আছে। (স্ত্রী) শব্দো বলম্। ২ শব্দসৈন্ত।

শব্দবিগ্রহ (পুং) শব্দভাপনকারী শব্দ। শব্দভাষ্যে আক্রমণ।

শব্দবিনাশন (পুং) শিব।

শব্দসাৎ (ত্রি) ১ শব্দরূপে পরিণত। ২ বিপক্ষসাৎ, বিপক্ষের
হস্তগত। (মহাভারত)

শব্দসা[স]হ (ত্রি) শব্দর বিজ্ঞানসহনশীল বা সহকারী।

শব্দহ (ত্রি) শব্দঃ বধ্যাৎ শব্দ-হন-ড। (আশিবি হনঃ। পা
৩।২।৪৯) সে শব্দবধ কক্ক বা শব্দবধ করিবার উপযুক্ত হউক
এই প্রকারে আশীর্বাদ করা।

“বধ্যাৎ শব্দহোহসানি” (অথর্ষ ১।২০।২)

“অহং অভিবর্ত্তমণিধারকঃ বধ্যা যেন প্রকারেণ শব্দঃ

শব্দগুণ হস্তা অসানি ভবানি” (সারণ)

শব্দহত্যা (স্ত্রী) শব্দ-হন-ক্যপ্ ভাবে। শব্দবধ, শব্দহনন
নাশ করা।

শব্দহন (ত্রি) ১ শব্দহস্তা, শব্দনাশকারী, বৈরিনাশক।

“মম পুত্রাঃ শব্দহণোহথো মে হৃদিতা বিরাট্” (শব্দ ১।১৫।১০)

‘শব্দগুণে সপত্নানাং হস্তারো ভবতি’ (সারণ)

(পুং) ২ শব্দবধের পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

শব্দহন্ত (ত্রি) শব্দ-হন-ভৃচ্। ১ শব্দহনকারী, বৈরিনাশক।
(পুং) ২ শব্দবধের মস্তিভেদ। (হরিবংশ)

শব্দপূজাপ (পুং) শব্দর কুপারামর্শ।

শব্দরী (স্ত্রী) রাত্রি। (ত্রিকাণ্ডেশব)

শব্দ, ভাদি, তুলা, পরমৈ, অক, সক, অনিট। ১ গমন।

২ শাতন, ছেদন। ৩ বিশেষতা। সার্বধাতুক প্রত্যয়ে পরে
ভোবাদিকন্ত আত্মনেপদ-বিধানাৎ লড়াদৌ যথা—লট্ লীয়তে।
লোট্ লীয়তাম্। লিট্ লীয়তে। লঙ্ লীয়ত। লিট্ লশাদ,
শেদতঃ। লট্ লতা। লট্ লন্ততি। লঙ্ লশদৎ, লশদতঃ।
লন্ লশৎসতি। লঙ্ লশন্ততে। লঙ্ লুক্ লশতি। লিট্
লশতয়াত। লঙ্ লশীশতৎ। আ-লদ-গতি ভাদি, পরমৈ এই
ধাতু আঙ্ পূর্বকই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শাদ (পুং) শাদ-অচ্। কলমূলাদি।

শাদ্রি (পুং) শীয়তে ইতি শদ (অবি) শদি ভূতভিভ্যঃ ক্রিন্।
উণ্ ৪।৬।৫ ইতি ক্রিন্। ১ মেঘ। ২ জিহ্বা। (মেঘিনী)
৩ হস্তী। (উজ্জল) (স্ত্রী) ৪ বিজ্ঞাৎ। ৫ বসন্ত।

শাদ্র (ত্রি) শদ-শাতে- (ধাতু) সি শদ শদোহঃ। পা ৩।২।৫২
ইতি ক। ১ পতনকর্তা। ২ গতা। ৩ বিহু।

শঙ্খলা (জী) নদীভেদ। (শকুন্তলমাহাত্ম্য ১।১৫৫)

শন[গ], শনামপ্রসিদ্ধ ক্ষুপবিশেষ (Cannabis sativa)।

ইংরাজীতে ইহাকে Hemp বলে। ইহার ছালের তন্তুতে একপ্রকার উৎকৃষ্ট দড়ি (Cordage materials) প্রস্তুত হয় বলিয়া ইহা ভারতীয় বাণিজ্যের একটা মূল্যবান উপকরণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। যুরোপে এই জাতীয় বৃক্ষ হইতে যে শণ উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রস্তুত শন বলিয়া পরিচিত। ইহার বৃক্ষ হইতে যে সূত্র বাহির হয়, তাহা অতিশয় দৃঢ় এবং বস্ত্রবস্ত্রনে বা রজ্জুপ্রস্তুতকরণে বিশেষ উপযোগী। গাছগুলি সাধারণতঃ ৩ ফিট ১০ ফিট উচ্চ হইয়া থাকে। ইহার ডালে পুং জী ভেদ দৃষ্ট হয়। এই সূত্র সকল দেশেই উৎপন্ন হয়। কোন এক বিশেষ স্থানে নিবদ্ধ নহে। উদ্ভিদিঃ উইলডেনো, গেলিন ও থুনবার্গ যথাক্রমে পারস্ত, তাতার ও জাপানে এই বৃক্ষ দেখিয়া অমুমান করেন, ঐ সকল দেশেই এই বৃক্ষের আদিস্থান। হিরোদোটাস এই বৃক্ষকে শাকদ্বীপের বৃক্ষ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বিবর্তিত ককেশসপর্বতের সমীপদেশে ও তোরিয়ায় এই বৃক্ষ দেখিতে পান। চীনদেশে হো-মা, থ-স, থ-ম-ম-ম নামেও একপ্রকার শন উৎপন্ন হয়। উহার বস্তুতঃ এক নহে, বৃক্ষগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়, কিন্তু কার্যতঃ প্রায় সমগুণসম্পন্ন। উহা প্রস্তুত শনের জায় দৃঢ়, জটিল ও পিচ্ছিল এবং গাছের বন্ধলও অধিক হয়। ভারতে এই শ্রেণীর যে বৃক্ষ আছে, তাহা Cannabis Indica নামে বিদিত। বোখারা, পারস্ত এবং ভারতের সর্বত্র, বিশেষতঃ ১০ হাজার ফিট পর্যন্ত উচ্চ হিমালয়পৃষ্ঠে এই জাতীয় বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। প্রধানতঃ যুরোপে কেবলমাত্র তস্তর জন্মই এই বৃক্ষের আদর। কারণ উহাতে নানাপ্রকার রজ্জু ও একপ্রকার মোটা কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রাচ্যভূখণ্ডে অর্থাৎ ভারত, পারস্ত প্রভৃতি স্থানে একমাত্র গাঁজা ও সিদ্ধি বা ভাঙের জন্মই ইহার চাষ হয়। দড়ির নিমিত্ত বড় একটা বেশী চাষ হয় না। ইহার আটাবৎ পদার্থে চরস নামক মাদকদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন করিতে একই বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন রূপ চাষের প্রয়োজন হয়। গাঁজা বা চরসের উৎপাদনের জন্ম এই গাছে যৌন এবং বায়ু ও আলোকের বিশেষ প্রয়োজন হয়। এই কারণে ইহাকে পাতলা করিয়া বপন করিয়া পরে স্থানান্তরে রোপণ করা হয়। দড়ির জন্ম চাষ করিতে হইলে খুব সোদাঘনী করিয়া গাছ বুনিলেই চলে। দড়ির জন্ম গাছে তাপ বেশী লাগে না, ছায়া ও অলসিতা বৃদ্ধিকার বিশেষ আবশ্যক।

Orotalaria Juncea নামক বৃক্ষ হইতে ভারতীয় শণ,

Hibiscus Cannabinus বৃক্ষ হইতে দিকিঙ্গী বা অধরী শন, *Musa textilis* নামক বৃক্ষ হইতে মানিলী শণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। জবলপুরে একপ্রকার শণ উৎপন্ন হয়, তাহা যুরোপীয় বাণিজ্যে Jubbulpur hemp নামে প্রসিদ্ধ। ইংলণ্ডরাজ্যে উহার আদর সর্বাপেক্ষা অধিক।

গাঁজা, চরস, সিদ্ধি বা ভাঙ, শব্দে ইহার বিষয় বিস্তৃত আলোচনা থাকায় এ সম্বন্ধে বিশেষ লেখা হইল না। শন, সিদ্ধি ও গাঁজার বীজে একপ্রকার তৈল উৎপন্ন হয়। উহা খোসপাঁচড়ার বিশেষ উপকারী। কবিয়াবাসী উহাতে আলোক জ্বালে।

যুরোপে উৎকৃষ্ট শন ১ হান্ডর পরিমাণ ৫০ সিলিং মূল্যে বিক্রীত হয়। উহাতে তোলালে প্রভূতি ভোগবিলাসোপযোগী বস্তাদি প্রস্তুত হয়। দড়ি ও কাঁচিস প্রভৃতির জন্ম মধ্যম বা নিকৃষ্ট শন ব্যবহৃত হয়। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর শনকে বাণিজ্যের ভাষায় Outshot hemp ও তৃতীয়কে hemp codilla বা half cleaned hemp বলে। কবিয়াজ্যে উৎকৃষ্ট শন প্রতি হান্ডর ৪৭ সিলিং। [গাঁজা দেখ।]

শনক (পুং) শবরের পুত্রভেদ।

শনকাবলি (পুং) গজপিন্নলী। (শব্দচক্রিকা)

শনকৈকস্ (অব্য°) শনৈস্-স্বার্থে কন্। শনৈঃ, অনে অনে, ক্রমে ক্রমে।

শনপর্ণী (জী) শনস্তেব পর্ণাজাত্যঃ, ভীষ, পুষ্পোদগারাদিভ্যং পত্ৰ ন। কটুকী। (শব্দচক্রিকা)

শনি (পুং) রবি প্রভৃতি গ্রহের অন্তর্গত সপ্তমগ্রহ। সংস্কৃত পর্যায়—সৌর, শনৈশ্চর, নীলবাসস্, মন্ড, ছায়ায়জ, পাতঙ্গি, গ্রহনায়ক, ছায়ায়ত, ভাস্করি, নালাঘর, আর, ক্রোড়, বক্র, কোল, সপ্তান্ত, পশু, কাল, স্বর্গাপুত্র, আসিত। ইহার বর্ণ কৃষ্ণ, ইনি পশ্চিম-দিগ্‌বলী, নপুংসক, অন্ত্যজজাতি, তমোগুণযুক্ত, কষায়রসাদিপতি ও তৎপ্রিয়, মকর ও কুম্ভরাশির অধিপতি, নীলকান্তমণি এবং সৌরাত্ত্রদেশের অধিপতি, কস্তুরমুনির পুত্র, শূদ্রবর্ণ, স্বর্গায়ুধ, চতু-রজুল পারমাণ, কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র, গৃধ্রবাহন, স্বর্গাপুত্র, চতুর্ভুজ, চারি হস্তে ভল্ল, বাণ, শূল ও ধনু এই চারি অস্ত্র, ইহার আধর্ষাঙ্গী দেবতা যম, প্রত্যাধিদেবতা প্রজাপতি। (গ্রন্থাগতবৃত্ত ও বৃহজ্জাতক)

পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডে শনিগ্রহের উৎপত্তির বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, মরীচি হইতে কস্তুর জন্মগ্রহণ করেন, এই কস্তুরের পুত্র বিভাবর। ষষ্ঠ প্রজাপতির সংজ্ঞা নারী কস্তুর সহিত বিভাবরুর বিবাহ হয়। সংজ্ঞা স্বর্গায়ুগে গমন করিয়া তাহার তেজ সহ্য করিতে না পারায় আত্মসদৃশী মায়াদেবী ছায়াকে নির্মাণ করেন এবং তাহাকে বলেন যে, তুমি নিঃশব্দ-

চিতে এই স্থানে অবস্থান কর, আমি পিতৃপুত্র গমন করিলাম। এই বলিয়া সংজ্ঞা পিতৃপুত্র গমন করিলেন। স্বর্গ্য হইতে দ্বারার সার্বণি মনু ও শনি এই দুই পুত্র হয়। (পদ্মপু° স্বর্গখ° ১১অ°)

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শনির ক্রুর দৃষ্টি হইবার কারণ এইরূপ লিখিত আছে যে, দেব গণপতি জন্মগ্রহণ করিলে পর একদা শনি, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ গণেশকে দেখিবার জন্ত গমন করিলেন। শনি দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দ্বারীকে দ্বার খুলিয়া দিতে বলিলেন। পরে দ্বারী ভগবতী জগীর্গার আদেশে দ্বার খুলিয়া দিলে শনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ভগবতীকে প্রণাম করিলেন। তখন পার্শ্বতী তাঁহাকে কহিলেন, শনি! তোমার মুখ নত কেন? তুমি কি নিমিত্ত এই বালককে এবং আমাকে দেখিতেছ না! ইহাতে শনি কহিলেন, মাতা! সকলেই নিজ নিজ কর্তব্যে আপন আপন ফলভোগ করিয়া থাকে, আমি আমার কৃতকর্মের ফলভোগ করিতেছি। আমার মুখ নত করিয়া থাকিবার কারণ জননীর নিকট অকথা হইলেও আপনার নিকট কীর্তন করিতেছি। আমি বালা হইতেই ক্লান্ত এবং সর্বদাই তপোনিরত ও ধ্যানস্থ হইয়া অবস্থান করিতাম। চিত্ররণের কণ্ঠার সহিত আমার বিবাহ হয়। পত্নীও পতি-ব্রতা ও তপোনিরতা ছিলেন। একদা আমার পত্নী গুহ্মান করিয়া আমার নিকট আগমন করিয়া তাঁহার মনোভাব জ্ঞাপন করেন, তখন আমি বাহুজ্ঞানশূন্য হইয়া ভগবানের দ্বায়ে নিমগ্ন ছিলাম, তখন তিনি তাঁহার গুহ্মরক্ষা হইল না তাহারা আমাকে অভিষাপ প্রদান করিয়া বলেন যে, তুমি জানাকে দেখিলে না এবং আমার গুহ্মরক্ষা করিলে না, এইজন্ত বলিতেছি যে তুমি যে দিকে দৃষ্টি করবে, তাহাই বিনষ্ট হইবে। পরে আমি ধ্যান হইতে বিরত হইয়া তাহাকে তুষ্ট করিলাম; কিন্তু তিনি শাপ মোচন করিতে সমর্থ হইলেন না। এইজন্ত আমি নিজ চক্ষুদ্বারা কোন বস্তু দেখি না এবং সেই দিন অবধি আমি প্রাণিহিংসাতরে মুখ নত করিয়া থাকি।

পার্শ্বতী ইহা শুনিয়াও কোতুকবশতঃ পুত্রকে দেখিতে কহিলেন। শনি হুঃখিতচিত্তে বালক গণেশকে দেখিবারাত্রই তাহার মস্তক ছিন্ন হইয়া গেল। পুত্রের মস্তকহীন দেখিয়া পার্শ্ব-তীও শনিকে শাপ দিলেন। [গণেশ দেখ।]

এইরূপে শনি পত্নীর শাপে ধনদৃষ্টি প্রাপ্ত এবং পার্শ্বতীর শাপে বধ হইয়াছিলেন। (ব্রহ্মবৈবর্তপু° গণেশখ° ১২-১৩ অ°)

শনিগ্রহের সন্ধে আমাদের দেশে যেমন পৌরাণিক আখ্যান আছে, যুরোপীয় সাহিত্যেও শনি সন্ধে সেইরূপ বহু কথা দেখিতে পাওয়া যায়। ইতালীয়গণ শনিকে সাতরণ (Saturn) দেবতা বলিয়া মাজ করিতেন। গ্রীসীরা এবং আধুনিক রোমক-

গণ এই Saturn বা শনিকে গ্রীসদেশীয় পৌরাণিক দেবতা ক্রোণাস্ (Cronus) বলিয়া অভিহিত করেন। গ্রীসদেশীয় পৌরাণিক কাহিনী পাঠে জানা যায় যে, আকাশের ঔরসে এবং পৃথিবীর গর্ভে অনেকগুলি সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রীক ভাবার আকাশ উরানাস (Uranus) এবং পৃথিবী জিয়া (Gaia) নামে অভিহিত। আমাদের বেধেও আকাশ প্রভৃতি দেবতা বলিয়াই প্রতিষ্ঠিত। বাহা হটক আকাশের ঔরসে এবং পৃথিবীর গর্ভে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহারা সাধারণতঃ টিটান (Titan) নামে অভিহিত হইতেন। ক্রোণাস বা শনিগ্রহ এই টিটানদিগের সর্গ-কনিষ্ঠ ভ্রাতা। টিটানগণ ভিন্ন আকাশ ও পৃথিবীর সাইক্লপ্‌স্ (Cyclops) এবং শতহস্ত (Hundred-Handers) নামক আরও সন্তান ছিল। এই সাইক্লপ্‌স্ এবং শতহস্তগণ বহন আকাশের নিকট, অত্যন্ত বিরহিজনক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তখন তিনি আবার উহাদিগকে পৃথিবীর গর্ভে প্রবিষ্ট করাইয়া ছিলেন। আকাশের এই কার্যে পৃথিবী অত্যন্ত হুঃখিতা এবং ক্রোধপরারণা হইলেন। তিনি তাঁহার পুত্র-দিগকে আহ্বান করিলেন। আহ্বান করিয়া বলিলেন, আমি তোমরা আমার পুত্র হও, তাহা হইলে তোমাদের পিতার এই কার্যের প্রতিশোধ লইতে হইবে। মাতার এই কথা শুনিয়া ক্রোণাস্ বা শনি ভিন্ন আর কোন পুত্র পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সাজসজ্জা হইলেন না। ক্রোণাস্ বা শনিগ্রহ এক দিবস একগাছি কান্তের দ্বারা তাহার পিতা আকাশের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া দিলেন, সেই সময়ে আকাশের গাত্র হইতে বেরকপাত হইতেছিল, সেই রক্তবিন্দু হইতে ধরাতলে ক্রোধবৈতাস্যমুহু এক অম্বরগণের উৎপত্তি হইল। এই সময়ে ক্রোণাস্ বা শনিগ্রহ পিতার প্রাসাদে অবস্থান করিয়া পিতৃবাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। শনিগ্রহ তাহার আপন ভগিনী রিয়া (Rhea) দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ক্রোণাসকে তাহার পিতা মাজ্ঞা জানাইয়া রাখিয়াছিলেন যে ক্রোণাস্ তাহার কোন পুত্র দ্বারা নিহত হইবে। কংসরাজ যেমন দৈববাণীতে জানিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার ভাগিনের কর্তৃক তিনি নিহত হইবেন, ক্রোণাস্ও সেই প্রকার পিতামাতার সন্ধে দৈববাণী শুনিয়া ভীত হইয়াছিলেন।

সেই সময় হইতে তাঁহার বহন যে সন্তান জন্মিত হইত, তিনি নিজে তাহাকে গ্রাস করিয়া কেলিতেন। এইরূপে ক্রোণাসের পাঁচটা সন্তান হইয়াছিল, তিনি ক্রমে ক্রমে পাঁচটিকেই নিহত করেন। এই সকল সন্তানের নাম হেষ্টিয়া, ক্রিমিটা, হেরা, হেডস্ ও পসিডন্। এইরূপে পাঁচটা সন্তানকে

নিহত হইতে দেখিয়া রিআদেবীর হৃৎকের আর অবধি মহিল না। তিনি মনে করিলেন তাহার একবারে গর্ভ না হর তাহাও বরং ভাল, তথাপি তিনি নিজ সন্তানগণের এইরূপ অজ্ঞার রূপে অকালমৃত্যু সহ করিতে পারিলেন না। কিন্তু কালধর্মের আচার তাহার সন্তান সন্তান হইল। যথাসময়ে তিনি একটি পুত্র এসব করিলেন। সেই সন্তানের নাম জিয়াস্ (Zeus)। এবার মেহময়ী মাতা পুত্রটিকে লুকাইয়া রাখিলেন, পুত্রের পরিবর্তে একখানি প্রস্তর রক্তাক্ত বস্ত্রে জড়াইয়া ক্রোণাসের নিকট সমর্পণ করিলেন। ক্রোণাস পুত্রক্রমে এই প্রস্তরটিকেই গ্রাস করিয়া কেলিলেন। এদিকে ক্রীটদ্বীপে জিয়াস্কে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। জিয়াস্ ক্রমে বড় হইল। একদিবস জিয়াস্ তাহার পিতাকে বমনকারক একদ্রুি ঔষধ খাইতে দিল। সেই ঔষধসেবনে ক্রোণাসের ভয়ানক বমি হইল। প্রথমেই বমির সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তরটি বহির্গত হইয়া পড়িল এবং অতঃপর জিয়াসের ভ্রাতৃগণও বহির্গত হইল। এই প্রস্তরটি ডেলফীনগরে রাখা হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রীকগণ প্রত্যহই তৈল দিয়া ইহার গাত্র অভিষেক করিত।

কালক্রমে জিয়াস্ এবং তাহার ভ্রাতৃগণ সমবেত হইয়া উহাদের পিতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম উপস্থিত করিল। দশ-বৎসর ভীষণ যুদ্ধের পর ক্রোণাস্ যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। জিয়াস্ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ জয়লাভ করিলেন। ক্রোণাস্ যুদ্ধে পরাজিত হইলে পর তাঁহাকে তরতরস্ (Tartarus) নামক স্থানে নিক্ষেপ করা হয়। কেহ কেহ বলেন, ইহাকে Island of the Blest নামক স্থানে রাখা হইয়াছিল। সেইখানে ইনি যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত বীরদিগের আত্মসমূহের উপস্থিতিতে ও বিচার করিতেন। গ্রীস দেশের প্রাচীন কাহিনী পাঠে জানা যায়, ক্রোণাস যে সময়ে রাজ্যশাসন করিতেন, সে সময় দেশের অবস্থা অতি সুচারু ছিল। তাহার শাসনাবধি জনগণ দেবতাদের ভায় বাধীনতা ভোগ করিত। তাহাদিগকে কোন প্রকারের হৃৎকোপ করিতে হইত না। জীবিকানির্ব্বাহের জন্য তাহাদের কোন শ্রম ছিল না। বর্ষিকোরে কোন প্রকার দুর্কল্যাপও তাহারা ক্রিষ্ট হইত না। বিনা কর্ণে পৃথিবী শস্য বোমাইতেন। গ্রীসদেশে এখনও ক্রোণাসের উপাসনার প্রথা বিদ্যমান। পলিনিয়াস্ (Pausanias) লিখিয়াছেন, আথেন্সে একপালিস্ পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে এখনও ক্রোণাস বা পলিনিয়াসের একটি মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে, এখানে প্রতি বৎসর উৎসব হইয়া থাকে। অলিম্পিয়াতে একটি পর্ব্বত ক্রোণাস পর্ব্বত নামে অভিহিত। প্রতি বৎসর এই স্থানে পলিনিয়াসের নামে বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ক্রোণাসকে কাল দেবতা বলিয়া নির্দেশ করা হয়। এই ধারণা যে কি প্রকারে গ্রীসদেশবাসীদিগের মধ্যে উৎপন্ন হইল, তৎসম্বন্ধে একটি আলোচনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। গ্রীস পণ্ডিত Curtius (কারটিয়াস্) বলেন, ক্রোণাসকে কালের দেবতা বলিয়া বুঝিয়া লইবার চেষ্টা এই যে, ক্রোণাস্কে (Cronus) সাধারণ লোকেরা Chronos বলিয়া মনে করে। পরের লিখিত ক্রোণাস্ শব্দটি ক্রা (Kra) ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ক্রা (Kra) ধাতুর অর্থ সম্পন্ন করা। Cronus এক শ্রেণীর অসত্য জাতীয় লোকের দেবতা। এই অসত্যজাতি প্রাচীন গ্রীকগণ দ্বারা বিজিত হইয়াছিল। কারটিয়াস্ বলেন, ক্রোণাসের পুত্রত্বকণের কাহিনীর ভাব বুসমেন, কাকের, বাসতু, গিদিয়াবাসী এবং সুইমো প্রভৃতি লোকের মধ্যে প্রচলিত আছে।

সাতর্প (Saturn) শব্দকে ইতালীতে আরও এক প্রকারের পৌরাণিক বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যায়। সাতর্প প্রাচীন ইতালীয়দিগের পূজ্য দেবতা। ইহার গ্রীক নাম ওপস্ (Ops)। রোম নগরের স্থষ্টির বহুপূর্বে এই দেবতার প্রাচীন কাহিনী প্রচলিত আছে। ইনি কৃষিকার্যের দেবতা। Serere ধাতু হইতে সাতর্প (Saturn) শব্দের উৎপত্তি। এই ধাতুর অর্থ কৃষিকার্য করা। এই কাহিনী অনুসারেও ক্রোণাস্ (Cronus) ও সাতর্প একই দেবতা। ক্রোণাস তৎপুত্র জিয়াস বা জুপিটারদ্বারা বিভাদিত হইয়া ইতালীদেশে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন এবং ইতালীতে তিনি রাজা হইয়া রাজ্যশাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইনি ইহার শাসিত ভূমণ্ডলকে Saturnia নামে অভিহিত করেন। ইতালীর অজ্ঞাতম প্রাচীন দেবতা সাতর্পকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া রোমদেশে লইয়া গিয়াছিলেন। এই দেবতার নাম জেনাস্ (Genus)। এই জেনাস্ রোমদেশের কাপিটোল পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে সাতর্পকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই পৌরাণিক বৃত্তান্ত অনুসারে কাপিটোল পর্ব্বত 'সাতর্পিয়ান' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। এই সাতর্পিয়ান পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে এখনও শনিমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরে তাহার প্রতিমূর্তি আছে। তাহার পদদ্বয় ভূমণ্ড বৎসর ব্যাপিয়া পশম দিয়া বাধিয়া রাখা হয়। কেবল বার্ষিক উৎসব সাতর্পেলিয়ান সময়ে ঐ পদদ্বয়ের বন্ধন উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। প্রাচীন সময়ে সাতর্পের নিকট নরবলি দেওয়া হইত। কিন্তু হারিকউলিঙ্গ এই অশুভ প্রথা নিবারণ করিয়াছেন।

ইতালীতে সাতর্পের বহুমন্দির রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত অনেকগুলি সহর ও পর্ব্বত সাতর্পের নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। পূর্বকালে ইতালীতে এক রকম কবিতা রচিত

হইত, সেই সকল কবিতা সাতর্পিরান্ ভার্শ (Verse) নামে কথিত হইত। অন্যান্ত দেবতার জ্ঞান সাতর্পণ পৃথিবী হইতে অতীত হইয়াছিলেন। কতিরা সাতর্পণের চিহ্ন বরণ। সাতর্পণের গ্রীক নাম ওপ্স (Ops), ওপ্স শব্দের অর্থ প্রাচুর্য। ওপ্স দেবী পৃথিবী মূর্তি। শতশ্রামলা বহুভাষা লক্ষ্যই মূর্তি-বরণ। সাতর্পণের আর একটি গ্রীক নামে, তাঁহার নাম সুরা; এই সুরা অলক্ষ্য বিশেষ।

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান পাঠে জানা যায়, সমগ্র সৌর জগতের মধ্যে কেবলমাত্র এক কুপিতার (বৃহস্পতি) ব্যতীত শনি-গ্রহই সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম। অত্যন্ত সকল গ্রহ একত্র করিলে যে পরিমাণ হয়, শনিগ্রহ সেই সকলের পরিমাণ অপেক্ষা তিনগুণ বড়। অত্যন্ত গ্রহের সূর্য্য হইতে দূরত্বনির্ণয়ে শনিগ্রহ বষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণের ধারণা ছিল, শনিগ্রহই সূর্য্য হইতে অধিকতম দূরত্ব। কলতঃ সূর্য্য হইতে গড়ে ৮৭২১৩৭০০০ মাইল দূরে থাকিয়া এই গ্রহটি সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। যখন সূর্য্য অপেক্ষা এই গ্রহটি অধিকতম দূরে অবস্থান করে, তখন উহার দূরত্বের পরিমাণ ৯২০৭১০০০ মাইল, আর উহার সর্বাপেক্ষা কম দূরত্ব ৮২০৩১০০০ মাইল। ইহার কক্ষার উৎকেন্দ্রতা (Eccentricity of orbit) ০.০৫৫৯৯৯ এবং ধরাভূতলের ক্রান্তিবৃত্তের অভিমুখে ইহার পাতকোণ (inclination to the plane of ecliptic) $2^{\circ}28'28''$ । শনিগ্রহ উনত্রিশ বৎসর এক শত সাতষটি দিবসে আপন কক্ষ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। উহার বৃত্তি-সংক্রান্ত (Synodical revolution) পরিভ্রমণকাল ৩৭৬.৭০ দিবস। ইহার ব্যাসের গড় পরিমাণ ৭০০০০ মাইল। ইহার নৈকট্যস্থ ব্যাসের পরিমাণ ৬৬৫০০ মাইল এবং বিষুব প্রদেশস্থ ব্যাসের পরিমাণ ৭০৫০০ মাইল। শনিগ্রহ পৃথিবী অপেক্ষা আকারে সাতশত গুণ বড় এবং ওজনে নব্বই গুণ অধিক। পৃথিবী অপেক্ষা শনিগ্রহের ঘনত্ব কম, অর্থাৎ পৃথিবীর ঘনত্ব এক শত ধরিয়া লইলে শনিগ্রহের ঘনত্ব ১৩ অধিক নহে। শনিগ্রহ সাড়ে দশ ঘণ্টার আপন অক্ষ (Axis) পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।

দূরবীক্ষণ সাহায্যে দেখা গিয়াছে, শনিকক্ষ জ্যোতির্মর বলয় (Ring) দ্বারা পরিবেষ্টিত। গ্যালিলিও সর্ব প্রথমে শনিগ্রহের এই বলয় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি এই গ্রহটিকে ত্রিভাগে বিভক্ত দেখিতে পাইয়াছিলেন অর্থাৎ দুইটি বলয়ের মধ্যে একটি পিণ্ডবৎ পদার্থ সর্ব প্রথমে উহার দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন, কোন কোন সময়ে এই বলয়বৎ পদার্থ অত্যন্ত বৃহদাকার ধারণ করিয়া থাকে এবং কখনও বা উহা

একবারেই অদৃশ্য হইয়া যায়; তখন অন্যান্ত গ্রহের সহিত আকারে শনিগ্রহে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। হাইগেন্স (Huyghens) সর্ব প্রথমে প্রকাশ করেন যে, শনিগ্রহের বিষুব প্রদেশে স্বতন্ত্র ভাবে একটি জ্যোতির্মর বলয়বৎ পদার্থ আছে। এই পদার্থটি শনিগ্রহের সহচর হইলেও উহা উক্ত গ্রহ হইতে অনেক দূরে অবস্থিত।

শনিগ্রহের বলয়ে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হওয়ার উহা জ্যোতির্মর হইয়া উঠে। সূর্য্য ও পৃথিবী যখন উভয়ে উহার একপার্শ্বে থাকে, তখনই উহা দৃষ্টিগোচর হয়। যখন একদিকে সূর্য্য অপরদিকে পৃথিবী এবং মধ্যে শনিগ্রহের অবস্থান হয়, তখন এই বলয় আর দৃষ্টিগোচর হয় না।

ডব্লিউ বন ও জে ব্লক এই দুই ভ্রাতা শনিগ্রহের বলয়-সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা করিয়া স্থির করেন যে, এই বলয় দুইটি সন্মুখোন্মুখ (Concentric) নিয়তাগের বলয়টি অধিকতর প্রসার। কাসিনী (Cassini) বলেন, শনিগ্রহের নিখাদোপাদান ঘেরা ঘন, উহার বলয়ের উপাদান তাহা অপেক্ষা কম ঘন নহে। শনিগ্রহ অপেক্ষা উহার বলয়ের জ্যোতিঃ অধিকতর সমুজ্জ্বল। উপরের বলয় অপেক্ষা নিম্নের বলয়টিই অধিকতর উজ্জ্বল। জ্যোতির্বিদগণ ভাল দূরবীক্ষণের সাহায্যে এই বলয়ের উপরে অনেকগুলি সমকেন্দ্রিক কক্ষবর্ণ রেখা দেখিতে পান।

হারসেল বলেন, শনির বলয় উহার আপন মেনে (Plane) ১০ ঘণ্টা ৩২ মিনিট ১৫ সেকেন্ডে পরিভ্রমণ করে। লাপ-লাসেরও ইহাই সিদ্ধান্ত। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে শনির বলয়-সম্বন্ধে জ্যোতির্বিদগণের গ্রহাদিতে কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। তবে একজন জ্যোতির্বিদ ইহার উল্লেখ করিয়াছিলেন, ইহার নাম ডাকার গল (Galle) ইনি বার্লিনের অধিবাসী। ইনি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে শনিগ্রহের বলয় ব্রহ্মসাহায্যে প্রত্যক্ষ করেন।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ইউনাইটেড স্টেটের কাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর বগ্ এবং মিঃ ডব্লু এই উভয়েই শনিগ্রহের বলয় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ভাল দূরবীক্ষণের সাহায্যে অত্যন্ত চকুর পক্ষে এই বলয় দেখা এখন আর ভ্রমের কঠকর নহে। মিঃ ডব্লু এই বলয় স্পষ্টতঃ প্রত্যক্ষ করিয়া ইহার বিশদবিবরণ লিখিয়াছেন।

মাস্জাক মানমন্দির হইতে ক্যাপ্তেন জেকব এই বলয় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এম অটো ষ্টুভ (M. otto Stuve) বলেন, শনিগ্রহের এই বলয় নূতন উৎপন্ন নহে। এই বলয় ক্রমশঃই শনিগ্রহের নিকটবর্তী হইতেছে এবং উহার ঘনত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্যোতির্বিদ্যাগতগণ বলেন, এই বলয় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপগ্রহের সমষ্টি। এই সকল উপগ্রহ বাশের সহিত সংমিশ্রিত। এই বলয় অসঙ্গতাবে শনিগ্রহের সহিত পরিভ্রমণ করে।

শনিগ্রহের আটটি উপগ্রহ (Satellites) আছে। সকলের বহিঃস্থ উপগ্রহটির বিদ্যুতি পরিমাণ চল্লিশ লক্ষ মাইল। ইহা আমাদের চন্দ্র অপেক্ষাও অনেক বড়। ষষ্ঠ উপগ্রহ টিটান (Titan) মাক্রোবী তুলা।

ফল—গ্রহগণ রাশিবিশেষে অবস্থান করিয়া বিশেষ বিশেষ ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। শনিগ্রহের ফলবিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে যে, শনি পাপগ্রহ, স্তূতরাং অশুভফলদ, কিন্তু রাশি ও স্থানবিশেষে শুভফলও প্রদান করিয়া থাকে। এমন কি শনি ও মঙ্গল এই দুইটি গ্রহ স্থানবিশেষে অবস্থান করিয়া রাজযোগ-কারকও হইয়া থাকে।

শনির স্থান—শনি শুভস্থানে অবস্থান করিলে রাজ্য, দাস, দাসী, বাহন ও চিন্তাশক্তিকারক হইয়া থাকে। কিন্তু অশুভ হইলে অনিষ্ট ও বিনাশকারক হয়। ইহাকে সন্ন্যাসী, প্রাচীন ব্যক্তি, ভৃত্য ও নীচ লোক করনা করা হয়।

শনিগ্রহ ভারতবর্ষস্থিত সুরাটদেশের অধিপতি এবং পশ্চিম দিগ্বলী। মৃত্যু শরীরে শনির ভাগ অধিক হইলে স্নানকেশ, কৃষ্ণ ও দীর্ঘদেহ, পীননাসিকা, অধর শুষ্ঠ হুল, কুদ্রনৈত্র ও বিদ্যুত কর্ণ হইয়া থাকে।

স্বভাব—জন্মসময়ে শনি অশুকুল থাকিলে জাতক গভীর বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন, মিতভাবী, ধৈর্যশালী, পরিশ্রমী, সম্পত্তি উপার্জন কর্তব্য, ক্রেশসহিষ্ণু এবং দূরদর্শী হয়।

শনি বিগুণ হইলে মানব মলিন, হিংস্র, ঘেবী, লোভী, ভীক, নীচাশ্রয়, সন্দেহ, অপবিত্র, অশুচি, নীচকর্ম্মরত, মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক হয়।

ব্যাধি—শনি বিগুণ হইলে বধিরতা, পদবিকলতা, প্রাণ, পক্ষাঘাত, শরীর কন্মন, উদরী, বাত, বায়ুরোগ, শ্বাসরোগ ও বক্ষরোগ হইয়া থাকে।

কার্য—শনিগ্রহ অশুকুল হইলে মানব রাজা, ধনির অধিপতি, উর্বা ও কাঠব্যবসারী এবং কৃষী হয়। শনি প্রতিকূল হইলে জাতক ভায়বাহক, শকটচালক, কুস্তকার, ভূমিখননকারী, ভৃত্য, পণ্ডরক, ডোম ও চণ্ডাল প্রভৃতি নীচরাজি হইয়া থাকে।

উষ্ট্র, গর্দভ, উল্লুক, মহিষ, ভেক, সর্প, কুর্শ, গৃধ্র, বাঘ প্রভৃতি পক্ষী শনির প্রিয়।

বেড়োলা, শমী, তাল, খর্জুর, শাল, সেগুন ও সমস্ত বিবাক্ত ফলভা শনির প্রিয়। শোহ, সীসক, এবং ইস্ত্রনীল রত্ন

শনির অতি প্রিয়। শনি বিরুদ্ধ হইলে শোহ ও সীসক দান এবং ধারণ বা ইস্ত্রনীল রত্ন ধারণ করিলে শুভ হয়।

শনিগ্রহ আড়াই বর্ষকাল এক এক রাশি ভোগ করিয়া থাকে, স্তূতরাং সমস্ত রাশিচক্র ভ্রমণ করিতে ৩০ বৎসর সময় লাগে। শনি জন্মরাশি হইতে অবস্থান করিয়া বিশেষ বিশেষ ফল জন্মাইয়া থাকে।

গোচরকল—শনি জন্মরাশিতে উপস্থিত হইলে দীর্ঘকালহারী প্রেয়া, অথবা বায়ুজনিত পীড়া, কন্মন, সংক্রামক বা জ্বাহিক জ্বর, পক্ষাঘাত, উদরী, বাত প্রভৃতি রোগ হইবার সম্ভাবনা, নানা প্রকার মনোবেদনা, অর্থহানি, অপবাদ, মাতা, পুত্র ও কলত্র-দির পীড়া বা বিয়োগজনিত শোক হইয়া থাকে। দ্বিতীয়ে—মনঃক্লেশ ও অর্থকতি। তৃতীয়ে—শত্রুনাশ, ক্রমতা বৃদ্ধি ও সৌভাগ্যলাভ। কিন্তু শনি যদি এই স্থানে নীচস্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত ফলের হ্রাস হইয়া থাকে। চতুর্থে—বন্ধুনাশ, শত্রুবৃদ্ধি, পিতার পীড়া ও স্থানভ্রংশ হয়। পঞ্চমে—সন্তানদির অমঙ্গল, বৃদ্ধিনাশ ও বিবিধ প্রকার মানসিক ক্লেশ। ষষ্ঠে—শত্রুনাশ, আরোগ্যলাভ, অর্থাগম ও কার্য সফল হইয়া থাকে। কিন্তু নীচস্থ হইলে এই ফলের হ্রাস হয়। সপ্তমে—দ্বীর পীড়া বা বিনাশ, বিরোধ, যাত্রাদিতে অমঙ্গল ও নানা প্রকার অনিষ্ট হইয়া থাকে। অষ্টমে—পীড়াক্রান্ত ও বিগদাগন্ন হইতে হয়। নবমে—বাণিজ্য ক্ষতি, মনঃক্লেশ এবং অর্থ ও কার্যহানি হয়। দশমে—প্রাক্কতা, অর্থ ও বাহনাদি লাভ এবং স্বাদেশে শোক, বধবন্ধন, ভয়, শ্মশ্রু ও শত্রুবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

শনি জন্মকালে যে রাশিতে ছিল, গোচরে সেই রাশিতে কিংবা তৎসপ্তমে উপস্থিত হইলে মানবদিগের নানা প্রকার বিঘ্ন ঘটে, মঙ্গলের রাশিভোগকাল অল্প, কিন্তু শনির প্রায় আড়াই বৎসর এবং উহার ফলও দীর্ঘহারী। অতএব গোচরকল বিচার করিতে হইলে অগ্রে দেখা কর্তব্য যে, শনি জন্মকালে যে রাশিতে ছিল, সেই রাশিতে কিংবা তৎসপ্তমে উপস্থিত হইয়াছে কি না? যেহেতু গোচরে শুভ হইলেও উক্ত দুই স্থানে উহা বিশেষ অশুভ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। জন্মসময় হইতে প্রায় ১৫ বৎসরে শনি স্বীয় সপ্তমে উপস্থিত হয় এবং ৩০ বৎসরে স্বীয় অধিষ্ঠিত রাশিতে প্রত্যাগমন করে। স্তূতরাং ন্যূনাধিক ১৫ বৎসর অন্তর মানব-গণ প্রায় সাতশর শারীরিক ও মানসিক ক্লেশে নিমগ্ন হইয়া থাকে। ঐ গ্রহ তৎকালে জন্মকর্ম্মাদি বলাড়ী হইলে উক্ত কল নিশ্চরই ফলে। এতদ্ব্যতীত শনি জন্মকালীন রাশিভোগ্য রাশিতে কিংবা তৎসপ্তমে উপস্থিত হইলে জাতকের পিতার অনিষ্ট, শত্রু-ভয়, বন্ধুনাশ ও মানহানি এবং রবি আধিপত্য হইলে জীবন-সংশয় পীড়া হয়। শনি জন্মকালে উপস্থিত হইলে জাতক্যাক্রি ও

তাহার সন্তানাদির পীড়া, ধনলগ্নে অর্থহীন এবং দশমলগ্নে অর্থহীন হইতে দশম স্থানে উপস্থিত হইলে কার্যবাহিনী, অপমান ও নানা প্রকার উষেগ হইয়া থাকে।

ষাশ রাশিতে শনি থাকিলে উক্ত রূপ ফল হইয়া থাকে। মেঘ রাশিতে শনি থাকিলে বাসন ও পরিপ্রমকাতর, কৃত্যর, নিষ্ঠুর, নিন্দিত ও নিধন হইয়া থাকে।

• বুধরাশিতে শনি থাকিলে অর্থহীন, ক্ষুভা, মিথ্যাকল্পনিযুক্ত, বাক্যবীর, বৃদ্ধা বা কুংসিতস্রীরত, জীলোকের ভৃত্য, নিষ্ঠুরান-বাসী ও চুটবতাব হয়।

মিথুনে শনি থাকিলে বন্ধনযুক্ত, প্রমাত্তর, দাস্তিক, মত্তগা-নিপুণ, সর্বলা পাঠরত, উত্তমশিল্পী ও বাক্যবীর। কর্কটে শনি থাকিলে উত্তম ভাগ্যযুক্ত, দরিদ্র, বাল্যকালে হোগলীভিত্ত, পণ্ডিত, জননীহীন, অতিমুদ্র, প্রমাত্তর, বন্ধুযুক্ত, মধা বয়সে নরপতিতুল্য ও ভোগে বর্জিত হইয়া থাকে। সিংহরাশিতে শনি থাকিলে লিপিপাঠক ও গুরাণবেত্তা, নিন্দিতাচারযুক্ত, হুশীল, জীবিত্ত, চিন্তা এবং ভ্রমশীল হয়। কন্ডারাশিতে শনি থাকিলে বন্ডের জ্ঞার আকৃতি, অতিশঠ, পরান্নভোজী, বেজাসক্ত, অলস স্বভাব, অন্তর্চি ও পরোপকারী হয়। তুলা রাশিতে থাকিলে স্ত্রী, অলস, বিদেশ ভ্রমণে রত, রাজা, তপস্বী, স্বপক্ষরক্ষক, শিরাল, বন্ধুগৃহের শ্রেষ্ঠ, সাধু, কুলটা, নট ও বৈজ্ঞানিকশীল। বৃশ্চিকে থাকিলে বিধেষ্ঠা, বিষম-স্বভাব, বিষ ও মন্ত্রবেত্তা, প্রচণ্ডকোপী, লোভী, দর্পযুক্ত, পরধন হরণে পারগ, নৃশংসকর্মকারক, অনেক চুৎসহিত্য, ক্ষয়, ব্যয় ও অনেক কাঁথিযুক্ত। ধনুতে থাকিলে ব্যবহারজ্ঞ, বিদ্বান, বিখ্যাতপুত্র, স্বধর্মপরাগ, স্ত্রীশীল, বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীভোগী, অতিশয় সন্মানী, অন্নবাক্যভাবী, বহুদর্শনশীল ও মুদ্রবতাব। মকররাশিতে থাকিলে পরযোবিত্ত ও পরক্ষেত্রের অধিপতি, শাস্ত্রজ্ঞ, শিল্প-বেত্তা, সদবংশোৎপন্ন, বিখ্যাত, প্রবাসশীল, সরলতাবিহীন ও শৌধ্যযুক্ত। কুম্ভারাশিতে থাকিলে মিথ্যাবাদী, সুমিষ্টভাবী, স্ত্রী ও বাসনাসক্ত, ধূর্ত, বন্ধনাকুল, কুমিত্তযুক্ত এবং অনেক আশ্রাসে কার্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। মীনরাশিতে শনি থাকিলে—বজ্রপ্রিয়, শিল্পবিভাসম্পন্ন, স্বীয়বন্ধ ও স্বজনগণের প্রধান, শাস্ত-স্বভাব, বিনয়ী ও ধার্মিক হয়।

রাশিচক্রের প্রথম রাশি মেঘ, তাহার অধিপতি মঙ্গল; দ্বিতীয় রাশি বুধ, তাহার অধিপতি শুক্র; তৃতীয় এইরূপে রাশিচক্রের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া কল নির্দিষ্ট হইতেছে।

শনি মঙ্গলের গৃহে থাকিলে রবিবর্ত্তক দৃষ্ট হইলে কবিকর্মে নিরত, ধনবান্, পো, মেঘ ও নবিত্তক, পুণ্যশীল ও কণ্ঠ

উত্তোক্তা হয়। এই শনি চক্রকর্ত্তক দৃষ্ট হইলে চপলস্বভাব, নীচপ্রকৃতি, বেজাসক্ত, সুখ ও ধনহীন, মঙ্গলকর্ত্তক দৃষ্ট হইলে আশিহিংসক, ক্ষুদ্রপ্রকৃতি, চোরাবিপতি, মাংস ভক্ষণ ও মত্তাদি পান নিরত এবং যুবতীপ্রিয়, বৃধকর্ত্তক দৃষ্ট হইলে মিথ্যাবাদী, অধর্মপরাগ, বহুবাক্যযুক্ত, তক্ষর, যথেষ্টাচারী, সুখ ও ধনবিহীন; বৃহস্পতি কর্ত্তক দৃষ্ট হইলে সুখ, ধন ও সৌভাগ্যযুক্ত, রাজমন্ত্রী ও মন্ত্রপালক হইয়া শুক্রকর্ত্তক দৃষ্ট হইলে ধূর্ত, বন্ধনাকারী, কুরূপ, পরস্রী ও বেজাগামী এবং ভোগহীন হয়।

কুব ও তুলা রাশি শুক্রের গৃহ; ইহাদের কোন গৃহে শনি অবস্থিত হইয়া রবিবর্ত্তক দৃষ্ট হইলে স্পষ্টবাক্যযুক্ত, ধনহীন, বিদ্বান, পরগৃহভোজী ও অতিশয় কোমলকায় হয়। এই শনি চক্রকর্ত্তক দৃষ্ট হইলে যুবতীজনপ্রিয়, ধনপ্রিয়, রাজপুঞ্জিত ও ধনবান্ হয়। মঙ্গল কর্ত্তক দৃষ্ট হইলে সংগ্রামকথার অভিজ্ঞ এবং সংগ্রামে পলায়ক, অনেক উত্তম বাক্যসম্পন্ন ও ধর্মজনপরিবেষ্টিত হইয়া থাকে। বুধ দেখিলে সদা হাস্যপ্রিয়, স্ত্রীপ্রিয়, যুবতীসেবক ও নীচপ্রকৃতি; বৃহস্পতি দেখিলে অজ্ঞের বিপদে বিপন্ন, পরোপকারী, লোকপ্রিয়, দাতা ও উত্তমশীল; শুক্র দেখিলে মত্তপারী, রোগ, ধনী, বলবান্ ও রাজপ্রিয় হইয়া থাকে।

মিথুন ও কন্ডারাশির অধিপতি বুধ, এই বুধের গৃহে শনি অবস্থান করিয়া রবি কর্ত্তক দৃষ্ট হইলে সুখবিহীন, প্রধান, ধার্মিক, কোষজিত, রেশসহনশীল ও ধীরপ্রকৃতি হয়। এই শনি চক্রকর্ত্তক দৃষ্ট হইলে ভূপতিতুল্য, মিথ্যেদেহবিশিষ্ট, জীলোকের সম্পত্তিধারা ধনবান্; মঙ্গল দেখিলে বিখ্যাত, সুখ, তারবহনশীল ও ধনহীন; বুধ দেখিলে ধনী, স্বাস্থ্যকুল, বিদ্বান্, সঙ্গীতশাস্ত্রে নিপুণ এবং শিল্পকুল; বৃহস্পতি দেখিলে রাজকুলের বিখ্যাত, সর্বগুণযুক্ত, সাধুগণের বাহ্যমীয় এবং শুক্র দেখিলে অতিশয় স্ত্রীপ্রিয় হইয়া থাকে।

কর্কট রাশির অধিপতি শুক্র, এই রাশিতে শনি থাকিয়া রবি কর্ত্তক দৃষ্ট হইলে বাল্যকালে পিতৃহীন, ধন ও সুখভোগরহিত, ও পাপভাগী হইয়া থাকে। এই শনি চক্র কর্ত্তক দৃষ্ট হইলে জন্মকালে মাতার পীড়া, ধনী ও ভ্রাতার সহিত বিরোধ; মঙ্গল দেখিলে রাজদত্তধনে ধনী, বিফলদেহ, বন্ধুযুক্ত ও প্রভু, বুধ দেখিলে নিদ্র, বক্তা, দাস্তিক, আচারহীন এবং উত্তমশীল, বৃহস্পতি দেখিলে সম্পত্তিশালী, পুত্রবান্, ধনরসাদিযুক্ত, শুক্র দেখিলে কুরূপ, বিলাস ও সুখহীন হইয়া থাকে।

সিংহরাশি রবির গৃহ, এই রাশিতে শনি থাকিয়া রবি কর্ত্তক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ধন ও সুখহীন, অনাচার্য্যবাপন্ন, অনুভবপ্রিয়, মত্তাদি পানরত, কুল, ভৃত্য ও ভৃত্যবী হইয়া থাকে। এই শনি চক্রকর্ত্তক দৃষ্ট হইলে ধনী, যুবতীপ্রিয়, বিপুল কীর্তিযুক্ত

ও নৃপতির প্রিয় হয়। মঙ্গল দেখিলে প্রতিদিন ভ্রমণশীল, পানী, চৌর, গিরি ও হৃগ্নস্থাননিবাসী, নীচ প্রকৃতি, ভাৰ্য্যা ও পুত্রহীন, বুধ দেখিলে কক্ষস্বভাব, নির্ধন, আলস্তপরায়ণ, মলিনবেশ ও দীন। বৃহস্পতি দেখিলে শ্রেষ্ঠ, পুত্রবান্, বিশ্বাসী, স্ত্রীশীল ও ধনী; শুক্র দেখিলে যুবতীদেবী, স্ত্রী, শাস্ত্রপ্রকৃতি, ধনবান্ এবং কর্কশ-বাক-যুক্ত হইয়া থাকে।

ধনু ও মীন রাশি বৃহস্পতির স্বগ্রহ, এই রাশিতে শনি থাকিয়া যদি রবি কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে পরপুত্রের পিতা, এবং ঐ পুত্র হইতে ধন ও খ্যাতি লাভ হইয়া থাকে। ঐ শনি চন্দ্রকর্তৃক দৃষ্ট হইলে মাতৃহীন, সঙ্কটগ্রস্ত, ভাৰ্য্যা, পুত্র ও ধনী হয়। মঙ্গল দেখিলে বাতব্যাধিরোগযুক্ত, লোকঘেড়া, প্রবাসশীল, নীচ স্বভাব ও নিম্নতরিত্ত্ব; বুধ দেখিলে ধনী, বিদ্বান্, মাননীয়, স্ত্রীর আকৃতিযুক্ত, বৃহস্পতি দেখিলে রাজা বা রাজসদৃশ, মন্ত্রী অথবা সেনানায়ক এবং সকল আপদবিহীন; শুক্র দেখিলে দ্বিমাতৃক, স্ত্রীশীল ও সর্ব সম্পন্নযুক্ত হয়।

শুকর ও কুম্ভরাশি শনির স্বক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রে থাকিয়া শনি যদি রবি কর্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে রোগী কুরুপা ভাৰ্য্যায়ুক্ত, পরান্নভোজী, অতিশয় হঃখসহিষ্ণু এবং ভ্রমণশীল হইয়া থাকে, ঐ শনি চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে চপল, অসত্যপরায়ণ, পানী, মাতার অনিষ্টকারী ও ধনী হয়। মঙ্গল দেখিলে অতিশয় বীর, বিক্রমশালী, বিখ্যাত, মহাজনগণের অগ্রণী, ক্রোধী ও সাহসী, বুধ দেখিলে তামস প্রকৃতি, কুংসিত আকৃতি ও উন্মাদ ব্যাধিযুক্ত বৃহস্পতি দেখিলে গুণী, রাজা বা আশ্রয়বিহীন, পরদারপরায়ণ; ৩৮৮ চিত্তোগ্যবান্, স্ত্রী ও ধনবান্ হইয়া থাকে।

শনি দ্বাদশ রাশিতে অবস্থান কালে রবি প্রভৃতি গ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে উক্তরূপ ফল হইয়া থাকে। এই দৃষ্টি পূর্ণ দৃষ্টি জানিতে হইবে, ত্রিপাদ বা অর্ধ দৃষ্টি স্থলে ফলের নূনতা করনা করিতে হয়।

লগ্ন ধন প্রভৃতি দ্বাদশ ভাবের মধ্যে শনি অবস্থান করিলে উক্তরূপ ফল হইয়া থাকে। যদি তুলা, ধনু, কুম্ভ বা মীনরাশি লগ্ন হয়, আর শনি লগ্নে থাকে, তাহা হইলে জাতক দীর্ঘায়ুঃ, ঐশ্বর্যশালী ও বহুলোকপ্রতিপালক হয়। মতান্তরে বুধ, মিথুন বা কন্যালগ্নে শনি থাকিলে উক্ত প্রকার ফল হইয়া থাকে। ঐ শনির সপ্তমে বৃহস্পতি থাকিলে মানব অতি ঐশ্বর্যশালী হয়। কিন্তু লগ্নগত শনি অন্ত রাশিতে থাকিলে মানব কান্তিহীন, অশোভন দন্ত, সর্বদা ব্যাধিপীড়িত, নীচাশয় ও স্ত্রীবহীন হয়।

ধনস্থানে শনি থাকিলে জাতব্যক্তি কাষ্ঠ, উর্ণা, অঙ্গার, পুরাতন অট্টালিকা বা কৃষিকার্য্য দ্বারা কিংবা বিদেশে অর্থ ও সম্মান লাভ করে। যদি দ্বিতীয়স্থ শনি মেঘ বা বৃশ্চিক রাশিতে

থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি স্বজনপরিভ্রাত্য, বিশ্বাসী, নীচ বিভ্রান্তরক্ত ও ধনহীন হয়।

লগ্নের তৃতীয় স্থানে অর্থাৎ সৌম্য স্থানে শনি থাকিলে জাতক সংবৃত মন্ত্র বা অসুরল, গণ্য, মাস্ত, পরাক্রান্ত এবং বহুজন-প্রতিপালক ও আশ্রয়দাতা হয়, কিন্তু সেই ব্যক্তি ভ্রাতৃবিহীন হইয়া থাকে, যদি তৃতীয়স্থ শনি মেঘে অবস্থান করে, অথবা বক্রী হয়, তাহা হইলে উক্ত ফলের হ্রাস হয়, অধিকন্তু তৃতীয় শনি স্বক্ষেত্র গত হইলে মানব অন্ন পুত্রবিশিষ্ট হয়।

লগ্নের চতুর্থ অর্থাৎ বহুস্থানে শনি থাকিলে লোকে বন্ধ ও পিতৃসম্পত্তিহীন, ক্রেশযুক্ত, সন্তপ্ত হৃদয়, স্থানভ্রষ্ট ও কোন দীর্ঘ-স্থায়ী পীড়াক্রান্ত হয়। যদি ঐ শনি উচ্চস্থ বা শুভগ্রহ দ্বারা দৃষ্ট হয়, তবে তাহার রাজসদৃশ হয়, কিন্তু তাহাদের পিতা ঐয় ক্রেশে মানবলীলা সম্বরণ করে।

লগ্নের পঞ্চম অর্থাৎ পুত্র স্থানে শনি থাকিলে মানব পুত্রহীন, অন্ন ও ক্রমসম্পত্তিবিশিষ্ট, কুমতিসম্পন্ন, জ্বরচেট্টাশ্রিত, এবং বিভ্রা, ধন ও স্ত্রীবহীন হয়। যদি ঐ শনি তুলাগত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি বিচক্ষণ, দূরদর্শী, হিরবুদ্ধিসম্পন্ন, রাজসম্মা-নিত, কিন্তু ব্যয়কুঠ ও স্বার্থপর হয়।

লগ্নের ষষ্ঠ অর্থাৎ শত্রু স্থানে শনি থাকিলে জাতক শত্রুজিৎ, গুণগ্রাহী, আগ্রিত পালক ও ঐশ্বর্যশালী হয়, কিন্তু যদি ঐ শনি নীচস্থ বা বক্রী হয়, তাহা হইলে তাহার অনেক নীচজাতি শত্রু, অবিখ্যাসী ভৃত্য, এবং বাত ও বায়ুরোগ হয়।

লগ্নের সপ্তম অর্থাৎ পত্নী স্থানে শনি থাকিলে জাতক খঞ্জ, অথবা বাত বা বায়ুরোগাক্রান্ত, নীচ কর্মরত, জনহিতাবক, এবং নারীর জন্ম অতিশয় হঃখিত হয়। তাহার জীবনযাত্রায় নানা বিষয় ঘটে।

লগ্নের অষ্টম অর্থাৎ মৃত্যু স্থানে শনি থাকিলে মৃত্যু শোক-সন্তাপ ও বধবন্ধনরত, উচ্চস্থান হইতে পতিত, বিপদাপন্ন, অলস ও সতত অসুখী হয়। কিন্তু ঐ শনি উচ্চস্থ ও শুভগ্রহদৃষ্ট হইলে ক্ষমতা, প্রভুত্ব ও উত্তম বাহনাদি প্রদান করে।

লগ্নের নবম অর্থাৎ ধর্মস্থানে শনি অবস্থান করিলে মানবধর্ম-কর্মরহিত, স্বল্প বিশ্বাসী, বা নাস্তিক, কুপথগামী, নিম্নত উপায় দ্বারা অর্থশালী, ভাগ্যহীন, অসুখী ও বিদেশে বিপদাপন্ন বা নিধন প্রাপ্ত হয়। যদি ঐ শনি উচ্চস্থ ও শুভগ্রহ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে মানব শক্তি ও সৌভাগ্যশালী, চিন্তাশক্তিাবিশিষ্ট, ভৃত্যপরিষৃত ও সম্মানিত হয়।

লগ্নের দশম অর্থাৎ কর্মস্থানে শনি থাকিলে জাতক উচ্চপদ-লাভ ও স্বীয় কুল উজ্জল করে, সে ব্যক্তি বহু অমুচরযুক্ত, শত্রুজিৎ, উচ্চাভিলাষী, প্রাজ্ঞ ও সতত কর্মোন্মোদী হয়, কিন্তু

ঐ শনি যদি শুভগ্রহ দ্বারা দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে লোকে বেতনভোগী বা উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া পরে পদচ্যুত হয়।

লগ্নের একাদশ স্থান অর্থাৎ আর্যস্থানে শনি থাকিলে মনুষ্য নানারূপে ভূষিত, ঐশ্বর্যশালী, বহুভৃত্য ও বাহনযুক্ত, প্রাচীন ব্যক্তি দ্বারা উপকৃত, কিন্তু আত্মীয় স্বজনদের ঘৃণিত হয়, এবং প্রায়ই ক্রোধের অগ্রজ নশ হইয়া থাকে।

লগ্নের দ্বাদশ স্থানে অর্থাৎ ব্যর্থস্থানে শনি থাকিলে মানব খণী, বিপদাপন্ন, কারারুদ্ধ, প্রবাসী, অসুখী বা শোকাবিত্ত হয়।

শনিগ্রহ লগ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ স্থানে থাকিলে উক্তরূপ ফলপ্রদান করিয়া থাকে। গ্রহগণ শুভ হইলে নিজ নিজ কারকতাপ্রতি বৃদ্ধি করে। শনি চিন্তাশক্তি, ভৃত্য ও প্রাধান্য-কারক, সুতরাং শনি শুভ হইলে এই সকল ফলের শুভ হইয়া থাকে। (বৃহজ্জাতক প্রভৃতি)

অষ্টোত্তরীমতে শনির দশা দশ বৎসর। অমরাধা, জ্যোষ্ঠা ও মূল্য এই তিন নক্ষত্রে জন্ম হইলে শনির দশা হয়। ইহার প্রতি নক্ষত্রে ৩ বৎসর ৪ মাস এবং নক্ষত্রের প্রতিপাদে ১০ মাস এবং প্রতিদণ্ডে ২০ দিন ও প্রতিপলে ২০ দণ্ড হয়।

শনির সূর্যদশা দশবৎসর হইলেও প্রত্যেক গ্রহের অন্তর্দশা ও প্রত্যন্তর্দশা বিভাগ আছে। সাধারণতঃ দশা ও অন্তর্দশা-সারে ফলবিচার করিতে হয়। গ্রহদিগের শুভগৃহে অবস্থান প্রভৃতি দ্বারা দশাকালে ফলের শুভাশুভ করণা করিতে হয়।

শনির নিজ অন্তর ০১১১৩২০ দণ্ড।

শনি বৃহস্পতি ১১২৩২০ দণ্ড।

শনি রাহু ১১১১০ দিন।

শনি শুক্র ১১১১১০ দিন।

শনি রবি ০৬২০ দিন।

শনি চন্দ্র ১১৪২০ দিন।

শনি মঙ্গল ০৮২৬৪০ দণ্ড।

শনি বুধ ১১৬১৬৪০ দণ্ড।

এই সমুদায়ে দশবৎসর।

বিংশোত্তরীমতে শনির দশা ১২ বৎসর। পুশ্যা, অমরাধা ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে জন্ম হইলে শনির দশা হয়। এই দশায় নিয়মাক্রমারে প্রত্যেক নক্ষত্রেই ১২ বৎসর ভোগ হইয়া থাকে। তবে নক্ষত্রের যত দণ্ড ভোগ হইয়াছে, দশাও তত ভুক্ত হইয়াছে, জানিতে হইবে। এই দশারও পূর্বের স্থায় অন্তর্দশা ও প্রত্যন্তর্দশা আছে; তাহার বিভাগ এইরূপ—

নিজ শনি ৩০১০ দিন।

শনি বুধ ২৮১২ দিন।

শনি কেতু ১১১২ দিন।

শনি শুক্র ৩২১০ দিন।

শনি রবি ০১১১২২ দিন।

শনি চন্দ্র ১১১০ দিন।

শনি মঙ্গল ১১১২ দিন।

শনি রাহু ২১০১৬ দিন।

শনি বৃহস্পতি ২১১১২ দিন।

বিংশোত্তরীমতে উক্তরূপে ১২ বৎসর ভোগ হইয়া থাকে। বিংশোত্তরীমতে পরাশর বিশেষরূপে দশাকাল বিচার করিয়াছেন, বাহ্যভায়ে তাহা আর এইস্থলে লিখিত হইল না।

শনিগ্রহ জন্মকালে শরনাদি দ্বাষশভাবের কোন ভাবে অবস্থিত থাকেন, তাহা স্থির করিয়া তবে ফলনির্ণয় করা আবশ্যিক। গ্রহের ফুট, ভাব, বল ও শক্তি নির্ণয় করিয়াও ফল স্থির করিতে হয়। গ্রহগণ জন্মকালে, গোচর প্রভৃতিতে যদি বিরুদ্ধ থাকেন, তাহা হইলে তাহার শাস্তি কর্তব্য, শাস্তি করিলে সেই গ্রহ শুভ-ফলদাতা হইয়া থাকে।

গ্রহশাস্তিসম্বন্ধে গাছগাছড়ার মূল, খাতু, রক্তধারণ এবং দান; সেই গ্রহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা, তব ও কবচাদি ধারণ বিধেয়। শনিগ্রহের দান—

“মাষাশ্ব তৈলং বিমলেন্দ্রনীলগুলাঃ কুলখা মহিবশ্চ লৌহং।

সদক্ষিণক্ষেতি বদন্তি নুনং হুটন্ত দানং রবিনন্দনং॥”

মাষকলাই, তৈল, ইন্দ্রনীলমণি অর্থাৎ পায়া, কুম্ভডিল, কুলখ, মহিব অভাবে মূল্য, লৌহ এই সকল দ্রব্য সবস্ত্র ও দক্ষিণায় সহিত দান করিতে হয়।

শনিগ্রহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দক্ষিণাকালী। অতএব কালী-পূজা করিলেও শুভ হয়।

শনিগ্রহের স্তব যথা—

“নীলাঞ্জনচরপ্রখ্যং রবিশৃঙ্খলং মহাগ্রহম্।

ছায়ায়া গর্ভসমুত্তং বন্দ্য ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্॥”

শনিচক্র (রী) শনৈশ্চক্রেং। মানবের শুভাশুভ জ্ঞানার্থ চক্র ভেদে এই চক্রদ্বারা শনিভোগ্য নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ২৭টী নক্ষত্র বিস্তারপূর্বক শুভাশুভফল নির্ণয় করিতে হয়। জ্যোতি-স্তবে এই চক্রের বিষয় লিখিত আছে যে, প্রথমে একটি নর-কার্য স্থায়ীকৃত করিতে হইবে। তৎপরে শনি যে নক্ষত্রে অবস্থান করেন, সেই নক্ষত্র তদীয় মুখে বিস্তার করিবে, পরে ঐ নক্ষত্র হইতে পর পর নক্ষত্র উক্তস্থলে লিখিতে হয়। ঐ পুরুষের দক্ষিণ হস্তে ৪, পদদ্বয়ে ৬, হৃদয়ে ৫, বামকরে ৪, মস্তকে ৩, নেত্রদ্বয়ে ২, এবং শুভে ২, এইরূপে নক্ষত্র সকল রাখিয়া ফল নিরূপণ করিতে হয়। শনি হানি, দক্ষিণ হস্তে জয়, পাদে ঐশ, হৃদয়ে লক্ষী লাভ, বামকরে ভয়, মস্তকে রাজ্য, নেত্রে স্বপ্ন

এবং শুদ্ধ মরণ হইয়া থাকে। বাহার জন্ম নক্ষত্র এই সকল চুঃস্থানে থাকে, তাহারের উক্তরূপ অমঙ্গল এবং শুভস্থানে থাকিলে শুভ হইয়া থাকে। যে সময় শনি ৪, ৮, ১২ নক্ষত্রে থাকিয়া অমঙ্গল প্রদ হয়, সেই সময় বপুঃ, জ্বর, শীর্ষ, এবং দক্ষনৈঃ পশু শনি সুখদায়ক হইয়া থাকে। যে সময় শনি তৃতীয়, একাদশ ও ষষ্ঠে তখন সুখদায়ক হয়, শুষ্ক, বস্ত্র ও বাসচরণ হইলে অন্ততঃজনক হয়। এইরূপ প্রকারে শনি অন্ততঃ হইলে ইহার শান্তির বিধান লিখিত আছে। এত চক্র কৃষ্ণ দ্রব্য দ্বারা লিখিয়া তৈল মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া পরে উহা ভূমি মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে কৃষ্ণ পুষ্পদ্বারা উহার পূজা করিবে। ঐরূপে পূজা করিলে শনি শুভপ্রদ হইয়া থাকে। * (জ্যোতিষতত্ত্ব)

শনিপ্রসূ (স্ত্রী) শনেঃ প্রসূর্জননী। ছায়া, সূর্যপত্নী।

শনিপ্রিয় (স্ত্রী) শনেঃ প্রিয়ম্। নীলমণি।

শনিবার (পুং) শনিভোগ্যঃ শনেবা ব্যারঃ। শনিভোগ্য সাবন দিন অর্থাৎ শনিগ্রহের এক উদয় কাল হইতে আর এক উদয়কাল পর্যন্ত সময়। সাবন গণনার উক্ত হইয়াছে, রব্বাদি সপ্তগ্রহ যথাক্রমে যিনি যে দিনের অধিপতি হইবেন, সেই তাহার ভোগ্য দিন এবং উহাই তত্তদ্বার বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কল্পপুরাণে কথিত হইয়াছে, চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় ত্রয়োদশী তিথিতে শনিবার ও শততিথা নক্ষত্রের যোগ হইলে তাহা মহাবারুণী বলিয়া আখ্যাত হয়, ইহাতে গঙ্গারানাদি করিলে শতবার সূর্যগ্রহণকালীন স্নানের ফল পাওয়া যায়।

“বাক্ষেন সমায়ুক্তা মধ্যে কৃষ্ণা ত্রয়োদশী।

গঙ্গারায় যদি লভ্যেত সূর্যগ্রহশটেতঃ সমাঃ।

শনিবারসমায়ুক্তা সা মহাবারুণী স্মৃতা।”

(তিথিতষোক্ত কল্পপুরাণবচন)

* “শনিচক্রং নরাকারং লিখিত্ব। সৌরিতাম্রিতঃ।

নামকক্ষং ভবেদ্ব্যত্র ফলং শুভাশুভম্।

একং যুগে দক্ষহস্তে চত্বারি ষট্ পদম্।

হৃদি পঙ্ক করে বামে চত্বারি মন্তকে ত্রয়ম্।

ধ্বং নেত্রদ্বয়ে শুদ্ধে ধ্বং তত্র ত্রয়ং বৃষ্ণঃ।

যুগে হানির্জ্ঞেয়ং দক্ষঃ জন্মঃ পাদে জিহ্বা হৃদি।

বাসে ভীমত্বকে রাজ্যং নেত্রে সৌখ্যং যুতিভবঃ।

তুর্গাষ্ট বাসনে জ্ঞেয়ং বহিঃ বিষয়ঃ শনিঃ।

তলা সৌখ্যং বপুঃস্থতঃ জঙ্ঘার্দ্রে নেত্রদ্বয়ঃ।

তৃতীয়কর্ণদ্বয়ে ষষ্ঠে বহিঃ সৌখ্যকরঃ শনিঃ।

তলা বহুঃ শরীরতঃ শুদ্ধে বস্ত্রে হস্তদ্বয়ঃ।

বহু পীড়াকরঃ পৌরুষত্ব চক্রং কল্যণম্।

লিখিত্ব কৃষ্ণবাসে তৈলমধ্যে দিপেত শুভঃ।

লিখিত্ব ভূমিমধ্যঃ কৃষ্ণপুষ্পৈঃ প্রপূজয়েৎ।

কৃষ্ণাঃ ব্যতি ন লেখ্যঃ পীড়ায় তাত্ত্বা শনিচক্রঃ।” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

কোষ্ঠিগ্রহীণে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি শনিবারে জন্মগ্রহণ করে সে অতিশয় ক্লেশ, নির্যাত রোগযুক্ত, অসহীন, সুবেশধারী, মধ্যম, কুলকীর্ত্তিবিহীন, তমোগণবিশিষ্ট এবং দাবতীর লোকের ক্লেশপ্রদ হয়।

জ্যোতিষতত্ত্বানুসারে শনিবারে বাজাদি লিখিত।

“সত্যজৈদ্বিবেসে ব্যাজাং সূর্য্যারাকীন্দুবক্রিণাম্।” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

শনিবারের বারবেলা প্রভৃতির বিবরণ শনিশব্দে দ্রষ্টব্য।

শনিরুহ (পুং) মহিব। (বৈজয়ন্তিনামঃ)

শনৈর্গঙ্গম্ (অব্য) যেখানে গঙ্গা ধীরবেগে প্রবাহিত হইতেছে। ধীরগাঙ্গ দেশ।

শনৈর্মৈহ (পুং) প্রেমহরোগ বিশেষ। এই মেহে যুজের রেগ উপস্থিত না হইলেও প্রায় সকল সময় ধীরে ধীরে অন্ন অন্ন মূত্র অতিকষ্টে নির্গত হইতে থাকে। [চিকিৎসাদি প্রেমহ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

শনৈশ্চর (পুং) শনৈর্মন্দং মন্দং চরতীতি চর গতো পচাত্তম্। শনি। (অমর) ব্যাসদেবের নবগ্রহতোষে বর্ণিত আছে যে, সূর্য্যের ওরসে ছায়ার গর্ভে ইহার উৎপত্তি।

“নীলাঙ্গনচরপ্রথাং রবিসুহৃৎ মহাগ্রহম্।

ছায়ায়া গর্ভসমুৎপত্তং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্।” (বাসন্তোক্ত)

শনৈস্ (অব্য) ১ অন্ন অন্ন। ২ আন্ত আন্তে।

“শনৈশ্চন্দ্রো গচ্ছন্তঃ” (শুক ৮।৪।১১)

“শনৈর্মন্দং মন্দং যন্তো গচ্ছন্তঃ” (সারণ)

৩ ক্রমে ক্রমে। ৪ শনৈশ্চর, শনি। (মেদিনী)

শান্ত (ত্রি) শং সুখং বিভক্তেহস্য শম্-ত মত্বর্থে। (শং কং ভ্যাং ব-ভ-যু স্তি-তুত-যসঃ। পা ৪।২।১০৮) সুখী।

শান্তনু (ত্রি) শং মঙ্গলাস্তকত্বমর্থতঃ। ১ প্রেরঃপূর্ব দেহবিশিষ্ট।

(পুং) ২ স্বাপর্য্যুগে চন্দ্রবংশের একবিশতি পর্য্যায় উৎপন্ন রাজভেদ। ভীষ্মের পিতা। ইনি প্রতীপের ওরসে শৈব্যরাজ-নন্দিনী সুনন্দার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, ইক্ষাকুবংশপ্রভব মহাভিষ নামে এক নরপতি

সহস্র অশ্বমেধ ও শত সম্রাট রাজহর বজ্র করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। একদা তথায় সুরগণ-সমাবৃত ব্রহ্মার সমীপে

বহুসংখ্যক রাজর্ষি ও রাজা মহাভিষ উপস্থিত থাকা সময়ে

সুখাধবলিত-বসনপরিহিতা গঙ্গাদেবী সেই স্থানে আগমন করিবামাত্র সহসা পবনকর্ষক তদীয় বসন সমুদ্বৃত্ত হয়।

তদর্শনে তত্রত্য প্রায় সকলেই লজ্জাবনত হইলেন, কিন্তু রাজা

মহাভিষ অশঙ্কিত চিত্তে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন;

তাহাতে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে অভিসম্পাত করিলেন

যে ভূমি মর্ত্যালোকে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনর্বার প্রত্যাবর্তন

করিবে। এতজ্ঞপে অভিশপ্ত মহাভিষ তখন প্রতীপের ঔরসে জন্ম লইতে ইচ্ছুক হইলেন।

নৃপতির ঐর্ষ্যাচ্যুতিকালে সরিষা গঙ্গারও ঐর্ষ্যাচ্যুতি-ঘটনা-ছিল; তিনি মনে মনে রাজাকে চিত্তা করিতে করিতে গমন করিতেছেন, এমন সময় পশ্চিমদে সঙ্কোপাসনানিরত বশিষ্ঠ-দেবের সন্মুখাভিক্রমকারিতা প্রযুক্ত ভৎকর্জক নরবোনি প্রাপ্তি-রূপে অভিশাপগ্রস্ত বহুগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়ার তাঁহারা তাঁহাকে সাহুনের অহরোধ করেন যে আপনি মানবী-রূপে আমাদের কাছে গর্ভে ধারণ করিয়া উদ্ধার করুন, আমরা সামান্ত মানবীর গর্ভে জন্ম লইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, কিন্তু ত্রিলোকাবধিত প্রতীপপুত্র রাজা শত্ৰুর ঔরসে জন্ম লওরা আমাদের একান্ত বাসনা। গঙ্গাদেবী তাঁহাদের প্রার্থনার সহিত খীর বর্তমান প্রবৃত্তির পরিণাম কলের সামঞ্জস্য বুঝিয়া উহাদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন।

এক সময়ে যখন রাজা প্রতীপ বহুবংশর ব্যাপিরা গঙ্গাতীরে থাকিয়া সাতিশর তপজ্ঞপ আরম্ভ করেন, তখন নিরতিশয় প্রোলাভনীর দিব্যস্মৃতিধারিণী সূমুখী গঙ্গা সলিল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সাধার্যনিরত রাজর্ষিকে ভজন মানসে ভদীর শালস্তম্ভ সূর্য দক্ষিণোক্তে আশ্রয় লইলেন। রাজা অভিপ্রায় শুনিয়া অস্বীকার করেন, তাহাতে গঙ্গা একান্ত কামাভিলাষিণী নারীকে প্রত্যাখ্যান সম্বন্ধে নানারূপ ভীতি ও নীতি প্রদর্শন করিলে অবশেষে তিনি যুক্তিমার্গে অবলম্বনপূর্বক নির্দেশ করিলেন যে, তুমি যখন নিজেই প্রগরিনিভোগা বামোর পরিত্যাগ করিয়া কত্যা সূমুখী প্রভৃতি বাৎসল্যোপযুক্ত পাত্রীদিগের স্থান দক্ষিণোক্ত অবলম্বন করিয়াছ, তখন তোমাকে আমি সূমুখী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি; অতএব তুমি আমার সূমুখী হও। গঙ্গাও তাহাই স্বীকার করিলেন।

এই প্রস্তাবের পর কুরুকুলপ্রদীপ প্রতীপ স্ত্রীর সহিত পুত্রপ্রাপ্তি কামনায় তপস্তা আরম্ভ করেন, পরে দম্পতীর বৃদ্ধা-বৃদ্ধায় সেই শাপভ্রষ্ট মহাত্মা মহাভিষ জন্মগ্রহণ করিলেন। মজলময় দেহ ছিল বলিয়া কেহ ইহাকে ‘শত্ৰু’ এবং ইনি জরাগ্রস্তকেও স্পর্শ করিলে সে শান্ততরু (হিরতরু বা হিরযোবন) লাভ করিত, এই প্রবাদানুসারে কেহ কেহ তাঁহাকে শান্ততরু নামে অভিহিত করিল। ক্রমশঃ উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বৃদ্ধ প্রতীপ শত্ৰুকে বলিলেন, বৎস! যদি কোন বরবর্ণিনী রূপবতী দিব্যযুবতী পুত্রকামনার নির্জনে তোমার নিকট আগমন করে, তাহা হইলে তুমি তাহার নিকট কোন পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা না করিয়া আমার আদেশক্রমে তদীর মনকামনা পূর্ণ করিবে।

অতঃপর রাজা প্রতীপ শত্ৰুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। নবাভিষিক্ত রাজা শত্ৰু একদা সুগঙ্গাপ্রসঙ্গে গঙ্গাতীরে বিচরণ করিতেছেন, এমন সময়ে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর জ্ঞান কান্তিমতী দিব্যান্তরণভূত্বতা পরম রমণীয়া এক রমণী মুগ্ধ দেখিয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, শোভনে! তুমি দেবী মানবী অমরী কিমরী পরমী মানবী যেট হও না কেন, আমি তোমাকে ভাষ্যরূপে গ্রহণ করিতে সাতিশর ইচ্ছুক; অতএব আমার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া আমাকে চির-বাধিত কর।

রাজার জেষ্ঠ্য আগ্রহাবিত মনোমোহন মুহু মুহু মনোহর বাক্যাবলি শুনিয়া বহুগণের বিবরণ স্মরণান্তর সেই দিব্যস্মৃতি-ধারিণী গঙ্গা স্তম্ভমুখে সম্বোধনিত্তে বলিলেন, মহীপাল! আমি তোমার মহিষী ও বশবর্তিনী হইব; কিন্তু আমি কর্তৃক কোনরূপ গুণ বা অগুণ কার্য অমুষ্ঠিত হইলে তরিত্তির চেষ্টা বা তজ্জ্ঞ আমাকে অপ্রিয় বাধ্য বলিয়া কিছুই করিতে পারিবে না, যদি কর, তবে আমি তখনই তোমাকে ত্যাগ করিব। রাজা প্রতিজ্ঞা পূর্বক তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। পরম্পরের সহানুভূতিতে পরস্পর পরম আপ্যায়িত হইয়া অতুল হর্ষলাভ করিলেন। ক্রমশঃ উভয়ের প্রীতি বিবর্তিত হইতে লাগিল। নবপরিণীতা ভাষ্যার ঔদার্য গুণে ও নির্জনে পরিচর্যায় রাজা সাতিশর পরিতুষ্ট হইতে লাগিলেন।

এইরূপে কতকদিন সুখ সম্বোগের পর ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের আটটা সন্তান উৎপন্ন হইল। বহুগণের সহিত নিয়ম ছিল যে, জন্মমাত্র জলে ফেলিয়া দিতে হইবে, তদনুসারে প্রথম হইতে সাতটা সন্তান পর্য্যন্ত প্রসবের অব্যবহিত পরেই গঙ্গাদেবী তাঁহাদের প্রত্যেককেই জলে নিক্ষেপ করিয়া খীর অস্বীকার প্রতি-পালন করেন। গঙ্গার এই পর পর কঠোর ব্যবহারে রাজা ক্রমশঃ এতই ব্যথিত হইয়াছিলেন যে অষ্টম পুত্র প্রসূত হইবা-মাত্রই খীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না, বাধ্য হইয়া গঙ্গার নিষ্ঠুর ব্যবহারের প্রতিরোধে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তিনি গঙ্গাকে বলিলেন, তুমি কে? কাহার কত্যা? কি নিমিত্ত পুত্রবধ করিতেছ? রাজার এই উক্তিভেদে গঙ্গা নিরন্ত হইয়া বলিলেন, হে পুত্রকাম! আমি তোমার এ পুত্রকে বধ করিব না, কিন্তু তুমি নিয়ম ভঙ্গ করিলে বলিয়া তোমার নিকট আমার থাকিবার কাল উত্তীর্ণ হইল। আমি মহাবিগণনিবেষিতা জরুতনয়া গঙ্গা, দেবকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত তোমার সহিত সহবাস করিয়াছিলাম। তোমার পুত্রগণ মহাতেজাঃ মহাভাগ অষ্টবহু। বশিষ্ঠ শাপে মৃত্যু হইয়া জন্মিয়াছেন। এই মর্ত্য-লোকের মধ্যে তুমি ভিন্ন অন্য কেহই তাঁহাদের জনক

এবং আমি ভিন্ন জননী হইবার উপযুক্ত কেহই নাই, এক্ষণে তুমি অষ্টবস্ত্র জন্মান করিয়া অক্ষয়লোক জয় করিলে। বহুদিগের সহিত আমার নিয়ম ছিল যে তাহারা জন্মগ্রহণ করিবামাত্রই আমি তাহাদিগকে মানব জন্ম হইতে মুক্ত করিব। এই কারণেই প্রসবাস্তে উচ্চাদিগকে জলমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছি, কিন্তু এই পুত্রটি তোমার নিমিত্তই বহুগণের নিকট হইতে যাক্সা করিয়াছিল, এই কুমার প্রত্যেক বস্ত্র অষ্টমাংশের সমষ্টিতে জন্মিয়াছে, এক্ষণে তুমি ইহাকে পালন করিও। তোমার মঙ্গল হউক, আমি চলিলাম” ইহা বলিয়া তিনি সেই কুমারকে লইয়া যথাভিলষিত স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। এই কুমারই স্বর্গীয় হু নামক বহু, মর্ত্যে শত্ৰুর সন্তান হইয়া দেবব্রত ও গান্ধেয় নামে বিখ্যাত হইলেন। ইনিই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রথম ও প্রধান সেনাপতি পরম ধনুর্ধর মহাবল ভীষ্ম।

গঙ্গাদেবীর অন্তর্ধানের পর রাজা শত্ৰু অতিশয় শোকার্ত হইয়া নিরতিশয় ক্লান্তিতে স্বপ্নে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে একদা তিনি এক বাণবিন্দু যুগের অহুসরণ করিতে করিতে সহসা সমীপবর্তিনী ভাগীরথীকে অরতোরা এবং এক বৃহৎকার চান্দ্রদর্শন কুমারকে পরজালধারা তরীয়া শ্রোতঃ অবরোধ করিতে দেখিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইয়া গঙ্গার নিকট বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করার তিনি বলিলেন, নৃপতে! পূর্বে তুমি যে আমার গর্ভে অষ্টমপুত্র লাভ করিয়াছিলে, ঐটি দেই পুত্র, এই কুমার অঙ্গ, শস্ত্র, শাস্ত্র, বেদ বেদাঙ্গ প্রভৃতি যাবতীয় বিজ্ঞায় নিরতিশয় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে; এক্ষণে তুমি ইহাকে গৃহে লইয়া যাও। রাজা গঙ্গাপ্রদত্ত সেই তনয়কে স্বপ্নে আনয়ন পূর্বক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

এই সকল ঘটনার পর কোন এক দিন রাজা শত্ৰু যশনাভীর্বে বনভ্রমণ করিতেছেন। এমন সময়ে সহসা একটা সদৃশ আশ্রয় করিয়া সেই দিকে গিয়া এক দেবরূপিণী কন্ডাকে দেখিতে পাইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করার উত্তর পাইলেন যে, সে দাশরাজকন্ডা, পিতৃ আজ্ঞায় ধর্মসঙ্কল্পে নোকাবাহনার্থ এখানে উপস্থিত। রাজা সুরভিসম্পন্ন সেই পরমরূপবতী বমণীর রূপমাধুর্য্যে যারপর নাই বিমুগ্ধ হইয়া তাহার প্রাপ্তি লালসায় তরীয়া পিতৃসমীপে গমনপূর্বক স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করার প্রত্নস্তরে জানিলেন যে, যদি তিনি প্রথম পুত্র পরিত্যাগপূর্বক এই কন্ডার গর্ভজাত পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার বর্তমান প্রার্থনা সূক্ষ্ম হইতে পারে।

রাজা শত্ৰু তীব্রতর মনোজ-বেদনায় দহমান হইলেও সম্প্রতি দাশরাজের মত সমর্থনে সাহসী হইতে পারিলেন না;

সুতরাং সেই কন্ডাকে চিন্তা করিতে করিতে কামোপহতচেতন হইয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হইলেন এবং নিরত চন্দ্রনার ভ্রার অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বিপুলবৃদ্ধ দেবব্রত পিতার জৈশ্ব দৌর্ধ্বনত সন্দর্শনে চিন্তিতান্তঃকরণে অমাত্যকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত শ্রুত হইলেন এবং অবিলম্বে দাশরাজসমীপে উপনীত হইয়া পিতার অঙ্গ কন্ডা প্রার্থনা করিলে তিনি উত্তর করিলেন যে, কন্ডার পিতা সাক্ষাৎ ইন্দ্র হইলেও জৈশ্ব প্রাণ্য ও একান্ত প্রার্থনীর সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলে তাহাকে পরিণামে অবশ্যই অমৃতপু হইতে হইবে, তবে ইহাতে একমাত্র সাপেক্ষাদোষেই আমার মনে বৈধ ভাৱের উদয় হইতেছে, কেন না আপনি যাহার সপত্ন সে যথাপি দেব, নর, গন্ধর্ব বা অসুর হয়, তথাপি আপনি ক্রুদ্ধ হইলে সে কখনই জীবিত থাকিতে পারে না, এতদ্ভিন্ন দানাদান বিষয়ে আর অধিক কোন বক্তব্য নাই।

অনন্তর গঙ্গাপুত্র দেবব্রত পিতার প্রীত্যর্থ ক্ষত্রিয়মণ্ডলী-সমীপে দাশরাজের নিকট “আপনার বক্তাগভোৎপন্ন সন্তানই আমাদের রাজ্যাধিকারী হইবে এবং পরিণামে মদীয় সন্ততি হইতেও আশঙ্কা নিরাসার্থ আমি চিরত্রুক্ষ্য অবলম্বন করিলাম” এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সেই যোজনগণা দাশরাজকন্ডা সত্য-বতীকে বিমাতৃকল্পে স্বগৃহে আনয়ন করিলেন এবং জৈশ্ব ভীষণা-দ্বীকারাবদ্ধ হওয়ায় তদ্বিবসাবধি তিনি দেব ও ঋষিগণ কর্তৃক ‘ভীষ্ম’ নামে অভিহিত হইলেন।

অতঃপর যথাকালে শত্ৰুর ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্ঘ নামক দুই বীর্ঘবান্ মহাধনুর্ধর জন্মগ্রহণ করেন। বিচিত্রবীর্ঘ বয়ঃপ্রাপ্ত না হইতেই শত্ৰু পরলোকগত হন। তাঁহার স্বর্গারোহণান্তেই মহামতি ভীষ্ম সত্যবতীর মতাবলম্বী হইয়া অকপটচিত্তে অরিন্দম চিত্রাঙ্গদকে যথাসময়ে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন।

৩ রাজভেদ। “শত্ৰুবে বুধায়” (ঋক্ ১০।১৮।১)

‘শত্ৰুবে রাজে বুধায় বর্ষয়’ (সায়ণ)

৪ বৃষ্টিকান। “যয়া বৃষ্টিং শত্ৰুবে বনাব” (ঋক্ ১০।১৮।৩)

‘শত্ৰুবে বৃষ্টিকামায় বনাব সংভ্জেষহি’ (সায়ণ)

৫ কৌরব্য। “যদেবাপিঃ শত্ৰুবে পুরোহিতঃ” (ঋক্ ১০।১৮।৭)

‘শত্ৰুবে স্বভ্রাত্রে কৌরব্যায়’ (সায়ণ)

শত্ৰুভুত (ক্ৰী) ১ শাস্ত্রময় দেহের ভাব। ২ শত্ৰুর ধর্মবিশিষ্ট।

শত্ৰু (ত্রি) অতিশয় সুখকর তত্ত্ব।

“বোচেম শত্ৰুং জবে” (ঋক্ ১।৪৩।১)

‘শত্ৰুং অতিশয়েন সুখকরং তত্ত্বং’ (সায়ণ)

শস্ত্রাতি (ত্রি) সুখকর্তা।

“যাতিঃ শত্ৰুভী ভবথে ধনাতবে” (ধৃক্ ১।১১২।২০)

‘শত্ৰুভী ব্রহ্ম কৰ্ত্তারো শত্ৰুভী।’ শিবসম্মিষ্ট করে।

শা ৪।৪।১৪০ ইতি শপ-তাতিল’ (সারণ)

শত্ৰুভী (রি) শান্তিযুক্ত-তোদসম্বন্ধীয়। (ধৃক্ ৭।৩৫।১০।১০)

মন্ত্র শান্তি গাথার পূর্ণ; এইজন্য উহার নাম শত্ৰুভী।

শান্তি (ত্রি) শমস্তাভীতি শম্ (কং শস্তাং বভুস্তিতু তয়সঃ।

শা ৪।২।১০৮) ইতি তি। মঙ্গলযুক্ত, কল্যাণবিশিষ্ট।

শান্তিব (ত্রি) স্বয়ম্ভুত।

“শান্তিবাং স্বয়ম্ভুতাং বাচম্” কংশংভ্যাম্ ইতি শম্ শব্দাৎ তি

প্রত্যয়ঃ। ততো মত্যাধীয়ো বঃ। (অথর্ব ৩।৩।২ সারণ)

শান্তি (ত্রি) শম্ মত্বার্থে (কং শস্তামিতি। শা ৪।২।১০৮) ইতি-
তু। শান্ত, মঙ্গলযুক্ত।

শান্তু (ক্ৰী) সুখের ভাব বা ধর্ম। (তৈত্তিরীয়সং ৫।১।৩২)

শান্ত (পুং) বচ। (হেম)

শপ (অব্য) স্বীকার। (সিদ্ধান্তকোশ)

শপ্, ১ আক্রোশ, বিরুদ্ধাভিমান, শাপ। ২ উপালম্বন, ভৎসনা।

৩ শপথকরণ, প্রতিজ্ঞা। ভাদি° পক্ষে দিবাди° উভয়° সক°

অনিট্। লট্ শপতি-তে। পক্ষে শপ্যতি-তে। লিট্

শপাশ শেপে। লুট্ শপা। লৃট্ শপ্যতি-তে। লুঙ্

অশপাশীং, অশপাশ্যং, অশপাশ্ভঃ। অশপ্ত, অশপ্তাভ্যং,

অশপ্তত। সন্-শিশপ্ততি-তে। যঙ্-শাপ্যতে। যঙলুক্

শাপ্তি। শিচ্-শাপয়তি। লুঙ্ অশপণৎ। অতি+শপ=

অতিশাপ। পরি+শপ=অতিশাপ, আক্রোশ।

ার কাহার মতে এই ধাতুর উত্তর শপথ অর্থে নিত্য এবং

অন্তহলে বিকরে আত্মনেপদ হয়।

“কেচিত্তু শপথে নিত্যমাশ্বনেপদং অন্ত্র বিভাষয়া ইত্যাহঃ”

“তেন প্রতিবাচনদন্তকেশবঃ

শপমানায় ন চেদি ভূভূতে। ইতি মাৎ” (হর্গাদাস)

শপ (পুং) শপ-অন্। ১ শপথ। ২ নির্ভৎসন, গালি দেওয়া।

শপথ (পুং) শপ ক্রোশে (শীড়্-শপি-ক্-শমীতি। উণ্ ৩।১০৩)

ইতি অথ। দিবা, যদি আমি মিথ্যা কথা বলি তাহা হইলে

নরকে গমন করিব, ইত্যাদি প্রকার দিবা, সত্যাবধারণ, শাস্তি

দ্বারা শরীরস্পর্শন। পর্যায়—শপন, শপ, সত্য, সময়, শাপ,

প্রত্যয়, অভিযুক্ত। (অটায়র) শপথের বিষয় মধ্যদি ধর্মশাস্ত্রে

এইরূপ লিখিত আছে—

“অসাক্ষিকেষু তথেষু মিথো বিবদমানয়োঃ।

ন বিন্যস্তবতঃ সত্যং শপথেনাপি লম্বয়েৎ ॥

মহর্ষিভিস্ত দেবৈশ্চ কাৰ্য্যার্থং শপথাঃ কৃতাতঃ।

বশিষ্ঠশাপি শপথং শেপে পৈজবনে নুপে ॥” (মহু ৮।১০২-১০৩)

পরস্পর বিবদমান বানী ও প্রতিবাদী এই দুই পক্ষের যদি

কোন সাক্ষী না থাকে, তাহা হইলে বিচারক উভয় পক্ষের

শপথ গ্রহণ করিয়া সত্য নিরূপণ করিবেন। মহর্ষি ও দেবগণ

আত্মভক্তির জন্য পূর্বে শপথ করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠধর্মবিও

পিঞ্জবনের পুত্র সুদাসরাজার নিকট শপথ করিয়াছিলেন। জ্ঞান-

লোক বুঝা শপথ করেন না, বিনি বুঝা শপথ করেন, তাহার

ইহলোকে অকীর্ত্তি ও পরলোকে নরক হইয়া থাকে। শপথ

বিষয়ে এইরূপ প্রতিপ্রসব লিখিত আছে—

“কামিনীযু বিবাহেষু গবাং ভক্ষ্যে তথেষ্বনে।

ব্রাহ্মণ্যভ্যুপপত্তৌ চ শপথে নাস্তি পাতকম্ ॥” (মহু ৮।১১২)

তুমি আমার অতিশয় প্রিয়তমা, অন্তকে আমি প্রার্থনা করি

নাই, এইরূপে সুরতলাভের জন্য ক্রীবিষয়ে মিথ্যা শপথ করলে

তাহাতে পাতক হয় না। বিবাহ, গোব্রহ্মভক্ষ্যাদি সংগ্রহ, হোম-

কাষ্ঠ আহরণ এবং ব্রাহ্মণরক্ষা এই সকল বিষয়েও যদি মিথ্যাশপথ

করা হয়, তাহা হইলে তাহাতে পাতক হয় না।

বিচারকালে ব্রাহ্মণকে সত্যদ্বারা শপথ করাইতে হয়।

কত্রিয়কে তাহার হস্তাখ বা আয়ুধদ্বারা, বৈশ্যকে তাহার গো

বা কাকন দ্বারা এবং শূদ্রকে সমুদ্র পাতক দ্বারা শপথ

করাইতে হয়। অথবা শূদ্রকে অগ্নি বা জল পরীক্ষা কিংবা

ক্রীপুত্রাদির শিরঃস্পর্শরূপ পরীক্ষা করাইবে। এই পরীক্ষা বিষয়ে

অগ্নি বাহাকে দধ্ব না করে, জল বাহাকে শীঘ্র ভাসাইয়া না তোলে

এবং ক্রীপুত্রাদির মস্তকস্পর্শে উহাদিগের শীঘ্র যদি কোন পীড়া

না জন্মে, তাহা হইলে শপথ বিষয়ে তাহাকে বিগত স্থির করিতে

হইবে। (মহু ৮ অ°)

বিষ্ণুসংহিতায় লিখিত আছে যে, রাজদ্রোহ এবং সাহস

অর্থাৎ দম্ভাতা প্রভৃতি কার্যে যথেষ্ট শপথ করাইতে হইবে।

গচ্ছিত রাখা এবং চৌর্য্যে গচ্ছিত ও অপহৃত ধন প্রমাণে

শপথ করিতে হয়। যে বস্তু ঘটিত শপথ হইবে, তদ্বালা মত

সুবর্ণ হিসাব করিয়া শপথ কর্তব্য। ইহাতে বিশেষ এই যে

কৃষ্ণলের (সুবর্ণ পরিমাণ বিশেষ) নূন পরিমাণ হইলে শূদ্রের

হস্তে দুর্কা দিয়া শপথ করাইবে, ছই কৃষ্ণলের নূন হইলে হস্তে

তিল দিয়া, তিন কৃষ্ণলের নূন হইলে হস্তে লাললোদ্ধৃত বৃত্তিকা

দিয়া শপথ করাইতে হইবে। সুবর্ণাদি নূন হইলে শূদ্রকে

কোষ (দিবাবিশেষ) প্রদান করিবে। তদুর্দ্ধ হইলে পাত্ৰাঙ্ক-

সারে তুলা, অগ্নি, তল ও বিবাহ দ্বারা দিবা করাইবে। পূর্বাঙ্ক-

পেক্ষা দ্বিগুণ অর্থ হইলে বৈশ্যেরও শপথ কর্তব্য, তিন হইলে

কত্রিয়ের, চারিগুণ হইলে ব্রাহ্মণের শপথ হইবে। শপথ করিতে

হইলে পূর্বদিন উপবাস করিয়া থাকিবে। তৎপর দিন প্রাতে

সুযোদয়কালে গান করিয়া শপথ করিবে। (বিষ্ণুসংহিতা ৯ অ°)

“দেবত্বাঙ্কণপদাংক পুত্রবারাণসি চ।

এতে তু শপথাঃ প্রোক্তা মহনা বরকারণে।

সাহসেহ্যাপতিশাপে চ দিব্যানি তু বিশোধনম্ ॥” (বাবহারতব)

যেবতা ও ব্রাহ্মণাদির চরণ, পুত্র ও স্ত্রী প্রভৃতির মতকম্পন করিয়া অন্নকারণে শপথ করিলে শুদ্ধিলাভ হয়, কিন্তু সাহস ও অভিযাপ প্রভৃতিতে তুলা, জল, অগ্নি প্রভৃতি দ্বিবা দ্বারা শুদ্ধি হইয়া থাকে। বাবহারতব, বিষ্ণুসংহিতা প্রভৃতিতে বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

শপথপত্র (স্ত্রী) কাগজে লিখিয়া যে শপথ জানান হয়। আদালতে হাকিমের সমক্ষে পত্রে লিখিয়া যে affidavit করা হয়, তাহাকে শপথপত্র বলা যায়।

শপথযাবন (ত্রি) আক্রোশনাশক।

“সত্যজিতঃ শপথযাবনীঃ সহমানাঃ পুনঃ সন্মানম্।”

(অর্থক ৪।১৭।২)

“শপথযাবনীঃ শপথন্ত পরিকৃতন্ত আক্রোশন্ত পৃথকস্রীঃ নাশয়স্রীম্।” (সারণ)

অনেক গ্রন্থে ‘শপথযোপনী’ পাঠ আছে, কিন্তু সারণ ‘শপথযাবনী’ পাঠ স্বীকার করিয়াছেন। [শপথযোপনী দেখ।]

শপথযোপান (ত্রি) শাপনিবারণ।

“দেবজাতা বীকচ্চশপথযোপনী।” (অর্থক ২।৭।১)

‘শপথযোপনী’ দৌকিকন্ত বৈদিকন্ত বা ব্রাহ্মণাদিকৃতন্ত শাপন্ত বিমোহিনী নিবারয়িত্বী। যুগ রূপ বিমোহনে। অস্মাৎ করণে লুট্।” (সারণ)

শপথযো (পুং) শপথকারী। অভিযাপপ্রদাতা।

(অর্থক ৫।৩১।১২)

শপথ্য (ত্রি) শপথ-যৎ। শপথসম্ভব, শপথ হইতে জাত।

“বৃক্ক মা শপথাদথো” (ঋক ১০।৯৭।১৬) “শপথ্যাং শপথ-সংজাতাং” (সারণ)

শপন (স্ত্রী) শপ-ক্রোশে লুট্। ১ শপথ। (অমর) ২ গালি।

শপনতর (ত্রি) আক্রোশশীল। (শতপথব্রা ৯।১।৩০।২৪)

শপ্ত (পুং) শপ-ক্ত। ১ তৃণবিশেষ, চলিত উলুখড়। (শব্দচঞ্জিকা) ২ অভিযাপগন্ত।

“নিশম্য শপ্তমতদর্হনরেক্ষং

স ব্রাহ্মণো নাস্বজ্ঞমভ্যানন্দং।” (ভাগবত ১।১৮।৪১)

শপ্ত (ত্রি) শাপকর্তা। “শপ্তারমেতু শপথো যঃ।” (অর্থক ৫।৭।৫)

‘অশ্রুতন্ত শপথন্ত আশ্রমস্বন্ধা পুরিদ্ধতা ব্রাহ্মণাতাক্রোশন্ত

অমোঘবাৎ শপ্তৈব বিবরো ভবতু ইত্যাহ। শপ্তাং শাপ-কর্তারং পুরুষ শপথঃ তৎকৃতঃ শাপঃ প্রতিনিবৃত্তঃ।’ (সারণ)

শপ্য (ত্রি) শাপদ্বারা উপযুক্ত, যাহাকে শাপ দেওয়া কর্তব্য।

শফ (স্ত্রী) গবাদির ক্ষুর, পশুর ক্ষুর।

“হেমশৃঙ্গা শফৈ রৌপ্যঃ স্তম্বীলা বস্ত্রসংযুতা।

স কাংস্তপাত্রা দাতব্য্য কীরিণী গোঃ সমক্ষিণা ॥”

(যাজ্ঞবল্ক্যস ১।১০৪)

২ নথী নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি ৩ বৃক্কমূল। (মেঘিনী)

শফক (পুং) শফ-বার্থে কন্। ১ গোখুর। ২ শফাকার (শিকড়াকৃতি ; জলোৎপন্ন দ্রব্য বিশেষ। (অর্থক ৪।৩৪।৫)

শফচ্যুত (ত্রি) ১ খুরদ্রষ্ট।

‘শফচ্যুতস্তদীয়াশ্বন্ত শফাং পতিতো রেণুঃ।’ (ঋক ১।৩৩।১৪ সারণ)

২ খুরহীন।

শফর (পুং স্ত্রী) মৎস্ত বিশেষ, চলিত পুটী মাছ। (অমর)

“কৈবর্তকর্কশকরাং শফরচ্যুতোথপি

জালে-পুননিপতিতঃ স্করো বিপাকঃ।”

“অগাধজলসঙ্কারী বিকারী ন চ রোহিতঃ।

গণ্ড বৃজলমাজেণ শফরী কুরুকরাতে ॥” (উত্তট)

শফরাবিপ (পুং) শফরাণাং অধিপঃ। ইল্লীশ মৎস্ত, চলিত ইলিশমাছ। পর্যায় ইল্লীশ, বারিকপূর, গাজের, জমতাল। (ত্রিকা)

শফরী (স্ত্রী) ১ অম্লগোণিকা, চলিত আমকল শাক। (ভাবপ্র) ২ প্রোঞ্জী মৎস্ত, পুটী মাছ।

শফরীয় (ত্রি) শফর সম্বন্ধীয়।

শফবৎ (ত্রি) শফ অন্ত্যার্থে মতুপ্ মন্ত ব। শফবিশিষ্ট, শফবৃত্ত। খুরোপেত। ‘শফবরমে গোঃ’ (ঋক ৩।৩৯।৬) ‘শফবৎ খুরোপেতং’ (সারণ)

শফশাস্ (অব্য) খুরে খুরে। (শকবিশ্বত্ৰা ১৫।১।৮)

শফাস্ (পুং) অধিভেদক

শফাস্কুজ (পুং) অভিযুখে পরবলহননকারী। “মঘবন্ শফা-কজঃ” (ঋক ১০।৪৫।৯) ‘শফাকজঃ আভিযুখেন পরবলানাং-হন্তুন’ (সারণ)

শফোরু (ত্রি) গোখুরের ছাত্র বৃত্তাকার উল্লবিশিষ্ট।

শবর (পুং) শর (বৃক্ষেয়ঃ। উণ ১।১৩১) ইতি অর। জাতি বিশেষ। ভারতবাসী আদিম অসভ্যজাতি। ইহাদের কতকংশ বর্তমান সময়ে রাজধানীর নিকটবর্তী স্থানে বাস করিয়া কতক পরিমাণে সভ্যজাতির আচারের অনুকরণ করিলেও সম্পূর্ণ সভ্যতা-চার অবলম্বন করিতে পারে নাই। এখনও উড়িষ্যা ও মধ্য-ভারতের স্থানে স্থানে পার্শ্ব্য বস্ত্র প্রদেশে শবর জাতির বাস আছে। ইহারা বনের কাঠ কাটিয়া অথবা বনজ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া নিকটবর্তী নগর বা গ্রামে আনিয়া বিক্রয় করিয়া বার। ইহাই ইহাদের প্রধানতঃ উপজীবিকা।

এই জাতি বহু প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে আপনাদের

অতিথের পরিচয় দিয়া আসিতেছে। ঐতরের ত্রাঙ্গ ৭।৮ মধ্যে ইহাদিগকে বিখ্যাত্তি ঋষির কোন অতিশয় সন্তানের বংশ-বর বলা হইয়াছে। শাখ্যায়নপ্রৌতস্থ ১৫।২৬।৩ হুত্র ও শবরগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতের আদি, ভীষ্ম, শান্তি ও অহুশাসন পর্বে শবর জাতির পরিচয় আছে। শেষোক্ত পর্বে ইহাদিগকে “মধ্যদেশবহিষ্কৃত” বলা হইয়াছে। ভাগবতে (২৭।১৪৬) ইহারা পাগজীবী বলিয়া বর্ণিত। ভৌগোলিক টলেমী ইহাদিগকে Sabaræ এবং গ্রিনি Suari শব্দে এই জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। এক সময়ে শবরেরা জগন্নাথদেবকে রক্ষা করিয়াছিল। সাধারণের বিশ্বাস, আজও শবরেরাই জগন্নাথের পাচকতা করিতেছে। [জগন্নাথ দেখ।] বাক্পতির গোড়বর কাব্য পাঠে জানিতে পারি যে, খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দে ইহারা নরবলি দিয়া বিজ্ঞাবাসিনীর পূজা করিত। ইহাদেরই এক শাখা রাজ্যলাভ করিয়া আপনাদিগকে সোমবংশ বলিয়া পরিচিত করে এবং আর্য্যসমাজভুক্ত হইয়া যায়। মধ্য প্রদেশের শ্রীপুর হইতে এই রাজবংশের শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

উড়িয়া অঞ্চলে পূর্ণশবর নামে এই জাতির এক শাখার বাস দৃষ্ট হয়। ইহারা অতিশয় দুর্দ্ব এবং বস্ত্রগ্রহীত। ইহারা এখনও বস্ত্র ব্যবহার করিতে শিখে নাই। সহরের নিকটবর্তী স্থানবাসী এবং যাহারা নিরস্তর লোকালয়ে আসিয়া থাকে, তদ্ব্যতীত বনবাসী শবর মাঝেই এখনও পর্ণাচ্ছাদন দ্বারা আপনাদেব লজ্জা নিবারণ করিয়া থাকে। গোয়ালিয়র রাজ্য-বার্গী, খুংরা বা শহরীয়ারা কোটা সীমান্তস্থ জঙ্গলে বাস করে। পশ্চিমে হারবাড় ও গুণা পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানে ইহাদের বাস আছে।

দক্ষিণ ভারতের পূর্ববাট পর্বতমালায় শূর বা শূরা নামে যে অদ্ভুত বস্ত্রজাতির বাস আছে, তাহারাও শবর বলিয়া কথিত। শবর শব্দ অপভ্রংশে শূর বা শূরা হইয়াছে। ইহারা এখন যে যে স্থানে বাস করিতেছে, তত্তৎস্থানের সভ্য ও ইতর-জাতিগণ ইহাদিগকে চেকুলুম, চেকবার ও চেনশুর নামে অভিহিত করে। ইহারা সাধারণতঃ পূর্ববাট পর্বতমালায় পশ্চিম শৈল হইতে কৃষ্ণা ও পেন্নার নদীর মধ্যবর্তী নল্লমল ও লক্ষ্মলয় নামক স্থানে বাস করিতেছে। আফ্রিকা, নিকোবর দ্বীপ ও এসিয়োসেন্সিয়ারবাসী অসভ্য জাতীয়েরা যে ভাবে বর বাধে, ইহারাও সেই ভাবে বন কাটরা একটা স্থান পরিষ্কার করে এবং তথায় মোচাকের স্তায় বর বাধিয়া থাকে।

বরের দেওয়াল ছিটা বাঁশের বেড়ার মত, কেবল মরাইএর মত কোণাকার দাসের ছায়া সংলগ্ন। ঘরগুলি ৩ ফুট মাত্র উচ্চ হয়। উহার দ্বারা তাহারা কেবল মাত্র একটা পর্দা খুলাইরা

রাখে, পুরুষেরা প্রায়ই উলঙ্গ, লজ্জানিবারণের জন্য সামান্য একটু বস্ত্রখণ্ড ইহারা ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকেরা একটু বস্ত্রখণ্ড কোমরে জড়ায় বটে, কিন্তু অনেক স্থলেই বক্ষঃস্থল অনাবৃত থাকে।

ইহারা ধর্ম্মাকার, কিন্তু গঠন বলিষ্ঠ, হৃদয় প্রশান্ত ও উজ্জ্বল, নাক খোঁদা, নাসারন্ধ্র বিস্তৃত, চক্ষুগোলক গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ও তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি। ইহারা নিকটবর্তী অজ্ঞাত সভ্য ইতর জাতির অপেক্ষা জৈব ও ধর্ম্মাকৃতি হইলেও বলবীর্য্যে তাহাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ইহারা কোনরূপ দেবমূর্ত্তি পূজা করে না। সকলেই প্রায় বড় বড় কুকুর পালন করে। পার্শ্বত্যা জঙ্গল রক্ষার জন্য গবমেণ্ট বাহাদুর ইহাদিগকে পুলিশ প্রহরীপদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ইহারা বহু বিবাহ করে। শবদাহ সাধারণতঃ প্রচলিত, কিন্তু কখন কখন মেহসমাধিকালে ইহারা মৃতের তীর মল্লক আনিয়া তাহার সঙ্গে পুতিয়া ফেলে বা পোড়াইয়া দেয়। ইহারা বড়শা, কুঠার ও বন্দুকও রাখে। কোনরূপ শিল্পবাণিজ্য বা বস্ত্রব্রহ্মণ্য ইহারা দ্বিগত বলিয়া মনে করে। ইহারা ধীর ও নম্র।

শবরক (পুং) বনবাসী অসভ্যজাতি।

শবরজম্মু (ক্ৰী) নগরভেদ।

শবরভাষ্য (ক্ৰী) শবরস্বামীকৃত বেদান্ত বা মীমাংসাসূত্রের প্রাসঙ্গ ভাষ্য।

শবরলোপ্ত্র (ক্ৰী) খেতলোপ্ত্র। (রাজনি°)

শবরসিংহ (পুং) রাজভেদ।

শবরস্বামিন্, ১ একজন প্রসিদ্ধ মীমাংসক। ইনি মীমাংসাসূত্র-ভাষ্য ও শবরকৌস্তভ নামক দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থ দুই খানিতে তাহার বিজ্ঞবস্তার বিশেষ পরিচয় আছে। ২ ভট্ট দীপ্তস্বামী পুত্র। ইনি হর্ষবর্দ্ধনকৃত লিঙ্গাশাসনের টীকা-রচয়িতা। উজ্জলদত্ত ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

শবল (পুং) শব আক্রোশে (শপেবৃশ্চ। উণ্ ১।১০৭) ইতি বলঃ বশ্চাদেশঃ। ১ কবুরবর্ণ। (ত্রি) ২ কবুরবর্ণবিধি।

শবলতা (স্ত্রী) শবলতা ভাবঃ তল-টাণ্। শবলত্ব, শবলের ভাব বা ধর্ম্ম।

শবলা (স্ত্রী) শবলঃ স্ত্রিয়ঃ টাণ্। শবলবর্ণা গাভী। (অমর)

শবলাক্ষ (পুং) ঋষিভেদ। (ভারত ১৩ পর্ক)

শবলাশ্ব (পুং) ১ ঋষিভেদ। (প্রবরাধায়া) ২ অবিক্রিতের পুত্র। (ভারত আদিপর্ক) ৩ লক্ষ হইতে পাকজন্তু গর্তজাত পুত্র। (ভাগবত ৩।৫।২৪) হরিবংশ মতে বৈরগীর গর্তজাত।

শবলিকা (স্ত্রী) ১ পক্ষীভেদ।

শব্দবলিত (।৩) মিশ্রিত বর্ণবিবৃতি। কবু'র বর্ণযুক্ত।

(রাজতরং ২।১৬৭)

শব্দী (জী) শব্দ-ভীষ্ম। শব্দবর্ণা। গাভী। (অমর)

শব্দ, ১ শব্দকৃতি, শব্দকরণ, শব্দ। ২ ভীষণ। ৩ আবিষ্কার।
চুরাদি' পর্যায়ে 'অক' সেট্। লট্-শব্দয়তি। লুঙ্-অশশবৎ।

শব্দ (পুং, শব্দ-ঘঞ-ভাবে যদা শপ আক্রোশে (শাশপিভ্যাং
দদনৌ। উৎ ৭।৯৭) ইতি দন্ পকারন্ত বকারঃ শ্রোত্রগ্রাহ
শ্রুণপদার্থবিশেষ। পর্যায়, —নিদান, নিদন, ধ্বনি, ধ্বান, রব,
স্বন, স্বান, নির্ঘোষ, পনির্হাদ, নাদ, নিঃস্বান, নিঃস্বন, আরব,
আরাব, সংরাব, বিরাব, (অমর) সংরব, রাব, (শব্দচ°)
ঘোষ। (জটায়র)

ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক ভেদে শব্দ দুই প্রকার। মৃদঙ্গাদির
শব্দকে ধ্বন্যাত্মক এবং কণ্ঠতাবাদ্যভিযাতজ্ঞাত ক, খ ইত্যাদি শব্দ
বর্ণাত্মক বাগ্ম্য প্রসিক; উভয়বিধ শব্দই আকাশ হইতে উৎপন্ন
হয় এবং যখন শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের সহিত উহার অভিযোগ ঘটে,
তখন আবরুত শ্রোত্রেন্দ্রিয়বান জীবমাত্রেরই উহার অর্থবোধ করিতে
পারুক বা না পারুক কেবল একটা অবস্থা অনুভব করিতে পারে;
ফলে যাবৎ শব্দের সহিত শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের অভিযোগ না ঘটে, তাবৎ
উহার উপলব্ধি হয় না; এ কারণ আমরা অতি দূরবর্তী শব্দ
ভনিতে পাই না, কিন্তু বর্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত-
গণের কৃপায় 'টেলিফোন' প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে নিরতিশয়
দূরবর্তী শব্দসকলও শ্রোত্রেন্দ্রিয়গত হওয়ায় আমরা এক্ষণে
বিশদরূপে উহার অনুভব করিতে পারি।

শ্রোত্রেন্দ্রিয়ে শব্দের বিকাশ সম্বন্ধে নৈসর্গিকগণ বলেন—
মৃদঙ্গাদি বা কণ্ঠতাবাদিতে অভিযাত জ্ঞাত এত্যা নভঃপ্রদেশে
উৎপন্ন শব্দ বীচিত্ররঙ্গ্যমে অর্থাৎ বেদন কোন স্থানের জলে
বায়ু কর্তৃক একটা তরঙ্গ উৎপন্ন হইলে ক্রমে তাহারই ঘাতপ্রতি-
ঘাতে বহুদূর পযন্ত তরঙ্গায়িত হয়, মৃদঙ্গাদিতে প্রথম, দ্বিতীয়,
তৃতীয় ইত্যাদি আঘাতজ্ঞাত উৎপন্ন শব্দগুলিও বায়ুভরে ক্রমশঃ
উত্তরোত্তর উক্তরূপ তরঙ্গাকারে শ্রবণেন্দ্রিয় পযন্ত পৌছিয়া
তাঁহাতে প্রতিহত হওয়ায় তথায় উহাদের বিকাশ হয়।

কাহার কাহার সতে কদম্বগোলক ভায়ে অর্থাৎ মৃদঙ্গাদিতে
প্রথম দ্বিতীয়াদি আঘাতজ্ঞাত ক্রমশঃ উৎপন্ন শব্দগুলির সেই
প্রথম উৎপত্তি স্থানকেই কদম্বপুষ্পের ঞায় গোলাকার বস্তুর
কেন্দ্রবিন্দু এবং তদীয় কেশরগুলির ঞায় উক্ত কেন্দ্রোৎপন্ন শব্দ
বা তাহার গাত ব্যাসার্ধ স্বরূপে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, এই
বিক্ষেপকালে যে যে স্থলে ঐ শব্দ বা তাহার গতির সহিত
শ্রোত্রসংযোগ হয়, ততৎস্থানেই উহাদের বিকাশ দেখা যায়।

“শব্দো ধ্বনিশ্চ বর্ণশ্চ মৃদঙ্গাদিভবো ধ্বনিঃ।

কণ্ঠসংযোগাদিজ্ঞাতা বর্ণান্তে কাদয়ো মতাঃ ॥

সর্বঃ শব্দো নভোরুহিতঃ শ্রোত্রোৎপন্নস্ত গৃহ্যতে ॥

বীচিত্ররঙ্গ্যমেন তদ্বৎপত্তিস্ত কীৰ্ত্তিতা।

কদম্বগোলকভায়াহুঃপত্তিঃ কস্তাচর্যতে ॥ (ভাষ্যপরি°)

“শব্দো নিভাঃ” এই শ্রুতির মর্মে কেহ কেহ বলেন,
“শ্রোত্রোৎপন্নস্ত গৃহ্যতে” উৎপন্নঃ কো বিনষ্টঃ কঃ? ‘ক’ উৎপন্ন
হইয়াছে ‘ক’ বিনষ্ট হইয়াছে; এই সকল প্রশ্নোগ কিরূপে সম্ভব
হয় অর্থাৎ শব্দমাত্রেরই যখন নিভা, তখন কিছুতেই তাহাদের
উৎপত্তি বা বিনাশ হইতে পারে না, তবে যে সকল স্থলে এইরূপ
ব্যবহার দৃষ্ট হয়, তথায় অনিত্যতা বুদ্ধিতেই হইয়া থাকে; আর
প্রত্যভিজ্ঞাত্বে যে, “সোহয়ং কঃ” সেই এই ‘ক’ এইরূপ
ব্যবহৃত হয়, তথায় কেবল “ইহা সেই ঔষধ” (অর্থাৎ আমি
যে ঔষধ ব্যবহার করিয়াছিলাম, এটা তৎ স্বজাতীয় ঔষধ)
এইরূপ সাংখ্য অবলম্বন করিয়াই উহার অর্থনিশ্চয় করিতে
হয়। বস্তুতঃ ‘সেই এই ক’ ‘সেই এই ঔষধ’ ইত্যাদি স্থলে
আপাততঃ শব্দের নিত্যত্ব প্রতীতি হইলেও প্রত্যভিজ্ঞাত্বে
উহাদের সজাতীয়ত্বই গৃহীত হইবে, তাহাতে ব্যক্তির (পুরুষো-
চ্চারিত ‘ক’ বা পুরুষ ব্যবহৃত ঔষধের) অভিন্নতার উপলব্ধি
হইবে না।

“উৎপন্নঃ কো বিনষ্টঃ ক ইতি বুদ্ধিরনিত্যতা।

সোহয়ং ক ইতি বুদ্ধিস্ত সাজাত্যমবলম্বতে।

তদেবৌষধামত্যাদৌ সজাতীয়েহাপ দশনায় ॥” (ভাষ্যপরিচ্ছেদ)

‘নহু শব্দস্ত নিত্যত্বাহুঃপত্তিঃ কদম্বত আহ। উৎপন্নঃ কো
বিনষ্টঃ ক ইতি বুদ্ধিরনিত্যতা ইতি। শব্দানামুৎপাদবিনাশ-
প্রত্যয়শালিত্বাদনিত্যত্বমিত্যর্থঃ। নহু স এবায়ং ককার ইত্যাদি
প্রত্যভিজ্ঞানচ্ছদানি নিত্যত্বং। ইথঞ্চোৎপাদবিনাশদ্বন্দ্ব-
রূপা চেত্যত আহ, সোহয়ং ক ইতি বুদ্ধিস্ত সাজাত্যমবলম্বতে।
তদেবৌষধামত্যাদৌ সজাতীয়েহাপ দশনাদিতি। অএ প্রত্য-
ভিজ্ঞানত্ব তৎসজাতীয়ত্বং বিধয়ঃ। নতু তদ্ব্যক্ত্যভেদো বিধয়ঃ
উক্তপ্রতীতিবিরোধঃ ইথঞ্চ দ্বয়োঃপি বুদ্ধ্যান্ন ভ্রনত্বমতি
নহু সজাতীয়ত্বং সোহয়মিতি প্রত্যভিজ্ঞানং ভাষ্যতে ইতি কুত্র
দৃষ্টমিত্যত আহ তদেবোতি। যদৌষধং ময়া কৃতং তদেবাত্মেনাপি
কৃতমিত্যাদি দশনাদিতি ভাবঃ।’ (সিদ্ধান্তমুক্তাবলী)

চরকের বিমান স্থানে বর্ণাত্মক শব্দকে চারিভাগে বিভক্ত করা
হইয়াছে; যথা—দৃষ্টার্থ, অদৃষ্টার্থ, সত্য ও অনৃত। ক্রমশঃ
ইহাদের উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে—

দৃষ্টার্থশব্দ—“আভির্ভূত্বেত্বেদেবাঃ প্রকৃপ্যন্তি” “যজ্ঞভিরুপক-
মৈশ্চ প্রশম্যন্তি” অসাক্ষ্যোক্ত্যর্থ সংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ ও পরি-
ণাম এই তিনটি কারণে বাতাবিদোষের প্রকোপ হয় এবং লজ্বন
বৃহৎপ্রাণি প্রক্ৰিয়া দ্বারা — সকল দোষ শমতা প্রাপ্ত হয়। এই
উক্তির ফল সর্বদা দেখা যায় বলিয়াই উহাদিগকে দৃষ্টার্থশব্দ বলে।

অদৃষ্টার্থ শব্দ—যাহার ফল দৃষ্ট অর্থাৎ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না, তাহাই অদৃষ্টার্থ শব্দ, যেমন পুনর্জন্ম আছে, মোক্ষ আছে।

সত্যশব্দ—যাহা বিশ্বাসযোগ্য তাহাই সত্য; যেমন সিদ্ধির উপায় আছে, অর্থাৎ কাম্যমনোবাঞ্ছা ক্রিয়া করিলে সিদ্ধিলাভ করা যায়; চিকিৎসা করিলে সাধারোগ আরোগ্য হয় ইত্যাদি। কিন্তু যে স্থলে ভ্রম বিশ্বাস হইবে সেটী অবশ্য সত্য নয়।

• অনৃত শব্দ—যাহা সত্যের বিপরীত তাহাই অনৃত অর্থাৎ যে শুদ্ধি মিথ্যা শব্দ; যেমন ঈশ্বর নাই, আত্মা নাই, কর্মফল নাই, পুনর্জন্ম নাই ইত্যাদি। (চরক বিমানস্থান ৮ম অধ্যায়)

মহাভারতের অশ্বমেধপর্বে বড়জ, শ্বভত, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, নিবাদ, দৈবত, ইষ্ট, অনিষ্ট ও সংহতভেদে শব্দকে দশ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

বিশেষ বিশেষ শব্দের বিশেষ বিশেষ নাম; যথা—গুণ ও অমুরাগ হইতে উৎপত্তি শব্দের নাম শব্দ। শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ রত্নিকালে স্ত্রীগণের সুখোৎপত্তি অব্যক্ত ইস্ ইস্ বা শিস্ মেওয়ার মত শব্দের নাম প্রণাদ; যলদ্বারোপিত শব্দকে পর্দন (পাদ) এবং কুক্ষিতব শব্দকে অর্থাৎ পেট ডাকাকে কর্দন বলে; যুদ্ধ-কালীন বীরগণের চাঁৎকার ধ্বনি সিংহনাদ বা ক্ষেড় নামে অভিহিত; কল কল শব্দ কোলাহল এবং ব্যাকুল বা হঠাৎ বিপদগ্রস্ত অবস্থার রব তুমুল বলিয়া খ্যাত; বজ্র এবং বৃক্ষ-পত্রাদির শব্দ মর্ষর (ফর্ ফর্); অলঙ্কারধ্বনি শিজিত; গোধ্বনি হস্তা, রস্তা ও রেভণ; অশ্বের রব হেবা ও হেবা; গজের গর্জ ও রংহিত; ধনুকের শব্দ বিন্ধার; মেঘের স্তনিত, ত, গজ্জি, স্তনিত ও রনিত; বিহঙ্গাদিগের কুজিত; পশু-পক্ষ্যাদি সাধারণ তিষ্ঠাগ্জাতির শব্দকে রত ও বাশিত বলে; নেকড়ে বাঘের ডাক রেষণ; কুকুরাদির ডাক বুকন ও ভবণ; যে কোন কারণে পীড়িত ব্যক্তির কাতরোক্তিকে কবিত; চুপন এবং রত্নিকালের অব্যক্ত শব্দের নাম মণিত; তথ্যের স্বরকে প্রকণ ও প্রকণ; মাদলের গুলন এবং ভেরীর স্বরকে টুটুর বলে; গজ্জি-বংশের ধ্বনির নাম ফাঁজন; অত্যাচ শব্দের নাম তার; গম্ভীরধ্বনি মজ্জ; মধুরধ্বনি কল; সূক্ষ্মমধুরধ্বনির নাম কাকলী; লয়সঙ্গতধ্বনিকে একতাল ও সহজ স্বরকে বাঙ্গ-চ্ছলে ইচ্ছাক্রমে বিরক্তভাবে উচ্চারণ করিলে তাহাকে কাকু বলে। (হেমচন্দ্র) ধনুকের ছিলার শব্দ টকার নামে অভিহিত এবং প্রতিধ্বনি প্রতিশ্রং বলিয়া খ্যাত।

কবিকল্পতায় উক্ত নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে অমূল্যম বা রিলাম ইহার যে কোন ভাবেই পাঠ করা যাউক না কেন তাহাতে তাহাদের উচ্চারণ বা অর্থগত কোনরূপ বৈবন্ধ্য দৃষ্ট হয় না। যথা—

নয়ন, নর্তন, কনক, কণ্টক, মহিম, কালিকা, সরস, সহাস, বধাম, ভাবতা, তারতা, বিভাষ, করক, কখু, কাফিকা, নন্দন, দস্তদ, দস্তদ, লঙল, মুততমু, হাববহা, পদদাতপ, বরতৈরব, কলপুলক, বরকৈরব, বরকোরব, বরপোরব, তরুণীকৃত, রদসৌন্দর্য, নরভেদন, লঙ্কাকাল, মাধববল্লববধমা, নন্দনন্দন, তদ্বিত, সমাস, কারিকা, জলজ, কটক, নানা, মম।

কবিকল্পতায় নিম্নোক্ত শব্দ গুলির অমূল্যমভাবে উচ্চারণ ও অর্থ এ-রূপ এবং রিলাম ভাবে উচ্চারণ ও অর্থ অল্পরূপ; যথা—

দেবে, লেখ, বিহু, বদ, যম, রাধা, জুমায়া, নন্দক, মালিকা, কালিনী, করকা, দীনরক্ষা, সদালিকা, যমরাজ, নন্দনবন, নল-কুবর, সহসাহুত, নবতম, সংমদ, মার, বত, যুবা, সদা, গশ, লতা, মুত, লব, বিভা।

উক্ত গ্রন্থে লিখিত বাক্যমাণ শব্দগুলি সংস্কৃত, প্রাকৃত বা বাঙ্গালী, সকল ভাষাতেই পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়, যথা—

আহার, হার, বিহার, সার, সমর, সন্তোষ, রোগ, অম্বর, সংহার, অমর, বার, বারণ, গণ, টকার, ভার, আকর, লোন, উল্লাল, বিলাস, বায়স, হর, অহঙ্কার, হীর, অম্বর, নীহার, উরগ, রাগ, ভাল, তরল, গোবিন্দ, কন্দ, উদর, তরুণ, তরণ, দাস, মোহ, সন্দোহ, মাস, খুর, তর, মল, সঙ্গর, আরম্ভ, হাস, কর, করি, কিরি, কীর, কীল, কন্দোল, ধীর, মল, মলয়, করীর, বামদেব, অসি, বীর, নর, নরক, করক, দণ্ড, চণ্ডাল, রঙ্গ, ধর, সরল, কলঙ্ক, কঞ্চল, আকার, পক্ষ, খল, বল্ল, কুরঙ্গ, দেহ, সন্দেহ, সঙ্গ, পর, কুরর, তরঙ্গ, চার, সঞ্চার, ওঙ্গ, আর, হার, পরিণাহ, কর্ণ, কুর্ণ, ঘাহি, দাহ, পারসর, রবি, হাহা, মঞ্জ, মঞ্জীর, বাহ, অচল, কুল, কুমার, কুন্ত, কুন্ডার, সার, বিলাল, কবল, জর, কন্দর, উদার, পার, জম্বীর, কেশর, বরাহ, মুরারি, কাল, কাকোন, কুণ্ডল, চমুক, বিরাম, বাণ, আলোল, বাহু, রণ, সঙ্গর, চোল, ভার, সংসার, কেরল, সন্দীরণ, টক, ভাল, আসার, চামর, কুলার, তুরঙ্গ, স্বর, কঙ্কাল, কন্দল, করাল, বিকাশ, পুর, হেরণ, কয়, বিধু, সিদ্ধ, বধ, অম্বর, কুন্দ, ইন্দু, মন্দর, সমীর, সমুদ্র, গঙ্গ, ভাস, অঙ্ক, সঙ্কর, কীরীট, তমাল, গুজ, হিষ্টাল, তোমর, মহাকহ, বিধ, পুঞ্জ, হিষ্টার, পিণ্ড, বর, সংবর, কোণ, কাণ, সংরক্ত, সোম, পরিরক্ত, বিকার, বাণ, বসন্ত, আসব, বেগন্ত, বাস, বাসব, বাসর, কাসার, সরস, কিরণ, অরণ।

নিম্নোক্ত শব্দ গুলি পুংলিঙ্গে সকল ভাষাতেই পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়; যথা—

হেলা, গেলা, কলা, মালা, রমালা, কাহলা, অচলা, কীলা, লীলা, বলা, বালা, লোলা, দোলা, অলসা, মসী, ধরনী, ধারনী,

গোপী, রোহিণী, রমণী, মণী, বীণা, বাণী, বসা, বেণী, রীতা, গদা, ভরদ্বীণী, কমলা, লহরী, নারী, রামা, ভেরী, বহুব্রা, কালী, করালী, চামুণ্ডা, চণ্ডা, রত্না, তুলা, মধী।

পূৰ্ণোক্ত প্রকারে ব্যবহৃত ক্রীবাঙ্গ শব্দসমূহ; যথা—

জাল, কল, পল, মূল, বারি, কীলাল, কুল, বল, পলল, হুকুল, লিজ, গভীর, শরীর, কমল, সলিল, চীর, কুজ, রাজীব, নীর, হল, রজত, কুটীর, দারু, লাল, পটীর, কারণ, রোহণ, চেল, কুহর, অধর, মন্দির, কুটল, মণ্ডল, তামরস, কুণ্ডল, অলদ, পুর, অরবিন্দ, লোহ, অঙ্গ, তড়াগ, করণ, কুল, তোরণ, মরণ, তুল, অলম্, আগার, ভাসুর।

ঐ সকল ভাবায় ব্যবহৃত একার্থবোধক ক্রিয়াপদ, যথা—
ভাণ, দেহি, গচ্ছ, সংহর, কুস্ক, চোরয়, মারয়, অবগচ্ছ, অব-
লোকয়, অবচিত্তয়, খাদ।

নিম্নে কতকগুলি ঔষ্ণবর্জিত পুংলিঙ্গ শব্দ প্রদর্শিত
হইতেছে, যথা—

নীহার, হার, হরিণ, অক্ষ, হর, অটহাস, কৈলাস, কাস, রদ,
নারদ, সিংহ, শব্দ, শেষ, অহি, হংস, ঘনসার, হলি, ইন্দ্র, নাগ,
হিত্তীর, নিব্বার, শরদ্বন, চক্ৰকান্ত, শৃঙ্গার, সাগর, তড়াগ,
জলাশয়, অগ, হৃদয়, তক্ষক, মথ, ক্ষত, বীক্ষিত, অক্ষ,
নারাচ, কাচ, কচ, কীচক, চঞ্চরীক, চাণক্য, চারণ, গণ, চণ,
কাণ, শোণ, সংহার, সারস, রস, অরি, রসাল, সাল, কঙ্কাল,
কাল, কলি, শৈল, খল, অনল, অর্জু, কিক্কর, কঙ্ক, কর, শঙ্কর,
কীর, হীর, লুপ্তেশ, কেশ, গয়, কেশব, দেশ, লেশ, আনন্দ,
নন্দন, ধনঞ্জয়, খঞ্জরীট, কীট, অরি, কণ্টক, কটাহ, কটাক, বক্ষ,
লক্ষ, অঙ্গ, বজ্র, জনক, অঞ্জলি, যর, বহু, রত্নাকর, অঙ্কক,
ধরার, ধীর, শীর, নাসীর, নারায়ণ, কৃষ্ণ ও দ্বীকেশ।

ঔষ্ণবর্জিত ক্রীবাঙ্গ শব্দ—গঙ্গা, গীতা, সতী, সীতা, সিদ্ধি,
সদ্ধা, গদা, গয়া, আশীঃ, কাশী, নিশা, নাসা, কান্তি, শান্তি, দয়া,
রসা, আত্মা, নিজা, হরিজা, দৃক, জাফা, লাক্ষা, ধৃতি, কৃতি, ছায়া,
জায়া, কথা, কান্তা, ধাত্রী, রাত্রি, রতি, গতি, কঙ্করা, ধারণা,
ধারা, তারা, কারা, জয়া, ধরা, আজি, রাজি, রজনী, অর্তি,
কীর্তি, কজা, তটী, মটী, মারী, সারী, দরী, দাসী, বাটকা, খটকা,
জটা, ককা, রক্ষা, শিখা, সংখ্যা, কালিন্দী, কলিকা, কলা, কালী,
করালী ও দুর্গা।

ঔষ্ণবর্জিত ক্রীবাঙ্গ শব্দ—চরণ, করণ, চক্ৰ, ক্ষত্র, মক্ষত্র,
তক্ষ, রজত, শত, শরীর, কীর, নীর, অক্ষি, তীর, ধন, কনক,
নিধান, ধান, সন্ধান, দান, নলিন, নগর, গাত্র, ছত্র, মেত্র, অহি,
হাত্র, আলিঙ্গন, স্থান, শিরঃ, চরিত্র, কল, স্থল, স্থান, কলত্র, চিত্র,
কীলাল, জাল, অলক, নাল, দৈত্য়, লিজ, অঙ্গ, লাংগা, হিরণ্য,

সৈন্ত, অঙ্গ, অজিন, বান, অশ্বক, কাকন, আনন, কানন, হাটক,
নাটক, নাটা, তৈল, চেল, রসাতল, অদন, সদন, জ্ঞান, নিধান,
দধি, চন্দন, অক্ষর, লক্ষণ, লক্ষ, শত্র, শাত্র, দল ও হল।

(কবিকল্পলতা ১ম স্তবক ২য় কুহর)

শব্দকর্ম্মনু (ত্রি) শব্দ বাহার কর্ম্ম অর্থাৎ যে ক্রিয়াপদের কর্ম্মপদ
শব্দ অর্থাৎ কোনরূপ ধ্বনি। (পা ১।৪।৫২) যেমন “বরান্
বিকুরুতে” বরকে বিকৃত করিতেছে; এখানে “বিকুরুতে” ক্রিয়ার
কর্ম্ম বর অর্থাৎ শব্দ বা কোনরূপ ধ্বনি হওয়াতে “বিকুরুতে”
পদকে শব্দকর্ম্মী ক্রিয়াপদ বলা যায়।

শব্দকার (ত্রি) শব্দ করোতীতি কৃ-অণ্। (ন শব্দশ্লোককলহ-
গাথোতি। পা ৩।২।২৪)। ১ যিনি সার্থক শব্দ প্রস্তুত বা
সংগ্রহ করেন, শব্দকর্তা, শব্দসংগ্রাহক। ২ ধ্বনিকারক।

“সত্যমক্লপ্তং পক্ষী বৈরকারং নরাশনম্।

হস্তঃ কলহকারোহসৌ শব্দকারঃ পপাত গম্ ৪” (ভট্ট ১০০)

শব্দকারিনু (ত্রি) শব্দ-কৃ-গিনি। শব্দকার, যিনি শব্দ করেন।

শব্দক্রিয় (ত্রি) শব্দঃ ক্রিয়া কর্ম্ম যন্ত। শব্দকর্ম্মক।

[শব্দকর্ম্ম দেখ।]

শব্দগ (ত্রি) শব্দং গচ্ছতি প্রাপ্যোতীতি শব্দ-গম-ড। ১ শ্রোত্র।

শব্দো গচ্ছতি যেন করণেন। ২ বায়ু।

শব্দগতি (ত্রী) ১ শব্দজ্যোতি। ২ গতি। (ত্রি) ৩ শব্দগ শব্দার্থ।

শব্দগোচর (পুং) বেদাঙ্ককবেত্ত। বেদাঙ্ক দ্বারা জ্ঞাতব্য।

(ভাগবত ৩।১৪।১১)

শব্দগ্রহ (পুং) শব্দং গ্রহীতানেনেতি গ্রহ-অণ্। (গ্রহ বৃদ্ধি নিশ্চিগমশ্চ।

পা ৩।৩।৫৮) ১ কর্ণ। (অমর) ২ শব্দের গ্রহণ, শব্দের জ্ঞান।

শব্দগ্রাম (পুং) শব্দসমূহ। শব্দগ্রাম।

শব্দচিত্র (পুং) শব্দাহুপ্রাস।

শব্দত্ব (ত্রী) শব্দের ভাব বা ধর্ম্ম।

শব্দন (ত্রি) শব্দং কর্তুং শীলমন্ত শব্দ-যুচ্। (চলনশব্দার্থাদকর্ম্মকান্-
যুচ্। পা ৩।২।১৪৯) ইতি তচ্ছীলে যুচ্। শব্দকর্তা, শব্দায়
রবণ। (ত্রী) শব্দ ভাবে লুটি। ২ শব্দমাত্র।

শব্দনির্গয় (পুং) ১ অভিধান। ২ স্বরনির্ধারণ।

শব্দপতি (পুং) নামে যাত্ৰা রাজা। (রত্ন ৮।৫২)

শব্দপাত (ত্রি) শব্দন্ত পাতো যত্র শব্দভেদ পাতো যত্র বা। ১
যতদূর ব্যাপিরা শব্দপতন হইতে পারে। ২ শব্দের ভ্রাম পতনকাল
অর্থাৎ শব্দের গতির ভ্রাম গতি যার।

“শব্দন্ত পাতো যত্রোতি থ বিশেষণং যাবদ্যুৎ শব্দগমনং ভাব-
কুরমিত্যর্থঃ শব্দভেদ পাতো গতিব্রোতি পতনক্রিয়ারবিশেষণং
বা এতেন যথা শব্দন্ত শীঘ্রগমনং তথাভোতি ধ্বনিতং ইতি”।

(ভট্ট ৫।১০০ ভরত)

শব্দপাতিত্ব (ত্রি) ১ শব্দ সহকারে গমনকারী (ভীর)।
২ শব্দসহ নিপতিত।

শব্দপ্রকাশ (পুং) শব্দোচ্চারণ। শব্দের উচ্চারণ।

শব্দপ্রযুক্তি (ত্রি) শব্দতঃ প্রযুক্তিকংপতিঃ। বৈধরী, মহামা,
পত্নী ৩ ইত্যাদি চারিপ্রকার ব্যক্তিনিশ্চিতি।

শব্দপ্রভেদ (পুং) শব্দের বিভিন্নতা।

শব্দপ্রমাণ (ক্ৰী) ১ মৌখিক প্রমাণ, মুখে মুখে জ্ঞানবাক্যী দ্বারা
যে সাক্ষ্য দেওয়া হয়। শব্দ এবং প্রমাণের জ্যোতিষলক্ষীভূত-
কারণম্। ২ শব্দই প্রমাণ অর্থাৎ উচ্চারিত শব্দসমূহই তত্ত্ব
প্রতিপাত বস্তুর প্রমাণ বা জ্ঞাপক। যেমন 'কৃষ্ণ' শব্দ উচ্চারণ
করিয়া মাত্রই যেন নবজলধরমূর্তি এবং 'রাম' চব্দের উল্লেখ
করিলেই যেন সেই নবদুর্জয়ল মূর্তির অঙ্কুতি হয়।

শব্দপ্রাচ্য (ত্রি) শব্দং পুচ্ছতি প্রাচ্য-কিপ্। (কিপ-বচি প্রাচ্য-
তত্ত্বকটপ্রকৃষ্টীণাং দীর্ঘোহসম্প্রসারণক। পা ৩।২।১৭৮ বার্তিক)
শব্দজিজ্ঞাসু, যিনি শব্দ জিজ্ঞাসা করেন।

শব্দপ্রামাণ্যবাদ (পুং) শব্দবিচার সম্বন্ধীয় ভ্রান্তপ্রভেদ।

শব্দবিশেষণ (ক্ৰী) শব্দ এবং বিশেষণম্। শব্দই বিশেষণ,
বিশেষণ শব্দ।

শব্দব্রহ্মান্ (ক্ৰী) শব্দ এবং ব্রহ্ম। ১ শব্দাত্মক ব্রহ্ম, ঐক্যাদি।
বেদাদি শাস্ত্রে নামবিশ্বস্বলিত ঐক্য প্রভৃতি শব্দব্রহ্ম বলিয়া
বর্ণিত হইয়াছে।

"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামমুস্মরন্।

কঃ প্রযাতি স মন্ত্যং বাতি নাস্ত্যঃ সংসরঃ ॥" (গীতা ৪ অঃ)

প্রায়োগমিষদে শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম ভেদে ব্রহ্মের দুই প্রকার
ভেদ কল্পিত হইয়াছে। শব্দব্রহ্ম হইতে উত্তীর্ণ হইলে অর্থাৎ

ঐক্যাদি শব্দে বার্থজ্ঞান জন্মিলে পরব্রহ্মে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়।

"যে ব্রহ্মদী বেনিতবে শব্দব্রহ্ম পরম্বৎ।

শব্দব্রহ্মাণি নিকাতঃ পরং ব্রহ্মাণিগচ্ছতি ॥" (মৈত্রেয় উপা ৬।২২)

২ বেদ, প্রতি। ৩ কোটাত্মক শব্দ, উচ্চারিত বর্ণ বা

যে কোন শব্দ।

শব্দব্রহ্মময় (ত্রি) শব্দ ব্রহ্মের স্বরূপ।

শব্দভিদ্ (ক্ৰী) শব্দতঃ ভিৎ ভেদঃ। শব্দের অন্তর্থা বাখ্যা অর্থাৎ
প্রকৃত বাখ্যা না করিয়া ছলপূর্বক শব্দের বৈপর্য্য সম্পাদন
করা। যেমন 'দশাবয়বান্ ভোজয়েৎ' এখানে 'দশ' এবং অবয়বঃ
নিরূপণাঃ যেহাং তান্' দশটাই অবয়ব অর্থাৎ নূন বা নিম্ন সংখ্যা
বাহাদিগের তাহাদিগকে ভোজন করাইবে, ফলে দশটার কম
ভোজন করাইবে না এইরূপ সন্দেহ না করিয়া, 'দশতোষাবয়বান্'
দশটাই হইতেও কম, এই রূপ অসমর্থ ব্যবহার করিলে শব্দের
অন্তর্থা ব্যবহার করা হয়।

"শব্দতঃ ভিৎ ভেদঃ অন্তর্থা বাখ্যানং বস্তুং বর্থা দশাবয়বান্
ভোজয়েদিত্যুক্তে দশতোষাবয়বান্ ইতি" (ভাগবৎ ৭।১৫।১৩ স্বামী)

শব্দভূৎ (ত্রি) শব্দং বিভভীতি শব্দ-ভূ-কিপ্। শব্দ মাত্র পাশন
করা, বর্ণার্থ শব্দ মাত্র ধারণ করা। যেমন বাহাতে গোবানের
ব্যবহা আছে তথায় একটা মরণাণর গাভী দান করিয়া মাত্র বর্শ
প্রতিপালন করাইয়।

"শব্দভূমিতি পাঠে বর্শশব্দমাত্রং বিভভীতি তথা বর্থা গাং
দদামিতিভুক্তে মরিষাক্ষর গোবালম্।" (ভাগবত ৭।১৫।১৩ স্বামী)

শব্দভেদ (পুং) শব্দের বিভিন্নতা।

শব্দভেদিনি (ত্রি) শব্দভেদম্ভূতা ভেদতঃ শ্লিষ্টমতঃ স্ত্রি-দ-শিনি
১ যিনি কেবল মাত্র শব্দ অঙ্গুলরণ করিয়াই বিদ্ধ করিতে সমর্থ
হন, অজ্ঞান। (ত্রিকাণ্ডেশ্ব) ২ পানু, মলদার। ৩ বাণবিশেষ
সাময়ণে বর্ণিত আছে, দশরথ শব্দভেদী বাণ দ্বারা অজ্ঞ-
মুনির পুত্র সিদ্ধকে বধ করেন।

শব্দময় (ত্রি) শব্দমূল, শব্দনিষিট।

শব্দমাত্র (ক্ৰী) কেবল শব্দ।

শব্দমাল (পুং) রত্ন বংশ, চলিত হেঁচা বাঁশ। (বৈয়াকরণ)

শব্দমালা (ক্ৰী) ১ শব্দসমূহ। ২ সান্মধরপদ্যবিরচিত অভিধান

শব্দযোনি (ক্ৰী) শব্দতঃ যোনিরূপভিত্তানম্। ১ শব্দের আকর,
যাচা হইতে শব্দের উৎপত্তি হয়, ধাতু প্রভৃতি। ২ বেদকর্তা।

"শব্দযোনিয়া বেদকর্তা জৈ পূজ্যমাস" (ভাগৎ ৩।৪।৩২ স্বামী)

শব্দরহিত (ত্রি) নিঃশব্দ, শব্দশূন্য। (বৃহৎসং ৬।১।১৫)

শব্দরাশিমহেশ্বর (পুং) শিবের নামান্তর।

শব্দরোচন (ক্ৰী) তৃণ। (বৈয়াকরণ)

শব্দবজ্রা (ক্ৰী) দেবীভেদ। (কালচক্র ৩।১৪৪)

শব্দবৎ (ত্রি) শব্দো বিভভেতঃ শব্দ-ব-ভূপ্ মতঃ। ১ শব্দশালী,
শব্দবিশিষ্ট, বাহাতে শব্দ আছে। (অব্য) শব্দেন তুলাঃ শব্দ-
বতি (পা ৫।২।১১৫) ২ শব্দের ভায়, শব্দের তুলা।

শব্দবারিধি (পুং) শব্দসমূহ।

শব্দবিদ্যা (ক্ৰী) শব্দবিষয়ক শাস্ত্র। ব্যাকরণাদি।

শব্দবিজ্ঞান, যে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা শব্দবিষয়ক তথ্যনিচয়
অবগত হওয়া যায়, তাহাকে শব্দবিজ্ঞান বলে। প্রবণপ্রিয় দ্বারা
আমরা বস্তু বিষয়ে যে জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি, তাহাই শব্দ।
শব্দ অর্থে ধ্বনি মাত্রই বুঝায়। ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভেদে ইহা
বিবিধ; যে সকল শব্দের অর্থ আছে ও বাহা বর্ণ দ্বারা প্রকাশ
করিতে পারা যায়, তাহার নাম ব্যক্ত এবং বাহা অর্থ-নাই অথবা
বর্ণ বিশেষ দ্বারা বাহা প্রকাশিত হয় না, এরূপ ধ্বনিকেই অব্যক্ত
বলা হইয়া থাকে। মনুষ্যের কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির অভাবতে যে
নাম বা বস্তু উৎপত্তি হয়, তাহা আহত বা ব্যক্তধ্বন, কিন্তু শৈশবা-

বায়ু সন্তানাদির মুখে যে শব্দ শ্রুত হওয়া যায়, তাহাকে অক্ষুট বা অব্যক্ত বলা যায়। আবার ভিন্ন বস্তুর পরস্পর আঘাতে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা অনাহত বা অব্যক্ত ধ্বনি।

এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত ধ্বনি আবার মধুর ও কঠোর ভেদে দুই প্রকার। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিয়মিত অমুরগন পরস্পরা দ্বারা মধুযুক্ত যে শ্রুতিস্বত্বের দ্বিধ মঞ্জুল ধ্বনি উচ্চারিত বা অমুরূত হয়, তাহার নাম মধুর এবং অনিয়মিত কালের মধ্যে অনিয়মিত সংখ্যক অমুরগন পরস্পরা দ্বারা মাধুর্যাগুণবিহীন যে কর্কশ শব্দ সমুৎপন্ন করা যায়, তাহা শ্রুতিস্বত্ব সমুৎপাদন করে না বলিয়া শ্রুতিকঠোর বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, সঙ্গীতেই একমাত্র এইরূপ শব্দবিপর্যায় সংঘটিত হইতে দেখা যায়।

জড় দ্রব্যের অণু সকলের বিকম্পন হেতুই শব্দ উৎপন্ন হয়। সেতার প্রভৃতি যন্ত্রের তন্ত্রীতে আঘাত করিলে তারটা আন্দোলিত হয় এবং পরে উহার বেগ ক্রমশঃ ধীর হইয়া আইসে। তারের কম্পনের বৃদ্ধি ও তাহার ক্রমিক হ্রাস হইতে শব্দেরও উন্নতি বা অবনতির ক্রম অমুভূত হইয়া থাকে। শকারমান দ্রব্যের অণুসমূহ সকল স্থলেই আন্দোলিত হয় না। এক খানি ধাতুনির্মিত খালের উপর কতকগুলি বালুকা রাখিয়া তাহার এক প্রান্তে একটি দণ্ড দ্বারা আঘাত করিলে একটি শব্দ উৎপাদিত হয় এবং সেই সঙ্গে বালুকণাগুলি কম্পিত হইতেছে, ইহাও দেখা যায়। খালার অণুগুলি আন্দোলিত না হইলে বালুকা-কণাগুলি কখনই প্রকম্পিত হইতে পারে না। শকারমান দ্রব্যের অণু সকলের আন্দোলনই যে শব্দজ্ঞানের একমাত্র কারণ এরূপ স্বীকার করা যায় না। শকারমান দ্রব্যের সন্নিহিত বায়ুমাশিতে অণুসমূহের আন্দোলন-সঞ্চারিত একটি তরঙ্গ উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই তরঙ্গ আসিয়া কর্ণপটহে আঘাত করিলেই শব্দ-জ্ঞান সমুৎপাদিত হয়।

শব্দকর দ্রব্যের অণুসমূহের কম্পনে প্রথমে তৎসংলগ্ন বায়ু-কণা সকল প্রকম্পিত হয়, সেই বিকম্পনে তৎসংলগ্ন বায়ুকণা-সমূহ ক্রমান্বয়ে কম্পিত হইয়া কর্ণকূহরে আসিয়া পটহে আহত হইলে শব্দ উপলব্ধি হয়। শকারমান দ্রব্য এবং কর্ণপটহের মধ্যবর্তী বায়ুমধ্যে একটি শব্দতরঙ্গ যে বায়ুকণা গুলিকে স্থান-চ্যুত না করিয়া আন্দোলিত করিয়া যায় তাহা সহজেই অমুমেয়। বায়ুদ্বারা শব্দ পরিচালিত হয়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে। বায়ুনির্কাশনযন্ত্র সাহায্যে কোন গোলাকার কাচ-পাত্রের অভ্যন্তরস্থ বায়ু নিষ্কাশন কালে তন্মধ্যে স্থিত একটি ঘণ্টা যদি বাজান যায়, তাহা হইলে বায়ুর নিষ্কাশন অল্পসারে ঐ শব্দ ক্রমশঃই মন্দীভূত হইয়া আইসে এবং ঐ পাত্রটি এক বারে বায়ু-পূর্ণ হইলে আর শব্দ শুনা যায় না। বায়ু দ্বারা যে শব্দ চালিত

হয়, তাহার আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। জল মধ্যে ডুব দিয়া শব্দ শুনা যায়। বায়ু অপেক্ষা কাঠের শব্দ-পরিচালকতা গুণ অধিক। একখানি বৃহৎ চকোর কাঠের এক প্রান্তে অঙ্গুলী দ্বারা টোকা মারিলে উহার অপর প্রান্তে তাহা শ্রুত হইয়া থাকে। কোন রজ্জু বা তামার তার দ্বারাও শব্দ পরিচালিত হয়। অনেক সময় দালকেরা তাম্রকুটসেবনের কলিকার উপরের মুখে একটু পাতলা চর্ম্ম আটিয়া তাহার মধ্য দিয়া শব্দস্বর চালাইয়া দূরবর্তী কোন বস্তুর বাটতে এরূপ একটি কলিকার রজ্জুর অপর প্রান্ত বাঁধিয়া রাখে ও পরস্পরে কথাবার্তা কর। ইহাতে অতি স্পষ্ট ভাবে শব্দ শ্রুত না হইলেও কতক অস্পষ্ট শব্দ কর্ণকূহরে প্রবিষ্ট হয়। বর্তমান Telephone ও Telegraph যন্ত্র সাহায্যে এরূপ তামার তার দিয়া কথা চালিত হইতেছে। পৃথিবী দ্বারাও শব্দ পরিচালিত হইয়া থাকে। রাজিকালে পৃথিবীর উপর কর্ণ সংলগ্ন করিয়া বিশেষ মনোনিবেশের সহিত শ্রবণ করিলে দূরপথে ধাবমান অশ্বাদির পদশব্দ শুনা যায়। অধুনা কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কর্ণপক্ষণ রাজিতে গৃহস্থ কলের জল অপব্যয় করিতেছেন কিনা অথবা জলের লৌহনল মরিচা পড়িয়া ভিন্ন হইয়াছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য নলের গার একটি লৌহ দণ্ড লাগাইয়া তাহার প্রান্তভাগ কর্ণরন্ধ্রে দিয়া জলনির্গমন শব্দ লক্ষ্য করিয়া থাকেন।

পরীক্ষাঃ দ্বারা জানা গিয়াছে যে, শব্দ বায়ুতরঙ্গ মধ্য দিয়া প্রতি সেকেন্ডে ১১১৮ ফিট প্রধাবিত হয়। দুই বা তিন সেকেন্ড পরে ঐ শব্দ তাহার দুই বা তিনগুণ দূর ব্যবধানে শ্রুত হয়। এই কারণে দূরে কোন বস্তু শব্দিত হইলে আমরা অচিরেই তাহা শুনিতে পাঠ। বায়ু অপেক্ষা জলের বেগ অধিক। জল মধ্যে শব্দ তরঙ্গ প্রতি সেকেন্ডে ৪৭০৮ ফিট চলে। এই কারণে নদী-তীরের তোপ বা গোমার শব্দ জলপ্রোতে বহুদূর পর্যন্ত নীত হইয়া থাকে। লোহদ্বারা শব্দ প্রতি সেকেন্ডে ১৬৮০০ ফিট, তাম্র দ্বারা ১১৬০০ ফিট এবং কোন কোন কাঠ দ্বারা ১৫০০০ ফিট পর্যন্ত দূর স্থানে চালিত হয়।

শকারমান দ্রব্যের অণু সকল বত অধিক আন্দোলিত হয়, শব্দও তত অধিক হইয়া থাকে। যেখানে আন্দোলন কালে অণু সকল অল্প উন্নত ও অবনত হয়, সেইস্থলে শব্দেরও স্বরতা ঘটে। আবার শব্দবহু বায়ুর ঘনত্ব যে স্থলে বত অধিক হয় সে স্থলে শব্দও অধিকতর গভীর হয়। পর্কতাদির উপরিস্থ বায়ু নিম্নস্থ বায়ু অপেক্ষা অনেক পাতলা, এই জন্য অনেক সময় গিরিসঙ্কটাদিতে উচ্চৈঃস্বরে কথা না কহিলে দূরস্থ ব্যক্তি শুনিতে পায় না। যদি শকারমান দ্রব্যের দিক্ হইতে বায়ু প্রোতার অভিমুখে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে শব্দ যেরূপ গভীরতর শ্রুত হওয়া যায়,

বিপরীত দিকে বায়ু চলিতে থাকিলে সেস্রূপ আর শুনা যায় না।
হুগের ভোপধনি তাহার প্রমাণ। গ্রীষ্ম কালে দক্ষিণ বায়ু ঐ
শব্দকে উত্তরে চালিত করে এবং শীতের উত্তর-বাতাস তাহাকে
দক্ষিণে লইয়া যায়। ঐ শব্দ আবার দূরত্বের বর্গাঙ্কসারে ক্রমেই
অদ্বীভূত হয়। ১০০ হস্ত দূরে ঘণ্টা বাজিলে বেরূপ শব্দ শুনা যায়,
৫০ হস্ত দূরে ঐ ঘণ্টা ঐরূপ জোরে যদি বাজান হয় তাহা হইলে
পূর্বোক্ত ধ্বনির চারিগুণ শব্দ শ্রুত হওয়া যায়। আবার ৫০
হাত দূরে ঘণ্টা বাজিলে যে শব্দ শুনা যায়, ১০০ হাত দূরে সেই
শব্দ শুনাতে হইলে, ঐ ভাবে ঐরূপ চারিটি ঘণ্টা না বাজাইলে
হয় না। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, দূরত্ব দ্বিগুণ হইলে শব্দের
পরিমাণ চতুর্গুণ হ্রাস হয়।

কোন উক্ত প্রাচীর, গৃহের দেওয়াল, অট্টালিকা কিংবা পর্ক-
তানিতে শব্দ প্রতিহত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে প্রতিধ্বনি উৎপিত
হয়। কোন কোন শব্দ ৪৫ কিট দূরে প্রতিবন্ধক পাইয়া প্রত্য-
গমন কালে প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। মানুষের কথার শব্দ যদি
১১২ কিট দূরে প্রতিবন্ধক পাইয়া প্রতিকালিত হয়, তাহা হইলে
স্পষ্ট প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়, কখন কখন একটা শব্দ
দুইটা সমান্তরাল পদার্থে ব্যঙ্গব্যঙ্গ প্রতিকালিত হইয়া পুনঃ পুনঃ
প্রতিধ্বনি উৎপন্ন করে।

শব্দবিরোধ (পুং) ১ শব্দবৈকল্য। ২ বিরুদ্ধ শব্দের ব্যবহার।
গ্রন্থের একস্থলে ভিন্নরূপ ও ভিন্নার্থক শব্দের প্রয়োগ।

শব্দবিশেষ (পুং) বিশিষ্ট-শব্দ। বহুবচনে বিভিন্ন শব্দ পর্যায়কে
বুঝায়। সাংখ্যকার বলেন, উদাস্ত, অজ্ঞদাস্ত ও স্বরিত্ব এবং বড়, জ-
গদ, গাছার, মধ্যম, পঞ্চম, দৈবত ও নিবাদ স্বরগ্রাম শব্দ-
বিশেষ বলিয়া উক্ত।

শব্দবৃত্তি (স্ত্রী) শব্দের কার্য। (অলঙ্কারশাস্ত্র)

শব্দবেধ (পুং) শব্দ শুনিয়া সেই শব্দানুসারে শব্দকারী অদৃশ্য
বস্তুকে বিদ্ধকরণ।

শব্দবেধিক্ত (স্ত্রী) কৃত শব্দানুসরণ দ্বারা (অদৃশ্য বস্তুকে)
বেধনের ভাব বা কাথা।

শব্দবেধিন্ (পুং) শব্দমমত্বা বেধুং শীলমন্ত বিধ-গিনি।
১ অর্জুন, ধনঞ্জয়। ২ বাণ বিশেষ। ৩ দশরথ রাজা। (রামায়ণ)

শব্দবেধ্য (স্ত্রী) শব্দানুসরণপূর্বক বেধের যোগ্য, শব্দ মাত্র
অনুসরণ কারয়া যাহাকে বিদ্ধ করা যায়।

শব্দগাসন (স্ত্রী) ব্যাকরণের নিয়মাদি।

শব্দশক্তি (স্ত্রী) শব্দন্ত শক্তিঃ সামর্থ্যং অর্থাৎ শব্দানুসরণার্থো-
বোধঃ ইত্যন্বয়েচ্ছা শক্তিঃ। শব্দের শক্তি অর্থাৎ এই শব্দ
হইতে এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে শব্দের এমন একটা দৈব-
রেচ্ছা শক্তি। ব্যাকরণ, অভিধান, উপমান, আশ্রয়ব্যাক্য ও

লৌকিক ব্যবহার হইতে শব্দের এই শক্তির উপলব্ধি হয়। নিম্নে
বধ্যবধভাবে ইহার বিবরণ বিবৃত হইতেছে,—

‘শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমান-কোষাশ্রয়ব্যাক্যব্যবহারতচ্চ’ (প্রাক)

ব্যাকরণোক্ত শব্দন্ত, ভিত্ত, ক্রদন্ত, সমাস ও তদ্ভিত্ত শব্দ-
গুলির শক্তি বা অর্থ নিম্নলিখিত প্রকারে উপলব্ধি হয়। ক্রমশঃ
উদাহরণ দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে; যথা—
ব্যাকরণ।

‘গামানয়’ এই শব্দটি উচ্চারিত হইবামাত্র
প্রথমতঃ (গো-অম্+আ-নী-হি) গো অর্থাৎ গলকষলাদি-
বিশিষ্ট জন্তুবিশেষের অনুভূতি হইয়া পরে ‘গো’ ও ‘অম্’ এই
প্রকৃতি প্রত্যয়ের যোগে উৎপন্ন ‘গাম্’ শব্দ ও তাহার অর্থ
‘গলকষলাদিবিশিষ্ট কোন জন্তুকে’ এইরূপ উপলব্ধি হইবে।
আ=বৈপরীতা, নী=লইয়া যাওয়া; লোট্-হি=অনুজ্ঞা,
প্রকাশ করা, এই তিনের (উপসর্গ, প্রকৃতি ও প্রত্যয়) যোগে
উৎপন্ন ‘আনয়’ শব্দ দ্বারা লইয়া যাওয়ার বিপরীত ভাব অর্থাৎ
আনয়ন করা সম্বন্ধীয় আজ্ঞা প্রকাশ করা হইতেছে, এইরূপ
অর্থের বোধ হইবে। অধিকন্তু মধ্যম পুরুষীয় প্রত্যয় ‘হি’
ব্যবহৃত হওয়ার ‘ত্ব’ তুমি আনয়ন কর এই পর্য্যন্ত অর্থ প্রকাশ
করিবে। এক্ষণে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে ‘গামানয়’ এইরূপ
শব্দ উচ্চারিত হইলে উক্ত প্রকারে তদন্তভূত পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ
বা শব্দের প্রত্যেকগত অর্থের সহিত তদীয় স্থলার্থ ‘ত্বং গাং
আনয়’ তুমি গলকষলাদি বিশিষ্ট কোন জন্তু অর্থাৎ গোরুকে
আনয়ন কর, এইরূপ উপলব্ধি হইবে। ব্যাকরণানুভিজ্ঞ স্থল-
দর্শী ব্যক্তি বা অশ্রুতপূর্বশব্দ বাণক সম্বন্ধে উক্ত ‘গামানয়’
শব্দের ভিন্নাকারে শব্দবোধ হইতে পারে, যথা—স্থলদর্শী ব্যক্তি
কোন অভিজ্ঞের মুখে এবং বালক কোন বয়োযুগের মুখে
‘গামানয়’ শব্দ শুনিবার পর যদি ঐ কথাযুগারেই দ্বিতীয় কোন
ব্যক্তিকে তদন্তেই একটা গোরু আনিতে দেখে এবং এইরূপ পর
পর বহুবার দেখিতে পায়, তাহা হইলে কালে যদি কেহ উহারের
উপরট লক্ষ্য করিয়া ‘গামানয়’ এইরূপ উক্তি করে, তবে উহারাত
যে তখন একটা গোরু লইয়া আসিবে তাহাতে সন্দেহ নাই;
কেননা ইহাও একটা দৈবরেচ্ছা শক্তি। ক্রদন্ত—‘পাচক’
(পচ-ণক) শব্দ দ্বারা প্রথমে পচ=পাক করা বা পাকক্রিয়া;
পরে ঐ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ণক প্রত্যয় হওয়াতে তদীয়
(পাকক্রিয়া) আশ্রয় অর্থাৎ কর্তা উপলব্ধি হইতেছে; অতএব
ধাতু ও প্রত্যয়ের যোগে উৎপন্ন ‘পাচক’ শব্দে পাকক্রিয়াবান্
পুরুষকে বুঝাইবে। এইরূপ কল্প প্রভৃতি কোন বাচ্যে প্রত্যয়
করিলেও তৎপ্রত্যয়াস্তপদ তদাশ্রিত বলিয়া নির্দিষ্ট হয়।
সমাস—‘নীলঘটঃ’ (নীলঃ নীলাভিন্নঃ নীলগুণবিশিষ্ট ইতি ঘটঃ)
নীলঘট বলিলে ঐ ঘট বা ঘটীর বাবতীর পরমাণুই নীলগুণযুক্ত

বলিয়া বুঝিতে হইবে; কেননা কালানিগুণ, ভগ্ন ও ভগ্নী এই উভয়কেই বুঝাইয়া থাকে, বিশেষতঃ এখানে নীল ও ঘট এই দুই বিশেষ্য ও বিশেষণ কর্ণধারয় সমাস হইয়াছে বলিয়াই এইরূপ শব্দবোধ হইতেছে; কল যেখানেই কর্ণধারয় সমাস হইবে কল্পায়ই বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের অস্তিত্ব বা একাধিকরণ-বৃত্তি বুঝাইবে। আর যেখানে ঐ উভয়ের একাধিকরণবৃত্তি না অস্তিত্ব না বুঝাইবে তথায় সমাস হইবে না; যেমন 'নীলেন ঘটঃ' নীলবর্ণ দ্বারা চিত্রিত ঘট; এখানে ঘটনী নীলবর্ণ দ্বারা চিত্রিত কেবল এইমাত্র উপলব্ধি হইবে অর্থাৎ এই ঘটের বহি-
র্ভাগ জির উহার অভ্যন্তরংশে কিছুমাত্র নীলবর্ণের সংশয় নাই বলিয়া জানিতে হইবে। এইরূপ প্রত্যেক সমাস সম্বন্ধেই অবস্থা বুঝিয়া তৎসং সমাসান্ত পদের শব্দগ্রহ করিতে হইবে।
তদ্বিত—'পাকালঃ' (পাকালানাং রাজা অপত্যং বা পকাল-
অণ্) পাকাল এইরূপ শব্দ উচ্চারিত হইলে প্রথমতঃ পকাল
শেষ বা তদ্ব্যবধানী বুঝায়, পরে অণ্ প্রত্যয়কে লক্ষ্য করিয়া
তাহাদের রাজা অপত্যের বোধ জন্মায়।

অভিধানের অর্থ কখন বা শব্দকোষ; যদি কোন মহাকবি
কোন স্থানে ব্যাকরণবিরুদ্ধ কোন প্রয়োগ করিয়া যান বা কোন
অভিধান।
কোষকার বীর সংগ্রহে এইরূপ শব্দ উদ্ধৃত
করিয়া থাকেন, তবে তাহা হইতেও শব্দ-
গ্রহ হইয়া থাকে; যথা—'অস' ধাতুর উত্তর লিট্ বিভক্তির
ণল প্রত্যয় করিলে ব্যাকরণমতে অস ধাতু স্থানে 'জু' আদেশ
হইয়া 'বজুব' এইরূপ পদ হয় এবং ইহা সর্গ বৈয়াকরণসম্মত;
কিন্তু মহাকবি কালিদাস "তেনাস লোকঃ পিতৃমান্ বিনেত্রা
তেনৈব শোকাপহুদেন পুত্রী" রত্নর এই শ্লোকে অস+অ
(ণল) = অস, এইরূপ প্রয়োগ করিয়া বাওয়ার উল্ল্য ব্যাকরণ-
বিরুদ্ধ হইলেও অভিধান অর্থাৎ মহাকবির কখন হেতুক উহা
হইতেও শব্দগ্রহ হইবে। কেননা কথিত আছে যে—অভিধানই
কৃৎ, তদ্বিত, সমাস প্রভৃতির প্রকৃত ব্যবস্থাপক; লক্ষণ অর্থাৎ
ব্যাকরণাদির অনুশাসন কেবলমাত্র অনতিজ্ঞবিগের জ্ঞানের
প্রথম পদ প্রদর্শক।

"কৃত্তজ্ঞসমাসানামভিধানং নিয়ামকম।

লক্ষণত্বমভিধানাঃ তদভিধানমুচ্যকম্॥" (প্রাক)

উপমান দ্বারাও শব্দবোধ হইয়া থাকে; যেমন, যে ব্যক্তি
কোন দিন 'গবয়' নামক জন্তকে দেখে নাই তাহাকে যদি বলা
উপমান।
যায় যে, 'গোরিব গবয়ঃ' গবয় নামক যে
জন্ত সে অবিকল গোরুর মত, তাহা হইলে

ঐ অদৃষ্টগবয়ঃ ব্যক্তি এই উক্তি দ্বারা নিশ্চয়ই গবয়ের উপলব্ধি
করিতে পারিবে; অবশ্য ঐ ব্যক্তির গোরুসদৃশীর জ্ঞান আবশ্যক।

আপ্ত অর্থাৎ যিনি অগত্যেই ব্যবহার্য পদার্থের প্রাকৃতিক তত্ত্ব
অবগত আছেন বলিয়া লোকের নিকট বিশ্বস্ত, তাহার কথা
দ্বারাও শব্দার্থ শক্তি নিরূপিত হইতে
পারে; যেমন যদি কোন ভ্রমপ্রসারদাহিত

লোক বলেন যে, 'কিন্তু কিসমৌষধং' বিব প্রয়োগ করিলে
কিন্তু ব্যক্তি আরোগ্যলাভ করিতে পারে, তাহা হইলে যদিও
আশাততঃ যেথা 'বাইতেছে' যে এক বিব দেখে প্রতিটি হইয়া
তদীর বিবক্রিয়র কলে রোগীর দেহ অবসানপ্রাপ্ত, এমনভাবহার
পুনরায় তাহার উপর বিনোদিত হইলে কিরূপে তাহার দেহ-
রক্ষা হইবে? তথাপি উক্ত অত্রান্ত ব্যক্তির কথার উপর এতই
বিশ্বাস যে, এই অসম্ভবনীর বিষয়কেই সম্পূর্ণ সম্ভবনীর বলিয়া
বোধ হইবে।

লৌকিক অর্থাৎ বাহ্য কোন বৈদ্যপূর্ণাধিতে ব্যবহৃত হয়
নাই, কেবলমাত্র দেশীয় লোকে আপন আপন কার্যসৌকর্য্যার্থে
বীর বীর দেশে ব্যবহারের জন্য কতকগুলি
লৌকিকশব্দ।

শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন,
উহা দ্বারাও শব্দার্থের অবগতি হইতে পারে; যেমন বাঙ্গালার
গাছ, মাছ, খড়, কুটা প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিলেও উহা
দ্বারা এক একটা পদার্থের উপলব্ধি হইয়া থাকে।

সাহিত্যদর্পণে উক্ত হইয়াছে যে, বাচ্য, লক্ষ্য ও ব্যঙ্গার্থভেদে
শব্দের শক্তি তিন প্রকার; তন্মধ্যে 'গামানয়' প্রভৃতি দৃষ্টান্ত
দ্বারা বাচ্যার্থের উল্লেখ করা হইয়াছে; এক্ষণে লক্ষ্য অর্থাৎ লক্ষণ
দ্বারা এবং ব্যঙ্গ অর্থাৎ ব্যঙ্গনা দ্বারা যেভাবে শক্তির নিরূপিত হয়,
যথা ক্রমে তাহার বিবরণ বিবৃত করা বাইতেছে;—

"বাচ্যার্থার্থেহভিধরা বেধ্যো লক্ষ্যো লক্ষণম্ভ্যঃ।

ব্যঙ্গ্যো ব্যঙ্গনম্ভ্যঃ ভাষিতঃ শব্দত শব্দভ্যঃ।" (সাহিত্যদর্পণঃ ২১০)

লক্ষণা, যথা—

"সুখার্থবাধে তদযুক্তো যদাত্তার্থঃ প্রতীততে।

ক্লুপেঃ প্রয়োজনান্যাসো লক্ষণ শক্তিরপিভা।" (সাহিত্যদর্পণঃ ২১০)

"কলিঙ্গঃ সাহসিক" ইত্যাদৌ কলিঙ্গাদি শব্দো দেশ-
বিশেষাদিরূপে স্বার্থে অসম্ভবন্য বলা শব্দত শব্দো অসম্ভবন্য
পুরুষাদীন্ প্রত্যাহরতি যদা চ "গজায়াম্ যোঃ" ইত্যাদৌ গজাদি
শব্দো জলময়াদিরূপার্থবাচকবাৎ প্রকৃতেঃ অসম্ভবন্য স্ব স্ব সানী-
পাদি সম্বন্ধসম্বন্ধিনং তটালি বোধয়তি সা শব্দতাপিতা
স্বাভাবিকতয়া জীবরাজ্যবিভা বা শক্তির্লক্ষণা নাম।

কোন স্থলে শব্দের প্রকৃতার্থবোধে কথ অর্থাৎ স্থির বা
অসম্ভব বোধ হইলে প্রসিদ্ধি বা প্রয়োজন হেতুক বাহ্য দ্বারা
শব্দের অর্থান্তরের প্রতীতি হয়, সেই অসিদ্ধি অর্থাৎ স্বাভাবি-
কতর বা জীবরাজ্যবিভা শক্তিই শব্দের লক্ষণা শক্তি; যেমন,

“কলিঙ্গ: সাহসিকঃ” কলিঙ্গ সাহসী একথা বলিলে কলিঙ্গ শব্দের প্রকৃত অর্থ কলিঙ্গদেশ ধরিয়া উঠে; কেননা চেতনধর্ম সাহসিকতা অচেতন দেশাদিতে কখনই সম্ভব হয় না, অতএব প্রসিদ্ধি হেতুক লক্ষণা শক্তি দ্বারা কলিঙ্গ শব্দ তদদেশসংযুক্ত পুরুষাদির প্রতীতি হইয়া ‘কলিঙ্গবাসী সাহসী’ এইরূপ অল্প অর্থ প্রকাশ করিবে। আবার “গজায়াং বোধঃ প্রতিবসতি” বোধ গজায় বাস করিতেছে ইত্যাদি স্থলে গজারূপ জলময় স্থানে বাস করা অসম্ভব বিবেচনায় শৈত্য সংশ্লব বা পাবনরূপ প্রয়োজন হেতুক লক্ষণা শক্তি দ্বারা গজাশব্দে তদীয় তটকে বুঝাইয়া ‘বোধ শৈত্যসংশ্লব বা পাবন নিমিত্ত গজাতটে বাস করিতেছে’ এরূপ ভিন্নার্থের উপলব্ধি হইবে।

উক্ত লক্ষণা শক্তির অহংস্বার্থা, অঅহংস্বার্থা, উপাদান-লক্ষণা, লক্ষণলক্ষণা ইত্যাদি ভেদ, ভেদভেদ রূপ পরস্পরার অশক্তি প্রকার ভেদ কল্পিত হইয়াছে; বাহ্য ভয়ে তত্তদ বিবরণ বিবৃত হইল না।

ব্যাঞ্জনা-শক্তি যথা—

“বিরতাস্তিভাষ্যাস্তা যথার্থো বোধ্যতেহপরঃ।

সা বৃত্তির্বাঞ্জনো নাম শব্দার্থাদিকন্ত চ ॥” (সাহিত্যদ° ২।২৩)

শব্দের যে শক্তি দ্বারা তদীয় বাচ্যার্থের বোধ জন্মাইয়া পরে তাহা হইতে যদি অপর কোন অর্থাদির উপলব্ধি হয়, তবে তাহাকে ব্যাঞ্জনা বৃত্তি বলে। ইহা অভিধামূলক ও লক্ষণামূলক ভেদে প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; তদ্ব্যতীত অভিধামূলক ব্যাঞ্জনা শক্তির বিবরণ আপাততঃ বলা হইতেছে; যথা—

“অনেকার্থ শব্দ সংযোগাভিনিয়ন্ত্রিতে।

একত্রার্থেহুচ্যতীহেতুব্যাঞ্জনা সাভিধাশ্রয়া ॥” (সাহিত্যদ° ২।২৪)

অনেকার্থ শব্দ নিয়ন্ত্রিত সংযোগাদি কারণ দ্বারা এক অর্থের নিরস্ত্রিত অর্থাৎ বিধিবদ্ধ হইলেও যদি সে তাহার অন্ত্যস্ত অর্থের বোধযোগ্য হয়, তবে তাহাকে অভিধামূল্য ব্যাঞ্জনা বলে। অর্থাৎ যেখানে সংযোগাদি দ্বারা নিরস্ত্রিত না হইলে তথায় শব্দের বাবতীর অর্থই প্রকাশ পাইবে। নিম্নে সংযোগাদি ও তজ্জন্ত বহুবর্ধ শব্দের একার্থ-বোধকতার বিবরণ ক্রমশঃ উদাহরণের সহিত বিশদরূপে বিবৃত হইতেছে—

সংযোগ বা সঙ্গ—“সশব্দচক্রো হরিঃ” এখানে শব্দ ও চক্রের সহিত বর্তমান হরি বলাতে (হরিতে শব্দ ও চক্রের সংযোগ থাকায়) হরি শব্দের অল্প কোন অর্থের উপলব্ধি না হইয়া উদাহারা কেবলমাত্র বিষ্ণুকেই বুঝাইতেছে।

বিপ্রয়োগ বা বিরোগ—“অশব্দচক্রো হরিঃ” এখানে শব্দচক্র পরিত্যক্ত হইলেও হরিশব্দে বিষ্ণু ভিন্ন অল্প কাহাকেও বুঝাইবে না।

সাহচর্য—“ভীমার্জুনৌ” অর্জুন শব্দে কাণ্ডবীর্ষাদিকে বুঝাইলেও এখানে ভীম শব্দের সাহচর্য প্রযুক্ত ব্যাঞ্জনাশক্তি দ্বারা পার্শ্বেরই উপলব্ধি হইবে।

বিরোধিতা—“কর্ণার্জুনৌ” কর্ণশব্দে শ্রোত্রাদি বুঝাইলেও অর্জুনের সহিত বৈরিতাপ্রযুক্ত ব্যাঞ্জনাশক্তি দ্বারা কৃতীপুত্রকে বুঝাইবে।

প্রয়োজন—“হৃগুং বন্দে” শিবকে ভববন্ধন হইতে মুক্তি-নিমিত্ত বন্দনা করিতেছি; এইস্থলে ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ প্রয়োজন হওয়ার ব্যাঞ্জনাশক্তি দ্বারা হৃগু শব্দে শ্মশাপল্লবরহিত শুদ্ধ ভক্তকাত্তকে না বুঝাইয়া শিবকেই বুঝাইবে। কেননা সামান্য তত্ত্বকাণ্ডের কখনও মুক্তিদানের ক্ষমতা নাই।

প্রকরণ বা প্রস্তাব—প্রস্তাবাহুসারেও বহুবর্ধ শব্দ একাধে প্রযুক্ত হয়। যেমন, নাটকাদিতে রাজা প্রকৃতির প্রতি বলা হইয়া থাকে, “সর্বং জানাতি দেব” আপনি সমস্ত জানিতেছেন; এখানে প্রস্তাবাহুসারে দেব শব্দে রাজা ভিন্ন অল্প কোন দেবতাকে বুঝাইবে না।

চিহ্ন—“রূপিতো মকরধ্বজঃ” কোপচিহ্নযুক্ত মকরধ্বজ বলিলে, মকরধ্বজ শব্দে কামদেবকেই বুঝাইবে; কেননা চেতন ধর্ম কোপ অচেতন সমুদ্রার্থক মকরধ্বজে সম্ভব হয় না।

সান্নিধি—শব্দান্তরের সান্নিধ্যপ্রযুক্ত অনেকার্থ শব্দের মাত্র একার্থের উপলব্ধি হয়, যেমন—“দেবঃ পুরারিঃ” পুরারি শিব; এখানে পুরারি শব্দের সান্নিধ্যপ্রযুক্ত দেব শব্দে শিব ভিন্ন অল্প কোন দেবতাকে বুঝাইবে না; কেননা শিবই পুরারির শত্রু বা হস্তারক।

সামর্থ্য—“মধুনা মত্তঃ পিকঃ” বসন্তকর্তৃক অর্থাৎ বসন্তকালে কোকিল মত্ত হয়; কোকিলকে মত্ত করিবার ক্ষমতা এক বসন্তকালেরই আছে বলিয়া এখানে মধু শব্দে মত্তাদিকে না বুঝাইয়া কেবল বসন্তকালকেই বুঝাইতেছে।

উচিত্য—“বাতু বো দয়িতামুখম্” ভোমাদেব দয়িতামুখ্যে গমন করুক; এখানে গমন করিতে হইলে দয়িতাদিগের মুখের উপর গমন করা উচিত বা সম্ভব হয় না; হুতরায় মুখশব্দের অভিযুগার্থ গ্রহণ করাই কর্তব্য।

দেশ—দেশ অর্থাৎ স্থানের নির্দিষ্টতাপ্রযুক্ত শব্দের একার্থতার উপলব্ধি হয়; যেমন, “বিশ্ভাতি গগনে চন্দ্রঃ” আকাশে চন্দ্র দীপ্তি পাইতেছে; এখানে আকাশ চন্দ্রের নির্দিষ্ট স্থান বলিয়া চন্দ্রশব্দে কর্পূরাদিকে না বুঝাইয়া সুধাংগকে বুঝাইবে।

কাল—কালাহুসারেও অনেকার্থ শব্দের মাত্র একার্থের বোধ হয়; যেমন, “নিশি চিত্রভাঙ্গঃ” রাত্রিতে বহি দীপ্তি

পাইতেছে; চিত্রভাস্থ শব্দে পৃথক্ বৃথাইলেও রাজিকালে তদীয় বর্ণনাসম্ভব প্রযুক্ত এখানে উহা দ্বারা বহির্ভূত উপলক্ষ হইতেছে।

ব্যক্তি বা পুংবাচি—কোন কোন অনেকার্থ শব্দ পৃথক্ পৃথক্ লিখে পৃথক্ পৃথক্ অর্থ প্রকাশ করে; যেমন, রথাদ শব্দ নপুংসক লিখে চক্র অর্থই ব্যক্ত করে; চক্রবাক্যি অর্থে উহার ব্যবহার হয় না। *

স্বর—উচ্চারণের ভারতম্যাদ্বারাও ভিন্ন ভিন্নরূপে শব্দার্থের প্রতীতি হয়। যেবে উক্ত আছে, “ইন্দ্র শব্দ বিবর্ত্তন”; এখানে ইন্দ্রশব্দ শব্দ বহুব্রীহি সমাসান্তের দ্বারা উচ্চারণ করিলে ইন্দ্র বিবর্ত্তিত হউন এইরূপ অর্থ প্রকাশ করে; কিন্তু ঐ শব্দই আবার তৎপুংস্ব সমাসান্তের দ্বারা উচ্চারণিত হইলে তদীয় শব্দ বৃত্ত বিবর্ত্তিত হউক এই অর্থের অভিযুক্তি হয়। এতদ্বিতীয় সূত্রটির ভাষাতেও কান্ধু অর্থাৎ স্বরবিকৃতি দ্বারা সহজ শব্দের অর্থ বৈলক্ষণ্য ঘটে; যেমন, কোন যুবতী খীর সখীর নিকট বলিতেছেন যে, ‘সখি! প্রিয়তম পতি পরাধীনতা প্রযুক্ত কার্যব্যপদেশে দূরদেশে গমন করিয়াছেন; কিন্তু এই অলিঙ্গনগুণ্ডিত কোকিণ-কুজিত সুরভ সময়ে তিনি আসিবেন না?’ এখানে ‘তিনি আসিবেন না’ এই সহজ উক্তি, প্রিজ্ঞাত্বলে উচ্চারণিত হওয়ার উহা দ্বারা তাহার আসা হইবে না এরূপ অর্থের অভিব্যক্তি না হইয়া তদ্বিপরীতার্থের বিকাশ করিতেছে যে, যদিও তিনি কাথ্যাদ্বারাণে বিশেষে গিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইলেও কি এই বসন্ত সময়ে একবার আসিবেন না? অর্থাৎ অবশ্যই আসিবেন।

আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসক্তি প্রভৃতি দ্বারাও বাক্য বা শব্দ পদ্যের শাস্ত্র এবং হংরা থাকে। [বাক্য ও মহাবাক্য শব্দ দেখ।]
শব্দশাস্ত্র (ক্ৰী) যে শাস্ত্র অধ্যয়নে শব্দসমূহের জ্ঞান জন্মে, ব্যাকরণগাঁদ।

শব্দশেষ (ত্রি) শব্দের শেষাংশ।

শব্দশ্লেষ (পুং) অশঙ্কার বিশেষ। ইহাতে একটা শব্দ দ্বারা শ্লেষোক্তি প্রকাশ করা হইয়া থাকে। ইংরাজীতে ইহাকে Punning বলে।

শব্দসংজ্ঞা (ক্ৰী) শব্দের একপরিচায়ক নাম। (পা ১।১।৬৮)

শব্দসম্ভব (ত্রি) শব্দানাম সম্ভবঃ উৎপত্তিসম্মতঃ। ১ বাহা হইতে শব্দের উৎপত্তি হয়, নভঃপ্রদেশ। বায়ুমণ্ডল। (পুং) ২ শব্দের উৎপত্তি বা অভ্যুত্থান।

শব্দসাধন (ত্রি) লক্ষ্য সম্বন্ধে শব্দই বাহার কারণ। (ভারত ৩।২২৩) ‘শব্দসাধনৈঃ শব্দ এব সাধনং লক্ষ্য সম্বন্ধে কারণং যেষাং তৈঃ।’ (নীলকণ্ঠ)

শব্দসাহ (ত্রি) ১ শব্দবোধি। ২ শব্দবাণিনিবারক।

(ভারত ৩।২২৩) ‘শব্দ এব সাহো লক্ষ্যং যত্র তৎ তথা শব্দবোধি, শব্দে অস্ত্রং উপারম্যাপত্তবিত্যর্থঃ। শব্দসাহৈশব বাণিনিবারকং বা।’ (নীলকণ্ঠ) *

শব্দসিদ্ধি (ক্ৰী) শব্দের পূর্ণব্যবহার। ২ কাব্যকরণতাসূতি-পরিমল নামক গ্রন্থের একাংশ।

শব্দশ্ফোট (পুং) বাক্যশ্ফোট। বহুত্ববর।

শব্দস্মৃতি (ক্ৰী) শব্দের স্মরণ।

শব্দহীন (ক্ৰী) ১ শব্দজ্ঞানশূন্য। ২ শব্দশাস্ত্রবর্জিত বাক্য।

“শব্দশাস্ত্রহতং বাক্যং শব্দহীনং প্রকীৰ্ত্যতে।” (প্রতাপরস)

শব্দাকর (পুং) শব্দানাম আকরঃ। শব্দের মূল বা প্রকৃতি, শব্দসমূহের উৎপত্তিস্থান।

শব্দাকর (ক্ৰী) ১ শব্দ ও অক্ষর। ২ শব্দজাপক অক্ষর। ৩ ওম শব্দ।

শব্দাখ্যায় (ত্রি) শব্দ দ্বারা কথনের উপযুক্ত।

শব্দাভ্যুদয় (পুং) বাগাভ্যুদয়।

শব্দাঢ্য (ক্ৰী) শ্রেষ্ঠ কাঃত বাতু, ভাল কাঁসা।

শব্দাতিগ (পুং) বিহু। (ভারত ১০।১৪১।১০)

শব্দাতীত (ত্রি) যিনি শব্দের অতীত, বাঁহাতে শব্দবি গুণ নাই বা শব্দ দ্বারা বাঁহাকে জানা যায় না, ত্রুণ পদার্থ।

শব্দাধিষ্ঠান (ক্ৰী) শব্দত্ব অধিষ্ঠানং আশ্রয়স্থানম্। কর্ণ। (হেম)

শব্দানুকরণ (ক্ৰী) শব্দের অনুকরণ, শব্দ নকল করা। যেমন অনেক লোকে পতপক্ষ্যাদির শব্দের অনুকরণ বা নকল অর্থাৎ আবল তৎপ্রতিরূপক শব্দ অনায়াসে উচ্চারণ করিতে পারে।

শব্দানুকৃতি (ক্ৰী) শব্দানুকরণ।

শব্দানুশাসন (ক্ৰী) শব্দত্ব অনুশাসনং প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিনা ব্যাংপাদনং যত্র। ব্যাকরণাদি শাস্ত্র।

শব্দানুসৃষ্টি (ক্ৰী) শব্দানুশাসন।

শব্দাভিবহ (ত্রি) শব্দবাহী, শব্দবহনকারী শিরা প্রভৃতি। (জ্ঞপ্ত)

শব্দায়মান (ত্রি) শাক্ত, শব্দবাসিত, যে শব্দ করিতেছে।

শব্দার্থ (পুং) ১ শব্দের অর্থ অর্থাৎ অভিধেয় বা বাচ্য। ২ শব্দ এবং অর্থ। (পা ২।১।৩০)

শব্দালঙ্কার (পুং) শব্দ যাত্র কৃত্ত ললঙ্কার, কেবল শব্দ বা বর্ণ বিভাস দ্বারা ভাষার সৌন্দর্য্যবত্তার। যেমন, পুনরুক্তবদাতাস, অনুপ্রাস প্রভৃতি অলঙ্কার।

শব্দত (ত্রি) ধ্বনিত, কৃতশব্দ, আহৃত।

শব্দিন্ (ত্রি) শব্দবাসিত।

শব্দোদ্রয় (ক্ৰী) শ্রোত্র, যে ইন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ সকল গৃহীত হয়। (জ্ঞপ্ত)

শব্দ, দিব্য পদমৈ সেট। উপশম, শাস্ততাব, নিবৃত্তি। লট

শাম্ভি। লিট শাম, শময়তঃ। লুট শমিতা। লুট শামযাতি।
শুভ্, অশমৎ, অশমতাং, অশমন। সম্ শিশ্মিযতি। যৎ
অশমযতে, শময়তি। নিচ্, শময়তি। অশীশমৎ। কৰ্ণশি
শমযতে, শময়িতা, শমিতা, শামিতা, শময়িষ্যতে, শমিষ্যতে,
শামিষ্যতে। (পা ৩৪।১২) অশমি, অশামি। অশময়িবত,
অশমিবত। ক্ত শমিত, শান্ত। চুয়া° আশ্বনে° অক° সেট।
আলোচনা। (বোপদেব) শাময়তে, শাময়তি। উপ—নিবৃতি,
বিশাণ। নি—প্রবণ, দর্শন।

“বিলীপানন্তরং রাজো তং নিশম্য প্রতিষ্ঠিতম্।” (রঘু ৪২)

“নিশাময় তত্ত্বংপতিং বিস্তরাদ্গদতো মম।” (দেবীমাহাত্ম্য)

‘নিশম্য’ ও ‘নিশাময়’ এই উভয় স্থলেই ‘নি-শম’ ধাতু
প্রযোজ্যব্যবহৃত হইয়াছে।

শম (পুং) শমাত ইতি শম-ঘঞ। (হলন্ট পা ৩৮।১২১)
১ শান্তি। (অমর) ২ মোক্ষ। (ত্রিকাণ্ডশেষ) ৩ পাণি, হস্ত।
(রামাশ্রম) ৪ উপচার। (রাজনি°) ৫ অন্তরিত্রয়-
নিগ্রহ। (বেদান্তসার) ৬ বাহেত্রিয়নিগ্রহ। (ভাগবত ৩।৩২।৩০)
৭ সৰ্বকৰ্মনিবৃত্তি। (গীতা ৬।৩) ৮ শাস্ত্রসের স্থায়িতাব।

“শান্তঃ শমহারিভাব উত্তম প্রকৃতিম তঃ।” (সাহিত্যদ° ৩২৬)

৯ নিবৃত্তি। (রাজতর° ২।৫৬) ১০ মনঃসংযম। ১১ কমা।

১২ তিরস্কার।

শমক (ত্রি) শাময়তীতি শম-ঘিচ্-বুল্ নোদাতোপদেশভেতি
ন দীর্ঘঃ। (পা ৭।৩৩৪) শান্তিকারক।

শমকুৎ (ত্রি) শমক, প্রশমকারী।

শমগিরি (স্ত্রী) শান্তিকথা, প্রশমোক্তি, যে বাক্য শুনিলে অন্তরে
শান্ততাবের উদয় হয়।

শমট্ (পুং) শম-অঠ বাহুলকাৎ (জ্-শমোরপাঠঃ। উপ° ১।১০০)
মহাভারতোক্ত অনেক ব্রাহ্মণভেদ। (মহাভারত বনপর্ব)
২ শাকবিশেষ। ৩ তৃদভেদ, তুৎবিশেষ।

শমতা (স্ত্রী) শান্তি, উপশম, নিবৃত্তি।

শমথ (পুং) শম-অথ বাহুলকাৎ (দৃশমিদমিত্যশ্চ। উপ° ৩।১১৪)
১ শান্তি। (অমর) ২ মন্ত্রী। (মেদিনী)

শমন (স্ত্রী) শম-লুট্-১১ বজ্রার্থ পণ্ডনন। (অমর) ২ শান্তি।
৩ মনের স্থিতি। (মেদিনী) ৪ নিবৃত্তি। ৫ উপশম।

“বাতস্ত শমনং কোপনং বা।” (পাণিনি ৫।১।৩৮ কাশিকা)

৬ চৰ্মণ। (ধরণি) ৭ হিংসা। (হেম) ৮ প্রাতিসংহার,
প্রতিনিবৃত্তি, সম্বরণ। (মার্ক° পু° ৭।৮।১০) ৯ নিবারণ।

“হর্ষকৃত্তশমনং তব দেবি। শীলম্।” (দেবীমাহাত্ম্য)

(পুং) শময়তি পাশিনাং কৰ্ম আলোচয়তীতি কৰ্ত্তরি লু।
১০ যম। (অমর) ১১ যুগভেদ। (শব্দত্রে°) ১২ কণায়-

ভেদ। (রাজনি°) (স্ত্রী) ১৩ তিরস্কার, শাপ। ১৪ আবাদ,
কতি। ১৫ ময়ন। ১৬ অর।

“পিতাদিহিরিয়ারমতং যৎ তাতুং শমনং যতম্।” (বৈভবকনি°)
(পুং) ১৭ তরাসক কষায়বতি; প্রিয়দ্রু, যষ্টিমধু, মুখা ও
রসাজন এই সকলের কাথে দ্রুত মিশ্রিত করিয়া বতিপ্রয়োগ
করিলে সৰ্বদোষের উপশম হয়।

“প্রিয়দ্রুমধুং দ্রুতং তথৈব চ রসাজনম্।

সকীরঃ শস্তভে বতির্বোবাণাং শমনঃ যতঃ।” (ভাবপ্র°)

১৮ ধূমপানভেদ। ইহাতে যোগীর হস্তের চ্ছান্নিংশদুলি
পরিমিত নল প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা এলাইচ, তগরপাছকা,
কুড়, জটামাংসী, গন্ধতুল, দারু-চিনি, তেজপত্র, নাগকেশর,
রেণুকা, ব্যাঙ্গনবী (গন্ধদ্রব্য), নবী, চৌচ (গন্ধদ্রব্য), গৈঠেলা,
সরলকাঠ, কৌচখড়িকা, বালা, গুগ্গলু, ধূনা, শিলারস,
কুন্দুরখোটা, অণুর, পূক (পিড়িং শাক), বেণামূল, তরঙ্গার,
কুহুম, কেশর ও পুরাগ, এই সকল দ্রব্যের সমস্তগুলি অথবা
যাচা পাওয়া যায়, সেই গুলি সংগ্রহ করিয়া ধূমপানবিধি অনুসারে
উহাদের ধূমগ্রহণ করিতে হইবে।

ভাবপ্রকাশ মতে নল প্রস্তুতের নিয়ম এইরূপ,—নল তিন
ধণ্ড ও তিনপর্কযুক্ত করিয়া লইতে হইবে। এই নল কনিষ্ঠ
অঙ্গুলির জ্বার স্থল এবং ইহার অভ্যন্তরের হিত্র রাজমাথের
জ্বার ও নলের দীর্ঘতা রোগীর ৪০ অঙ্গুলি হইবে। এইরূপ নল
দ্বারা শমন-ধূমপান করিতে হয়।

(ত্রি) ১৯ সম, উক্ত ও বিবম বাতপিত্তাদি, দোষসমূহের
শমতাসম্পাদক। (বাটট) ২০ অরুণ। (স্ত্রী) শমনী।
২১ রাজি। ২২ কষায়ভেদ। যে সকল কষায় অর্থাৎ কাথাদি-
দ্বারা বমনাদি পঞ্চকৰ্ম ব্যতিরেকেও বাতাদিদোষের উপশম হয়,
তাহা শমনী বলিয়া খ্যাত।

“যেন বমনাদিবিনৈব বাতাদয়ঃ শান্তিঃ যান্তি।” (চক্রদত্ত)

২৩ বস্তিভেদ, শমননামক নিরুহবস্তি।

প্রিয়দ্রু, যষ্টিমধু, মুক্তক ও রসাজন এই সকল দ্রব্য হস্তের
সহিত মিশ্রিত করিয়া যে বস্তি প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে শমন-
বস্তি কহে।

দ্বাদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ একটা শরকাণ্ড গ্রহণ করিয়া উহার
গাত্রে চারিদিকে ৮ অঙ্গুল পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া ২ তোলা এলাদি-
গণের কক লেপন করিয়া ছায়াতে শুক করিতে হইবে। উত্তম-
রূপ শুক হইলে শরকাণ্ডটা ধীরে ধীরে অপনীত করিতে
হয়, পরে ঐ ককবস্তি দেহান্ত করিয়া তাহার অগ্রভাগ অকারের
অগ্নি দ্বারা জ্বালাইবে, পরে নলের অপর ভাগ প্রথমে মুখে
বিয়া ধূম গ্রহণ ও মুখ দ্বারা তাহা নির্গত করিবে, পরে নাসিকা

দ্বারা ধূম গ্রহণ করিয়া সেই ধূম সুৰ্ণ দ্বারা নির্গত করিতে
হইবে। (ভাবপ্রকাশ)

শমনস্বস্ত্র (স্ত্রী) শমনস্ত্র বস্ত্র বস। বসুনা। (অমর)

শমনী (স্ত্রী) শমনতি নৃণাং ব্যাপারান্ শম-লু, জিহাং ভীব্।
১ রাত্রি। শাম্যতে হমেন ইত্যর্থে করণে লুট-ভীব্।
শান্তিকারিণী। (ভাগবত ৩২৪।৩২) [শমন দেখ।]

শমনীয় (ত্রি) শম-অনীয়ত্। শমনযোগ্য, শমনাহ।

শমনীষদ্ (পুং) শমস্তাং রাজ্যাং লীদতি সদ্-অচ্-বহৎ।
নিশাচর, শাকস। (ত্রিকা)

শময়িতৃ (ত্রি) শম-গিচ্-তৃচ্। শমনকারক, শান্তিকারক,
নিবারক, দমনকারক, বিনাশক।

শমল (স্ত্রী) শম (শাকশম্যোগিং। উণ্ ১।১১১) ইতি কল।
১ বিষ্ঠা। (অমর) ২ পাপ। (সংক্ষিপ্তসার উণ্)

“উচে বদ্যাম্ভমলং গুণসঙ্গপঙ্ক” (ভাগবত ২।৭।৩)

শমবৎ (ত্রি) শম-অস্তার্থে মতৃপ্ মত্ ব। শমগুণবিশিষ্ট।

শমশম (ত্রি) ১ শ্বশান্তিবিশিষ্ট। ২ শিবের নামান্তর।

(ভারত ১২ পর্ক)

শমাস্তক (পুং) শমস্ত শান্তেরস্তকঃ। কামদেব। (ত্রিকা)

শমালা (স্ত্রী) রাজদন্ত ব্রাহ্মণশাসনভেদ। (রাজতরং ৭।১৫২)

শমি (স্ত্রী) ১ শবী, শম। (হেম) ২ অক্ষকের পুত্রভেদ।
(হরিবংশ) ৩ উল্লীনের পুত্রভেদ। (ভাগ্ ৯।২৩।২১) ৪ যজ্ঞ

বা যজ্ঞরূপ কর্ম। (খক্ ৩.৫।১০) ৫ শবীযুক্ত। [শমী দেখ।]

শমিক (পুং) শমিভেদ। (পা ৪।১।১০৪)

শমিত (ত্রি) শম-ক্ত। শান্ত। (অমর)

শমিতৃ (ত্রি) শম-তৃচ্। নিবারক, শান্তিকারক।

শমিন্ (ত্রি) শমো বিজ্ঞতে হস্ত শম-ইন্। শান্ত, শমগুণবিশিষ্ট।

শমির (পুং) শমীযুক্ত। (শব্দরত্না)

শমিরোহ (পুং) শিব। (ত্রিকা)

শমিষ্ঠ (ত্রি) অয়মনয়োরাভশয়েন শমঃ। দুই বা বহুর মধ্যে
অতিশয় শান্ত।

শমিষ্ঠল (স্ত্রী) স্থানভেদ।

শমী (স্ত্রী) স্বনামখ্যাত সৰ্পটক বৃক্ষ। চলিত শাঁই গাছ। হিন্দী
ছিফুর, মহারাষ্ট্র শমী, ধৈরী; কলিঙ্গ বর্ণি, কাবন্নি; উৎকল শুমী।
সংস্কৃত পর্যায়—শক্তফলা, শিবা, শক্তফলী, শান্তা, তুলা, কচরিপু-
ফলা, কেশমধনী, জৈশানী, লক্ষ্মী, তপনতনয়া, ইষ্টা, শুভকরী,
হবির্গন্ধা, মেধ্যা, হুরিতদমনী, শক্তফলিকা, সমুদ্রা, মঙ্গল্যা,
জ্বরতি, পাপশমনী, ভদ্রা, শক্তরী, কেশহরী, শিবাফলা, সুপত্রা,
সুখদা। ইহা লবু ও মহদ ভেদে দ্বিবিধ।

শাঁইকাটাগাছ (Acacia Suma) কুড়াকৃতি। বাঙ্গাল

ও বেহারের সর্বত্র, প্রায়োবীপের পশ্চিমাংশ আবা (ত্রাক) এবং
সিংহলে পৰ্ব্বাংশ জন্মে। ইহার কাষ্ঠ অনেকটা খদির কাষ্ঠের
মত, কিন্তু তদনেক ক্ষুদ্রতর অসংখ্য ছিদ্রবিশিষ্ট। ইহার
ডাল হইতে খদিরের দ্বার একপ্রকার আঠাবৎ নির্যাস পাওয়া
যায়। এই জাতীয় লালবর্ণ পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষগুলি অগ্নিগর্ভা
নামে বিদিত।

অল্প একপ্রকার শমী বা শাঁইকাটা গাছ (Prosopis
spicigera) মধ্যমাকৃতি হয়। ইহার ডালগুলি সৰ্পটক।
পত্রাব, শিখ, রাজপুতনা, উজরাত, বুলেলখণ্ড ও দাক্ষিণাত্যের
প্রান্তরভূমির যে স্থানের মাটি জলহীন ও কঠিন সেই স্থানে
এই বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। বীজ অথবা ডাল কাটিয়া
পুতিয়া দিলে সহজেই গাছ হয়, গাছগুলির শিকড় অতিশয়
লম্বা হইয়া থাকে। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে পারী নগরীর সুবিখ্যাত
প্রদর্শনীতে এই জাতীয় একপ্রকার বৃক্ষের ৮৬ ফিট লম্বা শিকড়
দেখান হইয়াছিল। উহা ঠিক সমান ভাবে ৬৪ ফিট মাটি
ভেদ করে।

গাছের গুড়ির ছালে আঘাত করিলে অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডাল
কাটিয়া দিলে সেই সেই স্থান হইতে একপ্রকার আঠা নির্গত
হয়। Pharmacographia Indica গ্রন্থরচিত্তা রাসায়নিক
পরীক্ষার দ্বারা ইহাকে মেক্সিকোর Mosquito gum নামক দ্রব্যের
সমগুণ বিশিষ্ট বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন।

ইহার ছাল চামড়া পরিষ্কার ও রঙ করণে ব্যবহৃত হয়।
ইহার শিম পত্রাবের স্থানে স্থানে ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। বৃক্ষের
ত্বকে কীটবিশেষ দ্বারা বড় বড় স্পঞ্জের দ্বারা একপ্রকার
গাঁটুলা উৎপন্ন হয়। উহা বাজারে ‘থর্ননার হিলি’ নামে
পরিচিত। উহা স্ফোচন গুণবিশিষ্ট। বৃক্ষের ত্বক্ বাটিয়া
বাতব্যাদিপিড়িত গ্রন্থিতে প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে।

ইহার শিমের বীজ পাকিলে সকলেই খায়। কাচা শুনি
দ্রুত, পিঙ্গাঙ্গ ও লবণ যোগে ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া রুটির সাহিত্য
দরিদ্র লোকে ভক্ষণ করে, কখন কখন উহাতে দধি মিশাইয়া
খাইতে দেখা যায়। ১৮৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে রাজপুতনার দ্রুতিকে
ইহার কাচা ছাল এবং শুকছালের চূর্ণ গিটিক প্রস্তুত করিয়া
লোকে প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। গাছের পত্র লম্বিত ক্ষুদ্র ডাল
এবং শিম উষ্ট্র, গো মহিষ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি পালিত পশুর
প্রধান খাদ্য। দেৱাইসুমাইল খাঁ ও সিদ্ধনদের পশ্চিম পারস্বিত্ত
দেশসমূহে শীতকালে তুণাবি না পাওয়ার ইহার শুক পত্রই
সাধারণতঃ পালিত পশুর অল্প ব্যবহৃত হয়। ইহার এক ফিট-
বিক ফুট কাষ্ঠের ওজন ৫৮ পাউন্ড, ইহাতে শকট ও গৃহের
আসবাব প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার জলনশকি আধিক

বলিয়া অনেকেই জালানীকাঠ রূপে শমীকাঠ ব্যবহার করিয়া থাকে। ত্রাণ্ডিস সাহেব বলেন, ১৩৭১ পাউণ্ড শমীকাঠ, ১৩৮৮ পাউণ্ড বাউলাকাঠ ও ১৩২৭ পাউণ্ড তেঁতুল কাঠ একই সময়ে সমপরিমাণ জল জ্বল দিতে লাগে।

পজ্জাবাসী সাধুদিগের সমাধিস্থলে শমীগাছ পুতিয়া ফের। রাজপুতনার বৎসরের এক সময়ে রাজা, মহারাজ, সামন্ত ঠাকুর ও প্রজাবর্গ মহাসমারোহে শমী বৃক্ষপূজার্থ গমন করিয়া থাকেন। তথায় পূজার জন্য একটা স্বতন্ত্র শমীবৃক্ষ নির্দিষ্ট থাকে। হিন্দু-মাত্রেই শমীবৃক্ষকে সম্মানের চক্ষে দেখে। ব্রতরাজ নামক ব্রত-বিষয়ক গ্রন্থে লিখিত আছে, আশ্বিন-শুক্রপক্ষীয় দশমী তিথিতে শমীপূজা করিতে হয়। বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাসকালে পাণ্ডবেরা শমীবৃক্ষ অগ্রাদি রাখিয়া যান। অস্ত্রগুলি সর্প রূপে সেই বৃক্ষে ছিল। সাধারণের বিশ্বাস শমী ভগ্নবতীরূপে কীৰ্ত্তিত। শমীকাঠ সমিধরূপে এবং পত্র গণপতিপূজার ব্যবহৃত হয়। গণেশপুরাণে শমীমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

বৈজ্ঞক মতে ইহার গুণ—কক্ষ, কষায়, রক্ত, পিত্ত ও অতি-সারনাশক। ফলগুণ—গুরু, বাত, উষ্ণ ও কেশনাশক। (রাজনি) ভাবপ্রকাশ মতে গুণ—তিক্ত, কটু, শীতল, কষায়, রেচক, লঘু কল্প, কাস, শ্রম, খাস, কুষ্ঠ, অশ ও কুমিনাশক। (ভাবপ্র) ইহার কাঠ অতি দৃঢ় ও কঠিন। প্রাচীনদিগের বিশ্বাস ইহার শুককাঠে অগ্নি গুপ্তভাবে নিহিত আছে। (মহু ৮১২৪৭, রঘু ৩৯) বৈদ্যকগুণে শমীকাঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করা হইত। (মহু) একটা উপাখ্যানও প্রচলিত আছে যে, পুরুষেরা অশ্বখ ও শমীবৃক্ষের শাখা ঘর্ষণ করিয়া জগতে সর্ব প্রথমে অগ্নি উৎপন্ন করিয়াছিলেন।

২ শিখ, চলিত ছিমড়া, বা ছিম। ৩ সোমরাজী, বাগুজী। (মেদিনী) ৪ কন্দ।

“জ্জৈ যজ্ঞোভঃ শশমে শমীভিঃ” (ঋক ৩২১২)

“শমীভিঃ কন্দাভঃ কৃচ্ছুচাক্ষারগাদিভিঃ” (সারণ)

শমী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রাধনপুর সামন্ত-রাজ্যের একটি নগর। সরস্বতী নদাতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩°৪১′১৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°২৮′ পূঃ।

শমাক (পং) মুনি বিশেষ। (ভাগবত ১।১৮ অ°)

শমাকুণ (পং) শমী-কুণ পাকার্থে (পা ৫।২।২৪) পঞ্চমীকল।

শমোগর্ভ (পং) শম্যা গর্ভঃ। ১ ব্রাহ্মণ। ২ অগ্নি। (হেম)

শমীজাত (ত্রি) শম্যাগর্ভঃ। (হরবংশ)

শমীধান্ত (ক্লী) শমী বজ্রাধিকর্ষ, তদর্থং ধাতুং। শিখী ধাতু, মাধাদি। মূল্য, রাজমাষ, তিল ও কুলখ প্রভৃতিকে শমীধান্ত কহে। পণ্ডার—শমীল, শিখর, শিখার, হুলা, বৈদল। গুণ—মধুর,

কক্ষ, কষায় রস, কটুপাকী, বাতবর্জক, কক্ষপিত্তনাশক, মলমূত্র-বহুকারক, এবং শৈত্যগুণবিশিষ্ট। শমী ধাত্তের মধ্যে মূল্য ও মধুর কিকিয়াত্র অধ্যয়নকারক, এতদ্ভিন্ন আর আর প্রায় গুলিই অত্যধিক পরিমাণে আধান জন্মায়। (ভাবপ্রকাশ)

রাজবল্লভ নামক বৈজ্ঞকগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে স্ববৎসরা-তীত শমীধান্তই সর্বাধিক প্রাপ্ত। তদুৎকাল প্রাপ্ত হইলে উহার ক্রমশঃ উত্তরোত্তর বাতবর্জক ও কক্ষ এবং অভিনবগুলি প্রায়ই গুরু হয়। কিন্তু ইহার মধ্যে যব, গোথুম, মাষ ও তিল অভিনবই প্রাপ্ত; উহার বতই পুষ্প হইতে থাকে, ততই বিরল, কক্ষ ও গুণত্রয় হয়। বাতন্ত্র শুভ্র, ব্যাধিবিপদ, অসমাক-পরিভূট, অনাকর্ষিত বা মৃত্তিকা ভিন্ন অর্থাৎ পোড়ামাটি প্রভৃতি কিংবা কোনরূপ কদম্ব স্থানে জাত এবং অভিনব ধাতাদি তদৃশ গুণশালী হয় না।

শমানন্তা (ক্লী) ভাবা পৃথিবী, স্বর্ণমর্ত্ত্য।

“ধিয়া শমনহবী অত্র বোধতং।” (ঋক ১০।২২।১২)

“শমী কন্দবতী পৃথিবী শমীত কন্দ্যনামহু পাঠাৎ নহবী জোঃ

অত্র বাজসনেয়কং জোন হবীয়ে বৈ।” (সারণ)

শমীপত্রা [ত্রি] (পৌ) শম্যাঃ পত্রাণীব পত্রাণি যত্রাঃ। লজ্জা-লতা, চলিত লজ্জাবতী লতা।

শমাপ্রাশ্ব (পং) হানভেদ। (পা ৬।২।৮৭)

শমাময় (ত্রি) শমীবি শব্দ। শমীনির্মিত।

শমীর (পং) হুয়া শমী। (কুঞ্জশমীও ডাডো রঃ। পা ৫।৩।৮) ইতি রঃ। ক্ষুদ্র শমীবৃক্ষ। (অমর)

শমীরকন্দ (পং) বারাহাকন্দ, শ্মীর আলু।

শমাবৎ (পং) শ্ববিভেদ। (পা ৫।৩।১৮)

শমীমন্দার (ক্লী) শমী ও মন্দারবৃক্ষ। পুরাকালে শমী ও মন্দার বৃক্ষের যথেষ্ট সমাদর ছিল। শ্ববিগণ ইহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। গণেশপুরাণের ক্রীড়াধিকার ৩৭ অধ্যায়ে ইহার বিষয় সন্নিহিত বর্ণিত হইয়াছে।

শমেশ্বরী (সোমেশ্বরী), ইষ্টারণ-বেঙ্গল ও আসাম প্রদেশের গারোপাহাড় জেলায় প্রবাহিত একটা নদী। তুরা নামক শৈলগবাসের সায়কটে উদ্ভূত হইয়া ধীরে ধীরে পূর্বাভিমুখে ঘুরিয়া তুরা শৈলের উত্তর বাহিয়া দক্ষিণাভিমুখে পর্কতবক্ষে প্রপাত সহকারে নিপাত হইয়া ময়মনসিংহ জেলার সমতল ভূমিতে আসিয়াছে। পরে ধীরে ময়মনসিংহে উহা হুসল-পরগণার কছনদীতে মিলিয়াছে। গারো পার্বত্যদেশে শমে-শ্বরীর জায় বিস্তৃত কলেবরা ও জনসমাজের উপযোগিনী নদী আর নাই। এই নদী বাহিয়া গারোপার্বত্যের অধিতাকা-দেশের শিখু পর্য্যন্ত বাওয়া যায়। ইহার উর্দ্ধে আর অগ্রগর

হইবার উপায় নাই। এখানে একটা দানাদার প্রস্তরের স্তর থাকায় নদীজল প্রতিহত হইয়া প্রপাতাকারে পতিত হইতেছে। ঐ প্রপাত অতিক্রম করিয়া পুনরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নোকার চড়িয়া নদীবেকে নানাস্থানে যাওয়া যায়। এ স্থান বেলেপাথরের ত্তরে পূর্ণ। শমেখর উপত্যকা অব্ধষণ করিয়া এই বেলেস্তরের স্থানে স্থানে কয়লায় খনি পাওয়া গিয়াছে, নদীতীরবর্তী স্থানে উৎকৃষ্ট চুণা-পাথর পাওয়া যায়। ঐ স্থানে মাঝে মাঝে চুণা-পাথরের ত্তরে বৃহৎ বৃহৎ গুহা দৃষ্টিগোচর হয়। সিজুর নিকটে ঐরূপ একটা স্তব্ধ গুহা আছে, উহার ভিতর দিয়া একটা ক্ষুদ্র পার্বত্য-ঝোরা প্রবাহিত। গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সাতা-দিন হাটিলেও ঐ ঝোরার উৎপত্তি স্থানে যাওয়া যায় না।

এই নদীতে বড় বড় মহাশির বা মোস্তুল মাছ পাওয়া যায়। গারোয়া অতিশয় আগ্রহে ঐ মাছ ধরিয়া খায়।

শমোপ্যা (কৌ) সংবপন, অথবা সমাক প্রকারে ভূমিতে পতন।

“আ নীকঃ শমোপ্যাৎ” (অথর্ব ১।১৪।৩)

‘শমোপ্যাৎ সংবপনাং ভূমৌ সম্পতনাৎ’ (সায়ণ)

শম্পক (পুং) শাক্যভেদ।

শম্পাদা (স্ত্রী) বুদ্ধিনামক ওষধি। (বৈজ্ঞকনিষ°)

শম্পা (স্ত্রী) বিজ্ঞাৎ। (অমর)

শম্পাক (পুং) ১ আরম্ভক, সৌদালবৃক্ষ; ইহার ফলের গুণ,—
বাহুপাক, অগ্নিবলকারক, স্নিগ্ধ ও বাতপিত্তহর। (সুশ্রু ৬ হৃ°)

২ শিপাক। ৩ যাবক, অলক, আলতা। (হেম) ৪ রজন।

৫ হতিনাপুরবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ। (মহাভারত)

শম্পাতি (পুং) ১ আরম্ভবৃক্ষ, সৌদাল গাছ। (শব্দর°)
অতিশম্পাতি।

শম্ব, ভাদ্রাদ পরশ্বে সক° সেট°। গতি, গমন। লট শম্বতি।
লৃট শম্বতি। লুঙ্ অশম্বীৎ।

শম্ব (পুং) শম্-বন্ (শমেক্সন্। উৎ ৪।২৪) যদা শমন্ত্যন্তেতি
শম্-ব। (শংকরাভ্যাং বভূযু ত্ততুবসঃ পা ৪।২।১৩৮) ১ বজ্র।

“উগ্রো যঃ শম্বঃ পুরুহুত তেন” (ঋক্ ১০।৪২।৭)

‘শম্ব ইতি বজ্রনাম’ (সায়ণ)

২ যুবলাগ্রহিত লৌহমণ্ডল, চলিত শাঁশি। (মেদিনী)

৩ লৌহকাঞ্চী। (হেম) ৪ অমূলোমকর্ষণ, পুনর্বার চাস
দেওয়া। (‘শব্দান্ত’ শব্দের টীকায় ভরত) ৫ দরিদ্র।

(সংক্ষিপ্তসার উপাধি) (ত্রি) ৬ ভাগ্যবান্। (রাসাশ্রম)

শম্বর (কৌ) ১ সলিল, জল। ২ ব্রত। ৩ বিত্ত। (নানার্করমালা)
৪ চিত্র। ৫ বৌদ্ধ ব্রতবিশেষ। (হেম ও বিশ্ব) ৬ মেঘ।

“অদর্শমস্থান শম্বর্যাণি” (ঋক্ ২।২৪।২)

‘শম্বর্যাণি মেঘনামৈতৎ মেঘান্ ব্যাদর্শঃ বর্ষণার্থং বিদারিতবান্’।

(পুং) ৭ যুগবিশেষ, শব্দরযুগ। ৭ দৈত্যবিশেষ। (মেদিনী)

ঋগ্বেদের ১ম ও ২য় মণ্ডলে উক্ত হইয়াছে, যৎকালে ইজ
গুহ্য, পিপ্র, কুম্ভ ও বৃহৎ এই অস্তুরচতুষ্টয়কে সংগ্রামে নিহত
করেন, সেই সময়ে তৎকর্তৃক শব্দরযুগের পুরীও ধ্বংস প্রাপ্ত
হয়। এই দৃষ্টান্তের পর শব্দর ইজ্রভয়ে সাতিশর ভীত হইয়া
বহুদিন পরত-গুহার লুকায়িত থাকে এবং বহু অব্ধষণের
পর ৪০ বৎসর ইজ্রকর্তৃক ধৃত ও নিহত হয়।

ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে যে কল্মষীগর্ভজ সত্যঃপ্রসূত
ক্রীকৃতনয় প্রায় শব্দরযুগ কর্তৃক অপহৃত হইয়া সমুদ্রগর্ভে
প্রক্ষিপ্ত এবং তথায় কোন একটা মৎস্তের উদরস্থ হন। কাল-
ক্রমে সেট মৎস্ত ধৃত হইয়া দীঘর কর্তৃক শব্দরযুগকে উপহার
দেওয়া হয়। হৃদগগ মৎস্তোদরে দিব্যবালমূর্তি সন্দর্শন করিয়া
অন্ততম স্মৃৎকারিণী মায়াবতীকে তত্ত্বান্ত বিজ্ঞাপন করে।
এই মায়াবতী কামপত্নী রতি, কন্দ্রোপদম্য পতির পুনঃপ্রাপ্তি-
প্রতীক্ষায় সেই কন্দ্রের কথাছক্রেমেই বর্তমান শব্দরসদনে স্মৃৎ-
কাণ্ডে নিযুক্তা আছেন। মায়াবতী যখন হৃদগগ কর্তৃক মৎস্তো-
দরস্থ বালবৃন্তান্ত অবগত হইলেন, তখন আবার নারদ সমীপে
উহার আমূলয়ত্তান্ত অর্থাৎ স্বীয় পতি কামদেবই প্রজ্ঞারূপে
জন্মগ্রহণ করিয়া চিরশত্রু শব্দরের চক্রে মৎস্তোদরস্থ হইয়াছেন
জনিয়া তদীয় প্রতিপালনে সাতিশর মনোনিবেশ করিলেন।
বালক যথাকালে যৌবনপদারূঢ় হইলে একদা মায়াবতী
ঔহাকে তদীয় এবং স্বীয় পূর্ববৃন্তান্ত ও শব্দরের নিরাতশয়
নিষ্ঠুর ব্যবহারের বিষয় সম্যক্রূপে জানাইয়া বলিলেন যে
এরূপ পরম হ্রাসার চক্রে হৃদয় শত্রুকে কখনই ক্ষণকালের
জ্ঞাত জগতে স্থান দেওয়া কর্তব্য নহে; অতএব আমার নিকট
সকলমায়াবিনাশিনী মায়াবিত্তা গ্রহণপূর্বক অচিরে শব্দরের
বধোপায় চিন্তা কর।

মায়াবতীর প্ররোচনায় যুবক তদন্তুষ্ঠানে নিরত হইয়া সহস্রা
শব্দর সমীপে গমনপূর্বক তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করার
সে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তদুপরি গদা নিক্ষেপ করিল, এইরূপে
উভয়ের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম চলিল; পরে ঐ যুবক এক
শাণিত আসি উত্তোলনপূর্বক কিরীট ও কুণ্ডলের সহিত শব্দরের
মস্তকচ্ছেদন করিয়া ভূপাতিত করিলেন। (ভাগবত ১০।৫৫)

৮ মৎস্তবিশেষ। ৯ শৈববিশেষ। ১০ জিনভেদ। (বিশ্ব)
১১ যুদ্ধ। ১২ শ্রেষ্ঠ। (ধরণি) ১৩ চিত্রক বৃক্ষ। ১৪ লোহ।
১৫ অর্জুনবৃক্ষ। ১৬ ভালবৃক্ষ। (রাজনি°) ১৭ পরতভেদ।

শম্বর (শব্দর), রাজপুতনার অন্তর্গত একটা স্তব্ধ গুহ।
অরপুর ও যোধপুর রাজ্যের সীমা মধ্যে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°
৫২' হইতে ২৭° ২' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৫৭' হইতে ৭৫° ১৬' পূঃ

মধ্য। আজমীর রাজ্য হইতে ৪০ মাইল উত্তরপশ্চিমে যেখানে আরাবলী গিরিশ্রেণীর উত্তরদিকবাহিনী শাখা জল আপনাপনি নিমজ্জিত হইয়া একটি সুবৃহৎ অববাহিকার সৃষ্টি করিয়াছে, ঠিক সেই ভূগর্ভেই এই হ্রদের উৎপত্তি। এখান হইতে জল নিষ্কাশিত হইয়া বাঁচবার পথ নাই। সেই জল পার্বত্য প্রদেশবিশেষে অববাহিকা বাহিনী নিম্নস্থ খাতে আসিয়া উপস্থিত হয়। খাতটী গভীর না হইলেও বহুদূরব্যাপী। বর্ষা ঋতুর অব্যবহিত পরেই যখন উহা পূর্ণাবয়বে থাকে, তখন উহার পরিসর লম্বে ২০ মাইল এবং প্রস্থে ৩ হইতে ১০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তৎকালে জল পরিমাণ স্থানবিশেষে ১ হইতে ৪ ফিট গভীর দেখা যায়। বর্ষাপ্রাপ্তে তাত্র ও আশ্বিন মাস হইতেই হ্রদের জল শুকাইতে আরম্ভ করে এবং ক্রান্তিকাল হইতে বৈশাখ পর্যন্ত উত্তরোত্তর শুকাইয়া হ্রদটি একবারে মরিয়া যায়। কেবল ক্রান্তিকাল এক মাইল দৈর্ঘ্য এবং অর্দ্ধমাইল প্রস্থ স্থানে জল থাকে। হ্রদের মধ্যস্থ পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ অপেক্ষা কিছু অধিক গভীর, এই জন্ত এখানকার জল কখনও শুকাইয়া না। স্থানীয় লোকে উহাকে “ধনভাণ্ডার” বলিয়া জানে। ইহারাই বিপরীত দিকে মাণিক দেবী নামীয় একটি পর্বতশিখর দক্ষিণকূল ভেদ করিয়া হ্রদ-গর্ভের অভিমুখে মাথা বাড়াইয়াছে। এই ধনভাণ্ডার খাত পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত।

হ্রদটির চতুর্পার্শ্ব চূর্ণাপাথর ও লবণপর্বত দ্বারা পরিবৃত্ত হওয়ায় এই স্থানের ভূমি সকল অক্ষুরক এবং বৃকলতাদি পরি-মুক্ত মরুভূমি সদৃশ। ইহার মধ্যে মধ্যে পাম্মীয় স্তরের (Permian system) প্রস্তর দৃষ্টিগোচর হয়। সাধারণের বিশ্বাস, পাম্মীয় প্রস্তরস্তর জলপ্রবাহে বিধৌত হইয়া হ্রদের জলকে জরগাত্ত করে। হ্রদতলের মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ ও আটাল।

গ্রীষ্ম ঋতুতে হ্রদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বড়ই মনোহর ও বিস্ময়োদ্দীপক। দক্ষিণদিকের অববাহিকা দেশে যে সকল ক্ষুদ্র-কার বালিয়াড়ী দৃষ্ট হয়, তাহার একটীর উপর দাঁড়াইয়া চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিলে সমুদ্রে ও পাশ্বে যেন বিস্তীর্ণ ভূ-স্রাবৃত বলিষ্ঠ অমুমান হয়। কেবল খণ্ড খণ্ড জলরাশি এবং তত্ত্ব হলে নামিবার রাত্তা ব্যতীত আর কিছুই সেই রজতধবল প্রান্তরের একাগ্রতা ভঙ্গ করিতে সমর্থ হয় না। বাস্তবিক এই স্থান তুষারমণ্ডিত নহে, মাটির উন্নত স্থান ফুটিয়া ঐরূপ সাদা ফুল বিচানির মত দেখাইতেছে। হ্রদের জলে মিশ্রিত ভাবে এবং ক্রান্ত-বর্ণ মৃত্তিকার উপর কলম ও দান্যকার লবণ পাওয়া যায়।

এই স্থানে হইতে লবণ উৎপন্ন হয় বলিয়া বহু পূর্বকাল হইতেই হিন্দু ও মুসলমান রাজগণ এই মুদ্রাবান্ সম্পত্তি অধিকা-র প্রয়োগ পাওয়াছিল। মোগলসম্রাট অকবরশাহ ও তাহার

বংশধরগণের শাসনকাল হইতে আক্ষদশাহের দিল্লী সিংহাসনা-ধিকার পর্যন্ত দিল্লী রাজসরকারের তত্ত্বাবধানে এখানে লবণ প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হয়। অবশেষে উহা জয়পুর ও যোধপুরের রাজপুত রাজগণের করায়ত্ত হইয়াছিল। ১৮৩৫ হইতে ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজপুতগণ ইংরাজ রাজ্যসীমা আক্রমণ করিয়া নানা স্থান উপদ্রবে আরম্ভ করে। দম্যদিগের অভ্যুত্থান হ্রদের জন্ত ঐ সময়ে ইংরাজ গবর্নেন্টকে বিশেষ কতি-প্রত হইতে হয়; সেই কতিপূরণের জন্ত ভারত গবর্নেন্ট বহু লবণ প্রস্তুত করিবার ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু খ্রীষ্টাব্দ ১৭শ শতাব্দী হইতে জয়পুর ও যোধপুর রাজসরকার যে ভাবে লবণ প্রস্তুত করিয়া আসিতেছিলেন, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাহার সেই ভাবেই লবণ উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ইহার পর ইংরাজ গবর্নেন্ট উক্ত রাজসরকার নিকট স্বতন্ত্র সন্ধিসন্ধি আবদ্ধ হইয়া ঐ স্থান ইজারা করিয়া লন। এই হ্রদের পূর্বকূল এবং দক্ষিণের কতকাংশ জয়পুর ও যোধপুররাজের মিলিত সম্পত্তি, কিন্তু অবশিষ্ট সমুদায়ই জয়পুরাধিপতির অধিকৃত।

মাটির উপর স্থান ফুটিয়া উঠিলেই, মজুরেরা খুঁড়ি হাতে হ্রদের তীরে নামিয়া আইসে এবং হ্রদের চাকড়ি খোঁড়া তরিয়া কারখানায় লইয়া যায়। ঐ লবণ স্থানের গুণাগুণসারে এবং দ্রব্যবিশেষের আণবিক সংমিশ্রণহেতু লাল নীলবর্ণ ধারণ করে। কখন চেল্টা কটাহে লবণাধু রাখিয়া, কখন বা হ্রদগর্ভ পর্যন্ত গভীর চৌবাচ্ছায় লবণজল পুরিয়া লবণ প্রস্তুত করা হয়। ইহাকে সাধারণে শব্দ বা শান্তর লবণ বলে। পল্লব, যুক্ত-প্রদেশ এবং মধ্যভারতের হিন্দুপ্রধান জনপদসমূহে এই লবণ প্রধানতঃ প্রচলিত। জয়পুর ও যোধপুরের মিলিত শাসনাধি-কারে স্থাপিত শব্দনগর এবং হ্রদের অপরপার্শ্বস্থ যোধপুরাধি-কৃত নবা ও শুধা নগরের সহিত রাজপুতনা-মালব-রেলগতের সংযোগ হওয়ায় এখানকার লবণ দূরান্তরে লইবার বিশেষ সুযোগ ঘটিয়াছে।

খ্রীষ্টাব্দ ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে সকল বিদেশী ভ্রমণকারী এবং দেশীয় তীর্থযাত্রী শব্দ হ্রদ দেখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের বিবরণীতে প্রকাশ যে ঐ হ্রদ লম্বে ৫০ মাইল এবং প্রস্থে ১০ মাইল ছিল। বর্তমানে উহা ক্রমে শুকাইয়া আসিয়াছে এবং কালে উহার গর্ভও মজিয়া উঠিতেছে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজগবর্নেন্টের ইজারার পর ১৮৮০-৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৫ বৎসরে বার্ষিক প্রায় ২৮০০০০ মণ লবণ উৎপন্ন হয়। একমাত্র শেবোক্ত বর্ষেই প্রায় ৭১১১০০ মণ লবণ পাওয়া যায়। শব্দ, রাজপুতনার শব্দহ্রদতীরবর্তী একটি নগর। জয়পুর ও যোধপুর-রাজের শাসনাধীন। ইহা জয়পুর নগর হইতে

৩৯ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে রাজপুতনা-মালব-রেলপথের শব্দরখাথার একটি ষ্টেশন আছে।

শম্ভবকন্দ (পুং) শব্দঃ নামকঃ কন্দঃ। বারাহীকন্দ, শূরার আলু। (রাজনিঃ)

শম্ভবচন্দন (ক্লী) শব্দঃপর্কতে জাত চন্দনবিশেষ, শব্দ বা বর্ষর চন্দন। পর্যায়—কৈরাত, বহলগন্ধ, বলা, গন্ধকাষ্ঠ, কৈরাতক, তৈলগন্ধ। গুণ—শীতল, তিক্ত, উষ্ণ এবং বাত, মেয়, শ্রম, পিত্ত, বিস্ফোট, পামাদি কুষ্ঠ, তৃষ্ণা, তাপ ও মোহনাশক। (রাজনিঃ)

শম্ভবদেশজ (পুং) গুরুরোধ, খেতলোধ। (বৈজ্ঞানিক)

শম্ভবপাদপ (পুং) গুরুরোধ। (বৈজ্ঞানিক)

শম্ভবসূদন (পুং) শব্দঃ সূদনতি সূদ-লু। কামদেব।

শম্ভবহত্য (ক্লী) শব্দঃ-হন-কাপ্। শব্দরহনন, শব্দবধ।

“মিবোদাসং শব্দরহত্য আবতং” (শব্দ ১১১২১৪)

‘শব্দরহত্য শব্দ আয়ুধং তদযুক্তঃ শব্দরোহিতঃ তস্ত হননে বিষয়ভূতে সতি’ (সারণ)

শম্ভবরারি (পুং) শব্দরতারিঃ। কামদেব। (অমর)

শম্ভবরাহার (পুং) বনবদর, বুনো কুল। (বৈজ্ঞানিক)

শম্ভবী (ক্লী) ১ আধুপণী, ইন্দুবর্ণাণী। (মেদিনী) ২ ভায়া।

(শব্দরহা) ৩ জ্ঞাতশ্রেণীকূপ। ৪ দ্রবতীকূপ, বড়দত্তী বা শব্দধরা। (রাজনিঃ)

‘শম্ভবীগন্ধা’ (ক্লী) বনতুলসী। (বৈজ্ঞানিক)

শম্ভবোদ্রব (পুং) গুরুরোধ, খেতলোধ। (বাতট উত্তরস্থান)

শম্ভল (পুং ক্লী) শব্দ-কলচ্ (উণ্ ১১ঃ ৮) ১ কুল। ২ পাথের।

৩ মৎসর। (মেদিনী) ৪ শব্দর শব্দার্থ। (স্মিত্যং ভীষ্ম)

শব্দলী—কুটনী।

শম্ভলপুর (শম্ভলপুর), মধ্যপ্রদেশের চিক্‌কমিসনরের শাসনাধীন

একটি জেলা। ১৯০৫-৬ খৃষ্টাব্দে রাজনৈতিক প্রয়োজনানুসারে

বঙ্গদেশ বিভক্ত হইবার পর, শম্ভলপুর পশ্চিমবঙ্গের অঙ্গীভূত

হয়। তদবধি উহা বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত ও ছোটলাটের

শাসনাধীন রহিয়াছে। পূর্বনির্দিষ্ট বিভাগানুসারে এই জেলার

ভূ-পরিমাণ ৪৫২১ বর্গমাইল। কিন্তু ইহার অন্তর্নিবিষ্ট করোণ্ড

বা কাণাহতি, রায়গড়, শুরগড়, পাটনা, শোণপুর, রাইরাখোল

ও বামড়া সীমান্তরাজ্যসমূহের ভূপরিমাণ ১৮২৭ বর্গমাইল।

এ সকল সামন্তরাজ্যে অল্প বিচারবিভাগ থাকার উহার পরিমাণ

জেলার শাসনাবতগ হইতে বিচ্যুত রাখা হইয়াছে। সুতরাং

কয়দ সামন্তরাজ্যগুলি ও জেলার পরিমাণ একত্র ধরিলে

১৬৪৮ বর্গমাইল হইবে। অক্ষা° ১১° ২' হইতে ২১° ৫৭' উঃ

এবং দ্রাঘি° ৮৩° ১৬' হইতে ৮৪° ২১' পূঃ মধ্য। ইহার উত্তর-

সীমায় ছোটনাগপুর, পূর্বে ঋক্ষিণে কটক জেলা এবং পশ্চিমে বিলাসপুর ও রায়পুর জেলা। ইহা ছত্রিশগড় বিভাগের সর্ব পূর্বসীমায় স্থাপিত ছিল। শম্ভলপুর সদরে জেলার বিচার-সদর প্রতিষ্ঠিত আছে।

পূর্বে ইহা ছত্রিশগড় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক সংশ্লিষ্ট হইয়া গণনা করিলে উহাকে কিছুতেই ছত্রিশগড়ের সীমাবদ্ধ করা যায় না। খালসা বা গবমেণ্টের অধিকৃত জেলার অংশ মহানদীর উপত্যকাদেশে প্রসারিত এবং উহা বামড়া, করোণ্ড, পাটনা, রায়গড়, রৈরাখোল, শুরগড় ও শোণপুর নামক সপ্ত সামন্ত-রাজ্যের কেন্দ্ররূপে পরিগণিত।

[সপ্ত সামন্তরাজ্যের বিবরণ তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য।]

এই জেলার সর্বত্র গও শৈলমালা বিরাজিত। পর্বতগুলির পাদদেশেও ক্রমোচ্চনিয় প্রান্তরে পরিপূর্ণ। এখানকার ‘বড় পাড়া’ ৩৫০ বর্গমাইল বিস্তৃত একটি স্থবিস্তৃত গিরিশ্রেণী। দেত্রিগড়ই ইহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। সমতলক্ষেত্র হইতে ইহার উচ্চতা প্রায় ২২৬৭ ফিট।

উপরে যে সকল গওশৈলমালার উল্লেখ করা হইল তাহার

অনিকাংশই মহানদীর একটি বাঁকের মধ্যে স্থাপিত; যেন নদী

এই পর্বতগুলির তিনধার বেঁটন করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু

দক্ষিণপশ্চিমদিকে একটি শৈলশ্রেণী ৩০ মাইল পর্যন্ত গিয়া

সিংঘোড়াবাট নামক গিরিসঙ্কট পর্যন্ত আসিয়াছে, এই স্থান

দিয়াই রায়পুর হইতে শম্ভলপুর যাইবার রাস্তা ঘুরিয়া গিয়াছে।

সিংঘোড়াবাট হইতে গিরিশ্রেণী দক্ষিণে যাইয়া কুলঝর হইতে

পুনরায় পশ্চিমে ফিরিয়াছে। এই ফুলঝরেই বিখ্যাত গোঁড়নহা-

দিগের বাস। সিংঘোড়াসঙ্কটে ছত্রিশগড়ের সভাসনোচ্চলের

সহিত অসভ্য গোড়সদস্যদের বহুবার যুদ্ধ হইয়াছিল।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় শম্ভলপুরে শান্তি স্থাপনের

জন্ত ইংরাজসেনানী ক্যাপ্টেন উড, মেজর সেক্সপিরর ও

লেপ্টেনান্ট রাইবোং সমলে এই পথে যাত্রা করেন। দুর্ভাগ্য

বিজোহীরা এই সঙ্কটে বিশেষরূপে ইংরাজসেনানীকে বিপর্যস্ত

করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ঝাড়বাটীর গিরিমালাও বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। ইহা শম্ভলপুর নগরের ১০ ক্রোশ উত্তরে

ছোটনাগপুর যাইবার রাস্তা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

এই শৈলেও এই সময়ে বিজোহীরা দুর্ভেদ্য বাহু করিয়াছিল।

ইহার সর্বোচ্চশিখর ১৬৯৩ ফিট উচ্চ। দক্ষিণভাগে মহানদীর

সমান্তরালে কতকগুলি গওশৈল খণ্ড খণ্ড ভাবে ১০ মাইল পর্যন্ত

ব্যাপিয়া আছে। উহাদের মধ্যে মধ্য ১৫৬৩ ফিট এবং

বোদাপালি ২৩৩১ ফিট উচ্চ। জেলার মাঝে মাঝে যে সকল

খণ্ডশৈল বিরাজিত আছে তন্মধ্যে স্থানটি ১৫৫৯ ফিট, বেলা ১৪৫০ ফিট এবং রসোড়া ১৩৪৩ ফিট উচ্চ।

খরপ্রবাহা মহানদীটো এখানকার প্রধান প্রবাহ। রায়পুর জেলা হইতে উৎপন্ন হইয়া এই নদী শবলপুর জেলার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, পরে পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব পন্থিতে চন্দ্রপুর ও পদ্মপুর অতিক্রম করিয়া ৬৫ মাইলের পর শবলপুর নগরের নিকট আসিয়াছে। অতঃপর দক্ষিণে ৪৫ মাইল দূরগন্তিতে প্রবাহিত হইয়া শোণপুরের নিকট পূর্বে বাকিয়া উড়িয়াবিভাগের মধ্যে দিয়া সমুদ্রে নিশিরাছে। চন্দ্রপুর পর্যন্ত মহানদীর জলপ্রবাহ কোথাও বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া ধীরে ধীরে আসিয়াছে; কিন্তু বউদ নামক স্থান অতিক্রম করিবার পর ঝাউবন, পাথর ও গাছপালার উহার বেগ বিগুণ করিয়াছে। শবলপুর জেলার মধ্যে এই নদীতে ইব, কেলু ও ব্রিরা শাখা নিশিরাছে।

শবলপুর জেলার সর্বত্রই এখন শ্রামল শতক্ষেত্র বিরাজ করিতেছে। মহানদীর পশ্চিমভাগে “বড় পাহাড়” সমীপস্থ স্থান ব্যতীত উহার চতুর্দিকের বনজঙ্গল কাটিয়া তদ্রূপবাসী-কৃষকেরা জুন্সর আবাদ করিয়াছে। পূর্বতন বনভাগের নিদর্শন-স্বরূপ এখনও স্থানে স্থানে আশ্র, মহরা, অজ্ঞাত ফলের গাছ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শালবন দৃষ্ট হয়। গ্রাম প্রত্যেক গ্রামেই বড় বড় দীঘিকা আছে। উহারের জলও খুব গভীর, কিন্তু কোন দীঘিকাই সোপানশ্রেণী-শোভিত নহে। বড়পাহাড় নামক গিরিমালার চারিদিকেই বন, কিন্তু উহার পার্শ্বদেশে ও উপত্যকার মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামসমূহ আপনাপন শতক্ষেত্রসহ বিরাজিত করিতেছে। দেখিলেই বোধ হয়, তথাকার শাস্তিচিহ্ন কৃষক-সম্প্রদায় বেন শান্তির বিশাল বকে অজ ঢালিয়া সুখে ও আনন্দে দিন যাপন করিতেছে।

খালসা বা গবর্নমেন্টের রক্ষিত ভূমিভাগে অধিক মূল্যবান শালের চকোর জন্মে না। স্থানীয় জমিদারীগুলিতে শাল, সাজ, বীজ-শাল, ধোঁরা, আব্দুল প্রভৃতির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল গাছ বিক্রয় করিয়া তাঁহাদের বখেই লাভও হয়। কুলবর ও রাইরাখোল নামক গড়জাতের অন্তর্ভুক্ত সামন্ত রাজ্যেরে বিস্তৃত শালবন আছে।

এখানকার কৃত্তিকা হালকা ও বেলে। কলমেপাথর (crystalline metamorphic rock) জেলার সর্বত্র পাওয়া যায়। উত্তরপশ্চিমভাগে বেলেপাথর, চূণাপাথর ও চটাপাথরের (shale) অভাব নাই। উত্তরদিকের স্থানে স্থানে নরম বেলেপাথরের আকর আছে। রাইরাখোলে জুন্সর পেট্রো পাওয়া যায়। জমিদারী ও অজ্ঞাত সামন্তরাজ্যগুলিতে গনিজ-লৌহের অভাব নাই। শবলপুরে গ্রহণি নির্মাণের উপযোগি

উৎকৃষ্ট কলমেপাথর প্রভূত আছে। চূণাপাথর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। শবলপুরের নিকট মহানদীতে একদল উৎকৃষ্ট বেলেপাথর পাওয়া যায় যে, তাহা দেখিলে মর্ম্মরপ্রস্তর বলিয়া ভ্রম হয়। মহানদী ও ইব-নদীর নিকটই হীরাখুড়া নামক একটা দীঘে সমর সমর হীরা এবং নদীপ্রান্তে স্বর্ণ পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ দুইটির পরিমাণ এত অল্প যে, সংগ্রহের খরচা কুলার না।

কিংবদন্তী এই যে, রাজা নরসিংহদেবের ভ্রাতা বলরামদেব শবলপুরের প্রথম রাজা। মহারাজ নরসিংহদেব পাটনার ১২শ রাজা। তিনি তৎকালে গড়জাত রাজ্যসমূহের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। [পাটনা দেখ।]

রাজা বলরাম হীর ভ্রাতার নিকট হইতে মহানদীর উল শাখার পরপারস্থিত জলপ্রদেশ জায়গীরস্বরূপ প্রাপ্ত হন। তিনি সেই বনজঙ্গল কাটাইয়া একটা ক্ষুদ্র রাজ্যের পত্তন করেন এবং নিজ ভূজবলে সরগুজা, গাজপুর, বোপাই ও বামড়া-রাজগণকে বৃদ্ধ পরাজিত করিয়া স্বীয় রাজ্যসীমা বর্দ্ধিত করিয়া ছিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র হরিনারায়ণ দেব ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হন। তিনি স্বীয় দ্বিতীয় পুত্র মনগোপালকে বর্তমান শোণপুররাজ্য বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন তাহারই বংশধরেরা অত্য়পি ঐ সম্পত্তির অধিকারী রহিয়াছে।

হরিনারায়ণের পর, ধীরে ধীরে দুই শতাব্দে শবলপুররাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গেই পাটনার প্রভূত-প্রভাব অবসাদপ্রাপ্ত হয়। শবলপুর-রাজশক্তি এই সময়ে বলবীৰ্য্যে পুষ্ট হইয়া সামন্তরাজ্যসমূহের শীর্ষস্থানে আসীন ছিলেন ১৭০২ খৃষ্টাব্দে রাজা অভয়সিংহ শবলপুর-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। সর্বগ্রাসী মহারাষ্ট্রশক্তি এই সামন্ত-রাজপুত্রের রাজ্য আক্রমণে উদ্ভূত হইলে রাজা অভয়সিংহ মহারাষ্ট্রের সেনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন এবং তাহাদিগকে পরাজয় করেন। ঐ সময়ে মহারাষ্ট্রসৈন্যের কতকগুলি বড় বড় কামান কটক দিয়া মহানদীকে নাগপুরে পাঠাইতে ছিলেন। শবলপুর-রাজমন্ত্রী অকবর রায় এই সংবাদ পাঠিয়া কামান দখল করিতে সতর করেন। তিনি গোপনে বড়বড় করিয়া নাবিকদিগের দ্বারা নৌকার তলা ভুটা করিয়া দেন এবং কামান সহ কাবানবাহী সেনাদল গভীর জলে নিমগ্ন হইয়া যায়। অকবর রায় পরে কামানগুলি সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়া শবলপুরস্থগে স্থাপিত করেন। নাগপুরপতি এই অবমাননীর সংবাদ পাঠিলেন। তিনি শবলপুরপতিকে দণ্ডবিধানার্থ এবং কামানগুলি পুনরায় দখল করিবার জন্য মরাঠাসেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু বিবর শবলপুরে আসিয়া সকলে বৃদ্ধ নিহত হইল। তাহার প্রাণে বাঁচিয়াছিল, তাহার নাগপুরে পলাইয়া রক্ষা পাইল।

১৭২৭ খৃষ্টাব্দে অভয়সিংহের বংশধর জেঠাসিংহের রাজ্যকালে পুনরায় মহারাষ্ট্রবলের সহিত শব্দলপুরাধিপের বিরোধ উপস্থিত হয়। এই সময়ে নাগপুররাজের আজীর নানাসাহেব সহলবলে জগন্নাথদর্শনে পুরীধামে আগমন করেন। সায়গড়, শব্দলপুর, শোণপুর ও বউদের অধিবাসীরা এই সুযোগে নানাসাহেবকে ত্রাক্রমণ করে। নানাসাহেব ইহাতে ভীত না হইয়া ক্রমশঃ যুদ্ধে প্রযুক্ত হন এবং বিপক্ষবলের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া কটক পর্যন্ত কিরীয়া আসেন। এখানে কতকগুলি মগঠাসেনা দল লক্ষ্য করিয়া তিনি নবোত্তম সামন্ত সন্ধারগণকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। দুই দলে কএকটা ঘোরতর যুদ্ধের পর নানাসাহেব শোণপুর-সন্ধার পৃথীসিংহকে এবং বউদসন্ধারকে বন্দী করিয়া কেলেন। এই সময়ে বর্ষার বারিপাতে সেনাদলে বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হয়। মহারাষ্ট্রসেনা তজ্জন্ত আর অধিক অগ্রসর হইতে পারে নাই। বর্ষা অগতঃ হইলে নানাসাহেব নববলে বলীয়ান হইয়া শব্দলপুর রাজধানীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন এবং মহারাষ্ট্রসেনাধারা বখারীতি নগর অবরোধ করেন।

এদিকে রাজা জেঠাসিংহ পূর্বাঙ্কে মহারাষ্ট্রসেনার আগমন সংবাদ পাইয়া দুর্গবল বৃদ্ধির উদ্যোগ ও আরোহণাদি করিয়া নিশ্চিন্ত হইরাছিলেন। পাঁচ মাস অবরোধের পর নানাসাহেব পরিখা অতিক্রম করিয়া সলমাই-বার ভঙ্গ করিয়া দুর্গপ্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন। এখানে উভয় দলে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। যুদ্ধে শব্দলপুররাজ পরাজিত হন। দুর্গ মগঠাসৈন্যের অধিকৃত হয়। রাজা জেঠাসিংহ ও তবীর পুত্র মহারাজ শা বন্দী হইয়া নাগপুরে আনীত হইলেন।

এই সময়ে নাগপুররাজের পক্ষ হইতে ভূপসিংহ নামক একজন মহারাষ্ট্র জমাদার শব্দলপুরের শাসনভার গ্রাপ্ত হন। তিনি অবসর বুঝিয়া আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। নাগপুরপতি ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাকে অবাধ্যতার জন্ত দণ্ড দিতে মহারাষ্ট্রসেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন। ভূপসিংহ উপায়ান্তর না দেখিয়া রায়গড় ও সায়গড়ের সামন্তরাজের পরগণার হন এবং তাহাদের সাহায্যে সিংঘোড়া-সকটে মহারাষ্ট্রদলকে উৎসাদিত করেন। নাগপুরে এই সংস্রাব শৌহিদামাত্র নাগপুরপতি চামরা গাঁওখিরা নামক এক মহারাষ্ট্র-সেনানীর অধীনে পুনরায় আর এক দল সৈন্য পাঠাইয়া দেন। ভূপসিংহ পূর্বে গাঁওখিয়ার গ্রাম জালাইয়া বিরাহিলেন। সেই সময় উভয়ের মধ্যে ঘোর শত্রুতা ছিল। গাঁওখিরা সমলে আসিয়া সিংঘোড়া-সকট আধিকার করিলেন এবং ভূপসিংহকে পরাস্ত করেন। যুদ্ধ পরাতঃ হইয়া ভূপসিংহ শব্দলপুরে পলাইয়া আই-

লেন। তিনি এখান হইতে রাজা জেঠাসিংহের মাংসকে লইয়া কোণাবীরা অভিমুখে পলাইয়া মহারাষ্ট্রক্রোধ হইতে আশ্রয়কার চেষ্টা পান। অতঃপর তিনি রাণীর পক্ষ হইতে ইংরাজ-রাজের সাহায্য প্রার্থনা করিলে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে রামগড়ের রাজসৈন্তসহ ইংরাজসেনানী কাপ্তেন রাকসেল শব্দলপুরে প্রেরিত হইলেন। নাগপুররাজ রঘুজী তৌলগে ইংরাজের এই বাহিন্যের বিরুদ্ধ হইয়া ইংরাজ গবর্নেন্টকে জানাইলেন, “আমার লক্ষ্য রাজ্যে ইংরাজের প্রতিপত্তা করিবার কোন আশ্রয় নাই।” ইংরাজ গবর্নেন্ট পূর্ক বীকৃত সন্ধি অগ্রসারে নাগপুরপতিকে শব্দলপুর ছাড়িয়া দেন।

এই সময় হইতে শব্দলপুর জেলা এক বংশেরের জন্ত মহারাষ্ট্রদিগের শাসনাধীন থাকে। রাজা জেঠাসিংহ ও তৎপুত্র ঐ সময়ে চাকার বন্দী ছিলেন; কিন্তু মেজর রাকসেল শব্দলপুর ছাড়িয়া আসিবার পর, ইংরাজ গবর্নেন্টের নিকট জেঠাসিংহের অবস্থা বর্ণন করিয়া তাহার পক্ষে রাজ্যপ্রাপ্তি-বিষয়ে বিশেষভাবে আবেদন করেন, তাহার ফলে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে জেঠাসিংহ পুনরায় শব্দলপুর-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, কিন্তু এক বৎসর পরেই জেঠাসিংহের মৃত্যু ঘটে। কএকমাস শব্দলপুররাজ্য রাজশূন্য থাকে এবং ইংরাজগবর্নেন্ট উহার শাসনকাৰ্য্য পরিদর্শন করেন। অবশেষে ইংরাজ-গবর্নেন্টের অগ্রদূত মহারাজ শা সিংহাসন গ্রাপ্ত হন, কিন্তু তিনি তাহার পূর্বপুরুষগণের জায় আর সামন্তরাজগণের জায়স্থানীয় সম্মান পান নাই। ঐ সময়ে মেজর রাকসেল ইংরাজ গবর্নেন্টের পক্ষে শব্দলপুরে এসিষ্টাণ্ট এজেন্টরূপে নিযুক্ত হন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে মহারাজ শার মৃত্যু হয় এবং তাহার গিয়া রাণী মোহনকুমারী রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হইলেন।

এই সময়ে সুরেন্দ্র শা ও গোবিন্দ সিংহ নামক দুইজন চৌহানবীর সামন্ত পদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া সিংহাসনলাভের প্রয়াস পান। এই যুদ্ধে রাজ্যময় ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। বিপ্লবকারীরা রাজশক্তির অবমাননা করিয়া শব্দলপুর রাজধানীর নিকটবর্তী গ্রামসমূহ লুণ্ঠন করিতে থাকে। তখন এজেন্ট আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। লেফটেন্যান্ট হিগিন্স বিদ্রোহী দলকে বিভাডিত করিলেও, হাজারিবাগ হইতে কাপ্তেন উইলকিন্সনকে শব্দলপুরে আসিতে নিষ্পন্ন। উইলকিন্সন একজন বিদ্রোহীকে কানী কাঠে ঝুলাইয়া দিখেন। অতঃপর তিনি রাণীকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাহার স্থলে নাজারগসিংহ নামক এক ব্যক্তিকে শব্দলপুর সিংহাসনে বসাইলেন। এই ব্যক্তি শব্দলপুরের ৩৭ রাজা বলিয়ার সিংহের ঔরসে কোন নীচজাতীয়া সমবীর গর্ভজাত।

নারায়ণ অনিচ্ছা সত্ত্বে রাজপদ গ্রহণ করিলেন, কারণ তিনি

জানিতেন যে, ইংরাজসেনা অপহৃত হইলেই তাঁহাকে অনেক বিপদবিপত্তি অতিক্রম করিতে হইবে। কলে তাণ্ডাই ঘটিল। শব্দলপুরের গোড়াসদার বলজ্ঞ শ্রী প্রথমেই শব্দলপুরবাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। তিনি অবশেষে বড়পাহাড়টপে তাঁহার আশ্রয়স্থলে নিহত হইয়াছিলেন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে মেজর উস্‌ল শব্দলপুরের এসিষ্ট্যান্ট এজেন্ট নিযুক্ত হন। এই সময়ে পুর্নোক্ত সুরেন্দ্র শ্রী পুনরায় শব্দলপুর সিংহাসনগাভীর আশ্রয় আশ্রয় করি ৪র্থ রাজা মধুকর শার-বংশোদ্ভূত বলিয়া বিজ্ঞাপিত করেন। এই সূত্রে রাজা মধ্যে একটী ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার আশ্রয়স্থলের যোগে রামপুররাজ দরিয়া ও সিংহের পিতা ও পুত্রকে নিহত করেন। এই অপরাধে তাঁহারা চিরজীবনের জন্য ছোট নাগপুর জেলে বন্দী হইয়াছিলেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে নারায়ণসিংহের মৃত্যু হয় এবং শব্দলপুর ইংরাজগবর্মেণ্টের হস্তে আসে। ইংরাজগবর্মেণ্ট শব্দলপুর-সম্পত্তি হাতে লইয়াই চারি আনা রাজস্ব বৃদ্ধি করেন এবং রাজদত্ত দেবোত্তর বা ব্রাহ্মোত্তর নিকর জমিসমূহ বাজেয়াপ্ত করিতে থাকেন। ইহাতে ব্রাহ্মপ্রধান শব্দলপুরে সাধারণতঃ অসন্তোষের সূচনা হইতে থাকে। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ১০ আনা কর বৃদ্ধি করা হয়, তাহাতে বিরক্ত হইয়া স্থানীয় ব্রাহ্মগণ রাঁচীতে এতদ্বিষয়ের প্রতিকারার্থ আবেদন করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ার ধূমায়মান বিদেবাদি ক্রমেই প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহে সেই বহির প্রদীপ শব্দলপুরের শাসনক্ষেত্র দখলিত করিতে গয়াস পার। সিপাহীগণ জেলখানা হইতে সুরেন্দ্র শ্রী ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গকে মুক্তি দান করে। পিঞ্জরমুক্ত সিংহের জায় সুরেন্দ্র শ্রী তদগোঁই শব্দলপুরে আসিয়া উপনীত হন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্যাপহারী গোবিন্দসিংহ ব্যতীত অজ্ঞাত সকল সর্দারেরাই সেই বিপ্লবে তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন।

সুরেন্দ্র শ্রী তখন বহু সেনাদলে পরিবৃত্ত হইয়া আপনাকে শব্দলপুরের অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিলেন। প্রাচীন ভয়হর্ষ তাঁহার প্রাসাদরূপে পরিণত হইল। বিপক্ষ ইংরাজ তাঁহাকে দণ্ড দিবার জন্য অগ্রসর দেখিয়া তিনি নিরুপায় হইলেন এবং সকলের পরামর্শে ইংরাজকে আত্মসমর্পণ করিবেন এইরূপ স্থির হইল; কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহার মতিগতি ফিরিল, তিনি স্ববোগমত হুর্ষ ছাড়িয়া অজ্ঞানরূপে পার্শ্বত্যাগে আশ্রয় লইলেন এবং বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করিয়া ইংরাজ-বিরোধে সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ভাবেই চলিল। ইংরাজগবর্মেণ্ট বুঝা চেষ্টা করিয়া তাঁহার

পক্ষাৎ পক্ষাৎ করিতে লাগিলেন, কোথাও তাঁহার অস্ত্রসম্বান পাটগেন না, তাঁহার অধীশ্বর বলবল ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অত্যাচার করিতে লাগিল। যে সকল গ্রামবাসী গবর্মেণ্টের পক্ষাবগমন করিয়াছিল, হুকুমতেরা সেই সকল গ্রাম দখল করিয়া আলাইয়াছিল। সুরোপীর কর্মচারী ডাঃ সুর নিহত হইল। বড়পাহাড়ের নিকট বিদ্রোহীদের লেপ্টেন্যান্ট উড্‌ ব্রিগকে নিহত করিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদ করিয়া লইয়া গেল। রাজদ্রোহীর প্রতি ক্ষমাচক ঘোষণাপত্র (Proclamation of amnesty) জারি করা হইল, তথাপি বিদ্রোহীদের প্রশান্ত হইল না। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মেজর ইম্পে ইংরাজ এজেন্ট হইয়া শব্দলপুরে আগমন করিলেন। তিনি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাসন দণ্ড ধারণ করিলেন এবং প্রজাবর্গের স্ত্রী প্রদ শাসননীতি অবলম্বনে ক্রতসত্তর হইলেন। তিনি প্রথমেই সামন্তদিগকে প্রভূত পুরস্কারের লোভে বশীভূত করিলেন। তাঁহারা ইংরাজের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলে, মহামতি ইম্পে তাঁহাদের সাহায্যে বিদ্রোহদমনে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহ সমূলে উৎপাটিত হইল। সুরেন্দ্র শ্রী স্বয়ং ইংরাজকে আত্মসমর্পণ করিলেন।

পরবৎসর পুনরায় বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছিল। সুরেন্দ্র বিপর তাহা আর ভীষণভাবে ধারণ করে নাই। শাসনশৃঙ্খলা-সম্পাদনার্থ ইংরাজগবর্মেণ্ট শব্দলপুর জেলা মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করেন। তৎকালের চিফ কমিসনার মিঃ টেম্পল প্রথমে এইস্থান পরিদর্শন করিতে আসিলে স্থানীয় অধিবাসীরা সুরেন্দ্র শ্রীকে রাজরূপে চাহিয়াছিলেন এবং তাঁহারই হস্তে রাজ্য-শাসনভার প্রদান করিতে অস্বরোধ করেন। ইহার পরেই কমলসিংহের অধীনে বিদ্রোহীদের পুনরায় বিদ্রোহবন্ধি প্রজ্জ্বলিত করে। কমলসিংহ ভূতপূর্ব বিদ্রোহে সুরেন্দ্র শ্রী সেনাপতি ছিলেন। এই ঘটনার পর হইতেই বিদ্রোহীদের পুনঃ পুনঃ অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিতে থাকে। ইংরাজ-গবর্মেণ্ট সুরেন্দ্র শ্রীকেই উত্তেজনাকারী বিবেচনা করিয়া ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিলেন। কিন্তু তিনি যে বিদ্রোহীকারীদের সহিত বড়বস্ত্রে লিপ্ত ছিলেন একজন কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না, তথাপি ইংরাজ-গবর্মেণ্ট তাঁহাকে রাজনৈতিক অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া আশ্রয় ও অস্থচরবর্গের সহিত চিরজীবনের মত কারাবদ্ধ করিলেন। তদবধি শব্দলপুরে চিরশান্তি বিরাজ করিতেছে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে আসাম প্রদেশে স্বতন্ত্র একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা হয়। বঙ্গদেশের কএকটা বেলা আসাম প্রদেশে যোগ করিয়া "পূর্ববঙ্গ ও আসাম" নামে স্বতন্ত্র শাসনকর্তার অধীন করা হয়।

ঐ সময়ে শবলপুর জেলা স্বাধীন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বঙ্গদেশের শাসনসীমাকৃত করা হইয়াছে।

শবলপুরের অন্তর্গত ৭টা সামন্তরাজ্য ভানান্তরে বর্ণিত হইয়াছে। তৎপূর্বস্থানের ইতিহাস স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হওয়ার এখানে আর উল্লিখিত হইল না। ঐ সকল সামন্ত-রাজ্য ছাড়া, মূলজেলার সর্বসমেত ৩২৭৭টা গ্রাম আছে। তন্মধ্যে ২৩৩৪ খানি কেবলমাত্র কৃষকপন্নী। প্রত্যেকের লোকসংখ্যা দুই শতেরও কম হইবে। ২২৩ খানিতে দুই শত হইতে পাঁচ শত লোকের বাস। ২৪৪ খানিতে পাঁচ শত হইতে হাজার, ২১ খানিতে হাজার হইতে দুই হাজার এবং ৩ খানিতে দুই হাজার হইতে তিন হাজার এবং ১ খানির লোকসংখ্যা ৩০০০ হইতে ৫০০০ পর্যন্ত।

এখানে কৃষিকীর্ত্তীর সংখ্যাই অধিক। ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ সমাদর নাই। কোঙ্গিরা এক প্রকার হুন্দর কাপড় প্রস্তুত করে। কাম্বারেরা কীসা ও পিত্তলের বাসন নির্মাণ করিয়া থাকে। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই স্থানীয় লোকের ব্যবহার্য মোটা কার্পাসবস্ত্র বোনা হয়। এখান হইতে চাউল, তৈলকর-বীজ, অপরিকৃত চিনি, লাফা, তসর, তুলা ও লৌহ বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে এবং লবণ, পরিষ্কৃত চিনি, বিলাতী কাপড়, নারিকেল, মসলিন, হুন্দর হুন্দর দেশীকাপড় ও নানা ধাতু আমদানী হয়। কটক ও মীর্জাপুরের সহিত এখানকার সাধারণতঃ বাণিজ্য চলিয়া থাকে। রায়পুর, শঙ্করা, রাউদাখোল, অজুল, পদ্মপুর, চন্দ্রপুর, বিষ্ণা, রাঁচী ও বিলাসপুর প্রভৃতি স্থানে শকটযোগে পণ্যাদি চালিত হয়। মহানদীকে প্রায় ৯০ মাইল পথ পণ্যাদি বাতায়িত করে।

এখানকার স্বাস্থ্য নিতান্ত ভাল নহে। জর সঞ্চল সময়েই হয়। নূতন লোক আসিলে জ্বরে বিষম কষ্ট পায়; এমন কি, সময় সময় উহা মারাত্মক হইয়া উঠে। উদরাময় রোগে সাধারণতঃ লোকে পীড়িত হয়। গ্রীষ্মের সময় উহা বিষুটিকার পরিণত হইয়া লোকের প্রাণনাশক হইয়া থাকে।

২ উক্ত জেলার একটি তহসীল বা উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১৫০০ বর্গ মাইল। এখানে ৪টা বেওয়ারী ও ৭টা কোজদারী আদালত আছে। শবলপুর নগর ও ১৪২২টা গ্রাম ইহার অন্তর্ভুক্ত। এখানে সর্বসমেত ৪টা থানা ও ১১টা কাঁড়ি আছে।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর, মহানদীর উত্তর তুলে অবস্থিত। অক্ষা° ২১° ২৭' ১০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪° ১' পূঃ। বর্ষা ঋতুতে মহানদীর বক্ষ ক্ষীত হইয়া প্রায় ১ মাইল বিস্তৃত হয়, কিন্তু অত্যন্ত শুষ্ক হইলে জল কমিয়া যায় এবং নদীর বিস্তার তখন ১০০ হস্ত মাত্র থাকে। নগরের অপর পারে নদীর

পার্শ্বভাগে বিবিধ কাঁড় বন দৃষ্ট হয়। বর্ষার বখন সেই কাঁড় বনের মধ্য দিয়া কল কল নায়ে মহানদীর প্রবল বভাস্রোত প্রবাহিত হয়, তখন নগর ও নদীতুলের শোভা অতীব রমণীয় হইয়া থাকে। নদীতুলে সুবিদ্যুত আত্মাদি কলের বাগান অধি-বাসীর সুখসমৃদ্ধির পরিচয় জ্ঞাপন করিতেছে। নগরের চাক্ষুশাংশে উচ্চ গিরিমালা নগরপট্টরকার্ণে বস্তুরমান রহিয়াছে।

পূর্বে এই নগরের অবস্থা বড় ভাল ছিল না। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ হইতে সংস্কার আরম্ভ হয়। তৎপূর্বে নগরের প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়া শকটাদি বিশেষ কষ্টে গমনাগমন করিত। নগরের উত্তরপশ্চিম অংশে প্রাচীন জর্জের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। নদীতীরের স্থানে স্থানে তাল্লা দেওয়াল ও কএকটা ব্রহ্মাঙ্গ অস্ত্যাপি বিস্তারমান আছে। চারিদিকের গড়খাই এখনও পূর্বস্থিতি বহন করিতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে পূর্ববৎ জল থাকে না। জর্জের কোন স্থানের প্রবেশদ্বার নাই। কেবল শামলাই দেবীমন্দিরের সমুখস্থ শামলাই দ্বারের কতকাংশ এখনও নরনপথে পতিত হয়। শামলাই দেবী শবলপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে পূজিত। এতদ্বিধি চূর্ণসীমার অভ্যন্তর ভাগে আরও কতকগুলি মন্দির বিস্তারমান রহিয়াছে; তন্মধ্যে পদ্মেশ্বরী দেবী, বুড়া জগন্নাথ ও অনন্ত-শব্দা মন্দির প্রধান। মন্দিরগুলি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বিনির্মিত এবং গঠন প্রায় একরূপ, উহাতে তেমন শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় নাই। উক্ত জর্জের পার্শ্বেই "বড় বাজার" নামক পল্লী। পূর্বে এখানে একটি ক্ষুদ্র বাজার ছিল। এক্ষণে তৎপরিবর্তে বহুলোকের বাসযোগ্য অষ্টালিকার পূর্ণ হইয়াছে। নদীতীরে গবর্মেন্টের বিচারদালত ও সবডিভিসনাল অফিসারের কাছারী ব্যতীত এখানে দুইটা সরাই, জেলখানা, কমিসনারের সাকিট হাউস প্রভৃতি বিস্তারমান আছে।

প্রতি বৎসর রথ ও দোলযাত্রার সময় তীর্থযাত্রীরা এই নগর দিয়া ত্রিজগন্নাথধামে গমন করে। সেই সময় এখানে বিসু-চিকা রোগ দেখা দিয়া থাকে।

শব্দাকৃত (ত্রি) শব্দ কুইদগ্যলোমমাক্রম্যতে শব্দ-ভাট-ক-কৃত। (দ্বিতীয় তৃতীয়শব্দবীজ্য ক্রমো। পা ৪৪৫৮) হুইবার আকট কেত্র, যে ক্রমিতে হুইবার চাল দেওয়া হইয়াছে। পর্যায়—দ্বিগ-গাকৃত, দ্বিতীয়াকৃত, দ্বিহল্য, দ্বিসীত্য। (অমর)

শব্দ [শ্ব] (পুং গ্রী) শব-উন কৃ বা। শবুক, শাবুক।

শব্দ [শ্ব] (পুং গ্রী) শব-কন্ স্বার্থে; শব-উক বৃগাগমস্ত (উগ্ ৪১০১) ১ জলজন্ত বিশেষ, শাবুক। পর্যায়—জলগতি, শবুকা, শবুক, শাবুক, শব, শাবুক, জলগতি, দ্রুতর, পদমণ্ডুক।

[শবুক দেখ।]

(পুং) ২ গজ কুন্তের অগ্রভাগ । ০ যোজ । ৪ পুস্তভাগ ।
(রামায়ণ) ৫ দৈত্যবিশেষ । ৬ পথ । (হেম) ৭ ক্ষুদ্র পথ,
ছোট পাক । (রাজনি) ৮ প্রাণনাথক কীটবিশেষ । (জলত)
হজুত বলস পথুক পথ নিড়াই ককারান্ত বলিয়া পঠিত
হয়, কিন্তু পথুক পথের ব্যবহার ককারহীন অবস্থায়ই বিস্তরপ্রহে
দেখা যায় ।

“পথুক: পথুকো জের: পূরু: কান্তত সর্বল ।

ককারেণ বিনা শেবো দৃষ্টতে প্রবিত্তরে ।” (হজুত)

শতুল (পুং) শতুল শব্দার্থ ।

শতুলপুন্ডী (স্ত্রী) শতুলপুন্ডী । (তাবপ্রকাশ)

শতুল (স্ত্রী) শতুল-টাপ । ১ জলতিল, শতুল । (রাজনি)
২ বিতুল ।

শতুলকাদিতৈল (স্ত্রী) কর্ণরোগাধিকারক তৈলৌষধ বিশেষ ।
প্রস্তুত প্রণালী—কটুতৈল শতুলের মাংস তাজিরা সেই তৈল
কর্ণগত নাড়ীরোগে ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল হয় ।

রক্ত শতুলকাদিতৈল—শতুল মাংস ১/২ সের, জল বোলসের
শেষ ১/৪ সের; কটুতৈল ১/৪ সের; কুড়, তেঁশরাজ, কেতাপপটী,
বাসকহাল, আকম্পর, সীঙ্গপত্র, মুখা, বিছমূল, শালিকপত্র,
কিসমিস, আতটস, যষ্টিমধু, শটী, এরুগমূল ও কার্পাস ফল
ইহাদের প্রত্যেক দুই তোলা এবং তুঙ্গরাজ ও নাগকেশরের ৪
তোলা কক গ্রহণপূর্বক তৈল পাক করিবে । এই তৈল কর্ণে
পূরণ করিলে তদুগত নাড়ীত্রণ আশু প্রশমিত হয় । (রত্নাকর)

শতুলকান্দ (পুং) সন্নিপাতক ভগনয়রোগ । এই রোগে গোতল
সন্নিপাতক হয়ে এবং সে গুলি নানাবর্ণ, বহু বেদনা-
বিশিষ্ট ও অনেক প্রাবল্য হয়, আর ইহাতে যে নাড়ীত্রণ দেখা
যায় তাহা শতুলের আবর্তের স্তায় হইয়া থাকে, এই নিমিত্তই
ইহা শতুলকান্দ নামে অভিহিত ।

শতুল (ত্রি) শতভাগ শত-ভ (পা ৪১৩৩৮) কল্যাণযুক্ত, মঙ্গল
বিশিষ্ট ।

শতুল (পুং) অবিভেদ ।

শতুল (পুং) গ্রামবিশেষ । (ভারত বনপর্ক) ইহার বর্তমান নাম
শতুলপুর, ইহা গোপবানার অন্তর্গত, যতাত্তরে মোরাবাবাদের
অন্তর্গত । ভাগবত মতে (১২২।১৮) এই গ্রামে ভগবান্ কবি
অবতার হইবেন । কতিপূরণে উক্ত হইয়াছে যে এই স্থানে
৩০টা তীর্থ আছে এবং কলিকলুষমোচনার্থ ভগবান্ কবিরূপে
এখানে অবতীর্ণ হইয়া বহুবাক্যের সহিত সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত
অবস্থান করিবেন ।

শতুলে বসন্তকৃত সহস্র পরিবৎসরাঃ ।

স্বাতীতা ব্রাহ্মপুত্রকতিসবজিত: সহ ।

ব্রাহ্মে বহুতীর্থানাং সমভ্য: শতুলেহ ভবৎ ।

সুতো যোক্ত: কিতৌ কছেরককত কদামর: । (কতিপুং)

কলপূরণের শতুলগ্রামমাধ্যমে এই সকল তীর্থের পরিচয়
প্রদত্ত হইয়াছে । (ত্রিরাং তীর্থ) শতুলী—২ কুটীনী । (অমর)
শতুল, সুকপ্রদেশের মোরাবাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি
তহসীল । সোৎ ও গঙ্গানদীর মধ্যবর্তী সমতল ক্ষেত্র লইয়া
এই বিভাগ গঠিত । ইহা দখল প্রায় ৩২ মাইল এবং প্রস্থ
১৫ মাইল । জুপরিমাণ ৪৬৬০ বর্গমাইল । ভূমধ্য হইতে
প্রায় ৪৪০ বর্গমাইল জমির উপর গবর্নেন্ট বাহাদুর রাজস্ব
আদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন ।

এই তহসীলটি প্রকৃতি কর্তৃক দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে ।
উহার একভাগের জমি কাঠিহর বা কঠিন ভূমিকাবিশিষ্ট এবং
অপরভাগ ভূর বা বালুকাময় । শেখোত স্থানের মাঝে, মাঝে
মো-আল মাটির বিস্তৃত ক্ষেত্রসকল থাকায় এই সকল স্থানে
উৎকৃষ্ট তৃণ উৎপন্ন হয় এবং গ্রীষ্মকালে উহাই গোচারণ জুমিরূপে
ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

২ উক্ত তহসীলের অন্তর্ভুক্ত একটি পরগণা ।

৩ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটি নগর ও তহসীলের বিচার
সদর । অক্ষা° ২৮°৩৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৩৬' ৪৫" পূঃ
সোৎ নদী হইতে ৪ মাইল পশ্চিমে এবং মোরাবাবাদ সদর হইতে
২০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে আলগড় রাষ্টার উপর অবস্থিত
নগরটি বিস্তৃত ভ্রামল শলাক্ষেত্র ও বনমালাবিভূষিত প্রান্তর
মধ্যে বিরাজিত । মহাতারতীয়ায় এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধি-
সম্পন্ন ছিল, এখন সে সমৃদ্ধি সমূল ধ্বংস হইয়াছে । প্রাচীন
ধ্বংসকীর্তিত্বের উপর বর্তমান নগর গঠিত । ভালেখর ও
বিকটেশ্বর নামক স্তূপদ্বয় এখনও নগরপ্রাচীরের
উপরিস্থ বস্ত্রগুলির স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিতেছে ।

মুসলমান অভ্যুদয়ের আরম্ভ হইতেই এই নগর স্থানীয়
শাসনকর্তাদিগের রাজধানীরূপে পরিগণিত হইয়াছিল ।
মোগল-সম্রাট অকবর শাহের রাজ্যকালে এই নগরে একটি
সরকারের বিচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তদবধি উহা মোগল-
রাজ্যের একটি রাজধানীরূপে গণ্য হয় ।

নগরটি সুস্বাস্তন হটলেও স্থলর । এখানে মিউনিসিপা-
লিটি আছে । নগর ও তাহার উপকণ্ঠের রাজ্যগুলি পাকা ;
তথাহীত এই নগর হইতে মোরাবাবাদ, শিলারী, আমরোহা,
চন্দৌসী, বহুবোই ও হসনপুর প্রভৃতি স্থানে গমনাগমনের
সুবিধার্থ আরও কতগুলি কাচা রাস্তা আছে । নগরের সৌধ-
মালা প্রায়ই পাকা ও ইষ্টকনির্মিত । কলেট্টারী কাছারী ও জজ-
আদালত, পুলিশ কঁাঠি, পোষ্ট অফিস, স্বাধাশ্রয় ঔষধালয়,

গির্জাঘর, গবমেটে ও বিউলিবিপালিটীর সাহায্যকৃত বিভাগসমূহ, চোলাইখানা; সন্ধ্যা প্রভৃতি সাধারণ গৃহগুলি সমস্তই পাকা।

এখানে পরিকৃত চিনি প্রস্তুত হয়। চিনির বাণিজ্যেই এখানকার আশির্বাদ। এতদিন এখান হইতে গোল ও অমৃত পত্র, কুড় ও কুড় চর বহু বেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। এখানে যে কার্শাসবজ্র প্রস্তুত হয়, তাহা হানীর অধিবাসীদিগের ব্যবহারে গাঙ্গে।

শব্দলীয়া (ত্রি) কুটনী সখকীর (নৈবধ ৩৭৬)

শব্দলেখর (পুং) শিবলিঙ্গকর।

শব্দব (ত্রি) : শব্দ-অচ্ (শমিধাতোঃ সংজ্ঞার্যঃ পা ৩৭১৩) ১ বাঁহা হইতে মঙ্গল হয়। ২ সুখরূপ সংসার বা সুকিরূপ ভব অর্থাৎ পরম শিব। "নমঃ শব্দবার" (গুরুবক্তৃঃ ১৬৪১)

শব্দ-সুখ ভবত্যাগাদিতি শব্দবঃ যথা শব্দ-সুখরূপচাসৌ ভবঃ সংসাররূপচ সুকিরূপো ভবরূপকঃ (মহীধর)

শব্দবিন্ধ (ত্রি) অরমেবারতিশয়ন শব্দঃ শব্দ-ইন্ধ (পা ৪০১৫৫) যিনি সর্বাংগেণা অধিক মঙ্গল করেন।

শব্দ (পুং) শব্দ মঙ্গল ভবত্যাগাদিতি শব্দ-কু-ভু। (মিত্রভাষ্যনিভা উপসংখ্যানম্। পা ৩২১৮০ ব্যতিক্রম) ১ শিব। (অমর) ২ একাদশ ক্রমের অন্ততম। (বিষ্ণুপুং ১৫১২৩-১২৪।) ৩ ব্রহ্ম। (মহাভারত) ৪ বুদ্ধ। (মেদিনী) ৫ বিষ্ণু। (হলায়ুধ) ৬ সিদ্ধি। (শব্দরত্না) ৭ বেতার্ক, বেত আকর। (শব্দচ) ৮ অগ্নি। (মহাভারত) (ত্রি) ৯ সুখসম্বন্ধনাকারী, সুখের ভাববিভা অর্থাৎ সম্বন্ধিতা বা বৃত্তিকারক।

"মহাবল্লভ আগতম্" (কক ১৪৬১০)

"হে শব্দ-সুখ ভাববিভারো" (সারণ)

শব্দ, কাশীরায় একজন কবি। ক্রীকটচিত্রগ্রণেতা আনন্দ-বৈভবের পিতা। ইনি অস্তোক্তিসুতালতা ও রাজেন্দ্রকর্ণপুর নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পতাবলীতে ইহার রচিত অনেক স্লোক উদ্ধৃত দেখা যায়।

২ কামধেনু নামক একখানি বীথিতরচিত্রিত। হেমজি পরিবেশবন্ধে ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৩ হৈহরেন্দ্রকাব্যটীকাগ্রণেতা। ৪ একজন প্রাচীন পণ্ডিত। ইনি পরিত্যক্তবিশেষণটীকাগ্রণেতা প্রোম্পলদেবের এবং ককদেবের পিতা।

শব্দকালিদাস, রামচন্দ্রকাব্যরচিত্রিত।

শব্দকেতন (পুং) পিতামহ। (বৈভবকনিধ)

শব্দগঞ্জ, বাঙ্গালার ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত একটা গন্তগ্রাম।

শিবপ্রবাহ হইতে ৩ মাইল পূর্বে অবস্থিত। এখানে হানীর উপস্থান প্রমোদ্য। একটা হাট বসে। এই হাটে প্রতি দিন

অনেক টাকার মাল ক্রয় বিক্রয় হয়। ইহাকে জেলার একটা বাণিজ্যক্ষেত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখান হইতে কলিকাতার প্রতিবৎসর গড়ে আর ৭৫ হাজার মণ পাট, ৩০ হাজার মণ চাউল এবং ১০ হাজার মণ সূরিসা রপ্তানী হইয়া থাকে।

শব্দগির্জা (পুং) পরমতত্ত্বম্। ইহা একটা তীর্থ। কলপুর্নাপ্রভৃতি শব্দগির্জামান্যে ইহার বিবরণ লিখিত বর্ণিত আছে।

শব্দচন্দ্র, ১ রত্নপুর জেলায় কাঞ্চীনীয়ার ভূম্যধিকারী। ইনি ১৯শ শতাব্দীর আরম্ভে "বিজয়ভারত" নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ২ নববীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বংশধর। ইনি বহু কৌশল্যাদী ও ধানশীল ছিলেন।

শব্দভূতনয় (পুং) শব্দভূতনয়ঃ। ১ গণেশ। ২ কাঙ্কিকের। (শব্দমালা) ৩ শব্দভূত মাতা।

শব্দভূতজন্ম (স্ত্রী) পারদ। (রসজ্ঞসারসং)

শব্দদাস, গণিতপত্রবিশীকাকার।

শব্দদেব, প্রশান্তপ্রকাশিকাগ্রণেতা, ইনি ব্রহ্মানন্দের শিষ্য।

শব্দনন্দন (পুং) শব্দোদয়নঃ। ১ কাঙ্কিকের। ২ গণেশ।

শব্দনাথ (পুং) ১ শিব, মহাদেব। ২ নেপালস্থ বিখ্যাত শৈবতীর্থ। [নেপাল দেখ।]

শব্দনাথ, ১ ভুবনেশ্বরীতোত্রচরিতা পৃথীধরের ভ্রাতৃ। ২ কালজান ও সরিপাতকলিকা নামক দুইখানি বৈভবগ্রন্থগ্রণেতা। ৩ গণিতসাররচিত্রিত। ৪ ভাতকভূষণগ্রণেতা। ৫ শব্দভবাহ-সন্ধান নামক গ্রন্থকর্তা।

শব্দনাথ আচার্য্য, সঙ্কেতকৌমুদী নামক জ্যোতিষগ্রন্থরচিত্রিত।

শব্দনাথসিকাস্তবাগীশ, দিনভাসর, হর্গোৎসবকৌমুদী, মেবী-পুণনভাসর, অকাগভাসর ও বহভাসর নামক গ্রন্থরচিত্রিত। ইনি শেখোক্ত গ্রন্থখানি খাঁর প্রতিপালক রানা ধর্মদেবের অমৃত্যুসময়ে রচনা করিয়াছিলেন। ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে অকাল-ভাসর লিখিত হইয়াছিল।

শব্দনাথার্চন, একখানি তন্ত্র।

শব্দপ্রিয়া (স্ত্রী) শব্দোঃ প্রিয়া। ১ হর্গী। ২ আমলকী। (শব্দরত্না)

শব্দভট্ট, কালভববিরচেনসারসংগ্রহ, ত্রিশঙ্কুকাবিরচনম্যানো-ভার (এই গ্রন্থখানি শব্দনাথকৃত ত্রিশঙ্কুকাবিরচনম্যানো-গ্রন্থের টীকা), পাকবজ্রপ্রয়োগ ও ভট্টদীপিকা-প্রভারলী নামক গ্রন্থগ্রণেতা। শেখোক্ত গ্রন্থখানি ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। ইহার পিতার নাম বাগভক্ত ভট্ট এবং ভক্তর নাম পতঙ্গন। ইনি মঙ্গল-শব্দভট্ট নামেও বিখ্যাত ছিলেন। শব্দভট্টই নামক ভ্রাতৃগ্রন্থ ইহার রচিত কি না তাহা ঠিক বলা যায় না।

শব্দমহাদেবক্ষেত্র, একটা শৈবতীর্থ। কলপুর্নাপ্রভৃতি শব্দ-মহাদেবক্ষেত্রম্যান্যে ইহার বিবরণ লিখিত বর্ণিত আছে।

শব্দরাজ, নীতিমঞ্জরীগ্রন্থে।

শব্দরাস, ১ আত্মবিভাবিলানগ্রন্থে। ২ হুম্বাহুতাবলী-
রচয়িতা। ৩ ভাবিকালকারগ্রন্থে। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রহ-
খানি রচিত হয়। ইহার পিতার নাম পোহুল।

শব্দভৈরব (পুং) শিবলিঙ্গভেদ।

শব্দবর্জন (পুং) অক্ষপটলাবীণ পতনবর্জনের দৃষ্টভেদ।
(রাজভট্ট ৫১০৭)

শব্দবল্লভ (স্ত্রী) শব্দোবল্লভ। ১ বেতকমল, বেতপত্র।
(রাজনি) (ত্রি) ২ শব্দর প্রিয়বস্ত্র মাত্র।

শব্দ (পুং) শব্দ-কৃ ক্রি। (ভুবং সংজ্ঞান্তরয়োঃ। পা ৩২।১৭২)
শব্দশব্দার্থ।

শব্দনাথ (পুং) [শব্দনাথ দেখ]

শব্দ্যদ (পুং) আদিত্যসভেদ। (পঞ্চকিংবদ্রা ১৫৫।১১)

শব্দ্যা (স্ত্রী) শব্দ্যভেন্দ্রা শব্দ-বৎ টাপ। ১ বৃগকীলক, বৃগ-
কাটের বিল, জাদল বা শব্দটাবির জোড়ালের খিল। (অমর)
‘উষ উষিঃ শব্দ্যা হৃদ্যাপঃ’ (ঋক ৩৩৩।১৩) শব্দ্যা বৃগকীলা (সারণ)
২ লকুট, বাট, দণ্ড, লণ্ড।

‘তে তে তিনয়ি শব্দ্যামুদ্যা অধি সুক্ষয়োঃ।’ (অথর্ব ৫।১১।১০)

‘অদ্যোঃ এসিচ্ছায়াঃ শিলায়া অধি উপরি শব্দ্যাম লকুটেন
তিনয়ি শেবরামি।’ (সারণ) ৩ অর্থগতা শব্দী।

‘শব্দ্যাং গৌজগার’ (ঋক ১০।১১।১০)

‘শব্দ্যাং অর্থগতাং তাম শব্দী’ (সারণ)

৪ দক্ষিণহস্তগৃহীত তালবিশেষ। (সঙ্গীতনামোদয়)

শব্দ্যা (পুং) শব্দকা বৃক, সোঁদাল গাছ।

শব্দ্যাক্ষেপ (পুং) শব্দ্যারাঃ ক্ষেপো বহু। ১ সাতিশর ভ্রমিত
বাট তদবস্থায়ই সবেগে নিক্ষিপ্ত হইয়া বতস্বর পর্য্যন্ত পৌছায়
অর্থাৎ বেধাসে গিয়া ঐ বাট পতিত হয়, নিক্ষেপ স্থান চইতে
ততদূর পরিমিত ভূমি।

‘ভ্রাময়িত্বা বহুতগং বাটীঃ কিপ্তা শব্দ্যামুদ্যৎ।

ভুবং প্রদেশং বাবস্ত শব্দ্যাক্ষেপঃ স উচ্যতে।’ (মার্কপুং)

২ বজ্রবিশেষ।

‘সহস্বেবোহবজ্রবস্ত শব্দ্যা ক্ষেপেণ ভারত।’ (মহাভারত ৩।১০।৫)

‘বলবতা কিপ্তা শব্দ্যা লণ্ডবিশেষো বাবদ্রুঃ পতেৎ তাবান্
বজ্রমন্তো ধর্ম্ম বজ্রং স শব্দ্যাক্ষেপতেন’ (নীলকণ্ঠ)

শব্দ্যাতাল (পুং) দক্ষিণহস্তগৃহীত তালবিশেষ। (সঙ্গীতনামো)

শব্দ (ত্রি) শেতে সর্বমধিগতি প্রাপ্তো বক্তনঃ করাবীনছাৎ শ্রী-ব
(পা ৩৩।১১৮) ১ হস্ত, হাত। (অমর) ২ শব্দা, বিহান।
৩ সর্প। (মেঘিনী) ৪ নিদ্রা। ৫ পদ। (বিষ) ৬ শরনকারী,
অবস্থানকারী, বাসকারী।

শব্দচান্দ্র শব্দচন্দ্র শব্দচন্দ্রিকা, শিকরা শাবী।

শব্দক (পুং) শ্রী-মজ্জ (উণ ৩।১২৮) ১ তদ্রাসিক বেশ বা
অনুগবেদন। (ঋকি) ২ নিদ্রাশীল, নিদ্রালু।

শব্দশুক (পুং) শব্দ শুক্লার্থে। ১ শব্দ শুক্লার্থ। ২ শুক্লময়।

শব্দভ (পুং) নিদ্রালু। (সংক্ষিপ্তসারোপাধি)

শব্দভান, (আরব্য) ১ দৈত্য। ২ ভূত। ৩ হুট, ঢালাক।

৪ পাশ্চাত্য পুরাণবর্ণিত পাপপ্রবর্তক দেববোনিভেদ। পাশ্চাত্য
জগতে Satan নামে বিখ্যাত। ইনি জগতের আদি মহত্যা
আদম ও হবাকে হৃদয়ে প্রবৃত্ত করাইয়া বর্ণজট করাইয়া-
ছিলেন। ইংলণ্ডীয় মহাকাব্য মিলটন তাহার ‘বর্ণজট’ ও
‘বর্ণ-পুনঃপ্রাপ্তি’ গ্রন্থে শরভাসের প্রভাব ও নির্ধাতন বর্ণনা
করিয়াছেন।

শব্দভানী, (আরব্য মিশ্রজ) ১ শরভাসের ভাব বা ধর্ম্ম। ২
হুটভা, হুটী, ঢালাকী, চকুরভা।

শব্দধ (পুং) শেতে ইতি শ্রী-অব (শ্রীতশ্রীতি। উণ ৩।১১০)

১ অজগর, সর্প। ২ মূর্ত্তা, ময়। (পুং স্ত্রী) ৩ বরাহ। ৪ মৎস্ত।

(সংক্ষিপ্তসারোপাধি) (পুং) ৫ নিদ্রালু। ৬ মরণ।

‘বিদ্যায়ঃ শব্দধে অধান’ (ঋক ৩।১৭।২)

‘শব্দধে শরননিমিত্তে মরণায় ইত্যর্থঃ’ (সারণ)

শব্দন (স্ত্রী) শ্রী-সুট্। ১ নিদ্রা। ২ শব্দা। ৩ স্রীসক, মৈত্ৰন।

(মেঘিনী) ৪ সর্বদেব শরনকাল অর্থাৎ আবারী তরৈকাদশ
হইতে আরম্ভ করিয়া কাষ্ঠিকী তরৈকাদশী পর্য্যন্ত সময়। এই
কালের মধ্যে প্রথমে হরি এবং তৎপরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেব,
বক্ষঃ, নাগ ও গর্ভক সন্তলেই কিছু দিনের অন্য গ্রন্থনব্যায় শরিত
থাকেন। বামনপুরাণে উক্ত হইরাছে, সূর্য্যদেব নিধন রাশিতে
গমন করিলে পর শুক্রপক্ষীর একাধিপত্যে বাহুকীর কণার উপর
সোপাবীতক জগৎপতি শ্রীহরির শরন করন। করিয়া তবীর পূজা
সমাপনান্তে ব্রাহ্মণগণের পূজা করিবে, পরে পরদিন বাসকীতে
ঐ সকল ব্রাহ্মণের অহুযতি লইয়া ভগবানের নিদ্রানয়ন করিবে।
তৎপরদিন জ্যৈষ্ঠপক্ষে জ্ঞানকামল শ্রুগন্ধক কদম্বকুম্ভ-
শব্দার শ্রীকামদেব, তদ্বিতীয় দিবসে চতুর্দশী তিথিতে শ্রবণ
পক্ষোপরি বক্ষগণ, তৎপৌর্ণমাসীতে ব্যাত্রচর্য সন্তরে চর্চাক্তর
দ্বারা জটীতাক্ষকুম্ভাধ্যায়ান পিনাকী নিদ্রিতাবহার অবস্থান
করেন।

অতঃপর সূর্য্যদেব কর্তৃক রাশিতে গমন করিলে জ্ঞান-প্রতি-
পৎ তিথিতে নীলোৎপলগন্ধশব্দার ব্রহ্মা, দ্বিতীয়াতে বিষ্ণুকুম্ভা,
তৃতীয়াতে গিরিজতা, চতুর্থীতে গণপতি, পঞ্চমীতে বর্ষরাজ,
ষষ্ঠীতে কাষ্ঠিকের, সপ্তমীতে সূর্য্যদেব, অষ্টমীতে ভগবতী কাত্য-
ব্রনী, নবমীতে কল্যাণর। দশমী, একাদশীতে দাদরাক্ষণ ও

একাদশীতে সাধ্যাপন বধাবধভাবে অশ্বশয়ার শয়ন করিয়া
কিরংকাল অভিযাহিত করেন।

উক্তরূপে দেবগণ প্রকৃতির শয়নক্রিয়া সম্বন্ধে হইতেই
প্রারম্ভ কাল আদিরা উপস্থিত হয়, তখন কঙ্কণবলাকা প্রকৃতি
পক্ষীগণ অশ্বশয়ার কালতিবাহনের নিমিত্ত পক্ষ্যোপকরণ
আরোহণ করে এবং বারস ও বধাকালে গর্তভারাক্রান্ত বারসী
নীড় সংস্থাপনপূর্বক তথায় অশ্বশয়ার অভিভূত হয়।

যে দ্বিতীয়াতে বিশ্বকর্মা শয়নের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে,
সেই তিথিতে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা লক্ষ্মীর সহিত পর্বাঙ্কন শ্রীমৎস-
লাঞ্জন চতুর্ভুজমূর্তি হরির অভ্যর্থনা করিয়া সুবাহু অগ্নিবিধি
কলসমূহ নিবেদনান্তর তদীয় শয্যায় প্রক্ষেপ করিতে হইবে এবং
“বধা”হ লক্ষ্মী ন বিঘ্নজালে কং ত্রিবিক্রমানন্ত জগদ্বাস।

তথ্যাদ্যন্তঃ শয়নং সদৈব তস্মাকমেবেহ তব প্রসাদাৎ ॥
তদা কশ্যুং তব দেব তমং, বরং হি লক্ষ্মী। শয়নে সুরেশ।

সত্যেন তেনামিতবীর্ঘা বিজ্ঞা গার্হস্থ্যরোগো মম চান্ত দেব ॥”

এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক ভগবানকে প্রণাম ও তাঁহাকে প্রসন্ন
করিবার নিমিত্ত বারবার ঘণ্টে চেষ্টা করিবে। এই অর্চনার দিন
ব্রতীর দিবাভাগে তৈললক্ষারবিবজ্জিত হইয়া উপবাসানন্তর অর্চনান্তে
রাজিতে হবিষ্যায় ভোজনের ব্যবস্থা আছে। পরদিন ‘লক্ষ্মীধর
প্রারম্ভাৎ য়ে’ এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক কল নিবেদন করিয়া কোন
সংশীল ব্রাহ্মণকে দান করিতে হইবে। এইরূপে চাতুর্থাতিব্রত
প্রতিপালন করা কর্তব্য।

অতঃপর দিবাকর বৃষ্টিক রাশিহু হইলে উক্ত অশ্বপুত্র অগ্নিগণ
ক্রমশঃ প্রবৃত্ত হইতে থাকেন।

ভাত্রমাসের যুগশিরা নক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণাষ্টমী তিথির নাম কামা-
ষ্টমী; এই তিথিতে জগতের বাবতীর লিঙ্গে শিব শয়ন করেন,
অতএব চাহতে যে কোন লিঙ্গের সন্নিধানে পূজাদি করিলে
তৎকৃত অক্ষয় ফল প্রাপ্তি হয়। (বামনপু’)

ভবিষ্য ও নারদীয়পুরাণে নিরোক্তরূপে হরিশয়নাদির ব্যবস্থা
আছে—অমরাধার আতপাদে শ্রীবিষ্ণু শয়ন, প্রবণার মধ্যপাদে
তদীয় পার্শ্বপরিবর্তন এবং রেবতীর অন্তাপাদে তাঁহার উত্থান
করিত হয়। অবশ্য এই সকল নক্ষত্রের বখানির্দিষ্ট পাদভালির
সংঘটন বধাক্রমে আঘাত, ভাজ ও কার্তিক মাসের শুক্লাবদনী
তিথিতে এবং ততদিনের নিশা, সন্ধ্যা ও দিবা ভাগে হইলে উহা
সাতিশর ফলপ্রদ হয়, কিন্তু যদি তাহা না হয়, তবে ঐ দ্বাদশীতে
বধাক্রমে শয়নাদি কার্য নির্বাহ করিতে হইবে।

বিষ্ণুশ্বেতোত্তরও ইহার প্রতিপোষক বচন পাওয়া যায়, বধা—

“বাতীশ শয়নং কৃতা প্রীণেরু ভোগশারিনম্।

আঘাতকরবধস্তাং বিকুলোকে মদীরতে ॥” (বিষ্ণুখণ্ড)।

বরাহপুরাণে স্বয়ং ভগবান্ এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে,
আঘাত প্রকৃতিবদনীতে কবচ, কুটক, ধবক ও অর্জুন প্রকৃতির
পুষ্প দ্বারা প্রথমে বধাশিবি আমার অভ্যর্থনা করিয়া পরে “মমো-
নারায়ণ” বলিয়া যিনি বিধিপূর্বক—

“পশ্যন্ত মেবানপি মেঘস্ত্রয়াং হ্রাপাগতং সিচ্যমানং মতীন্দ্রিয়াম্।

নিজ্যাং ভগবান্ গৃহ্যতু লোকনাথ বর্ধাবিষং পশ্যন্ত মেঘবৃক্ষম্ ॥

জ্যৈষ্ঠে পশ্চিম চ লোকনাথ মাসান্তস্যায় বৈকুণ্ঠে চ পশ্য মাথ ॥”

এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, তিনি কোন যুগেই সংসারে অধঃ-
পতিত হইবেন না।

উক্ত বিধানে শয়নমহাদি পাঠ করার পর পুনর্বার—

“সুপ্তে তস্মি জগন্নাথ জগৎ সুপ্তং ভবেদিনম্।

বিস্মৃতে তস্মি বৃধ্যত জগৎ সর্বং চরাচরম্ ॥”

এই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া অভ্যর্থনা করিতে হইবে।

অতঃপর ভাত্রমাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে ভগবানের পাশ
পরিবর্তন উপলক্ষে বধাবিধি তদীয় পূজাদি সমাপন করিবে।

কামরূপীর নিগড়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে ভাত্রমাসের শুক্লা
দ্বাদশী তিথিতে নিরোক্ত মন্ত্রে শ্রীহরির পার্শ্বপরিবর্তন কর্তব্য

“বাসুদেব জগন্নাথ প্রাপ্তেরং দ্বাদশী তব।

পার্শ্বেন পরিবর্তনং সুখং বপিহি মাধব ॥

তস্মি সুপ্তে জগন্নাথ জগৎ সর্বং চরাচরম্ ॥”

অতঃপর উত্থান সম্বন্ধে ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে—

“একাদশ্যন্ত শুক্লায়াং কাণ্ডিকে মাসি কেশবম্।

প্রমুপ্তং বোধয়েজ্জাহ্নৌ শ্রদ্ধাভক্তিসমরিতঃ ॥”

“কৃতা বৈ মম কৰ্ম্মাণি দ্বাদশ্যং মৎপত্তো নরঃ।

মমৈব বোধনাথায় ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥”

লোকদ্বারে তিথিবটিক সংশয় হওয়ার বলা হইতেছে যে,
একাদশীর রাত্রিতে প্রমুপ্ত কেশবের অর্চনাদি কার্যসমাপনান্তে
পরদিন দ্বাদশীর দিবাভাগে আমার প্রবোধনের অস্ত নিরলিখিত
মন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্র বধা—

“মন্ত্রে কষ্টেরাও ভূয়মানো ভবান্ বিকলিতবন্ধনীরঃ।

প্রাপ্তা তবেরং কিল কোমুদাখ্যা জাগৃৎ জাগৃৎ চ লোকনাথ ॥

মেঘা গতা নিশ্চল পূর্ণচন্দ্রঃ শারদ পুষ্পাদি চ লোকনাথ ॥

অহং বদানীতি চ পূণ্যাহতো জাগৃৎ জাগৃৎ চ লোকনাথ ॥”

বাচস্পতিমন্ত্র বলেন, উক্ত মন্ত্রের পাঠানন্তর নিরোক্ত
মন্ত্রটীও পাঠ করা কর্তব্য। বধা—

“উত্তীর্ণোত্তীর্ণ গোবিন্দ তাম্র নিজ্যাং জগৎপতে।

ত্বয়া চোদীতমানেন উদ্বিগতং ভুবনজয়ম্ ॥”

কলতরু প্রকৃতি গ্রহলিখিত সংবাদানুসারে তৎকালীন প্রকৃতি
শয়নোত্থান সম্বন্ধীয় মন্ত্রের এইরূপ বোঝানো করিয়াছেন, যে দ্বাদশী

বা একাদশী ইহার বে যে দিনে রেবতী নক্ষত্রের অস্ত্যপাদের যোগ হইবে, সেই দিন বিবাতাগে উখানক্রিয়া সমাধা করিবে, আর যদি কোন দিনেই নক্ষত্রের যোগ না হয়, তবে দ্বাদশীতেই উক্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করা কর্তব্য।

“জা-ভা-কা-সিতপক্ষেয় সৈত্রপ্রবণরেবতী।

অম্বিনধ্যামনানু প্রাণপার্বর্ত্যোধনম্ ॥” (ভবিষ্যৎ)

“জা-ভা-কা-সিতপক্ষেয় আবাচভাজকাঙ্কিকগুরুপক্ষেয় এবাক যদিভ্যাং প্রাপ্তৌ মুখ্যকরঃ ॥” (জীমূতবাহন)

এহলে দেখা গাইতেছে, জীমূতবাহন ভবিষ্যপুরাণোক্ত উক্ত যচনটার পরিষ্কার বীমাংসা করিতেছেন যে আবাচ, ভাজ ও কাঙ্কিক মাসের গুরু দ্বাদশীতেই যদি যথাক্রমে অম্বরাধার আন্ত, প্রবণার মধ্য ও রেবতীর অস্ত্য পাদের যোগ হয়, তাহা হইলে এই সকল দ্বাদশীতেই যথাক্রমে তগবানের শয়ন, পার্শ্বপরিবর্তন ও উখান ক্রিয়ার সমাধান করাই সর্বপ্রথমে কর্তব্য।

এ সম্বন্ধে বিষ্ণুধর্মোক্তরে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

“বিষ্ণুর্দিবা ন স্থপিত্তি ন রাক্ষো প্রতিব্রূহতে।

দ্বাদশ্যাম্বসংযোগে পার্যয়োদ্যা ন কারণম্ ॥

অপ্রাপ্তে দ্বাদশীমুখে উখানশয়নে হরেঃ।

পার্যযোগে ন কর্তব্যে নাহোরাত্রং বিচিত্তরেৎ ॥”

বিষ্ণুকে দ্বিবার শায়িত এবং রাত্রিতে প্রবুদ্ধ করিবে না, আর দ্বাদশীতে অম্বরাধাদি নক্ষত্রের কোন রকম যোগ হইলে তদ্বিনেই যথোক্ত লগ্নে শয়নাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে, তাহাতে নক্ষত্রের যথোক্ত পার্যযোগাদি লক্ষ্য করিবার আবশ্যক নাই, তবে যদি এই সকল নক্ষত্রের সহিত দ্বাদশীর সংগ্রহ না ঘটে, তাহা হইলে সেই দিনে পার্যযোগাদি দেখা কর্তব্য; কিন্তু দিবা ও রাত্রিতে যে যথাক্রমে উখান ও শয়নের ব্যবস্থা আছে, তাহার কোনরূপ ব্যত্যয় হইবে না। কেন না প্রতি আছে যে রাত্রিতে প্রবুদ্ধ করিলে পৌরজন বিনষ্ট এবং দিবাতে শয়ন করাইলে রাজ্যনাশ হয়, আর উক্তর সন্ধাতে শয়নোখান করাইলে লোকের রোগজ্বরাদি এবং ধর্মদ্বী ব্রহ্মকলা হয়।

বরাহ পুরাণে কথিত হইয়াছে—

“দ্বাদশ্যে সন্ধিলগ্নে নক্ষত্রাণামসম্ভবে।

জা-ভা-কা-সিতপক্ষেয় শয়নাবর্তনাদিকম্ ॥” (বরাহপু)

“ভেবেৎ শয়নাদৌ কালচতুষ্টয়ম্। দ্বাদশ্যে নিশাদৌ নক্ষত্র-
যোগে তদভাবেহপি নিশাভ্রমাদিরেণ তিথ্যন্তরে পার্যযোগঃ তস্তা-
পাতাবেহপি সন্ধ্যায়াং নক্ষত্রযাত্রাযোগঃ তস্তাপাতাবে দ্বাদশ্যে
সন্ধ্যারামিতি ॥”

এতদ্ব্যয় ত্রিহরির শয়নাদি সম্বন্ধে চারি প্রকার নিয়ম বিধি
রূপ হইতেছে, যথা—

(১) দ্বাদশীর নিশিতে নক্ষত্রের যোগ হইলে তদ্বিনেই
শয়নাদিক্রিয়া কর্তব্য।

• (২) উক্ত রূপে নক্ষত্রের যোগ না হইলে যে তিথিতে
যথোক্ত সময়ে উহাদের পার্যযোগ ঘটিবে, তদ্বিনে শয়নাদি কর্তব্য।

(৩) যদি উক্ত প্রকারভাবে তিথিনক্ষত্রের সমাবেশ না হয়
তবে যে তিথিতে সন্ধিকালে অর্থাৎ সায়ং বা প্রাতে দ্বাদশী নক্ষত্রের
যোগ হইবে, সেই দিনে যথা সময়ে ক্রিয়াদি করিতে হইবে।

(৪) যদি ঐরূপ কোন প্রকারই তিথিনক্ষত্রের যোগযোগ
না হয়, তবে দ্বাদশীর সায়ং সন্ধিতে শয়নক্রিয়া এবং প্রাতে সন্ধিতে
প্রবেশনক্রিয়া সম্পন্ন করিবে। আর পার্শ্বপরিবর্তনক্রিয়া যেদ্রুপ
সন্ধিতে করা হইয়া থাকে, তদনুসারেই করিতে হইবে।

যমদ্বিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আবাচী ত্রৈলোক্যদ্বাদশী
হইতে আরম্ভ করিয়া পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত ত্রিহরির নিদ্রাগ্রহণ রূপ
শয়নকাল, এই হেতু ব্রহ্মপুরাণেও প্রথমে একাদশীতে শয়নের
উল্লেখ করিয়া তদবধি পাঁচদিন পর্য্যন্ত তৎকর্তব্যসাধনের নিয়ম
বলা হইয়াছে।

“কীরাকৌ শেবপর্য্যন্তে আবাচ্যাং সংবিশেচরিতঃ।

নিদ্রাং ত্যজতি কাঙ্কিকাং তরোক্তং পূজয়েৎ সদা ॥” (যম)

“আবাচতত্রৈকাদশীমাত্রভ্যা পৌর্ণমাসীপর্য্যন্তং বিকোনিদ্রা
গ্রহণরূপশয়নমম্বরে অভাব একাদশ্যাং শয়নমভিধায় তদাদি-
দিনপঞ্চকে কর্তব্যকথনং ব্রহ্মপুরাণে পৌর্ণমাত্যাং শয়নভিধানং
আবাচী পদস্তাহুপাদেশস্তত্রৈব প্রবৃতেঃ ॥”

শয়ন, উখান ও পার্শ্বপরিবর্তনঘটিত একাদশীতে প্রাত্যক
লোকেরই অনশনে থাকা একান্ত কর্তব্য। এ সম্বন্ধে সয়ং
তগবানই বলিয়াছেন যে, আমার শয়ন, উখান ও পার্শ্বপরিবর্তনের
দিন ফল, মূল বা জলাহারী ব্যক্তি মদীর জলদ্বারা শেল নিক্ষেপ করে
অর্থাৎ এই দিনে কেহ ফল, মূল বা জল বিক্রয়ার গ্রহণ করিলে
অসি শল্যবিদ্ধবৎ যাতন্য অকৃতব করি।

“মজ্জরনে মদুখানে মংপার্ষপরিবর্তনে।

ফলমূলজলাহারী ছদি শল্যং মমার্পয়েৎ ॥” (একাদশীতর)

মর্দ্যগণের শয়নবিধিনিবেশ।

বহুপুংসে বর্ণিত হইয়াছে যে সায়ংসন্ধ্যাবন্দনাদি অবস্থানে
অগ্নিতে আহুতি এবং সন্ধ্যার উপাসনান্তর ভূতাদি পরিবারবর্গের
সহিত লম্বুতর ভোজন করিয়া তদনন্তর গোময়লিপ্ত নির্জন
পবিত্র প্রদেশে শয়ন কর্তব্য। শয়নকালে নিয় লিপিত নিয়ম
গুলি প্রতিপালনীয়। যথা—জানিগল যে গৃহের উত্তর এবং
পূর্বদিক ক্রমশঃ নিয় তথায় শয়ন স্থান নির্দেশ করিবে। শয়ন-
কালে সর্বদা পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে মস্তক রাখা উচিত; উত্তর এবং
পশ্চিম দিকে কখনই রাখিবে না। পরম্পর অবস্থানে বা ত্রিগা-

গুভাবে শরন করা কঠোর কর্তব্য নহে। শূন্তাশ্রমে অর্থাৎ ছাড়া বাড়ীতে, ঋশানে, একবৃক্ষে, চতুশ্পথে, মহাদেবগৃহে, বক্ষনাগার-তলে অর্থাৎ যে সকল স্থানে বক্ষ, বক্ষ প্রভৃতি গ্রহ বা সর্পদিগের আশ্রয় আছে তথায়, খাতগৃহে, গুরুজন বা বিশ্রবর্গের অবস্থিতি স্থান হইতে উপরিস্থ স্থানে, অন্তর্গত প্রদেশে, ভূপদ্বাদি পরিপূর্ণ স্থানে, নিম্নে অন্তর্গত, শিখা রহিত বা উল্লঙ্গ অবস্থার, দীক্ষা ব্যতি-
রেক গর্ভদেশে, দ্বিবাভাগে, উত্তর সন্ধ্যাকালে, পূর্বোত্তাপরি, শূন্ত স্থানে, দেবাপ্রিত বৃক্ষে, জলস্রিম হারবৃত্ত গৃহে, অর্থাৎ যে গৃহের হারদেশে অত্যন্ত জলকর্দমান্ত সেই গৃহে, আত্মপদে বা অখ্যোত পদে, পলাশকাষ্ঠ নির্মিত খট্টাদিতে, বহুবিরীর্ণ স্থানে বিহ্বাৎ বা অমিহ্বত স্থানে, জলের উপর এবং শরনের আসনে শরন নিবিদ্ধ; অতএব ইহার কোনরূপ ব্যত্যয় করিলে লোক ইহ-
কালে সাতিশর হুণী এবং পরকালে নিরয়গামী হয়। (বক্ষিপুরণ)

শূন্তাশ্রম মতে সূর্য্যবিহীনস্থানে শরনশয্যার পাতনোত্তোলন নিবিদ্ধ অর্থাৎ প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের পর শয্যা পতিত এবং সূর্য্যোদয়ের উদয়ের পূর্বে তাহা উত্তোলিত করিবে।

“তাহারানুষ্ঠান্যনি নিত্যায়িলানি চ।

সূর্য্যাবলোকদীপানি লক্ষ্য বৈশ্বানি ভাজনম্।” (শ্রুতি)

ব্যাস বলেন, শরনকালে শিরোভাগের অনতিদূরে একটী মাঙ্গল্য পূর্ণকৃত্ত বৈদিক গারুড়মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক স্থাপন করিয়া নিদ্রা যাইবে।

গর্গ বলিয়াছেন যে যুগুহে দক্ষিণ বা পূর্ব্বদিকে এবং প্রবাসে পশ্চিম দিকে মত্তক রাখিয়া শরন করিলে আয়ুর্ভূক্তি হয়। কিন্তু কখন উত্তর দিকে মত্তক রাখিয়া শরন করিবে না।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে উক্ত হইয়াছে, পূর্ব্বদিকে মত্তক রাখিয়া শরন করিলে ধনলাভ, দক্ষিণদিকে আয়ুর্ভূক্তি, পশ্চিমদিকে প্রবল চিত্তা এবং উত্তর দিকে হানি ও মৃত্যু হয়। আর প্রত্যহ নিশা কালে বিজুকে নমস্কার করিয়া সমাধিস্থ হইয়া নিদ্রিত হইবে। কখনও শূন্তগৃহে, ঋশানে, একবৃক্ষে, চতুশ্পথে, মহাদেব-গৃহে, পূর্ব্বাশ্রমোষ্ট্র, বা গুলির মধ্যে, খাত, গো, বিশ্র, দেবতা ও গুরুজন হইতে উচ্চাসনে, তদনুযায়, অপবিত্র শয্যায়, স্বয়ং অপবিত্র অবস্থায়, আর্জি বসনে, উল্লাবস্থায়, উত্তর বা পশ্চিম দিকে মত্তক রাখিয়া, শূন্ত বা অনাবৃত স্থানে এবং দেবতাপ্রিত বৃক্ষে শরন করিবে না।

মন্তসূক্তের ৪৪পটলে উল্লিখিত হইয়াছে,—গৃহী ব্যক্তি সন্ধ্যার পর যথোক্ত সময়ে আহারান্তে পানাদি পৌচবিধানান্তর যথা-বিধি মন্তোচ্চারণপূর্ব্বক শয্যাপার্শ্বে গমন করিবে। কিন্তু শাল্মী, কদম্ব, নীপ, মল্লার, পলাশ ও বট প্রভৃতির কাষ্ঠনির্মিত এবং কুশময় শয্যায় কখন শরন করিবে না, কারণ তাহা হইলে অশেষ

পাপভাগী হইতে হয়। এতদ্বির বৃক্ষাদির মূলদেশে, পাট, শণ প্রভৃতির স্ত্রোণরি, তুক্রাধি ব্যায় অপবিত্র শয্যায়, খড়্গ ভূপ প্রভৃতির উপর, নিরবচ্ছিন্ন যুক্তিকার উপর এবং পট্টবস্ত্র ও কলকী অর্থাৎ কোন রকম দাপবৃত্ত কথলে শরন নিবিদ্ধ। গৃহীর পক্ষে তুল্য নির্মিত শয্যা বা শুদ্ধ স্ত্রোণরি শরনের ব্যবস্থা আছে।

বিজুপুরাণে বিবৃত হইয়াছে যে সূর্য্যোদয় গগনে উদিত হওয়া পর্য্যন্ত এবং তাহার অন্তগমন মাত্রই যদি পীড়িত লোক ভিন্ন কেহ শয্যাগাশে শরন অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রায়শ্চিত্তার্থ।

ভাবপ্রকাশে কথিত হইয়াছে যে, ভোজনোত্তর ধীরে ধীরে শতপদ গমনান্তর শরন করিলে শরীরের পুষ্টি হয়।

“ভুক্তোপনিশতস্তদন শরনাত তু পুষ্টিঃ।

আয়ুঃসংক্রমণাত মৃত্যুর্থাষিতি ধাবতঃ।”

উক্ত শরনের ব্যবস্থা এইরূপ—

অষ্টবাস পরিমিত কাল উত্তান ভাবে, তাহার বিস্তৃতিত কাল দক্ষিণপার্শ্বে এবং তাহার বিগুণ কাল অর্থাৎ যে কালে (৮ × ২ × ২) ৩২ বার শ্বাস প্রবাহিত হইতে পারে সেই সময় পর্য্যন্ত বাম পার্শ্বে শরনান্তর পরে বৈজ্ঞানিক শরন করিবে। অষ্টবর্গের বাম পার্শ্বে নাভির উর্দ্ধ দেশে পাচকারির অধিষ্ঠান, অতএব ভুক্তবস্ত্র সম্পূর্ণ রূপে জীর্ণ হইবার জন্য ভোজনের পর বাম পার্শ্বে শরন করাই সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য।

খট্টান শয্যায় শরনতপ।

খট্টা অর্থাৎ খাটাদিতে শরন করিলে ত্রিদোষের শমতা হয়; তুলানির্মিত শয্যায় শরন বাতশ্লেষ্মনাশক; ভূশয্যা শরীরের উপচরকারক ও গুরুজনক; কাষ্ঠপীঠের শয্যা বায়ুবদ্ধক।

কোন কোন মতে ভূশয্যা অত্যন্ত বায়ুবদ্ধক, কক্ষ এবং রক্তপিত্তবিনাশক।

“ভূশয্যা বাতলাভী বক্ষা পিত্তাশ্লানিশনী।” (ভাবপ্রকাশ)

ভূশয্যা অর্থাৎ অতিশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হৃদ্বকেননিত শয্যায় শরন করিলে অন্তঃকরণের স্মৃতি, শরীরের পুষ্টিতা, সহজে নিদ্রা-কর্ষণ, ধারণাশক্তির বৃদ্ধি, প্রমদাশ এবং বায়ু প্রশমিত হয়। নিবৃত্ত শয্যা ইহার বিপরীত গুণবিশিষ্ট; অতএব তাহাতে শরন করা কর্তব্য নহে।

এ গ্রহগণের দ্বাদশ ভাবের অন্ততম ভাব বা অবস্থা, গ্রহ-বিগের ভাব বা অবস্থাবিশেষ। নিম্নে প্রত্যেক গ্রহের শরন ভাব নির্ণয় ও তদনুযায় প্রহের কল বিবরণ বিবৃত করা যাইতেছে,—
গ্রহবিগের শরনাবি ভাব জানিতে হইলে জাতকের জন্ম সময়ে গ্রহগণ কোন্ কোন্ নক্ষত্রে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাহা লক্ষ্য গ্রহণে নির্ণয় করিতে হয়, পরে ঐ গ্রহাধিপতি নক্ষত্রসংখ্যা দ্বারা

ঐ সংখ্যাকে গুণ করিবে, তৎপরে গ্রহগণ স্বীয় অধিষ্ঠিত রাশির
বে নবাংশে অবস্থিত করিতেছেন, সেই নবাংশ পরিমিত অক্ষরারা
ঐ গুণফলকে আবার গুণ করিতে হয়। এক্ষণে গ্রহগণের
আপন জন্ম নক্ষত্র ঐ জাতকের জন্মলগ্নসংখ্যক অক্ষ এবং উক্তরা-
বধি বহু দণ্ডে তাকার জন্ম হইয়াছে, সেট দণ্ড পূর্বোক্ত গুণফলে
যোগ করিয়া তাহাকে ১২ দিরা ভাগ করলে যদি ভাগশেষ এক
থাকে, তবে সেই গ্রহের শয়নভাব জানিবে। এইরূপ দুই
থাকিলে উপবেশন ইত্যাদি।

গ্রহগণের জন্মনক্ষত্র যথা—রবির জন্মনক্ষত্র ১৬ বিশাখা।
চন্দ্রের ৩ কৃত্তিকা। মঙ্গলের ২০ পূর্বাষাঢ়া। বুধের ২২ শ্রবণা।
বৃহস্পতির ১১ পূর্বফল্গুনী। শুক্রের ৮ পুষ্যা। শনির ২৭
রেবতী। রাতর ২ তরুণী। কেতুর ৯ অশ্লেষা।

কোন পাপগ্রহ শয়ন বা নিম্নিত অবস্থায় অস্ত্র কোন পাপ
গ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট না হইয়া সপ্তম অর্থাৎ জন্মস্থানে অবস্থিত করিলে
জাতকের শুভকল হইয়া থাকে। রিপূদৃষ্ট ও রিপুগৃহাগত পাপ-
গ্রহ ঐ ঐ অবস্থাপন্ন হইয়া সপ্তমে থাকিলে পত্নীসহ জাতকের মৃত্যু
সংঘটিত হয়; ঐরূপ ভাবাপন্ন শুভগ্রহ শুভাশুভগ্রহ কর্তৃক
দৃষ্ট হইলে জাতকের মাতা প্রথম পত্নীর বিরোগ হয়।

উক্ত ভাবধারণ পাপগ্রহ সূত বা পক্ষম স্থানে থাকিলে
জাতকের বিলক্ষণ শুভ হইয়া থাকে, ঐ গ্রহ যদি স্বীয় উচ্চ,
বা মূলত্রিকোণস্থ হয়, তবে সম্ভানের হানি হয়। ঐ ঐ অবস্থাপন্ন
শুভগ্রহ যদি শুভগ্রহ দৃষ্ট হইয়া সূতস্থানে অবস্থান করে, তাহা
হইলে জাতকের প্রথম সম্ভানটীর মাতা অনিষ্ট হয়।

মৃত্যু বা অষ্টম স্থানে ঐ অবস্থাপন্নসম্পন্ন পাপগ্রহ থাকিলে
যদি কোন শত্রুর হস্তে জাতকের অপমৃত্যু ঘটে; কিন্তু ঐ
পাপগ্রহ শুভদৃষ্ট হইলে নিঃসন্দেহে উহার গঙ্গাতীরে মৃত্যু হয়।
শত্রু বা পাপগ্রহদৃষ্ট শুভগ্রহ শয়ন ভাবে মৃত্যু স্থানে থাকিলে
শিরশ্ছেদ হয়; বিশেষতঃ শনি, মঙ্গল বা রাহু ঐরূপ ভাবে ঐ
স্থানে থাকিলে হয় অপমৃত্যু নয় শিরশ্ছেদ অনিবার্য।

কর্ম অর্থাৎ দশম স্থানে শয়ন বা ভোজনভাবাপন্ন পাপগ্রহ
থাকিলে জাতক দারিদ্র্য হেতু পৃথিবীর বুরিরা বেড়ায়।

রবি শয়নভাবে কোন স্থানে অবস্থান করিলে জাতক
মনসি, পিতৃশূল, স্রীপদ ও গৃহরোগে আক্রান্ত হয়।

চন্দ্র শয়নভাবাপন্ন হইলে লোক ক্রোধী, দরিদ্র, লাতিশয়
লম্পট ও গৃহরোগী হয়, এমন কি প্রায় সর্বদাই তাকার দেহ
অস্থির থাকে। (চন্দ্র লগ্নস্থ হইয়া শয়নাবস্থাপন্ন হইলেই জাত-
কের এই সকল রোগাধির আধিক্য দেখা যায়, অস্ত্রস্থানস্থ হইলে
ভুত বেশী হয় না।)

শয়নাবস্থাপন্ন বুধ লগ্নে থাকিলে বালক ধনবান্, সর্বদা

ক্ষুদ্রিত ও বঞ্ছ এবং তাহার অলঙ্কার হয়; অস্ত্রস্থানে ঐরূপ
ভাবে থাকিলে উহার দারিদ্র্য ও লাতিশয় লম্পট্য ঘোষ ঘটে।

বৃহস্পতি শয়নাবস্থায় কোন স্থানে থাকিলে মানব বিভা বৃদ্ধি
সম্বিত, নানা গুণযুক্ত, দাতা ও সুখী হয়।

সপ্তম কিম্বা একাদশ স্থানে শুক্রের শয়নাবস্থা ঘটিলে লোক
কখনই দরিদ্র হয় না, তাহার নিরন্তর সুখ থাকে, এবং কম
করিয়া হইলেও তাহার লাভটা পুত্র ও পাঁচটা কন্যা প্রায়ই
হইতে দেখা যায়; তবে গ্রহের বলাবল বৃদ্ধি ইহার নূনাদিকও
হইতে পারে। ঐ অবস্থায় অস্ত্রগৃহে থাকিলে জাতক ধনবান্,
ধার্মিক ও সুখী হয় কিন্তু তাহার অবস্ত্র পুত্রনাশ ঘটে।

মঙ্গল শয়ন ভাবে কোন স্থানে অবস্থান করিলে জাতক
লম্পট, ক্রপণ, সুখী, মহাক্রোধী, মহাদক্ষ ও পণ্ডিত হয়; কিন্তু
ঐরূপ ভাবে পক্ষম ও সপ্তম স্থানে থাকিলে যথাক্রমে তাহার
প্রথম অপত্য এবং প্রথম স্ত্রী বিনষ্ট হয়। শত্রুগৃহস্থ মঙ্গল রিপু
কর্তৃক দৃষ্ট হইলে জাতকের কর্ণনাশি বা ভূজচ্ছেদ এবং তথায়
থাকিয়া শনি ও রাহুযুক্ত হইলে উহার শিরশ্ছেদ ঘটে। শয়ন-
ভাবাপন্ন মঙ্গল যদি লগ্নে অবস্থান করে, তাহা হইলে জাতক নানা
রোগসমন্বিত এবং দক্ষ, কুষ্ঠ, বিচর্চিকা প্রভৃতি দ্বারা তাহার
দেহ ভঙ্গ হয়।

শনির শয়ন ভাবে জাতক ক্ষুদ্রিত, বিকলাঙ্গ ও গৃহরোগী এবং
তাহার কেষুদ্রি রোগ হয়। লগ্ন, বট ও অষ্টমে উহার ঐ
অবস্থা হইলে মানব চিরপ্রবাসী, দরিদ্র ও লাতিশয় বিকলাঙ্গ হয়।
পক্ষম, নবম, দশম ও সপ্তমে যদি তাহার শয়নভাব দেখা যায়,
তবে লোক পুত্রবান্ ও সর্বপ্রকারে সুখী হয়।

বাহার জন্মকালে রাহুর শয়ন অবস্থা ঘটে, তাহার বহুদ্রোণ ও
মহাদ্রোণ উপস্থিত হয় এবং সে স্রীপদরোগগ্রস্ত হইয়া থাকে।
রাজারও এই অবস্থায় জন্ম হইলে তাহার নিত্য ধনহানি ও
পীড়াহি হয়। কিন্তু বুধ, মিতুন, সিংহ ও কন্যা রাশিতে থাকিয়া
শয়নভাবগ্রস্ত হইলে লোক বাবতীর সুখের অধিকারী হয়।

শয়নকক্ষ (পুং) শয়নঘর, শয়নপ্রকোষ্ঠ।

শয়নগৃহ (স্ত্রী) শয়নঘর, যে ঘরে শয়ন করা হয়।

শয়নঘর, শয়নগৃহ, শুইবার ঘর।

শয়নপ্রকোষ্ঠ (পুং) শয়নগৃহ, শয়নমহল।

শয়নভূমি (স্ত্রী) শয়নস্থান, যে ভূমিতে শয়ন করা যায়।

শয়নমন্দির (স্ত্রী) শয়নগৃহ, শুইবার ঘর।

শয়নমহল, শয়নঘর।

শয়নবাসস্ (স্ত্রী) যে বস্ত্র পরিধান করিয়া শয়ন করা হয়,
রাজিবাস কাপড়।

শয়নস্থান (স্ত্রী) শয়নভূমি।

শয়নাগার (পুং) শয়নগৃহ।

শয়নাবাস (পুং) শয়নার্থ বাসগৃহ।

শয়নান্বেষণ (ক্ৰী) শয়নযোগ্য, বাহাতে শয়ন করা বাটতে পারে।

শয়নীয় (ক্ৰী) শেত্বেতমিতি শীত-অনীরদ্ অধিকরণে। শয্যা, বিছানা। (অমর) (ত্রি) ২ শয়নযোগ্য, শয়ন করিবার উপযুক্ত। (রামায়ণ ২।৭২।১১)

শয়নীয়ক (ক্ৰী) শয়নীরসেব বার্থে কন্। শয্যা।

(কথাসরিৎসাগর ৩৩।১৭৭)

শয়নীয়গৃহ (ক্ৰী) যে গৃহে শয়ন করা বাটতে পারে।

শয়নীয়বাস (পুং) শয়নকালীন পরিধেয় বস্ত্র।

শয়নৈকাদশী (ক্ৰী) শয়নার শয়নস্ত বা একাদশী। ক্রীহরির শয়নগণকায় তিথি, আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশী।

[বিবৃতি বিবরণ শয়ন ও হরিশয়ন শব্দে দ্রষ্টব্য।]

শয়াণ্ড (পুং) তন্মাক দেশ বা জনপদভেদ।

শয়াণ্ডভুক্ত (পুং) শয়াণ্ডান্যে বিবরণে দেশঃ। শয়াণ্ড নামক জনপদবাসীদিগের বিবরণ বা দেশ। (পা ৪।১৫৪)

শয়াণ্ডক (পুং) কুকলাস। (শুক্রযজ্ঞঃ ২৪ ৩৩)

শয়ান (পুং ক্ৰী) নিদ্রিত, যে শয়ন করিয়া আছে।

শয়ানক (পুং) শী-শানচ্ ততঃ কন্ যদা 'আনকঃ শীঙ্' তিয়ঃ ইতি আনক্'। (উপনিষদে) ১ সর্গ। ২ কুকলাস।

শয়ামুত্র (ক্ৰী) শয়ামুত্র, বিছানার মুত্রতাগ।

শয়ালু (ত্রি) শী-আলুচ্ (আলুচি শীঙো গ্রহণ্য কর্তব্যম্। পা ৫।২।১৫৮ বাটিক) ১ নিদ্রাশীল। (মাব ২।৮০) (পুং) ২ অজ-গর, সর্প। ৩ কুকলাস।

শয়িত (ত্রি) শী-ক্। ১ নিদ্রালু। (অমর) ২ কৃতশয়ন, যে শয়ন করিয়াছে। (কথাসরিৎসা ৫৬।১৮৭) ৩ বসন্ত-কুহম, চালিত।

'বসন্তকুহমঃ শেলুঃ শয়িতো দ্বিজকুংসিতঃ' (শঙ্করায়)

(ক্ৰী) ৪ শয়ন। ৫ নিদ্রিত। ৬ নিদ্রা।

শয়িতবৎ (ত্রি) শী-ক্-বত্। নিদ্রালু।

শয়িতব্য (ক্ৰী) শয়ন করিবার যোগ্য। (কথাসরিৎসা ১।১।৪৮)

শয়িত্ব (ত্রি) শী-কৃচ্ (পা ৪।২।১৫) শয়নকারী, যিনি শয়ন করেন।

শয়ু (পুং) শী-উ। ১ অজগর, সর্প। (অমর) ২ ঋষিবেশ্য।

'যাতির্মায়া শব্দে যান্ত্রিকতয়ে।' (শুক ১।২।২।১৬)

'শব্দে এতৎসংজ্ঞকায় শব্দে।' (সারণ)

(ত্রি) ৩ শয়ান।

'কৃৎসে মাতং বিধবামকৃৎ শয়ুঃ কথ্যমজিথাঃ স্কটরতম্।'

(শুক ৪।১৬।১০) 'কৃৎসে মাতং চরতং জগতং বা জ্যে কৃৎসে মাতং।' (সারণ)

শয়ুজ্ঞা (পুং) ১ শয়ন, নিবাসবাস। ২ শয়ু নামক ঋষির জ্যেষ্ঠকর্তৃ।

'কুহ মাতা কৃৎসিৎ কাব্যত দিবো নপাতা যুযা শয়ুজ্ঞা।'

(শুক ১।১১।১২)

'শয়ুজ্ঞা শয়নে নিবাসনানে বর্তমানস্ত কাব্যত তর্গবস্ত কৃৎসিৎ শৌভনাং জ্যতিং প্রোক্তং যাতা গজন্তো যদা শয়ুজ্যো-তমধিনোষিষেবণং শয়ুজ্যাত্যকৌ যুযা।' (সারণ)

শয়ুন (পুং) শী-উন (উপনিষদে)। অজগর, সর্প।

শয্যাস্ত্র (পুং) জৈনদিগের ছত্র প্রত্যেকেরলীর একতম। সম্ভবতঃ শয্যাস্ত্রের পাঠান্তর।

শয্যাস্ত্র (পুং) জৈনদিগের ছত্র প্রত্যেকেরলীর একজন।

শয্যা (ক্ৰী) শী কাণ্ সংজ্ঞায়াং সমজ্যেতি (পা ১।৩।২২, ১ শুক্লন। (মেঘিনী) শীয়েতে যত্র সা। ২ বিছানা, বাহাতে শয়ন করা যায়। পর্যায়—শয়নীয়, শয়ন, তন্ন, শয়নীয়ক। (শঙ্করত্না)

শয্যা ও আসনাদি কুহুমকুমোলা হওয়া কর্তব্য, তাহাতে নিয়ত শয়নোপবেশনাদি করিলে নিজা, পুষ্টি ও ধৃতিশক্তি বৃদ্ধি এবং শ্রমজন্ত প্রকৃষ্ট বায়ু বিনষ্ট হয়। ইহার বিপরীত অর্থাৎ কর্ণা শয্যায় শয়ন করিলে এই সকল গুণেরও বৈপরীতা ঘটে। ভূশয্যা বাতপিত্তপ্রশমনী, বৃংহণী ও গুরুবর্দ্ধিনী। খট্টা বাতবিবর্দ্ধিনী এবং পট্টশয্যা অতি রক্ততম ও সাতিশয় বাত-প্রাকোপণী। (রাজবল্লভ)

কাহারও কাহারও মতে খট্টা ত্রিদোষশমনী; তুলিকা-শয্যা বাতকফপহারিণী; ভূশয্যা বৃংহণী ও গুরুণা; কাঠ এবং পট্টশয্যা বাতলা।

'ত্রিদোষশমনী খট্টা তুলী বাতকফপহা।

ভূশয্যা বৃংহণী যুযা কাঠপট্টী তু বাতলা।' (বৈভক)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে, ভূশয্যা নিরতিশয় বাতলা, কন্দ ও রক্তপিত্তবিনাশিনী।

বিকৃপরাগে বিবৃত হইয়াছে যে, গৃহীলোক সায়ংকালীন ভোজনোত্তর হস্তপাদাধিশৌচ সম্পন্ন করিয়া অক্ষুণ্ণিত দাক-নির্মিত সুপ্রশস্ত অস্তর সমতল অতিশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শয্যোপরি শয়ন করিবে; অবিস্মৃত না কোন ক্ষতময়ী শয্যায় কখনও শয়ন করিবে না। (বিকৃপ ৩৭ অংশ ১১ অঃ)

শয্যানামকল।

তদ্বিভবে উক্ত হইয়াছে যে, গৃহ, দ্বার, হরীতকী, পাটকা, ছত্র, মালা, চন্দনাদি অমুলেপনক্রিয়া, লক্ষটাদি দান, বৃক্ষ, শয্যা এবং বাহার নির্দেশ নিকট যে বস্ত্র অত্যন্ত পরি, সেই সকল

দ্রব্য দান করিলে গৃহীগোষ্ঠের সার্বভৌম স্বত্বভাগ হয়। বিশেষতঃ সমর্থসম্বল শয্যাধিকারী কখনই লোককে প্রত্যাখ্যান করা কর্তব্য নহে; কেননা রাজকীয় বলিগাছের যে, কুশ, শাক, ছত্র, মণ্ড, গজদ্বন্দ্ব, পুষ্প, বধি, কিত্তি, মাংস, শয্যা, আসন, বান ও জল এই সকল দ্রব্যদানে কখনই কাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে না।

“গৃহস্থভোক্তোরোপানকরান্যাহ্নলেননম্।

০ বানং বৃক্ষং প্রিয়ং শয্যাং দব্যাত্যক্তং স্ত্রী তবৎ ॥”

‘প্রিয়ং বদ্যত হন্যাদি। প্রতিগ্রহসমর্থেন শয্যা ন প্রত্যাখ্যেয়া।’

“কুশাঃ শাকাঃ পরো মন্ত্রা গজাঃ পুষ্পাঃ বধিকিত্তিঃ।

মাংসশয্যালসং বানঃ প্রত্যাখ্যেয়ং ন বারি চ ॥” (রাজকীয়)

ব্রহ্মপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে, মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে অর্থাৎ মৃত্যুর সহিত যে সকল শয্যা দি দেওয়া যায় তাহা এবং সুমুখ বা মৃতব্যক্তির উদ্ধারকামনায় যে সকল তিল ও ধেনু দান করা হয়, উহা যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহ করে সে কাহাণি নরক হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে না। তবে ঐতানারিস দেবতার উদ্দেশ্যে যে সকল ছত্র, কুশাজিন, শয্যা, রথ, আসন, পাছকা, শকটাদি দান এবং প্রাণবঞ্জিত যে কোন দ্রব্য দান করা যায়, মনুষ্য তাহা গ্রহণ করিতে পারে।

“ছত্রং কুশাজিনং শয্যাং রথমাসনমেব চ।

উপানহৌ তথা বানং তথা বৎ প্রাণবঞ্জিতম্।

ঐতানারিসম্ভেতং প্রতিগ্রহীত মানবঃ ॥” (ওজিতব)

দেবীপুরাণে পুষ্পাভিষেক নামক অধ্যায়ে শয্যাপটক অর্থাৎ শীতশয্যার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে; বধা—দুই হস্ত দীর্ঘ, হস্তপারমিত বিস্তৃতিযুক্ত দশাঙ্গুল উচ্চারক্শিষ্ট রক্তাকার বর্ণা অশ্লোষিত পীঠক উপবেশনার্থ প্রস্তুত করিবে; বানার্থ প্রস্তুত করিতে হইলে সাদৃশ্যত ব্যাস ধরিয়া বৃত্তাকারে করিতে হইবে; শরনের জন্ত ব্যবহার করিতে হইলে উহাকে চারি হস্ত পরিমাণে বীর্ণ করা কর্তব্য। (দেবীপুরাণ পুষ্পাভিষেক)

শয্যাগত (ত্রি) ১ শয্যাগামী। ২ পীড়িত, যিনি পীড়ানিবন্ধন শয্যাভাগ করিয়া উথানে অসমর্থ।

শয্যাগৃহ (ক্ৰী) শয়নগৃহ; শুইবার ঘর।

শয্যাচ্ছাদন (ক্ৰী) আচ্ছাদন, শয্যার উপরি বস্ত্রাবরণ, চলিত বিছানার ঢাবর।

শয্যাধ্যক্ষ (পুং) শয্যাপাল।

শয্যাপতিত (ত্রি) শয্যাগত।

শয্যাপালক (পুং) ১ রাজার শয়ন গৃহপরিরক্ষক। ২ রাজ-প্রসাদে শয়নগৃহ ও শয্যাধির পরিদর্শক, বাস খাসদাস।

শয্যাপালক (ক্ৰী) শয্যাপালকের কার্য।

শয্যামুক্ত (ক্ৰী) শিতবিগের রোগভেদ, চলিত সৈজি মোতা, বাসকের। শয্যার অসাড়ে মূত্র নিঃসারণ করিয়া থাকে।

শয্যাবাসবেশ্মন (ক্ৰী) শয়নগৃহ। (কথাসরিৎসা* ৪৩১৮০)

শয্যাবেশ্মন (ক্ৰী) শয্যাগৃহ, শয়নঘর।

শয্যোৎসঙ্গ (পুং) শয্যার পার্শ্ববেশ। মতান্তরে শয্যার মধ্যস্থান।

শয্যোৎখায়স্ (অবা) শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবার উপযুক্ত সময়, প্রাতঃকাল।

শর (পুং) শৃণাত্যনেনেতি শৃ-হিৎসে (জ্যোতঃশৃ। পা ৩.২.৭)

ইতি অশ্। অনামবাচ্য তৃণভেদ। পর্যায়—ইলু, কাণ্ড, বাণ, বৃক্ক, তেজন, ওজক, উৎকট, শারক, কুর, ইলুগ্র, কুরিকা, পত্র, বিশিখ। বৈভকমতে গুণ—মধুর, তিক্ত, ঐষহক, কফ, শ্রম ও মত্ততানাপক, বলবীৰ্য্যকারক, ইহা প্রতিদিন সেবন করিলে বাতবর্জক। (রাজনি*)

ইহা অতিশয় বড় বড় হয় এবং ইহার ডাঁটা বিশেষ উপকারে লাগে। উত্তিষিগুণ দেশভেদে পার্থক্য নিরূপণ করিয়া ইহার তিন ভিন্ন নামকরণ করিয়াছেন; বধা—সকলবর্ণ Saccharum para ও S. Munja এবং এডোপান S. Oiliare; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই তৃণজাতি এক, নামভেদ হইলেও উহাদের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। দেশভেদেও ইহা বিভিন্ন নামে প্রচলিত হিন্দী—শর, শরকাণ্ড, শরকা, শরপাত, শরপত্র, রামশর, মুজা, বাঙ্গালা শর; সাঁওতাল—শর; যুক্তপ্রদেশের পূর্বাংশ—পাতাবর; ঐ পশ্চিমাংশে—ইকর, শরহর, শরকাণ্ড; অযোধ্যা—পালবা; পঞ্জাব—খড়কানা, কাণ্ড, সর্জবর, শরকা; আজমীর—শর, শরপাত; সিদ্ধাসল—শর; সিদ্ধুর পশ্চিম পাড়—দগী, দাগা, কড়ি; তেলগু—ওজা, গোণিকা; ইংরাজী—Pen-reed grass.

উত্তরপশ্চিম ভারত এবং পঞ্জাবের সমতল প্রান্তরে প্রচুত পরিমাণে এই তৃণ জন্মে। ইহা দেখিতে দীর্ঘাকার ও সূক্ষ্ম। সাধারণতঃ ৮ হইতে ১২ ফিট পর্যন্ত উচ্চ হয়। জন্ম কখন নদীতীরস্থিত জমি অথবা যে সকল নিম্নভূমি নদীর বত্বরে জল-প্রাণিত হয়, সেইরূপ জমির আগের উপর শরশাস পুতিয়া রেডা সেওয়া হইয়া থাকে। এরূপ জলসিক্ত ভূমিতে গাছগুলি অতিশয় বাড়িয়া পড়ে এবং অত্যন্ত উচ্চ স্থানজাত তৃণের অপেক্ষা ইহার আকৃতিগত অনেক পরিবর্তন ঘটে। ইহার কাণ্ডায়ক পত্রবৃত্ত হইতে যে আঁইস বাহির হয়, তাহাতে উৎকৃষ্ট রস প্রস্তুত হইয়া থাকে। বর্ষাপ্রসঙ্গে ইহা গুল্পিত হয়। Erianthus R. venosus নামক তৃণ বিশেষের সহিত ইহার আকৃতিগত ও স্বভাবগত অনেক মৌসামুদ্র আছে। অনেককে এই দুইটা দেখিয়া ভ্রমে পতিত হন; কিন্তু ইহাদের পুষ্পোদ্বগ্নকালের পার্থক্য

আছে। শেবোক্ত কৃপের পুষ্পনির্গমের বহুপরে প্রথমোক্ত বৃক্ষ পুষ্পিত হয়।

পঞ্চমে ইহার মূল 'মর্ডলক' নামে বিক্রীত হয়, ইহা প্রযুক্তির একটি উপকারক ঔষধ। সস্তান প্রযুক্ত হইলে এই গর্ভগন্ধ প্রযুক্তির সময়ে আলাদা হয়। ইহার বৃক্ষ অগ্নিদ্রব্য বা কত স্থানের বিশেষ উপকারী। ইহার মূল বা আঁঠুস অতিশয় দৃঢ়, টানসহ এবং জলে সহজে গটে না। আলাহাবাদ ও মীর্জাপুরের মাঝিরা শরৎকৃষিনির্মিত দড়ি দিয়া নৌকা টানিয়া লইয়া যায়। ইহাখানার সৰু দড়ি, মাদুর, বড়ি ও কাগজ প্রভৃতি হইয়া থাকে। শরৎগাছের আগার শকটাদির ছাদ ছাওয়া হয়। নিজের মোটা ডাঁটা বা কাণা হইতে কেদারা, টেবিল, বড়ি, পর্দা, খাড়াবি শক্তের গোলা, গৃহের ছাদ ও কৃপের পাড় প্রভৃতি প্রভৃত-বিষয়ে শরের পর্যাপ্ত ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৮০-৮৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার বখন আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী খোলা হয়, তখন বহুসংখ্যক শরের বর গড়ের মাঠে নিম্নিত হইয়াছিল।

ইহার কচি কচি পাতা গবাদির খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। শীতকালে পঞ্জাববাসীরা গবাদিকে ইহার শুষ্কপত্র ভূষি ও ছোলার সঙ্গে খাওয়ার। ইহার ডাটার লিখিবার কলম প্রস্তুত হয়। আরবী, পারসী ও ভারতের বিভিন্ন জাতির তাহালাপ শরের কলমে লিখিত হয়। পূর্বে বেত-পুরুষেরা শর হইতে বাণ প্রস্তুত করিত। এখনও সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতি অসভ্য-জাতিরা শরখানার বাণ প্রস্তুত করিয়া থাকে। শরশতীপূজার সময় দেবীসমক্ষে শর বা খাঁকের কলম দিয়া পূজা করা হয়।

শরকাণ্ড (S. arundinaceum বা S. procerum, এই জাতির অপর একটি প্রেণী। পর্বতাদির বাসুকামর শৃঙ্গদেশে ও সমতল ক্ষেত্রে এই তৃণ জন্মে। ইহা ভারতে প্রায় ২০ ফিট উচ্চ হয়। কার্তিক মাসে এই তৃণগুল পুষ্পভারে অবনত হইয়া অতিশয় সুন্দর দৃশ্য ধারণ করে। ইহা দেখিতে প্রায় ইক্ষুর (S. officinarum) জায়, কিন্তু বাহ্যদৃষ্টে ভদ্রপেছা অনেকাংশে সুন্দর; ইহাতে উপরি উক্ত শরের জায় নানা ব্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই শরের পুষ্পবৃক্ষ অগ্রভাগ হইতে খাঁটা, চুপকী, চামুণী, পাখা প্রভৃতি হইয়া থাকে।

২ বাণ।

"তবমরুততো মঠেদুর্ভাগ্য প্রশমিতারিতিঃ।

প্রত্যাদ্যন্ত ইব মে দৃষ্টলক্যভদ্রঃ শরাঃ।" (রবী ১৮১)

৩ বধ্যগ্রভাগ, দধির প্রথমে যে সারভাগ জন্মিয়া থাকে, জাহাঙ্কে শর কহে, ইহার পর্যায় দধিসার, দধিমেহ, কট্টর। (ভরঙ্গমালা) দুই আল দিলে তাহার অগ্রভাগ শর পড়ে।

৪ উল্লি। ৫ মহাপিত্তিকর। (রাজনি) ৬ হিলা।

৭ জ্যোতিষোক্ত পঞ্চমার, কামদেবের পঞ্চমার হইতে শর শব্দ পাঁচ অক্ষর হয়। ৮ অমরভেদ। (হরিকণ্ঠ) ৯ বচনভেদের পুত্র।

(রবী ১১১৮১২৩ ১০ শিব। ১১ জল। ১২ বৃত্তান্তের

সিদ্ধি (Size of ৪০ ৪০)

শরক (ত্রি) শরত্বভব। (পা ৪১৮০)

শরকাণ্ড (পুং) শরকণ্ড।

শরকার (পুং) বাণনির্ঘাতা, যে শর কাটিয়া ভীর প্রোক্ত করে।

শরকুণ্ডেশ্বর (ত্রি) শরকুণ্ডে অবস্থানকারী (অমর)। (রামায়ণ)

শরকূপ (পুং) প্রোষণভেদ। (ললিতাবস্তর)

শরগুপ্ত (পুং) ১ শরত্ব। ২ বানরবিষয়ে। (রামা ৪৪১৩)

শরবাত (পুং) শর হন-বাক্য। শরবাত, শরবাত।

শরচন্দ্র (পুং) শরৎ কালের চন্দ্র।

শরচ্ছাশিন্ (পুং) শরৎ কালের চন্দ্র।

শরচ্ছালি (পুং) শরদীর খাত।

শরচ্ছাশিন্ (পুং) ময়ূর। (ভারত শাস্তি)

শরজ (স্ত্রী) শরৎ আরতে জন-ড। হরকবীন, নবনীত। (হেম)

(ত্রি) ২ শরজাত মাত্র।

শরজগ্মান্ (পুং) শরে শরবনে জন্ম যন্ত। কার্তিকেয়। (অমর)

শরজ্যোৎস্না (স্ত্রী) শরৎ কালের চন্দ্রিকা।

শরট (পুং) শৃ-শকাধিবাচন। কুস্তম্বশাক। (রত্নমালা) ২ কক-লাগ। (অমরটাকা, "ভট্টক কট্যা শরটঃ প্রবিষ্টঃ" (হাত্যার)

শরণ (স্ত্রী) শৃগাত হৃৎখনেনেনি শৃ-লুট্। ১ গৃহ। ২ রক্ষিতা।

"ভাজ সংসারমসারং ভজ শরণং পার্শ্বতীরমম্।
বিশ্বাসহি জ্ঞাপিধরণং বিশ্বাসমং তব নিবেশকম্॥"

(বৈরাগ্যশতক ১১)

৩ রক্ষণ। ৪ বধ। (মেদিনী) ৫ বাতক। (শব্দরত্না)

৬ একজন কবি। শীতগোবিন্দে অরবেব ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রবাদ এইরূপ যে ইনি শরৎগীত নামে পরিচিত এবং গঙ্গাগঙ্গেনের সভায় বিত্তমান ছিলেন।

শরৎগদেব, একজন কবি। [শরৎ দেখ।]

শরণা (স্ত্রী) প্রসারণী। (শব্দরত্না)

শরণাকুর (ত্রি) অরভেদ। "বাসাভেন বা স্বয়ং বা শরভয়া কলমঃ অধঃপতনেন বিশরণং শরণা তৎপ্রধানাঃ কুরবোহ্মান শরণা-কুরবঃ। শৃ বিশরণেহ্মাতাবে লুঃ। কুরবৃপাত্তরে ভক্ত ইতি মোদনী। ভক্ত ওদনঃ।" (ভারত ১০ পর্ক নীদক)

শরণাগত (ত্রি) শরণমাগতঃ প্রাপ্তঃ। শরণাগর, পথ্যার শরণা-পক, আতপার, শরণাণী। (ত্রিকা)। যে ব্যক্তি শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা না করে, তাহার যুগপদমাণ কুর্গীপার শরক হইয়া থাকে

এক শরণাগতকে রক্ষা করিলে শত রাজহর বজ্রের কল ও
পন্নয় ঐশ্বর্য লাভ হইয়া থাকে।

“শরণহীনক ভীতক বীনক শরণাগতম্।

যো ন রক্ষত্যর্থিঃ কুতীপাকং বসেৎ কুলম্।

রাজহরশতানাক রক্ষিতা লভতে কলম্।

পরমৈশ্বর্যাক্ষতং ধর্ষণে ন ভবেদিত্।”

(ব্রহ্মবৈবর্ত প্রকৃতিঃ ৫৫ অ°)

শরণগতকে ক্রিয়াবোধন্যে লিপিত আছে, যে ব্যক্তি ধন বা
প্রাণ হারা শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করেন, তিনি সকল পাপ
হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অন্তকালে মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

“শরণাগত রক্ষাং যঃ প্রাপ্যেত পনৈরপি।

কুন্তে মানবো জানী তত পুথ্যং নিশাময়।

সকলপাপাবিনিমুক্তো ব্রহ্মহত্যামুধৈরপি।

আমুখোহন্তে ব্রহ্মেন্দ্রোক্ষং যোগিনামপি দ্বলভম্।”

(পদ্মপু° ক্রিয়াবোগ° ৮ অ°)

অগ্নিপুরণে লিপিত আছে যে, যিনি লোভ, ঘেব ও ভয়ে
শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করেন, তাহার ব্রহ্মহত্যার তুল্য
পাতক হয়। মহাপাতকিদিগেরও পাপের নিষ্কৃতি আছে।
কিন্তু শরণাগত ব্যক্তিকে ত্যাগকারীর পাপের নিস্তার নাই।

“লোভাদ্বেষাভ্রাঘাণি বভ্যজ্ঞেৎ শরণাগতম্।

ব্রহ্মহত্যাসমং তত পাপমাত্মনীবিশঃ।

শাস্ত্রেব নিষ্কৃতম্ভী মহাপাতকিনামপি।

শরণাগতকাত্ত্বং ন দৃষ্টা নিষ্কৃতঃ কচিৎ।” (অগ্নিপু°)

শরণার্থিন্ (রি) শরণং অর্থরতে ইতি অর্থার্থিনি।
শরণার্থী। (হেম)

শরণার্থক (ত্রি) শরণার্থপর্যন্ত আত্মানমিতি অর্প-ধূল।
শরণার্থক। (ত্রিকা°)

শরণালয় (পুং) আশ্রয়স্থান।

শরণি (স্ত্রী) পত্নী। (অমর) “সরজন্যয়েতি সরণিঃ সারীতি
জানিঃ ইত্যত্র পক্ষে ঐপি সরণী চ। সরণি প্রোণিবর্ষনোবাতি
বস্ত্রাদনৌ রভসঃ। শৃৎ গিঃ হসনে ইত্যত্র পূর্ববদনৌ সরণি-
ত্বালব্যাদিচ্চ। ওতং ওতে এদীপ্তে চ সরণিঃ পাণি চাবনৌ।”
ইতি ভাগবাদ্যাবরণঃ।” (অমরটীকার ভরত)

২ পৃথ্বী। ৩ হিংসা।

“ইহামগ্রে সরণিঃ সীম্বো নঃ” (বৃক্° ১১১১৬)

‘শরণিং হিংসাং, শৃৎ হিংসারামোণাধিকঃ অনিঃ’ (সারণ)

শরণী (স্ত্রী) শরণিঃ স্ত্রীভা। ১ পত্নী। ২ এসারণী। চলিত
গন্ধতাদ্রুণে (শব্দরত্না°) ৩ জরতী। (শব্দ°)

শরণৈবিন্ (ত্রি) শরণার্থী, শরণাগত।

শরণে (পুং) ১ পত্নী। ২ কান্দুক। (শব্দরত্না° ৩ পৃথ্বী।

৪ শরত। ৫ ককলাস। ৬ ভূগতকর। (মেঘিনী) ৭ গৃহ-

গোমা, টিক্‌টিক। ৮ চতুশাং। (সংকপ্তসার উপাধি)

শরণ্য (ত্রি) শৃণোতি ভয়ং ভীতি-শৃংসারায় (শৃংসোক্ত)। উপ-

৩১০১) ইতি অস্ত্র বহা শরণমিব (শাখ্যাদিতে) ৪। পা ৫.৩১০৩)

ইতি ৪। রক্ষাকর্তা, শরণাগতরক্ষক।

“যোহং সূতা পরিত্যক্তমভীষ্টোহং

ভীতাস্পদং শিবাবিরিক্তমুৎসং শরণম্।

ভৃত্যভিহং প্রণতপালতবাক্ষিপোভং

বন্দে মহাপুরুষং তে চরণারবিন্দম্।” (ভাগবত)

শরণ্যাত্তা (স্ত্রী) শরণাত্ত ভাবঃ তল-টাপ্। শরণের ভাব বা ধর্ম।

শরণ্যা (স্ত্রী) শরণ্য-টাপ্। দ্রব্য। বিব, অগ্নি প্রকৃতি জর

উপাহৃত হইলে ভগবতী দ্রব্য। দেবীকে শরণ করিলে তিনি রক্ষা

করেন, এই অস্ত্র তিনি শরণ্যা নামে অভিহিত হন।

“বিবর্ষিতরশেষেহু শরণং শরণম্ বতঃ।

শরণ্যা তেন সা দেবী পুরাণে পরিপঠ্যতে।” (বেদীপু°)

শরণ্যা (স্ত্রী) ২ যোর পত্নী আপাং যোবা। [সরগু° দেখ।]

শরৎ (স্ত্রী) শৃৎ-হিংসারায় (শৃৎ-ভূতসোহাদ। উপ° ১১২২) ইতি

অদি। ১ বৎসর।

“পৃথিবীং শাসতত্ত্বং পাকশাসনতেজসঃ।

কিকিদুনমনুর্নর্কে শরতঃসুতং বযৌ।” (রত্ন° ১০১১)

২ শুভবিশেষ, শরৎ ঋতু।—পথ্যার শরদা, কালপ্রভাত,

বর্ষাবসান, মেঘান্ত, আবৃত্ত্যর। আশ্বিন ও কার্তিক এই দুই

মাস শরৎ ঋতু। বৈদিক যতে কার্তিক ও অগ্রহারণ এই দুই

মাস শরৎ।

“ঋতুযট্‌কং সমাখ্যাতং যবে রাশিষু সংক্রম্যৎ।

ক্রীড়ো নেববৃষৌ প্রোক্তঃ আবৃত্তি মিথুনকর্কটৌ।

সিংহকর্কটৌ মৃতা বহা তুলারূচিকর্কটোঃ শরৎ।” (ভাবপ্র°)

মতভেদে ভাদ্র ও আশ্বিন বা আশ্বিন ও কার্তিক মাস শরৎ-

কাল। এই কাল উষ্ণ, পিত্তবর্ধক, এবং মানসগণের পক্ষে

কিরৎপরিমাণে বলপ্রদ। শরৎকালে বায়ু প্রাশমিত, ও পিত্ত

প্রক্লিপিত হইয়া থাকে।

যেদ্রুপ বৎসরে ৬টী ঋতু হইয়া থাকে, সেইদ্রুপ প্রতিবর্ষে ৬

৬টী ঋতুর আবির্ভাব হইয়া থাকে। প্রাতঃকালে বলন্ত ঋতু,

মধ্যাহ্নে গ্রীষ্ম, অপরাহ্নে বর্ষা, অর্দ্ধ রাত্রে শরৎ ইত্যাদি রূপে ঋতু

সকলের আবির্ভাব হয়।

শরৎ ঋতুতে ইক্লবিকার শুভ তিনি প্রকৃতি, শাসিধাত্ত, সুদন,

সরোবরজল, কথিত হইত এবং প্রবেশ লক্ষ্যে উল্লিকিরণ সঞ্জন

প্রশস্ত। (ভাবপ্র°)

কবিকল্পতার লিখিত আছে যে, শরৎকালে এই সকল বর্ণনা করিতে হয়—**চন্দ্রপট্ট**—**রবিপট্ট**। **জলজতা**, **বকপুং**, **হংস**, **বৃষ**, **সর্প**, **সপ্তর্ষ**, **পদ্ম**, **খেতমেঘ**, **ঘাত**, **শিখিপক্ষ**। জ্যোতিষে লিখিত আছে যে, শরৎকালে জন্ম হইলে মানব উত্তম কর্মকারী, তেজস্বী, গুচি, সুশীল, গুণবান, সন্ন্যাসী, ধনী ও রাজকুল প্রাপ্ত হইরা থাকে।

“নয়ঃ শরৎসংজ্ঞকলক্ষণা ভবেৎ সূক্ষ্মা মহলক্ষণবী।

চুচিঃ স্ত্রীণো গুণবান্ স্ত্রমণী ধনাধিতো রাজকুলপ্রসন্নঃ।”

(কোষ্ঠীগ্রন্থী)

শরৎকামিন্ (পুং) শরদি শরৎকালে কামরতে কুসুমীভিত্তি কন্য “কমেনিভ্” ইতি নিঙ, ভভঃ পিনি। **কুসুম**। (শব্দরত্না)

শরৎকাল (পুং) শরৎ সময়, শরৎ ঋতু।

শরৎকাব্য (স্ত্রী) শরৎকাল।

শরৎপদ্ম (স্ত্রী) শরৎ পদ্ম। সিঁতাভোজ, খেতপদ্ম। (রাজনি)

শরৎপার্বন (স্ত্রী) শরৎ পার্ব। কোলাগিরপূর্ণিমা।

‘কোলাগিরঃ শরৎপার্বী দ্যুতপূর্ণিমা।’ (জটধর)

শরৎপুচ্ছ (স্ত্রী) শরৎ পুচ্ছঃ। ১ আছলা কুপ। (রাজনি)

২ শরৎকালোত্তর কুসুম, যে সকল ফুল শরৎকালে হয়।

শরৎসময় (পুং) শরৎকাল।

শরদ্ (স্ত্রী) শৃ-অধি। (উণ্ ১।১২২) ১ শরৎঋতু। (অমর) ২ রাজপত্নীভেদ। (রাজত ৮।১-২৭)

শরদক্ষ (পুং) শৃগীশাস্ত্রচরিতা আচার্যভেদ। (হেম)

শরদগু (পুং) ১ শরৎগু। ২ চাবুক। “শরদগুঃ সার প্রকাণ্ডইব অল্পমতিঃ পৃষ্ঠবংশো যেষাং সিংহগোরপৃষ্ঠা (হ্রাঃ) ইত্যর্থঃ।” (ভারত জ্যোতিষকটাকার নীলকণ্ঠ) স্ত্রিয়াং টাপ্। শরদগু—নবীভেদ।

শরদস্ত (পুং) শরৎ তদাখা ঋতোরস্তো যস্মাৎ। হেমন্ত। (রাজনি)

শরদসিংহদেব (পুং) রাজভেদ।

শরদিজ (ত্রি) শরদি জারতে ইতি জন-ড (প্রাবৃট্ শরৎকাল-দিবাং জে। পা ৬।৩।১৫) ইতি সপ্তম্যা অনুক্। শরৎকালজাত, বাহা শরৎকালে উৎপন্ন হয়।

শরচ্ছদাশয় (স্ত্রী) শরৎকালীন সত্তোরশ।

“শরচ্ছদাশয়ে সাধুজাতসংসরসিদ্ধোদরস্ত্রীমুখা দৃশা।

সুরতনাথি তেহন্তকরাসিকা বরধ নিয়তো নেহ কিং বধঃ।”

(ভাগবত ১০।৩১।২)

‘শরচ্ছদাশয়ে শরৎকালীনসরসি’ (স্বামী)

শরচ্ছব (পুং) বৃত্তপত্রাক বিশেষ, চলিত নটেপাক। (রত্নমালা)

শরদেব, একজন প্রাচীন কবি।

শরৎগত (ত্রি) শরৎ গতঃ। শরৎকালপ্রাপ্ত।

শরচ্ছিন্নকটি (পুং) শরৎকালের চন্দ্র।

শরচ্ছিন্ন (পুং) শরৎকালীনো হ্রদঃ। শরৎকালীন জলাশয়।

“তদা বৃষকজঘেবকলিলাদ্ভা প্রজাপতিঃ।

শিবাবলোকিতবচ্ছিন্নদু ইবামলঃ।”

(ভাগবত ৪।৭।১০)

শরৎ (ত্রি) ১ শরৎকাল। ২ বিশীর্ণ কান্দুক। ৩ বহুসংবৎসর-বৃত্ত অথবা পূর্বতন বা নিত্যবৃত্ত।

“প্র বাৎ শরদ্বান বৃষতো ন নিবাট্” (ঋ ১।১৮।১৩)

‘শরদ্বাহরণবান্ মেঘবৃক্ষপর্ণাধিনাং বিশরণবান্ অথবা বহুসং-বৎসরঃ পূর্বতনো নিত্য ইত্যর্থঃ পক্ষে শরদ্বাহরণকালবান্।’ (সায়ণ) ৪ ঋষিভেদ। (পা ৪।১।১০২) ৫ গোত্রবৈশ্য বংশধরভেদ।

শারদত ঋষি। (হরিবংশ)

শরদ্বন্ত (পুং) সুনিত্বেদ।

শরদ্বিহার (পুং) শরৎকালীন আমোদ প্রমোদ।

শরদ্বাপ (পুং) বীণভেদ। (হরিবংশ) নীলকণ্ঠের স্ত্রী ইহার অপরা নাম জলদ্বীপ। (নীলকণ্ঠ)

শরদ্বান (পুং) ১ উত্তর দিক্স্থ দেশভেদ। ২ তদেন্দ্রবাসী।

“কেশধরচিপিটনাসিকদাসেরকবাটধানশরদ্বানাঃ।”

(বৃহৎসংহিতা ১৪।২৬)

শরদি (পুং) শরা ধীরতে হস্তিরিতি শর-ধা-(কর্ম্মণ্যধিকরণে চ। পা ৩।৩।২০) ইতি কি। তুণ।

“শুভ্রাজে কবচঃ নিবধ্য শরদিঃ কৃষ্ণা পুরোমধ্যবঃ”

(রাত্রেজকর্ণপূর ৩৩)

শরনিবাস (পুং) শরবনে বাসকারী। (পা ৮।৪।৩২)

শরশ্লোঘ (পুং) শরৎকালীনো মেঘঃ। শরৎকালের মেঘ।

শরপঞ্জর (স্ত্রী) শরশয্যা।

“শুধিষ্টিরত্নদাকর্ষ্য শরানং শরপঞ্জরে।

অগৃহ্যবিবিধান্ ধর্ম্মানুবীণামহুশুধতা” (ভাগবত ১।২।২৪)

শরপর্ণী (স্ত্রী) বৃক্ষভেদ। (পা ৪।১।৬৪)

শরপুচ্ছ (স্ত্রী) (পুং স্ত্রী) শরত পুচ্ছ আকৃতিবৃত্ত। যনাম খ্যাত কুপ বিশেষ। (Sephrosia purpurea, নীলী বৃক্ষাকৃতি বৃক্ষ বিশেষ। চলিত শরকোকা, হিন্দী শরকোকা। বর্ষে অংলি ফুলি। কলিঙ্গ—বেরু কোণ্গি। মহারাষ্ট্র—উলি। তৈলঙ্গ—তেরবেগলি চৈটু। তামিল—কোজু ববেরারি। সংস্কৃত পর্য্যায়—কাণ্ডপুচ্ছা, বাণপুচ্ছা, ইষুপুচ্ছিকা, শারকপুচ্ছা, ইষুপুচ্ছা। গুণ—কটু, উষ্ণ, ক্রমি ও বাতনাশক। খেতবর্ষ শরপুচ্ছ অধিক গুণবৃদ্ধ। (রাজনি) ভাবপ্রকাশ মতে তিক্ত ও কষায়; বৃক্কৎ, মীহা, ওষ, ব্রণ ও বিষ, কাস, অজর ও বাতনাশক। (ভাবপ্রকাশ) (পুং) ২ বাণের পক্ষ। (স্ত্রী) ৩ ঋষিশেষ। (জুক্ত)

শরনক (পুং) শরযোজন।

শরভ (পুং) শূণ্যতি হিনতীতি শৃ হিংসারং (কৃ শ শলিকলি-
গমিতো) কত্। উপ অঃ২২) ইতি অক্। যুগজ্জবিশেষ,
পৰ্যায় মহানুগ, মহাক্কী, মহাননাঃ, অটপার, মহাগিহ, মনবী,
পক্ষতাপ্র। ইহার লক্ষণ—

“অটপার্কনয়ন উৰ্দ্ধপানচকুটয়ঃ।

তং সিংহ কত্মাগজন্ম দুনেস্তত নিবেশনম্ ॥” (ভা° ১২।১১৭।১২)

এই যুগের আটটি পাদ, ইহার চারি পাদ ও নয়ন উৰ্দ্ধদিকে
অবস্থিত। ২ করত। ৩ বায়ব বিশেষ। (মেঘিনী) ৪ উষ্ট্র।
(জটায়র) ৫ বিকু। (ভারত ১৩।১৪২।৫২) ৬ দ্বুপুজ-
বিশেষ। (ভারত ১।৬৫।২৬) ৭ নাগবিশেষ। (ভারত ১।৫৭।১১)

শরভকেতু (পুং) বাসবদত্তাবধিত নারকেভেদ। (বাসবদত্তা ৫৩২)

শরভঙ্গ (পুং) অবিবিশেষ। (রামায়ণ ১।১।৪০)

শরভতা (স্ত্রী) শরভত ভাবঃ তল্ টাপ্। শরভের ভাব
বা ধর্ম।

শরভাননা (স্ত্রী) ঐশ্বর্যালিক রমণীভেদ। (কথাসরিংসা° ৪৮।১২২)

শরভু (পুং) শরে শরবেণ ভূক্তঃপ্ৰতিবত। কান্তিকের। (হেম)

শরভৃষ্টি (স্ত্রী) শরাগ্র। (শতপথত্রা° ১৪।২।৬।১১)

শরভেশ্বর (পুং) শিবলিঙ্গভেদ। মহাকালভৈরবকরে লিখিত
আছে যে, শরভেশ্বরকবচ ধারণ করিলে কাসরোগ প্রশমিত হয়।

শরভোজী, দক্ষিণ ভারতের তঞ্জোর রাজ্যের একজন রাজা।
১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহার জন্ম হয়। ১৭৯৮ হইতে ১৮৩৩ খৃঃ অব্দ
পর্যন্ত ইনি রাজ্যশাসন করেন। রাষ্ট্রব্যবহিত, ব্যবহারপ্রকাশ,
ব্যবহারার্থস্থিতিসারসমুচ্চর ও একখানি জাতক গ্রন্থ ইহার রচিত
বলিয়া প্রকাশ। পণ্ডিত অনন্তনারায়ণ তাঁহার রচিত শর-
ভোজিরাজ চরিত্র গ্রন্থে ইহার জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন।

শরময় (ত্রি) শরত বিকারোহবরষো বা শর (নিত্যং বৃদ্ধশরা-
বিত্যঃ)। প্যা ৪।৩।১৪৪) ইতি মরট্। শরনির্মিত।

শরময় (পুং) শরে শরবেণ ময় ইব। ১ পক্ষিবিশেষ। চলিত
গোশালিক। (শব্দচক্রিকা) শরে বাণনিক্‌পাদৌ ময়ঃ।
২ বাণযোদ্ধা।

শরমুখ (স্ত্রী) বাণের অগ্র বা মুখ। (হেম)

শরমু, শরমু (স্ত্রী) নদীবিশেষ। (দ্বিরূপকো°) এই
নদীতে রামলক্ষ্মণাদি আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন। (রামায়ণ)
ইহা বর্ষার নদীর একটি শাখা। [বর্ষার ও সরযু দেখ।]

শরল (ত্রি) ১ দ্বিপীত। ২ বজ্রধ্বজ, সরল। (পুং) ৩ বৃক-
বিশেষ। (সারসভাতিধান)

শরলক (স্ত্রী) জল। (শব্দচ°)

শরলোমন্ (পুং) মূলবিশেষ।

শরবান্ (স্ত্রী) শরত বনঃ বনশবত পদং। শরের বন।

শরবণোক্তব (পুং) শরবেণ উক্তবো বত। কান্তিকের।

শরবৎ (ত্রি) ১ বাণবিশিষ্ট। ২ শরভূতা।

শরবাণি (পুং) ১ শরমুখ, বাণের অগ্রভাগ। ২ পদাতি।
৩ শরজীবী। (হেম)

শরবান্, অবোধা প্রবেশের উপাত্ত জেলার অন্তর্গত একটি গও-
গ্রাম। উপাত্ত নগর হইতে ২৬ মাইল পূর্বে ও পূর্বা নগর
হইতে ৬ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°৩৬' উঃ
এবং দ্রাঘি° ৮০°১৬' পূঃ। এই গ্রামটী অতি প্রাচীন। এখানে
একটি প্রাচীন শিবমন্দির বিদ্যমান আছে। এই শিব মন্দিরে
এইরূপ একটি কিংবদন্তী আছে যে, অবোধাপতি রাজা দশরথ
একদা এই শিবলিঙ্গপূজামানসে এই স্থানে আগমন করেন
তিনি ইহার সন্নিকটবর্তী বন প্রদেশে যুগয়া করিতে করিতে ক্রান্ত
হইয়া শরীরা নামক স্থানে একটি দীর্ঘিকাভীরে শিবির সরিষেপ
করেন। এই সময়ে অবোধার নিকটবর্তী চৌলা নামক স্থান
হইতে শরবান্ নামে এক পবিত্রায়া ঋষি তীর্থযাত্রামানসে
বহির্গত হইয়া রাত্রিকালে রাজা দশরথের শিবিরের নিকটে
উপনীত হন। ঋষিবর তাঁহার বৃদ্ধ ও অল্প পিতামাতাকে হুইষ্ট্র
ঝুড়ীতে বসাইয়া কহে সুলাইয়া লইয়া বাইতেছিলেন। শিবির-
নিকটেই সরোবর সন্দর্শন করিয়া পিপাসাতুর শরবান্ কৃত্যাপনো-
দনের জন্য পিতামাতাকে তীরে নামাইয়া বহু জলপানার্থ
জলে নামিলেন। মুনিকর্তৃক আলোড়িত সরোবরজল হইতে
সেই রাত্রে একটি গভীর শব্দ শ্রুত হয়। পুরুষিণীতে কোন
বস্তু পত্ত জলপানার্থ আসিয়াছে বিবেচনা করিয়া রাজা দশরথ
শব্দভেদী বাণ প্রহার করেন। বাণ শব্দাহ্বনন ধামা ঋষিপুত্রকে
বিনাশ করে। অল্প পিতামাতা পুত্রের করণ মোহনে উৎকণ্ঠিত
হইলেন এবং পুত্রের মৃত্যু ঘটনাতে জানিতে পারিয়া কাতরকণ্ঠে
ও শোকাক্তধ্বরে এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন যে, যে ব্যক্তি
হাদুশ নয়নহীনের নয়নবরুণ এবং হৃদয়ানন্দকর পুত্রকে এই
ভাবে নিহত করিল ও বাঁহার জন্ত আত্মবের প্রাণ দান
যরণায় বহির্গত হইতেছে, সেই ব্যক্তি যেন নিশ্চরই পুত্রের
কারণ শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে বেহ বিসর্জন করে।” ঋষি ও ঋষি-
পত্নী এই বলিয়া ধরাধাম পরিত্যাগ করিলেন। সেই ঘটনা
শরব রাণিবর জন্ত তথায় শরবান্ নগর প্রতিষ্ঠিত হইল বটে,
কিন্তু কোন ধর্মপ্রাণ কত্রিসন্তান আর সেই ত্রুশাপবদ্ধ স্থানে
ভিটা করিয়া থাকিতে স্বীকৃত হইল না। অনেক কত্রিসন্তান
এ স্থানে বাসনির্মাণপূর্বক বাস করিতে প্রয়াস পাইরাছিল,
কিন্তু তাঁদের বিবর, হিন্দুর প্রাণে তাঁহা লঙ্ঘন নাই।

এ পুরুষিণী আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহার কূলে

একটা বৃক্ষের ছায়ায় শরবান্ কবির প্রস্তরময়ী মূর্তি অতাপি
রক্ষিত আছে। শ্রাবিকুমার বেক্স অতৃপ্ত-পিপাসু হইয়া প্রাণ-
তাগ করেন, সেই ঘটনা জ্ঞাপনার্থ ঐ মূর্তিটোও একপভাবে
নিশ্চিত হইয়াছে যে, ঐ মূর্তির নাভিমূলে যতই জল ঢালুন না
কেন কিছুতেই উহা পূর্ণ হইবে না।

শরারণ (ক্ৰী) ঢাল। যদ্বারা শরবর্ণন আবরণ করা যায়।

শররুষ্টি (ক্ৰী) শরস্ত রুষ্টিঃ। ১ শরবর্ণন, বাণবর্ণন। ২ মরু-
ভূভেদ। (হরিবংশ)

শরবেগ (পুং) শরস্ত বেগঃ। বাণের বেগ।

শরব্য (ক্ৰী) শরবে হিঃসমৈ বাণশিক্ষায়ৈ বা সাধু শর- (উগবা-
দিত্তো বৎ। পা ৫।১।২) ইতি বৎ, যদা শরান্ ব্যয়তি যো-ড।
লক্ষ্য, বাণের নিশানা।

শরব্যক (ক্ৰী) শরবা স্বার্থে কন্। শরব্য।

শরশয়া (ক্ৰী) শরনিশ্চিতা শয়া। শরনিশ্চিত শয়া। ভীষ্মদেব
শরশয্যায় শয়ন করিয়া বেহতাগ করিয়াছিলেন। [ভীষ্ম দেখ]

শরস (ক্ৰী) ১ সারপ্রচয়ভাবাপন্ন। (ঐতরেয়ব্রা ৫।২৬)
২ শর। “পরোহবসেক যো পরি তারকা জারতে সা শরঃ
শকেনোচ্যতে।” (মহাধর)

শরস্তম্ব (পুং) শরস্ত তম্বঃ। শরের তম্ব, বাণের ডাটা। ১ শরের
ঝড়। (ভাগবত ১।৬।১৩) ২ স্থানভেদ। (ভারত অম্বুশাসন)
৩ শব্দভেদ। (প্রবরাধায়)

শরাক (পুং) ১ শর জাতীয় পশু। ২ জাতিভেদ। [সরাক দেখ]

শরাগি (পুং) পক্ষাগি। (নীলকণ্ঠ)

শরাবাত (পুং) শরস্ত আঘাতঃ। বাণাঘাত, পর্যায়,—
প্রচলাক। (জটধর)

শরাটি (পুং) শরং জগং প্রাপ্তোত্তীতি অট-ইন্। শরালিপক্ষী,
শরাল পাখী। (শকরত্না°)

শরাড়ি[তি] (পুং) পক্ষিবেশেষ, শরালিপক্ষী।

শরাভ্যাস (পুং) শরাগামভ্যাসঃ। বাণশিক্ষা। পর্যায়—
উপাসন, বিকর্ষণ, শস্ত্রাভ্যাস। (শকরত্না°)

শরাদিপঞ্চমূল (ক্ৰী) শরাদিপঞ্চমূলকৃত কবায়। শর, ইক্ষু,
দর্ভ, কণ ও শালিখানা এই পাঁচটা দ্রব্যের মূল একত্র করিয়া
ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। (চক্রদত্ত অম্বরীচি°)

শরাদিপঞ্চমূলান্নমুত (ক্ৰী) স্তুতৌষধিবেশ। প্রস্তুতপ্রণালী—
শরাদিপঞ্চমূলের কবায় চারি সের স্তত ও এক সের গোবৃক
করের সহিত পাক করিবে। পাকশেষ হইলে তাহাতে কিঞ্চিৎ
ইক্ষুচান প্রক্ষেপ দিয়া নামাইতে হয়। এই স্ততসেবনে
অম্বরীরোগ প্রশমিত হয়। (চক্রদত্ত অম্বরীচি°)

শরারি (পুং) শরং জগং প্রাপ্তোত্তীতি অট-ইন্। শরানামখ্যাত

প্রবজাতীয় পক্ষী, শরালি পাখী, পর্যায়—আটি, আড়ি, আড়ী,
শরাড়ী, আড়িকা, শরাণী, শরালি, শরাটি, শরালিকা। (শকরত্না°)
ইহার মাংসগুণ—বায়ুদোষনাশক, দিগ্ধ, বলকারক, কষ্টমলম,
বাতরক্তনাশক ও স্নীতল। (রাজব°)

শরারি[রী]গুপ (পুং) ১ শরারি পক্ষী। (ক্ৰী) ২ স্তম্ভভোক্ত
শরারিপক্ষীর মুখসদৃশ; ইহা পুরাণের আবকার্যে ব্যবহৃত হয়।
(সুশ্রুত সূত্র ৮ অ°)

শরারু (ক্ৰি) শৃণোত্তীতি শৃ (শৃবল্যোয়ারুঃ। পা ৩।২।১৭৩)
ইতি আরু। হংস। (অমর)

শরারোপ (পুং) শরস্ত আরোপো যস্মিন্। ধনুঃ। (জটধর)

শরার্চিস্ (পুং) বানরভেদ। (রাঘা° ৪।৪।১০)

শরার্যাস্ত্র (পুং) শরারি পক্ষীর মুখের জায় বিশ্রাবণাস্ত্রভেদ।

শরালি (ক্ৰী) শরারি পক্ষী। (শকরত্না°)

শরালিকা[লী] (ক্ৰী) শরারি পক্ষী। (শকরত্না°)

শরাব (পুং ক্ৰী) শরং জগং অবতি রক্ষতীতি অব রক্ষণে
অণ্। ১ মৃৎপাত্রবিশেষ, চলিত শরা, পর্যায়—বর্ধমানক, মার্টিক,
সরাব, শালাজির, পার্থিব, মুংকাংস। (শকরত্না°)

২ কুড়বদয় বা ১ সের পরিমাণ, ৬২ তোলা, এক সের। বৈদ্যক
মতে ৬৪ তোলার সের। পর্যায়—মাণিকা। (বৈদ্যকপরি°)

শরাবক (পুং) শরাব-স্বার্থে কন্। ১ শরাব। স্ত্রিয়াং টাপ্।
শরাবিকা=শরাব। ২ পীড়কাভেদ। ইহাতে মুখ হয় না।
পৃষ্ঠ শরার আকৃতি মত।

শরাবক, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বোর্নিও দ্বীপস্থ একটা জনপদ।
পয়েন্ট-আলি নামক অন্তরীপের পূর্বাংশে উপসাগরের উপকূলে
গিরিপাদমূলে অবস্থিত। ঐ পক্ষান্তমালা ১৫০০ হইতে ৩০০০
ফিট পর্যন্ত উচ্চ এবং বোর্নিওদ্বীপের মধ্যদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত।
দাড়ু অন্তরীপ হইতে বড়ন নদীপর্যন্ত স্থান শরাবকরাকের
অধিকৃত। এখানে শরাবক নামক নদীকূলে লিচু, জাম, গাব,
প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ও স্বাদময় ফলের গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। বড়
বটাদ্রুপানদীর মোহানার নিকটবর্তী একটা শাখার লিঙ্গা
নামক স্থানে এক প্রকার উজ্জল বাগুলামিশ্রিত প্রস্তর-
খণ্ড নিপতিত রহিয়াছে। উহা পুন্সবাগ (topaz) বা
বেঙলী পাথরবিশেষের (amethyst) জায় বর্ণবিশিষ্ট মুকা নামক
স্থানে লাগু এবং বলাই নগরের নিকট রসাজন পাওয়া যায়।

শরাবকুর্দ (পুং) বায়বাকৌটবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা ৮ অ°)

শরাবতী (ক্ৰী) শরাবুণবিশেষঃ সন্ত্যজ্ঞানমতি শর-মতুপ্ শরাদী-
নাক। (পা ৬।৩।২০) ইতি দীর্ঘঃ। ১ নদীবিশেষ। (অমর)
২ নগরভেদ, লবের রাজধানী। কুশাবতী ও শরাবতী এই
হই স্থান বখাকমে কুশ এবং লবের রাজধানী ছিল।

“স নিবেশ্য কুশানতাং রিগুনাগাঙ্কুশং কুশম্।

শরাবত্যাং সত্যং যুক্তৈর্জনিভাক্ষলবং লবম্।” (রঘু ১৫।১৭)
শরাবতী, নদীভেদ। সম্ভবতঃ রামগঙ্গানদী। টলেমী ইহাকে
Surnhas শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার নিকটে হোনাবর
রাজ্য অবস্থিত।

শরাবর (পুং) ১ চাল। ২ বর্ষ। (নীলকণ্ঠ) ৩ কটাছাদি।
শরাবরণ (ক্ৰী) চাল।

শরাবান্, বেণুটীহানের অন্তর্গত একটি প্রদেশ। বেণুটীহানের
মধ্যস্থত স্থাবৃত্ত পার্শ্বতা অধিকাভূমে স্থাপিত। শরাবান্,
ঝালাবান্ ও লুস প্রদেশ লইয়া উক্ত অধিকাংশ বিভক্ত।

শরাবাক্ষি (ক্ৰী) শরাবস্ত অর্ধঃ। কুড়বপরিমাণ, শরাবের অর্ধ-
পরিমাণ, ৩২ তোলা। (বৈজ্ঞকপরিঃ)

শরাবাপ (পুং) ধনুঃ।

শরাবি (পুং) ঋষিভেদ।

শরাবা, ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ভেদ। ইহার ককির-বেশ
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়।

শরাশ্রয় (পুং) শরাশ্রয়ঃ। ভূগ। (ভেম)

শরাস (পুং) শর-অস-বঞ্। শরাসন। (ভাগবত ৪।১০।২২)

শরাসন (ক্ৰী) শরা অন্তস্তে কিপাশ্চেনেনেতি অস-করণে-ল্যট।
১ ধনুঃ। (পুং) ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১১।৭৪)

শরাসনি (ত্রি) শরাসনযুক্ত। ধনুর্ধারধারী। (ভারত উত্তোগ)

শরাস্ত্র (ক্ৰী) শরাশ্চেনেনেতি অস-ল্যৎ। ধনুঃ।

শার (ত্রি) হিংস্র। (উণ্ ৪।১২৭)

শরিকা (ক্ৰী) প্রাসাদভেদ।

শারি (ত্রি) বাণবিশিষ্ট। (ভারত সভাপর্ক)

শারিমন (পুং) শৃগাতি যৌবনমিতি শৃ-ইমন (হৃ ভৃ ধৃ স্ব শৃ ভা
ইমনচ। উণ্ ১।৪৭) প্রাসব। (উজ্জল)

শরিয়া, জালালাবাদের মুজফরপুর জেলার অন্তর্গত একটি গওগ্রাম।
মুজফরপুর নগর হইতে এই স্থান ১৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে
বরা নদীর কূলে অবস্থিত। এখানে নদীর উপর শিন্ননৈপুণ্যের
পরিচায়ক তিন খিলানযুক্ত সেতু আছে। ঐ সেতুর উপর দিয়া
ছাপরা রোড্ গিয়াছে। শরিয়া হইতে কিছু দূরে “ভীমসিংহের
শাঠী বা গদী” নামক একখণ্ড প্রস্তরের একটি স্তম্ভ আছে।
উহার শিরোদেশে সিংহমূর্তি খোদিত। ভূপৃষ্ঠ হইতে স্তম্ভটি
প্রায় ৩০ ফিট উচ্চ। উপরের সিংহ ও তাহার আসন এবং
নিম্নের স্তম্ভমূল বাদে স্তম্ভদণ্ডটি প্রায় ২৪ ফিট। স্তম্ভমূলের
নিম্নে মৃত্যুকাভাস্তরে ঐ প্রস্তরখণ্ডের কতটা প্রোথিত আছে
তাহা আজিও নিরূপিত হয় নাই। যে ব্রাহ্মণের গৃহ-
প্রাঙ্গণে ঐ স্তম্ভটি স্থান পাইয়াছে, তথাকার অনেক লোকে

উহার মৃত্যুকানিরহ ভিত্তি দেখিতে প্রাঙ্গণী হইয়া খুঁড়িতে আরম্ভ
করেন। কএক ফুট মৃত্যুক বাহির করিয়াও তাহার উহার তল-
দেশ দেখিতে পান নাই। স্তম্ভগাত্রে অনেকগুলি নাম খোদিত
আছে। ঐ স্তম্ভটি যে কোন প্রাচীন রাজকীর্তি তদ্বিবরে
কোন সন্দেহ নাই। যে কারণেই হউক, উহা এই ভাবে
পরিত্যক্ত রহিয়াছে। উহার ইতিহাস উদ্ধারের বিশেষ চেষ্টা
হয় নাই। ইহার পাশ্বে একটি ক্ষুদ্র কূপ। যে ব্রাহ্মণের
কর্তৃত্বে এষ্ট স্তম্ভ প্রস্তুত হইয়াছিল তিনি বলেন যে উহার নিম্নদেশে
অনেক ধনরত্ন আছে, তাহা বাহির করিবার জন্য এই কূপ
কাটা হইয়াছিল।

এই স্থানে একটি নীলকুঠা আছে। ঐ কুঠার জমীনে
৪৬০০ বিঘা জমি চাষ হয়।

শরীর (ক্ৰী) এরকাতৃণ। (ভারত সভাপর্ক)

শরীর (ক্ৰী) শৃ-ঈরন্ (কৃ শৃ পৃ কটি পটিশোটিভ্য ঈরন্। উণ্
৪।৩০) দেহ, ইহা রোগাদিহারা নির্ণয় হয়, এইজন্য শরীর নামে
অভিহিত। পর্যায়—কলেবর, গাত্র, বপুঃ, সংহনন, বদ্ব, বিগ্রহ,
কায়, দেহ, মূর্তি, তনু, তনু, ক্ষেত্র, পুর, ধন, অঙ্গ, পিণ্ড, কুটুম্বা,
স্বর্গলোকেশ, স্বরূপ, পঙ্কর, কুল, বল, আত্মা, ইন্দ্রিয়রায়ন, মূর্তিমৎ,
করণ, বের, সঞ্চয়, বন্ধ, পুঙ্গল। (হেম)

কবিকল্পতার ত্রীপুঙ্কবের সর্বদ্বয় এইরূপ বর্ণিত—প্রপদ,
অজি, গুলক, পাঞ্চি, জন্বা, জাহু, উরু, বজ্রক, কটি,
ত্রিক, ক্রিতব, ফিক, বস্তি, উপস্থ, ককুম্বর, জঘন, জঠর,
নাভি, বলি, তনু, চুলক, ক্রোড়, রোম, কক্ষ, অংশ, বক্ষঃ, নোঃ,
পাশ্ব, প্রপণ্ড, কুপ্বর, হস্ত, প্রকোষ্ঠ, মণিবন্ধ, অঙ্গুলি, অঙ্গুষ্ঠ, করভ,
নখ, পর্ক, চপেটক, কর্ণ, শিরোধি, শ্রোত্র, মুখ, ওষ্ঠ, চিবুক, হনু,
শর, ভালু, রদ, জিহ্বা, নাসা, জ, গণ্ড, লোচন, অপাঙ্গ, তারা,
কর্ণ, ভাল, মস্তক, কেশ। (কবিকল্পতা)

সাংখ্যদর্শনের টীকার ব্যাচস্পাত মিশ্র লিখিয়াছেন, শরীর দুই
প্রকার হুল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর। বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, পঞ্চ-
জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, এবং পঞ্চ তন্মাত্র এই অষ্টাদশ
অবয়বের নাম সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীর। এই লিঙ্গশরীর সৃষ্টির
প্রারম্ভে উৎপন্ন হয় এবং মহাপ্রলয়ে বিলীন হয়। মেহা-

* “সূক্ষ্মা মাতাপিতৃজাঃ সহ প্রভূতৈঃ স্রিগা বিশেষাঃ স্যঃ।

সূক্ষ্মান্তেবাঃ নিরতাঃ মাতাপিতৃজাঃ নিবর্তন্তে।”

সূক্ষ্মদেহাঃ পরিকল্পিতাঃ পিতৃজাঃ বাটকোশিকাঃ, তত্র মাতৃজাঃ লোম-
লোহিতমাংসানি পিতৃজাঃ স্নায়ুবিমজ্জান ইতি বটকোপণঃ। “সূক্ষ্ম-
মাতাপিতৃজয়োর্দ্বিধো বিশেষমাংসঃ সূক্ষ্মান্তেবাঃ বিশেষমাংসঃ সন্ধ্যাং যে,
তে নিরতাঃ নিত্যাঃ মাতাপিতৃজাঃ নিবর্তন্তে রসাত্তা বা ভাসাত্তা বা বিড়তা
যেতি।” (সাংখ্যতত্ত্বকোঃ ৩৯)

এলয়ের পর পুনরায় বখন শরীর প্রারম্ভ হয়, তখন অল্প লিঙ্গ শরীর উৎপন্ন হয়। বিশেষ ইঞ্জিরদ্বারা গঠিত এইজন্ত লিঙ্গশরীরকে বিশেষণ করে। হুলশরীরে স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক শরীর কিছু কালের পর হয় নাটোতে না হয় অগ্নিতে অথবা পতঙ্গশরীরে উত্তরে পরিস্ফুট হয়।

পুরুষলোকগত লিঙ্গশরীর ইহলোকে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শতের সহিত সন্মিলিত হইয়া থাকে, পরে ভোজনের সঙ্গে অনুষ্ঠানসারে পিত্তরসে প্রবিষ্ট হয়। তৎপরে পিত্তরসকে আশ্রয় করে, তৎপরে স্বাভাবিকভাবে প্রবিষ্ট হইয়া শুক্রাণুগতমিশ্রণসম্বৃত ক্রমোৎপন্ন দেখাযায় আবিষ্কার হয়। তাহার পর ভূমিষ্ট হয়। পিত্তা হইতে বায়ু, অগ্নি ও মজা এবং মাতা হইতে লোহ, বোহিত ও মাস লাভ হয়, এইজন্ত ইহাকে বাট্টিকৌবিক শরীর করে। এই বাট্টিকৌবিক শরীর লাভের পর অনুষ্ঠানসারে ভোগ ও পরে তাহার নাম হয়। এইরূপে লিঙ্গশরীরের বারংবার জন্ম ও মৃত্যু হয়।

পকতন্ত্র হইতে পকমহাত্ম উৎপন্ন হইয়াছে। এই পক মহাত্মের মধ্যে কেহ সুখকর ও লঘু, কেহ দুঃখকর ও চঞ্চল, কেহ বিবাদকর বা ক্ষুদ্র। অতএব ইহা শাস্ত্রে বিশেষ নামে নির্দিষ্ট হইয়াছে। বিশেষ সকলও তিনি প্রেমীতে বিভক্ত। হুলশরীর, স্বাভাবিক বা হুলশরীর, এবং তদতিরিক্ত মহাত্ম। মহাত্ম, অহঙ্কার, একাদশ ইঞ্জির ও পকতন্ত্র এই সকলের সমষ্টি হুলশরীর। ইঞ্জির সকল শাস্ত্র, যোর ১০ মূঢ়াশ্বক স্তত্রায় উহাও বিশেষ। হুল শরীর ইঞ্জিরগত, অতএব তাহাও বিশেষ মধ্যে পরিগণিত। এক এক পুরুষের এক একটা হুলশরীর পূর্বেই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা মহাপ্রলয়পর্যন্ত স্থায়ী। এই হুলশরীর পূর্ণগৃহীত হুল হেহের পরিচয় এবং অভিনব হুল দেহের গ্রহণ করিয়া থাকে, ইহারই নাম সংসার। চিত্র বেঙ্গল আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না, এইজন্ত লিঙ্গশরীরের আশ্রয় স্বরূপ হুল শরীর অপেক্ষিত।

সাম্প্রদায়িকের ভাব্যকার বিজ্ঞানভিত্তিক, যে তিনটা শরীর স্বীকার করিয়াছেন, তাহা হুলশরীর, অধিষ্ঠানশরীর ও হুলশরীর। তাঁহার মতে হুলশরীর পরিচয়ের পর লিঙ্গশরীরের যে লোকান্তর গমন হয়, তাহা এই অধিষ্ঠানশরীরের আশ্রয়ে হইয়া থাকে। তাঁহার মতে হুলশরীর কোন সময়েই আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না। হুলশরীরে হুল অংশই অধিষ্ঠানশরীর বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই অধিষ্ঠান শরীরের অপর নাম আত্মবাহিক শরীর। হুলশরীর ধর্মাদ্বাদি নিমিত্ত অহঙ্কারে নানাবিধ হুলশরীর গ্রহণ করিয়া থাকে। ধর্মাদ্বি কাহারও স্বাভাবিক এবং কাহার বা

উপারোক্তানুযায়ী। যতদিন না মুক্তি হইবে, ততদিন উক্ত হুলশরীর হুলশরীর গ্রহণ এক অনুষ্ঠানসারে সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া তাহা ভোগ করিবে। (সাংখ্য)

অন্যকর্তব্য মতে বেঙ্গলে হুল তত্ত্ব হইতে ক্রমশঃ হুলশরীরের বিকাশ হইয়াছে নিম্নে তাহা বর্ণনা লিখিত হইল,—যিনি নিম্নলিঙ্গ জগতের কারণ অর্থাৎ উৎপত্তির স্রষ্টা তিনি সখ, সজ ও তমোগুণাত্মক এবং তাঁহার নাম অব্যক্ত। এই অব্যক্তের কোমলরূপ কারণ বা উৎপত্তির হেতু নাই। উক্ত অব্যক্ত হইতে মহতত্ত্বের উৎপত্তি হয়; এই মহতত্ত্বও সখ, সজ ও তমোগুণবিশিষ্ট। ইহা হইতে তৎসমগুণবিশিষ্ট অহঙ্কার উদ্ভূত হয়। এই অহঙ্কার সাংখ্যিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। বখন রাজস অহঙ্কার সাংখ্যিকের সহায়ত্ব হয়, তখন সখ বা প্রকাশলক্ষণ একাদশ ইঞ্জির অর্থাৎ প্রোক্ত, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, জ্ঞান, বাক্, শ্রোত্র, পাদ, পান্থ, উপহ ও মন উৎপন্ন হয়। এই সকল ইঞ্জিরের মধ্যে প্রথম পাঁচটা বাক্যক্রমে বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও কর্মেঞ্জির নামে অভিহিত হয়, শেষটা অর্থাৎ মন, জ্ঞান ও কর্ম এই উত্তরাত্মক ইন্দ্রিয়; ইহার সাহায্য ব্যতিরেকে জ্ঞান বা কর্ম কোন ইন্দ্রিয়ই স্বীয় কার্যকারিতালাভে সমর্থ হয় না। উক্ত রূপে রাজস অহঙ্কার তামস অহঙ্কারের সহায়ত্ব হইলে তাহা হইতে তমো বা মোহলক্ষণ পকতন্ত্রাত্মের স্রষ্টি হয়। এই পক-তন্ত্রাত্মকে প্রকারান্তরে পক হুলশরীর বলা যায়; কেননা ইহা হইতেই নিম্নোক্ত প্রকারে পক মহাত্মের উৎপত্তি। পকমহাত্ম অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্রিতি। এই পাঁচটা ভূত এই রূপে উৎপন্ন হইয়াছে যথা—শব্দতন্ত্রাত্ম হইতে আকাশ শব্দগুণ বিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। শব্দ ও স্পর্শতন্ত্রাত্মের সমন্বয়ে শব্দস্পর্শগুণ বায়ু, শব্দস্পর্শ রূপ-তন্ত্রাত্ম সমন্বয়ে শব্দস্পর্শ গুণ-বিশিষ্ট তেজ, শব্দস্পর্শ-রূপ-স-তন্ত্রাত্মের সমন্বয়ে ঐরূপ তত্ত্ব গুণবিশিষ্ট জল এবং শব্দস্পর্শ-রূপ-স-তন্ত্রাত্মের সমন্বয়ে উক্ত পকগুণবিশিষ্ট ক্রিতির উৎপত্তি হয়।

উক্ত অব্যক্ত, মহান্, অহঙ্কার, পকতন্ত্রাত্ম, একাদশ ইঞ্জির ও পকতন্ত্র, এই প্রকৃতিমূলক চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ও পুরুষ সংযোগে স্বাবয়বলব্ধমাত্মক বাবতীর স্রেষ্টের স্রষ্টি হয়। স্বাবয়ব শব্দ-সংযুক্তঃ নিম্নলি উক্তমাত্মক বোধক; তন্মধ্যে উক্তমূলক চারি-ভাগে বিভক্ত—বনস্পতি, বৃক্ষ, বীজ, ও ওষধি। যে সকল বৃক্ষের পুষ্প হয় না, ফল হয়, তাহাবিগত বনস্পতি বলে। যে সকল বৃক্ষের পুষ্প ও ফল উভয়ই হয় তাহার বৃক্ষ; বাহারি ফলহীন বার এক তত্ত্ব অর্থাৎ বোধ বিশিষ্ট তাহার বীজ, এবং বাহারি ফল থাকিলে পর মরিয়া যায়, তাহার ওষধি বলিয়া অভি-হিত হয়। বীজমূলক ও বনস্পতি, অশ্বত্থ, বেহন ও উক্তিক ভেদে

চর্খিধ। উন্ন্যে পশু মহাব্যায়ি করায়ক; পক্ষী, সর্প, সরীসৃপ প্রভৃতি অণ্ডক; ক্রিমি, কীট, শিশীলিকা প্রভৃতি যেষক এবং ইন্দ্রগোপ-মণ্ডুক প্রভৃতি উভিক্ত। জায়ক শরীর শুক্র ও আর্ন্তব হইতে উৎপন্ন। এতলে বলা বাহুল্য যে এই দুই ত্রব্যে পূর্কোক্ত চর্কিংশতি তৎক অতি গুড়ভাবে নিহিত থাকে। স্বভাতীর ক্রী পুরুষের সংযোগ হইলে বায়ু শরীরস্থ তেজকে উদ্দীপিত করিয়া তেজ ও বায়ু এই উভয়ে যথাসময়ে পুরুষের শুক্র মেটমার্গে সঞ্চালিত করে এবং অচিরে উহা যোনিপ্রাপ্ত হইয়া আর্ন্তবের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়। অনন্তর যথাক্রমে অগ্নি ও সোমগুণাবশষ্ট শোণিত ও শুক্রের সংযোগে উৎপন্ন গর্ভ জন্মায় অত্যন্তর গর্ভ-শয্যায় নিহিত হইয়া যাহার নাম ক্ষেত্র, দেহদ্রিষ্টা, স্পষ্টা, ধাতা, দ্রষ্টা, শ্রোতা, রসয়িতা, পুরুষ, স্রষ্টা, গন্তা, সাক্ষী ও বক্তা এবং যাহার অন্ত্রাশ্র নামও আছে, তিনি অক্ষয়, অবায় ও অচিন্ত্য হইলেও প্রাক্তন কর্মবশতঃ ভূতাত্মা সদরজন্তুমোক্ষের এবং দেহান্তরপুলভ অন্ত্রাশ্র ভাবের সহিত গভাশয়ে প্রবিষ্ট হন। উক্ত শুক্রশোণিতসংযোগ সময়ে যদি শুক্রের বাহুল্য হয় তবে পুরুষ, আর্ন্তব বাহুল্যে কল্পা এবং উভয়ের সমতার নপুংসক সন্তান জন্মে।

শুক্র ও শোণিতের সংযোগের পর এক মাস পর্যন্ত উহা কলগ অর্থাৎ জৈব তরল অবস্থায় থাকে; দ্বিতীয় মাসে গর্ভসম্পাদক মহাভূতগণ শীত, উষ্ণা ও অনিল সংযোগে পার্ণগাম প্রাপ্ত হওয়াতে সংহত ও ঘনীভূত হয়। এই অবস্থায় গর্ভ পিত্তাকৃতি হইলে পুরুষ, দীর্ঘাকৃতি হইলে কল্পা এবং অর্কবাচুতি হইলে নপুংসক সন্তান জন্মে। তৃতীয় মাসে হস্তরস, পদরস ও মস্তক, এই পাচটা পিত্তাকারে এবং বক্ষঃ, পৃষ্ঠাদি অঙ্গ ও নাসাচ্যুর্বাদি প্রত্যঙ্গ ২২ভাবে উৎপন্ন হয়। চতুর্থ মাসে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিভাগ অধিকতর ব্যক্ত হইয়া থাকে এবং গর্ভস্থদের প্রব্যক্ততা হেতু তথায় চেতনাধাতুর অভিব্যক্তি হয়; কেন না ক্ষয়ই চেতনাধাতুর স্থান। এষ্ট সময়ে গর্ভবিষয়ে অভিলাষ হয় এবং তজ্জন্তই তৎকালে গর্ভিণীকে ষিদ্ধদয়া বা দৌহাদিনী কহে। দৌহাদের অবমাননা করিলে গর্ভিণী ক্লম, হুগ্নি, খন্ড, জড়, বামন, বিকৃতাক ও হীনাক সন্তান প্রসব করে; অতএব তখন গর্ভিণী বাহা অভিলাষ করে, তাহা তাহাকে সাধ্যমত প্রদান করা কর্তব্য। পঞ্চম মাসে মনের বোধশক্তি অধিকতর বৃদ্ধি হয়; ষষ্ঠমাসে বৃদ্ধি শক্তির আবির্ভাব হয়। সপ্তম মাসে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিভাগ দ্রুততর হয়। অষ্টম মাসে গর্ভের ওজো ধাতু স্থির হয় না অর্থাৎ তখন ওজোনামক ধাতু আঁহর ভাবে কখন মাতৃ ক্ষয়ে কখন বা শিশুদ্বয়ে অবস্থান করে; একারণ মাতৃদ্বয়ে ওজো ধাতুর অবস্থানকালে প্রসূত হইলে শিশু জীবিত থাকিতে পারে না;

কায়র ওজো ধাতুই জীবের এক রকম জীবন ও বল; সুতরাং ওজোধাতুর নাশ হইলে তৎসঙ্গে সঙ্গেই প্রাণ বা বলের নাশ হয়। উক্ত ওজো ধাতু শিশুদ্বয়ে অবস্থানকালে প্রসূত হইলে তাহার বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকে। নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ মাসের অন্ততম মাসেই গর্ভ ভ্রমিষ্ট হইবার প্রকৃত কাল। ইহার অন্তথা হইলে গর্ভ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়।

গর্ভের নাভিনাভী মাতার রসবহা নাভীতে সঞ্চিত থাকিয়া তদীর আভার-রসবীণা গর্ভশরীরে বহন করার মাতার সেই উপলক্ষে দ্বারা ক্রমশঃ গর্ভের অভিব্যক্তি হয়। যোনিতে শুক্রের নিষেচন হওয়া অবধি যতদিন পর্যন্ত গর্ভের অঙ্গ প্রত্যঙ্গসমূহ সম্যক জাত না হয়, ততদিন পর্যন্ত মাতার সর্কশরীরাবয়বগামিনী রসবহা ত্রিগাগ্গত ধমনীদিগের উপরে সকল তাহাকে জীবিত রাখে ও পরিপুষ্ট করে।

গর্ভের কেশ, আশ্র, লোম, অস্থি, নখ, দন্ত, শিরা, স্নায়ু, ধমনী রোতঃ প্ৰভৃতি স্থির অঙ্গসকল পিত্তজ এবং মাংস, শোণিত, মেদ, মজ্জা, ক্ষয়, নাভি, বক্ষঃ, প্লীহা, অর, শুণ্ড প্রভৃতি কোমলাঙ্গ গুলি মাতৃজ। উহার শরীরের পৃষ্ঠি, বল, বর্ণ, স্থিতি ও হানি রসজ; ইন্দ্রিয়সমূহ, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আয়ু ও স্মৃৎ তৎখাদি আত্মজ; এবং বীর্ষা, আরোগ্য, বল, বর্ষ ও মেষা সাত্মজ। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি সত্ত্বজ লক্ষণও উহার শরীরে দেখা যায়।

পূর্বে বলা হইয়াছে, শুক্রার্ন্তব সংযোগ গর্ভের উৎপত্তি হয়; কিন্তু যেমন ঋতু, ক্ষেত্র, জল ও বীজের সমগত্যা না হইলে অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না, তজ্জন ঋতু, ক্ষেত্র, আহাররুচ রস ও বীজের সমগত্যা না হইলে সন্তানোৎপন্ন হয় না; একারণ সন্তানকামী নরনারীর নিয়তই যথাবিধানে শুক্রশোণিত পরিপুষ্টি বিষয়ে সচেষ্ট থাকা একান্ত কর্তব্য; তাহা হইলে যথাকালে ঐ উভয়ের সংযোগ হইলে রূপভগ্নস্কন্ধ মহাবল চিরায়ু সন্তান প্রসূত হয়।

যমজারি উৎপত্তিবিবরণ।

যুতপিত্ত যেমন অগ্নিকে আশ্রয় করিলে গলিয়া যায়, তজ্জন নারীর আর্ন্তব পুরুষ-সমাগমে গলিত হইয়া বিসর্গিত হয় এবং তদীর শুক্রের সহিত মিলিয়া যখন গর্ভোৎপত্তি করে, তখন ঐ শুক্র আর্ন্ত-

* ওজোধাতু সকল একার বর্ণের উৎপাদক গর্ভোৎপত্তিকালে উহা জলধাতুস্বরূপ হইলে গর্ভ গৌরবর্ণ, পৃথীধাতুস্বরূপ হইলে কৃষ্ণবর্ণ, পৃথী ও আকাশধাতুস্বরূপ হইলে কক্কর, জল ও আকাশধাতুস্বরূপ হইলে সৌর-ভাসবর্ণ হয়; কিন্তু কেত কেত বলেন, গর্ভশী বেরণ বর্ণের আঁহার অধিক সেবন করে তৎপ্রসূত সন্তানও সেই বর্ণের হইয়া থাকে। আবার ওজোধাতু গর্ভের দৃষ্ট-ভাগগত বা হইলে সন্তান জাতক হয়; কিন্তু রক্তে উহার অধিকা হইলে সন্তান রক্তাক; পিত্তে অধিকা হইলে পিত্তলাক, মেদাশ্লিষ্ট হইলে শুক্রাক এবং বায়ুর অধিক হইলে বিকৃতাক সন্তান জন্মে। অতএব রূপভগ্ন সবচেও অগ্নিগোমণ বিশিষ্ট শোণিত-শুক্রের পরিপুষ্টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

বেশ সহিত সন্নিহিত হইবার প্রাক্কালে যদি কোন কারণে বায়ু কর্তৃক বিধা বিতক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতেই অদৃষ্ট কারণবশতঃ চই জীব আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বসন্ত সন্তান উৎপাদন করে। যমকেরা অধর্ষকে সমুখীন করিয়াই অবতীর্ণ হইয়া থাকে অর্থাৎ অধর্ষকারীরাই বসন্ত হইয়া জন্মে। মাতাপিতার অঙ্গ শুক্লতা হেতু আসেকা (শিথিল শেক:) নামক পুরুষ উৎপন্ন হয়। যে সন্তান পৃতিবোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তাহাকে সৌগন্ধিক বলে; পুরুষের ছাত্র ব্রীহিগের পায়ুতে গমনকারী অজিতেন্দ্রির আত্মকে কুন্তীক বলে; অস্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে বাহ্যিক ব্যবহার প্রভৃতি জন্মে তাহার নাম কেশিক; পুরুষ যদি মোহবশতঃ উত্তানভাবে শরন-পূর্বক বীর চেষ্টার ব্রীতে বীর্থাধান করে, তাহা হইলে সেই গর্ভে বণ্ড নামক সন্তান জন্মে এবং তাহার আকার প্রকার ও চেষ্টাদি ব্রীলোকের ছাত্র হয়। আবার যদি উক্ত অবস্থাপন্ন পুরুষ হইতে ব্রী বীর চেষ্টা দ্বারা বীর্থাগ্রহণ করে এবং তাহাতে সন্তান জন্মে তাহা হইলে তাহার চেষ্টাদি পুরুষের ছাত্র হয়। উক্ত বণ্ডের শরীরে শুক্লের ভাগ থাকে না। নারীর রমণোচ্ছুক হইয়া পরস্পর কথঞ্চিৎ গমন করিলে যদি পরস্পর শুক্রমোচন করে, তবে অস্থি-হীন সন্তান উৎপন্ন হয়। ঋতুমাতা ব্রী স্বপ্নে মৈথুনাচরণ করিলেও তাহা হইতে সন্তানোৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু সেই গর্ভ পিতৃদেহবিবর্জিত হয় অর্থাৎ তাহার কেশ, ঋশ্র, লোম, নখ, দন্ত, শিরা, স্নায়ু, ধমনী ও রেতঃ প্রভৃতি হয় না। সাতিশর পাপকৃত গর্ভ সর্প, বৃশ্চিক, কুম্ভাণ্ড প্রভৃতির ছাত্র বিকৃতাকারে প্রসূত হয়। বৌদ্ধদের অবমাননা করিলে গর্ভের বে অবস্থা হয়, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। ফল কথা মাতাপিতার নাস্তিকতা, পূর্বজন্মকৃত অন্তঃসমূহ ও বাতাবির প্রেক্ষাপ বশতঃই গর্ভ নানারূপ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়।

মাতার নিশ্বাস প্রশ্বাস-সংকোচ ও নিজ্জা হইতে গর্ভস্থ শিশুর নিশ্বাস প্রশ্বাস-সংকোচ ও নিজ্জা হইয়া থাকে; কিন্তু মলের অন্নতা হেতু এবং বায়ু ও পকাশনের অযোগ্য হেতু অর্থাৎ উহাদের প্রকৃতিবাহ্য অপ্রাপ্তি হেতু ঐ শিশুর বাত, মূত্র ও পুত্রী নির্গম হয় না; আর যদি উহার মুখ অরাস্ত দ্বারা আচ্ছন্ন এবং কণ্ঠ কফবেষ্টিত ও তাহার বায়ুমার্গ প্রতিরুদ্ধ থাকে, তাহা হইলে উক্ত শিশু মৌন করিতে অসমর্থ হয়।

শরীরবিধি।

অগ্নি, সোম, বায়ু, সত্ত্ব রজঃ, তমঃ, পকেন্দ্রিয় ও ভূতাত্মা (কর্মপুরুষ) ইহার প্রাণ। যেমন হৃৎ পচ্যমান হইলে তাহা হইতে বস উৎপন্ন হয়, সেইরূপ শুক্র ও শোণিত, অগ্নি প্রভৃতি প্রাণ ঋশ্রা অধিষ্ঠিত হইয়া পচ্যমান হইলে তাহাতে সপ্ত ভক্ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বধা—

১ম অবতাসিনী—এই বক্ সর্ববর্ণের বায়ুক ও পক্ষতাত্মক কান্তির প্রকাশক। উহার স্থূলতা একটা ব্রীহির অষ্টাদশ ভাগ।

২য় লোহিতা—ইহা অবতাসিনীর আবাবহিত নিরবতিনী এবং একটা ব্রীহির বোড়প-ভাগৈকভাগ প্রমাণ।

৩য় বেতা—ইহার পরিমাণ ব্রীহির বাবশ ভাগের এক ভাগ।

৪র্থ তাম্রা—ইহা একটা ব্রীহির অষ্ট-ভাগৈকভাগ প্রমাণ।

৫ম বেদিনী—একটা ব্রীহির পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র ইহার পরিমাণ।

৬ষ্ঠ মোহিণী—ইহার স্থূলতা সম্পূর্ণ একটা ব্রীহির সমান।

৭ম মাংসধরা—ইহার পরিমাণ ছইটা ব্রীহির স্থূলতার সমান।

উক্ত সপ্ত ভকের স্থূলতার সমষ্টি এক অকুটোদর; কিন্তু বক্-সমূহের প্রত্যেকগত ও সমুদয়ের সমষ্টির বে পরিমাণ বলা হইল, উহা শরীরের মাংসল প্রদেশঃ সমূহ সম্বন্ধেই বৃদ্ধিতে হইবে, ললাটাদি অস্তিময় স্থানের বক্ সম্বন্ধে বৃদ্ধিতে হইবে না।

শরীরাত্তরস্থ ধাতু ও আশ্রয়গণের পরস্পরের সমাবর্তী সীমাবদ্ধপ, স্নায়ুসমূহে সমাক্ষর ও জরায়ু নামক স্তম্ভ চর্মাভূতি পদার্থ দ্বারা সন্তত এবং স্নেহা দ্বারা পরিবেষ্টিত পদার্থের নাম কলা; এই কলাও শরীরের মধ্যে লাভী; বধা,—

১ম মাংসধরা কলা—ইহা মাংসকে বেটন করিয়া থাকে অর্থাৎ ধাতুর হইতে মাংসকে ব্যবছিন্ন করিয়া রাখে এবং পক্ষ সংস্পৃষ্ট জলে বিন-মৃণাল বেরূপ ইতস্ততঃ বিবর্জিত হয়, তদ্রূপ শিরা, স্নায়ু ধমনী ও শ্রোতঃসমূহ ইহাতে প্রতানভাবে অবস্থিত থাকিয়া মাংসের সহিত সম্বন্ধ থাকে।

২য় রক্তধরা—ইহা মাংসের অভ্যন্তরস্থ রক্তকে বেটন করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন রক্তবহা শিরা, গ্রাহা ও বক্কেও রক্তধরা কলা বলা যায়।

৩য় মেদোধরা—মেদ প্রধানতঃ সর্বজীবের উদরেই থাকে; তবে স্তন্য ও মহদস্থির মধ্যে বে মেদ থাকে, তাহা মজ্জা নামে অভিহিত হয়।

৪র্থ স্নেহধরা—ইহা প্রাণীদিগের সর্বসন্ধিতে অবস্থিত, যেমন, চক্ৰচ্ছিন্নান্তর্গত কাষ্ঠ দেহাভ্যন্ত হইলে উত্তম চলে, তদ্রূপ সন্ধি সকল স্নেহাপ্রতি হওয়ারূপে উহা উত্তমরূপে সঞ্চালিত হইয়া থাকে।

৫ম পুত্রীধরা—ইহা পকাশের অবস্থিত এবং নির কোষ্ঠের অভ্যন্তরস্থ অর্থাৎ উত্তরস্থ মলকে অস্ত পদার্থ হইতে বতন্ত রক্ষা করে। উক্ত পকাশর বা স্ত্রায়র সকল লাভির নির প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণিতে জটিল ভাবে ডানবিকের কূচকির নিকট পর্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়াছে; এই স্থানে একটা থলি আছে, তাহাতে বিষ্ঠা সঞ্চিত থাকে; ইহারই নাম উত্তর; এই

উৎকৃষ্ট ফুলারের প্রথম সীমা, এখান হইতে ফুলার ক্রমশঃ উচ্চ-মুখে উঠিয়া বক্র ও আশাশ্রয়কে বেঁটন করিয়া কুস্কুলের নিম্ন দিগা প্রীহা পর্যন্ত আসিয়া পরে নিম্নমুখে মলধার পর্যন্ত গিয়াছে। মলধরা কলা উক্ত কুস্কুলে থাকিয়াই তত্ত্ব্য পর্যাভার হইতে উৎকৃষ্ট মলকে পৃথক্ রূপে বিভাগ করিতেছে।

“বক্র সমভাং কোটক বধাশ্রাণি সমাপ্রিতা।

উৎকৃষ্ট বিতক্তে মলং মলধরাকলা।” (সুক্রান্ত শরীরহান)

৩ষ্ঠ পিত্তধরা—ইহার নাম গ্রহণী নাড়ী বা পচ্যমানাশর; ইহাতে চর্কা, চোষা, লেহ ও পের এই চতুর্বিধ অন্নপান আমাশয় বা পাকস্থলী হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে আসিয়া স্থানীয় পাচক-নামা পিত্তের তেজে শোষিত হইয়া বধাকালে জীর্ণ হয় এবং পক-াশ্রে গমন অস্ত্র প্রস্তুত থাকে।

৭ম শুক্রধরা—যেমন ছদ্মে স্তত এবং ইন্দুরসে শুড় অবস্থান করে, তক্রপ প্রাণীদিগের সর্বশরীরেই শুক্র বর্তমান থাকে। যখন পুরুষ প্রসঙ্গ হইয়া স্ত্রীতে রক্ত হয়, তখন হর্ব বশতঃ শরীরে উত্তে-জিত হইয়া উহা পুরুষের বস্তিধারের হই অঙ্গুল হক্লিপপার্শ্বে অধো-ভাগে মুম্রোত্তের পথ দিয়া নির্গত হয়। সর্বদেহগত এই শুক্রকে ধাক্কুর হইতে পৃথক্ ভাবে রক্ষা করে বলিয়া ইহাকে শুক্রধরা-কলা বলা হয়।

গৃহীতগর্ভা রমণীদিগের আর্তববাহী স্রোতঃসমূহের পথ গর্ভ কর্তৃক বদ্ধ হওয়ার তৎকালে উহাদিগের আর্তব দৃষ্ট হয় না, এবং এইরূপে প্রতিহত হওয়ার উর্দ্ধগত হইয়া কতক তথায় উপচীরমান হইয়া অপরা রূপে (চলিত কুল) পরিণত হয়; তৎকালে আর্তব আরও উর্দ্ধাগত হইয়া পরোধর স্বরূপে প্রাপ্ত হইলে গর্ভাশ্রয় পীনোত্তপয়োধরা হন এবং এই আর্তবই কালে তথায় শুভরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়।

গর্ভের রক্ত হইতে প্রীহা ও বক্র এবং রক্তের শুষ্ক হইতে কুস্কুল ও রক্তের মল হইতে উৎকৃষ্ট উৎপন্ন হয়। রক্ত ও স্রোতার প্রসাদভাগ পিত্ত কর্তৃক পচ্যমান হইলে বায়ু তাহার অঙ্গসরণ করিয়া তাহার ক্ষীতি সম্পাদন করে, তাহাতে গর্ভের অঙ্গসমূহ, ওষ ও বস্তি উৎপন্ন হয়। কক, শোণিত ও মাংসের সার হইতে জিহ্বার উৎপত্তি হয়। বায়ু যথাপ্রয়োজন পিত্তের সহিত সংযুক্ত হইয়া মাংসে অঙ্গপ্রবেশ পূর্বক পেশীদিগকে স্বতন্ত্র করে, মাংস ও পেশী একই জিনিষ, ঐ পেশী মাংসের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ ব্যতীত অস্ত্র কিছুই নহে। বায়ু মেদের মেহ ভাগ গ্রহণ করিয়া শিরা ও স্নায়ুরূপে পরিণত হয়; কিন্তু তদ্ব্যধো শিরা-দিগের পাক মুহ ও স্নায়ুদিগের পাক ধর। রক্ত ও মেদের প্রসাদ হইতে বৃক্কের উৎপন্ন হয়। মাংস, রক্ত, কক ও মেদের প্রসাদ হইতে বুগধর এবং রক্ত ও ককের প্রসাদ হইতে হৃদয়ের

উৎপত্তি হয়। এই হৃদয় বাবতীর প্রাণবহা ধমনীর আশ্রয়; ইহারই অধোবেশে বামপার্শ্বে প্রীহা এবং কুস্কুলের অধোভাগে হক্লিপপার্শ্বে বক্র অবস্থিত। বক্রতের অধঃস্থভাগকে ক্রোম কহে। উক্ত হৃদয়ের আকার পদ্ম-বৃক্কুলের ভার, কিন্তু উহা নিম্নত অধোমুখে থাকে এবং জীবের জাগ্রদবস্থার বিকসিত ও নিশ্চিতাবস্থার নিরীণিত হয়। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ইহা প্রাণী দিগের বিশেষরূপ চেতনাবাহন; হৃদয়ঃ যখন উহা তম্নাবৃত্ত হয়, তখনই প্রাণিগণ নিশ্চিত হইয়া থাকে। বৎকালে তম্নোচ্চরিত স্রোতা সংজাবহ-স্রোতঃসমূহকে প্রাপ্ত হয়, যখন তামসী নামক নিক্রা উৎপন্ন হয়; উহা প্রাণরকালে আবির্ভূত হইলে জীবের আর নিশ্চিতাভাব না।

মাকুল রস ও মাকুতান্নান অর্থাৎ উপর রস দ্বারা স্রোতঃ সমূহের পূরণই গর্ভের পরিবৃদ্ধির কারণ; গর্ভের নাতির অন্তরে অগ্নিহানি নির্দিষ্ট আছে; বায়ুর আধমনে সেই অগ্নি আশ্রিত হইয়া পূর্বোক্ত রসকে পরিণাক এবং তৎকারী স্রোতঃসমূহকে পূরণ করে।

শুক্রার্ভব সংযোগকালে উহাদের মধ্যে বাতপিত্তাদির বৈরূপ আধিক্য বা ঐক্য থাকে, তদনুসারেই গর্ভের প্রকৃতি নির্দিষ্ট হয় অর্থাৎ শুক্রশোণিতে বায়ুর আধিক্য থাকিলে লোক বাতপ্রকৃ-তিক হয়; এইরূপে পৈত্তিক, স্রৈমিক এবং উত্তরের আধিক্যে বাতপৈত্তিক ও বাতস্রৈমিক এবং তিনের সমমিশ্রণে সান্নিপাতিক প্রকৃতি হইয়া থাকে। নিম্নে ক্রমশঃ ইহাদের নামঃ ও গুণাবলী যথাযথভাবে বর্ণিত হইতেছে, যথা—

বাতিক প্রকৃতি—এই প্রকৃতির লোক আগরক, শীতবেদী, দুর্ভাগ্য, চোর প্রকৃতি, মৎসরী, অনার্য, গীতাদিরিত, ক্ষুণ্ণচিত্ত কর-চরণ, অতি ক্রক শ্রমশ্রমকেশ, ক্রোধী এবং তদবস্থার বহনধ-ধারী অর্থাৎ দাঁত কিড়মিড় করে ও কামদার, সে অধীর, ক্রুতর, ক্রুশ, পরব, বহুভাবী, ক্ষতগামী, ভ্রমশীল, অনবস্থিত-চিত্ত, স্বপ্নে আকাশে গমনকারী, অত্যন্ত চঞ্চলদৃষ্টি, অন্ন ধরনরসকরী ও অস্বচ্ছপ্রাণী হয় এবং তাহার শরীর শিরাভালে ব্যাপ্ত ও কাহারও সহিত বন্ধুর করিয়া তাহা স্থির রাখিতে পারে না। এই প্রকৃতিক লোক ছাগ, লৃগাল, শশ, ইন্দুর, উট্ট, কুক্কুর, গৃধ, কাক ও গর্দভ প্রভৃতির সহিত উপমিত হইয়া থাকে।

পিত্ত-প্রকৃতি—বাহার প্রকৃতি পৈত্তিক, সে নিম্নত বর্ণবৃক্ক, দুর্গন্ধবিশিষ্ট, পীতাক, শিথিল ভাবাপন্ন, তাহার মন, ভাব, জিহ্বা, ওষ্ঠ, পাদ ও পানিতল তাত্রবর্ণ, সে বলি-পলিত-বালিত্য-বৃত্ত, দুর্ভাগ্য, বহুভাবী, উচ্চবেদী, বধার কল ও বধ্যমাতৃবিশিষ্ট, মেধাবী, নিপুণমতি, উচিত বক্তা, তেজস্বী, সত্যবলে হৃদিনার বীর্ঘ, স্বপ্নে কনক, পলাশ, কদিকার, অগ্নি, বিদ্যুৎ ও উষা বর্ণন-

কারী, প্রগত ব্যক্তির প্রতি সন্ধানপ্রদ ও সন্ধান এবং অন্য ব্যক্তির প্রতি অস্বস্তি হয়; তাহার কোন এবং প্রসাদ কি প্রত্যয় অর্থাৎ সে যেমন কোন কারণে হঠাৎ জ্বক হয়, তদ্রূপ আবার শীঘ্রই হ্রাসের হইয়া থাকে। অনেক সময়ে তাহাকে সুখপাকাদি রোগে কষ্ট পাইতে দেখা যায়; এই প্রকৃতিক লোক ভুজ্জ, উল্লুক, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মাক্ষার, বানর, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও নকুলের সহিত উপমিত হয়।

শ্রেয়-প্রকৃতি—যে লোকের প্রকৃতি শ্রেয়তাবাপন্ন, তাহার শারীরিক বর্ণ দূর্ব্বা, ইন্দ্রিয়, গুণা, কাঁচ রীটাকল ও শরকাও লক্ষণ; সে প্রিয়মিহন, মধুসাগর, কুহজ, ধৃতিমান, সহিষ্ণু, অনোভী, বলবান, চিরগাহী অর্থাৎ বিশেষ ধারণশীল, শুক্লাক্ষ ও লক্ষ্মীযুক্ত হয়; তাহার বেশ গুলি দৃঢ়, কুটিল ও সাতিশর নীলবর্ণ এবং স্বর মেঘ, মৃদঙ্গ বা সিংহের ধ্বনির জায়; সে স্বপ্নে কমল, হংস, চক্রবাকসমূহ মনোজ্ঞ জলাশয় সকল গন্দর্শন করে। তাহার নেত্র প্রান্ত রক্তলঙ্ঘিত, গাত্র স্তম্ভিত, দৃষ্টি রেচময়; সে সন্ত-গুণোপন্ন, ক্লেশক্ষম, গুরুজনসম্মানকারী, ও কফবহুল হইয়া থাকে। শাস্ত্রে তাহার ব্যক্তি অতিশয় দৃঢ়, সে স্থিরমিহ অর্থাৎ তাহার মিত্রতা সচজে বিনষ্ট হয় না; সে স্থিরধন ও বচ বিবেচনার পর জানকারী এবং যে যে ব্যক্তি দান করে তাহা অটল অর্থাৎ সে কখনই ঐ কথার বাতক্রম করে না। এই প্রকৃতিক ব্যক্তি ব্রহ্ম, ক্রতু, উজ্জ, বরুণ, সিংহ অশ্ব, গজ, গো, ঘৃষ, গরুড় ও হংসের সহিত উপমিত হয়।

বাতপৈতিক, বাতশ্লেষ্মক ও সান্নিপাতিক প্রকৃতি উক্ত দুই অথবা তিন দোষের লক্ষণাবলী দৃষ্টে পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে।

কেহ কেহ বলেন, পুরোক্ত বাতাদি তিন প্রকার প্রকৃতিই ভৌতিক। তন্মধ্যে বাতিক প্রকৃতি বায়বা, পৈতিক আয়ুয় এবং শ্লেষ্মিক আপ্য। আবার কোন কোন মতে, পাণিব ও নাতস প্রকৃতিও আছে; তন্মধ্যে দৃঢ় বিপুলশরীর ও ক্ষমাবান পুরুষকে পাণিব প্রকৃতি এবং শুচি, চিরজীবী ও বৃহচ্ছিন্নসম্পন্ন ব্যক্তিকে নাতস প্রকৃতি বলা যায়। আর ব্রাহ্ম প্রভৃতি ভেদেও প্রকৃতির বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। নিম্নে ক্রমশঃ তাহাদের বিবরণ বিবৃত করা যাইতেছে, যথা—

ব্রাহ্ম প্রকৃতি—শৌচ, আন্তিকা, বেনাত্যাস, গুরুপূজা, আত্ম-প্রিয়তা ও বজ্রক্ৰিয়া প্রভৃতি এই প্রকৃতির লক্ষণ।

ঐন্দ্র প্রকৃতি—মাহাত্মা, শৌর্ধ্য, আভা, সতত শাস্ত্রবুদ্ধিতা ও ভূতাদিগের ভয়গোষণ এই প্রকৃতিক লোকের লক্ষণ।

বারুণ প্রকৃতি—লোক এই প্রকৃতিতে হইলে তাহার শীত সেবন, সহিষ্ণুতা, পিতৃপাকতা, কপিলকেশতা ও প্রিয়বাদিতা প্রভৃতি গুণ প্রকাশ পায়।

কৌণ্ডের প্রকৃতিতে—লোকের মধ্যস্থতা, সহিষ্ণুতা, অগা-গম, অর্থসঞ্চয় ও অতিশয় সর্জনোৎপাদন শক্তি পরিদৃষ্ট হয়।

গন্ধর্ব্ব প্রকৃতি—লোক যখন এই প্রকৃতিতে হয়, তখন তাহার গন্ধমাল প্রিয়তা, নৃত্যবাদিতাকামিতা ও বিহারশীলতাদি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে।

যাম্য প্রকৃতি—এই প্রকৃতিতে লোক শীতপ্রিয় ও বিশেষ নিম্পন্নকারী, নির্ভয়, স্থিতিমান, শুচি ও রাগদেব-ভয়-মোহ বর্জিত হয়।

ঋষিসত্ত্ব—এই সত্ত্ব বিশিষ্ট লোক জপ, ব্রত, ব্রহ্মচর্য্য, হোম ও অধ্যয়নপর এবং জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া থাকে।

উক্ত প্রকৃতি গুলিকে মাসিক বাৎসর্য্য জ্ঞানিতে হইবে। নিম্নে রাজসিক প্রকৃতির বিষয় বর্ণিত হইতেছে;—

অহুরসত্ত্ব—এই সত্ত্বসম্পন্ন লোক ঐশ্বর্য্যবান, রৌদ্রস্বভাব, শূর, চণ্ড-স্বভাব, অহর্য্যক, একাকী ভোজনকারী ও অতিশয় উদারিক হয়।

সর্পসত্ত্ব—তীক্ষ্ণ, আয়াসী অর্থাৎ কষ্ট কর্ম্মকারী, ভীক, মত্ত, মায়ানী, আহারশীল ও চরণশীল ব্যক্তিকে এই সত্ত্ব-বিশিষ্ট বলিয়া জানিতে হইবে।

শাকুনসত্ত্ব—এই সত্ত্ববিশিষ্ট ব্যক্তি অতিশয় কামসেবী, অজ্ঞানহারী, অমর্ষযুক্ত ও অনবস্থিত স্বভাবাপন্ন হয়।

রাফসসত্ত্ব—একান্তগ্রাহিতা অর্থাৎ সমস্তই নিজে গ্রহণ করিব এইরূপ ভাব, রৌদ্ৰতা, অহুয়া, ধর্ম্মাভিমানিতা ও অতিশয় তমোগুণ, এই গুণি রক্ষ-সত্ত্বের লক্ষণ।

পৈশাচসত্ত্ব—এই সত্ত্ব লোকের উচ্ছ্রীণায়তা, তীক্ষ্ণতা, সর্জনপ্রিয়তা, দ্রীলোলুপতা ও নিরুদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

শ্রেয়সত্ত্ব—অসংবিভাগ অর্থাৎ কাঁচকেও ভাগ না দেওয়া, অলসতা, চঞ্চলতা, অহুয়া, লোলুপতা ও অদাত্ত প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা এই সত্ত্ব-সম্পন্ন উপলব্ধি হয়।

এক্ষণে তামস-স্বভাবের বিষয় বলা যাইতেছে; যথা—

পালবসত্ত্ব—এই স্বভাবের লোকের মেধার অভাব, নিদ্রারতা, মেথুননিভাতা, ও নিরাকারিত্বতা, প্রভৃতি লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়।

মৎস্তসত্ত্ব—অনবস্থিততা, মূর্থতা, ভীকতা, জলাশয়তা ও পরম্পরের অভিমর্দন অর্থাৎ লোকের পীড়ন বা ধ্বংস, এইগুলি মৎস্তসত্ত্বের লক্ষণ।

বনম্পতিসত্ত্ব—যাহার এক স্থানে অহুরাগ ও নিত্য কেবল আহারে অহুরক্তি এবং যে সব, ধর্ম্ম, কাম ও অর্থ পরিবর্তিত, সে বনম্পতিসত্ত্ব সম্পন্ন বলিয়া অভিহিত।

পূর্বেই আকাশ দেওয়া হইয়াছে যে, শুক্রোপাদিসমূহযোগে অষ্টমরুতি, বোড়িশ বিস্তার ও তুলাবা বা পুরুষ একই হটলে তাহাঙ্গের সমবায়ক গঠন হয়। বায়ু সেই চেতনাবাহী প্রাপ্ত পর্বেই দোষ, ধাতু, মল ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রূপে বিভাগ করে। মল উত্থাকে ক্ষেপিত করে, পুণিবী সংহত করে, এবং আকাশ বর্জিত করে; এষ্টরূপে ক্রমে যখন তাহাঙ্গি হস্ত, পদ, জ্ঞান, শ্রোত্রাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি পূর্ণাবস্থায় প্রাপ্ত হয়, তখন উক্ত দোষ, ধাতু, মল ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সমষ্টিকে শরীর বলা যায়। এষ্ট দোষ, ধাতু ও মল ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি আবার বহু বিভাগ উপ-বিভাগ বা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে; তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য; তবে নিয়ে সংক্ষেপে কিছু কিছু বিবৃত করা যাউতচে,—

দোষ—বায়ু, পিত্ত, ও কফ। শরীরের মলিনীকরণ হেতু ইহাদিগকে মলও বলা হয়; বিশেষতঃ পিত্ত রক্তের এবং কফ রস ধাতুর মল।

ধাতু—রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অহি, মজ্জা, ও শুক্র। এষ্ট শুক্র ধাতুব চরম তেজস্কর ওজঃ করে; তথা অষ্টম ধাতু এবং শরীরের একমাত্র বলা বা জীবনী শক্তি। এই ওজঃ ধাতুকে শুক্রের মল বলা হইয়া থাকে।

মল—প্রধানতঃ আহার্য রসের অসার ভাগ অর্থাৎ মূত্র ও পুরীষকে মল বলা হইয়া থাকে; কিন্তু তন্ত্রির উক্ত আহার্য রসের সার ভাগ রসধাতু এবং তৎপরবর্তী রক্তাদি ধাতু গুলিরও বখানিদিই পৃথক পৃথক মল আছে, যথাক্রমে তাহাদের বিবরণ বলা যাউতচে,—রস ধাতুর মল কফ, রক্তের পিত্ত, মাংসের কর্ণাদি মল—মূত্রের মল, মেদের মেদ, অহির নখ, রোম স্বভাৱে প্রভৃতি মজ্জার বসী, এবং শুক্রের ওজঃ। আপাততঃ মলই বলা যায়। এই সকল মল শরীরের অনিষ্টকারী, কিন্তু ইহারা মল মলিনীকরণে পারীক্ষিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে, এমন কি কোন সময়ে ইহাদিগকে বহু পূর্বেক রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে হয়। যেমন বন্ধারোগের চিকিৎসা কালে বলা হইয়াছে যে, শুক্রই পুরুষের মল এবং তাহার জীবন মূলমূলক, অতএব যন্ত্র রোগীর শুক্র এবং বলরক্ষার জন্য সাতিশয় চেষ্টা করিবে।

“শুক্রমূলং বলং পুংসাং মলমূলং হি জীৱিতং।

তন্মাদ্যন্তেন সংরক্ষেন্দু বহ্নিগাং মলরহস্যী।”

(বিজয়রাক্ত সিদামটীকা)

অঙ্গ—চরমী অঙ্গের নাম পূর্বে বলা হইয়াছে।

লোপাঙ্গ—মস্তক, উদর, পৃষ্ঠ, নাভি, ললাট, নাসা, চিবুক, বকি, গীবা, কর্ণ, স্নেহ, ক্র, শব্দ, অঙ্গ, পদ, কক্ষ, শুভ্র, বৃহৎ, পার্শ্ব, শিক্র, জাতি, বাহি, উরু, অঙ্গুলি।

একমে বস্তুকে বস্তুসংক্ষেপে শরীরের সেটি সংখ্যা নির্দেশ করা যাউতচে, যথা—হৃৎ, গত্রী, কলা গত্রী, আশ্রয় গত্রী, শিরা সাত শত, পেশী পাঁচশত, বায়ু নয় শত। অহি, তিন শত, সন্ধি দুইশত, বন, বর্ষ একশত সাত, ধমনী চতুর্বিংশতি, দোষ বা মল তিন, ক্রান্তঃ নয়। বাহ্যিক ভগ্নে ইহাদের প্রত্যেকের বখাবণ বিস্তৃত বিবরণ এখানে প্রদত্ত হইল না।

শরীরক (ক্ৰী) শরীর স্বার্থে কন। শরীর স্বার্থ।

শরীরকর্তৃ (ত্রি) শরীরনির্মাতা, সৃষ্টিকর্তা।

শরীরকৃত্ব (ত্রি) শরীরকারী, শরীরকর্তা, শরীরোৎপাদক।

শরীরজ (পুং) শরীরজ জায়তে ইতি জন-জ। ১ রোগ। ২ কামদেব, মনসিজ। (মহাভারত ১১০০ ৫৬) ৩ পুত্র। (মহাভারত ১৩২৪৪) (ত্রি) ৪ দেহজাত মাত্র।

“শরীরজৈঃ কৰ্ম্মদেবৈর্বাতি স্থাবরতাং নরঃ।” (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

শরীরতা (ক্ৰী) শরীরের ভাব বা ধর্ম।

শরীরত্যাগ (পুং) দেহত্যাগ, মৃত্যু।

শরীরত্ব (ক্ৰী) শরীরতা।

শরীরদণ্ড (পুং) শারীরিক দণ্ড, শরীরের উপর শাস্তি দেওয়া। (ভাগবত ৫২৩১৬)

শরীরবাতু (পুং) রস, রক্ত ও মাংস।

শরীরপণ (ক্ৰী) শরীরকর, শরীরপাক।

শরীরপতন (ক্ৰী) ১ মৃত্যু। ২ শরীরের ক্রমিক ক্ষয়, ক্রমে ক্রমে শরীরের অপচয়।

শরীরপাক (পুং) শরীরকর, শরীরের ক্রমিক অপচয়।

শরীরপাত (পুং) শরীরপতন, শরীরনাশ।

শরীরপ্রভ (পুং) প্রভবতাম্রাৎ প্রভবঃ শরীরত প্রভবঃ।

শরীরকৃত্ব, শরীরোৎপাদক, বাহা হইতে শরীর উৎপন্ন হয়।

শরীরবন্ধ (পুং) ১ শরীরযোগ, দেহসংলগ্ন। (ভাগবত ৫৫৫) ২ শারীরিক ক্রিয়াযোগ। (রঘু ১৩২৩)

শরীরবন্ধক (পুং) ভাসমান, যে কোন অপরিচিত বা অবিস্মৃত ব্যক্তির বিশ্বাসার্থ রাজস্বাধারিতে বহন অকীকার্যবদ্ধ থাকে।

শরীরভাজ (ত্রি) শরীর ভজ্যভীত ভজ্য-ব (ভজ্যে বিঃ। পা ৫১৩২) শরীরধারী, প্রাণী। (ভাগবত ১১৩৫২) (পুং) ২ দেহী, জীবাত্মা।

শরীরকৃত্ব (ত্রি) ১ দেহধারী। (পুং) ২ বিহু। (ভাগবত ১১৩৫১১) ৩ জীবাত্মা।

শরীররক্ষক (পুং) দেহরক্ষী (Body guard)

শরীরবন্ধ (ক্ৰী) শরীর রক্তের ভাব বা ধর্ম। শরীর। (সর্বদ)

শরীর ও (ত্রি) দেহাবশিষ্ট, বাহার বহিঃ আছে।

শরীরবন্ধ (ত্রি) শরীরের সৌন্দর্য্যসম্পাদনে আবশ্যকীয় ক্রিয়াদি

শরীরবৃত্তি (জী) জীবিকা, জীকেন্দ্রিক, যে বৃত্তি অবলম্বনে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা হয়। (রবু ২৪৫)

শরীরশুশ্রূষা (জী) দেহসেবা। (মহু ২৮৬)

শরীরশোষণ (জী) দেহক্ষর।

শরীরসংস্কার (পুং) দেহপরিব্রীকরণ। ২ শরীরের বাহ্য শোভা সম্পাদন বা পরিষ্করণ।

শরীরসন্ধি (পুং) শরীরগতি, শরীরের প্রত্যেক অঙ্গাংস শিরাস্রায়ু অস্থি প্রভৃতির পরস্পর মিলনস্থান। (ভাগবত ৩।১৩৪৮)

শরীরস্থান (জী) শরীরস্থান।

শরীরাবয়ব (পুং) অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

শরীরাবরণ (জী) শরীরস্থ আবরণ। ১ চর্ম। (রাজনি) ২ বর্ম। (মহাভারত) ৩ কার্যবেষ্টন, শরীরের যে কোন আবরণ। ভাবে লুট্। ৪ দেহাচ্ছাদন, শরীরকে ঢাকা।

শরীরীরাষ্ট্র (জী) শরীর সম্বন্ধীয় হাড়, কঙ্কাল, অস্থিপঞ্জর।

শরীরিন্ (পুং) শরীরমতান্ত্রীত শরীর-ইনি। ১ দেহী, শরীর-বিশিষ্ট, অবয়বসমষ্টিযুক্ত। পধ্যায়—ভব, উদ্ভব, প্রাণী, জগ্ৰা, জন্তু, প্রাণভূত, চেতন, জ্ঞানী।

বৈজ্ঞানিকশাস্ত্রে নিয়োক্ত প্রকারে শরীরীর লক্ষণ উক্ত হইয়াছে—

"গর্ভাশয়গতং শুক্রমার্জিতং জীবসংজ্ঞকং।

প্রকৃতিঃ সবিকারা চ তৎসর্বং গর্ভসংজ্ঞকং।

কালেন বর্জিতো গর্ভো যদ্যপোপাঙ্গং যুতঃ।

ভবেত্তদা স মুনিভিঃ শরীরীতি নিগন্ততে ॥" (বৈদ্যক)

গর্ভাশয়াসম্বন্ধিত শুক্র, শোণিত, জীব অর্থাৎ চৈতন্য এবং সবিকার অর্থাৎ মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, মনের সাহিত একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই সকল বিকার সমবেত প্রকৃতি, ইহাদের সাধারণ নাম গর্ভ। এই গর্ভ যখন কাণপ্রাপ্ত হইয়া হৃদয়, গলদ্বয়, মস্তক ও মধ্যদেহ এই ষড়ঙ্গ, জন্ম-পিণ্ডকাষয়, উরুপিণ্ডকাষয়, ক্ষিচ্ছয়, বুয়ণ্ডয় ও লিঙ্গ ইত্যাদি ৬৬টা প্রত্যঙ্গ, নাভি, হৃদয়, ক্রোম, যকৃৎ ও প্লীহা ইত্যাদি ১৫টা কোষ্ঠাঙ্গ, চেতনাধিষ্ঠান একটা, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান ১০টা, প্রাণায়তন ১০টা, মকণ্ডক ১৬০ খানি অস্থি, ৯০০ শাস্ত্র, ৭০০ শিরা, ২০০ ধমনী, ৫০০ পেশী, ১০৭টা মর্ম্ম, ও ২০০ সন্ধি সমাযুক্ত পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে শরীরী বলা হইয়া থাকে। [অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বিস্তৃত বিবরণ শরীর শব্দে দ্রষ্টব্য] ২ ক্ষেত্রজ, জীবাশ্ম। (মহু ১৫০) ৩ দেহাবচ্ছিন্ন আত্মা, আত্মা যতদিন পর্য্যন্ত দেহে অবস্থান করেন, ততদিন তাহাকে শরীরী বলা যায়। ৪ জীব, জন্তু, প্রাণী।

শর্কর (পুং) শৃংখলায়াং শৃ-উ (শৃ-শৃ-মহিঞ্যাদীতি। উপ্ ১।১১)

১ ক্রোধ। ২ বজ্র। (মেদিনী) ৩ বাণ। (হেম) ৪ আয়ুধ। (সিদ্ধান্তকো) ৫ হিংসা।

"দুগীবন্তঃ শরবে পত্যমানাঃ" (শুক ৬।২৭৩)

"শরবে হিংসারৈ" (সায়ণ)

৬ গন্ধক বিশেষ। (মহাভারত ১।১২৩৫৫) (ত্রি) ৭ হিংসক।

"দিবা নভঃ শরমশ্রজ্যবোতম্।" (শুক ৭।৭১১)

"শরং হিংসকং" (সায়ণ)

৮ কাগজাদির জায় পাতলা। ৯ হুতাশ্রের জায় স্থান।

শরতমৎ (ত্রি) আয়ুধাবলিষ্ট। (শুক ১০।৮১৫ সায়ণ)

শরতমোটা (দেশজ) যন্ত্র ও স্থল। উচ্চ ও নীচ।

শরৈজ (ত্রি) শরে শরবে জায়তে জন ড (বিভাবা বর্ষক্ষর-শরবরাৎ। পা ৬।১।১৫) ইতি বিকল্পে সপ্তম্যা অলুক্। শরবণ-জাত কান্তিকের।

শরৈফ (পুং) আশ্র। (জটধর)

শর্কর (পুং) ১ কঙ্কর, চলিত কঁকর। ২ বালুকা কণা। ৩ জলজ জীবভেদ। (পক্ষিংশত্রী ১৪।১।১৫) ৪ দেশভেদ ও তদধিবাসী। (মার্কপু ৫৮।৩৫)

শর্করক (পুং) শর্কর (বৃহৎকঠোত। পা ৪।২।৮০) ইতানেন কঃ। মধুর জব্বীর, শরবতী লেবু। (রাজনি)

শর্করকন্দ (পুং) আলুক বিশেষ, রাঙাআলু, শর্করকন্দ আলু। (Ipomoea batatas) হিন্দী শর্করকন্দ, তামিল—বুল্লি কিজঙ্কু।

শর্করজা (জী) শর্করাজ্যতে ইতি জন-ড দ্বিমাং টাপ্। সিতাখণ্ড। (রাজনি)

শর্করা (জী) খণ্ডাবকার, চলিত চিনি, পধ্যায় সিতা, শুক্রোপলা, শুক্রা, সিতোপলা, মীনাতী, খেতা, মৎস্তাণ্ডকা, আহচ্ছত্রা, স্নান-কর্তা, শুভেষ্টিবা। গুণ—মধুর, শীতল, পিত্ত, দাহ, শ্রম, রক্তদোষ, ভ্রান্তি ও কৃমিকোপনাশক। (রাজনি)

শুড় হইতে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে, সাধারণতঃ খজুর, ইক্ষু তালের রস হইতেই চিনি প্রস্তুত হইয়া ব্যবহৃত হয়। আজ কাল খিট্ হইতে প্রস্তুত চিনি বিশেষ প্রচলিত। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে খেতবর্ণ অথচ বালুকার জায় খণ্ডকে শর্করা বা সিতা কহে। ইহা অতিশয় মধুরস, রক্তিকারক, শীত-বীৰ্য, শুক্রবর্জক এবং বায়ু, রক্ত, পিত্ত, দাহ, মূচ্ছা, বমি ও জরনাশক।

পুষ্পশর্করা—শীতবীৰ্য, রক্তপিত্তনাশক, এবং লঘু। কষায় রস, শীতবীৰ্য, এবং কফ, পিত্ত, বমি, অতীসার, পিপাসা, তৃষ্ণা, দাহ ও রক্তদোষনাশক। ইহা যত নিম্নল হইবে, ততই মধুর, মিষ্ট, লঘু, শীতল ও সারক হইবে। (ভাবপ্রকাশ)

[বিশেষ বিবরণ চিনি শব্দে দেখ]

২ উপলা। ৩ কর্পরাংশ, কর্পরখণ্ড। ৪ রোগভেদ, শর্করা রোগ। ইহার লক্ষণ—

“বক্তিরক্ষুচ্ছ মুত্রস্ত মুষ্ণু য়াকারী।

তস্তামুৎপন্নমাত্রায়ো গুক্রমেতি বিলীয়তে।

পীড়িতে স্ববকাশেহম্মিন্নার্থোষ চ শর্করা ॥”

সা ভিন্ন মুষ্টিবর্তেন শর্করেনত্যভিবীর্যতে ॥”

(ভাবপ্রাক° অশ্মরীরোগার্থ°)

গুক্রাশ্মরীরোগে রোগীর মূত্রাশয় বেদনা, কষ্টের সহিত মুদ্র-
নির্গম এবং মুষ্ণুদ্বয়ে শোথ হয়, এই রোগ উৎপন্ন হইবার
মাত্রই গুরু ঋণন হইতে থাকে, কিন্তু শিশু ও মুকের মধ্যদেশ
পীড়ন করিলে অশ্মরী অভ্যন্তরে লীন হয়। এই অশ্মরী বায়ু
কর্তৃক ভিন্ন অর্থাৎ চাঁন কণার দ্বারা হইলে তাহাকে শর্করা কহে।
শর্করা ও সিকতার প্রভেদ এই যে, শর্করা অপেক্ষা সিকতার রেণু
সূক্ষ্ম হয়। বায়ু কর্তৃক প্রভিন্ন শর্করা ও সিকতারোগে যদ
বায়ু স্বপথগামী হয়, তাগ হইলে মুত্রের সহিত ঐ রেণু সকল
বহির্গত হয়, এবং বায়ু বিপথগামী হইলে রুদ্ধ হয় ও মুত্র শোভের
সহিত সংলগ্ন হওয়া বিবিধ উপদ্রব উৎপাদন করে। দুর্লভতা,
শরীরের অবসন্নতা, ক্লান্ততা, কুক্ষি, শূল, অরুচি, পাণ্ডু, মূত্রাঘাত,
পিপাসা, ক্ষুদ্রাশ ও বাম, এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে।
(ভাবপ্র°) [অশ্মরী ও মুত্রকৃচ্ছ শব্দ দেখ]

৫ শকল। (মোদনী) ৬ কুণ্ডলক্রেপ পুঙ্খদেশস্থিত দেশভেদ।

(মার্কণ্ডেয়পু° ৮৮৩৫) ৭ বালুকা, বাল। ৮ মূত্রিকার, চূর্ণখণ্ড।

শর্করাফ (পুং) খাষাবশেষ। (চরক)

শর্করাচল (পুং) শর্করাময়ো অচণঃ। দানার্থ ক্রীড়ম শর্করাময়
পক্ষর্ত্তবশেষ। চাঁনের পাহাড় প্রভৃত করিয়া যথাবিধানে
দান করিতে হয়। (হেমাদ্রি দানধ°)

শর্করাধেয়ু (স্ত্রী) শর্করাভিনির্মিতা ধেয়ুঃ। দানার্থ শর্করা
নির্মিত ধেয়ু। বরাহপুরাণে এই ধেয়ু দানের বিধান আছে,—
চাঁন দ্বারা সর্বসংগ্রহ প্রভৃত করিয়া যথাবিধানে দান কারতে
হয়। যিনি দাক্ষণ্য সহিত এই দান করেন, তিনি সকল পাতক
হইতে মুক্ত হইয়া অন্তকালে বিম্বলোকে গমন করেন।

(বরাহপু° শর্করাধেয়ুদানমাহাত্ম্য)

শর্করাপ্রভা (স্ত্রী) শর্করেষ প্রভা যথাঃ। চিন্দ্রাঙ্গের নরক
বিশেষ। ‘রক্তশর্করা বালুকা পক্ষ্মমতমপ্রভা।

মহাতমপ্রভাবেত্যাদ্যেহো নরকভূময়ঃ ॥’ (হেম)

শর্করার্কবুদ (পুং স্ত্রী) শর্করাবদর্কবুদঃ। ক্ষুদ্ররোগান্নিকারোক্ত
রোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—যে রোগ কক্ষ বায়ুর প্রকোপেভু
মাংস, মায়, ও মেদ দূষিত হইয়া গ্রহি উৎপন্ন হয়, ঐ গ্রহ ভিন্ন
মধু দ্রব বা বসার দ্বারা অত্যন্ত আঘাত হয় এবং অত্যধিক ক্রাব

হেতু বায়ু পুনর্বার অতি বর্ধিত হইয়া মাংসকে শুবাইয়া
শর্করার দ্বারা কঠিন গ্রহি উৎপাদন করিয়া তদ্ব্যবস্থ শিরাসমূহ
দ্বারা নানা প্রকার বর্ণবিশিষ্ট অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ দ্রব ক্রেন্দয়
হয়, কখন বা উহা হইতে ইঠাৎ রক্তস্রাব হয়, ইহাকে শর্করার্কবুদ
কহে। এই রোগ হইলে মেদ জন্ত অর্কবুদ রোগের দ্বারা
চিকিৎসা করিতে হইবে। (ভাবপ্র° ক্ষুদ্ররোগার্থ°)

শর্করালেহ (পুং) রসায়নাধিকারোক্ত লেহবিশেষ। প্রস্তুত
প্রণালী—মেদা, মহামেদা, শুদ্ধি, বৃদ্ধি, জীবক, ঋষভক, কাকোলা,
ক্ষীরকাকোলা, জীবন্তী, যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকে ৪
তোলা, ৫ মাষা ৫ রতি পরিমাণ, কুশমূল, কাসমূল, উলুমূল, শর-
মূল ও ইক্ষুমূল ইহাদের প্রত্যেকে ৩ পল, জল ৩২ সের; অগ্নিতে
পাক করিয়া শেষ ৮ সের, নারিকেল জল ১২ সের, ঘৃত ৪ পল,
যথানিয়মে পাক করিয়া ১৬ পল শর্করা দিতে হইবে, পরে পাক
সিদ্ধ হইলে এলাচি, ভেজপত্র, ধনে, জীরে, শুড়ভক, কৃষ্ণজীরে,
বংশগোচন ও নাগকেশর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক তোলা
করিয়া প্রক্ষেপ দিয়া নামাইতে হইবে। এই লেহ শ্রেষ্ঠ
রসায়ন। (রস° র°)

শর্করাসপ্তমী (স্ত্রী) শর্করায় দানবিধায়িকা সপ্তমী। বৈশাখী
গুক্রা সপ্তমী। মংস্তপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, বৈশাখী গুক্রাসপ্তমী
তিথিতে প্রাতঃ স্নানান্তর কুঙ্কম দ্বারা হৃদয় মধ্যে সর্কর্ণিক পদ্ম
অঙ্কিত করিয়া গুক্র তিল ও গুক্র মালায় লেপনের সহিত ‘তম্মৈ
সবিত্রে নমঃ’ এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্প নিবেদন করিবে, পরে তদুপরি
শর্করাপাত্র সংযুক্ত উদকুস্ত হাপন করিবে; এই কুস্ত গুক্র বস্ত্র,
মালা ও অমুলেপন দ্বারা অলঙ্কৃত সুবর্ণাঙ্ঘর সম্মুখে রাগিয়া
নিম্নোক্ত মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। মন্ত্র যথা—

“বিশ্ববেদময়ো যস্মাৎ বেদবাদীতি পঠ্যাতে।

ত্বমেবামৃতসর্কর মতঃ কাস্তুং প্রযচ্ছ মে ॥”

তদনন্তর পক্ষগব্য পান করিয়া ঐ প্রতিমূর্তির এক পাশে
মূর্তিকাশযায় শুইবে এবং সৌরহৃত স্মরণ ও পুরাণাদি শ্রবণ
করিবে। এইরূপে অহোরাত্র অতিবাহিত হইলে পরদিন
তষ্টমীতে নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তর পূজোপকরণাদি সমস্তট
একজন বেদবিদ ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করিয়া যথাশাস্তি শর্করায়ত-
সংযুক্ত পায়স দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে এবং নিজে বাঙ্ক-
সংযুক্ত হইয়া অটল লবণাদিত অন্নাদি ভক্ষণ করিবে। মাসে
মাসে এইরূপ বিধানে ব্রত করিয়া এক বৎসর অভীত হইলে
পর সর্কর্ণোপকরণসম্বিত শয্যা, সশর্কর কলস, পরিশ্রিত গাভী
এবং যথাশাস্তি অজ্ঞাত গৃহসামগ্রীর সহিত পুষ্করং মন্ত্রোচ্চারণ
পূর্বক সুবর্ণাঙ্ঘ দান করিতে হইবে। এই সুবর্ণাঙ্ঘ নিজে
শক্ত অঙ্গুসারে সংগ্রহ, শত, দশ অথবা পঞ্চদশ পরিমিত স্বর্ণ

যাঙ্গ প্রস্তুত করতে হইবে; কিন্তু তাহাতে বিতর্কতা করিলে বোঝানি হইতে হয়। মিকশবে এখানে ৮ তোলা বা ১ পল যুক্তিতে হইবে।

অমৃতশারী স্বর্ষের দুখনিঃসৃত অমৃতবিন্দুই শালি, মূল ও ইজু নামে অভিহিত এবং সেই অমৃতাস্রক ইজুর সারভাগই শর্করা; সুতরাং সেই শর্করা স্বর্ষাদেবের অতি প্রিয় বস্তু; এ কারণ শর্করাসপ্তমীতে শর্করাসংস্কৃষ্ট উপকরণদ্বারা পুরোক্ত প্রকার স্বর্ণাঙ্কুরের পূজা ও সৌরাস্ত্রক স্রবণাদি করিলে স্বর্ষপের বজ্রের ফল পাওয়া যায় এবং অন্তে ব্রহ্মলোক লাভ হয়। (মৎস্তপু° ৭২ অঃ; শর্করাসব (পুং) শর্করা দ্বারা প্রস্তুত আসব বা অরিষ্ট। গুণ— মুখপ্রিয়, সুখদায়ক, জ্বরহৃৎ, বস্তিরোগনাশক ও পাচক; ইহা পুষ্যাতন হইলে দ্রুত ও বর্ধকর হয়। (চরক সু° ২৭ অঃ)

শর্করাস্ত্রভা (পুং) শর্করাসব। (ঐতর্য্যনিয়°)
শর্করিক (ত্রি) শর্করা বিভক্তেহয়ন্ শর্করা ঠক্ (বৃহৎকঠজিগোত ৭ কুমুদাদিত্য ঠক্। পা ৪।৩।৮০) শর্করাবান্। (সিদ্ধান্তকৌমুদী)
শর্করিল (ত্রি) শর্করা বিভক্তেহয়ন্ শর্করা-ইলচ্ (মেশে লুবি-লটৌ চ। পা ৪।২।১০৫) শর্করাবান্। (অমর)

শর্করী (স্ত্রী) ১ ছন্দোবিশেষ। ২ নদী। ৩ মেথলা। (মেদিনী) ৪ লেখনী। (ধবলি) কোন কোন মুদ্রিত মেদিনী ও হেমচন্দ্রের অভিধানে এষ্ট শব্দ রেফশূন্য হিৎকারমধ্য ভাবে লিপিত আছে দেখা যায়। [শর্করা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

শর্করীয় (ত্রি) শর্করা সম্বন্ধীয়।
শর্করোদক (স্ত্রী) শর্করায়ুক্ত জল, চলিত চিনিপান বা শরবৎ। এলাচী, লবঙ্গ, কর্পূর ও মরিচ চূর্ণের সহিত শুভবর্ণ অর্থাৎ আভি পরিষ্কার শর্করামিশ্রিত করিয়া শীতল জলদ্বারা উহা উত্তম রূপে আলোড়িত করিলে শর্করোদক প্রস্তুত হয়; ইহা শুক্রল, শৈত্যকারক, মলনিঃসারক, বলবর্ধক, রুচিপ্রদ, লঘু, বাহু; বায়ু, পিত্ত ও রক্তদোষনাশক এবং বমি, মুচ্ছা, দাঁহ, তৃষ্ণা ও জ্বর শান্তিকারক।

শর্কার (পুং) বস্ত্রবিশেষ। গোরাদি° ভীষ্ (পা° ৪।১।৪১)
শর্ক (পুং) দস্ত্রবিশেষ। (অথর্ক ৮।৩।২)
শর্কোচি (পুং) সর্প। অথর্ক ৭।৫।৩৫
শর্কচাপিলি (পুং) গোত্র প্রযুক্তক স্ববৈভব।
শর্ক্ (আরবী) ১ স্তম্ভ। ২ বন্দোবস্ত লিপি। ৩ অবস্থা। ৪ চিহ্ন।
শর্কী (আরবী) স্তম্ভাখণ্ড (lottery) সম্বন্ধীয়।
শর্কিনী (স্ত্রী) ধ্বস্ত নগরবিশেষ। "শর্কিনী অত্রিগ্রহীতমোতিঃ।" (অথর্ক ১৮।৩।১৬)

শর্কি (পুং) শুব্ শব্দকৃতসারাক শুব্-যজ্ঞে। ১ অপান বায়ুভাগ, রক্তপ্রক্রিয়া বাতকর্ম। ২ তেজঃ।

"প্র শর্ক আর্ক প্রবক বিপত্তা" (শব্দ ৪।১।১২)

"শর্কজ্জলঃ" (সারণ)

৩ সমূহ।

"বৃক্ষে শর্কার জমবার বেধনে" (শব্দ ১।৩।৪১)

"শর্কার সমূহা" (সারণ)

(ত্রি) ৪ প্রসহনশীল।

"প্রবঃ শর্কার দ্বয়ে কেব চারার তুল্যিণে।" (শব্দ ১।৩।৭।৪)

"শর্কার প্রসহনশীলার" (সারণ)

৫ আর্জিত।

শর্কজ্জল (পুং) শর্ক জহাতীতি শর্ক-জ-জল্ (বাতশুনীতিল শর্কজিহতি। পা ২।২।২৮। অরুদ্বিষদজ্জলততি-মুন্। পা ৩।৩।৬৭) ১ মাষ, শিষ্যাদি। (ব্যাকরণ) (ত্রি) ১ মলদ্বার দিয়া বায়ু নিঃসারক, বাতকর্মকারী।

শর্কিন (স্ত্রী) শর্ক-লুট্। ১ অধোবায়ু, চলিত বাতকর্ম। (মহা ৮।২৮২ কুল্লুক) ২ আর্জিত।

শর্কিনীতি (ত্রি) প্রবৃত্ত কর্ম।

"ইজ্জো বৃহমবৃণোজ্জর্কিনীতিঃ" (শ্লক ৩।৩।৪৩)

"শর্কিনীতিঃ নয়নঃ নীতিঃ কর্ম শর্ক প্রবৃত্তঃ নীতিঃ কর্ম বস্ত স তথোক্তঃ" (সারণ)

শর্কিস্ (ত্রি) ১ আভ্যবিত্তা, পরাভবকারী। ২ বলবান্।

"শর্কিস্তরো নরাঃ গুর্ভপ্রবাঃ" (শব্দ ১।১২২।১০)

"শর্কিস্তরোহতিশয়েনান্তিভবিভা অথগতিশয়েন বলবান্" (সারণ) (স্ত্রী) ৩ বল।

"মারুতঃ শর্কো অদিতিং হবামহে" (শব্দ ১।১০।৩।১)

"মারুতঃ শর্কো বরুৎ সমূহরুগং বলং চ হবামহে" (সারণ)

শর্কিন্ (ত্রি) স্পর্কায়ুক্ত, গার্কিত।

শর্ক্যা (পুং স্ত্রী) প্রাপ্য, লক্ষ্য।

"বেমতুরত শর্ক্যাং" (শব্দ ১।১১।৩।৫)

"শর্ক্যাং প্রাপ্যমানিত্যাত্ম্যমবধিভূতং লক্ষ্যং" (সারণ)

শর্ক্ব, ১ হিংসা। ২ গতি। লট্ শর্ক্বাতি।

শর্ক্ব (স্ত্রী) শর্ক্বন্ কার্ণ।

শর্ক্বাক (পুং) ভ্রাম্যক দেশবাসী জাতিবিশেষ। (ভারত সভাপর্ক)

শর্ক্বাকুৎ (ত্রি) মললশারী, স্বর্ষের হেতু। (ভগবত ৭।১১।৩১)

শর্ক্বাণী (স্ত্রী) ব্রাহ্মকন্যা। (বেত্তকনিধ°)

শর্ক্বাণ্য (ত্রি) ১ স্বর্ষের যোগ্য। ২ অপ্রিয়ের যোগ্য।

শর্ক্বান্ (স্ত্রী) শূ-মনিন্ (সর্কধাতুজ্যো মনিন্। উপ্ ৪।১৩) ১ স্বর্ষ।

"তপস্যা অগ্নিভারতঃ শর্ক্বং বৎ সৎ" (শব্দ ৪।২।৫।৪)

"শর্ক্ব স্বর্ষঃ" (সারণ)

(ত্রি) ২ স্বর্ষী। ৩ গৃহ।

“স নঃ শর্শানি বীতরে” (ঋক্ ৩১৩৪)

‘শর্শানি শর্শশকো গৃহবাটী ছাত্রা শর্শেতি ভ্রামনশ্চ পাঠাৎ’ (সারণ)
(পুং) ৪ ব্রাহ্মণের উপাধি ।

বিকৃপুরণে উক্ত হইয়াছে যে, বাসকের জন্মদিবস হইতে
দশম দিন অতীত হওয়ার পর পিতা তাঁহার নামকরণ করিবেন ।
নামকরণের সময় নামের পর যের শব্দ এবং তৎপশ্চাত্তম শর্শবর্গাদি
শব্দের যোজন্য করিতে হয় ; অর্থাৎ ব্রাহ্মণের নামের পরবর্তী
দেবশব্দের পর শর্শা এবং কত্রিরের নামের পর বর্গা ইত্যাদি ।

“ততশ্চ নাম কুবীর পিঠৈব দশমেহনি ।

দেবপূর্বং নরাণ্যং হি শর্শবর্গাদিসংযুতম্ ॥

শর্শেতি ব্রাহ্মণভোক্তং বর্শেতি কত্রসংযুতম্ ॥”

(বিকৃপু° ৩১০৮-৯)

৫ বিষ্ণু (ভারত ১৩১৪২০)

শর্শান্, বর্ষকৃত্য নামক দীর্ঘাতিপ্রাণতা । ইনি চন্দ্রহৃদি বংশীয়
এবং শ্রীশর্শা নামেও পরিচিত ।

শর্শাদ্ (ত্রি) ১ সুখদায়ক । (পুং) ২ বিষ্ণু ৮

শর্শুর (পুং) ১ বস্ত্রভেদ । (ধরণি) ২ সুখদায়ক । (ত্রিরাং
টাপ্) শর্শরা, ৩ দারুচরিত্রা ।

শর্শুরী (জী) দারুচরিত্রা, শর্শরা ।

শর্শুবৎ (ত্রি) ১ সুখযুক্ত, মঙ্গলবিশিষ্ট । ২ ‘শর্শ’ এইরূপ নাম
যুক্ত । (মত্ ২৩২)

শর্শুসদৃ (ত্রি) গৃহে অবস্থান-কারী, গৃহে বর্তমানশীল ।

“পুরঃসদঃ শর্শসকো ন বীরাঃ” (ঋক্ ৩৫৫২১)

‘শর্শানি গৃহে সীদন্তশ্চ ভবন্তি যত্র যত্রাসৌ তত্র তত্র সন্নিধিং
কুর্যাণা ইত্যর্থঃ’ (সারণ)

শর্শাণ্য (পুং) মন্থর । (পর্যায়সূক্তা°)

শর্শিন্ (ত্রি) সুখপ্রদ । “অগন্ত্যং গোত্রতশ্চাপি নামতশ্চাপি
শর্শিগম্ ॥” (ভারত অহুশাসনপর্ব)

শর্শিলা (জী) পাণ্ডুশর্শিলা শব্দে পঞ্চপাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীকে
বুঝায় ।

শর্শিষ্ঠা (জী) বুধপূর্বা নামক অহররাজহুহিতা । মহাত্মারতে
কথিত আছে, একদা জগৎকলি কালে ইনি শুক্রাশ্বজা দেবযানীর
সহিত বিরোধ করিয়া যথেষ্ট তিরস্কারপূর্বক সহসা তাঁহাকে এক
কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করেন ; তাহাতে শুক্র সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া
বুধপূর্বার নিকট গিয়া তদীয় কন্ডার এই ভয়ানক নিষ্ঠুরতার
বিষয় তাঁহাকে জানাইয়া বলেন যে, শর্শিষ্ঠা যদি দেবযানীর
চিত্তভূটি করিতে অস্বীকৃত হয়, তবে আমি এ পাণরাজ্য হইতে
সপরিবারে স্থানান্তরে গমন করিব । দানববর দৈত্যশুক্রর ঈদৃশ
রোষণ্ডবাক্য শ্রবণে নিরতিশয় ভীত হইয়া দেবযানীর ইচ্ছা-

হুসারে শর্শিষ্ঠাকে তদীয় দাসী পদে নিযুক্ত করেন ; শর্শিষ্ঠাও
শিষ্ট আজ্ঞায় অসম্মতচিত্তে চিরে দেবযানীর দাসীত্ব স্বীকারপূর্বক
তৎসমভিযাহারে তদীয় স্বামী বধাতি রাজার গৃহে অবস্থান
করেন । এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হওয়ার পর, একদা নব
যৌবনসমাক্রান্তা সম্ভ্রাতৃদাতা শর্শিষ্ঠা নির্জনে রাজা বধাতির
নিকট অতি বিনীতভাবে বীর তত্ত্বরকানন্তর পূত্রকামনা করেন ।
রাজা প্রথমতঃ দেবযানীর ভয়ে ভীত হইয়া শর্শিষ্ঠার প্রার্থনা-
পূরণে অস্বীকৃত হইবার চেষ্টা পান ; কিন্তু একান্ত কারম্যনো-
বাক্যে আত্মসমর্পণকারিণীকে প্রত্যাখ্যান করিলে পাছে নিরম-
গামী হইতে হয়, এই ভয়ে তিনি তদীয় প্রার্থনা পূরণ করেন ।
ইহাতে শর্শিষ্ঠাগর্ভে ক্রদ্ধ নামক এক পুত্রোৎপন্ন হয় এবং এই
রূপে কালে অহু ও পুরু নামে ইহার আরও দুইটা পুত্র জন্মে ।

কিয়ৎকাল পরে দেবযানী এই সকল বৃত্তান্ত জানিতে
পারিয়া রাজা ও ‘শর্শিষ্ঠার উপর বৎসরোনাতি রোষাবিষ্টচিত্তে
শিষ্টসমীপে গমনান্তর বধাষথভাবে সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিলেন ।
তখন দৈত্যশুক্র শুক্র রাজাকে ‘তুমি জরাগ্রস্ত হইবে’ বলিয়া
অভিশাপ প্রদান করেন । পরে রাজা ঐ শুক্র কর্তৃক পুনরায়
অন্তরে উপর জরাতার্পণে যৌবনোপভোগে আদিষ্ট হন । রাজা
দেবযানী ও শর্শিষ্ঠা উভয়েরই পুত্রগণকে জরাতারগ্রহণের নিমিত্ত
আহ্বান করেন, তাহাতে শর্শিষ্ঠাপুত্র পুরু বাতীত আর কেহই
জরা গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন নাই । তখন রাজা বধাতি
পুরু উপরই জরাতার অর্পণ করিয়া, নিজে সহস্র বৎসর পর্যন্ত
যৌবনোপভোগানন্তর উক্ত পুরুকে রাজ্যভার প্রদানপূর্বক বান-
প্রস্থাবলম্বন করেন । (মহাত্মারত আদিপর্ব)

শর্ষা (পুং) ১ যোদ্ধা ।

“শর্ষ্যোরাভিহ্ন্য পৃতনাস্তু চুইরং” (ঋক্ ১১১৯১০)

‘শর্ষ্যোঃ শ্রীর্ষান্ত ইতি শর্ষা যোদ্ধারঃ তৈঃ’ (সারণ)

(ত্রিরাং টাপ্) শর্ষা = ২ রাজি ।

“ত্রিযামা শর্করী শর্ষা কনয়ী কপলা কপা ।” (ভারতযুত বাচস্পতি)
৩ ইষ, বাণ ।

“শর্ষ্যামসনামহুহান্” (ঋক্ ১১৪৮৪)

‘শর্ষা ইষবঃ শরমধ্যঃ ইতি যাত্’ (সারণ) ৪ অজুলি ।

‘শর্ষ্যাভিন্ ভরমাণো পতন্ত্যঃ’ (ঋক্ ২১১০ ৫)

‘শর্ষ্যাভিরজুলিভঃ’ (সারণ)

শর্ষাণ (পুং) কুরুক্ষেত্রান্তর্গত জনপদবিশেষ ।

“মল্লম্বা স্ত্ৰ বর্ণর উভেস্ত্র শর্ষণাবতি” (ঋক্ ৮৬৩২)

‘শর্ষণাবতি শর্ষাণানাম কুরুক্ষেত্রবর্তিণো দেশাঃ তেযামহুতবৎ
সঃ শর্ষাণবৎ মধ্যমিভ্যন্তেতি শর্ষিকো মতৃপ্-মতৌ বহুত ইতি
দীর্ঘঃ সংজ্ঞায়ামিতি বহু তন্মিন্ সরসি’ (সারণ)

শর্বাণী (পুং) কুরুক্ষেত্রোত্তর শর্বাণ নামক দেশের অধিবাসী
সম্রাটের ভাই। (কক্ ১১৩০২ সারণ)

শর্বাহন (পুং) বাগদাদী ক্ষত্রিয়নামক।

“ব টিগ্ৰ ইব শর্বাহা” (কক্ ১১৩০৩)

‘শর্বাহা শর্বাহা বৈশাঃ শর্বাণঃ হায়া’ (সারণ)

শর্বাণ (পুং) শর্বাণ নামক।

শর্বাতি (পুং) মানব।

“বাতিঃ শর্বাতিমবোধে মহাধনে” (কক্ ১১১২১৭)

‘শর্বাতিঃ মানবমিচ্ছন্তে সহ শর্বাতিমান’ (সারণ)

শর্বাতি (পুং) বৈবস্বত ময়ুর পুত্র। (ভাগবত ১১৩১২)

শর্ক্ব হিংসা, ভাতি° পরটৈ° সর্ক° সেট্। লট্ শর্ক্বতি। লিট্
শর্ক্বা। লুট্ শর্ক্বতি। লঙ্ অশর্ক্বৎ। লুঙ্ অশর্ক্বাৎ।
লুট্ শর্ক্বতি। সন্ শর্ক্বতি। লিট্ শর্ক্বতি। ইড্
শর্ক্বাতে শর্ক্বতি।

শর্ক্ব (পুং) শৃগতি সর্ক্বাঃ প্রজাঃ সংহরতি প্রলয়ে, সংহারয়তি
বা ভক্তানাং পাপানি শূ-ব। (কৃগু শূ হুতোঃ বঃ। উপ্ ১১২৫৫)
১ শিব। (রঘু ১১১২০) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১০১৪২১৭)

শর্ক্বক (পুং) দুর্নিবিশেষ।

শর্ক্বট (পুং) ১ কান্দীরস্থ ব্যক্তি বিশেষ। ২ একজন কবি।
(রাজতরং ৫৪১১০)

শর্ক্বপু (ভট্ট), একজন কবি। ইনি রাজা হর্গগণ কর্তৃক
কালরূপভনে উৎকীর্ণ শিলাফলকের রচয়িতা।

শর্ক্বনত (পুং) গার্গ্যগোত্রীয় বৈদিক আচার্যভেদ।

শর্ক্বন (ত্রি) শর্ক্বন শব্দার্থ।

শর্ক্বনাগ, ১ কোটা প্রদেশের একজন নামক রাজা। ইহার
বোদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

২ মহারাজ কন্দ শুশ্রূষ অধীনস্থ একজন মিত্ররাজ। ইনি
অন্তর্কর্ষীর বিষয়পতি ছিলেন।

শর্ক্বনাথ, উচ্চকর্মের একজন সর্দার। ইনি মহারাজ উপাধিতে
ভূষিত ছিলেন। ইহার পিতার নাম অন্ননাথ এবং মাতা
সুরগদেবী।

শর্ক্বপত্নী (স্ত্রী) পার্শ্বতী। (কথাসরিংসা° ৫১১৫)

শর্ক্বপর্ক্বত (পুং) কৈলাস পর্বত।

শর্ক্ববর্ষন ১ একজন প্রাচীন কবি। ২ কাত্তব্রহ্ম ও ধাতুপাঠ
নামক ব্যাকরণরচয়িতা।

শর্ক্ববর্ষন ১ মগধের জনৈক গুপ্তবংশীয় রাজা। মহারাজ ২য়
জীবিজ গুপ্তদেবের শিলালিপিতে ইহার নাম পাওয়া যায়।

২ একজন মোখরীরাজ। ইনি উপশুশ্রূষ পুত্র কৈলাস
বোদ্ধরাজ। ইহার মাতার নাম লক্ষ্মীবতী।

৩ একজন নামক সর্দার। শুশ্রূষাশ্রমের অধীন মহানামক
মহারাজ সম্রাটের পূর্বপুরুষ।

শর্ক্বর (স্ত্রী) ১ তমঃ, শব্দকার। ২ কন্দর্প, কামদেব।
(সংক্ষিপ্তসারোগাধি) ৩ সন্ধ্যা। ৪ নক্ষত্রাতি।

শর্ক্বরিন্ (পুং) বার্ষ্পত্য বর্ষে সংবৎসরের ৩৪ সংখ্যক সংবৎসর।

শর্ক্বরী (স্ত্রী) শৃগতি চেষ্টামিতি শূ-বর্চ-বিদ্যাৎ ভীষ। ১ রাজি।

“অতিক্রমতি শর্ক্বরীঃ” (কক্ ৩৫২১০)

‘শর্ক্বরীঃ শর্ক্বরীঃ রাজিরঃ কালাবয়বানিত্যার্থঃ’ (সারণ)

২ বোবিৎ, নারী। (মেঘিনী) ৩ হরিত্রা। (বিষ) ৪ সন্ধ্যা।

(সংক্ষিপ্তসারোগাধি) ৫ বার্ষ্পত্য বর্ষে সংবৎসরের অষ্টমবর্ষ।

শর্ক্বরীক (ত্রি) ক্ষতিকর। লভ্যভ্যঃ ইহা শর্ক্বরীক শব্দের
প্রামাণিক পাঠ।

শর্ক্বরীদীপক (পুং) চক্ৰ।

শর্ক্বরীকর (পুং) বিষ্ণু। (ভারত ১০১৪২১১০)

শর্ক্বরীকর (স্ত্রী) হরিত্রা ও দারুহারিত্রা এই উভয়।

শর্ক্বরীপতি (পুং) ১ চক্ৰ। ২ শিব।

শর্ক্বরীশ (পুং) চক্ৰ। (রাজতরং ৩৩৬৭)

শ[স]র্ক্বলা (স্ত্রী) ভোমরাণ্য অস্ত্র। (রামমুক্তট)

শর্ক্বাচল (পুং) কৈলাস পর্বত। (কথাসরিংসা° ১০১১৪১)

শ[স]র্ক্বাণী (স্ত্রী) শর্ক্বত ভাষ্যা ইজবরুণভবেতি ভীষ।
(পা ৪১১৪২) পার্শ্বতী। (হেম)

শর্ক্বিলক (পুং) নারকভেদ। (মৃচ্ছকটিক ৩৫২১)

শর্ক্বরাক (পুং) শূ-জকন্ শূ-পু-মুজাৎ শেকচ্চাত্যাসত।
(উপ্ ৪১১২) ১ হিংস্র। ২ খল। (উগাধিকোষ) ৩ অশ্ব।

০ মল্লাভরণ। ৫ অগ্নি। (সংক্ষিপ্তসারোগাধি)

শর্ক্বীক (স্ত্রী) হন্দোভেদ।

শল্, ১-বেগ। ২ গতি। ভাতি° পরটৈ° সর্ক° সেট্। লট্
চলাত। ০ প্রাচ্য চুরা° আশ্বিনে° সর্ক° সেট্। লট্ শালরতে
পতিতঃ ধীরঃ। ৪ চলন অর্থাৎ কল্প। ৫ সংবরণ, আচ্ছাদন।
ভাদ° আশ্বিনে° অক°-সর্ক° সেট্। লট্ শলতে। লিট্ শলে।
লুট্ অশলিট L ৩ উচ্ছল। (মাত ২১৩৬ এবং ৩৩৭)

শল (পুং স্ত্রী) শল-ণ (অলিঙ্গিকমন্ত্যোজ্যো পঃ। পা ৩১১৪০)
১ শলকীলোম, টলিত মলারকীট। পর্যায়—শলণী, শল।

(পুং) ২ তালবৃক্ষ। ৩ শূলী। ৪ ক্ষেত্রভেদ। ৫ ভ্রম। (মেঘিনী)
৬ কুস্তজ। (ত্রিকাণ্ডেশব) ৭ উষ্ট্র। (হেম) ৮ বাহুবীকণীর

লগ্নবিশেষ। (মহাভারত ১৫৭৭৫) ৯ শতদ্রুমপুত্র। (ভাগবত
১১২১১৮) ১০ শলগ্রন্থ। (ভাগবত ১১৫১১৬) ১১ কংসা-

হাত্য। (ভাগবত ১০১৩৭২১) ১২ বৃদ্ধরাত্রি-পুত্র। (ভারত
২১১২৭১৫) শিবাচর শূলী। ১৪ সোমবতের পুত্র। (ভারত)

শলাক (পুং) ১ পুতা, মাকড়সা। ২ তালবুক। ৩ শলকী-
কণ্টক, সজারকাটা।

শলাকর (পুং) লগভেদ। (ভারত আদিপর্ব)

শলাকট (পুং) কবিত্তেদ। (পাং ২।৪৩৮)

শলাকু (পুং) কবিত্তেদ। শালভাসন প্রভৃতি ইহার ব্যবহার।

শলাকু (পুং) ১ লোকপাল। ২ লবণবিশেষ। (উণ্যদিকোষ)

শলাপুত্র (পুং) বৌদ্ধ বক্তিত্তেদ। সম্ভবতঃ শালিপুত্র। (ভারতনাথ)

শলাভ (পুং) শল-অভচ্। (কৃশুলিকলিগদিকোষভচ্। উণ্°
৩।২২) ১ কীটবিশেষ, চলিত কড়ি বা পলপাল। পর্যায়—
পতল। (অমর) ২ পত্রাক, পত্রাক। (শব্দরত্না°) অতি বৃষ্টি
প্রভৃতি হইয়া উঠি অর্থাৎ পত্রবিকারকের মধ্যে শলাভ
অন্ততম; বথা—

“অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলাভা নৃবিকাঃ খগাঃ।

প্রত্যাসন্নান্ত রাজনঃ বভূভে জৈতরঃ স্তভাঃ।” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

[পলপাল দেখ।]

২ অঙ্গুরবিশেষ। (হরিশংখ ৩।৮)

শলাভত্ব (ক্ৰী) শলাভের ভাব বা ধর্ম। (কুমারসম্ভব ৪।৪০)

শলাভোলি (পুং) উষ্ট্র। (হেমচন্দ্র)

শলাল (ক্ৰী) শল চলনসংবরণয়োঃ শল-কল, বৃশাদিভ্যাং।
শলশকার্ধ। (অমর)

শলালচক্ষু (পুং) সজারক কাটা।

শলালিত (ত্রি) শলাল কণ্টকবিশিষ্ট। ২ কণ্টকযুক্ত।

শলালী (ক্ৰী) শলাল-গৌরাধিভ্যাজ্জাতিবাহা ভীষ্। ১ শলশকার্ধ।
২ শলাকা। (রাজনি°)

শলালীপিশঙ্গ (ত্রি) ১ শলালকণ্টকযুক্ত। ২ নবরাজভেদ।
(আষা°ক্রো° ১০।৪২৭)

শলা (দেশজ) [শলাকা দেখ।] হস্তাকৃতি কাঠ বা লৌহ
দ্রব্য বিশেষ।

শলাক (পুং) শলাকা পদার্থ।

শলাকধূর্ত (পুং) পাখবারা। বাহারা সাতনলীরপ শলাকাধারা-
পক্ষী ধরে। ‘শলাকরা পাখাধিনা বা শলুমাধিকযুক্ত’। বোহ-
জ্যবকরাত। (ভারত উণ্যোপ° নীলকণ্ঠ)

শলাকলা (ক্ৰী) শলাকা।

শলাকা (ক্ৰী) শল-আক (বলাকাদয়চ্। উণ্° ৪।১৪) ত্রিয়ার
টাপ। ১ শলা। ২ ময়নবুক। ৩ পারিকা। ৪ শলকী,
সজার। ৫ হস্তাধির কাঠী, হাতার শিক। ৬ শর,
বাণ। (মেদিনী) ৭ আলোখ্য-কৃত্তিকা, চিত্রকরের তুলি। (হেম)
৮ শলাকাহি, শলাকা হাড়। (শব্দচ্°) ৯ লেক্সিকনসাধন-
কাঠিকা, চক্ষ অঙ্গন দিবার শলা। ইহা অহি কিংবা খাতু বারা

নির্মিত হইয়া থাকে। ইহার দীর্ঘতার পরিমাণ দশ-অঙ্গুল,
পরিধায়ে মটরকলারসদৃশ ও বৃথ পুশকলিকার তার করা কর্তব্য।
লেখন অর্থাৎ কতভাগের ক্রেদব্রীকরণার্থ ও বথ প্রয়োগকালে
ইহা ভাঙ্গ, লৌহ বা প্রস্তরনির্মিত করিয়া এবং মেহনার্থ ব্যবহার
করা কর্তব্য। লোণা বা রূপা বারা প্রভৃতি শলাকা ব্যবহারই
বিধি। (বৃহৎসংহিতা) ১০ বাটার কাঠী বা শিঁজার দাড়।
১১ দেশলাই। ১২ দাঁতনকাটা। ১৩ বড়িক, কাঠিকণ্ড।
১৪ কুপলবেলাস বা দ্যুতকীড়ার-পাশ। ১৫ বট। ১৬ নগর-
ভেদ। (সামান্য ৪।৪৩২৩)

শলাকাধিষ্ঠানিহি (ক্ৰী) হস্ত ও পদের শলাকাহির আধার-
কৃত্ত অধিবশেষ, শলাকাহির আধারবি; ইহা চারিখানি।
(চরক শারীরহান ৭ অঃ)

শলাকাপরি (অব্য) শলাকাক্রীড়ার পরাজয়ঃ (অকশলাকা-
সংখ্যাঃ পরিণা। পাং ২।১১০)। ‘দ্যুতব্যবহারে পরাজয়ে এবারং
সমাসঃ। অক্কে বিপরীতঃ বৃত্তম্ অকপরি এবং শলাকাপরি।
(ইতি সিদ্ধান্তকোষদ্বী) শলাকা বা অকক্রীড়ার পরাজয়।

শলাকাপুরুষ (পুং) বৌদ্ধবিগের ত্রিবিধ দৈবপুরুষ। এই
তেবট্টীর ভিতর আবার শ্রেণীবিভাগ আছে; বথা—১২ট
চক্রবর্তী, ২৫টা জিন, ২টা বাহুদেব, ২টা বলদেব এবং ২টা
প্রতিবাহুদেব। নিম্নে তাহাদের বখাখ নাম প্রদত্ত হইল—

‘যঃ সর্বমণ্ডলভ্রমো রাজহুসন্ত বোহবহুং।

চক্রবর্তী সার্বভৌমন্তে তু ভাদশ তারতেঃ।

আধিভির্ভরতত্ত্ব সগরন্ত স্তমিত্ত্বঃ।

মথবা বৈজয়িতথাসেনেনুপনন্দনঃ।

লনংকুমারোহথ শান্তকুমারো জিনা অপি।

হুতুমন্ত কাণ্ডবীথঃ পয়ঃ পয়োত্তরায়নঃ।

হরিরমণো হরিসুতো জরো বিজয়নন্দনঃ।

ব্রহ্মহুত্র মন্তঃ সর্বে চেক্ষাকুম্বংশজাঃ।

প্রোজাপত্যত্রিপুতোহথ বিপৃষ্ঠো ব্রহ্মসম্বতঃ।

যরকু ক্রতনয়ঃ সোমভূঃ পুরুষোত্তমঃ।

শৈবঃ পুরুষাংসহোহথ মহাসীঃ সমুত্তমঃ।

তাং পুরুষপুত্রীকৌ দত্তোহায়ঃ সংহনন্দনঃ।

নারায়ণো দামরধিঃ কৃকন্ত বহুদেবভূঃ।

বাহুদেবো অমী রুক নবতরা বলায়মী।

অচলো বিজয়োত্তমঃ স্ত্রুভ্রশন্ত স্ত্রুদর্শনঃ।

আনন্দো নন্দনঃ পয়ো রামো বিহুদেবদ্বী।

অবগ্রীবস্তারকন্ত বেরকো সমুত্তর চ।

মিত্তবলিগ্রহাদলগতেশবগদেবরাঃ।

জিনঃসংক্রিয়ঃস্ত্য শলাকাপুরুষাঃ অমীঃ’ (হেমচন্দ্র)

শলাকাঙ্ক (স্ত্রী) রমণীভেদ। (পা ৪।১।২৩)

শলাকায়ন্ত্র (স্ত্রী) শরীরের নানাহানে বহু শলাসমূহের
অবেষণোদ্ধরণাদি কার্যে ব্যবহৃত বস্ত্রবিশেষ। ইহা অষ্টাবিংশতি
প্রকার; তন্মধ্যে নাকীত্রণাদির গতিনিরূপণার্থে যে দুই প্রকার
শলাকা ব্যবহৃত হয়, তাহাদের মুখ গণ্ডপদ অর্থাৎ কৈটোর মুখের
মত। শলায়াদি উল্লে তুলিয়া ধরিবার নিমিত্ত আরও দুই প্রকার
শলাকা আছে; তাহাদের মুখ পরপুচ্ছের জায়; যে দুই প্রকার
চালনকার্যে ব্যবহার করা যায়, তাহাদের মুখ সর্পকণার জায়;
যে দুই প্রকার শলাকাঙ্কার্থে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের মুখ বড়িশের
জায়; তন্মধ্যে শ্রোতোগতশলা অর্থাৎ কর্ণমল প্রভৃতি উদ্ধার
করিবার নিমিত্ত যে দুই প্রকার শলা ব্যবহৃত হইয়া থাকে
তাহাদের মুখ নিম্নব ময়ূরের অর্দ্ধখণ্ডের জায়; যে ছয় প্রকার
শলাকা ত্রণাদির মার্জ্জমক্রিয়ার ব্যবহার করা যায়, তাহাদের মাথা
তুলা দিয়া জড়ান থাকে। তিন প্রকার শলাকার আকার দব্বী
অর্থাৎ হাতা বা খুড়ীর জায়; এই হাতার আকার শলাকার
মুখে যে থল বা অন্ন পরিমাণ গর্ত থাকে, তাহাতে ক্ষার ঔষধ
রাখিরা ক্ষতহানে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। অল্প তিনপ্রকার
শলাকার মুখ জম্বুফলের জায়; আর তিনপ্রকারের মুখ অজুশের
আকার; এই ছয়প্রকার শলাকাই অধিকক্ষের জন্ত নির্দিষ্ট হইয়া
থাকে। এক প্রকার শলাকা নাসার্কুদ হরণার্থে ব্যবহার করা
যায়, উহার মুখের প্রমাণ কুলের আঠির অর্দ্ধখণ্ডের জায়;
উহার মাথায় থলের জায় গর্ত এবং সেই গর্তের চারিদিক ধারাল
থাকে। চক্ষু অঙ্গন দিবার জন্ত এক প্রকার শলাকা ব্যবহার
করা হয়; উহার দুই দিকের অগ্রভাগ দেখিতে পুষ্পের মুকুলের
জায় এবং মটরকলারের জায় মূল। সূত্রমার্গশোধনার্থে এক-
প্রকার শলাকা ব্যবহার করা হইয়া থাকে, উহার অগ্রভাগের
পরিমাণ ও স্থলতা মালতীপুষ্পের বৃন্তসদৃশ।

শলাকাবৎ (ত্রি) শলাকা-মতুপ, (চতুর্থার্থে প। ৪।২।৮৬)।
শলাকা নামক নগরের অনুরূপ।

শলাকিকা (স্ত্রী) শলাকা।

শলাকিন্ (ত্রি) ১ শলাকাযুক্ত। “ছত্রৈশ শ্রীমচ্ছত্ৰশলাকিনা”
(ভারত কর্ণপর্ক)

শলাকির (পুং) বীরমিরোদরবর্জিত ব্যক্তিবিশেষ।

শলাট (পুং) শবটপরিমাণ, একগাড়ীর বোকা; ২০০০ পল
পরিমাণ।

‘তুলা শতপলং তাঙ্গং বিংশত্যাভার আচিভঃ।

শবটঃ শাকটীনশ্চ শলাটভে দশাচিভঃ।’ (হেমচন্দ্র)

একশত পলে এক তুলা, বিংশতি তুলা বা (২০×১০০)

২০০০ পলে এক ভার, শবট, শাকটীন অথবা শলাট হয়।

শলাটু (ত্রি) ১ অগককল, কাঁচাকল, যে কল পাঁকে
নাই। (অমর) (পুং) ২ মূলবিশেষ। (উপাধিকোষ)
৩ বিষবৃক্ষ। (রাজনি°)

শলাতুর (পুং) এসিক বৈরাগরণ পানিনির বাসভূমি। এই
কারণে তিনি শলাতুরীর নামে অভিহিত হইয়াছেন (পা° ৪।৩।২৪)
[পানিনি দেখ।]

শলাথল (পুং) কবিভেদ। ইহার বংশধরগণ শলাথলের নামে
অভিহিত হন।

শলাভোলি (পুং) উষ্ট্র, উট। (হেমচন্দ্র)

শলালু (স্ত্রী) অগক্কিত্যবিশেষ। (সিদ্ধান্তকোষদ্বী)

শলালুক (ত্রি) শলালু পণ্যমন্ত শলালু-ঠন। (শলালুনোহস্ত-
তন্ত্রাং। (পা ৪।৪।৫৪) শলালু অর্থাৎ অগক্কিত্যব্যবহার ক্রীত
বস্ত্র। (সিদ্ধান্তকোষদ্বী)

শলাবৎ (পুং) কবিভেদ। ইহার বংশধরগণ শলাবৎ নামে
বিদিত। (ছানোগ্যউপ° ১।৮।১)

শলি, (দেশজ) ধাতু বা তৎসদৃশ অস্ত্রাত্ত শুক শস্তাদির পরিমাণ-
বিশেষ। দেশভেদে সের, পালি, পশারি, পৈকা প্রভৃতির
বিংশতি পরিমাণ।

শলিতা, (হিন্দী) প্রাণীপের পলিতা বা ল্যাম্পের কিতা।

শলিনুড়ী (দেশজ) গবাদি পশুকে জোয়ালে আবদ্ধ করিবার
জন্ত তাহার গলার নীচ দিক দিয়া ঐ জোয়ালের সহিত যে রজ্জু
সংযোজিত করা যায়।

শলী (স্ত্রী) শলং শল্লকীলোম অন্ত্যস্তা ইতি শল-অচ্-ডীর্ঘ।
স্বর শল্যক, ক্ষুদ্র শল্লকীমৃগ। পর্যায়—শলগী, শাবিং। ইহার
মাংসগুণ—শুক, বিধ, শীতল ও কফপিত্তনাশক। (রাজনি°)

শলুন (পুং) কীটভেদ। (অথর্ব ২।৩।১০)

শলুফা, (দেশজ) শতপুলা, চলিতশলুয়া বা শ’লো।

শল্ল (স্ত্রী) শল-কন্। (ইণ্ডীকাপাশল্যাতিমুক্তি-কন্। উপ°
৩।৪৩)। ১ খড়। ২ বরুল। (অমর) ৩ মৎস্তবল্ল,
চলিত আইস।

“শবৎ শ্রাৎ বহুলে খণ্ডে শবন্ত মৎস্তবল্ললে।” (ভরতভৃত্ত কোষ)

শল্লম (স্ত্রী) ১ আইসযুক্ত। ২ বহুলবিশিষ্ট।

শল্লুল (স্ত্রী) শল-কলচ্। (সিদ্ধান্তকোষদ্বী) ১ মৎস্তবল্ল।
২ বৃক্ষবৃক্ষ।

শল্ললিন্ (ত্রি) ১ মৎস্ত। (শব্দরত্না°) ২ বহুলবিশিষ্ট,
বৃক্ষশালী।

শল্লদা (স্ত্রী) মেঘা। (রাজনি°)

শল্লপণিক্ (স্ত্রী) শল্লদা, মেঘা।

শল্লকী (স্ত্রী) শল্লকী শব্দার্থ

শলা, কখন অর্থাৎ প্রাণশা। কাদি° আশ্বনে° গদ্য° সেই।
শলা শলাতে।

শলালি (পু) শালারীক।

“শলা শালবতু শলালির্বনশীনাং” (ভরতকৃষ্ণ: ২০।১৩ মহাভারত)

শলালী (স্ত্রী) শালারীক।

“শলালি: তাৎ শালশিষ্ট শাললী শাললী তথা”

(ভরতকৃষ্ণ বিরগকোষ)

শলা (স্ত্রী) শলাতি চলতি শলা-ব। (সানসি-বর্গসি-পর্ণগীতি
নিপাতনাং সাধু:। উপ্ ৪।১০৭। ১ ক্ষেত্। ২ ইহু,
বাণ। (রঘু ২।৭৫) ৩ তোমর। (মেদিনী) ৪ বংশকথিকা।
৫ হুঃসহ। ৬ দুর্কাক্য। (শকরস) ৭ শাপ। (ত্রিকাণ্ডশেষ)
৮ অহিহিংশে, মৃতিকানিহিত মার্জার—বানরাদির অহি,
কারণাকরে উহারাই শলা বলিয়া অভিহিত। বাটা কিবা
গৃহাদি নির্মাণকালে ঘাটীর বাস্তব্য় অঙ্গসন্ধান করিয়া বহি
তাহাতে উক্ত কোনরূপ শলা আছে বলিয়া জানা যায়, তবে
অচিরাত্ তাহার উদ্ধার করিয়া ঐ ভূমির উপর গৃহাদি
নির্মাণ করা কর্তব্য; নচেৎ তাহাতে নিশ্চয়ই তাবী অগত
হইয়া থাকে।

নিম্নে শলোদ্ধরণের নিয়মাদি প্রদত্ত হইতেছে; বখা—

যে স্থানে গৃহাদি নির্মাণ করিবার মনন করা হইয়াছে,
প্রথমতঃ তথাকার মৃত্তিকা একরূপভাবে খনন করিতে হইবে যে,
যেন খুঁড়িতে খুঁড়িতে জল দেখা যায়; পরে ঐ সকল উত্তোলিত
মৃত্তিকা হইতে অতি সূক্ষ্মসন্ধানে যে সকল অহি প্রভৃতি
পাওয়া যাইবে, তাহা বাছিয়া ফেলিয়া সেই মৃত্তিকা দ্বারা পুনরায়
ঐ গর্ত পূর্ণ করিয়া তদুপরি গৃহাদি নির্মাণ করা কর্তব্য; বহি
জল পর্যন্ত খনন করা নিত্যতঃ হুঃসাধ্য হইয়া উঠে, তবে অভাবে
একটা পুরুষপরিমাণ গভীর গর্ত খনন করিলেও এক রকম
চলিতে পারে; অথবা গৃহস্থানীকে বরং গুটি অবহার দুর্কা,
প্রবাল, আতপতগুল ও পুশ হস্তে লইয়া বিনীতভাবে মধুরবরে
কোন পবিত্রস্থানে দৈবজ্ঞের নিকট শলাবিবরণ প্রেরণ করিয়া
তাহার বখার্থতঃ অবগত হইয়া বখাবগতাবে শলোদ্ধার করা
আবশ্যক।

প্রাচীনসম্প্রদায় শলানির্ণয়াদি।

প্রসঙ্গক্রমে প্রেরণ আত্মকর অতি যত্নের সহিত সন্ধান
করিবর, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ প্রসঙ্গক্রমে নিকট হইতে পুশ,
কজিরের নিকট হইতে নদী, বৈজ্ঞের নিকট হইতে দেবতা
এবং শূত্রের নিকট হইতে কলের নাম শ্রুত হইয়া তাহার
আত্মকর গ্রহণপূর্বক নিম্নলিখিত প্রকারে শলানির্ণয় করিতে
হয়; বখা—

প্রেরণ বা পুশাদির নামের আত্মকর	শলানির্ণয় ভাতি-নির্ণয়	যে দিকে শলার অবস্থিতি	শলাবিবরণ নাম
ব	মানবাহি	পূর্ব	মরুত
ক	পর্দতাহি	অগ্নিকোণ	রাজবত বা সর্পাঘাতে মৃত্যু।
চ	বানরাহি	দক্ষিণ	গৃহস্থানীর শাপ
ত	কুকুরাহি	নৈঋতকোণ	মহন্ত
এ	বালকাহি	পশ্চিম	প্রবাল হইতে আলিরা বাটাতে মৃত্যু।
হ	মরুতাহি অর্থাৎ পূর্ণাবরণশিষ্ট মানবাহি	বায়ুকোণ	দারিদ্র্য ও মিত্রকর
ল	বিগ্রাহি	উত্তর	বিত্তকর
শ	তদুকাহি	ঈশানকোণ	কুলনাশ

প্রকারান্তর বখা—

অ	১১ হাত মৃত্তিকার নিম্নে মানবাহি	পূর্ব	মৃত্যু
ক	২ হাত মৃত্তিকার নীচে গাধার হাড়	অগ্নিকোণে	রাজবত, ভয় চিররোগী
চ	৩ হাত মৃত্তিকার নীচে মাল্লবের হাড়	দক্ষিণ	হইয়া মৃত্যু
ট	১১ হাত মৃত্তিকার নীচে কুকুরের হাড়	নৈঋতকোণ	বালকের মৃত্যু
ত	১১ হাত মৃত্তিকার নীচে বালকের অহি	পশ্চিম	গৃহস্থানীর চিরপ্রবাসী
প	৪ হাত মৃত্তিকার নীচে কলসাতর	বায়ুকোণ	হুঃস্বপ্ন ও মিত্রনাশ
ব	১ হাত মৃত্তিকার নীচে ব্রাহ্মণের অহি	উত্তর	নিধন
শ	১১ হাত মৃত্তিকার নীচে গোবর অহি	ঈশানকোণ	গোধননাশ
হ	মাড়বের বৃকের ভাতি পর্যন্ত মৃত্তিকার নীচে মল্লবের মাথার খুলি, ভয় বা কুকুর	বাটার মাথালে	কুলনাশ

জ্যোতিষতত্ত্বে লিখিত আছে, পুরুষপ্রমাণ মৃত্তিকার নিম্নে
শলা থাকিলে সাধারণতঃ তাহা দোষাবহ হয় না; কিন্তু
প্রাসাদাদি নির্মাণকালে জল উঠা পর্যন্ত খনন করাট নিত্যতঃ
আবশ্যক, তবে সাধারণ গৃহাদি নির্মাণকালে পুরুষপ্রমাণ মৃত্তিকা
খনন করিয়া তাহা হইতে শলোদ্ধার করিলেই চলিতে পারে।
গৃহারম্ভ কালে বহি গৃহস্থানীর অঙ্গে অত্যধিক পরিমাণে ক

প্রকৃতি প্রদে, তাহা হইলে কি আশা কি সামান্য তবন ইহার
যে কোন গৃহই হউক না কেন, তাহা প্রস্তুতকালে যথারীতি
শল্যোদ্ধার করা অসম্ভব কর্তব্য।

“পুরুষাধঃস্থিতঃ শল্যঃ ন গৃহে দোষবৎ তবৎ ।

প্রাসাদে দোষবৎ শল্যঃ ভবেদ্ব্যবজ্ঞাতকম্ ॥

গৃহানন্তেহতিকগুতিঃ স্বাম্যকে বধি জারতে ।

শল্যঃ স্বপনয়েততঃ প্রাসাদে তবনেহপি বা ॥” (স্রোতিতত্ত্ব)

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে, লিখিত হইয়াছে, হরিতকিহীন নৃপ,
ব্যার্যধন ক্রোধান্দে অনর্পণকারী, ক্রুদ্ধকথাবিনীত কাব্যচরিতা,
ভরণপোষণ পাইয়াও অবৈক্য অর্থাৎ বিকৃত অনাসক্ত, নানা
ভণ্ডে ভণ্ডী অথচ ভগবদভক্তিহীন, রসিক হইয়াও ক্রুদ্ধপ্রেমবিনীত
এবং ব্রহ্মজনাঙ্করণে অনন্তরক্ত, এই সপ্তজন শল্য।

“নৃপো ন হরিসেবকো ব্যর্যধনো ন ক্রুদ্ধার্পকঃ ।

কবি ন মুরজিকবিঃ প্রতঃকরন সর্বেশ্বরঃ ॥

ভণ্ডী ন ভগবৎপন্নো রসিকধীন ক্রুদ্ধাশ্রয়ঃ ।

ন ন ব্রহ্মজনাঙ্করো অগতি সপ্ত শল্যানি চ ॥”

(পদ্মপু উত্তরখণ্ড ১০০ অঃ)

১ শরীরের দুঃখোৎপাদক যাবতীয় ভাব, বিবিধ ভূগ, কাষ্ঠ,
পাষণ, পাণ্ড, লৌহ, লোষ্ট্র, অগ্নি, কেশ, নখ, পুর, আশ্রাব,
গর্ভ প্রভৃতি।

“তৎশল্যমিতি জানীয়াস্তোষ্টকটিকটবিভিন্নকম্” (বৈদ্যকসংগ্রহ ২ অঃ)

সুশ্রুতে উক্ত হইয়াছে, শারীর ও আগন্তু ভেদে শল্য দুই
প্রকার। শোম ও নখাদি, ধাতুসমূহ, অন্ন, মল ও বাতপিত্তাদি
দোষসমূহ দৃশ্য হইয়া পীড়াকর হইলে শারীর-শল্য বলা যায়।
এতদ্বিধ অস্ত্র বস্ত্র প্রকার অথবা শরীরের রেশ উৎপাদন করে,
তাহাদের সকলগুলিই আগন্তুকপদ-শল্য বাচ্য। ইহাদের মধ্যে
লৌহ, বেণু, কাষ্ঠ, ভূগ, শূল ও অগ্নিসম শলাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য;
তাহার মধ্যে আবার লৌহেরই অধিক প্রাধান্য; কেন না ইহা
শরঙ্গপে গৃহীত হইয়া সর্বদা মারণকাণ্ডে প্রযুক্ত হয়।

শল্য সকল বেগন্ধর বা প্রতিঘাতবশতঃ স্বগাধির অভ্যন্তরে
ক্ষত হইবার উপযুক্ত স্থানসমূহের মধ্যে অথবা ধমনী, স্রোতঃ,
অগ্নি, অগ্নিবিষর ও পেশী প্রভৃতি বা শরীরের অভ্যন্তর প্রবেশে
অবস্থিতি করিয়া থাকে। কোন্ স্থানে অবস্থান করিলে কিরূপ
লক্ষণ প্রকাশ পায়, নিম্নে বর্ণনা করা যাবে তাহা বিবৃত হইতেছে—

সামান্য ও বিশেষভেদে শল্য-লক্ষণ দুই প্রকার; তন্মধ্যে
ত্রণ বা ক্ষত ভাববর্ণ, পীড়কাব্যাপ্ত, শোক ও বেদনাবিশিষ্ট,
সুস্থবৃদ্ধঃ পোণিতস্রাবী, বৃদ্ধের জ্ঞান উন্নত ও বৃহৎমাংস-ভুক্ত
হইলে শল্যের সামান্য লক্ষণ জানিবে। শল্যের বিশেষ লক্ষণ
নিম্নে বিবৃত হইল; যথা—

১ বৃক্কগত শল্যের লক্ষণ—শল্যানিবদ্ধ স্থান বিবর্ণ, শোথযুক্ত,
আরত ও কঠিন হয়।

২ মাংসগত—শোথের অতিবৃদ্ধি, শল্যদার্পণের উপসংহারে
অর্থাৎ ত্রণমুখ প্রায় বৃদ্ধিমান্ বায়, পীড়ন করিলে লাগে এবং দাহ
ও পাক হয়।

পেশীগত—দাহ ও শোথ ভিন্ন মাংসগত যাবতীয় লক্ষণ
প্রকাশ পায়।

শিরাগত—শিরাতে আশ্রয়, শূল ও শোথ হয়।

স্নায়ুগত—স্নায়ুজাল উৎক্লিষ্ট এবং শোথ ও উগ্র বেদনা হয়।

স্রোতোগত—স্রোতঃসমূহের স্ব স্ব কর্ণহানি হয়।

ধমনীগত—বায়ু সঞ্জন রক্তের সহিত সশব্দে নির্গত হয় এবং
অঙ্গমর্দ, পিপাসা ও ক্ষুদ্রাঙ্গ হইতে থাকে।

অগ্নিগত—বিবিধ বেদনার প্রাচুর্য ও শোথ হয়।

অগ্নিবিষরপ্রবিষ্ট—অগ্নির পূর্ণতাৰোধ, অগ্নিতে পুটীতেদবৎ
পীড়া এবং অত্যন্ত সংহর্ষ হয়।

সন্ধিগত—অগ্নিগতের জ্ঞান লক্ষণ, আর চেষ্টার উপরম অর্থাৎ
সন্ধির ক্রিয়াহানি বা নিশ্চেষ্টতা হইয়া থাকে।

কোষ্ঠগত—আটোপ অর্থাৎ পেটের ভিতর শুষ্ক শুষ্ক শূল,
আনাহ অর্থাৎ বন্ধনবৎ পীড়ন এবং ত্রণমুখ হইতে মূত্র, পুরীষ বা
আহারের দর্শন হইয়া থাকে।

মর্দগত—মর্দাবিচ্ছেদ জ্ঞান লক্ষণ প্রকাশ পায়।

এইরূপেও স্বগাধির অভ্যন্তরস্থ শল্যের উপলক্ষি হইয়া থাকে;—

বৃক্কগত—কৃক্ক স্নিগ্ধবেষ প্রদানপূর্বক মৃত্তিকা, মাঘ, যব,
গোধূম বা গোময়-যোগে মর্দন করিলে যে স্থানে শোথ বা বেদনা
হয়, সেই স্থলেই শল্য আছে বলিয়া জানিবে; অথবা ঘন দ্রুত,
মৃত্তিকা ও চন্দনকণ্ড লেপন করিলে কৃক্কের যে স্থানের উন্মাদ দ্বারা
দ্রুত গলিয়া যায় বা ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যায়, তথায় শল্য আছে
জানিতে হইবে।

মাংসগত—শল্য মাংসের মধ্যে গুপ্তভাবে থাকিলে প্রথমে
স্নেহবেদনাদি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াযোগেও অবিরুদ্ধভাবে রোগীকে
উপপন্ন করিবে; তাহা হইলে শল্য নির্ধলীভূত ও অব্যক্ত হইয়া
সঞ্চালিত হইবে; এইরূপ করিলে যে স্থলে শোথ বা বেদনা বোধ
হইবে, তথায় শল্য আছে জানিতে হইবে।

কোষ্ঠ, অগ্নি, সন্ধি, পেশী ও অগ্নিবিষরে অবস্থিত শল্যেরও
এইরূপে পরীক্ষা করিতে হয়।

শল্য শিরা, ধমনী, স্রোতঃ বা স্নায়ু মধ্যে গুপ্তভাবে থাকিলে
রোগীকে ভয়ঙ্করসংযুক্ত বানে আরোহণ করাইয়া বিবিধ অর্থাৎ
উচ্চনীচ পথে গমন করাইলে তাহার যে স্থানে শোথ বা বেদনা
হইবে, তথায় শল্য আছে বলিয়া জানিবে।

অহিগত—শল্য অহির মধ্যে গুপ্ত হইলে অহিকে ঘেহ-বেদোপপন্ন করিয়া বন্ধন ও পীড়ন করিবে; তাহাতে যে স্থানে শোথ বা বেদনা হইবে সেইখানেই শল্য আছে জানিবে।

মর্দগত—শল্য যে অবস্থায় মর্দগত মর্দে নিহিত হইবে, সেই অঙ্গগত শল্যের লক্ষণের দ্বারা মর্দগত শল্যের লক্ষণ হইবে। (ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, শরীরের প্রায় প্রত্যেক অবস্থায়ই হই একটা করিয়া মর্দ আছে)।

বক্ষ্যমাণ সামান্য লক্ষণ দ্বারা ও গুপ্তশল্যের স্থান নির্ণয় হইতে পারে; যথা—অবস্থাতেই রোগীকে হস্তিক, অবশুষ্ঠ, পর্জিত বা বৃক্ষে আরোহণ, ধূম্রাকর্ষণ, ক্রতবান-গমন, বাহ-বুদ্ধ, পথপ্রদল, উল্লঙ্ঘন, সন্তরণ, গমন (তালা), ব্যায়াম, জ্ঞান, উদ্গার, কান, কবধু, জীবন, হাত, প্রোণারাম (প্রোণবায়ুর অকরোধ), এক বাত, মূত্র, পুরীষ ও গুরু পরিভ্যাগ করাটিকে, ইহাতে তাহার শরীরের যে স্থানে শোথ বা বেদনা হইবে, তথায় শল্য আছে জানিবে।

শরীরের যে প্রদেশে তেজ প্রকৃতি পীড়া, হ্রস্ততা অর্থাৎ স্পর্শকোপরহিত, গুরুত্ব, নানারূপ ঘটন অর্থাৎ শল্যের ইতস্ততঃ সঞ্চালন, স্রাব ও ক্রেশ হয় এবং কোষ গাঢ় মর্দন করিতে থাকিলে রোগী যে স্থান অনবরত রক্ষা করিতে চেষ্টা করে, সেই স্থানে শল্য আছে বলিয়া নিশ্চয় করিবে।

শরীরাত্তরনিহিত শল্যানিচয়ের মধ্যে অস্থি, শূল বা লৌহময় শল্য স্বয়ং তর্য ও ক্রমে ক্রমে কেহে বিলীন হইতে থাকে; কাষ্ঠ, বেণু ও তৃণময় শল্য সকল দেহ হইতে নিঃসারিত না হইলে ক্রমে রোগীর রক্ত ও মাংস শুষ্ট হই পাক করিতে থাকে। বর্গ, রোপা, ভাস্ম, পিক্তল, রজ ও দৌলুকময় শল্যসমূহ পিত্ত ও শরীরের উন্মাদ দ্বারা ক্রমে ক্রমে বহু বিলম্বে দেহমধ্যেই লয় পায়।

শূল, দস্ত, কেশ, অস্থি, বেণু, কাষ্ঠ, প্রস্তরখণ্ড, ও মৃন্ময় দ্রব্য সকল শরীরের মধ্যে বিলীণ হয় না অর্থাৎ উহা যেমন তেমনই থাকে।

এ সকল শল্য শরীরের ভিতর অববদ্ধ (অস্থিমাংস প্রকৃতিতে আটকান) এবং অনববদ্ধ এই দুই প্রকারে অবস্থিত থাকে। তজ্জন্মে অববদ্ধ শল্যের উদ্ধারার্থ পক্ষশল্য প্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে; নিম্নে ক্রমশঃ তাহাদের বধাবধ বিবরণ বিবৃত হইতেছে; যথা—

বতাব—অস্ত্র, কবধু, উদ্গার, কাস, মূত্র, পুরীষ ও বায়ু বতাববলে নির্গত হইয়া নরনাশ হইতে থলি প্রকৃতি অববদ্ধ-শল্য নিঃসারিত করে।

পাচন—মাংসাববদ্ধ শল্য শরীরোন্মাদ দ্বাবান হইয়া স্থানীয় পাক জন্মায় এবং প্রকোপবশতঃ তাহা হইতে বেগে পূর্ণ শাপিতাদি স্রাবিত হয়।

ভেদন, দারণ ও পীড়ন—গুপ্ত শল্য শরীরে পক হইলে অল্প স্বল্প ভিন্ন না হইলে তাহাতে ভেদন বা দারণ ক্রিয়া করিতে হয়; কিন্তু যদি উহাতেও শল্য বর্ধিত না হয় তবে পীড়নীয় দ্রব্য সহ-যোগে বা হস্ত দ্বারা ঐ স্থানের পীড়ন করিতে হইবে।

এমার্জন ও আশ্বাপন—চক্ষুঃ প্রকৃতি ইঞ্জিরগত শল্যসমূহ ক্ষয় হইলে পরিবেচন (ধার্য্যভিক্ষণ), আশ্বাপন (কুংকার এধান) বা কেশ, বস্ত্র ও হস্ত দ্বারা মার্জন করিতে হয়। নাসিকাদি সংলগ্ন অঙ্গের দ্রব্য, রেঙ্গা এবং নিঃসৃত শল্যের সুশ্লেষ বাস, উৎকাস ও প্রথম দ্বারা নিকাশনীয়।

বমন, প্রতিমর্ষ বা বর্ষণাদি ও বিরেচন—কঠ বা আমাশয় গত অরণ্য বমন ও অকূল বর্ষণ দ্বারা এবং পকাশগত শল্য বিরেচন দ্বারা নিঃসারিত হইয়া থাকে।

প্রেকালন—পূর ও ত্রণাপ্রিত অস্ত্রাত শল্য প্রেকালন দ্বারা নিজ্জাত হয়।

প্রবাহন—বাত, মূত্র, পুরীষ ও গর্ভের বিবদ্ধ হইলে প্রবাহন অর্থাৎ কুহন আবশ্যক হয়। [গর্ভের বিসৃজি সন্ধ্যা বিসৃত বিবরণ মূচগর্ভ শব্দে দ্রষ্টব্য]

আচুষণ—বায়ু বা জল শল্যে প্রাপ্ত হইলে মুখ বা শূল দ্বারা আচুষণ করিতে হয়।

আকর্ষণ—সরলভাবে প্রবিষ্ট, অবদ্ধ, কণ্ঠীন লৌহময় শল্যকে অন্নদাত্ত দ্বারা আকর্ষণ করা যায়; কিন্তু ত্রণের মুখ অপেক্ষাকৃত বড় হইলে ভাল হয়।

হর্ষ—নানা কারণে উৎপন্ন শোথ-শল্য জ্বরে অবস্থান করে, অতএব উহা হর্ষদ্বারা উৎপাটিতব্য।

কুত্র ও বৃহৎ এই উভয় বিধ শল্যই প্রতিশোম ও অহুগোম এই দুই প্রকার উপায় দ্বারা আকৃত হইয়া থাকে। যে বিক্ দিয়া শল্য প্রবিষ্ট হয়, সেই বিক্ দিয়া বাহির করাকে প্রতিশোম এবং তাহার বিপণীত বিক্ দিয়া বাহির করাকে অহুগোম কহে। শল্য যে অঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে, সে যদি সেই অঙ্গের অর্ধেকের বেশী অতিক্রম করিয়া থাকে, তবে তাহাকে অহুগোম উপায় দ্বারা এবং যদি অর্ধেকের কম গিয়া থাকে, তবে উহাকে প্রতিশোম দ্বারা নিঃসারিত করা কর্তব্য। রোগীকে শীতল জলাদি দ্বারা জাপিত করিয়া জ্বরের নিকটস্থ শল্য বথামার্গে আনয়নপূর্বক আহরণ করিবে। শরীরের অন্ত প্রদেশে পীড়ক শল্য এতদ্বন্দ্ব দ্বারা কর্তব্য হইলে ত্রণের মুখ বড় করিয়া তাহাকে বথামার্গে উদ্ধার করিবে। অস্থিবিবরণপ্রবিষ্ট বা অস্থিসংলগ্ন শল্য, রোগী পাদদ্বয় পীড়ন করিয়া বস্ত্র দ্বারা অপকৃত করিবে। যদি তাহাতে শল্য বাহির না হয়, তবে বলবান ভূতাদিগের দ্বারা রোগীকে প্রহণ-পূর্বক বস্ত্র দ্বারা উহা টানিয়া বাহির করিবে। ইহাতেও বাহির

না হইলে, কেহ এবিধ শস্যের বারদ অর্থাৎ সুন্দর বক্রীকৃত করিয়া তাহাতে ধরকের দ্বিগুণ এক পাখ বন্ধন করত এই ধর: নোওয়াইতে আরম্ভ করিলে ক্রমশ: ঐ শলা উচ্চ হইবে; কিন্তু যদি তাহাতেও না হয়, তবে একটা অখের চারি পা ও মতক উত্তমরূপে বন্ধনপূর্বক সাবধানে তাহার সুবন্ধন চর্মে পূর্বোক্ত বক্রীকৃত বারদ বন্ধন করিয়া দিয়া অথকে যথোপযুক্ত রূপে কলাকাত করিলে সে যেমন সহসা মতক উন্নত করিবে, অমনিই শলা উচ্চ হইয়া যাইবে। এতদ্বিধি কোন একটা বুদ্ধিশাখাকে অবনতি করিয়া রজু দ্বারা তাহার অগ্রভাগের সহিত উক্ত বারদ সন্ধ করিয়া হঠাৎ শাখাটিকে ছাড়িয়া দিয়া মাত্র ঐ শাখা যেমন বেগে শুড়ানে গমন করিবে, অমনিই তৎসঙ্গে সঙ্গে শলোচ্চার হইয়া যাইবে। ছেদনের অযোগ্য স্থানে শলা এবিধ হইলে যদি উহার মুখ উর্ধ্বে বহির্গত হয়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ, লোচ বা সুন্দর দ্বারা চালিত করিয়া উহাকে প্রথামার্গে আনয়নপূর্বক নিঃসারিত করিবে। আর ছেদন-যোগ্য স্থানে শস্যের মুখ উর্ধ্বে নির্গত হইলে উহাকে সমুখ হইতেই আকর্ষণ করিবে; কিন্তু যদি উহার কর্ণ থাকে, তবে বর দ্বারা তাহা ভালিয়া দিতে হয়।

জড়ের শলা কঠে আসক্ত হইলে নলের তিতর দিয়া অগ্নি-তপ্ত শলাকা কঠে প্রবেশ করাইয়া কঠ হইতে সেই শলা উচ্চ শলাকার জড়াইয়া গেলে শীতল জলে উহা নিক্ষেপিত করিয়া আহরণ করিবে। কেহ কেহ বলেন, উক্ত শল্যে যদি জড় সংশ্লিষ্ট না থাকে, তবে জড় বা মৃচ্ছিত লিপ্ত শলাকা পূর্ববৎ অগ্নিসত্তপ্ত করিয়া নাড়ী যোগে কঠে নিক্ষেপপূর্বক ঐ শলা আহরণ করিবে। অস্থি অর্থাৎ মাছের কাঁটা প্রভৃতি বা অন্ত কোন শলা তিষ্ঠাৎভাবে কঠে সংলগ্ন হইলে এক গোছা চুল দৃঢ় সূত্রে বাঁধিয়া বমনকারক পানীয় ত্রব্য বা ভক্তের সহিত উহাকে গলাধঃকরণ করাইবে। চুলের গোছা গিলিবার সময় তৎসংলগ্ন সূতাটী দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিতে হইবে, পরে বমন হইতে আরম্ভ হইলে বমন বৃদ্ধিবে যে চুলের গোছা শস্যের এক স্থানে সংলগ্ন হইয়াছে, তখন সহসা সূতার টান দিলে ঐ চুলের গোছার সহিত শলা বাহির হইয়া যাইবে। কেবল বধ্যমাত্রার বমনকারক পানীয় বা ভক্ত সেবনে সতর্ক বসি না হইলে পুনরায় আকর্ষণ পর্ষদ জল পান করিতে হইবে।

বন্ধধারন কাঠের অগ্রভাগ চর্মিত করিলে বমন উহা কোমল হইবে, তখন তাহা দ্বারা ও পূর্বোক্ত প্রকারের কঠগত শলা অন্ত: এবিধ বা বহিঃসারিত করা যাইতে পারে।

অগ্নয় ব্যক্তির উদর জলপূর্ণ হইলে তাহার পাশের উর্ধ্বে লম্বমান করিয়া উহার মুখ ধরাডলহু তৎসংলগ্ন মধ্যে নিহিত করিবে কখনো উচ্চরূপে লম্বমান হইয়া উহাকে দৃঢ়রূপে

কম্পিত বা উহার উদরে পীড়ন অর্থাৎ ধীরে ধীরে চাপ দেওয়ার দ্বার করিতে হইবে।

তকাদির গ্রাস কর্তৃগত হইলে অশক্তিতা বা অতর্কিতভাবে তাহার মুখে সুঠি দ্বারা আঘাত করিবে; অথবা বেহ, মত বা পানীর পান করিতে দিবে।

বাহ, রজু, লতা বা পাশরূপ শল্যে কঠ পীড়িত হইলে বায়ু প্রস্তুত হয় এবং স্নেহকে কুপিত করিয়া স্নোতোরোধ করে। তাহাতে লালান্না, কেনোদন ও সন্তানান হইয়া থাকে; এরূপ রোগীকে স্নোত্যাক্ত ও শির করিয়া তীক্ষ্ণ শিরোবিচরন এবং বাতায় মাংসরস পথ্য দিবে।

(পু) ১০ মন বুদ্ধ। ১১ বাবিৎ। (অমর)

১২ বৃশভেদ। ইনি বাহ্লিকরাজতনয় এবং মন্ত্রদেশের অধিপতি; পাণ্ডুপত্নী মাত্রী ইহার ভগিনী। মহাতারতের উল্লেখানুসারে জানা যায় যে, পাণ্ডুনন্দন নকুল ও সহদেব ইহার সাক্ষাৎ ভাগিনের হইলেও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ইনি পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিতে পারেন নাই। কারণ দৃতগণ মুখে সংবাদ পাইয়া মন্ত্ররাজ বধন বহন সৈন্ত সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণ সমীপে যাত্রা করেন, তখন দ্রুপদোদন সেই সংবাদ জানিয়া পথিমধ্যে তীব্র বিশ্রামার্থ বহুতর শিরদক্ষ কিঙ্কর দ্বারা রত্ননিচয়চিত্তিত্ত স্তম্ভিত সত্যগৃহ এবং বহুবিধ কোতুকাবহ ব্রহ্মজাত, মাংসাদি উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য, স্নানাদি গন্ধমালা ও চিত্র প্রকল্পকর বিবিধাকার কুপ, বাণী প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়া স্বয়ং প্রকল্প ভাবে অবস্থিত রহিলেন। ঘটনা ক্রমে মন্ত্রপতিও যথাসময়ে তথায় আসিয়া বিশ্রাম লইলেন এবং সেই বিশ্রাম স্তখে যাত্রণর নাই সঙ্কট হইয়া বলিলেন, ‘যুদ্ধিষ্টির কোন্ লোক এই সত্যগৃহাদি নির্মাণ করিয়াছে? আমি কুতী পুত্রের ক্রীত্যর্থে তাহাকে প্রসাদ দান করিব।’ এতজ্ঞ বশে তত্তত্যা ভূতগণ অচিন্ত্য দ্রুপদোদন সমীপে বিবরণ বিবৃত করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ ব্যগ্রচিত্তে শলা সরিধানে আগমনপূর্বক আশ্রয়প্রকাশ করিলেন। মন্ত্ররাজ তাহাকে দেখিয়া এবং ঐ সমস্ত সত্য নির্মাণাদি বিষয়ে তাহারই সম্পূর্ণ প্রকল্প জানিয়া সাতিশর ক্রীড়িত প্রকল্পচিত্তে তাহাকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিলেন, বৎস! আমার নিকট তোমার যে কিছু অভীষ্ট থাকে, প্রার্থনা করিয়া লও। শস্যের এই আশাতীত আশ্বত বাক্য শুনিয়া দ্রুপদোদন পরম হর্ষে তৎসমীপে প্রার্থনা করিলেন যে, আপনি আমার সমস্ত সৈন্তের অধিনায়ক হইলেন। বীর প্রতিক্রান্তি অনুসারে শলা ইহা স্বীকার করিতে কিছু মাত্র সঙ্কট না হইয়া দৃঢ়চিত্তে দ্রুপদোদনকে বলিলেন, তুমি নিশ্চিন্ত মনে গৃহে প্রত্যাগমন কর, আমি যুদ্ধিষ্টির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবিলম্বেই তোমার নিকট গমন করিব।

শল্যের বিশেষ চূষণার্থে অগ্নি প্রত্যাপিত হইবার পর মস্ত-
পতি পাণ্ডবসমনে গমনান্তর পূর্ণাঙ্গের সমস্ত বৃত্তান্ত রাজা যুধিষ্ঠিরের
নিকট বিজ্ঞাপন করিলে তিনি তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ বা চ্যুতি
না হইয়া বরং বলিলেন যে, আপনি উত্তম কাৰ্য্য করিয়াছেন,
তবে বাহাই হউক আসন্ন সংগ্রামে প্রকারান্তরে আমার কিছু
উপকার করিতে হইবে। যখন কর্ণ ও অর্জুন উভয়ে বৈরধ
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন আপনিই কর্ণের সারথী কর্ণ করিবেন
সন্দেহ নাই। অতএব হে রাজসন্তন! যদি আমার প্রিয়কাৰ্য্য-
সম্পাদনের ইচ্ছা করেন, তবে সেই সময়ে আপনি অর্জুনকে
রক্ষা করিয়া চলিবেন এবং বাক্য কোশলে মৃতপুত্রের তেজের
হানি করিয়া বাহাতে আমাদের জয় হইতে পারে তাহা
সর্বতোভাবে যত্নবান হইবে। শল্য যুধিষ্ঠিরের এই প্রার্থনা-
পূরণেও সম্মত হইলেন এবং তাঁহাকে নানাবিধ প্রবোধ বাক্যে
সম্বোধ করিয়া তথা হইতে চূষণার্থে আগ্নেয় গমন করিলেন।

ভারতযুদ্ধে অনেক বীরের প্রাণত্যাগের পর, শল্যরাজ যুধিষ্ঠির
হস্তে নিহত হন।

শল্য (পুং স্ত্রী) ১ শত্রু বিশেষ, চলিত শেল অস্ত্র। পক্ষী—শত্ৰু,
দীর্ঘায়ু, শল, কুন্ত, বিষাক্ত। (ত্রিকা)

শল্যক (পুং) শল্য ইব শল্য ইবার্থে কন্। ১ মননবৃদ্ধ।
(শব্দরত্ন) ২ শল্যকী, শল্যাক। (রাজনি°)

শল্যকণ্ঠ (পুং) শল্য তৎশল্যম কণ্ঠে বসত। শল্যকী, শল্যাক।

শল্যকর্তন (পুং) জনপদভেদ। (রামা° ২।৭।১০) কর্তন ও
কর্তনপাঠও দেখা যায়।

শল্যকর্তৃ (পুং) শল্যোদ্ধারকারী (চিকিৎসক)। যিনি শল্যক্রিয়া
করিয়া থাকেন।

শল্যকবৎ (ত্রি) ১ শল্যকবৃত্ত। ২ আশু, ইন্দ্র বিশেষ।
(ভারত উভোগপ°)

শল্যকুন্ত (পুং) শত্রুচিকিৎসক। আপত্য ১।১১।১৫

শল্যকৈটর্য্য (পুং) মননবৃদ্ধ, মননগাছ। (রাজনি°)

শল্যক্রিয়া (স্ত্রী) শত্রুরাত্তরে কণ্টকাদি প্রবিষ্ট হইলে যে
প্রকার শত্রুপ্ররোগ দ্বারা উহা বাহির করা হয়।

শল্যতন্ত্র (স্ত্রী) সূক্ষ্মতত্ত্ব অষ্টবিধ তন্ত্রের মধ্যে অষ্টম তন্ত্র।
“শল্য নাম বিবিধ তৃণকাঠপাণাংগুলাহলোষ্টাধিবাল-
নখপুন্ড্রাভ্যন্তর্গতশল্যোদ্ধারার্থং ব্রহ্মশত্রুকার্য্যি প্রবিধানব্রহ্মবিনি-
শ্চর্য্যক” (সূক্তত ১অ°)

বিবিধ প্রকার তৃণ, কাঠ, পান্য, পাণ্ড, লৌহাদি ধাতু, ইষ্ট-
কাষির অংশ, অস্থি, কেশলোমাদি, নখ প্রভৃতি কোন কারণে
শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, পুণ্ড ও রক্ত প্রভৃতি বিকৃত হইয়া অতি
উৎকট ব্রণ হইতে থাকে। উক্ত ব্রণ সকল শরীর হইতে

বাহির করিয়া ব্রণা দূর করিবার জন্য যে তন্ত্রে ব্রহ্ম, শত্রু, কাষি, ও
অরিকর্ষ প্রভৃতির প্রভুত ও প্ররোগ করিবার উপদেশ আছে,
তাঁহাকেই শল্যতন্ত্র কহে। সূক্ততন্ত্র মতে, ৮ প্রকার তন্ত্রের মধ্যে
শল্য তন্ত্রই সর্বাঙ্গেকা শ্রেষ্ঠ, কেননা, ইহা দ্বারা শরীর কল লাভ
করিতে পারা যায়, এই শল্যতন্ত্রে পাণ্ডিত্য থাকিলে পুণ্ড, বর্ণ,
বশঃ অর্ধ ও আত্ম লাভ হয়। (সূক্তত ১ অ°)

অষ্টাদশসংহিতা নামক বৈদ্যকগ্রন্থের উত্তরখণ্ডের ২৫
হইতে ৩৫ অধ্যায় শল্যতন্ত্র নামে বর্ণিত।

শল্যাদা (স্ত্রী) মেঘা। বৈদ্যকে নিষিদ্ধ আছে যে, ইহার অভাবে
অবগম্য ঔষধে নিতে হয়। (রাজনি°)

শল্যাপর্ণিকা (স্ত্রী) মেঘা। (রাজনি°)

শল্যপার্ব্ব, মলভারতের ৯ম পর্ক। ইহাতে শল্যরাজের কণ-
সারথী, সেনাপতি, ভীমের সহিত গদাযুদ্ধ ও যুধিষ্ঠিরের হস্তে
মৃত্যু কথা বর্ণিত হইয়াছে।

শল্যলোমনি (স্ত্রী) শল্যবৎ লোম। শল্যলী, শল্যকীর লোম,
শল্যকর কাঁটা। (রাজনি°)

শল্যবৎ (ত্রি) শল্যবৃত্ত। বাণবিশিষ্ট। তীরত্যাগশীল। বিশদ
বিজ্ঞাত।

শল্যবার্জ (স্ত্রী) বাণ বা অস্ত্রাভ শল্যের পশ্চাত্তাপ। শত্রু
প্ররোগকালে শল্যের যে স্থান ধরিয়া শরীর হইতে শল্যোদ্ধার
করা যায়।

শল্যাস্রসন (স্ত্রী) শল্যনিষ্কাশন। কণ্টকোদ্ধার। (কৌবিতকী° ৩০)

শল্যহর্তৃ (পুং) শল্যোদ্ধারকর্তা। (রামা° ৫।২৮।৩)

শল্যহৃত (পুং) শল্যহরণকারী। (বৃহৎস° ৫।৮।০)

শল্যা (স্ত্রী) ১ মেঘা। ২ বিকৃত বৃক্ষ। ৩ নাগবলী জতা

শল্যারি (পুং) শল্যত অরি: তরাসকথাৎ। যুধিষ্ঠিররাজ। (হেম)

শল্যোদ্ধরণ (স্ত্রী) শল্যত উদ্ধরণ। বিদ্য শল্যের উৎপাটন।

[শল্য শব্দ দেখ]

শল্ল, গতি। তদ্বি° পরমৈ° সক° সেই। লট শল্লতি। লুৎ
অশল্লীৎ। এই ধাতু সৌজ ধাতু।

শল্ল (স্ত্রী) ১ বৃক্ষ। (পুং) ২ তেজ। (শব্দরত্ন°)

শল্লক (স্ত্রী) শল্লমের বার্থে কন্। ১ বৃক্ষ। (শব্দরত্ন°) (পুং)
২ শোণবৃক্ষ। (জটাধর°) ৩ শল্লকী জন্ত, শল্যাক।

শল্লকী (স্ত্রী) পশু বিশেষ। চলিত শল্যাক। হিন্দী—সাহিল,
শালই, শলগ, বোকাই—শালগ্রহণ। তামিল—কুংলি। সংস্কৃত
পদার্থ—ধাবিৎ, শল্যক, শলা, ক্রকচপাদ, ছোলা, শল্যক,
শল্যমৃগ, ব্রহ্মশল্য, বিলেশর। ইহার বাসগৃহ—কুন্ড, সিংহ
শ্রীতল, এবং ককপিত্তসাধক। (রাজনি°) শল্যক পক্ষ্মণের
মধ্যে স্তত্রায় ইহার বাস তৎকীর।

“তক্ষাঃ পকনখাঃ সেবাগোখাক্ষপশরকাঃ।

শশাশ মন্ত্রেণপি হি নিহতুং করোহিতাঃ॥”

(যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৭৭) [সজার দেখ।]

২ বৃক্ষাংশেব। (Boswellia serrata, Indian olibanum)

পার্থ্যায়—গজতক্ষা, জুবহা, জুজতি, রসা, মহেরণা, কুল্লুকী, ফ্লাবিনী, হ্রাবিনী, গজতক্ষা, জুরতী, মহেরণা, মহারণা, সিলকী, সন্নকী, জুরতীরসা, শিলকী, সিলকী, সিল্কুমিকা, অশ-
ম্বী, কুতী। (জটায়র)

শল্লকীত্বচ (স্ত্রী) সিল্ককী বৃক্ষবৎ। (চরক সূ° ৪ অ°)

শল্লকীদ্রব (পুং) সিল্কক, কল্লুকণাটী, শিলায়স। (জটায়র)

শল্লকায় (স্ত্রী) শিলায়স। সিল্কনির্ধাস।

শল্লিকা (স্ত্রী) নৌকা। (হরিবংশ)

শল্লা (স্ত্রী) ১ সন্নকী বৃক্ষ। ২ সন্নকী মৃগ, সজার। (বৈভকনি°)

শব্দ (পুং) শব্দশব্দ। (উপাধি)

শব, ১ বিকার। ২ গতি। ভূমি° পরমৈ° সৰ° সেট্। লট্
শবতি। লোট্ শবতু। লিট্ শবাব। লুঙ্ অশাবীৎ।

শব (স্ত্রী) শবতি গচ্ছতীতি শব-অচ্। ১ জল। (মেঘিনী)

(পুং স্ত্রী) শবতি দর্শনেন চিত্তং বি-করোতীতি শব বিকারে অচ্।

২ মৃতদেহীর, চলিত মড়া। পার্থ্যায় কুণপ, ক্ষিতিবর্দ্ধন, মৃতক।
দেহ গতগ্রাণ হইলে তাহাকে শব কহে। শব্দে শব দাহ করি-
বার বিধান আছে। দুই বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক বা বালিকার
মৃত্যু হইলে তাহার শব পুতিয়া কেঁলিতে হয়, এবং দুই বৎসরের
উর্দ্ধ হইলে তাহার শব দাহ করিতে হয়।

“উনধিবাবিকং প্রেতং নিদগ্না বাক্ষবা বহিঃ।

অলঙ্ঘ্য গুচৌ ভূমাবস্থিসংগমনাদৃতে।

নাজ কার্যোহ্যিসংস্কারো নাপি কার্যোদকক্রিয়া॥” (ভৃগুত্ব)

শবের অঙ্গগমন করিলে একদিন অশৌচ হয়। যিনি শব
দহন বা বহন করেন, তাহারও একদিন অশৌচ হইবে। তিনি
শবদাহাদি করিয়া জলে অবগাহন জান, অগ্নিস্পর্শ ও ঘৃত ভোজন
করিয়া শুদ্ধি লাভ করেন। জল তুলিয়া জান করিলে শুদ্ধি
লাভ হয় না, জলে অবগাহন করিয়া জান করিতে হয়।

“প্রৈতীভূতং দ্বিগং বিপ্রো যোহমুগচ্ছতি কামতঃ।

স্নাতা সচেলং স্পৃষ্টাণি ঘৃতং প্রাশ্ন বিগুহ্যতি।

অঙ্গমাস্তাস্ন স্নাতা স্পৃষ্টাণি ঘৃতভুক্ত গুচিঃ॥

৩ প্রমাদাদঙ্গমানে কথকনেতাভিধানাং, অন্তসি নতু-
চ্চেৎকং” (ভৃগুত্ব)

ব্রাহ্মণদির শব ব্রাহ্মণদিই দহন ও বহন করিবে, অন্তবর্ণ
দহন ও বহন করিলে তাহার পাতক হইবে। শূদ্র বহন করিলে,
তাহার নরক হয়।

“মৃতদ্রাক্ষণদেহাংশে দেবাং শূদ্রা বহতি চেৎ।

পদপ্রমাণবর্ষক তেবাং নরকে স্থিতিঃ॥” (ভৃগুত্ব)

বাণী, কুপ, তড়াগ প্রভৃতিতে বাহাদের মাংস অতক্ষা
এইরূপ কোন জন্তু মরে, তাহা হইলে তাহার জল দুই হয়, পুনর্বার
শাস্ত্রানুসারে ঐরূপ বাণী প্রভৃতি শোধন করিয়া লইলে তাহার
জলদ্বারা দৈব বা পৈর কর্ত্ত করা যায়। নচেৎ ঐ জলে কোন
ক্রিয়া হয় না। বাণী প্রভৃতির জলে মাংস মলিলেও তাহার জল
দুই হইবে। “যেবামতক্ষাং মাংসক তচ্ছরীরে যুক্তকং বৎ।

বাণীকুপতড়াগেনু জলং সর্বকং দ্ব্যতি॥

স কুণপং সর্কর্মং তেভ্যস্তোষমপাত্ত তৎ।

প্রাক্ষিপেৎ পক্ষগব্যক সমগ্ৰং বর্ণভক্তিকং॥” (ভৃগুত্ব)

মরণের কিঞ্চিৎ পূর্বেই গৃহ হইতে বাহির করিতে হয়, যদি
বাহির করা না হয় এবং গৃহে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ঐ গৃহ
দুই হয়।

“এবং মরণসময়ে গৃহাগ্নিঃসার্থ্যতে অন্তথা গৃহত দুইতা ত্রাৎ।”

(ভৃগুত্ব)

মহাপাতকী বা অতিপাতকীর শবদহন বা বহন করিতে নাই,
মৃতকচ্ছ, অশ্মরী প্রভৃতি রোগগ্রস্তকে মহাপাতকী এবং অশঃ
রোগীকে অতিপাতকী কহে। কিন্তু ইহাদের প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা
পাপ ক্ষর হইলে তাহাদের শবদাহ হইবে। আত্মবাতীর ও শব
দাহ করিতে নাই। বাহারা এই শব দাহ করে, তাহাদিগকে
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। [অন্ত্যেষ্টি ও শবদাহ দেখ।]

শবকাম্য (পুং) শবঃ কাম্যো যন্ত। কুত্বর। (শব্দরত্ন°)

শবকৃৎ (ত্রি) কৃৎসর নামান্তর। (পঞ্চরত্ন ৪।৮।১০৬)

শবঘান, চম্পারণ্যের অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম।

(ভবিষ্য ব্র° খ° ৫২।২০, ২১২)

শবদাহ, মৃত্যুর পর মরুদেহের সংস্কার। ইহাকে অন্ত্যেষ্টিকৃত্য
বলে। শুদ্ধ ভারত নহে, সমগ্র জগতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন
সম্প্রদায় মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সংস্কারপ্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল।
সেই সকলের বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

পাশ্চাত্যজগতের অন্ত্যেষ্ট্য স্থানে অতি প্রাচীনকালেও শবদাহ-
প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ঐহ প্রমাণে এই দাহপ্রথাই
প্রধানতঃ প্রাচীন বলিয়া গণ্য, কায়গ লন্ (Saul) নামক
রাজার দেহ দাহ করিয়া অহি প্রভৃতি সমাধি করা হইয়াছিল।
আশা (Asha) মৃত্যুর পর, খরচত শবায় গচ্ছদ্ব্যদি সহ
দহীকৃত হইয়াছিলেন। এই সময়ে অন্ত্যেষ্ট্য স্থানে কবর দিয়া,
দহীজলে ডালান বা ভূপৃষ্ঠে নির্জনে শবস্থাপনের প্রথাও প্রচলিত
ছিল। নিম্নলিখিত শবস্থাপন হইতে বে-সকল সমাধি দৃষ্টি-
গোচর হয়, তাহাতে নানারূপ পাত্র, মালা ও অলঙ্কারাদি পাওয়া

গিয়াছে। মিশরের একটা সমাধি মধ্যেও ঐরূপ অলঙ্কার ও পাত্রাধি দেখিয়া মনে হয় যে এই যুগে উক্তর বেশেই শব-সংস্কারের ঐরূপ প্রথা অবলম্বিত হইয়াছিল। প্রকৃতভাবে লেয়ার্ড এই সকল সমাধি মধ্যে আসিরীয়া দেশের মল দেখিয়া অস্বস্তি করেন যে, এই কবরগুলি প্রাচীন পারসিকদিগের অঙ্গুরণে গৃহীত হইয়াছে। খিওফ্রাটাসের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে পারস্তপতি দরায়ুসকে মিশরদেশজাত টবে (alabaster) রাখিয়া ও কাইরাস্কে কাঠের ডোলার রাখিয়া সমাধিত করা হইয়াছিল।

প্রাচীন পারসিকদিগের জ্ঞান আসিরীয়াগণও শব প্রোথিত করিত। কখন কখন তাঁহারা মধু বা মোম দিয়া দেহরক্ষাও করিত। (Herod. lib. I. C. 140 ; Arian de Bello, Alex. Theoph. de Lapid. C. XV.) ইলিয়ান্ লিখিয়াছেন, রাজা জরক্শে বখন বেলুসের সমাধি উৎখাত করেন, তখন তিনি শবসিদ্ধকের কাণাপর্যন্ত তৈলবিশেষে পূর্ণ দেখিয়াছিলেন। এই শবসিদ্ধকের বর্ণনা পর্যবেক্ষণ করিয়া মিঃ লেয়ার্ড অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আসিরীয়ার প্রাচীনতম প্রমাণাদি নিশ্চিত হইবার পর এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিকতম অটলিকাধি গঠনের পূর্বে আসিরীয়ার রাজ্যে যে জাতি বা জন সম্প্রদায় বাস করিয়াছিল, ঐ শবসমাধি সেই মধ্য যুগের প্রথা।

প্রাচীন নিন্তে-রাজ্যবাসী জনসাধারণের নানা সমাধি-স্তম্ভ নয়ন পথে সমুদিত হইলেও নিম্নলিখিতগণ কি উপায়ে শব সংস্কার করিতেন, তাহার কিছুমাত্র নিদর্শন পাওয়া যায় না। কেবল মাত্র বাবিলোনিয়ানরাও প্রাপ্ত একটা অস্থিসমাধার (Sepulchral urns) হইতে পোড়ামাটির জলপাত্র, খাঞ্চ ভাণ্ড, নৃত্যর তারিখ সম্বলিত মুৎগু, মৃতকের অস্থিসমাধানার্থ কাটা ইষ্টক প্রভৃতি পাওয়া যায়। বুশায়র রাজধানীর সন্নিকটে ঐরূপ একটা ভগ্নভাণ্ডে বালুকাযোগে একটা পূর্ণাবয়ব মস্তুরের দেহাঙ্কি পাওয়া গিয়াছে। ঐ ভাণ্ডগুলি সাধারণতঃ মৃতকানিশ্চিত হইয়া থাকে। উহা লম্বে ৩' ৪" হয় এবং উহার মধ্য স্থানের পরিধি ২' ৯" ইঞ্চি, ভাণ্ডগাত্র এক ইঞ্চির তৃতীয়াংশ হইবে। ভাণ্ডের উপরের দুই পার্শ্বে দুইটি নিরেট পৃষ্ঠবৎ দণ্ড আছে। উহার উপর পৃথগ্ভাবে দুইটি পাশ সাজান। পাত্রের অভ্যন্তর ভাগে মেটে তৈলের জার এক প্রকার তৈল দ্বারা সম্পূর্ণ দেখা যায়। ইহাদের গায়ে এমন কোন চিহ্ন নাই, যদ্বারা ইহাদের সময় অবধারণ করা বাইতে পারে। কালদীয়গণ সেই প্রাচীন সময়ে মৃতিকা হইতে একপ্রকার শবাবার প্রস্তুত করিত। উহার কতকগুলি আকৃতি অনেকটা ডিসের চাকতির জায়। ইহারা ভগ্নাংশে শব সমুখে পাত্র সহ খাঞ্চ

ও জল এবং মৃতক রক্ষার জন্য স্বর্ণপত্র ইষ্টক রাখিয়া সমাধি করিত। কোন কোন স্থলে জালাস (Jar) আকারে শবাবার দেখা যায়। মনে হয় তাহারা ঐ ভাণ্ডে শব রাখিয়া তদুপরি তুপাকারে মৃতিকা ঢাপাইয়া দিত।

কালদীয় জাতির অভ্যুত্থান কালে একমাত্র প্রকৃত কালদীয়া (Chaldean proper) ভিন্ন উত্তর-বাবিলোনিয়া বা আসিরীয়া রাজ্যের অপর কোথাও ঐরূপ প্রাচীন কবর দৃষ্টি পথে পতিত হয় না। রেতারেও কি, রলিন্সন্ স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন, পারসিকেরা যেমন মৃত দেহ কাঁচিলা বা মেশের আলী নামক স্থানে লইয়া সমাধি করা গৌরবজনক বিবেচনা করে, ভারতবাসী হিন্দুরা যেমন দূরদেশে মৃত ব্যক্তির শব বা অস্থি, বারাগনী, চক্রবাহ প্রভৃতি গম্ভীরবর্তী নগরে আনিয়া পুনরায় দাহ করা যুক্তিগ্রন্থ বলিয়া মনে করে, এক দিন কালদীয়াবাসীও কালদীয়ার পবিত্র ক্ষেত্রে আপনাদিগকে সমাধি করা সম্মানজনক মনে করিত।

প্রাচীন রোমকেরাও শবদাহের পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু তাঁহারাও রোগবিশেষে মৃতের গোঁর দিতেন। অতি শৈশবে বালকবালিকার মৃত্যু ঘটিলে তাহাকে জন্মভূমির অদূরে প্রোথিত করা হইত। ঐ জাতির মধ্যে তন্মাহি ভাণ্ডে রাখিয়া পুতিবার ব্যবস্থা ছিল। ছুপুট হইতে হুটুট নিরে ঐ ভাণ্ড হাপন করিয়া তদুপরি মৃতস্তম্ভ রচনা করিত। এই জাতির প্রাচীন কবর মধ্যে যে সকল শবাবার পাওয়া গিয়াছে, তাহা প্রস্তর-নির্মিত এবং নানা আকৃতিবিশিষ্ট। অস্ত্রোষ্টিজরা সমাধানের জন্য রোমকেরা শববহনকালে পথে শোকসূচক ধ্বনি করিতে করিতে গমন করিত। চুল্লিতে শবহাপনের পর তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিত এবং তদুপরি মৃতের বস্ত্রাণকারাদি ও প্রিয়তম ভোগ্য পদ্য মারিয়া তাহার মাংস নিক্ষেপ করিত।

প্রাচীন গ্রীকজাতির শবসংস্কারপ্রণালী অনেকাংশে ভারতীয় আকৃতির মত। তাহারা বৈভরগী (Styx ও Acheron) নামক স্বর্ণহ নদী পার কামনার শবে মুখে একটা মৃত্যু দিত। এবং সরমার (Cerberus) প্রাত্যর্থে গোহৃমচূর্ণ ও মধু মিশ্রিত পিষ্টক পিও দিত। মৃতের উদ্দেশে মৃতকমুণের আভাসও গ্রীকদিগের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। কোন নিকটাত্মীয় মরিলে গ্রীকেরা শোকচিহ্ন বস্ত্র কেশ বগন করিত। ইলিয়াডে (Iliad, xxiii) লিখিত আছে পট্রোক্লাসের অস্ত্রোষ্টির সময় গ্রীকদের বহুগণ আপনাপন মাথার চুল কাটিয়া শবের উপর ফেলিয়া দিয়াছিল। আবার গ্রীকের অপরায়ন স্থানের অধিবাসীরা মৃতের শব শোকচিহ্ন বস্ত্র কেশ রক্ষা করিত এবং আলুলায়িত কেশ রাখি দেখিয়া তাহাদের শোকের মাত্রা অবধারণ করা বাইত।

পুরীহানবাসী সমীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইতে সত্যক বুঝান করে এবং সেই চুল তাহার কবরের চারিদিকে ফুলাইয়া দেয়। ভেলোস বীণের যুবক যুবতীর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইবার পূর্বে আপ-
নামক কেশজুহু হইয়া উত্তর দেশ হইতে সমাগত কুমারী-
গণের সমাধিস্তম্ভের উপর স্থাপন করিয়া সন্মান প্রদর্শন
করিয়া থাকে।

ভূমধ্যসাগর হইতে প্রাপ্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ মধ্য-
এসিয়ারাসী বিভিন্ন জাতির মধ্যে পুরাকালে ও বর্তমান সময়ে
স্বংসিত চাপা দিয়া শবরকার ব্যবস্থা ছিল ও রহিয়াছে। বাই-
বেলে দেখা যায়, রাজা আই বহুরা কর্তৃক নিহত হইলে নগর-
ধারে রক্ষিত হইয়াছিলেন এবং সেই শবোপরে একটি স্তম্ভ
প্রস্তরস্তম্ভ গঠিত হইয়াছিল। (Joshua VII. 26) হিরোদোটস
লিখিয়াছেন, লিডিয়ান রাজ অল্যাতেশের শবোপরি যে স্তম্ভ
স্থাপিত হইয়াছিল, উহার পরিধি প্রায় ১মাইল এবং প্রস্থ ১৩০০
ফিট। বর্তমান ভ্রমণকারীদের মধ্যে এই স্থান আবিষ্কৃত
হইয়াছে।

টিউটন জাতির মধ্যেও শবোপরি ঐরূপ স্তম্ভ স্থাপন
প্রিয়তম নৃতি বলিয়া পরিগণিত ছিল। প্রাচীন লাক্সনগণ চর্ম-
কোষ বা প্রস্তরপেটিকার শবদেহ রক্ষা করিয়া তদুপরে মাটি চাপা
দিত। মধ্য এসিয়ার জনপদসমূহে বলশালী ও ধনশালী ব্যক্তির
কবরোপরে স্তম্ভনির্মাণ (Tumuli) প্রচলিত ছিল। কখনো-
কালীরা শবসংকারে এই প্রথা অবলম্বন করেন।

হিরোদোটসের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, প্রাচীন শাক-
বীণগণের (Scythians) শবসংকার ঐরূপেই নির্মিত হইত।
বর্তমান সময়ে কর করজা নামক জনপদে ও কির্ঘজ জাতির
বাস ভূমি "ট্রেনী" প্রান্তরে ঐরূপ অনেক শবসমাধি দৃষ্টি গোচর
হয়। বাইবেলে লিখিত আছে, কোন কোন দেশে মৃত সর্দারের
গোরের সময় তাহার অস্থগত লোকদিগকে নিহত করিয়া এই
কবর মধ্যে নিহিত করিবার রীতি আছে। (Ezekiel) হিরো-
দোটস লিখিয়াছেন, যখন কোন রাজার মৃত্যু হয়, তখন তাহার
শবদেহ তৈলসিক্ত ও মোমায়িত করা হয়, এবং সেই দেহ রথে
ঢড়াইয়া বিশেষ সমারোহে সমাধিক্ষেত্রে আনা হয়। শব
রকার জন্ত সমাধিক্ষেত্রে একটি স্তম্ভ গঠন করা হইয়া
থাকে। তাহার ভিতর খড় বিছাইয়া তদুপরি শব স্থাপন করিয়া
কাঁচখণ্ড চাপা দেওয়া হয়। শবের সম্মানার্থ বেহের উত্তর
পার্শ্বে বড়সো সারিভক্ত তাব পুতিয়া রাখে। অতঃপর রাজার
একটি পত্নীকে বলপূর্বক নিহত করিয়া এই গর্ভের অপরাংশে
স্থাপন করে। এই সবে রাজার তাম্বলকরদ্বারী পাচক, প্রিয়
কল্লুহ, মন্ত্রী, দূত ও অধাধি এবং পানার্থ স্বর্ণপাত্রাদি পুতিয়া

কেলে। তাহাদের বিবান, রাজার পরলোককাজের এই সকল মা
থাকিলে বিশেষ কষ্ট হইবে। উপরি কথিত, প্রবাদি গঠন মধ্যে
সংলক্ষিত হইলে সমবেত শবাহুগমনকারীরা মৃত্যিকা দ্বারা এই গঠ-
পূরণ করিয়া একটি স্তম্ভ তুলে পরিণত করে। ইহাতেও সকল
শেষ হয় না। বৎসরান্তে পুনরায় রাজার ৫০ টি বিখ্যত অস্থচর
ও ৫০ টি অধ মারিয়া ও অধ পুটে অস্থচরদিগকে বসাইয়া উক্ত
সমাধি স্তম্ভের চতুর্পার্শ্বে স্থাপন করা হইত।

মোগলসর্দার চেলিজখানের মৃত্যু হইলে তাঁহার শবদেহ একটি
স্তম্ভ তুলে দ্বারা সমাধিস্থিত হইয়াছিল এবং পাঁচ মাসের সেই
স্তম্ভের উপর বিচরণ করে, এই ভক্ত তাঁহার মোগল অস্থচরেরা
তদুপরি ফুলাদি যোগ্য করিয়া তাহা কললে রূপান্তরিত করিয়াছিল।
কর্ণেল টড্‌জুক্ত রাজধানের ইতিবৃত্তেও আবার স্তম্ভ বা সমাধি-
স্তম্ভ দেখিতে পাই। যে সকল রাজপুত রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন
করিত, তাহাদের শবের উপর যে সকল সমাধিস্তম্ভ আছে, তাহার
উপর শবের অধারোহী বীরমূর্তি ও তৎপার্শ্বে তদীয় পত্নীর সহস্ররথ-
চিত্র এবং তদুত্তরের পার্শ্বদ্বারে চক্র ও স্বর্ঘ্যমূর্তি রাজপুতবীরের অক্ষর
বর্ণে ঘোষণা করিতেছে। (Tod's Rajasthan I. p. 54)

প্রাচীন সৌরাষ্ট্রজনপদবাসী কাঠী, কোমানি, বল প্রভৃতি
শকজাতীয়ের মধ্যেও ঐরূপ শবোপরি "কুবার" (সমাধিস্তম্ভ)
স্থাপনের রীতি ছিল। প্রত্যেক নগরপ্রাচীরের মূলে এখনও
ঐরূপ প্রস্তরপ্রায় স্তম্ভাবলী ইত্যদ্যৎ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। এই স্তম্ভ-
গুলির উপরে অম্পষ্টাকারে মৃত্যুর অবহাতিতাতক বীরমূর্তি অঙ্কিত
আছে। অধিকাংশ মূর্তিই অধারোহী, কেবল কতকগুলি
রথোপবিষ্টভাবে প্রস্তরোপরি উৎকীর্ণ হইয়াছে।

পঞ্জাবের নানা স্থানে, বামিয়ানপ্রদেশে, আফগানিস্থানে ও
কাবুলের সন্নিকটে এইরূপে বহু সমাধিস্তম্ভ বিস্তারিত আছে।
এইগুলি মাটির চিগির উপর ইষ্টক দ্বারা গাধনি করা। ভারতের
স্থানে স্থানে বৃদ্ধের অক্ষবিশেষের উপর বেল্লপ ইষ্টকস্তম্ভ নির্মিত
হইয়াছিল, এগুলি তাহারই রূপান্তরমাত্র; তবে এই সমাধি
গুলিতে কেবল একজন ব্যক্তির অস্থি বা ভস্ম নিহিত আছে।
উহাদের গঠন গ্রীকদেশীয় স্থাপত্যশিল্পের অনুরূপ। মণিক্যাল-
নগরীর নিকটে একটি ৮০ ফিট উচ্চ এবং ৩২০ ফিট পরিধি-
বিশিষ্ট ঐরূপ একটি স্তম্ভ আছে। উহার মধ্যভাগে স্বর্ণ,
রৌপ্য ও তাম্রপত্রাদি এক সোমক ও বাহিলকবনগণের মূর্তি
পাওয়া গিয়াছে। অভ্যন্তরস্থ একটি ৩০ ফিট গভীর গৃহে
তাম্রনির্মিত সিংহক মধ্যে পত্তর অস্থি রহিয়াছে।

ডাঃ কানিংহাম বাহিলগাত্যের শব-সমাধি ও স্তম্ভনির্মাণ-
প্রথা লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন যে ইংলণ্ডের আর্থিন অধিবাসী
কেটজাতীয় সমাধি-প্রস্তরাদি (Cairns, cromlechs,

Kinvaers and circles of upright loose stones) সহিত নীলগিরিবাসী অসত্য জাতীরের সমাধিপ্রস্তরের অনেক সৌন্দর্য আছে। এই সকল সমাধিসমূহে নানাপাত্র, ভাস্কর্য, নরসিং ও ভাস্কর্য, উজ্জল মৃৎসন প্রভৃতি ভুক্ত থাকে। বোম্বাই-প্রেসিডেন্সী, দক্ষিণভারতের নাগপুর হইতে মহারা পৰ্য্যন্ত স্থান, ও কোরম্বাতোরের দক্ষিণস্থ অননুলর শৈলপুষ্ঠে প্রভূত দৃষ্টিগোচর হয়। নীলগিরিস্থ সমাধিসমূহ হইতে এগুলি বিগত সভ্যযুগের আদর্শ বলিয়া অনুমিত হয়। কবিয়ারাজ্যে এবং সার্কেনিয়ার এইরূপ ধরণের অনেক কবর দেখিতে পাওয়া যায়। আরবের দক্ষিণোপকূলদেশে এবং আফ্রিকাদেশের সোমালীরাতে প্রস্তর-ভুক্তপরিবৃত্ত গোরস্থানসমূহ বিস্তারিত আছে। মেকর কনগ্রীত বিশেষ গবেষণার সহিত নীলগিরির শবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করেন। কাপ্তেন মিডোন্স টেলার রাজনকুলর, পোরাপুর, শিরবাজী, কিরোজাবাদ ও ভীমাতীরস্থ স্থানসমূহের শবস্থান পরীক্ষা করিয়া এক ইংলণ্ডের এইরূপ শবক্ষেত্রের সহিত মিল করিয়া বলিয়াছেন যে, এ সকল Scytho-celtic বা Scytho-Druidical.

উক্ত স্থানের তোড়া, কুরুবর প্রভৃতি পার্শ্বতাজাতীরা এবং নিকটবর্তী আর্যহিন্দুগণ এই সকল শবক্ষেত্রের কোন তত্ত্বই অবগত নহেন। সংস্কৃতসাহিত্যে অথবা ত্রাবিড়ীর লিপিমালার উহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তামিলভাষায় এইগুলি পাণ্ডু-কুড়ি নামে অভিহিত। তামিলভাষায় কুড়ি শব্দের অর্থ কবর বা গর্ত। এই কারণে অনেকে উহাকে পাণ্ডব-সমাধি বলিয়া ধোঁষা করিতে চান, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। দক্ষিণভারতে ত্রাবিড়জাতির আগমনের পূর্বে এখানে অধিকসম্ভব ভ্রমণকারী রাখালদলের বাস ছিল। ত্রাবিড়-জাতির পূর্ণার্পণ এবং তাহাদের নিকট বলিত বা বিতাড়িত হইয়া অথবা তাহাদের সহিত মিশিয়া গিয়া এই জাতি বিলম্বপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই জাতির ধর্মবুদ্ধির একমাত্র পরিচয় এই অন্তোষ্টি-কৃত্যই হুচনা করিয়া থাকে।

হারদরবাদেরাজ্যে এবং বলরাম ও সিকন্দরবাবাদ-নগরের চতুর্পার্শ্বে এইরূপ প্রস্তরভুক্তবেষ্টিত সমাধিক্ষেত্রসমূহ দৃষ্ট হয়। সিকন্দরবাবাদের ২০ মাইল পূর্বদিক্বে এইরূপ একটা অসুহৃৎ সমাধিক্ষেত্র আছে। উহা দেখিলে বোধ হয়, এই স্থানে শত শত বর্ষ ব্যাপিয়া বহু লোকের সমাধি দেওয়া হইয়াছে। যে জাতির এই কীর্তি তাহাদের চিহ্নমাত্র নাই। এই গোরগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের নিম্নে এক-একটা গর্ত আছে। এই গর্ত আঁকাবাঁকা। উহার মধ্যস্থলে শবাহি ও ভাস্কর্য এবং উপরে নীচে বৃত্তের ব্যবহার্য ধর্ম্মচা

ও পাঁজাদি দিয়া ঢাণা দেওয়া। পরে এই সমাধি বেঁটন করিয়া গোলাকার প্রস্তরখণ্ড সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কোন কোনটার পরিধি প্রায় ৪ শত হস্ত।

এই সকল সমাধিক্ষেত্র যে কোন প্রাচীন ভ্রমণশীল জাতির কীর্তি তাহাদের কোন সন্দেহ নাই। কেন না ইহারই অনুরে নোমাদগণের অধিকৃত একটা নগর-প্রাচীরের নিদর্শন লক্ষিত হয়। নোমাদগণ সাধারণতঃ তাহাতে বাস করিত; সেই কারণেই এই স্থানে অট্টালিকাবির চিহ্নরূপ কোন ইষ্টকপ্রস্তর বা মৃত্তিকা-তুণ্ডই পরিদৃষ্ট হয় না, বহুদূর উহাদের বাসভবনের অস্তিত্ব কর্ত্তন করা যাইতে পারে। এই গোরস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিলে মনে হয় যে, এই জাতির মধ্যেও সর্দারগণের মৃত্যুর পর তাহার সঙ্গে তৎপত্নী ও অঙ্গুচরগণকে নিহত করিয়া সমাধিত করা হইত। বালককর সাহেব অনুমান করেন, হিন্দু ও রাজপুত জাতির মধ্যে যে সহমরণপ্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা প্রাচীন শকজাতির অসুহৃৎ সংস্কারকৃতির ক্রীণ বৃত্তিমাত্র।

খৃষ্টাব্দগতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রণালীতে শব-সংস্কার হয়। ইতালী ও জর্জনিয়াসী রোমানিট ও প্রোটোষ্টাটিনদের সমাধিক্ষেত্র নিরীক্ষণ করিলে সহজেই উত্তরের আচার-পার্বক্য উপলব্ধি হইবে। জর্জনিয়া শবসংস্কার সময়ে বেক্রম কোমলতা ও গাভীর্ষ প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইতালীয়গণ ঠিক তাহার বিপরীতভাবে প্রদর্শন করেন। নেপলস রাজধানীতে দুইটা গোরস্থান আছে, তাহার বৎসরের প্রত্যেক দিনের জন্য এক-একটা গর্ত খোলা হয়। এই স্থানে সামান্য অবস্থার শব আনীত হইলে গোরস্থানের লোকেরা (Cemetery assistants) প্রথমেই তাহার বস্ত্র উন্মোচন করিয়া লয়। তৎপরে রাজক আসিয়া শবের উপর ভজন পাঠ করে, পাঠ সমাপ্ত হইলেই গোরস্থানের ভূতাবর্ণ নানারূপ বিক্রম পরিহাস করিতে করিতে এই বৃত্তদেহ গর্তে ফেলিয়া দেয়। প্রত্যাহ বতগুলি শব আনীত হয় সকলগুলিকেই এই এক গর্তে ফেলিয়া ঢাণা দেওয়া হয়। ধনশালী ব্যক্তির শবের প্রতি কিন্তু স্বতন্ত্র নিয়ম। সমাধিক্ষেত্রে শব আনীত হইলে বস্ত্র উন্মোচনের পর, নরদেহ শুক বাসুকা-ক্ষেত্রে শোয়াইয়া দেয়। ক্রমে চর্ম্মমাংস বিলীণ হইয়া আসিলে এই বেহ পুনরায় বস্ত্রাদি পরাইয়া কাচকূপ (Glass-case) মধ্যে টিকিট দিয়া সাজাইয়া রাখে। জর্জনিয়াজাতীরো কিত্ত বিশেষ উৎসবের সহিত শব-সংস্কার করে এবং বতদুর সাধ্য তাহারা গোরস্থান ও প্রত্যেক কবর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টা পায়। এই স্থানকে তাহার দেবক্ষেত্র (Gott's Aker) বলে। দোবের বিষয় এই যে, এই গোরস্থান কএকবৎসরের শবসমাধি পূর্ণ হইলে তাহারা পুনরায় লাল দিয়া শবাহিসমূহ উন্মোচনপূর্বক

হৃদয়ে কেলিয়া বের এবং সেই স্থানে পুনরায় শবধান করে।

সিংহল দীপে কাণ্ডীরাঙ্গবংশে একটি অপূর্ণ স্বংকারপদ্ধতি প্রচলিত আছে। কাণ্ডীর রাজা দেহত্যাগ করিলে রাজপুর-বাসিগণ প্রথমে সেই দেহ দাহার্থ নদীতীরে লইয়া যায় এবং এক ব্যক্তি কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া নৌকার করিয়া মহাবলীগণের মধ্যস্থলে রাজদেহভঙ্গ লইয়া যায়। সেই গভীর প্রবাহে সে নৌকা স্থির করিয়া ভগ্নভাণ্ড হস্তে লয় এবং তরবারির আঘাতে উহা বিখণ্ডিত করিয়া প্রোতোগর্ভে ভগ্নরাশি ছড়াইয়া দেয়। তৎপরে সে নৌকা হইতে ঝাঁপ দিয়া নদীজলে নিমজ্জিত হয় এবং ডুব দিয়া নদীর অপরকূলে উঠিয়া বনমধ্যে পলাইয়া যায়। প্রবাদ, ঐ ব্যক্তি আর কখন লোকসমাজে মুখ দেখায় না। শবানয়নকালে যে সকল হস্তী অথ প্রভৃতি সাজাইয়া লইয়া যায়, তাহাদেরও ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং তাহারা বনভূমে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারে। যে সকল বাজান্তঃপুরকামিনী রাজার মৃতদেহের উপর চাউল বিছাইয়া থাকে, তাহাদেরও নদীপারে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং কখন রাজপুরে আসিতে দেওয়া হয় না।

খৃষ্টবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থে (Old Testament) আৰ্য্যজাতির প্রসিদ্ধ কএকটি আচারের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ঐগুলি যে পূর্বে তদ্রূপে প্রচলিত ছিল, নিম্নোক্ত উক্তিই তাহার প্রমাণ—

(১) Neither shall men lament for them, nor cut themselves. (Jeremiah XVI. 6)

হিন্দুদের মধ্যে আত্মীয়ের মৃত্যুতে হৃদয়ভেদী আন্তর্নাদ শোক-প্রকাশ এবং মাথা খোঁড়া ও বুক চাপড়ান রীতি আছে।

(২) They shall come at no dead person to defile themselves" (Ezekiel XLIV. 25)

হিন্দুরা শবস্পর্শে অপবিত্র হয় এবং স্নানান্তে শুদ্ধ হইয়া থাকে।

(৩) The rich man shall lie down but shall not be gathered. (Job XXVII. 19)

হিন্দুদের বিশ্বাস, মৃত্যুর পর বাহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যথাশাস্ত্র নিষ্পাদিত হয় না, তাহাদের প্রেতাত্মা বুড়িয়া বেড়ায়, কোথাও শান্তি পায় না। এই কারণে গরাক্ষেত্রে পিণ্ডদানের ব্যবস্থা আছে।

(৪) So shall they burn odours for thee. (Jeremiah XXXIV. 5)

হিন্দুদিগের শবদাহের সময় চন্দনকাঠ, ধূনা ও সুত পুড়াইবার রীতি আছে।

(৫) Rachel weeping for children and would not be comforted, because they are not. (Mathew II. 18)

পুত্রের মৃত্যুতে মাতার হৃদয়বিদারক ক্রন্দনধ্বনি চিরাত্যন্ত। যুদ্ধে নিহত পুত্রগণের জন্য তাহাদের মাতার সমবেত ক্রন্দন-ধ্বনি নগরময় যে শোকোদ্বেগকর কোলাহল সন্নিবিষ্ট করে তাহা স্বভাবতঃই মর্শ্বেভেদী। লক্ষ্যধ্বংসের পর এবং কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অবসানে রামচন্দ্র ও পাণ্ডবগণ ঐ রূপ ভীষণ শোকচিহ্ন সন্ধান করিয়াছিলেন।

প্রাচীনকালে বৈদিক আৰ্য্য-সমাজে আর একপ্রকার শবসং-কার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। কোন ব্যক্তি মরিলে তাহার আত্মীয়েরা গো-শকটে শব বহন করিয়া শ্মশানে লইয়া যাইত, কখন বা তাহার অস্থিরেরা তাহাকে বহন করিত। মৃতের নিকট আত্মীয় বা কোন বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তি ঐ শবযাত্রার নায়ক হইয়া যাইতেন। সঙ্গে একটি কৃষ্ণবর্ণ বৃদ্ধ গাভী লইয়া যাওয়া হইত। শ্মশানে ঐ গাভী নিহত করিয়া তাহার মাংস বলা প্রভৃতি শবের উপর রাখিয়া ঐ গোচন্দ্রে শবদেহ আচ্ছাদন করিত। তদনন্তর তাহার পত্নীকে ঐ শবোপরি শোয়াইত। কখন কখন মৃতের কনিষ্ঠ প্রাণী, সতীর্থ বা কোন অস্থির ঐ বিধবাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়া তাহাকে সঙ্গে আনিত। ৩য়, ৫ম, ৭ম বা ১০ম দিনে শোককারীরা মৃতের শব পুতিয়া তাহার চতুর্দিকে প্রস্তরশলাকা সাজাইয়া দিত এবং অশোচগ্রহণকারীর বাটীতে আসিয়া শক্ত ও ছাগমাংস ভক্ষণ করিত।

হিন্দুধর্মবৈষ্ণবেরা শবদাহ করিয়া ভগ্ন প্রোথিত করে। মৃত্যু নিকটস্থ হইলে তাহারা শয্যা শিরের প্রদীপ জ্বালে এবং কর্পূর ও নারিকেল ঘোগে হোম করে। মৃত্যু ঘটিলে তুলসীপত্র দিয়া মৃতের মুখে গন্ধগব্য দেয়। তৎপরে দুই তিন ঘণ্টা মধ্যে শব বাহিরে আনিয়া সংকারার্থ শ্মশানে লইয়া যায়। স্থানবিশেষে কাঠ বা গুড় গোময়ের চূরী দ্বারা শবদাহ করা হয়। তদুপরি শব স্থাপন করিয়া তুলসীপত্র দেয় এবং পিণ্ডদান করে। বাহের পরদিন তাহার অস্থি ও করোন্ডী সংগ্রহ করিয়া তাহাতে জল দেয়। পরে একটি পাত্রে করিয়া সেই অস্থিগুলি নদী বা সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করে।

আসামে হিন্দুরা বাটীতে কাহাকেও মরিতে দেয় না। কেন না, প্তাহা হইলে বাটী অপবিত্র হয় এবং কেহ সেই অপবিত্র গৃহে ভোজনান্বিত করে না। এই জন্য মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তাহার পীড়িতকে বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে লইয়া আইসে। কেহ কেহ ঐ সময়ে রক্ষার জন্য একটি স্বতন্ত্র গৃহ নির্মাণ করিয়া রাখে। অনেক স্থলে মৃতের ইচ্ছানুসারে তাহার সংকারার্থ

নির্কাহিত হইয়া থাকে। লিঙ্গদেশেও বিছানার মরিভে দেয় না। তাহার মৃত্যুর পূর্বে শবকে বাহিরে আনিয়া পোষ্যলিপ্ত হানে শোয়ার। বাতীতে মরিভে যে অশৌচ হয়, উক্ত বাতীর কর্তৃপক্ষকে ধারাভীর্থ বা কঙ্কের অন্তর্গত নারায়ণ-সরোবরে না আনিলে সে গৃহাশৌচ নিবৃত্তি হয় না।

ভিকরীয় বোন্ধদের শবানয়ন চিত্র অদ্বিত। তাহার শবদেহ রক্ত দ্বারা আবদ্ধ করিয়া শোকালয় হইতে দূরে লইয়া যায় এবং পর্বতপুষ্ঠের বনপ্রদেশে এক স্থানে রাখিয়া আইসে। কখন তাহার দেহ দাহ করে, কখন বা এলে তাসাইয়া দেয়, কখন বা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া কুকুরকে খাইতে দেয়। দরিদ্রেরা পথের কুকুরকে খাওয়ার। বড় লোকে ঐ কারণে কুকুর পালন করে। রাজা ও বড় লামাদিগকে বস্ত্র দ্বন্দ্বিত পোতা হয়। নিম্ন শ্রেণীর লামাদিগকে পোড়ান হইয়া থাকে।

ব্রহ্মদেশবাসী ফুলী নামক বৌদ্ধ ঋত্বিক শবদেহ এক বৎসর মৃত্যুতে ডুবায়া রাখে। তার পর নানা বাত্যান্ডম সহকারে তাহার ঐ শব বাহির করিয়া দাহ করিতে লইয়া যায়। দাহকালে তাহার নানা অগ্নিক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া থাকে। চীন দেশবাসীরা মৃত ব্যক্তিকে বিশেষ ভাবে সম্মান করে এবং আপনাপন পূর্বপুরুষের সমাধিস্থলে তাহার তীর্থ করিতে যায়। সেখানে শবদেহ কাঠের বাক্সে পুরিয়া এক স্থানে রাখা হয় এবং প্রাচীন যিহুবা জাতির জায় তাহার ঐ শবদেহের উপরে একটি গৃহ নির্মাণ করে। খনশালী চীনবাসিগণ ঐ সকল বাক্স নানা শিল্পনৈপুণ্য খচিত করিয়া রাখে। কখন কখন তাহার ঐ মৃত্যুর পর শবদেহ রক্ষিত হইবে বলিয়া আপনার মনোমত বাক্স প্রস্তুত করে।

দক্ষিণ ভারতের শৈব সম্প্রদায় ভূক্ত হিন্দুগণ, জঙ্গমেরা, লিঙ্গায়তেরা, পারিয়ার নামক জাতি, অজ্ঞাত অনাথি জাতি এবং পঞ্চ প্রধান শিরদ্বীষীরা শবদেহ গর্ভ মধ্যে উত্তরদুখে স্থাপন করিয়া প্রোথিত করে। কোন কোন স্থলে লিঙ্গায়তেরা খট্টার পরিবর্তে কেদারায় বসাইয়া শব সমাধিস্থলে লইয়া যায়। ভারতীয় বৈষ্ণবেরা শবদেহ সাধারণতঃ দাহ করে। উত্তর-ভারতবাসী ও মহারাষ্ট্র দেশবাসী উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ এবং রাজপুত জাতির মধ্যে শবদাহ করাই বিধি। ঐ সকল স্থানে শবদাহ মৃত্যুর পর তৎক্ষণে সতীত্বদাহের ব্যবস্থা ছিল। ইংরাজরাজের শাসনে সে প্রথা তিরোহিত হইয়াছে। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে সামাজ্য রোগে মৃত ব্যক্তির দাহকে ভয় লইয়া সমাধি দেওয়া হইয়া থাকে; কিন্তু বিস্মৃতিকা বসন্ত বা কোন প্রকার ছোরাচে রোগে অথবা অধিবাহিত অবস্থায় মরিভে পুতিয়া ফেলা হয়। বালিয়ারের কোন বড় রকম সর্দার মরিভে তাহার শবদাহ

কালে তাহার বিধবা পত্নীগণ এবং দাসদাসীরা সহস্ররূপে বার। ববধীপে একটি ভায়তীর উপনিবেশ আছে। এখানে শবদাহ-প্রথা এক নদী বা সমুদ্র জলে তাসান অথবা বৃক্ষ শবদেহ কুলাইয়া পশু পক্ষী দ্বারা খাওয়াইবার প্রথা প্রচলিত আছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বালোন্দা জাতির মধ্যে এইরূপ একটি রীতি আছে যে, যে স্থানে তাহাদের স্ত্রীবিয়োগ হয়, সেই স্থান তাহার পরিত্যাগ করিয়া দূরদেশে চলিয়া যায়, কখনও আর সে স্থান পরিদর্শনে আসে না। প্রাচীন মিশরবাসীরা শবদেহের কি ভাবে সংকার করিত, তাহা ঠিক বলার উপায় নাই। তাহার প্রাচীন রাজগণের মৃত দেহ পরিষ্কৃত ও তৈল সিক্ত (Eubalium) করিয়া বস্ত্র দ্বারা জড়াইয়া রাখিত। এখনও ঐ সকল রক্ষিত শবদেহ পিরামিড নামক কীষ্টি স্তূপের গৃহ-গম্বুজে রক্ষিত আছে। উহাকে Mummy বলে। ক্রমে যখন তদেশবাসী এই প্রথাকে বিধিসূক্ত বলিয়া জ্ঞান করিল না, তখন তাহার শব দেহকে অগ্নি দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। কখন কখন পশু পক্ষী দ্বারা খাওয়াইতে লাগিল। কখন নির্জন স্থানে ফেলিয়া কীটসমূহের ভক্ষ্য বিশেষে পরিণত করিল। নীলনদীরতীরস্থ স্তূপে শবদাহ (Catacombs) গুলি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ঐ সময়ে তদেশবাসী জন সাধারণ প্রত্যেকের জন্ত স্বতন্ত্র সমাধিস্থান রচনা করিতে শিক্ষা করে নাই।

পাশ্চাত্য জগতেও বর্তমান কালে শবদাহের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক ফরাসিগণ ভারতীয় বিজ্ঞানের বশবর্তী হইয়া সমাধি (কবর) অপেক্ষা শবদাহ প্রথাই শ্রেষ্ঠতর বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন। আমেরিকা মহাদেশের স্থানে স্থানেও শবদাহের ব্যবস্থা হইতেছে, কিন্তু তদক্ষেপে উহা এখনও পূর্ণ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় নাই। হিন্দুরা যেমন অশ্বানে শব বহন করিয়া দানকরণানন্তর সুখাশি দিয়া দাহন করেন; উহারা সেরূপ করেন না। কেবল করণা বা কাঠের অগ্নিতে দগ্ধ করেন মাত্র। খৃষ্টান ও মুসলমানেরা শব কবরস্থ করিলেও সমাধিক্ষেত্রে লইবার পূর্বে শবকে স্নান করান এবং গা ধোওয়াইয়া দেন। ধনী খৃষ্টানেরা সাধারণতঃ গাড়ীতে শব বহন করেন। ঐ শব লইয়া যাইবার জন্ত এক একটি দল আছে। উহাদিগকে Undertaker বলে। সমাধিক্ষেত্রে শব পুতিবার জন্ত স্থানজ্ঞ করিতে হয়। শবানয়ন, স্থানজ্ঞ ও সমাধিমন্দির নির্মাণ সকলই উক্ত আভ্যন্তরীণ দলের হস্তে নির্কাহিত হইয়া থাকে। পরে তাহার মৃতের নিকট আত্মীয়ের নিকট হইতে ঐ খরচা আদায় করিয়া লয়। ইহাঘেরও শবদাহগম্য আছে। নিকট আত্মীয় ও বন্ধুগণকে মৃত্যু ও শবানয়নসংবাদ পত্র দ্বারা ই. জানান হয়। ঐ পত্র পাইলে সকলে নির্দিষ্ট সময়ে মৃত আত্মীয়ের বাতীতে যান

এবং গাড়ীর পশ্চাদ্গমন করেন। ইহার শবদেহ কাঠের বাসে (Coffin) পরিয়া কুল দিয়া সাজাইয়া লইয়া বান।

মসিহ খৃষ্টানেরা গাড়ী প্রভৃতির খরচা দিতে অসমর্থ বলিয়া শবদাহকদিগের কছেই শব বহন করে। ইহাদের শবানয়নে কেমন বিশেষ আকস্মিক নাই।

মুসলমানদিগের শবানয়ন কছেই নির্দ্ধাহিত হয়। উহাদের শবানয়নের জন্ত কাঠনির্মিত বতখ খট্টা আছে। কোন ব্যক্তি মরিলে শববাহীদিগকে সাবাদ দিতে হয়। তাহার শববহনোদ্দেশে রক্ষিত খট্টা তখন সাজাইয়া আনে। শবাহুগমনের জন্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সংবাদ দিবার বিশেষ ব্যবস্থা নাই; নিকট আত্মীয়েরা মৃত্যুর অব্যাহিত পূর্বে বা পরেই সাবাদ পায়। তাহার শববাহীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অহুগমন করে। পথে স্ব-সাম্প্রদায়িক জানিতে পারিলেই অমনি শবের অহুগমন করেন এবং সমাধিক্ষেত্রে বাইরা সকলেই ফতিহা পাঠের পর মৃতের সমাধির উপর এক এক বৃষ্টি মাটা দিয়া আইসেন। [মুসলমান দেখ।]

মৃত্যুর পূর্বে পীড়িতকে কোরাণ পড়াইয়া শুনান হয়। মৃত্যু ঘটিলে শবকে গোশল দেওয়া হয়। উপরি কথিত প্রথার মাটি দেওয়া হইবার পর কবরের উপর মাটির ঢিপি বা স্তম্ভ এবং কখন কখন স্তম্ভে প্রাসাদাদিও নির্দ্ধিত হয়। আগ্রার তাজ-মহল, কতেপুর শিকারীর মাঝর সাহের সমাধি, অরঙ্গাবাদের অরঙ্গ-জেব-কস্তার সমাধি, দাক্ষিণাত্যের কুলবর্গা, গোলকণ্ডা ও বীজাপুর প্রভৃতি স্থানে আদিলশাহী, কুতব শাহী ও বাঙ্গালী রাজবংশধর-গণের সমাধিমন্দিরসমূহ এ বিষয়ের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

অসভ্য অনাৰ্য্য জাতির মধ্যেও প্রোথিত করিবার ব্যবস্থা আছে। তাহার শব লইয়া আপনাপন আবাসের অদূরস্থ বনে বা স্থানবিশেষে বাইরা গর্ত খুঁড়িয়া শবস্থাপন করে এবং শবের সন্মুখে খাত্তাদি রাখে ও শ্রদ্ধাঞ্জলি দায়। পরে তত্পরি মৃত্তিকা চাপা দিয়া থাকে। কেহ কেহ শব বনে ফেলিয়া আইসে। বঙ্গ জন্ততে ঐ দেহ খাটিলে পরকালে ভাল হইবে, এই তাহাদের বিশ্বাস। আৰ্য্য হিন্দুদিগের মধ্যেও শব-সমাধি প্রচলিত আছে। কোন কোন দশনামী সন্ন্যাসীর কবর দিবার সময়ে তাহার শরীরে চতুর্দিকে লবণ দেওয়া হয়। কাহাকেও জলে ভাসাইয়া দেয়। মৃত্যুদি জলজ জীব ঐ মাংস খাইলে পুণ্যার্জন হইবে, ইহাই তাহাদের ধারণা। [কুটীচক, বহুদক প্রভৃতি দেখ।]

পাশীরা জরথুষ্ট্রের প্রবর্তিত অর্য্যপাসক। পূর্বে হংকং হইতে পশ্চিমে ইংলণ্ড পর্যন্ত জুড়র স্থানে ইহাদের হু এক ঘরের বাস আছে; কিন্তু বোম্বাই প্রদেশেই ইহাদের বাস অধিক। ইহাদের মধ্যে নেমুস-সালর নামক এক নিকৃষ্ট শ্রেণী আছে, তাহারাই শব বহন করে। ইহারি শুভ পরিচ্ছন্ন পরিধান করিয়া শবদেহ

বোম্বাই (tower of silence) লইয়া যায়। ঐ বোম্বাইর ছািব নাই। চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, তাহার মধ্যস্থলে একটা উচ্চ চম্বর। ঐ চম্বরে তাহার শব স্থাপন করিয়া চলিয়া আইসে। বোম্বাইর বে চম্বরে শব রাখা হয়, তাহার মধ্যস্থলে একটা কূপ আছে। চম্বরের চাপু দিয়া গলিত শবদেহের রসাদি ঐ নর্দ্ধিপাশে কূপে আসিয়া পড়ে। বখন ঐ কূপ পূর্ণ হইয়া উঠে, তখন ভিতরের অস্থি ও রস বাহির করিয়া বোম্বাইর বাহিরে পুতিয়া ফেলা হয়।

মৃতের প্রেতের মঙ্গল কামনার জন্ত পাশীদিগের অর্য্যপাসক প্রোথিত নিযুক্ত আছেন। তাঁহার মাসে মাসে অথবা বৎসরে প্রতিশবের হিসাবে কিছু বেতন পান। তার পর প্রতি সাবৎ-সরিক ভজন্যর জন্তও কিছু পাইয়া থাকেন।

পীড়িত ব্যক্তির মৃত্যুর পর এবং তাহার শব বোম্বাইর লইয়া বাইবার পূর্বে পাশীরা একটা কুহুর আনিয়া শবদর্শন করান। ইহাকে সগৃদ্বি বা ককুর-দৃষ্টি বলে। তাহাদের বিশ্বাস, কুহুরের স্তম্ভটি শবের উপর নিশ্চিত হইলে উহার প্রেতাত্মা অনার্য্যে স্বর্গস্থ চিগ্বন্ সেতু উত্তরণ করিতে সমর্থ হইবে।

পশ্চিম ভারতবাসী পাশীজাতি মধ্যে শবদেহ পক্ষী প্রভৃতিতে খাওয়াইবার ব্যবস্থা আছে। ঐ জন্ত তাঁহার শব রক্ষার্থ একটা অতি উচ্চ অট্টালিকা নির্দ্ধাণ করে। উহাকে Tower of silence বলে। বোম্বাই নগরের অদূরে ঐরূপ একটা সূড় মন্দিরবাটিকা আছে। পাশীরা ঐ বাটার মধ্যদেশে শব রাখিয়া আইসে। শকুন, গৃধ্রী প্রভৃতি পক্ষীরা মহানন্দে ঐ শবদেহ খায়। শবের পূত গন্ধে পাছে নগরবাসীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়, এই জন্ত উহার প্রাচীর অতি-উচ্চ করা হইয়া থাকে। বায়ু সঞ্চালনে ঐ গন্ধ দূরপথে চালিত হয়, নগরবাসী তাহার কিছু মাত্র উপলব্ধি করিতে পারে না। [বোম্বাই দেখ।]

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ইংরাজাধিকৃত ভারতে প্রায় ২ কোটির অধিক অসভ্য জাতির বাস আছে। উহাদের মধ্যে গোঁড়, কোল, ভীল ও সানর জাতির সংখ্যাই অধিক। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বনচারী জাতির সংখ্যা অল্প। ইহাদের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের সরকার প্রদেশের পর্বতবাসী শোরা জাতি, শ্রীকাকোল, কালহত্তী ও বুকাচলম্ নামক স্থানবাসী অসভ্য জাতিরা তাহার জাতির জ্ঞায় অন্ত্রপত্রাদি সহ শবদেহ প্রোথিত করে। নল্ল-মলর নামক বনবাসী চেঁচবারেরা কখন শব দাহ করে, কখন বা তাহাদের ব্যবহার্য্য অন্ত্রপত্র সহ গর্তে পুঁতিয়া ফেলে।

আসাদের কুকী জাতিরা কোন সন্দিগ্ধ মরিলে তাহার দেহ ধূমে পক করিয়া ছই রস গৃহে রাখে। তাহাদের আরও বিশ্বাস ঐ সময়ে প্রেত ও পিতৃপুরুষের প্রীতিার্থে নয়নুও তর্পণ করিতে হয়। এই কারণে তাহার ১৯শ শতাব্দীর আরম্ভে ইংরাজাধি-

কারে আসিয়া এক রাতে পকাশের অধিক নরমুণ লইয়া বাইত। কোন সন্ধির রণক্ষেত্রে নিহত হইলে, তৎক্ষণেই মুণ্ডসংগ্রহের কুকীরা সমতল গ্রাভেরে আসিয়া নরমুণ সংগ্রহ করিত। গ্রামে আসিয়া মহাসমারোহের সহিত তাহার নৃত্যগীত ও ভোজনাদি সমাপনের পর, ঐ সংগৃহীত মুণ্ডগুলি অস্ত্র দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিত এবং তাহার এক একখণ্ড গ্রামে গ্রামে পাঠাইয়া দিত। খসিয়া পর্বতের ৪০০০ হইতে ৬০০০ ফিট উচ্চ পর্বত বক্ষেও পর্বত-বাণীর গোরস্থান দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহা সাধারণতঃ চারিটা ক্ষুদ্র প্রস্তরস্তম্ভের উপর একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর চাপান। ঐ স্থানে মূলদীর্ঘ প্রস্তরস্তম্ভ (Menhir) বিরাজিত আর এক প্রকার কবরও আছে। উহার প্রস্তরখণ্ড ভূপৃষ্ঠ হইতে ৩০ ফিট উচ্চ, ৩ ফিট প্রস্থ এবং ২৪ ফিট পুরু। ইহার প্রত্যেক তালি dolmen বা cromlechএর দ্বার বড় বড় প্রস্তরখণ্ড দিয়া সাজান আছে। মৌঙ্গল (Mongol) জাতির কখন কখন শব কবরস্থ করে; কিন্তু তাহার সাধারণতঃ শব শবদ্বারা রাখিয়া বাহিরে কোলয়া রাখে, কখন বা তাহার উপর একখানি পাথরের ডালা চাপা দেয়। তাহার লামার নিকট হইতে মৃতের অঙ্গরাশি, বয়স ও মৃত্যুর তথি মিলাইয়া তদনুসারে শবসমাবিষ্ট করে। শিশু সন্তানের মৃত্যু ঘটিলে পিতামাতা ঐ শবদেহ রাতার ফেলিয়া যায়। শবদেহ দাহ করিতে বা বজ্রপাত পক্ষীদ্বারা খাওয়াইতে ইহাদের কোন বাধা নাই।

উত্তরপশ্চিমহিমালয়-শৃঙ্গের প্পিতি নামক স্থানবাসীদেরা শব দাহ করে। কখন কখন তাহাদিগকে শবদেহ গোর দিতে বা ক্রলে ভাঙাইতে অথবা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া পোড়াইতেও দেখা যায়।

ব্রহ্মবাসী বৌদ্ধগণের শবসংস্কার বিশেষ কৌতুকাবহ। ইহার মৃতের আত্মার নির্ভাবকামী হইয়া কখনই শোক প্রকাশ করে না। কুকীদিগের দেহ অবস্থানস্থানে মথুতে ভিজাইয়া সপ্তাহ, মাস বা বৎসরব্যয় পর্যন্তও রাখিতে দেখা যায়। ঐ সময়ে তাহার শবের অঙ্গাদি বাহির করিয়া মসলা সংযুক্ত করে। পরে দেহ মথু হইতে তুলিয়া তন্মধ্যে নাড়ীভুক্তি পুরিয়া মোমদ্বারা দেহ আবৃত করিয়া থাকে এবং তাহার উপর গালায় আচ্ছাদন দিয়া স্বর্ণপাত মুড়িয়া দেয়। অতঃপর একটা মাটির উপর খেতছত্রতলে ঐ দেহ কিছুদিন শুকাই, অনন্তর কাগজ বা কাঠে একটা উপবিষ্ট ভক্তিমূর্তি গঠিত করিয়া তন্মধ্যে শব স্থাপন করে। বৌদ্ধ পুরোহিত শব-দাহের দিন হস্ত কারয়া দিলে, বহুপত বৌদ্ধ ঐ সময়ে শবানয়ন ভক্ত সমাগত হয়। যে শকটে শব স্থাপন করা হয়, সেই শকটের অগ্র পশ্চাতে দাড়ি দিয়া দুই দলে বাপরীত দিকে অর্থাৎ অগ্রদল শ্মশানের অভিমুখে এবং পশ্চাদল পূর্বের দিকে সেই রজু দ্বারা

টানাটানি করে। ঐ সময়ে সকলে মহোন্মাদে চিৎকার ও বাজো-ভঙ্গ করিতে করিতে অবশেষে শব শ্মশানে আনে।

দুই দল কর্তৃক বিপরীত দিকে শবদেহের টানাটানি হইতে অনুমান হয় যে, পৌরাণিক কিংবদন্তী মত দেবদূত ও যমদূত শব লইয়া বাইবার ভক্ত পথে যুদ্ধ বাধাইয়াছে, কিন্তু এই সংস্কারের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি তাহা জানা যায় না।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মবাসীর মৃত্যুর পর শবদেহ দাহ করা হয়। পরে তাহার উত্তর হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী রজুদ্বারা আবদ্ধ করিয়া মুখে বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা দেয়। ইহাই তাহার ‘কাদোদাকা’ বা বৈতরনী পারের খরচ। এক বা দুই দিন পরে তাহার শবদ্বারা খটায় স্থাপন করিয়া যুবকদিগের দ্বারা উহা গোরস্থানে আনয়ন করে। তৎপরে গর্ত খুড়িয়া দেহ রক্ষা করে। ১৫ বৎসরের অনধিক বর্ষ-ব্যয় বালকবালিকা এবং কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগে মৃত ব্যক্তিকেও সমাধি দেওয়া হয়।

ব্রাহ্মের করণ জাতি শবদাহান্তে অস্থিগুলি তুলিয়া রাখে এবং বার্ষিক উৎসবের সময় সেই অস্থি গুলি লইয়া ‘আগোতোজ’ নামক অস্থিপূজাতে বাইরা পুতিয়া আসে।

ভ্রামদেববাসী ধর্ম্মি ব্যক্তির শবদেহ গোর দেয়, কিন্তু বাহার শবদ্বারা প্রস্তুত করিবার খরচ বহন করিতে পারে, তাহা-দেয় দেহ অন্তর্ধৌতির পর শবদ্বারা রাখিয়া উপরে গালায় লেপ ও স্বর্ণপাত দিয়া মোড়া হয়। তৎপরে শববাহীরা খেত বজ্র পরিধান করিয়া ঐ দেহ শ্মশানে লইয়া দাহ করে।

আপানীয়া শবদেহের প্রতি বিশেষ সম্মান করিয়া থাকে। তাহার প্রথমে একটা চতুর্ভুজ নলের মধ্যে শবদেহ বসায়। কঠিন শবদেহ সরল ভাবে উপবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারিবে ভাবিয়া তাহার শবের মুখে দোপিসি নামক একটা গুড়া দেয়। তারপর তাহাকে এক খানি তক্তে বা কেদারায় বসাইয়া শববাহ-দ্বারা ক্লেদ করিয়া লইয়া যায়। নানা বেশ ভূষার ভূষিত হইয়া কএকটা রমণী ও পুরুষ তাহার অনুগমন করে। পথে পুরোহিত আসিয়া যোগ দেয়; ব্যক্তকর বাজাইতে থাকে। ঐ সময়ে সকলে মহোন্মাদে নিকটবর্তী মন্দিরে প্রবেশ করে এবং শবদেহকে মন্দির প্রদক্ষিণ করাইয়া একস্থানে রাখে। সেই থানে তাহার মস্তকা-

পরি স্তুতি পাঠ করা হয়। তার পর দাহের জন্য শব প্রাণনে
নইয়া বাওয়া হয়।

উপরে বিভিন্ন দেশের শব দাহন, বহন ও শবাহুগমন প্রথা
সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। সকল জাতি মধ্যে শববাহীরা দাহ
সমাপনান্তে স্তুতের গৃহে আসিয়া ভোজন করিয়া বাইবার ব্যবস্থা
দেখা যায়। ভারতীয় হিন্দুগণের মধ্যে ঐরূপ ভোজনের রীতি
আছে।

অস্ট্রেলিয়ার ও অস্ট্রেলীয় শব্দে সাধারণ হিন্দু শবসংস্কারের
বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুপ্রাচীন হিন্দু জাতির মধ্যেও শবাহু-
গমনপ্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রানুসারে
শবাহুগমনকারীরও অপোচ হয়। ব্রাহ্মণ শবের অহুগমনকারী
ব্রাহ্মণের সচল দান, অগ্নি স্পর্শ ও স্তুতপ্রাণনে গুণিত হয়। ঐরূপে
কত্ৰি শবের একদিন, বৈশ্বজের দুই দিন এবং শূদ্রের তিন দিন
অপোচ হইয়া থাকে। ভ্রম ক্রমে অথবা দাঁত পড়িয়া যদি কোন
উচ্চবর্ণ শূদ্র শবের অহুগমন করে, তাহা হইলে তাহার জলাব-
গাহন, অগ্নিস্পর্শ ও স্তুতপ্রাণনেই গুণিত হয়। ধর্ম বুদ্ধি বলে
যদি কেহ অন্যথা ব্রাহ্মণের দহন বহনাদি করে, তবে দান ও
স্তুতপ্রাণন দ্বারা তাহার সন্তোষ নিবৃত্তি হয়। লোভবশে যদি
কেহ সজাতীয়ের দাহ করে, তাহা হইলে তাহার সজাতীয়ের
ভার অপোচ হয়। অসজাতীয় শবের দহন, বহন বা স্পর্শে শব
যে জাতীয় হইবে, সেই জাতির ভার অপোচ হইয়া থাকে।

[অপোচ ও গুণিত শব্দে দ্রষ্টব্য।]

শবধান (পুং) দেশভেদ। শবধানের পাঠান্তর। (মার্ক'পু° ৮৮৪৪)

শবদঙ্গির (স্ত্রী) শ্মশান। (মার্ক'ওপু° ৮১০৬)

শবদান (স্ত্রী) শবদ দান। শবদহনার্থ খটা, মড়ার খাট, যে
খাটে শব বহন করা হয়। পর্যায় কান্টমন্ড, খোট, খাটা, খাটিকা,
শবরথ। (শব্দরত্ন°)

শবর (পুং) শব বাহুল্যবান যদ্য শব রাত্রি গৃহাভ্যন্তরীণ-ক।
হীনজাতি বিশেষ। (অমর) অমরটীকাকার ভরত শবর শব্দে
টীকার লিখিয়াছেন যে, "ময়ূরপুঙ্খপরিধানো রোজঃ কিরাতঃ,
পত্রপরিধানঃ শবরঃ" (ভরত) বাহারা ময়ূরপুঙ্খ পরিধান
করিয়া থাকে, তাহাদিগকে কিরাত এবং বাহারা পত্র পরিধান
করে, তাহাদিগকে শবর কহে। ২ পানীর। ৩ শিব। (মেঘিনী)
৪ শাস্ত্র বিশেষ। ৫ হস্ত। (উজ্জল)

[বগীর শবর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

শবরথ (পুং) শবদ রথঃ। শবদান, মড়া বহার খাট। (শব্দরত্ন°)

শবরলোব (পুং) খেতলোভ। (রত্নমালা)

শবরহুদ্র, হুদ্র প্রদেশের জৈনপুর জেলার হুটাহন তহসীলের
শবরহুদ্র একটি ক্ষুদ্র নগর হইতে ৪ ক্রোশ উত্তর

পুর্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ১' ১০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ৪৪'
২১" পূঃ। এখানকার অধিবাসীরা সকলেই মুসলমান। প্রতি
মঙ্গলবার ও শনিবার এখানে হাট বসে। পার্শ্ববর্তী কেশভাগের
উৎপন্ন নানা দ্রব্য এই হাটে আনীত ও বিক্রীত হইয়া থাকে।

শবরালয় (পুং) শবরভালয়ঃ। শবরগৃহ, পর্বার পঞ্চ, পঞ্চ,
শবরবাস। (হেম) [অগরাধ শব্দ দেখ]

শবরবাস (পুং) শবরভাবাসঃ। শবরালয়। (হেম)

শবরী, মাল্লা প্রেসিডেন্সীর জয়পুর রাজ্যে অবস্থিত একটি নদী।
পূর্বাঘাট পর্যন্তমালা হইতে উদ্ভূত হইয়া ইহা পার্শ্ববর্তী কক্ষে
প্রপাতাকারে নিপতিত হইয়াছে। এই প্রপাতগুলির সন্নিহিতে
জলরাশি আলোড়িত হইয়া কেন্দ্রীয়গণ করিতে করিতে ক্রত-
বেগে মধ্যপ্রদেশের উত্তর গোদাবরী জেলার সমতল প্রান্তরে
পড়িয়াছে। এখানে প্রায় ২৫ মাইল পথ কোন বাধা প্রাপ্ত না
হইয়া নদীজল মন্দপ্রোতা হইয়াছে। অক্ষা° ১৭° ৩৫' উঃ
এবং দ্রাঘি° ৮১° ১৮' পূঃ, ইহা গোদাবরী নদীতে মিশিয়াছে।

শবরীপুর, একটি প্রাচীন নগর। প্রস্তুতকৃত কানিংহামের মতে,
বেহার প্রদেশের কাসিম জেলার অবস্থিত। শবরীপুর হইতে
উহা ক্রমে শিরপুর বা শেরপুর হইয়াছে। এইস্থান জৈনসম্প্রদায়ের
একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এখানে অন্তরীক্ষ পার্শ্বনাথের একটি
মুষ্টি প্রতিষ্ঠিত আছে। [শিরপুর দেখ]

শবর্ত (পুং) কীটবিশেষ। (অথর্ক ৯।৩।৬)

শবল (পুং) শপ আক্রোশে (শপেক্ষ)। উপ° ১।১০৭ ইতি
কল বচ্যাস্তাদেশঃ। ১ কর্কর বর্ণ। (ত্রি) ২ কর্কর বর্ণবিশিষ্ট।

"অঙ্গস্ত মলপঙ্কনং সংহর্য শবলভনম্।" (ভাগবত ৩।৩।২৪)

শবলা (স্ত্রী) শবল-স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ শবলবর্ণা। ২ শবলবর্ণা
গাভী। (অমর)

শবলী (স্ত্রী) শবল-স্ত্রীয্। শবলবর্ণা গাভী। শবলবর্ণা।

শববাহ (পুং) শবং বহতি শব-বহ-ণ। শববাহক, শববহনকারী।

শববাহক (পুং) শববহনকারী।

শবশয়ন (স্ত্রী) ১ শ্মশান।

"ভং নমঃ শবশয়নাভ্যন্তরেণ"

বজ্রায়ন নলিনকণা দৃশা পুনীহি।" (ভাগবত ৪।৭।৩০)

"শবাঃ শেরতে বায়রিত শবশয়নং শ্মশানং" (খারী)

শবসু (স্ত্রী) শব-অসুন্। বস।

"মহে কত্রার শবসে হি অজ্ঞে" (ঋক ৭।২৮।৩)

"শবসে বলাহ" (সারণ)

শবসাহিত্য (স্ত্রী) শ্মশানে মড়ার উপর, বসিয়া তত্ত্বোক্ত সাধনভেদ।
একশ্রেণে এই সাধন সেক্ষপে প্রচলিত না থাকিলেও এক সময়ে
তাত্ত্বিক সমাজে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এ

শব সাধন হইত, তত্ত্ব হইত সংক্ষেপে তাহার প্রণালী লিখিত হইল :—

শবসাধনস্থান ও কাল।—বীরভয়ে লিখিত আছে—

“অষ্টম্যাক চতুর্দশ্য পক্ষরোক্তরোরপি।

কৃষ্ণপক্ষে বিশেষণ সাধরেৎ বীরসাধনম্।

তৎসান্ধি প্রহরে বামে গতে চ সুরসুন্দরী।

শবং বাপি চিত্তাং বাপি নীচা গতা বখাত্তম্।

সাধরেৎ বহিঃতঃ সত্রী মন্ত্রদানপরায়ণঃ।

ভরং নৈব তু কর্তব্যং হস্তং তত্র বিবর্জয়েৎ।

চতুর্দশি ন বীকেত মন্ত্রমেব সমতাসেৎ।”

কৃষ্ণ অথবা শুক্লপক্ষের অষ্টমী বা চতুর্দশী তিথিতে বীরসাধন করিবে। তবে কৃষ্ণপক্ষেই বিশেষ ভাবে বীরসাধন কর্তব্য। বেদ প্রের রাত্রি অতীত হইলে সাধক ষট্টিতে চিত্তস্থানে গিয়া একটা শব আনিয়া মন্ত্রদানপরায়ণ হইয়া নিজ হিত সাধনার্থ কাৰ্য্য করিবে। এই সময় কখনই ভীত হইবে না, হাসিবে না, কোনদিকে চাহিবে না, কেবল মন্ত্র জপ করিবে।

ভাবচূড়ামণিতে লিখিত আছে—

“শূভাগারে নদীতীরে পর্কতে নির্জনেহপি বা।

বিষমূলে অশানে বা তৎসমীপে বনস্থলে।

অষ্টম্যাক চতুর্দশ্য পক্ষরোক্তরোরপি।

ভৌমবারে তমিস্রারং সাধরেৎ সিদ্ধিমুত্তমাম্।”

শূভগৃহে, নদীতীরে, পর্কতে, নির্জনে স্থানে, বিষমূলের মূলে, অশানে বা তরিকটস্থ বন মধ্যে, কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষের অষ্টমী বা চতুর্দশী তিথিতে মূলবারে মহানিশার উত্তমা সিদ্ধির জন্য শবসাধন করিবে। সাধনযোগ্য শব।—ঐশ্বর্যভয়ে লিখিত আছে—

“কষ্টপ্রকৃতি বিকং বা বাতিভূতং জলে মৃতম্।

শবমানীর কর্তব্যং নাহরেৎ বেজ্জামৃতম্।

জীবন্তং পাততাস্পৃশং নরবর্জং হি তুবরম্।

অব্যক্তলিঙ্গং কুঠং বা বৃদ্ধকিন্নং শবং হরেৎ।

ন হৃৎকিমুতক্কাপি ন পর্য্যুষিতমেব বা।

জীৱনকেদৃশং রূপং সর্কথা পরিবর্জয়েৎ।”

কষ্ট প্রকৃতির আঘাতে মৃত বা জলে মৃত একরূপ ব্যক্তির শবই লওয়া কর্তব্য। বেজ্জামৃত, জীর বশীভূত, পতিত, অস্পৃশ, জার-পথভ্রষ্ট, অশ্রুবিহীন, ক্রৌব, কুঠরোগী, বৃদ্ধ, হৃৎকি মৃত, বা পচা মড়া গ্রাহ্য নহে। জীলোক বা জীলোকের দত্ত বাহার রূপ, সেকর শবও সর্কথা পরিভাগ্য করিবে।

ভাবচূড়ামণিতে লিখিত হইয়াছে—

“কষ্টবিহং শূলবিহং বক্সাবিহং জলে মৃতম্।

বজ্রবিহং সর্পবিহং চাত্তালকাভিকৃতকম্।

ভরুণং স্কন্দরং পুংসং মণে নষ্টং সমুচ্চলম্।

পলারনবিশুদ্ধং সমুৎথে রণবস্তিগাম্।”

যে ব্যক্তি বটি, শূল বা বক্সাঘাতে বা জলে ডুবিয়া মরিয়াছে, বজ্রঘাতে বা সর্পদংশনে বাহার প্রাণ গিয়াছে এবং চণ্ডালের শব, ভরুণ, স্কন্দর, বীর, বৃদ্ধে নিহত, সমুচ্চল ও সমুৎথ হইতে যে পলারন করে নাই, একরূপ মৃত ব্যক্তির শবই প্রশস্ত।

কালীভয়ে মতে, চণ্ডালের শবই মহাশব বলিয়া কীর্তিত।

সকল সিদ্ধি কার্য্যে এই মহাশবই প্রশস্ত—

“মহাশবা প্রশস্তাঃ স্ত্রী প্রধানে বীরসাধনে।

কুন্তপ্ররোগকর্তৃণাং প্রশস্তাঃ সর্ক সিদ্ধয়ে।”

অধিকারী।—সকল ব্যক্তিই শবসাধনে অধিকারী নহে।

তত্ত্বের মতে, মহাবলশালী, অতি বুদ্ধিমান, মহাসাহসিক, পবিত্র-চেতা, মহাশুদ্ধ, দয়ালু ও সর্কভূত হিতে রত, এইরূপ ব্যক্তিই শব সাধনে যোগ্য।

“মহাবলো মহাবুদ্ধি মহাসাহসিকঃ শুচিঃ।

মহাশুদ্ধো মহাবাণ্ড সর্কভূতহিতে রতঃ।”

সাধনবিধি।—বলির জন্ত মাংস, ভক্ত, তিল, কুশ, সর্ষপ ও ধূপ দীপাদি পূজার উপকরণ চাই। এই সকল দ্রব্য লইয়া পূর্ক নির্দিষ্ট কোন স্থানে যাইবে। প্রথমে সামান্তাৰ্থ্য স্থাপন করিয়া যাগ স্থান অভ্যাক্ষণ করিবে। পরে পূর্কদিকে গুরু, দক্ষিণে গণেশ, পশ্চিমে বটুক ভৈরব ও উত্তরে ৬৪ যোগিনীর পূজা করিয়া ভূমিতে বীরাদিন মন্ত্র লিখিতে হইবে। বীরাদিন মন্ত্র বখা—

“হুং হুং হ্রীং হ্রীং কালিকে বোয়দংষ্ট্রে প্রচেত্তে চণ্ডনায়িকে দানবান্ দারয় হন হন শব শরীরে মহাবিরঃ ছেবয় ছেবয় বাহা হুং কটু” তৎপরে—

“যে চাত্র সংস্থিতা দেবা রাক্ষসাস্ত ভয়ানকাঃ।

পিশাচা সিদ্ধয়ো বক্সা গন্ধর্বোপ্সরস্যাং গণাঃ।

যোগিজ্ঞো মাতরো ভূতাঃ সর্কাস্ত চেচরা ত্রিয়ঃ।

সিদ্ধিদাত্তা ভবন্ত্যত্র তথা চ মম রক্ষকাঃ।”

ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ৩ বার পুষ্পাজল দিবে। পরে পূর্কাদি দিক চতুর্দিকে অশানাধিপতি, ভৈরব, কালভৈরব ও মহাকালকে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া বলি দিতে হইবে :—

“ও হুং অশানাধিপ ইমং সানিবার বলিঃ গুরু গুরু গুরুপার বিয় নিবারণং কুরু সিদ্ধিঃ মম প্রবেজ বাহা।” এই মন্ত্রে অশানাধিপের এবং “ও হুং ভৈরব ভয়ানক ইমং সানিবারবিত্যাদি” মন্ত্রে ভৈরব, কালভৈরব ও মহাকালের বলি দিতে হইবে। অন্তঃপরে—“ও হ্রীং কুর কুর প্রক্ষুর প্রক্ষুর ধোর ধোরতর তত্তরুপ চট চট প্রচট প্রচট কহ কহ বম বম বম বম বাতর বাতর হুং কটু মহাপরে হুং

কট্' এই অধোর-স্বর্ণশনমন্ত্রান্তে শিখা বন্ধন ও কুণ্ডলে হস্ত দিয়া "আত্মানং রক্ষ রক্ষ" ইত্যাদি মন্ত্রে আত্মরক্ষা করিবে।

পরে ভূতভক্তি ও ভ্রাস জাল করিয়া "ও হুর্গে হুর্গে রক্ষণি বাহা" এই জরহুর্গী মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক—চারিদিকে সর্পণ এবং

"ও তিলোহসি সোমদৈবতো গোসবজ্জুপ্তকারকঃ।

শিতুণাং স্বর্গদাতা স্বং মর্ত্যানাং মম রক্ষকঃ ॥

ভূতপ্রেতপিপাচানাং বিয়েষু শাস্তিকারকঃ।"

এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক চারিদিকে তিল ছড়াইয়া বিহিত শব সমীপে উপস্থিত হইবে। শবের নিকট বসিয়া 'হু' কট্' এই মন্ত্রে শবোপরি অভ্যাক্ষণ করিবে। পরে 'ও হু' মৃতকার্য নমঃ কট্' এই মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাজলি দিয়া শব স্পর্শ করিয়া নমস্কার করিবে। প্রণাম মন্ত্র—

"বীরেশ পরমানন্দ শিবানন্দ কুলেশ্বর।

আনন্দভৈরবাকার দেবীপর্বাঙ্ক শঙ্কর ॥

বীরোহং যাং প্রপত্তামি উত্তীৰ্ণচণ্ডিকার্কনে।"

প্রণামের পর 'ও হু' মৃতকার্য নমঃ' এই মন্ত্রে শবের প্রকালন ও স্নগন্ধি জল দিয়া স্নান করাইয়া কাপড় দিয়া মুছাইয়া দিবে। পরে ধূপ জলাইয়া শবদেহে চন্দনাদি মাখাইবে। শব রক্তবর্ণ হইলে সাধককে খাইয়া ফেলে। পরে শবের মুখে জাতীফল, খদির, আদ্রক, ও তাম্বুল পুরিয়া শবকে অধোমুখ করিয়া রাখিবে। শবপৃষ্ঠে চন্দনাদি লেপিয়া বাহুমূল হইতে কটাদেশ পর্যন্ত চতুঃস্র মণ্ডল আঁকিবে। চতুঃস্র মধ্যে অষ্টদল পদ্ম ও চতুর্দার আঁকিয়া পদ্ম মধ্যে 'ও হু' কট্' এই মন্ত্র ও এই সঙ্গে কলোক্ত পীঠমন্ত্র লিখিবে এবং তাহার উপর কঞ্চলাদি আসন বিছাইবে।

শবের কটাদেশ ধরিয়া পূজাহানে আনিতে হয়। আনিবার সময় যদি কোন প্রকার উপদ্রব করে, তাহা হইলে শবে ধূপ দিবে ও পুনবার প্রকালন করিয়া জপহানে আনিতে হইবে।*

* "ধূপেন ধূপিতং কৃতা গন্ধাদিনা বিলিপ্য চ।

রক্তাক্তো যদি দেবেণি ভঙ্করেৎ কুলসাধকম্ ॥.....

কুশল্যায় পরিভূত্যা তত্র সংস্থাপয়েচ্ছবম্।

এলালবল্লকপূরজাতীখাদিরমার্কম্।

তাম্বুলং তম্বুবে মতা শবং কুর্ধ্যাদধোমুখম্।

ভংগপুষ্ঠে চন্দনেনাণি বিলিপ্য প্রবতঃ স্থবীঃ।

বাহুমূলাদিকট্যন্তঃ চতুঃস্রং বিধায় চ।

মধ্যে পদ্মং চতুর্দারং দশাষ্টকমবস্থিতম্।

পীঠমন্ত্রং লিখেদধ্যো তন্ত্বৎকল্পবিধানতঃ ॥...

গদা শবস্ত সান্নিধ্যং ধারয়েৎ কট্টদেশতঃ।

বহুপাত্রাবযন্তয়া দস্তাভিজীবনং শবে ॥

পুষঃ প্রক্ষালনং কৃতা জপহাবে সমানয়েৎ ॥" (ভাবভূতানি)

পরে হাদশাল যজ্ঞকাঠ জপহানের দশ দিকে রাখিয়া যথাক্রমে ইচ্ছাদি দশ দিকপালের পূজা করিতে হয়। + "ও লাং ইচ্ছার সুরাধিপত্যে ঐরাবতবাহনায় বজ্রহস্তার বশক্তিপারিষদায় সপরিবারায় নমঃ" এইমন্ত্রে পাণ্ড এবং "ও লাং ইচ্ছার সুরাধিপত্যে ইমং বলিং গুরু গুরু গুরুপার গুরুপার বিয় নিবারণং কৃতা মম সিদ্ধিং প্রযচ্ছ বাহা।" এই মন্ত্রে মাঘ ভক্ত বলি দিয়া "ও লাং ইচ্ছার বাহা" উচ্চারণ করিবে।

অগ্নির পূজা ও বলিমন্ত্র—"ও রাং অগ্নয়ে তেজোহধিপত্যে মেঘবাহনায় সপরিবারায় শক্তিহস্তার সাযুধায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূর্বং পূজা ও "ও রাং অগ্নয়ে তেজোহধিপত্যে ইমং বলিং গুরু গুরু" ইত্যাদি পূর্ববৎ বলি দেয়।

যমের মন্ত্র—"ও মাং যমায় প্রেতাধিপত্যে দণ্ডহস্তার মহিববাহনায় সাযুধায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা ও "ও মাং যমায় প্রেতাধিপত্যে ইমং বলিং" ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ বলি দেয়।

নিম্বতির মন্ত্র—"ও কাং নিম্বতয়ে রক্ষোহধিপত্যে অসিহস্তারাম্ববাহনায় সপরিবারায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা এবং "ও কাং নিম্বতয়ে রক্ষোহধিপত্যে" ইত্যাদি পূর্ববৎ।

বরুণের মন্ত্র—"ও বাং বরুণায় জলাধিপত্যে পাশহস্তার মকরবাহনায় সাযুধায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা এবং "ও বাং বরুণায় জলাধিপত্যে" ইত্যাদি পূর্ববৎ।

বায়ুর মন্ত্র—"ও যাং বায়বে প্রাণাধিপত্যে হরিণবাহনায় অক্ষুহস্তার নমঃ" ও "ও যাং বায়বে প্রাণাধিপত্যে" ইত্যাদি পূর্ববৎ।

কুবেরের মন্ত্র—"ও কুবেরায় বক্ষাধিপত্যে গদাহস্তার নরবাহনায় সপরিবারায় নমঃ" ও "ও কুবেরায় বক্ষাধিপত্যে" ইত্যাদি পূর্ববৎ।

ঈশানের মন্ত্র—"ও হাং ঈশানায় ভূতাধিপত্যে শূলহস্তার বৃষবাহনায় সপরিবারায় নমঃ" ও "ও হাং ঈশানায় ভূতাধিপত্যে" ইত্যাদি পূর্ববৎ।

ব্রহ্মার মন্ত্র—"ও ইন্দ্রেশানরোমধ্যে আং ব্রহ্মণে প্রজাধিপত্যে হংসবাহনায় পদ্মহস্তার সপরিবারায় সাযুধায় নমঃ" ও "ও আং ব্রহ্মণে প্রজাধিপত্যে" ইত্যাদি পূর্ববৎ।

অনন্তের মন্ত্র—"ও নৈঋতবরুণরো মধ্যে ও হ্রীং অনন্তায় নাগাধিপত্যে চক্রহস্তার রথবাহনায় সপরিবারায় সাযুধায় নমঃ" ও "ও হ্রীং অনন্তায় নাগাধিপত্যে" ইত্যাদি পূর্ববৎ।

দশ দিকপালের উদ্দেশে পূজা বলি দিবার পর সর্বভূতের উদ্দেশে বলি দিবে। সর্বত্রই সামিবার বলি দিবার বিধি।

+ "হাদশালমাননি যজ্ঞকাঠানি দিকু চ।

সংস্থাপ্য পূজয়েত্তত্র ব্রহ্মদিজ্ঞাদিবেদ্যতঃ ॥"

তৎপরে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, চতুঃখণ্ডি খোগিনী ও ডাকিনীদিগের উদ্দেশেও বলি দিতে হয়। †

তারপর সাধক আপনাদি নিকট পূজা দ্রব্য ও কিছুদূরে উত্তর-সাধককে রাখিয়া ‘ওঁ হ্রীং কটু শবাসনার নমঃ’ এই মন্ত্রে শবের পূজা করিবে। পরে ‘হ্রীং কটু’ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অখরোষণক্রমে শবপৃষ্ঠোপরি বসিয়া আপনাদি চরণতলে কতিপয় কুশ নিক্ষেপ করিবে এবং শবের কেশ ছড়াইয়া খুঁটি বাঁধিয়া গুচ্ছ, গণপতি ও দেবীকে প্রণাম করিবে। পরে প্রাণায়াম ও বড়লতাস করিয়া পূর্বোক্ত বীরাদিনমন্ত্র পাঠপূর্বক দশ দিকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া সঞ্চল করিবে। যথা ‘অদেতাদি অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা অমুক দেবতারাঃ সন্দর্শনকামঃ অমুকমন্ত্রতামুক সংখ্যাজপমহং করিষ্যে’ সঞ্চলান্তে ‘ওঁ হ্রীং আধারশক্তি কমলাসনার নমঃ’ এই মন্ত্রে আসনের পূজা করিয়া আপনাদি বাম ভাগে শবের নিকট অর্ঘ্য রাখিয়া পূজা করিবে। পরে সাধক যথা শক্তি বোড়শোপচার, দ্বাশোপচার অথবা বা পঞ্চোপচারে দেবীর পূজা করিয়া শবমুখে স্নগন্ধি জল দিয়া তর্পণ করিবে। ইহার পর শব হইতে উঠিয়া শব সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই মন্ত্র পড়িবে—

‘ওঁ বশো মে ভব দেবেশ মম বীর সিজিঃ দেহি দেহি মহাতাগ কৃতপ্রায়পরায়ণ’

তারপর পাটের হুতা দিয়া শবের পা দুখানি বাঁধিয়া মূলমন্ত্রে শবদেহ দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিবে। মন্ত্র যথা—

‘ওঁ মহশো ভব দেবেশ বীরসিদ্ধিকৃতানন্দ।

ওঁ ভীম ভীক ভয়াভাব ভবমোচন ভাবুক।

এহি মাং দেবদেবেশ শবানামধিপাধিপ।’

এই মন্ত্র পাঠ করিবার পর শবের পাদ মূলে ত্রিকোণ বস্ত্র জাঁকিবে। শবের উপর বসিয়া শবের হাত দুই খানি ছড়াইয়া তাহার উপর কুশ বিছাইবে। সেই কুশোপরি সাধক পা রাখিয়া পুনরায় তিনবার প্রাণায়াম করিয়া শিরঃস্থিত পথে গুরুদেবকে ও আপন জনের দেবীকে ভাবিতে ভাবিতে ওষ্ঠদ্বয় সংপৃষ্টবৎ করিয়া নির্ভর জনের মৌনভাবে বিহিত মালা লইয়া অগ্নিসাধন ক্রমোচ্চ-সারে জপ করিবে। এই প্রকারে জপ করিলেও যদি অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত কিছু দেখা না যায়, তাহা হইলে আবার পূর্ববৎ সরিষা ও তিল ছড়াইয়া উপবিষ্ট স্থান হইতে সাত পা গিয়া আবার জপ করিবে। জপ কালে শব নড়িলে ভীত হইবে না, ভয় হইলে বলিবে যে “দিনান্তরে কুশ্রারবিকং বাতামি মম স্থানে শবানাম কথর” অর্থাৎ দিনান্তরে গজাদি দিব, তুমি কে, তোমার নাম বল ? এইরূপ সংকৃত বলিয়া নির্ভয়ে আবার জপ করিবে।

† “অধিষ্ঠাত্রীদেবতাক্ষ্যো বলিক সারসেত্তঃ।

চতুঃখণ্ডিখোগিনীতো। ডাকিনীতোহপি সাদিশেণ।”

মধুর বাক্যে নাম বলিলে সাধকও পুনরায় বলিবে যে ‘তুমি আমাকে বর দিবে, প্রতিজ্ঞা কর।’ এইরূপে প্রতিজ্ঞাঘট করিয়া সাধক বর চাহিবে। যদি প্রতিজ্ঞা না করে ও বর না দেয়, তাহা হইলে ঐকান্তিক মনে আবার জপ করিবে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়া বরদানে সম্মত হইলে আর জপে আবদ্ধক নাই। এরূপ স্থলে অতীষ্ট বর লইয়া কাণ্ড সিদ্ধি হইল মনে করিয়া শবের খুঁটি খুলিয়া দিয়া তাহাকে ধোয়া-ইয়া ও হানাত্তরে রাখিয়া শবের পা খুলিয়া দিবে এবং পূজোপকরণ জলে ফেলিয়া দিবে। পরে শবকেও জলে অথবা গর্ত মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া সাধক মান করিবে।

সাধক বাড়ীতে আসিয়া শবের প্রাৰ্থনাক্রমে দিনান্তরে প্রতিশ্রুত গজ, অশ্ব, নর বা শূকরের পিঠবয় বলি প্রদান করিয়া উপবাসী থাকিবে। বলিমন্ত্র যথা—

“অগ্রিমরাজৌ যেষাম বজমানোহিহং তে গুরুভিষং বলিং।”

পরদিন সাধক প্রাতঃকৃত্যাদি নিত্যক্রিয়া সমাধা করিয়া পঞ্চগব্য পান করিবে ও ২৫টা ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। অক্ষয় হইলে শক্তি অমুসারে ব্রাহ্মণভোজন করাইলেও দোষ নাই। ব্রাহ্মণভোজন হইলে সাধক মান ও ভোজন করিয়া উত্তম স্থানে অবস্থান করিবে। মন্ত্রসিদ্ধির পর তিন রাত্রি বা নয় রাত্রি পর্য্যন্ত গোপন রাখিবে। কাহাকেও মন্ত্রসিদ্ধির কথা জানিতে দিবে না। মন্ত্রসিদ্ধির পর স্ত্রী-শয্যায় গমন করিলে ব্যাধিগ্রস্ত, গীত শ্রবণ করিলে বধিক, নৃত্য দেখিলে অশ্র, এবং দিবাভাগে কথা কহিলে সাধক মুক হইয়া থাকে। পঞ্চ দিন পর্য্যন্ত সাধক সর্ব কর্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকিবে, এই সময়ে সাধকের দেহে দেবীর অধিষ্ঠান থাকে। এই এক পক্ষ সাধক গন্ধ পুষ্প লইবে না, বাহিরে যাইতে হইলে পরিধেয় বস্ত্র ছাড়িয়া অপর বস্ত্র পরিবে; গোব্রাহ্মণের নিষ্কা, অথবা দুর্জান, পতিত ও স্ত্রীবকেও স্পর্শ করিবে না। প্রত্যহ: অতি শুদ্ধাচারে দেব, ব্রাহ্মণ ও গো স্পর্শ করিবে। প্রত্যহ: নিত্যকর্মের পর বিষ্ণুজ্যোতক পান করিবে। বোড়শ দিবসে গজাঘান করিয়া বাহান্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তিন শত বার জল দিয়া দেবগণের তর্পণ করিবে। তর্পণের শেষে নমঃ বলিতে হয়। নিকৈমান ও পিতৃতর্পণ না করিয়া দেবের তর্পণ করিতে নাই। তৎপরে দক্ষিণা দিয়া অচ্ছিন্নাবধারণ করিতে হয়। উক্ত প্রকারে শব সারন করিলে সাধক সিদ্ধি লাভ করেন এবং ইহলোকে ‘উৎকর্ষ’ ভোগ করিয়া অন্তে হরি পদ লাভ করেন।

চাঃ (আগমতত্ত্ববিলাস)

শবসাধন (পূঃ) শব-ঔপাধিক স্মারচঃ প্রাচীন। এ শব্দটি বৈদিক অর্থাৎ বেদেই এই শব্দের আরোপকৃত্যে পাওয়া যায়।

শবসাধন (বিঃ) বলবৎ, শক্তিবিশিষ্ট।

“শৃঙ্গিণী শব্দাবলীবাণী” (বক্ ১৬২১১)

‘শব্দাবলী বলবল’ (সারণ)

শব্দসিন্ধু (ত্রি) বলবল, শক্তি বিশিষ্ট। (বক্ ৭১৮২)

শব্দগি (পুং) শব্দভাষ্যে অগ্নি। (ঐত’ব্রা’ ৭।৭)

শব্দান্ন (ক্ৰী) নষ্ট অন্ন। ২ শব্দমাংস। (পার’গু’ ২।৮)

শব্দাশ (পুং) শব্দ অগ্নিভি অশ-অগ্। শব্দভক্ষক।

শব্দিত (ত্রি) বলবল, সকলের মধ্যে অতি বলবান।

‘শব্দিতঃ ন আ-ভয়’ (বক্ ৬।১০৬)

‘শব্দিতঃ বলবতমঃ’ (সারণ)

শব্দীর (ত্রি) গতিযুক্ত।

‘নয়া শব্দীরয়া যিগা’ (বক্ ১।৩১২)

‘শব্দীরয়া গতিযুক্তরা’ (সারণ)

শব্দোদ্ধ (পুং) শব্দাবাহী। (শত’ব্রা’ ১২।৫।১৪)

শব্দ্য (ক্ৰী) শব্দ লইয়া বাইবার কালে উৎসব। (ছান্দো’উপ’ ১৫।৫)

শব্দ, শবন, শ্রুতগতি, লাক্ষাইয়া শব্দরা। ভাদি’ পরস্মৈ’ অক’ সেট্। লট্ শবতি। লোট্ শবতু। লিট্ শবশ, শেপতুঃ। লুট্ অশবীৎ, অশবীৎ। পিচ্ শবরতি। লুট্ অশীশচৎ। বঙ্ শবন্ততে। বঙ্ শবন্ততি।

শব্দ (পুং) শবতি শবন গচ্ছতীতি শব-অচ্। যুগবিশেষ, বিলম্বশ্রুতগতি। চলিত—খরগোশ, মহারাষ্ট্র—খরহা, তৈলঙ্গ—চেলুপিল্লি। ইহার মাংসগুণ—বাহু, কষার, মলবদ্ধকারক, শীতল, লঘু, শোণ, অতীসার, পিত্ত ও রক্তনাশক এবং রক্ষক। (রাজবল্লভ)

রাজনির্ঘণ্টমতে ইহার মাংস ত্রিদোষনাশক, দীপন, বাস ও কাসনাশক।

শ্রাঙ্কতবে লিখিত আছে যে শ্রাঙ্ক ইহার মাংস দেওয়া বাইতে পারে। ইহার মাংসে পিত্তগুণ পরিতৃপ্ত হয়।

“হবিষ্যায়েন বৈ মাংস পারসেন চ বৎসরম্।

মাংস্তহারিণকোরব্রশাকুনিছাগপার্বিতঃ ॥

ঐগরোরবহারহশাশৈল্যসৈবধাক্রমম্।

মাংসবৃদ্ধাভিতৃপ্যন্তি নভেনেহ পিত্তামহাঃ ॥” (শ্রাঙ্কতব)

একাদশীতবে লিখিত আছে যে, বিজুকেও ইহার মাংস দেওয়া বাইতে পারে।

“মার্গঃ মাংসং তথা হৃগাং শাশং সমজুহ্যতে।

এতানি হি প্রিয়ানি জ্যা প্রয়োজ্যানি বহুধরে ॥” (একাদশীত)

২ চন্দ্রলাভন। (ধরণি) ৩ বোল। ৪ লোহ। ৫ মজুয়া-বিশেষ, (মেঘিনী) চারিপ্রকার পুরুষের অন্তর্গত পুরুষ-বিশেষ। শব, যুগ, যুগ ও অব এই চারি প্রকার পুরুষ। ইহার লক্ষণ—

“মুহূর্বচনশীলঃ কোমলাঙ্গঃ স্নেহবান্”

সকলগুণনিধানঃ সত্যাবাহী শব্দোদ্ধম্ ॥” (রসমঞ্জরী)

মুহূর্বাক্যবৃত্ত, কোমলশরীর, উত্তমকেশবৃত্ত, সকলগুণনিধান ও সত্যাবাহী এই সকল গুণ থাকিলে তাহাকে শব্দ্যভীর পুরুষ কহে। এই পুরুষে পদ্মিনীরী বশীভূতা হয়।

ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে লিখিত আছে যে—

“চারিভাতি নারিকার ওমহ নারক।

শব যুগ যুগ অব সত্যাবহারক।

পদ্মিনীর শবপতি যুগ চিত্রানীর।

যুগে শবিনীর তুষ্টি অথৈ হস্তিনীর।

রূপগুণ দোষসব নারিকার মত।

চারিভাতি নারকেতে লক্ষণসম্মত ॥” (রসমঞ্জরী)

শব্দক (পুং) শব-বার্ধে কন্। বনামপ্রসিদ্ধ চতুর্দশ অন্তবিশেষ।

ইহার ত্তপারী। খরগোষ নামে পরিচিত। [খরগোষ দেখ ৭]

ইহার ক্ষুদ্রাকার এবং ইহাদের গাত্রচর্ম অভিকোমল।

ইহার পুথিলে পোষ মানে। অনেকে সর্ক করিয়া খরগোষ পালন করেন। অনেকে শব্দক মাংস খায়।

শব্দক পক্ষনখের মধ্যে গণ্য, সুতরাং ইহার মাংস তক্ষণ করা বাইতে পারে।

“শব্দকঃ শব্দকী গোধা ঋক্ষী কৃষ্ণচ পক্ষনঃ।

ভক্ষ্যাঃ পক্ষনখেঘেতে ন ভক্ষ্যাস্তাত্তজাতরঃ ॥” (স্থতি)

পৃথিবীর সর্বত্রই প্রায় শব্দক দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে শীতের প্রারম্ভের অভ্যন্ত অধিক সেখানেও খরগোষ বাচিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকের ভাষায় খরগোষ Leporidae জাতিগত এবং Lepus নামে অভিহিত। ইংরাজীতে ইহাকে Hare বলে। এতদ্বির জর্ধণ—Hase, ফরাসী—Lievre, হিব্রু—আর্গেবেথ, ইতালী—Lepre, স্পেন—Lievre, আরব—আর্গেব, তুর্ক—তাওসান, তিব্বত—আর্জহোল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন নাম পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষ এবং পূর্ববঙ্গপুঞ্জ সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার খরগোষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে L. ruficaudatus ভারতে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। হিমালয় প্রদেশে, পঞ্জাব ও আসাম হইতে রক্ষিণে গোদাবরী তট ও মলবার উপকূল পর্যন্ত এই প্রাণীর শব্দক আছে। ইহাই প্রাণিবৈৎসন-কথিত L. Indicus ও L. macrotus ইংরাজীতে ইহা Common Indian hare নামে উল্লিখিত। হিন্দুস্থানে ইহা গরা ও খরগোষ বা লস্যা নামে খ্যাত।

আসাকান, তেনাসেরিম প্রদেশ, সমগ্র মলয়-প্রান্তরীয় ও পূর্ববঙ্গপুঞ্জ জায়গায় খরগোষ নাই। কেবল বঙ্গদেশে L. Nigri-

collis শ্রেণীর খরগোষের মত। অধিক সম্ভব দক্ষিণভারত ও সিংহল হইতে এখানকার পায়ের স্বরূপসিদ্ধি পশক নীত হইয়াছিল। ভারত-সম্পৃক্ত হিমালয়, এমন কি সুরুর কোচিন-চীনেও এক জাতীয় খরগোষ আছে।

মিসর রাজ্যে যে খরগোষ দেখা যায়, তাহা ইংরাজীতে *Egyptian hare* সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে।

ইউরোপ মহাদেশে যে ক্ষুদ্রকার খরগোষ (*L. cuniculus*) দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বেলজিয়ম ও হলণ্ড রাজ্যে *konyn*, *konin*, ডেনমার্ক—*kanine*, জার্মান—*kaninchen*, ইতালী—*Coniglio*, পর্তুগাল—*Coelho*, স্পেন—*Conejo*, ফ্রান্স—*kanin*, ওয়েলশ—*Cednigen*, ইংলণ্ড—*Coney* বা *rabbit* নামে প্রসিদ্ধ। ইহার ছয় মাসের হইলেই ছানা দিতে আরম্ভ করে এবং বৎসরে ৩৪ বার ছানা দেয়। প্রতি বারেই ৫ হইতে ৮টা পর্যন্ত শাবক প্রসূত হইয়া থাকে। সন্তানত শাবকগুলির গায় লোম থাকে না এবং চক্ষুও ফুটে না। টুপিতে বসাইবার জন্য যুরোপে ইহার লোম নামে বিক্রয় হয়। রূপার ছার সাধা লোমবিশিষ্ট চর্মগুলি এক সময়ে প্রার্থিত ও শিল্পি মজার বিক্রীত হইত। তখনকার লোকে আপনাপন জামার ধারিতে এই চর্ম কাটিয়া সেলাই করিয়া দিত।

হিমালয়ের পাদমূলস্থ শালবনে ও তাহার আশ পাশে, গোরখপুর হইতে পূর্বে ত্রিপুরারাজ্য পর্যন্ত স্থানে ও শিলিগুড়ীর তরাই দেশে *L. Hispidus* জাতীয় শশক দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ-ভারতে *L. migricollis* বা কৃষ্ণগ্রীব শশক এবং হিন্দু স্থানে লোহিতপুচ্ছ (*L. ruficandata*) শশক জাতি যেভাবে বিস্তৃত, এই ম্যালেরিয়াপূর্ণ হিমালয় পাদস্থ বনভাগেও *Hispid hare* নামক শশকজাতি সেইরূপ প্রবল। ইহার কখন সমতল ক্ষেত্রে আসে না বা হিমালয়ের পার্বত্য পৃষ্ঠে উঠে না। এই কারণে ইহাদের স্বভাব পর্যবেক্ষণ করিবার বিশেষ সুযোগ হয় নাই।

ইহার বনভাগে একমাত্র মূল ও গাছের ছাল খাইয়াই জীবন ধারণ করে। প্রকৃতি ভক্ষ্য জন্তুর অল্পরূপেই ইহাদের শরীর গঠন ও বল সঞ্চয় করিয়াছেন। ইহাদের চক্ষু ও কর্ণ ক্ষুদ্র, দেহ মূল ও দৃঢ়, ক্ষুদ্রাবয়ব এবং পদচতুষ্টয় দৃঢ়নির্মিত। পুংশশকগুলি নাসাগ্র হইতে পুচ্ছমূল পর্যন্ত প্রায় ১২।০ ইঞ্চি লম্বা হয়। স্ত্রীশশকগুলি ওজনে ৫।০ পাউণ্ড এবং পুরুষের অপেক্ষা এক আধ ইঞ্চি ছোট হইয়া থাকে, কিন্তু উভয়েরই বনদেশের পশুভায়ে ১২ ইঞ্চি লম্বা একটা দাগ আছে। পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীগুলির পুচ্ছ বড় হয়। ইহাদের ৩টা কান আছে, তন্মধ্যে দুইটা স্থানে হৃদ্র পাওয়া যায় না। বেশী খরগোষের কুলনার ইহার

ক্ষুদ্রতম ও অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদের লোমগুলিও কৃষ্ণ। নথ অপেক্ষাকৃত বড়; কনিষ্ঠ ও বুড়ানুলী লম্বা, অস্ত্রপ্রসিদ্ধ। দেখিলে অঙ্গুলী গুলি সমভাবে সাজান বলিয়া বোধ হয় না।

হিমালয়পৃষ্ঠে ও নেপালরাজ্যে *L. macrotus* শ্রেণীর খরগোষ আছে। ইহার দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণগ্রীব শশকজাতি হইতে অনেক বড়। *L. nigricollis* বা কৃষ্ণগ্রীব শশক গুলি কোন কোন গ্রায়ে *L. malananchos* নামে বর্ণিত হইয়াছে। দক্ষিণভারত, সিংহল ও বর্মারপক্ষে এই জাতীয় খরগোষ যথেষ্ট দেখা যায়। সিঙ্গ প্রদেশে ও পঞ্জাবেও অভাব নাই। তিব্বত ও নেপালের পর্বতপৃষ্ঠস্থ নীল-খরগোষ (*L. diostolus* বা *L. pallipes*) নামে বর্ণিত। ইহাদের পদব্রম খেতবর্ণ, পৃষ্ঠ ও দেহ কতকটা গ্রেট প্রান্তরের ছায় পাড় নীল-কৃষ্ণ। ইহাদের সহিত যুরোপের পার্বত্য শশকের (*alpine hare*) অনেকটা সৌাদৃশ্য আছে।

ত্রুদরাজ্যে যে শশকজাতি (*L. penguensis*) দেখা যায়, তাহার সহিত ভারতের লোহিতপুচ্ছ শশকজাতির অনেক সাদৃশ্য আছে। উত্তর ভারতের স্থানে স্থানে, আসাম প্রদেশে এবং উত্তর-ব্রহ্মে প্রধানতঃ এই শশকজাতি বিচরণ করিয়া থাকে। বাল্যলার খরগোষের ছায় ইহাদের গাত্রবর্ণ লম্বা হ্রস্ববর্ণ, কিন্তু উদর সম্পূর্ণ সাদা। পুচ্ছের উপরি ভাগও কাল।

L. sinensis জাতির সহিত *L. ruficandata* শ্রেণীর শশকের আকৃতিগত সাদৃশ্যের সর্বতোভাবে সমতা পরিদৃষ্ট হয়; কেবল গাত্রবর্ণের পার্থক্যই একমাত্র বিশেষত্ব। ইহাদের পায়ের ধাধা নিম্নভাগে কাল, কিন্তু উপরিদেশ সাদা। পুচ্ছগ্র কাল, কিন্তু মূলদেশ অপেক্ষাকৃত সাদা। ইহাদের পার্শ্ববর্তনের এবং উদর বেশের লোম লোহিতপুচ্ছ শশকের পৃষ্ঠ লোমের ছায় বর্ণবিশিষ্ট; কিন্তু পৃষ্ঠের রঙ্গ গাঢ় লাল ও কৃষ্ণ মিশ্রিত।

শশকর্ণ (পুং) ঋষিভেদ। ইনি ঋগ্বেদের অষ্টমমণ্ডলের নবম স্তকের মন্ত্রগ্রন্থ। ২ সামভেদ।

শশকবিমাণ (স্ত্রী) শশকত্ব বিবাণ। শশকশুল, মিথ্যা, আকাশকুসুম বলিলে যেসকল কিছুই বুঝায় না, শশবিবাণ শব্দেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ কিছুই না।

শশকাত্মক, নেত্ররোগনাশক ঘৃতৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত অর্দ্ধসের। কাথার্থ শশকমাংস ১ সের, জল ৮ সের; শেষ ২ সের। ছাগহৃৎ ২ সের। কড়—যদি মধু ও পুণ্ডরীয়া প্রত্যেক ৪ তোলা। ইহা চক্ষু পূরণ করিলে ওজ ও অজকারোগ নষ্ট হয়।

অন্তপ্রকার। প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত ১০ সের। কড়—শশকের মস্তক; কাথ্য শশকের অবশিষ্টাংশ বধাশায় পাক

করিবে। এই বৃত্ত চক্রে পূরণ করিলে অজকা রোগ
দূরীভূত হয়।

শশঘাতিন্ (পুং) এসহজাতীর পক্ষী, চলিত বাজপাখী।
(বৃহৎসং ৪৬ অ°)

শশধ্ব (পুং) পক্ষিবিশেষ। (বৃহৎসং ৮৮।১)

শশধ্ব (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্-ধরঃ, শশত ধরঃ। ১ চক্রে।
২ কর্পূর। (অমর)

শশধর, ১ কিরণাবলী নামক অলঙ্কারগ্রহ প্রণেতা। ২ রাঘব-
পাতব্যীয় টীকা-রচয়িতা, ইহার পিতামহের নাম রত্নসিংহ।

শশধর আচার্য্য, শশধরীয় বা জ্ঞানসিদ্ধান্তদীপজ্ঞানরত্ন, জ্ঞান-
দীপাংসাপ্রকরণ, জ্ঞানরত্ন প্রকরণ ও শশধরমালা নামক জ্ঞান-
বিষয়ক গ্রন্থরচয়িতা।

শশধরীয় (ত্রি) শশধরসম্বন্ধীয়। ২ শশধরকৃত গ্রন্থ।

শশধর্ম্ম (পুং) রাজভেদ। (বিষ্ণুপুং)

শশধর্ম্মতক (স্ত্রী) নখাঘাত। (শব্দমালা)

শশবিন্দু (পুং) ১ বিষ্ণু। ২ রাজবিশেষ। (মেদিনী)

"রামা দাশরথিকৈঃ শশবিন্দুঃ ভগীরথম্।" (ভারত ১।১।২২৪)
পুরাণে লিখিত আছে যে ইনি চিত্ররথের পুত্র।

শশভূত (পুং) শশ বিত্তভীতি ভৃ-কিপ্। চক্রে। (হেম)

শশভূতভূত (পুং) শশভূতঃ চক্রে বিত্তভীতি ভৃ-কিপ্-
ভূত্। শিব।

"আত্মানং যোগনিষ্ঠাকং চিত্তরিষা মনস্বিনী।

বক্ষিণে বশরীরতঃ ভাগাঙ্কং শশভূতভূতঃ।" (কালিকাপুং ৪৪ অ°)

শশমুগুরস (পুং) মসৌষধবিশেষ। (শাল্যধরসং ২।১।১৬)

শশায় (ত্রি) শয়ান।

"যন্তে ভাসঃ শশয়ো যো" (অঙ্ক ১।১৬।৪২)

'শশয়ঃ শয়ানঃ' (সারণ)

শশয়ান (স্ত্রী) তীর্থবিশেষ। (ভারত বনপর্ব)

শশয়ু (ত্রি) শয়নশীল।

শশলকণ (পুং) শশং লকণং চিহ্নং যত। চক্রে, শশাক।

শশলক্ষ্মণ (পুং) শশ লক্ষ্ম চিহ্নং যত। ১ চক্রে। (স্ত্রী)

২ শশচিহ্ন।

শশলাভূত (পুং) শশঃ লাভনং চিহ্নং যত। চক্রে।

শশলোমান (স্ত্রী) শশত লোম। ১ শশকের রোম। পর্ষায়—
শবোপ। (অমর)

(পুং) ২ ভয়ামক রাজভেদ। (ভারত ১৪।২।১১৪)

শশবিবাণ (স্ত্রী) শশত বিবাণঃ। শশকের শৃঙ্গ। আকাশ-
কুম্ভধারি জ্ঞান অত্যন্ত অসম্ভব বা অলীক বিষয়ের উদাহরণ-
প্রদর্শনকালে এই শকের প্রয়োগ হইয়া থাকে

শশশিখিকা (স্ত্রী) জীবন্তীপত্রা। (রাজনি°)

শশশৃঙ্গ (স্ত্রী) শশবিবাণ।

শশশূলী (স্ত্রী) দেশভেদ, অন্তর্বেদী। গঙ্গা ও যমুনায় সম্বর্ধিত
দেশ, অধুনা এই দেশ দোরাব নামে আখ্যাত। (ত্রিকা°)

শশাঙ্ক (পুং) শশোহরশ্চিহ্নং অঙ্কে ক্রোড়ে বা যত। ১ চক্রে।
২ কর্পূর। (রাজনি°) প্রোচ্য ভারতের একজন পরাক্রান্ত
হিন্দু নৃপতি। ইনি খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে বিত্তমান ছিলেন।

[বঙ্গদেশে দেখ।]

শশাঙ্ককুল (স্ত্রী) শশাঙ্কত কুলং। চক্রে কুল।

শশাঙ্কজ (পুং) শশাঙ্কজাততে জন-ভ। চক্রে তনয় বৃধ।

(বৃহৎসং ৪।২৬)

শশাঙ্কতনয় (পুং) শশাঙ্কত তনয়ঃ। বৃধ।

শশাঙ্কদেব, গুপ্তবংশীয় একজন পরাক্রান্ত প্রোচ্যভূপতি। রোহতস
গড় (রোচাস গড়) জুগুপ্ত তাঁহার যে বোহরাকিত মুদ্রাশীল
গিরাছে, তাহার বর্ণমালা বিচার করিবার প্রত্নতত্ত্ববিদগণ তাঁহাকে
চীনপরিব্রাজক বর্ণিত কর্ণমুণ্ডবর্ণাধিপতি শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত বলিয়াই
ধারণা করিয়াছেন। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মের কনৌজরাজ রাজা-
বর্দ্ধনকে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন। পরে সম্রাট হর্ষ-
বর্দ্ধনের নিকট পরাজিত হন। [বঙ্গদেশে দেখ।]

শশাঙ্কধর (ভট্ট), একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ, ক্ষীরতরঙ্গিণী
গ্রন্থে ক্ষীরস্বামী হইয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

শশাঙ্কপুর (স্ত্রী) শশাঙ্কত পুরং শশাঙ্কপুর্নং পুরং। ১ চক্রে
পুর। শশাঙ্ক শশপূর্ণ পুর।

শশাঙ্কমুকুট (পুং) শশাঙ্কের মুকুটে মৌলো যত। শশাঙ্ক-
শেখর, শিব।

শশাঙ্কবতী (স্ত্রী) কথাসরিৎসাগরবর্ণিত রাজকন্তাভেদ।

শশাঙ্কশেখর (পুং) শশাঙ্কঃ শেখরে যত। শিব।

(ভাগবত ৪।৪।৪১)

শশাঙ্কহৃত (পুং) শশাঙ্কত হৃতঃ। চক্রে তনয় বৃধ। (বৃহৎসং ৪।২)

শশাঙ্কর্জ্জ (পুং) শশাঙ্কত অর্জ্জঃ। ১ অর্জ্জচক্রে। ২ শিব।

শশাঙ্কোপল (পুং) শশাঙ্কনামোপল। চক্রে কান্তোপল,
চক্রে কান্তমণি।

শশাঙ্গুলি (স্ত্রী) স্নানামখ্যাত কলশাবিশেষ, কর্কটভেদ,
চলিত তিৎকাড়। পর্ষায়—বহকলা, ভণ্ডী, কেকসুভবা,
কুম্ভায়া, লোমশকলা, ধূত্রা, বৃত্তকলা। গুণ—তিক, কটু, কোষল,
কটু ও অন্নগুণবিশিষ্ট, মধুর, ককনাশক, পাকের অন্নভুক্ত, মধুর,
লাহকারক, ক্ষকশোষক, কচিকর ও লীশন। (রাজনি°)

শশাদ (পুং) শশবীতি অক্ষ-অচ্-। ১ ক্রমশঃ (রাজনি°)
২ ইক্ষাকুপুত্র। ইহার নাম বিহুকি ছিল। তাহার

নবমস্তোত্র বটায়ারে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে যে
একদিন ইক্ষাকু ইহাকে প্রাক্তের জন্ম মাসে আনয়ন করিতে
আদেশ করেন। পরে ইনি পিতার আদেশে বনে গিয়া
অষ্টম যুগাদি বধ করেন। যুগাদি বধ করিয়া অতিশয় শ্রান্ত
হইয়া একটা শূন্য ভক্ষণ করেন, এই জন্ম পরে ইহার নাম শশাংক
হয়। বিষ্ণুপুরাণের ৪২ অধ্যায়েও ইহার বিবরণ আছে।

শশাদান (পুং) শশমতীতি অধ-ল্য। ত্রেনপক্ষী, চলিত
বালশাখী। (অমর)

শশিক (পুং) জনপদভেদ ও তদেকশবাসী জাতিবিশেষ।

(ভারত ভীষ্মপর্ব ৯৪৬)

এইহান বাল্লিক, বাটধান ও আতীর দেশের সমীপবর্তী।

শশিকলা (স্ত্রী) শশিনঃ কলা। চন্দ্রকলা।

“কমলিনী মলিনী দিবসাতারে শশিকলা বিকলা ক্ষণাক্ষরে।

ইতি বিধিবিধে প্রমদামুখং ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশোজনঃ।”

২ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিপাদে ১৫টা করিয়া অক্ষর,
ইহার মধ্যে প্রথম হইতে ১০টা অক্ষর লঘু এবং শেষ অক্ষর
ভুরু হইবে। লক্ষণ ও উদাহরণ—

“গুরু নিধনমল্লগুরুহ শশিকলা।

মলয়জতিলকসমুদিতশশিকলা

ব্রজযুবতিলসলিলকগগনগতা।

সরসিজনননন্দনসলিলনিধিঃ

ব্যতস্থত বিভতরতল পরিতরলম্।” (ছন্দোমঞ্জরী)

শশিকান্ত (স্ত্রী) শশী কান্তো বস্ত্র। ১ কুমুদ। (পুং) ২ চন্দ্র-
কান্তমণি। (রাজনি)

শশিকেতু (পুং) বৃহত্তেজ।

শশিধ্ব (পুং স্ত্রী) ১ শিব। ২ বিভাধরভেদ। ৩ চন্দ্রের
কলা, চন্দ্রের অংশ।

শশিধ্বপদ (পুং) বিভাধরভেদ। (কথাসরিংসা ২৩২৮১)

শশিধ্বিক, দেশভেদ। Periplus ইহাকে Sasikrienai
উল্লেখ করিয়াছেন। বামনপুরাণে শশিধ্বিক পাঠ আছে।

(বায়নপুং ১৩৫৭)

শশিগচ্ছ (পুং) শশিকূল। (শঙ্করসংহা ১৪২৮৩)

শশিগুহা (স্ত্রী) বটমধু।

শশিগ্রহ (পুং) চন্দ্রগ্রহ।

শশিজ (পুং) শশিনো ভারত জন-ভ। বৃষ।

শশিতনয় (পুং) চন্দ্রপুত্র বৃষ।

শশিতেজস্ (পুং) ১ বিভাধরভেদ। ২ নাপভেদ।

শশিদেব (পুং) রাজভেদ। রক্তিবন্ধের নামান্তর। (শব্দরত্না)

শশিদেব, ব্যাখ্যান প্রক্রিয়া লোক-জ্ঞান-প্রণেতা।

শশিন্দেব (স্ত্রী) শশী দেবতাহত অণু। যুগলিরা নন্দজ, এই
নন্দজের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা চন্দ্র, এই জন্ম ইহাকে শশিন্দেব
কহে। (বৃহৎসংহিতা ৭৯৩)

শশিধ্ব (পুং) শিব।

শশিধ্ব, একজন রাজকবি। ইনি কলচৌরাজ নরসিংহদেব ও
জয়সিংহদেবের সভার (১১৫৫-১১৭৫ খৃঃ) বিদ্যমান ছিলেন।
ইহার পিতার নাম ধরপীধর। রাজাদেশে শশিধ্ব কএকখানি
শিলালিপি রচনা করিয়াছিলেন।

শশিধ্বজ (পুং) শশী ধ্বজে বস্ত্র। তটটিপুররাজ। (ককিণ
২৫ অ°) ২ অমরভেদ।

শশিন (পুং) শশোহস্তাতীতি শশ-ইনি। চন্দ্র।

“হিমাংশুচন্দ্রমাস্ত্রৈঃ শশী চন্দ্রো হিমচ্ছাতিঃ।” (ভরতভূজ শকা)
২ অর্হদক্ষজা বিশেষ। (হেম)

শশিপুত্র, বিদ্যাপতি পান্থর গ্রামভেদ। (ভবিষ্য ব্র° ৮৬৫)

শশিপুত্র (পুং) শশিনঃ পুত্রঃ। চন্দ্রতনয় বৃষ।

শশিপ্রভ (স্ত্রী) শশিনঃ প্রভেদ প্রভা বস্ত্র। ১ কুমুদ। (শব্দমালা)
২ মুকু। (রাজনি) (ত্রি) ৩ চন্দ্র প্রভাত্যুক্ত। ৪ চন্দ্র-
প্রভাসদৃশ।

শশিপ্রভা (স্ত্রী) শশিনঃ প্রভাঃ। জ্যোৎস্বা। (ভট্টাচার্য)

শশিপ্রভা, নাগরাজকর্ত্তভেদ। নন্দদাতীরহিত*রত্নাবতীবাসী
বজ্রাঙ্কুশ দেবকে নিহত করিয়া সিদ্ধরাজ ইহার পাণিগ্রহণ করেন।

শশিপ্রিয়া (স্ত্রী) শশিনঃ প্রিয়া। নন্দজ, ২৭টা নন্দজ
চন্দ্রের পত্নী।

শশিভূৎ (পুং) শশিনঃ বিভর্ত্তীতি ভৃ-কিণ্ ভূক্চ। শিব,
মহাদেব।

শশিভূষণ (পুং) শশী ভূষণ বস্ত্র। শিব।

শশিমণি (পুং) চন্দ্রকান্তমণি।

শশিমৎ (ত্রি) শশী বিভর্ত্তেহত মতৃপু। চন্দ্রবৃক।

শশিমৌলি (পুং) শশী মৌলো বস্ত্র। শিব।

শশিরেখা (স্ত্রী) শশিলেখা, চন্দ্রকলা।

শশিলেখা (স্ত্রী) শশিনো লেখা। ১ চন্দ্রলেখা, চন্দ্রকলা।
২ শুক্লতী। ৩ বৃহত্তেজ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৫টা
করিয়া অক্ষর থাকিবে, তাহার মধ্যে ৫, ১০ ও ১০ অক্ষর লঘু,
তন্নির বর্ণ ভুরু। এই ছন্দের ৭ ও ৮ অক্ষরে বর্ত্তি।

“ত্রৌ যৌ যৌ চেত্তবেতীং সপাঠকৈশ্চন্দ্রলেখা।” (ছন্দোমঞ্জরী)
২ বড়করণীয় ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রথম চারিবর্ণ

লঘু, শেষ দুইটা ভুরু। লক্ষণ—

“শশিবদনা জৌ” (ছন্দোমঞ্জরী)

শশিবংশ (পুং) চন্দ্রবংশ।

শশিবদন (ত্রি) শশীব জ্যোতির্ময়বদনং বদনং যন্ত। চক্ৰ-
বদন, স্থলর মুখ।

শশিবদনা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৪টা
করিতা অক্ষর এবং তাহার মধ্যে ১, ৫, ৯, ১৩ ও চতুর্দশ বর্ণ
এবং তত্তির বর্ণ লঘু। লক্ষণ—

“ইন্দুবদনা ভক্তসনৈঃ সগুণযুগৈঃ” (ছন্দোমঞ্জরী)

শশিবর্জুন (পুং) একজন প্রাচীন কবি।

শশিবাটিকা (স্ত্রী) পুনর্নবা। (রাজনিং)

শশিবিমল (ত্রি) চক্রেয় জ্বায় বিমল।

শশিখিখামণি (পুং) শিব। (রাজতরঙ্গিনী ১২৮২)

শশিশেখর (পুং) শশী শেখরে যন্ত। ১ শিব। (হলায়ুধ)
২ বৃকভেদ। পর্যায়—হেরষ, হেরুক, চক্রেসখর, দেব, বজ্রকমালী,
নিওন্তী, বজ্রটক। (ত্রিকা°)

শশিসুত (পুং) শশিনঃ সুতঃ। চক্রেপুত্র বৃন্দ।

শশীয়স্ (ত্রি) উৎপন্নমান।

“শশীয়াংসং হংসি ব্রাক্ষন্তমোজসা” (ঋক ৪৩২১৩)

“শশীয়াংসং শশপ্তংগতো উৎপন্নমানং” (সায়ণ)

শশীশ ১ (পুং) শিব। ২ স্বন্দভেদ। (কিরাতা° ১৫৫)

শশোর্ণ (স্ত্রী) শশস্ত উর্ণা, অভিধানরৎ ক্লীবস্তং। শশলোম।

শশেশ্লুকমুখী (স্ত্রী) স্বন্দাশ্লুকচরমাতৃভেদ।

শশ্বজ্ (ত্রি) শাশ্বত। “যচ্চিতি শশ্বতো তনা” (ঋক ১২৬৬)

“শশ্বতা শাশ্বতেন” (সায়ণ)

২ বহু।

“আয়তীনাং প্রথম শশ্বতীনাং” (ঋক ১১১৩৮)

“শশ্বতীনাং বহ্বীনাং” (সায়ণ)

শশ্বৎ (অব্য) শশ বাহুলকাৎ বৎ। পুনঃ পুনঃ, বারংবার, সদা,
অভীচ্ছ, নিত্য।

শশ্ব, বহু। ভাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শশতি। লুঙ্
অশশাৎ, অশশীৎ।

শঙ্কণ্ডী (স্ত্রী) বৃকবিশেষ। ২ তদ্বৎ কঙ্কাজকল।

শঙ্কল (পুং) ছিত্তি, ডহরকরজ, ডহরকমরচ। (শবচক্রিকা)

শঙ্কলী (স্ত্রী) শঙ্কল-গোরাধবাৎ ভীষ। ১ তিনততুলমাষ-
মিশ্রিত বসন্ত। (শবচক্রিকা) ২ কর্ণরজ্জ, কাণের
ছেদ। (শবচক্রিকা) ৩ মৎস্তভেদ। হিন্দী সৌরী। ইহার
গুণ—দ্রুত, মধুর ও তুষ্ণ। (ভাবপ্রকাশ) ৪ পিষ্টকবিশেষ।

“সমিতায়া যতাত্তায়া লোপত্রীং কৃষা চ বেদয়েৎ।

আজ্যে তাং ভক্তয়েৎ সিদ্ধাং শঙ্কলী কেশিকা গুণাঃ” (ভাবপ্রকাশ)

ময়দার যুত ময়দা দিয়া লোপত্রী প্রস্তুত করিতে হইলে, পরে

উহা ঘূতে ভাজিয়া লইলে তাহাকে শঙ্কলী কহে। ইহা খাজার

জ্বায় গুণবিশিষ্ট। ৬-পিষ্টক বিশেষ, পুসিপিটে, তিলপিষ্টক,
তিলের পিষ্টকেও শঙ্কলী কহে।

শঙ্ক (স্ত্রী) শব হিংসাত্ম্যং (খল্লশিল্পশাখাপ্রপণপর্গতঃ। উণ্
৩২৯) ইতি বহুং নিশাভ্যতে। বালভূগ, নব নব বাস। (অমর)
২ নীলদ্বীপ। (বৈজ্ঞকনিং) ৩ বিধাসহানি।

শঙ্কপুঙ্ক (পুং) শল্ল পুঙ্ক-কিপ্। বালভূগভোজনকারী।

শঙ্কপুঙ্কজন (পুং) নবভূগভোজন, ভূগভকণ।

শঙ্কপুং (ত্রি) শল্ল অন্ত্যার্থে মতুপ্ মত্ বা। শল্লবিশিষ্ট।

শঙ্কপুঞ্জর (ত্রি) বালভূগের জ্বায় শীত বস্ত্রবর্ণ।

“পশুনাং পতয়ে নমো নমঃ শল্লপুঞ্জরায়” (শুক্ল যজু° ১৬।১৭)

‘শল্লপুঞ্জরায় শল্লং বালভূগং তবৎ পিঞ্জরায় শীতবস্ত্রবর্ণায়
টিলোপশ্চান্দসঃ’ (মহীধর)

শঙ্কপ্য (ত্রি) গম্ভাতীরোক্তব যে কুশাঙ্কুরাদি, তাহাতে জাত

“কুলায় চ নমঃ শল্লপ্য চ” (শুক্ল যজু° ১৬।৪২)

‘শল্লপ্যায় শল্লং বালভূগং গম্ভাতীরোৎপন্নং কুশাঙ্কুরাক্ষি প্রভৃতি
ভবঃ শল্ল্যঃ তৎ’ (মহীধর)

শাস্, বহু, হিংসা। ভাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্, ভূ। বেট্, (ভূ।
প্রত্যয়গরে বিকরে টেট্ হর)। লট্ শসতি। লিট্ শশাস
শশসতুঃ। লুট্ শশিতা। লৃট্ শশিষতি। লুঙ্ অশসীৎ।

শশ ১ আশীর্বাদ, ২ স্তুতি। ৩ প্রশংসা। ৪ কথন। ৫ হৃগতি।

ভাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শসতি। লিট্ শশস।

লুঙ্ শশিতা। লুঙ্ অশসীৎ। সন্ শিশসিষতি। বঙ্

শশস্ততে। বঙ্ লুক্ শশস্তি। গিচ্ শশস্ততি। লুঙ্ অশশ-

শৎ। আশীর্বাদ অর্থে এই ধাতু আঙ্ পূর্বক প্রযুক্ত হয়।

শসন (স্ত্রী) শস-ল্যুট্। বজ্রাৎ পশুহনন। (রামাশ্রম)

শস্ততে হস্ততে হস্ত ইত্যধিকরণে ল্যুট্। ২ হত্যাহন।

“মিত্রকুবো যচ্ছসনে গাবঃ” (ঋক ১০।৮২।১৪)

‘শসনে বশসনস্থানে’ (সায়ণ)

শঙ্কলী (স্ত্রী) পিষ্টকাবিশেষ, শঙ্কলী, পুসিপিটে। ইহা কঁজির
সহিত ভোজন করিতে নাই।

“মাংসৈরিকৃৎস্বাকারাম্ কাক্ষিকৈকান্তলশঙ্কলীযুঃ।

মূলকং সযহপেন মধুনা চ ন ভক্ষয়েৎ” (রাঙ্গবল্লভ)

শস্ত্, ১ বশ। ভাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ শস্ততি।
লুঙ্ অশস্তাৎ।

শস্ত (স্ত্রী) শশ-স্ত। ১ কল্যাণ। (অমর) ২ পরীক্ষ।

(ত্রিকা°) ৩ কল্যাণযুক্ত। ৪ স্তুত। ৫ প্রশস্ত। (মেদিনী)

৬ নিরুত।

“শক্রাভিষেকে স্তমহচ্ছত্রজলদমিস্তম্।

প্রগৃহ দানবাঃ শস্তা স্বরা ক্লেপ চ প্রভোঃ” (ভাগবত ৭।৪৩।৩)

শব্দক (ক্ৰী) অঙ্গুলিগ্রাণ, দর্শনা।

‘অঙ্গুলিগ্রাণ শব্দকক তথা চান্দুর্ভরককম্।’ (শব্দরত্না°)

শব্দকেশক (ত্রি) শব্দঃ কেশাং যত কন্। প্রশস্ত কেশযুক্ত।
(শব্দরত্না°)

শব্দভা (ক্ৰী) শব্দত ভাবঃ তল-চাপ্। শব্দের ভাব বা ধর্ম,
প্রশস্ততা।

শব্দি (ক্ৰী) শব্দ-ভিন্। ভুতি। “গৃহীতবহিঃ শব্দিভিঃ”
(ঋক্ ১১৮৭৩) ‘শব্দিভিঃ শব্দনৈঃ ভুতিভিঃ’ (সারণ)

শব্দন্তু (ত্রি) প্রশস্তা। “উত্তমশব্দন্তু বিপ্রঃ” (ঋক্ ১১৬২১৫)
‘শব্দন্তু প্রশস্তা’ (সারণ)

শব্দোক্ত (ত্রি) প্রশস্ত শব্দবিশিষ্ট। “স্বতন্তোমত শব্দোক্তত্ব”
(গুরুবহু° ৮১২২) ‘শব্দোক্তত্ব হোতুভিঃ শব্দানি উক্তানি শব্দানি
যত, স শব্দোক্ত শব্দত্ব’ (মহীধর)

শব্দ (ক্ৰী) শব্দতে হিংস্ততে হনেন (অমিচিঃমিচিশিভ্য ঞঃ।
উণ° ৪।১৩৩) ইতি ক্র যধা (দ্বারীশশম্ভুযুক্তে। পা ৩।১।১৮২)
ইতি হ্রন্। ১ লোহ। ২ অস্ত্র। (অমর) ‘শব্দাত্তৈবহৃদা
মুক্তেরিত্যাদিদর্শনাৎ শব্দাত্তয়োঃ কশ্চিদ্ভেদমাহ। যেন করধ্বতেন
হস্ততে তৎ শব্দং খড়্গাদি, যেন ক্ষিপ্তেন হস্ততে তদন্তঃ
কাণ্ডাদি।’ (ভরত)

অস্ত্র ও শব্দে প্রভেদ এই যে বাহ্য হস্তে ধারণ করিয়া হনন
করা যায়, তাহাকে শব্দ, যেমন খড়্গপ্রভৃতি। আর যাহা নিঃক্ষেপ
করিয়া হনন করা যায়, তাহাকে অস্ত্র কহে, তীর প্রভৃতি।

বিষ্ণুপুরাণের টীকার লিখিত আছে যে মন্ত্রপুত হইলে তাহাকে
অস্ত্র এবং তদন্ত্রের অপরের নাম শব্দ।

‘একৈকমন্ত্রং শব্দকং দেবৈর্মুক্তঃ সহস্রধা।

চিচ্ছেদ লীলাটৈবেশো জগতাং মধুসূদনঃ॥’ (বিষ্ণুপু° ৫।৩০)

‘অস্ত্রং মন্ত্রাতিমন্ত্রিতং, শব্দং তরিতরং’ (টীকা) (পুং)
খড়্গ। ‘রিত্তি খড়্গন্তরবারিঃ শব্দো ভজ্যাম্বজন্ত সঃ।’ (ত্রিকা°)

বৈজ্ঞকে শব্দ ও তাহার প্রয়োগের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত
হইয়াছে। সুশ্রুতে বিংশতি প্রকার শব্দের নাম লিখিত আছে।
যথা—মণ্ডলাগ্র, করণগ্র, বৃক্ষিগ্র, নখশস্ত্র, মুদিকা, উৎপলগ্র,
অর্দ্ধধার, সূচী, কুশগ্র, আটমুখ, শরারীমুখ, অন্তমুখ,
ত্রিকূর্কক, কুঠারিকা, ত্রীহিমুখ, আরা, বেতসপত্রক, বড়িশ,
রক্তশঙ্কু ও এবণী এই বিংশতি প্রকার শব্দ। বৃক্ষিমান্ চিকিৎসা
ক বিত্তুদ্ধ লোহ দিয়া কণ্ঠস্থ গৌহকার দ্বারা এই সকল
শব্দ নির্মাণ করা হইবে। শব্দ চিকিৎসা শিক্ষাকালে শব্দ
চিকিৎসায় পারদর্শী বৈজ্ঞের নিকট কুমড়া, লাউ, তরমুজ, শশা ও
বড় কাঁকড়া প্রভৃতি ছেদনযোগ্য দ্রব্য সকলে প্রথমে শিক্ষা করিয়া
পরে শব্দ কার্য্য করিতে হয়। (সুশ্রুত সুত্রা° ৮অ°)

শব্দক (ক্ৰী) শব্দমেব বার্থে কন্। লোহ। (অমর)

শব্দকর্ম্ম (ক্ৰী) শব্দত কর্ম্ম। সুশ্রুতোক্ত ৮ আট প্রকার শব্দ
কার্য্য। যথা—ছেদন, লেখন, ভেদন, বিশ্রাবন, ব্যধন, আহরণ,
এষণোষণ ও সেবন, বিংশতি প্রকার শব্দ দ্বারা এই ৮ প্রকার শব্দ
কার্য্য করিতে হয়। (সুশ্রুত সুত্রা° ৮ অ°)

শব্দকলি (পুং) শব্দযুক্ত। (কথাসরিৎসা° ৭।১৩০০)

শব্দকোপ (পুং) শব্দত কোপঃ। শব্দের প্রকোপ।

‘বেলাহীনে পরীণ গর্ভবিপত্তিচ্চ শব্দকোপচ্চ।’

(বৃহৎসংহিতা ৫।২৪)

শব্দকোশতরু (পুং) শব্দত খড়্গস্ত কোশাইব তরুঃ।
মহাপিণ্ডী তরু। (রাজনী°)

শব্দচূর্ণ (ক্ৰী) শব্দত চূর্ণং। লোচকিট, লৌহমল, মণ্ডুর। (বৈজ্ঞকনি°)

শব্দজীবিন্ (ত্রি) শব্দেণ জীবতীতি জীব-গিনি। শব্দজীব,
বাহ্যার শব্দব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, সৈনিকপুরুষ।
(বৃহৎসংহিতা ১।৭২৪)

শব্দদেবতা (ক্ৰী) যুদ্ধদেবতা।

শব্দধারণ (ক্ৰী) শব্দত ধারণং। শব্দগ্রহণ।

শব্দধারণজীবক (ত্রি) শব্দধারণেন জীবতীতি জীব-ধূল।
শব্দজীব, সৈনিক। (শব্দরত্না°)

শব্দপাণি (ক্ৰী) শব্দত পাণৌ যত। শব্দহস্ত, বাহ্যার হস্তে
খড়্গাদি অস্ত্র আছে।

‘উদ্ধাহতোহরিদো জেয়ঃ শব্দপাণিচ্চ বাতকঃ।’

(ব্যবহারতত্ত্ব°)

শব্দপান (ক্ৰী) শব্দত পানং। শব্দের পানন, শব্দ ধার্য্য করিবার
ক্রম দ্রব্যবিশেষের পানন দিতে হয়। (বৃহৎসংহিতা ৫।১২২)

শব্দপ্রকোপ (পুং) শব্দত প্রকোপঃ। শব্দের কোপ।

(বৃহৎসংহিতা ১।১৩৮)

শব্দপ্রহার (পুং) শব্দত প্রহারঃ। শব্দের প্রহার, খড়্গাদি
শব্দের আঘাত।

শব্দবন্ধ (পুং) শব্দদ্বারা বন্ধন।

শব্দভৃৎ (ত্রি) শব্দং বিভভীতি ভৃ-কিপ্-ভৃক্চ। শব্দধারী।

শব্দময় (ত্রি) শব্দ-ময়ট্। শব্দময়।

শব্দমার্জ (পুং) শব্দানি মার্জীতি যজ-অণ্। শব্দমার্জনকর্তা।
পথ্যায়—অসিধারক, অস্ত্রমার্জ, অসিধার, শাণাকীব,
ভ্রামসক্ত। (হেম)

শব্দবৎ (ত্রি) শব্দেণ ইব ইবার্থে বর্তি। শব্দমূল্য।
২ শব্দবিশিষ্ট।

শব্দবার্ত (ত্রি) শব্দধারী, শব্দজীবী। (বৃহৎসংহিতা ৫।৩০)

শব্দবৃত্তি (ত্রি) শব্দং বৃত্তিষ্ঠত। শব্দজীব। শব্দই বাহ্যার জীবিকা।

“বলা মলা নটোঁচৈব পুৰুষাঃ শত্ৰুহতঃ।” (মহু ১২।১৫)
 শত্ৰুশিক্ষা (ত্রি) শত্ৰুত শিক্ষা। শত্ৰুভ্যাস, শত্ৰুপ্রয়োগশিক্ষা।
 শত্ৰুহত (ত্রি) শত্ৰুগ্ৰহণঃ। শত্ৰুঘাত দ্বারা মৃত, বাহারা
 শত্ৰুর আঘাতে মরিয়াছে। শত্ৰুঘাতে মৃত্যু হইলে তাহার
 অশৌচের বিবরণ উদ্ভিষ্টে এইরূপ লিখিত আছে যে, শত্ৰুঘাতা
 অতিমুখে হত ব্যক্তির সন্দেশোচ ও তাহার বাহাদি ক্রিয়া চাইবে।
 “শত্ৰুগতিমুখহতস্ত সন্দেশোচঃ বাহাদি চ” (উদ্ভিষ্টত্ব)
 কত হইরা যদি ৭ দিনের মধ্যে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে
 ত্রিরাত্র এবং ৭ দিনের পর হইলে দশ দিন অশৌচ হয়। কিন্তু
 শত্ৰুঘাতজন্য কতে তিন দিনের পর মৃত্যু হইলে যে বর্ণের বেল্লপ
 অশৌচ, তাহাযের তদন্তরূপ অশৌচ হইবে। এই শত্ৰুঘাত শব্দে
 কতেতর শত্ৰুঘাত বুঝিবে। পারিতোষিক শত্ৰুঘাত তির বুঝিতে
 হইবে। পারিতোষিক শত্ৰুঘাতের অর্থ এইরূপ লিখিত আছে
 যে, পক্ষী, মৎস্য, বৃগ, দংষ্ট্রী, শূকী, নখদ্বারা হত, উচ্চ হইতে
 পতন, অনশন, বজ্র, অগ্নি, বিষ, বদন এবং জনপ্রবেশাদি দ্বারা
 বাহারা মৃত্যুমুখে পতিত, তাহাদিগকেও শত্ৰুহত কহে।

“কতেন ত্রিরাতে বস্ত তত্শাশৌচং ভবেদ্বিধা।
 আসপ্তাহং ত্রিরাত্র ত্রাৎ ষশ্চাত্তমতঃপরম্।
 শত্ৰুঘাতে ত্রাহাদুর্জঃ যদি কশ্চিৎ প্রায়ীয়েত।
 অশৌচঃ প্রাকৃতং তত্র সর্ববর্ণেষু নিত্যাশঃ।
 অত্র শত্ৰুঘাতপদং কতেতরশত্ৰুঘাতপদং।
 পারিতোষিকশত্ৰুঘাতপদমপি যথা।
 পক্ষিমৎস্যবৃগৈথেষু দংষ্ট্রী শূকনৈথৈহতাঃ।
 পতনানশনপ্রারৈবজ্রাগ্নিবিষবদনৈঃ।

মৃত্যু জনপ্রবেশেন তে বৈঃ শত্ৰুহতাঃ সূতাঃ ॥” (উদ্ভিষ্টত্ব)
 শত্ৰুহতচতুর্দশী (ত্রি) শত্ৰুহতানাং চতুর্দশী যুদ্ধাদি হতানাং
 শ্রাদ্ধাদিকর্মণি প্রস্তুতরাত্তব্যং। গোপ আধিনক্কাচতুর্দশী
 ও গোপকাস্তিকক্কাচতুর্দশী। এই দুই চতুর্দশী তিথিতে শত্ৰুহত
 ব্যক্তিরিগের শ্রাদ্ধ প্রস্তুত, এই জন্ত এই তিথিষরকে শত্ৰুহত-
 চতুর্দশী কহে। শ্রাদ্ধবিবেকে ইহার ব্যবস্থা এইরূপ নির্দিষ্ট
 হইয়াছে—

“অথ শত্ৰুহতচতুর্দশী, তত্র বিষ্ণুঃ, যুদ্ধহতানাং শ্রাদ্ধকর্মণি
 চতুর্দশী প্রস্তুতা, যুদ্ধহতানামেবোত ন নিরমাথমিদং।

ব্রহ্মপুরাণে—

প্রারোহনশনশত্ৰুগতিবিবাহাভ্যধিনাত্বা।

চতুর্দশীত্ব কণ্ডব্যং তৃত্যর্থামতি। নশ্চরঃ।

প্রারোহ মহাপঞ্চমনঃ—

বুধানন্ত গৃহে বস্ত বুভতেবাত্ত বাপঃরং।

শত্ৰেণ কু হতা যে বৈ তেবাং বজ্রাকচতুর্দশী। ইত্যাদি।”

শত্ৰুহত (পুং) শত্ৰু হতে বস্ত। শত্ৰুশাপি। শত্ৰুঘারী পুংস্।
 শত্ৰুাধ্য (ত্রি) শত্ৰু আধ্যা বস্ত। ১ কেতুভেদ। (বৃহৎসং ১১।৩০)
 ২ শত্ৰুসংজ্ঞক।

শত্ৰুাঙ্গা (ত্রি) চাক্ষেরী, চলিত আমরুলশাক। (রাজনি)
 শত্ৰুাঙ্গীব (ত্রি) শত্ৰেণ আঙ্গীবতীতি আ-ঙ্গীব-অচ্। শত্ৰুঘারা
 বাহারা জীবিকা নির্বাহ করে, অঙ্গিবীবী। পর্যায়—কাতপৃষ্ঠ,
 আবুধীর, আবুধিক, কাতপৃষ্ঠ, কাতপৃষ্ঠ, শত্ৰুঘারণ-
 জীবক। (শব্দরত্না) ত্রিরাং জীপ্। ২ শাক্তবিগের অষ্ট
 অকুলের একতম।

শত্ৰুাভ্যাস (পুং) শত্ৰুাণ্য অভ্যাসঃ। অস্ত্রশিক্ষা। পর্যায়—
 শুরণী। (ত্রিকা)

শত্ৰুায়স (স্ত্রী) শত্ৰুার্থং বদায়সম্। লোহ, শত্ৰুপ্রস্তুত জন্ত যে
 লোহ লওয়া যায়। (রাজনি)

শত্ৰুায়ুধ (ত্রি) শত্ৰু আয়ুধো যন্ত। শত্ৰুবিশিষ্ট, শত্ৰুধারী।

শত্ৰুিন্ (ত্রি) শত্ৰু অন্তার্থে ইনি। শত্ৰুবিশিষ্ট, শত্ৰুধারী, বাহারা
 শত্ৰু আছে।

শত্ৰৌ (স্ত্রী) শত্ৰু-ঐন্ ত্রিরাং জীপ্। চুরিকা। (মেদিনী)

শত্ৰৌপজীবিন্ (ত্রি) শত্ৰেণ উপজীবতীতি জীব-গিনি। বাহারা
 শত্ৰুধারা জীবিকা নির্বাহ করে।

শত্ৰু (স্ত্রী) শত্ৰু (তকিশসিচতিবতীতি। পা ৩।১।২৭)
 ইত্যন্ত ব্যতিকোক্তা বৎ। বৃক্ষাদিনিপন্ন, পর্যায় কল। (অমর)
 বৃক্ষাদির কলকে শত্ৰু কহে। সাধারণতঃ কৃষিকাঠাঘারা
 উৎপন্ন ধাতুদি শত্ৰু নামে অভিহিত হয়। অমরটীকার ভরত
 লিখিয়াছেন বৃক্ষ ও লতাদির কলকেই শত্ৰু কহে।

“বৃক্ষাণাং লতাধীনাক কলং নিপ্পন্নত্যাগতং আত্মাদিকং
 শত্ৰুং শত্ৰুপদবাচ্যং ইত্যবয়ং” (ভরত)

হেমচন্দ্র শত্ৰু শব্দে ধাতু অর্থ করিয়াছেন—

“ধাতুশ্চ শত্ৰুং সীতাক জীহিতবকরিশ্চ তৎ।” (হেম)

স্বতিতে লিখিত আছে যে, কেত্রোৎপন্ন বস্তুর নাম শত্ৰু।

“শত্ৰুং কেত্রগতং প্রোহঃ সত্ৰুং ধাতুযুচাতে।

আমং বিতুবমিত্যুক্তং নিরমরমুদাকৃতম্ ॥” (স্বতি)

গ্রাম্যশত্ৰু—ত্রীহি, বব, গোধুম, চণক, তিল, প্রিয়ঙ্গু, বীর্ধ-
 শালি, কোরলু ও চীনক এই সকলকে গ্রাম্যশত্ৰু কহে।
 বাব, মুল, ময়ূর, নিশাব, কুলখ, আড়কী, চণক ও শাপ ইহারাও
 গ্রাম্যশত্ৰু মধ্যে পরিগণিত।

বিকুপূরণে লিখিত আছে যে গ্রাম্য ও আরণ্য শত্ৰু চতুর্দশ
 প্রকার। যথা—ত্রীহি, বব, মাষ, গোধুম, চণক, তিল, প্রিয়ঙ্গু,
 এই ৭টা গ্রাম্যশত্ৰু। কুলখ, ভ্রামাক, নীবার, অতিল, গবেধুক,
 বেণুধব ও মকটক এই ৭টা আরণ্যশত্ৰু।

“ওষধো বজ্রিষ্ঠৈশ্চ প্রামাণ্যগাশ্চতুর্দশ।

ব্রীহস্পতি ববা মাধা গোমুদানন্দবন্তিলাঃ।

প্রিয়দ্রু সপ্তমাহেতে অষ্টমাহে কুলধ্বজাঃ।

ভ্রামাকবধ নীবারা জষ্টিগাঃ সগবেধুকাঃ।

তথা বেগুধা প্রোক্তান্তথা নরীটকা স্তমে।

প্রামাণ্যগাঃ স্ততা হেতা ওষধাশ্চতুর্দশ।” (বিষ্ণুপু’ ১।৩ অ’)

নুতন পত্র উৎপন্ন হইলে বিগত দিন দেখিয়া ভোজন করিতে হয় এবং ভোজনের পূর্বে দেবতাকে নিবেদন ও পিতৃ-
বিশ্বের উদ্দেশে প্রাঙ্ক করিয়া ভোজন করা বিধেয়। মলমাসতবে
ইহার ব্যবস্থা লিখিত হইরাছে। নবপত্র ভোজনে এই সকল
নকত্র উক্ত হইরাছে। বধা—অহুরাধা, মৃগশিরা, রেবতী,
উত্তরাশাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিতা, মঘা, পুষ্যা,
শ্রবণা, পুনর্বসু ও রোহিণী এই সকল নকত্র নবপত্র ভোজনে
প্রাপ্য। শরৎ বা বসন্তকালে বিগত দিনে নবপত্রদ্বারা পার্শ্ব-
বিধি অনুসারে প্রাঙ্ক করিয়া নবপত্র ভোজন করিতে হয়।

নবপত্রসন্তোষনকত্রাদি—

“অহুরাধা মৃগশিরো রেবতী চোত্তরাশ্রয়ম্।

হস্তা চিত্রা মঘা পুষ্যা শ্রবণা চ পুনর্বসুঃ।

রোহিণী নবপত্রাদনবপত্রব্যাপ্যনামিহ।

প্রাপ্যতঃ নবপত্রাদি সন্তোষং গ্রহবিদ্বদেবং।

নবপত্রে প্রাঙ্কাদিকাল—

শরদ্বসন্তরোঃ কেচিন্নবপত্রং প্রচক্ষতে।

ধাতপাকবশাদন্তে ভ্রামাকো বলিনঃ স্ততঃ।

ইত্যনেন শরদ্বসন্তবিহিত নবপত্রেষ্ঠেঃ।

ভ্রামাকৈত্রীহিষ্ঠৈশ্চ বৈবরজোজ্ঞাকালতঃ।

প্রাক্ষবজ্ঞং বুভাতেহবস্তং নবভ্রাগ্রগাত্যম্।” (মলমাসতব্)

২ বলভূত। (ভরত) ৩ প্রতিভাহানি। (জটাধর)

৪ কলের সারাগ, চলিত পাল। ৫ সদ্ভূত। (ত্রি) পনু-
কপ্। ৬ প্রশংসনীয়।

শব্দধ্বংসিন্ (পুং) শব্দাধি ধ্বংসরতীতি ধ্বংস-গিনি। ১ ভূ-
বৃক, চলিত ভূঁওগাছ। (ত্রি) ২ শব্দনাশক, বাহারা শব্দ
ধ্বংস করে।

শব্দমঞ্জরী (স্ত্রী) শব্দ মঞ্জরী। অভিনব নির্গত শব্দাদি
শীর্ষক, চলিত শব্দাদির শীর্ষ। পর্বার—কণিষ, কণিষ।

শব্দশূক (স্ত্রী) শব্দ শূক। শব্দের তীক্ষ্ণতা, চলিত শুভা।
পর্বার—কিংশাক। (অমর)

শস্যসম্বর (পুং) ১ সালবৃক। ২ অশ্বকর্ণ নামক লতাশাল।

শস্যাত (ত্রি) শব্দ অভি-অনু-কিপ্। শব্দভক্ষক, শব্দ-
ভোজনকারী। (মুদ্রবোধিবর্ষ)

শস্যাক (পুং) কৃত্র শস্যাক। (শব্দরত্না’)

শহরু (পারসী) রাজধানী, মহানগর, যেখানে বহুলোক বাস করে।

শহরুকোৎবাল (হিন্দী) শহরের প্রধান পুলিশকর্ত্তব্যচারী, যিনি
শহর রক্ষা করেন।

শহরুকোৎবালী (হিন্দী) শহর কোৎবালের কাজ, শহর-
রক্ষকের কর্ত্তব্য।

শহরুতলী (পারসী) শহরের নিকটবর্ত্তী স্থান।

শহরুপণা (পারসী) নগরের চারিদিকস্থিত পরিখা বা প্রাচীর।

শহরুবদল (পারসী) নগর হইতে নগরান্তরে প্রেরণ।

শহরী (পারসী) নগরসম্বন্ধীয়। শহরসম্বন্ধীয়।

শাঁই (দেশজ) শরীশবের অপভ্রংশ, শরীশক।

শাঁইকাটা (দেশজ) শরীশকটক।

শাঁকআলু (দেশজ) কন্দবিশেষ, পম্পাল, বেতালু।

শাঁকচ (দেশজ) মৎস্তবিশেষ।

শাঁকপোকা (দেশজ) কীটভেদ, ইহা শরীশকটকের অপভ্রংশ।

ইহা দেখিতে যেতবর্ণ, এই কীট শাঁক বা শাঁকিনী নামে
অভিহিত হয়। এই কীট শব্দক্ষেত্রে পড়িলে আর সমস্ত পত্রই
বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শাঁখ (দেশজ) শরীশবের অপভ্রংশ, শরীশ।

শাঁখচিহ্নী (দেশজ) প্রেতযোনিভেদ। শরীশবের অপভ্রংশ।
২ কুংসতি স্ত্রী।

শাঁখা (দেশজ) শরীশবের বিশেষ। এই আভরণ বলরাকার।

স্ত্রীলোকেরা হস্তে ইহা ধারণ করিয়া থাকে। হিন্দুস্ত্রীদিগকে
বিবাহের সময় প্রথম ইহা ধারণ করিতে হয়।

শাঁখারী (দেশজ) জাতিবিশেষ। শরীশক, শরীশবর্ণক।

ইহারা শাঁখা বিক্রয়াদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, এই জাত
ইহারা শাঁখারী নামে অভিহিত হয়।

শাঁখিনী (দেশজ) শরীশবের অপভ্রংশ।

শাঁড় (দেশজ) বৃষ, বগু, ইহা বগু শব্দের অপভ্রংশ।

শাঁড়ক (দেশজ) বালের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যবিশেষ। একটা
বাঁশ চারিখান করিয়া কাড়িয়া কেলিতে হয়, পরে উহার বুকা

এবং উপরের নীল অংশ টাচিয়া কেলিবে, তৎপরে কএকদিন
সৌর্যে শুক এবং কএকদিন জলে পচাইয়া লইলে উত্তম শাঁড়ক
হয়। মাটির দ্বারা প্রস্তুত করিতে হইলে বাঁশের শাঁড়ক, বরেন্দ্র
সৌর্যে শুক দ্বারা উপরের ঢাল বাধিতে হয়।

শাঁসু (দেশজ) শব্দ। শব্দশব্দের অপভ্রংশ। ২ কলের সারাগ, কপারির সারাগ।

শাব্যতা (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ, শব্দভেদগণের গোত্রাপত্য।
(আখ’ পৃ’ ৪.৮১৩০)

শাংশপ (পুং) শিশপার বিকারঃ (পলাশাবিজো বা। পা ৪।২।১০১) ঠিক অণু। শিশপাবিকার, চমস, ইহা বজাতিতে ব্যবহৃত হয়।

শাংশপক (ত্রি) শিশপার অদ্রতবহান।

শাংশপায়ন (পুং) মুনিবিশেষ। (বিহুপুং অ।৩।২)

শাংশপায়নক (ত্রি) শাংশপায়নসম্বন্ধীয়।

শাংশপানুল (ত্রি) শিশপাহুল সম্বন্ধীয়। (পা ৭।৩।১)

শাক (পুং স্ত্রী) শকাতে ভোক্তৃমিত শক-বঞ। পত্রপুশ্যাদি।

পর্ষায়—দ্রিতক, শিগ্রু, সিগ্রু, হারতক। (শব্দরত্নাং)

বৈজ্ঞকে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে—

“পত্রং পুষ্পং ফলং নাগং কলং সংযেবজং তথা।

শাকং বড়্‌বিধমুদ্বিষ্টং গুণং বিভাৎ তথোক্তরম্॥

শাকানাং গুণাঃ—

প্রায়ঃ শাকানি স্ফাণি বিষ্টভীনি গুরুণি চ।

রুক্ষাণি বহু বর্জ্যাসি নৃষ্টেবিন্মাকতানি চ॥

শাকং তিনতি বপুস্‌সি মিহতি নেত্রং

বর্ণং বিনাশরতি রক্তমণাণি গুরুম্।

প্রোক্ষ্যরক্ক কুরুতে পলিতক্‌ নুনং

হতি নৃতিং পতিমিতি প্রবণতি তজ্জাঃ॥” ইত্যাদি।

পত্র, পুষ্প, ফল, নাগ (জটা), কল, ও য়েবজ অর্থাৎ ছত্রাক প্রভৃতি এই বড়্‌বিধ শাক নামে অভিহিত। ইহার বধাক্রমে উত্তরোত্তর শুষ্ক, অর্থাৎ পত্র হইতে পুষ্প শুষ্ক, এবং পুষ্প হইতে ফল, ও ফল হইতে নাগ এই রূপে জানিতে হইবে।

গুণ—শাক মাত্রই বিষ্টভী, গুরু, রুক্ষ, অতিশয় মলবর্দ্ধক, ও মলবৃদ্ধিঃসায়ক। শাক সেবনে পরীরের অস্থি, নেত্র, বল, রক্ত, গুরু, বৃদ্ধি, স্মৃতি, ও গতি বিনষ্ট হয় এবং অকালে কেশ পক হইয়া থাকে। শাকে সকল রোগ অবস্থিত অর্থাৎ শাক ভোজন করিলে সকল রোগই হইয়া থাকে। এই জন্য রোগ মাত্রই শাকভোজন নিষিদ্ধ। (ভাবপ্রাং)

চলিত প্রবাদ আছে যে—‘মাংসে মাংস বৃদ্ধি শাকে বৃদ্ধি মল’। শাক ভোজন করিলে কেবল মলবৃদ্ধিই হইয়া থাকে। ভাবপ্রকাশ, মুক্ত প্রভৃতি বৈদ্যকগ্রন্থে শাকবর্ণে শাক সকলের নাম ও পর্ষায় গুণ বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই স্থলে কেবল নাম মাত্র দেওয়া হইল।

[গুণ ও পর্ষায় প্রভৃতির বিধর তত্ত্ব শব্দে দ্রষ্টব্য।]

শাকসমূহের নাম বধা—বাজক, পোতকী, বেতমকবা, লোহিত মকবা, তণ্ডুলী, (ইহার চলিত নাম চাপা মট), জল তণ্ডুলী, পালকা, নাড়িক, কালশাক, পট্টশাক, কলসী, লোণী, কুসুমকী, চালেদী, চুকা, চিকা, হিলমোচিকা, শিতিবার (চলিত

শিরী আলী), মূলশাক, শ্রোণপুশী, বদারী, চকবড়, সেহু, পশ্টি, মোমিহা, পটোলপত্র, শুকটী, কালমর্দ, চশক শাক, কলার শাক, সার্বশাক, পুশশাক, কলসীপুশ, শোভাজনপুশ, শাঙ্গলীপুশ, সিমলপুশ।

কুম্ভাণ্ড অলাবু প্রভৃতিতে কলশাক কহে। ইহারের গণ বধা—কুম্ভাণ্ড, কুম্ভাণ্ডী, অলাবু, তণ্ডুলী, ককটী, চিচিণ্ড, কেরলা, মহা-কোশাতকী, পটোল, বিবি, শিবি, কোলশিবি, শোভাজন, বৃত্তাক, ডিভিল, শিঙার, ককোটকী, ভোড়িকা ও কটকটী এই সকল কলশাক। নাগশাক সর্বপনাগ।

কন্দশাক—শূর্য অর্থাৎ ওল প্রভৃতিতে কন্দশাক কহে। এই শাকবর্ণ বধা—শূর্য, আলু, (ইহা কাঠালুক, শাম্বালুক ও পিঠালুক প্রভৃতি বহু প্রকার,) লম্বুলক, গাঁজর, কলসীকন্দ, মান-কন্দ, বারাহীকন্দ, হতিবর্ণ, কেশুক, কেসক, (ইহার চলিত নাম কেশুর,) শালুক, এই সকল শাক বর্ণ। অন্নদিন সমুৎপন্ন, অকালোৎপন্ন, জীর্ণ, ব্যাধিযুক্ত, কাট কর্তৃক ভক্ষিত ও আর জলাদি দ্বারা দূষিত সকল প্রকার শাকই বর্জনীয়। শাক ভোজন করিলে এতরূপ দোষযুক্ত শাক কখনই তক্ষণ করিবে না।

ইহা ভিন্ন অতিশয় জীর্ণ অর্থাৎ পুরাতন, কল সিদ্ধ অর্থাৎ তৈলাদি স্নেহ ভিন্ন সিদ্ধ, কুহানজাত, কর্কশ, অতি কোমল, অথবা শীত ও ব্যালাদি কর্তৃক দূষিত এবং গুরু, এই সকল দোষ দুষ্ট সকল প্রকার শাকই বর্জনীয়। ইহাতে বিশেষ এই যে মূলক গুরু হইলে অহিতকর হয় না।

ভূমিতে, গোময় উপরি, কাঠে ও বৃক্ষাবৃতিতে য়েবজ শাক উৎপন্ন হয়। সকল প্রকার য়েবজ শাকই শীতবীৰ্য, ত্রিদোষজনক, শিথিল, গুরু, এবং বমি, অতীসার, জ্বর ও ককরোগজনক।

(ভাবপ্রকাশ)

মুহুর্তে শাকবর্ণে শাকসমূহের নাম এইরূপ লিখিত আছে—

পুশকল, কুমড়া, লাউ, তাম্রমুজ প্রভৃতিতে শাকবর্ণ কহে। বধা—

কুম্ভাণ্ড, কালীশাক, ত্রণুল, একারক, ককর, শির্গক, গিল্লী, মরিচ, গুঁঠ, আত্রক, হিল, জীরক, কুণ্ডলক, কাছরী, অরসা, অম্বুধ, অম্বিক, কুণ্ডল, স্নগক, কাসমর্দ, কালমান, কুঠেরক, কবক, খরপুশ, শিগু, মধুশিগু, কপিজ্বক, সর্বপ, রাজিকা, কুলাহল, বেগু, গাঁজর, তিলপদিকা, বর্ষাকু, চিত্রক, মূলকপোতিকা, লতম, পলাতু, কলারশাক, জব্বার, চুচুচ, জীবন্তী, তণ্ডুলীক, উপোদিকা, বিবীতিকা, নন্দী, ভগ্নাতক, হাগলাদী, কুলাদনী, কজী, শাঙ্গলী, শেলু, বনশক্তিপ্রসব, শণ, কর্কমার, কোবিদার, পুনর্বা, বরগ, তর্কারী, উরবুক, গুলক, বিষশাক, মট, পুত, মেথী, পালক, বেতোশাক, চিলিগাক, মণ্ডুকপদী, লণ্ডলা, অম্বুধ, অম্বিকলা, অম্বিকলা, মোমিহা,

কাকমাটী, চাক্কা, বৃহতী, কটকারী, পটোল, বাকী, কান-
বেলক, কটকী, কেবুক, লপটক, কিসাত্তিক, ককোটক, মিষ,
কোশাতকী, বেজ, বাসক, অর্কপুষ্প প্রভৃতি শাকবর্ণ।

(বৃহত বৃহত)

রাজবলতে লিখিত আছে যে পটোল, বাতুক, কাকমাটী ও
পূর্ণবা তির সকল শাকই অপকারী।

“সর্বশাকমচাক্যমলম্বেয়মমৈথুনং।

ওতে পটোলবাতুককাকমাটীপূর্ণবা।” (রাজবলত)

(পুং) ২ বৃক বিশেষ, চলিত সেগুন গাছ, পর্যায় শাকবৃক,
শাকখা, খরগজ, অর্জুনোপম, ক্রকচপত্র, শরপত্র, অত্রিপত্র,
অহীকহ, শ্রেষ্ঠকাঠ, হিরসার, গৃহক্রম। শুণ—সারক, পিত্তদাহ
ও প্রমনাশক। বহুশুণ—ককনাশক, মধুর, রস্ক, কষায়।
(রাজনি) ৩ শক্তি। (মেদিনী) ৪ শিরীষ বৃক। (শকস্মা) ৫
নৃপভেদ। (বিব) ৬ বীপবিশেষ, শাকবীপ। ৭ বুদ্ধির,
বিক্রমাবিত্য, শানিবাহনাদি শকনরপতির অতীতাক। ৮ শক্তি।
৯ কর্ম। [সংবৎ শকে বিদ্যুত বিবরণ উষ্টব্য।]

“শতী বতন্তে পুরুশাকশাকাঃ” (ঋক্ ৩২৪৪)

‘বদীরাঃ শাকাঃ শকরাঃ কর্মানি বা’ (সায়ণ)

(ত্রি) ১০ সমর্থ।

“সত্তা ইন্দ্রো অশ্বদত্ত শাটকঃ” (ঋক্ ৫১০।১০)

‘শাটকঃ শটকঃ’ (সায়ণ) ১১ শাকল, সেগুন ফল।

শাকচূক্রিকা (স্ত্রী) চিকা, তিস্তিড়ী, তেঁতুল। (রাজনি)

শাকজঙ্ঘ (ত্রি) শাকভক্ষক। (পা ৪।১।৫৩)

শাকজম্বু (স্ত্রী) জনপদবিশেষ।

শাকট (ত্রি) শকটভেদং অণু। শকট সৰ্বদীয়। ২ শকটরোচ।

(মোদনী) (পুং) শকটং বহুতীতি শকট- (শকটাম্)। পা

৪।৪।৮০) ইভাণ্। ৩ যুগারি বোড়া, পর্যায় যুগ্ম, প্রাসঙ্গ্য।

(অমর) ৪ স্বেয়াতক বৃক। (রাজনি)

শাকটমুখ (স্ত্রী) পটবাস, গজচূর্ণ। (বৈজ্ঞানিক)

শাকটাত্ম্য (পুং) শাকট ইতি আত্ম্য বত। বহুবৃক। (রত্নমালা)

শাকটায়ন (পুং) শকটভ্রাপত্যং পুমান, শকট (নড়ানিত্যঃ কক্।

পা ৪।১।২২) ইতি কক্। আট জন শাকিকের মধ্যে একজন

শাকিক।

“ইন্দ্রশক্ত্যঃ কাশক্কাংরাশিশলী শাকটায়নঃ।

পাণিন্যমরভৈলেন্দ্রো জরজ্যটান শাকিকাঃ” (কবিকরঞ্জন)

শাকটায়নি (পুং) শাকটায়ন। (হেম)

শাকটিক (ত্রি) শকটেন গজতীতি শকট-ঠক্। শকটগামী।

(সিদ্ধান্তকো)

শাকটিকর্ণ (ত্রি) শকটিকর্ণের অধুরত্ব স্থান। (পা ৪।২।৭৭)

শাকটীন (পুং) পরিমাণভেদ, বিশদিত তুলা পরিমাণ, পর্যায়
ভার, আচিত, শকট, শলাট। (হেম)

শাকভরু (পুং) শাকখ্যঃ ভরুঃ। শাকবৃক, চলিত সেগুন
গাছ। (শকমালা)

শাকদাস (পুং) তান্ত্রিকায়নের অপত্য বৈদিক আচার্য ভেদ।

শাকবীপ (পুং) শূণ মহাবীপের মধ্যে বীপভেদ।

মহাভারতে লিখিত আছে,—

“অশুবীপপ্রমাণেন বিভণঃ স নরাধিপ।

বিক্রমেন মহারাজ সাগরোহপি বিভাগশঃ ৥৯

কীরোলো ভরতশ্রেষ্ঠ যেন সংপরিবারিতঃ।

ভদ্র পুণ্য জনপদাত্ম ন ব্রহ্মতে জনঃ ৥১০

তথৈব পর্ত্তা রাজন সত্ত্বাঙ্গ মণিকৃষিতাঃ ৥১১

রক্তাকরাত্মা নভতেবাঃ নামানি যে শূণ।

অতীব শুণবৎ সর্বং ভদ্র পুণ্য জনাধিপ ৥১২

দেববিগচ্ছর্য্যুতঃ প্রথমো মেরুচ্যতে।

প্রাগায়াতো মহারাজ মল্লো নাম পর্ত্ততঃ ৥১৩

ততো মেঘাঃ প্রবর্ত্তন্তে প্রভবতি চ সর্বশঃ।

ভতঃ পরেণ কোরব্য জলধারো মহাগিরিঃ ৥১৪

ততো নিতম্পাদভে বালবঃ পরমঃ জলং।

ততো বর্ষং প্রভবতি বর্ষাকালে জলেশ্বরঃ ৥১৫

উচ্চৈগিরি রৈবতকো বজ্র নিত্যং প্রতিষ্ঠিত।

য়েবতী দিবি নক্ষত্রং পিতামহকৃতো বিধিঃ ৥১৬

উত্তরেণ তু রাজেন্দ্র ভ্রামো নাম মহাগিরিঃ।

নবমেঘপ্রভঃ প্রাণ্ডঃ শ্রীমাতৃজলবিব্রহঃ ৥১৭

বতঃ ভ্রামতমাপরা প্রজা জনপদেশ্বর।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ,—

সুমনান্ সংশয়ো মেহত প্রোক্তোহসং সঙ্গর ঘরা ৥১০

প্রজাঃ কথং সূতপুত্র সস্ত্রাপ্তাঃ ভ্রামতামিহ।

সঙ্গর উবাচ,—সর্কেষেব মহারাজ! বীপেযু কুরুনন্দন ৥২১

গৌরঃ কুরুচ পতগন্ত্রোবর্ণাত্তরে নৃপ।

ভ্রামো বস্যাং প্রবৃত্তো বৈ ভ্রামাজ্যামো গিরি স্মৃতঃ ৥২২

ভতঃ পং কোরবেজ্র চূর্ণশৈলো মহোদয়ঃ।

কেশরঃ কেশরযুতো যতো বাতঃ প্রবর্ত্ততে ৥২৩

ভেবাং যোজনবিক্রমো বিভণঃ প্রবিভাগশঃ।

বর্ষাণি তেষু কোরব্য সপ্তোক্তানি মনৌষিতঃ ৥২৪

মহামেরুমহাকাশো জলমঃ কুম্বদোত্তরঃ।

জলধারো মহারাজ স্রুমার ইতি স্মৃতঃ ৥২৫

য়েবতত তু কোমারঃ ভ্রামত মণিকাকনং।

কেনারত্মা যৌবাকী পরেণ মহাপুমান ৥২৬

পরিবার্য কু কোরবা বৈধাঃ হৃদয়মেব চ ।
 জম্বুদীপেন সাখ্যাত্তত্ত্ব মধ্যে মহাক্রমঃ ॥২৭
 শাকো নাম মহারাজ প্রজা তত্ত্ব সদাঙ্গণা ।
 তত্ত্ব পুণ্যা জনপদাঃ পূজাতে তত্ত্ব শকরাঃ ॥২৮
 তত্ত্ব পঞ্চস্তি সিদ্ধান্ত চারুণা বৈবতানি চ ।
 ধার্মিকান্ত প্রজা রাজন্ চত্বারোহতীৰ ভারত ॥২৯
 বর্ণাঃ স্বকর্ণনিরতান চ স্তেনোহিত্র দৃষ্টতে ।
 দীর্ঘায়ুৰো মহারাজ অরাস্তুবিবর্জিতাঃ ॥৩০
 প্রজাতত্ত্ব বিবর্জন্তে বর্ধাষিষ সমুদ্রগাঃ ।
 নভঃ পুণ্যজলাভ্যস্ত গঙ্গা চ বহুধা মতা ॥৩১
 অকুমারী কুমারী চ শীতালী বৈশিকা তথা ।
 মহানদী চ কোরবা তথা মণিজলা নদী ॥৩২
 চকুবর্জিনিকা চৈব নদী ভারতসমুদ্র ।
 তত্ত্ব প্রবৃত্তাঃ পুণ্যোদা নভঃ কুরুকুলোহহ ॥৩৩
 সহস্রাণাং শতান্তেব বতো বর্ধতি বাসবঃ ।
 ন তাসাং নামধেয়ানি পরিমাণং তথৈব চ ॥৩৪
 শকান্তে পরিসংখ্যাত্ত্ব পুণ্যাত্ত্বা হি সন্নিধরাঃ । (ভীষ্মপ ১১ অঃ)
 'জম্বুদীপের বৈবর্ণ বিস্তার বলা হইল, শাকদ্বীপ তদপেক্ষা
 যিশুণ । এই দ্বীপ কীরসমুদ্রে পরিবেষ্টিত, তথায় অতি পবিত্র
 জনপদ সকল অধিষ্ঠিত । তথায় মানবগণ কদাচ কালগ্রাসে
 পতিত হয় না অর্থাৎ তাহাদের অকাল মৃত্যু নাই । তাহারা
 সকলেই তেজঃ ও ক্রমাসম্পন্ন । সেখানে দুর্ভিক্ষজনিত ক্লেশের
 লেশ মাত্র নাই । শাকদ্বীপে মণিবিভূষিত সাতটি পর্বত ও
 নানা রত্নের আকর নদী সকল প্রবাহিত আছে । অতি পবিত্র
 দেববিগণসেবিত মহাগিরি মেরুই সর্বপ্রধান, উহার পশ্চিমে
 মলয়পর্বত বিস্তৃত, সেই স্থান হইতে মেঘ-সকল সঞ্চালিত
 হইয়া সর্বত্র প্রবর্তিত হইয়া থাকে । তাহার পূর্বাংশে
 জলধারনামে এক বৃহৎ পর্বত প্রতিষ্ঠিত । দেবরাজ ইন্দ্র সেই
 স্থান হইতে জল লইয়া বর্ষাকালে বর্ষণ করেন । তাহার পর
 অতি উন্নত রেবত পর্বত । তগবান্ ব্রহ্মার আদেশানুসারে
 রেবতী তথায় বাস করিতেছেন । সুমেরুর উত্তরে অত্যাশ্রিত
 নদীন জলধারের জায় শ্রামল, উজ্জলকান্তিসম্পন্ন শ্রামগিরি
 প্রতিষ্ঠিত । তথায় সমুদ্রগণ এই গিরি হইতে শ্রামলত প্রাপ্ত
 হইরাছে । সকল দ্বীপেই ব্রাহ্মণ গৌরবর্ণ, কত্রির লোহিত, বৈভব
 পীত ও শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে, এক বর্ণ হয় না, কিন্তু
 শ্রামগিরিতে সমুদ্রগণ সকলেই শ্রামল ।

শ্রামগিরির পর অত্যাশ্রিত তগশৈল, তথায় কেশরসম্পন্ন সিংহ
 ও সমীরণ উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই সকল পর্বতের বিস্তার
 উক্তরোক্তের যিশুণ । এই সকল পর্বতে মহামেরু, মহাকাল, জল,

কুমর, উত্তর, জলধার ও অকুমার এই সাতটি বর্ষ আছে ।
 রেবত পর্বতের কোরব বর্ষ, শ্রামগিরির মণিকাকল বর্ষ ও
 কেশর পর্বতের মৌরাকী বর্ষ । তাহার পর মহাপুমান্ নামে
 এক পর্বত আছে, তাহার পরিমাণ জম্বুদীপের সমান । এই
 মহাগিরি শাকদ্বীপের বৈধা ও বিস্তার পরিবেষ্টিত করিয়া আছে ।
 তদ্রথো শাক নামে এক মহাক্রম অবস্থিত ; প্রজাগণ তাহার
 অঙ্গুগামী । এই পর্বতে অনেক পবিত্র জনপদ আছে,
 সেখানকার লোকেরা তগবান্ শকরের আরাধনা করিয়া থাকে ।
 সিদ্ধ, চারুণ ও দেবগণ তথায় সর্বদা গমন করেন । তথায়
 প্রজা সকল চারি বর্ষে বিভক্ত, দীর্ঘজীবী ও স্ব স্ব ধর্ম্মে একান্ত
 অহরত । তথায় চৌর-ভর নাই, অরা-যুদ্ধার অধিকার নাই ।
 যেমন বর্ষাকালে নদী সকল পরিবর্তিত হয়, তদ্রূপ প্রজাগণও
 ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হইতে থাকে । তথায় বহু শাখার বিভক্ত
 গঙ্গা, অকুমারী, কুমারী, শীতালী, বৈশিকা, মহানদী, মণিজলা
 ও চকুবর্জিনিকা নদী প্রবাহিত । ইহা বাতীত শত সহস্র পবিত্র-
 সলিলা নিরগাও আছে । ইন্দ্র সেই সমুদ্রের জল লইয়া বর্ষণ
 করিয়া থাকেন । সেই সমুদ্র নদীর নাম ও পরিমাণ করা
 নিতান্ত অকঠিন ।' (ভীষ্মপর্ব ১১ অধ্যায়)

মৎস্তপুরাণেও মহাভারত অপেক্ষা শাকদ্বীপের অনেকটা
 বিস্তার বর্ণনা ও তদন্তর্গত বহু জনপদাদির উল্লেখ আছে ।
 শ্রীমদ্ভাগবত ও দেবীভাগবতোক্ত শাকদ্বীপের বিবরণ পরস্পরে
 মিল থাকিলেও মহাভারত কি অপর কোন পুরাণের সহিত
 মিল নাই ।† কোন্ কোন্ পুরাণে শাকদ্বীপের কিরূপ বর্ষ
 বিভাগ আছে, তাহার একটি তালিকা পর পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল—

কেহ কেহ মনে করেন, কলভেনে নামভেদ ঘটরাছে । দ্বাধা
 হউক, প্রাচীন নাম বিলুপ্ত হওয়ার, এখন শাকদ্বীপের বর্তমান
 অবস্থিতি-নিরূপণ করা অকঠিন হইয়া পড়িয়াছে । ভিন্ন ভিন্ন
 পুরাণে শাকদ্বীপের অবস্থান-সম্বন্ধে নানা মত দৃষ্ট হইলেও
 মৎস্তপুরাণ ও মহাভারতের মিল থাকায় এই চুই মতই
 গ্রহণ করিলাম ।

মৎস্ত ও মহাভারত-মতে, জম্বুদ্বীপের (বাহার অধিকাংশ
 লইয়াই এই ভারতবর্ষ ভূঃ) পরই শাকদ্বীপ ; মেরু বা সুমেরু
 ইহার এক লীধা বলিয়া নির্দিষ্ট । গ্রীক ঐতিহাসিক হিরো-
 দোটস্‌ও লিখিয়াছেন,—হিন্দুস্থান (India proper) ও
 স্কিথিয়া (Scythia) মধ্যে হিমদেশ (Hemodes বা Hemodus)
 নামক মহাগিরি ব্যাধাণ । বর্তমান মধ্য এশিয়ার পারীর নামক
 গিরিই পুরাণোক্ত মেরু বা সুমেরুর নাম-গাংগা বলিয়া বোধ

* মৎস্তপুরাণ ১২২ অধ্যায় ত্রটব্য ।

† ভাগবত ৪ম স্কন্ধ ২০-স অধ্যায়, দেবীভাগবত ৪ স্কন্ধ ১০ অঃ ত্রটব্য ।

মাংসভক্ষণ।	বিহুগরুণ।	শাক।	ব্রাহ্মণ।	ভারত।	পূর্বভারত।	পশ্চিমভারত।
১ম জলধার বা গভীর	জল	জল	জল	জল	জল	জল
২য় জলধার বা শৈল	কুমার	কুমার	কুমার	কুমার	কুমার	কুমার
৩য় জলধার বা সুখান	কুমার	কুমার	কুমার	কুমার	কুমার	কুমার
৪র্থ জলধার বা আনন্দ	কুমার	কুমার	কুমার	কুমার	কুমার	কুমার
৫ম জলধার বা মোক্ষ	কুমার	কুমার	কুমার	কুমার	কুমার	কুমার
৬ম জলধার বা মোক্ষ	কুমার	কুমার	কুমার	কুমার	কুমার	কুমার
৭ম জলধার বা মোক্ষ	কুমার	কুমার	কুমার	কুমার	কুমার	কুমার

হয়। গ্রীকদিগের মতে হিমদেশে (Hemodes) দেবগণের বাস ছিল। পুরাণ-মতেও মেরু বা হুমেরু-শিখরে দেবগণের বাস-স্থান। এখানে পাদীর ও তৎসংলগ্ন তুর্কীস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বতমালাই জলবীপ ও শাকবীপের ব্যবধান বলিয়া ধরা যায়। অতি পূর্বকালে এই দুর্গম প্রদেশে সহজে কেহ বাইতে পারিত না ও উজ্জর দেশের লোকের সহিত পরস্পর সন্ধা না থাকায় নানা কল্পিত আখ্যান প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

পারস্ত দেশের পূর্বতন রাজগণের প্রাচীনতম শিলালিপিতে শক বা শাকজাতির উল্লেখ আছে। ভারতীয় শক-কুশন-দিগের যুগেরও 'শাক' নাম পাওয়া যায়†। এই শক বা শাক মিওদোরাস, ট্রাবো প্রভৃতি পাস্চাত্য ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক-গণ কিসীয়* (Scythian) বা 'শাকিভই' (Sakiai) নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

ট্রাবো লিখিয়াছেন,—“কাস্পীয় সাগরের পূর্বাংশবাসী সকল জাতিই কিসীয় বলিয়া খ্যাত। সাগরের ঠিক পাশেই দহী (Dahae), একটু বেশী পূর্বে মসাগেট (Massagetai)

+ Numismatic Chronicle, 1898, No. 2. 5.

* Scythia = শক + ধীর = বীপ। † Scythae = শাকবীপ।

ও শাকী (Sace)র বাস। কিন্তু এই সকল জাতির বিশেষ বিশেষ নাম আছে। ইহারা এক ভাবে বারী ভাবে বাস করে না। ইহাদিগের মধ্যে অসি (Asi), পাসিয়ানি (Pasiani), তোচারি (Tochari) ও সকারান্দি (Saccarandi)র নামই এসিক। ইহারা গ্রীকদিগের নিকট হইতে বাক্টিয়া (Bactria) † জয় করিয়াছিল। সাকেরা (Sace) এসিয়ার প্রবেশ করিয়া কিসেরী (Cimmerae) দিগের মত বাক্টিয়া ও আর্মেনিয়ার প্রধান জনপদসমূহ অধিকার করিয়াছিল এবং তাহাদের নামানুসারে ঐ স্থান শকসেনী (Sacasene) নামে খ্যাত হয়।”

মিওদোরাস লিখিয়াছেন,—“শাক (Sace or Scythian)-দিগের আদি বাসস্থান অরাক্সের উপর। এলা (Ella-ইল) নামে পৃথিবীজাতা এক কুমারী হইতে এই জাতির উদ্ভব। এই কুমারী কটি হইতে দুর্ধা পর্যন্ত নারীরা এবং অধোভাগে সর্পাকৃতি। জুপিটারের ঔরসে সেই কুমারীর গর্ভে কিসিস্ (Scythes) বা শাক নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ইহার আবার দুই পুত্র হয়—পালি (Palis) ও নাপ (Napas), দুই জনেই মহাবীর বলিয়া গণ্য ছিল, তাহাদের নামানুসারে পালিয়া ও নাপিয়া জাতির নামকরণ হইয়াছে। তাহারা বহুব্রহ্মী ইজিপ্টদেশে নীলনদ পর্যন্ত অধিকার করিয়াছিল এবং নানা জাতিকে পরাজয় করিয়াছিল। তাহাদের প্রভাবে শকরাজ্য পূর্বসাগর হইতে কাস্পীয় ও মেওতি (Maeotis) হ্রদ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এই জাতীয় বহু নৃপতি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের বংশ হইতে শাক (Sace), মসাগ (Massagetai), অরি-অস্প (Ariaspa)* প্রভৃতি বহুশ্রেণীর উৎপত্তি। তাহারা বহু সাম্রাজ্য বিপর্যস্ত করিয়া আসিয়ার ও মিশরের জয় করিয়াছিল এবং সৌরমতীয় (Sauromatae)-দিগকে অরাক্সতীরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।”†

পূর্বতন গ্রীক ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা অনুসারে বর্তমান যুরোপীয় পুরাবিদগণ দ্বিধা করিয়াছেন যে, বর্তমান তাতার, এসিরাটিক কবির, সাইবেরিয়া, মঙ্গোলী, জিমিয়া, পোলণ্ড, ক্রিমের কতকাংশ, লিথুনিয়া, লত্বীয়া উত্তরাংশ, হুইজেন, নরওয়ে প্রভৃতি জনপদ লইয়া প্রাচীন কিসিয়া (বা শাকবীপ) বিস্তৃত ছিল।

‡ পৌরাণিক নাম বাক্টিয়া।

§ Strabo, lib. XI.

* অরি-অস্প = আখ্যাব (সংকট)।

† Diodorus Siculus, Book ii.

* কেহ কেহ বলিতে পারেন, মহাভারত ও মাণ্ড-মতে শাকবীপ কীরোদসাগরবেষ্টিত, তত্বেই কিসিগণ আদিরা উক্ত বিস্তৃত ভূভাগকে শাকবীপ

শাকদ্বীপে বর্ণ-বিভাগ।

এখন কথা হইতেছে, শাকদ্বীপ যেন জম্বুদ্বীপের পরই হইল। বর্তমান তুর্কীস্থান, সাইবিরিয়া, এসিয়ায় রুসিয়া, পোলও প্রভৃতি যেন শাকদ্বীপের মধ্যেই হইল; কিন্তু এই সকল স্থানে যে বর্ণ-বিভাগ প্রচলিত ছিল, এই ভারতের মত তথ্য যে আধাসমাজ ছিল, প্রশ্ন কি? যে সকল প্রদেশ লইয়া শাকদ্বীপ ধরা হইতেছে, ঐ সমুদ্র স্থানই এখন হিন্দুর চক্রে স্বেচ্ছাশ্রম বলিয়া গণ্য। আমাদের ধর্মশাস্ত্রেও আছে—

“চাতুর্বর্ণ্যব্যবস্থানং যস্মিন দেশে ন বিদ্যতে।

স স্বেচ্ছাশ্রমে বিজ্ঞেয় আধ্যাত্মিকত্বতঃ পরম্ ॥” (বিষ্ণু ৮ঃ৪)

‘যে দেশে চাতুর্বর্ণ্যের ব্যবস্থা নাই, তাহাই স্বেচ্ছাশ্রম বলিয়া গণ্য, আধ্যাত্মিক তাহা হইতে ভিন্ন।’ এরূপ স্থলে শাকদ্বীপ কিরূপে আধ্যাত্মিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে?

আমরা বহু প্রাচীন প্রমাণ পাইরাছি যে, শাকদ্বীপ পূর্বকালে স্বেচ্ছাশ্রম বলিয়া কখন প্রসিদ্ধ হয় নাই। পূর্ববর্ণিত মহাত্ম্যেতের বর্ণনা হইতেই তাহা কতকটা প্রমাণিত হইতেছে। এখন দেখা যাউক, শাকদ্বীপে কিরূপ বর্ণ-বিভাগ প্রচলিত ছিল।

মহাত্ম্যেতে লিখিত আছে—

“তত্র পুণ্য জনপদাশ্চত্বারো লোকসমুদ্যতাঃ ॥৩৫

মগাশ্চ মশকশ্চৈব মানসা মন্দগাত্মনা।

মগা ব্রাহ্মণভূমিষ্ঠাঃ স্বকর্ম্মনিরতা নৃপ ॥৩৬

মশকেষু তু রাজত্বা ধার্ম্মিকাঃ সলকামদাঃ।

মানসাশ্চ মহারাজ বৈশ্বধর্ম্মোপজীবিনাঃ।

সর্বকামসম্যুতাঃ পুণ্য ধর্ম্মধর্ম্মাশ্রিতাঃ ॥

শূদ্রাশ্চ মন্দগা নিত্যং পুরুষা ধর্ম্মশীলিনাঃ ॥৩৮

ন তত্র রাজা রাজেশ্ব ন দণ্ডো ন চ দণ্ডিকঃ।

অধর্ম্মেণৈব ধর্ম্মজ্ঞাত্তে রক্ষন্তি পরস্পরম্ ॥৩৯”

(ভীষ্মপর্ব ১১ অধ্যায়)

সেই শাকদ্বীপে পুণ্যপ্রদ লোক-প্রসিদ্ধ চারিটা জনপদ আছে, যথা—মগ, মশক, মানস ও মন্দগ। মগ-বিভাগে স্বকর্ম্মনিরত শ্রেষ্ঠ মগ ব্রাহ্মণগণের বাস, মশক-বিভাগে ধার্ম্মিক ও সর্বকামপ্রদ মশক নামক ক্ষত্রিয়গণের বাস, মানস-বিভাগে সর্বকামসম্পন্ন, ধর্ম্মার্থতঃপর ও শূর মানসনামক বৈশ্ব ধার্ম্মিকগণের বাস এবং মন্দগ-বিভাগে নিত্যধর্ম্মনিরত মন্দগ নামক শূদ্রগণের বাস। তথ্য রাজা নাই, দণ্ড নাই বা দণ্ডধারীও নাই। সেই ধর্ম্মজ্ঞ-নয়নগণ অধর্ম্মপ্রভাবে পরস্পর রক্ষিত হইয়া থাকে।

বলিয়া বর্ণ্য করি। যে ভূতানের দুই দিকে জলরাশিবেষ্টিত, পুরাণে তাহাই দ্বীপ বলিয়া বর্ণিত। পূর্বোক্ত ভূতানের দুই দিকে যে জলরাশি বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

বিষ্ণুপুরাণেও লিখিত আছে—

“মগাশ্চ মগধাশ্চৈব মানসা মন্দগাত্মনা ॥

মগা ব্রাহ্মণভূমিষ্ঠা মগধাঃ ক্ষত্রিয়াত্মনা।

বৈশ্বাস্ত্র মানসাত্মেনাশ্চ শূদ্রাত্মেনাশ্চ মন্দগাঃ ॥

শাকদ্বীপে তু তৈবিকুঃ সূর্য্যরূপধরো যুনে ॥” (২ঃ৬২-৭১)

মগ, মগধ, মানস ও মন্দগ এই চারি বর্ণ। মগগণ সর্ব ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, মগধগণ ক্ষত্রিয়, মানসগণ বৈশ্ব ও মন্দগগণ শূদ্র। এই শাকদ্বীপে সূর্য্যরূপধারী বিষ্ণু অবস্থান করিতেছেন।

সাধু-পুরাণেও আছে,—

“মগা ব্রাহ্মণভূমিষ্ঠা মগধাঃ ক্ষত্রিয়াত্মনা ॥

বৈশ্বাস্ত্র মানসা জ্ঞেয়াঃ শূদ্রাত্মেনাশ্চ মন্দগাঃ।

ন তেষাং সঙ্করঃ কশ্চিদ্রম্যাপ্রমুক্ততঃ কাচৎ ॥

তেজসন্তান্দ্রদীয়ন্ত নির্ম্মিতা বৈ পুরা ময়া।

ভেত্যো বেদাশ্চ চত্বারঃ সরহস্তা মর্য্যেদিতাঃ ॥” (২ঃ৩০-৩১)

ভবিষ্যপুরাণেও ঠিক ঐরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

“জম্বুদ্বীপাৎ পরং বস্যাচ্ছাকদ্বীপমিতি স্মৃতম্।

তত্র পুণ্য জনপদাশ্চাত্ত্বর্বর্ণসমাবৃত্তাঃ।

মগাশ্চ মগধাশ্চৈব মানসা মন্দগাত্মনা।

মগা ব্রাহ্মণভূমিষ্ঠা মগধাঃ ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ।

বৈশ্বাস্ত্র মানসা জ্ঞেয়াঃ শূদ্রাত্মেনাশ্চ মন্দগাঃ ॥

ন তেষাং সঙ্করঃ কশ্চিদ্রম্যাপ্রমুক্ততঃ কাচৎ।

ধর্ম্মতাব্যভিচারদ্বাদেকান্তস্থানঃ প্রজাঃ।

ভেত্যো বেদাশ্চ চত্বারঃ সরহস্তা মর্য্যেদিতাঃ।

তেজসন্তে মদীয়ন্ত নির্ম্মিতা বিশ্বকর্ম্মণা।

বেদোদৈকবিবৈধেভ্যোদৈঃ গরৈস্তু হৈমর্যা কৃতৈঃ ॥”

(ভবিষ্যপুরাণ ১ঃ৩৯। ৭০-৭৭)

জম্বুদ্বীপের পর বিখ্যাত শাকদ্বীপ, তথ্য চাতুর্বর্ণ্যসমাস্কৃত জনপদ আছে। সেই জনপদের (ও তজজনপদবাসী চারি জাতির) নাম মগ, মগধ, মানস, ও মন্দগ বা মন্দস। মগগণ ব্রাহ্মণ, মগধগণ ক্ষত্রিয়, মানসগণ বৈশ্ব এবং মন্দসগণ শূদ্র বলিয়াই গণ্য। তাহাদের মধ্যে সঙ্কর বর্ণ নাই, সকলেই ধর্ম্মাশ্রিত। স্বর্ঘ্যের কোন প্রকার ব্যভিচার না থাকায় প্রজাগণ একান্তই সুখী। আমার (অর্থাৎ স্বর্ঘ্যের) তেজঃ দ্বারা তাহারা বিশ্বকর্ম্ম কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। তাহাদের জন্ত বেদোক্ত বিবিধ ত্তোত্র ও গুহ্য বিবরণ দ্বারা আমি চারি বেদ প্রকাশ করিয়াছি।

উপরোক্ত পৌরাণিক প্রমাণে শাকদ্বীপে যে চারি বর্ণ ছিল, তাহা কে আর অস্বীকার করিবে? * মহাত্ম্যেতের ‘মশক’ ও

* পাকিস্তান গভির্ভাগও এক্ষণে শাকদ্বীপকে আধারজাতি বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। (Encyclopedia Britannica, 9th ed Vol. xxi, p. 516)

উবিযোক্ত 'মসগ' নামক কজির জাতিই যে গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোদোটাস ও ট্রাবো প্রভৃতি কর্তৃক *Masegetae* অর্থাৎ মসগ নামে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। শাকিতই বা শাকদ্বীপে * এই মসগ বাতীত অপর জাতির বাস ছিল, তাহাও গ্রীক ঐতিহাসিকগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দিওদোরস্ আরও লিখিয়াছেন, যে, সেই মসগ প্রভৃতি বীর জাতিই অসুর (Assyria) ও মধ্য (Media) অঙ্গ করিয়া অরক্সেসতীরে† 'সৌরমতীয়' (Sauromatian = হৃষ্যোপাসক মগ ?) —দিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ভাগবতাদি কোন কোন পুরাণে লিখিত আছে যে, প্রিয়ব্রতের পুত্র মেধাতিথি শাকদ্বীপের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। সুতরাং অতি প্রাচীন কালে আৰ্য্য প্রভাব-বিস্তারের সহিত এখানেও যে চাতুবর্ণ-সমাজ গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনেকের বিশ্বাস যে, মধ্য এশিয়াবাসী প্রাচীনতম আৰ্য্য-সন্তানগণ ভারতে আসিয়া উপনিবেশ করিবার পর, এখানকার ব্রহ্মবর্ত্ত-প্রদেশে চাতুবর্ণী সমাজ গঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন সে সকল কথা প্রকৃত বলিয়া বোধ হইবে না। বৈদিক আৰ্য্যদিগের সময় হইতে যে চারিবর্ণ স্থির হইয়াছিল, মধ্য এশিয়া হইতেই যে বর্ণবিভাগের সৃষ্টি, তাহা এখন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইতেছে না। ইরানীয় (আৰ্য্য) ও তুরানীয় উভয় প্রাচীন সমাজেই যে বর্ণভেদ বিদ্যমান ছিল, তাহা পুরাণাখ্যান হইতে অনেকটা জানা যাইতেছে।

যাঁহারা প্রচলিত পুরাণ-সমূহের আখ্যানসমূহ অতি প্রাচীন বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের বিশ্বাসের অস্ত্র আমাদের ক্ষেত্রোক্ত চারি বর্ণ-বিভাগ ও প্রাচীন পারসিকগণের আদিম ধর্ম্মশাস্ত্র জন্ম অবস্থা উল্লেখ করিতে পারি। জন্ম অবস্থার অন্তর্গত 'বল্ল' নামক বিভাগে ১ আধ্বব, ২ রণএস্তাও, ৩ বাশ্‌ত্রিয়-ক্‌স্‌যুন্ট ও ৪ হুইতি এই চারিবর্ণের উল্লেখ আছে। (বল্ল ১২৮৬)। যন্ত্রের সংস্কৃত-টীকাকার নেত্রিওসিংহ ঐ চারি শব্দের যথাক্রমে অর্থ করিয়াছেন, ১ আচার্য্য, ২ কজির, ৩ কুটুম্ব ও ৪ প্রকৃতি-কর্ম্ম। এই চারি প্রকার লোকের উল্লেখের পূর্বেই বল্ল (১২৮৪) দেখা যায়, "এই যে আদেশ অহরমজ্জ বলিতেছেন, তাহা চারি পিত্র বা শ্রেণীই গ্রহণ করিবে।" এতদ্বির যন্ত্রের অস্ত্রস্থলেও (১৪১২) লিখিত আছে—আধ্বব (বা 'আচার্য্য'), রণএস্তাও

('রথহ' বা কজির) এবং বাশ্‌ত্রিয়-ক্‌স্‌যুন্ট ('কুটুম্ব' অর্থাৎ বৈশ্র) এই তিন শ্রেণীই মজ্জীয় ধর্ম্মের শক্তিবন্ধন। এই ভারতেও যেমন প্রথম ত্রিবর্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও আৰ্য্যসমাজের শক্তি বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, অগ্নিপূজক ইরাণিদিগের সুপ্রাচীন ধর্ম্ম-গ্রন্থেও তাহাই দেখিতেছি। অবস্থা-শাস্ত্রের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করিয়া পাশ্চাত্য-পণ্ডিত কার্ণ সাহেব লিখিয়াছেন,—

"It is thus established that according to the Zend Avesta the first class (*pishtra*) consists of teachers or priests, of *Brahmans*, the second of knights, *Kshatriyas*, exactly in India consequently a division of the nobility into *Brahmans* and *Kshatriyas*, and the precedence of the former over all the classes, is not the work of the Indian Brahmins." *

শাকদ্বীপের যে স্থান নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমান পারস্যদেশের উত্তরাংশ হইতেই শাকদ্বীপের সীমা আরম্ভ। অবস্থা পারসিকদিগের প্রাচীনতম ধর্ম্মশাস্ত্র। এই অবস্থায় যখন (আবৃত্তিক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক জরথুষ্ট্রের সময়) চারিবর্ণের এসক পাওয়া যাইতেছে, তখন শাকদ্বীপের চারিবর্ণ সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকিতেছে না।

পারস্য রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায়, খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে দ্বিতীয় বা শাকদ্বীপীয়গণ অভিশয় প্রবল হইয়াছিল। পারস্যসম্রাট্‌ দরায়ুস্‌ জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া ৫১৫ খৃঃ পূঃ অর্কে সেতুসংযোগে বস্করাস্‌ প্রণালী ও দানিয়ুব নদী উত্তীর্ণ হইয়া শকদিগের রাজ্যে প্রবেশ করেন; কিন্তু তিনি বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন। আরও আমরা জানিতে পারি, উত্তর-মধ্যের (Media) রাজ্যরাই সর্ব্বপ্রথম আবৃত্তিক জরথুষ্ট্র-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। হিরোদোটাস্‌ লিখিয়াছেন, পারস্য সম্রাটগণ উত্তরমজ্জদিগের (Medians) মধ্য হইতেই পূর্ব্বতন পারসিক পুরোহিত নির্বাচিত করিতেন, সেই সকল অগ্নিপূজক পুরোহিতগণ মগ বা মগব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকগণ অনেককেই লিখিয়াছেন যে, শাকদ্বীপীয়গণ (Scythians) সমস্ত উত্তর মজ্জে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন ও সৌরমতীয়দিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সৌরমতীয় বা হৃষ্যোপাসকগণ পারসিকদিগের নিকট মণ্ডু বা মগ, হিন্দুপুরাণে 'মগ' বা 'মগস' এবং প্রাচীন গ্রীকদিগের নিকট 'মগী' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

কাল ক্রমে সেই মগ-পুরোহিতদিগের প্রভাব সমস্ত সভ্য জগতে প্রচারিত হইয়াছিল। বহুকাল ধরিয়া পারস্যের প্রতাপ-

* See Pinkerton's Researches on Goth. Vol. II. and Tod's Rajasthan, Vol. 1. 57-61.

† বর্ত্তমান নাম অক্সাস, মহাত্ম্যাতোক্ত চক্ষু। টড্‌ উক্ত করিয়াছেন, "Sakitai, a region at the fountains of the Oxus and Jaxartes, styled Sakita from the Sacae."

See D. Anville's Anc. Geog.

* Indische Theorien over de standenverdeling, p. 11.

শালী সন্ধ্যাপন এই মন-পুরোহিতগণের প্রার্থনা ও দিব্য
বীকার করিয়া গিয়াছেন। এই মন-পুরোহিত-কবীর হৃৎস্পন্দ
জরপূর করিমুখা প্রবর্তন করেন এবং তরুণলক্ষ অবস্থা-পাত্র
প্রচার করিয়া বৃহ, বীভূতী, চৈতন্যবিহার সন্ধ্যাগতে অবি-
নয়ন ন্যাস রাখিয়া গিয়াছেন।

পাক্কা মত।

বর্তমান পরমতত্ত্ববিদ ও ভৌগোলিকগণ বিশেষ অহমত্বান
যায়া গ্রীক ইতিহাসোক্ত দ্বিতীয় জাতির (Scythian) বাসভূমি
সিথিয়াকেই (Scythia) প্রাচীন শাকবীপ বলিয়া উল্লেখ করিয়া
থাকেন। সভ্যতা ও জ্ঞান মার্গে অগ্রসর হইয়া গ্রীকেরা নানাব্যানে
গমন করিয়া উপনিবেশ করিতে সচেষ্ট হন। খৃষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দীর
মধ্যভাগে এক মল গ্রীক কলুসাগরের উত্তর উপকূলে বসবাস
করিতে আরম্ভ করে। তখন তাহার কুব রাজ্যের দক্ষিণস্থ
ভূপার্জিত টেপী নামক গ্রামের ভাগে স্কোলোটি (Scoloti)
নামক জাতিকে বাস করিতে দেখিতে পায়। ঐ স্কোলোটি
জাতিকে প্রকৃত নামে বর্ণিত না করিয়া গ্রীকেরা ভাষাগত
দ্বিতীয় নামে অভিহিত করে। তদবধি শাকবীপেরা প্রাচ্যতন
অধিবাসীর ইতিহাসে দ্বিতীয় নামে স্থান পাইরাছে।

হেরোডোটাস (Strabo, VII, p. 300) ৮০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে এবং
হেরোডোটাসের (Herod IV. 15) বর্ণনার ৬৮২ খৃঃ পূঃ অব্দে
শাকবীপবাসীর বাণিজ্যপ্রভাবের পরিচয় আছে। গ্রোকাসনাস-
বাসী আরিস্টারস দ্বিতীয়গণের মধ্যে এসিয়ায় বাণিজ্যবিষয়ে সবি-
শেষ অবগত ছিলেন। হিরোডোটাস ও হিপোক্রেটিসের লিখিত
বিবরণী বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিলে উপলব্ধি হয় যে, দ্বিতীয়
জাতির বাসভূমি বহুকাল ধরিয়া যুরোপের দক্ষিণপূর্বাংশেই ছিল
এবং তাহার আশে পাশে শব্দীয়, বৃশিনী, গোলিনী, থাইসাপেটি
ও আটরকি প্রভৃতি কএকটি ভিন্ন ভিন্ন জাতি ছিল। দ্বিতীয়গণ
ইহাদের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধে এত বনিষ্ট হইরাছিল যে,
তাহাদের পরম্পরের মধ্যে আচার ব্যবহারে কতক সাদৃশ্যও
বেধা বাইত। এই কারণে গ্রীকগণ তাহাদিগকেও দ্বিতীয় বলিয়া
আখ্যাত করে।

হিরোডোটাস (IV. 101) লিখিয়াছেন যে, ক্রিষা প্রদেশের
ভূপরিমাণ ৪০০০ বর্গ-টোডিয়া এবং ইহা উত্তর হইতে পলাস-
নিওটিস ও সমুদ্রতীর হইতে মেলাকলিনী পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু
তাঁহার এট উক্তি হইতে দ্বিতীয় প্রদেশের প্রকৃত সীমা নির্দেশ
করা যায় না। তবে মোটামুটি এইমাত্র বলা যায় যে, উহা
যুরোপের দক্ষিণপূর্বাংশে কার্পেথিয়ান পর্বতমালা ও টানাই
(ডুন) নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। তিনি আরও বলেন
যে, এই দ্বিতীয় বা শকজাতির অধিবাস এসিয়াভূত্যাগে ছিল।

ইহার যোড়োল জাতিই এক অংশ হইতে পারে। মসগ
(Massagetae) জাতি কর্তৃক জয়ভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া
ইহার আরাকস (Araxes) নদী উত্তরণপূর্বক উত্তরণে
যুরোপে সন্ধ্যাগত হন এবং তথাকার জিমেরিয় (Cimmerians)-
বিশিষ্টে ভাড়াইয়া আপনাদিগকেই বাস করে। শকদিগের
বাসভূমি পরে শাকীয় হইতে সায়থী (Scythae) আখ্যাত
হয়। কোন সময়ে শাকবীপবাসী শকগণ যুরোপে বাইরা
উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহা নিরূপণ করিবার উপায়
নাই। তবে যদি রাজা আর্জিসের রাজত্বকালে ৬০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে
ক্রিমারিয়গণের লিডিয়া-লুঠন শকজাতিকর্তৃক পরাজয়ের
পরবর্তী কারণ বলিয়া গণনা করা হয়, তাহা হইলে উক্ত
পূর্বকই যুরোপে শকজাতির অভ্যুদয় ঘটয়াছিল বীকার করা
বাইতে পারে।

যুরোপে আসিয়া শকগণ যে কেবল ক্রিমার দক্ষিণস্থ দ্বিতীয়
ট্রেপী প্রান্তরে আবদ্ধ ছিল, তাহা নহে, কৃষিকার্যের জন্য সেই
প্রাচীন ভূগ-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া তাহার ক্রমে ক্রমে নদী-
তীরবর্তী স্থানসমূহ অধিকার করিয়া লয়। অসুতা ও গানিউব
(Atlas and Ister) নদীর মধ্যবর্তী গ্রেটওরালিয়া প্রদেশও
তাহাদের করতলগত হইরাছিল। উহার উত্তরাংশে
ট্রান্সলতানিয়া দেশে আগখাগিয়ান্ জাতির উপনিবেশ ছিল।
উহার আধ্যাক্ষসমুদ্র এবং খেণীয়দিগের আচারসম্পন্ন।
নিষ্টার (Dniester) নদীর কুল বাহিয়া গ্রীকেরা বতস্বর হইতে
সমর্থ হইরাছিলেন, ততদূরেই তাঁহার শকজাতির বাস দেখিতে
পান। বাগনবীর তীরে তাঁহার বনভাবাপন কামিপিডি
নামক এক শকজাতি (Graeco-Scythian Callipides)
এবং উত্তরনদীর এক্সাপিয়ারাস নামক পূর্বশাখার কুলে ক্রিমকর্ষ-
নিরত অপর একটি শক-উপনিবেশ দেখিয়াছিলেন। উহার
শতাব্দি রপ্তানী করিত। নিগার নদীর বামকূলস্থ “বনভূমি”
জাতিক্রম করিয়া আর একটি শকজাতির উপনিবেশ পাওয়া
যায়। ইহার বোরিসেনিয়ান্ নামে প্রসিদ্ধ। গেরহ বা কন্ডার
নদীসীমা পর্যন্ত পূর্বদিকে ক্রিমবীরা ও ভ্রমণশীল শকজাতির
বাস ছিল, তাহার হিপাকাইরিস্ বা বোলোজানার নদী-
সৈকতবর্তী উর্বরপ্রদেশেই বাস করিত। গেডুহ নদীর
পূর্বাংশে ক্রিমিয়া পর্যন্ত রাজ-শকদিগের (Royal hord of
Scythians) অধিকার বিস্তৃত হইরাছিল। ইহার দক্ষিণে
পার্কত্য টোরিয় জাতির বাস। আলকুসগরের উপকূল ব্যাপিয়া
ক্রিম ও ডুন নদী পর্যন্ত পুনরায় রাজশকদিগের অধিকার
ছিল। এখান হইতে ট্রেপীর অভিমুখে ১০ দিনের পথ অভি-
ক্রম করিয়া আসিলে বেলারুসী জাতির বাসভূমি দেখা যায়।

উপরে যে শকজাতির উপনিবেশের বিষয় বিবৃত হইল, তাহা হইতে বুঝা যায় যে শকগণ যুরোপে আসিয়া বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণশীল জাতির দ্বারা বাস করিয়াছিল। তৎকালে তাহারা প্রাচীন শকজাতির বোদ্ধ প্রকৃতির কিছুমাত্র পরিচয় দেন নাই। হিপোক্রোটিসের সময় পৰ্য্যন্ত (Ed. Littri, II. 22) যুরোপীয় শকেরা অজ্ঞাত বর্ষরজাতির দ্বারা বিশেষ বলিষ্ঠ ও বীৰ্যবন্ত বলিয়া জ্ঞাতপ্রাপ্ত হয় নাই। তৎকালে তাহারা দড়কার, মাংসল ও রক্তাভবর্ণবিশিষ্ট স্বাস্থ্যবান্ পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইলেও তাহারা সাহসিকতার বিশেষ পরিচয় দিবার অবসর পায় নাই। আমরক ও বাতের পীড়ার এবং ধ্বজভঙ্গ ও বজ্রাবোগে শকেরা বিশেষ কষ্ট পাইত।

হিপোক্রোটিসের বর্ণনা পাঠ করিয়া মনে হয়, এই শকজাতি মোঙ্গোলীয় বংশপ্রস্থত। অধ্যাপক A. Von Gutschmid বলেন, আকৃতগত সাদৃশ্য দেখিয়া একদিগকে মঙ্গোল জাতীয় বলা সমীচীন নহে। কারণ ঐ ভূগপ্রান্তরের অধিবাসীমাত্রেয়ই দৈহিকগঠন ঐরূপ দেখা যায়। জিউস (Zeus) শকজাতির দ্বারা পর্যালোচনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে এই জাতি আৰ্য্য এবং উপনিবেশিক ইরানীয়দিগের একটি শাখামাত্র। কিন্তু এ বিষয়ে হিরোদোটাসের উক্তিই অধিকতর প্রমাণ (Herod. IV. 117)। তিনি বলেন শক ও শর্শতীয় জাতির তাহা পরস্পর অনুরূপ। শর্শতীয় জাতি নিঃসন্দেহ আৰ্য্যসমাজ-ভুক্ত এবং একটি মধ্য উপনিবেশ (Median colony) বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে (Diod. II. 43, Pliny. VI. 19); এতদ্বারা উপলব্ধি হয় যে ঐ সময়ে অক্ষ ও জঙ্কতেশ নদীদ্বয়ের অধিবাসিকভুক্ত তুণময় পাণ্ডুর হইতে হাক্কেরীরাজ্যের পুণ্ড্রাস পৰ্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ ভ্রমণশীল আৰ্য্যজাতিসমূহের অধিকৃত হইয়াছিল।

শকজাতির দেবতাদের বৈরূপ বর্ণনিত হইয়াছে, তাহা একমাত্র আৰ্য্য দেবতা মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। তাহাদের রক্তনশালার প্রধান অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম তবিভী। ইনিষ্ট দেবভাগণের সর্বাশ্রেষ্ঠা। তৎপরে স্পার্গপতি পাপিয়ুস ও তৎপত্নী পৃথ্বীদেবী আপিয়া, সূর্য্যদেব ইতোসিফুস। অরিন্সা তাহাদের প্রজননদেবতা (goddess of fecundity), ইনিষ্ট আবার স্বর্গের রানী বলিয়া কথিত। হিরোদোটাস 'হিরাক্লিস' ও 'আরেক্স' এই গ্রীক নাম দিয়া দুইটা শকদেবতার উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ দুই দেবতা সকল সম্ভ্রম্যের শকদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয়। রাজ-শকদিগের মধ্যে ধর্ম্মমাসদস নামে এক দেবতা আছেন। ইনি সমুদ্রদেব বলিয়া উক্ত হন। এই সকল দেবতা তাহারা প্রাকৃত ইরানীয় শক্তি অহুসার মূর্তিপ্রতিষ্ঠা-

পূর্বক অলঙ্কারাদি দ্বারা সাজাইত না এবং তাহাদের জন্ত বেদী ও মন্দির নির্মাণ করিত না। কেবল একটি বেদীর উপর কাঁটা গাছের ডাল স্তূপাকারে রাখিয়া তন্মধ্যে একখানি তরবারি উজ্জ্বল দীপ্ত করাইয়া আরেকসমুদ্রি করিত হইত।

গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোদোটাস পারস্তপতি দারয়বুসের (Darius) পূর্ব্বে ৭জন শাকপতির উল্লেখ করিয়াছেন যথা—স্পার্গ-পীঠ (Spargapeithes), লিয়ক (Lycus), গ্নু (Gnurus), সৌলিক (Saulius) ও ইদন্থুরস (Idanthyrus)। স্পার্গপীঠের সময় (৬৫৬ খৃষ্ট পূর্ব্বে) ওলবীর সহর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইদন্থুরসের সময় (৫১৩ খৃষ্ট পূর্ব্বে) দারয়বুসের সহিত শাক-দিগের যুদ্ধ বাধে এবং পারস্তপতির হস্তেই শাকগণের প্রস্তাব স্বীকৃত হয়।

যুরোপের দক্ষিণাংশস্থিত পারস্তাধিপের নবাবিকারভুক্ত জনপদসমূহ যখন যবন (Ionian) বিপ্লবে বিপর্য্যস্ত, সেই সময় শাকেরা খেস জয় করিয়াছিল। তাহাদের আক্রমণে ভীত হইয়া মিলতিয়ারিস (৪৯৫ খৃঃ পূর্ব্বে) রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। এই সময় পাছে শাকেরা এলিয়া আক্রমণে অগ্রসর হয়, এই আশঙ্কায় দারয়বুস আর্বিবস নগরী ত্যাগ করেন। (Strabo, xiii. p. 591.) শাকেরাও এই সময়ে এলিয়া বিজয়ে সাহায্য পাইবার আশায় ক্লিওমেনেসের নিকট স্পার্টার দূত পাঠাইয়াছিল। (Herod. vi. 84) শাকপতি স্কাইলেসের (Scyles) সময় হইতেই যুরোপীয় শাকগণের জাতীয় চরিত্র পরিবর্তনের ও অধোগতির সূত্রপাত। উক্ত শাকপতি গ্রীক রীতি অবলম্বন ও বাকাস উৎসবে যোগদান করার প্রাণ হারাইয়া ছিলেন।

ইহারই পর শাকজাতির পালি নামে এক শাখা ডন নদী পার হইয়া পূর্ব্বে হইতে আসিয়া 'নাপ' নামক অপর এক শাখাকে পরাজয় করেন। এই সময় হইতেই এই জাতির মধ্যে অন্তর্বিপ্লবের সূত্রপাত। পেরিস্পানের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে হিরোদোটাসের সময় শাকদিগের বৈরূপ বিস্তৃত অধিকার ছিল, এসময়েও (৩৪৬ খৃঃ পূর্ব্বে) তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই, কেবল পূর্ব্বে সামান্য পরিবর্তন হইয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বেই সৌরমতীরগণ ডন নদী ছাড়িয়া আধকার বিস্তার করিয়াছিল। অতিস (Atas) তখনও পূর্ব্বেসীমান্ত স্বদীয় রাজ্য-শাসন করিতেছিলেন। ৩১৯ খৃষ্ট পূর্ব্বে মাকিদনপতি ফিলিপ দ্বিতীয়ের নিকট অতিসকে পরাজয় করেন। দিক্‌শোরস লিখিয়াছেন যে সৌরমতীররাই স্বদীয় অধিবাসীদিগকে (৩৪৬ হইতে ৩০৯ খৃষ্ট পূর্ব্বে) সমূল উচ্ছেদ করিয়াছিলেন। বাহা হউক, মাকিদনের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্যান্‌ডাত্য জগৎ হইতে শাকদিগের

“इहो, श्री कण्ठहारामोदकः इति पुनः विनोदः” (मधु ३:५२८१)

শাক্যিক (হি) শকল (কলকর্ম্মভাষ্যসংখ্যানঃ। পা ৪।১২) ইত্যত্বাচ্চৈকাত্ম্য শাক্যিকঃ কদমিকঃ। শকল-
নব্বী। (সিদ্ধান্তঃকৌ°)

শাক্যল (পুং) শকল (গর্গাদিত্যো বঙ্ক। পা ৫।১।১০৫) ইতি
অপত্যার্থে বঙ্ক। শকলেব গোত্রাপত্য। (শত° ভ্রা° ১১।৩।৩০)

শাক্যলয়না (স্ত্রী) শাক্য (শোভিতা দকতন্ত্বেঃ। পা
৪।১।১৮) ইতি ক, ভীষ্ম। শাক্যলোর পত্নী।

শাক্যবর (পুং) জীবনাক। (পথ্যায়মুক্তা°) দ্বিগং টাপ্।
শাক্যবরা, (বৈয়াকরণ°)

শাক্যবাট (পুং) শাক্যের বাগান, শাক্যবনীর বাগান।

শাক্যবাটী (স্ত্রী) শাক্যের বাগান।

শাক্যবিল্ব (পুং) শাক্যবিল্ব, বাস্তাক, গাছ। (ত্রিকা°)
জীবন্তী শাক।

শাক্যম্বী (স্ত্রী) লতাকরজ। (বৈয়াকরণ°)

শাক্যবাজ (স্ত্রী) শাক্য বীজ। শাক্যকর বীজ, সেতনের
বিচি। ১ শাক্যকর বিচি।

শাক্যবীর (পুং) শাক্যবীরঃ। ১ বাস্তাক শাক। ২ জীবন্তী শাক।

শাক্যবৃত্ত (পুং) শাক্যবৃত্তা বৃক্ষঃ। বৃক্ষবিদেশ, চণিত সেতন
গাছ। (রত্নমালা)

শাক্যশাকট (স্ত্রী) শাক্যনাং ভবনং ক্ষেত্রং শাক্যভবনে ক্ষেত্র
শাকটশাকটী ইতি শাকট। শাক্যক্ষেত্র, শাক্যের বাগান। (হেম°)

শাক্যশাকিন (স্ত্রী) শাক্যক্ষেত্রার্থে শাকিন। শাক্যকর। (হেম°)

শাক্যশাকিনী (পুং) মহানিষ, মণিনিম। (বৈয়াকরণ°)

শাক্যশ্রেষ্ঠ (পুং) শাক্যশ্রেষ্ঠঃ। ১ বাস্তাক শাক, চণিত
বোস্তাক। (রাজনি°) দ্বিগং টাপ্। শাক্যশ্রেষ্ঠা ১ শাক্য
জীবন্তী লতা। ২ লতা বৃক্ষভী। ৩ বাস্তাক। ৪ বৃক্ষ ও লতা,
কুমড়া গাছ। ৫ তরুণ লতা। (বৈয়াকরণ°)

শাক্য (স্ত্রী) স্ত্রীতকা।

শাক্য (স্ত্রী) শাক্য ইত্য আখ্য। যন্ত। পত্নী পুত্ৰাদি। বাজনাযোগ্য
পত্নী পুত্ৰাদিকে শাক্য কহে। অমরটীকাকর ভরত শাক্য শাক্যের
বংশপতি এইরূপ করিয়াছেন যে---বাহা হোজন করিতে পক্ষ
হওয়া যায়, তাহাই শাক্য। এই শাক্য দশ প্রকার, যথা ১ মূল,
২ পত্র, ৩ ক্রীড়, ৪ অগ্র, ৫ ফল, ৬ কাণ্ড, ৭ অন্তরীক, ৮ বৃক্ষ,
৯ পুষ্প, ১০ করক। এই দশ প্রকারের লক্ষণ এইরূপ আছে,
মূলক প্রভৃতি বহু মূল, পটোল প্রভৃতি পত্র, বংশাজুগদি ক্রীড়
বেদাদি অগ্র, কুম্ভাদি ফল, উৎপল প্রভৃতির নাকী কাণ্ড,
তালান্দ প্রভৃতির মজ্জা অন্তরীক, মাতুলুগদি বৃক্ষ, কোবিলার
প্রভৃতি পুষ্প, ভাজিকা অর্থাৎ বেগুন ছাতা প্রভৃতিকে করক। ১১
দশ প্রকার শাক্য। এই সকল বস্তুই তখন করা যায় এইমত শাক্য।

“বাজনযোগ্য পত্নীপুত্ৰাদি শাক্যপত্ন্যাং আখ্য। কলম্বাদি-
এহঃ। বহুতং—

মূলপত্রক্রীড়াগলকাকাদিরূপকং।

মূলপুষ্পং করকট্টকং শাক্যং দশবিধং বহুতং।

তত্র মূলং মূলকাদেঃ। পত্রং পটোলাদেঃ। ক্রীড়ং বংশাজুগদি।

অগ্রং বেদাদেঃ। ফলং কুম্ভাদাদেঃ। কাণ্ডং উৎপলানিনাদী।

অন্তরীকং তালান্দমজ্জা। বৃক্ষং মাতুলুগাদেঃ। পুষ্পং কোবি-
লারাদেঃ। করকং ভাজিকা। শাক্যে ভোক্তব্যমেনেনতি শাক্যঃ।”

(ভরত) ২ শাক্যবৃক্ষ, সেতনগাছ। (রত্নমালা) ৩ শাক্যশাক্যার্থে।

শাক্য (স্ত্রী) শাক্য অজনিব। মচি। (রাজনি°)

শাক্য (পুং) শাক্য অজি অণ্। শাক্যকণ, শাক্যভোজী।

শাক্য (স্ত্রী) শাক্যবৃত্তমূল, মণ্যপলোপিকর্ম্মবায়ঃ। শাক-
যুক্ত অগ্র, শাক্যশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। ইহার গুণ—লেখন, উষ্ণ, কক্ষ
ও দোষবর্জক।

“শাক্যঃ লেখনং চোক্ষং কক্ষং বৈ দোষপ্রাণকম্।”

শাক্য (স্ত্রী) শাক্য অজি যন্ত। ১ বৃক্ষ, চণিত তেঁতুল।

২ চৈতন্য, তেঁতুলের ত্বল। (রাজনি°)

শাক্যভেদন (স্ত্রী) শাক্যঃ ভেদনক। চূক্ষ। চূক্ষ নামক

কাঙ্ক্ষভেদ। (রাজনি°)

শাক্যায়ন (পুং) শাক্য গোত্রাপত্যং শাক্য (গোত্রে কুম্ভাদিত্যো-
বঙ্ক। পা ৪।১।১৮) ইতি অপত্যার্থে বঙ্ক। শাক্যের
গোত্রাপত্য।

শাক্যায়িনী (পুং) শাক্যের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১৮)

শাক্যায়িনী (পুং) শাক্যের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১৮)

শাক্যায়িনী (পুং) শাক্যের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১৮)

শাক্যায়িনী (পুং) শাক্যের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১৮)

শাক্যায়িনী (পুং) শাক্যের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১৮)

শাক্যায়িনী (পুং) শাক্যের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১৮)

শাক্যায়িনী (পুং) শাক্যের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১৮)

শাক্যায়িনী (পুং) শাক্যের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১৮)

শাক্যায়িনী (পুং) শাক্যের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১৮)

শাক্যায়িনী (পুং) শাক্যের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১৮)

শাক্যায়িনী (পুং) শাক্যের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১৮)

শাক্যায়িনী (পুং) শাক্যের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১৮)

শাক্যায়িনী (পুং) শাক্যের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১৮)

শাক্যায়িনী (পুং) শাক্যের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১৮)

শাক্যায়িনী (পুং) শাক্যের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১৮)

শাক্যায়িনী (পুং) শাক্যের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১৮)

শাক্যায়িনী (পুং) শাক্যের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১৮)

শাক্যায়িনী (পুং) শাক্যের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১৮)

শাক্যায়িনী (পুং) শাক্যের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১৮)

শাক্যায়িনী (পুং) শাক্যের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১৮)

শাক্যায়িনী (পুং) শাক্যের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১৮)

শাক্যায়িনী (পুং) শাক্যের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১৮)

শাক্যায়িনী (পুং) শাক্যের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১৮)

প্রাকপজা ত্রীয়া ত্রাৎ তৃতীয়া বৈশ্ববৈকী।

আত্মপুং: সবা কার্যা মাংসৈরভ্যভবেত্তথা।

শাকৈ: কার্যা তৃতীয়াভাবেষা ত্রয়াগতো বিধি: ॥ (প্রাচীনতঃ)

শাকাক্ষমী (স্ত্রী) গোপকান্তনমাসের কৃষ্ণাক্ষমী। এই দিন শাকাক্ষিকা শ্রদ্ধ করিতে হয়।

শাকিন্ (ত্রি) শক্তিযুক্ত, সামর্থ্যবিশিষ্ট।

“অর্চা শক্রায় শাকিনে শচীবতে” (শক্ ১৫৪২)

‘শাকিনে শক্তিযুক্তায় শক্তি-শাক: শকশক্তো ভাবে যঞ্, মত্বর্ধীর ইনি:’ (সায়ণ)

শাকিনিকা (স্ত্রী) শাকিনী।

শাকিনী (স্ত্রী) শাকোহন্ত্যত্রৈতি শাক-ইনি, ত্রিরাং স্ত্রীপ্।

১ শাকযুক্তা ভূমি, শাকবাটিকা, শাকের ক্ষেত।

“শকট: শাকিনী গাবো জালম্প্পক্ষনং বনং।

অনুপং পক্ষতো রাজা হৃভিক্ষে নববৃত্তয়: ॥

শকটো ধাত্তাদিবহনধারেরোপজীব্য:।

পত্রং পুষ্পং ফলং কন্দং নালং সংশ্বেদজং তথা।

শাকং বড়্ বিধমুদ্বিষ্টং গুরু বিভাৎ যথোত্তরম্ ॥

ইতি বৈভোক্ত শাকযোগ্যাৎ শাকিনী গৃহবাটিকা শাকাজা-
হরণেন।” (আহিকতঃ)

২ ছর্গীর অম্বচরী শৈবীশিষ্য। দিক্‌সমূহে ডাকিনী, বোগিনী,

শাকিনী প্রভৃতির পূজা করিতে হয়।

“ডাকিনী বোগিনী চৈব খেচরী শাকিনী তথা।

দিক্‌পূজ্যা ইমাদেব্য: হৃসিদ্ধা কণদারিক্য: ॥” (কাত্যায়নীকর)

তন্ত্রসারেও শাকিনীর পূজার বিষয় লিখিত আছে।

তারাদেবীর ত্রাসস্থলে লিখিত আছে যে ঘটচক্রের মধ্যে বিগুচ্ছাধ্য
মহাচক্রে শাকিনীর সহিত সদাশিবকে অকারাদি বোড়শ স্বর
সংযুক্ত করিয়া ত্রাস করিতে হয়।

“বিগুচ্ছাধ্যো মহাচক্রে বোড়শস্বরসংযুক্তং।

সদাশিবং শাকিনীম্ বিজ্ঞসেৎ পূর্ববৎ তত: ॥”

(তন্ত্রসার—তারাত্রাস)

শাকিনীত্ব (স্ত্রী) শাকিত্বা: ভাব: য। শাকিনীর ভাব বা
ধর্ম, শাকিনীর কার্য।

শাকী (স্ত্রী) শাকক্ষেত্র।

শাকায় (ত্রি) শাকের অদূরভ্রমস্থান। (পা ৪২১০)

শাকুণ (ত্রি) ১ পরোত্তাপী, অপরের পীড়াদায়ক। অস্ত্রের
ক্লেশদায়ক। ২ পাক্ষধর্মী।

শাকুন (পুং) শকুনমধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থ: শকুন-অণ্। পণ্ডপক্ষী
প্রভৃতি দ্বারা বহুস্বরের শুভাশুভনির্ণায়কগ্রন্থ, শাকুনশাস্ত্র,
শাকচরিত্র, যে শাস্ত্রদ্বারা বায়স প্রভৃতি পক্ষীর ও শৃগালদি

অস্ত্রর শব্দাদি দ্বারা মানবদিগের শুভাশুভ জ্ঞাত হওয়া যায়,
তাহাকে শাকুনশাস্ত্র কহে।

“শুভাশুভজ্ঞাননির্ণয়র হেতুশূনাং য: শকুন: স উক্ত:।

গতি: বয়ালোকনভাবচেষ্টাং সংকীর্ণয়ামো দ্বিপদাদিকানাং ॥”

(বসন্তরাজশাকুন ১স)

বসন্তরাজশাকুনে এবং বৃহৎসংহিতায় এই শাকুনের বিশেষ
বিবরণ দৃষ্ট হয়। বৃহৎসংহিতার লিখিত আছে যে গমনকালে
শকুন বা পক্ষিপ্রভৃতি মানবগণের জন্মান্তরকৃত শুভাশুভ
কর্ম প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাষ্ট শাকুননামে অভিহিত
হয়। পুরাণে শুক্র, হস্ত, বৃহস্পতি, কপিষ্ঠল প্রভৃতি এই
শাস্ত্রের উপদেশ করিয়াছিলেন, পরে বরাহমিহির তাহাদের মত
অবগত হইয়া এই শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। (বৃহৎসং ৮৬ অঃ)

বৃহৎসংহিতায় ৮৬ অধ্যায় হইতে ৯৬ অধ্যায় পর্যন্ত
শাকুনের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। [শকুন শব্দ দেখ।]

শাকুনসূত্র (স্ত্রী) মন্ত্রাংশেষ। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে
যে মৃগপক্ষী প্রভৃতি হঠতে উপদ্রব উপস্থিত হইলে সনাকগ হোম
ও শাকুনসূত্র প্রভৃতি জপ করিবে।

“মৃগপাক্ষিকবিকারেষু কুখ্যাছোমান্ সদক্ষিণান্।

দেবা: কপোতং হাত চ জপুয্যা: পক্ষাভির্ষজৈ: ॥

সুদেবা ইতি চৈকেন দেয়া গাবশ্চ দক্ষিণা।

জপেচ্ছাকুনসূত্রং বা মনোবেদশিরাংসি চ ॥”

(বৃহৎসংহিতা ৪৬৭২-৭৩)

শাকুনিক (পুং) শাকুনান্ হস্তীতি শকুন (পাক্ষমৎস্তমৃগান্-
হস্ত। পা ৪৭৩৩) ইতি ঠক্। পাক্ষস্তা, বাহারা পক্ষী
প্রভৃতি হনন করে। পথ্যায়—জীবাত্তক। (অমর)

শাকুনিন্ (পুং) শাকুনিক, পক্ষিহস্তা।

“নৈশ্চ ত্রী বাক্ষণী মধ্যে প্রমদাহুতিতস্তরা:।

শৌণ্ডিক: শাকুনী হিংস্রো বায়ব্যপশ্চিমান্তরে ॥”

(বৃহৎসংহিতা ৮৬৩১)

শাকুনেয় (পুং) শকুনেরপত্য শকুনি (শুভাদিভাষ্য। পা
৪১১২৩) ১ ভুগুণপক্ষী। (রাজান°) ২ শকুনিপুত্র বৃকাস্তর।
(ভাগবত ১০।৮।৪২) (ত্রি) ৩ শকুনসম্বন্ধী।

শাকুন্তকি (পুং) ১ বোদ্ধুজাতাবশেষ। (পা ৪১৩১৬)
২ বৈশভেদ।

শাকুন্তকীয় (পুং) শাকুন্তকি দেশের রাজা।

শাকুন্তল (পুং) শকুন্তলাপুত্র ভরত।

শাকুন্তলেয় (পুং) শকুন্তলার অপভ্রামিত শকুন্তলা (স্ত্রীভো-
টক্। পা ৪১৩২০) ইতি ঠক্। ১ ভরতরাজ। (ত্রি)
২ শকুন্তলাসম্বন্ধী।

শাক্তাদিক (ত্রি) শকুলার ঋষির গোত্রাপত্য। (পা ৪।২।১১৬)
শাকুলিক (ত্রি) শকুলান্ হন্তি যঃ শকুল (শক্তিমান্ শকুলান্
হন্তি। পা ৪।৪।৩৫) ইতি ঠক্। শকুলহন্তা।

শাকেকু (পুং) ইক্ষুবিশেষ।

শাক্তক (ত্রি) শক্তং লক্ষ্যমী। (পা ৭।৩।৫৩)

শাক্তক (পুং) বৈদিকশাখাত্তম।

শাক্তর (পুং) শকর এবং বার্ষে অণ্। অনভান্, হুং,
বাড়। (হেম)

শাক্তী (স্ত্রী) শক বিভক্তার একতম।

শাক্ত (ত্রি) শক্তিধেবতাভ্যন্ত শক্তি (শাক্ত দেবতা। পা ৪।২।২৪)
ইত্যণ্। শক্ত্যুপাসক, তত্ত্বোক্ত শক্তিমত্ৰোপাসক, বাহার
কালী, তারা প্রভৃতি শক্তিমত্ৰের উপাসনা করেন, তাহাদিগকে
শাক্ত কহে।

শুওমালাত্রে দেবীকে শিব বলিতেছেন,

“মদংশাশ্চৈব যে ভূতান্তে শৈবা নান্ন সংশয়ঃ।

হৃদংশাশ্চৈব শাক্তান্ত সত্যং বৈ গিরিনন্দিনী।

বহুবর্ষসংস্রান্তে শৈবাঃ শক্তিপরায়ণাঃ।

শাক্তা বৈ শকরা দেবী বস্ত কস্ত কুলোত্তমাঃ।

চণ্ডালা ব্রাহ্মণাঃ শূদ্রাঃ কত্রিয়া বৈশ্যসম্বাঃ।

এতে শাক্তা জগদ্ধাত্রি ন মনুষ্যাঃ কদাচন।

পশুস্তি মানুষান্ লোকে কেবলং চর্মচক্ষুযা।

ব্রাহ্মণৈঃ কত্রি়ৈ বৈ শূদ্রৈঃ শূদ্রৈরেব চ জাতিভিঃ।

বামমার্গপ্রভাবেন কর্তব্যং জগৎজননং।

যে শাক্তা ব্রাহ্মণা দেবি কত্রিয়া ব্রাহ্মণাঃ সূতাঃ।

বৈশ্যান্ত ব্রাহ্মণা দেবি সর্বে শূদ্রান্ত ব্রাহ্মণাঃ।

ব্রাহ্মণাঃ শকরাশ্চিৎ জিনেজাশ্চৈশেখরাঃ।”

(শুওমালাত্রে ৭প°)

আমার অর্থাৎ শিবাংশসম্ভূত জন মাত্রই নিঃসন্দেহ শৈব,
এবং তোমার অর্থাৎ দেবী আত্মশক্তির অংশসম্ভব মাত্রই প্রকৃত
শাক্ত। শৈবগণ বহুবর্ষ সাধনার পর তবে শাক্ত হইতে পারে,
কিন্তু যে কোম কুলোত্তর শাক্ত ইচ্ছা করিলেই শৈব হইতে পারে।
আত্মাঙ্গ চণ্ডাল পর্যন্ত শাক্ত মাত্রকেই কখন সামান্ত মনুষ্য মনে
করিও না। চর্মচক্ষু দ্বারা সাধারণে মানুষ বলিয়াই দেখে মাত্র।
ব্রাহ্মণ, কত্রি, বৈশ্য ও শূদ্র যে কোন জাতীর শাক্ত হউন,
বামাচার প্রভাবে তাহাদের জগৎপূজা কর্তব্য। ব্রাহ্মণ হউন,
কত্রিই হউন, বৈশ্য হউন, বা শূদ্র হউন, শাক্তগণকে ব্রাহ্মণ
বলিয়াই জানিবে। এই শাক্তরূপী ব্রাহ্মণগণই সাক্ষাৎ শিব
জিনেজ, চন্দ্রশেখর।

নির্কাণ্ডত্রে আছে (৩য় পটল) —

“শাক্তা এব বিভাঃ সর্বে ন শৈবা ন চ বৈষ্ণবাঃ।

উপাসন্তে যতো দেবীং গায়ত্রীং পরমাক্ষরীম্।”

পরমাক্ষরী দেবী গায়ত্রীর উপাসনা করেন বলিয়া সকল
বিভই শাক্ত, শৈব বা বৈষ্ণব নহেন।

শুওমালাত্রে ২য় পটলে আছে—

“সৌরাণ্যং গাণপত্যান্যং বৈষ্ণবান্যং তথৈব চ।

তন্মতে চৈব শাক্তাঃ স্রাঃ ক্রমশঃ ক্রমশঃ প্রিয়ে।

শূণ্ণু দেবি বরারোহে নান্তি শাক্তাং পরো জনঃ।

শাক্তোহপি শকরঃ সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্মবরপতাক্।

আরাধিতা যেন কালী তারা ত্রিভুবনেশ্বরী।

বোড়শী চৈব মাতঙ্গী ছিন্না চ বগলামুখী।

আরাধিতা মহেশানি স শিবো নান্ন সংশয়ঃ।

অতিগোপ্যং মহেশানি শাক্তানাং পরমং পদং।”

সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব ক্রমাধারে এই ত্রিবিধ আচারে সিদ্ধ
হইলে তৎপরে শাক্ত হইতে পারা যায়। শাক্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
আর কিছু নাই। শাক্তই শিব, সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম স্বরূপ। কালী,
তারা, ত্রিভুবনেশ্বরী, বোড়শী, মাতঙ্গী, ছিন্নমতা, বগলামুখী
প্রভৃতি যাহার নিকট উপাসিত, সেই শাক্তই যে শিব, তাহাতে
সন্দেহ নাই। শাক্তের পরম পদ অতি গোপনীয়। শাক্তেরা
বলিয়া থাকেন যে—

“শক্তিঃ শিবঃ শিবঃ শক্তিঃ শক্তি ব্রহ্মা জনার্দনঃ।

শক্তিরস্ত্রো রবিঃ শক্তিঃ শক্তিস্ত্রো গ্রহা ঋষম্।

শক্তিরূপং জগৎ সর্গং যো ন জানাতি নারকী।”

(শিবাগম ও শ্রীমারহস্ত ৮ পরিচ্ছেদ)

শক্তিই শিব, শিবই শক্তি, ব্রহ্মা বিষ্ণুও শক্তি, ইন্দ্র পৃথ্বী দেব-
গণও শক্তি, চন্দ্রাদি গ্রহগণও নিশ্চয় শক্তি, এই সমস্ত জগৎই
শক্তির বিকাশ, যে শাক্ত ইহা না জানে, সে নারকী।

শক্তি ছাড়া এই সম্প্রদায়ের পূজা বা কোন ধর্ম কর্ম হইতে
পারে না, এজন্য ও ইহারা শাক্ত নামে পরিচিত।

[তত্ত্ব শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

শাক্তসম্প্রদায়ের আবির্ভাবকালনির্ণয়।

ভারতবর্ষে কোন সময়ে শাক্ত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি, তাহা
নির্ণয় করা কঠিন। তত্ত্বের উৎপত্তির সহিত যে শাক্তমত
প্রচারিত, তাহা কতকটা ঠিক। বিশ্বকোবে তত্ত্ব শব্দে লিখিত
হইয়াছে যে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দের পর এবং ৯ম শতাব্দীর পূর্বে
তত্ত্বশাস্ত্রের প্রচার হইয়াছিল।^{১০} কিন্তু পরে আলোচনা দ্বারা
প্রমাণিত হইয়াছে যে তত্ত্ব তৎপেক্ষা বহু প্রাচীন। অথর্ববেদেই
যে তত্ত্বশাস্ত্রের সূত্র প্রকাশিত, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও

১০ বিষ্ণুপুরাণ ৭ম ভাগ ৫০৮ পৃষ্ঠা।

বীকার করিতেছেন।* আপ্যনের হোরিউজী মঠ হইতে “উকীবিবিরধারম্” নামে তালপত্রে লিখিত একখানি তান্ত্রিক পুঁথি বাহির হইয়াছে, সেখানি খৃষ্টীয় ৩ষ্ঠ শতাব্দে আপ্যনে আনীত হইয়াছিল, সুতরাং মূল গ্রন্থে তাহারও বহুপূর্বে লিখিত, তাহা বলাই বাহ্যিক। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে শক্তিপূজা ভারতের সর্বত্রই প্রবেশের প্রচলিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের পূর্বতন কন্ববংশ সপ্তমাতৃকার বিশেষ উপাসক ছিলেন।† সপ্ত মাতৃকাই পূর্বতন চালুক্য-রাজগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া পরিচিত ছিলেন।‡ মালবগণিত বিশ্ববর্ষার ৪৮০ সংবতে (৪২০-২৪ খৃষ্টাব্দে) উৎকর্ষী শিলালিপিতে আছে—

“মাতৃ গাঞ্চ প্রমুদিতবনাত্যর্থনির্হাদিনীনাম্।

তত্রোদ্ধৃতপ্রবলপবনোঘস্তুিতাজ্জানবীনাম্॥

* * * গতামব ডাকিনীসংপ্রকীর্ণম্।

বৈশ্বাত্মাঃ নৃপতিসচিবো কারয়েৎ পুণ্যহতুঃ॥”§

অর্থাৎ পুণ্যলাভের জন্য (উক্ত) রাজার সচিব ডাকিনীগণ-পূর্ণ আনন্দে বিকট জলদানিনাদিনী তত্রোদ্ধৃত-প্রবল-জলানধি-বিক্ষোভকারিণী মাতৃকাগণের মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন।

উক্ত প্রমাণে মধ্যভারতেও তন্ত্রের প্রভাব ও শক্তির উপাসনার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এমন কি খ্রুপ্তসম্রাট স্বল্পোপম মাতৃকাভক্ত বা শাক্ত ছিলেন, তাহাও তাঁহার শিলালিপি হইতে আভাস পাওয়া গিয়াছে।** সুতরাং শাক্তধর্মের উৎপত্তি যে তাহারও বহু পূর্বে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। মুচ্ছ-কটিক নাটকের আরম্ভে বৈরাগ্যে শিবশক্তির স্তুতি আছে, তাহাতেও আমরা খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর পূর্বে শিবশক্তিসাধনমূলক (তান্ত্রিক) প্রেমালিঙ্গন-চিত্রেরই কতকটা আভাস পাই। বথা—

“পাতু বো নীলকণ্ঠঃ কঠঃ স্ত্রীমাধুদোষণঃ।

গৌরী ভূজলোভা বএ বিজ্ঞানেশ্বর রাজতে॥”

ঐরূপ হরপার্বতীর প্রাচীনমূর্ত্তি ভারতের নান্যস্থানে বিস্তারিত। মথুরা ও সাধনাত্মক ভূগর্ভ হইতে শাক্তধর্মের বীজ নিহিত। তাঁহারই চিত্র পাওয়া গিয়াছে, এরূপ স্থলে শাক্তধর্মের কালে যে শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল, তাহা অসম্ভব নহে।

কাহারও মতে বৌদ্ধাচার্য্য নাগার্জুন যে সংশোধিত মহাব্যাসমত প্রচার করেন, তাহাতেই শাক্ত ধর্মের বীজ নিহিত। তাঁহারই চেষ্টায় বৌদ্ধ শক্তিমূর্ত্তি মহাব্যাস সমাজে প্রকাশিত হইয়াছিল।

কিছু আশ্রমের বিদ্বান যে তাঁহার বস্তু মহাব্যাস বৌদ্ধ মহাব্যাসে তান্ত্রিক দেবদেবী বা শক্তিপূজা প্রচলিত হইলেও সৌর ও শৈব-সমাজে তৎপূর্বেই শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল। মহাব্যাসমতে উৎসর্গ পক্ষে—

“হীং ত্রিঃ গাঙ্গীক গাঙ্গারী বোগিনী বোগিনী সনা” ইত্যাদি দেবীস্তোত্রে আদি প্রাচীন কাল হইতেই শক্তিমন্ত্রের প্রচলন আভাস পাওয়া গেলেও তৎকালে শাক্ত সম্রাটের উৎপত্তি অথবা নানা শক্তিমূর্ত্তি পূজিত হইতে কি না, তৎপক্ষে সন্দেহ আছে। ললিতাবস্তুরে এই করুণী দেবপ্রতিমার উল্লেখ আছে—

“শিবদ্বন্দ্বনারায়ণকুবেরচন্দ্রসুখ্যবৈশ্রবণশক্রকলৌকপালপ্রভু-তরঃ প্রভিমা।”

অর্থাৎ বুদ্ধদেবের অন্তরে পর তাঁহাকে শিব, কালিক, নারায়ণ, কুবের, চন্দ্র, সুখ্য, বৈশ্রবণ, ইন্দ্র, ও ব্রহ্মাদি লৌকপালগণের প্রতিমা দেখান হইয়াছিল। বুদ্ধের সময়ে কোন প্রকার শক্তিপ্রতিমা থাকিলে ললিতাবস্তুরে তাহার আভাস থাকিত। ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন যে, বুদ্ধের সময় সপ্তমাতৃকা বা শক্তিমূর্ত্তি প্রচলিত ছিল না। আবার কেহ কেহ ললিতাবস্তুরের (২৪ অধ্যায়ে)

“পূর্বাস্মি বৈ দিশো ভাগে অষ্টৌ দেবকুমারিকাঃ।

জয়ন্তী বিজয়ন্তী চ সিদ্ধার্থী অপরাজিতা।

নন্দোত্তরা নন্দিসেনা নন্দিনী নন্দবর্দ্ধনী।

তাপি ব অধিপালেন্দ আরোগ্যোগ্য শিবেন চ॥”

“দাক্ষিণ্যং দিশো ভাগে অষ্টৌ দেবকুমারিকাঃ।

প্রিয়ামতী যশোমতী যশঃপ্রাপ্তা যশোধরা।

সুউখিতা সুপ্রথমা সুপ্রবুদ্ধা সুখাবহা।

তাপি ব অধিপালেন্দ আরোগ্যোগ্য শিবেন চ॥”

“পাশ্চমেহাস্মি দিশো ভাগে অষ্টৌ দেবকুমারিকাঃ।

অলম্বা মিশ্রকেশী পুণ্ডরীকা তথাহরুণা।

একাদশা নবনামিকা সাত্তা কৃষ্ণা চ দ্রৌপদী।

তাপি ব অধিপালেন্দ আরোগ্যোগ্য শিবেন চ॥”

“উত্তরেহাস্মি দিশো ভাগে অষ্টৌ দেবকুমারিকাঃ।

ইলাদেবা সুরাধেবী পৃথ্বী গম্ভাবতী তথা।

উপহিতা মহারাজা আপা প্রভা হিরী শিরী।

তাপি ব অধিপালেন্দ আরোগ্যোগ্য শিবেন চ॥”

(ললিতাবস্তুর ৫০২-৫০৭ পৃঃ)

উক্ত প্রমাণ অল্পসংখ্যে কেহ কেহ চারিত্রিক চারি প্রেনীর অটনারিকা বা অষ্টশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন।

শক্তিপ্রধান তন্ত্রসমূহে বৈষ্ণব প্রাধান্য অস্বীকার, অবৈষ্ণব-কাচার এবং স্থানে স্থানে বৈদিকতা থাকার অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে তান্ত্রিক বা শাক্তমত বৈদিকনিষ্ঠ ভারতীয় ব্রাহ্মণ

* Dr. Bloomfield's Atharvaveda.

† Indian Antiquary, Vol. vi. p. 27.

‡ Indian Antiquary, Vol. vii. p. 162, xiii. p. 127.

§ Dr. Fleet's Gupta Inscriptions, p. 76.

** Dr. Fleet's Gupta Inscriptions, p. 48.

সম্প্রদায়ের উদ্ভাবিত নহে। বাস্তবিক বৈষ্ণব হাজার বর্ষ পূর্বে লিখিত কুলালিকায়ার বা মুক্তিকামতত্ত্ব লিখিত আছে—

“পঞ্চ যং ভারতে বর্ষেহধিকার্যার সর্বতঃ।

পীঠোপপীঠকজ্ঞেযু কুরু সৃষ্টিরনেকবা।

পঞ্চ যং ভারতে বর্ষে কুরু সৃষ্টিবনৌচুশঃ।

পঞ্চবেদাঃ পঞ্চৈব যোগিনঃ পীঠপঞ্চকং ॥

এতানি ভারতে বর্ষে যাবৎ পীঠাহাপ্যতে।

ভাবং ন মে ভুয়া সর্গং সঙ্গমক প্রজারতে ॥”*

হে দেবি! সর্বত্র অধিকার্য ভারতবর্ষে বাও, পীঠ, উপপীঠ ও ক্ষেত্রসমূহে বহু সৃষ্টি কর। ভারতবর্ষে বাও, তথায় গিয়া পঞ্চ বেদ, পঞ্চ যোগী ও পঞ্চ পীঠের সৃষ্টি কর। যতদিন ভারতবর্ষে এই রূপ পীঠাদি প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে, তত দিন তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গ্য হইবে না।

উক্ত প্রমাণ হইতে মনে হয় যে এই মতের উৎপত্তিস্থান ভারতের বাহরে। বাস্তবিক হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় শাক্ত সমাজের প্রধান আরাধ্যা ঐশ্বরী বা আত্মশক্তি। পূজাপ্রচার এসঙ্গে চীনাচার প্রভৃতি তত্ত্ব বর্ণিত আছে, যে বশিষ্ঠ দেব চীনদেশে গিয়া বৃদ্ধের উপদেশে তারার দর্শন পাইয়াছিলেন। [১৭শ ভাগ ৭১৮পৃঃ দেখ।] ইহাতেও এক প্রকার স্বীকৃত হইয়াছে যে, হিমালয়ের বাহিরে উদ্ভব হইতেই তারারূপা আত্মশক্তির পূজা আদিয়াছে। উক্ত সুপ্রাচীন কুলালিকায়ারতন্ত্রে মগদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। মগ বা শাক্যবীণী ব্রাহ্মণেরাই এদেশে সূর্য্যমূর্ত্তিপূজা প্রচার করেন। পরে তাঁহাদের যজ্ঞেই শিবশক্তি মূর্ত্তি গঠিত ও তাঁহাদের পূজাও প্রচারিত হইয়া থাকিবে। মগেরাই আদি সূর্য্যপূজক। এ কারণ প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রে শিবশক্তি অথবা বাহ্যিকশক্তির সাধনাপ্রসঙ্গে অগ্রে সূর্য্যমূর্ত্তিভাবনার প্রসঙ্গ আছে। ইহা যে আদি সৌরপ্রভাবের নিদর্শন তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ এমনও মনে করেন যে, সুপ্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকগণ যেমন Sakirai নামে শাক জাতির উল্লেখ করিয়াছেন, সেইরূপ শাকগণের এক শাখা শাক্তপূজকগণ ভারতে ‘শাক্ত’ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। শাকজাতির আচার ব্যবহারের ইতিহাস আলোচনা করিলেও জানা যায় যে তাহারা মধ্যযুগাদি পঞ্চমকালের সেবার সিদ্ধ ছিল; তাহাদের গুরু স্থানীয় মগচার্যগণ কতকটা উন্নত হইলেও অপর সাধারণে বীরগারী ছিল, এ কারণ ভারতে তাহাদের প্রভাববিস্তারের সহিত অবৈদিক শাক্ত মত সর্বত্র প্রচারিত এবং অপর সমাজেও গৃহীত হইয়াছিল। শাক্যধিক কনিষ্ঠের সময় মহাবানমত প্রচারিত হয়, উভয়ে মোকলিয়া, দক্ষিণে বিজাচল, পূর্বে বঙ্গোপা-

সাগর এবং পশ্চিমে পারত পর্য্যন্ত এই শাক্তমতের বাসিন্দারী হইয়াছিল। উভয় করে সমস্ত এসিয়াবঙ্গে মহাবান মত প্রচারিত ও গৃহীত হয়। মহাবানেরাই সর্বত্র শক্তিপূজা প্রচার করিয়াছিলেন।* বহু শক্তিমূর্ত্তি যে হিমালয়ের উত্তর হইতে ভারতে আনীত হইয়াছিল, তাহারও উল্লেখ পাওয়া যায়। কঙ্গ-বামলাদি হিন্দুতন্ত্র সমূহে যেমন চীন হইতে বশিষ্ঠ কঙ্ক তারাতত্ত্ব অনায়াসসংবাদ আছে, সেইরূপ নেপালী বৌদ্ধদিগের সাধনমালাতন্ত্রে একজটাসাধনপ্রসঙ্গে লিখিত আছে যে

“আধ্যনাগার্জ্জুনপাদৈর্ভোটে স্মৃতা ইতি”

অর্থাৎ একজটা নারী তারা দেবীর বিভিন্ন মূর্ত্তি মহাবান-মত-প্রতিষ্ঠাতা আধ্যনাগার্জ্জুন ভোটদেশ হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন। স্বতন্ত্র তন্ত্রেও লিখিত আছে—

“মেগোঃ পশ্চিমকুলে তু চোলনাথো ভূনো মহান।

তত্র যজ্ঞে বয়ং তারা দেবীনাগসংযতী ॥”

কুলালিকায়ারে যে পঞ্চ বেদ, পঞ্চযোগী ও পঞ্চ পীঠের উল্লেখ আছে, তাহা উক্ত তন্ত্রসমূহের ১ উত্তরমায়ার, ২ দক্ষিণমায়ার, ৩ পশ্চিমমায়ার ও ৪ উদ্ধারমায়ার এই পঞ্চমায়ার, পঞ্চ মহেশ্বর বা পঞ্চ ধ্যানীবৃদ্ধ, এবং ১ ওড়িয়ান (উৎকলে), ২ জাল (জালদরে), ৩ পূর্ণ (মহারাষ্ট্রে), ৪ মতঙ্গ (শ্রীশৈলে) এবং কামাখ্যা এই পঞ্চপীঠ। পরবর্ত্তী কালে ৫১ পীঠের উৎপত্তি হইলেও উক্ত ৫১ই শাক্তদিগের আদি পীঠ বা কেন্দ্রস্থান। অবৈদিক শাক্ত মত প্রথমে বেদমার্গপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু যখন ভারতের সর্বত্র এইমত আদৃত হইতে চলিল, তখন তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ শাক্ত তন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। তাহারা প্রথমে অষ্টমাতৃকার পূজা গ্রহণ করেন। বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতায় এই সকল ব্রাহ্মণ ‘মাতৃকামণ্ডলবিৎ’ বলিয়া পরিচিত। চক্র, মণ্ডল বা যন্ত্র ভিন্ন শক্তিপূজা হয় না, একারণেও হয়ত শাক্ত-ব্রাহ্মণেরা ‘মাতৃকামণ্ডলবিৎ’ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। [চক্র, মণ্ডল, যন্ত্র, মন্ত্র ও তন্ত্র শব্দ দেখ।] ইহাদেরই চেষ্টায় শাক্তপূজার মধ্যে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডমূলক কতকগুলি মন্ত্র প্রবিষ্ট হয়। ইহাদিগকেই আমরা হিন্দু শাক্ত বলিয়া পরিচিত করিয়াছি। ইহারা দক্ষিণাচারী। এতত্ত্বে কুলালিকায়ার নামক উক্ত সুপ্রাচীন তন্ত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, শাক্তদিগের মধ্যে দেববান, পিতৃবান ও মহাবান এই তিনটী সম্প্রদায় হইয়াছিল।

* নেপালে মহাবানদিগের যে ১০ খানি প্রধান শাক্ত প্রচলিত আছে, এক নেপালী বৌদ্ধচাধ্যাপন আরও যে ১০ খানি শাক্তের পূজা করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে ‘ভবাপত্যভবক’ নামে একখানি বৃহৎ বৌদ্ধতন্ত্র আছে। এই তন্ত্রে যেখা যায়—

“স সিদ্ধিঃ বপুলাং গচ্ছেৎসংযানাত্তৎকর্তব্যং” (নেপালীদিগের পৃথি ১০ পৃঃ)

“হৃদিকে দেবদানব পিতৃবান্ধ গোচরতঃ ।

মধ্যমে তু মহাবান্ধ শিব সংজ্ঞা প্রসীদতে ॥” (কুলালিকার)।

হৃদিকে দেবদানব, উত্তরে পিতৃবান্ধ এবং মধ্যদেশে মহাবান্ধ প্রচলিত ছিল। এই তিনটী বান্ধের মধ্যে বিশেষত্ব কি তাহা ঠিক জানা যায় নাই। তবে মহাবান্ধিগের প্রেষ্ঠ তন্ত্র তথাগত-ভক্ত পাঠ করিলে মনে হইবে, কল্পবান্ধাদি তন্ত্রে বাহা বামাচার বা ভোলাচার বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই মহাবান্ধ তাত্ত্বিক-গণের অন্তর্ভুক্ত আচার। এই সম্প্রদায় হইতেই কালচক্রবান্ধ বা কালোত্তর মহাবান্ধ এবং বজ্রবান্ধের উৎপত্তি। নেপালের শাক্ত বৌদ্ধগণ সকলেই বজ্রবান্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত।

নেপালে লক্ষ্মীকাম্যক শক্তিসম্মতন্ত্র প্রচলিত আছে, এই মহাতন্ত্রে শাক্ত সম্প্রদায়ের সাবস্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই তন্ত্রে শাক্ত মতের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ আভাস পাওয়া যায়—

“সংসারোৎপত্তিকার্যার্থে প্রপঞ্চোঃ বিনির্দ্দিতম্ ।

শাক্তং শৈবং গাণপত্যং বৈষ্ণবং সৌরবৌদ্ধকং ॥৩

এবং ক্রমেণ দেবেশি মতমেতদ্বিনির্দ্দিতম্ ।

মতানি বহুসংখ্যানি তদারম্ভা মহেশ্বরী ॥৭

সংজ্ঞাতানি মহেশানি প্রপঞ্চার্থে হি নিশ্চিতম্ ।

অন্তোহি জলধিশ্চৈব সমুদ্রঃ সাগরো যথা ॥৮

যথা এতেতু পর্য্যায়ান্ তথৈতানি মতানি চ ।

বৈদিকে শক্তিনিষ্ঠা চ চীনে জৈনস্য নিম্ননম্ ॥৯

সৌরে চাক্ষস্য নিল্যচ চাক্ষে বৌদ্ধস্য নিম্ননম্ ।

স্মারভূবস্য নিল্য চ বৌদ্ধমার্গে মহেশ্বরী ॥১০

পৌরাণে জৈননিষ্ঠা চ জৈনে পৌরাণনিম্ননম্ ।

পৌরাণে তন্ত্রশাস্ত্রস্য নিম্ননং পরমেশ্বরী ॥১১

এবং ভিন্নমতান্ত্রেবং সংজ্ঞাতানি মহেশ্বরী ।

বেদানাং শাখাবাহুনাং প্রপঞ্চার্থে মহেশ্বরী ॥১২

এবং নিল্যসমাপনে ভেদে জ্ঞাতে মহেশ্বরী ।

নৈকায় তু মনো লগ্নং কল্যাচিং পরমেশ্বরী ॥১৩

সর্কাত্রাত্তোত্তনিল্য চ তর্কৈক্যক প্রজায়তে ।

তর্কৈক্যস্য হৃদিস্বার্থে প্রপঞ্চার্থে প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥১৪

ভিন্নাঃ ভিন্নঃ প্রশাসন্তি নিল্যন্তি চ পরম্পরম্ ।

ন বিভ্রা সিদ্ধিমাপ্নোতি মতমন্তি পিশাচবৎ ॥

অন্তোত্ত যদি নিল্য চ তর্কৈক্যক প্রজায়তে ।

তর্কৈক্যস্য হৃদিস্বার্থে কালিকাং তারিণীং যজ্ঞং ॥

সুন্দরজু মৃতাচ্যুত্রে রূপা সংবিত্রতী শিবা ।

রূপমেতৎ প্রপঞ্চার্থে কীৰ্ত্তিতম্ যথা তব ॥

পূরণং ভাববীমাংসা সাংখ্যপাতঞ্জলে তথা ॥

বেদান্তো ব্যাক্তিঃ দেবি ধর্মশাস্ত্রাধর্মমিত্রতা ।

হৃদ্বোজ্যোতির্বেদসাক্ষিভা এতান্ভুক্তম্ ।

প্রপঞ্চার্থে যথা প্রোক্তং একম্বং পরিণামকং ॥

প্রকৃতং কথ্যতে দেবি শূণ্য মাধ্বিতা তব ॥

চকুর্বেদ এতী প্রোক্তা শ্রীমহাত্মবতারিণী ।

অধর্মবেদাধিতাত্রী শ্রীমহাকালিকা পরা ॥

বিনা কালীং বিনা ভার্য্য মাধর্মণো বিধিঃ কচিং ।

কেবলে কালিকা প্রোক্তা কান্দীয়ে ত্রিপুরা মতা ॥

গৌড়ে ভার্য্যেতং সংপ্রোক্তা নৈব কালোত্তরা তবৎ ॥১০০০

অবজিহ্না সবা সা বৈ চতুঃশতঃপ্রবোগতঃ ॥

তদন্তঃ সম্প্রদায়ো হি ভবিষ্যতি মহেশ্বরী ।

কেবলশ্চৈব কান্দীরো গৌড়শ্চৈব তৃতীয়কঃ ॥

(শক্তিসম্মত উত্তরভাগ ১ম খণ্ডে ৮ম পঃ)

কেবলশ্চৈব কান্দীরো গৌড়শ্চৈব তৃতীয়কঃ ।

কেবলার্থ্য মতে দেবি বলিপাত্রং তু দক্ষিণে ।

কান্দীরতর্পণে ভেদো গৌড়ে বামকরে তবৎ ॥ (ঐঃ পটল)

সংসারস্থষ্টির সুবিধায় জন্ম এই প্রপঞ্চ নির্দ্দিত হইয়াছে।

শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, বৈষ্ণব, সৌর ও বৌদ্ধ ইত্যাদি সম্প্রদায় ক্রমে নানা মতের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু অন্তোহি বা জলধি এবং সমুদ্র সাগর বলিলে যেমন একই বস্তু বুঝায়, বিভিন্ন নাম হইলেও যেমন একেরই পর্য্যায়, সেইরূপ সম্প্রদায়ভেদে বিভিন্ন নাম হইলেও সৌর বৌদ্ধাদি একই জিনিস, কেবল মতভেদে পর্য্যায় শব্দ মাত্র। বৈদিকে শক্তি নিল্য, চীনে বা বৌদ্ধে জৈন নিল্য, চাক্ষে বৌদ্ধের নিল্য, বৌদ্ধ মার্গে শৈবের নিল্য, পৌরাণিকে জৈন নিল্য, জৈনে পৌরাণিকের নিল্য, এইরূপ বিবেচ্য তাহে নানা মত উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ প্রপঞ্চের জন্মই বেদের বহু শাখা হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ পরম্পর নিল্য হইতে ভেদ ঘটয়াছে, একজ হইবার জন্ম কাহারও মন লয় নাই। সকল স্থলেই পরম্পর নিল্য, অর্থাৎ এক শাস্ত্রে অপর শাস্ত্রের নিল্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সকল মতেরই ঐক্য আছে। এই ঐক্য সিদ্ধির জন্ম প্রপঞ্চার্থ কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় প্রশংসা বা নিল্য করেন, বাহার্য্য এইরূপ করেন, তাহাদের বিভ্রা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না এবং মজ্জ পিশাচবৎ হইয়া থাকে। পরম্পরের যদি নিল্য না করা হয়, তাহা হইলে তাহাদের একত্ব নিশ্চয় করা যায়। এই রূপে পরম্পরের ঐক্য সিদ্ধির জন্ম কালী বা ভার্য্য উপাসনা প্রবর্তিত হইয়াছে। সুন্দর ও ক্রম অর্থাৎ ভাল ও মন্দ এই উত্তরই শিবা (শক্তি) ধারণ করেন। এই মত প্রকাশের জন্মই আমি শাক্ত কীৰ্ত্তন করিয়াছি। পূরণ, ভাব, বীমাংসা, সাংখ্য, প্রজ্ঞাপন, বেদান্ত, বেদ, ধর্ম-

শাক্ত, হলাঃ জ্যোতিষ প্রকৃতি চতুর্দশ বিভা পরিণামে একত্র প্রতি-
পাদনের জন্যই আদিই (শক্তিভব) উপদেশ দিয়াছি। প্রকৃত বিবরণ
বাহ্যেতেছি যে অবস্থিত হইয়া প্রবণ কর। তবতারিঙ্গী দেবী চতু-
র্বেদময়ী, কালিকায়েবী অধর্কবেদাধিপাত্রী, কালী এবং তারা
বাহীত আধর্কগক্রিয়া অর্থাৎ অধর্কবেদবিহিত কোন ক্রিয়াই
হইতে পারে না। কেবল দেশে কালিকা দেবী, কান্দীর দেশে
ত্রিপুরা ও গৌড় দেশে তারা এবং ইনিই পরে কালী রূপে
উপাস্য হইয়া থাকেন। সকল সময়ই ইহার চতুঃশতর যোগে
অবস্থিত অর্থাৎ তির তির হইয়া থাকেন। হে মহেশ্বরী ! ইহা তির
অন্ত সম্প্রদায়ও হইবে। কেবল, কান্দীর ও গৌড় এই তিন স্থানে
বধাক্রমে ত্রিপুরা, কালী, ও তারা এই তিন ভেদ হইয়া থাকে।

শক্তি-সঙ্গমতত্ত্বের উক্ত বচন হইতে মনে হয় যে পূর্ববর্তী
সাম্প্রদায়িকগণের মত সামঞ্জস্য করবার উদ্দেশ্যেই তাত্ত্বিক বা
শাক্ত ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। বাস্তবিক দেখা যায়, পরবর্তী
কালে কি বৌদ্ধ, কি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকগণ
বহু উপাস্যের এক একটা শক্তি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।
তবে কেহ অল্প কেহ বা বহু সংখ্যক শক্তি স্বীকার করিয়াছেন।
এই কারণেই বোধ হয় কি হিন্দু কি বৌদ্ধ উভয় শাক্ত সমাজেই
অনেকটা সাম্যভাব বিদ্যমান ছিল। এই কারণেই বৌদ্ধতন্ত্রে
হিন্দুদিগের শক্তি এবং হিন্দুদিগের তন্ত্রে বৌদ্ধশক্তিগণের পূজা
পদ্ধতি দৃষ্ট হয়।

এতদ্বিধ পরবর্তী তন্ত্রসমূহ ১ বেদাচার, ২ বৈষ্ণবাচার, ৩
শৈবাচার, ৪ দক্ষিণাচার, ৫ বামাচার, ৬ সিদ্ধান্তাচার ও ৭ কুলা-
চার। কোল এই সপ্তবিধ আচারের উল্লেখ আছে, এই সপ্তাচার
উক্ত ত্রিভাঙ্গের অন্তর্গত বলিয়াই বোধ হয়। [তন্ত্রশ্লোক ৫১১-১২
পৃষ্ঠায় এই সপ্তবিধ আচারের বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

মহারাত্রি বৈদিকগণের মধ্যে বেদাচার, রামায়ণ ও গৌড়ীয়
বৈষ্ণবগণের মধ্যে বৈষ্ণবাচার, দক্ষিণাত্যে শঙ্কর সম্প্রদায়ভুক্ত
শৈবগণের মধ্যে দক্ষিণাচার, দক্ষিণাত্যে বীরশৈব বা লিঙ্গায়তদিগের
মধ্যে শৈবাচার ও বীরাচার, কেবল, গৌড়, নেপাল ও কামরূপের
শাক্ত সমাজে বীরাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কোলাচার এই
চতুর্বিধ আচারই দৃষ্ট হয়। প্রথম তিন আচারের তাত্ত্বিক গ্রন্থ বড়
বেশ নাই, শেষোক্ত আচার চতুর্ভুজের তাত্ত্বিক গ্রন্থ অসংখ্য।

উক্ত বিভিন্ন আচারের গ্রন্থ মধ্যে বিশেষ এই যে—বেদাচার,
বৈষ্ণবাচার ও দক্ষিণাচারমূলক তন্ত্রসমূহে বীরাচার বা বৌদ্ধা-
চারের নিন্দা, কিন্তু অপরগণ আচারমূলক তাত্ত্বিক গ্রন্থসমূহে
বীরাচার বা বৌদ্ধাচারের বিশেষ স্তুতি পরিদৃষ্ট হয়।

এখন তারতম্যে শাক্তের সংখ্যা কয় মনে। প্রধানতঃ রক্ত
চন্দনের কোঁটা শাক্তনির্দেশক, কিন্তু শাক্ত ধর্ম অতি গুহ্য বলিয়া

সাধারণের সহজে ধরিবার উপায় নাই; তাই প্রাচীন তাত্ত্বিক
নিবন্ধকারগণ লিখিয়াছেন—

“অন্তঃ শাক্তাঃ বহিঃ শৈবাঃ সত্যায়ৈ বৈষ্ণবা মতাঃ।

নানী রূপধরাঃ কোলাঃ বিচরন্তি মহীতলে।”

বর্তমান শাক্তগণের মধ্যে পশু, বীর ও দিব্য এই তিনটা
ভাবে প্রচলিত। এ সম্বন্ধে রক্তচন্দনের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া
শাক্তগণ দেখাইয়া থাকেন—

“শক্তিপ্রধানং ভাবানাং ত্রয়াণাং সাধকত্বা চ।

দিব্যবীরপশুনাঞ্চ ভাবত্রয়মুদাতম্ ॥

পশুভাবে জ্ঞানসিদ্ধিঃ পশ্চাচারনিরূপণম্।

বীরভাবে ক্রিয়াসিদ্ধিঃ সাক্ষাৎ রক্তো ন সংশয়ঃ।

দিব্যভাবে দেবতারা বর্শনং পরিকীর্তিতম্।

জ্ঞানী ভূত্যা পশোভাভে বীর্যচারণঃ ততঃ পরম্।

বীর্যচারাভ্যবেদ্যকত্রোহন্তথা নৈব চ নৈব চ ॥

ভাবত্রয়ং ত্রিভাং মন্ত্রী দিব্যভাবে বিচারয়েৎ।

সমা ত্রিভাব্যভাবমাচারেৎ স্তমসাহিতঃ।

দেবতারাঃ প্রারম্ভক সাক্ষর্য কুলেশ্বরঃ।

দেবতাতুল্যভাবশ্চ দেবতারাঃ ক্রিয়াপরঃ।

তত্রিদ্ধি দেবতাভাবঃ স্তমসাত্মক প্রকারিতম্।

সর্বেষাঃ ভাববর্ণানাং শক্তিমূলং ন সংশয়ঃ ॥” (রক্তবাং ১অঃ)

সাধকদিগের পক্ষে দিব্য, বীর ও পশু (তন্ত্রে) এই যে
ত্রিবিধ ভাবের প্রসঙ্গ আছে, তাহাই শক্তিপ্রধান অর্থাৎ শক্তি
সাধকগণ এই ত্রিবিধ ভাব আশ্রয় করিবেন। যে পশুভাবে
জ্ঞান সিদ্ধি হয়, তাহাই পশ্চাচার, যে বীরভাবে ক্রিয়াসিদ্ধি
অর্থাৎ সাধক সাক্ষাৎ রক্ত হইয়া থাকেন, তাহারই নাম বীর-
চার। যে দিব্য ভাবে দেবতাগণের সাক্ষাৎ লাভ ঘটে, তাহাই
দিব্যাচার। সাধক প্রথমে পশু ভাবে জ্ঞানী হইলে পরে বীরচার
অবলম্বন করিবেন। বীরচারেই কেবল রক্তমূল্য, অপর কোন
প্রকারে রক্ত লাভ হয় না। পশু ও বীর এই দুই ভাবে সিদ্ধি
হইলে তবে, দিব্যভাব আলোচনা করিবে। এই দিব্য ভাবের
দ্বারা দেবতার তুল্য ভাব ও দেবতার দ্বারা ক্রিয়াপর হওয়া যায়,
এই জন্যই ইহা শ্রেষ্ঠ দিব্যজ্ঞান বা দেবতাতাব বলিয়া কথিত।
এই সকল ভাবের মূলই নিঃসন্দেহে শক্তি।

শাক্তাচারঃ।

ভ্রামারহস্তে শাক্তদিগের আচার-বিষয়ে লিখিত আছে—
সর্বদা সকল প্রাণীর হিতে রত এবং বিবিধ আচারপরায়ণ
হইবেন। অনিত্য কর্ম পরিত্যাগ করিয়া নিত্যকর্মের অনু-
ষ্ঠানে রত এবং ইষ্টদেবতার প্রতি সকল কর্ম নিবেদন
করিবেন। ইষ্টদেবতার সহ তির অস্ত্র যজ্ঞাদি প্রভা, অস্ত্র

মন্ডের পূজা, কুলঙ্গী এবং বীরনিষ্ঠা, সেই স্থলে যেনোপাহরণ, স্ত্রীগণের প্রতি অর্হাণ ও তাহাদের প্রতি যৌব পরিভাগ করিবেন। কারণ সকল জগৎ স্ত্রীময় এবং শাক্ত নিজের আপনাকে স্ত্রীস্বরূপ বিবেচনা করিবেন। স্ত্রীমণ্ডের পূজা করিতে হয়, এই জন্ত সাধকের স্ত্রীদেব পরিভাগ করা সর্বতোভাবে বিধেয়।

শাক্তসাধক জপকালে জপস্থানে মহাশয় স্থাপন করিয়া শুভা ও কুলজাতা শক্তিতে গমন এবং তাহাকে দর্শন ও স্পর্শন; মস্ত, মাংস প্রভৃতি বস্তুকি ত্রব্য সকল ভক্ষণ ও তাহুল সেবন করিয়া মন্ত, মাংস, দধি, মধু, ছদ্মাদি এবং নানাপ্রকার ভোজ্য ইষ্টদেবতার উদ্দেশে নিবেদন করিয়া জপবিধানান্তসারে জপ করিবেন।

শাক্তসাধক সিদ্ধির নিমিত্ত যখন জপ করিবেন, তখন তাহার দিক, কাল ও স্থিত্যদির কোন নিয়ম নাই, অর্থাৎ তিনি কোন দিনে কোন সময়ে কোন দিকে অবস্থান করিয়া পূজাপাদি করিবেন, তাহার বিশেষ কিছুই নিয়ম নাই। বাল ও পূজাদি সকলত তিনি ইচ্ছামুসারে করিতে পারিবেন। কিন্তু একটু বিশেষ এই যে সাধক যেন্তলে মহামন্ডের সাধন করিবেন, তথায় স্বেচ্ছা নিয়ম চলিবে না। তখন তাহার বিধিবিধানে পূজা ও জপাদি করিতে হইবে। এইকালে বস্ত্র, আসন, স্থানাদি সকলই নিয়মানুসারে করিতে হইবে।

সাধক সাধনকালে মনকে নির্বিকল্প অর্থাৎ স্থির করিবেন। তখন স্মৃদ্ধি স্বেত ও লোহিত্য কুসুম ও বিষ্ণুপ্রাদি দ্বারা ইষ্টদেবতার অর্চনা করা বিধেয়। অর্চনা অর্থাৎ পূজা ও জপের পর পের, চব্য, চোষা, ভোজ্য, ভোগ, গৃহ, সুখ এই সকলই যুবীক্লপ চিন্তা করিবেন। এই রূপ চিন্তার পর কুলঙ্গা শক্তিকে দর্শন করিয়া সমাহিতচিত্তে তাহাকে প্রণাম করিবেন। এইরূপ করিলে যদি সাধকের ভাগ্যবশে কুলঙ্গি জন্মে, তাহা হইলে তখন তিনি মানসী পূজার আধিকারী হইবেন। তখন তিনি মানসী পূজা করিয়া বালা, যৌবনোন্মত্তা, বৃদ্ধা, সুন্দরী, কুৎসিতা ও মহাচুড়া ইহাদিগকে নমস্কার করিয়া ইহাদিগেরই চিন্তা করিবেন। এই সকল স্ত্রীমণ্ডের অর্হাণ, ইহাদিগের নিষ্ঠা বা ইহাদিগের প্রাত কোট্যাচরণ, বা অপ্ৰিয়ভাষণ পরিভাগ করিবেন, কারণ এই সকল করিলে সিদ্ধির ব্যাঘাত হয়। স্ত্রীশক্তিগণই একমাত্র দেবতা, প্রাণ এবং বিভূষণ স্বরূপ। সকল সময়ই স্ত্রীসঙ্গী হইয়া অবস্থান করিবেন।

“দ্রীশালনা সদা ভাব্যমস্তথা স্বস্ত্রিরাশপি।

বিপন্নোত্তরতা সা তু ভবিষ্য ক্লেশরোশপি।

মাধবো আয়ত্তে স্ত্রী কিল ধর্মো মহানু ভবেৎ।

যেচ্ছাচারোহত্র গাথিতঃ প্রচারেৎ চুটমানসঃ।” (প্রামাণ্য ৮ প)

শাক্ত সাধক এই প্রকার আচারযুক্ত হইয়া পূজা ও জপাদির অনুষ্ঠান করিবেন। কুলঙ্গীমণ্ডের সহিত উক্তরূপে পান-ভোজনাদি করিয়া পূজাপাদি করিলে মঙ্গলিঙ্গ হইয়া থাকে।

কৌলতন্ত্রে লিখিতে আছে যে, পানে বাহার দ্রাবি, রক্ত-রেতে ঘৃণা, শুদ্ধিতে অগুহ্যতাম্র এবং মৈথুনে পাপশক্তি তিনি দ্রষ্ট, দ্রষ্টব্যাক্তি কিরূপে চণ্ডীমন্ত্র সাধন করিবেন? এই দ্রষ্টব্যাক্তি ইহজীবনে রোগ ও শোকভোগ করিয়া অন্তকালে তাহার গৌরব নরকভোগ হইয়া থাকে। শাক্তমণ্ডের পক্ষে পঞ্চমকারই সুখ ও মোক্ষের একমাত্র শ্রেষ্ঠসাধন। শক্তিদেবী ভাবরূপা এবং তিনি রোতঃদ্বারা প্রসঙ্গ হন। রোতঃদ্বারাই তাহার তর্পণ মন্ত এবং মাংসের তুল্য। কেবল পঞ্চমকার দ্বারাই সাধক সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন।

“কেবলৈঃ পঞ্চমৈর্দেবৈঃ সিদ্ধো ভবতি সাধকঃ।

ধ্যাত্বা কুণ্ডালীনীং শক্তিং রমন্ রোতঃ।”

যদি শক্তিসাধনে অমঙ্গলানারী লাভ হয়, তাহা হইলে তাহাকে আশ্রয়ঃস্বরূপ বিবেচনা করিয়া তৎকর্ণে মন্ত্র প্রদান করিবেন। তাহা হইলেই তিনি ভুক্তি ও মুক্তিপ্রদায়িনী শক্তি হইবেন। রক্তা ও উর্বরা প্রভৃতি স্ত্রীর এবং ইহলোকে যে সকল শ্রেষ্ঠা স্ত্রী আছে, তাহার নাথ হইলে তিনি শাক্ত বা কৌলিক নামে অভিহিত হন।

সাধক গুরুপত্নী প্রভৃতিতে শক্তি করিতে পারেন না।

কারণ গুরু শাক্তাৎ শিব স্বরূপ, তৎপত্নী পরমেশ্বরী,—

“গুরোঃ সূবা গুরোঃ কস্তা তথা চ মন্তপুত্রিকা।

এতস্যা মরণং বর্জ্যং ব্রহ্মসং মানসেহপি চ।

কৌলিকস্যা চ পত্নী চ সা শাক্তদৌষরী শিবে।

তস্যা রমণমাত্রেণ কৌলিকো নারকী ভবেৎ।

মাতাপি গৌরবাবজ্ঞ্যা অস্তা বা বিহিতাঃ স্ত্রিয়ঃ।

চুতীয়াগে চ কর্তব্যো বিচারো মহাবিভূতঃ।”

শিবহীন যে শক্তি, তাহাকে ঘুরে পারিত্যাগ করিতে হয়। সাধক পঞ্চমকারের প্রথমদী দ্বারা তৈরব, দ্বিতীয়ে ব্রহ্মরূপভাব, তৃতীয়ে মহাভৈরব, চতুর্থে পুণ্ড্রোক্তনরক এবং পঞ্চম দ্বারা শিবভূতা হইয়া থাকেন।

সাধক কুলাচার্য গৃহে গমন করিয়া পাপবিভক্তির নিমিত্ত অমৃত প্রার্থনা করিবেন, যদি অমৃত না পাওয়া যায়, তাহা হইলে জল পান করিবেন। কুলাচার্য বৈরূপ ভাবে পাত্র বিবেশ, ভাল ভক্তি পূর্বক নমস্কার করিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

জানবান্ সাধক দ্ব্যতকীড়াই দ্বারা বৃথা সময় নষ্ট করিবেন না। দেবতাপূজা, জপ, বস্ত্র ও তব পাঠাদি দ্বারা সময় অতিবাহিত করিবেন। সর্বদা গুরু সহিত শাস্ত্রালাপ, গুরুদর্শন, গুরু

প্রণাম ও গুরুপূজা করিবেন। গুরুর অগ্রে পৃথক পূজা ও ঐচ্ছ্য, দীক্ষা, ব্যাখ্যা ও প্রভৃতি পরিত্যাগ করা বিধেয়, গুরুর শয্যা, আসন, ঘান, পাত্ৰকা, স্নানোদক, ও ছায়া এই সকল লঙ্ঘন করিবেন না। গুরুর নাম ধরবেন না। কার্যমনোবাক্যে গুরুর অহুগামী হইয়া গুরুর প্রতি তত্ত্ব রাখিয়া সাধক সাধনা করিবেন।

শাক্যগণ সকলই শক্তিরূপে অবলোকন করিবেন। শক্তিই শিব, শিবই শক্তি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ইজ্ঞ রবি চন্দ্র ও গ্রহগণ প্রভৃতি সকলই শক্তি স্বরূপ, অধিক কি এই নিখিল ব্রহ্মাও সকলই শক্তি স্বরূপ, যিনি এই নিখিল জগৎ শক্তিরূপে দর্শন করিতে না পারেন, তিনি নিরহুগামী হইয়া থাকেন। (শ্রামারহস্ত)

বর্তমান শাক্যগণ সম্বন্ধে অসংখ্য তাত্ত্বিক নিবন্ধ আছে, তন্মধ্যে লক্ষ্মণ দেশিকের শারদাভিলক, রাঘবভট্টকৃত শারদাত্তলকের টীকা, ব্রহ্মানন্দ গিরির শাক্যনন্দতরঙ্গী, গোড়ীর শঙ্করাচার্যের তারারহস্য, জ্ঞানানন্দের কোলাবলীচন্দ্র, ও কৃষ্ণানন্দ আগমবাণীশের তন্ত্রসার এই কয়খানি গ্রন্থে মোটামুটি সকল কথাই বর্ণিত হইয়াছে।

২ শক্তিমান্।

“বাচং শাক্যশ্চেব বদতি শিক্ষমাণঃ” (ঋক্ ৭।১০৩।৫)

‘শাক্যশ্চেব শক্তিমতঃ শিক্ষকস্ত’ (সারণ)

শাক্যনন্দতরঙ্গী (ত্ৰী) তন্ত্রভেদ।

শাক্তিক (ত্রি) শক্ত্যা জীবতি শক্তি (বেতনাদিত্যো জীবতি।

পা ৪।৪।১২) ইতি-ঠক্, আত্মচো বুদ্ধিঃ। যিনি শক্তিদ্বারা জীবিত, নির্বাহ করেন। শক্তিজীবী।

শাক্তিক (পুং) শক্তিপ্রহরণমন্ত শক্তি (শক্তিযন্তো রীক্।

পা ৪।৪।৫৯) ইতি ঙ্কক্। শক্তিধারক। পধ্যায়—শক্তি-হৈতিক। (অমর)

শাক্তেয় (ত্রি) ১ শক্তিসম্বন্ধীয়। (পুং) ২ শাক্ত, শক্ত্যুপাসক।

৩ শক্তির পুত্র পরাশর।

শাক্ত্য (পুং) শক্তি-ক্যা। ১ শক্ত্যুপাসক, শাক্ত। ২ বৈদিক

গৌরবীতি ঋষির গোত্রাপত্য। ৩ পরাশর।

শাক্ত্যায়ন (পুং) শাক্ত্যঋষির গোত্রাপত্য।

শাক্ত্যন (স্ত্রী) বল।

“শাক্ত্যনা শাক্যোহরুণং” (ঋক্ ১০।৫৬।৬)

‘শাক্ত্যনা বলেন শাক্যঃ শক্তঃ বশন্ত্যেব সর্গং কর্তুং শক্ত-ইত্যর্থঃ’ (সারণ)

শাক্য (পুং) শাক্যোহতিধানমত্তেতি (শক্তিকাদিত্যোঞাঃ। পা

৪।৪।২০) ইতি ঞ্য। বৃদ্ধদেব। (হলায়ুধ)

২ একটা প্রাচীন কবির জাতি। ইহারা স্বর্ধ্যবংশীয় ইক্ষাকু

বংশোদ্ভব বলিয়া কথিত। এক সময়ে শাক্যগণ বলবীৰ্য্যপ্রভাবে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এক বরং ভগবান্ বুদ্ধ এই বংশে অবতীর্ণ হইয়া শাক্যজাতির গৌরব বৃদ্ধি করেন।

যে সময়ে মগধাধিপ বিম্বিসার রাজগৃহের, অজাধিপতি চম্পা নগরে, লিচ্ছবীগণ বৈশালীতে এবং সাক্যেতপুত্রী পরিত্যাগের পর যখন কোশলপতি প্রসেনজিৎ উত্তরে প্রাবর্ত্তনগরে বিশেষ গৌরবের সাহিত রাজ্যশাসন করিতেছিলেন, সেই সময়ে কোশল রাজ্যের পূর্বভাগে রোহিণী নদীতটে শাক্য ও কোলি নামে দুইটি ক্ষত্রিয় শাখা ধীরে ধীরে মত্তকোতোলন করিতে প্রয়াস পাইতে ছিলেন। এই সময়ে মগধাধীশ্বর ও কোশলপতি পরস্পরের বিরুদ্ধাচারী হইয়া রাজ্যসীমা বৃদ্ধিমানসে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়া-ছিলেন, সেই সুযোগে রোহিণী নদীর একপারে শাক্যগণ এবং অপর পারে কোলিগণ স্বাধীনতাবক্ষা উদ্ভান করিতে সমর্থ হন এবং কপিলাবাস্ততে শাক্য রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। শাক্য ও কোলিগণ পরস্পরে আত্মীয়তা হুইতে আবদ্ধ হইয়া পরম আনন্দে কিছুকাল শান্তি সুখভোগ করিয়াছিলেন। শাক্যপতি শুদ্ধোধন দুইটা কোলীর রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। এই দুই রাজকুমারীর গর্ভে বহুকাল কোন পুত্র সন্তান না হওয়ার রাজ্য শুদ্ধোধন বিশেষ চিন্তাকুল হইলেন এবং রাজবংশধরের আশা একরূপ পরিত্যাগ করিলেন। কিছুকাল পরে, জ্যেষ্ঠরাজমহিষীর গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল। প্রাচীন প্রথা অনুসারে রাজনন্দিনী স্নাতকাগারে আবদ্ধ হইতে পিজ্জায়ে চলিলেন। কিন্তু পথে বাইতেই তিনি পুষ্কিনী উত্তানে একটা পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। নবজাত কুমার ও প্রসূতিকে তখনই কপিলাবাস্ততে ফরাইয়া আনা হইল। স্নাতকদিন পরে স্নাতকাগারেই মাতার বিরোগ ঘটিল, মাতৃশয্যা কনিষ্ঠা মহিষী রাজকুমারের পালনভার গ্রহণ করেন। ঐ বালক শাক্যবংশকেতু বলিয়া শাক্যসিংহ নামে বিদিত হন। তিনি কোলি-রাজকন্যা বশোধারা বা শুভদ্রার পাণিগ্রহণ করেন। [বুদ্ধ দেখ।]

যে শাক্যবংশে শাক্যসিংহ জন্ম গ্রহণ করেন, সেই ঐক্ষাক বংশধরগণ কিরূপে শাক্য নামে প্রথিত হইয়া বিস্তার লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বৌদ্ধ গ্রন্থাবলী মধ্যে লিখিত আছে। ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিলে প্রবর্ত্তিত শাক্য জাতির সংখ্যা ও তাঁহাদের প্রভাব এবং বৌদ্ধমতে তাঁহাদের বিরাগ ও আত্মরক্তির বখাবণ ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারা যায়।

তিব্বত দেশীয় দ্রুবা বিনয়শাস্তিক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বারাগসীপতি মহেশ্বর সেনের বংশধরগণ কুশীনগর ও পোতলে রাজত্ব করিতেন। ঐ বংশে পোতল নামে এক রাজা ছিলেন,

তাহার গৌতম ও তরুণাক নামে দুই পুত্র হয়। জ্যেষ্ঠ গৌতম পিতার অধ্বনি লইয়া পোতলের প্রান্তরে পশুপাল্য আশ্রয় করেন এবং কণিকের মৃত্যুর পর তরুণাক রাজা হন। তরুণাকের পুত্র সন্তান না থাকায় দুঃখিত অন্তঃকরণে একদিন গৌতম খীর ক্ষুদ্র কবি কনকবর্ণকে বলিলেন, প্রভো! পোতলরাজ্যে লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে, আপনি ইহার কোন উপায় নির্ধারণ করুন। প্রিশিষ্যের অবস্থিতি বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষি যোগবলে গৌতম শরীরে বৃষ্টিপাত করাইলেন, তাহাতে তাহার বেহে বিদ্যা শক্তির সকার সহ বিদ্যা জ্ঞান লাভ হইল এবং তাহারই বেহমিঃসৃত দুইটা রক্ত মিশ্রিত বিন্দু কিছু কালে সূর্যোদ্যানে থাকিয়া অগ্রে পরিণত হইল। উত্তরোত্তর সূর্যোদ্যানে ঐ অগ্নির কুটীরা গেল এবং দিব্যাকান্তি দুইটা নবকুমার তরুণাকের হইতে বর্ণিত হইয়া পার্শ্ববর্তী ইক্ষুক্ষেত্রে গমন করিল। সেই প্রথম তাপে বালকদ্বয়ের উৎপত্তি ঘটিল বটে; কিন্তু নষ্টবীৰ্য্য গৌতম দিন দিন পরিশুদ্ধ হইয়া দেহ রক্ষা করিলেন। ঋষি কনকবর্ণ ঐ সন্তানদ্বয়কে গৌতমের পুত্র জানিয়া গৃহে আনিয়া পালন করিতে লাগিলেন। সূর্যোদয়ের সঙ্গে তাহাদের জন্ম বলিয়া তাহারা সূর্য্যবংশ, গৌতমের অজ্ঞাত বলিয়া অজ্ঞিরস এবং ইক্ষুক্ষেত্রে প্রাপ্ত বলিয়া ইক্ষুক বা ঐক্ষুক নামে পরিচিত হয়।

তরুণাকের মৃত্যুর পর, মন্ত্রিলস ঋষির সহিত পরামর্শ করিয়া গৌতমের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্য করেন। কিছু কাল রাজত্ব করিয়া গৌতমের জ্যেষ্ঠ পুত্র অপূত্রক অবস্থার মৃত্যুশয্যে পতিত হইতে কনিষ্ঠতম ইক্ষুক নামগ্রহণপূর্বক রাজ্যোদ্যম হইলেন। তৎপরে তাহার সাতবংশের ক্রমান্বয়ে পোতল-রাজধানীতে রাজত্ব করেন। ঐ বংশের শেষ রাজা ইক্ষুক বিকলক। তাহার উদ্যম, করকর্ণ, হস্তিনাজক ও নুপুর নামে চারি পুত্র ছিল; কিন্তু রাজা এক অনিন্দ্যাসন্নরী রূপবতী নারীর রূপে মৃত্যু হইয়া তাহার গর্ভজাত তনয়কে রাজ্য দিতে অস্বীকার করিয়া সেই রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। ঐ রমণীগর্ভে রাজানন্দ নামে যে পুত্র জন্মে রাজ্য পূজ্যকৃত অস্বীকারপালনার্থ তাহাকেই রাজসিংহাসন দান করিয়া পূজ্যকৃত পুত্রচতুষ্টয়কে নির্মূল্যত করিলেন। রাজ-কুমারেরা আত্মীয় ও অগ্রচরবর্গে পরিবৃত্ত হইয়া হিমালয় অতিক্রম-পূর্বক ভাগীরথীতীরে কপিলা মুনির আশ্রমে উপনীত হন। এখানে ঋষির আশ্রম সারথ্যে তাহারা কুমার নির্মাণ করেন। ঋষির আদেশানুসারে তাহারা আপন ব্রাহ্মণীয় ভগিনীগণকে বিবাহ করিয়া আপনাদের মধ্যেই বহু সন্তান সন্তাত উৎপাদন করিতে বাধ্য হন।

এইরূপে বহুপুত্র হইলে তাহার ঋষিপ্রদর্শিত আশ্রমভাগে

একটা নগর স্থাপন করেন, ঋষির নামানুসারে উহা কপিলবাস্ত নামে প্রসিদ্ধ হয়। এইখানে উত্তরোত্তর তাহাদের সংখ্যা পরিবর্তিত হইলে তাহার দেবদহ নামে নগর স্থাপন করিয়া তথায় বাস করেন। এই সময় “শাক্যগণ ব্রাহ্মণীয় ভিন্ন কোন রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না” এইরূপ বিবাহপদ্ধতি লিপিবদ্ধ হয়।

এদিকে একদিন রাজা বিক্রটক আপন প্রথম পুত্র চতুর্ভয়ের কথা শ্রবণ করিয়া রাজসভায় তাহাদের কথা উত্থাপন করিলে রাজামাত্যগণ কহিলেন, মহারাজ আপনাদি পুত্রগণ আপনাদের অদৃষ্ট ও শক্তি-বলে এইরূপে লঙ্ঘ্যপ্রতিষ্ঠ হইয়া রাজ্যোদ্যম হইয়াছে। তখন রাজা পুত্রগণের অলৌকিক কীর্তিকাহিনী শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ‘কুমারেরা সাহসী ও শক্তিমান’, তদবধি তাহারা শাক্য নামে পরিচিত হইল। যতাবধি ইহাদের পূর্বপুরুষগণ শাক্যবৃক্ষ আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং ইহারা তাহাদের বংশধর বলিয়া “শাক্য” নামে পরিচিত হন।

বিক্রটকের মৃত্যু হইলে তাহার সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র রাজা হন। ইহার কোন সন্তানাদি না থাকায় তদন্তে উদ্যমুখই পুনরায় পোতলের রাজ্য হইয়াছিলেন। তৎপরে বধ্যাক্রমে করকর্ণ, হস্তিনাজক ও নুপুর রাজা হন। নুপুরের পুত্র বাশিষ্ঠ, তৎপরে ঐ বংশে কএকজন রাজার পর ধবদ্বর্গ কপিলবাস্তুর অধীশ্বর ছিলেন। ইহার সিংহ-হস্ত ও সিংহনাম নামে দুই পুত্র ছিল। সিংহ-হস্তর শুক্লোদন, শুক্লোদন, দ্রোণোদন ও অমৃতোদন নামে চারিপুত্র এবং শুক্লা, শুক্লা, দ্রোণা ও অমৃত নামে চারিকস্ত্রী জন্মে। শুক্লোদনের পুত্র সিদ্ধার্থ ও আয়ুয়ং নন্দ; শুক্লোদনের পুত্র আয়ুয়ং জিন ও শাক্যরাজ ভজ (ভল্লিক), দ্রোণোদনের পুত্র মহানাম ও আয়ুয়ং অনিরুদ্ধ; অমৃতোদনের পুত্র আনন্দ ও দেবদত্ত, শুক্লায় হৃৎবুদ্ধ, শুক্লায় মল্লিক, দ্রোণায় স্থল, অমৃতায় কল্যাণবর্দ্ধন এবং সিদ্ধার্থের রাহুল নামে পুত্র আশ্রয় ছিল। এই সকল শাক্যকুলসম্বন্ধী হইতে বৌদ্ধধর্মের পুষ্টি ও প্রচার হয়।

সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি এবং তদন্তপ্রচারের পূর্বে শাক্যগণ শিব ও শক্তির উপাসক ছিলেন, তাহার আভাস ললিতাবস্তুরাধি গ্রন্থে যথেষ্ট পাওয়া যায়। এই সময় সংখ্যাবুদ্ধির সহিত শাক্যগণের প্রভাব যথেষ্ট বর্ধিত হইয়াছিল। পূর্বোক্ত কোপলরাজ প্রসেনজিতের পুত্র বিক্রটক বা বিক্রটক পিতাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং কোপলের রাজা হন, তৎপরে তিনি কপিলবাস্তুর

৩ উপরে যে উপাখ্যান বর্ণিত হইল, তাহা শুক্লকর্তা রামায়ণের রাজা অবলম্বনে রচিত বলিয়া বোধ হয়। ব্রাহ্মণ উক্ত উক্ত মূল ইতিহাসের শুক্ল ছাড়াও ঐতিহাসিক দেখা যায়।

শাক্যকুল নির্মূল করিয়াছিলেন। জাতিগত ও ধর্মগতবিবেকই ইহার একমাত্র কারণ।

শাক্যগণ বে বুদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার পরিচয় বৌদ্ধধর্মের বিকাশের ইতিহাসে বুদ্ধের রূপে বর্ণিত আছে। আনন্দ, কাস্তপ প্রভৃতি সিদ্ধার্থের অচরিতগণ সকলেই শাক্যবংশোদ্ভূত ছিলেন। ধর্মের আচ্ছাদনে সামাজিক আচরণ হুঁচিয়া গেল, শাক্যগণ তখন বৌদ্ধ যতি বা ভ্রমণ নামে পরিচিত হইলেন। শিলালিপি হইতে শাক্য ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহারা খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতেও বিদ্যমান ছিলেন। তন্মধ্যে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ শাক্যভিক্ষু বোধিধর্মের মূর্তি-লিপি, বশোবিহারের বৌদ্ধ ভিক্ষুণী জয়ভট্টারিকার মূর্তিলিপি, শাক্যরাজ মহানামের বোধগরায় লিপি, গোস্বরের সিংহলপুত্র বিহারস্বামী ক্ষত্রের লিপি, শাক্যযতি ধর্মদাসের সাধী-লিপি এবং ভিষ্মান্নতীর্থনিবাসী শাক্যভিক্ষু ধর্মগুপ্ত ও দণ্ড-সেনের বোধগরায় লিপি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।*

শাক্যপাল (পুং) রাজভেদ। (রাজতরং ৮।১০২৬)

শাক্যপুঙ্গব (পুং) শাক্যে শাক্যবংশে পুঙ্গবঃ প্রেষ্ঠঃ। শাক্য-সিংহ, শাক্যমুনি।

শাক্যপ্রভ (পুং) বোধ্যচাৰ্যভেদ। (তারনাথ)

শাক্যবুদ্ধ (পুং) বুদ্ধদেব, শাক্যমুনি।

শাক্যবুদ্ধোপজীবিন্ (ত্রি) শাক্যবুদ্ধে বুদ্ধমতঃ উপজীবতি জীব-গিনি। শাক্যবুদ্ধ মতাবলম্বী।

শাক্যবুদ্ধ (পুং) বোধ্যচাৰ্যভেদ, শাক্যবোধ নামান্তর।

শাক্যবোধিসত্ত্ব (পুং) বুদ্ধদেব, শাক্যমুনি।

শাক্যভিক্ষু (পুং) বুদ্ধধর্মাবলম্বী। মহাটীকাকার কুল্লক শাক্য ভিক্ষুরিগকে পাবুত্তী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন—

“পারগিনো বিকর্ম্মহান্ বৈভালব্রতিকান্ শঠান্।” (মহু ৪।৩০)

‘পারগিনঃ বেদবাহুপ্রতিলিপধারণঃ শাক্যভিক্ষু ক্ষণ-কাদরঃ’ (কুল্লক)

শাক্যভিক্ষুকী (স্ত্রী) বৌদ্ধ ভিক্ষুরমণী। (দশকুমারচ°)

শাক্যমতি (পুং) বোধ্যচাৰ্যভেদ। (তারনাথ)

শাক্যমহাবল (পুং) বৌদ্ধরাজভেদ।

শাক্যমিত্রে (পুং) বোধ্যচাৰ্যভেদ।

শাক্যমুনি (পুং) বুদ্ধদেব, শাক্যবংশাবতঃ বুদ্ধ, মুনিবিশেষ।
পরিচয়—খলিজং, খেতকেতু, ধর্মকেতু, মহামুনি, পঞ্চজ্ঞান, সর্বদর্শী
মহাবোধ, মহাবল, বহুক্রম, ত্রিমুর্তি, সিদ্ধার্থ, শক। (শব্দরত্না°)
অমরটীকাকার ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এই রূপ নির্দেশ

করিয়াছেন।—“বুদ্ধদেব শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এই
জন্ত শাক্য এবং মুনির ভ্রাতৃ আচরণ করিতেন, এই জন্ত শাক্যমুনি
নামে অভিহিত হইতেন। শাক শব্দে বুদ্ধবিশেষ, এই বুদ্ধভলে
অবস্থান করিতেন এত কারণ শাক্য। ইক্ষাকুংগীর্ণ কতকগুলি
ব্যক্তি পিতার শাপে গৌতম বংশীয় কপিল মুনির আশ্রমে শাক
বৃক্ষভলে বাস করিতেন, সেই জন্ত তাহার শাক্য নামে অভি-
হিত হন।

‘শাক্যবংশস্তাৎ শাক্যঃ শাক্যশাস্ত্রো মুনিশ্চেতি শাক্যমুনিঃ
তথাহি শাক্যো বৃক্ষবিশেষ তত্ত্বতবা বিদ্যমানঃ শাক্যঃ। পিতৃ-
শাপেন কেচিমিক্সাকুংগস্তা গৌতমবংশজকপিলমুনেরাশ্রমে
শাকবৃক্ষে কৃতবাসাশ্চ শাক্য উচ্যন্তে।’ তদুক্তং

“শাকবৃক্ষপ্রতিচ্ছন্নং বাসং যস্মাৎ প্রচক্রিরে।

তস্মাদিক্সাকুংগশাপেন্তে ভুবি শাক্য ইতি শ্রুতঃ।” (অমরটী° ভরত)

শাক্যবুদ্ধ (পুং) শাক্যকুলদেবতাবিশেষ।

শাক্যস্ত্রী (পুং) বোধ্যচাৰ্যবিশেষ।

শাক্যসিংহ (পুং) শাক্যঃ সিংহ ইব। শাক্যমুনি। (অমর)

শাক্র (ত্রি) শক্র-অণ্। ১ শক্র সঘর্ষীয়। ২ শক্রদেবত নক্ষত্র,
জ্যোষ্ঠা নক্ষত্র।

শাক্রী (স্ত্রী) হর্গা দেবী।

“ইন্দ্রাণী ইন্দ্রজননী শাক্রী শক্রপরাক্রমা।

বজ্রাঙ্কশকরা দেবী বজ্রা তেনোপগীয়তে॥” (দেবীপু°)

২ শক্রপত্নী।

শাক্রীয় (ত্রি) শক্র শব্দার্থ, শক্র সঘর্ষীয়।

শাক্র (ত্রি) ১ আকাশোদ্ভব বায়ু। সৃষ্টির প্রথমে আত্মা হইতে

আকাশ উদ্ভূত হয়, পরে ঐ আকাশ হইতে বায়ু জন্মে। ২ শক্রি-

মান পুরুষ সঘর্ষীয়। “শাকরায় শকন ওজিঠার” (শুক্র বহু° ৫।৫)

‘শাকরায় শক্রবন্তি হৃদাৎ ছুতানি বত্র স শকরঃ আকাশস্তত্রা-

পত্যঃ শাকরং তত্বে তস্মাদেতৎসাদান্ন আকাশঃ সজুতং আকাশা-

হাঘুরিতি শ্রুতেঃ। বহাশাকরায় শকনশীলঃ শকরঃ শক্তিমান্

পুরুষন্তসোদ্যঃ শাকরং শক্তিব্রহ্মণঃ শাকরং তত্বে’ (মহীধর)

শাক্রবর্ণ (স্ত্রী) সামভেদ। (লাট্য° ৭।২.১।৩)

শাক্র্য (স্ত্রী) শাক্রের কাথ্য।

শাখ, ব্যাণ্ডি। ত্বাদি° পরস্মৈ° সক্র° সেট্। লট্, শাখতি।

শোট্, শাখতু। লিট্, শাখ। লুট্, অশাখৎ। গিট্, শাখতি।

লুট্, অশাখৎ।

শাখ (পুং) কৃত্তিকাপুত্র, কাষ্ঠিকের।

“অগ্নিপুত্রঃ কুমারস্ত পরতবে ব্যজায়ত।

তস্য শাখো বিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ পুষ্ঠজঃ।

অপত্যং কৃত্তিকানাঞ্চ কাষ্ঠিকেরন্ততঃ সূতঃ।” (মৎস্যপু° ৫৯°)

* Vide Dr. Fleet's Inscriptions of Gupta kings.

Vol. III. p. 272-282.

শাখা (স্ত্রী) শাখতি গগনং ব্যাপ্তোত্তীতি শাখ-অচ-টাপ্। বৃক্ষাণ-
বিশেষ, ডাল। পর্যায়—লতা, লতা, শিখা। (ভরতভূত মেদিনী)

“শাখাঙ্কেদোত্তবঃ কুংখং নচ কাঁধ্যং স্তম্ভা প্রভো।

গৃহীষ্য তব শাখাঞ্চ দুর্গপূজায় করোমাহব” (দুর্গাপূজাপদ্ধতি)

১ পক্ষান্তর ৩ বাহ। ৪ বেদভাগ, বেদের শাখা। (মেদিনী)

“বহুৈন ভোক্তয়েচ্ছাঙ্কে বহু চঃ বেদপারগম্।

শাখান্তগমথাক্ষর্যুং ছন্দোগজ্ঞ সমাপ্তিকম্” (মহু ৭।১৪৫)

৫ গ্রন্থভেদ। (ধরমি) ৬ অস্তিক, সমীপ। (বিখ)

১ প্রকার। (শীতা ২।৪১) ৮ গ্রন্থপরিচ্ছেদ।

শাখাকণ্ট (পুং) শাখায়াঃ কণ্ঠ্যেযত। সুষ্ঠুবৃক্ষ, মনসা গাছ।

এই বৃক্ষের প্রতি শাখার কাঁটা আছে এই জন্য ইহার নাম
শাখাকণ্ট। (রাজনি°)

শাখাঙ্গ (স্ত্রী) অঙ্গস্য শাখা পূর্কনিপাতঃ। দেহাবয়ব, অঙ্গের
হস্তপদাদি।

শাখাগ্র (স্ত্রী) শাখায়াঃ অগ্রঃ। ১ বিটপাগ্র, শাখার অগ্রভাগ।
২ অঙ্গুলি।

শাখাদি (ত্রি) ১ চতুর্দশ জন্তবিশেষ। (চরক ১২৫) ২ হস্তী।

শাখানগর (স্ত্রী) শাখায়াঃ নগরঃ। নগরের প্রান্তবর্তী ক্ষুদ্র নগর,
উপনগর। অমরসীকার ভরত ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ করিয়াছেন
যে, নগরে অপরিমিত লোকের স্থান না হওয়ার সেট সকল
লোকের অবস্থানের জন্য তাহার সমীপে যে নগর স্থাপিত হয়,
তাহাকে শাখানগর কহে। মূলনগর বৃক্ষ স্থানীয়, তাহার
সমীপে হয় বলিয়া তাহাকে শাখানগর কহে। সহরতলী (Suburb)

“মূলনগরেহগমিতস্য জনোবস্যা স্থানায় মূলনগরস্য সমীপে
হুঙ্কে বা যদন্তং পুরং নগরান্তরং ক্রিরতে তৎশাখানগরং, মূল-
নগরস্য তদস্থানীয়স্য শাখায়াঃ। অভিমুখ্যি রমণমপ্যত্র স্যাাদভি-
বাস্থি রমণং শাখানগরমিত্যপি।” (ভরত) শব্দরত্নাবলীতে
লিখিত আছে যে মূলনগর হইতে আরম্ভ করিয়া অপর যে নগর
হয়, তাহাকে শাখানগর কহে।

‘আরভ্যমূলনগরাদপরং নগরং হি যৎ।

তদভিমুখ্যি রমণং শাখানগরমিত্যপি” (শব্দরত্না°)

শাখান্তর (স্ত্রী) শাখায়াঃ অন্তরং। অন্তশাখা, ভিন্নশাখা।

শাখাপাত্ত (পুং) বৃণবৎ পাত্ত। (সামখ্যা° গৃহ° ১।১০)

শাখাপাত্ত (স্ত্রী) হস্তপাদাংশমূলদাহ, চলত হাত পা ও
মুখাদি জালা। পিত্ত কুপিত হইয়া দাহ জন্মায়, আংশিকরূপে
স্থানবিশেষে পিত্ত কুপিত হইয়া এইরূপ দাহ জন্মিলে তাহাকে
শাখাপাত্ত কহে। ইহার লক্ষণ—

“সদাহমুখতাবোষ্ঠ দবধুৎস্করাদিবু।

পাণিপাখাংশমুৎসুখাপাপিত্তং তদ্রূপাৎ” (রাজনি°)

শাখাপুর (স্ত্রী) পুরত শাখা অভিধানং পূর্কনিপাতঃ, শাখা-
পুরমিতি বা। শাখানগর, উপপুর। (হেম)

শাখাপ্রকৃতি (স্ত্রী) প্রকৃতিবিশেষ। মনুতে লিখিত আছে—
অগ্নিচ্ছিন্নির অগ্নে মিত্র, অগ্নিমিত্র, মিত্রমিত্র ও অগ্নিমিত্রমিত্র
এই চারিটা প্রকৃতি আর শাখা প্রকৃতি চীট।

“এভাঃ প্রকৃতয়ো মূলং মণ্ডলং সমাসতঃ।

অষ্টোচ্চাভাঃ সমাখ্যাতাঃ বাদশৈব তু তাঃ স্তুতাঃ” (মহু ৭।১৪৬)

‘অগ্রতোহগ্নিরভূমীনাং মিত্রং অগ্নিমিত্রং মিত্রমিত্রং অগ্নিমিত্র-
মিত্রকেতি এবং চতস্রঃ প্রকৃতয়ঃ। আসাং মূল প্রকৃতীনাং
চতস্রণাং অষ্টানাং শাখাপ্রকৃতীনাং’ (কুল্লুক)

শাখাভূৎ (পুং) শাখায়াঃ বিভক্তি ভূত্বাৎ ভূত্ব। বৃক্ষ।

শাখামৃগ (পুং) শাখায়াঃ মৃগঃ। বানর। (অমর)

“মুক্তকলায় কাঁরণং হারিণং ববায়

সিংহঃ; নিহন্তি ভূজাবলমহচন্দায়।

কা নীতি রীতি রিয়তী রযুৎশব্দার

শাখামৃগে জরাত যন্তব বাণমোক্ষঃ” (উত্তট)

শাখাম্মা (স্ত্রী) তিস্তাভী বৃক্ষ, তেতুলগাছ। (রাজনি°)

শাখারণ্ড (পুং) যে ব্রাহ্মণ দ্বীপ শাখা পরিত্যাগ করিয়া অশ-
রের শাখা অধ্যয়ন করে, তাহাকে শাখারণ্ড কহে। পর্যায়—
অজ্ঞশাখক। (হেম)

শাখারথ্যা (স্ত্রী) যোড়শ হস্ত ঞ্চলন্ত পথ, ১৬ হাত চওড়া পথ।
ইহার লক্ষণ—

“ধনুর্মি ঠেব চত্বারি শাখারথ্যাস্ত নিশ্চিতাঃ।

ত্রিকরশ্চোপরাখ্যাস্ত ত্রিকরাপ্যাপরক্ষকাঃ”

(দেবীপুরাণ গোপুরদ্বারলক্ষণনামাধ্যায়)

শাখারোগ (পুং) রোগবিশেষ। রক্তাদি ধাতু কুপিত হইয়া
ভগ্জাত বীসর্প ও গুচ্ছাদিরোগ। (চরক সূত্রার্থা° ১১ অ°)

শাখাল (পুং) শাখায়াঃ লাতি আশ্রয়তীতি লা-ক। বানীরবৃক্ষ,
জলবেতস। (রাজনি°)

শাখাবাত (পুং) বাতরোগবিশেষ, হস্তপদাদিগত বাতরোগ
হস্ত ও পদকে বেহের শাখা কহে, এইস্থানে বাত আশ্রয় করিলে
তাহাকে শাখাবাত কহে। (ভ্রূকত)

শাখাশিফা (স্ত্রী) শাখায়াঃ শিফা। শাখাজাত শিফা, চলিয
নাম্না। বৃক্ষের মূলদেশ হইতে অগ্র পর্যন্ত যে সকল লতা
হয়, তাহাকে শাখাশিফা কহে। পর্যায়—অবরোহ। (অমর)

‘তয়োর্মূলদ্বারভ্য অগ্রং বাবৎ গতা লতাশুভ্রূচ্যাদি
শাখাশিফা।’ (ভরত)

শাখাশিহ্নি (স্ত্রী) হস্তের অস্থি, হাতের হাড়। (হেম)

শাখি (পুং) ভূকীহান।

শাখিন্ (পুং) শাখাহত্যাক্তেতি শাখা-ইনি। বৃক্ষ, গাছ।

"নীতায়্য ঈদ যচ্ছরীষকুন্তমপ্রায়ৈ পকালোচ্চকৈঃ

পৌণ্ড্র্যন্ত নিত্যাকুন্তুলশৈ বজ্রধিকৈ বক্ষসি।

আপুঙ্খ্য নিমজ্জমম্বশরন্তরৈব জানীমহে

কঃ শাখা সাখ যত পুশ্পমভবৎ পুশ্পাস্থতাস্থম্ ॥" (উদ্ভট)

২ বেদ। ৩ নৃপবিশেষ। ৪ তুরুক্ষদেশীয় লোক। (ত্রি) ৪ শাখা-

বিশিষ্ট, শাখাযুক্ত।

শাখিল (পুং) ব্যক্তিবিশেষ। (কথাসরিৎসাং ৪৭, ৮৫)

শাখীয় (ত্রি) শাখাসম্বন্ধীয়।

শাখোট (পুং) বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ। (Streblus asper)

চলিৎ শে ওড়াগাছ। হিন্দী—সহোরা, কুয়া, সিওড়; কলিঙ্গ—

আখোড়মগু; মধ্যরাষ্ট্র—সাছোড়; তৈলঙ্গ—ভারগিকেচেটু,

বরনকী; বংশ—সাছোড়া। সংস্কৃত পর্যায়—পিপাচক্ষু, পীতকণ,

কর্কশচ্ছদ, ভূতবৃক্ষ, স্কট, অক্ষবর, গবাক্ষী, পূকাবাস, কক্ষপত্র,

পীত, কৈশিকোজ, ক্ষীরনাশন। গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক

ও বাতনাশক। (রাজান°)

ভাবপ্রকাশমতে ইহার গুণ—রক্তপিত্ত, অর্শ, বাতশ্লেষ ও

অতিসারনাশক। (ভাবপ্রকাশ) ঋতুরোগে ইহার বাজ বাটিয়া

প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়।

শাখ্য (ত্রি) শাখা-ম্বা। শাখাসম্বন্ধী।

শাগলি (পুং) গোত্রপ্রবর্তক ঋষিভেদ।

শাকর (ক্লী) শকর-অণু। ১ ছন্দোভেদ। (মেদিনী) ইহার

রূপান্তর শাকর বা শাকর এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

শকরো দেবতাহস্ত অণু। ২ রক্তদৈবতক নক্ষত্র, আর্দ্রানক্ষত্র,

এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শকর, এই জন্ত ইহার

নাম শাকর।

"মুগেতু মূবকান্তয়ং অমৃতমেব শাকরে।" (বৃহৎসংহিতা ৭১৭)

(পুং) শকরস্তায়ং বাহনস্তাৎ শকর-অণু। ৩ বলীবর্দ। (মেদিনী)

৪ শকরসম্বন্ধী।

শাকরভাষ্য (ক্লী) শকরাচার্য্যপ্রণীত ভাষ্য। বেদান্তদর্শন,

গীতা ও উপনিষদসমূহের শকরাচার্য্য যে ভাষ্য প্রণয়ন

করিয়াছেন, তাহাকে শাকরভাষ্য কহে।

শাকরি (পুং) শকরস্তাপত্যং পুমান্ শকর-ইঞ। ১ কাস্তিকৈয়।

২ গণেশ। (মেদিনী)

শাকুব্য (পুং) শঙ্কোর্যোগ্রোপত্যং শঙ্কু (গর্গাদিত্যো) যঞ।

পা ৪১১০৫ ইতি যঞ। শঙ্কুর গোত্রোপত্য।

শাকুব্যায়নী (ক্লী) শাকুব্য যৎ, ভীষ্। শাকুব্যের ক্লী। (পা ৪১১০৮)

শাকুক (পুং) রাজতরঙ্গিণ্যুক্ত কবিভেদ। চীন ভূবনাভাসয়

নামক একখানি কাব্য প্রণয়ন করেন। (রাজতরঙ্গিণী ১৭০৪)

শাকুপথিক (ত্রি) শঙ্কুপথেন আহতং গচ্ছতীতি বা। শঙ্কুপথ

(উত্তরপথেনাহতক। পা ৪১১০৭) ইতি ঠঞ, আভ্যচো বৃদ্ধিঃ।

১ শঙ্কুপথ দ্বারা আহত। ২ শঙ্কুপথদ্বারা গমনকারী।

শাকুর (ত্রি) ১ শঙ্কুসম্বন্ধীয়। (পুং) ২ লিভভেদ। (অথ° ৭১০৩)

শাক্স (ত্রি) শাক্সভেদং অণু। শাক্সসম্বন্ধী।

শাক্সমিত্র (পুং) শাক্সমিত্রের গোত্রোপত্য।

শাক্সমিত্রি (পুং) ১ অর্থকপ্রতিপাত্যের একজন বৃত্তিকার।

২ শাক্সমিত্রের গোত্রোপত্য।

শাক্সলিখিত (ত্রি) শাক্স ও লিখিত ঋষির ধর্মশাস্ত্রসম্বন্ধীয়।

শাক্সায়ন (পুং) শাক্স গোত্রোপত্যং শাক্স (অখাদিত্যো) যঞ।

পা ৪১১১০ ইতি যঞ। শাক্সের গোত্রোপত্য।

শাক্সায়ন্য (পুং) শাক্সায়ন্য গোত্রোপত্যং শাক্সায়ন (গোত্রো

কুজাদিত্যো) যঞ। পা ৪১১১৮ ইতি চ্যঞ। শাক্সায়নের

গোত্রোপত্য।

শাক্সিক (পুং) শাক্সকরণং শিষ্টমস্ত ইতি শাক্স-ঠক। শাক্স-

কারজ্যতিবিশেষ, শাক্সারিজ্যতি। পর্যায়—কাথবিক, শাক্সকার,

কাথজক। ২ শাক্সবাদক। পর্যায়—শাক্সয়া। (জটীধর)

শাক্সিন (পুং) শাক্সানোরপত্যং শাক্সিন্ (সংযোগাদিত্যো) চ। পা

৪১১১৬ ইতি অণু। শাক্সীর অপত্য।

শাক্স্য (পুং) শাক্স্য গোত্রোপত্যং শাক্স (গর্গাদিত্যো) যঞ।

পা ৪১১০৫ ইতি যঞ। শাক্সের গোত্রোপত্য।

শাচি (পুং) সন্তু, সমুৎ।

"ভূত্বঃ স্বর্জলান্ শাচীন যব্যো" (শুক্রযজু° ২৩৮)

"শাচীন সন্তুনাং সমুৎঃ" (মহীধর)

২ শাক্ত। ৩ প্রখ্যাত। (ঋক ৮১৭১২)

শাচিগু (ত্রি) শাক্ত গাভীযুক্ত। বাহার গাভী সকল কার্যে

সমর্থ আছে। ২ বিখ্যাত গাভীযুক্ত।

"শাচিগো শাচিপূজনায় রণায়তে স্তুতঃ" (ঋক ৮১৮১২)

"হে শাচিগো! শাচয়ঃ শক্যঃ গাবঃ স্বভাত্তো, শাচিগুঃ,

যদ্বা শচ ব্যাক্রায়ং বাচি অম্বাদোনাদিক ইঞ। শাচরো ব্যক্তা

প্রখ্যাতা গাবো যত তানুশ, হে শাচিপূজন! পুজ্যতেহনেনেতি

পূজনং স্তোত্রাদি, প্রখ্যাতপূজন।" (সায়ণ)

শাচিপূজন (ত্রি) বিখ্যাতপূজন। (ঋক ৮১৮১২)

শাচী (ক্লী) শাচীসম্বন্ধী। (রসচি° ২ অ°)

শাট (পুং) বস্ত্রভেদ, চর্মিত শাড়ী বা ধুতি। (অমর)

"দ্রুতঃ শোভতে মূখ্যে লম্বশাটপটাবৃতঃ।

তানজ শোভতে মূখ্যে বা বাক্ষ্যভাবতে ॥" (চণক্যন্যতক)

শাটক (পুং ক্লী) শাট-স্বার্থে-কন্। পট, শাট-স্বার্থ।

২ নাটকভেদ। (অমর)

শাটিকা (স্ত্রী) শাটী। (ভরত)

শাট্রী (স্ত্রী) বস্ত্রভেদ। চমিত শাট্রী, সন্নবা স্ত্রীগণ চৌল পাড়বৃত্ত বে বস্ত্র পরিধান করে, তাহাই শাট্রী নামে অভিহিত হয়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় এই শব্দে এইরূপ কোন ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না, সন্নবাজ্রী শাট ও শাটী শব্দে অভিহিত হয়।

শাট্য (ত্রি) শটোহতিজ্ঞানোহন্ত শট (শক্তিগাদিভ্যো) ঞ্যঃ। পা ৪।৩।৯২ ইতি ঞ্য। শট অভিজ্ঞান বাহার। ২ শটের গোত্রাপত্য। (পাণিনি ৪।১।১০৫)

শাট্যায়ন (স্ত্রী) হোমভেদ, শাট্যায়নহোম। প্রকৃতকর্ম-বৈগুণ্যপ্রশমনার্থ হোমবিশেষ। বিবাহ ও ব্রতপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কোন একটি কর্ম করিতে হইলে সেই কর্মে যে হোম অভিহিত হইয়াছে, তাহাকে প্রকৃতকর্ম রূপে। প্রকৃতকর্ম করিতে করিতে যদি ভ্রম ও প্রমাদবশতঃ কোন ক্রটি হয়, তাহা হইলে ঐ ক্রটি প্রশমনের জন্ত যে হোম অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহাকে শাট্যায়ন হোম কহে। ভবদেবভট্ট প্রকৃতকর্মের বৈগুণ্য-সম্পাদনের জন্ত এই হোম নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি স্বীকার করেন না। তাহারা প্রারশ্চিত্তের জন্ত এই হোম করিতে হয়, ইহাই বলিয়া থাকেন। প্রকৃত কর্মের যদি ভ্রম হয়, তাহা হইলে তাহার প্রারশ্চিত্তের জন্ত এই হোম করিবে।

“যত্ব প্রকৃতকর্মবৈগুণ্যপ্রশমনায় শাট্যায়নহোমভিধানং ভবদেবভট্টসম্মতং তন্ন প্রামাণিকং তন্মাদপি মহাপ্রামাণিকৈ-
ভট্টনারায়ণচরণৈর্গৌড়িলভ্যাত্ম্যে তদপ্রামাণিকত্বাৎ। ছন্দোগ-
পরাশর্যে প্রারশ্চিত্তার্থং প্রকারত্বয়মাত্মকং।” (ভিখিতম্)

(পুং) ২ মুনিবিশেষ।

শাট্যায়নক (স্ত্রী) শাট্যায়নহোমকর্ম।

শাট্যায়নি (পুং) শাট্যায়নস্ত গোত্রাপত্যং শাট্যায়ন (ত্রিকা-
দিভ্যঃ) ক্‌ঞ্। পা ৪।১।১৫৪ ইতি ক্‌ঞ্। শাট্যায়ন
মুনির গোত্রাপত্য। (শতপথব্রা ৮।১।৪।১০)

শাট্যায়নিন্ (পুং) শাট্যায়নের বৎ প্রোক্তং শাট্যায়ন
(পুরাণপ্রোক্তেযু ব্রাহ্মণকরেষু। পা ৪।৩।১০৫) ইতি গিনি।
শাট্যায়নপ্রোক্ত, শাট্যায়ন বাহা বলিয়াছেন। শাট্যায়নোক্তশাস্ত্র।

শাঠায়ন (পুং) শঠের গোত্রাপত্য।

শাঠায়ন্ত (পুং) শঠের গোত্রাপত্য। (পাণিনি ৪।১।৯৮)

শাঠ্য (স্ত্রী) শঠস্ত ভাবঃ শঠ-বাঞ্। শঠতা, ধূর্ততা, কপটতা,
খলতা, শঠের কার্য। পর্যায়—কপট, ব্যাজ, বস্ত, উপদি,
ছন্দ, কৈতব, কুসৃত্তি, নিকৃতি এই ৬টী অব্যর্থ ব্যবহারকে
শাঠ্য কহে। অমরটীকার ভরত লিখিয়াছেন যে—পূর্বোক্ত
ব্যার্থে কপট প্রভৃতি ৩টী ছন্দার্থে এবং কুসৃত্তি প্রভৃতি তিনটী

চিত্তকোটিল্যে ব্যবহার হয়। এই কথা কেহ কেহ বলিয়া
থাকেন। ইহাদের মধ্যে ত্রৈল এই বে, কপট, ব্যাজ প্রভৃতি
৩টী বন্ধনমাত্রকল এবং কুসৃত্তি প্রভৃতি ৩টী হিংসামাত্র কল।
কিন্তু অনেকেরই মত এই যে এই নয়টীই একার্থে ব্যবহৃত হয়।

“নর অব্যর্থ ব্যবহারে। শঠ বধে ক্রৈশকৈতবে তালব্যাদিঃ
ক্লল, তন্ন কর্ম শাঠ্যং ক্যঃ, কপটাদি বটুকং ছন্দানি কুসৃত্ত্যাদি-
ভ্রমঃ চিত্তকোটিল্যে ইত্যোকে। কপটাদিবটুকং বন্ধনমাত্রকলং,
কুসৃত্ত্যাদি ত্রিকল্প হিংসাকলমিতি ভেদঃ। ইতি সর্বানলো
মধুচ। নবৈবৈকার্থ্য ইতি বহবঃ। অপিচ। শব্দরত্নাবল্যাং—

“অস্ত্রিয়াং কপটো ব্যাজ উপদিবস্ত্র এব চ।

কূটং কঙ্কং ছলং ছন্দমিব কৈরর কৈতবম্।

অথ শাঠ্যঞ্চ শঠতা কুসৃত্তিনিবৃত্তিচ্চ সা।

হিংসাকলে চতুষ্কং ত্রাং শাঠ্যপার্থ্যায় ঈরিতঃ।

পূর্বঃ কপটপার্থ্যায়ঃ কলে বন্ধনমাত্রকে।

উভয়োরেক পার্থ্যায় ইতি কেচিৎ প্রচকতে।” (ভরত)

চাণক্যপণ্ডিত চাণক্য শ্লোকে লিখিয়াছেন যে ব্যক্তি শঠ,
তাহার প্রতি শঠতাচরণ করাই যুক্তিযুক্ত। কুটিল ব্যক্তির প্রতি
সরলতানীতি শাস্ত্রবিগর্হিত।

“শঠে শাঠ্যং সমাচরৎ” (চাণক্য)

শাঠ্যবৎ (ত্রি) শাঠ্যং বিষ্মতে হস্ত মতুপ্ মত্ব ব। শাঠ্যযুক্ত,
শঠাবিশিষ্ট, শঠ, ধূর্ত। (বৃহৎসংহিতা ৬।৮।৫৫)

শাড়, শাঝ। ডাদি° আশ্বনে° সক° সেট্। লট্ শাড়তে।
লোট্ শাড়তাং। লিট্ শাড়াডে। লুট্ আশাড়িষ্ট।

শাড় (দেশজ) ১ শব্দ। ২ স্পন্দ।

শাড়্ (দেশজ) বৃকবিশেষ, শাখেটবৃক। ২ উত্তর। ৩ ধ্বনি।
৪ স্পন্দন।

শাড়ী (দেশজ) শাটী, শাটীশব্দের অপভ্রংশ। সধবা স্ত্রীলোক-
দিগের পরিধেয় বস্ত্র।

শাড়ল (পুং) শাঘল।

শাণ (স্ত্রী) শণেন নিম্নিতমিতি শণ-অণ্। শণনিম্নিত বস্ত্র।

“ক্ষৌমং শাণং বা ব্রাহ্মণস্ত কার্পাসং কত্রিহস্ত আবিবকং
বৈজ্ঞাত্য, শাণং শণতন্তুভবং তদুত্তরং ব্রাহ্মণস্ত।” (সংস্কারতত্ত্ব)
(পুং) শণতে জায়তে শুণাদিরজ্জৈতি শণ-ঘঞ্। ২ কবপটিকা,
চলিত কটিপাথর। পর্যায়—নিকব, কব, শান, নিকস, কস,
আকব। ৩ পরিমাণাবশেষ, মাষচতুষ্টি। ৪ মাষা-পরিমাণ।

“মাতৈশ্চতুর্ভিঃ শাণং ত্রাং বরণঃ স নিগম্যতে।

টঙ্কঃ সএব কাথিত্তন্তুধ্বং কোশ উচ্যতে।” (ভাবপ্রকাশ)

৫ লৌহাদির নিকব, চলিত শাণপাথর। (মৌদীনী) ৫ কর-
পত্র, চলিত করাত। (বিষ)

শাণক (পুং) শণ-অণ্-স্বার্থে কন্। শণনির্জিত বজ্র।

শাণকবাস (পুং) শণনির্জিত বজ্র।

শাণপাদ (পুং) ১ পরিত্তবিশেষ। (হরিশংখ) ২ পরিমাণ বিশেষ, মাব পরিমাণ। [শাণ শব্দ দেখ]

শাণবত্যা (পুং) জনপদ বিশেষ। (ভারত)

শাণবাসিক (পুং) অর্হভেদে।

শাণাজীব (পুং) শাণেন আজীবতীতি আ জীব-অচ্। অজ্ঞমার্জক, বাহার্য অস্ত্রে শাণ দিয়া জীবিকা নির্বাহ করে বা শাণ দিয়া বেড়ায়।

'শাণাজীবঃ শস্ত্রমার্জো ভ্রমাসক্তোহসি ধাবকঃ।' (হেম)

শাণি (পুং) পট্টবৃক্ষ, চলিত পাটশাক গাছ।

'পট্টে রাজশণঃ শাণিশ্চিমিঃ কক্ণটপত্রকঃ।' (শকমালা)

শাণিক (রি) রাজশণ সঞ্চকীয়।

শাণিত (ত্রি) শাণ-ইতচ্। তীক্ষ্ণীকৃত, নিশিত, কৃতশাণ, বাহ্য শাণ দেওয়া হইয়াছে।

শাণী (স্ত্রী) শাণস্ত বিকারঃ শণ-অণ্-স্ত্রীপ্। ১ শণস্বত্রময়ী পট্টিকা, শণের কাপড়।

'শাণী প্রায়শ্চিৎ বস্ত্রাণি শমীপ্রায়ঃ মহীমহাঃ।

শূত্রপ্রায়শ্চিৎ বা বর্ণা ভবিষ্যন্তি কদৌ যুগে ॥' (বিষ্ণুপু ৬।১ অ°)

'শাণী শণস্বত্রময়ী পট্টিকা ততুল্যাদি বস্ত্রাণি' (টীকা)

মহাভারতে লিখিত আছে যে শ্রেষ্ঠ বস্ত্রকে শাণী কহে।

'বস্ত্রাণাং প্রবরা শাণী ধাত্তানাং কোরদুষকঃ।' (ভারত অ।১৯৪।১৯)

২ প্রাবরণান্তর, চলিত তাঁবু। (মেদিনী) ৩ ছিন্নবস্ত্র, ছেঁড়া কাপড়। (হেম) ৪ হস্তকটাকাদি হুচনা, চলিত ইশারা।

(শকরত্না°)

শাণীর (স্ত্রী) শোণনদ মধ্যস্থিত তট, দক্ষরী নদীর তট। (বিষ্ণু)

শাণোত্তরীয় (পুং) পাণিনি মুনির নাম। [শালাতুরীয় দেখ]

শাণ্ড একজন রাজা। 'শাণ্ডো দাক্ষিণ্যিনঃ' (শব্দ ৬।৬৩৯)

'শাণ্ডঃ রাজা' (সায়ণ)

শাণ্ডদূর্ব্বা (স্ত্রী) পাকদূর্ব্বা বিশেষ।

শাণ্ডিক (পুং) হরিশংখের। (চরক)

শাণ্ডিক্য (ত্রি) শাণ্ডিকোহ ভজনেহত্ শাণ্ডিক (শাণ্ডিকাদিত্যো এঃ। পা ৪।৩।২২) ইতি এঃ। শাণ্ডিকভজন বাহার।

শাণ্ডিকদেশবাসী।

শাণ্ডিল (শাণ্ডিল্য), অযোধ্যাপ্রদেশের হাওর্দেই জেলার অন্তর্গত একটি তহশীল বা উপবিভাগ। অক্ষা° ২৬° ৫৩' হইতে ২৭° ২১' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ১৮' হইতে ৮০° ৫২' পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৫৫৭ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে হাওর্দেই ও মিশ্রিখ, পূর্বে

মাজ্জাবাদ, দক্ষিণে মালিহাবাদ ও মোহন এবং পশ্চিমে বিলগ্রাম তহশীল। শাণ্ডিল, কল্যাণমল, বালান্দো ও গুন্ডাবা

পরগণা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। এখানে ৪টি বেওয়ারী ও ৬টি কোজদারী আদালত এবং ৪টি থানা আছে।

২ উক্ত উপবিভাগের একটি পরগণা। ভূপরিমাণ ৩২৯ বর্গমাইল। এখানকার অধিকাংশ স্থানই জমলে ও বাসুকার প্রান্তরে পূর্ণ। কেবল ১৭০ বর্গমাইল স্থানে বসবাস হয়। যব, গম, বজরা, ছোলা, অড়হর, মাষকলাই ও জোয়ার, তুলা, ইক্ষু, পোস্ত, তামাক, নীল ও চাউল এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এই পরগণা মধ্যে ২-৩ খানি গ্রাম আছে, তন্মধ্যে ৮২ খানি রাজপুত্র, ৮১ খানি মুসলমান ও ৪১ খানি কার্যত্বের অধিকৃত।

৩ উক্ত জেলার একটি নগর এবং শাণ্ডিল উপবিভাগের বিচার সদর। লক্ষৌসহর হইতে ৩২ মাইল উত্তরপশ্চিমে এবং হাওর্দেই হইতে ৩৪ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৪' ১৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৫৩' ২০" পূঃ। এখানে মিউনিসিপালিটি আছে। খ্রীসম্ভূতিতে এই নগর হাওর্দেই জেলার দ্বিতীয় এবং সমগ্র অযোধ্যাপ্রদেশের চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে। এখানে প্রত্নতত্ত্বের বিশেষ আদরের কিছুই নাই। প্রায় দুই শত বৎসর হইল এখানে "বারখাদা" অর্থাৎ দাদশ শস্ত্র সম্বলিত একটি প্রস্তর-গৃহ নির্মিত হইয়াছিল। বিখ্যাত সিপাহীঘৃদ্ধের সময় এখানে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই ও ৭ই অক্টোবর দুইটা ভীষণ যুদ্ধ হয়।

এখানে সপ্তাহে দুই দিন হাট বসে। ঐ হাটে বহু পরিমাণে পাণ ও ঘৃত বিক্রীত হইয়া থাকে। আউধ-রোহিলখণ্ড রেলপথের এখানে একটি ষ্টেশন থাকায় উক্ত দ্রব্যাদি রপ্তানীর বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

শাণ্ডিল্য (পুং) অরিভেদ।

শাণ্ডিল্য (পুং) শাণ্ডিল্য মুনের্গোত্রাপত্যং শাণ্ডিল (গর্গাদিত্যো যঞ্। পা ৪।৩।১০৫) ইতি যঞ্। শাণ্ডিলমুনির গোত্রাপত্য, এই মুনি একজন গোত্রপ্রবর্তক, এই গোত্রের তিনটা প্রবর, শাণ্ডিল্য, অনিত ও দেবল। রাষ্ট্রী শ্রেণীর বন্দ্যবতীর ব্রাহ্মণ সকলই শাণ্ডিল্য গোত্রীয়। ২ ভক্তিহরকার একজন মুনি। শাণ্ডিল্যহর্যের নাম ভক্তিহর্য।

'প্রপত্ত পরমং দেবং শ্রীশ্রদ্ধাশ্রয়হরিণ।

শাণ্ডিল্যশতস্বীয়ঃ ভাষ্যমাতায্যতেহধুনা ॥'

(শাণ্ডিল্যহর্যভাষ্যের আভ্য রোক্ত)

শাণ্ডিল্য, ১ একজন প্রাচীন কবি। ২ শূরসেনবাসী একজন সুপণ্ডিত। লাভমপুত্র গোবিন্দ ১১৯০ খৃষ্টাব্দে ইহার রচিত একখানি গ্রন্থের বাসবোধ নামে টীকা প্রণয়ন করেন। ৩ মহাভারতটীকা-প্রণেতা। ইনি শাণ্ডিল্য-লক্ষণ নামে পরিচিত

ছিলেন। ৪ শাণ্ডিল্যসূত্র বা ভক্তিমীমাংসাসূত্র-প্রণেতা একজন ঋষি। শাণ্ডিল্যোপনিষদ্ ও শাণ্ডিল্যস্মৃতি নামে দুইখানি গ্রন্থ এতদ্রাশীর কোন ঋষিকর্তৃক সঙ্কলিত বলিয়া সাধারণে প্রচলিত।

শাণ্ডিল্যলক্ষণ (পুং) একজন প্রসিদ্ধ টীকাকার।

শাণ্ডিল্যায়ন (পুং) ১ শাণ্ডিল্য মুনির গোত্রাপত্য।

(শত° ত্রা° ৯।১।১.৬৪)

শাণ্ডিল্যায়নক (ত্রি) শাণ্ডিল্য মুনির অদূরভবস্থানাদি।

(পাণিনি ৪।২।৮০)

শাণ্য (ত্রি) শাণ-বৎ। শাণ সঘর্ষীয়।

শাত (ক্লী) শো-ক্ত, (শাচ্ছোরস্ততরতাং। পা ৭।৪।৪১) ইতি পক্ষে ইত্যাভাঃ। ১ সূখী। (ত্রি) ২ সূখী, সূখযুক্ত। (অমর) ৩ বিনাশ।

“পাণিপ্রাপ্তং পাণিহাং নখশাণ্ডং করোতি চ।” (ভুশ্রুত ৪।১)

৪ পাতন, পতন, শাণিত, নিশিত। ৫ তুর্কল, কৃশ। (মেদিনী)

৬ স্তম্বর। ৭ প্রভাশীল, দীপ্তিমান্। ৮ ধুতুর বৃক্ষ।

শাতক (পুং) রাজভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৮।৪৬) (ত্রি) শতক-অণ্। ২ শতক সঘর্ষীয়।

শাতকর্ণি (পুং) মুনিবিশেষ। শতকর্ণির গোত্রাপত্য।

(বিষ্ণুপু° ৪।২৪।১২)

শাতকর্ণি, একজন আলঙ্কারিক। শব্দর ইহার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শাতকর্ণি, দাক্ষিণাত্যের অঙ্গভূতাবংশীয় কএকজন রাজা। প্রথম রাজা শ্রীশাতকর্ণি বা শ্রীশান্তকর্ণি, দ্বিতীয় শাতকর্ণি, তৃতীয় সুনন্দর শাতকর্ণি বা সুনন্দ, চতুর্থ চকোর শাতকর্ণি, পঞ্চম শিবশ্রী শাতকর্ণি বা শিবস্বন্দ্য শাতকর্ণি, ষষ্ঠ বজ্রশ্রী শাতকর্ণি এবং সপ্তম চন্দ্রশ্রী বা দন্তশ্রী শাতকর্ণি নামে খ্যাত। বিষ্ণু, বায়ু, মৎস্ত, ব্রহ্মাণ্ড ও ভাগবতপুরাণে এই রাজগণের নাম অন্তর্ভুক্ত পরিবর্তিত ভাবে দৃষ্ট হয়। ইহার সাভবাহনবংশীয় বলিয়া কথিত। নানাবাটের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে রাজা ১ম শাতকর্ণি খৃষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীতে অর্থাৎ ১৮০ হইতে ১৬০ খৃষ্টপূর্বাব্দ মধ্যে জীবিত ছিলেন। ইহার মহাবীর নাম নারনিকা। হাতিশুম্ভার প্রাপ্ত শিলালিপি লিখিত আছে কলিঙ্গরাজ খারবেল তাঁহার রাজ্যকালের দ্বিতীয় বর্ষে অঙ্গরাজ শাতকর্ণির নিকট হইতে রাজ্যের গ্রহণ করিয়াছিলেন।

[তারতবর্ষ দেখ।]

শাতকুস্ত (ক্লী) শতকুস্তে পর্কতে ভবঃ শতকুস্ত-অণ্। কাঞ্চন, স্তবর্ণ। (পুং) ২ ধুতুর বৃক্ষ। ৩ করবীর বৃক্ষ। (মেদিনী)

শাতকুস্তময় (ত্রি) শাতকুস্তস্ত বিকারঃ, বিকারে ময়ট্। স্তবর্ণ-বিকার, স্তবর্ণ নির্মিত অলঙ্কারাদি। ত্রিরাং ঙীয্।

শাতকৌস্ত (ক্লী) ১ বর্ণ। (ভরত দ্বিজপকোষ) (ত্রি) ২ স্তবর্ণনির্মিত বস্ত্র।

“শতক শাতকৌস্তানাং কুস্তানামগ্নিবর্জসাম্।” (রামায়ণ ২।৩।১১)

শাতদ্বারেয় (পুং) শতদ্বারস্ত গোত্রাপত্যঃ শতদ্বার (ভ্রাতৃদ্বিভাষ্য। পা ৪।১।১২৩) ইতি ঠক্। শতদ্বারেয় গোত্রাপত্য।

শাতন (ক্লী) ১ কাশ্য, কৃশকরণ, কোন একটা স্থল বস্তুকে কৃশ করণ। ২ বিনাশন, নাশ।

“বসন্তে সর্ক শতানং জারিতে পত্রশাতনম্।

মোদমানাশ্চ তিষ্ঠন্তি ববাঃ কণিশশালিনঃ।” (সারমঞ্জরী)

(ত্রি) ৩ ছেদক, ছেদকারী। (ঋণ ৩।৪২)

শাতপত (ত্রি) শতপতি (অম্বপত্যাতিভাষ্য। পা ৪।১।৮৪) ইতি অণ্। শতপতির অপত্যাদি।

শাতপত্র (ক্লী) শতপত্রমিব শতপত্র (শর্করাদিভোঃ। পা ৫।৩।১০৭) ইতি অণ্। শতপত্রের জায়, পদ্মতুল্য, পদ্মসদৃশ।

শাতপত্রক (পুং) শাতপত্রঃ পদ্মমিব কন্। চন্দ্রপ্রকাশ, চন্দ্র উত্তমরূপে প্রকাশিত হইলে তাহাকে শাতপত্রক কহে।

‘চন্দ্রিকা কোমলী জ্যোৎস্না প্রকাশোভ্যোত আতপঃ।

অকঙ্কা চন্দ্রিকারাক্ষ প্রকাশে শাতপত্রকঃ।’ (শব্দচন্দ্রিকা)

শাতপথ (ত্রি) শতপথ-অণ্। শতপথ ভ্রাজ্জণ সঘর্ষীয়, শ্রুতি সঘর্ষীয় শতপথ। (বৃহদারণ্যকউপ° ২।৪।৭)

শাতপাথক (পুং) শতপথভ্রাজ্জণ-অধ্যোতা।

শাতপর্ণেয় (পুং) শতপর্ণের গোত্রাপত্য।

শাতপুত্রক (ক্লী) শতপুত্রস্ত ভাবঃ কর্মধা, শতপুত্র (দ্বন্দ্বেনো-জ্যাদিভাষ্য। পা ৫।১।১৩৩) ইতি বুঞ্। শতপুত্রের ভাব বা কর্ম।

শাতপুরশৈল (শাতপুরা পর্কত), মধ্যভারতের একটা গিরি-শ্রেণী। নর্মদা ও তপতী (ভাণ্ডী) নদীদ্বয়ের মধ্যদেশে অবস্থিত। এই বিস্তীর্ণ অধিত্যকা ভূমি পূর্বে অমরকন্টক হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যপ্রদেশের মধ্য দিয়া পশ্চিমে সৌরাষ্ট্রোপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। পূর্বে ইহা বিদ্যাগিরির অংশ বলিয়া পরিগণিত ছিল। পরে নর্মদা ও ভাণ্ডী উপত্যকার বিভাগকারী পর্কতাংশ শাতপুরা নামে বিদিত হয়। কিন্তু নর্মদার উত্তরস্থ বিদ্যাপর্কতের গঠন ও বেলেপাথরের স্তরভাজী এবং মহাদেব পর্কত প্রভৃতি স্থানের (শাতপুরা পর্কতের বিভিন্ন অংশের) স্তরগঠন পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, এই দুইটা পর্কতের প্রাকৃতিক স্তরবিভাজন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দুইটা বৃহৎ নদী দ্বারা এই পার্শ্বত্যা অধিত্যকা ভূমি সম্পূর্ণ পৃথক্ সীমার আবেদ থাকিতেও উহাদের পরস্পরের স্বতন্ত্রতা সূচিত হয়।

অমরকন্টকে শাতপুরার পূর্ব সীমা বলিয়া গ্রহণ করিলে

সমস্ত পর্বতটিকে পূর্ব পশ্চিমে ৩শত মাইল দৈর্ঘ্যে বিস্তৃত দেখা যায়। উত্তরদিক্বে উহার প্রস্থ কোন কোন স্থলে একশত মাইল অমরকন্টকের নিকট এই পর্বত সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৩২৮ ফিট্ উচ্চ। এখান হইতে একটা শাখা দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে ১০০ মাইল বিস্তৃত হইয়া ভাঙারা জেলার সালে-ডেক্রী পর্বতে আসিয়া মিশিয়াছে। এই পর্বতাংশ মৈকালগিরিশ্রেণী নামে বর্ণিত এবং ইহা এই পার্বত্য ত্রিকোণ অধিত্যকার মূলদেশ বলিয়া গৃহীত। এই ভিত্তি হইতে শাতপুর পর্বতশ্রেণী ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া ছুটী সমান্তরাল স্তম্ভাকার পর্বতশাখারূপে পশ্চিমাভিমুখে গিয়াছে। এই ছুটী পর্বত শাখা তান্ত্রী উপত্যকার সীমা রূপে গণ্য।

আশীরাগড়ের পূর্বাংশে এই পর্বতপৃষ্ঠ অপেক্ষাকৃত নিম্ন থাকায় এই পথে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলপথ পরিচালনের বিশেষ সুবিধা ঘটরাছে। এই পথে জবলপুর হইতে খানেশ দিয়া বোম্বাই সহর পর্যন্ত বাষ্পীয় শকট যাতায়াত করে। এই আশীরাগড় নগর পর্যন্তই শাতপুরার প্রাচ্য সীমা।

এই পর্বতের গঠনপ্রণালী অতি বিচিত্র। উত্তরে বিষ্ণুশ্রেণী উচ্চ চূড়ায় সুদূর বিস্তৃত অধিত্যকা ব্যাপিয়া যে অববাহিকা বিস্তার করিয়াছে, এই পর্বতমালাও ঐ ঐ অধিত্যকা ও উপত্যকা লইয়া সেইরূপ অববাহিকায় নর্মদা ও তান্ত্রী নদীর কলেবর পুষ্ট করিতেছে। মণ্ডলাজেলার এই পর্বতের ঢাল উত্তর দিকেই অধিক। এখানে পর্বতপৃষ্ঠে চারিটা প্রধান উপত্যকা আছে। এই চারিটা স্থান হইতে চারিটা নদী পার্বত্য অববাহিকার জলরাশি বহন করিয়া নর্মদাবক্ষে ঢালিতেছে। পশ্চিমাংশের উপত্যকা অপেক্ষা পূর্বাংশের উপত্যকা গুলি কিছু উচ্চ, এই কারণে শেষোক্ত স্থানের জলরাশির বেগ কিছু অধিক হয় এবং তাহাতেই প্রান্তের বেগও বৃদ্ধি করিয়া থাকে। খারমের ও বৃহন্নের নামক শাখানদীঘরের মধ্যবর্তী পর্বতাংশ বৃক্ষলতা-পরিপূর্ণ সুবিস্তৃত প্রান্তরসমুদ্ভূত। উহা দেখিলেই বুঝা যায় যে, আগের পর্বতের অল্পাংশে গিরি দ্বারা উহা এই ভাবে গঠিত হইয়াছে। কারণ উহার চূড়া দেশে একমাত্র বেসাল্ট ও লেটারাইট প্রস্তরস্তরই বিরাজমান। চৌড়াদাঘর নামক অধিত্যকা ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৩০০ ফিট্ এবং ৬ বর্গ মাইল বিস্তৃত।

শিওনী জেলার এই পর্বতপৃষ্ঠে শিওনী ও লক্ষাদোন নামে দুইটা অধিত্যকা দৃষ্ট হয়। উহার ১৮০০ হইতে ২২২০ ফিট পর্যন্ত উচ্চ। এই দেশভাগে পর্বতের ঢাল উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখী। ইহার অববাহিকাঘরের মধ্যবর্তী নিম্নভূমি হইতে বেণ-গঙ্গা নদী উদ্ভূত। হিন্দবাড়া জেলারও এই ঢাল দক্ষিণাভিমুখী রহিয়াছে। এখানে পেক ও কোলবাড়া নদীর পার্বত্য

উপত্যকা বিরাজিত। উহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২২০০ ফিট্ উচ্চ, কিন্তু মোড়ুর অধিত্যকা ৩৫০০ ফিট্ উঠিয়াছে। বেতুল জেলারও এই ঢাল ক্রমাঘরে দক্ষিণে আসিয়াছে। এই খানে তান্ত্রী নদীর উৎপত্তি। অন্তঃপর সেই পার্বত্যাবক্ষঃ ভেদ করিয়া তান্ত্রী নদী গভীর খাতে প্রবাহিত হইয়াছে। এই জেলার দক্ষিণপশ্চিম কোণে খাম্বা পর্বত সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৭০০ ফিট্ উচ্চ। উত্তরে শাতপুরার কতকগুলি শাখা হোসলাবাদ জেলার অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়া আছে। ধূপগড় (৪৪৫৪ ফিট্) এখানকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। পাঁচমাড়ী নামক অধিত্যকাভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৪৮১ ফিট্ উচ্চ এবং প্রায় ১৫ বর্গ মাইল বিস্তৃত। এই পর্বতাংশ বনরাজি বিরাজিত হওয়ায় নানা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পূর্ণ রহিয়াছে।

হোসলাবাদের দক্ষিণে বেলপাথর ও উদগার প্রস্তরীভূত স্তর (metamorphic rocks) দৃষ্ট হয়। উহা ক্রমে বেতুল ও পাঁচমাড়ী পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার পূর্বে trap নামক প্রস্তর দৃষ্ট হয়। নিম্নার জেলার এই পর্বত তান্ত্রী ও নর্মদা নদীর উপত্যকাকে বিভক্ত করিয়াছে। এখানে ইহা ১৫ মাইল প্রস্থ এবং এখানকার পর্বতগাজে বৃক্ষলতা দৃষ্ট হয় না। এই পর্বতাংশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে বিখ্যাত আশীরাগড় দুর্গ অবস্থিত। আশীরাগড়ে শাতপুরা পর্বত স্তরে স্তরে যে ভাবে দণ্ডায়মান আছে, তাহা তান্ত্রীর দক্ষিণকূল হইতে অবলোকন করিলে অসুস্থ হইয়া, রণকুশল বোদ্ধ বুদ্ধ যেন রণপ্রতীকার গভীর ও শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দক্ষিণে খর-প্রবাহা তান্ত্রী নদী বিরাজ করিতেছেন। তাহা উত্তরণ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে আগমন কষ্টকর জানিয়াই যেন শাতপুর আর দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হয় নাই। তান্ত্রীর উত্তরকূল হইতে শৃঙ্গের পর শৃঙ্গগুলি উন্নতমস্তকে ক্রমশঃ ২০০০ ফিট্ পর্যন্ত উঠিয়া আবার নর্মদাতটে অবগাহন মানসে যেন অবতরণ করিয়াছে। এই পর্বতের সর্ব পশ্চিম প্রান্তে বোম্বাই হইতে আগ্রা বাইবার রাস্তা। উহা বোম্বাই-আগ্রা-ট্রাকরোড নামে খ্যাত।

এই পর্বতপৃষ্ঠে ৩০০০ হইতে ৩৮০০ ফিট্ পর্যন্ত উচ্চ বত-গুলি শৃঙ্গ আছে, তন্মধ্যে তুরগমলর সৌন্দর্য্যে ও গাভীরো অতুল-নীয়। এই অধিত্যকা আধক দূরব্যাপী না হইলেও লব্ধভাবে প্রায় ১৬ বর্গমাইল স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান ৩৩০০ ফিট্ উচ্চ। তুরগমলরের পশ্চিমে পর্বতশৃঙ্গগুলি পুনরায় সেনাসজ্জার দ্বারা নর্মদা ও তান্ত্রীর সম্মুখে স্তরে স্তরে দণ্ডায়মান আছে।

নর্মদা ও তান্ত্রীনদীতট ও তৎসম্মিলিত পর্বতমালা দেব মণ্ডলীর বিহার স্থান বলিয়া বিদ্যাপ্রশাসনের এই অংশ শাতপুর

নামে অভিহিত হইয়াছে। বর্তমানে উহা শাতপুরা নামেও লিখিত হইয়া থাকে। [বিদ্যা পৰ্বত দেখ।]

২ মধ্য প্রদেশের শিওনী, ছিলবাড়া ও নাগপুর জেলার শাত-পুরা পৰ্বতের যে দক্ষিণ ঢালু প্রদেশ বিস্তৃত আছে, তদুপরি জাত বনমালা গবর্মেণ্ট কর্তৃক রক্ষিত এবং উহা সরকারী কাগজপত্রে ‘শাতপুরা বনমালা’ নামে কথিত। ইহার ভূ-পরিমাপ ১০০০ বর্গ মাইল। সাজ ও সেগুণ বৃক্ষ এখানে বিস্তৃত আছে। বড় বড় শালগাছ কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। ছোট গাছ গুলি বিশেষ তথা-বদানে রক্ষিত হইতেছে। সীতাবরী ও সুকাটা নামক স্থানে শালের নুতন চাস বসিয়াছে।

শাতভিষ (ত্রি) শতভিষা-অণ্। শতভিবানক্ষত্র সম্বন্ধীয়। (পা৪২৮)

শাতভিষজ (ত্রি) শতভিষজাত। (পাণিনি ৪।৩।৩৬)

শাতভীক (পুং) মদনমালী নামক মল্লিকা বৃক্ষ।

‘শাতভীকর্জবদ্রবী ভূমিমণ্ডোহইপাদিকা।’ (রত্নমালা)

শাতমল্লব (ত্রি) শতমল্ল-অণ্। শতমল্ল সম্বন্ধীয়, ইন্দ্র সম্বন্ধীয়।

শাতমান (ত্রি) শতমানেন ক্রীতং শতমান (শতমানবিশ্রুত-কৃতি। পা ৪।১।২৭) ইতি অণ্। শতমান দ্বারা ক্রীত, শত পরিমাণ বিশেষ দ্বারা যাঁহা কেনা হইয়াছে।

শাতরাত্রিক (ত্রি) শতরাত্রভব, যাঁহা শতরাত্রি ধরিয়া হয়। (কাত্য° গৃহ° ২।৬।১৪)

শাতলা (স্ত্রী) শাতং ছেদং লাভীতি, লা-ক। শাতলা, চলিত চন্দ্রবর্ষা, মনসা গাছ। (অমরটীকায় ভরত)

শাতলেয় (পুং) শতল-ঠক্। শতলের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১২৩)

শাতবনেয় (পুং) শত যজ্ঞকারীর পুত্র, যিনি শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাকে শতবনি কহে। শতবনির অপত্য শাতবনেয়-“শাতবনেয়ে শতিনীতিরয়িঃ পুরুনৌথে” (ঋক্ ১।৫২।৭) ‘শাত-বনেয়ে শতসংখ্যাকান্ ক্রতুন্ বনতি সম্ভবত ইতি শতবনিঃ তস্ত পুত্রঃ শাতবনেয়ঃ’ (সারণ)

শাতশূর্ণ (পুং) আয়ুর্বেদ্যাচাধ্যাতব।

শাতশৃঙ্গিন্ (পুং) বৈষ্ণব উত্তরদিকস্থিত পর্বতবিশেষ।

‘বর্ণশৃঙ্গী শাতশৃঙ্গী পুষ্পকো বৈষ্ণবপর্বতঃ।

ইত্যেতে কথিতা একন্ নৈরোরুত্তরভো নপাঃঃ”

(মার্ক° পু° ৫।১।১০)

শাতত্বদ (ত্রি) বিজ্ঞাৎ সম্বন্ধীঃ।

শাতাতপ (পুং) সংহিতাকার ঋষিভেদ।

‘শাতাতপো বশিষ্ঠচ ধর্মশাস্ত্রপ্রবোজকাঃ।’ (শ্রাঙ্কতব)

শাতাতপ প্রভৃতি ঋষি ধর্মশাস্ত্রপ্রবোজক। শ্রাঙ্ককালে

শিঙহান করিবার সময় ইহাদের নাম উচ্চারণ করিতে হয়। ঋষি শাতাতপ যে ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন, তাহার নাম শাতা-তপসংহিতা। এই সংহিতা ৬ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। স্বয়ং যাজ্ঞবল্ক্য উহার উল্লেখ করিয়াছেন। হোমাত্রি ও বিজ্ঞানেশ্বরের গ্রন্থেও শাতাতপস্মৃতির বচন উদ্ধৃত আছে। বৃদ্ধ শাতাতপের বচনও হলায়ুধ, হোমাত্রি প্রভৃতি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শাতাতপীয় (ত্রি) শাতাতপসম্বন্ধীয়। শাতাতপ প্রণীত কর্ম-বিপাক। কোন কর্ম করিলে কিরূপ নরক, এবং নরক ভোগের পর কোন কোন ব্যাধি ও জন্ম প্রভৃতি হয়, তাহা শাতাতপীয় কর্ম বিপাকে বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। [কর্মবিপাক দেখ।]

শাতাহর (পুং) শতাহরের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১২০)

শাতাহরয় (পুং) শতাহরের গোত্রাপত্য।

শাতিন্ (ত্রি) ছেদক, ছেদকারী। (রঘু ৩।৪২)

শাত্রব (স্ত্রী) শত্রোর্বাবঃ সমূহো বা শত্র-অণ্। ১ শত্রুভাব, শত্রুতা, শত্রু কার্য। ২ শত্রুসংহতি, শত্রুসমূহ। (মেঘিনী) (ত্রি) ৩ শত্রুসম্বন্ধী।

‘তাষ্মলীনাং দলৈস্তজ্জ রচিতা পানভূময়ঃ।

নারিকেলাসবং বোধাঃ শাত্রবঞ্চ পশুর্ঘণঃ॥’ (রঘু ৪।৪২)

(পুং) শত্রুরেব বার্থে অণ্। ৪ শত্রু। (মাব ১।৪।৪৪)

শাত্রুস্তপি (পুং) শত্রুস্তপ-জনপদবাসিভেদ।

শাত্রুস্তপীয় (পুং) শত্রুস্তপি জনপদের রাজা।

শাদ্ (পুং) শো তনুক্রয়ে (শাপিতভ্যাং দধনো। উণ্ ৪।২৭) ইতি দ। ১ কদম্ব, কাঁহা। ২ শল্ল।

শাদন (স্ত্রী) পতন।

শাদহরিত (ত্রি) শাদৈঃ শলৈঃ হরিতঃ। শাদল, নবতৃণ দ্বারা হরিত্ব হান।

শাদা (পারসী) শ্বেতবর্ণ, শুভ্র, শুক্ল।

শাদাকানুর (দেশজ) শুভ্রভেদ।

শাদাকেওড়া (দেশজ) শুভ্রভেদ।

শাদাজবা (দেশজ) শ্বেতজবা।

শাদাজাতি (দেশজ) শ্বেতবর্ণ জাতিপুংশবিশেষ।

শাদাজামাইপুলি (দেশজ) ১ পুলিপিঠাভেদ। ২ বৃক্ষভেদ।

শাদাভূতি (দেশজ) পক্ষিবিশেষ।

শাদাধুতি (দেশজ) বস্ত্র বিশেষ। যে বস্ত্রে কোন প্রকার রঙ্গিন পাড় না থাকে, তাহাকে শাদাধুতি কহে। হিন্দু বিধবা স্ত্রী ও বয়োবৃদ্ধ পুরুষ এই বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে। সম্বা স্ত্রীগণ এই বস্ত্র পরিধান করে না।

শাদাধুতুরা (দেশজ) শ্বেতবর্ণ ধুতুরা।

শাদানটিয়া (দেশজ) শ্বেতবর্ণ নটে-শাক।

শাদাবুদ্দিন (শেখ) ওমরভেদ।

শাদাহাজারমনি (পারসী) ওমরভেদ।

শাদী (পারসী) বিবাহ।

শাদমানখাঁ, একজন গভর সর্দার।

শাদী (শাদী), বনামগ্রন্থি পারসীকবি। ইনি কবিগণ্ডে উচ্চাঙ্গ লাভ করিলেও হাকিমের সম্বন্ধতা লাভ করিতে পারেন নাই। ইহার প্রকৃত নাম শেখ মসলহ-উদ্দীন। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে সিরাজ নগরে ইহার জন্ম এবং ১২৯২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। পারস্তরাজ শাদখিন জলীর রাজ্যকালে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। রাজার নামের পার্থক্যতা রক্ষাথেতু ইহাকে শাদী উপাধি দেওয়া হয়।

বাল্যকাল হইতে শাদী উপযুক্ত জ্ঞান অর্জন করেন। জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে ইহার জ্বরে দয়া ও ধর্মের প্রবল বক্তা আসিয়া সমুদিত হয়। এষ্ট কারণে তিনি বহুবিশেষে জীবনের আধিকাংশ সময় যাপন করিয়াছিলেন এবং প্রায় ১৪৭ বার মক্যাত্তা করেন। [হাকিম দেখ।]

শাদীখাঁ, একজন আকগানসর্দার। মোগলসম্রাট অকবর শাহের সেনাপতি আলী কুলীখাঁর সহিত ইহার যুদ্ধ হয়।

শাদী বে উজ্জবক, অকবর শাহের একজন সেনাপতি। পাতশানামার ইহার নাম শাদীখাঁ শাদীবেগ ও একহাজার সেনানায়ক বলিয়া লিখিত আছে। ইহার পিতার নাম নজর বে উজ্জবক। ইনি মংলব খাঁর অধীনে তারিখখিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

শাদী বে সুলতান খাঁ, বাহশাহ শাহজহানের একজন সেনাপতি। ইনি জানিস্ বাহাররের পুত্র, উক্ত সম্রাটের রাজ্যকালের ৭ম বর্ষে শাদীখাঁ উপাধিসহ ইনি ১ হাজারী পদ পান। ১২শ বর্ষে ইনি বাহ্লিকরাজ নজর মহম্মদ খাঁর নিকট ভারত-সম্রাটের দূতরূপে গমন করেন। ১৪শ বর্ষে ১১০ হাজারী পদ ও ভক্তরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ইহার কিছু পরে বৈরাত খাঁর মৃত্যু ঘটিলে ইনি ২ হাজারী মনসবদার ও ঠাঠার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯শ বর্ষে তিনি রাজকুমার মুরাদবজের সহিত বাহ্লিক ও বদকশান আভিমুখে অভিযান করেন। ২১শ বর্ষে রাজা শিবরামের পদচ্যুতি হইলে ইহাকে কাবুলের শাসন-কর্তৃপদে নিযুক্ত করা হয় এবং তৎপরবর্ষে ইনি রাজপুত্র অরজ-জেবের সঙ্গে কান্দাহার ও বত্-বিজয়ে গমন করিয়াছিলেন। ২৩শ বর্ষে ইনি ৩ হাজারী পদাতিক ও ৩০ হাজার অশ্বারোহী সেনানায়কপদ ও মধ্যাধ্যাক পতাকা ও ঢাকা প্রাপ্ত হয়। ইহার দুই বর্ষ পরে, অর্থাৎ সম্রাট শাহ জহানের রাজ্যকালের ২৫শ বর্ষে ইনি পুনরায় কান্দাহার-বিজয়ে গমন করেন। সম্রাট

শাহজহান ইহার যুদ্ধ-নিপুণতার বিষয়ে হইরা কাবুলে আসিয়া ইহাকে ৬০ হাজারী পদাতিক ও ৩ হাজার অশ্বারোহী সেনানায়কের পদে উন্নীত করেন। ঐ সময়ে তিনি শাদীবেগকে সুলতান খাঁ উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। ইনি পুনরায় সম্রাটের ২৩শ বর্ষে দারাসিকোর সহিত কান্দাহার জয়ে এবং কতক খাঁর সহিত বত্-বিজয়ে যাত্রা করেন। ইহারই কিছুকাল পরে ইহার মৃত্যু ঘটে।

শাদুল (ত্রি) শাদ (নকশাদাৎডুলচ্। পা ৪১২৮) ইতি ডুলচ্। নবত্ববহুল দেশ, নবত্ব দ্বারা হরিষ্মৎ স্থান। ভরত ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ করিয়াছেন যে, শাদশব্দে নবত্ব, এই নবত্ব বে স্থলে বিদ্যমান আছে, এই স্থানকে শাদুল কহে। “শাদো নবত্বং বিস্ততেহত্ শাদুলঃ, শাদবাচিন এব শাদ শব্দাৎ বলঃ স্তাৎ ন তু পদবাচিনোহনভিধানাৎ” (ভরত)

শাদুলবৎ (ত্রি) শাদুল অন্ত্যর্থে মতুপ্ মত ব। শাদুলবিশিষ্ট, শাদুলযুক্ত। (পার° গৃহ° অ১৭)

শাদুলভি (পুং) শাদুলত আভাইব আভা বস্ত। মনবিব বৃশ্চিক ভেদ, এষ্ট বৃশ্চিকের বর্ণ শাদুলের জায়, এই জন্য ইহাকে শাদুলভি কহে। (যুক্ত কয়হা° ৮ অ°)

শাদুলিত (ক্লী) শাদুল-ইতচ্। শাদুলরূপতা, শাদুলবর্ণত্ব।

“ন বজ্জ চণ্ডাংগুরা বিবেষণা।

ভূবো রসং শাদুলিতক গৃহতে।” (ভাগবত ১০।১৮৬)

‘শাদুলিতঃ শাদুলরূপতাং’ (শাদী)

শাদুলিন্ (ত্রি) শাদুল অন্ত্যর্থে ইনি। শাদুলবিশিষ্ট, শাদুলযুক্ত। (রামায়ণ ৪।১১১)

শান, ভেজঃ। ত্ৰাণি° উত° সক° সেট্। লট্ শীশাৎসতি-তে। পরার্থে শানয়তি। কাহারও কাহারও মতে শানতি।

শান (পুং) শাণ। (অমরটীকার ভরত) (শেখ) ২ সোপান।

শান, ব্রহ্মরাজ্যবাসী জাতিবিশেষ। ইহার তৈ বা ঐ নামেও পরিচিত। হিন্দু-চীন বলিয়াও প্রখ্যাত। উক্তের চীন ও তিব্বতপ্রান্তে, বিশেষতঃ ২৫১০ অক্ষাংশ হইতে স্ত্রামউপসাগরের উপকূল পর্যন্ত ১৩০ অক্ষাংশে ইহাদের বাস দেখা যায়। হুগিপুর নদীর উপত্যকাভূমি, খেলবেন, টরাবতী, শালবিন্ ও মেনাম্ নদীর শাখা প্রাশাখাতীরে এই জাতির বাস আছে। স্ত্রামদেশীয় ভাষায় ইহার ঐ নামে কথিত এবং লেরল, শান, আহোম ও খাম্বী নামক চারিটি প্রধান বিভাগে ইহার বিভক্ত। স্থানে স্থানে ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখার বিভক্ত হইয়া এক একটা ক্ষুদ্রবংশরূপে পরিগণিত হইয়াছে। এখনও ইরাবতীতীর হইতে আনামরাজ্যের পক্ষতমালা পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগ শানজাতির অধিকৃত। চীনসীমা হইতে স্ত্রামোপসাগর-

তীর পর্যন্ত ভূখণ্ডবাসী সমগ্র শানজাতিকে যদি একত্র সন্নিবেশিত করা যায় তাহা হইলে, ইহারা পূর্বএসিয়ার একটা মহতী শক্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

ব্রহ্মবাসীকে মধ্যে রাখিয়া উত্তরপশ্চিম, উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণপশ্চিমে পবিত্রকর করিলে আসাম ও ব্রহ্মপুত্রের তীরভূমি, মণিপুররাজ্য, বুনান প্রদেশ, বাক্ক ও কখোজ প্রভৃতি স্থানে বহুসংখ্যক শানজাতির বাস দেখা যায়। ইহারা সকলেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, সকলেই কতক পরিমাণে সুসভ্য এবং সকলেরই তাবা প্রায় একরূপ; তবে স্থানভেদে তাবাগত সামান্য পার্থক্য লক্ষিত হয়।

ভ্রামবাসী শানজাতির ভ্রাম অস্ত্রাভ্র ভ্রামবাসী শানজাতির মধ্যেও কিংবদন্তী আছে যে, তাহারা একসময়ে একটা বলশালী জাতি বলিয়া পরিগণিত ছিল। ব্রহ্মরাজ্যের উত্তরে তাহাদের রাজ্যও ছিল, কিন্তু দৈবদুর্ভাগ্যকে তাহারা সেই রাজ্য হইতে পরিত্রষ্ট হইয়া নানাস্থানে খণ্ড খণ্ড ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, কালধর্ম্মে যেন কাহারও সঙ্গে কাহারও সম্পর্ক নাই। প্রত্যেক বিভাগে একেকজন সর্দার এবং কোন কোন রাজ্য সামন্তরাজ্যের অধীন হইয়াছে। একমাত্র ভ্রামরাজ্যই শানজাতির অতীত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছে। উত্তরে যতগুলি সামন্তসর্দার আছেন সকলেই এখন ইংরাজ-রাজের অধীন। হুঙ-যু-বে, ম্যে-লাং, মোনে, লেগ্যা, থেরিয়ে, মোরমিয়েং, খুঙবেন, কৈল-মাই-মৈল, মৈল লেন-গ্যা, কৈল-হুঙ, কৈল-তুঙ ও কৈল-খেন্ নামক স্থানবাসী শান-সামন্তেরা ব্রহ্মরাজ্যকে কর দিত। এই স্থান করটী শালবিন নদীর পূর্ব ও পশ্চিমতীরে অবস্থিত। কুবো-উপত্যকা, নাম-কাথে বা মনিপুর নদীতীর, ইয়াবতীর দক্ষিণতীরস্থ বামো নামক স্থানে মেনাম নদীতীরে শানরাজ্য আছে। এই সকল রাজ্য পর্তুগের গভীর জঙ্গল মধ্যে অবস্থিত এবং সহজে কেহ ইহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। মণিপুরীভাষার শানজাতিকে কুবো বা কবু বলে।

ভ্রামরাজ্যের লেওসবিভাগ একটা শানরাজ্য। এখানকার অধিবাসীরা উত্তর ইয়াবতীতীরে কতকপরিমাণে সিলকো নামক ব্রহ্মজাতির সহিত মিশ্রিত হইলেও দক্ষিণের শানগণ এখনও আপনাদের ছোট-তৈত বলিয়া গৌরব প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহারা একত্রে লেওসবাসী শানদিগকে বড়-তৈত বলিয়া জানে। পূর্বে ইহারা কাখোজপাড়ার অধীন ছিল। ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইহারা আপনাদের স্বাধীনতা অর্জন করে।

খ্রীষ্ট ১৩শ শতাব্দীতে উত্তরইয়াবতীদেশে লৌ নামে একটা জাতি আপন প্রতিভায় নানা দেশ জয় করে। মুন্স-গৌ

নগরে তাহাদের রাজধানী ছিল। ১২২৪ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা আসাম জয় করিয়া আহোম রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। মেই-কোঙ ও মেনাম নদীর অববাহিকাত্তরে ও বুনানপ্রদেশের কতকাংশে এই আহোমদিগের আদি বাস ছিল। যতদূরে উত্তরপশ্চিমভাগের আহোমেরা ১২শ শতাব্দীতে আসামে আইসে; এই সময়েই ভ্রামবাসীরা ভ্রামরাজ্যে চলিয়া যায়। ১২৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পোন্দরাজ চুতাকা প্রথমে আহোম উপাধি গ্রহণ করেন। তৎপরে তাহারা সমস্তদলে মিলিয়া উপত্যকা জয় করিয়া ধামতীতে রাজপাট স্থাপন করে। এই সময় হইতেই আহোমদিগের প্রভাব বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং তাহারা আহোম বলিয়া আখ্যাত হয়। [আহোম দেখ।]

ভ্রামো নগরের উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণপূর্বে যে সকল শান-জাতি বাস করে তাহাদের এবং চীনসীমান্তস্থিত লৌজাতির ভাষার সহিত ভ্রাম-ভাষার অধিকতর সংশ্লিষ্ট হয়। কিন্তু বুনানের চীনভাষার সহিত লৌজাতির ভাষার অনেক পার্থক্য আছে। [বিস্তৃত ভ্রাম শব্দে দ্রষ্টব্য।]

শানজাতি কর্ণঠ ও দৃঢ়কার। ইহাদের নাক চেন্টা। ইহারা রূপার বাসন ও নানা শিল্পপূর্ণ পাত্র নির্মাণ করিতে জানে। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবা ও অমরাপুর রাজধানীতে প্রায় ২৫ হাজার কাথে-শান কারিগর ছিল। ম্যান্ডালয়ের দক্ষিণপশ্চিমস্থ শানপ্রদেশে টিন পাওয়া যায়। এখানে ও পাগান জেলার লৌহ ও পাওয়া গিয়াছে। উহার অন্নবিস্তার কাজও এখানে হয়।

শানক (বেশজ) মাতীর পাত্রভেদ, সস্ত্রা অপেক্ষা বড়। শানক বা শানকী কাচনির্মিতও হয়। মুসলমানেরা উহা ভোজনপাত্র রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে।

শানকর মুচা (বেশজ) করমচা বৃক্ষবিশেষ। ২ করমচাভেদ। (Carissa diffusa)

শানচু (শালু), আরাকান ও নিরঃজবাসী একটা আদিম অসভ্যজাতি।

শানপাদ (পুং) পারিপাত্রপর্কত, এই পর্কতের বিবরণ হারিৎশে ১০১ অধ্যায়ে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ২ চন্দনবর্ষণ, পাষণ, চলিত চন্দনপীড়ি, যে শিখাখণ্ডে চন্দন বসা হয়।

শানবতী, প্রাচীন জনপদভেদ। (ভারত ২।৫২।১৬)

শানবীধান (বেশজ) ইষ্টকবারা বাট বীধান (জগানয়)।

শানম্পুড়ি, মন্ত্রাজ প্রেসিডেন্সীর নেমুর জেলার কন্দুয়র তালুকের অন্তর্গত একটা গড়গ্রাম। গ্রামের পূর্বাংশে নদীকূলে নোমেন্থর স্বামীর প্রাচীন মন্দির অবস্থিত। পশ্চিমাংশে একট পর্কতের উপর কতকগুলি প্রত্নতত্ত্ববিদগণ ইচ্ছাযতঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়

শানশিলা (স্ত্রী) শানার্ণ শিলা। শানপাথর, যে পাথরে
গোহাবির শান দেওয়া হয়।

শানফেট্ট, ইংরাজীভুক্ত ব্রজরাজ্যের একটি প্রদেশ।

শান্না (দেশ) ১ শাণ দেওরা, অত্রাবির ধার মন্ড হইলে শাণ
পাথরে উহা মাঙ্কিত করিয়া লইলে তাহাকে শান্না কহে। ২ বজ্র
বরনার্ণ তাঁতের অংশবিশেষ।

শান্নাম, ব্রাহ্মণ প্রেসিডেন্সীবাঙ্গী নিরপ্রেমীয় জাতিবিশেষ।
তালগাছ কাটরা তাড়ি প্রভৃতি করা ইহাদের প্রধান ব্যবসার।
ইহার অপদেবতার পূজা করিয়া থাকে।

শান্নী (স্ত্রী) ইন্দ্রবারণী, বাথালশা। (শব্দচন্দ্রিকা)

শানৈশচর (ষি) শনৈশচর-অণ্। শনৈশচর অথবা শনিগ্রহ
সংক্রীয়।

শাস্ত্র (ত্রি) শম-ক (বা দ্ব্যস্ত্যাস্তেতি। পা ৭।২।২৭) ইতি
নিপাতিতঃ। ১ উপশমপ্রাপ্তি। ২ প্রাপ্তোপশম, শমতাপ্রাপ্ত,
পঞ্চায়—শমিত, শান্ত, ভিত্তিস্থির। ৩ অজুত। ৪ শিষ্ট। ৫
নিবৃত্ত। ৬ বিনীত। ৭ সুত। ৮ বিনষ্ট। ৯ পরিত্যক্ত, বিতর্কিত।
১০ মলযুক্ত। ১১ অভিসৃক্ত। (মেঘিনী) (পুং) ১২ রস
বিশেষ, শাস্ত্ররস। নবরসের একটি রস। ইহার লক্ষণ—

“শাস্ত্রঃ শমহারিতাব উত্তম প্রকৃতিমতঃ।

কুশেন্দ্রুশুন্দরচ্ছারঃ স্রীনারায়ণদৈবতঃ।

অনিত্যাদানি শেববর্জনিঃসারতা তু বা।

পরমাত্মস্বরূপং বা ততালম্বনমিমাতে।

পুণ্যপ্রমহারক্ষেত্রীর্থরম্যবদারঃ।

বহাপুরুষসকলভাত্তোদীপনরূপণঃ।

রোমাঞ্চাভাস্তাহতাবা তথাত্ম ব্যতিচারিণঃ।

নির্কেদর্শনরূপমতিভূতদারায়ঃ।” (সাহিত্যদর্পণ ৩৩ পরি”)

এই রসের স্বরিতাব শম, নারক উত্তম প্রকৃতি এবং কুশেন্দ্রু
শুন্দরচ্ছার অর্থাৎ শুন্দর আকৃতি, ইহার অধিভাত্তী দেবতা নারা-
য়ণ। এই সংসার বা জগৎ অনিত্য, সকলই অসার, একমাত্র
পরমাত্মাই সার, ইত্যাদি রূপভাবনাই ইহার আলম্বন। পুণ্যপ্রম,
হারিক্ষেত্র, তীর্থস্থল, রম্য বন্দাধি, এবং বহাপুরুষ ও সাধুসকল
প্রভৃতি ইহার উদীপন, রোমাঞ্চ প্রভৃতি অঙ্গভাব। নির্কেদ,
হর্ষস্বরূপাদি ব্যতিচারিতাব।

যে স্থলে সুখ বা দুঃখ, রাগ বা ঘেব, প্রিয় বা অপ্রিয়,
ইত্যাদি কোন রূপ হুচ্ছাই না থাকে এবং শমপ্রধান হইয়া
থাকে, তথায় শাস্ত্ররস হয়। এই রসে শান্তিপ্রিয়তাই প্রধান
কাব্য।

“ন বজ্র হুংং ন জুংং ন চিত্তা।

ন রাগঘেবৌ ন কাচিৎকিচ্ছা।

রসঃ ন শাস্ত্রঃ কথিতো দুর্নীতৈঃ

সর্কেবু ভাবেবু শমঃ প্রমাণঃ।” (সাহিত্যদর্পণ ৩৩ পরি”)

কেহ কেহ বলেন যে, মানব বন্ধন সংসার দশার মান্না একর
হুংং নিপীড়িত হইয়া বিবেকসাধায়ে এক মাত্র মোক্ষমার্গে
পরমাত্মচিন্তনে কালান্তিপাত করে, তখন তাহার সুখ বা দুঃখ
কোন বিষয়েই উচ্ছাদি থাকে না, সুতরাং তখন তাহার উদীপন,
আলম্বন, সঞ্চারী ও ব্যতিচারী প্রভৃতি কোন ভাবই হয় না,
অন্তএব ইহা রস হইতে পারে না। কারণ শূন্য প্রভৃতি যে
সকল রস আছে, তাহাদের আলম্বন, উদীপন প্রভৃতি ভাব আছে;
বাহার কোন বিষয়েই উচ্ছা নাই, তাহার পক্ষে এই সকল ভাব
অসম্ভব। সুতরাং ইহা কি প্রকারে রস হইতে পারে। “ন বজ্র
হুংং ন জুংং ন চিত্তা” ইত্যেব রূপত শাস্ত্র মোক্ষাবস্থার-
মোক্ষাবস্থাপাণ্ডিতলক্ষণায়াঃ প্রোক্তভাবং তত্র সঞ্চারীনাশ-
ভাবং কথং রসমতিভূত্যাচেত।

বুদ্ধিবুদ্ধিশাস্ত্রানবধিতো যঃ শমঃ সএব যতঃ।

রসতামেতি তদ্বিন্ শূন্যাত্ম্যে: স্থিতস্ত ন বিকচ্ছা।

বশ্চান্নি সুখাতাবোংপ্যাক্ততত বৈবরিকসুখপরমায় বিবোধঃ
উক্তং হি।

‘বজ্র কামরূপ লোকে বজ্র দিব্যং বহাজুংং।

তুচ্ছাকরসুখত্রেতে নহিতঃ বোড়শী কল্যাং।

সর্কাকামরূপরহিততৎ ব্রজতি চেং।

অত্রাত্তভাবমহতি দয়াবীরাদরতনা।

আদিশকাং ধর্মবীরদানবীরদেবতাবিবরতিপ্রভুতঃ।’

(সাহিত্যদর্পণ ৩৩ পরি”)

বাহার বলেন, শাস্ত্র রস হইতে পারে না, তাহাদের উক্তরে
ইহা বলা হইতে পারে যে, বুদ্ধ বা বিবুদ্ধাবস্থার অর্থাৎ সংসার-
বস্থার বা সংসারবৈরাগ্যবস্থার অবস্থিত যে শমভগপ্রধান তাহার
শাস্ত্ররস হইবে এবং সঞ্চারাদ ভাবাবস্থাও তাহাতে বিরুদ্ধ হইবে
না। কারণ শাস্ত্রান্তরে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহজগতে কাম, সুখ
ও দিব্য মহাসুখ প্রভৃতি যে সকল সুখ আছে, তুচ্ছাকর জন্ম যে
সুখ, উহা তাহার ১৬ ভাগের এক ভাগ নহে। সুতরাং সকল
প্রকারেই বাদ অহঙ্কাররহিত্য হয়, তাহা হইলে তাহাতে দয়াবীর
প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হইবে। অর্থাৎ ইহাদের সেবাব্যয়ে রতি, সাধু-
সংসর্গে আশ্রয় প্রভৃতি আলম্বন-উদীপনাদি ভাব পরিমার্জিত
হইবে। শাস্ত্র নব রসের মধ্যে একটি রস। পূর্ববর্ণিত বিবরণি
ইহার প্রধান লক্ষণ। অনিত্য চিত্তা ইহার সূত্রকল ও ভোগবিরাগ
পরমাত্ম-চিন্তন প্রভৃতি আলম্বনাদি ভাব লইয়া এই রস হইবে।

সাহিত্যদর্পণে সেবাবিরক রতির একটি উদাহরণ প্রদত্ত
হইয়াছে। বলা—“তত্র সেবাবিরক রতির-বা-

কথা বারপাতামিহ সুরধনী যোধসি যসন্
বসানঃ কোশীনঃ শিরসি নিরধানোহলিপুটম্ ।
অরে পৌরীনাথ ত্রিপুরহর শভো জিনয়ন
এসীহেতি ক্রোশন্তিবিবিব নেব্যাসি দিবসান্ ॥

(সাহিত্যদর্পণ ৩ পরি°)

কবে আমি বারপাতীতে গজাতীরে কোশীনবাস পরিধান
কাররা মস্তকে অলিপুটে 'হে মহাদেব! আমার প্রতি এসস
হউন' বলিতে বলিতে দিন সকল নিমিষ কালের দ্বার অতি-
বাহিত করিব।

১০ কৃশ। 'শিত শভো কৃশে তীক্বে' (হেম)

১৪ সছাত্রিবিগিত রাজভেদ। (সহা° ৩৪।২২)

শাস্তক (ত্রি) শব-ক, বার্থে ক। ১ শাস্ত। ২ শমতাকারী।
৩ বাঙ্গালার সারণজেলার সেবান তহনীলের অন্তর্গত একটি
গণগ্রাম।

শাস্তকর্ণ (পুং) আত্মবংশীর রাজভেদ। (ভাগবত ১২।১২১)
[শাস্তকর্ণি দেখ।]

শাস্তগতিকা (স্ত্রী) বোধমমণীভেদ। (প্রজ্ঞাপারমিতা)

শাস্তগুণ (ত্রি) শমগুণবিশিষ্ট।

শাস্ততা (স্ত্রী) শাস্ততা ভাবঃ তল্-টাপ্। শাস্তের ভাব বা ধর্ম,
শমগুণপ্রধানতা, শাস্তব।

শাস্তনব (পুং) শস্তনোরগতাং পুমান্, শস্তনু-অণ্। শস্তনুরাজ
পুত্র, ভীষ্মধেব। (ত্রিকা°)

শাস্তনব আচার্য্য, উপাধিহু ও কিটুহুভূতি নামক ব্যাকরণ-
রচয়িতা।

শাস্তনু (পুং) বাপর যুগের চৈববংশীয় রাজভেদ। রাজা প্রতীপের
পুত্র। এই শাস্তনু হইতে গকার গর্ভে ভীষ্মধেবের জন্ম হয়।
পর্যায়—মহাতীয়, প্রতীপ, প্রতীপ, প্রতীপ। (শব্দরত্ন°)

[শস্তনু শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য]

ভাগবতে শাস্তনু নামের এতরূপ ব্যুৎপত্তি লিখিত আছে—
জরাজীর্ণ ব্যক্তিকে কর বাহ্য স্পর্শ করিবামাত্র সে যৌবন লাভ ও
শ্রেষ্ঠা শাস্তি লাভ করিত, এষ্ট জন্ত তাহার নাম শাস্তনু হয়।

"বৃক্কন্ত দিলীপোহভূৎ প্রতীপন্ত চান্দ্রজাঃ।

দেবাপিঃ শাস্তনুস্তত্র বাহ্লীক ইতি চান্দ্রজঃ ॥

বাং বাং করাত্যাং স্পৃগতি জীর্ণং যৌবনমেব্যতি।

শাস্তিসমাপ্তি চৈবাগ্ৰাং কর্ণগা তেন শাস্তনুঃ ॥"

(ভাগবত ৯।২২ অ°)

শাস্তনু কৃষ্ণাভ-বিশেষ। (হুস্তত্ন হুস্তহা° ৪৬ অ°) ও ককটিকা,
শব্দককটিকা। (শব্দমালা°)

শাস্তপত্রি (শেক্তপত্রী), মাস্ত্রাজপ্রসিডেন্সীর বিজাগাপাটম্

জেলার অন্তর্গত একটি গণগ্রাম। সমুদ্রতীরবর্তী কোণাড়
গ্রাম হইতে ৫ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৮° ২'
৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০° ৪২' পূঃ। এখানে একটি গন্ত-
শৈলশৃঙ্খের উপর শাস্তপত্রি-আলোকবাটিকা বিস্তারিত আছে।
বিমলীপক্লন বন্দরে জাহাজ আসিরা লাগিবার সময় পাছে জলগর্ভস্থ
পর্কতে আহত হয়, এই ভয়ে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ঐ আলোচর
নির্মিত হইয়াছিল। সমুদ্রকূল হইতে ৩০ মাইল ব্যবধানে
স্থাপিত হইলেও সমুদ্রপৃষ্ঠ হ ১৪ মাইল দূরবর্তী জাহাজ হইতে
এই আলোক দৃষ্ট হয়।

শাস্তপ্রকৃতি (ত্রি) শাস্তা প্রকৃতিবৃত্ত। শাস্ত-স্বভাব।

শাস্তভয়, প্রকবীণের অন্তর্গত বর্ষভেদ। (লিঙ্গপু° ৪৬।৪০)

শাস্তমতি (পুং) দেবপুত্রভেদ। (ললিতবি°) (ত্রি) শাস্তা
মতি বৃত্ত। ২ শাস্তবৃত্তি, শিষ্টপ্রকৃতি।

শাস্তবয় (পুং) বহুবংশীর রাজভেদ, ধর্মসামর্থির পুত্র। পাঠান্তর
'শাস্তরজন্ম'। (ভাগবত ৯।১৭।১২)

শাস্তরূপ (ত্রি) শাস্তপ্রকৃতি।

শাস্তবীর দেশিকেন্দ্র, একাকরনিবন্ধ-প্রণেতা।

শাস্তলদেবী, হোরসগবংশীর রাজা বিষ্ণুবর্ধনের (অপর নাম
বীরগজ)-মহিষী। ইহার অপর নাম লকুমাদেবী।

শাস্ত্রী (পুং) প্রচণ্ড মেঘের নামান্তর। (ললিতবি°)

শাস্ত্রমতি (পুং) দেবপুত্রভেদ। (ললিতবি°)

শাস্ত্রসুরি (পুং) ১ একজন জৈনটীকাকার। ২ জাতকসার-
রচয়িতা।

শাস্ত্রসেন (পুং) বহুবংশীর রাজভেদ, সুবাহুর পুত্র।

(ভাগবত ১০।২০।৬৮)

শাস্ত্রা (স্ত্রী) দশরথ রাজার কন্যা, রাজা দশরথ লোমশাদিকে এই
কন্যা দত্তকপুত্রিকারূপে দান করিয়াছিলেন। লোমশাদি স্বা-
শুক দুনির সহিত ইহার বিবাহ দেন।

"কন্তাং দশরথো রাজা শাস্ত্রাং নাম রাজীজনং।

অপত্যভুক্তিকং রাজ্ঞে শোমশাদার বাং বদৌ ॥"

(উত্তরামচরিত ১অ°)

২ শমীভেদ। পর্যায়—ভক্তা, ভক্তা, অপরাধিতা, জরা,
বিজরা। ৩ আমলকী। (রাজনি°)

৪ দক্ষিণ ভারতে প্রবাহিত একটি নদী। ভাণ্ডারী নদীতে
আসিরা মিশিয়াছে। (তাল্পীণ্ড°)

৫ একটি গণগ্রাম। (বিবিজরপ্রকাশ°)

শাস্ত্রাভ্যনু (ত্রি) শাস্তি আত্ম স্বভাবো বৃত্ত। শাস্ত্রস্বভাব,
শিষ্ট, শাস্ত্রপ্রকৃতি।

শাস্ত্রানু, সছাত্রিবিগিত রাজভেদ। (সহা° ৩৪।২২)

শাস্তাশাস্তি, চন্দ্রাগের অন্তর্গত একটা গ্রাম।

(ভবিষ্যৎ ৮২।২০)

শাস্তি (স্ত্রী) শম-ভিন্। ১ কামক্রোধাদি প্রশম, চিত্তোপশম।
নাগোবীতট শাস্তি শব্দের অর্থ করিয়াছেন যে, বিষর হইতে
ইন্দ্রিয়ের উপরম; শম ল্পর্শ প্রভৃতি বিষরসমূহ ইন্দ্রিয় হইতে উপ-
রত হইলে যে অবস্থা হয়, তাহাকে শাস্তি কহে। পর্যায়—শমথ,
শম, প্রশম, উপশম, প্রশান্তি, তৃষ্ণাক্ষর। (হেম) ক্রিয়াযোগ-
সাধারে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

“যং কিকিঞ্চ সংপ্রাপ্য শ্রমং বা যদি বা বহু।

যা তুষ্টিজায়তে চিত্তে শাস্তিঃ সা গম্যত্বৈব যুগে ॥”

(পদ্মপু° ক্রিয়াযোগসা° ১৫ অ°)

অতঃ পর বা বহু যে কিছু সামান্য বস্তুতেই চিত্তের যে পরিতোষ
করে, তাহাকে শাস্তি কহে। অধিক পাইলেও আনন্দ নাই,
এবং অমেগে হুঃখ নাই, চিত্তের এইরূপ যে পরিতোষ, তাহার
নাম শাস্তি।

গীতার লিখিত আছে যে—

“আপূৰ্ণ্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যতঃ।

ততঃ কামা যং প্রবিশন্তি সর্কে স শাস্তিমাশ্রোতি ন কামকামী ॥”

(গীতা ২।৭০)

কল যেরূপ সর্বদা পরিপূর্ণ ও অচলভাবে অবস্থিত মহাসমুদ্রে
প্রবেশ লাভ করিয়া বিলীন হয়, সেইরূপ যখন কামনা সকল
পুরুষের হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিলীন হয়, তখন তিনি শাস্তি
লাভ করিতে পারেন। কামকামী অর্থাৎ কামনাপূর্ণ ব্যক্তি
শাস্তি-প্রাপ্ত কামল ছাড়া কখনই প্রাপ্ত হন না। চিত্ত যখন কামনা-
শূন্য হয়, ক্ষিপ্ত, মুগ্ধ, বিক্ষিপ্ত প্রভৃতি ভাব সকল দূর হয়, তখন
শাস্তি হইয়া থাকে। বিষয়ালস্কৃতিতে শাস্তি হইতে পারে না।
বাহ্যর শাস্তি নাই, তাহার সুখও নাই।

“নাতি বুদ্ধিরযুক্তস্ত ন চাযুক্তস্ত ভাবনা।

ন চাত্মবসন্তঃ শাস্তিরশাস্তস্ত হুতঃ স্মৃৎ ॥” (গীতা ২।৬৬)

যতকণ পর্যন্ত ইন্দ্রিয় সকল বিজিত না হয়, ততকণ আত্ম-
বিষয়িনী বুদ্ধি জন্মে না। এই আত্মজ্ঞান না জন্মিলে শাস্তি লাভ
হয় না। অশাস্ত ব্যক্তির সুখের সম্ভাবনা নাই। বাহ্যর শাস্তি-
প্রেরণা, তাহার প্রথমে ইন্দ্রিয়-সংযম করিয়া ভগবৎপাসনার চিত্ত
নিবিষ্ট করিলে শাস্তিলাভ করিতে সমর্থ হন। চিত্তের দৈর্ঘ্য
সম্পাদন হইলেই শাস্তিলাভ হইল।

শঙ্করাচাৰ্য্য তাহার গীতাভাষ্যে শাস্তি শব্দের মোক্ষ অর্থ
স্থির করিয়াছেন।

২২ ধর্ম দ্বারা গ্রহণোঃহ হুঃখাদিহৃতিত ঐহিক অনিষ্ট হেতু
হরিত নিবৃত্তি। গ্রহাদি বিগুণ হইয়া যে স্থলে অনিষ্ট ঘটে, সেই

স্থলে কোন দৈব কর্মের অস্তিত্ব দ্বারা ঐ অনিষ্টের নিবৃত্তি হইলে
তাহাকে শাস্তি কহে। গ্রহবিরুদ্ধ হইলে গ্রহবিগের পূজা,
হান, তব, কবচ, হোম প্রভৃতি দ্বারা বা তর্কযুক্তাঙ্গী দেবতার পূজা
ও চণ্ডীপাঠ এবং নারায়ণকে তুলসী প্রভৃতি দান করিলে
বৈগুণ্যশাস্তি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহা শাস্তি-বস্ত্রান
নামে আখ্যাত। যে রূপ অঙ্গে কবচধারণ করিলে শত্রুর বাসক
হয়, তক্রূপ দৈবোপদ্রাব্য ব্যক্তির শাস্তিই বারক অর্থাৎ দৈব-
বিরুদ্ধ হইলে শাস্তি করিলে তাহার প্রশমন হয়।

“যথা শস্ত্রগ্রহাণাণ্যং কবচং বিনিবারকম্।

তথা দৈবোপদ্রাব্যানাঃ শাস্তির্ভবতি বারণম্ ॥”

‘বালগ্রহভূতগ্রহনরাধিপ প্রবলতরণকৃতঃসহরোগাশ্চিৎতবাকুত-
হুঃখগ্রহদৌঃস্থাদিনিমিত্তকঃ শাস্তিকর্ম্মাপি মলমাসে কর্তব্যঃ ॥’

(মলমাসতত্ত্ব)

শাস্তিকর্ম্ম বিগুণ দিনে করিতে হয়। কিন্তু যে স্থলে গ্রহাদির
প্রবল প্রকোপ বশতঃ কঠিন পীড়াদি হয়, তথায় মলমাসেও
শাস্তিকর্ম্ম করিতে পারিবে। কিন্তু মলমাস হইলেও বিগুণ দিন
দেখিয়া শাস্তি কর্ম্ম বিধেয়। যথাবিহিত শাস্তিকর্ম্মের অস্তিত্ব
করিলে বালগ্রহ, ভূতগ্রহ, রাজভয়, প্রবলতরণ শত্রু, হুঃসহরোগাতি-
ভব, হুঃবগ্ন, গ্রহবিরুদ্ধ প্রভৃতি আশু প্রশমিত হয়। অতএব
গ্রহাদি বিগুণ হইলে যতপূর্ব্বক তাহার শাস্তি করা কর্তব্য।

রঘুনন্দন কৃত্যতত্ত্বে অমৃত-শাস্তির বিধান উল্লেখ করিয়াছেন।
তিনি বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি বিরুদ্ধের নাম অমৃত, অর্থাৎ বাহ্য
অস্বাভাবিক তাহাই অমৃত শব্দবাচ্য, ইহাৎ যদি এক কাক আসিয়া
গায় পড়ে, গৃহে পেচকাদি প্রবেশ করে, গন্ধর্জনগরাধি দর্শন হয়,
তাহাকে অমৃত কহে। দেবগণ মানবকে অমৃত ভাব অবগত
করাইবার জন্য এইরূপ দেখাইয়া থাকেন। মানব উক্ত সকল
উৎপাত দর্শনে তাহার ভাবী অনিষ্ট বুঝিতে পারিয়া আত্মরক্ষণ
বিধি অনুসারে শাস্তি করিবে। বিধিবিধানে শাস্তি করিলে
তাহার আর ভাবী অনিষ্টের ভয় থাকে না।

রজতলা স্ত্রীগমন, গো, অশ্ব ও ত্যাবার বনজ সন্তান প্রসব বা
নিজাতীয় প্রসব, কাক, কক, ধূম্র, ত্রেন, বনকুহুট, রক্তপান ও
বনকপোতের গৃহ প্রবেশ, অথবা মহুঘোর পরিপতন, বেতবর্ণ
ইন্দ্রাযুধ, বা রাজিকালে ইন্দ্রাযুধ, উৎপাত, শিগ্গাহ, সুঘোষ-
মণ্ডল, চন্দ্রোপমণ্ডল, গন্ধর্জনগরদর্শন, হুকল, ধুমকতু; রক্ত,
শত্রু, বলা, অগ্নি প্রভৃতি পতন, পেচক ও বানরাদি গৃহে
প্রবেশ ও অকালে কল পুশাদির উপসম এবং সন্তান ধরিয়া
বৃষ্টি হইলে ছন্দোগপরিশিষ্টোক্ত বিধি অনুসারে শাস্তি করা
কর্তব্য।

যদি এইরূপ অমৃত বিপদে শাস্তি না করা হয়, তাহা হইলে

গৃহপতির মৃত্যু বা সর্বস্বনাশ হইয়া থাকে। এই শাস্তির বিধান লিখিত আছে যে, পূর্বেক কোন বিপদ উপস্থিত হইলে বিপদ দিনে দেবপূজাদি শেষ করিয়া প্রতিবাচন এবং পরে সন্ময় করিবে। সন্ময় কথা—

“ও তৎসং বিষ্ণুরাম তৎসদোমন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুক গোত্র শ্রীঅমুক দেবশর্মা অমুকাত্মতঃচিত-মোবোপশমনকামঃ কাত্যায়নোক্তশাস্তিনহং করিষ্যে” সন্ময় মূল পাঠ এবং স্বগৃহোক্ত বিধি অনুসারে অগ্নিহোম করিয়া পরে বরদ নামক অগ্নি স্থাপনপূর্বক ঘৃত দ্বারা, অমৃতায়নে স্বাহা, ও সোমায় স্বাহা, ও বিষ্ণবে স্বাহা, ও বায়বে স্বাহা, ও রুদ্রায় স্বাহা, ও বসবে স্বাহা, ও মৃত্যাবে স্বাহা, বিষ্ণো দেবেভ্যো স্বাহা ইহাদের হোম করিয়া পরে আবার চকু দ্বারা ইহাদের হোম করিবে। এষ্টরূপে হোম শেষ করিয়া ঘৃতপায়সাদি ভোজন দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণাসহ পরিতোষ করিবে। অথবা স্বগৃহোক্ত অগ্নিহোম করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত সপ্ৰণবগায়ত্রী ও বিষ্ণুস্তুত দ্বারা অষ্টোত্তর শত হোম এবং নবগ্রহ হোম করিয়া তাহা-দিগের পূজা করিলেও এই শাস্তি হয়।*

হুঃস্বপ্ন ও অনিষ্ট প্রভৃতি দর্শনেও ব্রাহ্মণকে ঘৃত ও কাকদান এবং ব্রাহ্মণ ও জ্ঞাতীভোজন করাইলে শাস্তি হয়। (কৃত্যতত্ত্ব)

বৈষ্ণবামুতে ব্যাসবচনে লিখিত আছে যে, “নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা” মন্ত্রে ভগবান্ নারায়ণকে তুলসী দিলে সকল শাস্তি হয়। তুলসী দ্বারা নারায়ণ-পূজাই মহাশাস্তি। ইহাতে সকল বিপদ দূর হয়। গ্রহযজ্ঞ ও শাস্তিক প্রভৃতি কর্তব্য দ্বারা ক্রেশের আবশ্যক নাই। এক মাত্র তুলসী দানেই সকল শাস্তি হইয়া থাকে।

* “আখর্ব্যাত্মতঃচনং প্রকৃতিবিকল্পমত্মতঃ। প্রাক্প্রবোধায় দেবাঃ স্বজাতি ইতি তেনাগজজ্ঞানায় পূর্বং কুম্বালীনাঃ স্বতঃপ্রত্যবোধেবকৃত্বো-হকৃত ইতি রজস্বশাস্তিগমনে গোমুত্যাধ্যাত্ম্যো বমজে জাতে বিজাতীরঙ্গসবে কাক-কঙ্ক-গৃধ্র-কেনবনকুটরকুটপাদবনকপোতানাং গৃহপ্রবেশে সমুদ্যো পরি-পতনে বা অস্ত্রযুক্তেষু বা খেতেপ্রায়ুধরাজ্যায়ুধ-উৎপাত-দিগ্‌দাহস্বর্ঘ্যোপ-নগল-চক্রোপনগল-গজবর্ধনগজবর্ধনকৃত্তিকচিহ্নাঃস্বকৃত্তিক। - মজ্জলপাকোপ-রাগ-ভৃকশ-ধূমকেতু-রক্তশত্রুস্বাহা-বসাদিনবধাতুহিরণ্যককলপুঞ্জারপাণ্ডঃ বনপ্রবেশে গৈরকব বরপুংপতনে অকালকলপুন্দ্রোদগায়িত্ব সন্ত্যাহ্যভ্যহুত্বী-চন্দ্রোপপরিপীড়িত শাস্তিঃ কুর্য্যাত্।

এতৎ প্রারম্ভভাকরণে গৃহপতিসংগত সর্বস্বনাশো ভবতি, যোগিবাজ-যজ্ঞোক্ত সপ্ৰণবগায়ত্র্যা চ বিষ্ণুস্তেন অষ্টোত্তরহোমান্ নবগ্রহাংশি পূজ-য়েৎ। ব্রাহ্মণায় কাকদ্বং দত্তাৎ। এবং হুঃস্বপ্নানিষ্টদর্শনে ব্রাহ্মণায় ঘৃতং কাকদ্বং দত্তাৎ ততো ব্রাহ্মণ্য জ্ঞাতীংস্ত ভোজয়েৎ।”

(রঘুনন্দন কৃত্যতত্ত্ব অতুতশাস্তি)

“গ্রহযজ্ঞৈঃ শাস্তিকৈশ্চ কিং স্নিহতি নরা বিজ।

মহাশাস্তিকরঃ শ্রীমান্ তুলসী পূজিতো হরিঃ।

উৎপাদান্ দারুণান্ পুংসাঃ দুর্নিমিত্তানেনেকশঃ।

তুলসী পূজিতো তত্যা মহাশাস্তিকরো হরিঃ।

অত্র ব্রহ্মপুংসাদিরো মন্ত্রঃ—

নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহেতি।”

(বৈষ্ণবামৃতমৃত ব্যাস)

এই যে শাস্তির বিবরণ কথিত হইল, ইহা বৈদিক শাস্তি। ইহা ভিন্ন তন্ত্রশাস্তিও শাস্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্ত্রে বটকর্ণস্থলে শাস্তির বিধান আছে। এই স্থলে শাস্তিকর্ণেও লক্ষণ লব্ধে লিখিত আছে যে, যে কর্ণদ্বারা রোগ, কুতৃত্য, ও গ্রহদোষ নিবারণ হয়, তাহাকে শাস্তিকর্ণ কহে।

“শাস্তিবস্তুতন্তনানি বিধেবোক্তাটনে ততঃ।

মারগান্তানি শংসন্তি বটকর্ণাশি মনৌবিগঃ।

রোগকৃত্যগ্রহাদীনাম্ নিরামঃ শাস্তিরীমিতাঃ” (তন্ত্রসার)

পূর্বেই বলিয়াছি যে, জ্যোতিষোক্ত শুভ দিন দেখিয়া শাস্তি কর্ণের অমুষ্ঠান করিতে হয়। এই দিন যথা—রবি, সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র এবং উত্তরাষাঢ়া, উত্তরফল্গুনী, উত্তর-ভাদ্রপদ, মোহিনী, চিত্রা, অমুরাধা, মৃগশিরা, রেবতী, পুষ্যা, অশ্বিনী ও হস্তা এই সকল নক্ষত্রযুক্ত এবং রিক্তা ভিন্ন তিথিতে শুভলগ্নে চন্দ্র ও তারাও দৃশ্য হইলে শাস্তিকর্ণ করিবে।

“তত্র বারা রবিসোমবুধবৃহস্পতিশুক্রাণাম্ তত্র নক্ষত্রাণি উত্তরাষাঢ়া-উত্তরফল্গুনী-উত্তরভাদ্রপদং-মোহিনী-চিত্রা-অমুরাধা মৃগ-শিরা-রেবতী-পুষ্যা-অশ্বিনী-হস্তা। তত্র চন্দ্রঃ শোভনঃ, লগ্নঃ শোভনমিত্যাশি।” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

আপৎকালে চণ্ডীপাঠ, বটুকটেরবাদি স্তোত্রপাঠ, স্বস্ত্যরন, হোম প্রভৃতিতে যেমন গ্রহবৈষ্ণব শাস্তি হয়, সেইরূপ আনুর্বেদ শাস্তিও রোগাদি শাস্তির জন্য গ্রহশাস্তি, কবচ ধারণ, তুলসীদান প্রভৃতির ব্যবস্থা দেখা যায়। এ ছাড়া গ্রহশাস্তির জন্য ভৌতিক-চারেরও ব্যবস্থা আছে। সাপের খোলস, লণ্ডন, মুরগামূল, সর্ষপ, নিষপত্র, বিভালের বিষ্ঠা, ছাগলোম, মেঘপুচ্ছ, বচ ও মধু এই সমুদায়ের ধূপে একশাস্তি হয় এবং বালুরোগ বিদূরিত হইয়া থাকে।

২ ভদ্র, মঙ্গল। (হেম) ও গোপীবিশেষ। (ব্রহ্মবৈবর্তপু-প্রকৃতিখ” ৯ অ”) (পুং) ৪ বৃতাহা-বিশেষ। ৫ জিন চক্রবর্তী-বিশেষ। (হেম) ৬ নশন মন্ত্রস্তরীর চন্দ্র। (পরুড়পু” ৮৭অ”)

৭ দেবপূজা প্রভৃতির পর মন্ত্রপাঠপূর্বক বজ্রমানকে পূন্দ্রাদি দ্বারা বে আশীর্বাদ দেওয়া হয়, তাহাকে শাস্তি কল্পে।

“শাস্তিভিলকদক্ষিণা।” (দেবপূজাপ”)

দেবপূজার পর শাস্তি, তিলক ও পরে দক্ষিণাঙ্ক করিতে হয়। [শাস্তাদিক দান দেখ]

৮ বোড়শমাতৃকাবিশেষ। কুলের রক্ষাকারিণী ১৬ জন মাতৃকা দেবতা আছেন, নান্দীমুখপ্রাণে প্রথমে ইহাদের পূজা করিয়া পরে শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

শাস্তিক (ত্রি) শাস্তিকর্ম, গ্রন্থাদি শাস্তির নিমিত্ত যে দৈব কর্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাকে শাস্তিক কর্ম্য কহে। ২ শাস্তি শকার্থ।

শাস্তিকর (পুং) করোতীতি কৃ-ট, করঃ। শাস্তিকারক, যাহাতে শাস্তি হয়। (ভাগবত ৫:২২:১৬)

শাস্তিকরণ (স্ত্রী) শাস্ত্যেব করণঃ। শাস্তিকর্ম্য, শাস্তিকার্য। (কাত্য° গৃ° ২৬:৭:৫৮)

শাস্তিকর্ম্মনু (স্ত্রী) শাস্ত্যর্থঃ কর্ম্ম। শাস্তিক্রিয়া, শাস্তি কার্যের জন্ত দৈবানুষ্ঠান। (আষ° গৃ° ২৬:৭:৫৮)

শাস্তিকলামল, সহ্যদ্রিবার্গিত রাজভেদ। (সহ্য° ৩:১:২৮)

শাস্তিকর (পুং) অথর্ববেদের পঞ্চম কল্প।

শাস্তিকাম (ত্রি) শাস্তি কাম্যতে ইতি কাম-গিঙ্-অচ্। শাস্ত্য-ভিলাষী, যিনি শাস্তি কামনা করেন। সংস্কারভবে লিখিত আছে যে, যিনি শ্রী ও শাস্তি কামনা করেন, তিনি গ্রহযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন।

“শ্রীকামঃ শাস্তিকামো বা গ্রহযজ্ঞঃ সমাচরেৎ।

বৃষ্টাযুঃপুষ্টিকামো বা তথৈবাভিচরন্নপি ॥” (সংস্কারতত্ত্ব)

শাস্তিকুন্ত (পুং) দেবপূজাদিতে প্রাতিমাসমক্ষে যে ষট স্থাপন করা হয়। দেবপূজাদির পর এই কুন্তের জল লইয়া শাস্তি দিতে হয়, এই জন্ত ইহাকে শাস্তিকুন্ত বা শাস্তিকলস কহে।

শাস্তিকুৎ (ত্রি) শাস্তি করোতীতি-কৃ-কিপ্-তৃচ্। শাস্তিকারক।

শাস্তিগুপ্ত (পুং) বোদ্ধাচার্যভেদঃ। (তারনাথ)

শাস্তিগুরু (পুং) বোদ্ধাচার্যভেদঃ।

শাস্তিগৃহ (স্ত্রী) শাস্ত্যে গৃহং। শাস্ত্যালয়। বজ্রস্থানে নির্মিত যে গৃহে বজ্রাবসানে শাস্তিজল দ্বারা স্নান করিতে হয়। পথ্যার আখরঙ্গ। (হেম)

“কঠেষু নিবরীয়াং পুষ্টার্থং শাস্তিগৃহগানাম্।”

(বৃহৎসংহিতা ৪৪:৫)

শাস্তিজল (স্ত্রী) শাস্ত্যর্থঃ জলঃ। শাস্তিনিমিত্ত জল, পূজাদির পর যে জল দ্বারা শাস্তি দেওয়া হয়।

শাস্তিদ (ত্রি) শাস্তিঃ দদাতিতি দা-ক। শাস্তিদায়ক, শাস্তি দানকারী। (বৃহৎসংহিতা ৫৮:৩৩)

শাস্তিদেব (পুং) বোদ্ধবভিভেদঃ।

শাস্তিদেবা (স্ত্রী) বাহুদেবপত্নী দেবকেশ কস্তা। (ভাগবৎ: ১২:৪:২২)

শাস্তিনাথ (পুং) ১৬শ জৈনতীর্থধর। [জৈনশব্দ দেখ]

হেমচন্দ্রের শুরু দেবপুরি শাস্তিনাথচরিত্র নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উহা পরে অপর এক দেবপুরি কর্তৃক প্রাকৃত হইতে সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত হয়। শাস্তিনাথপুরাণেও শাস্তি নাথের চরিত্র বর্ণিত আছে।

শাস্তিপূর্ব্ব, মহাত্মারভোক্ত দ্বাদশপূর্ব্ব। এই পূর্ব্ব রাজধর্মে শাস্তিবিষয়ক বিবরণি বিবৃত হইয়াছে। [মহাত্মারত দেখ।]

শাস্তিপাল, সহ্যদ্রিবার্গিত রাজভেদ। (সহ্য° ৩:১:৫১)

শাস্তিপূর (স্ত্রী) ১ শাস্তিনিকেতন। ২ নগর বিশেষ।

বাল্যালয় নদিরাজ্যেলার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ নগর।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের লীলাক্ষেত্র নবদ্বীপধাম হইতে দক্ষিণে ভাগীরথীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ১৪' ২৪" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ২৯' ৬" পূঃ। লোকসংখ্যা ৩০ হাজারের অধিক।

বহুকাল হইতে এই নগর বজ্রবাণিজ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। শাস্তিপূরে-স্থিত বাল্যালার সর্বত্র স্থপরিচিত। বাল্যালী বালকবালিকারা রেশমপাড় শাস্তিপূরে সাটা পরিধান করিতে বিশেষ আক্লাব প্রকাশ করিয়া থাকে। পূর্বে নদীরা জেলার প্রায় সকল স্থানেই এই কাপড় প্রস্তুত হইয়া শাস্তিপূরের হাটে বিক্রয় হইত। ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানীর শাস্তিপূরে কুঠী স্থাপন হইতে এই নগর বজ্রবাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে পরিণত হয় এবং তত্ত্বাবধ-সমিতি শাস্তিপূরে আসিয়া বজ্র বরন করিতে আরম্ভ করে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপে বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারে বজ্র-লীল, তখন বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্বৈত গোস্বামী শাস্তিপূরে গঙ্গাতীরে বাস করিতেছিলেন। মহাপ্রভু সেই পূজ্যপাদ গোস্বামীকে দর্শনমানসে শাস্তিপূরে আগমন করেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে লিখিত আছে, অবৈতের সঙ্গলাভে বিভোর হইয়া মহাপ্রভু এখানে হরিনাম সংকীর্ণনে মত্ত হন। রাসধাত্রা উপলক্ষে শাস্তিপূরে এখনও সেই ধর্মপ্রচারের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ আছে। কাটিকী পূর্ণিমার দিন শাস্তিপূরের ঘরে ঘরে রাসোৎসব হয়। মেলা তিন দিন থাকে। বাল্যালার নানাস্থানের বৈষ্ণবগণ ও অজ্ঞাত লোক এই মেলা দেখিতে এই সময়ে শাস্তিপূরে যায়। অবৈত প্রভুর বাস-ভূমি বলিয়া এই স্থান গোড়ীর বৈষ্ণবগণের নিকট একটি তীর্থ-রূপে পরিগণিত হইয়াছে। এখানে গঙ্গাস্নান মহাপুণ্যজনক।

শাস্তিপূরাণ, জৈনপুরাণভেদ। সকলকীর্তিরচিত শাস্তিনাথ পুরাণ।

শাস্তিপ্ৰভ (পুং) একজন বোদ্ধাচার্য্য। (তারনাথ)

শাস্তিমন্ত্র (পুং) মন্ত্রবিশেষ, শাস্তিধানের মন্ত্র। যে মন্ত্রে শাস্তিজল দেওয়া হয়। [শাস্ত্যাদিকদান দেখ]

২ তন্ত্রাক মন্ত্রবিশেষ। তন্ত্রসাধে এই মন্ত্র এইরূপ লিখিত আছে, বথা—অথ শাস্তিমন্ত্রঃ।

ইয়ং পুত্রং কামরতঃ কামজানামিহৈব হি।

বেবেভ্যঃ পুত্রাশ্চি সর্কসিহং মজ্জননং শিবশাস্তিতার্যৈ কেশবেভ্যাতার্যৈ ক্রত্বেভ্যঃ উমার্যৈ শিবায় শিবদশসে। ইত্যনেন কুশোদকেন শাস্তিঃ কুর্যাৎ।" (তন্ত্রসার)

এই মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা শাস্তি করিতে হয়।

শাস্তিরক্ষিত (পুং) একজন বৌদ্ধাচার্য্য। (তারনাথ)

শাস্তিবর্ণী, কাম্ব বংশীয় হুইজন নরপতি। শাস্তি বর্ণী ১ম রাজা ২য় নাগবর্ষার পর সিংহাসন অধিকার করেন। রাজা ২য় শাস্তি বর্ণী ১০৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বিত্তমান ছিলেন। ইনি রাজা ২য় জয়বর্ষার পুত্র; কিন্তু রাজা জয়বর্ষার পৌত্র ২য় কাণ্ডিবর্ষার পর সিংহাসন লাভ করেন। হাঙ্গলে ইঁহাদের রাজধানী ছিল। রাজা হুই শাস্তিবর্ণী পশ্চিম চাগুকা বংশীয় রাজা ২য় সোমেশ্বর এবং ৬ষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের অধীন মিত্ররাজরূপে পরিগণিত ছিলেন। ইনি পাণ্ডাবংশীয়া প্রিন্স দেবীকে বিবাহ করেন।

শাস্তিবর্ণী, সৌন্দর্যের রটবংশীয় একজন সামন্ত রাজা। রাজা পিটুগের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ইনি অল্পমাত্র ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে গিড়সিংহাসনে সমাসীন হন। পশ্চিম চাগুকরাজ ২য় ভৈলগের অধীনে ইনি বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

শাস্তিবাচন (স্ত্রী) শাস্তিমন্ত্রের বাচন, শাস্তিজল দানের মন্ত্র পাঠ, শাস্তিমন্ত্র প্রয়োগ।

শাস্তিবাচনীয়া (স্ত্রী) শাস্তিবাচন প্রয়োজনমত (অল্প প্রবচনা-দিভ্যাহঃ। পা ৪।১।১১১) ইতি হ। শাস্তিবাচন বাহান প্রয়োজন তাহাকে শাস্তিবাচনীয়া কহে।

শাস্তিবাহন (পুং) একজন বৌদ্ধরাজ। (তারনাথ)

শাস্তিব্রত, ব্রতবিশেষ। (বরাহপুং)

শাস্তিশতক (স্ত্রী) গিল্লন কবিত্বিত শ্লোকশতক। ইহাতে শাস্তিবিবরক একশত শ্লোক আছে।

শাস্তিসদ্বান্ (স্ত্রী) শাস্তিগৃহ, যে গৃহে শাস্তিফলে অতিবিক্ত হওয়া যায়। (বৃহৎসং ৪৪।৫)

শাস্তিবেশ, একজন বিখ্যাত জৈনমুনি। জ্ঞানসেন মুনির পুত্র, কুলভূষণের পৌত্র এবং শুক দেবসেনের প্রপৌত্র। ইহার লাট-বাগটগণের অন্তর্ভুক্ত। রাজা জোজদেবের সভায় অধ্বর সেন ও অজ্ঞাত পণ্ডিত তর্কযুদ্ধে আস্থানকারী পণ্ডিতদলকে শাস্তিবেশ পরাস্ত করিয়াছিলেন। ইহার পুত্র বিজয়কীর্তি কচ্ছপভাবংশীয় মহারাজাধিরাজ বিক্রমসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন (১১৪৫সম্বত)।

শাস্তিসূত্র (স্ত্রী) বৈদিক মন্ত্রবিশেষ। মহারামদেব্য ঋষি প্রভৃতি বৈদিক মন্ত্রকে শাস্তিসূত্র কহে। এই সূত্রে শাস্তিজল দিতে হয়।

শাস্তিসূত্রি (পুং) একজন প্রসিদ্ধ জৈনগ্রন্থকার। ইনি উত্তরাধারন-মুদ্রীকা ও মানাভ বিরচিত বুদ্ধাবনয়মকের टीकाপ্রণেতা। ইহার অপর নাম বাদিবেতাল এবং ইনি ধারাপত্রগচ্ছক ছিলেন। ১০২৬ সম্বতে ইহার মৃত্যু হয়।

শাস্তিহোম (পুং) শাস্তার্থ হোমঃ। শাস্তির নিমিত্ত হোম।

"সাবিত্রান্ শাস্তিহোমাশ্চ কুর্যাৎ পরমু নিত্যশঃ।

পিতৃশ্চৈববাষ্টকা বর্চেন্নিত্যমবধীকায় চ।"

(মহু ৪।১৫০)

মন্ত্রদে লিখিত আছে যে, অমাবস্তা পূর্ণিমা প্রভৃতি পরদিনে অনিষ্ট-নিবৃত্তির জন্য শাস্তিহোম করিবে।

শাস্ত্যদকদান (স্ত্রী) শাস্ত্যদকত দানঃ। শাস্তিজল দেওয়া, পূজা ও হোমাদির পর শাস্তিমন্ত্র পাঠ করিয়া বজ্রমানের গোত্রে কে জলের ছিটা দেওয়া হয়, তাহাকে শাস্ত্যদকদান কহে। ইহা বৈদিক ও তান্ত্রিক এই দুই মন্ত্রেই দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু অনেক স্থলে তান্ত্রিক মন্ত্রেই শাস্তি দেওয়া হয়।

বৈদিক শাস্তি দিবার সময়, সামবেদী, যজুর্বেদী ও ঋগ্বেদী-দিগের পৃথক পৃথক মন্ত্র আছে। মহারামদেব্য ঋষি প্রভৃতি সামবেদী-দিগের এবং 'ঋচং বাচং প্রপত্তে' প্রভৃতি মন্ত্র যজুর্বেদীদিগের জানিতে হইবে। কিন্তু তান্ত্রিক শাস্তিতে সকল বেদীরই একই মন্ত্র বিহিত হইয়াছে। এই মন্ত্র বথা—

"স্বরাস্যামভিযুক্ত ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ।

বাহুদেবো অগ্নিঃপৃথগা সর্কর্ষণো বিতুঃ ॥

প্রচ্যায়চানিরুদ্ধস্ত তবস্ত বিজয়ায় তে ॥

আখণ্ডলোহরির্ভগবান্ ধ্রুবে বৈ নির্ধাতুস্তথা।

বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাত্মকস্তথা শিবঃ ॥

ব্রহ্মণা সহিতা হেতে বিপালাঃ পাতু বঃ সগা।

কীর্তিনী ধৃতিমেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্রমা মতিঃ ॥

বুদ্ধির্জ্ঞান বপুঃ শাস্তির্দ্বারা নিজা চ তাবনা।

এতাদ্ব্যামভিযুক্ত দেবপত্ন্যঃ সমাগতাঃ ॥

আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভোমো বুধো জীবনিতার্কজাঃ।

এতে ভামতিযুক্ত রাহঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ।

দেবদানবগন্ধর্বা বক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ ॥

শ্ববরো মুনয়ো গাবো দেবদাতার এব চ।

দেবপত্ন্যা ঋষা নাগা দৈত্যান্চান্দ্রসৌমজনাঃ ॥

অস্ত্রাণি সর্কশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ।

ঐশ্বখানি চ রত্নানি কালভাবরক্ষাশ্চ যে ॥

সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জমদা নদাঃ।

এতে ভামতিযুক্ত ধর্মকাব্যার্শসিদ্ধয়ে ॥" (তন্ত্রসার)

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শাস্তি জল দিতে শাস্তিজল দিতে হয়।

শাব্দ (ক্ৰী) শাব্, অভি সম্বন্ধ। (অবরটীকা শাব্দ)।

শাব্ধতি (ক্ৰী) ব্রাহ্মণ্যটিকা। (শব্ধজিকা) পুস্তকান্তরে ইহার পাঠান্তর 'শাব্ধতি' এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

শাপ (পুং) শপনমিতি শপ-বঞ। আক্রোশ। অভিসম্পাত, অভিশাপ দেওয়া, পর্যায় অকরদি, অজীবনি, অজননি, অগ্নিগ্রহ, নিগ্রহ, অভিসম্পাত। ২ দিবা। পর্যায়—শপন, শপথ। ৩ মিথ্যা নিরসন। (শব্দরত্না) ৪ উপদ্রব।

“মুক্তশাপং বনং ততঃ তন্নিবেষ তদাহনি।

রমণীয়ং বিব্রাজ্য যথা চৈত্রেয়ং বনম্ ॥” (রামায়ণ ১১:৬৭:৫)

‘মুক্তশাপং অপগতোপদ্রবঃ’ (টীকা) ৫ অল। “প্রতীপং শাপং নতো বহতি” (ঋক্ ১০:২৮:৪) ‘প্রতীপং প্রতিকূলং শাপং উদকং’ (সারণ)।

শাপগ্রস্ত (ত্রি) শাপেন গ্রস্তঃ। বাহাদিগকে শাপ দেওয়া হইয়াছে, অভিযুক্ত।

শাপবচন (ক্ৰী) শাপবাক্য।

শাপভ্রষ্ট (পুং) শাপেন ভ্রষ্টঃ। শাপদ্বারা ভ্রষ্ট, উচ্চাবস্থা হইতে শাপদ্বারা যিনি তদপেক্ষা নিকৃষ্টাবস্থা প্রাপ্ত হন।

শাপটিক (পুং) ময়ূর।

শাপনাশন (পুং) মুনিভেদ।

শাপায়ন (পুং) শপ-অশ্বাদিকায় কঞ (পা ৪:১১:১০) মুনি বিশেষ, শাপ ঋষির গোত্রাপত্য।

শাপাত্ত (পুং) শাপ এব অস্তং যত। মুনি ও ঋষি, ইহাদের শাপই একমাত্র অস্ত্র। কারণ ইহার শাপ দ্বারাই লোকসমূহকে নিগৃহীত করিয়া থাকেন।

শাপেট (পুং) কুলজাতীয় তৃণভেদ। “নাব্যারা দক্ষিণাধর্মে শাপেটং নিখনেৎ।” (কৌশিকপু° ১৮)

শাপেয় (পুং) ১ বৈদিক আচার্যভেদ। ২ তৎপ্রবর্তিত শাখা।

শাপেয়িন্ (পুং) ১ শাপের শাখাধ্যায়ী। ২ যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্যভেদ। (ব্রহ্মাণ্ডপু°)

শাফরিক (পুং) শফরান্ বস্ত্রীতি শফর (পাক্ষমৎস্যমৃগান্ হস্তি। পা ৪:৪৩:৫) ইতি ঠক্। মৎস্তধারক, বাহারা মাছ ধরে।

শাফাকি (পুং) শফাকির গোত্রাপত্য।

শাফেক্স (পুং) শাখাভেদ। [শাপের দেখ।]

*শাবর (পুং) শবরজাত্য শবর (অনুধ্যানস্বর্ঘ্যে বিদাদিত্যোঃকঞ। পা ৪:১০:১০) ইতি অঞ। ১ শবরের গোত্রাপত্য। (ত্রি)

২ শবর সম্বন্ধীয়। ৩ শিবকৃত তত্ত্ববিশেষ। ৪ শবরবাসিকৃত ভাষাবিশেষ। শবরাগময়ঃ। ৫ পাপ, অপরাধ। ৬ লোম, বৃক।

শাবরজম্বুক (ত্রি) শবরজম্বু (ওর্দেগে ঠঞ। পা ৪:২১:১১) ইতি ঠঞ। শবরজম্বুদেশ সম্বন্ধীয়।

শাবরভাষ্য (ক্ৰী) শাবরেন কৃতঃ ভাষ্য। শবরবাসী কৃত ভাষ্য। জৈমিনিকৃত সীমাসাধর্মনের শবরবাসী বে ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার নাম শাবরভাষ্য।

শাবরভেদাধ্য (পুং) তাত্ত্ব। (হেম)

শাবরায়ণ (পুং) শবরজ গোত্রাপত্য শবর (অশ্বাদিকায়ঃ কঞ। পা ৪:১১:১০) ইতি কঞ। শবরের গোত্রাপত্য।

শাবরি (পুং) বৌদ্ধযতিভেদ। (তারনাথ)

শাবরোৎসব (পুং) শাবরাগম্যৎসবঃ। শবরজাতিকৃত উৎসব বিশেষ। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে মহাষ্টমীর দিন এবং নবমী তিথিতে তগবতী দুর্গা দেবীর পূজা করিয়া শ্রবণা নক্ষত্র-বৃত্ত দশমী তিথিতে শাবরোৎসব দ্বারা তগবতীকে বিসর্জন করিবে।

“পূজয়িত্বা মহাষ্টম্যাং নবম্যাং বলিভিত্ত্বা।

বিসর্জয়েৎ দশম্যাং তু শ্রবণে শাবরোৎসবৈঃ ॥” (কা° পু° ৬অ°)

চণ্ডালাদি নীচ জাতি অশ্লীল বাক্যাদি প্রয়োগ করিয়া যে উৎসব করে, তাহাই শাবরোৎসব। কিরূপ ভাবে শাবরোৎসব করিবে, তাহার বিধানও আছে—রাগনিপুণা কুমারী ও বেঙ্গা এবং নর্তকগণ সঙ্গে লইয়া শব্দ, তুরী, মৃদঙ্গ এবং পটহের শব্দ করিতে করিতে নানাবিধ বস্ত্রের ধ্বজা উড়াইতে হইবে এবং খই ও ফুল, ধূলি ও কদম্ব নিক্ষেপ করিয়া ভগলিঙ্গাদি বাচক গ্রাম্য শব্দ উচ্চারণ ও তাদৃশ শব্দবহুল গান, একই তাদৃশ অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করিতে করিতে নানা প্রকার উৎসব করিবে। এইরূপ উৎসবের নামই শাবরোৎসব। (কালিকাপু° ৬° অ°) চলিত নবমীর কাদামাটী, মোটা খেউড়।

শাবলীয় (ত্রি) শবরজন।

শাবল (ক্ৰী) শবর। (দেশজ) খনিজ, চলিত খোন্ডা।

শাবল্য (ক্ৰী) শাবর্য।

“ব্যোমোহং ভূতশাবল্যং ভুবঃ পঞ্চমপাং মলম্।”

(ভাগ° ১০:২০:১০)

“শাবল্যং সাক্ষর্যং” (স্বামী) (ত্রি) ২ শবলবর্ণ সম্বন্ধীয়।

স্ত্রিয়াং টাপ্। শাবল্যা—শবলশব্দে কর্ণবর্ণ, তদগতভূতা

ক্ৰী। “হসার কারিং বাদসে শাবল্যাং” (গুরু বঙ্কঃ ৩০:২০)

‘শাবল্যাং শবলঃ কর্ণবর্ণঃ তদগতভূতাং স্ত্রিয়াং’ (মহীধর)

শাবস্ত (পুং) যুবনাথের পুত্র, ইহার পাঠান্তর শ্রাবস্ত লিখিত আছে। (ভাগবত ৯:৬:২১)

শাবান্ (দেশজ) বস্ত্রাদি কালন জন্য দ্রব্য বিশেষ। [শাবান দেখ।]

শাবুদ (আরবী) প্রমাণ, শাক্য।

শাব্ধ (ত্রি) শব্দভারমিতি শব্দ-অণ্। শব্দ সম্বন্ধী। “একো শাব্ধোঃপরশ্চাধঃ” (দায়ভাগ) ২ শব্দময়, শব্দ বস্ত্রণ।

“শাক্ত হি ব্রহ্মণ এব পদ্ম।

ব্রহ্মভিধ্যায়তি ধীর পাঠৈঃ।” (ভাগবত ২।২।২)

ত্রিমাং ভীব্ শাকী—সরস্বতী।

শাক্ত (ক্ৰী) শক্ত ভাবঃ স্ব। শক্বে ভাব বা ধর্ম, শক্
স্বকীরয়। “আরোপ্যামগামশেবাণাঃ শাক্ষে প্রথমঃ মতম্।”

(সাহিত্যদ ১০।৩৭৩)

শাক্তবোধ (পুং) শাক্: শক্‌স্বকী বোধঃ। ১ শকার্জ্ঞান,
শক্বে উচ্চারণে যে অর্থবোধ হইয়া থাকে, তাহাকে শাক্তবোধ
বা শকার্জ্ঞান কহে। জ্ঞায় মতে, পদার্থজ্ঞান জ্ঞাত জ্ঞান।
নৈসারিকদিগের মতে শকার্জ্ঞান স্থলে প্রথমে পদজ্ঞান হয়,
তৎপরে পদশক্তি জ্ঞান, তৎপরে শাক্তবোধ অর্থাৎ পদার্থজ্ঞান
জ্ঞাত জ্ঞান হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে লক্ষণা শক্তি দ্বারাও
শকার্জ্ঞান হইয়া থাকে,—

“পদজ্ঞানন্ত করণং দ্বায়ং তত্র পদার্থধীঃ।

শাক্তবোধঃ কলং তত্র শক্তিধীঃ সহকারিণী।” (ভাবাপরিচ্ছেদ)

পদজ্ঞান করণ, পদার্থজ্ঞান তাহার দ্বার, শাক্তবোধ কল ও
শক্তিধী সহকারিণী। প্রথমে একটি পদ শুনিলে পদ জ্ঞাত পদার্থ
স্মরণ হইয়া থাকে। পদ জ্ঞাত পদার্থ স্মরণ হইলে তখন শকার্জ্ঞের
বোধ হইয়া থাকে। শক্‌শক্তিপ্রকাশিকা প্রভৃতি জ্ঞায়গ্রন্থে
এই শাক্তবোধের বিষয় বিশেষ রূপে আলোচিত হইয়াছে।

[শক্‌শক্তি দেখ]

শাক্তিক (পুং) শক্‌ করোতীতি শক্ (শক্‌ দহঁরং করোতী।
পা ৪।৪।৩৪) ইতি ঠক্। শক্‌শাক্তবোধ, বৈদ্যাকরণ। কবি-
কল্পরসে ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি ৮ জন আদিশাক্তিক বলিয়া
অভিহিত হইয়াছেন।

“ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশকুংরাপিশলী শাকটায়নঃ।

পাণিভ্রমরজৈনেন্দ্রা জরজাটাদিশাক্তিকাঃ।” (কবিকল্পরস)

(ত্রি) শক্‌ সৎকী।

শাক্য (ত্রি) শম-অণ্। শম-সৎকীর।

শাকিকিল (দেশজ) বকজাতীয় পক্ষীবিষয়। (Ardea Cinerea)

শাকদয়াল (দেশজ) পক্ষীবিষয়। (Turdus roseus)

শাকদোলন (দেশজ) গজভেদ। (Elephantopus scaber)

শাকনগর, বাকালার ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম।

[শাকনগর দেখ।]

শাকন (ক্ৰী) শাক। (অমরটীকার সারমূল্য)।

শাকন (ক্ৰী) শকনমেব্ অণ্। ১ মায়ণ। ২ শক্তি। (পুং)

শকণ-প্রজাদিভাদণ্। ৩ শকন, যম।

শাকনী (ক্ৰী) শকনন্ত যমন্তেরমিতি শকণ-অণ্-ভীব্। ককিণিক্,
এই দ্বকের অধিগতি যম, এই জন্ত ইহাকে শাকনী কহে।

শাকাদান (পারসী) আলো রাখিবার পাত্র, শাকাদানের উপর
বাতি জালিয়া দেওয়া হয়।

শাকরাজ, মহাজিবিণিত হই জন রাজা। (সহা° ৩১।৩৩, ৪২)

শাকল, মহাজিবিণিত একজন রাজা। (সহা° ৩৩।৮৬)

শাকলী, যুক্তপ্রদেশের মুজফফরনগর জেলার একটি তহসীল।

ভূপরিমাণ ৪৬১ বর্গ মাইল। শাকলী, খানা ভাবান্, কন্বানা,
কৈরাণা ও বিদৌলী পরগণা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। শাকলী
নগরে একটি মেওয়ারী ও দুইটি কোজহারী আদালত আছে।
যমুনানদীর পূর্বতাল এই উপবিভাগের মধ্যদ্বারা প্রবাহিত।

শাকলাঘাস্ (দেশজ) এক আকার তৃণ, এই ঘাস আবাদ
অঞ্চলে বহুদর জন্মে।

শাকিআনা (পারসী) আচ্ছাদন, চাদান। ইহাকে কেহ কেহ
পাল বলিয়া থাকে।

শাকিক (পুং) শাকিক অপত্যার্থে অণ্। শাকিকের গোত্রাপত্য।

(পাণিনি ৪।১।১০৪)

শাকিত্র (ক্ৰী) ১ বজ্র। ২ পণ্ডবকন। ৩ বজ্রপাত্র। শাকিত্র-
রিদং শমিত্র-অণ্। ৪ পণ্ডহিংসন।

“ইহোপহৃতো ভগবান্ মৃত্যুঃ শাকিত্রকর্ণিণি।

ন কশ্চিন্দ্রয়তে তাবদ্যাবদান্তে ইহান্তকঃ।” (ভাগবত ১।১৩।৮)

শাকিল (আরবী) অন্তর্গত।

শাকীল (ক্ৰী) শম্যঃ বিকারঃ (শম্যাটলচ্। পা ৪।৩।১৪২) ইতি
টলচ্। ভঙ্গ। (সিদ্ধান্তকো) ত্রিমাং ভীপ্। শাকীলী, স্ক্।

শাকীবত (পুং) শমীবৎ-অপত্যার্থে অণ্। শমীবতের গোত্রাপত্য।

(পাণিনি ৪।৩।১১৮)

শাকীবতা (পুং) শমীবৎ অপত্যার্থে বজ্। শমীবতের
গোত্রাপত্য। (পাণিনি ৪।৩।১১৮)

শাকুল্য (ক্ৰী) শরীরাবচ্ছিন্ন মলধারণকবজ। “পুরোধোহুশাকুল্যে”
(ঋক্ ১০।৮।৫২২) ‘শাকুল্যে শাকলমিত্যর্থঃ, শমলং শারীরং মলং

শরীরাবচ্ছিন্নমলমাত্র ধারণকবজং পরাদেহি পরাত্যজ’ (সারণ)

শাকুক্ (দেশজ) শাকুক শক্বে অগত্রং, শাকুক।

শাকুল (ক্ৰী) পুরাতন পশমী বস্ত্র। (লাট্য° ৯।৫।৭)

শাকুময় (পুং) গোত্রপ্রবর্তক ঋষিবিষয়।

শাকু, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র। ইনি শ্রীকৃষ্ণের শাপে কুষ্ঠরোগ-
গ্রস্ত হন। পরে ভগবানের আদেশে শাকুদীপ হইতে ব্রাহ্মণ
আনাইয়া সূর্যপূজা দ্বারা সুস্থ হন। (বরাহপু°)

শাকুর (ত্রি) শব্দ-অণ্। শব্দ নামক অন্তর-হইতে আগত।

“রবিঃ শাকুরং বহু প্রত্যগ্র ভীষ” (ঋক্ ৬।৪৭।২২) ‘শাকুরং
শব্দবাহুস্রাদাগতং শব্দং বহু বহু ব্রহ্ম’ (সারণ)

(ত্রি) ২ শব্দ সৎকীর।

শাস্বরী (স্ত্রী) শব্দ-অণ্-ভীষ্। শব্দর দৈত্যনির্মিত যাত্রা।
ইন্দ্রজালদি যাত্রা। শাশ্বর দৈত্য এই বিভা প্রকাশ করেন, এই
জন্ত ইংকে শাস্বরী কহে। (অমরটী তরত)

শাস্বক (পুং) শব্দক। (শব্দরসী)

শাস্বক (পুং) শব্দক, শাস্বক। (অমরটীকায় তরত)

শাস্তর (পুং) ১ রাজপুতনার অন্তর্গত শব্দরহনতীরবর্তী নগর-
বাণী লোক। ২ শস্তর ঋষির অপত্য। ৩ হরিণভেদ।

[হরিণ দেখ।]

শাস্তরায়ণী (স্ত্রী) শস্তর ঋষির অপত্য স্ত্রী।

শাস্তব (স্ত্রী) শাস্তকপবেশায় ইন্দ্ৰ অণ্। ১ দেবদাক।
২ কর্পূর। ৩ শিবময়ী, বকফুল গাছ। ৪ গুগ্গলু। (রাজনি°)
৫ বিবভেদ। (শব্দচ°) ৬ শঙ্খপত্র। ৭ শঙ্খপুষ্পক।
৮ শঙ্খ সযকী।

শাস্তব ক্ষেত্র, উৎকলের অন্তর্গত একটি শৈবতীর্থ। সম্ভবতঃ
একাম্রক্ষেত্রই শাস্তবক্ষেত্র নামে পরিচিত। (উৎকলখ° ৪৫২/৬)
[সুবনধর দেখ।]

শাস্তবদেব (পুং) একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি।

শাস্তবহি (পুং) গোত্রপ্রবর্তক ঋষিভেদ।

শাস্তবী (স্ত্রী) ১ হুগী দেবী।

“শাস্তবী দেবমাতা চ চিন্তা রত্নপ্রিয়া সদা।” (তত্ত্বসার)
২ নীলদূর্গা। (রাজনি°)

শাস্মদ (স্ত্রী) সামভেদ।

শাস্ম্য (ত্রি) শাম-ঘঞ। ১ শমতা, বহুত্ব। ২ শান্তি।

শাস্ম্যপ্রাস (স্ত্রী) বলি। (দ্বিঘ্য° ৩৩৪/৭) পালিতাবার
সম্বাপানো।

শাস্ম্যক (ত্রি) শস্যাক সযকীর।

শাস্ম (ত্রি) নিহিত।

শাস্মক (পুং) শারয়তি শব্দ্র্ণ শী-গিচ্-বুল্। বহা শেতে তুণীরে
ইতি শী-বুল্। ১ বাণ, শরণ। ২ খড়্গ। (অমরটীকায় স্বামী)

শাস্মশায়ন (পুং) ঋষিভেদ। ২ তৎস্বত শাখা।

শাস্মস্থ (পুং) বৈদিক আচার্যভেদ।

শাস্মিত (ত্রি) শী-গিচ্-ক্ত। ১ বাহাকে শরন করান হইয়াছে।
২ পাত্ত।

শাস্মিতা (স্ত্রী) শারিনো ভাবঃ শারিন্-তল্-টাপ্। শরনকারীর
ভাব বা ধর্ম, শরন।

শাস্মিন্ (ত্রি) শেতে ইতি শী-গিনি। শরনকারী। এই শব্দ
এর উপপদপূর্বক ব্যবহার হইয়া থাকে, বথা প্রাসাদশারী,
শয্যাশারী ইত্যাদি।

শাখ্যিক (ত্রি) শয্যায়া জীবতি (বেতনাদিত্যো জীবতি। পা

৪।৪।১) ইতি ঠক্। শয্যায়ায়া বাহায়া জীবিকা নির্বাহ করে।

শার, নৌর্য্য, চুর্কলতা। অমর চুরাদি° পরশৈ° অক° সেট্।
লট্ শারয়তি। লুঙ্ লিট্ শারয়ামাস। লুঙ্ অনশারিৎ।

শার (ত্রি) শৃ-বঞ°। ১ কর্ণবর্ণ। (অমর) (পুং) শিখিতে
হনেন শৃণোতি বা শৃ (শৃ বায়ুবর্ণনিবৃত্তেযু। পা ৩।৩।২১) ইত্যন্ত
বাভিকোক্ত্যা বঞ°। ২ বায়ু। ৩ অক্ষর উপকরণ। (মোহনী)
৪ হিংসন। (স্ত্রী) ৫ কুশ।

শারঙ্গ (পুং) শিখিতে আভপৈঃ শৃ (তরত্যাদিভ্যশ্চ। উণ্ ১।১।১২)
ইতি অঙ্গচ্। চাতক।

“অষ্টৌ মাসান্ জলধর ভবাপেক্ষয়া শুককণ্ঠঃ

শারঙ্গোহহং নিরবধিবতব্যানিনায়াতি কুংমাৎ।

আন্তাং তাবৎ সলিলকণিকালান্তসম্ভাবনাপি

বর্ষারম্ভপ্রথমসময়ে দাক্ষণ্যে বজ্রপাতঃ।” (উড়ট)

২ হরিণ।

“এব রাজেব দুয়ন্তঃ শারঙ্গেনাতিরংহসা।” (শকুন্তলা ১অ°)

৩ হস্তী। ৪ ভূজ। ৫ ময়ূর। (ত্রি) ৬ কর্ণবর্ণবিশিষ্ট।

শারঙ্গী (স্ত্রী) শারঙ্গ-ভীষ্। বৎসবস্ত্রবিশেষ, শারঙ্গ বৃক্ষ।

শারঙ্গীহর, বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষ। বৈষ্ণব সম্প্রদায় দেখ।]

শারঙ্গিক (ত্রি) রক্ষাকর্তা, রক্ষক।

শারঙ্গম্লিক (ত্রি) শরশারী, যে শরশয্যায় শরন করে।

শারংক (ত্রি) শরতমধীতে বেদ বা শরৎ (বসন্তাদিত্যভ্যক্।
পা ৪।২।৬৩) ইতি ঠক্। শরৎকালে অধ্যয়নকারী।

শারদ (স্ত্রী) শরাদ ভবৎ শরদ্ (সন্ধিব্যেগ্যাতনক্কেভ্যোহণ্।

পা ৪।৩।১৬) ইতি অণ্। ১ যেত কমল। (রাজনি°) ২ শত্রু।

(মোহনী) (পুং) ৩ কাস। ৪ বকুল। ৫ হরিষণ্ বৃন্দ,

হরিণ্যুলগ। ৬ পীতমূলগ। ৭ বৎসর। ৮ রোগ।

(ত্রি) ৮ শরজাত, বাহা শরৎকালে হয়। (মহু ৩।১১)

৮ নুতন। ৯ অপ্রতিম। (মোহনী) ১০ শালীন। (বিষ)

(ত্রি) ১১ শরৎকালান, শরৎসযকীর।

শারদশায়নী (স্ত্রী) শারদশায়ন ঋষির ভাষা। (নীলকণ্ঠ)

শারদজল (স্ত্রী) শারদ শরৎকালোক্তবৎ জলম্। শরৎকালীন
জল, যে জল শরৎকালে হয়।

শারদমল্লিকা (স্ত্রী) শরৎকালভব মল্লিকা। (রত্নমা°)

শারদমুদগ (পুং) হরিৎমুগ।

শারদযাবনাল (পুং) শরৎকালভব যাবনাল বিশেষ, গুণ—ক্লেশ-
কর, গিচ্ছল, গুরু, শীতল, মধুর, বৃদ্ধ ও বলপুষ্টিদায়ক। (রাজনি°)

শারদসিংহ, কচ্ছপঘাতবংশীয় একজন রাজা। খৃষ্টীয় দ্বাদশ
শতাব্দীতে বিজয়মান ছিলেন।

শারদা (স্ত্রী) শরদ্-অণ্-টাপ্। ১ সরস্বতী। হুগী, ভগবতী।

"শরৎকালে পুরা বসন্ত নবমীয়া বোধিতা হইবে।

শারদা সা সমাখ্যাতা শীতে লোকে চ নামতঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

বৈষ্ণব পূর্বে শরৎকালে নবমী তিথিতে দেবী ভগবতীর স্তোত্র করিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি শারদা নামে বিখ্যাত হন।

৩ বীণাবিশেষ। (শকরস) ৪ ব্রাহ্মী। ৫ সারিকা। (দ্রাণনি)

৬ লিপিবিশেষ। দ্বিগুণরাজ অরুণের রাজ্যকালে কবিগ্রামের রাজাদিক লক্ষণচন্দ্র বরাজ্যে বৈজনাথ মন্দিরে এই লিপিতে একখানি প্রস্ততি উৎকীর্ণ করেন।

শারদা (স্ত্রী) সরস্বতী।

শারদিক (স্ত্রী) শরৎ (প্রাচ্যে শরৎঃ। পা ৪।৩।১০) ইতি ঠঞ।

১ প্রাচ। (পুং) শরৎ (বিজ্ঞান রোগাতপরোঃ। পা ৪।৩।১০) ইতি ঠঞ। ২ রোগ। ৩ আতপ। (সি°কো°)

শারদিন (পুং) সপ্তপর্ণ বৃক্ষ, চলিত ছাতিমগাছ। ২ ককটশাক, চলিত কাঁচড়া শাক। ৩ অপরাভিজাত। (জয়দত্ত)

শারদী (স্ত্রী) শারদ-ঈপ্। ১ তোয়পিল্লী। ২ সপ্তপর্ণ, চলিত ছাতিম। (হেমিনী) ৩ কোজাগরপূর্ণিমা, চান্দ্রাখিন পূর্ণিমাতে শারদী পূর্ণিমা কহে। এই পূর্ণিমা তিথিতে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা বিহিত হইয়াছে। (ত্রি) ৪ শরৎকালীন, বাহা শরৎকালে হয়।

"শারদী চতুকা পূজা ত্রিবিধা পরিগীরতে।

১ লাক্ষিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু।" (তিথিতত্ত্ব)

২ শরৎকালতঃ দুর্গাপূজা সাধিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকার। [দুর্গা শব্দ দেখ] ৫ সংবৎসরলক্ষ্যমিতি।

"বহিঃশারদীরবাতিরঃ" (ঋক ১।১২।১৪)

শারদীয় মহাপূজা (স্ত্রী) শারদীয়া মহাপূজা। শরৎকালীন দুর্গাপূজা, শরৎ ও বসন্ত এই দুই ঋতুতে দুর্গাপূজা হইয়া থাকে। কিন্তু শরৎকালে যে দুর্গাপূজা হয়, ইহাকে মহাপূজা কহে। এই পূজা চতুঃকর্মসম্বন্ধী, অর্থাৎ স্তবন, পূজন, হোম ও বলিদান পূজার অঙ্গ। চান্দ্র আখিনের গুরুপক্ষে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই তিন তিথিতে ঈশ্বর পূজার বিধান আছে।

"শারদীয়া মহাপূজা চতুঃকর্মসম্বন্ধী শুভা।

তাং তিথিভ্রমসাম্যং কৃত্যং তত্কা বিধানতঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

দেবীপূরণ, কালিকাপুরাণ, বৃহদশিকেশ্বরপুরাণ প্রভৃতিতে এই পূজার বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। [দুর্গোৎসব দেখ।]

শারদ (ত্রি) শরৎ সম্বন্ধীয়, শরৎকালীন।

"নৈকাত্তহিতনীলমুগপটলা শারদ সংবর্তিতা।" (বৃহৎসং ২।৭।১)

শারদভুক্ত (পুং) শরৎ-অপত্যার্থে অঞ। (পা ৪।৩।১০৪)

শরৎভেদ গোত্রাপত্য। কপ। (ভারত)

শারদতায়ন (পুং) শারদভেদ গোত্রাপত্য।

শারদ (ত্রি) শরৎ-অপত্যার্থে অঞ। (পা ৪।৩।১০৪)

শারদভুক্ত (স্ত্রী) জনপদভেদ। (রাজতর ১।১০।৭৮)

শারাব (ত্রি) শরাৎ উদ্ভূতঃ শারাব (ভট্টোক্তমবদ্যেভ্যঃ।

পা ৪।২।১৪) ইতি অণ্। শরাৎ উদ্ভূতঃ, শরাৎ প্রোলা

ভুক্তাবশেষঃ অর। শরাৎ উদ্ভূতঃ শারাবো ভুক্তোচ্ছিষ্টে ওদনঃ (সিদ্ধান্তকো°)

শারি (পুং) শৃ-হিংসার্যে ঈক্। ১ অকোপকরণ, পাশক

ক্রীড়াদির বল, চলিত পাশা খেলার গুটি। পর্যায়—গুটিকা, শার, খেলনী। (হেম) (স্ত্রী) (প্রঃ শব্দভূমো। উপ ৪।১২৭) ইতি

ইক্। ২ শত্নিকাতের। ৩ যুদ্ধার্থ গজপর্দা। ৪ ব্যবহার-ভয়, ব্যবহার বিশেষ। ৫ কপট। (ধরনি) ৬ গীতবিশেষ।

শারিকা (স্ত্রী) শারিরের স্বার্থে কন্। ১ পক্ষিবিশেষ, চলিত ময়না পাখী। পর্যায়—পীতপাদা, গোগাটী, গো-কিরাতিকা, সারিকা, শারী, চিত্রলোচনা, শারি, ময়নশারিকা, শলাক।

(অটোথর) [ময়না দেখ।] ২ বীণাদি বাদন। পর্যায় ভোগ। (হেম) ৩ শারি শকার্ধ। ৪ দুর্গা দেবী।

শারিকাকবচ, কৃত্তবামলোক্ত দুর্গানামীয় ধারাবিষকবচভেদ।

শারিকাকূট (স্ত্রী) ১ নগরভেদ। (কথাসরিৎসা° ৭।৩।১১১)

শারিকাপীঠ (স্ত্রী) তীর্থবিশেষ। (কথাসরিৎসা° ৭।৩।১১৪)

শারিকুক্ষ (ত্রি) শারেরিব কুক্ষিরত (সুপ্রতাপসুহৃদিশশারি-কুক্ষেতি। পা ৪।৪।১২০) ইতি সূত্রেণ নিপাতনায় সিদ্ধং।

শারির জায় কুক্ষিদেশবিশিষ্ট।

শারিপ্রস্তর (পুং) ক্রীড়ার্থ প্রস্তরবিশেষ।

শারিফল (পুং স্ত্রী) শারীণাং খেলনীনাং ফলম্। শারিপট, শারিফলধার, চলিত পাশা খেলার ছক, পর্যায় অষ্টাপদ, ফলক, আকর্ষ, শারিফলক, বিন্দুতন্ত্র, অক্ষপীঠী। (অটোথর)

শারিবা (স্ত্রী) শ্রামলতা, স্বনামপ্রসিদ্ধ লতা, ইহার পত্র জন্ম-ফলের জায়। ইহার মধ্য দুইয়ের জায় বেঁচে বর্ণ কীর্ত্তমূল। ইহা দুই প্রকার বেঁচে ও কৃষ্ণ, চলিত অনন্তমূল, হিন্দী—অনন্তমূল, উপল-সরী, উৎকল—জয়পান মূল। সংস্কৃতপরিয়া—গোপী, শ্রামা, অনন্তা, উৎপলশারিবা। (অমর) অমরটীকার ভরত লিখিয়াছেন, পক্ষ-শ্রামলতা। কোন কোন মতে নাগজিহবা, গোপী প্রভৃতি তিন এরঃ অনন্তা হই, এই পাঁচটা শ্রামলতা, কাঁধার মতে অনন্তমূল।

"পক্ষ শ্রামলতার্যাং, নাগজিহবায়ামিতি। কেচিৎ গোপ্যাদিভ্যং শ্রামলতার্যাং অনন্তাভিহরঃ অনন্তমূলে ইতি কেচিৎ।"

শুপু রক্ষণে। (ভরত)

"গোপী শ্রামা গোপপত্নী গোপা গোপালিকাপি চ। ইতি

ষাচম্পতিঃ। একং বা শারিবাং নাম গর্ভগ্রণবিশোধনম্।" (বৈজয়ক)

গুণ—স্নায়, মিষ্ট, তক্তবর্জক, শুষ্ক, অগ্নিসাধ্য ও অরুচি-

শার্ক, বাস, কান, দৃষ্টি ও তৃণভোজন, জীবোৎপত্তি, রক্তপ্রবাহ ও প্রস্রাবাদি। (স্ব' ৮' ১) ২ জ্বরাদি।

শারিরাণ (স্ত্রী) শরীরঃ বস্তুমানঃ প্রাণিবিদ্যে। (অথর্ষাঃ ১৪৫)

শারিরাণ (স্ত্রী) শারীরাং শৃঙ্গা হ্রস্ব। শাপকল্পিতং।

‘হৃদয়ী ভিত্তিকী হৃৎ পক্ষী শারিরাণ।

সরগীঠা চাই কাকো’মঃ প্রাক্করপূজকঃ।

এতে শাপকভেদাঃ স্থান্যকোলাহলোহপি চ ॥ (শতব্রাহ্মণী)

শারী (স্ত্রী) শৃ-ই-ঞ, বাতীৎ। কৃশা, শরপত্র, কৃশ, কৃশ তৃণ।

(‘সামনি’) ২ শকুনিকা ভেদ।

‘না বিহরদহনদূনা শৃঙ্গা শৃঙ্গাপি জীবতি বন্যাকী।

শারীর কিতব তবতাহকুলিতা পাতিভাক্ষেপ ॥’ (আর্যাসপ্তশ’ ৩২৩)

বৈকবকবিগণ শুকশারীর মনোবাণে রাধাকৃষ্ণের বিরহকীর্ণন করিরাছেন।

শারীটক (পুং) প্রাণভেদ। (সাক্ততর’ ৩৩৭৯)

শারীর (স্ত্রী) ১ বৃহৎ। শরীরে ভবঃ শরীর-অণু। (মি) ২ শরীর জাত, শরীরত্ব, বদনভুক্তকণ্ড শারীর কহে। ব্যবহারপক্ষে অপরাধ বিশেষে শারীর হস্তের বিধান আছে।

‘দিগ্ভুৎ প্রথমং কৃষাৎ বাগ্ভুৎ তদনন্তরম্।

তৃতীয়ং ধনভুক্তং বদনভুক্তমতঃপরম্ ॥

বদনভুক্তোপি শারীরব্রাহ্মণ্যব্যতিরিক্তানাং’ (মিতাকরা)

শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের শারীরহস্তের বিধান নাই। ব্রাহ্মণকে শারীর ভিন্ন অস্ত্র দণ্ড দিতে হয়।

২ শরীর সঞ্চীর হুংখ। হুংখ তিন প্রকার, আধ্যাত্মিক, আশিষ্টিক এবং আধিতোতিক, এই আধ্যাত্মিক হুংখ আবার দুই প্রকার শারীর এবং মানস। বায়ু, পিত্ত ও স্নেহের বিষমতা-নিবন্ধন যে হুংখ হয়, তাহাকে শারীর হুংখ কহে। অর্থাৎ যোগ জ্ঞত যে হুংখ তাহার নাম শারীর।

‘আধ্যাত্মিকং বিবিধং শারীরং মানসক, শারীরং বাতপিত্ত-রেণুগং বৈবদ্যানিবন্ধনঃ’ (তত্বকো’)

শারীর হুংখ জর প্রকৃতি রোগভেদে বহু প্রকার। বহু প্রকার রোগ আছে, সকলই শারীর।

জ্ঞাতাদি বৈতকসংহিতাসমূহে শরীরবিষয় অধিকার করিয়া কৃত শরীর বৃত্তান্তব্যাখ্যান রূপ অস্ত্রতম হান। অর্থাৎ জ্ঞাতাদি বৈতক্য গ্রন্থসমূহে শরীর সঞ্চীর সকল বিষয় যে স্থলে অভিহিত হইয়াছে, তাহাকে শারীরস্থান কহে। শরীর সঞ্চীর তপতা।

‘বেবদ্বিগুণপ্রাক্কপূজনং পৌচমার্জবম্।

ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥’ (গীতা ১৮ অ’)

বেবদ্বা, ব্রাহ্মণ, তপ ও ব্রাহ্ম ব্যক্তির পূজা, পৌচ, সরসতা, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা এই সকলের নাম শারীর তপ।

শারীরবিদ্যান (স্ত্রী) শারীর সঞ্চীর পদার্থ যে নিয়মে অবস্থিতি করে, উৎপন্ন ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই সেই জ্ঞানবিদ্যারক শাস্ত্র। (Anatomy)

শারীরকোষ (স্ত্রী) সঞ্চীর পদার্থ সমুদায়ের শরীরগত রাসায়নিক কার্যকে যে শাস্ত্র দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়।

শারীরক (স্ত্রী) শরীরসমব শারীরং কুৎসিতত্বাৎ তদ্রিবাশী শারীরকো জীবন্তমধিকৃত্য কুতোপ্রঃ শারীরক-অণু। ১ বেদগ্রাণ যে কোষে প্রণয়ন করিরাছেন, তাহাকে শারীরকগ্রন্থ কহে। জীবের অধিষ্ঠান শরীর, জীব এই শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া নানা প্রকার হুংখ ভোগ করে, এই জ্ঞত ইহা অতি নিশ্চিত। শরীরাদিষ্ঠিত জীব শারীরক নামে অভিহিত হয়। * এই শারীরক সঞ্চীর গ্রন্থ বলিয়া ইহার নাম শারীরকগ্রন্থ। এই গ্রন্থে জীবের অধিষ্ঠানভূত শরীরের বাহ্যতে নিযুক্তি হয়, তাহার বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। [বিশেষ বিবরণ বেদান্তদর্শন দেখ]

শরীরসমব শরীরকং তত্র তব শরীরক-অণু। (জি) ২ শরীরতব।

‘পশুভ্যঃ শিবপর্য নহু সপ্তবজ্রি

শারীরকে দমনশরীর্যপঃ শ্বমেহে ॥’ (ভাগবত ৩৩.১১৯)

শারীরতত্ত্ব (স্ত্রী) শারীরত্ব তত্ত্ব। শারীরস্থান, শরীরের তত্ত্ব নির্ণায়ক শাস্ত্র। (Physiology)

শারীরকন্যায়রক্ষামণি (পুং) শারীরক বীমাঙ্গার একখানি ভাষ্য। শঙ্করাচার্যকৃত।

শারীরকভাষ্য, শঙ্করাচার্যকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য।

শারীরকভাষ্যবর্তিক (স্ত্রী) বেদান্তগ্রন্থের একখানি ভাষ্য।

শারীরকভাষ্যবিভাগ (পুং) শারীরক গ্রন্থের একখানি ভাষ্য।

শারীরকমীমাংসা (স্ত্রী) উত্তরমীমাংসা, ব্রহ্মমীমাংসা, বেদান্ত-গ্রন্থ। [বেদান্তদর্শন শব্দ দেখ]

শারীরকশাস্ত্রদর্পণ (পুং) বেদান্তদর্শনের একখানি ভাষ্য।

শারীরকোপনিষদ, উপনিষদের।

শারীরিক (স্ত্রী) শরীর-ঠক। শরীরসঞ্চীর, পর্যায় কালবরিক, গািত্রিক, বাপুয়িক, সাংহননিক, ব্যায়িক, বৈগ্রহিক, কার্যক, দৈহিক, মৌর্তিক, তানবিক।

শার্কক (স্ত্রী) শৃগাভীতি শৃ (সপতপবহতি। পা ৩২.১৪৪) ইতি উক-ঞ। হিংসক, হিংস্র।

‘শৃই। দ্বিজ শার্ককসেতুদর্শকান্

উদীতবক্তং বভূভিঃ শ্বদর্শনম্ ॥’ (বৃহদাথ্যাক’)

শার্ক (পুং) ১ শর্করা, চিনি। (শব্দার্থ’ ২) ২ গোত্রপ্রবর্তক ঋষিভেদ। (নাগরখণ্ড)

শার্কক (পুং) ১ হৃদয়েন, হৃদয়ের কেন্দ্র। ২ শর্করাপিণ্ড, চলিত চিনির ডেলা। (মেদিনী)

শাক্তর (পুং) শকরাভ্যন্তরে শকরা (যেণে লুবিলাতো চণ পা ৫২।১০৫) ইতি অণ্। শকরাশিত বেশ। (মেঘিনী) ২ হৃৎ-কেন। (জি) ৩ শকরা সধ্বী। শক্রেব (শকরাবিভোহণ্। পা ৫।৩।১০৭) ইতি অণ্। ৪ শকরা সধ্ব। ৫ শকরাযুক্ত, শকরাবিজিষ্ট। শিকতা (শকরাভ্যাক। পা ৫।২।১০৪) ইতি অণি শকরাবিশিষ্টক। (কাশিকা) ৫ শোধবৃক্ষ। (মেঘিনী)

শাক্তরক (পুং) শকরাবহল বেশ।

শাক্তরমত (স্ত্রী) মত বিশেষ, শকরাধাতকীসিদ্ধ মত, এই মত শকরা এবং ধাতকীর জল দিয়া কথিত করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়।

“শকরাধাতকীতোরকথিতৈঃ শাক্তরী মতা।” (জ্যোত্বর্ণ)

এই মতগুণ—শ্রীত, বুধা, দীপন ও মোহজনক। (রাজনি°)

অত্র প্রকার শকরাভ্যাত তীক্ষ্ণ মতগুণ—মধুর, রুচিকর, দীপন ও বতিশোধন। (ভৃশ্রুত হৃৎ ৪৫ অ°)

শাক্তরাফ (পুং) শকরাঙ্কের গোত্রাপত্য। (পাণিনি ৪।২।১১১)

শাক্তরাফি (পুং) শকরাঙ্কের প্রবর্তিত গোত্র।

শাক্তরাফ্য (পুং) শকরাঙ্কের গোত্রাপত্য।

শাক্তরিক (পুং) শকরাবহল বেশ, যে দেশে অতিশয় শকরা আছে।

শাক্তরিল (জি) শকরাশিত ভূমি, শকরাযুক্ত ভূমিতে যাঁহা উৎপন্ন হয়। ২ শকরাভূমিষ্ট।

শাক্তরীধান (পুং) উত্তরদিগস্থিত দেশভেদ।

শাক্তরীয় (জি) শকরাযুক্ত দেশ।

শাক্তোট (জি) বিষ সম্বন্ধীয়। (অথর্ক° ৭।৫২।৭)

শাক্তালতোদি (পুং) শূকালতোদিনি (বাহ্বাদিভ্যন্ত। পা ৪।১।১০৬) ইতি অপত্যার্থে ইঞ্। শূকালতোদির গোত্রাপত্য।

শাক্ত (স্ত্রী) শূকাল বিকার শূক-অণ্। ১ বিষ্ণুধ্ব। ২ ধর্মমাত্র।

(মেঘিনী) ২ আক্র° আদা। (রাজনি°) ৪ সামভেদ।

(লাট্য° ১।৬।৩৩) (জি) ৪ শূকসম্বন্ধী। ৫ সহাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহা° ৩৬।৩৯)

শাক্তক (পুং) পক্ষী।

শাক্তদন্ত, ধর্মবর্ধক-রচয়িতা।

শাক্তদেব (পুং) সন্নীতরত্নাকরপ্রণেতা। কান্নীরে ইঁহার আদি বাস, ইনি সোড়লের পুত্র ও তাকরের পোত্র।

শাক্তদেব, গুজরাতের অগস্টিম্বাড়ের বাবেলবংশীর একজন চৌপুত্র রাজা। অর্জুনদেবের পুত্র এবং ২য় কর্ণদেবের পিতা।

১২৭৪ খৃষ্টাব্দে পিতৃলিহাসনে আরোহণ করেন ও ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু ঘটে।

শাক্তধ্বন (পুং) শাক্ত ধর্মবর্ত্ত ‘ধর্মধ্বন’ বাচনামি ইতি ধবনা বেশঃ। ১ বিষ্ণু, ত্রীকৃৎ। ২ ধর্মধর্মীমাত্র।

শাক্তধ্বন (জি) ধর্মতীতি ধ-অচ্ শাক্ত ধবঃ। শাক্তধ্ব, বিষ্ণু, ত্রীকৃৎ। (পুং) ২ ধবনাম্যাত চিকিৎসাসংগ্রহকার।

শাক্তধ্বন, ১ হনোমাল্যপ্রণেতা। ২ বীরচিন্তামণি, শাক্তধ্ব-পদ্ধতি ও শাক্তধ্বনসংহিতা নামক কৃত্তসিদ্ধ বৈদ্যকগ্রন্থ-রচয়িতা। ইনি দামোদরের (মতান্তরে নোমদেবের) পুত্র ও রত্নদেবের পৌত্র। চৌহানরাজ কন্বীরের সভায় বিজয়মান ছিলেন। ৩ রৈডবরজ বা জিহ্মজী নামক গ্রন্থকর্তা, দেবরাজের পুত্র ও বৈষ্ণোপ্রমের শিষ্য।

শাক্তধ্বন মিশ্র, প্রজ্ঞাপ্রকাশ ও বিবাহপটল নামক গ্রন্থ-প্রণেতা। এই দুই খানি ছাড়া ইঁহার রচিত আরও কয়খানি জ্যোতির্গর্ভের বচন নির্ণয়িত, সংস্কারকোষত, অহল্যাকামধেয় প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ধৃত দেখা যায়।

শাক্তধ্বন (শেষ), লক্ষণাবলীবিবৃতি নারী জ্ঞানমুক্তাবলীটীকা এবং সপ্তপদার্থব্যাখ্যা নামক পদার্থচিন্তাকার টীকারচয়িতা।

শাক্তপাণি (জি) শাক্ত পাণৌ বস্ত্র। ধর্মধর্মী। (পুং) ২ বিষ্ণু, ত্রীকৃৎ।

শাক্তপুর, গুজরাতপ্রান্তস্থ মালবরাজ্যের অন্তর্গত একটা নগর। মালিক শারঙ্গ কর্তৃক স্থাপিত। ১৪৩৭ খৃষ্টাব্দে গুজরপতি ১ম আফদ শাহের পুত্র মহম্মদ খাঁ শাক্তপুর অধিকার করেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে মালবপতি শাক্তপুর খিলজি রণক্ষেত্রে সেনাপতি উমার খাঁকে নিহত করিয়া নিজ বাহবলে শাক্তপুর পুনরায় উদ্ধার করেন।

শাক্তভূৎ (জি) শাক্ত ধ্বঃ বিভক্তি তৃ-কিপ্ তুচ্চ। ধর্মধর্মী। ২ বিষ্ণু, ত্রীকৃৎ।

শাক্তরব (পুং) শূকরবের গোত্রাপত্য। স্মিরাং ভীব্। শাক্তরবী, শাক্তরবের স্ত্রী। (পাণিনি ৪।১।৭৩) কালিদাস শকুন্তলাগ্রন্থে লিখিয়াছেন যে শকুন্তলার সহিত যে হুইজন ঋষিকুমার রাজা হুমন্তের সভায় আসিয়া ছিলেন, তাঁহাদের নাম শাক্তরব ও শারবত মিশ্র।

শাক্তরবিন্ (পুং) শাক্তরবেণ প্রোক্তমধীতে বা শাক্তরব (শৌন-কামিত্যশ্বন্দসি। পা ৪।৩।১০৬) ইতি গিনি। শাক্তরবপ্রোক্ত হনোদ্যোতা, যিনি শাক্তরবকথিত হন্ব অধ্যয়ন করেন। যে স্থলে এই অর্থ না হইবে, তথায় শাক্তরবীর এইরূপ হইবে। অর্থ শাক্তরব সম্বন্ধীয়।

শাক্তবৈরিক (পুং) গুপ্তসামানবর্ণ হাবরবিষভেদ। (সুত্রি ৫৫ অ°)

শাক্তকা (স্ত্রী) কাকজন্মা, চলিত কাটা গুড়কাউলি। ২ কাকমাটী ও গুজা। (ভৃশ্রুত হৃৎ ৩৮ অ°)

শাক্ততা (স্ত্রী) মহাকরজ, ডহরকরজ। (রাজনি°) ২ লতা-করজ। ৩ কাকমাটী। (বৈদ্যকনি°) ইঁহার পাঠান্তর ‘শাক্ততা’ এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

শাৰ্ঘাত (পুং) শাৰ্ঘ্য আয়ুধো বত। ঐক্যক। (ক্ৰি) ২
বহুশাৰ্ঘ্যবিশিষ্ট।

শাৰ্ঘিক (পুং) শাৰ্ঘ্য নামক পক্ষিবিশেষ।

শাৰ্ঘিন্ (পুং) শাৰ্ঘ্যভাৱীতি শাৰ্ঘ্য-ইনি। বিহু, ঐক্যক।

“স লেভুং বহুশাৰ্ঘ্যম্ সৰ্গগণবশান্তি।

বলাতলাদিবোময়ং শেবং অশ্মাৰ শাৰ্ঘিণঃ ॥” (বু ১২।৭০)

২ বহিমাৰ, বহুধাৰী।

শাৰ্ঘিল (পুং) শূ-হিংসারং (খজিগিলাহিত্য উৰো লটো, উপ
৪।১০) ইতি উলচ্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। ব্যাৱ, এই শব্দ উত্তৰপদে

হইলে শ্ৰেষ্ঠাৰ্থবাচক হইয়া থাকে। বধা মুনিশাৰ্ঘিল, মুনিস্ৰেষ্ঠ।

(অমর) ২ শাৰ্ঘ্য। ৩ পত্ৰভেদ, শৰত। (মেঘিনী) ৪ পক্ষি-

বিশেষ। ৫ চিত্ৰকবুক। (রাজনি) ৬ সছাদ্ৰিবিগিত শাৰ্ঘ-
ক্ৰেয়। (সকা) ২৭।৪৫)

শাৰ্ঘিলকৰ্ণ (পুং) ত্ৰিশক্ৰ পুত্ৰবিশেষ।

শাৰ্ঘিলললিত (ক্ৰী) ছন্দোবিশেষ। অষ্টাদশাক্ষরপাদক ছন্দঃ।

এই ছন্দেৰ প্ৰতি চরণে ১৮ টী কৰিয়া অক্ষর থাকিব। ইহাৰ

ষাটশ অক্ষর ও চরণান্তে ৪টি এবং ৪, ৫, ৭, ৯, ১০, ১১, ১৫, ও

১৭ অক্ষর লঘু, এতত্ত্বি বর্ণ গুরু। এই ছন্দেৰ লক্ষণ হইবে—

“মঃ সো জঃ সতঙ্গা দিনেশ স্তুতিঃ শাৰ্ঘিলললিতং।” উদাহরণ

“কৃত্বা কংসমুগে পরাক্রমবিনিং শাৰ্ঘিলললিতং

বশ্যক্রে ক্ষিত্তিভাৱকাৱিষু সুরাৱাতিত্বিধবম।

লন্তোবঃ পরমন্ত দেবনিবহে ত্ৰৈলোক্যেশ্বরণং

শ্ৰেয়ো বঃ স তনোত্বপারমহিমা লক্ষ্মীপ্ৰিয়তমঃ ॥”

(ছন্দোমঞ্জরী ২তম°)

শাৰ্ঘিলবৰ্ণম্ (পুং) মোখৰিবংশীৰ ৰাজভেদ।

শাৰ্ঘিলবাহন (পুং) পক্ষবংশত পূৰ্বজিনাত্তগত জিনবিশেষ।

(ত্ৰিকা°)

শাৰ্ঘিলবিক্ৰীড়িত (ক্ৰী) ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দেৰ প্ৰতি

চরণে ১৯ টী কৰিয়া অক্ষর থাকিব এবং ইহাৰ ষাটশাক্ষর ও

শেবাঙ্করে ৪টি। এবং ৪, ৫, ৭, ৯, ১০, ১১, ১৫, ও অষ্টাদশ

বর্ণ লঘু, এতত্ত্বি অক্ষর সকল গুরু। ইহাৰ লক্ষণ—

“স্বৰ্ঘ্যায়ৈব স্তুততাঃ সন্তুতঃ শাৰ্ঘিলবিক্ৰীড়িতং।” উদাহরণ—

“গোবিন্দং প্ৰণমোত্তমাদ্ৰসনে ত্বং বোধয়ান্নিংশং

পাণী পূজয়তঃ মনঃস্বৰূপে ততালং গচ্ছতম্।

এবং ত্বং কৃত্বাখিলং সমহিতং শৰ্ঘ্যায়ন্তং প্ৰবং

ন প্ৰেক্ষ্য তবভাং কৃত্তে তব মহাশাৰ্ঘিল বিক্ৰীড়িতম্ ॥”

(ছন্দোমঞ্জরী ২তম°)

শাৰ্ঘিলত বিক্ৰীড়িতং। ২ শাৰ্ঘিলেৰ বিক্ৰীড়িত, বাঘেৰ খেলা।

শাৰ্ঘাত (পুং) ৰাজৰি বিশেষ। “আ শা ৰথং বু ব পাণেয়ু তিষ্ঠসি

শাৰ্ঘাতত” (বু ১।৫।১২) ‘শাৰ্ঘাতত শাৰ্ঘাতনামো ৰাজৰ্ধে’
(সারণ) (ক্ৰী) ২ নামভেদ।

শাৰ্ঘ (ক্ৰি) শৰ্ঘ-অণ্। শিব সখ্যকীৰ্ত্ত।

শাৰ্ঘ্য (ক্ৰী) ১ অকৃতমস, নিবিড় অক্ষকায়, গাঢ় অক্ষকায়।

(ক্ৰি) শৰ্ঘ্য ইং শৰ্ঘ্য-অণ্। শৰ্ঘ্যী সখ্যকী, ৰাত্ৰিকালীন।

৩ ঘাতুক। ত্ৰিরাং ভীৰ্ শাৰ্ঘ্যী। ৰাতি। (ভৱতত্ত্বত বাচস্পতি)

শাৰ্ঘ্যবিন্ (পুং) বাৰ্হস্পত্য ৰাষ্ট্ৰ সংবৎসৰেৰ অন্তৰ্গত ০৪
সংখ্যক বৎসৰ।

শাৰ্ঘ্যবৰ্ণিক (ক্ৰি) শৰ্ঘবৰ্ণা সখ্যকীৰ্ত্ত।

শাল, কতুণ, শাৰা, প্ৰাংশা। তুদিং ‘আত্মনে’ সৰ্গ সেট্।

লট্ শালতে। লোট্ শালতাং। লিট্ শালে। লুট্

অশালিষ্ট।

শাল (পুং) শল্যতে প্ৰাশততে ইতি শাল-যঞ্। ১ বন্য-

প্ৰসিদ্ধ বৃক্ষবিশেষ (Shorea robusta), শাল গাছ। সংস্কৃত

পৰ্যায়—সৰ্দ্ধ, কাৰ্ঘ্য, অৰ্ধকৰ্ণক, শতসম্বৰ, শতবৃক্ষ। (বহুমালা)

ভাৰতৰেৰ সৰ্দ্ধই প্ৰায় এই বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায়। হিমালয়

পৰ্বতেৰেৰ পাদমূলে শতক্ৰ হইতে আসাম পৰ্য্যন্ত স্থানে, পশ্চিম

বঙ্গে, ছোটনাগপুৰ বিভাগে এবং মধ্যভাৰতে বিস্তৃত শালবন

আছে। ঐ সকল শালবন পাৰ্শ্বতাএবেশেই অধিক, সমভল

ক্ষেত্ৰে স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে শালবন দেখা যায়, কোথাও

কোথাও শালেৰ আবাদ হইয়া পৰে তাহা নিবিড় জঙ্গলে পৰি-

ণত হইয়াছে। এই বৃক্ষ অতিশয় বড় হইয়া থাকে। এমন

কি কোন কোন বৃক্ষ এত বড় হয় যে উহা ৫০, হইতে ১০০,

টাকা মূল্যে বিক্ৰীত হয়। উহাৰ কাঠ অত্যন্ত দৃঢ়, এই কাৰণে

উহা মহাবোৰ বিশেষ উপকাৰে লাগে।

ভাৰতৰেৰ বিভিন্নস্থানে এই বৃক্ষ বিভিন্ন নামে পৰিচিত। হিন্দু-

স্থানে—শাল, শাল, শালবা, শাখুশখের, ধুণা, ডামৰ,(রজন=রাল);

বাঙ্গালা—শাল, শাল; কোল—সৰ্দ্ধম্, মেতুৱা, সাঁওতাল—

সৰ্দ্ধোম্, ডুমক,—শৰ্গি, পাৰো—বোল-শাল; নেপাল—শকবা;

লেপ্চা—তেতুৱাল; উড়িয়া—শাল, শোৱিলী, মধ্যপ্ৰদেশ—

শাল, সাবই, ৰিজাল; উত্তৰপশ্চিমপ্ৰদেশ—শাল, কাভাৱ, শাখু,

কোৱোন; অযোধ্যা—কোতী; পঞ্জাব—শাল, সেরাল,

(রজন=রাল-জর্দ), ৰাল-সৰ্দ্ধ, ৰাল-কালা), ধুণা; বোম্বাই—

শাল, (রজন=রাল ধুণা); মৰাঠী—(রজন=রল, শুগলি);

তামিল—ৰদিলিৱম্, তেলগু—তাগিলম্, (রজন=গুগল);

কণাড়ি—কৰ্ণ, (রজন=গুগল); ব্ৰহ্ম—এল-থোন;

শিলাপুৰ—(রজন=ময়ল); আৰব—কৈকৰ; পাৰত—

শালে মোৰাব-বাড়ি।

শালবৃক্ষেৰ বৰ্দ্ধ কৰিয়া দিলে, উহা হইতে এক প্ৰকাৰ

আঠা নির্গত হয়, উহাই বাচারে খুণা বা গুণ্ডল নামে পরিচিত। নির্ধারিত প্রকাবে শাল বর্ণের হয়, পরে ক্রমশঃ শুকাইয়া উৎকৃষ্ট পাটখ বুনন বর্ণ ধারণ করে। বেশীর লোকেরা এই খুনা সংগ্রহেই অত্যন্ত মনোযোগ হইতে ৩৪ ফুট উচ্চ বৃক্ষকে ৪ বা ৫টা আঁঘাত করে। গাছ বড় হইলে তদনুসারে অধিক কত করিলেও ফলের বিশেষ ক্ষতি হয় না। জ্যৈষ্ঠ মাসেই সাধারণ গাছের ছালের উপর হিজ্র করা হয়। ১০/১২ দিন পরে এই হিজ্র আঠার পূর্ণ হইয়া উঠিলে লোকে তাহা সংগ্রহ করিয়া আনে এবং পুনরায় সেই গুঁড় আঠাপূর্ণ হইবার জন্য কিছুদিন চুপ করিয়া থাকে ও তৎপরে আঠা সংগ্রহ করে। এইরূপ একটা তেজাল গাছ হইতে বৎসরে তিনবার মাত্র আঠা সংগ্রহ করা হয় এবং তাহাতে সর্ব সময়ে প্রায় ৫ সের পরিমাণ আঠা পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বার কার্তিক মাসে হয় এবং তৎপরে গোবের শেষে বা মাঘ মাসের প্রথমে এক গুঁড় হইতেই আঠা গৃহীত হয়। প্রথম বারের আঠা পরিমাণে অধিক ও সর্বোৎকৃষ্ট ভাল হয়। শেযোক বারের আঠা ভাল হয় না এবং পরিমাণেও অনেক কম হইয়া থাকে। মধ্যভারতের নুনোরা প্রত্যাহ গাছ হেঁদা করিয়া দেয় এবং তাহা হইতে যে পরিমাণ নির্ধারিত নির্গত হয়, তাহা তৎপরে বিন সংগ্রহ করিয়া আনে। এইরূপে নিত্য আঠা সংগ্রহ করিতে গাছ সকল নষ্ট হইয়া বন বৃক্ষশূন্য হইবার উপক্রম হয়। ইহাতে দেশের রাজগণের বিস্তর ক্ষতির সম্ভাবনা দেখিয়া ইংরাজ গবর্নমেন্ট বনবিভাগীয় আইন বিধিবদ্ধ করিয়া এই সকল বনরক্ষা-বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন। ইহাতে ভারতে কাঠের বাণিজ্য রক্ষিত হইলেও খুনার ব্যবসা এক বারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন শিলাপুর হইতেই সাধারণতঃ খুনা যোঝাই ও ভারতের অন্যান্য স্থানে আমদানী হয়। ভারতের সুবিভূত বনভাগে আর খুনার চাস নাই। পূর্বে উত্তরভারতে প্রচুর খুনা হইত। গাখলসাহেবের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, ক্রিসোভা নদীর উত্তর শালবনের বৃক্ষশূন্য এক এক খণ্ড খুনা বা গুণ্ডল ৩০ হইতে ৪০ কিউবিক ইঞ্চ পড়িয়া আছে। বর্তমানে বাহা এদেশে আমদানী হয়, তাহা ছোট ও খণ্ড খণ্ড এবং উহা অস্বচ্ছ ও অপভ্রমর। উহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় ১০৯৭ হইতে ১১২৩। ইহার কোন দাম নাই। অগ্নিসংযোগে জলিয়া উঠে। এককোহলে ও ইখারে ইহা অতি সামান্য ভাবে গলিয়া থাকে, কিন্তু তাপিত তৈলে রাখিলে উহা পূর্ণমাত্রায় গলিয়া যায়। সালফিউরিক এসিডেও উহা গলে বটে, কিন্তু মিশ্রিত পদার্থ একটু লালবর্ণের দেখায়।

চর্ম পরিষ্কার ও রক্ত করিতে ইহার ছাল বিশেষরূপে ব্যবহৃত হয়। ছোটমাগপুরবাসীরা এবং পাঁড়ভালেরা ইহার ছালের

কাথ হইতে এক প্রকার লাল ও কাল রঙ প্রস্তুত করিয়া থাকে। অযোধ্যা বিভাগের বনপরিদর্শক কাণ্ডেন ই, স, উড্ শাল গাছের ছাল হইতে রঙ প্রস্তুত করিবার প্রণালী নিম্নলিখিত করিয়াছেন। যে চূরিতে কাথ জাল দেওয়া হয়, তাহা গোড়া প্রবেশের বহিরপ্রস্তুতকারীদিগের চূরীর নম, অথবা আনাদের বেশে যে তাহা ইচ্ছা শুদ্ধ জাল দেওয়া হইয়া থাকে, সেই তাহা উন্নত প্রস্তুত হয়। উহার এক ধারের হিজ্র দিয়া আলানি কাঠ উন্নাদের ভিতর প্রবেশ করান হয় এবং অপর ধূমের হিজ্র পথে ছাইগুলি বাহিরে আসা হইয়া থাকে, উপরে ছালের কাথ বাহির করিবার জন্য ছাড়ি বসান হয়। এই উন্নাদের চারি ধারেই ছাল ও জল দিয়া ছাড়ি পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। উহা প্রায় সেক্ষ ঘণ্টাবাল ঘুটিয়া জল পাড় লালবর্ণের হইয়া আসিলে ছাঁকিয়া লওয়া হয় এবং এইরূপে ভিনটী ছাঁড়িয়া জল জল পুনরায় চূরীর মধ্যস্থ অপর একটা পায়ে ঢালিয়া জাল দেওয়া হইয়া থাকে; পরে এই শেযোক ছাঁড়ির জল পাড় আঠাবৎ হইয়া আসিলে নায়াইয়া রাখা হয়। নায়াইবার পূর্বে বিশেষ সাবধানতার সহিত লক্ষ্য রাখা কর্তব্য যেন এই পাড় আঠাবৎ রক্ত চোরাইয়া না যায়। এইরূপে এক মণ ছালে প্রায় ৩০ সের রক্তের কাথ হইয়া থাকে।

শালগাছে ছোট ছোট থোকাবাঁধা ফুল হয়। বৈশাখের দ্বাদশ ত্রীয়ে পার্শ্বভা এদেশে এই গুলু বড়ই মনোরম। কোল-রমণীরা সন্ধ্যাকালে কবরীতে শালফুল গুলিয়া মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে পথে চলে। এই সময়ে বায়ুর হিম্মলে চালিত সেই পুষ্পগন্ধে পথের পার্শ্বদেশ আমোদিত হইয়া উঠে। শালবীজও এক প্রকার তৈল পাওয়া যায়, উহা বাহির করিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। অগ্ন্যুত্তাপে বীজগুলি সিদ্ধ করিলেই তৈল বাহির হইয়া পড়ে।

বৈদ্যক শাস্ত্রে খুনা অকণী ও মেহরোগে বিশেষ উপকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। খুনার অপরাপর গুণ বলাহানে বিবৃত হওয়ার এখানে আর তাহা লিখিত হইল না। খুনা অগ্নিতে জ্বালিলে চূর্ণ নাশ হয় এবং সেই ছালের বাহু পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। এইরূপে রোগী যে ঘরে থাকে, সেই ঘরে খুনা বিচারি ব্যবস্থা আছে। তৈবজ্যাত্তবে খুনা বোগে প্রলেপ দেওয়ার বিধি দৃষ্ট হয়। কাঠের উপর খুনা ও রক্ত উত্তমরূপে বলিয়া এক প্রকার পালিস দেওয়া হয়, উহাতে অতি দ্রুত কাঠও মেহরি বলিয়া জন্ম হয়। পাঁড়ভালেরা ঔষধার্থে শালপাতার রস খায়। লার্কিন মেজর টমসন এম ডি, বলেন খুনার কামোদীপনশক্তি আছে। তিনি বলেন, দুই ঞ্জল পরিমাণ খুনা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া গব্য ঘূতে ১০ মিনিট কাল তড়িয়া লইবে। পরে, এই

যত একটি শীতল জলপূর্ণ পাत्रে আন্তে আন্তে ঢালিয়া ফেলিবে। শীতল জল সংস্পর্শে যত মিশ্রিত ধূনার বে অংশ জলের উপর ভালিয়া উঠিবে, তাহা অল্পলী দ্বারা উঠাইরা একটি স্বতন্ত্র পাत्रে রাখিবে। পরে তাহাতে জল দিয়া ঐ গুলি অল্পলী দ্বারা ঢালিয়া ক্রমাগত চটকাইবে, তাহাতে উহা ক্রমশঃ কোমল ও নরম হইয়া আসিবে। ঐরূপ পুনঃপুনঃ এক ঘণ্টা কাল জল বদলাইরা চটকাইলে উক্ত মিশ্র পদার্থ মাখের দ্বার বর্ণবস্ত্র ও কোমল হইবে। তখন উক্ত যত একটি স্বতন্ত্র পাत्रে তুলিয়া রাখিবে। ঐ যত একটি সুপারির আকৃতি পরিমাণ দিবসে ছুইবার সেবনীয়।

ডাক্তার ডবলু, এক টমাল, বলেন ২০ গ্রেণ পরিমাণ ধূনা চূর্ণ এক পাইট উত্তপ্ত দুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া সেই দুগ্ধ বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া পান করিলে শরীরে কামশক্তির উদ্দীপনা হয়।

সাঁওতালেরা এবং ছোটনাগপুরবাসী নিম্নশ্রেণীর লোকেরা শালের বীজ খাইয়া থাকে। প্রথমে পোড়া কাঠের চাই মাখাইরা ইহারা বীজগুলিকে উত্তমরূপে ২১০ ঘণ্টা সিদ্ধ করে। তৎপরে বীজগুলি উঠাইরা পরিষ্কৃত জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া মহাযত্নের সহিত মাড়িয়া লয়। অনন্তর উহা জলে সিদ্ধ বা কাট-খোলার সেকিরা লয়। এই ভোজ্য তাহারা এক দিন একরূপ পরিমাণে প্রস্তুত করে যে, একটি পরিবারে ৩৪ দিন ধরিয়া খায়।

ছালের नीচের শালকাঠ তত দৃঢ় নহে, উহা দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না, শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু ভিতরের সারভাগ অতিশয় ক্ষুদ্র এবং দৃঢ়; সহজে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু ঘৃণ ধরে। শালকাঠের পরিষ্কৃত শুড়িকে 'চকোর' বলে। উহা কাটিয়া ছালের কড়ি ও বরগা এবং সাইজ কাঠ প্রস্তুত হয়। উহাতে তক্তা, জানালা, দরজা প্রভৃতি গৃহোপকরণ নির্মিত হইয়া থাকে। কোথাও কোথাও নৌকাদিও এই কাঠে নির্মিত হয়। শালের "বাতি" অর্থাৎ ছোট শালগাছের দণ্ড দ্বারা ঢালা ঘরের খুঁটি করা হয়। পাকা শাল চকোরের এক কিউবিক ফুট পরিমাণের ওজন ৫৫ পাউণ্ড। জলে পচাইয়া পরে শুকাইলে কাঠ পাকা হয়। স্বর্ণকার ও কুম্ভকারেরা শালকাঠের করলার হাণোড় জালে।

ধূনা হিন্দু গৃহী মাত্রেয়ই বিশেষ আদরপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়। নৌকাবাহীরা ডামরের পরিবর্তে ধূনা গলাইয়া নৌকার তক্তার কাটালে লাগায়। ধূনার আঠার হাড়ি কলনী প্রভৃতি জোড়া হয়। অনেক স্থানের লোকে শালপাতা কাটা দিয়া ছুড়িয়া গোলাকার থালার দ্বারা প্রস্তুত করিয়া তত্তপরি খাতিয়া খায়। শালপাতার চৌদার পের ত্রয্যাদি অথবা ব্যঞ্জনাদি রাখিয়া থাকে। কলিকাতার বোকায়ে শালপাতার চৌদার ব্যবহার আছে।

শাল, অপর নাম অশ্বকর্ণ বৌদ্ধবিগের বিশেষ আদরপূর্ণ। কারণ শাক্যবুদ্ধের মাতা শাক্যসিংহের জন্ম সময়ে একটি সপত্র শালদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন, এই উপাখ্যান সম্বলিত চিত্রাদি দেখিতে পাওয়া যায়। স্বয়ং বুদ্ধদেব শালবৃক্ষ মূলে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। কোন কোন গ্রামবাসী শালপত্র প্রত্ন-বেশিনী রমণীগণের নাম লিখিয়া জলে ডুবাইয়া রাখে। ৪১০ ঘণ্টার পর ঐ ডাল জল হইতে তুলিয়া যখন তাহারা কোন পত্রকে নেতান দেখে, তখন তাহারা সেই নামের ত্রীলোককে ডাইন সাব্যস্ত করে।

২ শাল, পশমনির্মিত সুশাসিত শীতবস্ত্রবিশেষ। শুজরাটী, হিন্দী, পারস্ত ও বান্দালা ভাষায় এই শীতবস্ত্র "শাল" নামেই খ্যাত। উত্তরভারতের কান্দীর রাজাই শাল বাগিচার আদি স্থান। পশম হইতে শাল প্রস্তুত হইলে তত্তপরি শিল্পময় রেশমী পাড় বোজনা করিয়া উহা সত্য অগতের সকল স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে। অগতের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বহু দেশে প্রাচীন সময় হইতে শালের ব্যবহার প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় শাল শব্দটিও ভিন্ন আকারে গৃহীত হইয়াছে। যথা—ফরাসী—Chals, chales, জার্মান—Schalen, ইতালীয়—Shanali, মালয়—কাইন রামবুং, পর্তুগাল—Chalesha, স্পেনিস্—Schanalos, তামিল—শালু বৈগল এবং তেলুগু—শালু বলু।

শীত হইতে দেহরক্ষার জন্য শালের ব্যবহার। দক্ষিণ এশিয়া-বাসীর মধ্যে যেরূপ শাল ব্যবহারের বহু প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়, যুরোপ যথেষ্ট সেরূপ নাই। ১৮৫০ খৃঃ হইতে ১৮৬১ খৃঃঅব্দ পর্যন্ত এগার বর্ষকাল ভারতবর্ষ হইতে যত মূল্যের শাল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে তাহার একটি তালিকা হইতে পাশ্চাত্য অগত শালের উপযোগিতা ক্রমব্রম হইবে।

১৮৫০—৫১	১৭১৭.৯	পাউণ্ড
১৮৫১—৫২	১৪৬২.০	ঐ
১৮৫২—৫৩	২১৫৬.৯	ঐ
১৮৫৩—৫৪	১৭০১.৫	ঐ
১৮৫৪—৫৫	১৯৭৮.০	ঐ
১৮৫৫—৫৬	২০২৭.৯	ঐ
১৮৫৭—৫৮	২২০৬.০	ঐ
১৮৫৮—৫৯	২২৭৬.৮	ঐ
১৮৫৯—৬০	৩১০০.২৭	ঐ
১৮৬০—৬১	২৫২৮.৮	ঐ
১৮৬১—৬২	৩৫১০.৩	ঐ

বিদেশে যে সকল শাল রপ্তানী হইত, তন্মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই যুক্তপ্রদেশে, অরুণে, আদমবে ও পারস্ত প্রেরিত

হইত। এতদ্ব্যতীত অপর ২০ ভাগ আমেরিকা, ফ্রান্স ও চীনদেশে প্রেরিত হইত। ক্যান্সাস ভারতীয় শালের বড় পক্ষপাতী ছিলেন। ফ্রান্স-এ সুসিয়ানযুদ্ধের পর হইতেই ফ্রান্সে শালের প্রচলন অনেক পরিমাণে বৃদ্ধ হয়। অধুনা যুরোপে ও আমেরিকায় শালের ব্যবহার বড় কম হইয়া পড়িয়াছে।

কান্দীর যখন শাল-ব্যবসারীরা উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যুরোপে তখনও শাল ব্যবহারের নিমিত্ত জনসাধারণের অসুযোগ পরিলক্ষিত হইতেছিল। পাইলী (Pailey)নগরে কান্দীরী শালের অমুকরণে শাল নির্মিত হইত। ৩০৪০ বৎসর পূর্বে ঝটলগে বিবাহের সময় কন্যাকে শাল দিয়া আচ্ছাদিত করা হইত। ক্রমে বিবাহে শালব্যবহার বিবাহের একটি প্রথা রূপে পরিণত হইয়া যায়। পাইলীতে কলের তাঁতে শাল প্রস্তুত হয়। এতদ্বারা যুরোপে কান্দীরী শালের আদর ও আমদানী অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিয়াছে।

ভারতবর্ষে শালের ব্যবহার চিরন্তন। সম্রাট ও ধনাঢ্যলোকেরা শাল সম্পত্তির জায় রক্ষা করিতেন। এখনও সম্রাট রাজা মহারাজদের গৃহে প্রাচীন কালের বহুমূল্য শাল দেখিতে পাওয়া যায়। তাদৃশ শাল এখন আর প্রস্তুত হয় না। একখানি শাল ১০ হাজারেরও অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত। দিল্লীর মোগল বাদশাহগণ এবং বাঙ্গালার নবাবগণ অধীন অমাত্য ও কর্মচারীদিগকে ক্রতকার্যের পুরস্কাররূপ শালশিরোপা দিতেন।

এই শালের ব্যবসা এদেশে বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। গড়ে প্রতি বর্ষে প্রায় কুড়ি লক্ষ টিকার শাল বিক্রীত হইয়া থাকে।

বস্ত্রবয়ন সম্বন্ধে যুরোপ যদিও এখন অত্যন্ত দক্ষতা দেখাইতেছেন, কিন্তু বস্ত্রশিল্পে এখনও ভারতবাসীর যে ঘোরব আছে, বিজ্ঞান বলে বলীয়ান সমৃদ্ধিশালী যুরোপীয়গণ এ বিষয়ে এখনও তাদৃশ গৌরব লাভ করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষে যেরূপ উৎকৃষ্ট শাল নির্মিত হইয়া থাকে, যুরোপের শিল্পীরা এখনও তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হন নাই, এখন তাদৃশ শালনির্মাণে তাহাদের যোগ্যতা জন্মে নাই। আধুনিক যুরোপীয় বস্ত্রশিল্পীরা বিজ্ঞান আন্দোলনের ফলে এবং বিবিধ যন্ত্রের সাহায্যে বস্ত্রশিল্পের যে উন্নতিসাধন করিতেছেন, বহু সহস্র বৎসর পূর্বে এদেশের নিরক্ষর বা অল্পবিত্ত তত্ত্বাবগণ বস্ত্রশিল্পে তাহা অপেক্ষাও অধিকতর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। এলম্বকে পাশ্চাত্য লেখকগণও বহু স্থলে নিরপেক্ষ ভাবে এদেশীয় শিল্পিগণের অমুকুলে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। কেবল যে শালবয়নেই ইহাদের কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা নহে, বর্ণসৌন্দর্য্য এবং কলা-নৈপুণ্য প্রভৃতিতেও এই সকল শিল্পীরা যে সবিশেষ কুশলতা

প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যুরোপীয় লেখকগণ সুকণ্ঠে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। যদিও যুরোপীয় শিল্পীরা শালনির্মাণে যথেষ্ট যত্নবান হইতেছেন, কিন্তু কান্দীরে যেরূপ উৎকৃষ্ট শাল প্রস্তুত হয়, জগতের আর কোথাপি তাদৃশ শাল দেখিতে পাওয়া যায় না।*

আইন অকবরী পাঠে জানা যায়, সম্রাট অকবর শালনির্মাণ কার্যের যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিতেন। এমন কি তিনি নিজেও অনেক সময়ে নমুনা দেখাইয়া দিতেন। কান্দীকাথে ও বর্ণ-প্রতিকরণে সম্রাট অকবর শালনির্মাণে নানা প্রকার অভিনব সৌন্দর্যের হস্তপাত করিয়াছিলেন। তিনি শাল ব্যবহার করিতে ভাল বাসিতেন। চারি প্রকার শাল প্রস্তুত করাইতেন। প্রথমতঃ তুঙ্ আস্শাল, ইহা ধূসর বর্ণ বা ওজ। এই শাল যেমন কোমল, তেমনিই নরম ও পাতলা। এই শ্রেণীর শালে শিল্পীরা পূর্বে রং ধরাইতে পারিত না। কিন্তু সম্রাট অকবর বিশেষ চেষ্টা করিয়া এই শ্রেণীর শালে রং প্রতিকলিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় প্রকার শালের নাম—সফেদ আলচে, ইহার অপর নাম তেড়েদার; সফেদ ও কাল দুই রকম পশমে এই জাতীয় শাল বিবিধ বর্ণেই প্রস্তুত হইত। শিল্পীরা ইহা হইতে এক প্রকার ধূসর বর্ণের শাল প্রস্তুত করিত। অকবরের পূর্বে তিন বা চারি রকমের শাল প্রস্তুত হইত। ইহার বেশী রকমের শাল দেখা যাইত না। কিন্তু অকবরের সময় হইতেই বিবিধ রকমের শাল প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। তৃতীয় প্রকার শালের নাম জরদী, গুলা-বাতান, কাশাদী, কাণঘাই, বুদ্ধীনিমা ছিট, আলচে এবং পরজদার। এই সকল শাল সম্রাট অকবরের উদ্ভাবিত। চতুর্থ—জামার নিমিত্ত এক প্রকার সুদীর্ঘ শাল প্রস্তুত হইত। অকবরই শালের ক্ষুদ্র ব্যবহারের প্রথা প্রবর্তন করেন।

আইন অকবরী পাঠে আরও অবগত হওয়া যায় যে, সম্রাটের উৎসাহে এই সময়ে লাহোরে প্রায় সহস্রাধিক তত্ত্বশালা ছিল। ওখায় তত্ত্বাবগণ শালনির্মাণকার্যে নিযুক্ত থাকিত। তাহার মরান নামে একরূপ নকল শাল প্রস্তুত করিত। মরান রেণম ও পশমে নিম্নিত হইত।

অধুনাও কান্দীরী শাল এদেশে সুবিখ্যাত। ১৮২০ খৃঃ অব্দে

* "From the neck and underpart of the body of the wool-goat is taken the fine flossy silk-like wool which is worked up into those beautiful shawls with an exquisite taste and skill, which all the mechanical ingenuity of Europe has never been able to imitate with more than partial success".

(The Cyclopaedia of India)

পূর্বে পঞ্জাবের বহু স্থানে শাল প্রস্তুত হইত, কিন্তু তৎপরে হইতে কান্দীরই শালনির্ম্মাণের প্রসিদ্ধ স্থল বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। ১৮১৯ খৃঃ অব্দে কান্দীরে ভরানক চুক্তি উপস্থিত হয়। সেই চুক্তির তাড়নায় শালকরগণ কান্দীর ভাগ করিয়া অমৃতসর, নূরপুর, দীননগর, দিলোকনাথ, জালালপুর, লুধিয়ানা প্রভৃতি বিবিধ স্থানে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। এখনও এই সকল স্থানে বহু পরিমাণে শাল প্রস্তুত হইয়া থাকে। পঞ্জাবে যে সকল শাল বোনা হয়, তন্মধ্যে অমৃতসরী শালই সর্ব শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কান্দীরী শালের সহিত অমৃতসরীর তুলনা হয় না। ইহার প্রধান কারণ এই যে পঞ্জাবী শালকরেরা তেমন পশমসংগ্রহে অসমর্থ, দ্বিতীয়তঃ কান্দীরে যেমন রং হয়, অমৃতসরে যেরূপ রং ফলে না। কেহ কেহ বলেন, কান্দীরের জলের কোন বিশিষ্ট রাসায়নিক গুণেই এরূপ ভাল রং ফলিয়া থাকে।

শালনির্ম্মাণ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্বে শালের উপাদান পশমের কথাই অগ্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন ছাগ বিশেষের লোমই শালের উপাদান। তিব্বতে ও স্পিতি নামক স্থানে এক ছাগ আছে। এই সকল ছাগেল লোম সংগ্রহ করিয়া তদ্বারাই শাল নির্ম্মিত হয়। স্পিতির ছাগলোম অপেক্ষা তিব্বতদেশীয় ছাগলের লোমই অধিকতর উৎকৃষ্ট। কান্দীরে লাদক বিভাগে শালের পশমের জন্ত ছাগ পালন করা হয়। এই সকল ছাগ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক প্রকারের ছাগের আকার খুব বড়, ইহাদের বড় বড় শৃঙ্গ আছে, ইহারা রাগ্পু নামে খ্যাত। ক্ষুদ্র জাতীয় ছাগ-গুলি তিলু নামে অভিহিত। এই সকল ছাগ পার্শ্বত্যা প্রদেশে দোবাতে পাওয়া যায়। তিব্বতের হুত্রা, জালন্ধর, এবং রাকচু প্রভৃতি স্থানেও এই সকল ছাগ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অধুনা রুকণ নগর নামক স্থানেই সাধারণতঃ উত্তম পশম সংগৃহীত হয়। খোতানের দক্ষিণ অঞ্চলও উত্তম পশমের জন্ত বিখ্যাত। বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র পশম সংগ্রহ করা হয়। এই সকল ছাগের সকল লোমই পশম নহে। ঘাড়ের ও নিম্ন ভাগের (বক্ষ ও পেটে) পশমই শাল নির্ম্মাণের উপাদান। মোটা মোটা লোমগুলি হইতে হুগলোম স্বতন্ত্র করিয়া শালকরদের নিকট রপ্তানী করা হইয়া থাকে। মোটা লোমে কঘলাদি প্রস্তুত হয়। তিব্বত হইতে পশম কান্দীর, নূরপুর, অমৃতসর, লাহোর, লুধিয়ানা, অম্বালা, শতদ্রু তটবর্তী রায়পুর ও নেপালে প্রেরিত হইয়া থাকে। উত্তম পশম "লেনা" নামে অভিহিত, সাধারণ পশম "বাল" নামে খ্যাত।

কান্দীরে পূর্বে ২৪০ আনার এক এক সের পশম বিক্রীত হইত। লাদক হইতে কান্দীরে প্রতি বর্ষে প্রায় তিন হাজার মণ

পশম আমদানী হইয়া থাকে। প্রত্যেক ছাগ হইতে প্রতি বৎসর প্রায় অর্ধসের পশম পাওয়া যায়। লাদকে প্রায় ৮০০০০ ছাগ পালন করা হয়। প্রত্যেক ছাগলের মূল্য চারি টাকা। এক কান্দীরেই প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা মূল্যের শাল প্রস্তুত হইয়া থাকে। সিদ্ধ ও সাইফুক নদীর মধ্যবর্তী উচ্চস্থানসমূহেও পশমের উপযোগী ছাগ পালন করা হয়।

শালনির্ম্মাণের পূর্বে পশম পরিষ্কৃত করিতে হয়। দীর্ঘকোরাই সাধারণতঃ পশম পরিষ্কার করে। সাধারণতঃ ময়দার সহিত পশম মিশাইয়া পেঁচা হইয়া থাকে। অতঃপর পশমগুলি ঝাড়িয়া লইলেই উহা পরিষ্কৃত হয়। ইহার পরে পশম হইতে চুলগুলি বাছিয়া ফেলা হয়। চুল বাছিয়া ফেলা খুব সময়সাপেক্ষ; কিন্তু পশমে প্রস্তুত শালাদির মূল্যও অত্যন্ত অধিক। অতঃপর চরকার সাহায্যে পশমগুলিকে হুত্রে পরিণত করিয়া তাহা রং করা হইয়া থাকে। সাদা কিন্তু পশম হুত্রের অর্ধসেরের মূল্য ৪০ চল্লিশ টাকার কম নহে।

একরঙ্গা শাল তাঁতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু নানা রঙ্গে চিত্রিত শাল হুচ দিয়া বোনা হয়।

যে শাল সকল তাঁতে প্রস্তুত হয়, সেই সকল শাল তিলি-বালা, তিলিকার, কানিকার বা বিনোট নামে খ্যাত। হুচীকাথে শালগুলি সাধারণতঃ অমলীকর নামে অভিহিত। এতদ্ব্যতীত দোশালা, কুমাল, জামীওয়ার প্রভৃতি নামে শালের আরও প্রকার ভেদ আছে। জামীওয়ার গুলি বিবিধ বর্ণে বিভাজিত। শালের কিনারা (পাড়) নির্ম্মাণেও এক বিপুল ব্যবসার চলিতেছে। কালিকার, ও অমলীকর শালে স্বতন্ত্রভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাঁতে ককা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া উহা আবার জুড়িয়া সেলাই করিয়া দেওয়া হয়। এই শ্রেণীর শাল কান্দীরে যথেষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে।

শাল প্রস্তুত করার সময়ে বিবিধ শ্রেণীর লোক কার্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে। যথা নকাশ, তারা গুরু, এবং তালিম গুরু ইত্যাদি। নকাশ শালের নমুনা দেখাইয়া থাকেন। তারা গুরু রং ও রঙ্গিন হুত্রাদির পরিমাণ নির্দেশ করেন। তালিম গুরু এই সকল বিষয় সাঙ্কেতিক ভাবে লিখিয়া তাঁতদের তাঁতে প্রদান করেন, তাহারা তদনুসারে শাল বয়ন করিয়া থাকে।

শালনির্ম্মাণের জন্ত যে কাঠহুচী ব্যবহৃত হয়, উহা তোজী নামে খ্যাত। এই তোজীতে চারি গ্রেণ ওজন পরিমিত রঙ্গিন হুত্র জড়ান থাকে।

দোশালা।—দোশাল বিবিধ প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। সাদা দোশালা বা "খালি মাতান", রঙ্গিন পাড়দার, বা "চার বাগান", মধ্যস্থলে ফুলদার বা চাঁদদার, কুঞ্জদার। যে শালের হুই

পার্শ্বের পাড় হইতে হুই প্রান্তের পাড় অধিকতর প্রসার হইয়া থাকে, উহা “শাহপল্লব” বা পার্শ্বদ্বার নামে অভিহিত হইয়া থাকে। চতুঃপার্শ্বের পাড় সমপরিমিত হইলে উহাকে “বরদার” বলা যায়। হুই পার্শ্ব সমভাবে সূচীকাৰ্য্যবিশিষ্ট শাল “দোরোথ” নামে খ্যাত।

সাধারণতঃ সন্দেশ (সাদা), মুকী, (কাল) ওলালার (Orim-son), শার্লিঙ্গ (Scarlet), উলা (Purple), ফেরোজী, জিন্নারী (সবুজ) এবং জরদ (পীত) বর্ণের শাল দেখিতে পাওয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত কন্দা, চানর ও রুমালও যথেষ্ট পরিমাণে নিৰ্ম্মিত হয়। যুরোপীয়গণ এই শ্রেণীর শালের বিশেষ আদর করিয়া থাকেন। যুরোপীয়গণ পুরাশাল ব্যবহারের পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারা রুমাল পসন্দ করেন। রুমাল ব্যতীত অর্ধ পরিমিত এক প্রকার শালও প্রস্তুত হইয়া থাকে, উহা আধাখণ্ড বা পলি নামে প্রসিদ্ধ। এই পলি শাল ভেরহিবেল ও হুরীবেল এই দুই প্রকারেও নিৰ্ম্মিত হইয়া থাকে। রামপুরী চানর ওলা ও যুরোপে শাল বলিয়া খ্যাত।

ত্রীনগর মিউজিয়মে এক খানি শাল আছে, উহার মূল্য ২২০০০ টাকা। এতদ্ব্যতীত ৩০০০ হইতে ৭৭ হাজার টাকা মূল্যের শাল অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

১৯০২-৩ দিল্লী নগরে শিল্প সঞ্চয়ী যে প্রদর্শনী হয়, সেই প্রদর্শনীতে মেজর ইয়ার্ট এইচ্ গড্‌ফ্‌ এক খানি শাল প্রেরণ করেন। এই শাল খানিতে ত্রীনগরের প্রাসাদ, জন-সাধারণ, হুদ নদী পর্বত ও বুদ্ধাবির চিত্র চিত্রিত। প্রত্যেকটা দৃষ্টের নিম্নে উহার পরিচয় সূচীর কাৰ্য্যে লিখিত। মহারাজ ভারতবর্ষীয় সিংহের সময়ে এই শাল তাঁহারই আদেশে নিৰ্ম্মিত হয়। বর্তমান ভারতসম্রাট্‌ যখন ত্রীনগর পরিদর্শন করিতে গমন করেন, সেই সময়ে তাঁহাকে উপহার দেওয়ার জন্তই নাকি এই শাল নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। এই শাল খানিতে ত্রীনগরের মানচিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, তদুপরে অন্যান্যসেই উক্ত স্থানগুলি নির্দেশ করা বাইতে পারে।

শাল (পুং) শল্যতে প্রসংগতে ইতি শাল-বঞ্। মৎস্তভেদ, চলিত গজাল মাছ, শাল মাছকে কেহ কেহ গজাল মাছ কহে, শাল ও গজাল দেখিতে প্রায় এক প্রকার; একটু বিশেষ এই যে গজাল মাছের গার ঢাকা ঢাকা চিহ্ন থাকে। ২ প্রকার। ৩ নদভেদ। (শঙ্করহা) ৪ রূপভেদ, শালনূপ, শালিবাহন রাজা। (বিখ) ৬ বুদ্ধমাছ। (রাজনি°)

শালক (স্ত্রী) নাড়ীশাক, পাটশাক। (বৈজ্ঞকনি°)

শালকটকট (পুং) রাকসভেদ। ঘটোৎকট ইহাকে বধ করিয়াছিল। (ভারত) ২ শাল ও কটকটমন্ত্র বিশেষ।

“মিত্রশ্চ সন্নিতশ্চৈব তথা শালকটাকটৌ।

কুম্ভাণ্ডো রাজপুত্রশ্চৈব বাহাসমবিশেঃ।”

(বাক্যব্যাসসংহিতা ১২৮৫)

শালকল্যাণী (স্ত্রী) পত্রশাকবিশেষ। গুণ-গুরু, রুক্ষ, বিঠলী, মধুর, শীতবীৰ্য্য ও পুত্রীভেদক। (চরক দ্রাব্য° ২৭অ°)

শালগ্রাম (পুং) বিষ্ণুমূর্ত্তিবিশেষ। গণ্ডক্যাদৃত্য বজ্রকীট কৃত চক্রযুক্ত শিলা, গণ্ডকী নদীতে জাত বজ্রকীট কর্তৃক চক্রযুক্ত বে শিলাখণ্ড প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে শালগ্রাম শিলা কহে। ইহা ভিন্ন দ্বারকোত্তর শিলাও শালগ্রাম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই শিলার ভগবান্‌ বিষ্ণুর পূজা করিতে হয়। অস্ত্র দেবমূর্ত্তির বেষ্রণ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তজ্জন এই শালগ্রাম শিলার প্রতিষ্ঠা করিতে হয় না। এই শিলার অভিষেক করিয়াই পূজা করা বিধেয়। শিলার চক্রের লক্ষণ অহুসারে ঐ শিলার ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়া থাকে। শালগ্রাম শিলায় সকল দেবতারই পূজা হইয়া থাকে। এই শিলাতে ভগবান্‌ বিষ্ণু সঙ্গ বিরাজমান থাকেন, এইজন্ত ইহাতে দেবতার আবাহন ও বিসর্জন নাই।

শালগ্রামের উপাসনা ভারতে বহু প্রাচীন।* ভগবান্‌ বিষ্ণু শিলাচক্র রূপে জগতে প্রকট হইয়াছিলেন, ইহাই পৌরাণিক উক্তি; গণ্ডকীতীর বা চক্রতীর এবং দ্বারকাই ভগবানের চক্র-রূপী লীলার প্রসঙ্গ স্থান†। কিরূপে ভগবান্‌ হরি ঐ ক্ষেত্রেঘরে স্বলীলার আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ একবৈবৰ্ত্ত-পুরাণে জন্মখণ্ডে এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে;—

ভগবান্‌ হরি ছলে শম্বুচূড়কে নিহত করিয়া শম্বুচূড়বেশে তুলসী সন্তোষ করিলে তুলসী তখন ভগবান্‌কে এই বলিয়া অভিষাণ প্রদান করিলেন, হে নাথ! আপনি পাৰ্ব্বাণদ্বয় ও দয়াহীন, অতএব পাৰ্ব্বাণ সঙ্গ হইয়া এই পৃথিবীতে অবস্থিতি করুন। তুলসীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নারায়ণ বলিলেন, সাক্ষি! তোমার শাপপালনার্থ আমি গণ্ডকীতীর সান্নিধ্যে শিলারূপী হইয়া অবস্থান করিব। বজ্রকীট, কুমি ও বজ্রবৎস্রগণ সেই স্থলে শিলা-কূহরে আমার চক্র কর্ত্তন করিবে‡।

ধর্ম্মসংহিতার শালগ্রাম শিলার উৎপত্তিপ্রকার অল্পরূপ

* “বথা হি বিকোঃ শালগ্রামঃ।” জাম্বোগ্যোপনিষদ্রাঘ্যে শাখ্যায়ন।

† “গণ্ডকানেকবেশেভু শালগ্রামমহলং মহৎ।

পাৰ্ব্বাণভৰ্ত্তব্যং বহুং শালগ্রামমিতি স্থিতিশ্চ।” (পদ্মপু° ১১অঃ)

“শালগ্রামে দ্বারকারাং হিতার গবিনে নমঃ।” (পদ্মপু° ১০ অঃ)

ঈধরখারী ভাগবতের ৪/১৩০ স্নোকেই লীকার লিখিয়াছেন,—

“শালগ্রামাভিধানে ভগবন্তঃ কেদ্রে চক্রতীর্য্যে।”

‡ অতঃপর বিভিন্ন শিলারূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে। (ত্রকবৈবৰ্ত্ত জন্মখণ্ড ২১অঃ)

বর্ণিত আছে,—ভগবান হিরণ্যগর্ভ বর নাগরাজ, তিনি আদিতে বজ্রকীটরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতলে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহাকে সুবর্ণ ভ্রমর রূপে অতি তেজে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া দেবগণ ভ্রমর রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সমীপে উপনীত হইলেন; তখন সমস্ত চরাচর বড়জিহ্বায়ে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। হিরণ্যগর্ভ এইরূপে ভ্রমণশীল ভ্রমরগণ কর্তৃক বিভ্রান্ত হইয়া বৈনতেয়া-সন জগৎপতি বিষ্ণুকে দেখিবার নিমিত্ত শৈলরূপে জগতের সন্ধানবিধাতা হরিকে অরুণ করিলেন। ইহাতে সহসা নিকঙ্কবেগ হইয়া তিনি একটা বৃহৎগর্ভে প্রবেশ করেন। তাঁহাকে ঐরূপে গর্ভে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ভ্রমরগণও সেই গর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন। তাহাতেই শব্দবৎ বেগ সহ চক্রাকার শিলা সমুৎপন্ন হইল।

যেরূপে যে পটলে শালগ্রামোৎপত্তি প্রসঙ্গ ক্রমে শালগ্রাম, শিলা নির্ণয় ও মাহাত্ম্য কীর্তিত আছে। পুরাকালে গণ্ডকী 'দেবগণ আমায় পুত্র হউন' এই আকাঙ্ক্ষার তপস্চরণ করেন। তাঁহার তপে তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বর দিবার অস্ত তাঁহার নিকট উপনীত হইলে গণ্ডকী তাঁহাদিগকে আপনায় পুত্ররূপে প্রার্থনা করেন। তাঁহারা এইরূপ বরদানে অশঙ্ক হইলে গণ্ডকী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোমরা আমাকে বৈষ্ণব বারবার প্রতারণা করিলে সেইরূপ এই স্থানে কীটধোনি লাভ করিয় অস্থান কর।" গণ্ডকীর এবং বিধ বাধ্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ বলিলেন, তুমি বৈষ্ণব ভগোবলে উদ্ধতা হইয়া অবিচারপূর্বক আমাদেরিগকে অস্তিশ্রু করিলে সেইরূপ কর্ণবিধিকে তুমিও জড়-প্রকৃতি ব্রহ্মা নহী হও। পরম্পরের অভিপায়ে সেই স্থানে একটা মহান কোলাহল উখিত হইল। তাহাতে দেবগণ ও গণ্ডকী কম্পিত হইলেন, তখন ব্রহ্মাকে নির্দেশ করিয়া সকলে বলিলেন, ব্রহ্মা! ক্রোধবশে আমরা পরম্পরে মহাশাপে পতিত

* হিরণ্যগর্ভো ভগবানাকো নাগরাজঃ বরম্।
বজ্রকীটপ্রভুত্বা চচার ধরপীতলে।
সৌবর্ণং ভ্রমরঃ সৃষ্টঃ দেবভক্তরূপধারণঃ।
উপত্যকস্বহাস্তানং অমৃতভিত্তকমস্ব।
বড়জিহ্বাঃ কপাৎ সর্পাৎ ব্যাপ্তমেতচ্চরাচরম্।
হিরণ্যগর্ভোভ্রমরৈর্ভ্রমরঃ জাতবৎ সখা।
জষ্টং জগৎপতিং বিষ্ণুং বৈনতেয়াসনং বরম্।
ক্রোধে শৈলরূপে জগদ্ধিতকরং হরিন্।
নিকঙ্কবেগঃ সহসা প্রবেশেণ বিলম্বং নহৎ।
কদ্দিন্ এষিষ্টে ভ্রমরভ্রমরঃ বিবিধঃ শুভম্।
চক্রঃ শব্দং মহেশ্বর কোণাকার ইবাশ্রয়ঃ।
সাত্তিকানাং প্রত্যক্ষার্থং বজ্রকীটঃ বড়জিহ্বাঃ।
চক্রাকারঃ বিবিধাঃ বিশিষ্টাঃ সাধবঃ। (বর্নসংহিতা)

হইরাছি, এক্ষণে পরিভ্রমণের উপায় বলিয়া দিল। ব্রহ্মা দেবগণের এই বাধ্য শ্রবণ করিয়া শব্দরূপে জানাইলেন। দেবদেব পদ্মবোদিকে তত্বতরে জ্ঞাপন করিলেন, আমি সংহারকারক, তুমি সৃষ্টিকর্তা ও বিষ্ণু সর্বজীবপালক। বিষ্ণুই আমাদের মধ্যে অধিক বৃহদান। তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা কর, এ বিষয়ে কৃত্তিমুক্ত কি?

মহেশ্বরের এই উক্তি শুনিয়া বিষ্ণু বলিলেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু গজানন ভোমরা সকলে শ্রবণ কর, এখানে আমার গণসমূহ, ব্রাহ্মণগণ ও গজমাতঙ্গরূপধারী শাপগ্রস্তগণ যদি কার্যবশে আসিয়া উপনীত হয়, তাহা হইলে তাহাদের মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটবে এবং তাহারা দিব্যকলেবর ধারণ করিবে। আর তাহাদের মেঘমজ্জসম্ভব মূলদেহ শীর্ণ হইয়া পাবাণাস্তর্গত বজ্রকীট প্রসব করিবে। অস্ত্র হইতে গণ্ডকী পৃণাতোরা ও গজার সমতুল্য হইলেন। গিরিরাজের দক্ষিণে গণ্ডকী পর্য্যন্ত দশবোজন বিস্তীর্ণ ভূমি ধরাতলে মহাপুণ্যক্ষেত্র হইল। ইহাই ত্রিলোক প্রসিদ্ধ চক্রতীর্থ। এই চক্রতীর্থের অন্তর্গত শালগ্রামগত দেবগণ অথবা দ্বারাবতীগত দেবতা যেখানে উত্তরে সন্মত হইবেন *; সেই স্থানে নিশ্চয়ই মুক্তি করতলগত হইবে। এই ভুক্তিমুক্তিপ্রদারিনী সর্বদেবপ্রীতিকর গণ্ডকীর গর্ভজ পাবাণও ও তদন্তর্গত বজ্রকীটই তাঁহার প্রার্থিত সুরপুত্র†। অতঃপর ব্রহ্মার বচনে জিজ্ঞাসিত হইয়া বিষ্ণু গণ্ডকীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে করিতে

* "শালগ্রামগতা দেবা দেবো দ্বারাবতীগতাঃ।

উত্তরোঃ সন্মতোঃ বস্তু ভুক্তিতত্ত্ব ন সংশয়ঃ।" (বেদভূতঃ)

টীকাকার 'উত্তরোঃ' শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, কথিত শিলাধরের "একটা"ও যেখানে থাকে, সেই স্থানে ভুক্তিলাভ হয়নিশ্চয়।

† "সর্বদেবপ্রীতিকর ভুক্তিমুক্তিপ্রদারিনী।

ভবভূতাত্ত পাবাণা যে তদন্তর্গতাঃ সুরাঃ।

প্রার্থিতং বাং বিনা সর্বে বজ্রকীটা ভবভূতি।

অনেনৈব তু গণ্ডক্যাঃ পুত্রবৎ ভবভূতমপি।" (বেদভূতঃ ৫ পটল)

‡ পদ্মপুরাণের ১১ অধ্যায়ে গণ্ডকীতীর শালগ্রামের উৎপত্তিহীন বলিয়া উহার মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে—

"গণ্ডকীর নদী রাজস্ব হর্যাহরানিবেশিতা।

পুণ্যোদকপরিবাহৈর্হৃতপাতকসমকরা।

দর্শনাদ্ভাসং পাণং স্পর্শনাৎ সর্বত্রং দধেৎ।

বাচিকং বীরভোক্তর পানতঃ পশুপদকরম্।

পুরা হুতাঃ প্রজানাং প্রজাঃ সর্বাঃ বিপাপাননাঃ।

সগুণাঃ সর্বোদেনেকপাপস্বীকৃত্যনিবিন্।

এনাং নদীং যে পুণ্যাবাং স্পৃশন্তি স্ততঃসমীপিন্।

তে গর্তভাতো নৈব হারপি পাপকৃতো নরাঃ।

তস্যাং তবাং চ চান্দ্রাক্ষরকটিকৈরলঙ্কিতাঃ।

তে সান্দ্রাক্ষরভোহি স্বরূপধরাঃ পরাঃ।" (পদ্মপুরাণ পাতালপঃ ১১ অঃ)

পূজাশিলার নাম নির্দেশ করিতে লাগিলেন। এই সঙ্গে তিনি ত্যাক্সা-শিলারও বর্ণাদি ভেদ নিরূপণ করিয়া গিলেন।

(মেকতত্ত্ব ৫ পটল)

পূজা-শিলা।

সচক্রশিলাই সাধারণের পূজা, কিন্তু এই শিলা দ্বারবতী বা গণ্ডকীভব হওয়া চাই। সহস্র পাপের অধিকারী এবং শত-জন্মপাপরত হইলেও একবার মাত্র শিলার্চনা করিলে তৎক্ষণাৎ পুরুষের পূর্ণকৃত পাপ সকল বিলুপ্ত হয়। শালগ্রামশিলাবিধৌত জলপান করিলে মনুষ্য তৎক্ষণাৎ পুত্ৰদেহ হয় এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এমন কি শূদ্রও বৈদগ্ধ্যে দ্বিত হইয়া থাকে।

শালগ্রাম শিলার মধ্যে হুঙ্গ শিলাপূজাই প্রথম। ধর্ম-কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত একরূপ শিলার নিত্য পূজার বিধান আছে। শিবার্চনচক্রাকার বশিষ্টব্রহ্ম-সংবাদে হুঙ্গ ও মূল শিলার এইরূপ আকার নির্দিষ্ট হইয়াছে—

“শালগ্রামেশু সর্বেষু হুঙ্গঃ গ্রাহ্যঃ কুটুম্বিনা।

শ্রীকলাধিকং ভূগং হুঙ্গং জঘৃকলাধিপ।”

প্রয়োগপারিজাতো লিখিত হইয়াছে যে, বিবিধাকার লাঞ্ছন দ্বারা লাক্ষিত ও চক্রাক্ষিত শালগ্রামেই শ্রীহরি অবস্থিত করিয়া থাকেন। প্রথমে শিলা লইয়া উহা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য তাহা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিবে। হিরাসনা, স্নহতা, ফলাকারা, যবাননা, কৃষ্ণা, পাণ্ডুরা, পীতরা, নীলা, ভ্রামলা, তুলা বা কপিলাভা, দুর্লভা এবং রক্ত ও পিঙ্গলবর্ণা শিলাই শুভা ও গ্রাহ্য। উক্ত বর্ণ সমূহের মিশ্রণ থাকিলেও তাহার বিশেষই আছে।

পদ্মপুরাণে শালগ্রামশিলার্চনক্রমে বিশেষ বিশেষ রেখা-

১ “হিরাসনা পরিজ্ঞেয়া বহাগনা হুংগ্রাণ।

বুভা স্নহতনা ধোজা ফলাকারা কলগ্রাণ।

যবাননা চ বিজ্ঞেয়া বাকসৌন্দর্যা প্রদায়িকা।

কীর্তিভোগপ্রদা কৃষ্ণা পাণ্ডরা পাপহারিণী।

পীত পুঞ্জগ্রাণা নিত্যং লক্ষী শান্তিপ্রদা তথা।

নীলা বহুরঙ্গা জেরা তথা চ কাতিহারিণী।

পুষ্টিবুদ্ধিপ্রদা ভ্রামা যেতা মাধবহারিণী।

মেঘে উজ্জীলিতে বত অক্ষহুংগ্রকমণ্ডলু।

কপিলাভা তপেৎ কুরা জ্ঞানৈবর্থা প্রদায়িকা।

কামপ্রদায়িকা চাতা দুর্লভা পণ্ডহারিণী।

রক্তা রোগপ্রদা নিত্যং মিথ্যা মিথুকলপ্রদা।

এবং লক্ষণসম্পন্ন পাপরক্ষাক্রমাপত্তা।

উত্তমা সা ভু বিজ্ঞেয়া ওজস্বতা ভক্তদায়।

শালগ্রামং যদং গতা ব্রতঃ সহ বিশেষতঃ।

হিতোরা যেন সংপূজা সা শিলা চোত্তমোত্তমা।

ত্রয়োদশ পরিজ্ঞেয়া মধ্যমা চাতিহারিণী।” (প্রয়োগপারিজাত)

নিশিষ্ট শিলার পূজাহীতা উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল শিলা ক্ষত্ন নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। বলা—

“শালগ্রামশিলাদ্বারগতলগ্নচক্রপুঙ্খ।

গুলাভাশ্যস্ত সৌহবাধঃ সৌম্য শ্রীগদাধরঃ।

লগ্নচক্রো চক্রাতঃ পূর্বভাগস্ত পুঙ্খলঃ।

সর্বধোগোহথ প্রচ্যুতঃ হুঙ্গচক্রান্ত পীতকঃ।

স দীর্ঘঃ স শিরশ্চিহ্নো যোহসিরুদ্ধস্ত বর্তুলঃ।

নানাহারবিরেখন্ত অথ নারায়ণোহসিতঃ।

মধ্যে গদাভুক্ততা রেখা নাতিশয়মহোন্নতঃ।

পৃথুচক্রো নুসিংহো বঃ কপিলাহব্যাংজিবিদুঃ।

অথবা পঞ্চবিন্দুস্তংপূজনং ব্রহ্মচারিণঃ।

বরাহশক্তিলিঙ্গোহব্যাংজিবিদুঃ চক্রঃ।

নীলগ্নিরেখ স্থলোহথ কুর্মুস্তিসবিন্দুমান্।

কৃষ্ণঃ সর্বভূলাবর্তঃ পাণ্ডুরোন্নতপৃষ্ঠকঃ।

শ্রীধরঃ পঞ্চরেখোহব্যাংজনমালাগদাভিতঃ।

বামনো বর্তুলো নাম বামচক্রঃ সুরেশ্বরঃ।

নানাবর্ণোহনেকমুহূর্তিনাগভোগী বনস্তকঃ।

স্থলো দামোদরো নীলো মধ্যে চক্রঃ সুনীলকঃ।

সংকীর্ণদ্বারকো বোহব্যাং ব্রহ্মা স্মোহিতঃ।

সদীর্ঘরেখা শুবিব একচক্রাভুজঃ পৃথুঃ।

প্রত্যুচ্ছিত্রঃ স্থলচক্রঃ কৃষ্ণোহবিন্দুস্ত বিদুঃ।

হয়গ্রীবোহস্থগাকারঃ পঞ্চরেখ সমস্ততঃ।

বৈকুণ্ঠোহমলবদ্ধাত একচক্রাঙ্ককোহসিতঃ।

মংস্তো দীর্ঘাভুক্তাকারো দ্বাররেখন্ত পাণ্ডরঃ।

বামচক্রো দক্ষরেখঃ শ্রামো বোহব্যাং জিবিজ্রমঃ।

শালগ্রামে দ্বারকারাং স্থিতায় গদিনে নমঃ।

একেন লক্ষিতো বোহব্যাং গদাধারী স্মদর্শনঃ।

লক্ষীনারায়ণো দ্বাত্যাং ত্রিভুমুর্জিবিজ্রমঃ।

চতুর্ভিষ্চ চতুর্ভূয়ো বাসুদেবস্ত পঞ্চভিঃ।

প্রচ্যুত বড়্ভরেবাব্যাং সর্বধগ ইব স্তভ্যঃ।

পুরুষোত্তমোহষ্টভিঃ স্ত্রাক্ত নববুহো নবাধিতঃ।

বশাবতারো বশতিহারনকোহবতাদর্ঘ্য।

দ্বাদশাঙ্গা দ্বাদশভিরতউজ্জোহনস্তকঃ ৷”

(পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড ১০ অ°)

১ নিম্নলিখিত নামনিরুক্তি হইতে উক্ত শালগ্রাম শিলাসমূহের নাম ও বিশেষণ করিয়া করা হইয়াছে পদ্মপুরাণের শালগ্রাম শিলাঅঙ্গ পাঠে ইহাই অনুলিখিত হয়—

‘লগ্নচক্রগদাপাঙ্কঃ কেশবাখ্যাং গদাধরঃ।

সাজকোহমদিকোচক্রপুঙ্খঃ নারায়ণো বিদুঃ।

মেরুতলেও পূজা শালগ্রাম শিলার বিবর বর্ণিত দেখা যায়;—বীৰ্য বর্ণা, অর্থাৎ শিলার যে বর্ণ তাম্রাঙ্গী বর্ণবিশিষ্টা শিলা, ব্রাহ্মণদি বর্ণসমূহ স্থলভাষ্যের নিমিত্ত পূজা করিবে। সিদ্ধ ও কৃষ্ণবর্ণ শিলা পূজনীয়, এই শিলাপূজনে সিদ্ধিলাভ হয়। পীতবর্ণ শিলাপূজনে পুত্র লাভ হয়। নীলবর্ণশিলা পূজনে লক্ষ্মীলাভ, এবং সমশিলা সর্কার্থসামিকা হয়।

গৃহস্থদিগের কল্পণ লক্ষণাক্রান্ত শিলা স্থানদায়ক, লক্ষণাত্মক সারে তাহার নিম্নে নাম লিখিত হইল। যে শালগ্রাম শিলায় পদ্মের সহিত চক্র বিভ্রমান থাকে, অথবা কেবল বনমালা 'চক্র থাকে, তাহার নাম লক্ষ্মীহরি, এই শিলা গৃহস্থদিগের অতীষ্টদায়িনী। যে শালগ্রামের চক্রযুক্ত দুইটি দ্বার থাকে, অথবা যে শিলা শ্বেতবর্ণ ও দুইটি সমান চক্রবিশিষ্ট তাহা বাসুদেব নামে কথিত। এই শিলা পাপনাশক। পূর্ক ও পশ্চাদভাগে দুইটি চক্র থাকিলে সেই শিলা সত্ত্ববর্ণ নামে পূজিত হয়। ইহা রত্ন স্বরূপ ও সুশোভন, গৃহী ব্যক্তির এষ্ট শিলা পূজনে অতীষ্ট লাভ হয়।

যে শালগ্রাম শিলার চক্র স্তম্ভ এবং ছিন্ন দীর্ঘ ও বিচক্রিত, অস্ত্র ও বহির্দেশে ছিন্নযুক্ত, তাহা প্রহ্মায়। ইহা পীতবর্ণ ও ষ্ট্রপ্রদায়ক। শিলা নীলাভ, বর্জুল ও অতি স্নন্দর, দ্বারদেশে

দুইটি রেখা যুক্ত, এবং পৃষ্ঠদেশে পদ্ম লাক্ষিত হইলে অনিরুদ্ধ কহে। শিলার পূর্ক বা পশ্চাদ ভাগে এক বা দুইটি চক্র থাকিলে কেশব। ইহা চতুর্ভুজ, এই শিলা পূজা করিলে সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। স্তম্ভবর্ণ, নাতিবল উন্নত চক্রবিশিষ্ট এবং দীর্ঘরেখাযুক্ত ও দক্ষিণদেশে পৃথু ওষির অর্থাৎ স্থল গন্ধর-সমবিত একপ শিলাকে নারায়ণ কহে।

যে শিলার মুখ উর্দ্ধদেশে স্থাপিত অথচ শিলার ভ্রায় হরি-দ্বার নষ্ট হয়, তাহার নাম হরি। এই শিলাচক্র ভুক্তি ও মুক্তিপ্রদ। যে শিলা পদ্ম ও চক্রযুক্ত, দিবকলের ভ্রায় আকৃতি বিশিষ্ট, শুক্রাভ এবং পৃষ্ঠদেশে যুগ্ম ওষির অর্থাৎ গর্ত। বিশিষ্ট তাহা পরমেশী নামে কথিত। কৃষ্ণবর্ণ, সুশোভন দুইটি চক্রযুক্ত, মধ্যদেশে হইতে দ্বারোপরি একটি রেখাশবলিত শিলার নাম বিষ্ণু।

নৃসিংহলক্ষণ যুক্ত শিলা যদি শুষ্ক বা লাক্ষা সদৃশ বর্ণ বিশিষ্ট হয়, তদ্ব্যতীত দুইটি স্থল চক্র ও দ্বারে সুশোভনা রেখা থাকে, এবং তাহাকে এই রেখা যদি কেশবাকার দীর্ঘ ও ভ্রায়নক যুগ্মযুক্ত হয়, তাহার নাম মহানৃসিংহ। পূর্কোক্ত লক্ষণযুক্ত শিলা বনমালাবরাঞ্জিত, চারিটি চক্র ও বিন্দুযুক্ত হইলে লক্ষ্মীনৃসিংহ নামে অভিহিত হয়। ইহা শুভপ্রদ।

পূর্কোক্ত বরাহলক্ষণযুক্ত শিলা যদি ইজ্ঞানীলসদৃশ স্থল, তিনটি রেখাযুক্ত এবং শক্তি, লজ্জা ও চক্র বিষম হয়, তাহা হইলে তাহা পৃথ্বী-বারাহ নামে কথিত। ইহা যদি অতুল্য ও একটি রেখাযুক্ত হয়, তাহা হইলে গভরাজাপ্রদ হইয়া থাকে।

বর্ণ স্বর্ণসদৃশ, দীর্ঘাকৃতি, তিনটি বিন্দুবিভূষিত এবং কাণ্ড হইতেও অধিক তারাবিশিষ্ট, তাহাই মন্তশিলা নামে অভিহিত। এই শিলাপূজনে ভুক্তি ও মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

যে শিলার পৃষ্ঠদেশে বর্জুল ও উন্নত এবং কোমল চিহ্নিত ও হরিবর্ণ, তাহাই কুম্ভাখ্য শিলা। কুম্ভাকার, চক্রাঙ্কিত, ও বৃত্তযুক্ত শিলাও কুম্ভাখ্য নামে অভিহিত। এই শিলাচক্র অতীষ্টফলপ্রদ।

চক্রসমীপে অক্ষুণ্ণাকার রেখা ও বহু বিন্দু বিভ্রমান এবং পৃষ্ঠদেশে নীরদ নীলবর্ণ, তাহা হরগ্রীব সংজ্ঞিত। যে শিলা হরগ্রীবসদৃশ ও দীর্ঘরেখাযুক্ত, তাহাকে সৌমা হরগ্রীব কহে।

মুখ হরাকৃতি বা পদ্মাকৃতি এবং মস্তক অক্ষমালাযুক্ত হইলে তাহার নাম হরশীর্ষ।

ভিলবর্ণাভ এবং একটি চক্রযুক্ত, ধনচিহ্নিত, দ্বারোপরি সুশোভন রেখাবিশিষ্ট শিলা বৈকুণ্ঠ নামে বিদিত।

যে শিলা বনমালা লাক্ষিত, কদম্বকুম্ভাকার, রেখাপক-শোভিত, তাহার নাম ত্রীধর। আতন্ত্র্য, বর্জুল, অতলী-

স চ শম্বাজপদো মাধবঃ শ্রীগদাধর।
গদাজশম্বচক্রা বা গোবিন্দাখ্যো গদাধরঃ।
পদ্মশম্বাণি গদিনে বিষ্ণুশম্বায়ৈ নমঃ।
স শম্বাজগদাচক্রমধুধনমুর্ত্তরে।
নমো গদাসিচক্রাজ্যুতৈবৈব্রজায় চ।
সাবিকোমোদকোপদ্মশম্বাধামমুর্ত্তরে।
শম্বাজচক্রগদিনে নমঃ শ্রীধরমুর্ত্তরে।
কুবীকেশ সাবিগদাশম্বাপাণি নমোহস্ত তে।
সাজশম্বগদাচক্রপদ্মনাত্মকরূপিনে।
নমোদায় শম্বগদাচক্রপাণি নমোহস্ত তে।
সাবিশম্বগদাখ্যায় বাসুদেব নমো নমঃ।
শম্বাজচক্রগদিনে নমঃ সত্ত্ববর্ণায় চ।
শম্বাচক্রগদাখ্যায় যুত প্রহ্লাদমুর্ত্তরে।
নমোহনিরুদ্ধায় গদাশম্বাজবরধারিনে।
সাজশম্বগদাচক্র পুরুষোত্তমমুর্ত্তরে।
নমোহেখোজকল্পায় গদাশম্বাধারিনে।
নৃসিংহমুর্ত্তরে পদ্মগদাশম্বাধারিনে।
পদ্মবিশম্বগদিনে নমোহস্ত্রুতমুর্ত্তরে।
সশম্বাচক্রাজগদং কন্যার্জুনমিহো নমঃ।
উপেন্দ্রঃ গদিনঃ সাধিঃ পদ্মশম্ব নমোহস্ত তে।
স চক্রাজগদাশম্বযুগ্মায় হরিশুর্ত্তরে।
স গদাভাবগদাখ্যায় নমঃ আকুঞ্চমুর্ত্তরে।"

কৃত্তম সপ্তম বর্ণ, এবং বিন্দুযুক্ত শিলা বামন। অতি কৃত্তম এবং উর্দ্ধ ও অধোদেশ চক্রসংযুক্ত ও মহাহ্রতিবিশিষ্ট তাহার নাম দ্বিবামন। এই শিলা বিশেষ মঙ্গলদায়ক।

যে শিলা ত্র্যমবর্ণ, মহাহ্রতি, বামপার্শ্বে চক্রবিশিষ্ট এবং দক্ষিণে একটা রেখা থাকিলে স্তম্ভনাম কহে।

যে শিলা নানারেখাযুক্ত এবং বাহ্যর বহু-পঙ্ক্তি চক্রাকার, তাহার নাম মহাস্তম্ভন; ইহার পূজনে মঙ্গল হয়। বাহ্যর মধ্যে চক্র প্রতিষ্ঠিত আছে, একদল মূল শিলার বর্ণ দুর্ভা সপ্তম, এবং বাহ্যদেশ সর্বাঙ্গ ও পীতরেখা যুক্ত হইলে তাহাকে দামোদর কহে। এই শিলাপূজনে অশেষ প্রকার কল্যাণ হয়। যে শিলার দুইটা চক্র এবং বিবর যুদ্ধ তাহাও দামোদর নামে অভিহিত। দামোদর শিলার উর্দ্ধ ও অধোদেশে চক্রবৎ গর্ভ থাকিলে, এবং দুখ নাভিলীর্ণ ও লবণরেখাযুক্ত হইলে রাধা-দামোদর বলা যায়।

বহুবর্ণ নাগ-ভোগ চিহ্নিত, অনেক চক্রযুক্ত হইলে তাহাকে অনন্ত কহে। ইহার পূজা করিলে সকল অতীষ্ট সিদ্ধি হয়। যে শিলার সকল দিকে উর্দ্ধ আশ্রয় দৃষ্ট হয়, তাহার নাম পুরুষোত্তম। ইহাও বিশেষ মঙ্গলদায়ক। যে শিলার শিরো-গত লিঙ্গ থাকে, তাহার নাম বোগেশ্বর, ইহার পূজার ব্রহ্মা-হত্যাদি পাপনাশ ও যোগ সিদ্ধি হইয়া থাকে।

পদ্ম ও ছত্র চিহ্নযুক্ত শিলার নাম পদ্মনাভ। ইহার পূজার দরিদ্র ধনশালী হয়। মধ্যদেশে পদ্ম বরের চিহ্ন এবং একটা স্তম্ভীয় রেখা থাকিলে তাহাকে গরুড় বলা যায়।

যে শিলার উদরে চারিটা প্রস্তুত চক্র আছে, তাহা জনার্দন। বাহ্যর উদর বনমালা চিহ্নিত এবং যুদ্ধ চারিটা চক্রযুক্ত, তাহা লক্ষী-নারায়ণ। শিলা অর্দ্ধ চক্রাকৃতি হইলে জীবী-কেশ। এই শিলা পূজনে অতীষ্টপ্রাপ্তি ও বর্ণলাভ হয়।

কৃত্তবর্ণ, বিন্দুযুক্ত, এবং বামপার্শ্বে দুইটা চক্রযুক্ত শিলার নামও লক্ষীনারায়ণ। এই শিলা গৃহস্থদিগের অতীষ্টদায়ক। ত্র্যমবর্ণ, মহাহ্রতি, বামপার্শ্বে দুইটা চক্র ও দক্ষিণ দিকে একটা রেখা বিশিষ্ট শিলার নাম দ্বিবিক্রম।

কৃত্তবর্ণ শিলা যদি চক্রযুক্ত বা চক্রশূন্য হয় এবং তাহাতে যদি প্রতিক্ষিপাবর্ত্তরূপে বনমালা চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে তাহাকে কৃত্ত কহে। শিলার মধ্যদেশে দুইটা চক্র, এবং পার্শ্বদেশে চারিটা রেখা হইলে চক্রশূন্য। (সেরুড়)

ত্যাগাশিলা।

প্রয়োগপারিজাত্যে ত্যাগাশিলার আকৃতি কথিত হইয়াছে; পূজাকামী নিরলিখিত লক্ষণ দেখিয়া তাহা অগ্রাহ্য বলিয়া গণনা করিবেন। তির্ঘ্যাক্রুতা, বহুচক্রা, কুরা, স্কেটবিশিষ্টা, কলা, কুরুণা, বিটরা, অনাত্তা, করাল, বিকরালিকা, কপিল্য, বিবমাবর্ত্তা,

ব্যালাস্তা, কোটরযুক্তা, আসনে চলনা, ভগা, মহাভুলা, কথিরাননা, একচক্রযুক্তা, বহুচক্রা, অধোবৃত্তা, লমচক্রা, বা চক্রযুক্তা আবৃত্তচক্রা, বহুরেখা-সমায়ুক্তা, ভগ্নচক্রা, দীর্ঘচক্রা, পঙ্ক্তিচক্রা, মন্তকাত্তা ও অচিহ্ন শিলা সর্বতোভাবে বর্জনীয়।

এতদ্বির মেকতরে আরও করুণী নির্দিষ্ট শিলার পরিচয় পাওয়া যায়, ধোত অকারবৎ শিলাকে মেচকী কহে, ইহা পূজা করিলে বশোহানি হয়। পাণ্ডু ও মলিনবর্ণ শিলা নিম্নলিখিত। আর-বর্ণ শিলা পূজনে পুত্রহানী, ধূমাত শিলার বুদ্ধিহানী, রক্ত-বর্ণা রোগদায়িনী, বক্রশিলা দ্রাবিড়কারিণী, মূলশিলা আত্ম-নাশিকা ও সিন্দূরাত্মা শিলা নির্মিতা বলিয়া ত্যাজ্য।

চক্রাদি চিহ্নিত শিলাই পূজার প্রশস্ত, লাহন অর্থাৎ চিহ্ন ব্যতীত শিলা পূজা করিলে কোন ফল হয় না। ভগ্ন-

* কুরা মন্ত্রী সমায়ুক্তা স্কেটী বহুচক্রযুক্তা।

অচিরাদ্রুততাং বাতি বস্তাং লিঙ্গত্ব চন্দ্রমঃ।

কুরুণা কুংসিতাকারা নিষ্ট রা নিষ্ট বা মৃত্যু।

বহেটন ভূরীয়াংশমাতঃ বতঃ শুভা হি সা।

তন্মাদেবিককৃত্ত। চ করালেতি প্রকীর্ণিতা।

বা ভূতীয়াংশমায়ুক্তা মঃস্ত্রীয়া বিকরালিকা।

লংবৃত্তাত্তা পরিজেরা বেটনস্তাঃস্তাঃ।

ব্যালাস্তা চাধিকে জেরা বৃত্তাধিকে তু কোটরা।

অধিকে তু মহাভুলা তঃ পৃথী তু ন পূজয়েৎ।

অধোবৃত্তা অধোবৃত্তা উর্দ্ধায়া চাপি নির্মিতা।

তির্ঘ্যাক্রুতাকৃতি দস্তাৎ অমণং ক্রেশমংবৃত্তম্।

কুরা রোগপ্রদা নিত্যং স্কেটী চামুরিনাশিনী।

কলা জোহগদা নিত্যং ছঃপারিজাত্যাদিকা।

কুরুণা বৈজ্ঞান্য চৈব নিষ্ট রা পুণ্যদাশিনী।

অনাত্তা মৌখদা চৈব করাল ভয়দায়িকা।

ঐহিকায়ুধিকং হস্তি বিকরাল বতাবতঃ।

কপিল্য পতিহা নিত্যং ব্যালাস্তা লপনাদিনী।

কোটরা পূজকং হস্তি তথা বহুশিলাশিনী।

আসনে চলনা নিত্যং প্রজাপসাপ্রাণশিনী।

ভগা ধনহরা নিত্যং মহাভুলা ব্যাঘ্রদা।

গহিতা পাণ্ডা প্রোক্তা কীর্ণিতা শুভিরাবদা।

একচক্রা কুরাণী সা মন্তকাত্তা চ পূজহা।

দর্ভুতা কুটবা জেরা বহুচক্রা ভয়প্রদা।

বহুচক্রা প্রদা হিষ্টা লগা চাধিপ্রদা হি সা।

অধোবৃত্তিপ্রদা জেরা তঐবধোবৃত্তী তু সা।

বহুচক্রা লয় হস্তি বশোয়ী বহুরেখিকা।

পঙ্ক্তিচক্রা পতিং হস্তি বহুচক্রা পুংকরী।

অচিহ্না নিকলা জেরা নিরলক প্রায়সী।

শেবা তু গহিতা প্রোক্তা তঃ পৃথী তু ন পূজয়েৎ।" (প্রয়োগপারিজাত)

শিলা পূজা করিলে বিপত্তি, বহুচক্রবৃত্ত শিলাপূজনে অপমান, লক্ষণহীন শিলাপূজনে বিরোগ, বৃহদ্রথবৃত্ত শিলাপূজনে কলত্রনাশ, এবং বহুচক্রবৃত্ত শিলায় পূজনাশ, সংলগ্ন চক্রবৃত্ত শিলায় অম্লধ, বহু চক্রবৃত্ত শিলায় পীড়া, তদ্রক্ত শিলায় দারিদ্র্য, অধোবৃত্ত শিলায় সর্কনাশ, ব্যালম্ববৃত্ত শিলায় কুটাদি রোগ, বিবম শিলায় বিবিধ প্রকার আপদ, বিকৃতাবর্ত নাতি, অর্থাৎ যে শালগ্রাম শিলায় চক্রের আবর্ত ও নাতি বিকৃত হই-
রাছে, তাদৃশী শিলাপূজনে বহু প্রকার বিকার হয়।

কপিল বর্ণ, হুল চক্র ও বৃহদ্রথবৃত্ত, এবং তাহা তিন বা পাঁচটা বিন্দুবৃত্ত হইলে সুসিদ্ধ কহে। এই শিলা গৃহস্থ-
দ্বিগের মঙ্গলদায়ক নহে। এই শিলাপূজনে গৃহীদিগের বিপদ
হইয়া থাকে। (মেরুতন্ত্র)

উপরে যে সকল শিলায় লক্ষণ ও পূজাকল বিবৃত হইল, তদ-
পেক্ষা আরও বহু প্রকার শালগ্রাম শিলা দৃষ্টিগোচর হয়। উহার।
দ্বাদশ চক্রবর্ণে বিভক্ত অর্থাৎ যে শিলাগুলি একচক্রবিশিষ্ট
তাঁহারা একচক্রক, বাহাদের দুইটা চক্র আছে তাঁহারা দ্বিচক্রক,
এতদ্বিগ্ন বাহাদের তিন হইতে দ্বাদশ পর্যন্ত চক্র দেখিতে
পাওয়া যায়, তাহাদিগকে পর্যায় ক্রমে সেই সেই সংখ্যক বর্ণে
সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এই রূপে একচক্র বর্ণে ১২
প্রকার, দ্বিচক্রবর্ণে ৮৮ প্রকার, ত্রিচক্র বর্ণে ১১ প্রকার,
চতুঃচক্রবর্ণে ১৬ প্রকার, পঞ্চচক্রবর্ণে ৬ প্রকার, ষট্চক্রবর্ণে
৭ প্রকার, সপ্তচক্রবর্ণে ৬ প্রকার, অষ্টচক্রবর্ণে ৪ প্রকার,
নবচক্রবর্ণে ১ প্রকার, দশচক্রবর্ণে ৩ প্রকার, একাদশচক্রবর্ণে ১
প্রকার, দ্বাদশচক্রবর্ণ ১ প্রকার এবং বহুচক্রবর্ণে আরও ৮
প্রকার শালগ্রাম নির্দিষ্ট আছে। পুরাণাদিতে ঐ সকল শাল-
গ্রামের লক্ষণ ও নাম আছে। এখানে একচক্র ক্রমে তাঁহাদের
বিবরণ উক্ত হইল—

১। বৈকুণ্ঠ, মধুসূদন, সুদর্শন, সহস্রার্জুন, নরমুর্তি, রাম-
মুর্তি, লক্ষ্মীনারায়ণ, বীরনারায়ণ, ক্ষীরাকিশয়ন, মাধব, হয়গ্রীব,
পরমেশী, বিষ্ণুসেন, বিষ্ণুপঙ্কজ, গরুড়, বৃদ্ধ, হিরণ্যগর্ভ,
পীতাম্বর ও পদ্মনাভ নামধের শিলাগুলি একচক্রাকৃতি।

নীলবর্ণাভ, ধ্বজবৃত্ত, দ্বারোপরি ও পূর্বভাগে সর্পাকার।
হৃশোভন রেখা-বিলম্বিত শিলাই বৈকুণ্ঠ নামে বিদিত। ১

(১) বৈকুণ্ঠঃ নীলবর্ণাভঃ চক্রমেকং তথা ধ্বজম্।

দ্বারোপরি তথা রেখা পূর্বা রেখা হৃশোভন। (ত্রুপুরণ)
একান্তরম্—

বৈকুণ্ঠঃ শুভ্রবর্ণাভঃ চক্রমেকং তথা বৃদ্ধম্।

দ্বারোপরিগতঃ রেখা সর্পাকারঃ হৃশোভন।

বৈকুণ্ঠঃ নীলবর্ণাভঃ চক্রমেকং তথা বৃদ্ধম্।

দ্বারোপরি তথা রেখা ওজাকারঃ হৃশোভন।

পুরাণান্তরে শুভ্রবর্ণাভ, ওজাকার ও পুচ্ছরেখক শিলাও বৈকুণ্ঠ
বলিয়া গৃহীত। মহাদ্ব্যতিমান ও মহাতেজশালী সর্কবর্ণসমাবৃত্ত
শিলা মধুসূদনঃ পদ্মবাচ্য। চক্রবিবেক নামক গ্রন্থে লিখিত আছে
রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ হুল অথচ ছিদ্রবৃত্ত শিলাও মধুসূদনঃ নামে
কথিত। ইহা সর্কসোভাগ্যদায়ক। শিরোদেশে একটা চক্র, ও
মুখে কৃষ্ণবর্ণ শিলা সুদর্শন নামে অভিহিত। মতান্তরে শ্রামবর্ণ,
বামপার্শ্বে গদা ও চক্র এবং দক্ষিণে একটা রেখা থাকিলে সুদর্শন
শিলা বলা যায়। চক্রবিবেকের মতে বনমালা দ্বারা বেষ্টিত,
কদম্ব কুসুমাকার, পঙ্করেখাসমবৃত্ত, বিন্দুত্রয়সমাবৃত্ত, চাক্রবর্ণ
ও হৃশোভন শিলাই সুদর্শনঃ। নানা রেখাময় শিলাই সহস্রার্জুন
বলিয়া কথিত। ইহা পূজা করিলে নষ্ট দ্রব্য পুনরায় কিরিয়।
পাওয়া যায়। অতসীকুসুমের জায় বর্ণবিশিষ্ট এবং পার্শ্বদেশে
অক্ষহস্ত অর্থাৎ অপমালাচিক্রবৃত্ত যে শিলা তাহা নরমুর্তিঃ
বলিয়া কথিত। তন্ত্রে উহার প্রকার নির্দেশ আছে। যথা—
“গৌপুচ্ছসদৃশী মালা যদ্বা সর্পাকৃতিঃ শুভা।”

বদনে চক্র ও কৃষ্ণবর্ণ শিলা রামমুর্তি বলিয়া কথিত।
ইনি পূজককে কথিত দান করেন। একচক্র, চতুর্কাক্ত, বর্তুল,

বৈকুণ্ঠ একচক্রোহস্তী মণ্ডিতঃ পুচ্ছরেখকঃ। (অগ্নিপুরণ)

(২) মধুসূদনো মহাদেবো ক্রেকচক্রো মহাদ্ব্যতিঃ।

সর্কবর্ণসমাবৃত্তো মহাতেজাঃ শুভপ্রদঃ।

রক্তা ক্রুকা তথা হুলানি নিষ্ঠুরা শুভিরাবহা।

মধুসূদনাখ্যা বিজেরা সর্কসোভাগ্যদায়িকা। (চক্রবিবেক)

নাতিদেশে লম্বাঘ্নে যতঃ মুখাঃ প্রদৃষ্টতঃ।

মধুসূদন আখ্যাতঃ শঙ্কহা পরিকীর্তিতঃ। (বৈখানরসংহিতা)

মধুসূদনো মহাদেব একচক্রো মহাদ্ব্যতিঃ।

স সুবর্ণসমাবৃত্তো মহাতেজাঃ প্রদঃ শুভঃ। (ব্রহ্মপুরণ)

(৩) একচক্রঃ শিরোদেশে কৃষ্ণবর্ণমুখাঃ।

সুদর্শনতথা দেবঃ সর্পাপাশপ্রাণনঃ। (শিবার্চনচক্রিকা)

সুদর্শনতথ্যদেবঃ শ্রামবর্ণো মহাদ্ব্যতিঃ।

বামপার্শ্বে গদাচক্রে রেখা চৈব তু দক্ষিণে। (পদ্মপুরণ)

চক্রাকারেণ পত্জিঃ সা যত্র রেখাসরী তথৈব।

স সুদর্শন ইত্যেব খ্যাতঃ পূজাকলপ্রদঃ।

সুদর্শনতথা দেবো বেষ্টিভো বনমালম্।

কদম্বকুসুমাকারো রেখাপঙ্কসমবৃত্তঃ।

বিন্দুত্রয়সমাবৃত্তশ্চাক্রবর্ণঃ হৃশোভনঃ। (চক্রবিবেক)

(৪) সহস্রার্জুননামানো নানারেখাময়ো তথৈব।

চক্রাকারো যত্র পত্জিঃ স মষ্টদ্রব্যদায়কঃ।

(৫) নরমুর্তিঃ তপস্বানতসীকুসুমপ্রদঃ।

একচক্রসমাবৃত্তো হৃকহৃক পার্শ্বকে।

(৬) একচক্রঃ বদনে কৃষ্ণবর্ণঃ হৃশোভনঃ।

সা রামমুর্তির্বিজেরা পূজকত্ব কথিত্বা।

ভ্রামবর্ণ, ধ্বজবজ্রাঙ্কন-চিহ্নধারী, মালাযুক্ত বিন্দুবিশিষ্ট, সমুদ্রত-
পৃষ্ঠ ও স্থলশিলাই লক্ষ্যনিরায়ণ^৭। এই শিলাবর্ণনাই অতীষ্ট
ফল প্রাপ্ত ঘটে। কোত্তভশোভন, বনমালাবিভূষিত, পাকজন্তু,
গদা, পদ্ম ও চক্রযুক্ত, দীর্ঘ ত্রিরেখাবিশিষ্ট এবং স্বর্ণ বিলেপিতগাত্র
শিলাচক্রই বীরনারায়ণ নামে বর্ণিত হইয়া থাকেন। বদনে একটি
চক্রচিহ্ন, গাত্রে পঞ্চাঙ্গুণ রেখা, চক্রেয় উভয় পার্শ্বে ফণি ও পঙ্কজ
রেখা, হৃৎবর্তুল, হৃৎস্বয়ং এবং ক্ষীর সঙ্গ কান্তিসমমিত শিলাই
ক্ষীরাক্ষিরন নামে কথিত^৮। নাত্যচক্র উন্নত ও উজ্জল
রেখাধরবিশিষ্ট, অথবা তাহা পদ্মচক্রযুক্ত ও বনমালাবিভূষিত
হইলে মাধব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়^৯। বৈদ্যানর-সংহিতায় লিখিত
আছে,—মধুবর্ণ, গদাধ্বজবিলম্বিত, হৃৎস্বয়ং ও মধ্যো শোভনচক্র-
বিশিষ্ট হইলে মাধবশিলা বলা যায়, এই শিলাচক্র সৌভাগ্য ও
মোক্ষদায়ক। অজুশাকার, কৃষ্ণবর্ণ, রেখাসমমিত, অথবা ভ্রাম
দুর্গাদলাকার, বামোন্নত ও কপিঞ্জল হইলে হরগ্রীব বলা যায়।^{১০}
সাজচক্র, পৃষ্ঠাচ্ছত্র ও বিন্দুমান, পদ্মবৎচক্রশালী ও গুক্রাত
অথবা লোহিতাভ হইলে পরমেশিশিলা কহে^{১১}। বিষ্ণুসেন

- (৭) একচক্রতুর্দিক্তে। বর্তুলঃ ভ্রামবর্ণকঃ।
ধ্বজবজ্রাঙ্কনোপেতা মালাযুক্তঃ সন্ধিনুতঃ।
পৃষ্ঠে সমুদ্রতঃ স্থলো লক্ষ্যনিরায়ণঃ স্মৃতঃ।
তত্ত্ব লক্ষণমাজেণ হৃৎভিত্তিকলমায়ু য়ং ॥
- (৮) কোত্তভ শোভনযুক্তঃ ঐধরো বনমালায়।
পাকজন্তু-গদাপদ্ম-চক্রযুক্তঃ ঐয়ং বিদ্রুঃ।
দীর্ঘরেখাভিরেপেতঃ স্বর্ণপঙ্কজবিলেপনঃ।
বীরনারায়ণো দেব একচক্রঃ স্মৃত্যতিঃ ॥
- (৯) একচক্রঃ বদনে পঞ্চাঙ্গুলগতমুঃ।
রেখয়া বর্তুলঃ পৃষ্ঠে ক্ষীরকান্তিসমমিতঃ।
চক্রোত্তরপার্শ্বে তু ফণিপঙ্কজশোভিতম্।
হৃৎবর্তুলক হৃৎস্বয়ং ক্ষীরাক্ষিরনঃ বিদ্রুঃ ॥
- (১০) তথোন্নতো নাত্যচক্রে দীর্ঘরেখাধরোক্ষলঃ।
চক্রে বা কেবলং যত্র পঞ্জন সহ সংযুক্তম্।
মাধবঃ সতু বিজ্ঞেয়ো বনমালাবিভূষিতঃ।
মধুবর্ণী তথা হৃৎস্বয়ং মধ্যচক্রাভিশোভন।
মাধবাখ্যাং বিজ্ঞেয়া সর্বসৌভাগ্যদায়িক। (বৈদ্যানরসংহিতা)
মাধবো মধুবর্ণতো গদাধ্বজবিলম্বিতঃ।
মধুবর্ণো মধুচক্রঃ দ্বিজহৃৎস্বয়ং ॥
- (১১) হরগ্রীবোজুশাকারো রেখাচক্রসমমিতঃ।
কৃষ্ণবর্ণঃ সমাখ্যাতো মহাদৈবতঃ ॥
হরগ্রীবকচক্রিং বামোন্নতকপিঞ্জলম্।
ভ্রামং দুর্গাদলাকারং স্ময়ং ভদ্রিণী কীর্তিতম্ ॥ (মৎস্যপু্রাণ ১২ পটল)
- (১২) পরমেশী সাজচক্রঃ পৃষ্ঠাচ্ছত্রং বিন্দুমানম্ ॥ (ব্রহ্মপু্রাণ)

শিলা অতি স্থল, ইহাকে দামোদরও বলে^{১৩}। দীর্ঘকার,
কৃষ্ণবর্ণ ও পঙ্কজাঙ্কিতরূপলাহনবিশিষ্ট শিলাই বিষ্ণুপঞ্জর নামে
আখ্যাত^{১৪}। ইহা সর্বকামপ্রদ। ভ্রাম, নীল, অথবা সিতবর্ণ
ও স্বর্ণবর্ণ দুই তিন বা চারিটি লঙ্কার রেখা বাহাড়ে আছে,
সেই শিলা গরুড় নামে পূজিত হইয়া থাকে^{১৫}। অগুগম্বর-
সংযুক্ত ও চক্রহীন শিলা নিবীত বুদ্ধ নামে আখ্যাত হয়^{১৬}। ইহা
পূজা করিলে পরম পদ লাভ হইয়া থাকে। ঈষৎ দীর্ঘ, মনোজ,
দ্বিধ ও মধুপিঙ্গলবিগ্রহ হিরণ্যগর্ভ নামে কথিত হয়^{১৭}। ইহার
উপরে ক্ষটিকের ভ্রাম দ্বাপ্তিবিশিষ্ট বহুল স্বর্ণরেখাও থাকে।
এতদ্বার পৃষ্ঠ পার্শ্বে শ্রীবৎসাকার লাহন যে শিলার আছে, এরূপ
বর্তুল ও কৃষ্ণবর্ণ শিলাকে হিরণ্যগর্ভ বলিয়া জানিবে। উজ্জ্বল
অধ্বজ দ্বাদশমুখ, পীতাত এবং দ্বারদেশ রেখাধরবিভূষিত, অথবা
সচক্র, গোস্তনাকার ও বর্তুল শিলাচক্র পীতাবর দেব বলিয়া
পূজিত^{১৮}। আরও বর্ণ, পদ্মযুক্ত, নিকেশবকচক্র, অর্ধচন্দ্রযুক্ত,

- পরমেশী তু সুরাতঃ পদ্মচক্রসমদ্ব্যতিঃ।
চিত্রাঙ্কিতস্তথা পৃষ্ঠে শুভিরকাতপুঙ্কলম্ ॥
পরমেশী চ রক্তাভঃ পঙ্কযন্ত্র সমমিতঃ।
কৃষ্ণবর্ণস্তথা বিষ্ণুঃ স্থলচক্রঃ হৃৎশোভনঃ।
দ্বারোপরি তথা রেখা দৃষ্টতে মথদেশতঃ ॥ (শিবার্জনচন্দ্রিকা)
- (১৩) বিষ্ণুসেনমতিস্থলং স তু দামোদরঃ স্মৃতঃ ॥ (মৎস্যপু্রাণ)
- (১৪) বজ্রকটোত্তবা রেখাঃ পঙ্কভূতাত যত্র বৈ।
শালগ্রামশিলা বা সা বিষ্ণুপঞ্জরসংজ্ঞিতা।
দীর্ঘকারঃ কৃষ্ণবর্ণঃ পঙ্কজাঙ্কিতলাহনঃ।
বিষ্ণুপঞ্জর আখ্যাতঃ সর্বকামফলপ্রদঃ ॥ (পদ্মপু্রাণ)
- (১৫) দ্বিপক্ষাভ্যামলেশেণ যচক্র ভূবি চ্ছিন্নম্ভম্।
দ্বিমমকাত স্থলং চক্রে মতং কলৌ নহি।
কল্পাধৌবিনাশিত্বা লঙ্কারা ধরৈখরা।
হৃৎবর্ণনিচয়দ্বিত্যেতৎস্মরণম্ চ বা।
সংযুক্তা শুভনা তু ভ্রাম ভ্রাম নীলা সিতাণি বা ॥ (ব্রহ্মপু্রাণ)
- (১৬) অগুগম্বর-সংযুক্তঃ চক্রহীনঃ যথা ভবেৎ।
নিবীতবুদ্ধসংজ্ঞঃ ভ্রামদ্ব্যতিঃ পরমঃ পদম্ ॥ (পদ্মপু্রাণ)
- (১৭) হিরণ্যগর্ভদেবক মধুপিঙ্গলবিগ্রহম্।
ঈষদীর্ঘঃ মনোজঃ স্রবঃ সঙ্কলকামদম্ ॥ (ব্রহ্মপু্রাণ)
- বর্তুলস্ত হৃৎস্বয়ং চক্রমধ্যে চ কোমলম্।
ঈষৎসং কোমলাকারঃ লাহনং পৃষ্ঠপার্শ্বকঃ।
হিরণ্যগর্ভো যিখ্যাতঃ পুণ্ড্রাভিসমমিতঃ।
হিরণ্যেন বিমলজ্ঞ ঐশ্বর্যঃ কুলবর্দ্ধনঃ ॥
- (১৮) পীতাবরতথা দেব উজ্জ্বলচন্দ্রযুক্তঃ।
পীতাতো দ্বারদেশে তু রেখাধরবিভূষিতঃ ॥ (ব্রহ্মপু্রাণ)
- দ্বিরা গোষ্ঠ স্তনাকারঃ সচক্রোবর্তুলস্তথা।
পীতাবরতরো দেব সৌখ্যঃ কদমঃ সবা ॥

বনমালাঙ্কিত ও কণ্ঠে শ্রীবৎসঙ্কিত থাকিলে পদ্মনাভ নামে কথিত হয়^{১১}। এই শিলা প্রতিদিন জুলসী পত্র দ্বারা পূজা করিলে অতি ধরিত্রেরও রাজ্য প্রাপ্তি ঘটে।

২য় বা বিচক্র।—গণ্ডকী নদীতে দুইটী চক্রযুক্ত যে সকল শিলা পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের সংখ্যাই সর্বাধিক অধিক এবং তাহাটী সাধারণতঃ পুজিত হইয়া থাকে। এই সকল শিলা মন্ত্র-কুণ্ডলি নামে সাধারণে বিদিত। নিম্নে এই সকল শিলার সংক্ষেপ পরিচয় প্রদত্ত হইল—

মন্ত্রাকৃতির শ্রায় মুখ এবং মুখের মত চক্রবিশিষ্ট, শ্রীবৎস বিন্দু ও মালাযুক্ত, দীর্ঘাকার; ক্রান্ত মূর্তিই মন্ত্র নামে কথিত। (বরাহপুরাণ) ব্রহ্ম ও পদ্মপুরাণ মতে শ্রাম অথবা কাকন বর্ণ, বিন্দুত্রয়বিভূষিত, মন্ত্ররূপ, দীর্ঘ অথবা বামভাগে মন্ত্রচিহ্ন থাকিলে মন্ত্রমূর্তি বলা যায়। অগ্নিপুরাণ, ব্রহ্মাও পুরাণ ও মন্ত্র-মুক্তে ইহার প্রকার তেজ উক্ত হইয়াছে। পৃষ্ঠভাগ কুণ্ডের শ্রায় উন্নত, বর্জুল, হরিবর্ণসমাকীর্ণ ও কোমলভূষিত শিলাই কুণ্ডমূর্তি। উন্নতপৃষ্ঠ, পীতবর্ণ, অতি স্নিগ্ধ, অধঃচক্র ও দ্বারদেশে চক্রসমবিত হইলে বরাহ মূর্তি বলা যায়। মতান্তরে বিবর্মিত চক্র, ইন্দ্রনীলনিভ বর্ণাবিশিষ্ট, স্থূল, ত্রিরেখালাঙ্কিত, অথবা অতদীর্ঘমুখপ্রথ্য বা নীলোৎপলনিভ, দীর্ঘাকার, দীর্ঘ দ্বার যুক্ত, অজস্ররতনু, পৃষ্ঠোন্নত, দীর্ঘাশ্র, বামভাগে উন্নতচক্র, পৃষ্ঠে রেখাযুক্ত ও বরাহাকার শিলা বরাহমূর্তি বলিয়া কথিত। অধঃচক্র, অতিকলস, বর্ণদেহ, ও অঙ্কুশাকার বদন হইলে ভূবরাহ

হইবে^{১২}। পীতভ, স্তম্ভরত্ন, চক্রসমবিত স্তম্ভর হস্তসহিত শিলার নাম ধনদীধর বরাহ^{১৩}। চক্রসমবিত ও বক্ষিণ ভাগে গোম্পদ চিহ্ন থাকিলে লক্ষ্মীবরাহ বলিয়া জানিবে^{১৪}। অতিবিক্রান্ত, বিচক্র বিশিষ্ট এবং বিকট মূর্তি নৃসিংহ নামে কথিত^{১৫}। ঐরূপ লক্ষণযুক্ত দীর্ঘ মুখ ও কেশরাকার রেখাযুক্ত শিলাও নরসিংহ নামে উক্ত হয়। পৃষ্ঠচক্র, মহাস্তম্ভ, ত্রি বা পঞ্চবিন্দুযুক্ত অথবা স্থূলচক্র, শুভ লাক্ষাবর্ণ, দ্বারোপরি স্তম্ভোতন মুখরেখা বিশিষ্ট হইলে কপিল-নরসিংহ বলা যায়। দ্বারভাগ পীত-বর্ণ ও বর্ণরেখাযুক্ত এবং মুখের সমীপদেশে চক্র থাকিলে যোগিনৃসিংহ শিলা বলা হইয়া থাকে। দস্তশোভিত, দীর্ঘকন্দরবিশিষ্ট, অশ্রবৎ চক্রযুক্ত, দক্ষিণোন্নত মস্তক হইলে বিদ্যারনৃসিংহ^{১৬} বলে। মহোদর এবং মধ্যস্থ, চক্র উন্নত ও সমভাবাপন্ন হইলে আকাশনরসিংহ বলা হয়^{১৭}। বহুভিহ্ন, ভীমবস্ত্র ও বর্ণবর্ণ চক্র থাকিলে রাক্ষস নৃসিংহ^{১৮}। ইহা গৃহে থাকিলে নিশ্চয়ই অগ্নিবোণে গৃহভঙ্গ হইবে। দুইটী চক্র ও দুইটী মুখ, দ্বার উদ্ধারিত এবং স্থূলদেহ হইলে জিহ্মনৃসিংহ^{১৯}। রত্ন স্তম্ভ, চক্র দুইটী ও বনমালা বিভূষিত হইলে জালানৃসিংহ বলা যায়^{২০}। স্থূল

(১২) আরক্তং পদ্মনাভাখ্যং মন্ত্রকৃতং পদ্মমুখং।

ভূলতা পূজ্যোন্নিতাঃ দরিত্রস্ত্রয়ো ভবেৎ। (ব্রহ্মপুরাণ)

নিকেশবন্ধচক্রম্ অর্ধচক্রং স্তম্ভরং।

পদ্মনাভ ইতি প্রোক্তো বিপরীতে হল্যুখঃ। (ব্রহ্মপুরাণ)

বনমালাঙ্কিতঃ কণ্ঠে শ্রীবৎসাক্ষতঃ সূতঃ।

পদ্মনাভঃ স বিজ্ঞেয়ঃ পদ্মশীলঃ পরাভবঃ।

(১৩) ত্রয়ো মন্ত্রাদয়ঃ শ্রামা বিচক্রবন্ধসংযুতাঃ।

তেষাং সন্দর্শনাদেব সর্গকামসমাদুঃস্বয়ং।

মন্ত্ররূপতঃ দেবতঃ দীর্ঘাকারঃ সুপুজিতম্।

বিন্দুত্রয়সমযুক্তঃ কাচবর্ণঃ স্তম্ভোন্নতম্। (পদ্মপুরাণ)

(১৪) শ্রীলকৃষ্ণস্তথা জ্যেষ্ঠো বর্জুলঃ পুষ্করস্তথা।

হরিবর্ণঃ সমাকীর্ণঃ কোমলভেন তু ভূষিতঃ। (ব্রহ্মপুরাণ)

কুণ্ডোরতন্তুখা পৃষ্ঠে বর্জলাবর্তপুত্রিতঃ।

হরিতং বর্ণমাষতে কোমলভেন চিহ্নিতঃ।

কুণ্ডাকারা চ চক্রাণি শিলা কুণ্ডঃ প্রকীর্তিতঃ। (পদ্মপুরাণ)

(১৫) দ্বারদেশে লস্কর্যে বরাহঃ তৎ বিদুর্লুখাঃ।

অধঃচক্রমতিসিকং পৃষ্ঠোন্নতসপীতকম্।

বরাহঃ বাতকলসং সর্পেস্তারাবনীরকম্। (বরাহপুরাণ)

(১৬) অধঃচক্রাতিকলসং হেমদণ্ডসমুচ্ছ্রিতম্।

অঙ্কুশাকারবদনং ভূবরাহং শুভং বরাহঃ।

(১৭) অশাসীনং হৃদীভাজং স্তম্ভরকৃতং চক্রকম্।

অবদ্বীত্যাং সমাযুক্তং বরাহঃ ধনদীধরম্।

(১৮) লক্ষ্মীবরাহোদ্যোতনঃ স মম চক্রসমবিতঃ।

গোম্পদং দক্ষিণে ভাগে ধনদ্যস্তমুতপ্রদঃ।

(১৯) যত্র দীর্ঘমুখং পূর্ণং কথিতৈলকৈর্দগ্ধৃতম্।

রেখাশ্চ কেশরাকারা নরসিংহো নভোহি সঃ। (মন্ত্রপুরাণ)

(২০) স্থূলচক্রধরং মধ্যো শুভলাক্ষ্যাসবর্ণকঃ।

দ্বারোপরি তথা রেখা বৃদ্ধাকারা স্তম্ভোন্নতঃ।

কুণ্ডিতং বিবর্মকং নারসিংহং কপিলম্।

সংপূজ্য মূর্তিমাতোতি সংগ্রাহে বিজয়ী ভবেৎ।

(২১) দ্বারভাগে পীতবর্ণঃ বর্ণরেখা তু বৃজুতে।

যোগিনৃসিংহো বিজ্ঞেয়ো মন্ত্রকীর্তিবর্ধনঃ।

(২২) বিদ্যারপাতিধানঃ স্যাৎ নৃসিংহো দীর্ঘকন্দরঃ।

অশ্রবৎ বৃহদাকারঃ বাক্যোন্নতমস্তকম্। (ব্রহ্মপুরাণ)

(২৩) অত্যাচ্চক্রং মধ্যস্থং সমভাবং মহোদরম্।

আকাশনরসিংহাখ্যং বদনাসিত্তিরিতম্।

(২৪) বহুভিহ্নং ভীমবস্ত্রং বর্ণকনকবিভূষিতম্।

চক্রতঃ রাক্ষসং জ্ঞেয়ং নৃসিংহং গৃহদাহকম্।

(২৫) বিচক্রং বিমুখং স্থূলং দ্বারকোক্তং কৃতং শিরঃ।

দারিত্রকলসং জ্ঞেয়ং জিহ্মানৃসিংহকং সূতম্।

(২৬) স্তম্ভরকৃতং বিচক্রকং বনমালাবিভূষিতম্।

তৎ জালানরসিংহাখ্যং বৃথাং পসোরমোচনম্ ॥

চক্রবর্তের মধ্যে রেখা থাকে এবং গাত্রের স্থাশোভনা রেখা দৃষ্ট হয়, আবার তাহাতে কপিল-নরসিংহের লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলে সেই শিলা মহানুসিংহ নামে উক্ত হইয়া থাকে। বিকৃতাঙ্গ, বনমালাভূষিত, ঋত পার্শ্বে চক্র, ক্রকবর্ণ, ও বিন্দুযুক্ত হইলে লক্ষ্মীনরসিংহ বলে। শিলাগাত্র কর্ণ এবং পৃষ্ঠদেশ সপ্তকর্ণাঙ্কিত থাকিলে অনন্তনুসিংহ শিলা বুঝায়।

ইন্দ্রনীল সদৃশাকার, বনমালা ও অমূল্যদ্বারা উজ্জ্বল, হ্রস্ব এবং বর্জুলাকৃতি শিলা বামন নামে আখ্যাত। এই বামন মূর্তি অতসীকুসুম প্রথা ও কিঞ্চিৎ উন্নতমস্তক হয় এবং তাহার চক্র কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট থাকে, ইহা কামদাদ। রক্ত, হ্রস্ব এবং কৃষ্ণ বৃহৎ, একরূপ বামন ছন্দত। মতান্তরে স্পষ্ট চক্র, দীর্ঘাঙ্গ, বৃহৎগহ্বর, বর্জুল, শিলার মুখ উন্নত, বা উচ্চ অবস্থিত, নাভি উন্নত ও কুণ্ডল রেখা দ্বারা বেষ্টিত, আর চক্রের উভয় পার্শ্বে দুই পুষ্পাকৃতি প্রভৃতি চিহ্ন দৃষ্ট হইলে সেই শিলা বামন বলিয়া জানিবে। বামন মূর্তি শ্বেতবিন্দুযুক্ত অথবা উজ্জ্বল বিন্দু দ্বারা ভূষিত, অতসী কুসুম সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট বা নীল রক্তাভ হইলে দধিবামন বলা যায়। পীতবর্ণ এবং পরশু, কোদণ্ড ও লাঙ্গলচ্ছিন্নসম্বিত শিলা রাম-মূর্তি। এই রামমূর্তির আবার নানা ভেদ দৃষ্ট হয়। পরশু সম্বিত, দুর্কাদলের জায় শ্রামবর্ণ, উন্নত এবং মধ্যদেশে চক্র থাকিলে তাহা পরশুরাম। এই মূর্তি পীত চিহ্নযুক্ত, বামে বা

দক্ষিণে চক্রযুক্ত এবং পৃষ্ঠে বা পার্শ্বে ভাগে দস্তাকার রেখা দৃষ্ট হইলেও আমদর নামে আখ্যাত হয়। ধর্ম্মকোণের জায় রেখাকার স্থল অথচ দীর্ঘ, বিন্দুযুক্ত ও নাভিচক্রে রহ চিহ্ন থাকিলে দাশরথি রাম শিলা বলা হয়। বাহার উর্দ্ধদেশে চক্র, তুণ, শার্ঙ্গ ও ধর্ম্ম ও পরচিহ্ন বিস্তারিত, তাহা কৌশল্যানন্দন রাম নামে খ্যাত। শিখ, দুর্কাত, চক্রশোভন এবং ঐ চক্র বাণ, তুণ ও কার্ণক সমায়ুক্ত, অথবা পৃষ্ঠদেশে দস্ত ও পার্শ্বে দুইটা রেখা দৃষ্ট হইলে তাহা রামচন্দ্র। শ্রামল ও বর্জুলাকার শিলাই বালারাম নামে পরিচিত। বাণতুণীর ও চাপশোভিত এবং কুণ্ডল ও মালাসমাহিত শিলা বীররাম নামে বিদিত। পৃষ্ঠ ভাগে পাঁচটা রেখা এবং পার্শ্বে ধর্ম্মকোণচিহ্নযুক্ত বিষ্ণুকল সদৃশ শিলার পুত্র রাম নামে পূজিত।

রক্ত বিন্দুযুক্ত, চক্রশোভিত, দিব্যাক্ষরধারী, চাপ ও তুণীর সংযুক্ত ও করালবদন শিলা বিজয়রাম বলিয়া জানা যায়। বর্জুল অথচ কিছু আয়ত এবং একটি ধর্ম্মযুক্ত ও নীলাক্ষ-প্রভাবিশিষ্ট শিলা কোদণ্ডরাম নামে অভিহিত। মূর্ত্যদেশে মালাচিহ্ন, ধর্ম্মকোণ ও পার্শ্বে ধর্ম্মযুক্ত শিলাই হৃষ্টরাম। কুণ্ডলোত্তর জায় আভাবিশিষ্ট, শ্রামল ও উন্নত-পৃষ্ঠ ও রেখাহর সমায়ুক্ত এবং কোদণ্ডী লক্ষণ হইলেও হৃষ্টরাম বলা যায়। কুণ্ডলোত্তর জায় আকার; অধোবক্ত, কুণ্ডলযুক্ত, দ্বারদেশে সমান দুইটা চক্র ও করালকঙ্কিত শিলা সীতারাম নামে আখ্যাত।

- (১৫) স্থলচক্রবর্ত মধ্যে রেখা রেখা স্থাশোভনা।
মহানুসিংহো বিজয়েঃ পূর্বোত্তৈলকংগেবৃত্তম্। (মেরুতরঃ মপ্রকাশ)
- (১৬) বিচক্রঃ বিকৃতাঙ্গ্যঃ বনমালাভূষিতম্।
লক্ষ্মীনুসিংহঃ বিজয়েঃ গুণিগাং হৃদয়াকরম্। (প্রকৃতিগণ্ড)
বামপার্শ্বে স্থিতে চক্রে ক্রকবর্ণঃ সবিম্বকঃ।
লক্ষ্মীনুসিংহো বিখ্যাতো ভুক্তিমুক্তিকলপ্রদঃ।
(সিদ্ধোদয়ধৃত পুরাণসংগ্রহ)
- (১৭) নুসিংহানন্তবেঃ স পৃষ্ঠে সপ্তকর্ণাঙ্কিতঃ।
পৃথুর্কর্ণগাত্রস্ত পূজ্যতে ব্রহ্মচারিতঃ।
- (১৮) ইন্দ্রনীলনিভাকারঃ বনমালাভূষোজ্জ্বলঃ।
ব্রহ্মকর্কশৈকবঃ বামনঃ পরিচক্রে। (বরাহপুরাণ)
- (১৯) অতসীকুসুমপ্রখ্যো বিম্বনোজ্জ্বলভূষিতঃ।
যো বামনাভিধাঃ শ্বেতবিন্দুযুতোবুধঃ।
দধিবামনসংজ্ঞেঃ তাং তুণ্ডাভ্যাসিতপ্রদঃ।
বামনঃ নীলরক্তাভঃ বদন্তি দধিবামনম্। (বরাহপুরাণ)
- (২০) পীঃ পরশুকোদণ্ডলাঙ্গলেন হ্রস্বকিঃ।
রামো রামস্ত রামস্ত জেরো মুক্তাহরঃ ক্রমাৎ।
- (২১) লসৎপারশুরেখাভ্যো দুর্কাতানন্তপ্রোভঃ।
নাভিদেশে লসচক্রেঃ রাগঃ ত্যাক্ষামদয়িকঃ।

- (২২) রেখাকারঃ ধর্ম্মকোণঃ স্থলঃ দীর্ঘঃ সবিম্বকম্।
নাভিচক্রে বহচ্ছিত্রঃ রামঃ দাশরথিঃ বিদ্রুঃ। (বরাহপুরাণ)
- (২৩) চক্রোচ্চঃ বৃত্ততে যন্ত তুণঃ শার্ঙ্গঃ ধর্ম্মঃ শরৈঃ।
কৌশল্যানন্দনো রামতীরঃ পরিচক্রে।
- (২৪) রামচন্দ্রপ্রথা শিখো দুর্কাতচক্রশোভনঃ।
পৃষ্ঠে দণ্ডপ্রথা পার্শ্বে রেখাধরেন সংযুক্তঃ। (ব্রহ্মপুরাণ)
- (২৫) শ্রামলো বর্জুলাকার্যাক্রমবদম্বিতঃ।
বালারামঃ সবিজ্ঞেহো ভুক্তিমুক্তিপ্রদারকঃ।
- (২৬) বাণতুণীরাচাপাঃ কুণ্ডলপ্রকম্বাহিতঃ।
শ্রম্বকেশচাপাভ্যো বীররামঃ জিহ্বঃ প্রদঃ।
- (২৭) পৃষ্ঠভাগে পক্ষরেখা চাপবাপৌ চ পার্শ্বভঃ।
স যৈ বিম্বসমো জ্ঞেঃ পুত্রবাতা স সৎগরঃ।
- (২৮) দিব্যাক্ষর-সমায়ুক্তশ্যাপতুণীসংযুক্তঃ।
করালবদনোরজকিন্দ্রযুক্তশোভিতঃ।
স ত্যবিজয়রামাখ্যঃ কেশরোপেতচক্রকঃ।
- (২৯) ধর্ম্মকোণে সংযুক্তো বর্জুলঃ কিঞ্চিদারতঃ।
কোদণ্ডিরামো বিখ্যাতঃ শুভনীলাক্ষপ্রদঃ।
- (৩০) মুক্তি মালা ধর্ম্মকোণো পার্শ্বে ধর্ম্মযুক্তম্বয়ঃ।
হৃষ্টরাম ইতি খ্যাতো ভুক্তিমুক্তিকলপ্রদঃ।
- (৩১) কুণ্ডলোত্তরাকারঃ অধোবক্তঃ স কুণ্ডলঃ।

মধ্যমাকৃতি, বর্জলাকার, শরত্বীরসমবিত ও বাণবিকৃত এবং
 স্কর্ভাঙ্গলভানবর্ণ বিগ্রহ রণরাম নামে পরিচিত^{১২}। মস্তকে বা
 জাহতে ধর্মরূপ চিহ্ন, পার্শ্বে ধ্রু এবং নীলাশ্রুসমপ্রভ হইলে
 হুই নাম^{১৩}। পৃষ্ঠভাগে পঙ্করেখা, পার্শ্বদ্বয়ে ধর্মরূপ চিহ্ন, স্ক্রল, দ্বি-
 হরিলোচনসমিতগাত্র অথবা দীর্ঘাকার, বৃহদ্বার, বেতলাঙ্গল-
 চিহ্নিত, পৃষ্ঠে বৃহলচিহ্ন, নীলবর্ণ, উজ্জল প্রতাপালী ও পৃথুচক্ৰ
 শিলা বলরাম বলিয়া খ্যাত^{১৪}। হল ও বৃহলরেখাযুক্ত, স্ক্রল, ব্র-
 মমালাবৃত্ত, মধুবর্ণ বিম্ববিশিষ্ট শিলা সঙ্কর-রাম নামে বিদিত^{১৫}।
 বাহ্যর পৃষ্ঠভাগে পুঙ্কর চিহ্ন, একগু একলগ্ন শিলা অথবা বাহ্যর
 সকল দিকেই উর্দ্ধমুখ দেখা যায়, সেই শিলাই পুরুষোত্তম বলিয়া
 গণ্য^{১৬}। যে শিলার দেহ চাপাকৃতি ও বাহ্য বিবিধ বর্ণে
 শোভিত, সেই শিলাই মহীধর নামে খ্যাত^{১৭}। কৃষ্ণবর্ণ, পীত
 চিহ্নযুক্ত, কৃশদেহ, পার্শ্বে বিম্বযুক্ত, বারতলা নাভিদেশ, পৃষ্ঠ,
 কূর্মাকার ও দীর্ঘাকৃতি হইলে সেই শিলা কৃষ্ণমূর্তি বলিয়া কথিত
 হয়^{১৮}। উরতলেহ, কৃষ্ণাভ, নিম্ন ও অধোদেশ বিম্বযুক্ত এক
 দীর্ঘাভ হইলে সেই শিলাকে বালকক বলা যায়^{১৯}। স্ত্রামবর্ণ,
 অতি দ্বিধ, হস্তাকার, স্তম্ভাকার, বিম্বযুক্ত রক্তবর্ণ রেখাবিশিষ্ট
 ও শিরোদেশে পদ্মচিহ্ন থাকিলে গোপাল মূর্তি আখ্যা প্রাপ্ত

হয়^{২০}। এই গোপালমূর্তি নাভিযুক্ত, নাভিকক, বনমালাবৃত্ত,
 শ্রীমৎসনাঙ্কন, দীর্ঘশূন্যবিশিষ্ট ও পার্শ্বে বেণুচিহ্নাঙ্কিত হইলে
 তুসি, দান্য ও ধনপ্রদ হইয়া থাকে।

অর্দ্ধস্ত্রাম ও অর্দ্ধরক্তাকার, শব্দ চক্ৰ ধ্রু ও শর চিহ্নবিশিষ্ট
 এবং দীর্ঘ ও শুভিরযুক্ত হইলে মননগোপাল নামে খ্যাত হয়^{২১}।
 যে মননগোপাল শিলার বামপার্শ্বে পদ্ম এবং মালা ও কুণ্ডলাদি
 চিহ্ন থাকে, সেই মূর্তি পুত্র পৌত্র ও ধনৈশ্বর্য দান করে। উক্ত
 রূপ লক্ষণাক্রান্ত মূর্তি দীর্ঘাকার ও স্ত্রেরেখাবিশিষ্ট হইলে গোপাল
 নামে খ্যাত হয়^{২২}। বহি শিলা বর্জুল, মস্তক নিম্নবৃত্তী, পার্শ্বদ্বয়
 রক্তবিন্দুযুক্ত এবং বগু বকু ও বেণু শোভিত হয়, তাহা হইলে
 তাহা গোবর্দ্ধন-গোপাল নামে আখ্যাত হইয়া থাকে^{২৩}।

বংশীচিহ্ন সমাযুক্ত, দ্বিধগাত্র, স্ত্রাম অথবা নানাবর্ণ সমাযুক্ত
 ও বনমালাবিভূষিত হইলে বংশীবদন বা বংশী-গোপাল বলা
 হয়^{২৪}। অর্দ্ধস্ত্রানিতানন, কৃষ্ণবর্ণ, ও দীর্ঘাকার শিলাই সন্তান-
 গোপাল নামে খ্যাত^{২৫}। কুটুটাকৃতি, বনমালাভূষিত, শ্রীধর
 মূর্তিভূলা এবং লাজল, বেণু ও কুণ্ডল চিহ্নাক্রান্ত শিলাই লক্ষী-
 গোপাল^{২৬}। বারদেশে দুইটা চক্ৰ ও লক্ষী সমন্বিত;
 অথবা পঞ্চাযুধ রেখাবিশিষ্ট হিমাংগসদৃশ বর্ণ ও নাভিদেশে চক্ৰ

বারদেশে নাম চক্ৰ কল্পকম্বুচিহ্নিতঃ।

নীভারামঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কৃতিমুক্তিকলপ্রদঃ।

(৩২) মধ্যম বর্জলাকারঃ বিচক্ৰং বাণবিক্রিতম্।

রণরামাভিধং জ্ঞেয়ং শরত্বীরসমবিতম্।

(ব্রহ্মবৈঃ প্রকৃতিঃ ২১/৩০)

(৩৩) মূর্তি জাহু ধর্মরূপঃ পার্শ্বে ধ্রুবুতগুণা।

হুইরাম ইতি খ্যাতে নীলাশ্রুসমপ্রভঃ।

(৩৪) পৃষ্ঠভাগে পঙ্করেখা চাপবাণী চ পার্শ্বদ্বয়ঃ।

বলরামঃ স বিজ্ঞেয়ঃ পুত্রদায়ী ন সংশয়ঃ।

হুণাঙ্গো রামবেশকঃ হরিলোচনসমিতঃ।

বলভকঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সন্তো লক্ষীপ্রদায়কঃ। (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

(৩৫) হলরেখাযুক্তলবান্ স্ক্রলোক্তো বনমালাবান্।

মধুবিন্দু ধরঃ ঐরান্ রামঃ সঙ্করপঃ স্তুতঃ। (বরাহপুরাণ)

(৩৬) বে চক্ৰে একলগ্নে তু পুর্নভাগে তু পুঙ্করম্।

স এব দেবো বিজ্ঞেয়ঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ।

(৩৭) বহু চাপাকৃতির্দেহো নানাবর্ণোহতিশোভনঃ।

মহীধরঃ স বিজ্ঞেয়ো বিম্বতঃ সর্কপুঙ্করঃ।

(৩৮) কৃষ্ণঃ পীতঃ কৃশতন্ত্রং বিগ্রহং পার্শ্বে সন্নিবৃহৎ।

বারতুল্যো ভবেচ্ছাতিঃ কূর্মাকারঃ পৃষ্ঠতঃ।

কৃকো বহুভুক্তিতাক্ষর্যং সর্কবাং পাণদাননঃ।

(৩৯) উরতো মূর্তিক্রান্তো বিজ্ঞোহগুস্ত্র কিলবঃ।

স বালককো বিজ্ঞেয়ো দীর্ঘাভঃ পুঙ্করাগমঃ।

(৪০) ভামবর্ণমতিরিজা হস্তাকারঃ ভৈষক্য চ।

সুস্বদারঃ সন্নিবৃহৎ রক্তরেখাসমবিতম্।

দীর্ঘে পুঙ্করযুক্ত অতিরিজক কোষলম্।

গোপালমূর্তির্বিজ্ঞেয়ঃ হুণতা ভুবনজয়ে।

(৪১) অর্দ্ধস্ত্রামোহর্দ্ধরক্তঃ শব্দচক্ৰধ্রুঃশরী।

দীর্ঘঃ শুভিরব্রাহ্মণ গোপালো মননহরম্।

(৪২) এতলক্ষণসংযুক্তঃ দীর্ঘাকারঃ মনোহরম্।

ঐগোপালমিমাং প্রাচঃ স্ত্রেরেখাংশনায়কম্। (বরাহপুরাণ)

(৪৩) বর্জলো মস্তকোনিরঃ পার্শ্বে রক্তবিন্দু কঃ।

গোবর্দ্ধনাখ্যো গোপালো দীর্ঘরেখা তু হৃদয়ে।

দণ্ডপ্রক্সংযুক্তঃ পার্শ্বে বেণুনা শোভিতং সুখম্।

সর্কতজবদাকী ভাস্মোখ্যাতাবিধনপ্রদঃ।

সর্কারিষ্টপ্রাণী ওজস্বোহুটীপ্রদায়কঃ।

(৪৪) বংশীচিহ্নসমাযুক্তঃ সিকঃ ভামঃ মনোহরম্।

জঃ বংশীবদনঃ প্রাধ্বর্ষকাসংবোক্ষমম্।

(৪৫) দীর্ঘাকারঃ কৃষ্ণবর্ণঃ সার্বস্ত্রানিতাননঃ।

স স্ত্রাং সন্তানগোপালঃ পুত্রগোপালবিদ্যমঃ।

(৪৬) কুটুটাসমোপেতঃ ঐধরো বনমালায়।

লাজলং বেণু চক্ৰং কুণ্ডলং পরিবেষ্টিতঃ।

লক্ষীগোপালকথ্যো হুণতা ভুবনজয়ে।

পুঙ্কলাতাবিকং সম্প্রকৃতিবুদ্ধিকলপ্রদঃ।

থাকিলে সেই শিলা বাহুদেব নামে কথিত হয়^{১৭}। স্বর্ণ-বর্ণ রেখা ও বিন্দুত্রয়সম্বিত এবং হিরণ্যবর্ণ পদ্মযুক্ত হইলে কালীর-দমন বলা যায়^{১৮}। চক্র ভাগ অতি শোভাশালী, অসি-বর্ণ, নাতিস্থূল, বনমালাপারিত ও পৃষ্ঠদেশে শ্রীবৎসলাহন থাকিলে স্তম্ভহারী^{১৯}। রক্ত-বর্ণ বিন্দুদ্বয়যুক্ত, শ্রাম-বর্ণ, দত্তিভূতো-পম শিলাই চানুরমর্দন নামে খ্যাত^{২০}। কৃষ্ণ ও নীলাব্দ বর্ণবিশিষ্ট শিলা কংসমর্দন বলিয়া পূজিত^{২১}। বহুচক্র হওয়ায় বৃক্ষমূর্তির সহিত ইহার সাপ্তা আছে। অতি রক্তবর্ণ হৃদয়গর্ত, স্পষ্টচক্র, হিরাসন, দ্বারের উপরে ও পৃষ্ঠ ভাগে কপালাকৃতি রেখা থাকিলে কঙ্কিমূর্তির বলা যায়^{২২}। বরাহপুরাণ মতে এই মূর্তি ইন্দ্রনীলনিভ, দীর্ঘাকার, বনমালাবচুযিত ও অঙ্কুশাকারবদন। কৃষ্ণবর্ণ স্থূলচক্র, দ্বারোপরি অথবা পৃষ্ঠে গদাাকৃতি রেখাযুক্ত হইলে বিষ্ণুমূর্তি হয়^{২৩}। বরাহপুরাণে অপরাজিতা পুষ্পের জায় বর্ণাবশিষ্ট, বনমালা ও পদ্মচিহ্নযুক্ত এবং পঞ্চায়ুধবর্ণ শিলাকে বিষ্ণুলক্ষণ বলা হইয়াছে।

অংশন মূর্তির লক্ষণাক্রান্ত অথচ দুইটি চক্রযুক্ত শিলা লক্ষ্মীনারায়ণ বলিয়া গৃহীত^{২৪}। নারায়ণ-শিলা শ্রাম-বর্ণ, নাতিচক্র উন্নত, দীর্ঘ তিনটি রেখাযুক্ত, দক্ষিণে ক্ষুদ্র ছিদ্র, এক

পদ্মাকৃতি এবং দক্ষিণাবর্ত ও চতুর্ভুজ^{২৫}। সুবল, আয়ুধ, মালা, শঙ্খ, চক্র ও গদাাকৃতি শিলা রূপিনারায়ণ নামে খ্যাত^{২৬}। তমাললসঙ্কাশ ও স্বর্ণবর্ণলিপি এবং শোণচক্রসম্বিত শিলা নন্দনারায়ণ বলিয়া কথিত^{২৭}। বর্জুল মূর্তি, রেখাবৃত, নীল-রেখাযুক্ত, দীর্ঘাকৃতি ও পৃষ্ঠে চক্র হইলে শ্রবশু শিলা বলা যায়^{২৮}। মেঘবর্ণ, গোম্পদচিহ্নশালী, ছত্রাকার, দ্বিচক্রবিশিষ্ট, ও মধ্যমা-কার শিলা মধুসূদন নামে খ্যাত^{২৯}। হরগ্রীবসদৃশ, অঙ্কুশা-কার, চক্র সমীপে রেখাযুক্ত, বহুবিন্দুসম্বিত এবং পৃষ্ঠে নীরদ-নীলজ্জাতিবিশিষ্ট দ্বিচক্র শিলাও হরগ্রীব নামে বিদিত^{৩০}। কেশব লক্ষণ শিলা চতুষ্কোণ, শ্রাম-বর্ণ, বনমালাবিত হৃদয়চক্র ও স্বর্ণবর্ণ বিন্দু বিশিষ্ট^{৩১}। হৃদয়চক্র, পীতবর্ণ বা নীলাবুজনিভ শিলা গ্রাহ্য নামে খ্যাত। ব্রহ্মপুরাণ মতে উহা নবীন নীরদপ্রভ^{৩২}।

লগাটদেশ যেমনাগ চিহ্ন ও কাঞ্চনবর্ণ উর্দ্ধরেখাসম্বিত তপ্ত কাঞ্চনবর্ণিত শিলা লক্ষ্মীগ্রাহ্য নামে খ্যাত^{৩৩}। বরাহপুরাণে লিখিত হইয়াছে যে, অবাকুসুমসঙ্কাশ, বনমালাধর এবং ধনুর্কীর্ণ ও অজিন চিহ্নযুক্ত শিলাও লক্ষ্মীগ্রাহ্য বলিয়া পরিচিত। ঐরূপ হৃদয়চক্রশালী এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যরেখাবিশিষ্ট হইলে অনিরুদ্ধ বলা যায়। এই অনিরুদ্ধ বিগ্রহ পীতভ, বর্জুল, রেখাত্রয়পারিত,

- (১৭) হারদেশে দ্বিচক্রক সলক্ষীকং সমং কটুস্।
বাহুদেবঃ বিজ্ঞানীয়াৎ সর্বকামকল্যগ্রনম্।
(ব্রহ্মবৈ. প্রকৃতিখ. ২১।৭৩)
- (১৮) রেখা স্বর্ণবর্ণগীর্ষা বিন্দুত্রয়বিন্দুযুক্তম্।
কালীরমর্দনঃ দাক্ষ্যং সর্বলক্ষ্যনিবৃত্তনম্।
সদ্যাপসব্যরেখাভ্যাং ভূষিতঃ হৃদয়গর্তকঃ।
পার্শ্বস্থলযুক্তো দেবো ধনপুত্রযুগঃ শুভঃ। (ব্রহ্মকটপুরাণ,
- (১৯) অসি-বর্ণচ ন স্থূলচক্রভাগেহতিশোভনম্।
বনমালাপারিতঃ পৃষ্ঠে শ্রীবৎসলাহনম্।
স্তম্ভহারী বিজ্ঞেয়ঃ পূজ্যকীর্তিবিবর্তনম্।
- (২০) রক্তবিন্দুদ্বয়যুক্তঃ শ্রামো দত্তিভূতোপমঃ।
রেখা দক্ষিণতো বামে মুষ্টিযকোষ্ঠবিন্দুযুক্তঃ।
চানুরমর্দনখ্যঃ স্যাৎ সর্বলক্ষ্যনিবৃত্তনম্।
- (২১) পূর্ভুগৈকবর্ণেন পার্শ্ববর্ণেন বা ভবেৎ।
কংসমর্দনো ভবেৎ কৃষ্ণো নীলাবুজনিভঃ শুভঃ।
- (২২) অতিরক্তঃ হৃদয়বিলঃ স্পষ্টচক্রঃ হিরাসনম্।
কপালাকৃতিরেখা হে হারতোপরি পৃষ্ঠকে।
রেজনাগী ভবেৎ কঙ্কী কলিকামবদনাশনম্।
- (২৩) কৃষ্ণবর্ণস্তথা বিষ্ণুঃ স্থূলচক্রে হৃদোত্তমেন।
দ্বারোপরি ভথা রেখা দৃষ্টতে বধ্যদেশতঃ। (ব্রহ্মপুরাণ)
- বিষ্ণুক্রান্তা সমাকারো বনমালাজচিহ্নিতঃ।
পঞ্চায়ুধবর্ণঃ শ্রীমান্ বিষ্ণুরিত্যুচ্যতে বৃথৈঃ। (বরাহপুরাণ)
- (২৪) অংশনম্ স্তম্ভচক্রে লক্ষ্মীনারায়ণো দ্বারঃ। (অগ্নিপুরাণ)

- (২৫) শ্রামো নারায়ণো দেবো নাতিচক্রে তথোন্নতঃ।
দীর্ঘরেখাত্রয়োপতো দক্ষিণে শুভির পৃথুঃ।
একপদ্মাকৃতিচন্দ্রব দক্ষিণাবর্তগংযুতঃ।
চতুর্ভুজনিযুক্তস্ত ভোগমোক্ষপ্রদায়কঃ।
- (২৬) মুংলায়ুধমালাভিঃ শঙ্খচক্রপদাভিতঃ।
রূপিনারায়ণো দেবো মুখে বাতিমুখং ধনুঃ।
- (২৭) নন্দনারায়ণো দেবঃ শোণচক্রেঃ স্থলাভনঃ।
তমাললসঙ্কাশঃ স্বর্ণবর্ণবিলেপনঃ।
- (২৮) মূর্তিস্তম্ভে রেখাভিরাবৃত্তো নীলরেখবান্।
দীর্ঘাকৃতিঃ পৃষ্ঠচক্রেস্ত স্বরজ্জ্বারিত বিপ্রভঃ।
কেশবঃ মোক্ষকরণো তক্তানন্ত ন সংশয়ঃ। (ব্রহ্মকটপুরাণ)
- (২৯) ছত্রাকারঃ দ্বিচক্রক সঙ্গীকং জলদপ্রভম্।
সমোপাদং মধ্যমকং বিজ্ঞেয়ং মধুসূদনম্। (ব্রহ্মবৈ. প্রকৃতিখ. ৩০)
- (৩০) হরগ্রীবোহঙ্কুশাকারো রেখাচক্রসমোপগা।
বহুবিন্দুসমযুক্তঃ পৃষ্ঠে নীরদনীলকম্। (পদ্মপুরাণ)
- (৩১) সৌভাগ্যং কেশবো বদ্যান্তচতুষ্কোণো ভবেত্তু সঃ।
রাজতে বিন্দুতর্জিনৈরবশিতঃ হৃদয়চক্রগঃ।
বনমালাবিতঃ শ্রামঃ কেশবঃ তপ্ত বিহুর্কৃষ্যঃ।
- (৩২) গ্রাহ্যঃ হৃদয়চক্রঃ স্যান্নীলাবুজনিভস্তথা।
স বধ্যতি ত্রয়ঃ বৃণাং তক্তাচন্দ্রব অপূজিতঃ।
গ্রাহ্যঃ হৃদয়চক্রক নবীননীলদপ্রভম্।
- (৩৩) লগাটে যেমনাগস্ত উর্দ্ধরেখাতু কাঞ্চনী।
দক্ষিণকামবর্ণিতো লক্ষ্মীগ্রাহ্য উচ্যতে।

পদ্মলাভিত অথবা পীতাত হইয়া থাকে৩৩। গোপীনাথ শিলা বর্জুল, বকুলাকৃতি, বীরাসনস্থ, অথবা কৃষ্ণবর্ণ পুরুষযুক্ত ও বেণু-বস্ত্র হয়৩৪। শ্রীযুক্ত, হৃঙ্গগন্ধরবিশিষ্ট, জামলাত, নিম্নাকৃতি শিরঃ নিম্নবস্ত্র ও বর্জুল শিলাকে শ্রীধর বলা যায়৩৫। মধ্যদেশে চক্র, হুণ, দুর্ভাক, সর্দীর্ণধার ও পীতরেখাযুক্ত শিলা দামোদর নামে কথিত৩৬। উর্দ্ধ ও অধোদিকে চক্রবৎ গর্ত, মুখ নাতি দীর্ঘ ও মধ্য লম্বরেখা থাকিলে রাধা-দামোদর বলা যায়৩৭। মুখ ও পৃষ্ঠদেশ ময়ুরের গলার জায় বর্ণবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ, হুলচক্র, বৃহদাক্ত ও মালাচিহ্নাকৃতি শিলা লক্ষ্মীপতি নামে খ্যাত৩৮। ইহা লক্ষ্মী ও সম্পত্তিদায়ক। বর্জুল, বহু চক্রযুক্ত, হুণচক্র, লোলন্তন-সন্নিভ শিলা চক্রপাণি নামে পূজিত৩৯। দ্বারদেশে চক্র এবং রক্তবর্ণ শিলা জগদ্বোদিনি নামে প্রখ্যাত৪০। পীত ও রক্ত রেখাবিমিশ্রিত, দ্বারে ও বামভাগে চক্র, দক্ষিণভাগে মালা থাকিলে যজ্ঞমূর্তি বলা হয়৪১। পার্শ্বে বা পৃষ্ঠে দুইটী নয়ন চিহ্ন দৃষ্ট হইলে তাহাকে পুণ্ডরীকাক শিলা বলে৪২। এই শিলা-পূজায় সকল লোক বশীভূত হয়। অতিশয় কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ রেখা দ্বারা আবৃতদেহ, চক্রবিশিষ্ট, কিঞ্চিৎ কপিল এবং হৃঙ্গ অথবা

- (৩৪) অনিরুদ্ধ পীতাতঃ বর্জুলকৃতিশোভনম্।
রেখাশ্রয়বৃত্তকোর্ধ্বপৃষ্ঠে পদ্মনঃ কাক্ষিতম্।
হৃৎপ্রদং গৃহস্থানাং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ (ব্রহ্মবৈ. পৃ.৩)
- (৩৫) গোপীনাথো মহাদেবো বর্জুলো বকুলাকৃতিঃ।
বীরাসনস্থো বিজ্ঞেয়ো মহাদৈবধ্যাদারকঃ ॥
- (৩৬) চক্রে মধ্যদেশে তু পঙ্কজেন সমন্বিতঃ।
হৃঙ্গমাতঃ জামলাভাসংযুতঃ শ্রীধরঃ স্মৃতঃ ॥
নিম্নাকৃতিশিরঃ পার্শ্বে নিম্নবস্ত্র বর্জুলঃ।
নিম্নচক্রকাক্ষিতহুণঃ শ্রীধরঃ পরিকীর্ণিতম্ ॥ (ব্রহ্মবৈ. পৃ.৩)
- (৩৭) দামোদরঃ তথা হুণঃ মধ্যচক্রে প্রতিষ্ঠিতম্।
দুর্ভাকঃ ধারসর্দীর্ণঃ পীতরেখাযুক্তঃ শুভম্ ॥
- (৩৮) রাধাধামোদরো জেহ উর্দ্ধাধনক্রবদ্বিলম্।
নাতিদীর্ঘমুখং মধ্য লম্বরেখা স ভোগদঃ ॥
- (৩৯) মুখতঃ পৃষ্ঠতোবাপি ময়ূরগলসন্নিভঃ।
কৃষ্ণবর্ণঃ হুলচক্রে বৃহদাক্তঃ প্রপঙ্খিতঃ।
লক্ষ্মীপতিরিতি খ্যাতো লঘুসম্পত্তিদায়কঃ ॥
- (৪০) অমৃতাহরণো দেবো লোলন্তনসমপ্রভঃ।
বর্জুলো বহুচক্রঃ হুণচক্রোহতিকোমলঃ ॥
- (৪১) দ্বারচক্রে রক্তবর্ণো জগদ্বোদিনিঃ শুভপ্রদঃ।
- (৪২) যজ্ঞমূর্তিভ্যঃ ভগবান্ পীতরক্তবিশিষ্টঃ।
দ্বারে চ বামতলচক্রে প্রপঙ্খিতো দক্ষিণেহপিবা।
সিতরক্তা চ বা মূর্তিরিতি বেদবিদো বিদুঃ ॥
- (৪৩) পার্শ্বে বা মূর্তিপৃষ্ঠে বা নয়নদ্বয়ংযুতঃ।
পুণ্ডরীকাকমূর্তিঃ তথা সর্বলোকবশতরী ॥

হুল শিলা অধোক্ষজ শিলা নামে খ্যাত৪৩। শালগ্রামের শিখর বা উপরিভাগে শিবলিঙ্গাকার চিহ্ন থাকিলে যোগেশ্বর মূর্তি বলা যায়৪৪। একচক্রাধি শিলা মূর্তিতেও যদি এই লিঙ্গ চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে সেই শিলাচক্র যোগেশ্বর নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহার পূজায় ব্রহ্মহত্যাপাতক বিদূষিত হয়। ইন্দ্রনীলাভ, বৃত্তচক্র, মহাবিল এবং সপর্ণকা ও পার্শ্বরেখাসম্বিত শিলা উপেন্দ্র নামে কথিত৪৫। জামল, গন্ধধার, চক্রসম্বিত, উর্দ্ধমুখ ও অধোদেশ বিন্দুযুক্ত হইলে তাহা হরিমূর্তি শিলা নামে পূজিত৪৬। ইহা কামদ, মোক্ষদ ও অন্নদ এবং সর্বপাপপ্রণাশিনী। কেবল বনমালা, পদ্ম ও চক্র চিহ্ন থাকিলে লক্ষ্মীহারি বলা যায়৪৭।

যে শিলার সর্দীর্ণে স্বর্ণবর্ণ বিন্দু থাকে, তাহা স্তবর্জুল ও হুণচক্র হইলে সপ্তবীরশ্রবন্ বলা হয়৪৮। স্বর্ণবর্ণশ্রবণের জায় দ্ব্যতিবিশিষ্ট, বর্জুল, স্নিগ্ধ, কেশর মধ্যগত চক্র এবং পৃষ্ঠ রেখা ও বিন্দুভূষিত হইলে গরুড়ধ্বজ বলে৪৯। দুইটী রক্তাবশিষ্ট বিধমস্থ, সমচক্রে এবং দুইটী পক্ষদ্বারা শোভিত হইলে গরুড়শিলা বলা যায়৫০। যে শিলা হুল-চিহ্ন এবং কলস দ্বারা শোভিত, তাহা বৈনতেয় নামে খ্যাত৫১। বাহার পৃষ্ঠদেশে সিত, অরুণ ও অসিতাভ বর্ণবিশিষ্ট এবং অক্ষমালাকৃতি চিহ্নসংযুক্ত, সেই শিলার নাম দত্তাশ্রয়৫২। যে শিলার পৃষ্ঠ হইতে কণ্ঠ পয্যন্ত এক দুই, চারি বা পাঁচটী বলয়াকার স্বর্ণরেখা থাকে এবং তাহা

- (৪৪) অতিক্রমো রক্তরেখাযুক্তদেহঃ সচক্রকঃ।
কিঞ্চিৎ কপিলসংযুক্তঃ স্তম্ভো বা হুল এব বা ॥
- (৪৫) দৃষ্টতে শিখরে লিঙ্গং শালগ্রামসমুদ্ভবম্।
অত্র যোগেশ্বরো নাম ব্রহ্মহত্যাং ব্যাপোহতি ॥ (ব্রহ্মবৈ. পৃ.৩)
- (৪৬) উপেন্দ্র ইন্দ্রনীলাভো বৃত্তচক্রে মহাবিলঃ।
সচক্র সনাপক পার্শ্বরেখাসম্বিতঃ ॥
- (৪৭) জামলঃ কোমলঃ পার্শ্বে গন্ধধারঃ সচক্রকম্।
হারমূর্তিঃ বিজ্ঞানীয়াৎ সর্বপাপপ্রণাশিনীম্ ॥ (গরুড়পু.৩)
- (৪৮) লক্ষ্মীহারিঃ সবিজ্ঞেয়ো যত্র পদ্মং সচক্রকম্।
কেবলা বনমালা বা গৃহস্থানামভীষ্টদঃ ॥ (মুক্ততন্ত্র)
- (৪৯) স্তবর্জুলো হুণচক্রে সর্দীর্ণে হেমবিলম্বঃ।
সপ্তবীরশ্রবাঃ প্রোক্তঃ সর্দীন্দোভাগ্যবর্জনঃ ॥ (ব্রহ্মবৈ. পৃ.৩)
- (৫০) স্তবর্ণশ্রবণশো বর্জুলঃ স্নিগ্ধকেশরঃ।
চক্রমধ্যগতে পৃষ্ঠে রেখাবিন্দু বিন্দুযুক্তঃ।
লক্ষ্মীকরো বৈনতেয়-গরুড়ধ্বজ-সংযুক্তঃ ॥ (গরুড়পু.৩)
- (৫১) দ্বিপাক্ষাভ্যামুপত্যক দ্বিধ্বজং বিধমস্থিতম্।
সমচক্রক গরুড়ঃ কলিকপদানামম্ ॥
- (৫২) হুলচিহ্নযুক্তে যত্র কলসেন সমন্বিতম্।
- (৫৩) সিতারুণাসিতাভ্যঃ পৃষ্ঠদেশে বদা ভবেৎ।
অক্ষমালাকৃতিঃ পৃষ্ঠে দত্তাশ্রয়ঃ শুভপ্রদঃ ॥ (ব্রহ্মবৈ. পৃ.৩)

বদি ভ্রাম, নীল বা কৃষ্ণবর্ণ হয় অথবা তাহাতে কুণ্ডলীকৃত সর্পকণা চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই শিলা শ্বেতমূর্তি বলিয়া জানিবে। ১০ যে শিলার পার্শ্ব ও সমীপে চারিটা রেখা এবং মধ্যদেশে দুইটা চক্র আছে, তাহা চতুর্ভূষ শিলারূপে পূজিত। ১১ যত্নের দ্বারা আকারবিশিষ্ট, চক্র ও পদ্মসম্বিত এবং নীল ও বেতবর্ণ মিশ্রিত হইলে হংসমূর্তি বলা যায়। ১২ ময়ূরের গলার সন্নিবর্ণবিশিষ্ট, দিক, খগেশান মূর্তি, বর্জুলাকার দ্বারযুক্ত, বিল মধ্যে চক্র, চক্রের দক্ষিণ-পার্শ্বে ভাস্করমূর্তি এবং বরাহরেখাসম্বিত শিলা পরহংস নামে খ্যাত। ১৩ শরীরে সর্পকণাচিহ্ন, একবস্ত্র ও তাহাতে দুইটা সমান চক্র, দক্ষিণদিকে পদ্মসংসন্নিবর্ণ চিহ্ন এবং হেমবর্ণ কণা যে শিলার চিত্রমান থাকে, সেই শিলা হৈহয়-মূর্তি বলিয়া বিখ্যাত।

৩। ত্রিচক্রসম্বিত একাধার প্রকার শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায়। উহার পুরুষোত্তম, শিশুভার, ত্রিবিক্রম, মন্তমূর্তি, অধো-মুখ, মূসিংহ, বৃদ্ধ, অচ্যুত, ককি, ত্রিলোচন, লক্ষ্মীনারায়ণ ও অনিরুদ্ধ নামে কথিত। উপরে এই নামে বর্ণিত চিত্রক শিলা হইতে ইহাদের লক্ষণ ব্যতীত।

মধ্যে স্বর্ণবর্ণ চক্র এবং মন্তকদেশে বৃহৎ চক্রসম্বিত ও অতঙ্গী-কুম্বের দ্বারা বিন্দুশোভিত শিলা পুরুষোত্তম নামে খ্যাত। ১৪ দীর্ঘাকার জীবৎ গম্বীর, সন্নিবর্ণভাগে দুইটা এবং পৃষ্ঠভাগে একটি চক্র থাকিলে শিশুভার। ১৫ গম্বীরে দুইটা এবং উন্নতপুচ্ছ

একটা চক্রবিশিষ্ট শিলাকেও শিশুভার বলে। ত্রিকোণাকার ও চক্রদ্বয়বিশিষ্ট শিলা ত্রিবিক্রম নামে বিখ্যাত। ইহা ভ্রামরাজন লক্ষণ জীবদীর্ঘ ও পার্শ্বে কোদণ্ডলাঙ্গন; ইহাতে অশ্বচক্র, কিশা-লার দ্বারা বর্ণবিশিষ্ট মূচ্ছক ও গর্ভে চক্র থাকে। ১৬ কান্ত সন্নিবর্ণ, তিনটা পরস্পর বিচ্ছিন্ন দীর্ঘরেখাযুক্ত, দ্বারমধ্যে দুইটা চক্র এবং পুচ্ছ ভাগে একটি চক্র, দক্ষিণে শকটাকৃতি চিহ্ন ও বামে রেখা থাকিলে মন্তমূর্তি জানা যায়। ১৭ সন্নিবে, পার্শ্বে ও পূর্বে যে শিলার তিনটা চক্র দৃষ্ট হইবে, তাহাই অধোমুখমূসিংহ বলিয়া খ্যাত। ১৮ যে শিলার চতুর্গম্বীরদ্বয় চক্রদ্বয় দ্বারা অঙ্কিত এবং শিরঃ পুচ্ছ বা উর্দ্ধভাগে একটি মাত্র চক্র থাকে, তাহাকে বৃদ্ধমূর্তি বলা হয়। ১৯ অধোদিকে দুইটা এবং বহির্দেশে একটি চক্র ও দুই গম্বীরবিশিষ্ট মূসিংহ শিলাই অচ্যুত নামে খ্যাত। ২০ হরাকার ও ত্রিচক্রলাভিত শিলা ককিমূর্তি। ২১ একদ্বার ও ত্রিচক্রযুক্ত শিলা ত্রিলোচন। ২২ ঐরূপ ত্রিচক্রশোভিত অস্ত্র এক প্রকার শিলা লক্ষ্মীনারায়ণ বলিয়া আখ্যাত। ২৩ কৃষ্ণবর্ণ, নাতিসমীপগত সমধার চক্র, উর্দ্ধে দুই চক্র এবং পার্শ্বে পুষ্পচিহ্ন প্রকাশক চক্র থাকিলে অনিরুদ্ধশিলা বলা যায়। ২৪

(১৪) পৃষ্ঠাদিকর্তৃগণ্যঃ বলরাকারবৈষ্ণবঃ।

রেখাঃ স্বর্ণবর্ণগতাঃ চতুঃপাকদ্বিরেকাঃ।

সমুচ্চাঃ শুভরেখাঢাঃ ভ্রামঃ নীলাঃ সিংহাণি বা।

অথবা কুণ্ডলীকৃত-নাগ-ভোপ-সমপ্রভাঃ।

শ্বেতমূর্তিঃ ভগবান্ মৌলিকর্ষাদারকঃ।

(১৫) চতশ্চোঃ বজ্র মূর্তিতে রেখাঃ পার্শ্বসমীপতঃ।

যে চক্রে মধ্যদেশে চ সা শিলা ভাস্কর্যমুখঃ। (ব্রজপুঃ)

(১৬) হংসমুখঃ ধনুর্ভাকারো নীলশ্বেত-বিস্ত্রিতঃ।

চক্রপদ্মসংযোপেতঃ কেবলো মৌকলো ভবেৎ।

(১৭) পরহংসঃ খগেশান-ময়ূরগল-সন্নিবৃত্তঃ।

ল্লিকন্ত পদ্মসংযুক্ত বর্জুলদ্বারসংযুক্তঃ।

বিলমধ্যে তথা চক্রে মূর্তিতে ভিত্তিশোভনে।

চক্রস্য দক্ষিণে পার্শ্বে দ্ব্যতিরাশ্চ ভাস্করো ভবেৎ।

বরাহরেখে মূর্তিতে বজ্র বৈ বিনতাস্থতঃ।

মূর্তিঃ স্যাৎ পরজ্ঞাখ্যা চতুর্কর্ণকলপ্রভাঃ। (ব্রজপুঃ)

(১৮) অস্ত্রভোগাবেকযক্লে যে সবে দক্ষিণাবহিঃ।

পদ্মপত্রাকৃতির্কাপি হেমবর্ণসিমা কমাঃ।

হৈহয়মুখঃ স বিজ্ঞঃ সর্পসিদ্ধিপ্রদায়কঃ।

(১৯) মধ্যচক্রে স্বর্ণবর্ণ মন্তকে পুষ্পচক্রকঃ।

পুরুষোত্তমসংযুক্ত পুচ্ছকৃত শুভপ্রভাঃ।

(২০) শিশুভারো দীর্ঘাকারো বলদান্যাদিনহরঃ।

পুচ্ছঃ পৃষ্ঠভাগে কু চক্রে নৈকৈব সংযুক্তঃ।

(৩) ত্রিবিক্রমত্রিকোণাচ্যুতচক্রদ্বয়বিশিষ্টঃ।

এবং ত্রৈলোক্যপাং পূজ্যত্রিভূষণঃ।

অশ্বচক্রঃ কিশালাভমূচ্ছকঃ স্বদীর্ঘকম্।

ভ্রামরাজনলক্ষণসমীপদীর্ঘঃ স্থানিগমলম্।

চক্রদ্বয়বিলং বিভাৎ পার্শ্বে কোদণ্ডলাঙ্গনঃ। (ব্রজপুঃ)

(৪) নানাবর্ণবলোপেতঃ কান্তমুখমুতোহপিবা।

দীর্ঘাকারমুখঃ স্নিগ্ধো দ্বারমধ্যে চ চক্রমুখঃ।

চক্রমেকং পুচ্ছভাগে দক্ষিণে শকটাকৃতিঃ।

বামে তু মূর্তিতে রেখা মন্তমূর্তিঃ শুভাবধাঃ।

(৫) পুরঃ পার্শ্বে চ পূর্বে চ ত্রিচক্রে গোপশোভিতম্।

অধোমুখমিতি ব্যাতবর্জকানাং বিশুদ্ধমিহ।

(৬) মূর্ত্যসমুদ্বারোপেতামন্তকচক্রদ্বয়বিশিষ্টম্।

শিরঃ পুচ্ছোচ্চ চক্রক পাখ্যরোপাশি মূর্তিতে।

নানাবর্ণনরকাপি বুদ্ধমূর্তিঃ প্রচক্রেতে।

(৭) বহিঃচক্রসদ্যুক্তমন্তকচক্রদ্বয়বিশিষ্টম্।

মূর্তিঃ তামচ্যুতঃ জ্ঞেয়ঃ স্বপ্নরম্যঃ স্থানিগমলম্।

(৮) কন্ধিনমুখঃ হরাকারঃ ত্রিচক্রেণৈব লাহিতম্।

(৯) দ্বারমেকং ত্রিচক্রক ত্রিলোচনমিতি শুভঃ।

(১০) লক্ষ্মীনারায়ণসংযুক্ত ত্রিচক্রশোভিতম্।

পূজ্যনীলঃ এবং ত্রৈলোক্যমুজ্জ্বলম্।

(১১) কৃষ্ণবর্ণঃ সমধারচক্রঃ নাতিসমীপগম্।

দ্বন্দ্বচক্রঃ ভবেদুর্ভাগ্যঃ পার্শ্বচক্রেণ পুষ্পকম্।

অনিরুদ্ধ ইতি শ্রোতঃ সর্বলোকৈককারণম্।

কর্ণ বা চতুশ্চক্র—এই শালগ্রাম শিলাগুলি চারি চক্রাঙ্কিত। লক্ষণের ব্যতিক্রম থাকিলেও ইহাদের নামে বিশেষ পার্থক্য নাই।

কেশরাকার রেখাসম্বিত, দীর্ঘমুখ, বনমালাবিরাজিত এবং বিশুদ্ধ ও চারি চক্রবিশিষ্ট শিলা লক্ষ্মীনৃসিংহ নামে কথিত। চিহ্নবর্ণে মহানৃসিংহ শিগার অপর বেবেলক্ষণ আছে, ইহাতেও সেই সেই লক্ষণ দৃষ্ট হয়। শিবমাতিস্মৃত মন্তক বা পৃষ্ঠদেশে দুই এক দুই, বা তিন ও এক, বা চারিটী চক্র থাকিলে হরিহর সংজ্ঞক শিলা বলে। এই শিলা মুখ ও সোভাগ্যদায়ক। কোদণ্ডধারী, কুচুট অণ্ডের মদন আভাশালী, গ্রামল, উন্নতপৃষ্ঠ, দ্বারদেশে খণ্ডের চিহ্ন, রেখাঘরমুখ এবং পার্শ্বদেশে ধনুকের স্থায় আকৃতি দৃষ্ট হইলে লক্ষণকুলান্তক রামবালা দায়ক। বহুদন্তযুক্ত, একবদনশালী ও তাহাতে চারিটী চক্রসন্নিবিষ্ট, অশ্বদ্রব্রত, ধনুর্বাণাশ্রুণ্ণছত্রচামর-চিহ্নসংযুক্ত, বামোন্নত এবং বনমালাচিহ্নধারী শিলা সীতারাম নামে আখ্যাত। চারি চক্রবিশিষ্ট এবং তুণ পূরিত বাণচিহ্নধারী শিলা রামচন্দ্র বলিয়া কথিত। একদ্বারে বা দ্বারদ্বয়ে চারি চক্র ও গোশাব চিহ্ন থাকিলে, অথচ বনমালা চিহ্ন নাই এরূপ শিলা রঘুনাথ নামে পূজিত। পূর্বাভাগে ও পশ্চাতে এক একটী বদন এবং মধ্যভাগে চারিটি চক্রচিহ্ন, বনমালা-বিভূষিত, নীলবর্ণ শিলা জনার্দিন নামে খ্যাত। নবীনীরদোপম,

- (১) রেখাশ কেশরাকার। মুখং দীর্ঘং তদানকম্।
লক্ষ্মীনৃসিংহো বিজ্ঞেয়চতুশ্চক্রঃ সন্নিধিকঃ।
পূর্বোক্তলক্ষণমুক্তো বনমালাবিরাজিতঃ। (সেকত্তর)
- (২) চতুস্তম্ভঃ সমস্তায়া চক্রঘরমুখোহপি বা।
শিবমাতিস্মৃতে মূর্তি পৃষ্ঠে বাপি তথৈব চ।
এতদ্বারং বিজ্ঞাং হৃৎসোভাগ্যদায়কঃ। (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)
- (৩) কোদণ্ডিকুচুটাত্তাং ত্রাঘলং পৃষ্ঠমুখম্।
রেখাঘরমোপেতং দ্বারমোক্ত খণ্ডঘরঃ।
ধনুর্বাণতিকারেখা বৃত্ততে পার্শ্বতোপি বা।
তবেদ্রোমো লক্ষণকুলান্তক ইত্যুচিতঃ।
- (৪) রঘুনন্দনবদনচতুশ্চক্রোহিষুদ্রপ্রভঃ।
চাপবাণাশ্রুণ্ণছত্রচামরময়ঃ।
বনমালাধরোদেবঃ সীতারামঃ শুভপ্রভঃ।
সর্বসোভাগ্যদায়কঃ সর্বত্র বিজয়প্রদঃ। (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)
- (৫) চতুশ্চক্রসদাযুক্তো বাণতুণ্ডপ্রপূরিতঃ।
অযোধ্যাধীশ্বরঃ শ্রীমান্ রামচন্দ্রঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ।
- (৬) একদ্বারে চতুশ্চক্রং গোশব্দেন সমাধিতম্।
রঘুনাথোহিঃ জ্ঞেয়ঃ রহিতঃ বনমালায়া।
দ্বারদ্বয়ে চতুশ্চক্রং গোশব্দেন সমাধিতম্।
রঘুনাথোহিঃ বিজ্ঞাং রহিতঃ বনমালায়া।
- (৭) পূর্বভাগে একবদনঃ পশ্চাদ্ভাগে দ্ব্যনুভূতঃ।
জনার্দিনচতুশ্চক্রঃ শ্রীপ্রভো রিপূনাশনঃ।

বনমালারহিত এবং একটী দ্বারে চারিচক্র এরূপ শিলাকে লক্ষ্মীজন-
ার্দিন বলা হয়। স্থলাস্তরে কণ্ঠদেশে শ্রীবৎসচিহ্নশোভিত, বন-
মালাবিহিত, দক্ষিণভাগে চারিচক্র ও গোশাবচিহ্নসম্বলিত শিলা
লক্ষ্মীজনার্দিন নামে উক্ত হইয়া থাকে। চতুর্ভুজ, মণ্ডলাকার,
চতুশ্চক্র-চিহ্নশালী এবং নবমেঘমদন্যুজ্জ্বলিত শিলা চতুর্ভুজ
মূর্তি বলিয়া কথিত। চতুর্ভুজ শিলা চতুশ্চক্রসম্বিত
হইলে পিতামহ। একদ্বারবিশিষ্ট, চতুশ্চক্রমুখ, ও ছত্রাকার
শিলা পুরুষোত্তম এবং বে শিগার অর্দ্ধভাগে বিবর এবং
স্থলর চারিটী চক্র থাকে, তাহা হরিব্রহ্ম মূর্তি বলিয়া কথিত
হয়। বদনে দুইটী চক্র ও গম্বরে দুইটী, এরূপ চারি চক্রা-
ঙ্কিত শিগার উপরে বদি দুইটী রেখা ও তাহার মধ্যে পদ্ম ও ছত্র
চিহ্ন থাকে এবং মুরল, অসি, ধনু, মালা, শঙ্খ, চক্র ও গদা দৃষ্ট
হয়, তাহা হইলে তাহা লক্ষ্মীনারায়ণ নামে আখ্যাত।
বামে ও দক্ষিণ পার্শ্বে দুইটী করিয়া চক্র মুখে রক্তবর্ণ কুণ্ডলঘর,
শঙ্খ, চক্র, গদা, শাঙ্গ, বাণ ও কুমুদধারী, এবং মুরল, ধনু, খেত-
বর্ণ ছত্র এবং রক্তাংগুধারী শিলা অচ্যুত নামে পরিচিত।

অন্তলক্ষণ চতুশ্চক্রঃ শীতলকোপলপ্রভঃ।

জনার্দিনঃ যিগানন্তি বনমালা-বিভূষিতম্।

(৮) একদ্বারে চতুশ্চক্রং নবীন-নীরদোপমঃ।

লক্ষ্মীজনার্দিনঃ জ্ঞেয়ঃ রহিতঃ বনমালায়া।

গোশবৎ দক্ষিণে ভাগে চতুশ্চক্রসম্বিতঃ।

বনমালাবিহিতঃ কণ্ঠে শ্রীবৎসচিহ্নমুখম্।

লক্ষ্মীজনার্দিনো জ্ঞেয়ঃ সর্বলক্ষণাশ্রয়ঃ। (ব্রহ্মবৈঃ প্রকৃতিখণ্ড)

(৯) চতুর্ভুজচতুশ্চক্রো নবমেঘমদন্যুজ্জ্বলিতঃ।

মণ্ডলাকারচক্রস্ত সর্ববামভরদ্রবঃ।

(১০) পিতামহচতুর্ভুজ চতুশ্চক্রসম্বিতঃ। (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

(১১) একদ্বারচতুশ্চক্রছত্রাকারঃ স্থপাতনঃ।

পুরুষোত্তমস্ত বিজ্ঞেয়ঃ সচ্ছো লক্ষ্মীপ্রদায়কঃ।

(১২) বস্ত্রাৰ্দ্ধভাগে বিবরচতুশ্চক্রাভিযোজনঃ।

ত্রৈলোক্যমূর্ত্যু মূর্তিহরিরঙ্গাঙ্গিকা শুভা।

ভূষ্টবা চৈব শত্রুহী সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী।

(১৩) চিহ্নাঙ্কিতবদনচতুশ্চক্রসম্বিতঃ।

রেখে যে চ তত্রায়ং পদ্মং ছত্রং তথৈব চ।

ধনুঃশঙ্খাশ্রুণ্ণোপেতে বামে পার্শ্বে চ বর্তম্।

দীর্ঘরেখাসামুভুক্তচতুশ্চক্রসম্বিতঃ।

মুরলাশ্রিতমুগ্ধাংশুচক্রং গদাযুক্তম্।

লক্ষ্মীনারায়ণমূর্তৌ মুখে নাভৌ চ সৌখ্যদঃ।

সর্বসোভাগ্যদায়ো হৃদয়ে লক্ষ্মীনারায়ণঃ তজ্জ। (ব্রহ্মপুরাণ)

(১৪) চতুর্ভুজ চক্রৈঃ বামে দক্ষিণপার্শ্বে।

অধিষ্ঠিতো মুখে রক্তকুণ্ডলঘরশোভিতঃ।

বর্জলাকার, কীর ও তাত্র সমবর্ণ অথবা নীল ও বেত মিশ্রিত বর্ণ, বদনে এক ও মধ্যদেশে চারিটা চক্র ও ত্রিবিদ্যুৎ এবং চক্রের বামে শঙ্খ ও দক্ষিণে পদ্মচিহ্ন থাকিলে বটপত্রশারী নারায়ণ শিলা নামে খ্যাত হয়। শিবনাতিযুত এবং পার্শ্ব, বামে বা দক্ষিণে ছুইটা করিয়া চক্র থাকিলে শঙ্করনারায়ণ বলা যায়। ইহার পূর্বাঙ্ক শঙ্খ সদৃশ বেতবর্ণ এবং পশ্চিমাঙ্ক শ্রামল, অথো-দেশ রক্ত বিন্দুযুক্ত, পদ্মপুটসদৃশ চক্র ও মস্তকে শরখেদা দৃষ্ট হয়। এই শেখোক্ত শিলাকে পঞ্চচক্র বর্ণের অন্তর্গত গণনা করিলে দোষ হয় না।

এম বা পঞ্চচক্র। যে শিলায় দ্বারদ্বয়ে চারিচক্র এবং বামে একটা চক্র থাকে এবং তাহাতে বাণ, তুলী, চাপ ও মালাচিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহা সীতারাম বলায় খ্যাত। বনমালাকিত, অথচ পঞ্চচক্র-যুক্ত শিলা শ্রীসহায় নামে পরিচিত। লক্ষ্মীনারায়ণ শিলায় দ্বার

পঞ্চচক্রদ্বারদ্বয় বাণকোমোহকীধরঃ।

দুর্বলক্ষণযেতচ্চক্রকণ্ডাকমুতঃ।

মোহচ্যুতঃ কথিতো মাতা দুর্গভক্ত সনাতনঃ। (ত্রিকাণ্ডপূ.)

(১৫) বটপত্রশারী ভগবান্ বর্জলাগেতশোভনঃ।

কীরতাক্রসমোবর্ণো নীলবেতবিমিশ্রিতঃ।

চক্রস্ত বামতঃ শঙ্খো দক্ষিণে পদ্মমেব চ।

বদনৈকে মধ্যদেশে চতুচ্চক্রত্রিবিদ্যুৎকঃ। (ত্রিকাণ্ডপূ.)

(১৬) শিবনাতিযুতঃ পার্শ্ব বামে বা দক্ষিণেহপি বা।

ন চ শঙ্করপূর্বাখ্যো নারায়ণ ইতীরিতঃ।

গণ্ডকীগর্ভসমুৎপন্নঃ ধনুঃস্বাক্ষরশোভিতঃ।

শঙ্খপ্রতিমপূর্বাঙ্কঃ পশ্চিমাঙ্কঃ শ্রামলঃ।

সরোজপুটচক্রমধ্যভাগস্থবিন্দুমান্।

গৌরীলক্ষ্মীসমাযুক্তঃ কণী শ্রীংসমঙ্গতম্।

দীর্ঘহিতলসারোহা বনমালাপরিভূতঃ।

সর্বাভীষ্টপ্রদঃ শ্রীং শঙ্করনারায়ণাক্রমঃ।

যঃ পূজয়েন্নো ভক্ত্যা ভক্ত্য ভোগ্যবশাসুনে।

কোটিজন্মকৃতং গাপং স্পর্শে সন্তোষিনততি।

পূজ্যগোত্রৈঃ পরিবৃত্তো ধনধাতুমসংঘতঃ।

ইহলোকৈকঃ প্রথং প্রাপ্য সপ্তমমুখরাপি চ।

ভুক্ত্য বর্গকলং ভূমে ভবতীহ তবৈব প্রভুঃ। (ত্রিকাণ্ডপূ.)

(১৭) দ্বারদ্বয়ে চতুচ্চক্রঃ শ্রীমবর্ণঃ প্রণবিতঃ।

কোমলী কুন্তলীভাভো বাণভূষণভূষণান্।

পৃষ্ঠদেশে শিরশ্চক্রঃ সীতারামঃ প্রকীর্ণিতঃ।

সর্বসৌভাগ্যদম্ভাপি সর্বকামফলপ্রদঃ।

(১৮) চতুষ্ক্রেতঃ কেবলৈকঃ পঞ্চতিঃ সমলভুতঃ।

বনমালাকিতভ্যত্র তত্রান্তে শ্রীসহায়দান্।

ভক্ত গেহে ন দারিত্র্যং দুঃখমো কপি কিমন।

ন চৌরাদিভয়ং তত্র ভুঞ্জাইক ন পীড়তে।

অন্তে মোক্ষো ভবেত্তত পূজকস্ত ন সংশয়ঃ।

দ্বয়ের বাম ও দক্ষিণ দিকে চারিটা চক্র থাকে এবং তাহা শ্রীবংশলক্ষ্যচক্রো ও পার্শ্ব চম্পকপুষ্পযুক্ত হয়। কৃকবর্ণ, পঞ্চচক্র, নাতিদুর্লভ, বৃহদ্বার, উন্নত এবং মধ্যভাগ নিম্ন ও পঞ্চচক্রযুক্ত হইলে গোবিন্দাখ্যা প্রাপ্ত হয়। পূর্ব ও পার্শ্বভাগে একএকটা বদন এবং কৃক ও নীলাবু বর্ণবিশিষ্ট, মধ্যদেশে এক চক্র এবং অপর চারিটা চক্র বিন্দুযুক্ত হইলে কংসমর্দিন বলা যায়। চিত্রবর্ণোক্ত বাহুদেব লক্ষণাক্রান্ত বিন্দুযুক্ত শিলা পঞ্চ চক্রাবিত হইলেও বাহুদেব নামে আখ্যাত হয়। অগ্নিপুত্র মতে চতুচ্চক্রাবিত জনার্দন লক্ষণাক্রান্ত শিলা পঞ্চ চক্রবিশিষ্ট হইলেও বাহুদেব বলে।

৬ষ্ঠ বা বটচক্র। নিম্নলিখিত শালগ্রাম শিলায় ছয়টা চক্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহাদের চক্রবিজ্ঞানের বিশেষ কোন নিয়ম নির্দেশ করা যায় না। বর্ণ, চক্র ও অন্ত্যস্ত লক্ষণ হইতে এই শিলাগুলি শ্রীমুর্তি, তারকব্রহ্মসীতারাম, রাজরাজেশ্বর, রামচন্দ্র, কলিমুর্তি, প্রোয়ান ও অনন্তপুরুষোত্তম আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

(৩) নিম্নাকারচতুচ্চক্রো বর্জলঃ শীতলাকৃতিঃ।

দ্বারদ্বয়ে চতুচ্চক্রো বামে বা দক্ষিণেহপি বা।

শ্রীবংশলক্ষ্যচক্রো পার্শ্ব চম্পকপুষ্পযুক্তঃ।

লক্ষ্মীনারায়ণো বোমোহভীষ্টকলদায়কঃ।

(৪) নাতিদুর্লভঃ কৃকবর্ণো গোবিন্দঃ পঞ্চচক্রকঃ।

বামচক্রো বৃহদ্বার উন্নতো মধ্যনিম্নঃ। (ত্রিকাণ্ডপূ.)

গোবিন্দঃ পুণ্ডরীকাকঃ কৃকবর্ণো মহাছাতিঃ।

দক্ষিণে ভূ গদাচক্রে বামে পর্কতলাঙ্গলম্। (পুরাণসংগ্রহঃ)

(৫) একচক্রং মধ্যদেশে চতুচ্চক্রঃ সবিদ্যুৎকঃ।

পূর্বাভাগৈকবদনঃ পার্শ্বৈকবদনযুগাঃ।

কংসমর্দী ভূতঃ ক্রো নীলাবুসমগ্রভঃ।

(৬) জনার্দনচতুচ্চক্রো বাহুদেবক পঞ্চতিঃ। (অগ্নিপূ.)

(১) উর্দ্ধাংশঃ পার্শ্ববদনঃ বটচক্রঃ ভামলো বিজুঃ।

শ্রীমুর্তিরিতি বিখ্যাতঃ সর্বসৌভাগ্যদায়কঃ।

(২) সব্যাসৌম্যেন বপুযা গোমুর্ধনৈ চ লাক্ষিতঃ।

বিলপকসদাভূতঃ ষট্ স্তম্ভনলংঘুতঃ।

ভামলোন্নতপৃষ্ঠাশ্চ ভূমো লম্বুকলোপনঃ।

সীতারামঃ সবিজ্ঞেরত্যাকব্রহ্মসংজিতঃ।

(৩) শ্রীবংশলক্ষ্য বটচক্রো ধনুঃস্বাক্ষরঃ।

রাজরাজেশ্বরো জ্যেষ্ঠো ভূক্তবৃদ্ধিপ্রদায়কঃ।

(৪) বামপার্শ্বৈঃ পতে চক্রে রেখা চৈবভূ দক্ষিণে।

শরকোণ্ডকাক্ষাঃ শরভ্রমবিভূতম্।

জানকীলক্ষ্মণোগেভ্যঃ রামচন্দ্রঃ বিদ্বর্কবাঃ।

(৫) অমিবর্ণঃ সূক্ষ্মবীর্ণঃ বটচক্রকঃ দ্বিরাঙ্গনম্।

কৃপাধাকৃতিকা রেখা দ্বারভাগনি পৃষ্ঠকে।

৭ম বা সপ্তচক্র। পট্টাভিরাব^{১০} রাজরাজেশ্বর^{১১} সর্গতোমুখ
নৃসিংহ^{১২} গদাধর^{১৩} অনন্ত^{১৪} ও বলরাম^{১৫} নামাভিধের হয়
একর শিলা সাতটি চক্র যুক্ত। ইহার রাজা, জুহু ও
সৌভাগ্যপ্রদ। *

৮ম বা অষ্টচক্র। নারায়ণ^{১৬} চক্রপাণি^{১৭} পিতামহ^{১৮} ও
পুরুষোত্তম এবং নবচক্রবর্ণে নরাধিপ শিলা অতি হর্ষত^{১৯}
এতদ্বির দশচক্রবর্ণে দ্বীকেশ^{২০} অনন্ত বিশ্বরূপ-গোবিন্দ^{২১} ও

রেজনারী ভবেৎ ককী কদিকম্ব-নাশকঃ ॥

বটচক্রৈব প্রভায়ঃ ॥ (অগ্নিপু.)

(৩) বটচক্র সমাযুক্তো নামাবিনুযুগোভনঃ ।

জম্বুওপ্ত পৃথুলো জনন্তপুংসোভমঃ ॥

(৭) পূর্বভাগে ত্রিভবনঃ পার্শ্বে চক্রং সংযুতঃ ।

ভাগতুঙ্গীরাচাপাঢ্যঃ কল্পযুক্তসমমিতঃ ॥

সিংহাসন-সমাসন্নো রামঃ পরিজনৈঃ সহ ।

পট্টাভিরাব ইতুজো রাজলক্ষ্মীপ্রদো বৃণাম্ ॥ (পদ্মপুরাণ)

(৮) সপ্তচক্রং হ্রদক শরতুগ্গসমমিতম্ ।

রাজরাজেশ্বরং জেয়ং রাজ্যসম্পৎপ্রদায়কম্ ॥

(৯) সপ্তচক্রং বহুধং সমভ্যং স্বর্ণভূষিতম্ ।

সর্গতোমুখমাহন্তং বক্রবর্ণং মোক্ষদম্ ॥

(১০) গদাধরজিরেখাভিলিখিতো মধ্যদেশতঃ ।

জলবজ্রাঙ্কুশৈঃ শীতো বাসচক্রঃ স্ববর্তমূলঃ ॥

স্বর্শনককচক্রং সপ্তচক্রং গদাধরম্ ॥ (ব্রহ্মবৈ. প্রকৃতিখণ্ড)

(১১) জলধিকারযুতোমো লক্ষিতো মধ্যদেশতঃ ।

শেখাকারো মহাঙ্কুরঃ সপ্তচক্রসমমিতঃ ॥

(১২) বলভদ্রশিলা জেয়ঃ সপ্তচক্রাভিতা খণ ।

পুজিতস্ত্রযতে দেবঃ পুজ্যপোজ্যপ্রদো ভবেৎ ॥

* অগ্নিপু্রাণের “বটচক্রৈব প্রভায়ঃ সর্বগণতঃ সপুতঃ ।” বচন
হইতে সপ্তচক্রবর্ণে আর একটি শিলার নাম পাওয়া যায় ।

(১৩) নারায়ণচতুর্ভুজো হ্রদচক্রসমমিতঃ ।

পূজনীয়ঃ প্রবহেন দ্বিরঃ সিন্ধুচ বর্তমূলঃ ॥

(১৪) পূর্বভাগে ত্রিভবনঃ পশ্চাদ্বেকাক্ষসংযুতঃ ।

চক্রপাণিমিতি খ্যাতশ্চক্রবর্ত্তিষায়কঃ ॥

(১৫) পিতৃমহশ্চতুর্ভুজো হ্রদচক্রসমমিতঃ ।

পূজনীয়ঃ প্রবহেন দ্বিরঃ সিন্ধুচ বর্তমূলঃ ॥

জলধিকারযুতো রেখা দৃষ্টতে মধ্যদেশতঃ ।

অথবা চাইচক্রং সর্বকামফলপ্রদঃ ॥

+ “পুরুষোত্তমোহষ্টচক্রো নববাহুঃ নবাভিতঃ ” (অগ্নিপু. ৪৬ ১০)

(১৬) পঞ্চরম্ব সমাযুক্তঃ দশচক্রসমমিতম্ ।

ভাসলঃ কোমলাকর্ণঃ দ্বীকেশঃ প্রচক্রেতে ॥

(১৭) অনন্তো বিশ্বরূপত গোবিন্দশ্চ ত্রয়ত্বাৎ ।

পঞ্চবক্তং মূলভরং পুরুষং দশচক্রকম্ ।

অনন্তঃ বিশ্বরূপঃ বা পুজ্যপোজ্যাদিকঃ বিদ্বঃ ॥

দশাবতার শিলা^{২২} ; একাদশে অনিরুদ্ধ^{২৩} এবং দ্বাদশে সূর্য্য^{২৪}
বা দ্বাদশাবতার^{২৫} শিলা প্রাপ্ত হওয়া যায় । †

অতঃপর বহুচক্রবিশিষ্ট শিলার বিবরণ লিখিত হইতেছে ।
এই সকল শিলার সাধারণতঃ আয়তন হইতে এক বিংশতি
পর্য্যন্ত চক্র দৃষ্ট হইয়া থাকে । একরূপ বহুচক্রাঙ্কিত শিলা পূজনে
পৃহুত্বের অশেষ মঙ্গল এবং চতুর্ভুজ ফলপ্রাপ্ত হয় । এই বর্ণে
উক্ত অনন্ত নানা বর্ণযুক্ত হইয়া থাকে, কখন ক্রমবর্ণ কখন বা
নবীন নীরদপ্রভ নীলসন্নিভ বর্ণবিশিষ্ট পাওয়া যায় । ইহাতে
চতুর্দশ হইতে বিংশতিটা চক্রচিহ্ন থাকে এবং অনেক অনেক মূর্ত্তি
সর্পফণা ও বনমালা চিহ্ন সহ প্রদক্ষিণাবর্ত্ত দৃষ্ট হয়^{২৬} । অঙ্কুশা-
কার, চক্র সমীপগত রেখাবিশিষ্ট এবং পৃষ্ঠদেশ নীরদ সঙ্গ
নীলবর্ণ ও বহুচক্র সমাযুক্ত হইলে হয়গ্রীব বলে^{২৭} । যে শিলার
বহুচক্র, বহুবার ও বহুবর্ণ দৃষ্ট হয় এবং বাহার উদর বৃহৎ একরূপ
শিলা পাতালনরসিংহ নামে কথিত^{২৮} । ইহার কৃতীর চক্র
হইতে আরম্ভ করিয়া পার্শ্বদেশে ক্রমান্বয়ে দশটি চক্র বিদ্যমান
থাকে । বহুচক্র, বহুবার ও বহুরেখাবিশিষ্ট, বহুদরযুক্ত শিলার
অভ্যন্তরভাগে বৃহৎ একটা চক্র থাকিলে বহুরূপী শিলা বলা
যায়^{২৯} । যে শিলার পুরোভাগে, পার্শ্বে ও পৃষ্ঠে অনেক চক্র
থাকে, তাহাকে অধোমুখ চক্রশিলা বলে^{৩০} । বহু চক্রাঙ্কিত,

(১৮) দশাবতারদেবশ্চ পৃথুচক্রসমমিতঃ ।

ইন্দ্রিতং লভতে রাজাঃ বিবিধমগ্নে পুজিতঃ ॥

† “দশাবতারো দশভির্দ্বৈকেনানিরুদ্ধকঃ ।

দ্বাদশাবতারো দ্বাদশভিরন্ত উর্দ্ধমনন্তকঃ ” (অগ্নি ৪৬ ১৬)

(১৯) বাহ্যে বাভ্যন্তরে বাপি চক্রাঙ্কিতসংযুতঃ ।

সূর্য্যমূর্ত্তিরিতি খ্যাতা সর্বকর্ম্মাবিনিশীলিনী ॥

(২০) চতুর্দশান্ত্র প্রভৃতি বিশেষ আকৃ চক্রাঙ্কিতঃ ।

নানাবর্ণো হ্যানন্তাখ্যো বাগভোগেন চিহ্নিতঃ ।

অনেকমূর্ত্তিনংযুক্তঃ সর্বকামফলপ্রদঃ ।

প্রদক্ষিণাবর্ত্তমুত্তমানসাঃ বিমূষিতঃ ।

ক্রমবর্ণমূর্ত্তশপি ধনভাগশ্চক্রেৎ ॥

পূজনীয়ঃ প্রবহেন স্তম্ভসিন্ধুচ বর্তমূলঃ ॥ (ব্রহ্মবৈ. পু.)

(২১) হয়গ্রীবোহঙ্কুশাকরো রেখাচক্রসমীপগা ।

বহুচক্রসমাযুক্তঃ পৃষ্ঠং নীরদনীলকম্ ॥

(২২) বহুচক্রং বহুবারং বহুবর্ণং মহোদরম্ ।

পাতালনরসিংহাখ্যো ভিক্রপ্ণসমুত্তমম্ ॥ (ব্রহ্মবৈ. পু.)

(২৩) বহুচক্রং বহুবারং বহুরেখং বহুদরম্ ।

অভ্যন্তরে পৃথুচক্রং বহুলাভসমমিতঃ ।

বহুরূপী সমাখ্যাতঃ পূজকস্য স্তম্ভপ্রদঃ ॥

(২৪) পুরঃ পার্শ্বে চ পৃষ্ঠে চ চক্রৈরভুগপোভিতঃ ।

অধোমুখ ইতি খ্যাতোহর্দ্ধকানো বিমূষিতঃ ॥

অনেক মূর্তিসম্বিত, পঞ্চবক্ত, ও হুলগাত্র শিলায় নাম
বিশ্রুপণ, ইহা বিবিধ। গুরুদি বর্ণ শোভিত এবং বহু গদা
ও চক্র দ্বারা চিত্তিত শিলা পদ্মনাভ নামে আখ্যাত হয়।
বিংশ বা এক বিংশতি সংখ্যক চক্র থাকিলে সেই শিলা
বিশ্বস্তর নামে প্রথিত হয়।

উপরি বর্ণিত শিলা ব্যতীত দ্বারাবতী-ক্ষেত্রভব চক্র শিলা
বা দ্বারকা চক্র নানা বর্ণের হইয়া থাকে; তন্মধ্যে কতকগুলি
পূজা ও কতকগুলি ত্যাগ্য। যথা—

“কৃষ্ণা মৃত্যুপ্রদা নিত্যং কপিলা তু ভয়াবহা।

ঔষত্ত্বং কৰ্ণমুদ্রা দ্ব্যং গীতা বিত্তবিনাশিনী ॥

ধূম্রাতা পুষ্কনাশার ভয়া ভাৰ্য্যবিরোগনা।

বেতা দ্বিধা শিলা পূজা সৰ্বকামার্থকরিকা ॥

পূত্রপোস্ত্রগ্রহাবিনী স্বৰ্গমোকমুখানি চ।

দদাতি গুরুবর্ণাতা যজ্ঞেন তু সমৰ্করেৎ ॥

বৰ্জুলা চতুরঙ্গা চ পুজিতা সিদ্ধিদায়িকা।

ছিত্রা ভয়া ত্রিকোণা চ তথা বিঘমচক্রিকা।

অৰ্দ্ধচক্রাকৃতিৰ্ণা চ পূজ্যাতা ন ভবন্তি হি ॥” (পদ্মপুরাণ)

শালগ্রাম শিলা পূজনকালে দ্বারকাচক্র পূজারও বিধি
আছে। ঐ ছইটী শিলা যেখানে একত্র পুজিত হয়, তথায় মুক্তি
অবশ্যজ্ঞাবী। গৃহী ব্যক্তি বুদ্ধিকামনার কখনও একটী শালগ্রাম
শিলা পূজা করিবেন না। একচক্রাশিলা পূজাও নিষিদ্ধ*।

(২৭) বিশ্বরূপোহপি ভগবান্ বিবিধঃ পরিকীর্তিতঃ।

বিশ্বরূপোহসিঃ সাক্ষাৎ দ্বারারতপন্নাতনঃ।

বহুচক্রাঙ্কিতোহনেকমূর্তিরূপসমবিতঃ।

পঞ্চবক্তঃ হুলগাত্রঃ পুন্মো বহুচক্রকঃ।

বিশ্বরূপো হ্যানন্তো বা পূত্রপোস্ত্রাঙ্গিকপ্রদঃ।

(২৮) বহুভিত্ত গদাচক্রঃ গুরুবর্ণাধিপোভিত্তঃ।

দৈত্যারিঃ কলমাক্ষণ্ড গদাপাণিরাক্ষণ্ডকঃ।

পদ্মনাভস্ত সেধঃ স্তাৎ এতাবৎ চঃষদাক্ষণ্ডকঃ ॥

(২৯) চক্রাণাং বিংশকতরা মুক্তোবিশস্ততঃ শুভঃ।

চক্রাণ্যৈককবিশেষত্যা মুক্তো বিশ্বস্তরোমতঃ ॥

* “শালগ্রামোক্তো দেবো দেবো দ্বারাবতীভবঃ।

উত্তরোঃ সৰ্বমো বহু মূর্তিস্তত ন সংশয়ঃ ॥

একমূর্তিন পূজ্যেণ গৃহিণা বুদ্ধিমিচ্ছতঃ।

অনেকমূর্তিসম্পন্নঃ সৰ্বকামকলম্পনাঃ ॥

অনেকমূর্তিকাণ্ডস্তাৎ পূজয়েৎ কিমান্ গৃহী ॥

পুজিতে কলমাক্ষণ্ড ইহলোক পরত্বে চ ॥

চক্রাঙ্কমিধুনঃ পূজাং নৈকচক্রাঙ্কমর্চয়েৎ ॥

চক্রাঙ্কমিধুনঃ সার্ব শালগ্রামঃ অপূজয়েৎ ॥”

(কলপুরাণ ও প্রতাপপাঞ্জিকাত)

ছইটী চক্রযুক্ত শিলাই পুজ্যনীয়। একরূপ শিলায় সহিত যদি
দ্বারাবতীভব শিলায় পূজা করা হয়, তাহা হইলে পাপমুক্তি
বাটয়া থাকে।†

উপরে শালগ্রাম শিলাবিত্ত শিবলিঙ্গ চিত্রের বিবরণ উক্ত
হইয়াছে। ঐ সকল শিলাই লিঙ্গ শিবনাভি, সজোজাত, বামদেব,
ঈশান, তৎপুরুষ, সদাশিব, হরিহারস্বক, শিবনাভি, ত্র্যম্বক, ধ্বজী,
শক্ত, ঈশ্বর, মৃত্যুঞ্জয়, চন্দ্রশেখর ও রক্ত নামে পরিচিত। এতদ্বিধ
শালগ্রাম শিলায় শ্রীবিভা, মহাকালী ও গৌরী নারী শক্তি লক্ষণ
এবং রবি ও চন্দ্রাদি গ্রহলক্ষণ‡ বিদ্যমান আছে। বাহ্য্য তরে
তৎসমুদায় এখানে লিখিত হইল না।

শালগ্রাম-শিলাপূজাবিধি।

শালগ্রাম-শিলা প্রতিদিন পূজা করিতে হয়। শালগ্রাম পূজা
করিলে সকল দেবতারই পূজা করা হয়। স্নান ও সন্ধ্যাদি সমাপন
করিয়া আসনে উপবেশন পূর্বক আচমন করিতে হইবে।

আচমনের বিধানানুসারে ঐ বিষ্ণুঃ ঐ বিষ্ণুঃ ঐ বিষ্ণুঃ”
এই মন্ত্রে তিনবার একটু জল মুখে দিয়া ঐ ত্রিকোণঃ পরমঃ
পদং সদা পঙ্কজি হরয়ঃ দিবীং চক্ররাততং” এই মন্ত্রে চক্ৰ,
কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি স্পর্শ করিবে। আচমনের পর সামান্ত্রাধ্য
স্থাপন করিতে হয়।

বামদিকে মাটিতে একটা চতুর্কোণ রেখা করিয়া তন্মধ্যে বৃত্ত
এবং তাহার মধ্যে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কন করিয়া তদুপরি “এতে
গন্ধপুষ্পে ঐ আধারশক্তয়ে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ঐ কুর্মায়
নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ঐ অনন্তায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ঐ
পূৰ্ণৈবৈ নমঃ” এই মন্ত্রচতুষ্টয়ে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা
করিতে হইবে।

পুষ্প না থাকিলে গন্ধ ও আতপ তণ্ডুল লইয়া এতে
“গন্ধাক্তে ঐ আধারশক্তয়ে নমঃ” ইত্যাদিরূপে পূজা করিবে।
তৎপরে “ফট্” এই মন্ত্রে কোশা একালন করিয়া যে
ত্রিকোণমণ্ডল আঁকিত করিয়া পূজা করা হইয়াছে, তদুপরি

† “যত্ৰ তিষ্ঠতি চক্রাঙ্কো সেবো দ্বারাবতীভবঃ।

জীৰ্ণকোটিসংস্রাণি ভবত্ৰ সন্নিহিতানি যৈ ॥

সংবৎসরস্ত বৎ পাপং যদনা কর্ণণা কৃতম্ ॥

ভৎসকঃ নক্ততে পুংসো লক্কজজ্ঞানকর্ণনাং ॥ (কলপুরাণ)

‡ “অৰ্দ্ধচক্রাকৃতিৰ্ণা মুক্ততে সকলদায়কঃ।

সাত্ত্ব চক্রাশিলাত্রয়মুত্তমঃ জৌমলিগা মতাঃ।

বাণাকারোঃ চিত্রেন জ্যোত্ৰ বাশিলা মুরাঃ।

নীৰ্বেণ চতুঃশ্রেণ মুক্তা ত্রিশিলামতাঃ ॥

পঞ্চকোণীকৃত্ত ত্রয় চাপাংকারা লনৈর্গতাঃ।

দুর্গাকারী কু মাহো স্যাৎ কেত্যাক্ষ জলকপিণঃ ॥”

তাপন করিতে হইবে। পরে নমঃ এই মন্ত্রে ঐ কোশার জল এবং উহার অগ্রভাগে, গন্ধপুষ্প, বিষণত্র এবং গর্ভপুত্র ত্রিপর দ্বারা দিয়া অর্ঘ্য স্থাপন করিয়া পূজা করিতে হইবে। মং বহিমণ্ডলার দশকলাস্থানে নমঃ, অং সূর্যমণ্ডলার দ্বাদশকলাস্থানে নমঃ, উং সোমমণ্ডলার ষোড়শকলাস্থানে নমঃ, এই মন্ত্রে অর্ঘ্য পূজা করিতে হয়। তৎপরে জল শুদ্ধি করিতে হয়। পরে তর্জুনীর অগ্রদ্বারা অল্প মূত্রাধোগে ঐ জল আলোড়ন করিয়া ;—

“ও গন্ধে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।

নন্দমে সিন্ধু কাবেরি জলেহসিন্ধু সরিথি কুরু ॥”

এই মন্ত্রে তীর্থ আবাহনপূর্বক এতে গন্ধপুষ্পে ও জলার নমঃ এই মন্ত্রে জলে গন্ধপুষ্প দিতে হয়। তদনন্তর বং এই মন্ত্রে ধেনুমূত্রা প্রদর্শন ও মংত্রমূত্রা দ্বারা ঐ জল আচ্ছাদন করিয়া তদুপরি দশধা বা অষ্টধা প্রণবমন্ত্র জপ করিতে হইবে। পরে বারম্বার ঐ জল ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া বীর মন্তকে ও বাবতীর পূজোপকরণে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ছিটাইয়া দিতে হইবে।

এইরূপে জল শোধন করিয়া আসনগুচ্ছি করিতে হইবে। আসনের নীচে ত্রিকোণমণ্ডল করিয়া আসনের উপর ও হ্রীং আধারশক্তি কমলাসনার নমঃ মন্ত্রে একটা সচন্দন পুষ্প আসনের উপর দিবে। পুষ্পের অভাবে এতে গন্ধাক্তে বলিয়া সচন্দন আতপ ততুল দিবে। পরে আসনে হস্ত দিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। বখা—

‘ও আসনমস্ত্রস্ত মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সূতলং হৃদঃ কুর্ছো দেবভ্যো আসনোপবেশনে বিনিরোগঃ।’

“ও পৃথ্বী দ্বরা ধৃতা লোকা দেবি হং বিষ্ণুনা ধৃতা।

ঋক ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্ ॥”

আসনগুচ্ছির পর কৃতাজলি হইয়া বামে ও গুরুভ্যো নমঃ ও পরম গুরুভ্যো নমঃ, ও পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, দক্ষিণে ও গণেশায় নমঃ, উর্দ্ধে ও ব্রহ্মণে নমঃ, অধঃ ও অনন্তায় নমঃ, মধ্যে ও নারায়ণায় নমঃ। এই মন্ত্রে নমস্কার করিবে।

তৎপরে ভগবান্ সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য দিতে হয়। রক্ত পুষ্প, বিষণত্র, দ্বীপা ও আতপ ততুল এবং রক্ত চন্দন এই সকল কুলীতে লইয়া ‘ও নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুভেজসে জগৎসবিত্রে সূর্যে সবিরে কর্মদারিনে ইদমর্ঘ্যং ও শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।’ এই বলিয়া সূর্য্যের উদ্দেশে অর্ঘ্য দিতে হয়, তৎপরে এই মন্ত্রে সূর্য্যকে প্রণাম করিবে—

“ও জবাকুহুমসকাশং কান্তপেরং মহাজ্যতিম্।

ঋতান্ত্রিঃ সর্গপাপং লণভোহস্মি দিবাকরম্ ॥”

তৎপরে বিদ্যাপলরণ করিতে হয়, বখা ও নমঃ নারায়ণায় এই

মন্ত্রে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উর্দ্ধদিকে উর্দ্ধভাগস্থ, অষ্টার ফট্ মন্ত্রে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মন্তকে চতুর্দিকে শূভ্র জল প্রোক্ষণ করিয়া নভোমার্গস্থ এবং বামপাশের শুদ্ধ দ্বারা বামদিকে মাটিতে তিন বার আঘাত করিয়া ভূতলস্থিত সকল বিষ বিদূরিত করিবে। তৎপরে উর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্যস্থিত সকল বিষ বিদূরিত হইয়াছে এইরূপ ভাবনা করিতে হয়। তৎপরে গন্ধ ও অক্ষত নারীচ মূত্রা দ্বারা গ্রহণ করিয়া উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া ভূতলে ফেলিয়া দিতে হইবে—

“ও অপসর্গন্ত তে ভূতা বে ভূতা ভুবি সংস্থিতা।

যে ভূতা বিষকর্তারন্তে নস্তস্ত শিখাজয়া ॥”

পরে এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিবে যে, গৃহমধ্যস্থিত সকল বিষ বিদূরিত হইয়াছে।

তৎপরে গন্ধাদির পূজা করিতে হয়। কারণ কোন দ্রব্য পূজা না করিয়া দেবভ্যাকৈ অর্পণ করিলে দেবভ্যো তাহা গ্রহণ করেন না, উহা অম্বরবিগের ভোগ্য হয়। প্রথমে বং এতেভ্যো গন্ধা-দিভ্যো নমঃ, এই মন্ত্রে তিনবার জল প্রোক্ষণ করিবে। তৎপরে গন্ধপুষ্প লইয়া এতে গন্ধপুষ্পে ও এতদবিপত্তয়ে বিধবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ও এতদ্ সম্প্রদানেভ্যো নারায়ণাদিত্যো নমঃ, ও এতে গন্ধপুষ্পে ও এতেভ্যো গন্ধাদিত্যো নমঃ’ এই মন্ত্রে এক একটা গন্ধপুষ্প দিতে হইবে।

তৎপরে শালগ্রাম-শিলাকে দান করাইতে হয়। শালগ্রাম শিলাকে দ্ব্যত মাখাইয়া তাত্র টাটের উপর রাখিয়া বন্টা বাজাইতে বাজাইতে এই মন্ত্রে দান করাইতে হইবে।

“ও সহস্রদীর্ঘা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং।

স চুমিং সর্বতঃ স্পৃষ্টা অত্যন্তিষ্ঠদশাঙ্কুলম্ ॥”

ইহা ভিন্ন বেদাদি চতুষ্টিয় মন্ত্র, পুরুষস্তুত, ও শ্রীস্তুত পাঠ করিয়াও দান করান বাইতে পারে। এতদ্ প্রানীদ্যোদকং ও নারায়ণায় নমঃ, এই বলিয়া জল দিতে হইবে। পরে নারায়ণকে জল হইতে তুলিয়া গামছা দ্বারা জল উত্তম রূপে মাচ্ছন করিয়া নারায়ণের উপর ও নিয়ে এক একটা সচন্দন তুলসী দিয়া শালগ্রাম শিলাকে পূজা হানে রাখিতে হইবে।

তৎপরে পুষ্প শোধন করিয়া পূজা করিতে হয়, পুষ্পের উপর হস্ত দিয়া ও পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে হৃপুষ্পে পুষ্পভূষিতে, পুষ্প-চর্যাবকীর্ণে হং ফট্ বাহা, এই মন্ত্রে পুষ্প শোধন করিতে হয়। ভূতভক্তি, মাতৃকান্তাস, পীঠস্তাণ প্রভৃতি এই সময় করিতে হয়। কিন্তু পূজাহলে এই সকল ভাসাদি করা হয় না, কিন্তু ঐ সকল করিয়া করিতে পারিলে ভাল হয়, কারণ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে ভূতভক্তি ব্যতীত পূজা নিষফল হয়।

তদনন্তর গণেশপূজা করিতে হয়, কারণ প্রথমে গণেশপূজা

না করিয়া অজ্ঞ কোন পূজা করিতে নাই। প্রথমে গাং, গীং, গুং, গেং, গৈং, গোং, গঃ, এই মন্ত্রে করজাল ও অজ্ঞান করিয়া পূজা করিতে হয়; বর্থা—গাং অজ্ঞাভ্যাং নমঃ, গীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ইত্যাদি। তৎপরে কুর্মুদ্রা ধোয়ে একটি পুষ্প লইয়া ধ্যান করিতে হয়। ধ্যান বর্থা—

“খর্কং ফুলতলুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং স্তম্বরং
শ্রোত্মদগদগন্ধলুকমধুপব্যালোলগণ্ডমলম্।
দস্তাঘাতবিদারিতারিক্ষিঠৈঃ সিন্দুরশোভাকরং
বন্দে শৈলমুখভানুভং গগণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কর্ণম্॥”

এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া ঐ পুষ্প আপনার মস্তকে দিতে হইবে, পরে মানস উপচার দ্বারা মনে মনে পূজা করিয়া পূর্বের জ্ঞান কর ও অজ্ঞান করিয়া পুনরায় আবার ধ্যান পাঠ করিয়া নারায়ণের মস্তকে ঐ ফুল দিতে হইবে। তৎপরে দশোপচারে উহার পূজা করিতে হয়। এতদপাঠ্যং ও গণেশায় নমঃ, এইরূপে অর্ঘ্য, মধুপূর্ক, আচমনীয়, স্নানীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই দশোপচারে পূজা করিতে হয়। ইহাতে অশক্ত হইলে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই পঞ্চোপচারেও পূজা করা যাউতে পারে।

তৎপরে ও গণেশায় নমঃ এই মন্ত্র দশ বার জপ করিয়া—

“ও গুহ্যতি গুহ্যগোপ্তা তং গুহ্যগাম্ভঃ কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু তং সর্কং তং প্রাসাদাং সুরেশ্বর॥”
এইরূপে জপ সমাধান করিয়া এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে।
“ও দেবেন্দ্রমৌলিমল্লারমকরম্বকগারুগাঃ।

বিসং হরন্ত হেরম্বচরণাষ্মকমণবঃ॥”

তৎপরে ও শিবাদিপঞ্চদেবতাতো নমঃ, ও আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ, ও ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ, ও মন্ত্রাদি দশাবতারেভ্যো নমঃ, এই সকল দেবতা দশোপচার, পঞ্চোপচার, বা কেবল গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া সূর্য্যপূজা করিতে হইবে। ও শ্রীসূর্যায় নমঃ, এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়। ধ্যান বর্থা—

“রক্তাঙ্গাসনমশেষগুণৈকসিদ্ধং
ভাস্তং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভরবরান্ দধত্যং করাজৈ-
র্মণিক্যমৌলিমল্লারমকচিং ত্রিনেত্রম্॥”

পূজার পর সূর্য্যদেবকে পূর্বোক্ত মন্ত্রে অর্ঘ্য দিয়া প্রণাম করিতে হয়।

তৎপরে মূলপূজা অর্থাৎ নারায়ণপূজা করিতে হইবে। প্রথমে নাং নীং নুং নৈং নৌং নঃ এই মন্ত্রে করজাল ও অজ্ঞান করিয়া কুর্মুদ্রা দ্বারা একটি পুষ্প লইয়া এই মন্ত্রে নারায়ণের ধ্যান করিতে হয়। ধ্যানমন্ত্র—

“ও ধোয়ঃ সনা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসনসমিবিষ্টঃ।
কেয়ুরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কীরীট-
হারী হিরন্ময়বপুর্ষ্ তশশ্যজ্ঞঃ॥”

এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া ঐ পুষ্প মস্তকে দিয়া অশান্ত মানস-পূজা করিবে। মানসপূজার পর পুনরায় কর ও অজ্ঞান করিয়া পুনরায় ধ্যান পড়িয়া পুষ্প নারায়ণের মস্তকে দিবে। পরে নারায়ণের পূজা করিতে হয়, এতদপাঠ্যং ও নারায়ণায় নমঃ, ইদমর্ঘ্যং ও নারায়ণায় নমঃ, ইদমচমনীয়ং ও নারায়ণায় নমঃ, ইদং স্নানীয়োদকং ও নারায়ণায় নমঃ, এবঃ গন্ধঃ ও নারায়ণায় নমঃ, এতদ্ সচন্দনপুষ্পং ও নারায়ণায় নমঃ, এতদ্ সচন্দনতুলসীপত্রং ও নমস্তে বহুরূপায় বিকবে পরমাত্মনে, স্বাহা ও নারায়ণায় নমঃ, এব ধূপঃ ও নারায়ণায় নমঃ, এবঃ দীপঃ ও নারায়ণায় নমঃ, এতদ্ নৈবেদ্যং ও নারায়ণায় নমঃ।

পাঠাদি নারায়ণায় নমঃ না বলিয়া বিকবে নমঃ, বলিয়া দিলেও পূজা হইবে। তৎপরে ও নারায়ণায় নমঃ এই মন্ত্র ১০ বা ১০৮ বার জপ করিয়া গুহ্যতিমন্ত্রে জপবিসর্জন করিবে। তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে—

“ও ধোয়ঃ সনা পরিভবম্ভীষ্টদোহং
তীর্থাম্পদং শিববিরিক্ষিতুং শরণ্যম্।
ভূত্যাতিদং প্রণতপাল ভবাক্ষিপোভং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং।
তাক্কা স্তুত্বাজ সুরেন্দ্রিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্মিষ্ঠ আর্ঘ্যবচসা যদগাদরণ্যং।
মারামুগং দ্বিত্যয়পিতমধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥
ও পাণোহং পাপকর্ম্মহং পাপাক্ষা পাপসম্ভবঃ।
আহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্গপাপহরো হরিঃ।
ও নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥”

তৎপরে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পূজা করিতে হয়। ধ্যান ও প্রণাম ভিন্ন, তন্ত্রিয় সকল দেবতার পূজাই একপ্রকার। লক্ষ্মী ও সরস্বতী পূজার পর ইচ্ছানুসারে সকল দেবতারই পূজা করা যাইতে পারে। কারণে শালগ্রাম শিলার সকল দেবতারই পূজা হইয়া থাকে।

তৎপরে ও কুলদেবতারি নমঃ, ও সর্কোভ্যো দেবেভ্যো নমঃ, ও সর্কাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ, এই মন্ত্রে সকল দেব ও দেবীর উদ্দেশে পূজা করিয়া কৃতাজলি হইয়া নির্যোক্ত

মরণার্থ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর উদ্দেশে কর্দম সমর্পণ করিতে হয়। মন্ত্র—

“স্বংকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে দেব ময়া স্তুততদ্বক্ততঃ।

ত্বং সর্বং যস্মৈ সংস্কৃতং স্বং প্রযুক্তং করোম্যাহম্॥”

তৎপরে—

“ও মন্থহীনং ক্রিয়াহীনং তক্তিহীনং জনাৰ্দ্দন।

যং পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদন্ত মে ॥”

এইরূপ প্রার্থনা করিয়া নারায়ণের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া পূজা শেষ করিতে হয়।

পূজার পরে নির্মালা-ধারণ, নারায়ণ-চরণামৃত পান বিধেয়। নারায়ণকে অন্নাদি ভোগ এবং রাত্রিতে আরতি করিয়া শীতলী দিতে হয়। প্রতি দিন উক্ত নিয়মে শালগ্রাম শিলার পূজা করিতে হয়।

শালগ্রাম-পূজামাহাত্ম্য।

শালগ্রাম পূজা করিলে মাধব প্রীত হন। তাহার ফলে কোটি যজ্ঞ সমাপন বা কোটি গোদান ফল লাভ হইয়া কোটি পাপ বিনাশ হয়। এমন কি, শালগ্রামমূর্তি স্নেহণ, তন্ময় কীৰ্ত্তন বা দর্শন করিলেও পাপমুক্তি হয়। সৰ্ব্বদা যে ব্যক্তি শালগ্রাম পূজা, স্পর্শ ও দর্শন করে, সাংখ্যযোগ ব্যতীতও সে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। এক মাত্র শালগ্রামেই বিশ্ব জগৎ বিদ্যমান।

চক্রবিবেকে লিখিত আছে, বাহার বিধিবৎ মন্থরীকাদি কিছুই হয় নাই, তাহাদেরও শালগ্রামশিলাপূজার অপরাধ নাই। শালগ্রামপূজার মন্ত্র, ধ্যান, জপ বা ভাবনার আবশ্যক করে না। কেবল “নমো নারায়ণায়” মন্ত্রে সচন্দন গুল্প ও তুলসীদানে পূজা হইয়া থাকে। উক্ত গ্রন্থে আরও লিখিত আছে যে, অশুভ স্নেহু দেশেও যদি চক্রচিহ্নাঙ্কিত শিলা থাকে, তাহা হইলে তাহার তিন বোজন ব্যাপ্তহান হরিকেশ বালিয়া জানিবে। সেখানে জ্বর, দাহ, বিষ, বর্ষি ও চোর ভয় নাই, মোট কথায় সেখানে শ্রীহরি নিরন্তর বিদ্যমান থাকে। শিবার্চনচন্দ্রিকায় বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি গৃহে শালগ্রাম শিলা স্থাপিত হয়, তাহার জীবন সফল এবং তাহার গৃহে গয়া গঙ্গা পুষ্করাদি তীর্থ সৰ্বা বিরাজিত। যথা—

“তিষ্ঠন্তি নিত্যং শিতরো মন্থষ্যাতীর্থানি গঙ্গাগয়া-পুষ্করাণি।

যজ্ঞাশ্চ মেধাহপি পুণ্যৈশলাশ্চক্রাঙ্কিতা যন্ত বসন্তি গেহে ॥”

শালগ্রাম শিলার সম্মুখে শ্রাদ্ধ, হোম, দান প্রভৃতি কার্য্য-সুষ্ঠান সুপ্রশস্ত। এই কারণে সকল কৃত্যই শালগ্রাম শিলা সম্মুখে সমাহিত হইয়া থাকে *। এমন কি, শালগ্রাম

শিলা সম্মুখে দেহত্যাগ করিলে প্রেতাত্মা বিজুলোকে গমন করেন †।

পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি শালগ্রাম-শিলার গোবিন্দের অর্চনা করেন, দান যজ্ঞাদি বিনা তাহার মুক্তি লাভ হয়। তাহাকে কখন গর্ভবাঙ্গাদি ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। কলিতে যে ব্যক্তি বিবিধ নৈবেদ্য, পুষ্প, ধূপ, দীপ, চন্দন এবং গীতবাঙ্গাদি স্তোত্রদ্বারা শালগ্রাম শিলা অর্চনা করেন, তিনি কল্প-কোটি সহস্র বৈকুণ্ঠধামে শ্রীহরির সম্মুখে বাস করিতে সমর্থ হন। তক্তিভাববদ্ধিত হইয়া কামাসক্ত চিত্তেও পূজা করিলে পাপ-নাশ ও মুক্তি ঘটে।

একাধারে ছইটী শালগ্রাম পূজা করিতে নাই। পূজা করিলে গৃহী ব্যক্তি কষ্ট পায়, কিন্তু পদ্মপুরাণে আমরা উহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই—

“শালগ্রামযুগাং পূজ্যা” যুগ্মেণু ভিতরং নহি।

অযুগ্মা নৈব পূজ্যন্তে বিবসেধেক এব হি ॥” (পদ্মপুরাণ)

আবার বরাহপুরাণেও শালগ্রামের পূজার নিষেধ এবং সচক্রক তত্ত্ব শিলার পূজা বিধিবিধি বালিয়া উক্ত হইয়াছে; যথা—

“গৃহে শিবদ্বয়ং নার্ক্যং শালগ্রামদ্বয়ত্বা।

যে চক্রে দ্বারকায়া নার্ক্যং সূর্য্যদ্বয়ং তথা ॥

শক্তিদ্বয়ং তথা নার্ক্যং গণেশদ্বয়মেব চ।

যৌ শম্বৌ নার্ক্যেরৈকেব তত্ত্বা চ প্রতিমাং তথা ॥ * * * *

এতাসাং পূজনাস্মিতাং ন স্তুতং প্রাপ্নুয়াদ্ গৃহী।

শালগ্রামশিলা ভগ্না পূজনীয়া সচক্রকা ॥” (বরাহপুরাণ)

এমন কি, পদ্মপুরাণে দ্বাদশ ও শত সংখ্যক শালগ্রাম শিলা-পূজার বিধি দৃষ্ট হয়। দ্বাদশ করে স্বর্ণপঙ্কজ দ্বারা দ্বাদশ কোটি লিঙ্গপূজা করিলে যে ফল পাওয়া যায়, দ্বাদশ শালগ্রাম পূজার একদিনে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।

“শিলা দ্বাদশ ভো বৈশ্র শালগ্রামসমুত্তবাঃ।

বিধিঃ পূজিতো বেন তত্ত্ব পুণ্যং বদামি তে ॥

কোটিদ্বাদশলিঙ্গাশ্চ পূজিতৈঃ স্বর্ণপঙ্কজৈঃ।

বৎ ত্রাৎ দ্বাদশকল্পৈস্ত দিনেনৈকেন তত্ত্ববেৎ ॥

যঃ পুনঃ পুজয়েত্তজ্জা শালগ্রাম-শিলা শতম্।

উষিত্বা স হরেলোকে চক্রবর্তীহ জায়তে ॥” (পদ্মপুরাণ)

শালগ্রাম শিলার স্বয়ম্ভুত আরোপিত হওয়ার উহা নিত্য দেবতা বলিয়া গ্রাহ্য। এই কারণে অজ্ঞাত দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জ্ঞায় এই শিলার প্রতিষ্ঠা করিতে নাই।

* “চক্রাঙ্কিতস্ত সান্নিধ্যে স্বং কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে নরৈঃ।

স্নানং দানং ভোগো হোমঃ সর্বং তদকরং তবেৎ ॥” (চক্রবিবেক)

† “শালগ্রামশিলা যজ্ঞ তজ্জ সন্নিহিতো হরিঃ।

তৎসন্নিধৌ ভাস্তব্ধ আশান্ বিজুলোকে মরীয়েত ॥”

“শালগ্রামশিলায় প্রতিক্রিয়ায় বিভক্তে ।

বহুপূজ্য কৃত্যাদৌ পূজয়েত্তাং ততো বৃঃ ॥” (বৃহৎপুরণ)

পূজাকালে শালগ্রাম শিলার আবাহন বা বিসর্জন করিবে না । যেহেতু উহাতে শ্রীহরি নিত্য বিরাজিত আছেন ।

“শালগ্রামে স্থাবরে বাবাহনং ন বিসর্জনম্ ।

শালগ্রাম-শিলাদৌ যন্নিত্যং সন্নিহিতে হরিঃ ॥”

(বৃহত্তন্ত্রসারে রামানন্দতীর্থ স্বামিধ্বত রাঘবভট্ট)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত হইয়াছে যে, শালগ্রাম শিলায় সোম শব্দ প্রকৃতি সকল দেবতাই অর্জনীয় । পূজাকালে শালগ্রাম শিলাতে সেই সেই দেবতা জ্ঞান করিয়া অর্চনা করিতে হয় ।

রৌদ্রময় স্থানে, রক্তনালয়ে, স্তম্ভিকাগৃহে, দংশ, মশক ও মক্ষিকা দি বহুল স্থানে, পুরাতন গৃহে ও বর্ষাকালে শালগ্রাম স্থাপনা করিতে নাই । সকল প্রকার উপদ্রববর্জিত নুতনাগারে শালগ্রামশিলা রাখাই বিধেয় ।

“ন রৌদ্রদেশে বিগ্রেহে সধুমে রক্তনালয়ে ।

ন স্তম্ভিকাগৃহে চৈব স্থাপয়েৎ কমলাপতিম্ ॥

নিঝেদে নুতনাগারে সর্বোপদ্রববর্জিতে ।

স্থাপয়েৎ পুণ্ডরীকাসং ভগবন্তং জনাঙ্গিনম্ ॥

দংশৈশ্চ মশকৈশ্চৈব প্রাকীরণে মক্ষিকাদিভিঃ ।

হরিং পুরাতনাগারে স্থাপয়েৎ হি ভক্তিমান্ ॥

সকলমে পতঙ্গািরিগলভিত্তৌ গৃহে তথা ।

হরিং ন স্থাপয়েৎ প্রাক্ত বর্ষাত্ পরমেশ্বরম্ ॥”

(ক্রিয়াযোগসার ১২ অধ্যায়)

শালগ্রাম-শিলার নৈবেদ্য তক্ষণ প্রশস্ত ও পুণ্যপ্রদ । জী, ষালক ও শূদ্রকে শালগ্রামশিলা স্পর্শ করিতে নাই । দৈবাৎ যদি তাহার ভ্রমক্রমে নারায়ণশিলা স্পর্শ করে, তাহা হইলে পঞ্চ-গব্য, পঞ্চামৃত প্রভৃতি দ্বারা নারায়ণের অভিব্যক্ত ও পূজা করিতে হয় ।

প্রবাদ আছে, লক্ষ শালগ্রাম শিলা যেখানে থাকে, তাহা রক্তবেণী নামে প্রসিদ্ধ । পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব যে পীঠের উপর স্থাপিত আছেন, তাহা রক্তবেণী নামে আখ্যাত । সচক্ষ লক্ষ শিলা লইয়া অনেক ভক্তিমান ব্যক্তি রক্তবেণী প্রস্তুত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রায় সকলেই বার্থমনোরথ হইয়াছেন ।

শিলাখণ্ডে শিবলিঙ্গ ও শালগ্রাম শিলার নারায়ণের পূজা আমাদের দেশে যেরূপ এক সময়ে প্রচলিত ছিল, হুদ্রুরুরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও পলিনেসিয়া, নিউ হিব্রাইডিস্ প্রভৃতি দেশ বাসীর মধ্যেও ঐরূপ শিলাখণ্ডে দেবত্ব আরোপ করিয়া পরমপিতা পরমেশ্বরের পূজা প্রচলিত দেখা যায় । কোন কোন স্থানের

শিলাগুলি শালগ্রাম-শিলার দ্বায় মন্থণ গাছ ও ক্ষুদ্রাকার, কোথাও অসমান, মধ্যাকার, কোথাও বা অণ্ডাকার দৃষ্ট হয় । তত্ত্বক্ষেপ-বাসীরা ঐ সকল শিলা আভি ভক্তি সহকারেই অভিপ্রায়ানুরূপ সাজাইয়া পূজা করিয়া থাকে, তত্ত্বক্ষেপের জন সাধারণের বিশ্বাস ও ভক্তি অমুসায়ে শিলাচর্চনার শুভ ফল ঘটে ।

শালগ্রামগিরি (পুং) শালগ্রামস্ত গিরিঃ । শালগ্রামোৎপাদক পর্বত । এই পর্বতে শালগ্রামশিলা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই জন্য ইহাকে শালগ্রামগিরি কহে । বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, বরাহদেব বলিয়াছিলেন, শালগ্রাম পর্বতে দেব হর আমার সহিত সংযুক্ত হইয়া শিলারূপে অবস্থান করিতেছেন এবং আমিও সেই স্থানে পর্বতরূপে অবস্থিত আছি । অতএব ঐ স্থানের সমস্ত শিলাই আমার স্বরূপ জানিতে হইবে । অতএব এই স্থানে চক্রাচকারি কোন আবশ্যক নাই । সংল শিলাই যত্পূর্বক পূজা করিতে হইবে ।

“কথয়িষ্যামি তে শুভং শালগ্রামমিতি শ্রুতম্ ।

তস্মিন্ ক্ষেত্রে হরৌ দেবৌ মৎস্বরূপেণ সংযুতঃ ॥

শালগ্রামে গিরৌ তস্মিন্ শিলারূপেণ তিষ্ঠতি ।

অহং তিষ্ঠামি তত্রৈব গিরিরূপেণ নিত্যদা ॥

তস্মিন্ শিলাঃ সমগ্রাত্ মৎস্বরূপা ন সংশয়ঃ ।

পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন কিং পুনশ্চক্রলাহিতাঃ ॥” ইত্যাদি ।

(বরাহপু সৌমেশ্বরাদি লিঙ্গমহিমাধায়) [শালগ্রামশব্দ দেখ ।]

শালঙ্কটাক্ষট (পুং) শূলকেশী শালঙ্কস । বিদ্রাংকেশির ভাষ্যা শালঙ্কটাক্ষটার গর্ভে ইহার জন্ম হয় । (বামনপুং)

শালঙ্কায়ন (পুং) শলঙ্কস্তাপত্য শলঙ্ক (নড়াতিভাঃ ফক্ ।

পা ৪।১।৯৯) ইতি ফক্ । মুনিবিশেষ । শলঙ্কের গোত্রাপত্য ।

২ নন্দী । (মেদিনী)

শালঙ্কায়নক (পুং) শালঙ্কায়নান্য বিষয়ো দেশঃ । (রাজত্না-

দিত্যো বুঞ্ । পা ৪।২।৫০) ইতি বুঞ্ । শালঙ্কায়ন মুনি-

দিগের অবস্থিত দেশ । স্বার্থে কন্ । ২ শালঙ্কায়ন ।

শালঙ্কায়নজা (জী) সত্যবতী, বাসের মাতা ।

শালঙ্কায়নজীবসু (জী) সত্যবতী, বাসের মাতা ।

“বাসস্তাষা সত্যবতী বাসবী গন্ধকালিকা ।

যোজনগন্ধা দাসেরী শালঙ্কায়নজীবসু ॥” (হেম)

শালঙ্কায়নি (পুং) গোত্রপ্রবর্তক ঋষিভেদ । শালঙ্কায়নের গোত্রাপত্য ।

শালঙ্কায়নি (পুং) শালঙ্কায়ন প্রবর্তিত শাখাযুক্ত শিখা ।

শালঙ্কি (পুং) মুনিভেদ, পাণিনি মুনি ।

“বশিষ্ঠোহরুচীনাথো মৈত্রাঘরুণিরিতপি ।

শালঙ্কুরীঃ শালঙ্কির্দাক্ষীপুত্রস্ত পাণিনিঃ ॥” (জটধর)

শালক (পুং) শালাক্ষারূপে অন-ড। শাল রং, শালমাছ।
(শলরক্তা°)

শালক্লয় (স্ত্রী) শাল ও পীতশাল, শাল ও শিরাশাল।

শালন (স্ত্রী) ১ হরিতক, চলিত শাকসজি। (বাউট) (পুং)
২ সছাত্রিকণিত রাজভেদ। (সহ্য° ৩১।২৬)

শালনদী, বঙ্গাঙ্গার উড়িষ্যা বিভাগে প্রবাহিত একটা নদী।
সমুদ্রতল রাজ্যের বেয়াসনি পর্বতের দক্ষিণতল প্রদেশ হইতে
উৎপন্ন হইয়াছে। শালননের মধ্য দিয়া প্রবাহিত বলিয়া ইহা
শাল নদী বা শালকী নামে আখ্যাত। অতঃপর ইহা নানারূপ
বক্রগতিতে আসিয়া ধর্মগ্রাহী নদীর মোহানার নিকটে সম্মিলিত
হইয়াছে।

শালনির্ধাস (পুং) রাল, চলিত খুনা; শাল গাছের আটা।
২ সজবৃক্ষ। (রাজনি°)

শালপত্রসমপত্রী (স্ত্রী) শালপত্রী। (পর্যায়মুক্তা°)

শালপর্ণিকা (স্ত্রী) ১ খুনা। ২ একালী। (বৈজ্ঞানিক°)

শালপর্ণী (স্ত্রী) শালত পর্ণবৎ পর্ণমত্যাঃ ভীষু। (Desmo-
dium Gangeticum) বনামখাত ক্ষুপবৃক্ষ বিশেষ, চলিত
শালপাণি। পর্যায়—সুন্দলা, সুপত্রী, স্থিরা, সৌম্যা, কুম্বা, শুধা,
ক্রবা, বিদারিগন্ধা, অণ্ডমতী, সুপর্ণিকা, দীর্ঘমূল, দীর্ঘপত্রিকা,
বাতমী, পীতিনী, তরী, সুধা, সর্গাস্থকারিণী, শোকরী,
সুভগা, দেবী, নিশ্চলা, ত্রীধিপর্ণিকা, সুম্বা, সুপা, শুভ-
পত্রিকা, সুপত্রী, শালিপত্রী, শালিদলা। (রাজনি°) বিদারী,
শালপণী। (অমরটীকা ভরত) ইহার গুণ—গ্রাহক, কফ ও
পিত্তনাশক, গুরু, উষ্ণ, বাতদোষ, বিষমজ্বর, মেহ, অর্শ, শোফ
ও সন্তাপনাশক। (রাজনি°)

শালপর্ণ্যাং (পুং) বৈজ্ঞানিক শালপর্ণী প্রভৃতি দ্রব্য।
যথা—শালপণী, সুপর্ণী (চাকুলে), বেড়োলা ও বেগুণ্ড, ইহা
এই জরিটা দ্রব্যের নাম শালপর্ণ্যাং। (চক্রদত্ত) পিত্ত, স্নেহ
ও অতিসার রোগে এই পাচন উপকারী।

“শালপর্ণীষল্যবিধেঃ সুপর্ণ্যাং চ সাধিতা।

দাড়িম্না হিতা পেরা পিত্তস্নেহাতিসারিণাম্ ॥” (চক্রদত্ত)

শালপুষ্ণ (স্ত্রী) শালফুল।

শালপুষ্ণভজিকা (স্ত্রী) জীড়াভজাবিশেষ।

শালভজিকা (স্ত্রী) শালেন ভজ্যতে নিম্নীরতে ইতি ভনজ
(কুন্ শিরিগঞ্জের পুর্নভাপি উপ ২। ৩২) ইতি কুন্,
টাপি ভত ইত্য। কাঠাদি নির্মিত পুজিকা। কাঠের পুতুল।

“অলোককৌতুকলোলহকুলবনোচ্ছলম্।

বস্তার বকুলভজো জর ত্রিশালভজিকাম্ ॥”

(রাজতরঙ্গিনী ২। ৬৬)

২ বেড়া। (জটাম্বর) ৩ জীড়াবিশেষ।

শালভজী (স্ত্রী) কাঠাদি নির্মিত পুজিকা, কাঠের পুতুল।

শালময় (সি) শাল-ময়ট। শালবিকার, শালময়রূপ।

শালমর্কট(ক) (পুং) দাড়িমবৃক্ষ। (বৈজ্ঞানিক°)

শালরস (পুং) শালত রসঃ। সর্ষ্পরস, রাল, চলিত খুনা।

শালব (পুং) লোত্র। (শলরক্তা°)

শালবদন (পুং) অস্ত্রভেদ। ইহার পাঠান্তর কালবদন ও
খৃগালবদন যেখানে পাওয়া যায়।

শালবদ্রী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবার জেলার অন্তর্গত একটা
নগর। ধারবাড় হইতে ১৬ ক্রোশ পূর্কোত্তরে অবস্থিত।

শালবন্দী, মধ্যপ্রদেশের বেয়ার রাজ্যের অন্তর্গত একটা শৈল।
ইহার কতকাংশ ইলিচপুর জেলার এবং কতকাংশ বেতুল জেলার
পড়িয়াছে। পর্বতগাত্রে মাক নদীতীরে শালবন্দী নামক গ্রাম।
অক্ষা° ২১° ২৬' উ° এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৫০' পূঃ। এখানে একটা
শীতল জলের ও একটা উষ্ণ জলের প্রস্রবণ আছে। স্থানীয়
কিংবদন্তী, এই স্থানে মহর্ষি বাসীকির আশ্রম ছিল ও এই
খানেই লবকুশের জন্ম হয়।

শালবাই, গোয়ালিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত একটা গড়গ্রাম।
ইংরাজের সাহিত মরাঠাদিগের সন্ধির জন্য প্রসিদ্ধ।

[শালবাই দেখ।]

শালবানক (পুং) তরামক দেশবাসী জাতিবিশেষ। (বিষ্ণু°)

শালবাহ, একজন প্রাচীন কবি।

শালবাহন, বাঘেল বংশীয় একজন রাজা।

শালবেষ্ট (পুং) শালত বেষ্টে নির্ধ্যাসঃ। শালনির্ধাস,
খুনা। (ত্রিকা°)

শালবান, দক্ষিণ-ব্রহ্মের তানাসারিমবিভাগের অন্তর্গত ইংরাজাধি-
কৃত একটা জেলা। ইহা শালবান পার্বত্য প্রদেশ নামে খ্যাত।
পূর্বে যখন উত্তরব্রহ্ম ইংরাজরাজের রাজ্যসীমাত্তক হয় নাই,
তখন ইহা উত্তরে ব্রহ্ম সীমান্ত হইতে দক্ষিণে শালবিন্ নদী পর্যন্ত
বিস্তৃত ছিল। ইহার পূর্বসীমায় শালবান নদী ও পশ্চিমে পোল-
দৌর পর্বতমালা বিস্তারিত। সমগ্র ব্রহ্মরাজ্য ইংরাজাধিকারে
আসবার পর এই জেলার অনেক পরিবর্তন ঘটয়াছে। শালবিন্,
বালিন ও যুন্-আ-লিন নামে তিনটা নদী এই পার্বত্য অধিত্যকা
ভূমি বিধৌত করিয়া প্রবাহিত। শেষোক্ত নদীকূলে জেলার
সদর পা পুন নগরী অবস্থিত।

[এই নদী ও জেলার বিস্তৃত বিবরণ শালবিন্ খণ্ডে দ্রষ্টব্য।]

শালবেত (শিরাগবেত), বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিরাবাড়
বিভাগের সমুদ্রোপকূলের ২ মাইল অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ।
মোবা অন্তর্দ্বীপ হইতে ১৭ মাইল এবং জাকরাবাদ হইতে ৮ মাইল

উত্তরপূর্বে অবস্থিত। এই দ্বীপটী লম্বে ৩ পোয়া ও প্রস্থে ১ পোয়া দীর্ঘ এবং জাক্‌রাবান নামক জায়গার শালনভুক্ত। ইহার দক্ষিণে ও উত্তরপশ্চিমে দুর্গবাটিকার দ্বারা প্রাচীরাদির চিহ্ন অত্যাশি দৃষ্টি-গোচর হয়। তদুপরে বোধ হয়, পশ্চিম ভারতের বিখ্যাত জল-দহাগণ এক সময়ে এই স্থানে দুর্গ নির্মাণ করিয়া আশ্রয়কার উপায় নির্ধারণ করিয়াছিল। অধিক সম্ভব, পর্তুগীজগণ দীউ নগর অধিকারের পর, শালবেত অধিকারপূর্বক উত্তর দিকে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা পায়; পরে ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে বসই নগরের অঃপতনের সঙ্গে পর্তুগীজগণের উত্তরাংশের প্রভাব থকা হইয়া পড়ে এবং তাহার ঐ সময়ে শালবেত পরি-ভাগ করিয়া দীউ রক্ষার্থ বহুশীল হয়।

শালশাইবাবলা (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

শালসার (পুং) শাগত সারঃ। ১ ক্রম। ২ হিঙ্গু। (বিষ)

শালসারাদিঃ (পুং) বৈজ্ঞানিক শালাদি দ্রব্যগণ। এই গণ যথা—শাল ও পেয়াশাল, দুই প্রকার করজ, খদির এবং হুত প্রকার চন্দন, বাটি, অর্জুন, ভূজ, লোদ্রযুগ্ম অর্থাৎ খেত ও রক্তবর্ণ লোধ, শিরীষ, অশুর, কাণীয়, পুগ, পুতিক (গন্ধ-ভাঙ্গলি) ও কর্কট এই সকল দ্রব্য লইয়া শালসারাদিগণ। এই গণ—মেঘাদোবিশাক।

“শালযুগ্ম করজো ঘৌ খদিরচন্দনদ্বয়ম্।

গর্দগাণ্ডোহর্জুনো ভূজো লোদ্রযুগ্মদ্রব্যম্ ॥

শিরীষাশুরকাণীয়পুগপুতিকককটঃ।

শালসারাদিরপোষ গণঃ শ্লেষ্মগদাপহঃ ॥” (সারকৌমুদী)

শালসেট, বোম্বাই নগরের উত্তরস্থ একটা দ্বীপ। বোম্বাই প্রোসিডেন্সীর থানা জেলার উপবিভাগরূপে পরিগণিত। ভূ-পরিমাপ ২৪১ বর্গ মাইল। এখানে অনেক গুলি শুভামন্দির, চৈত্য ও বৌদ্ধ বিহারের নিদর্শন পাওয়া যায়। [শালসেট দেখ।]

শালা (স্ত্রী) শো (বাহুলকাৎ শুভে রূপ কালন্। উণ্ ১।১১৭) ইতি উজ্জলদন্তোক্ত্যা কালন্। ১ গৃহ। (অমর) ২ বৃক্ষের ক্ষুদ্রশাখা। ৩ গৃহৈকবেশ, গৃহের একদেশ। (মেদিনী) (দেশজ) ৪ শালক, পত্রীয় ভ্রাতা।

শালাক (পুং) অধিভেদ। (শতপথব্রা° ৩৮২।১৯)

শালাকান্দ্রেয় (পুং) শালকান্দ্র (শ্রুতিদ্রব্যাক্ষ। পা ৪।১।২২০) ইতি অপত্যার্থে চক্। শলকান্দ্র গোত্রাপত্য।

শালাকিন্ (পুং) ১ অস্ত্রবৈজ্ঞ। অস্ত্রচিকৎসক। ২ নাপিত। কেহ কেহ শেলধারীও অর্থ করিয়া থাকেন।

শালাক্য (পুং) শলাক্য (কুর্মাভিহিত্যে গ্যঃ। পা ৪।১।১৫১) ইতি অপত্যার্থে গ্য। শলাকার গোত্রাপত্য। (পাণিনি) (স্ত্রী) ২ আয়ুর্কেন্দ্রক অষ্টবিধ তন্ত্রের মধ্যে অষ্টতম তন্ত্র। যে

তন্ত্রে জরুর উচ্চভাগস্থ অংশসমূহের অর্থাৎ কর্ণ, চক্ষু, নাসা, জিহ্বা, ওষ্ঠাধর, মুখগহ্বর প্রভৃতির পীড়ার বিবরণ, ও তাহার প্রশমিত করিবার উপায় বর্ণিত আছে, তাহাকে শালাক্য তন্ত্র কহে।

“শিরোরোগা নেত্ররোগাঃ কর্ণরোগা বিশেষতঃ।

ক্রমশ্চকর্মমস্তাহ বে রোগাঃ সন্তবান্তি ॥

তেষাং প্রতীকারকর্ম নাসাবস্ত্যজ্ঞানানি চ।

অভাসমুখগুহক্লিষ্টা শালাক্যানামকাঃ ॥” (বৈজ্ঞকসংহিতা ২৭)

শালাক্য (পুং) ঋষি বিশেষ। (আখ° শ্রৌ° ১২।১৪৬)

শালাক্যি (পুং) শালাক্যি ঋষি, গৃহের আশ্রয় (আখ° শ্রৌ° ১২।৫)

শালাক্যী (স্ত্রী) পুতলিকা, পুতুল। (শব্দরত্না°)

শালাক্যার (পুং) ১ কর্মকার, শালাক্যি, কামারশালের আশ্রয়।

২ শাল কাঠের অঙ্গার।

শালাজ (দেশজ) শ্যালকের পত্নী।

শালাজির (পুং) শরাব, চলিত শরা। (হেম)

শালাজি (স্ত্রী) শাকভেদ, চলিত শালিকি শাক। (শব্দরত্না°)

শালাতুরীয় (পুং) মুনভেদ, পাণিনি মুনর নামান্তর।

শালাত্ব (স্ত্রী) শালা ভাবে ত্ব। ১ শালার ভাব বা ধর্ম।

শালাথল (পুং) শলাথল ঋষির গোত্রাপত্য।

শালাথলেয় (পুং) শালাথল শুভ্রাদিহাৎ অপত্যার্থে ঠক্।

শালাথলের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।২২৩)

শালাদ্বার (স্ত্রী) শালাদ্বার দ্বারঃ। গৃহের দ্বার।

শালাদ্বার্য (ত্রি) গৃহের দ্বার সঞ্চালক।

শালানী (স্ত্রী) বিদারী। (শব্দরত্না°)

শালাপাত (পুং) শালাদ্বার পতিঃ। গৃহপতি।

শালামকটক (স্ত্রী) ১ চাগক্যমূল। (রাঘনি°) ২ বাল-মূলক। (ভাবপ্র°)

শালামুখ (পুং) ধান্য বিশেষ, কৃষ্ণশুক, তত্তুলীকৃত ত্রীংধাত

“শালামুখঃ কৃষ্ণশুকঃ কৃষ্ণতুল্য উচ্যতে।” (ভাবপ্র°)

শালামুখ্য (ত্রি) ১ শালামুখসম্বন্ধীয়। ২ গৃহের দ্বার সঞ্চালক

(আখ°)। (শাংখ্য° শ্রৌ° ৫।১৬)

শালামুগ (পুং) শালাদ্বার মুগঃ। শূণাল। (হারা°)

শালাদ্বার (স্ত্রী) শালাদ্বার অচ্ছতীতি ঋ-অণ্। ১ হস্তিনখ। ২ সোপান। ৩ শাকপত্র। (মেদিনী)

শালালুক (ত্রি) শলালু (পণ্যমন্ত শালালুনোহস্ততরজাং পা ৪।৪।৫) ইতি ঠন্। শলালু বাহার পণ্য, শলালুবিক্রেতা।

শুগন্ধি দ্রব্য বিশেষকে শলালু কহে।

শালাবৎ (পুং) ঋষি বিশেষ। দ্বিবিঃ ভীষ্ম। বিশ্বামিত্রের কণ্ড। (হরিকণ্ঠ)

শালাবত (পুং) শলাবতের গোত্রাপত্য।

শালাবত্য (পুং) শলাবতের গোত্রাপত্য। ২ শালাবত দেশের রাজা।

শালাবুক (পুং) শালায়াং গৃহে শাখায়াং বা বৃক ইব।
১ বানর। ২ কুকুর। ৩ শৃগাল। এসহজাতীয় শৃগাল বিশেষ,
কেউ। (অমর) ৪ শৃগ। (শব্দরত্না) ৫ বিভাল। (রাজনিং)

শালাবুলি (পুং) শালবুলবাসী রমনী।

শালি (পুং স্ত্রী) শৃগাভীতি শৃ-বাহুলকাৎ ইঞ, রক্ত লঙ্ঘ।
কলমাদি ধাতু, বটিকাদি ধাতু, হৈমন্তিক ধাতু। চলিত আমন
ধান। দেশভেদে ইহার নানা প্রকার ভেদ আছে। বৈভক্তে
ইহার নাম ও লক্ষণাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

“শালিধাতুং ব্রীহিধাতুং শূকধাতুং তৃতীয়কম্।

শিবীধাতুং ক্ষুদ্রধাতুমিত্যুক্তং ধাতুপঞ্চকম্।

কণ্ডনেন বিনা শুক্লা হৈমন্তাঃ শালয়ঃ স্মৃতাঃ।” (ভাবপ্র°)

শালিধাতু, ব্রীহিধাতু, শূকধাতু, শিবীধাতু ও ক্ষুদ্রধাতু
এই পাঁচ প্রকার ধাতু। এই সকল ধাতুর মধ্যে যে সকল
ধাতু হেমন্তকালে উৎপন্ন এবং কণ্ডন অর্থাৎ ছাটন ব্যতীত
শেতবর্ণ হয়, তাহাকে শালিধাতু কহে। এই শালিধাতু
যথা—রক্তশালি, কলম, পাণ্ডুক, শকুনাহত, স্নগন্ধক, কর্দমক,
মহাশালি, দুষক, পুষ্পাণ্ডক, মহিবমন্তক, দীর্ঘশুক, কাঞ্চনক,
হায়ন ও লোম্পাপুষ্প প্রভৃতি। দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন
প্রকারের শালিধাতু আছে।

ইহার সংস্কৃত পর্যায়—মধুর, রুচা, ব্রীহিশ্রেষ্ঠ, নৃপশ্রিয়,
ধাত্তিকম, কেদার, স্নগ্ধমারক। কোন কোন পুস্তকে মধুর স্থানে
কলম পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। গুণ—মধুর, কষায়রস, স্নিগ্ধ,
বলকারক, মলকারক ও মলের অন্নতাকারক। লঘুপাক, রুচি-
কারক, স্নগ্ধপ্রসাদক, শুক্রবর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক, জৈবৎ
বায়ু ও ককবর্দ্ধক, শীতবীৰ্য্য, পিত্তনাশক এবং মূত্রবর্দ্ধক।

স্থানবিশেষে উৎপন্ন শালিধাতুর গুণও ভিন্ন প্রকার
হইয়া থাকে। দ্রষ্টব্যমিজাত শালি—কষায়রস, লঘুপাক, মলমূত্র-
নাঃসারক, রুক্ষ এবং কফনাশক।

ক্ষেত্রকর্ষণ করিয়া ধাতু বপন করিলে যে ধাতু উৎপন্ন
হয়, তাহা বায়ু ও পিত্তনাশক, শুষ্ক, কক ও শুক্রবর্দ্ধক, কষায়-
রস, মলের অন্নতাকারক, মেধাজনক এবং বলবর্দ্ধক। অকুণ্ঠ
ভূমিতে স্বভাবতঃ আপনা আপনি যে ধাতু উৎপন্ন হয়,
তাহা জৈবৎ তিক্ত সংযুক্ত, মধুর, কষায় রস, পিত্তর, কফ-
নাশক, বায়ু ও অগ্নিবর্দ্ধক এবং কটু ও বিপাক।

বাণিতশালি—যে শালিধাতু একবার উৎপাদন করিয়া
পুনরায় বপন করা যায়, তাহাকে বাণিতশালি কহে।

এই ধাতু মধুর, কষায়রস, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, পিত্তর, কফ-
বর্দ্ধক, মলের অন্নতাকারক, শুষ্ক এবং শীতবীৰ্য্য।

অবাণিত শালি বাণিত অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীন গুণযুক্ত।
রোপিতশালি—বোনাশালি উৎপাদন করিয়া রোপণ করিলে
যে ধান হয়, তাহাকে রোপিতশালি কহে। ইহা নূতন
অবস্থায় শুক্রবর্দ্ধক এবং পুরাতন হইলে লঘু। অতিরো-
প্যাশালি—রোপ্যাশালিকে উৎপাদন করিয়া বপন করিলে যে
ধান হয়, তাহাকে অতিরোপ্যাশালি কহে। ইহা রোপ্যাশালি
অপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত ও লঘুপাক।

ছিন্নকটাশালি—শীতবীৰ্য্য, রুক্ষ, বলকারক, কফনাশক,
মলরোধক, জৈবৎ তিক্তসংযুক্ত, কষায় রস এবং লঘু। শালি
ধাতুসমূহের মধ্যে রক্তশালি সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই ধাতু
বলকারক, ত্রিদোষনাশক, চক্ষু-হিতকর, মূত্রবর্দ্ধক, স্নগ্ধপ্রসাদক,
শুক্রবর্দ্ধক, অগ্নিকারক, পুষ্টিজনক, পিপাসা, জ্বর, ব্রণ, শ্বাস,
কাস ও হৃদনাশক। মহাশালি প্রভৃতি রক্তশালি অপেক্ষা অন্ন
গুণযুক্ত। (ভাবপ্রকাশ)

বাভট মতে—শালিধাতুর ভিন্ন ভিন্ন নাম—শালি, মহাশালি,
কলম, তুর্ণক, শকুনাহত, সারামুখ, দীর্ঘশুক, রোধশুক, স্নগন্ধক,
পতঙ্গ ও তপনীয় এই সকল শালি নির্দোষ। গুণ—স্নিগ্ধ, বলকর,
কষায়, লঘু, পথ্য, শীতল ও মূত্রবর্দ্ধক। (বাভট সূত্রহা° ৬ অ°)
সুশ্রুতমতে নাম—শালি, কলম, স্নগন্ধক, শকুনাহত, মহাশালি,
শীতভীষক, রোধপুষ্পক, মহিবমন্তক, কর্দমক, পাণ্ডুক,
মহাদূষক, পুষ্পাণ্ডক, পুণ্ডরীক, কাঞ্চনক, দীর্ঘশুক, হায়নক,
দুষক, মহাদূষক। (সুশ্রুত সূত্রহা° ৪৬ অ°) রাজনির্ঘণ্ট মতে
শালি ধাতু দশ প্রকার।

“রাজনির্ঘণ্টকমিত্ততররকমুণ্ড-

মুলাগ্রগন্ধনিরাপাদিকশালিসংজ্ঞাঃ।

ব্রীহিস্তখেতি দণ্ডা ভূবি শালরস্ম-

স্তেবাং ক্রমেণ গুণনামময়ং ব্রবীমি॥” (রাজনিং)

[ধাতু শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

২ গন্ধমৃগ, চলিত গন্ধগোকুল। (ত্রিকা°) ৩ কৃষ্ণজীরক।
(রাজনিং) ৪ রসালেক্ষু, অতিশয় রসযুক্ত ইক্ষু। (বৈয়াকনিং)
৫ পক্ষী। (উণ. ৪।১২৭ উজ্জল)

শালি (দেশজ) স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ, পত্নীর ভগিনী।

শালিআনা (পারসী) বাৎসরিক, যথা শালিআনা খাজনা, এক
বৎসরে যে খাজনা দিতে হয়।

শালিক (দেশজ) পক্ষিবিশেষ, শালিক পাখী, শুক পক্ষী।

শালিক (পুং) স্বনামপ্রসিদ্ধ ক্ষুদ্রকার পক্ষিবিশেষ Turdus
salica। শালিক, গাজ-শালিক ও গুয়ে-শালিক নামে

ইহাদের শ্রেণীবিভাগ আছে। শালিকগুলি দেখিতে হরিদ্রাভ কণিষবর্ণ, পদ্মবর্ণ হরিদ্রাবর্ণ এবং কাণের পাৰ্শ্বে হরিদ্রাবর্ণের রোম-
রেখা আছে। শুভে শালিকের রক্ত সাধা ও কাল বর্ণে মিশ্রিত।
গাঙ্গ শালিকের বর্ণে সাধা রক্তের ভাগ বেশী থাকে। ইহার
পোষ স্ত্রীনে এবং কথা বলাইতে চেষ্টা করিলে বেশ পড়ে।

শালিক আচার্য্য, একজন দার্শনিক। ভ্রাম্যমুতরলিনী প্রণেতা
রামাচার্য্যের গুরু।

শালিকনাথ, একজন প্রাচীন কবি।

শালিকনাথ মিশ্র, নয়রত্ন, প্রকরণপটিকা, প্রমত্তপাদভাষ্য-
ব্যাখ্যা ও শব্দভাষ্যটীকা নামক চারি খানি বেদান্ততত্ত্ববিষয়ক
গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি প্রতাকরগুরুর শিষ্য। চৈতন্য ব্রহ্মত
মানসনয়নপ্রসাদনী গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

ইনি মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। প্রমাপ-
পারায়ণ নামে ইহার রচিত আর একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

শালিকা (স্ত্রী) শালিরেব স্বার্থে কন্। বিদ্যারিকা, চলিত
ভূইকুকা। (শব্দরত্না)

শালিকা, কলিকাতা রাজধানীর অপরপারস্থ গঙ্গাতীরবর্তী একটা
নগর। ইহা কলিকাতার অংশরূপে গণ্য, কিন্তু হাওড়ার ইহার
বিচার সদর। এখানে মিউনিসিপালিটি আছে। ইহা একটা
বাণিজ্যপ্রধান স্থান। এখানে অনেক কল কারখানা ও
জাহাজ নির্মাণের ডক আছে।

শালিগোত্র (পুং) বৈদিকাচার্য্যভেদ। সম্ভবতঃ শালিহোত্র।
(হেম)

শালিগোপ (পুং) ধাতুক্ষেত্ররক্ষী। বাহ্যগা ক্ষেত্রাবিহিত কুঁড়ে
বাঁধিয়া চৌকী দেয়। (রঘু ৪। ২০)

শালিঞ্চ (পুং) শাকবিশেষ, চলিত শাক্যা শাক। পর্যায়—শালক,
শিতসার, পত্রকেট, লোহসারক। গুণ—দীপন, তিত্ত, প্রাণা,
অৰ্ণ, কফ ও বাতনাশক। (রাজনি)

শালিঞ্চী (স্ত্রী) শালিঞ্চ স্ত্রিয়ায় ভাব। শাকভেদ, শালিঞ্চ শাক।

শালিত (ত্রি) শালযুক্ত, শালিন্।

শালিত্ব (স্ত্রী) ১ যুক্তত্ব। ২ শালি যুক্তত্ব।

শালিন্ (ত্রি) শালাস্তাত্ত্বি ইনি। ১ শালাবিশিষ্ট। ২ পদের
শেষে এই শব্দ হইলে যুক্তবাচক হইয়া থাকে।

“চন্দনচরিত্তনীলকলেবর পীতবসন বনমালী।

কেলিচলদ্বীপকুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ডবুগ্মিতশালী ॥” (জয়দেব)

২ শালা। (ভাগবত ৩। ২৪। ১)

শালিনাথ (পুং) ১ রসমঞ্জরী নামক গ্রন্থপ্রণেতা। বৈজ্ঞান্যধের
পুত্র। ২ গীতগোবিন্দটীকারচরিতা।

শালিনী (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১১ টি

করিয়া অক্ষর থাকিবে এবং ইহার চতুর্থ ও তাহার পর পঞ্চম
অক্ষরে বতি, বঠ ও নবম বর্ণ লঘু, তদ্বির বর্ণ লঘুয় গুরু।
ইহার লক্ষণ—“মাতৌ সৌ চেৎ শালিনী বেদলোটকঃ” উদাহরণ—

“অংহো হস্তি জ্ঞানবৃদ্ধিঃ বিধতে

ধর্ম্মং যতে কামমর্থকং যতে।

মুক্তিং যতে সৰ্ব্বমোপাত্তমানা

পুংসাং শ্রদ্ধাশালিনী বিমুক্তকিঃ ॥” (ছন্দোমঞ্জরী)

এই শব্দও পদের শেষে প্রযুক্ত হইলে যুক্ত অর্থ বুঝায়।

যথা—গুণশালিনী, গুণবিশিষ্টা স্ত্রী।

শালিনীকরণ (স্ত্রী) ভগ্ন, ভাবন, তিরস্কার, ভৎসনা। (ত্রিকা)

শালিপণী (স্ত্রী) শালিরেব পর্ণানি বস্তাঃ। ভাব।
মাষপণী। (রাজনি)

শালিপিশু (পুং) নাগভেদ। (ভারত আদিপর্ক)

শালিপিত্ত (পুং) শালেঃ পিষ্টমিব গুণত্বাৎ। “কটিক। (ত্রিকা)

শালিভদ্র, ১ জৈনক জৈনাচার্য্য, ইনি জিনজয় মুনির (১১৪৮ খৃঃ)
গুরু। ২ কাব্যালঙ্কারটীকাপ্রণেতা নমির (১০৬৩ খৃঃ অব্দে)
গুরু।

শালিমঞ্জরী (পুং) স্ববিভেদ।

শালিমূল (স্ত্রী) হৈমন্তিক ধাতুমূল। (চরক)

শালিবহ (ত্রি) ১ শাণবহনকারী। ২ ধাতুবহনকারী।
স্ত্রীলিঙ্গে শালুহী পদ হয়।

শালিবাহ (পুং) ধাতুবহনকারী বুধ। (রামা ২। ৩২। ২০)

শালিবাহন (পুং) শক-প্রবর্তক রাজবিশেষ।

[সাতবাহন শব্দ দেখ।]

শালিশক্তু (পুং) শালিধাতু কৃত শক্তু। গুণ—মধুর, লঘু,
শীতল, গ্রাহী, রক্তপিত্তনাশক, তৃষ্ণা, হৃদি ও অরুনাশক।

“মধুরা লঘবঃ শীতাঃ শক্তবঃ শালিসক্তবাঃ।

গ্রাহিনী রক্তপিত্তরাঃ তৃষ্ণাহৃদিত্তরাপহাঃ ॥” (চরকসূত্র ২৭অ)

শালিসূর্য্য (স্ত্রী) গ্রামভেদ। (ভারত বনপর্ক)

শালিহোত্র (পুং) ১ ঘোটক। (ত্রিকা) (স্ত্রী) ২ নকুলকৃত
অশ্ববৈজ্ঞানিক বিশেষ। ৩ ভোজরাজকৃত অশ্ববৈজ্ঞানিক। ৪ গোত্র-
প্রবর্তক মুনিভেদ। (লিঙ্গপু ৭। ৪৯)

শালিহোত্র মুনি, রৈবততোত্র ও সিদ্ধযোগসংগ্রহচরিতা।

শালিহোত্রায়ণ (পুং) শালিহোত্রের গোত্রায়ণত্ব।

শালী (স্ত্রী) ১ কৃষ্ণজীরক। (রাজনি) ২ মেধিকা।
৩ শালপণী। ৪ হরালতা। (বৈজ্ঞকনি) ৫ বাঙ্গালার প্রবাহিত
একটা ক্ষুদ্র নদী।

শালীকি, প্রাচীন আচার্য্যভেদ। বোধায়নশ্রোতন্থয়ে ইহার
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

শালীকুম্ভ (ত্রি) শালি ও ইক্ষুযুক্ত (ক্ষেত্রাদি)। (বৃহৎসং ১২।১৬)
 শালীগনামী, (শালগ্রামী) গণ্ডকী নদীর স্থানবিশেষের নাম।
 শালীন (ত্রি) শালাপ্রবেশনমর্হীতি শালা (শালীনকৌগীনে
 অষ্টকাকার্য্যায়োঃ। পা ৪।২।২০) ইতি খণ্ড-প্রত্যয়েন নিপা-
 তনাৎ সিদ্ধং। ১ অধুট, বিনীত, অগ্রগণ্ড।

“অথ নিত্যং গৃহেষু শালীনেষু চরেদযতিঃ।” (মার্কণ্ডেয়পুং ৪।১।২)

২ সলজ্জ, লাঙ্ক। ৩ সদৃশ, তুল্য। ৪ শালা সম্বন্ধী।

৫ উৎকৃষ্ট ধাতু। (বিদ্যা ৫৫৩।৮)

শালীনতা (স্ত্রী) শালীনস্ত ভাবঃ তল-টাপ্। শালীনের ভাব
 বা ধর্ম, অগ্রগণ্ডতা, অধুটতা।

শালীনত্ব (ক্লী) শালীনস্ত ভাবঃ ত্ব। শালীনের ভাব বা ধর্ম,
 অধুটতা।

শালিনাকরণ (ক্লী) শালীন ক-অভূত তভাবে চ। নদী ধারণ।

শালীনা (স্ত্রী) মিশ্রেশাখা কুপ, চলিত মৌরিগাছ। (রাজনি°)

শালীন্য (পুং) শালীন (কুর্সাদিত্যো গাঃ। পা ৪।২।১৫১)
 ইতি অপত্যার্থেণ। শালীনের গোত্রাপত্য।

শালীপুর, বিশাল রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম।

(ভবিষ্যতস্মৃৎ ৪০।৪৬)

শালীয় (ত্রি) শালা অর্থাৎ গৃহ সম্বন্ধীয়। ২ শাল অর্থাৎ শাল
 বৃক্ষ সম্বন্ধীয়। ৩ বৈদিক আচার্য্য বিশেষ।

শালু (ক্লী) শৃগাতি শীতগমে-শু বাহুলকাৎ-ঞণ, রস্ত লভৎ।
 (উণ্ ১।৫) ১ শালুক, কুমুদাদি মূল। (পুং) ২ কষায় দ্রব্য।

৩ চোরকাষোষি। (মেদিনী) ৪ ভেক। (হেম)

শালুক (ক্লী) কুমুদাদি মূল, শালুক। (শব্দরত্ন°)

শালুশ্রী, রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটি নগর।
 এখানে চন্দ্রাবৎ রাজপুতগণের রাজধানী ছিল। [শালুশ্রী দেখ।]

শালুক (ক্লী) শল (শলিমাণ্ডভ্যামুক্ণ। উণ্ ৪।৪২) ইতি
 উকণ্। কুমুদাদি মূল, পয়স্কল, পদ্মের গঁড়ো, চলিত শালুক।
 হিন্দী—কসেরুতি গীড়া, তৈলজ—জাজিকার, সংস্কৃত পর্যায়—
 পঙ্কশূরগ, শালু। (শব্দরত্ন°) গুণ—শীতল, বলকর, পিত্ত,
 দাহ ও রক্তদোষনাশক, গুরু, হৃদয়, বাতপাক; শুভ্র, বাত ও
 কফবর্জক, সুগ্রাহী, মধুর ও রুচিকর। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশমতে, ইহা শীতবীর্ষা, গুরুজনক, পিত্তয়, দাহ-
 নাশক, রক্তদোষাপহারক, গুরু, হৃৎপিণ্ড, মধুর বিপাক, শুভ্র-
 জনক, বায়ুবর্জক, কফপ্রদায়ক, ধারক, মধুর রস এবং রুক্ষ।
 শালুকমূলও উক্ত প্রকার গুণযুক্ত।

অন্নদিনোৎপন্ন, অকালোৎপন্ন, জীর্ণ, ব্যাদিযুক্ত, কীট কর্তৃক
 ভক্ষিত ও অগ্নি জলাদি দ্বারা দূষিত শালুক বজনীয়।
 (ভাবপ্রকাশ) ১ মজুক। ৩ জাতীকল। (রাজনি°)

শালুকিনী (স্ত্রী) শালুক অন্তর্গত ইনি। শালুকযুক্ত ভূমি।

২ গ্রামভেদ। (পা ২।৪।৭) ৩ ভৌতভেদ। (ভারত বনপ°)

শালুকৈয় (পুং) শালুকৈয় গোত্রাপত্য। (পা ৪।২।১২৩)

শালুর (পুং) শলতে প্রবেশ গচ্ছতীতি শল (খড়্গিপিজ্জাভিভাঃ
 উরোলটো। উণ্ ৪।২০) ইতি উর। ১ ভেক। (অমর)
 ২ ছন্দোভেদ।

শালেমমিস্ত্রী, কাবুল ও কাশ্মীরাদি প্রদেশজাত বৃক্ষের মুতা। ইহা
 অত্যন্ত কঠিন ও গর্দেব জার কিঞ্চিৎ আঠায়ুক্ত ও বহু। গরম
 জলে দ্রব হয়। গুণ—উষ্ণ, গুরু, আরেয়, রুক্ষ, শুক্রবর্জক,
 বর্ণের ঔজ্জ্বল্যকারক, কামবর্জক, ধাতুপোষক, মেধা, স্মৃতি; কফ,
 বস্মা, কাস, শ্বাস, বরভেদ, তুর্কল, উন্মাদ, অপমার, উরুস্তম্ভ,
 গুল, মূরোগ, প্রমেহ, উদরী, শোথ, বৃদ্ধি, গলরোগ, গ্রন্থি, অর্কুণ, দ,
 স্নীপদ, বিদ্রুধি, ব্রণ, কুষ্ঠ, বিসর্প, রিস্ফোট, মুখ, কর্ণ, নেত্র, শির,
 ঘোনি ও হৃদিকা এই সকল রোগনাশক। মতান্তরে বিদ্যকারক,
 বালকের হিতকর, ও পথা। (দ্রব্যগুণ)

শালেয় (পুং) শালীন্যৎ ক্ষেত্রং শালি (ব্রহ্মী শালোচ্চক্।
 পা ৪।২।২) ইতি চক্। শালুভ্যৎ ক্ষেত্র। (অমর) ২ শালা
 সম্বন্ধী। ৩ শালসম্বন্ধী। ৪ মধুরিকা, মৌরি। (রাজনি°)
 ৫ বালমূলক। (ভাবপ্রকাশ)

শালেয়া (স্ত্রী) শালেয়-টাপ্। মিশ্রেশা, চলিত মেতি।
 ২ শলুকা। (বৈজ্ঞকনি°)

শালৈ, জাতিবিশেষ।

শালোত্তরীয় (পুং) শালোত্তরে গ্রামে ভবঃ শালোত্তর-ছ।
 পাণিনি মুনি, শালাতুরীয়। (ত্রিকা°)

শালোন, যুক্তপ্রদেশের রায়-বরেলী জেলার অন্তর্গত একটি
 নগর। [শালোন দেখ]

শালুতা (দেশজ) শালকাঠনির্মিত নৌকা বিশেষ। এক একটি
 শালকাঠের দীর্ঘকাণ্ডে এক এক খানি দীর্ঘাকার শালুতা প্রস্তুত
 হয়। এক একখানি শালুতাতে ২০, ৩০ মণ পর্যন্ত মাংস বোঝাই
 দেওয়া যায়।

শাল্মল (পুং) শাল্মলিবৃক্ষ, চলিত শিমুল গাছ। (শব্দরত্ন°)
 ২ সপ্তদীপের অন্তর্গত দ্বীপবিশেষ। শাল্মলী দ্বীপ।

এই দ্বীপ ক্রোড়দ্বীপ হইতে দ্বিগুণ। (মৎস্তপুং ১০০ অ°)

২ মোচরস। (রত্নমালা)

শাল্মলি (পুং স্ত্রী) বনামখ্যাত মহাতরু, চলিত শিমুল গাছ,
 (Bombax malabaricum) হিন্দী—শেখল, শেমুল, রক্তশেমুল,
 শেমুর; উৎকল—বোন্ট্রো, তামিল—পুলা, মহারাষ্ট্র—শাখারি,
 সংস্কৃত পর্যায়—পিঞ্জিলা, পুদগী, মোচা, হিরায়ু, হুরারোহা,
 শাল্মলিনী, শাল্মল, তুলিনী, কুকুটী, রক্তপুষ্পা, কণ্টকারী, মোচনী,

চিরঞ্জীবী, শিচ্ছিল, রক্তপুষ্পক, তুলুবৃক্ষ, মোচাখা, কণ্টকক্রম, রক্তোৎপল, সুমাপুষ্প, বহুবীর্ণ্য, ধমক্রম, দীর্ঘক্রম, ফুলকল, দীর্ঘায়ু, কণ্টকান্ত। (ভাবপ্রকাশ)

পূর্বভারত, ব্রহ্মদেশ, ববদীপ ও সুমাত্রাদ্বীপে এই বৃক্ষ প্রচুর জন্মে। আসাম অঞ্চলের ৪ হাজার ফিট উচ্চ পার্বত্য প্রদেশেও শিমুলগাছ দেখা যায়, ইহার পুষ্প লালবর্ণ, দেখিতে আঁত সুন্দর। এই জন্ত অনেক সুবেশধারী সূর্যের সহিত শিমুল-ফুলের তুলনা করিয়া থাকে। বীজকোষে তুলা জন্মে, উহা শস্যার গদী, বালিস, লেপ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার কাণ্ড অতিশয় মোটা হয়, উহার উপরে কর্কের স্তায় পুরু ছাল হয়। ছালের উপর কাঁটা আছে। ইহার নির্যাস মোচরস নামে প্রসিদ্ধ। [মোচরস দেখ।]

ইহার ছাল ও শিকড়ের গুণ—পিচ্ছিল, বলকর, বুঝা, মধুর, শীতল, কষায়, লঘু, শুষ্ক ও স্নেহবর্ধক। ইহার রসগুণ—গ্রাহক, কষায়, ও কফনাশক। ইহার পুষ্প ও ফল পূর্বোক্ত পিচ্ছিলাদি গুণবিশিষ্ট। (রাজনি°)

বীজ—চিকণ, স্নিগ্ধ, ধূস্র, গ্রাহী, ও রক্তপিত্তনাশক, ইহার ফুলের পাতার রস সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া খাইলে প্রদর রোগ প্রশমিত হয়। ইহার নির্যাসের গুণ—বুঝা, শোথ, পিত্ত ও বাতনাশক। শিমুলগাছের তক্তা তাদৃশ দৃঢ় নহে, শুড়ির কাঠেও সার জন্মে না। তক্তায় চা প্রভৃতি পাক করিবার বায়, মাছ ধরিবার ক্ষুদ্রনোকা, কফিন বা শবধার ও পেয়ার পুতুল প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। [তুল্যদেখ।] (ভাবপ্রকাশ)

২ মরকবিশেষ।

শাল্ললিক (পুং) শাল্ললি (বৃক্ষকঠজিহতি। পা ৪২৮০) ইতি কুমুদাদিবাং ঠক্। রোহিতক বৃক্ষ, চলিত রক্তরোড়া। (রাজনি°)

শাল্ললিদ্বীপ, সমুদ্রোপা পৃথিবীর একটা দ্বীপভাগ। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণপাঠে জানা যায় যে এই দ্বীপ প্রচুর শাল্ললিবৃক্ষ ছিল, এই জন্ত উহা শাল্ললিদ্বীপ নামে আখ্যাত হইয়াছে। এই দ্বীপ দ্বারা ইক্ষুসমুদ্র পরিবেষ্টিত। এখানে ষোল্ল বর্ষে কুমুদপর্বত, লোহিতবর্ষে উত্তমপর্বত, জীমূতবর্ষে বলাহকপর্বত, হরিতবর্ষে দ্রোণপর্বত, বৈদ্যতবর্ষে কঙ্কপর্বত, মানসবর্ষে মহিষপর্বত এবং সুপ্রভবর্ষে ককুদপর্বত বিদ্যমান। এই সমুদ্রবর্ষে যোনী, তোরী, বিষ্ণু, চন্দ্ৰা, গুহা, বিমনচনী ও নিবৃত্তি নামে সাতটা প্রদান নদী। এই সকল নদী হইতে অসংখ্য শাখা-প্রশাখাও প্রস্ফুট হইয়াছে। ইহার আকার প্রকৃষ্ণের বিঘণ।

(ব্রহ্মাণ্ড ১° অক্ষবঙ্গ° ৫২অঃ)

হরিবংশে এই দ্বীপের অবস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে—

* লিঙ্গপুরাণে (৫.১০) উক্ত সাতটি পর্বতের উল্লেখ আছে।

“দক্ষিণোপরভো মেয়োঃ শ্রীতোদারাতটে পরে।

নিবন্ধ সন্ন্যাসঃ রাজতঃ শাল্ললীহলম্ ॥” (হরিব° ৫।১৮৭)

শাল্ললিন্ (পুং) শাল্ললি আশ্রয়ধেনাত্যন্তে ইনি। গরুড়। (ত্রিকা°)

শাল্ললিনী (স্ত্রী) শাল্ললি-বৃক্ষ। (শব্দরত্ন°)

শাল্ললিপিত্তক (পুং) শাল্ললিপিত্তমিষ পত্রং বত। সপ্তজন্ম বৃক্ষ, ছাত্তম গাছ। (রাজনি°)

শাল্ললিন্দ্র (পুং) শাল্ললী বৃক্ষে তিষ্ঠতীতি হ্র-ক। গরুড়।

শাল্ললী, রাজভেদ। (সহ° ৩৩।৬০)

শাল্ললী (স্ত্রী) শাল্ললি কৃদিকারাদিতি বা ভীষ্। শাল্ললি বৃক্ষ, শিমুল গাছ। অমরটীকার ভরত ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ করি-
রাছেন ‘শলতি দৈর্ঘ্যং দূরং গচ্ছতি শাল্ললিঃ শল জ গতোনামৌঠ’
মলিন্ বৃদ্ধিঃ। ষরোরিত্যুক্তে ত্রীপক্ষে পাছোণারীতি ত্রীপি শাল্ললী
চ শাল্ললিচেতি কেচিৎ তন্মতে বিভাষয়া বৃদ্ধিঃ।’ (ভরত)

শাল্ললীকণ্টক (পুং) শাল্ললিগ্রন্থি কণ্টকবিশেষ, চলিত শিমুল কাঁটা, ইহা ব্যঙ্গরোগনাশক। (বাউট উত্তর ৩২ অ°)

শাল্ললীকন্দ (পুং) শাল্লল্যাঃ কন্দঃ। শাল্ললীবৃক্ষ, শিমুল গাছের মূল। পর্যায়—বিজুল, বনবাসক, বনবাসী, মলয়, মল-
হস্তা। ইহার গুণ—মধুর, মলসংগ্ৰহ, রোধ ও জ্বরকারক, শীতল,
পিত্ত, দাহ, শোক ও সন্তাপনাশক। (রাজনি°)

শাল্ললীকল্প (পুং) যৈতশাজ্ঞের অন্তর্গত চিকিৎসাকল্পভেদ।

(জয়দত্ত)

শাল্ললীফল (পুং) শাল্লল্যাঃ ফলমিষ ফলং বত। তেজঃফল বৃক্ষ। (রাজনি°) (স্ত্রী) ২ শিমুল ফল।

শাল্ললীফলক (স্ত্রী) ক্ষুরাদি শস্ত্রের দ্বারা সংস্থাপনার্থ ককশ কাঠপটক। (সুশ্রুত সুত্র ৮, ৯ অ°)

শাল্ললীবেষ্টক [ক] (পুং) শাল্লল্যা বেষ্টঃ। শাল্ললিনির্যাস, মোচরস, চলিত শিমুল আঁটা। পর্যায়—পিছা, মোচরস, শাল্ললীবেষ্টক, মোচ-
শ্রাব, মোচনির্যাস। ইহার গুণ—শীতল, গ্রাহক, স্নিগ্ধ, বলকর,
কষায়, প্রবাহিকা, অতিসার, আম, কক, পিত্ত, রক্তদোষ ও দাহ-
নাশক। (ভাবপ্র°) বার্ধে কন্। শাল্ললীবেষ্টক, শাল্ললীবেষ্ট
শব্দার্থ। (রত্নমালা)

শাল্ললীসন্ধুনির্যাস (পুং) মোচরস। (ভৈষজ্যরত্ন°)

শাল্ললীমূল (স্ত্রী) শাল্ললী দ্বীপ। [শাল্ললী দ্বীপ দেখ]

শাল্লল্যা (স্ত্রী) শাল্ললির স্ত্রী অপত্য। (পা ৪।১৮০)

শাল্লল্যপতি (পুং) ঋষিভেদ। (সংস্কারকো°)

শাল্ল (পুং) ১ বেশবিশেষ, শাখবিশেষ।

“শাখাত কারুকক্ষী মরবত্ব শাখেরকাঃ।” (হেম)

২ রাজবিশেষ। ইনি সৌত রাজ্যের অধিপতি। মহা-

ভারতে লিখিত আছে যে, যখন কান্দীয়াজহিতানিগের বরষরা হয়, সেই সময় ভীষ্মদেব ঐ কস্তাগণকে রাজগণের সমক্ষে বল-পূর্বক গ্রহণ করিলে শাধরাজ ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু এই যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। যুদ্ধবিজয়ের পর কান্দীয়াজের ঘোড়া কস্তা ভীষ্মদেবকে বলিয়া ছিলেন যে আমি পূর্বে সোভরাজ্যের অধিপতি শাধরাজকে পতিরূপে মনে মনে বরণ করিয়াছি, তিনিও মনে মনে আমাকে ভাষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাতে আমার পিতারও অভিলাষ ছিল, বরষরূপে আমি তাঁহাকেই বরণ করিতাম, আপনি ধর্মজ্ঞ, এখন বিবেচনা করিয়া ধর্মবিহিত কার্য্য করুন।

ভীষ্মদেব তাঁহার এই কথা শুনিয়া তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে শাধরাজের সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। (ভারত আদিপ ১০২, ৩ অ°)

শিশুপালের সহিত শাধের বিশেষ সৌহার্দ ছিল। শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করিলে শাধ শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য দ্বারকা-পুরী অবরোধ করেন। প্রহার প্রভৃতি বাদবগণের সহিত ইঁহার তুমুল সংগ্রাম হয়। শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাকে বিনাশ করেন।

(ভারত বনপর্ব ১৪-২০ অ°)

শাধক (ত্রি) ১ শাধদেশতব।

শাধকিনী (স্ত্রী) নদীবিশেষ। (রামায়ণ ৬।১০২৪২)

শাধগণেশ্বেদ (পুং) বাতব্যাদিরোগে শ্বেদবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—জীবনীরদশক, গুড়চুঁচী, কঁকড়াশুকী, বংশলোচন, পদ্মকাঠ, ঝকি, বৃদ্ধি, দেবদাল, কুড়, হরিদ্রা, বরুণত্বক, মেঘশুকী, বেড়োলা, গোরক্ষচাকুলে, আলকুশী, শর, কঁচী, বেত আকন্দ, গুলক, গোক্ষুর, পাবাণভেদ, রক্ত আকন্দ, শতমূলী, পুনর্গবা, বজ্র আটা, ধূতুরা, বামনহাটী, বিছাতী, যব, কুল, কুলথ, এবং দশমূল এই সকল দ্রব্য ঐতর্য্যে ৯ মাষা মিলিত ৮ পল, এই সকল দ্রব্য বিধি অনুসারে শ্বেদ দিলে বাতব্যাদি রোগ আশু প্রশমিত হয়।

(চক্রদত্ত বাতব্যাদিচি°, সূত্রত চিকি° ৭ অ°)

শাধসেনি[নী] (পুং) ১ দেশবিশেষ। (ভারত ৬।১৬০)

এই জনপদ গোদাবরী নদীর পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। পাশ্চাত্য ভৌগোলিকগণ ইহাকে Salakanoi শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন।

২ তদদেশবাসী লোক।

শাধাগিরি (পুং) পর্বতবিশেষ। (পা ৬।১১৭)

শাধায়ন (পুং) শাধরাজের গোত্রাপত্য।

শাধিক (পুং) ক্ষুদ্রহুড নামক পক্ষী।

শাধ্যেয় (পুং) ১ দেশভেদ। ২ তদদেশবাসী। ৩ তদদেশাধিপতি।

শাধ্যেয়ক (পুং) শাধের জনপদবাসী।

শাধ (পুং) শব্দভেদে প্রাপ্যভেদে ইতি শব্দ-গতৌ-বাক্যে। ১ শিশু।

(শব্দরত্না°) ২ শব্দস্থান। (ত্রি) ৩ শব্দস্বকী।

“গ্রহণে শাধমাপোচং বিমুক্তো সৌতিকং স্মৃতম্।

তরোঃ সম্পত্তিমাভ্রোণ উপস্থিত ক্রিয়াক্রমঃ ॥” (তিথিতত্ত্ব)

শাধক (পুং) শাধ এবং শাধার্থে কন্। শাধ, শিশু। (অমর) শাধতা (স্ত্রী) শাধত জ্ঞাৎ: তল-টাপ্। শাধের ভাব বা ধর্ম, শাধত্ব, শিশুত্ব, বালত্ব। শাধকের কার্য্য। ২ শাধতা।

শাধর (পুং) শব্দ-অণ্। ১ পাণ। ২ অপরাধ। ৩ লোভ-বৃক্ষ। (মেদিনী) ৪ শব্দরসামিকৃত ভাষ্যবিশেষ, মীমাংসাতায়া। ৫ শিবকৃত তত্ত্ববিশেষ। (ত্রি) ৬ শব্দর স্বেচ্ছা।

শাধরকরোদ্র (পুং) অক্ষিমেষজ্ঞাপরসংজ্ঞক বনামখ্যাত লোভ, চলিত পাটরা-লোভ। (বাউট)

শাধরভেদানুক (স্ত্রী) তাত্র। (হেম)

শাধরা (স্ত্রী) শুকশিখী। (মেদিনী)

শাধসায়ন (পুং) শব্দের গোত্রাপত্য।

শাধ (ত্রি) শধ-অণ্। শধ স্বেচ্ছায়। (বাজবল্য ১।১৫৮)

শাধক (ত্রি) শধকভেদঃ শধক-অণ্। শধক স্বেচ্ছায়।

শাধবিন্দব (ত্রি) শধবিন্দুর অপত্য। ত্রিয়ার জীপ্। শাধবিন্দবী।

শাধাদনক (ত্রি) শাধাদন (ধূমাদিত্যচ। পা ৪।২।১২৭) উতি বৃজ্। শাধাদন দেশবাচী।

শাধিক (পুং) ১ দেশভেদ। ২ তদদেশবাসী।

শাধুড়ী (দেশজ) স্বত্র, স্বত্রশব্দের অপভ্রংশ, পতীর মাতা।

শাধুড়ীয়া (দেশজ) অপবাদবিশেষ, বাহার্য্য শাধুড়ীর সহিত ভ্রষ্ট, তাহাদিগকে শাধুড়ি বা শাধুড়ীয়া কহে।

শাধুৎ (পুং) শাধত।

শাধুত (ত্রি) শাধত্বং, শাধুৎ-অণ্। ১ নিত্য। চিরস্থায়ী।

“মা নিবাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাধতীঃ সমাঃ।”

(রামায়ণ ১।২।১৫)

পারিভাষিক শাধত বধা—দেবপূজা প্রভৃতি, ব্রাহ্মণের উদ্দেশে দান, সপ্তগণিতা, স্তব্ধ ও মিত্র এই সকলকে পারিভাষিক শাধত কহে।

“শাধতং দেবপূজাদি বিধানানঞ্চ শাধতম্।

শাধতং সপ্তগণ-বিভাগঃ স্তব্ধমিত্রঞ্চ শাধতম্ ॥”

(গরুড়পু° নীতিসা° ১১৯ অ°) (পুং) ২ বেদব্যাস।

(শব্দরত্না°) ৩ শিব। (ভারত ১৩।১৭।৩২)

শাধুতিক (ত্রি) ১ শাধত। নিত্য।

শাধসান (পুং) জনৈক বৈতকশাস্ত্রবেত্তা।

শাধুল (ত্রি) মাংসাদী। (হেম)

শাধুলিক (স্ত্রী) শধুল সমুহার্ণে ঠক। শধুলী সমুহ। (অমর)

শাস্পক (ত্রি) শস্প (ধূমিতাণ্ড। পা ৪।২।২৭) ইতি বৃঞ।

১ শস্পহুল দেশ। ২ শস্পবহুল দেশস্থিত।

শাস্পেয় (পুং) বৈদিক আচাৰ্যভেদ। (পা ৪।৩।১০৬)

শাস্পেয়িন্ (পুং) শাস্পেয় শাখাধ্যায়ী।

শাস্, শাসন, অশুশাসন। ২ উপদেশ। অদাদি° পরস্মৈ°
সক° সেট্। লট্ শাস্তি, শিষ্টে, শাসতি। লিঙ্ শিস্তাৎ।
লোট্-হি শাসি। লঙ্-অশাং, অশিষ্টাং, অশাস্তঃ। লিট্
শশাশ, শশাসতঃ। লুট্ শাসিত। লুট্ শাসিষ্যতি। লুঙ্
অশিষৎ। সন্ শিস্যসিষতি। যঙ্ শেশিষ্যত। যঙ্ লুক্
শশাস্তি। নিচ্ শাসয়তি। লুঙ্ অশশাসৎ। অশু-শাস
অশুশাসন। আ-শাস=আদেশ, কথন। “রক্ষাংসি রক্ষিতুঃ
সীতা মাশিষৎ” (ভট্ট ৬।৪)

আঙ্+শাস=আশীর্বাদ, ভাদি° অদাদি° সক° সেট্।
লট্—আশাশ্বে, আশাশাতে, আশাসতে। লিট্—
আশশাসে। লুট্—আশাসিত। লুট্—আশাসিষ্যতে। লুঙ্
—আশাসিষ্টে। অদাদি স্থলে লট্ আশাশ্বে। আঙ্ পূৰ্বক-
শাস ধাতু আশীর্বাদ অর্থে আত্মনেপদ হয়, কিন্তু প্রপূৰ্বক
শাস ধাতু আত্মনেপদের প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়।

“ইদং পূৰ্বোক্তো গুরুভাঃ নমো বাক্যং প্রশাস্তেহ।”

(উত্তরচরিত ১ অ°)

শাস্ (স্ত্রী) ১ শাসন। ২ আয়ুধবিশেষ। “তে চিচ্চি পূৰ্বী-
ব্রতস্কি শাসা” (ঋক্ ৭।৪৮।৩) ‘শাসা শাসনেন স্বকীরয়া
জগা, যদা বিশস্ততে হিংস্ততে হনেনেতি শাস্ শব্দ আয়ুধবাচী
তেন’ (সায়ণ)

শাস (পুং) শাস-ঘঞ। ১ অশুশাসন। ২ স্তব।

“রাতহবাঃ প্রতি যঃ শাসমিবতি” (ঋক্ ১।৪৪।৭)

‘শাসং ইন্দ্রকর্তৃকমশুশাসনং যদাত্তত্ত্বত্তিৎ শাস্ত্র অশুশিষ্টা-
বিতাস্ত্রাভ্যবে ঘঞ’ (সায়ণ)

শাসক (পুং) শাস-ধূল। শাস্তা, শাসনকর্তা।

শাসন (স্ত্রী) শাস-লুট্। আজ্ঞা, পর্যায়—অববাদ, নির্দেশ,
শিষ্ট, শাস্তি, আদেশ, আদেশন, শাস্ত্র। (জটধর)

“কুবীত শাসনং রাজা সমাক্ষারাপরাধতঃ।” (মহু ৯।২৬২)

কুল্লক শাসন শব্দের অর্থ দণ্ড করিয়াছেন, চৌধ্যাদি কোন
পাপ কার্যের অশুষ্ঠান করিলে রাজা ধর্ম্মানুসারে তাহার শাসন
অর্থাৎ দণ্ড বিধান করিবেন।

২ রাজদত্ত ভূমি। ৩ লেখা। ৪ শাস্ত্রভেদে শাসনং।

৭ শাস্ত্র, যাহা দ্বারা লোক শাসিত হয়। শাস্ত্র দ্বারা লোক সকল
শাসিত হয় এইজন্ত উহাকে শাসন কহে। ৫ শাস্তি। (মেদিনী)

৬ দাননিধিত তাম্রফলকাদি। যে তাম্রফলক প্রভৃতি দান

বাক্যাদি লিখিয়া দেওয়া যায়, ইহাকে চলিত কথায় দ্বারী
দলিল বলা বাইতে পারে।

“শাসনং লেখয়িত্বা চ তমেবং স সমাদিশৎ।

ঔকারপীঠমার্গেণ ভদ্র গচ্ছোত্তরাং দিশম্।

তদ্বাসুনা শাসনেন গ্রামং ভুঙ্ক্ষু মদপিভম্।

নান্না তং খণ্ডবটকং পৃচ্ছন্ গচ্ছন্ বাণ্ডতি॥”

(কথাসরিৎসা° ১২৪।৩২-৩)

শাসনদেবতা (স্ত্রী) অর্হৎ দেবীবিশেষ। (হেম)

শাসনদেবী (স্ত্রী) অর্হৎ দেবীবিশেষ। (শঙ্করমা°)

শাসনধর (ত্রি) ধরতীতি ধরঃ শাসনস্ত্র ধরঃ। রাজদূত।

শাসনবাহক (পুং) ১ রাজদূত। ২ আজ্ঞাবাহক।

(কামন্দকীর ১২।১)

শাসনহর (পুং) হরতীতি হ-অচ, শাসনস্ত্র হরঃ। ১ রাজ-
দূত। ২ আজ্ঞাবাহক।

শাসনহারক (পুং) ১ রাজদূত। (কামন্দকীর নীতি ১২.৩)
২ আজ্ঞাবাহী।

শাসনহারিন্ (ত্রি) রাজদূত। (বু ৩৬৮)

শাসনী (স্ত্রী) শাসন স্ত্রিঃ ভীম্। ধর্ম্মোপদেশকস্ত্রী।

“অকৃৎনং মহুশস্ত্র শাসনীং” (ঋক্ ১।৩১।১১)

শাসনীয়া (ত্রি) শাস-অনীয়ন্। শাসনার্থ, শাসনযোগ্য, শাসনের
উপযুক্ত।

শাসিত (ত্রি) শাস-ক্ত। রতশাসন, যাহাকে শাসন করা
হইরাছে।

“সুজীর্ণময়ং সুবিচক্ষণঃ স্তুতঃ

সুশাসিতা স্ত্রী নৃপতিঃ সুসেবিতঃ।

সুচিন্তা চোক্তং সুবিচার্য যৎ কৃতং

সুদীর্ঘকালোহপি ন যাতি বিক্রিয়াম্॥” (পঞ্চরত্ন)

শাসিতৃ (ত্রি) শাস-তৃচ্। শাস্তা, শাসনকর্তা।

“স রাজা পুরুষো নৃণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ॥” (মহু ৭।১৭)

২ ব্যাখ্যাতা।

“ব্রাহ্মন্ত জন্মনঃ কর্তা স্বধর্ম্মস্ত চ শাসিতা।” (মহু ২।৫০)

‘স্বধর্ম্মস্ত শাসিতা স্বধর্ম্মস্ত ব্যাখ্যাতা’ (কুল্লক)

শাসিন্ (ত্রি) শাস-গিনি। শাসনকারী, এই শব্দ প্রায় উপপদ
পূৰ্বক ব্যবহার হইয়া থাকে।

শাস্তৃ (ত্রি) শাসিতা, শাসনকর্তা।

“অস্ত শাস্ত্রকৃত্যাসঃ সক্ষতে” (ঋক্ ১।৬০।২)

‘শাস্ত্রঃ শাসিতুঃ, শাস্ত্র অশুশিষ্টো ভূন্ ইভাগমাভাবন্ত তকার
লোপশ্চান্দসঃ’ (সায়ণ)

শাস্তি (স্ত্রী) শাস-বাহলকাৎ তি। (উণ্ ৪।১৭২) শাসনদণ্ড।

শাস্ত্র (ত্রি) শাস্ত্র (তুন্তুচৌ শাস্ত্রীতি। উণ্ ২।২৪) ইতি
অসংজ্ঞারামণ তুন্তু সচ অনিট। শাসনকর্তা, শাসক, পর্যায়
দেশক, শাসিতা। (ত্রিকা*)

“যৌ শাস্ত্রো জিলোকেশ্বরিণ্ ধর্ম্মধর্ম্মী প্রকীর্ত্তিতৌ ॥”

(অথিগু* গণভেদনামাধার)

২ বৃদ্ধ। (অমর) ৩ উপাধার। ৪ রাজা। ৫ পিতা।

(সংকিপ্তসার উপাধি)

শাস্ত্র (ক্ৰী) শাস্ত্র ভাবঃ স্ব। শাস্ত্র তাব বা ধর্ম্ম, শাস্ত্রার
কাব্য, শাসন, শাস্তি।

শাস্ত্র (ক্ৰী) শিষ্যভেদেন শাস (সর্গধাতুভাট্টন। উণ্ ৪।১৫৮)
ইতি ট্রন। ১ নিবেশ। হিতাহুশাসনগ্রন্থ, যে সকল গ্রন্থ
বেদমূলক তাহাই শাস্ত্র, তাহাই সাধুগণ কর্তৃক আদরণীয়।
শাস্ত্র অষ্টাদশবিধ—শিলা, কল, বাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ,
ছন্দঃ, ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, মীমাংসা, জ্ঞান,
ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র
এই অষ্টাদশ প্রকার শাস্ত্র। এই অষ্টাদশ শাস্ত্র অষ্টাদশ
বিজ্ঞা নামে অভিহিত।

“অঙ্গানি শেদ্যন্ত্যো মীমাংসা জ্ঞানবিশ্বরঃ।

ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণক বিজ্ঞানশাস্ত্রতুর্দশ ॥

আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো গন্ধর্ববেদে তে ত্রয়ঃ।

অর্থশাস্ত্র চতুর্থক বিজ্ঞানশাস্ত্রনামৈব তাঃ ॥” (প্রশস্তিতত্ত্ব)

এই অষ্টাদশ প্রকার শাস্ত্র দ্বারা লোক সকল অল্পশিষ্ট হয়,
এই জন্য ইহা শাস্ত্র নামে অভিহিত।

মন্ত্রপুরাণে শাস্ত্রের উৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে
যে পূর্বে দেবতাদিগের পিতামহ কঠোর তপোহুতান করেন,
তাহাতে সালোপাক বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র আবির্ভূত হয়। সকল
শাস্ত্রের প্রথমে পুরাণ ও অপর বক্তৃ হইতে বেদ মীমাংসা জ্ঞান
প্রভৃতি বিনির্গত হয়।

“তপচ্চার প্রথমমরগাণ পিতামহঃ।

আবির্ভূতা ততো বেদাঃ সলোপাকপদকমাঃ ॥

পুরাণ সর্গশাস্ত্রাণাং প্রথম ব্রহ্মণ্য স্মৃতম্।

নিত্যশ্রমময়ং পুণ্য শতকোটি প্রবিত্তম্ ॥

অনন্তরক বক্তৃত্যো বেদাশ্রুত বিনিঃসৃত্য।

মীমাংসাজ্ঞানবিজ্ঞান প্রমাণং তর্কসংযুতাঃ ॥

বেদান্তাসরতত্ত্বাশ্র প্রজাকামত মানসাঃ।

মনসঃ পূর্বশ্রুতৈ বৈ জ্ঞাতা য়ে তেন মানসাঃ ॥”

(মন্ত্রপু* ৩ অ*)

শাস্ত্রে যে সকল বিধি ও নিষেধ আছে, তদনুসারে আচরণ
করা সকলের কর্তব্য। শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মই বিধেয়, শাস্ত্রনিষিদ্ধ

কর্ম্ম সর্কতোভাবে বর্জনীয়। শাস্ত্রের লিখিত আছে যে
বাহারী শাস্ত্র বিধি পরিভাগ করিয়া নিজের ইচ্ছানুসারে
কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহার শাস্ত্রি এবং সুখ কিছুই
প্রাপ্ত হয় না।

“যে শাস্ত্রবিধিযুৎস্রজ্য বর্ত্ততে কামচারিতঃ।

ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥” (শ্রীতা ১৭ অ*)

পদ্মপুরাণেও লিখিত আছে যে, সর্কদা স্রুতি, স্মৃতি, ও
সদাচারবিহিত কর্ম্ম আচরণ করিবে, বাহারী ইহার অজ্ঞাচারণ
করে, তাহাদের নরক হইয়া থাকে। অতএব যে সকল শাস্ত্র
বেদবিরুদ্ধ, তাহাতে যে সকল বিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা
পরিভাগ করা সর্কতোভাবে বিধেয়। অবুদ্ধিরচিত শাস্ত্রে মূখ-
দিককে প্রত্যাহিত করা হইয়াছে, তাহার এই অসচ্ছাত্তানুসারে
কর্ম্মাচরণ করিয়া শ্রেয়োমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং পরে বিনষ্ট হইয়া
থাকে। সুতরাং অসচ্ছাত্ত লোকনাশের হেতু। বেদবিরুদ্ধ যে
শাস্ত্র তাহাই অসচ্ছাত্ত।

“ঋতিস্মৃতিসদাচারবিহিতং কর্ম্ম কেবলম্।

দেবিতবাং চতুর্কর্ণৈর্ভক্তিত্তিঃ কেশবঃ সগা ॥

অজ্ঞা নিরয়ং যান্তি কুমাগীগমসেবনাং।

অতো বেদাবরুদ্ধাং শাস্ত্রোক্তং কর্ম্ম সংতায়েৎ ॥

অবুদ্ধিরচিতৈঃ শাস্ত্রেঃ প্রত্যাহ্যে চ বালিশান্।

বিদ্যাস্ত শ্রেয়সো মার্গং লোকনাশায় কেবলম্ ॥

নিম্নস্তি দেবতা বেদান্তপো নিম্নস্তি সদ্ধিমান্।

তেন তে নিরয়ং যান্তি হুসচ্ছাত্তানিষেবনাং ॥

ঋতিস্মৃতিসদাচারবিহিতং কর্ম্ম শাস্ত্রতম্।

স্বং স্বং ধর্ম্ম প্রয়ত্নেন শ্রেয়োহর্থাং সমাচরেন ॥

অবুদ্ধিরচিতৈঃ শাস্ত্রৈর্মোহায়িত্বা জনং নরাঃ।

তেন তে নিরয়ং যান্তি যুগানং সপ্ত বিংশতিঃ ॥”

(পদ্মপুরাণ উত্তরখ* ১৭ অ*)

শাস্ত্র সকল সংশয়চ্ছেদকরক, অর্থাৎ শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে
সকল প্রকার সংশয় নিরাকৃত হয়, এবং ইহা পরোক্ষার্থের দর্শক,
ও সকলের চক্ষুঃ স্বরূপ, যাহার এই শাস্ত্রচক্ষুঃ নাই, তিনি অন্ধ,
চক্ষু না থাকিলে প্রকৃত অন্ধ হয় না, বাহার শাস্ত্রজ্ঞান নাই,
তিনিই প্রকৃত অন্ধ।

“অনেকসংশয়োচ্ছেদি পরোক্ষার্থত দর্শকম্।

সর্কত লোচনং শাস্ত্রং যন্ত নাভ্যাক্ষ এবং সঃ ॥” (চারণা)

শাস্ত্রকার (পুং) শাস্ত্র করোতাত কৃ ‘কর্ম্মগুপদে’ ইতি
অণ্। শাস্ত্রকর্তা, যিনি শাস্ত্র প্রণয়ন করেন।

শাস্ত্রকুণ্ড (পুং) শাস্ত্র করোতাত কৃ-কিপ্-কুণ্ড। ১ কবি।
২ আচাধ্য। (ত্রিকা*) ২ শাস্ত্রকর্তা, শাস্ত্রপ্রণেতা।

শাস্ত্রগঞ্জ (পুং) কথাসরিৎসাগর বর্ণিত শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞাতাপাণী।

(কথাসরিৎসাং ৫২২৮)

শাস্ত্রগণ্ড (পুং) প্রতীতিবিৎ। (ত্রিকা°) হারাবলৌতে হারাবলৌতে হারাবলৌতে।

শাস্ত্রচক্ষুস্ (ক্লী) শাস্ত্রে চক্ষুরিব। ১ ব্যাকরণ। ব্যাকরণ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি না হইলে কোন শাস্ত্রের অধিকার হয় না, এই অর্থ ব্যাকরণকে শাস্ত্রচক্ষুঃ কহে। শাস্ত্রমেব চক্ষুঃ রূপক-কর্মব্যবহারঃ। ২ শাস্ত্ররূপ চক্ষুঃ। (ত্রি) শাস্ত্র চক্ষুর্ভূত। ৩ বাহ্যের শাস্ত্ররূপ চক্ষুঃ আছে। বাহ্যের জ্ঞানী, তাহার শাস্ত্রচক্ষুঃ দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন।

শাস্ত্রচারণ (ত্রি) শাস্ত্র চারয়তি প্রচারয়তি চর-ণিচ্-ল্য। শাস্ত্রদর্শী। (শব্দরত্না°)

শাস্ত্রচিন্তক (পুং) শাস্ত্র চিন্তয়তীতি চিন্তি গুল্। শাস্ত্রচিন্তা কারী, যিনি শাস্ত্রালোচনা করেন।

শাস্ত্রচৌর (পুং) শাস্ত্রজ্ঞ আচাৰ্য।

শাস্ত্রজ্ঞ (পুং) শাস্ত্র জ্ঞানাতীতি জ্ঞা-ক। শাস্ত্রবেত্তা, বাহ্যের শাস্ত্রের মর্মার্থ অবগত আছেন, শাস্ত্রদর্শী, পণ্ডিত।

“অনিয়ুক্তো নিযুক্তো বা শাস্ত্রজ্ঞো বক্তব্যঃ”। (নারদ)

শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ (ত্রি) শাস্ত্র তত্ত্ব জ্ঞানাতীতি জ্ঞা-ক। শাস্ত্রার্থ-দর্শী, শাস্ত্রের তত্ত্ব যিনি অবগত আছেন, পণ্ডিত, জ্ঞানী। (পুং) ২ গণক।

“দৈবজ্ঞো গণকো জ্ঞানী মৌহূর্ত্তো দৈবলক্ষকঃ।” (শব্দরত্না°)

শাস্ত্রতস্ (অব্য°) শাস্ত্র তসিল্। ১ শাস্ত্রাভ্যাসারে। ২ শাস্ত্র হইতে। পক্ষমী বা সপ্তমীর অর্থ হইলে তসিল্ প্রত্যয় হয়।

শাস্ত্রত্ৰ (ক্লী) শাস্ত্র ত্র ভাবঃ ত্ৰ। শাস্ত্রের ভাব বা ধর্ম।

শাস্ত্রদর্শিনী (ত্রি) শাস্ত্র দ্রষ্টুঃ লৌপমুদ্রা-ইনি। শাস্ত্রদ্রষ্টা, শাস্ত্রজ্ঞ।

শাস্ত্রদৃষ্ট (ত্রি) শাস্ত্র দৃষ্টঃ। শাস্ত্রে বাহ্য দৃষ্ট হইয়াছে, শাস্ত্রানুদৃষ্ট।

“প্রভাৎ দ্রষ্টব্যং শাস্ত্রদৃষ্টং হেতুভঃ।” (মহু ৮৩)

শাস্ত্রদৃষ্টি (পুং) শাস্ত্রমেব দৃষ্টিগত। শাস্ত্রই বাহ্যের চক্ষু, শাস্ত্রজ্ঞ।

“দিনং লয়কং গোপাশ্চ নবিচঃ শাস্ত্রদৃষ্টয়ঃ।” (মার্কপু° ১০৯৩২)

। ক্লী। ২ শাস্ত্ররূপ দৃষ্টি।

শাস্ত্রনেত্র (ত্রি) শাস্ত্রমেব নেত্রং যত। শাস্ত্রচক্ষুঃ।

শাস্ত্রদত্ত (ত্রি) শাস্ত্র দত্তা। শাস্ত্রোপদেষ্টা, যিনি শাস্ত্রাবয়বক উপদেশ দেন।

শাস্ত্রবুদ্ধি (ত্রি) শাস্ত্রে বুদ্ধির্ভূত। বাহ্যের শাস্ত্রবিষয়ক বুদ্ধি আছে, শাস্ত্র বুঝতে পারা যায়, এইরূপ বুদ্ধি থাকিলে তাহাকে শাস্ত্রবুদ্ধি কহে। (ক্লী) ২ শাস্ত্রবিষয়িক বুদ্ধি, যে বুদ্ধি থাকিলে শাস্ত্র বুঝতে পারা যায়, তাহাই শাস্ত্রবুদ্ধি।

শাস্ত্রমতি (ত্রি) শাস্ত্রে মতির্ভূত। শাস্ত্রবুদ্ধি।

শাস্ত্রবৎ (অব্য°) শাস্ত্রতঃ।

শাস্ত্রবিদ্ (ত্রি) শাস্ত্র বেত্তীতি বিদ্-কিপ্। শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্র-বেত্তা। শাস্ত্রদর্শী। (অমর)

শাস্ত্রবিপ্রতিবিদ্ধ (ত্রি) শাস্ত্রেণ বিপ্রতিবিদ্ধঃ। শাস্ত্রনিবিদ্ধ, শাস্ত্রে বাহ্য নিবিদ্ধ হইয়াছে।

শাস্ত্রশিল্পিন্ (পুং) শাস্ত্র শিল্পমতাতীতি ইনি। ১ কান্দীরবেশ। ২ তদেবশ। ৩ ভূমি। (ত্রিকা°)

শাস্ত্রাবর্ত্তলিপি (পুং) লিপিবিশেষ। (ললিতবিস্তর)

শাস্ত্রত (ত্রি) শাস্ত্রমতাতীতি শাস্ত্র তারকাদিধাদিতত্। (পা ৫২২৩৬) শাস্ত্রবৃত্ত।

শাস্ত্রিন্ (ত্রি) শাস্ত্রং বোক্ত শাস্ত্র-ইন্। শাস্ত্রবেত্তা, শাস্ত্রজ্ঞ। ২ উপাধি বিশেষ।

শাস্ত্রায় (ত্রি) শাস্ত্রসম্বন্ধীয়।

শাস্ত্র (ত্রি) শাস-গাৎ। ১ শাসনীয়, শাসনাই, শাসনের বোধ্য। “যো নিকপং নাপন্নাত যশ্চ নিকপ্য বাচতে।

তাবুভৌ চৌরবজ্ঞাতৌ দাপৌ বা তৎসমং দমম্।” (মহু ৮১, ২২) ২ শক্ষণীয়।

“মনবে শাস্ত্রো ভূঃ” (ঋক্ ১০৮২৭)

‘শাস্ত্রো ভূঃ শিক্ষণীগো ভব’ (সায়ণ)

শাহ (পারসী) ১ রাজা। ২ সম্রাট মুসলমান রাজপুরুষ বা ধনাঢ্য ব্যক্তির উপাধি।

শাহ আব্বাস (১ম) পারস্তের শাহই বংশ সপ্তম রাজা। মুলতান সেকেন্দর শাহের পুত্র। খৃষ্টীয় ১৫৭১ অব্দে ২২এ জাগুয়ারী সোমবার (১শা রমজান ৯৭৮ হিঃ) ইহার জন্ম হয়। বোড়শ বর্ষ বয়সে ৫৮৮ খৃঃ অব্দে ইনি ইহার পিতার জীবদ্দশাতেই খুরাসানের রাজত্ববর্গ কর্তৃক রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ইনিই সর্বপ্রথমে ইস্পাহান নগরে পারস্তের রাজধানী সংস্থাপন করেন। শাহ আব্বাস শৌধ্যে, বীধ্যে ও শাসনগৌরবে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি অসাধারণ প্রতাপে বীর রাজ্যের সীমা অধিকতর বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ১৬২২ খৃঃ অব্দে ইনি ইংরাজ সৈন্তগণের সহিত এক যোগে অরমস্ দ্বীপ অধিকার করেন। এই অরমস্ দ্বীপ ১২২ বৎসর পর্যন্ত পৃষ্ঠগীজ শাসনাধীন ছিল। শাহ আব্বাস একবর ও জাহাজীর সমকালীন লোক। ৪৪ বৎসর কাল রাজ্যশাসন করিয়া ১৬২৯ খৃঃ অব্দে ৮ই জাগুয়ারী (২৪ জুমাদা ১০৩৮ হিঃ) ইনি মানবলীলা সংবরণ করেন। ইহার পৌত্র শাহজাদি ইহার উত্তরাধিকারী হন। শাহ আব্বাস একজন নৈঃপ্রাণি ছিলেন।

২, উক্ত ১ম আব্বাসের প্রপৌত্র শাহ আব্বাস নামে পরি-

চিত। ১৬৪২ খৃঃ অব্দের মে মাসে ইনি ইহার পিতা শাহ সাকির সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। এই সময়ে ইহার বয়স প্রায় দশ বৎসর মাত্র। ইহার পিতার সময়ে কান্দাহার শহর ইরানের অধিকারভূক্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয় শাহ আকাস এই নগরীতে পুনরায় আধিপত্য সংস্থাপন করেন। এই সময়ে ইহার বয়স বোধশ বৎসর অধিক ছিল না। শাহজাহান কান্দাহারে পুনরায় বীর অধিকার বিস্তার করিতে যথেষ্ট চেষ্টা পাটয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল প্রয়াসই বিফল হইয়াছিল। শাহ আকাস প্রায় ২৫ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। ৩৪৩৫ বৎসর বয়সে ১৬৬৬ খৃঃ অব্দের ২৬এ আগষ্ট (৫ই রবি-উল্ আকবল, ১০৭৭ হিঃ) ইহার মৃত্যু হয়, ইহার পুত্র সাকি মীর্জা (শাহ শোহোমান) পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হন।

শাহ আলম্, দিল্লীর একজন সম্রাট। ইনি আলিগোহর নামে পরিচিত ছিলেন। ইহার পিতার নাম সম্রাট আলমগীর (২য়) মাতার নাম জিন্নতমহল ওরফে বিনান কুনবার। ১৭২৮ খৃঃ অব্দের ১৫ই জুন তারিখে (১৭ জিকদা ১১৪০ হিঃ) ইহার জন্ম হয়। শাহ আলম্ পিতৃবিধেবী ছিলেন। পাছে বা পিতৃমন্ত্রী ইমাদুল-মলিকগাজী দ্বারা কারারুদ্ধ হইলেন, এই ভয়ে ইনি ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদ নগরে উপস্থিত হন। এই সময়ে সিরাজউদ্দৌলার সৌভাগ্যবিচিত্র দিনের তরে অন্তিমিত হইয়াছিল। বীরজাফর সিরাজউদ্দৌলার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। শাহ আলম্ মুর্শিদাবাদ হইতে বিহার প্রদেশে বাইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তৎকালে তাঁহার পিতা শত্রু কর্তৃক নিহত হন। শাহ আলম্ এই সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ২৫এ ডিসেম্বর তিনি দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। এই সময়ে তিনি “শাহ আলম্” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ২৩এ অক্টোবর বঙ্গদেশের মুক্ত শাহ আলমের প্রধান মন্ত্রী মুজাউদৌলার পরাভূত হইয়া পলায়ন করেন। শাহ আলম্ নিরুপার হইয়া ইংরাজদের আশ্রয়তা খীকার করেন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের ১২ই আগষ্ট আক্কাবাদের আলিয়া ইউট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বঙ্গদেশের দেওয়ানী ভার প্রদান করিয়া এক সনদ লিখিয়া দেন। এই সময়ে তিনি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার কর স্বরূপ ষ্টেট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট বার্ষিক ২২ লক্ষ টাকা মাত্র কর প্রাপ্ত হইতেন। লর্ড ক্লাইব প্রতি বর্ষে ২২ লক্ষ টাকা মাত্র দেওয়ার অঙ্গীকার করিয়া এই বিপুল প্রদেশের দেওয়ানী সনদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লর্ড ক্লাইব জেনারেল স্মিথকে দিল্লীতে রাখিয়া কলিকাতায় প্রত্যায়গমন করেন। শাহ আলম্ নাগ মাত্র সম্রাট

ছিলেন। তিনি জেনারেল স্মিথের করযুত পুর্নালকার ভার সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। জেনারেল স্মিথই প্রকৃত পক্ষে শাসনকর্তা ছিলেন। শাহ আলম্ আক্কাবাদের নগরে অবস্থান করিতেন, আর জেনারেল স্মিথ সিরী হুর্গে থাকিতেন। সম্রাটের ভবনে পূর্ব প্রধাণসারে নহবত বাজ হইত। নহবতের শব্দ জেনারেল স্মিথের কর্ণে অশ্রীতিকর হইল, তিনি নহবত বাজাইতে নিবেদন করিলেন। আর অমনি বিনা বাধ্য করে সম্রাটকে নহবত বন্ধ করিতে হইল। সুতরাং শাহ আলম্ নামে মাত্র সম্রাট ছিলেন। তিনি গৃহশত্রুদের ভয়ে আলাহাবাদ নগরে ইংরাজদের আশ্রয়ে দিন যাপন করিতেছিলেন। কিন্তু এই রূপ ভাবে আলাহাবাদে অবস্থান করা তাঁহার নিকট বিরক্তিকর হইয়া উঠিল, তিনি অতঃপর ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে দিল্লীতে গমন করিলেন। অধিক দিন বাইতে না বাইতেই তিনি সহসা এক দিবস গোলাম কাদের খাঁ নামক একজন প্রবল পরাক্রম শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। গোলাম কাদের তাঁহার চক্ষু উৎপাটিত করিয়া ফেলিল। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ১২এ নবেম্বর শাহ আলমের মৃত্যু হয়। শাহ আলম্ একজন ভাল কবি ছিলেন। তাঁহার কৃত কাব্য গ্রন্থে তাঁহার নামের ভণিতার “আক্কাব” নামের উল্লেখ আছে। কুতব শাহের দরবার নিকটবর্তী মতি মসজিদের সমীপস্থ বাহাজর শাহের সমাধির নিকটে শাহ আলমের সমাধি হয়।

শাহ আলম্, কুতব আলম্ নামক একজন সাধু কবিরের পুত্র। পূর্ব নাম কুতুবউদ্দীন সৈয়দ বরাউদ্দীন। ইনিও পিতার দ্বার কবিরী অবলম্বন করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতামহের নাম মুকদম জাহানিয়ান সৈয়দ জানাম করারী। কুতব গুজরাতে থাকিতেন, ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে ১ই ডিসেম্বর তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়। আক্কাবাদের হইতে ৬ মাইল দূরে তাঁহার সমাধি এখনও বিদ্যমান। শাহ আলম্ও গুজরাতেই অবস্থান করিতেন। এখানে তাঁহারও সমাধি রহিয়াছে।

শাহ আলি মহম্মদ, “তাক্কানিয়াঃ রহমানী” নামক গ্রন্থ-প্রণেতা। এষ্ট গ্রন্থে সুফী ধর্মমতের এবং তৎসংক্রান্ত রহস্যপূর্ণ পদ্যাদির ব্যাখ্যা আছে।

শাহ আলি হজরৎ, একজন সৈয়দবংশীয় ধার্মিক মুসলমান। ইনি পারস্ত ভাষায়, আরবী ভাষায় ও উজরাটী ভাষায় অনেক ধর্মগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে আক্কাবাদের তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে।

শাহ করক, একজন খাতনামা মুসলমান কবির। আলাহাবাদের অন্তর্গত করা নামক স্থানে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। মুসলমানেরা এই কবিরের সমাধিস্থলকে অত্যাপিও একটা পবিত্র

হান বলিয়া মনে করেন। কিরিতা নামক গ্রাে উল্লিখিত আছে যে, ১২২৬ খৃঃ অব্দে সুলতান জলাল-উদ্দীন কিরোজের গুপ্তহত্যার পূর্বদিন সুলতান আলাউদ্দীন এই ককীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ককীর উপাধান হইতে মাথা তুলিয়া একটি উড়ট শ্লোক আবৃত্তি করেন, ঐ শ্লোকের মর্ম এইরূপ—

“যে তোমার শত্রুরূপে আসিবে, নৌকার উপরেই সে তোহার মস্তক হারাইবে। আর তোহার দেহের অবশিষ্টাংশ গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইবে।” ককীরের এই ভবিষ্যাবলী কয়েক মণ্ডার মধ্যেই সত্য বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছিল। যে রাজা আলাউদ্দীনের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন, ককীরের নির্দেশ মতই তোহার মৃত্যু হইয়াছিল। ১২২৬ হইতে ১১১৬ খৃঃ অব্দের মধ্যে শাহ করকের লোকান্তর হয়।

শাহ কাসিম, একজন সুশিক্ষিত মুসলমান সাধু। ১১৮৪ খৃঃ অব্দে ইহার মৃত্যু হয়, খুজা আবদুল রেজার লিখিত বিবরণীতে ইহার ধর্মজীবনের পরিচয় আছে।

শাহ কুলি খাঁ মহরম, সম্রাট্ অকবর শাহের জনৈক সমর-সচিব। ১৫৯৮ খৃঃ অব্দে উদয়পুরের অধীনস্থ আমীরদিগকে দমিত করিবার জন্য পাঁচ হাজারী সেনামায়ক পদ প্রাপ্ত হইয়া ইনি সুলতান সেলিম ও মানসিংহের সহিত আজমীর ঘাড়া করেন। জাহাঙ্গীর বাদশাহ তাঁহার গ্রন্থের এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার রাজত্বের প্রথম বর্ষে অর্থাৎ ১৬০৫ খৃঃ অব্দে মৌজা হাম্বোলের সুলতানা বেগম নারী এক কস্তার সহিত শাহ কুলিখাঁ মহরমের বিবাহ হয়। কিন্তু মসির উল্-উমার নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ১৬০০ খৃঃ অব্দে কুলিখাঁ মহরম মৃত্যু মুখে পতিত হন।

শাহ কুদরৎ-উল্লা, ইনি দিল্লীর একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি। পারস্য ও উর্দু ভাষায় ইহার রচিত অনেক কাব্য আছে। ঐ কাব্য-গুলির মধ্যে নটুরে চাঁদল আককার ও “দিবান” নামক দুই খানি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। ১৭৮২ খৃঃ অব্দে ইনি সুশিলাবাদে আসিয়া অবস্থান করেন। উক্ত দিবান গ্রন্থে ২০ হাজার পদ আছে। ইনি ১৭২১ খৃষ্টাব্দে সুশিলাবাদ নগরে মানবলালা সংবরণ করিয়াছিলেন।

শাহ জাদা (পারসী) রাজকুমার, যুবরাজ।

শাহ জাদা খানম, বাদশাহ আকবরের কস্তা, ইহার মাতার নাম সলিমা বেগম। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রারম্ভ কাল পর্যন্ত ইনি জীবিত ছিলেন।

শাহ জাদী (পারসী) রাজকস্তা।

শাহ জমাল, কাবুল ও কান্দাহারের একজন প্রসিদ্ধ রাজা। ইহার পিতার নাম তৈমুর শাহ। সুপ্রসিদ্ধ আম্মদ শাহ আবদালী

ইহার পিতামহ। ১৭২৩ খৃঃ অব্দে ইহার পিতার মৃত্যু হইলে ইনি কাবুলের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ১৭২৬ খৃঃ অব্দে ইনি দিল্লী আক্রমণ করিতে আতলাবী হইয়া লাহোর পর্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু এদিকে নিজ রাজ্যে ইহার ভ্রাতারা বিজোহী হইয়া উঠে, এই নিমিত্ত ইনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। ১৮০০ খৃঃ অব্দে কীরাত নিবাসী ইহার ভ্রাতা মহম্মদ শাহ ইহাকে বন্দ করিয়া বালারিসার কারাগারে অবরোধ করেন। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে বৃট্টীয় গবর্ণমেন্ট শাহ সুজাকে কাবুলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলে আকগানেরা তাহাতে বাধ্য হইয়া শাহ জমালকে রাজা বলিয়া স্বীকার করেন।

শাহ জলাল, গ্রীহটের একজন বিখ্যাত ককীর। গ্রীহটে এখনও ইহার সমাধি ও দরগা আছে। অনেক মুসলমান মোলবী এই দরগায় উপস্থিত থাকিয়া নিত্য নৈমিত্তিক কার্যাদি করেন। কপোত ও অন্ত্যস্ত বহু প্রকার পাখী, এই দরগায় আশ্রয় লইয়া থাকে। মক্কা মসজিদে স্থানপ্রাপ্ত পক্ষীদিগের জায় এই মসজিদের পক্ষী গুলিও মুসলমান সমাজে পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়।

শাহগঞ্জ, যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত জোনপুর জেলার খুতাহন তালুকের অধীন একটি সহর। অক্ষা° ২৬° ২' ৪২" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ৪৩' ৩৬" পূঃ। ফরজাবাদের বাঁধা পথের উপরে খুতাহন সহরের ৮ মাইল উত্তরপূর্বে এই সহরটি অবস্থিত। অযোগ্যার নবাব উজীর সুজা উদৌলা এই সহরের সংস্থাপক। তাঁহার প্রযত্নে সর্বপ্রথমে এখানে একটি “বারদারী” (বাজার) এবং মক্কার প্রসিদ্ধ ফকির শাহ হজরাত আলীর সম্মানার্থ একটি মসজিদ সংস্থাপিত হয়। শাহগঞ্জ একালের বাণিজ্যের একটি প্রধান স্থল। জোনপুর জিলার মধ্যে সবার ব্যতীত শাহগঞ্জের জায় সুপ্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থল আর নাই। এই স্থানটি তুলার আমদানির জন্য বিখ্যাত। এখানে মঙ্গলবার ও শনিবার হাট হইয়া থাকে। স্কুল, ডাকঘর, পুলিশ স্টেশন, ডিস-পেন্সারী এবং অযোগ্য-রোহিল-খণ্ড রেলওয়ের স্টেশন আছে।

২ ফরজাবাদ জেলার আর একটি শাহগঞ্জ সহর আছে। ঐ স্থানটি ফরজাবাদ হইতে ৮ মাইল দূরে মোগল সম্রাটদের দ্বারা স্থাপিত। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে রাজা দর্শনসিংহ এই নগর আধিকার করিয়া এখানে দুর্গ ও বাসস্থান নির্মাণ করেন। ইহার অপর নাম মকিমপুর।

শাহগড়, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত সাগর জেলার বান্দা তহ-সীলের অধীন শাহগড় নামক জুখণ্ডের প্রধান নগর। সাগর সহর হইতে ৪০ মাইল উত্তরপূর্বে অক্ষা° ২৪° ১৯' উঃ এবং ৭২° পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এই স্থানটি মণ্ডলে

গৌড়রাজের অধীন ছিল। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত এখানে উক্ত রাজবংশের সদর আবাস ছিল। এই সহরটী উক্ত পর্তুগীশ প্রাচীর পাদদেশে অবস্থিত। ইহার চতুর্দিকেই বন সন্নিবিষ্ট চির শ্রামল উদ্ভিদরাঙ্গি অরণ্যানিতে পরিণত হইয়া প্রাকৃতিক শোভা বিস্তার করিতেছে। নগরের পূর্ব ভাগে একটা দুর্গের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে এখনও পোতীন রাজপ্রাসাদ পরিলক্ষিত হয়। এই সহরের উত্তরাংশে বারেন্দ্র, অমরমৌ, শীরাপুর ও টিগড়ার লৌহের খনি ও কারখানা আছে। এই স্থান হইতে লৌহ গালাই করিয়া কাণপুরে পাঠান হয়। এখানে মঙ্গলবার ও শনিবারে হাট হইয়া থাকে।

শাহ জহান, দিল্লীর সুবিখ্যাত সম্রাট। ইহার অপরাধ নাম শাহাবুদ্দীন মহম্মদ সাতবি কিয়ান সানী, সম্রাট জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র। ১৬২০ খৃঃ অব্দে এই জাহাঙ্গীরী তারিখে লাঠোরে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে তিনি সিন্ধী খুরাম্ নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহার মাতার নাম বালমতী। বালমতী রাজা উদয়-সিংহের কন্যা, যোধপুরের রাজা মালদেবের পৌত্রী। রাজা মুজজ সিংহ তাঁহার সঙ্গোদব ভ্রাতা। শাহজহান, তাঁহার পিতার মৃত্যু সময়ে দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহার শ্বশুর আসফু খাঁয়ের চেষ্টায় তিনি সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ১৬২৮ খৃঃ অব্দে এই ফেব্রুয়ারী হইতে তিনি রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। ভারতবর্ষে মুসলমান সম্রাটগণের মধ্যে বাহাদুরের প্রভৃতিতে তিনি সর্ব প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। ময়ূরসিংহাসন শাহজহানের বিনিশ্চিত। ময়ূরসিংহাসন নির্মাণার্থ মরকত আদি যে সকল বহুমূল্য মণিক্য ব্যবহৃত হইয়াছিল, অধুনা কোথাও তত মণিমাণিক্যাদি একযোগে দৃষ্টিগোচর হয় না। মণিতত্ত্ববিৎ সুবিখ্যাত পর্যটক টাভার-নের বলেন, ময়ূরসিংহাসনের মূল্য ৬৫ লক্ষ ষ্টার্লিং। শাহজহানের প্রাসাদাদিতে বহুল ঐশ্বর্যপ্রভাব পরিলক্ষিত হইত। তিনি দিল্লীতে শাহ-জাহানাবাদ নামে একটা নগর সংস্থাপন করেন। আগরার তাজমহল ও তাঁহার বিশ্ব-বিখ্যাত প্রধানতম কীর্তি। সমগ্র যুরোপ ও এশিয়ার একরূপ প্রাসাদ অপর কৃত্রিম দৃষ্ট হয় না। তাৎক্ষণিক মাম্-তাজমহল নামের অপভ্রংশ। মাম্ তাজমহল শাহ জহানের প্রিয়তমা পত্নীর নাম ছিল। তাঁহার নামানুসারেই এই প্রাসাদ নির্মিত হয়। শাহজহান ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে ২৫ জুন তারিখে তৎপুত্র আলমগীর অরঙ্গজেব আগরার দুর্গে শাহ-জহানকে কারাবদ্ধ করেন। ৭ বৎসর হ্রাসকাল কারাগারে রুদ্ধ থাকিয়া ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে ২৩এ জাহাঙ্গীরী সোমবার রাত্রিকালে তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। তাজমহলে তদীয় পত্নীর

সমাধির নিকট তাঁহার দেহ সমাধি করিয়া হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর ৩ মাস ১৭ দিন ছিল। তাঁহার ৮টী পুত্র ও ৪টী কন্যা জন্মিয়াছিল। পুত্রদের নাম দারা শিকো, সুলতান মুজা, আলমগীর এবং মুরাদবকস। আলমগীর তদীয় ভ্রাতা দারা ও মুরাদকে নিহত করেন। সুলতান মুজা আরাকানে চলিয়া যান এবং সেখানে আরাকানের রাজার চক্রান্তে নিহত হন। শাহজহানের কন্যাদের নাম আর্জুমিন-আরা, গেইত-আরা, জাহানারা এবং বোশেনারা।

শাহজহানপুর, যুক্ত প্রদেশের রোহিলখণ্ড বিভাগের অন্তর্গত একটা জেলা। তথাকার ছোটলাটের শাসনাধীন। ভূপরিমাণ ১৭৪৫ বর্গ মাইল। অক্ষা° ১৭° ৩৫' হইতে ২৮° ২৮' ১৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ১০' হইতে ৮০° ২৫' ৪৫" পূঃ মধ্য। ইহার উত্তরপশ্চিম ও উত্তরে পিলিভিৎ ও বারেলী জেলা, পূর্বে অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত খেরী জেলা দক্ষিণে গজানদী ও করুখাবাদ জেলা এবং পশ্চিমে বুদাউন ও বারেলী জেলা। শাহজহানপুর নগরে ইহার বিচার সদর।

এই জেলা গঙ্গার উত্তর হইতে হিমালয়পাদভূমি-প্রবাহিত শারদানদীতট পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরপূর্বাংশে ক্রমোচ্চ নিম্ন পার্বত্য বনভূমি। ইহার মধ্য দিয়া পার্বত্যঝারাসমূহ প্রবাহিত থাকায় স্থানটী নিরন্তর জলসিক্ত হইতেছে। এই স্থান মালেরিয়া প্রধান, ও প্রায় জনশূন্য।

গোমতী ও খানোত নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী ভূভাগ সমধিক উর্বরা। এখানকার জনসংখ্যাও অধিক। স্থানবাসীরা ইক্ষু প্রভৃতি চাষ করিয়া জীবিকাঞ্জন করে। শাহজহানপুর নগরের অদূরে খানোত নদী দেওহা বা দেববহা নদীতে সঙ্গত হইয়াছে।

উক্ত দেওহা ও গয়াই নদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ড জলাভিষ্কৃত। গড়াই নদীর দক্ষিণে রামগঙ্গা নদীর উপত্যকা পর্যন্ত ভূমি বালুকাময়। এই বালুকাময় ভূমি অতিক্রম করিয়াই গঙ্গাভীরবর্তী জলাভূমি দৃষ্ট হয়। এই স্থান সোৎ প্রকৃতি কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতাবিনী দ্বারা বিধৌত। রামগঙ্গা ও দেববহা নদী নিরন্তর গতি পরিবর্তন করিয়া থাকে, এই কারণে এই খাতগুলি পলিচ্ছন্ন বিশেষ উর্বরতা প্রাপ্ত হয়।

শাহজহানপুরের বিশেষ কোন ইতিহাস নাই। রোহিলা আফগান জাতির প্রভাব ও প্রতিপত্তি হইতেই এখানকার ইতিহাস করণ করা যায়। প্রথম মুসলমান শাসনকালে এই স্থান কঠোরিয়া রাজপুত্রগণের বাস ভূমি ছিল। এক কারণে ইহা কাঠেরভূক্তি নামে খ্যাত ছিল। পরে উহা বুদাউনের শাসনাধীন হয়। মোগল-সম্রাট শাহজহান বাদশাহের রাজত্ব কালে নবাব বাহাদুর খাঁ নামক একজন মুসলমান উক্ত নগর স্থাপন

করিয়া সম্রাটের নামে উহার নাম রাখেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে আলী মহম্মদ খাঁ রোহিলা-বংশীয় আফগানদিগের নেতা হইয়া বরেলী ও মোরাদাবাদের শাসনকর্তাকে পরাজয়পূর্বক স্বয়ং উক্ত জেলাধর ও শাহজহানপুরের শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর, তদীয় পুত্রের অভিভাবক হাকিম রহমৎখাঁ রোহিলাদিগের সর্দার মনোনীত হন। ঐ সময়ে রোহিলা-দিগের উপদ্রবে পার্শ্ববর্তী স্থানবাসিগণ উদ্ধাক্ত হইয়া উঠে। তদুপলক্ষে দিল্লীর বাদশাহ রোহিলা-বিদ্রোহ-দমনার্থ সেনা প্রেরণ করেন। সম্রাট সৈয়দ হাকিম মহম্মদের নিকট পরাজয় স্বীকার করে। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শাহজহানপুর বরেলীর পাঠান-সর্দারবংশের শাসনাধীন থাকে। এই সময়ে অযোধ্যার নবাব টকীর ওরারেন ষেঠিংসর সাহায্যলাভে বলীয়ান হইয়া রোহিলখণ্ড বিভাগ আলোড়িত করেন।

এই জেলার পশ্চিমাংশে রোহিলাগণের আধিপত্য স্থাপিত হইলেও, পূর্বাংশে তাঁহাদের কোনরূপ প্রভুত্ব ছিল না। উত্তরের বঙ্গ প্রদেশে গোড় বা কাঠোরিয়া বংশীয় ঠাকুরগণ আপনাদের প্রতিপত্তি বজায় রাখিয়াছিলেন। অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডের সীমান্ত দেশে স্থাপিত হওয়ার, অজুমান হয় যে, এই জেলা এক এক সময়ে উক্ত দুই প্রদেশের রাজ্যেশ্বরদিগের অধিকৃত হইয়াছিল। শাহজহানপুরের পাঠানেরা কখনও রোহিলাদিগের বশত স্বীকার করেন নাট, তাঁহারা অযোধ্যার নবাবের অধীন ছিলেন। ১৭৭৪ হইতে ১৮০১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই জেলা অযোধ্যার নবাবের অধিকারে থাকে। শেষোক্ত বর্ষে ইংরাজ কোম্পানীর সহিত নবাবের লক্ষ্যে সফরে যে সন্ধি হয়, তাহাতে শাহজহানপুর ইংরাজাধিকারে আইসে।

এই সময় হইতে সিপাহী বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত এখানে আর বিশেষ কোন বিপ্লব উপস্থিত হয় নাই। ইহার পার্শ্বস্থিত অযোধ্যা প্রদেশে উপদ্রব ও অনাচারপ্রভৃতি প্রবাহিত হইলেও শাহজহানপুরে ইংরাজের শাসনকৌশলে কোনরূপ দুর্ঘটনা স্থায়ীভাবে ধারণ করিতে পারে নাই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে, মিরাতের সিপাহীদের বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া এখানকার বিদ্রোহী সিপাহীরা মনে মনে বড়বস্ত্র করিতে থাকে, কিন্তু ২৫ই মে পর্যন্ত তাহারা বেশ ধীর ভাবে আপনাদের গতি বিধি গোপন রাখিয়াছিল। ৩১এ তারিখে তাহারা ইংরাজের রাজকোষ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে এবং কোবাগার জালাইয়া দেয়। ঐ সময়ে হানীর ইংরাজেরা গীজাখের লুকাইয়া আশ্রয়কার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশেষে অস্ত্রাশ্রয় স্থান হইতে ইংরাজ সৈন্য আসিয়া পড়ায় ইংরাজগণ আন্তে আন্তে পাবায়ন অভিমুখে পলাইতে থাকে এবং বিদ্রোহী দল বৈষ্ণামত ধনরত্ন হস্তগত

করিয়া নগরের ইংরাজবাস জালাইয়া বরেলীর দিকে চলিয়া যায়। এখানে পূর্ব হইতেই বহু বিদ্রোহী দলবদ্ধ হইয়াছিল, শাহজহানপুরের পাঠানেরা বাইরা তাহাদের দল পুষ্ট করিল।

১লা জুন তারিখে বিদ্রোহী দলনেতা কাদের আলী খাঁ শাহজহানপুরে নিজের শাসনবিস্তার করিলেন; তদনুসারে এখানকার পূর্বতন গোলাম কাদের খাঁ ১৮ই জুন তারিখে বরেলী বাইরা খাঁ বাতাহর খাঁকে সকল অবস্থা অবগত করিলে তিনি তাহাকে পুনরায় শাহজহানপুরের নাজিম করিয়া পাঠাইলেন। গোলাম কাদের ২৩এ তারিখে পুনরায় স্বদেশে আসিয়া নবাবী মসনদে উপবেশন করিলেন বটে, কিন্তু কেহই তাঁহার আদেশ পালন করিল না। তখন বিদ্রোহী দল সর্বত্র আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের জুন হইতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী পর্যন্ত এখানে আফগান শাসন চলিয়া ছিল। শেষোক্ত মাসে ইংরাজসৈন্য কতেগড় অধিকার করে। সুবিধা না দেখিয়া কতেগড়ের নবাব ও ফিরোজ শাহ আশ্রয়কার উদ্দেশ্যে শাহজহানপুর হইয়া বরেলী বাইরা আশ্রয়লাভের চেষ্টা পান। এদিকে লক্ষ্যে নগরের অধঃপতনের পর নানা সাহেবও শাহজহানপুরে ১০ দিন মাত্র বাস করিয়া বরেলীতে আশ্রয় লইলেন। উক্ত জানুয়ারী মাসে নবাব হামিদ হুসন খাঁ ও মহম্মদ হসন নামক কর্মচারীদ্বয়কে ইংরাজের সহিত বড়বস্ত্রকারী জানিয়া নিহত করেন। উক্ত বর্ষের ৩০এ এপ্রিল তারিখে লর্ড ক্রাইডের অধীনে ইংরাজ সেনাদল শাহজহানপুরে উপনীত হয়। বিদ্রোহী-দল মহম্মদী নামক স্থানে পলায়ন করে। ২রা মে ইংরাজসেনার কিয়দংশ এখানে রাখিয়া লর্ড ক্রাইড বরেলী যাত্রা করেন। এখানে বিদ্রোহী দল নয়দিন ইংরাজ সেনাদিগকে অবরোধ করিয়া রাখে। ত্রিগেডিরার জোস সফলে আসিয়া ১২ই তারিখে তাহা-দিগকে মুক্ত করেন, ইহার পর শাহজহানপুরে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হয়।

শাহজহানপুর, তদনগর জালালাবাদ, খুদাগঞ্জ, মীরগপুর কাটরা ও পাবায়ন নগর এখানকার বাণিজ্যপ্রধান এবং তথার লোক সংখ্যাও অধিক। দেববহা ও রামগঙ্গা নদী ব্যতীত রোহিলখণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, পাবায়ন-জালালাবাদ রোড, লক্ষ্যে হইতে বরেলী, শাহজহানপুর ও তিলহর এবং কতেগড় হইতে জালালাবাদের মধ্য দিয়া মীরগপুর কাটরা পর্যন্ত যে চারিটা পাকারাস্তা আছে, তাহাতে শকটযোগে হানীর বাণিজ্য নির্বাহিত হয়। আউধরোহিলখণ্ড রেলপথ এই জেলার মধ্য দিয়া বিস্তৃত হওয়ার বর্তমান বাণিজ্য রেলস্টেশনসমূহে কেন্দ্রগত হইয়াছে। এখানকার চিনির কারবার উল্লেখযোগ্য।

এখানে নদী নালা থাকিলেও প্রায়ই অনাবৃষ্টিনিবন্ধন জল

কষ্ট হইয়া থাকে। ১৭৮০-৮৪, ১৮০০-০৪, ১৮২৫-২৬, ১৮৩৭-৩৮, ১৮৫০-৫১, ১৮৬৮-৬৯, ও ১৮৭৮-৭৯ খৃষ্টাব্দে হুজিৎ ও মহামারী ঘটিয়াছিল। এখানে ৩১ দেওয়ানী ও ১০ টী কোজদারী আদালত আছে।

২ উক্ত জেলার দক্ষিণ-পূর্ব তহশীল বা উপবিভাগ। শাহজহানপুর, জামোর ও কান্ত পরগণা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। ভূপরিমাণ ৪০১ বর্গ মাইল। উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। দেববহা বা গড়া নদী বামকুলে খানোত সজ্জের অদূরদেশে উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত। অক্ষা ২৭° ৫৩' ৪১" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৫৭' ৩০" পূঃ। গড়া-খানোত সজ্জের উপর একটি প্রাচীন দুর্গ এবং তাহার পার্শ্বে খানোত নদীর উপর 'হাকিম মেহেন্দি আলী নিশ্চিৎ' সুপ্রতিষ্ঠিত সেতু আছে। ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে নবাব বাহাদুর খাঁ কর্তৃক মোগল সম্রাট শাহজহানের নামে এই নগর স্থাপিত হয়। নগরপ্রতিষ্ঠা হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় ২৬২ বৎসর অতিবাহিত হইল, এখানকার ইতিহাসে সিপাহীবিরোধের দুইটনা ব্যতীত আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই।

এখানে আউধ-রোহিলখণ্ড রেলপথের একটি স্টেশন আছে। জেলায় বর্ণিত চারিটা পাকা রাস্তা এই নগরের নিকট দিয়া গিয়াছে। ঐ সকল রাস্তা ব্যতীত লক্ষৌ, বরেন্দী, ফরুখাবাদ, পিলিভিৎ, মহম্মদী ও হাওদেই প্রভৃতি নগরে যাতায়াতের সুন্দর সড়ক রাস্তা আছে। ইংরাজসেনার বারিক এখানকার প্রসিদ্ধ অট্টালিকা। কেরু কোম্পানীর চিনির কারখানা এবং রম নামক মত্ত চোলাই কারখানা উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা প্রভৃতি ভারতের প্রধান প্রধান সহরে উক্ত মত্ত "শাহজহানপুর-রম" নামে বিক্রীত হয়।

শাহজহানপুর, মধ্য ভারতের গোয়ালিয়ার রাজ্যের একটি নগর। বোম্বাই-আগ্রা ট্রান্সরোড নামক রাস্তার ধারে শুণা হইতে ১০৬ মাইল এবং ইন্দোর রাজধানী হইতে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা গোয়ালিয়ারের অন্তর্গত শাহজহানপুর জেলার সদর।

শাহ জহান বেগম, ভূপালের এক শাসনকর্ত্রী। ১৮৬৮ খৃঃ ৩০-এ অক্টোবর, ইহার মাতা সেকন্দর বেগম লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে ইনি ভূপালের রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ভূপাল-রাজ্যের দ্বিতীয় মন্ত্রী মহম্মদ শাদি হোসেন খাঁর সহিত ইহার বিবাহ হয়।

শাহজাদপুর, যুক্ত প্রদেশের আলাহাবাদ জেলার শিরাহু তহশীলের অন্তর্গত একটি নগর। গঙ্গানদীর কূলে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নামক রাস্তার এক মাইল উত্তর ও শিরাহু হইতে ৬ মাইল পূর্বে

অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৩৯' ৫৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ২৭' পূঃ। পূর্বে এই নগর বেশ সমৃদ্ধ ছিল, কিন্তু বর্তমানে জনসংখ্যা-নিবন্ধন ইহার পূর্বশ্রী বিনষ্ট হইতেছে। এখানে এক প্রকার ছাপা ছিটের কাপড় প্রস্তুত হয় এবং সোয়ার বাবসাই প্রধান।

শাহ তাকি, একজন মুসলমান ফকীর। ইনি ১৪২০ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। বাঁসীতে ইহার সমাধিমন্দির এখনও বর্তমান। এই স্থানে প্রতিবৎসর মুসলমানগণ সমবেত হইয়া ইহার স্মরণোৎসবকে মহোৎসবাদি করিয়া থাকেন।

শাহ তাহীর জুনাইদি, শাহ জাকরের সর্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা। হুমায়ুন বাদশাহের সময়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং দাক্ষিণাত্য প্রদেশে আন্ধ্রনগরের ব্রহ্মান নিজাম শাহের মন্ত্রি-রূপে নিযুক্ত হন। ইনি শিরা সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। ১৫৩৭ খৃঃ অব্দে শাহ তাহীর সম্রাটকে শিরা মতে বীজিত করেন। ১৫৫৪ খৃঃ অব্দে ইহার মৃত্যু হয়। ইনি একজন সুবিখ্যাত কবি ছিলেন। ইহার রচিত এখনও অনেক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

শাহদরা, পঞ্জাব প্রদেশের লাহোর জেলার অন্তর্গত একটি গও গ্রাম। ইরাবতী নদীর পশ্চিম কূলে লাহোর নগরের অপর পারে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ৩১° ৪০' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ২০' পূঃ। এখানে একটি বিস্তীর্ণ উত্তান মধ্যে মোগল-সম্রাট জাহাঙ্গীর, তদীয় মহিষী জগৎপ্রসিদ্ধ নূরজহান বেগম ও রাজশ্যালক আসফ খাঁর সমাধিমন্দির বিস্তৃত আছে। ঐ মসজিদের শির ও গঠননৈপুণ্য সাধারণের দেখিবার জিনিষ। লাহোরবাসী ঐ উত্তানে প্রাইই বেড়াইতে যান। শিখদিগের অভ্যুদয়ে ঐ সকল সমাধিমন্দির অনেকটা শ্রীহীন হয়। শিখগণ ঐ সকল মসজিদ গাও হইতে মসজিদ প্রস্তুত খুলিয়া লইয়া অমৃত-সহরের শিখমন্দিরে সংগৃহীত করিয়াছেন। এখানে পঞ্জাব-নর্দারণ-স্টেট রেলপথের একটি স্টেশন আছে।

শাহদরা, যুক্ত প্রদেশের মিরাট জেলার গাজিয়াবাদ তহশীলের অন্তর্গত একটি নগর। পূর্বে যমুনা-খালের বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৮° ৪০' ৫৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ২০' ১০" পূঃ। এখানে সিন্ধু-পঞ্জাব দিল্লী রেলপথের একটি স্টেশন আছে। মোগল সম্রাট শাহজহান বাদশাহ এই নগর স্থাপন করিয়া "শাহদার" নাম দেন। তাহা হইতেই উহা শাহদরা নামে আখ্যাত হয়। উক্ত সম্রাটের অধিকার কালে এখানে সেনা-বিভাগের শস্ত-ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছিল। তরত-পুরের জাঁট সদ্ধার রাজা সূর্যমল এবং পাণিপথ যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে আন্ধ্র শাহ-জুয়ানী এই নগর লুণ্ঠন করেন। জুতা ও অজ্ঞাত চন্দ্রনির্মিত দ্রব্য এবং চিনির কারবারের অস্ত্র এই স্থান প্রসিদ্ধ।

শাহদাদপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সিন্ধুপ্রদেশের উত্তরসিন্ধু সীমান্ত জেলার একটি তালুক। সুজাবল, রতো-দেবো ও মাধার তালুকের সতকাংশ লইয়া এই তালুক গঠিত।

শাহদাদপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সিন্ধুবিভাগের হারদরাবাদ জেলার হালা উপবিভাগের অন্তর্গত একটি তালুক। ভূপরিমাণ ৭৩০ বর্গমাইল। এখানে ৭টি থানা ও তিনটি কোজদারী আদালত আছে। গ্রামসংখ্যা ১১১৮।

২ উক্ত তালুকের প্রধান নগর। জাখা খালের ধারে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৫৬' উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৮° ৪০' পূঃ। প্রায় সার্বিক দিশতাকী অতীত হইল, মীর শাহদাদ নামে এক মুসলমান এই নগর স্থাপন করেন। এখানে তৈল, চিনি ও কার্পাস বস্ত্রের বিকৃত কারবার আছে।

শাহধেরী (ধেরী শাহান্), পঞ্জাব প্রদেশের রাবলপিণ্ডি জেলার অন্তর্গত একটি গওগ্রাম। অক্ষা° ৩৩° ১৭' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৪২' ১৫" পূঃ। প্রত্নতত্ত্ববিদ ডাঃ কনিংহাম ইহাকে প্রাচীন তক্ষশিলা নগরী বলিয়া বিবেচনা করেন। প্রায় ছয় মাইল বিস্তীর্ণ স্থানে ঐ নগরের ধ্বংস স্তূপ নিপতিত আছে। উহার বৌদ্ধ স্তূপ ও সজ্জাগামগুলির নিদর্শন আজিও প্রত্নতত্ত্ব-সন্ধিৎসুগণের হৃদয়ে নতুন আলোক ও আনন্দ ঢালিয়া দেয়। মর্গালা গিরিসঙ্কটের কএক মাইল উত্তরে এই নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল। পাশ্চাত্য ভৌগোলিক আরিয়ান্ ইহাকে সিন্ধু ও ঝিলামের মধ্যবর্তী বহু জনাকীর্ণ সমৃদ্ধিশালী নগর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মাকিনদবীর আলেকজান্দার এখানে সৈন্য তিন দিবস রাজত্যাগ গ্রহণ করেন। অমুহান ৪০০ খৃষ্টাব্দে চীনপরিব্রাজক ফা হিয়ান্ পবিত্র তক্ষশিলায় সন্মিলন করিয়া যান। পরে তাঁহার সমধর্মী যুজুন চুঅঙ্গ ৬৩০ ও ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎকালে কান্দীরে এখানকার শাসন-কেন্দ্র স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

প্রাচীন তক্ষশিলায় ধ্বংসাবশেষগুলি ছয় ভাগে বিভক্ত। পূর্বভাগে স্থাপিত বর্তমান শাহধেরী গ্রামের পার্শ্বভাগে বীর নামক যে স্তূপস্থল স্তূপ দৃষ্ট হয়, উহার অভ্যন্তর হইতে ইষ্টক, মৃদাসন, বহুসংখ্যক মুদ্রা ও রত্নালঙ্কারাদি পাওয়া গিয়াছে। মর্গালা শৈলের শিখরদেশে হাতিয়াল নামে দুর্গাংশ, উহাই প্রাচীন নগর ও রাজপ্রাসাদের নিদর্শন। এখনও তথ্যপ্রায় প্রাচীরবেষ্টিত সড়ুৎ বপ্রাদি তাহার অতীত সমৃদ্ধি জ্ঞাপন করিতেছে। প্রাচীরপরিবেষ্টিত শির্কাপ্ নামক স্থান অপর একটি দুর্গের নিদর্শন বলিয়া মনে হয়। বাবরখানা একটি সুবৃহৎ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ মাত্র। ডাঃ কনিংহাম বলেন, চীনপরিব্রাজক হিয়ুন-ত্সং যে অশোকনির্মিত স্তূপের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, এই

বাবরখানা তাহারই অন্ততম নিদর্শন। ইহা ভিন্ন এখানে বৌদ্ধ প্রভাবজ্ঞাপক অনেক বিহার ও সজ্জাগামাদির বহুতর নিদর্শন পাওয়া যায়।

শাহ নবাজ খাঁ, আবদুল রহিম খাঁ খান খানানের পুত্র। যুবরাজ শাহজহানের সহিত ইহার কন্যার বিবাহ হয়।

শাহ নবাজ খাঁ, বাবরশাহ শাহজহানের রাজত্ব কালের একজন ওমরাহ। ইনি উজীর আসফ্ খাঁর পুত্র আলমগীর বাদশাহ ও তদীয় ভ্রাতা যুবরাজ মুরাদ বক্সের পুত্র। কিন্তু “মাসির-উল-উমরা” নামক গ্রন্থে লিপিতে আছে যে ইহার পিতার নাম মির্জা রুস্তম কান্দাহারী। ইহাকে গুজরাটের শাসনকর্তৃপক্ষে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৬০৮ খৃঃ অব্দে মুরাদ বক্সের গৃহে তদীয় ভ্রাতা আলমগীরের আদেশে ইহাকে বন্দী করা হয়। দারাহকে মূলতান হইতে পলায়ন করিয়া যখন আন্ধ্রাবাদে আসিয়া ছিলেন, শাহনবাজ খাঁ তখন ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, মুরাদ বক্সের স্ত্রী তখন শাহ নবাজ খাঁর নিকটেই অবস্থান করিতেন। ঐ রমণী আলমগীরের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষপরায়ণা ছিলেন, কেননা আলমগীর তাঁহার স্বামীকে নিহত করেন। মুরাদ-বক্সের স্ত্রীর পরামর্শে শাহ নবাজ খাঁ দারার পক্ষ অবলম্বন করেন এবং আলমগীরের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সৈন্যে আজমীরে উপস্থিত হন। ১৬৫২ খৃঃ অব্দে ১০ই মার্চ রবিবার আজমীরে আলমগীরের সৈন্যদের সহিত ইহাদের প্রবল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে দারা পলায়ন করেন এবং শাহ নবাজ খাঁ নিহত হন।

শাহ নাজ খাঁ, শাহ আলমের জনৈক ওমরাহ। ইনি মিরাট-আফ্ তাব মুমাই নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। আফ্ তাব মুমাই বর্তমান দিল্লীর একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

শাহ নবাজ খাঁ, ইহার প্রকৃতি প্রকৃত নাম আবদুল রজক। সমসাময়িকোলা পদবী লাভ করিয়াছিলেন। ইনি খোয়াসাত্তের খবাকদেশের সাদত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার প্রপিতামহ আমীর কমালুদ্দীন্ খোয়াক প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া অকবরের রাজত্ব কালে হিন্দুস্থানে আগমন করেন এবং দিল্লীর রাজসভার সম্ভ্রান্ত ওমরাহগণের মধ্যে প্রতিপালিত হন। কমালউদ্দীনের পুত্র মীরহোসেন জাহাঙ্গীরের রাজত্ব সময়ে রাজকর্থে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মীরহোসেনের পুত্রের নাম মীরকমালউদ্দীন্। ইনি আমানত খাঁ নামেও অভিহিত হইতেন। শাহ জহান আমানত খাঁকে বড় ভালবাসিতেন। আলমগীরও আমানত খাঁকে লাহোর, মূলতান, কাবুল ও কান্দীর প্রভৃতি স্থানে উচ্চ উচ্চ পদে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। আমানত খাঁ কোনও সময়ে দাক্ষিণাত্যে বেওয়ানী

পথে নিযুক্ত হন। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল কাদের মৌলত খাঁ সরকারী প্রধান খাজাঙ্গী ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র মীর হোসেন আমানত খাঁ সুরাটের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৃতীয় পুত্র আবদুল রহমান উজ্জয়িনী খাঁ মালব এবং বিজাপুরের দেওয়ানী পদে কার্য্য করিতেন। ইনি একজন সুকবি ছিলেন, ইহার রচিত দিবানু গ্রন্থে ইহার বিক্রামী নাম পাওয়া যায়। ঐশ্বর্য্য পুত্র কাসিম মুলতানের দেওয়ান ছিলেন। এই কাসিমের পুত্র মীর হোসেন আলীর ওরসে ১৭০০ খৃঃ অব্দের ১০ই মার্চ তারিখে শাহ নবাজ খাঁর জন্ম হয়। ইনি বেরার প্রভৃতি বহু স্থানেই কাৰ্য্য করেন ও সলাবত কলের অধীনে ৭ হাজার সৈন্তের উপর কর্তৃত্ব লাভ করেন। এই সময়ে ইনি সমসামুদ্রোলা উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭৫৮ খৃঃ অব্দের ১ মে ইনি সফসা নিহত হন। ইহাঁর সহিত ইহাঁর একটা পুত্রও নিহত হইয়াছিল। শাহ নবাজ খাঁও একজন সুলেখক ছিলেন, ইনি মাসির-উল্-ওমরাট তৈমুরিয়া নামে এক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তৈমুরবংশীয় যে সকল প্রধান লোক হিন্দুস্থানে এবং দাক্ষিণাত্যে কার্য্য করিতেন, এই গ্রন্থ তাঁহাদেরই জীবনী। তাঁহার মৃত্যুকালে এই গ্রন্থ অসম্পূর্ণ এবং অসংগৃহীত ছিল। মীর গুলাম আলী আকত এই গ্রন্থ খানি সংগ্রহ করেন এবং উহাতে গ্রন্থকারের জীবনী লিখিয়া দেন। অতঃপর শাহ নবাজ খাঁর পুত্র মীর আবদুল হাই খাঁ এই গ্রন্থ খানিকে পরিসমাপ্ত করিয়া গিয়াছেন।

শাহনূর, একজন সুবিখ্যাত দরবেশ, ১৬৯৩ খৃঃ অব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে ইহাঁর মৃত্যু হয়। আরঙ্গাবাদের নিকটে ইহাঁকে সমাহিত করা হয়। ইহাঁর সমাধিস্থান দেখিবার জন্য বহু সংখ্যক মুসলমান এই স্থানে আগমন করিয়া থাকে।

শাহ নূর আসাদি, একজন সুবিখ্যাত কবি। ইনি জাহিরীন্দী কায়দাবীর শিষ্য, মুলতান মহম্মদ খারিজম শাহের রাজত্বকালে ইনি সবিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করেন। ইহাঁর পিতার নাম তাকাম। ১২০৪ খৃঃ অব্দের তাম্রিজে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

শাহপুর, পঞ্জাবের একটি জেলা, অক্ষা° ৩১° ৩২' হইতে ৩২° ৪২' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৩৭' হইতে ৭৩° ২৪' পূর্বে অবস্থিত। ইহার পরিমাণ ৪৬৯ বর্গমাইল। রাবলপিন্ডী বিভাগের উত্তরাংশে এই জেলা সংস্থিত। ইহার উত্তর সীমায় নিওবাদন খাঁ ও ঝিলামের তলাগজ তহশীল। পূর্বসীমায় গুজরাট ও গুজরাণালা জেলা এবং চেনাব নদী; দক্ষিণ সীমায় কাং জেলা, পশ্চিম সীমায় তেরা-ইসমাইল খাঁ ও বাহু জেলা। এই জেলা আবার তিনটা তহশীলে বিভক্ত—পূর্বভাগে তেরা, পশ্চিম শাহপুর ও ঝিলাম পারে খুলাব তহশীল। পঞ্জাবের জেলাসমূহের ভূমি পরিমাণের হিসাবে শাহপুর সপ্তম স্থানীয়, কিন্তু অজ্ঞাত

জেলার তুলনায় ইহার লোকসংখ্যা অতি কম। ঝিলাম নদী-তটবর্তী শাহপুর নামক ক্ষুদ্র সহরে এই জেলার শাসনসংক্রান্ত সদর কার্যালয়সমূহ অবস্থিত।

ঝিলাম নদের দ্বারা এই জেলাটি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ স্থলই অসুর্কর, তবে জল-সেচনের ব্যবস্থা হইলে স্থলবিশেষ কলপ্রদ হইতে পারে। চেনাব এই জেলার অপর একটি নদী। এই জেলার দক্ষিণ অংশ নিরবচ্ছিন্ন বালুকারাশি দ্বারা বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। স্থানে স্থানে বালুকারাশি উচ্চ পাহাড়ের দ্বারা প্রতিভাও হয় উত্তরাংশে লবণপর্বতশ্রেণী ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া লোকেশ্বর পর্বতে মিলিত হইয়াছে। সোমেশ্বর পর্বত সামুদ্রিক সমতল হইতে ৫০০০ ফিট উচ্চ। সোমেশ্বর পর্বত প্রদেশে কতিপয় সুশৃঙ্খল পরিলাক্ষিত হয়। পর্বতমালায় উপত্যকায় শস্তপ্রাণ লবণ ও দুটিগোচর হইয়া থাকে। এই সকল স্থানের মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিষ্কারিণীসমূহ কুলকুল রবে পর্বতচরণান্ত প্রস্থ ভূভাগের উর্ধ্বরতা বৃদ্ধি করিতে করিতে নিম্ন ভূখণ্ডে প্রবাহিত হইতেছে।

ঝিলাম নদী উত্তর দিক হইতে আসিয়া সমগ্র জেলাটিকে ঘির্ণণে বিভক্ত করিয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইতেছে। পার্শ্বত্যা প্রদেশে মুঘল ধারে বৃষ্টিপাত হইলে ঝিলামের জলপ্রাবনে উহার তট হইতে বহুদূরবর্তী গ্রামসমূহ বস্তার পরিপ্লুত হয়। ইহাতে যদিও অধিবাসীদিগকে সহসা বিপদে পতিত হইতে হয়, কিন্তু ইহার ফলে কৃষিকার্য্যের উপযোগী ভূমিতে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়।

চেনাব নদী শাহপুর ও গুজরাণালা জেলার মধ্যবর্তী সীমানা-রূপে বিভক্তমান। এই জেলার এই নদীর দৈর্ঘ্য পরিমাণ ২৫ মাইল। চেনাব ঝিলাম অপেক্ষা বিস্তৃত হইলেও এই নদী ঝিলামের দ্বারা খরস্রোতা নহে। ঝিলামের স্রোত এক ঘণ্টায় ৪ মাইল প্রবাহিত হয়। কিন্তু চেনাবের স্রোতের গতি ঘণ্টায় আড়াই মাইল মাত্র। ঝিলামের প্রাবনে ভূমির যেরূপ উর্ধ্বরতাশক্তি বৃদ্ধি পায়, চেনাবের প্রাবনসংক্রান্ত পলি মৃত্তিকার সেরূপ গুণ নাই।

শাহপুরে বন বিভাগ আছে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য সবিশেষ কিছুই নাই। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে বিস্তৃত লবণ যথেষ্ট আছে। ঝিলাম জেলাতেই সর্বাধিক লবণের কারখানা। শাহপুর জিলার বর্জা নামক স্থানে একটি মাত্র লবণের খনিতে কাৰ্য্য হইতেছে। শাহপুরে ক্রিমিয়ান যুদ্ধের সময়ে বহু সোয়ার কারখানার কাৰ্য্য হইত, কিন্তু এক্ষণে সে কারবার একবারে বিলুপ্ত প্রায়। লৌহ, সীসা, উদ্ভিদকার, সলফেট অব্-গাইম এবং অক্সালিক এই স্থানের পর্বতমালায় পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু এই সকল দ্রব্যের পরিমাণ এতই অল্প যে তদ্বারা কোন ব্যবসায় চলিতে পারে না।

মোগল-সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার পূর্বে এই জেলার ইতিহাস অতীব অস্পষ্ট। কিন্তু ভূমির অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, প্রাচীন সময়ে এখানে লোকনিবাস ছিল। এই জেলার বিস্তীর্ণ পরিত্যক্ত ভূখণ্ডে কোথাও বা ভূপ্রাণ্ডিত ইষ্টকরাশি, কোথাও বা নাতিগভীর ইষ্টকনির্মিত কূপ, কোথাও বা মৃত্তিকা-নির্মিত ভগ্নশাভাদিও স্তূপ দোখতে পাওয়া যায়। ক্রমশঃ জেলের অভাব হওয়ায় এই সকল স্থান ধীরে ধীরে লোক-নিবাসের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই এখনও এই জেলাতে অনেক স্থানই মানুষের আবাসের অসুপযুক্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ৬০ ফিট পর্যন্ত গভীর করিয়া কূপ খনন করিলেও কূপে জলোচ্ছার হয় না, হইলেও সে জল ব্যবহার করিতে পারা যায় না। কিন্তু পূর্বে এরূপ ছিল না। মহাবীর আলেকজান্ডারের সমসাময়িক ইতিবৃত্তাবদগণ বলেন, এই স্থানে নরনিবাসে পরিপূর্ণ ছিল। অকবরের রাজত্ব সময়েও নাকি শাহপুর জেলার যথেষ্ট উন্নত অবস্থা বর্তমান ছিল।

মহম্মদ শাহের শাসন সময় হইতেই আমরা শাহপুরের পরি-ক্ষুট ইতিহাসের প্রমাণ পাই। আনন্দবংশীয় রাজপুত্র রাজা সলামত রায় ভৈরায় রাজধানী সংস্থান করিয়াছিলেন। তিনি এই স্থানের চতুঃপার্শ্ব গ্রাম গুলিকে স্বীয় আয়ত্তে রাখিয়া শাসন করিতেন। নবাব আহম্মদীয়ার খাঁ খুশাবের শাসনকর্তা ছিলেন। এই জেলার দক্ষিণপূর্বস্থ ভূখণ্ডে মূলতানের শাসনকর্তা মহারাজ কুমারমল শাসন দণ্ড বিস্তার করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে শিখ ও আফগানগণ এখানে স্বীয় শাসন প্রভাব বিস্তার করিতেন। আকবদ শাহ দুরানী ১৭৫৭ খৃঃ অন্ধে নূর-উদ্দীন বমিজকে তদীয় পুত্র তৈমুরের সাহায্য করার জন্য প্রেরণ করেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়দের সহিত তৈমুরের দারুণ যুদ্ধ চলিতে ছিল। সৈন্তগণ খুশাবের নিকটে ঝিলাম্ নদী পার হইয়া ভেরা, মিয়ানী এবং চক্সাহ নামক তিনটা সমৃদ্ধিশালী নগরকে একবারে বিজিত করিয়াছিল। কালক্রমে ভেরা ও মিয়ানী সেই ধ্বংসাবশেষ হইতে আবার সমৃদ্ধির মুখ দর্শন করিতে স্রুবিধা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু চক্সাহ এখন কেবল নাম মাত্রেই প্রাচীন পরিচয় বজায় রাখিয়াছে। নবাব আহম্মদীয়ার খাঁর মৃত্যুর পরে খুশাব রাজা সলামত রায়ের শাসনাধীন হইয়াছিল।

আকবাস খাঁ নামে একজন শাসনকর্তা আকবদ শাহের প্রতিনিধি রূপে পিণ্ডদান খাঁ নামক স্থানে অবস্থান করিতেন, লবণপর্কতশ্রেণীও ইহার শাসনাধীন ছিল। ইনি ভৈরায় রাজ্যকে বিখ্যাসঘাতকতা করিয়া নিহত করেন এবং ভৈরায় স্বীয় অধিকার বিস্তার করেন। আকবাস খাঁ এই সকল স্থান হইতে যে রাজস্ব আদায় করিতেন, সে সমস্তই প্রায় নিজেই

ভোগ তহরুপ করিতেন। এই অপরাধে তাঁহার অবশিষ্ট জীবন কারাবাসে অতিবাহিত হইয়াছিল। এই সময়ে সলামত রায়ের ভ্রাতৃপুত্র কতেশিংহ ভৈরায় অধিকার প্রাপ্ত হন।

১৭৬০ খৃঃ অন্ধে আকবদ শাহের সহিত শিখদের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বিজয়লক্ষী শিখদিগকে সমাপ্ত করেন। সুকর-চকিয়া শিখদের নেতা ছত্রসিংহ বিজয়গৌরবে স্পর্ধিত হইয়া সহসা লবণপর্কতশ্রেণী করায়ত্ত করিতে প্রয়াস পান। এদিকে তাজ রাজত্ববর্গ পার্শ্বতঃপ্রদেশ হইতে চেনাব নদের তটান্ত পর্যন্ত ভূখণ্ডে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়া উহা আপনাদের মধ্যে বিভক্ত করিয়া লনেন। মুসলমান শাসন-কর্তারা সম্রাটের মুখাপেক্ষা না করিয়া নিজ নিজ বীরত্ব প্রভাবে সাহিবান, মিঠাতিবানা এবং খুসাবে শিখগণের বিরুদ্ধে আপনাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতঃপর ক্রমশঃই অরাজকতার অসঙ্গত আক্রমণে, এবং সীমা সঞ্চকীয় বিবাদে এই অঞ্চল সত্তাই অশান্তিতে আন্দোলিত হইতেছিল। এই অবস্থায় শিখবীর মহাসিংহের অভ্যুদয় হয়। তাঁহার প্রভাবগৌরবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজশক্তির পরম্পর কলহ একবারে প্রশান্ত হইয়া যায়। অতঃপর তৎপুত্র স্বনামধন্য বীরকেশরী রণজিংসিংহ সম্যক পঞ্জাবে স্বীয় অসাধারণ প্রভুত্ব সংস্থাপন করেন। ১৭৮০ খৃঃ অন্ধে মানাসিংহ মিরানী নগর স্বীয় শাসনাধীন করেন, ১৮০৩ খৃঃ অন্ধে তৎপুত্র মহারাজ রণজিংসিংহ ভৈরায় স্বীয় শাসন-গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহার ছয় বৎসর পরে রণজিং শাহবাল ও খুসাবের বলুচ শাসনকর্তা দ্বয়কে বিতাড়িত করিয়া এই দুই স্থানে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। এই সময়ে তিনি আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাপুক নিজের শাসনাধীন করিয়াছিলেন। ১৮১০ খৃঃ অন্ধে ঝঞ্জের শিরাল-বংশীয় সামন্তরাজবর্গের শাসিত স্থানগুলিও রণজিতের শাসনাধীন হয়।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে রণজিতের বিজয়ধ্বজা মিঠাতিবানার উড্ডীন হয়। মিঠাতিবানার মালিকগণ রণজিতের বিজয়োন্মত্ত সেনাদের বীরগণ দোখিয়া ভরে ভরে স্রুত্রে পলায়ন করেন। কিন্তু রণজিং মিঠাতিবানাগণের ক্ষমতা বিলক্ষণ রূপেই জানিতেন। স্রুতুর রণ-জিং তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া পরে তাঁহাদের সহিত মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ করেন এবং হরিসিংহ নামক জনৈক শিখসর্দারের প্রোত্তিবানাদের রাজ্যশাসনের ভার সংভৃত হইয়াছিল। হরি-সিংহের মৃত্যুর পর ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তিবানাদের প্রোত্তিবধি কতে খাঁকে রণজিং জামরুদ নগরে প্রোত্তিষ্ঠিত করেন। রণজিং তৎপুত্র ও পৌত্র অল্প সময় মধ্যেই ক্রমে ক্রমে লোকান্তর প্রাপ্ত হন। [রণজিং সিংহ দেখ।] এই সময়ে মালক কতেখাঁ যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন।

কতেখাঁর হুজুরবাহারে শিখগণ উদ্ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কতেখাঁর চক্রান্তে শিখনেতা ধ্যাননিঃ নিহত হন। ইহাতে শিখগণ ক্রোধে উদ্ভূত হইয়া কতেখাঁকে কারারুদ্ধ করেন। এই সময়ে সেক্টেনাপ্ট এডোয়ার্ড কতেখাঁকে কারামোচন করিয়া তাঁহাকে মূলতান বিদ্রোহ দমন করার জন্য বাহু নগরে প্রেরণ করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই একটা খণ্ডযুদ্ধে শিখরা কতেখাঁকে হত্যা করিয়া নিহত করেন। কতেখাঁর ভ্রাতা ও পুত্র ইংরাজদের পক্ষ অবলম্বন করেন।

দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের সময়েই শাহপুর ইংরাজের হস্তগত হয়। ইংরাজ অধিকারের প্রারম্ভে শাহপুর এক শ্রেণীর ভ্রমণশীল অসভ্যপ্রায় জাতির আবাস ছিল। ইহার কোনও স্থানে নিদ্রিষ্টরূপে ঘর বাড়ী করিত না, কেবল এখানে সেখানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। ব্রীটিশ শাসন বিস্তারের সঙ্গে ইহার ক্রমশঃ গৃহী হইয়া পড়িয়াছে।

শাহপুর জেলার ৩টা সহর আছে—১ শাহপুর, ২ ভেরা, ৩ খুসাব, ৪ শাহিবাল, ৫ মিয়ানী, ৬ গিরোট।

কৃষিজাত জীবাদির মধ্যে গমই এখানে প্রধান। এত স্বাভাবিক বাজরা, জোয়ার ও ধান উৎপন্ন হয়। বাগিচা জায়ের মধ্যে লবণ, অহিকেন, সাজিমাটি, পশম, ঘৃত, সোরা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জর, আমাশয় ও উদরাময় এই জেলার প্রধান রোগ।

শাহপুর, পঞ্জাবের অন্তর্গত শাহপুর জেলার একটা তহশীল। শাহপুর জেলার জাটদোয়াব অঞ্চলে এই তহশীল অবস্থিত। ইহার পরিমাণ ১০৩২ বর্গ মাইল। এই তহশীলে নানাধিক ২৩৯টি গ্রাম ও নগর আছে।

শাহপুর, শাহপুর জেলার সদর প্রধান সহর। অক্ষা° ৩২° ১৬' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৩২' পূঃ, লাহোর-দেরা-ইসমাইল খাঁ রাস্তার উপর বিলাম্ নদীর বামদিকে অবস্থিত। এই সহর হঠতে দুই মাইল দূরে বিলাম্ নদী প্রবাহিত হইতেছে। সৈয়দবংশীয় সম্রাট মুসলমানগণ এই সহর সংস্থাপন করেন। শাহ সামস তাঁহাদের নেতা ছিলেন। শাহের বংশীয়রাই এখনও এই স্থানের অধিকারী। সহরের পূর্ব ভাগে শাহ সামের সমাধি এখনও বর্তমান রহিয়াছে। শাহ সামকে মুসলমানগণ ভগবৎ-প্রেরিত সাধু বলিয়া মাত্ত করিতেন। এখনও তাঁহার সমাধির নিকট প্রতিবর্ষে বিশাল মেলা হইয়া থাকে। এই মেলায় অনান ২০০০০ লোক সমবেত হয়।

শাহপুর, মধ্য জেলার কোশী তহশীলের একটা ক্ষুদ্র পল্লী। এখন এই গ্রামে সমৃদ্ধির কোন পরিচয় নাই। কিন্তু পূর্বে এখানে নবাব আসরফ আলীর রাজধানী ছিল। গ্রামের বাহিরে এখনও

তাঁহার দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। নবাবের জীব-কশায় এই স্থানটা সর্ব প্রকার সমৃদ্ধিশালী ছিল।

শাহপুর, পঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার একটা সহর।

শাহপুর, মধ্য প্রদেশের সাগর জিলার অন্তর্গত একটা পল্লীগাম।

শাহপুর, মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত নিমার জিলার ব্রহ্মানপুরের অধীন একটা পল্লীগাম।

শাহপুর, মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত মণ্ডলা জেলার পূর্বতশ্রেণী।

এই স্থানটা নর্মদা নদীর উত্তরভাগে অবস্থিত। গৌড় ও বৈগা এই স্থানের অধিবাসী। গেজর ও গজাই নদীর এই স্থান দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সমুদ্রত গিরিবন্ধ বিদারণ করিয়া এই দুই জলপ্রবাহ নিম্ন দেশে প্রবাহিত হইয়া পথে পথে নরন-মুভগ বহুল জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। সর্বাপেক্ষা উচ্চতম জলপ্রপাতটির উচ্চতার পরিমাণ ৬০ ফিট। এই জলপ্রপাতের পশ্চাৎ ভাগে অন্ধকারসমাক্রম ব্যাভ্রতঙ্গুকাপি নিবেদিত ভীষণ গহবর। জন সাধারণের সংস্কার, এই ভয়ঙ্কর স্থানটী মহাদেবের অমুচর ভূত প্রেত পিশাচ ও প্রমথগণের মহাভৈরব তাণ্ডব নৃত্যের নিত্য রঙ্গস্থলী। ভূতনাথ ভবানীপতি মহাদেবই নাকি এই পূর্বতনালার অধিপতি।

শাহপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কাঠিবাড় রাজ্যের অধীন একটা ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। ইহার পরিমাণ দশ বর্গ মাইল মাত্র।

শাহপুরা, রাজপুতনার একটা দেশীয় রাজ্য। এই অঞ্চলটা বৃদ্ধাদি বিবজ্জিত হইলেও অমুর্কর নহে। গোচারণের ভূমিও এখানে যথেষ্ট আছে। শাহপুরার রাজা উদয়পুরের মহারাণার নিকট হইতেও ৮০ খানি গ্রাম পত্তনী লইয়া তালুকদারের স্থায় কর দিয়া ভোগ দখল করিতে থাকেন। সুতরাং এটি একটা করদ রাজ্য। ইহার রাজা শিশোদিয়া রাজপুতবংশীয়। উদয়পুরের পূর্বতন রাণারাই ইহাদের পূর্বপুরুষ। স্বয়মল এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। পিতার নিকট হইতে উদয়পুরের খেরার পরগণা প্রাপ্ত হন। সম্রাট শাহজহান তাঁহার পুত্রের বীরত্বদর্শনে প্রীত হইয়া পুরস্কার-স্বরূপ তাঁহাকে ফুলিয়ার পরগণা জায়গীর প্রদান করেন। স্বয়মল উদয়পুরের রাণার দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে শাহ-পুরের রাজা ব্রীটিশ গবর্নমেন্টের অধীনতা স্বীকার করিয়া সনদ গ্রহণ করেন।

২ রাজপুতনার উক্ত শাহপুরা রাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ২৩° ৩০' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ১' পূর্ব। এই স্থানে হিন্দুই প্রধান অধিবাসী।

৩ মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত মণ্ডলাজেলার রামগড় তহশীলের অধীন একটা সহর।

শাহপুরা, চট্টগ্রাম বিভাগের একটা দ্বীপ, নারায়ক নদীর মুখে

অবস্থিত। এই স্থানটী লইয়াই প্রথমতঃ ব্রহ্মবাসীদের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ হয়। ইংরাজেরা অনেক দিন বিনা আপত্তিতে এই বীপের ভোগদখল করিতেছিলেন। বহুদিন পরে ব্রহ্ম-রাজের চৈতন্ত হইল তিনি বীপটিকে স্বীয় অধিকারভুক্ত বলিয়া দাবী করেন। ব্রহ্মদেশের কর্তৃপক্ষ এই স্থানে ঘাটকর সংস্থাপন করিয়া চট্টগ্রামের নৌবাহিনীর নিকট করের দাবী করেন। ইহাতে আপত্তি উত্থাপিত হওয়ার ব্রহ্মের কর্তৃপক্ষের অনুরোধে সারে নাবিকগণের নৌকা আগুন দিয়া পোড়াইয়া দেওয়া হয়। এবং একজন সারজকেও নিহত করা হয়। ইহার পরেই নায়ক নদের পূর্বপারে অসংখ্য ব্রহ্মসেনাগণ যুগ্মভাবে সমবেত হয়। ইহা দেখিয়া চট্টগ্রামবাসীরা অত্যন্ত ভীত হইয়া ব্রীচ কর্তৃপক্ষের নিকট এই সংবাদ জ্ঞাপন করে। ১৮২৩ খৃঃ অব্দের ২৪এ সেপ্টেম্বর ব্রহ্মদেশের রাজকীয় কর্মচারীরা সৈন্তে আসিয়া শাহপুরী অধিকার করিতে প্রযুক্ত হয়। প্রায় এক সহস্র লোক সময় সাজে আসিয়া ইংরাজদের রক্ষিত প্রেহরী প্রভৃতিকে নিহত ও আহত করিয়া শাহপুরীতে আপনাদের অধিকার বিস্তার করে। এই সংবাদ পাইয়া ইংরাজকর্তৃপক্ষ কলিকাতা হইতে একদল সৈন্ত প্রেরণ করেন। এই সৈন্তপ্রেরণের ফলে অনেকদিন পর্যন্ত মগেরা চট্টগ্রামের পূর্বসীমায় আর স্বীয় বীর্য প্রদর্শন করার নিমিত্ত অগ্রসর হয় নাই, কিন্তু কিছুদিন বাইতে না বাইতেই ইংরাজদিগকে শাহপুরী হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য ব্রহ্মরাজ আরাকানের রাজার উপর আদেশ জারি করেন। পরে আবার হইতে রাজকর্মচারীরা শাহপুরী দখল লইবার জন্য সৈন্তে শাহপুরীতে আগমন করেন। ফলতঃ শাহপুরীর অধিকার-নির্ব্বাচনই ব্রহ্মযুদ্ধের মূল কারণ। এই সকল কারণে ১৮২৭ খৃঃ অব্দের ২৭এ ফেব্রুয়ারী প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধ ঘোষিত হয়।

শাহপৌ, মথুরা জেলার শাহাবাদ তহশীলের একটি সহর। শাহাবাদ সহরের ৭ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ২৬' ১৩" উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ১০' ৪২" পূঃ। স্থানটী ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথের জলেশ্বর রোড ষ্টেশনের অনতিদূরে অবস্থিত। এই স্থানে পুলিশ-খানা ও ডাকঘর উভয়ই আছে। রবিবারে ও বুধবারে এইস্থানে হাট বসিয়া থাকে।

শাহবন্দর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির করাচি জেলার একটি মহ-কুমা। অক্ষা° ২৩° ৩৫' হইতে ২৫° উঃ ও দ্রাঘি° ৬৭° ২০' হইতে ৬৮° ৪৮' মধ্যে অবস্থিত। এই স্থানের পরিমাণ ৩৩৭৮ বর্গমাইল।

স্থানটী প্রধানতঃ একটি সমতল ভূমি ও নদীমাতৃক। সিদ্ধনদের স্রোতের জলে ইহাকে কতকটা ঐ নদের ব বীপে পরিণত করিয়াছে। স্থানটী কতকগুলি নদীনালায় বিভক্ত।

এই সকল নদী নালায় মধ্যে কোরি খাল এবং পিজারী বা শিরনদী প্রধান। ইহার নানাহানে বহুল-খ্যাত আফ্রোজ ও তিত্তিড়ীযুদ্ধের বন লুট হয়। ইহার দক্ষিণপশ্চিমাংশ সিদ্ধন বস্তার ভূবিদ্যা বার। ইহার কটবেশ সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, ইহা অতি উৎকৃষ্ট চারণ ভূমি। মহিবাধি এইস্থানে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারে। খাড়াই এখানকার প্রধান উৎপন্ন জব্য, এতদ্ব্যতীত গম, কার্পাস, তামাক ও ইক্ষুও এই স্থানে জন্মিয়া থাকে।

২ এই মহকুমার একটি তালুক। উহার পরিমাণ ১৩৮৮ বর্গমাইল।

৩ শাহবন্দর তালুকের প্রধান নগর। মুগলভীনের ৩০ মাইল দক্ষিণ পূর্বে এবং সুজাবাল হইতে ৩৩ মাইল দক্ষিণে সিদ্ধনদীর 'ব' বীপাংশে এই বন্দর সংস্থাপিত। পূর্বে এই স্থানটী মোলির নদীর পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত ছিল। এখন এই স্থান হইতে নদী প্রায় ১০ মাইল দূরে। এই সহরের দক্ষিণপূর্বভাগে লবণভূমি, পশ্চিমদিকে সুদীর্ঘ তৃণপূর্ণ জঙ্গল। সিদ্ধনদের বস্তার আরম্ভ-বাদের কিয়ৎংশ যখন নষ্ট হইয়া যায়, তখন ইংরাজেরা আরম্ভ-বার হইতে শাহ-বন্দরে তাঁহাদের কারখানা তুলিয়া আনিয়া সংস্থাপন করেন। ১৮১৯ খৃঃ অব্দের সিদ্ধন প্রাবনে শাহবন্দর একটি নগণ্য পরীতে পরিণত হয়।

শাহবাজ খাঁ কবু, সম্রাট অকবর শাহের সতাহ একজন আমীর। হাজি জমালের বংশধর ও ৬ষ্ঠ পুরুষ অধিষ্ঠন। এই হাজি জমাল মূলতানের সেখ বাহা-উদ্দীনের ধর্ম্মাশ্রয় ছিলেন। ইনি জীবনের প্রথমমাংশে দরবেশ বা ফকীর ছিলেন, পরে অকবর বাদশাহ ইঁহাকে ওমরাহ পদে নিযুক্ত করেন। ক্রমে ক্রমে ইনি আমীরের পদে উন্নীত হন। ১৫৮৪ খৃঃ অব্দে শাহ-বাজ খাঁ বাঙ্গালার শাসনকর্তৃপদ লাভ করেন। ১৫৯৯ খৃঃ, ৭০ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। আজমীরের খাজা মইন-উদ্দীন চিষ্টির প্রকাণ্ড সমাধিমন্দিরের নিকটে ইঁহাকে সমাহিত করা হয়। শাহবাজ খাঁ একজন বিখ্যাত দাতা, ইঁহার ব্যয়বাহুল্য দেখিয়া লোকে মনে করিত যে, ইঁহার নিকটে কোনও মন্ত্রপুত্র প্রেরণও আছে।

শাহবাজনগর, শাহজহানপুর তহশীলের একটি গণগ্রাম। অক্ষা° ২৭° ৫৬' ৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৫৫' ৬" পূঃ। দারানদী তটে শাহজহানপুর হইতে ৩ মাইল দূরে এই পরী অবস্থিত। শাহবাজখানের নামানুসারে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই পরীটী সংস্থাপিত হয়। শাহবাজ খাঁ এইস্থানে দুর্গনির্মাণ করিয়া প্রায়শঃ অবস্থান করিতেন। তাঁহার বংশধরগণ সিপাহীযুদ্ধের সময় পর্যন্ত এই স্থানের ভোগদখল করেন। ইঁহারা বিদ্রোহীদের

সঙ্গে অধিত ছিলেন বলিয়া বৃটিশ গবর্নেন্ট ইহাদিগকে এইস্থান হইতে বকিত করেন এবং বরেলির ডিপুটী কালেক্টর মোলকী সেখ খরের উকীলকে এই স্থান অর্পণ করেন।

শাহবাজপুর, বৃক প্রদেশের কতেপুর জেলার কলাণপুর তহ-
একটি গ্রাম, অক্ষা° ২৫° ৫৫' ৪০" উঃ এবং দ্রাঘি ৮০°
৩১' ০৫" পূঃ; বিলকী হইতে ৭ মাইল এবং কতেপুর সহর
হইতে ১৩ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে ভাল বাজার আছে।

শাহবাজ বান্দা নবাজ, টঙ্ক-নামা ও সাদ্বিৎ-নামা নামক
দুই খানি গ্রন্থরচয়িতা। এই পুস্তকদ্বয়ে, ঐশ্বরিক প্রেম, আস্থা
ও জীবনের ভাবী অবস্থার বিষয়ে নানারূপ প্রবন্ধের সমাবেশ
আছে।

শাহবেগ অরঘন, সিদ্ধ দেশের রাজা ও অরঘন বংশের স্থাপ-
রিতা। ইহার পিতা জ্ঞানবেগ অরঘন খোরাসানের রাজা
জুলতান হোসেন মির্জার সেনানায়ক ও প্রধান ওমরাহ এবং
কান্দাহার, শালসিটানক ও অরঘন প্রদেশের শাসনকর্তা
ছিলেন। মহম্মদ খাঁ সৈবানী উজবেগের আক্রমণ প্রতিরোধ
করিতে গিয়া জ্ঞানবেগ মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার
মৃত্যুর পর কান্দাহারের অধিপতি তদীয় পুত্র শাহ বেগ
অরঘনকে ঐ পদে নিযুক্ত করেন। বাবর শাহ কান্দাহার প্রদেশ
আক্রমণ করিলে, শাহবেগ তাঁহার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে
অসমর্থ হইয়া সিদ্ধদেশে প্রস্থান করেন। ১৫২১ খৃঃ অন্ধে সামন-
বংশের শেষ রাজা জাম ফিরোজকে পরাজিত করিয়া ঐ স্থানের
রাজা হন। কিন্তু তিনি ঐ স্থানে অধিক দিন রাজত্ব করিতে
পারেন নাই, কারণ ইহার কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর পরে ১৫২৪ খৃঃ
অন্ধে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শাহবেগম, ভগবান্দ দাসের কন্যা ও জাহাঙ্গীরের প্রথমা পত্নী।
জাহাঙ্গীর বাদশাহই ইহাকে শাহবেগম উপাধি দান করেন।
১৫৮৪ খৃঃ অন্ধে যুবরাজ সেলিমের (পরে জাহাঙ্গীর) সঙ্গে
ইহার বিবাহ হয়। ইহারই গর্ভে ১৫৮৭ খৃঃ অন্ধে খসরু
জন্ম হয়। জাহাঙ্গীর অকবরের রাজত্বকালে একবার পিতার
বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া কয়েককাল আলাহাবাদে গিয়া স্বতন্ত্র
ও স্বাধীন ভাবে অবস্থান করেন, ঐ সময়ে তিনি অসংখ্য
স্বাভাব্যে আপনার ইচ্ছায়বৃত্তি চরিতার্থ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ
পুত্র জুলতান খসরুকে তিনি দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন
না। ইহা তাঁহার চরিত্রের একটি অদ্ভুত বিশেষত্ব। খসরুও
পিতার স্বায় অসংখ্য চিত্ত ও অপরিমিতাচারী ছিলেন, বোধ হয়
ইহাও তাঁহার পিতার এক প্রধান-তম অসন্তুষ্টির কারণ। পিতা
পুত্রের এইরূপ কলহের জন্ত শাহবেগম এতদূর সন্তুষ্ট হন যে
আলাহাবাদে থাকিতে থাকিতেই ১৬০৩ খৃঃ অন্ধে অহিফেন-

সেবনে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। জুলতান খসরু বাগানে
ইহাকে সমাহিত করা হয়। ইহার পরে জুলতান খসরু
মৃত্যু হইলে তাঁহাকেও ঐ স্থানে সমাহিত করা হইয়াছিল।

শাহ বেগম, কান্দাহারের শাসনকর্তা (পরে সিদ্ধদেশের
রাজা) শাহবেগ অরঘনের ভ্রাতা মহম্মদ মুকিমের কন্যা।
কাসিম কোকার সহিত ইহার বিবাহ হয়। উজবেগজাতির
সহিত যুদ্ধে কাসিম কোকার মৃত্যু হয়। বাবর শাহ কান্দাহার
জয় করিলে ইহাকে কাবুলে আনিয়ন করেন।

শাহ বেগম, বদকশানের খান মীর্জার জননী। ইনি মহাবীর
আলেকজান্দারের বংশাবতংশ বন্দিয়া আপনার পরিচয় দিতেন।

শাহ মাদার, একজন সুবিখ্যাত দরবেশ। তাঁহার প্রকৃত নাম
বদী উদ্দীন। তিনি সেখ মহম্মদ তইকরী দোস্তামীর ধর্মশিষ্য
এবং মাদারিয়া সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক
অদ্ভুত গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। ১৪৩৪ খৃঃ অন্ধে ২০এ ডিসেম্বর
১২৪ বৎসর বয়সে ইহার দেহান্তর ঘটে। কনোজের অন্তর্গত
মকানপুরে ইহার কবর আছে। এই স্থানে প্রতি বৎসর
মহোৎসব হইয়া থাকে। ইনি কাজি শাহেব-উদ্দীন দৌলতা-
বাদীর সমসাময়িক। দৌলতাবাদী জৈনপুত্রের জুলতান ইব্রাহিম
সকির রাজত্ব কালে জীবিত ছিলেন।

শাহ মনসুর, মুজাফকরের পুত্র ও মুজাফকর-বংশের সর্বশেষ
জুলতান। ইনি জৈন-উল-আবদিনকে অন্ধ করিয়া সিরাজ দখল
করেন ও পরে ইরাক ও ফার্সে রাজত্ব করিতে থাকেন।
শাহ মনসুর ১৩৯৩ খৃঃ অন্ধে ২২এ মে বৃহস্পতিবার আশীর
তৈমুর কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন।

শাহ মীর, মীরান মীর নামেও অভিহিত, ইহার প্রকৃত নাম
সেখ মহম্মদ। শাহমীর খলিকা ওমরের বংশধর ও অত্যন্ত
ধর্মভীর লোক ছিলেন। ইনি একজন মুসলমান সাধু
বলিয়া পরিগণিত। ১৫৫০ খৃঃ অন্ধে সিত্তানে ইহার জন্ম হয়।
তাহার পর লাহোরে আসিয়া ৬০ বৎসর বাস করিবার পর
১৬৩৫ খৃঃ অন্ধে ১১ঠ আগষ্ট মঙ্গলবার ইহার মৃত্যু হয়।
লাহোরের নিকটবর্তী হাসিমপুর নামক স্থানে ইহাকে সমাহিত
করা হয়। ইহার কণ্ঠকণ্ঠ শিষ্য ছিল, তন্মধ্যে শাহ জহানের
জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকোর গুরু মোজা শাহ অস্ত্যতম। ইনি জিয়া-
উল-আযুন অর্থাৎ নরনের আলোক নামক গ্রন্থের রচয়িতা।

শাহমীর, কান্দাহারের প্রথম মুসলমান রাজা। ১৩১৫ খৃঃ অন্ধে
রাজা সেনদেবের সময়ে কান্দাহারে প্রথম মুসলমান ধর্মমত
প্রচারিত হয়। এই সময়ে শাহমীর নামে একজন মুসলমান
কান্দাহাররাজের অধীনে কার্য গ্রহণ করেন। তাহার মৃত্যুর পর
ইনি রাজপুত্র রাজা রজনীর প্রধান মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হন।

রজনের মৃত্যুর পর আনন্দ বেব রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। এই সময়েও শাহমীর মন্ত্রি করেন। ক্রমে ক্রমে শাহমীর এবং তাঁহার পরিজনবর্গের আধিপত্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রজাগণও শাহমীরের প্রতি অমুরক্ত হইয়া উঠে। ইহাতে শাহমীরের পরিজনগণের প্রতি সন্ধি হইয়া রাজা উগ্রাদিকে রাজসভায় আসিতে নিষেধ করেন। এই নিষেধের ফল বিষম হইয়া উঠে। শাহমীর বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন, কতকগুলি সৈন্ত সামন্ত লইয়া কাশ্মীরের উপত্যকার বৃদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন, রাজার বিষম কন্ঠচারণ ও সৈন্তগণ শাহমীরের সহিত যোগ দিলেন, এই অসম্ভাবিত বাণীর দেখিয়া রাজার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় ১৩২৭ খৃষ্টাব্দে বিধবা পত্নীকে রাখিয়া মানবলীলা সংবরণ করিলেন। কএক বৎসর রাজপত্নী কোলদেবী শাহমীরের অফলপ্নী চইয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলেন। শাহমীর এইরূপে কাশ্মীরের রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কোলদেবীর বিবাহের ঘটনা অনেকেই অলীক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। জনৈক ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, দ্রুত মীরশাহ যখন কোলদেবীর সতীত্ব নষ্ট করিতে আসিয়াছিল, তখন তিনি কতকগুলি দাসী সহ শাহমীরের নিকট উপস্থিত হন এবং উহাকে পামর, পাণ্ডা, অরুতজ্ঞ, নরাধম, বিশ্বাসঘাতক বলিয়া গালি দিতে দিতে স্বীয় বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া সতী রমণী তক্ষণেই প্রাণ পরিত্যাগ করেন। এই ঘটনার পরে শাহমীর সুলতান সামসুদ্দীন উপাধি গ্রহণ করিয়া ১৩৪১ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের রাজসিংহাসন গ্রহণ করেন। ১৩৪৪ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যুর পরে ইহার পুত্র জমসীদ ইহার উত্তরাধিকারী হইলেন।

শাহরা, মধ্য প্রদেশের নিম্নার জেলার অন্তর্গত খাণ্ডোয়া তহশিলের একটি সহর।

শাহরিয়ার, সম্রাট জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র। শের আকগান খার ওরসে নূরজাহান বেগমের যে কন্যা হয়, সেই কন্যার সহিত ইহার বিবাহ হইয়াছিল। ১৬২৭ খৃঃ অব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পরে শাহরিয়ার লাহোর হইতে আসিয়া কোষাগার দখল করেন এবং সৈন্ত সামন্ত সংগ্রহ করিয়া উজীর আসফ খাঁকে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আসফ খাঁ সুলতান খসরুর পুত্র দেওয়ার বকস ওরকে বলাকীকে কারামুক্ত করিয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে শাহরিয়ার পরাস্ত ও কারা নিরুপ্ত হন, অবশেষে ইহার চক্ষু নষ্ট করা হয়। শাহ জহান ১৬২৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ইহাকে, দাবার বকসকে এবং দানিয়ালের ছই পুত্র তৈমুর ও হোসেনকে নিহত করেন।

শাহ রুক মীর্জা, তৈমুরবংশীয়, ইহার পিতার নাম ইব্রাহিম মীর্জা। বাকসনের শাসনকর্তা মীর্জা সোলেমান ইহার পিতামহ ছিলেন। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে, ইনি ইহার পিতামহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার সিংহাসনে অধিরূঢ় এবং দশ বৎসর কাল রাজাশাসন করেন। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে আবদুল খাঁ উজবক নিজ পরাক্রমে ইহাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করেন। শাহরুক পলায়নপূর্বক ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন। সম্রাট অকবর ইহাকে আশ্রয় দান ও স্বীয় কন্যা দান করেন। ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে শাহরুক অকবরের কন্যা শাকেরেশা বেগমকে বিবাহ করিয়া পঞ্চ হাজারী আর্মীর পদ প্রাপ্ত হন। জাঙ্গীরের সময়ে ইনি সপ্তহাজারী পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে উজ্জয়িনীতে ইহার মৃত্যু হয়।

শাহ সদর, একজন সুবিখ্যাত পীর। আরব হইতে ইনি সিন্ধুদেশে আসিয়া ছিলেন। এখানে অনেকে ইহার ধর্মমত গ্রহণ করেন। শিবিহান পর্বতের পাগদেশে এখনও ইহার সমাধি আছে। এই স্থানটা সিন্ধু প্রদেশের লকী গ্রামের অতি নিকট। পারস্যাদিপতি নাজীর শাহ ইহার পরম ভক্ত ছিলেন। নাজী বলকে ইনি স্বল্পে দর্শন দিয়া শুশ্রূষনের কথা বলিয়া দিয়াছিলেন। নাজীর স্বপ্নাদেশানুসারে নির্দিষ্ট স্থানে দান প্রাপ্ত হন এবং এই পীর সাহেবের পরম ভক্ত হন। সিন্ধু প্রদেশে এখন যে সকল সৈয়দবংশীয় ব্যক্তিগণ নাজীর সৈয়দ নামে অভিহিত হন, তাঁহারা ইহারই বংশীয়। ইমাম আলি নকির বংশ হইতে এই বংশ উদ্ভূত। “লাক” শব্দ “নকি” শব্দেরই রূপান্তর বা অপভ্রংশ।

শাহ সরফউদ্দীন, একজন পীর। ১৩৩৯ খৃঃ অব্দে ইনি লোকান্তর প্রাপ্ত হন। বিহারে এখনও ইহার সমাধি আছে। মুসলমানগণ এই সমাধি দর্শন করিয়া থাকেন। ইহার মৃত তারিখে প্রতিবর্ষে এই দরগার সমীপে ইহার স্মরণার্থ মেলা হইয়া থাকে। এই মেলায় প্রতিবর্ষে প্রায় ৪৮০০ লোক উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহার অপর নাম সেখ শরীফ। বহলোল লোদীর পুত্র সম্রাট সেকন্দর শাহ ১৪৯৫ খৃঃ অব্দে ইহার সমাধি দর্শন করেন।

শাহ সুজা, কাবুলের আকদশাহ আবদালীর পৌত্র, তৈমুর শাহের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৮১২ খৃঃ অব্দে ইহার ভ্রাতা ইহাকে কাশ্মীরে প্রেরণ করিয়া কারারুদ্ধ করেন। রণজিৎসিংহ ইহাকে কারামুক্ত করিয়া ছিলেন। ১৮০৯ খৃঃ অব্দে ৮ইমে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ইহাকে কাবুলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৪২ খৃঃ অব্দে ইহার ভ্রাতৃপুত্র ইহাকে নিহত করেন। ইনি ইহার আত্মজীবনী লিখিয়াছিলেন, তাহা এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

শাহসুজা, মুজাব্বীর সুলতান। শিরাজে ইহার রাজধানী ছিল। ইহার এক অদ্ভুত রোগ ছিল যে, ইনি সর্বদাই ক্ষুধার কাতর থাকিতেন, কিছুতেই পে ক্ষুধার নিবৃত্তি হইত না। ১৩৫৯ খৃষ্টাব্দে ইনি ইহার পিতাকে অন্ধ করিয়া ফেলেন এবং নিজে রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। ১৩৭৫ খৃঃ অব্দে ইহার মৃত্যু হয়। শিরাজের নিকটস্থ হুফতান উত্তানে এখনও ইহার সমাধি আছে।

শাহ সুফী, পারস্তরাজ শাহ আব্বাসের পৌত্র, ইহার প্রকৃত নাম বহরম মীর্জা। ১৬২৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ইনি সিংহাসন এবং শাহসুফী পদবী লাভ করেন। ইনি অত্যন্ত দুর্জয়, নিষ্ঠুর ও দুর্কর্মকারী ছিলেন। ইনি প্রতি বর্ষেই ভয়ানক লোমহর্ষণ, নিষ্ঠুরতা ও লোকপীড়াজনক কার্য্য করিয়া জন সাধারণকে সন্তুষ্ট রাখিতেন। রাজপরিবারের সকলের উপরেই ইহার অবিধাৎ ছিল। ইনি কাহাকে নিহত করিতেন, কাহারও চক্ষু নষ্ট করিতেন, কাহাকেও কারা নিক্ষেপ করিয়া কষ্ট দিতেন। প্রায় চৌদ্দ বৎসর রাজত্বের পর ১৬৪২ খৃঃ অব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

শাহ সুফী, একজন পীর, আগ্রার অন্তর্গত ফিরোজপুর পরগণার সুফীপুর গ্রামে ইহার দরগা আছে। এই দরগার খাদিমগণ বলেন, সম্রাট অকবরের রাজত্ব সময়ে শাহসুফী ইস্পাহান হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং যমুনার তটবর্তী পুরাতন চন্দ্রাবার নগরে আশ্রম করিয়া তাহাতে বাস করেন। এই স্থানের বহুদূর পর্য্যন্ত চতুর্দিকে অনেক মসজিদের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। শাহ সুফীর মসজিদ কারুকার্যের জন্ত বিখ্যাত, ইহা একটা দর্শনীয় বটে। যমুনা হইতে এই মসজিদ অতি সুন্দররূপে দেখা যায়।

শাহাদা, বোম্বাই প্রদেশের থানেশ জেলার একটি মহকুমা। ভূমির পরিমাণ ৪৭৯ বর্গমাইল। এই মহকুমায় তাপ্তা ও গোমী এই দুইটা নদী আছে। ১৩৭০ খৃঃ অব্দে এই স্থান গুজরাটের অধীন ছিল। এই সময়ে থানেশের শাসনকর্তা রাজামালিক এই স্থান আক্রমণ করিয়া একেবারে হস্তশ্রী করিয়া ফেলেন। অতঃপর এই মহকুমা মোগলদের এবং তৎপরে মহারাষ্ট্রীয়দের শাসনাধীন হয়। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে ব্রুটীশ সিংহ এই স্থানে আধিপত্য বিস্তার করেন। এই মহকুমার প্রধান নগরের নাম শাহাদা। ধুলিয়া হইতে ৪৮ মাইল উত্তরপশ্চিমে এই সহর অবস্থিত।

শাহাবাদ, বাঙ্গালার ছোটগাটের শাসনাধীন একটি জেলা, অক্ষা° ২৪° ৩১' হইতে ২৫° ৪৩' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ২৩' হইতে ৮৪° ৫১' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এই স্থানের পরিমাণ ৪৩৬৫ বর্গমাইল। পাটনা বিভাগের উত্তরপশ্চিমাংশই শাহাবাদ। ইহার উত্তর সীমার গাজীপুর ও সারন জেলা, পূর্বসীমার পাটনা ও গয়া,

দক্ষিণসীমার লোহারডাঙ্গা, পশ্চিমসীমার মীর্জাপুর, বনাবাস ও গাজীপুর। ইহার উত্তরাংশে গজানদী এবং পূর্বভাগে শোণনদ প্রবাহিত হইয়া এই জেলার উত্তরপূর্ব অংশে সম্মিলিত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। কর্ণনাশা নদী উত্তরপশ্চিম বিভাগ হইতে এই জেলাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। কর্ণনাশা চৌশার নিকটে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। শোণনদ দক্ষিণদিকে লোহারডাঙ্গার সীমান্তে প্রবাহিত হইতেছে। এই জেলার শাসনসংক্রান্ত সদর আফিস আদি প্রতিষ্ঠিত।

শাহাবাদ ভূখণ্ডে বিবিধ ভাবে নৈসর্গিক অবস্থানচর দৃষ্ট হয়। দক্ষিণভাগ এবং উত্তর ভাগ জল-বায়ু সম্বন্ধে, প্রাকৃতিক দৃষ্ট্য সম্বন্ধে এবং ভূমিজাত জলবায়ু সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পৃথক। উত্তরভাগের পরিমাণ সমগ্র জেলার প্রায় ত্রিচতুর্থাংশ। এই অংশে যথেষ্ট চাষ আবাদ হয়। আত্র, মহুয়া, বাঁশ ও খেজুর বৃক্ষ প্রভৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। দক্ষিণাংশে কৈমুর গিরিশ্রেণী বিরাজমান। এই গিরিশ্রেণী বিদ্যাপর্ব্বতের শাখা। এই পার্শ্বত্যা প্রদেশের পরিমাণ ৭২৯ বর্গমাইল। শোণ ও গঙ্গা শাহাবাদের নদ নদী মধ্যে প্রধান। এতদ্ব্যতীত কর্ণনাশা, ধোবা, দুর্গাবতী প্রভৃতি নদী শাহাবাদের মধ্যে প্রবাহিত। শূরা, কোয়া, গণ্ডুয়া এবং কুত্ৰা এই কয়টা নদ নদী দুর্গাবতীতে বিমিলিত হইয়াছে। ধোবা বা কাউ নদীতে একটা সুন্দর জলপ্রপাত আছে। দুর্গাবতী কর্ণনাশার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। গুপ্তগুহা দুর্গাবতীর তটেই অবস্থিত।

এই জেলায় পথ প্রস্তুত করবার উপযোগী যথেষ্ট কঙ্কর প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কঙ্করগুলি পোড়াইলে অতি উত্তম চূণ প্রস্তুত হয়। কৈ-মুর পাহাড়ে প্রাসাদাদির নির্মাণোপযোগী যথেষ্ট চুণার পাথর আছে। এই সকল পাথর দ্বারা শেরশাহ অনেকগুলি প্রস্তরবাটিকা নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। ৩০০ বৎসর অতীত হইল, তথাপি এই সকল বাটীতে কোনও ধ্বংসের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। এই প্রস্তরে ২০০ বৎসরের প্রাচীন শিলালিপি খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ণনাশা নদীর গর্ভেও এইরূপ প্রস্তর যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শাহাবাদে শতক্ষেত্রে জল-সেচন করার জন্ত ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত অনেকগুলি খালের খৃষ্টি হইয়াছে। বিহিয়া, আরা, বকসার, চৌসা, ডোম-রাওণ, প্রভৃতিস্থলে অনেকগুলি কাটা খাল আছে।

এই জেলায় রোটাস বা রোহিতাসগড় একটি প্রসিদ্ধ স্থান। কথিত আছে পুরাণ-প্রসিদ্ধ রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ এই গড় নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এখানে রাজা মানসিংহের নির্মিত প্রাসাদগুলি এখনও বর্তমান আছে। মানসিংহ ১৬৪৬ খৃঃ অব্দে বঙ্গ ও বিহারের রাজপ্রতিনিধিপদে

প্রতিষ্ঠিত হন। প্রাসাদগুলি তৎকালে তাঁরা দ্বারা নির্মিত হয়। শেরগড় একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এই শেরগড় শেরশাহের বিনির্মিত। চৈনপুর স্থানটিও সুবিখ্যাত, এখানেও একটি দুর্গ আর কতগুলি কীর্ত্তিস্তম্ভ ও সমাধি আছে। এতদ্ব্যতীত দারোজী বৈদ্যনাথ ও মহাসার প্রভৃতি স্থানের নামও উল্লেখযোগ্য। চৌসা একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান; ১৫৩৯ খৃঃ অব্দে এই স্থলে শেরশাহ হুমায়ুনকে পরাস্ত করেন। তিলোধু নামক স্থানে একটি সুলতান প্রদর্শন এবং প্রাচীন চেক-প্রতিমা আছে। পটনা একটি সুবিখ্যাত স্থান। প্রাচীন হিন্দু নৃপতিগণ এইখানে রাজধানী স্থাপন করেন। গুপ্তসময়ের পবিত্রস্থল শেরগড় হইতে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত।

আরা সহর ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে সুবিখ্যাত হইয়া উঠে। দানাপুর হইতে দুইহাজার সিপাহী এবং নান্দাহানের আরও ৮ হাজার সশস্ত্র অধিবাসী কুমার সিংহের অধিনায়কতায় জুলাই মাসের শেষভাগে আরা অভিমুখে যাত্রা করে। এই সকল বিদ্রোহী সৈন্য ২৭এ জুলাই তারিখে আরার পহুছিয়া আরার জেল হইতে কয়েদীগণকে মুক্ত করিয়া দেয় ও ধনাগার লুণ্ঠন করে। ইতঃপূর্বেই যুরোপীয় মহিলা ও বালক বালিকাগণকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল।

১২ জন সরকারী ও বেসকারী কর্মচারী ও নানা সম্প্রদায়ের ৪৫ জন খুষ্টান ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। পাটনার কমিশনার মিঃ টেলার একদল সৈন্য এই স্থানে প্রেরণ করেন। এই সেনাদলে মাত্র ৫০ জন শিখ ছিল। তাহারা আট দিন পর্যন্ত অসম সাহসিকতার সহিত এই স্থান রক্ষা করে। তাহার পরে মেজর ভিনসেন্ট আয়ার ইহাদিগকে বিদ্রোহিগণের কবল হইতে উদ্ধার করেন। ঠিক এই সময়েই ঐ স্থানের সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ ভিকার বয়েলের তত্ত্বাবধানে ইষ্ট ইন্ডিয়ান রেলপথের নির্মাণ কার্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। তাহার দুর্গাদি সম্বন্ধে কতকটা অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি অবিলম্বে ঐ স্থানের দুইটা বাড়ী দখল করিয়া লইলেন। এখন সেট বাড়ী হুথানি জজের বাড়ী (Judge's homes) নামে অভিহিত। উহার মধ্যে যে খানি ছোট, সে-খানি একখানা দোতারা বাড়ী, উহা বড় বাড়ী, হইতে ২০ গজ দূরে অবস্থিত। এট বাড়ী খানি দুর্গের মত করিয়া তাহাতে খাড়া দি রক্ষিত হইয়াছিল। নীচের জানালা গুলি বন্ধ করিয়া ছাদের উপরে বালির বস্তা সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল।

বিদ্রোহীর দল আরার পথে অগ্রসর হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়াই ইহারা সেই ক্ষুদ্র দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিদ্রোহীর নগর লুণ্ঠন করিয়া বয়েল সাহেবের দুর্গের দিকে অগ্রসর

হয়। কিন্তু তাহাদের আক্রমণকৌশলে উহারা অবিলম্বে হাটরা গিরা বড় বাড়ী খানিতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। তাহার পর তাহারা নানা উপায়ে এই ক্ষুদ্র দুর্গটী বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের বন্দুকাধি ছিল না। কুমারসিংহ অবশেষে কু-প্রাণিত দুইটা কামান সংগ্রহ করেন এবং মিজ খুহ সামগ্রী প্রভৃতি দ্বারা গোলন্দাজদের ব্যবহার্য কতকগুলি স্রব্য প্রস্তুত করিয়া লন। যুরোপীয়দের কেহই বস্ততা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মাজিষ্ট্রেট মিঃ হারবাল্ড ওরেক শিখ সৈন্যগণের পরিচালনা করিয়াছিলেন, এই শিখ সৈন্তেরা নানা প্রকারে বিদ্রোহী দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়াও পূর্বাপর বৈরাগ্য প্রভৃতির পরিচর দিয়াছিল, তাহা সর্বিশেষ প্রশংসার্হ। এই সময়ে দানাপুর হইতে ১৫০ জন সৈন্য যুরোপীয় সেনা তাহাদের রক্ষার্থ প্রেরিত হয়। ইংরাজ-সেনারা শাহাবাদে অবতরণ কালে বিপক্ষ সৈন্যকর্তৃক আক্রান্ত হয়। দিন বাটতে লাগিল, তথাপি ইহাদের সাহায্যার্থ আর কেহই অগ্রসর হইল না। দুর্গ মধ্যে খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের অত্যন্ত অভাব উপস্থিত হইল। তাহার পর ঐ বাড়ীর ভিতরেই কুপ খনন করিয়া অতি কষ্টে জল তোলা হয় এবং গভীর নিশীথে কোনও প্রকারে কয়েকটা ছাগ ধরিয়া আনিয়া তদ্বারা প্রাণ ধারণে সমর্থ হন।

২রা আগষ্ট তারিখে মেজর ভিনসেন্ট আয়ার ১৫০ জন পরাতিক, কতিপয় অঝারোচী সৈন্য, ৩টা কামান ও ৩৪ জন গোলন্দাজ লইয়া ইহাদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। দুর্গাত্তের পূর্বেই বিপক্ষসৈন্য স্থানপরিভ্রমণ করিতে বাধ্য হইল। পরদিন প্রাত্যে মেজর ভিনসেন্ট কুমারসিংহের সৈন্যগণকে পুনরায় আরার পথে প্রত্যাবর্তন করাইতে বাধ্য করেন।

শাহাবাদের শস্যাদির মধ্যে ধানই প্রধান। গম, যব, জুট্টা, মটর, কলাই, তিল, রেড়ি, সর্ষপ, কার্পাস, পিঁরাঙ্গ, পাট, ইক্ষু, পান, তামাক, নীল ও অহিকেন প্রভৃতি বখেই উৎপন্ন হয়। অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতির জন্য এখানে শস্যাদির অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে। শাহাবাদ জেলার হাট বাজার ও মেলা প্রভৃতিতে বাণিজ্য ব্যবসার পরিপল্লিত হয়। রত্ননাথপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্তী বহরমপুর, বক্সার, জাখানী, খুলসিয়ার, পদ্মানিরা, গাধাছি, কস্তার, দানবার, ধামর, মাসাড়, এবং গুপ্তসর নামক স্থানে বৎসর বৎসর মেলা হইয়া থাকে। শাহাবাদ হইতে চাউল, যব, কলাই, তিসি, কাগজ, মসলা প্রভৃতির রপ্তানি করা হয়।

এখানকার প্লাবনের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। এই স্থানের শস্যাদির মধ্যে জ্বর, উন্নয়ন ও চর্ণ রোগই প্রধান। ওলাউঠা, বসন্ত ও মেরুগ সময় সময় সংক্রামকরূপে প্রবল হইয়া থাকে। শাহাবাদ, অবাধ্যার হর্দৌই জেলার একটি পরগণা। ইহার

উত্তর সীমায় শাহজহানপুর জেলা, পূর্ব সীমায় আলম নগর, দক্ষিণ ও দক্ষিণে নদী, দক্ষিণ সীমায় সরসন নগর ও পশ্চিম সীমায় পাচোড়া ও পালী। ইহার পরিমাণ ১৩১ বর্গ মাইল। এই স্থলে গম, বব, বাজরা, জোয়ার, ধাত, অরহর ও ইক্ষু প্রভৃতি জন্মে।

এই ভূখণ্ড পূর্বে ঠাটেরাদের শাসনাধীন ছিল, বর্তমান সময়ে যে স্থলে শাহাবাদ জেলা অবস্থিত, সেই স্থানটী অর্রিখেরা নামে অভিহিত হইত। এই অর্রিখেরা এবং উহার চতুর্দিক ঠাটেরাদের অধিকারে ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে উহার বনারস হইতে হরিদ্বারতীর্থবাঈ একজন ব্রাহ্মণহস্তে এই স্থানের অধিকার হারাইয়াছিল। এই ব্রাহ্মণগণ অরলজেরের শাসনকাল পর্যন্ত এই স্থানে আপনাদের অধিকার রক্ষা করিয়াছিলেন।

অতঃপর দিলের খাঁ নামক একজন আকগান ব্রাহ্মণদিগকে নিহত করিয়া এই স্থানে খীর অধিকার বিস্তার করেন। দিল্লীর সম্রাট তাঁহাকে এই স্থানের অধিকার সম্বন্ধে সনদ দিয়াছিলেন। দিলের খাঁই অর্রিখেরার শাহাবাদ নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি এই স্থানে তাঁহার আকগান আশ্রীর বজন এবং কতকগুলি সৈন্য আনাইয়া তাহাবিগকে বাসস্থান এবং জঙ্গল জাইগীর প্রদান করেন। দিলের খাঁ এর বংশীয়গণ খরিন, বধক, বকন ও জোর জুলুর দ্বারা এই পরগণার প্রায় প্রত্যেক গ্রামই আপনাদের অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ৫০৮০ বৎসর পর্যন্ত এই স্থান তাঁহাদের অধিকারভুক্ত ছিল। এখনও দিলের খাঁর বংশধরগণ এই পরগণার প্রায় অর্দ্ধাংশের মালিক।

শাহাবাদ, শাহাবাদ পরগণার প্রধান নগর, অক্ষা° ৩৭° ৩৮' ২৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৩২' ৫" পূঃ। শাহাবাদ সহরটী অভ্যন্তর জনবহুল। সমগ্র অযোধ্যার মধ্যে এইটী চতুর্থ সহর বলিয়া খ্যাত। এই স্থানে অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড-রেলপথের একটী স্টেশন আছে। গত শতাব্দী ব্যাপিয়া ক্রমেই এই সহরের অবস্থা হীনত্ৰী হইয়া পড়িতেছে। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে এষ্ট স্থান বহুজনাকীর্ণ ছিল। দিলের খাঁ এই স্থানে কারুকার্য পরিপূর্ণ অতি সুপ্রশস্ত বারহরারী প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই নগরে অনেক ভগি বড় বড় দুর্গ ও প্রাসাদ ছিল। সার উইলিয়ামস্ সিয়ান তবীর "অযোধ্যা ভ্রমণ" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 'শাহাবাদ অতি প্রাচীন ও প্রধান সহর, এই সহরে পাঠান মুসলমানগণ বাস করিতেন। উহার বড় অশান্তিগ্রস্ত ছিলেন। শিবব্রহ্ম রায় নামক জনৈক হিন্দু বণিক এইখানে বাস করিতেন। কোনও সময়ে তিনি মুসলমানদের অধীন কার্যকারকরূপে কাজ চালাতেন। কোনও সময়ে তিনি কতিপয় প্রধান প্রধান পাঠানকে টাকা ঋণ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ঋণ প্রতিশোধ

করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করার শিবব্রহ্ম ঋণদান বন্ধ করেন। মুসলমানেরা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মহররের সময়ে শিবব্রহ্ম রায়ের অনর্থক ঘোষ ধরিতা তাঁহার বাড়ী আক্রমণ করে এবং ৭০০০ টাকা লুণ্ঠন করিয়া লয়। শিবব্রহ্ম রায় এই বিপদে পরিবার সহ পলাইয়া শাহজহানপুরে গিয়া ইংরাজগণের শরণ লইয়া প্রাণরক্ষা করেন। এই সময়ে এই সকল পাঠান একটী নকল মসজিদ নির্মাণ করিয়া সর্বদাই মুসলমানদিগকে শিবব্রহ্ম রায়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য চক্র করিয়াছিল। চুণ সুরকী গাফতি দ্বারা এই মসজিদটী গঠিত করা হয় নাই, সময়ে সময়ে পাঠানের মধ্যে কেহ কেহ হুই চারখানি ইট ফেলিয়া দিত, আর ঘোষণা করিয়া যেতাইত যে শিবব্রহ্ম রায় আমাদের পবিত্র মসজিদ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। এই মসজিদ এখনও বিদ্যমান।'

শাহাবাদ, পঞ্জাবের অম্বাল জেলার শিখলি তহসীলের একটী নগর। অম্বাল সহর হইতে ১৬ মাইল দক্ষিণে সরকারী পথের উপর অবস্থিত। ১০৮৩ খৃঃ অব্দে আলোউদ্দীন যোৱারী অম্বচয় দ্বারা স্থাপিত। এই সহরে ইষ্টকনির্মিত অনেক ভাল ভাল বাড়ী আছে। এই সকল বাড়ী শিখসর্দারগণের অধিকৃত। ১৭৫২ খৃঃ অব্দে করম সিং এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। ১৩৬৩ খৃঃ অব্দে মালিকের অভাবে গবর্ণমেন্ট প্রায় অর্দ্ধেক আপনার হস্তে গ্রহণ করেন।

শাহাবাদ, উত্তর পশ্চিমাংশে রামপুর রাজ্যের একটী সহর। রামগঙ্গা নদীর দক্ষিণতটে অবস্থিত। অক্ষা° ২৮° ৩৩' ৩০" উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ৪' পূঃ। এই সহরটী উচ্চ ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং রামপুর রাজ্য মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক স্বাভ্যপ্রদ। এখানে একটী পুরাতন মুক্তিকানির্মিত দুর্গ ছিল। পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহ হইতে এই স্থানটী প্রায় একশত কিট উচ্চ। এখানে অনেক প্রাচীন পাঠান বংশীয় মুসলমানের বাস আছে।

শাহাবাদ, কান্দীর রাজ্যের একটী সহর। অক্ষা° ৩৩° ৩২' উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫° ১৩' পূঃ। পূর্বতন যোগজলমাত্রাঙ্গণ এই সহরটীকে বাসোপযোগী মনোরম স্থান বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু এখন এই স্থানটী একবারে শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। স্থান অতি মনোরম উপভ্যকার সংহিত। কলে কলে এখনও এই স্থানের কতকটা নৈকর্য্য রহিয়াছে।

শাহাবাদ, পঞ্জাবের শাহপুর তহসীলের একটী সহর। এই স্থানটী কোনও সময়ে স্থানীয় রাজাদের রাজধানী ছিল। অক্ষা° ৩১° ৫৮' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৫২' পূঃ। শিলাব নদের পূর্বতটে এই নগর সংস্থাপিত। জনশ্রুতিতে প্রকাশ, জল-বহলোক নামক একজন বশুট এই সহর সংস্থাপন করেন।

রাজসিংহের প্রার্থনার পূর্ব পর্যন্ত ইহার পার্শ্ববর্তী স্থানগুলি ভোগাধিকারে ছিল। এই স্থানটী মালেরিয়া প্রধান, সুতরাং এখানকার স্বাস্থ্য অতি কদর্য, কিন্তু এই স্থান শাহপুর অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্য স্থান বলিয়া গণ্য।

শাহু, সাতারার একজন অধিপতি। ইনি ত্র্যম্বকজি ভোনসলের পুত্র এবং আকা সাহেব নামে সাধারণে পরিচিত। রাজারাম ইহাকে দত্তকবরূপ গ্রহণ করেন। ১৭৭৭ খ্রষ্টাব্দে ১২ই ডিসেম্বর সাতারার মসনদে অধিষ্ঠিত হইলেও ইনি আজীবন নন্দরবন্দী ভাবে বাস করিতে বাধ্য হন। মৃত্যুর পর, ইহার পুত্র প্রতাপসিংহ রাজপদ গ্রাস্ত হইরাছিলেন।

শাহুকা, বোম্বাইর ঝালাবার বিভাগের একটি ক্ষুদ্ররাজ্য। অক্ষা° ২৭° ২৬' ১৩" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ১০' ৪৯"। শাহাবাদ নগর হইতে ৭ মাইল পূর্বে এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের জলেশ্বর স্টেশনের নিকট। এখানকার মালিক বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এবং কুনাগড়ের নবাবকে কর প্রদান করেন।

শাহজি ভোনসলে ১ম (শাহজী), একজন মহারাষ্ট্র সর্দার। মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজির পিতা। ইনি আন্ধ্রবাদের অধীশ্বর মালিক অশ্বরের অধীনে সেনাবিভাগীয় কার্যে বীর কৃতিত্ব দেখাইয়া উচ্চ পদে উন্নীত হন। আন্ধ্রনগর রাজ্য বিভাগকালে তাঁহার লক্ষ জায়গীর বিজাপুর রাজ্য মধ্যে পতিত হওয়ার তিনি বীর জায়গীর রক্ষার জন্য বিজাপুর সরকারে কর্ম গ্রহণ করেন। বিজাপুররাজ তাঁহাকে দাক্ষিণাত্য বিজয়ে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে শাহজি মহিমুর রাজ্যে কতক জায়গীর পান এবং শিরা ও বল্লুর নগর তাঁহার অধিকৃত হয়। ১৬৬৪ খ্রষ্টাব্দে বৃদ্ধ বয়সে যুগ্মরাকালে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নিপতিত হওয়ার তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার প্রথমপত্নী শিবাজীর মাতার সহিত কোন কারণে বিরোধ ঘটায় তিনি তুকাবাই নারী অপরাধে এক দ্বারপরিগ্রহ করেন। এই রমণীর গর্ভে একোজি নামে এক পুত্র জন্মে। শাহজী শিবাজীকে লাভারী এবং একোজিকে তারজোর রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন।

[তজোর, মহারাষ্ট্র ও সাতারা দেখ।]

শাহজি ভোনসলে ২য়, মহারাষ্ট্র সর্দার শজ্জির পুত্র। ইনি শাহ বা শাহজি নামেও ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ১৬৮৯ খ্রষ্টাব্দে শজ্জির মৃত্যু ঘটিলে, ইনি শৈশবাবস্থায় সিংহাসন লাভ করেন। খুল্লভাত রাজারাম নামাঙ্কের অভিভাবক হইয়া রাজকার্য্য চালাইতে থাকেন। শাহ আলমগীরের হতে বন্দী হইলে রাজারাম ভ্রাতৃশুভ্রের কারাবাসকালে আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। এই সময়ে ১৭০০ খ্রষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বাহাদুর আলমগীর সমলে সাতারা দুর্গ আক্রমণে অগ্রসর হন। দুর্গ মোগল অধি-

কারে আসিবার পূর্বেই রাজারাম গির্জী নামক স্থানে বনভ্রমোৎসবে আক্রান্ত হইয়া দেহভাগ করেন। তখন তবীর পত্নী তারাবাই বীর হুই বৎসরের পুত্র শিবকে সিংহালনে বসাইয়া নিজে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন।

আলমগীরের মৃত্যুর পর, আজিম শাহ শাহজিকে কারাগার হইতে মুক্তি প্রদান করিলে মহারাষ্ট্রেরেরা তাঁহাকে সাতারার আনিরা ১৭০৮ খ্রষ্টাব্দের মার্চ পুনরায় রাজসম্মানে ভূষিত করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে মহারাষ্ট্রীয় দল নবোদ্ভবে ভারতের সর্বত্র বিজয়বাহিনী লইয়া যায় এবং বাংলা ব্যতীত উড়িষ্যা হইতে পশ্চিম সমুদ্র এবং আগ্রা হইতে কর্ণাটক প্রদেশ পর্যন্ত সমস্ত স্থান লুণ্ঠন করিয়া মহারাষ্ট্র প্রভাবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। মহারাষ্ট্রগণ এই সময়ে প্রায় ১০০০ মাইল ও প্রস্থে ৭০০ মাইল ব্যাপী স্থানে আপনাদের অধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইরাছিল। প্রধান মহী পেশবা বালাজিরাম বিশ্বনাথের প্রতুষ্ট ও শাসনশক্তি তাঁহার অন্ততম কারণ। উক্ত পেশবা বীর বুদ্ধিকৌশলে রাজাকে বশীভূত করিয়া রাজ্যপরিচালনভার আপনার মন্তকে গ্রহণ করেন। রাজা শাহ তাঁহার কার্য্যকুশলতার স্তুতি হইয়া নিজে কোন কাজকর্ম পরিদর্শন করিতেন না। তিনি সাতারা দুর্গে থাকিয়া ঐশ্বর্য্য স্রুৎ ও ভোগলালসা পরিত্যক্ত করিতে ছিলেন। ১৭৪৯ খ্রষ্টাব্দে ৫০ বৎসর রাজত্বের পর শাহ ভবলীলা সাধ করিয়া লোকান্তর গমন করেন। তখন রাজপরিবার সকলে তবীর দত্তকপুত্র এবং তারাবাইর পৌত্র রাজারামকে সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন, কিন্তু রাজ্যচালনার বাবস্তীর ভার পেশবা বিশ্বনাথের উপর রহিল। রাজা শাহও মৃত্যুর পূর্বে পেশবাকে মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিয়া যান। এই সময়ে তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, রাজারামের পুত্র শজ্জির অধিকৃত কোল্‌হাপুর রাজ্য যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন থাকে।

[মহারাষ্ট্র ও পেশবা দেখ।]

শি, তনুক্রণ, তীক্ষ্ণীকরণ। 'বাদি' উক্ত 'সক' অনিট্। লট্ শিনোতি, শিহুতে, লিট্ শিনার শিষ্টে। লুট্ শেভা। লট্ শেবাতি-তে। লুট্ শিনীযতি-তে। বঙ্ শেনীযতে। বঙ্ লুক শেরীতি, শেপেতি। গিচ্ শায়রতি। লুট্ অনীশরৎ। ক-শিত। শিউলী (বেশজ) ১ বৃক্ষবিশেষ, শেফালিকা গণের অঙ্গজ। শিউলি ফুল। ইহার পুষ্প লাল, কিন্তু বৃদ্ধ লালত হরিত্রা বর্ণ, গন্ধ উগ্র ও মধুর। পুষ্প বেবপুলার ব্যবহৃত হয়। পুষ্পবৃন্তে বস্ত্রাদি রঞ্জিত হইয়া থাকে। ২ বাহারী খুঁয় গাছ কাটিয়া শুষ্ক প্রস্তুত করে, চলিত কথায় তাহাদিগকে শিউলী কহে। স্থানভেদে ইহার গাছী নামে অভিহিত।

শিংশপা (ত্রী) বনামধ্যাত তরু, বৃক্ষবিশেষ, চলিত শিশুগাছ।

“(Dulbergia sesu, Timber tree) হিন্দী—শীশর, শিসই, তৈলজ—শিঙকর, তামিল—জাহ্নক কুকটুই, পংখকেশর। সংস্কৃত পর্যায়—শিহিলা, অণ্ডক, কপিলা, তম্রগর্ভা, অণ্ডক-শিংশপা, কুকসারা, পিল্লা, পিঙ্কলা, বীরা। (রত্নমালা) খেত, কুক ও শীত ভেবে ইহা তিন প্রকার। ইহার সাধারণ গুণ—তিক্ত, কটু, উষ্ণ, কক ও বাতনাশক, দীপন, শোথ ও অতিসারয়। খেত শিংশপা—তিক্ত, শীতল, পিত্ত-দাহ নাশক। কপিলবর্ণ শিংশপা—তিক্ত, শীতবীৰ্য্য, প্রমদনাশক, বাত, পিত্ত, জ্বর, ছর্দি, ও হিকানাশক। উষ্ণ তিন প্রকার শিংশপাই বর্ণ-প্রসাধক, হিম, শোক, ও বিসর্পনাশক, কটিকর এবং পিত্ত ও বাতনাশক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশমতে ইহার গুণ—তিক্ত, কষায়, শোষকারক, উষ্ণবীৰ্য্য, কুষ্ঠ, ক্রমি ও হমিনাশক, এবং পৰ্ণপ্রাবকারক। (ভাবপ্র°)

কেহ কেহ ইহাকে দুই প্রকার নির্দেশ করিয়াছেন, প্রথম কুকসার ও দ্বিতীয় কপিলপুশ, ইহার মধ্যে প্রথম শ্রেষ্ঠ ও দ্বিতীয় নিকৃষ্ট।

ঋগ্বেদে লিখিত আছে যে এই কাষ্ঠনির্মিত রথ অতিশয় দৃঢ় হয়। “ওজোধেহি ত্রন্দনে শিংশপারায়” (ঋক্ ৩৫৩।১১) ‘ত্রন্দনে রথত গমনে সতি শিংশপারায় শিংশপাদানিনির্মিতে রথত কলকে ওজো ধেহি দাঢ্যং কুক’ (সারণ)

শিংশপাশূল (ক্ৰী) স্থানভেদ। [শাংশপাশূল দেখ।]

শিংশুমার (পুং) শিশুমার, গ্রাহ, জলজন্ত বিশেষ।

“বৃষভশ্চ শিংশুমারশ্চ বৃদ্ধা” (ঋক্ ১।১১৬।১৮)

‘শিংশুমারঃ গ্রাহঃ’ (সারণ)

শিংশুহান (ক্ৰী) ১ লৌহমল, মরিচা। ২ কাচপাত্রবিশেষ। ৩ ছর্দি। শিক্ (দেশজ) লৌহদণ্ড। ছত্রাদির লৌহ বা কাষ্ঠাদি নির্মিত দণ্ড। ২ প্রাসাদ বা স্তম্ভস্থ অট্টালিকাদির কোণে যে লৌহদণ্ড বৃত্তিকার প্রোথিত করিয়া উর্দ্ধমুখে অট্টালিকাদি ছাড়াইয়া শূন্যমার্গে রাখা হয়। ইংরাজিতে ইহাকে (lightening conductor) বলে। বজ্রপাত হইলে উহার অগ্রভাগেই সর্বপ্রায়ে বিজলীপাত হইয়া থাকে।

শিকড় (দেশজ) শিকা শব্দের অপভ্রংশ, বৃক্ষের মূল, গাছের শিকড়।

শিকদার (পারসী) উপাধিবিশেষ। বাহাদের উপর ভূমির রাজস্ব আদায়ের ভার থাকিত, তাহার মুলমান অধিকারে শিকদার উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। তৎকালধরণে এখনও শিকদার উপাধিতে ভূষিত।

শিকদারী (পারসী) রাজস্ব আদায়ের স্থান, রাজস্ব আদায়ের আকিস।

শিকরা (পারসী) পক্ষিবিশেষ (Hawk)।

শিকল (দেশজ) পৃথল, পৃথল শব্দের অপভ্রংশ।

শিকল্ককর্ (পারসী) পাণিশ কারক।

শিকলু (পারসী) তর, খলিত।

শিকা (দেশজ) রজুনির্মিত জব্যাদার বিশেষ। দড়ি বিনাইয়া জীলোকেরা এক প্রকার বুলী প্রস্তুত করে। উহা ছাৎ হইতে বুলাইয়া তাহাতে হাঁড়িকুড়ি রাখা হয়। [শিকা দেখ।]

শিকার (পারসী) মৃগয়া। মৃগয়ালক পত।

শিকারী (পারসী) বাহারা মৃগয়া করিয়া পত মারে।

শিক (ত্রি) অব্যবসারী। (ত্রিকা°)

শিক (ক্ৰী) মধুজাত জব্য বিশেষ, মধুচ্ছট, চলিত মোম। পর্যায়—শিক্খক, মধুজ, বিবস, মধুসম্ভব, মোদন, কাচ, উচ্ছিষ্ট, মোদন, মক্ষিকামল, কোজের, পীতরাগ, শিখ, মক্ষিকাজ, কোজল, মধু-শেষ, জাবক, মাকিকান্তর, মধুখিত, মধুখ। গুণ—শিহিল, বাছ, কুষ্ঠ, বাত ও অপ্রদোষনাশক, মৃদু, কটু ও মিষ্ট। ইহার এলেপ দিলে ক্ষুতিভাজ বিলেপন, অর্থাৎ শরীরের যে স্থানে কাঁটা, ভাঙ্গা উত্তমরূপে নিরাকৃত হয়। (রাজনি°)

শিক্খক (ক্ৰী) শিক্খ-বর্ধে কন্। শিক্খ, মোম। (রাজনি°)

শিক্য (ক্ৰী) অংস (অংসে: শি-কুট্ কিল। উণ্ ৫।১৬) ইতি যৎ, সচ কিং, কুডাগম: শিরাদেশচ। জব্যরকার্য রজ্জুময় আধার বিশেষ, চলিত শিকা, ছিঁকে। দড়ি বুনিয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়। ইহা দেওয়াল প্রভৃতিতে টাঙ্গাইয়া তাহাতে খাঙ্কদ্রব্য প্রভৃতি রাখা হয়। ইহাতে দেশী কুমায় প্রভৃতি জব্য টাঙ্গাইয়া রাখিলে উত্তম থাকে, শীঘ্র নষ্ট হয় না। পর্যায়—কাচ, শিক্যা, শিক্।

“হস্তগ্রাহে রচয়তি বিধি পীঠকোলুখলানৌ

শিহ্রং ক্তনিহিতবদুন: শিক্যাতাণ্ডেযু তবিৎ ॥”

(ভাগবত ১০।৮।৩০)

শিক্যক (ক্ৰী) শিক্য-কন্। শিক্য শব্দার্থ।

শিক্যবৎ (ত্রি) শিক্যবৃক্ষ। (কাব্যানরনশ্রী° ১৩৫।৫)

শিক্যা (ক্ৰী) শিক্য-ত্রিয়াং টাপ্। শিক্য। (শব্দরত্ন°)

শিক্যাকৃত (ত্রি) শিক্য সদৃশ নির্মিত। “তত্ৰৈব নাক্ষতোগণ: স এতি শিক্যাকৃত:।” (অথর্ব° ১৩।৪।৮)

শিক্যত (ত্রি) শিক্যে স্থাপিতমিত্যর্থ্যে এতিপদিকা ধাত্বর্থে ইতি গিচ্ তত: ক্ত:। শিক্যস্থাপিত বস্তু, যে-দ্রব্য শিকার রাখা হইয়াছে। পর্যায়—কাতি। (অমর)

শিক (ত্রি) ১ কার্ধ্যনিপুণ, কুশলী। শিল্পকার্যপটু।

শিকন্ (ত্রি) ১ রজ্জু। “রথো ন বাত: শিকতি:” (ঋক্ ১।১৪।৮) ‘শিকতি: রজ্জুতিঃ’ (সারণ) ২ ভেজ:। (ঋক্ ২।৩৫।৪)

শিক্ষা (ত্রি) শব্দ, সমর্থ। (বৃ ৪।৫।১৬)

শিক্ষা, শিক্ষণ, বিজ্ঞাপন, শিক্ষা। জ্ঞানি আশ্রমে শব্দ সেট। লট্ শিক্ষতে। লোট্ শিক্ষত্য। লিট্ শিক্ষিৎ। লুট্ শিক্ষিতা। লুট্ শিক্ষিতে। লুট্ অপিকিট্। লুট্ শিক্ষিতে। লুট্ অপিকিতে। লিট্ শিক্ষিত-তে। লুট্ অপিকিত-তে।

শিক্ষক (ত্রি) শিক্ষ-কৃৎ। শিক্ষাদায়ক, যিনি শিক্ষা দেন, বিজ্ঞা প্রভৃতি যিনি শিক্ষা দান করেন। অধ্যাপক।

শিক্ষণ (ক্ৰী) শিক্ষ-গুট্। বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞান, বিজ্ঞা শিক্ষা দেওয়া, চলিত শেখান।

শিক্ষণীয় (ত্রি) শিক্ষ-অনীয়। শিক্ষার, শিক্ষার উপযুক্ত, শিক্ষার যোগ্য।

শিক্ষা (ক্ৰী) শিক্ষ (ভ্রোশ হইল। পা ৩।৩।১০৩) ইত্যঃ ভট্ট-টপ। শিক্ষণ, শেখান। ২ বেদাদেশ্য বিধেয়। বড়ল বেদ, তাহার মধ্যে প্রথম বেদাদেশ্য শিক্ষা।

“শিক্ষা কল্পোব্যাকরণা শিক্ষা কল্পোভিবাং গণঃ।

হ্রস্বোবিচিতির্যোক্তোঃ বড়লো বেদ উচ্যতে।

ভদ্র অকারাদিবর্ণনায় হ্রস্বকরণপ্রবৃত্তবোধিকা অ, কু, এ, হ বিসর্জনীয়াঃ কণ্ঠা ইত্যাদিকা শিক্ষা।” (অমরটীকা ভট্ট)

বর্ণ, বর, মাত্রা ও উচ্চারণাদি এই বৈদিক অঙ্গবিশেষের আলোচ্য বিষয়। শিক্ষাসম্বন্ধে কতিপয় গ্রন্থের নাম ইতঃপূর্বে “ব্যাকরণ” শব্দে উল্লিখিত হইয়াছে। পদপাঠ, ক্রমপাঠ, সংহিতাপাঠ, বনপাঠ প্রভৃতি বিবিধ পাঠ ও উচ্চারণাদির উপদেশ লাভের নিমিত্ত শিক্ষা বেদাদেশ্য আলোচিত হয়। বর ও উচ্চারণাদির ব্যতিক্রম হইলে বৈদিক মন্ত্রাদি পাঠ বিফল হইত, তাহাতে প্রত্যাবার ঘটত, এমন কি বজ্রাঘাতে বিপরীত কল কলিত বধা—

“মহর্ষীনাঃ বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্ত ন তদর্থনাম্।

স বাগ্‌বজ্রো বজ্রমানং হিনস্তি বসেন্দ্রশক্ৰঃ বরতোপরাধাৎ ॥”

কাত্যায়ন বলেন—

“অবিদিতাঃ ঋষিঃ কল্পে দৈবভ্যং যোগমেব চ।

যোহধ্যাপনেন্ অণেন্ বাপি পাপীরাণ্ জারতে তু সঃ।

ঋষিহ্রস্বোদৈবতানি ব্রাহ্মণার্থে বরাণাপি।

অবিদিতাঃ প্রযুক্তানো মন্ত্রকণ্টক উচ্যতে।

অতো বর্ণোচ্চকর মাত্রা বিনিয়োগোহর্থ এব চ।

মন্ত্রজিজ্ঞাসমানেন বেদিতব্যং পদে পদে ॥”

এতদ্বারা স্পষ্টতই সঙ্গম্য হইতেছে যে, শিক্ষাপাঠ বেদ পাঠের অঙ্গবস্তু বলিয়া পরিগণিত। এই নিমিত্তই বেদাদেশ্য প্রথম অঙ্গ শিক্ষা।

শৌনকীর শিক্ষা প্রাচীন সময়ে বেদবৎ স্বীকৃত হইত।

পাণিনি লিখিয়াছেন—

শৌনকামিত্যঙ্কনসি (৪।৩।১০৬)

ইহার ভাষ্যার শব্দশুশ্রূষাকার লিখিয়াছেন—

“হ্রস্বসি কিস্ম শৌনকীয়া শিক্ষা ইতি”।

প্রাতিশাখ্যসমূহেও শিক্ষার বিবরণগুলি আলোচিত হইয়াছে।

প্রাচীন সময়ে সংহিতাপাঠই শিক্ষার এক আলোচ্য বিষয় ছিল। অতঃপরে ক্রমপাঠ প্রবর্তিত হয়। পদপাঠে পদক্ষেপ, সমাস ও সন্ধিক্ষেপ করিয়া পঠনের নিয়ম আরম্ভ হয়। বেদকে এরূপভাবে পদক্ষেপ না করিলেও সহজে বোধার্থে স্বরসঙ্গ হয়, সেই সেই স্থলে পদপাঠের প্রবর্তন বাত ও পাণিনির অনুমোদনীয় নহে। পাণিনির ভাষ্যকার পতঞ্জলিরও এইরূপ অভিপ্রায়।

প্রাতিশাখ্যগ্রন্থে সংহিতাপাঠ ও পদপাঠ উভয়ই দেখা যায়। প্রাতিশাখ্য পাণিনিরও পূর্বে রচিত। বর্তমান সময়ে ঋগ্‌বেদের সামবেদ ও অথর্ববেদের এক একখানি, যজুর্বেদের বাজসনের সংহিতার একখানি এবং তৈত্তিরীর সংহিতার একখানি প্রাতিশাখ্য বেধিতে পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদ প্রাতিশাখ্যানি ও অধ্যায়ে বিভক্ত। আশ্বলায়নের শুক শৌনক এই গ্রন্থের রচয়িতা। বাজসনের প্রাতিশাখ্যে আট অধ্যায় আছে, কাত্যায়ন ইহার রচয়িতা। অথর্ববেদের প্রাতিশাখ্যে চারিটি অধ্যায় আছে, এই প্রাতিশাখ্যটিতে শৌনকীর শিক্ষার উপদেশ আছে।

৩ শ্রোনাঙ্কবৃক। (শব্দমালা)

শিক্ষাকর (পুং) কয়োতীতি কৃ-অচ, শিক্ষারঃ করঃ। ১ বাস দেব। (শব্দমালা) (ত্রি) ২ শিক্ষাকর্তা।

শিক্ষাকর (ক্ৰী) শিক্ষা প্রাপ্ত অক্ষরবৃক বাচ্য বা মন্ত্রাদি।

শিক্ষাপ্তর (পুং) শিক্ষারঃ প্তকঃ। বিভাদাতা প্তক, যিনি শিক্ষা দেন। ২ মন্ত্রাদি উপদেশকর্তা, দীক্ষাপ্তক। (বেদশ) উপহাসস্থলে পতীকে শব্দাপ্তক বা শিক্ষাপ্তক বলে। যেহেতু অনেক গোপনীয় বিষয়ে পতীই পরামর্শদাতা।

শিক্ষাচার (পুং) ১ শিক্ষা ও আচার। ২ অভ্যাসচার।

শিক্ষানর (পুং) ইজ। (বৃ ১।১৫।৩)

শিক্ষানবিস্ (পারসী) বাহার শিক্ষার জন্য কার্য করে। কার্য উত্তরকালে লিখিতে হইলে কিছু দিন শিক্ষানবিসী করিতে হয়। (Apprentice)

শিক্ষাপত্র (ক্ৰী) যে পত্র বা পুস্তক পাঠ করিয়া শিক্ষালাভ করা যায়।

শিক্ষাবৎ (ত্রি) জ্ঞানবৎ।

শিক্ষাব্র (পুং) শিক্ষাব্র।

শিক্ষিত (জি) ১ বিজ্ঞ, শিক্ষাযুক্ত, বাহাদের উত্তম রূপে শিক্ষা
হইয়াছে, পণ্ডিত, জ্ঞানী।

“আপরিভোষ্যবিহ্বাং ন সাধু মজ্জে প্রয়োগবিজ্ঞানং।

বলবদপি শিক্ষিতানামাশ্রয়প্রত্যয়ঃ চেতঃ ॥” (শকুন্তলা ১অ’)

শিক্ষিতব্য (জি) শিক্ষ-তব্য। শিক্ষণীয়, শিক্ষার যোগ্য।
শিক্ষার উপযুক্ত।

শিক্ষিতাক্ষর (পুং) শিক্ষিতানি অক্ষরাণি যেন। শিক্ষাকারী
ছাত্র, বাহারা শিক্ষা করে।

‘জ্ঞানক্ষরমূখঃ কালাক্ষরিকঃ শিক্ষিতাক্ষরঃ।’ (ত্রিকা’)

(জি) ২ শিক্ষিত।

শিক্ষু (জি) অতিমত কল প্রদান করিতে ইচ্ছুক। “অপত্যন্ত
শিক্ষাঃ” (শকু ৩। ১৩)

‘শিক্ষাঃ অভিমতকলপ্রদানে শকিতুমিচ্ছাঃ, শক শকৌ
সন্। সনি ধাতো রচ, ইসাম্বেশঃ। অত্র অভ্যাসস্ত লোপঃ, ততঃ
সনাশশসেতি উরিত্তাপ্রত্যয়ঃ’ (সারণ্য)

শিখ্ (দেশজ) ছাত্রের শিক্ষ, বাড়ীর ছাত্রের শিক্ষ।

শিখ্, গমনার্থ। লট শিখতি।

শিখ্, পঞ্জাববাসী ধর্মসম্প্রদায় বিশেষ। ইহারা একেশ্বরবাদী
এবং বাস নানক শাহের মতপোষক।

১৫২৬ সংবতে (১৫৬২খৃঃ) লাহোর রাজধানীর উত্তরস্থ
ইরাবতী তীরবর্তী তালবন্দী গ্রামে নানকের জন্ম। ইহার
পিতা কালু স্থানীয় ভূমিধিকারী রায় বুলারের অধীনে তালবন্দী
গ্রামের পাটোয়ারী কার্য করিতেন এবং ঐ গ্রামেই তাঁহার
একটি দোকান ছিল।

বাল্যকাল হইতেই নানক এই গ্রামের সংসারে প্রতিপালিত।
গ্রাম্য পাঠশালার তাঁহার বর্ণশিক্ষা হয়। তৎপরে তিনি কতক
পরিমাণে শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া জৈনধর্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে
প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবগত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। ঐ
সময় হইতেই দেবতাবাদের রহস্যপূর্ণ চর্চা ছাড়া তাঁহার মন
নিপতিত হয়। তিনি সেই অজ্ঞাত ভাবের অক্ষুট আলোকে
ক্রমশঃই বিশেষারা হইয়া প্রকৃত ভাবের উন্মোচনে নির্বাক্ চিন্তায়
বিন যাপন করিতেন। কিন্তু তখনও তাঁহার অহমস্বিকৃতি
হাস প্রাপ্ত হয় নাই। জ্ঞানার্বেষণের প্রবল পিপাসা তাঁহাকে
আহারনিব্রাবজিত করিলেও প্রকৃষ্ট পথ হইতে অপসারিত
করিতে পারে নাই। তিনি লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হইয়া ক্রমশঃই শাস্ত্র-
চর্চনা করিতে লাগিলেন। হিন্দু সন্তানের হিন্দুশাস্ত্রে যতাবতঃ
যে অমুরাগ থাকিতে পারে, নানকে তাহা বর্ধিত ছিল, তন্ময়
তিনি ইসলাম ধর্মের সারভঙ্গ অবগত হইতেও সবিশেষ উৎসুক
ছিলেন। কারণ উহা রাষ্ট্রধর্ম, এবং হিন্দুসমাজের সংঘর্ষে রাজ-

শক্তির প্রভাবে তখন প্রজার ধর্ম হীনপন্ন হইয়া পড়িতেছিল।
কাহারও মতে নানক সৈয়দ হসন নামক একজন মুসলমান
প্রতিবেশীর নিকট হইতে ইসলাম ধর্মতত্ত্ব সম্যক্ অবগত
হইয়াছিলেন।

নানকের পিতামাতা বেহবন্ধন স্রষ্ট করিতে সচেষ্ট থাকি-
লেও দৈববিড়ম্বনার তাঁহাদের সে উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। নানক
বেদীবেশীর ক্ষত্রিয়সন্তান। নবমবর্ষ পদার্পণ করিলে পুত্রের দীক্ষার
আয়োজন করিয়া পিতা আত্মীয় বন্ধনকে নিমন্ত্রণ করিলেন;
কিন্তু নানক সমাগত লোক সমক্ষে দীক্ষাগ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ
করিয়া বলিলেন, বজ্রসূত্র সংসারীর, উহা জৈনধর্মারম্ভের
নহে। অতঃপর পুত্র পক্ষদেশে উপনীত হইলে কালু একদিন
নানককে বলিলেন, বৎস! তুমি বয়োবৃদ্ধ হইয়াছ, এক্ষণে বিবর
কর্মে মনোনিবেশ করিয়া পৈতৃক ব্যবসা পরিচালনা কর এবং
এই ৪০টা টাকা লইয়া গ্রামান্তর হইতে পণ্য ক্রয় করিয়া
আন।” নানক পণ্যক্রয় করিতে চলিলেন, সঙ্গে বালা নামে
তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য চলিল। কিন্তু কিছু দূর গিয়াই নানক দেখিতে
পাইলেন, কতকগুলি ককির খাতাভাবে অনাহারে মৃতপ্রায় হইয়া
রহিয়াছে। তিনি সেই অর্থে খাতা ক্রয়াদি ক্রয় করিয়া ককির-
দিগকে ভোজন করাইলেন। এই সংবাদে পিতার ক্রোধ দিগ্ভগ
জলিয়া উঠিল। তিনি পুত্রকে নির্বাসিত করিবার জন্য অগ্রসর
হইলেন। পুত্র বনে বৃক্ষশাখায় লুকাইয়া পরিগ্রাণ পাইল।
এরূপ গোপনবাসে নানকের বিশেষ কষ্ট হইল না। কারণ এই
বাল্যবয়সেই জৈনচিন্তায় বিভোর হইয়া নানক কএক দিন বনে
রাতি যাপন করিয়াছেন। ঐ সময়ে তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত
সংসার ও অরণ্য, দিন বা রাত্রি তাঁহার পক্ষে সমান। যাপন-
সঙ্কুল অরণ্য তাঁহার পক্ষে শান্তিময় নিকেতন।

যাহা হউক, ভূমিধিকারী রায় বুলার ঐ ৪০ টাকা দিয়া
এ বারের মত পিতার ক্রোধ হইতে পুত্রকে রক্ষা করেন।
অতঃপর কালু পুত্রের জন্য সুলতানপুরে একটি স্বতন্ত্র দোকান
করিয়া দিলেন। পুত্র সকল মালপত্র দ্রব্যকে দান করিয়া পিতার
স্বর্ণা ও ক্রোধভোজন হইলেন। পুত্রকে কম্পথে আনিতে না
পারিয়া কালু অবশেষে পুত্রের বিবাহ দিবেন স্থির করিলেন।
বতালগামী মূল্যবংশীয়া সুলক্ষী নামী এক সুলক্ষী কস্তার সহিত
নানকের বিবাহ হইয়া গেল, তথাপি পুত্র পৃথবাসী হইতে চাহে না
দেখিয়া তঁহা বীর পুত্রকে জামাতা জয়রামের নিকট পাঠাইলেন।
জয়রাম তৎকালে সুলতানপুরের জায়গীরদার নবাব দৌলৎ খাঁ
লোদীর অধীনে কর্ম করিতেন। জয়রামের প্রার্থনার উক্ত নবাব
নানককে “মোদীখানার” কর্তৃত্ব প্রদান করেন। এখানে বীর
ভগিনী নানকীর অল্পনয়ে নানক পৃথবাসে অভিলষী হন। এই

সময়ে ৩২ বর্ষে ও ৩৬ বর্ষে নানকের বথাক্রমে শ্রীচাঁদ ও লক্ষীচাঁদ নামে দুই পুত্র জন্মে।

লক্ষীচাঁদের অতি শৈশবাবস্থায় নানক সংসারাত্মম পরিভ্রমণ করিয়া ফকিরের বেশে দেশপর্যটনে বাহির হইলেন। এই সময়ে বিখ্যাত রবাব বাজকর মিরাসীবাংশীয় মদন লহনা (পরে তাঁহার পদাধিকারী অজম নামে খ্যাত), রামদাস বুড়া ও জনৈক সিদ্ধ-দেবীয়া জাতি তাঁহার অনুসরণ করেন। নানক এই সময়ে যে ধর্ম মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বাহারা তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাই শিষ্য শব্দের হিন্দী অপভ্রংশ 'শিখ' নামে পরিচিত হইলেন।

তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়া নানক সমগ্র ভারতীয় তীর্থপরি-ভ্রমণান্তে কাবুল ও পারস্ত হইয়া পশ্চিম এশিয়ার নানাস্থান পর্যটন করেন। প্রবাদ, তিনি মজার্মশন কাররা স্বদেশে প্রত্যা-বৃত্ত হন এবং গুজরানবালার অন্তর্গত এম্‌নাবাদ নগরে লালু হুজুরারের আশ্রয়ে বাস করিতে থাকেন। তালবন্দীর সর্দার রায় বুলার বালক নানকের ভগবৎ প্রেম সন্দর্শনে তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইলেন। এক্ষণে তাঁহার গোট জীবনে সেই প্রেম-প্রস্রবণ উৎ-লিয়া উঠিয়াছে এবং সম্প্রতি তিনি তীর্থযাত্রা হইতে স্বদেশে আসিয়াছে। শুনিয়া তিনি একবার সাক্ষাতের প্রার্থনা জানা-ইলেন। তদনুসারে নানক জন্মভূমি সন্দর্শনে আসিলেন, এখানে তাঁহার মাতাপিতা তাঁহাকে গৃহে থাকিতে বিশেষ অনুরোধ করেন, তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না, বরং তাঁহাদিগকে খ্রীস্ট সত্যধর্মের নীতি বাক্য দ্বারা সাস্থনা করিতে লাগিলেন।

অতঃপর নানক পুনরায় তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। এ যাত্রায় তিনি বাঙ্গালা দেশে আসিয়া যোগী গোরক্ষনাথের মতাবলম্বীর সাক্ষাৎ পান। তাঁহার সহিত ঐশ-তত্ত্ববিষয়ে নানকের বিস্তার বাদানুবাদ হয়। অতঃপর নানক দাক্ষিণাত্য পর্যটন করিয়া সিংহলে উপনীত হন এবং সিংহলপতি শিবনাভকে স্বমতে দীক্ষিত করেন। সিংহলে অবস্থিতি কালে নানক "প্রাণসন্দলি" গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ছিলেন। দুই বৎসর পাঁচ মাস পরে এখান হইতে ফিরিয়া পাকপত্তনের অন্তর্গত বাবা ফরিদের সমাধিমন্দির সন্দর্শনে আইসেন এবং তথায় উক্ত ফকিরের বংশধর বহরামকে ধর্মোপদেশ দানছ ল 'আশ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

অতঃপর সিদ্ধ প্রদেশ হইয়া তিনি পুনরায় আফগানস্থানে উপনীত হইলেন। পথ মধ্যে খুলম নামক স্থানে তাঁহার মুসলমান শিষ্য বাণকার মর্দানার মৃত্যু ঘটে। মর্দানার ইচ্ছানুসারে ঐ স্থানদেহ ত্যজ্য দাহক্রিয়া সমাপ্ত হয়।

এই ঘটনার পর, নানক পুনরায় বতলা হইয়া তালবন্দী করিয়া আইসেন। মর্দানার পুত্র শাজাধা এই সময় হইতে শিষ্য

রূপে তাঁহার পদানুসরণ করিল। মূলতানের নিকটবর্তী তালাবা নামক স্থানে জনৈক ঠগীসর্দার শাজাধাকে কারাবদ্ধ করিলে তিনি জ্ঞানগর্ভ বাক্যে তাঁহাকে এরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন যে, সেই কঠোর ক্রুর ঠগীসর্দার অবিলম্বে তাঁহার পদাশ্রয় ভিক্ষা কারয়া শাজাধাকে মুক্ত দিলেন। ঐ সর্দার সদলে তাঁহার ধর্ম দীক্ষিত হইলে তাঁহার শিষ্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হয়, এই সময়ের মধ্যে তাঁহার পিতা কালু ও সর্দার রায় বুণালের মৃত্যু হইলেও নানকের সাহায্য অবগত হইয়া জাট ও ভট্ট জাতীয় বহুলোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।

এক সময়ে নানক মূলতানের গড়ছত্র মেলার উপস্থিত হইয়া সাধারণের সমক্ষে বীর একেশ্বরবাদ মত প্রকাশ করেন। মুসলমানগণ কোরাণ সনিক অবহেলা করিয়া তাঁহার মত গোষণ করিবে ভাবিয়া স্থানীয় সর্দার তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া দিল্লীখয়ের নিকটে প্রেরণ করেন। নানক নিতীকাচতে সম্রাট ইব্রাহিম লোদীর সমক্ষে বলিয়া ছিলেন, বেদ বা কোরাণের ধর্ম ফকিরের নহে। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পাঠান সম্রাট তাঁহাকে কারাবদ্ধ করেন। সাতমাস কারাবাসে অতিকটে জীবন যাপন করিয়াও তাঁহার ধর্মমত পরিবর্তিত হয় নাই। মোগলসম্রাট বাবর শাহ কর্তৃক ইব্রাহিম লোদীর পরাজয়ে তাঁহার চুঃখের অবসান হয়।

অতঃপর নানক ইরাবতী তীরে ফকির বেশে বাস করিতে থাকেন। তিনি এখানে তাঁহার শিষ্য সম্প্রদায়ের বাসের জন্য অনেক বাটী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, ঐ স্থান ডেরা-বাবা-নানক নামে খ্যাত। তাঁহার পুত্রবয়স্কের মধ্যে লক্ষীচাঁদ গৃহস্থাত্মম অবলম্বন করেন এবং শ্রীচাঁদ ফকির হইয়া উদাসীন সম্প্রদায়ের প্রবর্তক হন। ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে ৭১ বৎসর বয়সে নানকের তিরোধান ঘটে।

যে সময়ে পঞ্জাব প্রদেশে ধর্মবীর নানক শাহের অভ্যুদয় হয়, সে সময়ের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে জানা যায় যে পাঠানগণ তৎকালে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে রাজ্যভিত্তি বদ্ধন করিয়াছিলেন। একদিকে পাঠানদিগের হস্তে হিন্দুনিগ্রহ, দেবমন্দির ও তীর্থ ক্ষেত্রাদি ধ্বংসসহ পৌত্তলিকতার বিলয়সাধনচেষ্টা এবং ভারত-বাসী হিন্দু সাধারণকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত, করিবার প্রয়াস যেমন প্রবল ভাব ধারণ করিয়াছিল, অত্রদিকেও সেইরূপ হিন্দুগণ বহনভাবী ধরিয়া মুসলমান সংগ্রহে বাস চেতু মুসলমান আকারণ হইতেছিলেন। উত্তর ভারতবাসী জাট ও ভট্টীগণ আচার ব্যবহারে প্রায় মুসলমান হইয়াছিলেন। এইরূপ বিপ্লবের সময় নানকের জন্ম। তিনি পুরাণ ও কোরাণ পাঠ করিয়া দেখিলেন প্রকৃত ধর্ম উভয়েই বিরল। হিংসা ও ঘোষণাবী যাহাতে বর্জমান, তাহাতে সত্য ধর্মের স্থান কোথায়? তিনি

বলিলেন, অহিংসা বা সর্বজীবে সমদয়াভাবই সার সত্য ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ঈশ্বর এক, তিনি বহু হইতে পারেন না। বিভিন্ন লোক বিভিন্ন সময়ে সাধারণকে বুঝাইতে তাঁহাকে বহুবা বিভক্ত করিয়াছেন। এই কারণেই দেশে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় ও জাতির সৃষ্টি ঘটয়াছে। আমরা যখন এক পরস্পর পিতার সন্তান, তাঁহারই উপাসনা আমাদের কর্তব্য, সুতরাং পরস্পরের জাতিভেদ লইয়া বিরোধসূচনা করাচ কর্তব্য নহে। পুরাণ ও কোরাণের ধর্মবৈতর্য পরিভাষ্য; উক্ত গ্রন্থের ধর্মজীবনের বহু উপদেশ আছে তাচা সর্বাঙ্গিকরণে গ্রাহ্য। নানক ঐ সকল গ্রন্থ হইতে ধর্মনীতি সংগ্রহ করিয়া ভায়াতবাসী হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাবস্থাপনে প্রয়াস পান। এই কারণে নানকের ধর্ম তৎকালে পঞ্জাববাসী জন সাধারণের নিকট উপযোগী বলিয়া বোধ হইয়াছিল। মুসলমানগণও তাঁহার মত গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কারণ তাঁহার মতে এক ব্রহ্মহ উপাস্ত, দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই। বেদান্তশাস্ত্রের উহাই সারমর্ম। এষ্ট কারণে নানক ফকির বা ভিক্ষু ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার ফকির বেশ তৎকালীন মুসলমান প্রভাবের ফল। নানক বলিতেন, মহাশয় মৃত্যুর অধীন; সুতরাং তাঁহাতে পাপম্পর্শ অবশ্যস্বাভাবী। তিনি পানী মানবকে সত্যপথের পথিক হইতে উপদেশ দিতে আসিয়াছেন। তিনি অবতার বা প্যাগম্বর নহেন। পূর্বোক্ত মহাপুরুষগণের জায় এই নবতত্ত্ব তিনি ঈশ্বরের নিকট প্রাপ্ত হন নাই। ইহা সর্বশাস্ত্রপ্রণোদিত জায়ধর্ম এবং মনোবিগল্য-প্রবর্তিত। নানক বলিতেন, একমাত্র ভগবানই সর্বময় কর্তা—

“তুঁহে নিরহকার কর্তার, নানক বান্দা তেরা।” তিনি ব্যতীত জীবের মঙ্গলামঙ্গল সাধনে কেহই সমর্থ নহেন। তিনি আত্মার দেহান্তরপ্রাপ্তি ও পাপকরে পরমাত্মার গতি স্বাকার করিতেন। [অপরাপর বিষয় নানকশব্দে দ্রষ্টব্য।]

নানকের মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ লইয়া হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। হিন্দুরা শব লাভ করিতে এবং মুসলমানগণ কবর দিতে চেষ্টা পান। এই সূত্রে উত্তর দলে যুদ্ধের উপক্রম হয়। অবশেষে বিজয়ম শিষ্য সম্প্রদায়ের বিচারে পরস্পরের বিবাদভঞ্জনর জন্ত তাঁহার দেহ জলে ভাসাইবার প্রস্তাব হয়। তখন সকলে বাইয়া দেখে দেহ নাই, কেবল মাএ শব্যা গাএবত্র পুষ্পাচ্ছাদিত রহিয়াছে। তখন মুসলমান শিষ্যেরা উক্ত গাত্র বস্ত্রের অঙ্গাংশ কবর দিয়া এবং হিন্দুরা অপরাধি হাৎ করিয়া তাঁহার সৎকার কাধ্য সমাপন করেন। তাঁহার প্রাতিষ্ঠিত কর্তাপুরে শিষ্যগণের যত্নে তাঁহার সমাধি-মাঙ্গর স্থাপিত হয়।

নানকের অভিশ্রাব্যসারে তাঁহার প্রধান শিষ্য লখনা

(১৫০৪ খৃঃ জন্ম) শিখ সম্প্রদায়ের গুরুপদে অভিষিক্ত হন। এক সময়ে নানক লখনাকে আলিঙ্গন দিয়া বলিয়াছিলেন, আমার আত্মা তোমাতে প্রবেশ করিল এবং তুমিই আমার অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইলে। শিখ সম্প্রদায়েরও বিশ্বাস নানকের আত্মা তাঁহার অঙ্গে প্রবেশ করিয়াছেন। এই কারণে তিনি গুরু অঙ্গদ নামে আখ্যাত হন।

গুরু অঙ্গদ শিখ গুরুপদের উপযুক্ত পাত্র। তিনি ধর্ম ও জায়বান ছিলেন এবং যত্নে মুক্ত হইতে রক্ষা প্রস্তুত করিয়া বীর জীবিকা উপার্জন করিতেন। তাঁহাকে গুরুপদে অধিষ্ঠিত করিয়া গুরু নানক স্মৃতি ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহাতেই শিখ সম্প্রদায়ের একতা-ভিত্তি ও স্থায়িত্ব বহুমূল হইয়া ছিল। নানক-শিষ্য মাত্রই ঐ সম্মানভাজন পদের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন।

গুরু অঙ্গদ পূর্বে জালামুখী তীর্থস্থ দেবী মূর্তির উপাসক ছিলেন এবং প্রতি বৎসর পদব্রজে উক্ত তীর্থে গমন করিয়া দেবী-পূজা করিতেন। গুরুপদে আসীন হইয়া তিনি নানকের প্রবর্তিত একেশ্বরবাদের পোষকতা করিতে লাগিলেন। নিজের বিদ্যা বুদ্ধি প্রথর না হইলেও ধর্মবুদ্ধিবলে অঙ্গদ বাবা নানকের প্রবর্তিত ধর্মনীতি শিক্ষা করিয়া শিখধর্মবিশ্বাসে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি নানকের জীবনী ব্যতীত, বীর ধর্মচর্য্যার কলয়রূপ কতক গুলি ধর্মনীতি গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করেন। শেষ জীবনে অঙ্গদ শিখধর্মের কেন্দ্রভূমি ডেরা-বাবা-নানক পরিভাষ্য করিয়া বীর জন্মভূমি খাহুর গ্রামে চলিয়া আসেন। এখানে ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জীবমুক্তি ঘটে। অঙ্গদ প্রায় ১৫৫ বর্ষ গুরুপদে থাকিয়া শিখ-সম্প্রদায়ের শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া যান।

তিরোধানকালে অঙ্গদ বীর প্রিয় অমৃতর বিশ্বস্ত শিষ্য অমর-দাসকে গদীর উপযুক্ত পাত্র নির্বাচিত করেন। গুরু অঙ্গদে যে শিক্ষা ও বিজ্ঞানবুদ্ধির অভাব ছিল, অমরদাসে তাহা সর্বতোভাবে বিদ্যমান ছিল এবং অমরদাস গুরুপদের উপযোগী নৈতিক সাহস ও ধর্মপ্রাণতার পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে অমৃতসর জেলার বাসকী গ্রামে ভদ্র বংশীয় ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকায়, বাল্যকালে অমর-দাসের বিশেষরূপ শিক্ষালাভ হয় নাই। তিনি সামান্ত পণ্যক্রয় ক্রম করিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘাইয়া তাহা বেচিয়া লাভের অংশ হইতে বীর জীবিকা নিরীহ করিতেন। এই অবস্থায়ই ফকিরাদিগের প্রতি তাঁহার আসক্তি অগ্নে এবং তদনুসারে তিনি খাহুর গ্রামে আসিয়া অঙ্গদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এখানেও তিনি ষোণাঙ্কিত অর্থ তির গুরু তাতার হইতে কোনরূপ সাহায্য গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার আচার্যের প্রতি ভক্তি ও

অমরদাস শিখরা গুরু অমরদাসকে শরীর ভাবী গুরু বলিয়া স্বীকার করেন।

অমরদাসের মৃত্যুর পর অমরদাস বিশেষ উদ্ভব ও আগ্রহের সহিত শিখ সম্প্রদায়ের আচার্যের কার্য নিৰ্বাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার মধুর প্রকৃতি, কমনীয় স্বভাব, দয়ালু হৃদয় এবং সুবাসিতা বহু ব্যক্তিকেই তৎপ্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাঁহার মুখে ধর্মকথা শুনিয়া বহুলোকে শিখ ধর্মে দীক্ষিত হয়। তিনি শ্রীর জ্ঞানগাভীরূপে অনেক ধর্মতত্ত্ব ভাবার রচনা করিয়া শিখসম্প্রদায়ের গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া যান। স্বয়ং সম্রাট অকবর শাহ তাঁহার জীবনের পরিচয় পাইয়া তাঁহার মুখে ধর্ম গাথা শুনিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

অমরদাস কর্মজীবনময় শিখমত হইতে শ্রীচাঁদপ্রবর্তিত উদাসী মতের পার্থক্য নির্দেশ করিয়া দুইটি ধর্মমতকেই স্বতন্ত্র ভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি বাবা নানকের ধর্মনীতির পন্থাসুসরণ করিয়া সতীমেহ বা সহমরণপ্রথা নিবারণ এবং বিধবার বিবাহ প্রচলন করিয়া যান। তাঁহার মতে অগ্নিতে আত্মভাগসতীত্বের পরাকাষ্ঠা নহে, সংসার পরীক্ষা হল। যে বিধবা রমণী, এই পরীক্ষা স্থলে অবশিষ্ট জীবন ধর্মগথে অতি-বাহিত করিতে সমর্থ হয়, সেই প্রকৃত সতী। অমরদাস শিখ সম্প্রদায়ের নিকট হইতে যে প্রণামী প্রাপ্ত হন, তাহা হইতে নিজ বাসভূমি গোবিন্দবাল গ্রামে একটি স্রবুৎ বাওলী (দীঘিকা) প্রস্তুত করিয়া দেন। উহার ঘাটে ৮৪টি সোপান আছে। শিখ সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, যে ব্যক্তি একে একে এই চুরাশীটি সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া বাওলীতে স্নান করিতে পারে। তাঁহাকে আর ৮৪ লক্ষ ধোনি পরিভ্রমণ করিতে হয় না। এই পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠার পর হইতে বহুলোকে মুক্তির কামনায় শিখ-ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহা ভিন্ন অমর শিখধর্ম বিস্তারো-ক্ষেপে রাবিশক্তি সংখ্যক প্রিয় শিবকে পজাবের নানা স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সকল ধর্মপ্রচারকগণ অজ্ঞাত ধর্ম-বলবীর সহিত, তর্কযুক্তি দ্বারা নানকের মত প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অমরদাস শ্রীর কছা মোহিনীর সহিত লাহোরের সোড়ি রাজ-বংশীয় রামদাস নামা এক যুবকের বিবাহ দেন। এই বিবাহযজ্ঞে ভক্ত ও সোড়ি বংশের সম্মিলন হয়। কছার প্রতি আত্যাত্তিক দেহ নিবন্ধন অমরদাস শ্রীর জামাতা রামদাসকেই আপনার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান।

বিবাহের পর হইতেই রামদাস গোবিন্দবাল-গ্রামবাসী হন। এখানে তিনি বাওলীতলাও খননকালে কারিগরদিগের দল পানের উপযোগী ছোলাসহ প্রকৃত খাদ্য বিক্রয় করিতেন।

১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে গুরু অমরদাসের মৃত্যুর পর তিনি গবিত্তে উপবিষ্ট হইয়াও পূর্বস্বাবলা ভাগ করেন নাই। ইহা দ্বারা তাঁহার ও তাঁহার পিতামাতার জীবিকা নির্বাহ হইত।

তিনি শান্ত পুরুষ ও মেধাবী ছিলেন। গুরুর আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি ধর্মশাস্ত্রাদি আলোচনা করিতে থাকেন এবং অচিরকাল মধ্যেই তাঁহার জ্ঞানজ্যোতিঃ বিকাশিত হয়। তাঁহার বাগ্মিতা, অধ্যবসার ও উৎসাহে অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার ছাত্রতলে আসিয়া সহস্র সহস্র লোক শিখধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার অদ্ভুত কবিত্ব শক্তি ছিল। তিনি শিখধর্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা ও শ্রীর উপদেশাবলী কাব্যে রচনা করিয়া গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করেন।

শিখগণ তাঁহার মহত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রতি এক্লপ ভাবে আকৃষ্ট হন যে, সকলেই তাঁহার আদেশ পালনে আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিতেন। একথা লাহোর রাজধানীতে গুরু-রামদাসের সহিত যোগল-সম্রাট অকবর শাহের সাক্ষাৎ হয়। শাহ অকবর সর্বধর্মেই সমাধিপালী ছিলেন। রামদাসের চরিত্র, শিক্ষা ও ধর্মব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তিনি শ্রীর চরিত্রাত্ম বদান্ততা-গুণে শিখগুরুকে কিছু ভূমিদান করিয়া দত্ত হন। এই ভূমিখণ্ড গোলাবতন হওয়ার "চক্র রামদাস" নামে খ্যাত হইল। কিছুকাল পরে রামদাস তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী কর্তৃক প্রবৃত্ত প্রণামী হইতে এই জমির উপর একটা স্রবুৎ দীঘিকা খনন করান। তাঁহার ইচ্ছামত উহার অমৃতসর নাম রাখা হয়। এই পুষ্করিণীর গর্ভে তিনি হরমন্দের বা হরিমন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং পুষ্করিণীর চারিপার্শ্বে ককিরমিগের বাসের জন্য ক্ষুদ্র গৃহনির্মাণ করিয়া দেন। এই ককিরাবাসমন্দির তৎকালে গুরু-কা-চক ও পরে অমৃতসর নামে আখ্যাত হয়। এই নগরের প্রতিষ্ঠা হই-তেই শিখধর্মের ভাবী উন্নতির স্থানা হইতে থাকে। কারণ তৎকালে বিভিন্ন শিখসম্প্রদায় দেবপূজামানসে এখানে সমুপস্থিত হইয়া পরস্পরে জাতীয় একতা বৃদ্ধি করিতে অবসর পান। এক-সময় পজাব প্রদেশে অনাবৃষ্টিনিবন্ধন দুর্য্যবস্থা হইয়াছিল। অল্পাভাবে স্থানবাসীরা মৃত্যুমুখে পতিত; এই সময় রেশের হরবহা দেখিয়া রামদাস সম্রাট অকবর শাহের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে বুঝাইয়া প্রজাবর্ণের এক বৎসরের কর ছাড়া দেওয়াইয়া ছিলেন। গুরু এই পরদুঃখকাতরতা সন্দর্শনে মোহিত হইয়া বহুসংখ্যক জাতিপ্রজা ও ভূমাদিকারী তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে রামদাসের মৃত্যু ঘটিলেও তিনি শ্রীর শ্রীর অভিলাষপূর্ণ করিবার জন্য কনিষ্ঠপুত্র অর্জুন-মন্ডকে ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে শিখগুরুপদে বরণ করিয়া যান। এই সময় হইতে শিখগুরুর গণি বংশপরম্পরাগত হয়। ইহা শিখ সম্প্রদায়ের অত্যাখ্যানের বিশেষ সহায় হইল, যে হেতু এই

সময়ে শিখগণ গুরুকে যে কেবল একমাত্র ধর্মোপদেশী বলিয়া জান করিতেন তাহা নহে, তাঁহারা তাঁহাকে এই সংসারের একমাত্র নারক ও রাজা বলিয়া জানিতে শিখিলেন।

অর্জুনবরই প্রথমে ককিরীমালা ও বেশভূষা ত্যাগ করিয়া স্নানবেশ ধারণপূর্বক গহিতে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার অগাধ দাসদাসী ও হস্তী অথ প্রভৃতি রাজোচিত সরঞ্জাম ছিল। তিনি যেমন উৎসাহী ছিলেন, সেইরূপ উচ্চাভিলাষও হৃদয়ে গোষণ করিতেন এবং বাহ্যতে সমগ্র নানকশিষ্য-সম্প্রদায় তাঁহার কর্তৃক মাত্ত করিয়া চলে, ভবিষ্যে তিনি বীর উত্তম-শীলতার বশেষে পরিচর দেন।

বাক্য নানকের ধর্মগাথা গুলি তৎকালের বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের ও সামাজিকগণের মনোমত হইবে কি না, বিবেচনা করিতে তিনি নানক-শিষ্য বা শিখগণকে একপ্রকার সামাজিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলেন। তৎপরে তিনি নানক হইতে তাঁহার পূর্ববর্তী শিখগুরুগণের পবিত্র উপদেশাবলী ও ধর্মব্যাখ্যা সকল একত্র করিয়া ‘গ্রন্থ’ সঙ্কলন করেন। এই গ্রন্থই শিখগণের একমাত্র ধর্মগ্রন্থ। ইহাচার প্রকৃত শিখ তাঁহারা কখনও উহার মত উন্নত্বন করিবেন না। হরমন্দিরে উহার একখণ্ড রক্ষিত হয়, উহা পাঠ করিয়া প্রত্যহ তথায় শিখদিগকে গুনান হইয়া থাকে।

পূর্বে শিখগণ গুরুকে শ্রদ্ধা করিয়া যে প্রণামী দিত, গুরু তাহাই পাইতেন। গুরু অর্জুন এই প্রণামী, বা নমস্কারাচার্যিক বৃত্তিরূপে আদার করিবার জন্য সহকারী চেল্লা বা পাণ্ডা নিযুক্ত করেন। ইহাতে বহু অর্থ সংগৃহীত হইতে থাকে; একমাত্র গুরু অর্জুনকেই শিখগণ আপনাদের অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করে ও গুরুগণী সমাক্র প্রকারে রাজদরবারে পরিণত হয়, এবং বলিতে কি, এই সময় হইতেই শিখশক্তির উদ্বোধন হয়।

অমৃতসর নামক গুণ্যপুষ্করিণীর কাণ্ড সমাধান, ‘কৌলসর’ ও ‘তরনতারণ’ পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা গুরু অর্জুনের মহৎকার্য।

অর্জুনের মৃত্যুর পর ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে তদীয় একাদশ বর্ষীয় পুত্র হরগোবিন্দ গুরুপদ গ্রাপ্ত হন। তাঁহার পিতা যে রাজ্য পত্তন করেন, তিনি তাঁহার সৈন্তাপত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্মপ্রস্তুতির সহিত তাহার কর্মপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। তিনি নাথু ও সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। মোগলসম্রাট জাহাঙ্গীরের সহকারী সেনানায়করূপে তিনি কান্দীয়ে অভিযান করেন। তাঁহার সেনাকলে রাজপুত্র হইতে পলায়িত ব্যক্তি ও হুস্ত-রস্মাদিগকে স্থান স্থান করায় এবং সম্রাটপ্রমত্ত সেনাগণের যেমন খবর অসম্ভব করার সম্রাট তাঁহার আচরণে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে গোয়ালির দ্বর্গে অবরুদ্ধ করেন। শিখদিগের

পুনঃপুনঃ আবেগনে অবশেষে সম্রাট দরবারবশ হইয়া হরগোবিন্দকে মুক্তি দেন।

১৬২৪ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর হরগোবিন্দ শাহজাহান বাদশাহের অধীনে সেনাসাহায্য করিতে নিযুক্ত হন। এই ক্ষেত্রে দারাগিকোর সহিত তাঁহার সখ্যতা জন্মে। দারাগিকো ককিরদিগের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। কোন একটা কারণে মোগলসম্রাট শিখগুরুর আচরণে বিরক্ত হন। তিনি তাঁহাকে বন্দন করিবার অভিপ্রায়ে সাতহাজার সেনাসহ মুখলিশ থাকে লাহোর হইতে অমৃতসর রাজ্য করিতে আদেশ করেন। অমৃতসরের নিকটে শিখবংশে মোগলসৈন্ত পরাভূত হয়।

মোগলসৈন্তকে বিদূরিত করিয়া হরগোবিন্দ ভীত হইলেন এবং সম্রাটের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার্থ তাত্ত্বিকর জন্মল পলায়ন করিলেন। এখানে দম্ভাদলপতি বুদ্ধ (শিখদিগের মধ্যে বাবা বুদ্ধা নামে পরিচিত) সপলে তাহার শিষ্য গ্রহণ করেন এবং লাহোর-রাজধানী হইতে দুইটা উৎকৃষ্ট অশ্ব অপহরণ করিয়া গুরুকে উপহার দেন। শিখগুরুর এই আচরণে স্তম্ভিত হইয়া সম্রাট পুনরায় কুমার বেগ ও লালবেগ নামক দুইজন সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। বুদ্ধে মোগল সেনাপতিবশ পরাজিত ও নিহত হয়। ইহার পর পরেই খাঁর আরোচনার মোগল সম্রাটের সহিত শিখগুরু হরগোবিন্দের পুনরায় আর একটা যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে শিখসম্প্রদায় রণকুশলতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন।

অতঃপর আপনার পৌত্র হররায়কে গুরুপদে অভিষিক্ত করিয়া গুরু হরগোবিন্দ পার্শ্বভ্য প্রদেশে বাইরা নির্জনে বাস করেন। এই সময়ে তত্ত্বশিষ্য বাবা বুদ্ধা তাঁহার সহচর ছিলেন। ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে হরগোবিন্দের মৃত্যু ঘটে।

গুরু হররায় শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। পূর্ববর্তী গুরু-জয়ের স্তায় তাঁহার হৃদয়ে বীরত্বপ্রতিভা জাগরিত হয় নাই, কিন্তু বিজয়পুত্র শিখ সম্প্রদায় আপনাদের যুদ্ধ-প্রবৃত্তি ত্যাগ করেন নাই। শিখ সম্প্রদায়ের ঔদ্ধত্য এবং যুবরাজ দারাগিকোর সহিত তাঁহাদের সহযোগিতা জ্ঞাত হইয়া অরজ্জবে সিংহাসনারোহণের পর শিখগুরু হররায়কে দরবারে ডাকিয়া পাঠান। গুরু হররায় তদমুসারে সম্রাটের বশত স্বীকার করিয়া বীর পুত্রকে এক পত্র দিয়া গোপন করেন। সম্রাট অরজ্জবে প্রতিভূবরূপ গুরুপুত্র রামরায়কে দরবারে আটক করিয়া রাখেন।

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে হররায়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র হররজ্জ গুরুপদ গ্রাপ্ত হন। অকালে ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে হরগোবিন্দের অন্ততম পুত্র তেগ বাহাদুরকে বতাল হইতে আনাইয়া শিখগণ গুরুপদে অভিষিক্ত করেন। মাতার নিকট

হঠাতে পিতার তরবারি পাইয়া তেগ বাহাদুরের শৌর্য বীৰ্য্য জাগিয়া উঠে। প্রথমে তিনি দস্যুতা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে থাকেন। এই সময়ে আদম হাফিজ নামক একজন মুসলমান ফকির তাঁহার দলে আসিয়া যোগ দেন। গুরু বেমন ধনবান্ হিন্দু পরিবারের নিকট হইতে দস্যুতা বা বলপূর্ব্বক অথবা বার্ষিক কর আদায় করিতেন, মুসলমান ফকির হাফিজও সেইরূপ মুসলমানগণের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিয়া শিখ সম্প্রদায়ের বলবৃদ্ধি করিতে থাকেন। এই সময়ে পলাতক অনেক মোগল-সৈনিক তাঁহার দলে আসিয়া আশ্রয় পায়। ইহাতে সম্রাট ক্রোধান্বিত হইয়া গুরুকে দিল্লীতে ধরিয়া আনান এবং ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের আদেশে তাঁহাকে বধ করা হয়।

তেগ বাহাদুর যখন দিল্লীযাত্রা করেন, তখন যীর পুত্র গোবিন্দ সিংহকে হরগোবিন্দের তরবারি দিয়া বলিয়া যান, “এই নিদর্শন যেন তোমার পিতামহের বীরভগীরব অক্ষুণ্ণ রাখে এবং তুমি যেন আমার মৃত দেহ দিল্লী হইতে আনিতে সমর্থ হও।”

গুরু গোবিন্দসিংহ গদী লাভ করিলেন বটে, কিন্তু রামরায়ের অত্যাচারে শিখগণ এ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ না করিয়া তাঁহার শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। গুরু-গিরিতে এই বিভ্রাট দেখিয়া গোবিন্দসিংহ যমুনা তীরস্থ পার্কীয়া প্রদেশে বাইরা ধর্ম্মরক্ষণ শিক্ষা কার্যতে থাকেন। এখানে ব্যাঘ্র ভক্ষকাদি বস্ত্র পশু শিকার করিয়া তাহার লক্ষ্য স্থির হয়। এই সময়ে তিনি হিন্দী ও পারস্ত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, সংস্কৃত সাহিত্যেও তাঁহার কতক জ্ঞান জন্মিয়াছিল। নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি ৩৫ বৎসর বয়সে শিখসম্প্রদায়ের সংস্কারকল্পে হিন্দুর জাতিভেদ লোপ, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকে শিখধর্ম্মে গ্রহণ, সমগ্র শিখ সম্প্রদায়ের শস্ত্রধারণ, শিখদিগের ধনসঞ্চয় ও স্বধর্ম্মের পোষক সদহুস্তান সাধন, শিখ মাত্রেই পরস্পরে সমতা জ্ঞান প্রভৃতি কতকগুলি নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন। এইরূপে গুরুগোবিন্দ হইতে নানকের আহিংসামূলক সামাজিক ধর্ম্মের সহিত দেশ-হিতকর বীর ধর্ম্মের সংমিশ্রণ হওয়ার শিখদিগের শৌর্য্যবীৰ্য্য আধিক্যতর উদ্দীপ্ত হইয়াছিল।

মোগলহস্তে পিতার তুণিত নিধনবার্ত্তা অবগত হইয়া তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞাত প্রতিজ্ঞা স্বরণ হইল। তিনি স্বজাতিশত্রু প্রত্যেক মুসলমানকেই আপনায় শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন এবং বাহাতে এ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে পারেন, তাহাব্যয়ের উপায় চিন্তায় ব্যাপ্ত হইলেন।

এরূপে মুসলমান শত্রুর উচ্ছেদ সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া গোবিন্দসিংহ একদিন শিখদিগকে পবিত্র ত্রব্য স্পর্শে দিব্য করাইলেন যে, তাঁহার বীরের জ্ঞান মোগলের বিরুদ্ধে গুরুহত্যার

প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি নৈনাদেবী নামক শৈলশথরে দুর্গামুষ্টি স্থাপন করিয়া শক্তি দেবীর আরাধনা করেন। পূজাতে নরবল দিব্য ব্যবস্থা হয়। ঐ সময়ে তিনি পুনরায় শিখদিগের নীকার “শহাল” পাঠ করার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই কথামুসারে শিখগণ খালসা নামে খ্যাত ও সিংহ উপাধিতে ভূষিত হন। এই সময়ে তিনি শিখদিগকে আরও জানাইয়াছিলেন যে, কাপ্তী, কাহ, কদ (ছুরি), কেশ ও কৃপাণবর্জিত ব্যক্তি কখনই প্রকৃত ও তত্ত্ব শিখ বলিয়া গণ্য হইবে না।

শিখদিগকে এইরূপে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া গোবিন্দসিংহ শিখদিগের মধ্যে আদেশ প্রচার করিলেন যে, বাহারা নানকের শিষ্য সেই সকল তত্ত্ব শিখবীরগণ অচিরে আমাকে দর্শন করিতে আসিবে এবং বাহাদের পরিবারে চারিজন পুরুষ আছে তাহার অস্তিত্ব পক্ষে দুইজনকে দেশের ও গুরুর সেবার নিযুক্ত করিবে। এই আদেশ পাইবার একপক্ষ মধ্যে প্রায় ৮০ হাজার শিখ তাঁহাকে দর্শন করিতে মথোবাল গ্রামে সমবেত হইলেন। তখন তিনি তাঁহাদিগকে যীর উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলেন এবং সেই শিখদিগকে সেনাদলে বিভক্ত করিয়া যমুনা ও শতদ্রুর স্থানে স্থানে দুর্গ নির্মাণ করিয়া রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। এই সময়ে নানক, ইন্দোর ও নালগড়ের রাজগণ তাঁহার সহিত শত্রুতায় প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু অচিরে তাঁহার হস্তে তাঁহারা হতবল হইয়াছিলেন। অরুণ গোবিন্দসিংহ নালগড়াধিপতি হরিচাঁদকে সহস্রে নিহত করিয়াছিলেন। কহলুর পতি ভীমচাঁদ ও অপরাপর কএকজন পার্কীয়ার সামন্তরাজ শিখগুরুর আদেশে মোগল সরকারে রাজকর দিতে অস্বীকার করিলে মোগল-শাসনকর্ত্তা তাঁহাদিগকে দমন করিতে সেনা প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে শিখদিগের হস্তে মুসলমান সৈন্য পরাজিত ও সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যত হইয়াছিল।

মুসলমান সেনার পরাজয় সংবাদ পাইয়া মোগল-সম্রাট অরজুজব লাহোরের শাসনকর্ত্তা জবরদস্ত খাঁ এবং সরহিন্দেব শাসনকর্ত্তা সামস উদ্দীনকে শিখগুরুর বিরুদ্ধে সদলে অগ্রসর হইতে আদেশ করেন। বহুদিন যুদ্ধের পর, মথোবাল দুর্গে গুরুজী সদলে অবরুদ্ধ হইলেন। যখন সমস্ত রসদ ফুরাইয়া আসিল, তখন গুরুজী ৪০ জন বিশ্বস্ত অহুচর সঙ্গে লইয়া চামকোর দুর্গে আশ্রয় লইলেন। এখানে অল্প মাত্র সেনা লইয়া তিনি মোগল সেনাপতি নানক খাঁ ও খাজা মহম্মদকে সহস্রে নিহত করেন। অপরিমিত মোগল-বাহিনীর বিরুদ্ধে অল্পসংখ্যক শিখসেনা লইয়া প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ অসম্ভব জানিয়া রাত্রির অন্ধকারে শিবির ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন।

পলায়নসংবাদ পাইয়া মোগল সৈন্ত তাঁহার পলায়ন করণ করে, কিন্তু নমে খাঁ ও গণি খাঁ নামক তদীয় অঙ্গগত দুই পাঠানের সাহায্যে তিনি বহুলোলপুরে বীর পারসী শিক্ক পীর মহম্মদের ভবনে আশ্রয় পাইলেন। গোপনবাসে কিছুকাল মানা কষ্ট ভোগ করিয়া গুরুগোবিন্দ ভাতিশ্বর জললে উপনীত হইলেন। এখানে বহুসংখ্যক শিখ পুনরায় তাঁহার সহিত মিলিত হইল। শিখগণে পরিবৃত্ত হইয়া গুরুগোবিন্দ কিছুকাল রায়পুর ও কহলুর গ্রামে বাস করিয়া স্বাস্থ্য ও বল সংগ্রহ করিয়া ফিরোজ-পুর জেলার মুক্তেশ্বর গ্রামে আসিয়া দেখা দিলেন। মোগল-সৈন্তের ভয়ে যে সকল শিখযোদ্ধা গুরুর পক্ষত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহারাও এখানে আসিয়া যোগ দিল। দেখিতে দেখিতে প্রায় ছাদশ সংশ্র পদাতিক ও অশ্বারোহী শিখ সৈন্ত তাঁহার ছত্রতলে সমাসীন হইল।

সরহিন্দে শাসনকর্ত্তা এই সংবাদ পাইয়া শিখদিগের বিরুদ্ধে ৭ হাজার মোগল-সৈন্ত প্রেরণ করেন। মুক্তেশ্বরে উভয়পক্ষে যুদ্ধ হয় এবং মোগল-সৈন্ত পরাভব স্বীকার করে। গুরুগোবিন্দ অধীনস্থ শিখসেনাদিগকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের বিজয়কীর্ত্তি স্থাপনের জন্ত ঐ রণক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় দীর্ঘিক খনন করান। ঐ পুষ্করিণীর নাম মুক্তেশ্বর রাখা হয়। শিখদিগের বিশ্বাস, যে ব্যক্তি ঐ পুষ্করিণীতে স্নান করে, তাহার অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়। মাঘমাসে ঐ যুদ্ধ সংঘটিত হয় বলিয়া প্রতিবৎসর সেই বিজয়বটনা স্মরণার্থ এখানে মাঘমাসে একটি মেলা হয়। ঐ সময়ে সমগ্র পঞ্জাববাসী শিখগণ এখানে সমবেত হইয়া থাকেন।

অন্তঃপর গুরুগোবিন্দ কিছুদিন মালব রাজ্যে যাইয়া বাস করেন। এখানে তিনি স্বীয় জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ দ্বারা বহুসংখ্যক লোককে পছাল পাঠ করাইয়া শিখসম্প্রদায়ভুক্ত করেন। মালব চইতে প্রত্যগমন কালে তিনি সরহিন্দ হইয়া আনন্দপুরে আসেন। সরহিন্দে মোগল-শাসনকর্ত্তা ১৭০: খৃ: জোয়াবর সিংহ ও ফতেসিংহ নামক গুরুগোবিন্দের পুত্রদ্বয়কে মৃত করিয়া নিহত করার শিখগণ সেই ঘটনা স্মরণার্থে একটি মন্দির স্থাপন করেন। উহা শিখদিগের একটি তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিগণিত। উক্ত বর্ষে চামকৌর জর্জে পলায়নকালে মোগল-সৈন্ত জোয়াবর সিংহ ও জিংসিংহ নামক গুরুগোবিন্দের অপর পুত্রদ্বয়কে নিহত করিয়াছিলেন।

জীবনের শেষ সময়ে, গুরুগোবিন্দ দমদমায় যাইয়া নিশ্চিন্ত মনে ও নিরুদ্বেগে বাস করিয়াছিলেন, কারণ মোগলসম্রাট অরঙ্গজেব বাদশাহ তৎকালে দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধবিগ্রহে ব্যতিব্যস্ত। দাক্ষিণাত্যে থাকিয়া সম্রাট সর্বদাই শিখজাতির অভ্যুদয়ে রাজ্যের ভাবী বিপদ আশঙ্কা করিতেন। গুরুগোবিন্দ খালসা শিখ-

শক্তি দৃঢ় করিতে যে সকল পদ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, বাস্তবিকই তাহা চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। তাঁহার প্রবর্তিত “গুরু-মাতা” সভা এবং “নূতন বিধি” শিখদিগকে নবোন্মুখে জাতীয়-ত্বে বলীয়ান করিয়াছিল। তাঁহার শিক্ষা ও দীক্ষার একদল অশিক্ষিত হৃদ্বর্জ জাতি ধর্ম্মপ্রাণ বোদ্ধ পুরুষে পরিবর্তিত হইয়াছিল। একসময়ে দহাতা ও কুবিবৃত্তি বাহাদুর একমাত্র অবলম্বন ছিল, তাহারাই গুরুগোবিন্দের অধীনে একটি জাতীয় শক্তি ও রাজ-নৈতিক সমিতি গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। গুরু নানকের আদিগ্রন্থ সংস্কারপূর্বক তিনি দমদমায় অবস্থানকালে যে নূতন ধর্ম্মগ্রন্থ সংকলন করিয়াছিলেন, তাহা “দশবান্ বাদশাহ কা গ্রন্থ” নামে পরিচিত। এই গ্রন্থই নিশ্চেষ্ট ও হতবীর্য্য শিখসম্প্রদায়কে নূতন শক্তিদানে উদ্বিজিত করে। ঐ গ্রন্থে তিনি শিখ জাতির সামাজিক স্বাধীনতা ও বীর্য্য ও জয়িনী কবিতার ও উজ্জলময়ী ভাবার বর্ণনা করিয়া শিখদিগকে রণক্ষেত্রে বীর-জীবন বহন করিতে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন।

অরঙ্গজেব দশম শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের ঐকরূপ প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তিদর্শনে দীর্ঘাষিত হইয়া কোশলে তাঁহাকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে দাক্ষিণাত্য হইতে তাঁহার নিকট পত্র সহ দূত পাঠাইলেন। গোবিন্দসিংহ সম্রাটের অভিসন্ধি জানিয়া এক সঙ্কল্প পারসী গাথায় সম্রাটকে স্বীয় হৃৎখময় জীবনকাহিনী ও বংশনাশ ব্যাপার জ্ঞাপন করিলেন। ভাই নয়সিংহ ঐ পত্র লইয়া সম্রাট-সকাশে উপনীত হইলে, সম্রাট পত্র পাঠান্তে শিখগুরুর দূতকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেন এবং স্বহস্তে এক পত্র লিখিয়া গুরুগোবিন্দকে দাক্ষিণাত্যের প্রার্থনা জানান। তদনুসারে গুরুগোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করেন, কিন্তু পথিমধ্যেই ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্রাটের মৃত্যুসংবাদ পান।

দাক্ষিণাত্যে অবস্থিতকালে একজন পাঠানের সহিত গুরুর পরিচয় হয়। ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে কএকটি উৎকৃষ্ট ঘোটক বিক্রয় করে; কিন্তু বথাসময়ে বিক্রীত অশ্বের মূল্য শোধনা পাওয়ার ঐ পাঠান বিরক্ত হইয়া কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিলে গুরুগোবিন্দ তরবারি দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করেন। ইহাতে প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া উক্ত পাঠানপুত্র গোপনে তাঁহার উদরে ছুরিকাঘাত করেন। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে নাদের নগরে স্বাস্থ্য পরিবর্তনে যাইয়া সেট ক্ষতপ্রায়ে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। শিখসেনা রাজ্য বিপ্লব ঘটাইবে আশঙ্কা করিয়া সম্রাট বাহাদুর শাহও শিখগুরু গোবিন্দকে রাজনৈতিক কর্ম্মসূত্রে আশঙ্ক রাখিবার জন্ত পেলাও ও পরিচ্ছদাদি ভূষণ দান করিয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যে অবস্থিতকালে গুরুগোবিন্দের সহিত বান্দা নামক এক বৈরাগীর পরিচয় হয়। ঐ বৈরাগীও সহস্র শিখো

পরিবৃত্ত হইয়া তাঁহার হালে বাস করিতেছিলেন। ক্রমে উত্তরের বহুতর গাছ হর এবং গোবিন্দের ধর্মকথার মোহিত হইয়া বান্ধা বৈরাগী অভিরে 'পহাল' গ্রহণ করেন। গোবিন্দের শিষ্য হইয়া বান্ধা একজন তক্তিক্রম দেখাইতে থাকেন যে গোবিন্দ তাঁহাকে বিশেষ অমৃতভুক্ত ও বিবর্ত অমৃতের জ্ঞান করিতে বাধ্য হন। গোবিন্দ তাঁহাকে গুরুপদে অভিষিক্ত না করিলেও সমগ্র শিখসমাজে বলিয়া বান যে, এই ব্যক্তি অতিশয় কার্যক্ষম এবং শক্তিশালী, সুতরাং বান্ধাই ভোম্বাদের পরিচালক ও পরি-রক্ষক হইবেন। মৃত্যুকালে গোবিন্দ বান্ধাকে মোগলের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হইতে উপদেশ দিয়া বান।

বান্ধা গুরুর অভিলাব ও স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূরণ করিবার জন্য শিখসমাজে গুরুর নামে আদেশ প্রচার করিলেন যে, সকল শিখই যেন মুসলমানের সঙ্গে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া সমবেত হয়। দেখিতে দেখিতে দলে দলে শিখ সকল তাঁহার ছত্রতলে সমবেত হইল। বান্ধা গুরু উপাধি গ্রহণ করিয়া শিখ-সেনার নেতৃত্ব করিতে লাগিলেন। মোগল সম্রাট শাহ আলম বাহাদুর শাহ ঐ সময়ে দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করিতেছেন, জানিয়া বান্ধা প্রথমেই প্রতিকিংসাপ্রজ্বলিত হৃদয়ে সমুদ্র-প্রবেশ লুঠনে প্রবৃত্ত হন। শিখগণ প্রজার সর্ব্ব্ব অপরহণ করিয়া গ্রাম ও নগর সমূহ উপযুগপরি অগ্নিপ্রদানে ভস্মসাৎ করিতেছে দেখিয়া তথাকার কোম্পানীর উজীর খাঁ সদলে বহির্গত হইলেন। দুইটা খণ্ড যুদ্ধের পর উজীর শিখহস্তে নিহত হইলে বান্ধা সরহিন্দে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আদেশে তথাকার সমগ্র মুসলমান নিহত হইল, মসজিদ ধ্বংস বা নদীভূত হইল এবং মোজা মোলবী ও হাকিমেরা যথেষ্ট নিগহ ভোগ করিল।

সরহিন্দ বিজয়ের উল্লাসিত চিত্তে বান্ধা শতদ্রু পার হইয়া ক্রমশঃই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে যে সকল গ্রাম বা নগর তাঁহার সম্মুখে পড়িয়াছিল, তৎসমুদায়ই তিনি উৎসাদিত করিয়াছিলেন। সমানা নগরে শিখ তরবারিতে দশসহস্র নর-নারী জীবন বিসর্জন করিয়াছিল। ঐ সময়ে বাহারা শিখধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করে, অথবা শিখের জ্ঞার বেশধারী বা আচারশীল হয়, তাহারাই কেবল-মাত্র পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল।

অতঃপর বিপাশা অতিক্রম করিয়া বান্ধা সদলে গুরুদাসপুর জেলার বতলা নগর সমীপে আসিয়া উপনীত হন। তথাকার মুসলমান-নেতা সৈয়দ বংশীর শেখ-উল-আহম বান্ধার গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইয়া নগর বাহিরে শিখসমূহে প্রাণত্যাগ করেন। তখন বান্ধা সদলে আসিয়া নগরদ্বার ভাঙ্গিয়া কেদিলেন এবং নগরে প্রবেশপূর্ব্বক একে একে সকল গৃহেই অগ্নিবোণ

করিলেন। বহু সংখ্যক মুসলমান নিহত হইল। সেই বতলার তৎকালের বিখ্যাত বিদ্যামন্দিরও মুসলমানের দ্বিতিলোপ করিবার জন্য ভস্মীভূত হইয়াছিল।

হুন্দর দূরত্ব সৌখমালা-শোভিত হুসমুদ বতলা নগরী ধ্বংস করিয়া অমৃতপু শিখবল বান্ধার অধীনে লাহোর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বিপাশা তীরস্থ বতলা, কলানৌর ও অজ্ঞাত নগর-লুঠনকালে বহুলোক তাহাদের সম্ভ্রান্তরভুক্ত হইয়া শিখশক্তি বৃদ্ধিত করিয়াছিল। নানা স্থান লুঠনে বহু ধন রত্ব সংগৃহীত হওয়ার, শিখগণ লাহোরের শাসনকর্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই।

শিখগণ লাহোর আক্রমণে আসিয়াছে শুনিয়া লাহোর-বাসী ভয়চকিত চিত্তে আত্মরক্ষার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সম্রাট তখন রাজপুতবিরোধবহননের জন্য উজ্জয়িনীতে ছিলেন, কাজেই অল্প সাহায্যের সম্ভাবনা কম দেখিয়া মোগল-প্রতিনিধি সৈয়দ ইস্লাম খাঁ ও তাঁহার দেওয়ান বখাসম্ভব নগর রক্ষার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। মহম্মদ তকি, মুসা বেগ, হাজি সৈয়দ ইসমাইল, সৈয়দ ইমারৎ উল্লা ও মোজা পীর মহম্মদ বাইজ্ প্রভৃতি স্থানীয় প্রধান প্রধান মুসলমান নেতাগণ শাসনকর্তার প্রার্থনার ইস্লাম ধর্মের মর্যাদা রক্ষার্থ সমবেত হইলেন। ঐ সময়ে লাহোরবাসী অনেক ধনশালী হিন্দুও আপনাপন ধনরত্ন ও সম্মানরক্ষার্থ ইদগার আসিয়া মুসলমানদলে যোগ দিলেন।

মোগল প্রতিনিধি ইসমাইল খাঁ বিপুলবাহিনী লইয়া অগ্র-গামী শিখবলের গতিরোধের চেষ্টা পাইলেন। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উত্তর পক্ষে বোরতর যুদ্ধ হইল। মুসলমানগণ পরাভব স্বীকার করিয়া নগরে প্রত্যাবর্তন করিল। পরে মহম্মদ তকি, এনারেৎ উল্লা ও মহম্মদ জমান প্রমুখ মুসলমানগণ পুনরায় শিখবিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু জয় গর্ভে মৃত শিখসেনার সম্মুখে তাহার অধিকক্ষণ টাঁড়াইতে পারিলেন না। সমবেত মুসলমান সৈন্য রণক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জন করিলেন। লাহোর নগর হর্গপ্রাচীর ও পরিখাদি দ্বারা সুরক্ষিত থাকায় শিখগণ নগরলুঠনে সমর্থ হয় নাই। নগরপ্রবেশে বিস্তর চেষ্টা পাইয়াও যখন তাহার নগরবাসীর কপদক মাত্রও লুণ্ঠন করিতে পারিল না, তখন তাহার কোপে অন্ধ হইয়া নগরোপকণ্ঠস্থিত শালিমার উদ্যান পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান লুঠন করিয়া ভূমিসাৎ করিয়া চলিয়া গেল। বলিতে কি দিল্লী লীমা হইতে তিন দিনের ব্যবধানে অবস্থিত স্থান সকল শিখবিগের অত্যাচারে ধনজনশূন্য হইয়া পড়িল। এই সময়ে নিরশ্রয়ী বহু হিন্দু লুঠনের আশায় শিখদলে যোগ দিয়াছিল।

সম্রাট হাকিমশাহ খাফিয়া এই সংবাদ পাইলেন। বৈরাগী বান্দার অভিযাত্রার উদ্দেশ্যে অসহ্য হইল, তিনি বিপুল মোগল-বাহিনী লইয়া আজমীরের পথে চলিলেন। এখানে সরহিন্দে পলাতক প্রবাসীগণ সম্রাট সকাশে উপনীত হইয়া শিখনিগ্রহের কথা জানাইল। সম্রাট গৃহহীন ইসলামীরদিগের বেদনার সম্যক্ সঙ্গোপিত প্রদর্শন করিয়া তদন্তেই কিরোজ খাঁ মেঘাতী ও সিগান্দার মহকুমা খাঁকে শিখদিগের গতিরোধ করিতে পাঠাইলেন। জবুর শাসনকর্তা বয়াজিদ খাঁ এবং আলফের শাসনকর্তা সামস উদ্দীন খাঁ সরহিন্দ প্রদেশে পুনরায় মুসলমান উপনিবেশ স্থাপনার্থে অধিষ্ট হইলেন। এতরূপে অস্তিত্ব কর্তৃত্বাচার উপর ও ধর্ম নগরাদির শ্রীসম্পাদনের ভার পড়িয়াছিল।

সম্রাট বাহাদুর শাহ এইরূপ বন্দোবস্তের পর, বহু সেনাদল লইয়া পঞ্জাব অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বান্দা এতে সংবাদ পাইয়াই শিবালিক শৈল-পারশ্বস্থ দাবর দুর্গে আশ্রয় লইলেন। এখানকার পথ বাট ভাল না থাকায় বান্দা এখানে অবস্থানই সুবিধানক বোধ করিয়াছিলেন। সম্রাট সৈন্যে লাহোর ও সরহিন্দ হইয়া দাবর দুর্গ সম্মুখে উপস্থিত হইলে শিখগণ দুর্গ হইতে মোগল সৈন্যের উপর তীর ও গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল, ভীষণ যুদ্ধের পর শিখগণ হতবল হইল। শিখগণ বান্দা রাত্রির অন্ধকারে পলাইয়া পার্শ্বতঃ জঙ্গলে আশ্রয় লইলেন। পরদিন প্রভাতে মোগলসৈন্য দুর্গ অধিকার করিল।

শিখদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া শাহ আলম বাহাদুর শাহ লাহোর রানধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এখানে ১৭১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। এত ঘটনার দ্বিতীয় সিংহাসন লইয়া তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে বিরোধ ঘটে। এই গৃহবিচ্ছেদ সুবিধানক মনে করিয়া শিখগণ পুনরায় পার্শ্বতঃ প্রদেশ হইতে সিদ্ধনদের সমতল প্রান্তরে সমবেত হইল এবং বৈরাগী বান্দাকেই আপনাদের নায়ক করিয়া মুসলমানের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল।

এইবার শিখগণ মোগলের আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে নিরুপদ্রবে রাখিবার জন্য বিশাখা ও ইরাবতী নদী মধ্যবর্তী সুবিখ্যাত গুরুদাসপুর দুর্গ সংরক্ষণ করেন। লাহোরের শাসনকর্তা ইসলাম খাঁ এই সংবাদ পাইয়া তাঁহাদের আরও কার্য বন্ধ করিবার জন্য সর্বদা অগ্রসর হইলেন। একটা পথযুদ্ধে তিনি শিখহস্তে বিশেষ ভাবে পরাস্ত হইয়া বদশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। শিখগণ আর তাঁহার পক্ষদৃষ্টস্বরূপ না করিয়া সাহিদ অভিযুখে অগ্রসর হইয়া তথাকার শাসনকর্তা বয়াজিদ খাঁকে রণক্ষেত্রে নিপাতিত করিলেন।

শিখদিগের পুনরায় এই অভিযাত্রাবর্তী গুনিয়া সম্রাট মোইজ-উদ্দীন জাহাঙ্গীর শাহ কাম্বার-শাসনকর্তা বিখ্যাত সেনা-

পতি আবদুল সমদ খাঁ দিলের অজ্ঞকে পঞ্জাবে এবং সেনাপতি মহম্মদ আমীন খাঁকে দিল্লী হইতে বান্দার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। সম্রাটসৈন্য সমুপস্থিত দেখিয়া বান্দা পলায়নের ব্যবস্থা করিলেন। শিখগণও তাঁহার সঙ্গে বাইরা চত্রেয় পরিত্যক্ত পলাইলেন। কিছু কালের অন্ত পঞ্জাবে শান্তি স্থাপিত হইল।

এক বৎসর পরে শিখগণ পুনরায় গুরুদাসপুরের সুবিস্তৃত প্রান্তরে সমবেত হইল। বান্দা কলানের ও সন্তোষগড় অধিকারপূর্বক পরিত্যক্ত লুণ্ঠিত শিখদিগকে পুনরায় বলভূত হইতে আদেশ করিলেন। দেখিতে দেখিতে দুই মাসের মধ্যে ৩৫ হাজার (মতান্তরে ৫০ হাজার) শিখবোদ্ধা তাঁহার চরতলে সমবেত হইলেন। অখালার কোজদার শেখ মহম্মদ দারেম শিখবোদ্ধা তেজ করিতে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু অবশেষে পরাস্ত হইয়া লাহোরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। লাহোরের তৎকালীন শাসনকর্তা আবদুল সমদ খাঁ ও অরজাবাদের কোজদার মীর আফ্রা খাঁ অখারোহী পদাতি ও কামানবাহী মোগল ও দুরানী সেনা লইয়া গুরুদাসপুরের লোহগড় দুর্গ আক্রমণ করিলেন। উভয় পক্ষে যোঁরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। শিখগণ এই যুদ্ধে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লোককরে মোগল সেনাপতি ভীত হইলেন, কিন্তু নূতন সেনা আসিয়া পড়ায় বান্দা পুনর্বার সফল পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার সর্বদা লোহগড়ে আশ্রয় লইলেন। মোগল সৈন্য লোহগড় অবরোধ করিল। অবশিষ্ট শিখগণ বনে জঙ্গলে, পরিত্যক্ত গুহার ও জনহীন গ্রাম নগরাদিতে বাইরা চত্রেয়বেশে বাস করিতে লাগিল।

পলায়নের উপায় নাই দেখিয়া বান্দা অনাহারে মৃত্যু অপেক্ষা আত্মসমর্পণই উপযুক্ত পরামর্শ স্থির করিলেন। তদনুসারে তিনি আবদুল সমদকে লিখিয়া জানাইলেন যে, যদি সম্রাট তাঁহাকে ক্ষমা করেন তাহা হইলে তিনি আত্মসমর্পণ করিতে সম্মত আছেন। নবাব সমদ খাঁ তাঁহার জন্য সম্রাটকে বিশেষ ভাবে ক্ষমা প্রার্থনার অনুরোধ করিবেন জানাইলে, বান্দা দুর্গ খুলিয়া নবাবের শরণাগত হইলেন। নবাব শিখ গুরুকে সঙ্গে লইয়া লাহোরে কিরিলেন। এখানে নবাবের আদেশে শিখদল নিহত ও ইরাবতীজলে নিক্ষিপ্ত হইল। বান্দা ও তাঁহার ৭৯ জন প্রধান অশ্বচর জাকিরিয়া খাঁ ও কামার উদ্দীন খাঁর অধীনে দিল্লীতে প্রেরিত হইলেন। তথায় ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সম্রাটের আদেশে নিহত হইলেন।

গুরু গোবিন্দের জ্ঞান বান্দার বিশেষ ধর্ম বুদ্ধি ছিল না। তাঁহার জ্ঞান তিনি নিতীক বোদ্ধা ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রণ পাণ্ডিত্য তাঁহাকে উজাসন দান করিতে পারে নাই। তিনি

উদ্ধৃত শিখসেনার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া বহুবার বোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া বিজয়লাভ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহাতে শিখধর্মের বিশেষ কোন বিস্তার সাধন হয় নাই। তিনি প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া গুরুর আদেশ মাত্র পালন করিয়াছিলেন। বান্দার মৃত্যুর সঙ্গে শিখগুরুর পদ লোপ পায়।

১৭৬১ খৃষ্টাব্দে আশ্বদ শাহ পাণিপথযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে দিল্লী ও পঞ্জাবের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এই সুযোগে শিখগণ দলে দলে বিভক্ত হইয়া এক এক জন সর্দারের অধীনে নানান স্থান লুণ্ঠন ও গ্রাম অধিকার করিয়া লটল। তাহারা ঐ সময়ে যে সকল স্থান অধিকার করিয়া আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল, সেই সেই দেশভাগ তাহাদের অস্থায়ী নানানুসারে এক একটা ক্ষুদ্র জনপদ রূপে বিধোষিত এবং তত্তৎ স্থানের শিখদল গ্রামগড়িয়া, অহলুবাগিয়া প্রভৃতি স্বতন্ত্র আখ্যায় অভিহিত হইল। কোন কোন শিখদল স্বভাবগত ভাঙ্গ পাননি দোষে আসক্তি হেতু ভদ্রী প্রভৃতি নামে প্রথিত হইয়াছে। এইরূপে শিখদিগের মধ্যে ভদ্রী, রামগড়িয়া, কানাইয়া, নাকই, অহলুবাগিয়া, দলিবাগিয়া, নিশানবালা, ফরজলপুরিয়া, কেরোরি বা কোড়ীসিংহী, সাহিব বা নিহল, ফুলকিয়া, বিন্দবংশী, নাতাবংশী, সুখের-চকিয়া প্রভৃতি কএকটা শিখ মিশলের উদ্ভব হইল।

জাটকুলোদ্ভব ছজ্জা সিংহ পঞ্জাববাসী ছিলেন। তিনি বৈরাগী বান্দার নিকট পণ্ডিত গ্রহণ করেন। বান্দার মৃত্যুর পর তিনি ভীমসিংহ, মল্ল সিংহ ও জগৎ সিংহ নামে বীর আত্মীয় ত্রয়কে শিখধর্মের দীক্ষিত করিয়াছিলেন। দহ্যাবৃত্তিপারায়ণ ছজ্জা সিংহের সহিত শ্বেথোক্ত জাট-ত্রয়ের বিশেষ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। অন্তঃপর ছজ্জা গুলাবসিংহ, কোড়াসিংহ, গুরুবন্ধ সিংহ, অগ্রসিংহ ও সন্তালসিংহ নামা শিখদিগকে “পহাল” দান করিয়া আপনাদের দলভুক্ত করিয়া লন। ঐ করজন লইয়া ভদ্রী মিশল গঠিত হয়। ছজ্জা স্বদলে গুরুর জায় সম্মানিত ছিলেন। তদন্তে ভীমসিংহ এবং তাঁহার পর বীরচূড়ামণি হরিসিংহ ভদ্রী মিশলের নারক হইয়াছিলেন। [ভদ্রী দেখ।]

বান্দাশিখা খোসাল সিংহ গুরুর মৃত্যুর পর দলদল সংগ্রহ করিয়া লুণ্ঠন কার্য আরম্ভ করেন। মৃত্যুর পর নোখসিংহ দলপতি হন। তাহার বীরত্ব দেখিয়া অনেকেই তাঁহার দলভুক্ত হয়। বংশসিংহ, মল্লসিংহ ও তারাসিংহ নামক ছুতার ভ্রাতৃত্বের জাতীয় বৃত্তি পরিভ্রাণ করিয়া নোখসিংহের দলে সমাপ্ত হন। উক্ত বংশসিংহ হইতে এই মিশল রামগড়ের নামে রামগড়িয়া নামে আখ্যাত হয়। বংশসিংহ বীর ভূজকলে বতারা, কলা-

নোর ও রামচৌধী (পরে রামগড়) স্বর্ণ অধিকার করিয়া লন। এক সময়ে তিনি দিল্লীতে গিয়া বোগল সেনাকে পরাভূত করেন এবং তথা হইতে ৬টা বৃহৎ কামান লইয়া আনিগেন।

[রামগড়িয়া ও বংশসিংহ দেখ]

লাহোরের পূর্বদিকস্থ কান্ধা নামক মোজাবাসী শিখদলপতি জয়সিংহ কতৃক এই মিশল স্থাপিত হয়। খুসালী সিংহ দ্বিতীয় জাট সন্তান ছিলেন। তৎপুত্র জয়সিংহ কয়লাপুত্রনিবাসী কর্পূর সিংহের নিকট পহাল গ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি খানা-কচানিবাসী অমরসিংহের দলে আসিয়া মিলিত হন। জয়সিংহ ও তাঁহার ভ্রাতা কান্ধা উক্ত অমরসিংহের দক্ষিণবর্ত ছিলেন। ইনি রামগড়িয়া সর্দার বংশসিংহের সহিত মিলিত হইয়া আবদালী সর্দার আশ্বদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। জয়সিংহের বক্তে অমৃতসর সৌধমালার সুশোভিত হয়। [কানাইয়া দেখ।]

শিখবংশীয় জাটদলপতি হেমরাজের পুত্র হীরাসিংহ নাকই মিশালের প্রতিষ্ঠাতা, নিকা নামক স্থানে তাঁহার বাস বলিয়া ঐ শিখদল নাকাই নামে আখ্যাত হয়। হীরা নীচ লোকের সংশ্বেষে পড়িয়া সর্বস্ব হারান এবং শেষে অনাহারে বড় কষ্ট পান। এত কষ্টে পড়িয়া তিনি শিখদিগের জায় লুণ্ঠনক্রমে জীবিকাার্জন করিবে তাবিয়া পহাল গ্রহণ করেন। তদদর্শনে তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণও তাঁহার পথানুবর্তন করিয়াছিল। এই রূপে দলগুঠ হইয়া হীরাসিংহ নিকটবর্তী গ্রামসমূহে উপদ্রব করিতে থাকেন। কোন কোন গ্রাম হইতে তিনি কণাংশ আদায় করেন। হীরাসিংহের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতৃপুত্র নাহর সিংহ দলপতি হন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে কোট কামালিয়ার যুদ্ধে নাহর নিকট হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ রণসিংহ দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। [নাকাই দেখ।]

সদাও সিংহ জাট অহলুবাগিয়া মিশলের প্রতিষ্ঠাতা। লাহোরের পাঁচ কোশ পূর্ববর্তী অহলু গ্রাম হইতে এই দল অহলুবাগিয়া নামে খ্যাত হয়। সদাও সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোলাপসিংহের পৌত্র বদরসিংহ ভাগসিংহ নামা একজন শিখের তগিনীর পাণগ্রহণ করেন। বদর সিংহের পুত্র বংশসিংহ কর্পূরসিংহের অঙ্গুগ্রহে ও ভাগসিংহের অধ্যবসারে ক্রমে মিশলের সর্দার হইয়াছিলেন। ইনি ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে অমৃতসরে অগ্রসর হইয়া তথাকার শাসনকর্তা সলাবৎ খাঁকে নিহত করিয়া উক্ত প্রদেশের কতকাংশ অধিকার করেন। উক্ত বর্ষে তিনি মুলতানের শাসনকর্তা শাহ নবাজ খাঁকে নিহত করিয়া বহুদন রত সংগ্রহ করিয়া আসেন। লাহোরের শাসনকর্তা এই ভক্ত তাঁহাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া ছিলেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে বংশসিংহ লাহোরের সেনাপতি আজিজ খাঁকে এবং ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে জলন্ধর দৌর্যাবের শাসনকর্তা আধিনাবেগ খাঁকে পরাভূত করেন। [অহলুবাগিয়া দেখ।]

ডেরা-বা-নানক নামক স্থানের নিকটবর্তী দলীবালা গ্রামে বাস যেতু এই মিশ্ল দলীবালা নামে আখ্যাত হয়। গোলাপ নামক একজন ক্ষত্রিয় এই দলের প্রতিষ্ঠাতা। গোলাপ অত্যন্ত শিখসঙ্গারদিগের দ্বারা প্রথমে দস্যুতা করিয়া বহু ধনসম্পদ উপার্জন করেন। কিছু দিন পরে তারাসিংহ নামক এক রাণাল তাঁহাদের বলে আসিয়া দস্যুতাচরণ করিতে থাকেন। গোলাপের দেহান্তে তারাসিংহের বীরত্ব তাঁহাকে দলীবালা মিশ্লের সঙ্গার পরে উন্নীত করিয়াছিল।

খালসা সেনার নিশান-বর্দ্ধার সঙ্গত সিংহ ও মোহর সিংহ নামা জাতিদ্বয় নিশানবালা মিশ্লের প্রতিষ্ঠাতা। অখালসা নগরে ইহাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং এই দলে প্রায় ১২ হাজার শিখসৈন্য নানা স্থান লুণ্ঠন করিয়া বলপূষ্টি করিয়াছিল। সঙ্গত সিংহের পর মোহরসিংহ দলপতি হইয়াছিলেন।

কর্ণপুর সিংহ নামক জনৈক জাট জমিদার করজলপুরিয়া মিশ্লের দলপতি ছিলেন। তিনি অমৃতসরের নিকটবর্তী কর-জলপুর গ্রাম দখল করিয়া নিজ দলস্থ শিখগণকে করজলপুরিয়া সংজ্ঞা প্রদান করেন। তৎপরে তিনি উক্ত গ্রামের চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ দখল করিয়া ঐ ক্ষুদ্র জনপদের প্রধান নগরের সিংহপুর নাম দেন। ঐ সিংহপুর হইতে এই মিশ্ল সিংহপুরিয়া নামেও আখ্যাত হয়। অহলুবালা সঙ্গার বংশসিংহের সময়ে এরূপ বলশালী ও বোদ্ধা শিখ-দলপতি আর বিত্তীয় ছিল না। তাঁহার বীরত্ব-বর্ণনে অধীনস্থ শিখদল তাঁহাকে নবাব কর্ণপুরসিংহ বলিয়া সম্বোধন করিত। অতঃপর সঙ্গার খুসাল সিংহ ও বুধ-সিংহ মিশ্লের দলপতি হইয়াছিলেন। [করজলপুরিয়া দেখ]

কড়োরা সিংহী মিশ্লের অপর নাম পঞ্জাগড়িয়া। কড়োরা বা ক্রোড়ীমল নানক জনৈক জাট সঙ্গার এই মিশ্লের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি পঞ্চাল গ্রহণের পর ক্রোড়ী সিংহ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রোড়ী সিংহের পর ভাগেল সিংহ এই দলের নেতা হন। সরহিন্দের সুবাদার জেন খাঁকে কোশলে নিহত করায় তিনি শিখনেতাগণের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার অধীনে প্রায় ১২ হাজার শিখ বোদ্ধা ছিল। ঐ শিখদল লটরা তিনি পূর্বে শতশতাব্দীর হইতে জালন্ধর দোয়াব পর্য্যন্ত স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে শিখগণ মালব অধিকার ও সরহিন্দের কোজ-দার মোল্লা আশ্রয় দাব্যক নিষেধ করে। এই সংবাদ মিল্লীতে পৌছিলে সম্রাট শাহ আলম বিদ্রোহী শিখগণকে দমনার্থ সুবরাজ জবানু বখতের অধীনে আবদুল আহাদ খাঁকে প্রেরণ করেন। এই সময়ে ভাগেল সিংহ মোগল পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৭৭৮-৭৯ খৃষ্টাব্দে পাতিয়ালারাজ অমরসিংহের সহিত মিলিত

ফুলকিরা, বিন্দ, নাভা, ভাদোর, মালোব, কানাইয়া ও রামগড়িয়া প্রভৃতি শিখমিশ্ল সম্রাটসৈন্যকে বিপর্য্যত করিয়া উত্তর-দোয়াব লুণ্ঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

মোগল-সাম্রাজ্যের অধঃপতন কালে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে চুর্চর মহারাষ্ট্রবল পঞ্জাবের নানা স্থান লুণ্ঠন ও অধিকার করিতে থাকে। ভাগেল সিংহ এই সময়ে মহারাষ্ট্র-সেনাপতি অমরনাও-এর সহিত মিত্রতাহুদে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

ভাগেল সিংহের মৃত্যুর পর কালসিয়া-বংশের প্রতিষ্ঠাতা সঙ্গার গুরুবঙ্গ সিংহের পুত্র বোধসিংহ এই মিশ্লের দলপতি হন। ইনি বীর ভূজবলে চিক্রোলা, দেয়া, বাসী, লোভাব, এবং পাতিয়ালা ও নাভা রাজ্যের কতকাংশ অধিকার কার্য্য লন। অবশেষে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে পাতিয়ালা-রাজ সাহেব সিং বোধ-সিংহের পুত্র হরিসিংহকে কড়াদান করিয়া এই বিপ্লবের দ্বার হইতে অব্যাহতি পান। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে নারায়ণগড় অবরোধকালে সঙ্গার বোধসিংহ বিশেষ বীরত্বের সহিত রণজিৎসিংহের সহায়তা করিয়াছিলেন এবং তৎকর্ত্ত পঞ্জাবপতির নিকট হইতে জায়গীর প্রাপ্ত হন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে কন্নোড়ি-সিংহিয়া মিশ্ল কালসিয়া সঙ্গারের অধীন হয়।

দমদমার মুসলমান কর্ত্তক নিহত শিখদিগের বংশধরগণ এবং অমৃতসরের অকালী শিখদিগের কেহ কেহ লুণ্ঠনবৃত্তিপারায়ণ হইয়া করমসিংহ ও গুরুবঙ্গ সিংহের অধীনে সাহিদ বা নিহত মিশ্ল সংগঠিত করেন। শতক্রুর পূর্বাংশে ইঁহারা স্মৃদ্র বিদ্রুত স্থান অধিকার করিয়া একটা খণ্ড রাষ্ট্ররূপে শাসন করিয়া ছিলেন। পরাভিক ব্যতীত এই দলে চুই সহস্র অশ্বারোহী শিখ বোদ্ধা ছিল।

সিন্ধুপ্রদেশবাসী ভট্ট রাজপুতবংশীয় ফুল নামক জনৈক জাট কর্ত্তক পরিচালিত ও গঠিত মশ্ল ফুলকিরা নামে আখ্যাত। এই ব্যক্তি জশলমীর রাজ্য ও রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জশলদেব হইতে জ্ঞান পুরুষ অংশন। তাঁহার মাতার নাম অধিকা ও পিতা রূপচাঁদ। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে মোজা বেদোলা বা মেহরাজ নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি বীর জন্মভূমি হইতে পাঁচ মাইল দূরে বুনামে একটা গ্রাম স্থাপন করেন। উক্ত গ্রাম মিশ্লের প্রধান কেন্দ্র বলিয়া তদধীন শিখ সম্প্রদায় ফুলকিরা নামে অভিহিত হয়।

মোগল-সম্রাট শাহ জহান বাদশাহ কর্ত্তক দ্বারা তাঁহাকে পিতৃকার্য্যে নিযুক্ত রাখেন। ভাতভাতর নিকটস্থ ককরেশ্বর রণক্ষেত্রে তিনি মুসলমান সঙ্গার হারওয়ার বিক্রেতা অন্ত্রধারণ করিয়া বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করেন। অবশেষে পরাজিত হইয়া তাটনের অভিমুখে পলাইয়া যান। ইহার অব্যবহিত পরেই

তিনি রাজপুতবংশীয় ইশাখাঁ ও কজুরের পাঠানসদ্যের সবাধ হসেন খাঁর মিলিত সৈন্য কর্তৃক ফিরোজপুরের নিকট পরাজিত হন। এই সময়ে ইশাখাঁ ফুলগ্রাম লুণ্ঠন করিলে তিনি আত্ম-রক্ষার্থ বেহরাজ মৌজার পলাইয়া আইসেন। অতঃপর বলসকর করিয়া তিনি ইশাখাঁর পিতা বোলত খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং ফুলগ্রামে অবস্থিত মুসলমানের রাজপুত-প্রতিনিধি মূল্য সিংহকে তাড়াইয়া দেন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি উল্লাসিত মনে লঙ্গে অগ্রসর হইয়া তাটনের বাত্মা করেন এবং তথাকার সর্দার হায়ৎ খাঁকে যুদ্ধে পরাজিত ও মহম্মৎ খাঁ ও মহব্ব খাঁ নামক তাঁহার ভ্রাতৃপুত্রদ্বয়কে নিহত করিয়াছিলেন।

মুসলমানদিগকে এইরূপে যুদ্ধে পরাজিত করিবার পর হইতেই তাঁহার দলে বহু সংখ্যক শিখবোদ্ধা আসিয়া সমবেত হইল এবং তিনি একজন বিখ্যাত বীর ও শিখ সর্দার বলিয়া গণ্য হইলেন। এইরূপ সেনাবলে পুষ্ট হইয়া ফুল জাগরাওবের শাসন-কর্তার নিকট রাজস্বের পাঠান বদ্ধ করিয়া দেন। তাহাকে উক্ত মোগল কোজদার তাঁহাকে ধমন করিবার জন্য অগ্রসর হইলে তিনি তাঁহাকে যুদ্ধে বন্দী করেন।

শিখসর্দার ফুল এইরূপে বীরজীবন অতিবাহন করিয়া ৭০ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার সাতটা পুত্র ছিল। ঐ পুত্রগণ হইতে পাতিয়ালা, নান্ডা ও মিল-রাজ-বংশের এবং তাহোর, মালোর, লক্ষগড়িয়া ও জিয়ানদান সর্দার-বংশের উৎপত্তি হয়। ইহারা সকলেই আপনাদিগকে ফুলকিয়া বলিয়া বিখ্যাত করেন।

ফুলের মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রামচাঁদ পিতার গদিতে অভিষিক্ত হন। ইনি প্রথমেই ভট্টীয়া লুণ্ঠন করিয়া বিস্তর ধনরত্ন সংগ্রহ করেন। এই যুদ্ধে ভট্টীসর্দার হসন খাঁ পরাজিত হন। অতঃপর তিনি পিতৃশত্রু ইশাখাঁ ও কোট-রাজ্যের মুসলমান সর্দারকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনেন। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে মালের-কোতলা নামক স্থানে তৃতীয় সর্দার চেনসিংহের সন্তানগণ পিতৃহত্যার প্রতীহিংসার গোপনে তাঁহার গাণসংহার করেন।

রামচাঁদের মৃত্যুর পর তৃতীয় তৃতীয় পুত্র আলাসিংহ বিশ্লেণ নেতা হন। ইনি বর্ণালা নগর জীর্ণসংস্কার করিয়া তথায় রাজ-পাট স্থাপনানন্তর কোটের রায় রাজাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। এই যুদ্ধে মালের-কোতলার মুসলমান সর্দার জমাণ খাঁ এবং আলম্ভর বোরাবের মুসলমান কোজদার নবাব সৈয়দ আসাদ আলী খাঁ প্রভৃতি লাভজনক বিভিন্ন মুসলমান সর্দারের সহিত তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হয়। যুদ্ধে বহু সংখ্যক মুসলমান-সেনা ও কোজদার আসাদ আলী-খাঁ নিহত হন (১৭৩১ খৃঃ)।

মিলিত রাজপুত ও পাঠান-সেনার উপর বিজয় লাভ করিয়া আলাসিংহ বীর বলবল পুষ্টির চেষ্টা পান। এদিকে শিখগণ তাঁহার বীর্য ও রণপরিকল্পিত্যের পরিচয় পাইয়া শতক্রু পার হইয়া তাঁহার হস্ততলে সমবেত হয়। এইরূপে কহসংখ্যক সেনাদলে পরিবৃত্ত হইয়া আলাসিংহ বহু গ্রাম জয় করেন এবং বহু অর্থব্যয়ে নুতন গ্রাম স্থাপন করিয়া আপনাদিগের কীৰ্ত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হন। দিল্লীর মহম্মদ শাহ তাঁহার শৌর্যবীর্যের পরিচয় পাইয়া বীর সন্তুষ্ট ও সন্মানিত খাঁ নামক বোগল প্রতিনিধি-দ্বয়কে তাঁহার নিকট কর্তৃপক্ষসহ পাঠাইয়া দেন। ঐ কর্তৃপক্ষে রাজা উপাধিসহ তাঁহার উপর সরহিন্দের শাসনভার প্রদত্ত হইয়াছিল।

অতঃপর আলাসিংহ তাটনের সর্দার হসনখাঁর পুত্র মহম্মদ আমীর খাঁর সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হন। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বস্ত্রে তবানীগড় দুর্গ নির্মিত হয়। এই সময়ে ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার শ্রালক অত্রতম শিখসর্দার ওজবল সিংহ তাঁহার পক্ষ হইয়া পাতিয়ালায় দক্ষিণস্থ সোণাবর প্রদেশ অধিকার করেন। ঐ স্থান চৌরাশি গ্রামবিশিষ্ট বলিয়া চৌরাশী নামেও আখ্যাত। বর্তমান পাতিয়ালা রাজধানী ঐ চুরাশীগ্রামের একতম। সোণাবরের মুসলমান সর্দার মহম্মদ সান্না আলা-সিংহের বস্ত্রতা স্বীকার করিলে, পর বৎসর আলাসিংহ মৃত্তিকা-দ্বারা পাতিয়ালায় একটা ক্ষুদ্র দুর্গ নির্মাণ করেন। উহা সোড়িকো-কি-গড়ী নামে প্রখ্যাত। অতঃপর আলাসিংহ সর্দার করিম খাঁর অধীনে পরিচালিত রাজপুতদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সমান অধিকার করেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে হিসারের বোগল কোজদার নবাব নাসিখ খাঁ অষ্টাহকাল ঘোরতর যুদ্ধের পর তাঁহার নিকট পরাভব স্বীকার করে। ঐ যুদ্ধে মুসলমান ভট্টীগণও পরাজিত হয়।

১৭৬২ খৃষ্টাব্দে আক্কাদ শাহ পাতিয়ালা রাজধানী বর্ণালা-নগরী আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে আলাসিংহ লঙ্গে পরাজিত এবং প্রায় ২০ হাজার শিখসৈন্য নিহত হয়। পাঠানেরা বর্ণালা লুণ্ঠন করিয়া আলাসিংহকে বন্দী করিয়া লইয়া যান। অবশেষে আলাসিংহের পত্নী রানী কতু শাহকে ৪ লক্ষ টাকা নজর দিয়া স্বামীর মুক্ত প্রার্থনা করেন। তাঁহার প্রার্থনার শ্রাও তাঁহাকে কর্তৃপক্ষ দ্বারা পাতিয়ালায় অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিলেন। সরহিন্দে স্থবাসের জেন খাঁকে তাঁহার রাজ্য ও স্বাধীনতা অক্ষুর রাখিতে আদেশ পাঠাইলেন। এই ঘটনার পর, সর্দার আলা-সিংহ পাতিয়ালায় পাকা দুর্গ নির্মাণ করেন।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে আলাসিংহের মৃত্যু ঘটে। তাঁহার পৌত্র রাজা অমরসিংহ ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে চুরাশী সর্দার কর্তৃক রাজ্য-ই-

জাঞা বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। অমরসিংহ মালের-
কোতলার আকগান সর্দার জমাল খাঁকে যুদ্ধে নিহত করিয়া
অধিনায়ক ও কোটকপূর আক্রমণ করেন। এই সঙ্গে সৈকা-
বাদ ও রাণিয়া দুর্গ তাঁহার অধিকৃত এবং কতেহাবাদ ও দীর্ঘা
প্রদেশে শিখপ্রভাব বিস্তৃত হয়। তিনি ঝিন ও রাণিয়ার
সমুখে মোগল-সৈন্যকে পরাজিত করিয়া ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে করিমকোট
সুধন করেন। অতঃপর চারিবাগ কাল অবিরত যুদ্ধের পর
তিনি ভাতিজা অধিকার করিয়াছিলেন।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে অমরসিংহের মৃত্যুর পর তদীয় ছত্র বংশের
বয়স্ক পুত্র সাহেব সিংহ ও পরে করমসিংহ রাজা হন। এই সময়ে
ডব্‌লু নিলসার (বেগম সমর) অধীনস্থ জর্জ টমাস নামক
একজন যুরোপীয় যোদ্ধা পাতিয়ালা সুধন করেন। ১৮০১
খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত শিখ দেশের সন্ধি হয়।

বালক রাজ্যধিগের শাসনকালে পাতিয়ালা-রাজবংশের
কর্মভার প্রায় রাণীদিগের বিত্তাবুধি, কার্যতৎপরতা ও সাহসি-
কতা দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। রাণী হকুমারী, রাণী ফেম-
কুমারী, সাহেব সিংহের পুত্রপিতামহী বিবিপ্রধান ও রাণী
রাজেন্দ্রীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাহেব সিংহের ভগিনী
রাণী সাহেবকুমারী অল্পবয়সে সৈন্তচালনা করিয়া মহারাষ্ট্র-
সিগকে মর্দনপুর যুদ্ধে পরাজিত করেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে রাজা করমসিংহের মৃত্যু হয়। তখনকার
তাঁহার পুত্র নীরজসিংহ রাজা হন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে সাহেব
যুদ্ধের সময় ইনি ইংরাজদিগের বিশেষ সাহায্য করেন। সতী-
বাহ ও সন্তানহত্যা নিবারণকল্পে ইনি ইংরাজের পক্ষাবলম্বন
করিতে ভারত গবর্ণমেন্ট তাঁহার আচরণে প্রীত হন। ১৮৫৭-৫৮
খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময় ইনি ইংরাজের সহায়তা
করিয়াছিলেন। [পাতিয়ালা দেখ।]

পাতিয়ালা বংশের পর, ফুলকিয়া শিখসর্দারদিগের ঝিন
রাজবংশ উল্লেখযোগ্য। ফুলকিয়া সর্দার ফুলের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভিলক
এই বংশের প্রাণ্ডাভা। ভিলকের পৌত্র গজপতি সিংহ ১৭৬০
খৃষ্টাব্দে সর্হিন্দের পাঠান কোজদার জেনখাঁকে যুদ্ধে নিহত
করিয়া একটা রাজ্য অধিকার করেন। ইনি মোগল সরকারে
রাজকর দিতে অশক্ত হওয়ার রাজমন্ত্রী নাজীব খাঁ তাঁহাকে
বন্দী করিয়া দিল্লীতে লইয়া যান। এখানে তিন বৎসর কারা-
বাসের পর তিনি খীর পুত্র মেহরসিংহকে প্রতিভূরূপে রাজ-
মন্ত্রদ্বারে রাখিয়া ঝিনে ফিরায়া আসেন। এখান হইতে তিনি ৩০
লক্ষ টাকা রাজকোষে পাঠাইয়া পুত্রকে মুক্তি করেন এবং কর্ণাল
সহ রাজ উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বাধীনতা অব-
লম্বন করিয়া রাধানীতে স্বনামে মুজাফফ করিয়াছিলেন।

গজপতি হইতে ৬ষ্ঠ পুরুষ অবতন রাজা বরুণসিংহ ১৮৪৫-
৪৬ খৃঃ যুদ্ধবন্ধে এবং সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইনি ইংরাজের
বিশেষ সাহায্য করেন। [ঝিন দেখ।]

নাজাবংশ ঝিনেরই অন্তর্ভুক্ত পাখ। ফুলকিয়া ঝিনের
প্রথমতক সর্দার ফুলের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভিলকের পৌত্র হামীর সিংহ
১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে খীর কুজবলে নাজাবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।
তিনি প্রথমে পাতিয়ালায় রাজ্য আলাসিংহের সহযোগী রূপে সর্-
হিন্দের শাসনকর্তা জেনখাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া অমিলোহ
প্রদেশ খীর অংশে প্রাপ্ত হন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ঝিনরাজ গজ-
পতি সিংহ তাহার ঐখ্যে দীর্ঘাবিত হইয়া তদ্রাজ্য আক্রমণপূর্বক
তাঁহাকে বন্দী করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে লংগুর
নগর কাড়িয়া লন।

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে হামীর মোগল কোজদার মোহিনবাদ খাঁকে
পলাত করিয়া তিনি রোড়ি প্রদেশ দখল করেন ও খীর রাজ-
ধানীতে স্বনামে মুজাফফ করিয়াছিলেন।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে হামীরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বশোবত সিংহ
রাজা হন। তখন তাঁহার বয়স আট বৎসর মাত্র। নাবা-
লকের পক্ষে তাঁহার মাতা দেও রাজকার্য পরিচালনা করেন।
ঐ রাণী বিশেষ বুদ্ধিমতী ও বীরমণী ছিলেন। তিনি স্বামীর
কারাবাসকালে নিজ বুদ্ধি ও বীর্যবলে ঝিনরাজের নিকট
হইতে খীর কুজরাজসমূহ উদ্ধার করিয়াছিলেন। হোলকর-
পতি যখন মহারাষ্ট্রবাহিনী লইয়া লাহোর অভিমুখে অগ্রসর হন,
তখন তিনি অসম্মতকার জঙ্গ ইংরাজরাজের সাহায্য ভিক্ষা
করেন। পঞ্জাবকেশরী রণজিতের অভ্যুদয়েও তিনি ইংরাজের
অশ্রয়প্রার্থী হইয়াছিলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে
তৎপুত্র দেবেন্দ্রসিংহ রাজা হন। তিনি রাজকার্য পরিচালনে
অক্ষম জানিয়া এবং ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের বিরুদ্ধে রণজিৎ
সিংহের পক্ষাবলম্বন করিতেছেন বুঝিয়া ইংরাজগণ তাঁহাকে
রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তরপুরসিংহকে রাজা ঘোষা-
নিত করেন এবং রাণী চানকুমারী বালকের পক্ষ চইয়া রাজকার্য
পরিচালনা করিতে থাকেন। রাজা দেবেন্দ্রসিংহ ওখানে
মথুরায় মগ্নবন্দী থাকেন, কিন্তু এখান হইতেও তিনি ইংরাজের
বিরুদ্ধে বড়বর করিতেছেন জানিতে পারিয়া ইংরাজ-প্রাভুতিনিধি
১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে লাহোরে লইয়া মহারাজ খজাসিংহের
প্রাসাদে বন্দী করিয়া রাখেন। তরপুরসিংহ সিপাহী বিদ্রোহের
সময় ইংরাজরাজের বে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহা স্বরণ
করিয়া ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে অখালা-নরবারে লর্ড কার্ণার তাঁহার বিশেষ
সুখ্যাতি করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। [নাজাব দেখ।]

সুখের-চকিয়া ঝিনের নাম পঞ্জাবের ইতিহাসে সুপ্রতিষ্ঠিত।

এই বংশে মহারাজ রণজিতসিংহ জন্ম গ্রহণ করেন। কিরূপে এই শিশুদের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি বিদ্যুত হইয়াছিল নিয়ে তাঁহার সাক্ষিপু পরিচয় দেওয়া গেল—

১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে বুদ্ধ সিংহ নামক জনৈক জাট পতান গ্রহণ করিয়া শিখবংশে বীজিত হন। তিনি তাঁহার শিতা বা শিতা-রহের দ্বার দাও ও ধর্ম্মপ্রসারের লোক ছিলেন না। তিনি সাহসী ছিলেন। লুণ্ঠন প্রভৃতিপ্ৰকার শিখ সন্ন্যাসিগণের সহিত মিশ্রিত সর্ব্বত্রই অদৃষ্ট সন্ন্যাসী সুপ্রসন্ন হইবে ভাবিয়া তিনি দহ্ম-কৃতি অবলম্বন করেন। নানা স্থান লুণ্ঠন করিয়া এবং কোশেলে অসংখ্য বিপদ অতিক্রম করিয়া তিনি সুখেরচক্রে অট্টালিকা নির্মাণপূর্ব্বক বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে লোকে তাঁহাকে ‘চৌধুরী’ অর্থাৎ গ্রামপতি বলিয়া সম্মান করিত।

১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে বুদ্ধ সিংহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র নোথ সিংহ দলপতি হইয়া একান্তে লুণ্ঠন করিতে থাকেন। ঐ সময়ে বলপূর্ব্বক পরদ্বারহরণ সম্বন্ধেই ছিল। নোথসিংহের অন্ততম ভ্রাতা চন্দ্রসিংহ হইতে সিদ্ধিরামবালা সর্দার-বংশের উদ্ভব। মহারাজ রণজিৎ সিংহের মাতা শেখবাক্ত বংশোদ্ভব ছিলেন।

নোথসিংহ বীর অধাবসার ও বীর্ষবলে অত্যন্তকাল মধ্যে শিখসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে মজিথিয়ার সন্ন্যাসী জাটবংশীয় বাহুবদন্তনর গোলাবসিংহের কন্যার সহিত নোথসিংহের বিবাহ হয়। এই সন্ধির পর হইতে গোলাব ও তদীয় ভ্রাতা অমরসিংহ জামাতার দলভুক্ত হইয়া দহ্মত্যাচারপূর্ব্বক বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করেন। কয়েক তাঁহারাও মজিথিয়ার সর্দার বলিয়া পরিচিত হন।

নোথসিংহ অত্যন্তের কয়লাপুত্রি মিশ্রের নায়ক নবাব কর্ণার সিংহের সহিত যোগ দিয়া বহুদেশপ্রভাগত আক্রমণ সাহ আবাদালীর ধনরত্ন তাতার পশুচর হইতে লুণ্ঠন করিয়া প্রভূত ধনের মালিক হন। তাঁহার দলই অত্যন্ত সর্দারেরাও এই সুযোগে বিলম্ব অর্থসঞ্চয় করিয়া শিখসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ইহার পর হইতে তিনি সুখেরচকের সামন্তরাজ বলিয়া গণ্য হন। ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আকবানদিগের সহিত বিরোধ কালে তাঁহার মৃত্যুকে গোলাবের আঘাত লাগে, তাহাতেই তিনি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার স্ত্রী হয়। চরৎ-সিংহ, দালসিংহ, চেনসিংহ ও মল্লীসিংহ নামে তাঁহার চারি পুত্র ছিল। সর্ব্ব কমিষ্ঠ মল্লীসিংহ শিখ সন্ন্যাসী হইয়া গ্রহণ্য প্রচার করিতে থাকেন। এই কারণে তিনি শিখসমাজে “ভাই মল্লী” নামে আখ্যাত হন। চরৎসিংহ উন্নতচেতা ছিলেন। তিনি কয়লাপুত্রি মিশ্রের অন্তর্গত ও আবাদালী থাকা বৃত্তিমুক্ত নিবেদিত করিলেন না। তিনি নিজ উদ্দেশ্যে দালসিংহ ও চেন-

সিংহকে জানাইয়া তাঁহাদিগকে কয়লাপুত্রি সর্দারের অধীনতা ত্যাগ করিতে বলিলেন। তৎপরে তিনি বীর অধাবসারে কতকগুলি মালিক সন্ন্যাসী ও ভ্রমণকারী শিখসমাজ বীর দলভুক্ত করিয়া পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা শোণ্ডে ও বীর্ষে মোহিত হইয়া বহু লোক শিখ অচির-কাল মধ্যে তাঁহাদের দলভুক্ত হয়। এমন কি, কিরাবী নামক স্থানের মুসলমান সর্দার মহম্মদ রায় তাঁহাকে বীর অধিকৃত কিরাবী রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিয়া বহু তাঁহাদের দলভুক্ত হইলেন। মল্লীসিংহালা গ্রামের সর্দার মিলকসিংহও সময়ে আবাদালী তাঁহার সহিত যোগদান করেন।

এইরূপে কতকগুলি পরাভূত ও অধারোহী সেনাদলে পরিবৃত্ত হইয়া চরৎসিংহ ওজরানবালার নিকটবর্তী কতকগুলি গ্রাম দখল করিয়া লন এবং তদন্তর্গত কাচির সরাই নামক স্থানে আপনাদের পাট নির্ধারণ করেন।

এই হুজ্রে ওজরানবালার অধীকর সর্দার অমরসিংহের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই অমরসিংহ প্রথমে পহাল গ্রহণ করিয়া কয়লাপুত্রি মিশ্রের অন্তর্ভুক্ত থাকেন। পরে স্বতন্ত্রভাবে একটি দলগঠন করিয়া লুণ্ঠনকার্যে ব্যাপৃত হন। তিনি কিশাম নদীর তুল হইতে দিল্লী রাজধানী-প্রাচীর পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিয়া বহু অর্থ উপার্জন করেন। অমরসিংহের তিন-পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। তিনি মোষ্ঠা কস্তার সহিত চরৎসিংহের বিবাহ দেন (১৭৫৬ খৃঃ)। এই পরিণয়সময়ে দুইটা বিধাত শিখদের সম্মিশ্রণ হয় এবং তাহা হইতেই সুখের-চকিরা মিশ্রের উৎপত্তি।

মিলিত সর্দারদের দলবলে অগ্রসর হইয়া এমনাবাদেকর মোগল কোজদারকে নিহত করেন এবং তাঁহার অধিকৃত বহু অর্থ ও অন্তঃস্থাদি তাঁহাদের হস্তগত হয়। কাচিসরাই গ্রাম তাঁহাদের ধর্ম্মদি রক্ষার উপযোগী নহে জর্মনিয়া তাঁহারা প্রথমে তথার স্তম্ভিকার একটি ফেলা নির্মাণ করেন। এই সময়ে ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের মুসলমান শাসনকর্তা তাঁহাদিগকে আক্রমণের উদ্ভোগ করিলে শিখগণ সমবেত শক্তিতে তাঁহাকে হটাইয়া দেন। এই হুজ্রে শিখগণ চরৎসিংহের সাহস ও রণপাণ্ডিত্য পরিদর্শন করিয়া তাঁহাকেই সুখেরচকিরা শিখ মিশ্রের একমাত্র অধিনায়ক মনোনীত করেন।

১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে আবাদসাহ আবদালী যখন ভারত-বিজয়ে আগমন করেন, তখন চরৎসিংহ অগ্রসর হইয়া পশ্চাৎ হইতে আকবান-সেনাদলকে বিশেষভাবে নিগৃহীত করিয়াছিলেন। তিনি আবদালীর পুষ্টি অনেক দ্রব্য ও রসদাদি হস্তগত করেন। আবদালী-সর্দার ভারত হইতে বহুদেশে প্রভাগমন করিলে

চরংসিংহ খাঁর জালক বকসিংহের সহিত মিলিত হইয়া উজীরাবাদ ও আকরাবাদ অধিকার করেন। ইহার পর তিনি রোহতাস অতিবৃত্তে যাত্রা করিয়া তথাকার শাসনকর্তা নূর-উদ্দীন খাঁ বসিককে যুদ্ধে পরাস্ত করেন এবং তদনন্তর ধরী চক্ৰাবল ও জলালপুর অধিকার করিয়া গইলেন।

চরংসিংহ জম্মুরাজ রণজিৎ রাওর সিংহাসনাধিকারের গোলযোগে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ব্রজরাজরাওর পলায়ন করেন। পূর্বে হইতেই রণজিৎরাওর উপর চরংসিংহের আক্রোশ ছিল। তিনি প্রতিহিংসা সাধনের জন্য ও পারিতোষিক লাভের আশায় জম্মুসিংহাসনের তাবী উত্তরাধিকারীর কথায় সম্মত হইয়া কানাইয়া মিশলের সর্দার হকিকৎসিংহ ও জয়সিংহের সহিত মিলিত হইয়া ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে জম্মু আক্রমণ করেন। ঐ যুদ্ধে চম্বা, কাঙড়া, নূরপুর ও বসেহর সামন্তরাজের সেনাদল এবং ভকী সর্দার হরিসিংহের পুত্র বন্দাসিংহ ও গণ্ডাসিংহ জম্মুপতি রণজিৎ-রাওর পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শীত ঋতুর প্রারম্ভে বাসন্তী নদীতীরে সমবেত সেনাদল যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। কএকটা খণ্ডযুদ্ধে বিশেষ কোন ফল হইল না। হঠাৎ বদলের কোন শিখসৈন্তের বন্দুক ফাটিয়া তাহার গুলি চরংসিংহের অঙ্গে বিদ্ধ হইল। তাহাতেই তাহার প্রাণবিরোগ ঘটিল এবং সেই সন্ধ্যাই সকল আড়ম্বর ও উত্তোষ নিশ্চল হইয়া গেল। চরংসিংহ মৃত্যুকালে যে সম্পত্তি রাখিয়া বান, তাহার বার্ষিক আয় কিস্কিন্দিক ৩ লক্ষ টাকা।

উচ্চাচল দশমবর্ষীয় জ্যেষ্ঠপুত্র মহাসিংহ রাজ্যাধিকারী হইলেন। কিন্তু মাতা দেশান্ন পুত্রের হইয়া রাজকাৰ্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কানাইয়া দলের সর্দার জয়সিংহ এই সময়ে নাবালকের পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। বিন্দরাজ গজপতিসিংহের কস্তার সহিত মহাসিংহের বিবাহ হয়। ঐ রাজমহিষী মাই মালবী নামে আখ্যাত।

১৭৭৮-৭৯ খৃষ্টাব্দে মহাসিংহ রত্নলনগরের মুসলমান সর্দার শীর মহম্মদকে আক্রমণ করেন। আকন্দশাহ আবদালীর সুবিখ্যাত “জয়জমা” কামান অধিকার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। এই যুদ্ধে কানাইয়া সর্দার জয়সিংহ মহাসিংহের সহযোগী রূপে গমন করেন। যুদ্ধে রত্নলনগর মহাসিংহের অধিকৃত হয়। এই যুদ্ধে সুখেরচকিয়া মিশলের শিখদল যে বীরত্ব ও কাৰ্য্য-তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাতে মহাসিংহের খ্যাতি দিগন্তব্যাপী হয় এবং এতকাল যে সকল শিখসর্দার ভকীদলের অধীন ছিলেন, তাঁহারা এই সময় হইতে মহাসিংহের ছত্রতলে আসিয়া সমবেত হইতে থাকেন।

মহাসিংহ রত্নলনগর ও আলীপুর অধিকার করিয়া বথাক্রমে

তাহা রামনগর ও অকালগড় নামে পরিচিত করেন। প্রথমোক্ত নগরলুণ্ঠনকালে তিনি ইসলামধর্ম-প্রবর্তক মহম্মদের যে মূর্তিচিহ্ন প্রাপ্ত হয়, তাহা শুকরানবালা নগরে লইয়া স্থাপন করেন এবং উপযুক্ত জালীর হস্তে তাঁহার রক্ষার ভার দিয়াছিলেন। মহাসিংহ ঐ চুই প্রদেশ খাঁর সহকারী দালসিংহকে প্রদান করিয়াছিলেন।

রত্নল নগরের অধঃপতনের চুই বর্ষ পরে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ১রা নবেম্বরে পঞ্চদশ প্রদেশে মহাবীর রণজিতের জন্ম হয়। রণজয়ের শুভ ফলস্বরূপ পুত্রের লাভ করিয়া মহাসিংহ পুত্রের নাম রণজিৎ রাখেন, বাল্যকালে বসন্তরোগাক্রান্ত হওয়ার রণজিতের একটা চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। পুত্রের মঙ্গল কামনায় মহাসিংহ বিস্তর ধন বিতরণ করিয়াছিলেন।

পুত্রজন্মের পর হইতেই মহাসিংহের রাজ্যবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয়। আকন্দশাহের পুত্র ভৈরুর শাহের আক্রমণে ভকীদল হতবল হইয়াছেন, সুতরাং এই সুযোগে তিনি পিণ্ডি, সাহিবাল, ইসাখেল, মুসাখেল ও বদল প্রভৃতি ভকী সর্দারগণের অধিকৃত প্রদেশ হস্তগত করিয়া বসিলেন। অন্তঃ-পর মহাসিংহ শিয়ালকোটের নিকটস্থ কোটলী বিজয়ে যাত্রা করেন এবং তথাকার অধিবাসীদিগের নিকট হইতে বিস্তর টাকা আদায় করিয়া আনেন।

এখানে অবস্থান কালে, তিনি আপনায় প্রভুত্ব প্রদূর রাখিবার জন্য ১৭৮৫-৯২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কতকগুলি শিখ-সর্দারকে আমন্ত্রণ করিয়া কারাবদ্ধ করেন এবং বিশেষরূপ নজরাণী লইয়া তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেন। এইরূপ বিধাসঘাতকতার এবং খাঁর বাসভূমির প্রজাবৃন্দের বথাসর্ব্ব্ব অপহরণ করিয়া তিনি বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অনেক গণ্যমান্য শিখসর্দারকে তিনি বিশেষ কঠোরতার সহিত পদদলিত করেন। সকলেই তাঁহার নিষ্ঠুরতায় ভীত হইয়াছিলেন; কেহই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সাহস করিতেন না।

ইত্যবসরে জম্মুরাজ রণজিৎদেও পরলোকগমন করেন। ব্রজরাজদেও রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া খাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিক্রা দালালসিংহকে কারাবদ্ধ করিলেন। ইহাতে রাজ্যময় অশান্তির লক্ষণ সূচিত হইল। এদিকে অজ্ঞাত কারণেও মহাসিংহের জম্মু-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। জম্মুপতি ব্রজরাজদেও ভকীদল কর্তৃক রাজ্যের কতকাংশ অপহৃত দেখিয়া কানাইয়া সর্দার জয়সিংহ ও হকিকৎসিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। জয়সিংহের সাহায্যে জম্মুপতি কারমানবালা প্রদেশ অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু অধিককাল আর তাহা ভোগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার তোষামোদকারী বহুগণের প্ররোচনায় তিনি অচিরকাল মধ্যে খাঁর মিত্র হকিকৎসিংহ ও

জয়সিংহের সহিত বিরোধ উপস্থিত করিলেন। কলে শিখল পুনরায় করিয়ানবালা অধিকার করিয়া লইলেন এবং জয়পতি বজরানদেও ৩০ হাজার টাকা দিতে প্রতিক্ষিত হইলে উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল, কিন্তু জয়পতি বথাসময়ে ঐ অর্থ হকিকৎ সিংহকে প্রত্যর্পণ না করার বিরোধের সূত্রপাত হইল। হকিকৎ মহাসিংহকে লইয়া জয় আক্রমণ করিলেন। জয়রাজ ঐ সংবাদ পাইয়া ত্রিকোটদেবী পৈলে আশ্রয় লইলেন। তখন জয়নগর-বাদী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বিবিধ উপহার লইয়া মহাসিংহের সমক্ষে উপনীত হইলেন। অর্থগুরু মহাসিংহ ইহাতে তুষ্ট হইলেন না, তিনি সেনাদলকে নগরলুণ্ঠনে আদেশ করিলেন। দেখিতে দেখিতে নগর শ্রীভ্রষ্ট, ধ্বংস ও ভস্মীভূত হইয়া গেল।

এদিকে জয়রাজ পলায়িত দেখিয়া মহাসিংহ মনে মনে আনন্দিত হইলেন। তিনি যীর সহযোগী হকিকৎকে লক্ষ্যবোর ভাগ দিবেন না মনস্থ করিয়া বয়স কাণ্ডকার্ত্তারূপে কাণ্ড-ক্ষেত্রে আদেশ প্রচার করিলেন। হকিকৎ এই ব্যাপারে বিস্মিত হইলেন। মহাসিংহের বিরুদ্ধাচারী হওয়া তাহার ক্ষমতাভীত জানিয়া তিনি মর্গাহত হইলেন এবং প্রতিশোধ লইতে প্রতিক্ষা করিলেন; কিন্তু তাঁহার দিন কিয়ল না, তিনি অচিরে কালের গর্ভে নিমজ্জিত হইলেন।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের দেওয়ানী উপলক্ষে মহাসিংহ অমৃতসরে আগমন করেন। দরবার-শাহির দীর্ঘিকাতটে পুণাকৃত্য সমাধানই তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য। মহাসিংহের ধনরয়ে ভকী-সর্দারগণ এবং কানাইয়া সর্দার জয়সিংহ বিশেষ ভঁরানিত ছিল। অমৃতসরে আসিয়া মহাসিংহ যখন জয়সিংহের নিকট সম্মান-দানার্থ গমন করেন, জয়সিংহ তখন অকথা ভাবায় গালি দেন ও তাঁহাকে সমুখ হইতে দূরে সরিয়া যাঁতে আদেশ করেন।

ধনরয়ে ও বীরদগৌরবে মত্ত মহাসিংহের এ ছের সম্ভাবণ তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য রামগড়িয়া সর্দার বংশসিংহকে শত্রুপার হইতে আহ্বান করিলেন এবং অবিলম্বে কানাইয়া মিশলের শক্তিকেন্দ্র অমৃতসর ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। বংশসিংহ তৎকালে হাঁসি ও হিসারের জঙ্গল প্রদেশে দল্যতা করিয়া নির্ঝিমে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতেছিলেন। কারণ তৎপূর্বে কানাইয়া ও অহলুখালির মিশলের সর্দারগণ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া শত্রুপারে পাঠাইয়া দেন এবং তদধিকৃত প্রদেশ অধিকার করেন। এই কারণে পূর্বে হইতেই জয়সিংহের উপর বংশসিংহের প্রতি-ক্রিয়াবাকি প্রধূমিত ছিল। মহাসিংহের আমন্ত্রণে ও তৎকর্তৃক নিমন্ত্রণভাবে পূর্বদত রাজ্যগুলি পুনঃপ্রাপ্তির আশায় তিনি দল-বল-সঙ্গে লইয়া মহাসিংহের সহিত মিলিত হইলেন।

যখন মহাসিংহ যুদ্ধ কানাইয়া সর্দার জয়সিংহের বিরুদ্ধে এইরূপ বক্তব্য করিতেছিলেন, তখন তিনিও মহাসিংহের উদ্ভাতা হমনের-বাক্যের রাপুত ছিলেন, তিনি-হকিকৎ সিংহের যুদ্ধ ও জয় পতনে মহাসিংহের অমিতরনের পরিচয় পাইয়া তাহা খর্ব করিতে মনস্থ করেন। মহাসিংহ বলবর্ণে অন্ধ-হইয়া হকিকৎের পুত্র জয়মহাসিংহকে জয়নান্বালার আশিতে আবেশ প্রেরণ করেন। জয়সিংহ এই সংবাদে জ্বল হইয়া জয়মহাসিংহকে যীর অধিকার ত্যাগ করিয়া যাঁতে নিবেদ করিয়া দেন। অনন্তর ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি মহাসিংহের অধিকৃত জিওয়ালা, মল্লগপুর ও মণ্ডিয়ালা প্রদেশ আক্রমণ করেন। ইহাতেও তুষ্ট না হইয়া তিনি মহাসিংহের বিরূপ নাকাই সর্দার উজীরসিংহ ও ভগবানসিংহের অধিকৃত হানসমুহ আক্রমণপূর্বক উক্ত সর্দার-দ্বয়কে অধীনতাপাশে আবদ্ধ করেন; তাহাতে উভয়দিকে শত্রুতা আরও বর্দ্ধিত হয়। পুনরায় উভয়দলে মজিধিয়ার নিকট যুদ্ধ বাধে। ঐ যুদ্ধে জয়সিংহ পরাভূত হইয়া বিপাশা নদীর পরগারে পলায়ন করেন।

এই পরাজয়ে হতমান হইয়া জয়সিংহ পুনরায় মহাসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে সেনাসংগ্রহে ব্যস্ত হন। মহাসিংহ এই সময়ে কটোচের রাজা সংসারচাঁদ এবং রামগড়িয়া-সর্দার বংশসিংহের সাহায্যলাভ করায়, তাঁহার অতীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। অনতিবিলম্বে উভয়দলে বতালার সন্নিকটে সাক্ষাৎ হইল। জয়সিংহের সেনাপতি এই যুদ্ধে নিহত হইলে কানাইয়া মিশলভূক্ত শিখসেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে ও বতাল মহাসিংহের হস্তগত হয়।

জয়সিংহ এই পরাজয়েও ততোত্তম হন নাই। তিনি পুনরায় সেনা সংগ্রহ করিয়া নৌশেরা নগর সমিধানে মহাসিংহকে আক্রমণ করেন। এবারের যুদ্ধেও জয়সিংহ পরাজিত হইয়া নুরপুরে পলাইয়া যান এবং তথায় শত্রুর আগমনে দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এই সময়ে জয়বজ্রসিংহের বিধবা পত্নী বুদ্ধিমতী সদাকুমারী যুদ্ধ শত্রুকে বিস্তার অহুন্নয় বিনয় করিয়া যীর কজার সহিত মহাসিংহের বালক পুত্রের বিবাহ দিতে অভিলাষ জানান। কেননা তাহা হইলে দুইটী বিরোধী দলের অবশ্রান্তাধী মিলন এবং যুদ্ধ জয়সিংহের দেহান্তে তিনি কানাইয়া মিশলের সর্দারী পাইতে পারেন। এই প্রস্তাব মহাসিংহের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি সাঙ্ক্লামে তাহা অস্বমোদন করেন এবং ১৭৮৫ খৃঃ অব্দে বিবাহপত্র স্বাক্ষর করিয়া পাঠান। পরবৎসর মহাসমারোহে বিবাহকার্য সমাধা হয়। তদবধি কএক বৎসর পূজাবে আর কোন যুদ্ধবিগ্রহ স্মৃতিত হয় নাই, বরং পক্ষনয়প্রদেশে শান্তির বিমল স্নগ ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছিল।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তত্কালী সর্দার গুজরসিংহের মৃত্যু ঘটিলে মহা-সিংহ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কতেশিংহের পক্ষাবলম্বন করিয়া জ্যেষ্ঠ সাহেব সিংহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। সাহেব সিংহ তিন মাস কাল সেটা দুর্গে অবরুদ্ধ থাকেন। এই সময়ে মহাসিংহ শিরোরোগে আক্রান্ত হওয়ায় রণক্ষেত্রে ত্যাগ করিয়া গুজরান-বালা দুর্গে নীত হন। তথায় ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে এবং রণজিংসিংহ দ্বাদশ বৎসর পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তাঁহার মাতা মাই মালবী বেওয়ারিস লক্ষপতি রায়ের সহযোগে রাজকাৰ্য্য পর্যাণোচনা করিতে থাকেন। রণজিৎের স্বাভিউ সনাকুমারীও বালক সর্দারের রাজ্যস্বার্থ বিশেষ বুদ্ধি, অল্পত কোশল ও অদম্য বীরত্বের পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি যে উদ্দেশ্যে রণজিৎের সহিত স্বীয় তনয়া মহতাব কুমারীর বিবাহ কাৰ্য্য নিষ্পন্ন করেন, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে জরসিংহের মৃত্যুতে তাহা সূচকরূপে নির্বাহিত হয়। তিনি কানাইয়া মিশ্লের সর্দাররূপে গৃহীত হইলে সুখের-চকিয়া মিশ্লের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে বিশেষ যত্নশীল হইয়াছিলেন। ইতিহাসকারগণ এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, সনাকুমারী পক্ষাবে একাধিপত্য স্থাপনের সোপানস্বরূপ। রণজিং সেই সোপানে আরোহণ করিয়া উন্নতির লীৰ্ঘবেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

স্বাভাবিক বলিতে কি, একমাত্র রণজিৎের অধাবসারে পক্ষ-নধের সমগ্র শিখ সম্ভ্রমার ক্রমে সুখের-চকিয়া মিশ্লের অধীন হইয়াছিল। এক সময়ে বিভিন্ন মিশ্লভুক্ত শিখগণ পরস্পরে কখন মিত্র কখন বা শত্রু ভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের বুদ্ধবিগ্রহে ও সূৰ্ঠনে পক্ষাব প্রদেশ ধনশূন্য ও জনশূন্য হইয়াছিল। রণজিং সেই সকল বিরোধী দলকে একতাপ্ত্রে আবদ্ধ করিয়া সমগ্র শিখজাতিতে একটা মহতী শক্তিরূপে পরিণত করেন। ঐ শক্তিপুঞ্জ কালে ইংরাজরাজের দ্বারা একটা মহাশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দৃশ্যমান হইতে সমর্থ হয়।

মাতার প্রতিনিধিবে রাজশাসন রণজিৎের ভাল লাগিল না। নিজে বিশেষ লেখা পড়া জানিতেন না বলিয়া তিনি স্বীয় পিতার পুত্রপিতারই দালসিংহের হস্তে রাজ্যের ব্যবতীয় মন্ত্রণাতার শ্রম করিলেন। এই সময়ে আকবর শাহ আবদালীর পৌত্র শাহ জমান পুনঃ পুনঃ পক্ষাব আক্রমণ করিয়া শিখদিগকে একগু ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, তাহারা শিক্ষিত আফগান সেনার সম্মুখে অস্ত্রধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই। স্বয়ং রণজিংও জমান শাহের লাহোর আক্রমণ কালে সবলে পলাইয়া পৰ্ব্বত ও জঙ্গলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। যাহা হউক, প্রতিবার এইরূপে অবনতমস্তকে পলায়ন উচ্চমনা রণজিৎের ভাল লাগিল না।

তিনি সুযোগ অবশেষ করিতে লাগিলেন; বৈষ তাহার প্রতি সুপ্রসন্ন, কারণেই অচিরে তাহার বল বর্ধিত হইয়া পড়িল। সুখেরচক বংশের প্রধান শত্রু সর্দার বংশসিংহ রামগড়িয়া এক্ষণে বার্ককে উপনীত; তিনি কানাইয়া সর্দার রাণী সনাকুমারীর অধিকৃত মিরাসী নগর অবরোধ কালে রণজিং সিংহের বীরত্ব-প্রতিকার যে পরিচয় পান তাহাতে তাঁহাকে তন্ত্রিত করিয়াছিল। তিনি তৎপরবর্তী কাল হইতে আর বুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতে চেষ্টা পান নাই। বীরশ্রেষ্ঠ গোলাপসিংহ তত্কালীও এসময়ে অস্থ হইতে পড়িয়া যাওয়ার অকম্পণ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহারা বৃদ্ধ বয়সে আর রণজিৎের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দৃশ্যমান হইতে সাহসী হন নাই। সুতরাং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখ-সর্দারগণও রণজিৎের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সাহস করিলেন না। এই সুযোগে রণজিং জমান শাহের দৌরাণ্ডা ও আক্রমণ হইতে অব্যাহতিলাভের আশায় তত্কালী সর্দার লহনা, গুজর ও শোভাসিংহের নিকট হইতে লাহোর রাজধানী কাড়িয়া লইতে সক্ষম করিলেন। রাণী সনাকুমারী এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে, ভিতরে ভিতরে বল সঙ্করের ব্যবস্থা চলিতে লাগিল।

এই সময়ে লহনা সিংহের পুত্র চেংসিংহ বদর-উদ্দীন নামক লাহোরের একজন মুসলমান-নেতাকে বন্দী করেন। তাঁহার স্বত্তর মিঞা আসক্ মহম্মদ শিখ দরবারে আবেদন করিয়াও জামাতাকে মুক্ত করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা এক বোণে রাণী সনাকুমারী ও সর্দার রণজিংসিংহকে পত্র দ্বারা লাহোর আক্রমণের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। রাণী সনাকুমারী ও রণজিং এই সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া একত্র মিলিত হইলেন এবং অমৃতসরে পূজা দিব্যার ভাগ করিয়া সবলে অমৃতসরাভিমুখে চলিলেন। এখান হইতে এক দিনেই তাঁহারা লাহোরে উপনীত হইয়া ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে লাহোর অধিকার করিলেন। চেংসিংহ বৃত্তিলাভ করিয়া রণজিংকে দুর্গ ও নগর ছাড়িয়া দিল। অপরাপর সর্দারেরা তাঁহার আগমনের পূর্বেই পলায়ন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে পক্ষনদরাজ্য কএকজন পাঠান ও শিখসর্দারের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কপূর নগর নিজাম্ উদ্দীন খাঁ নামক একজন পাঠান-সর্দারের অধীন ছিল। গোলাপসিংহ তত্কালী অমৃতসর প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। মুলতান রাজ্য সদৌজৈ সর্দার মুজ্জফর খাঁর এবং দারেরা প্রদেশ আবদুল সমদ খাঁর অধীনে শাসিত হইত। উক্ত প্রদেশ সরবার খাঁ কষ্টিখেল এবং মানধেরা, হোট ও বারু প্রদেশ নবাব মহম্মদ খাঁর বংশধর শাহ নবাজ মৈন্ উদৌলার কর্তৃত্বাধীন ছিল। এতদ্বারা দেহাগাজী

বা, বহাবলপুর ও তরিকটবর্তী প্রদেশ দাউদপুর বহাবলপুর, বঙ্গ আফগান খাঁর, পেশাবার কতে বা বরকজের, কান্দীর আজিম খাঁর, আটক দুর্গ মহাশয়ের খাঁর, কাণ্ডু দুর্গ রাজা সংসারচাঁদের, চম্বা রাজা চরণ সিংহের, গোস্বামীরপুর হইতে কপুরখণ্ডা প্রদেশ কতেসিংহ অহলুয়াসিয়ার এবং শতদ্রু উত্তর পার্বত্য স্থান-সমূহ বাধীন শিখ সর্দারগণের বা তাঁহাদের অধীন শিশুদের অধিকারে ছিল।

রণজিৎসিংহ লাহোরের অধীশ্বর হইলেন, তাঁহার সমসাময়িক শিখসর্দার যশঃসিংহ রামগড়িয়া, গোলাবসিংহ ভল্লী, সাহেব সিংহ ভল্লী, উজ্জীরাবাদের বোধসিংহ ও কসুরের নিজাম উদ্দীন খাঁ বিশেষ চিত্তাভিহিত হইয়া রণজিৎসিংহের হস্ত হইতে লাহোর বিক্রয় করাই যুক্তযুক্ত বিবেচনা করিলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে উক্ত সর্দারগণের মিলিত সেনাদল রণজিৎসিংহের বিরুদ্ধে লাহোর রাজধানীর অদূরে ভাসিন মোজায় সমবেত হইল। দশমাস খণ্ডযুদ্ধের পর, অকস্মাৎ গোলাপ সিংহের মৃত্যু হওয়ার শিখসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইল। অতঃপর বতালার সন্নিকটে যশঃসিংহের সহিত সর্দারুমারী ও রণজিৎসিংহের পুনরায় যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে রামগড়িয়া সর্দার একেবারে হতবল হইয়া পড়েন। এই ঘটনার পর হইতে রণজিৎ শত্রুহীন হইয়া আপনাকে নিরাপদ বোধ করিতে লাগিলেন।

লাহোর রাজ্য নিষ্কটক করিয়া উক্ত বর্ষেই রণজিৎসিংহ জম্মু অভিযুগে যাত্রা করেন। তিনি মীরোবাল, নরবাল ও জশরবাল অধিকার করিয়া তথাকার সর্দারদিগের নিকট হইতে নজরাণা আদায় করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি জম্মু রাজধানীর অভিযুগে উপনীত হইলে জম্মুপতি তাঁহাকে ২০ হাজার টাকা ও হস্তী প্রভৃতি উপঢৌকন প্রদান করেন।

রণজিৎ জম্মুপতিকে সম্মানার্থে পরিচ্ছন্ন দিয়াও তাঁহাকে স্বরাজ্যে পুনরাবস্থিত করিয়া শিয়ালকোটবিজয়ে অভিযান করিলেন। শিয়ালকোট অধিকারের পর তিনি দিলাবরগড় জয় করেন এবং তথাকার সাধু বাবাকে বৃত্তি স্বরূপ শাহদেরা দান করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি লাহোরে প্রত্যাবৃত্ত হইলে ইংরাজগণ ইমুফ আলীখাঁ গবর্মেন্টে পক্ষ হইতে নজর লইয়া তাঁহার সমক্ষে উপনীত হন। রণজিৎও তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মানদানের পর বিদায় দিয়াছিলেন।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ মহারাজ উপাধি গ্রহণ করেন। লাহোরে তাঁহার আদেশে টাকশাল স্থাপিত হইয়া তদ্রূপে মুদ্রা প্রচলিত হয়। অতঃপর তিনি স্বীয় অধিকৃত প্রদেশের শাসন-কার্যের সুবিধার জন্য কাভা, মুক্তী, কোতওয়াল, মহারাজার প্রভৃতি পদে গোক নিযুক্ত কাংরা রাজ্যভিত্তি দৃঢ় করেন।

তাঁহার উত্তোগে লাহোর নগরের চতুর্দিকে আটটার ও পরিধা ৫৫টি হয়।

এই সকল বন্দোবস্ত করিয়া রণজিৎ পুনরায় গুজরাভের সাহেব সিংহ ভল্লী ও কসুরের নবাব নিজাম উদ্দীন খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই দুইটি যুদ্ধে বিশেষ কোন ফল হয় নাই, সাহেব সিংহ ও নিজাম খাঁ লাহোর সর্দারের বশতা স্বীকার করিয়া ও নজরাণা দিয়া ১৮০১ খৃষ্টাব্দে অব্যাহতি লাভ করেন। উক্ত বর্ষে রণজিৎ অকালগড় আক্রমণ করিয়া সর্দার দালসিংহকে বন্দী করেন, পরে কোশলে উক্ত রাজ্য হস্তগত করিয়া লইলেন। অতঃপর পুনরায় তিনি সাহেব সিংহের শত্রু হ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন এবং উজ্জীরাবাদিয়া দলের সর্দার বোধসিংহকে বন্দলভূক্ত করেন।

এদিকে মহারাজ রণজিৎ সংবাদ পাইলেন যে কাণ্ডাধিপতি সংসারচাঁদ রাণী সর্দারুমারীর অধিকৃত প্রদেশ আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি তৎক্ষণেই স্বীয় দলবল লইয়া অগ্রসর হইলেন এবং অহলুয়াসিয়া সর্দার কতেসিংহকে বতালার আনিয়া মিলিত হইতে আদেশ পাঠাইলেন। মহারাজের আগমনে রাজার 'কারবার' পলাইয়া গেলেন, তখন রণজিৎ নিরুপদ্রবে নৌশেরা অধিকার করিয়া নুরপুর জয় করিলেন। পরে ঐ পার্শ্বভাগে প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া রণজিৎ পাঠানকোটের নিকটবর্তী জুননপুর দুর্গ ধ্বংস করেন এবং বৃধসিংহ ও সজতসিংহ নামক শিখসর্দার-দ্বয়কে বন্দীভূত করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে চারিটা কামান কাড়িয়া লন। অতঃপর তিনি ধর্মকোট, সুকালগড়, বহরামপুর, পিতি, তাতিয়ান, বন্দদুর্গ, ধরী ও পোখোবার অধিকার করিয়াছিলেন।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে কুহার খড়গসিংহের জয় হয়। মহারাজ উৎসবাক্ষে দাড়া ও চিনিরোত দখল করেন। তদনন্তর তিনি কসুর ও কলাবাড়া অধিকার করিয়াছিলেন। অতঃপর মুলতানের নবাবকে বন্দীভূত করিয়া তিনি অমৃতসর হইতে ভল্লী মন্ডলের শেখ সর্দার গুরুদাসিংহকে ডাকাইয়া দেন এবং তৎপ্রদেশ স্বীয় অধিকারভূক্ত করিয়া লন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি অহলুয়াসিয়া সর্দারের সহিত একযোগে নবাব আফগান খাঁকে বঙ্গ নগরে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে নবাবের পরাজয় হয়। তিনি উপরাস্তর না দেখিয়া মুলতানে পলাইয়া যান। শিখসৈন্য কসুরাজ্য লুণ্ঠন করিতে অগ্রসর হইল। রণজিৎ কিছুতেই তাঁহাদের গতিরোধ করিতে পারিলেন না। অবশেষে নবাবের সহিত তাঁহার সন্ধি হইল। নবাব আফগান খাঁ তাঁহাকে বার্ষিক ৬০ হাজার টাকা দিতে বীভূত হইয়া পুনরায় বঙ্গের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন।

এখান হইতে তিরমু নদী পার হইয়া রণজিৎ মুলে উচ্চ

আক্রমণ করিলেন। হিনীর সর্দার নার্ন মূলতান তাঁহাকে কর দিতে বীকৃত হন। তৎপরে রণজিং সাহিবাল ও গড় রাজ্যে গমন করেন। তথাকার বলুচ সর্দারেরা তাঁহাকে অর্থ ও অস্ত্র বিয়া পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। এই সময়ে কাঙড়ার নরপতি রাজা নংলারচাঁদ পুনরায় হোসিয়ারপুর ও বিজবাড়া দখল করেন। রণজিং সৈন্যে তথায় অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে পুনরায় তাড়াইয়া দেন।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে রণজিং চক্ৰতাগা ও বিলাস নদী-তীরবর্তী মুসলমানসর্দারগণের সহিত সন্ধি করেন। ঐ বৎসর তিনি লাভের আশায় বঙ্গ ও মুলতান আক্রমণ করিয়া প্রভূত অর্থ নজরাণা স্বরূপ গ্রহণ করেন।

এই সময়ে মহারাজ-সেনাপতি বশোবস্তরাও হোলকর কতে-গড় ও দীপনগরের যুদ্ধে ইংরাজ-সেনানী জেনারেল লেক ও ফ্রেজারের নিকট পরাজিত হইয়া রণজিদের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করেন। ইংরাজেরাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া তথায় ছাড়নি করেন। রণজিং পরের শত্রুকে আশ্রয় দিয়া শত্রু বাড়াইতে চাহিলেন না, অথচ আশ্রিতকেও ত্যাগ করিতে পারেন না। এরূপ অবস্থায় তিনি শিখ-মলপতিগণকে ডাকাইয়া উপায় নির্দ্ধারণের জন্য একটা সভা করিলেন। সভায় সিদ্ধান্ত হইল যে, রণজিং সিংহ মধ্যস্থ হইয়া উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিয়া দিউন। তদনুসারে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে উভয়দলে সন্ধি হইয়া গেল। রণজিংও বশোবস্তরাওকে সাহায্য করিবেন না বলিয়া বীকৃত হন।

এই সময়ে রণজিং ইংরাজ-সেনার শিক্ষা-নৈপুণ্য ও সময়-পটুতা দেখিয়া চমৎকৃত হন। তিনি বশোবস্তের যুদ্ধে ইংরাজ সেনার বীরত্বকাহিনী শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের বিশেষ প্রশংসা করেন এবং কখনও ইংরাজের সহিত শত্রুতা করিবেন না বলিয়া বীকৃত হন।

পরবর্তীকালে রণজিং সিংহ সমগ্র মিশলের সর্দারদিগকে যে ভাবে করায়ত্ত করিয়া বিপুল শিখবাহিনীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন এবং যেরূপ বলবর্ধে তিনি পার্শ্ববর্তী রাজভগণকে বীর নোদীও শাসনবঁড়ের অধীন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনীতে বর্ণনায় বিবৃত হইরাছে। [রণজিংসিংহ দেখ।]

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে প্রকান্ত দরবারে লর্ড অক্লাও রণজিদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইংরাজ ও শিখসৈন্য বীরদর্পে কান্দা-তার বখল করিয়া উক্ত বর্ষের এপ্রেলমাসে শাহমুজাকে কান্দা-তারে অভিষিক্ত করিলেন। যুদ্ধবিজয়ে উৎসাহিত হইয়া শিখপতি অক্লাও প্রমুখ ইংরাজ অভিধিগণকে লাহোর ও অমৃতসরে অভ্যর্থনা করেন। ঐ সময়ে অত্যধিক সুরাপানে তাঁহার পক্ষা-

খাত হইয়া থাক্বেও উপস্থিত হয়। তাহারই কলে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে লাহোররূপে পঞ্জাবেশ্বরী মহারাজ রণজিংসিংহের মৃত্যু ঘটে।

মহারাজ রণজিং সিংহ বীর্ঘযশে ও সুকৌশলে এতদিন ধরিয়া যে শিখজাতির বীরত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ও সৌরভ বৃদ্ধি করিয়া ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর, তদীয় উত্তরাধিকারীদিগের ভীকৃত্য, অযোগ্যতা, অকর্মণ্যতা ও আগন্তুহেতু সেই গৌরব-গরিমা দিন দিন অপহৃত হইতেছিল। পক্ষনদের যে সকল সর্দারগণ একদিন তেলবী করবীর রণজিদের প্রভাবে একশ্রুতি ছিলেন, এখন তাহারা হিত্রাষেবী অরিরূপে পরিণত হইলেন। কাজেই ১৮৩৯ হইতে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শিখজাতির ও মহাবীর রণজিং সিংহের স্থাপিত শিখসাম্রাজ্যের ক্ষীণ অধঃপতন সাধিত হইল।

কুক্ষেণে ঞ্জলসিংহ পঞ্জাবের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি বীর বুদ্ধিহীনতানিষেধন মন্ত্রির ধ্যানসিংহ ও তাঁহার পুত্র হরিসিংহকে রাজপ্রাসাদান্তঃপুরে প্রবেশে নিষেধ করিয়া-ছিলেন, এবং চেংসিংহ নামে একজন অপরিণামজনী সুর্থকে প্রধান মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। এই ঘটনার ধ্যানসিংহ আপনাকে অপমানিত মনে করিলেন বটে, কিন্তু তখনও শিখ-কুলের গৌরবরক্ষার্থ তিনি রাজা ঞ্জলসিংহের বিরুদ্ধাচারী হন নাই। চেংসিংহ উজীরপদ পাইয়াও সন্তুষ্ট রহিলেন না, তিনি গোপনে ধ্যানসিংহকে নিহত করিবার কড়ম্বর করিতে লাগিলেন। ধ্যান-সিংহ তাহা জানিতে পারিয়া আত্মরক্ষার্থ সাধনান হইলেন।

এই সময়ে লাহোরে রাষ্ট্র হইল যে, রাজা ঞ্জলসিংহ ইংরাজ-রাজকে রাজত্বের ভাগ দিয়া আপনার রাজপদ অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। শিখসৈন্য বা শিখসর্দারের সহায়তা তাঁহার আবশ্যক নাই। তাঁহাদের পরিবর্তে ইংরাজ কর্মচারী দ্বারা রাজকাণ্ড পরিষ্কাররূপে ও ক্ষুণ্ণস্থলে পরিচালিত হইবে। এই কথা রাত্তাঘাটে নিরন্তর আলোচিত হইল। লোকে রাজা ঞ্জলসিংহকে রাজ্যের শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিলেন। তখন সর্দারগণের অভিমতে কুমার নবনেহাল সিংহকে পেশাবর হইতে ডাকাইয়া রাজা দিবার ব্যবস্থা হইল। রাজা গোলাপসিংহও ঐ সঙ্গে লাহোরে আসিলেন। নবনেহাল পিতার এই আচরণে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার ভাতা রাণী চাঁদকুমারীও বীর বাবীর সিংহাসন-চ্যুতিবিষয়ে অজ্ঞিত জ্ঞাপন করিলেন। রাজমন্ত্রী ধ্যানসিংহ এবং সিদ্ধিমানবালা সর্দার গোলাপসিংহ ও সুচেতসিংহ করজনে গোপনে বাইরা ঞ্জলসিংহকে বন্দী করিলেন। রাজা রাজাচ্যুত হইল এবং উক্ত বর্ষের অক্টোবর মাসের ৮ই তারিখে চেংসিংহ শত্রুহস্তে জীবন দিলেন।

বালক নবনেহাল সিংহ অষ্টাদশ বর্ষে লাহোর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। অতি শৈশব হইতেই উচ্চাশা তাঁহার মনে অধিপত্য করিতেছিল। তিনি রাজ্যে অভিযুক্ত হইলে ব্রাহ্মণগণ, দ্বাবা-(সাধু) ও ককিরগণ তাহাকে রাজ্যেবর হইবেন বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। কেহ কেহ ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ বলিলেন যে, তাঁহার রাজত্ব আকস্মিক সীমিত হইতে প্রায়গ পর্যন্ত পরিচালিত হইবে। ব্রাহ্মণ ও সাধুসন্ন্যাসীর বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, এই বিখ্যাসে তিনি ইংরাজের সহিত যুদ্ধবাসনা করিয়া সেনাদলসংগ্রেহে ব্যাপ্ত হইলেন। কিন্তু গৃহবিবাদে তাঁহার কার্যগতি অন্তর পরিচালিত করিল। তিনি মণ্ডিরাজের বিরুদ্ধে বীর সেনা পরিচালিত করিয়া কমাগড় দুর্গ অধিকার করিতে বাধ্য হইলেন।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই নবেম্বর খজাসিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকালে গোলাপ সিংহের পুত্র ও ধ্যানসিংহের ভাগিনের মিঞা উদান সিংহের হাত ধরিয়া মহারাজ নবনেহাল সিংহ হজুরীবাগে ফিরিতেছেন, এমন সময়ে প্রবেশদ্বারের খিলান তাঁহার মাথার খসিয়া পড়ে ও তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

[নবনেহাল সিংহ দেখ]

ইহার দুই মাস পরে রাণী চাঁদকুমারীক সংবাদ দেওয়া হইল যে, তাহার প্রিয়পুত্র অকস্মাৎ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। আরও যদি তিনি স্বয়ং রাজপদের অভিলাষী হন, তাহা হইলে যেন, এই সংবাদ কাহারও নিকট প্রকাশ না করেন। কার্যে তাহাই ঘটিল। কিন্তু রাজমন্ত্রী রাজ্যের অন্ততম উত্তরাধিকারী খজাসিংহের ভ্রাতা শেরসিংহকে গোপনে সংবাদ দেন। শেরসিংহ লাহোরে আসিয়া উপনীত হইলে, রাজা নবনেহাল সিংহের মৃত্যু সংবাদ চারিদিকে রাঙা করা হইল।

রাণী চাঁদকুমারী শেরসিংহের আগমনবার্তা শুনিয়া পুনঃপুনঃ মন্ত্রিবর ধ্যানসিংহকে তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থ সংবাদ প্রেরণ করিলেন, কিন্তু ধ্যানসিংহ সে কথা কণপাত করিলেন না। কারণ তিনি জানিতেন যে চাঁদকুমারী ও তাঁহার পক্ষীয় সিদ্ধিহান্-বালা সর্দারগণ তাঁহার পরম শত্রু। চাঁদকুমারী রাজ্যভিষিক্ত হইলেই তাঁহাকেই ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলকেই বিনষ্ট হইতে হইবে। এইজন্য তিনি শেরসিংহের পক্ষ হইয়া বারবার সর্দারগণকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। সিদ্ধিহান্-বালা সর্দারগণের উত্তোষে রাণী চাঁদকুমারীই পক্ষাবের মহারাণী বলিয়া বিখ্যাত হইলেন।

রাণী চাঁদকুমারী সহজে রাজ্যশক্তি আকর্ষণ করিয়াই সিদ্ধিহান্-বালা সর্দার আতরসিংহকে প্রধান মন্ত্রী করিলেন। আতর-সিংহের অনীনে অপর চারিজন সর্দার লইয়া রাজকাৰ্য্য পরি-

চালনার্থ আর একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। জম্মুরাজ গোলাপ-সিংহ এই গোলাবোগের সময় মহারাণী চাঁদকুমারীর পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন।

রাজা ধ্যানসিংহ এই সময়ে জম্মুতে থাকিয়া লাহোর দরবারের পতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। তিনি অর্থহলে খালসা সেনাদল ও সর্দারদিগকে বশীভূত করিয়া শেরসিংহের পক্ষাবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন। পূর্বনির্দিষ্ট কথা মত শেরসিংহ লাহোরের খালিমার উদ্যান সমীপে আসিয়া ছাউনী করিলেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই জানুয়ারী মিঞামীর ও তাহার চতুর্পার্শ্ববর্তী স্থান হইতে খালসা সৈন্য দলে দলে আসিয়া তাহার সহিত যোগ দিল।

রাণীর পক্ষে রাজা গোলাপসিংহ, জম্মাদার খুসালসিংহ ও সর্দার ভেজসিংহ প্রভৃতি সিদ্ধিহান্-বালা সর্দারগণ যুদ্ধার্থ লাহোর দুর্গে আয়োজন করিতে লাগিলেন। সুচেসিংহ ও জেনারল তেজুরা এই সময়ে লাহোরে আসিয়া শেরসিংহের সহিত যোগ দিলেন। এই সকল সেনানীদলে পরিবৃত হইয়া শেরসিংহ ৭০ হাজার শিখসৈন্যসহ রাজিকালে লাহোর রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত রাজি সেনাদল বাজার, দোকান প্রভৃতি লুণ্ঠন করিল। এতাত ৭০ হাজার পর্য্যাপ্তিক ও প্রায় ৫০ হাজার অহুগামী সেনা "বাহ্, শুকজি কি কঁতে, বাহ্, শুকজি কি খালসা জি" শব্দে চীৎকার করিতে করিতে দুর্গ আক্রমণ করিল। দুর্গ অবরোধকালে তিনদিন দুর্গোপরি অবিরত গোলাবর্ষণ চলিয়াছিল। খালসা-সৈন্য এই সময়ে বাদশাহী মসজিদের বারুদখানার অগ্নিসংযোগ করিয়া সমস্ত ভগ্নসাৎ করিতে সংকল্প করেন, কিন্তু এই উপায়ে নিজেদের সর্বনাশ হইবে তাহারা এই দুর্কর্ম হইতে বিরত হন।

পঞ্চমদিন সন্ধ্যার প্রাকালে শেরসিংহ সংবাদ পাইলেন, রাজা ধ্যানসিংহ জম্মু হইতে শাহদেবরার সরিধানে উপনীত হইয়াছেন, কিন্তু শেরসিংহ আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক না হইয়া গোলাপ-সিংহের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। ধ্যানসিংহের মধ্যস্থতা ব্যতীত গোলাপসিংহ সন্ধির প্রস্তাবে রাজি হইলেন না। তখন শেরসিংহ তাঁহাকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। ষষ্ঠ-দিনে ধ্যানসিংহ লাহোরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আদেশে যুদ্ধ বন্ধ হইল ও সেই সন্ধ্যা উত্তরদলে সন্ধি হইয়া গেল। মহারাণী চাঁদকুমারী শেরসিংহকে লাহোরসিংহাসন দান করিলেন ও স্বয়ং ৯ লক্ষ টাকা আয়ের আরণীয় লইয়া লুণ্ঠ রহিলেন। রাজা গোলাপসিংহ চাঁদকুমারীর ধনরত্ন লইয়া প্রস্থানকালে, মহারাজ শেরসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়া বাল, আমার অপরাধ লইবেন না। আমি ধর্ম্মতঃ ও ভ্রাতৃত্বঃ আপনায় কর্তব্য-

পালন করিয়াছি। মহারাজ রণজিৎসিংহ বৃদ্ধকালে আমার হস্তে তাঁহার পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ ভার দিয়া যান। আমি তাঁহার পূর্ববধূর সম্মানস্বার্থে এই কার্য করিতে বাধ্য হইয়াছি।

[চাঁদকুমারী বেধা।]

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ১৮ই জানুয়ারী শেরসিংহ লাহোরের সিংহাসনে বসিলেন। ধ্যানসিংহ আসিয়া মস্তিষ্ক গ্রহণ করিলেন, কিন্তু সিঁড়িরাখালা সর্দারগণের কেহই আসিয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিল না। তৎকালে তিনি রোষকষারিতলোচনে আতরসিংহ ও তাঁহার ভ্রাতা লহনাসিংহের বিরুদ্ধে সেনা সজ্জা করিতে আদেশ প্রচার করিলেন।

সর্দার আতর সিংহ ও তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র শতরু অতিক্রম করিয়া ইংরাজাধিকারে পলাইয়া আসিলেন; কিন্তু ঐ বংশের অন্ততম সর্দার লহনাসিংহ সৈন্যসঙ্গে শেরসিংহের সম্মুখীন হন। যোঁরতর যুদ্ধের পর তিনি খালসা সেনার হস্তে বন্দী হইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় লাহোরে নীত হইলেন।

এই সময়ে লাহোরে রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা হয়। যে খালসা সৈন্যের সাহায্যে শের শাহ এতদিন বীরমর্পে লাহোর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহারাই এখন তাহার যোঁরতর শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। তাহারাজ্যকর্ত্তারিগণের আদেশ কিছুমাত্র পালন করিত না। কোনরূপ নিষেধে তাহার দৃষ্টিপাত করিত না, বাহা তাহাদের মনে সম্মুখিত হইত, তাহাই তাহারাজ্যে পরিণত করিতে চেষ্টা পাইত। তখন তাহারাজ্যে করিয়াছিল, তাহারাই পঞ্জাবের সর্বস্বস্বার্থী, তাহারাজ্য না থাকিলে শিখরাজ্য কখনই থাকিত না।

তাহাদের এই উদ্ভক্ত উত্তরোত্তর প্রবল ভাব ধারণ করিল। কিছুতেই তাহারাজ্যে বস্ততা স্বীকার করিল না। যে রাজকর্ত্তারী তাহাদের যেমন বা পারিতোষিক লইয়া তাহাদের সহিত প্রবন্ধনা করিত, অথবা অন্য কোন বিষয়ে তাহাদের বিরক্তির কারণ হইত, তাঁহাদের উপর খালসা-শিখগণ অতিহিংসা গ্রহণ করিতে কাতর হইত না। তাহারাজ্যে কোনও কারণে সেনাদলের মনোবাদের কারণ হইয়াছিলেন, তাঁহারাজ্যে অবিলম্বে সেনাদিগের হস্তে নিহত হন এবং সেনাগণ তাঁহাদের পৃথিবী দাহ করিয়া প্রতিশোধ লইত। লাহোর-দরবারে নিযুক্ত যুরোপীয় কর্মচারিগণ খালসা সেনার এই ভীষণ অত্যাচারে ভীত হইয়া পড়িলেন। জেনারেল কোট রাজদরবারে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন, নিরুপায় হইয়া গোপনে লাহোর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ফুলকিস্ (Foulkes) নামা বীর-দ্রুত ইংরাজগণের বিনাধিকারে শিখসৈন্যের হস্তে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। সেনাদলের যেমনমতী বঙ্গীণ ও রাজ-সরিগণের ব্যবহারে তাহারাজ্য বিশেষ উত্তেজিত হয় এবং কোনরূপ

নিষেধ না মানিয়াই তাহারাজ্যে দিবা তালে তাহাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে।

কেবল লাহোর-রাজধানীতেই এই সেনা-বিরোধ নিবৃত্ত ছিল না। খালসাগণ জেনারেল মোহন সিংহের বধাস্বার্থে লুণ্ঠন করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন। পেশবার নগরেও ঐরূপে নিখসৈন্যে বিরোধী হইয়া জেনারেল আবি-ভাবিলের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। তাহাদের বহুবিধান করা তাহারাজ্যে কখনও বহির্ভূত জানিয়া তিনি আত্মে আত্মে জালালাবাদে পলাইয়া আশ্রয়লা করেন, ঐরূপে খালসা-দল ক্রমশঃই অত্যাচারপন্থায় হইয়া উঠে, কিন্তু যখন তাহারাজ্যে তুলিল যে ইংরাজসৈন্য লাহোর-পতিয় পক্ষাবলম্বন করিয়া পঞ্জাবে আসিতেছেন, তখন তাঁহারাজ্যে আত্মে আত্মে শান্ততাব ধারণ করিল।

মহারাজ শেরসিংহ বড়ই বিলাসপ্রিয় ছিলেন। তিনি স্বয়ং রাজকার্য দেখিতেন না; হজুরীবাগ প্রাসাদ, শালিমার তবন, সামান্য বৃক্ষ, বা শাহ বিলাবালের প্রসিদ্ধ বারদোয়ারী আবাসে যখন যেখানে তিনি বাস করিতেন, তখন সেখানে সর্বদাই মুক্তা-গীতে পূর্ণ থাকিত। তিনি নিরন্তর মত্তপানে বিভোর থাকিতেন। মত্তপান তখন সাধারণে নিষিদ্ধ বলিয়া গৃহীত হইত না, তখন সকলেই মত্ত-পানকে বীরত্বের উত্তেজক ও বলবিকার কারণ বলিয়া জানু করিত।

শেরসিংহ যখন লাহোরহর্গে চাঁদকুমারীকে আক্রমণ করেন, তখন জবালাসিংহ নামক এক জন শিখসর্দার বিশেষ বীরত্ব দেখান। শেরসিংহ লাহোরহর্গে বিজয়বাসনা-পরিচয়্য করিয়া যখন সেনাগণকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার জন্য আদেশ প্রদান করেন; তখন জবালাসিংহ উজীরপদ প্রাপ্তির আশায় ধ্যান-সিংহ আসিবার পূর্বেই দুর্গজয় করিবার অভিপ্রায়ে শেরসিংহের নিবেদনসত্ত্বেও বার বারী কাল অমিত ভেজে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সর্দার জবালা সিংহের উপর মহারাজ শেরসিংহের বিশ্বাস ও আস্থা ছিল। রাজা তাঁহাকে বীর প্রতিনিধিবরূপে জানু করিতেন। সূচত্বর ধ্যান সিংহ বীর প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপমৃত্যু করিবার বাসনার মহারাজের কর্ণে নিরন্তর তাঁহার বিরুদ্ধে নিন্দা-মূল্য করতে লাগিলেন। ইহাতে ক্রমশঃই রাজার কান ভরি হইয়া উঠিল। জবালাসিংহ ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া বীর অবদান পাঁচ হাজার ‘বোড় চড়া’ সেনা লইয়া শালিমার উজানে প্রতিদ্বন্দ্বী করিতে লাগিলেন। মহারাজ শেরসিংহ তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেও তিনি উপনীত হইলেন না। তখন শের-সিংহ মজীদপুর নগরহইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন। ধ্যানসিংহের আদেশে ৩০ দিন নানা কষ্ট ভোগের পর তিনি দেখপুর্ন হর্গে প্রাপত্যপ করেন (১৮৪১, মে)।

মহারাজ শেরসিংহ এতদিন ধরিয়া রাণী চাঁদকুমারীকে পত্নী-রূপে গ্রহণ করিবার আশা জ্বলিয়া পোষণ করিতেছিলেন। তিনি "চাদর আন্ধাজি" প্রথাযুক্ত ভাবে বিবাহ করিবার প্রস্তাব পাঠাইলেন। সুপ্রসিদ্ধ কানাইয়া সর্দার জয়মল সিংহের কন্যা একজন স্থগিত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। কাজেই তাঁহার উপর মহারাজের ক্রোধ হইল। তিনি কোশলে রাণীর ধর্ম-দিক্কে হস্তগত করিয়া তাঁহার নিধনসাধন করিলেন (১৮৪২ খৃঃ)।

এই সময়েই বৃটিশরাজ কান্দুল বজর করিয়া প্রত্যাগত হইলেন। পঞ্জাবের মহারাজ উক্ত যুদ্ধে ইংরাজের সাহায্য করার বিরুদ্ধে-পুর্বে উত্তর পক্ষীয় সেনাদলের কুচকাওয়াজ হয়। স্বয়ং লর্ড এলেনবরো ঐ সময়ে যুবরাজ প্রতাপসিংহ ও মন্ত্রী ধ্যানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরস্পরের মিত্রতা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে কান্দুলের আদৌর দোস্ত মহম্মদ মৃত হইয়া লাহোরে আসেন। শিখরাজ তাঁহার বিশেষ সম্বর্ধনা করিয়া ছিলেন।

এই সময়ে তাই রামসিংহ ও গুরুমুখসিংহের প্ররোচনায় রাজপরিবার মধ্যে একটা বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। মহারাজ শেরসিংহ ধ্যানসিংহের আচরণে বিরক্ত হইয়া সিদ্ধিয়ান্বালা সর্দারদিগের উত্তেজনায় তাঁহার প্রাণসংহারের চেষ্টা পান। মন্ত্রিবর ধ্যানসিংহ এই বড়বয়স বয়সে পানিয়া অকোশলে অজিতসিংহের সাহায্যে ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে রাজার নিধন সাধন করেন। ইহাতেও বিবেচনাশীল প্রেমিত হইল না। লহনাসিংহ যুবরাজকে বধ করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই সর্দার অজিতসিংহের নির্দেশ মত রাজা ধ্যানসিংহ পশ্চাৎ হইতে গুলির আঘাতে নিহত হইলেন। সিদ্ধিয়ান্বালা সর্দার লহনাসিংহ ও অজিতসিংহের এই বীভৎস আচরণে সমগ্র নগরবাসী ভীত ও ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন।

লহনাসিংহ মনে মনে সংকর করিয়াছিলেন, রাজা ধ্যানসিংহ, তৎপুত্র হীরাসিংহ এবং তাঁহার ভ্রাতা রাজা সুরচৎ সিংহকে কোশলে এক স্থানে আনিয়া নিহত করিবেন। ক্ষুজিতের হটকারিতার তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না বরঞ্চ তিনি বীর ভ্রাতাকে তিরস্কার করিলেন। কারণ তখনও রাজা ধ্যানসিংহের ভ্রাতা ও পুত্র জীবিত ছিলেন এবং সমগ্র খালসা সৈন্য তাঁহাদের নেতৃত্বে পরিচালিত হইতেছিল। কাজে কাজেই সিদ্ধিয়ান্বালা সর্দারগণের পক্ষাঘাত প্রভুত্বস্থাপন সুস্বপ্নসাহিত হইল।

মিশ্র লালাসিংহ নামক জনৈক সিংহ সর্দার মহারাজের মৃত্যু-সংবাদে অব্যবহিত পরেই রাজা ধ্যানসিংহের মৃত্যু বিষয় গোপনে তৎপুত্র হীরাসিংহের নিকট প্রেরণ করিলেন। হীরাসিংহ পিতার মৃত্যুতে বিশেষ শোকার্ত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু ক্ষুজিত সুরচৎ সিংহ এই ঘটনা সিদ্ধিয়ান্বালা সর্দারগণের বড়বয়সে

সম্পাদিত জানিয়া আশ্চর্যকর জন্ত বাস্তব হইলেন। অবিলম্বে তিনি রায় কেশরীসিংহ প্রভৃতি পরামর্শদাতা নেতাদিগকে একত্র করিয়া খালসা সেনাদলকে ধ্যানসিংহের স্বাক্ষরিত পত্র দ্বারা আহ্বান করিয়া প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিলেন। সিদ্ধিয়ান্বদার লহনাসিংহ অত্যন্ত ভাবে রাজা সুরচৎ সিংহকে আক্রমণপূর্বক নিহত করিবেন ভাবিয়া সৈন্যে তাঁহাদের অধিকৃত পার্শ্বভাগাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। দুর্গসমীপবর্তী হইয়া যখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে রাজা পূর্বেই সংবাদ পাইয়া সতর্ক হইয়াছেন, তখন তিনি সহসা যুদ্ধ না করিয়া মনে মনে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

কিছুকাল পরে রাজা হীরাসিংহের শোক কতক প্রশমিত হইল। তিনি তখন সর্দার আবিভাবিলের বাড়ীতে উপনীত হইয়া সকল খালসা সর্দারকে সংবাদ পাঠাইলেন। তাঁহার হীরাসিংহের প্ররোচনায় রাজা ও রাজপুত্রের হত্যাকারীর প্রতি-হিংসাসাধন করিতে প্রতিক্রিয়া হইল। অনতিবিলম্বে ৪০ হাজার খালসা সৈন্য হীরাসিংহের অধীনে লাহোরযাত্রা করিল।

এদিকে সর্দার অজিতসিংহ লাহোর দুর্গমধ্যে সুরক্ষিত থাকিয়া বাতোত্তম দ্বারা মহারাজ রণজিৎসিংহের কনিষ্ঠপুত্র বলিৎ সিংহের সিংহাসনাদিকার জ্ঞাপন করিলেন। তিনি স্বয়ং রাজমন্ত্রী পদ লইয়া ব্যস্ত; সুতরাং বুদ্ধাাকা-শা নামক স্থানে হীরাসিংহের এই সেনাসমাবেশ সংবাদ তাহার অবগিত রহিল। তথাপি তিনি হীরাসিংহের আক্রমণ আশঙ্কা করিয়া নগরের অভ্যন্তর সর্দারদিগকে অর্থদানে বশীভূত করিতে চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। তাঁহার প্রতিক্রিয়া হইয়াও শেষে আপনাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন না।

সমগ্র খালসা-বাহিনী লইয়া হীরাসিংহ বীরদর্পে লাহোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে জেনারেল ভেঙ্কুয়া ও আবিভাবিলে অগ্রসর হইলেন। সূর্যাস্তের প্রায় এক ঘণ্টা পরে তাঁহারা ১০০ কামান লইয়া লাহোর-নগরের দিল্লীদ্বারের সম্মুখে আসিয়া পৌছিলেন। হীরাসিংহ নগরে প্রবেশ করিয়াই দুর্গ অবরোধপূর্বক গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। দুর্গাভ্যন্তর হইতেও পক্ষের উপর গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। উত্তর পক্ষের ভীষণ গোলাপাতে দুর্গপ্রাচীর ও দেওয়ালের কোন কোন অংশ ধসিয়া পড়িল। রাজা হীরাসিংহ অর্ধের লোভ দেখাইয়া বলিলেন, যে সকল সৈন্য দুর্গপ্রাচীর ভেদ করিয়া আমার পিতৃ-হত্যার মৃত্ত আমায় সমক্ষে আনিয়া দিতে সমর্থ হইবে, সেই সকল সেনা বিশেষ পুরস্কার এবং দুর্গ সূর্যন করিতে অধিকার পাইবে।

এই সংবাদ প্রচারিত হইয়া মাত্র শিখরাজের স্পেনদেশীয় সেনাপতি মুর্সে। হরমান দুর্গ ভেদ করিবার জন্ত অর্ধদৈর্ঘ্য

হিন্দুদেশে আরোহণ করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শিখদল অগ্রসর হইল। অচিরে বহুসেনা হিন্দুপথে দুর্গ প্রবেশ করিল। অজতিসিংহ নিহত হইলেন। সর্দার লহনা সিংহের কোন অহুসন্ধান পাওয়া গেলনা। দুর্গ-লুণ্ঠন শেষ করিয়া সেনাদল প্রত্যাবৃত্ত হইলে রাজা হীরাসিংহ তাহাদিগকে বলিলেন যে কেহ সর্দার লহনা সিংহকে ধরিয়া আনিতে পারিবে, তাহাকে সমুচিত পুরস্কার দিব। তখন শিখেরা তর তর করিয়া দুর্গের সমগ্র স্থান অন্বেষণ করিল। লহনাসিংহ ধৃত হইয়া হীরাসিংহের সমক্ষে আনীত হইলেন এবং তাঁহার আদেশে লহনাসিংহের মুণ্ড ধ্বংস বিলুপ্ত হইল।

অতঃপর রাজা হীরাসিংহ রাজপ্রাসাদস্থ বড়বহুকারীদিগকে নিহত করিয়া তাঁহাদের সম্পত্তি হস্তগত করিলেন। কেহ কেহ লাহোর দরবার হইতে তাঁহার আদেশে নির্কাসিত হইল। রাজা হীরাসিংহ সেনাদিগকে আপাততঃ একমাসের বেতন পুরস্কার দিলেন এবং ভবিষ্যতের উন্নতির আশা দিয়া তাহাদিগকে সাঙ্ঘনা করিলেন।

যুদ্ধ জয়ের পর চতুর্থ দিবসে রাজা হীরাসিংহ সেনাবিভাগের সর্দারদিগকে হজুরীবাগ-প্রাসাদে আহ্বান করিয়া একটা সভা করিলেন। ঐ সভায় সর্ব সন্মতি ক্রমে দলীপসিংহ পঞ্জাবের মহারাজ এবং হীরাসিংহ তাঁহার প্রধান উজীর বলিয়া গৃহীত হইলেন। হীরাসিংহ তাহার শত্রু পক্ষীয়ের ভয়ে মন্ত্রিপদগ্রহণে অস্বীকার করিলে সেনাদল তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, আপনার কোন ভয় নাই। যে কেহ আপনার শত্রুতা করিবে সেই রাজ্যের শত্রু বলিয়া তদন্তে দণ্ডিত হইবে। তখন সর্দারবৃন্দের আদেশে সিদ্ধিরান্বালা পক্ষীর কএকজন বড়বহুকারীকে নিহত করিয়া হীরাসিংহ পঞ্জাবরাজ্যের সর্ব প্রধান পদে সমাসীন হইলেন।

এই সময়ে পঞ্জাবে খালসা সেনাগণই সর্ব্বেসর্কা হইয়াছিল, তাহারাই ইচ্ছা করিলে একজনকে রাজপদ দান করিতে পারিত, আবার ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া নিহত বা নির্কাসিত করিত। খালসা সেনার ক্রমশঃ বল বৃদ্ধি ঘটিলেও তাহাদের পূর্ব্বের ভ্রাতৃ দল্যপ্রভৃতি অবসার প্রাপ্ত হয় নাই। পূর্ব্ব-বর্ত্তী মিশ্রল সমূহে দলপতিরা কেবল মাত্র যুধ ও পুরস্কারের দ্বারা তাহাদিগকে বশীভূত রাখিয়াছিলেন। মহারাজ রণজিৎসিংহ স্বীয় ভুলবলে বা কৌশলে সমগ্র শিখ মিশ্রলকে আপনার অধীন করিতে সমর্থ হইলেও এই দুর্ব্বল সেনাদলে লুণ্ঠনপাশা বিদ্রুিত করিতে পারেন নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী দুর্ব্বল ক্ষমতা রাজত্বগণও পূর্বাধর খালসা সেনাদলের অর্থলালসা পরিতৃপ্ত করিয়া তাহাদের সাহায্যে আপনারদের বলবৃদ্ধি করিতে চেষ্টা পাইয়া

ছিলেন। তাঁহারই কলে পঞ্জাবে নিরন্তর বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছিল। তৎকালে অর্থবান্ রাজারাই অর্থবলে আপনার পক্ষ দৃঢ় করিয়া পরমর্থাধা অস্তুর রাখিতেছিলেন। কলে রাজ্যময় সর্ব্বদাই অশান্তি বিরাজ করিতেছিল। সেনাদলের ধনলালসা চরিতার্থের জন্য সর্দারগণকে সর্ব্বদাই পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে হইত, সেই জন্য কোনরূপ একতা বা সন্ধান স্থাপন করিতে পারেন নাই। তাহা হইলে পঞ্জাবের অদৃষ্ট-চক্র অন্তপথে চালিত হইত।

শেরসিংহের মৃত্যুর পর খালসা সেনাদল রণজিৎসিংহের বহু কষ্টে সঞ্চিত যুদ্ধাশ্রম ও হস্তিসমূহ রাজার আত্মবল হইতে লইয়া গেল। রাজসরকারের গাড়ী ও আসবাব-ভুলি ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত হইল। সামান্য সৈনিক সেরূপ রাজভোগ্য জিনিসের আদর কি বুঝিবে? - তাহারাই সেই সমস্ত মূলবান্ দ্রব্য পদদলিত করিয়া রাজকোষ হইতে ৪০ লক্ষ টাকা বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিল, কেহই তাহার প্রতিবাদ করিতে পারিল না। সকলেই সেই দৃষ্ট সেনাদলের মুখপানে চাহিয়া রহিল। হীরাসিংহও এই সুযোগে রাজকোষ নিঃশেষ করিয়া আপনার উদরপূর্ণ করিয়া লইলেন। ইহার পূর্ব্ব রাজা গোলাপসিংহও শেরসিংহের সিংহাসনারোহণ কালে রাজকোষশূন্য করিয়া যান।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে দলীপ সিংহ পঞ্জাবের রাজা হইলেন। তাঁহার শিতা বহু শ্রম স্বীকার করিয়া যে রাজকোষ পূর্ণ করিয়াছিলেন, অবিস্মৃয়কারিতা দোষে তাঁহারাই অন্ততম ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপুত্র তাহার নিঃশেষের পথ প্রশস্ত করিয়া গেলেন। কাজেই শূন্যরাজকোষ লইয়া তাঁহাকে নামে মাত্র রাজা থাকিতে হইল। হীরাসিংহই উজীর এবং রাজ্যের কর্তা। বালক রাজার যুবকময়ী, বিষমর কল কলিতে বেগী বিলম্ব হইল না। হীরাসিংহ জরা মিশ্র নামক জনৈক ব্রাহ্মণ জ্যোতির্বিদের প্ররোচনার উচ্চ আশা দ্বয়ের পোষণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া রাজমাতা রাণী বিম্বন সুচেৎ সিংহকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিতে অভিলাষী হইলেন। রাণীর ভ্রাতা জবাহির সিংহও রাণী মত সমর্থন করিয়া রাজা সুচেৎ সিংহের পক্ষাবলম্বন করিলেন। হীরাসিংহ এই ব্যাপারে জীবনলে প্রজ্জলিত হইয়া রাজা সুচেৎকে অপসারিত করিতে বিধিমত প্রকারে বস্ত্রশীল হইলেন। তিনি সমগ্র খালসাধলের বেতন পরিশোধ করিয়া প্রত্যেক সেনাকে ২৪০ টাকা বৃত্তি দিলেন এবং ভবিষ্যতে আরও পুরস্কার দিবার অঙ্গীকার করিয়া তাহাদিগকে অশঙ্কে রাখিতে চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু যখন ব্যাপার শুকতর দাঁড়াইল, তখন হীরাসিংহ পিতৃব্য রাজা গোলাপসিংহকে সংবাদ দিয়া রাজধানীতে আনাইলেন।

রাজা গোলাপসিংহ ১০ই নবেম্বর লাহোর রাজধানীতে উপনীত হইলেন। তাঁহার পরামর্শে উত্তরদলে ছিলেন হইল। একদিন সেনাদলের কুচকাওয়াজের সময় জবাহির সিংহ বালক রাজা বসীপকে হস্তিপৃষ্ঠে লইয়া সেনাদলের মধ্যস্থলে গমন করিলেন এবং সর্বসমক্ষে বালক রাজা ও তাঁহার মাতা জিন্দনের প্রতি মন্ত্রী হীরাসিংহের বিধাতন বাকী জানাইলেন। তিনি আরও বলিলেন যে, যদি সেনাদল এবিষয়ে বনোমোণী না হয়, তাহা হইলে তিনি ইংরাজরাজের সাহায্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইবেন। এই কথা শিখসেনা। তাঁহার প্রতি বড় বিরক্ত হইল, কারণ তাহার তৎকালে ইংরাজদিগকে বিশেষ ভূগার চক্ষে দেখিত।

জবাহির একদিন বালক মহারাজকে লইয়া ফিরোজপুর বাইতেছেন ওনিয়া হীরাসিংহ অতি প্রত্নবে জবাহিরোহণে বাইয়া তাঁহাদিগকে কিরাইয়া আনিলেন। মহারাজের প্রাসাদ প্রবেশোপলক্ষে ১০১ তোপধ্বনি হইল। জবাহির সিংহ বিধাসম্বাতকতা নিবন্ধন কারাক্ষ হইলেন।

এই সময় হইতে রাজা জুচেংসিংহকে সকলেই রাজ্যের শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিল; সকলে ইংরাজের সহিত তাঁহার বোগাবোগ চলিতেছে বিশ্বাস করিয়া শঙ্কিত হইলেন। তাহার সেনাবলও বৃদ্ধি হইল। তাঁহার উপর রাজা গোলাপসিংহও উপহিত। রাজমন্ত্রী হুহির থাকিতে পারিলেন না। তিনি হুর্গ হইতে জুচেংসিংহের সেনাদিগকে নিরস্ত করিয়া কাহির করিয়া দিলেন। ত্রাতুপুত্রের এই ব্যবহারে জুচেংসিংহের বনোমালিক আরও বর্দ্ধিত হইল, কিন্তু সমগ্র খালসা সৈন্ত তাঁহার অধীন আনিয়া প্রতিহিংসা লইতে সাহস করিলেন। রাজা গোলাপসিংহের পরামর্শে তাঁহার উত্তর ভ্রাতার প্রকৃত ধন লইয়া মানে মানে জুহুতে কিরিয়া গেলেন।

খুলতাতদ্বয় চলিয়া গেল, হীরাসিংহ কতক নিশ্চিন্ত হইলেন; কিন্তু তখন মহারাজ রণজিতের অন্ততম পুত্র কান্দীরা ও পেশোরাসিংহ জীবিত রহিয়াছেন। তাঁহার পূর্বেই হীরাসিংহের রাজনৈতিক গতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পাছে হীরাসিংহ তাঁহাদের কোনরূপ সর্জনশ করেন, এই ভরে তাঁহারাও বজ্রসেনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। হীরাসিংহও তাঁহাদের মাতা রাজ্যের বিপদ ঘটবার আশঙ্কা করিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে সেনাদল প্রেরণ করিলেন। জম্মুরাজ গোলাপসিংহও যসৈস্তে শিয়ালকোট অভিযুখে অগ্রসর হইতে আদিষ্ট হইলেন।

শিয়ালকোটে উভয়পক্ষে দুইবার ঘোরতর যুদ্ধ হইল। শেষ যুদ্ধে রাজা গোলাপসিংহ সঙ্গর লক্ষ করিলেন এবং রাজকুমার-দ্বয় হুর্গ ছাড়িয়া বাঁচা প্রবেশে আশ্রয় লইলেন।

যে রাজবংশের উপর খালসা সৈন্ত এতদিন সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছিল, সেই বংশের সম্মানহরকে এক্ষণে নিপৃহীত করিতে দেখিয়া খালসা সৈন্ত হীরাসিংহের উপর বিশেষ বিরক্ত হইল। তাহার হীরাসিংহকে প্রাসাদে আটক রাখিল এবং রাজবাড়ী জবাহির সিংহকে মুক্ত করিয়া দিল। বডলপ না হীরাসিংহ মহারাজকুমারদ্বয়ের জীবন ও ধন সম্পত্তি নিরাপদ রাখিতে সক্ষম হইল, ততদিন পর্যন্ত তাহার উজীরকে ধারনসিংহের প্রাসাদ হইতে বাহিরে আসিতে দিল না।

রাজ্যে আরও নানাপ্রকার বিগ্ন ঘটতেছে দেখিয়া খালসা সৈন্ত রাজা জুচেংসিংহকে লাহোরে আসিতে অনুরোধ এক হীরাসিংহের বিরুদ্ধে তাহার সাহায্য করিবে বলিয়া বীকার করিল। সংবাহ পাইয়াই রাজা ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ২৬এ মার্চ শাহদোর উপনীত হইলেন; কিন্তু হীরাসিংহের কথার আবার খালসা সেনার মন কিরিয়া গেল। তাহার মিত্রা বাম্বার বলজিদে রাজা জুচেংকে আক্রমণ করিল। জুচেং সিংহ বরমাত্র সেনা লইয়া শক্তসৈন্তের সম্মুখীন হইলেন। যুদ্ধে জুচেং ও তাহার সহকারী রায় কেশরীসিংহ নিহত হইয়াছিলেন।

* এক্ষণে সর্দার আতরসিংহ লাহোর দরবারে উজীরপদ প্রাপ্তির আশায় গোপনে বড়বস্ত্র করিতেছিলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ক্রমে তিনি শতক্র পায় চইয়া বাবা বীরসিংহের সহিত মিলিত হইলেন। কান্দীরাসিংহ ও পেশোরা সিংহ স্বদলে আসিয়া যোগ দিলেন। ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর দাঁড়াইল। হীরাসিংহ এই বিরোধদ্বয়ের জন্য লাহোর হইতে মহাতাবসিংহ, গোলাপসিংহ, মিত্রা জবাহির সিংহ প্রভৃতি সেনাপতিগণকে প্রেরণ করিলেন। জালন্ধর দোরাবের শাসনকর্তা শেখ ইয়াম্ উদ্দীন ও অন্যান্য সর্দারেরা ঐ সঙ্গে অগ্রসর হইতে আদিষ্ট হইলেন। যুদ্ধে সিক্কিরাবলা সর্দার আতরসিংহ ও রাজকুমার কান্দীরাসিংহ নিহত হইলে সৈন্তগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। খালসা সৈন্ত জয়লাভ করিয়া লাহোরে কিরিয়া আসিল। পেশোরাসিংহ নিরুপায় হইয়া লাহোর দরবারে আসিয়া আশ্রয় তিক্ষা করিলেন। হীরাসিংহের অনুরোধে তিনি জায়গীর লাভ করিয়া শেষ জীবন নিরীবাধে অতিবাহিত করেন।

[পেশোরাসিংহ দেখ।]

এই সময়ে জুচেং সিংহের সম্পত্তি লইয়া রাজা গোলাপসিংহের সহিত হীরাসিংহের বিরোধ উপহিত হয়। এই যুদ্ধে উত্তরপক্ষে যুদ্ধের জন্য আরোজন চলিতে লাগিল। অবশেষে জাই রামসিংহ, বেওরান বীননাথ ও শেখ ইয়াম্ উদ্দীনের সহায়তায় তাঁহাদের পারিবারিক গোলাবোগ মিটিয়া যায়।

একদিনে হীরাসিংহ নিরুপহিত হইলেন, তাঁহার শক্তি লাহোর-

দরবারে অপ্রতিহত রহিল, কিন্তু তাঁহার কুলগুরু জন্মা পণ্ডিতের আচরণে শিখগণ ক্রমশঃই বিরক্ত ও উত্তেজিত হইতে লাগিল। রাণী বিন্দন কোষাধ্যক্ষ লালসিংহে আসক্ত এবং ঐ লালসিংহ সর্দার জবাহির সিংহকে গোপনে অর্থ সাহায্য দ্বারা উত্তেজিত করিতেছেন জানিতে পারিয়া জন্মা পণ্ডিত একদিন রাণীকে উদ্দেশ্য করিয়া কুবাক্য প্রয়োগ করেন। খালসা-সৈন্য সেই কথা শুনিয়া রাজবংশের অবমাননা জানে পণ্ডিত ও হীরাসিংহের উপর বিলক্ষণ চট্টা উঠিল। তাহার প্রতিক্রিয়া: জবাহিরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া জন্মা পণ্ডিতকে তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতে হীরাসিংহকে অমুরোধ করিল। হীরা-সিংহ তখন প্রমাদ গণিলেন। পলায়ন ভিন্ন উপায় নাই দেখিয়া তিনি জন্মা পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া জম্মু অভিমুখে বাত্মা করিলেন।

শিখসৈন্য সর্দার জবাহির সিংহকে প্রধান মন্ত্রিপদ দান করিয়া হীরাসিংহের পশ্চাৎগত হইল। ২১এ ডিসেম্বর ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে হীরাসিংহ ও পণ্ডিত জন্মা খালসা হস্তে নিহত হইলেন। জবাহির সিংহ তাঁহাদের ছিন্নশূণ্ড লইয়া মহোল্লাসে রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন।

সর্দার জবাহির ও কোষাধ্যক্ষ লালসিংহ এখন লাহোরের সর্কসর্কা হইলেন। তাঁহার প্রথমেই রাজতোষাধানী হইতে অর্থ লইয়া খালসা সেনার মনস্তুষ্ট করিলেন, তাহাতে তাহারা পরিতুষ্ট হইয়া জম্মু আক্রমণ করিতে সম্মত হইল। তদনুসারে জামসিংহ আতরীবালা, ফতেসিংহ মান প্রভৃতি খালসা নারকগণ বুদ্ধবাত্মা করিলেন। জম্মু যুদ্ধে মানসর্দার নিহত হইলেন। এত ঘটনার খালসা সেনাদল বিশেষভাবে উত্তেজিত হইবে ও তাঁহার সর্বনাশ করিবে আঁনিয়া, রাজা গোলাপসিংহ স্বয়ং সেনাদলের সন্মুখে আসিয়া বৃদ্ধ সর্দারের মৃত্যু জ্ঞাত পোক প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার অজ্ঞাতসারে এই ঘটনা ঘটনাছে বলিয়া মনোবেদনা জানাইলেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে এপ্রিলমাসে খালসাদল রাজা গোলাপসিংহকে লাহোর দরবারে আনিয়া উপস্থিত করিল। তখন জবাহির সিংহ রাজাকে রাণীর সন্মুখে লইয়া গেলেন, রাণী তাঁহাকে উজীর-পদ গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিলেন। জবাহির সিংহ এবিষয়ে অমুমোদন করিলেন না। সাধারণের আগ্রহে পুনরায় ১৪ই মে তারিখে জবাহির সিংহকে উজীরপদে প্রোত্ঠিত করা হইল। গোলাপসিংহ ৬৮ লক্ষ টাকা জরিমানা ও সূচৎসিংহের সম্পত্তি রাজদরবারে দান করিয়া অব্যাহতি পাইলেন।

উক্ত বর্ষে রাজা পেশোরাসিংহ লাহোর দরবারে আসিয়া রাণী কর্তৃক সমাদৃত হইলেন। জবাহির ইহাতে বিলক্ষণ চট্টা বান এবং তাঁহার সহিত অসহ্যবহার করেন। এই

সময়ে কোন কোন সেনাদল তাঁহাকে উজীরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেও তিনি খালসা সৈন্যের আগ্রহে লাহোর পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। আটক নগরে আসিয়াই তিনি পাঠান-গণের সাহায্যে দুর্গ অধিকার করিয়া আপনাকে মহারাজ বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং কাবুলরাজ দোস্ত মহম্মদ খাঁর সাহায্য-লাভের আশায় তাঁহাকে পত্র লিখিলেন।

জবাহির সিংহ এই ব্যাপারে উত্তত পেশোরা সিংহকে ইহজগৎ হইতে অপসারিত করিতে মনস্থ করিলেন। তদনু-সারে লাহোর হইতে সর্দার ছত্রসিংহ ও ফতেখাঁ তিব্বানী সমলে আটক আক্রমণার্থ প্রেরিত হইলেন। তাঁহাদের শঠতায় পেশোরাসিংহ ধৃত, কারানিকিপ্ত ও নিহত হইলেন।

এই ঘটনার খালসা সেনাদল উজীরের উপর বিরক্ত হইলেন। সেনা পক্ষায় অবিলম্বে জবাহির সিংহকে তাহাদের সন্মুখে আসিবার জ্ঞাত অমুরোধ জানাইল। উজীর প্রমাদ গণিলেন, খালসা সেনার হস্তে তিনি আপনার শেষ দিন সমুপস্থিত হইয়াছে বুঝিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। সেনাদল আশা বাক্যে তাঁহাকে বাহিরে আনাইলেন। তাঁহার ক্রোধে হস্তি-পৃষ্ঠে বাগক মহারাজ দলীপসিংহও আনীত হইয়াছিল। তিনি আসিলেই সেনাদল তাঁহাকে ঘিরিয়া কেলিল এবং বালকরাজকে তাঁহার কোড় হইতে ছিনাইয়া লইয়া তাঁহাকে তদগুণেই শমন-সদনে প্রেরণ করিল, ২১এ সেপ্টেম্বর ১৮৪৫।

এইরূপে খালসা সৈন্য পেশোরা সিংহের হত্যাব্যাপারের প্রতি-শোধ লইল। রাণী ভ্রাতৃহত্যার বিশেষ শোকার্ত হইয়া পড়িলে তাঁহার আদেশে রাজ্যের শত্রুকুল নিহত হইল। সাধারণের ইচ্ছায় রাণী বিন্দন বালক মহারাজের প্রতিনিধি হইলেন এবং দেওয়ান দীননাথ, ভাই রামসিংহ ও লালসিংহ মিশ্রের সহযোগে তিনি রাজকাৰ্য্য পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে রাজ্যের মূলশক্তি সেনাবিভাগের পক্ষায়ত হস্তেই গুপ্ত ছিল। তাঁহার রাজা গোলাপসিংহের হস্তে মন্ত্রিত্ব দান করিতে প্রস্তুত হইলেন। বিবেচক রাজা ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া সরিয়া পড়িলেন। এই সময়ে পেশাবর হইতে খুশালসিংহের ভ্রাতা সর্দার তেজসিংহ লাহোরে আসিয়া উপনীত হইলেন। সকলে তাঁহাকেই মন্ত্রী করিতে কহিলেন। কিন্তু তিনিও এই উচ্চপদ গ্রহণ করিলেন না। তখন রাণী পাঁচ খণ্ড কাগজে পাঁচজন নেতার নাম লিখিয়া অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে কহিলেন। মহারাজ দলীপকে দিয়া কাগজ তোলা হইল। প্রথম পত্রের লালসিংহের নাম উঠিল, খালসা দল তাঁহাকে মন্ত্রিপদ দিতে চাহিলেন না, তখন রাণী বাধ্য হইয়া স্বয়ং রাজকাৰ্য্য চালাইতে লাগিলেন। তেজসিংহ

সেনাপতি হইলেন এবং লালসিংহ মন্ত্রী হইয়া তাহাকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন।

এই সময়ে খালসা সেনার শক্তি অদম্য হইয়া পড়িল। তাহাদের কার্যে নিষেধ করিবার শক্তি কাহারও রহিল না। উচ্চতম রাজকর্মচারী, এমন কি স্বয়ং মহারাজও তাহাদের হস্তে নিহত হইবার ভয়ে জড়লড়ু রহিলেন। সেনাদলের অর্থপিপাসা কিছুতেই প্রশমিত হইল না। রাজকোষে অর্থ না থাকায় রাণী বিপদে পড়িলেন। কিসে সেনাদলের মনস্তান্ত্র সাধন করিবেন তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। এদিকে সেনাদল অর্থলালসার বশবর্তী হইয়া শেরসিংহের নাবালক পুত্রকে পঞ্জাবের মহারাজপদে বরণ করিবে বলিয়া জনরব করিল। রাণী এই অবস্থার উপারান্তর না দেখিয়া তাহাদের মনোগতি ফিরাইতে ও শক্তি ধ্বংস করিবার অভিপ্রায়ে শতরুপার হইয়া ইংরাজ রাজ্য আক্রমণের পরামর্শ দিলেন, তদুদ্দেশ্যে সিঁড়ির জন্ত শালমার উত্তানে সর্দারগণের এক বৈঠক বসিল। রাজা লালসিংহ তাহার নেতা। ঐ সময়ে দেওয়ান দীননাথ সকলকে জানাইলেন, কান্দীর ও পেশাবরের রাজারা লাহোর-দরবারের শাসন উপেক্ষা করিয়া রাজকর বন্ধ করিয়াছেন, এদিকে শতরুপারে ইংরাজেরাও শিখসর্দারদিগের নিকট হইতে রাজস্ব আদায়ের জন্ত পীড়ন করিতেছেন। রাজ্যের অজ্ঞাত স্থানেও অরাজকতার লক্ষণ দেখা গিয়াছে, স্তত্রায় ইহার প্রতিবিধান করা কর্তব্য। তিনি আরও বলিতে লাগিলেন, এই শিখজাতি চিরকাল রাজভক্ত, যদি এই সময়ে তাহারা দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া রাজার মর্যাদা রক্ষা না করে, তাহা হইলে অচিরে শিখজাতির অধঃপতন ঘটবে। যুদ্ধশত্রু ও বহিঃশত্রু উভয়েই বলবান হইয়া শিখশক্তি গ্রাস করিতে আসিতেছে।

দেওয়ানের বাক্যে সকলে উপহিত কর্তব্য বুঝিতে পারিলেন। সর্দারগণ ও খালসা পক্ষীয়ত আপনাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ত যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলেন। আয়োজন আরম্ভ হইল। রাণীর বাসনামুসারে ও সাধারণের ইচ্ছায় মহারাজ রঞ্জিতসিংহের সমাধি স্থলে প্রকান্ত ভাবে রাজা লালসিংহ উজীর এবং তেজসিংহ সেনাপতি মনোনীত হইলেন। সাধারণে গ্রহস্পর্শ ও কড়চা প্রসাদ লইয়া মহারাজ দলীপের পক্ষ সমর্থনে প্রতিশ্রুত হইল। রাজা লালসিংহ পরামর্শদাতা হইলেন এবং তেজসিংহ সেনাচালনভার গ্রহণ করিলেন। তাহাদের আদেশে ১৭ই নবেম্বর ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে শিখসৈন্য যুদ্ধার্থ প্রেরিত হইল।

লাহোর দরবার ইংরাজ বিক্রমে এই করণী কারণে যুদ্ধ ঘোষণা করেন—১ ইংরাজ সেনার শতরুপার আশ্রয় ও

পঞ্জাবে যুদ্ধের আশঙ্কা। ২ রাজা রুচেসিংহের সম্পত্তির মূল্যবন্ধপ ফিরোজপুর রাজকোষে ইংরাজ গবর্নমেন্টের ১৮ লক্ষ টাকা দিতে অস্বীকার। ৩ নান্দারাজ্যের মোরবানু গ্রাম ইংরাজের আশ্রয় সাংকরণ। ৪ শতরুপার দাক্ষিণ্য খালসা আধিকারে শিখসেনাকে দ্বাইতে পথ না দেওয়া প্রভৃতি। এই চারিটী প্রধান কারণ ব্যতীত আরও জনরব উঠে যে, ইংরাজরাজ শতরুপাকে সেতু বান্ধিবার জন্ত বোম্বাই সংরে নৌকা প্রস্তুত করিতেছেন এবং মুলতান-জয়ের জন্ত সিঁছু প্রদেশে সেনা সম্মা করিয়া পাঠাইতেছেন।

যে কারণেই হউক, শিখ ও ইংরাজে যুদ্ধ অনিবার্য হইল। দুর্দর্শ খালসা সৈন্য এই যুদ্ধে যে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল এবং তাহাতে তাহাদের শক্তি যে ভাবে সংহত হয়, তাহার বিবরণ অন্তর্ভুক্ত বিবৃত হইল। [শিখযুদ্ধ দেখ।]

শিখগু (পুং) লেখক। (সংক্ষিপ্তসার উগাদি)

শিখগু (পুং) ময়ূরপুচ্ছ।

‘শিখগোহরী পিচ্ছবর্হে শিখিপুচ্ছশিখগুকে।’ (শব্দরত্না)

২ চূড়া। (মেদিনী)

শিখগু (পুং) শিখও এব কন্। ১ কাকপক্ষ, চলিত জুরী, ক্ষত্রিয়কুমারদিগের চূড়াকরণকালে তিনভাগ করিয়া কেশ বণন করা হয়, তাহাকেও শিখগু কহে। কেহ কেহ বলেন, শিখাপক্ষ, আবার কাহার মতে চূড়া, কাকপক্ষের আকৃতি বশতঃ কাকপক্ষ, মন্তকে খণ্ডিত হয় এইজন্ত শিখগু।

‘যে ক্ষত্রিয়কুমারগণ শিখাত্রে উক্তক বালিনাক শিরঃ কাষাং ত্রিশিখং যুক্তমেব চ। শিখাপক্ষকে ইত্যন্তে। সামাজ্যেন চূড়ায়ামিত্যন্তে। কাকপক্ষাকারত্বাৎ কাকপক্ষঃ। শিরসি খণ্ডতে শিখগুকঃ, শিখগু শিখগুকাবিত্তি বাচস্পতিঃ।’ (ভরত)

শিখগু (পুং) শিখও। (অমর)

শিখগু (পুং) শিখগুীক কারতি শকারতে ইতি কৈ-ক, শিখগো হস্তান্ত্রীতি শিখও কন্। কুহুট। (হেম)

শিখগুকা (স্ত্রী) শিখা।

‘চূড়া কেশী কেশপাশী শিখা শিখগুকা সমা।’ (হেম)

শিখগিণ্ (পুং) শিখগুচ্ছ-চূড়া হস্তান্ত্রা ইতি ইন্নি। ১ ময়ূর। (মেদিনী) ২ কুহুট। ৩ বাণ। (হেম) ৪ গুজা। ৫ বর্ণ-বৃথিকা। ৬ বিহু। (বিহুসহস্রনাম) ৭ শিব। (ভারত ১৩।১৭।৩১) ৮ ময়ূরপুচ্ছ। ৯ দ্রুপদরাজপুত্র। মহাত্মারতে ইহার বৃত্তান্ত এই রূপ লিখিত আছে যে—কাশ্মীরাজতনয়া অম্বা ভীষ্মকে পতিত্ব বরণ করিলে ভীষ্মদেব পূর্ব প্রতিক্রিয়া অনুসারে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। অম্বা ইহাতে অভিযত খিঁচ হইয়া ভীষ্মকে বধ করিবার জন্ত কৃত্রিম উদ্দেশে কঠোর তপস্তা করেন।

রক্ত তাঁহার তপস্তার স্রীত হইয়া তাঁহাকে বর দেন যে তোমা হইতে ভীষ্ম দিনষ্ট হইবে। অর্থাৎ এই বর প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আমি স্ত্রীলোক, কিরূপে বিশ্ববিজয়ী ভীষ্মকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইব? ইহাতে রক্ত কহিলেন, ভদ্রে! আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না, তুমি সংগ্রামে ভীষ্মকে বিনাশ ও পুরুষ লাভ করিবে, এবং দেহান্তর লাভ হইলেও তোমার পূর্ব বৃত্তান্ত স্মরণ থাকিবে। তুমি ক্রপদবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া কালক্রমে কি প্রান্ত্র ও কি প্রদেবী পুরুষ হইবে। পরে অর্থাৎ অগ্নি প্রবেশ করিয়া দেহ ত্যাগ করেন। তদন্তর তিনি ক্রপদপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ভীষ্মবধের কারণ হইলেন।

দুর্যোধন ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে শিখণ্ডী প্রথমে কন্তারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া কি প্রকারে পুরুষ লাভ করেন, আপনি এই বৃত্তান্ত বলিয়া আমাদের সংশয় অপনোদন করুন। ইহাতে ভীষ্ম বলিয়া ছিলেন, রাজা ক্রপদ অপুত্র ছিলেন, তিনি আমাদের গর্ভে ও পুত্রলাভের জন্য রক্তের উদ্দেশে কঠোর তপস্তা করেন। রক্ত প্রসন্ন হইলে তিনি ভীষ্মকে বিনাশ করিতে সমর্থ এক পুত্ররূপ বর প্রার্থনা করেন। রক্তদেব তাঁহাকে এই বর দেন যে, তোমার এক কন্তা উৎপন্ন হইয়া পরিণামে পুত্র প্রাপ্ত হইবে। তুমি এক্ষণে নিবৃত্ত হও, আমি বাহা বলিলাম, তাঁহা কদাচ মিথ্যা হইবে না।

তখন রাজা ক্রপদ তপস্তা হইতে বিরত হইয়া গৃহে গমন করেন। কিছু কাল পরে তাঁহার এক কন্তা জন্মিল, ক্রপদমহিষী কন্তাকে পুত্র বলিয়া প্রচার করেন। রাজা ক্রপদও রক্তদেবের বাক্যমুসারে পুত্রের জ্ঞান ঐ প্রক্কর কন্তার সমুদয় জাতকর্ম্মাঙ্ক-ভান করিলেন। রাজমহিষী ও ক্রপদ বাতীত এই বৃত্তান্ত আর কেহই অবগত ছিলেন না। রাজা ইহার নাম শিখণ্ডী রাখিলেন।

এই কন্তা স্রোণচাৰ্য্যের নিকট যথাবিধি অন্নশস্ত্র শিক্ষা করেন। এই কন্তা ক্রমে যুবতী হইলে উভয়ই তখন অতিশয় চিন্তাপরায়ণ হইলেন। কিন্তু দৈববাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে, এই আশায় আশাবুক হইয়া দশার্ণবেশাধিপতি হিরণ্যবর্ষার কস্তার সহিত ইহার বিবাহ দিলেন। কালক্রমে দশার্ণাধিপতির কস্তার যৌবন কাল সমুপস্থিত হইল। তখন তিনি শিখণ্ডীকে প্রকৃত স্ত্রী বলিয়া অবগত হইয়া ধাত্রী ও সখীগণ সমীপে এত বৃত্তান্ত জানাইলেন। তখন সখীগণ গোপনে রাজা হিরণ্যবর্ষার নিকট জ্ঞাপন করিল। দশার্ণপতি দাসী মুখে এই সংবাদ শুনিয়া অতিশয় কুপিত হইলেন। কিন্তু শিখণ্ডী তৎকাল পর্য্যন্তও আপনার স্ত্রী প্রক্কর রাখিয়া পুরুষের জ্ঞান বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজা হিরণ্যবর্ষা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা ক্রপদের

নিকট এক দূত প্রেরণ করিলেন। এই দূত গোপনে রাজাকে সকল বৃত্তান্ত জানাইয়া কহিলেন, আপনি দশার্ণপতিকে প্রত্যাহ্বা করিয়া অবমাননা করিয়াছেন, অতএব অচিরে আপনি ইহার প্রতিকূল প্রাপ্ত হইবেন। রাজা দূতবাক্যে ভীত হইয়া অতিশয় বিনীত ভাবে দূতকে কহিলেন, দশার্ণপতি বাহা বলিয়াছেন, তাৎসম্য মিথ্যা, বরং তিনি এই বিষয়ে বিশেষ রূপে সন্দান লইতে পারেন।

রাজা দূতের এই বাক্য শুনিয়া প্রকৃত বিষয় বিশেষ রূপে অনুসন্ধান করেন। এই অনুসন্ধানেরও তাঁহাকে কন্তা বলিয়াই বিদিত হইলেন। তখন তিনি আরও ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রপদরাজের প্রতিকূলে যুদ্ধ বাজা করিবার অভিলাষ করিলেন। তখন দশার্ণপতি দূতদ্বিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তোমরা অচিরে ক্রপদ-রাজের নিকট গমন করিয়া কহিবে যে দশার্ণপতি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধবাজা করিয়া আপনাকে সমুচিত শিক্ষাপ্রদান করিবেন, তৎকাল আমাদের অগ্রে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

ক্রপদ স্বভাবতঃ ভীক ছিলেন, এক্ষণে এইরূপ পাপাচরণ দ্বারা আরও ভীত ও উদ্বিগ্ন হইলেন। শিখণ্ডী তাহারই জন্ত পিতা, মাতা ও রাজ্যের বিপদ উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া গোপন পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কর হইলেন। পরে তিনি নিজের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া এক গহন কাননে প্রবেশ করিলেন। দুর্গাকর্ণ নামে এক বক্ষ ঐ বন রক্ষা করিত। তাহার ভয়ে কেহই তথায় প্রবেশ করিতে পারিত না। ক্রপদনন্দিনী শিখণ্ডিনী ঐ বনে প্রবেশ করিয়া বহু দিন অনাহারে শরীর শুষ্ক করিতে লাগিলেন।

একদা সেই বক্ষ শিখণ্ডিনী সমীপে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ বচনে কহিলেন, রাজকন্যে! তুমি কি নিমিত্ত এইরূপ অস্থিষ্ঠান করিতেছ, শীঘ্র বল, আমি তোমার বাসনা পরিপূর্ণ করিব। ইহাতে শিখণ্ডী কহিলেন, তুমি আমার কার্য্য সম্পাদন করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না। ইহাতে বক্ষ কহিল, আমি কুবেরায়ুচর, তোমাকে বর প্রদান করিতে উপস্থিত হইয়াছি, তুমি আমার সমক্ষে অভিলাষ প্রকাশ কর, আমি অর্ঘ্যের বস্ত্র ও তোমাকে প্রদান করিব, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তখন শিখণ্ডিনী বক্ষপ্রদান দুর্গাকর্ণকে আশ্রয়বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া তাহাকে কহিলেন, দশার্ণপতি এই অপমানে আমার পিতার প্রতিকূলে আগমন করিতেছেন, আমার পিতা পুত্রহীন, তিনি যেন অবিলম্বেই বিনষ্ট না হন, আপনি আমাকে ও আমার জনকজননীকে রক্ষা করুন। আমার হৃৎপাতি করিবেন বলিয়া আপনি অঙ্গীকার করিয়াছেন, অতএব আমি যেন আপনার প্রসাদে পুরুষ লাভ করি।

তদন্তর বক্ষ শিখণ্ডিনীর বাক্য শ্রবণ ও মনে মনে চিন্তা

করিয়া কহিল, ভদ্রে! আমাকে হৃৎযত্নেগের নিমিত্ত অবশ্যই জীবগ্রহ পরিগ্রহ করিতে হইবে। অতএব এই অবকাশে আমি তোমার অতীষ্ট সাধন করিব। কিন্তু আমার সহিত একটা সময় নির্দেশ করিতে হইবে। আমি কিয়ৎকালের নিমিত্ত তোমাকে আমার পুরুষাকৃতি প্রদান করিব। কিন্তু তোমাকে কালক্রমে এইস্থানে আগমন করিয়া আমাকে উহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। অগ্রে ইহা সত্য করিয়া বল। আমি কামচারী ও গগনবিহারী, তুমি আমার অধুগ্রহে খীর নগর ও বন্ধুবর্গকে রক্ষা কর। তুমি প্রতিজ্ঞা করিলে পর আমি তোমার জীৱপ ধারণ ও প্রিয়ানুষ্ঠান করিব।

তখন শিখণ্ডিনী কহিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, কিয়ৎকাল পরে পুরুষাকৃতি অঙ্গনাকে প্রত্যর্পণ করিব, কিছুদিনের অল্প আপনি জীৱপ ধারণ করুন। তাহার পরম্পর এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া লিঙ্গ পরিবর্তন করিলে হুণাকর্ণ জীৱপ এবং শিখণ্ডিনী পুরুষরূপ প্রাপ্ত হইলেন।

তৎপরে শিখণ্ডিনী দৃষ্টচিতে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া ঋপদকে আত্মোপাস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন তিনি অতিশয় দৃষ্ট হইয়া সুবর্ণবর্ণার নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, আমি আপনাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, আমার পুত্র পুরুষ, আমি আপনাকে প্রত্যর্পিত করি নাই। আপনাকে কেহ প্রত্যর্পণ করিয়াছে, বরং আপনি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যেরূপ বিহিত হয় করিবেন।

তখন দশার্ণপতি একান্ত চিন্তিত হইয়া শিখণ্ডী জী কি পুরুষ ইহা সবিশেষ জানিবার অল্প সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণীগণকে প্রেরণ করিলেন। তাহার তথ্য অবগত হইয়া দশার্ণপতিকে কহিল, মহারাজ! শিখণ্ডী পুরুষ, তাহাযে আর কোন সন্দেহ নাই। রাজা এই কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রীতি প্রাপ্ত হইলেন এবং ঋপদের নিকট উপস্থিত হইয়া দৃষ্টচিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে একদা কুবের হুণাকর্ণের গৃহে উপস্থিত হইয়া এই বৃত্তান্ত শুনিয়া তাকে অভিসম্পাত দেন যে, তুমি বন্ধগণের অবমাননা ও পাণাচরণ করিয়া শিখণ্ডীকে আপনার পুরুষবলকণ প্রদান ও তাহার জীৱকণ গ্রহণ করিয়াছ, অতএব তোমার এই নারীরূপই থাকিবে। তুমি এতাদৃশ বিকৃতচরণ করিয়াছ, এই নিমিত্ত তুমি জী ও শিখণ্ডী পুরুষ হইবে।

অনন্তর যক্ষগণ হুণাকর্ণের নিমিত্ত কুবেরকে নানা পকারে ভাব করিতে লাগিল। তখন কুবের এসব হইয়া কহিল, শিখণ্ডীর মুক্তার পর হুণাকর্ণ পুরুষ প্রাপ্ত হইবে। এই বর দিয়া

কুবের স্বস্থানে গমন করিলেন। হুণাকর্ণ অতিশয় হইয়া তথায় এইরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শিখণ্ডী আপন প্রতিজ্ঞানুসারে তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, বন্ধরাজ! আপনি আপনার রূপ গ্রহণ করিয়া আমার জীৱপ প্রদান করুন। তখন বন্ধ অতিশয় ক্রীত হইয়া শিখণ্ডীকে কুবেরের শাপবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, আমি তোমার নিমিত্তই কুবের কর্তৃক অতিশয় হইয়াছি, এখন জীবিতকাল পর্যন্ত হৃৎযত্নে পুরুষরূপে বিচরণ কর। শিখণ্ডী তাহার বাক্য শুনিয়া দৃষ্টচিতে গৃহে গমন করিলেন। ঋপদরাজও বাহুবলগণের সহিত নিত্য সঙ্ঘট হইলেন। (উত্তোগপর্ক অশ্বোপাখ্যান পর্যাধায়)

ভারত বৃদ্ধকালে অর্জুন শিখণ্ডীকে অগ্রে করিয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে প্রযুক্ত হন, ভীষ্ম শিখণ্ডীর জীৱপ স্মরণ করিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করেন। তখন শিখণ্ডী ও অর্জুন এই দুইজনে ভীষ্মকে যুদ্ধে হনন করেন। [ভীষ্ম শব্দ দেখ]

শিখণ্ডিনী (জী) শিখণ্ডশৃঙ্গা অস্ত্রাজ্ঞা ইতি ইনি-ভীপু। ১ যুথিকা। ২ গুজা। (মেদিনী) ৩ ময়ুরী। ৪ বিজিতাশ্বরাজ-পত্নী। (ভাগবত ৪।২৪।৩) ৫ শিখণ্ডবিশিষ্ট।

৬ ঋপদরাজকর্তা, এই কল্পা পরে বন্ধবরে পুরুষরূপ লাভ করে।

[শিখণ্ডিন্ শব্দ দেখ।]

শিখণ্ডিমৎ (জি) চূড়াবিশিষ্ট।

শিখন (দেশজ) শিক্ষণ শব্দের অপভ্রংশ, অভ্যাগ, উপদেশ।

শিখবুদ্ধ, নানক বা গুরুগোবিন্দের শিষ্য সম্প্রদায় ইংরাজ জাতির সহিত যে করণী ভীষণ যুদ্ধ করে, তাহা ভারতের ইতিহাসে "শিখযুদ্ধ" নামে বর্ণিত। যে ঘটনাস্রোতে ভাসমান হইয়া খালসা শিখগণ ইংরাজের সহিত যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত হয়, তাহা আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, স্বাভাবিকগণের বড়বয়ে পরিচালিত ও বিজাতীয় ইংরাজগণের অস্ত্রের অত্যাচারে প্রলিপ্ত হইয়া শিখসৈন্য অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

শিখশব্দের ইতিহাসের শেষভাগে এই যুদ্ধ সম্বন্ধে যে সকল কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল ব্যতীত এ ব্যাপারে আরও করণী ঘটনা উল্লেখ করা বাইতে পারে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের মে-মাসে মুলতান হইতে কতকগুলি অস্বারোহী পুরুষ লুণ্ঠনকারী দলগুলির অনুসরণ করিয়া সিদ্ধুসীমাকে উপস্থিত হয়। সিদ্ধুবিজেতা সুপ্রসিদ্ধ বীর সেনাপতি নেপিয়ার এই ঘটনাকে তাক্ষিণ্য না করিয়া সীমান্তরক্ষার উদ্দেশে কস্মিন কতকগুলি সেনা প্রেরণ করেন। উক্তজন ইংরাজরাজকর্মচারীদের এইরূপ। বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপে শিখগণ বিস্মত ও ভীত হইতেছিলেন, ঐ সময়ে সংবাদপত্রে শিখ-ইংরাজ সম্বন্ধে কথা শুকতর ভাবে আলোচিত

হয়। উত্তরোত্তর এরূপ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার শিখ-গণ ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইয়া পড়ে। তাহার উপর-উক্ত বর্ষের নবেম্বর মাসে মেজর ব্রডফুট সুধিরানার নিকটবর্তী দুইটা প্রদেশ হস্তগত করেন। তখন লাহোর বরবারের সহিত ইংরাজগণের মিত্রতা ছিল। সে মিত্রতা ভঙ্গ করিয়া ব্রডফুট এই দুই প্রদেশে লিখ্ত হইয়াছেন, তাহার কারণ দর্শাইয়া তিনি বলিলেন যে, এই দুই প্রদেশে ইংরাজরাজের কতকগুলি পলাতক অপরাধী আশ্রয় লাভ করিয়াছে এবং শিখগণ তাহাদিগকে ইংরাজকে প্রত্যর্পণ না করিয়া বরং পোষকতাই করিয়াছেন।

যখন মহারাজ রণজিতের রাজ্য ইংরাজের কৌশল অত্যাচারে বিকৃত, তখন কতকগুলি অকর্ণগ্যা শিখসদার আপনাদের প্রতিষ্ঠা কামনায় ও পুরস্কার প্রাপ্তির আশাসে লগ্নভূমির উচ্ছেদ-সাধনে রুতসকল হইয়াছিলেন। তাহার খালসা সেনার প্রচণ্ড তেজোসুখে নিতান্ত ভীতুর জায় দণ্ডারমান, সুতরাং সেই সুবিধাত - শিখবাহিনী পরিচালনেও সম্পূর্ণ অক্ষম। দুর্বৃত্ত সর্দারগণ আপনাদের কীর্ণ কমতা রক্ষার্থ মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, বীর্যবান রণজিৎ-বাহিনীর সমূলে উচ্ছেদ সাধন ব্যতীত আলস্ত ও বিলাসিতার অঙ্গ চালিয়া নিকটকভাবে রাজভোগে জীবন অতিবাহিত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহার আপনাদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে বুটীশসিংহের সহিত গোপনে মিত্রতার আবদ্ধ হইলেন; তাহাদের বিশ্বাস ছিল, বোধিত প্রতাপ বুটীশসিংহের দুর্দান্ত শক্তি ব্যতীত দুর্ব্ব শিখসেনাদিগের পতন কখনই সম্ভবপর নহে।

এই বংশে বৈরিগণের মধ্যে লালসিংহ ও তেজসিংহ সমধিক বিখ্যাত। তাহার একদিকে যেমন বিশ্বাসঘাতকতার বেশ ভূষাহতে ছিলেন, অমনি অন্যদিকেও শিখবাহিনীকে ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে প্ররোচিত করিতেছিলেন। তাহাদের ভোগলালসা প্রযুক্তি তখনও নির্দোষিত হয় নাই। লালসিংহ রাণী বিন্দনের রূপসাগরে ডুবিয়া সুখরস দেখিতেছিলেন। তেজসিংহও অর্থ ও পদলালসার কর্তব্য পথ ভ্রষ্ট হইতে ছিলেন। ইংরাজগণ এই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার বরূপ তাহাদিগকে বিজিত রাজ্যের উচপদ গ্রহণে সম্মানিত করিবেন, এই আশাই তাহাদের হৃদয়ে বলবতী ছিল।

দেশের নারক সেনাপতি ও সেনাবৃন্দের বধন এইরূপ মতিভ্রম তৎকালে ভারত-প্রতিনিধি সীমান্ত বিভাগে সমুপস্থিত। শিখ-সমিতি গবর্ণর-জেনারেলের এই ক্রুত আগমনবাস্তা অবগত হইয়া হির করিল, যুদ্ধ অনিবার্য। তখন তাহার যুত মহারাজ রণজিৎ সিংহের সমাধি-স্তম্ভের চতুর্দিকে সমবেত হইয়া পবিত্র ধর্ম ও লগ্নভূমির রক্ষার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। ১৭ই নবেম্বর

তারিখে শিখগণ রণভেদী ভীষণ রবে মিনাদিত করিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

উক্ত শিখবলের সহিত বিরোধ করা সহজ নহে জানিয়া, গবর্ণর জেনারেল সার হেনরী হাডিঞ্জ প্রথমে মহারাজ রণজিৎ সিংহের ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধির উল্লেখ করিয়া যুদ্ধ করিতে চাহিলেন না। ১৪ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সেনাপতি লর্ড গাক ও ভারত-প্রতিনিধির মধ্যে এইরূপ মতামতের পরামর্শ ও বিচার চলিতেছিল।

এদিকে প্রেরিত শিখসৈন্য ৮ই ডিসেম্বরে শতক্রম দক্ষিণমূলে আসিয়া সমুপস্থিত হইল। ১০ই তারিখে সমগ্র শিখ-সৈন্য সমবেত হইলে ১৩ই তারিখে সকলে সেতু নির্মাণ করিয়া মরী উত্তীর্ণ হইল এবং ১৪ই ডিসেম্বর কিরোজপুরের ১০ মাইল দূরে সেনাসন্নিবেশ করিল। পূর্বে হইতেই ইংরাজগণও যুদ্ধের আয়োজন করিতেছিলেন। সুধিরানা ও আখালা সেনাদল লইয়া ত্রিগেডিয়ার হইলার যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। সার জন লিটলার কতকগুলি সেনা লইয়া কিরোজপুর গ্রামের নালা কাটিয়া নির্ঝরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

শিখ-সৈন্যেরা প্রথমে কিরোজ পুরেইংরাজ সেনানী লিটলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিল; কিন্তু শিখ সেনাপতি লালসিংহ প্রথমেই ইংরাজের প্রধান সেনাপতির পরিচালিত সেনাদলের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিলেন। তাহার মনোভাব সত্ত্বে, প্রধান সেনাপতির সহিত যুদ্ধে শিখবল ক্ষয় হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। পশ্চাতেও ইংরাজ সেনা রহিল, তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে শিখেরা বিচ্ছিন্ন হইবে, এই ভাবিয়াই তিনি অগ্রগামী হইলেন। সোভাগ্য ক্রমে, যদি লালসিংহ খালসা সৈন্যের পরামর্শ শুনিতেন তাহা হইলে, বোধ শিখযুদ্ধের চিত্রপট অন্তরূপে চিত্রিত হইতে পারিত।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ১৮ই ডিসেম্বর কিরোজপুরের ১০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে মুড্কি নগরে ইংরাজ ও শিখসৈন্যের প্রথম সংঘর্ষ হয়। ঐ যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষে সুধিরানা ও আখালা সেনাদলে আর ১১ হাজার এবং শিখবলেও বিসম্বাদ্য পদাতি ও ৮ কিবা ১০ হাজার অধারোহী ছিল। ভীষণ যুদ্ধের পর শিখগণ পরাজিত হইল। কিন্তু যুদ্ধে ইংরাজ সেনানী মেজর জেনারেল সার রবার্ট শেল ও মেজর জেনারেল সার জন ম'কাসকিল নিহত হইলেন। এই যুদ্ধে শিখগণ ইংরাজ বন্দীগণের উপর বিশেষ সৌজন্য প্রকাশ করেন। যুদ্ধ পরাজয়ের পর তাহারা কাপ্টেন বিডলককে এবং প্রত্যেক বন্দী সেনার হস্তে একএকটা টাকা দিয়া বিশেষ ভদ্রতায় সহিত তাহাদিগকে ইংরাজ শিবিরে প্রত্যাগমন করিতে অগ্রমতি দেন।

যুদ্ধকি যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও শিখগণ ভয়োত্তম হইল না।

তাহার অবিলম্বে কিরোজসহরে সমবেত হইয়া আপনাদের পক্ষ সুদৃঢ় করিতে লাগিল। ২১এ ডিসেম্বর লর্ড গাক কিরোজ-সহরের দুই মাইল দূরে লিট্‌লারের অধীনস্থ সেনাবলের সহিত মিলিত হইলেন। এইরূপে বলবৃদ্ধি করিয়া ইংরাজ সেনাপতি হারি শিখ বৈকালে কিরোজসহর আক্রমণ করিলেন। রজনীর নিষিদ্ধ অন্ধকারে ইংরাজসৈন্য বিকম বিভ্রাটে পড়িল। বরং ভারত-প্রতিনিধি লর্ড হাড্‌জি রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, তিনি ঐ রাত্রে সেনাবলের কষ্টের কথা যুরোপে লিখিয়া জানান।

২২এ তারিখে প্রাতে পুনরায় যুদ্ধারম্ভ হইল, সার হেনরী হাড্‌জি ও সার হিউ গাক্‌ বরং রণক্ষেত্রে সেনাচালনা করিতে লাগিলেন। শিখসৈন্তের গোলাবৃষ্টি তুচ্ছ করিয়া তাঁহারা শিখ-লিগকে ভীম বেগে আক্রমণ করিলেন। সেই সংঘর্ষে শিখদল সিপাহী দৈন্তের বলবিক্রমে অধিক ক্ষণ স্থির থাকিতে পারিল না। তাহারা পরাজিত হইয়া রণক্ষেত্রে পরিত্যাগ পূর্বক শতদ্রুপারে ফিরিয়া গেল। শিখগণের ৭৩০০ কামান ইংরাজদিগের অধিকৃত হইল। লাসিংহ যুদ্ধের প্রাকালেই পলাইয়া ছিলেন।

এই যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই সর্দার তেজসিংহ প্রায় বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য লইয়া শতদ্রু পার হইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং শত্রুর প্রতি গোলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি যখন জানিতে পারিলেন যে লাল-সিংহের সেনাদল পরাজিত হইয়াছে, তখন রণক্ষেত্রে বৃথা যুদ্ধ না করিয়া ও খালসা সেনাকে ইংরাজদের সম্মুখ করাইয়া তিনিও সমলে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধে শিখদিগের সম্পূর্ণ পরাভব হইল। এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের যে কতি হইয়াছিল, তারতের অল্প কোন রণক্ষেত্রে আর তাদৃশ বলক্ষয় হয় নাই।

এই যুদ্ধের পর ৩১এ ডিসেম্বর ইংরাজ-প্রতিনিধি লাহোরের অধীনস্থ শিখসর্দার ও দেশীয়রাজগণের উপর শিখরাজের পক্ষত্যাগের জন্য এক বোষণা পত্র বাহির করিলেন। গোলা-গুলি ও রসদাদির অভাবে ইংরাজ প্রতিনিধি-লাহোর-দরবার ক্রুত অপরাধের সমুচিত দণ্ড দিতে পারিলেন না। যুদ্ধ কিছু কালের জন্য স্থগিত থাকিল। পর বৎসর, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে জাম্মু-য়ারী আসে সর্দার লহনা সিংহের ভ্রাতা রণজয় সিংহ স্বীয় অধীনস্থ শিখবাহিনী লইয়া লুধিয়ানা আক্রমণার্থে ফিলোর নগর উপনীত হইলেন। লাদবার রাজা অজিৎ সিংহ সমলে আসিয়া তাহার সহিত যোগদান করিলে তিনি বড়োবাল দুর্গে আশ্রয় লইলেন। এখানে প্রায় ১০ সহস্র শিখসৈন্য তাঁহার সহিত সমবেত হইল। ইংরাজ সেনানী সার হারি শিখ লুধিয়ানা রক্ষার্থে প্রেরিত হইলেন। ২১এ জাম্মুয়ারী বড়োবালে একটা খণ্ড যুদ্ধ ঘটিল। তাহাতে ইংরাজগণ পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

তাহাদের রসদাদি শিখহস্তে পতিত হওয়ার সেনানী শিখ কষ্টে পড়িলেন। ঐ সময়ে ধরমকোট হইতে ইংরাজ সেনানী কিউ-রোটন আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিল। তৎপূর্ব্বেই ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে সেনাপতি হারি শিখ বিনা রক্তপাতে ধরমকোট অধিকার করিয়াছিলেন।

যুদ্ধজয়ের পর, রণজয় সিংহ যদি শিখ সৈন্য শতদ্রু তীরে পরিচালিত না করিয়া দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইতেন, তাহা হইলে তিনি অনারাসেই ইংরাজের সাহায্যার্থে প্রেরিত কামান, বারুদ ও গোলা প্রভৃতি পশ্চিমদোহে হস্তগত করিতে পারিতেন; কিন্তু ইংরাজের সৌভাগ্যক্রমে তিনি সে পথে অগ্রসর না হইয়া ইংরাজের সেনাসংযোগ ছিন্ন করিবার অভিপ্রায়ে অগ্রগমন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বড়োবাল রণক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া শিখগণ ইংরাজলিগকে শতদ্রুতীর হইতে বিদূরিত করিবার আশার উন্মত্ত হইল। উক্ত বর্ষের ২৭এ জাম্মুয়ারী রাজা গোলাপসিংহ লাহোরে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং শিখসেনার আগ্রহে তিনি মন্ত্রী ও সেনাপতির ভার গ্রহণ করিলেন।

এদিকে সার হারি শিখ ও ব্রিগেডিয়ার হইলার লুধিয়ানার সেনাদলের সাহায্যে মিলিত হইয়া কিছু আশ্রয় হইলেন। তিনি তখন ২৮এ তারিখে সদর্পে শত্রুর সম্মুখীন হইতে অগ্রসর হইলেন। আলীবাল রণক্ষেত্রে উভয়দলে পুনরায় সংঘর্ষ হইল। এ যুদ্ধেও শিখগণ পরাজিত হইয়া শতদ্রুপারে গমন করিল।

আলীবাল ক্ষেত্রে পরাজিত হইবার পর, শিখগণ শতদ্রু নদীর বামকূলে অবস্থিত পঞ্জাবপতির অধিকৃত স্থানসমূহ ইংরাজ-গবর্নেন্টকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ঐ সকল স্থানে শিখ-দিগের যে সকল দুর্গ ছিল তাহাও তৎকালে ইংরাজের অধিকৃত হয়। হুচকুর মন্ত্রী গোলাপসিংহ পরাভূত শিখসেনাদিগকে উদ্বেজিত না করিয়া বরং তাহাদের শক্তি হ্রাস করিবার নিমিত্ত তাহাদের দুঃশাশা উল্লেখ তৎসনা করিতে লাগিলেন। রণকুশল জল্পপাতি ইচ্ছা করিলেই শিখযুদ্ধের অবসান ঘটাইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া গোপনে গোপনে ইংরাজের সহিত বড়বন্ধে লিপ্ত হইলেন। তাহাতে হির'হর যে, ইংরাজ কর্তৃক শিখ-সৈন্য আক্রান্ত হইলে খালসা-সেনা নারকগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইবে এবং ইংরাজ গবর্নেন্ট তৎপরিবর্তে শিখরাজ্যের স্বাধীনতা প্রদান করিবেন। কিন্তু প্রকৃততঃ ইংরাজ-প্রতিনিধি বালায়া পাঠাইলেন যে, বৃটিশ গবর্নেন্ট লাহোরে শিখ-রাজার আধিপত্য স্বীকারে প্রস্তুত আছেন, যদি মহারাজ এই দণ্ডেই অস্ত্র শস্ত ছাড়িয়া লইয়া সেনাদল ত্যক্ত করিয়া দেন। আরও কথা হইল, শতদ্রু নদীর উপরস্থ পঞ্চসমূহ ও রাজধানীর প্রবেশদ্বার বিজেতা

ইংরাজগণের নিকট যেন সর্বদাই মুক্ত থাকে। গোলাপ সিংহও প্রত্যুত্তরে জানাইলেন, ইহা সর্বতোভাবে অসম্ভব। হুর্দ্ব খালসা সৈন্তের উপর অধিপত্য বিস্তার তাহার ক্ষমতার বহির্ভূত।

বলা বাহুল্য যে, এক্সপ চুক্তি খালসা-দলের আদৌ মনোমত হইল না। তাহার পুনরায় প্রতিহিংসা-সাধনের জন্য পতঙ্গ উত্তীর্ণ হইল এবং ইংরাজদিগকে এই সুদূর প্রবেশ হইতে সময়ে আত্মান করিবার মানসে তাহার সোত্রাওন অধিকার করিল এবং আপনাদের অবস্থান সুদূর করিবার জন্য তাহার এই হান প্রকাশ ও পরিখাদি দ্বারা সুরক্ষিত করিয়া তদুপরি ৬৭টা তোপ সাজাইল। এই সময়ে শিখদলে সেনাসংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। তাহার সোত্রাওন রণভূমে অতুল বিক্রম, অসীম সাহস ও অসামান্য ক্ষিপ্রকারিতা প্রদর্শন করিয়াছিল।

সোত্রাওন রণক্ষেত্রে সর্দার তেজসিংহ খালসা সৈন্তের পরিচালক হইলেন। লালসিংহ খাঁয় দলবল লইয়া নদীর উত্তরে অবস্থিত করিতেছিলেন। তিনি এই সুযোগে শিখ-সেনার গতি বিধি ইংরাজশিবিরে গোপনে প্রেরণ করেন। যুধা স্বজাতির বিশ্বাসঘাতকতার বীভৎসর খালসা সৈন্ত অকাতরে জীবন বিসর্জন করিতে প্রস্তুত দেখিয়া বহুদূরী বুদ্ধ সর্দার শ্যাম সিংহ আতরী ইংরাজহস্তে শিখসৈন্তের উচ্ছেদ অবশ্যজ্ঞাবী দেখিয়া সেনাদলের মধ্যে ঘোষণা দিলেন যে, মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য জাতীয় শত্রুর সময়ে শ্রাম সিংহ যুদ্ধ করিবেন এবং গুরু গোবিন্দের পবিত্র আত্মার শাস্তি ও খালসার গৌরবের জন্য তিনি ধরাশায়ী হইবেন।

১০ই ফেব্রুয়ারী, উত্তর দল সোত্রাওন রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইল। শিখ-সেনাপতি তেজসিংহ ও বুদ্ধ শ্রাম সিংহ খালসাদিগকে বীরোচিত বাক্যে উৎসাহিত করিয়া রণরঙ্গে মত্ত হইলেন। ইংরাজের গোলায় তেজসিংহ আহত ও শ্রামসিংহ নিহত হইলেন। যুদ্ধে ইংরাজের জয় হইল।

উক্ত বর্ষে ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, ইংরাজদল সদর্পে কহুর আক্রমণ ও অধিকার করিলেন। এই যুদ্ধে শিখগণ ইংরাজহস্তে পরাজিত হইলেন। দলীপ সিংহ ভারত-প্রতিনিধিকে সম্মান প্রদর্শনার্থ লুলিয়ানীতে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। ইংরাজ প্রতিনিধির পরামর্শ অনুসারে লাহোরে শান্ত শিখসেনার প্রবেশ নিবারণের জন্য ইংরাজ সেনা-রক্ষার ব্যবস্থা হইল। প্রকারান্তরে এই সেনাদল ২০এ ফেব্রুয়ারী লাহোর দখল করিয়া আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিল।

২ই মার্চ ইংরাজ লাহোরপতির সহিত সন্ধি করিলেন। মহারাজ দলীপ সিংহের অভিভাবিকা রূপে রাণী কিলনই রাজ-কাণ্ড পরিচালন করিতে লাগিলেন। রাজমন্ত্রী লালসিংহ কাশী-

রের শিখ-শাসনকর্তা শেখ ইমান উদ্দীনের সহিত বড়বস্ত্রে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া ইংরাজ-রাজপুরুষের বিচারে বারণানীধামে নির্বাসিত হইলেন। উক্ত বর্ষের ১৩এ ডিসেম্বর এই সন্ধির অমূল্য আর একটি সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হয়। তাহাতে ৫২ জন শিখমৈত্রী ইংরাজকেই দেশের প্রকৃত অধিপতি বলিয়া স্বীকার করেন।

লালসিংহের নির্বাসন রাণী কিলনের মনোমত হইল না। এদিকে মহাবলশালী ইংরাজের নিকট ১৩ই ডিসেম্বর এক্সপ যুগাজনক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া শিখসর্দারগণ মনে মনে ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিতে লাগিলেন। লাহোর রাজদরবারেও ইংরাজ বিরুদ্ধে নানারূপ বিদ্রোহ সংঘটিত হইতে লাগিল।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে বসন্তকালে মুলতানে দেওয়ান মুলরাজের অত্যাচার চরম সীমা অতিক্রম করে। লাহোর দরবার এই কারণে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া সর্দার কানাই সিংহকে তৎপদে নিযুক্ত করেন। তাহাতে মুলরাজ ইংরাজের উপর চটয়া যান। কেন না, তৎকালে ইংরাজ রেসিডেন্টই লাহোর-দরবারে পরামর্শদাতা; মুলরাজ এই সময়ে শিখসর্দারগণকে ডাকাইয়া ইংরাজের প্রভুত্বের কথা বলিয়া শিখজাতির ক্ষুব্ধ হৃদয় আগাইয়া দিলেন। ২০ এপ্রিল ১৮৪৮ খৃঃ, সর্দার কানাই সিংহকে বন্দী এবং তান-এগ্নিউ ও লেফট্যানেন্ট এণ্ডারসনকে নিহত করিয়া যুদ্ধ ঘোষিত হইল। প্রথমেই মে মাসে দেয়াগাজি খাঁয় একটি যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে বিদ্রোহী দল পরাজিত হয়। অনন্তর ১৮ই জুন চন্ডীগা জীরহ কেনেরী নগরে মুলরাজ যে যুদ্ধ করেন, তাহাতেও তাঁহার পরাজয় ঘটে।

এই যুদ্ধে ১লা জুলাই সদাশম গ্রামের যুদ্ধে ইংরাজের জয় লাভ হয়। ৪ঠা সেপ্টেম্বর মুলতান অবরোধের পর ১২ই তারিখে ইংরাজ উক্ত দুর্গ ও নগর বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে কাড়িয়া লন। এই স্থলে আরও কএকটা যুদ্ধ হয়। অবশেষে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ৩রা জানুয়ারী মুলরাজ মৃত হইয়া দাব-জীবন কারাবাসে নাক্ষত্র হন।

এক্সপ যুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া শিখসৈন্তের আশা ভূষ্ট হইল। তাহার ইংরাজদিগকে পজাব হইতে তাড়াইতে সচেষ্ট হইল ও ক্রমাগত ছিঁড়াঘেবণ করিতে লাগিল। ছত্রসিংহ দোস্ত মহম্মদকে পেশাবর ছাড়িয়া দিতে স্বাক্ষরিত হইয়া তাহাকে ৪ তাহার প্রাত্যহিক মুলতান মহম্মদকে সপক্ষে আনয়ন করিলেন। এইরূপে শিখ ও আফগান সৈন্ত একত্র হইল। এদিকে চন্ডীগার দক্ষিণকূলে রামনগরে শেরসিংহকে সন্মিলনে সমবেত দেখিয়া ইংরাজ সেনাপতি লর্ড গাব্ ২৮এ ডিসেম্বর ১৮৪৮ খৃঃ, ইংরাজ-বাহিনী লইয়া রামনগরে উপনীত হইলেন। এই যুদ্ধে শের-

সিংহের সৈন্ত ইংরাজ সেনাপতি কর্ণেল হাবেলক্ ও কিউরেনকে নিহত করে।

লর্ড গাক্ শিখদিগকে রামনগর যুদ্ধে চাপিয়া ধরিলে, শের-সিংহ রামনগর ত্যাগ করিয়া সাহরাপুরে জেনারল থাক্ ওয়েলকে আক্রমণ করিতে পাশ কাটাইলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য না হইয়া তিনি বিলাস নদীতীরে রত্ন গ্রামে বাইরা ছাউনী করিলেন। ইংরাজের সহিত কোনরূপ সংঘর্ষে উপনীত না হইয়া রত্ন-নগরে সবলে নিরাপদে সরিয়া আসা শের সিংহের রণপাণ্ডিত্যের একান্ত পরিচয়, ঐ সময়ে ছত্রসিংহের সহিত শেরসিংহের মিলন আশঙ্কা করিয়া ইংরাজ সেনানী লর্ড গাক ও থাক্ ওয়েল বিশেষ সতর্ক ছিলেন।

১৩ই অক্টোবর ইংরাজ সৈন্ত লোলিয়ানবালা গ্রামে আসিয়া শিখসেনার সম্মুখীন হইল। উভয় পক্ষে যোঁরতর বৃদ্ধ ঘটে। শিখগণ ইংরাজ সৈন্তকে পরাভূত মনে করিয়া রাজির অন্ধকারে শিবিরে অত্যাধিক হইয়া বিজয় ঘোষণা করেন। আটক নগরে ছত্রসিংহও বিজয়োন্মাদে ভোগধ্বনি করিয়াছিলেন। ইতিহাসে ইহাই চিলিয়ানবালায় যুদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। শিখ জাতির ইহাই বীরত্ব ও গৌরবস্থল। ইংরাজগণ রণক্ষেত্র ছাড়েন নাই বলিয়া তাহাদের হস্তে পরাভব স্বীকার করিতে রাজি নহেন। এই যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষে বিস্তর ক্ষতি হয়।

ইহার পর, ২১এ ফেব্রুয়ারী ১৮৪৯ খৃঃ শেরসিংহ আর এক বার গুজরাত রণক্ষেত্রে ইংরাজের সম্মুখীন হন। ইংরাজ সেনাপতি লর্ড গাকের সহিত মিলিত খালসা ও আফগান সৈন্তের যোঁরতর বৃদ্ধ হয়। গুজরাত রণক্ষেত্রে শিখগণ অধিক ক্ষণ ভিত্তিতে পারিল না দেখিয়া আফগানগণ শিখদিগের চরদৃষ্ট ভাবিয়া তাহাদের পক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। রাজা শের সিংহ নিরুপায় ভাবিয়া মাণিক্যাল শিবিরে ইংরাজকে আত্মসমর্পণ করেন। এই ঘটনা হইতে শিখগৌরব চিরতরে অন্তর্মিত হয় এবং পঞ্জাব-রাজ্য-ইংরাজ শাসনাধীনে আইসে। ২১এ মার্চ ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে লাহোরে দরবার বসে এবং মহারাজ দলীপ সিংহকে ৫ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হয়। তৎপরে রাজনীতির বশবর্তী হইয়া ইংরাজরাজ কোশলে মহারাজ দলীপ সিংহকে সার্ব জন লোগানের সহিত ইংলণ্ড প্রবাসী করেন। [দলীপ সিংহ ও পঞ্জাব দেখ।]

শিখর (স্ত্রী) শিখাজাতীতি (বৃহৎকঠজিতি। পা ৪।২।৮০) অশ্বাদিষাং র ব্রহ্মচ। পর্বতাগ্র, পর্বতের অগ্রভাগ বা চূড়া। পর্যায়—কুট, শৃঙ্গ, শৈলাগ্রদেশক। (শব্দরত্না)

(পুং স্ত্রী) ২ বৃক্ষের অগ্রভাগ। পর্যায় শিরা, অগ্র, শির। (শব্দরত্না) ৩ শূলক, রোমাক। ৪ মাণিক বিশেষ,

এই মাণিক্য পক্ষ দাড়িমবীজের ভায় আভাবিশিষ্ট। ৫ লকলাগ্র। ৬ কক্ষ। (মেদিনী) ৬ কোটি। (ত্রিকা০)

শিখরবাসিনী (স্ত্রী) শিখরে বসতীতি বস-বাসিনী স্ত্রীপ্। স্ত্রী। (ত্রিকা০) শিখরদেশে বাসকারিণী মাত্ৰ।

শিখরা (স্ত্রী) শিখর-টাণ্। স্ত্রী, চলিত স্ত্রী। (শব্দচক্রিকা)

শিখরাদ্রি (পুং) পর্বতবিশেষ। এই পর্বতের তিনটি শিখর আছে।

‘ত্রিকুট শিখরাদ্রিষ্ঠ কলিকোষার্থ পতঞ্জকঃ’। (মার্ক’ পুং ৫৫।৩)

শিখরিন্ (পুং) শিখরোহতাভীতি শিখর ইনি। ১ পর্বত।

২ বৃক্ষ। ৩ অপমার্গ। (মেদিনী) ৪ কোটি। ৫ কোবাটী।

(হেম) ৬ বন্দাক। ৭ কর্কটশৃঙ্গী, কাকড়াশৃঙ্গী। ৮ কুন্দক।

যাবনাল। (রাজনি০) (ত্রি) ৯ কোটিবিশিষ্ট।

‘বৈভৈঃ ভবৈঃ শিখরিতঃ সিংহসংহননো মহান্।’ (ভয়ত ১।৭৫।৪)

১০ যুগবিশেষ। ইহার মাংস শুণ লঘু, হৃৎ ও কল শ্রম। (রাজনি০)

শিখরিনী (স্ত্রী) শিখরিন্ ত্রিষাং স্ত্রীপ্। ১ রসাল, দধিজল।

২ বৃক্ষভেদ। ৩ নারীরত্ন। ৪ নবমল্লিকা। ৫ রোমাবলী, রোম-রাজী। (মেদিনী) ৬ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৭টি

করিয়া অক্ষর থাকিবে, তন্মধ্যে ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ১১, ১৩ ও ১৭

বর্ণ-গুরু তত্রিঃ বর্ণ সমুদায় লঘু। লক্ষণ—

‘রসৈ রসৈ হিহা বমনসতলা গঃ শিখরিনী।’

উদাহরণ—

করাস্ত্র ভ্রষ্টে নম্র শিখরিনী দৃষ্টতি শিশো

বিলীনাঃ শ্বঃ সত্যং নিরন্তমবধেয়ং তদধিলৈঃ।

ইতি ত্র্যস্তমোপাধুচিতিনিভূতাল্পজনিতং

শ্রিতং বিজ্ঞং বেদী জগদবত্ গোবর্ধনধরঃ ৪” (ছন্দোমঞ্জরী ২)

১ তন্মায়ক সন্ধান বিশেষ, এক প্রকার পানক। রাজনির্বন্ধে

ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ লিখিত আছে—দধি ৩২ পল, খণ্ড

৮ পল, মরিচচূর্ণ, স্বক ও এলাচূর্ণ ৮ পল, মধু ও বৃত্ত অত্যেক ৪

পল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া একটী নুতন ভাঙে সংস্থাপন

করিয়া হিম বাসিত করিলে তাহাকে শিখরিনী কহে। ইহার

মজ্জিকাদি প্রভৃতি অনেক প্রকার ভেদ আছে। (রাজনি০)

ভাবপ্রকাশ মতে প্রথমে প্রথমে জলবিহীন অন্নরসযুক্ত

মাহিব দধি ১৬ সের, পরিষ্কৃত চিনি ৮ সের, একত্র মিলিত করিয়া

এক থানা পরিষ্কার অথচ পবিত্র বস্ত্র খণ্ডে ধীরে ধীরে নিক্ষেপ

করিবে, পরে উহাতে ৩২ সের ছদ্ম মিশ্রিত করিয়া নিরবেশে একটী

যুক্তিকা নির্মিত নুতন পাত্রে রাখিয়া সন্ধ্যার উক্ত বস্ত্র দ্বারা আবরণ

করাইতে হইবে। উহা প্রাপ্ত হইয়া ঐ পাত্রে পড়িলে উহার

পরিমাণানুসারে বধোপযুক্ত এলাইচ, লবঙ্গ, কর্পূর, ও মরিচ

নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ প্রণালীতে উহা প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা

রশালা নামেও অভিহিত। গুণ—গুরুবর্জক, বলকারক, রুচিকরক
বাহু ও পিত্তনাশক, অগ্নিপ্রদীপক, শরীরের উপচয়কারক,
সিদ্ধ, মধুর রস, শীতল, সারক, এবং রক্ত পিত্ত, শিখাশা, দাহ ও
প্রতিশ্রাব্যবিনাশক। কেবল বসন্ত ঋতুতে ইহা সেবন নিষিদ্ধ।
যিনি প্রতিদিন ইহা সেবন করেন, তাহার অতিশয় বীৰ্য্য বৃদ্ধি ও
ইন্দ্রিয় সকল অতিশয় সবল হয়। অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া ইহা
সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ ক্লান্তিদূর ও শরীর বলবান হয়। (ভাবপ্রা)

শিখলোহিত (পুং) বৃক্ষবিশেষ, চলিত কুঁড়ুমুড়া।

শিখা (স্ত্রী) শী (শীতো ব্রহ্মত্ব। উণ্ ৫২৪) ইতি খ হ্রস্বো
গুণাভাবশ্চ, ত্রিরাঃ টাপ্। ১ অগ্নিআশা। পর্যায় আল, কীল,
অর্জিঃ, হেতি। (অমর) চলিত আশুপের শীসু।

হোমকালে অগ্নির শিখা কিরূপ হইলে শুভ বা অশুভ হয়,
তিথিতে তাহার বিধান এই রূপ লিখিত আছে—

“অর্জিয়ান্ পিণ্ডিতশিখং সর্পিঃ কাকনসরিতঃ।

বিদ্বঃ প্রদক্ষিণৈশ্চৈব বহিঃস্রাং কার্যাসিদ্ধয়ে ॥

অশুভ লক্ষণ—

অগ্নে রুক্ষ সন্ধুলিঙ্গ বামাবর্তে ভগ্নানকে।

আত্রকাঠৈশ্চ সম্পন্নং ফুৎকারবতি পাবকে ॥

কৃষ্ণাক্তিবি স্তূহগন্ধে তথা লহতি মেদিনীম্।

আহতী জুহুয়াং বশ্চ তস্ত নাশো ভবেদ্রং ॥” (তিথিতত্ত্ব)

যে স্থলে হোমাগ্নি অতিযুক্ত, ও পিণ্ডিত শিখাবিশিষ্ট, আহতি
মত যতাদি কাকনবর্ণ তুল্য, বিদ্ব প্রদক্ষিণ যুক্ত, সেই স্থলে হোম
কারীর কার্য সিদ্ধি হইয়া থাকে।

যে স্থলে অগ্নিশিখা—অগ্ন, রুক্ষ, সন্ধুলিঙ্গযুক্ত, বামাবর্ত আত্র
কাঠ দ্বারা সম্পন্ন, ফুৎকারযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, দুর্গন্ধ এবং মৃত্তিকাস্থ
সেই সকল অশুভ লক্ষণ। হোমকালে অগ্নিশিখা উক্ত
লক্ষণাক্রান্ত হইলে কর্তার নাশ হইয়া থাকে।

২ শিরোমধ্যস্থ কেশ, চলিত টিকী। পর্যায়—চূড়া, কেশ-
পাশী, জুটকা, জুটিকা, কেশী, শিখাডিকা। (হেম)

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে চারি বর্ণেরই (হিন্দুমাত্রেরই) শিখা
ধারণ অবশ্য কর্তব্য। পূজা অগ্নি প্রভৃতি করিবার সময় শিখা
বন্ধন করিতে হয়, মুক্ত শিখ হইয়া কোন কার্য করিতে নাই।
শিখা বন্ধনকালে মন্ত্র পাঠ পূর্বক শিখা বাধিতে হয়। ব্রাহ্মণাদি
বর্ণভিন্ন গায়ত্রী পাঠ করিয়া শিখা বন্ধন করিবেন। শিখা বন্ধন না
করিয়া আচমন করিলে শুদ্ধি লাভ হয় না, অতএব শিখা বন্ধন
করিয়াই আচমন করিবে। আচমনের পর ধর্মকার্যের
অনুষ্ঠান বিধেয়।

“গায়ত্র্যাতু শিখাং বদ্ধা নৈবর্ত্য্যৈ ব্রহ্মরত্নতঃ।

কুটিকাক ভতো বদ্ধা ততঃ কৰ্ণ সমাচরেৎ ॥

শিখবন্ধনান্তমাচমনং যথা—

নিবদ্ধ শিখ আসীনো দ্বিজ আচমনং চরেৎ।

কৃষ্ণোপবীতং লঘোহংশে বাও মনঃকারসংযতঃ ॥

মুক্ত শিখান্তাচমনে যোষ্যে যথা—

“শিরঃ প্রোবৃত্ত্য কণ্ঠং বা মুক্তকচ্ছ শিখোহপি বা।

অকৃষ্ণা পাদয়ো শৌচং আচায়েৎ প্যাপ্যুর্চিবেৎ ৫” (আহিকতত্ত্ব)

শূদ্রও শিখাবন্ধন ও মোচনকালে নির্যোক মন্ত্রপাঠ
করিবেন। তাঁহারও শিখা বন্ধন না করিয়া কোন কার্য করিতে
পারিবেন না। শূদ্রদিগের শিখাবন্ধনমন্ত্র—

“ব্রহ্মবাণীসহস্রাণি শিববাণী শতানি চ।

বিকোঁনাম সহস্রৈশ্চ শিখা বন্ধং করোম্যহং ॥

শিখামোচন মন্ত্র—

“গচ্ছন্ত সকলা দেবা ব্রহ্মবিকুমহেশ্বর্যঃ।

তিষ্ঠত্বত্রাচলা লক্ষ্মীঃ শিখামুক্তং করোম্যহম্।” (আহিকতত্ত্ব)

ভারতীর আখ্য-সমাজে বহু পূর্বকাল হইতেই শিখা ধারণ

প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণ (১৭৩৫), গোতিল
গৃহস্থত্র (৩৫১২) প্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থে শিখা ধারণের কথা
আছে। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণের বিশ্বাস, যে হিন্দুর শিখা নাই,
তাঁহার হাতের জল শুদ্ধ নহে। “আশিখং ভূভতে শব্দত পিপি-
তানশা”। (হরিবংশ)

৩ শাখা। ৪ বহিঁচূড়া। ৫ লাললিকী। ৬ অগ্রমাত্র।

(তাগবত ৩১৫৫০) ৭ চূড়ামাত্র। ৮ প্রপদ। (মেদিনী)

৯ অধান। ১০ শিখা। ১১ যুগি। (হেম) ১২ স্রবজর,

কামজর। (শব্দরত্না) ১৩ তুলসীযুক্ত। ১৪ জটামাংসী।

১৫ বচ। (বৈজ্ঞকনি)

শিখাকন্দ (স্ত্রী) শিখাযুক্ত কন্দো যন্ত। গুজন, চলিত
গাঁজর, শালগাম।

শিখাচল (পুং) ময়ূর, শিখাবল ইহার পাঠান্তর।

শিখাজট (ত্রি) শিখায়াঃ জট। যন্ত। বাহার শিখার জট
হইয়াছে, জটায়ুক্ত শিখাবিশিষ্ট। (মহ ১২১২)

শিখাস্তক (পুং) কাকপক্ষ। (হেম)

শিখাতরু (পুং) শিখায়াঃ বীপশিখারাতরুরিব। ১ বীপবৃক্ষ,
চলিত পিলুঙ্গ। (ত্রিকা০)

শিখাদামনু (স্ত্রী) শিরোমালা, মস্তকস্থ মালা।

শিখাধর (পুং) শিখায়াঃ ধরঃ। ১ ময়ূর। (শব্দমালা)

২ মজ্জবোষ। (ত্রিকা০) ৩ শিখাধারি মাত্র।

শিখাধার (পুং) শিখাং ধরতীতি ধৃ-অণ্। ময়ূর। (শব্দরত্না)

শিখান (দেশজ) শিখা করান, শিখা দেওয়া।

শিখাপতি (পুং) ঋষিতেদ। (সংস্কারকৌ)

শিখাবন্ধ (পুং) শিখার বন্ধঃ। শিখাবন্ধন, শিখার অগ্রভাগ-
মস্তপাঠ পূৰ্ণক বন্ধন করিতে হয়। [শিখাবন্ধ দেখ]

শিখাভরণ (স্ত্রী) অলঙ্কার বিশেষ। (বিক্রমোর্কসী)

শিখামণি (পুং) মুকুট। (রত্নমালা ৩৩৩)

শিখামূল (স্ত্রী) শিখাযুক্তঃ মূলং বস্তু। গুজন, গাঁজর। (রাজনি°)

শিখাল (পুং) শিখা অন্ত্যর্থে লচ্। ময়ূর। (বৈজ্ঞকনি°)

শিখালু (পুং) ময়ূরশিখা। (রাজনি°)

শিখাবৎ (ত্রি) শিখা বিভক্তেহত মতৃপ্ বস্তু বা। ১ অগ্নি।

২ চিত্রকবৃক্ষ। (অমর) ৩ কেতুগ্রহ। (শব্দরত্না°) (ত্রি)

৪ শিখাযুক্ত, শিখাবিশিষ্ট। ত্রিরাং ভীপ্। শিখাবতী ১ নৃক।

২ শিখাবিশিষ্ট।

শিখাবর (পুং) শিখা বিভক্তে হত-শিখা (দন্তশিখাং সংজ্ঞারায়।

পা ৪২।১৩০) ইতি বলচ্। বস্তু লভং। পনস বৃক্ষ, কাঁটাল-

গাছ। (শব্দমালা)

শিখাবল (পুং) শিখা অন্ত্যর্থে বলচ্। ১ ময়ূর। (অমর)

“শিখাবলনগরং, শিখাবলা সূগা” (পা ৪২।১৩৩ কাশিকা)

শিখাবলা (স্ত্রী) শিখা বলচ্-টাপ্। ময়ূরশিখা। (রাজনি°)

শিখাবলী (স্ত্রী) অগ্নিশিখাসমূহ, শিখাসমূহ।

শিখাবৃক্ষ (পুং) শিখার বৃক্ষ ইব। দীপবৃক্ষ, চলিত পিলবুজ।

শিখাবৃদ্ধি (স্ত্রী) শিখের বৃদ্ধি যত্নঃ। কারিকাবৃদ্ধি, প্রাত্যহিক

দেয়লাভ। (স্বতি) মূলধন নষ্ট না হইয়া প্রত্যহ যে বৃদ্ধিলাভ

হয়, তাহাকে শিখাবৃদ্ধি কহে।

শিখিকণ্ঠ (স্ত্রী) শিখিনো ময়ূরস্ত কণ্ঠ ইব আকৃতি বস্তু। তুখ,

তুঁতে। (রত্নমালা)

শিখিগ্রীব (স্ত্রী) শিখিনঃ গ্রীবের আকৃতিবস্তু। তুখ, তুঁতে।

শিখিতা (স্ত্রী) শিখিনো ভাবঃ তন্। শিখীর ভাব বা ধর্ম।

শিখিতীর্থ (স্ত্রী) তীর্থভেদ।

শিখিদিশ্ (স্ত্রী) অগ্নিকোণ। (বৃহৎস° ৯৫।৪)

শিখিধ্বজ (পুং) শিখিনো ধ্বজ ইব। ১ ধুম। (ত্রিকা°)

শিখী ময়ূরোধ্বজে বস্তু। ২ কাষ্ঠিকের। (শব্দরত্না°)

শিখিন্ (পুং) শিখাভ্রাতৃতীতি শিখা (স্ত্রী)হাদিভ্যন্। পা

৪২।১১৬) ইতি ইনি। ১ ময়ূর। ২ অগ্নি। ৩ চিত্রকবৃক্ষ।

(অমর) ৪ বলীবর্ধ। ৫ শর। ৬ কেতুগ্রহ। ৭ ক্রম। কুকুট।

(মোদনী) ৯ ষোটক। (হেম) ১০ অজলোমা। (রত্নমালা)

১১ সিতাবর। ১২ মেথিকা। (রাজনি°) ১৩ পর্কত।

১৪ ব্রাহ্মণ। ১৫ দীপ। ১৬ বিবভেদ। (পৰ্যায়মুক্তা°) ১৭

স্নানিযশশক। (ভাবপ্র°) ১৮ শূকশিখী, চলিত আলকুশী।

১৯ বকপকী। ২০ পিত্ত। (বৈজ্ঞকনি°) (ত্রি) ২১ শিখাযুক্ত,

শিখাবিশিষ্ট।

শিখিনী (স্ত্রী) শিখিন্ ত্রিরাং ভীপ্। ১ ময়ূর শিখা। (রাজনি°)

২ ময়ূরী।

শিখিপুচ্ছ (স্ত্রী) শিখিনঃ পুচ্ছ (স্ত্রী) শিখিনঃ পুচ্ছঃ। ময়ূর-
পুচ্ছ, ময়ূরবর্হ, ময়ূরের পাখা।

শিখিপুচ্ছভূতি (স্ত্রী) শিখিপুচ্ছত ভূতিঃ। পুচ্ছতর। (চক্রবর্ত্ত)

শিখিপ্রিয় (পুং) শিখিনঃ প্রিয়ঃ। লঘুবদর, ছোটকুল।

শিখিমণ্ডল (পুং) বরুণবৃক্ষ, বরুণগাছ। (শব্দরত্না°)

শিখিমোদা (স্ত্রী) শিখিনং মোদরতীতি যুদ-গিচ্-অচ্-টাপ্।

অজমোদা। (রাজনি°) পাঠান্তর ‘শিখিমোটা’।

শিখিমূপ (পুং) শ্রীকারী যুগ। (রাজনি°)

শিখিবর্দ্ধক (পুং) শিখিনং জঠরাগ্নিং বর্দ্ধয়তীতি-বৃধ-বুল্।

কুয়াণ্ড, ইহা কোষ্ঠাগ্নিবর্দ্ধনকর। (শব্দরত্না°)

শিখিবাসস্ (পুং) পর্কতভেদ। (বিকৃপু° ২২।২৭)

শিখিবাহন (পুং) শিখী বাহনং বস্তু। ময়ূরবাহন, কাষ্ঠিক।

শিখিব্রত (স্ত্রী) শিখিনো ব্রতং। ব্রতবিশেষ। প্রতিপদ

তিথিতে একবার ভোজন করিয়া যথাবিধানে এই ব্রতাস্ত্রাণ

করিতে হয়। ব্রত সমাপ্ত হইলে কপিলাধেয় দান করা বিধেয়।

যিনি এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তাহার বৈশ্বানর লোকে

গতি হয়।

“বন্ধো প্রতিপদাদিনী ব্রতানি ব্যাস শ্ররতাম্।

প্রতিপদেকতক্কাশী সমাপ্তে কপিলা প্রদঃ।

বৈশ্বানরপদং যাতি শিখিব্রতমিদং স্বতম্ ॥” (গরুড়পু° ১২৯অ)

শিখীব্রত (স্ত্রী) সিতাবরী কুপ, চলিত শুভনি শাক। (রাজনি°)

এবাদ আছে যে এই শাকভোজনে অতিশয় নিদ্রা হয়।

শিখোপনিষৎ (স্ত্রী) উপনিষত্ত্বং।

শিগুড়ি (স্ত্রী) স্নানামখ্যাত কুপ, হিন্দী চন্দ্রালী। গুণ—কটু, উষ্ণ,

বাত ও পৃষ্ঠশূলনাশক, যোগদ্বারা রসায়ন ও দেহদার্দ্রাকর।

শিগ্র (পুং) শেতে স্নেহেপি বায়ো-শী (জড়াদ্রব্যশ্চ। উগা° ৪।১০২)

ইতি-কঃ, হ্রস্বো গুণাগমশ্চ। ১ শাক। (অমর) ২ বৃক্ষ বিশেষ,

চলিত সজিনা গাছ। (Moringa pterygosperma, syn.

Horse radish tree) হিন্দী সোজিন, তামিল যোরুগা, তৈলঙ্গ

হুতুগচেট্টু, মূলগ। সংস্কৃত পর্যায়—হরিতশাক, শাকপত্র, সূপত্রক,

উপদ্রব, কামাদ্রব, কোমলপত্রক, বহুমূল, দংশমূল, তীক্ষ্ণমূল।

গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, বাত, কফ, বৃদ্ধাজাত ও

ব্রণদোষনাশক, দীপন, পথ্য ও পাচন। ইহা নীল, বেত ও রক্ত

ভেদে তিন প্রকার। নীলশিগ্র তীক্ষ্ণ, কটু, বাহু, উষ্ণ, পিচ্ছিল,

জড়, বাত ও শূলনাশক, চক্ষুর হিতকর ও রুচিকারক।

বেত শিগ্র কটু, তীক্ষ্ণ, পোকা, ও বায়ুদোষনাশক, অদ-

ব্যাহার, রুচিকর, দীপন, ও মুখের জড়তানাপক।

রক্ত শিগ্রু—রসায়ন, শোক, আত্মান, বায়ুরোগ ও পিত্তরোগ রোগনাশক। (রাজনি°)

শজিনার পত্র, ফুল ও ফল এই তিন প্রকারই তক্ষ্যবীর। ইহা অতি সুখরোচক। ইহার ফুলগুণ—কটু রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ বীণা, স্নায়ু, শোষণনক এবং ক্রমি, কফ, বায়ু, বিদ্রুপি, স্রীহা ও শুষ্করোগনাশক। রক্ত শজিনার ফুল—চক্ষুর হিতকর এবং রক্ত-পিত্তপ্রসাধক।

ইহার ফল গুণ—মধুর, কষায় রস, অগ্নিপ্রদীপক, এবং কফ, পিত্ত, শূল, কুষ্ঠ, কষ, খাস ও শুষ্কনাশক। (ভাবপ্রকাশ) শজিনার ফল সাধারণতঃ শজিনার খাড়া নামে অভিহিত হয়। বানপ্রস্থাপ্রমী ও বিধবা প্রভৃতির ইহা ভোজন করিতে নাই।

“বজ্রৈরগধুমাংসঞ্চ ভোমামি কবকানি চ।

ভূতৃণং শিগ্রু কঠৈব স্নেহাতকফলানি চ ॥” (মহু ৩।১৪)

শিগ্রুক (পুং) শিগ্রু-স্বার্থে কন্। শিগ্রু, সজিনা। (মহু ৩।১৪) শিগ্রুজ (ক্লী) শিগ্রোজায়তে ইতি জন-ড। ১ শোভাজন বীজ। পর্যায়—শ্বেত মরিচ। (অমর)

(ত্রি) ২ শিগ্রু ভব মাত্র।

শিগ্রু তৈল (ক্লী) শিগ্রোতৈলং। শিগ্রুবীজভব তৈল, শজিনার বীজ হইতে যে তৈল হয়। গুণ—কটু, উষ্ণ, কফ ও বাতনাশক, বগ্ন, দোষ, ব্রণ, কণ্ডুতি ও শোফনাশক, পিচ্ছিল। (রাজনি°)

শিগ্রুবীজ (ক্লী) শিগ্রোবীজং। শোভাজন বীজ, শ্বেত মরিচ। “শোভাজনস্ত যবীজং তৎশ্বেতমরিচং স্মৃতম্।” (শব্দচক্রিকা)

শিগ্রুশাক (ক্লী) শজিনা শাক, শিগ্রু বৃক্ষের শাক। গুণ—কটু, বাত ও কফ নাশক, কটু, উষ্ণ, দীপন, রুচিকর, ও ক্রমিনাশক। (রাজনি°)

শিঙ্গ, আত্মাণ, ভূদি° পরসৈ° সক° সেট্। এই ধাতু ইদিং, শিধি শিধ ধাতু। লট্ শিভ্যতি। লোট্ শিভ্যত্। লিট্ শিভিষ্য। লুঙ্ অশিভ্যৎ। সন্ শিভিষ্যাত। যঙ্ শেভিষ্যতে। শিচ্-শিভ্যতি। লুঙ্ অশিভিষ্যৎ।

শিঙ্গ (দেশজ) শূঙ্গ, শূঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ।

শিঙ্গয়, সংস্কারপদ্ধতিপ্রণেতা। ইনি মকনাচাধ্যের পুত্র।

শিঙ্গড়া (দেশজ) বৃক্ষ বিশেষ।

শিঙ্গধরগীশ, নাটকপরিচিহা, রসার্ণবস্থাপক ও শিল্পপালীয় নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি শিঙ্গধরগী সেন ও শিঙ্গরাজ নামে পরিচিত ছিলেন।

শিঙ্গহার (দেশজ) দেবদারুজাতীয় বৃক্ষবিশেষ।

শিঙ্গা (দেশজ) বাতন্ত্র্যবিশেষ, ইহা শূঙ্গ দ্বারা নির্মিত হয়, বড়ভাল রামাঙ্গা নামে কথিত।

শিঙ্গাড়া (দেশজ) খাড়া জন্ম বিশেষ, বরদা মাথিরা জ্ঞানু প্রভৃতি

পুর দিয়া দ্বতে ভাজিলে ইহা প্রস্তুত হয়। ২ শূঙ্গাটক, পাণিকল। [শূঙ্গাটক শব্দ দেখ]

শিঙ্গী (দেশজ) মৎস্ত বিশেষ। শূঙ্গী শব্দের অপভ্রংশ, শূঙ্গী মৎস্ত। [শূঙ্গী শব্দ দেখ]

শিঙ্গেল (দেশজ) শূঙ্গবিশিষ্ট, শূঙ্গবিশিষ্ট জন্তু। প্রবাদ আছে যে দাঁতাল, মাতাল ও শিঙ্গেল দেখিলে তাহা হইতে দূরে অবস্থান করিতে হয়।

শিঙ্গণ (ক্লী) শিঙ্গাণ।

শিঙ্গণদেব একজন হিন্দু রাজা। সঙ্গীতরসাকরপ্রণেতা শাক-দেব ইহার সভায় বিদ্যমান ছিলেন।

শিঙ্গাণ (ক্লী) শিঙ্গ-আণক, পূর্বোদ্ভাষিত্যং কলোপঃ (উণ্ ৩।৮৩) ১ কাচপত্র। ২ লোহমল। ৩ নাসিকী মল, চলিত নাকের শিকনি। নাকের পেচুটী। (মেদিনী)

শিঙ্গাণক (পুং ক্লী) শিঙ্গতে ইতি শিঘ্ (আণকো লুদু শিঘ্ধাঞত্যঃ। উণ্ ৩।৮৩) ইতি আণক। ১ স্নেহা, নাসা-মল। (উজ্জল) ২ অশ্বসমূহের নাসাগত রোগবিশেষ।

শিঙ্গাণিকা (ক্লী) ১ কাচপাত্র। লোহমল, মধুর। ৩ নাসামল।

শিঙ্গিত (ত্রি) শিঙ্গ-ক। জাত, বাহার জ্ঞান লওয়া হইয়াছে।

শিঙ্গিণী (ক্লী) নাসাছিদ্র। (হেম)

শিচ্ (ক্লী) শিক্য। (শব্দরত্না°)

শিচকা (দেশজ)

শিজ, শিজি শিজ ধাতু, এই ধাতু ইদিং। অশ্বটু ধনি, অব্যক্ত ধনি। অধাধি° পক্ষে চুরাদি বা ভূদি°। অশ্বনে° অক° সেট্। অদাদি পক্ষে লট্ শিঙ্জে, শিজাতে, শিজতে। লুঙ্ অশিঙ্জত। লিট্ শিশিঙ্জে। লুট্ শিজিতা, লুঙ্ অশিজিষ্ট। চুরাদি পক্ষে শিজরতে, ভূদি পক্ষে শিজতে।

শিজ (দেশজ) শুষ্কভেদ।

শিজ্জা (ক্লী) শিজ অব্যক্তশব্দে (শুরোশি হলঃ। পা ৩।১।১০৩) ইতি-টাপ্। ১ ভূষণশব্দ। (শব্দরত্না°) ২ ধ্বংসপদ।

শিজার (পুং) ধ্বংসভেদ। (শব্দ ৮।৪।২৫)

শিজাত (ক্লী) শিজ-ক। ভূষণ-ধনি।

“নবানি বিশ্বশকরা বিহরিণী করেণায়ুগোৎ

ততঃ কিশলয়ভ্রমায় বরমবান্ধিকপদ্মরতঃ ॥

ততো বলরশজিতং ভ্রমরগুজিতাশকরা

উহরিত কুহরবধনিধিরা ততো সূক্ষিতা ॥” (উটট)

শিঞ্জিন্ (ত্রি) শিজা বিভক্তেত ইত্যর্থ ইন্। ভূষণ শব্দ-বিশিষ্ট, অব্যক্ত ধনিসূচক।

শিজ্জিনী (স্রী) শিজ্জি আকট্টমুকাশকারতে ইতি শিজ্জ
শিনি, ত্রিমাং জীপ্। ১ খুজ্জপ্। (অমর) ২ নুপুর।

শিট, অনার। জুদি। পরশৈ। মক্। সেট্। লট্। শেট্।
লোট্। শেট্। লিট্। শিট্। লুট্। অশেট্। সন্। শিপি-
টিবতি। যট্। শেটিট্যে। শিচ্। শেট্। লুট্। অসিটিট্।

শিটা (দেশজ) মল, মলা, গাদ, কাইট, আটা।

শিড়্। শিড়্ (দেশজ) শৈত্যভাষ্যক্ দেহে শীত অহুতব।

শিড়ী (দেশজ) সোপান।

শিঙাকী (স্রী) খাচ্ছব্যবিশেষ।

“শিঙাকী রাজিকাত্তৈম্মানুলকদলজ্জৈঃ।

সর্বপষরসৈকপি শালিপিত্তসংযুতৈঃ।

শিঙাকী রোচনী শুক্লী পিত্তশ্লেষকরী যুতা ॥” (রাজনি°)

প্রস্তুত প্রণালী—শালিপিত্ত ও মূলকদল দ্রব্য রাজিকা বা
সর্বপ সংযুক্ত হইলে তাহাকে শিঙাকী কহে। গুণ—রুচিকর,
গুরু ও পিত্তশ্লেষবদ্ধক।

শিত (ত্রি) শো-তন্। করণে ক্ (শাচ্ছোরস্ততস্তাং। পা ৭।৪।৪১)
ইতি ইকারাদেশঃ। ১ জ্বল। ২ নিশিত। শাণিত, তীক্ষ্ণ,
ধারাল। ৩ ক্ষয়প্রাপ্ত। (বিখ) (পুং) ৪ বিশ্বামিত্র গোদ্রীম এক
জন ঋষি। (ভারত ১৩।৪।৫৩) ৫ বৃষ। (স্রী) ৬ রজত, রৌপ্য।

শিতকর (পুং) কপূর। (রাজনি°)

শিতকর্ণী (স্রী) রাসা, বাসক গাছ। (রাজনি°)

শিতছত্রা (স্রী) শতছত্রা। (বৈজ্ঞকনি°)

শিততা (স্রী) শিত্ত ভাবঃ তল্। টাপ্। শিতের ভাব বা
ধর্ম, তীক্ষ্ণতা।

শিতদ্রু (স্রী) শতদ্রু নদী। (অমর) ২ ক্ষীরমোরট চলিত
ক্ষীর করড়। (রত্নমালা)

শিতনিগুণ্ডী (স্রী) কৃষ্ণনিগুণ্ডী, চলিত কাল নিশিলা। (রস°র°)

শিতপর্ণ (পুং) ক্ষুদ্র মুক্তক। (বৈজ্ঞকনি°)

শিতপুষ্ণ (পুং) শিরীষ বৃক্ষ। (রাজনি°)

শিতপুষ্পক (স্রী) কাশতৃণ। (রাজনি°)

শিতশাক (পুং) শালিক শাক। (পর্যায় মুক্তা°)

শিতশিব (স্রী) সৈকদলবর্ণ। ২ মিশ্রেরা। (স্রী) ৩ শতছত্রা।

শিতশূক (পুং) ১ ঘব। ২ গোধূম। (ত্রিকা°)

শিতসার (পুং) তিস্ক বৃক্ষ, চলিত গাব গাছ। (রাজনি°)

শিতাদ্রিকর্ণী (স্রী) শ্বেতাপরাধিতা। (রাজনি°)

শিতামন্ (স্রী) বাহু, যক্ণ, বোনি ও মেহ।

“শিতামত উৎসাদতোহৃদাৎ” (গুরু বজ্ ২।১।৪৩)

“শিতামতঃ বাহুপ্রদেশাৎ, শিতাম শব্দেন বাহুব্জক্কাণি-
মেবাংস্তাচ্যন্তে” (মহীধর)

শিতি (ত্রি) শতি সৌত্রো ধাতুঃ (ক্রমি তমি শতি শুভা মত ইচ্।
উণ্ ৪।১২১) ইতি ইন্, সচ কিৎ, অত ইকারশ্চ। ১ তরু।
২ কৃষ্ণ। (পুং) ভূজবৃক্ষ।

“শিতিত্রিযু সিতে কৃষ্ণে ভূর্জে সারোহপি চ যয়োঃ।” (শব্দরত্না°)
৩ উক্ত বর্ণবিশিষ্ট, গুরু ও কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট।

শিতিককুদ (ত্রি) শুভ্রবর্ণককুদবিশিষ্ট।

(তৈত্তিরীয়া সং ৫।৩।১৪২)

শিতিকক্ক (ত্রি) শুভ্রবর্ণ কৃষ্ণবিশিষ্ট। (গুরু বজ্ ২।৪।৪)

শিতিকণ্ঠ (পুং) শিতিঃ কণ্ঠে যন্ত। ১ শিব, মহাদেব, নীলকণ্ঠ।
(অমর) ২ দাড়াহপক্ষী, চলিত ডাকপাখী। (ত্রিকা°) ৩ ময়ূর।

শিতিকণ্ঠ, ১ প্রয়োগদর্পণপ্রণেতা পদ্মনাভ দীক্ষিতের গুরু।
২ কুলস্থত্রচরিতা। ৩ তত্ত্বচিন্তামণি টীকা ও শিতিকণ্ঠীয় নামক,
জ্ঞানশাস্ত্রপ্রণেতা। ৪ মহার্ষ্যপ্রকাশ নামক তত্ত্বগ্রন্থচরিতা।

শিতিকণ্ঠদীক্ষিত, ভবানন্দীপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থচরিতা মহা-
দেব পুণ্ড্রমাকরের গুরু। ইনি ত্রীকণ্ঠ নামেও পরিচিত।

শিতিকণ্ঠক (পুং) শিতিকণ্ঠ স্বার্থে কন্। ময়ূর। (ত্রি) ২ কৃষ্ণ-
বর্ণ কণ্ঠযুক্ত।

শিতিকেশ্ (ত্রি) স্বন্দারুচর ভেদ। (ভারত ৯ পর্ব)

শিতিক্স (ত্রি) শুভ্রতাপ্রাপ্ত। (অথর্ষ° ১।১।১২)

শিতিচার (পুং) শাকবিশেষ, স্থনিযজ্জক, চলিত শুভনি শাক।
(জটধর)

শিতিছদ (পুং) শিতি ছদৌ যন্ত। হংস। (শব্দরত্না°)

শিতিনস্ (ত্রি) শুভ্রবর্ণ নাসাবিশিষ্ট। (পা° ৫।৪।১১৮ বাহিক)

শিতিপক্ষ (পুং) শিতী শুক্রো পক্ষৌ যন্ত। হংস।

শিতিপদ্ (ত্রি) শুভ্রবর্ণ পাদবিশিষ্ট। (ঋক্ ১।৩৫।৫)

শিতিপাদ (ত্রি) শুভ্রবর্ণ পাদবিশিষ্ট। “শিতি পাদো হৃদ্যান্
রথং” (ঋক্ ১।৩৫।৫) “শিতিপাদঃ শিতয়ঃ শ্বেতবর্ণাঃ পাদা
যেবাং তে শিতিপাদাঃ, যদা শিতি শ্বেতবর্ণস্তাটিকাদিঃ স ইব
পাদো যেবাং তে।” (সারণ°)

শিতিপৃষ্ঠ (ত্রি) শিতিঃ শুভ্রঃ পৃষ্ঠঃ যন্ত। শুভ্রবর্ণ পৃষ্ঠবিশিষ্ট।
“শিতিবাহুঃ শিতিপৃষ্ঠস্ত মৈত্রা বার্ষ্পত্যঃ” (গুরু বজ্ ২।৪।৭)
“শিতিপৃষ্ঠঃ শ্বেতপৃষ্ঠঃ” (মহীধর)

শিতিপ্রভ (পুং) বিষ্ণু। (বিষ্ণু মন্ত্রনাম)

শিতিবাহু (ত্রি) শুভ্রবর্ণ-বাহুবিশিষ্ট। (গুরু বজ্ ২।৪।৬)

শিতিভসদ (ত্রি) পশ্চাদ ভাগ শুভ্রবর্ণবিশিষ্ট। (কাঠক ১।৭।৭)

শিতিভ্রু (ত্রি) শ্বেতবর্ণ জয়ন্ত, শুভ্রবর্ণবিশিষ্ট। ইহাদের
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বহু।

“আধেরাঃ শিতিভ্রুবো বহুনাঃ” (গুরু বজ্ ২।৪।৬)

“শিতিভ্রবঃ শ্বেতবর্ণ জয়ন্তাঃ অত্রো বহুনাঃ বহুদেবতাঃ” (মহীধর)

শিতিমাংস (ক্লী) মেঘঃ, মেঘাধাতু।

শিতিমূলক (ক্লী) ১ উল্লী, চলিত বেণা। (রাজনি°)

শিতিরন্ধ (ত্রি) শুভ্রবর্ণ কণ্ঠরন্ধ।

শিতিললাট (ত্রি) শুভ্রবর্ণ ললাট বিশিষ্ট।

(পা° ৬২।১৩৮ বাহুব্রিক)

শিতিবর (পুং) শিতিবার, স্থনিবরক শাক, চলিত শুভনি শাক।

শিতিবাল (ত্রি) শিতিবার রত লম্বঃ। শিতিবার।

(শত° ব্রা° ৪।১।১০)

শিতিবাসস্ (ত্রি) শিতিঃ কৃষ্ণঃ বাসো যত। নীলাশ্বর, বলদেব। (ভাগবত ৬।১৬৩০)

শিতিসারক (পুং) শিতিঃ সারো যত কন্। তিসুকবুক, গাবগাহ। (অমর)

শিতীক্ষু (পুং) উশনার পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু°)

শিতীমন্ (ক্লী) শিতামন, বাহ, বহুং, যোনি ও মেঘ।

(তৈত্তিরীয় সং ৫।৭।১২)

শিতেয়ু (পুং) উশনার পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু°) পাঠান্তর শিনেয়ু।

শিতেয়ু (পুং) উশনার পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপুরাণ)

শিতপুট (পুং) পশু। (তৈত্তিরীয় সং ৫।৫।১৭।১) হরিণ।

শিত্যংস (ত্রি) শিতিকক।

শিত্যোষ্ঠ (ত্রি) শুভ্রবর্ণ ওষ্ঠযুক্ত।

শিথির (ত্রি) শিথিল। "শিথিরেব দেবাধাতে ক্রামঃ" (খক্ ৫।৮।৫।৮) 'শিথিরেব শিথিলানীব শিথিলবন্ধনানি ফলানীব'।

শিথিল (ত্রি) শ্রুণ (অজি রশি শির শিথিলেতি। উণ্ ১।৫৪) ইতি কিরচ্ প্রত্যয়েন-সাধু। ১ ব্রধ, আগলা, ঢিলা। ২ ক্লান্ত, অবসন্ন। ৩ অলস, জড়। (ক্লী) ৪ মন্দবন্ধন। ৫ মধুরত্ব। ৬ সংযোগ বিশেষ।

"প্রচয়ঃ শিথিলাখ্যো যঃ সংযোগস্তেন জ্ঞাতো।" (ভাষ্যপরিচ্ছেদ) কিকিদ্ অবয়বচ্ছেদ দ্বারা অজ্ঞ অবয়বের যে সংযোগ, তাহাকে শিথিল সংযোগ কহে। ৭ পীড়নাক্রম। (হুত্রত)

শিথিলীকরণ (ক্লী) শিথিল-ক-অচুত তদ্বাবে চি, ক-লু। পূর্বে যাহা শিথিল করা ছিল না, তাহাকে শিথিল করা।

শিনি (পুং) কত্রিয়ভেদ। (উণ্ ৪।৫১) অক্রুরের পিতা।

"অক্রুরঃ কৃতকর্ণাচ সত্যকশ্চ শিনৈঃ স্রুতঃ।" (ভারত ২।৪।৩০)

শিনিবাহু (পুং) নদীভেদ। (বিষ্ণুপু°)

শিনিবাস (পুং) পর্কতভেদ। (ভাগবত ৫।১৬।২৬)

শিনেয়ু (পুং) উশন্তের পুত্রভেদ। (হরিবংশ) বিষ্ণুপুরাণ মতে উশনার পুত্রভেদ। [শিতেয়ু দেখ]

শিনেনপ্ত (পুং) সাত্যক। (ত্রিকা°)

শিপিবিক্রুক (পুং) কীটভেদ। (অথর্ক ৫।২।১৭)

শিপিবিস্ট (পুং) শিপিবিষ্ট। (অমরটীকার রমানাথ)

শিপাটক (পুং) অমাত্যভেদ। (রাজতন্ত্র° ৬।৩৫০)

শিপি (পুং) রশ্মি, কিরণ।

"শৈত্যাংশরনবোগাক্ত শিপিবারি প্রচক্ষাতে।

তৎপানাত্রকণাচ্চৈব শিপয়ো রশ্ময়ো মতাঃ।

তেষু প্রবেশাৎ বিশেষঃ শিপিবিষ্ট ইবোচ্যতে ॥" (বাসবচন) ৩ কুটী। (অমরটীকা রায়মু°)

শিপিবিষ্ট (পুং) ১ ধলতি, দ্রুতগামী, স্বভাবতঃ অনাবৃতমেঢ়। ২ মহেশ্বর। (অমর) ৩ কুটী। (অমরটীকা রায়মু°) ইহার পাঠান্তর শিপবিষ্ট পাওয়া যায়।

৪ বিষ্ণু। (বিষ্ণুর সহস্রনাম) (ত্রি) ৫ পশুবিষ্ট।

"পুরোডাশং নিরবপন্ শিপিবিষ্টায় বিষ্ণুঃ।" (ভাগ° ৪।১৩।৩৫)

'শিপিষু পশুযু যজ্ঞরূপেণ প্রবিষ্টায়, তথ্যচ স্রুতিঃ যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ পশবঃ শিপিঃ যজ্ঞ এব পশুযু প্রতিষ্ঠীতীতি' (স্বামী)

শিপিবিষ্টক (ত্রি) শিপিবিষ্ট সঙ্গ।

শিপিবিষ্টবৎ (ত্রি) শিপিবিষ্ট অন্ত্যার্থে মতৃপ্, মত্ৰ ব। শিপিবিষ্ট সঙ্গ।

শিপ্রা (পুং) দেবভোগ্য সরোবর বিশেষ। কালিকাপুরাণে এই সরোবরের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, পুরাকালে বিদ্যাতা দেবগণের উপভোগের জন্য হিমালয় পর্বতে শিপ্রা নামে এক মহাসরোবর সৃষ্টি করেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ এই সরোবরে বিহার করিয়া থাকেন। দেবতাদিগের জীড়াসরোবর বলিয়া তাঁহারা ইহাকে অতি যত্নপূর্বক রক্ষা করেন। যুনি ব্যতীত অজ্ঞ কোন মনুষ্য তথায় বাইতে পারে না। যদি মানব বিশেষ তপঃপ্রভাবে ঐ স্থানে গমন এবং ঐ জলে স্নান করেন, তাহা হইলে তাহারা অমরত্ব লাভ করেন। এই সরোবর বর্ষাকালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হয় না, চিরকালই এক ভাবে থাকে। এই সরোবর হইতে শিপ্রা নদীর উৎপত্তি হইয়াছে।

শিপ্রক (পুং) সুশর্মার হত্যাকারী ব্যক্তি বিশেষ।

(বিষ্ণুপু° ৪।২৪।১২)

শিপ্রবৎ (ত্রি) শোভনহযুক্ত। (খক্ ৬।১৭।২)

শিপ্রা (ক্লী) নদীবিশেষ। এই নদীর উৎপত্তির বিষয় কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে যে, বর্ষিষ্ঠ দেব যখন অরুণতীকে বিবাহ করেন, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাহা-দিগকে শান্তি ও আশীর্বাদ প্রদান করেন। ঐ শান্তিকল প্রথমে মানস পর্বতকন্দরে পতিত হয়, পরে তাহা আবার সপ্তদ্বা-বিভক্ত হইয়া মানস পর্বত হইতে হিমালয় পর্বতের গুহা, সাহ ও সরোবরে পৃথক পৃথক ভাবে পতিত হইতে থাকে। ঐ জল

হইতে কতক পরিমাণ অস শিগ্র সরোবরে পতিত হয়। ঐ জল পতিত হইয়া শিগ্র সরোবর অভিশয় বাড়িতে লাগিল, তখন বিষ্ণু চক্র দ্বারা গিরিশঙ্ক ছেদনপূর্বক লোকহিতাভিলাষে সেই প্রবৃত্ত জলরাশিকে পুণ্যতরায় নদী করিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। শিগ্র সরোবর হইতে ইহার উৎপত্তি হইল, এই জন্ত শিগ্রা নাম হইয়াছে। এই নদী গঙ্গার দ্বার পাপনাশিনী। মানব কান্তিকমাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই নদীতে স্নান করিলে বিষ্ণুলোকে গমন করে। এই পূর্ণিমা তিথিতে স্নান করিতে পারিলে এবং কেবল কান্তিক মাসে স্নান করিলেও ব্রহ্মলোকে গতি হয়। (কালিকাপুং ১৯ অ° ২৪ অ°)

২ উজ্জয়িনীর নিকট প্রবাহিত প্রসিদ্ধ নদী।

৩ হম্ব। “পীত্বী শিগ্রো অবপন্নঃ” (ঋক্ ৮।৬।১০)

‘শিগ্রো হনু’ (সারণ)

শিগ্রীণীবৎ (ত্রি) শিগ্রবান্, ইন্দ্র। “শিগ্রাভ্যাং শিগ্রীণীবান্” (ঋক্ ১০।১০৫।৫) ‘শিগ্রীণীবান্ শিগ্রবান্ ইন্দ্রঃ’ (সারণ)

শিগ্রিন্ (ত্রি) শোভন হনুযুক্ত ইন্দ্র। ‘শিগ্রিন্ রাজানাপতে’ (ঋক্ ১২।৯।২) ‘শিগ্রিন্ শোভনহনুযুক্তঃ, শিগ্রোহনুসাসিক বা শিগ্র-মত্বর্থাৎ ইনিঃ’ (সারণ)

শিগ্র (পুং) শিফা। (অমরটীকা বিজ্ঞাবিনোদ)

শিফা (স্ত্রী) বৃক্ষের জটাকার মূল, (তরুমূল) চলিত শিকড়।
পার্থ্য—জটা, মূল, (জটাকার)

৩ নদীভেদ। “হতে তে জাতায় প্রবণে শিফায়াঃ” (ঋক্ ১।১০৪।৩) ‘শিফায়াঃ শিফানাম নদী ততাঃ। ৪ মাংসিকা। ৫ মাতা। (মেদিনী) ৬ শতপুষ্পা। ৭ হরিত্রা। (রাজনি°)

৮ পদ্মকন্দ। (যুক্তটীকৃত স্বামী) ৯ লতা। (মহু ৯।২৩০, মেধাতিথি)

শিফাক (পুং) শিফা-ইব কন্। পদ্মমূল। (শব্দরত্না°)

শিফাকন্দ (পুং) শিফাযুক্তঃ কন্দো যন্ত। পদ্মমূল। পার্থ্য—করহাট, শিফাক, পদ্মকন্দ, কর্কট, শিফা, কন্দ। (যুক্তটীকৃত স্বামী)

শিফাধর (পুং) শিফায়া ধরঃ। শাখা। (শব্দচ°)

শিফারুহ (পুং) শিফায়া রোহতীতি রুহ-ক। বটবৃক্ষ। (রাজনি°)

শিফ্র (ত্রি) ১ বসায়ুক্ত, চক্ৰী বিশিষ্ট। (অথর্ব ৭।৯।১২)

২ স্থপক।

শিম্ (দেশজ) শিম্বী।

শিম্ (পুং) শিম্বী, চলিত ছিম।

শিমার (দেশজ) গুণ্ডভেদ। (Valisneria octandra)

শিমি (স্ত্রী) শিম্বী।

শিমিরাজরাজী (দেশজ) গুণ্ডভেদ। (Dolichos glutinosus)

শিমিক (স্ত্রী) কান্নারহ একটা গ্রাম। (রাজতর° ৩।১৮৩)

শিমিদ্ (স্ত্রী) ঐন্দ্রজালিকভেদ। (অথর্ব ৪।২৫।৪)

শিমিদ্ (ত্রি) বায়ুযুক্ত, আত্মাত। (তৈত্তিরীর আর° ৪।৯।১)

শিমিরাজরাজী (দেশজ) গুণ্ডভেদ। (Hedysarum tuberosum)

শিম্বী (স্ত্রী) শিম্বী।

শিম্বীবৎ (ত্রি) শিম্বী-মতুপ, মস্য বা। বীৰ্য্যকর্মোপেত। “অতস্য শিম্বীবতো ভামিনঃ” (ঋক্ ১।৮৪।১৬) ‘শিম্বীবতঃ বীৰ্য্যকর্মো-পেতান্।’ (সারণ)

শিমুল (দেশজ) স্বনামখ্যাত বৃক্ষ বিশেষ। শিমুলগাছ। (The silk-cotton tree, Bombax heptaphylla) এই বৃক্ষের কলে তুলা হয়, ঐ তুলা দ্বারা গদি ও বালিশ প্রভৃতি হইয়া থাকে।

শিম্বুড়ী (স্ত্রী) সুপবিশেষ। হিন্দী—চানোনী। পার্থ্য—মতিলা, বলা, পল্লাহারিশি, দ্রবংপত্রী, বাতরী, গুড়পুন্দী। গুণ—কটু, উষ্ণ, বাত ও পৃষ্ঠশূলনাশক। রসায়নে প্রযুক্ত হইলে শরীরের দৃঢ়তাকারক হয়। (রাজনি°)

শিম্ব (পুং) চক্রমর্দ, চলিত চাকুন্দে গাছ। (শব্দচ°)

শিম্বল (পুং) শম্বলী কুম্ভ। “শিম্বলং চিচ্চি বৃশ্চতি” (ঋক্ ৩।৫৩।২২) ‘শিম্বলং শম্বলীকুম্ভম্’ (সারণ)

শিম্বা (স্ত্রী) শিম্ব-টাপ্। ১ কলারাদি গুল্ক, কলারাদিকোষ, চলিত হুঁটা, ছিমড়া। পার্থ্য—সম্বী, সিধা, সিধী, শিম্বী, শিম্বিকা, শিধি। শিমি। (হেম) ২ স্বনামখ্যাত লতা, চলিত ছিমগাছ। শিম্বীপুস্তক ও শিম্বী ভেদে ইহা দুইপ্রকার। গুণ—পাকে মধুর, শীতল, গুরু, বলকর, দাহবর্জক, স্নেহজনক এবং বাত-পিত্তনাশক। (ভাবপ্র°)

রাজবল্লভ মতে শিম্বা বিবিধ প্রকার। যথা—

“শিম্বাতু বিবিধা রুক্ষবাতলা বাহুলীতলা।

বিষ্টান্তানী কথায়ামি বিটুক্রকফনাশিনী ॥” (রাজব°)

ইহা রুক্ষ, বাতবর্জক, বাহ ও শীতল, বিষ্টান্তজনক, কথার, অগ্নি, বিষ্ঠা, গুরু ও কফনাশক। ২ মুস্তক। (বৈদ্যকনি°)

শিম্বতি (ত্রি) সুখ। “শিম্বাতা মিত্রেব ঋতা” (ঋক্ ১০।১০৬।৫) ‘শিম্বাতা শিম্বাতৌ সুখ নামৈতৎ। শিবেন হুঃখানাং তনুক্রমেন হেতু নাতিতং প্রাপ্তমতি। শিঞ্ নিনশানে অশ্বাৎ শিবমতি বাহুলকাৎ ব প্রত্যাস্তো, মুস্ত নিপত্যতে, অততে কর্মণি বঞ্’ (সারণ)

শিম্বি (স্ত্রী) শিম্বা। (হেম) ২ ঐন্দ্রক। (ভাবপ্র°)

শিম্বিক (পুং) রুক্ষ মূল, মূলবিশেষ।

‘কৃষ্ণে প্রবরবাসন্ত হারমহলশিম্বিকাঃ।’ (হেম)

শিম্বিকা (স্ত্রী) শিম্ব-কন্-টাপ্। শিম্বা। (শব্দরত্না°)

শিম্বিজ (পুং) শিম্বি জন-ড। ১ শিম্বিযুক্ত। ২ রক্তকুলম্ব।

শিস্বিনী (স্ত্রী) অগ্নি শিখালতা, বড় বেতছিন্ন। (রাজনি°)
২ কৃক চটকা। (বৈজ্ঞকনি°)

শিস্বিপর্ণিকা (স্ত্রী) শিখীপর্ণী :স্বার্থে কন্-টাপ্। মূলপর্ণী,
চলিত যুগানী। (রত্নমালা)

শিস্বিরিজ্জণী (স্ত্রী) বনমূল। (বৈজ্ঞকনি°)

শিস্বিরীটিকা (স্ত্রী) স্বর্ণ জীবন্তী। (বৈজ্ঞকনি°)

শিস্বী (স্ত্রী) শিখি পক্ষে ভীষ্। শিখা, খাত্তাদির কঙ্ক, খাত্তা-
দির খোলা। ২ শিখীখাত্ত। ৩ শিখী, ছিন্ন। মূলপর্ণী। যুগানী।
৪ কপিকঙ্ক, চলিত আলকুণী। (রাজনি°)

শিস্বীখাত্ত (স্ত্রী) মূলপাদি বিদল। যুগ প্রভৃতি দাহলের সাধারণ
নাম শিখীখাত্ত। শমীজ, শিখীজ, শিখীভব, সূর্য ও বৈদল এই
ক একটা শিখা খাত্তের নাম। গুণ—মধুর ও কষায় রস, ক্রক,
কটু বিপাক, বায়ুনাশক, কফ ও পিত্তনাশক, মলমূত্ররোধক এবং
শীতবীৰ্য। (ভাবপ্র°)

শিস্বীফল (স্ত্রী) আহল্যকূপ। (রাজনি°)

শিস্বীভব (পুং) শিখীখাত্ত। (ভাবপ্র°)

শিমু (পুং) ১ বধকারী রাক্ষসাদি। ২ শময়িতা।

“দহান্ শিমুশ্চ পুরহৃত” (ঋক্ ১১০.১৮)

“শিমু শময়িতুন, বধকারিণো রাক্ষসানীশ্চ শমু উপশমে
শময়তি সর্বং তিরকরোতীতি রাক্ষসাদিঃ শিমুঃ। ঔগাদিকো
যুন” (সায়ণ)

শিমুর (দেশজ) ১ শীর্ষ, শীর্ষ শব্দের অপভ্রংশ। ২ শয়ন করিবার
সময় যে দিকে মস্তক থাকে, তাহাকে শিমুর কহে।

শিয়ামোস্ (দেশজ) চতুস্তদ জন্তবিশেষ। [সিয়ামোষ দেখ]

শিয়াল (দেশজ) শূগাল শব্দের অপভ্রংশ, ফেল, শিখা।

শিয়ালকাঁটা (দেশজ) কূপাবিশেষ। ইহার পত্র কণ্টকাকীর্ণ।
ফল হইতে তৈল হয়। গাছের আটা কতাদির নালীনিবারক।

শির (পুং) ১ পিঙ্গলী মূল। (মে'দনী) ২ মস্তক। (জটায়র)
৩ শয্যা। ৪ অঙ্গর। (সংক্ষিপ্তসার উণ°)

“শিরোবাটী শিরোহনতো রজোবাটী রজন্তথা।”

(জটায়রধৃত কোষান্তর)

শিরঃকপাল (স্ত্রী) নরমস্তক।

শিরঃকপালিন্ (পুং) শিরঃ কপালোহস্তাতীতি ইনি। নৃকরোটি-
ধারী সন্ন্যাসী। এক শ্রেণীর সন্ন্যাসী আছে, বাহারা
নরমস্তক হস্তে করিয়া ভিক্ষা করিয়া থাকে।

শিরঃকম্প (পুং) শিরসঃ কম্পঃ। মস্তককম্পন, মাথা কাঁপা।

শিরঃকম্পিন্ (ত্রি) শিরঃ কম্প অস্ত্যর্থ ইনি। মস্তককম্প-
বিশিষ্ট, শিরঃকম্পবিশিষ্ট। বার্কাক্যানিত বাহ্যর মস্তক
নিরন্তর কম্পিত হয়।

শিরঃকর্ণ (স্ত্রী) মস্তক ও কর্ণ, মস্তক ও কর্ণ এই দুয়ের সমাহার।

শিরঃকৃন্তন (স্ত্রী) শিরসঃ কৃন্তনঃ। শিরঃশ্বেদন, মস্তককর্জন।

শিরঃক্রিয়া (স্ত্রী) অগ্রে নয়ন। ২ মাথায় ভোলা।

শিরঃপট্ট (পুং) উকীষ, মাথার পাকড়ী।

শিরঃপাক (পুং) শিরোরোগ বিশেষ। (শাল'ধর ১৭৮৫)

শিরঃপীঠ (স্ত্রী) গ্রীবা, শিরোধরা, ষাড়।

শিরঃপীড়া (স্ত্রী) শিরসঃ পীড়া। মস্তকের পীড়া, শিরঃশূল।

শিরঃপ্রদান (স্ত্রী) শিরসঃ প্রদানং। মস্তক প্রদান, মস্তকদান।

শিরঃফল (পুং) শিরস্তলাং ফলং বস্ত্র। নারিকেল। (ত্রিকা°)

শিরঃশ্বেদ (পুং) শিরঃশ্বেদঃ। শিরঃশ্বেদন, মস্তকছেদন।

শিরঃশিল (স্ত্রী) কান্দীরহিত দ্রববিশেষ। (রাজতর° ৮২৪২৩)

শিরঃশূল (স্ত্রী) শিরসঃ শূলং। মস্তকে বেদনাজনিত রোগ,
মাথা ধরা ইত্যাদি রোগ। [শিরোরোগ দেখ।]

শিরঃশেষ (ত্রি) শিরঃ শেষো বস্ত্র। ১ বাহু। ২ মস্তকা-
বশেষবিশিষ্ট।

শিরকা (পারসী) মস্তবিশেষ। পাচন ইকুরস। ইহাতে
আচারের জন্য আত্মাদি ফল ভিজাইয়া রাখিলে নষ্ট হয় না।

শিরগুল্লি (দেশজ) বৃক্কেদ।

শিরজ্জ (পুং) শিরা জায়তে ইতি জন ড। কেশ। (শব্দরত্ন°)

শিরনামা (পারসী) পত্রাদির উপরি ভাবে যে নাম ও ঠিকানাদি
লেখা থাকে, তাহাকে শিরনামা কহে।

শিরপা (দেশজ) ১ অশ্বের চঞ্চলতা। ২ রাজাহুগ্রহের পরি-
চায়ক রাজবত্ত বস্ত্রাদি। রাজারা প্রিয় অমাত্যদিগকে পুরস্কার-
স্বরূপ যে শালাদি বস্ত্র দান করে।

শিরস্ (স্ত্রী) শিরঃ শ্রেয়তে (স্বাদে শিরঃ ক্রিচ্চ। উণ° ৪।১২৩)

ইতি অম্বুন্, সচ কিং। ধাতোঃ শিরাদেশশ্চ। ১ শিখর।

২ মস্তক। সুখবোধে লিখিত আছে, গর্ভকালে একমাসে
মস্তক জন্মে। (সুখবোধ) ৩ প্রধান।

“যোগায় সংখ্যশিরসে প্রকৃতীশ্বরায়।”

(ভাগবত ৪।১৪।৪৫)

শিরসিজ্জ (পুং) শিরসি জায়তে ইতি জন ড সপ্তম্যাঃ অলুক।
কেশ। (জটায়র)

শিরসিরুহ্ (পুং) শিরসি রোহতীতি কহ-ক। কেশ। (শব্দরত্ন°)

শিরস্ক (স্ত্রী) শিরস্-কন্। ১ শিরস্ত্রাণ। (হেম) (ত্রি) ২ শির
সঞ্চী, মস্তক সঞ্চীর।

শিরস্তম্ (অব্য°) শিরস্-তসিল্। মস্তক হইতে মস্তকে।

শিরস্ত্রা (স্ত্রী) শিরস্ত্রায়তে ইতি ত্রৈ-ক। শিরোরক্ষণ সন্ন্যাস,
চলিত টোপ। (অমর)

শিরস্ত্রাণ (স্ত্রী) শিরস্ত্রায়তেহেনেন ত্রৈ-ল্যাট্। শিরোরক্ষণ

সম্রাট, চলিত উকীল, পাকড়ি, টুপি, খোপড়া, টোপ, টোপর।
পর্যায়—ঈর্ষণ্য, ঈর্ষক, শিরক, শিরস্ত। (অমর ও হেম)

“অপনীত শিরস্ত্রাণাঃ শেযান্তঃ শরণং যমুঃ।” (রঘু ৪।৩৪)

শিরস্য (পুং) শিরস্ (শাখাভিভ্যো বৎ। পা ৪।৩।১০০)
ইতি বৎ। বিশদ কট, নির্মল কেশ, পরিষ্কৃত চুল। পর্যায়—
ঈর্ষণ্য। (ত্রি) ২ শিরঃসম্বন্ধীয়। (পুং) ৩ কেশ, শিরোজ।

শিরঃস্থান (ক্লী) প্রধান স্থান।

শিরঃস্রুতি (ত্রি) যিনি শিরঃস্থান করিয়াছেন, যিনি সমস্ত
শরীর মজ্জন করিয়া স্থান করিয়াছেন।

শিরঃস্থান (ক্লী) ১ মস্তক পর্য্যন্ত সকল অঙ্গ জলে নিমজ্জন
করিয়া স্থান। ২ কাকস্থান।

শিরা। (ক্লী) ধমনী, শরীর মধ্যস্থিত রক্ত গমনের পথ, চলিত
শির। লক্ষণ—

“সন্ধিবন্ধনকারিণো দৌষধাতুবহাঃ শিরাঃ।

নাভ্যাং সর্বাণি বদ্ধান্তাঃ প্রভবন্তি সমস্ততঃ।

শরীরং সকলকৈতৎ শিরাভিঃ পোষ্যতে সদা।

প্রাণালীভিরিবারামাঃ কুল্যাভিঃ ক্ষেত্রাশ্রয়বৎ।

প্রসারণাকুঞ্চনাদি ক্রিয়াভিঃ সততং ভবনো।

শিরা এবোপকূর্কন্তি তাঃ স্রাঃ সপ্ত শতানি তু।” ইত্যাদি।

(ভাবপ্র° ১ভা°)

শিরা সকল সন্ধি স্থানের বন্ধনকারিণী, শরীরে যে যে সন্ধি
স্থান আছে, শিরা সকল সেই সেই সন্ধি স্থান বন্ধন করিয়া থাকে।
ইহা দৌষ এবং ধাতুবাহিনী সকল শিরাই নাভি স্থানে সংবদ্ধ,
ঐ নাভি দেশ হইতে শিরা সকল শরীরের চারিদিকে বিস্তৃত হই-
য়াছে। উদ্ভানস্থিত বৃক্সসমূহ যেরূপ পয়ঃপ্রাণালীদ্বারা পুষ্ট হয়, কুল্যা
দ্বারা যেরূপ ক্ষেত্রের পোষণ হয়, তজ্জপ শিরাসমূহ দ্বারা ধাতু
বাহিত হইয়া শরীর পুষ্ট হইয়া থাকে। সর্বসমেত শিরার সংখ্যা
৭০০ শত, এই সকল শিরাই সর্বত্র শরীরের প্রসারণ ও আকুঞ্চন
ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে। অর্থাৎ শিরাসমূহ দ্বারা শরী-
রের সকল অংশে রস সঞ্চারিত হইয়া আকুঞ্চন ও প্রসারণাদির
সাহায্যে দেহের রক্ষা ও পোষণ হইয়া থাকে।

বৃক্ষের পত্রের মধ্যস্থিত সেবনী অর্থাৎ ডাঁটা হইতে যেরূপ
শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট হস্ত হস্ত শিরা সকল চতুর্দিকে নিঃসৃত
হইয়া পত্রের সর্বস্থানে ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ দেহীদিগের সমস্ত
শরীরের শিরা সকল ব্যাপ্ত হইয়া আছে।

জীব সকলের প্রাণ নাভিদেশে অবস্থিত, ঐ নাভিদেশেই
শিরাসমূহের মূল। নাভিদেশ হইতেই শিরা সকল বাহির হইয়া
শরীরের সকল দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ইহার আকৃতি চক্রের
কার্য। চক্রের অর সকল যেমন তাহার নাভির চারিদিকে আবদ্ধ

থাকে, তজ্জপ জীবগণের শরীরস্থ শিরাসমূহ তাহারিগের নাভি
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, শিরা সকল ৭০০ শত। ইহাদের মধ্যে
মূল শিরা ৪০টি। তন্মধ্যে বায়ুবাহিনী দশ, পিত্তবাহিনী দশ,
কফবাহিনী দশ এবং রক্তবাহিনী দশ এই ৪০টি মূল শিরা।

এই সকল মূল শিরা হইতেই শাখাপ্রশাখা রূপে ৭০০ শত
শিরা বাহির হইয়াছে। ১৭৫টি বায়ুবাহিনী শিরা বাহির হইয়া
পকাশয়ে অবস্থিত আছে। পিত্তবাহিনী শিরা ১৭৫, এই সকল
শিরা পিত্তের স্থান অর্থাৎ আমাশয় ও পকাশয়ের মধ্য স্থানে
অবস্থিত। কফবাহিনী ১৭৫, ইহার কফ স্থান আমাশয়ে
অবস্থিত, অবশিষ্ট ১৭৫টি রক্তবাহিনী শিরা। এই সকল শিরা
রক্তাশয় ও যকৃৎ প্রীহা দেশে অবস্থিত করে।

শিরার স্থাননিরূপণ—পূর্বেই ১৭৫টি বায়ুবাহিনী শিরার
মধ্যে প্রত্যেক সন্ধি ও বাততে ২৫টি করিয়া এক শত শিরা
কোষ্ঠদেশে ৩৪টি তন্মধ্যে নিতম্ব, গুহ ও মেট্রদেশে ৮টি, হৃদৈপার্শ্বে
হুইটি করিয়া চারিটি, পৃষ্ঠদেশে ৬টি, উদরে ৬ এবং বক্ষে দশ।
যকৃৎ দেশের উপরি ভাগে ৪১টি শিরা অবস্থিত। তন্মধ্যে গ্রীবা
দেশে ১৪, হৃদৈকর্ণে ৪, হিহবা দেশে ২, নাসিকায় ৬, ও হুই চক্ষুতে
চারিটি করিয়া ৮ বায়ুবাহিনী শিরা এইরূপে সর্ব সমেত ১৭৫টি।

অবশিষ্ট শিরাসমূহেরও এইরূপ বিভাগ অভিহিত হইয়াছে,
কেবল বিশেষ এই যে, পিত্তবাহিনী শিরা চক্ষুদ্বয়ে দশটি, কর্ণদ্বয়ে
হুইটি, রক্তবাহিনী শিরা চক্ষুদ্বয়ে ৮টি, কর্ণদ্বয়ে চারিটি, এবং
শ্লেষ্মবাহিনী শিরা গ্রীবাদেশে ১৬, এবং কর্ণে হুই এইরূপ
প্রকারে ৭০০ শত শিরার বিভাগ জানিতে হইবে।

বায়ু যখন আপনার শিরার মধ্যে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে
থাকে, তখন বহ্ন-ক্রিয়ায় কোন ব্যাঘাত হয় না এবং বুদ্ধি শক্তির
মোহ ঘটে না; বরং অগ্রান্ত্র নানা প্রকার গুণ ঘটয়া থাকে।
কিন্তু যখন বায়ু আপন শিরা মধ্যে কুপিত হয়, তখন বায়ু জ্ঞান
নানা প্রকার পীড়া হইয়া থাকে।

পিত্ত শরীর শিরা মধ্যে সঞ্চার করিতে থাকিলে শরীরে কান্তি,
অগ্নি, রুচি, অগ্নির দীপ্তি, শরীরের স্বাস্থ্য এবং অপর্যাপ্ত অনেক
গুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু পিত্ত যখন কুপিত হইয়া অকীয়
শিরা মধ্যে অবস্থিত করে, তখন পিত্তজনিত নানাবিধ
রোগ হয়।

শ্লেষ্মা যতক্ষণ প্রকৃতিস্থ অবস্থায় নিজ শিরা মধ্যে বিচরণ করে,
তখন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলের স্খিত্য, সন্ধি সকলে দাৰ্ঢ্য, মনের
ক্ষান্তি এবং আরও নানা প্রকার গুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে।
কিন্তু শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া উক্ত শিরায় প্রবল হইলে শ্লেষ্মাজনিত
নানাবিধ রোগ হয়।

রক্ত প্রকৃতির অবস্থার খীর শিরা মধ্যে বিচরণ করিতে থাকিলে শাভু সকলের পূরণ, বর্ণের উজ্জ্বলতা এবং স্পর্শ জ্ঞানের তীব্রতা ও বল, পুষ্টি প্রভৃতি বিবিধ প্রকার গুণ হয়। কিন্তু ঐ রক্ত কুণিত হইয়া বিচরণ করিলে রক্তজন্ত নানা প্রকার পীড়া জন্মে।

পূৰ্বোক্ত শিরাসকল যে কেবল বায়ু, শিত্ত বা ককেই বহন করে, এমন নহে। অবস্থান্তরে ইহারা বাতাসি ত্রিধোকেও বহন করিয়া থাকে।

শিরার বর্ণভেদ।—যে সকল শিরা বায়ু দ্বারা পূর্ণ থাকে, তাহাদের বর্ণ অরুণ, যে সকল শিরা শিত্তপূর্ণ, তাহাদের বর্ণ নীল, এবং তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে উষ্ণ বলিয়া বোধ হয়। কফপূর্ণ শিরা সকল শীতল, গৌরবর্ণ ও স্থির এবং রক্তপূর্ণ শিরা সকল রক্তবর্ণ এবং অনতি শীতোষ্ণ। (সুশ্রুত শারীরস্থ)।

পাশ্চাত্য মতে শিরাতত্ত্ব।

পাশ্চাত্য দেহবিজ্ঞানবিদগণ মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া মানবদেহে যে সকল শিরার সন্ধান পাইরাছেন, “এনাটমী” নামক গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল বিবরণ এখানে সম্যক্রূপে আলোচিত হওয়া অসম্ভব। শিরাতত্ত্বের প্রধান ও সারাংশ এখানে সংলিখিত হইল। সমগ্র মানবদেহে ধমনী ও স্নায়ুর দ্বারা শিরাজালে বেষ্টিত। কেবল ফুসফুসীয় শিরা চতুষ্টয় বাতীত দেহের অপরিষ্কৃত শোণিত রাসিক বহন করিয়া ফুসফুসে লইয়া যাওয়াই শিরাসমূহের প্রধানতম কার্য। চর্শ্বের নীচে আমরা বহুল নীলিম শিরা দেখিতে পাই। শিরাসমূহ স্পন্দনহীন ও অপরিষ্কৃত রক্তে পূর্ণ। অপর পক্ষে ধমনী স্পন্দনযুক্ত। ধমনীগুলি পরিষ্কৃত ও পরিশোধিত রক্ত বহন করিয়া দেহের সর্বত্র সঞ্চারিত করে।

এই শিরাসকল দ্বারা দেহের সর্বস্থানের কৈশিক সকল হইতে রক্ত জংশিতে নীত হয়; ইহারা কৈশিক শিরা (ক্যাপিলারি) হইতে আরম্ভ হয় এবং পরস্পর-মিলিত হইয়া তুলকার শৈরিক কাণ্ড নির্মাণ করে। সাধারণতঃ শিরাসমূহকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়;—প্রথম বা অগভীর শ্রেণী, সুপারিকিউল ক্যাপিলারের স্তরমধ্যে অবস্থিত করে, ইহারা ধমনীদিগের সহবর্তী হয় না; দ্বিতীয় বা গভীর শিরাস্রেনী ধমনী সকলের সহিত একত্র অবস্থিতি করে, এবং সাধারণতঃ উহাদের সহিত একত্রে একটি কোব (Sheath) দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। বৃহৎ বৃহৎ ধমনীর সহিত কেবল একটি মাত্র শিরা থাকে; কিন্তু ক্ষুদ্রতর, যথা,—প্রকোষ্ঠের, হস্তের, পদের, ও ধমনী সকলের হুটী করিয়া শিরা থাকে, ইহাদিগকে স্মৃশিরা (‘ভেনি কমিটন’) বলে।

ধমনী অপেক্ষা শিরা সকল পরস্পর বাহ্যল্যপে সন্নিহিত হয়, এতদ্রিক্তন দেহের সকল স্থান হইতে কংশিতে রক্ত প্রত্যাগমনের সুযোগ ও সুবিধা হয়।

কতকগুলি শিরার বিশেষ স্বভাব দৃষ্ট হয়; যথা,—ভাট্ট-ত্রীর শিরা, মস্তিষ্কের শৈরিক শ্রণালীসকল এবং পোষ্ট্যাল শিরা; ইহারা ধমনীর সহবর্তী হয় না, ও ইহাদিগের নির্মাণ স্বভাৱে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। শিরামধ্যে সচরাচর দূষিত নীল-বর্ণের রক্ত থাকে, কিন্তু প্যাগুমোনারি শিরাতে ধমনীর দ্বারা লোহিত বিপুল রক্ত থাকে। গ্রন্থি পদার্থ হইতে যে শিরা নির্গত তদন্তর্গত রক্ত গ্রন্থির ক্রিয়াধিক্য ঘটিলে, ধমনীর রক্তের দ্বারা লোহিত হয়।

শিরা সকলের বৃত্তের তুলনায় উহাদিগের প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা; সুতরাং ইহা অল্পপ্রস্থভাবে কর্তন করিলে মিলিত হইয়া যায়।

শিরা-প্রাচীর প্রসাংশীল, দৃঢ় ও ধমনী সকলের দ্বারা সহজে ছিন্ন হয় না; সাধারণতঃ শিরা সকল তিনটি আবরণ দ্বারা নির্মিত, এবং শৈরিক বিধানের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই আবরণের নির্মাণ-বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।

আন্তান্তরিক আবরণ বা শিরার যে অংশ রক্তস্রোতে সংলগ্ন থাকে, তাহা সাধারণ কোবঝিল্লি (সেল-মেম্ব্রন) দ্বারা নির্মিত। এই ঝিল্লির এণ্ডোথিলিয়াল কোষ সকল ধমনী সমূহের ঐ সকল কোব অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এবং অপেক্ষাকৃত কম; কিন্তু উহাদিগের উভয়ের সাধারণ সংস্থান শ্রণালী ও বাহ্য-বরষ প্রায় একই রূপ। এই ঝিল্লীর বাহ্যিক একটা স্তর অস্পষ্ট আবরণ বর্তমান থাকে, তাহাকে ইন্টারমিডিয়েট বা মধ্যবর্তী বা বাবধ্যাক স্তর বলে। ইহা আবার একটি আন্তান্তরিক-হিত-স্থাপক পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে। ইহা ধমনী সকলের এই স্তরের দ্বারা পরিবর্তিত নহে।

মধ্য-আবরণ পেশীর শিরা ও হিতস্থাপক তন্তু দ্বারা নির্মিত; হিতস্থাপক তন্তু সকলের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প, এই সকল হিতস্থাপক তন্তুর সহিত প্রচুর পরিমাণে খেতবর্ণের সৌত্রিক (ফাইব্রাস্) তন্তু বর্তমান থাকে, এ কারণে শিরা সকল ধমনী অপেক্ষা দৃঢ়তর এবং চাপসহিষ্ণু হয়। অধিকাংশ স্থলে এই হিতস্থাপক ও শৈশিকত্ব সকল শিরাকে চক্রাকারে বেষ্টিত করিয়া বর্তমান থাকে। আবার, কোন কোন শিরার আদৌ শৈশিক স্তর দৃষ্ট হয় না। এ কারণে শিরা সকলকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়;—শৈশিক ও পেশীবহীন। পার্যামেটার ও ডিটার্যামেটারে শিরা সকল, রেটিনার শিরা সকল, ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল জুগুলার শিরাসকল এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোকের

ফুলের (প্লাসেন্টা) মাতৃ-অংশের শিরা সকল পৈশিক হৃৎ-বিহীন।

পৈশিক শিরা সকলকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়;—
১, যে সকল শিরায় হৃৎ সকল লক্ষভাবে অবস্থিত করে; যথা,—গর্ভাবস্থার অরাম্যুর শিরা সকল। ২, যে সকল শিরায় পেশীর আবরণের অভ্যন্তর স্তরের হৃৎ সকল চক্রাকারে, এবং বাহ্যস্তরের হৃৎ সকল অমূল্যভাবে অবস্থিত; যথা,—ভেনা-কডার ইন্কিবিয়র, ভেনা আজাইগাস, পোর্টাল, হিপ্যাটিক, ইন্টার্গাল স্পারমাটিক, রেছাল ও আকিসলারি শিরা সকল। ৩, যে সকল শিরা একটি অভ্যন্তরিক ও বাহ্য অমূল্য হৃৎ দ্বারা, এবং মধ্যস্তর মণ্ডলাকার পৈশিক হৃৎ দ্বারা বিনির্মিত; যথা,—ক্রুয়াল পোপ্লিটয়াল শিরাসকল। ৪, যে সকল শিরায় পৈশিক হৃৎ মণ্ডলাকারে শ্রেণীবদ্ধ; যথা,—উর্দ্ধ ও নিম্ন শাখা সকলের কোন কোন শিরা।

ইনফিরিয়র ভেনাকডার থোরাসিক অংশ মধ্য বা পেশীর আবরণবিহীন শিরাসকল ভাল্‌ব্‌স্ বা কপাট সংযুক্ত; নিম্নাধার শিরাসমূহে এই কপাটের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। ভাল্‌ব্‌স্ বা কপাট সকল সাধারণতঃ দুইটা করিয়া পত্র বা খণ্ডযুক্ত; ইহারা সংযোগকারী শিরার রক্তের নিম্নে অবস্থিত করে। কপাটের প্রত্যেক পত্র অর্ধচক্রাকার, মুখপ্রদেশ রক্তস্রোতের প্রতিকূলে অবস্থিত, শিরার যে অংশে ভাল্‌ব্‌স্ অবস্থিত করে, সেই স্থান কতকাংশে কুঞ্চিত, এবং তাহার অব্যবহিত উর্দ্ধে একটি সাইনাস বা প্রসারিত স্থলী বর্তমান থাকে, এই স্থলী মধ্যে ভাল্‌বের পশ্চাৎ দিকে রক্ত প্রবেশ করিয়া কপাট রুদ্ধ করে।

ভাল্‌বের প্রত্যেকের পত্র হৃৎ সৌহিক সংযোজক তন্তু নির্মিত, এবং শিরার অন্ত্যন্ত অংশে যে প্রকার কোষ সকল দ্বারা অভ্যন্তরিক আবরণ নির্মিত, ইহাও সেই প্রকার এণ্ডো-থিয়াল কোষ দ্বারা আবৃত।

নিরালিখিত শিরা সকলে ভাল্‌ব্‌স্ দৃষ্ট হয় না, সুপিরিয়র ও ইনফিরিয়র ভেনাকডা, পোর্টাল শিরা, হিপ্যাটিক, রেনাল ও ইউটেরাইন শিরা সকল, এবং ভেরিয়ান শিরা সকল, পাল-মোনারি শিরা সকল, কেরাটি ও কশরুকা-মণ্ডল শিরা সকল, অস্থির ক্যালিসলেটেড্ (কোবীয়) তন্তুর শিরা সকল এবং আর্চেলকাল্ শিরা সকল।

ধমনী সকলের জায় শিরা সকলও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্ত প্রণালীদ্বারা পরিপোষিত হয়, ও সম্ভ্যাথেকি স্নায়ুবিধান হইতে স্নায়ু প্রাপ্ত হয়।

মেধের প্রধান প্রধান শিরা সকলের তালিকা।

(ক) যে সকল শিরা দ্বারা সুপিরিয়র ভেনাকডা নির্মিত হয়।

১—সাব ক্রেভিয়ান।

(১) ইন্টার্গাল জুগলার।

- ১। সুপিরিয়র সেরিভ্রাল শিরাসকল।
- ২। কার্পাস ট্রায়েটামের শিরা সকল।
- ৩। কোরয়িড প্রেক্সাসের শিরা সকল।
- ৪। সুপিরিয়র সেরিবেলার শিরা সকল।
- ৫। ইনফিরিয়র সেরিবেলার শিরা সকল।
- ৬। ল্যাটেরাল ও ইনফিরিয়র সেরিভ্রাল শিরা সকল।
- ৭। অক্স্যালমিক শিরা—১ ল্যাক্সিম্যাল, ২ রেটিনার সেন্ট্রাল শিরা, ৩ ইনফ্রা অর্বিট্যাল, ৪ সিলিয়ারি, ৫ এথমরি ড্যাল, ৬ প্যামিড্রাল, ৭ নেক্সাল।
- ৮। কেসিয়াল শিরা, ইহাকে আজিউলার কহে—১ প্যাক্সি-ড্রাল, ২ সুপার সিলিয়ারি, ৩ নাসিকার ড্রাল শিরা সকল, ৪ ওষ্ঠের সুপিরিয়র করোনারি শিরা সকল, ৫ ওষ্ঠের ইনফিরিয়র করোনারি শিরা সকল, ৬ কতক-গুলি বিউকাল শিরা, ৭ মেসেটারিক শিরা সকল, ৮ রেনাইন। ৯ সার মেন্টাল, ১০ ইনফিরিয়র প্যালে-টাইন শিরা।

৯। লিঙ্গিউয়াল কেরিজিয়াল শিরা সকল।

১০। সুপিরিয়র থাইরয়ড।

১১। অক্সিপিত্যাল।

১২। ডিপ্লোরির শিরা সকল।

(২) এক্সটার্নাল জুগলার।

- ১। ইন্টার্নাল ম্যাক্সিলারি—১ টেরিগরিড, ২ স্কীনোপ্যালে টাইন, ৩ আলভিওলার, ৪ ইনফ্রা অর্বিটাল, ৫ মেটাল, ৬ ইনফিরিয়র ডেন্টাল—৭, ডীপ টেম্পোরাল
- ২। সুপার ফিশ্যাল টেম্পোরাল—১ মিডল টেম্পোরাল আন্টেরিয়র অরকিউলার শিরাসকল, ৩ মুখমণ্ডলের ট্রান্সভার্স শিরা।
- ৩। পোষ্টেরিয়র অরকিউলার। পরে ইহা একষ্টার্নাল জুগলার নাম গ্রহণ করে, এবং গ্রীবা দেশ দিয়া গমন কালে অপর শিরার সহিত সম্মিলিত হয়।

৪। সার্ভাইকাল কিউটেনিয়াস।

৫। ক্লিকলো ক্যাপিউলার, প্রভৃতি।

(৩) ব্যাসিলারী।

- ১। ব্যাসিলিক—১ পোষ্টেরিয়র আলনার, ২ আন্টেরিয়র আলনার, ৩ মিডিয়ান ব্যাসিলিক।
- ২। সেকালিক—১ সুপারফিশ্যাল রেডিয়াল, ২ মিডিয়ান সেকালিক।

৩ সাবকামফ্রেজ শিরা-সকল।

৪ ইন্ফিরিয়াল ম্যাপিলোস।

৫ লং থোরাসিক।

৬ সুপিরিয়ার থোরাসিক।

৭ ম্যাক্রোমিয়াল শিরা-সকল।

২। দক্ষিণ ইন্টারন্যাল ম্যামারি শিরা সকল—

৩। ইন্ফিরিয়ার মাইয়েড, ইন্টারকষ্টাল শিরা-সকল,

৪। ভেন এজাইগস্।

১। দক্ষিণ ব্রডিকয়ান,

২। ইন্টারকষ্টাল শিরাসকল।

৩। সেমি এজাইগস্।

• (খ) নিম্নলিখিত শিরাসমূহ দ্বারা ইন্ফিরিয়ার ভেনা-কভার নিশ্চিত হয়।

(১) সাধারণ ইলিয়াক শিরা সকল :—

১। ফিমরাল বা কুরাল।

২। পোপ্লিটয়াল।

৩। ফিবিউলার ধমনী সকলের সহবর্তী এবং পোপ্লিটয়ালে মিলিত শিরা সকল।

এইগুলি একষ্টার্গাল সেফেনা ও ২ ইন্টারগাল সেফেনা ভেদে দ্বিবিধ। এই শিরা গুলিও আবার তিনটি বিভিন্ন বিভাগে সংজ্ঞিত; যথা—১ কতিপয় ঔদরীয় শিরা। ২ সারকমফ্রেজ ইলিয়াক। ৩ একষ্টার্গাল পিউবিক শিরা সকল।

১। কমন্ ইলিয়াক শিরা সকল।

২। ইন্টারগাল ইলিয়াক।

১। ভেসিক্যাল শিরা সকল—১ পুং জননেত্রিয়ের ডর্সাল শিরা সকল।

২। প্রাক্রোয়াটারান শিরা সকল—স্ত্রীলোকদের ক্রিটোরিসের শিরা সকল।

৩। মিডল সিক্রাল শিরা—১ ম্যাবডোমিনাল শাখা ২ ডর্সাল শাখা।

৪। লাম্বার শিরা সকল প্রত্যেক দিকে সংখ্যায় চারিটি।

১। স্পার্মাটিক প্লেকসেস (পুরুষদের), ২ ওভেরিয়ান, ফেলোপিয়ান নলী প্রভৃতির শিরাসকল।

৫। স্পার্মেটিক শিরা সকল।

৬। রিনাল শিরা সকল।

৭। ক্যাপসিউলার ও এডিপোজ শিরা সকল।

৮। হিমাটিক শিরা সকল।

৯। হিপটিক শিরা সকল।

১০। ইন্ফিরিয়ার ডায়ক্রাগমেটিক ২টি।

(গ) ছৎপিণ্ডের শিরা সকল।

১। গ্রেট রাইট্‌করোনারী।

২। স্মলরাইট্‌করোনারী।

৩। বামদিকের করোনারী সকল।

(ঘ) যে সকল শিরা দ্বারা ভেনাপোর্ট নির্মিত হয়।

১। স্পেনিক শিরা—১ ভাসা ত্রিভুজের অধরূপ শিরা সকল।

২ দক্ষিণ ও বাম এপেনোয়িক, ৩ ডিম্বোড়িতাল, ৪ প্যাংক্রিয়ার শিরা সকল ৫ পাকায়ের করোনারী শিরা,

৬ ক্ষুদ্র মেসেন্টারিক।

২। সুপিরিয়ার মেসেন্টারিক শিরা।

শিরা-প্রাচীর ধমনীর প্রাচীর অপেক্ষা পাতলা। কেননা ইহাতে স্থিতিস্থাপক ও পৈশিক বস্তুর পরিমাণ অতি অল্প। গভীর শিরা অপেক্ষা বাহ্য শিরাসমূহের এবং উর্দ্ধ শাখা অপেক্ষা অধঃশাখার শিরাসমূহের প্রাচীর স্থূলতর। ধমনী সমূহের দ্বারা শিরাসমূহ ও ফুসফুসীয় ও সার্কাদিক এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত।

ফুসফুসীয় শিরা সকল দ্বারা ফুসফুস হইতে রক্ত ছৎপিণ্ডের বাম প্রকোষ্ঠে চালিত হয়। এই রক্তগুলি পরিশোধিত। সার্কাদিক কৈশিক প্রণালী দ্বারা চালিত শৈবিক রক্ত ছৎপিণ্ডের দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে নীত হয়।

এতদ্ব্যতীত মাথার অভ্যন্তরে ও সর্বত্রই অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা আছে। ডিউরা-মেটেরের সাইনাসের সংখ্যা ১৫টি।

পালমোনারী শিরা।

ইহাদের সংখ্যা চারিটি। প্রত্যেক ফুসফুসে দুইটি করিয়া শিরা আছে। এই সকল শিরা দ্বারা ফুসফুসের দোষিত রক্ত ছৎপিণ্ডের বাম প্রকোষ্ঠে নীত হয়।

শিরাগ্রন্থি (পুং) গ্রন্থিরোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—বলবানের সহিত যুদ্ধ বা অতিরিক্ত ব্যায়াম প্রযুক্ত দুর্বল মানবগণের বায়ু কুণ্ডিত হইয়া শিরা সকলকে আকর্ষণপূর্বক সঙ্কোচিত, শোষিত ও সংহত করিয়া গভীরই উন্নত অথচ গোলাকার গ্রন্থি উৎপাদন করে, তাহাই শিরাগ্রন্থি বা শিরাজ গ্রন্থি নামে কথিত। এই গ্রন্থি যদি বেদনায়ুক্ত হয়, তাহা হইলে কষ্টসাধ্য এবং যদি বেদনা না থাকে অথচ স্থির ও বৃহৎ হয়, তাহা হইলে তাহা অসাধ্য হয়। কিন্তু মর্দনদ্বারা শিরাগ্রন্থি উৎপন্ন হইলেই তাহা অসাধ্য হইয়া থাকে। (ভাবপ্রঃ গ্রন্থি-বাগাধিঃ)

শিরাজপিড়কা (স্ত্রী) নেত্র গুরুতর নেত্ররোগ। চক্ষুর গুরুত্বাণে এত রোগ হয়। ইহার লক্ষণ—যে নেত্ররোগে কক্ষমণ্ডলের উপরি-ভাগে শিরা পরিস্রুত অথচ বৈতর্ন্য পীড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে শিরাজপিড়কা কহে। ইহা কক্ষমণ্ডলের সমীপস্থ শিরা হইতে উৎপন্ন হয়। (ভাবপ্রঃ নেত্ররোগাধিঃ)

শিরাজাল (পুং) নেত্র গুরুভাগস্থ চক্ষুরোগ। ইহার লক্ষণ—
যে নেত্ররোগে গুরুমণ্ডল জালের জার সছিদ্র, কঠিন, কিঞ্চিৎ
লোহিতবর্ণ শিরাজালে পরিবেষ্টিত হইয়া বিন্দুমাত্র মাংসোচ্ছুর
হয়, তাহাকে শিরাজাল কহে। (ভাবপ্রকাশ নেত্ররোগাধি°)
শিরাপত্র (পুং) শিরায়ুক্তং পত্রং যস্য। ১ হিঙ্গাল বৃক্ষ,
হেঁতালগাছ। (রাজনি°) ২ কপিথ, কদবেল। (শবচ°)
শিরাগ্রহর্ষ (পুং) সর্কগত চক্ষুরোগ। ইহার লক্ষণ—

“মোহাৎ শিরোংপাত উপেক্ষিতস্ত
জায়ত রোগং শিরাগ্রহর্ষঃ।”

(মাধবনি° নেত্ররোগাধি°)

শিরোংপাতরোগী যদি মোহবশতঃ উপযুক্তরূপে চিকিৎ-
সিত না হয়, তাহা হইলে তাহার শিরাগ্রহর্ষরোগ হয়। চক্ষুর
শিরাজাল কখন বেদনায়ুক্ত, কখন বা বেদনাহীন এবং কখন
রক্তবর্ণ, কখন বা বিরক্তবর্ণ বিশিষ্ট হইলে তাহাকে শিরোংপাত
কহে। এই নেত্রপর্ঘ্যরোগে রোগীর চক্ষু অতিশয় রক্তবর্ণ ও
অতিশয় জাবিশিষ্ট হয় এবং তাহার দর্শনশক্তির অভাব
হইয়া থাকে। (মাধবনি° নেত্ররোগাধি°)

শিরাফল (পুং) নারিকেল বৃক্ষ। (শবচ°)

শিরামলক (পুং) স্বনামগাত্য বৃক্ষ, চলিত শির আমলা।

শিরামোক্ষ (পুং) রক্তমোক্ষণ, জৌকধরণ। (নকুলচি° ১৪)

শিরায়াম (পুং) শিরার প্রসরণবৎ পীড়া। (মাধবনি°)

শিরায়ু (পুং) তল্লুক। (রাজনি°)

শিরাল (স্ত্রী) শিরাঃ সন্তি অস্ত্র (প্রাণিহত্যাতো লজ্জন্তরস্যাম্।
পা ৪।২।১৬) ইতি লচ্। ১ কন্দরঙ্গ, কামরাসা। (শবচ°)
(ত্রি) ২ শিরায়ুক্ত, শিরাবিশিষ্ট।

• “আপিলরক্ষোক্ষিঃ শিরস্য বাটলঃ

শিরালকজৈয়গিরিকুটদৈঃ॥” (ভটি ২।৩০)

শিরালক (পুং) শিরাল ইব কন্। অস্থিত্ত্ব বৃক্ষ, চলিত
হাড়ভাঙ্গা। (শবচ°) স্বার্থে কন্। শিরাল শব্দার্থ।

শিরালপত্র (পুং) তালবৃক্ষভেদ, চলিত তেড়েট গাছ।
ইহার পত্রে উত্তম পুঁথি লেখা হয়, এবং উঃ তালপত্র অপেক্ষা
বহুদিনস্থায়ী হয়।

শিরায়ুক্ত (স্ত্রী) সীসক। (রাজনি°)

শিরাবেধ (পুং) শোণিত জন্তু হুঁট রোগসমূহে শিরার বেধন,
রক্তমোক্ষণ। হুঁট শোণিত শরীরে অবস্থিত থাকিলে নানা প্রকার
পীড়া হয়, এই জন্তু শিরাবিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করা বিধেয়।
জ্বলন্ত প্রভৃতি বৈষ্যক গ্রন্থে ইহার বিশেষ নিধান বিবৃত আছে।
অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার বিষয় আলোচিত হইল। চিকিৎসা-
শাস্ত্রে অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক শিরা বেধ্য, এবং কোন্ শিরা অববেধ্য

তাহা প্রথমে বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া তবে শিরাবেধ
করিবেন। বিশেষ সাবধানতার সহিত শিরাবেধ করা কর্তব্য,
নচেৎ ইহাতে বিবিধ প্রকার পীড়া হইতে পারে।

শিরাবেধের বিধি ও নিষেধঃ—বালকের ধাতু অসম্পূর্ণ এবং
বৃদ্ধের ধাতু ক্ষীণ, সুতরাং ইহাদিগের শিরাবেধ করা অসুচিত।
রক্ত ও ধাতুকীর্ণ ব্যক্তিগণের বায়ুরোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভব।
ভীক লোক স্বভাবতঃ গুমোবহুল ও রক্তদর্শনে মুগ্ধিত হইতে
পারে, পরিশ্রমকাতর ব্যক্তিসমূহের অতিরিক্ত রক্ত মোক্ষণ
হইয়া শরীর বিনষ্ট হইতে পারে, স্ত্রীসম্পর্গ হেতু কীর্ণ ও উন্নত
লোকদিগের বায়ুর প্রকোপ হইতে পারে, বচপানে মত্ত জন-
সমূহের অধিক মুগ্ধ হইতে পারে, এই সকল কারণে উক্ত ব্যক্তি-
সমূহের শিরাবেধ অকর্তব্য। চহা ভিন্ন যাহারা বস্তি অর্থাৎ বন্ধি
করিয়াছে, বিরিক্ত, বিরচন দ্বারা যাহাদের কোষ্ঠ পরিষ্কৃত,
ইহাদের শিরাবেধ করিলে বায়ু প্রকোপ হইতে পারে। ধাতুকর
জন্তু কীর্ণ, অর্থাৎ যাহাদের ধাতুকর হইয়াছে, তাহাদের এবং
গভিণীদিগের শরীর বিনষ্ট হইতে পারে, সুতরাং ইহাদেরও
শিরাবেধ করিতে নাই। কাস ও বক্ষরোগী, জীর্ণ জ্বরগ্রস্ত,
আক্ষেপ ও পক্ষাঘাতরোগী, উপবাসী, মুগ্ধিত ও পিপাসিত ব্যক্তির
শিরাবেধ অকর্তব্য।

বিশেষ বিধি—পূর্বে বলিয়াছি যে বালক ও বৃদ্ধ প্রভৃতির
শিরাবেধ করা বিধেয় নহে। কিন্তু বিবেচনাসূত্রে অর্থাৎ যাহাদের
সর্পাদির দংশন হেতু শরীরে বিষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের
নিশ্চয় প্রাণ নাশের সম্ভাবনা, সুতরাং উক্ত নিষেধ থাকিলেও
ইহাদের শিরাবেধ কর্তব্য। প্রথমে বেধ্য ও অববেধ্য শিরা
স্থির করিয়া শিরাবেধ করা কর্তব্য।

অবেধ্য শিরা—হস্ত ও পদে প্রত্যেক এক এক শত করিয়া
শিরা আছে, ইহাদের মধ্যে জালধরা শিরা এক, উর্বরী নামক মর্শ
স্থানের দুই, লোহিতাক্ষ নামক মর্শ স্থানের একটা, এইরূপে চারি
হস্ত ও পদের ১৬টা শিরা বিদ্ধ করিতে নাই।

পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষস্থলে ৩২টা শিরা বিদ্ধ করিতে নাই। ঐ
স্থলে বিটপ ও কটাক তরুণনামক দুইটা মর্শে ৮টা। প্রত্যেক পাদে
যে ৮টা করিয়া শিরা আছে, তন্মধ্যে উর্দ্ধগামিনী দুই, পার্শ্বসন্ধি
দুই, মেরু দণ্ডের দুই পার্শ্বে যে ২৪টা শিরা আছে, তন্মধ্যে উর্দ্ধ-
গামিনী ৪, মেরুদণ্ডী নামক শিরা ৪; উদরের ২৪টা শিরার মধ্যে লিঙ্গ-
দেশে রোমরাজির দুই পার্শ্বে ২টা করিয়া ৪। বক্ষে যে ৪০টা শিরা
আছে, তন্মধ্যে হৃদযন্ত্রের দুইটা করিয়া ৪টা এবং তনুযোহত,
অপলাপ ও অপত্যন্ত নামক মর্শের ২টা করিয়া ৬টা, এইরূপে
পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষস্থলের সর্বসমেত এই ৩২টা শিরা বিদ্ধ
করিতে নাই।

ককসন্ধি।—ককসন্ধির উর্দ্ধদেশে যে ১৬৪ শিরা আছে, তন্মধ্যে গ্রীবা দেশের ৫৬টা শিরার মধ্যে কণ্ঠনালীর দুই ধারের শিরা মাতৃকা ৮টা, নীলা দুইটা, মজা দুই, ককাটিকা মর্শ্ব দুই এবং বিধুর মর্শ্ব দুই—সর্ব সমেত এই ১৬টা শিরা বিদ্ধ করা অস্বচিত। হৃদয়ের উত্তর পার্শ্বে যে ৮টা করিয়া শিরা আছে, তাহার মধ্যে দুইটা করিয়া ৪টা শিরা বিদ্ধ করিতে নাই। জিহ্বাদেশে ৫৬টা শিরা আছে, তন্মধ্যে জিহ্বার অধোভাগস্থ ১৬টা শিরার মধ্যে রসবাহিনী ২টা, ও বাগ্‌বাহিনী ২টা শিরা বিদ্ধ করা বিধেয় নহে। নাসিকার ২৪টা শিরা আছে, ইহার মধ্যে নাসিকার নিকটবর্তী ৪টা, এবং তাহার নিকটস্থ তালুদেশের একটা শিরা অবৈধ্য। চক্ষুতে ৩৮টা শিরা আছে, তন্মধ্যে অপাঙ্গের দুইটা শিরা বিদ্ধ করিতে নাই। কর্ণধরে দশটা শিরা আছে, তন্মধ্যে শব্দবাহিনী এক একটা শিরা অবৈধ্য। নাসাদেশে ২৪, দুই চক্ষুতে ৩৬, ও ললাটদেশে সর্ব সমেত ৬০টা শিরা আছে, তন্মধ্যে আবর্ত নামক মর্শ্বের সমীপে কেশরাজির নিকটস্থ ৪টা শিরা বিদ্ধ করিতে নাই। আবর্ত নামক মর্শ্বগত এক একটা, হৃপনী নামক মর্শ্বস্থিত একটা এবং শম্ম দেশস্থ ১০টা শিরার মধ্যে শম্মসন্ধিগত এক একটা শিরা বিদ্ধ করিতে নাই। মূর্দ্ধদেশে যে ১২টা শিরা আছে, তাহার মধ্যে উৎক্রেপ নামক মর্শ্বগত দুইটা, প্রত্যেক সীমান্তের এক একটা এবং অধিপতি মর্শ্বের একটা শিরা অবৈধ্য।

অজ্ঞ চিকিৎসক এই সকল অবৈধ্য শিরা যদি বিদ্ধ করে, তাহা হইলে নানা প্রকার পীড়া এবং মৃত্যু পর্য্যন্তও হইতে পারে। স্ত্রতরায় বিশেষ বিবেচনা করিয়া ধীরতার সহিত বিদ্ধ করা বিধেয়। যে সকল শিরা অবৈধ্য অথবা যাহা বেধ্য হইলেও অঘ্রিত অর্থাৎ বস্ত্র দ্বারা যাহা বন্ধন করা হয় নাই, এবং বস্ত্রবদ্ধ হইলেও যাহা তাহাকে ভেদ করিয়া উঠিতে পারে না, সেইরূপ শিরাও বিদ্ধ করিতে নাই।

অতি শীত ও গরম কালে কিংবা প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিলে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে শিরা বিদ্ধ করিতে নাই। বর্ষাকালে মেঘশূন্য সময়ে, গ্রীষ্মে শীতল সময়ে এবং হেমন্ত কালে মধ্যাহ্ন সময়ে শিরা বিদ্ধ করিতে হয়।

শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে রোগীকে যন্ত্রিত করিয়া শিরাবেধ করিতে হয়। যন্ত্রিত করিবার উপায় এই যে যখন শিরা বিদ্ধ করা হয়, তখন রোগীকে অরতি অর্থাৎ কনিষ্ঠাস্থ অগ্রভাগ পর্য্যন্ত এক হস্ত পরিমিত উচ্চ আসনে স্থগাভিস্থে বসাইতে হয়। তৎকালে রোগীর উরুঘর আকৃতি থাকিবে, আত্মসন্ধিঘরের উপরিভাগে দুইটা ককুই রাখিতে হয় এবং হস্ত ঘরের অঙ্গুলিসমূহ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া গলদেশের দুই পার্শ্বে রাখিতে হইবে। একটা বন্ধন-

রজ্জুর দুই ধার গলদেশের সেই দুইটা মুষ্টির উপর দিয়া পশ্চাৎভাগে ফেলিয়া রাখিতে হইবে। অত্র এক ব্যক্তি রোগীর পশ্চাৎভাগে বসিয়া ধীর বাম হস্ত দ্বারা উত্তান ভাবে সেই দুইটা রজ্জুপ্রান্ত ধারণ করিয়া থাকিবে, এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সেই বেধ্য শিরার পীড়ন ও পৃষ্ঠদেশ মর্দন করিবে। বেধ্য শিরাটা পীড়ন করিলে তাহা স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া উঠে, এবং পৃষ্ঠদেশ মর্দন করিলে শোণিত সমাক্রূপে নির্গত হয়। তৎকালে রোগী নিজের মুখ বায়ুপূর্ণ করিয়া রাখিবে। যতক্ষণ শিরাবেধ কাৰ্য্য সম্পন্ন না হয়, ততক্ষণ শ্বাস আশ্বাস ভ্যাগ করা বিধেয় নহে। যে সকল শিরায় মুখ শরীরের ভিতর দিকে, সেই সকল শিরা ব্যতীত মস্তকের শিরা সকল বিদ্ধ করিতে হইলে রোগীকে উক্ত রূপে যন্ত্রিত করা বিধেয়।

পাদেয় শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে যে পাদেয় শিরা বিদ্ধ করিতে হইবে, সেই পাদ সমতল স্থানে স্থির ভাবে রাখিয়া দিবে। অত্র পাদ ভ্রমণ সঙ্কুচিত ভাবে উচ্চ করিয়া রাখিবে, পরে বেধ্য পাদেয় হাটুর নীচে রজ্জু বন্ধনপূর্বক হস্ত দ্বারা সেই পাদেয় গুলফদেশ পীড়ন করিতে হইবে, এবং বেঙ্গ হানের ৪ আঙ্গুল উপরে পূর্বোক্ত বস্ত্র-বন্ধনাদির মধ্যে কোন একটা বিধিয়া সেই শিরা বিদ্ধ করিবে।

হাতের উপরিভাগের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে দুই হাতেরই অঙ্গুলি সমূহ মুষ্টি বদ্ধ করিয়া রোগী স্বচ্ছন্দভাবে পূর্বোক্ত রূপে আসনে উপবিষ্ট হইবে এবং চিকিৎসক তাহার কুর্পর সন্ধির নিম্নে ও প্রকোষ্ঠে পূর্ববর্ণিত প্রক্রিয়ায় বন্ধন করিয়া তাহার শিরা বিদ্ধ করিবে।

গৃধ্রনী ও বিখাচী নামক বাতব্যাধিতে হাটু সঙ্কুচিত করিয়া শ্রোণী, পৃষ্ঠ ও বক্ষ দেশের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে পৃষ্ঠদেশ উন্নত ও আয়ত এবং মুখ অবনত করিয়া শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। হৃদয় ও বক্ষঃস্থলের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে বক্ষঃস্থল বিস্তারিত, মস্তক উন্নত ও শরীর সঙ্কুচিত করিয়া উপবেশন করিতে হয়। পার্শ্বঘরের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে রোগী দুই হাতের উপর জোর দিয়া অবস্থান করিবে। মেটু দেশের শিরা বিদ্ধিতে হইলে মেটু অবনত করিয়া রাখিবে। জিহ্বার অধোদেশের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে জিহ্বার অগ্রভাগ উর্দ্ধে উন্নত করিয়া উর্দ্ধস্থিত দন্তপংক্তি দ্বারা তাহাকে চাপিয়া ধরিতে হয়। তালুদেশ বা দন্ত মূলের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে মুখ অতিশয় ব্যাদন করিয়া থাকিতে হয়।

শিরাবেধ করিলে যদি মুহূর্তকাল রক্তপ্রবাহ হইয়া রক্ত বদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহা মুবিদ্ধ হইয়াছে জানিতে হইবে। কুহুম্বুল পীড়ন করিলে অগ্রে যেমন পীতবর্ণ স্রাব হয়,

সেইরূপ শিরা বিদ্ধ করিলে দূষিত রক্ত সর্বাংশে নিঃসৃত হইয়া থাকে।

মুক্তিত, অত্যন্ত ভীত, শ্রান্ত ও তৃষিত এই সকল ব্যক্তির শিরা বিদ্ধ করিলে তাহা হইতে সম্যকরূপে রক্ত নিঃসৃত হয় না এবং যে শিরা বন্ধ করিলেও দেহের উপরি ভাগে লক্ষিত না হয়, সেই শিরা হইতেও শোণিত উপযুক্ত পরিমাণে নির্গত হয় না। শিরাবেধ সম্যকরূপে না হইলে পুনরায় বিদ্ধ করা উচিত। ক্ষীণ, বহুদোষবিশিষ্ট, ও মুক্তিত ব্যক্তির শিরা যে দিন প্রথম বিদ্ধ করা হয়, সেই দিনই অপরাহ্নে অথবা তৃতীয় দিবসে পুনরায় বিদ্ধ করা উচিত।

শিরাবেধ করিয়া দূষিত রক্ত সমস্তই নিঃসারণ করা উচিত নহে, কারণ অধিক রক্তস্রাব হইলে অনিষ্ট ঘটবার সম্ভাবনা, সুতরাং অবশিষ্ট যে দূষিত রক্ত থাকিবে, সংশমন ঔষধ প্রয়োগ করিয়া তাহার শোধন করা আবশ্যক।

বহু দোষগ্রস্ত পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির শোণিত স্রাব করিতে হইলে উর্দ্ধ মাত্রায় ১ প্রস্থ পরিমাণে রক্ত মোক্ষণ করা যাইতে পারে। তাঁহার অধিক রক্ত স্রাব হইলে অনিষ্টের সম্ভাবনা।

শিরাবেধের বিংশতি প্রকার দোষ বর্ণিত হইয়াছে ;—যথা ১ হৃদিক, ২ অতিবিদ্ধ, ৩ কুক্ষিত, ৪ পিচ্ছিত, ৫ কুট্রিত, ৬ অপকৃত, ৭ অভূদীর্ণ, ৮ অস্ত্রে অভিহত, ৯ পরিণত, ১০ কুণিত, ১১ বেগিত, ১২ অমুখিত-বিদ্ধ, ১৩ শস্ত্রহত, ১৪ তির্ঘ্যাক-বিদ্ধ, ১৫ অবিক, ১৬ অব্যাধ্য, ১৭ বিদ্রুত, ১৮ ধেমুক, ১৯ পুনঃপুনবিদ্ধ, ২০ শিরা, দ্রাব্য, অস্থি, সন্ধি ও মর্শ্মস্থলে বিদ্ধ। এই ২০ প্রকার শিরাবেধ দৃশ্যীয়। ইহাদের লক্ষণ—

১—হৃদ্য অস্ত্রে শিরাবেধ করিলে যদি সম্যকরূপে রক্ত নির্গত না হয়, এবং বেদনা ও শোথ হয়, তাহা হইলে তাহাকে হৃদিক কহে।

২, ৩—উপযুক্ত পরিমাণের অধিক বিদ্ধ হইলে যদি রক্ত দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, অথবা অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হয়, তাহা হইলে তাহাকে অতিবিদ্ধ ও কুক্ষিত কহে।

৪—কুঠ শস্ত্র (ভোতা অস্ত্র) দ্বারা বিদ্ধ করিলে সেই স্থান উত্তমরূপে বিদ্ধ হইতে না পারিয়া ফুলিয়া উঠিলে তাহা পিচ্ছিত নামে কথিত হয়।

৫—শস্ত্রের অগ্রভাগ দ্বারা অত্যন্ত গভীর ভাবে পুনঃ পুনঃ বিদ্ধ করিলে তাহাকে কুট্রিত কহে।

৬—শীত, ভয় ও মুচ্ছা প্রভৃতি কারণে শোণিত স্রাব না হইলে তাহাকে অপকৃত কহে। ৭—ভীক ও বৃহৎ মুখবিশিষ্ট অস্ত্রে বেশী বিদ্ধ করিলে তাহা অভূদীর্ণ নামে অভিহিত হয়।

৮—অল্প পরিমাণে রক্ত নিঃসারিত হইলে তাহা অবিক, ৯—

অল্পরক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির বিদ্ধস্থান বায়ুপূর্ণ হইলে তাহা পরিণত, ১০—অল্প একটু রক্ত বাহির হইয়া বিদ্ধ স্থান চারিভাগে বিভক্ত হইলে তাহা কুট্রিত, ১১-১২—অমুপযুক্ত স্থলে শিরা বন্ধ করিলে কম্পন হইতে থাকে এবং তজ্জন্ত স্রাব বন্ধ হইয়া যায়, এই রূপ ভাবে শিরাবেধ হইলে তাহাকে বেগিত ও অমুখিতবিদ্ধ বলে। ১৩—শিরা ছিন্ন হইয়া অতিরিক্ত রক্ত স্রাব হেতু গমনাদি শক্তিলোপ হইলে তাহাকে শস্ত্রহত কহে। ১৪—যে স্থলে তির্ঘ্যাক ভাবে বিদ্ধ করার অস্ত্রক্রিয়া সম্যকরূপে সিদ্ধ না হয়, তাহাকে তির্ঘ্যাকবিদ্ধ, ১৫ অব্যাহার সহিত শস্ত্র দ্বারা পুনঃ পুনঃ বহু বার বিদ্ধ হইলে তাহাকে অপবিদ্ধ, ১৬—শস্ত্র দ্বারা ছেদনের অমুপযুক্ত হইলে তাহাকে অব্যাধ্য, ১৭—অনবস্থিত ভাবে অর্থাৎ অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বিদ্ধ করিলে তাহা বিদ্রুত, ১৮—বেদ্যস্থান অনেকবার অব্যবহিত অর্থাৎ রক্তাধার বারংবার শস্ত্রপাত এবং তাহা হইতে অধিক পরিমাণে শোণিত নিঃসৃত হইলে তাহাকে ধেমুক কহে। ১৯—হৃদ্য অস্ত্র দ্বারা অনেক বার বিদ্ধ করিলে বিদ্ধস্থানে অনেক ছিদ্র হয় এবং তাহাকে পুনঃপুনঃ বিদ্ধ কহে।

২০—দ্রাব্য, অস্থি, শিরা, সন্ধি ও মর্শ্মস্থল বিদ্ধ হইলে উৎকট বেদনা, শোথ, অজবৈকল্য, কিংবা মৃত্যু হইতে পারে।

এইরূপ ২০ প্রকার শিরাবেধ দৃশ্যীয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। শিরাসকল সর্বদাই চকল, ইহার মৎস্তের স্তায় সর্বদাই পরিবর্তিত হইতেছে। এই জন্য শিরা সঞ্চয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া শিরাবেধ করা অকর্তব্য।

শিরা বিদ্ধ করিলে ব্যাধি যত শীঘ্র প্রশমিত হয়, স্নেহ ও লেপনাদি দ্বারা তত শীঘ্র ফল পাওয়া যায় না। চিকিৎসাশাস্ত্রে শল্যতন্ত্রের মধ্যে শিরাবেধই সর্বপ্রধান।

রোগ বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে; পাদদাহ, পাদহর্ষ, অববাহক, বিসর্প, বাতরক্ত, বাতকণ্টক, বিচিকিৎসা, ও পারদারী প্রভৃতি রোগে ক্ষিপ্ত নামক মর্শ্মের উপরিভাগে দুই অঙ্গুলি অন্তরে ব্রীহমুখ নামক অস্ত্রদ্বারা শিরা বিদ্ধ করিবে। ক্রোটুকশীর্ষ, খঞ্জ ও পঙ্ক এই তিন প্রকার বাতব্যাধিতে গুলফদেশের ৪ আঙ্গুল উপরি জন্মার শির বিদ্ধ করিতে হয়। অপটী রোগে ইন্দ্রবন্তর দুই আঙ্গুল অধোভাগে, গৃধ্রা পীড়ার জাহ্নব সন্ধির চারদ্বারে চার অঙ্গুলি উপরে বা নীচে শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। গলগণ্ডরোগে উরুস্থলের শিরা বিদ্ধ করা আবশ্যক।

প্রাণরোগে বাম ব্যূহর কূর্পর সন্ধির ভিতরে কিংবা কনিষ্ঠা ও অনামিকার মধ্যস্থলে শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। বক্রুৎ, ককোবর, শ্বাস ও কাসরোগে দক্ষিণ বাহুর কূর্পর সন্ধির অভ্যন্তরে অথবা

কনিষ্ঠা ও অনারিকা অঙ্গুলির মধ্যভাগে শিরা বিদ্ধ করা বিধেয়। বিষাচী নামক বাতব্যাধিরোগে আঙ্গুলের চারি আঙ্গুল উপরিভাগে কিংবা চারি আঙ্গুল নিয়ে শিরাবেধ করিবে।

শূলযুক্ত আমাশয় রোগে কটিলেশের সকল স্থানেই চুই অঙ্গুলির মধ্যে শিরা বিদ্ধ করিবে। পরিকণ্ঠিকা অর্থাৎ কর্ণনবৎ বেদনায়ুক্ত উপদংশ, শূলদোষ ও গুরুপীড়ার মেট্রোমধ্যে শিরা বিদ্ধ করিবে। মূত্রবৃদ্ধি রোগে অণুকোষদ্বয়ের পার্শ্বে, জলোদরী রোগে নাভির অধোদেশে, সেবনীর বামপার্শ্বে চারি অঙ্গুলি অন্তরে শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। উন্মাদ ও অপম্মার, অন্তব্রিদ্ধি ও পার্শ্বশূল পীড়ার বামপার্শ্বে, কক্ষ ও বাম পার্শ্বস্থ স্তনের মধ্যে শিরা বিদ্ধ করিবে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে বাহুশোষ ও অববাহক রোগে স্বস্ত্রের মধ্যদেশে শিরা বিদ্ধ করা বিধেয়।

তৃতীয়ক বিষম জ্বরে ত্রিকসন্ধির মধ্যগত শিরা, চাতুর্থক-জ্বরে কোন এক পার্শ্বের স্বস্ত্র সন্ধির অধোগত শিরা, উন্মাদ ও অপম্মারোগে বক্ষ, ললাট ও অপাঙ্গদেশে শঙ্খ ও কেশান্ত সন্ধিগত শিরা, কিন্তু কেবল অপম্মার রোগে হনুসন্ধির মধ্যগত শিরা বিদ্ধ করিবে। জিহ্বা ও দন্তরোগে তালুদেশে এবং কর্ণ-শূল ও অজ্ঞাত কর্ণরোগে কর্ণদ্বয়ের উপরিভাগে চারিদিকে শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। ভ্রাণশক্তির অভাব হইলে কিংবা অজ্ঞ কোন প্রকার নাসারোগে নাসিকার অগ্রভাগস্থ শিরা বিদ্ধ করা আবশ্যিক। তিমির অক্ষিপক্ষাধি চক্ষুরোগে, শিরোরোগে ও অধি মহাদি ব্যাধিতে উপনাসিক দেশে অর্থাৎ নাসিকার সমীপ ললাট ও অপাঙ্গদেশে শিরা বিদ্ধ করিতে হয়।

উরু রোগসমূহে নিম্নিষ্ট স্থলে উপযুক্ত রূপে শিরাবেধ করিলে ব্যাধি আশু প্রশমিত হয়। এইজন্ত সুবিজ্ঞ বৈজ্ঞ ব্যাধি ও স্থান নিরূপণ করিয়া সম্যক্রূপে শিরাবেধ করিবেন। মাংসল স্থানে শিরাবেধ করিতে হইলে অস্ত্রের মুখ এক বব পরিমাণে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করাইতে হয়। কিন্তু অজ্ঞ স্থানে যেখানে অধিক মাংস নাই, তথায় অর্দ্ধ বব পরিমাণে শস্ত্রের মুখ প্রবিষ্ট করাইলে যথেষ্ট হয়। ইহাতে ব্রীহিমুখ অস্ত্রদ্বারা এক ব্রীহি (খাত্ত পরিমাণ) অস্ত্র করিলেই চলে। অহির উপর শিরাবিদ্ধ করিতে হইলে কুঠারিকা অস্ত্রদ্বারা অর্দ্ধবব পরিমাণ শিরা বিদ্ধ করিতে হয়।

যে সকল দ্রব্য প্রধান আহার্য্য এবং যদ্বারা শরীরের দোষ সকল দূরীভূত হয়, যিদ্ধ ও যিহ্ন রোগীকে তাহা পান করাইয়া চিকিৎসক তাহাকে নিজেস কাছে বসাইয়া যে শিরা বিদ্ধ করিতে হইবে, তাহা বস্ত্র, পাট, চামড়ার পাটা, গাছের ছাল বা লতা দ্বারা স্থানবিশেষে অল্প শক্ত বা অল্প শিথিলরূপে বন্ধন করিয়া ব্রীহিমুখ প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা শিরা বিদ্ধ করিতে হইবে।

বাহ্যদের শিরা বেধ করা হইয়াছে, তাহার শরীরে যত

দিন সম্যক বল না পান, ততদিন পর্য্যন্ত ক্রোধ, মৈথুন, পরিশ্রম, দিবানিত্রা, অভিযম কথা কওয়া, যানে আরোহণ বা উপবেশন, ভ্রমণ, শৈত্য, যোজ বা বায়ুসেবন, এবং বিরুদ্ধ, অসাম্য ও অজীর্ণকর দ্রব্য ভোজন তাহাদের পক্ষে বিশেষ নিষিদ্ধ। কোন পণ্ডিতের মতে একমাস কাল এই সকল নিয়ম পালন করা বিধেয়। (সুশ্রুত শারীরস্থানঃ)

শিরি (পুং) শৃণাত্যনেন (কৃষ্ণপুং কুটি-ভিদি-ছিদিভাচ্।
উৎ ৪।১৪৩) ইতি-ই, সচ কিং। ১ ঞ্জ। ২ শ্র। ৩ হিংস।
(উজ্জল) ৪ শলভ।

শিরিণী (স্ত্রী) রাজি, রাজিকালে প্রাণিসমূহ শীর্ণ হয়, এইজন্ত রাজিকে শিরিণী কহে। “শিরিণীয়াং চিহ্নতুন” (শব্দ ২।১০৩)
‘শীর্ঘাতেহস্যং ভুতানি ইতি শিরিণী রাজিঃ’ (সারণ)

শিরিষিষ্ঠ (পুং) ২ মেঘ। ২ ভরদ্বাজপুত্র।

‘শিরিষিষ্ঠস্য সঘৃতিঃ’ (শব্দ ১০।৫৫।১)

‘শিরিষিষ্ঠস্য শীর্ঘাতে বিঠে অন্তরীকে ইতি শিরিষিষ্ঠঃ মেঘঃ
যথা শিরিষিষ্ঠস্য এতৎসংজ্ঞকস্য ভরদ্বাজপুত্রস্য’ (সারণ)

শিরীষ (পুং) শৃণাতি বাটতি স্নায়তীতি শৃ- (শৃণত্য্যৎ কিচ্।
উৎ ৪।২৭) ইতি ঈষন্, স চকিৎ। শ্যামাখ্যাতবৃক্ষ, (Albizia lebbec syn. Acacia lebbec) হিন্দী—শিরীষ, লস্করী, কলসিস, তৈলজ—দিগুন। সংস্কৃত পর্যায়—কপীতন, ভণ্ডিল, মণ্ডির, ভণ্ডীর, ভণ্ডীল, মুহপুশ, শুকতরু, বিষনাশন, শীতপুশ, ভণ্ডিক, স্বর্ণপুশক, উদ্দালক, শুক্রতরু, শোমশপুশক, কপীতক, কলিজ, শ্রামল, শঙ্খিনীকল, মধুপুশ, বৃন্তপুশ, ভণ্ডী, প্রবগ, শুকপুশ। পুস্ত-কান্তরে ‘শিথিনীকল’ পর্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার গুণ—কটু, শীতল, বিষ, বাত, পামা, অম্ল, কূঠ, কণ্ডুতি ও শূলদোষ নাশক। (রাজনিঃ)

ভাবপ্রকাশমতে গুণ—মধুর, অম্লষ্ণ, তিক্ত, তুবর, লঘু, শোথ, বিসর্প, কাশ ও ব্রণনাশক। (ভাবপ্রঃ) কণ্টক শিরীষের পর্যায়—কটভী, কিগহী, ষেতা, মহাষেতা ও রোহিণী। (রত্নমালা) ইহার গুণ বিষ, বিসর্প, শ্বেদ, শূলদোষ ও শোথনাশক।

শিরীষক (পুং) নাগভেদ। (ভারত উত্তোগপর্বঃ)

শিরীষপত্রা (স্ত্রী) শ্বেতকটভীরুক, কাঁটা শিরীষ। (রাজনিঃ)

শিরীষপত্রিকা (স্ত্রী) শিরীষস্য পত্রমিব পত্রমস্যাঃ, তন্তঃ স্বার্থে কন টাপি অত ইৎ। শ্বেতকিগহী, কাঁটা শিরীষ। (রাজনিঃ)

শিরীষিন্ (পুং) বিষামিত্রের পুত্রভেদ। (ভারত অনুশাসনঃ)

শিরীষ (পারসী) আটাবৎ পদার্থ বিশেষ। চর্ম্মের অপরিষ্কৃতভাংশ ও গবাস্থাদির ক্ষুর গলাটীয়া এষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত হয়। চীনদেশে হরিণের শৃঙ্গ হইতে যে শিরীষ প্রস্তুত হয়, তাহা ঔষধরূপে খাটতে দেওয়া হইয়া থাকে। মলয়প্রারোদীপে এক প্রকার সামুদ্র

বৃক্ষ হইতেও শিরীষ প্রস্তুত হইতে দেখা যায়। ইহা কঠিন অর্দ্ধবৃক্ষ পদার্থ। দেখিতে লেখনী লাগিবর্ণ। অল্পাংশে অলের সহিত গলাইলে তরল আটাবৎ হইয়া যায়। উহাতে কাঠাদি জোড়া হয়। জলীয় বাষ্পতাপে গলাইয়া শুষ্ক মিশ্রণ দ্বারা উহাতে ছাপার রোলার প্রস্তুত হইয়া থাকে।

শিরোগদ (পুং) শিরসো গদঃ পীড়া। শিরঃপীড়া, মাথার অস্থখ।
শিরোগৌরব (স্ত্রী) শিরসো গৌরবঃ। মস্তকের শুকতা, মাথাভার। (সুশ্রুত)

শিরোগ্রহ (পুং) বাতবাধিরোগ বিশেষ। মাথাধরা রোগ। ইহার লক্ষণ—

“রক্তমাপ্রিত্য পবনঃ কুর্ঘ্যাস্মৃদ্ধধরাঃ শিরাঃ।

রুক্ষাঃ সবেদনাঃ কৃষ্ণাঃ সোহসাধাঃ স্যাচ্ছিরোগ্রহঃ।

শিরোগ্রহে তু কৰ্ত্তব্যঃ শিরাগতমরুৎক্রিয়া।

দশমূলীকব্যয়েণ মাতুলুঙ্গরসেন চ।

শীতেন তৈলেনাভ্যঙ্গঃ শিরোবস্তিষ্ট যুক্তাতে ॥” (সংগ্রহ)

দ্বিত বায়ু রক্তকে আশ্রয় করিয়া শিরাসমূহকে উৰ্দ্ধগত করিয়া থাকে, তখন ঐ সকল শিরা রুক্ষ, কৃষ্ণবর্ণ ও বেদনায়ুক্ত হইয়া অসাধ্য শিরোগ্রহরোগ উৎপাদন করে। এই রোগ হইলে শিরাগত বায়ুর যাহাতে ক্রিয়া হয়, তাহার বিধান করা উচিত, দশমূলী কব্যর, মাতুলুঙ্গ রস, শীতল তৈল দ্বারা অভ্যঙ্গ বা শিরো-বস্তি প্রয়োগও উপকারক।

শিরোগৃহ (স্ত্রী) শিরসো গৃহং। অটালিকোপরিগৃহ। পর্যায়—
চক্ৰশালা। (হেম)

শিরোগ্রীব (স্ত্রী) শিরশ্চ গ্রীবাচ দ্বয়োদমাধারঃ, সমাহারত্যাং স্ত্রীৰত্বে। মস্তক ও গ্রীবা এই দুয়ের সমাহার।

শিরোঘাত (পুং) শিরসো ঘাতঃ। মস্তকের আঘাত, মাথায় ঘাত।
“অঙ্গুল্যাং হৃহিতুঃ শোকং শিরোঘাতে নৃপাত্তরং।”

(বৃহৎসংহিতা ৫১।১১)

শিরোজ (স্ত্রী) শিরসি জায়তে জন-ড। শিরোরুহ, কেশ।

শিরোজানু (স্ত্রী) শির ও জানু প্রদেশ।

শিরোজ্বর (পুং) শিরঃপীড়া, মাথার অস্থখ।

শিরোৎপাত (পুং) চক্ষুরোগবিশেষ, সৰ্ব্বগত চক্ষুরোগ।
ইহার লক্ষণ—চক্ষুর শিরাজাল কখন বেদনায়ুক্ত, কখন বা বেদনা-
হীন এবং কোন সময়ে রক্তবর্ণ বা বিকৃতবর্ণ বিশিষ্ট, এই সকল
লক্ষণ হইলে তাহাকে শিরোৎপাত কহে।

“অবেদনা বাপি সবেদনা বা

বল্যাক্ষিরাজ্যোহি ভবন্তি তাত্রাঃ।

মহাবিরজ্যন্তি চ বাঃ স তাদৃক্

ব্যাধিঃ শিরোৎপাত ইতি প্রদিতঃ ॥” (মাধবনি°)

শিরোদামন (স্ত্রী) শিরসো দাম। মস্তকের মালা, মস্তকস্থ মালা।
শিরোদুঃখ (স্ত্রী) শিরসো দুঃখঃ। শিরঃপীড়া, মাথা কামড়ান।
শিরোধরা (স্ত্রী) শিরসো ধরা। গ্রীবা, কঙ্করা। এই শব্দের
স্ত্রীবলিঙ্গের প্রয়োগ আছে।

“দীক্ষাক্ষয়্যোপসবঃ শিরোধরং।” (ভাগবত ৩।১৩৩)

শিরোধি (স্ত্রী) শিরো ধীরতেহনরা-ধা (কর্ণগাধিকরণে চ।
পা ৩৩।২৩) ইতি কি। গ্রীবা, কঙ্করা। (অমর)

শিরোধিনা (স্ত্রী) শিরা। (রাজনি°)

শিরোধুনন (স্ত্রী) শিরসো ধুননং। শিরঃকম্পন, মস্তকম্পন।

শিরোধ্র (পুং) কঙ্কর, শিরোধি।

“নিরুত্তবাহুকশিরোধ্রিবিগ্রহঃ।” (ভাগবত ১০।৫২।১৬)

শিরোভাগ (পুং) শিরসো ভাগঃ। ১ মস্তকভাগ। ২ অগ্রভাগ।

শিরোহিতিতাপ (পুং) শিরোরোগ, মাথা গরম।

শিরোহিভ্যঙ্গ (পুং) শিরসোহিভ্যঙ্গঃ। মস্তকাত্মক, মাথায়
তৈলমর্দন।

“অষ্টমীক তথা যষ্টীং নবমীক চতুর্দশীম্।

শিরোহিভ্যঙ্গং ন কুবীত পৰ্ব্বসঙ্কৌ তথৈব চ ॥” (আহিকতত্ত্ব)

অষ্টমী, যষ্টী, নবমী, চতুর্দশী, এবং পৰ্ব্ব সঙ্কিতে শিরোহিভঙ্গ
করিতে নাই। মাথায় তৈল মর্দন করিয়া তৎপরে আর নিম্ন
অঙ্গে তৈল মর্দন করিবে না।

শিরোভূষণ (স্ত্রী) শিরসো ভূষণং। মস্তকের ভূষণ, মাথার গহনা।

শিরোমণি (পুং স্ত্রী) শিরসো মণিঃ। ১ মস্তকধার্য রত্ন।
পর্যায়—চূড়ামণি, শিরোরত্ন। (শব্দরত্না°) ২ পণ্ডিতদিগের
উপাধি বিশেষ। যাহারা জ্ঞানশাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করি-
তেন, তাহারাই এই উপাধি পাইতেন।

“যত্র সাংসারিকী চিন্তা চিন্তা চিন্তামনেঃ কূতঃ।

তথৈব হি শিরঃকম্পঃ ক শিরোমণিধারণম্ ॥” (উত্তট)

শিরোমর্শম্ (পুং) শির এব মর্শ জীবাধানং যত্র। শূকর। (হেম)

শিরোমাত্রাবশেষ (ত্রি) শিরোমাত্রঃ অবশেষো যত্র। রাহগ্রহঃ।
২ মস্তকমাত্র অবশেষবিশিষ্ট।

শিরোমৌল (পুং) মুকুট। শিরোভূষণ।

শিরোরত্ন (স্ত্রী) শিরসো রত্নং। শিরোমণি। (অমর)

শিরোরুজ্জ (স্ত্রী) শিরসো রুজ্জ। শিরঃপীড়া, মস্তকের
পীড়া। (সুশ্রুত)

শিরোরুজ্জা (স্ত্রী) শিরসি রুজ্জভীত রুজ্জ-ক-টাপ্। ১ সপ্তপদ
বৃক্ষ। (ত্রিকা°) ২ মস্তকরোগ, শিরোবেদনা।

শিরোরুহ (পুং) শিরসি রোহতীতি রহ-কিপ্। কেশ।

শিরোরুহ (পুং) শিরসি রোহতীতি রহ-ক। কেশ।

“দীর্ঘবাসা ব্রতকামাং বেণীভূতশিরোরুহা।” (ভাগবত ৪।২৮।৪৪)

শিরোরোগ (পু) শিরোরোগঃ। শিরঃশীড়া, মাথার অস্থি,
ইহার পূর্বরূপ—

“ধূমাতপত্বারাবৃজীভাতিবর্ণজাগরৈঃ।

উৎসেদাদিপুরোবাতবান্পনিগ্রহরোদনৈঃ।

অভ্যমুশ্পানেন কুমিভিবেগধারনৈঃ।

উপধামমৃজাত্যজ্বেদাধঃ প্রত্যন্তকণৈঃ।

অসাক্ষাগচ্ছট্টমভাব্যাত্তম শিরোগভাঃ।

জনরজ্যামরান্ দোষান্তর মারুতকোপতঃ।

নিম্ভুততে কৃশং শম্মো ঘট্টো সংভিত্ততে তথা।

ক্রবোমধাং ললাটক পততীবাতিবেদনম্।

বাধ্যতে শ্বনতঃ শ্রোত্রে নিরুবাতে ইবাক্ষিণী।

স্বর্গীয শিরঃ সর্গং সন্ধিত্য ইব মুচ্যতে।

কুরত্যতি শিরাজালং কঙ্করাহুসংগ্রহঃ।” ইত্যাদি।

ধূম, আতপ, ত্বার, জলজীড়া, অতিনিদ্রা, বা অতি
জাগরণ, উৎসেদাদি পুরোবায়ু সেবন, বাশ্পনিগ্রহ, রোদন,
অভ্যমুশ্পান, ও মশ্পান, কুমি ও বেগধারণ, অধিকক্ষণ অধোদৃষ্টি
স্থাপন, চুষ্ট গন্ধের আত্মাণ, চুষ্টামি ও অতিশয় কখন ইত্যাদি
কারণে বায়ু কুপিত হইয়া মস্তকস্থ শিরায় গমন করিয়া শীড়া
উৎপাদন করে, তখন মস্তকে অতিশয় যন্ত্রণা উপস্থিত হয়।
মস্তকস্থিত শম্মদেশ, বাটা অর্থাৎ বাড় অতিশয় পীড়িত হয়,
ক্রুর মধ্য এবং ললাটদেশ অভ্যন্ত বেদনার সহিত যেন পতিত
হইতেছে বলিয়া বোধ হয়, দুই কর্ণে যেন শব্দ দ্বারা বাধিত হয়,
চক্ষুঃকর আকর্ষণ করিতে থাকে, তখন সমস্ত মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া
শম্মদেশ হইতে যেন খসিয়া পড়িতেছে বলিয়া বোধ হয়,
শিরা সকল ক্ষুরিত হইতে থাকে। ইত্যাদি রূপ কষ্টদায়ক
ব্যায়িক শিরোরোগ কহে। মস্তকে শূলবৎ বেদনার সহিত যে
সকল রোগ উপস্থিত হয়, তাহাও শিরোরোগ নামে অভিহিত হয়।

মাধব-নিদানে ইহার সংখ্যা ও লক্ষণাদির বিষয় এইরূপ
নির্দিষ্ট হইয়াছে;—শিরোরোগ একাদশ প্রকার, বাতজ, পিত্তজ,
কফজ, ত্রিদোষজ, রক্তজ, ক্ষয়জ, কুমিজ, স্র্যাবর্ন্ত, অনন্তবাত,
শম্মক এবং অর্দ্ধাবভেদক।

বাতজ লক্ষণ—বাতজ শিরোরোগে হঠাৎ বিনা কারণে মস্তকে
তীব্র বেদনা উপস্থিত হয়, এই বেদনা রাত্রিকালে অতিশয় বৃদ্ধি
পায়, বস্ত্রাদি দ্বারা মস্তক বন্ধ করিলে বা শ্বেদাদি প্রয়োগ
করিলে ইহা প্রশমিত হয়।

পিত্তজ লক্ষণ—পিত্তজ শিরোরোগে শিরোদেশ জলন্ত অঙ্গার
দ্বারা আবৃত বোধ হয়, চক্ষু ও নাসাদেশে যেন ধূম নির্গত হইতে
থাকে বলিয়া বোধ হয়, ইহা শীতক্রিয়া দ্বারা এবং রাত্রিকালে
নিবারিত হয়।

কফজ লক্ষণ—এই শিরোরোগে মস্তক গুরু, শুষ্ক ও শীতল
হয়, উহার অভ্যন্তরে কক প্রলিপ্ত বলিয়া বোধ হয় এবং চক্ষু,
নাসিকা ও মুখে শোণ হইয়া থাকে।

ত্রিদোষজ শিরোরোগে উক্ত ত্রিদোষের সকল লক্ষণই
প্রকাশ পায়।

রক্তজ—রক্ত জন্ত শিরোরোগে পৈত্তিক শিরোরোগের লক্ষণ-
সমূহ প্রকাশ পায়। বিশেষ এই যে, ইহাতে মস্তক স্পর্শাসহিষ্ণু
হইয়া থাকে, অর্থাৎ মাথার চাত দিলে বিশেষ যাতনা অনুভব
হয়। ক্ষয়জ—শিরোগত বলা, কফ, ও রক্তের অতিশয় ক্ষয়হেতু
অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত ক্ষয়জ শিরোরোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগ
দারুণ যন্ত্রণাদায়ক এবং কষ্টসাধ্য। এই রোগে শ্বেদপ্রয়োগ,
বমন, ধূম ও নস্ত গ্রহণ এবং রক্তমোক্ষণ করিলে ইহা অতিশয়
বর্জিত হয়। এই রোগে রোগীর শরীর ও মস্তক ঘূর্ণায়মান, চক্ষুর
চাক্ষু্য, মুচ্ছা, স্থিতিবিহীন বেদনা এবং শরীরের অবসন্নতা
হইয়া থাকে। কুমিজ—কুমি জন্ত শিরোরোগে মস্তকে স্থচী-
বেদন অতি যন্ত্রণা, মস্তকভ্যন্তরে কুমির কামড়ানি এবং
কুমিসঞ্চরণ জন্ত দগ্ধপ্ করিতে থাকে। নাসারন্ধ্র হইতে রক্ত
মিশ্রিত পুয় নির্গত হইয়া থাকে। এই রোগও অতি ভয়ানক।

স্র্যাবর্ন্ত—যে শিরোরোগে স্র্যাবাদয় হইতে চক্ষু ও ক্রুরে
অন্ন অন্ন বেদনা আরম্ভ হইয়া স্র্যাব-তাপের বৃদ্ধির সহিত
ক্রমায় বেদনার বৃদ্ধি হয় এবং স্র্যাব হইলে বেদনার নিবৃত্তি
হয়; শীতক্রিয়া বা উষ্ণ ক্রিয়া কিছুতেই নিবৃত্তি হয় না।
এই রোগ কষ্টসাধ্য। স্র্যাবাদয় হইতে ইহা আরম্ভ হয় বলিয়া
ইহার নাম স্র্যাবর্ন্ত।

অনন্তবাত—এই শিরোরোগে বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া
মজ্জা নামক গ্রীবাদেশস্থ শিরাদ্বয়কে পীড়িত করে, তাহাতে গ্রীবার
পশ্চাদ্ভাগে অতি তীব্র বেদনা উপস্থিত হয় এবং এই বেদনা
দীর্ঘই অক্ষি, ক্র ও শম্মদেশে বিশেষরূপে অবস্থিত করে।
ইহাতে গণ্ডপার্শ্বের কম্পন, হস্তগ্রহ, ও নানাবিধ নেত্ররোগ
উপস্থিত হয়।

শম্মক—এই শিরোরোগে রক্ত, পিত্ত ও বায়ু কুপিত ও পর-
স্পর মিলিত হইয়া শম্মদেশে অতি দারুণ বেদনা ও দাহযুক্ত রক্ত-
বর্ণ শোণ উৎপাদন করে। এই শোণ বিবের দ্বারা প্রবল হইয়া
শীঘ্র মস্তক ও কর্ণদেশকে নিরুদ্ধ করিয়া তিন দিনের মধ্যে রোগীর
জীবন নাশ করে। যদি স্র্যবজ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া
রোগী তিন দিন বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা সারিলে
সারিতে পারে।

অর্দ্ধাবভেদক—কক্ষতোজন, অধ্যশন, পূর্ববায়ু ও হিম
সেবন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, পরিশ্রম ও ব্যায়াম এই সকল

কারণে কুপিত ও বলবান বায়ু স্বয়ং অথবা কফসহায় হইয়া মস্তকের অর্দ্ধাংশ আশ্রয় করে, তখন একপার্শ্বের মস্তা, ক্র, শঙ্খ, কর্ণ, অক্ষি ও ললাটে তীব্র বেদনা উপস্থিত হয়। ইহাকে অর্দ্ধাবভেদক (চলিত আধ কপালে মাথা ধরা) কহে। ইহার বেদনা অধ্যুৎপাদক অরুণি কাঠের ঘর্ষণবৎ বা শস্ত্রাঘাত তুল্য এবং ইহা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক হয়। ইহা প্রবুক হইলে চক্ষুঃ অথবা কর্ণ বিনষ্ট হয়। (মাধবনি° শিরোরোগাধি°)

চরকসংহিতায় অগ্নিবৈশিষ্ট্যে এই রোগের পূর্বরূপ ও নিদানাদির বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন,—মলমূত্রাদির বেগধারণ, দিবানিদ্রা, রাজজাগরণ, মস্ততাজনক দ্রব্যাসেবন, উচ্চভাবণ, শিশির, পূর্ববায়ু, অতি মৈথুন, অসাম্য গন্ধভ্রাণ, ধূলি, ধূম, বায়ু, আতপ, ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, অন্নভোজন, আত্মকাধি ভোজন, অতি শীতল জলসেবন, মস্তকে অভিঘাত, ছুই আম, রোমন, অশ্রুবেগ ধারণ, মেঘাগম, মনস্তাপ, এবং দেশ ও কালের বৈপরীত্য ভাব এই সকল কারণে মস্তকস্থ বাতাদিদোষ মস্তকস্থ রক্তকে দূষিত করিয়া বিবিধ লক্ষণাবিত রোগ সকল মস্তকে জন্মাইয়া থাকে। ইহাকে শিরোরোগ কহে। ইহা পাঁচ প্রকার। যথা—

বাতজ শিরোরোগনিদান—উচ্চভাবণ, অতিভাবণ, তীব্র মস্তপান, রাজজাগরণ, শীতল বায়ুসেবন, ব্যায়াম, মলমূত্রাদির বেগধারণ, উপবাস, মস্তকে অভিঘাত, অতি বিরচন, অতিবমন, রোমন, শোক, ভয়, ত্রাস এবং ভারবহন ও পথগমন জন্ত ক্লেশ, এই সকল কারণে বায়ু কুপিত হইয়া শিরোগত ধমনীসমূহে প্রবেশ এবং মস্তকে মৎস শূল উৎপাদন করে। তখন শব্দদেশ স্থচীবৈধবৎ বেদনার অত্যন্ত ব্যথিত হয়, বাড় যেন ছিড়িয়া পড়ে, ভ্রমের মধ্যভাগ এবং ললাট অত্যন্ত বেদনাম্বিত ও তাপযুক্ত হয়, কর্ণদ্বয়ে নিরন্তর শব্দ হইতে থাকে। নেত্রদ্বয় যেন টানিয়া বাহির করিতেছে এইরূপ বোধ হয়, সমস্ত মস্তক ঘুরিতে থাকে এবং তাহা যেন সন্ধিবন্ধন হইতে মুক্ত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। শিরা সকল দপ্ দপ্ করিতে থাকে এবং শিরোধরা গ্রীবা স্তম্ভিত হয়। এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে বাতজ শিরোরোগ কহে। স্নিগ্ধ ও উষ্ণ দ্রব্য সেবন দ্বারা ইহা প্রশমিত হয়।

পিত্তজ শিরোরোগ—কটু, অম্ল, লবণ, ক্ষার, মদ্য, ক্রোধ, হৃদ্যাতপ ও অগ্নিসম্ভাপ এই সকল কারণে পিত্ত কুপিত হইয়া মস্তকে শিরোরোগ উৎপাদন করে। এই রোগে মস্তকে দাহ ও স্থচীবৈধবৎ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, রোগী শৈত্য আকাজ্জক করে, নেত্রদ্বয় দাহাবিত হয়, ইহাতে রোগীর তৃষ্ণা, গাত্রঘূর্ণন ও ঘর্ষ হইয়া থাকে।

কফজ শিরোরোগ—নিরন্তর উপবেশনপ্রিয়তা, নিদ্রালুতা,

গুরুমিষ্ণুভোজন ও অতি ভোজন এই সকল কারণে কফ হইয়া মস্তকে শিরোরোগ আনয়ন করে। এই শিরোরোগে মস্তক মলমল বেদনাম্বিত, স্পর্শশক্তিহীন ও ভারাক্রান্ত হয়। ইহাতে তন্দ্রারোগ, আলস্ত ও অরুচি জন্মিয়া থাকে।

ত্রিদোষজ শিরোরোগ—ত্রিদোষজ শিরোরোগে বাতাদি ত্রিদোষেরই লক্ষণ প্রকাশ পায়। বাতপ্রকোপহেতু শূলবৎ বেদনা, ঘূর্ণন, কম্প, পিত্ত প্রকোপহেতু দাহ, মস্ততা, ও তৃষ্ণা, কফ প্রকোপ হেতু মস্তকের গুরুত্ব ও তন্দ্রা হইয়া থাকে।

কুম্ভজ শিরোরোগ—প্রবল বাতাদি বহু দোষে আক্রান্ত পাপশীল ব্যক্তি তিল, দুগ্ধ, গুড়, পুতি ও বিকৃত দ্রব্যভোজন করিলে তাহার কফ, রক্ত ও মাংস ক্লিন্ন হয় এবং সেই ক্লিন্ন কফাদির ক্লেদ হইতে কুম্ভ জন্মে। ঐ কুম্ভ সকল উৎপন্ন হইয়া অতি কষ্টদায়ক শিরোরোগ আনয়ন করে, তখন নাসাদির রক্ত হইতে পুয়াদি নির্গত হয়। এই রোগে মস্তকে বিদ্ববৎ ও ছেদবৎ যন্ত্রণা, বেদনা, কণ্ঠ ও শোথ এবং কুম্ভ রোগোক্ত সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। (চরক সূত্রস্থান° ১৭ অ°)

এই রোগ বিশেষ কষ্টদায়ক, এই রোগ উৎপন্ন হইবামাত্রই সুবিজ্ঞ বৈজ্ঞের চিকিৎসা উচিত। ভাবপ্রকাশে ইহার চিকিৎসার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

বাতজ শিরোরোগে স্নিগ্ধ শ্বেদ এবং পান, আহার ও উপনাহ শ্বেদপ্রদান করিবে। কুড়, ভেরেণ্ডার মূল ও গুঁঠ সমভাগে গ্রহণ করিয়া তক্র দ্বারা পেয়ণ ও কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া কপালে গ্রলেপ দিলে শিরোরোগ প্রশমিত হয়। শ্বাস-কুষ্ঠার-রসদ্বারা নস্ত গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই শিরঃশূল প্রশমিত হয়। ইহা শিরোবন্তি ও শিরোরোগে বিশেষ উপকারী। [শিরোবন্তি দেখ]

পিত্তজ শিরোরোগে চন্দনসিক্ত জল, কুমুদ, উৎপল ও পদ্ম প্রভৃতি শীতল স্পর্শ এবং শীতল বায়ু সেবন করিবে। শত ধৌত ঘৃত মস্তকে ধারণ করিলেও ইহা প্রশমিত হয়। অন্ন পরিমাণে শ্বাসকুষ্ঠাররস, কর্পূর, কুহুম, চিনি ও ছাগী দুগ্ধ এই সকল চন্দনের সহিত একত্র ঘর্ষণ করিয়া তদ্বারা নস্ত প্রয়োগ করিলে পিত্তজ শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। এই নস্ত সকল প্রকার শিরোরোগেই বিশেষ উপকারী। পুরাতন গুড় ও গুঁঠাদি নস্ত গ্রহণ করিলেও শিরঃশূল নষ্ট হয়। রক্তজ শিরোরোগে পিত্তজ শিরোরোগের দ্বারা আহার, গ্রলেপ ও সেচন কর্তব্য। বিশেষতঃ বিপর্যয় ক্রমে শীতক্রিয়া ও উষ্ণক্রিয়া করিবে, অর্থাৎ শীত ক্রিয়ার পর উষ্ণক্রিয়া, এবং উষ্ণক্রিয়ার পর শীতক্রিয়া করিতে হয়। রক্তজ শিরোরোগে রক্ত-মোক্ষণ করা অতি প্রশস্ত।

কফজ শিরোরোগে কফের পাচক রক্ষ ও উষ্ণ শ্বেদ প্রয়োগ করিবে। ত্রিদোষজ শিরোরোগে ত্রিদোষনাশক চিকিৎসা করা

বিধেয়। বড়বিশুটেল ও কুমারীতৈল এই রোগে বিশেষ উপকারী, বড়বিশু তৈলের নস্ত ও তাহা মস্তকে মর্দন করিলে সকল প্রকার শিরোরোগই আশু প্রশমিত হয়।

কর জন্ত শিরোরোগে কর নাশের নিমিত্ত বৃংহণক্রিয়া, পানে ও মস্তে দ্রুত ব্যবহার এবং বাতর মধুর দ্রব্য সাধিত দ্রুত প্রয়োগ করিবে। কুমি জন্ত শিরোরোগে ত্রিকটু, নাটাকরঞ্জ ও শজিনা বীজ গোমূত্র দ্বারা পেষণ করিয়া নস্ত গ্রহণ করিবে। গুড়ের সহিত দ্রুত ও দ্রুতপূর (পূরা) তরুণ, দুগ্ধ ও দ্রুত পান এবং নস্ত-প্রয়োগ, দুগ্ধ দ্বারা তিল পেষণ করিয়া তদ্বারা বা জীবনীরগণ দ্বারা শ্বেদপ্রদান, অথবা ভূঙ্গরাজের রস ও ছাগদুগ্ধ সমপরিমাণে গ্রহণ করিয়া রৌদ্রোস্তাপে উষ্ণ করিয়া তদ্বারা নস্ত গ্রহণ করিলে স্ফ্যাবর্তরোগ প্রশমিত হয়। অর্দ্ধাবভেদক রোগে প্রথমে সিদ্ধ শ্বেদ, পরে বিরচনদ্বারা শরীর শোধন এবং ধূম প্রয়োগ করিয়া সিদ্ধ ও উষ্ণ দ্রব্য ভোজন করিলে বিশেষ উপকার হয়। বিড়ঙ্গ ও কৃষ্ণতিল সমভাবে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বা তদ্বারা নস্ত গ্রহণ করিলে অর্দ্ধাবভেদক রোগ নষ্ট হয়। স্ফ্যাবর্ত ও অর্দ্ধাবভেদক রোগে চিনিসংযুক্ত দুগ্ধ, নারিকেল জল, শীতল জল বা দ্রুত নাসিকা দ্বারা পান করিলে তৎক্ষণাৎ উপকার হয়।

অনন্তবাতরোগে স্ফ্যাবর্তপ্রশমক ক্রিয়া ও শিরাবেধ দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে এবং বায়ু ও পিত্তনাশক ক্রিয়া করাও বিধেয়। পথ্যাদি কাথও বিশেষ উপকারী।

দাক্ষহরিদ্রা, হারিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, নিম্ব, বেণার মূল ও পদ্মকান্ত এই সকল সমভাগে পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে শঙ্খক রোগ প্রশমিত হয়। শীতল জল পরিবেচন, শীতল দুগ্ধ সেবন, এবং ক্ষীরী বৃক্ষের কন্ধ দ্বারা প্রলেপ দিলে সকল প্রকার শিরোরোগ প্রশমিত হয়। যষ্টিমধু একমাষা, বিষ উহার চারি ভাগের এক ভাগ, এই উভয় চূর্ণ অতি সূক্ষ্ম করিয়া সর্ষপ প্রমাণ নাগারক্ষে প্রদান, অর্দ্ধা শুক্লচূর্ণ ও নিশাদলচূর্ণ একত্র মিলিত করিয়া লইয়া তাহার ঝাণ লইলে সকল প্রকার শিরোরোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভাবপ্র শিরোরোগার্থি°)

ভৈষজ্যরসাবলীতে শিরোরোগাধিকারে ইহার চিকিৎসার বিষয় এইরূপ কথিত হইয়াছে—বাতিক শিরোরোগে শ্বেদশ্বেদ, নস্ত, বায়ুনাশক অন্নপান ও প্রলেপ ব্যবস্থা করা উচিত। কুড় ও এরণ্ডমূল এই উভয় দ্রব্য অথবা কেবল মোচকন্দ ফুগ কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে আশু শিরোরোগ প্রশমিত হয়। মস্তক সঙ্গী আয়ত ৮ আঙ্গুল উন্নত একটা চর্ম বেটন দ্বারা রোগীর মস্তক বেষ্টিত করিয়া এই বস্তির নিম্নে মস্তকের উপরি ভাগে মাষ কলাই বাটিয়া প্রলেপ দিবে। পরে ভৈষজ্য তৈল দ্বারা এই চর্মবস্তি পূর্ণ করিবে, বতরুণ স্বাস্থ্যলাভ না হয়, ততক্ষণ বস্তিধারণ কর্তব্য।

৪ বৎস বা একপ্রহর কাল বস্তি ধারণ করিয়া নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট থাকি উচিত। ইহাতে বায়ুজনিত শিরোরোগ, মস্তক কম্পন, হস্ত, মস্তা, চক্ষু ও কর্ণের পীড়া প্রশমিত হয়।

পৈস্তিক শিরঃসীড়ায় রুত, দুগ্ধ, জলসেচন, শীতল প্রলেপ, নস্ত, জীবনীরগণের সহিত সিদ্ধ দ্রুত ও পিত্তনাশক অন্নপান প্রয়োগ করিতে হয়।

কক্কেজ লবন, শ্বেদ, কক্ষোক্ষ পাচন, ও তীক্ষ্ণ কবল বিশেষ উপকারী। অনন্তমূল, কুড়, উৎপল ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য কাঁজিতে বাটিয়া দ্রুত ও তৈলের সহিত প্রলেপ দিলে স্ফ্যাবর্ত ও অর্দ্ধভেদ দূর হয়। হৃৎকৃৎকের বীজ হৃৎকৃৎকের রসে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে স্ফ্যাবর্ত ও অর্দ্ধাবভেদকের বেদনা নিবারণ হয়। স্ফ্যাবর্তে নস্তাদি প্রদান করিয়া ও গুড়ের সহিত দ্রুত এবং দ্রুত সংযুক্ত পিষ্টক ভোজন করাইবে। ইহাতে শিরি বিড় করিয়া রক্তমোক্ষণ ও দুগ্ধোৎস্রবের নস্য বিশেষ উপকারী। প্রত্যহ বন্ধকার ও দ্রুত ভোজন এবং মধ্যে মধ্যে তদ্বারা বিরচনে বিশেষ উপকার হয়। শৌদালপত্ররস ২ সের, নবনীত ১ সের, ও অপাঙ্গবীজ ২ পল একত্র পাক করিবে। ইহার নস্য গ্রহণ করিলে স্ফ্যাবর্তরোগ আশু প্রশমিত হয়। দশমূল্যের কাথে দ্রুত ও সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিয়া তাহার নস্য গ্রহণ করিলেও ইহাতে বিশেষ উপকার হয়। শিরীষ মূলের ছাল ও মূলার বীজ বট ও পিপুল নস্যে প্রযুক্ত হইলে উক্ত রোগের উপশম হয়। বাতনাশক দ্রব্যের সহিত শশকাদির মাংস সিদ্ধ করিয়া সৈন্ধব-লবণের সহিত ব্যাথ্যস্থানে প্রলেপ দিলেও ঐ মাংস রস পান করিলে ইহা প্রশমিত হয়। ভূঙ্গরাজের রস ১ তোলা ও ছাগদুগ্ধ ২ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে উত্তপ্ত করিবে। পরে ইহার নস্য গ্রহণ করিলে শিরোরোগ আশু বিনষ্ট হয়।

নিম্বব কৃষ্ণতিল ৩ জটামাংসী পেষণ করিয়া মধু ও সৈন্ধবের সহিত মিশ্রিত করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে অর্দ্ধাবভেদক নিবারিত হয়। বিড়ঙ্গ ও কৃষ্ণতিল একত্র বাটিয়া উষ্ণজলে গুলিয়া নস্য লইলে বা দধি চূর্ণীর মৃত্তিকার্চণ ও মরিচচূর্ণ সমানংশে মিশ্রিত করিয়া নস্য গ্রহণ করিলেও ইহা আশু প্রশমিত হয়।

অনন্তবাত শিরাবেধ, বাতপিত্তর আভারাদি এবং স্ফ্যাবর্তের জ্বর চিকিৎসা কর্তব্য। শঙ্খক নামক শিরোরোগে শ্বেদ ক্রিয়া ভিন্ন স্ফ্যাবর্তোক্ত সকল ক্রিয়া এবং দুগ্ধোৎস্রবের নস্য ও পান ব্যবহার। শঙ্খকরোগে শতমূলী, নিম্বব কৃষ্ণতিল, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, দূর্বা ও পুনর্নবা এই সকল বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ এবং শীতল জল ও দুগ্ধ দ্বারা মাথা ধোয়া বিধেয়। বট, অথবা প্রভৃতি ক্ষীরীবৃক্ষের ছাল বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলেও

এই রোগে উপকার হয়। বক, কলহংস, হংস, শরাই পক্ষী ও কচ্ছপ এই সকলের মাংসরস পান করাইয়া লক্ষ্য সহিত উক্ত তিনটা শিরা বিচ্ছিন্ন করিলে ইহাতে বিশেষ উপকার হয়।

অপরাজিতা কলের রসের নস্য গ্রহণ করিলে অথবা উহার শিকড় কর্ণে বাধিলে শিরঃশীড়ার শান্তি হয়। কুচ ও করঞ্জবীজ কলে বাটিয়া নস্য লইলে শিরঃশীড়া প্রশমিত হয়। এইরূপ মরিচ ও ভুজবাজের নস্যও উপকার হয়। ওঁঠ বাটিয়া দুগ্ধের সহিত নস্য গ্রহণ করিলে নানা দোষোৎপন্ন শিরঃশীড়ার নিবৃত্তি হয়।

বড়বিন্দুতৈল, বৃহদ্রসমূল তৈল, মহাদ্রসমূলতৈল, দ্রসমূল তৈল, ব্রহ্মদ্রসমূলতৈল, মধ্যম দ্রসমূলতৈল, ধূতুরিতৈল, কনক-তৈল, মহাকনকতৈল, রুদ্রতৈল, তপ্তরাজতৈল, বৃহৎকিঙ্করী তৈল, গুজরতৈল এই সকল তৈল নস্য ও মস্তক মর্দন করিলে শিরঃশীড়া প্রশমিত হয়। ময়ূরাজত্বক এবং শিরঃশূল্যত্রিভুজরস সেবনেও বিশেষ উপকার হয়। (তৈবজ্যারত্নাঃ শিরোরোগাধিঃ)

চরক, সুশ্রুত, চক্রদত্তপ্রভৃতি গ্রন্থে শিরোরোগাধিকারে নানা-বিধ ঔষধ নির্দিষ্ট হইয়াছে। ককজ, কুমিজ ও ত্রিদোষজ শিরোরোগ ব্যতীত অন্যান্য সকল শিরোরোগই বায়ুপ্রধান। সুতরাং বাতব্যাধি কথিত পথ্যাপথ্যই এই শিরোরোগে প্রয়োগ করিতে হয়। ককজাদি ককপ্রধান শিরোরোগে রুক্ষ ও লঘু অন্নপান আহার করিবে এবং নান, দিবানিদ্ৰা ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন প্রভৃতি ককপ্রক্ক আহার বিহারাদি পরিত্যাগ করিবে হয়। বাতাদিতে যে পথ্যে বাতাদি বৃদ্ধি না হইয়া প্রশমিত হয়, তাদৃশ পথ্যই হিতকর।

শিরোহস্তি (স্ত্রী) শিরসোহস্তিঃ। শিরঃশীড়া।

“জাগরেণাতিপানেন শিরোহস্তিঃ ব্যাপদিত্য চ।

প্রাতঃ স তত্বে বজ্রেন বেষ্টয়িত্বাভিতঃ শিরঃ ॥”

(কথাসরিৎসং ১৩১৫২)

শিরোবন্তিন্ (ত্রি) শিরসি বর্ততে বৃত্ত-গিনি। ১ মস্তকবত্তী, বাহা মস্তকের দিকে আছে। ২ অগ্রবত্তী।

শিরোবল্লী (স্ত্রী) শিরসো বল্লী। বহিচ্ছাদা। (শব্দচঃ)

শিরোবস্তি (স্ত্রী) বস্তিভেদ, মূর্ধবস্তি, শিরোরোগে এই বস্তি প্রয়োগ করিতে হয়। এই বস্তির বিধান বৈজ্ঞানিক এইরূপ লিখিত আছে, যে পরিমাণ চর্ম দ্বারা সম্যক্রূপে মস্তক বেষ্টন হইতে পারে, সেই পরিমাণ দীর্ঘ এবং ১৬ আঙ্গুল উচ্চ চর্মদ্বারা মস্তক বেষ্টন করিবে। পরে মাংস কলায়ের কক্ষ দ্বারা মস্তকসংলগ্ন চর্মের সংযোগ স্থান এইরূপ ভাবে লেপন করিতে হইবে যেন উহা হইতে তৈল বাহির হইয়া না পড়ে। অতঃপর স্থিরভাবে উপবেশন করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ তৈল দ্বারা ঐ চর্মকোষপূর্ণ

করিবে, অর্দ্ধপ্রহর কিংবা একপ্রহর বা যতক্ষণ বেধনার শান্তি না হয়, ততক্ষণ উহা ধারণ করিতে হইবে। ইহাকে শিরোবস্তি কহে। এই বস্তি বাতজন্ম শিরোরোগ, হৃৎ, মস্তা, চক্ষু ও কর্ণবেদনা এবং শিরঃকম্প আত্ম প্রশমিত হয়। আগারের পূর্বেই শিরোবস্তি ধারণ বিধেয়। ঐরূপে পাঁচদিন বা সাতদিন শিরোবস্তি প্রয়োগ করিয়া তৈল অপনয়ন ও বন্ধন মোচন করা বিধেয়। পরে ঐ তৈল দ্বারা মস্তক, লেলাট, বদন, গ্রীবা ও স্বক্কেশ উত্তমরূপে মর্দন করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ জল দ্বারা প্রক্ষালন করিবে। তৎপরে হিতকর অন্নভোজন বিধেয়। জালজাতির মাংস, শালিপ্রভৃতি তণুল, যুগ, মাসকলাই, ও কুলখকলায় ভোজন করিবে। রাত্ৰিকালে কেবল জৈব উষ্ণ ঘৃত বা উষ্ণ দুগ্ধ পান করিবে। (ভাবপ্রকাশ শিরোরোগাধিঃ)

শিরোবিরেক (পুং) শিরোবিরেচন, নস্ত্র দ্রব্য, এই নস্ত্র ব্যবহারে স্নেহা নির্গত হইয়া মস্তক পরিষ্কার হয়, এই জন্ত ইহাকে শিরো বিরেক কহে।

শিরোবিরেচন (স্ত্রী) নস্ত্র দ্রব্য, নস্ত্রভেদ, এই দ্রব্য, যথা— পিল্লী, বিড়ঙ্গ, অপামার্গ, শিগ্র, সিদ্ধার্থক, শিরীষ, মরিচ, কর-বীর, বিষী, ও গিরিকর্ণিকা, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া নস্ত্র প্রস্তুত করিলে তাহাকে শিরোবিরেচন কহে।

(সুশ্রুত পুত্রহা° ১৯ অ°)

শিরোবৃত্ত (স্ত্রী) শিরইব বৃত্তং। ১ মরিচ। ২ শীষক। (রাজনিঃ)

শিরোবৃত্তফল (পুং) শিরসি বৃত্তং ফলং যন্ত। রক্ত অপামার্গ কুপ। (ভাবপ্র°)

শিরোবেষ্ট (পুং) শিরো বেষ্টয়তীতি বেষ্ট-অচ্। উক্ষীষ, মাথার পাকড়ী। (ত্রিকা°)

শিরোবেষ্টন (স্ত্রী) শিরোবেষ্টয়তীতি বেষ্ট-ল্য। শিরঃ প্রাবরণ, মাথার পাকড়ী, পর্যায় উক্ষীষ, বেষ্টন, বেষ্টক, শিরোবেষ্ট, চেলোগুণ। (ত্রিকা°)

শিরোবস্তি (স্ত্রী) শিরসোহস্তিঃ। শিরঃস্থপার, মাথার খাপরী। (রাজনিঃ)

শিরোহস্তি (স্ত্রী) শিরসোহস্তিঃ। মস্তকাস্থি, চলিত মাথার খুলি, পর্যায় করোটি, শিরস্ত্রাণ, শীর্ষক। (রাজনিঃ)

শিরোহস্তিগুণ (স্ত্রী) শিরসোহস্তিগুণঃ। শিরঃস্থপার, মাথার খাপরী। (রাজনিঃ)

শিরোহস্তি (স্ত্রী) ১ কেশভূমি ক্ষুদ্র। ২ ললাটস্থভেদ। শিল, ১ উহা, কণ্ঠ আদান, দাঁত কণ্ঠাদির উচ্চ শব্দের শব্দ আহরণের নাম উহা। তুদারি পরশৈব স্কট সেট। লট শিলতি। লোট শিলতু। লুট শিলিত। লিট শিলেয। লুঙ অশে-লীৎ। সন্ শিলিষতি। বঙ শিলিষ্যতে। গিচ্ শিলয়তি লুঙ অশিলিষৎ।

শিল (পুং) শিল-ক। উহ, ক্ষেত্রে শতাদি কর্তন করিয়া লইয়া বাইলে অবশিষ্ট বাহা থাকে, তাহা একটা একটা করিয়া খুঁটনা লওয়ার নাম শিল। মন্থতে লিখিত আছে যে, ইহা ব্রাহ্মণদণ্ডের এক প্রকার জীবনোপায়। ব্রাহ্মণগণ উল্লবুতি, শিলবুতি, বা উল্ল-বুতিদ্বারা জীবিকা অর্জন করিবেন। মন্থ উহ ও শিল এই দুই-টিকে পৃথকরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। মন্থর মতে কুবকেরা ক্ষেত্রে হইতে শস্ত লইয়া বাইলে বাহা ভূপতিত থাকে, সেই ভূপতিত ধাত্তাদির কণাসমূহ এক একটা করিয়া তোলাকে উল্ল এবং ঐ ধাত্তাদির মঞ্জরী অর্থাৎ শিব গ্রহণ করাকে শিল কহে। এইরূপ উল্ল ও শিলদ্বারা যে জীবিকা অর্জন করা হয়, তাহাকে শ্বত কহে।

“শ্বতমৃত্যুভ্যাং জীবন্তু মৃতেন প্রমুতেন বা।

সত্যানৃত্যাত্যামপিবা ন শ্বত্যা কদাচন ॥

শ্বতমূলশিলং জ্যেয়মমৃতং শ্রাদ্ধবাচিতং।

বৃত্তস্ত যাচিতং তৈক্ষং প্রমৃতং কর্ণং শ্বতম্ ॥” (মন্থ ৭৪-৪)
‘অবাধিতস্থানেষু পথি বা ক্ষেত্রেষু বা অপ্রতিহতাবকাশেষু যথ যত্রোবধয়ো বিস্তস্তে তত্র তত্র অঙ্গুলীভ্যাং একৈকং কণং সমুচয়িত্বা ইতি বোধায়নদর্শনাৎ, একৈকধাত্তাদিশুড়কোচ্চর-মূহঃ। মঞ্জরীদ্বয়কানেকধাত্তোচ্চরনং শিলঃ’ (কুল্লুক)

২ রঘুবংশে বর্ণিত পারিষাদ-রাজপুত্র। (রঘু ১৮।১৭)

শিলক (পুং) শ্বভেদ। (ছান্দোগ্য উপ ১।৮।১)

শিলগর্ভজ (পুং) পাষণভেদন। (রাজনি°)

শিলচর, পূর্ববঙ্গ ও আসাম বিভাগের কাছাড় জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। অক্ষা° ২৪° ৪০' ৪০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৯২° ৫০' ৪৮" পূঃ। নগরটি অধিক প্রাচীন নহে। বরাক নদীর দক্ষিণকূলে বাকের পার্শ্বে অগ্রবর্তী ভূখণ্ডের উপর স্থাপিত। পূর্বে এখানকার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, বর্তমান সময়ে মিউনিসিপালিটির যত্নে ও ইংরাজ কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণে ইহার অনেকটা উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ১৮৯৯ খৃঃ ও ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে নগরস্থ রাজকীয় ও সাধারণ অট্টালিকাগুলি ভূমিসাৎ হইয়া যায়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এখানকার সেনাবাসে দুইটা বড় কামান ও ৪২নং বেঙ্গল পদাতিকদল রক্ষিত হয়। এখানে প্রতিবৎসর পৌষমাসে একটা ৭ দিন স্থায়ী মেলা হইয়া থাকে।

শিলজ (ক্লী) শৈলজ নামক গছ দ্রব্যবিশেষ। (রাজনি°)

শিলক্ষির (পুং) গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। বোধ হয় ইহার প্রকৃত নাম শিলক্ষর। (প্রবরাধায়া)

শিলপাটা, আসামের ধরঙ্গ জেলার ছাতগাড়ী দ্বার উপবিভাগের অন্তর্গত একটা গণ্ডগ্রাম। এখানে “বোরবিহ” উৎসবোপলক্ষে একটা মেলা হয়। ঐ মেলায় পার্শ্বত্যা কাছাড়ী জাতিই সাধারণতঃ সমবেত হইয়া থাকে।

শিলরতি (ত্রি) শিলে রতিবৃত্ত। বাহারি শিলবুতি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন। (পারিণি ৬।৩৬৩ বাস্তিক)

শিলবাহা (ক্লী) নদীভেদ। [শিলাবহা দেখ]

শিলবুতি (ত্রি) শিলঃ বৃত্তিযুক্ত। যিনি শিলবুতি দ্বারা জীবিকা-অর্জন করেন। ধাত্তাদির মঞ্জরী উচ্চরন রূপ বৃত্তি দ্বারা জীবন যাপন। ধাত্তাদির শীঘ্র-কুড়াইয়া তদ্বারা জীবিকানির্বাহ করার নাম শিলবুতি।

শিলহেটী, মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলার কুগ্ তহশীলের অন্তর্গত একটা ভূসম্পত্তি। ভূপরিমাণ ৮৩ বর্গমাইল। ২৮ খানি গ্রাম লইয়া গঠিত। এখানকার ভূম্যধিকারীরা পূর্বে গুড়াই-রাজের অধীন সামন্ত ছিলেন। ইহারি গোড়বংশোদ্ভব। শিলহেটী গ্রাম অক্ষা° ২১° ৪৭' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ৯' পূর্বে অবস্থিত।

শিলা (ক্লী) ১ পাষণ, প্রস্তর, পাথর। ২ ভারদেশের অধঃস্থিত বাক, দোরের চৌকাঠের নীচের কাঠকে পাষণ কহে। (অমর) ৩ ত্তল্লীর্ষ। ৪ মনঃশিলা, চলিত মনছাল। ৫ কর্পূর। ৬ শিলাজতু। ৭ গৈরিক। ৮ দীর্ঘ পাষণ। ৯ নীলিকা, নীল। ১০ হরীতকী। ১১ গোয়চনা। ১২ মূর্ক্ষা। (বৈজ্ঞানিক°) শিরা-রক্ত লব্ধ। ১৩ শিরা।

শিলাই, বাঙ্গালার মানচুর্ম জেলায় প্রবাহিত একটা নদী, উক্ত জেলার লামুকা পরগণা হইতে উদ্ভূত হইয়া ধীরমধুর গতিতে পূর্বদক্ষিণাভিমুখে আসিয়া রূপনারায়ণ নদে মিলিত হইয়াছে। মেদিনীপুর বুড়ীনদী নাড়াজালের নিকটে এবং ঝাঁকুড়া জেলায় পুরন্দরনদী ও গোপা নদী ইহার কলেবর পৃষ্ঠ করিতেছে। রূপনারায়ণের সঙ্গম হইতে এই নদীতে যতদূর জুয়ারের জল পৌছায়, ততদূর পর্যন্ত এই নদীকে পণ্যপ্রবাহী নৌকাসমূহ যাতায়াত করিতে পারে। বর্ষাকালে বজ্রা হইয়া নদীর উভয়কূল প্রাবিত করে।

শিলাকর্ণী (ক্লী) শিলেব কর্ণঃ কোণো যন্তাঃ ভীপ্। শল্লকী বৃক্ষ। (শব্দচ°)

শিলাকুট্টক (পুং) শিলাং কুট্টরতি দারয়তীত কুট্ট-বুল্। টক। পাষণভেদনস্ত্র। (শব্দরত্না°)

শিলাকুস্তম (ক্লী) শিলোদ্ভব, শিলাজতু।

শিলাক্ষর (ক্লী) শিলাপটে লিখিত অক্ষর। (Lithography)

শিলাগৃহ (ক্লী) প্রস্তরনির্মিত গৃহ। পাথরের ঘর।

শিলাচক্র (ক্লী) শালগ্রাম শিলা। [শালগ্রাম দেখ।]

শিলাচয় (পুং) পর্কত।

“কনকশিলাচরবিবরজতরকুস্তমাসজি মধুকরাসুকেতে।”

(বৃহৎসংহিতা ২৪।১)

শিলাজ (ক্লী) শিলায়া জারতে ইতি জন-ড। ১ শৈলয়, শৈলজ। শিলাজতু। (শব্দচ.) ২ লৌহ। (রাজনি.)

শিলাজতু (ক্লী) পৰ্বতজাত উপধাতুবিশেষ। হিন্দী—শিলাজৎ। সংস্কৃত পর্যায়—গৈরয়, অর্থা, গিরিজ, অম্বজ, শিলাজ, অগজ, শৈল, অদ্রিজ, শৈলয়, শীতপুষ্পক, শিলাবার্হি, অশ্মোথ, অশ্মলাক্ষা, অশ্মজতুক, জম্বজক। গুণ—তিক্ত, কটু, উষ্ণ, রসায়ন, মেহ, উন্মাদ, অশ্মরী, শোথ, কৃষ্ঠ ও অপস্মাররোগনাশক। (রাজনি.)

ইহার নাম, উৎপত্তি, শোধান ও গুণাদির বিষয় বৈভক্তে এইরূপ লিখিত আছে—

“নিদায়ে ঘর্ম্মসত্ত্বং ধাতুসারং ধরাধরাঃ।

নির্ঘাসবৎ প্রমুখস্তি তচ্ছিলাজতু কীর্তিতম্।

সৌবর্ণং রাজতং তাম্রং আরসং তচ্চতুর্বিধম্।

শিলাজতুদ্রিজতু চ শৈলনির্ঘাস ইত্যপি।” (ভাবপ্র.)

নিদাঘকালে সূর্য্যাকিরণ দ্বারা সত্ত্বগুণ পৰ্ব্বত সকল হইতে নির্ঘাসের আয় যে ধাতুসার বিগলিত হয়, তাহাকে শিলাজতু কহে। এই শিলাজতু চারিপ্রকার, সৌবর্ণ, রাজত, তাম্র ও আরস। ভাবপ্রকাশ মতে গুণ—কটু, তিক্তরস, উষ্ণবীর্ঘ্য, কটুবিপাক, রসায়ন, ছেদী, যোগবাহী এবং কফ, মেদ, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ, ক্ষয়, শ্বাস, বায়ু, অর্শ, পাতু, অপস্মার, উন্মাদ, শোথ, কৃষ্ঠ, উদর ও কুমিনাশক।

সৌবর্ণ শিলাজতু জবাপুষ্পের আয় বর্ণবিশিষ্ট, মধুর, কটু, তিক্তরস, শীতবীর্ঘ্য এবং কটুবিপাক। রাজত শিলাজতু—শ্বেতবর্ণ, শীতবীর্ঘ্য, কটুরস ও মধুর বিপাক। তাম্রশিলাজতু ময়ূরকর্ষের আয় আভাবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ এবং উষ্ণবীর্ঘ্য। লৌহ শিলাজতু জটায়ুর পক্ষ সূক্ষ্ম আভাবিশিষ্ট, তিক্ত, লবণ রস, কটু-বিপাক এবং শীতবীর্ঘ্য। এই শিলাজতুই সর্বাঙ্গেন্দ্র শ্রেষ্ঠ।

ঔষধ প্রস্তুতাদিতে আরস শিলাজতুই প্রশস্ত। শিলাজতু শোধান করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। যে শিলাজতু গোমূত্রবৎ গন্ধযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, স্নিগ্ধ, কোমল, শুষ্ক, তিক্ত, কষায় রস এবং শীতবীর্ঘ্য, সেই আরস শিলাজতু ঔষধকরণে শ্রেষ্ঠ এবং মারণের উপযোগী।

শোধানপ্রণালী—শিলাজতু বিষ্ণাদ্রি পৰ্ব্বতে বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয়, এইজন্ত ইহাতে লৌহের আধিক্য থাকে, সুতরাং শোধান না করিলে কোন কার্য্যকরী হয় না। প্রথমে শিলাজতু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড করিয়া গরম জলে নিক্ষেপ করিয়া এক প্রহর কাল রাখিতে হইবে, পরে উহা মর্দন করিয়া ঐ জল বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া একটী মৃৎপাত্রে স্থাপন করিয়া রৌদ্রে রাখিতে হয়, তৎপরে সেই পাত্রের উপরিস্থিত ঘনভাগ অস্ত্রপাত্রে রাখিবে। এইরূপ পুনঃপুনঃ করিয়া ঘনভাগ গ্রহণ করিলে দুই মাসের মধ্যে

শিলাজতু কার্য্যকর হইয়া থাকে। পরে ইহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে যদি উজ্জ্বলিত হইয়া লিপোপম হয়, অথচ ঘৃষ্য নষ্ট না হয়, তাহা হইলে ইহা শোধিত হইয়াছে জানিতে হইবে।

বাগ্‌ডট ইহার শ্রবণন প্রণালী এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন,—শিলাজতুর বহির্মূল অপহরণের জন্য প্রথমে বিত্তল জলে প্রক্ষালন করিতে হইবে, তৎপরে উহার অন্তর্নিহিত মৃত্তিকা ও বাস্কাদি দোষ দূর করিবার জন্য পশ্চাৎ উক্ত কাথ দ্বারা ভাবনা দিতে হইবে। শিলাজতুক জলে ধুইয়া রৌদ্রে শুক করিয়া লৌহপাত্রে ভাবনা দিতে হয়। যতটুকু শিলাজতু হইবে, তাহার সমশরিমাণ কাথ ঔষধ গ্রহণ করিয়া ৮ গুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হইবে। কিছু ঐ কাথ উষ্ণ থাকিতেই ছাকিয়া তাহাতে শিলাজতু নিক্ষেপ করিতে হয়। পরে কাথের সহিত উহা মিলিত হইলে শুষ্ক করিবে, আবার ঐরূপ করিয়া কাথে কেলিয়া শুকাইবে। এইরূপে ৭ বার ভাবনা দিবে। পরে পঞ্চতিকা দি বৃত্তে তিন দিন ডুবাইয়া রাখিতে হয়, তৎপরে ত্রিফলার কাথে তিন দিন, পটোলীর কাথে তিন দিন, যষ্টিমধুর কাথে তিন দিন নিমগ্ন করিয়া রাখিলে শিলাজতুর দোষ সকল বিদূরিত হয়। নিম্ন, গুলফ, বৃত্ত ও যব এই সকল দ্রব্য দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিতে হয়।

অস্ত্রপ্রকার—মহর্ষি অগ্নিবিশ্ব ইহার শোধান প্রণালী নির্দেশ করিয়াছেন যে—গ্রীষ্মকালে যে দিন প্রথমে রৌদ্র হয়, সেই দিন চারিখানি কৃষ্ণবর্ণ লৌহপাত্র সমতল ভূমির উপর রৌদ্রে স্থাপন করিবে। পরে উৎকৃষ্ট শিলাজতু লইয়া উহার একটী পাত্রে স্থাপন করিয়া শিলাজতুর দ্বিগুণ উষ্ণজল ও পূর্বোক্ত অর্দ্ধাংশ উষ্ণ কাথ দ্বারা যথানিয়মে শোধান করিলেই মৃত্তিকাদি মলদোষ দূরীভূত হয়। পরে উহা রৌদ্রের উত্তাপে গরম হইয়া আসিলে যখন দেখিবে উহার উপরিভাগে কৃষ্ণবর্ণ সর আসিয়াছে, তখন ঐ সর দ্বিতীয় পাত্রে রাখিয়া পুনরায় উষ্ণ জল দিয়া রৌদ্রে রাখিলে পুনরায় ঐরূপ সর পড়িবে, তখন ঐ সর গ্রহণ করিয়া তৃতীয় পাত্রে রাখিয়া পুনরায় উষ্ণজল দিবে, তৎপরে ঐরূপ সর পড়িলে উহা গ্রহণ করিয়া চতুর্থ পাত্রে উক্ত নিয়মে উষ্ণজল দিবে। তৎপরে যখন দেখিবে যে উপরিস্থিত জল বিত্তল হইয়াছে ও কৃষ্ণবর্ণ মল সকল পাত্রের অধোদেশে পতিত হইয়াছে, তখন ঐ সকল জল পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ প্রণালীতে শিলাজতু বিত্তল হয়।

শোধিত শিলাজতুর গুণ—তিক্ত, কটুরস, উষ্ণবীর্ঘ্য, কটু-বিপাক, রসায়ন, যোগবাহী এবং কফ, মেদ, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ, ক্ষয়, শ্বাস, শোথ, অর্শ, পাতু, বাতরক্ত, কৃষ্ঠ, অপস্মার ও উদররোগনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

রসস্রসারসংগ্রহে ইহার শোধনপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে যে উত্তম শিলাজতু দোহপাত্রে গোহুত্ব, ত্রিকলার কাথ ও ভূস্বরাজের সহিত একদিন মর্দন করিলে বিস্কৃত হয়। ইহার শুণ তি ক ও কটুরস, রসায়ন, ক্ষর, শোধ, উদর, অর্শ এবং বস্তি-বেদনানাশক। (রসস্রসারসংগ্রহ)

শিলাজতুপ্রয়োগ (পুং) প্রমেহ-রোগাধিকারে প্রয়োগ বিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—শালসারাদিগণের কাথে শিলাজতু ভাষনা দিয়া এবং উহার কাথে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বলান্ন-সারে শিলাজতু সেবন করিবে। ইহা সেবন করিলে মধুমেহ, শর্করা ও অশ্মরীরোগ প্রশমিত এবং বল, বীৰ্য ও আয়ু বৃদ্ধি হয়। শিলাজতু সেবনের পর ইহা উত্তমরূপে জীর্ণ হইলে জাকল মাংসের ঘূষের সহিত অন্ন সেবন পথ্য।

(ভৈষজ্যরত্নাঃ প্রমেহাধিঃ)

শিলাজত্বাদিলৌহ (ক্লী):ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—শিলাজতু, যষ্টিমধু, ত্রিকটু ও রোপা এবং সকলের সমান দোহ একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিতে হইবে অল্পপান দুগ্ধ। এই ঔষধসেবনে ক্ষয় প্রভৃতি রোগ আত্ম প্রশমিত হয়। (রসস্রসারসংগ্রহঃ যক্ষ্মরোগাধিঃ)

শিলাজ্ঞা (স্ত্রী) শ্বেতশিলা নামক পাৰ্বাণভেদ। (রাজনিং)

শিলাজ্ঞনী (স্ত্রী) শিলামঞ্জরীতী অজ-ল্যা, স্নিগ্ধাঃ জীপ্। কালাজ্ঞনী বৃক্ষ। (রাজনিং)

শিলাটক (পুং) শিলামটীতী অট-বৃল্। ১ অট, অটালিক। ২ অটালিকার উপরিস্থিত ক্ষুদ্র গৃহ, চলিত চিলের ছাদ। ৩ গর্ভ। (মেদিনী)

শিলাতল (ক্লী) শিলায়তলং। শিলার তল, শিলায় উপরিভাগ।

শিলাশুজ (ক্লী) শিলায়া আশ্বজমিব। লৌহ, মুণ্ডলৌহ।

শিলাত্মিকা (স্ত্রী) বুধা, মুদিকা। (শকচ°)

শিলাত্ব (ক্লী) শিলা-ভাবে ত্ব। শিলার ভাব বা ধর্ম।

শিলাত্বচ্ (স্ত্রী) শিলাবন্ধা, ঔষধ দ্রব্যবিশেষ। (রাজনিং)

শিলাদ (পুং) ঋষিভেদ।

শিলাদস্ত্র (পুং) শিলায়া দক্ষুরিব। ১ শৈল্যে নামক গন্ধ দ্রব্য, শৈলজ। (রাজনিং) ২ শিলাজতু। (রাজনিং)

শিলাদান (ক্লী) ১ শালগ্রামশিলাগ্রহণ। ২ শালগ্রাম-শিলাদান।

শিলাদিত্য (পুং) মালবরাজভেদ। [হর্ষবর্দ্ধন দেখ]

শিলাদ্বন্দ্ব (ক্লী) শৈলেয়, শৈলজ।

শিলাধাতু (পুং) শিলানাং ধাতুঃ। গৈরিক ভেদ, স্তূর্ণগৈরিক, স্বর্ণগৈরি। (রাজনিং)

‘সিতোপলঃ শিলাধাতু বর্ণরেখা চ মকলং।

শিলাধাতু বিশেষত্ব বিজ্ঞেরো লোকশাস্ত্রতঃ ৯’ (শব্দরত্ন°)

২ সিতোপল, কঠিনী, চলিত খড়ী। ৩ শর্করা, চিনি।

শিলানা, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর কাঠিমাভি বিভাগের সৌরাষ্ট্র-প্রান্তস্থ একটা ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এখানকার সর্দারেরা বড়ো-নার গাইকোবাড়কে কর দিয়া থাকেন।

শিলানাথ, বাঙ্গালার হারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত একটা গণ্ড-গ্রাম। কমলা নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ৩৪' ৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ২' ৪৫" পূঃ। এই স্থানে এক সময়ে শিলা-নাথ মহাদেবের মন্দির বিদ্যমান ছিল। কমলা নদীর গতি পরিবর্তন হেতু ঐ মন্দির ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। প্রতি বৎসর কাণ্ডিক ও ফাল্গুন মাসে এইস্থানে ১৫ দিন স্থায়ী মেলা হয়। ঐ মেলায় নানারূপ শস্ত বিক্রয়ার্থ আমদানী হইয়া থাকে। নেপালের পার্বত্য অধিবাসীরা ঐ মেলায় তেজপাত, মৃগনাভি, কুঠাল ও ধনিজ্য লৌহ প্রভৃতি দ্রব্য বিক্রয় করিতে আসে। ঐ মেলা শিলানাথ মহাদেবের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক।

শিলানিচয় (পুং) শিলার নিচয়ঃ। শিলাসমূহ, প্রস্তুত সকল।

শিলানির্ঘাস (পুং) শিলায়াঃ নির্ঘাসঃ। শিলাজতু।

শিলানীড় (পুং) শিলানীড়ে বাসস্থানং বস্ত্র। গরুড়। (ত্রিকা°)

শিলান্ত (পুং) অশ্বত্থকবৃক্ষ, চলিত আপটা। (রাজনিং)

শিলাঙ্কস্ (ক্লী) শিলেন প্রাপ্তঃ অঙ্কঃ অরং। শিলবৃদ্ধি দ্বারা প্রাপ্ত অন্ন, শিল অর্থাৎ ধাত্বাদির মঞ্জরী উচ্চরন রূপ বৃত্তি, এই বৃত্তিদ্বারা যে অন্ন লাভ হয়, তাহাকে শিলাঙ্কঃ কহে।

“বানপ্রস্থাপ্রমপদেবতীক্ৰং ভৈক্ষমাচরৎ।

সংসিধ্যাত্যখসম্মোহশুঙ্কসম্বঃ শিলাঙ্কসা ৯” (ভাগবত ১১।১৮।২৫)

‘শিলবৃত্ত্যা প্রাপ্তেন তদীরেনাঙ্কসা অয়েন’ (স্বামী)

শিলাপট্ট (পুং) শিলায়াঃ পট্টঃ। পেষণার্থ শিলা, চলিত শিল, যে শিলায় দ্রব্যাদি পেষণ করা হয়। বাঙ্গালার হিন্দুরমণীগণ হরিদ্রাবর্ণের বস্ত্রে শিলাপট্ট আচ্ছাদিত করিয়া বজীদেবী ভাবিয়া পূজা করিয়া থাকেন।

শিলাপুত্র (পুং) শিলায়া পুত্র ইব। পেষণযোগ্য শিলা, চলিত লোভা, যাহা দ্বারা পেষণ করা যায়। পর্যায় ঘর্ষণাল, শিলাপুত্রক। (শব্দরত্ন°)

শিলাপুষ্প (ক্লী) শিলায়াঃ পুষ্পমিব। শৈলেয়, শিলাজতু। (রাজনিং)

শিলাপ্রসূন (ক্লী) শিলাপুষ্প, শিলাপ্রসুত, শৈলজ। (রাজনিং)

শিলাবন্ধ (পুং) শিলাদ্বারা গ্রথিত প্রাচীরাদি।

শিলাভব (ক্লী) শিলায়া ভবঃ উৎপত্তিব্যভ। ১ শৈলেয়, শৈলজ। (রাজনিং)

শিলাভাব (পুং) শিলাত্ব, পাৰ্বাণত্ব।

শিলাভিঘ্নন্দ (পুং) শিলাজতু। (বৈজ্ঞানিক°)

শিলাভেদ (পুং) শিলাং ভিনতীতি ভিদ-অচ্। পাৰ্বাণভেদী

বৃক্ষ, চলিত পাথরকুচি, পাথরচুর। (রত্নমালা) (স্ত্রী) ২ প্রস্তর-
ভেদক অস্ত্র, যে অস্ত্র দ্বারা শিলাভেদ করা যায়।

৩ কর-জোড়ি পাষাণভেদ।

শিলাময় (ত্রি) শিলা বিকারে ময়টু। শিলাবিকার, প্রস্তর-
নির্মিত দ্রব্য।

শিলামল (পুং) শিলায়াঃ মলঃ। শিলানির্ঘাস, শিলাজতু।

শিলাযূপ (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। (ভারত অশ্বশাসনপর্ব)

শিলারস্তা (স্ত্রী) শিলেব দৃঢ়া রজ্জা। কাঠকদলী। (রাজনি°)

শিলারস (পুং) স্বনামখ্যাত খনিজ গন্ধদ্রব্য বিশেষ, চলিত
শিলায়স। গুণ—কটু, ষাট্, মিষ্ট; গুরু ও কাণ্ডিবর্জক,
বলকর, স্নায়ুরজনক, বেদ, কুষ্ঠ, জ্বর, দাহ ও গ্রহদোষনিবারক।
ইহা শোধন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। শিলায়স মধুরাশা,
ভাবনা দিলে বিভ্রম হয়, এইরূপ ঘৃণের সহিত কুসুম, কুসুমের
সহিত অশুক, গোমুত্রের সহিত গ্রহিণী, মধু জলের সহিত মধুরিকা
এবং ততুলোদকের সহিত ভেজপত্র এই সকল দ্রব্যে শিলারস
ভাবনা দিলে বিভ্রম হয়। বিভ্রম শিলারসই উক্ত গুণবৃত্ত।

(ভাবপ্রকাশ)

শিলালিন্ (পুং) জনৈক নটস্থত্রপ্রণেতা। (পাণিনি ৪।৩।১১০)

শিলালিপি (স্ত্রী) প্রস্তরে উৎকীর্ণ লিপি। (Inscription)।

শিলাবন্ধা (স্ত্রী) শিলেব কঠিনো বন্ধো যন্তাঃ। ঔষধ দ্রব্য
বিশেষ, হিন্দী শিলাবাক। পর্যায় শিলজা, শৈলবকলা, শৈলগর্ভাঙ্কা
শিলাদক, খেতা। গুণ—শীতল, কুক্ষু, ষাট্, মেহ, মূত্ররোধ,
অশ্রী, শূল, জ্বর ও গলিতনাশক। (রাজনি°)

শিলাবহ (পুং) জনপদবিশেষ। ২ ঐ জনপদবাসী। স্ত্রিয়াঃ
টাপ্। ৩ নদীভেদ।

শিলাবৃষ্টি (স্ত্রী) ১ শিলাবর্ষণ। তুষারপাত। ২ শক্রর প্রতি
প্রস্তরাদি নিক্ষেপ।

শিলাবেশ্মান্ (ক্লা) শিলানির্মিতঃ বেষ্ম। প্রস্তরগৃহ, শিলা-
নির্মিত গৃহ।

শিলাব্যাদি (পুং) শিলায়া ব্যাধিরিব। শিলাজতু। (ত্রিকা°)

শিলাশস্ত্র (স্ত্রী) শিলানির্মিত অস্ত্র।

শিলাসন (স্ত্রী) শিলা আসনং যন্ত। শৈলের। (শব্দরত্না°)
২ প্রস্তরনির্মিত আসন।

শিলাসার (স্ত্রী) শিলাবৎ সারো বজ্র। ১ লৌহ। (হেম)

শিলাস্থি (স্ত্রী) যে অস্থি-ওর উপরিভাগে মস্তক অবস্থিত।
(Petræa bone)

শিলাস্তম্ভ (পুং) শিলায়াঃ স্তম্ভঃ। পাথরের খাম, প্রস্তরস্তম্ভ।

শিলাস্বেদ (পুং) শিলায়াঃ স্বেদঃ। শিলাজতু।

শিলাহার, বোম্বাই উপকূলস্থ কোঙ্কণ রাজ্যের একটি সামন্ত-

রাজবংশ। কালে এই শাখা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া উত্তর ও
দক্ষিণ কোঙ্কণে স্বতন্ত্র ভাবে রাজ্য শাসন করিতে থাকেন।
কিছুকালে এই রাজবংশের অভ্যুদয় হয়, তদ্বিবরে সম্যক কোন
ইতিহাস অবগত হওয়া যায় না। শিলালিপি হইতে জানা যায় যে
জীমুতবাহন এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি শাপড়ট বিভাগের,
গরুড় নাগভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলে বাহুকী তাঁহার ভয়ে প্রত্যাহ
শৈল বা শিলাখণ্ডোপরি একটা সর্প রাখিয়া বাইতেন। একদা
শম্বুড়কে ঐরূপে শিলাভলে রক্ষিত দেখিয়া জীমুতবাহন স্বয়ং
তথায় বাইয়া উপবেশন করেন। গরুড় তাঁহার প্রার্থনার
সপক্ষে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকেই উদরস্থ করিলেন, কেবল
মস্তকটা ভক্ষণ করিলেন না। তখন শোণবিল্বা জীমুতবাহনপত্নী
সেই স্থলে আসিয়া গরুড়কে বিস্তর কাকূত দিনতি করিতে
লাগিলেন, তাঁহার তত্ত্বে তুষ্ট হইয়া গরুড় জীমুতবাহনকে পুনর্জীবন
দান করিলেন, তদবধি তাঁহার শৈলাহার বা শিলাহার নাম হয়।

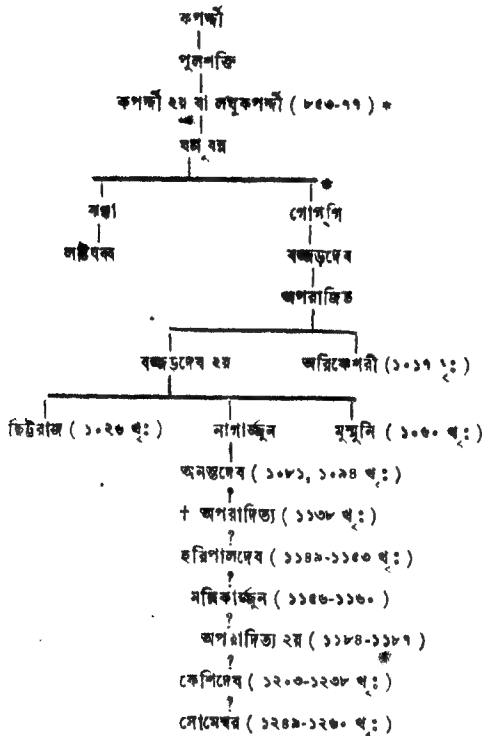
উপরের কিংবদন্তী বাহাই হউক না কেন, এই রাজবংশ
যে বিভ্রমানে ছিলেন, তাঁহাদের মন্ত্রিবর্গের নামই তাহার প্রমাণ।
মহারাত্রি জাতির দ্বন্দ্বোৎপত্তির নামে একটা বংশোপাধি দৃষ্ট
হয়, অধিকসম্ভব, ঐ শৈল বংশের কোন শাখা সামন্তরাজরূপে
অধিষ্ঠিত হইয়া শৈল শব্দটী সংস্কৃতে শৈলহার রূপে রূপান্তরিত
করিয়া থাকিবেন।

স্ববিখ্যাত সম্রাট নৌশেরবান্ (৫৩১-৫৭৮ খৃঃ) বখন পারস্ত-
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখন পশ্চিম ভারতোপকূলে পারস্তবাসি-
গণের বাণিজ্যপ্রভাব অপ্রতিহত। ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে আরবজাতি
কর্তৃক শেষ-শাসনীয় রাজা যে জনেজাদি রাজ্যভ্রষ্ট হইলে বহুসংখ্যক
পারসিক ঠানা উপকূলে আসিয়া যাদব রাণার রাজ্যে আশ্রয়লাভ
করেন। মুসলমান ইতিহাসোক্ত এই যাদব রাণা সম্ভবতঃ
সজ্ঞানের যাদববংশীয় কোন সামন্তরাজ হইবেন। পারস্ত
আক্রমণের অব্যবহিত পরেই আরবগণ কয়েকবার ঠানা প্রভৃতি
পশ্চিম ভারতোপকূল লুণ্ঠন করিয়া যান। খলিফা ওমার
(৬৩৪-৬৪৩) আরবীয়গণকে একরূপ অস্তায় উপদ্রব করিতে
নিবেশ করিয়াছেন।

যদি এই হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষের সময় শিলাহার-রাজগণ
লক্ষপ্রান্তর্ভ হইতেন তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহাদের ইতিহাসে
এই রাজবংশের কোন না কোন স্থিতি পাওয়া যাইত। শিলা-
লিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, দক্ষিণ কোঙ্কণাণীর
সগফুল রাষ্ট্রকূটরাজ ধনকুফের সামন্ত ছিলেন। সম্রাট তাঁহাকে
সহস্রবর্ষ হইতে সমুদ্রকূল পর্যন্ত স্থান দান করেন। রাজা
সগফুল সম্ভবতঃ ৭৭০-৭৮৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিজয়মান ছিলেন।
অতঃপর এই বংশে তৎপুত্র ধর্ম্মরাজ রাজা হন। তৎপুত্র ক্রমে

ঐরপরাজ, অবসর, আদিভাবর্ষা, অবসর ২য়, ইন্দ্ররাজ, ভীম, অবসর ৩য়, ও তৎপুত্র রটরাজ ১০০৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। রট রাজা সত্যপ্রসরের অধীন সামন্ত ছিলেন। ইচ্ছা হইতে এই বংশের অবলান হয়, কারণ উত্তর কোঙ্কণাধীশ্বর অরিকেশরীকে আমরা ১০১৭ খৃষ্টাব্দে সমগ্র কোঙ্কণরাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিতে দেখি।

উত্তর-কোঙ্কণের শিলাহারবংশ

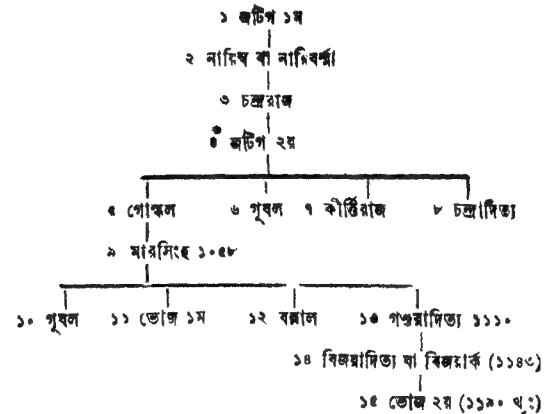


উক্ত জীমুতবাহন-বংশধর কপর্দার পুত্র পুলশক্তি রাষ্ট্রকূট-রাজ অমোঘবর্ষের অধীনে মঙ্গলপুরীর শাসনকর্তা ছিলেন। তৎপুত্র ২য় কপর্দী ৮৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপরে বঙ্গব্রহ্ম ও বজ্রা যথাক্রমে রাজা হন। রাজা বজ্রা বীর একমাত্র কন্তা লটিয়ককে চালোয়ের যাদবরাজ ভিন্ন-মের হস্তে অর্পণ করেন। ১০৯৪ খৃষ্টাব্দের শিলালিপিতে তৎকর্তৃক শত্ৰুমান্দ্রি প্রীতিষ্টা হইতেই তাঁহাকে শৈবধর্মাবলম্বী বলিয়া মনে হয়। বজ্রার পর তদীয় ভ্রাতা গোগ্গি ও বজ্রদেব রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। রাষ্ট্রকূটপতি কর্করাজকে (ককল) চালুক্যরাজ

তৈলপ কর্তৃক পরাজিত দেখিয়া বজ্রপুত্র অপরাধিত (বিকলকরাম) ১৭২ হইতে ১৯৭ খৃষ্টাব্দের স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। অতঃপর ২য় বজ্রদেব ও তাঁহার ভ্রাতা অরিকেশরী যথাক্রমে রাজ্যেশ্বর হন। তৎপরে বজ্রপুত্র ছিটরাজ, নাগার্জুন ও মুদ্দা (মাধনি) পর পর রাজ্যলাভ করেন। মাধনির পুত্র অনন্তপাল বা অনন্তদেব হইতে শিলাহারবংশের বীরত্বপ্রভা দিগন্তব্যাপী হয়। ইহার পরবর্তী ছয় জন রাজার নাম ভিন্ন বংশ-তালিকার উল্লেখযোগ্য কোন লব্ধ পাওয়া যায় না।

এই রাজবংশ সময়ে সময়ে পুরি, হনুমান (সম্ভবত সজান), শ্রীহনিক (ঠানা), শূর্য্যরক (শোপার), চোল (চেমুলি), লোনাম (লবণতত), তগরপুর, বটবর্জী (শালসেটা) প্রভৃতি স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

উপরিউক্ত রাজবংশ ভিন্ন কোলহাপুরেও এই বংশের এক শাখা রাজত্ব করিতেন। শিলালিপি হইতে এই বংশের এইরূপ একটা তালিকা সংগৃহীত হয়।



রাজা বিজয়াদিত্যের ১০৬৫ খৃঃ উৎকীর্ণ কোলহাপুর-শিলা-লিপিতে ২য় গুণ ও ১ম ভোজদেবের মধ্যে চন্দ্রদেব নামে রাজা মানসিংহের এক পুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু গুণাদিত্য ও ২য় ভোজদেবের ভ্রাতৃশাসনে তাঁহার নাম নাই।

শিলাহারিন্ (ত্রি) শিলেন আহর্জুং শীলমন্ত শিলা-আ-হ-গিনি। শিলযুক্তি দ্বারা বাহারা জীবিকা নির্বাহ করে।

শিলাহর (ক্লী) শিলা-ইত্যাখ্যা বহু। শিলাজতু। (ভাবপ্র) শিলি (পুং) ভূজপত্রবৃক্ষ। (শব্দমালা) (জী) ২ দ্বারাধঃ-স্থিত কাষ্ঠ, চোকাঠের নীচের কাঠ, চলিত গোবরাট। (শব্দগুচ্ছা)

শিলিন্ (পুং) নামভেদ। (আদিপর্ব)

শিলিন্ (পুং) অবিভেদ। (বৃহদা উপ° ৪।১।২)

শিলিন্দ (পুং) মন্ত্রবিশেষ। গুণ—স্নেহাবর্জক, দৃঢ় ও বাত-পিত্তনাশক। (রাজব°) এই মন্ত্র খাটতে বেশ সাহি।

* নামের পার্শ্বে যে রাজ্যকাল সংখ্যা দেওয়া হইল, ঐ সময়ের মধ্যে রাজগণের উৎকীর্ণ শিলালিপি বাহ পাওয়া যায়। রাজ্যকাল সংখ্যা নির্ণয় করা দুঃস্ব।

† অনন্তদেবের পর অপরাদিত্য কোল সম্পর্কে রাজা হন তাহা জানা যায় না। পরবর্তী "১" বংশপরম্পরায় কিছু সোল আছে।

শিলী (স্ত্রী) শিল-কৃদিকারাদিত্তি জীব। দ্বারাধঃস্থিত কাঠ, শিলি, তন্তুশীৰ্ষ। ২ গজুপদী, চলিত কৈচো। (মেদিনী)

শিলীক্স (স্ত্রী) ১ কদলীপুষ্প, মোজ। ২ করক। ৩ ত্রিপুরা। (পুং) ৪ বৃক্ষ বিশেষ, ভূমিকদলী বৃক্ষ। ৫ মংস্ত্র বিশেষ। চিত্রফলক মংস্ত্র। (জটায়ু) ৬ ছত্রাক, বেঙের ছাতা।

শিলীক্সক (স্ত্রী) গোময়ছত্রিকা, বেঙের ছাতা, ইহা দ্বিজাতিকে তক্ষণ করিতে নাই।

‘গোময়ছত্রিকামাহাশিলীরক শিলীক্স কন্ম’ (হারাবলী)

বার্থে কন্ম। শিলীক্স শব্দার্থ।

শিলীক্সপুষ্প (স্ত্রী) কদলীপুষ্প। (মেদিনী)

শিলীক্সী (স্ত্রী) ১ বিহগীভেদ। ২ গজুপদী, কৈচো। ৩ নৃত্তিকা। (মেদিনী)

শিলীপদ (পুং) শিলীব স্থলং পদমস্মাৎ। পাদরোগবিশেষ, চলিত গোব, পর্ষায় পদগণ্ডীর, স্লীপদ, পাদবন্দীক। (হেম)

[স্লীপদ শব্দ-দেখ।]

শিলীপৃষ্ঠ (ত্রি) ১ বাণ। ২ অসি।

শিলীমুখ (পুং) শিলীব মুখং যন্ত। ১ ভ্রমর। ২ বাণ।

‘কস্তায় শায়কো দীর্ঘঃ শিলীপৃষ্ঠঃ শিলীমুখঃ।’ (ভারত ৪৪.১১১)

৩ যুদ্ধ। ৪ জড়ীভূত। (শব্দরত্না)

শিলু (পুং) বহুব্যার বৃক্ষ। চলিত চালতা গাছ। (বৈজ্ঞকনি)

শিলুম (পুং) ১ ঋষিভেদ। ইনি নাট্যাচার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ২ বিষবৃক্ষ।

শিলেয় (স্ত্রী) শিলায়াং ভবং শিলা-চ। ১ শৈলজ, শিলাজতু। (শব্দরত্না) (ত্রি) ২ শিলা-সম্বন্ধী। ৩ শিলাসদৃশ। শিলেয় (শিলায়া চঃ) পা ৫৩.১০২ ইতি চ। ‘শিলেয়ং দধি’ (কাশিকা) শিলাসদৃশ কঠিন দধি।

শিলোচ্চয় (পুং) শিলায়া উচ্চয়ো যত্র। পর্বত।

‘ন পাদপোয়ুলনশক্তিরংহঃ

শিলোচ্চয়ে মুচ্ছতি মারুতস্ত।’ (রঘু ২।২৭)

শিলোঙ্খ (পুং) উচ্ছাশল বৃত্তি। উচ্ছবৃত্তি ও শিলবৃত্তি, ভূপতিত এক একটা ধাত্বাধির গ্রহণরূপ উচ্ছ বৃত্তি এবং ধাত্ব-মঞ্জরীর গ্রহণরূপ শিলবৃত্তি। অমবটিকায় ভরত চিহ্নার ব্যুৎপত্তি এই রূপ লিখিয়াছেন,—‘উপাত্ত শত্ৰুৎ ক্ষেত্রাৎ শেবাচয়নং, উচ্ছেন পরিচক্ষাদানবদগ্রহণেন শিবাতে সক্ষীয়তে উচ্ছাশলং, উচ্ছ শুভ্রে শিলশুলে কৃৎবাৱিত্ত্যুক্তে কৃৎজ্ঞোতি ইজ্জুভাৎ কঃ উচ্ছাশিলং সংযাতবিগৃহীতং বিপগাতং। শকাৎ ন চেদ্রুশিলেন ব্রাতঃ ফলেন মূলেন চ বারিণা চ। ইতি সমাহারেষ্টে উচ্ছাশলক।

‘উচ্ছাশৈলকঞ্চ যচ্চাত্তং তৎপরিগ্রহণং ত্বৃত্তম্।’ ইতি নিগমা-ভিধানে স্ত্রীং পুমান্ধ্ব ঋতং শিলং ইতি বোপালিতে পুংস্তুঃ।

রঘুকারা দ্রুতসারে পরিণতবাক্ কক্ষ্যকদারে।

ভবভূতিকৃত শিলোঙ্খ ততলপতিতং বয়ং চিস্রমঃ।’

ইতি গোবর্ধনঃ।’ (ভরত)

শিলোঙ্খন (স্ত্রী) শিল-উচ্ছবৃত্তি।

‘অকিঞ্চনানাং হি ধনং শিলোঙ্খনং

তেনেহ নির্বৃত্তিত সাধু সংক্রিয়ঃ।’ (ভাগবত ৩।৭।৩)

‘শিলোঙ্খনং ক্ষেত্রে স্বায়ুপেক্ষিতকণিপোপাদানং স্ত্রীলং হষ্টাদৌ পতিতব্রীহাদেবপাদানমুচ্ছনং’ (স্বামী)

শিলোপ্খ (স্ত্রী) শিলায়া উত্তিষ্ঠতীতি উৎ-স্থ-ক। ১ শৈলেশ নামক গন্ধ দ্রব্য। ২ শিলাজতু। (রাজনি)

শিলোম্বব (স্ত্রী) শিলায়া উত্তবো যন্ত। ১ শৈলেশ। ২ শিলাজতু। ৩ চন্দ্রনবিশেষ, পীতচন্দন।

‘সুশীতলং চন্দনং যৎ তৈলপণিকমুচ্যতে।

উভৌ চ তন্ত্র পর্ষায়ৌ সোমযোনি শিলোম্ববম্।’ (শব্দচন্দ্রিকা)

শিলোদ্ভিদা (স্ত্রী) পাষণ্ডভেদ, চলিত পাণরকুচ। (ভাবপ্রকাশ)

শিলোকস্ (পুং) শিলা পর্বতঃ ওকো বাসস্থানং যন্ত। ১ গরুড়। (ত্রিকা) ২ পর্বতবাসিমাত্র।

শিলোন্দী, মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর জেলার শিহোরা তহশীলের অন্তর্গত একটা নগর।

শিল্প (পুং) সূত্র। (নিবন্ধ, ৩৬)

শিল্প (স্ত্রী) শীল সমাধৌ, (খেপশিল্পশপ্পাশ্লক্লবপত্নাঃ। উণ্ ১২৮) ইতি প হ্রস্বশ্চ। কলাদি কল্প, বাস্তবনির্মাণাদি কর্ম, চলিত কারিকুরি।

‘বাংস্তায়নোক্ত নৃত্যগীত বাণ্যাদি চতুঃষষ্টিঃ বাহ্যক্রিয়াঃ তথা আলিঙ্গনচুষ্যাদি চতুঃষষ্টিঃ অভ্যন্তরক্রিয়াঃ কলাঃ আদিনা ঘর্ণ-কারাদিকারকর্মগ্রহঃ। এতৎ সর্বং শিল্পঃ’ (ভরত)

বাংস্তায়নপ্রণীত নৃত্যগীত বাণ্য প্রভৃতি ৬৪ প্রকার বাহ্যক্রিয়া এবং আলিঙ্গন চুষ্যাদি চতুঃষষ্টি প্রকার অভ্যন্তরক্রিয়া, ঘর্ণ-কার, কর্মকার প্রভৃতির কার্য্য সকল, ইহা সকলই শিল্প নামে অভিহিত হয়। কারুকার্য্য মাত্রই শিল্পপদবাচ্য। বস্ত্রবয়ন, নৌকা গঠন, অলঙ্কার প্রস্তুত করণ, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি কার্য্য মাত্রই শিল্প। [শিল্পবিজ্ঞা দেখ।]

২ ক্ষব। (মেদিনী)

শিল্পক (স্ত্রী) শিল্প-কন্ম। শিল্প শব্দার্থ।

শিল্পকার (পুং) শিল্পং করোতীতি কৃ-অণ্। শিল্পী, শিল্পবিজ্ঞা-ব্যবসারী, কারিকর।

শিল্পকারক (পুং) শিল্পক, শিল্পকর্মকারী।

শিল্পকারিন্ (ত্রি) শিল্পং কর্তুং শীলমন্ত্ৰ, শিল্পি। শিল্পকর্ম-কর্তা, শিল্পকর্মজনক, যিনি শিল্প কর্ম করিয়াছেন। পৌরাণিক-

মতে শিল্পকারদিগের জনক বিশ্বকর্মা, বিশ্বকর্মা হইতেই সকল শিল্পীর উৎপত্তি হইয়াছে। একঐক্যবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে,—

“বিশ্বকর্মা চ শূদ্রাণাং বীৰ্য্যাদানং চকার সঃ।

ততো নভুবুঃ পুত্রাশ্চ নবৈতে শিল্পকারিণঃ।

মালাকারঃ কৰ্ম্মকারঃ শল্যকারঃ কুবিন্দকঃ।

কুস্তকাঃ কংসকারঃ যড়োতে শিল্পিনাং বরাঃ।

সুধারান্দিব্রকরঃ স্বর্ণকারস্তথৈব চ।”

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° ব্রহ্ম৪° ১০ অ°)

বিশ্বকর্মা শূদ্রার গর্ভে বীৰ্য্যাদান করেন, তাহাতে ৯ জন শিল্পকারের জন্ম হয়, ১ মালাকার, ২ কৰ্ম্মকার, ৩ শল্যকার, ৪ কুবিন্দক, ৫ কুস্তকার ও ৬ কংসকার, এই ৬ জন শিল্পীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহা ভিন্ন ৭ সুধার, ৮ চিত্রকার ও ৯ স্বর্ণকার এই তিন জন।

শিল্পগৃহ (ক্লী) শিল্পিনাং গৃহং। শিল্পশালা, স্বর্ণকার প্রভৃতির কার্য্যগৃহ, কারখানা, যে গৃহে শিল্প-ক্রিয়া নিৰ্ম্মিত হয়। মহতে লিখিত আছে যে, রাজা তত্ত্বরাদির উপদ্রব হইতে শিল্পগৃহ রক্ষা করিবেন। (মহু ২।২৬৬)

শিল্পগেহ (ক্লী) শিল্পগৃহ।

শিল্পজীবিকা (স্ত্রী) শিল্পমেব জীবিকা। শিল্পরূপ উপজীবিকা।

শিল্পজীবিন্ (ত্রি) শিল্পেন জীবতি জীব-গিনি। শিল্পোপজীবী, যিনি শিল্প দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন।

শিল্পজ্ঞ (ক্লী) শিল্পজ্ঞ ভাবঃ জ্ঞ। শিল্পের ভাব বা ধর্ম্ম, শিল্পকার্য্য।

শিল্পপ্রজাপতি (পুং) শিল্পজ্ঞ প্রজাপতিঃ। শিল্প-কৰ্ম্মপ্রাপ্ত বিশ্বকর্মা। (ভারত আদিপ°)

শিল্পযন্ত্র (ক্লী) শিল্পবিষয়ক যন্ত্র, চলিত কল।

শিল্পলিপি (স্ত্রী) প্রস্তর প্রভৃতিতে ক্ষোদিত লিপি। শিল্পালিপি।

শিল্পবৎ (কি) শিল্প-অত্যন্তে মতুপ-মত্ব ব। শিল্পাবশিষ্ট, শিল্পযুক্ত।

শিল্পবিভাগ (স্ত্রী) শিল্পবিষয়ক বিভাগ, শিল্পশাস্ত্র, শিল্পকর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থ।

হস্তদ্বারা মনুষ্য যে কলাদি কৰ্ম্ম বিশেষ নিপুণতা সহকারে সম্পন্ন করে, তাহাই শিল্প। স্বর্ণকারাদি বিশেষ বৃত্তিজীবীরা যে কৰ্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, তাহাও শিল্পপদবাচ্য। কিন্তু প্রাচীন কালে দেবমান্দর, প্রাণান, অট্টালিকা, দেবমূর্ত্তি এবং গৃহাদির দেওয়ালে যে সকল কারুকায্য খোদিত হইত, তাহাই শিল্প নামে খ্যাত হইত। যে শাস্ত্রপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া শিল্পকর্ম্ম বস্তুর অভ্যন্তর কোন একটি নিয়মাবলীতে স্থাপনাদিতে গঠন করে, তাহাকেই শিল্পশাস্ত্র বলা যায়। যে গ্রন্থাদিতে এতদ্বিষয় লিখিত আছে, তাহাকে শিল্পশাস্ত্র কহে।

পুরাণাদিতে বিশ্বকর্ম্মাই দেবশিল্পী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তৎপরে ময়দানব অট্টালিকাদি নির্মাণ-বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা দেখান। তিনি গৃহনিৰ্ম্মাণের উপযোগী নিয়ম সকল নিবদ্ধ করিয়া যে প্রথা প্রবর্ত্তন করেন, তাহাই ময়শিল্প নামে কথিত। ময় কর্ত্ত্বক লোকসমাজে শিল্প বা বাস্তবিক্যার বহুল প্রচলন হয়।

বিশ্বকর্ম্মশিল্পে ভগবান্ শিব বিশ্বকর্ম্মাকে কৃতাদি যুগক্রমে দেবমূর্ত্তির ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন; ঐ শিল্পকারদিগেরও কৰ্ম্মাংশ বিভাগ করা হইয়াছে, গ্রামাদি নির্মাণ, দেবালয় গঠন, পার্বণ, স্বর্ণ বা লৌহাদি দ্বারা প্রতিমা-নিৰ্ম্মাণই ইহাদের মুখ্য-কার্য্য। বিশ্বকর্ম্মীয় শিল্পশাস্ত্রমতে শিল্পী সাত প্রকার, উহার একে একে স্ব স্ব কৰ্ম্মাংশ সম্পাদন করিত।

“দ্বিবাঃবিশ্বকর্মা চ তক্ষকঃ বর্দ্ধকিত্তা।

স্থপতিঃ স্থাপকঃ শিল্পী রথকার উদীরিতঃ।

নামভিঃ সপ্তভিঃশ্চৈব সমবেতঃ মহাশ্রমী।” (১।২।১০)

ঐ সকল শিল্পিগণ কি কি কার্য্যের জন্য এক্রূপ বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছেন, উক্ত গ্রন্থে তাহাও প্রদত্ত হইয়াছে—

“অথ বিশ্বং করোতীতি বিশ্বকর্মাভবৎ স্বয়ং।

সর্ব্বা লক্ষণতঃ শুদ্ধে তস্মাস্তক্ষক জৈরিতঃ।

দেবালয়াদিকান্ সর্ব্বান্ বর্দ্ধয়েদিতি বর্দ্ধকী।

দৃঢ়ানি ভেদয়েদ্বহ স্থপতির্নামতঃ স তু।

পর্কতানি ভুবকৈব স্থাপয়তাথিগানি চ।

স্থাপকঃ প্রোচ্যতে সর্ব্বং শিল্পিতঃ শিল্পিরিত্যপি।

ত্রিপুরং দক্ষকামস্ত শিবস্ত পরমেষ্ঠিনঃ।

রথস্ত জগদ্বাক্যং কৃতবান্ পরমং শুভং।

রথকার ইতি প্রোক্তো বিশ্বকর্মা স এবাহ।” (১।১১-১৭)

অস্ত্র স্থাপক, শিল্পী, বর্দ্ধকী ও তক্ষককে দেবমূর্ত্তি গঠনের প্রধান শিল্পী বলিয়া গণনা করা হইয়াছে। দেবমূর্ত্তি-নিৰ্ম্মাণ স্থপতির কায্য। ঐ প্রতিমাদির স্থাপন কার্য্য কেবলমাত্র স্থাপক দ্বারা নিৰ্ব্বাহিত হইবে। শিল্পী চিত্র সম্পাদন করবে, বর্দ্ধকী শিল্প-ক্রিয়া করবে এবং তক্ষক উক্ত চারি শিল্পীর কায্য পৃথ্যাবেক্ষণ করিবেন। এতদ্ব্যতীত তক্ষকের আরও অনেক কৰ্ম্ম আছে, প্রতিমানিৰ্ম্মাণার্থ তাহাকে পূর্ণাকারে অপ-ধোমাদি কায্য করিয়া পরে কণ্ঠাদি ছেদন প্রভৃতি কায্য করিতে হয়।

“দেবতানাং বিনিৰ্ম্মাণং স্থপত্যস্ত কবোত্যয়ং।

স্থাপকস্ত করোতোষাং স্থাপনপ্রতিমাহ চ।

শিল্পচিত্রাবিনিৰ্ম্মাণং বর্দ্ধকেস্ত শিল্পাঃক্রিয়া।

তক্ষকস্থাপকাদীনি-দার্ষ্যাত্তানাং করোত্যয়ং।

চতুর্নামপি বর্ণনায় মধ্যমাংশ করোত্যয়ং।

আসক্ত্যাবিনিধৌ চাপি বিস্তারায় সমুচ্চয়ং।

অলঙ্কারকিরারকং সর্বাচিহ্নসমবিতং ।
 পার্যাদকং হস্তবানং বিস্তারং ব্রাহ্মণত্বং ॥
 পাদোনেবঃ ত্রিহস্তং ত্র্যঙ্গরোদৃকনির্মিতং ।
 সর্পিহস্তং সপ্তংসেখং প্রান্তবৎ সর্পবৃত্তিকং ॥
 কুর্ধ্যাত্যং বাজিকৈ কাঠৈঃ ত্র্যঙ্গগানং বিশেষতঃ ।
 হস্তত্রয়স্ত বিস্তাঃ আয়ামং পঞ্চহস্তকং ॥
 ত্রিহস্তোক্তিত্তমেতচ্চিহ্নত্রয়ং বিনির্মিতং ।
 চতুঃপাদৈঃ কর্ণকূটৈশ্চ কং কুর্ধ্যাত তক্ষকে ॥
 বৃক্ষপনসাত্রেণ কুর্ধ্যাদ্ভূত্বিনির্মিতং ।
 অস্ত্রাস্ত্র হস্তবিত্তারং আয়ামস্ত ত্রিহস্তকং ॥
 অধ্যাক্ত হস্তমুচ্চুর ত্রিগণীনির্মিতং ।
 হস্তপৃষ্ঠাকৃতী কুর্ধ্যাৎ বৈশ্রুতাপি বিশেষতঃ ॥
 বৈশ্রুতাপ বৃক্ষতালত কুর্ধ্যাত শিখরাকৃতঃ ।
 ব্রাহ্মণত্বং তু বর্ণানং চতুর্গাঙ্গস্তব্যক্তি বঃ ॥
 বিবাহং কারয়েদ্বিধান কচ্ছিত্রস্ত্রিয়াস্তরং ।
 বৈশ্রুতাপি কচ্ছিত্রস্ত্রিয়াস্তরং ॥
 অনিন্যামাবল্যামাত্মমাত্মজাতশ্চ সঙ্করা ।
 বোড়সঙ্করজাতীনং গ্রহণিত্তেব কারয়েৎ ॥
 অসঙ্করাধিনং বাজিত্তেব নৈবং কুর্ধ্যাৎ কদাচন ।
 যদি কুর্ধ্যাত্তো মোহাদজ্ঞানাদিনোভবৎ ॥
 কামাচ্চা বিত্তলোভাদা নথজ্ঞোত্রিবিম্বতি ।
 দেবপূজা ন গৃহুস্তি রাষ্ট্রকোভশ্চ জায়তে ॥
 তস্মাৎ সঙ্করজাতিকামাসঙ্কাদীন কারয়েৎ ।
 পূর্বাংক্রে তু ক্রিয়াং কুর্ধ্যাদপরাঙ্ক্রে তু তক্ষকঃ ॥
 স্বশাস্ত্রোক্ত বিধিঃ কুর্ধ্যাদিত্তি শাস্ত্রস্ত নিশ্চয়ঃ ।
 ঐপহোমাদিকং কুর্ধ্যাদমুষ্ঠানং সমাচরেৎ ॥”

(বিশ্বকর্মশিল্প ২।১৭-৩২)

উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে তক্ষক বা স্থপতির সংস্কার-কর্তব্যতা আদর্শ হইয়াছে। যে হেতু সংস্কারবিরহিত ভগ্নাতি দ্বারা দেবমূর্তি স্থাপিত হইলে রাজা ও রাজ্য বিনাশ পায়। চতুর্থ অধ্যায়ে প্রতিমা লক্ষণ, তাহার প্রতিষ্ঠা বিবরণ ও প্রতিষ্ঠা কাণাদি; পঞ্চমে শিলাপীঠ বা লিঙ্গপীঠের বিবরণ ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে রথলক্ষণ অর্থাৎ দ্বিতল ত্রিতল ও চুড়াদি ক্রমে রথের পারমাণাদির তারতম্যানুসারে কিরূপ নামান্তর সাধিত হয় তাহাই বর্ণিত আছে। ৭ ইহাতে রথপ্রতিষ্ঠা ও দেবদেবীমূর্তিবিভাগ বিধিও উক্ত হইয়াছে। ঐ অধ্যায়ে এবং

পরবর্তী অধ্যায়ে দেবদেবীর মূর্তি ও তাহাদের অঙ্গবিশিষ্ট আভরণাদি চিত্রাদি, তৎপরে মুকুটলক্ষণ অর্থাৎ স্বর্ণকার কিরূপ দেবতার ও রাজার শিরোভূষণ নির্মাণ করিবেন, তাহারই নিয়মানুসারে লিপিবদ্ধ আছে। শেষ অধ্যায়ের বর্ণনাক্রমে বাস্তবশাস্ত্রোক্ত জীর্ণোদ্ধারবিধি ও লিঙ্গোদ্ধার ও গর্তাগারাদি নির্মাণ-প্রক্রিয়া দৃষ্ট হয়।

বাস্তবনির্মাণবিষয়েও এককটি বিশেষ বিশেষ শিল্পীর প্রয়োজন আছে। মানসার নামক বাস্তবশাস্ত্র হইতে আমরা উহার কতক আভাস পাই। ঐ গ্রন্থখানি ৫৮ অধ্যায়ে বিভক্ত, ১ম অধ্যায়ে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও পুস্ত্রধর প্রকৃতির বিষয় দ্বিতীয় অধ্যায়ে শিল্পীদিগের গুণাগুণ, বিশ্বকর্মী হইতে পঞ্চ শিল্পীর উৎপত্তি ও তাহাদের ভাস্কর, পুস্ত্রধর, কংসকার, মণিকার ও কর্মকারবৃত্তি অবলম্বন। তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে কিরূপ স্থানে মন্দির, প্রাসাদ ও সাধারণ গৃহ-নির্মাণ করিতে হয়, তাহার কলাকল ও মূর্তিকাদি নির্দেশ; ষষ্ঠ অধ্যায়ে লক্ষ্যপূর্ণপূর্বক কোণ নির্দেশবিবরণ এবং সপ্তমে নগর ও রাজধানীপত্তনের নকশা ও তথাকার মন্দিরপ্রাসাদ ও অট্টালিকাদি সন্নিবেশ বিবরণ; অষ্টমে গৃহপ্রতিষ্ঠা, গৃহবজ্র ও গদি-নির্মাণ বিবরণ; নবমে গ্রাম ও নগরের রাস্তাঘাট পত্তন, বিভিন্ন জাতের বাসস্থান ও তাহাতে সাম্প্রদায়িকগণের উপা-সনালয় বা দেবমন্দির নির্মাণের উপযুক্ত স্থাননির্দেশ; দশমে ভিন্ন প্রকারের রাজধানী স্থাপন বিবরণ; একাদশে বিভিন্ন প্রকার অট্টালিকার পরিমাণ; দ্বাদশে গর্তবিভাগ অর্থাৎ অভিলিখিত বাস্তব মধ্যস্থল ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন; ত্রয়োদশে উপপীঠ অর্থাৎ মূর্তি বা স্তম্ভের মূলদেশ নির্মাণ-বিবরণ; চতুর্দশে অধিষ্ঠান বা ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা; পঞ্চদশে ভিন্ন ভিন্ন স্তম্ভ বিবরণ ও তাহার পরিমাণ, বোড়শে প্রস্তর অর্থাৎ অট্টালিকা হস্ত-শিল্প-নির্মাণ বিবরণ; সপ্তদশে শালকাঠের জোড়মিল বা গ্রন্থনবিধি। অষ্টাদশে বিমান, মন্দির ও প্রাসাদ বিবরণ; উনবিংশ হইতে অষ্টাবিংশতি অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকার মন্দির বিবরণ ও পরিমাণ নির্দেশসহ তাহার চূড়া ও স্তম্ভনির্মাণ বিধি; উনত্রিংশে প্রাকার বা মন্দিরপ্রাঙ্গণ-বিভাগবিধি। ত্রিংশে দেবমন্দিরের দেওয়ালে বিভিন্ন দেবমূর্তি সংস্থান; একত্রিংশে মন্দিরের গোপুরনির্মাণ, দ্বাত্রিংশে মণ্ডপ বিনির্মাণ-বিধি, ত্রয়ত্রিংশে

সপ্তদশাষ্টমাভ্যো যি বি হস্তবিবর্জনাং ।

বর্ণাং ৮ প্রমাণেন তত্তলোক্ত প্রমাণবৎ ।

উক্তমা মধ্যমাহীনা ত্রিভেদাদিত্তিভিত্তিঃ ।

কত্র দ্বাদশ সর্বাংগং বহুসংস্করণং ॥

একাদি তুল্যং তং হি বিস্তারং করয়েৎ স্থনি ॥

(বিশ্বকর্মশিল্প ৬।১৪-১৮)

* “এবং সঙ্করজাত বিধান লক্ষণাদি বিধি শুধু।

কৃত্তবিত্তমানেন নিস্তারং বন্ধতে ক্রমাৎ ।

জিহুইদুগারজঃ । স্বহস্তবিবর্জনাং ।

মানং ত্রিবিধং ১।২ দ্বিতলাদিপ্রমাণকং ॥

শালা (hall), চতুষ্ক্রিংশে নগরাদি, পঞ্চত্রিংশে সাধারণ বাসগৃহ, ষট্‌ক্রিংশ ও সপ্তত্রিংশে তোরণ ও ঘরাদি নির্মাণ-পরিমাণ, অষ্টত্রিংশ ও একোনচত্বারিংশে প্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন অট্টালিকাদি নির্মাণপ্রকরণ, চত্বারিংশে বিভিন্ন রাজনির্দেশ; এক-চত্বারিংশে রথ ও বানাদি নির্মাণ-বিবরণ; দ্বিচত্বারিংশে শবাসনাদি রাজভোগ্য উপকরণাদি নির্মাণ কথন, ত্রিচত্বারিংশে দেব ও রাজসিংহাসন নির্মাণপ্রণালী, চতুঃচত্বারিংশে শিল্পচিত্রাঙ্কিত খিলানাদি নির্মাণ প্রক্রিয়া, পঞ্চচত্বারিংশে নন্দন-কাননস্থ কল্লতরুবিবরণ, ষট্‌চত্বারিংশে দেবমূর্তির অতিবেক-প্রণালী, সপ্তচত্বারিংশে দেবতা ও নরনারীগণের রথ ও অলংকারধারণের বৈধাট্যবৈভা, অষ্টচত্বারিংশে ব্রহ্মাদি দেবমূর্তি নির্মাণবিবরণ, একোনপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে শিবলিঙ্গ গঠন, পঞ্চাশৎ অধ্যায়ে দেবমূর্তিস্থাপনার্থ পীঠ, উপপীঠ ও বেনী প্রভৃতি নির্মাণ-বিবরণ, একপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে বিভিন্ন শক্তি-বিনির্মাণবিবরণ, দ্বিপঞ্চাশৎ ও ত্রিপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে বৌদ্ধ ও জৈনগণের উপাত্ত দেবদেবী গঠন, চতুঃপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে, বন্ধ বিস্তার ও নৃত্যগীতরত সঙ্গীতনকারীগণের মূর্তিনির্মাণ-প্রক্রিয়া, পঞ্চপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে যোগধর্মরত যোগী ঋষিগণের মূর্তি বিনির্মাণবিধি, ষট্‌পঞ্চাশৎ ও সপ্তপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে স্ব স্ব রথোপরি স্থাপিত দেবমূর্তির নির্মাণ-প্রক্রিয়া এবং অষ্টপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে প্রতিমূর্তিসমূহের চক্ষুদান ও তদুপলক্ষে পূজাদি দৈবাচারাহুতান।

উপরি কথিত গ্রহ ভিন্ন, ময়মত, ময়শিল্প, কাশ্মণ, বৈধানস ও অগস্ত্যপ্রাক্ত সকলাধিকার নামে আরও কথখানি বাস্তব শিল্প শাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থে প্রথমেই বাস্তবনির্মাণ ও তদনুসঙ্গি প্রস্তার, অধিষ্ঠান, পাদ, উপপীঠ, বিমান, তোরণ, স্তম্ভ, মণ্ডপ, মন্দির ও দেবমূর্তি প্রভৃতির গঠনপ্রক্রিয়া লিপি বদ্ধ আছে। এতদ্বির বিশ্বকর্মাগ্রকাশ, শিল্পকলাধীপিকা, শিল্পলোণা, শিল্পশাস্ত্র, শিল্পসর্বস্বসংগ্রহ ও শিল্পার্থসার, রাজবল্লভ-মণ্ডন, অপরাজিতাপুঞ্জা প্রভৃতি গ্রন্থেও অট্টালিকাদির গঠন পরিমাণ বিবৃত হইয়াছে।

মন্দির ও প্রাসাদাদি প্রতিষ্ঠার পৌরাণিক বিবরণ ছাড়িয়া ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসীলনে প্রবৃত্ত হইলে আমরা দেখিতে পাই যে সুপ্রাচীন বৈদিকযুগ হইতে বাস্তবজ্ঞান যথেষ্ট সমাদর ছিল। বৈদিক ঋষিগণও তৎকালে গৃহাদিনির্মাণকালে শিল্পশাস্ত্রের নিয়ম আতিক্রম করিতেন না। আমরা ঋকসংহিতার ২৪১৫ ও ৫৮২৬ মন্ত্র হইতে সহস্রশ্লোকবিশিষ্ট রাজপ্রাসাদের উল্লেখ পাই। উক্ত গ্রন্থের ৪৩০২০ মন্ত্রে পাণ্যগনির্মিত নগরী অর্থাৎ তত্ত্বতা সৌখ্যমালাদি, ৭১৫১৪ মন্ত্রে লৌহনির্মিত নগরী এবং ৬৪৬১৯ মন্ত্রে ত্রিধাতুনির্মিত গৃহের বিবরণ বিবৃত আছে। এই ত্রিধাতুগৃহ

নির্মাণোপযোগী মাল মসলা ও উপকরণাদি অথবা কাঠ, ও প্রস্তর (সামবেদ উ° ১২৬৬) বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

এই সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে আর্থাগণ গৃহনির্মাণ ব্যতীত অন্যান্য শিল্প বিষয়েও উন্নতির চরমমার্গে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে যে শিল্পকার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, নিয়ে তাহার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া দেওয়া গেল —

আর্থাগণ সেই বৈদিক যুগে বৈদে'শক পণ্যের আশায় স্থল-পথে ও জলপথে বাণিজ্য করিতেন। স্থলপথে পণ্য দ্রব্য বহনের জন্য তাঁহাদিগকে গোমেবাদি পশু রক্ষা করিতে হইত। গাভী হৃৎকের জন্য এবং মেঘ লোমের জন্যও পালিত হইত। এই লোমে শাল স্ত্রের বাণিজ্যও চলিত। গাছার দেশীয় মেঘই পশমিনা বস্ত্রবরনে প্রস্তুত ছিল। জলপথে বাণিজ্যের জন্য তাঁহারা নৌকা প্রস্তুত করিতেন। ঋকসংহিতার ১১১৬২-৫ মন্ত্রে লিখিত আছে, তুপ্র তাঁহার পুত্র ভূঙ্কে সমুদ্রে পাঠাইয়াছিলেন। এই ভূঙ্ক শতদাঁড়যুক্ত নৌকা ছাড়িয়া জলশূন্য সমুদ্রতীরে আগমন করেন, তৎপরে তাঁহাকে শতচক্রবিশিষ্ট ও ষট্‌ অশ্বযুক্ত রথে চাপাইয়া গৃহে আনা হয়।

এ সময়ে কর্মকারগণ লৌহশিল্পের পরাকাষ্ঠারূপ বর্ষ (১১৪০১০), শিরস্ত্রাণ (২৩৪৩) ও তদুপাণ (২১২৪৪) নির্মাণ করিতে পারিত। অংসত্রা (কবচ) ও ত্রাণি (কবচের ত্রায় পরিচ্ছদ বিশেষ), বৈদিক শিল্পের অপর একটা নিদর্শন বলা যায়। শিল্পিগণ ও সুপ্রাচীনেরা রথনির্মাণ করিবার (৪২১৪) কোশল অবগত ছিলেন। তাঁহারা ঘরির ও শিল্প কাঠের ঘান (গাড়ী) সমূহ (৩৫৩, ১৭-১৯) প্রস্তুত করিয়াও আর্থা-সভ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। সঙ্গীতবিশারদগণ ক্ষৌণী, কর্করী প্রভৃতি বীণার ত্রায় বাস্তব প্রস্তুত করিতে জানিত। আর্থারমণীগণ পুরুষদিগের সহযোগে কার্পাস বস্ত্রাদিও বুনিত (২৩৬ ও ২১৮৪)।

উপরের শিল্প নিদর্শন ভিন্ন, বৈদিক যুগে আরও নানা প্রকার শিল্পের প্রচলন ছিল। বর্ণকারেরা তখন আর্থাপুরুষ ও রমণী-গণের জন্য অজ (অভরণ বিশেষ), লক্ষ (মালা), রত্ন (সুবর্ণের বক্ষাভরণ বিশেষ), খদি (বালা ও মল) ও হিরণ্ময় শিশু (মস্তকাভরণবিশেষ) ধারণ করিতেন, তৎকালে নিকের মালাও গাখিয়াও গলার পরিবার ব্যবহৃত ছিল। কস্তায় বিবাহ

* ঋক ১১২৩৭, ১১৪০১২, ও ১০১২৩৬।

† ঋক ২৩৪১৩, ২৪৩৩।

‡ ৪৩৪২, ৪৫৩২।

(১) ৪৫৩৪, ৪৫৪১১, ৪৫৮২।

(২) ৪১২৩।

কালে অলঙ্কার দেওয়া হইত*। এই সকল অলঙ্কার স্বর্ণকারেরাই প্রস্তুত করিত*। স্বর্ণকার খাত্তু গলাইত* ও মুদ্রা প্রস্তুতও করিত†।

এ সময়ে কর্মকারের অভাব ছিল না। সকলেই কর্মকারের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আপনাপন ব্যবহারোপযোগী লৌহপাত্রাদি নির্মাণ করিয়া লইতেন। তাহারা এই ব্যবসার জন্য জাতিভ্রষ্ট হইত না*। কর্মকার গুণকর্ত্ত, পক্ষীর পক্ষ ও শাণ দিবার জন্য মৃৎ প্রস্তুত লইয়া বাণ প্রস্তুত করিত*। তাঁহাদের তত্ত্বা বস্ত্র ছিল*। তদ্বারা তাহারা অগ্নিকে সঙ্কুচিত করিতেন। অগ্নয় কলসের ব্যবহার ছিল†। কর্মকারেরাই তৎকালে গুটি (বর্ষা), বাস্টি (বাইশ বা খজা), ধু, ইয়ু, নিয়ল, হিরণ্ময় কবচ, বর্ম, শাণিত লৌহ অস্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া আর্ঘ্য জ্ঞাতির যুদ্ধভাণ্ডার পরিপূর্ণ রাখিত*।

তৎকালে যুদ্ধের অস্ত্র সাজসজ্জামের অভাব ছিল না। যুদ্ধার্থ রথনির্মাণ করিত*। এই সকল যুদ্ধরথ সূদৃঢ় করিবার জন্য গোচর্ম দ্বারা আবৃত করা হইত*। এবং রণক্ষেত্রে বুদ্ধ-দ্রুতিনাদি প্রেক্ষিত হইত*। অশ্বগণ নানা সজ্জায় সজ্জিত হইয়া রণক্ষেত্রে নৃত্য করিত†।

আর্ঘ্যগণ অট্টালিকা-নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে কূপ খনন শিক্ষা করিয়াছিলেন*। তাঁহারা লোক সমাজের উপযোগী কার্পাস বস্ত্রাদি নির্মাণ করিতে জানিতেন*। আর্গাজনপদের দারুণ শীত হইতে দেহরক্ষার জন্য তাহারা মেঘলোমজাত বস্ত্রাদিও বয়ন করিতে ও তাহা ধৌত করিতে অভ্যস্ত ছিলেন*।

ঋতুদের যুগে আর্ঘ্যগণ সভ্যতা ও শিক্ষাবলে শিল্প বিষয়ে যে সকল উন্নতি করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদযুগে তাহার সমাক্ষ পরিপূর্ণি সাধিত হইতে থাকে। আশ্বলায়নগৃহস্থত্রে (১২১৪ ও ২১০৯) এবং পারশ্বর-গৃহস্থত্রে (৩৪) বাস্ত দেবতার উল্লেখদর্শনে বাস্তশিল্পের প্রাধান্য উপলব্ধ হয়। অয়ং ভৃগবান্ মজ্জ (৩৮৯) বাস্ত পুরুষকে নমস্কার করিয়া এই শিল্পের গুরুত্ব জ্ঞোতন করিয়াছেন। অথর্ববেদ ৭।১০৮।১; শতপথ-ব্রাহ্মণ ১।৭।৩১, ৭, ১৭ ও ২।১২।৯; তৈত্তিরীয় সংহিতা ৩।১০।১, শাখ্যায়নগৃহ ২।১৫ প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রে বাস্তর উল্লেখ

দৃষ্ট হয়। ইহা ভিন্ন বৈদিক শিল্পের আর বেশী কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় না। রামায়ণীয় যুগে প্রাসাদাদির বর্ণনা হইতে বাস্তশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। "তৎকালে মনুষ্যের ব্যবহার্য আভরণাদি, শয্যাকরণ ও সিংহাসনাদি নির্মাণ বিভিন্ন শিল্পের ও কলা বিভাগে প্রকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

মহাতারতীর যুগেই শিল্পবিভাগ বিশেষ ভাবে উৎকর্ষ সাধিত হয়। মহাতারতের উদ্যোগ পরস্পর "সভ্যবাস্তু"ন রম্যাণি প্রদেষ্ট যুগচক্রমে।" ইত্যাদি বচনে বিরাটরাজসভ্যবর্ণনে তাহার সাংখ্যিকতা রক্ষা করিয়াছে। সভ্যপক্ষে সুখিত্তিরের সভ্যনির্মাণ-পেসঙ্গে আমরা জানিতে পারি যে, ময়দানব রাজ্য সুখিত্তিরের জন্য বীর ইচ্ছা সত্ত্বেও একটা সভ্য নির্মাণ করিয়াছিলেন। শিল্পনিপুণ দানব এই সভ্য কিরূপ নির্মাণ করিয়াছেন, ভৃগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে চাহিলে ময়দানব সভ্যমণ্ডলের এক প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিল*। পরে এই সভ্যভূমি চতুর্দিকে পক্ষসহস্র হস্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

ময়দানব বিন্দুসরোবর হইতে সভ্যনির্মাণের উপযোগী ক্ষুদ্রকমর সামগ্ৰী সকল সংগ্রহ করিয়া ত্রিলোকবিস্তৃত মণিময় এক সভ্যগৃহ নির্মাণ করিয়াছিল। এই সভ্য মহাবিশ্বীর্ণ, মনোহর, বহুল চিত্ররেখাযুক্ত, রত্নপ্রাচীরবেষ্টিত। উহার চতুর্দিকে পুষ্পিত, নীলবর্ণ, শীতল ছায়াপ্রদ নানাবিধ মহাবৃক্ষসমূহ ও স্তম্ভাক্ষি কানন এবং হংসকারুণ্ড চক্রবাকাদি বিহঙ্গমাত্মক সরোবরসমূহ সুশোভিত হইয়াছিল। উহার মধ্যস্থলে ময় শিল্প নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ এক অপ্রতিম সরোবর নির্মিত হয়। উহাতে মণিময় মৃণাল ও বৈদ্যুতময় পঙ্খযুক্ত শতশত শত-পত্র এবং কাঞ্চনময় কল্লারকদম্ব শোভিত হইয়াছিল। তাহাতে বিহঙ্গগণ ইতস্ততঃ কেণী করিত। সুবর্ণনির্মিত মন্তকুর্খাদি সেই চিত্রক্ষটিক-সোপাননিবন্ধ সরোবরের বিচক্ৰতা সম্পাদন করিয়াছিল। মন্দ মন্দ সমীরণে সরোবর জল আন্দোলিত হইত। এই সঙ্গে সরোবরের চতুর্দিক মহামাণ শলাপট্ট দ্বারা বেদিকাকারে বদ্ধ হইয়াছিল এবং তাহার উপারভাগ মুকুতা বিন্দু-নচরে খচিত ছিল। সমীরণসম্বাদনে সরোবরজল জ্বলং আন্দোলিত এবং স্বাক্ষরের আন্দোলিত মুক্তাগুলি তাহাতে প্রতিবিম্বিত হওয়ার স্থানটী যেন মণিরয়ে বিভূষিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

বুদ্ধাবর্ত্তাবের পর হইতে শিল্পতত্ত্বের প্রকৃত ঐতিহাসিকযুগের আরম্ভ। প্রকৃততত্ত্বের নিদর্শনস্বরূপ যে সকল প্রাসাদ, অট্টালিকা,

(১) ৯৪৬২, ১০।৫০।১৪। (৪) ৮।৪৭।১২।

* ৬২৪। † ৭।২৭।২, ৪।৩৩। (৫) ২।১১২।

(৬) ২।১১২। (৭) ৪।২।৪। ‡ ৫.৩০।১৫।

(৮) ৪।২২।৬, ৪।২৫।৬, ৪।২৭।২, ৬।২৭।৬, ৬।৩১।১২, ৬।৩৪, ৬।৪৭।১০।

(৯) ১।৭।১২। (১০) ৬।৪৭।২৬। (১১) ৬।৪৭।২৯ ৩০।

† গুরু ৪।২৮ মতে যুদ্ধায় সজ্জাদির উল্লেখ পাওয়া যায়।

(২২) ১০।২৪।৪। (২৩) ৮।১৭।৭, ৮।২৪।১৩। (২৪) ১০।২৬।৬।

* ইহাকে ময়দানব কৃত কলা বা সভ্যর সূত্রের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া গণ্য করা যায়।

ঈর্ষ, মন্দির, দেবারতন, বিহার বা মঠাদির এবং দেবমূর্তিসমূহের
ঋতু নিদর্শন অস্তাশি আমাদের নয়নগোচরে সমুপস্থিত হয়,
তাহাই ভারতের চিরন্তন অস্তাশি শিববিহার নিদর্শন। বৃদ্ধগরা-
মন্দির, পূর্ণীধামের অগস্ত্যমন্দির, ইলোরার শুভামন্দির, অজন্টার
শুভাশিলা এ বিবরের পরিচয় স্থল। বিশেষ বিশেষ নিয়মের বশ-
বর্তী হইয়া ভারতীয় শিল্পকারগণ ঐ সকল মূর্তি, তন্তু, ও চিত্রাদি
অঙ্কন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের শিল্পনৈপুণ্যের প্রশংসা আজ
সমস্ত সভ্যজগতে পরিবাপ্ত।

শিল্পশালা (স্ত্রী) শিল্পনাং শালা শিল্প-শালেতি স্ত্রীবৃত্তং।
কর্মকারাদির কর্মগৃহ, শিল্পিগণ যে গৃহে শিল্পকর্ম করিয়া থাকে।
পর্যায়—আবেশন, শিল্পশালা, শিল্পশালা। (ভরত) (স্ত্রী)
শিল্পশালা।

শিল্পশাস্ত্র (স্ত্রী) শিল্পস্ত শাস্ত্রং। শিল্পকর্ম গ্রন্থ, শিল্পবিষয়ক
গ্রন্থ। [শিল্পবিজ্ঞা দেখ।]

শিল্পিক (ত্রি) শিল্পকর্মকারী, কারিকর। ২ অর্থশিল্পী। (নীলকণ্ঠ)
শিল্পিকা (স্ত্রী) তুণবিশেষ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতিতে স্বনামখ্যাত তুণ।
হিন্দী লহানসিলী। মহারাষ্ট্র—লাহন-শিল্পি। কলিক—কিরিয়-
শিল্পি। সংস্কৃত পর্যায়—শিল্পিনী, শীতা, ক্ষেত্রজা, মৃদুচ্ছদা।
ইহার গুণ—মৃদুরোধ, অশ্মরী, শূল, জ্বর ও পিত্তনাশক। (রাজনি°)
শিল্পিন্ (ত্রি) শিল্পং ক্রিয়াকোশলমস্তাতীতি ইনি। শিল্প-
কার্যকারী। পর্যায় কার। (অমর) (পুং) ২ নবী নামক
গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°)

শিল্পিনী (স্ত্রী) কোলদলোবধি। (মেদিনী)

শিল্পিশালা (স্ত্রী) শিল্পনাং শালা। শিল্পশালা।

শিল্পশাস্ত্র (স্ত্রী) শিল্পনাং শাস্ত্রং। শিল্পশাস্ত্র, শিল্পীদিগের
শাস্ত্র।

শিল্পোপজীবিন্ (ত্রি) শিল্পেন উপজীবীত উপজীব-গিনি। শিল্প-
জীব, যাহারা শিল্পদ্বারা জীবিকানির্ভর করে।

শিল্পহন (পুং) কবিভেদ, শিল্পহন কবি।

শিব (স্ত্রী) শী (সর্বনিম্নবরিশলবশিবপদপ্রভৃষ্য অতস্তে।
উণ ১।৫৩) ইতি বন্ প্রত্যয়েন সাধু। ১ মঙ্গল। (অমর)
২ সুখ। ৩ ঠঙ্গল। (উজ্জল) ৩ সৈন্ধব। ৪ সমুদ্রলবণ।
৫ খেত টঙ্কণ (রাজনি°) ৬ ধাতীকল, আমলা। ৭ ফটিকারিকা,
চলিত ফটুকরি। ৮ মরিচ। ৯ তিলপুষ্প। ১০ কুন্দপুষ্প।
১১ রোপ্য। ১২ চন্দন। ১৩ লোহ। (বৈজ্ঞকনি°) (পুং)
১৪ মহাদেব, মহেশ্বর, ত্র্যম্বক সঙ্খাশিবেশ, ভরত ইহার ব্যুৎপত্তি
এতরূপ করিয়াছেন যে, “শিবঃ কল্যাণং বিত্ততেহস্ত শিবঃ, স্তুতি
অন্ততমসি বা, শেরতেহবতিষ্ঠন্তে অগ্নিদায়ো হঠোত্তা অগ্নি
ইতি বা শিবঃ” (ভরত)

যাহাতে সমস্ত মঙ্গল বিত্তমান আছে, তিনি শিব, অথবা: যিনি
সকল অশুভ খণ্ডন করেন, তিনিই শিব, বা যাহাতে অগ্নিদায়ি
অষ্ট ঐশ্বর্য অবস্থিত, তিনিই শিব।

পর্যায়—শম্ভু, জৈন, পশুপতি, শূলী, মহেশ্বর, জৈবর, শর্ক,
জৈশাম, শঙ্কর, চন্দ্রশেখর, ভূতেশ, খণ্ডপরম, গিরীশ, গিরিশ, মৃড়,
মৃত্যুঞ্জয়, কৃত্তিবাসা, শিলাকী, প্রমথাদিগণ, উগ্র, কপদী, শ্রীকণ্ঠ,
শিভিকণ্ঠ, কপালভূৎ, বামদেব, মহাদেব, বিরূপাক্ষ, জিলোচন,
কুশাহুদেতাঃ, সর্বজ্ঞ, ধূজটি, নীললোহিত, হর, শরহর, ভর্গ,
দ্রাবক, ত্রিপুরাস্তক, গঙ্গাধর, অঙ্কুরিগু, ক্রতুধ্বংসী, বুধধ্বজ,
ব্যোমকেশ, ভব, ভৌম, হাহু, কদ্র, উমাগতি, বুধপক্ষা,
হেমিহাণ, তগালী, পাণ্ডুচন্দন, দিগম্বর, অট্টহাস, কালজর,
পুরষিট্, বুধাক প, মহাকাল, বরাক, নন্দিবর্দ্ধন, হীর, বীর, ধক,
ভূরি, কটপ্রা, ভৈরব, জব, শিববিষ্ট, গুড়াকেশ, দেবদেব,
মহানট, ভৌত্র, খণ্ডপত্, পঞ্চানন, কণ্ঠকাল, ভুরু,
ভৌর, ভৌষণ, কঙ্কালমাণী, জটায়ু, ব্যোমদেব, সিদ্ধদেব,
ধরদীপ্তর, বিশেষ, জরত, হররূপ, সন্ধ্যানাটী, সুপ্রসাদ, চন্দ্রাণীড়,
শূলধর, বুধভধ্বজ, ভূতনাথ, শিপিবিষ্ট, বরেশ্বর, বিশেষ্বর, বিশ্বনাথ,
কাশীনাথ, কুলেশ্বর, অস্থিমালী, বিশালাক্ষ, হস্তী, প্রিয়তম, বিব-
মাক্ষ, ভদ্র, উর্জরেতাঃ, যমাস্তক, নন্দীশ্বর, অষ্টমূর্তি, অধীশ, খেচর,
ভূদীশ, অর্জুনারীশ, রমনারক, পিনাকপাণি, কণধরধর,
কৈলাসনিকেতন, হিমাদ্রিতনয়গতি।

মহাভারতে অমুশাসন পর্কে ১৭ অধ্যায়ে শিবের সহস্রনাম
বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত
হইল না।

পুরাণসমূহে এমন কি রামায়ণ মহাভারতে শিব-
মহাছায়া খেটে কান্তিত হইয়াছে। বেদপুরাণিতায় যেন কদ
বলিয়া সুপরিচিত, রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণসমূহে সেই
কদ্রই শিব নামে প্রসঙ্গ লাভ করিয়াছেন। অথেষ্টে, যজুর্বেদে,
অথর্ববেদে, ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহে এবং উপনিষদেও আমরা কদ্র
দেখতার বহু স্থানে উল্লেখ দেখিতে পাই। এই কদ্রই পরবর্তী
সময়ে শিব এবং মহাদেব প্রভৃতি নামে এদেশে পূজিত হইয়া
আসিতেছেন।

অথেষ্টে ইহাকে মরুগণের পিতা বলিয়া উল্লেখ করা
হইয়াছে। স্থানাবশেষে আয় ও ইন্দ্র অর্থেও কদ্র শব্দের প্রয়োগ
দেখিতে পাওয়া যায়।

অথন পাঠে জানা যায়, কদ্র দেবতা আঁত ভৌষণ এবং
কোপনস্বভাব, তিনি সংহারক। আবার অপর পক্ষে তিনি
জ্ঞানী, দাতা, ভূমির উর্বরতাসাধক, সুখদাতা, ঔষধ সমূহের
প্রয়োগকর্তা এবং রোগারোগ্যকারী। অথেষ্টের ১২৭/১০ পঙ্-

পাঠে জানা যায়, এই রুদ্রই অগ্নি। কিন্তু অজ্ঞাত হলে রুদ্র অগ্নি হইতে পৃথক্ দেব বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছেন। ঋগ্বেদের ২৩৩৪ ঋকে লিখিত আছে—

“মা স্বা রুদ্র চুক্ষুগমা নমোভিম। হৃষ্টী বৃষভ মা সহতী।

উরো বীর। অগ্নরভেদভেভিভিক্রমং ভাং ভিষজা শৃগোমি॥”

অর্থাৎ হে রুদ্র! আমাদের অল্পপুত্র প্রাণসার এবং অল্পপুত্র প্রাণতিতে যেন তোমার ক্রোধের কারণ না হয়। তুমি ঔষধসমূহ দ্বারা আমাদের বীরদিগকে সমুখিত কর। হে রুদ্র! আমি শুনিয়াছি, তুমি চিকিৎসকগণের মধ্যে প্রধান চিকিৎসক।

এই রুদ্র ষেতবর্ণবিশিষ্ট বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছেন, যথা—

“প্র বভ্রবে বৃষভার শ্বিতীচে মধো মহীং স্তুতিমীরায়মি।

নমস্তা কল্ললীকিনং নমোভি গৃন্থমসি দেবং রুদ্রস্ত নাম ॥”

(ঋক্ ২৩০৮)

কতপর ঋকে রুদ্রকে কপদী বলা হইয়াছে। (ঋক্ সংহিতা ১১১৭১) এতদ্ব্যতীত বাজসনেয়সংহিতায় রুদ্র দেবতাকে গিরীশ, গিরিত্র, কপদী, বাপ্ত-কশ, উগ্রা, ভীম, ভিষজ, শিব, শত্ৰু, শঙ্কর, নীলগ্রীব, সিতিকর্ক, পতুপতি, শর্ক ও ভব প্রভৃতি নামে বর্ণিত করা হইয়াছে। এমন কি ঋগ্বেদেও আমরা রুদ্রকে শিব নামে অভিহিত দেখিতে পাই। যথা—

“স্তুতোমং বো অন্না রুদ্রায় শিকসে ক্ষয় ধীরায় নমসা দিদিষ্টম।

যেস্তিঃ শিবঃ স্রবী এবরাবভির্দ্বিঃ নিষক্তি স্রয়শা নিকাসতিঃ॥”

(ঋক্ ১০৯২৯)

সুতরাং পৌরাণিক শিব যে একেবারেই বৈদিক ভিত্তিবিহীন একরূপ কল্পনা অসঙ্গত। আমরা এ সম্বন্ধে আরও বিপদ ভাবে আলোচনা করিতেছি। বেদে রুদ্র শব্দ একবচনে ও বহুবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে। পুরাণেও বহু রুদ্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। [রুদ্র শব্দ দ্রষ্টব্য] বৈদিক রুদ্রগণ, বিভিন্ন মৃগারোহী সমুজ্জ্বল অস্ত্রধারী এবং ত্রিশূলবিশিষ্ট। তাঁহাদের প্রত্যাপে পৃথিবী ও পর্বত কম্পিত হয়। এই সকল রুদ্র মরুৎ নামেও খ্যাত। মরুৎগণ রুদ্রের পুত্র। (ঋক্ ১১১৪৩)

এ সম্বন্ধে পৌরাণিক ইতিহাস এই যে—কোনও সময়ে ইন্দ্র অস্তুরদিগকে পরাজিত করেন। অস্তুরগণের মাতা দিতি ইন্দ্র-বধার্থে একটা পুত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত তপস্বী করেন, এই তপস্যার ফলে তাঁহার গর্ভে হয়। ইন্দ্র এই সংবাদ জানিয়া অগ্নি-মিছির প্রভাবে বজ্র সহ তাঁহার গর্ভে প্রবেশ করেন এবং বজ্র দ্বারা গর্ভকে সপ্ত ভাগে বিভক্ত করিয়া উহার প্রত্যেক ভাগ স্বাভাব্য সাত সাত ভাগে বিভক্ত করেন। জগৎ উৎপাদক ভাগে বিভক্ত হইয়া ভূমিই হয় এবং রোহন করিতে আরম্ভ করেন, এই

সময় মহাদেব ও পার্শ্বতী পৃথিবীতে উদ্ভাদিগকে দেখিতে পান। পার্শ্বতী মহাদেবকে বলেন, যদি আমার প্রীতি আপনার ভালবাসা থাকে, তাহা হইলে এই বাসখণ্ড সকলকে সম্ভাবিত করিয়া পুত্ররূপে পরিণত করুন। মহাদেব উদ্ভাদিগকে সমবারক সমরূপ-ধারী পুত্র রূপে পরিণত করিয়া পার্শ্বতীকে বলেন, আজ হইতে ইহার তোমার পুত্র বলিয়া গণ্য হইবে। পৌরাণিক এই আখ্যায়িকার স্মৃ উদ্ধৃত ঋকে এবং আরও বহু ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়।

বাজসনেয়সংহিতায়, অথর্ববেদে এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থে পতুপতি নামের উল্লেখ এবং ঋগ্বেদে আমরা রুদ্র দেবতার স্ত্রী ভিন্ন ভিন্ন গুণের পরিচয় পাই। যথা—ইনি জ্ঞানী, দাতা ও শক্তিমান (ঋক্ ১৪৩১ ; ১১১৪৩)। ইনি পরম শক্তিশালী এবং পরম গৌরবাবিষ্ট (ঋক্ ২৩৩৩)।

ইনি ঈশান, অর্থাৎ জগতের ঈশ্বর (ঋক্ ২৩৩৯) ; জগৎ পিতা, ক্ষমতামূলী, চিত্ত প্রকর ও অনন্তর (ঋক্ ৪৪২১০) ;

সর্বজ্ঞ ও সর্ব শক্তিমান—ঋক্ ৭৪৩২ ;

স্বয়ম্ভু—ঋক্ ৭৪৩১, ১২২৩।

বীরেশ্বর—ঋক্ ১১১৪১, ১, ১০ ; ১০৯২৯।

সম্ভ্রাতাচার্য—ঋক্ ১৪৩৪।

শত্রু স্তম্ভর দেহবিশিষ্ট—ঋক্ ২৩৩৮।

বহুপদধারী—ঋক্ ১৩৩২।

সংহারী—ঋক্ ২৩১২২।

কপদী—ঋক্ ১১১৪৪।

মকদগণের পিতা—ঋক্ ১৪৪১, ১১৪১ ; ১১১২, ৩, ৯ ; ২৩৩১ ; ১৩৪২ ; ৪৪২১৬ ; ৪৬০৪ ; ৬৪০৪ ; ৬৬৬৩ ; ৭৪৩১ ; ৮২০১৭।

ধনুর্কাণবিশিষ্ট—ঋক্ ৪১৪১ ; ১০১২৪৬।

মৃত্যু, মঙ্গলময় ও আতুতোষ—ঋক্ ১১১৪১ ; ২২৩৪, ৭।

শিব—ঋক্ ১০৯২৯।

পতু ও মহুবাগণের স্তবসৌভাগ্যের কর্তা—ঋক্ ১১১৪১।

বৈদ্যনাথ—ঋক্ ১৪৪০৪ ; ১১১৪৪ ; ২৩৩, ২, ৪, ৭, ১২, ১৩ ; ৪৪১১১ ; ৬৭৪৩ ; ৭৩৪৩ ; ৭৪৩৩, ৮২২৪।

সুখদাতা—ঋক্ ১১১৪১, ২ ; ২৩৩৬।

বৈদিক মন্ত্রের অধিকাংশ হলে রুদ্র সংহারকরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। পৌরাণিক শিবও এই গুণে বিভূষিত।

ঋগ্বেদে দেখিতে পাই রুদ্র কোন কোন স্থানে অগ্নি বলিয়াও কৃত হইয়াছেন যথা—১। “অমরি রুদ্র অস্তুর”—(২১১৬)

২। “জরাবোধ তদ্বিকি বিশেষে তোমং রুদ্রায় দৃশীকম্”।

(১২৭১০)

সামবেদেও (১১৫) এই একটি দেখিতে পাওয়া যায়।
নিরুক্তকার ব্যক্তি এই একের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—

“অগ্নিঃ পিতৃ উজ্জতে । তস্যোক্তং ভবতি ।”

আমরা পুরাণেও কত্রেয় এই অগ্নিসৃষ্টি দেখিতে পাই। বখা
বামনপুরাণে—

“ইতাক্তঃ শতরঃ ক্রুদ্ধো বননং ঘোরচক্ষুৰ্ভা ।

নিদ্রাক্তঃ প্রজ্যানিশং দদর্শ তপ্তবানজঃ ।” ২ অধ্যায় ।

মহনতমের কালেও আমরা কত্রেয় এই বৈদিক আগ্নেয়
প্রভাব দেখিতে পাই বখা—

“তৃতীয়াং তত্ত বেজোঽঈনিনঃসারানিরুদ্ধিখঃ ।

তদ্ব্যাপ্তং কৃতবাংস্তেন মদনং তাবদেবহিঃ” (শিবপুরাণ ১১৬)

বহুকবি কালিদাসও কুমারসম্ভবে লিখিয়াছেন—

“তদ্ব্যবশেষং মদনং চকার ।”

ঋগ্বেদে আরও বহু স্থানে কত্রেয় আগ্নেয় প্রভাবের বিবরণ
লিখিত হইয়াছে। এখানে এ সম্বন্ধে আরও একটি ঋক উদ্ধৃত
করা যাইতেছে—

“ব উগ্র ইব পর্যাণা তিগ্না শৃংখ ন বসগঃ

অগ্নিপুত্রো কয়োজিখঃ ।” (৬১৬৭২)

এই একের ব্যাখ্যায় সারণ লিখিয়াছেন—

“কত্রেঃ ব এই বদ্ অগ্নিরিতি শ্রুতিঃ । কত্রেতমপি ত্রিপুর-
বহনম্ অগ্নিকৃতমেব ইতি অগ্নিঃ সূর্যতে ।”

অর্থাৎ বেদ বলেন, এই অগ্নিই কত্রে। বেদে অগ্নির উত্তিতে
বর্ণিত হইয়াছে যদিও ত্রিপুরবহন কত্রেয়ই কার্য্য, কিন্তু উহা
অগ্নিই হইয়াছে কৃত হইয়াছে।

শিবপুরাণে লিখিত হইয়াছে—

“পুরত্রয়ং বিরূপাক্ষতৎকণাৎ তদ্ব্যাপ্তং কৃতম্ ।

হৃদমপাথ বেবেশ ধীবগ্নেন জগৎব্রহ্মম্ ॥

অস্রব্দশোবিত্ব্যর্থং শরণং ভোকুনিহাংসি ।

তৎকণাৎ ত্রিপুরম্ বদ্গু। ত্রিপুরং তত্শরঃ কণাৎ ॥”

(২৪৩২-৪০)

কত্রেয় এই আগ্নেয় তেজ সম্বন্ধে পুরাণে প্রচুর প্রমাণ-বচন
দেখিতে পাওয়া যায়। বাহুল্য বোধে সেই সকল স্থল উদ্ধৃত
করা হইল না। তদ্বারা জানা যায় যে, কত্রে যে কোন মুহূর্ত্তে
কেবল ইচ্ছা মাত্রে সমস্ত চরাচর দগ্ধ করিতে সমর্থ—“বদ্যুৎ
সমর্থোদনসা কলশে সচরাচরম্ ।” (শিবপু ২৪২২)

এখানে আমরা দেখিতে পাইতেছি, পুরাণে কত্রেয় যে ত্রিপুর
বহনের আখ্যায়িকা আছে, উহা বৈদিক ভিত্তিবিহীন নহে।
যেবে বাহা সূত্রাকারে লিখিত হইয়াছে, পৌরাণিকগণ অতীত
সৃষ্টিব্রহ্মের জনপ্রতিভার বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া লোক

সমাজে তাহাই প্রকাশ করিতেন। পুরাণ-সংহিতাকার
সেই সকল আখ্যায়িকা কাব্যের ভাব্য লিপিবদ্ধ করিয়া
গিয়াছেন মাত্র।

বেদ-সংহিতাসমূহে শিবের কত্রে নামটাই প্রধান রূপে উক্ত
হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত উহার অপরাপর নামের উল্লেখ বেশী
নাই। পুরাণসমূহে যদিও শিবের বহু নাম কীৰ্ত্তিত হই-
য়াছে, কিন্তু বেদব্যবহৃত চির পৌরবাহু কত্রে নামের বহুল
প্রয়োগ পুরাণসমূহেও পরিলক্ষিত হয়। যিনি কত্রে তিনিই শিব,
কর্ণাটুসারে আরও শত শত নামের উল্লেখ করা হইয়াছে। কত্রে
মহলকর, এই কত্রে তাঁহার নাম শতর; তদ্ব্যবশেষে কপাল তাঁহার কমে
সংলগ্ন ছিল এই কত্রে তিনি কপালী বখা—

“ততঃ কপালী লোকেশ খাতো কত্রে ভবিষ্যতি ।”

(বামন ওর অধ্যায়)

বিষ্ণুর সহস্র নামের ভায় শিবেরও সহস্র নাম আছে। এই
সহস্র নামের প্রত্যেকটি নামই কত্রেয় বীৰ্য্যপ্রভাবলীলা ও
ভগাদির পরিচায়ক। বেদসংহিতায় শিবলীলাসমূহের হস্তও
পরিলক্ষিত হয়। যে শাখাসম্বন্ধিত সমগ্র বেদ এখন পাওয়া যায়
না, বাহা পাওয়া যায় তদ্ব্যপ্তে কত্রেয় ভগবতারণের লীলাসমূহের
একেবারে অভাব হয় নাই। আমরা পুরাণসমূহকে বেদেরই পূরণ
বলিয়া মনে করি। পুরাণে শিবলীলা সম্বন্ধে বাহা বর্ণিত হইয়াছে,
তাহা অবৈদিক অভিনয় করনা বলা যাইতে পারে না।

পুরাণে পুনঃ পুনঃ শিবকে “জানদ” বলিয়া অভিহিত করা
হইয়াছে। জানার্জীবা শিবের শরণ গ্রহণ করিবেন, প্রীতাপবত
প্রভৃতি পুরাণে এরূপ উপদেশ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।
ঋগ্বেদেও আছে—

“কত্রেবার প্রচেতসে নীড় পুত্ৰমার তব্যসে ।

কেচেম শং তমং ক্বে ।” (১৪৩১)

এই ঋক হইতেই পুরাণকার তাব সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছেন,

“নমামি সততং তত্ত্ব্য জানদং বরদং শিবম্ ।”

আমরা পুরাণপাঠে জানিতে পারি শিব সঙ্গীতাচার্য্য, শিব
ভাণ্ডবনর্তক ও বিবাগবানক। ঋগ্বেদেও ইহার স্তব দেখিতে
পাওয়া যায় বখা—

“গাখপতিং মেধপতিং কত্রে জনার ভেদজং ।

তত্শ বো হুয়মীমহে ।” (১৪৩৪)

এখানে যে “গাখপতি” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, উক্ত
শব্দটাই প্রতাপর হয় যে কত্রেয় বৈদিক রূপে সঙ্গীতাচার্য্য
বলিয়াও সম্মানিত হইতেন।

শিবের অপর নাম পতুপতি। যদিও পাতুপত্বর্ণনে
জীবাত্মাকে পতু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং শিবকে বহু

কীৰে পতি বলিরা বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু ঋগ্বেদে পশুপতি শব্দের মূখ্য অর্থ ও ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

“শং নঃ করোতাৰ্বতে যুগং মেধায় মেধো।

মৃত্যো নারিত্যো গমে।” (১।১৩৩৬)

অর্থাৎ রক্তমেধ আমাদের সম্পদ হুড়ি করেন এবং আমাদের অম্ব মেধ ও গো প্রভৃতির মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন।

এই রূপ আরও অনেক ঋকে পশুপতির উপরে রক্ত দেবতার প্রভুত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং শিবের পশুপতি নামটীও অবৈদিক নহে।

পূর্বে বলিয়াছি, ঋগ্বেদেও রক্তকে কপলী বলা হইয়াছে। যথা—

“ইমা রক্তায় তবসে কপলিনে

করবীরায় প্রভরাসহে মতীঃ।

যথা সমসদ্ দ্বিপদে চতুষ্পদে

বিবং পুংঃ প্রোমে অশ্বিননাতুরম্।” (১।১১৪।১)

কপলী রক্ত যে পশুপতি, তিনি যে গৃহস্থগণের আপদে বিপদে “শকর” এবং রোগে “বাধা বৈতনাথ” এই ঋকে তাহারও প্রমাণ সহিয়াছে।

শিব বীরগণের বরদাতা। পুরাণপাঠে জানা যায়, কত শত নৈমিত্ত্য শৌৰ্য্য-বীৰ্য্য ও বিজয়লাভের নিমিত্ত শিবের উদ্দেশ্যে তপস্তা করিতেন, শিবের নিকট বর প্রাপ্ত হইতেন। বাণ, রাবণ, শাব প্রভৃতি সহস্র সহস্র যোদ্ধা শিবের অশুচর ছিলেন। শিব যে বীরগণের প্রভু, পুরাণে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ঋগ্বেদে আমরা ইহারও সূত্র দেখিতে পাই। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১১৪ সূক্তপাঠে জানা যায়, শিব বীরগণের বীর, শিব সুখ শান্তি ও মঙ্গলদাতা এবং রণহর্ষদ্য যোদ্ধা ও যুযুৎসুগণের বরদাতা। সময়ে বিজয়লাভের জন্য পৌরাণিক শিবতত্ত্বগণ বেক্স শিবের কৃপা প্রার্থনা করেন, বৈদিক সময়েও রক্তের নিকট যুযুৎসুগণ সেইরূপ প্রার্থনা করিতেন যথা—

“অশ্রাম তে স্মৃতিং দেবযজ্ঞা

করবীরস্ত তব কদ্রুগীঢ়ঃ।

সুসারসিদ্ধিশো অস্বাকম।

চরারিষ্ট বীরা কুহবাম তে হবিঃ।” (১।১১৪।১)

অর্থাৎ হে রক্ত! আপনি বীরগণের প্রভু, আপনি পরোপকারী, আপনি আমাদের জনগণের প্রতি কৃপা করুন। আমরা বেন আমাদের অবিপন্ন যোদ্ধা বর্গের সাহিত আপনার নিমিত্ত হবন করিতে সমর্থ হই।

ঋগ্বেদের দ্বিতীয়মণ্ডলের ৩০ সূক্তে অনেকগুলি রক্ততোর দৃষ্ট হয়। পৌরাণিক শিবতত্ত্বের জ্ঞান এই সকল তোরগুলিও

বিবিধ কামনার পরিপূর্ণ। এই সকল তোরের মর্ম এইরূপ— হে রক্ত তুমি আমাদের প্রতি করুণা কর, আমাদের বেন সুখ্য-হীন দেশে বাস করিতে না হই, আমাদের যোদ্ধাগুলি বেন নষ্ট না হই, আমাদের বেন বাণ বৃদ্ধি-বহু। তোমার নজীবন ঔষধে বেন আমি দীর্ঘজীবী হই। আমাদের পাপ তাপ রোগ শোক বিনষ্ট কর।

ভগবত্তারগণের মধ্যে শিব “সুষ্টিসংহারক” বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ঋগ্বেদের অনেকস্থলেই রক্ত শব্দে এই ভূপ আরোপিত হইয়াছে। পুরাণে আমরা শিবকে বেক্স সংহারক রূপে দেখিতে পাই, বৈদিকযুগের রক্তও ভক্তগণ সংহারকী বলিয়াই খ্যাত।

পুরাণে শিবকে “বৃষধ্বজ” বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আমরা ঋগ্বেদে স্পষ্টরূপে এইরূপ বর্ণনার ভিত্তি দেখিতে পাই। যথা—

১। “কত তে রক্ত মৃগয়া কুর্হন্তো যো অতি ভেবকো জলাবঃ।

অপভক্তারূপসো দৈবতাতী হু মা বৃষত চক্ষরীধাঃ।”

(২।৩৩।৭)

২। “প্রবভবে বৃষতার শ্বিতীচে মহোমহীং সৃষ্টিতীরধাম।

নমস্তা কন্দলীকিনং নমোভিগুণীমসি যেষং রক্তস্ত নাম।”

(২।৩৩।৮)

লক্ষণালঙ্কার দ্বারা বৃষবাহন রক্ত এখানে “বৃষত” বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তিনি যে “রক্ততগরিনিত” গুহ্র বর্ণ উদ্ভূত ঋকের “শ্বিতীচে” পদে তাহারও প্রমাণ পাওয়া বাইতেছে। এতদ্ব্যতীত আরও একটা ঋকে “বৃষত” শব্দের উল্লেখ আছে যথা—

“এবা বস্ত্রো বৃষত চৈকিতানি যথা দেব ন কলীবে ন হংসি।

হবমক্রয়ো রক্তেহ বোধি বৃষধ্বমে বিদধে স্ববীরাঃ।”

(২।৩৩।১৫)

রক্তের মেহের বর্ণ বক্স (brown) বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছে। তবে শিবের ভিন্ন ভিন্ন ধ্যান আছে। সুতরাং বৈদিক রক্তেরও ভিন্ন ধ্যান থাকা অসম্ভব নহে। বাস্তবিক শিব যেমন বহুমূর্ত্তিবিশিষ্ট, রক্তও তেমনি বহুমূর্ত্তিবিশিষ্ট। ঋগ্বেদে তাহারও প্রমাণ আছে যথা—

“স্মিরেভিরনৈঃ পুররূপ উগ্রোবক্তক্তেভিঃ পিপিধে হিরণ্যৈঃ।

উশানাদন্ত ভুবনন্ত ভূরেন বাউ যোযদ্ রক্তাৎসুখ্যম্ ॥”

(২।৩৩।২)

শিব যেমন “রক্ততগরিনিত” গুহ্র সমুচ্ছল, ঋগ্বেদে রক্তও সেইরূপ বর্ণিত হইয়াছেন। যথা—

“যঃ গুহ্রাইব সুধোহিরণ্যমিহ রোচতে।” (১।৪৩।৫)

ঋগ্বেদের অপর স্থানেও (১।১১৪।৫) রুদ্রের এইরূপ
রাজত্বগিরিমিত সপুঙ্খপতাঃ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অথর্ববেদে রুদ্র “সমস্ত চক্ষুঃ” বলিয়া বর্ণিত হইরাছেন
(অথর্ববেদ ১।১২।২৭)। বাঙ্গলেনেরসংহিতাতেও সমস্তনরন
রুদ্রের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় যথা—

“অগ্নৌ বজ্রাত্মো অকণ উত বজ্রঃ স্তম্ভনঃ।

যে চৈনম রুদ্রা অভিতো দিষ্টে ত্রিতাঃ

সমস্তশোচবোবাঃ হেউ ইমহে।” (১৬।৭)

বিভাৎ শিবেরই প্রেরণ, শিব বজ্রা মন তন্ন করিলেন ও
ত্রিপুর নহন করিলেন, তাহা বৈজ্ঞানিক শক্তিরই লীলাবিকাশ।
ঋগ্বেদে লিখিত আছে—

“যাতে বিভ্রাদম স্ট্রী দিবস্পরি” ইত্যাদি। (৭।৪৩।৩)

এখানে প্রদর্শিত হইরাছে যে বিভ্রাৎই রুদ্রশক্তি। এই
সপ্তমমণ্ডলের ৪৩ সূক্তের ১ম সূক্তেই রুদ্রকে “ভিগ্নায়ুধ” বলিয়া
বর্ণনা করা হইরাছে। ঋগ্বেদের ২।৩৩।১-১১, ৫।৪২।১১ ও
১০।১২৫।৬ ইত্যাদি স্থানে রুদ্রের আয়ুধের উল্লেখ আছে।
শিবের এতাদৃশ আয়ুধতত্ত্বও পৌরাণিকগণের নিকট সুবিদিত।
অথর্ববেদেও (১।২৮।১ ; ৬।২৩।১ ; ১৫।৫।১-৭) রুদ্রায়ুধের
পরিচয় পাওয়া যায়। পুরাণকারগণ সংহারক শূলীর হস্তেও
বিবিধ অস্ত্রের বর্ণনা করিয়াছেন। কাব্যতঃ রুদ্রাজ ও শিবাজ
একই নিমিত্ত ব্যবহৃত। মহাভারতের অশ্বশাসন পর্বে শিবসহস্র-
নামে লিখিত হইরাছে—

“বজ্রহস্ত চ বিকটী চমুত্তন এব চ”

আমরা ঋগ্বেদেও “বজ্রহস্ত” রুদ্র দেবকে দেখিতে
পাই যথা—

“শ্রেষ্ঠো জাতত রুদ্র প্রিয়াসি তবন্তমন্তবসাং বজ্রবাহো।

পরিণঃ পারমংহসঃ স্ততি বিখা অতীতী রপসো যুবাধি।”

(২।৩৭।৩)

শুক্র যজুর্বেদে বা বাঙ্গলেনেরসংহিতাতেও আমরা শিব
নামের উল্লেখ দেখিতে পাই, যথা—

“এতস্তে রুদ্রাবসং তেন পরো ভূজবতোহস্তী হি অবতত ধ্বা
পিনাকাবাসী কুতিবাসা অসিং সরঃ শমোহতাহি।” (৫।৩১)

রুদ্র দেবতা কি নিমিত্ত শিব নাম প্রাপ্ত হইলেন, এখানে
তাহার কারণও উল্লিখিত হইরাছে। রুদ্র নিজ সেবকদিগের
প্রতিহিংসা করেন না, তাহার ক্রোধ না হইলেই প্রজাদের মঙ্গল
হয়, সুতরাং তিনি শিব। আবার তিনি বীর সেবককে সর্ব
প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করেন এই নিমিত্তও তিনি শিব।
তিনি ভূজবান্ নামক পুরুষাঙ্গী, তিনি কুতিবাস ও পিনাক-
ধারী এবং শত্রু নাশ করার নিমিত্ত নিরন্তর অবরোপিতধনুঃ।

শুক্র যজুর্বেদের এই মন্ত্রে পৌরাণিক শিবের আরও পরিচয়
বৈদিক পরিচয় পাওয়া গেল।

শিব যে ব্যাধিসংহর্তা এই জ্ঞান ভারতবাসী হিন্দুদের দ্বারা
বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বৈদিক যুগের
আবিগণ প্রাচীন ঋক্ মন্ত্রে ইহাকে “ভিবক্তমঃ” (২।৩৩।৪)
বলিয়া অভিহিত করিতেন, এবং রোগ হইতে বিমুক্ত রাখার জন্য
(২।৩৩।২) এবং বীরগণের দেহ কার্যক্ষম করিয়া দিবার জন্য
(২।৪৩।৪) প্রার্থনা করিতেন। পশুদিগের রোগচিকিৎসার
জন্যও রুদ্রদেবের প্রার্থনা করা হইত। রুদ্র ঔষধ দান করেন
(২।৩৩।১২), রুদ্র প্রত্যেক রোগের ঔষধ ব্যবস্থা করেন
(৫।৪২।১১), সমস্ত সমস্ত ঔষধ তাহার সুবিদিত (৭।৫৩।৩),
তাল তাল সুনির্দীচিত ঔষধ সততই তাঁহার হাতে থাকে
(১।১১৪।৫), তাহার হাতের গুণে সর্বরোগ আরোগ্য হয়,
তাঁহার ঔষধের গুণে লোক শত বর্ষ জীবিত থাকে (২।৩৩।২),
শিশুদিগের রোগমুক্তির জন্য তাঁহার প্রার্থনা প্রয়োজনীয় (৭।৪৩।২),
মাতৃ ও পশুদিগের মারিভয়নিবারণ ও গ্রামের স্বাস্থ্যসংরক্ষণের
জন্য তাঁহার আরাধনা আবশ্যক (১।১১৪।১), এই নিমিত্ত তিনি
“জলাব ভৈবজ” নামে অভিহিত হইরাছেন। অথর্ববেদেও
তাঁহার এই গুণের পরিচয় পাওয়া যায় (১।২৭।৬ ; ১।৪৩।৪ ;
২।২৭।৬) যজুর্বেদেও রুদ্রের চিকিৎসা-কার্যের পরিচয়
আছে যথা—

“ভৈবজমসিতৈবজঃ গবেশ্যার পুদ্যার ভৈবজম্।

সুখং সুখং মেধার মৈধ্যে।” (৩।৫২)

অর্থাৎ হে রুদ্র! তুমি ঔষধ স্বরূপ সর্বোপদ্রব নাশ কর।

সুতরাং আমাদের জনগণকে গো অশ্ব দেব প্রভৃতিকে সর্বব্যাদি-
নিবারক ঔষধ প্রদান কর।

এতদ্ব্যতীত আশ্বলায়নগৃহসূত্রে (৪।৮।৪০) এবং কৌশিকসূত্রে
রুদ্রের চিকিৎসাকার্যের পরিচয় আছে। মহাভারতেও শিবসহস্র
নামে শিবকে ধনুস্তরি বলা হইরাছে যথা—

“ধনুস্তরি ধ্বংকতুঃ কন্দো বৈশ্রবণ তথা।”

তাঁহার ঢাকার নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন—“ধনুস্তরি মহাবৈভঃ

“ভিবক্তমঃ স্বা ভিবজাং পূণ্যমি ইতি মন্ত্র প্রসিদ্ধঃ।”

ফলতঃ সেই প্রাচীনতম বৈদিক যুগ হইতে রুদ্র বা শিব
এদেশে বৈজ্ঞানিক রূপেও পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

ঋগ্বেদের যুগে আবিগণ রুদ্রের নিকট ঋণসুদ্বির কামনা
করিতেন (২।৩৩।১), এখনও এদেশের মেয়েরা সন্তানকামনার
শিবের প্রসাদ নিমিত্ত সোমবারে উপবাস করিয়া থাকেন।

প্রাচীন আবিগণ ধন সম্পত্তি প্রভৃতির নিমিত্ত রুদ্রের নিকট
ঋক্ মন্ত্রে প্রার্থনা করিতেন যথা—

“যজ্ঞ চ বোশ্চ মহরায়জে পিতা ভদ্রাত্ম্য তব রজ্ঞ প্রীতিবু।”
(১১১৪২)

অর্থাৎ হে রজ্ঞ! আমাদের পিতা মহু তোমার আরাধনা করিয়া যে ধন সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তোমার কৃপা নিদেখে আমরা যেন সেই সকল ধনসম্পত্তি লাভ করিতে পারি। এ ছাড়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্রে এইরূপ ধনসম্পত্তিলাভের প্রার্থনা দেখিতে পাওয়া যায়।

বাজসনৈয়সংহিতার বেথা ষাণ, রজ্ঞ-উপাসকগণ রজ্ঞের নিকট ধনসম্পত্তির প্রার্থনা করিতেন তদ্বৎ—

“অব রজ্ঞ মহীমহুব দেবঃ ত্র্যম্বকম্। যথা নো কল্যা মহরদ যথা নঃ যথা শ্রেয়সকরয়া যথা নো ব্যবসারয়াৎ।” (৩৫৮)

এস্থলে যেমন আমরা একদিকে ধনধরদাতৃয়ের পরিচয় পাইতেছি, সেইরূপ শিবের অপর সুপ্রসিদ্ধ ত্র্যম্বক নামটিও এইস্থলে পরিচিন্তিত হইতেছে। ত্র্যম্বক শব্দের ব্যাখ্যায় মহীধর লিখিয়াছেন, “ত্র্যম্বকম্—ত্রীণ্যকানি নেত্রাণি যস্য তাদৃশং দেবঃ অব ত্রিনেত্রোত্তরং দেব ইত্যাদি।”

এস্থলে রজ্ঞদেবকে স্পষ্টতঃই ত্রিনেত্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। আমরা শিবের ধ্যানেও “পঞ্চবক্তং ত্রিনেত্রম্” দেখিতে পাই। সুতরাং এই ত্রিনেত্রোত্তর শিব যে বজ্রকর্কের সময়ও বজ্রমন্ত্রে উপাসিত হইতেন, এই স্থানে তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। পূর্বে বাজসনৈয়সংহিতা হইতে একটা মন্ত্র (৩৬১) উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে ইনি কুন্তিবাস। সুতরাং শিবের ধ্যানের “ব্যাক্কতিং বসানং” পদটী এতদ্বারা উপলব্ধ হইতেছে। অপিচ রজ্ঞদেব বৈদিক যুগের যেমন ধনবর দান করিয়া ঐশ্বর্য্যকামিগণের জন্যে সকাম ভক্তি বর্দ্ধন করিতেন, পৌরাণিক যুগে সেই জীবন সংহারক রজ্ঞ “শিব” নামে খ্যাত হইয়া ধনলোপন ভক্তগণের কামনাপূরণে সততই সম্মত। যথা শ্রীভাগবতে—

“দেবাস্ত্রমহুযোষু যে ভজন্ত্যশিবং শিবং।

প্রায়স্তে ধনিনো ভোজ্য নতু লব্ধাঃ পতিং হরিম্ ॥

এতদ্বৈদিতুমিচ্ছামঃ সন্তোষোহত্র মহান্ হি নঃ।

বিকল্প শীগরোঃ প্রভো বিকল্পাঃ স্তমভ্যং গতিঃ ॥

শ্রীমদ্রুক উবাচ।

শিবঃ শক্তিবৃত্তঃ শব্ধং ত্রিগিলাঃ গুণসংবৃত্তঃ।

বৈকারিকৈস্তজসশ্চতাস্তমস্চেত্যাহং ত্রিধা ॥

ততো বিকারা অভবন্ যোড়শাশীষু কল্পন।

উপধাবন্ বিভূতীনাং সর্কাসামনুতে গতিম্ ॥” (১০৮৮)

ধনাধী ব্যক্তিগণ ধন কামনার এখনও শিবের আরাধনা করিয়া থাকেন।

তত্র বজ্রকর্কের ৩ অধ্যায়ের শেষ মন্ত্রটি এই—

“শিবো নামসি। অধিত্তিতে পিতা নমস্তে অতু না মা হিংসীঃ। নিবর্ত্তয়া যাবুবে দ্যাতার প্রকলনায় রায়ম্পোষায় সুপ্রজাভায় সুবীর্ধ্যায়।” (৭৬৩)

অর্থাৎ তোমার নাম শিব। তোমার পিতার নাম অধিতী, তোমার নমস্কার। আমাদের প্রতি হিংসা করিও না। আমি তোমাকে আরু প্রদানের নিমিত্ত, অন্ন প্রদানের নিমিত্ত, বংশ প্রদানের নিমিত্ত, সম্পত্তি দানের নিমিত্ত, সম্ভাবনানের নিমিত্ত এবং কল্যাণ প্রদানের নিমিত্ত নিবর্ত্তন করি।

রজ্ঞের ধনদাতৃত্ব সম্বন্ধে অধর্কবেদেও প্রমাণ আছে। যথা—

“সোহধ্যমা স বরুণঃ স কৃত্যঃ স মহাধেবঃ।

স রজ্ঞো বজ্রবনিব’জ্রদেয়ে নমোবাকে ববট্কারোহুত্মসংহিতাঃ ॥”

(১০৪১৪)

রজ্ঞকে এস্থলে মহাদেব নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। অধর্কবেদে আমরা বহুস্থলে রজ্ঞের পতুপতি নাম দেখিতে পাই। শর্ক ও ভব নামের উল্লেখও বহুই আছে। কলতঃ শিব, পতুপতি ও মহাদেব প্রভৃতি নামগুলি যে প্রাচীন বৈদিক সময়েরও সুপ্রচলিত ছিল, এই সকল প্রমাণে সহজেই বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয়।

বজ্রকর্কের “শতরূপী” ক্রোধ প্রশমনের নিমিত্ত স্তুতি বিশেষ। ইহাতে পূর্ক লিখিত বিবরণগুলির অনেক কথাই সন্নিবিষ্ট আছে। শতরূপী যুগে আমরা মহাদেবের নিরলিখিত পুরাণপ্রসিদ্ধ নামগুলি দেখিতে পাই—গিরিশ, (‘গিরো কৈলাসে শেতে গিরিশরিত’ মহীধরঃ) গিরিত্র (‘গিরো কৈলাসে স্থিতো স্তুতানি ত্রায়ত ইতি গিরিত্র’ মহীধরঃ), ভিম্বক্, নীলগ্রীব (নীলকর্ক), কপর্দী, ভব, শর্ক, পতুপতি, শিতিকর্ক, সোম, রজ্ঞ, উগ্র, শিব, শিবতর, নীললোহিত (১৬৪১)।

শতপথব্রাহ্মণে (৬।১।৭৭ ১২) রজ্ঞ ও অগ্নি একই দেবতা বলিয়া লিখিত হইয়াছে এবং রজ্ঞের উৎপত্তি সম্বন্ধেও ইতিবৃত্ত

০ মহীধর বলেন, এখানে চূড়াকরণের সময় রজ্ঞকে সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্র বলা হইয়াছে। এই মন্ত্রের প্রথম অংশ রূরেয় প্রতি বজ্রমন্ত্রের দ্বারা। দ্বিতীয়াংশে বজ্রমন্ত্রের প্রতি রূরেয় দ্বারা অর্থাৎ রূর বলিতেছেন, তোমার ধীর্ঘ-জীবন প্রভৃতির নিমিত্ত আমি তোমার বহুত্ব স্মরণ করিতেছি। কলতঃ বৈদিক মন্ত্রের অর্থোচ্চার করা অতি দুরূহ ব্যাপার। মহীধরের ব্যাখ্যা অনুসৃত্ত কি না সে সম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নাই। কিন্তু আমরা উক্ত মন্ত্রের যে অনুবাদ করিয়া দিলাম, উহা যেমনপ্রাচীন ব্যক্তিগণের অনন্বত মতে। অনেকেই উহার ২ রূপ দ্বারা অর্থ করিয়াছেন। এখানে রজ্ঞই মহিবর্কর্ত্তন করা হইতেছে। ২য় চূড়াকরণ এই মন্ত্রের প্রয়োগ দেখিয়াই সন্দেহঃ মহীধর উহার একরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকিবেন।

আছে। শর্কর প্রভৃতি নামগুলি অগ্নিরই পৃথক নাম। ভাব্য-
কার লিখিয়াছেন, “প্রাচ্যাদিশেষভেদেন শর্কাদি নামভেদে-
পি দেবতা এক এব।” অর্থাৎ প্রাচ্যাদি দেশভেদে নাম-ভেদ
হইলেও দেবতা একই। সর্বাদি অষ্টমূর্তির বিবরণ সর্বপ্রথমে
এই শতপথব্রাহ্মণেই দেখিতে পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয় ও
বিষ্ণুপুরাণে সে ক্রমোৎপত্তির প্রসঙ্গ আছে, তাহা শতপথব্রাহ্ম-
ণের বিবরণেরই অনুরূপ। শাঙ্খারন বা কৌষিঠকী ব্রাহ্মণেও এই
আখ্যায়িকাটি কিঞ্চিৎ পৃথকভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু দেব-
তার সহিত অগ্নিদেবতার একতাসম্বন্ধ বিষয়ে মহাত্মারভেদ বন
পর্বেও পরিচয় পাওয়া যায় যথা—

“আগম্য মনুজনাশ্রয় সখ দেব্যা পরম্পর।

অর্চয়ামাস স্ত্রীশ্রীতো ভগবান্ গোবৃষধরঃ।

কল্পমগ্নিঃ বিদ্যাঃ প্রাভঃ কল্পমুদ্রতত্ত্ব সঃ।

কল্পেণ গুরুমুদ্রষ্টঃ তৎ শেভঃ পর্যতোহভবৎ ॥”

কাল্যাণিকল্প নামেও মহাদেবের পূজা হইয়া থাকে, এই
নামে একখানি উপনিষদও দেখিতে পাওয়া যায়।

দেবতাবস্তর উপনিষদে লিখিত হইয়াছে, কল্পের বিষতো মূখ।
সুতরাং শিবপতিমার পক্ষ মুখের শ্রোতভিত্তির প্রমাণও নিতান্ত
দুর্বল নহে। অথর্কশির উপনিষদে মহেশ্বর ঈশান, শক্ত ও
মহাদেব প্রভৃতি নামেও স্থানে স্থানে কল্পদেব নামে অভিহিত
হইয়াছেন। এই উপনিষদে উমার নামও দেখিতে পাওয়া
যায়। মহেশ্বরাদি নামের ব্যাখ্যাও অথর্কশীর্ষ উপনিষদে লিখিত
হইয়াছে।

কৈবল্য উপনিষদে শিবমূর্তি আরও প্রাক্ট যথা—

শ্রীমাসহস্রং পরমেশ্বরং প্রভুং

ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্।

ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং

সমস্তশাকিং তমসঃ পরমাত্মং ॥”

এতদ্ব্যতীত নীলকণ্ঠোপনিষদ প্রভৃতি আরও কয়েকখানি
উপনিষদে কল্প ও শিবমাহাত্ম্য কীৰ্ত্তিত হইয়াছে।

কৈবল্যোপনিষদে আমরা শিবপত্নী উমার নাম প্রাপ্ত হই-
তেছি। গুরুবজ্রকর্ষের পাঠে জানা যায়, অধিকা দেবী মহাদেবের
সাহিত ঐক্যভাগ গ্রহণ কারতেন। (৩৫৭) কিন্তু তিনি কল্পের
ভগিনী বলিয়াই সে স্থলে পরিচিতা। কেন উপনিষদে আমরা
সর্বপ্রথমে হৈমবতী উমার পরিচয় পাই। যথা—

“স তন্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়নাজগাম বহুশোভমানাং উমাং
হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতন্মৎ যক্ষসিতি ॥” (কেন ৩১২)

দেবগণ কি প্রকার সর্ব প্রথমে এই হৈমবতী উমার সন্দর্শন
প্রাপ্ত হইলেন, এই উপনিষদেই তাহারও বিবরণ আছে। উহার

সংক্ষিপ্ত মর্ম এই যে, ব্রহ্ম একদা দেবতাগণকে বিজয় প্রদান
করেন, কিন্তু দেবতারা ব্রহ্মপতি বৃত্তিতে না পারিয়া আপনাদিগকেই
প্রকৃত্ত বৈজ্যতা বলিয়া মনে করেন। দেবতাদের এই ভ্রম ধারণা
নিবারণের নিমিত্ত ব্রহ্ম তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত হন। দেবতারা
তখন ব্রহ্মের নিশ্চয় বায়ু ও অগ্নিকে প্রেরণ করেন। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা
করেন, তোমাদের কি শক্তি আছে? অগ্নি বলেন, আমি যে কোন
পদার্থ দহন করিতে পারি। বায়ু বলেন, আমি বস্তু সমূহ উড়াইয়া
লইতে পারি। ব্রহ্ম তখন তাঁহাদের শক্তিপরীক্ষার্থ এক গাচি
তৃণ তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিলেন, কিন্তু অগ্নি উহা দহন
করিতে পারিলেন না। বায়ু উহা উড়াইতে সমর্থ হইলেন না।
বায়ু ও অগ্নি অপ্রতিভ হইলেন এবং তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত
তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। দেবগণ তখন ইন্দ্রকে প্রেরণ
করিলেন। ইন্দ্র উপস্থিত হওয়া মাত্রই ব্রহ্ম অভিহিত হইলেন।
ইন্দ্র তখন আকাশে বহুশোভমানা উমা হৈমবতীকে দেখিতে
পাইলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করার উমা বলিলেন, ইনি ব্রহ্ম।

ভাব্যকার উমাকে ব্রহ্মবিজ্ঞা বলিয়া ব্যাখ্যাত করিয়াছেন।
বয়ং ব্রহ্মবিজ্ঞা রমণীয়া রমণীমুক্তি পরিগ্রহ করিয়া ইন্দ্রের সমক্ষে
প্রকটিত হইয়াছিলেন।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১৮ অনুবাক) “অধিকাণতয়ে”
পদ আছে। যথা নারায়ণীরোপনিষদে “অধিকাণতয়ে উমা-
পতয়ে পশুপতয়ে নমোনমঃ।” সাধারণ ইহার ভাষ্য লিখিয়াছেন,
“অধিকা ভগবাতা পার্বতী—তস্তাঃ গুহ্যে অধিকাণতয়ে”।
তৈত্তিরীয় আরণ্যকে উমা শব্দেরও প্রয়োগ আছে। সাধারণ এই
উমাকেও “কল্পপত্নী” বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এতদ্ব্য-
তীত গোবী ও পার্বতী নামটীও বৈদিক যুগ হইতেই
প্রচলিত। পার্বতীও কল্পপত্নী বলিয়াই বৈদিক যুগ হইতে
পরিচিতা।

নারায়ণীয় উপনিষদখানি কল্প বজ্রকর্ষের অন্তর্গত। এই
উপনিষদখানি তৈত্তিরীয় আরণ্যক উপনিষদ নামেও প্রসিদ্ধ।
ইহাতে আমরা কল্প ও তৎপত্নীর বহু পরিচয় প্রাপ্ত হই। এই
উপনিষদে কল্পগায়ত্রী ও হর্গাগায়ত্রী আছে। হর্গা কাহ্নায়নী
নামে প্রসিদ্ধ। হর্গা এই উপনিষদে হর্গি ও কল্পকুমারী নামেও
অভিহিত। হর্গার একটী প্রণামও এই উপনিষদে দেখিতে
পাওয়া যায়। যথা—

“তামাগ্রণ্যং তপসা জলভ্যং গৈরোচনীং কর্কশলেষু কুটীম্।

হর্গাং দেবীং পরমমহং প্রপত্তে স্তুতরসি তরসে নমঃ ॥”

এখানে হর্গা “অগ্নিবর্ণা” বলিয়া বর্ণিতা হইয়াছেন। অগ্নি
কল্পেরই একমূর্তি, অগ্নি ও কল্প এক বলিয়াই স্থানে স্থানে বর্ণিত
হইয়াছেন। সুওকোপনিষদে লিখিত আছে—

“কালী করালী চ মনোজবা চ সুলাহিতা বা চ সুধুম্বরা ।

ক্ষুদ্রলিঙ্গিনী বিশ্বকটী চ দেবী লোলারমানা ইতি সপ্তঃজম্বাঃ ॥”

কালী করালী পুণ্ডিত নামগুলি এখানে অসিদ্ধি বা বলি বর্ণিত হইয়াছে। তাৎপৰ্য্য এই যে, ইহার অঙ্গ বা রূপশক্তি।

চূর্ণা উমা হৈমবতী ও পাপতী নাম রূপশ্রী অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। চূর্ণার পার্শ্বতী নামের ব্যুৎপত্তি তৈত্তিরীর আরণ্যকেও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা নারায়ণীয়োপনিষদে—

“উতমে শিবরে জাতে ভূম্যাং পৰ্ব্বতমূৰ্দ্ধন।

ব্রাহ্মণতোহ্যভ্যুজাতা গচ্ছ দেবি যথা সুখম্ ॥”

এই উপনিষদে রুদ্রেরও বহুল ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়।

পূরণমতে, শিব সংহারকারক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনিই এক। যিনি এই জগৎ সৃষ্টি করেন, তিনি ব্রহ্মা, পালনকর্তা বিষ্ণু এবং যিনি সংহারকারক তিনিই শিব নামে অভিহিত।

“ন ব্রহ্মা ভবতো ভিন্নো ন শত্ৰু ব্রহ্মপুত্রা।

ন চাহং যুর্যোতিরো হৃদিস্তবঃ সনাতনম্ ॥

প্রধানতঃ প্রধানতঃ ভাগাভাগ্য রূপিণঃ।

জ্যোতির্শরতঃ ভাগো মেহনেকোহনেকোহমংশকঃ ॥

কক্ষং কোহহক কো ব্রহ্মা মমৈব পরমাত্মনঃ।

অংশত্রয়মিদং ভিন্নং সৃষ্টিবিস্তারকারণম্ ॥

চিস্তবন্ স্বাত্মনাত্মানং সন্তবং কুর চাত্মনি।

একং ব্রহ্মাবৈকুণ্ঠশত্ৰুনাং হৃদগতং কুর ॥

শিরোগ্রীবাদিভেদেন যথৈবেকস্ত ধর্মিণঃ।

অঙ্গানি মে তথৈকস্ত ভাগত্রয়মিদং হর ॥”

(কালিকাপুং ১১ অং)

ভগবান্ গুরুভূষজ মহাদেবকে বলিয়াছিলেন যে ব্রহ্মা আপনাই হইতে ভিন্ন নহে, এবং আপনিও ব্রহ্মা হইতে অভিন্ন এবং আমিও আপনাদের দুইজন হইতে ভিন্ন নহি। পরস্পরের যে এই অভিন্নতা ইহা সনাতন। প্রধান, অপ্রধান, অংশ, সাকার ও জ্যোতির্শর, (নিরাকার) রূপে অবস্থিতি আমার দুই ভাগ, তোমরা দুইজন, আর আমি এক ভাগ। তুমিই বা কে? আমিই বা কে? এবং ব্রহ্মাই বা কে? পরমাত্মরূপ আমারই এই বিভিন্ন তিন অংশ, ইহা সৃষ্টি, হিতি ও প্রলয়ের কারণ। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনিই এক। যে রূপ এক ব্যক্তিরই মস্তক ও গ্রীবাদি ভেদে অনেক অঙ্গ, তদ্রূপ আমার এই তিন অংশ। পরব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব কল্পে আবির্ভূত হন, কালিকাপুরাণে ইহার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, অতি সংক্ষেপে তাহা আলোচিত হইল।

এক দিন শিব ভগবান্ বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে,

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন এক হইয়াও কেন বিভিন্ন হইয়াছেন, ইহার ব্যাখ্যা আমার নিকট কীর্তন করুন। বিষ্ণু শিব কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে পূর্বে যখন জগৎ ছিল না, এই পরিতৃপ্তমান সময়েই প্রসূতের জ্বর তদোক্তের চূর্তে আবরণে আবৃত, অলক্ষ্য ও অপরিজ্ঞাত ছিল, তখন দিব্যরাজি, পৃথ্বী, জ্যোতিঃ, আকাশ, জল, বায়ু প্রভৃতি কিছুই ছিল না। থাকিবার মধ্যে সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয়, অব্যাক্ত, অবয়ব, জ্ঞানময় এক পরব্রহ্ম ছিলেন। সেই পরব্রহ্মেরই এই তিনরূপ। সেই পরব্রহ্মের কাল নামে আর একটা নিত্যরূপ আছে। যখন পরব্রহ্ম এই জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করেন, তখন ষার প্রকৃতিকে বিকোভিত এবং প্রকৃতির ইচ্ছাক্রমে ত্রিগুণময় নিজ শরীরকেও তিনভাগে বিভক্ত করিলেন। এই বিভক্ত শরীর-এর ত্রিগুণময় হইল, সেই অংশ শরীরের উচ্চভাগ চতুর্ভূজ, চতুর্ভূজ ও কমলকেশরসমিত আরক্তবর্ণ বিমলিশরীরে পরিণত হইল। তাহার মধ্য ভাগে একমুখ, শ্রামবর্ণ, শব্দ চক্রে গদা পদ্ম-ধারী চতুর্ভূজ বিষ্ণু শরীর, আর অধোভাগে পকানন চতুর্ভূজ ফটিকবৎ গুরুবর্ণ শিবদেহ হইল। তখন তিনি ব্রহ্মশরীরে সৃষ্টিশক্তি নিয়োজিত করিয়া আপনি ব্রহ্মরূপে সৃষ্টিকর্তা হইলেন। বিষ্ণুশরীরে হিতিশক্তি এবং শিবশরীরে প্রলয়কারিণী শক্তি নিয়োজিত করিলেন। এক পরব্রহ্মই সৃষ্টি, হিতি ও প্রলয় এই তিন কার্য্য করাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব পৃথক পৃথক সংজ্ঞা হইয়াছে। বস্তুতঃ আমরা বিভিন্ন নহি, তিন জনেই এক, অভিন্ন। (কালিকাপুং ১২ অং)

শিব পিতার ঔরসে বা মাতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন এরূপ কোনও প্রমাণ না পাইয়া কবি কালিদাস কুমারসম্ভবে লিখিয়া গিয়াছেন—

“বপুর্বিষ্ণুপাক্ষমলক্যো জন্মতা”

অর্থাৎ শিবের কুলের কোনও পরিচয় নাই। ফলতঃ শিব স্বয়ম্ভূ। পুরাণ মাত্রেই শিবের বহু লীলা বর্ণিত হইয়াছে। শিব পর্বতবাসী, বেদেও ইহার প্রমাণ আছে। এই নিমিত্ত তিনি “গিরিশ” নামে খ্যাত। পুরাণে কৈলাস-শিবের বাসস্থান রূপে প্রকল্পিত হইয়াছে। শিবপুরাণে শিবের যে ধ্যান আছে, সেই ধ্যানই সুবিখ্যাত যথা—

“ও ধারোন্নত্যং মহেশং রক্তভর্গরিনিতং চাক্চৈবাবতংসং।

রক্তাকরোচ্ছলাঙ্গং পরশুযুগবরাভীতিহন্তং প্রসন্নম্।

পদ্মাসীনং সমস্তাং ভূতমঙ্গরগণৈঃ ব্যাঘ্রকৃষ্ণৈঃ বসানং

বিশ্বাভ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্তং ত্রিনেত্রম্।

কর্ণপূরগৌরং ককণাবতারং সংসারসারং ভূজগেজ্জহারম্।

সদা বসন্তং হৃদয়ারবিন্দে ভবায় ভবানী সহিতং নমামি।

কৈলাসপীঠাসনমধ্যসংস্থঃ ভকৌচ নন্দাদিভিঃ সেব্যমানম্ ।

ভক্তাভির্দ্বাবানলমগ্রমেরং ধ্যায়েরুমানকিতবিবরুপম্ ॥”

আমরা এই শ্লোকত্রয়ে শিবছগীর অভি পরিফুট প্রতিকৃতি
মানসনেত্রে সন্ধান করিতে পাই। শিবের বর্ণ যে কপূর-
বর্ণ স্বর্গবেদেও আমরা তাহার প্রমাণ পাইরাছি। হিম-
গিরির কৈলাসপৃষ্ঠে রক্তচগিরিনিত কপূরগৌর মহা-
দেবের পদ্মাসনে সমাসীন, তাঁহার বামদিকে গিরিজা।
তিনি পিনাকপাণি, ত্রিগুণধারী, ভক্ত ও কপালও তাঁহার
হস্তে শোভা পাইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত পরম ও তাঁহার
আঁখি, তাঁহার পাশ্চপত্ন্য ভুবনবিখ্যাত। তিনি জটাকুটধারী
(কপদী), বৃষবাহন, বৃষধ্বজ ও নীলকণ্ঠ। ভক্ত
মুলাই তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অলঙ্কার। তন্ময় শিবের
বহু প্রকার ধ্যান আছে, তাহা পরে আলোচ্য।
পুরাণে শিবলীলার বহু আখ্যান আছে। কতিপয় আখ্যান
হইতে সংক্ষেপে শিবচরিত বর্ণনা করা বাইতেছে।

শিবের একটা নাম কপালী। এই নামের সহিত শিবের
একটা লীলা সন্নিহিত আছে। বামনপুরাণে লিখিত আছে,
পূর্বকালে সমস্ত জগৎ একাধারে জগন্ময় হইয়া স্বাবর জগদ চক্র
স্থখ নক্ষত্র অনল অনিল প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়াছিল। সেই
সময়ে অপ্রতীক্ষ্য, অজ্ঞেয় ভাব বই কিছুই ছিল না, বৃক্ষ লতা
প্রভৃতি সমস্ত বস্তু কারণসলিলে নিমগ্ন ছিল। অর্ঘবশরী
ভগবান্ দেবপরিমাণ সহস্রবর্ষ এই কারণসালিলে নিমজ্জিত ছিলেন।
নিদ্রাবসানে তিনি রক্তোক্তে পক্ষবদন ব্রহ্মকে ও তমোগুণে পক্ষ-
বদন শঙ্করকে সৃষ্টি করিলেন। কপদী উৎপন্ন হওয়া মাত্রই
অক্ষমালা লইয়া যোগারম্ভ করিলেন। ভগবান্ শঙ্করের যোগ
প্রভাব দেখিয়া মনে করিলেন, ইহা দ্বারা এক্ষণে সৃষ্টির কার্য
চালবে না। তখন তিনি অহঙ্কারের সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মা ও
শঙ্কর অহঙ্কারের বশীভূত হইলেন। উভয়ের মধ্যে ভীষণ কলহ
উপস্থিত হইল। তখন শঙ্কর বীর নখে ব্রহ্মার এক মস্তক
ছেদন করিলেন, তদবধি ব্রহ্মা চতুর্মুখ হইলেন এবং ঐ ছিন্ন
মস্তক শঙ্করের করতলে সংলগ্ন হইয়া রহিল। এই সময় হইতেই
মহাদেব কপালী নামে খ্যাত হইলেন। পরে তাঁহার দেহে
ব্রহ্মহত্যা প্রবেশ করিল। মহাদেব ক্রমেই নিমন্ত্রণ হইতে
লাগিলেন। ব্রহ্মহত্যাগাপ হইতে মুক্তলাভ কারবার জন্য
মহাদেব বহুতীর্থ দর্শন করিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার হস্ত-
সংলগ্ন নরকপাল খাসিয়া পড়িল না। অবশেষে তিনি নারায়ণের
তপস্তা করিতে লাগিলেন। নারায়ণ তপস্তার সন্তুষ্ট হইয়া
তাঁহাকে বারাগনীধামে অসিবরণার মধ্যে দ্বান করিবার নিমিত্ত
উপদেশ করিলেন। তথায় দ্বান করার ব্রহ্মহত্যা পাপ দূরীভূত

হইল বটে, কিন্তু ব্রহ্মার কপাল তখনও অস্তিত্ব হইল না। তখন
তিনি ভগবান্ কেশবকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহার আদেশে
তাঁহার সমুখস্থ এক সর্ষতীর্থাগ্রগণ্য স্থানে দ্বান করিলেন। দ্বান
করা মাত্রই তাঁহার হস্তের কপাল অস্তিত্ব হইল। এই স্থানটী
“কপালমোচন” তীর্থ নামে খ্যাত হইয়াছে।

দক্ষবজ্রবিনাশ শিবলীলার এক অভি প্রধান ঘটনা।
পৌরাণিকগণ শিবলীলার মধ্যে এই লীলার সর্ষাপেক্ষা অধিক
প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ—
দক্ষ প্রজাপতির কন্যা সতীর সহিত শিবের বিবাহ হয়। কোনও
সময়ে দক্ষ প্রজাপতি এক বজ্রারম্ভ করিলেন। এই বজ্রে ঋষি
দেবতা প্রভৃতি সকলেরই নিমন্ত্রণ হয়। কেবল শিবের নিমন্ত্রণ হইল
না। দক্ষ প্রজাপতি নানাকারণে শিবের প্রতি অশঙ্কট। দক্ষের
অসন্তোষের কারণ নানা পুরাণে পৃথক পৃথক রূপে বর্ণিত হইয়াছে।
যাহা হউক শিবপত্নী সতী এই বজ্রে বিনা নিমন্ত্রণে গমন
করেন। দক্ষ প্রজাপতি বীর ক্রোধে সমস্ত তাঁহার পতি
শিবের অবমাননাসূচক বহু কটুবাক্য বলিতে আরম্ভ করেন।
ইহাতে পতিপ্রাণা সতীর মর্মান্ত রেশ উপস্থিত হইল। সেই
ক্লেশের আতিশয্যে তিনি তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ করিলেন।
সতীর দেহত্যাগের সংবাদ সহসা কৈলাসে পৌঁছিল।
মহাদেবের দ্বন্দ্বের ক্রোধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি আর
ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া ভূতপ্রৈতপ্রমথগণ সহ দক্ষালয়ে
গমন করিলেন, তখন সহস্র সহস্র শিবসেনা সহসা দক্ষবজ্র-
সম্ভারসমূহ বিনষ্ট করিয়া বজ্রে সমাগত দেবতা ও ঋষিগণের
প্রতি নিদারুণ উপদ্রব আরম্ভ করিল। তখন বজ্রহলে
ভীষণ বুদ্ধ আরম্ভ হইল। পিনাকপাণি মহাদেব দক্ষের শিংশেদন
করিয়া ফেলিলেন। মহাদেবের দূরন্তবীৰ্য্য ও প্রভাব দেখিয়া
দেবভাগ্য তাঁহার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

আন্তোত্তোষ স্তবে তুষ্ট হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত দেবগণের অঙ্গের
ক্ষতি তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করিয়া দিলেন। বাহ্যার যে অঙ্গ বিনষ্ট
হইয়াছিল মহাদেবের প্রভাবে আবার তাঁহারা সেই অঙ্গ প্রাপ্ত
হইলেন। দক্ষও শিবাপ্তগ্রহে বঞ্চিত হইলেন না। তবে
তিনি যে মুখে শিবনিন্দা করিয়াছিলেন, সেই মুখ আর তাঁহার
প্রাপ্তিযোগ্য নহে বলিয়া মহাদেব দক্ষের দেহে ছাগমুণ্ড সংযোজন
করিয়া দিলেন। মহাদেব দেবভাগ্যের মধ্যে প্রধানতম চাক্ষু-
সক ছিলেন, অন্ত্রবিদ্ধা ও ভৈরবজ্যাবতার তিনিই শিক্ষাওক।
সুতরাং তাঁহার কৃপায় কেহ বিনষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লাভ করিলেন,
কেহ ছিন্নকেশ পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন, কাহারও অঙ্গ ক্ষত তখনই
প্রকৃতিস্থ হইল, কাহারও অসহনীয় গাত্ৰবেদনা তৎক্ষণাৎ
প্রশমিত হইয়া গেল। দেবভাগ্যে বঞ্চিত হইয়া আপন আপন

ধামে গমন, করিলেন, কিন্তু প্রিয়তমা প্রাণহীনী সতীরিহে মহা-
দেব একবারে উদ্ভূত হইয়া উঠিলেন। পরম প্রেমিক মহাদেব
পত্নীপ্রেমে অধীর হইয়া তাঁহার স্মৃতিহে ফল লইয়া উদ্ভূতের
জ্ঞান ভাঙব নৃত্য করিতে করিতে উদাসভাবে পরিভ্রমণ করিতে
আরম্ভ করিলেন।

বিকৃ শব্দের এই দশা দেখিয়া বড় হতাশিত হইলেন। তিনি
তখন শিবদেহে বিভূত আলুলায়িতসতীদেহ স্মরণ দ্বারা ছিন্ন
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 'এক এক স্থানে সতীর দেহের এক
এক অংশ ছিন্ন হইয়া পতিত হইল। এই সকল স্থান পীঠস্থান
ও পরম পবিত্র তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে।

শিব দেবতাগণের মধ্যে জ্ঞান-বৈরাগ্যের আদর্শাবতার।
তপস্তা ও যোগ শিবের স্তম্ভাভয়লভ নিত্য সম্পত্তি। সতীদেহ
বিরোধের পরে এক নিষ্কল বনে শিব তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন।
এদিকে সতীদেবী নগেন্দ্ররাজ হিমবানের গৃহীণী সেনকাদেবীর
গর্ভে পুনর্বার জন্মলাভ করিলেন। তাঁহার অলোকসামান্য
সৌন্দর্য ও শব্দকে পতিক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক নিমিত্ত অসাধারণ
তপস্তায় বিবরণ, বিবিধ পুরাণে বিশেষতঃ মহাকবি কালিদাসের
কুমারসম্ভব গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে
শিবপুরাণের, বামনপুরাণের এবং কুমারসম্ভবের বর্ণনার যথেষ্ট
সাদৃশ্য আছে। এই সকল ঘটনা এদেশীয় পাঠক মাত্রেই
স্মরণিত, স্মরণ্য বাহুল্যবোধে এতলে তাহার সবিশেষ বর্ণনা
করা হইল না। শব্দ যে নিভৃতবনে তপস্তা করিতেছিলেন,
পার্বত্যরাজতনয়া পার্বতীও শিবপ্রাপ্তির জন্ত শিবের সমীপ-
প্রদেশে থাকিয়া সেই বনেই দ্রুতর তপস্যায় অকুণ্ঠিত ক'লেন।
সমাদিময় মহাযোগী মহেশ্বর এই সময়ে বাহুজ্ঞানবিরহিত
ছিলেন। স্মরণ্য গিরিরাজনন্দিনী তাঁহার পার্শ্ববর্তিনী মহা-
যোগিনী বেশে অবস্থান করিলেও তিনি তাঁহাকে জানিতে
পারেন নাই।

এদিকে ভারকাস্ত্রের উপদ্রবে দেবগণ উৎপীড়িত হইয়া
উঠিলেন। শিববীণ্যসম্মত সন্তান ভিন্ন তারকাস্ত্রের অস্ত্রের বধ্য
নহে; দেবগণ এই তথ্য জানিতে পারিয়া হরযোগভঙ্গের নিমিত্ত
বসন্তসহ মনকে নিযুক্ত করিলেন। স্বীয় সহচরাদিসহ মন শিব-
যোগস্থলে উপাধৃত হইয়া দেখিলেন, মহাদেব ধ্যানময়। তিনি
স্বীয় পরিণাম জানিয়াও মহাযোগী মহাদেবের প্রাতঃস্মরণ
বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মনমের বাণ অব্যর্থ। মনবাণে
সেবাদেব মহাযোগী মহেশ্বরও তৎক্ষণাৎ বিচলিত হইয়া
উঠিলেন। তাঁহার বাহুজ্ঞান হইল, তিনি দেখিতে পাইলেন, পুন্না-
রহু তাঁহার পুরোভাগে অবস্থান করিয়া তাঁহার প্রতি বাণ
নির্দোষ করিয়াছেন। ক্রোধে শব্দ অসিহর হইয়া উঠিলেন,

তাঁহার কৃতীর নেত্র হইতে তৎক্ষণাৎ জীবন অনলধারা প্রবাহিত
হইয়া তড়িৎবেগে মনকে তরীভূত করিল।

রতি ধূলি ধূসরিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান
করিলেন। স্মরণ্য বসন্তবন সহসা বেন ক্ষণে পরিণত হইল।
ধানভঙ্গের পরে মহাদেব পার্বতীকে দেখিয়া বেন না দেখার
জ্ঞান চলিয়া গেলেন। হরকোপানলে মন তরীভূত হইলেন
ঘটে, কিন্তু তিনি শব্দের জ্বরে যে বাণ নিক্ষিপ্ত করিয়া গিয়াছি-
লেন, সে বাণের আগুন নিভিল না, উহাতে মহাদেবের ক্ষম
বিকার উপস্থিত করিল। ধ্যান ভঙ্গের পরে তিনি পার্বতীকে
দর্শন করিয়া কামবাণে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু সহসা তিনি
নিজ মূর্তিতে পার্বতীর নিকট উপস্থিত না হইয়া একজন জটিল
ব্রহ্মচারীর বেশে তপস্বিনী পার্বতীর কুটীরবারে উপস্থিত হইয়া
তাঁহার শিবাহুগপত্রীকা করবার নিমিত্ত তৎসমক্ষে নানা প্রকারে
শিবনিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, পার্বতীও তাহার বখাযোগ্য
উত্তর প্রদান করিয়া ব্রহ্মচারীকে শিবনিন্দা হইতে নিবৃত্ত করার
প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু জটিল ব্রহ্মচারী তাহাতেও প্রতিনিবৃত্ত না
হইয়া আবার যখন শিবনিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, পার্বতী
তখন শিবনিন্দাপ্রবণের আশঙ্কায় স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত
হইলেন। এই সময়ে পরম কণ্যাময় মহেশ্বর স্বীয়রূপ প্রকটন
করিয়া শৈলাধিরাজতনয়াকে কৃতার্থ করিলেন। উমার তপস্তা
ফলবতী হইল। সখীসুন্দ শৈলরাজ ও সেনকা দেবীর নিকট সকল
সংবাদ প্রচার করিলেন। অতঃপর নগেন্দ্ররাজ হিমবান্ মহা
সমারোহে শিবের সহিত স্বীয় দুঃহতা পার্বতীর গুহবিবাহ কার্য
সম্পন্ন করেন।

এই সকল বিষয় বামনপুরাণ, শিবপুরাণ ও কুমারসম্ভবে
বিবৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। বিবাহান্তে সুদীর্ঘকাল শিবপার্বতী
একত্র অবস্থান করেন। এই সময়ে শিববীণ্য (পার্বতীর গর্ভে
নহে) কুমার কান্তিকের উৎপত্তি হয়। তিনিই দেবসেনাপতি
রূপে তারকাস্ত্রকে নিহত করেন।

শিবের এক নাম ত্রিপুরারি। শব্দ ত্রিপুর মন করিয়াই
এই আখ্যা প্রাপ্ত হন। ত্রিপুরমন শিবলীলার অপর একটি
প্রধান ঘটনা। ইহার মর্ম এইরূপ, তারকাস্ত্র নিহত হইলে
তৎপুত্রর বিজ্ঞানালী, তারকাক ও কমলাক দেবতাগণের
প্রভাব বর্ধক এবং স্বীয় আধিপত্য বিস্তারের জন্ত ব্রহ্মার
কুপালাভার্থ দ্রুতর তপস্তা করেন। সুদীর্ঘকাল তপস্তায় ব্রহ্মা
প্রীত হইয়া বর দানের নিমিত্ত আগমন করেন। ব্রহ্মার বরে
জাতকর ইন্দ্রাদি দেবগণের অর্ধেক তিনটি পুর লাভ করেন, একটি
অর্ধময়, অপরটি রজতময় এবং তৃতীয়টি লোহময়। ব্রহ্মার
আদেশে মরদানব এই ত্রিপুর রচনা করিয়াছিলেন। এই ত্রি-
পুর

রের অনন্তবৈভব এবং অলোকসান্নাত প্রভাব অতি বিস্তৃত বশে শিবপুরাণের জ্ঞানসংহিতার ১৯ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। ধর্ম বাতীত কোনও বৈভব নিত্যা প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না, বৈভবের সম্যকরূপে ভাণ্ডা জালিতেন। এই নিমিত্ত ইহারা ত্রিপুরে ধর্ম কার্যের নিমিত্ত যথেষ্ট বাবস্থা করিয়াছিলেন। সুতরাং ধর্ম-বলে, ঐশ্বর্যবলে ও মহাবীর্ষ্যে ত্রিপুরাধিপতির ইচ্ছাদি দেবগণকে একবারে বিজিত করিয়া কেলিয়া ছিলেন।

দেবগণ চুঃখিত হইয়া ত্রাকার নিকট বীর বীর চুঃখ নিবেদন করিলেন। ত্রাক্ষা বলিলেন, আমি উহাদের বরনাতা। সুতরাং উহারা আমার বধা নহে। বিশেষতঃ ত্রিপুর পুণ্যময় নগর। পুণ্য থাকিতে ভাঙারও বিনাশ নাই। আপনারা শঙ্করের নিকট গমন করুন। তাঁহাচার্য্য ইতার প্রতিকার পাঠিতে পারিবেন। দেবতা-গণ শিবের নিকট গমন করিলেন। শিব বলিলেন, ত্রিপুর পুণ্যময় স্থান, পুণ্য বর্তমান থাকিতে ত্রিপুরের বিনাশ হইতে পারে না। আপনারা চক্রী বিষ্ণুর নিকট গমন করুন। বিষ্ণুর নিকট ইতার উপযুক্ত মন্ত্রণা পাঠবেন। দেবগণ বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা জ্ঞাপন করিলেন। বিষ্ণু বলিলেন, এজন্ত আপনারা চিন্তা করিবেন না, ত্রিপুর বিনাশ মহাদেব দ্বারাই সম্পন্ন হইবে, তবে যে পর্য্যন্ত ত্রিপুরে বেদধর্ম প্রবল থাকিবে, তাৎকাল ত্রিপুরের বিনাশ নাই। সুতরাং ত্রিপুরবিনাশের নিমিত্ত সর্ব প্রথমে ত্রিপুরবাসীর ধর্ম নষ্ট করিতে হইবে। ধর্ম বিনষ্ট হইলেই ত্রিপুরবৈভব স্বতঃই বিনষ্ট হইবে। তখন দেবাদিদেব মহাদেব ত্রিপুর ভস্মীভূত করিয়া কেলিবেন। বৈভোগ্য দেবতাদের চির-শত্রু। ইহাদের প্রভাব জগতের মজলজলক নহে। সুতরাং তৎক্ষণ্ণ অবস্থাই বাবস্থা করিতে হইবে।

বিষ্ণু বৃত্তিময়ী উক্তি শুনিয়া দেবগণ আশ্বত হইয়া চলিয়া গেলেন। ইত্যবসরে বিষ্ণু, মারী মুণ্ডী নামে একজন ধর্মধ্বংসকারী পুরুষের সৃষ্টি করিয়া উহাকে ত্রিপুরে পাঠাইলেন। উহার বেদবিনষ্ট উপদেশ ত্রিপুরে প্রচারিত হইতে লাগিল, ত্রিপুরবাসিগণ আপাতমনোরম উপদেশাবলী গ্রহণ করিয়া ধর্মভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। ধর্ম ও লক্ষ্মী ত্রিপুর হইতে বর্জিত হইলেন।

দেবগণ স্তম্ভময়ের প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। তাঁহারা উপযুক্ত সময় দেখিয়া শিব সন্নিধানে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে সকল কথা জানাইলেন। মহাদেব মহাসমারোহে অসংখ্য সৈন্ত ও সযসস্ত্রার লইয়া ত্রিপুর বিনাশের নিমিত্ত অভিযান করিলেন, দেবগণ সৈন্যে তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। দেবগণ সহ লিলাকপাদি পুষ্কর সমূহ উপস্থিত হইলেন এবং এক কালারিক্রম বরূপ পাণ্ডপভাণে এক নিমিষের মধ্যে দুর্জয় বৈভবের অনন্তবৈভবপূর্ণ অপরের অভেদ ত্রিপুর,

ভস্মীভূত করিয়া কেলিলেন। তিনি মুহূর্ত্ত মাত্র কেবল ইচ্ছা শক্তিতে বিশাল অনন্ত ত্রাক্ষ ও বধ করিয়া কেলিতে পারেন, ত্রিপুরবনকালে তাঁহার এই আত্মশরপূর্ণ উদ্যোগ কেবল-লৌকিক লীলা মাত্র। এই ঘটনা হইতেই মহাদেব কজ ত্রিপুরারি ও ত্রিপুরাস্তক প্রভৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হন।

রামায়ণ ও মহাভারতে মহাদেব বীররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। এই দুই গ্রন্থেও তাঁহার বীরত্বের বহুল আখ্যায়িকা আছে। বিষ্ণুর সহিত মহাদেবের যুদ্ধের কথা রামায়ণেও বর্ণিত পাওয়া যায়। ঐক্লব্য যে মহাদেবকে বর্ণিত করিতেন এবং তাঁহার নিকট হইতে অন্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন মহাভারতে এই বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। মহাভারতীয় বাণপর্কাদ্যায় পাঠে জানা যায় যে অরুণবধের নিমিত্ত কুরুার্জুন উভয়ে মহাদেবের নিকট গমন করিয়া শুব জ্ঞাতিতে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে পাণ্ডপত অন্ত্র সংগ্রহ করেন। অশ্বশাসনপর্কেও কুরু কর্তৃক মহাদেবের মাহাত্ম্য কীর্তিত আছে। আমরা শিবপুরাণে উহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। অশ্বশাসন পর্কের চতুর্দশ অধ্যায় মহাদেবের মাহাত্ম্যপূর্ণ। এতদ্ব্যতীত আরও বহু স্থলে মহাদেবের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে উপমহ্যার মাতা মহাদেবের যে চরিত্র একটন করিয়াছেন, তাহা শৈব-মাত্রেরই অতীব সমাদৃত তত্ত্ব। [মহাভারতীয় অশ্বশাসন পর্কের ১৪ অধ্যায়ের ১৪০ হইতে ১৬৬ শ্লোক উল্লেখ্য।] মহাদেবের অনন্ত মূর্ত্তি ও অনন্ত ভাবের কথা এখানে অভিযুক্ত হইয়াছে। বধা—

“একবক্ত্রে দ্বিবক্তৃশ্চ ত্রিবক্তৃহিনেবকবক্তৃকঃ”

অপিচ—

যগ্মুখো বৈ বহুমুখজিনেত্রো বহুমীর্ষকঃ।

অনেককটিপাদশ্চ অনেকোদরবক্তৃবৃক্।

অনেকপার্শ্বপার্শ্বশ্চ অনেকগণসংবৃত্তঃ।”

আমরা তত্ত্বেও মহাদেবের বহুদান দেখিতে পাই, উল্লভ্যতঃপর আলোচ্য। অশ্বশাসন পর্কের আরও কতিপয় স্থলে কুরু মহাদেবকে সাক্ষাৎ পরমজ্ঞের সকল গুণে বিভূষিত করিয়া তাঁহার তবজ্ঞাতি করিয়াছেন। ভীষ্মপর্কে ও সভা পর্কে মহাদেবের মাহাত্ম্য ও গুণলীলাদির উল্লেখ আছে। ভীষ্ম পর্কে ঐক্লব্য অর্জুনকে দুর্গাপ্তব করিবার নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন বধা—

“তুচ্ছীহা মহাবাহো সংগ্রামাতিমুখ্যে হিঃ।

পরাজয়র নজ্জুগং হর্গান্তোহ সুদৌরঃ।”

মহাভারতে শিবমাহাত্ম্য সর্গীয় বহু কাহিনী বর্ণিত আছে। ভারবির কিরাভাঙ্কিনীর মহাবাক্যের মূলতত্ত্বও মহাভারত হইতে পরিগৃহীত। একদা অর্জুন একটা পুরু দেখিয়া উহাকে

আক্রমণ করিতে থাকিত হন। একটী দানব মায়াবলে শূকর-
রূপ ধারণ করিয়াছিল। এই সময়ে মহাদেব অৰ্জুনের বীরত্ব
পরীক্ষার জন্য ক্রান্তরূপ ধারণ করিয়া তথায় আগমন করেন।
শূকররূপী মহাদেব বলেন, আমি শূকরকে নিহত করিব, কিন্তু
অৰ্জুন তাহাতে সক্ষম হইলেন না। উভয়েই এক সময়ে বাণ
নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতে বীরকেশরী অৰ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া
বলিলেন, ব্যাধ, তুমি সুমর্যাদার লত্বন করিয়াছ, অতএব
তোমাকে আমি বধ করিব। ক্রান্ত বলিলেন, আমি প্রথ-
মতঃ শূকরকে লক্ষ্য করিয়াছিলাম, শূকরকে আমি নিহত
করিয়াছি, এখন তোমাকেও নিহত করিব। অতঃপর উভয়ে
তুঙ্গ সংগ্রাম হইল। অৰ্জুনের অলোকসামান্য বীরত্বে প্রীত
হইয়া মহাদেব তাঁহাকে পাণ্ডপত অস্ত্র প্রদান করেন।

সামারণে শিবজটায় গজাপ্রোচুর্ভাবের বিবরণ উল্লিখিত
হইরাছে। যথা—

ভগীরথ পিতৃকুল উদ্ধারার্থ গঙ্গাবতরণের নিমিত্ত বহুকাল
ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা ভগীরথের তপস্যার সন্তুষ্ট
হইয়া বীর কমণ্ডলুবিহারিণী গঙ্গাদেবীকে কার্ধ্যোদ্ধারার্থ পৃথিবীতে
অবতরণের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। ব্রহ্মা ভগীরথকে বর দিয়া
বলেন, গঙ্গা পৃথিবীতে অবতরণ করিবেন বটে, কিন্তু অবতরণ
কালে কেবল শিব ভিন্ন অপর কেহ ইহার প্রবাহবেগ ধারণ
করিতে সমর্থ হইবে না। সুতরাং মহাদেবের নিকটও প্রার্থনা
করিতে হইবে।

“ইদং তৈমবতী জ্যেষ্ঠা গঙ্গা হিমবতঃ স্রুতা।

তাং বৈ ধারয়িতুং রাজন্ হরন্তত্র নিযুক্তাত্মা ॥

গঙ্গায়াঃ পতনং রাজন্ পৃথিবী ন সাহযাতে।

তাং বৈ ধারয়িতুং রাজন্ নাত্তং পশ্চাশ্চ শূলিনঃ ॥”

(বালকাণ্ড ২২২৩-২৪)

ভগীরথ ব্রহ্মার আদেশে মহাদেবের আরাধনা করিতে
লাগিলেন। আশুতোষ ভগীরথের আরাধনার প্রীত হইয়া
গঙ্গাবেগ ধারণে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু গঙ্গাদেবীর মনে এই
সময়ে একটী অভিনব ভাবের উদয় হইল, তিনি অবতরণের
সময়ে মনে করিতে লাগিলেন যে আমি দুঃসহ স্রোতে শতরকে
লটরা পাতালে প্রবেশ করিব। সর্বজ্ঞ মহাদেব গঙ্গাদেবার
এই গর্কপূর্ণ দুঃসাহসের কথা তৎক্ষণাৎ জানিতে পারিয়া তাঁহার
গর্কনাশের জন্য বীর জটাজাল বিস্তার করিয়া দিলেন। হিমা-
লয়ের বিশাল গহবরের দ্বার জটাজালে প্রবিষ্ট হইয়া জাহ্নবী
জার বাহির হইবার পথ পাইলেন না। তিনি আকুল হইয়া
শিবজটায় বহুকাল বিচরণ করিতে লাগিলেন। কপলী বহুবৎসর
আগুন জটাজালে জাহ্নবীকে লুণ্ঠিয়া রাখিয়াছিলেন—

হিমবৎপ্রতিমে দ্বাম জটমণ্ডলগহ্বরে।

সা কথঞ্চিদ্রাণী গঙ্গং নাপক্কো বহুবাহিতা ॥

নৈব সা নির্গমং লেভে জটামণ্ডলমুত্ততঃ।

তৈমবাব্রমদ্ দেবী সংবৎসরগগান্ বহঃ ॥”

(বালকাণ্ড ৪৩৭-৮)

ভগীরথ পুনর্বার মহাদেবকে আরাধনার সঙ্কল্প করেন।
অবশেষে ভগীরথের তপস্যার শিবজটাজাল হইতে জাহ্নবী মুক্তি-
লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শিবের অপর একটী প্রসিদ্ধ নাম নীলকণ্ঠ, এই নামের সহিতও
শিবলীলার ইতিহাস বিজড়িত। কোনও সময়ে দেবানুরগণ
সমুদ্রমহন করিয়া অমৃত লাভ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু
অমৃতোদগম হওয়ার পূর্বেই মহনবেগে সমুদ্র হইতে নীলাঞ্জন
সদৃশ তীক্ষ্ণ হলহল উল্লীর্ণ হইতে আরম্ভ হয়। সেই কালকূট
খৈখিরা দেবদানবগণ বিস্মিত ও ভীত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন
করেন। ব্রহ্মা দেবানুরগণের বিপদের কথা শুনিয়া তাঁহাদের
হিতের জন্য স্বয়ং শিবের স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবান্ ভবানীপতি
ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মাকে দর্শন দান করেন।
ব্রহ্মা বলেন, সমুদ্রমহনে নীলাঞ্জনসদৃশ কালকূট উল্লীর্ণ হইরাছে,
আপনি ইহা পান না করিলে এই বিষবেগে এ জগৎ বিনষ্ট হইবে,
সকল লোকের হিতার্থে আপনাকে এই হলহল পান করিতে
হইবে। আপনি ভিন্ন এই বিষবেগ সঙ্ক করিতে পারে জগতে
এরূপ আর কেহ নাই। পরম করুণাময় আশুতোষ এই প্রস্তাবে
স্বীকৃত হইলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি সংবর্তকামির দ্বার দ্বার নীলবর্ণ
হলাহল পান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই হলহল পানের
সময় উহার তীক্ষ্ণ নীল তেজঃ স্ফালনবল মহাদেবের রক্তচক্ষু
কণ্ঠে ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল এবং মহাদেবের এই সর্ব
লোকরক্ষাজনক কীর্ত্তির বিজয়পতাকা রূপে ঐ নীলবর্ণ তাঁহার
কণ্ঠে চিরদিনের তরে আসক্ত হইয়া রহিল। এই ঘটনা হইতেই
মহাদেব নীলকণ্ঠ নাম প্রাপ্ত হইলেন।

জালন্ধর, অন্ধক ও দারুক প্রভৃতি ভয়ঙ্কর দৈত্যগণের
বিনাশের সময় শঙ্করের প্রভূত শৌর্য্যবীৰ্য্যময়ী, লীলার পরিচর
পাতরা যায়। চন্দ্রাঙ্কজটা-কলাপ-কীৰ্ত্তিপ্রভাতোদিতশেখর
মহাদেবের বোগবৈভব, বৈরাগ্য বৈভব, ও শৌর্য্যবৈভব ক্রীড়
শ্রুতি পুরাণাদির পক্ষে পক্ষে বর্ণিত হইরাছে। কেহই তাঁহার
লীলামাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন না। ইহাই শাস্ত্র
ও স্তোত্র সকলের শেষ সিদ্ধান্ত।

মহাভারতে অমরশাসনগর্ভে লিখিত আছে—

“জবিত্তঃ সর্বভূতানাম্ বিম্বরূপো মহেশ্বরঃ।

ভক্তানামমুখস্পার্শ্বঃ লেশমকং বখা অতম্ ॥” (১৪।১০৭)

সেই বিশ্বরূপী মহেশ্বর সর্বকৃতেষু স্বপ্নে অবস্থিত। তত্-
গণের আত্ম দ্বারা করিয়া নানা মূর্তিতে দেখা দিয়া থাকেন।
বাস্তবিক নানা তন্ত্রে আমার শিবের নানা মূর্তির পরিচয় পাই।
উদাহরণে সারদাতিলক তন্ত্র (১২শ ও ২০শ পটল) হইতে তাঁহার
কএকটা প্রধান মূর্তির ধ্যানরূপ উদ্ধৃত হইল—

১। সদাশিবের রূপ বর্ণনা—

“মুক্তাশীতপয়োমমৌক্তিকজবা-বর্ণৈর্মুখৈঃ পকতি-
জ্ঞাতৈরজিতমীশাবিন্দুমুকুটঃ পূর্ণেন্দুকটিপ্রভঃ।
শূলং টঙ্করূপাণবজ্রবহনান্নাগেশ্বরচণ্ডীস্থান্
পাশং তীতিহরক্ষদানমভাতাকল্লোলজং চিত্তয়েৎ।”

২। জৈশনের রূপ—

“শক্তিডমরুকাভীতিবরান্ সংবিব্রজ্য কঠৈঃ।
জৈশনং তীক্ষণং শুভ্রমৈশাভাং দিশি পূজয়েৎ।”

৩। তৎপুরুষের রূপ—

“পরশেণবরাভীর্দীদ্যানং বিদ্যাহুচ্ছলং।
চতুর্শূলং তৎপুরুষং ত্রিনেত্রং পূর্বভোহর্কয়েৎ।”

৪। অঘোরের রূপ—

“অক্ষশৃঙ্গং বেদপাণৌ শৃণিং ডমরুকাভ্যতঃ।
খট্ভাঙ্গং নিশি চং শূলং কপালং বিব্রজ্য কঠৈঃ।
অজ্ঞনাভং চতুর্ভুজং ভীমদংষ্ট্রং ভয়াবহং।
অঘোরং তীক্ষণং যাম্যে পূজয়েন্নরব্রতমঃ।”

৫। বামদেবের রূপ—

“কুঙ্কুমাভং চতুর্ভুজং বামদেবং ত্রিলোচনং।
বরাভয়াকবলরুষ্ঠারনন্দভং কঠৈঃ।
বিলাসিনং মেঘবক্তং সৌম্যে সৌম্যকমরুয়েৎ।”

৬। সত্তোজাতের রূপ—

“কপূরেন্দুনিভং দেবং সত্তোজাতং ত্রিলোচনং।
হরিণাক্ষগুণাভীতিবরহস্তং চতুর্শূলং।
বালেন্দুশেখরোজাসিমুকুটং পশ্চিমে যজ্ঞেৎ।”

৭। হরপার্কভীর রূপ—

“বন্দে সিন্দুরবর্ণং মণিমুকুটলস্জাকচক্রাবতংসং
ভালোভাস্ত্রেত্রমীশং স্মিতমুখকমলং দিব্যভূষাঙ্গরাগং।
বামোক্ষস্তপাণেরক্ষণকুবলয়ং সন্দধাত্যাঃ প্রিয়ারা
বৃত্তোক্ত কুন্তনাগ্রে নিহিতকরতলং বেষটকেষ্টহস্তং।

৮। মৃত্যুঞ্জয়ের রূপ—

“চন্দ্রাংকারাবিলোচনং স্মিতমুখং পদ্মবাস্তঃস্থিতং।
মৃত্যুপাশমৃগাক্ষমুদ্রাবিলসংপাণিং হিমাশু প্রভং।
কোটীরেন্দুগলংসুধাস্পৃতভুজং হারাবিভূষোচ্ছলং
কাঙ্ক্ষা বিশ্ববিমোহনং পতুপতিং মৃত্যুঞ্জয়ং ভাবয়েৎ।”

৯। মহেশ্বরের রূপ—

“কৈলাসাদ্রিভিত্তং শশাঙ্কসকলকুর্জ্জটামভিত্তং
নাসালোকিনভংপন্নং ত্রিনয়নং বীরাগনাব্যাসিনং।
মৃত্যুটঙ্করূপজাহ্নবিলসংপাণিং প্রসন্নাননং
কক্ষাবদ্ধভুজকমলং মণিবৃত্তং বন্দে মহেশং পরং।”

১০। দক্ষিণামূর্তির রূপ—

“কটিকরজভবণং মৌক্তিকীমক্ষমালা-
মমৃতকলসবিভাজানমুদ্রাকরপ্রাণৈঃ।
দধতমুগশূলং চক্রচূড়ং ত্রিনেত্রং
বিদ্যুতাবিধভূষং দক্ষিণামূর্তিমীড়ে।”

১১। নীলকণ্ঠের রূপ—

“বালার্কযুভতেজসং যুভজটাজুটেন্দুশেখোচ্ছলং
নাগেশ্বৈঃ কৃতভূষণৈর্জগদ্বটীশূলং কপালং কঠৈঃ।
খট্ভাঙ্গং দধতং ত্রিনেত্রাবিলসং পঞ্চাননং স্তনয়ং
ব্যায়তকপরিধানমজ্ঞানিলয়ং শ্রীনীলকণ্ঠং ভজে।”

১২। অর্জুনারীষের বর্ণনা—

“নীলপ্রবালকচিত্রং বিলসত্রিনেত্রং
পাশারুণোৎপল-কপালকশূলহস্তং।
অর্দ্ধাধিকেশমনিশং প্রবিভক্তভূষং
বালেন্দু-বন্ধমুকুটং প্রণমামি রূপং।”
রক্তাভমিন্দুসকলাভরণং ত্রিনেত্রং
খট্ভাঙ্গপাশশৃণিগুস্ত্রকপালহস্তং।
বেদাননং নিবিড়নাসমনর্ঘ্যভূষং
রক্তাঙ্গরাগকুসুমাংগুকমীশমীড়ে।”

১৩। পঞ্চানন বর্ণনা—

“ঘণ্টাকপালশৃণিগুস্ত্রকপাশ-খোট-
খট্ভাঙ্গশূলডমরুকাভরণদানং।
রক্তাভমিন্দুসকলাভরণং ত্রিনেত্রং
পঞ্চাননাজমরুণংগুকমীশমীড়ে।”

১৪। অঘোর অপরাধ রূপ—

“সজলঘনসমভাং ভীমদংষ্ট্রং ত্রিনেত্রং
ভুজগধরমঘোরং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগং।
পরশুডমরুখল্লান্ খেটকং বাণচাপৌ
ত্রিশিখরকপালে বিব্রজ্য ভাবয়ামি।”

১৫। পশুপতির রূপ—

“মধ্যাহ্নার্কসমপ্রভং শশিধরং ভীমাট্টহাসোচ্ছলং
জ্যাকং পদ্মভূষণং শিখিখিলাশ্রুঙ্গকুসুমকুঞ্জং।
হস্তোজৈত্রিধং সমুদ্ররমণিং শক্তিদানং বিভূঃ
দংষ্ট্রাভীমচতুর্শূলং পশুপতিং দিব্যাত্ররূপং ভজয়েৎ।”

১০। নীলগ্রীবের রূপ—

“উজ্জ্বলময়িতঃ জিনয়নঃ রক্তাক্ষরাগজকঃ
 যেরাতঃ বরষাঃ কপালমস্তকঃ প্লবঙ্গধানঃ কঠোরঃ।
 নীলগ্রীবমুদারভূষণশতঃ শীতানুচূড়াক্ষণঃ
 অশ্বৈঃ কাক্ষণবাসসঃ তরহরঃ দেবং সখা ভাবয়েৎ।
 ধ্যায়েরীলাত্রিকাত্তঃ শশিসকলধরঃ সুগুমাং মহেশঃ
 দ্বিধ্বজঃ শিবকেশঃ ভদ্রকমণ্ড শৃংগঃ খড়্গপাশাভরানি।
 নাগঃ বশীঃ কপালঃ কলসরসিকটৈর্হির্ষিতঃ ভীমবঃ
 সর্পাকরঃ ত্রিনেত্রঃ শশিসরবিলসৎকিঞ্চীনুপুরাঢ্যঃ।”

১১। চণ্ডেশ্বর—

“চণ্ডেশ্বরঃ রক্তভুজঃ ত্রিনেত্রঃ রক্তাংগুতাঢ্যঃ হৃদি ভাবয়ামি।

টকং ত্রিশূলং ফটিকাক্ষমালাং কমণ্ডলুং বিভ্রতমিন্দুচূড়ম্॥”

শিবকর (পুং) শিবত্ব করঃ। চতুর্বিংশতি ভূতাহঁতের অন্তর্গত
 জিনবিশেষ। (হেম) (ত্রি) ২ মঙ্গলকারক।

শিবকর্ণী (স্ত্রী) স্বল্পমাতৃকাত্মক। (ভারত শল্যপর্ক)

শিবকাকী (স্ত্রী) পুরীবিশেষ। [কাকী ও কাকীপুর দেখ।]

“শিবকাকী বিজুবাকী কাকীযুক্ত সন্ধ্যতঃ।

একান্ত পৃথিবী মধ্যে ন গণ্যতে কচাচন।

কালী-শিবত্রিশূলহা কাকী হরিহরাস্ত্রিকা।

বামদক্ষিণহস্তাভ্যাং ধারাঃ শিবপূজাঃ॥” (ভূতগুহিতর)

শিবকাস্তা (স্ত্রী) শিবত্ব কাস্তা। শিবপত্নী, হর্গা।

শিবকাস্তী (স্ত্রী) তীর্থভেদ।

শিবকামজুশা (স্ত্রী) নদীভেদ।

শিবকারিন্ (ত্রি) শিবঃ কর্তুং শীলমতঃ কৃ-ণিনি। মঙ্গলকারী,
 মঙ্গলবিধাতা।

শিবকারিণী (স্ত্রী) ১ শিবা, হর্গা। ২ মঙ্গলকারিণী মাতা।

শিবকাসী, মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সীর ডিরেবলী জেলার সতুর তাপু-
 তের অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ৯°২৭'১০" উঃ এবং
 দ্রাঘি° ৭৭°৫৯'২০" পূঃ। এখানে ভাস্কর্য্য বিস্তৃত কারবার
 আছে।

শিবকিঙ্কর (পুং) শিবত্ব কিঙ্করঃ। শিবগণবিশেষ, শিবদূত,
 শিবের কঙ্কর।

শিবকার্ত্তন (পুং) শিবঃ স্তম্ভকরঃ, কীর্ত্তনঃ রক্তঃ। ১ ভূমরীট।
 ২ বজ্র। (মেদিনী) ৩ শৈব। (শব্দরত্না°)

শিবকুণ্ড (স্ত্রী) গ্রামভেদ।

শিবকেশর (পুং) গুণভেদ।

শিবকোপমুনি (পুং) গ্রহকারভেদ।

শিবক্ষেত্র (স্ত্রী) শিবত্ব ক্ষেত্রঃ। শিবের অধিষ্ঠিত স্থান,
 টেকাগ, কালী, মশান।

শিবগঙ্গা (স্ত্রী) নদীভেদ। শিবস্থানে যে নদী ক পুষ্করী
 থাকে, তাহাকে শিবগঙ্গা কহে।

শিবগঙ্গা, মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সীর মহারা জেলার অন্তর্গত একটি
 জমিদারী। ভূপরিমাণ ১২২০ বর্গ মাইল। পূর্বে ইহা রামনাদের
 সেতুপতিগণের অধিকার ভুক্ত ছিল। সেতুপতি কৃষ্ণ ভেবন
 অল্পমান ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে নলকোট্টই অধিপতি পালেগার সর্দার
 শেববর্ণ ভেবনকে আপনায় রাজ্যের ছই শতমাংশ দান করেন।
 তদবধি ইহা রামনাদের অধীনতা শূন্য হইতে মুক্ত হয়।
 ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সেনানী কর্ণেল বোসেলক শিব পালেগার
 সর্দারদিগের অধিকৃত সমগ্র প্রদেশ হস্তগত করেন। ঐ সময়ে
 কালৈয়ার কোবিল হুর্গ হইতে পলায়িত রাজা ইংরাজহস্তে
 নিহত হন এবং রাণী স্বীয় আত্মীয়বর্গে পরিবৃত্ত হইয়া দিগুগলে
 পলায়নপূর্ব্বক হারদারআলীর আশ্রয়ে নিরাপদে অবস্থান
 করেন। অতঃপর ইংরাজগবর্মেণ্ট রাণীকে শিবগঙ্গা সম্পত্তি
 প্রত্যর্পণ করেন, কিন্তু ১৮০০ খৃষ্টাব্দে রাণীর অপুত্রক অবস্থায়
 মৃত্যু হওয়ার, ইংরাজ গবর্মেণ্ট ১৮০১ খৃঃ জুলাই মাসে উহার
 ভেবন নামক এক ব্যক্তির সহিত ঐ সম্পত্তির বন্দোবস্ত করেন।
 ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে উহার রাজস্ব অবধারিত হয়।

২ উক্ত সম্পত্তির প্রধান নগর। অক্ষা° ৯°৫১' উঃ এবং দ্রাঘি°
 ৭৮°৩১'৫০" পূঃ। মথুরা নগর হইতে ৩৫ মাইল পূর্বে অবস্থিত

শিবগঙ্গা, মহিশ্বর রাজ্যের বজলুর জেলার অন্তর্গত একটি শৈল।
 সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৫২২ ফিট উচ্চ। অক্ষা° ১৩°১০' উঃ দ্রাঘি°
 ৭৭°১৭' পূঃ। এই পর্ব্বতের সহিত হিন্দু আভির দেবলীলার
 অনেক উপাখ্যান সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। এই সম্পর্কে ইহার উপরে
 অনেকগুলি মন্দিরও ভৎসলগ্ন শিলালিপি দৃষ্ট হয়। পর্ব্বতটির
 পূর্বাংশের বাহু গঠন বুকের ভায়, পশ্চিমাংশ গণেশের মত,
 উত্তর সর্পাকৃতি এবং দক্ষিণ লিঙ্গাকৃতি। এখানকার গলা-
 দ্বারেশ্বর ও হোর-দেবতা দেবদেবীর মন্দির উল্লেখযোগ্য। ইহা
 উত্তরদিকে অবস্থিত, পূর্ব্বভাগে লিঙ্গারত সপ্রসারের একটি মঠ
 আছে। পর্ব্বতের উত্তরপাদস্থলে শিবগঙ্গা প্রবাহিত। এখানে
 রথোৎসবে মহা ধুমধাম হইয়া থাকে।

শিবগণ (পুং) শিবত্ব গণঃ। ১ শিবের অঙ্গচর, শিবকিঙ্কর।
 ২ রাজভেদ।

শিবগতি (পুং) ভূতাহঁদ্বিশেষ। (হেম)

শিবগিরি, মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সীর ডিরেবলী জেলার শতরনে
 নাকৈল তাপুকের অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ৯°২০'২০"
 উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°২৮' পূঃ। ইহা শিবগিরি জমিদারীর নগর।
 এখানকার ভূম দিকারী ইংরাজগবর্মেণ্টকে বার্ষিক ৫৪৫৮.৭
 টাকা পেশকস্ব দিয়া থাকেন।

শিবগুরু (পুং) শঙ্করাচার্যের পিতা।

শিবচন্দ্রসিকান্ত (পুং) শিবচন্দ্রসিকান্তের ইতি জন-ড। মঙ্গলগ্রহ।

শিবকর (ত্রি) মঙ্গলকর্তা, মঙ্গলকারক। পর্যায়—কেশবর, অরিত্তাতি, শিবতি। (হেম) (পুং) ২ বাণগ্রহবিষয়ে।

“সংঘটনঃ সঙ্কটমঃ কাটভূতঃ শিবকরঃ।” (হরивংশ ১৬৩।৭৫)

শিবচতুর্দশী (স্ত্রী) শিবপ্রয়া চতুর্দশী। ১ চতুর্দশীর কর্তব্য শিবব্রতবিষয়ে। কান্তন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী, এই দিন রাত্রিতে শিবের উদ্দেশে ব্রতাহুষ্ঠান করিতে হয়, এই অজ্ঞ ইহাকে শিব-চতুর্দশী কহে। [শিবরাত্রি শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য]

মৎস্যপুরাণমতে অগ্রহায়ণ মাসের গুরা চতুর্দশী তিথিকে শিবচতুর্দশী কহে। মৎস্যপুরাণের ৮০ অধ্যায়ে এই ব্রতের বিধান আছে। অগ্রহায়ণ মাসের গুরা জ্যৈষ্ঠমাসের দিন একবার ভোজন করিয়া পরদিন চতুর্দশী তিথিতে উপবাস করিয়া মহেশ্বরের উদ্দেশে এই ব্রত করিবে। পূর্ণিমার দিন ব্রতান্তে পারণ করিবে।

“শৃণুধাবহিতো ব্রহ্মন্ বক্ষ্যে মাহেশ্বরঃ ব্রতং।

ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতা নান্য শিবচতুর্দশী।

মার্গশীর্ষে জ্যৈষ্ঠাশ্রম সিতারামেকভক্তকম্।

প্রার্থয়েদেবদেবেশং তামহং শরণং গতাঃ।

চতুর্দশ্যং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্যা চ শঙ্করম্।

সুবর্ণব্রতং দত্তা ভোক্ত্যামীতি পরেহহনি ॥

(মৎস্যপুং শিবচতুর্দশীব্রত ৮০ অ°)

এই ব্রতচরণ করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল এবং ব্রহ্মহত্যাদি পাতক হইতে মুক্তিলাভ হয়।

শিবচন্দ্র নবদীপাধিপ কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র। ইনি “অষ্টাদশোত্তরশত শ্লোকী” নামে এক সুন্দর দেবীতোত্র রচনা করিয়াছেন।

[কৃষ্ণনগর ও নদীয়া দেখ।]

শিবচন্দ্রসিকান্ত, উত্তরবঙ্গের একজন অধিতীয় পণ্ডিত। ইনি রাজশাহী জেলার অন্তর্গত পৈতৃবেলঘরিয়া গ্রামে বাঙ্গলা ১২০৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শিবচন্দ্রের পিতার নাম রামকিশোর তর্কালঙ্কার। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রে বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য ছিল। বলা বাহুল্য যে শিবচন্দ্রের গভীর পণ্ডিত্যের ইনিই প্রথম এবং প্রধান সহায়। কথিত আছে, যে শিবচন্দ্র ৭ম বর্ষ বয়সে “পাণিনি” অধ্যয়নে নিযুক্ত হন, এবং নিজের অদ্ভুত প্রতিভাবলে আত্মরসকাল মধ্যেই উক্ত ব্যাকরণে সমধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এমন কি বোড়শবর্ষ বয়সক্রমে কালে তিনি তৎকালিক পণ্ডিত ভ্রাতা, স্বাত, কাব্য, অলঙ্কার ও পুত্রাপাদি গ্রন্থে বিশিষ্ট জ্ঞানলাভ করেন। অনেক সময়ে শিবচন্দ্র নিমন্ত্রণসভার উপস্থিত হইয়া অধ্যাপক-

বিগের সহিত বিচারবৃত্তে প্রবৃত্ত হইতেন। কথিত আছে যে অনেকেই তাঁহার পূর্ণপক্ষ শ্রবণে তত্ত্বিত হইত, একজন বড় কেহ তাঁহার সহিত বাব বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইত না, সংক্ষেপতঃ সহজে তাঁহাকে কেহ বাঁটাইত না। এত অল্প বয়সে ঐদৃশ পাণ্ডিত্য দেখিয়া অনেকেই তাঁহাকে “ঐশ্বর্যহুগুহীত” বলিত এবং তাঁহার বিভাগে দৈববিভাগ আখ্যাত করিতেও মুগ্ধিত হইত না।

সপ্তদশ বর্ষ বয়সক্রমে কালে শিবচন্দ্র নিজগ্রামে একটা চতুশাঠী খুলিয়া অধ্যাপনা কার্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার চতুশাঠীতে পানিনি ব্যাকরণ, ভাষ্য, কাব্য ও নৃত্য শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত। নূতন অধ্যাপক শিবচন্দ্রের পাণ্ডিত্যের কথা শ্রবণ করিয়া বহু দূরদেশ হইতে বিজ্ঞার্থিগণ দলে দলে আসিয়া পাঠ লইতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে অনেক পাঠার্থীই তাঁহার অধ্যাপক অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। কি লানি ভগবানের কি ইচ্ছা, সহসা শিবচন্দ্রের মনে এক দিন বিকার উপস্থিত হইল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে সংস্কৃত জ্ঞানভাণ্ডার অসীম এবং অমূল্য, সেই অসীম জ্ঞানভাণ্ডারের ক্ষুদ্রাবশি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র আমার আরম্ভাধীন হইয়াছে, ইহা বলকের ক্রীড়া-মুগ তুল্য, ঐদৃশ মুগের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া সমুদ্রের তীরস্থ উপলব্ধও অতিক্রম করিতেই জীবনান্তিযাহিত হইয়া বাইবে, কদাপি সমুদ্রের বারিস্পর্শস্বথ অমুভূত হইবে না। বাহাতে সেই সুখ লাভ হয়, জনের এই বাসনা কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত করবার মানসে তিনি বারাগসী ধামে যাত্রা করিতে উদ্যত হইলেন। বলা বাহুল্য যে তৎকালে কালী বাওরা বহু কষ্টসাধ্য ছিল, কিন্তু শিবচন্দ্র নিজ সাহসে তর করিয়া কালীধাম যাত্রা করিলেন।

যে সময়ে শিবচন্দ্র বারাগসীধামে উপনীত হইয়াছিলেন, তৎকালে রামকৃষ্ণ মিশ্র বা কাকারাম শাস্ত্রীই তথাকার সর্ব-প্রধান পণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং শিবচন্দ্র তাঁহাকেই গুরু বা আচার্য্য পদে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহারই নিকট অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। শিবচন্দ্র বহুতে সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, বেদান্ত ও জ্যোতিষাদি শাস্ত্র লিখিয়া লইয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। প্রখ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ বাপুদেব শাস্ত্রীও এই কাকারামেরই ছাত্র। সুতরাং উভয়েই এক গুরুই শিষ্য ছিলেন। বাপুদেব শাস্ত্রী শিবচন্দ্রের ভাষ্য বুঝিমত্তার বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া অনেক সময়ে বলিতেন যে শিবচন্দ্রের ভ্রাতৃ দীপ্তবুদ্ধি ছাত্র তিনি অল্পই দোষদায়ে। প্রকৃতপক্ষে শিবচন্দ্রের বুদ্ধিতে হীরার ধার। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, তাঁহা কর্তৃক উদ্ভাষিত পূর্ণপক্ষাদির সহস্রর করা অনেকের

পকেই প্রবাহ হইত, এমন কি শুক কাকবায় শাস্ত্রীও তদন্তর
এখানে সময়ে সময়ে ভ্রমিত হইতেন। শিবচন্দ্র অসাধারণ অধ্যা-
বসায়ের সহিত পাঁচ বৎসর কাল রামকৃষ্ণ মিশ্রের নিকট অধ্যয়ন
করেন। এই সময়ে মিশ্র মহাশয় পশ্চিমাদি প্রদেশত্রয়ে
যাত্রা করেন। ছাত্র শিবচন্দ্রও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, সুতরাং
ভিনিত জ্ঞানের সহিত কান্দীর, গুজরাট, পুণা প্রভৃতি নানা স্থান
পরিদর্শন করেন। এই সকল বিভিন্ন স্থানে অবস্থান কালে
অনেক পণ্ডিতের সহিতই শিবচন্দ্রের শাস্ত্রবাদ হইয়াছিল। মিশ্র
মহাশয় শাস্ত্রমীমাংসায় শিব্যের অত্যন্তব্য কথ্যতা দেখিয়া পরম
শ্রীতিলাভপূর্বক তাঁহাকে “সিদ্ধান্ত” উপাধি প্রদান করেন।
তদবধিই শিবচন্দ্র “সিদ্ধান্ত” নামে পরিচিত হন। শিবচন্দ্র
পাঠ সমাপনাতে ব্রহ্মদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় নিজ গ্রামে
চতুপাঠী খুলিলেন এবং দর্শন, সাহিত্য, স্মৃত্যাদি বিবিধ শাস্ত্রের
অধ্যাপনা কার্য আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য যে এবার
পূর্বাংগে অপেক্ষা আরও অধিক পরিমাণে ছাত্রবৃন্দ অধ্যয়নার্থ তাঁহার
চতুপাঠীতে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। এখানে বলা আবশ্যক
যে বেদাদি শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ ব্রাহ্মণ, উপনিষদাদি গ্রন্থ
এবং দর্শনাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে পাণিনি
ব্যাকরণ এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্য অধ্যয়ন করা নিতান্ত আবশ্যক,
এমন কি উহা অধ্যয়ন না করিলে ঐ সকল শাস্ত্রের অধিকাংশ
স্থলেরই মর্মবোধ দুর্ঘট হইয়া পড়ে। পণ্ডিত শিবচন্দ্র পাণিনিতে
বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত শিবচন্দ্র তাঁহার চতুপাঠীই ছাত্রদিগকে অপভান্নিকি-
শেবে স্নেহ করিতেন। শিবচন্দ্রের বিষয় বৈভব বড় ছিল না।
সভাসমিতির বিদায় নিমন্ত্রণাদিতে তিনি বাহা উপাধীন করিতেন,
তৎসমুদায়ই ছাত্রবর্গের হস্তে সমর্পণ করিতেন, ইহা দ্বারা তাহা-
দিগের আহাতিদিগের ব্যয় নিকাশের ভার ভদীর ছাত্রদিগের
উপরেই দ্রুত হইত। ইহা ভিন্ন ছাত্রবর্গ শুকদেবের গৃহস্থালীর
কার্যাদিও সময়ে সময়ে পর্যবেক্ষণ করিতেন। শিবচন্দ্রের
সহধর্ম্মিণী স্বয়ং রন্ধনাদি করিয়া ছাত্রদিগকে ভোজন করাইতেন।

শিবচন্দ্র একতাই পণ্ডিত নামের যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।
উক্তর সঙ্গে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল। সকলেই
তাঁহার জ্ঞান পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁহাকে শ্রীতির চক্রে ঘেঁষিত এবং
সন্মান করিত। কথিত আছে যে, এক সময়ে কলিকাতার রাজা
রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কোন বিষয়ে প্রশ্নে প্রশ্নে সংগ্রহার্থে
বন্ধুর পণ্ডিতমণ্ডলীর স্মরণাগত হন, কিন্তু কেহই তাঁহার সন্মো-
দালা পূর্ণ করিতে পারেন নাই, কেবল পণ্ডিত শিবচন্দ্র রাজা
বাহাদুরের সেই অভীষিত প্রশ্নে সংগ্রহ করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর
দুর্ঘাণা রক্ষা করেন। বলা বাহুল্য যে রাজা বাহাদুরও তাঁহার

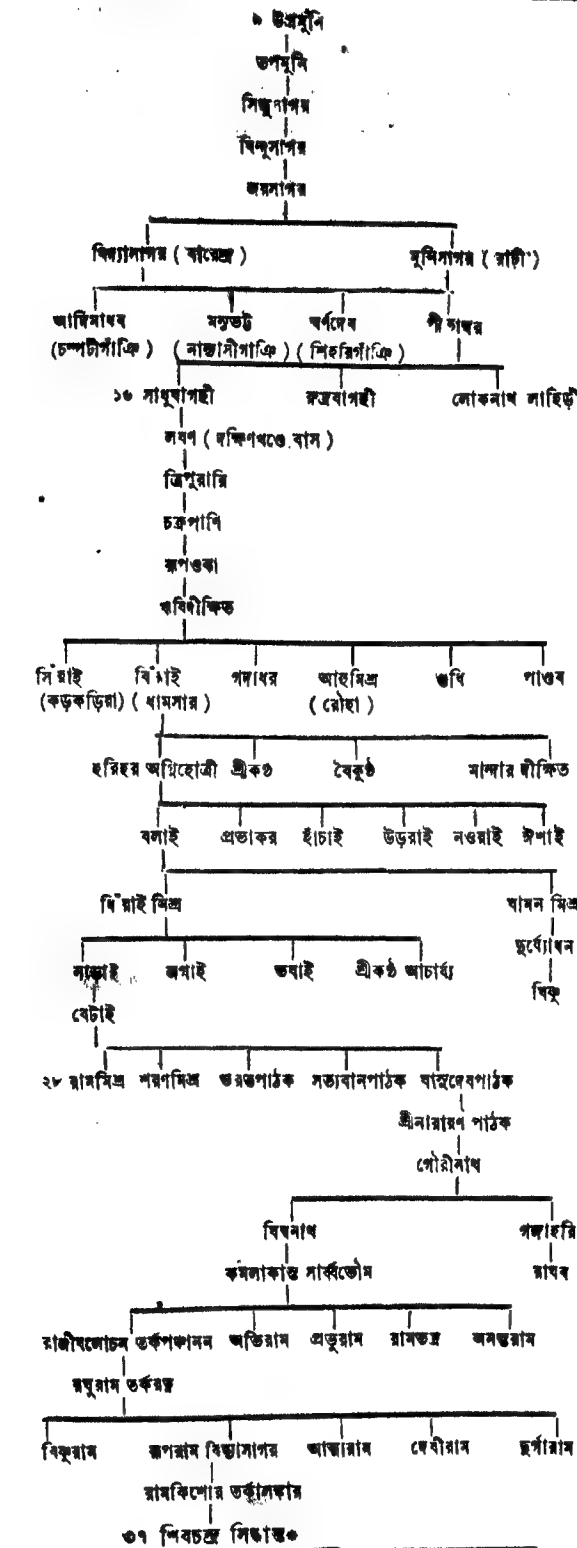
অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া সেই অবধি তাঁহার ভূমণী
প্রশংসা করিতেন।

শিবচন্দ্র নিরীহ ভাল মানুষ, অতি বিদগ্ধ, সরল এবং নির-
ভিকারী ছিলেন। সনাতন আর্থ্যবর্থে তাঁহার প্রগাঢ় তত্ত্ব
এবং অন্ত ছিল। জনকজননীকে সাক্ষাৎ বেদভাজন করি-
তেন। তিনি বাগ্যকাল হইতেই অধ্যাপনার এক প্রব-
হরনার কালাতিপাত করিতেন। তাঁহার প্রণীত অনেক সংস্কৃত
গ্রন্থ অজ্ঞাপ বিদ্যমান আছে। তাহার মধ্যে ১৭ খানি মহা-
কাব্য ও ঋগ্‌কাব্য এবং ১৭ খানি দর্শনাদি। যে সমুদায় বিভো-
সাহী ভূম্যধিকারী তাঁহার অধ্যাপনা কার্যে সহায়তা করিতেন,
তিনি তাঁহাদিগের গুণগ্রাম বীর রচিত গ্রন্থে প্রকটিত করিয়া
তাঁহাদিগের নামাদি স্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। কয়েকখানি
গ্রন্থ পুষ্টির রাজা ও কএকখানি দিবাগভিরায় রাজা দমরামের
নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। সাধারণ পাঠকের অবগতির জন্য
তাঁহার কয়েক খানি মাত্র পুস্তকের তালিকা নিচে প্রদত্ত হইল।

১ সটীক সিদ্ধান্তচক্রিকা শ্লোক সংখ্যা প্রায় ৬ হাজার,
২ সুধাসিদ্ধ (পাণিনি ব্যাকরণের টীকা), ৩ চণ্ডী বার্থব্যাখ্যা (বাছ
ও আধ্যাত্মিক), ৪ গুণ্ডাবার্থকাশিনী (কৃত্তব্যায়ের টীকা),
৫ বিদ্যনোরজনং কাব্যম্, ৬ বাসুদেববিজয়ং মহাকাব্যম্, ৭ কালর-
দমনং কাব্যম্, ৮ কুলশাস্ত্রকৌমুদী (বারেন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণগণের
কুলপরিচয়), ৯ দোলবাট্যবিধিঃ, ১০ চুর্গোৎসবে বিসর্জন-
বিধিঃ, ১১ শ্রীমদ্ভাগবতবিচারঃ ইত্যাদি।

শিবচন্দ্রের পুত্রের নাম কালীচন্দ্র বিজয়রায়। বিজয়রায় মহাশয়ও
পিতার উপযুক্ত পুত্র হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রোঢ়াবস্থায়
পদার্পণ কালেই ইহলোক ত্যাগ করেন। পণ্ডিত শিবচন্দ্র
৭৪ বৎসর বয়সে বাঙ্গালা ১২২৪ সালে দেহ ত্যাগ করেন।
শিবচন্দ্র নিজে কুলশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, তিনি নিজ গ্রন্থে আপনায়
যেদ্রুপ বংশ পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহা হইতে তাঁহার বংশতরু
প্রদত্ত হইল—

- ১ ভট্টনারায়ণ
- আদ্যপাতি ওধা
- জয়বান্ডী
- হরিকৃষ্ণ
- বিদ্যাপতি অচাধ্য
- দুর্গতি অচাধ্য
- শিব অচাধ্য
- দোলাচাধ্য
- ২ উগ্রসুনি



১ ইহার পোত্র বিদ্যমান।

শিবজ্ঞ (বি) শিব কামিনী জ্ঞ-ক ১ ১ বঙ্গলজ।

শিবজ্ঞান (কী) শিব কামিনী জ্ঞানমণ্ডল। ওতান্ত কালবোধক পাত্র। যে সময় স্বাক্ষরিত কার্য অব্যক্ত কর্তব্য, অথচ জ্যোতি-বোক্ত দিন না থাকে, তাহা হইলে শিবজ্ঞান মতে যাত্রাদি করা বিধেয়। জ্যোতিবোক্ত দিন না থাকিলে শিবজ্ঞান মতে যাত্রাদি কার্য করিলে শুভ হইয়া থাকে। কিন্তু লাবকাশ হলে জ্যোতিবোক্ত দিন বেধিয়া যাত্রা প্রভৃতি কার্য করাই উচিত। এইমতে চারিটা যোগ আছে, মহেন্দ্র, অমৃত, শূভ ও বক্র। এই চারিটা যোগের মধ্যে মাহেন্দ্রযোগে যাত্রা করিলে বিজয়-লাভ, অমৃতযোগে কার্য সিদ্ধি, বক্রযোগে কার্যনাশ এবং শূভ-যোগে মৃত্যু বা অপমান হয়। শূভরায় মাহেন্দ্র ও অমৃত এই দুইটা যোগই শ্রেষ্ঠ। এই দুইটা যোগে সকল কাণ্ড করিতে হয়। এই যোগ মঘ, কান্ডন, চৈত্র, বৈশাখ, শ্রাবণ ও তাত্রমাসে দিবা ও রাত্রি কালে একরূপ এবং আশ্বিন, কা্তিক, অগ্রহায়ণ, ও পৌষ মাসে এক প্রকার এবং জ্যৈষ্ঠ ও আশ্বিন মাসে আর এক-রূপ হয়। প্রতিবারে ইহা তিররূপ হইয়া থাকে। এইরূপ শিবজ্ঞান অনেক প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়।

“মাহেন্দ্রে বিজয়ো নিত্যং অমৃতং কার্যশোভনং।

বক্রং কার্যবিলম্বঃ শ্রান্তস্তে চ মরণং ক্রমং॥

বৈশাখাদি শ্রাবণান্তঃ একভাবেন সংবহেৎ।

অমৃতাদি দিব্যরাত্রৌ চতুর্মাংসং যথাক্রমং॥

বাসমানং দিব্যমানে জেয়ঃ সর্বত্র মালকে।

তৎপ্রমাণেন জ্ঞাতব্যং দণ্ডমানং বিচক্ষণৈঃ।

রাত্রিমাংসপ্রমাণেন জেয়ঃ দণ্ডপ্রমাণকঃ॥

ন বারতথিনকল্পং ন যোগকরণং তথা।

শিবজ্ঞানং সমাসান্ত সর্বং মুনির্বিচারয়েৎ॥” (জ্যোতিব)

মাঘাদি মাসে রবি প্রভৃতি বারে কতদণ্ড করিয়া এই যোগাদি হইবে, তাহার বিবরণ নিয়ে একটা তালিকা দেওয়া হইল, ইহা দ্বারা সহজেই জানা যাইবে যে কোন মাসের কোন বারে কত দণ্ডের সময় এই যোগাদি হইবে।

শিবজ্ঞান-গণনা আনিবার সহজ উপায়।

বার এবং শিবজ্ঞান দণ্ডাদির আভাস গ্রহণ করা হইরাছে—

মঘ, কান্ডন, চৈত্র, বৈশাখ, শ্রাবণ ও তাত্র মাসের দিবাভাগ।

রবি মা ২, অ ৮, শূ ৮, মা ২, ব ১০।

সোম অ ৪, ব ৮, অ ৬, ব ৬, মা ৪, শূ ২।

মঙ্গল ব ৪, শূ ২, অ ৬, ব ৪, শূ ২, অ ৪, শূ ২, অ ৪, শূ ২।

বুধ অ ৪, ব ৬, অ ৪, শূ ২, ব ৪, মা ৪, অ ৪, শূ ২।

বৃহ মা ৪, শূ ২, ব ৬, মা ৬, শূ ৪, ব ৪, শূ ৪।

গুরু অ ২, ব ২, অ ৬, অ ৬, শ্র ৪, অ ৪।

শনি শ্র ৭, ব ৪, শ্র ২, অ ৮, শ্র ৪, ব ৪, শ্র ৪।

মাস, কাশ্মির, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র মাসের রাজিগণ।

রবি শ্র ২, মা ২, অ ৪, ব ৮, মা ৮, শ্র ৬।

সোম ব ২, অ ৬, ব ৬, অ ৮, শ্র ৮।

মঙ্গল অ ২, ব ৪, শ্র ২, অ ৬, ব ৬, অ ৪, ব ৪, শ্র ২।

বুধ শ্র ২, অ ৬, মা ৪, ব ৪, শ্র ৪, অ ১০।

বৃহ ব ১৪, শ্র ৮, ব ৪, অ ২, শ্র ৬।

গুরু ব ৪, অ ৪, শ্র ৪, মা ২, ব ৬, শ্র ৪, অ ২, মা ২, শ্র ২।

শনি শ্র ২, ব ৪, অ ৬, ব ৪, অ ৪, ব ২, অ ৪, শ্র ৪।

মাসাদি এই কয় মাসে দিবা ভাগের প্রথম হইতে রাজিকালে রাজির প্রথম হইতে ধরিতে হইবে।

আখিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের দিবাগণ।

রবি শ্র ২, অ ৬, ব ৮, অ ৮, শ্র ২, মা ২, শ্র ২।

সোম অ ৪, শ্র ৪, অ ৬, ব ১০।

মঙ্গল অ ২, ব ২, অ ১০, ব ৬, শ্র ৬, ব ৪।

বুধ অ ২, মা ২, অ ২, ব ৬, অ ৬, শ্র ২, মা ৬, ব ৪।

বৃহ অ ৪, ব ৪, শ্র ৪, ব ৬, শ্র ২, অ ৪, ব ৬।

গুরু অ ২, ব ২, অ ৬, ব ৬, অ ৮, শ্র ২, অ ৪।

শনি অ ২, ব ২, অ ৬, ব ৬, অ ৮, শ্র ২, অ ৪।

আখিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের রাজিগণ।

রবি শ্র ২, ব ৪, অ ৪, ব ৬, অ ৪, শ্র ২, অ ৮।

সোম ব ৬, অ ৮, ব ৮, অ ২, ব ৬।

মঙ্গল মা ৬, অ ২, শ্র ২, অ ৬, ব ৪, মা ৪, শ্র ২, অ ৪।

বুধ ব ২, অ ২, ব ৪, অ ১০, ব ২, শ্র ৪।

বৃহ শ্র ২, অ ৮, ব ৬, অ ৮, শ্র ২, অ ৪।

গুরু ব ২, অ ৮, ব ৬, অ ৮, শ্র ২, অ ৪।

শনি ব ১৪, শ্র ৪, ব ৪, অ ২, শ্র ৬।

চৈত্র ও আষাঢ় মাসের দিবাগণ।

রবি শ্র ৪, অ ৬, ব ৬, অ ৬, ব ৪, মা ২, শ্র ২।

সোম ব ৮, অ ৪, শ্র ৬, ব ৮, শ্র ৪।

মঙ্গল অ ৬, শ্র ৪, অ ৬, ব ৬, মা ২, অ ২, মা ২, শ্র ২।

বুধ শ্র ২, ব ৪, অ ৮, ব ৬, অ ৮, শ্র ৪।

বৃহ মা ২, শ্র ২, ব ৬, মা ৪, শ্র ৪, ব ৬, অ ৬।

গুরু শ্র ২, মা ২, ব ৬, মা ২, শ্র ৪, অ ৬, ব ৪, শ্র ৪।

শনি মা ২, শ্র ২, ব ৬, মা ৬, শ্র ৪, ব ৪, অ ৬।

চৈত্র ও আষাঢ় মাসের রাজিগণ।

রবি অ ৪, শ্র ৪, ব ৪, অ ৬, ব ৮, শ্র ৪।

সোম ব ৮, অ ৮, শ্র ৪, অ ৪, শ্র ৪, মা ২, শ্র ২।

মঙ্গল অ ২, ব ৪, মা ৪, শ্র ৪, ব ২, অ ৬, শ্র ২, ব ৬।

বুধ অ ১০, শ্র ২, ব ৪, অ ৪, শ্র ১০।

বৃহ শ্র ২, অ ৬, শ্র ২, ব ৪, শ্র ২, অ ৬, শ্র ৪, অ ৪।

গুরু অ ৬, শ্র ২, ব ৪, শ্র ৬, অ ৬, শ্র ২, অ ৪।

শনি শ্র ২, অ ২, ব ৮, শ্র ২, অ ৬, শ্র ৪, অ ৬।

এইরূপে দণ্ডাদি নিরূপণ করিয়া অনুভবযোগে ও বাহ্যে

যোগে যাচাই করিবে। ইহাতে শুভ হইয়া থাকে।

শিবজ্যোতির্বিদু (পুং) একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বেত্তা।

শিবতন্ত্র (স্ত্রী) তন্ত্রভেদ।

শিবতা (স্ত্রী) শিবত ভাবঃ তন্, টাপ্। শিবত, শিবের ভাব বা ধর্ম।

শিবতাতি (স্ত্রী) কল্যাণকারিণী। (হেম)

শিবতীর্থ (স্ত্রী) ১ তীর্থভেদ। শিবনির্মিত তীর্থ, কাশী, শিব এই তীর্থ নির্মাণ করেন, এই জন্য ইহা শিবতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ।

শিবতেজস্বী (স্ত্রী) পারদ। (রসেন্সারস)

শিবদত্ত (পুং) ১ বাসবদত্তা বর্ণিত ব্যক্তিভেদ। ২ শিবকোষ-প্রণেতা। (স্ত্রী) ৩ বিষ্ণুর চক্র।

শিবদত্তপুর (স্ত্রী) ১ নগরভেদ। (পাণিনি অথ১২২)

শিবদারু (স্ত্রী) দেবদারু। (রাজনি)

শিবদাস, কএকজন সাংস্কৃতগ্রন্থকার।

১ কথার্থব, বেতালপকাংবংশি ও শালিবাহনচরিতপ্রণেতা।

২ জাতকমুক্তাবলী ও জ্যোতির্নিবন্ধসংগ্রহকার।

৩ মানবগুহ্যতত্ত্বাভ্যাসচরিতা।

৪ কাতরব্যাকরণের উগাদি শব্দের টীকাকার।

৫ একজন প্রাচীন কবি।

শিবদাস সেন, একজন আয়ুর্বেদবিৎ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত।

পঞ্চকোট বা শিবরত্নসেন রাজসভাসদ সাহসেনের প্রপৌত্রপুত্র অনন্তসেনের পুত্র। ইনি চক্রপাণিভট্টরচিত চিকিৎসাংগ্রহ ও দ্রব্যগুণসংগ্রহের এক উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করেন।

শিবদিশ (স্ত্রী) শিবত বিষ্ণু। শিবের অধিষ্ঠাত্রী বিষ্ণু, জ্ঞান কোণ। এক একটা দিকের এক একজন অধিপতি আছে, জ্ঞান কোণের অধিপতি শিব, এই জন্য ইহাকে শিবদিশ্ কহে।

(বৃহৎসংহিতা ৩।১১৪)

শিবদীন, শব্দপ্রভেদ নামে কোষরচয়িতা।

শিবদীন দাস, মণিমালা নামে জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা।

শিবদূতিকা (স্ত্রী) শিবদূতী বার্থে কন্। মাতৃকাবিশেষ।

(শব্দরত্না)

শিবদূতী (স্ত্রী) শিবের দূতরূপে সদাশিব প্রাপ্তি ইত্যর্থে দূত-

শিচ, পচাচত, বধা শিবো দ্বতো বক্তাঃ, গৌরাদেবকৃতগণভাং
তীব্। ১ ভূগা। (ত্রিকা) ২ যোগিনীবিবেশ। কালিকা-
পুরাণে ইহার উৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, মহা-
দেবের ধ্যানযোগে কোবিকীর স্বরূপে হইতে যে সকল দেবী
নিঃসৃত হইয়া ছিলেন, তাঁহারা শিবদ্বী নামে বিখ্যাত।

“কোবিকা স্বরূপে দেবী নিঃসৃত ধ্যানভো হরেঃ।

শিবদ্বীতি বিখ্যাতা শিবা শতস্রস্বতা ॥”

(কালিকাপুঁ ৫ অ°)

অষ্টযোগিনীর মধ্যে শিবদ্বী শেষ যোগিনী, এই সকল
যোগিনীর পূজা ও সাধন করিলে অতীতি সদ্ধি হইয়া থাকে।

“ত্রৈলোক্য প্রথমা প্রোক্তা ততো মাহেশ্বরী পরা।

কৌমারী বৈষ্ণবী চৈব বারাগী পঞ্চমী তথা ॥

নারসিংহী তথৈবৈকী শিবদ্বী তথাষ্টমী।

এতাঃ পূজ্যাঃ মহাভাগা যোগিনীঃ কামদায়িনী ॥”

(কালিকাপুঁ ৫ অ°)

কালিকাপুরাণে এই সকল যোগিনীর পূজা ও মন্ত্রাদির
বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। বাহ্য্য ভাবে তাহা এই
স্থলে লিখিত হইল না।

শিবদেব (পুং) জনৈক বৈরাগ্যরূপ।

শিবদেব (স্ত্রী) শিবো দেবতা হস্ত অণ্। নক্ষত্রভেদ, আত্মা
নক্ষত্র, এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শিব, এই জন্ত ইহাকে
শিবদেব কহে। (বৃহৎসং ৭।১০)

শিবদ্রুম (পুং) শিবপ্রিয়ো দ্রুমঃ। বিবরুক, এই বৃক্ষ মহা-
দেবের অতিশয় প্রিয়, এই জন্ত ইহার নাম শিবদ্রুম।

শিবদ্বিজী (স্ত্রী) শিবেন ধিতা তৎপূজনানহঁত্বাৎ। কেতকী,
কেদারফুল, এই পুষ্প দ্বারা শিবপূজা নিষিদ্ধ। (রাজনি°)

শিবধাতু (পুং) শিবস্ত ধাতুঃ। ১ পারদ। ২ গোদন্তমণি।

শিবনক্ষত্রপুরুষব্রত (স্ত্রী) ব্রতবিধেয়।

শিবনাথ (পুং) শিব।

শিবনাভি (পুং) শিবস্ত নাভিরিব। শিবলজবিবেশ। এই
লিঙ্গ সকল লিঙ্গ হইতে শ্রেষ্ঠ, এই জন্ত অতিশয় বহুপূজক
ইহার পূজা করা বিধেয়। এই লিঙ্গ উত্তম, মধ্যম ও অধম এই
তিন প্রকার, তন্মধ্যে যে লিঙ্গের উৎসেধ চারি অঙ্গুল এবং রম্য
বেদিকার উপর অবস্থিত, তাহা উত্তম, ইহার অর্দ্ধ মধ্যম এবং
ইহার অর্দ্ধ অধম বলিয়া কথিত।

পুণ্ড্রমং মধ্যমমং ত্রিবিধং লিঙ্গমী রিতম্।

চতুরঙ্গমুৎসেধে রম্যবেদিকমুত্তমম্ ॥

উত্তমং লিঙ্গমাধ্যমং মুনিন্ডিঃ শাক্তকোবিদৈঃ।

অধমং মধ্যমং প্রোক্তং তদধমমং নৃতম্ ॥

শিবনাভিময়ং লিঙ্গং প্রতিপূজ্য মহাবিভিঃ।

শ্রেষ্ঠক সৰ্বলিঙ্গোত্তমং পূজ্যং বিধানতঃ ॥”(বীরমিত্তোদয়)

শিবনারায়ণ (পুং) শিব ও নারায়ণ, মহাদেব ও বিষ্ণু।

শিবনারায়ণদাস সরস্বতীকণ্ঠভরণ, একজন প্রসিদ্ধ
পণ্ডিত, ভূগাংসের পুত্র। ইনি খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রথম
ভাগে কাব্যপ্রকাশিকা, দানকুসুমাজলি এবং সেতুবন্ধ নামক
প্রসিদ্ধ প্রাকৃতকাব্যের সেতুসরণি নামে সংস্কৃত অনুবাদ
প্রণয়ন করেন।

শিবনারায়ণানন্দতীর্থ, শঙ্করানন্দতীর্থের গুরু। ইনি পঞ্চ-
ক্রোশমঞ্জরী ও পঞ্চক্রোশবাছা নামে দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থ
প্রণয়ন করেন।

শিবপত্রে (স্ত্রী) রক্তপদ্ম, রক্ত নাল।

শিবপুর (স্ত্রী) নেপালের একটি নগর।

শিবপুর, বাঙ্গালার হুগলী জেলার ভাবড়া নগরের দক্ষিণ উপকণ্ঠ-
স্থিত একটি নগর। গঙ্গাতীরে কোর্ট উইলিয়ম হার্গের অপর
পারে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৩৪' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ১৬' পূঃ।
খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই স্থান একটি ক্ষুদ্র গ্রাম রূপে
পরিণত ছিল। হাবড়ার ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ বিস্তৃত এবং শিব-
পুরের সরিকটহ নদীতীরে কল কারখানা সমূহ স্থাপিত হইবার
পর হইতেই এই স্থান নানা স্থানের তত্ত্ব প্রবাসী ও কুলী মজুরের
পূর্ণ হইয়া ক্রমে একটি বর্ধিত নগরে পরিণত হইয়াছে।

আলবিদান ওয়ার্কস্ নামক ময়দার কল ও চৌলাই কারখানা
এখনকার প্রধান। এছাড়া আরও কএকটি কল আছে।
এখনকার রাজকীয় ভৈষজ্যোদ্যান (Royal Botanical Gar-
dens) নানাদেশের গাছ গাছড়ার পূর্ণ। পৃথিবীর আর অল্প
কোন দেশে এরূপ নানা জাতীর গাছের একত্র অপূর্ণ সম্মিলন
আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশপ্ কলেজ নামক
বিদ্যালয় এখানেই প্রথম স্থাপিত হয়। উহা কলিকাতার স্থান-
ান্তরিত হইবার পর, ঐ অট্টালিকার একটি ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যা-
লয় (Sibpur Engineering College) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।
নিকটবর্তী গ্রামাদিতে উৎপন্ন শস্যাদি বিক্রয়ের জন্ত এখানে একটি
বিস্তৃত হাট আছে। বহু সংখ্যক লোকে এখানে ইষ্টক প্রস্তুত
করিয়া থাকে এবং তাহা বিক্রয়ার্থ কলিকাতার চালাই দেয়।

শিবপুরী (স্ত্রী) শিবস্ত পুরী। কাশী। (হেম)

শিবপুরাণ (স্ত্রী) পুরাণ বিশেষ। [পুরাণ শব্দে বিশেষ বিবরণ
উদ্ভব্য]

শিবপ্রিয় (স্ত্রী) শিবস্ত প্রিয়ম্। ১ কদ্রাক। (পুং) ২ বক-
বৃক্ষ। ৩ ক্ষটিক। ৪ ধুতুর। (রাজনি°) (ত্রি) ৬ শিবের
প্রিয় প্রভা মাত্র।

শিবপ্রিয়া (স্ত্রী) শিবত প্রিয়া। দুর্গা। (শব্দমালা)
 শিববীজ (স্ত্রী) শিবত বীজ। শিববীধা, পারদ। (রাজনি°)
 শিবভক্ত (ত্রি) শিবত ভক্ত। শিবের ভক্ত, শৈব, বাহ্যঃ
 শিবের উপাসনা করে।

শিবভক্তি (স্ত্রী) শিবত ভক্তি। শিবের ভক্তি।

শিবভদ্র (পুং) রাজভেদ।

শিবভাগবত (পুং) শিবভক্ত।

শিবভাস্কর (পুং) শিব ও সূর্য।

শিবময় (ত্রি) শিবরূপে ময়ত। শিবরূপ।

শিবমত (পুং) শৈব মতবহুত্ব বৃক্ষ। (রাজনি°)

শিবমল্লক (পুং) অর্জুন বৃক্ষ। (রাজনি°)

শিবমল্লিকা (স্ত্রী) শিবপ্রিয়া মল্লিকা। ১ বহুব্রু। ২ শ্বেত-
 রকার্জবৃক্ষ, শ্বেত ও রক্ত আকন্দ। ৩ বহুব্রু। ৪ বাকস গাছ।

৫ লজ্জিনীলতা। ৬ শ্রীবরী নামক কণ্টকবৃক্ষ। (রাজনি°)

শিবমল্লী (স্ত্রী) শিবপ্রিয়া মল্লী। শিবমল্লিকা।

শিবমাত্র (ত্রি) বৌদ্ধমতে উচ্চ সংখ্যাবিশেষ।

শিবযোগিন্ (পুং) বড় গুরুশিষ্য তনৈক আচার্য।

শিবযোগিৎ (স্ত্রী) শিবত যোগিৎ। দুর্গা শিবপত্নী।

শিবরথ (পুং) কাশীরের একজন সামন্ত। (রাবতর° ৮।১১১)

শিবরস (পুং) তিন দিনের অধিক পর্য্যবিত অন্নোদকজাতরস,
 অন্নোদক দিয়া রাখিলে তিন দিনের পর তাহাকে শিবরস
 কহে। পর্য্যায় অন্নোদকজ। শুণ্—দীপন, মধুর, অন্ন, অস্ব-
 দাহপ্রদ, লঘু ও তপ্পণ।

“অন্নোদকং শিবরসঃ জাহাৎ পর্য্যবিত্তে রসে।” (রাজনি°)

শিবরাজ (পুং) এই নামে কয়েকজন প্রাচীন উৎকলরাজ।

শিবরাজধানী (স্ত্রী) কান্ধী, এইখানে শিব সর্বনা বিরাজিত
 থাকেন, এতজন্তু ইহাকে শিবরাজধানী কহে।

শিবরাত্রি (স্ত্রী) শিবচতুর্দশী।

শিবরাত্রিব্রত (স্ত্রী) ব্রতবিশেষ, শিবচতুর্দশীব্রত। শিবচতুর্দশী
 তিথিতে রাত্রিকালে এই ব্রত করিতে হয়, এই জন্তু ইহাকে
 শিবরাত্রি ব্রত কহে। এই ব্রত আচরণে ব্রাহ্মণ সকলেরই
 অবশ্য কর্তব্য। মাঘমাসের শেষ বা কাশ্বনমাসের প্রথমে যে
 কৃষ্ণা চতুর্দশী তাহাতে এই ব্রত করিবে। মাঘমাসের শেষ বা
 কাশ্বন মাসের প্রথম ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, সুখ্য চাক্স
 মাঘ এবং গোপচাক্স কাশ্বন, অর্থাৎ সুখ্যচাক্স মাসে। কৃষ্ণাচতুর্দশী
 তিথিতে এই ব্রত হইয়া থাকে। সুতরাং এই তিথি মাঘমাসের
 শেষ বা কাশ্বন মাসের প্রথমে হইয়া থাকে।

“মাঘমাস্ত শেষে বা প্রথমে কাশ্বনস্ত চ।

কৃষ্ণাচতুর্দশী সাতু শিবরাত্রিঃ প্রকীৰ্ত্তিতা।”

অষ্টৈকভাতিবেশ্যাবীরকশাস্ত্রনীরষেহপি সুখ্যগোপগুণিত্যং
 অবকচে। ততস্ত মাঘানন্তরা চতুর্দশী শিবরাত্রিঃ। তত্র-
 সুপবাস প্রদানং—

ন স্নানেন ন বস্ত্রেন ন ঘূষেন ন চার্জিয়া।

তুযামি ন তথা পুষ্পৈর্বা তত্রোপবাসতঃঃ

ইতি শঙ্করোক্তেঃ” (তিথিতত্ত্ব)

এই ব্রতে উপবাসই একমাত্র প্রধান। মহাদেব স্বয়ং
 বলিরাহিলেন যে, স্নান পূজা প্রভৃতি দ্বারা আমি যেমন পরিতোষ
 না হই, একমাত্র উপবাস দ্বারা তাদৃশ পরিতোষ লাভ করি।

শিবের ঐতিহাসিক রাত্রিকালে প্রহরে প্রহরে স্নান ও
 পূজা করিতে হয়। রাত্রিকালে বিশেষ বিশেষ স্রব্য ও মন্ত্র দ্বারা
 চার প্রহর স্নান ও পূজা বিহিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথম
 প্রহরে যখন পূজা করিতে হয়, তখন দুই দ্বারা স্নান, এইরূপ,
 দ্বিতীয় প্রহরে দ্বিধারা স্নান, তৃতীয় প্রহরে স্রুত এবং চতুর্থ
 প্রহরে মধু দ্বারা স্নান করাইয়া পূজা করিতে হয়।

“অতো রাজো একত্বং শিবপ্রীগনতৎপরেঃ।

প্রহরে প্রহরে স্নানং পূজাংকৈব বিশেষতঃ।

অত্র বীন্দ্রা প্রহরচতুর্দশাধ্যং ব্রতং প্রতীয়তে।

সংবৎসরপ্রদীপে

দুদ্দেশ প্রথমং স্নানং দ্বা চৈব দ্বিতীয়কে।

তৃতীয়ে চ তথা স্নান চতুর্থে মধুনা তথা।” (তিথিতত্ত্ব)

এই ব্রত সকলেরই অবশ্য কর্তব্য। শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি
 বিনিই ইউন না কেন; যদি এই ব্রত না করেন, তাহা
 হইলে তাহার সকল পূজাকল বিনষ্ট হয়। মাঘমাসের শিবচতু-
 র্দশী তিথিতে যদি রবি বা মঙ্গলবার হয়, তাহা হইলে তাহাকে
 শিবযোগ কহে। এই যোগে এই ব্রত উত্তমোত্তম হইয়া থাকে।
 এই ব্রত সকল পাপনাশক এবং আচরণ মানবের ভুক্তিভুক্তি-
 প্রদায়ক। এই তিথিতে উপবাস, রাত্রিজাগরণ ও লিঙ্গপূজা
 দ্বারা অক্ষরলোক ও শিবসায়ুজ্য লাভ হয়। যিনি এই ব্রত
 আচরণ করেন, তাহার ইহলোকে নানাবিধ সুখলৌভাগ্য এবং
 পরকালে শিবলোকে গতি হইয়া থাকে।

“শৈবো বা বৈষ্ণবো বাপি যো বা ভাবতপূজকঃ।

সর্বং পূজাংকং হ্যন্ত শিবরাত্রিব্রতমুখংঃ

ঈশানসংহিতায়ঃ—

মাঘে কৃষ্ণচতুর্দশ্যং রবিবারো দ্বা তবৎ।

ভোমো বাপি ভবেদ্যঃ কর্তব্যং ব্রতযুক্তমং।

শিবযোগত্ব যোগেন তত্ত্ববেদ্যমোত্তমমং।

শিবরাত্রিব্রতং নাম সর্বপাপপ্রণাশনং।

আচরণমহুযাপ্য ভুক্তিভুক্ত প্রদায়কমং। নাগরথৎ—

উপবাসপ্রত্যয়েণ বলাবাপি চ কাগরাং ।

শিবরাত্রৌ তথা তত্ৰ দিক্‌তাপি প্রপূজ্য ॥

অক্ষয়ান্ লভতে লোকান্ শিবনাথস্যায়নং ৷" (তিথিতত্ত্ব)

এই রাত্রের বিধান রাত্রিতে অতিষ্ঠ হইয়াছে। কিন্তু যে দিনে এই চতুর্দশী তিথি প্রদোষ ও নিশীথ এই উভয় ব্যাপিনী হয়, সেই দিনই এই রাত্র হইবে এবং যদি এই তিথি পূর্বদিনে নিশীথব্যাপিনী এবং পরদিনে প্রদোষব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে পূর্বদিনে এই রাত্র হইবে।

"যদিহি প্রদোষনিশীথোভয়ব্যাপিনী চতুর্দশী তদ্বিনে ততঃ । যথা পূর্বেছানিশীথব্যাপিনী পূর্বেছাঃ প্রদোষব্যাপিনী তদা পূর্বেছাত্র্যন্তং ॥" (তিথিতত্ত্ব)

রাত্রের পূর্বদিন সংবত হইয়া থাকিতে হয়, এবং রাত্রিতে গারণ করা বিধেয়।

ত্রতপদ্ধতি—চতুর্দশী তিথিতে প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য ও নিত্য ক্রিয়াদি সমাপন করিয়া প্রথমে স্ততিবাচন এবং 'সুখ্য সোম' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। তৎপরে সঙ্কর করিবে। যথা—

'বিষ্ণুরোম তৎসমস্ত অমুক মাসি কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশ্যাং তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী-অমুক দেবশর্বা শিবশ্রী তিকামঃ শিবরহস্যোক্ত শিবরাত্রিত্রতমহং করিষ্যে।' এইরূপে সঙ্কর করিয়া সংকর-মন্ত্র পাঠ করিবে। তৎপরে কৃত্যজলি হইয়া উক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। যথা—

"শিবরাত্রিত্রতং হেতুং করিষ্যেহং মহাকলং ।

নির্কিরমস্ত মে চাত্র যঃপ্রসাদাঙ্কগংপতে ॥

চতুর্দশ্যাং নিরাহারো ভূত্বা চৈবাপরেহহনি ।

ভক্ষ্যেহং ভুক্তিসুভ্যর্থং পরং মে ভবেৎ ॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সাংকালে প্রথম প্রহরে শিবপূজা করিতে হইবে।

পূজার বিধানানুসারে সামান্যার্থ্য প্রভৃতি স্থাপন, জলগুচ্ছ, আসনগুচ্ছ প্রভৃতি করিয়া গণেশাদির পূজা করিতে হয়। সমর্থ হইলে ভূতগুচ্ছ করিয়া পূজা করিবে। শিবপূজা শব্দে শিব-পূজার যে বিধান অভিহিত হইয়াছে, তদনুসারে পূজা করা কণ্ড্য। স্নান ও অর্ঘ্য প্রভৃতিতে বাহা বিশেষ আছে, তাহাই বলা হইল। প্রতিষ্ঠিত লঙ্গে পূজা করিতে হইলে আবাহন, ত্রাণপ্রতিষ্ঠা ও বিসর্জন নাই। যুক্তিকা দ্বারা নির্মাণ করিয়া পূজা করিলে শিবপূজার ক্রমে পূজা করিবে। চারি প্রহরে চারিবার পূজা ও হুঙ্কার দ্বারা স্নান করাইতে হয়। চারি প্রহরে অর্ঘ্যমন্ত্রও পূণক। প্রথমে 'ওঁ পদ্মপতরে নমঃ' এই মন্ত্রে জল দ্বারা স্নান করাইয়া তৎপরে বিশেষ ত্র্যম্বক বিশেষ মন্ত্রে স্নান

করাইবে। প্রথম প্রহরে 'ওঁ হৌঁ জৈনাম্য নমঃ' এই মন্ত্রে হুঙ্কার দ্বারা স্নান করাইতে হয়। অর্ঘ্য-মন্ত্র—

'ওঁ শিবরাত্রিত্রতং দেব পূজাঙ্গপনমায়ণঃ ।

করোমি বিধিবদন্তঃ পূর্ণার্থ্যং মহেশ্বর ॥

ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ ।'

দ্বিতীয় প্রহরে 'ওঁ হৌঁ অখোরার নমঃ' এই মন্ত্রে দধিভাঙ্গা স্নান করাইতে হয়। অর্ঘ্য-মন্ত্র—

'ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় সর্লপাপহরায় চ ।

শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং প্রসীদ উম্ময়া সহ ॥

ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ ।'

তৃতীয় প্রহরে 'ওঁ হৌঁ বামদেবায় নমঃ' এই মন্ত্রে বৃত্ত দ্বারা স্নান করাইতে হয়। অর্ঘ্য-মন্ত্র—

'ওঁ দুঃখহারিত্র্যাপোকেন দদ্যেহিহং পার্বতীশ্বর ।

শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং উমাকান্ত গৃহাণ মে ॥

ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ ।'

চতুর্থ প্রহরে—'ওঁ হৌঁ সত্যোজাতায় নমঃ' এই মন্ত্রে মধু দ্বারা স্নান করাইবে। অর্ঘ্য-মন্ত্র—

'ওঁ ময়া কৃতান্তনেকানি পাপানি হর শঙ্কর ।

শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং উমাকান্ত গৃহাণ মে ॥

ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ ।'

উক্ত বিধানানুসারে চারি প্রহরে চারিবার পূজা করিতে হয়। পূজা পোষ্যে কথ্যপ্রবণ-তবপাঠ প্রভৃতি করিতে হয়।

ত্রথকথা—

"ওঁ পুরা কৈলাসনিথরে সর্লরয়বিকৃত্বিতে ।

দেবদানবগচ্ছসিদ্ধচারগলেধিতে ॥

অপ্সরোভিঃ পরিরুতে নৃত্যকীর্তিরিতততঃ ।

সর্লকৃত্ব কুহুমাকীর্ণে সর্লকৃত্ব কলশোভিতে ॥

দ্বিরছারাক্রমাকীর্ণে সন্তানকবনাবৃতে ।

পারিজাতগমুনোংগঙ্ঘায়োদিতদ্বিধুখে ॥

আকাশগঙ্গাসলিলতরঙ্গগণনামিতে ।

ত্রৈলোক্যাললিতশ্চাকরমকটিকপবীজিতে ॥

ত্র্যম্বকবিদ্যোদভূতবেদধ্বনিমিনিনামিতে ।

উবাস সুরিঃ শ্রীতো ভবো গিরিজয়া সহ ॥

সুখোষিষ্য কলাচিহ্নে দেবী প প্রচ্ছ শঙ্করম্ ॥

দেবুবাচ—

কর্ণণা কেন ভগবন্ ত্রতেন তপসাপি বা ।

ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং তেভুতং পরিতুহ্যাস ॥

ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ শঙ্করোহিত্রবীৎ ॥

শঙ্কর উবাচ—

কাহ্ননে কৃষ্ণপক্ষ বা তিথিঃ স্যাক্তকৃষ্ণী ।
 তস্য বা তামসী রাত্রিঃ সোচ্যতে শিবরাত্রিকা ॥
 তত্রোপবাসঃ কুর্য্যণঃ প্রসাদয়তি মাং এবং ।
 ন জানেন ন যন্তে ন ধূশেন ন চার্জিতা ॥
 তুষ্যামি ন তথা পুষ্পৈর্বা তত্রোপবাসতঃ ।
 ত্রৈলোক্যং কৃতম্বনো ত্রৈলোক্যী সমাহিতঃ ॥
 নিরামিষং হবিষ্যং বা সত্ত্বং ভূজীত নাতথা ।
 মরাসংহরন্ রাত্ৰৌ শরিতং হৃদিশে কুরু ॥
 রাত্রিশেষে সমুখায় কুর্য্যাদবস্ত্রকং ততঃ ।
 সঙ্ঘামুপাত্ত বিধিনা বিধপত্রাহ্মপার্জয়েৎ ॥
 ততো নিত্যক্রিয়ং কৃত্বা সঙ্ঘাফোপাত্ত পশ্চিমাং ।
 নত্বাদৌ হৃদিশে বাপি লিঙ্গে বা হাব্যয়েহপি চ ॥
 বিধপত্রৈর্বিমুক্তাখ লিঙ্গপীঠং প্রকরতঃ ।
 একতঃ সৰ্গপুষ্পং ত্রাং বিধপত্রং তথৈকতঃ ॥
 মণি-মুক্তাপ্রবালৈশ্চ বর্ণপুষ্পাদিভিত্ত্বা ।
 ন তথা জায়তে প্রীতিবিকশিতৈর্বা মম ॥
 প্রহরে প্রহরে জানং পূজাকৈব বিশেষতঃ ।
 কুর্কীত মম পঞ্চাঐগন্ধপুষ্পাদিভিত্ত্বা ॥
 দুগ্ধেন প্রথমং জানং দগ্না চৈব দ্বিতীয়কং ।
 তৃতীয়েতু তথাভ্যোন চতুর্থে মধুনা তথা ॥
 পঞ্চমাত্রাবধানেন মূলমজ্জেন চৈব হি ।
 পূজয়েন্মাং যথা শক্তা নৃত্যগীতাদিভিনরঃ ॥
 অপরেদ্রা ততো বিশ্রান্ত মম ভক্তান্ গুহততান্ ।
 ভোজ্যৈশ্চ তথাভ্যাক্য পায়ণং স্বরমাচরেৎ ॥
 এবমেতদ্বৃত্তং দেবি মম প্রীতিকরং পরং ।
 বজ্রদানং তপাংস্তত্র কলাং নারীত্ব বোভসীং ॥
 এতদ্বৃত্তং ভাবেণ গাণপত্যমবাপুয়াৎ ।
 সপ্তদ্বাপেশঃ পৃথুয়াং জায়তে কামচারবান্ ॥
 তৈথেরত্ৰা চ মাহাত্ম্যং কথ্যমানং ময়া শৃণু ।
 আত্ম বারাগনী নাম পুরী সৰ্গভগৈবুতা ॥
 ব্যাধিত্ত্বপ্রাবসন্ ধোঃ সৰ্গদা প্রাণিহিংসকঃ ।
 ধর্মঃ কৃষ্ণবপুঃ ক্রুরঃ পিঙ্গাকঃ পিঙ্গকেশকঃ ॥
 বা গুণাপাশৈশ্চ্যাদি প্রপূরিতগৃহান্তরঃ ।
 স একদা বনং গত্বা হৃদ্যচ বিবিধান্ পশুন্ ॥
 মাংসভারং বহন্ গেহং ককীয় গন্তুমুত্ততঃ ।
 সোহসমর্থস্ত তং ভারং বোভুং শ্রীতো বনান্তরে ॥
 বিশ্রামহেতো হৃদ্যপ মূলে বৈ কতচিত্তরোঃ ।
 অথাত্মগমং হৃদ্যো নিশাভুং স্তব্রপ্রদা ॥

তত উখায় সৌম্যপুত্র কিকিতিমিরাত্তং ।
 হর্ষাধ্ববশাত্ত বৃক্ষে শ্রীকলসংজ্ঞকং ।
 লতাপাশৈর্বহবিধৈর্মাংসভারং বধকং ।
 তমেব বৃক্ষকোত্তরৌ মূলে স্বাপদতীষিতঃ ॥
 শ্রীতাত্ত্বস্ত কুখাত্ত্বস্ত কল্যাপিতকঃ বরঃ ।
 জজাগার তদা রাত্ৰৌ স্তূতো নীহারবারিণা ॥
 দৈবযোগাচ্চ তন্মূলে লিঙ্গং তিষ্ঠতি মামকং ।
 শিবরাত্রিতিথিঃ সা চ নীরাহার স লুন্ধকঃ ॥
 অথ তদেহস্যসর্গী ত্রিমপাতো মমোপরি ।
 জজ্ঞে তদা বরারোহে ভগ্নপত্রচ্যুতিকল্যাৎ ॥
 তস্ত তেনৈব ভাবেন মম ভোবো মহানভুৎ ।
 তিথিনাহাষ্মাতো দেবি বিধপত্রস্য চেৎসরি ॥
 ন জানং ন তথা পূজা ন নৈবেদ্যাদিসম্ভবঃ ।
 তথাপি তিথিমাহাষ্মাত্ত্র মেহর্চ্চা মহাকলা ॥
 অথ প্রত্যন্তে বিমলে গতোহসৌ নিজ মনিরম্ ।
 কদাচিদায়ুঃ শেষে যমদূতস্তমভাগাৎ ॥
 বদ্ধ কামস্ত তং দূতং পাশেন বিবিশেন চ ।
 পুরুষো বারমাস মদীরো মন্নিরোগতঃ ॥
 অতো ভয়োবাধহেতোঃ কলহঃ স্তমহানভুৎ ।
 অথাহতো মদীরেন দূতেন যমকিঙ্করঃ ॥
 যমং সমানরামাস মৎপুত্রদারমুচ্ছলম্ ।
 দৃষ্ট্ৱা চ নন্দিনং ভজ সর্কানকথরং কথাম্ ॥
 ব্যাধস্য চ কুর্কশ্বং যাবজ্জীবং তমববীৎ ।
 তৎপ্রত্যা তস্য সর্কজো বচনং নন্দিকেশ্বরঃ ॥
 ব্যাধস্য তদ্দিনে কশ্ব প্রাবয়ামাস তং যমং ।
 এবমেব ন সন্মোহো যাবজ্জীবং হুরাস্ববান্ ॥
 পাপমেবাকরোদ্ ব্যাধো ধর্মরাজতথাপ্যসৌ ।
 শিবরাত্রিপ্রত্যবেন নীতঃ সর্কেশসর্গিধম্ ॥
 ততোহসৌ বিশ্বরাবিষ্টো বন্দিয়া নন্দিনং যমম্ ।
 দূতাবিতো যযৌ গেহং স্বকীয় শিবভাবতঃ ॥
 এবমস্যা প্রত্যং তে ব্রতস্য বরবর্ণিনি ।
 অবোচ তব ভাবেন কিমন্তং কথয়ামি তে ॥
 তৎপ্রত্যা ভগবদ্বাক্যং শ্রিত্বা হিমশৈলজা ।
 প্রাশংস সর্বৈবেতৎ শিবরাত্রিব্রতং মূলা ॥
 বাক্যেভোহ্যাপ্যকথরং ব্রতমেতং পতিব্রতা ।
 তৈশ্চাপি কথিতং পৃথুয়াং রাজভ্যো ভক্তিভাবতঃ ॥
 এবমেতৎ ব্রতং পৃথুয়াং প্রকাশমুপাদিতম্ ॥
 ভূতেশ্বরাদিহ পরোহস্তি ন পূজনীয়ো
 নৈবাধমেধসদৃশঃ ক্রতুরতি লোকে ॥

খলা সমং ত্রিভুবনে ন চ তীর্থমতি

নান্যদ্বৈতং হি শিবরাত্রিসমং ভবাতি ॥”

ইতি শিবরাত্রীয়া শিবরাত্রিত্ত্বকথা সমাপ্তা।

এই কথা শুনিয়া ভোজ্যাংসর্গ করিতে হয়। তৎপর
বিনে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন এবং জ্ঞান নিত্য ক্রিয়া করিয়া মূল-
মন্ত্রে শিবপূজা করিবে। তৎপরে ব্রাহ্মণ ও জ্ঞাতিবন্ধুবান্ধবদিগকে
ভোজন করাইয়া স্বয়ং পারণ করিবে। পারণ সময়ে মন্ত্র
পাঠ করিয়া জলপান করিতে হয়। পারণ-মন্ত্র—

“সংসাররূপদগ্ধস্য ব্রতেনানেন শব্দঃ।

প্রসীদ স্মৃণো নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব ॥”

শিবরাম, একজন সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম।

১ ভিবগীশ বজ্রার পুত্র, ইনি আরামোৎসর্গপদ্ধতি, আত্মিক-
সংকেপ, জটাপটলভাষা, দর্শশ্রাঙ্গপ্রয়োগ, ও রুদ্রার্জনচক্রিকা
প্রভৃতি রচনা করেন।

২ একজন বৈষ্ণবকরণ, কাতন্ত্রপরিশিষ্টসিদ্ধান্তরত্নাকর ও
কৃষ্ণজয়ী-প্রণেতা।

৩ একজন বিখ্যাত তাত্ত্বিক, ক্রমসারভক্ত, গারত্রীপুরাণচরণ ও
ভক্তরাজটীকা।

৪ গিরিজাকমলাবিবাদ-কাব্যপ্রণেতা।

৫ ভাবার্থদীপিকা নামে ভাগবতপুরণ-টীকাকার।

৬ সংক্রান্তিকল নামে জ্যোতির্গ্রন্থপ্রণেতা।

৭ একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত, বিশ্রাম শুক্লের পুত্র। ইনি খৃষ্টীয়
১৭শ শতকে বিত্তমান ছিলেন। ছন্দোগানীরাহিক, মন্ত্রচিন্তামণি,
শান্তিচিন্তামণি, শ্রাদ্ধচিন্তামণি ও হ্রবোধিনী নামে গোভিলগৃহ-
জ্ঞপদ্ধতি-রচয়িতা।

শিবরাম আচার্য্য, বালিকার্কজনদীপিকাপ্রণেতা।

শিবরাম চক্রবর্তী, বলাঘটীর একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, সর্বানন্দ
মিশ্রের প্রপৌত্র ও চন্দ্রবন্দ্যের পুত্র। স্ত্রবিখ্যাত রঘুনাথ তর্কবাগীশ
ও মথুরেশ বিদ্যালঙ্কারের পিতা।

শিবরাম ত্রিপাঠী, একজন বিখ্যাত টীকাকার। ইহার পিতার
নাম কৃষ্ণরাম ও পিতামহের নাম ত্রিলোকচন্দ্র। ইনি কাকন-
দর্পণ নামে কাব্যপ্রকাশটীকা, চরিত্তভূষণ নামে দশকুমারচরিত-
টীকা, নন্দ্রমালা ও তট্টটীকা, ভূপালভূষণ, রসরত্নহার, লক্ষ্মীবিলাস-
ভিধান নামে একখানি উগাদিকোষ ও বিদ্যাবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থ
রচনা করেন। ইহার লক্ষ্মীবিলাসে ‘পরিভাষেন্দুশেখর’ উদ্ধৃত
হইয়াছে, তাহা হইতে বলা যায় যে শিবরাম খৃষ্টীয় ১৮শ
শতকে বিত্তমান ছিলেন।

শিবরামভট্ট, ১ রত্নতরঙ্গদীপিকাব্যরচয়িতা। ২ বেদান্তসংগ্রহ-
প্রণেতা। ৩ সন্ধিধানপরিশিষ্ট প্রণেতা।

শিবরাম ভট্টাচার্য্য, নব্যমুক্তিবাদটীকানীচরয়িতা।

শিবরাম সন্ন্যাসী, রামায়ণটীকাপ্রণেতা।

শিবরামেন্দ্র যতি, একজন বৈষ্ণবকরণ। ইনি ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে
গজহুজ্রব্যাখ্যা নামে পাণিনির টীকা রচনা করেন।

শিবরামেন্দ্র সরস্বতী, ১ অন্নপূর্ণাকল্পবলীকার।

২ একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবকরণ। ইনি সিদ্ধান্তরত্নপ্রকাশ
নামে মহাভাষাটীকা এবং সিদ্ধান্তরত্নাকর নামে সিদ্ধান্তকৌমুদী
টীকা রচনা করেন।

শিবলাল, ১ একজন জ্যোতির্বিদ। অদ্বুতসংগ্রহ ও প্রথমনোরমা
নামে দুইখানি জ্যোতির্গ্রন্থের টীকাকার।

২ ভ্রামলারহস্ত-রচয়িতা।

৩ সিদ্ধান্তভববিন্দু প্রদীপিকা প্রণেতা।

শিবলাল পাঠক, রামার্চনসোপান-রচয়িতা।

শিবলাল শুক্ল, জাতিসাক্ষ্য নামে ধর্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থপ্রণেতা।

শিবলিঙ্গ চোল, চোলবংশীয় একজন ভূপতি, চতুর্বেদভাংগপাঠ্য-
সংগ্রহব্যাখ্যাকার।

শিববল্লভ (পুং) শিবস্যা বল্লভঃ। শিবাপ্রিয়।

শিববল্লভা (স্ত্রী) শিবস্যা বল্লভা। ১ শিবপ্রিয়া। ২ শতপত্নী,
চলিত দেউতী। (রাজনিং)

শিববল্লিকা (স্ত্রী) শিবস্যা বল্লিকা। লিঙ্গিনীলতা। (রাজনিং)

শিববল্লী (স্ত্রী) শিবস্যা বল্লী। ১ লিঙ্গিনী। ২ শ্রীবল্লী।

শিববাহন (পুং) শিবস্যা বাহনঃ। বৃষ, ঘাঁড়।

শিববীর্ঘ্য (স্ত্রী) শিবস্যা বীর্ঘ্যঃ। ১ শিববীজ, শিবের বীর্ঘ্য।

২ পারদ। (রাজনিং)

শিবশক্তি (স্ত্রী) শিব এবং শক্তি, শিবপার্কটী।

শিবশক্তিময় (ত্রি) শিবশক্তিশব্দরূপে ময়ট। শিব ও
শক্তি শব্দরূপ।

শিবশঙ্কর, বিষ্ণুপূজাক্রমদীপিকাকার।

শিবশর্ম্মনু (পুং) গ্রন্থকারভেদ।

শিবশেখর (পুং) শিবঃ শূখকরঃ শিবপ্রিয়ো বা শেখরো-
হগ্রো বস্যা। ১ বকবৃক্ষ। (জটাতর) ২ ধুতুর। (রাজনিং)

৩ শিবের মন্তক।

শিবশ্রী (পুং) রাজভেদ। (বিষ্ণুপুং ৪:২৪।১৩)

শিবসঙ্কল্প (ত্রি) শুভলক্ষণবৃক্ষ। “জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং
ভয়ে মনঃ শিবসঙ্কল্পমন্ত” (শুক্লযজুঃ ৩৪।১) ‘শিবসঙ্কল্পঃ শিবঃ
কল্যাণকারী সঙ্কল্পঃ ধর্ম্মবিষয়ঃ সঙ্কল্পো বস্যা’ (বেদবীপং)

শিবসমুদ্রে (পুং) জলপ্রপাতভেদ।

শিবসমুদ্রম্ (শিবনাসমুদ্রম্), মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কোর-
ঘাতের জেলার অবস্থিত একটি দ্বীপ। মহিমুর-রাজ্যপ্রান্তে

কাবেলী নদী ছই ভাগে বিভক্ত হইয়া এই ভূভাগ গঠিত করিয়াছে। সাধারণ লোকে এই ভাগকে হেঁদরা বলিয়া অভিহিত করে। কিন্তু প্রাচীন শিবসমুদ্র নগরীর (অক্ষা° ১২° ১৬' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ১৪' পূঃ) নাম হইতে ইহা শিবসমুদ্র নামে আখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে কএকটা ধ্বংস নিদর্শন ভিন্ন আর ঐ নগরের কিছু মাত্র চিহ্ন দেখা যায় না। প্রবাদ, খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে বিজয়-নগর রাজবংশের গঙ্গা নামক রাজা এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ রাজধানীতে তাঁহারাই পুণ্য রাজত্ব করেন। তৎপরে এই রাজ্য বিলুপ্ত হয়।

১৭১১ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ পরিচালিত ইংরাজবাহিনী ঐ নগরপত্তন আক্রমণে অগ্রসর হইলে, পলায়নপর টিপু সুলতান ইহার চতুর্দিক লুণ্ঠন করিতে করিতে চলিয়া যান। তখন ঐ সকল স্থানবাসীরা গোমেষাঘি লইয়া এই বীপে আশ্রয় লয়। কালে এই বীপ জঙ্গলাবৃত্ত হয় এবং নদী বন্দহ প্রভরসেতুও বন-জঙ্গলে অগম্য হইয়া উঠে।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে মহিষুরের ইংরাজ রেসিডেন্টের অনেক কর্মচারী রামবামী মুন্সিয়ার ইহার সংস্কার ভার গ্রহণ করেন, তাঁহার অধ্যক্ষ্যায় ও পরিশ্রমেই জঙ্গল ভিসি ইংরাজ গবর্নমেন্টের নিকট হইতে “জেনোপকারকর্মকর্তা” উপাধি লাভ করিয়া ছিলেন। এতদ্বিত্তি তিনি মহিষুররাজের নিকট হইতে ১০০০ টাকার ও ইংরাজ গবর্নমেন্টের নিকট হইতে ৮০০০ টাকা বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত এখানে নদীর উপর আরও কষ্টে নুতন সেতু নির্মিত হইয়াছে।

শিবসাহায়, ১ মহারাষ্ট্রবাসী একজন দার্শনিক। ইনি ব্যাপ্তি-পরিষ্কার নামে একখানি বৈশেষিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

২ জাতকমঙ্গলী-চরিত্রতা।

শিবসাগর, আসামের উত্তর উপত্যকাদেশের অন্তর্গত ইংরাজ শাসনাধীন একটা জেলা। অক্ষা° ২৬° ১৯' হইতে ২৭° ১৬' উঃ এবং দ্রাঘি° ৯০° ২১' হইতে ৯২° ২৮' পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ২৮৫ বর্গ মাইল। ইহার উত্তরে ও পূর্বে লামমপুর জেলা ও ব্রহ্মপুত্র নদী, দক্ষিণে নাগা-শৈল নামক জেলা এবং পশ্চিমে নগাঁ জেলা। শিবসাগর নগর ইহার বিচার সদর।

এই জেলার সর্বত্র সমতল প্রান্তরে পূর্ণ। মধ্যে মধ্যে ভূগা-ছোদিত প্রান্তর ও জঙ্গলভূমি দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মপুত্র নদ নানা শাখা প্রশাখায় ঐ সকল স্থানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত থাকার, নদাতীর-বর্তী ভূভাগ ভাল সাধারণতঃ মিশ্র হইয়াছে। প্রান্তবৎসর কভার উহা জলময় হইয়া যায়। ভূতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিশাল নদীর পূর্বদিকবর্ত্ত ভূভাগ খেতবর্ণ পলিময় সৃষ্টিকা-পূর্ণ। উহা জেলার অত্যন্ত স্থান অগণিকা সমধিক উন্নয়ন এবং

খাল উৎপাদনের বিশেষ উপযোগী। উক্ত নদীর পশ্চিমাংশের সৃষ্টিকা ঐরূপ হইলেও তাহার নিম্নভাগে আটাল দাঁটার স্তর ও তাহার মধ্যে খনিজ সৌহের ভেলা পাওয়া যায়। এই বিভাগ নানা নদী বাজে ও বিস্তৃত জলাভূমিতে বিভক্ত হওয়ার মধ্যবর্তী শতকের ভুলির দোষা মনোহর। নাগা শৈলের অতিক্রমে ইহা ক্রমশঃ উন্নত হইয়াছে। পর্বতপারম্বলের ভূমি স্বভাবতঃই ক্রমোন্নয়ন। ঐ নিম্নদেশ প্রায়ই শরাশি কৃণ ও বেজবন বিস্তারিত দেখা যায়। উহার উপরে বড় বড় জাম, কাঁঠাল, কৃণ, জুম বা পাহাড় কাঁঠাল প্রভৃতি বৃক্ষপূর্ণ বিজন অরণ্যভাগ। এই অরণ্যভূমির মধ্যস্থলে কোথাও শ্রামল শতকের এবং কোথাও ২০ ফিট উচ্চ ভূগাছাদিত প্রান্তরভূমি বৃক্ষকুলের সমাগমে ও সন্নিবিষ্ট স্থানে নিরবচ্ছিন্ন নির্জনতা ঘন করিয়া দিয়াছে।

ব্রহ্মপুত্র এই এখানকার প্রধান নদী। ইহার দিকিধা শাখা লখিমপুর হইতে শিবসাগরকে পৃথক রাখিয়াছে। এতদ্বিত্তি দিল্লী, দিখু, খাম্বাজি, কাকডালা, ধনেখরী প্রভৃতি শাখা নদী সর্বকালেই জলপূর্ণ থাকে। ব্রহ্মপুত্র ও লোহিতা নামক তাহার পুরাতন খাতের মধ্যবর্তী ‘মাজুলীচর’ উর্বর পলিময় সৃষ্টিকাপূর্ণ। এখানে নানা প্রকার চাষ হয়। সুবর্ণশ্রী নামক শাখা নদী লোহিতনদীর প্রবাহ পৃষ্ট রাখিয়াছে।

ইংরাজরাজের শাসনাধীন হইবার পূর্বে, এই জেলা প্রায় ৪০০ বৎসর কাল আহোমরাজ-বংশের অধিকারে ছিল। তাহার পূর্বে ছুটিয়া জাতক এইখানকার সর্বময় কর্তা ছিল। আহোম সেনা ছুটিয়াগিকে দুই পরাজিত করিয়া এই স্থান অধিকার করিয়া লয়।

কিংবদন্তী এই যে, শাণবন্দীর আহোমগণ খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে উত্তর আসামে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। ঐ সময়ে কামরূপে হিন্দুরাজগণ অপ্রতিদ্বন্দ্বিত প্রভাবে রাজত্ব করিতে ছিলেন। ক্রমে ঐ রাজবংশের প্রভাব ধীরে ধীরে আসিলে আহোমগণ ধীরে ধীরে ব্রহ্মপুত্রনদের উপত্যকা-দেশে আসিয়া বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে তাহারা গোহাতি অধিকার করিয়া নোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে অজগারণ করিতে সমর্থ হয়।

আহোমগণ স্বজাতীয় বীর্য ও বাহুবলে আসামে অধিষ্ঠিত হইলেন বটে, কিন্তু তাহাদের বীর ধর্মের উপযোগী ধর্মবল ছিল না। তাঁহারা হিন্দুর অধিকারে আসিয়া ধীরে ধীরে লবণ-প্রধান হিন্দু ধর্মই প্রাপ্তি গ্রহণ করিলেন। সার্বক ভাবে তাঁহাদের জয় ক্রমশঃ পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহারা হিংসা-ধর্ম ভুলিতে লাগিলেন। পরে শব্দিক পুণ্য ধর্মের আশ্রয় লাভ করিয়া তাঁহারা বীরধর্মের জলাজলি দিলেন। যে বাহুবল একদিন পরশ্রী

দর্শনে উপস্থিত হইয়া আহোমরাজ্যে প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সেই বাহু যথেষ্ট সহিষ্ণু হিংসা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল এবং পরের সর্বনাশসাধন পাণজনক জানিয়া অস্ত্রধারণে পরাভূত হইল। এই সময়ে আহোমরাজ্যে অন্তর্বিগ্রহ উপস্থিত হয়। দুঃখিগ্রহবিবর্তিত থাকিবার অভিপ্রায়ে আহোমগণ ব্রহ্মবাসীর সহায়তা প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু অবশেষে হতুত ব্রহ্মসৈন্তগণ মিথ্রীহ আহোমদিগকে দুঃখব্যাপারে নিম্ণুহ দেখিয়া তাগাহেই উপর বিশেষ নির্ভাতন করিতে লাগিল এবং অচিরে তাহাদের রাজ্য হস্তগত করিল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ ব্রহ্মরাজকে সময়ে পরাভূত করিয়া আসাম রাজ্য অধিকার করেন।

বর্তমান শিবসাগর নগরের অধূরে দক্ষিণ পূর্বাভিমুখে বিষ্ণু নদীতীরে গড়গাঁও নামক স্থলে আহোমগণ রাজধানী স্থাপন করে। এখনও ঐ নগর ও তাহার উপকণ্ঠের ধ্বংস স্তূপ বহুদূর ব্যাপিয়া বিস্তৃত আছে। প্রাচীন রাজপ্রাসাদের বহিঃপ্রাচীর-লীম্বা আজিও দৃষ্টিগোচর হয়। উহার পরিধি প্রায় দুই মাইল হইবে। এই সকল ধ্বংস কীর্তির মধ্যে প্রস্তরনির্মিত একটি স্তম্ভকটকের নিদর্শন পাওয়া যায়। উহার প্রস্তরগুলি দোহ বন্দীর দ্বারা আবদ্ধ। উহা দেখিলেই বোধ হয় যে, সুপ্রাচীন কামরূপ-রাজবংশের অত্যন্ত কাল প্রাসাদের ঐ দ্বারাংশ গঠিত হইয়াছিল। বর্তমান সময়ে এই স্থান অজল্যবৃত্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন নগরের অনেক ইষ্টকামি স্থানীর লোকগণ আপনাপন ব্যবহারার্থ লইয়া গিয়াছেন। চাণাগামিসূত্রে ঐরূপ অনেক প্রাচীন ইষ্টক পাওয়া যায়।

কোন কারণে উক্ত রাজধানী শ্রীহট্ট হইলে, ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে রাজা রুদ্রসিংহ শিবসাগরের দক্ষিণে রঙ্গপুর নামক স্থানে রাজপাট পরিবর্তন করেন, রাজা রুদ্রসিংহই প্রথমে ব্রাহ্মণ্যধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাহার নির্মিত প্রাসাদ ও জয়সাগরতীরস্থ দেবমন্দির অস্ত্রাণি ভগ্নাৱস্থায় ও অজল্যবৃত্ত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র শিবসাগরদীক্ষিতা খনন করান। উহার জনখাত প্রায় ৩৭৩ বিঘা। ঐ স্থিতিস্থ দীর্ঘিকার চতুঃপার্শ্বে শিবসাগর নগর প্রতিষ্ঠিত। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রঙ্গপুরে আহোম রাজগণের রাজধানী ও রাজপ্রাসাদ বিস্তৃত ছিল। এই সময়েই রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা হয় এবং আহোম-শক্ত খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়ে। রাজা গৌরীনাথ ঐ সময়ে বিদ্রোহী প্রজাবৃন্দ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া দশাই তীরস্থ জোড়হাট নামক স্থানে পলায়ন করেন। শক্ত পক্ষেরা এখানেও তাহার অনুসরণ করিলে তিনি সৌধাটী আত্মরক্ষা পলাতক বাধ্য হন। অতঃপর ইংরাজ সেনার সাহায্যে তিনি জোড়হাটে ফিরিয়া আইসেন। এখানে ১১২৩ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়।

রাজধানীর ধ্বংস কীর্তি ব্যতীত আহোম রাজবংশের আরও কতকগুলি অক্ষয় কীর্তি আছে। নদীর বড়া হইতে বেশকক্ষার জন্ত আটল বা বাধগুলি তাহার নিদর্শন। ঐ বাধের উপর দিয়া লোকে বাতাস করিত। আহোম-রাজগণ লঙ্ঘ্যতঃ ঐ সকল আলি বিনা ব্যয়ে ও বলপূর্বক প্রজাবর্গকে বাধ্য করিয়া নির্মাণ করিয়া থাকিবেন। কারণ তাহাদের রাজ্য খাদন প্রণালীও স্বতন্ত্র ছিল। তাহারা আপনাদের অধিকৃত প্রদেশকে খণ্ড খণ্ড বিভাগ করিয়া এক এক জন কর্তৃকর্তার অধীনে শাসিত করিতেন। ঐ কর্তৃকর্তা কোন প্রকার নিষ্কট হইতে কোন রূপ রাজস্ব আদায় করিতে পারিতেন না।

তাহারা প্রজাবর্গের প্রত্যেকের নিকট দুইতে রাজকীর বা রাজ্যের মঙ্গলজনক কোন না কোন কার্যের কতকাংশ নিষাহ করিয়া লইতেন। তৎকর্ত রাজসরকার হইতে তাহাদের প্রতি কোনরূপ পারিশ্রমিক দিবার ব্যবস্থা ছিল না। যে না করিত, তাহাকে বলপূর্বক বাধ্য করা হইত। এই কারণে রাজকাৰ্য্যে তাহাদের বিশেষ আস্থা ছিল না। কাজেই আহোম-বংশের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল বাধের অবনতি সাধিত হয়। নদী-বড়ার পুনঃপুনঃ আঘাতে উহা ভাঙে স্থানে তর হইয়া শক্ত ক্ষেত্রাদির বিশেষ ক্ষতি করিতেছে।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মসেনাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া ইংরাজসেনা শিবসাগর দখল করে। পুনরায় ব্রহ্মসৈন্তের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্ত ইংরাজ গবর্নেন্ট প্রথমেই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা সীমান্তবর্তী সদিয়া নগরে একটা সেনানিবেশ স্থাপন করিলেন। তৎকালে নওগাঁর বসিয়া ইংরাজ গবর্নেন্টের কর্মচারিগণ রাজকাৰ্য্য নিৰ্বাহ করিতেছিলেন। অতঃপর বর্তমান শিবসাগর জেলা ও লখিমপুরের দক্ষিণ ভাগের কতকাংশের বার্ষিক ৫০০০ হাজার টাকা রাজস্ব ধাৰ্য্য করিয়া ইংরাজ গবর্নেন্ট রাজা পুরন্দর সিংহ নামা জনৈক দেশীয় রাজার হস্তে তৎপ্রদেশের বন্দোবস্ত করিয়া ফেলেন। রাজা ইংরাজের সহায়তা লাভ করিয়া বিশেষ অত্যাচারপরায়ণ হইলেন। নির্দয় ব্রহ্মবাসীর অত্যাচার উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে দেখিয়া ইংরাজ গবর্নেন্ট ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে পুরন্দর সিংহের হস্ত হইতে ঐ প্রদেশ কাড়িয়া লইয়া স্বতন্ত্রভাবে এক জন ইংরাজশাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তদবধি এখানে আর কোনরূপ গোলাযোগ উপস্থিত হয় নাই। নদীর পুনঃ পুনঃ বড়া-নিষক্কন প্রজাসাধারণ শতাব্দী নাশেরতু বিশেষ অতিশয় ও কাতর হইয়া পড়িতেছিল। এখানে চা-বাগান স্থাপনের পর হইতে তাহাদের অবস্থা অনেকাংশ উন্নত হইয়াছে।

শিবসাগর নগর ব্যতীত জোড়হাট, গোলাঘাট ও নাজিরা নগর বর্তমান সময়ে পণ্যপ্রবো পূর্ণ হইয়া এক একটা বাণিজ্যক্ষেত্র

রূপে পরিগণিত হইরাছে। প্রাচীন রাজধানী গড়গাঁও ও রতনপুর এখন সমৃদ্ধিশীল গণ্যগ্রাম মাত্র। এতদ্বির এই জেলার ১৯৮৩টা গ্রাম আছে। স্থানীয় অধিবাসীদিগের মধ্যে আহোম, কোচ, চুটিয়া, ব্রাহ্ম, চীন, ডোম, রাজপুত, কলিতা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত উন্নত। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে কেওট, কতানী, মুণ্ডা বা মুরা, কুম্বী, বোড়িয়া, নাট, গণক, হাড়ি, কুজার, বাউরী, কাহার, খাটবাল, নাপিত, গোরাল প্রভৃতি দেখা যায়। আদিম অসভ্য জাতির মধ্যে মির, মিকির নাগা, শান, লালুক, মেহ, গারো, মণিপুরী, কোল, ওরাওন ও সাঁওতাল প্রধান। শেখোক্ত জাতিত্রয় চা-বাগানের কুলী হইয়া ছোট-নাগপুর জেলা হইতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছে। ঐ সকল জাতির অধিকাংশই কৃষিজীবী, কেহ কেহ কুলীরূপে কাৰ্য্য করিয়া পারিশ্রমিক গ্রহণ করে।

কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র বয়নের কারবার এখানকার প্রধান। এখানে আলাকুড়ী গাছে যে শুটী জন্মে, তাহার রেশমে প্রস্তুত বস্ত্র মেজাকুড়ী নামে কথিত। উহাই এখানকার সর্বোৎকৃষ্ট রেশমী কাপড়। তুঁত গাছে যে চান দেশীয় শুটীর চাস হয় তাহা হইতে পাট নামক রেশম প্রস্তুত হইয়া থাকে। সূম গাছের শুটী হইতে মৃগা এবং রেড়ী (ভেরেণ্ডা) গাছের শুটীতে এড়িয়া বা এণ্ডি রেশম উৎপন্ন হয়। ঐ সকল রেশম-বস্ত্র ভারতের সর্বত্র ও বিদেশেও আদরের সহিত গৃহীত হয়। ইহা ভিন্ন এখানে পিতল ও কাংসনির্মিত নানা গৃহোপকরণ ও পাত্রাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে। মায়বাড়ী বণিক-সমিতি ঐ সকল শিল্পীদিগকে দান দিয়া কাৰ্য্য করাইয়া ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয়ার্থ দূরদেশে লইয়া যায়। শীতকালে নাগার, তুলা ও বনজাত ফলমূল লইয়া তথিনিম্নে এখান হইতে লবণাদি ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। চা, রেশম, সরিষা, তুলা, ও বনজাত নানা দ্রব্য বহু পরিমাণে এখান হইতে দূরদেশে রপ্তানী হয় এবং লবণ, তৈল, অহিফেন, কার্পাস বস্ত্র ও লৌহনির্মিত নানারূপ বৈদেশিক দ্রব্য এখানে রেল ও ষ্ট্রামার যোগে আনীত হইয়া থাকে।

এখানকার জলবায়ু নিত্যকাল মন্দ নহে। কাতিক-হইতে চৈত্রের শেষ পর্য্যন্ত এখানে শীত, তৎপরে অবশিষ্ট নয় মাস গ্রীষ্ম ও বর্ষা। এই কারণে এখানে সাধারণতঃ দুইটা মাত্র ঋতুই দেখা যায়। সন্ধ্যারাম ও আব্দারাম জর, উদরাম ও রক্তামাশার, বাত, গৌদ, গলগণ্ড, ফুঁই ও খোসপাচড়া প্রভৃতি দুরোগ এবং ফুসফুস বা হৃৎযন্ত্রের নানারোগ এখানকার অধিবাসীদিগকে ক্রিষ্ট কবিতা থাকে। বৎসরে একবার বিশুচিকা দেখা দেয় এবং ৭৫ বৎসর অন্তর বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হয়।

২ উক্ত জেলার একটা উপবিভাগ। শিবসাগর ও বড়তলা ধান লইয়া ইহা গঠিত। গ্রাম সংখ্যা ৬৪টা।

৩ শিবসাগর জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। ব্রহ্মপুত্র-নদের দক্ষিণকূল হইতে ৯ মাইল দূরে দিখু নদীর তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ৫৯' ১০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৪° ৩৮' ১০" পূঃ। আহোম রাজবংশ হিন্দুধর্মে বীজিত হইবার পর 'শিবসাগর' তটে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। এখনও ঐ শিবসাগর ও তাহার চতুর্দিকস্থ প্রাচীন মন্দিরাদি বিদ্যমান আছে। প্রবাদ, অহুমান ১৭২২ খৃষ্টাব্দে আহোমরাজ রাজা শিবসিংহ বহু অর্থব্যয়ে এই দীর্ঘিকা খনন করান। প্রাচীন নগরভাগ ধ্বংস অবস্থায় পতিত। ইংরাজ গবর্নেন্টের বহু বর্ধমান নগরায়ণ ও বাজার প্রভৃতি শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে।

শিবসায়ুজ্য (কী) শিবসায়ুজ্য। মোক্ষবিশেষ। শিবের সহিত যোগ।

*উপবাসপ্রভাবেন বলাদপি চ আগরাৎ।

শিবরাত্র্যেত্তথা তত্ত লিঙ্গল্যাশি প্রপূজয়া।

অক্ষয়ান্ লভতে লোকান্ শিবসায়ুজ্যাম্পূর্য্যৎ ॥ (তিথিতত্ত্ব)

শিবসিংহ, ১ মিথিলায় বনামধ্যাত নৃপতি। দেবসিংহের পুত্র, বিভাপতির প্রতিপালক। [মিথিলা দেখ]

২ আসামের ইন্দ্রবংশীয় একজন রাজা।

শিবসিংহ মল্ল, নেপালের একজন রাজা।

শিবসুন্দরী (কী) শিবসুন্দরী। দুর্গা। (তত্ত্ব)

শিবসূত্র (কী) ১ শিবকর্তৃক কথিত সূত্র। দর্শন ও ব্যাকরণ।

শিবসুন্দর (পুং) রাজভেদ। (ভাগবত ১১।১।২৫)

শিবস্তুতি (কী) শিবস্তুতিঃ। শিবের স্তুত, মহাদেবের স্তুত।

শিবস্বাতি (পুং) রাজভেদ। (ভাগবত ১১।১।২৪)

শিবস্বামী, এই নামে বহুসংখ্যক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায় —

১ কান্দীরপতি অবন্তিবর্ম্মার সভাস্থ একজন প্রাচীন কবি।

২ একজন প্রাচীন বৈদ্যাকরণ, কীরবামী ও মাধব ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

৩ শিবাচার্য্য নামেও প্রসিদ্ধ, ইনি দুখলীধন নামক এক নৃপতির আশ্রয়ে বিজ্ঞানতত্ত্ববোদ্ধ্যোতসংগ্রহ রচনা করেন।

শিবা (কী) শিব-টীপ্। ১ দুর্গা। ২ মুক্তি।

*শিবা মুক্তিঃ সমাধ্যাতো যোগিনাং মোক্ষগামিনী।

শিবায়ং যোগেন্দেবীং শিবা গোকে তত্তঃ শ্রুতা ॥ (দেবীপু° ৪৫অং)

ত্রয়োবৈবর্ত্তে শিবা শব্দের নামনিকৃতি এইরূপ আছে—

*শচ কল্যাণবচন ইরেবোৎকৃষ্টবাচকঃ।

সমুৎপাদকশ্চৈব বাক্যো দাতৃবাচকঃ ॥

শ্রেয়ঃ সত্যোৎকৃষ্টবাক্যী শিবা তেন প্রকীৰ্ত্তিতা।

শিবরাশি সৃষ্টিমতী শিবা তেন প্রকীৰ্ত্তিতা ॥

শিবোহি মোকবচনস্কাহারো দাতৃবাচকঃ।

বয়ঃ নির্ভাণবাগ্নী বা শা শিবা পরিকীৰ্তিতা ॥

(ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডঃ ২৭ অঃ)

শশক কল্যাণবাচী, ইশক উৎকৃষ্ট ও সমুৎসাহক, বা শব্দের অর্থ
হাতা, যিনি উৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃসমুৎসাহক প্রদান করেন, তাহাকে শিবা কহে।

১ শমীবৃক্ষ। ৩ হরীতকী। ৪ শৃগাল। ৫ আমলকী।
(মেদিনী) ৭ বুভুক্ষুশিবেশ। ইনি দ্বাত্রিংশ জিনের মাতা।
(ত্রিকাঃ) ৮ হরিত্রা। ৯ দুর্কা। নীলদুর্কা। ১০ গোয়োরচনা।
১১ বহুশূঙ্গী, চলিত মেতি। ১২ ভ্রামা, ভ্রামালতা। ১৩ ভূম্যা-
মলকী, চলিত ভূঁই আমলা। ১৪ আত্মাতকবৃক্ষ, আমড়াগাছ।

শিবাকু (পুং) গোত্রপ্রযুক্তক ধর্মিভেদঃ। (পা ৪:১১২৬)

শিবাকু (স্ত্রী) শিবল্যা অক্ষি কারকক্ষেনাত্মসোতি অচ্।
• কদ্রাক। (রাজনিঃ)

শিবাখ্যা (স্ত্রী) শিবা ইতি আখ্যা মন্যঃ। ১ বরীদুর্কা। (রাজনিঃ)
শিবানন্দার্থঃ।

শিবাগম (পুং) তন্ত্রশাস্ত্র, শিবপ্রাকৃত তন্ত্র।

শিবাস্ত্র (স্ত্রী) উদ্ভাদরোগে দ্ব্যতোষধিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—
দ্রুত ৪ সের, কাথের জন্ম পুং-শৃগালের মাংস ৬০ সের, জল ৩২
সের, শেষ ৮ সের, ছাগছত্র ৮ সের, ককের জন্ম বটিমধু, মজিষ্ঠা,
কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বহেড়া, হরীতকী, আমলা, বৃহতী,
তগরপাছকা, বিড়ল, দাড়িমবীজ, দেবদারু, দন্তীমূল, রেণুক,
ভালীশপত্র, নাগেশ্বর, ভ্রামালতা, রাখাল শখার মূল, সালপাণি,
প্রিয়দ্রু, মালতীফুল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, পদ্ম, নীলপদ্ম,
হরিত্রা, দারুহরিত্রা, অনন্তমূল, মেদ, এলাইচ, এলবালুক,
ও জন্মুলে এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা। দ্রুতপাকের
বিধানানুসারে এই দ্রুত পাক করিবে। এই দ্রুত সেবন করিলে
উদ্ভাদ, বাত, অগ্নিহার, মেহ ও মূত্রমেহ প্রভৃতি আরোগ্য হয়।
উদ্ভাদরোগে ইহা উৎকৃষ্ট দ্রুত। (উদ্ভাদরোগাধিঃ)

শিবাকু (পুং) অগ্নিতিবৃক্ষ, ছোটবাসক। (রাজনিঃ)

শিবাজী (স্ত্রী) বংশপত্নী।

শিবাজি, (শিবাজী) তোনস্লেবংশীয় সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্র মলপতি
ও দ্ব্যক্ষিপাতো স্বাধীন মহারাষ্ট্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি কল-
ভানের নারিক নিখলকর শাহজি তোনসলের পুত্র। বে বংশে
শিবাজি জন্মগ্রহণ করেন, তাহা উদয়পুরের সুপ্রসিদ্ধ রাণাবংশের
সম্বন্ধে। রাজোপাখ্যানে এই তোনস্লে বংশের এইরূপ
উৎপত্তি কাহিনী বৃত্ত হয়,—রাজপুতনার অন্তর্গত উদয়পুররাজ্যের
বীরশ্রেষ্ঠ রাণা ভীমসিংহের ভাগসিংহ নামে এক পুত্র ছিল। ভাগ-
সিংহের মাতা নীচবংশীয়া ছিলেন; এই কারণে রাণাবংশের
সকলেই তাঁহাকে ভারত বলিয়া উপেক্ষা করিতেন।

জাতি, ভ্রাতা ও শিশোদীর রাজপুতকুল কর্তৃক এতদূর দূষিত
ভাবে নিগ্রহীত হইয়া ভাগসিংহ মাতৃভূমি ও পিতৃগৃহ পরিত্যাগ
পূর্বক বাৎসব রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তথাকার
ভূম্যধিকারী রাজা আলী মোহনের অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন।
পরে যোপাঙ্কিত বিত্ত লইয়া তিনি দক্ষিণভারতে গুণারাজধানীর
সন্নিকটে কিছু ভূমি ক্রয় করিয়া বয়ঃ ভূম্যধিকারীরূপে বাস
করিতে থাকেন।

প্রবাসের প্রকাশ, শিবাজির আদিপুরুষ শিবরায় একজন
প্রকৃত বোদ্ধা ছিলেন, চিত্তোত্তরদুর্গে তাঁহার জন্ম হয়। শিশো-
দীর রাজপুত কুলের প্রতিভা অচিরে তাঁহাতে প্রতিফলিত হই-
রাছিল। তাঁহার পুত্রত্বের মধ্যে দুইজন পাঠানবিগের বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করিয়া নিহত হন এবং কনিষ্ঠ ভীমসিংহ ঐ সময়ে কৌশলে
সমরক্ষেত্রে হঠাৎ পলায়ন করিয়া তোনস্লে দুর্গে আশ্রয় লাভ
করেন। এই পুত্রে তাঁহার বংশধরগণ ‘তোনস্লে’ নামে
আখ্যাত হন।

ভীমসিংহের পুত্র বিজয়ভায় অবিভবশালী ছিলেন। তিনি
স্বজাতিগম্যে বোদ্ধা বলিয়া পরিচিত হন। বিজয়ভায়ের পুত্র
খেলকর্ণের জীবিতকালে মুসলমানগণ উপর্যুপরি চিত্তোর দুর্গ
আক্রমণ করিয়া রাজপুতশক্তি ধ্বংস করেন। খেলকর্ণ দুর্ভিক্ষ
মুসলমানগণের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অসমর্থ হইয়া স্বল-
বলে দেবগিরির নিকটবর্তী বেলুল গ্রামে আসিয়া বাস করিতে
থাকেন। তাঁহার পুত্র জয়কর্ণ, জয়কর্ণাস্বয় মহাকর্ণ। মহাকর্ণের
পুত্র রাজা শিব ভীমাজলে নিমজ্জিত হইয়া দেহত্যাগ করেন।
তৎপুত্র বাবাজী বা শম্বাজি ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।
এই সময়ে ইহাদের পৈতৃক ভূসম্পত্তি কএকখানি গ্রামে
সীমাবদ্ধ ছিল।

শম্বাজির মরোজি (মালোজি) ও বিঠোজি নামে দুই পুত্র
হয়। তাঁহারা উভয়েই বুদ্ধিমান, উদ্যোগী, কর্মঠ, ও উন্নতচেতা
ছিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের সৌভ্রাতৃত্যবৎ একদূর গাঢ়তর
ছিল যে, একে অন্নের পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্যই করিতেন
না। এই অদৃষ্টাবেবী যুবকদ্বয় আপনাদের অবস্থা পরিবর্তনের
চেষ্টায় সিন্ধেড় (সিন্ধেখড়) নিবাসী লাখোজী নামক জনৈক
মহারাষ্ট্র সর্দারের নিকট কর্ম গ্রহণ করেন। উক্ত বাঘব রায়
বাহাদুর নিজামশাহের একজন বিশ্বস্ত ও প্রধান কর্মচারী এবং
বারহাজারী মনসদার ছিলেন। লাখোজির অগ্রপ্রবেশে মালোজি
গৃহকর্মচারিপদে এবং বিঠোজি অম্বারোহী সেনাবলে নিযুক্ত হন।

এইখানে অবস্থান কালে মালোজির দুই পুত্র হয়। শাহ
শরিফ নামক একজন কবিরের কল্যাণে পুত্রদ্বয় লাভ করেন
বলিয়া মালোজি পুত্রদ্বয়ের নাম শাহজি ও শরিকজি রাখেন।

মারবারও পূর্বে হইতেই প্রভুত ও কর্তৃত্বনিষ্ঠ মালোজির প্রতি-
শ্রীত ছিলেন। ১৬১৯ খৃষ্টাব্দের দোল-পূর্ণিমার সময় একদিন
মালোজি স্বীয় জ্যেষ্ঠতম শাহজিকে লইয়া লাখেজির সাক্ষাতে
উপস্থিত হন। এই সময়ে শাহজির কমনীয় মূর্তি সন্দর্শনে শ্রীত
হইয়া লাখেজী তাঁহার সহিত স্বীয় তনয়ার বিবাহ দিতে প্রতি-
জ্ঞত হন, পরে স্বীয় পত্নীর পরামর্শানুসারে কিছু দিনের জন্য
এই বিবাহ স্থগিত রাখেন, কিন্তু অবশেষে মবারের মধ্যস্থতায়
স্বীয় তনয়া জিজিবাইর সহিত শাহজীর বিবাহ কার্য
সম্পন্ন করেন।

এই সময়ে মালোজী স্বীয় অধ্যবসারে একসহস্র সৈন্যরূপে
সমর্থ হইরাছিলেন। মবার তাঁহার বীরত্ব দেখিয়া তাঁহাকে
পাঁচহাজারী মনসবদার ও প্রথমে রাজা উপাধি দেন। এই
সময়ে তিনি পুণা ও সুপ পরগণার জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন।
শিবনের ও চাকনধর এবং তদধীনস্থ প্রদেশের রাজস্ব-সংগ্রহের
ভারও তাঁহার উপর অর্পিত হয়। ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে মালোজির মৃত্যু
ঘটে। [মালোজি দেখ।]

পিতার মৃত্যুর পর শাহজির বীরত্বপ্রতিভা উত্তরোত্তর
বর্ধিত হইতে থাকে। এই সময়ে নিজামশাহী বংশের দশম
সুপতি বাহাদুর শাহের মৃত্যু হওয়ার রাজ্য মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত
হয়। শাহজি পূর্বে প্রভুর বিশদ্বার্তা ও মোগল কর্তৃপক্ষ-
গণের দুর্ব্যবহার প্রবণ করিয়া অবিলম্বে আকস্মিকভাবে উপনীত
এবং বেগমসাহেব কর্তৃক মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হন। ইহাতে
তাঁহার স্বত্তর লাখেজীর জীবনানল প্রজলিত হইয়া উঠে। ক্রমে
তাহা হইতেই উত্তরণক্ষে বৃদ্ধ বাধে। শাহজি যুগে যুগে বলবত
আবির্ভাব বিবেচনা করিয়া বিজাপুর-রাজ্যে কল্পপ্রার্থী হইলেন।
নবাব ইব্রাহিম আদিল শাহ তাঁহাকে সাবরে আহ্বান করিলেন।

শাহজি যে সময়ে বিজাপুরে উপনীত, সেই সময়ে বিজাপুর
রাজ্যের সহিত কর্ণাটকপ্রান্তে যুদ্ধ চলিতেছিল। রাজমন্ত্রী
মুরারি অগসেব শাহজিকে তৎক্ষণেই দ্বিতীয় সেনাপতি ও দশ-
হাজারী মনসবদার পদে বরণ করিয়া কর্ণাটক প্রদেশে প্রেরণ
করেন। যুদ্ধে তাঁহার জয়লাভ হয় এবং তিনি বিজাপুর দরবার
হইতে বিজয়লক্ষ্য প্রদানের কিয়দংশ জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

শাহজি যখন বিজাপুরে আগমন করেন, তখন তাঁহার স্বত্তর
মারবারও তাঁহার পশ্চাদ্ভ্রমণ করিয়া স্বীয় গভিনী কন্ডাকে
শিবনের চূর্ণে বন্দী করিয়া রাখেন। বন্দিনী যাতা ১৬২৭ খৃষ্টাব্দের
বৈশাখা শুক্ল-দ্বিতীয়ার বৃহস্পতিবারে মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজিকে
প্রসব করেন। দুর্গাধিপাত্রী শিবাই দেবীর নামানুসারে জাত
শালকের শিবাজি নাম রাখা হয়। এদিকে শাহজী স্বীয় স্বত্তরের
মিকট মারবার পত্নী প্রত্যাগমনের প্রার্থনা জানাইয়া স্বার্থানুরোধ

হইলে তিনি বেতোজির মাঝা তুকাবাইকে দ্বিতীয়বারে বিবাহ
করেন।

অন্তঃপর নিজামশাহী রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইলে শাহজি
বিজাপুর-দরবারের মধ্যস্থতায় পুনরায় স্বীয় জায়গীর ও ত্রীপুত্র-
প্রাপ্তির আবেদন পাঠাইলেন। এবার কর্তৃপক্ষীরা আর কোনরূপ
আপত্তি উত্থাপন না করিয়া তাঁহাকে জায়গীর আদি প্রদান
করেন। [শাহজি দেখ।]

পিতার মৃত্যুর শিবাজির শিক্ষতার মালোজি কোওসেব নাম
জনৈক উপযুক্ত ব্রাহ্মণের হস্তে অর্পিত হয়। তাঁহার চেষ্টায়
শিবাজি বাল্যকালেই অস্বাভাবিক অস্বাভাবিক, হিরলক্ষ্মিনুগ
অস্ত্রপরিচালক এবং যুদ্ধবিজ্ঞার পারদর্শী হইয়া উঠেন। তাঁহারই
উপদেশবলে শিবাজি শৈশবকালেই ভারতের শোভনীয় পরিণাম
চিত্রা করিতে অভ্যস্ত হন এবং তাহাই তাঁহার হৃদয়ে ভারতে
হিন্দুসাম্রাজ্যস্থাপনের আশা উদ্দীপিত করে। বাল্যকাল
হইতেই তাঁহার হৃদয়ে মুসলমান-বিষেব প্রবল হয়। দশমবর্ষীয়
বালক শিবাজি বিজাপুর-রাজদরবারে উপনীত হইয়াও সে
বিষেব দেখাইতে বিরত হন নাই। তাঁহাকে নিকটে রাখা
বিপজ্জনক জানিয়া শাহজী স্বীয় পুত্রকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ
করিয়া পুণার প্রেরণ করেন।

যে সময়ে শিবাজি জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময়ে দক্ষিণ
ভারত ক্ষীণপ্রভ নিজামশাহী, কুতবশাহী ও আদিলশাহী বংশের
অকর্মণ্যতার বিশৃঙ্খলাপূর্ণ রাজকর্তৃপক্ষীরা বাসনাশক্ত, অধ-
পিপাত্ত ও প্রজ্ঞাশোষক, ঐক্যযোগ্যত্ব মোগলো রাজ্যবিজ্ঞার-
পরায়ণ, অর্থলালসাপূর্ণ ও প্রজার সর্বস্বহারক; সুতরাং হিন্দু-
মাঝেই মুসলমান হস্তে নিপীড়িত, নৈতিক বলবিহীন ও হীনবল।
স্বদেশগত প্রাণ দরিদ্র ব্রাহ্মণ কোওসেব এই সময়ে শিবাজির
হৃদয়ে দেশের এই অবস্থা অঙ্কিত করিয়া দেন। পুণা-প্রত্যা-
গমনের পর স্বচক্ষে বিজাপুররাজের সমৃদ্ধি ও ধীরব গরিম-
বাক্য অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রজাতন্ত্র ও স্বদেশের
পরিণামাচিন্তা জাগিয়া উঠে। তখন শিবাজি জাত্যাভিমান ও
ধনাভিমান বিসর্জন দিয়া স্বদেশ-প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়েন।
বালক শিবাজির প্রেমসমুদ্রে আবদ্ধ হইয়া সকল প্রেয়ীর
লোক তাঁহার সাহিত শ্রীতভাবে সম্মিলিত হয়, এমন কি, তাহার
তাঁহার হৃদয়তমাত্রে তৎকাব্যসাধনে পরাশ্রয় হইত না।

ক্রমে যুদ্ধবিদ্যায় মাবলজাতি তাঁহাকে শ্রীতিচক্ষে দেখিয়া
আপনাপন বিষেব ভুলিয়া সকলে একপ্রাণে তাঁহাকে নেতৃত্বদে
বরণ করেন। ইহাতে তাঁহার বল উত্তরোত্তর বর্ধিত হইল।

১৬১৬ খৃষ্টাব্দে শিবাজি ১২শ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। এই
সময়ে বিজাপুররাজ কর্ণাটক্ষে লিপ্ত। সুযোগ বুঝিয়া শিবাজি

দুর্গ-কর্মচারীদিগকে কবীভূত কারিয়া রাজ্যিকালে-তোরণদুর্গ আক্রমণ করিলেন, বিনারক্তপাশে এই স্থলে ভাবী মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইল। এই সময় উহার দ্বালাতন স্বভাব বোঝা যায়, তানাজি মালুসের, রাজী কলকর প্রভৃতি বীরগণ আত্মবল বিবর্ত্ত ভাবে উহার জীবনযজ্ঞের প্রধান অধ্বজ্য হইয়াছিলেন।

তোরণদুর্গ অধিকারে আনিয়া শিবাজি উহার জীর্ণ সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। দুর্গটি প্রাকারাদি দ্বারা সুদৃঢ় করিবার সময় তিনি উহার একস্থান খনন করেন। ঐ গর্ত হইতে তিনি প্রভূত পরিমাণে স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হন। ঐ স্বর্ণ লইয়া তিনি সুরাধার পর্ষদেওপরি একটা দুর্গ বিনির্মাণ করিয়া তাহা নানা-জাতীয় যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যে পূর্ণ করেন। ঐ দুর্গের নাম দ্বারগড় রাখা হয়। এই দুর্গই শিবাজি রাজ্যান্তিমকাল পর্যন্ত অবস্থান করিতেন। পুত্রের এই অসমসাহসিক কাণ্ডে বিচলিত ও ভীত হইয়া শাহজী তাঁহাকে একরূপ দৃষ্টি হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দেন।

শিবাজি পিতার উপদেশ মত কিছুদিন এইভাবে থাকিয়া পৈতৃক বিষয়ের উন্নতির চেষ্টা পান। দাদোজি কোণ্‌দেব তাঁহার এই নিষ্ঠাকতা লক্ষ্য করিয়া মনে মনে বিশেষ আশ্বাসিত হন। তিনি আবার সোণদেব, রঘুনাথ বল্লাল, শ্রামরাজ পন্ত, বড় পিল্‌লে, মোরোপন্ত পিল্‌লে ও তাহার পিতা, অমাজি পন্ত, নারোপন্ত ইত্যাদি প্রভৃতি কএকজন শিক্ষিত ব্রাহ্মণকে তাঁহার অধস্তমানে রাজ্যের কর্ণধার হইয়া রাজকাণ্ডে ও রণক্ষেত্রে শিবাজির সহায়তা করিতে পারিবেন, একরূপ ভাবে শিক্ষিত করিয়া দান। এইরূপ কার্যকরদিগকে নানা উপদেশ দিয়া দাদোজি মহারাষ্ট্রসাম্রাজ্য ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। ১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে দাদোজি ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

দাদোজির মৃত্যুর পর হইতে শিবাজীর উপর পৈতৃক সম্পত্তির শাসনভার পাতত হয় এবং এই সময় হইতে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাণ্ড করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। পরাধীন দেশে থাকিয়া কিরূপ কাণ্ড করলে পরিণামে সফলতা লাভ করতে পারে, শিবাজী তাহার চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময় শিবাজি সাক্ষত ধন পাঠাইয়া দিবার নিমিত্ত শাহজীর নিকট হইতে একখানি পত্র পান। কিন্তু এই সাক্ষত স্বর্ণ ইচ্ছাভূত করা কর্তব্য নহে মনে করিয়া শুকদেবের মৃত্যুকথা, দারিদ্র্য দেশের রাজস্ব ও শাসন ব্যবহার ব্যাধিকার ইত্যাদি কারণ উল্লেখ কর্তমান সময় অর্থপ্রেরণ সম্ভাবিত নহে বলিয়া পিতাকে পত্র লিখেন।

তাহার পর দেশমধ্যে দেশহিঁটষণা প্রচার করিবার জন্য

বরুণরিক্ত হইলেন। তিনি জানিতেন যে বিলাসপ্রায় ধন-বানেরা তাঁহার সাহায্যার্থ আগ্রহ হইবে না, সুতরাং ইহাঙ্গের নিকট হইতে সাহায্যপ্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করিয়া তিনি নিয়মিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে স্বাধীনতার সাহায্য প্রচার করিয়া তাঁহাদিগকে আপনায় অভীষ্ট পথে আকর্ষণ করিয়া আনিলেন। শিবাজীর বেশহিঁটের ঐকান্তিক ইচ্ছা, শত্রুদলনে অসামান্য অধ্যবসায় ও অপূর্ণ বারদসম্পূর্ণ বক্রতা তানয় চাকনদুর্গের হাবিলদার কেদজজী নরসালার দ্বারা ঘোষণাভিমান ও স্বাধীনচরণ-প্রভৃতি অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠে। শিবাজী কেদজজীকে সহায়রূপে প্রাপ্ত হইয়া বারবার নাই আনন্দিত হন ও ঐ চাকন দুর্গ যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যসম্পদের পরিপূর্ণ করিয়া তাঁহারই হস্তে তাহার শাসনভার অর্পণ করেন।

চাকন দুর্গ অধিকার করিয়া শিবাজী সুপ্র প্রদেশের প্রধান কর্মচারী বিমাতার ভাই শম্ভাজী মহিঁটেকে বগক্ষে আনয়নের নানা প্রকার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে সফল হইতে না পারিয়া, এক কাস্তনমাসের দোলধারার প্রাকালে পার্শ্ব প্রদেশের ভাণ করিয়া মহিঁটের নিকট উপস্থিত হন এবং কৌশল ক্রমে তাঁহাকে বন্দী করিয়া তাঁহার কথাশূসারে কাণ্ড করিবার জন্য অনেক অশ্রুদ্রব ও অনুরোধ করেন। কিন্তু গার্বিত মহিঁটে ভাগিনেয়ের অধীনে কাণ্ডকরা অপমানজনক বিবেচনা করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতে অস্বীকৃত হন। শিবাজী মাতুলকে যথাবিহিত সম্মানপুরস্কার পিতার নিকট প্রেরণ করেন এবং সুপ্র প্রদেশ আপন অধীনে আনয়ন করেন। মহিঁটের অবস্থা দেখিয়া বারামতী, হনুপুর প্রভৃতি প্রদেশের কর্মচারীগণ বিনা আপত্তিতে শিবাজীর নিকট রাজস্ব প্রদান করিতে লাগিলেন।

শিবাজী এইরূপ আপন অধীনে কর্মচারীনিয়োগ আরম্ভ করলেন। মণকোজি দহাতোঙকে সেনাপতি ও শ্রামরাজ নীল-কণ্ঠকে পেশোবা পদে নিয়োগ করলেন। আর দুর্গাদি জয়-কালে বাহারা বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া ছিলেন, তাঁহাদিগকে তানয় সরসর উপাধিতে ভূষিত করিলেন।

শিবাজীর গুণমুখ বীর তানাজি একদিন তাহার নিকট আগমন করিয়া আত্মসমর্পণ করেন। শিবাজী তাঁহার প্রত্যবে অভাব দুর্গম কোণ্‌দাদুর্গ আক্রমণে প্রোৎসাহিত হন। তানাজী চেষ্টার এই দুর্গ অধিকৃত হইলে তিনি তাহাকে কোণ্‌দাদু শাসনকর্তৃপদে নিরীক্ষাচিত করিবেন বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। সাংসা তানাজি গোপনে কোণ্‌দাদু দুর্গের ব্যবহার সংবাদ অবগত হইয়া একদিন রাজ্যে প্রবল পরাজিত হাবল-লৈজ লইয়া অকস্মাৎ উক্ত দুর্গ আক্রমণ করেন। সুপ্র মূলগ-

মানস পুরুষকে আক্রান্ত হইরা ও অগ্রেই অজ্ঞাপার আক্রান্ত হইতে দেখিয়া অচিরে পরাজয় স্বীকার করে। শিবাজী তানাজির অসাধারণ বুদ্ধিচক্র ও বীরত্ব দেখিয়া কোণা দুঃগের আটান নাম পরিবর্তন করিয়া তানাজির পরাক্রমপ্রতিপাদক সিংহগড় নামে উহাকে আখ্যাত করিলেন এবং আপনায় প্রোত্তীর্ণিত মত তানাজিকে ঐ স্থানের শাসনকর্তৃপদে নিয়োজিত করিলেন। দুঃ সকল নানাপ্রকারে সুরক্ষিত করিয়া শিবাজী অতঃপর মাতার নিকট পুণ্য আগমন করেন। এই স্থানে উপস্থিত হইরা শিবাজী গুনিতে পান যে পুরুষের হুগাঁথাক নীলকণ্ঠাও বৃদ্ধাযুগে পতিত হইয়াছেন। হুগাঁথাকার বিবাদ লইয়া এই সময় নীলকণ্ঠ রাওয়ের দুই পুত্র শিবাজীর নিকট উপস্থিত হন ও তাঁহাকে বিবাবভঞ্নের জন্য মধ্যস্থ করেন। শিবাজী তাঁহাদের বিবাব ভঞ্জন করিয়া তাঁহাদিগকে জায়গীর ও উচ্চপদ দান করিয়া স্বয়ং দুর্গ গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য এই প্রকারে তিনি উক্ত দুর্গে হতক্ষেপ না করিলে নিশ্চয়ই অন্য কোনও প্রবল ব্যক্তি উহা অধিকার করিয়া লইত। এই পুরস্কৃত দুর্গ হস্তগত করিয়া তাহার শাসনভার তিনি আপন হস্তে গ্রহণ করেন। তাহার পর যোরোপন্ত পিললের হস্তে তাহার শাসনভার অর্পণ করেন।

দাদাজি কোণ্ডেবের মৃত্যুর কয়েকমাসের মধ্যে শিবাজী বিনা রক্তপাতে চাকন ও মিরার মধ্যবর্তী ভূভাগের অধিপতি হন।

বিজাপুরাধিপতি প্রথমাবস্থায় শিবাজীর ক্রিয়াকলাপের অর্থ উপলব্ধি করিতে না পারায় শিবাজির উদ্দেশ্য সিদ্ধির বহু সন্দেহ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য অবশেষে বিজাপুররাজ আপনাদিগের অনবধানতার জন্য অশ্রুতাপ করিয়াছিলেন।

১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে বিজাপুর-সুপতির সহিত শিবাজীকে এক ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয়, এই সময়ে তাহার বয়স ২১ বর্ষ মাত্র ছিল। শিবাজী সহসা সময়সম্ভারসংগ্রহ করিয়া এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহার সময়নৈপুণ্যে আটান সময়-বিজ্ঞাবিশারদগণও বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে তিনি বৈপ্লবিকগণের বহু দুঃ দখল এবং স্বয়ং অনেক দুর্গ বান্ধিয়া করিয়াছিলেন। অনেকগুলি গ্রাম ও নগর এই সময়ে শিবাজীর শাসনাধীন হইয়া পড়ে। নেতাজী পালকর, কিরকোজী নরগালে, তানাজী মালসুরে, যোরোপন্ত পিললে প্রভৃতি মহারাজীর বীরগণ এই সকল ব্যাপারে শিবাজীর সহায় ছিলেন। হুগবেশ, গুণ্ড তাব, অতর্কিত রূপে আক্রমণ প্রভৃতি উপায়ে ইহারা সিদ্ধ ছিলেন। এই সকল উপায়ে কাগেরী, ডিকোনা, লোহগড়, রাজবাড়ী, কুয়ারী, ভোরোপ, বনগড় ও কোলনা প্রভৃতি দুর্গ ইহাদের অধিকৃত হয়।

শিবাজীর ইচ্ছানুযায়ী ও চারিজন পৌরবের একটি উদাহরণ এই স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। কোনও সময়ে আবাজী সোনবেষ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ বোম্বাইর নিকটবর্তী কল্যাণ নগর আক্রমণ করেন। মোলানা আহম্মদ নামক এক ব্যক্তি এই নগরের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি পুত্রবধু সহ বন্দী হন। সোনবেষ শিবাজীর দুই নিমিত্ত বিজয়লক্ষ প্রার্থনা সহ আহম্মদের গতিপী পুত্রবধুকে শিবাজীর নিকট লইয়া বান। শিবাজী বীর কর্ণচারী ও স্নেহগুণ সহ উপাধি ছিলেন। সোনবেষের মনের ভাব অবগত হইয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “বদি আমাদের জননী এই রমণীর জায় স্নেহী হইতেন, তাহা হইলে আমরা স্নেহ হইতাম।” শিবাজী এক কথায় সকলকে মুখাইয়া দিলেন যে পরস্তু দেখিলেই তাঁহাকে মায়ের মত মনে করিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি বহু মূল্য বসনভূষণ দিয়া সেই রমণীকে সুরক্ষিত ভাবে বিজাপুরে তাহার অভিভাবকগণের নিকট প্রেরণ করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি তাহার স্বজন ও কর্ণচারীদিগকে পরস্পরলোভের বিরুদ্ধে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন সেই সকল উপদেশ অতি মূল্যবান।

অতঃপর কল্যাণ ও কোলণ প্রদেশের দুর্গ সকল শিবাজীর অধিকৃত এবং অসমিত গিরিপথে দুর্গাদি নির্মিত হইল। শিবাজী এতদ্ব্যতীত রায়রীর নিকটবর্তী শিলানা এবং বোম্বালার নিকটবর্তী বিখাজী নামক স্থানদ্বয়ে দুইটা দুর্গ নির্মাণ করেন।

শিবাজী যে কৌশলে তাহার বন্দী পিতার উদ্ধারসাধন করেন, তাহাও অন্য বুদ্ধির পরিচায়ক নহে। শিবাজীর বিজয়বর্তী চারি দিকে বিদ্যোষিত হইলে বিজাপুরের শাসনকর্তা সেই সংবাদে অতি বিচলিত হইয়া উঠেন। তিনি শিবাজীর পিতা শাহজীকে ক্রোধপূর্ণ পত্র লিখিয়া এই সকল ব্যাপার হইতে নিরস্ত হওয়ার নিমিত্ত উপদেশ করেন। তাহাতে কোন কলনা হওয়ার শাহজীর কোন বন্ধুকে প্রলুব্ধ করিয়া তাহা দ্বারা তাঁহাকে বন্দী করেন। এই বন্ধুটি একদিন রাজিকালে ভোজনের জন্য শাহজীকে নিমন্ত্রণ করেন, শাহজী উপস্থিত হওয়া মাত্রই বিজাপুর-রাজপুত্রেরা তাঁহাকে বন্দী করিলেন। কারাগারে শাহজীকে আবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বলা হয় যে অচিরে যদি শাহজী বিজাপুরের অধীন স্থানসমূহের অধিকার বিনা আপত্তিতে অর্পণ করেন, তবে তাঁহার প্রাণরক্ষা করা হইবে, নতুবা তাহার প্রাণ-বধ অনিবার্য। শিবাজী এই নিদারুণ সংবাদে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। তবীর পতিপ্রাণা সহধর্মিণী সহিবাই এই সময়ে শিবাজীকে যে সঙ্গী প্রদান করেন, তাহা তাদৃশী মহীরসী মহিলার পক্ষেই শোভনীয়। তিনি বলেন, পরমারাধ্য দেহময় পুত্রর মহাপ্রেরণ উদ্ধারসাধন সর্বপ্রায়ে কর্তব্য। কিছু ব্যক্তিগত স্বার্থে

দেণ উদ্ধারের কোনরূপ ব্যাঘাত না হয় ইহাও বিবেচ্য। শিবাজী মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া দিল্লীর শাহজাহানের শরণগ্রহণ করাই উপস্থিত বিপদে সমীচীন বলিয়া মনে করিলেন। দিল্লীর শিবাজীকে পাঁচ হাজার অশ্বের মনসবদার নিযুক্ত করিয়া শাহজাদীর মুক্তির জন্য বিজাপুরে পত্র লিখিলেন। এই উপায়ে শাহজাদী মুক্তিলাভ করেন।

বিজাপুরের মহম্মদ শাহ অতঃপর ঘেথিতে পাইলেন, শিবাজীর ক্ষমতা দিন দিন আরও বৃদ্ধি হইতেছে। এই নিমিত্ত তিনি শিবাজীকে বন্দী করিবার নিমিত্ত জাবলীর চম্ভ রাওয়ের সহিত পরামর্শ করেন। বাজী শ্রামরাও ইহাদের সহিত যোগ দিয়া ছিলেন। কিন্তু শিবাজী ইহাদের অভিসন্ধি জানিয়া চম্ভরাও ও শ্রামরাওকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। এই সংবাদে মহম্মদ শাহ অত্যন্ত নিতেন্দ্র হইয়াছিলেন।

হাবসী রাজ্য আক্রমণের পরে শিবাজী কিছু দিন হরিহরেশ্বর নামক স্থানে অবস্থান করেন। এখানে একজন সম্ভ্রান্ত বীরপুরুষ তাঁহাকে একখানি উৎকৃষ্ট তরবারি উপহার প্রদান করেন। শিবাজী প্রতিদানে উক্ত বীরপুরুষকে প্রায় আটশত টাকা (তিন শত হোণ) জহরও পরিচ্ছদ প্রদান করেন। শিবাজী এই তরবারি খানিকে “ভবানী” আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। এই তরবারি খানি আজীবন শিবাজীর সহচর ছিল। জনসাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, শিবাজী ভবানী তরবারি সহ সমরক্ষেপে উপনীত হইলে শত্রুর কখন জয়লাভ নাই।

১৬১৫ খৃঃ অব্দে শিবাজী সহস্রা জাবলী আক্রমণ করেন। চম্ভরাও জাবলীর অধিকারী ছিলেন। রত্ননাথ পন্ত ও শম্ভাজী কথায় কথায় সে স্থলে উপস্থিত হইয়া চম্ভরাও ও তদীয় ভ্রাতা সুর্য্যরাওকে নিহত করেন। অতঃপর এক যুদ্ধ হয় তাহার ফলে জাবলী শিবাজীর অধিকারভুক্ত হইয়াছিল।

এই সময়ে শুল্লারপুরাধিপতি সুরবে রাও শিবাজীর বশ্যতা স্বীকার করেন, এবং শিবাজীর সহিত যোগ দিয়া তাহার কার্যোদ্ধারের বিষয় সহায় হন। সুরবেরাজের সহিত শিবাজীর যুদ্ধ ক্রমেই বন্নিষ্ট হয়। শিবাজী এই বহুতা আরও বন্নিষ্ট করার জন্য সুরবেরাজের কন্যাকে স্বীয় পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করেন।

শিবাজীর সেনানায়কগণের মধ্যে মোরোপন্তের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মোরোপন্ত বহু নগর জয় ও বহু দুর্গ নির্মাণ করেন। দুর্গ সমূহের মধ্যে প্রতাপগড় দুর্গ নির্মাণে মোরোপন্ত যে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন, অত্যাঁপ তাহার সমুদ্র নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

দিল্লীর সম্রাট অরঙ্গজেব বিজাপুরের শাসনকর্তার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সমরসজ্জাসহ বিজাপুরে আসিয়া শিবাজীকে বশ্য

আনয়ন করার প্রদান পান। কিন্তু সূচতর শিবাজী দেখিলেন বিজাপুর অরঙ্গজেবের অধীন হইলে দাক্ষিণাত্যে রাজশক্তির সমতা রক্ষা পাইবে না, ইহাই মনে করিয়া তিনি অরঙ্গজেবের সহিত মিত্রতাপাশে বদ্ধ হইতে অস্বীকৃত হইলেন। ইহাতে অরঙ্গজেবের সহিত শিবাজীর শত্রুতা বৃদ্ধিপাতি হইল। অতঃপর শিবাজী মোগলসম্রাটের অধীন গ্রাম ও নগরসমূহে ভয়ানক উপদ্রব ও লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু এদিকে বিজাপুরাধিপতি অরঙ্গজেবের সহিত সন্ধি করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন শুনিয়া শিবাজী ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং একাকী যুদ্ধ করা অসম্ভব মনে করিয়া অরঙ্গজেবের সহিত সন্ধি করিতে প্রস্তুত হন। অরঙ্গজেব এই উপলক্ষে শিবাজীকে সন্ধিতে আবদ্ধ করিলেন। শিবাজীও অরঙ্গজেবের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। কিন্তু বিজাপুরের শাসনকর্তার সহিত শিবাজীর শত্রুতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সময়ে বিজাপুরাধিপতি মহম্মদ আদিলের মৃত্যু হইল। বেগমসাহেব আফজলখাঁকে প্রধান সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আফজল খাঁ অতি দান্তিক ও গর্ভিত লোক ছিলেন। পদগোরবের সহিত তাঁহার অত্যাচারসমূহ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। শিবাজী তাঁহার ব্যবহারের কথা শুনিয়া তাঁহার বিনাশের উপায় দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে কৃষ্ণাজী পন্ত এই উদ্দেশ্যের প্রধান সহায় রূপে উপস্থিত হন।

কৃষ্ণাজীপন্ত ও গোপীনাথ পন্ত আফজল খাঁর নিকটে উপস্থিত হইয়া বলেন, শিবাজী তাঁহার অধীন হইতে প্রস্তুত; এজন্য আফজল খাঁকে একবার প্রতাপগড়ে যাইতে হইবে, শিবাজী তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইবে। আফজল খাঁ সুশোভিত নিমন্ত্রণালয়ে উপস্থিত হইলেন। শিবাজী নিমন্ত্রণের সকল প্রকার উপকরণ অর্থাৎ সৈন্যাদি পূর্ব হইতে সংগৃহীত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আফজল খাঁর মনেও কুতাব ছিল। তিনিও সৈন্তসহ উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণাজীর পরামর্শে তিনি সৈন্তসমূহকে দূরে রাখিয়া আসিলেন। আফজল খাঁ শিবাজীকে আলিঙ্গন করিতে আগ্রসর হন এবং গুপ্ত অস্ত্র দ্বারা তাঁহার বহুস্থানের চেষ্টা করেন। সূচতর শিবাজী বৃহত্তর মধ্যে বস্তুস্থিত বাধন দ্বারা তাঁহার উদর এবং কর্তরিকা দ্বারা উহার বক্ষ বিদীর্ণ করেন। এই অবস্থায় শিবাজী আফজল খাঁকে নিহত করেন। ইহার পরেই মুসলমান সৈন্তদের সহিত শিবাজির যোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া শিবাজী ৬২ হস্তী, ৪০০০ ঘোড়ক, ১২০০ উষ্ট্র ২০০০ বস্ত্র কাপড় ও ৭ লক্ষ টাকা সুল্যের কর্মরোপ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হন। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু পরিমাণে বন্দুক, কানন ও তলবার প্রভৃতি দ্রব্যও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর শিবাজী

স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রস্তাবগড়ে আকুল খাঁর মৃতদেহ সমাহিত করেন। এখনও সেই সমাধি বর্তমান রহিয়াছে।

কথিত আছে, শিবাজী কোছণ প্রদেশের ধীবরগণকে নৌ-সেনার পরিণত করিয়াছিলেন এবং অনেকগুলি অর্ণবদান নির্মাণ করাইয়া দেশের নৌবল বৃদ্ধি করেন।

শিবাজীর মেহে নাকি সময়ে সময়ে ভগবতীর আবির্ভাব হইত। তিনি শিবাজীকে অনেক প্রকার কার্যের কথা উপদেশ দিতেন। শিবাজী ভগবতীর উপদেশ কার্য করিতেন। কোনও সময়ে শিবাজী পারমার্থিক গুরুর নিমিত্ত ব্যাকুল হন। তখন ভগবতী আদেশ করেন যে, রামদাস স্বামী তাঁহার উপযুক্ত গুরু। শিবাজী এই সময়ে রামদাস স্বামীকে গুরুর পদে বরণ করেন। রামদাস পরিত্রাজক ছিলেন, সুতরাং অনেক অসু-সন্ধানের ফলে শিবাজী তাঁতাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামদাস স্বামীর পরামর্শে শিবাজী ভদীর জীবনের বহু কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

রামদাস স্বামী বিবিধ বিষয় শিবাজীকে উপদেশ প্রদান করিতেন। শিবাজী কোনও সময়ে সমস্ত রাজ্যসম্পত্তি রামদাস স্বামীর চরণে লিখিয়া দিয়াছিলেন। তখন স্বামিজী বলেন, “তুমি রাজ্য সম্পত্তি ত্যাগ করিলে, বল দেখি এখন কি করিবে?” শিবাজী বলেন, “আপনার শত শত শিষ্য আছে, আমিও তাহাদের জ্ঞান আপনাদের চরণসেবা করিব।” স্বামিজী বলিলেন, তাহা হইলে কোনদিন ধারণ করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইবে, পারিবে কি? গুরুর আজ্ঞায় শিবাজী তাহাও করিয়া-ছিলেন। স্বামিজী শিবাজীর গুরুভক্তি দেখিয়া বলেন, শিবাজী তুমি রাজা, এ কার্য তোমার নহে। তুমি স্বধর্মের ও স্বরাজ্যের উন্নতি বিধান কর। গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া শিবাজী তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে প্রেরিত হন।

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে সারেসতা খাঁর সহিত শিবাজীর ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে শিবাজী জয়লাভ করেন। এই বৎসরে শিবাজীর একটি পুত্র জন্মে। এই পুত্রের নাম রাজারাম। আবার এই বৎসরেই শিবাজীর পিতা শাহজী পরলোকে গমন করেন। শিবাজী লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া-ছিলেন। শাহজী একদিকে যেমন বীর ছিলেন, অপর দিকে আবার তেমনই ধর্মভীরু ছিলেন। ইনি মোগলসম্রাটের অধীন অনেক প্রকার উচ্চ কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি শেষ জীবনে বিজাপুরের সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বৎসর কাল অতিবাহিত করেন।

সুপ্রতি আক্রমণও শিবাজীর জীবনের এক প্রধান ঘটনা।

১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে শিবাজী সুপ্রতি আক্রমণ করেন, এই যুদ্ধে মোগল

সৈন্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া সুপ্রতি ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। এই যুদ্ধের ফলে তিনি এককোটি বিশলক্ষ টাকার সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। অন্তঃপুর মুলসনানেরা শিবাজীকে বন্দের জ্ঞান ভর করিত।

শাহজীর মৃত্যুর পরে শিবাজী দারগড় দুর্গে অবস্থান করিতেন। এই সময়ে তিনি রাজা উপাধি গ্রহণ করেন এবং আপন নামে মুদ্রা অঙ্কিত করিয়া প্রচলিত করেন।

শিবাজী বহুবীর মোগলশক্তি ধ্বংসের জন্য প্রয়াস পাইয়া-ছিলেন। জলপথে যুদ্ধ করিয়াও শিবাজী বীর সমরশৌর্যে যথেষ্ট বীরকীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। বিজাপুরের কর্তৃপক্ষ শিবাজীর অসুপস্থিত সন্ধি ভর্য করিলে ভেঙ্গুরলা নামক স্থানে শিবাজী যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই যুদ্ধেও বিজাপুরের কর্তৃপক্ষ পরাস্ত হইয়া যান। এই সময়ে শিবাজী একাকী দশদিকে শত্রু-দের গতিবিধি পরিদর্শন করিতেন এবং অহোরাত্র নিজা পরিত্যাগ করিয়া বৈরনির্যাতনে দিবানিশি প্রোদ্রত থাকিতেন। গোয়ার পর্ন্তুগীজদিগকেও শিবাজী বীর বেশে আনয়ন করিয়া-ছিলেন। গোরা হইতে ৬৫ কোশ দক্ষিণে রণভূমি সহ যাত্রা করিয়া শিবাজী সহসা বাসসিলোর নগর আক্রমণ করেন। এই স্থানে বিবিধ দ্রব্য প্রাপ্ত হন। কাড়বানগরে যে সকল ইংরাজ বণিক বাস করিতেন শিবাজীর আদেশে তাঁহাদিগকেও এই সময়ে বার্ষিক ১১২০ টাকা কর দিতে হইত।

১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে রণপোতপরিচালনা করিয়া গোরা লুণ্ঠন পূর্বক শিবাজী উত্তর কণাড়ার বীর আধিপত্য বিস্তার করিলেন দেখিয়া মোগলসম্রাট অরঙ্গজেব চিন্তিত হইলেন। ইতিপূর্বে তৎকর্তৃক সুপ্রতি আক্রমণ, মোগলসৈন্যের পরাজয়, মুলস-মান তীর্থযাত্রীগণকে বন্দী ও সিংহাসনারোহণ সম্রাটের গাভ্রাহ উপস্থিত করে। উক্ত রূপে শিবাজীর বলবৃদ্ধি এবং পুণায় সারেসতা খাঁর অকর্মণ্যতা তাঁহাকে আরও ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। সেই প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া সম্রাট উক্ত বর্ষে অধরাধিপতি সুবি-খ্যাত সেনাপতি জয়সিংহকে ও সুপ্রসিদ্ধ আকবান বোদ্ধা দিলের খাঁকে শিবাজির গর্ভ খর্ব করিতে প্রেরণ করেন। জয়সিংহের পুত্র রামসিংহকে প্রতিভূরূপে রাখিয়া তাহাদের উত্তরকে অসু-দক্ষিণাভ্যে প্রেরণব্যাপারে সম্রাটের গুপ্ত উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছিল।

সমুদ্রযাত্রা হইতে দারগড়ে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই শিবাজী গুনিতে পাইলেন, বিপুল মোগলবাহিনী লইয়া দিলের খাঁ ও জয়সিংহ নির্ঝরোধে পুণায় আগমন করিয়াছেন। তখন তিনি নেতাজি পালকর ও কর্তোজি ভলর প্রভৃতি অধীনস্থ বোদ্ধা-দিগকে পশ্চাৎ হইতে মোগলসেনা আক্রমণ ও তাহাদের রসন

আগমনের পথরোধ করিতে আদেশ দিলেন। এই সকল মহারাষ্ট্র সেনাপতিরা গোপনে গোলাবর্ষণ করিয়া অকস্মাৎ মোগল-সৈন্তের উপর নিপতিত হইয়া তাহাদিগকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন। মরাঠা সেনা কিছুতেই অধীনতা স্বীকার করিতেছে না দেখিয়া জয়সিংহ পুরন্দর দুর্গ অবরোধ করিলেন। দিলের খাঁর উপর উহার তত্ত্বাবধান ভার দিয়া তিনি স্বয়ং সিংহগড় আক্রমণে অগ্রসর হন ও রায়গড়ভিমুখে অগ্রগামী সেনাদল প্রেরণ করিয়া মরাঠাসেনাকে ব্যতিব্যস্ত করিতে চেষ্টা পান।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলিয়া গেল, তথাপি পুরন্দর দুর্গ হস্তগত হইল না দেখিয়া দিলের খাঁ পুরন্দরের অদূরস্থ বজ্রমালপুর্কিতে কামান সজ্জা করিয়া গোলাবর্ষণে রুত-নক্ষর হইলেন। পুরন্দরদুর্গ ভূপৃষ্ঠ হইতে ১৭০০ ফিট উচ্চে স্থাপিত। ইহা দূর্ভেদ্য ও দুর্য়ারোহ। উহার প্রায় ৪০০ ফিট নিয়ে আরও একটা দুর্গ আছে। দিলের খাঁর চেষ্টায় উপরের দুর্গের এক স্থানও গোলায় আঘাতে নষ্ট হইল না। নিম্নস্থ দুর্গের প্রাচীর মাত্র একস্থানে ধ্বংস হইয়া পড়িল।

পুরন্দরের দুর্গরক্ষক প্রভুকারহবংশীয় বীরচূড়ামণি মহাড়-বাসী মুগারি বাজী দেশপাণ্ডে অসীম সাহসে ও অকুতোভয়ে দুই সপ্তাহ মাত্র মরাঠা সৈন্ত লইয়া মোগল আক্রমণ হইতে পুরন্দরের তটভূমি রক্ষা করিতেছিলেন। মোগলসৈন্ত নিম্নদুর্গের প্রাচীর ভঙ্গ করিয়া যেই উৎসাহের সহিত দুর্গ আধিকারপূর্বক তথাকার গৃহাদি লুণ্ঠন করিতে লাগিল, সেই অবসরে মাবলগণ উপর হইতে গোলাবর্ষণ দ্বারা প্রভূত মোগলসেনা সংহার করিল। বীরপ্রস্তু বাজী প্রভু সপ্ত শত মাবল যোদ্ধা সঙ্গে লইয়া নিয়ে অবতীর্ণ হইলেন। আসিতে আসিতে ঝঞ্ঝনা বাজিয়া উঠিল। কারহকুলমণি মধ্যাকালীন সূর্য্যের জ্বালায় রিপুদল ধ্বংস করিয়া অকালে রাহ গ্রস্ত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুতে মাবলগণ নিকৃৎ-লাহ না হইয়া ভৈরব বিক্রমে মোগল সৈন্ত বিদ্রুত করিল। এই যুদ্ধে তিনশত মাবল যোদ্ধা ও সহস্রাধিক মোগল সৈন্ত শমন সরনে প্রেরিত হইল। অবশিষ্ট চারশত মাবল নিরাপদে দুর্গে প্রত্যাবর্তন করিল। পরদিন দিলের খাঁ পুনরায় খীর সৈন্ত-গণকে প্রোৎসাহিত করিয়া দুর্গ আক্রমণে নিযুক্ত করিলেন। বাজী প্রভুর মৃত্যুতে মাবলগণের বৈরনিষ্ঠাতাম্পূহা, সাহস ও বীর্য্য অধিকতর বর্ধিত হইয়াছিল। নারকবিহীন হইলেও তাহার নারকের নাম ও স্মৃতি জ্বলবে ধারণ করিয়া আপনাপন উৎসাহে পরিচালিত হইল। প্রচণ্ড আক্রমণে মাবলগণ মোগল-দিলের প্ররাস বার্ষ করিয়া দিল। এই পরাজয়ের পর, বর্ষা সমা-প্ত হইল, বারিপাতে দিলের খাঁর বান্ধব ভিজিয়া কামানের জিরা বন্ধ হইল। মোগলসেনা আর দুর্গদ্বারে দাঁড়াইয়া

থাকিতে সমর্থ হইল না। তখন মাবলগণ বিশেষ ধ্বংস দুর্গের ভগ্ন স্থানসমূহ সংস্কার করিয়া লইল।

বথাকালে মুন্সায় বাজি প্রভুর মৃত্যুর সংবাদ শিবাজির নিকট পৌঁছিল। তিনি মাবলদিলের সাহস ও যুদ্ধনিপুণতার বিবরণ শ্রবণ করিয়া তাহাদের সাগাথা বিষয়ে চিন্তাবিহীন হইলেন। তিনি কর্তব্যসাধনে ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময়ে মহারাজ জয়-সিংহের প্রেরিত দূত আসিয়া তাঁহার নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। পরস্পরের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। শিবাজি স্বয়ং মহারাজ জয়সিংহের শিবিরে গমনপূর্বক একত্র ভোজন করিয়া পরস্পরের ঐতি বর্দ্ধন করিলেন। সন্ধির সর্তাহুসারে শিবাজি খান্দেশ, নাসিক, ত্র্যম্বক প্রভৃতি অধিকৃত মোগলরাজ্য পরিভ্রমণ করিলেন। পুরন্দর, সিংহগড় প্রভৃতি ২৭টা দুর্গ সম্রাট কর্তৃক প্রত্যর্পিত হইল। শ্রীমান শিবাজি সম্রাটের অধীন পাঁচ হাজারী অশ্বারোহী সেনার মনসবদার হইলেন। স্থির হইল, শিবাজি সকল যুদ্ধেই গোপলের সহায়তা করিবেন। তাঁহার অজ্ঞাত সম্পত্তি তাঁহারই থাকিল। বিজাপুরের চৌধ ও সরদেশমুখী তিনিই সংগ্রহ করিবেন। কএক মাস মধ্যেই শিবাজি প্রেরিত দয়নাথ বন্সাল দিল্লী হইতে সন্ধি সন্ধে সম্রাটের অভিমত পত্র লইয়া আসিলেন। তাঁহার সহিত মোগল সেনাপতি জয়সিংহ বিজাপুররাজ্য জয় করিতে ব্যস্ত করেন। সন্ধি অনুসারে শিবাজি নেতাজি পালকর প্রভৃতি মহারাষ্ট্র সেনাপতি, দুই হাজার অশ্বারোহী ও আট হাজার পদা-তিক সৈন্ত লইয়া মোগলবাহিনীর সহিত মিলিত হইলেন। এই যুদ্ধে বিজাপুর-রাজমন্ত্রী ও সেনাপতি আবদুল করিম, খাবাস খাঁ, রোস্তম জমান ও শিবাজির বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বকোজি ভৌসলে মোগল-সৈন্তের হস্তে পরাজিত হন। বিজাপুর যুদ্ধে শিবাজির ব্যবহার, বিবেচনা, শৌর্য্য ও বীরত্ব লক্ষ্য করিয়া সম্রাট অরজুনের সন্তুষ্টি চিত্তে তাঁহাকে নানাবিধ বহু মূল্য উপহার প্রদান করেন এবং তাঁহার দেহরক্ষার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে দিল্লীতে আসিবার জন্ত আহ্বানে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান।

বিজাপুর সমর হইতে রায়গড়ে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি দিল্লী গমনের পূর্বে একবার রাজ্যের প্রধান প্রধান নগর ও দুর্গ পরিদর্শন করিতে মনস্থ করেন; তদনুসারে তিনি খীর অধিকৃত নগর ও দুর্গসমূহে পরিভ্রমণ করিয়া তথাকার নেতাদিগকে ওজস্বী ভাষায় দেশের অবস্থা বুঝাইয়া দেন। অতঃপর তিনি মোরোপত্ত দেশে, নীলপত্ত মজুমদার ও নেতাজি পালকরের হস্তে রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিয়া মাতা জিহাবাই ও কামদাস বাবীর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দের পৌষমাসের শেষভাগে দিল্লীযাত্রা করেন। তাঁহার সঙ্গে নীলাম রাওজা জায়াধাশ, বালাজ আবিজি চিটনিস, ত্র্যম্বক দ্রোণদেব জাতিভ, জীবনরাও

মাগকো, নরহর বজাল সবনীস, দস্তাজি গব্বারি, রঘুজি মিশ্র, প্রতাপরাও শুজর সরগোবত, দাবজি গাড়বে, হীরাজি কর্ণল প্রভৃতি বিশ্বাসী কর্মচারী এবং এক সহস্র নির্বাচিত মাঘসৈন্ত, তিন সহস্র অঝারোহী ও অষ্টমবীর্য পুর শত্ৰুজি গমন করিয়াছিলেন।*

শিবাজি দিল্লীতে চলিলেন, অরজাবাদে তিনি মহারাজ জয়-সিংহের আতিথ্য স্বীকার করেন। ঐ সময় জয়সিংহ তাঁহাকে বলিয়া দিলেন যে সম্রাট তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কিন্তু পাপমতি, সুতরাং তৎসাক্ষেপে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন আপনার পক্ষে বিধেয়। আমার পুত্র রামসিংহ আপনাকে জ্যেষ্ঠ সচৌদরের জ্ঞান জ্ঞান করিবে, বদাচ আপনার আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাধ্যুগ হইবে না। শিবাজি ক্রমে মথুরার আসিয়া উপনীত হইলেন। সম্রাট তাঁহার আগমনবার্তা অবগত হইয়া পথি মধ্যস্থ গ্রাম ও নগরসমূহের প্রধান প্রধান কর্মচারীদিগকে তাঁহার সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে আদেশ করিলেন। তিনি দিল্লীতে উপনীত হইলে রাজা রামসিংহ ও কতিপয় রাজকর্মচারী তাঁহার অভ্যর্থনার্থ সমাগত হইলেন। শিবাজি সম্রাটের এই অসহ্যবহার মনে মনে ব্যথিতে পারিলেন। কিন্তু তৎকালে তাহার কোন সড়পায় হইবার আশা নাই জানিয়া মনের ভাব গোপন করিয়া রহিলেন।

বিশ্রামান্তে শিবাজি সম্রাটদর্শনে চলিলেন। সঙ্গে রাজা রামসিংহ। দরবারে উপনীত হইলে সম্রাট শিবাজিকে মারবাড়পতি যশোবন্ত সিংহের পাথে উপবেশন করিতে আসন দান করেন। এইরূপ অভ্যর্থনায়ও তাঁহার মনে ঘৃণা ও ক্ষোভের উদয় হয়। যাচা হউক, দরবার হইতে আসিয়া শিবাজি রামসিংহের আলয়েই আগমন করিলেন।†

সম্রাট মাতুল সায়েস্তা খাঁ পূর্ক শত্রুতার প্রতিশোধ লইবার ক্ষম দেওরান জাক্‌রান খাঁকে শিবাজির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন। তাঁহার পরামর্শানুসারে সম্রাট শিবাজিকে অরক্ষিত অবস্থায় রাণা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। তজ্জন্ত তিনি নগরপাল পোলদ খাঁকে শিবাজির গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে ও বাহ্যতে তিন পলায়ন করিতে না পারেন, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিতে আদেশ দিলেন। পোলদ খাঁ পরদিন প্রাতঃকালই পাঁচ হাজার সৈন্ত দ্বারা শিবাজির বাসভবন দিবারাজ মশস্ত প্রকটীকৃত করিয়াছিলেন। শিবাজি সম্রাটের এবিধ আচরণ সন্দর্শনে গভীর ভাব ধারণ করিলেন। তখনই তিনি

অস্ত্রহ ও জলবায়ুতে অনভ্যস্ত মরাঠা সেনাদিগকে দেশে পাঠাইতে সম্রাটের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। সম্রাট প্রীতিপ্রসূতচিত্তে তদ্বিষয়ে অভিমত জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু কোন মরাঠা-সেনাই তাঁহাকে এই শত্রুসঙ্ঘলদে একাকী রাখিয়া যাঠেতে সম্মত হইল না। তখন শিবাজি তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া বুঝাইলেন যে, আমার সহিত আপনারা একত্র অবস্থান করিলে বিপদ আরও ঘনীভূত হইবে। দুই চারি জন হইলে অনায়াসে শত্রুকে ঠকাইয়া পলায়ন করিতে পারা যাইবে। এমত অবস্থায় অধিক সংখ্যক লোক একত্র অবস্থান যুক্তিযুক্ত নহে এবং সকলের গোপনে গমনও সম্পূর্ণ অসম্ভব। বরং আপনারা স্বদেশ প্রত্যাগমন করুন এবং অনতিবিলম্বে একটা লোমহর্ষণ যুদ্ধ ঘটবার সম্ভাবনা আছে, তজ্জন্ত সকলে প্রস্তুত হউন।

মরাঠাসেনা ও নায়কদিগকে এই রূপ বুঝাইয়া দেশে পাঠাইয়া শিবাজি স্বীয় পলায়নের সুযোগ চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদা শিবাজি, নীরাজি পস্ত, দস্তাজি পস্ত ও জ্যাক পস্ত একত্র বসিয়া এই কারামুক্তির পরামর্শ করিতেছেন। কোন মন্ত্রণাই হৃদয়গ্রাসী বিবেচিত হইতেছে না। তখন তিনি স্বীয় ইষ্টদেবী ভবানীর চরণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ধ্যানে দেবীর প্রত্যাশে হইল। দেবীর আশাস বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া তিনি প্রীতি বৃহস্পতিবারে শুক্রপূজা আরম্ভ করিলেন। প্রীতি বৃহস্পতিবারে পূজা ও মহোৎসব এবং রাত্রিতে সঙ্কীর্তন চলিতে লাগিল। পরদিন শুক্রবারে প্রধান প্রধান রাজকর্মচারী ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী ও ফকিরদিগকে বৃহৎ বৃহৎ পেটিকা ভরিয়া উপা-দেয় নানা খাদ্য দ্রব্য বিতরণ করিতে লাগিলেন। প্রথমে প্রহরীগণ পেটিকা পরীক্ষা না করিয়া ছাড়িয়া দিত না; পরে যখন প্রীতি শুক্রবারেই সন্মিষ্ট খাদ্যপূর্ণ এইরূপ বহু পেটিকাই বাইতে আরম্ভ হইল এবং প্রহরীগণও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মিষ্টান্ন পাইতে লাগিল, তখন তাহাদের এই ব্যাপারে আর অবিশ্বাস রহিল না। তাহারা তখন ক্রমেই কাণ্ডে শিথিল হইয়া পড়িল, বিনা পরীক্ষার পেটিকা বাহিরে ছাড়িয়া দিল। শিবাজি যখন দেখিলেন যে আর কেহ পেটিকা পরীক্ষা করিতেছে না, তখন তিনি একদিন অস্ত্র-ধের জ্ঞান করিয়া শয্যাশায়ী হইলেন। নির্দিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইল না। দেখিতে দেখিতে বৃহস্পতিবার সমাগত হইল। এই দিন শিবাজির শারীরিক অস্থখতা বশতঃ অধিক পরিমাণে নৈবেদ্য মানসিক করা হইল। শুক্রবার প্রাতঃকাল হইতে যথারীতি প্রহরীগণ ও সমাগত দরিদ্রেরা সর্বাঙ্গে ভোজ্য দ্রব্য পাইল। নগরের মধ্যস্থ ও বহিঃস্থ যোগমায়া ও কালিকা প্রভৃতি দেবালয়ে এবং নিজাম-উদ্দীন আউলিয়া প্রভৃতি পীরদ্বানে বহু পরিমাণে ভোগ পাঠান

* ডাকের মতে শিবাজি ১ সহস্র অঝারোহী ও ১ সহস্র পদাতিক লইয়া দিল্লী যান।

† মল্লভরত ও চিটনিসের উক্তি অনুসারে শেবোক্ত ব্যক্তির স্থলে অরজিন্দ মল্লভরতের নাম পাওয়া যায়।

হইল। ঐ সুযোগে শিবাঙ্গি ও শম্ভাজি এক একটা পেটিকার প্রবেশ করিলেন। চুই জন বলশালী মাবল উহা মত্তক করিয়া তাঁহাদিগকে নগরপ্রাচীর বাহিরে ধীরে ধীরে লইয়া চলিল। এখানে একটা নিভৃত স্থানে তাহারা সপুর শিবাঙ্গিকে পেটিক-মুক্ত করিল। তাঁহারা এক কুন্তকার গৃহে পূর্বপ্রেরিত কর্মচারীর সহিত মিলিত হইয়া মথুরাভিমুখে ছদ্মবেশে গমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে শিবাঙ্গির পলায়নের পর, হীরাঙ্গি কর্জক তাঁহার পরিচ্ছন্ন পরিধান করিয়া পালকে শরান রহিলেন। সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। পরদিন দিবা তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত হীরাঙ্গি সেই ভাবেই মুগ্ধাবৃত অবস্থায় আছেন, একজন বালক তাঁহার গাত্রে হস্ত বুলাইতেছে। কাহারও কোন সন্দেহ নাই।

তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে হীরাঙ্গি স্বীয় পরিচ্ছন্ন পরিধান করিয়া বাহিরে আসিলেন। প্রহরীগণ সাগ্রহে শিবাঙ্গির স্তব্ধ তার কথা জিজ্ঞাসা করিল, উত্তরে হীরাঙ্গী বলিলেন যে তাঁহার একটু একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, সেই অবকাশে তিনি একটা ঔষধের মূল সংগ্রহে বাইতেছেন, কেহ যেন ঘরে প্রবেশ করিয়া অথবা চীংকার করিয়া রাগার ঘুম না ভাঙায়, এইরূপ আদেশ করিয়া তিনিও কারাগারবনের বাহিরে আসিলেন এবং রাম-সিংহকে সমস্ত বলিয়া বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেই রাত্রি এইরূপ নিঃসন্দেহেই অতিবাহিত হইল।

পরদিন ৮১২টা বাজিয়া গেল, শিবাঙ্গির কক্ষে কোন লোক নাই। প্রহরীগণ সন্দেহ হইয়া গৃহদ্বারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখে যে গৃহে কেহ নাই। সমস্ত শূণ্য পড়িয়া রহিয়াছে।

পোলাদ খাঁ শিবাঙ্গির পলায়নসংবাদে ভীত হইয়া সম্রাটকে তৎক্ষণাৎ বিজ্ঞাপিত করিলেন। এ ঘটনা তাঁহার নিকট স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল। হস্তগত শত্রু পলাতক দেখিয়া তাঁহার ক্রোধ বিগুণ হইয়া উঠিল। তিনি পোলাদ খাঁ ও গুপ্তচর বিভাগের অধ্যক্ষ তারবৎ খাঁকে পদচ্যুত করিলেন। রাম-সিংহের দরবার আসা বন্ধ হইল। শিবাঙ্গির পলায়নের পর যে সকল মহারাষ্ট্রীগণ ধরা পড়িল, তাহারা বিশেষ নির্দয়তার সহিত নিপীড়িত হইতে লাগিলেন। সম্রাটের কোপবশিতে তাহারা বিশেষ ভাবেই দণ্ড হইয়াছিল।

যাহা হউক, নিকটকে শিবাঙ্গি মথুরার য়োরোপজ পেশবের জ্ঞাতক মথুরাপ্রবাসী কৃষ্ণাজিপতের গৃহে আসিয়া সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। কৃষ্ণাজী শম্ভাজির রক্ষাতার গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে নিরাপদে রায়গড়ে পৌছাইয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। এদিকে শিবাঙ্গি, নীরাঙ্গি পত্ন, দত্তাজি পত্ন ও রাঘব মিত্র মত্তকের কেশ ও পুস্ত্রধারণ করিয়া গৈরিকবলন

ও কৃত্রিমধারপূর্বক সন্ন্যাসীর বেশে প্রয়াগধামে যাত্রা করিলেন। এখানে ত্রিবেণীতে স্নান করিয়া তাঁহারা পুণ্যময় বারাণসী পুরীতে আগমন করেন। বিশেষরূপে দেবমূর্তি দর্শন ও গজস্নান করিয়া তিনি বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদানার্থ গয়াধামে আসিলেন। পরে এখান হইতে বঙ্গদেশে গঙ্গাসাগর-সন্নিহিত সন্দর্শন করিয়া তিনি কটকনগরে বান। অবিরত পথ পথটান ও যথাসময়ে পান ভোজন না থাকায় তাঁহার শরীর নিত্যই অবসন্ন হইয়া পড়ে। এই কারণে তিনি কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া এখান হইতে পুরুষোত্তমধামে আসিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ মূর্তি দর্শন করিয়া গোণ্ডবনার মধ্য দিয়া ভাগানগর (বর্তমান হারদরা-বাদ) অতিক্রমপূর্বক মহারাষ্ট্র রাজ্যে উপনীত হন।

মহারাষ্ট্র দিগা গমনকালে শিবাঙ্গি একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে এক দরিত্রের বাটীতে অতিথি হন। গৃহবাসিনী বুঢ়া। তিনি সন্ন্যাসীকৃপী মহারাষ্ট্রনেতাগণের যথাবিত্ত সংস্কার করিয়া গমনকালে শিবাঙ্গিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বাবা! আমরা দরিত্র, ইহার উপর কিছুদিন পূর্বে সৈন্তগণের উৎপীড়নে সর্ব-স্বাস্ত হইয়াছি। স্ততরাঃ এ অবস্থায় অতিথিসেবা অসম্ভব, তজ্জন্ত আপনারা ক্রুটি মাৰ্জনা করিবেন। শিবাঙ্গি সৈন্তের উপদ্রবের কথা শুনিয়া বলিলেন, “কাহার সৈন্ত?” তখন বুঢ়া উত্তর করিল, মহারাজ না থাকাতে, মহারাজের নিয়ম পদবলিত করিয়া তৈলস্ফরাও পরিচালিত মরাঠা-সৈন্ত আমা-দিগকে অবধা পীড়ন করিয়াছে। এই ঘটনা শিবাঙ্গিকে বিশেষ আলোড়িত করিল। তিনি গমনকালে বুঢ়ার নাম ধাম লইয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, তিনি রায়গড়ে উপনীত হইয়াই বুঢ়ার ভরণপোষণার্থ বহু অর্থ প্রেরণ করেন।

নানা ক্রেশ ও বিপজ্জাল অতিক্রম করিয়া ও নানাস্থানের আচার-ব্যবহার অবগত হইয়া শিবাঙ্গি নীরাঙ্গি পত্ন দত্তাজি পত্ন ও রাঘবজি মরাঠার সহিত ১৫৮৮ শকে (১৬৬৬ খৃঃ) পরাভব সঙ্ঘৎসরে অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণপক্ষে দশমী তিথিতে রায়গড়ের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। তিনি আসিয়াই মাতা জিজাবাইর চরণে প্রণাম করেন। জিজাবাই প্রথমে সন্ন্যাসীর আচরণে বাক-শক্তি হীনের স্তার দণ্ডারমান রহিলেন, পরে পরিচয় পাইয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

রায়গড়ে আসিয়াই শিবাঙ্গি তাঁহাদের নির্ঝিরে পৌছান সংবাদ মথুরায় কৃষ্ণাজি পত্নকে প্রেরণ করিলেন। তখন কৃষ্ণাজি অপর ভ্রাতৃদ্বয় ও স্ত্রীর সহিত বালক শম্ভাজিকে গোপনে লইয়া শিবাঙ্গি সকাশে উপস্থিত হন। মহারাজ শিবাঙ্গি এই কার্যের জন্ত কৃষ্ণাজিকে “বখাসরাও” উপাধি, লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ও বার্ষিক দশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করেন এবং তাহারা সকলেই

উচ্চ রাজপথে নিযুক্ত হন। এই সময়ে শিবাজি তাঁহার দিল্লীর সৎচরণকেও সম্মান ও পুরস্কারে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

শিবাজি দিল্লী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, রাজকাৰ্য্য বেশ হ্রাসকল্পেই নির্বাহিত হইতেছে। ১০ মাস কাল তিনি যে রাজ্য হইতে চলিয়া গিয়াছেন একথা যেন কাহারও মনে উদয় হয় নাই। একজন মহাঠাও দেশের শত্রু হইয়া শত্রুশত্রে বোগদান করে নাই। রাজদরবারে কার্য্যাবলী যাহার উপর যে ভাবে তিনি তত্ত্ব করিয়াছিলেন সে সেই ভাবেই তাহা পরিচালিত করিয়া আসিতেছে, তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। কেবল দোবের মধ্যে মোগলেরা অনেক দুর্গ ও দেশ অধিকার করিয়া বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করিয়াছে মাত্র। আর বিজাপুররাজের সহিত মোগল-সেনার নিরন্তর যুদ্ধ চলিতেছে। এই ব্যাপারে একদিকে মোগল সেনার অত্যাচার দর্শনে ব্যাকুল হইয়া গোলকোণাধিপ নেক্‌নাম খাঁকে বিজাপুর-রাজের সাহায্যার্থ সৈন্ত প্রেরণ করিয়াছেন এবং অন্যদিকে মোগল সম্রাটের সাহায্য না পাওয়ায় মোগল-সেনা ও সেনানী ক্রমশঃ বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া তিনি বিশেষ আশ্চর্য্য-দিত হন।

এই শুভাবসরে শিবাজি কালবিলম্ব না করিয়া সেনাপতি ও প্রধান কর্মচারীদিগকে ডাকিয়া কর্তব্যাবধারণে ব্যাপ্ত হইলেন। মোরোপুস্ত পেশবে, নীলোপুস্ত মজুমদার, অমাজি সবনিস, নেতাজি শালকর, তানাজি মালমুরে, প্রতাপরাও গুজর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র-নেতাগণ যুদ্ধ করিতে কৃতসম্বল হইয়া কি উপায়ে দুর্গ সকল হস্তগত করিবেন তাহার বিচার চলিল। শিবাজির পরামর্শানুসারে রাত্রিতে গোপনে গোপনে প্রবল মোগল শত্রুকে আক্রমণ এবং রাত্তা ঘাট ও রসদবন্ধ করাই শ্রেয়স্তর বলিয়া গৃহীত হইল।

শিবাজির শরাজ্যে আগমনের পূর্বে, মহারাজ জয়সিংহ দাক্ষণাত্য হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে অযোগ্য বৃদ্ধি মোরোপুস্ত পেশবে পুণার উত্তরস্থ দুর্গসমূহ অধিকার করিয়া বসেন। এই হুদ্রে কল্যাণ প্রদেশের কতকাংশও তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। উক্ত নেতাগণের হৃদয় এই ঘটনার পূর্বে হইতেই উৎফুল্ল ছিল। এখন শিবাজির মুখে নানা উৎসাহপূর্ণ বক্তৃতা ও উপদেশ শুনিয়া বীরবর তানাজি বীরগুণীর বাক্যে উত্তর করিলেন যে আমি সিংহগড় দুর্গ অধিকারের ভার গ্রহণ করিলাম। তানাজির বাক্যে আরও সকলে প্রোৎসাহিত হইলেন।

মীর্জা জয়সিংহ শিবাজির হস্ত হইতে সিংহগড় বিজয় করিয়া উদয়ভানু নামক একজন রাজপুত-সেনানীর হস্তে তাঁহার শাসন ভার দিয়া দান। তাহার অধীনে দ্বাদশ শত রাজপুত বীর প্রাণ

পর্যন্ত পণ করিয়া দুর্ভেদ সিংহগড় দুর্গ রক্ষার্থ অবস্থিত ছিল। তানাজি বীরপ্রাণ রাজপুত জাতির বীরত্ব সৌরভ তুচ্ছ করিয়া বীর কনিষ্ঠা ভ্রাতা শ্বশুরজিকে সঙ্গে লইয়া সিংহগড় বিজয়ে গমন করেন। তাঁহার অধীনে ৫ শত মাত্র নিরীক্ষিত মাঘলসৈন্ত গমন করিয়াছিল। ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে (১৬৮৯ শকে) মাঘ মাসের কৃষ্ণা নবমী তিথির তিমিরাত্মক নিশার দুই জন মাত্র সেনা সঙ্গে লইয়া তানাজি তড়িৎবেগে পর্বতের দুর্গমতম প্রদেশে আরোহণ করিয়া দুর্গপ্রাচীর রক্ষণ করিলেন। দারুণ শীতে তাঁহাদের অঙ্গ শিথিল হইয়া পড়িতেছে, পদে পদে পদবিক্ষেপ ঘটতেছে, তথাপি কাহারও ক্রক্ষেপ নাই। সকলেই তানাজির উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া সিংহগড়বিজয়ের গৌরব লাভ কারবার আশায় অগ্রসর। একে একে সকলেই এই রক্ষণ অবলম্বন করিয়া দুর্গারোহণ করিতেছে। সর্বাগ্রে শাণিত কৃপাণহস্তে বীরবর তানাজি অগ্রসর। শ্বশুরজি দুই শত সেনা সহ দুর্গ পাদদেশে দণ্ডায়মান। তাহাদের আগমনজনিত পদ শব্দ লক্ষ্য করিয়া এক জন রাজপুত গ্রহরী সেই স্থলে আসিয়া বাণীর জ্বালিতে যেমন মস্তক বাড়াইল, অমনি তানাজির হস্তনিষ্কপ্ত শরাঘাতে তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল, দুর্গপ্রাচীর হইতে সেই দেহ তৎক্ষণাৎ ছুপতিত হইলে অস্ত্রান্ত স্থানের গ্রহরীরা সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া তথায় আসিয়া উপনীত হইলে মাঘল সেনারা, অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহাদের উপর বাণবর্ষণ করিল। সেই বাণাঘাতে অর্জরিত দেহ রাজপুত গ্রহরীগণ চিৎকার করিতে করিতে পতিত হইল। তখন রাজপুত-সেনাগণ জাগরিত হইয়া যে বেখানে যে অস্ত্র পাইল, সে তৎক্ষণে সেই অস্ত্র গ্রহণ করিয়া মাঘল সেনাদলকে আক্রমণে উত্তত হইল। তানাজি তখন আর কালক্ষেপ না করিয়া প্রচণ্ড বেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। রাজপুতগণ এককালে চারিদিক হইতে আক্রান্ত হওয়াতে লক্ষ্য স্থির করিতে পারিল না। তাহারা মশাল প্রজ্জ্বলিত করিল, তাহাতে মাঘল সেনার আরও অবিধা হইল। তাহারা স্থির লক্ষ্য হইয়া বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। তানাজি কৃপাণহস্তে একদল সৈন্ত লইয়া সেই দিকে ছুটিলেন। তখন সমুখ সমরে তরবারির বনবনায় কর্ণ নখির হইবার উপক্রম হইল। শ্বশুরজি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। উপরে কি হইতেছে জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া তিনি সসৈন্তে তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন তানাজি যুদ্ধ করিতে করিতে রাজপুতসর্দার উদয়ভানুর সন্ন্যাসে উপস্থিত। দুই বীরে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। উদয়ভানুর অসির আঘাতে তাহার চালি অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে। তখন তিনি বীর হস্ত দ্বারা সেই আঘাত সহ্য করিয়া শত্রুশরীর দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তিনিও এই আঘাতে ছুপতিত

হইলেন। এই সময়ে নেতাজির পতনে মাবলসৈন্ত হত্যা হইয়া গেল। তৎকাল দিবার উপক্রম করিতেছে। শিবাজি এই সময়ে সমলে পন্ডাং হইতে বলিলেন, “শিবাজী সেনাপতির দেহ অত্রিক্ত অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া কোন ব্যক্তি পলায়ন করিতে ইচ্ছা করে।” এই বলিয়া তিনি হুগারোহণের রক্ষা হেদন করিয়া ছিলেন।

শিবাজির বাক্যে উৎসাহিত হইয়া মাবলসৈন্ত পুনরায় “হর হর মহাদেব” শব্দে দিগ্‌মণ্ডল বিদ্যোভিত করিল। তাহার কালান্তক বসের জ্বর রাজপুতদিগকে আক্রমণ করিল। তাগাদের সেই ভীম বেগ সহ্য করিতে কাহারও সাধ্য হইল না, এই যুদ্ধে ৫০০ রাজপুত বীর নিহত, কএকজন পক্ষিতে পলায়িত বা পার্শ্বভা পৃষ্ঠে পতিত হইয়া মৃত এবং অবশিষ্ট শিবাজির হস্তে বন্দী হইল। সিংহগড় অধিকৃত হইল বটে, কিন্তু যুদ্ধে তানাজি নিহত হওয়ায় শিবাজির ক্ষেত্রের সীমা থাকিল না। তিনি বালা সহরের মৃত্যুতে দ্বাদশ দিন উকীষ ধারণ না করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

অতঃপর শিবাজি শিবাজিকে সিংহগড়ের কেল্লাদার পদে নিযুক্ত করেন। যে সকল বীরপ্রাণ মাবলসৈন্ত মরাঠাগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহার শিবাজীর অঙ্গুগ্রহণে বঞ্চিত হয় নাই। তিনি রাজপুত বন্দীদিগকেও যথোপযুক্ত পুরস্কার দিয়া স্বদেশে পাঠাইয়া দেন।

তানাজির সিংহগড়াবজয়ের দৃষ্টান্ত অঙ্গুগ্রহণ করিয়া উৎসাহিত মনে আবাদি সোণদেব ও হুগাধিপতি আলীবন্দী খাঁকে রণক্ষেত্রে নিহত করিয়া মাহলী হুগা হস্তগত করেন। এইরূপে তিনি কল্যাণ ভিওর কেল্লাদার উজরফ খাঁকে ও যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তদধিকৃত প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে চারি মাসের মধ্যে মোরোপত্ত, নীলোপত্ত, অরাজিপত্ত ও প্রতাপরাও জয় প্রভৃতি বীরগণ মোগলসৈন্ত অধিকাংশ হুগা হস্তগত করিয়া লইলেন এবং মহারাজ জয়সিংহ রণবিজয় কালে যে সমস্ত ভাজিয়া দিয়া অগ্নিযোগে ভস্মনাং করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, মোরোপত্ত পেশবে সে সমুদায় হুগের একপে বিশেষ তৎপরতার সহিত জীর্ণোদ্ধার করিয়া তৎসমস্ত কার্যোপযোগী করিয়া লইলেন।

১৬৮১ খৃষ্টাব্দের পর হইতে আর প্রতি বর্ষেই শিবাজি জিজিয়া হুগা অধিকারমানসে সেনা প্রেরণ করেন। মোগল নৌসেনাপতি কুতুবা শিবাজিগাহিনী কর্তৃক স্থলপথে ও জলপথে বারংবার আক্রান্ত হওয়ার শেষোক্ত যুদ্ধে বিশেষ বিপদাপন্ন হন এবং তাহার হস্তে জিজিয়া হুগা প্রদান করিয়া সন্ধিহাপনে চেষ্টা পান। এই সময়েও বর্ধা আসিয়া পড়ার শিবাজি রায়গড়ে

কিরিয়া আইলেন। বর্ধাপ্রদেশে শিবাজি প্রায় পঞ্চদশ সহস্র অসামান্য সেনা লইয়া জুয়াট আক্রমণ করেন। তৎকাল মোগলশাসনকর্তা নগররক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকাৰ্য্য হন নাই। শিবাজি নগরপ্রাচীর ভেদ করিয়া নগরে প্রবেশ করেন এবং তৎকাল তিন দিন থাকিয়া বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা চৌখ বন্দোবস্ত করিয়া বহুমূল্য উপহার সঙ্গে লইয়া যান। মোগল-সেনাপতি দাউদখাঁ চরমুখে তাহার জুয়াটগমনবার্তা অবগত হইয়া সমলে আসিয়া কাকন-মকন গিরিপথ দ্বারা করেন। শিবাজিও মোগল-সেনার আগমন জানিতে পারিয়া তৎক্ষণেই বীর সেনাদল তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া লইলেন। এক ভাগ প্রথমেই অগ্রগামী মোগল সেনাপতি আব্দুল্লাহ খাঁর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইল। অপর দল লইয়া তিনি স্বয়ং দাউদখাঁকে আক্রমণ করিলেন এবং তৃতীয় দল বিজয়নগর দ্রব্যরক্ষার নিযুক্ত রহিল। যুদ্ধে মোগলপক্ষে তিন সহস্র সেনা নিহত, চারি সহস্র অশ্ব মৃত এবং প্রধান সেনানায়কদ্বয় বন্দী হইলেন।

এই সময়ে তাহার গতিরোধ করিবার জন্য এবং মোগল সৈন্তের সহায়তা মানসে মাহরবাসী উদয়রামের বিধবা পত্নী হাজার সেনা লইয়া রণক্ষেত্রে আসিলেন। এই বীরনারীর সহিত মরাঠা সৈন্তের তুমুল যুদ্ধ হয়। রমণীকোবিন্দু অসি হস্তে রণক্ষেত্রে হুগাইয়া বীর সেনাদলকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিজয়নগর শিবাজির সৈন্তের সম্মুখে তাহার অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিল না। তখন যুদ্ধে পরাজিত রাজহিতৈষী বীরনারী শিবাজির বস্ত্রতা স্বীকার করিলেন। শিবাজিও তাহার পুত্র জগজীবন উদারামকে অভয়দানে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

বিজাপুর-সমর হইতে অরঙ্গাবাদে প্রত্যাগত হইয়া মহারাজ জয়সিংহ দিল্লীপথে পঞ্চদশ প্রান্ত হন। দিল্লের খাও দাক্ষিণাত্যের কোনরূপ সুব্যবস্থা করিতে পারিলেন না দেখিয়া সম্রাট তাহাকে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিতে আদেশ প্রচার করেন। দিল্লী-সিংহ শিবাজির নেতৃত্বে মরাঠাদিগের অভ্যুত্থান ও মোগল-সৈন্তের উত্তেজিত মধ্যপতন লক্ষ্য করিয়া সম্রাট অরঙ্গজেব আর হিব থাকিতে পারিলেন না, তিনি দাক্ষিণাত্যে অশুশ্রী হাপনের জন্য স্বীয় পুত্র কুমার শাহ আলমকে দাক্ষিণাত্যের সুব্যবস্থা এবং যোধপুরাধিপতি রাণা যশোবন্তসিংহকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের অধীনে দাক্ষিণাত্যে এক বিপুল মোগলবাহিনী প্রেরণ করেন। দিল্লীতে অবস্থান কালে কুমার শাহ আলম ও রাণা যশোবন্তের সহিত মহারাষ্ট্রপতি শিবাজির মিত্রতা স্থাপিত হয়। শিবাজি মিত্রবন্ধের আগমনসংবাদ পাইয়াই তাহাদের অভ্যর্থনার্থ অরঙ্গাবাদে উপহার সহ লোক প্রেরণ করেন। কুমার শাহ আলম উপহার দিয়া শিবাজি-প্রেরিত

লোকের সম্মান রক্ষা করিলেন এবং তাঁহাকে বলিয়া দিলেন যে মহারাজ শিবাজি পূর্বের সন্ধি অনুসারে কার্য্য করিলে সম্রাট বিশেষ আচ্ছাদিত হইবেন এবং সে বিষয়ে আমরাও তাঁহার সম্পূর্ণ সহায়তা করিব।

শিবাজি তাঁহাদের বাক্যে সন্তুষ্ট হইলে, সম্রাট তাঁহাকে রাজ্য উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন। তৎপূর্ব শস্ত্রজির উপর পাঁচ চাকার অশ্বারোহীর মনস্বপন প্রদত্ত হয়। জুর ও আন্ধরনগরের সভ্যগণের জন্ত সম্রাট তাঁহাকে বেহার প্রদেশ জায়গীর দানে সন্তুষ্ট রাখেন। তাঁহার পূর্বতন জায়গীর পুণা, চাকন ও সুপা পরগণা তাঁহাকে ছাড়ি দেওয়া হয়, কেবল সিংহ-গড় ও পুরন্দর দুর্গ মোগলরাজ বীর অধিকারে রাখিয়া দেন।

এই ঘটনার পর হইতে মহারাজ শিবাজি মোগল দরবারের একজন প্রধান ওমরাহ মধ্যে পরিগণিত হইলেন এবং তিনি যুদ্ধকালে অশ্বারোহী সেনাধারী সম্রাটের সাহায্য করিতে প্রতীক্ষিত রহিলেন। প্রতাপরাও গুজর সাহায্যকারী সেনাদল লইয়া অরঙ্গাবাদে অশ্রয় করিতে লাগিলেন। এই ব্যবস্থায় প্রায় দুই বৎসর কাটিল। বিজাপুররাজের সহিত ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে মোগলসম্রাটের যুদ্ধসমাপ্তি পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থাই বলবৎ থাকে।

বিজাপুর-রাজদরবারের সহিত মোগল-সেনাপতির যে সন্ধি হয়, তাহাতে শিবাজি লিপ্ত ছিলেন না। দাক্ষিণাত্যের মোগল সুলতানের সহিত এইরূপে সন্ধি বন্ধে আবদ্ধ হইয়া শিবাজি বিজাপুর হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী রাজস্ব আদায়ের জন্ত লোক প্রেরণ করিলেন। পূর্বেও তিনি চৌথ আদায়ের জন্ত একবার লোক পাঠাইয়াছিলেন। এবার বিজাপুর দরবার শিবাজির প্রেরিত লোককে যথেষ্ট অপমানিত করিল। ঐ অপমানের প্রতিশোধ লইতে ক্রুদ্ধ হইয়া শিবাজি প্রথমে সীমান্ত প্রদেশস্থ দুর্গসমূহ পর্য্যবেক্ষণে গমন করেন। তাঁহার পন্থালা দুর্গে অবস্থানকালে সিদ্ধি জহর ও আন্ধল খাঁর পুত্র ফজল খাঁ বিংশতি সহস্র সেনা লইয়া ঐ দুর্গ অবরোধ করিলেন। ছয় মাস অবরুদ্ধ থাকিয়া শিবাজি যখন দেখিলেন, যে দুর্গের আহার্য্য সামগ্রী সমস্ত প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন দুর্গ মধ্যে অনাহারে আবদ্ধ থাকা তিনি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। তখন তিনি দুর্গমধ্যস্থ সেনা ও সেনাপতিদ্বিগকে আচ্ছাদন করিয়া বলিলেন, আমি কল্যাণ প্রত্যাশে শত্রুবাহিনীকে করিয়া রক্ষণ কর্ণে গমন করিতে মনস্থ করিয়াছি। শত্রুগণ যখন আমার অনুসরণ করিবে, তখন তোমরা পশ্চাৎ হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিও।

কলে তাহাই হইল, শিবাজি দ্বিসহস্র সংসপ্তক মাবল সৈন্ত

লইয়া প্রত্যহই দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন। সিদ্ধি জহরের আদেশে ফজল খাঁ শিবাজির পশ্চাৎবর্তিত হইলেন। পূর্ব পরামর্শানুসারে কার্য্যবীর বাজী প্রভু পুচিহাকার মাবল সৈন্ত লইয়া ভীমবেগে ফজল খাঁকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিলেন। শত্রুসৈন্ত আর অগ্রসর হইতে পারিল না, তাহার * আততায়ীর অভিমুখে ফিরিয়া যুদ্ধারম্ভ করিল। সেই অবসরে শিবাজিও নিরাপদে রক্ষণ কর্ণে উপস্থিত হইয়া তোপধ্বনি করিলেন। বাজী প্রভু তখনও রণোদ্ভূত শত্রুর গোলাঘাতে সাংস্ফাতিকরূপে আহত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নিপতিত হইলেন। এই যুদ্ধে পাঁচ হাজার মুসলমান সেনা নিহত হয়।

বর্ষা সমাগত দেখিয়া এবং শিবাজি কখন কি সুযোগে দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া বিজাপুর-সৈন্ত আক্রমণ ও বিপর্য্যস্ত করিবে এই ভাবিয়া ভীত মনে সিদ্ধি জহর সদলে বিজাপুরে প্রস্থান করিলেন। ইহার পর (১৬৬৯ খৃঃ) গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরপতি শিবাজিকে বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা চৌথ দিতে স্বীকৃত হন।

শিবাজি চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করিয়া প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং নানাদুর্গ ও প্রদেশ অধিকার করিয়া বলবৃদ্ধি করিতেছেন জানিতে পারিয়া সম্রাটের চিত-চাকলা উপস্থিত হইল। অধিকন্তু কুমার শাহ আলম দুই বৎসর ধরিয়া শিবাজিকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করিতেছেন না, বরং তাঁহার সহিত উত্তরোত্তর কুমারের মিত্রতা বদ্ধিত হইতেছে, এই মিত্রতার ফলে তিনিও শিবাজির সহিত মিলিত হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন। এই চিন্তাশ্রোতে ভাসমান হইয়া সম্রাট নিশ্চেষ্ট থাকা শুভকর বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। তিনি গোপনে একদল সেনা পাঠাইয়া নীরাজীপত্ত ও প্রতাপ-রাও প্রভৃতি শিবাজির প্রধান প্রধান কণ্ঠস্বরবৃন্দকে অবরোধ করিতে আদেশ দিলেন। যথাকালে এই সংবাদ রাজকুমারের ক্রটিগোচর হইল। তিনি এই ঘটনা নীরাজীপত্ত প্রভৃতিতে জানাইলেন। অরঙ্গাবাদে অবস্থিত মহারাজ্যীয় অশ্বারোহী সেনাদল লইয়া প্রতাপরাও গুজর রাজ্যকালে অরঙ্গাবাদ পরি-ত্যাগ করিয়া গোপনে রায়গড়ে আগমন করিলেন।

সম্রাটের এই দুঃসংবাদ এবং ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দের সন্ধিভঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা লক্ষ্য করিয়া শিবাজি বিশেষ বিরক্ত হইলেন। তানাজির বীরত্ব ও মৃত্যু তাঁহার ক্ষুরে মোগলবিশেষ আলাইয়া দিল। যাতনাপীড়িত ক্ষুরে তিনি আর বুণা সময় ক্ষেপণ অযুক্তির পরিচয় বলিয়া জান করিলেন না। তিনি জলপথে ও স্থলপথে মোগলসৈন্ত আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার আদেশে মোরোপত্ত পেশবে বিংশতি সহস্র পরাভিক

লইয়া অম্বা, পুতা ও শালহের দুর্গ আক্রমণে প্রেরিত হইলেন।
সময় সময়ে অম্বারোহী সেনা লইয়া প্রতাপরাও তাঁহার সাহায্যার্থ
চলিলেন। যে সকল গ্রাম ও নগরের চৌধ বাধ্য হইয়াছিল।
প্রতাপের উপর তাঁহার আদায়ের ভারও প্রস্তুত হইল। এই
সময় হইতে দাক্ষিণাত্যের মোগল প্রভাগও নিয়মিতরূপে
চৌধ দিতে আরম্ভ করেন।

কুলপথে শিবাজি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ১৬০ খানি রণতরী যুদ্ধ সাম-
গ্রীতে পূর্ণ করিয়া বোম্বাই, সুরাট ও ভেরোচ আক্রমণে যাত্রা
করেন। চতুর্দিকের ঐ সকল রণপাতি গন্তব্য স্থানে গিয়া
কোন অভাবনীয় কারণে প্রত্যাবর্তন করে, পথি মধ্যে পতঙ্গীক-
দিগের সহিত একটি ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে শিবাজিসৈন্ত
পতঙ্গীকদিগের স্তব্ধ রণপাতি অধিকার করিয়া দস্তোলে
প্রত্যাগমন করে। যুদ্ধে মরাঠা নৌ-সেনাদলের অধ্যক্ষ মননায়ক
ভাণ্ডারী যে বীরত্ব ও রণপাতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন,
তাহাতে নৌবলে বলীয়ান পতঙ্গীক জাতিও বিস্ময়াপন্ন
হইয়াছিলেন।

পূর্বে ব্যবস্থা মত, মোরোপন্ত অম্বা, পুতা প্রভৃতি দুর্গ জয়
করিয়া বাগলানের অন্তর্গত সলহের দুর্গবিজয়ে অগ্রসর হইলেন
(১৬৭১ খৃঃ)। প্রতাপরাও বোরঘাট-সঙ্কট আতিক্রম করিয়া
পেশবার দলে যোগদানার্থ গমন করিলেন। পথি মধ্যে তাঁহার
গতিরোধার্থ মোগল-সেনাপতি ইসলাম খাঁ আসিয়া বাধা প্রদান
করেন, তাহাতে মরাঠা সেনার সহিত মোগল-সেনার একটি
সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। রণতরীর প্রতাপ তাহাতে ক্রক্ষেপ না
করিয়া জীম বেগে সলহের দুর্গে প্রবেশ করিলেন। মোরো-
পন্ত ও প্রতাপের যুগপৎ আক্রমণে মোগলসৈন্ত ছত্রভঙ্গ হইয়া
পড়িল। যুদ্ধে ১০ হাজার মোগল-সৈন্ত ও ২২ জন সেনাপতি
নিহত হইলেন। ইখলাস খাঁ, মাখম সিংহ প্রভৃতি কএকজন
সেনাপতি বন্দিভাবে মরাঠা-শিবিরে নীত হন। ছয় হাজার
উষ্ট্র ও অশ্ব, ১০০ হস্তী এবং নানা প্রকার যুদ্ধোপকরণ মহারাষ্ট্র-
সেনাপতির হস্তগত হয়।

মহারাষ্ট্র পক্ষে এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সময়ে আনন্দরাও
খাণ্ডাজি অগ্রতপে, বিশাজি বজাল, মুকুন্দ বজাল মোরে, রজনাত
রূপজি ভোঁসলে, সুরেরাও কাকড়ে প্রভৃতি বীরগণ সিংহবিক্রমে
মুসলমান-সেনা বিমর্দিত করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে জাবলী
রায়রী প্রভৃতি দুর্গবিজ্ঞেতা সুরেরাও কাকড়ে নিহত হন।

সলহের দুর্গে মোগল-সেনার পরাভববাস্তা অবগত হইয়া
সমীপাগত দিলেরখাঁ শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইবার ভয়ে দণ
বিলম্ব না করিয়া অরজাবাদ অভিমুখে পলায়ন করিলেন। জরমদে
মত প্রতাপরাও পশ্চাৎদান করিবার অভিপ্রায়ে দ্রুতপদে অগ্র-

সর হইয়া খান্দেখ আক্রমণ করিয়া বৃহানপুর পর্যন্ত অগ্রসর
হইলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় তিনি অনেক নুতন স্থানে চৌধ
সংস্থাপন করিয়া আসেন এবং নানা স্থান হইতে পুরাতন চৌধ
আবার করিয়া আনেন।

এইরূপে উত্তরোত্তর মরাঠাবলবৃদ্ধি, মোগলবাহিনী কম
ও বশোবস্ত সিংহ, দিলেরখাঁ, মহব্বতখাঁ প্রভৃতি সেনাপতিগণের
পুনঃ পুনঃ পরাজয়দর্শনে রাজ্যের ভাবি অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া
সম্রাট অরজাবেব গুজরাতের সুবাদার বাহাদুর খাঁকে (খানজহান)
দাক্ষিণাত্যের সুবাদার পদে নিযুক্ত করিলেন। কলৌ কিছুট
হইল না। বাহাদুর খাঁ শিবাজির অতুল প্রতাপ সন্দর্শন করিয়া
একপদ অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না। তিনি নিশ্চেষ্ট
ভাবে অরজাবাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন দেখিয়া শিবাজি
একদল সেনা উত্তর দিকে প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং গোলকণ্ডা
প্রদেশ আক্রমণ করিয়া চৌধ স্থাপন করেন।

১৬৭১ খৃষ্টাব্দে শালহের দুর্গ মহারাষ্ট্র কবলিত হইলেও
মোগলসেনাপতিগণ পরবৎসর ১৬৭২ খৃঃ স্ব স্ব বাহিনী লইয়া
পুনরায় উক্ত দুর্গ অবরোধ করেন। মহারাষ্ট্রনারকগণ বিশেষ
বীরত্ব ও সাহসের সহিত আত্মরক্ষার সমর্থ হইয়াছিলেন।
অবশেষে মোরোপন্ত পেশোবে ও প্রতাপরাও একযোগে প্রচণ্ড
আক্রমণে তাঁহাদের দুর্ভেদ্য বাহুভেদ করিয়া বিজয়লক্ষী লাভ
করেন। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে পন্থালা দুর্গ পুনরায় শিবাজির অধিকার
ভুক্ত হয় এবং তাঁহারই অজুতম সেনাপতি অম্বাজিদত্তো হবলী
লুঠন করিয়া প্রভূত অর্থ ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া
আনেন।

এই সময়েই শিবাজি কারবাড় প্রদেশাভিমুখে একটা নৌ-
বাহিনী প্রেরণ করেন এবং তাঁহারই ফলে উক্ত প্রদেশের
সমুদ্রোপকূলবর্তী জেলাসমূহ মহারাষ্ট্রকর্তৃক লগত হয়। এমন
কি, বেদনোরের নরপতিও গোলকোণামিপের জায় শিবাজির
বশতা স্বীকার করিয়া করপ্রদানে বাধ্য হন।

শিবাজির এই অল্পপরিমাণে কালে সুরাট ও জিজিরার নৌ-
সেনাপতি সমুদ্রতীরবর্তী দণ্ডারাজপুরী অকস্মাৎ আক্রমণ করেন।
সে দিন রাত্রিকালে দুর্গভাঙরহ মরাঠাসেনাদল শিবপূজার মত,
সকলেই প্রার ভাঙ্গপানে অচেতন, হুতরাং সকলেই সতর্কতামুদ্র।
মুসলমানসেনা সেই সুযোগে দুর্গে রক্ষা লাগাইয়া উপরে আরোহণ
পূর্বক দুর্গআক্রমণ করেন। দুর্গাধ্যক্ষ রঘুনাথ পন্ত যুদ্ধে আশ্রয়
করিয়া বীর অনবধানতার প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

এই সময় বিজাপুর স্থলতানের মুক্তা হওয়ার বিজাপুর রাজ্যে
অন্তর্বিগ্রহ উপস্থিত হয়। তখন দাক্ষিণাত্যে মরাঠা ও মোগল
শক্তি প্রবল। আবহুল করিম খাঁ প্রমুখ ব্যক্তিগণ শিবাজি-

কৃত অপমান স্মরণ করিয়া মোগল সহযোগে তাঁহার উৎসাদনে ব্যাপৃত হইলেন এবং খাবাস খাঁর পুটপোষকগণ শিবাজিকে পক্ষভুক্ত করিয়া মোগলশক্তি ধ্বংস করাই যুক্তিযুক্ত পরামর্শ বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু কোন একটা সংসিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বেই করিম খাঁ স্বীয় অধীনস্থ সেনাদিগকে শিবাজির বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইতে আজ্ঞা দিলেন।

শিবাজি বিজাপুর সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হইলে প্রতাপ-রাওকে সেনাদলসহ তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। করিম খাঁ আশ্চর্য্যকর অসমর্থ হইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়নপর হইলেন। তখন প্রতাপ তাঁহার পশ্চাদসুসরণ করিয়া তাঁহাকে পর্য্যটবেষ্টিত জলশূন্য স্থানে তাড়াইয়া আনিয়া আবদ্ধ করিলেন। অশ্রুভাবে সসৈন্তে মৃত্যুমুখে পতিত দেখিয়া করিম আত্মসমর্পণপূর্ব্বক পরিত্রাণ পাইলেন। প্রতাপরাও বিজাপুর জয় করিয়া হায়দরাবাদ, রামগিরি ও দেবগড় আক্রমণ করিয়া ততৎস্থানে চৌধ স্থাপন করিলেন।

এদিকে করিম খাঁ বিজাপুরে পৌছিয়াই বহুলোল খাঁর সহিত মিলিত হইলেন এবং পুনরায় পুনঃহালা প্রাপ্ত আসিয়া তৎসমীপদেশস্থ গ্রামসমূহ লুণ্ঠনপূর্ব্বক উৎসাদন করিতে লাগিলেন। তঁহার্ত্তা অবগত হইয়া শিবাজি পুনরায় করিম খাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য প্রতাপরাওকে সসৈন্তে প্রেরণ করেন। জেসরী রণক্ষেত্রে উভয় সেনা সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। প্রথম সংঘর্ষে প্রতাপরাও প্রচণ্ড বিক্রমে মুসলমান সেনা আক্রমণ করেন। তিনি ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে স্বীয় মাবল সেনাদল হইতে ছাড়াছাড়ি হন এবং কএকজন মাত্র অহুচর সহ মুসলমান সেনাদলের মধ্যে আসিয়া পড়েন; রণক্ষেত্রে শত্রুহস্তে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। তখন মাবল সেনাদল বিচলিত হইয়া উঠে। সেই সময়ে মরাঠা সেনানায়ক হংসাজি মোহিতে পক্ষ সহস্র সেনা লইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন (১৬৭৪ খৃঃ)।

পুনরায় উভয় দলে ভীষণ যুদ্ধ চলিল। করিম খাঁ মরাঠা হস্তে সৈন্যকর ও পরাজয় অবশুস্তাবী জানিয়া অবশিষ্ট সেনাদল লইয়া রণক্ষেত্রে হইতে বিজাপুর অভিমুখে পলায়ন করিলেন। সমরকুশল সেনাপতি তাঁহার পশ্চাৎদ্বার হইয়া বিজাপুর নগর-দ্বার পর্য্যন্ত গমন করেন। যুদ্ধে জয়লাভ হইল বটে, কিন্তু প্রতাপরাওএর মৃত্যুতে মরাঠাশক্তির একাংশ ধ্বংস করিয়া গেল। শিবাজি হংসাজিকে হাথীররাও উপাধি দান করিয়া সরনোবৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

অন্তঃপর সেনাপতি হাথীররাও সম্প্রাংগাঁও নামক স্থানে আসিয়াছেন দেখিয়া বিজাপুর-সর্দার হোসেন্ ময়ান খাঁ সসৈন্তে

অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলে উভয় পক্ষে যোঁরতর যুদ্ধ চলিল, কোন পক্ষেই যুদ্ধের বিরাট নাই, বরং রাত্ৰ্যাক্ষকার বৃদ্ধির সহিত যুদ্ধে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে সেনাপতি হাথীররাও জয়লাভ করিলেন। যুদ্ধে চারি হাজার অশ্ব, হাতিদল হস্তী ও উষ্ট্র এবং অনেকগুলি কামান তাঁহার হস্তগত হয়।

ঐ সময়ে মোরোপস্ত পেশবে স্বীয় বিজয়বাহিনী পরিচালিত করিয়া কোপল দুর্গ অবরোধ করেন। উক্ত হোসেন খাঁর সহোদর ভ্রাতা ঐ দুর্গের অধিপতি ছিলেন। তিনি মরাঠা সেনানায়কের অধৃত বুদ্ধিকৌশলে ও বীরত্বে পরাভব স্বীকার করিয়া শিবাজির পদানত হইলেন। দুর্গাধিকারের পর মোরোপস্ত কনক-গিরি, হর্পণপল্লী, রায়দুর্গ, চিত্রদুর্গ প্রভৃতি স্থান অধিকারপূর্ব্বক তুণভদ্রাতট পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র রাজ্য বিস্তার করেন।

এইরূপে ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে নবভারে মুসলমানের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসানল প্রজ্বলিত করিয়া শিবাজি চারি বৎসরের মধ্যে অমিত বিক্রমে ও ভীম অসিবেলে মোগল কর্তৃক পূর্বে অপরিত স্বীয় রাজ্যগুলি পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি জলে ও স্থলে বহুদূর পর্য্যন্ত স্বীয় রাজ্যাধিকার বিস্তৃত করেন। উত্তরে সুরাট, দক্ষিণে বেদনোর ও হবলী এবং পূর্বে বেরার, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা পর্য্যন্ত তাঁহার শাসনদণ্ড পরিচালিত হইয়াছিল। তাপ্তা নদীর দক্ষিণস্থ মোগলাধিকৃত সুবাগুলি তাঁহাকে চৌধ ও সরদেশমুখী দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। গোলকুণ্ডা ও বেদনোরপতিদ্বয় মহারাষ্ট্রপতি শিবাজির হস্তে পরাজয় স্বীকার করিয়া তাঁহার অধীন সামন্তরূপে অবস্থান করেন।

মহারাষ্ট্রপ্রচলিত বখর নামক দেশীয় ঐতিহাসিক আখ্যায়িকায় বিবৃত আছে যে, শিবাজি দাক্ষিণাত্যের প্রতাপশালী মুসলমান পাদশাহজাদাকে বলে পরাভূত ও বশীভূত করিয়া স্বয়ং হিন্দু-পাদ-শাহ হইতে বাসনা প্রচার করেন। ইহার জ্ঞানই তাঁহার মন্ত্রিসভার দ্বারা প্রকাশ্য ভাবে মহারাজ শিবাজির অভিযেকার্থ্য সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা অহুভূত হয়। তাঁহার ত্রিশ বর্ষ অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে ও অধ্যবসায়্যে যে রাজৈশ্বর্য লাভ করিয়াছিলেন, এতদিনে তাহারই মহত্ব উদ্‌ঘাটনের সূচনা হইল। শিবাজির অভিযেকোৎসব ও তজ্জন্ত প্রভূত অর্থব্যয় তাঁহার স্বাধীন রাজত্বের পরিচয় স্থল।

শিবাজি যে সময়ে মুসলমান রাজত্ববর্গকে পদদলিত করিয়া উন্নতির লীধ সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন; ঠিক সেই সময়ে কালীধাম হইতে বেদান্ততত্ত্বদর্শী প্রাজ্ঞ পণ্ডিত গাগাভট্ট তীর্থ-দর্শনোপলক্ষে দাক্ষিণাত্যে আসিয়া শিবাজির সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইহারই অহুরোধে রাণাবংশধর মহারাজ শিবাজি

শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়ানুসারে অভিষিক্ত হইয়া রাজ্যশাসন করিতে স্বীকৃত হন। তাঁহার উপদেশ বাক্যে এবং মোরোপত্ত ও নীরাজি পস্তুর অনুমোদনে তিনি স্বীয় মেবারস্থ জাতিগণের দ্বারা বস্ত্রহরণপূর্বক বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করিয়া শাস্ত্রমৰ্যাদা রক্ষা করেন।

চিত্তোর হইতে দাক্ষিণাত্যে আসিয়া নানা ছুঁকিপাকে শিবাজির পূর্বপুরুষগণ (৯১০ পুরুষ) উপনয়নসংস্কারগ্রস্ত হইয়া পড়েন। তখন গাগাভট্টের বিধানানুসারে “ব্রাতস্তোমপ্রারচিত্তান্তে” তাঁহাকে যজ্ঞোপবীত প্রদান করিয়া অভিষেকের ব্যবস্থা হয়। তদনুসারে ১৫৯৬ শকে (১৬৭৭ খৃঃ) আনন্দ-সংবৎসরে জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লা চতুর্থীতে নিমন্ত্রিত রাজস্ববর্গ ও ব্রাহ্মণবৃন্দের সমীপে মহারাষ্ট্রেশ্বরী শিবাজি উপবীত গ্রহণ করেন। ঐ দিবস হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে রাজ্যাভিষেকোৎসব আরম্ভ হয়।

উক্ত সংবৎসরের জ্যৈষ্ঠ শুক্লা জ্যোৎস্না তিথি বৃহস্পতিবারে তাঁহার অভিষেক কার্য সমাপ্ত হইলে তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ঐ ঘটনা স্মরণ করিয়া ঐ দিন হইতে দাক্ষিণাত্যে ‘শিব-শক’ প্রচলিত হয়, অত্য়পিও কোলহাপুর রাজসংসারে শিবাজির বংশধরেরা সেই শক ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে প্রায় এককোটি রিচডারিংস লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল।

রাজ্যাভিষেক সমাপ্তির পর মহারাজ শিবাজি সমাগত নৃপতি-বৃন্দ ও রাজদূতগণকে যথোচিত সম্মাননা ও সন্মতি করিয়া বিদায় দিলেন। ইংরাজ কোম্পানী ঐ সময়ে বাণিজ্যের সুবিধার জন্য মহারাষ্ট্রদরবারে দূত প্রেরণ করেন। ইংরাজদূত সন্ন হেনরী অক্সেণ্ডন রায়গড়ে শিবাজির সমক্ষে বহু উপহার সহ সমাগত হইলে বিশেষ সন্মানের সহিত গৃহীত হন। মহারাজ শিবাজি তাঁহার প্রার্থনা মতে যে বাণিজ্যবিষয়ক সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হন, তাহার মধ্যে রাজাপুর ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ এবং রাজাপুর, দোভাল, চেউল ও কল্যাণ নগরে ইংরাজের বাণিজ্যকুঠী নির্মাণ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইহার অব্যবহিত পরেই মহারাজ তুলাদান করেন। ঐ উপলক্ষে তিনি রায়গড়ের সুপ্রসিদ্ধ ‘জগদীশ্বরমন্দির’ প্রাতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঐ মন্দির-প্রাচীরে নিম্নোক্ত কলক উৎকীর্ণ আছে—

“প্রাসাদো জগদীশ্বরস্ত জগতামানন্দদোহুজ্জর।

শ্রীমচ্ছত্রপতেঃ শিবস্ত নৃপতেঃ সিংহাসনে তিষ্ঠতঃ।

শাকে বস্ত্রবধাবভূমিগণনাদানন্দসংবৎসরে

জ্যোতির্গজমুহূর্ত্তকৌস্তির্মহাতে শুক্লেশদার্পে তথো ॥

বাণীকুপতড়াগরাজীকচিত্রিং রম্যং বনং বাতিকে

স্তম্ভৈঃ কুস্তিগৃহে নরেন্দ্রসদনৈরম্রলিঙৈর্হোহিতিতে।

শ্রীমদ্রায়গিরোগিরামবিষয়ে হীরাজিনানিষিঙতো

যাবচ্ছত্রদ্বাকরৌ বিলসতস্তাবৎ সমুজ্জ্বলিতাম্ ॥”

মাতা ও পত্নীবিয়োগজনিত নানা শোক দুঃখে কালাতিপাত করিয়াও শিবাজি অবিচলিত ভাবে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। তাঁহার নিয়োজিত অষ্ট প্রধান তাঁহাকে রাজকাৰ্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতেন। তিনি যেরূপ শাসনবিধি অবলম্বন করিয়া প্রজাপালন এবং যেভাবে সামরিক বিভাগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার পুনরুল্লেখ নিম্নপ্রস্তোজন। তাঁহার অধ্যারোহী সেনাদল শিলেদার ও বগীরদার ভেদে বিভক্ত ছিল। ইহার দূরদেশ আক্রমণ সময়ে গমন করিত। পদাতিকের মধ্যে ঘাটমাথার মাঝলি ও কোত্তণ প্রদেশের হাটকারীগণ প্রধান। [মহারাষ্ট্র দেখ।]

অতঃপর শিবাজির জীবননাটকের শেষ দৃশ্যের অভিনয় আরম্ভ হয়। উত্তরে মোগল ও বিজাপুরের সহিত আর যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত না হওয়ায় উভয় পক্ষেই একরূপ শান্ত্যাবধারণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয় নাই, তথাপি উভয়ে বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া শান্ত্যাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হন।

শিবাজি যখন এইরূপ শান্তিমুখ ভোগ করিতেছিলেন, তখন সুদূর কর্ণাট দেশে শাহজি প্রতিষ্ঠিত বিশাল জায়গীর মধ্যে বকোজির সহিত রঘুনাথ নারায়ণ নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের মনোবাদের সূত্রপাত হয়। উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় শাহজির প্রধান কর্মচারী নারোজিমল হুম্মমতের যোগ্য পুত্র। ইহারাও বকোজিকে সম্মুখে রাখিয়া দ্রাবিড়মণ্ডলে স্বতন্ত্রভাবে মহারাষ্ট্র বিজয়বৈজয়ন্তী সংস্থাপনে পরামর্শ করিতেছিলেন। শিবাজির বিরুদ্ধাচরণে বকোজি মত করিলেন না, কাজেই ভ্রাতৃদ্বয়ের মনোবাদ শত্রুতার পরিণত হইল। তখন তাহারা সে স্থানে অবস্থান অবিধেয় বিবেচনা করিয়া ভাগানগরে আগমন করেন। পরে তথা হইতে শিবাজি সকাশে আসিয়া দাক্ষিণাত্য প্রদেশের অরাজকতা ও তথায় হিন্দুরাজ্যস্থাপনের সুগমতা তাঁহাকে নিবেদন করিলে তিনি দক্ষিণ প্রদেশ দ্বিজে কৃতসংকল্প হন।

ভাগানগরপতি তানশাহ মোগলও এই ঘটনার কিছু পূর্বে শিবাজিকে বার্ষিক ৫ লক্ষ হুনমুদ্রা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হন। শিবাজি সেই মিত্রতা দৃঢ় করিবার জন্য নীরাজি পস্তুর পুত্র প্রহ্লাদপস্তকে বর্গাবধ উপহার সহ ভাগানগরে পাঠাইয়া দেন এবং তদ্ব্যবহায়ে তানশাহ সমীপে তাঁহার ভাগানগর দর্শন বাসনা প্রকাশ করেন।

শিবাজি পঞ্চাবধাতি সহস্র অধারোহী ও পঞ্চদশ সহস্র মাঝলি পদাতিক সেনা লইয়া ভাগানগর ব্যাড়া করেন। এখানে ভাগানগরের স্বাধিকারকে বিশেষ সমাদরে রাখেন। কিছুদিন এখানে আমোদে অতিবাহিত করিয়া শিবাজি প্রহ্লাদপস্তকে স্বীয় দূতবরূপ রাখিয়া স্বয়ং সৈন্তে দাক্ষিণাত্যমুখে গমন করেন

গমনকালে তুঙ্গভদ্রা তীরস্থ কর্ণাল, কড়াপা প্রভৃতি স্থান হইতে লক্ষ হন চৌধু সংগ্রহ করিয়া নিযুক্তিসঙ্গে জানাদি কার্য সমাধানান্তে কতিপয় প্রধান কর্মচারীসহ শ্রীশৈলে উপনীত হন। এখানে দ্বাদশ দিন অবস্থানপূর্বক শিবাঙ্গি দেশে দেশে গুহা ও গৃহ নির্মাণ এবং ব্রাহ্মণভোজনাদি নানা পুণ্যকর্মাদিষ্ঠান করিয়া পুনরায় স্বীয় সেনাদলে মিলিত হইলেন। পরে তিনি সন্মতবলে দমলচেরী গিরিধ্বংস দিয়া পেনবাটি পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া কর্ণাটদেশে সমাগত হইলেন।

এখানে আসিয়া প্রথমই তিনি রাজ্যাজ নগরের ৭ ক্রোশ দূরবর্তী চণ্ডীরদুর্গ অবরোধ করেন (১৬৭৭ খৃ:)। দুর্গাধিকার রূপ খাঁ ও নাজির মহম্মদ পরাজয় স্বীকার করিয়া শিবাঙ্গির শরণাগত হইলেন। চান্দী ও তৎসমীপবর্তী প্রদেশ হস্তগত করিয়া শিবাঙ্গি বিট্টেল পিলদেব গোরাডকরকে সুরাধার, রামজি নলগেকে চণ্ডীদুর্গাধিপতি, তিমাঙ্গি কেশবকে সর্বাঙ্গ ও রাজ্যাজ সালবীকে পূর্ত্তবিভাগের প্রধান কর্মচারী পদে নিয়োগ করিয়া কাবেলী অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে বিজাপুররাজ সেনাপতি শের খাঁ ৫০০০ অশ্বারোহী সেনা লইয়া তাঁহার গাত্ররোধ করিল। শিবাঙ্গির সমক্ষে মুসলমান সৈন্য অধিকক্ষণ দাঁড়াইতে সমর্থ হইল না। তাহার বিমর্ষিত হইয়া ইতস্ততঃ বিচক্ষণ হইয়া পড়িল।

প্রত্যাগমনকালে শিবাঙ্গি ব্রাহ্মণবীর নরহরি বজ্রালের অধীনে দশসহস্র মাঘলি-সৈন্য পাঠাইয়া বেঙ্গুরদুর্গ অবরোধ করেন। দুর্গ অচিরে মহারাষ্ট্রসেনার করগত হইল। এই সময়ে বকোজি চন্দাবর (ভাজোর) রাজ্যে রাজত্ব করিতেছেন, তিনি ভ্রাতার আগমনবাস্তী শুনিয়া লাগ্রহে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনাপূর্বক আনয়ন করিলেন। পরস্পরে অষ্টাহকাল সম্মিলন সুখভোগের পর একদিন শিবাঙ্গি ভ্রাতা বকোজির নিকট পিতৃ-স্মৃতির অংশপ্রাপ্তির কথা উত্থাপন করিলেন। বকোজি ভ্রাতৃসমীপে কোন উত্তর না দিয়া স্বীয় পরামর্শদাতাগণের নিকট সমস্ত ব্যক্ত করিলেন। তাহার শিবাঙ্গির কুটিলতাই সিদ্ধান্ত করিল। দুর্ব্বলদেহ বকোজি শিবাঙ্গি কর্তৃক অপমানিত হইবার ভয়ে নিশাযোগে পলায়ন করিয়া চান্দেলীতে আশ্রয় লইলেন। পরদিন প্রাতে বকোজির পলায়নবাস্তী শুনিয়া শিবাঙ্গি বিশেষ দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহার অধেষণার্থ ক্রতগামী অশ্বারোহী সেনাদিগকে প্রেরণ করিলেন। তাহার বকোজির পরিবর্তে একজন পলায়নপর কর্মচারীকে ধৃত করিয়া আনিলে, শিবাঙ্গি তাহাধিগের প্রতি বিশেষ সদয় ব্যবহারপূর্বক বাৎসল্য, স্ত্রীমান্ আমায় বরোকনিষ্ঠ, আমি এই পবিত্র তরবার ভ্রাতার উপর প্রয়োগ করিয়া রাজ্যোপার্জন করিতে আসি নাই। আপনাদিগকে বিলাসে অশ্বারোহণে তাঁহার নিকট গমন করুন।

অতঃপর শিবাঙ্গি অববিজিত প্রদেশের শাসনব্যবস্থার রদুনাথ নারায়ণকে নিযুক্ত করিয়া কোলহার ও বালাপুর প্রদেশে গমন করেন। যে সকল স্থানের মুসলমান দুর্গরক্ষকগণ শিবাঙ্গির অধীনতা পাশে আবদ্ধ হইতে অস্বীকৃত হন, তাহার সেনাপতি হাখীর-রাওর হস্তে পরাভূত ও বন্দী হইয়া মহারাজ সকা। প্রেরিত হয়। এই সকল প্রদেশ আয়ত্বাধীন হইলে শিবাঙ্গি মানসিংহ যোরে ও রজনায়রায় নামক দুইজন উপযুক্ত কর্মচারীর উপর উক্ত প্রদেশের শাসনভার প্রদত্ত করেন।

এখান হইতে সম্পূর্ণাণ্ড যাত্রাবার পথে অগ্রসর হইয়া শিবাঙ্গি সৈন্য বলবাড়া দুর্গের অধীশ্বরী মালবাহ দেশাইনের রাজ্য আক্রমণ করে। বীররমণী সন্মানরক্ষায় পরাভূত হন নাই। তিনি সেনাদল লইয়া শিবাঙ্গিকে আক্রমণ করিলেন। তুঘল যুদ্ধ ঘটিল। শেষে মালবাহ দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইলেন। ২৭ দিন অবরোধের পর, তিনি শিবাঙ্গিহস্তে আত্মসমর্পণ করেন। মহারাজ বীরনারায়ী সন্মানরক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকেই রাজ্যভার দিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

কর্ণাট হইতে রায়গড়ে প্রত্যাগত হইয়া শিবাঙ্গি শুনিলেন, বকোজী মোগল, পাঠান ও মহারাষ্ট্র সেনা লইয়া তাঁহারই বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন। রত্ননাথপত্ত এই দুর্ভিত-সন্ধি অবগত হইয়া বকোজিকে পুনঃ পুনঃ নিবেদন করিয়া পাঠান। বকোজি তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি সংগৃহীত সেনাদল লইয়া বালাগোড়াপুরে মরাঠা-সেনাপতি হাখীররাওকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে বকোজি সহ প্রতাপজি, ভীবাঙ্গি, শিবাঙ্গিপত্ত দবার প্রভৃতি বন্দী হইলেন। শিবাঙ্গি ভ্রাতাকে মুক্তি দিয়া ধীরভাবে রাজকাথ্য পরিচালনা কারতে অমুরোধ করিয়া পাঠান। তাহার আদেশে রত্ননাথপত্ত দশসহস্র সেনা লইয়া কর্ণাট প্রদেশে প্রস্থান করেন এবং হাখীররাও রাজ-ধানীতে চলিয়া আসেন।

দাক্ষিণাত্যে হিন্দুরাজ্যস্থাপনের জন্ত শিবাঙ্গিকে প্রায় ১১০ বৎসর কাল তদক্ষেপে অবস্থান করিতে হয়। এই অবকাশে উত্তর প্রদেশের মোগল শক্তগণ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রয়াসী হইয়া যুদ্ধায়োজন করেন। তিনি রায়গড়ে আসিলেই মোরোপত্ত তাহার সমীপে সকল কথাই প্রকাশ করিয়া শক্তর দর্প খর্ব্ব করিতে প্রার্থনা জানান। তখন শিবাঙ্গি বিপুল অনীকিনী সংগ্রহ করিয়া তাহার কতকাংশ রাজ্য রক্ষার্থে রাখিয়া অবশিষ্ট বাহিনী দুই দলে বিভক্ত করেন। একদল মোরোপত্তের অধীনে ভিন্ন মার্গে গমন করে এবং অল্পদল তাঁহার অধীনে পরিচালিত হয়। এইবার মহারাজ জয়সিংহের পৌত্র কেশরী সিংহ ও যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ রণমত্ত খাঁ মোগল-সৈন্য

নারক হইয়া আইসেন। জালালপুর রণক্ষেত্রে শিবাজির প্রচণ্ড আক্রমণে মোগল সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইল। রণমস্ত খাঁ রণক্ষেত্রে হটতে পলায়ন করেন। যুদ্ধে বিজয়লাভ করিয়া শিবাজি নানা বুদ্ধোপকরণ ও বহুমূল্য জব্য সঙ্গে লইয়া রায়গড়ে ফিরিয়া আইসেন।

এদিকে কর্ণাট প্রদেশে রঘুনাথ পঞ্চকে উপযুক্ত সেনা প্রদান করিয়া হাথীররাও শিবাজি সমীপে আগমন করিতেছেন, এমন সময়ে পশ্চিমমুখে বিজাপুর-সেনাপতি হোসেন খাঁ ও লোদী খাঁ তাঁহাকে আক্রমণ করেন। উভয়পক্ষে ভাষণ সংগ্রাম চলিল, বহুসংখ্যক মোগল সৈন্য অহত ও নিহত হইল, অবশেষে সেনাপতিদ্বয় বন্দী হইয়া শিবাজি সকাশে আনীত হইলেন।

যখন শিবাজি ও হাথীররাও এইরূপে মূলমান বিক্রেত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, সেই সময়ে ব্রাহ্মণবীর মোহোপস্থ ও খান্দোল অঞ্চলে অসিচালনা করিয়া মোগলদিগের ভয়েৎপাদন করিতে ছিলেন। তিনি বীরদপে আউল নয়াগড় প্রভৃতি দুর্গ হস্তগত করেন। এই সময়ে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মরাঠা-সৈন্তের জয়লাভ হইয়াছিল। শিবাজি যখন জালালপুর অভিযানে অভিযান করেন, তখন ব্রাহ্মণকর্তার উপর অত্যাচারী পুত্র শম্ভাজিকে তিনি পন্থালা দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া জগন্নাথ হরুমন্তের তদ্বাবধানে তাঁহাকে রাখিয়া যান। 'তাঁহাকে ধরয়া আনিতে স্বয়ং শিবাজি মহারাজ পুরন্দর দুর্গে যাত্রা করিয়াছিলেন।

অতঃপর শিবাজি শুনিতে পাইলেন, মোগল সেনাপতি দিলের খাঁ বিজাপুর-রাজমহায্যকে কোশেলে হস্তগত করিয়াছেন এবং বিজাপুররাজ্যে সমরানল প্রজলিত করিয়া তথায় আপনাদের প্রভুত্ববিস্তারে সচেষ্ট হইয়াছেন। এদিকে বিশ্বাসঘাতক দিলের খাঁর বাবহারে বিরক্ত হইয়া বিজাপুরমন্ত্রী তাঁহাকে আত্মহানি করিতেছেন। তখন তিনি আরজাবাদের পথ হইতেই সসৈন্তে দিলের খাঁর পশ্চাতে আসিয়া উদ্ভিত হইলেন। রণমস্ত খাঁকে পরাজয় করিয়া হাথীররাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া ফুটিলেন। তাঁহাদের উভয়ের আক্রমণে দিলের খাঁ বিজাপুর প্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণানদী পার হইয়া কণাট রাজ্য লুণ্ঠন ও লুণ্ঠন করিতে করিতে প্রস্থান করতে লাগিলেন। কর্ণাটে অবস্থিত ব্রাহ্মণবীর জনার্দন পত্ত ছয় সহস্র ঋষ্যকোষী সেনা লইয়া দিলের খাঁকে আক্রমণ ও পরাভূত করিলেন।

পন্থালা দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়া শম্ভাজি দিলের খাঁর শিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহাকে সামরে অভ্যর্থনা করিয়া সম্রাটের নিকট হইতে রাজ্য উপাধি ও সাত হাজারী আখারোহী মনসবদার পদ আনাইয়া দেন। এষ্ট ক্ষেত্রে পরাভূত ও অপমানিত দিলের খাঁ শম্ভাজিকে অগ্রবর্তী করিয়া ভূপালদুর্গ

আক্রমণ করেন। চাকন দুর্গ পতনের পর হইতেই কেরকজি নরশালে ভূপালগড় রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তিনি দিলের খাঁর কর্তৃক দুর্গ আক্রান্ত দেখিয়া মোগল সেনার উপর গোলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন স্রুচতুর দিলের খাঁ শম্ভাজিকে সম্মুখে রাখিয়া যুদ্ধে বাধা দিলেন। কেরকজি পত্ন পুরুষে নিহত না করিয়া ভূপালগড় শত্রু হস্তে ভাগ করিয়া শিবাজি সকাশে উপনীত হইলেন। শিবাজি দিলের খাঁর শঠতা অবগত হইয়া বলিলেন যে, 'শম্ভাজি শত্রু পক্ষের আশ্রয় লইয়াছে, তখন সে কখনই আমাদের সমবেদনার যোগ্য নহে। তোমরা যেক্ষণে পার, তাহাকে নিহত, আন্ত বা বন্দী করিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সম্বন্ধিত হইবার আবশ্যক নাই।'

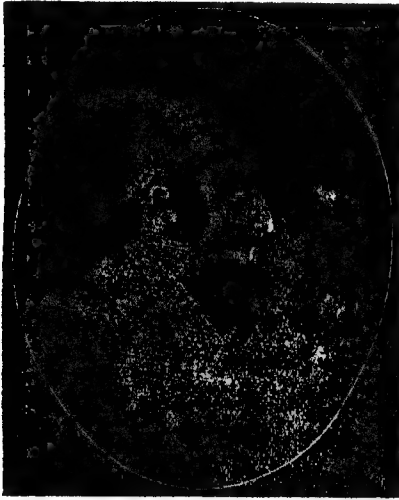
পুরন্দর যুদ্ধোত্তম হইল, কুটিল ক্রুর সরস্বতীর বৃষ্টিতে পারিলেন, হিরপ্রান্তর শিবাজি প্রজ্ঞাপূজের প্রার্থা প্রিয়পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত নহেন। তিনি তখন দিলের খাঁকে আদেশ পাঠাইলেন যেন শম্ভাজি অবিলম্বে মেকাল শিবির পরিত্যাগ করিয়া পন্থালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন, নচেৎ তাঁহার সমগ্র বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা।

দিলের খাঁর মুখে সম্রাটের অভিপ্রায় অবগত হইয়া শম্ভাজি পন্থালায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। শিবাজি পুরন্দরদুর্গ হইতে আসিয়া পুরুষে কোল দিলেন। পুত্র পিতার চরণে নিপতিত হইয়া কমা প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর শিবাজি উচ্চাঙ্গ শম্ভাজিকে রাজকাৰ্য্য পরিচালনের উপযুক্ত উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন যে, আমি অবর্তমানে ভূমি ও রাজ্য আমার রাজ্য এইরূপে বিভাগ করিয়া লইবে,—তুঙ্গভদ্রাতীর তটতে কাবেরীতট পর্যন্ত তোমার থাকিবে এবং তুঙ্গভদ্রা হইতে গোদাবরী তট পর্যন্ত ভূভাগ রাজ্যারাম পাইবে। কদাচ উভয়ে ভবিষ্যতে বিরোধ করিও না।

ইহার কিছুদিন পরে শিবাজি মৃত সেনাপতি প্রতাপরাওর কত্তার সহিত রাজ্যরামের বিবাহকাৰ্য্য সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি রাজ্যের মঙ্গলকর কতকগুলি কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন। এই সময়ে তাহার জাহ্নবী শোণযুগ হওয়ায় তিনি কঠিন অরে অতি-ভূত হন। সম্ভ্রান্তকাল রোগভোগের পর ১৬৮০ খৃঃ (১৬২২ খৃঃ) রোজ সন্ধ্যায় চৈত্র গুরু পূর্ণিমায় রবিবারে মহারাষ্ট্রগৌরব নবরদেহ পারিত্যাগ করিলেন। [শম্ভাজি ও রাজ্যারাম দেখ।]

শিবাজির নৈতিক ও গার্হস্থ্য জীবন রমণীয় ও শিক্ষা প্রদ, উচ্চ মহাপুরুষের আদর্শ লক্ষণ বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য, বয়োবৃদ্ধ সহকারে তাহার বুদ্ধবৃত্তিও পরিক্ষুট ভাব ধারণ করে। বাল্যকালে তিনি পিতা মাতাকে দেবতা জ্ঞান করিতেন। রাজ্যেশ্বর হইরাও তাহার সেই অসামান্য পিতৃমাতৃভক্তি কিছুমাত্র

বিচলিত হয় নাই। বিজাপুররাজদরবার হটতে যখন শাজি দূতরূপে তাঁহার নিকট আগমন করেন, তখন তিনি যথেষ্ট পিতৃতত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পিতার আজ্ঞানুসারে তিনি স্বীয় বার্ষিক জলাঞ্জলি দিয়া বিজাপুররাজের বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। এই পিতৃতত্ত্ব বলেই বোধ হয় তিনি পিতার জীবিত কালে রাজ্যোপাধি গ্রহণ বা স্বনামে মুদ্রাঙ্কণ করেন নাই। রাজ্যশাসন-বিষয়ক কুট বা সামান্য বিষয়েও তিনি মাতার পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া কোন কার্যই করিতেন না। তাঁহার ভ্রাতৃ ও পুত্রস্নেহ প্রগাঢ় ছিল। শজাজি ও বকোজিকে ক্ষমাই তাঁহার উজ্জল দৃষ্টান্ত। কমা তাঁহার একটি বিশেষ গুণ ছিল।



শিবাজি।

তিনি অসাধারণ মুক্তহস্ত ছিলেন। আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব বা কর্মচারিগণ ত দূরের কথা, বন্দী বিপক্ষ সেনাদলও তাঁহার নিকট হইতেই যথেষ্ট পুরস্কার ও পরিচ্ছদাদি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সকল আচরণে সন্তুষ্ট থাকিত। অস্ত্রাস্ত্র সকল বিষয়েই তিনি মিতব্যয়ী ছিলেন। সৈনিক বিভাগের পরিচ্ছদের সরলতা ও স্বল্পব্যয় বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইত। অপব্যয়ী কর্মচারীকে তিনি তৎক্ষণেই রাজকর্মে হইতে বিদার দিডেন। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টির পাত্র ছিল। তাঁহার দৃষ্টান্তে মহারাষ্ট্র সরকারের সকলেই মিতাচারী ও মিতব্যয়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার উদারতা অতুলনীয়। তাঁহার অভ্যাস কালে দাক্ষিণাত্য মুসলমান অধিকারে সমাজের, স্তত্রাং মুসলমান ধর্মের প্রতি বিদ্বেষই তাঁহার হৃদয়ে স্বাভাবিক আগ্রহিত হওয়া সম্ভব, কিন্তু তিনি বর্ণ বা ধর্মগত বিভেদ লক্ষ্য করিতেন না। তাঁহার যাহা ধর্ম, তাহার তাহা অবস্ত্র পালনীয়। এই কারণে তিনি রাজকোষ হইতে বৃত্তি বন্দোবস্ত করিয়াও মসজিদ, পীরস্থান

প্রকৃতি রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু বে হিন্দুধর্মী, তাঁহার উপর তাঁহার অশেষ দৃষ্টি ছিল। বার্ষিকরায়ণ ও হিন্দুজাতির উদ্দেশ্য-সাধনে বহুপত্রিকার মোগলসম্রাট অরজুনের তাঁহার চক্ষে বিবতুল্য ছিল। তাঁহার সেনাদলে হিন্দু মুসলমান সমতুল্য সম্মান পাইত। সেনাপতি দরিয়া খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁ মরাঠাসৈনিক পরিচালিত করিয়া ইংরাজ, করাসী, পর্তুগীজ, দিনেমার মোগল প্রভৃতির ভীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন। তানাজি, প্রতাপ-রাও, মোরোশঙ্ক ও হাবীর রাও প্রভৃতি হিন্দু যোদ্ধাগণও সৈন্তচালনায় ক্ষিপ্রহস্ত ছিলেন।

তাঁহার কোমল ব্যবহার ও মধুর সন্তাবণে মহারাজ জয়সিংহ ও দিল্লীর প্রধান অমাত্যবর্গ তাঁহার মিত্ররূপে পরিণত হইল। দিল্লীতে শত্রুগণপরিবেষ্টিত হইয়া বন্দী ভাবে অবস্থান কালে তিনি যে আত্মসংযমের পরিচয় দেন, তাহা কাহারও অবিরত নাই। যুদ্ধকালেও তাঁহার অসীম আত্মসংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কোন ফলেই মহাবীর আলেকজান্ডার বা নাদির শাহের জ্ঞান নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেন নাই। ক্রোধ-পরবশ হইয়া কখনও অবধা শত্রুসেনানিহনন বা পলাতক ও বন্দীগণকে নিধন করেন নাই। রণক্ষেত্রে নানা কার্যে ব্যাপৃত থাকায় তিনি খিচুড়ী মাত্র আহার করিতেন, তদ্ব্যতীত নিরামিষই তাঁহার দৈনিক আহার ছিল। যুদ্ধযাত্রাকালে সমস্ত দিবস অথ পুণে অতিবাহিত হইলেও তিনি ক্লান্ত হইতেন না।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, তিনি বিলক্ষণ ধর্মাত্মরাজী ছিলেন। অসংসর্গ বা অসদালাপে তাঁহার বিজাতীয় দৃষ্টি ছিল। রাজকার্যে ব্যাপৃত থাকিলেও তিনি বিষান্গণকে সমাদর করিতে ভুলিতেন না। মহারাষ্ট্র ভাষার উন্নতির জন্য তিনি বিশেষ যত্ন করেন। তাঁহারই আন্তরিক উৎসাহে ও অধ্যবসানে মহারাষ্ট্র দরবার হইতে “রাজব্যবহারকোষ” সংগৃহীত হয়। তৎকালে মহারাষ্ট্র ভাষায় অনেক মুসলমানী শব্দ প্রচলিত ছিল, উক্ত গ্রন্থে সেই সকল শব্দই সংস্কৃত ভাষায় পরিবর্তিত করা হইয়াছে।

তাঁহার গুরু রামদাস বামী, ধর্মলীল কবি তুকারাম, ভগবন্দী-ভাটীকা প্রণেতা বামন কবি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ হইতে তিনি ধর্ম বলে বলীয়ান হইয়া কর্মব্যোগে ব্রতী হইয়াছিলেন।

[তত্ত্ব শব্দ গ্রন্থে।]

শিবাজি নিজ বাহুবলে যে বিজীর্ণভূতাকে আধিপত্যবিস্তার ও যে সকল ভূগর্ভ অধিকার করিয়াছিলেন, নিয়ে তাহা প্রদত্ত হইল—

সাতারা প্রদেশে—সাতারা, বৈরাটগড়, বর্ডনগড়, পরলী বা সজ্জনগড়, পাণ্ডবগড়, মহিম্যান গড়, কমলগড়, বন্দনগড়, ভাণবাড়া, চন্দনগড়, নন্দিগিরি।

করাড় প্রদেশে—বসন্তগড়, মচিঙ্গগড়, ছুৰণগড়, কসবা-করাড়।

সহ্যাদ্রি মাঝল প্রদেশে—গোহিড়া, সিংগগড়, নারায়ণগড়, কুবারী, কেলনা, পুরন্দর, বোলক-মঙ্গল, মোরগিরি, দোতগড়, কলমাল, রাজগড়, তুল, তিকোনা, রাজমাটা, ভোরণা, দাঁতগড়, বিশাপুর, বাল্কাটা, শিবনের।

পন্থালা পদদেশে—পন্থালা, খেলনা, বিশালগড়, পাবনগড়, রঙ্গণা, গজেন্দ্রগড়, ছুধরগড়, পারগড়, মদনগড়, ভবগড়, ভূপাল-গড়, গগনগড়, বাবড়া।

কোঙ্কণ, বন্ধারী এবং নলদুর্গ প্রদেশে—মালবন, সিদ্ধদুর্গ, বিজয়দুর্গ, জয়দুর্গ, মড়াগিরি, সুবর্ণদুর্গ, কান্দোবী, উল্লেবী, কুলা, বা রাজকোট, অঞ্জনবেল, রেবণ্ডা, রায়গড়, পালী, কলানিধিগড়, আরনাল, সুরঙ্গগড়, মানগড়, মহিপতগড়, মহিমগুণগড়, ভ্রমার-গড়, রসালগড়, কর্ণালা, ভোহোপ-বল্লালগড়, সারঙ্গগড়, মাণিক-গড়, সিন্ধগড়, মণ্ডলগড়, ঝালগড়, মহিমন্তগড়, লিঙ্গাণা, প্রচেত-গড়, সমানগড়, কান্দোবী, প্রভাপগড়, তলাগড়, বোবালগড়, বিখাড়ী, ভৈরবগড়, প্রবলগড়, অবচিতগড়, কুন্তগড়, সাগরগড়, শিকেরাগড়, মনোহরগড়, সুভানগড়, মিত্রগড়, প্রহ্লাদগড়, মণ্ডল-গড়, সহনগড়, শিকেরাগড়, বীরগড়, মহীধরগড়, রণগড়, সোঁরাগাগড়, মকরন্দগড়, মাহলী, ভাঙ্গরগড়, কবহী।

ধানা প্রদেশে—কল্যাণ, ভিষড়ী, বাট, করাড়, স্থপে, খটাব, বারামতী, চাকন, শিরবল, মিরজ, ভাসগাঁও, করবীর।

বাগলানু প্রদেশে—সালহের, নাহার, ভরশাল, মুলেরী, কালগা, অধিবন্তগড়, খোড়োপ।

নাসিক ত্রিষক প্রদেশে—ত্রিষক, বাহলা, মনোচরগড়, বাখলাগড়, চাবগুস, ঝুগগড়, করোলা, রাজপেচর, রামসেন, মচনাগড়, হর্ষণ, জাবলিগড়, চান্দগড়, সলগড়, আবচা, কনকট, গড়গড়া, মনোরঞ্জন, জীবনধন, হড়সর, চরীঙ্গগড়, মার্কণ্ডেয়গড়, পটাগড়, টকট, সিদ্ধগড়।

খোন্দ ও বেদনোর প্রদেশে—কোট কোণ্ড, কোট কাহর, কোট বকর, কোট ব্রাহ্মণাল, কোট কড়বল, কোট আকোলে, কোটকোট কঠর, কোট কুলবর্গ, কোট শিবেশ্বর, কোট মঙ্গলুর, কোট কড়গার, কোট কুঙ্গাগিরি।

কর্ণাটকানি প্রদেশে—জগদেবগড়, সুদর্শনগড়, রমণগড়, নন্দীগড়, প্রবলগড়, ভৈরবগড়, মহারাজগড়, সিদ্ধগড়, জবাদি-গড়, মার্কণ্ডেয়গড়, মঙ্গলগড়, গগনগড়, কুঙ্গাগিরি, মল্লিকার্জুনগড়, কস্তুরীগড়, দীর্ঘপালিগড়, রামগড়।

শ্রীহরঙ্গপট্টন প্রদেশে—কোটে ধর্মপুরী, হরিহরগড়, কোট ধরকড়, পমোদগড়, মনোহরগড়, ভবানীদুর্গ, কোট অমরাপুর,

কোট কহুর, কোট তলেগিরি, সুল্লরগড়, কোট তলগোড়া, কোট আটহুর, কোট ত্রিপাতুর, কোট ছটানেটী, কোট বধুর, কলাপগড়, মাহিনদীগড়, কোট আলুর, কোট ভ্রামল, কোট বিরাড়ে, কোট চক্রমাল।

বেলুর প্রদেশে—কোট আরকাড়, কোট লখহুর, কোট পালনাপত্তন, কোট ত্রিমল, কোট ত্রিবাড়ী, পালেকোট, কোট ত্রিকোণদুর্গ, কৈলাসগড়, চঞ্জিবরা কোট, কোট বৃন্দাবন, চেতপাবনী, কোলবালগড়, রসালগড়, কন্দুগড়, বশোবন্তগড়, মুখাগড়, গর্জনগড়, মড়বিড়গড়, মহিমন্তগড়, প্রাণগড়, সামারগড়, সাজরাগড়, চুভগড়, গোঙ্গরাগড়, অম্বরগড়।

বনগড় প্রদেশে—বনগড়, গহনগড়, সিমদুর্গ, নলদুর্গ, মির-গড়, শ্রীমন্তদুর্গ, শ্রীগহনগড়, নরগুণ্ডগড়, কোপলগড়, বাহাদুর চিত্তা, ব্যাকটগড়, গন্ধর্ভগড়, টাকেগড়, স্থপেগড়, পদ্মাক্রমগড়, কনকাত্রিগড়, ব্রহ্মগড়, চিত্রদুর্গ, মঙ্গলগড়, হড়শলগড়, কাকন-গড়, অবলাগিরিগড়, মন্দনগড়।

বালাপুর প্রদেশে—কোলবার, ব্রহ্মগড়, বড়রগড়, ভাঙ্গর-গড়, মহিপালগড়, ঝুগমদগড়, আবে নিরাইগড়, বুধলা-কোট, মাণিকগড়, নন্দীগড়, গণেশগড়, খবলগড়, হাভমঙ্গলগড়, মককপ্রকাশগড়, ভীমগড়, প্রবালগড়, মেদগিরি, বেনগড়, শ্রীবর্দ্ধনগড়, বেদনোর কোট, মল-কেহলার কোট, ঠাকুরগড়, সরসগড়, মলহারগড়, ভূমণ্ডলগড়, বিটেকোট।

চণ্ডী প্রদেশে—রাজগড়, বেনগড়, কুঙ্গাগিরি, মনোমন্তগড়, আরবলুগড়, বালাকোট।

শিবাটিকা (ত্রী) ১ বংশত্রী, তুণবিশেষ। (ভাবপ্রকাশ)

২ খেতরক পুনর্বা। ৩ হল্পুপত্রী। ৪ কাকোদ্রবিকা, চলিত কাকডুমুর। (বৈজ্ঞানিকি।)

শিবাভ্যুক (ক্লী) শিবঃ সুখকরঃ আত্মা স্বরূপো বস। ১ শৈবলবণ। (রাজনি।) (ত্রি) ২ শিবময়, শিবস্বরূপ।

শিবাদিত্যমিত্র (পুং) মণ্ডপদার্থীপ্রণেতা। উহার উপদিভাষাচার্য। ভাষ্যসিদ্ধান্ত-মঞ্জরী প্রণেতা জানকীনাথ উহার উল্লেখ করিয়াছেন।

শিবাদেশক (পুং) জ্যোতিষবিদ।

শিবানন্দ, ক একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার।

১ উপনয়নচিহ্নাভিপ্রণেতা। ২ দেবাবতারপকাব্য রচয়িতা।

৩ প্রকাশদেবগ্রন্থকার। ৪ নির্ণয়দর্পণনামক দীপ্তিকার।

তিনি ভারাপতি ঠাকুরের পুত্র।

শিবানন্দ আচার্য, কুলপ্রদীপ নামক তত্ত্বরচয়িতা।

শিবানন্দ গোস্বামী, বৈজ্ঞানিক ও বৈজ্ঞানিক নামক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থকার প্রণেতা।

শিবানন্দ নাথ, অপর নাম কান্দীনাথ ভট্ট। ইনি জরায়ম ভট্টের পুত্র ও শিবরাম ভট্টের পৌত্র এবং অনন্তের শিষ্য। কালনির্ণয়-দীপিকা, কোণগজমর্দন, গণেশচন্দ্রনদীপিকা, গুরুপূজাক্রম, গুঢ়া-ধার্ম (জ্ঞানার্ণবভট্টের টীকা), চণ্ডীপূজারসায়ন, চণ্ডীমাধ্যমী টীকা, ত্রিকূটারচন্দ্রিকা, দক্ষিণাচারদীপিকা, পদার্থাদর্শ (কবীন্দ্র চন্দ্রোদয়টীকা), পুরন্দরদীপিকা, বটুকাচন্দ্রনদীপিকা, মন্ত্র চন্দ্রিকা, মন্ত্রপ্রদীপ, মন্ত্রমোহদধি, পদার্থাদর্শ (মহীধর কৃত মন্ত্র মোহদধির টীকা), সারদাতলকটীকা, শ্রামাসপথ্যাবধি ও সপথ্যাসার নামক কয়খানি গ্রন্থ ইহার রচিত।

শিবানন্দ ভট্ট, মধ্যাসঙ্ক্যকোমুদীটীকা-প্রণেতা রামশর্মা প্রাপালক।

শিবানন্দভট্ট গোস্বামী, লক্ষ্মীনারায়ণার্জকোমুদী ও সিংহ-সঙ্ক্যাসঙ্ক্য নামক তন্ত্রগ্রন্থরচয়িতা। জগদ্বাস গোস্বামীর পুত্র। শিবানন্দসরস্বতী, যোগচিত্তামণি প্রণেতা। ইনি রামচন্দ্র সদা-নন্দ সরস্বতীর শিষ্য।

শিবানন্দ সেন, কৃষ্ণচৈতন্যমৃত প্রণেতা। ইনি বিশ্বরূপ ও কংকর্ণপুরের পিতা, ত্রিকৃষ্ণচৈতন্যের সমসাময়িক।

শিবানী (স্ত্রী) শিবদা ভাষ্যা, যদা শিবং মঙ্গলমানসতীতি আ-নী-ড, গৌরাদিত্যং জীব্। ১ দুর্গা। ২ ভয়ভীতকৃৎ। (শব্দচ)

শিবাপর (ত্রি) অমঙ্গল, শিবেরতর।

শিবাপীড় (পুং) ১ অগাধবৃক্ষ, বকবৃক্ষ। (রাজনিং) ২ শিবা ও শিবের শেখর।

শিবাপ্রিয় (পুং) শিবায়ঃ প্রিয়ঃ। ১ ছাগ। (ত্রিকাং) (ত্রি) ২ শিবপ্রিয়র অপ্রিয়বস্ত্র। ৩ শিবর বস্ত্র।

শিবাকলা (স্ত্রী) শিবায় ইব কলমস্যাঃ। শমীবৃক্ষ।

শিবাবলি (পুং) শিবাতো দীপ্যমানো বলিঃ। রাত্রিকালে শিবাদিগের উদ্দেশ্যে দেয় মাংসপ্রধান বলি অর্থাৎ নৈবেদ্য।

তন্ত্রসারে শিবাবলির বিষয় এইরূপ আছে—

“শিবমূলে প্রান্তরে বা অশ্বানে বাপি সাধকঃ।

মাংসপ্রধানং নৈবেদ্যং সঙ্ক্যাকালে নিবেদয়েৎ ॥” (তন্ত্রসার)

সাধক সাংসকালে বিষমূগ, প্রান্তর বা অশ্বানে শিবা দেবীর উদ্দেশ্যে মাংসপ্রধান নৈবেদ্য প্রদান করিবে। সাধক বলিদ্রব্য আহরণ করিয়া কালি কালি বলিয়া দেবীকে আত্মান করিলে, দেবী পার্শ্ববরণের সহিত শিবরূপ ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হন এবং সাধকগণের বলি গ্রহণ করেন। ঐ শিবা যদি বলিদ্রব্য ভোজনপূর্বক ঈশানকোণে অবস্থান করিয়া সুখ-তুলিয়া স্বপ্নে ধ্বনি করে, তাহা হইলে সাধকের শুভ জানিতে হইবে। ইহার ব্যতিক্রম হইলে অশুভ হইয়া থাকে।

নিত্যশ্রীসঙ্ক্যাবন্দন ও পিতৃতর্পণ যেরূপ অবশ্য কর্তব্য,

শিবাবলিও সেইরূপ কোলাহলের অবশ্য কর্তব্য। শিবাবলি না দিলে শিবাসাধকের অপপুণ্য ও অন্ত্যান্ত সকল কর্মই নিষ্ফল হইয়া থাকে এবং শিবাগণ তাহাকে শাপ প্রদান করিয়া রোদন করিতে থাকে। যে সময় দেশে রাজতর, মারীভর শত্রুতি বিপদ উপস্থিত হয়, সেই সময়ও শিবা বলি দিতে হয়। ইহাতে ঐ সকল ভয় বিদূরিত এবং নানা প্রকার শুভ হওয়া থাকে—

“রাজাঃ তরমাপরে দেশান্তরভরাদিকে।

শুভাশুভানি কর্ম্মণি বিচিত্তাবলিমাহরেৎ ॥” (তন্ত্রসার)

সাধক শিবাবলি দিলে একটা শিবা যদি তাহা প্রীতিপূর্বক ভোজন করে, তাহা হইলে সকল শক্তিরই পরমা প্রীতিলাভ হয়। সাধকের পশুশক্তি, পক্ষিশক্তি ও নরশক্তিপূজায় যদ কোন বৈগুণ্য ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলেও ইহার ফলে তাপা শুভ হইয়া থাকে।

শিবাবলি দিবার সময় মন্ত্র পাঠ করিয়া দিতে হয়। মন্ত্র যথা—

“গুরু দেবি মহাভাগে শিবে কালায়রূপিণি।

শুভাশুভফলং ব্যক্তং ত্রৈলোক্যে বিদ্যঃ বলিধ্বজ ॥

এব সামিবলিবলিঃ পশুরূপধারয়ে নমঃ ॥” (তন্ত্রসার)

এই মন্ত্রে সমাংস অন্ন বলি দিতে হইবে। শিবা এই বলি গ্রহণ করিয়া যদি সমগ্র ভক্ষণ করে, তাহা হইলে শুভ, এবং ভক্ষণ না করিলে অশুভ হইয়া থাকে। এইরূপে প্রথমে শিবা-বলি দ্বারা শুভাশুভ জ্ঞাত হইয়া পরে শাস্তিযন্ত্রাদিদির অনুষ্ঠান করিতে হয়। যথাবিধানে শিবাবলি শুভ হইলে ভবে শাস্তিযন্ত্রায়ন করা বিধেয়।

“যদি ন ভুজ্যতে বংস তদা নৈব শুভং ভবেৎ।

শুভং যদি ভবেত্তত্র ভুজ্যতে তদশেষতঃ।

এবং জ্ঞাত্বা মহাদেব শাস্তিযন্ত্রায়নকরয়েৎ ॥” (তন্ত্রসার)

শিবাভিমর্শন (ত্রি) মঙ্গলম্পর্শন, মঙ্গলম্পর্শকৃৎ। “অন্নং যে বিশ্বভেষজোহয়ং শিবাভিমর্শনঃ” (শব্দ ১০৯৬-১০২) “শিবাভিমর্শনঃ মঙ্গলম্পর্শনঃ” (সায়ণ)

শিবায়তন (স্ত্রী) শিবস্ত্র আয়তনং গৃহং। শিবের আয়তন, শিবগৃহ, শিবালয়।

শিবারোহিত (পুং) শিবায়ঃ শৃগালস্ত অরোহিতঃ। কুকুর, শৃগালের শত্রু কুকুর। শিব ও শিবের শত্রু।

শিবায়ি (পুং) শিবায়ঃ অরিঃ। শিবশত্রু, শৃগাল। ২ শিবা ও শিবের অরি।

শিবাকৃত (স্ত্রী) শিবায়ঃ কৃতং। শৃগালের স্বনি, শৃগালের ডাক। শকুনশাস্ত্রে শিবাকৃতের শুভাশুভ বিশেষরূপে নির্ণীত হইয়াছে। শৃগাল কোন দিকে কিরূপ ভাবে ডাকিলে শুভ ও কিরূপ ভাবে ডাকিলে অশুভ হয়, তাহা এই শাস্ত্রে অভিলেখিত।

থাকিলে বলিতে পারা যায়। বলন্তরাজশাকুনে ও বৃহৎ-সংহিতায় ইহার বিবরণ আলোচিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত ভাবে এই স্থলে লিখিত হইল।—

শৃগালগণ যদি ‘হুহু’ শব্দের পর ‘টা টা’ শব্দ করে, তাহা হইলে তাহা তাহাদের স্বাভাবিক শব্দ বুঝিতে হইবে। উহাদের অন্তঃপ্রকার স্বর প্রবীণ নামে অভিহিত।

শৃগালী যদি ‘কক’ এইরূপ শব্দ করে তাহা তাহাদের স্বাভাবিক। তাহাদের অন্তঃপ্রকার শব্দ অস্বাভাবিক এবং উহা দীপ্ত নামে অভিহিত। শৃগালীগণ যে কোন দিকেই হউক না কেন অবস্থান করিয়া এইরূপ দীপ্ত স্বরে ডাকিলে বিশেষ অমঙ্গল হয়।

শিবাগণ ‘ধাহি থাহি’ এইরূপ শব্দ করিলে অগ্নিভয় হয়, ‘টাটা’ শব্দ করিলে মড়ক এবং ধিক্ ধিক্ শব্দ করিলে পাপ ও অগ্নিভয়জ্ঞাপক হয়। শৃগালের অগ্নুশব্দে যদি শিবাগণ দক্ষিণ-দিকে অবস্থিত হইয়া শব্দ করে, তাহা হইলে উষ্মধনে মৃত্যু এবং পশ্চিম দিকে শব্দ করিলে বধু প্রভৃতির জলমধ্যে মৃত্যু হয়।

যে শিবার রবে মনুষ্যগণের রোমাঞ্চ এবং অশ্রুগণের বিষ্টা-মূত্রভাগ হইয়া তর উপস্থিত হয়, তাদৃশ শিবার মঙ্গলজনক নহে। মনুষ্য, হস্তী এবং অশ্বের প্রতিশব্দে যে শিবা মোনাবলম্বন করে, তাহা হইলে মঙ্গলজনক হইয়া থাকে। শিবা ‘ভে ভা’ শব্দ করিলে অমঙ্গল, ‘ভো ভো’ শব্দ করিলে মৃত্যু, ‘কিক্ কিক্’ শব্দ হইলে বন্ধন ও মৃত্যু এবং হু হু শব্দ করিলে শুভ হইয়া থাকে। শিবা প্রথমে অবর্ণের পর ঔ শব্দ করিতে করিতে পরে টাটা এবং পূর্বে টেটে এবং সর্বশেষে ‘থে থে’ শব্দ উচ্চারণ করিলে শুভ হয়। ইহা শিবাগণের সন্তোষজনক শব্দ। যে শিবা প্রথমে উচ্চ ঘোরবর্ণ উচ্চারণ করিয়া পরে শৃগালমূরুগ শব্দ করে, তাহা হইলে মঙ্গল, ধনলাভ ও প্রবাসগত প্রেরজন সন্মম হইয়া থাকে। (বৃহৎসংহিতা ৯০ অং ১)

বলন্তরাজশাকুনে শিবাক্রুতের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহ্যাত্ম্যে তাহা এইস্থানে বর্ণিত হইল না।

শিবালয় (পুং) শিবারাঃ শিবস্ত বা আলয়ঃ। ১ রক্তভুলসী। (শব্দচঞ্জিকা) ২ শিবের গৃহ, শিবমন্দির, যে মন্দিরে শিব প্রতিষ্ঠিত থাকে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ, সিদ্ধক্ষেত্র এবং শিবালয় এই সকল স্থলে যজ্ঞমাত্র উপদেশ দিলেই বীজ্য হয়। বীজ্যপদ্ধতিতে যে বিশেষ বিধান আছে, তদনুসারে না বিত্তে পারিলেও দোষ হয় না। কেবল মন্ত্রোপদেশ বিলেই হয়।

“চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে তীর্থে সিদ্ধক্ষেত্রে শিবালয়ে।

যজ্ঞমাত্রপ্রকথনমুপদেশ স উচ্যতে ॥” (তিথিতত্ত্ব)

(স্ত্রী) শিবা আলীয়েতেহত্রেতি আ-লী-অচ্। ৩ বশান।
“বল্যর্থঃ বুধ্যমানৌ চ গুণ্যে শূন্তে শিবালয়ে।”

(কথাসরিংসা ৩৩৩)

শিবালু (পুং) শৃগাল। (রাজনিঃ)

শিবাম্বুতি (স্ত্রী) ভরতীযুক। (শব্দচঃ)

শিবাহ্লাদ (পুং) শিবল্যাঙ্কাদোবদ্য। ১ বকযুক। (রাজনিঃ)

২ শিবের আনন্দ, শিবের আচ্ছাদ।

শিবাহবয় (পুং) ১ পারদ। (ভাবপ্রকাশ) ২ খেতাক, খেত অর্কযুক। ৩ বটযুক। (বৈভবকনিঃ)

শিবাহ্বা (স্ত্রী) শিবেন আচ্ছা বস্ত্রাঃ। ১ রক্তজটা। (রাজনিঃ)
(জি) ২ শিবনামক।

শিবি (পুং) ১ হিংস্রপতং। (ত্রিকাঃ) ২ ভূর্জযুক। ৩ রাজ-

বিশেষ, উশীনর রাজার পুত্র। (মেদিনী) উশীনর রাজার

পুত্র শিবি অতিশয় ধার্মিক ও দাতা ছিলেন। একদা দেব-

গণের এটরূপ স্থির হইল যে আমরা পৃথিবীতে গিয়া উশীনর-

পুত্র শিবিরাজ কিরূপ ধার্মিক তাহা পরীক্ষা করিব। পরে

একদিন ইন্দ্র ও অগ্নি এই দুই জনে অগ্নি কপোতরূপে এবং ইন্দ্র

শ্রেনপক্ষীর রূপে তাহার মাংসাশী হইয়া কপোতের প্রতি ধাবমান

হইলেন। এদিকে রাজা শিবি রাজ্যসনে উপবেশন করিয়া আছেন,

এমন সময়ে কপোত প্রাণভরে ভীত হইয়া তাহার ক্রোড়ে

গিয়া পতিত হইল। পরে কপোত রাজাকে কহিলেন, আমি শ্রেন

হইতে ভীত ও প্রাণার্থী হইয়া প্রাণরক্ষার্থ আপনায় শরণাগত

হইলাম, আপনি আমাকে রক্ষা করিয়া অক্ষয় কীর্তীলাভ করুন।

আপনি আমাকে স্বাধারগল্পময় মূনি বলিয়া জানিবেন। কণীহু-

সারে কপোতশরীর পরিগ্রহ করিয়াছি। অনন্তর শ্রেন রাজাকে

অভিবাধন করিয়া কহিল, মহারাজ! কপোত আমার ভক্ষ্য,

আপনি আমার ভক্ষণে বিয় না জমাইয়া কপোতকে প্রত্যর্পণ

করুন, আমি কপোতকে ভক্ষণ করিয়া ক্ষুদ্রিত্ব করি। রাজা

তখন কণকাল চিন্তা করিয়া শ্রেনকে কহিলেন, শরণাগতকে

রক্ষা করাই রাজধর্ম, যখন কপোত শরণাগত হইয়া আমার

নিকট উপস্থিত হইয়াছে, তখন আমি ইহাকে রক্ষা করিব।

বিশেষতঃ যে ব্যক্তি শরণাগতকে শত্রুহতে সমর্পণ করে, তিনি

যথাকালে পরিত্রাণ ইচ্ছা করিলেও প্রাপ্ত হন না। তাহার

রাজ্যে নানাপ্রকার অমঙ্গল ঘটে, পিতৃগণ স্বর্গচ্যুত হন।

তুমিও ক্ষুধার্ত হইয়াছ, এই কপোতের পরিবর্তে তোমাকে

একটী বুব অন্নের সহিত পাক করিয়া দেওয়া যাউক, তুমি

সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে পরিত্যাগ কর। ইহাতে শ্রেন কহিল,

রাজন! আমি বুব কিংবা কপোতাতিরিক্ত মাংস প্রার্থনা করি

না, এই দৈববদ কপোতই বিধাতা কর্তৃক অন্ন আমার

ভক্ষ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। অতএব আপনি ইহাই আমাকে প্রদান করুন। অস্ত্র কোনরূপ ভক্ষ্য আমি প্রার্থনা করিনা। তখন রাজা কহিলেন, আমি কপোতকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিব না, উহার পরিবর্তে তুমি বাহা বলিবে আমি তাহা দিতে প্রস্তুত আছি।

তখন শ্রেন কহিল, রাজন্! আপনি যদি কপোতের মাংস-পরিমাণ শরীরের মাংস দাক্ষণ উরু হইতে উৎকৃষ্টন করিয়া প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি কপোতের আশা ত্যাগ করিতে পারি।

রাজা এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আপনার দক্ষিণ উরু হইতে একখণ্ড মাংস কর্তন করিয়া কপোতের সহিত তুল্যভাবে তুলিত করিলেন। তাহাতে কপোত গুরুতর হইল। তখন তিনি পুনরায় শরীরের অন্তস্থান হইতে মাংস উৎকৃষ্টন করিয়া তুল্য দাবণ করিলেন, তাহাতেও কপোত গুরুতর হইল। পুনর্বার তিনি সর্ষশরীরের মাংস উৎকৃষ্টন করিয়া তুল্যপরি আরোপণ করিলেন, তথাপিও কপোত গুরুতর হইল। অনন্তর রাজা আর কোন উপায় না দেখিয়া স্বয়ং তুল্যতে আরোহণ করিলেন। কিন্তু ইহাতে তাহার কিছুমাত্র অসন্তোষ জন্মিল না। শ্রেন এই ব্যাপার দেখিয়া তখন রাজা ও কপোতকে কহিলেন, তুমি ও কপোত এইক্ষণ মুক্ত হইলে? এই বলিয়া শ্রেন প্রস্থান করিল।

তখন শিবি অতি আশ্চর্য্যমিত হইয়া কপোতকে কহিল, এই শ্রেন পক্ষী কে? জৈবর ভিন্ন কেহই কখন জৈবল কর্ম করিতে পারেন না। শিবি কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া কপোত কহিল, আমি বৈশ্বানর আর! আর এই শ্রেন স্বয়ং ইন্দ্র। তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্ত আমরা উভয়ে এইখানে এইরূপে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি যে আমার পারিজ্ঞানের জন্ত অসিদ্ধারা মাংসপেশী উৎকৃষ্টন করিয়া প্রদান করিয়াছ, তাহাতে আমি তোমার এই অজচিরকে শুভ, মনোহর, পুণ্যগন্ধ ও হিরণ্যবর্ণ করিতেছি। তুমি অতি পুণ্যকরী ও বশবী। তোমার এই অজপার্থ হইতে কপোতরোমা এক পুত্র হইবে। এই পুত্র অতিশয় বীর এবং ধার্মিক হইবে। এইরূপে বর দিয়া কপোত সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

(ভারত বনপং ১২৫ অ° ও অগ্নিপু° শিবির উপাখ্য°)

শিবি, দাক্ষিণাত্যের ভূমকুড় জেলার অন্তর্গত একটা গওগ্রাম। ভূমকুড় নগর হইতে ১৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানকার নরসিংওমন্দির সমধিক বিখ্যাত। প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমার সময় এখানে ঐ বিকুস্মৃতি মাধবপ্রচারার্থ একটা ১৫ দিন স্থায়ী মেলা বসে। ঐ মেলায় বহু লোক সমাগত হয় এবং নানা প্রকার দ্রব্যও বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়া থাকে।

শিবি, আকগানস্থানের দক্ষিণস্থ একটা জেলা। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের গতাব্দে সন্ধির সর্তীভূসারে এই জেলা ইংরাজের শাসনাধীন হয়। অক্ষা° ২২° ২০' হইতে ২২° ৪৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৭° ২৫' হইতে ৬৮° ১৫' পূঃ মধ্য। ইহা কাচি নামক প্রসিদ্ধ সমতল প্রান্তরের সর্বোত্তরে অবস্থিত। একটা শৈলশ্রেণী দ্বারা শিবি জেলা দুই ভাগে বিভক্ত। এই পর্বতশ্রেণী দুই স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া অতীব গভীর খাত উৎপন্ন করিয়াছে; উহার একটিকে নরী নদী এবং অপরটির মধ্য দিয়া মালী নদী প্রবাহিত হইতেছে। শিবির পূর্বাংশ কান্দাহারস্থিত আকগান শাসনকর্তার শাসনাধীন।

এই জেলার উত্তরে ও উত্তরপূর্বে মারিস এবং কুমার নাম পাঠানদিগের অধিকৃত পার্শ্বতা ভূমি, তন্মধ্যে এক নরী নদীও পূর্বে, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক্ অধিকার করিয়া আছে। উত্তর দিক্ পর্বতমালা ছাড়া উক্ত উপত্যকা ভূমির মধ্যভাগে অপর কতকগুলি পর্বত আছে, এই পর্বতগুলির মধ্যে একটির উপর শিবজির্গ প্রতিষ্ঠিত।

উত্তরস্থ পর্বতশ্রেণী হইতে যে সকল নদী প্রবাহিত হইয়াছে নরীই তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, উহা শুভাল গিরিসঙ্কটের দক্ষিণপ্রান্তে সিদ্ধ নদীর সংগম প্রবাহিকাগুলির মধ্যে প্রধানতম বলিয়া গণ্য। নরী ছাড়া আরও অনেকগুলি নদী এই জেলায় দেখিতে পাওয়া যায়, উহাদের মধ্যে থালী, অরান্দ, গাজি এবং ছিয় প্রধান। এই শেষোক্ত নদীগুলির জল ধারক শস্তের পরিপোষণার্থে বিশেষ অমূল্য। নরী নদীর বাঁধ সকল ফলেই উচ্চ। এই উচ্চ বাঁধগুলির এক ফলে নরীকাচ নামে একটা উচ্চ সমতল ভূমি দৃষ্ট হয়। বস্তার সময় এই নদীর প্রায় সকল ধারই ডুবিয়া যায়, কিন্তু এই স্থানে সে ভয়ের কোন কারণ নাই। থালী নদীর পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহকে থালী ভূভাগ বলা হয়। গ্রীষ্মকালে এই নদীতে বিবম বজ্রপ্রবাহ ছুটিতে থাকে এবং তখন এই বস্তার জল থালী ও মাল এই দুইটা ভূভাগের তুলা ও জোয়ার চাবের জন্ত প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

এই অঞ্চল দেবমাতৃক নহে। হুতরাং পরঃপ্রাণী এবং নদী হইতে জল সেচনপ্রণালী অবলম্বিত না হইলে শস্তাদি উৎপন্ন হয় না। গম, যব, সর্ষপ, জোয়ার, কাপাস ও তিল এখানকার প্রধান শস্ত। জীবকাষ্যের উপযোগী ভূমির পরিমাণ এখানে বড় অল্প। জমী দুই বৎসর পতিত না রাখিলে ভালরূপে শস্ত উৎপাদিত হয় না। এই স্থানের গম ও কাপাস অতি প্রসিদ্ধ। স্থানে স্থানে খাজেরও আবার পরিদ্রাষ্ট হয়।

পাঠান, বেলুচি, ব্রাহ্মী, জাট ও হিন্দু এই স্থানের প্রধানতঃ অধিবাসী। ইহাদের মধ্যে পাঠানেরাই আধিক্যের ক্ষমতাপালী। পাঠানদের অনেক সম্প্রদায় আছে। তন্মধ্যে বারকজই, পারি

খাজক প্রভৃতির সাময়িক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ পল্লীতেই জাটগণ বসবাস করে, কিন্তু বরকজাই পাঠানবংশ বিশেষ সম্ভ্রান্ত। এখানকার পাশ্চি পাঠানদের মধ্যে পাঁচটা সম্প্রদায় আছে। মার্ঘাজাণী, সফী, কুর্ক, দফল ও মিজরী এতদ্ভ্যতীত আবদুল্লা, খলীল, উপরানী, যুগুনী, সোদী, শিরান, দহর ও মোদী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠান সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়।

শিবি জেলার ৭টা মহর আছে যথা—শিবি, কুর্ক, খাজক, গুলু মহর, শুলামবোলক, খালী ও মল। এতদ্ভ্যতীত স্থানে স্থানে বহু পরিভ্যক্ত পল্লী দেখিতে পাওয়া যায়। এই জেলার পুস্ত, দেলুচী, এবং সিদ্ধি ভায়াই সমাধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এখানে স্থানীয় লোকদিগের ব্যবহারের জন্ত মোটা বস্ত্র প্রস্তুত হয়। খোরাসান এবং সিদ্ধ প্রদেশের সহিত এই স্থানে বাণিজ্য সম্বন্ধ আছে। খোরাসান হইতে এখানে চাউল, মুগ, ডাল, ছাগলের লোম প্রভৃতি আমদানী করা হয়। সিদ্ধ দেশ হইতে চিনি, শুড়, মিষ্টান্ন, মসলা, লবণ এবং বস্ত্রাদি এখানে আনীত হইয়া থাকে। স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে পশম, ঘি, গম, যব এবং জোয়ার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিবির প্রাচীন ইতিহাস অপরিষ্কৃত, কিন্তু জনশ্রুতিতে জানা যায়, কোন সময় শিবি একটা বিশাল রাজ্যের কেন্দ্ররূপে গণ্য হইত। ইহার উত্তরাংশে সুবিখ্যাত সিউলীস্তান নামে একটা বিশাল জনপদ ছিল। বাবরের আত্মজীবনীগ্রন্থে শিবি নগরের নামোল্লেখ পাওয়া যায়, তৎপাঠে জানা যায় বাবর সিদ্ধ প্রদেশ হইতে শাখী সরওয়ার গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া সটিয়ালী প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন, পথিমধ্যে তিনি রুতি নামক একটা নগর দেখিতে পান, এই নগরে শিবি জেলার দারোগা ফাজিল গোফান-তাস নামক এক ব্যক্তি ২০টা লোকসহ নগররক্ষার্থ আসিয়া ছিল। উক্ত দারোগা সাহেবের অরগনের কক্ষচারী। ১৫০৫ খৃঃ অব্দে বাবর এই স্থানে উপস্থিত হন। সাহেবের কান্দাহারের শাসনকর্তা জাঙ্গন বেগের পুত্র। ১৫০১ খৃঃ অব্দে ইনি সমগ্র সিদ্ধ প্রদেশ স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া অরগন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন।

(ফেরিস্তার বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য)

বাবর শিব পর্য্যন্ত গমন করেন নাই। এই স্থানটী তখনও অরগন শাসনকর্তাদের অধীন ছিল। আমরা ইতঃপূর্বে শিব-জুর্গের কথা উল্লেখ করিয়াছি। কথিত আছে বেলুচাবীর মীর চাকর শিবজীর প্রতিষ্ঠাতা। মীরচাকর হুমায়ূনের সমসাময়িক ব্যক্তি। হুমায়ূনের সাহচর্য ইহার অনেক যুদ্ধবিগ্রহাদি হইয়াছিল মোগলেরা সিদ্ধ প্রদেশ অধিকার করিলে পর শিব মোগল-সাম্রাজ্য ভুক্ত হয় এবং আহমদ সাহের অভ্যুত্থানের পূর্বে পর্য্যন্ত এই স্থানটী মোগলদিগের অধিকারে ছিল। হুমায়ূন রাজ্য বিধ্বস্ত

হইবার পর শিবি অজ্ঞাত প্রধান স্থানের সঙ্গে বারকজাই সর্দার-গণের অধীন হইয়া পড়ে। ১৮৩৯ হইতে ১৮৪২ খৃঃ অব্দের মধ্যে শিবি ইংরাজদিগের অধিকারভুক্ত হয়। এই সময়ে শিবির পুরাতন জুর্গের ভীর্ণসংস্কার হইয়া কমিসরিয়েট ডিপো রূপে ব্যবহৃত হয়। এই সময়ে এই স্থলে বেষ্টনের গোলা নির্মিত হইয়াছিল, এখনও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট প্রজাদের শস্তের একতৃতীয়াংশ করবরূপ গ্রহণ করিতেন। খাজকগণ কোন সময়ে এইরূপ কর দিতে অস্বীকৃত হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সৈন্ত পাঠাইয়া শিবি সহর বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন। অতঃপর খাজকেরা বশতা স্বীকার করে এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টে উহাদের অধিকৃত শস্তের একগুণমাংশ খাজনা স্বরূপ গ্রহণ করিতে সম্মত হন। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে কান্দাহারের সর্দার সাদিক মহম্মদ খাঁ এবং খাঁদিল খাঁ পুনরায় শিবি অধিকার করেন। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত শিব তাঁহাদের অধীন ছিল। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অন্তর্বিবাদ জন্ত শিব নগরের দুর্দশা কিছুতেই দূর হইল না; এতদ্ভ্যতীত মধ্যে মধ্যে দুর্দান্ত মারীগণ শিবনগর লুটপাট করিত। গণ্ডামকের সন্ধির পর এই আফগান জেলা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের হস্তগত হয়। বেলুচিস্থানস্থিত ভারতীয় গবর্ণর জেনারলের এজেন্ট এই স্থানের শাসনকর্তারূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মালচিটারালীর পলিটিকাল এজেন্টের উপরেই এই স্থানের শাসনভার তত্ত্ব আছে। ইহার অধীনে তহলীলদার, মুসোল ও পুলিশ নিযুক্ত আছে। অধুনা এই স্থলে মিউনিসিপালিটি এবং সিদ্ধ-পিশিন রেলওয়ে লাইনের একটা স্টেশন স্থাপিত হইয়াছে।

শিবিকা (জী) শিবং করোতীতি শিব-পিতৃ, ততো ধূলু টাপি অত ইৎং। যানাবিশেষ, চলিত ভুলী, পাকী প্রভৃতি। পর্যায় যাপাযান, শিবীরথ। (হারাণবলী)

শিবিকাদান মহাদানের অন্তর্গত। ইহা দান করিলে তৎকণাং নরক হইতে মুক্তি হয়। প্রেতের উদ্দেশে এই দান করিলে তাহার আর নরকভোগ হয় না। এই দানের বিষয় আশুপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে যে—

“শূণ্ড ভাবমহীপাল মহাদানমমুত্তমং।

যেন বৈ দত্তমাত্রেণ মুচ্যতে নরকার্যবাৎ ॥

মার্গশিবে শুভে পক্ষে সমুপাখ্য হরেদিনে।

মাঘকান্তনয়োর্বাপি বৈশাখন্ত শরৎ ২২ ॥

ষাদস্ত্যং হরমভার্চ কলসোপারি সংহতং।

শিবিকাঃ চক্রবংশোখ্যং ঋদ্ধ্বাক্ষময়ী তথা ॥” ইত্যাদি

(অম্বিপু° শিবিকাদানাদ্যার)

শিবিকাদান মহাফলজনক, ইহা দান করিলে আর নরক-ভয় থাকে না। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের একাদশী তিথিতে,

মাঘ, ফাল্গুন, বা বৈশাখ মাসে, ও পরংকালে কলসের উপরিশেষে অবহিত নারায়ণকে গুরা দ্বাদশী তিথিতে পূজা করিয়া শিবিকাদান করিতে হয়। যিনি এই দান করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত এবং ইহলোকে নানাবিধ ঐশ্বর্য ভোগ করিয়া অন্তে বিমুলাকে গমন করেন। ২ খাণ্ডদ্রব্য বিশেষ।

“গোধূমচূর্ণং নিম্ববং দুধেন সহ মর্দয়েৎ।

তস্ত্র্যযোগ্যং ভবেত্তাবৎ দূষদোপরি কুটিয়েৎ।

হস্তেন তত্ৰাঃ স্ত্রেণ সমাঃ কৃষা স্ত্রুতস্তবঃ।

শুকীকৃতান্ত শিবিকা যথেষ্ট তপশে ভবেৎ।

উদকে তা বিপক্তা চ দুধে শর্করয়া যুতে।

ক্ষিপ্ত্ব। সিদ্ধান্তিকর। বলদা গুরবা গ্রহাঃ॥” (বৈষ্ণবকনি)

প্রস্তুত প্রণালী—তুষরহিত গোধূম চূর্ণ দুধের সহিত মর্দন করিবে। পরে ইহা তণ্ডুলযোগ্য হইলে প্রস্তরের উপর কুটিবে। পরে তাহা সমান করিয়া শুক করিবে। ইহা দুধ বা জলে চিনির সহিত পাক করিলে শিবিকা প্রস্তুত হয়। গুণ—তপ্তিকর, বলপ্রদ, ক্ষুধা, গ্রাহক, রুচিকর, অস্থিস্থানকারক, পিত্ত ও বায়ুনাশক।

শিবিপিক্ট (পুং) মহাদেব। (শব্দরত্না)

শিবির (ক্ৰী) শেরত রাজবলাজ্ঞা শীঘ্র স্বপ্নে বাহুলকাৎ কিরচ্। ১ নিবেশ, কটক, নৃপের মূলস্থান। (ভরত) সেনানিবেশ, ছাউনি। গটাবাস।

“শিবিরস্ত নিবেশে চ ক্রীবস্ত যুদ্ধবেশনি।” (উণ্ ১।৫৪ উজ্জল) যুদ্ধস্থলে সৈন্যদিগের অবস্থিতিস্থান। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে

লিখিত আছে যে—

“শিবিরং পরিখ্যাত্তমুঠৈঃ প্রাকারবেষ্টিতম্।

যুদ্ধবাদনদ্বারকং সিংহদ্বারপূরিতম্।

যুদ্ধং চিট্টৈঃ বিচিট্টৈশ্চ কুজিমৈশ্চ কপাটকৈঃ।

নিবিদ্ধবুদ্ধরহিতং প্রসিদ্ধৈশ্চ পুরিতম্।

স্থলকণং চত্ৰবেধং প্রাক্ষণকং তথৈব চ।” ইত্যাদি।

ব্রহ্মবৈবর্তপুং শ্রীকৃষ্ণজয়ন্ত ১০২ অ°)

শিবির পরিখ্যাত্তমুঠৈঃ এবং উচ্চ প্রাকার বেষ্টিত ও শিবিরে ১২টা দ্বার এবং সমুখে সিংহদ্বার হইবে। এই সকল দ্বারে চিত্রবিচিত্র কপাট থাকিবে। ইহাতে নিবিদ্ধ বুদ্ধ থাকিবে না, এবং প্রাক্ষণ ও স্থলকণ চত্ৰবেধ হইবে।

২ তৃণখাজভেদ। (চরক)

শিবীরথ (পুং) বাণ্যায়ান। (হারাবলী)

শিবোত্তর (ত্রি) শিবাদিতরঃ। শিব ভিন্ন, শুভ-বিনা।

(ভাগবত ৪।১।১৪)

শিবেনক, শান্তিসিদ্ধান্তেশসংগ্রহসারচরিতা।

শিবেন্দ্র সরস্বতী, বোম্বাইনগরসহস্রব্যাখ্যান বা স্বরূপানুমান-প্রণেতা। ইনি অভিনব নারায়ণেন্দ্র সরস্বতীর শিষ্য।

শিবেষ্ট (পুং) শিবস্ত ইষ্টঃ। ১ বকবুদ্ধ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ শিবপ্রিয়। ত্রিমাং টাপ্। শিবেষ্টা—দুর্কা।

শিবোন্তেন্দ্র (পুং) তীর্থবিশেষ। এই তীর্থে দান করিলে ইহলোকে স্বখ ও অন্তে স্বর্গে গতি হয়। (ভারত বনপ°)

শিবোপনিষদ্ (ক্ৰী) উপনিষদবিশেষ।

শিবোপপুরাণ, উপপুরাণভেদ। দেবীভাগবতপুরাণে ইহার উল্লেখ আছে।

শিশয় (ত্রি) অতিশয় দানশীল। (ঋক্ ১০।৪২।৩)

শিশয়িষা (ক্ৰী) শয়িতুমিচ্ছা শী-সন্ অ টাপ্। শয়ন করিতে চেষ্টা।

শিশয়িষু (ত্রি) শয়িতুমিচ্ছুঃ, শী-সন্, শিশয়িষ-উ। শয়ন করিতে ইচ্ছুক, শয়ন করিতে অভিলাষী।

শিশির (পুং ক্ৰী) শর্শত গচ্ছতি বৃক্ষাদিশোভা বস্মাৎ শশ- (অজিরশি-শির-শিথিলেতি। উণ্ ১।৫৪) ইতি কিরচ্

প্রত্যয়েন সাধুঃ। ঋতুবিশেষ, শিশিরঋতু, শীতঋতু, পর্যায়—কম্পন, শীত, হিমকূট, কোটন। কোন কোন পুস্তকে কোটন স্থানে ‘কোড়ব’ এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। (রাজনি°)

মাঘ ও ফাল্গুন এই দুই মাসকে শিশির ঋতু কহে। এই ঋতুর ঋণ—শীতল, অতিশয় রুদ্ধ, বায়ুবর্ধক ও অগ্নিবৃদ্ধিকারক। এই

কালে সিন্ধু ও শীতল জলাদি সেবন দ্বারা স্নেহের সঞ্চয় হয়। এই সময়ে হেমন্তকাল অপেক্ষাও অধিকতর শীত হয় এবং

আদানকাল জন্ম স্বভাবতঃই শরীরে রুদ্ধতা জন্মে। অতএব এই কালে হেমন্তকালের জায় এই সকল বিধি পালন করিতে

হয়। যথা—এই সময়ে অর্থাৎ বেলা এক প্রহরের মধ্যে

ভোজন, অন্নদ্রব্য, মধুরদ্রব্য, লবণরসযুক্তদ্রব্য, তৈলাদি অভ্যঙ্গ, রোদ্রসেবন, ব্যায়াম, গোধূম, ইক্ষুবিকৃতি, শালিতণ্ডুল, মাষ-

কলায়, মাস, পিষ্টায়, নুতন তণ্ডুলের অন্ন, তিল, যুগনাতি, গুগ্গলু, কুহুম, অশুঙ্গ, শৌচাদি ক্রিয়াতে উৎকর্ষ, স্নিগ্ধদ্রব্য,

ক্রীসংসর্গ, গুরু ও উষ্ণ বস্ত্র এই সকল সেবন ও ব্যবহার করা কর্তব্য। ইহাতে দোষ সকল প্রশমিত থাকে। এই বিধি

পালন করিলে ঋতু জন্ম ব্যাধি উৎপন্ন হয় না। (ভাবপ্রকাশ)

কবিকল্পভার মতে এই ঋতুতে বর্ণনীয় বিকর—করীষ ধূম, কুন্দ, পদ্মনাভ, শিশিরোৎকর্ষ। কোষ্ঠীপ্রদীপ মতে এই ঋতুতে

জন্ম হইলে মিষ্টারভোজী, মধুর স্বর, কলত্রপুত্রাদিবৃত্ত, ক্ষুধা-কাতর, ক্রোধী, অধী এবং স্তম্ভর আকৃতি হইয়া থাকে।

“মিষ্টারভোজী মধুর প্রণালী কলত্রপুত্রাদিবৃত্তঃ ক্ষুধার্তঃ।

ক্রোধী অধীশ্চাকরকলেশবশত বস্ত্র গ্রহণতিঃ শিশিরাত্মকানৈঃ”

(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

(ত্রি) শীতগুণযুক্ত।

‘শীতং গুণে তদর্থঃ স্রীষ্যঃ শিশিরো জড়ঃ।’ (অমর)

‘আনন্দজঃ শোকজন্মবান্—

তরোরশীতং শিশিরো বিভেদ।’ (রঘু ২৪।৩)

শিশিরকর (পুং) শিশিরঃ করঃ তিরণো বহু। শীতরশ্মি চক্ষুঃ।

শিশিরকিরণ (পুং) চক্ষুঃ।

শিশিরগভস্তি (পুং) চক্ষুঃ।

‘উদগরনে সিতপক্ষে শিশিরগভস্তৌ চ জীববর্গেহ।’

(বৃহৎসংহিতা ৩০।২০)

শিশিরগু (পুং) শিশিরঃ গৌর্যন্ত। চক্ষুঃ।

শিশিরতা (স্ত্রী) শিশিরন্ত ভাবঃ তল্ টাপ্। শিশিরের ভাব
‘বা ধর্ম, শৈত্য।

শিশিরদীপ্তি (পুং) শিশিরঃ দীপ্তির্ভুক্ত। চক্ষুঃ।

শিশিরময়ুখ (পুং) চক্ষুঃ। (বৃহৎসং ৪২।১৩)

শিশিরাংশু (ত্রি) শিশিরঃ অংশুর্ভুক্ত। চক্ষুঃ।

শিশিরাক্ষ (পুং) পর্কতভেদ। এই পর্কত স্নেহকর বিকৃত
হইতে পশ্চিমদিকে অবস্থিত (মার্কণ্ডেয়পুঃ ৫৫।৯)

শিশিরাত্যয় (পুং) শিশিরন্ত অত্যয়ঃ। শিশিরাপগম, শিশিরবিগম।

শিশু (পুং) শ্রুতীতি শে-(শেঃ কিংসম্বন্ধ। উপ্ ১।২১)
ইতি উ। বালক, পথ্যায়—পোত, পাক, অর্ডক, ডিষ্ট, পৃথক,
শাবক, শাব, অর্ড, শিশুক, পোতক, ডিষ্টক, গর্ড। (জটায়র)
কোনমতে জাতবালক অন্নপ্রাণনের পূর্ব পর্যন্ত শিশু নামে
অভিহিত হয় এবং ইহাদের অভ্যাক্ষণে শুক্লিত হয়।

‘শিশোরভ্যাক্ষণং প্রোক্তং বালভাচমনং স্মৃতং।

রজস্বলাদিসংস্পৃশ্য স্নাতব্যন্ত কুমারকৈঃ।

প্রাক্চূড়াকরণাঘাণঃ প্রাগন্নপ্রাশনাজ্জিতঃ।

কুমারন্ত স বিজ্ঞেয়ো যাবনমৌজী ন বন্ধনম্।’

(গোপালজ্ঞাপকাননকৃত স্মৃতিনির্ণয়)

ব্রহ্মপুরাণ ও মহাবচনে দেখিতে পাওয়া যায় যে জন্ম হইতে
৮ বৎসর পর্যন্ত বালককে শিশু কহে, এই সময় তাহাদের ভক্ষ্যা-
ভক্ষ্য, বাচ্যাবাচ্য প্রভৃতি কিছুই দোষাবহ নহে। ৯ বৎসরের
পর ৮ বৎসর পর্যন্ত শিশুদিগের ইহা যে কোন ব্রত তাহাদের
পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন অনুষ্ঠান করিবেন।

‘জাতমাত্রঃ শিশুস্তাবৎ যাবদষ্টৌ সমাবয়ঃ।

সহি গর্ডসমো জ্ঞেয়ো ব্যক্তিমাত্র প্রদর্শকঃ।

ভক্ষ্যাভক্ষ্যে তথাপণে বাচ্যাবাচ্যে তথান্তে।

তস্মিন্ কালে ন দোষঃ স্নাতং স যাবদ্রোপনীয়েত।’ (মহাবচন)

‘চতুর্ধবৎসরাদৃষ্টং যাবদষ্টৌ সমাবয়ঃ।

শিশোব্রতং প্রকুর্যন্ত গুরুসম্বন্ধিবান্ধবাঃ।’ (ব্রহ্মপুরাণ)

মহাতে লিখিত আছে যে জাত শিশুর চারিমাসে স্তন্যভিগৃহ
হইতে স্তন্যদর্শনের জন্য নিষ্ক্রামণ করিতে হয়। জন্মের পর
৪ মাস পর্যন্ত শিশুকে স্তন্যভিগৃহে রাখিতে হয়।

‘চতুর্থে মাসি কর্তব্যং শিশো নিষ্ক্রামণং গৃহাৎ।’ (মহু ২।৩৪)

‘চতুর্থে মাসি বালন্ত জন্মগৃহাৎ নিষ্ক্রামণমাদিত্যদর্শনার্থং
কার্যং’ (কুল্লুক) শিশুর বখন প্রথম বিস্তারন্ত হয়, তখন গুরু
পূর্বমুখে উপবেশন এবং শিশুকে পশ্চিম দিকে বসাইয়া তাহাকে
বিস্তারন্ত করাইবেন।

‘প্রাঙ মুখো গুরুরাসীনো বরুণান্তিমুখং শিশুং।

অধ্যাপয়েত প্রথমং দ্বিজাশীতিঃ প্রপূজিতম্।’

(মলমাসতত্ত্বযুক্ত বৃহস্পতি)

মহানির্বাণতন্ত্রে লিখিত আছে যে শিশুপুত্র পরিভাগ
করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতে নাই।

‘মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভাধ্যাক্ষেব পতিব্রতাং।

শিশুক তনয়ং হিতা নাবধূতপ্রমং ব্রজ্যেৎ।’ (মহানির্বাণতন্ত্র)

২ কুমার, কার্ত্তিকের। (ভারত ৩২৩।৪)

৩ জাতকসারসচয়িতা। যটেশের পুত্র।

শিশুক (পুং) শিশোরিব প্রতিকৃতিঃ, শিশু ইবার্থে কনু।
জলজন্ত বিশেষ, চলিত গুগুক। (অমর) অমরটাকার ভরত
ইহার পর্যায়ারির বিষয় এইরূপ লিখিয়াছেন—

‘যে উপল ইতি খ্যাতে অতিচক্লে মৎস্তে, শিশুমার-
কৃতিমৎস্তভেদঃ উলুপী ইতি কলিঙ্গায়ঃ। শোণ ইতি খ্যাতে
মৎস্তবিশেষ উলুপীত্যন্তে। ভাগোল ইতি খ্যাতে ইত্যোকে।
শিশুমার এব উচ্যতে ইতি সর্বস্বং।

‘চুলুপী শিশুমারজাচুলুপী শিশুকত্থা।’ (ভরত)

শব্দরত্নাবলীতে লিখিত আছে, শিশুমারাকৃতি মৎস্যকে
শিশুক কহে, পর্যায় উলুপী, চুলুপী, চুলকী, ও শিশুক। কেহ
কেহ উৎপল মৎস্যকে ইহার পর্যায় বলিয়া স্থির করেন।

‘উলুপী স্যাচ্চুলুপী চ চুলুপী চুলকোত্থা।

শিশুকশ্চেতি পর্যায় শিশুমারাকৃতৌ বসে।

কৈশিচ্ছৎপলমৎস্ততু পর্যায়োহয়ং নিগন্ততে।’ (শব্দরত্নাঃ)

২ শিশুমার। ৩ বালক। (মেদিনী) ৪ বৃক্ষবিশেষ।

শিশুগাছ। (হেম) ৫ মণ্ডলিসর্পবিশেষ। (সুশ্রুত কনহাঃ ৪৮০)

শিশুক, অজ্ঞাত্যভ্যাজনশের প্রতিষ্ঠাতা।

শিশুকাল (পুং) বালককাল, বাল্যসময়।

শিশুকুচ্ছু (স্ত্রী) শিশুচাক্ষর্য, শব্দচাক্ষর্যভ্রত।

শিশুকন্দ (পুং) শিশুদিগের কন্দন, বালকদিগের রোমন।

শিশুগন্ধা (স্ত্রী) শিশোগন্ধো বহু। মল্লিকাবিশেষ। (শব্দমালঃ)

শিশুচাক্ষর্য (স্ত্রী) শিশুর চাক্ষর্যং। শব্দচাক্ষর্য।

“চতুরঃ প্রাতঃস্মরণং শিশুপালঃ সমাধিতঃ।

চতুরাধিকৃত্যে হৃদ্যে শিশুপালঃ স্মৃতঃ।”

(মহা ১১৮১৯)

ইহাতে কঠোরতা অর, এইজন্য ইহার নাম শিশুপাল, ব্রাহ্মণ সংবৎসরে প্রাতঃকালে চারিগ্রাস অন্নভোজন এবং হৃদ্য অন্তর্মিত হইলে রাত্রিকালেও চারিগ্রাস অন্নভোজন করিবে। চতুরঃ হ্রাসবৃদ্ধি না করিয়া উক্ত নিয়মে আহার করিলে শিশুপাল হয়।

শিশুপাল (স্ত্রী) শিশোর্য্যোঃ স। শিশুতা, শিশুর ভাব বা ধর্ম, বাগচাপলা, শিশুর কাব্য।

“অহো শিশুকঃ তব ঋণ্ডিতং ন স্মরন্ত সখা বয়স্যাপ্যনেন।” (নৈষধ)

২ শৈশব, শিশুর অবস্থা।

শিশুদেশ্য (ত্রি) প্রায় শিশুসদৃশ।

শিশুনন্দ (পুং) রাজভেদ। (ভাগবত ১২।১।৩১)

শিশুনাগ (পুং) রাজভেদ, ইহার পুত্র কাকবর্ণ ও পৌত্র ক্ষেমধন্য। (ভাগবত ১২।১।৪)

শিশুনামন (পুং) উষ্ট্র। (হেম)

শিশুপাল (পুং) রাজভেদ, চোদিত্যনীর রাজা। পর্যায় দমঘোষ-হৃত, চৈত্র, চোদিত্য। (জটাবর) কৃষ্ণ ইহাকে বিনাশ করেন। মহাভারতে ইহার উৎপত্তি প্রভৃতির বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে যে শিশুপালের পিতার নাম দমঘোষ, ইনি শ্রীকৃষ্ণের পিতৃশ্রের অর্থাৎ পিতৃভাই ছিলেন। যখন ইহার জন্ম হয়, তখন ইহার তিন চক্ষু ও চারি বাহু ছিল এবং জন্মিবার মাত্র গর্ভভের স্ত্রীর চীৎকার করেন। ইহাতে ইহার জনকজননী বন্ধুগণের সহিত অতিশয় ভীত হইয়া ইহাকে পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করেন। এমন সময় আকাশবাণী হয় যে, রাজন! তোমার যে এই পুত্র অতি বলবান ও বীরদিগের অগ্রণী হইবে। অতএব এই শিশু হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাহ, তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে ইহাকে পালন কর। তোমার যত্নে ইহার মৃত্যু হইবে না, এবং ইহার মৃত্যুকালও এখন উপস্থিত হয় নাহ। ইহাকে যিনি বধ কারবেন, তিনি উৎপন্ন হইয়াছেন। এই শিশুক পালন কর, এই দৈববাণী হইয়াছিল, এই জন্য ইহার নাম শিশুপাল হয়।

শিশুপাল-জননী এই দৈববাণী শুনিয়া পুত্রদেহবশতঃ সেই অদৃশ্য প্রাণীর উদ্দেশ্যে বলিলেন, যিনি এই দৈববাণী করিয়াছেন, তাহার চরণে কোটি কোটি প্রণাম। কোন ব্যক্তি বিনাশক তাহা জানিতে আমার বাসনা বলবতী হইয়াছে, তাহা বলিয়া আমাকে কৃতার্থ কখন। অনন্তর পুনর্বার এইরূপ দৈববাণী হইল যে, যিনি ক্রোড়ে লইলে এই বালকের অতিরিক্ত ভূজবল জ্বলিতভাবে নিপতিত হইবে এবং বাহাকে অবলোকন করিয়া

ইহার ললাটস্থ তৃতীয়লোচন বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তিনিই ইহার হত্যা হইবেন।

পৃথিবীস্থ রাজভবগ দমঘোষের ত্রিলোচন ও চতুর্ভূজ এক পুত্র জন্মিয়াছে শুনিয়া সকলেই তাহাকে দেখিতে আসিলেন। চোদিত্য ও সমাগত রাজভবগকে যথাযোগ্য পূজা করিয়া তৎকালে প্রত্যেক নরপতির ক্রোড়ে পুত্র সমর্পণ করিলেন। এই রূপে ক্রমে ক্রমে সহস্র সহস্র রাজগণের অঙ্কদেশে সমারূঢ় হইয়াও বালকের অতিরিক্ত হস্ত ও লোচন নিপতিত ও বিলুপ্ত হইল না।

দারকার এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বলরাম ও জনার্দন পিতৃশ্রসার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে চোদিত্যগরে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর রাজমাহী প্রীতি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়ে শ্রবণ পুত্র সমর্পণ করিলেন। কৃষ্ণের অঙ্কদেশে নিহিত হইয়া মাত্র তাহার অতিরিক্ত ভূজবল খালি হইল এবং সেই ললাট-জাত নেত্রটীও ডুবিয়া গেল। ইহা দেখিয়া রাজ্ঞী ব্যথিতা ও ভীতা হইয়া কহিলেন, কৃষ্ণ! আমি ভয়ে ব্যাকুলা হইয়াছি। আমাকে একটা বর প্রদান কর, যে হেতু তুমি আর্জুদিগের আশা-স্থল এবং ভীতদিগের অভয়প্রদ।

পিতৃশ্রসার এইরূপ কাতর বাণী শুনিয়া কৃষ্ণ তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, দেখি! আপনি ভয় করিবেন না, আমার নিকটে আপনার ভয়ের কোন কারণ নাই। আমাকে কি করিতে হইবে, আর কি বর প্রদান করিব, আজ্ঞা করুন, সাধ্য বা অসাধ্য হউক, আমি অবশ্যই আপনার বাক্য রক্ষা করিব। কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া তখন রাজমাহী তাঁহাকে কহিলেন, আমার নিমিত্ত তোমাকে শিশুপালের সমুদয় অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে। ইহাই আমার প্রার্থনা। কৃষ্ণ কহিলেন, আপনার পুত্র বর্ধাই হইলেও আমি ইহার শত অপরাধ ক্ষমা করিব। অতএব আপনি শোক করিবেন না।

ক্রমে শিশুপাল বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের ঘোর বিবেচী হইয়া উঠিল এবং নানা প্রকারে কৃষ্ণের প্রতি অন্তরাচারণ করিতে লাগিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ উক্ত প্রাজ্ঞাসুতারে তাঁহার প্রতি কোন রূপ বিপ্রিয়াচরণ করিলেন না।

রাজা যুধিষ্ঠির রাজহৃদয় যজ্ঞ সমাপন করিয়া সমবেত রাজভগণের সমক্ষে যজ্ঞের অর্ঘ্য কাহাকে প্রদান করিবেন; এই কথা ভীয়েক জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, অগ্নিদেবপূজ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহাকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে? তাঁহাকেই অর্ঘ্য প্রদান কর। যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য দ্বারা পূজা করিলে শিশুপাল তাহার ঘোর প্রতিবাদ করিয়া ভীম ও শ্রীকৃষ্ণের অজস্র নিন্দা করিতে লাগিল এবং সমাগত রাজভবগকে উত্তেজিত করিয়া

কছিল, এই অর্থাৎ তারা আমাঙ্গিকে অপমান করা হইয়াছে। অতএব আমরা সকলে মিলিত হইয়া একযোগে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া তাহাকে বিনাশ করি। ক্রমে এক একটা করিয়া শিশুপালের শত অপরাধ পূর্ণ হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আহ্বান করিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদ করিলেন। তখন গগনন্তল হইতে ভাস্করের দ্বারা ভেজ নির্গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরীরে লীন হইল। কৃষ্ণ চৌদশপতি শিশুপালকে বধ করিলে বিনামেষে বারিবর্ষণ, বজ্রপাত ও ভূমিকম্প হইতে লাগিল। পরে যুধিষ্ঠিরের আদেশে তাঁহার ভ্রাতৃগণ শিশুপালের অগ্নিসংস্কার করেন। (ভারত বনপং ৩৬ অ° হইতে ৫৫ অ°)

শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে ৭৪ অধ্যায়ে শিশুপালের বধ-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ২ মাঘ কবিকৃত কাব্য, শিশুপাল-বধকাব্য। ইহা সংস্কৃত সাহিত্যে অতুল্য রত্ন স্বরূপ। কবি ইহাতে অসাধারণ কবিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। চলিত একটা প্রবাদ আছে যে উপমায় কালিদাস, অর্থগৌরবে ভারবি এবং পদলালিত্যে নৈবধ সৰ্ব্ব শ্রেষ্ঠ। কিন্তু শিশুপালবধে উক্ত তিন গুণই আছে।

“উপমা কালিদাসস্ত ভারবেরর্থগৌরবম্।

নৈবধে পদলালিত্যে মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ ॥” (উদ্ভট)

শিশুপালক (পুং) শিশুপাল স্বার্থে কন্। দমবোধহৃত, শিশু-পাল। (ত্রিকা°) ২ কেলিকদম্ব বৃক্ষ। (শব্দচ°) (ত্রি) শিশুং পালয়তীতি পালি-ধূল্। বালকপালক, যিনি শিশু পালন করতেন।

শিশুপালহন (পুং) শিশুপালং হতবান্ কিপ্। শিশুপাল-হত্বা শ্রীকৃষ্ণ। (হেম)

শিশুভাব (পুং) শিশোভাবঃ। ১ শিশুত্ব, শিশুর স্বভাব। ২ তাত্ত্বিক ভাববিশেষ।

“উক্তানুষ্ঠানং যৎ কিঞ্চিদং ক্রিয়তে সৰ্ব্বদা প্রিয়ে।

শিশুভাব ইতি খ্যাতঃ সৰ্ব্বতঃস্ব গৌণিতঃ ॥” (ভট্ট)

শিশুমৎ (ত্রি) শিশু-অস্ত্যর্থ মতুপ্। শিশুবিশিষ্ট, বালকো-পেত। ‘শিশুমতী ভিষগ্-ধনুঃ’ (গুরুবজ্ ২১।৩০) ‘শিশুমতী বালকোপেতা’ (মহীধর)

শিশুমার (পুং) শিশুন্ মাঃরতীত যু-শিচ্-অণ্। জলজন্তু-বিশেষ, চালত শৈব বা শুক।

২ তারাম্বক অর্চ্যত। শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ম স্কন্ধে ভগবান্

বিক্রমে শিশুমাররূপে কল্পনা করিয়া অঙ্গ বিশেষ সমুদয় জ্যোতিষতন্ত্রের সংস্থান করিত হইয়াছে।

“শিশুমারস্ত যঃ প্রোক্তঃ স এতদেব যত্র তিষ্ঠতি।

সন্নিবেশস্ত তস্তাপি শৃণুং যুনিঃ ৩ম ॥” (ভাগবত ৫।২৮ অ°)

শিশুমারমুখী (স্ত্রী) কল্পমাতৃকাভেদ। (ভারত কর্ণপ°)

শিশুরোমন্ (পুং) নাগভেদ। (ভারত আশ্বিনীক°)

শিশুবাহক (পুং) শিশুং বহতীতি-বহ-ধূল্। ১ বনছাগল। (হেম) (ত্রি) ২ বালকবোঢ়া, শিশুবহনকারী।

শিশুবাহক (পুং) শিশুবাহো বক্ত, ততঃ কন্। বনছাগ, বনছাগল। (ত্রিকা°)

শিশূল (পুং) শিশু, বালক। ‘শিশূলা ন ক্রীড়য়ঃ’ (ঋক্ ১০.৭৮।৬)

‘শিশূলা ন শিশবঃ’ (সায়ণ)

শিশৌক, একজন প্রাচীন কবি।

শিশ্নু (পুং) শশতীতি শশ বাহুলকাৎ নক্ প্রত্যয়েন সাধুঃ।

মেটু, লিঙ্গ, উপহৃ।

“পুংসঃ শিশ্ন উপহৃত্ত প্রজাত্যানন্দনিঃসৃতঃ ॥” (ভাগবত ২.৮।৮)

শিশ্নদেব (পুং) অস্ত্রক্ষচর্য্য। উপহৃত্ত সংযমের নাম ব্রহ্মচর্য্য।

“বেদো যঃশিশ্নদেবান্” (ঋক্ ১।১২.৩)

‘শিশ্নদেবান্ অস্ত্রক্ষচর্য্যান্’ (সায়ণ)

শিশ্বিদান (ত্রি) শ্বেতিভূমিচ্ছতীতি শ্বিত-সন্ (বিতদর্শচ। উপ্

২।২০) ইতি আনচ্, সনোলুচ্, তকারস্ত চ দকারঃ। পাপকর্ম্ম,

কৃষ্ণকর্ম্ম, ছুরাচার। (অমর) কাহারও কাহার মতে গুরু

কর্ম্মকেও শিষ্যদান করে। অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন যে

‘শযন্নিত্যেতেহসৌ শিষ্যদানো মনীষাদিঃ স্বিতালবাঃ। কৃষ্ণং পাপা-

চারভাৎ মলিনং কর্ম্মাত কৃষ্ণকর্ম্ম। কেচিত্তু অকৃষ্ণকর্ম্ম ইতি

পঠন্তি যে নিষ্পাদে শ্বিদি শৌক্রে ইত্যস্ত কানে শিষ্যদানঃ, অকৃষ্ণং

নিষ্পাদভাৎ গুরুং কর্ম্মাহত অকৃষ্ণকর্ম্ম গুরুকর্ম্ম ইত্যর্থঃ ॥ ভরত)

‘শিষ্যদানঃ কৃষ্ণকর্ম্ম গুরুকর্ম্মেতি কন্তুচিৎ ॥’ (জটীধর)

শষৎ অর্থাৎ চিরকাল ধরিয়া লোক সকল নিন্দা করে এইজন্য

শিষ্যদান শব্দে পাপাচারীকে বুঝায়। পুণ্যকর্ম্ম অর্থহলে শ্বি-দ-

ধাতুর অর্থ গুরু, গুরুকর্ম্মবিশিষ্ট।

শিষ, ১ বধ, হিংসা। ত্বাদি° পরত্মৈ° সক° সেট্। লট্ শেযতি।

লুঙ্ অশিষৎ। ২ বিশেষ করণ। ক্বাদি° পরত্মৈ° সক° অনিট্।

লট্ শিনষ্টি, শিঃষ্টঃ, শিঃশস্তি। লোট্ হি-শিষ্টি। লিঙ্ শিঃষাৎ।

লঙ্ অশিনট্, অশিঃষ্টাৎ, অশিঃষন্। লিট্ শিষেধ, শিষিষতুঃ।

লুট্ শেট্। লুট্ শেষ্টি। লুঙ্ অশিষৎ। সন্ শিষিষ্টি।

যঙ্ শেষিয়াতে। যঙ্ লুচ্ শেযেটি। গিচ্ শেযায়তি। লুঙ্ অশি-

ষিষৎ। শিশ ৩ অসকোপযোগ, পরিশেষীকরণ, অবশেষ করণ।

চুরাদি° পক্ষে ত্বাদি° পরত্মৈ° সক° সেট্। লট্ শেযায়তি।

ত্বাদি° পক্ষে লট্ শেযাত। অব+শিষ=অবশেষ। উদ্+শিষ=

উচ্ছষ্ট। নির+শিষ=নিঃশেষ। পরি+শিষ=পরিশেষ, বিনাশ।

বি+শিষ=বিশেষ।

শিষ্ট (ত্রি) শাস-ক্ (শাস্ ইষঙ্-হলোঃ। পা ৬।৪।৩৪) ইতি

উপধারা ইকারঃ (শাসি-বসি-বসী-নাক। ৮৭৬০) ইতি সত্য
ব। শাস, বসি, বসী, বসী, বসী।

“নপাশিগাচপলো ন নেত্রচপলো যুনিঃ।

ন চ বাগজচপল ইতি শিষ্টস্ত লক্ষণম্ ॥” (ভারত অখমে)
যাহার পাপি, পাদ, নেত্র, বাগ ও অঙ্গ চপল নহে, তিনিই শিষ্ট।

“বিশেষবন্ধনিষ্ঠস্ত শেষঃ শিষ্টঃ প্রচকতে।

মহন্তরেষু যে শিষ্টা ইহ তিষ্ঠন্তি ধার্মিকঃ ॥

মহুঃ সপ্তর্ষয়শ্চৈব লোকসংস্থানকারণাং।

তিষ্ঠন্তীহ চ ধর্মার্থং তান্ শিষ্টান্ পরিচকতে।

তৈঃ শিষ্টৈঃ পালিতো ধর্মঃ স্থাপ্যতে হি যুগে যুগে ॥”

(মৎস্তপুং ১২০ অ°)

বিশেষ বন্ধনিষ্ঠ অর্থাৎ যিনি শ্রেষ্ঠ তাহাকে শিষ্ট কহে।

এই শিষ্টগণ মহন্তরকাল পর্যন্ত অবস্থিত থাকেন। মহু ও
সপ্তর্ষি প্রভৃতি ইহারা লোকবিত্তার ও ধর্মার্থের জন্য অবস্থান
করেন। এই শিষ্টগণ কর্তৃক ধর্ম পালিত ও যুগে যুগে স্থাপিত।
২ অবশিষ্ট। (গীতা ৪৩০) ৩ নীতিজ্ঞ। ৪ বশতাপন্ন।
৫ শিক্ষিত, বিনীত। ৬ প্রধান, বিখ্যাত। ৭ আজ্ঞাপ্ত।
(পুং) ৮ মন্ত্রী। ৯ সভ্য।

শিষ্টত্ব (স্ত্রী) শিষ্টতা ভাবঃ ত্ব। শিষ্টের ভাব বা ধর্ম, সাধুত্ব।

শিক্ষাচার (পুং) শিষ্টঃ আচারঃ, শিষ্টানামাচারো বা। সাধু-
ব্যবহার, শিষ্টদিগের আচার, সাধুগণ যেরূপ যেরূপ আচার
অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহাকে শিক্ষাচার বলে। মৎস্ত-
পুরাণে ইহার লক্ষণ এইরূপ আছে—

“ততঃ স্মার্ত্তঃ স্মৃতো ধর্মো বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।

এবং বৈ দ্বিবিধো ধর্মঃ শিষ্টাচারঃ স উচ্যতে ॥

ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিঃ প্রজ্ঞা বর্ণাশ্রমজ্ঞায়।

শিষ্টে রাচর্যতে যস্মাৎ শিষ্টাচারঃ স শাস্ত্বতঃ ॥

দানং সত্যং তপোহলোভো বিত্তেক্ষা পূজনং দমঃ।

অষ্টৌ তানি চরিত্রাণি শিষ্টাচারস্ত লক্ষণম্ ॥

শিষ্টা ব্রহ্মাকরস্তোনং মহুঃ সপ্তর্ষয়শ্চ যে।

মহন্তরেষু সর্কেষু শিষ্টাচারস্ততঃ স্মৃতঃ ॥

শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং বিহিতো ধর্মো বর্ণাশ্রমসম্বন্ধকঃ।

শিষ্টাচারবিরুদ্ধস্ত ধর্মঃ স সাধুসম্বন্ধকঃ ॥” (মৎস্তপুং ১২০ অ°)

বর্ণাশ্রমের বিভাগানুসারে স্মৃতিবিহিত যে ধর্ম, অর্থাৎ স্মৃতি
শাস্ত্রে যে সকল বর্ণাশ্রম ধর্ম বিহিত হইরাছে, তাহাকেই শিষ্টা-
চার কহে। শিষ্টগণ ত্রয়ী বার্তা ও দণ্ডনীতি প্রভৃতি দ্বারা
আচরণ করিয়া থাকেন বলিয়াও ইহা শিষ্টাচার নামে অভি-
হিত। দান, সত্য, তপস্বী, অলোভ, বিত্তা, ইজ্যা, পূজা,
ও দম এই আটটি ইহার লক্ষণ। মহু ও সপ্তর্ষি প্রভৃতি মহন্তর

কালে এই আচার অবলম্বন করিয়া থাকেন। শ্রুতি ও স্মৃতি-
শাস্ত্রে বর্ণাশ্রমবিহিত যে ধর্ম নির্দিষ্ট হইরাছে, তাহাই শিষ্টাচার
এবং এই ধর্ম সাধুসম্বন্ধক।

শিষ্টি (স্ত্রী) শাস-বিন্ (শাস ইদং হলোঃ । পা ৬,৪৩৪) ইতি
উপধারা ই। ১ আজ্ঞা। ২ শাসন।

“অস্তত্র পুত্রাং শিষ্যাণা শিষ্টার্থং তড়িরেত্তুতো।” (মনু ৪,১৬৪)

শিষ্য (স্ত্রী) শিষ্যতেহসাবিতি শাস (এতিস্ত শাস-বৃদ্ধ্যঃ ক্যপ্।
পা ৩,১১০২) ইতি ক্যপ্। (শাস ইদং হলোঃ । পা ৬,৪৩৪)
ইতি ই (শাসবসীতি । পা ৮,৩৬০) ইতি ব। উপদেষ্ট,
শিক্ষণীয়, পর্যায় ছাত্র, অস্তবাসী, অস্তেসদ, অস্তেষদ।

‘ছাত্রাস্তেবাসিশিষ্যাভ্যেব একার্থতা ইমে।’ (জটায়র)

দীক্ষাতত্ত্ব ও তত্ত্বসারে শিষ্যের লক্ষণ এইরূপ নির্দিষ্ট হইরাছে—

“বাড্ মনঃকায়বহুতিগুরুশ্রবণে রতঃ।

এতাদৃশগুণোপেতঃ শিষ্যো ভবতি নারদঃ ॥

দেবতাচার্য্যশ্রবণাঃ মনোবাক্ কায়কর্ম্মভিঃ।

গুরুভাবো মহোৎসাহো বোদ্ধা শিষ্য ইতি স্মৃতঃ ॥” (দীক্ষাতত্ত্ব)

যিনি বাক্য, মন, কায় ও ধনদ্বারা গুরুশ্রবণে রত থাকেন,
তাদৃশ গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিই শিষ্য পদবাচ্য। মন, বাক্য, কায় ও
কর্ম্ম দ্বারা দেবতা ও গুরুর যিনি শ্রবণ করেন, এবং
সর্বদা গুরুভাব ও মহোৎসাহযুক্ত হন, তিনিও শিষ্যের উপযুক্ত।
তত্ত্বসারে লিখিত আছে যে, সমাদিগুণযুক্ত, বিনয়ী, বিত্তুক্ত স্বভাব,
শ্রদ্ধাবান, ধৈর্য্যশীল, সর্বকর্ম্মসমর্থ, সৎসংজ্ঞাত, অভিজ্ঞ, সচ্চারিত্র,
এবং যজ্ঞাচারযুক্ত এই সকল গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি প্রকৃত শিষ্য
পদবাচ্য, ইহার বিপরীত গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে শিষ্য করিতে
নাই। পুণ্যশীল, ধার্মিক, শুদ্ধাত্মকরণ, গুরুভক্ত, জিতে-
ন্দ্রিয়, দানশীল ও জৈবরাধনায় তৎপর, এতাদৃশ গুণবিশিষ্ট
ব্যক্তি শিষ্যের উপযুক্ত।

“শাস্তো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণক্ষমঃ।

সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চারিতো যতিঃ।

এবমাদি গুণৈশ্চৈব শিষ্যো ভবতি নান্দ্রথা ॥

পুণ্যবান্ ধার্মিকঃ শুদ্ধো গুরুভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।

শিষ্যযোগ্য ভবেৎ সোহি দানধ্যানপরায়ণঃ ॥” (তত্ত্বসার)

গুরু নিষিদ্ধলক্ষণবিশিষ্টকে শিষ্য করিবেন না। নিষিদ্ধ শিষ্য
যথা—যে ব্যক্তি পাপাত্মা, জুরকর্ম্মী, বঞ্চক, কুপণ, অতিদরিদ্র,
আচারব্রষ্ট, মদ্যপ্ৰেমী, নিন্দক, মূর্খ, তীর্থপ্রেমী, গুরুভক্তিহীন,
ও মলিনাত্মকরণ এই সকল নিষিদ্ধ গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে গুরু
মন্ত্র প্রদান করিবেন না, ইহা ভিন্ন অলস, মলিনবেশী, অতিশয়
কাতর, দাঙ্কিক, কুপণ, দরিদ্র, রোগী, সর্বদা ক্রোধপরায়ণ,
বিষয়ের প্রতি অতিশয় অনুরাগী, লোভপরতন্ত্র, অসুখ ও মাৎস্য-

মুক্ত, কর্ণশাৰী, অজ্ঞান উপাধানে অৰ্ধশালী, পরজীরত, পণ্ডিত-
বেদী, পণ্ডিতাভিমানী, আচার্যদ্রষ্ট, হৃৎক, বল, বহুতোকা, ক্রুর-
কর্মা, হৃৎকরিত ও নিমিত্ত এই সকল বোধযুক্ত ব্যক্তিকেও শিষ্য
করিতে নাই।

“পাপিনে ক্রুরচেষ্ঠার শঠার কপণার চ।

দীনান্ধাচারশূন্তার মন্ত্ৰবেপপারর চ।

নিম্মকার চ মুখ্যর তীর্থবেপপারর চ।

গুরুতক্তিবিহীনায় ন দেয়া মলিনার চ।

অলস মলিনাঃ ক্রিষ্টা দান্তিকাঃ কপণা তথা।

দরিদ্রা রোগিণো কষ্টা রাগিণো ভোগলালসা।

অপ্ৰামাৎসরশ্রুতাঃ সলা পরববানিনঃ।

অজ্ঞারোপাঙ্কিতধনা পরদারয়শচ বে।

বিহ্বাং বৈরিগণৈব তাজ্যাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।

দ্রষ্টাচারশচ যে কষ্টবৃত্তয়ঃ পিণ্ডনা থলাঃ।

বহ্বানিনঃ ক্রুরচেষ্ঠা দুরাশ্বানশচ নিমিত্তাঃ।

ইত্যেবমাদয়োহন্তেপি পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ।

এবন্তু তাঃ পরিত্যাজ্যাঃ শিষ্যকেনোপকল্পিতাঃ।” (তত্ত্বসার)

কোন ব্যক্তিকে শিষ্য করিতে হইলে তাহাকে এক বৎসর
পর্যন্ত গুরু আপনার নিকটে রাখিয়া তাহার স্বভাবাদি পরীক্ষা
করিবেন। কারণ শিষ্য পাপ করিলে গুরুতে বর্জ্য, অতএব গুরু
শিষ্যকে পরীক্ষা না করিয়া মন্ত্ৰ দিবেন না। ইহাতে বিশেষ এই যে
গুণবান্ ভ্রাক্ষণ এক বৎসর, ক্ষত্রিয় দুই বৎসর, বৈশ্য তিন বৎসর
ও শূদ্র চারি বৎসর গুরুর সহবাসে শিষ্যযোগ্যতা প্রাপ্ত হন।

“সদগুরুঃ বাক্তিভং শিষ্যং বর্ষমেকং পরীক্ষয়েৎ।

ওথা শিষ্যাক্তিভং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্।

বর্ষেকং ভবেদযোগ্যো বিপ্রো গুণসমম্বিতঃ।

বর্ষায়েন রাজতো বৈশ্বন্ত বৎসরৈরিত্তিভিঃ।

চতুর্ভিবৎসরৈঃ শূদ্রঃ কথিতা শিষ্যযোগ্যতা।” (তত্ত্বসার)

শিষ্যের যে সকল গুণ ও দোষ বলা হইয়াছে, গুরু
তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া তবে মন্ত্ৰপ্রদান করিবেন।
শিষ্য কায়মনোবাক্যে গুরুর অমুগামী হইবেন। কদাচ গুরুর
অপ্রীত্যচরণ করিবেন না।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে লিখিত আছে যে, পুত্র আর শিষ্যে কোন
প্রভেদ নাই, পুত্রের জ্ঞান শিষ্যের প্রতি ব্যবহার করিতে হয়।

“বধা পুত্র তথা শিষ্যো ন ভেদঃ পুত্রশিষ্যয়োঃ।

তর্পণে পিণ্ডদানে চ পালনে পরিপোষণে।

বধায়িত্বাত পুত্রশচ তথা শিষ্যশচ নিশ্চিতং।

ইতীং কাশ্যখাখ্যায়ুবাচ কমলোভবঃ।”

(ব্রহ্মবৈবর্তপুং শ্রীকৃষ্ণজয়ং ৩১ অ°)

কিত্ত বামনপুরাণমতে পুত্র ও শিষ্যে কিঞ্চিৎ প্রভেদ
আছে, পুত্রায় নরক হইতে জ্ঞান করে, এই জন্য পুত্র এবং শেবে
পাপ হরণ করে বলিয়া শিষ্য নামে অভিহিত।

“বিশেষঃ শিষ্যপুত্রাত্যাং বিভভে ধর্মসমন।

ধর্মকর্মসমাবোগে তথাপি গমত্যঃ শূণ্ণ।

পুত্রোহো নরকাত্যাতি পুত্রভেদেনহ পীরতে।

শেবপাপহরঃ শিষ্য ইতীং বৈদিকী শ্রুতিঃ।” (বামনপু ৫৭ অ°)

শিষ্যতা (ত্ৰী) শিষ্যত্ ভাবঃ, তুল-টাপ্। শিষ্যত্, শিষ্যের
ভাব বা ধর্ম, শিষ্যের কার্য।

শিহ্লন (পুং) শিহ্লক। (শকচ°)

শিহ্লক (পুং) শিহ্ল এব স্বার্থে কন্। গন্ধদ্রব্যবিশেষ, চলিত
শিলায়স, পর্যায়—কপি, তৈল, কৃত্রিম, কপিল, চলা, তুরক,
মুক্তিমুক্ত, পিণ্ডাত, বর, পিণ্ডক, সিল্ল, যাবন। (অমর) গুণ—
রক্ষোণ ও অরনাশক। (রাজব°)

শিহ্লন (পুং) একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি।

শী, বপ্, নিজা। শীও শী-ধাতু, অদাদি° আত্মনে° অক° সেট্।

লট্ শেতে শয়াতে শেরতে। লঙ্ অশেতে অশয়াতাং অশেরত।

লিট্ শিচ্ছে, শিচ্চিষে। লুট্ শয়িতা। লৃট্ শয়িয়াতে। লুঙ্

অশয়িষ্ট, অশয়িয়াতাং অশয়িবত। তাববাচ্যে লট্ শযাতে।

সন্ শিশয়িবতে। বঙ্ শাশযাতে। বঙ্ লুক্ শেশেতি, শেশরীতি।

গিচ্ শায়য়তি।

অতি+শী-অতিক্রম, অতিবর্তন। অধি+শী-বাস,
অধিষ্ঠান, আরোহণ। সং+শী-সংশয়। অহু+শী-অহু-
শয়, ঘেব।

শী (ত্ৰী) শী-কিপ্। শান্তি, শয়ন। (শব্দরত্ন°)

শীক্, ১ সেক, সেচন, ২ গমন। ভাদি আত্মনে° সক° সেট্।

লট্ শীকতে। লোট্ শীকতাং। লিট্ শীকিকে। লৃট্

শীকিতা। লৃট্ শীকিয়াতি। লুঙ্ অশীকিষ্ট।

শীক—১ আমর্ষ, ল্পর্ষ। ২ দীপ্তি। ৩ সেক। চুরাদি°

পক্ষে ভাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শীকয়তি। লুঙ্ অশি-

শীকং। ভাদি° পক্ষে লট্ শীকতি। লুঙ্ অশীকীং।

শীকর (ত্ৰী) শীক্যতেহেনেনেতি শীক-বাহুল্যকাদর। (উণ্

৩।৩১ উজ্জল) সরল দ্রব, সরল আটা। (মেদিনী) (পুং)

২ বাতাদি প্রেরিত জলকণা। ত্বার।

“ভাগীরথীনকর্মশীকরাণাং বোঢ়া বৃহঃ কল্পিতদেবদাকঃ।”

(কুমার ১।১৫)

• বায়ু।

শীকরিন্ (ত্ৰি) শীকঃ অন্ত্যর্থে ইনি। শীকরযুক্ত, জলকণা
বিশিষ্ট।

শীত্ৰ (ক্ৰী) শিথলি ব্যাপ্তোত্তীতি শিথি ব্যাপ্তৌ যক প্রত্যয়েন সাধু। বিলম্বাভাৎ, পর্যায় ব্যক্তি, লঘু, ক্ষিপ্ৰ, অৱ, ক্রত, লঘব, চপল, তূর্ণ, অবিলম্বিত, আত।

শাক্, ষটিতি, অজ্ঞান, অজ্ঞার, লগদি, জাক্, মংকু, এই কয়টা অব্যয় শব্দ শীত্ৰবাচক। (অমর) শীত্ৰের বৈদিক পর্যায় হ্র, মক্, জবৎ, ওব, জীৱস্, তূর্নি, শূর্তস্, শূখনাশ, শীত, তুব্, তূহ, তূর্নি, অজির, তুরগা, ও, আশ, পোশ, তুতুজি, তুতু-জান, তুজ্যমানাস, অজ্ঞা, ষাচিবৎ, ছাগৎ, তাজৎ, তরদি, বাতরম্হা। (বেদনিবটু ২।১৫)

২ লামজক, শীতোশীৱ। (রাজনি°) (পুং) ৩ কুরুৎশীৱ অগ্নিবর্ণের পুত্র। (ভাগবত ৯।২১।১৫) (ত্রি) ৩ শীত্ৰবিশিষ্ট, শীত্ৰগতিবিশিষ্ট।

“স ত্ৰ্যাবিষ্টযোগং তৎ যেন শীত্ৰা হয়া মন।

তবেয়ুরবাধ্যাকোহসি বেতনং তে শতং শতাঃ ॥”

(ভারত ৩।৬।৬)

৪ গ্রহদিগের গতিবিশেষ। গ্রহের ক্ষুটগণনা করিতে হইলে শীত্ৰ, মধ্য, কেন্দ্র প্রভৃতি স্থির করিয়া তবে ক্ষুট বাহির করিতে হয়।

শীত্ৰকারিন্ (ত্রি) শীত্ৰ করোতি কৃ-ণিনি। ক্ষিপ্ৰকারী, আশু-কারী, যিনি দ্রৱার কার্যাদি করিতে পারেন। ২ সন্নিপাত অর-বিশেষ। ইহার লক্ষণ—এই সন্নিপাত অর বাতলেম্বোষণ, ইহাতে শীত প্রধান অর, মুচ্ছা, হাঁচি, পিপাসা, তজ্জা, শ্বাস এবং পার্শ্ববেদনা উপস্থিত হয়, এ অবস্থার যদি শেষ না দেওয়া হয়, তাহা হইলে মূল জন্মে। এই সন্নিপাত অর অসাধ্য এবং ইহার নাম শীত্ৰকারী। এই অরে আক্রান্ত হইলে রোগী এক অহো-রাত্রের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অতএব এই সন্নিপাত অর মৃত্যুর পূর্লক্ষণ জানিতে হইবে।

“বাতলেম্বাধিকো বত্ৰ সন্নিপাতঃ প্রকুপ্যতি।

তস্য শীতজরো মুচ্ছা কৃৎক্ষাপাৰ্শ্বনিগ্রহঃ।

শূলমাবৃত্তমানস্য তজ্জা শ্বাসস্ত জ্ঞায়তে।

অসাধ্যঃ সন্নিপাতোহয়ং শীত্ৰকারীতি কথ্যতে।

নহি জীবত্যাহোৱাক্রমেনাবিষ্টবিগ্রহঃ ॥”

(ভাবপ্রকাশ অরোগাধি°)

শীত্ৰকৃৎ (ত্রি) শীত্ৰ করোতীতি কৃ-ক্ণি-তু-চ। শীত্ৰকারক।

শীত্ৰকৃত্য (ত্রি) শীত্ৰকরণীয়, হঠাৎ করণীয়।

শীত্ৰগ (ত্রি) শীত্ৰ গচ্ছতীতি গম-ড। ১ ক্রতগামী। (পুং) ২ বায়ু।

শীত্ৰগতি (ক্ৰী) শীত্ৰ গতিৰ্ভব। ১ ক্রতগতি। (ত্রি) ২ শীত্ৰগতি-বিশিষ্ট।

শীত্ৰগত্ব (ক্ৰী) শীত্ৰগত ভাবঃ ৬। শীত্ৰগের ভাব বা ধর্ম, শীত্ৰ-গমন, শীত্ৰগতি।

শীত্ৰগামিন্ (ত্রি) শীত্ৰ গচ্ছসি গম-ণিনি। আশু গমনশীল, যিনি শীত্ৰগমন করেন।

শীত্ৰচেতন (পুং) শীত্ৰং চেততীতি চিত-লু। ১ কুরুৎ। (শব্দ-মালা) (ত্রি) ২ ক্রত চেতনাবৃত্ত।

শীত্ৰজন্মন্ (পুং) শীত্ৰং জন্ম বত্। কনক বিশেষ, চলিত নাট্য-করক। (শব্দচ°)

শীত্ৰজব (ত্রি) শীত্ৰঃ জবো বত্। শীত্ৰগতিবিশিষ্ট, ক্রতগতি। (রামায়ণ ২।৬।৬)

শীত্ৰজীর্ণ (ক্ৰী) ততুলীয় শাক, চলিত কাটানটে শাক (শব্দমালা)

শীত্ৰতা (ক্ৰী) শীত্ৰত ভাবঃ তল্-টাপ্। শীত্ৰত, শীত্ৰের ভাব বা ধর্ম, দ্রৱ।

শীত্ৰপাতিন্ (ত্রি) শীত্ৰপতনযুক্ত।

শীত্ৰপুষ্প (পুং) শীত্ৰং পুষ্পং বত্। অগত্যবৃক্ষ, ছোট বাকস-ফুল। (রাজনি°)

শীত্ৰবালুকায়ন (পুং) ঋবিতেন। (প্রবরাধায়)

শীত্ৰবোধিন্ (পুং) শীত্ৰং বিধতীতি বিধ দ্বিতীকরণে ণিনি। ১ ক্ষিপ্ৰশরবেধকর্তা, পর্যায় লঘুহত। যিনি শরবেধ করিতে পারেন।

শীত্ৰবোধ (ত্রি) শীত্ৰবোধবিশিষ্ট।

শীত্ৰযান (ক্ৰী) শীত্ৰগ।

শীত্ৰবহ (ত্রি) ১ ক্রতবহনকারী। দ্বিমাংটাপ্। ২ নবীতব।

শীত্ৰবাহিন্ (ত্রি) শীত্ৰ-বহ-ণিনি। শীত্ৰবহনকারী।

শীত্ৰসঞ্চারিন্ (ত্রি) শীত্ৰগামী, ক্রতসঞ্চারী।

শীত্ৰান্ত্র (ত্রি) শীত্ৰ অন্ত্রপ্রয়োগকুশল, যিনি শীত্ৰ শীত্ৰ অন্ত্রপ্রয়োগ করিতে পারেন।

শীত্ৰিন্ (ত্রি) দ্রৱাষিত।

শীত্ৰিয় (ত্রি) ১ বিহু। ২ মহাদেব।

শীত্ৰীয় (ত্রি) ১ ক্রতসঞ্চারী, শীত্ৰ লম্বী। ২ শীত্ৰতব।

শীত্ৰ্য (ত্রি) শীত্ৰ-য়ৎ। শীত্ৰতব, বেগবিশিষ্ট বস্তুতে জাত।

“অজিরায় চ নমঃ শীত্ৰায় ন” (গুরুবাক্য ১৬৩১) “শীত্ৰায় শীত্ৰে বেগবদ্ বস্তুনি ভবঃ তত্র তব ইতি বৎ” (বেদদীপ)

শীত (ক্ৰী) শৈ-গভৌ ক্র। (ত্র্যমুষ্টিপ্ৰণয়ঃ ঙ্রঃ। পা ৬।১।২৪) ইতি সশ্চসারণং (হলঃ। পা ৬।৪২) ইতি দীর্ঘঃ। ১ হিমশূণ। (অমর)

“উক্ষে বর্ষতি নীতে বা মাক্ষতে বাতি বা কুশম্।

ন কুবীতান্মনজাণং গৌর কৃষাছু শক্তিভঃ ॥” (মহু ১১।১১৪)

২ জল। (শব্দমালা) ৩ বচ্। (রাজনি°) ৪ কৃষার, বানীর।

৩ বহুবাক্রম। (ভরতযুক্ত অমর) (পুং) ৫ বেতস বৃক্ষ।

৩ বছরক বৃক্ষ। ১ অশনপণী। (শব্দরত্না) ৮ পপট। ৯ নিষ। ১০ কর্পূর। (রাজনি) ১১ হিমকৃত, হিমকাল, শীতকাল, হেমক বৃত্ত। সাধারণতঃ অগ্রহারণ, পৌষ ও মাঘ এই তিন মাস শীত। এই তিন মাস প্রবল শীত থাকে, এইজন্য এই তিন মাস শীত। অগ্রহারণ ও পৌষ এই দুইমাস শীতকৃত, কোন মতে পৌষ ও মাঘ। ৩৭—এই কাল শীতল ও শিথ, এইকালে প্রায়ই সমস্ত নদীর তাপাপর হর এবং প্রাণিদিগের জঠরানল প্রবীণ হইয়া থাকে। এই কালে পিণ্ডের উপশম এবং বায়ু ও কক সঞ্চিত হয়। অতএব এইকালে এইরূপ ভাবে চলা বরকার বাহাতে বায়ু ও কক বর্জিত হইতে না পারে, তাহা হইলে শরীর ক্ষুণ্ণ থাকে।

প্রাতঃসময়ে অর্থাৎ এক প্রহরের মধ্যে ভোজন, অন্নদ্রব্য, নধর দ্রব্য, লবণ রসযুক্ত দ্রব্য, তৈলাদি অভ্যঙ্গ, রোদ্রসেবন, ব্যায়াম, গোব্দম, ইন্দ্রবিক্রতি, শালিতপ্পল, মাষকলায়, মাংস, মিষ্টান্ন, নুতন শুক্লকৃত অন্ন, তিল, মৃগনাভি, শুগ্ণল, কুহুন, অগুরু, শৌচাদি ক্রিয়ায় উষ্ণজল, স্নিগ্ধদ্রব্য, জীংসংসর্গ, গুরু ও উষ্ণবস্ত্র, শীতকালে এই সকল দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত। (ভাবপ্র) [হেমন্ত শব্দ দেখ]

(জি) ১২ শীতল। ১৩ অলস। (মেন্দী) ১৪ কথিত। (শব্দ) (পুং) ১৪ শেলুক, চলিত চালতাগাছ। ১৫ পপটক, ক্ষেতপাপড়া। ১৬ চূর্ণকৃত। ১৭ শীতবীর্ষ। ১৮ বর্জরচন্দন।

শীতল দ্রব্যগুণ—পিত্তনাশক, বল, কক ও বায়ুকারক এবং গুরু। (রাজব)।

শীতক (পুং) শীত-স্বার্থে কন্। ২ শীত, শীতকাল। ২ স্থিতি। ৩ দীর্ঘজী। (মেন্দী) ৪ অশনপণী। (শব্দরত্না) ৫ বৃষ্টিক। (শব্দমালা) ৬ দেশবিশেষ। (বৃহৎসংহিতা ১৪১৭)

শীতকর (পুং) শীতঃ শীতলঃ করো বক্ত। ১ চক্র। (জি) ২ শীতল পানিযুক্ত। ৩ শীতলকারক, যিনি শীতল করেন।

শীতকষায় (পুং) হিমকষায়, প্রস্রুতপ্রণালী একপল দ্রব্য ৬ পল জলে নিমজ্জিত করিয়া একরাত্রি রাখিয়া দিলে যে কষায় হয়, তাহাকে হিমকষায় কহে।

“ক্ষুণ্ণ দ্রব্যপলং সমাকৃ বড়্ভিজলপলৈঃ প্রুতং।

শরীর্যুবিভঃ স ত্র্যদিনশীতকষায়কঃ ॥” (বৈজ্ঞক)

শীতকাল (পুং) শীতঃ কালঃ। হিম ঋতু, অগ্রহারণ ও পৌষ এই দুইমাস শীতকৃত। পণ্ডার শীতক, হেমন্ত, সহ্যঃ, হৈমন্ত।

“কুপোদকং বটিকায়া শ্রামা জী ইষ্টকালয়ম্।

শীতকালে তবৈজ্ঞক উষ্ণকালে চ শীতলম্ ॥” (চাপকা শতক)

কুপোদক, বট বৃক্ষের ছায়া, ইষ্টকনির্মিত গৃহ ও শ্রামাদ্রী,

শীতকালে উষ্ণ এবং গ্রীষ্মকালে শীতল।

শীতকিরণ (পুং) শীতঃ শীতলঃ কিরণং বক্ত। চক্র।

“কান্তে কোহরমুদেতি শীতকিরণো জাতঃ কুতো বারিধৌ কতে হৃদয়ি পোদরঃ করমহো বধে স্ববীরে শুনে।

ধস্তা বং যুবতী সতী কুলবতী জাতাপি ধন্ততব

ইংং জীপরিহাসকেনিকগয়া মুখো হরিঃ পাতু বঃ ॥” (উভট)

শীতকুন্ত (পুং) করবীর। (রত্নমালা)

শীতকুন্তিকা (স্ত্রী) কুন্তীকিকা লতা, চলিত কুমুরে লতা।

(চরক)

শীতকুন্তী (স্ত্রী) জলজবৃক্ষ বিশেষ, শীউলী ছোপ।

শীতকুটিকা (স্ত্রী) লঘু বাট্যাক। (বৈজ্ঞকনি)

শীতকৃচ্ছ (পুং) ব্রতবিশেষ। শীতল হৃদ্বাদি সেবন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়, এই ব্রত ইহার নাম শীতকৃচ্ছ। এই ব্রতে তিন দিন শীতল জল পান এবং তিন দিন শীতল দুগ্ধ পান, পরে তিন দিন শীতল ঘৃত পান এবং তিন উপবাস করিলে এই ব্রত হয়।

“যদাতু শীতং কীরাদি পীরতে তদা শীতকৃচ্ছঃ।

ত্র্যহং শীতং পিবেত্যেতৎ ত্র্যহং শীতং পরঃ পিবেৎ।

ত্র্যহং শীতং ব্রতং পীত্বা বায়ুভক্ষঃ পরব্রাহ্ম ॥”

(মিতাক্ষরায়ুত যমবচন)

শীতকেশরিরস (পুং) অরোগাধিকারোক্ত রসৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—বিগুড় পান্না, গন্ধক, তুতে, ছিঙ্গুল ও বিঘ এই সকল দ্রব্য সমভাগ। বিঘ হইতে ৮ গুণ ও ৪ মরিচ এই সকল দ্রব্য একত্র উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া অশ্বগন্ধা, সিদ্ধি, কালকা-শুকা ও তুলসীর রস দ্বারা মর্দন করিয়া এক রতি প্রমাণ বটি করিবে। অমুপান তুলসীর পাতার রস ও মধু। এই ঔষধ সেবন করিলে ঘোরতর শীতজ্বর আণ্ড প্রশমিত হয়।

(ভাবপ্র) অরোগাং রসপ্রবীণ)

শীতক্রিয়া (স্ত্রী) শৈত্য ক্রিয়া, যে ক্রিয়া দ্বারা শৈত্যগুণ হয়।

শীতকার (স্ত্রী) শীতঃ কারো বক্ত। যেত উষ্ণ। (রাজনি)

শীতগন্ধ (স্ত্রী) শীতো গন্ধো বক্ত। যেতচন্দন। (রাজনি)

শীতগাত্র (পুং) তরায়ক সন্নিপাত জরবিশেষ, ইহার লক্ষণ—

“হিমশিশিরশরীরঃ সন্নিপাতজরীয়ং

ধ্বনকসনহিচ্ছামোহকল্পপ্রলাপৈঃ।

রূমনিহতবলান্ধ্রহিমব্যালপীড়া

অরবিক্রতিভিরার্ভঃ শীতগাত্রঃ স উক্তঃ ॥” (মাধবনি)

যে সন্নিপাত জরে রোগীর গাত্র শীতল, এবং শ্বাস, কাস, তিকা, মোহ, কল্প, প্রলাপ, রূম, বলহীন, অন্ধ্রহিম, বমি, শরীরবেদনা ও অরবিক্রতি জন্মে, তাহাকে শীতগাত্রসন্নিপাত কহে।

[বিশেষ বিবরণ আর শব্দ দেখ]

শীতগু (পুং) শীতো গোঁঃ ক্রিয়ণো বহু। চক্ষুঃ।

"ভূতবহুগুণী ব্যক্ত শশিগুণ্যশীতগুঃ।" (সাহিত্যব্দ° ১০ পরি°)

শীতগুণকর্ম্মন (স্ত্রী) শৈত্যগুণপ্রধান কর্ম্ম, গুণ—হ্রাদান, মূর্ছা, তৃষ্ণা, ক্লেদ ও দাহনাশক। (হুত্রত)

শীতচন্দ্রপক (পুং) ১ মর্ষণ। ২ প্রদীপ। (মেদিনী)

শীতচ্ছায় (পুং) শীত শীতলা দ্বারা বস্ত্র। ১ বটবৃক্ষ। (ত্রি)
২ শীতলছায়াবিশিষ্ট।

শীতক্ষর (পুং) অরভেদ। [অর শব্দ দেখ]

শীততা (স্ত্রী) শীতত্ব ভাবঃ তল-টাপ্। শীতত্ব, শীতগুণ, শৈত্য, শীতের ভাব বা ধর্ম্ম।

শীতদন্ত (পুং) দালন নামক দন্তরোগবিশেষ। লক্ষণ—

"বাতাদুস্তহা দন্তা শীতল্পর্শাদিকবাথাঃ।

দাল্যন্তইব শূলেন শীতাথাঃ দালনশ্চ সং।" (বাতট উত্ত° ১১অ°)

দন্ত সকল বায়ু হইতে অধিক উষ্ণ সহ্য করিতে সমর্থ এবং শীতল দ্রব্য স্পর্শে অতিশয় ব্যথাযুক্ত ও যেন শূল দ্বারা বিদারিত হয়, এই রূপ লক্ষণ হইলে উহাকে শীতদন্ত কহে।

শীতদন্তিকা (স্ত্রী) নাগদন্তী। (রাজনি°)

শীতদীধিতি (পুং) শীতঃ দীধিতিবৃত্ত। শীতক্রিয়ণ চক্ষুঃ।

শীতদীপ্য (স্ত্রী) খেত জীৱক, দাদা জিরে। (বৈজ্ঞকনি°)

শীতদূর্বা (স্ত্রী) খেতদূর্বা। (রাজনি°)

শীতদ্র্যুতি (পুং) শীতা দ্র্যুতিবৃত্ত। চক্ষুঃ।

শীতদ্রু (পুং) ক্ষীর মোরট, চলিত ক্ষীর করাড়। (পর্যায় দু°)

শীতপত্রা (স্ত্রী) খেত লজ্জালুকা, খেত লজ্জাবতীলতা। (বৈজ্ঞকনি°)

শীতপর্ণী (স্ত্রী) শীতঃ পর্ণ বস্ত্রাঃ ভীষ্। অর্কপুষ্পিকা, চলিত অর্কহলী।

শীতপল্লবা (স্ত্রী) শীতঃ পল্লবঃ বস্ত্রাঃ। ভূমিগ্ধা। (রত্নমালা)

শীতপাকিনী (স্ত্রী) শীতে পাকোহস্তা অতীতি ইনি।

১ কাকোলী। (শব্দমালা) ২ মহাসমজা। (রাজনি°)

শীতপাকী (স্ত্রী) শীতে পাকো বস্ত্রাঃ ভীপ্। ১ বাটালক।
২ কাকোলী। ৩ গুজা।

শীতপিত্ত (পুং) রোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"শীতমারুতলস্পর্শাৎ প্রযুক্তো কক্ষমারুতো।

পিত্তেন সহ সত্ত্বয় বহিরন্তবিসপর্শতঃ।

পিপাসাকচিহ্নজ্বাসদেহসাধাদকগৌরবং।

রক্তলোচনতা তেবাং পূর্বরূপস্ত লক্ষণম্।

স কণ্ডুভোদবহলশর্দ্বিঅরবিদাহবান্।

বাতাধিকতমং বিভ্রাজীতপিত্তমিমাং ভিবক্॥" (মাধবনি°)

শীতল বায়ুর সম্পর্কে অর্থাৎ অধিক শীতল বায়ুসেবনে কক্ষ ও বায়ু বর্ধিত এবং উহা পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া বহিঃস্থ চর্মে

ও আন্তর্য্যকরিক রসরক্তাদিতে বিচরণ করিয়া এই শীত পিত্ত রোগ উপপাদন করে। এই রোগ হইবার পূর্বে পিপাসা, অরুচি, জ্বালা, শরীরের অবসন্নতা, গুরুত্ব ও চক্ষু রক্তবর্ণ হয়।

লক্ষণ—যে রোগে চর্ম্মোপরি কোষতীর বংশনের ভাৱ বেঘনা ও কণ্ডুযুক্ত শোথ উদ্ভিত হয় এবং রোগী অত্যন্ত বমন, জ্বর ও দাহ কর্তৃক পীড়িত হয়, তাহার নাম শীতপিত্ত। এই রোগ বায়ুর আধিক্যে হইয়া থাকে। ইহার চিকিৎসার বিষয় ভাবপ্রকাশ এইরূপ লিখিত আছে—এইরোগে পলতা, নিষ ও বাসকের কাখে মদনকলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইয়া বমন করাইতে হয়, তৎপরে ত্রিফলার কাখে পিললীচূর্ণ ও গুগুণ্ডলু প্রক্ষেপ দিয়া বিরোচন করাইতে হয়। এইরূপ করিলে ঐ রোগ প্রশমিত হয়। শীতপিত্তরোগী সার্ষপ তৈল গাড়ে মর্দন ও উষ্ণজল দ্বারা স্নান করিবে। ত্রিফলার কাথ মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন বা ত্রিফলী ৩ কর্ষ, গুগুণ্ডলু ৫ কর্ষ এবং পিললী ১ কর্ষ এই সকল দ্রব্য দ্বারা নবকার্য্যিক বটী প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে ইহা প্রশমিত হয়। চিনি, ষষ্টিমধু, গুড়, আমলকী, যবানী, ত্রিকটু, ও যবকার এই সকলের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে এই রোগ শীঘ্র ভাল হয়। আদার রসে পুরাতন গুড় প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলেও উপকার পাওয়া যায়।

খেত সর্ষপ, হরিদ্রা, এলাচি ও তিল এই সকল চূর্ণ করিয়া কটু তৈলের সহিত মিলিত করিয়া উত্তর্জন করিলে শীতপিত্তরোগ প্রশমিত হয়।

এই রোগে প্রথমে মহাতিক্তবৃত্ত পান করাইবে। নিষ ও শির ব্যক্তির প্রথমে বমন ও বিরোচনাদি দ্বারা শরীর শোধন আবশ্যক। এই রোগে আত্মকথণ্ড বিশেষ উপকারী।

(ভাবপ্র° শীতপিত্তরোগাধি°)

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে ইহার চিকিৎসার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, দুর্কা ও হরিদ্রা একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে অথবা যবকার ও সৈন্ধব সংযুক্ত তৈল মর্দন করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়। গণিয়ারীর মূল বাটিয়া ত্বস্তের সহিত সেবন করিলে ৭ দিনে এই রোগ আরোগ্য হয়। এই রোগে লক্ষণা-মুসারে কুষ্ঠোক্ত বা অগ্নিপিত্তোক্ত বিধানানুসারে চিকিৎসা করা প্রয়োজন। মহাতিক্তবৃত্ত পানও ইহাতে বিশেষ উপকারী। গব্য ঘৃত ২ তোলা ও মরিচ ১ তোলা প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিলে শীতপিত্তরোগ নষ্ট হয়। হরিদ্রাখণ্ড ও বৃহৎহরিদ্রাখণ্ডও ইহাতে বিশেষ উপকারী।

পথ্যাপথ্য—এই রোগে তিক্ত রসযুক্ত দ্রব্য, কাঁচা হরিদ্রা, ও নিষগজ ভোজন উপকারী। বাতরক্ত রোগে যে সকল বিধি ও নিবেদ আছে, তদনুসারে চলা আবশ্যক। ইহাতে উষ্ণ জলে

জান ও উক বস্ত্রে শরীর আচ্ছাদন করিয়া রাধা বিশেষ উপকারী।

শীতপুষ্প (স্ত্রী) শীতং পুষ্পং বস্ত্র। ১ পরিপেল তৃণ। (রাজনি°)
২ শৈলেশ। (শব্দচ°) (পুং) ৩ শিরীষ বৃক্ষ। (রাজনি°)

শীতপুষ্পক (স্ত্রী) শীতং পুষ্পমিব কন্। ১ শৈলেশ। (শব্দচ°)
(পুং) শীতং পুষ্পং বস্ত্র কন্। ২ মর্কটক। (রাজনি°)

শীতপুষ্পা (স্ত্রী) শীতং পুষ্পং বস্ত্রাঃ। অভিবলা। (রাজনি°)

শীতপুষ্পী (স্ত্রী) শীতপুষ্পা, অভিবলা। (রাজনি°)

শীতপূতনা (স্ত্রী) বালগ্রহভেদ। বাগগ্রহগণ বালককে আক্রমণ করিয়া থাকে। এই শীত পূতনা বালককে আক্রমণ করিলে বালকের অঙ্গ শিথিল ও অত্যন্ত শীর্ণ হয় এবং বেঘনা ও উগ্রে শুভ্রশূভ্র শব্দ এবং ঐ বালকঃচকিত ও কম্পিত হইয়া ক্রন্দন করে এবং লুকাইত হইতে চেষ্টা পায়। (ভাবপ্র°)

[বালরোগ শব্দ দেখ]

শীতপূর্বকজ্বর (পুং) বিষমজ্বরভেদ। ইহার লক্ষণ—

"অক্লেহে প্রেয়ানিগৌ শীতমাদৌ জনয়তো জ্বরঃ।

তন্মহঃ প্রশান্তয়োঃ পিত্তমন্তে দাহঃ কয়োতি চ ॥"

(মাধবনি° অরোগাধি°)

ব্যক্তি প্রেয়া ও অনিল প্রথমে অরকালীন শীত জন্মায়, পরে ঐ শীত নিবৃতি হইলে অতিশয় দাহ উপস্থিত হয়। যে জ্বরে এইরূপ লক্ষণ হয় তাহাকে শীতপূর্বকজ্বর কহে।

শীতপ্রভ (পুং) শীত প্রভা বস্ত্র। ১ কর্পূর। (রাজনি°)
(ত্রি) ২ শীতল প্রভাযুক্ত।

শীতপ্রায় (পুং) শীতঃ প্রিয়ো বস্ত্র। পর্পট, ক্ষেতপাপড়া।

শীতকলা (পুং) শীতে কলাং বস্ত্র। ১ উড়ুধর, যজ্ঞডুমুর গাছ।
(রাজনি°) ২ পীলুধুক। (ভাবপ্র°) • আমলক বৃক্ষ। ৪ বহুবায় বৃক্ষ, চালতা গাছ।

শীতবলা (স্ত্রী) মহাসজ। (রাজনি°)

শীতভঞ্জীরস (পুং) রসৌষধি বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—হরিতাল ও শুক্ৰিভাষ সমভাগ, তুতে উহার ৯ ভাগের এক ভাগ, একত্র সুওকুমারীর রসে মর্দন করিবে। পরে শুক বনষুটের আগুনে গমপুটে পাক করিতে হয়। পরে উহা শীতল হইলে চূর্ণ করিবে। এই ঔষধ চিনি অমুপানে অর্দ্ধরতি পরিমাণে সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনে শীত জ্বর নষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনের পর কাহারও কাহার বর্মি হয়।

অভাব—হরিতাল, তুতে, তাম্র, পারদ, গন্ধক ও সোহাগার খই, এই সকল সমভাগে চূর্ণ করিয়া উচ্ছোপাতার রসে একদিন মাড়িয়া কাহার মত করিতে হয়। অনন্তর তাম্রনির্মিত একটি পাত্রে অত্যন্তরে ঐ ঔষধ অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমিত পুঙ্ করিয়া লেপন

করিবে। তৎপরে উহা বালুকা বস্ত্রে পাক করিতে হয়। বস্ত্রের উপরিভাগে বব রাখিতে হয়, যখন দেখিবে যে ঐ বব ক্ষুটিত হইতেছে, তখন নামাইতে হয়। শীতল হইলে তাম্রপাত্র হইতে ঔষধ গ্রহণ করিবে। এই ঔষধ এক মাষা পরিমাণে মরিচ চূর্ণ ও পাণের সহিত সেবন করিলে বিষম জ্বর আত প্রশমিত হয়। (রসসংক্রিষ্টামণি)

অভাব—হরিতাল ৪ তোলা, হিজুলোখ পারদ ২ তোলা, গন্ধক ১ তোলা ও মনঃশিলা অর্দ্ধতোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র উচ্ছোপাতার রসে মর্দন করিয়া কদম তুল্যা হইয়া উহা তাম্রপাত্রে লেপন করিবে। তৎপরে একটি দৃঢ় পাত্রে উহা রাখিয়া অপর একটি পাত্র দ্বারা ঢাকিয়া সন্ধি স্থানে প্রলেপ দিয়া জুড়িয়া দিবে। পরে বালুকাযন্ত্রের ভিতর উহা রাখিয়া তাহার অধোদেশে অগ্নি জালিয়া একদিন ধরিয়া জাগ দিবে, শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া মাষ কলার প্রমাণ বটী করিবে। অমুপান—মরিচচূর্ণ ও পাণ। পথা—শালি তণ্ডুলের অন্ন ও হৃৎ সেবন করিলে বিষমজ্বর শীঘ্র ভাল হয়। (ভাবপ্র°)

অভাব—তুতে ১ তোলা, শামুক মুচীভাষ ২ তোলা, হরিতাল ৪ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া সুত-কুমারীর রসে পেষণ ও গোলাকার করিয়া গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ঐ ঔষধ তুলিয়া চূর্ণ করিতে হয়। এই ঔষধ ২ রতি চিনি অমুপানে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে বিষম জ্বর সত্তর আগোগ্য হয়। (ভৈষজ্যরত্না° অরোগাধি°)

শীতভানু (পুং) শীতো ভানুর্ভাষ। চক্র। (শব্দরত্না°)

শীতভীরু (ত্রি) শীতাদ্ ভীরুঃ। শীতভীত, শীত হইতে ভয়-শীল। (স্ত্রী) ২ মল্লিকা। (অমর)

শীতভীরুক (পুং) ১ শারদমল্লিকা, চণ্ডিত কাটমল্লিকা। ২ শালিধাত্তভেদ। (হৃৎপ্রত) ৩ কৃষ্ণনিগ্ধী, কাল নিশিন্দা। (বৈজ্ঞকনি°) (ত্রি) ৪ শীত হইতে ভীত।

শীতভোজিন্ (ত্রি) শীত-ভোজ-গিনি। শীতভোগকারী।

শীতগঞ্জরা (স্ত্রী) শীতো মঞ্জরী বস্ত্রাঃ। শেফালিকা। (রাজনি°)

শীতময় (ত্রি) শীত বরূপে ময়ট। শীত বরূপ।

শীতময়ুখ (পুং) শীতো ময়ুখো বস্ত্র। ১ চক্র। ২ কর্পূর।

শীতময়ুখামালিন্ (পুং) শীতা ময়ুখমালা হস্তাভীতি ইনি। শীতময়ুখ, চক্র। (বৃহৎস° চাঃ ৪)

শীতমরাচি (পুং) শীতো মরীচির্ভাষ। ১ চক্র। ২ কর্পূর।

শীতমূলক (স্ত্রী) শীতং মূলং বস্ত্র বহরীহৌ কন্। ১ উল্লী। (রাজনি°) (ত্রি) ২ শীতল মূলযুক্ত।

শীতমেহ (পুং) গুরুমেহঃ। (মাধবনি°)

শীতমেহিন্ (ত্রি) প্রমেহরোগী, গুরুমেহবিশিষ্ট। (চরক)

শীতরম্যা (পুং) শীতে রম্যাঃ ১ প্রবীণ। (জটায়ব)
(ত্রি) ২ শীত রমণীয়, শীতকালে বাহ্য রমণীয়।

শীতরশ্মি (পুং) শীতো রশ্মিবন্ত। ১ চন্দ্র। ২ কর্পূর।

শীতরসিক (পুং) শীতলরসকৃত আসব। শুণ—জীর্ণকারক,
বিবন্ধনাশক, শ্বর ও বর্ণবিশোধক, লেখন; শোক, উদর ও অর্শ-
রোগে হিতকর।

“জরগীয়ে বিবন্ধয়ঃ স্বরবর্ণবিশোধনঃ।

লেখনঃ শীতরসিকে হিতঃ শোফোদরার্ষসাম্।” (চরকহৃৎ ২৭ অ°)

শীতরুচ্ (পুং) শীতা রুচ্ যন্ত। চন্দ্র।

শীতরহু (স্ত্রী) শ্বেতরতপদ্ম। (বৈত্ককনি°)

শীতল (ত্রি) শীতেহুতাতীতি শীত (সিদ্ধাদিত্যশচ। পা ৫।১।৯৮)
লচ্। শীতশুণবিশিষ্ট, শৈত্যশুণযুক্ত, ঠাণ্ডা। পর্যায়—
অবীম, শিশির, জড়, তুষার, পীত, হিম। (অমর) (স্ত্রী)
শীতং লাতীতি লাক। ২ পুষ্পকাশীস। ৩ শৈলজ। ৪ মলগোস্তব,
ত্রিখণ্ডচন্দন, শ্বেতচন্দন। ৫ পদ্মক। ৬ মৌক্তিক। ৭ শৈত্য।
৮ বীরণমূল। (শব্দচ°) ৯ পীতচন্দন। (বৈত্ককনি°) (পুং)
১০ জশনপর্ণা। ১১ রাল, চলিত ধুনো। ১২ ভীমসেনীকপূর।
১৩ চম্পকবৃক্ষ। ১৪ সর্জিতক। ১৫ বর্জুলকলায়। ১৬
বহুবীরবৃক্ষ, চলিত চালতাগাছ। ১৭ অর্হদ্বিশেষ, চতুর্বিংশতি
তীর্থঙ্করের মধ্যে দশমতীর্থঙ্কর। [জৈনশব্দে বিবরণী দ্রষ্টব্য]
১৮ ব্রতবিশেষ। মেঘসংক্রান্তি অর্থাৎ মহাবিশুব সংক্রান্তিতে এই
ব্রত করিতে হয়। ১৯ চন্দ্র। (শব্দচ°)

শীতলক (স্ত্রী) শীতল-কন্। ১ সিতোৎপল। (পুং) ২ মর-
বক, গন্ধতুলসী। (রাজনি°) অর্থে কন্। ৩ শীতল শব্দার্থ।

শীতলচ্ছদ (পুং) শীতলচ্ছদো যন্ত। ১ চম্পক। স্বর্ণচম্পকবৃক্ষ।
(রাজনি°) ২ শীতলপত্র।

শীতলজল (স্ত্রী) শীতলং জলং যন্ত। ১ উৎপল, শুদ্ধিফল।
(রাজনি°) ২ হিমজল, ঠাণ্ডাজল।

শীতলতা (স্ত্রী) শীতলত্ভ ভাবঃ তল-টাপ্। শীতলত্ভ, শৈত্য,
শীতলের ভাব বা ধর্ম।

শীতলত্ব (স্ত্রী) শীতলত্ভ ভাবঃ ত্ব। ১ জড়তা। (রাজনি°)
২ শীতলতা।

শীতলপ্রহ (পুং) শীতলং প্রদদাতি প্র-দা-ক। ১ চন্দন।
(ত্রি) ২ হিমদাতা, শীতলপ্রদানকারী।

শীতলবাতক (পুং) শীতলো বাতো যন্ত, কন্। ১ জশনপর্ণা।
(শব্দরঙ্গ°) (ত্রি) ২ ঠাণ্ডা বাতাসযুক্ত।

শীতলস্বামিন্ (পুং) জৈনতীর্থঙ্করভেদ। অবসর্পিনীর দশম
অর্হৎ। [জৈন শব্দে বিবরণী দ্রষ্টব্য]

শীতলপ (স্ত্রী) শীতল-জিরাং টাপ্। ১ শীতলীযুক্ত। (শব্দচ°)

২ দেবীবিশেষ, শীতলাদেবী। বসন্ত ও বিস্ফোটকারির অধি-
ষ্ঠাত্রী দেবতা। বসন্তরোগ হইলে ঐ রোগ নিবারণের জন্য
শীতলাদেবীর পূজা করিতে হয়।

ব্রতান্ত্রে চৈত্রকৃত্তোর মধ্যে লিখিত আছে যে চৈত্র-সংক্রা-
ন্তিতে সুহীযুক্ত ষষ্ঠীকর্ণ পূজা করিয়া বিস্ফোটকারির প্রশমন-
কামনার শীতলাদেবীর যথাবিধানে পূজা করিয়া কলগুরাণোক্ত
শীতলার ত্ত্ব করিবে। ত্ত্ব যথা—

“নমামি শীতলাং দেবীং রাসতন্মহাং দিগবরীং।

মার্জনীকলসোপেতাং স্পর্শালঙ্কৃতমন্তকাং॥

কন্দ উবাচ—

ভগবন্ দেবদেবেশ শীতলায়াঃ স্তবঃ শুভঃ।

বক্ত মর্হতশেষেণ বিস্ফোটকভরাপহম্॥

কেশর উবাচ—

বন্দেহহং শীতলাং দেবীং বিস্ফোটকভরাপহং।

যামাসাত্ত নিবর্ত্তেত বিস্ফোটকভয়ং মহৎ॥

শীতলে শীতলে গেতি যো ক্রয়াদাহপাড়িতঃ।

বিস্ফোটকভবো দাহঃ ক্ষিপ্ৰং তন্ত বিনশতি॥

শীতলে অরদগুস্ত পৃতিগন্ধগতস্ত চ।

প্রনষ্টচক্ষুঃ পুংসন্ত্যামাছজীবনৌষধম্॥

শীতলে তমুজান্ রোগান্ নৃণাং হরসি হৃত্যজান্।

বিস্ফোটকবিশীর্ণানাং ত্রমেকামৃতবহিণী॥

গলগণ্ডাদয়ো রোগা য়ে চাত্তে দারুণী নৃণাং।

অরদুখ্যানমাজ্জৈশ শীতলে যান্তি সংক্ষয়ম্॥

ন মরো নৌষধং কিঞ্চিৎ পাপরোগস্ত বিজতে।

ত্রমেকা শীতলে ত্রাত্তী নাত্তাং পশ্যামি দেবতাম্॥

মৃণালতন্তুসদৃশীং নাত্তিহ্নমধ্যাসংহিতাং।

যন্তাং সঙ্কিত্তরেদেবীং তন্তি প্রজ্ঞাসমম্বিতঃ॥

উপসর্গবিনাশায় পরং যন্তায়নং হি তৎ।

যন্ত্যমুদকমধ্যেতু ধাত্তা সংপূজয়ন্নরঃ॥

বিস্ফোটকভয়ং যোরং গৃহে তন্ত ন জারতে।

অষ্টকং শীতলা দেব্যা ন দেয়ং যন্ত কন্তচিত্।

দাতব্যং হি সদা তন্মৈ তন্তিপ্রজ্ঞাবিতো হি যঃ॥”

(কন্দপু° শীতলাস্তোত্র)

হিন্দু ও বৌদ্ধ সাধারণের বিশ্বাস—শীতলা দেবীর ক্রীপাই
বসন্ত প্রভৃতি দুইরোগপ্রশমনের একমাত্র উপায়। এই রোগের
ময় ও ঔষধ প্রভৃতি কিছুই নাই, একমাত্র শীতলা দেবীই
ত্রাণকারিণী। এই দেবী শ্বেতবর্ণা রাসভোপরিসংস্থিতা, হস্তে
সমার্জনী ও কুন্ত এবং মস্তকে স্পর্শ। সোম ও শুক্রবারে এই
দেবীর পূজা হইয়া থাকে।

বৈজ্ঞকমতে মন্থরিকা রোগের নাম শীতলা। [বিশেষ বিবরণ মন্থরিকা শব্দ দেখ।]

২ কুটুম্বিনীতলা। ৩ আরামশীতলা। ৪ নীলদুর্কা। (বৈজ্ঞকনি°)

৫ শীতলীভূষ, চলিত পাঁতাড়ীগাছ। (সুশ্রুত হ° ১৬ স°)

শীতলাযষ্টি (স্ত্রী) মাঘমাসের শুক্লাষষ্ঠী প্রভৃতি, লক্ষ্যনের মঙ্গল কামনায় ষাটশমাসের শুক্লাষষ্ঠী তিথিতে ষষ্ঠী দেবীর উদ্দেশে পূজা করিবে। প্রতি মাসে এক একটা ষষ্ঠীর নাম আছে। মাঘমাসের শুক্লাষষ্ঠীর নাম শীতলাযষ্টি। স্ত্রীদিগের সম্বান হইলেই এইরূপ ষষ্ঠীস্মরণ করা অবশ্য কর্তব্য।

“প্রমুখ্য ষাটশ মাসে প্রজাপত্যবিবৃদ্ধয়ে।

সুতে জঘতে তথা ষষ্ঠ্যাং ষষ্ঠী ষাটশরূপিণী ॥

বৈশাখে চান্দনী ষষ্ঠী জ্যৈষ্ঠে চারুসংজ্ঞিতা।

আষাঢ়ে কাদম্বী জ্যেষ্ঠা শ্রাবণে লুণ্ঠনী তথা ॥

পৌষে মাতঙ্গরূপা চ শীতলা তপসা শ্রুতা ॥” (বৃন্দপু°)

শীতলী (স্ত্রী) পাঁতাড়ী এই নামে প্রসিদ্ধ জলজ বৃক্ষভেদ। চলিত শিউলীছোপ, পর্যায় শীতকুন্তী, শুক্লপুষ্পা, জলোদ্ভবা, কালানুমানিবা। (রত্নমালা)

শীতবন্ধু (পুং) শীতলো বন্ধো যত। উড়ুধর, বজ্রডুমুর।

শীতবল্লভ (পুং) পর্পটক, চলিত ক্ষেতপাপড়া। (বৈজ্ঞকনি°)

শীতবল্লী (স্ত্রী) নীলদুর্কা। (চরকচি° ৩ অ°)

শীতবাসা (স্ত্রী) যুথিকা, জুঁইগাছ। (বৈজ্ঞকনি°)

শীতবহা (স্ত্রী) নবীভেদ। (রামায়ণ ২৪৯১০°)

শীতবাতোষবেতানী (স্ত্রী) ভূতযোনিবিশেষ। (হরিশংখ)

শীতবার্ষ্য (স্ত্রী) শীতগুণব্রব্য, মধুর দ্রব্য মাত্রই শীতবার্ষ্য, গুণ—গুরু, কফ ও বায়ুকারক, পিত্তনাশক, বাত ও কফ জন্ম রোগকারক। (সুশ্রুত হৃৎ°) ২ পদ্মকান্ত। (পুং) মহা-পাষণ্ডভেদক, বড় পাথরকুচ। ও পর্পটক, ক্ষেতপাপড়া।

৪ প্রকবৃক, পাকুড়গাছ। (রাজনি°)

শীতবীৰ্য্যক (পুং) শীতং বীৰ্য্যং যত, কন্। ১ প্রকবৃক, পাকুড়গাছ। (ত্রি) ২ শীতবীৰ্য্যযুক্ত।

শীতবৃক্ষা (স্ত্রী) সুবর্ণলা, চলিত হুড়ুহুড়ু। (বৈজ্ঞকনি°)

শীতশিব (পুং) শীতে শীতকালে শিবঃ শুভপ্রদঃ। ১ মন্থরিকা, চলিত মড়রি। (অমর) ২ শক্লুকলাবৃক। (মেদিনী) (স্ত্রী)

৩ সৈন্ধবলবণ। ৪ শৈলেশ্যনামক গন্ধ দ্রব্য, শৈলজ। ৫ কর্পূর।

শীতশিবা (স্ত্রী) শীতে শিবা মঙ্গলপ্রদা। ১ মন্থরিকা কুপ, গুল্মা। (রাজনি°) ২ শমীবৃক। (রত্নমালা)

শীতশুক (পুং) শীতে শুকো যত। ১ ঘব। (ভাবপ্র°) (ত্রি) ২ শীতল শুকযুক্ত।

শীতশৈল (পুং) শীত প্রধানঃ শৈলঃ। শীতাত্তি, হিমালয়পর্বত।

শীতসংস্পর্শ (ত্রি) শীতঃ সংস্পর্শো ঘূষা। ১ বায়ু। ২ শীতল-সংস্পর্শযুক্ত।

শীতসহ (পুং) শীতং সহতে ইতি সহ অच्। ১ শীতবৃক। (জটাধর) (ত্রি) ২ শীতসহনীর।

শীতসহা (স্ত্রী) শীতসহ-টাণ্। ১ বাসন্তীবৃক, বাসন্তীফুলের গাছ। ২ নীলসিদ্ধাবারবৃক, নীল নিসিন্দা। (রাজনি°) ৩ মল্লিকাভেদ, বেলমল্লিকা। ৪ জাতীবৃক। ৫ শীতবৃক।

শীতহ্রদ (পুং) শীতলহ্রদযুক্ত। (অণ° ৩।১০।৩০)

শীতো (স্ত্রী) ১ রামগন্ধী। (শব্দরত্ন°) ২ লাক্ষণপদ্ধতি।

“শীতানভঃ সরিদিতি লাক্ষণপদ্ধতে ৫

শীতা দশাননরিপোঃ সহধর্মিণী চ।

শীতং শ্রুতং হিমশূণে চ তদঘিতে চ

শীতো হলসে চ বহবারতরৌ চ দৃষ্টে ॥” (অমরটীকা ভরত)

৩ মত্তসামাঞ্জ। ৪ মল্লিকাবৃক। ৫ অতিবলা। ৬ মহাসমদা।

৭ কুটুম্বিনীকুপ। ৮ নীলদুর্কা। ৯ শিম্বিনীতণ। ১০ দুর্কা।

১১ আমলকী। (রাজনি°) ১২ কীরিণী, চলিত থিরুই।

১৩ তেজোবন্ধল। ১৪ শমীবৃক। ১৫ মেথিকা। ১৬ লাক্ষণিয়া।

১৭ বিষলাক্ষণিয়া। (বৈজ্ঞকনি°)

শীতাংশু (পুং) শীতাঃ অংশবো যত। ১ কর্পূর। (রাজনি°) ২ চক্ষু।

শীতাংশুতৈল (স্ত্রী) শীতাংশোঃ কর্পূরতৈলং। কর্পূরতৈল।

শীতাংশুমৎ (পুং) শীতাংশু-মতৃপ্। শীতাংশুবিষিট, শীতকরণ-যুক্ত চক্ষু। (রামায়ণ ২৮৮৫°)

শীতান্ন (পুং) তন্নামক সন্নিপাত, শীতান্নসন্নিপাত। লক্ষণ—

এই সন্নিপাত অন্ন হইলে, রোগীর গাত্র শীতল, শ্বাস, কাস, হিকা, মোহ, কন্প, প্রলাপ, ক্রম, বলহ্রাস, অন্তর্দাহ, বমি, শরীরে বেদনা ও শর বিকৃত হয়। (ভাবপ্র° অন্নরোগাধি°)

“শীতং শরীরং শীতাদে হৃদ্যতিসারকম্পনম্।

কুদ্বিবাভোহঙ্গমদন্ড হিকাশ্বাসপ্রমোহরাতঃ ॥

সর্বাঙ্গশিথিলত্বক সন্নিপাতে প্রজায়তে ॥” (রসেন্দ্রসারস°)

এই সন্নিপাতজ্বরে সর্বাঙ্গশরীর শীতল, হৃদি, অতিসার,

কন্প, কুধানাশ, অঙ্গমর্দ, হিকা, শ্বাস, শ্রম এবং সর্বাঙ্গ শিথিল

এই সকল লক্ষণ হয়। [অন্ন লক্ষণ দেখ] (ত্রি) ২ শীতল অন্ন।

ত্রিয়াং ডীর্। শীতালী ১ শীতল অঙ্গযুক্ত। ২ হংসপদীনতা।

শীতাতপত্র (স্ত্রী) শীতাতপ-ত্রাক। শীত ও আতপনিবারক হ্র। (বৃহৎস° ৭৩৬°)

শীতান (পুং) শীতমাদতে আ-দা-ক। বস্ত্রদোষবিশেষ। লক্ষণ—

“শোণিতং দন্তবেষ্টেভ্যো ব্রূতাকম্মাৎ প্রবর্ততে।

দুর্গন্ধানি সন্ধুকাণি এক্কেবীনি যুহুনি চ ॥

দন্তমাংসানি শীর্ষে পুচ্ছি চ পরম্পরম্।

শীতারো নাম সর্বাধিঃ কক্ষশোণিহসন্তবঃ। (সুশ্রুত নিঃ ১৬অ)
কক্ষ ও রক্ত দূষিত হইয়া এই রোগ উৎপন্ন করে, এই
রোগে দন্তমাংস হইতে অভিধাত প্রভৃতি বিনা কারণে অকস্মাৎ
রক্তস্রাব হয় এবং দন্তমাংস ক্রকবর্ণ, দুর্গন্ধবিশিষ্ট, ক্রেনযুক্ত ও
কোমল হয় এবং ক্রমে দন্তমাংসকল পাকিয়া খসিয়া পড়ে।

[দন্তরোগ শব্দ দেখ]

শীতাত্ত (পুং) বিবমজরভেদঃ। (রাজনিঃ)

শীতাদ্রি (পুং) শীতজনকোহিহ্রিঃ। হিমাঙ্গয় পৰ্বতঃ।

শীতান্ত (পুং) ১ পৰ্বতবিশেষঃ। (বিষ্ণুপুঃ ২।২।১৫)

২ শীতাবসানঃ।

শীতাবলা (স্ত্রী) মহাসমজা। (রাজনিঃ)

শীতান্ত (পুং স্ত্রী) ১ কপূর (বৈজ্ঞানিকঃ)

শীতান্ন (স্ত্রী) ১ ছতিকা, চলিত খিরাই। (বৈদ্যকনিঃ) (স্ত্রী,
২ শীতলজল।

শীতারিঙ্গ (পুং) রসৌষধিবিশেষঃ। প্রস্তুতগ্রন্থালী—পারদ
একভাগ, গন্ধক একভাগ, সোহাগার খই একভাগ, তাম্র এক-
ভাগ, নিস্তম্ব জয়পাল ২ ভাগ, সৈন্ধবলবণ একভাগ, মরিচ এক-
ভাগ, তেঁতুলছালভষ্ম একভাগ, শর্করা একভাগ এইসকল দ্রব্য
অধীরসে একদিন মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে।
এই ঔষধশ্রবণে বাতশ্লেষজ্বর ও শীতজ্বরঃ প্রশমিত হয়।

অভাবিধ—হরিতাল ৪ তোলা, হিন্দুলোৎপারদ ২ তোলা,
গন্ধক ১ তোলা, মনঃশিলা ৪ মায়া এইসকল দ্রব্য একত্র
উচ্ছেপাতার রসে মর্দন করিয়া ৭৪০ তোলা পরিমাণ উক্ত
ঔষধ ভাতনির্মিত খন্ডের অভ্যন্তরে লেপন করিয়া দিবে, পরে
উহা একটা স্থালীর মধ্যে অধোমুখে রাখিয়া ক্ষুদ্রশরৎ দ্বারা খল
আচ্ছাদন ও লেপন করিয়া বালুকাধারা স্থালী পূর্ণ করিতে
হইবে। অনন্তর ঐ স্থালীর মুখ শরাবদ্বারা আচ্ছাদন ও লেপন
করিয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত ক্রমাগত বেশী
জলে পাক করিবে। পরদিন প্রাতে শীতল হইলে তাম্রখন্ড
হইতে উক্ত ঔষধ গ্রহণ করিয়া চূর্ণ করিবে। এই ঔষধ অতি
বহুপুঙ্খক হৃদয়দ্বারা নির্মিত নালিকা মধ্যে বহুপুঙ্খক রক্ষা
করিবে। মাত্রা ৩ বা ৪ রতি। ইহা পান ও ৪ রতি মরিচ
চূর্ণের সহিত সেবনীয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া কিঞ্চিৎ শীতল
জলপান করা বিধেয়। ইহা সেবনে সকলপ্রকার বিবমজর
আও নিবারিত হয়।

অভাবিধ—কুম্বাণ্ডকার, চুণের জল, তিলের কার, এই
সকল দ্রব্য দ্বারা ক্রমে ক্রমে হরিতাল পাক করিয়া তাহার
সহিত প্রাপ্যমিশ্রিত পারদ মিশ্রিত ও উচ্ছেপাতার রসে তিন

দিন ক্রমাগত পেষণ করিয়া শরাবে স্থাপন করিবে। পরে ঐ
শরাব তাম্রপাত্রে আচ্ছাদন করিয়া হরীতকীচূর্ণ, গুড়, লবণ,
খড়ি ও যুক্তিকা দ্বারা রক্তভাগ লেপন করিয়া বালুকা বস্ত্রে
পাক করিবে। যন্ত্রের উপরি ভাগে ধাতাবি স্থাপন করিতে হয়।
পাক করিতে ২ ঐ ধাতাবি বিকৃত হইলে পাক শেষ হইয়াছে
বুঝিতে হইবে। পরে উহা নামাইয়া শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত
করিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। এই ঔষধের মাত্রা ২ রতি।
অহুপান—তুলসী পাতার রস, মধু, পিপুল চূর্ণ, চিনি, ঘৃত ও গুড়।
এই ঔষধসেবনে সঞ্চিত সকল প্রকার জ্বর আণ্ড প্রশমিত হয়।
পণ্য—গুড়, অন্ন, মৃগের ঘূষ ও ঘৃত। (ভৈবজ্যরত্নাঃ জরচিঃ)

অভাবিধ—পারদ একভাগ, গন্ধক দুই ভাগ, পূর্ণবা ৫ ভাগ,
চিতার স্বরসে ভাবনা দিয়া পাকা আকল পাতার ৮ ভাগ
রসের সহিত পাক করিয়া পারদের অর্দ্ধাংশ পরিমাণ বিষ মিশ্রিত
করিবে। পরে উহা আবীর চিতার রসে পাক করিয়া ৩ রতি
প্রমাণ বটা করিবে। অহুপান—আদার রস ও মরিচচূর্ণ।
ইহা সেবনে শীতবাত আণ্ড প্রশমিত হয়। পণ্য মরিচচূর্ণ ও
ঘৃতে র সহিত পাক মাংস। (রসেসারসঃ)

শীতার্তি (ত্রি) শীতেন ঋতঃ ঋতস্ত তৃতীয়া সমাসে ইতি যুজ্ঞেণ
বুদ্ধিঃ। শীত দ্বারা পীড়িত, পর্যায় শীতাল।

শীতালু (ত্রি) শীতঃ ন সহতে ইতি (শীতোক্ষতুপ্রোভাত্তর
সহতে। পা ৪।২।১২২ ইতি বাক্তিকোক্ত্যা আণুচ্)। শীতার্তি,
শীতকাতর। (জটধরঃ)

শীতান্মন (পুং) শীতঃ শীতলোহ্মা। চন্দ্রকান্তমণি। (রাজনিঃ)
২ শীতল প্রস্তুতঃ।

শীতিকাভবঃ (ত্রি) শীতলযুক্ত, শৈত্যবিশিষ্ট। (অথঃ ১৮।৩।৭)

শীতিমন্ (পুং) শীতস্ত ভাবঃ (বর্ণ চূড়াবিত্যঃ ব্যাঞ ৮। পা
৪।১।১২৩) ইতি শীত-ইমনিচ্। শীতের ভাব, শৈত্য।

শীতীকরণ (স্ত্রী) শীত-ক-ল্যাট্, অকৃততভাবে চি। দ্রব্য দ্রব্যের
বিশেষ রূপে শীতলীকরণের উপায়। সুশ্রুতে লিখিত আছে যে
প্রবাত দেশে স্থাপন, উদকক্ষেপণ, যষ্টিকাত্রামণ, বাজন, বালুকা-
প্রক্ষেপণ ও শিকতাবলখন, এই সকল উপারে দ্রব্য শীতল
হয়। (সুশ্রুত সুত্রাঃ ৪৫ অঃ)

শীতীভাব (পুং) শীত-ভূ-ঘঞ, অকৃততভাবে চি। ১ মোক্ষ।
(ত্রিকাঃ) ২ শীতল্যঃ।

শীতেতর (ত্রি) শীতাদিতরঃ। উষ্ণ, গরম।

শীতেজ (পুং) ময়পূত শীতল বাণ, বরুণ বাণ। (রামাঃ ১।২৮।১২)

শীতোত্তম (স্ত্রী) শীতেষু বস্তুষু মধ্যে উত্তমঃ। জল।

শীতোদ (স্ত্রী) শীতঃ উদকঃ বস্তু, শব্দ উদাহরণঃ। মেরুর
পশ্চিম দিকে অবস্থিত মরোবরবিশেষ।

"শীতোদ্য পশ্চিমে মেঘেরা হাতের তথ্যেরে।"

(মার্কগুপ্ত ৫৫৩)

শীতোপচার (পুং) শীত উপচার।

শীতোষ্ণ (ত্রি) ১ শীত ও উষ্ণ।

শীতোন্নয়ন (ক্ৰী) ১ সামভেদ।

শীৎকার (পুং) শীতিত শব্দ ক্রমঃ করণঃ। ১ বরজী-
বিগের রতিকালধ্বনি।

"শীৎকারো রতনারী চ সুরতে বরযোষিতাং।" (অটধর)

২ শীৎকৃতি মায়।

"সকানুতোৎসবে তারা করণেধুর বিষজিং।

শীৎকারশীকরৈরক্কাঃ কল্পয়ন্তি পাছু বঃ।" (কণাসরি ১১২)

শীৎকারিন্ (ত্রি) শীৎ-কৃ-ণিনি। শীৎকারকারী, যিনি শীৎ-
কার শব্দ করেন।

শীৎকৃত (ক্ৰী) শীতিত শব্দ কৃতঃ করণঃ। শীৎকার।

শীৎকৃতিন্ (ত্রি) শীৎকৃত-অন্ত্যর্থে ইনি। শীৎকারকৃত,
শীৎকারকারী।

শীধু (পুং ক্ৰী) শেতেহনেতি শী (শীঙা ধুগ্ লগ্ বলচ্
বালনঃ। উণ ৪।৮) ইতি ধুক্। মত্তভেদ, পক ইক্ষু-
কৃত মত্ত।

"ইক্ষোঃ পঠৈঃ রটৈঃ সিক্কাঃ শীধুঃ পকরসচ্ সঃ।

আটমৈত্তেব যঃ শীধুঃ স চ শীতরসঃ স্মৃতঃ।" (ভাবপ্র°)

শীধু ছই প্রকার—ইক্ষুরস সিদ্ধ করিয়া যে শীধু প্রস্তুত করা
যায়, তাহাকে পকরস শীধু এবং অপক ইক্ষুরস দ্বারা যে শীধু
প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে শীতরস শীধু কহে। গুণ—পকরস
শীধু শ্রেষ্ঠ গুণদায়ক, স্বর ও বর্ণপ্রদায়ক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক,
বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক, সত্ত্ব স্নিগ্ধকারক, রুচিজনক এবং বিবন্ধ, মেদ,
শোথ, অর্শ, উদর ও কফরোগনাশক। শীতরসশীধু পকরস শীধু
হইতে অল্প গুণদায়ক, বিশেষতঃ লেখন গুণবৃদ্ধ। (ভাবপ্র°)

শীধুগন্ধ (পুং) শীধো মত্তবিশেষতঃ গন্ধো যজ্ঞ। ১ বকুল বৃক্ষ।
(ত্রিকা°) ২ মত্তগন্ধ।

শীধুপ্ (ত্রি) শীধুঃ পাণ্ডীতি পা-ক। শীধুপানকর্তা, মত্তপায়ী।

শীঘ্র (ত্রি) শ্ৰৈ-গতো ক (দ্রবমুত্তিপশ্চরোঃ শ্রঃ। পা ৬।১২৪)

ইতি সম্প্রসারণঃ শ্রোহম্পর্শে। পা ৮।২৮৩ ইতি ন। ১ ঘনী-
ভূত ঘৃতাদি। (পুং) ২ ঘূত। ৩ অঙ্গগর। (মেদিনী)

শীঘ্রদগ (পুং) বৃক্ষ বিশেষ। (চীপজ্ঞ পাঠান্তর) (অথ° ৬।১২৭।২)

শীঘ্রাল্য (ত্রি) শীঘ্রাল্য সম্বন্ধীয়। (বড়-বিংশত্ৰা° ৩।১)

শীঘ্রাল (পুং) শৈবাল। "শীঘ্রালমি বাত আজং" (বাক
১০।৬৮।৫) "শীঘ্রালং শৈবালং" (সায়ণ)

শীফর (ত্রি) ১ শীত। ২ ময়।

"অতিমাত্রিচৈত্রোপচারশীফরে রতিশীফরো-রতিপ্রবন্ধঃ"

(বশকুমারচ°)

শীফালিকা (ক্ৰী) শেফালিকা। (ভরত)

শীভ, কখন, প্রশংসা। ভা'দ' আয়নে' সন্' সেট্। লট্ শীভতে।

শেট্ শীভতাং। লিট্ শীভিতে। লুট্ শীভিতা। লৃট্ শীভিটতে।

লুঙ্ অশীভিট। সন্ শীভিভিতে। যঙ্ শেণীভাতে। বঙ্

লুক্ শেণীভীতি। লিচ্ শীভয়তি। লুঙ্ অশীভীতং।

শীভ (পুং) শীঘ্র। "প্রযতি শীভ মাণ্ডিতঃ" (বৃক্ ১।৩৭।১৪)

'শীভঃ শীঘ্রঃ' (সায়ণ)

শীভব (পুং) ১ শীফর। ২ আশ্রয়ার্থী। (গুরুবঙ্ ১৬৩১)

(শব্দরত্ন°) ৩ জলপ্রবাহ।

শীভ্য (পুং) শীভাতে প্রশংসাতে ঠিতি শীভ-ণ্যৎ-১ শিব।

২ ঘূষ। (ত্রি) ৩ আশ্রয়ার্থিতব। ৪ জলপ্রবাহতব। ৫ কি প্রভব।

"শীভ্যায় চ নমঃ উর্বার" (গুরুবঙ্ ১৬৩১) "শীভ কখনে

শীভতে কথতে ইতি শীভ-আশ্রয়ার্থী পচাদ্যচ্ তত্র ভবঃ শীভাঃ।

শীভো জলপ্রবাহো বা শীভঃ কিপ্রোবাভর ভবায় নমঃ' (মহীধর)

শীমূল (পুং) শাখালবৃক্ষ, শিমূলগাছ। (রস° চি°)

শীর্ষ (পুং) শেতে ইতি (স্থায়িতকীতি। উণ্ ২।১৬) ইতি ষ্ক্।

১ অঙ্গগর সর্প। (শব্দরত্ন°) ২ নাগরসবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

শীর্ষিকা (ক্ৰী) বংশপত্রী তৃণবিশেষ। (বৈদ্যকনি°)

শীর্ষিন্ (পুং) ১ মুক্ততৃণ। ২ হরিতমর্দ। (রাজনি°) হরিতমর্দ

হলে হরিতমর্দ এইরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রিরাং

ভীষ্ শীর্ষিণী, লাগলিকা, চলিত বিবলাকুলিয়া। (বৈদ্যকনি°)

শীর্গ (ত্রি) শৃ-ক। ১ কৃশ। ২ বিশীর্ণ। (মেদিনী) (ক্ৰী)

হোনেয়ক, চলিত গোটেলো বিশেষ।

শীর্গত্ব (ক্ৰী) শীর্গতা ভাবঃ য। শীর্গের ভাব বা ধর্ম, কৃশতা।

শীর্গদল (পুং) ১ নিষবৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ শীর্গদল

বিশিষ্ট।

শীর্গপত্র (পুং) শীর্গ পত্রমল্য। ১ কর্ণকার বৃক্ষ, চলিত

কল্ককফুলের গাছ। (শব্দ চ°) ২ পট্টকালোত্র। ৩ নিষবৃক্ষ।

(রাজনি°) (ক্ৰী) শীর্গ পত্রং। ৪ বিশীর্ণপত্র।

শীর্গপর্ণ (পুং) শীর্গ পর্ণমল্য। ১ নিষবৃক্ষ। (রাজনি°) (ক্ৰী)

২ বিশীর্ণপত্র।

শীর্গপাদ (পুং) শীর্গো পাদৌ বস্যা বিমাতৃপাদেবমল্য তথাৎ।

১ ঘম। (ত্রিকা°) ২ কৃশচরণ।

শীর্গপুষ্পিকা (ক্ৰী) শীর্গ পুষ্পাঃ বস্যাঃ শীর্গপুষ্ণী, ততঃ স্বার্থে

কন্। অশ্বকপুষ্ণী, গুলফা, মোরী। (শব্দচক্রিকা°)

শীর্গমালা (ক্ৰী) ১ শূন্যমালা, চলিত চাকুলিয়া। ২ বিশীর্ণমালা।

(শব্দচক্রিকা°)

শীর্গরোমক (পুং) গ্রহিপর্ণভেদ, চলিত পের্টেলা বিশেষ।
(বৈদ্যকনি°)

শীর্গবৃত্ত (স্ত্রী) শীর্গ বৃত্তং যস্য। ১ বৃহদঙ্গল, চলিত তরমুস,
পর্ধ্যায় সুখবাস, সুবাস। (রত্নমালা)। ভূগ-কক, যেন, অগি,
কচি ও গুরুকারক, কার, মধুর, আনাহ ও প্রাহমানশক এবং লম্বু-
পাক। (রাজব°)

শীর্গাঙ্জি (পুং) শীর্গো অত্মী যস্য, বিমাতৃশাপাদেবাল্য তথাক্।
১ যম। (ত্রি) ২ কৃশপাদ, কৃশচরণ।

শীর্তি (স্ত্রী) ১ ভঙ্গ, চূর্ণ। ২ খনন করা, গর্ত খোঁড়া।

শীর্ষা (ত্রি) ভঙ্গপ্রবণ।

শীর্ষিক (ত্রি) শৃঙ্গাভীতি শৃ-কিন্। (শৃ জ্ হৃ জাগৃত্যঃকিন্।
উৎ ৪৫৪) ১ অপকারক, হিংসক।

শীর্ষ (স্ত্রী) ১ মস্তক। (অমর) ২ কৃষ্ণাঙুর, কালঅঙুর।
(রাজনি°)

শীর্ষক (স্ত্রী) শীর্ষে কং সুখমস্মাৎ। ১ শিরোরক্ষণ সন্থা, চলিত
টোপ। পর্ধ্যায় শীর্ষণা, শিরস্ত্র। (অমর) ২ শিরোহৃৎ। (রাজনি°)
৩ জরপরাজয়গত্র।

“তুলাশ্রাপো বিবং কোবো দিব্যানীহ বিগুহয়ে।

মহাভিযোগেষেত নিশীর্ষকহৃৎভিষাকরিঃ” (যাজ্ঞবল্ক্য° ২।২৬)

‘মহাপাতকাহি গুরুতরাত্টিযোগেবু শীর্ষকহৃৎ শীর্ষকং প্রধানং
শিরো ব্যবহারস্ত চতুর্শাপঃ জরপরাজয়গকণঃ তেন দত্তো লক্ষ্যতে
তন্ন তিষ্ঠতীতি শীর্ষকহৃৎ তৎপ্রযুক্তমুভাগী’ (দ্বিবাভব)
৪ শীর্ষধাতু, শীর্ষা। (পর্ধ্যায়ম্) (পুং) শীর্ষমিব ইবার্থে ক্।
৫ রাহগ্রহ। (শঙ্করস্মৃ°) ৬ মস্তক।

শীর্ষকপাল (স্ত্রী) কেরাটিকা, চলিত মাথার খুলি।

শীর্ষক্তি (স্ত্রী) শিরোরোগ। “মৃক শীর্ষক্যা উভ কাম এনং”
(অথ° ১।১২৩) ‘শীর্ষক্যাঃ শীর্ষ শিরঃ অক্টি গচ্ছতি ব্যাপ্য
বাধতে ইতি শীর্ষক্তিঃ শিরোরোগঃ’ (ভাষা)

শীর্ষক্তিমৎ (ত্রি) শীর্ষক্তি অন্তার্থে মতুপ্। শিরোরোগবিশিষ্ট।
(তৈত্তিরীয় স° ২।৬।২২)

শীর্ষবাতিন্ (ত্রি) শীর্ষে বহীতি হম (কুমারশীর্ষো গিনি।
পা ৫২।৪১) ইতি নি। মস্তকচ্ছেদকারী।

শীর্ষচ্ছেদ (পুং) শীর্ষত্বে ছেদঃ। মস্তকচ্ছেদ, মাথাকাটা।

শীর্ষচ্ছেদিক (ত্রি) শীর্ষচ্ছেদমহতীতি শীর্ষচ্ছেদ-ঠক্। বধাহ,
বধের উপযুক্ত।

‘স শীর্ষচ্ছেদিকঃ শীর্ষচ্ছেদো বা বধমহতি।’ (হেম)

শীর্ষচ্ছেদ্য (ত্রি) শীর্ষচ্ছেদং নিত্যমহতীতি শীর্ষচ্ছেদ্য-ক্।
পা ৫।১৬৫ ইতি যৎ। মস্তকচ্ছেদপ্রাপ্তক, মাথা কাটবার
যোগ্য।

‘শব্দকো নাম শব্দলঃ পৃথিব্যাং তপ্যতে তপঃ।

শীর্ষচ্ছেদ্য স তে নাম। তৎ হৃদা জীবয় বিজয়ঃ।’

(উত্তরচরিত ২৯°)

শীর্ষগী (স্ত্রী) শীর্ষদেশ, শীর্ষণ্য।

‘শীর্ষানীর্ঘ্যোশ্চ ত্রিতাগসংস্থা ভবের শুভঃ।’

(বৃহৎসংহিতা ৭২।৩১)

শীর্ষণ্য (স্ত্রী) শিরসে হিতং শিরস্ (শরীরাবয়বাং যৎ। পা
৫।১৬) ইতি যৎ (যে চ ভিত্তিতে চ। পা ৩।১৬১) ইতি শিরসঃ
শীর্ষরাদেশঃ। ১ শীর্ষক, শিরস্ত্র। (পুং) ২ বিশদ কচ। পর্ধ্যায়
শিরস্ত্র। (ত্রি) ৩ শিরোদেশে নিবদ্ধ।

‘শীর্ষণ্যা শিরসি বদ্ধা রমণা মেখলা ইব।’

(খক্ ২।১৩২।৮ সায়ণ)

৪ শ্রেষ্ঠ। (ভাগবত ৫।১।১৫)

শীর্ষণ্যৎ (ত্রি) মস্তকযুক্ত, মস্তকবিশিষ্ট।

শীর্ষতস্ (অব্য°) শীর্ষ-তসিল্। মস্তক হইতে বা মস্তকে।

শীর্ষন (স্ত্রী) শিরঃ, মস্তক।

শীর্ষপট্টক (পুং) মস্তকবন্ধনার্থ পট্ট, মাথা বাঁধবার পট্ট।

শীর্ষপর্ণী (স্ত্রী) শীর্ষপর্ণ শব্দার্থ।

শীর্ষবন্ধনা (স্ত্রী) শীর্ষপট্টক, মাথা বাঁধবার পট্ট।

শীর্ষভার (পুং) শীর্ষদেশে যে ভার, মাথার মোট।

শীর্ষভারিক (ত্রি) মস্তকে ভারবিশিষ্ট।

শীর্ষভিদ্ভা (স্ত্রী) শীর্ষভেদনীয়, শীর্ষভেদন্য, মস্তকভেদের
উপযুক্ত।

শীর্ষমালয় (পুং) গোত্রপ্রবর্তক ঋষিভেদ।

শীর্ষরক্ষ (স্ত্রী) শীর্ষ মস্তকং রক্ষতীতি রক্ষ-অণ্। শিরস্ত্রাণ।

‘শিরস্ত্রাণ শীর্ষরক্ষণ শীর্ষণ্য শীর্ষকঞ্চ তৎ।’ (হারাবলী)

শীর্ষরক্ষণ (স্ত্রী) শিরস্ত্রাণ, উচ্চীষ।

শীর্ষরোগিন্ (ত্রি) শিরোরোগী।

শীর্ষবৎ (ত্রি) শীর্ষন অন্তার্থে মতুপ্, মস্তক, মস্তকবিশিষ্ট। (ভাগবত ২।৫।৬৫)

শীর্ষবিরেচন (স্ত্রী) শিরোবিরেচন, নস্ত্রজবা।

শীর্ষব্যথা (স্ত্রী) শিরোব্যথা, মস্তকবেদনা।

(রাজতরঙ্গিনী ৩।১৪)

শীর্ষশোক (পুং) শিরঃশীড়া।

শীর্ষাক্ত (ত্রি) মস্তকের সমীপ।

শীর্ষাময় (পুং) শীর্ষত্বে আময়ঃ। শিরঃশীড়া।

শীর্ষায়ন (পুং) ঋষিভেদ।

শীর্ষেভার (পুং) শীর্ষভার, মস্তকের ভার।

শীর্ষেভারিক (ত্রি) শীর্ষভারিক, মস্তকে ভারবিশিষ্ট।

শীর্ষোদয় (পুং) শীর্ষে শীর্ষদেশে উদয়ো বক্ত। রাশি ও লঘু বিশেষ। যিধুন, সিংহ, কক্কা, তুলা, বৃশ্চিক, কৃত্তিক ও মীন এই সকল রাশি ও লঘুকে শীর্ষোদয় কহে।

“অঙ্গগোপতিবৃক্ষক ককিধবিমৃগাতথা।

নিশাসংজ্ঞাঃ সূতাস্চেতে শেবাশ্চাভে দিনাসংজ্ঞাঃ।

নিশাসংজ্ঞা বিমিধুনাঃ সূতাঃ পুঠোনরাতথা।

শেবাঃ শীর্ষোদয়া হেতে মীনশ্চোভয়সংজ্ঞকঃ।” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

শীল, ১ সমাধি। ২ প্রবৃত্তি। তদ্বাদি পরস্মৈ নক সেট।

লট শীলতি। লিট শিলী। লৃট শীলিতা। লুঙ অনীশলৎ।

সন্ শিলানিবাতি। বঙ শিলীয়াতে।

শীল—৩ অভ্যাস। ৪ অভিশারন। অদন্ত চুরাদি পরস্মৈ নক সেট। লট শীলয়তি। লুঙ অনীশলৎ।

শীল (ক্ৰী) শীলয়তীতি শীল অভিশারনে অচ, বহা শীল্ যপ্পে (শীলো ধুক লক বলচ বালনঃ। উণ্ ৪।৩৮) ইতি লক, অর্জ-চাদিত্যং পুংলিঙ্গমপি। স্বভাব, সদ্বৃত্ত।

ব্রহ্মণ্যতাদি অয়োদশবিধ ধর্ম্মমূল। মহুটীকায় কুল্লুক লিখিরাছেন যে, ব্রহ্মণ্যতা প্রভৃতি অয়োদশ প্রকার শীল। যথা— ব্রহ্মণ্যতা, দেবপিতৃভক্ততা, সোম্যতা, অপরাধপতাপিতা, অনন্যতা, মুহুতা, অপারূপ্য, মিত্রতা, প্রিয়বাদিত্ব, কৃতজ্ঞতা, শরণ্যতা, কারুণ্য, ও প্রশান্তি এই অয়োদশ প্রকার শীল। গোবিন্দরাজের মতে রাগদেব পরিত্যাগের নাম শীল।

“বেদোহবিশিলা ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ ভবিষ্যৎ।

আচার্যশ্চৈব সাধনামাস্তনস্তটীরেব চ।” (মহু ২।৬)

‘শীলং ব্রহ্মণ্যতাদিরূপং, তদাহ হারীতঃ ব্রহ্মণ্যতা সোম্যতা অপরাধপতাপিতানন্যতা মুহুতা পারুপ্যং মৈত্রতা প্রিয়বাদিত্বং কৃতজ্ঞতা শরণ্যতা কারুণ্যং প্রশান্তিচেতি অয়োদশবিধং শীলং। গোবিন্দরাজঃ শীলং রাগদেবপরিত্যাগ ইত্যাহ।”

(কুল্লুক)

(পুং) শীল—অভিশারনে অচ। ২ অঙ্গগর সর্প।

(শব্দরত্না) ৩ চরিত্র। (অমরটীকায় নয়নানন্দ)

শীলক (ক্ৰী) শাল-স্বার্থে কন্। শীলশকার্ধ।

শীলকীর্তি (পুং) বোধবতিভেদ। (তারনাথ)

শীলধগুন (ক্ৰী) দ্বিধীনীতশীলতাধগুনকারী।

শীলতা (ক্ৰী) শীলত ভাবঃ ভল্-টাপ্। শীলব, শীলের ভাব বা ধর্ম, সাধুতা, সচ্চরিত্রতা।

শীলত্যাগ (পুং) শীলত ত্যাগঃ। শীলতাপরিত্যাগ, শীলতাবর্জন।

শীলধর (ত্রি) ধরতীতি ধৃ-অচ, শীলত ধরঃ। সুস্বভাব, সচ্চরিত্র। (ভাগবত ১।১৪।৩৯)

শীলন (ক্ৰী) শীল-ল্যট্। অভ্যাসন, অভ্যাস। ২ অভিশারন। ৩ উপধারণ। ৪ সেবামুতাবন। ৫ প্রবর্তন। ৬ পাঠিশ্রমচয়।

“ভবনী শুণনী শালনং সূতঃ।” (ত্রিকা)

শীলপালিত (পুং) বোকাচাধ্যভেদ। (তারনাথ)

শীলভুঙ্গ (পুং) শীলতাবর্জন।

শীলভদ্র (পুং) বোধবতিভেদ।

শীলভাজ্ (ত্রি) শীলং ভজতে শীল-ভজ-ধি। স্মশীল, সচ্চরিত্র, সুস্বভাব।

শীলভ্রংশ (পুং) শীলত্যাগ, শীলতাপরিত্যাগ।

শীলবৎ (ত্রি) শীলমতাতীতি শীল-মতৃপ্, মত ব। শীল-বিশিষ্ট, সুস্বভাব।

“পথ্যামিনাং শালবত্যাং নরপাণং

সদ্বৃত্তভাণাং বিজিতেস্তিরাশাম্।

এবং বিধানামিহমাসুরজ

চিত্তাং সনা বৃক্ষমুনিপ্রদাঃ।” (কুল্যাসতত্ত্ব)

শীলবিপ্লব (পুং) শীলতার বিপর্যয়, শীলতার পরিত্যাগ।

শীলবিলয় (পুং) শীলতাবিলোপ, শীলত্যাগ।

শীলশিশুজ্ঞানেত্র (পুং) দেবপুত্রভেদ। (ললিতবি°)

শীলযুক্ত (ত্রি) স্মশীল।

শীলশালিন্ (ত্রি) শীলেন শালতে শোভতে শীল-শাল-গিনি। সুস্বভাব। (ভাগবত ৩।৫।২২)

শীলা (ক্ৰী) শীলমতা। স্মৃতি শীল-অচ-টাপ্। ১ শীলযুক্ত, সদ্বৃত্ত, স্মশীল। ২ কোণ্ডিন মুনির পত্নী।

“মথসংকে ভোজ্যাবেলায়ঃ সস্তুতীর্থা সরিতটে।

দদশ শীলা সা স্ত্রীণাং সমুহং রক্তবাসসাঃ।” (ত্ৰিখতব°)

শীলিক (ক্ৰী) শীলযুক্ত।

শীলিত (ক্ৰী) শীল-ক্ত। ১ চীন। (ত্রিকা°) (ত্রি) অভ্যস্ত।

শীলিন্ (ত্রি) শীল-গিনি। শীলযুক্ত, শীলবিশিষ্ট।

শক প্রায়ই উপপদপূরক ব্যবহার হইয়া থাকে।

শীলেব্রবোধি (পুং) বোধবতিভেদ। (তারনাথ)

শীলোক্ষা (ক্ৰী) স্মৃত্যোনিবিশেষ।

শীবন্ (পুং) শেতে ইতি শী (শীত্-ক্লি বহীতি। উণ্ ৪।১।৩০) ইতি কনিপ্। অঙ্গগর সর্প। (উজ্জল)

শীবল (ক্ৰী) শী-বাহলকাৎ বলঃ শুণাত্যক্ত। ১ শৈলেশ্বর। ২ শৈবাল। (মেদিনী)

শুওর (দেশজ) শূকর শব্দের অপভ্রংশ।

শুটী (দেশজ) শিবিভেদ, কলার, গুটী, কলরক্।

শুঠ (দেশজ) গুটী, গুজী শব্দের অপভ্রংশ।

শুঁড় (দেশজ) শুভশব্দের অপভ্রংশ, করিকর, হাতীর শুঁড়।
 শুঁড়ী (দেশজ) পৌত্তিকজাতি, মত্তবিক্রেতা।
 শুক, সর্পণ, গতি। ভূদি পরমৈ সৰু সেট। লট শোকতি,
 লিট শোকো। লুট শোকিত। লুঙ, অশোকীৎ। সন্ শোকয়তি।
 বঙ শোকোক্ত। গিচ্ শোকয়তি। লুঙ, অশুকৎ।
 শুক (ক্ৰী) শোভতে ইতি শুভ দীপ্তো (শুকবকোক্তাঃ)। উপ্ ৩৪২)
 ইতি কপ্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ গ্রাহপর্ণ। ২ বস্ত্র। ৩
 বস্ত্রাঞ্চল। ৪ শিরদ্বাগ। (হেম) ৫ শোণকবৃক্ষ। (বিষ্ণু) ৬
 বর্ণকীরী, চলিত শেরালকাঁটা। ৭ লোহ। ৮ তালীশপত্র। (পুং)
 ৯ পক্ষিবিশেষ, চলিত টিরাপাখী, হিন্দি শুগা। পর্যায় কীর, বক্র-
 তৃণ্ড, মেধাবী, দাড়িমপ্রিয়, রক্ততৃণ্ড, বক্রচক্ষু, চিমি, চিমিক, শুক,
 প্রিয়দর্শন, মঞ্জুপাঠক।

ইহার মাসগুণ—পরম বৃষ, বিপাকে গুরু, শীতল, কাশ, শ্বাস
 ও ক্ষয়নাশক, স'গ্রাহী, লঘু ও লীপন (রাজনি°)

এই পাখীকে পড়াইলে ইহার অবিবর্তন মানবের জ্ঞান কথা
 কহিতে পারে।

১০ বাসপুত্র, শুকদেব, পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ হইলে ইনি
 তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত প্রবণ করান। [শুকদেব দেখ]

১১ রাবণমহা।

শুককর্ণী (ক্ৰী) শুকত্ব কণমিব কৰ্ণং যন্তাঃ। শুকের কর্ণের জ্ঞান
 কণবিশিষ্ট।

শুকচ্ছদ (ক্ৰী) শুকবৎ ছদোহস্য। ১ গ্রাহপর্ণ, চলিত গোটেল।
 (জটাধর) ২ তেজপত্র। ৩ তুলক। (বৈদ্যকনি°)

শুকজিহ্বা (ক্ৰী) শুকস্যা জিহ্বেব ফলং যস্যঃ। বৃক্ষবিশেষ।
 চলিত গুয়াঠোঁটি।

'তুকাখ্যা শুকনামা চ শুকজিহ্বা শুকাননা।' (রত্নমালা)

শুকতরু (পুং) শুকবৎ তরুঃ, শুকবর্ণপর্ণবিশিষ্টছাদিত তৃণাক্ষ,
 শুকপ্রিয়তরুব। শিরীবৃক্ষ।

শুকত্বা (ক্ৰী) শুকত্ব ভাব তন্-টাপ্। শুকের ভাব।

শুকতুণ্ড (পুং) হিঙ্গুল। (রসেন্সসারসং)

শুকত্ব (ক্ৰী) শুক-ভাবে-ব। শুকতা।

শুকদেব (পুং) ঋষিভেদ।

ইনি বেদব্যাসের পুত্র। ইহার উৎপত্তিবিবরণ দেবী-
 ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে যে, একদা যুতাচী নামে অঙ্গরা
 বেদব্যাসের নিষ্কামন করেন। বেদব্যাস তাঁহাকে দেখিয়া
 চিন্তা করেন যে এই দেবকর্তা আমার যোগ্য নহে, আমি ইহাকে
 লইয়া কি করিব? সেই সময় যুতাচী বেদব্যাসকে চিন্তাপারায়ণ
 দেখিয়া শাপভরে ভীতা হন, এবং সেই স্থান হইতে ক্রিপণে
 পলায়ন করিবেন ইহা ভাবিয়া শুকপক্ষীর রূপ ধরিয়া সেই

স্থান হইতে পলায়ন করেন। এদিকে মহর্ষি কৃষ্ণদৈবপায়ন
 যাহাকে সর্কসুলক্ষণা দিব্য কামিনীমূর্তি দেখিয়াছিলেন, পরক্ষণে
 তাহাকেই পক্ষীগীর্ণ দেখিয়া একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন
 হইলেন। ইহসংসারে ব্রহ্মবিষ্ট হউন আর দেবতাই হউন
 পক্ষবাণের লক্ষ্য হইতে কাহারও পরিভ্রাণ নাই। বেদব্যাসেরও
 সেই দশা ঘটিল। তখন বেদব্যাস কামবাণে নিতান্ত পীড়িত
 হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি তপস্বীদিগের পক্ষে অতি বিগ-
 র্হিত উপাি চিন্তা করিয়া মনে মনে সেট কামবেগ নিগ্রহ করিতে
 অভিপ্রায় সচেষ্ট হইলেন। তবিতব্যতা কে অতিক্রম করিতে
 পারে, এইরূপ সাধন শিলোক মধ্যে কাহারও নাই, সুতরাং
 বেদব্যাস তপস্বী প্রধান হইয়াও এই কামবেগ কিছুতেই হ্রা-
 ক করিতে পারিলেন না। তখন তিনি এই বেগ দমন করিবার
 জন্ত অগ্নি উৎপাদন করিবার মানসে অরণী-ষয় মনন করিতে
 লাগিলেন, হঠাৎ তাহার বীৰ্য্য স্থলিত হইয়া সেই অরণিকাঠ
 মধ্যেই নিপতিত হইল। সেই সময় তিনি সেই বেতঃ-
 পাতের বিষয় অন্তরে স্থান না দিয়া অবিরত অরণিকাঠ ঘর্ষণ
 করিতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় বেদব্যাস মূর্তি পরিগ্রহ
 করিয়া তাহা হইতে সর্কাস সুলক্ষণ একটি পুত্র আবির্ভূত হইল।

বাসদেব সর্কাসসুলক্ষণ একটি পুত্র সন্দর্শনে বিস্ময় সাগরে
 নিমগ্ন হইয়া ভাবিলেন, এ আবার কি হইল? পরে নিশ্চয়
 করিলেন যে ইহা ভগবান্ সদাশিবের বরপ্রভাব ভিন্ন আর কিছুই
 নহে। বেদব্যাস তখন গার্হপত্য অগ্নিসম্ভূত তেজঃসম্পন্ন সেই
 সেই কুমারের জাতক্রিয়াদি সম্পন্ন করিলেন। স্বয়ং গঙ্গাদেবী
 তথায় আসিয়া বালকের বেহের অভ্যন্তর স্থল (সমস্ত নাড়ী)
 পর্য্যন্ত নিজ পবিত্র সলিল দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। ইহার
 জন্মোৎসব উপলক্ষে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল,
 আকাশে দেবছন্দিত নিনাদিত, অম্পরোগণ নৃত্য এবং নারদ,
 তুষ্ক প্রভৃতি তথায় আসিয়া গান করিতে লাগিল।

যুতাচী শুকপক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া সেই স্থান হইতে
 প্রস্থান করিয়াছিলেন, এইজন্ত বেদব্যাস এই বালকের শুকদেব
 নাম রাখিলেন। সমস্ত দেব ও বিদ্যাধরগণ তথায় আসিয়া সেই
 অরণিগর্ভসম্ভূত পুত্র সন্দর্শনে আনন্দে পুলকিত হইয়া
 তাঁহার শুভিপাঠ করিতে লাগিলেন। সেই সময় অন্তরীক্ষ
 হইতে পৃথিবীতে দণ্ড, কমণ্ডলু ও সর্কসুলক্ষণ কৃষ্ণসার মৃগচৰ্ম্ম
 পতিত হইল। এদিকে এই বালক জন্মসামান্য প্রদীপ্ত অগ্নি-
 শিখার জ্বালা তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। ইহা দেখিয়া
 বাসদেব যথাবিধানে তাঁহার উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন
 করিলেন। সংস্কার হইবামাত্রই শুকদেবের ক্রমে সাক্ষোপাঙ্গ সমস্ত
 বেদ কৃষ্টি পাইল। তথাচ শুকদেব হরগুরু বৃষস্পতিবে

আজ্ঞাধায়ে বরণ করিয়া বখাবিহিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে মহাত্মা শুক ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাহুতী হইয়া ব্রহ্মতের সহিত সাক্ষাৎ চতুর্দশ, আশ্বিনে প্রভৃতি উপবেশ ও সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নান্তর শুক-দক্ষিণ দিয়া সমাবর্তন করিলেন।

শুকদেব সমাবর্তনের পর পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্যাসদেব তাঁহাকে সমাবর্তন করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যে অধীর হইয়া গার্হস্থ্যপ্রশ্নের অন্ত দারপরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, বৎস! তুমি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছ, ব্রহ্মচর্য্যাহুতানে তোমার সকল মনোমল দূর হইয়াছে। এক্ষণে কোন মনোরমা কামিনীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়া গৃহস্থধর্ম্মে প্রবিষ্ট হও। সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ গার্হস্থ্যপ্রম। অতএব তুমি এই আশ্রম আশ্রয় করিয়া বণজর হইতে মুক্ত হও।

মহর্ষি ব্যাস পুত্রকে এইরূপে গার্হস্থ্যপ্রম প্রবেশ করাইবার জন্য অনুরোধ করিলে বিষয়ভোগবিরাগী জীবন্তু মহাত্মা শুক নিজ পিতাকে সংসারাসক্ত দেখিয়া তাঁহার সাক্ষাতে কহিলেন, পিতঃ! আপনি অতি তপস্বী, তপঃপ্রভাবে বেদের বিভাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সুতরাং ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ে আপনার জানিতে আর কিছুই বাকি নাই এবং আমি বখন আপনার পুত্র, তখন শিষ্ট, সুতরাং পরমার্থের দিকে দৃষ্টি করিয়া আমাকে বাহ্য আদেশ করিবেন, আমি তাহাই পালন করিব।

ব্যাস শুকদেবের সংসারবৈরাগ্য দেখিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার সংসারপ্রবর্তক বাক্যে সংসারপ্রম প্রবেশ করাইবার জন্য বর করিতে লাগিলেন, বলিলেন বৎস! আমি অতি কঠোর তপস্বী করিয়া তোমাকে লাভ করিয়াছি। তুমিও বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সকল জ্ঞান লাভ করিয়াছ। তোমাকে আর অধিক বলিতে হইবে না, দেখ যৌবন কালই বিষয়ভোগের সময়। অতএব তুমি যৌবন প্রাপ্ত হইয়া ইহা হেলার নষ্ট করিও না। যদি দারিদ্র্য ভয়ে সংসারে বৈরাগ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাও দূর কর, কারণ আমি কোন রাজার নিকট হইতে অর্থ আনিয়া দিচ্ছি, তুমি বহুক্ষেপে সংসারস্থতোগে প্রবৃত্ত হও।

শুকদেব পিতার এই সকল বাক্য শুনিয়া আর নীরবে থাকিতে পারিলেন না, কহিলেন, পিতঃ! প্রজ্ঞাবান্‌ ভবিষ্যৎ সর্ব্বদাই এই কথা বলিয়া থাকেন, যে সংসারে বাহ্য কিছু সুখ আছে, তৎসমস্তই অশেষ দুঃখজালভিত্তিক। ভাল, আপনি বলুন দেখি, এই মনুষ্য লোকমধ্যে এমন কি নির্দুঃখ সুখ আছে, বাহ্যকে কোন প্রকার দুঃখের লেশ মাত্রও আসিয়া দূর্শ না করিতে পারে। পিতঃ! আপনি মহাতপঃপ্রভাবসম্পন্ন, সুতরাং

আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা কেবল দুর্ব্বলতা মাত্র। তথাপি বাহ্য বলিতেছি, একবার বিচার করিয়া দেখুন। আমি আপনায় আদেশমত দারপরিগ্রহ করিলেই অগত্যা তাহার বশীভূত হইয়া পড়িব। পরাধীন ব্যক্তির বিশেষতঃ ইন্দ্রিয়পরায়ণ পুরুষের কি প্রকারে সুখোৎপত্তি হইতে পারে? মানব কাঠ বা দৌহাদি নির্ম্মিত কারাগৃহে রুদ্ধ হইয়াও বহু কোন প্রকারে মুক্ত হইতে পারে, কিন্তু জীপুত্রাধি নিগড়নিবন্ধ ব্যক্তি এ শরীরে আর কদাপিও মুক্ত হইতে পারে না। আমি বখন অদোষ-সম্পন্ন, তখন বোঝিতে আমার কি প্রকারে প্রবৃত্তি হইতে পারে? বিশেষতঃ আমি অনির্দোষী পরমাত্মজনিত সুখ বিসর্জন দিয়া কি বিষ্ঠাতোগমুখের অভিলাষ করিব, আমি এখন বেদাধ্যয়ন করিয়া বখন বিশেষরূপে তাহার বিচার করিয়া দেখিলাম, তাহা কেবল কর্ম্মমার্গপ্রবর্তক হিংসার শাস্ত্র। তাহার পর বৃহস্পতির নিকট বাইরা তাঁহাকে শুকদেব বরণ করিয়া দেখিলাম, তিনিও যোরতর অবিন্যাগ্রস্ত দূর।

সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তি অন্তকে কি প্রকারে মুক্ত করিতে পারেন। পিতঃ এই জন্যই তাদৃশ শুককে পরিত্যাগ করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি, আপনি আমাকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া এই ভীষণ সংসারসর্গগোল হইতে রক্ষা করুন। যেমন সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া জ্যোতিষ্কত্র নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে, সেইরূপ সমস্ত জীব-নিকরও অবিশ্রান্ত গতিতে এই সংসারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কখনই প্রান্তিস্থখানুভবে সমর্থ হইতেছে না। অতএব আপনি আমাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করুন, বাহ্যতে আমি অচিরে অবিভা-বন্দন হইতে মুক্ত হইয়া পরমাত্মজ্ঞানে চূড়ামন্য লাভে সমর্থ হই। পিতঃ! জন্ম ও জরা মৃত্যু প্রভৃতি অশেষ হাতনাগ্রহ সঞ্চিত, আরম্ভ ও বর্ত্তমান এই ত্রিবিধ কর্ম্মের স্নানীভূত বাসনাযন্ত্রী অবিভা বাহ্যতে সমূলে উন্মূলিত হয়, সেই কর্ম্মকরের উপায় বলুন। সংসারপ্রবর্তক বাক্য আর আমাকে প্রলোভিত করিবেন না।

ব্যাসদেব বখন দেখিলেন, শুকদেবের চিত্ত বিশুদ্ধ সহপ্রধান হইয়াছে, কিছুতেই আর সংসারাসক্ত হইতে পারে না, তখন তাঁহাকে কহিলেন, আমি যে সর্ব্বশাস্ত্র প্রধান ভাগবত প্রণয়ন করিয়াছি, তুমি তাহা পাঠ কর, তাহা হইলে অচিরেই তোমার সংসার দূর হইবে এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে।

পিতার আজ্ঞার ভাগবত পাঠ করিয়াও তাঁহার সকল সন্দেহ দূর না হওয়ার পিতৃকর্তৃক রাজর্ষি জনকের নিকট তত্ত্বজ্ঞানার্থ যাইতে পুনরাবিস্ট হইলেন। শুক রাজর্ষি জনকের নিকট বাইরা ভাষণোদেশের জন্য প্রার্থনা করেন এবং তাঁহাকে বলেন যে 'আপনি জীবন্তু বলিয়া পরিচিত; কিন্তু আপনাকে কেন যোর

বিবরী বলিয়া অহুত হইল এবং তাহাতে লোকে সাতিশর কপটতা প্রকাশ পায়, অতএব ইহার বরূপ কীৰ্ত্তনে সন্দেহ তখন করুন।

রাজর্ষি জনক শুকদেবের এই কথা শুনিয়া বিবিধ যুক্তিপূর্ণ বাক্যে তাঁহাকে ততোপদেশ প্রদানপূর্বক শ্রিতযুখে কহিলেন, আপনি বুদ্ধির ভ্রমবশতঃ মহর্ষি বেদব্যাসের কথার অবহেলা করিয়া ভ্রমজালে পতিত হইয়াছেন। আশ্রমবন্দ্য প্রতিপালন না করিয়া একবারে মনোনিবেশ করা অতি দুর্লভ। কারণ যোগের অপকাবস্থার কোমল বৈরাগ্যপ্রভাবে ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত হইয়াছে বলিয়া আপাততঃ বোধ হয়। কিন্তু তাচা ভ্রম মাত্র। কারণ ভ্রমবশতঃ শুণময়ী মাদ্যবৎ জীব কদাচই ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে সমর্থ হয় না। অধিক কি এই সমস্ত দুর্জয় ইন্দ্রিয়গণ সময়ে সময়ে উত্তেজিত হইয়া পূজ্যপাদ মহাত্মাদিগকেও প্রকৃত পথে হইতে দ্রষ্ট করিয়া কেলে। তখন যুহু বৈরাগ্য অপক যোগী-দিগের যে নানা প্রকার চিন্তাবিকার জন্মাইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? অতএব গাইহ্যাপ্রম অবলম্বন করিয়া ঐ সকল ইন্দ্রিয়দিগকে নিগ্রহ করা কর্তব্য। ইত্যাদি রূপে শুকদেবের সহিত রাজর্ষি জনকের অনেক তর্ক বিতর্ক হয়। শেষে জনক কহিলেন, আপনি নিঃসঙ্গাবস্থার কোন স্থানেই অবস্থান করিতে পারিবেন না। আপনি পিতৃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বনে বাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, বনে গেলে পর সেই স্থানে যুগগণের সহিত আপনার মিলন হইবে, তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। বিশেষতঃ সর্বত্রই আকাশাদি পক্ষ মহাভূত বিদ্যমান আছে। অতএব আপনি কোন্ স্থানে বাইরা সঙ্গবিরহিত হইবেন? আরও দেখুন অরণ্যে বাইরা আহারের জন্ত চিন্তা করিতে হইবে। যদি বলেন নিরাহারী থাকিব, তাহা হইলেও বস্তু ও অজিনাদির জন্ত চিন্তাও বৈরাগ্য, সংসারে থাকিয়া আমার রাজ্যচিন্তাও সেইরূপ। আপনি কেবল সন্নিধি চিত্ত হইয়াই এত দূরদেশে আগমন করিয়াছেন, কিন্তু আমার অন্তরে কোন বিষয়েই সংশয় নাই; একমাত্র সর্বদাই নিঃসন্নিধি চিত্তে এক স্থানেই আছি, আমি বিষয় ভোগ করি, অথচ কোন বিষয়ে বদ্ধ নহি। এই জ্ঞান থাকায় আমি মুখে আছি। আর আপনি ‘সকল বিষয়েই বদ্ধ রহিয়াছি।’ এই জানে সর্বদা ভ্রমী হইতেছেন। অতএব এই সকল আশঙ্কা বিসর্জন দিয়া নিত্য-মুখের জন্ত ব্রতগণ হউন। দেখুন, জীব এই বেহ আমার এই জানেই বদ্ধ, আর ইহা আমার নয় এই জানেই মুক্ত।

জনকের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া শুকদেবের সকল সংশয় অশ্বমেদিত হইল। পরে তিনি এসর চিত্তে ধ্যানের নিকট গমন করিয়া গাঢ়স্থাপ্রমে-প্রবেশ করিতে মনোনিবেশ

করিলেন। অনন্তর তিনি পুত্রোৎপাদনক্ষমা পীষরী নারী এক কস্তার পাণিগ্রহণ করেন। কালে এই কস্তার গর্ভে তদীয় ঔরসে কুক, গৌরপ্রভ, ভূরি ও দেবপ্রভ নামে চারিটা পুত্র এক কীৰ্ত্তিমতী নামে এক কস্তা জন্মে।

এইরূপ কিছুদিন গাইহ্যাপ্রমাবলম্বনের পর শুকদেব কৈলাস শিখরে গমন করিয়া গভীরতর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

(দেবীভাগবত ১।১০-১১ অ°)

শুকদেব রাজা পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ কালে তদীয় সভার আগমনপূর্বক তাঁহাকে ভগবৎগুণসম্বিত ভাগবত শ্রবণ করান রাজা ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন এবং অস্তে বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন।

শুকব্রহ্ম (পং) শুকবৎ, ভ্রমঃ তদ্বর্ণপর্ণবিশিষ্টাৎ তথাক্ষ।
শিরীষ বৃক্ষ। (শব্দমালা)

শুকনলিকাতায় (পং) ভ্রায়ভেদ। [ভ্রায় দেখ।]

শুকনস। (জী) ১ স্তোনাকবৃক্ষ। ২ চর্ম্মকার বট, চলিত গুঁরা-
হুঁটী। (হস্তত চি° ১১ অ°)

শুকনামা (জী) শুক ইতি নাম বস্তুঃ। ১ শুকজিহ্বা, শুকভৃগু,
(রত্নমালা) (জি) ২ শুক সংজ্ঞক।

শুকনাশ (পং) শুকনাস।

শুকনাশন (পং) শুকং নাশয়তীতি নশ-গিচ্-লু। ১ বক্রয়।
চক্রমর্দ বৃক্ষ, চাকুলগাছ। (রাজনি°) (জি) ২ শুকনাশক।

শুকনাস (পং) শুকত্ব নাসেব কলং বস্তু। ১ স্তোনাক বৃক্ষ।
২ অগতিবৃক্ষ, বকপুল। (ত্রিকা°) (জি) ৩ শুকবদ্রাসিকাবৃক্ষ।

শুকনাসা (জী) ১ শুকশিখী, চলিত আলকুশী। ২ চর্ম্মকারবট।
৩ গাভারী বৃক্ষ। ৪ নলুকা, চলিত নালুকা। (বৈজ্ঞকনি°)

শুকনাসিকা (জী) ১ স্তোনাক বৃক্ষ। কেহ কেহ চামরকবাকে
শুকনাসিকা কহেন। (বৈজ্ঞক°)

শুকপত্র (পং) গছক। পাঠান্তর শুকপক্ষ। (বৈজ্ঞকনি°)

শুকপিচ্ছ (পং) ১ গছক। (রসজ্ঞসারস°) ২ গ্রাহিপর্ণ,
চালিত গেটোলা। (বৈজ্ঞকনি°)

শুকপিণ্ডি (পং) শুকশিখী, আলকুশী। (শব্দরত্ন°)

শুকপুচ্ছ (পং) শুকত্ব পুচ্ছ ইব। ১ গছক। (হেম) ২
তকের লাল।

শুকপুচ্ছক (জী) শুকত্ব পুচ্ছইব কনু। ১ হৌণের নামক গছ
জন্ম, চালিত গাঠিরালা। (রাজনি°) (জি) ২ শুকবৎ পুচ্ছবৃক্ষ।

শুকপুষ্প (জী) শুকপ্রিয়ং পুষ্পমত। ১ হৌণেরক।
(ভাবপ্র°) (পং) ২ শিরীষ বৃক্ষ। (রাজনি°)

শুকপ্রিয় (পং) শুকত্ব প্রিয়ঃ। ১ শিরীষ বৃক্ষ। (ভাবপ্র°)
(জি) শুকব্রহ্ম। স্মিয়াটা টাপু। শুকপ্রিয়া জম্বু। (রাজনি°)

শুকফল (পুং) শুক ইব কলমত, তবর্ণকলবদ্যং 'তবাৎ'।
অৰ্জবৃক। (রাজনি°)

শুকবক্র (ত্রি) শুকপক্ষীর দ্বার বর্ণবিশিষ্ট। (শুকবক্রঃ ২৪২)

শুকবর্হ (স্ত্রী) শুকত বর্হিব। গজদ্ব্যবিশেষ। চলিত
গাঠিমালা। (শব্দমা°)

শুকম্ (অবা°) শীঘ্র, কিপ্র।

শুকরহস্ত (স্ত্রী) উপনিষদ্বিশেষ।

শুকরূপ (ত্রি) শুকপক্ষীর দ্বার বর্ণবিশিষ্ট। (শুকবক্রঃ ২৪১)

শুকরোগ (পুং) রোগবিশেষ, শুকরোগ।

শুকবল্লভ (পুং) শুকত বল্লভঃ প্রিয়ঃ। ১ দাক্ষিণ্য। (রাজনি°)
(ত্রি) ২ শুকপ্রিয়।

শুকবাচ্ (ত্রি) কৃষ্ণের নামান্তর।

শুকবাহ (পুং) শুকো বাহো বাহনং যত। ১ কামদেব।
(ত্রি) ২ শুকপক্ষিবাহক।

শুকবৃক্ষ (পুং) শিরীষ বৃক্ষ। (বৈত্তকনি°)

শুকশালক (পুং) মহানিষ। (বৈত্তকনি°)

শুকশিখা [ষি] (স্ত্রী) শুকশিখা, কপিকজু, চলিত
আলকুশী। (শব্দমা°)

শুকশীর্ষা (স্ত্রী) ১ তালীশ পত্র। ২ গ্রহিণপণ্ডেদ। ৩
হোণেয়ক। ৪ তেজপত্র। (বৈত্তকনি°)

শুকাত্ম্য (পুং) শুক ইতি আত্ম্য যত। ১ শিরীষ বৃক্ষ।
২ চৰ্ণঘট, চামর কথা। ৩ শুকনালা, আলকুশী। ত্রিমাং
ঠাপ্। শুকাত্ম্য—শুকাত্ম্য শব্দার্থ।

শুকাদন (পুং) শুকেনহৃত্তে হসো ইতি অদ্ব কৰ্ম্মাণ লাট্।
১ দাক্ষিণ্য। (শব্দমা°) (ত্রি) ২ শুকের অদনীয় দ্রব্য মাত্র।

শুকানন (ত্রি) শুকস্তাননমিবাননং যত। ১ শুকতুল্য মুখ।
ত্রিমাং ঠাপ্। শুকাননা-শুকাত্ম্য বৃক্ষ। (রত্নমালা)

শুকাস্বয় (পুং) ১ কৈবর্ত যজ্ঞ, কেওট যজ্ঞ। (বৈত্তকনি°)
২ চৰ্ণকার বট, চামরকথা। (হ্রস্বত চি° ১৮ অ°)

শুকী (স্ত্রী) শুক-স্ত্রীপ্। ১ কস্তপ পত্নী। ২ গজদুপ° ৩ অ°।
২ শুকপক্ষী।

শুকেকট (পুং) শুকত প্রিয়ঃ। ১ শিরীষ বৃক্ষ। ২ রাজা-
দনবৃক্ষ, চলিত কাঁপা। (রাজনি°)

শুকেশ্বর তীর্থ (স্ত্রী) তীর্থ বিশেষ।

শুকোদর (স্ত্রী) শুকতোদরমিব। ১ তালীশ পত্র। (রাজনি°)
২ কীর জঠর।

শুক্টি (বেদজ) শুক।

শুক্টিমাছ (বেদজ) শুক মাংস।

শুক্ (স্ত্রী) শুচ-ক্লেদ-জ। ১ মাংস। (শব্দমা°) ২ কালিক,

কালি। (হারাবলী) ৩ ব্রহ্মদ্রব্য বিশেষ, ব্যঞ্জন বিশেষ। কন্দ,
মূল ও কলাদি দেহ দ্রব্য ও লবণাদির সহিত পাক হইলে তাহাকে
শুক্ কহে। শুণ—ভীক্ষ, উষ্ণ, লবণ, পিত্তকারক, কটু, লঘু,
কক্ষ, ক্রাস, উদর, আনাহ, শোক, অর্শ, বিষ ও কুষ্ঠনাশক।

“কন্দমূলকলাদীনি সম্বেহলবণানি চ।

যতন্ দ্রব্যোহভিপ্রয়ন্তে ভক্ষু ক্রমভিধীরতে ॥

শুক্যং ভীক্ষোন্মলবণং পিত্তকৃৎ কটুকং লঘু।

কক্ষং ক্রম্যমানাহশোথার্শোবিষকুষ্ঠম্ ॥” (রাজনি°)

চলিত তিস্ত দ্রব্য দ্বারা যে ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়, তাহাকেই
শুক্ কহে।

৪ যে মধুর রসযুক্ত দ্রব্য কালবশে অন্নরসযুক্ত হয়, তাহাকে
শুক্ কহে। বৈদিক ও ধর্ম্মশাস্ত্রমতে ইহা ভক্ষণ নির্বিঘ্ন।

“শুক্যং যদ্বাধুঃ কালবশাদন্নতঃ পতং” তত্ ভক্ষণনিষেধঃ—

অপূপাশ্চ করস্তাশ্চ খানা বটকশক্তবঃ।

শাকং মাংসমপুণক শূণং কৃশরমেব চ ॥

যবাগুঃ পায়সকৈব যচ্চাত্ত্বং স্বেহলস্তুবম্।

সর্বং পর্যুযিতং ভক্ষ্যং শুক্যকং পরিবর্জয়েৎ ॥ (প্রারম্ভিক্তবি°)

“বর্জয়েদধু মাংসক গন্ধং বায়ং রসান্ ত্রিযঃ।

শুকানি যানি সর্বাণি প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসনম্ ॥” (মহু ২।১৭৭)

‘যানি’ ব্রতাবতো মধুদাদিরসানি কালবশেন উদকবাসাদিনা

চাল্যবন্তি তানি শুকানি’ (কুল্লুক°) (ত্রি) ৪ নিষ্ঠুর। (মেদিনী)

৫ পুত, পবিত্র। ৬ হুঁকার, কটুক্তি। ৭ অন্ন। (বিষ)

৮ স্রিষ্ট। ৯ নির্জন।

শুক্ক (স্ত্রী) অন্নোদগার, ভুক্ত অন্ন জীর্ণ না হইয়া অন্ন উলগার
উঠিলে তাহাকে শুক্ক কহে।

“ন বিবাদে ন কলহে ন সেনারাম্ ন সজরে।

ন ভুক্তমাত্রে ন জীর্ণে ন বমিষা ন শুক্কে ॥” (মহু ৪।২১)

‘শুক্কে’ উদগারের সমতাপ্যজীর্ণে’ (মেধাত্তিথি)

শুক্কশ্বর (পুং) অব্যক্তশ্বর।

শুক্ (স্ত্রী) শুক্ক-ঠাপ্। চুক্তিকা। (শব্দমা°)

শুক্কান্ন (স্ত্রী) অন্নপাক। (রাজনি°)

শুক্টি (স্ত্রী) শুচ-ক্লেদ বিশেষ, চলিত বিহ্বক। পধ্যায়
যুক্তাফোট, শুক্টিকা, মুক্তিগ্রন্থ, মহাশুক্টি, ভৌতিক, মৌক্তিক-
প্রসবা, মৌক্তিকশুক্টি, যুক্তামাতা। ৩ শুণ—কটু, বিধ, বাস, গ্রহ
ও শূলরোগনাশক, কটিকর, মধুর, দীপন। (রাজনি°)

২ শব্দ। ৩ শব্দনথ। ৪ অব্যবর্ত্ত। ৫ অব্যবযোগ। (মেধাত্তিথি)

৭ বদরী বৃক্ষ, কুলগাছ। ৮ কর্ণধরপরিমাণ, ভৌতিক চতুর্ভুজ।
পধ্যায়—অষ্টমিকা। (বৈত্তকপরিভাষা) ৯ শুক্কগত নেত্ররোগ-
বিশেষ। লক্ষণ—

‘শ্রাব্যঃ স্যঃ শিশিভমিতাশ্চ বিজ্ঞবোধঃ’

তুরাভাঃ শিতনিচিভাঃ ন শুক্লিনসংজ্ঞঃ ॥’

(‘তাবগ্ন’ চক্ষুরোগাধি’)

চক্ষুর গুরুনগুণে সর্ববর্ণ অথবা মাংসের জ্বর বা বিহ্বলের জ্বর বর্ণবিশিষ্ট মাংসবিন্দু সকল উৎপন্ন হইলে তাহাকে শুক্রি কহে।

শুক্রিক (পুং) শুক্রি-কন্। ১ গন্ধক। ২ শুক্রিরোগ।
৩ শুক্রি, বিহ্বল। ৪ চূড়িকা।

শুক্রিকর্ণ (পুং) নাগভেদ। (হরিশংখ)

শুক্রিকা (স্ত্রী) শুক্রিরেব স্বার্থে কন্। মুক্তাকোট। (জঙ্ঘর)
২ চূড়িকা। (শঙ্করদ্বা°)

শুক্রিক (স্ত্রী) শুক্রের্যন্তে বহিতি শুক্রি-কন্-ড। মুক্তা। (হেম)

শুক্রিপর্ণ (পুং) সপর্ণ বৃক্ষ। (রাজনি°)

শুক্রিপুত্র (পুং) শুক্রিরিব পত্রং বত। সপর্ণ বৃক্ষ। (রাজনি°)

শুক্রপুটোপম (স্ত্রী) শুক্রপুটত উপমা বত। বাতাল, চলিত
বাদাম। (বৈভকনি°)

শুক্রিমণি (পুং) শুক্রৌ ভাভঃ মণিঃ। মুক্তা। (বৈভকনি°)

শুক্রিবীজ (স্ত্রী) শুক্রে বীজমিহ। মুক্তা। (ত্রিকা°)

শুক্রিমৎ (পুং) পর্কতবিশেষ, সপ্তকুলাচলের মধ্যে কুলগর্ভত-
বিশেষ।

“মহেন্দ্রো বলয়ঃ সন্ধ্যঃ শুক্রমান্ গন্ধমালনঃ।

বিদ্যাশ্চ পারিপাশ্র্ণ্য সপ্তৈভে চ কুলাচলাঃ ॥” (ত্রিকা°)

শুক্রিবধু (স্ত্রী) শুক্রি, বিহ্বল।

শুক্রিসাহস্রা (স্ত্রী) নগরভেদ, চৌরি রাজ্যের প্রধান নগর।

শুক্রিস্পর্শ (পুং) শুক্রিকে স্পর্শ করণ।

শুক্র (স্ত্রী) শুক্র-ক্লেবে (বজ্রপ্রাণবজ্রোতি। উগ্-২২৮) ইতি
কন্ প্রত্যায়েন সাধুঃ। মজ্জগত ধাতু। পর্যায়—পুংষ, য়েভঃ,
বীজ, বীর্ঘা, পৌরুষ, তেজঃ, ইন্দ্রিয়, অন্নবিকার, মজ্জরস,
রোহণ, বল। (রাজনি°)

“রসাত্রকং ততো মাংসো মাংসান্নেদঃ প্রজায়তে।

মেদসোহহি ততো মজ্জা মজ্জাতে শুক্রসম্ভবঃ ॥” (তাবপ্রকাশ)

ভুক্ত দ্রব্যের সাধারণ রসরূপে পরিণত হয়, এই রসের সার
হইতে রক্ত, এবং রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ
হইতে অস্থি ও অস্থি হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্রের
উৎপত্তি হয়, সুতরাং শুক্রধাতু সকল ধাতুর সার।

বৈভক তাবপ্রকাশ মতে ক্রিয়ুপে ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইয়া শুক্র
রূপে পরিণত হয় তাহা এইরূপ বিবৃত হইরাছে—

যে সকল দ্রব্য আহাৰ করা যায়, সেই সকল দ্রব্য বাহ্য অগ্নি
দ্বারা ঈক্ষুর পরিপাকের জ্বার পাচক অগ্নি দ্বারা পরিপাক হইয়া

পরিপাক আহাৰের সার অংশ রসরূপে পরিণত হয়। অসার ভাগ
মলমূত্ররূপে পরিণত হইয়া নির্গত হইয়া থাকে। এই আহাৰ-
জাতরস হুল ও হস্ত এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে হুল
ভাগ শরীররক্তক হৃদয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া তৎসদৃশ হয়।
তৎপরে সর্বশরীরব্যাপী ব্যান বায়ু কর্তৃক ধমনী পথে প্রেরিত
হইয়া মেহন এবং কঠোরায়ির উদ্ভাবনিত স্ফাপনিকরণ প্রকৃতি
গুণ দ্বারা সমস্ত শরীর পোষণ করে। হস্তভাগ প্রাণবায়ু কর্তৃক
প্রেরিত হইয়া ধমনীপথ দ্বারা শরীররক্তক রক্তের স্থান যত্নে
গ্ৰীবাতে গমন করিয়া হৃদয়ের সহিত মিশ্রিত হয়। তৎপরে
উহা এই হৃদয়কর্তৃক ভেজোদ্বারা পুনরায় পরিপাক হইয়া পাঁচ
দিন, পাঁচ রাত্রি ও বেড়নও কাল পরে রক্ত ধাতুতে পরিণত হয়।

এ রক্ত আবার হুল ও হস্তভেদে দুইভাগে বিভক্ত হয়।
তন্মধ্যে হুলভাগ রক্তক নামক পিত্তদ্বারা রক্তাকৃতি হইয়া শরীর-
রক্তক রক্তের পোষণ করে এবং ব্যান বায়ুকর্তৃক প্রেরিত হইয়া
ধমনীসমূহে বিচরণ করিয়া সর্বশরীরগত রক্তের পোষণ করে,
হস্তভাগ ব্যানবায়ুকর্তৃক চালিত হইয়া ধমনী ও শিরাসমূহ দ্বারা
শরীররক্তক মাংসে গমন করে। তৎপরে মাংসধাতুস্থ অগ্নিদ্বারা
পরিপাক হইতে থাকিয়া পাঁচদিন, পাঁচরাত্রি ও বেড়নও কাল
পরে মাংসধাতুতে পরিণত হয়।

পরে এই মাংস মেদোদ্বারা অগ্নিদ্বারা পুনরায় পরিপাক
হইতে থাকিয়া পাঁচদিন, পাঁচরাত্রি ও বেড়নওকালে মেদোদ্বারা
পরিণত হয়। স্বকীয় অগ্নিদ্বারা পরিপাক মেদের স্বেদরূপী মল
নির্গত হয়। এই স্বেদ দীপ্তল অবস্থায় ইন্দ্রিয়পথে অবস্থান করে।
কিন্তু শারীরিক ভেজোদ্বারা অত্যন্ত তপ্ত হইলে ব্যানবায়ুকর্তৃক
চালিত শিরামার্গান্তিমুখী হইয়া স্বেদরূপে লোমকূপ দ্বারা বহি-
গত হয়।

পরিপাক মেদের সাধারণ হুল ও হস্তভেদে দুইভাগে বিভক্ত,
তন্মধ্যে হুলভাগ মেদোদ্বারা পুষ্টি করিয়া উদরে অবস্থিত
এবং ব্যানবায়ুকর্তৃক প্রেরিত হইয়া স্রোতোপথে গমনপূর্বক
হস্তাহিহিত মেদরক্ত পুষ্টিসাধন করে। হস্তভাগ ব্যানবায়ু-
কর্তৃক চালিত হইয়া ধমনী ও শিরাসমূহদ্বারা শরীররক্তক অস্থিতে
গমন করে। অতঃপর অস্থিধাতুস্থ অগ্নিদ্বারা পুনরায় পরিপাক
হইতে থাকিয়া পাঁচদিন ও পাঁচরাত্রি, বেড়নওকাল পরে অস্থি-
ধাতুতে পরিণত হয়। এই পচ্যমান অস্থিরও মল নির্গত হয়,
এই মল ব্যানবায়ুকর্তৃক চালিত হইয়া শিরাপথ দ্বারা যথাস্থানে
আগমনপূর্বক অস্থিলিতে নথ এবং দেহের লোম হইয়া থাকে।

ঐ অস্থিও শরীর অগ্নিদ্বারা পরিপাক হইয়া হুল ও হস্ত এই
ভাগে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে হুল অংশ শরীররক্তক অস্থির পোষণ
করে, হস্ত অংশ ব্যানবায়ুকর্তৃক চালিত হইয়া স্রোতোপথদ্বারা

মজ্জার স্থান হুল অস্থির মধ্যে গমন করে। তৎপরে মজ্জাভূত অস্থিধারা পুনরায় পরিপাক হইয়া পাঁচদিন, পাঁচরাত্রি ও বেড়নও কাল পরে মজ্জাভূতে পরিণত হয়। এই মজ্জা হইতেও মল নির্গত হয়। সেই মল ব্যানবায়ুকর্ষক চালিত হইয়া শিরামার্গ-দ্বারা চক্ষুদ্বারে নীত হইলে দূষিকা এবং চক্ষুঃস্রব হইয়া থাকে।

পরিপাক মজ্জার সারাংশ হুল ও হুলভেদে দুইভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে হুলভাগ শরীরারম্ভক মজ্জাকে পোষণ করে, হুল-ভাগ ব্যানবায়ুকর্ষক চালিত হইয়া শুক্রের স্থান সমস্ত শরীরে গমন-পূর্বক শরীরারম্ভক শুক্রের সহিত মিলিত হয়, তৎপরে শুক্রাভূত অস্থিধারা পুনরায় পরিপাক হয়। কিন্তু পচ্যমান এই শুক্রের কোন মল নাই। যেমন সূর্য সহস্র সহস্রবার দগ্ধ করিলেও তাহাতে মল থাকে না, তদ্রূপ শুক্রাভূত পুনঃ পুনঃ পাক হইলেও তাহাতে কোন মল থাকে না। এই পরিপাক শুক্রও হুল এবং হুল ভেদে দুইভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে হুল অংশ শুক্র-ভূত এবং হুল অংশ ওলোকরূপে পরিণত হয়।

শুক্রাভূত যে পরমভোজ্যভাগ তাহাই ওজঃ। ইহা সর্ব-শরীরব্যাপী। মধ্যমারিবিষিষ্ট ব্যক্তির রস হইতে সমস্ত খাতু পরিপাক হইয়া শুক্র জন্মাইতে একমাস সময় লাগিয়া থাকে। তীক্ষ্ণারিবিষিষ্ট ব্যক্তির একমাসের কিছু কম সময়ে এবং মন্দারি-বিষিষ্ট ব্যক্তির একমাসের কিছুদধিক সময়ে আহারজাত রস পরিপাক হইয়া শুক্রাভূতে পরিণত হয়। শুক্ররূপ শুক্রাভূত সোমাস্বক, খেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, বলকারক, পুষ্টিকর, গর্ভের বীজ এবং শরীরের সার ও জীবের উত্তম আশ্রয় স্থান। জীব সমস্ত শরী-রেই অবস্থিত করে, কিন্তু তন্মধ্যে শুক্রে, রক্তে ও মলে বিশেষ-রূপে অধিষ্ঠিত। কারণ ইহারা কীণ হইলে অল্পকাল মধ্যেই জীবের ক্ষয় হইয়া থাকে।

শুক্রের অবস্থিতিস্থান—যেমন হৃৎকের সর্বাঙ্গব্যব ব্যাপিয়া ঘৃত, অথবা ইক্ষুরসে শুভ থাকে, শুক্রও সেইরূপ দেহাদিগের সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করে। ঘৃত ও ইক্ষুরসের দৃষ্টান্ত যথাক্রমে বহুশুক্র ও অল্পশুক্রবিষিষ্ট ব্যক্তির সঙ্ক্ষে জানিতে হইবে। অর্থাৎ যেমন হৃৎ অল্প মন্বন করিলেই ঘৃত আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ বহুশুক্রবিষিষ্ট ব্যক্তির কিঞ্চিৎ মন্বন করিলেই শুক্র নির্গত হয়। আর যেক্ষণ অভ্যন্ত নিপীড়নদ্বারা ইক্ষুর রস নির্গত হয়, সেই-প্রকার অল্পশুক্রবিষিষ্ট ব্যক্তির শুক্র অতিশয় মন্বনদ্বারা নির্গত হইয়া থাকে।

শুক্রের করণমার্গ—যন্তিহারের অধোদেশে দক্ষিণপার্শ্বে দুই অঙ্গুলি অন্তরে যে সূত্রনালী আছে, তদ্বারা পুরুষের শুক্র নির্গত হয়।

শুক্রকরণের কারণ—শুক্র সমস্ত শরীর আশ্রয় করিয়া থাকে, মন প্রসন্ন থাকিলে ত্রীলোকের সহিত রত্নিক্রিয়া দ্বারা শরীর দৃষ্ট হইয়া শুক্রনিঃসরণ হয়। কামভাবাপন্ন হইয়া ত্রীগণকে দর্শন, স্পর্শন অথবা তাহারের শব্দ শ্রবণ বা চিন্তা করিলেও শুক্রকরণ হয়।

শুক্র হইতে গর্ভ হইয়া থাকে। কিন্তু শুক্র বিত্ত্ব হওয়া আবশ্যক। যে শুক্রের বর্ণ ক্ষটিকের জায় এবং তরল, স্নিগ্ধ, মধুররস, ও মধুগন্ধবিশিষ্ট তাদৃশ শুক্রই নির্দোষ। কেহ কেহ বলেন যে, তৈল অথবা মধুর জায় আত্মায়ুক্ত শুক্র বিত্ত্ব এবং উহাই গর্ভজনক।

যৌবনকাল হইতেই শুক্রকরণ হইয়া থাকে। বালকদিগের শুক্রকরণ হয় না, তাহার কারণ এই যে, যেমন পুষ্পের মুকুল অবস্থার গন্ধ থাকা সত্ত্বেও যেমন হুলতা হেতু উপলব্ধি হয় না, তদ্রূপ বালকগণের শুক্র থাকিলেও হুলতা হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না। যেমন কালাস্তরে পুষ্পের কেশরাদি প্রকাশ হইলে গন্ধ আবির্ভূত হয়, সেইপ্রকার যৌবন প্রাপ্ত হইলে বালকগণের সেই শুক্র বর্জিত হইয়া প্রকাশিত হয়। পুরুষদিগের জায় ত্রীদিগেরও শুক্রাভূত আছে।

“ততঃ হুলভাগো রসো মাসেন পুংসাং শুক্রং ত্রীণাং ভর্তব্যং শুক্রঞ্চ ভবতি। উক্তঞ্চ সূত্রতে—

‘এবং মাসেন রসঃ শুক্রীভবতি ত্রীগণার্ভবমিতি।’

ত্রীগণকে চকারাং ত্রীগণমপি শুক্রং ভবতি।” (ভাবপ্র’)

পুরুষের যেক্ষণ একমাসে আহারজাতরস শুক্রাভূতে পরি-ণত হয়, তদ্রূপ ত্রীদিগেরও একমাসে আহারজাতরস পরিপাক হইয়া আর্ন্তব ও শুক্র রূপে পরিণত হয়। পুরুষদিগের যেমন ত্রীসংসর্গে শুক্র করিত হয়, তদ্রূপ ত্রীদিগেরও পুরুষসংসর্গে শুক্র প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই শুক্র গর্ভোৎপত্তির কোন সহায়তা করে না এবং বিত্ত্ব গর্ভেরও কোন কারণ হয় না; বরং বিত্ত্বগর্ভের কারণ হইয়া থাকে।

ইহার প্রমাণস্বরূপ সূত্রতে লিখিত হইয়াছে যে, অতিশয় কামভাবাপন্ন দুইটা ত্রী পরস্পর উপগত হইয়া কোন গকরে পরস্পর শুক্রভ্যাগ করিলে অস্থিরহিত সন্তান হয়। ত্রীদিগের শুক্রাভূত গর্ভোৎপত্তির উপযোগী নহে, আর্ন্তবভাতুই গর্ভোপ-যোগী। কিন্তু এই শুক্রাভূত ত্রীদিগের বল, বর্ণের প্রসন্নতা এবং শরীরের পুষ্টি সম্পাদন করে।

আহারজাত রস পরিপাক হইয়াই যদি শুক্রের উৎপত্তি হয় তবে বাজীকরণ ঔষধের প্রয়োজন কি? উত্তরে বলা যায় যে বাজীকরণ ঔষধসকল বীরপ্রভাব এবং শুক্রের উৎকর্ষতা হেতু বিরুদ্ধক্রমের দ্বারা সত্ত্ব সত্ত্ব কার্যকারী। (ভাবপ্রকাশ)

শুক্রই একপ্রকার জীবন। বাহ্যতে শুক্রধাতু অধিক পরিমাণে ক্ষয় না হয়, তাহা করা অবশ্য কর্তব্য। শুক্রধাতু ক্ষয় হইলে রতিশক্তি অধিক, মেঘ ও মুকুদেপে বেদনা এবং অতি বিলম্বে রক্তের সহিত অন্নশুক্র মিশ্রিত হইয়া থাকে। বলহীন, শরীর নিস্তেজ এবং মেধাশক্তি বিনষ্ট হয়।

শুক্রক্ষয়কারক দ্রব্য—সার্ষপটেল, রাজমাস, তিল, পটোল, বাতু কশাক, কাকমাচী, পুনর্বা শাক ভিন্ন সকলপ্রকার শাক, সকলপ্রকার অন্নদ্রব্য, কারবেলকল, কর্কটিককল, বাদাম, লিকুচ, শুকুমরিচ, শুভ্রক, পিপুল ও শুভ্রী ভিন্ন কটুরস, এইসকল দ্রব্য শুক্র ক্ষয়কারক।

শুক্রবর্দ্ধক দ্রব্য—পানীয়, বিশেষতঃ হৈমন্তিক জল, তালান্দ্র, চন্দনাদি দ্রব্যামূল্যপন, রক্তশালিধাতু, হৈমন্তিক বটিক ধাতু, গোধূম, মাষ, সামান্ত নারীচপত্রশাক, সামান্ত শুকনানারীচপত্র-শাকজল, কলমীশাক, কাকমাচীশাক, গোক্ষুরশাক, মূত্রাতক, বার্তাকু, বিদারী, হস্তালুকা, মধুলুক, পকাত্র, দুগ্ধাত্র, নাগরজ, বহুবাকল, পককটাকল, কটাকলাত্রি, পকতাল, পককদলী, চম্পকদল, ত্রাক্ষা, ধর্ম্মর, ধাত্রী, কুয়াণ্ডমজ্জা, সকলপ্রকার মৎস্ত বিশেষতঃ বৃহৎমৎস্ত, সমুদ্রমৎস্ত, রোহিতমৎস্ত, ভাকুটমৎস্ত, পাঠীনমৎস্য, ভেকটিমৎস্ত, চিত্রকলমৎস্ত, বাউশমৎস্ত, মধুগুর-মৎস্ত, বর্ষমৎস্ত, ফলীমৎস্ত, চিত্রকলমৎস্ত, পর্কতমৎস্ত, এলদমৎস্ত, শকলীমৎস্ত, চম্পকুলমৎস্য, প্রোজীমৎস্য, দধ্মমৎস্য, মাংসমাত্র বিশেষতঃ প্রসহ্যমাংস, ভূষ্যমাংস, অনুপমাংস, জলজমাংস, জলচরমাংস, ছাগমাংস, বারাহমাংস, কুর্ম্মমাংস, তিভির, কুলিঙ্গ, চটকমাংস, হংসমাংস, হংসবীজ, শুকপক্ষিমাংস, ময়ূর, শরীর, মধুগু, কাদম্ব, বলাকা ও বকমাংস, জীর্ণমজ্জ, সমস্তক্ষীর, বিশেষতঃ গোদুগ্ধ, হস্তিনীদুগ্ধ, দুগ্ধসন্তানিকা, মহিষদধি, দধিসর, দধিমজ্জ, নবনীত, স্নতমাত্র, সকলপ্রকার ইক্ষু, বিশেষতঃ পৌণ্ড্র-কেজু, দস্তনিশীড়িত ইক্ষুরস, ইক্ষুকানিত, ইক্ষুগুড়, ইক্ষুখণ্ড, মধুরী, শুকপিপলি, শুভ্রী, আত্রক, লণ্ডন, পলাণ্ডু, সৈন্ধব, অন্ন, সটেল লবণাঘ্রিত দধ্ম মৎস্য, মাংসরস, পরিগুণ্যমাংস, ঘৃতপূর, মধুমন্তক, দুগ্ধফেনক, ভূষ্যা, এরণ্ডমূল, গোক্ষুর, সামান্তবলা, বিশেষতঃ পীতবলা, অম্বগজা, প্রসারণী, মাষপণী, রুদন্তীবৃক্ষ, রাজবৃক্ষকল ও শিলাজতু। (রাজবর্ষভ)

বায়ুদোষ—শুক্র বায়ুকর্ষক দূষিত হইলে তাহা অরুণ কৃষ্ণাদি বর্ণবিশিষ্ট হয় এবং তাহা সূচীবেদনং বেদনায় নিপীড়িত হইয়া থাকে। পিত্তদোষ—পিত্তকর্ষক শুক্র দূষিত হইলে তাহার পিত্তজ বর্ণ ও বেদনা হইয়া থাকে। স্নেহদোষ—কফদ্বারা শুক্র দূষিত হইলে তাহার স্নেহজ বর্ণ অর্থাৎ শুক্রবর্ণ এবং বেদনা ও কণ্ডু প্রভৃতি হইয়া থাকে। রক্তদোষ—রক্তদ্বারা শুক্র দূষিত হইলে

তাহা শোণিতজ বর্ণ ও বেদনাবিশিষ্ট এবং উহা শবের জ্ঞায় পুষ্টি-গন্ধযুক্ত ও অধিক পরিমাণে নির্গত হয়। বাতস্নেহদোষ—বাতস্নেহ দ্বারা শুক্র দূষিত হইলে তাহা গ্রন্থির জ্ঞায় অর্থাৎ গাঁইটের মত শক্ত হইয়া থাকে। পিত্তস্নেহদোষ—পিত্তস্নেহ দ্বারা শুক্র দূষিত হইলে তাহা পুতিগন্ধময় পুয়ের জ্ঞায় হইয়া থাকে। বাতপিত্ত-দোষ—বাতপিত্তকর্ষক শুক্র দূষিত হইলে অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সন্নিপাতদোষ—বাতাদি ত্রিদোষকর্ষক শুক্র দূষিত হইলে মূত্র ও পুরীষের জ্ঞায় দুর্গন্ধ হয়।

পূর্বোক্ত সকলপ্রকার দুষ্টশুক্রের মধ্যে কুণপ গন্ধ, গ্রন্থীভূত, পূতপুয়সদৃশ ও ক্ষীণশুক্র কৃষ্ণসাধ্য এবং যে শুক্র মূত্র ও পুরীষের জ্ঞায় দুর্গন্ধযুক্ত, তাহা অসাধ্য। ইহা ভিন্ন অল্প সকলপ্রকার শুক্রদোষ সাধ্য।

শুক্রদোষের চিকিৎসা—শুক্র প্রথমোক্ত তিনটি দোষে অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও কফদ্বারা দূষিত হইলে বিচক্ষণ চিকিৎসক স্নেহস্নেহাদি প্রয়োগ বা উত্তরবাস্ত দ্বারা চিকিৎসা করিবেন। শুক্রে কুণপ গন্ধ থাকিলে ধাইকুল, খদিরকাঠ, দাড়িম ফলের ছাল ও অর্জুন বৃক্ষের ছাল এই সকল দ্রব্যের কক ও কবায়-সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত বা শালসারাদিগণীয় দ্রব্য-সমূহের কক ও কাথ সহ গব্য ঘৃত পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে ঐ দোষ নিরাকৃত হয়।

শুক্র গ্রন্থীভূত হইলে রোগীকে শরীর কক ও কবায় সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া পান করাইলে প্রশমিত হয়, অথবা গব্য ঘৃত ৮ সের, পলাশতন্ম ৮ সের, জল ১২৮ সের, পাকশেষ ৬৪ সের। ৭ বার পরিষ্কৃত করিয়া একত্র পাক করিতে হয়। এই ঘৃত উপযুক্ত পরিমাণে ভোজন করিলে উহা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়।

শুক্র পুয় সদৃশ দুর্গন্ধবিশিষ্ট হইলে পক্ষ্মকাদি ও ত্র্যগ্রোধাদি-গণের কক কাথসহ ঘৃত পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। শুক্র ক্ষীণ হইলে শুক্রবর্দ্ধক দ্রব্য সকল ও শুক্রবর্দ্ধক ঔষধাদি সেবন করিতে হয়। শুক্র বিষ্ঠা ও মূত্রের জ্ঞায় দুর্গন্ধযুক্ত হইলে চিতার মূল, বেণার মূল ও হিন্দু এই সকল দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে উহা ক্ষান্ত প্রশমিত হয়। (সুশ্রুত)

(পুং) ২ গ্রন্থবিশেষ, শুক্র গ্রন্থ। নবগ্রন্থের মধ্যে শুক্র পঞ্চম গ্রন্থ। পর্য্যায়—দৈত্যশুক, কাব্য উশনাঃ, ভার্গব, কবি, আক্ষুজৎ, শতপর্কেশ, ভৃগুহৃত, ভৃগু, যোড়শাঙ্কিঃ, মধ্যাকু, বেত, বেতরথ, যোড়শাঙ্ক। (ভট্টাচার্য)

গ্রন্থদিগের মধ্যে শুক্র শুভগ্রন্থ। এই গ্রন্থ যদি হুঃস্থ না হয়, তাহা হইলে মানবের এই গ্রন্থের দশায় শুভ হইয়া থাকে।

শুক্রের কার্যকরতা প্রভৃতির বিচার রোজিঃশাস্ত্রে এইরূপ অভিহিত হইয়াছে—

শুক্রের কার্যকরতা—শুক্র সুখ, শ্রী, বিলাস, ভূষণ, বিজ্ঞান-শাস্ত্র, ভগিনী, স্ত্রী, সঙ্গীত ও কবিতা-শক্তিকারক। এই গ্রহের আয়ুর্কুলো মানবগণ ভূত্ব ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে ব্যাপ্তি লাভ করে। টেহা দ্বারা সুন্দরী স্ত্রী, নট, নটী, গায়ক, চিত্রকর, বস্ত্রাদিরঞ্জনকারী, শৌণ্ডিক ও বিজ্ঞানশাস্ত্রবেত্তা প্রভৃতির বিবরণ অবগত হওয়া যায়। শুক্র গ্রহ ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী ভোজদেশের অধিপতি। এই গ্রহ অরিকোণে বলবান্।

অবরব—মানব দেহে শুক্রের ভাগ অধিক হইলে সৌম্যমতি, মধ্যাকার, উজ্জল নয়ন, উন্নত নাসিকা, গণ্ড ও চিবুক মধ্যস্থিত কুণ প্রচুর ও চিকণ কেশযুক্ত হয়।

স্বভাব—জন্মকালে শুক্র অমুকুল থাকিলে জাতক আমোদ, সুগন্ধি ও সঙ্গীতপ্রিয়, ধীর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সামাজিকতাসম্পন্ন, প্রফুল্লচিত্ত, কলহবেধী, লোকরঞ্জনকারী, রমণীবল্লভ, এবং যাত্রা মনোহরসেবে উৎসাহী হয়। শুক্র বিগুণ হইলে মানব বিভ্রাটীন, লম্পট, কাপুরুষ, রমণদূত, নীচ সঙ্গরত, মানকপ্রিয় ও সম্মান-বোধশূন্য।

ব্যাধি—শুক্র গ্রহের বৈগুণ্য বশতঃ শুক্র বিগুণ হইলে ধাতুর পীড়া, উপদংশ, বীর্ঘ্যহীনতা, বহুমূত্র, মুত্রক্লেদ, গর্ভাশয়ের রোগ ও সমস্ত নিস্কর্মীয় পীড়া হইয়া থাকে।

কার্য—শুক্র অমুকুল হইলে মানবশাস্ত্র, সঙ্গীত, পটবস্ত্র বা রত্নব্যবসায়ী, সুকাব, চিত্রকর, কিংবা রত্নভূমির অধ্যক্ষ হইয়া থাকে। শুক্র প্রতিকূল হইলে মালাকার, গন্ধবণিক, স্ত্রীলোকের বসন, ভূষণ কিংবা চিত্রবিক্রেতা, নট, শৌণ্ডিক, ঘটক বা রমণদূত হয়।

খেত অথ, মেঘ, বৃষ, ছাগ, চটক, পাণাবত, ঘুঘু, এবং মনোহর স্বরবিশিষ্ট পক্ষিগণ শুক্রের প্রিয়। রামবাসক, তমাল, আমলকী, চম্পক, শুবাক, মোদি, উদ্ভব, কাবাবাচনি, পাণ, এলাচি, দারুচিনি, গন্ধপুষ্প ও লতা প্রভৃতিও শুক্রের প্রিয়। শুক্রের শ্রীতি ও শাস্তির নিমিত্ত হীরক প্রশস্ত, ধাতুর মধ্যে রৌপ্য ও বজ্র ইহার প্রিয়। ইহার বর্ণ শুক্র। মীন রাশি শুক্রের উচ্চ স্থান। মীনের ২৭ অংশে শুক্র অবস্থান করিলে সূচ বল্য যায়। এইরূপ কছা রাশি শুক্রের নীচ স্থান, এবং ২৭ অংশ ইহার সূনীচ। বুধ ও তুলা রাশি শুক্রের বর্গহ।

শুক্র সূচ্যংশে অবস্থিত হইলে বিশেষ বলবান্ এবং তখন বিশেষ শুভ ফলপ্রদ হয়। নীচ কিংবা সূনীচাংশে স্থিত হইলে অন্তঃকল প্রদান করে, বিশেষতঃ জাত ব্যক্তির উচ্চস্থান হইতে অধঃপতন প্রায় ঘটয়া থাকে।

শুক্র গ্রহের সরল, শীঘ্র, মন্দ, বক্র, অতিবক্র, অতিচার ও

মহাতিচার এই ৭ প্রকার গতি আছে। এই গ্রহ ২২৪ দিন, ৪২ দণ্ড ও ৩৭লে রাশিচক্র একবার ভ্রমণ করে। কিন্তু পৃথিবী সম্বন্ধে সূর্য্যের ৪৭ অংশ, ৪৮ কলার মধ্যে স্বকীয় কক্ষার উহাকে পরিভ্রমণ করিতে দেখা যায়। প্রায় ২২০ দিবস সূর্য্যোদয়ের পূর্বে পূর্বদিকে এবং উক্ত পরিমিত দিন সূর্য্যোদয়ের পরে পশ্চিম দিকে দৃষ্টিগোচর হয়। এ নিমিত্ত প্রাতঃকালে উদিত হইলে ইহাকে শুকতারার এবং সায়াংকালে উদিত হইলে সন্ধ্যাতারা কহে। টেহার দৈনিক শীঘ্র গতি ১ অংশ, ১৬ কলা, ৭ বিকলা, ৪৪ অমুকলা। ৪২ দিন বক্রগতি এবং ৩৪ দিন স্থিরস্থিতি।

শুক্র জন্মরাশি প্রভৃতিতে অবস্থান করিলে বিভিন্ন প্রকার ফল হইয়া থাকে। শুক্র জন্মরাশিতে উপস্থিত হইলে সুখবৃদ্ধি, আমোদ প্রমোদে কালযাপন, সাংসারিক কুশল ও আত্মীয়গণের সহিত সৌহার্দ্য বৃদ্ধি হয়। দ্বিতীয় স্থানে আসিলে অর্থ ও বসন ভূষণাদি লাভ হয়, তৃতীয়ে আত্মীয় স্বজনদের সহিত স্নেহে কাল যাপন ও ভ্রমণজনিত আনন্দ লাভ করে। চতুর্থে স্বচ্ছন্দতা ও অর্থলাভ, পঞ্চমে বিলাস, প্রণয় বৃদ্ধি, সাংসারিক কুশল, ও সম্মানাদি লাভ, ষষ্ঠে রোগ ও শত্রুবৃদ্ধি, সপ্তমে স্ত্রীলোকদিগের সহিত কলহ, প্রণয়ভঙ্গ, মনের চাকল্য, কলঙ্ক, ধনক্ষয়, শারীরিক অত্যচার ও শুক্রদোষজনিত পীড়া হয়। অষ্টমে অর্থ লাভ, বিশেষতঃ স্ত্রীধনপ্রাপ্তি, নবমে সুখবৃদ্ধি ও নানা প্রকার লাভ, দশমে স্ত্রীদিগের সাহিত বিচ্ছেদ, কলঙ্ক ও অব্যবস্থিতিচিহ্ন, একাদশে স্ত্রীলোকের সাহায্যে অর্থলাভ, আত্মীয়গণের সাহিত সৌহার্দ্যবৃদ্ধি ও স্বচ্ছন্দতা লাভ এবং দ্বাদশে অর্থাগম ও সুখলাভ হইয়া থাকে।

শুক্রের শুভাশুভ ফল স্থির করিতে হইলে প্রথমে শুক্র দক্ষিণ বেধে শুদ্ধি আছে কি না তাহা দেখিতে হয়, শুক্র দক্ষিণ বেধে শুদ্ধ হইলে শুভ ফল হইয়া থাকে।

এই গ্রহের স্বরূপ—শুক্রগ্রহ জলদ সদৃশ নীলবর্ণ, প্রেক্ষাতিগর যুক্ত, বায়ুপ্রধান, পদ্মপলাশলোচন, অলস বাহনালী, রক্তোত্তমা-বলদ্বী, আতকামী, গর্ভিত, গজকামী ও আধক শুক্রাবিশিষ্ট হয়।

গম্যাদ দ্বাদশস্থানে শুক্র অবস্থান করিলে নিম্নোক্ত ফল হইয়া থাকে। যথা—লগ্নে শুক্র থাকিলে জাতক বিলাসী, গুণবান্, সুন্দরী স্ত্রী অথবা বহু ললনায়ুক্ত, শিল্পশাস্ত্র-বিদ্যার, সঙ্গীত ও কাব্যশাস্ত্রপ্রিয়, সদাশালী ও প্রফুল্লচিত্ত হয়। যদি তুলা লগ্নে শুক্র অবস্থিত হয় ও কুস্তরশাস্ত্রে বৃহস্পতি থাকে, তাহা হইলে জাতক সাতিশর সুরঙ্গ সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু লগ্নগত শুক্র পাপযুক্ত বা পাপদূট হইলে মানব নীচ সঙ্গপ্রিয়, নীচামোদরত, অপব্যয়ী, জীড়াসক্ত ও পরজীৱত হয়।

দ্বিতীয় অর্থাৎ ধন স্থানে শুক্র থাকিলে জাতক বীর বিভা

বা জীলোকের সাহায্যে কিংবা মত্ত বা গচ্ছবা, ও পট্টবস্ত্র প্রভৃতি ব্যবসা দ্বারা প্রচুর অর্থ লাভ করে।

তৃতীয় স্থানে শুক্র থাকিলে জাতক স্তম্ভরী ভগিনীযুক্ত, বিভাঙ্গশীলনে বিরত, ললনাসক্ত, ভীক ও অসহিষ্ণু হয়।

চতুর্থ স্থানে শুক্র থাকিলে জাতক বহুমিত্রযুক্ত, স্তম্ভরী, বিনীত, নির্বিরোধ ও প্রেমচর্চিত হয়। সে ব্যক্তি অপূর্ণ আশ্রয়, উত্তম বাহন, ও নানা সুখ ভোগ করে।

পঞ্চম স্থানে শুক্র অবস্থিতি করিলে জাতক কণ্ঠাসক্ত-বিশিষ্ট, ললনাসক্ত, বিলাসী, রহস্যকারক, বিদ্বান্, কাব্যপ্রিয়, শাস্ত্রবেত্তা, গুণবান্, ধনবান্ ও সুবিখ্যাত হয়। এই শুক্র পাণ দৃষ্ট না হইলে লোকে উত্তম জীলাভ করিয়া থাকে। শুক্র অষ্টম-গত বা নীচস্থ হইয়া বর্ষস্থানে অবস্থিতি করিলে জাতক বিভাহীন, ভীক, জী শত্রুযুক্ত, ও নিন্দনীয় পীড়াক্রান্ত হয়। এই শুক্র তুঙ্গী বা স্বক্কেদগত হইলে জাত ব্যক্তি বহুভৃত্য, ভগিনী ও কণ্ঠা-সম্ভতি যুক্ত, নির্বিরোধ ও জীবনভাগ্য হয়।

সপ্তম স্থানে শুক্র থাকিলে জাতকের মনোরমা পত্নী লাভ হয় এবং এই জাতক গুণবান্, বিলাসী, আমোদপ্রিয় ও রহস্যকারী, হইয়া থাকে। কিন্তু এই শুক্র শনি ও মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে এই ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াসক্ত, পরজীরিত ও হুঃশীলা রমণীর পতি হয়।

অষ্টম স্থানে শুক্র থাকিলে জাতকের জীলোক হইতে ধনলাভ, কিন্তু কলত্র, ভগিনী বা কণ্ঠা নাশ হয় এবং তাহার বিভাঙ্গ-শীলনে ব্যাঘাত ও বহুমুত্র কিংবা শুক্রজনিত পীড়া অথবা কোন নিন্দনীয় রোগ হইতে মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা থাকে।

নবম স্থানে শুক্র থাকিলে মনুষ্য বিদ্বান্, শিল্পবিভাঙ্গুরাগী, বাণিজ্যকুশল, বিনীত, ভাগ্যবান্ এবং ধর্ম্মরত হয়। কিন্তু এই শুক্র পাণযুক্ত বা পাণদৃষ্ট হইলে ইহার বিপরীত ফল হয়।

দশম স্থানে শুক্র থাকিলে জাতক জীবনসম্পন্ন, জ্যোতিষ কিংবা বিজ্ঞানশাস্ত্রাহুরাগী, সদালাপী, লোকরঞ্জন ও সঙ্গীত-প্রিয় হয়। কিন্তু এই শুক্র পাণদৃষ্ট হইলে শৌণ্ডিক বা জীভূষ-গাদি বিক্রেতা হয়।

একাদশ স্থানে শুক্র থাকিলে জাতক সঙ্গীতপ্রিয়, উপার্জন-কর্ম্ম, গুণসম্পন্ন, স্বজনবঞ্জন, জীমিত্রযুক্ত, স্তম্ভরী, বিলাসী ও ভোগী হয়।

দ্বাদশ স্থানে শুক্র থাকিলে মনুষ্য ললনায়ুক্ত, প্রেমোদী ও বিলাসী হয়।

এই গ্রহ যদি জন্মকালে বক্রী থাকে, তাহা হইলে শুভ ফলের স্থায়িত্ব হয় এবং যদি অন্তত গৃহাধিপতি হইয়া শুক্র-কর্তৃক থাকে, তাহা হইলে শুভাত্তম উত্তম গৃহেরই ফলোৎপাদন করে।

বুধ ও শনিগ্রহ শুক্রগ্রহের মিত্র, রবি ও চন্দ্র শত্রু এবং মঙ্গল ও বৃহস্পতি সমণ। সুতরাং শুক্র গ্রহ মিত্র কেহে অবস্থান, কিংবা মিত্রের সহিত একত্র স্থিত হইলে শুভ ফলদাতা হয়, ঐরূপ শত্রুগৃহে অবস্থান বা শত্রুর সহিত একত্র অবস্থিতি করিলে অন্তত হইয়া থাকে। সমগ্রগ্রহ গৃহে অবস্থান ও তাহার সহিত অবস্থিতি করিলে সমরূপ ফল লাভ হয়।

মেঘাদ দ্বাদশ রাশিতে শুক্র অবস্থান করিলে যে ফল হয় তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

মেঘরাশিতে শুক্র থাকিলে রোগান্ত, বহুদোষযুক্ত, বিরোধশীল, পরান্ধনাচোর, ঈর্ষাযুক্ত, বন ও পর্ব্বতে বিচরণকারী, জীর জন্ত বন্ধনগ্রস্ত, নৌচ, কঠোর, সেনানায়ক, বিলাসী ও দান্তিক হয়।

বৃষরাশিতে শুক্র থাকিলে অনেক যুবতীসেবিত, ধনী, ক্রীড়ামল, গচ্ছবস্ত্রদাতা, বহুপোষক, স্তম্ভর আকৃতি, বিদ্বান্; বহুসম্ভতিবিশিষ্ট, সর্ব্বপ্রাণীর হিতকারী ও গুণদ্বারা সকলের প্রধান এবং পরোপকারী।

মিথুন রাশিতে শুক্র থাকিলে বিজ্ঞান ও কলাশাস্ত্রে জ্ঞান-সম্পন্ন, বিখ্যাত, বাগ্মী, আলেখ্য ও লেখনিরত, কাষাপটু, বহু-বান্ধবাদিগের প্রতি সাধু ব্যবহারকারী, গীতশাস্ত্রে নিপুণ, সুহৃৎজন-যুক্ত, দেবদ্বিজামুরত ও দয়ালু হয়।

কর্কট রাশিতে শুক্র থাকিলে রতিধর্ম্মরত, পণ্ডিত, মুহু-স্বভাব, গুণীদিগের অগ্রণী, সুখী, প্রিয়বর্শন, স্থনীতিপরায়ণ, জী বা পানদোষ প্রভাবে ব্যাধিপীড়িত ও নিজ কুলোৎপন্ন ব্যক্তি দ্বারা সম্ভূত হইয়া থাকে।

সিংহ রাশিতে শুক্র থাকিলে যুবতীদিগের উপাসনা দ্বারা ধন-সুখ ও আমোদলাভকারী, লঘুস্ব, বহুপ্রিয়, বিচিত্র সুখ বিশিষ্ট, পরোপকারী, শুক, মিল ও আচার্য্য পোষণে রত, এবং স্বীয় কার্য্যে অমনোযোগী হয়।

কন্যা রাশিতে শুক্র থাকিলে ক্ষুদ্রভোতা, মুহু, নিপুণ, পরোপসেবী, কলাবিজ্ঞাতা, জীভূষগাদি কাতর, প্রণয়যুক্ত, বিফল-চেষ্টে, জীদোষদূষিত, প্রণয়ী, দীন, সুখভোগবিহীন, তীর্থ ও সভা প্রভৃতির হিতকারী হয়।

তুলা রাশিতে শুক্র থাকিলে শ্রমলব্ধ বিভবধারী ধনী, শূর, বিচিত্র মালাব্রধারী, বিদেশরত, সুহৃৎকর কর্ম্মনিপুণ, রক্ষণশীল, মনোহর, সংকল্পকারী, স্বল্প ও দেবার্চনা দ্বারা লক্ষ্যকীর্তি, পণ্ডিত ও সৌভাগ্যযুক্ত হয়।

বৃশ্চিক রাশিতে শুক্র থাকিলে বিবেচক, নিষ্ঠুর, গর্ব্বিত, অজিষ্ঠ, শত্রুদমনকারী, প্রেত, কুলটাবেবী, বন্ধনগ্রস্ত, দরিদ্র, গর্হিতকার্য্যকারী ও সমস্ত গুণ রোগগ্রস্ত হয়।

ধনুরাশিতে শুক্র থাকিলে উত্তম কর্ম্ম দ্বারা ধনী ও খ্যাত,

সকলের প্রিয়, সুন্দর আকৃতি, বিদ্যান, সজ্জিত, জীলোভা-
যুক্ত, রাজকীয়, সকলের প্রধান, সাধুগণের পূজ্য ও সুকবি হইয়া।

সকল রাশিতে শুক্র থাকিলে ব্যারামকাতর, চর্মরোগ, বৈজ্ঞানিক, কাসরোগাক্রান্ত, ধনশূন্য, মিথ্যাবাদী, বকক, স্ত্রী-
ভাবাপন্ন, হুংসী, মুখ ও কেশসহিকু হয়।

কুন্ত রাশিতে শুক্র থাকিলে সর্বদা বিকল জীবনো নিযুক্ত,
বৈজ্ঞানিক, স্বপ্নপ্রিয়, শুক্র ও পুরের সহিত সঙ্গী কলহকারী,
হীন, ভূষণ ও ভোগরহিত এবং বলবান হয়।

মীনরাশিতে শুক্র থাকিলে দাক্ষিণ্যযুক্ত, দানশীল, গুণবান,
ধনী, শত্রুবিরোদ্ধা, লোকবিখ্যাত, শ্রেষ্ঠ, রাজপ্রিয়, স্বজন-
প্রতিপালক, পণ্ডিত, কুলশ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানবান হয়। মীনরাশি
শুক্রের ভূষণ হইয়া, সুতরাং এই রাশিতে শুক্র থাকিলে সকল
প্রকার শুভ ফল হয়। শুক্র বাতাবিক যে সকল ভাবকারক,
সেই সকল ভাবের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

শুক্র দ্বাদশ রাশিতে অবস্থিত হইয়া উত্তরপ ফল প্রদান
করে বটে, কিন্তু এই সকল রাশিতে অবস্থিত কালে রবাবি গ্রহ
কর্তৃক দৃষ্ট হইলে ফলের ভিন্নতা হয়। যথা—

শুক্র মঙ্গলের গৃহে অবস্থিত হইয়া যদি রবি কর্তৃক দৃষ্ট হয়,
তাহা হইলে জীলোক হইতে হুংসী, এবং জীলোক দ্বারা সুখ নষ্ট
ও ধনী হয়। এই শুক্র যদি চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে
উচ্চত, চপল, কামাতুর ও অশ্রম যুগলীর ভক্ত হয়। এই শুক্র
মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে ধন, সুখ ও মানহীন, দীন, পরাক্রান্ত ও
মলিনবেশধারী, বৃদ্ধ দেখিলে মুখ, প্রগণ্ড, অনাধ্যাত্মবসম্পন্ন,
বহুদিগের অনিষ্টকারী, বিনয়হীন, চোর, ক্ষুদ্র প্রকৃতি ও ক্রুর,
বৃহস্পতি দেখিলে বিনয়ী, উত্তম পত্নীযুক্ত, সুন্দর ও আয়তনহ
এবং বহু পুত্রযুক্ত; শনি দেখিলে অতিশয় মলিন মেহ, নির্ধন,
লোকসেবক ও চোর হয়।

অগ্নি হিত শুক্র রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে উত্তমপুত্রসম্পন্ন এবং
জীলোক নিজে হয়। এই শুক্র চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে সুখী, ধনী
ও উত্তম পত্নীযুক্ত, গুণবান পুত্রবিধি, ধার্মিক ও সুন্দরকান্তি,
মঙ্গল দেখিলে হুংসী জ্ঞানভক্তি, জীলোকের লজ্জা সম্পত্তিবিহীন
ও অতিশয় কামুক, বৃদ্ধ দেখিলে সুন্দর আকৃতি, মধুরভাবী,
ভাগ্যবান, ধৈর্যশীল, সুখী, বলবান, সর্বভোগবিহিত ও বিখ্যাত।
বৃহস্পতি দেখিলে জী. পুত্র, গৃহ, ধন ও বাচুনবিধি এবং অতিশয়
চেষ্টাযুক্ত, শনি দেখিলে অল্প সুখ ও অল্প ধনসম্পন্ন, হুংসী,
অসন্তী জ্ঞান পতি ও সর্বদা পীড়িত হয়।

বৃহস্পতি গৃহে শুক্র অবস্থিত হইয়া যদি রবি কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা
হইলে মৃগতি, জননী ও জ্ঞানগণের প্রিয় এবং ধনী ও সুখী হয়।
এই শুক্র চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে কৃষ্ণচক্ষু, ব্রুকেশযুক্ত, কমনীয় বৃত্তি,

বুদ্ধভাব, সুন্দরভাগ্যযুক্ত, উহাকে মঙ্গল দেখিলে অতি কামুক
এবং যুবতী জ্ঞান লজ্জা সর্বদা হয়। বৃদ্ধ দেখিলে পণ্ডিত, মধুর-
ভাবী, ধনবান, উত্তম ভাগ্যযুক্ত, গণ্যাক্ষ ও প্রভু; বৃহস্পতি
দেখিলে অতি হুংসী, প্রাজ্ঞ, আচার্য এবং শনি দেখিলে অতি
হুংসী, খলদ্বারা পরাক্রান্ত, চপল, বেদা ও মুখ হয়।

চন্দ্রের গৃহে শুক্র অবস্থিত হইয়া যদি রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে কন্দ-
কুশলা, কোপনবভাবা ও ধনযুক্ত এবং পত্নী তাহার ধনে ধনী
হইয়া থাকে। এই শুক্র চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে অগ্রে কণ্ঠা
জন্মে, এবং জাতক অধিক সত্যবিশিষ্ট, উত্তম ভাগ্যবান ও
মল্লিনমেহ হয়; মঙ্গল দেখিলে সুন্দর কলাবেত্তা, অতি ধনী,
জীলোক হুংসী, সুখী ও বহুগণের বুদ্ধিকর; বৃদ্ধ দেখিলে বিদ্বান
ভাগ্যযুক্ত, বহুদিগে দৃষ্ট হুংসী, অসুখী, ধনহীন ও প্রাজ্ঞ,
বৃহস্পতি দেখিলে সর্বদা ধন, পুত্র, ভৃত্য, বাহন, বহুবিধি ও
রাজপ্রিয়; শনি দেখিলে জীলোকিত, দরিদ্র, পণ্ডিত, রূপহীন,
চপলভাব ও সুখবিহীন হইয়া থাকে।

রবির গৃহে শুক্র অবস্থিত হইয়া যদি শুক্র রবি কর্তৃক দৃষ্ট হয়,
তাহা হইলে জীলোক, কণ্ঠাশ্রয়, কামাতুর, যুবতী নিজে ধনী
হয়। এই শুক্র যদি চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে মাতা
সপত্নীর এবং জনক যুবতীজ্ঞান লজ্জা সর্বদা হুংসী হন, নিজে
ধনী এবং বুদ্ধিমান হয়। এই শুক্রকে মঙ্গল দেখিলে রাজ-
পুরুষ, বিখ্যাত, যুবতী জ্ঞান কাণ্ডাশ্রয়, ধনী, ভাগ্যবান এবং
পরদারত; বৃদ্ধ দেখিলে লোভী, পরদারপরাশয়, পুত্র, শত্রু,
মিথ্যাবাদী ও ধনী; বৃহস্পতি দেখিলে বাহন, ধন, ও ভৃত্যযুক্ত
এবং বহুদারপরিগ্রহশীল; শনি দেখিলে মৃগতি বা রাজতুল্য,
বিখ্যাত, কোষবাহন, সমৃদ্ধিসম্পন্ন, রঙাপতি, সুন্দরপরিধিষ্ট ও
দৃষ্টপুত্রবিধি হয়।

বৃহস্পতির গৃহে শুক্র অবস্থিত হইয়া যদি রবি কর্তৃক দৃষ্ট হয়,
তাহা হইলে অতিশয় ক্রুর, অত্যন্ত পুত্র, পণ্ডিত, ধনী ও বিদেহ
গামী হয়। যদি এই শুক্র চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বিখ্যাত
রাজপুরুষ, ভোগী, লজ্জা ও বলহীন হয়। এই শুক্রকে মঙ্গল
দেখিলে জীলোক ও সুখী; বৃদ্ধ দেখিলে আভরণ, ভূষণ, অন্ন, পান,
বস্ত্র বাহনযুক্ত এবং ধনী; বৃহস্পতি দেখিলে হস্তী, ও গোধন-
যুক্ত, অনেক পুত্রকলত্রবিধি, সুখী ও ধনশালী; শনি দেখিলে
সুখী, সর্বদা রোগী এবং ধনবান ও পুত্র হইয়া থাকে।

শনির গৃহে শুক্র অবস্থিত হইয়া যদি রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে মহা-
বীৰ্যবান ও সুখী হইয়া থাকে। এই শুক্র চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে
ভেলবী, রূপবান, উত্তমভাগ্যবিধিষ্ট ও কমনীয়বৃত্তি হয়। এই
শুক্রকে মঙ্গল দেখিলে সম্পত্তিবিহীনকারী, বহুল অনর্থযুক্ত,
যোগী, প্রবতন্ত ও বৃদ্ধবয়সে সুখী, বৃদ্ধ দেখিলে বহু, মঙ্গল ও

গন্ধশ্রী, স্নানর আকৃতি, সীতবাতকুল, ও স্নানরী পত্নীবিধি, বৃহস্পতি দেখিলে বুদ্ধিমান, রত্নপ্রসন্ন, ও সুখী ; শনি দেখিলে শ্রেষ্ঠ বাহন, অর্থ ও ভোগবিধি এবং শোভাহীন হয়।

উপরে যে দৃষ্টির বিষয় লিখিত হইল, ইহা পূর্ণ দৃষ্টি বলিয়া বুঝিতে হইবে। অর্দ্ধদৃষ্টি বা ত্রিপাদ দৃষ্টিবিষয়ে উক্তরূপ সম্পূর্ণ ফল হইবে না।

শুক্রশিষ্ট—কর্কট ও সিংহরাশি যদি জাতবালকের জন্মসময়ের দ্বাদশ, বর্ষ, কিংবা অষ্টমরাশির কোন এক রাশি হয়, এবং উহাতে শুক্রগ্রহ থাকে, পাপগ্রন্থসকল এই শুক্রকে দৃষ্টি করে, তাহা হইলে জাতবালকের ৬ বৎসর মধ্যে মৃত্যু হয়।

ইহা ভিন্ন শুক্রের শরনাদি দ্বাদশভাবও বিচার করিয়া কল নিরূপণ করিতে হয়। কারণ ভাবকলও বিশেষরূপে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। এই কলের বিষয় ফলত জ্যোতিষে এইরূপ লিখিত আছে—

লগ্ন হইতে সপ্তম কিংবা একাদশস্থানে শুক্র শয়নভাবে থাকিলে বাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি নানাবিধ সুখভোগ করে, জীবন মধ্যে কখন দরিদ্র হয় না। তাহার অধিক সন্তান হয়। শুক্র যদি দুর্জল হয়, তাহা হইলে অল্পসংস্রব পুত্র জন্মে। আর যদি সপ্তম বা একাদশ স্থানে না থাকিয়া অন্তস্থানে নিজাভাবে থাকে, তাহা হইলে সেই জাতক বিদ্বান্, ধনী, ধার্মিক ও নানাবিধ সুখসম্পন্ন হয়, কিন্তু তাহার পুত্র নাশ হইয়া থাকে।

শুক্রের উপবেশনভাব সময়ে জন্ম হইলে জাতক ধনী ও ধার্মিক হয় এবং তাহার দক্ষিণাঙ্গে ক্ষত চিহ্ন ও সন্ধিহানে বেধনা থাকে। এই শুক্র যদি তুলগত বা স্বকেন্দ্রগত হয়, তাহা হইলে জাতক অতি দাতা ও সুখী হয়।

জন্মকালে শুক্র নেত্রপাণিভাবে অবস্থিত থাকিলে, জাতকের চক্ষু বিনষ্ট হয় এবং যদি সপ্তমস্থানে এই ভাবে থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই চক্ষুনাশ ঘটে। এই ভাবে কর্ণস্থানে থাকিলে এতদূর দরিদ্র হয় যে তাহাতে সমুদ্রও শোধন করে। এই সকল স্থান ভিন্ন অন্তস্থানে উক্ত ভাবে থাকিলে জাতকের দুইটা পত্নী ও নানাবিধ সুখৈর্ঘ্য হয়।

শুক্র লগ্নস্থানে, বিতীয়ে, সপ্তমে কিংবা নবমগৃহে প্রকাশভাবে থাকিলে জাতক ধার্মিক ও বিদ্বান্ হয়। এই শুক্র তুলগত বা মিত্র কেন্দ্রগত হয়, তাহাহইলে গ্রন্থতালক রাজ্যপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সকল স্থান ভিন্ন অন্তস্থানে থাকিলে জাতক সর্বদা রোগগ্রস্ত, নিরত বিদেশবাসী, হুংখোগী ও নৃত্যকর্মে রত হয়।

জন্মকালে শুক্র গমনোচ্ছাদভাবে থাকিলে জাতকের প্রাতুনাশ ও মাতৃবিরোগ হয়, এবং বাল্যকাল হইতেই রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে।

জন্মকালে শুক্র গমনভাবে থাকিলে সকল কার্যে উৎসাহী, শিরকর্মে নিপুণ, ভীর্ণগমনে রত এবং তাহার শুল্কবশেষে ক্ষত-চিহ্ন থাকে।

জন্মকালে শুক্র স্বভাবভিত্তিভাবে থাকিলে মানব রাজমন্ত্রী, ধনী ও সকল কার্যে দক্ষ হয়, কিন্তু তাহার শূলরোগ হয়। এই শুক্র যদি-অরিগৃহবাসী বা অগ্নির সহিত একত্রাবস্থিত থাকে, অথবা শত্রুকর্তৃক পূর্ণোক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহার সর্বদা নাশ ও নানাপ্রকার ব্যাধি হয়।

শুক্র জন্ম সময়ে আগমনভাবে থাকিলে মানব হুংখী, বহুভাবী, দক্ষগৌরী, পুত্রশোকাভূত ও নরাধম হয়। এই শুক্র রিপুগৃহগত বা রিপুর সহিত একত্রাবস্থিত বা রিপুকর্তৃক বীক্ষিত হইলে তাহার সর্বসম্পত্তি নাশ, বিশেষতঃ স্ত্রী ও পুত্র নাশ হয়। আগমনভাবে শুক্র লগ্ন হইতে দ্বিতীয়, দশম, চতুর্থ অথবা অষ্টমগৃহে থাকিলে মানব সকলপ্রকার হুংখের ভাজন হয়, ইহাতে আর কোনরূপ বিচার করিবার আবশ্যক নাই।

জন্মকালে শুক্র ভোজনভাবে থাকিলে জাতক বলবান্, ধার্মিক, বাণিজ্য বা চাকরীলব্ধ ধনে অতিশয় ধনবান্, মন্দারি-যুক্ত, পিতৃশূলরোগী, শিরোরোগী, সর্বদা পীড়িত ও বিদেশবাসী হয়।

শুক্র নৃত্যালিপ্সা ভাবে থাকিলে জাতক বাগ্মী হয় এবং দিন দিন তাহার কবিত্বশক্তি ও পাণ্ডিত্য বৃদ্ধি হয়। কিন্তু এই শুক্র যদি নীচগৃহস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি মূর্থ হয়। যদি উক্ত শুক্র বীর তুলস্থান অথবা স্বকেন্দ্রে থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি রাজমন্ত্রী, মহাবলশালী, কায়ক, অনেক স্ত্রীবিধিষ্ট, সর্বদা পরজীয়ত, শ্রামবর্ণ, মামী ও ধনী হয়।

জন্মকালে শুক্র কোতুকভাবে থাকিলে মানব ধনবান্, সাধিক, অতিশয় আল্লাদযুক্ত, উত্তমবক্তা, সর্বদা কোতুককারী, বহুপুত্র ও বহুকলত্রযুক্ত এবং নানাপ্রকার সুখবিধিষ্ট হয়। কিন্তু যদি এই শুক্র নীচস্থানস্থিত হয়, তাহা হইলে উক্ত ফলসমূহের বিপরীত ফল হইয়া থাকে।

শুক্রের নিজাভাবে জন্ম হইলে মানব নিরত ক্লেমযুক্ত, রোগী, দরিদ্র, বিকলাঙ্গ এবং স্থলদেহযুক্ত হয়, কিন্তু এই শুক্র যদি তাহার মিত্রকেন্দ্রে থাকেন, তাহা হইলে তাহার সর্বসম্পত্তি বিনষ্ট হয়।

এই রূপে শরনাদি দ্বাদশ ভাবের ফল স্থির করিয়া গ্রহের শুভাশুভ নিরূপণ করিতে হয়।

শুক্রের কেন্দ্রকল—শুক্রের কেন্দ্রে জন্ম হইলে জাতক বাণিজ্যকুল, বীর, বিধবী, গিরদর্শন ও নৃত্যগীতাহরত হইয়া থাকে।

শুক্রে জ্যৈষ্ঠাংশ—শুক্রে জ্যৈষ্ঠাংশে জন্ম হইলে সুরূপ রাজমন্ত্রী, স্বজনস্বামী, কৰ্ম্মকুশল, দাতা ও সাধুগণের প্রতিপালক, উত্তমা পত্নী ও গুণবান্ পুত্রপুত্র, দয়ালু, শুচি ও শান্ত প্রকৃতি এবং ধর্ম্মাহুসাগী হয়।

শুক্রে নবাংশ কল—শুক্রে নবাংশে জন্ম হইলে মনোহর চন্দ্র, সুরূপকেশ, শোভনমুষ্টি, পুং, বিদ্বান্ ও কবিত্বশক্তিসম্পন্ন, ধনী, দাতা ও গুণগ্রাহী হয়।

শুক্রে দ্বাদশাংশ কল—শুক্রে দ্বাদশাংশে জন্ম হইলে জাতক কীর্তি ও বলশালী, লোকপুঞ্জিত, কবি, বিচক্ষণ ও দাতা হয়।

শুক্রে ত্রিংশাংশ কল—শুক্রে ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে সুরূপ, দাতা, ধর্ম্মপারায়ণ এবং নৃত্যগীতাভুসাগী হয়।

শুক্রেগণের ভোগ দিন শুক্রবার ও শুভগ্রহ; স্তত্রাং এই গ্রহভোগ্য দিনও শুভদিন। এই দিনে সকল শুভকার্য্য করা যাইতে পারে। এই বারে জন্ম হইলে জাতক কুটিল, দীর্ঘজীবী, নীতিশাস্ত্রবিশারদ, ও নারীগণের চিত্তহারক হয়।

এই সকল কল খ্রীষ দশাকালে বিশেষরূপে ভোগ হয়। অষ্টোত্তরী মতে শুক্রের দশাভোগকাল ২১ বৎসর। সকল গ্রহ হইতে এই গ্রহের দশাভোগ কাল অতি দীর্ঘ।

উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী, অশ্বিনী ও তরুণী নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে শুক্রের দশা হয়। এই দশা ২১ বৎসর। ইহার প্রতি নক্ষত্রে ৫ বৎসর, ৩ মাস, ২২ দিন, ৩০ দণ্ড ভোগ, প্রতিদণ্ডে ১ মাস, ১ দিন ৩০ দণ্ড এবং প্রতি পলে ৩১ দণ্ড ৩০ পল ভোগ হয়। এই দশাকল—

“মন্ত্রপ্রভৃৎপ্রমদাবিলাসং

যেতাতপত্রূপপূজিতকোব্যবুজিং।

হস্তাশ্বান-পরিপূর্ণ-মনোরথক

শৌকী দশা সৃজতি নিশ্চলরাজলক্ষ্মীম্ ॥” (জ্যোতিঃসারস)

শুক্রে দশাভোগকালে মানবের মনসিদ্ধি, প্রমদাসঙ্গাভ, সম্মান, বদান্ততা, রাজপূজা, হস্তী অথ প্রভৃতি বানারোহণে গমন, মনোরথসিদ্ধি, অর্থসঞ্চয় ও রাজলক্ষ্মী লাভ হইয়া থাকে। ইহা শুক্রের স্থল কল। শুক্র শুভগ্রহ বলিয়া তাহার দশার উত্তরূপ শুভকল ঘটে ঘটে; কিন্তু কলবিচারকালে শুক্র বিরূপ ভাবে আছে, তাহা লক্ষ্য করা কর্তব্য। যদি ঐ গ্রহ শুভভাবে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে শুভকল, নচেৎ অন্তকল হয়।

শুক্রে স্থলদশা ২১ বৎসর, এই ২১ বৎসরের মধ্যে আবার অর্ধদশা প্রভৃতি আছে, তাহাবের ভোগকাল এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে।

শুক্রে দশার প্রথম ৪ বৎসর ১ মাস শুক্রেরই অর্ধদশা;

পরে শু, র, ১ বৎসর, ২ মাস। শু, চ, ২ বৎসর ১১ মাস। শু, ম, ১ বৎসর, ৬ মাস ২০ দিন। শু, বু, ৩ বৎসর, ৩ মাস, ২০ দিন। শু, ল, ১ বৎসর, ১১ মাস, ১০ দিন। শু, বৃ, ৩ বৎসর, ৮ মাস, ১০ দিন। শু, র, ২ বৎসর, ৪ মাস।

এই অন্তর্দশার মধ্যে আবার প্রত্যন্তবিভাগ আছে, বাহ্য্যভারে তাহা লিখিত হইল না।

বিংশোত্তরীমতে এই দশা-ভোগকাল ১০ বৎসর। পূর্বকল্পনী, পূর্বাভা বা তরুণীনক্ষত্রে জন্ম হইলে শুক্রের দশা হয়।

এই দশার অন্তর্দশা—

শুক্রে, শুক্র, ৩ বৎসর, ৪ মাস। শু, র, ১ বৎসর। শু, চ, ১ বৎসর ৮ মাস। শু, ম, ১ বৎসর ২ মাস। শু, র, ৩ বৎসর শু, বৃ, ২ বৎসর ৮ মাস। শু, ল, ৩ বৎসর ১ মাস। শু, বৃ, ১ বৎসর, ১০ মাস। শু, কে, ১ বৎসর ১ মাস।

বিংশোত্তরী মতে যেরূপে দশান্তর্দশাদি হির ও তাহার বিচার করিতে হয়। পরাশর অতি সুলভভাবে তাহা নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। বাহ্য্যভারে তাহা বিবৃত হইল না।

শুক্রেকর (পুং) করোতীতি ক পচাঙচ, শুক্রস্য করঃ। ১ মজ্জা। (হেম) (ত্রি) ২ বীর্ঘ্যকারক। শুক্রবর্জক।

শুক্রেকৃচ্ছ (ক্লী) শুক্রস্য কৃচ্ছং। মূত্রকৃচ্ছরোগ। (নিদান)

শুক্রেগতজ্বর (পুং) শুক্রাশ্রিত জ্বর, শুক্র ধাতুকে আশ্রয় করিয়া যে জ্বর হয়। লক্ষণ—

“শেফ লঃ শুক্রতা মোক্ষঃ শুক্রস্য তু বিশেষতঃ।

মরণং প্রাপ্নুয়াত্ত্ব শুক্রহানগতে জরে ॥”

(মাধবনি° জ্বররোগ)

যে জরে লিঙ্গের শুক্রতা এবং বিশেষরূপে শুক্রক্ষরণ হয়, তাহাকে শুক্রগতজ্বর কহে।

শুক্রেজ (ত্রি) শুক্রাচ্ছায়তে জন-ড। শুক্রজাত মাত্ৰ, যাহা শুক্র হইতে জন্মে, গর্ভ, সন্তান।

(পুং) ২ মেহরোগবিশেষ।

শুক্রেজ্যোতিস্ (ক্লী) অতুচ্ছল। (শুক্রেজ° ১২১৫)

শুক্রেতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ, তরুতীর্থ।

শুক্রেদ (ত্রি) শুক্রং দদাতিতি দা-ক। শুক্রদায়ক, শুক্রকারক।

(পুং) ২ গোধূম। (বৈভকনি°)

শুক্রেদন্ত (পুং) কান্দীরের এক জন মন্ত্রী। (রাজতরঙ্গিনী ৪৪৩)

শুক্রেদুঘ (ত্রি) হৃদযোদুধী ধেম। “মা নিরয় শুক্রদুঘত”

(কঙ্ ৩৩৫৫)

‘শুক্রেদ্য পরসো যোদুধ্য ধেনোঃ’ (সারণ)

শুক্রেপ (ত্রি) নির্গল দোমপারী। (শুক্রেজ° ১৩২৭)

শুক্রেপিণ্ (ত্রি) শোচমানরূপা ক্রী।

“অধিশিবাং শুক্রশিবাং দধানে” (ঋক্ ১০।১১০।৩)

‘শুক্রশিবাং শোচমানরূপাং শিবাং’ (সারণ)

শুক্রধরা (জী) সপ্তমী কলা । ইহা প্রাণাদিগের সর্বশরীর-
ব্যাপিনী । (হৃৎকৃত শারীরস্থানঃ ৩ অং)

* [বিস্তৃত বিবরণ শরীর শব্দে দ্রষ্টব্য]

শুক্রপুষ্প (পুং) ১ কৃষ্ণক শাক, চলিত বাটা । (পর্যায়-
মুক্তাং) ত্রিয়ার টাপ্ । শুক্রপুষ্পা, যেতাপরাজিতা । (বৈভকনিং)

শুক্রপূতপ (ত্রি) নির্মল সোমপারী । (ঋক্ ৮।৪৩।২৬)

শুক্রভূজ্ (পুং) শুক্রং ভূজ্ভে ইতি ভূজ-কিপ্ । ১ ময়ূর ।
(ত্রি) ২ রেতোভোজক ।

শুক্রভূ (পুং) শুক্রাৎ ভূজং প্রতিব্ধস্য । ১ মজ্জা । (শকচং)

শুক্রমাতৃ (জী) ভাপী, চলিত বামনহাটা । (বৈভকনিং)

শুক্রমাতৃকাবটিকা (জী) অমেহরোগাধিকারের ঔষধ বিশেষ ।
প্রস্তুত প্রণালী—গোকুর বীজ, ত্রিফলা, তেজপত্র, এলাইচ,
রসায়ন, ধনে, চই, জীরা, ভাগীশপত্র, সোহাগা, দাড়িম বীজ,
প্রত্যেক ৪ তোলা, পারদ, অত্র, গন্ধক ও লৌহ প্রত্যেক
৮ তোলা, এই সকল দ্রব্য দাড়িমের রসে মর্দন করিয়া ৫ রতি
প্রমাণ বটিকা করিবে । অল্পপান দাড়িমের রস ছাগীশপত্র বা
জল । এই ঔষধ সেবন করিলে প্রমেহ, মূত্ররুদ্ধ ও অশ্বরী
রোগ বিনষ্ট হয় । (ভৈবজ্যরত্নাং প্রমেহরোগাধিং)

শুক্রমূত্রল (ত্রি) শুক্র ও মূত্রযুক্ত ।

শুক্রমেহ (পুং) মেহরোগভেদ, প্রমেহরোগবিশেষ ।

লক্ষণ—

“শুক্রাভং শুক্রমিশ্রং বা শুক্রমেহী প্রমেহতি ।”

(ভাবপ্রং প্রমেহরোগাং)

যে প্রমেহ রোগে শুক্রের জ্বর বর্ণবিশিষ্ট বা শুক্র মিশ্রিত
মূত্র নির্গত হয়, তাহাকে শুক্রমেহ কহে । এই মেহ কক্ষক ।

[বিশেষ বিবরণ প্রমেহ শব্দে দেখ ।]

শুক্রমেহিন্ (ত্রি) শুক্রং মেহতি মিহ-গিনি । শুক্রমেহরোগী,
বাহার শুক্রমেহ রোগ হইরাছে ।

“শুক্রাভং শুক্রমিশ্রং বা মূহমেহতি যো নরঃ ।

শুক্রমেহিনমাহুতং” (চরক)

শুক্ররূপ (ত্রি) শুক্রং রূপং যত । অগ্নি ।

“নমঃ সত্যদেবান্যং বৃত্তিদায়ং স্বর্কসে ।

শুক্ররূপায় জগতামশেষাণ্যং স্থিতিপ্রদঃ” (মার্কণ্ডেয়পুং ৯২।২৮)

শুক্রল (ত্রি) ১ বীৰ্য্যভাজা, বীৰ্য্যবর্জক । ২ অধিক শুক্রবিশিষ্ট ।

শুক্রলা (জী) শুক্রং লাতি বদতি লা-ক-টাপ্ । ১ উচ্চটা,
চলিত ওকড়াগাছ । (ভরত) ২ আমলকবৃক্ষ, আমলাগাছ ।
(বৈভকনিং)

শুক্রবৎ (ত্রি) শুক্র অত্যর্থ মৃদুপ্, মত্ত ব । শুক্রবিশিষ্ট, প্রশস্ত
শুক্রযুক্ত ।

শুক্রবর্চস্ (ত্রি) নির্মলতেজস্ক ।

“পাবকবর্চাঃ শুক্রবর্চাঃ অনুনবর্চাঃ” (ঋক্ ১০।১৪০।২)

‘শুক্রবর্চাঃ নির্মলতেজস্কঃ’ (সারণ)

শুক্রবর্ণ (ত্রি) দীপ্তবর্ণ, উজ্জলবর্ণ ।

“ওচিং জ্যোতীরথং শুক্রবর্ণং তমোহনং” (ঋক্ ১।১৪০।১২)

‘শুক্রবর্ণং অল্পপেতত্বাৎ দীপ্তবর্ণং অতএব তমোহনং’ (সারণ)

শুক্রবহ (ত্রি) শুক্রবহনকারী স্রোতঃ ।

শুক্রবহস্রোতস্ (স্ত্রী) শুক্রবহনাড়ী, যে নাড়ীপথে শুক্র
প্রচলিত হয় । ইহার মূল লিঙ্গ ও বৃষণধর । (চরক)

শুক্রবার (পুং) শুক্রত বারঃ । শুক্রগ্রহভোগ্যদিন । শুক্র-
গ্রহ শুভগ্রহ, সুতরাং এই গ্রহ ভোগ্য দিনও সকলকার্যে
শুভ । জ্যোতিঃশাস্ত্র মতে পশ্চিমদিকে এই দিনে বাজা
করিতে নাই । বিস্তারিতে এই দিন মধ্যম । শুক্রবারে তিল-
তর্পণ করিতে নাই, কিন্তু যদি অন্ন, বিস্বসংক্রান্তি, গ্রহণ,
উপাকর্ষ, উৎসর্গ, যুগাদি ও মৃত্যুদিনে শুক্রবার হয়, তাহা হইলে
তিলতর্পণে দোষ হইবে না ।

“অন্ননে বিষুব চৈব সংক্রান্ত্যাং গ্রহণেশু চ ।

উপাকর্ষণি চোৎসর্গে যুগাদৌ মৃত্যুবাশে ।

মৃত্যুশুক্রাদিব্যয়েহপি ন দোষস্তিলতর্পণে ॥”

(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব) [শুক্রশব্দ দেখ]

শুক্রবাসস্ (ত্রি) শুক্রং বাসো যত । ১ যেতবসন ।

২ নির্মলদীপ্তি । “সুবতি শুক্রবাসাং” (ঋক্ ১।১১০।৭)

‘শুক্রবাসাঃ যেতবসনা নির্মলদীপ্তিবর্বা’ (সারণ)

শুক্রশিষ্য (পুং) শুক্রত শিষ্যঃ । শুক্রাচার্যের শিষ্য, অম্বুর,
অম্বুরমাত্রেরই শুক্রাচার্যের শিষ্য এবং দেবগণ বৃহস্পতির শিষ্য ।

শুক্রশোচিস্ (ত্রি) দীপ্তবর্ণ অগ্নি ।

“রথমিব বেন্যং শুক্রশোচিময়িং” (ঋক্ ২।২।৩)

শুক্রশোচিষং দীপ্তবর্ণং’ (সারণ)

শুক্রসদ্বন্ (ত্রি) নির্মল অন্তরীকবাসী ।

“শুক্রসদ্বন্যামুবাসামনীকে” (ঋক্ ৩।৪৭।৪)

‘শুক্রসদ্বনাং শুক্রং নির্মলমন্তরীকং সন্ন সদনং বাসামুবাসাম-
নীকে প্রমুখে উবাকালে’ (সারণ)

শুক্রহৃত (পুং) শুক্রত হৃতঃ । ১ শুক্রপুত্র । ২ কেতুভেদ,
চতুরস্রীতি সাধ্যক কেতুর নাম শুক্রহৃত, এই কেতু উত্তরদিক বা
ঈশান কোণে দৃষ্ট হয় ।

“দৌশ্যোপাত্তোরদয়ং শুক্রহৃত্য বাক্তি চতুরস্রীত্যাখ্যাঃ ।”

(বৃহৎসংহিতা ১১।১৭)

শুক্রস্তোম (পুং) সাধ্যযজ্ঞভেদ। (সাংখ্যো'শ্রী' ১৪।২০।১)

শুক্রহরণ (ত্রি) শুক্রনাশ, শুক্রক্ষয়। (সুশ্রুত)

শুক্রা (স্ত্রী) বংশলোচনা। (রাজনি')

শুক্রান্ন (পুং) ময়ূর। (জটাম্বর)

শুক্রাচার্গ্য (পুং) তৃণের পত্র পৌরাণিক ঋষি। ইনি অনুর-
মিণের কুলগুরু বলিয়া প্রখ্যাত এবং গ্রন্থরূপে পুজিত।
পৌরাণিক উপাখ্যানে শর্ষিষ্ঠা-দেববানীসংবাদে এবং বলিরাজের
যজ্ঞে ইহার ক্রুরতা ও চক্ষুহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

[যথাতি ও বলি দেখ।]

শুক্রাধিক্য (স্ত্রী) শুক্রত আধিক্য। শ্লেষজন্ত রোগবিশেষ।

শুক্রান্নতা (স্ত্রী) পিত্তজন্ত রোগবিশেষ। (মাধবনি')

শুক্রাশ্মরী (স্ত্রী) শুক্রজন্ত অশ্মরীরোগ। লক্ষণ—

"স্থানাৎ চ্যুতমমুৎসংগি মুক্ষরোরন্তরেহনিল।

শোষয়িষ্যোপসংহত্য শুক্রং তচ্ছুক্রমশ্মরী।

শুক্রাশ্মরী তু মহতঃ জায়তে শুক্রধারণাৎ ॥" (ভাবপ্র')

শুক্রবেগধারণ হেতু মহৎ অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের
এই রোগ হয়, শালকদিগের এই রোগ হয় না, কারণ উহার বেগ
ধারণরূপ অহিত হেতুর কোন সম্ভাবনা নাই। যখন কামবেগ
বশতঃ স্বহানচ্যুত, শুক্র স্থলিত না হইয়া উহা বায়ুকর্জক শিল্প ও
মুষ্ণের মধ্যগত বস্তুমুখে ধৃত ও শোষিত হয়, তখন শুক্রাশ্মরী
রোগ জন্মে। এই রোগে গোণীর মূত্রাশয়ের বেদনা ও কষ্টের সহিত
মূত্র নির্গম হয় এবং মুষ্ণয়ে শোথ জন্মে, এই রোগ উৎপন্ন
হইবারাত্রি শুক্রাশ্মন হইতে থাকে এবং শিল্প ও মুষ্ণের মধ্যদেশ
পীড়ন করিলে অশ্মরী অভ্যন্তরে লীন হয়। এই রোগ হইলে
হর্ষলতা, শরীরের অবসন্নতা, ক্লান্ততা, কৃকশূল, অরুচি, পাতু,
মূত্রাঘাত, পিপাসা, ক্ষুদ্রাণ ও বমি এই সকল উপদ্রব হয়।

(ভাবপ্রকাশ)

শুক্রিম্ন (পুং) শুক্রত ভাবঃ শুক্র (বর্ণদ্ব্যাদিত্যঃ স্বাক্ষ. চ।

পা ৪।১।১০) ইতি ইমনিট্। শুক্রের ভাব।

শুক্রিয় (ত্রি) ১ শুক্রসম্বন্ধী। শুক্রো দেবতাহত্বেন শুক্র
(শুক্রাদধনু। পা ৪।২।২৬) ইতি ঘনু। ২ শুক্রদেবতাক
হাবঃ প্রভৃতি।

"শুক্রিয়ারশ্যকজপো গারগ্রাশ্চ বিশেষতঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্য ৩০০৮)

৩ শুক্রবৎ, শুক্রাবশ্চ।

শুক্রেশ্বর (স্ত্রী) শিবলিঙ্গভেদ। (কালীখণ্ড ১৬।১০১)

শুক্র (পুং) শুক্র-ম্ন, রজ ল। ১ বর্ণবিশেষ। চলিত সাদা।
পর্ধ্যায়—শুভ্র, শুচি, শ্বেত, বিশদ, ত্রুত, পাণ্ডুর, অবলাত, সিত,
গোর, বলক, ধবল, অর্জুন, শ্বেতা, শ্বেতা ত্রেনী, বিবধ, সিতা,
অবলক, সিতা, পাণ্ডু, রাম, ধক। (জটাম্বর)

২ শুক্রলক্ষণ। মাসে শুক্র ও কৃষ্ণ দুইটি পক্ষ যে সময়ে চন্দ্রবৃদ্ধি
হয়, তখন শুক্রপক্ষ এবং যে সময়ে চন্দ্রের ক্ষয় হয়, তখন কৃষ্ণপক্ষ।

"তত্র পক্ষাবৃত্তৌ মাসে শুক্রকৃষ্ণৌ ক্রমেণ হি।

চন্দ্রবৃদ্ধিকরঃ শুক্রঃ কৃষ্ণশ্চন্দ্রক্ষয়কঃ ॥" (তিথিতত্ত্ব)

(বি) ৩ শুক্রগুণযুক্ত বস্ত্র।

শুক্রবস্ত্র যথা—সুধাংশু, উচ্চৈশ্রব্যঃ, শব্দ, কীর্তি, জ্যোৎস্না,
শরদ্বন, প্রাসাদ, সৌধ, তগর, মন্দির, হিমাদ্রি, সূর্যোদ্যাক্ত,
কর্পূর, করন্ত, রজত, হলী (বলবান), নিম্বোদক, ভয়, হিঙীর,
চন্দন, করকা, চিহ্ন, হার, উর্ণনাভ, তন্তু, অহি, স্বর্ণলী, হস্তিনন্ত,
অভ্রক, শেবাহি, শর্করা, দ্রুত, দধি, গজা, সুধা, জল, মৃণাল,
সিকতা, বক, কৈরব, চামর, রজাগর্ভ, পুণ্ডরীক, কেতকী, শব্দ,
নির্ঝর, লোহ, সিংহধ্বজ, ছত্র, চূর্ণ, শুক্রি, কপর্দক, মৃক্তা, কুহুম,
নক্ষত্র, নন্ত, পুণ্য, গুণ, কৈলাস, কাশ, কাপাস, হাস, বাসব-
কুঞ্জর (ঐরাবত), নারদ, পারদ, কন্দ, খটিক ও ক্ষটিক প্রভৃতি
দ্রব্যসমূহ শুক্রবাচক। শুক্রকৃষ্ণবাচক—

"সিতকৃষ্ণৌ বিধুহরী শিত্তিতারাক্তকনাগরাধ্বনসারাঃ।

রামপয়োরাস্তর্জুনসিংহীধানন্তচন্দ্রহাসাদায়াঃ ॥" (কবিকল্পলতা)

বিধু—এই শব্দে চন্দ্র ও বিষ্ণুকে ব্যাখ্যায়, চন্দ্র শুক্র এবং বিষ্ণু
কৃষ্ণ, সুতরাং এই শব্দ শুক্রকৃষ্ণবাচক। এইরূপ হরিব্রজ, সিংহ
শিত্তি—ধবল ও মোচক। তারা—নক্ষত্র ও চন্দ্রের কনীনিকা।
অভ্রক—গিরিজ ও মেঘ। নাগরাজ—শেব ও গজ। ঘনসার—
কর্পূর ও মেঘশ্রেষ্ঠ। রাম—বলরাম ও দাশরথি। পয়োরাসি—
দ্রুতসমূহ ও সমুদ্র। অর্জুন—শুভ্র ও পার্থ। সিংহীজ—সিংহ
ও রাহ। অনন্ত—বলভদ্র ও কৃষ্ণ। চন্দ্রহাস—চন্দ্রহাস্ত ও
খড়্গ। শব্দকর—কঙ্কাকৃষ্ণি ও কৃষ্ণ। তারকেশ—চন্দ্র ও
উজ্জলকেশ। সাদাকাল—সর্বদা কাশ ও সঙ্গগন। ব্যোমকেশ—
শিব ও নভোবাল। তালক—বলভদ্র ও তালকলক। নীলাং-
শুক—বলভদ্র ও কৃষ্ণাকৃষ্ণি। অধিকেশ—অধিক শিব ও
অধিককেশ। অরিষ্ট—শুভ্র ও কাক। সাদাসিচর—সিচর
শব্দে বস্ত্র ও অসিচর খড়্গসমূহ। কলকর্ক—হংস ও পিক।
ইত্যাদি। (কবিকল্পলতা) (স্ত্রী) ৪ রজত। (মেদিনী)
৫ নবনীত। (শব্দচ') ৬ ধবলুক। (রাজনি') ৭ শবন-
লোধ, শ্বেতলোধ। (পর্ধ্যায়মুক্তা') ৮ শ্বেতৈরগু। (বৈদ্যকান')

৯ নেত্ররোগবিশেষ। এই রোগ চন্দ্রের তরুণমণ্ডলে হয়।

বৈদ্যকে ইহার বিবরণ লিখিত আছে যে নেত্রধরের শুক্র-
ভাগে প্রত্যাহার্য, শুক্রাশ্ব, রক্তাশ্ব, অধিমাংসাশ্ব ও দার্য্যশ্ব,
শুক্টি, অর্জুন, পিষ্টক, শিরাজাল, শিরাপীড়কা ও বলসগ্রহি
এই একাদশপ্রকার রোগ হইয়া থাকে।

[ইহারের লক্ষণ নেত্ররোগ তত্ত্বকে দ্রষ্টব্য]

শুক্রার্শ লক্ষণ—

“সম্বেতং যুঃ শুক্রার্শ শুক্রে ভবতিতে চিরাৎ।” (ভাষ্য)

যে রোগে শুক্রমণ্ডলে কিঞ্চিশুক্রবর্ণ অথচ কোমল মাংসোচ্ছার হইয়া বিলম্বে বর্ধিত হয়, তাহাকে শুক্রার্শ কহে।

১০ যোগবিশেষ, শক্রযোগ। (মেদিনী)

শুক্রক (পুং) শুক্র বার্থে কন্। ১ শুক্রপক্ষ। ২ যেতবর্ণ। ৩ ক্ষীরগীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি)

শুক্রকণ্টক (পুং) শুক্রঃ কণ্টো যন্ত কন্। ১ দাতাহপক্ষী, চলিত ডাকপাখী। (শঙ্কমালা) (ত্রি) ২ যেতবর্ণগলযুক্ত।

শুক্রকন্দ (পুং) শুক্রঃ কন্দো যন্ত। ১ মহিষকন্দ। (রাজনি) ২ যেতমূল। ৩ যেতালুক, চলিত শাঁকআলু। ত্রিয়ার টাপ্। শুক্রকন্দা—৪ অতিবিষা, যেতআতইচ। (রাজনি) ৫ ভূমি-কুয়াণ্ড। (বৈদ্যকনি)

শুক্রককট (পুং) শুক্রবর্ণ ককট, যেতবর্ণ কাকড়া। (স্ত্রুত) শুক্রকন্মান্ (ত্রি) শুক্রং পুতং কৰ্ম যন্ত। ১ অক্লমকর্মা, অক্লমশীল, যাঁহারা শুক্র অর্থাৎ পুণ্যজনক কর্ম আচরণ করেন। (ক্রী) ২ পুণ্যজনক কর্ম, কর্ম তিনপ্রকার, শুক্র, ক্লম ও শুক্রাক্লম। পবিত্র ও নিন্দোষকর্মের নাম শুক্র, পাপকর্মের নাম ক্লম এবং শুভাশুভ মিশ্রকর্মের নাম শুক্রাক্লম কর্ম। ইহার মধ্যে যাঁহারা শুক্রকর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের শুভগতি হয়।

শুক্রকূষ্ঠ (ক্রী) শুক্রং কূষ্ঠং। যেতবর্ণ কূষ্ঠরোগ। শ্বিগ্ররোগ, ধবল, এই রোগে শরীরের স্থানে স্থানে যেতবর্ণ হয়। ইহার ঔষধ—সোমরাজের বীজ নবনীতের সহিত মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত ভোজন করিলে শুক্রকূষ্ঠ আরোগ্য হয়।

(গুরুত্বপুং ১১৫ অ) [ঋদ্র দেখ]

শুক্রক্ষীরা (ক্রী) শুক্রং ক্ষীরং যন্তাঃ। ১ কাকোলা। (রাজনি) (ত্রি) ১ যেতদ্রব্যযুক্ত।

শুক্রক্ষেত্র (ক্রী) পবিত্রক্ষেত্র, পবিত্রস্থান।

শুক্রজনাদিন (পুং) একজন প্রাচীন পণ্ডিত। ৩৫শতকপ্রণেতা নীলকণ্ঠের পিতা।

শুক্রতা (ক্রী) শুক্রতা ভাবঃ তন্-ট-প্। শুক্রের ভাব বা ধর্ম।

শুক্রতীর্থ (ক্রী) তীর্থবিশেষ। শুক্রদেবের অথ বাবু, একজ্ঞ ব্রহ্মতীর্থকেও শুক্রতীর্থ কহে।

“নিমজ্জামিন্ হুধে তাক্র বিমানমিদমারহ।

ইদং শুক্রকৃতং তীর্থমাংশবং যাপকং নৃণাম্ ॥” (ভাগ ৩২ অ২৩)

শুক্রদন্ত (ত্রি) শুক্রাঃ দন্তাঃ যন্ত, দন্তশব্দ দন্ত আদেশঃ। শুক্রদন্ত, বোতদন্তযুক্ত। ত্রিয়ার ডাপ্। শুক্রদন্তা—যেতদন্ত।

শুক্রদ্রব্য (পুং) শুক্রং দ্রব্যং নিয্যাসো যন্ত। শৃঙ্গাটক, চলিত শিলাড়া। (শঙ্কমালা) (ত্রি) ২ যেত দ্রব্যযুক্ত।

শুক্রধাতু (পুং) শুক্রঃ শুক্রবর্ণঃ ধাতুঃ। কঠিনী, চলিত খাড়মাটী। (হেম) ২ যেতবর্ণ ধাতুদ্রব্য।

শুক্রধাত্ত (ক্রী) শুক্রবর্ণ ধাত্ত।

“সজো যীংসং বৃতং বা দধি মধু নজতং কাঞ্চনং শুক্রধাত্তং”

(যাত্রামঙ্গলময়)

শুক্রপক্ষ (পুং) শুক্রঃ পক্ষঃ। সিতপক্ষ, যে পক্ষে চন্দের বৃদ্ধি হয়, তাহাই শুক্রপক্ষ। প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত পঞ্চদশ তিথিতে এক এক কলা করিয়া চন্দের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই পঞ্চদশ তিথি শুক্রপক্ষ নামে অভিহিত হয়।

“তত্র পক্ষাবভৌ মাসে শুক্রকৃকৌ ক্রমেণ হি।

চন্দ্রবৃদ্ধিকরঃ শুক্রঃ কৃষ্ণচন্দ্রকরাস্বকঃ ॥” (তিথিতত্ত্ব)

শুক্র পক্ষের তিথিই সকল কার্যে প্রশস্ত। তিথি যদি উত্তর দিনগামিনী হয়, তাহা হইলে শুক্রপক্ষের যে তিথিতে সূর্য উদিত হন, সেই তিথিই গ্রহণীয়া, অর্থাৎ সেই তিথিতেই কার্যাদি করিতে হইবে এবং ক্লম পক্ষের যে তিথিতে সূর্য অস্তমিত হন, সেই দিনই ক্রিয়াকাণ্ডে সূপ্রশস্ত।

“শুক্রপক্ষে তিথি গ্রীহা যতামভূদিতো রবিঃ।

ক্লমপক্ষে তিথি গ্রাহা যতামভূদিতো রবিঃ ॥” (বিষ্ণুধর্মোত্তর)

সংস্কার কায্যমা এই শুক্রপক্ষে প্রশস্ত। বিষ্ণুরস্ত, দেবপ্রতিষ্ঠা, গৃহারস্ত, গৃহপ্রবেশ প্রভৃতি শুভকর্ম মাত্রই শুক্রপক্ষে করা হয়।

শুক্রপুষ্প (পুং) শুক্রং পুষ্পমত্। ১ ছত্রক বৃক্ষ। ২ কুন্দবৃক্ষ, কুন্দগাছ। ৩ যেত কোকিলাক্ষ, চলিত যেত কুলেখাড়া। ৪ মরুবক বৃক্ষ। (রত্নমালা) (ত্রি) ৫ যেতকুসুমযুক্ত।

শুক্রপুষ্পা (ক্রী) শুক্রপুষ্প-টা প্। ১ নাগদন্তী। ২ শীতকুন্তী। শুক্রপুষ্প-ভীষ্। শুক্রপুষ্পী ৩ নাগদন্তী। (রাজনি) ৪ হস্ত-ভুগ বৃক্ষ, হাতভুড়া। (পধ্যায়মুং)

শুক্রপৃষ্ঠক (পুং) শুক্রং পৃষ্ঠং যন্ত কন্। ১ সিদ্ধক বৃক্ষ, সিদ্ধবার বৃক্ষ। (শঙ্কমালা) (ত্রি) ২ যেতবর্ণ পৃষ্ঠযুক্ত।

শুক্রফলা (ক্রী) শমীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি)

শুক্রফেন (পুং) সমুদ্রফেন।

শুক্রবল (পুং) জিন বিশেষ।

‘বাসুদেবা অমী কৃষা নব শুক্রা বলাস্বমী।

অচলো বিজলো ভদ্রঃ সুপ্রভন্ত সুদর্শনঃ ॥’ (হেম)

শুক্রভণ্ডা (ক্রী) শুক্রা ভিণ্ডা, যেত তেউড়ী। (বৈদ্যকনি)

শুক্রভূদেব (পুং) একজন কবি। [ভূদেব শুক্র দেখ।]

শুক্রমঞ্জরী (ক্রী) যেত নিওতা, যেত নিগন্ডা। (বৈদ্যকনি)

শুক্রমণ্ডল (ক্রী) শুক্রং মণ্ডলং। ১ চন্দ্রদেশের যেতবর্ণ ক্ষেত্র, চন্দ্রর মধ্যে সাদা স্থান। ২ যেতবর্ণ গোলাবস্ত্র।

শুক্রমধুরান্নাথ (পুং) একজন কবি। [মধুরান্নাথ শুক্র দেখ।]

শুক্রমেহ (পুং) প্রমেহরোগবিশেষ। (চরক)
 শুক্রগেহিন্ (পুং) শুক্রঃ শুক্রবর্ণঃ সূত্রং নেহতিতি মিহ-গিনি।
 প্রমেহরোগাক্রান্ত, শুক্রমেহরোগবিশিষ্ট।
 “শুক্রপট্টনিভঃ সূত্রমভীক্ষঃ যঃ প্রমেহতি।”
 পুরুষঃ কক্ষকোপেন তমাহঃ শুক্রমেহিনঃ॥” (চরক)
 এই মেহরোগে শুক্রবর্ণ ও পিষ্ট ততুলের জলের জ্বায় অর্থাৎ
 পিটুলি গোলা জলের মত বারংবার প্রস্রাব হয়। [প্রমেহ দেখ]
 শুক্ররোহিত (পুং) শুক্রঃ শ্বেতবর্ণো রোহিতঃ। শ্বেত রোহিত
 বৃক্ষ, শ্বেতচোড়া, চলিত রয়না। (রাজনি°) ২ শুক্র রোহিত।
 শুক্রল (ত্রি) শুক্রঃ লাতীতি লাক। ১ শ্বেত দাতা। (ত্রি)
 শুক্রল। ২ উচ্চটা, ওকড়া। ৩ আমলক। (বৈজ্ঞকনি°)
 শুক্রবংশ (পুং) শ্বেতবংশ, শ্বেতবংশ। (রাজনি°)
 শুক্রবচা (স্ত্রী) শ্বেত বচ।
 শুক্রবৎ (ত্রি) শুক্র-অন্ত্যর্থো মতুপ্ মস্য ব। শুক্রবর্ণ, শুক্রতা-
 বিশিষ্ট।
 শুক্রবর্ণ (পুং) শুক্রানং বর্ণঃ সমুৎ। শ্বেতবর্ণ সজাতীয় জব্য;
 শম্ব, শুক্রি, কপর্দক প্রভৃতি।
 “খটনী শ্বেতসংযুক্তা শম্বশুক্টিবরাটিকাঃ।
 ভূটান্মধ্বকরার্শেচিৎ শুক্রবর্ণ উলাদ্বতঃ॥” (রাজনি°)
 খটনী (খড়ি), শ্বেতবর্ণ জব্য, শম্ব, শুক্রি, কড়ি, প্রস্তব-
 তম্ব ও শর্করা এই সকল শুক্রবর্ণ।
 শুক্রবায়স (পুং) শুক্রা বায়স ইব। ১ বক। ২ শুক্রবর্ণ কাক।
 শুক্রবিজ্ঞাম (পুং) একজন কবি। [বিজ্ঞাম শুক্র দেখ।]
 শুক্রবৃহতী (স্ত্রী) শ্বেত বৃহতী। (বৈজ্ঞকনি°)
 শুক্রবৃক্ষ (পুং) ধবলুক্ষ, ধাওয়া গাছ। (বৈজ্ঞকনি°)
 শুক্রশাল (পুং) শুক্রঃ শাল ইব। ১ গিরিনিষ। ২ শ্বেতশাল।
 শুক্রসারঙ্গ (পুং) শুক্র চাতক। (চরক হৃৎ ২৭ অ°)
 শুক্রা (স্ত্রী) শুক্রা বর্ণেহিত্যত্য়া ইতি অচ্-টাপ্। ১ সরস্বতী।
 (ত্রিকা°) ২ শর্করা। ৩ কাকোলা। ৪ বিদারী। ৫ মূহী।
 (রাজনি°) ৬ ক্ষীরকাকোলা। (বৈজ্ঞকনি°) ৭ ভূকুম্ভাণ্ড।
 ৮ শেফালিকা। ৯ নিশিনা। ১০ শুক্রবর্ণা, শ্বেতবর্ণা।
 শুক্রাশুর (স্ত্রী) অশুরভেদ, শুক্রবর্ণ অশুর। (কুমার ৭।৫)
 শুক্রাঙ্গ (ত্রি) শুক্রঃ অঙ্গং যন্ত। ১ শ্বেত অবরবযুক্ত। (পুং,
 ২ শুক্রাপাঙ্গ। ৩ দীপান্তরংগা, তোপচিনি। দ্বিযং ভীষ্ম।
 শুক্রালী, ৪ শেফালিকা। ৫ নিশিনা। (রাজনি°)
 শুক্রাদিশ্রাবণকৃষ্ণাদশমী (স্ত্রী) ব্রত বিশেষ, শ্রাবণ মাসের
 প্রথমে শুক্রপক্ষ হইলে পরবর্তী কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীতে এই
 ব্রত করণীয়।
 শুক্রাদিশ্রাবণ কৃষ্ণাদশমী (স্ত্রী) ব্রতবিশেষ; শ্রাবণ মাসের

আদিতে শুক্রপক্ষ হইলে তাহার পঞ্চমী কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীতে
 এই ব্রত করিতে হয়।
 শুক্রাপাঙ্গ (পুং) শুক্রো অপানো যন্ত। ১ ময়ূর। (হেম।
 (ত্রি) ২ শ্বেতবর্ণ নেত্র প্রাপ্ত।
 “শুক্রাপাঙ্গৈঃ সজলনয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ” (মেঘদূত ২-)
 শুক্রায়ন (পুং) সুনভেদ।
 শুক্রায় (স্ত্রী) অন্নশাক।
 শুক্রাক (পুং) শ্বেতাক বৃক্ষ, শ্বেত আকন্দ, শুণ সারাক, বাত,
 কুঠ, কণ্ডু, বিষ, ত্রণ, গ্নীণা, শুণ্ডা, অশ, কক্ষ, উল্লহ ও কুমি-
 নাশক। হহার পুষ্প শুক্রজনক, লঘু, দীপন, পাচক এবং অরোচক,
 অশ, কাস ও শ্বাসনাশক। (ভাবপ্র°) কটু, তিক্তোক্ষ, ও
 মলগোধক। (রাজনি°)
 শুক্রান্ম (পুং) নেত্ররোগভেদ। চক্ষুর শুক্র ভাগে এই রোগ
 হয়। [শুক্র শব্দ দেখ]
 শুক্রাহিফেন (পুং) শুক্রপুষ্পা আহিফেন বৃক্ষ, শ্বেত পোস্তদানার
 গাছ। হিন্দী পোস্ত, ধসুধস্ কা পেড়।
 শুক্রিমন্ (পুং) শুক্রত্ভ ভাবঃ শুক্র (বর্ণদৃঢ়াভিভাঃ) যাক্চ। পা
 ৫।১।২৩ ইতি ইমনিচ্। শুক্রতা, শুক্রের ভাব।
 শুক্রৈতর (ত্রি) শুক্রাদিতরঃ। শুক্র হইতে ভিন্ন, যে রূপ নীলকণ্ঠ
 ইত্যাদি।
 শুক্রেশ্বর, প্রমাণাদিশ্রাবণপ্রণেতা।
 শুক্রেশ্বরনাথ, স্থতিকরজ্রমরচায়তা।
 শুক্রোদন (পুং) শুক্রোদনের ভ্রাতা। (ললিতবি°)
 শুক্রোপল (পুং) শুক্র উপলঃ। শ্বেতপ্রস্তর, সাদা পাথর। দ্বিযং
 টাপ্। শুক্রোপলা, শুক্র উপল ইব আকৃত্যর্থত্যাঃ। শকরা,
 চিনি। (রত্নমালা)
 শুক্রোদন (স্ত্রী) শুক্রঃ ওদনঃ। আতপার, আতপচাউল।
 (রাজনি°)
 শুক্রি (পুং) শুক্রত্যানেনতি শুক্রি (পুং) কুশি শুক্রিভাঃ ক্রিঃ।
 উণ্ ৩।৫৫ ইতি কৃসি। ১ বায়ু। ২ তেজঃ। ৩ চিত্র। (উজ্জল)
 শুগ (রাজানক) একজন প্রাচীন কাব্য।
 শুঙ্গ (পুং) ১ বটবৃক্ষ। ২ আম্রাতকবৃক্ষ (মেদিনী)। ৩ শূক,
 শুয়া। ৪ পর্পটীবৃক্ষ। ৫ নবপল্লব। (হেম)
 শুঙ্গবংশ, ইহা একটা প্রাচীন রাজবংশ। রাজা পুষ্যমিত্র মৌর্য-
 বংশের শেষ নরপতি বৃহদ্রথকে সময়ে নিহত করিয়া মগধে শুঙ্গ
 বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেকের ১৩৭০
 বৎসর পরে এই ঘটনা ঘটে। অনন্তর পুষ্যমিত্রের মৃত্যুর পর
 তৎপুত্র বিমিশরাজ অগ্নিমিত্র মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন।
 প্রায় ১১২ বৎসর কাল শুঙ্গবংশীয়গণ মৌর্য প্রত্যাপে মগধরাজ্য

শাসন করেন। উক্ত বংশের শেখরাজা দেবভূতিকে গোপনে নিহত করিয়া তদীয় মন্ত্রী কধবাস্ত্রদেব মগধের সিংহাসন অধিকার করেন তদবধি মগধে কধবংশের প্রাতিষ্ঠা হয়।

বিষ্ণুপুরাণে এই রাজবংশের তালিকা এইরূপ দৃষ্ট হয়—

১ পুষ্পমিত্র (পুষ্যমিত্র) ২ অগ্নিমিত্র, ৩ স্নজোষ্ঠ, ৪ বহুমিত্র, ৫ আর্জক (অত্রক, অস্তক বা ভদ্রক), ৬ পুলিন্দক, মরুনন্দন বা মধুনন্দন, ৭ বোধবহু, ৮ বজ্রবহু, ৯ ভাগবত, ১০ দেবভূতি (কেমভূতি বা দেবভূমি।)

উক্ত তালিকার সহিত বায়ু, মৎস্য, ব্রহ্মাণ্ড ও ভাগবতোক্ত রাজবংশের কতক সামঞ্জস্য আছে। বায়ুপুরাণে রাজা অগ্নিমিত্রের নামোল্লেখ না থাকিলেও পুষ্পমিত্রের পুত্রের ৮ বৎসর রাজ্য কালের কথা লিখিত আছে। রাজা অগ্নিমিত্রকে লটরা মহাকবি কালিদাস মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক রচনা করিয়াছেন। মৎস্যপুরাণের কোন কোন পুথিতে বহুমিত্রের পর স্নজোষ্ঠের রাজ্যকাল বর্ণিত আছে।

শুঙ্গা (স্ত্রী) শুঙ্গোহস্ত্যস্তাঃ অচ্-টাপ্। ১ পর্কটিভেদ, পাকুড়গাছ। (মেদিনী) ২ নবপল্লবকোশী। (হেম) ৩ ধাত্তাদিশূক, শুঙা।

“অবখলমূলত্কুন্তাসিদ্ধং পয়ো নরঃ।

পীত্বা সশর্করাক্রোত্রং কুলিঙ্গ ইব দ্ব্যতি ॥” (হুশ্রুত ৪।২৬)

শুঙ্গাকর্শ্মন (পুং) পুংসবন সংস্কারবিশেষ। এই সংস্কারে হোম কার্যে শোভননামক অগ্নিস্থাপন করিয়া হোম করিতে হয়।

“অগ্নিস্ত মারুতো নাম গর্ভাধানে বিধীয়তে।

পুংসবনে চক্রনামা শুঙ্গাকর্শ্মনি শোভনঃ ॥” (তিথিতত্ত্ব)

শুঙ্গিন্ (পুং) শুঙ্গা অন্ত্যতেতি শুঙ্গা-ইনি। ১ প্রকবৃক। ২ বটবৃক। (অট্যধর) (ত্রি) ৩ শুঙ্গাবিশিষ্ট।

শুঙ্গোক, একজন কবি।

শুচ, শোক। ভূদিং পরমৈঃ সক° সেট্। লট্, শোচতি। লিট্, শুশোচ, শুশুচতুঃ, শুশোচিষ। লুট্, শোচিতা। লৃট্, শোচিষাতি। লুঙ্, অশোচীৎ, অশোচিষ্টাৎ, অশোচিষুঃ। সন্ শুশোচিষতি, শুশুচিষতি। যঙ্, শোশুচাতে। যঙ্, লুক্ শোশোক্তি গিচ্, শোচয়তি। লুঙ্, অশুচতৎ। অন্ত+শুচ-অশুশোচনা।

শুচ—২ পূতীভাব, শোচ। ৩ ক্ষেদ। ৪ বিষয়ণ। দিবাদি° উত্তরপদী, ক্ষেদ ও শোচার্থে অক° অন্তত্র সক° সেট্, নিষ্ঠা প্রত্যয় পরে অনিট্, ক্ এবং কবত্ প্রত্যয়কে নিষ্ঠা কহে। লট্, শুচতি-তে। লিট্, শুশোচ, শুশুচে। লুঙ্, অশুচতৎ, অশোচীৎ, অশোচিষ্ট। শুচ-ক্ত, শুক।

শুচদ্রুথ (ত্রি) উজ্জল রথবিশিষ্ট।

শুচা (স্ত্রী) শুচ-শোক-কিপ্ পক্ষে টাপ্। ১ শোক। (শব্দরত্না°) ২ শুচি। (ঋক্ ১০।১৬৬)

শুচি (পুং) শুচতি অনেনেতি শুচ (ইগুপধাৎ কিৎ। উণ্ ৪।১১২) ইতি ইন্, সচ কিৎ। ১ অগ্নি।

“পাবকঃ পবমানশ্চ শুচিরিত্যগ্নয়ঃ পুরা”।

বশিষ্ঠশীপাচুৎপন্নঃ পুনর্যোগপতিং গতাঃ ॥” (ভাগবত ৪।২৫।৪)

২ চিত্রক বৃক্ষ। ৩ আবার মাস। ৪ গুরুবর্ণ। ৫ শৃঙ্গারমস। (অমর) ৬ গ্রীষ্ম। ৭ শুক্ল মন্ত্রী। ৮ জ্যৈষ্ঠ মাস। (মেদিনী) ৯ সৌরাগ্নি।

“বশ্যাসৌ তপতে সূর্য্যঃ শুচিরগ্নিসৌ দ্ব্যতঃ।” (কুশ্পু° ১১ অ°)

১০ সূর্য্য।

“তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ।” (সূর্য্যস্তব)

১১ চন্দ্র। ১২ শুক্র। ১৩ ব্রাহ্মণ। ১৪ অক্কের পুর বিশেষ। (ভাগবত ৯।২৪।১২) ১৫ কান্তিকের। (ভাগবত ৩।২০।৪) (ত্রি) ১৬ শুক্ল। ১৭ অমুপহত। (মেদিনী)

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে লিখিত আছে যে, দৈব্যাৎ যদি পরের স্বর্ণ স্পর্শ করা হয়, তাহা হইলে হস্তপ্রকালনে শুচি হয়।

“দৈব্যাৎ পরস্ত্রিয়ং দৃষ্ট্। বিরমেদ্য যো হরিং শ্রয়ন্।

স্পৃষ্ট্। পরস্বর্ণক হস্তপ্রকালনাৎ শুচিঃ ॥”

(ব্রহ্মবৈবর্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৩৫ অ°)

১৮ নিরপরাধ। (ভারত ১।১৪৯।১৫) ১৯ শুদ্ধান্তঃকরণ।

“বৃহদাশ্চ নিত্যং সেবেত বিপ্রান্ বেদবিদো শুচীন।

বৃদ্ধসেবী হি সততং রক্ষাতিরিপি পুণ্যতে ॥” (মহু ৭।৩৮)

(স্ত্রী) ২০ কস্তপপত্নী ভাষার কস্তা। (গরুড়পু° ৩ অ°)

শুচিকা (স্ত্রী) অপ্সরোভেদ। (ভারত)

শুচিকাম (ত্রি) শুচিঃ কামো যন্ত। শুচিকাম, শুচিকামনাত্মক।

শুচিক্রন্দ (পুং) শুচ ত্তোত্র। “শুচিক্রন্দং যজতং” (ঋক্ ৭।২।৭৫)

‘শুচিক্রন্দঃ শুচতোত্রং’ (সায়ণ)

শুচিজন্মন্ (ত্রি) দীপ্তি বা আলোক হইতে জাত।

শুচিজিহ্বা (ত্রি) দীপ্ত দিগ্ভাবুত (অগ্নি)। “সহস্রং ভরঃ শুচিজিহ্বা-হোহাং” (ঋক্ ২।৩।১) ‘শুচিজিহ্বাঃ শুচিদীপ্তা জালা যন্ত স তথোক্তঃ’ (সায়ণ)

শুচিতা (স্ত্রী) শুচেভাবঃ তল্-টাপ্। শুচিৎ, শুচির ভাব বা ধর্ম, বিভাচিত্য।

“শৈভ্যাং নাম শুগন্তবৈব সহস্রঃ বাভাবিকী বজ্রতা

কিং ক্রমঃ শুচিত্যাং ভবতি শুচয়ঃ স্পর্শেন যত্নাপরে।

কিকান্তং কথ্যমি তে ত্বতপদং তং জীবিনাং জীবনং

অকেৎ নীচপথেন যাতসি পরঃ কথ্যঃ নিবেদ্যুৎ ক্রমঃ ॥”

(লক্ষণসেন)

শুচিক্রম (পুং) শুচিঃ পরিভ্রো ক্রমঃ। ১ অবধ বৃক্ষ। (রাজনি°)

২ শুক্ল বৃক্ষ।

শুচিন্ (ত্রি) শুচি, পবিত্র। (মার্কণ্ডেয়পু ৩৫৫৫)
 শুচিনেত্ররতিসম্ভব (পুং) গন্ধর্বরাজভেদ। (ব্যাংপতি)
 শুচিপদী (স্ত্রী) বিত্তক পানযুক্ত।
 শুচিপা (ত্রি) শুচি পাতি পা-কিপ্। বিত্তক গোমপাত।
 “সোমঃ শুচিপাত্যঃ বাণোঃ” (ঋক ৭৯০১২) “হে শুচিপাঃ শুভত
 সোমত পাতঃ” (সারণ)
 শুচিপেশস্ (ত্রি) শোভন রূপযুক্ত, স্থলরূপবিশিষ্ট।
 “বধানঃ শুচিপেশসং থিরং” (ঋক ১১৪৪১১) “শুচিপেশসং
 শোভনরূপোপেতাং পেশ ইতি রূপনাম” (সারণ)
 শুচিপ্রণী (পুং) প্রণয়তি প্র-নী কিপ্। আচমন।
 “আচামঃ ভ্রাতাচমনযুগ্মস্পর্শঃ শুচি প্রণীঃ।” (শব্দরত্না)
 শুচিপ্রতীক (ত্রি) ১ শোভনাবয়ব, শোভনশরীর। ২ শোভন
 আলায়ক অগ্নি। “শুচিপ্রতীকঃ তমরা থিরা গৃহে” (ঋক ১১৪৫৬)
 “শুচিপ্রতীকঃ শোভনাবয়বঃ শোভনজালাং তং অগ্নিং” (সারণ)
 শুচিবন্ধু (ত্রি) দীপ্তভেদক পাবক, অতি তেজোযুক্ত অগ্নি।
 “মহিব্রতঃ শুচিবন্ধুঃ পাবকঃ” (ঋক ৯২৭৭৭) “শুচিবন্ধুঃ বহুভি
 শরুনিতি বন্ধুনি তেজাংসি বলানীতি বা দীপ্তভেদকঃ
 পাবকঃ” (সারণ)
 শুচিভ্রাজস্ (ত্রি) শোভন দীপ্তিযুক্ত।
 “শুচিভ্রাজা উবসো ন বোলা” (ঋক ১৭৯১১)
 “শুচিভ্রাজাঃ শোভনদীপ্তিঃ” (সারণ)
 শুচিমল্লিকা (স্ত্রী) শুচিমল্লিকা। নবমল্লিকা। (রাজনি)
 শুচিরথ (পুং) রাজভেদ। (বিষ্ণুপু ৪২১১৪)
 শুচিরোচিস্ (পুং) শুচিঃ শুক্লঃ রোচিঃ কিরণো যত। ১ চক্রে।
 (ত্রি) ২ শুক্ল কিরণ।
 শুচিবন (স্ত্রী) শুক। (ভাগবত ২৭২২২)
 শুচিবর্স্ (ত্রি) উজ্জল তেজোযুক্ত।
 শুচিবর্ণ (ত্রি) প্রদীপ্ত বর্ণ। “হিরণ্যমস্তং শুচিবর্ণমারাং” (ঋক
 ৫২১৩) “শুচিবর্ণং প্রদীপ্তবর্ণং” (সারণ)
 শুচিবর্ষন, রাজপুতনার মেবাররাজ্যের শুচিলবঙ্গীর রাজা
 শক্তিকুমারের পুত্র।
 শুচিবাচ্ (পুং) ১ পুষ্করভেদ। (হরিবংশ) (ত্রি) ২ বিত্তক-
 বাসযুক্ত।
 শুচিবাসস্ (ত্রি) বিত্তক বস্ত্রবিশিষ্ট, ধোতবস্ত্রযুক্ত।
 শুচিবৃক্ষ (পুং) প্রবর ঋষিভেদ। (ঐতব্রা ৩৮১৪০)
 শুচিবৃত্ত (ত্রি) শুচিঃ ব্রতং যত। শুভকর্ম্মা, বিত্তক কর্ম্মকারী।
 (ঋক ১১৩১১১)
 শুচিগ্রন্থ (ত্রি) ১ বিত্তক বশোযুক্ত। (ভাগবত ১৫১১৩)
 ২ বিষ্ণু। (ভারত বিষ্ণুর সহস্রনাম)

শুচিমন্ (ত্রি) ছ্যালোকবাসী আদিভা। “হংস শুচিমন্ বহুবন্”
 (ঋক ৪৪০১৫) “শুচিমন্ শুচো বীণে ছ্যালোকে সীমতীতি শুচি-
 বন্, অথ যদন্তঃপরো দিবো জ্যোতির্দীপ্য ইত্যাদি প্রভেদঃ।
 অনেন ছাহান আদিভাঃ প্রতিপাদিতঃ” (সারণ)
 ২ পরমাঙ্গা, পরব্রহ্ম, হংস। (ভাগবত ৪২৪১৩৭)
 শুচিমহ্ (ত্রি) ১ অগ্নি, বিনি মেধা ব্যতীত অমেধা ত্রযা
 গ্রহণ করেন না।
 “শুচিমেধ্যমেব সহতে নামেধ্যম্” (নীলকণ্ঠ শান্তিপর্ক)
 শুচিস্থাৎ (ত্রি) অগ্নির নামভেদ।
 শুচিসংক্ষয় (পুং) শুচিঃ সংক্ষয়ঃ। গ্রীষ্মাবসান, গ্রীষ্মের ক্ষয়,
 বর্ষার আরম্ভ।
 শুচিস্মিত (ত্রি) ১ উজ্জলজ্যোতির্ময়। (ত্রি) বিত্তকহাদযুক্ত।
 শুচিবতী (স্ত্রী) শুচিবিশিষ্টা, শুচিযুক্ত।
 শুচীরতা (স্ত্রী) বীৰ্য। (ত্রিকা)
 শুচীর্ষ্য (স্ত্রী) বীৰ্য। (শব্দরত্না)
 শুচ্য, ১ অভিব্যব, দান। ২ মনন। ৩ পীড়ন। ৪ সঞ্চান। ভূদি
 পরমৈ অক সেট্, নিষ্ঠা প্রত্যয় পরে অনিট্। লট-শুচ্যতে।
 লুঙ-অশুচীৎ।
 শুট, খোটন, গতি প্রতিঘাত, গমনপ্রতিবেদ। ভূদি পরমৈ
 অক সেট্। লট-শোটতি। লিট্-শুষোট। লুট্-শোটিতা।
 লুঙ-অশোটিৎ। সন্-শুষোটিষতি। যঙ-শোন্ত্যতে। যঙলু-
 শোশোটিতি। শিচ্-শোটয়তি। লুঙ-অশুণ্ডৎ।
 শুঠ, শুঠি-শুঠধাতু—১ শোষণ। ২ প্রতিঘাত। চুরাদি-পক্ষে ভূদি
 পরমৈ অক সেট্। লট-শুঠয়তি। ভূদি পক্ষে শুঠতি।
 শুঠ—৩ আলস্য। চুরাদি-পক্ষে অক সেট্। লট-শোঠয়তি।
 শুষ্ঠাকর্ণ (স্ত্রী) হৃষকর্ণ, হৃষকর্ণবিশিষ্ট। (শুক্লবজ ২৪৪৪)
 শুষ্ঠি (স্ত্রী) শুষ্ঠি-শোষণে ইন্। শুষ্ঠী। (অমরটিকা)
 শুষ্ঠী (স্ত্রী) শুষ্ঠি বা জীন্। বনামথ্যাত ঔষধি, তকার্ক
 (Gingiber officinale) চলিত শুষ্ঠি। পর্যায়—মহৌষধি, বিখ,
 নাগর, বিখভেবজ, শুষ্ঠি, বিখা, মহৌষধী, ইন্দ্রভেবজ, ভেবজ,
 বিবৌষধি, কটুগ্রন্থি, কটুভজ, কটুধণ, সৌপর্ণ, শূলবেদ, ককারি,
 চাক্রক, শোষণ, নাগরাস্ব। গুণ—কটু, উষ্ণ, মিষ্ণ, কক, শোক,
 অনিল, শূল, উদরদান। বাস ও গ্নীপদনাশক। (রাজনি)
 ভাবপ্রকাশ মতে গুণ—রুচিকর, আমবাতনাশক, পাচন, কটু,
 লঘু, মিত্তোষ্ণ, পাকে মধুর, কক বাত ও বিবন্ধনাশক, বৃষ্য,
 নিঃখাস, শূল, কাস, ও হৃদ্যামরনাশক, গ্নীপদ, শোথ, অর্শ,
 আনাহ, উদরবায়ুনাশক, আত্মের গুণভূয়িষ্ট, জলাংশশোষণকারী,
 মলসংগ্রাহক। (ভাবপ্রা)
 শুষ্ঠচূর্ণ বিশেষ উপকারী। বিষচিকা প্রভৃতি রোগে হস্তগত

হিমাক হইলে হাঁহর চূর্ণ অন্ন মালিস করিলে হস্তপদ গরম হইয়া উঠে। উষ্ণ চূর্ণে সহিত শুষ্ঠচূর্ণ সেবন করিলে কাশি ছদ্মিবে বিশেষ উপকার দর্শে। অন্নের সহিত ঘৃতযোগে শুষ্ঠ-চূর্ণ বাত ও শ্লেয়ানাশক।

শুষ্ঠীথণ্ড (পুং) অন্নপিত্ত রোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ; প্রস্তুত-প্রণালী—শুষ্ঠীচূর্ণ অর্দ্ধসের, চিনি ২ সের, ঘৃত ১ সের, হৃৎ ৮ সের, এই সকল দ্রব্য একত্র যথাবিধানে পাক করিবে, পাক শেষ হইলে প্রক্ষেপার্থ আমলকী, ধনে, মুতা, জীরা, পিপুল, বাংলাচন, শুড়ম্বক, তেজপত্র, এলাইচ, কুম্বজীরা ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দেড় তোলা, মরিচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেক ৬ মাষা, শীতল হইলে মধু ৩ পল মিশ্রিত করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে অন্নপিত্ত, শূল, হৃদ্রোগ, বমি ও আমবাত রোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

শুষ্ঠীমূত (ক্লী) ঘূতোষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—ঘৃত ৪ সের, ককার্থ শুষ্ঠীচূর্ণ ১ সের। কাঁজি ১৬ সের, ইহা দ্বারা ঘৃত-পাকের বিধানানুসারে পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়, বিশেষতঃ আমবাত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

অন্যবিধ—ঘৃত ৪ সের, ককার্থ শুষ্ঠীচূর্ণ ১ সের। শুষ্ঠীর কাথ বা জল ১৬ সের। পরে ঘৃতপাক বিধানানুসারে পাক করিবে। এই ঘূতসেবনে বাত, শ্লেয়া, কটিশূল ও আমবাত নষ্ট হয় এবং অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (ভাবপ্র°)

শুষ্ঠীদ্যান্যকমূত (ক্লী) আমবাত রোগোক্ত ঘূতোষধ বিশেষ। শুষ্ঠী তিন পোয়া এবং ধনে এক পোয়া, ইহার কক ও ১৬ সের জল দ্বারা ৪ সের ঘৃত যথাবিধানে পাক করিবে। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বাতশ্লৈষ্মিক রোগ, অশ্ব, শ্বাস ও কাস বিনষ্ট এবং বল, বর্ণ ও অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (ভাবপ্র° আমবাতরোগাধি°)

শুষ্ঠ্য (ক্লী) শুষ্ঠী। (শব্দ°)

শুণ্ড (পুং) শুন গতো উমন্ত্যং ড। ১ মদনির্মার। (হেম) ২ করিকর, হাতীর শুঁড়।

“যন্তীশুণ্ডান্ বিবাণাগ্রান্ কুরমাণ্যপদ্যমুগান্।

শরৈর্নিশতধারাগ্রৈঃ শাব্রান্যামশাতয়ং॥” (ভারত ৭।৩৫।৩৫)

শুণ্ডক (পুং) ১ যুক্তবেণু। (শব্দমালা) ২ শৌণ্ডিক। (শব্দরত্না°)

শুণ্ডরোহ (পুং) শুণ্ডবৎ রোহিত্যেতি রহ অচ্। ভূতপ, গন্ধতপ। (রাজনি°) পাঠান্তর শূড়ারোহ।

শুণ্ডা (স্ত্রী) শুন-ড টাপ্। ১ মস্তপানগৃহ, মদখাবার স্থান। ২ কল্যাণিনী। ৩ বেণ্ডা। ৪ সুরা। ৫ হস্তিহস্ত, হাতীর শুঁড়। (মেদিনী°) ৬ নলিনী। (বিষ্ণু°) ৭ কুটনী। (শব্দমালা)

শুণ্ডাপান (ক্লী) শুণ্ডায়া আপানং। মদ্যপানগৃহ, পর্যায়—মদস্থান। (অমর) মদস্থল। (শব্দরত্না°)

শুণ্ডার (পুং) শুণ্ডাঃ রাতীতি রা-ক। শৌণ্ডিক, শুঁড়ি। (শব্দরত্না°) ইহা শুণ্ডা (কুটীশমীশুণ্ডাত্যো রঃ। পা ৫।৩।৮) ইতি র। বরশুণ্ডা, অপকৃষ্ট শুণ্ডা। ২ কবিশুণ্ডাকার দকষভেদ, বকষভ, মত্ত প্রভৃতি চৌয়াইবার যন্ত।

শুণ্ডারোচনিকা (স্ত্রী) ১ রক্তিনী, নাগবল্লীলতা। ২ নীলী। ৩ জন্তুকালতা। ৪ মঞ্জিষ্ঠ। ৫ শেফালিকা। ৬ হারদ্রা। ৭ পপটী।

শুণ্ডাল (পুং) শুণ্ডেন অলতীতি অল-পর্যাপ্তৌ অচ্। হস্তী।

শুণ্ডিক (পুং) তন্মাক দেশবাসী জাতিবিশেষ। (ভারত বনপর্ব)

শুণ্ডিকা (স্ত্রী) ১ অলিঙ্গিহা, উপলিঙ্গিকা, চলিত আলিঙ্গিত। ২ ফোটক, ফোড়া। (রাজনি°) ৩ শুণ্ডাশল্যার্থ।

শুণ্ডিন্ (পুং) শুণ্ডাহন্ত্যাত্তো শুণ্ডা-ইনি। ১ শৌণ্ডিক, শুঁড়ি। (শব্দরত্না°) ২ হস্তী।

শুণ্ডিনী (স্ত্রী) ছুচ্ছুল্লরী, চলিত ছুঁচা। (বৈজ্ঞানিক°)

শুণ্ডিভূমিকা (স্ত্রী) শুণ্ডিনী শুণ্ডবিশিষ্টা ভূমিকা। ছুচ্ছুল্লরী, ছুঁচা। (রাজনি°)

শুণ্ডিরোচনিকা (স্ত্রী) রোচনী। (রাজনি°)

শুণ্ডী (স্ত্রী) ১ হস্তীশুণ্ডী বৃক্ষ। ২ কোমুস্তী। ৩ শালি। (রাজনি°)

শুতুদ্রি (স্ত্রী) শতদ্রু নদী।

শুতুদ্র (স্ত্রী) শতদ্রু নদী। (ভারত দ্বন্দ্বকোষ) [শতদ্রু দেখ।]

শুদ্র (হিন্দী) গুরুপক্ষ।

শুদ্র (ক্লী) শুদ-ক্ত। ১ সৈন্য। ২ মরিচ। (ত্রি) ৩ কেবল।

“তড়াগভেদকং হস্তানপ্শু শুদ্রবধেন বা।

তদ্বাপি প্রতি সংখ্যায় দাপ্যন্তুমসাহসম্॥” (মহু ৯।২৭৯)

৪ নির্দোষ। ৫ পাবন, বিশুদ্ধ। (মেদিনী°) ৬ শুক্ল।

(ধরপি) ৭ রাগাস্তমিশ্রিত রাগ। (সঙ্গীতশাস্ত্র) শরীর ও

দ্রব্যাদি কি প্রকারে বিশুদ্ধ হয়, শাস্ত্রে তাহার বিশেষ বিধান

আছে। অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার বিষয় বিবৃত

হইল—পাপ কর্ম্মমুষ্ণান দ্বারা দেহ মন অশুদ্ধ হয়, এবং ঐ

পাপের ফলে নানা প্রকার কষ্টদায়ক ব্যাধি হইয়া থাকে।

সুতরাং বাহ্যতে ঐ পাপের শুদ্ধি হয়, তাহা করা সর্বতোভাবে

বিধেয়। যেরূপ বস্ত্র মলিন হইলে তাহাতে ক্ষার ও অগ্ন্যুত্তাপ সং-

যোগ করিয়া পরে উত্তমরূপে জলে প্রক্ষালনাদি দ্বারা যেমন উহা

শুদ্ধ অর্থাৎ পরিষ্কৃত হয়, তজ্জন ত্যাগ, দান, যজ্ঞ ও অমৃত্যুপাদি

দ্বারা পাপাচারীর পাপক্ষয় হইয়া থাকে, এবং এইরূপে কলীপাপ

হইলে তাহাকে শুদ্ধ বলে, সুতরাং পাপীলোক প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা

যে কোনরূপ শুদ্ধ হইতে পারে।

“কারোপশ্বেদচক্ৰনির্গোহন প্রাকালগাদিভিক্ষাসাংসি যথা শুদ্ধিঃ
এবং তপোদানবর্জিতঃ পাপকৃতঃ শুদ্ধিঃ মুপযাতি। শুদ্ধিঃ
পাপক্ষয়ঃ।” (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব) [প্রায়শ্চিত্ত দেখ।]

“জ্ঞানং তপোহরিবাহারো মূষানোবাহুপাঞ্জনং।

বায়ুঃ কক্ষার্ককালো চ শুদ্ধেঃ কর্তৃণি দেহিনাম্।

সর্বেষামেব শৌচানামর্থশৌচং পরং স্মৃতম্।

যৌহর্থে শুচির্হি স শুচিনঃ স্মারি শুচিঃ শুচিঃ॥

কাস্তা শুধ্যস্তি বিদ্বাসো দানেনাকায়াকারিণঃ।

প্রচ্ছন্নপাপা অপোন তপসা বেদবিস্তমঃ॥

মুক্তোইয়ঃ শুধ্যতে শোধ্যং নদী বেগেন শুধ্যতি।

রজসা স্ত্রী মনোরুষ্ঠী সন্ন্যাসেন দ্বিজোত্তমঃ॥

অভির্গাণি শুধ্যস্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।

বিজ্ঞাপোভ্যাং ভূতাত্ম বুদ্ধি জ্ঞানেন শুধ্যতি॥

এবং শৌচত্ব যঃ প্রোকঃ শারীরত্ব নির্ণয়ঃ।

নানাবিধানাং দ্রব্যাবাং শুদ্ধেঃ শৃণুত নির্ণয়ম্॥ ইত্যাদি।

(মহা ৫০—১০৯)

জ্ঞান, তপস্বী, অগ্নি, আহার, মৃত্তিকা, মন, বারি, উপাঞ্জন
অর্থাৎ গোময়াদি দ্বারা অম্ললেপন, বায়ুকর্ষ, সূর্য্য এবং কাল
এই সমুদায় দেহধারী দগের শুদ্ধির কারণ। এই সকল দ্রব্যই
শুদ্ধির সাধন, এই সকল সাধন দ্বারাই শুদ্ধ হওয়া যায়। যেরূপ
জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি শুদ্ধ হয়, অর্থাৎ অবিজ্ঞা নাশে ব্রহ্ম জ্ঞানলাভ
হইলে তখন বুদ্ধি শুদ্ধ হয়, তখন আর বুদ্ধির কোন দোষ
থাকে না। জ্ঞান লাভ হওয়ার বুদ্ধি বিসুদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে
হইবে। এই রূপ তপস্বী দ্বারা ব্রাহ্মণাদি, ও অগ্নিপাকে মূষয়
পাত্রাদি শুদ্ধ হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানাদিই শুদ্ধির কারণ।

দেহ মন প্রভৃতি শুদ্ধিকর সমুদয় পদার্থের মধ্যে অর্থশুদ্ধি
অর্থাৎ অর্থার্জন বিষয়ে অভ্যাস বা স্বধর্ম পরিভোগ্য না করাকে
অ যগল পরম শুদ্ধি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি
অর্থোপার্জনে শুচি, তিনিই প্রকৃত শুচি, মৃত্তিকা বা জল দ্বারা
দেহ শুদ্ধ করাকে প্রকৃত শৌচ বলা যায় না।

বিদ্বঙ্গণ ক্ষমা দ্বারা শুদ্ধ হন, অকার্য্যকারীরা দান দ্বারা,
প্রচ্ছন্ন পাপিগণ জপ দ্বারা এবং বেদবিদ ব্রাহ্মণগণ তপস্বী দ্বারা
শুদ্ধ হন। শৌধনীয় বাহু দ্রব্য সকল এবং এই দেহ মৃত্তিকা ও
জলাদিদ্বারা শুদ্ধ হয়। মলবহা নদী স্রোতোবেগে, মনোরুষ্ঠি অর্থাৎ
পরশু কন্যাভিগমন সঙ্কর দোষেও দূষিতমনা স্ত্রী রজস্রবা হইলে শুদ্ধ
হয়। ত্যাগ বা প্রত্যাখ্যা দ্বারা দ্বিজোত্তমগণ শুদ্ধ হইয়া থাকেন।
জল দ্বারা দেহ শুদ্ধি হয়, সত্য বলিলে মন শুদ্ধ থাকে, বিজ্ঞা
ও তপো দ্বারা জীবাত্মার শুদ্ধি হয়, এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধির শুদ্ধি
হইয়া থাকে। এই রূপে শারীরিক শুদ্ধির বিষয় বলা হইল।

নানাবিধ দ্রব্যের শুদ্ধির উপায় এই রূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে।
রজত ও সুবর্ণাদি ধাতু সকল, মরুতাদি মণি সকল ও প্রস্তর
নির্ম্মিত দ্রব্য, ভস্ম ও জল অথবা মৃত্তিকা ও জল দ্বারা শুদ্ধ হয়।
উচ্ছিষ্টাদির প্রলেপপরিত সুবর্ণপাত্র জল দ্বারা ধৌত করিলেই
শুদ্ধ হয়। শব্দ মুক্তাদি জলজ, প্রস্তরনির্ম্মিত পাত্র ও রৌপ্য পাত্র
যদি রেখাদি যুক্ত না হয় তাহা হইলে জল দ্বারা প্রাকালন কর-
লেই শুদ্ধ হয়। জল ও অগ্নির সংযোগে সুবর্ণ ও রজতের
উৎপত্তি হইয়াছে, এই কারণে স্বীয় উৎপত্তিস্থান জল ও অগ্নি
দ্বারা সুবর্ণ ও রজতের শুদ্ধি অতি প্রশস্ত।

তাম্র, লৌহ, কাংস্ত, পিত্তল, রত্ন এবং সীসক পাত্র সকল
ভস্ম অগ্ন ও জল দ্বারা শুদ্ধ হয়, অর্থাৎ লৌহ জল দ্বারা, কাংস
ভস্ম এবং তাম্র ও পিত্তলাদি ভস্ম দ্বারা বিসুদ্ধ হয়।

যুত তৈলাদি দ্রব্যদ্রব্য সকল কাক কীটাদি কর্তৃক দূষিত
হইলে তাহা প্রাদেশ সমান কুশপত্রদ্বয় দ্বারা বিলোড়ন করিলে
শুদ্ধ হয়। শয্যাদির ভ্রাম্যন্ত্রসংযুক্ত সংহত দ্রব্য জল গোক্ষণ
করিলে শুদ্ধ এবং কাষ্ঠময় দ্রব্য অত্যন্ত উপহত হইলে
তাহা টাচিয়া ফেলিলেই শুদ্ধ হয়। যজ্ঞীয় চমস (জলপাত্রভেদ)
এবং অপরাপর পাত্র সকল তৎসংস্পৃষ্ট প্রথমে হস্ত দ্বারা মার্জন
করিয়া পরে জলে প্রাকালন করিলে শুদ্ধ হয়। চক্রহালী, স্কন্ধ,
ক্ষপ, শকট, মুঘল ও উদ্বল গভৃতি যজ্ঞীয় দ্রব্যসকল যুত তৈলাদি-
স্নেহাক্ত হইলে একজল দ্বারা প্রাকালন করিলেই শুদ্ধ হয়।

বহুধাতু বা অনেক বস্তু কোনরূপে অশুদ্ধ হইলে জল প্রোক্ষণ
দ্বারা তাহা শুদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু অগ্নি ধাতু বা অগ্নি বস্তু হইলে
তাহা জলে না ধুইলে শুদ্ধ হয় না। পাত্রকাদি স্পৃষ্ট পত্রচর্ম্ম এবং
বেত্রবংশাদি ভূগনির্ম্মিত আসন প্রভৃতির শুদ্ধি বস্ত্রের ভ্রাম্য। শাক,
মূল ও ফল ইহাদের শুদ্ধি ধাতুর ভ্রাম্য হইয়া থাকে। কোষের
অর্থাৎ রেশমি বস্ত্র, আবাক অর্থাৎ মেঘলোমজাত কবলাদি
ক্ষার ও মৃত্তিকাদ্বারা শুদ্ধ হয়। ভূগ ও পাকের কাষ্ঠ জল প্রাকালন
দ্বারা এবং মার্জন ও গোময়াদি লেপন দ্বারা গৃহ শুদ্ধ হয়, মূষয়
পাত্র পুনঃ পাক দ্বারা শুদ্ধ হয়, কিন্তু ঐ পাত্র যদি মত্ত, মূষ,
বিষ্টা, স্নেহা ও পুয় বা শোণিত দ্বারা উপলব্ধ হয়, তাহা হইলে
উহা আর শুদ্ধ হয় না।

সম্মার্জন, গোময়াদি দ্বারা বিলেপন, গোমূত্রোদকাদি সিক্তন,
উল্লেখন অর্থাৎ টাচিয়া ফেলা এবং এক অহোরাত্র গাভীর বাস
এই পাঁচটা উপায়ে ভূমি শুদ্ধ হয়। পক্ষী কর্তৃক উচ্ছিষ্ট, গাভী
কর্তৃক আঘাত, বজ্রাধল বা পদ স্পৃষ্ট, অবকৃত অর্থাৎ বাহার
হাঁচি বা খুঁখু পড়িয়াছে, এবং বাহা কেশকীটাদি দ্বারা দূষিত
হইয়াছে, এই সকল দ্রব্য মৃত্তিকা প্রক্ষেপে শুদ্ধ হইয়া থাকে।

প্রথমে অদৃষ্ট অর্থাৎ যে দ্রব্যের উপবাস বা সংস্পর্শদোষ জানা

যার নাই, দ্বিতীয়তঃ বাহা জল দ্বারা প্রক্ষালন করা হইয়াছে এবং তৃতীয়তঃ শিষ্ট জনেরা বৎসবকে পবিত্র বলিয়া বাধ্য উচ্চারণ করেন, এই সকল দ্রব্য দেবগণ ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে শুদ্ধ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যে পরিমাণ জলে গোরুর পিপাসা শান্তি হয়, ততটুকু জল যদি বিত্ত্ব ভূমিগত এবং আভাবিক গন্ধ, বর্ণ ও রসযুক্ত হয়, অথচ অপবিত্র দ্রব্য লিপ্ত না থাকে, তাহা হইলে এই জল শুদ্ধ জানিতে হইবে। কারুকারের হস্ত কারুকার্যে বধন নিযুক্ত থাকে, তখন সর্বদা শুদ্ধ। বাজারে যে দ্রব্য বিক্রয় করিবার নিমিত্ত চারিদিকে বিতৃত থাকে, তাহা নানা জাতি কর্তৃক স্পৃষ্ট হইলেও শুদ্ধ, ব্রহ্মচারিগণ যে ভিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন, তাহা নিত্যা শুদ্ধ। কাঁকাদির চকুর আঘাত বৃন্তে লাগিয়া যে কল ভূপতিত হয়, তাহাও শুদ্ধ। যে সকল পণ্ড বা পক্ষী কুকুর কর্তৃক হত হইয়াছে, মাংসলীলী বা অন্ত্যস্ত পণ্ড পক্ষীরা যে মাংস আনয়ন করে ও চণ্ডালাদিব্যাধ যে সকল পণ্ড প্রভৃতি হনন করে, ইহাদের মাংস শুদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। (মহা ৫ অ°)

শুদ্ধগণপতি (পুং) গণপতিভেদ, উচ্ছিষ্ট গণপতি।

শুদ্ধজজ্ব (পুং) শুদ্ধা জজ্বা বস্ত্র। ১ গর্দভ। (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ পবিত্র জজ্বাযুক্ত।

শুদ্ধতা (স্ত্রী) শুদ্ধতাভাবঃ তল্-টাপ্। শুদ্ধত্ব, শুদ্ধত্বের ভাব বা ধর্ম, শৌচ, শুদ্ধি।

শুদ্ধদং (ত্রি) শুদ্ধা দস্তা বস্ত্র সঃ (অগ্রান্তশুদ্ধশুদ্ধব্রহ্মবরাহে-ভ্যন্ত। পা ৫।৪।১৪৬) ইতি দস্তান্ত দতাদেশঃ। শুদ্ধ দস্তযুক্ত।

“গতে তয়িন্ জলগুচিঃ শুদ্ধদ্রব্যবণঃ শিবী।” (ভট্ট ৫।৬।১)

শুদ্ধধী (ত্রি) শুদ্ধা ধীর্গত। শুদ্ধমতি, বিত্ত্ব বুদ্ধিযুক্ত।

শুদ্ধপক্ষ (পুং) শুদ্ধঃ শুক্রঃ পক্ষঃ। শুক্রপক্ষ। কুক ও শুক্র এই দুইটা পক্ষের মধ্যে শুক্রপক্ষ শুদ্ধ এবং কুক পক্ষ অশুদ্ধ। শুক্রপক্ষেই শুভ কার্য্য সকল করিবার বিধান আছে, এই অজ্ঞ ইহা শুদ্ধ।

শুদ্ধপাদ (পুং) একজন বিখ্যাত হঠযোগী। নামান্তর সিদ্ধপাদ।

শুদ্ধপুরী (স্ত্রী) দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন দেবকোত্র। ত্রিচীনপল্লী জেলার তিরুপুরু বিভাগে অবস্থিত। স্বন্দপুরাণোক্ত শিবরহস্ত ও শুদ্ধপুরী-মাহাত্ম্যে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

শুদ্ধবুদ্ধি (ত্রি) শুদ্ধা বুদ্ধির্গত। বিত্ত্ব বুদ্ধিযুক্ত।

শুদ্ধবোধ (ত্রি) বিত্ত্ব বোধবিশিষ্ট, জ্ঞানযুক্ত। (অষ্টাবক্রসং)

শুদ্ধভাব (পুং) বিত্ত্ব ভাব যুক্ত, শুদ্ধচেতাঃ।

শুদ্ধভিক্ষু (পুং) হঠযোগাচার্য্যভেদ। ইনি হঠযোগ বিবরণক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

শুদ্ধমতি (ত্রি) শুদ্ধা মতির্গত। ১ শুদ্ধবুদ্ধিবিশিষ্ট।

“উপকারিণি বিমুখে শুদ্ধমতৌ বঃ সমাচরতি পাণং।

তং জনমসত্যাসঙ্ঘং ভগবতি বস্তুধে কথং বচসি।” (হিতোপদেশ)

(পুং) ২ চতুর্বিংশতি ভূতাইংগণের অন্তর্গত জিনবিশেষ। (হেম)

(স্ত্রী) শুদ্ধা মতিঃ। পবিত্র বুদ্ধি।

শুদ্ধমাংস (স্ত্রী) শুদ্ধ মাংস বস্ত্র। মাংসব্যঞ্জন বিশেষ, মাংসের তরকারী। প্রস্তুত প্রণালী—একটা পাক পাত্রে স্নাত বা তৈল দিয়া হিলু ও হরিদ্রা ভাজিয়া লইতে হইবে। পরে ছাগ প্রভৃতির অস্থি বিহীন মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া জলে ধুইয়া ও পরে ছাকিয়া ঐ স্নাতে বা তৈলে মুদ্র অগ্নির উত্তাপে উহা ভাজিয়া লইবে; তৎপরে ঐ মাংস উত্তম রূপে সিদ্ধ হইতে পারে এইরূপ জল ও যথাযোগ্য লবণ এবং বেশবার অর্ঘ্যং বাটনা দিয়া উহা উত্তম রূপে সিদ্ধ করিবে। এইরূপে হুসিদ্ধ হইলে তাহাকে শুদ্ধ মাংস কহে। গুণ—অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, কচিকর, শরীরের উপচরকারক, ত্রিদোষ শাস্তির পক্ষে শ্রেষ্ঠ, অগ্নিপ্রদী-পক ও ধাতুপোষক। (ভাবপ্রকাশ)।

শুদ্ধরূপিন্ (ত্রি) শুদ্ধরূপযুক্ত, উজ্জল রূপ বিশিষ্ট। (অষ্টাবক্রসং)

শুদ্ধবংশ (ত্রি) শুদ্ধবংশে ভবঃ যৎ। বিত্ত্ব কুলজাত, বিত্ত্ব বংশোদ্ভব।

শুদ্ধবৎ (ত্রি) শুদ্ধ অন্ত্যার্থে মতৃপ্-মতৃ ব। বিত্ত্ব, শুদ্ধবিশিষ্ট।

শুদ্ধবল্লিকা (স্ত্রী) শুদ্ধা বল্লিকা লতা। ১ শুভ্রী। ২ পবিত্র লতা।

শুদ্ধবাল (ত্রি) শুভ্রবর্ণ কেশযুক্ত। (শুক্রবৃৎ ২৪।০)

শুদ্ধবিরাজ্ (স্ত্রী) ছন্দোভেদ।

শুদ্ধবিরাদ্ যভ (স্ত্রী) ছন্দোভেদ।

শুদ্ধশুক্র (স্ত্রী) শুদ্ধ শুক্রং। বিত্ত্ব শুক্র, যে শুক্রে কোন দোষ নাই। তরল, স্নিগ্ধ, মধুগন্ধ যুক্ত এবং ক্ষটিকবর্ণিত শুক্র বিত্ত্ব। (ব্রহ্মত)

শুদ্ধসাধ্যবসানী (স্ত্রী) শবের লক্ষণশক্তিভেদ, সাধ্যবসানী লক্ষণা শুদ্ধ ও গৌণ ভেদে দুই প্রকার।

“বিষবাস্তঃকৃত্যেহজ্ঞানিন্ সা ত্রাং সাধ্যবসানিকা।

ভেদাবিমৌ চ সাদৃশ্যাং সম্বন্ধান্তরতত্ত্বা।

গৌণৌ শুদ্ধৌ চ বিজ্ঞেরৌ লক্ষণা তেন বড়বিধা।”

(কাব্যপ্রকাশ ২।১২)

শুদ্ধসারোপলক্ষণা (স্ত্রী) লক্ষণাভেদ। (সর্বদর্শনসং)

শুদ্ধহস্ত (ত্রি) বিত্ত্ব হস্তবিশিষ্ট। (অথর্ক ১২।৩।৪৪)

শুদ্ধা (স্ত্রী) ১ কুটল বীল, ইন্দ্রবব। (বৈতকনি°) ২ বিত্ত্ব।

শুদ্ধাক্ষ (পুং) বাক্তিবিশেষ। (ধরিবংশ)

শুদ্ধাঙ্গন (ত্রি) শুদ্ধঃ পবিত্রঃ আত্মা স্বভাবো বস্ত্র। শুদ্ধ স্বভাব, পবিত্র স্বভাব। (রামায়ণ ২।২৩।১৬)

(পুং) ২ পিব।

শুদ্ধানন্দ (পুং) আচার্যভেদে। গোড়পাদীভাষ্যটীকা-প্রণেতা।
ইনি আনন্দীত্বের গুরু।

শুদ্ধানন্দ সরস্বতী, বেদান্তচিন্তামণি ও বেদান্তচিন্তামণিপ্রকাশ-
রচয়িতা। ইহার অপর নাম শুদ্ধ তিষ্ঠু।

শুদ্ধানুমান (ক্লী) শুদ্ধ অহুমানং। বিত্ত্ব অহুমান, যে
অহুমানে কোন দোষ নাই।

শুদ্ধান্ত (পুং) শুদ্ধ: অস্তো যন্ত, শুদ্ধা রক্ষকা: অস্তে যন্ত ইতি
বা। ১ অস্ত:পুর। নৃশতির অসংসর্গোচর কক্ষভেদ। (অমর)
২ রাজযোষি: রাজক্ৰী। (অজয়)

“শুদ্ধান্তসংভোগনিতান্তত্বট্টে ন নৈবধে কাথামিদং নিগাত্তম্।
অপাং হি তুণ্ডার ন বারিধারা স্বাহু: স্রগন্ধি: স্বনতে তুবারা ॥”
(নৈষধ ৩১৩)

৩ অশৌচান্ত। (ধরণি)

শুদ্ধান্তপালক (পুং) শুদ্ধান্তং পালয়তি পাল-বুল্। অস্ত:-
পুররক্ষক। পধ্যায়-গৃহদোষারিক, কক্ষারক্ষক, রাত্রিহিণ্ডক।
লক্ষণ—

“বুদ্ধ: কুলোদগতে: স্কৃত: পিতৃপৈতামহ: শুচি:।
রাজানন্ত:পুরাধ্যাক্ষো বিনীতশ্চ তথেষাতে ॥”

(মৎস্তপুং ১৮২ অ°)

বুদ্ধ কুলীন এবং পিতা বা পিতামহ হইতে বংশক্রমে কাৰ্য্য-
কারী, বিত্ত্ব স্বভাব এবং বিনীত এই সকল গুণযুক্ত ব্যক্তিই
রাজানিগের অন্ত:পুরপালক হইয়া থাকে।

শুদ্ধান্তরযুক্ত (ক্লী) সজ্ঞাতে তাল, লয় বা স্বর পরিবর্তন করিয়া
গীত বাদ্যাদির যে রূপান্তর সাধন। চলিত কথায় ইহাকে তাল-
কল্পতা বা সুরকল্পতা কহে।

শুদ্ধান্তা (ক্লী) শুদ্ধান্ত আশ্রয়স্বেনান্তাতা ইতি অচ্ টাপ্।
রাজ্ঞী, রাণী।

“শুদ্ধান্তশ্চ বিত্ত্বান্তে শুদ্ধান্তা রাজযোষিত:।” (ধরণি)

শুদ্ধাপকৃতি (ক্লী) শুদ্ধা অপকৃতি:। অপকৃতি অলঙ্কার-
বিশেষ।

“শুদ্ধাপকৃতিরন্তর্য্যারোপার্থো ধর্ম্মনিহব:।

নায়ে বৃধান্ত: কিং তর্হি বোমগজাসরোরুহম্ ॥” (চন্দ্রলোক)

এক ধর্ম্মের অপকৃতি করিয়া অন্য ধর্ম্মের আরোপ হইলে এই
অলঙ্কার হয়। যথা—উহাতো চন্দ্র নহে, আকাশগজায়
একটিত শব্দ, এই স্থলে প্রকৃত চন্দ্রের অপকৃতি করিয়া অপ্রকৃত
শব্দের আরোপ করায় এই অলঙ্কার হইল।

শুদ্ধভ (ত্রি) শুদ্ধমিবাভাতি শুদ্ধ-আ-ভা-ক। শুদ্ধের স্থায় আভা-
বৃত্ত, বিত্ত্ব, নির্মল।

“প্রশান্তমিব শুদ্ধভং নক তদ্ব্যপারয়েৎ ॥” (মহা ১২১৭)

‘শুদ্ধভং শুদ্ধমিবাভাতি রজস্মোভ্যামকলুবিভং মদমানরাগ-
দেবলোভমোহভয়শোকমাংসর্ষাদিদোষবহিতং’ (কুল্লুক)

শুদ্ধাবর্ত (পুং) প্রদক্ষিণাবর্ত, পেঁচুক (দণ্ডাদি)।

(বড়বিংশত্ৰাং ৪৪)

শুদ্ধাবাস (পুং) ১ বিত্ত্ব আবাস। ২ স্বর্গ। (ললিতবি°)

শুদ্ধানয় (ত্রি) শুদ্ধ: আশয়ে যন্ত। ১ শুদ্ধ আশ্রয়যুক্ত, শুদ্ধচিত্ত-
বিশিষ্ট। (পুং) ২ বিত্ত্ব আশ্রয়, বিত্ত্বদাত্ত।

শুদ্ধাশুদ্ধীয় (ক্লী) ১ সামভেদ। (লাট্টাং ৩৪১৩)

(ত্রি) ২ শুদ্ধ ও অশুদ্ধ সম্বন্ধীয়।

শুদ্ধি (ক্লী) শুধ-ক্জন। ১ দ্রুণা। নাম নিরুক্তি যথা—

“স্বরূপাচ্ছিন্দনাদ্বা প শোধাতে স হি পাতকাৎ।

তেন শুদ্ধি: সমাখ্যাতা দেবী রত্নতনৌ হিতা ॥”

(দেবীপুং ৪৫ অ°)

ভগবতী দ্রুণাকে স্মরণ বা চিন্তা করিলে মানব পাতক হইতে
তদ্বিলাভ করে, এই অজ্ঞা তিনি শুদ্ধিনামে বিখ্যাত।

২ মার্জনা। (জটাদর) ৩ বৈদিক কৰ্ম্মাহুতপ্রযোজক সংস্কার-
বিশেষ। অশৌচ হইলে বৈদিক কৰ্ম্মে অধিকার থাকে না।
অশৌচাপগমে শুদ্ধি হয়, অর্থাৎ তখন পুনরায় বৈদিক কৰ্ম্ম
করিবার অধিকার জন্মে। [অশৌচ শব্দ দেখ]

৪ বিত্ত্বতা সম্পাদন। পূজার সময় ভূতশুদ্ধি ও জল, আগুন,
পুষ্প প্রভৃতি শুদ্ধি করিয়া পূজা করিতে হয়। [ভূতশুদ্ধি দেখ।]
জলশুদ্ধি যথা—

“গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী।

নর্ম্মদে গন্ধকাবোহ জলেহম্মিন সর্গিধং কুরু ॥”

পূজা করিবার জলে এই মন্ত্র পাঠ করিলে জলশুদ্ধি হয়।

আসনশুদ্ধি—আসনে উপবেশন করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে
আধারশাক্তকল্যাসানায় নম:। আসনমন্ত্রস্ত মেরুপৃষ্ঠাঘি: স্তুতলং
হন্দ: কুম্ভো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগ:।—

পৃথু দ্বরা ধ্বতা লোকা দৌব স্বং বিজুনা ধ্বতা।

ত্বক ধারয় মাং নিত্যং পাবৎ কুরু চাসনম্ ॥”

পঞ্চগব্য দ্বারা মণ্ডপ-শুদ্ধি হয়। যে সকল দ্রব্য ভগবত্ত্বক্ষেপে
নিবেদিত হয় এবং যাহা দ্বারা ভগবৎপূজা করা হয়, তাহা
শোধন করিয়া করিতে হয়। শাস্ত্রে প্রত্যেক দ্রব্যেরই শুদ্ধিমন্ত্র
নির্দিষ্ট হইয়াছে।

শুদ্ধিকৃত (ত্রি) শুদ্ধি: কৰোতীতি কৃ-কিপ্, ত্বক্ চ। শুদ্ধিকারক।

শুদ্ধিতম (ত্রি) শুদ্ধি-তমপ্। আভিগুণক।

শুদ্ধিতত্ত্ব, রত্নদমন কৃত স্মৃতিতত্ত্বের ৪র্থ খণ্ড। ইহাতে স্মৃতি ও
জননাশৌচাবধি, স্বর্গরোপ্যাধি খাভব পাত্তশুদ্ধি প্রভৃতি বিষয়
বর্ণিত আছে।

শুদ্ধিমি (স্ত্রী) জনপদভেদ।

শুদ্ধিমৎ (ত্রি) শুদ্ধি অত্যর্থে মতুপ্। শুদ্ধিবিশিষ্ট, বিশুদ্ধ, শুদ্ধিযুক্ত। (রঘুবংশ ১।১২)

শুদ্ধোদ (ত্রি) শুদ্ধানি কেবলানি উদকানি যত্র, উদকশব্দস্ত উদানশেষঃ। ১ কেবল জলযুক্ত। (পুং) ২ সমুদ্র। (ভাগবত ৫।১।৩৩) ৩ সূর্য্যবংশীয় শাক্যরাজপুত্র। (ভাগবত ৯।১৩।১৪)

শুদ্ধোদন (পুং) বুদ্ধদেবের পিতা। ইনি শাক্যদিগের রাজা ছিলেন। প্রাচীন কোশলরাজ্যের পূর্বাংশস্থিত কপিলবস্ত্র নগরী ইহার রাজধানী। ইনি কোলিয়ান রাজতনয়াদ্বয়ের পাণিগ্রহণ করেন। [বুদ্ধদেব দেখ।]

শুদ্ধোদনসুত (পুং) শুদ্ধোদনস্ত সুতঃ। শুদ্ধোদনের পুত্র, বুদ্ধদেব। [বুদ্ধ দেখ।]

শুদ্ধোদনি (পুং) বিষ্ণু। (পঞ্চরাত্র)

শুধু, শুধ, শোচ। দিবাদি° পরটয়° অক° অনিট্। লট্ শুধ্যতি। লিট্ শুশোধ, শুশুভূতঃ। লুট্ শোদ্ধা। লৃট্ শোৎসতি। লৃঙ্ অশোৎসত্। লুঙ্ অশুৎসতি। সন্ শুশুৎসতি। যঙ্ শোশুধ্যতে। যঙ্ লুক্ শোশোধি। গিচ্ শোধয়তি। লুঙ্ অশুশুধ্যৎ।

শুধু (দেশজ) কেবল।

শুধুশুধু (দেশজ) বিনা দোষে।

শুন, গতি। তুদাদি° পরটয়° সক° সেট্। লট্ শুনতি। লিট্ শুনোম। লুট্ শোনিতা। লুঙ্ অশোনীৎ।

শুন (পুং) শুনতি সদা ইত্যন্তো গচ্ছতীতি শুন-ক। ১ কুকুর। 'কুকুরস্ত শুনিঃ স্থানঃ কপিলা মণ্ডলঃ শুনঃ।' (বাচস্পত্য) শুনতি কিং প্রং গচ্ছতি শুন-ক। ২ বায়ু। (নিখটু টীকা দেবরাজ বজা ৫।৩।৩৪)

(স্ত্রী) ৩ স্তম্ভ। (ঋক্ ৪।৫।৭।৯)

শুনক (পুং) শুনতি ইত্যন্তো গচ্ছতীতি শুন-গভৌ (কুন শির্ল-সংজ্ঞায়োরপূর্ব্বতাপি। উণ ২।৩২) ইতি কুন্। ১ কুকুর। (রাজনি°) ২ গোত্রপ্রবর্তক ঋষিবংশে। (ভারত ২।৪।১০)

শুনকচক্ষুকা (স্ত্রী) শুনকস্ত চক্ষুরিব ইবার্থে কন্। ক্ষুদ্র চক্ষুশ্চ, চলিত চৈচকা। (রাজনি°)

শুনকচিল্লী (স্ত্রী) শুনকপ্রয়া চিল্লী। শাক বিশেষ, চলিত চিলি শাক। পর্য্যায়—খচিল্লী, খানচিলিকা। শৃণ—কটু, তীক্ষ্ণ, কণ্ডু ও ত্রণনাশক। (রাজনি°)

শুনঃশেপ[ফ] (পুং) মূনিবিশেষ। ঋতীক মূনির পুত্র। শামারণে ইহার বিষয় এই রূপ লিখিত আছে। একদা অযোধ্যাধিপতি রাজা অশ্বরীষ স্ত্রুহং যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ইজ্ঞ ঐ রাজার যজ্ঞীয় পশু অপহরণ করিলে ব্যক্তিগণ রাজাকে বলিলেন, হে রাজন! আপনার অনবধানতাই এই বজ্রবিষের মূল কারণ।

যজ্ঞ পাতিত্য জন্তু আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা বিধেয়। প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত না হইলে আপনাকে সমূলে বিনষ্ট হইতে হইবে। একটা নরবলিই ইহার বিহিত প্রায়শ্চিত্ত। অতএব এই যজ্ঞ বর্তমান থাকিতে থাকিতেই একটা নরবলি প্রদান করুন।

রাজা অশ্বরীষ একটা নরবলি দিতে অভিলাষী হইয়া তাহার অশেষণের জন্ত নানা জনপদ, দেশ, নগর, বন ও পুণ্য আশ্রম সকল ভ্রমণ করিতে করিতে ভৃগুভূজ নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। এই স্থানে ঋতীক নামে এক মূনি ছিলেন, তাহার তিনটা পুত্র ছিল। রাজা ইহাকে অশেষ প্রকার অমূল্য বিনয় সহকারে কহিলেন, যদি আপনি শত সহস্র গাভি মূল্যে একটা পুত্র বিক্রয় করেন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হই। আপনার এই তিনটা পুত্র আছে, আপনি মূল্য লইয়া একটা পুত্র প্রদান করুন। আমি মনুষ্য বলি ক্রয় করিবার জন্ত বহু স্থান ভ্রমণ করিয়াছি, কোন স্থানেই পাই নাই।

ইহাতে ঋতীক বলিলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার অতি প্রিয়, তাহাকে আমি বিক্রয় করিতে পারিব না। ইহা শুনিয়া মাতা বলিলেন, কনিষ্ঠ পুত্রও আমার অতি প্রিয়; সুতরাং অবিক্রেয়। মধ্যম পুত্রের নাম শুনঃশেপ। শুনঃশেপ পিতামাতার এইরূপ উক্তি শুনিয়া রাজাকে কহিলেন, রাজন! জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পিতা ও মাতার প্রিয় এই জন্ত অবিক্রেয়। আমি মধ্যম, সুতরাং বিক্রেয়, আপনি আমাকে লইয়া গমন করুন। রাজা শুনঃশেপের এই বাক্য শুনিয়া বহুকোটি সুবর্ণ, অনেক রত্নাশ্রয় ও শত সহস্র গাভী দিয়া তাহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করিলেন।

রাজা ইহাকে লইয়া গমন করিতে করিতে মধ্যাহ্ন কালে পুষ্কর তীরে বিশ্রামের জন্ত অবস্থান করেন। এই পুষ্করতীরে বিশ্বামিত্র ঋষি তপস্ধানিরত ছিলেন। বিশ্বামিত্র শুনঃশেপের জ্যেষ্ঠ মাতুল, শুনঃশেপ বিশ্বামিত্রকে দেখিতে পাইয়া তাহার শরণাগত হইয়া কহিলেন, আমার পিতামাতা বিস্তলোভে আমাকে বলির জন্ত রাজার নিকট বিক্রয় করিয়াছেন, আমি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া আপনার শরণাগত হইলাম, এইরূপ আপনি আমাকে রক্ষা করুন। আপনি এইরূপ বিধান করুন যে, আমিও যেন আপনার প্রসাদে দীর্ঘায়ু হইয়া তপস্তা দ্বারা স্বর্গলোক লাভ করিতে পারি এবং রাজাও বজ্রনামাশু কারয়া কৃতকার্য হন।

বিশ্বামিত্র শুনঃশেপের এই কথা শুনিয়া তাহাকে নানারূপ সান্ত্বনা বাক্যে ভূষ্ট করিয়া সেই সময়েই বীর পুত্রদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, পুত্রগণ! এই বালক আমার শরণাগত, তোমরা ইহার প্রাণরক্ষা করিয়া আমার প্রিয়কর্ম্ম সম্পাদন কর। তোমরা সকলই স্নাতককারী ও ধর্ম্মপরায়ণ। অতএব, তোমরা

এই নরেন্দ্রের বলি হইয়া অগ্নির তৃপ্তি সম্পাদন কর, তাহা হইলে এই রাজার যজ্ঞ নিরীক্ষণে পরিসমাপ্ত, দেবগণ পরিতৃপ্ত এবং ইহার অতীর্ষসিদ্ধি হইবে।

মধুসূদন প্রভৃতি পুত্রগণ বিশ্বামিত্রের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে উপহাস করিয়া বলিলেন যে, আপনি নিজ পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞ ব্যক্তির পুত্রকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ; ইহা আমাদের মনোমত নহে, উহা আত্মমাংস ভক্ষণের জায় অতীব অকর্তব্য কৰ্ম্ম বলিয়া জ্ঞান হয়। বিশ্বামিত্র পুত্রদিগের এই কথা শুনিয়া ক্রোধ সহকারে তাহাদিগকে শাপ দিয়া শুনঃশেফকে কহিলেন, পুত্র তুমি যখন অশ্বরীষের যজ্ঞে রক্তমালাধারী ও রক্তানুলেপিত হইয়া বৈষ্ণব যুগে পাশ দ্বারা আবদ্ধ হইবে, তখন তুমি আয়েয় মন্ত্রে অগ্নিকে স্তব এবং দিবা গাথা গান করিও, তাহা হইলে সিদ্ধি লাভ করিবে। শুনঃশেফ সম্মতি হইয়া সেট দুইটা গাথা গ্রহণ করিলেন।

তখন শুনঃশেফ হুটুটিতে রাজা অশ্বরীষের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, রাজন্! আপনি শীঘ্র গমন করিয়া যজ্ঞ সমাপন করুন। রাজা ইহার কথায় শীঘ্র সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া যজ্ঞ ভূমিতে গমন করিলেন। অনন্তর রাজা যথাবিধানে শুনঃশেফকে রক্তাশ্ব পরিধান করাইয়া পবিত্র কুশনির্মিত রজ্জু দ্বারা বন্ধন পূর্বক পশুরূপে যুগে বন্ধন করিলেন। শুনঃশেফ এইরূপে যুগে বদ্ধ হইলে আয়েয় মন্ত্র দ্বারা অগ্নিকে স্তব করিয়া ইন্দ্র ও ইন্দ্রাজ্ঞ বিষ্ণু এই দুই দেবতাকে দুইটা গাথা দ্বারা স্তব করিলেন। ইন্দ্র ও উপেন্দ্র তাঁহার স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে দীর্ঘায়ু প্রদান করেন। রাজাও তাহাদিগের প্রসাদে সেই যজ্ঞের বহুশ্রম ফল লাভ করিলেন। (রামায়ণ ১৫২-৬২ স°)

দেবীভাগবতে লিখিত আছে যে, রাজা হরিশ্চন্দ্র বরুণের অভিসম্পাতে জলোদর রোগে পীড়িত হইয়া বারপরনাই কষ্ট ভোগ করিতে থাকেন। তখন তিনি বরুণের শাপ হইতে ক্লিষ্টরূপে মুক্তি লাভ করিবেন, তাহা চিন্তা করিয়া বশিষ্ঠের পরামর্শ গ্রহণ করেন। বশিষ্ঠ তাঁহাকে একটা পুত্র ক্রয় করিয়া যজ্ঞাহুষ্ঠান করিতে পরামর্শ দেন। হরিশ্চন্দ্র বশিষ্ঠের উপদেশে যজ্ঞাহুষ্ঠান করেন এবং একটা পুত্র ক্রয় করিবার জন্য মন্ত্রী প্রেতি আদেশ দেন।

হরিশ্চন্দ্রের রাজ্য মধ্যে অজীগর্ত নামে এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিত। তাঁহার তিনটা পুত্র ছিল, জ্যেষ্ঠ শুনঃশেফ, দ্বিতীয় শুনঃশেফ এবং কনিষ্ঠ শুনোলাকুল। মন্ত্রী অর্থ দ্বারা একটা পুত্র ক্রয় করিবার অভিলাষ করেন। অজীগর্ত অনাভাবে বারপরনাই কাতর ছিলেন, সুতরাং তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া আপনার একটা পুত্রকে বিক্রয় করিতে অভিলাষ করিলেন।

কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার অধিকারী বিবেচনা করিয়া তাহাকে বিক্রয় করিলেন না। মাতা কহিলেন কনিষ্ঠ পুত্র আমার প্রিয়, সেই অল্পবয়সে তাহাকেও বিক্রয় করা হইল না। তখন মধ্যম শুনঃশেফকে বিক্রয় করা হইল।

রাজা শুনঃশেফকে লইয়া নরমেধ যজ্ঞের পশু করিলেন। বালক যুগকাষ্ঠে বদ্ধ হইয়া কাতরভাবে রোদন করিতে লাগিল। শুনঃশেফ তাহার রোদন শুনিয়া সকলই চীৎকার করিয়া উঠিল। শমিতা (ক্ষেমক) এইরূপ ভাব দেখিয়া অস্ত্র গ্রহণ না করিয়া বলিল, এই যজ্ঞতরুর কাতর হইয়া করুণায় রোদন করিতেছে, অতএব আমি লোভের বশীভূত হইয়া ইহাকে বধ করিতে পারিব না। তখন সেই স্থলে এক তুলসি আন্দোলন উপস্থিত হইল।

অনন্তর শুনঃশেফের পিতা অজীগর্ত সভ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, রাজন্! আপনি ঐশ্বর্য্যবলম্বন করুন, আমাকে আপনি দ্বিগুণ অর্থ প্রদান করুন, আমিই আপনার কার্য্য সম্পাদন করিব। রাজা তাঁহাকে অর্থদানে স্বীকৃত হইলে অজীগর্ত বধকার্য্য সমাধা করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া পুত্রকে সংহার করিতে উত্তত হইল। তাহাকে পুত্রবধে উত্তত দেখিয়া সভাসদগণ সকলেই হায় হায় করিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র তখন শুনঃশেফের করুণ ক্রন্দন শুনিয়া অত্যন্ত দয়াপরবশ হইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া রাজাকে বলিলেন, তুমি এই বালককে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে অবশ্যই তোমার যজ্ঞ সম্পূর্ণ ও ব্যাধিনাশ হইবে। এই বালক অতিশয় কাতর হইয়া দীনভাবে রোদন করিতেছে, অতএব ইহাকে পরিত্যাগ কর।

রাজা ইহাকে ত্যাগ করিতে স্বীকৃত না হইলে, বিশ্বামিত্র শুনঃশেফের নিকট গিয়া তাহাকে বরুণমন্ত্রের উপদেশ দিয়া কহিলেন, তুমি এই মন্ত্র জপ কর, তাহা হইলে তোমার কল্যাণ হইবে। শুনঃশেফ বরুণমন্ত্র জপ করিবামাত্রই বরুণদেব তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন রাজা সেই দেবতাকে স্তব করিলেন। বরুণ বলিলেন, রাজন্! শুনঃশেফ অতীব কাতর হইয়া আমার স্তব করিয়াছে, অতএব তুমি ইহাকে পরিত্যাগ কর, আর তোমারও যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইল, এখন তুমি রোগ বিমুক্ত হও। বরুণদেবের কৃপায় যজ্ঞপুত্র পাশবন্ধন হইতে মুক্ত হইল, তখন সেই সভায় অয় ক্রয় শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল। রাজা নিদারুণ শ্লোক হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করিলেন।

তখন সেই সভায় শুনঃশেফ কৃতজ্ঞ বলিয়া সভ্যদিগকে কহিলেন, আমি এখন কাহার পুত্র, আমার পিতা কে? তাহা আপনারা নির্দেশ করিয়া দিব। এই বিষয় লইয়া তখন নানারূপ মতভেদ হইতে লাগিল। তখন বশিষ্ঠদেব

বিবদমান সকলকে কাহিলেন যে, পিতা পুত্রস্নেহ পরিভ্যাগ পূর্বক যখন শিশু পুত্রকে বিক্রয় করিয়াছে, তখন তাহার সখক তিরোহিত হইয়াছে। অনন্তর এই বালক হরিশ্চন্দ্রের ক্রীত পুত্র হইয়াছিল, কিন্তু রাজা যখন তাহাকে যুগে নিবদ্ধ করিয়াছেন, তখন এই পুত্রও রাজার হইতে পারে না। বালক বরুণের ক্ষতি করার তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে মোচন করেন। সুতরাং এই বালক বরুণের পুত্র হইতে পারে না, কারণ যিনি বাহাকে শুব করেন, তিনি ক্ষেপে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সকলই প্রদান করিয়া থাকেন। অতীত সপ্তকালে মহর্ষি বিশ্বামিত্র দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে বরুণের মহাধীর্ঘ মন্ত্র প্রদান করিয়া রক্ষা করিয়াছেন, সুতরাং এখন তিনি বিশ্বামিত্রের পুত্ররূপে গণ্য। গুনশেক ইহা শুনিয়া বিশ্বামিত্রের অমুগামী হইলেন।

(দেবীভাগবত ৭।১।—১৮ অ°)

বৈদিক মন্তোক্ত ঋষিভেদ। অনেক বৈদিক মন্ত্রে এই ঋষির উল্লেখ আছে। ঋগ্ বেদে লিখিত আছে যে, গুনশেক যুগে বদ্ধ হইয়া বরুণ দেবের শুব করেন, বরুণ সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে মুক্ত করেন।

“গুনশেপো যমজ্জদ গৃভীতঃ সো অস্মান্ রাজা বরুণো মুমোক্তু” (ঋক্ ১২৪।২) গৃভীতো গৃহীতো যুগে বদ্ধঃ গুনশেপ এতন্মামকো জনঃ যং বরুণমহস্যং, আহুতবান্ স বরুণো রাজা অস্মান্ গুনশেপান্ মুমোক্তু, বধ্যং মুক্তং করোতু (সায়ণ) “গুনশেপো হুজ্জদ গৃভীতস্ত্রিষাদিত্যং ক্রপদেষু বদ্ধঃ।

অবৈনং রাজা বরুণঃ সমুজ্জাদ বিদ্বান্ অদকো বিমমোক্তু পাশান্ ॥”

(ঋক্ ১২৪।৩)

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ৭।১৫, শাখ্যায়ন শ্রোতসু ১৪।২০।১, ১৩।১২, মহাভারত অশ্বাসনপর্ব, ভাগবত ৭।২।৪৬ প্রভৃতি স্থলে গুনশেপের বিবরণ লিখিত আছে। ইনি একজন বৈদিক মন্ত্রজ্ঞা ঋষি বলিয়া খ্যাত। [পুরুষমেধ দেখ।]

শুনঃস্কর্ণ (পুং) ঋষিভেদ। (পদ্মবিংশতঃ ১৭।১২।৬)

শুনঃলথ (পুং) ঋষিভেদ। (মহাভারত)

শুনহোত্র (পুং) ১ ঋষিভেদ। ২ তরবারের পুত্র। ৩ ইনি ঋক্ ৬।৩৩ সূক্তের মন্ত্রজ্ঞা ঋষি। ৪ কত্রয়ধের পুত্র।

শুনামুখ, হিমালয়ের উত্তরস্থ জনপদভেদ। ইহা বিন্দুসোত্তবা সিঙ্ঘনদ দ্বারা প্রাবৃত। (মৎস্যপুরাণ ১২।১৪৮) ভৌগোলিক Ktesias ইহাকে Kynokaphallai নামে নেপালের উত্তরে অবস্থিত দেশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বর্তমান নাম খুনহু।

শুনাসীর (পুং) শুনাসীরো বায়ুস্থ্যে অস্মাৎ ইতি, অর্শ্ণ আধিবাচ। ইজ্র। (ভরত বিরূপাক্ষঃ)

শুনাসীর (পুং) শুনাসীর-অচ্। অর্শ্ণ আধিচ। ইজ্র।

শুনাসীরো দ্বিতালবাঃ শুনাসীরো দ্বিতালবাঃ।

তালব্যাধি দ্বিত্যমধ্যঃ শুনাসীরশ্চ দ্বিত্যতে ॥ অমরটীকা ভরতঃ

“ইজ্রায় শুনাসীরায় পুরোডাশ” (তৈত্তিরীয় সং ১।৮।১১)

২ বায়ু ও সূর্য।

শুনাসীরায় শুশ্বার্থঃ বিশিষ্টাং শুন গতো ইত্যশ্বাৎ ইগুপথলক্ষণঃ কঃ, কিপ্রা গচ্ছত্যন্তরিকমিত্তি শুনো বায়ুঃ, যদা শুশ্বানোপদা-ন্নভেগতিকর্ষণঃ অত্বেষ্য প দৃষ্ট হইত। সর্গেঃ জৈন্ প্রভার-টিলোপশ্চ নিপাত্যতে। সদা সরণাৎ সীর আদিত্যঃ শুনশ্চ সীরশ্চ দেবতা যশ্বে চ ইত্যঙ্। (দেবরাজ যজ্ঞা)

৩ ইজ্র ও বায়ু। (ঋক্ ৪।৫৭।২)

শুনাসীরিন্ (ত্রি) ১ ইজ্র। ২ শুন ও সীরযুক্ত।

শুনাসীরীয় (ত্রি) শুনাসীর দেবতা সখকীয়, ইজ্র ও বায়ু বা বায়ু ও সূর্য দেবতা সখকীয়।

“উক্তাঃ সঙ্করা এতা শুনাসীরীয়াঃ” (শুক্লযজুঃ ২৪।১২)

‘শুনাসীরীয়াঃ শুনাসীরদেবতাঃ’ (মহীধর)

শুনি (পুং) শুনাত কিপ্রাঃ গচ্ছতীতি শুন গতো ইগুপথ্যৎ কিং।

উণ্ ৪।১১২ ইতি ইন্ স চ কিং। কুকুরী (হেম)

শুনিষ্করা (পুং) শুনী+ঋ+থন্। কুকুরীকে অধ্বুতাপদান-কারী। (বোপদেব)

শুনিষ্কর (পুং) শুনী+থন্। যে কুকুরীকে পান করায়। (বোপদেব)

শুনী (স্ত্রী) যন্ গোরাদিত্যং ভীষ। কুকুরী। (অমর)

২ কুয়াণ্ডী। (রাজান°)

শুনীর (পুং) কুকুরীসমূহ। (ত্রিকা°)

শুনেষিক্ত (ত্রি) শুন ইষিতং। কুকুর দ্বারা প্রাপিত।

(ঋক্ ৮।৪৩।২৫)

শুনোল্লঙ্কল (পুং) গুনশেপের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

(দেবীভাগ° ৭।২০ অ°)

শুক্ল, শুদ্ধি। ভাদি° উত্তর° অক° সেট্। লট° শুদ্ধিত-তে। লিট্° শুদ্ধক, শুদ্ধকে। লুট্° শুদ্ধিতা। লৃঙ° অশুদ্ধাৎ, অশুদ্ধিঃ। শুদ্ধ ১ শৌচকর্ম্ম। ২ শোধন চুরাদি° পরস্মৈ° লক° সেট্। লট° শুদ্ধয়তি। লৃঙ° অশুদ্ধয়ৎ।

শুদ্ধন (ত্রি) শুদ্ধ। পরিষ্কৃত।

শুদ্ধ্য (পুং) শুদ্ধ শুদ্ধো বজ্রমনিশুদ্বিধাসিদ্ধনিত্যো যুচ্। (উণ্ ৩।২০) ইতি যুচ্। ১ অগ্নি। (উজ্জল) ২ আদিত্য। ৩ শ্বেতবর্ণ পক্ষিবিধের।

“উপো অবর্শি শুদ্ধ্যবো ন বকঃ” (ঋক্ ১।১২৪।৪) ‘শুদ্ধ রাষিত্যঃ সর্কেবাং শোধকত্বাৎ বহা শুদ্ধায়িত্তি বলচয়ঃ শ্বেতবর্ণঃ পক্ষিবিধেবঃ’ (সায়ণ)

শুভ, ১ দীপ্তি। ২ হিংসা। তুদাদি পরস্মৈ দীপ্যার্থে অকং হিংসার্থে সকং সেট। লট্ শুভতি, শুভতি, ক্রিট্ শুভোত, শুভত। লুঙ্ অশুভত, শুভতীং।

শুভ্য, (ক্রী) শুভীসমূহ, কুহুরীসমূহ। (ত্রিকা)
(বি) ২ দিক।

শুভ্যঃ বাসগৃহং বিশোক্য শরনাগ্রহণ ক্রিয়াক্রমে
শিষ্টোবাচনমুপাগতত্ব হ'চরং নিবর্ণা পত্ন্যুৎসব।"

(সাহিত্য ৩ পঞ্জি)

শুভেন হিতং শনু (উগ্রবাদিতোষণ। পা ৫।১।২) ইতি বৎ,
শুভঃ সম্প্রসারণঃ। কুকুর সম্বন্ধে হিতকর।

শুপ্রি (ক্রী) শোভমান, স্বকীয়মুখ। "স্বাভির্থে অধিপ্রা-
বজ্জুহুঃ" (ৱক্ ১।৫।৫) তপ্তো শোভমানে স্বকীয়ে মুখে,
শুভ দীপ্তো কর্মধি-কিন্ (সারণ)

শুভ্, ১ দীপ্তি। ২ হিংসা। তুদাদি পরস্মৈ দীপ্যার্থে অকং হিংসার্থে সকং সেট। লট্ শুভতি। লুঙ্ অশুভত। শুভ শোভা, দীপ্তি। ভাদি আশ্বনে অকং সেট। লট্ শোভতে। লিট্ শুভতে। লুট্ শোভিতা। লৃট্ শোভিতাতে। লুঙ্ অশুভত, অশোভিত। সন্ শুভতিবতে, শুশোভিবতে। বঙ্ শোভ্যতে। বঙ্ লুক্ শোশোভি। শিচ্ শোভরতি। লুঙ্ অশুভত।

শুভ (ক্রী) শোভতে ইতি শুভ দীপ্তো-ক। ১ মঙ্গল, ক্ষেম। (অমর) ২ পদ্মকণ্ঠ। (রাজনি) ৩ উৎক। (নিঘণ্টু ১।১২) শুভ শব্দের পর্যায়ে 'শুভম্' একটা অব্যয় পদ আছে।

(পা ৫।২।১০ কাশিকা)

(ত্রি) শুভমভ্যন্তীতি অর্শ আদিষাচ। ৪ ক্ষেমশালী, মঙ্গলদায়ক। ৫ সুখী। ৬ কুশলী। ৭ সুন্দর, মনোহর, (পুং) শোভতে ইতি শুভ-ক। ৮ বিকৃত প্রভৃতি সপ্তবিংশতিযোগের অন্তর্গত ত্রয়োবিংশ যোগ। এই যোগে জন্ম হইলে জাতক সর্গজীবের কল্যাণকারী, পণ্ডিতপ্রিয়, নিত্য শুভকর্মকারী এবং শোভন বেশযুক্ত ও বুদ্ধিমান হয়।

"শুভগ্রহঃ শুভকরশাশ্বত শুভোদরেষ্ঠো বিচুবাং সমাজে
করোতি নিত্যশুভকর্মধীমান্ শোভাধিকঃ শোভনবেশধারী॥"

(কোষীপ্রবীপ)

শুভংয়া (ক্রী) শুভং বাতীতি ক্রি। শুভপ্রাপ্ত।

শুভংয়াবন্ (ত্রি) শোভনরূপে গমনকারী।

"অনেন্তঃ শুভং বাবা প্রতিকৃতঃ" (ৱক্ ৫।৬।১০)

'শুভং বাবা শোভনং গতা'। (সারণ)

শুভংয়িকা (ক্রী) অজ্ঞাত শুভংয়া। শুভংয়াদিককে যে জানে
নাই। (পা ৭।৩।৪৬ বার্তিক)

শুভংযু (ত্রি) শুভমভ্যন্তীতি শুভম্ (অহংশুভমোযুস্। পা

৫।২।৪০) ইতি যুস্। মঙ্গলবাহিত, শুভবাহিত, কুশলী, শুভ-
সংযুক্ত।

"অধিকং শুভতে শুভংযুনা বিতরেন বরমেব সমভ্যং।" (যযু ৮।৬)

শুভকর (ত্রি) করোতীতি কৃ-ট, শুভত করঃ। শুভজনক,
মঙ্গলকর, যিনি শুভ করেন। ত্রিমাং প্রীত্ব। শুভকরী—
পার্কতী।

শুভকর্ম্মন্ (ক্রী) ১ মঙ্গলজনক কর্ম্ম। ২ বিবাহ অন্নপ্রাশনাদি
সংস্কার কার্য।

শুভকূট (পুং) সিংহলের শ্রীপাদশৈল। বর্তমান সময়ে উহা
Adam's peak নামে খ্যাত।

শুভকৃৎ (ত্রি) শুভং করোতীতি কৃ-কিপ, কৃচ্। শুভকর,
শুভজনক।

শুভকৃৎসু (পুং) বোধদেব প্রেবীতেন। (ললিতবি)

শুভকেশী, কামদেবালীর একজন নরপতি। ইনি কর্ণাটক
দেশে রাজত্ব করিতেন। শিলালিপিতে ইহার শুভকেশী ও
বর্ষদেব নাম পাওয়া যায়। ইহার পুত্র জরকেশী চালুক্যরাজ
কর্ণের (১০৬৪-১০৯৪ খৃঃ) মৃত্যুর ছিলেন।

শুভকর্ণ (ক্রী) শুভসমর। মঙ্গলজনক মুহূর্ত্ত।

শুভগন্ধক (ক্রী) শুভো গন্ধো বস্ত্র। ১ বোল। (রাজনি)
(ত্রি) ২ মঙ্গলগন্ধবৃক্ষ।

শুভগ্রহ (পুং) শুভঃ গ্রহঃ। সৌমগ্রহ, বৃহস্পতি ও শুক্র এই
দুইটা গ্রহই প্রকৃত শুভগ্রহ। ইহা ভিন্ন বৃহগ্রহ যদি পাপযুক্ত না
হয়, তাহা হইলে তাহাও শুভ পদবাচ্য। বৃহ পাপযুক্ত হইলে
পাপগ্রহ মধ্যে গণ্য হয়। অর্দ্ধাধিক চন্দ্র অর্থাৎ শুক্রাষ্টমীর পর
হইতে রুকাষ্টমী পর্যন্ত চন্দ্র শুভ।

"অক্টোনেলুঃ কুলো রাহঃ শনিতৈবুত ইন্দুজঃ।

রবিঃ পাপা ভবন্ত্যেতে শুভাশ্চান্দ্রে প্রকীর্ণিতাঃ॥"

(জ্যোতিষসারঃ)

শুভগ্রহের বারে অর্থাৎ শুভবারে শুভলগ্নে ও শুভ তিথি
প্রভৃতিতে শাস্তিপোষ্টিক প্রভৃতি শুভকার্য করিতে হয়।

"শুভগ্রহাধিকারে চ মুহুর্ত্তি প্রক্বেবু চ।

শুভরাশিবিলায়ে চ শুভঃ শাস্তিকপোষ্টিকম্॥" (সংস্কারতত্ত্ব)

শুভকর (ত্রি) শুভং করোতীতি শুভ-কৃ খণ্। ১ মঙ্গলকারক,
শুভকারী।

"ক্ষেমকরঃ ক্ষেমকারো ভক্তকর শুভকরৌ।" (ভূরিপ্র)

শুভকর, ১ একজন প্রসিদ্ধ নৈমায়িক। ইহার প্রকৃত নাম
প্রগলভ আচার্য। [প্রগলভ আচার্য দেখ।]

২ একজন কবি। ৩ তিথিনির্ণয় প্রণেতা। ৪ সংগীত-
দামোদরচরিত। শ্রীধরের পুত্র।

শুভকর, একজন সুপ্রসিদ্ধ মানসিক বেত্তা। ইনি অল্প শাস্ত্রের দুর্কোষ নিরসনগুলি অতি সংক্ষিপ্তভাবে তুলনিত কবিতার রচনা করিয়া সুকুমারমতি বালকবৃন্দের চিত্তে তাহার নির্ভল ছবি আঁকিয়া দিয়াছেন। ঐ নিরসনগুলি ‘আর্য্য’ নামে বিখিত। আর্য্যগুলির রচনাসম্বন্ধে বড়ই সুন্দর এবং তদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অল্পশাস্ত্রে কবির পাণ্ডিত্য বিস্ময়াবহ; কিন্তু পরারে রচিত হওয়ার উচ্চ স্থানবিশেষে এতই দুর্কোষ হইয়া পড়িয়াছে যে তাহার পক্ষোদ্ধার সহজ নহে। তাহার মানসিক পদ্ধতি হইতে নিয়ে দুইটি আর্য্যার নিদর্শন উদ্ধৃত হইল :—

“অমি বিধা যত তজ্জা হইবেক দর।

তজ্জা প্রতি বোল গণ্ডা কাঠ প্রতি ধর।

যত আনা তত গণ্ডা পাই প্রতি বট।

গণ্ডা প্রতি বোল তিল ঘুচাও কপট।

কড়া প্রতি চারি তিল শুভকর ভণে।

জমাংস কর শিশু আনন্দিত মনে।”

অন্ত এক স্থলে—

“তজ্জা প্রতি মগ যার হইবেক দর।

তজ্জা প্রতি অষ্ট গণ্ডা দেয় প্রতি ধর।

আনা প্রতি দুই কড়া গণ্ডায় আট তিল।

শুভকর দাস কহে এই মত মিল।”

শুভকর দাস জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। নবাবী আমলে আর দুই শত বর্ষ পূর্বে রাজকীয় বিভিন্ন বিভাগে কিরূপ বন্দোবস্ত ছিল এবং কি নিয়মে নবাব সরকারের কার্য পরিচালিত হইত, তিনি স্বরচিত ‘ছত্রিশ কারখানা’ গ্রন্থে তৎসমুদায় সমাগ্র বিবৃত করিয়াছেন। [বাঙ্গালা সাহিত্য দেখ]

শুভকরী (স্ত্রী) শুভকর ভীষ্ম। ১ পার্কীতী। দুর্গাদেবী শুভ-বিধান করেন, এই অস্ত্র তিনি শুভকরী নামে খ্যাত। (শব্দরত্না) ২ শুভকর প্রণীত অল্পশাস্ত্র।

শুভচন্দ্র, শব্দচন্দ্রমাণবৃত্তি প্রণেতা।

শুভতান্তি (স্ত্রী) সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি।

শুভতুঙ্গ, গুজরাতের রাষ্ট্রকূটবংশীয় একজন রাজা। ইনি ৮৬৭ খৃষ্টাব্দে পিতা ঐবদেবের মৃত্যুর পর, রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার অপর নাম অকালবর্ষ।

শুভদ (পুং) শুভঃ দদাতীতি দা-ক। ১ অশ্বখবৃক্ষ। (রাঙ্গনি) (ত্রি) ২ শুভদাতা, শুভদায়ক।

শুভদন্ত (ত্রি) উত্তমদন্তবিশিষ্ট।

শুভদস্তা (স্ত্রী) শুভদস্তা যজ্ঞাঃ ভীষ্ম। সুদতী, শোভন দস্ত-বিশিষ্ট। (মেদিনী) ২ পুন্ড্রদন্ত হস্তীর স্ত্রী।

শুভদর্শন (ত্রি) ১ সুন্দর, সুস্বী। ২ বাহার সুখ দেখিলে শুভ ঘটে।

শুভদায়িন্ (ত্রি) শুভঃ দদাতীতি দা-গিন্, যুগাৎগমঃ। শুভঃ, শুভকারী, যিনি শুভবিধান করেন।

শুভধর (পুং) ব্যক্তিতেদ। (রাজতরু) ৪১২৪০)

শুভনয় (পুং) মুনিভেদ। (কথাসরিৎসং) ৭২।৩৬২)

শুভনামা (স্ত্রী) গুরা পক্ষী, দশমী ও পূর্ণিমা তিথি।

শুভপত্রিকা (স্ত্রী) শুভানি পত্রানি যজ্ঞাঃ স্বার্থে কন্ টাপি অত ইৎ। ১ শালপত্রী। (রাঙ্গনি) ২ মঙ্গল-পত্রিকা।

শুভপূজাপাতবুদ্ধি (পুং) সমাধি।

শুভপ্রদ (ত্রি) শুভঃ প্রদদাতীতি দা-ক। শুভঃ, শুভকারী, যিনি মঙ্গল প্রদান করেন।

শুভভাবনা (স্ত্রী) মঙ্গলজনক ভাবনা, মঙ্গলবিষয়ক চিন্তা।

শুভমঙ্গল (স্ত্রী) শুভ ও মঙ্গল।

শুভমণিনিগর, একটা প্রাচীন নগর। বারাণসী বিভাগের বস্তি জেলার রামপুর বেওয়ারী গ্রামের ১৩ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখন এখানে প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন কিছুই নাই, কেবলমাত্র পিপুরাবা-মহাদেব ও বরেনবা-মহাদেব নামক ত্তর মন্দিরের ত্তর পুষ্কর ও অপর দুইটা বৃহৎ ত্তর এবং ত্তর স্তম্ভ প্রভৃতি উহার অতীত স্মৃতি ঘোষণা করিতেছে।

শুভময় (ত্রি) শুভ স্বরূপে ময়ট। শুভস্বরূপ, মঙ্গলময়।

শুভস্তাবুক (ত্রি) ১ শুভদর্শন। ২ শুভচিন্তক।

শুভবক্তৃ (স্ত্রী) কলাহুচর মাতৃকাভেদ। (ভারত শলাপ)

শুভবৎ (ত্রি) শুভ-অন্ত্যার্থে মতুপ্, মত ব। শুভাবশিষ্ট। মঙ্গলযুক্ত।

শুভবস্তু (স্ত্রী) ১ নদীভেদ, বৈদিক স্রবাস্ত নদী। বর্তমান নাম সোয়াং। (স্ত্রী) ২ মঙ্গলিক ত্রব্য।

শুভবাসন (পুং) শুভঃ শোভনং যথা তথা বাসয়তি মুখমিত শুভ-বস-গিচ্-ল্য। মুখবাসকর গন্ধ, মুখের সুগন্ধজনক বাস।

“মুখবাসকারো গন্ধ আসৌদী মুখবাসনঃ।

মুখবাসন ইত্যোকে শুভবাসন ইত্যপি।” (শব্দরত্না)

শুভবিমলগর্ভ (পুং) বোধিসত্তভেদ।

শুভবুহ (পুং) রাজভেদ। (সঙ্গপুণ্ডরীক)

শুভব্রত (ত্রি) ব্রতভেদ, কার্ত্তিক মাসের গুরা পক্ষমী তিথিতে এই ব্রতাহতান করিতে হয়।

শুভশংসিন্ (ত্রি) শুভঃ শংসতি-শংস-গিন্। শুভহৃৎ, যথা হারা শুভ হৃৎনা হঃ।

শুভশীলগণি, ভোজপ্রবন্ধরচয়িতা। মুনিহুন্দের শিষ্য। ইনি খেতাবর জৈন ছিলেন।

শুভশৈল, পর্বতভেদ। (যোগীতত্ত্ব ৪৬।১)

শুভজ্ঞাপা, নদীভেদ। (হিমবৎসং ৪০।৬৩)

শুভসংযুক্ত (ত্রি) শুভেন সংযুক্ত। শুভসংযুক্ত, শুভবিশিষ্ট,
শুভসম্পন্ন। (স্ত্রী) শুভসংযুক্তা।

শুভসার (পুং) রাজভেদ।

শুভসূচনী (স্ত্রী) শুভং সূচয়তি-সূচ-শিচ-ল্য। জিহ্বা ভীম্।
দেবী বিশেষ, চলিত সূচনী। কোন কার্যে মঙ্গল হইবার
প্রত্যাশার লোকে এই দেবতার উদ্দেশে পূজা মানসিক করিয়া
থাকে এক সেই কার্য সিদ্ধি হইলে ইহার পূজা দেয়। এই দেব-
তার পূজা স্ত্রীদিগের করিতে হয়। ব্যবহার আছে যে, বর্ষ
স্ত্রীলোকে পূজা করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে পুরুষে
পূজা করিবে। পূজাতে এই দেবতার উদ্দেশে পালনী
এবং দেবীর পাঁচালী কথা গুণিতে হয়। এই দেবীর ধ্যান—

“রক্তা পদ্মচতুর্ভুজী ত্রিনয়নী চামীকরালঙ্কৃতা
গীতোত্তমকূচা হকুলবসনা হংসধিকৃতা পরা।

ব্রহ্মানন্দময়ী কমণ্ডলুকা ক্ষাভীতিহস্তা শিবা

ধোয়া সা শুভসূচনী জিজগতামধাপহুকারিণী ॥ (আচারমার্গতত্ত্ব)

শুভসূচনী (স্ত্রী) শুভা সূচনী। ১ বজ্রভূমি। ২ মঙ্গলভূমি।

শুভস্পৃতি (পুং) শোভন কর্ণের পালক, শুভকর্ণের রক্ষক।

“শুভস্পৃতি পুরুষা চলন্তঃ” (ঋক্ ১০।১০)

‘শুভস্পৃতি শোভনত কর্ণঃ পালকো’ (সারণ)

শুভা (স্ত্রী) শুভ-অ-টাপ্। ১ শোভা, কান্তি। ২ ইচ্ছা।

(মৈত্রেয়ী) ৩ বংশরোচনা, ৪ গোবরোচনা। ৫ শমী।

৬ প্রিয়ঙ্গু। ৭ বেতদ্বী। (রাজনি°) ৮ দেবসভা। ৯ উমাসখী

বিশেষ। ১০ মঙ্গলজনিকা। ১১ স্পৃকা, চলিত শিঙি শাক।

১২ গুরুবাচা, বেতবচ। (বৈত্কনি°) ১৩ তত্ত্বকীর, ছাগদ্বন্দ্ব।

১৪ পাঠা আকনাদি। ১৫ শমী বিশেষ। ১৬ শতাব্দা, চলিত

শুল্কা। (সারকো°) ১৭ নদীভেদ। (সহা° ১৩।৭)

শুভাকর শুভ (পুং) একজন বৌদ্ধাচার্য ও বৌদ্ধ গ্রন্থকার।

শুভাকিনী (স্ত্রী) ভূম্যামলকী। (বৈত্কনি°)

শুভাগম (পুং) ১ হিতকর বিষয়ের সমাগম। মন্ত্রক্রিয়ার
সমাগম।

শুভাপ্র (ত্রি) শুভানি অঙ্গানি যত। মঙ্গল অবয়ব যুক্ত, শুভ
অবয়ব বিশিষ্ট। জিহ্বা ভীম্। শুভাঙ্গী—১ কুণ্ডের পত্নী।

২ কামদেবপত্নী। ৩ কুরুপত্নী। ইহার গর্ভে বিদ্রবের

জন্ম হয়। (ভারত ১।২৫।৩২)

শুভাসদ (পুং) রাজভেদ। (মহাভারত)

শুভাসিন্ধু (ত্রি) শুভাঙ্গ অত্যর্থ ইনি। শুভাবিশিষ্ট, শোভন
অবয়বযুক্ত।

শুভাচল, পর্বতভেদ। (কালিকাপু° ৭৮ অঃ)

শুভাচার (ত্রি) শুভ আচারো যত। ১ শোভন আচার বিশিষ্ট।

শুভ আচারযুক্ত। জিহ্বা টাপ্। শুভাচার—পার্বতীর
নবীভেদ। (শব্দমালা)

শুভাঙ্গন (পুং) শোভাঙ্গন যুক্ত, রত্নশিগু যুক্ত, লাল গজিনার
গাছ। (রত্নমালা)

শুভাত্মক (ত্রি) শুভ আত্মা বস্তুগো যত। শুভবস্তু, জিহ্বা
টাপ্। শুভাত্মিকা।

শুভানন্দা (স্ত্রী) দাক্ষারিণী। (অমর)

শুভান্বিত (ত্রি) শুভেন অবিতঃ। মঙ্গলযুক্ত, শুভবিশিষ্ট।
পর্যায়—শুভযুক্ত। (অমর)

শুভার্থিন্ (ত্রি) শুভং মঙ্গলং অর্থরতে অর্থ-গিনি। শুভ প্রার্থী,
শুভকামী, যিনি শুভ প্রার্থনা করেন।

শুভাবহ (ত্রি) শুভহচক, মঙ্গলজনক।

শুভাশয় (ত্রি) বিজ্ঞ, ধার্মিক, বিত্তবৃদ্ধি।

শুভাশিস্ (ত্রি) শুভা আশীর্ষত। ১ শুভ আশীর্ষাদযুক্ত,
শুভ আশীর্ষাদ বিশিষ্ট। (স্ত্রী) ২ শুভ আশীর্ষাদ।

শুভাশুভ (ত্রি) ১ শুভ ও অশুভযুক্ত, শুভ ও অশুভ কর্ণ
বিশিষ্ট। ২ শুভ ও অশুভ, ভাল ও মন্দ।

শুভাসন (পুং) তান্ত্রিক আচার্য ভেদ।

শুভৈকদৃশ্ (ত্রি) মঙ্গলকামী।

শুভোদয় (পুং) ১ তান্ত্রিক আচার্যভেদ। ২ শুভ নক্ষত্রাদির
উদয়।

শুভ্র (স্ত্রী) শোভতে ইতি শুভ দীপ্তৌ (হ্যসি তক্ষি বকীতি।
উণ ২।১৩) ইতি রক্। ১ অশ্রুত। (মৈত্রেয়ী) ২ গড়লবণ,

শান্তর লবণ। ৩ রোপ্য। ৪ কাসীস। (রাজনি°) ৫ পদ্মকাষ্ঠ।

৬ রোপ্য মাক্ষিক। ৭ মেদোদাত্ত। ৮ সৈন্ধবলবণ। (বৈত্কনি°)

(পুং) ৯ শুক্রবর্ণ। ১০ চন্দন। (শব্দ°) (ত্রি) ১১ উদীপ্ত।

১২ শুক্র শুণযুক্ত।

“পপৌ বশিষ্ঠেন কৃতান্তাহুজঃ শুভ্রং বশো স্তুতিগিবাতিতৃষ্ণঃ।”

(রঘু ২।২৯)

জিহ্বা টাপ্। শুভ্রা ১৩ বংশরোচনা। ১৪ কটাকরি।

১৫ শর্করা। ১৬ বেত বৃক্ষদারক। (বৈত্কনি°)

শুভ্রখাদি (ত্রি) ১ শোভনায়ুধ, আয়ুধবিশিষ্ট। ২ শোভন-
হবিদ, শোভন হবিযুক্ত।

“প্রাধ্ব্যস্তৈস্ত্রত শুভ্রখাদরো যদেজথ” (ঋক্ ১।২।৪)

হে শুভ্রখাদরঃ শোভনায়ুধাঃ শোভন হবিদা বা’ (সারণ)

শুভ্রতা (স্ত্রী) শুভ্রতা ভাবঃ তল্-টাপ্। শুভ্র, শুভ্রের ভাব বা
ধর্ম, শুভ্রতা।

শুভ্রতরু (পুং) শিরীষরু। (পর্যায়মুক্তা°)

শুভ্রদন্ত (ত্রি) শুভ্রবর্ণ দন্তবিশিষ্ট।

শুভদক্ষী (স্ত্রী) শুভো দক্ষো যতঃ। শুভদক্ষী, পুন্সদত্ত নামক
দিগ্গজের পত্নী। (অমরটীকা)

শুভপূজা (স্ত্রী) শুভেশ্বরপূজা। (রাজনী°)

শুভপুর, প্রাচীন নগরভেদ। শালের পুত্র সূর্য্য এই নগর
প্রতিষ্ঠা করেন। (জৈনহরি° ১৭।১২)

শুভপুষ্প (স্ত্রী) বীরপুংগব, বেণা। (বৈতকনি°)

শুভভানু (পুং) শুভাঃ ভাষ্কর্য্যো যত। শুভকিরণবিশিষ্ট, চন্দ্র,
শুভ্রাং, শুভ্রশ্মি।

শুভ্রবতী (স্ত্রী) নদীভেদ।

শুভ্রবামন (ত্রি) বিন।

“আত্মোক্তিনিং বহতি শুভ্রবামোষসঃ” (ঋক্ ১৫।১১)

‘উষাসোহনন্তরং শুভ্রবামা সূর্য্যাকিরণসম্পর্কং শুভ্রভয়া গমনং
বভাসৌ শুভ্রবামা দিবসঃ, বা প্রাপণে আতো মনিন্’ (সারণ)

শুভ্রবাবন (ত্রি) শোভনশীল গমনযুক্ত।

“দিয়া বহেতে শুভ্রবাবানা” (ঋক্ ১৬।১১)

শুভ্রবাবানা শোভনশীলগমনবস্তো’ (সারণ)

শুভ্ররশ্মি (পুং) শুভ্রা রশ্মবো যত। ১ চন্দ্র। ২ শুভকিরণ।

শুভ্রবতী (স্ত্রী) নদীভেদ।

শুভ্রবেষ্ট (পুং) শুভ্রশাস্ত্রালি। (বৈতকনি°)

শুভ্রব্রত, ব্রতবিশেষ। (বরাহপু°)

শুভ্রশস্ত্রম (ত্রি) অতিশয় দীপ্যমান। নির্মল হইতেও নির্মল-
যশোযুক্ত। (ঋক্ ১৬।১৬) ‘শুভ্রশস্ত্রমোহত্যন্তদীপ্যমানশ্চ,
ববা নির্মলেভ্যোহপি নির্মলতমযশোযুক্তঃ’ (সারণ)

শুভ্রাংশু (পুং) শুভ্রা অংশবো যত। ১ চন্দ্র। (অমর)
২ কর্পূর। (রাজনী°)

শুভ্রালু (পুং) শুভ্রঃ শুভ্র আলুঃ। ১ মহিষকন্দ, খেতাল
চলিত শাকআলু। (রাজনী°)

শুভ্রাবৎ (ত্রি) শোভাবিশিষ্ট।

“নীরতেহস্তঃ শুভ্রাবতা পথা” (ঋক্ ৯।১৫।৩)

‘শুভ্রাবতা শোভাবতা পথা মার্গেণ’ (সারণ)

শুভ্রি (পুং) শোভতে ইতি শুভ্র (অবি শদি-ভূ-ততিভাঃ ক্রিণ্।
উণ্ ৪।৬৫) ইতি ক্রিণ্। ব্রহ্মা। (উজ্জল)

শুভ্রিকা (স্ত্রী) মধুশর্করা। (বৈতকনি°)

শুভ্রন্ (ত্রি) শোভমান।

“শ্রজং কৃধানো জ্ঞাতো ন শুভ্রাং রেণুং” (ঋক্ ৪।৩৮।৬)

‘শুভ্রাং কৃধাভ্যতী শুভ্রা শোভমানঃ’ (সারণ)

শুভ্র (স্ত্রী) শুভ। (হেম)

শুভ্রল (স্ত্রী) জলন্ত অমিয়ুক্ত লণ্ড, চলিত মশাল।

শুভ্র (পুং) দানববিশেষ। প্রহ্লাদের পৌত্র এবং গবেষ্ঠীর পুত্র।

বামনপুরাণমতে কণ্ডপের দহু নামে এক স্ত্রী ছিল। তাহার
গর্ভে দুই পুত্র হয়, জ্যেষ্ঠ শুভ্র এবং কনিষ্ঠ নিশুভ্র।

(বামন পু° ৫২ অ°)

মার্কণ্ডেয় পুরাণানুসারে শুভ্রাণ্ডে লেখা আছে যে, শুভ্র
দেবগণকে পরাজয় করিয়া স্বর্গের ইন্দ্র হইয়াছিলেন এবং বল-
পূর্কক যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেন। দেবগণ স্বর্গরাজ্য এবং নিজ
নিজ অধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অসুস্থগণ কর্তৃক নানাপ্রকারে
নিপীড়িত হন। তখন দেবগণ অনন্তোপায় হইয়া হিমালয়ে
গমন করিয়া মহামায়ার উদ্দেশে ত্তব করেন। মহামায়া সেই
তবে তুষ্ট হইয়া দেবগণকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন বলিয়া
আশ্বাস দেন এবং দেবী ভগবতী রূপে চারিদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া
নারীমূর্তিতে সেইখানে অবস্থিত করিতে থাকেন। চণ্ড ও মূক্ত
নামে শুভ্রের দুইজন প্রধান সেনাপতি এই নারীমূর্তি দর্শন করিয়া
শুভ্রকে সন্বাদ দেন। শুভ্র ইহাকে লইয়া বাইবার জন্ত সূগ্রীব
নামে এক দূত প্রেরণ করেন। সূগ্রীব দেবীর নিকট গমন
করিয়া বলিলেন, হে দেবি। শুভ্র ত্রিলোকের অধীশ্বর, তৎকনিষ্ঠ
নিশুভ্রও তৎসদৃশ এবং আপনিও স্ত্রীকুলের রত্নবরুণা; ত্রিলোকের
মধ্যে যে সকল শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে, তাহার সমস্তই শুভ্রের নিকট
বিদ্যমান। অতএব এইক্ষণ আপনি তাঁহাকে বরমালা দিয়া কৃতার্থ
করুন, আপনাকে লইয়া বাইবার জন্ত তিনি আমাকে প্রেরণ
করিয়াছেন।

মহামায়া ভগবতী ইহা শুনিয়া ঈষদ্ হাস্য সহকারে কহিলেন,
তুমি বাহা বলিলে তাহা সত্য; কিন্তু আমি না বুঝিয়া একটি
প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যে ব্যক্তি আমাকে সংগ্রামে জয় করিবে বা
আমার দর্প-বিনাশ করিতে সমর্থ অথবা আমার তুলাবল হইবে,
তাঁহাকেই আমি ভর্তৃরূপে বরণ করিব। তুমি বলিলে যে শুভ্র
ত্রিলোকের অধিপতি, অতএব তিনি আমাকে অনায়াসেই জয়
করিয়া লইয়া যাইতে পারেন।

সুগ্রীব এই কথা শুভ্রের নিকট বলিলে শুভ্র দেবী ভগবতীকে
আনিবার নিমিত্ত ৬০ হাজার সৈন্তের সহিত ধুম্রলোচন নামে
একজন সেনাপতিকে তথায় প্রেরণ করিলেন। ধুম্রলোচন দেবী-
লম্বকে সমাগত হইলে দেবী এক হস্তার করেন, সেই হস্তারে
ধুম্রলোচন সসৈন্তে ভস্মীভূত হন। শুভ্র ইহা শুনিয়া চণ্ডমুণ্ডকে
পাঠাইলেন, যুদ্ধে চণ্ডমুণ্ডও দেবীকর্তৃক নিহত হইলে রক্তবীজ
দেবীকে আনিতে গমন করেন। এই রক্তবীজের এক বিন্দু
রক্ত শরীর হইতে যেখানে নিপাতিত হইত, সেই স্থানে তদাকৃতি
আর একটি রক্তবীজের উদ্ভব হইত। দেবী কর্তৃক রক্তবীজ
নিহত হইলে নিশুভ্র যুদ্ধার্থ আগমন করেন। পরে নিশুভ্রও
দেবীযুগে হত হন। এইরূপে শুভ্রের সকল সেনানী বিনষ্ট হইলে

তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। তাঁহার সহিত বহুদিন বাবৎ দেবীর ঘোরতর যুদ্ধ হইল; অবশেষে দেবী তাঁহাকে বিনা আয়ালে নিহত করিয়াছিলেন। শুঙ্ক এইরূপে দেবী কর্তৃক হত হইলে দিক্ সকল নির্মল হইল এবং দেবগণ স্ব স্ব অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। (মার্কণ্ডেয় পু°)

শুভ্রযাতিনী (স্ত্রী) শুভ্র হস্তী-হন-গিনি, ভীপ্। দুর্গা পার্বতী। (শব্দরত্না°)

শুভ্রদেশ (পুং) শুভ্রল, অজ ও বঙ্গের দক্ষিণাংশ।

শুভ্রপুর (স্ত্রী) শুভ্রত পুরং। শুভ্রদৈত্যের পুরী। পর্যায়—একচক্র, হরিগৃহ। (ভূরিগ্র°) কেহ কেহ শব্দপুরকে শুভ্রপুরী কহে।

শুভ্রপুরী (স্ত্রী) শুভ্রত পুরী। শুভ্রপুর। (হিকা°)

শুভ্রমদিনী (স্ত্রী) শুভ্র মৃদুভীতি-মৃদু-গিনি। দুর্গা, শুভ্র-যাতিনী। (হেম)

শুভ্রমান (পুং) মৃদুভেদ।

শুভ্র (পুং) শুভ্রমান।

শুক্রধ্ব (স্ত্রী) কুজপ শেকের রোধক। কুজরূপ শোকনাশক। “শুক্রধো জীবসে ধাঃ” (অক ১।৭২।৩)

‘শুক্রধঃ কুজরূপত শোকত রোধয়িত্বীঃ, শুচং কুজভীতি কথ-কিপ্, পূর্বপদস্তানুলোপঃ পূর্বোদগারিভাৎ’ (সারণ)

শুয়া (দেশজ) কীটভেদ, শোণোকা। ইহাদের গাত্রে কণ্টক সৃদ্ধ কঠিন লোম আছে। ঐ কঠিন লোম মনুষ্যগাত্রে লাগিলে জ্বালা উৎপাদন করে ও তৎক্ষণাৎ সেইস্থান জুলিয়া উঠে।

শুয়ার (দেশজ) শূকর শব্দের অপভ্রংশ। [শূকর দেখ।]

শুল্ফা (দেশজ) ১ শাকভেদ। ২ শুকনা, কেবলমাত্র।

শুঙ্ক ১ অতিস্পর্শন, ত্যাগ, বর্জন। ২ খাট। চুরাশি° পরমৈ° সন্ক° সেট্। লট শুঙ্করতি। লুঙ° অশুঙ্কৎ।

শুঙ্ক (পুং স্ত্রী) শুঙ্ক-যঞ্। যট্টাশি দেয়, চলিত মাণ্ডল, ঘাট প্রভৃতি পার হইতে হইলে যে মাণ্ডল দেওয়া হয়, তাঁহাকে শুঙ্ক কহে। অমরটীকার ভরত লিখিয়াছেন যে, “যট্টঃ পহাঃ তত্র আদিতা ত্র্যাক্ষরবিক্রমস্থানাদৌ চ বদন্তেঃ দীপ্ততে স শুঙ্কঃ”

মন্ত্রতে-লিখিত আছে যে, রাজা প্রজাবিগকে যথারীতি পালন না করিয়া যদি তাহাদের নিকট হইতে কর ও শুকাদি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার নরক হয়।

“যোহয়কন্ বলিমানন্তে কন্ শুঙ্ক পাথিবঃ।

প্রতিভাগঞ্চ নশুঞ্চ স সন্তো নরকং ত্রয়েৎ ॥” (মহু ৮।৩০৭)

জলপথ ও স্থল প্রভৃতি হইতে রাজা যে রাজপ্রাঙ্ক কর গ্রহণ করেন, তাহাকে শুঙ্ক কহে। পণ্যপ্রব্যের উপর রাজদরবার হইতে যে কর (Duty) আদায় করা হয় তাহাও শুঙ্ক।

প্রাচীন রাজগণের শুঙ্কগৃহ এখন Custom house বা কুস্তখাটা প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। ঐ সকল স্থানে বিভিন্ন প্রব্যের উপর বিভিন্ন প্রকার নির্দিষ্ট মাণ্ডল আদায় হইয়া থাকে।

২ বিবাহের পূর্ণ, কস্তার পিতা বা অভিভাবক বরের নিকট হইতে যে অর্থগ্রহণ করেন তাহাকেও শুঙ্ক কহে। এইরূপ শুঙ্ক গ্রহণ শাস্ত্রে বিশেষ নিষিদ্ধ। মন্ত্রতে লিখিত আছে যে, কস্তার পিতা কস্তাদান নিমিত্ত অর্থগ্রহণ শুঙ্ক গ্রহণ করিবেন না, ক্লামণ কস্তাবিনিময়রূপ অর্থগ্রহণ করিলে তাঁহাকে কস্তাবিক্রয়ী হইতে হয়। কস্তা-বিক্রয় ও গোবধ উভয়ই তুলা পাতক।

“ন কস্তারঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহীয়াৎ শুঙ্কমৰ্শি।

গৃহ্ন শুঙ্কং হি লোভেন ত্রায়রোহ পতাবিক্রয়ী ॥” (মহু ৩।৫১)

৩ বিবাহের যৌতুক। ৪ মূল্য। ৫ পণ, বাকী।

“ইত্যাক্তো ধনুয়াবম্য শুক্যাপ্তং মধ্যবলঃ।

ভ্রাতা ভীমেন সহিত্তত্ত্বৌ গিরিবিচলঃ ॥”

(ভারত ১। ৯১.৪)

শুঙ্কত্ব (স্ত্রী) শুঙ্ক ভাবে ত্ব। শুঙ্কের ভাব বা ধর্ম।

শুঙ্কশালা (স্ত্রী) শুঙ্কসম্বন্ধীয় গৃহ, যে গৃহে বসিয়া শুঙ্ক আদায় করা হয়।

শুঙ্কস্থান (স্ত্রী) শুঙ্ক দিবার স্থান, মাণ্ডল দিবার জায়গা, যে স্থলে শুঙ্ক প্রদান করা হয়।

“শুঙ্কস্থানেষু কুশলাঃ সর্বপণ্য বিচক্ষণাঃ ॥” (মহু ৮।৩৯৮)

‘যেযু প্রদেশেষু শুঙ্কমাদীপ্যতে তানি শুঙ্কস্থানানি’ (মেধাতিথি)

শুঙ্কিকা (স্ত্রী) দেশভেদ। [শৌকিকের দেখ।]

শুঙ্ক ১ মান। ২ সর্গ। চুরাশি° পরমৈ° সন্ক° সেট্। লট লট শুঙ্করতি। লুঙ° অশুঙ্কৎ।

শুঙ্ক (স্ত্রী) শুঙ্কতানেতি শুঙ্ক-মানে যঞ্, যধা শুচ শোকে (উবাদয়চ্। উণ ৪।১৫) ইতি বনুপ্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধু।

১ তাম্র। ২ রজ্জ্ব। (অমর) ৩ বজ্রকর্প। ৪ আচার। ৫ জলস্রিধি। (মেদিনী)

শুঙ্কসূত্র, কাত্যায়নকৃত শ্রোতযজ্ঞের ৭ম পরিশিষ্ট।

শুঙ্কারি (পুং) শুঙ্ক অরিঃ। গন্ধক। (হেম)

শুঙ্ক (স্ত্রী) শুঙ্কপার্থ্য।

শুঙ্কির, দন্তরোগভেদ। পোকার দাঁত, কাটিয়া ছিন্ন করিলে এই রোগ হয়।

শুশুক, জলজ জীবভেদ। শিশুমার। ইহার তৈল বাতরোগে বিশেষ উপকারী।

শুশুনিয়া, বাহুড়ার অন্তর্গত একটা গওশৈল। বাহুড়া সহর হইতে ৮ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। ইহার পার্শ্বদিয়া ছাতনা হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রাস্তা গিয়াছে। এখানে রাজা চন্দ্রবন্দ্যার

শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাহাড়ের বে অংশে এই শিলালিপি আছে লোকের বিশ্বাস, ঐ স্থানে বিরূপাক্ষ ঋষির আশ্রম ছিল। উহার অনুরে বমথারা নামক প্রভবণ। গিরিমূলে কতকগুলি প্রস্তরনির্মিত দেবমূর্তি দেখা যায়।

শুশুকন (ত্রি) আত্মাদি সংযোগে অতিশয় বীণ।

“তে শুশুকনং যস্মিন্ বজ্রে বারমকুণ্ডত” (ঋক্ ১।১৩২।৩)

‘শুশুকনং আত্মাদি সংযোগেন ভৃগু বীণঃ’ (সারণ)

শুশুকনি (ত্রি) বীণন ঈল। “ভাসা বৃহতা শুশুকনিঃ”

(ঋক্ ৮।২৩।৫) ‘শুশুকনিঃ শুচ-বীণো-বীণন ঈলঃ’ (সারণ)

শুশুম্না (স্ত্রী) শুভপত্নী।

শুশুলুকযাতু (পুং) রাক্ষস ভেদ। “উলূকযাতুঃ শুশুলুক-যাতুঃ জহি” (ঋক্ ৭।১০৪।২২) ‘শুশুলুকযাতুঃ উলূক্য বিবিধাঃ বৃহদ্রূপা অরোলূক্যাস্তেতি। শিওরঃ উলূকঃ শুশুলুকঃ ভজ্রপেণ বর্তমানঃ রাক্ষসঃ’ (সারণ)

শুশ্রুচক, রাজভেদ। (সহা ৩২।৪)

শুশ্রুতবস্ (ত্রি) শ্র-কল্প। যিনি শ্রবণ করিয়াছেন, অতীত কালে ধাতুর উত্তর কল্প প্রত্যয় হয় এবং কল্প প্রত্যয় হইলে বিধ হইয়া থাকে।

স শুশ্রুবাংস্তদৃ বচনঃ সুমোহ

রাণাসহিষ্ণুঃ স্তুতবিপ্রয়োগম্।” (ভট্ট ১।২০)

শুশ্রূ (স্ত্রী) মাতা, মহাতারতে লিখিত আছে যে শিশুর শুশ্রূ করেন বলিয়া মাতা শুশ্রূ নামে অভিহিত হন।

“শিশোঃ শুশ্রুবাং শুশ্রুঃ” (ভারত ১।২২৩।৩২)

শুশ্রুবক (ত্রি) শ্র-সন্ শুশ্রুব-ধূল। শুশ্রুবাকারী, সেবাকারী। শুশ্রুবক পঞ্চ প্রকার, শিষ্য, অস্ত্রবাসী, ভৃত্য, অধীনস্থ কার্যকারক ও দাস।

“শুশ্রুবকঃ পঞ্চ প্রকারঃ শিষ্যোহস্ত্রবাসী ভৃত্যকোহধিকর্ম্মকদাস ইতি”

শুশ্রুবণ (স্ত্রী) শ্র-সন্-লুট্। সেবা, পরিচর্যা।

“শুশ্রুবণোপাসনঞ্চ সেবোপান্তিরূপাসনা।” (শব্দরত্নাবলী) ২ প্রবণেচ্ছা।

শুশ্রূষা (স্ত্রী) শ্রুত-সন্ শুশ্রূষ (অপ্রত্যয়াৎ পা ৩।৩।১০২) ইতি-অ। উপাসনা, সেবা, পরিচর্যা। মনুতে লিখিত আছে যে, যে স্থলে কোন রূপ শুশ্রূষা, ধর্ম বা অর্থলাভ নাই সেই স্থলে বিভাবীজ বপন করিবে না।

“ধর্মার্থো ব্রহ্ম ন ভ্রাতাঃ শুশ্রূষা বাপি তথিহা।

তত্র বিভা ন বপুয্যা শুভং বীজমিবোষয়ে।” (মনু ৭।১১২)

২ কথন। ৩ শুনিবার ইচ্ছা।

“শুশ্রূষা শ্রবণকৈব গ্রহণং ধারণতথা।

উহোহংগাহোহর্থবিকানং তত্তজানকী বীজাঃ।” (কামন্দকী ৪।২২)

শুশ্রুত্বিত্ব (ত্রি) শ্র-সন্-তৃচ্। শুশ্রুবক, শুশ্রুবাকারী।

শুশ্রুত্বিতব্য (ত্রি) শুশ্রুব-তব্য। সেবিতব্য, সেবার যোগ্য, শুশ্রূবার উপযুক্ত।

শুশ্রুত্বিন (ত্রি) শুশ্রুব-ইন্। শুশ্রুবক, শুশ্রুবাকারী; সেবাকারী।

শুশ্রুত্ব্যু (ত্রি) শুশ্রুব-সনভ্যত্বঃ। শুশ্রুবা করিতে ইচ্ছুক, সেবা করিতে অভিলাষী। ২ শুনিতে ইচ্ছুক।

শুশ্রুত্ব্যেণ্য (ত্রি) শুশ্রুবাহ্। মনুষ্য বাহ্য আদরের সহিত শুনে।

শুশ্রুত্ব্য (ত্রি) শুশ্রুব-বৎ। শুশ্রুতিব্য, সেবিতব্য, শুশ্রূবার যোগ্য।

শুশ্রু শোষ, শোষণ, স্নেহ রহিতীভাব। দিবাদি পরস্মৈ অক্ অনিট্। লট্ শুষ্যতি। লোট্ শুষ্যতু। লিট্ শুশোষ, শুভ-বতুঃ। লুট্ শোষ্টা। লৃট্ শোক্ষ্যতি। লৃঙ্ অশুশ্রবৎ। সন্ শুশ্রুত্বতি। বঙ্ শোশ্রব্যতে। বঙ্ লুক্ শোশোষ্টি। শিচ্ শোষয়তি। লৃঙ্ অশুশ্রবৎ। শুষ-কৃ শুক।

শুশ্রু (পুং) শুষ-ক। ১ শোষণ। ২ গর্ভ। (অজয়পাল)

শুশ্রুণী (স্ত্রী) স্বনাম খ্যাত শাক, চলিত শুশুনি শাক।

“শুশ্রুণী কক বাতরী মহারাষ্ট্রী চ তাদৃশী।” (রাজব)

এই শাক কক ও বাত নামক।

শুশ্রি (স্ত্রী) শুষ-ইন্ স চ কিং। ১ শোষ। ২ বিল। (যেদিনী)

শুশ্রির (স্ত্রী) শুষ শোষণে (ইবিমহি মুদীতি। উণ. ১।৫২) ইতি কিরচ্, যবা শুষিহ্মদ্রমভ্যতীতি শুষি (উৎসবিশুদ্ধমধো রঃ। পা ৫।২।১০৭) ইতি র। ১ বিবর. গর্ভ, বিল। ২ বংশী প্রভৃতি বাজ, শুশ্রির বাজ, যে সকল বাজযন্ত্র ফুৎকার দ্বারা বাজিত হয়। (ত্রি) ৩ সরস্ব, ছিত্রবিশিষ্ট। ৪ আকাশ। (উচ্ছল) (পুং) ৫ মূষিক। (যেদিনী) ৬ অগ্নি। (বিব)

শুশ্রিরা (স্ত্রী) শুষির-টাপ্। ১ নদী। (ধরণি) ২ নলী নামক গছক জ্বা। (অমর)

শুশ্রিল (পুং) শুষ (শুপাদিত্যঃ কিং। উণ. ১।৫৭) ইতি ইলচ্, স চ কিং। ১ বায়ু। (উচ্ছল)

শুশ্রু (ত্রি) শুষ-শোষে-কৃ। যবা (স্থ বৃ কৃ শুষি মুবভ্যঃ কক্। উণ ৩।৪১) ইতি কক্। ১ নিদ্রেক, চলিত, শুকনা, নীরস। ২ নিষ্কোষজন, অকারণ, হেতুশূন্য, নিরর্থক।

“শুশ্রুত্বেরং বিবাবক ন কুর্ঘ্যাৎ কেনচিৎ সহ।”

(মনু ৪।১৩৯)

অকারণে কাহারও সহিত বিবাদ বা বৈরতা করিবে না।

(স্ত্রী) ৩ কৃকাকর। (রত্নমালা) ৪ শীর্ণ।

শুশ্রুক (বি) শুক কি না। (পা ৪।১।৭০) জীলিঙ্গে শুকিকা পদ হয়।

শুশ্রুকণ্ঠ (ত্রি) শুকঃ কণ্ঠো যত্র। শুককণ্ঠমূল, পিপাসাতুর, পিপাসা হইলে কণ্ঠদেশ শুক হয়।

শুককলহ (পুং) সামান্ত বিবর লইয়া বিবাদ।

শুকক্ষেত্র, পর্কতভেদ। [শুকলেত্র দেখ।]

শুকগোময় (পুং) ১ বন করীষ, চলিত বিলঘুটে। (ত্রিকা°)
২ শুকনা গোবর, ঘুটে।

শুকতা (স্ত্রী) শুকত তাবঃ তল-টাণ্। শুকব, শুকের
তাব বা ধর্ম।

শুকপত্র (স্ত্রী) শুকং পত্রং। ১ বৈহরহিত পত্র, নীলস বা শুকনা
পাতা। ২ আতপাদি শোষিত পট্টশাক, চলিত নালতে, পাটশাক
রোজে শুকাইলে তাহাকে শুক পত্র কহে। এই নালিতা শাক
মিশ্রিত জল সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর বিনষ্ট হয়। ইহা
জলদোষ এবং পিত্ত ও ককজর নাশক, ইহাকে জলে ভিজাইয়া
সেই জল নিভা সেবন করিলে পিত্ত দমন হয়, এবং এই পত্র
সংযোগে ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিলে তাহা বিশেষ রুচি প্রদ হইয়া থাকে।

শুকপত্রঃ পয়োমিশ্রং পিত্তশ্লেষ্মজ্বরপহং।

তৎ শুকপত্রং জলদোষনাশনং।

বিশেষতঃ পিত্তকফজ্বরপহং।

জলক ততাপি চ পিত্তহারকং।

হুরোচনং ব্যঞ্জনযোগকারকম্ ॥ (রাজবল্লভ)

শুকপাক (পুং) ১ জলশূন্য ব্যঞ্জনাদি। শুকাকিপাক রোগ।

শুকমংস্ত্র (পুং) শুকা মংস্ত্রঃ। আতপাদি দ্বারা নিম্নেহীকৃত
মংস্ত্র, চলিত শুক্কা মাছ।

“শুকমংস্ত্রা ন বা বল্যা ছজ্জরা বিড়্‌বিবন্ধিনঃ।” (ভাব-
প্রকাশ) এই মংস্ত্র কখনই বলকারক নহে, ইহা শীঘ্র জীর্ণ হয়
না এবং মলের বিবন্ধতা জনক।

শুকমাংস (স্ত্রী) শুকং মাংসং। আতপাদিদ্বারা নিম্নেহীকৃত
মাংস। শুকনা মাংস। পর্যায়—উতপ্ত, বজ্র, বঙ্গুরা, শুকনী।
(অমর ও তটিকা) ৩৭—

“বুদ্ধানাম্ দোষলং মাংসং বালানাম্ বলদং লঘু।

ত্রিদোষকৃদ্যালমুঠং শুকং শূণকং শুক ॥ (ভাবপ্র°)

বুদ্ধ জীবের মাংস ত্রিদোষজনক, অন্নবরুদ্ধের মাংস বল-
কারক ও লঘু, ব্যালমুঠ অর্থাৎ হিংস্রজন্তু কর্তৃক দষ্ট মাংস
ত্রিদোষ জনক এবং শুক মাংস শূণরোগকারক ও শুক।

বৈজ্ঞক মতে শুকমাংস ভোজন নিষিদ্ধ, ইহা সত্ত্বঃ প্রাণ
নাশক।

“শুকমাংসং ত্রিরো বুদ্ধা বাগার্কন্তুগুণং দধি।

প্রভাতে মৈথুনং নিজ্ঞা সত্ত্বঃ প্রাণহরাণি ষট্ ॥” (বৈজ্ঞক)

শুকমুখ (ত্রি) ১ মুখশোষমূল। (বাভট-টি° ৯ অ°) ২ শুক-
মুখমূল, উপবাসদির দ্বারা বাহ্যর মুখ শুক অর্থাৎ মেহভাব
রহিত। ৩ ব্যয়কুষ্ঠ, কুণ।

শুকমূল (স্ত্রী) শুকং মূলং। মৌজ শোষিত মূলক, চলিত শুকনা
মুলা বা মুলা শুঠ। (বাভট)

শুকমূলকাজিতৈল (স্ত্রী) শোখরোগোক্ত তৈলোবধ বিশেষ।
প্রস্তুত প্রণালী—শুকমূল, দশমূল, পিল্লীমূল, পুনর্নবামূল এই
সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১৬ পল, জল ৫১২ পল, শেব ৬৪ পল,
তিল তৈল ৬৪ পল, গোমূত্র ৬৪ পল এবং কর্কার শুক মুলা,
জলক, শুঠ, পলতা, পিপুল মূল, বেড়োলা, আকনাধি, পুনর্নবা,
বালা, বেণারমূল, সজিনাবীজ, নিশিন্দা, অনন্তমূল, করঞ্জবীজ,
বালাছাল, পিপুল, হরীতকী, বচ, কুড়, রামা, বিড়ল, চই, হরিত্রা
ধনে, ঘবক্ষার, সাচিকার, সৈন্দব, দেবদারু, পদ্মবীজ, শটী, গজ-
পিপুল, বেলগুটা ও মঞ্জিষ্ঠা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ তোলা,
তৈল পাকের বিধানানুসারে পাক করিবে। ঔষধোপেও
এই তৈল প্রয়োগ করিলে শোখ আশু প্রশমিত হয়।

শুকমূলান্নমুত (স্ত্রী) উদারবর্তরোগাধিকারোক্ত বৃত্তোবধবিশেষ।
প্রস্তুতপ্রণালী—শুকনা মুলা, আদা, পুনর্নবা, পঞ্চমূল ও কতক-
কল, এই সকল দ্রব্যের ককের সহিত ঘৃত পাক করিবে। উপ-
যুক্ত মাত্রার এই ঘৃত সেবন করিলে উদারবর্তরোগ প্রশমিত হয়।
(রসরত্নাকর)

শুকরেবতী (স্ত্রী) ১ মাতৃকা বিশেষ। (মৎস্তপু° ১৫৪ অ°)
২ বালগ্রহ বিশেষ।

“জ্যেতে শুকরেবত্যং ক্রমাৎ সর্কাকসংকরঃ।” (বাভট টে° ৩৯°)
বালকগণ শুকরেবতীগ্রহ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তাহা-
দিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। [বালগ্রহ শব্দ দেখ।]

শুকল (ত্রি) ১ আমিষ। ২ আমিষাশী, আমিষভোজী।

(অমরটীকা ভরত)

শুকলী (স্ত্রী) ১ শুকমাংস। ২ মাংসমাত্র।

“শুকলী শুকমাংসে ত্রাৎ মাংসমাত্রৈপি দৃষ্টতে।” (ভরত)

শুকলেত্র (পুং) বিততা নবীতীরস্থ পর্কতভেদ।

শুকবৎ (ত্রি) শুক অন্তর্থে মতুপ্ মস্য বা। শুকমূল,
শুকতা বিশিষ্ট।

শুকবৃক্ষ (পুং) শুকো বৃক্ষঃ। ১ ধব বৃক্ষ চলিত ধাওরা গাছ।
২ শুকনা গাছ।

শুকব্রণ (পুং) শুকো ব্রণঃ। ১ কিণ, চলিত ঘাটা। (ত্রিকা°)
২ যোনিকন্দরোগ।

শুকসম্ভব (স্ত্রী) বৃক্ষবিশেষ (Costus arabicus)।

শুকা (স্ত্রী) বোনিরোগ বিশেষ। লক্ষণ—

“বেগরোধাত্তো বায়ুঃ ছট্টো বিগুএসংগ্রহম্।

করোতি বোনেঃ পোষক শুকাখ্যা সাত্তিবেদনা ॥”

(বাভট টে° ৩৩ অ°)

জীবিগের ঋতুকালে বেগরোধ হেতু বায়ু ছষ্ট হইয়া বিষ্ঠা ও মূত্রের সংগ্রহ এবং বোনিমেশে শোথ উৎপাদন করে, ইহাতে বোনিমেশ অভিশর বেদনাবৃত্ত হয়। এই লক্ষণ হইলে তাহাকে শুকা রোগ কহে। [বোনিরোগ শব্দ দেখ]

শুকগ্রা (ত্রি) শুক অগ্র বা শিরোদেশযুক্ত। (তৈত্তিরীয়সংহিতা ৩৩৪)

শুকাক্স (পুং) শুক অঙ্গ যস্য। ১ ধববৃক্ষ, ধাওরাগাছ।

(ত্রি) ২ দেহশূভাবয়ব, নীরস দেহ। শুক অঙ্গযুক্ত।

শুকাক্সী (স্ত্রী) শুকানীৰ অঙ্গানি যস্য। গোম্বিকা। (শব্দচক্রিকা)

শুকাপ (পুং) ১ শুক পুষ্করিণী। ২ কর্দম। ৩ জয়দীন স্থান-মাত্র। (শতপথব্রাং ৬।১।১১৩)

শুকার্জ (স্ত্রী) শুক আর্জ। গুণ্ডী, শুঠ (শব্দচক্রিকা)

শুকার্শস্ (স্ত্রী) নেত্রবয়্রগতরোগবিশেষ। লক্ষণ—

“বীৰ্যোহুঃ খরঃ তক্তো দারুণো বয়্রসম্ভবঃ।

ব্যধিরেব সমাখ্যাতঃ শুকার্শ ইতি সজিহঃ ॥”

(সুশ্রুত উ° ৩ অ°)

বয়্রের অভ্যন্তরে দীর্ঘ অধরযুক্ত কর্ণশ, অভ্যন্ত কঠিন অথচ শুক মাংসাকুর উৎপন্ন হইলে তাহাকে শুকার্শ কহে।

শুম্ভ (পুং) শুভতানেতি শুভ- (কৃষি-শুভি-রসিত্যঃ কিং। উণ ৩।২২) ইতি সচ কিং। ১ সূর্য্য। ২ অগ্নি। (উজ্জল)

(স্ত্রী) ৩ বল। (নিবন্টু ২।৯)

শুকশুক (পুং) ১ সমুদ্রফেন। (বৈভকনি°) ২ শুক ও অশুক।

শুকশ্রু (ত্রি) ১ বিশুদ্ধ বদন। শুকনো মুখ। (অথর্ক ৬।১৩৯।২)

শুকাক্ষিপাক (পুং) সর্কগত অক্ষিরোগ। লক্ষণ—

“যৎ কুণ্ডিতং দারুণরূপবয়্রং সংহতে চাবিলদর্শনং যৎ।

সুদারুণং যৎ প্রতিবোধনে চ শুকাক্ষিপাকোপহতং তদক্ষি ॥”

(মাধব নি°)

যে রোগে চক্ষু মুদিত ও দাহযুক্ত অক্ষিবয়্র বিকৃত, ও রুদ্ধ এবং দৃষ্টি কলুষিত হয় তাহাকে শুকাক্ষিপাক কহে।

এই রোগে চক্ষু উদ্বীলন করিতে অভ্যস্ত কষ্টবোধ হইয়া থাকে।

শুদ্র (স্ত্রী) শুভতানেতি শুভ-শোবে (অবিসিবিষিত্যভ্যঃ কিং উণ ১।১৪০) ইতি মনু, স চ কিং। ১ তেজঃ, পরাক্রম।

(পুং) ২ সূর্য্য। (মেদিনী) ৩ অগ্নি। (ত্রিকা°) ৪ বায়ু।

৫ পক্ষী। (সংক্ষিপ্তসার উপাদি) ৬ অর্জিঃ।

“তমোহর্জিহ্বাশনে” (শুভাক, অমরটীকা ভরত)

শুদ্র (ত্রি) ১ তেজোবানকারী। পরাক্রমশীল। (অথর্ক ১৯।৪০।২)

শুদ্রান্ (স্ত্রী) শুভ-মসিন্, সংজ্ঞাপূর্ব্বকভাবে নগণঃ। ১ তেজঃ।

২ সৌর্য্য। (হেম) (পুং) ৩ অগ্নি। ৪ চিত্রকবৃক্ষ। (অমর)

শুদ্র (ত্রি) বলপ্রাপক।

“স্বাধসে মদক শুদ্রক ব্রহ্ম।” (তৈত্তিরীয়সং ২।২।২।৪)

এস্থলে ভাব্যাকার লিখিরাছেন, “শুদ্র” পদটির শিষ্ট প্রয়োগ ‘শুদ্রা’ হইবে।

শুদ্রাবৎ (ত্রি) বীৰ্য্যবৎ। বীৰ্য্যবান্। ভেজশালী। (অথর্ক ৪।৪।৩)

শুদ্রিণ (পুং) রাজপুত্রভেদ। (তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ ৮।১০)

শুদ্রিন্ (ত্রি) শোথকবলযুক্ত। (অথর্ক ৬।২০।১)

শূজা (দেশজ) শূক শব্দের অপভ্রংশ।

শূজাপোকা (দেশজ) কীটভেদ, শোশোকা।

শূক (পুং স্ত্রী) শো-তনুकरणे উল্কাধরশ ইতি উকপ্রত্যয়েন সাধু। স্কন্ধতীক্ষ্ণাগ্র, চলিত শুঁরা। পর্যায়—কিংশাক, শুলা, কোদী। (হেম) ২ দগ্ধা। (মেদিনী) ৩ অলবিষ ভূভূতাদি (চৌড়াঙ্গাপ প্রভৃতি) জলমলোদ্ভবজন্ত। ৪ শূকপ্রধান লিঙ্গ-বৃদ্ধিকর যোগ। [শূকরোগ শব্দ দেখ]

শূকক (পুং) শূকেন কার্যতীতি-কৈ-ক। ১ প্রাবট। ২ রস।

শূককীট (পুং) শূকবিপষ্টঃ কীটঃ। শূকযুক্ত কীটবিশেষ, চলিত শুঁরাপোকা। পর্যায়—বৃশ্চিক। (অমর), শূক-কীটক। (শব্দরত্না°)

শূকজ (পুং) যবকার। (বৈভকনি°)

শূকতূণ (স্ত্রী) শূকপ্রধানং তূণং। তূণবিশেষ, চলিত চোরহুণী, হিন্দী শূকড়ী। পর্যায়—শূক, শূকঢা, কনিষ্ঠক। শুণ—পশু-দিগের গন্ধে ইহা অতি দুর্ধ্ব। (রাজনি°)

শূকদোষ (পুং) শূকরোগ, ঔষধাদিপ্রয়োগজনিত লিঙ্গবর্জন-রূপ ব্যাধিবিশেষ। [শূকরোগ শব্দ দেখ]

শুকধাতু (স্ত্রী) শূকবিপষ্টং ধাতুং। শুকায়ুক্ত শস্ত্রমাত্র, ধাতু যবাদির, অগ্রে শুঁরা থাকে বলিয়া তাহাও শূক-ধাতু নামে কথিত।

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, শূকধাত্তের মধ্যে যব গ্রাসিত।

যব, সিতশূক, নিঃশূক, অতিবব, তোম্র এবং স্বর যব শব্দ এক পর্যায় ও শূকধাত্তের অন্তর্গত। শুণ—কষার, মধুর রস, শীত-বীৰ্য্য, লেখনশুণযুক্ত, মুহ ব্রণরোগে তিলের জায় হিতকারক, রুদ্ধ, মেধাজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, কটুবিপাক, অনতিব্যাকী, স্বর-প্রসাদক, বলকারক, শুক, অভ্যস্ত বায়ু ও মলবর্দ্ধক, বর্ণ-প্রসাদক, শরীরের হিরতা সম্পাদক, পিচ্ছিল এবং কঠগতরোগ, চর্ম্মগতরোগ, কফ, পিত্ত, মেহ, পীনস, খাস, কাস, উরুতন্ত, রক্ত-লোথ ও পিপাসানাপক। (ভাবপ্রকাশ)

“ত্রীছাদিকং যদিহ শূকসমভিভং জাৎ।

তৎ শূকধাত্তমথ মূলমমুষ্ঠকাদি ॥”

“তত্র ত্রিধোষমনং লঘুশুকধাত্তং

তেজো বলাতিশয়বীৰ্য্যবৃদ্ধিদায়ি।

দেশে দেশে শূক্ৰধাত্ত্ব সংখ্যা

জাতুং শকা নৈব তৈর্দৈবতৈর্বা ॥" (রাজনি°)

এইস্থানে ব্রীহি প্রভৃতি বাহা কিছু শূক্ৰযুক্ত হয়, তাহাকে শূক্ৰধাত্ত্ব বলে। ইহা ত্রিদোষনাশক, লঘু, ভেজ, বল ও বীৰ্য্য বৃদ্ধিকারক। এই শূক্ৰধাত্ত্ব বহু প্রকার, ইহার সংখ্যা করিতে দেবতাও সমর্থ নহে।

শূকপত্র (পুং) নির্বিষ সর্প (অশ্রুত কন্ম° ৭ অ°)

শূকপাক্য (পুং) বরকার।

শূকপিণ্ডি (স্ত্রী) শূকঃ পিণ্ডতে ইতি পিণ্ড সংহতো ইন্। শূক-শিখী, আলকুণী। (শব্দমালা)

শূকপিণ্ডী (স্ত্রী) শূক পিণ্ডি বা ডীৰ্। শূকশিখী। (শব্দমালা)

শূকর (পুং) শূকঃ তত্ত্বল্লোম রাতীতি-রা-ক। পশুবিশেষ, গুরার। পর্যায়—বরাহ, তুরুরোমা, রোমশ, কিরি, চক্রদংষ্ট্র, ক্রিটি, দংষ্ট্রী, ক্রোড়, দস্তায়ুধ, বলী, পৃথুস্থক, গোব্রী, ঘোণী, ভেদন, কোল, পোত্রায়ুধ, শুর, বহুপত্যা ও রদায়ুধ। গ্রাম্য ও বস্ত্রভেদে শূক দুই প্রকার। বস্ত্রমাংস গুণ—গুরু, বাতহারক, বৃষা, বল ও বৈদগ্জক। গ্রাম্য মাংসগুণ—বস্ত্র শূকর হইতে লঘু, মেদ, বল ও বীৰ্য্যবৃদ্ধিকারক। (রাজনি°) [বরাহশব্দ দেখ]

শূকরকন্দ (পুং) শূকর প্রায়ঃ কন্দঃ। বারাহীকন্দ, (রাজনি°) শূকরক্ষেত্র, যুদ্ধপ্রদেশের ইতার জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। এখানে ভগবান্ বিষ্ণু বরাহ অবতारे হিরণ্যকেশীকে নিহত করিয়াছিলেন। [সোরোন দেখ।]

শূকরদংষ্ট্র (পুং) ক্ষুদ্ররোগবিশেষ। লক্ষণ—

"সদাহো রক্তপর্য্যন্তত্বকপাকী তীব্রবেদনঃ।

কণ্ডুমান্ অরকারী চ স ত্রাচ্চকরদংষ্ট্রকঃ ॥

সঃ শুদভ্রংশঃ" (ভাবপ্রকাশ ক্ষুদ্ররোগাধি°)

শুদভ্রংশ রোগে যদি দাহ, রক্তমাংসকার ত্বকপাক, অত্যন্ত বেদনা, কণ্ডু ও অর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে শূকরদংষ্ট্র বলে।

চিকিৎসা—ভৃঙ্গরাজের মূল ও হরিদ্রা চূর্ণ একত্র করিয়া প্রলেপ দিলে এই রোগ শীঘ্র প্রশমিত হয়। পদ্মমূলের কঙ্ক গব্য-বৃত্তের সহিত প্রাতঃকালে পান করিলে এইরোগ ও ভক্ষণিত জ্বর বিনষ্ট হয়। হরিদ্রা এবং ভৃঙ্গরাজের মূল শীতল জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে। (ভাবপ্র° ক্ষুদ্ররোগাধি°)

শূকরপাদিকা (স্ত্রী) শূকর্যা পাদাইব মূল্য জ্ঞানঃ কন্-টাণ্, অত ইত্। কোল-শিখী। (রাজনি°)

শূকরশিখী (স্ত্রী) কোল-শিখী।

শূকরাক্রান্তা (স্ত্রী) শূকরোগক্রমাতে মেতি আ-ক্রম-ক্, টাণ্। বরাহক্রান্তা। (শব্দ°)

শূকরী (স্ত্রী) শূকর-ডীৰ্। ১ বরাহাক্রান্তা, বরাহক্রান্তা। (শব্দরত্ন°)

২ বারাহীকন্দ। ৩ শিশুমার স্ত্রী। ৪ বৃদ্ধদারক, চলিত বীজভাড়ক। ৫ শূকর-পতী।

শূকরেষ্ট (পুং) শূকরাগমিষ্টঃ। ১ কন্দেপ, চলিত কেওর। (ত্রি) ২ শূকরপ্রিয় দ্রব্য মাত্র।

শূকরোগ (পুং) রোগবিশেষ, লিঙ্গবর্দ্ধক ঔষধলেপনের অপ-ব্যবহারজনিত ব্যাধিবিশেষ।

"অক্রমাচ্ছকসো বৃদ্ধিং বোহতিবাহতি মুচ্যতীঃ।

ব্যাধিরন্তস্ত জায়ন্তে দশ চাষ্টৌ চ শূকজাঃ ॥" (ভাবপ্র° শূকরোগাধি°)

যে মুঢ় ব্যক্তিগণ অনিয়মিতরূপে শিশ্নুগন্ধি ইচ্ছা করিয়া জল-শুকাদি শিশ্নে প্রয়োগ করে, তাহাদের অষ্টাদশ প্রকার শূকরোগ নামক রোগ উৎপন্ন হয়।

শূক শব্দে শূক প্রধান লিঙ্গবৃদ্ধিকারক বাস্তারনোক্ত বোগ ব্রূতিতে হইবে। যথা,—ভ্রাতৃতকবীজ, জলশুক ও পদ্ম পত্র এই সকল অন্তরঙ্গিতে পোড়াইয়া সৈন্ধবের সহিত পকুস্থতী ফলের রসবারা পেষণ করিবে। পরে মহিষের বিষ্ঠার সহিত ইহা পুরুবাঞ্জে লেপন করিলে নিশ্চয় লিঙ্গ বর্দ্ধিত হয়। তিল তৈল ৪ সের, কক্কার্থ অশ্বগন্ধা, শতাবরী, কুড়, জটামাসী ও বৃহতী ফল এই সকল মিলিত ১ সের, ছয় ১৬ সের। যথাবিধানে তৈল পাক করিতে হইবে। এই তৈল শিশ্নে মালিস করিলে লিঙ্গ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

এই সকল ঔষধের অথবা প্রয়োগে নিম্নোক্ত অষ্টাদশ প্রকার শূকরোগ উৎপন্ন হয়;—১ সর্ষপিকা, ২ অঞ্জলিকা, ৩ গ্রথিত, ৪ কুস্তিকা, ৫ অলজী, ৬ মূদিত, ৭ সংমূঢ়-পীড়কা, ৮ অধিমধ, ৯ পুষ্করিকা, ১০ স্পর্শহানি, ১১ উত্তমা, ১২ শতপোনকা, ১৩ ত্বক-পাক, ১৪ শোণিতাক্ষুদ, ১৫ মাংসাক্ষুদ, ১৬ মাংসপাক, ১৭ বিদ্রুধি ও ১৮ তিলকালক। এই সকল শূকরোগের মধ্যে মাংসাক্ষুদ, মাংসপাক, বিদ্রুধি এবং তিলকালক অসাধ্য। বৈদ্যকে ইহাদের লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

সর্ষপিকা—শূকপ্রয়োগ বা চুষ্টব্যোনিতে রমণচার্য্য লিঙ্গে যে গোর সর্ষপের জ্বর পীড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে সর্ষপিকা বলে। এই রোগ বায়ু ও প্রেক্ষা কুপিত হইয়া হয়।

অঞ্জলিকা—শিশ্নুদেশে অঞ্জলার জ্বর কঠিন, হ্রব বা দীর্ঘা-কৃতি অথচ বক্রপীড়কা উৎপন্ন হইলে অঞ্জলিকা শূকরোগ পদবাচ্য হয়। এই রোগ বাতাস্যক।

গ্রথিত—সকল সময় শিশ্নুদেশে শূকপূরিত থাকায় শিশ্নে গ্রন্থিবৎ উৎপন্ন হইলে তাহাকে গ্রথিত শূকরোগ বলা যায়। এই রোগ কক্কার্থে উৎপন্ন হয়।

কুস্তিকা—শিশ্নে জ্বরের আটির জ্বর পীড়কা উপস্থিত হইলে কুস্তিকা বলে। এই রোগ রক্ত ও পিত্তজনিত।

অলজী—অলজী নামক প্রস্নেহ জন্ম পীড়কার লক্ষণের জ্বর

শিল্পে পীড়কা হইলে তাহাকে অলম্বী শূকরোষ বলে। এই পীড়কার চারিদিকে রক্তবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ ফোটক সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মূষিত—শূক প্ররোগে শিল্প পীড়ন ব্যাধি শোধ উৎপন্ন হইলে মূষিত শূকরোষ বলে। এই রোগ বায়ুর প্রকোপে উৎপন্ন হয়।

সংমুঢ়-পীড়কা—শূকসংযুক্ত লিপ্ত হস্তদ্বারা অতি ঘর্ষণ করিলে যদি গিঞ্জিত হইয়া অবনত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সংমুঢ়-পীড়কা কহে। এই রোগও বায়ু প্রকোপে উৎপন্ন হয়।

অধিমহু—শিল্পদেশে দীর্ঘাঙ্গুরবিশিষ্ট বহুসংখ্যক পীড়কা উৎপন্ন হইয়া বেদনা ও রোমহর্ষের সহিত মধ্যভাগে বিদীর্ণ হইলে অধিমহু শূকরোষ বলে, এই রোগ কক ও রক্তজর্জনিত।

পুচ্ছরিকা—শিল্পদেশে পীড়কা উৎপন্ন হইয়া ক্রমে তাহা পদ্ম-কর্ণিকার জায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলে পুচ্ছরিকা কহে। এই রোগ পিত্ত ও রক্তসম্বৃত।

স্পর্শহানি—বারংবার শূক প্ররোগে প্রযুক্ত রক্ত দূষিত হইয়া শিল্পের স্পর্শাসহিষ্ণুতা উৎপাদন করিলে স্পর্শহানি কহে।

উত্তমা—পুনঃ পুনঃ শূক প্ররোগ দ্বারা শিল্পে মৃগ বা মাংস কলারের জায় পীড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে উত্তমা বলে, এই রোগ রক্ত ও পিত্তজর্জনিত।

শতপোনক—চালনীর জায় শূক মুখবিশিষ্ট ছিদ্র দ্বারা শিল্প ব্যাধি হইলে শতপোনক শূকরোষ কহে, এই রোগ বাতরক্তসম্বৃত।

বৃকপাক—বায়ু ও পিত্ত বিকৃত হইয়া বৃকপাক নামক শূক-রোষ উৎপাদন করে, ইহাতে জ্বর ও দাহ হয়।

শোণিতার্জুদ—শিল্পদেশে কৃষ্ণবর্ণ বা রক্তবর্ণ অত্যন্ত বেদনা-বিত ফোটক উৎপন্ন হইলে তাহাকে শোণিতার্জুদ কহে।

মাংসার্জুদ—শূক প্ররোগে নিবন্ধন মাংস দূষিত হইয়া লিপ্তে অর্জুদাকৃতি উৎপন্ন হইলে মাংসার্জুদ বলা হয়।

মাংসপাক—যদি শিল্পের মাংস বিদীর্ণ হইয়া পড়ে এবং বাতজ, পিত্তজ ও কফজ সমস্ত বেদনা উৎপন্ন হয়, তাহাকে মাংস-পাক কহে, এই রোগ ত্রিদোষ কুণ্ডিত হইয়া হয়।

বিজ্রধি - সান্নিপাতিক বিজ্রধির বৈরগ লক্ষণ অভিহিত হইয়াছে, শূক প্ররোগে যেহেতু এই সকল লক্ষণ ঘটে হইলে তাহাকে বিজ্রধি নামক শূকরোষ বলে।

তিলকালক—কৃষ্ণ, শুক্ল অথবা বিচিত্র বর্ণ সবিশূক প্ররোগে যেহেতু সমস্ত শিল্প সমস্ত পাকিয়া উঠে এবং উহার মাংস কাল হইয়া পচিয়া যায়, এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট সান্নিপাতিক শূকরোগকে তিলকালক কহে।

শূকরোষের চিকিৎসা—শূক রোষ জন্ম এই সকল রোগ উৎপন্ন হইলে বিষয় ক্রিয়া, জলোপা দ্বারা রক্ত মোক্ষণ ও বিরচন বিশেষ উপকারী। এই সকল ক্রিয়ার পর লবু আহার দিতে হয়। ইহা ত্রিদিকলার কাথে শুগুণ্ডু প্রক্ষেপ দিয়া পান, এবং ঐ শুগুণ্ডু বহুসংযুক্ত প্রলেপ, এবং বৃদ্ধ সেচন করিলে শূকরোষ আশ্রয়িত হয়। কিন্তু শূকরোষে শীত ক্রিয়া করা কখনই কর্তব্য নহে।

তৈল ১ সের, ককার্ধ দাকহরিজা, তুলসী, বটীমধু, গুঃধূম, ও হরিজা এই সকল মিলিত ১ সের, জল ১৬ সের। তৈল পাকের বিধানানুসারে এই তৈল পাক করিয়া লিপ্তে মর্দন করিলে শূকরোষ নষ্ট হয়। শূকরোষে একমাত্র রসাজনের প্রলেপ দিলেও উপকার হয়। (ভাবপ্র° শূকরোষাধি°)

শূকল (পুং) শূকবৎ ক্রেশং লগ্নিত মদাতীত লা-ক। হার্ষিনীতাধি° (হেম)

শূকবৎ (ত্রি) শূকঃ সন্ত্যক্ত শূক-মতুপ্ মন্ত ব। ১ শূকযুক্ত। স্মিরাং ভীপ্। শূকবতী—২ কপিকচ্ছু। (শব্দচ°)

শূকবৃন্ত (পুং) কীটবিশেষ, এই কীটে দংশন করিলে গাত্রকণ্ড বর্জিত হয়। (সুশ্রুত ক্রমহা° ৮ অ°)

শূকশিখা (স্ত্রী) শূক বিশিষ্টা শিখা যতঃ। কপিকচ্ছু, চলিত আলকুশী। পূর্ববঙ্গে পুরা শব্দ, তিনী—গোখা, কিবাচ, তামিল, পুনাইক, কালি, তৈলঙ্গ—পিঙ্গি অড়ুণ্ড, মহারাষ্ট্র—কবচ, বম্বে—কুহিলা।

শূকশিখি (স্ত্রী) শূকবিশিষ্টা শিখিব্যতঃ। কপিকচ্ছু। (অমর) পর্যায়—শূকশিখিকা, শূকশিখী। (অমর)

শূক। (স্ত্রী) শূকঃ সন্ত্যক্তা ইতি অর্শ আদিঘানচ। ১ কপিকচ্ছু। (শব্দচক্রিকা)

শূকাত্য (স্ত্রী) শূকত্ব, হিন্দী শূকড়ী। (রাজনি°)

শূকাপুট্র (পুং) তৃণমণি, (হারাবলী) পাশী—কাফুর-দানা বা কাহরোবা।

শূকায় (পুং) শূকরোষ, শূকরোগ। (শাব্দধরস°)

শূকায় (পুং) শূকরোহীত কৃ-ব-জ্ঞ। বর্জিত করে যে ক্ষতিকারক।

শূকুল (পুং) ১ মৎস্তবিশেষ। ২ গন্ধত্ববিশেষ।

শূকৃত (ত্রি) শব্দাহ্বকরণকারী।

“সান্বে সহসা শূকৃতত” (ঋক্ ১।১৬০।১৭)

“শূকৃতত শব্দাহ্বকরণমেতৎ, শূকরং কুর্ততঃ” (সারণ)

শূক্ল (ত্রি) ১ জল, অক্ল, চলিত সল, মিহি।

“বহুত্বসমায়ুক্তং পটুহজ্ঞানিনির্মিতং।

বাসো দেবি। তুশূক গৃহাণ পরমেবরি।” (কালিকাপু°)

(পুং) ১ কৃতক। ৩ অধ্যাত্ম। (উজ্জল)

শূদ্র (ত্রি) কি প্র। (নিষট্ ২।১৫)

শূতিপর্ণ (পুং) আরধধবক, চলিত শোগলীগাছ। (শব্দরত্না°)

শূদ্র (পুং) শোচতীতি শুচ-শোক (শুচেন্দ্ৰিচ। উপ ২১৯)

ইতি রক দশান্তাদেশো ধাতো দীর্ঘচ। চতুর্ধ্বের অন্তর্গত চতুর্ধ্ব বর্ণ। পর্যায়—অবরবর্ণ, বৃষল, জঘন্তজ। (অমর) দাস, পাদজ, অন্তঃকথা, জঘন্ত, বিজ্ঞাসেবক। (শব্দরত্না°) পদ্ম, অন্তাবর্ণ, পঙ্ক ও চতুর্ধ্ব, বিজ্ঞাস, উপাসক। (রাজনি°) প্রকৃদ্বীপে শূদ্রের সংজ্ঞা সত্যাক, শাস্ত্রলবীপে টুকুর, কুশদ্বীপে কুলক, ক্রৌঞ্চদ্বীপে সেবক, শাকদ্বীপে অমুত্রত। পুষ্করদ্বীপে সকলই একবর্ণ।

বেদে অভিহিত চইয়াছে যে ব্রাহ্মের পাদ হইতে এই বর্ণের উৎপত্তি হয়। “পত্যাং শূদ্রোহি জারত” (শ্রুতি)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শুক্রবাই শূদ্রের একমাত্র শাস্ত্র নিরূপিত ধর্ম ও জীবিকা। এই বর্ণের গার্হস্থ্যশ্রমই একমাত্র আশ্রম। অস্ত্র আশ্রমধর্ম ইহাদের অধিকার নাই।

বাগিজ্য কারণেইশ্যং কুসীদং কৃষিসেবচ।

পশুনাং রক্ষণৈকৈব দাস্তং শূদ্রং বিজ্ঞয়নাম্॥” (মহু ৮।৪।১০)

রাজা শূদ্রকে বিজ্ঞাতির দাস্তে নিয়োজিত করিবেন। বিজ্ঞাতি-দিগের দাস্তই শূদ্রের ধর্ম, বিজ্ঞাতিগণ ক্রীত হউক বা অক্রীত হউক শূদ্র দ্বারা দাস্ত কর্ত্ত্ব করাইবেন, যেহেতু বিধাতা শূদ্রকে দাস্ত কর্ত্ত্বের কস্ত হস্তি করিয়াছেন। শূদ্র স্বামিকর্ত্ত্বক বিমুক্ত হইলেও দাস্ত হইতে বিমুক্ত হয় না, কারণ দাস্ত তাহার স্বাভাবিক।

“শূদ্র কারণেদাস্তঃ ক্রীতমক্রীতমেব চ।”

দাস্তারৈব হি নৃষ্টোহসৌ ব্রাহ্মণস্ত স্বরজ্জ্বা॥

ন স্বামিনা নিসৃষ্টোহপি শূদ্রো দাস্তাষ্মিমুচ্যতে।

নিসর্গজং হি তৎ তস্ত কস্তম্বাং তদপোহতি॥”

(মহু ১।৪১ঙ্ক-১৪)

শূদ্র অর্থ সকর করিবে না, যদি কোনরূপে অর্থসংগ্রহ করে, তাহা হইলে ঐ ধনে তাহার কোন অধিকার নাই; কারণ শূদ্র বাহার নিকট দাসত্ব করে, ঐ ধনে তাহারই অধিকার জানিবে। বিজ্ঞাতিগণ বিশ্রুতিতে দাস শূদ্রের ধন আত্মসাৎ করিতে পারেন, যেহেতু তাহার নিজস্ব কিছুই নহে। উহার সকল ধনই তর্কহীণ।

রাজা বস্ত্রসহকারে বৈশ্য ও শূদ্রকে স্ব স্ব ধর্ম নিযুক্ত রাখিবেন, যেহেতু উক্ত বর্ণের স্ব স্ব কার্যচ্যুত হইলে জগতে নানা বিশৃঙ্খল উপস্থিত হয়; এই জন্য উহাদিগকে বৃত্তিতে রাখা প্রয়োজন।

বিষ্ণুসংহিতার লিখিত আছে যে, শূদ্রগণ সকল প্রকার শ্রমকার্য দ্বারা জীবিকার্জন করিবে। শূদ্রদিগের ধর্ম বিজ্ঞাতি শুক্রবা, অতএব ধর্ম উপার্জনের জন্যই তাহার বিজ্ঞাতিদিগের দাস্ত করিবে।

“বৃত্তয়ঃ শূদ্রস্ত সর্কশির্জানি। ধর্মঃ শূদ্রস্ত বিজ্ঞাতি শুক্রবা”

(বিষ্ণুসংহিতা ২ অ°)

ইহা ভিন্ন সকল বর্ণেরই একটা সাধারণ ধর্ম আছে। সেগুলি এই—কর্ম, সত্য, ধর্ম, শৌচ, দান ইঞ্জিয়-সংযম, অহিংসা, শুক্র-শুক্রবা, তীর্থ গমন, দয়া, ঋকুতা, পোভশ্রুত্ব, দেবতা ও ব্রাহ্মণ পূজন ও অনভ্যাসনা। ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র পর্যন্ত সকল বর্ণেরই এই সকল ধর্ম পালনীয়। (বিষ্ণুসং ২ অ°)

“বিপ্রাণমর্জুনং নিত্যং শূদ্রধর্মো বিধীয়তে।

তদ্ব্যবহিত্তকগ্রাহী শূদ্রশাণ্ডালতায় ব্রজেন॥

গৃধ্রঃ কোটিসহস্রাণি শতজন্মানি শূকরঃ।

স্বাপদঃ শতজন্মানি শূদ্রো বিপ্রধনাগহা॥

যঃ শূদ্রো ব্রাহ্মণীগামী মাকৃগামী স পাতকী।

কৃষ্ণাপাকে পচাতে স যাবতৈব ব্রহ্মণঃ শতম্॥”

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড ৮৩ অ°)

ব্রাহ্মণের অর্জুনাই শূদ্রদিগের নিত্যধর্ম, যদি কোন শূদ্র ব্রাহ্মণের ঘেব করে বা ব্রাহ্মণের ধন গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার চাতালত্ব প্রাপ্তি ঘটে এবং সে বহু শত জন্ম গৃধ্র, শূকর প্রভৃতি যোনিতে ভ্রমণ করে। যে শূদ্র ব্রাহ্মণগামী অপধরণ করে, সেই শূদ্র মাকৃগমনের তুলা পাতকী হয় এবং সেই শূদ্র ব্রাহ্মণ শত বৎসর পরিমাণ কাল কৃষ্ণাপাক নরক ভোগ করে।

শাস্ত্রমতে শূদ্ররাজ্যে বাস করিতে নাই।

“ধার্মিকেনাবৃত্তে গ্রামে ন ব্যাধিবহলে ভূশম্।

ন শূদ্ররাজ্যে নিবসেৎ ন পাবগুজনেবৃত্তে॥

(কুর্ধপু° উপবি° ১৫ অ°)

যে স্থল ধার্মিক জন দ্বারা পরিবৃত্ত নহে এবং যে স্থল ব্যাধি বহল ও পাবগুজনপরিবৃত্ত, এবং বাহ্য শূদ্রশাসিতরাজ্য, এই সকল স্থানে বাস করিতে নাই।

শূদ্রকে মতিমান নিষিদ্ধ এবং কদাচ তাহাকে ধর্মোপদেশ দান করিতে নাই।

ন শূদ্রায় মতিং দদ্যৎ কৃশরং পায়সং দধি।

নোচ্ছিষ্টং বা মধুযুতং ন চ কৃকাজিনং হবিঃ॥

ন চেবানৈম ত্রয়ং ক্রিয়াং ন চ ধর্মান্ বদেদুধঃ॥”

(কুর্ধ উপবি° ১৫ অ°)

শূদ্রদিগের বেদে অধিকার নাই। শূদ্র বাতীত অন্য তিন বর্ণেরই বেদে অধিকার আছে।

অয়োবর্ণা মহাত্মাণ বজ্রদামাস্ত ভাগিনঃ।

শূদ্রা বেদপবিত্রেভ্যো ব্রাহ্মণৈস্ত বহিষ্কৃতাঃ॥

(বরাহপু° সংসারচক্রনামাধ্যায়)

শাস্ত্রে শূদ্রেরও মন্তপান নিষিদ্ধ হইয়াছে, যদি কেহ মন্তপান বা ব্রাহ্মণীগমন করে, তাহা হইলে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়।

“তথা মন্তত পানেন ব্রাহ্মণীগমনেন চ।

বেদাঙ্গবিচারেণ শূদ্রশ্চাণ্ডালতঃ ব্রজেৎ ॥”

(শূদ্রকমলাকরিত পরাশর বচন)

ব্রাহ্মণের শূদ্রার ভোজন করিতে নাই। ব্রাহ্মণ যদি একমাস বা মাসার্দ্ধ শূদ্রার ভোজন করে, তাহা হইলে শূদ্রযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। শূদ্রার উদরে থাকিতে ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে কুজ্বর, গৃধ্র ও শূকর প্রভৃতি চুষ্টেযোনিতে জন্ম হয়। ব্রাহ্মণ শূদ্রার ভোজন করিয়া বথাবিধি অধ্যয়ন বা হোমাদি করিলেও তাহার উদ্ধগতি হয় না, ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃত, ক্ষত্রিয়ের অন্ন হৃদ্ব, বৈশ্যের অন্ন অন্ন, এবং শূদ্রের অন্ন কথির তুল্য। এই জন্ত দ্বিজাতিগণ যজ্ঞার্থ শূদ্রের নিকট ভিক্ষা করিবেন না। ইহাতে একটু বিশেষ এই যে, যদি ব্রাহ্মণ অতি বিপন্ন হইয়া সচ্ছন্দ্রের গৃহে কণাভিক্ষা করে, তাহা হইলে তাহার পাতক হইবে না।

“শূদ্রাং ব্রাহ্মণেহশ্ননং বৈ মাসং মাসার্দ্ধমেব বা।

তদ্যোনিবভিজায়তে সত্যমেতদ্বিদ্বদ্বাঃ ॥

অথোদরন্তশূদ্রাশ্চ মৃতঃ ঋনোহপি জায়তে।

হাদশ দশ চাত্তৌ চ গৃধ্রশূকরপুংসরাঃ ॥

উদরস্থিতশূদ্রাশ্চ হৃদীয়ানোহপি নিত্যশঃ।

জ্বলন্ত বাপি জপন্ত বাপি গতিমুচ্চাং ন বিদমতি ॥

অমৃতং ব্রাহ্মণভ্রামং ক্ষত্রিয়ভ্রামং পয়ঃ স্নাতম্।

বৈশ্যস্ত চান্নমেবামং শূদ্রামং কথিরং স্নাতম্ ॥

তস্মাৎ শূদ্রং ন ভিক্ষতে যজ্ঞার্থং সদ্ধিজাতয়ঃ।

পশানমিব সচ্ছন্দ্রস্তাস্তং পরিবর্জয়েৎ ॥

কণানামথবা ভিক্ষাং কুর্যাচ্চাতিবিক্রিতঃ।

সচ্ছন্দ্রাণাং গৃহে কুর্কন্ত তৎ পাপেন ন লিপ্যতে ॥”

(বৃহৎ পরাশর ৪ অ°)

শূদ্রার শব্দে শূদ্র-স্বামিক অন্ন, বা শূদ্র-দত্ত অন্ন বুঝিতে হইবে। ভোজনকালে তদগৃহে যদি শূদ্র অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে তাহাকেও শূদ্রার কহে। শূদ্র সাক্ষাৎ যথাক্রমে যুত তত্বাদি বাহ্য কিছু দান করে, তাহাই শূদ্রার; কিন্তু শূদ্রের অর্থ দ্বারা এই সকল কিনিলে তাহা শূদ্রার পদবাচ্য নহে।

“শূদ্রামং শূদ্রস্বামিকায়ঃ তদন্তমপি ভোজনকালে তদগৃহা-
বহিতং যতদপি শূদ্রামং, তদাংশজিয়াঃ—

“শূদ্রবেশ্মনি বিপ্রোণ ক্ষীরং বা যদি বা দধি।

নিযুক্তেন ন ভোক্তব্যং শূদ্রামং তদপি স্নাতম্ ॥”

অপি শব্দাৎ সাক্ষদন্তযুততত্বাদি নতু তদন্তকপর্দকাদিনা
ক্রীতমপি।”

যেদ্রপ জল নদীতে গেলে বিগুচ্ছ হয়, তদ্রূপ শূদ্রদত্ত যুত তত্বাদি শূদ্রগৃহ হইতে ব্রাহ্মণের গৃহে গেলে বিগুচ্ছ হয়। এইস্থলে বুঝিতে হইবে যে, শূদ্রের নিকট প্রীতিগ্রহ করিয়া গৃহে আনিলে তাহা বিগুচ্ছ হয়। ব্রাহ্মণের হস্তস্পর্শ দ্বারা উহার দোষ-মুক্ততা ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মণ শূদ্রদত্ত যুততত্বাদি প্রোক্ষণ করিয়া গ্রহণ করিবেন, তাহাতে দোষ হইবে না। ইহাতে অজিহা বলেন, পাত্ৰান্তরে স্থাপন করিলে উহা বিগুচ্ছ হইবে।

“স্বগৃহাগতে পুনরজিহাঃ—

যথা যতন্ততো স্থাপঃ শুদ্ধিঃ যান্তি নদীগতাঃ।

শূদ্রাদিপ্রগৃহেষ্মনং প্রবিষ্টন্ত সদা শুচি ॥

প্রবিষ্টং স্বত্বাপাদকপ্রীতিগ্রহাদিনেনি শেবঃ।

অতএব পরাশরঃ—

তাবস্তবতি শূদ্রামং যাবন্ন স্পৃশতি দ্বিজঃ।

দ্বিজাতিকরসংস্পৃষ্টং সর্গং তদ্বিরুচ্যতে ॥

স্পৃশতি প্রীতিগৃহীতীতি কল্পতরুঃ। তচ্চ সংপ্রোক্ষ্য গ্রাহ্যং

তচ্চ পাত্ৰান্তরে গ্রাহ্যমাহাজিহাঃ—

সংপ্রোক্ষয়িত্বা গৃহীয়াৎ শূদ্রামং গৃহমাগতম্।

স্বপাত্রে যত্ন বিচ্যন্তঃ শূদ্রো যচ্ছতি নিত্যশঃ।

পাত্ৰান্তরগতং গ্রাহ্যং হৃদ্বং স্বগৃহমাগতম্ ॥ (শুদ্ধিতত্ত্ব)

কন্দুপক, অর্থাৎ জলোপসেক বিনা কেবল অগ্নি দ্বারা পক, দধি, শক্ত ও পায়স, এই সকল দ্রব্য শূদ্রগৃহে শূদ্রকর্তৃক কৃত হইলেও ব্রাহ্মণগণ তাহা ভোজন করিতে পারে। এইস্থলে পায়স শব্দে কঠিন ভাবাপন্ন হৃদ্ব বুঝিতে হইবে।

“কন্দুপকানি তৈলেন পায়সং দধি শক্তয়ঃ।

দ্বিজৈরেতানি ভোজ্যানি শূদ্রেণ হকৃতান্যপি ॥

ইতি কুর্গপুরাণবচনেন শূদ্রকর্তৃককন্দুপকাদেব ব্রাহ্মণস্ত
ভক্ষ্যত্বেন শ্রীক্ষে দেয়ত্বং যুক্তম্। কন্দুপকং জলোপসেকং বিনা
কেবলপাত্রেণ যৎ বহিনা পকং পায়সং পাকেন কাঠিভবিকার্য-
পন্নং হৃদ্বম্। (শূদ্রালিকতত্ত্ব)

শূদ্র শ্রাদ্ধাদি কার্যে বৈদিক মন্ত্র ভিন্ন অজ্ঞ মন্ত্র পাঠ করিয়া
কার্য করিবে, কেবল বেদমন্ত্রে তাহার অধিকার নাই। ব্রাহ্মণ
বেদমন্ত্র পাঠ করিবেন, শূদ্র উহা শ্রবণ কার্যে। কিন্তু পক
মহাযজ্ঞ স্থলে শূদ্র সকল কার্য অমন্ত্রক করিবে। পৌরাণিক
মন্ত্রাদিও পাঠ করিবে না। দ্বানও অমন্ত্রক করিবে।

বৈদিকেতর মন্ত্রপাঠে শূদ্রাদেয়পাধিকারঃ; বেদমন্ত্রবর্জ্যং
শূদ্রভোক্তে ছন্দোগিকাকাচারচিন্তামগ্নিত্বত্বতৌ বেবেতি বিশ্লে-
ষণাৎ। এবঞ্চ পুরাণমধিকৃত্য—

অথোতব্যং ন চাচ্ছেন ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বিনা।

শ্রোতব্যমিহ শূদ্রেণ নাথোতব্যং কদাচন ॥

ইতি ভবিষ্যপুরাণবচনং পুরাণমন্ত্রেতরপরং । পঞ্চ মহাবিজ্ঞানো
পৌরাণিকমন্ত্রোহপি নিবিদ্ধঃ ।

“নমস্কারেণ মন্ত্রেণ পঞ্চ বজ্রান্ ন হাপয়েৎ ।” (তিথিতত্ত্ব)

শূদ্রাঙ্গের শ্রাদ্ধানি কার্যসমূহ বক্রবর্ষদ্বয় কার্যের জ্ঞান হইবে ।

শূদ্রকৃ, ১ মুচ্ছকটিকা নামী নাটকপ্রণেতা । ২ একজন ঋষি ।
রামায়ণে উক্তরূপে লিখিত আছে যে, ইনি শূদ্রজাতীয় ও শব্দক
নামে বিদিত । কালকাল ব্যতীত শূদ্রের তপস্তায় অধিকার নাই ।
অকস্মাৎ রামরাজ্যে এক ব্রাহ্মণের বালকপুত্রের মৃত্যু ঘটে ।
ব্রাহ্মণ রাজা রামচন্দ্রের সমক্ষে পুত্রের অকালমৃত্যু রাজকৃত
পাপহেতু ঘটনাছে বলিয়া অল্পবোধে করিলে, তিনি নারদাদি
ঋষিগণের পরামর্শে শূদ্রের তপস্যাই অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ
জানিয়া শূদ্রের অধেষণে লোক নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার
শিরশ্ছেদ করিতে আদেশ দেন । ৩ একজন হিন্দু নরপতি ।
৩৩০০ কল্যাণে বিভ্রম্যমান ছিলেন । (কুমারিকাণ্ড)

শূদ্রকর্ম্মনু (ক্ৰী) শূদ্রস্ত কর্ম্ম । শূদ্রের কর্তব্য শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম ।
বিজ্ঞসেবাদিই শূদ্রের শাস্ত্রনির্দিষ্ট কার্য ।

শূদ্রকৃত্য (ক্ৰী) শূদ্রস্ত ন কৃত্যং । শূদ্রকর্তব্য কর্ম্ম । রঘুনন্দন
শূদ্রাঙ্কিকাচার তত্ত্বে শূদ্রকৃত্যের বিষয় নির্ণয় করিয়াছেন যে,
শূদ্র অমন্ত্রক শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং অষ্টাদশ পুরাণ,
রামায়ণ ও মহাভারত ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধির জন্ত পাঠ করিবেন ।

“চতুর্গামপি বর্ণান্যে যানি প্রোক্তানি বেধসাম্ ।

ধর্ম্মশাস্ত্রাণি রাজেন্দ্রে শৃণু তানি নৃপোত্তম ॥

বিশেষতঃ শূদ্রাণ্যং পাপলানি মনুষিভিঃ ।

অষ্টাদশপুরাণানি চরিতং রাঘবস্ত ৫ ॥

রামস্ত কুরুশাঙ্গীল ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে ।

তথোক্তং ভারতং বীর পারাশর্য্যেণ ধীমতা ।

বেদাংহং সকলং যোজ্যং ধর্ম্মশাস্ত্রাণি ৫ প্রভো ॥

(শূদ্রাঙ্কিকাচারতত্ত্ব)

পুরাণাদিতে সকল বেদার্থ নিহিত আছে, অতএব সেই-
গুলি পাঠ ও শ্রবণ করিলে শূদ্রের স্বাধার সম্পন্ন হইবে ।

শূদ্রকেশ্বর (পুং) শিবলিঙ্গভেদ । (হ্মানে নাগরথ)

শূদ্রজন্মান (ত্রি) ১ শূদ্রবর্ণে বাহার জন্ম । যে পরজন্মে শূদ্র
হইয়া জন্মিয়াছে । ২ নিকৃষ্ট জন্ম ।

শূদ্রতা (ক্ৰী) শূদ্রস্ত ভাবঃ তল্-টাপ্ । শূদ্রত্ব, শূদ্রের ভাব
বা ধর্ম্ম, শূদ্রের কার্য ।

শূদ্রদাস, একজন বিকৃতভক্ত । (ভবিষ্যভক্তি ২২০।১)

শূদ্রধর্ম্ম (পুং) শূদ্রস্ত ধর্ম্মঃ । শূদ্রের শাস্ত্রবিহিতাচার । [শূদ্র শব্দ বেধ]

শূদ্রপ্রিয় (পুং) শূদ্রাণ্যং প্রিয়ঃ । ১ পলাশু । (রাকনি)

২ শূদ্রের প্রিয় দ্রব্যমাত্র ।

শূদ্রপ্রেষ্য (পুং) শূদ্রস্ত প্রেষ্যঃ । শূদ্রের পরিচারক, ব্রাহ্মণাদি
উচ্চবর্ণের যে কেহ শূদ্রের পরিচারকতা কার্য্য করে ।

শূদ্রশাসন (ক্ৰী) শূদ্রস্ত শাসনম্ । শূদ্রের অধিকার বা লেখ্য
পত্রাদি ।

“তাদতিব্যস্তিরমণ্যং শাখানগরমিত্যপি ।

শাসনং ধর্ম্মকীলঃ স্তান্মকৃতিঃ শূদ্রশাসনম্ ॥” (পুরবর্গ ত্রিকা)

শূদ্রা (ক্ৰী) শূদ্রস্ত জাতিঃ শূদ্রঃ ‘শূদ্রা চামহং পূর্বা জাতিঃ’ ইতি
টাপ্ । শূদ্রজাতি ক্ৰী ।

“শূদ্রৈব ভাষ্যা শূদ্রস্ত সা চ বা চ বিশঃ শ্রুতিঃ ।” (মহু ৩।১৩)

শূদ্রাধিকরণ (ক্ৰী) অধিকরণভেদ, শারীরিককৃত্তে শূদ্রদিগের
বিভিন্ন অধিকার আছে কি না? এই সন্দেহ উপস্থিত হইলে
তাহাদের বিভিন্ন অধিকার নাই—এইরূপ নির্ণায়ক অধিকরণ ।

শূদ্রান্ন (ক্ৰী) শূদ্রস্ত অন্নঃ । শূদ্রাশ্মিক অন্ন । [শূদ্র শব্দ বেধ ।]

শূদ্রাভাষ্যা (পুং) শূদ্রা ভাষ্যা বস্ত্র সঃ । শূদ্রাশ্মী,
শূদ্রাপতি ।

শূদ্রার্থী (ক্ৰী) শূদ্রেণ আর্তা । প্রিয়ভূক্ত । (শব্দ ৫০)

শূদ্রাবেদিন্ (পুং) শূদ্রাং বিন্দতোতি-বিন্-গিনি । শূদ্রা
বিবাহ কর্তা ।

“শূদ্রাবেদী পতত্যত্রেকতথাতনয়ন্ত ৫ ।

শৌনকস্ত সূতোংপত্যা তদপত্যাত্যভূগোঃ ॥” (মহু ৩।১৩)

শূদ্রা ক্ৰী বিবাহ করিলেই ব্রাহ্মণাদি পতিত হন, ইহা অত্রি
ও উত্তথাপুত্র গৌতমমুনির মত । শৌনক মুনির মতে শূদ্রাতে
পুত্রোৎপাদন করিলে পতিত হইতে হয় এবং ভৃগুর মতে শূদ্রোৎ-
পন্ন সন্তানের সন্তান হইলে পতিত হইতে হয় । ব্রাহ্মণ
চারিবর্ণের কন্তাই বিবাহ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা হইলেও
শূদ্রা বিবাহ তাহার পক্ষে বিশেষ নিষিদ্ধ ।

শূদ্রাস্ত (পুং) শূদ্রায়াঃ বিজাতিভিরুচ্যাস্তাঃ স্ততঃ । বিজাতি
কর্তৃক পরিণীতা শূদ্রাগর্ভস্থাত পুত্র ।

শূদ্রী (ক্ৰী) শূদ্রস্ত ক্ৰী (পুংযোগ্যভাষ্যায়াম্ । পা ৪।১।৪৮)
ইতি ভাষ্ । শূদ্রের ভাষ্যা, শূদ্রপত্নী ।

শূন (ত্রি) টু ও ষি গতিবৃদ্ধোঃ ক্র ও দিশ্চ (পা ৮।২।৪৫) ইতি
নিষ্ঠাতত্ত্ব নঃ । বচিষ্যপষজাদীণ্যং কিত্তি (পা ৮।১।১৫) ইতি
সম্প্রসারণঃ । হলঃ (পা ৮।৪।২) ইতি দীর্ঘঃ । ঋদিতো
নিষ্ঠায়াম্ (পা ৭।২।১৪) ইড়াগমশ্চ ন । ১ বর্জিত । (ব্যাকরণ)
“ভ্রূক্ষণে হরিতে শূনে জায়তে চান্ত লোচনে” । (জুহুত ৪।২)
(ত্রি) ২ শূন ।

“মা শূনে অগ্রে নিবসাম নৃণাম্” (ঋক্ ৭।১।১১)

‘হে অগ্রে শূনে শূনে পুত্রাদিরহিতে গৃহে মা নিবসাম ন
নিবসাম’ (সারণ)

শূন্যক (ত্রি) শোধযুক্ত।

“শূন্যক্লেদন বীরতি”। (মাধবনিধান)

শূন্যকচক্ষুক (পুং) ক্লেদ চক্ষুঃ কৃপ। বৈদ্যকনিব°)

শূন্য (স্ত্রী) কীৰ্ত্তিতাব।

শূন্যবৎ (ত্রি) বি-ক্ৰবতু। বৰ্জিত। (ব্যাকরণ)

শূন্য (স্ত্রী) বরতি মুক্ত্যং গচ্ছতি কীটাদিরো বহু বি-ক্ৰ-টাপ্।
প্রাণিবিদের বধস্থান, চুল্লী, পেষণী প্রভৃতি। চুল্লী, পেষণী
(জাঁতা), উত্ত্বল-মুদল, উদকপাত্র এবং গৃহস্থের নিত্য
ব্যবহার্য অজ্ঞাত উপকরণগুলিতে তাহাদের জাত বা অজ্ঞাত-
সারে বহুবিধ জীব নিত্য নিত্য বিনষ্ট হয় বলিয়া এই
পাঁচটা শূন্য নামে খ্যাত। (হলায়ুধ) উক্ত পঞ্চশূন্য বা পাঁচ
শ্রেণীর জীব সর্বত্র ব্যবহার হেতু গৃহস্থগণের নিয়তই পাপ
সঞ্চিত হইয়া থাকে; সেই সকল পাপবিমোচনার্থ প্রত্যহ মান-
বের অধ্যাপনরূপ ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণরূপ পিতৃযজ্ঞ, হোমরূপ
দৈবযজ্ঞ, বলিরূপ ভূতযজ্ঞ অর্থাৎ পূজাদির উপকরণ সামগ্রীসমূহ
যে কোন প্রাণিকে দান এবং অতিথিসংস্কাররূপ নৃযজ্ঞের
অনুষ্ঠান করা সর্বত্রোভাবে কর্তব্য; নচেৎ কিছুতেই তাহার
এ সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে না।

“পঞ্চশূন্য গৃহস্থস্ত চুল্লীপেষণ্যপকরঃ।

কণ্ডনী চোদকুশ্চস্ত বধাতে বাচ বাহয়ন”।

“অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্ত তর্পণম্।

হোমো বৈবো বলিভৌতো নৃযজ্ঞোহতিথি পূজনম্॥

পঞ্চৈতান্মো মহাবিজ্ঞান্ ন হাপর্যতি শক্তিভঃ।

স গৃহেহপি বলন্ নিত্যং শূন্যদোষৈর্ন লিপাতে”। (প্রায়শ্চিত্ত)

২ অধোজিহ্বিকা, আলজিত। (হারাবলী) ৩ কণিমনসা।

শূন্যবৎ (পুং) শূন্য বিস্ততে যন্ত সঃ শূন্য-মতুপ্-মত্ বঃ।
কসাই।

শূন্য (স্ত্রী) ১ আকাশ। (শব্দ°) ২ বিলু। (হেম)

(ত্রি) ৩ অতি কম। ৪ অভাববিশিষ্ট। ৫ অসম্পূর্ণ, চলিত

খালি। পর্যায়—বশিক, তুচ্ছ, রিক্তক। (অমরটীকার ভরত)

নিম্নোক্ত করেকটী বিষয় শূন্যমধ্যে পরিগণিত। যথা—
বিভাহীন জীবন, বাক্যবহীন বিদ্য, পুত্রহীন গৃহ এবং দরিদ্রদিগের
ব্যবতীর বিষয়।

“আবহ্যজীবনং শূন্যং দিক্শূন্য চোদবাক্যবা।

পুত্রহীনং গৃহং শূন্যং সর্বশূন্য দরিদ্রতা”। (চাপক্য)

শূন্যে প্রাণিহংসারৈ হিতঃ রহস্তস্থানখ্যং শূন্য-বৎ। যথা
তনে হিতম্ শূন্য-শূন্যঃ সস্ত্যসারণং বা চ দীর্ঘকম্’ (পা ৫।১।২)
ইত্যন্ত ব্যতিক্রান্ত্য বৎ সস্ত্যসারণং দীর্ঘকম্। ৬ নির্জন।
(মোদনী) (স্ত্রী) ৭ স্বর্ণ। (বৈদ্যকনিব°)

(পুং) ৮ বিলু। (তা° ১৩।১০।২২)

শূন্যক (ত্রি) শূন্য-কন্ স্বার্থে। শূন্য।

“মহাবাদেহশূন্যকং ভবত্যমৃত গচ্ছতঃ”। (মহাতারত ১২পর্ক)

শূন্যগর্ভ (ত্রি) ১ বাহার ভিতর খালি, কাঁপা প্রভৃ। ২ স্বর্ণ-
ব্যক্তি। ৩ সারগর্ভের বিপরীত।

শূন্যগৃহ (ত্রি) ১ গৃহহীন। ২ খালিঘর। (দেশজ) পর্ত্তীহীন।

শূন্যতা (স্ত্রী) ১ শূন্যতাব। ২ জনংকর্তার অতিশয় হীনতা
(Nihilism)। ২ পঞ্চভূতবর্জিতের ভাব (Vacuity)।

শূন্যত্ব (স্ত্রী) শূন্যতা। শূন্যের ভাব বা স্বর্থ।

শূন্যপদবী (স্ত্রী) ১ প্রকারকৃ। (দেশজ) ২ উপাধিবিহীন।

শূন্যপাল (পুং) ১ সহযোগী। ২ যে অসহায়ীভাবে পরের
কার্য করে।

শূন্যপুচ্ছ (স্ত্রী) ১ পুচ্ছহীন। (পুং) ২ বৌদ্ধভেদ।

শূন্যবক্ষু (পুং) বিশালরাজবংশোদ্ভব তুগবন্দুর পুত্র।

(ভাগবত ৯।২।৩৩)

শূন্যভাবে (পুং) ১ কাঁকাভাবে। ২ ভাবহীন। ৩ শূন্য।

শূন্যমধ্য (পুং) শূন্য মধ্যং যন্ত। ১ নল। (রাজনি°)

২ শূন্যগর্ভ বস্ত্রমাত্র।

শূন্যমূল (ত্রি) ১ ভিত্তিহীন। ২ সেনাসিদ্ধাবিশেষ।

শূন্যবাদ (পুং) বৌদ্ধদর্শনের গভীর মর্ম্মকথা। বৌদ্ধজগতে
ভবচক্রের ব্যাপারনির্গণ বিষয়ে যে মীমাংসা সিদ্ধান্তিত হই-
য়াছে, তাহাই শূন্যবাদ। [বৌদ্ধদর্শন দেখ।]

শূন্যবাদিন্ (ত্রি) ১ সৌগত, বুদ্ধদেব। ২ নাস্তিক।

শূন্যহর (ত্রি) ১ শূন্যনাশক। ২ আলোক। ৩ স্বর্ণ।

শূন্য (স্ত্রী) ১ নলী নামক গজপ্রভা। (মোদনী) ২ হমা-
কণ্টাকিনী, কণিমনসা। (শব্দ°) ৩ বক্ষ্য স্ত্রী। (রাজনি°)

শূন্যালয় (পুং) শূন্য আলয়ঃ। নির্জন গৃহ। আনন্দকণ্ঠে
উদ্ধৃত হইয়াছে যে, শূন্যালয়, অশান, চতুশখ প্রভৃতি স্থানে
শয়ন করিতে নাই। [শয়ন দেখ।]

শূন্যাগার (ত্রি) শূন্যগৃহ, গৃহশূন্যব্যক্তি। একাকী (দ্রব্য° ৩৪।১।২)

শূন্যশূন্য (স্ত্রী) জীবশূন্য।

শূন্যৈষ (ত্রি) শূন্যাকাজী। (অর্থক ১৪।১।২৯)

শূপকার (পুং) শূপং করোতীতি কৃ-অণ্। শূদ্রদিগের পাচক,
বাহার শূদ্রদিগের পাচকতা কার্য করিয়া জীবিকানির্ভর করে।

“শূদ্রপাকোপজীবী যঃ শূপকার ইতি শূদ্রঃ”

(ব্রহ্মবৈবর্ত প্রভৃতিখ° ২৭অ°) [শূপকার শব্দ দেখ।]

শূম (আরব্য) কৃপণ, অদাতা, গাঢ়মুষ্টি, ব্যয়কুষ্ঠ।

শূম (বেশজ) শূয়া বা শোঁয়া। ১ শক্তের কীটবিশেষঃ
২ শূক, কীট বা পোকাদির দৃঢ় লোম।

শূর, ১ ত্তম। ২ হিংসা। বিধা° আশ্রমে° ত্তম অক° হিংসার্থে সক° সেট। লট° শূর্যতে। লিট° শূর্যে। লুট° শূরিতা। ক শূর্ণ। অশ্রু-চূরাদি° আশ্রমে°। অক° সেট°। ৩ বিক্রম, উত্তম। লুঙ° অশ্রুশূরং।

শূর, (পং) শূররতি বিক্রমতীতি শূর-অচ্ বধা শরতি বীর্থাঃ প্রায়োত্তীতি ত—শুসিচিমিঞাঃ বীর্ধশ্চ ইতি ক্রন্ (উণ্ ২।২৫) ১ বীর। (মহাভারত ১।১০৯৪) ২ যাদব। ইনি শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ। (মেদিনী) ৩ পুঁথী। (ত্রিকা°) ৪ সিংহ। ৫ শূকর। ৬ চিত্রকব্যাস। ৭ সালবুক। ৮ লকুচ, চলিত ডহরা কল। ৯ মশুর। (রাজনি°) ১০ বকু। (তা° ১৭।৪২।৫০) ১১ অর্ক-বৃক্ষ, আকন্দগাছ। ১২ চিত্রক বৃক্ষ। ১৩ সাহসী। ১৪ বলবান।

শূর, একজন কবি। গানরত্নমহোদধি গ্রন্থে ইহার রচিত শ্লোকাবলী উদ্ধৃত আছে। গ্রন্থান্তরে ভদন্তশূর ও ভাগবতশ্রীশূর নামক কবিরও উল্লেখ আছে। একটি শ্লোকের ভণিতায় শূর কবি সিংহরাজের আশ্রিত বলিরা উল্লেখ পাওয়া যায়।

শূর (পং) উত্তরবিক্রম দেশভেদ। (জৈনহরি° ১৩৯।১।৩)

শূরই মাজাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তরআর্কট জেলার বালাজাপেট তালুকের অন্তর্গত একটি গওগ্রাম। এখানে চোলরাজগণের প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। ৩ শত বৎসর পূর্বে একবার মাত্র উহার সংস্কার সাধিত হইরাছিল।

শূরগ্রাম (ত্রি) ১° শূরসম্মানবিষ্ট।

“শূরগ্রামঃ সর্গবীরঃ” (ঋক্ ৯।৯০।১৩)

‘শূরগ্রামঃ শূরাণাং গ্রামঃ সন্তোষা যত সঃ’ (সারণ)

২ শূরসমূহ, শূরসত্ত্ব।

শূরজ (পং) ১ রাজসেবকভেদ। (রাজতর° ৮।৩৩৫)

২ শূরবর্ষার পুত্র। (রাজতর° ৫।৪০)

শূরণ (পং) শূর্যতে ইতি শূর হিংসে লুঃ। ১ কন্দবিশেষ, চলিত ওল। হিন্দী—জমিদকন্দ, ওল। তেলেগু—মুঞ্চকুন্দ। বনে—জঃলিশূরণ। তামিল—শূরণ। মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাট—শূরণ, শূরণা। ইহা যেত, রক্ত ও অরুণভেদে তিন প্রকার। পর্যায়—অশৌর, কন্দ, শূরণ, ওল, ওল্ল, কণ্ডল, কন্দী, স্কন্দী, মূলকন্দক, জর্নামারি, অরুত, বাতাতি, কন্দশূরণ, ভীতকণ্ঠ, কন্দাহ, কন্দবর্জন, বহুকন্দ, কচ্যকন্দ, শূরণকন্দ। গুণ—কটু, রুচিকর, লীণন, পাচন, ক্রমি, কক, বায়ু, শ্বাস, কাস, বমি, অর্শ, শূল, ও শুষ্কনাশক এবং রক্তের গুণিতাকারক। (রাজনি°) এতদ্বির তাবপ্রকাশে আরও কতকগুলি গুণ লিখিত আছে; যথা—কষায়, বিষ্টভী, বিশদ, লঘু, প্রীহনাশক, কণ্ডুহর, দক্ষ, রক্তপিত্ত ও কুষ্ঠরোগের আহত কারক সর্বপ্রকার কন্দশাকের মধ্যে শূরণকন্দই শ্রেষ্ঠ, আবার ইহার মধ্যে গ্রাম্যকন্দ অপেক্ষা বজ্রকন্দই অর্শাদিরোগে বিশেষ উপকারী। ২ জোনাকবৃক্ষ। (শম্ভালা)

শূরণপিত্তিকা (স্ত্রী) অর্শোরোগের ঔষধবিশেষ। প্রভতপ্রণালী—ওলচূর্ণ ১৬ তোলা, চিত্রকমূল ৮ তোলা, শুভীচূর্ণ ২ তোলা, মরিচচূর্ণ ১ তোলা, শুড় ২৭ তোলা। প্রথমে মৃদুস্বাদে শুড় পাক করিয়া পাকাবসানে ওলচূর্ণপ্রভৃতির এক্কেপ দিতে হইবে।

শূরণমোদক (মর), ইহাও একটি অর্শোর ঔষধ। প্রভতপ্রণালী—মরিচ ১ ভরি, চিতারমূল ৪ তোলা, ওলচূর্ণ ৮ তোলা, শুড় সর্ব-সমান। উপরি উক্ত শূরণপিত্তিকাবৎ পাক করিতে হইবে।

অন্তবিধ (বৃহৎ)—ওল ৩২ তোলা, চিতামূল ১৬ তোলা, শুঠ ৮ তোলা, ত্রিকলা প্রত্যেক ৮ তোলা, পিপুল, পিপুলমূল, তালি-পত্র, ভেলার মুটি, বিড়ঙ্গ, প্রত্যেকে ৮ তোলা, তালমূলী ১৬ তোলা, বৃদ্ধনারক বীজ চূর্ণ ৩২ তোলা, দারুচিনি ৪ তোলা, এলাচ ৪ তোলা, সকল চূর্ণের বিত্তপ শুড়। পূর্ববৎ পাক করিতে হইবে।

শূরণোদ্ভুজ (পং) হরিদ্রাজ পক্ষী, চলিত হরিয়াল।

শূরতা (স্ত্রী) বীরত্ব, শৌধ্য, পরাক্রম, সাহস।

শূরত্ব (স্ত্রী) শূরতা।

শূরদন্ত (পং) কথাসরিৎসাগর বর্ণিত ব্রাহ্মণভেদ।

(কথাসরিৎসা° ৬৮।৩৩)

শূরদাস, আগ্রাবাসী একজন হিন্দী কবি। ইনি বরভাচার্যের শিষ্য ছিলেন।

শূরদেব (পং) ১ উৎসর্গিনী শাখার চতুর্ভুজশক্তি অর্হতের অন্তর্গত অর্হৎ বিশেষ। (হেম)

২ বীরদেব রাজার পুত্র। (কথাসরিৎসা° ৮৩।২২)

শূরনূর, মাজাজ প্রেসিডেন্সীর মধুরা জেলার রামনার তালুকের অন্তর্গত একটি গ্রাম। এখানে সোমেশ্বর ও পরাক্রমপাণ্ড্য প্রাতিষ্ঠিত শিবমন্দির বিদ্যমান।

শূরপত্নী (স্ত্রী) ১ বজ্রমান বা রক্ষোগণ কর্তৃক পালিতা।

“অজা বৃত ইজ শূরপত্নীঃ” (ঋক্ ১।১৭৪।৩)

‘হে ইজ শূরপত্নীঃ শূরৈ রক্ষোভিঃ পালিতা যথা শূরা বজ্রমানা

তৈঃ পালিতা’ (সারণ)

২ বীরভাষ্যা।

“কিং শূরপত্নি নম্রমভ্যমিবি” (ঋক্ ১০।৮৬।৮)

‘শূরপত্নি বীরভাষ্যে হে ইজাগি।’ (সারণ)

শূরপুত্রা (স্ত্রী) অধিত।

“হবে দেবীমধিতঃ শূরপুত্রাঃ” (অথর্ব ৮।৮।২)

‘শূরপুত্রাঃ শূরাঃ বিক্রান্তাঃ শৌর্যোপেতাঃ পুত্রা মিত্রাবরূপা-

দরো যতাঃ সা তথোক্তা তাং দেবীং দানাদিগুণযুক্তাং

অধিতাং’ (সারণ)

শূরপূর (স্ত্রী) নগরভেদ। (রাজতর° ৫।৪৯)

এখানে যে প্রাচীন পাকা দুর্গ দৃষ্ট হয়, তাহা ভৱজাতীর সর্দার-
সিংগের কীৰ্ত্তি বলিয়া সাধারণে ধারণা। মোগলসম্রাট্ অকবর
পাছের সময়ে এখানকার মাঝাই নদীর উপর একটা পাকা সেতু
পাখা হইয়াছে।

শূরা (স্ত্রী) কীরকাকালী।

শূরানিত্য, একজন পণ্ডিত। ভগ্নাদিত্যের পুত্র এবং তব-
চিত্তাশ্রিত্যুত্তি প্রণেতা কেমরাজের পিতা।

শূরমুগ (পুং) বরাহাদি।

“শূকরাভ্যন্ত শূরিণঃ” (অভিধানচিত্তা ২৯ অ°)

শূরীবান্, ঘোষাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড় জেলার অন্তর্গত একটা
গুপ্তগ্রাম। ইহা রামধর্ম রাজ্যের অধীন এবং নরপুত্র হইতে ৬
ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজের পলিট-
কাল এজেন্ট মেসন সাহেব এখানে আসিয়া সন্মানে ছাউনী
করেন। কোনও কারণে মেসন সাহেব তদুপবাসীর অশ্রিয়-
ভাজন হন। বিরক্ত প্রজাবর্গ তাঁহাকে ও তাঁহার ১০ জন
সঙ্গীকে নিহত করে এবং ১১ জন আহত হয়। অবশেষে ৩০এ
মে তারিখে সেনাপতি লেপ্টেনান্ট লাটুক কালাদগি হইতে
সন্মানে আসিয়া মুগুহীন মেসন-দেহ লইয়া সমাধিস্থ করে।

শূরেশ্বর (পুং) রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত দেবমূর্ত্তি ভেদ। ইনি তদ্রোক্ত
শূরমুগে অবস্থিত। (রাজতরং ৫১৪৮)

শূর্ত্তি (পুং) ১ ক্ষিপ্ৰ। ২ ক্ষিপ্ত, নিক্ষিপ্ত, বর্জিত, ত্যক্ত।

“শূর্ত্তা বহমানা অপত্যং” (শব্দ ১১৭৪৬)

‘শূর্ত্তা: ক্ষিপ্ৰা: বহা শূর্ত্তা: ক্ষিপ্তা বর্জিতা অপত্যং পুত্রং বহমানা’

শূৰ্প, মান, পরিমাণ। চুরাদি পরৈষ্য স্ক° সেট্। লট্ শূৰ্পতি
ধাত্তং গুণী। লিট্ শূৰ্প। লুট্ শূৰ্পিতা। লঙ্ অশূৰ্পয়।
লুঙ্ অশূৰ্পয়।

শূৰ্প (পুং স্ত্রী) শূৰ্পতি ধাত্তাবীনিতি শূৰ্প অচ্ বহা শূ হিংসার্যঃ
যুগ্মভ্যাং নিচ (উণ্ ৩২৬) ইতি পং। চকারাৎ স চ কিং।
১ তত্ত্বাদি পরিকরণার্থ বংশাদি নির্মিত পাত্র বিশেষ, চলিত
কুলা। পর্যায়—প্রফোটন। (অমর) শূৰ্প, কুলা, প্রফোটনী।
(শব্দরত্না) ২ দ্রোণের পরিমাণ। (শব্দমালা)

শূৰ্প, রাজগৃহের অন্তর্গত একটা গ্রাম (ভবিষ্যৎ ব্র° খ° ৩৩৩৪)
শূৰ্পক (পুং) শূৰ্প ইব প্রতিকৃতিরস্ত ‘৫৫৫ প্রতিকৃত্তো’ ইতি
কন্। অহরবিশেষ, এই অহর কামদেবের পুত্র। (হেম)

শূৰ্পকৰ্প (পুং) শূৰ্পাবিবর্ণণী যন্ত। ১ হস্তী। (ত্রিকা°)

(ত্রি) ২ কুলাতুলা ক্রতিবৃদ্ধ, বাহার কর্ণ কুলার যত।

৩ গণেশ। ৪ জতিবিশেষ। ৫ পর্বতভেদ। (মার্কপু° ৫৮১১)

শূৰ্পকাৱতি (পুং) শূৰ্পকজন্মসাময়ঃ অৱতিৰ্ভবত। কামদেব,
শূৰ্পকারি। (হলায়ুধ)

শূৰ্পগ্রাহ (ত্রি) বাহার হন্তে শূৰ্প অর্থাৎ কুলা আছে।

শূৰ্পগুণী (স্ত্রী) শূৰ্পা ইব নখা যন্তাঃ (শূৰ্পগুণাৎ সংজ্ঞারামগঃ।
পা ৮৪১৩) ইতি গুণং, নখগুণাৎ সংজ্ঞারামঃ। পা ৪১১৫৮) উক্তি
ন ভীষ্। রাবণের ভগিনী। রামারণে লিখিত আছে যে,
মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্ববার ঔরসে এবং কৈকয়ীর গর্ভে শূৰ্পগুণীর জন্ম
হয়। ভগবান্ রামচন্দ্র বনম দণ্ডকারণ্যে অবস্থিত ছিলেন, সেই
সময় শূৰ্পগুণী কামতুরা হইরা রাম লক্ষ্মণের নিকট গমন করেন।
লক্ষ্মণ ইহার কুৎসিত অতি প্রায় অবগত হইরা তদীয় মীমা ও কর্ণ
ছেদন করিয়া দেন। শূৰ্পগুণী এই বৃত্তান্ত রাবণের নিকট বলিয়া
রাবণ ছদ্মবেশে সীতাকে হরণ করেন। তাহার কলে রামচন্দ্র
কর্তৃক রাবণদেহ রাক্ষসবংশ ধ্বংস হয়। (রামায়ণ)

শূৰ্পগুণী (স্ত্রী) শূৰ্পকাৱতি নখানি যন্তাঃ, কেবল যৌগিকভাবে ভীষ্।
রাবণ-ভগিনী। (শব্দমালা)

শূৰ্পণায় (পুং) ঔষিভেদ। (পা ৪১১৫১)

শূৰ্পণায়ী (ত্রি) শূৰ্পণায়ের অপত্য বা শিষ্যসম্ভার।

(পা ৪১২১০)

শূৰ্পপণী (স্ত্রী) শূৰ্পা ইব পর্ণানি যন্তাঃ ভীষ্। ১ শিষ্যবিশেষ।
২ মুদ্রপণী, যুগানি। ৩ মাষপণী, মাষাণী। (বাভট)

শূৰ্পবাত্ত (পুং) শূৰ্পজ বাতঃ। শূৰ্পের বায়ু, কুলার বাতাস,
পর্যায়—কুলকাল। (ত্রিকা°) শাস্ত্রাঙ্কসারে এই বাতাস
অমঙ্গল জনক, ইহা গাত্রে লাগাইলে অলক্ষীর দৃষ্টি হয়।

শূৰ্পভ্রুতি (পুং) শূৰ্পো ইব ভ্রুতী যন্ত। হস্তী। (হারাণী)

শূৰ্পাজি (পুং) পর্বতভেদ, ইহার পাঠান্তর শূৰ্পাজি।

(মার্কণ্ডেয়পু° ৫৮২৬)

শূৰ্পারক (পুং) ঘোষাই প্রেসিডেন্সীর টানা জেলার অন্তর্গত
দেশভেদ ও নগরভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৭৯৯) ইহার পাঠান্তর
শূৰ্পারক। ইহার বর্তমান নাম সোপার। [সোপার দেখ।]

শূৰ্প (পুং) লৌহপ্রতিমা। (অমরটীকার রায়মু°)

শূৰ্প (স্ত্রী) ১ লৌহপ্রতিমা। শূৰ্পিকা, শূৰ্পি। ২ কর্ণিকাবিশেষ।

শূল (পুং) ১ রোগ। ২ শব্দ। ৩ সংঘাত। ভাদি পরৈষ্য
স্ক° সেট্। লট্ শূলতি। লিট্ শূলে। লুট্ শূলিতা।
লুঙ্ অশূলীং।

শূল (পুং স্ত্রী) শূলতি লোকানিতি শূল-রোগে অচ্। ১ অন্ন
বিশেষ, শূল নামক লৌহনির্মিত অস্ত্র, চলিত বর্শা। ২ যুত্ব।
৩ কেতন। ৪ বিকৃত্ত প্রভৃতি সপ্তবিশতিযোগের অন্তর্গত
নবমযোগ। শূলযোগ, এই যোগে যদি জাতক জন্মগ্রহণ করে,
তাহা হইলে ঐ জাতক ভীত, দরিদ্র, দরিদ্রপ্রিয়, বিদ্যাহীন,
শূলযোগী, লোকের অনিষ্টকারী এবং অবদুশিগের শূল সৃষ্ণ
হইয়া থাকে।

“ভীতো বসিতো বসিতাশ্রিতঃ

শূলোত্তবঃ শূল ইব ববছোঃ।

বিভ্রাময়্যাত্যং রহিতো হি শূলী

করোতি লোকে ন হিতং কদাচিৎ।” (কোষ্ঠীপ্রঃ)

জ্যোতিষ শাস্ত্রে এই শূলরোগে শুভকর্মাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে।

যদি কার্য করা নিতান্ত প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে এই রোগের প্রথম ৭ দণ্ড বায় দিয়া কার্য করিবে।

“তাক্যাপী পঞ্চবিধস্তে সপ্ত শূলে চ নাড়িকাঃ।” (জ্যোতিষসারঃ)

৫ সুতীক্ষ্ণ। ৬ অয়ঃকীল। (ধরণি) লোহার খোটা।

প্রাচীনকালে প্রাণদণ্ডাপরাদ্বীকে শূলে চড়াইবার ব্যবস্থা ছিল।

পুরাণাদিতে তাহার উল্লেখ আছে। এই শূলের আকৃতি সম্ভবতঃ কোণাকার এবং উহার অগ্রভাগ অভিশর ছুঁচাল।

৭ ত্রিশূল। ৮ বাখা। ৯ বিক্রান্তব্য। ১০ রোগবিশেষ, শূলরোগ।

ইহার বৈত্তকোক্ত নিদান ও চিকিৎসাদির বিদ্য বথার্থ লিখিত হইতেছে।

নিদান—ব্যায়াম, অস্বাধিবানারোহণ, অতি মৈথুন, রাজি-জাগরণ, অতিরিক্ত শীতল জলপান, কলার, মুগ, অড়হর, কোদ্রব, ও অত্যন্ত রুক্ষ দ্রব্য সেবন, অধ্যাপন, অভিষাৎ, কষায় ও তিক্ত রসযুক্ত দ্রব্য, অকুরিত ধাতুর অন্ন, বিরুদ্ধভোজন, শুষ্কমাংস ও শুষ্কশাক সেবন, বিষ্ঠা, শুক্র, মূত্র ও বায়ুবেগ ধারণ, এবং শোক, উপবাস ও অভিশর হাস্য এই সকল কারণে বায়ু বদ্ধিত হইয়া বহির্দেশে শূলরোগ উৎপাদন করে। ভুক্তায়জীর্ণ হইলে বা প্রদোষকালে মেধাগমে ও শীতে এই রোগ অত্যধিক পরিবর্দ্ধিত হয় এবং রোগী মলরুদ্ধতা, তৃণীবেধবৎ ও ভেদনবৎ বেদনার পীড়িত হয়। এই রোগে বায়ুর সচলতা হেতু মুহুমূহ কোঁপ ও প্রশমন হইয়া থাকে। শূলবিধের ভ্রায় বর্ণনা হর বলিয়া ইহার নাম শূলরোগ হইয়াছে। শ্বেদ, অভ্যাক, মর্দনাদি এবং মিষ্ট ও উষ্ণদ্রব্য ভক্ষণ দ্বারা ইহার শান্তি হয়। এই রোগ বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ, আমজ এবং বাতশ্লেষিক, পিত্তশ্লেষিক, ও বাতশৈশিক ভেদে আট প্রকার। উক্ত সকল রকম শূলরোগেই বায়ুর প্রাধান্য থাকে।

দ্ব্যশূলের লক্ষণ—রসসংশ্লিষ্ট জ্বরপ্রাপ্ত বায়ু, কফ ও পিত্তকে অবরুদ্ধ করিয়া উষ্ণরক্তের অংগরোধক শূল উৎপাদন করে। ইহাকে দ্ব্যশূল কহে।

পার্শ্বশূলের লক্ষণ—পার্শ্বদেশ সংশ্লিষ্ট বায়ু ককের সহিত পার্শ্বদ্বারে শূল উৎপাদন করিয়া উদরায়ান, অনিদ্রা ও অন্নভক্ষণে অনভিলাষ জন্মায় এবং রোগীর মুখ হইতে শ্বাস বাহির হইতে থাকে।

বহুশূলের লক্ষণ—যে রোগে মলমূত্রাদির বেগধারণ করার জন্য বায়ু কুপিত হইয়া বহির্দেশকে আশ্রয় করিয়া তথায় শূলরোগ উৎপাদন করে এবং তাহাতে রোগীর বিষ্ঠা, মূত্র ও বায়ু অবরুদ্ধ হয়, তাহাকে বহুশূল কহে।

পৈতিক-শূল—কার, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বিদাহী এবং কটু ও অন্নরস যুক্ত দ্রব্যসেবন, তৈল, রাক্ষসাব, সর্বপাশির কক, কুলখ কলারের হু, বিল্ব দ্রব্যভক্ষণ এবং ক্রোধ, অগ্নি-সেবন, পরিভ্রম, রোজসেবন ও অতিরিক্ত মৈথুন; এই সকল কারণে পিত্ত কুপিত হইয়া নাড়িদ্বেশে শূল উৎপাদন করে। তাহাতে রোগীর পিপাসা, দাহ, শ্বেদোদগম, মনোবোহ, ইন্দ্রিয়-মোহ, ভ্রম ও শোথ উৎপন্ন হয়। মধ্যাহ্নে, রাত্রির মধ্যভাগে, গ্রীষ্ম ও শরৎকালে এই রোগ পরিবর্দ্ধিত হয় এবং শীতকালে, শীতল উপচারে ও স্নানধূর অথচ শীতল দ্রব্যভক্ষণে ইহা প্রশমিত হইয়া থাকে।

শৈশবিক লক্ষণ—জলবহুল দেশজ ভক্ষ্য, জলজ শাদুর্গাদি, পায়সাদি ক্ষীরবিকার, মাংস, ইস্কু, মাষাদি নির্মিত পিষ্টক, তিল-তণুল, মাষকৃত ববাগু, তিলপুলী এবং অম্লান্ত গুরু ও কফজনক দ্রব্য সেবন দ্বারা কক কুপিত হইয়া আমাশয়ে শূল উৎপাদন করে। এইরোগে রোগীর হ্রাস, কাস, শরীরের অবসরতা, অরুচি, মুখ-গ্রাসেক, কোষ্ঠের ভেদমিতা ও মস্তকের গুরুত্ব হয়। ভোজনের অব্যবহিত পরে, দিবসের প্রথমভাগে, শিশির ও বসন্তকালে বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

দ্বন্দ্বজ লক্ষণ—উপর উক্ত ত্রিদোষের মিলিত লক্ষণ দ্বারা দ্বন্দ্বজ শূল স্থির করিতে হইবে।

ত্রিদোষজাত শূলরোগে জ্বর, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, ত্রিক, বতি, নাভি ও আমাশয় স্থানে বেদনা এবং ত্রিদোষের লক্ষণ সকল লক্ষিত হয়। এই সান্নিপাতিক শূল অতি ভয়ানক ও কষ্টদায়ক। সূচিকংসক উক্ত রোগীকে পরিভ্রাণ করিবেন।

আমজ লক্ষণ—আম জন্ম শূলরোগে উদরে শুভৃগুড় লক, হ্রাস, বমি, দেহের গুরুতা ও ভ্রমিততা এবং ককজ শূলজ লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। এই শূল বাতাত্মক হইলে বহির্দেশে, পিত্তাত্মক হইলে নাড়িতে এবং কফাত্মক হইলে জ্বর ও পার্শ্বস্থ কুক্ষিদ্বেশে উৎপন্ন হয়।

তদ্ব্যস্তরে লিখিত আছে যে, উপরুক্ত পরিমাণের অতিরিক্ত ভক্ষণ করিলে তদ্বারা অগ্নির বৃহতা হেতু ভুক্তায় উদরে স্থিরভাবে থাকার বায়ু অবরুদ্ধ হয়, এ কারণে ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইতে না পারিয়া অত্যন্ত শূল উৎপাদন করে, তাহাতে পরিণামে মূর্ত্তা, আগ্নান, বিদাহ, জ্বরক্লেশ, বিশবিক, কম্প, বমন, অতীসার, ও প্রমেহ রোগের উৎপত্তি হয়।

বাতশৈথিল্যিক শূল ব্যক্তি, ক্রম, কটি ও পার্শ্বদেশে এবং পিত্তশৈথিল্যিক শূল কৃষ্ণি, ক্রম ও নাভিদেশে উৎপন্ন হয়। এই রোগে অতিদাহ ও অন্ন হইয়া থাকে।

সাধ্যসাধ্যাদি—একদোষোক্ত শূলরোগ সাধ্য, ত্রিদোষজ শূল কষ্টসাধ্য এবং সারিপাতিক শূল অসাধ্য। অত্যধিক উপদ্রব বিশিষ্ট সকল প্রকার শূলই অসাধ্য হয়।

অসিষ্ট লক্ষণ—যে শূলরোগীর অত্যধিক বেদনা, অত্যন্ত শিথাগা স্ফূর্তি, আনাহ, পেহের গুরুত্ব, অন্ন, ত্রম, অরুচি, ক্লান্ততা, ও বলহানি, এই দশটি উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহার জীবনের আশা পরিভাগ করিতে হইবে।

ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক কালে শূল উপস্থিত হইলে, তাহাকে পরিণাম শূল কহে।

• পরিণাম-শূললক্ষণ—পূর্বোক্ত কারণে কুপিত বলবান্ বায়ু, কক্ষ ও পিত্তকে দূষিত করিয়া পরিণামশূল উৎপাদন করে। এই শূল ভুক্ত দ্রব্যের জীর্ণাবস্থায় উদ্ভূত হইয়া থাকে।

বাতজাতি লক্ষণ—বাতজ পরিণামশূলে আয়ান, আটোপ মলমূত্রের রুদ্ধতা, মানি ও কম্প হয়; কিন্তু স্নিগ্ধ ও উষ্ণ ক্রিয়া দ্বারা ইহা প্রশমিত হইয়া থাকে। পৈত্তিক পরিণামশূলে শিথাগা, দাহ, মানি, ও বর্শোদগম হয়। কটু, অন্ন ও লবণ রসযুক্ত দ্রব্য সেবনে এই রোগের বৃদ্ধি এবং শীত ক্রিয়া দ্বারা ইহার নিবৃত্তি হয়। শৈথিল্যিক পরিণামশূলে বমি, ক্লান্তা, সংমোহ ও অন্নবেদনা হয় এবং এই বেদনা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে। কটু ও তিক্তরস সেবনে ইহার উপশম হয়। উষ্ণ দুইটি দোষের মিলিত লক্ষণ দ্বারা ত্রিদোষজ এবং তিনটি দোষের লক্ষণ দ্বারা ত্রিদোষজ শূল-রোগ স্থির করিতে হইবে। ত্রিদোষজ পরিণাম শূলে রোগীর মাংস, বল ও জঠরাগ্নি ক্ষীণ হইলে রোগ অসাধ্য হয়।

অন্নদ্রবশূল লক্ষণ—ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইলেও পচ্যমান অবস্থায় যে শূল সর্বদাই উদ্ভূত হয়, তাহা পথ্য বা অপথ্য, আহার বা অনাহার, নিয়মানিয়ম কিছুতেই উপশম হয় না। তাহাকে অন্নদ্রব শূল কহে। এই শূলরোগ সাধ্য, যন্ত্রপূর্বক চিকিৎসা করিলে ইহা অচিরে প্রশমিত হয়। উত্তরলক্ষণ লক্ষণ দ্বারা শূলরোগ নির্ণয় করিয়া অচিরে যথাবিধানে চিকিৎসা করিবে। এই রোগ অতি যন্ত্রণাদায়ক, এই জন্য বিশেষ সাবধানতার সহিত ইহার চিকিৎসা করা আবশ্যিক।

চিকিৎসা—শূলরোগে নিবারণের জন্য বমন, লজ্বন, শ্বেদ, পাচন, কলবস্তি, কারপ্রয়োগ, চূর্ণ ও বোদক প্রয়োগ প্রশস্ত। বাতজাত শূলরোগকে শ্বেদ এবং বেদ প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিতে হইবে। অন্নশূলে একমাত্র শ্বেদ প্রয়োগ করিলেই তাহা প্রশমিত হয়।

মৃত্তিকা ও জল একত্র কর্দমাকৃতি করণানন্তর অগ্নিতে পাক করিয়া ঘনীভূত করিবে। তৎপরে ঐ উষ্ণ মৃত্তিকা বস্ত্রখণ্ডে পুট্টনী করিয়া তদ্বারা বেদ প্রয়োগ করিবে। এই শ্বেদ দিলে শূলবেদনা আশু প্রশমিত হয়। ইহাকে মৃত্তিকা শ্বেদ কহে। ইহা ভিন্ন কার্শাসাধ্যাদির শ্বেদও বিশেষ উপকারী। এই শ্বেদ দিবার বিধান যথা—কার্শাসবীজ, কুলথ কলাস, তিল, যব, তেরেণ্ডার মূল, তিসি, পুনর্নবা, শণবীজ ও কাঁজি এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়াই হউক অথবা পৃথকভাবেই হউক তাহা দ্বারা শ্বেদ দিলে সকল প্রকার শূলবেদনা তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হয়।

শিলাতলে সংপিষ্ট তিল ঐষহু করিয়া উত্তরে প্রলেপ দিলে দৃঃসাধ্য শূলও সম্বর নিবৃত্ত হয়। মদন কল কাঁজি দ্বারা পেচন করিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিলে নাভিশূল নিবারণ হয়। শুষ্কী অর্দ্ধতোলা ও তেরেণ্ডার মূল দেড় তোলা, ইহার কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে হিঙ্গু ও সৌবর্চল গ্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে তৎক্ষণাৎ শূল নিবারণ হয়। পুরাতন গুড়, শালিতণ্ডুল, যব, দুগ্ধ ও ঘৃতপান, বিরচন এবং জাজ্বল বেগজাত পশুমাংসরস, এই সকল দ্রব্য পিত্তশূলরোগীর পক্ষে মহোষধ। মণি, রৌপ্য বা তাম্র নিষ্প্রিত বৃহৎ পাত্রে জলপূর্ণ করিয়া শূল স্থানে ধারণ করিলেও পিত্তশূল বেদনা আশু নিবারিত হয়। পিত্তর বিরচন এবং শণক ও লাবণ্যকীর মাংসরস পিত্তজ শূলে প্রশস্ত, গুড় ও ঘৃত সংযুক্ত হরীতকী ভক্ষণ বা আমলকী চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে পিত্তশূল নিবারিত হয়।

কক্ষজ শূলরোগীকে শালি তণ্ডুলের অন্ন, জাজ্বল পশুর মাংস, কটু রসাক্ত দ্রব্য এবং মধুর সহিত পুরাতন গোমুখ সেবন করিতে দিবে। সৈন্ধব, সচল লবণ, বিট লবণ, পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চই, চিতা, শুষ্কী ও হিঙ্গু, ঐষ ও উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে কক্ষজ শূল নিবারিত হয়।

আমজ শূলে উষ্ণ কক্ষজ শূলের জ্বার চিকিৎসা করিবে এবং আমনাশক অথচ অর্যুদীপক দ্রব্য সেবন করিতে দিবে। রাজিকানি তীক্ষ্ণ দ্রব্যচূর্ণের সহিত ত্রিফলা-চূর্ণ মধু ও ঘৃত দ্বারা প্রয়োগ করিলে সকল প্রকার শূল নিবারিত হয়। দেবদারু, স্বর্ণকীরী, কুড়, তলুকা, হিঙ্গু ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য কাঁজি দ্বারা পেচন করিয়া ঐষহু করিয়া উত্তরে প্রলেপ দিলে শূল-ব্যথা নিবারিত হইয়া থাকে।

বিষমূল, তেরেণ্ডার মূল, চিতামূল, শুষ্কী, হিঙ্গু ও সৈন্ধব পেচন করিয়া উত্তরে প্রলেপ দিলেও শূল-নিবৃত্তি হয়। কুমড়া ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া রোজে শুক করিবে, পরে উহা হাড়ীর মধ্যে পুরিয়া একটা শরা দিয়া মুখ বন্ধ করিবে, তৎপরে ঐ সংযোগ

স্থান উত্তম রূপে বন্ধ করিয়া অগ্নিতে পাক করিবে। যখন ঐ কুমড়া বৃদ্ধ হইয়া কঠিনতর জ্বার হইবে, তখন উহা নামাইবে কিছু একেবারে ভস্ম না হইয়া যাক, তাহার অতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। পরে উহা শীতল হইয়া আসিলে চূর্ণ করিয়া উহার ২ মাষা এবং শুষ্কচূর্ণ ২ মাষা একত্রে মিলিত করিয়া জলের সহিত প্রত্যহ ভক্ষণ করিবে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার অলম্ব্য শূলও প্রশমিত হয়।

পরিণাম-শূলের চিকিৎসা—পরিণামশূলরোগ নিবারণের জন্য প্রথম উপবাস, বমন ও বিরচন প্রয়োগ করিবে। বমনের বিধান হুঁধের সহিত মদনফলের কাথ আকর্ষ পুরিয়া পান করিয়া বমন করিবে, বা কাস্তার, পৌণ্ড্রক ও কোশকার ইক্ষুর রস বা নিমের কাথ অথবা তিত লাউএর রস আকর্ষ পুরিয়া পান করিয়া বমি করিবে। তেউড়ী বা দস্তী মূলচূর্ণ ভেরেণ্ডার তৈলের সহিত পান করিলে বিরচন হইয়া পরিণাম শূল তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হইবে।

বিড়লের তণ্ডুল, ত্রিকটু, তেউড়ী, দস্তী ও চিতা এই সকলের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া সমস্ত চূর্ণ যে পরিমাণ তাহার দ্বিগুণ শুদ্ধ দিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক ২ তোলা পরিমাণে উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে ত্রিদোষজ পরিণাম শূল আশু নষ্ট হইয়া থাকে।

শুষ্ক, তিল ও শুদ্ধ সমভাগে হুঁধ দ্বারা পেষণ করিয়া লেহন করিলে তিন রাত্রির মধ্যে পরিণাম শূল নষ্ট হয়। শবুক ভস্ম চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত অর্দ্ধতোলা পরিমাণে পান করিলে তৎক্ষণাৎ পরিণাম-শূল নাশ পায়। লৌহ, হরীতকী, পিঙ্গলী ও শুষ্ক চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে ঐ শূল নিবারিত হয়।

অলম্ব্যশূল হৃৎক শূলবিহীন নারিকেলের মধ্যে সৈন্ধব লবণ পুরিয়া মৃত্তিকা দ্বারা উহার গাত্রে এক অঙ্গুলিপরিমাণ লেপ দিবে, তৎপরে উহাকে অগ্নিতে পোড়াইয়া উহার মধ্যস্থ সৈন্ধব লবণ সংবৃত্ত শাঁস গ্রহণ করিবে। উহা শিপুলের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সকল প্রকার পরিণাম শূল নিবারিত হয়।

অন্নজন্মশূল চিকিৎসা—এই শূলরোগে যে পর্যন্ত না কটু ও অম্লজাত পিত্তসংযুক্ত তৃক্তদ্রব্য বমন না হয়, ততক্ষণ এই শূল প্রশমিত হয় না। এই শূলে শীঘ্র বমন হর এইরূপ ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। অন্নপিত্ত রোগের দ্বারা ইহার চিকিৎসা করিবে। অন্নপিত্তোক্ত প্রণালী অনুসারে চিকিৎসা করিলে আমাশয় ও পাকায়ণ বোধিত হয়, এ কারণ তত্রোক্ত শূলরোগও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

আমলকী চূর্ণ লৌহের সহিত অথবা ষষ্টিমধু চূর্ণের সহিত

সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মধুদ্বারা লেহন করিলে অন্নপিত্ত ও অন্ন-দ্রব্য শূল নিরাকৃত হয়। শ্রামাধাতু, কোদ্রব্য ধাতু বা কান্দনী ধাতু ইহাদের তণ্ডুল দ্বারা পারস প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিলে উপকার দর্শে। শুভ্রাক্তপাকার, শূরণকন্দ, কুয়াও, কলায়, কুলখি কলায়ের ছাতু, ছোলার ছাতু, কোদো ধাতুর ছাতু ও অন্ন দধির সহিত বা দধিসংযুক্ত অন্ন অন্নদ্রব্য শূলে বিশেষ উপকারী। ঘৃত ও শুদ্ধ সংযুক্ত গোধূমের মণ্ড চিনি ও শীতল হুঁধের সহিত আলোড়ন করিয়া ভক্ষণ করিলেও অন্নদ্রব্য শূলের উপশম হয়।

এই শূলরোগ অতি কষ্টসাধ্য; সুতরাং ইহার প্রশমের জন্য বিশেষ যত্ন করা কর্তব্য। এই রোগে অগ্নিমান্দ্য হয়, সুতরাং ইহাতে আহারের বিশেষ ধরা-বাঁধা করা আবশ্যিক, যে পরিমাণ দ্রব্য ভোজন করিলে অনারাসে পরিপাক হয়, তৎপরিমাণে অতি লঘু পাক দ্রব্য ভোজন করাই বিধেয়।

শুদ্ধ আমলকী ও হরীতকী চূর্ণ প্রত্যেক অর্দ্ধপোয়া এবং মণ্ডুর দেড়পোয়া একত্র মিলিত এবং সমপরিমাণ মধু ও ঘৃতের সহিত আলোড়ন করিয়া ২ তোলা পরিমাণে ভোজনের আদিতে মধ্যে ও অন্তে সেবন করিবে। ইহা শূলরোগের বিশেষ উপকারী। কলায়, যব, গোধূম, শ্রামাধাতু, কোদ্রব্য, রাজমাষ, মাষকলায়, কুলখ কলায়, কান্দনী ও শালি-তণ্ডুল, গব্য, মাষিষ-ঘৃত, বাস্তুক-শাক, করলা ও কাবুড়, হরিণ, ময়ূর ও কপিঞ্জল পক্ষীর মাংস এবং রোহিতাষি মংগু, এই সকল অন্নদ্রব্য শূলে হিতকারক। (ভাবপ্র শূলরোগাধি°)

অন্নপিত্তশূলে অন্নপিত্ত রোগোক্ত চিকিৎসা করা বিধেয়। ইহা ভিন্ন এই রোগে সামুদ্রাচ্ছ চূর্ণ, তারামণ্ডুরশুড়, শতাবরী-মণ্ডুর, বৃহৎ শতাবরীমণ্ডুর, দুই প্রকার ধাত্রী লৌহ, আমলকী খণ্ড, নারিকেল-খণ্ড, বৃহৎ নারিকেল-খণ্ড, নারিকেলামৃত, হরীতকী খণ্ড, শ্রীবিজ্ঞাধরাজ, শূলগজকেশরী, শূলবজ্রিণীবটী, পিঙ্গলী ঘৃত ও শূলগজৈতল এবং অন্নপিত্ত রোগোক্ত ঔষধ সকল শূলরোগে বথাবিধানে প্রয়োগ করিলে উহা আশু বিনষ্ট হয়।

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে এই রোগাধিকারে নিম্নোক্ত ঔষধ সকল অভিহিত হইয়াছে :—চতুঃসমচূর্ণ, শব্কাপি-গুটিকা, শব্কারস-গুটিকা, সামুদ্রাচ্ছ চূর্ণ, নারিকেল-লবণ, সস্ত্রামৃত-লৌহ, পিঙ্গলীঘৃত, বীজ পুরাভুত, কোলাদিমণ্ডুর, কীরমণ্ডুর, শতাবরী-মণ্ডুর, বৃহৎ-ছতাবরী মণ্ডুর, চতুঃসমমণ্ডুর, রসমণ্ডুর, ধাত্রীলৌহ, শর্করা-লৌহ, খণ্ডামলকী, নারিকেলখণ্ড, বৃহৎনারিকেলামৃত, হরীতকী-খণ্ড, পুণ্ডখণ্ড, বৈষ্ণানরবোহ, শূলগজকেশরী, শূলবজ্রিণীবটী, শূলভকরন, শ্রীবিজ্ঞাধরাজ, চতুঃসমলৌহ ও শূলগজৈতল প্রভৃতি।

পথ্যাপথ্য—পীড়া প্রবল থাকিলে অন্নাহার বন্ধ করিয়া হৃদয় বা বসু আহার ভোজন করা বিধেয়। ছই বেলাই লঘু আহার করা আবশ্যিক। পিত্তজ শূলের সহিত বমি, অর, অন্তস্ত দাহ ও অতিশয় তৃষ্ণা প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে মধু মিশ্রিত যবের পেরা পান করা হিতকর। পীড়ার উপশম হইলে দিনে পুরাতন তৃষ্ণার অর, মলমূর, রোহিত বা ক্ষুদ্র মৎস্তের ঝোল, মানকচু, ওল, পটোল, বেগুন, ভুসুর, পুরাতন কুম্বাণ্ড, কেরোলা ও মোচা প্রভৃতি তরকারী উপকারী এবং ঐ সময় যত কম খাওয়া যায়, ততই ভাল। এই রোগে কেবল দুধ ভাত খাইতে পারিলে বিশেষ উপকার দর্শে। এই রোগে আহার কালে জলপান না করিয়া অন্ততঃ আহারের ছই বটী পরে জলপান করা বিধেয়। নিষিদ্ধ দ্রব্য ভোজন, অধিক পরিমাণে ভোজন, সকল প্রকার ডাউল, শাক, বড় মৎস্ত, দধি, কক্ষদ্রব্য, কষার ও নীতল দ্রব্য, অন্নদ্রব্য, লঙ্কার ঝাল, মস্ত, রৌদ্রাদি সেবন, পরিশ্রম, মৈথুন, শোক, ক্রোধ, মলমূত্রাদির বেগধারণ ও রাত্রিজাগরণ শূলরোগের বিশেষ অনিষ্টকারক। শূলরোগী উক্ত নিষিদ্ধ দ্রব্য পরিভোগ্য করিয়া বিহিত দ্রব্য সেবন ও যথাবিধানে ঔষধ সেবন করিলে এই রোগ হইতে অচিরে আরোগ্য লাভ করেন।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে শূলরোগ Colic নামে অভিহিত। বিবিধ কারণে এই শূলব্যথা উপস্থিত হইতে পারে। বহুতে অশ্মরী বা পাথরী (Gall-stone) হইলে শূলরোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। অস্ত্রে অন্ন সঞ্চিত হইয়াও শূলরোগ জন্মে।

বাইকার্বনেট অব্ সোডা, বাইকার্বনেট অব্ পটাশ প্রভৃতি দ্বারা এই প্রকার শূল আশু নিবারিত হয়। অজীর্ণরোগই এই প্রকার অন্নশূলের প্রকৃত নিদান। তজ্জন্ত টিং নকস্ ভমিকা, টিং কলবা, জেনসিয়েন ও টীকা-ডায়েসটীস প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মূত্রকোষ অক্জলেট অব লাইম্ প্রভৃতি সঞ্চিত হইয়াও এক প্রকার পাথরী (Calculus) জন্মে। এই সকল পাথরী যখন মূত্রপ্রণালীর (ureter) মধ্য দিয়া মূত্রাশয়ের (Bladder) দিকে নামিতে থাকে তখন ভয়ঙ্কর শূলবেদনা উপস্থিত হয়। ইহাকে Renal Colic বলে। লিথিয়া, ইয়েরোট্রপিন্, বহু, কুন্দুবা কলাইর কাথ প্রভৃতি সেবন এই রোগ প্রশমনের প্রধান উপায়। কিন্তু এই প্রকার শূলের মর্ষস্তদ্বৎ বাতনার সময় মর্ফিয়া-অথবা চা-নিকোপ করিলে (Hypodermic injection) করিলে রোগী ব্রতণা হইতে কয়েক ঘণ্টার নিমিত্ত শান্তি উপভোগ করে। কলতঃ এই জাতীয় শূলবেদনার মর্ফিয়ার হাইপোডারমিক্ ইন্জেকশন ভিন্ন রোগীর বাতনা আশু নিবারণের অন্য কোন সহপায় নাই।

এতদ্ব্যতীত পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে নার্মাল্জ (Neuralgia) নামে আর এক প্রকার শূলের উল্লেখ আছে। এই শূলরোগে কেনাসিটিন্ ও তদ্ব্যতীত ঔষধ দ্বারা যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শূলক (পুং) শূল ইব হুর্কিনীতত্বং কন্। ১ হুর্কুত ঘোটক।

“বিনীতস্ত সাধুবাহী হুর্কিনীতস্ত শূলকঃ” (হেম)

কোন গ্রন্থে ‘শূলক’ এইরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়।

২ ঋষিভেদ। (সহ্যাদ ৩০।৩০)

শূলকার (পুং) এক প্রকার নীচ জাতিভেদ। (মার্কপুং ৭।৭।৪)

শূলগজকেশরিন্ (পুং) শূলরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—বিশুদ্ধ পারা ২ তোলা, বিশুদ্ধ গন্ধক ৪ তোলা, উভয়ে কঙ্কণী করিয়া লেবুর রসে মাড়িয়া তদ্বারা ৬ তোলা পরিমিত তাম্রপুটের অভ্যন্তর ভাগ লিপ্ত করিবে। পরে একটা হাড়ীর মধ্যে লবণ রাখিয়া হালীর মুখ বন্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিবে। পর দিন তাম্রপুট উদ্ধৃত ও চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত পাত্রে স্থাপন করিবে। ঔষধ ২ রতি মাত্রায় পানের রসের সহিত সেবনীয়। ঔষধ সেবনের পর শুঠ, জীরে, বচ, মরিচ ইহাদের চূর্ণ কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে অসাধ্য শূলও আশু প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্না শূলরোগাধি°)

শূলগজেন্দ্রতৈল (ক্লী) শূলরোগাধিকারোক্ত তৈলোষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—তিলতৈল ৮ সের, কাথার্থ এরণ্ডমূল ও দশমূলোর প্রত্যেক ৫ পল, জল ৫৫ সের, শেষ ১৫০ সের। যব ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কন্ধার্থ শুঠ, জীরা, যমানী, ধনে, পিপুল, বচ, সৈন্ধব ও কুলপত্র প্রত্যেক ২ পল। তৈলপাকের বিধানানুসারে এই তৈল পাক করিবে। ইহা মর্দন করিলে অষ্টবিধ শূল এবং তজ্জনিত বমি প্রভৃতি উপদ্রব আশু প্রশমিত হয়। এতদ্বিধ, অর, রক্তপিত্ত, প্রীহা ও শুষ্ক প্রভৃতি রোগেও ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শে।

(ভৈষজ্যরত্না শূলরোগাধি°)

শূলগব (পুং) ১ শূল ও গোবিশিষ্ট। ২ শিব।

শূলগিরি, মাক্রাজ প্রেসিডেন্সীর সালেম জেলার হোম্বুর তালুকের অন্তর্গত একটা গণ্ডগ্রাম। এখানে ৮০০ বৎসরের প্রাচীন একটা পোলেগার সর্দার বংশের বাস আছে।

শূলগ্রস্থি (ক্লী) মালাহরী। (রাজনি°)

শূলগ্রহ (পুং) শিব।

শূলগ্রাহিন্ (পুং) মহাদেব।

শূলঘাতন (ক্লী) শূল তদ্রোগং বাতনয়তি হন-গিচ-লুঃ। মণ্ডুর।

শূলয় (ক্লী) শূল-হন-টক্। ১ তুখক বৃক্ষ। (রত্নমালা)

(জি) ২ শূলনাশক। ত্রিমাং জীপ্। শূলমী = ৩ সজ্জিকার, শাক্টিমাটী। (রসেন্দ্রসার*)

শূলদোষহরা (জী) শূলপণী।

শূলদ্বি (পুং) শূলত্ব বিট্ শব্দঃ। হিহু, হিং। (রত্নমালা)

শূলধন্বন (পুং) শূলা ধন্বন্য। শিব, মহাদেব।

শূলধর (পুং) শূলস্য ধরঃ। ১ শিব। ত্রিমাং টাপ্। শূলধর = ২ দুর্গা। (শব্দরত্না*)

শূলধারিন্ (জি) শূলং ধরতীতি ধৃ-গিন্। ১ শিব। ত্রিমাং জীপ্। শূলধারিণী = ২ দুর্গা।

শূলধ্বজ (জী) শূলং ধ্বজতীতি ধ্বজ-কিপ্। ১ দুর্গা। (ত্রিকা) (পুং) ২ মহাদেবের 'শূলধ্বজ' পাঠও কোথা কোথা দৃষ্ট হয়।

শূলধ্ব (পুং) শূলে ধ্বতি দৈত্যান্ ধ্ব-কিপ্। ১ শিব। (জী) ২ দুর্গা।

শূলনাশন (জী) শূলং তদ্রোগং নাশয়তীতি নশ-গিচ্-ল্যু। ১ সৌবর্জল লবণ। (হেম) ২ হিহু, হিং। ৩ পুষ্করমূল।

শূলনাশিন্ (জি) শূলরোগনাশক, হিহু, হিং।

শূলপত্নী (জী) শূলবৎ পত্নমত্যাঃ ভীষ্। শূলীভূগ। (রাজনি*)

শূলপদী (জী) শূলবৎ পাদৌ যত্যাঃ। শূলের ভায় পাদবিশিষ্টা।

শূলপর্ণী (জী) শূলপত্নী।

শূলপানি (জি) শূলং পানৌ যত্। ১ শূলধারী, বাহার হস্তে শূল আছে। (পুং) ২ মহাদেব, শিব।

শূলপানি, ১ একজন কবি। কবিকর্ভাভরণে ইহার ভট্টবাচস্পতি উপাধির কথা লিখিত আছে। ২ তিথিবৈত প্রকরণ, তিথিবিবেক, দত্তকপুত্রবিধি, দত্তকবিবেক, দীপকালিকানামী যাজ্ঞবল্ক্যাকা, দুর্গোৎসববিবেক, দোলযাত্রাবিবেক, প্রায়শ্চিত্তবিবেক, রাসযাত্রাবিবেক, ব্রতকালবিবেক, শ্রাদ্ধবিবেক, সংক্রান্তিবিবেক, সঞ্চৎসর প্রদীপ, সময়বিধান ও সঞ্চকবিবেক প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতা। ইহার গ্রন্থে ভোজদেব, ধারেশ্বর প্রভৃতি কবিগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এবং মিত্রমিশ্র, গোপাল প্রভৃতি প্রাচীন কবিরচিত গ্রন্থে ইহার উল্লেখ থাকায়, ইহাকে তাহাদের অপেক্ষা প্রাচীন কালের বলিয়া গণনা করা যায়। ৩ একজন বৈদ্যকগ্রন্থপ্রণেতা।

শূলফী, শূলের ভায় বেধনাত্ত, বর্সা, বল্লম, টেটা প্রভৃতি।

শূলবজ্রিণী (জী) শূলরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—পারদ, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেক ৪ তোলা, সোহাগার ষৈ, হিহু, বেগুণ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, হরীতকী, বরডা, শর্টা, দারুচিনি, এলাচ, তেজপত্র, জালিশপত্র, জারকল, লবঙ্গ যমানী, জীরা, ধনিয়া প্রত্যেকে ১ তোলা লইয়া ছাগীছত্রে ঘারা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ১ মাষা পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। অল্পপান শীতল জল বা ছাগীছত্।

শূলবেদনা (জী) ১ ভীতবেধনা, অত্যন্ত কষ্টদায়ক ব্যথা (Acutepain)। ২ শূলব্যথা, অন্নলভ্য দেহের পীড়া (Colic-pain)।

শূলব্যথা (জী) শূলবেদনা।

শূলভেদ (পুং) হানিভেদ।

শূলযোগ, কলিতজ্যোতিষোক্ত যোগবিশেষ। [শূল দেখ।]

শূলরোগ (পুং) অন্নজনিত বেদনারূপ রোগবিশেষ। [শূল দেখ।]

শূলরস (পুং) শূলরোগোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মূতা, তেউড়ী, চিতামূল, প্রত্যেক ১ তোলা, কজ্জলী ২ তোলা, লৌহ, অন্ন, বিড়ল প্রত্যেক ২ তোলা, এই সমুদয় চূর্ণ ত্রিফলার কাথে মর্দন করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অল্পপান কঁাজি। এই ঔষধ সেবনে অন্নরস প্রভৃতি সকল প্রকার শূল শীঘ্র প্রশমিত হয়। (তৈষ্যজরত্না* শূলরোগাধি),

শূলবৎ (জি) শূলরোগ বিশিষ্ট, শূলরোগগ্রস্ত। (সুশ্রুত)

শূলশত্রু (পুং) শূলস্য শত্রুঃ। এরণ্ডবৃক্ষ। (শব্দচম্ভিকা)

শূলশব্দ (পুং) উদর মধ্যে গুড়গুড়া শব্দ। (মাধবনি*)

শূলহস্তী (জী) যমানী কুপ। রাজনি*)

শূলহর (জী) পুষ্করমূল। (বৈদ্যকনিধ*)

শূলহরযোগ (পুং) শূলরোগোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—হরীতকী, শুঠ, পিপুল, মরিচ, কুচিলা, হিহু, সৈন্ধব লবণ ও গন্ধক এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া কুলের আটির মত বটিকা করিতে হইবে। প্রাতঃকালে এই ঔষধ উষ্ণ জলের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে শূল, গ্রহণী, অভিসার প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়।

(রসেন্দ্রসারস* শূলরোগাধি*)

শূলহস্ত (পুং) ১ শূলপানি, মহাদেব। ২ রক্ষঃ।

(জি) ৩ বাহার হাতে শূল আছে।

শূলহুৎ (পুং) শূলং হরতীতি হৃ-কিপ্। হিহু। (ত্রিকা*)

শূল। (জী) ১ দৃষ্টবদার্থ কীলক, যে কীলকের উপর বসাইরা দৃষ্টলোকদিগকে বধ করা হয়। ২ বেস্তা। (বিধ) ৩ লৌহ শলাকাবিশেষ, মাংসলিক করিবার নিমিত্ত ইহা ব্যবহৃত হয়।

শূলাকৃত (জি) শূলে কৃতং শূলাং পাকে (পা ৪।৩।৩৫) ইতি ভাট্। লৌহাদি শলাকা দ্বারা বিদ্ধ পক্ষ্মাংস, যে মাংস লৌহশলাকার বিদ্ধ করিয়া অগ্ন্যুত্তাপে সিদ্ধ করা হয়। পারদ ভাবায় ইহাকে কাব্যব বলে। পর্যায়—ভট্টজ, শূল, (অমর) বাসিতায়। (জটাধর) শূলিক। (শব্দচম্ভিকা) [ইহার শুগাধি শূল্যশব্দে দ্রষ্টব্য]।

শূল্যগ্র (জী) শূলত্ব অগ্রং। শূলের অগ্রভাগ। (রামায়ণ ৩।৭।৭)

শূল্যক (জি) শূলা অক্ঃ চিহ্নং যত্। শিব, মহাদেব।

শূলান্তকরস, (পুং) শূলরোগের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—

ত্রিকটু, ত্রিকলা, মুখা, তেউড়ী, চিতামূল প্রত্যেক ১ তোলা, কঙ্কালী ১ তোলা, লৌহ, অন্ন, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ২ তোলা; এই সমুদয় চূর্ণ ত্রিকলার কাথে মর্দন করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে।
অন্নপান কীৰ্ত্তি; ইহাতে শূল প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

শূলাপ্পাল (পুং) বেড়াপাল, যে বেড়াকে পালন করে।

শূলারিবটী, শূলরোগোপকারক ঔষধবিশেষ। (চিকিৎসা°)

শূলি (পুং) শূলী, মহাদেব, শিব।

শূলিক (স্ত্রী) শূলঃ নিমিত্তেভ্যনাত্যন্তেতি শূল-ঠন্। ১ শূলকৃত, শূল্য, পারদী—কাবাব। (শব্দচক্রিকা) (পুং) ২ শশক। (হেম)
শূলঃ অস্ত্রাতীতি ঠন্ (ত্রি) ৩ শূলযুক্ত, শূলধারীমাত্র।

শূলিকা (স্ত্রী) ১ শূলকৃত, কাবাব।

শূলিকাপ্রোত (পুং) লৌহশলাকার প্রথিত মাংসাদি।

[শূল্যমাংস শব্দে ইহার গুণ দ্রষ্টব্য]

শূলিন (পুং) শূলমস্ত্রাতীতি শূল-ইনি। ১ শিব। (অমর) ২ শশক (ত্রি) ৩ শূলধারী। ৪ শূলরোগগ্রস্ত।

“বর্জয়েদ্বিদলং শূলী কুঞ্জী মাংসংক্ষরী ত্রিয়ং” (বৈষক)

শাতাতপীয় কর্মবিপাকে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পরনিপীড়ন-হেতু শূলরোগের উৎপত্তি হয় এবং অজস্র অন্নদান ও রুদ্র মন্ত্র জপ দ্বারা উহার নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

“শূলী পরোপতাপেন জায়তে তৎপ্রমার্জকঃ।

সোহন্নদানং প্রকুব্বীত তথা রুদ্রং জপেদন্নরঃ॥”

(শাতাতপীয় কর্মবিপাক)

শূলিন (পুং) ১ ভাতীরবৃক্ষ। (শব্দমালা) ২ উছুর বৃক্ষ, বজ্রভূষর গাছ।

শূলিনী (স্ত্রী) শূলং অস্ত্রা অস্ত্রীতি শূল-ইনি ঙীপ্। ১ দুর্গা।

“শুভ্রগনী শূলিনী যোরা গদিনী চক্রিণী তথা।” (দেবীমহাভা)

২ নাগবল্লী লতা, চলিত পাণের গাছ। ৩ পুত্রদাত্রী লতা। (বৈষকনিখ°)

শূলিমুখ, নরকভেদ। মাতৃহত্যাকারী শত বৎসর এই নরকে বাস করে। (সহ্য° ৪৮৭)

শূলী (স্ত্রী) ১ স্বনামখ্যাত ভূগভেদ, চলিত শোলা। বধে—শূলী। কর্ণাট—সোগলে। পর্যায়,—শূলপত্রী, অশাখা, ধূম্মশূলিকা, জনাশ্রা, মধুলতা, পিচ্ছিল, মহিবীপ্রিয়া। গুণ—পিচ্ছিল, কৈবর্য, শুষ্ক, গোলা বা গুড়গুণবিশিষ্ট, বলগ্রন্থ, পিত্ত ও দাহ-নাশক, রোচক এবং ছয়বৃদ্ধিকারক।

শূন্য, মাস্তাজ প্রেসিডেন্সীর কোয়ম্বাতোর জেলার পল্লভূম তালুকের অন্তর্গত একটি নগর। এখানে কোয়ম্বাতোরের মাদয়-রাজ প্রতিষ্ঠিত একটি স্মৃৎসং হস্ত আছে। ঐ হস্ত মহিষের কুমারাজ উদৈয়ারের রাজ্যকালে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়।

শূন্যশ্রীতীর্থ (স্ত্রী) তীর্থবিশেষ।

শূলোখা (স্ত্রী) সোমরাজী। (শব্দচ°)

শূল্য (স্ত্রী) শূলেন সংস্কৃতং শূল-বৎ শূলোখাদ্বয়ং (পা ৪।২।১৭)

১ শূলকৃত, পারস্ত ভাবার ইহা কাবাব নামে উল্লিখিত। ইহার শাকপ্রাণী—বহুৎ প্রভৃতির মাংসগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহাতে ঘৃত ও লবণ মিশ্রিত এবং প্রত্যেক খণ্ড গুলি লৌহ শলাকার প্রথিত করণান্তর নিখুম প্রতপ্ত অগ্নিতে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিলে শূল্য বা কাবাব প্রস্তুত হয়। ইহা অতি সুমধুর এবং বলকারক, রোচক, অগ্ন্যাদীপক, লঘু, বাতপিত্তকফহারক ও পুষ্টিবৃদ্ধক।

“কালখণ্ডাদিমাংসানি প্রথিতানি শলাকরা।

ঘৃতং লবণং দশা নিধূমে দহনে পচেৎ।

তত্ত্ব শূল্যমিতি প্রোক্তং শাককর্মবিচক্লেণঃ॥

শূল্যং বল্যং স্খাতুল্যং রুচ্যং বলিকরং লঘু।

কফবাত হরং ব্যাং কিঞ্চিৎ পিত্তহরং হিতং॥” (ভাবপ্রকাশ)

[শূলকৃত শব্দ দ্রষ্টব্য।]

(ত্রি) ২ শূল অর্থাৎ শলাকাদি দ্বারা দগ্ধ। (চক্রনগ)

শূল্যপাক (পুং) শূল্যেন পাকো যন্ত। শূলবিদ্ধাবস্থার জলন্ত অঙ্গারাদিতে পক মাংসাদি, কাবাব প্রভৃতি। (পাকরাজেশ্বর)

শূল্যমাংস[ক] (স্ত্রী) শূলিকাপ্রোত পক মাংস, শূলবিদ্ধ মাংসের কাবাব। ইহা উদ্বীপত্যগ্নি লোকদিগের পক্ষে সাতিশর পুষ্টিকারক।

“মাংসন্ত শূলিকাপ্রোতমঙ্গারেন বিপাচিতং।

জ্যেষ্ঠং গুরুতরং ব্যাং দীপ্যারীনাং সদাহিতম্॥” (রাজবল্লভ)

শূল্যণ (পুং) ভূতযোনিবিশেষ। (কোষিতকীর্তী° ৫৬)

শূন, এসব, ভূদাং পরশৈ° সক° সেট। লট° শ্বতি। লিট° শুশ্ব। লৃট° শ্বতি। লঙ° অশ্বয়ং। পুঙ° অশ্বরীং। লৃট° শ্বষতি। লৃঙ° অশ্বষ্যৎ। সন্° অশ্বষতি গিৎ° শ্বষতি। যঙ° শোশ্বতি যঙ লৃক° শোশ্বীতি।

শূন্য (ত্রি) স্তব্ধব। “অর্চা দিবে বৃহতে শূন্যং বচঃ” (ঋক° ১।৫৪।৩)

‘শূন্য শূন্যমিতি স্তব্ধনাম তত্র সাধু শূন্যং’ (সারণ)

শূকাল (পুং) শূগাল। (শব্দচ°)

শূগাল (পুং) স্তব্ধত মারামিতি স্তব্ধ কালন্, পুণোদারাদিখ্যৎ সাধু। স্বনামপ্রসিদ্ধ পশুবিশেষ, চলিত শিয়াল, শেরাল। পর্যায়—শিবা, ভুরিমায়, গোমায়, যুগধৃতক, বকক, জোষ্ট্র, ফের, ফেরব, জখুক, শূগাল, জখুক, স্তব্ধমত, কুরব, যোরবাসন, বনখা, ফের, স্বধৃত, শালাতুক, গোমী, কটখাদক, শিবালু, ফেরঙ, ব্যাভ্রনায়ক। (রাজনি)

প্রাণিতবাবদগণ এই জাতীর জীবকে চতুর্দশ ভক্তপাত্রী পশু

শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। জীবতত্ত্বে ইহার *Canis aureus* বা *C. aureus Indicus* নামে বিখ্যাত। এতদ্বিধ বিভিন্ন দেশে ইহাদের বিভিন্ন নাম আছে। আরবদেশে—শিবাল, পারস্ত—শিগাল, ভোট—অমু, কপাড়ি ও তামিল—নারি, ইংরাজী—Jackal, ওলন্দাজ—gackhals, হিন্দী—গিধোড়, জর্মণ—Alopex, তেলগু—নাকা, মরাঠী—কোলা, হিব্রু—Shu'al।

ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমতট সমগ্র ভারতে, দক্ষিণপূর্ব ইউরোপখণ্ডে এবং সিরীয়া, আরব ও পারস্ত রাজ্যের স্থানে স্থানে দলবদ্ধ ভাবে বিচরণ করে। আফ্রিকারাজ্যে, গিনিরাজ্যে ও কাস্পীয়-সাগরতীরেও একএক প্রকার শৃগাল দেখা যায়। নির্জন বনময় প্রান্তর ব্যতীত ইহার অতি উচ্চ পার্শ্বতা প্রদেশেও বাস করিয়া থাকে। ইহার রাত্রিচর, সাহসী ও চৌর-প্রকৃতিক। রাত্রে বখন ইহার নির্জন প্রান্তর মধ্য দিয়া আহা-রাবেষণে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, তখন ইহার স্বভাবতঃ উচ্চৈঃস্বরে ‘কা হুয়া কা হুয়া’ শব্দে একপ্রকার চীৎকার করে, ঐ শব্দ প্রতিগোচর হইলে বড়ই বিরক্তকর বোধ হয়। হারনা জাতীয় পশুগুলি দলবদ্ধ ভাবে থাকিলেও রাত্রিতে শীকারাবেষণের সময় একাকী শীকারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়; কিন্তু শৃগালগুলির স্বভাব সেরূপ নহে। তাহার দলবদ্ধভাবেই রাত্রিতে বহির্গত হয় এবং সম্মুখে মৃত বা জীবিত ক্ষুদ্রজীব বা পচা মাংসাদি বাহা কিছু পায় তাহা তাহার আহ্লাদের সহিত ভোজন করে। গলিত শব বা গোমহিষাদির মাংসেও তাহাদের অগ্রবৃত্তি দেখা যায় না।

গঙ্গাপ্রবাহিত দেশভাগে, বিশেষতঃ নিম্নবঙ্গে যে সকল শৃগাল দলবদ্ধ ভাবে থাকে, তাহার বাহা কিছু পায় তাহাই উদরস্থ করে। বাদ্যলার অপেক্ষা দক্ষিণাত্যের শৃগালগুলি কিছু বড় হয়। ইহার প্রায়ই একক কখন বা জোড়া ভাবে নির্জন স্থানে বিচরণ করে। বজ্র ফলমূল ও কাকিলেব্রস্থ কাকির বীজ ইহাদের প্রধান আহাৰ্য্য।

শৃগালের চতুরতা সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনা যায়। হিতোপ-দেশে সে বিষয়ের অনেক গল্পও লিপিবদ্ধ আছে; কিন্তু কাঁঠাল চুরির কৌশল এবং গর্ত মধ্যে লেজ প্রবেশ করাইয়া কাঁকড়া বাহির করা তাহাদের বিশেষ কূট বুদ্ধির পরিচায়ক। ইহার গোপনে গৃহস্থের গৃহপ্রাঙ্গণে উপন্যস্ত হইয়া হাঁস, ছাগল-ছানা, গোশাবক প্রভৃতি পালিত পশু অনারোগে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়।

দক্ষিণ ভারতে ও সিংহল দ্বীপের সমতল প্রান্তরের মধ্য দিয়া কখন কখন শৃগালের দলবদ্ধ হইয়া শীকারে বহির্গত হয়। তখন একটা শৃগাল ঐ দলের নেতা হইয়া অগ্রে অগ্রে অধীনস্থ দল পরিচালনা করিয়া লইয়া যায়। যদি ঐ সময়ে একটা বৃহৎকার

হরিণও তাহাদের সম্মুখে আসিয়া পতিত হয়, তাহা হইলে শৃগালেরা কিছুমাত্র ভীত না হইয়া তাহাকে আক্রমণ করে এবং সকলে মিলিয়া হস্তাঘাতে তাহাকে কত বিকতভাবে নিহত করিয়া থাকে। যে সকল স্থানে অধিক পরিমাণে ধরগোষ বাস করে, সেখানেই শৃগালের দৌরাণ্ড্য অধিক; তাহার ধরগোষ ধরিয়া নিহত স্থানে আনে ও তাহাকে নিহত করিয়া নিকটবর্তী নির্জন জঙ্গলে লুকাইয়া রাখে এবং পরকণে তাহার সেই স্থান হইতে বাহিরে আসে। মনুষ্য বা কোন বলবান পশু তাহাদের শীকারের উপর লক্ষ্য রাখিয়াছে কি না, তাহা পরীক্ষা করে। যদি তাহার সেই স্থানে কোনরূপ আততায়ী দেখিতে না পায়, তাহা হইলে নিশ্চিত মনে সেই বনে আসিয়া তাহার লুক্কায়িত শব্দেহ দূরদেশে লইয়া যায় এবং সদলে ছিড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া খায়। কিন্তু যদি শীকার লুকাইবার অব্যবহিত পরেই তাহার মনুষ্য বা অপর কোন হিংস্র মাংসালী পশুকে সেই স্থানে দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাহার শত্রুকে ভুলাইবার ছলে সেইস্থান হইতে নারিকেল ছোঁবড়া বা কাঠ খণ্ড মুখে লইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করে। চতুর শৃগাল ঐ উপায়ে যেন শত্রুকে দেখাইবার ভান করে যে, সে তাহার শীকার মুখে করিয়া পলাইতেছে। পরে তাহার সময় মত সেই গুপ্ত শীকার লইয়া যায়।

ইহার অনেকটা কুকুরের জ্ঞান স্বভাবাপন্ন। বুল নামক কুকুরেরা যেরূপ হরিণাদি বজ্রপশু শীকারকালে একবারে শীকারের গলমেশ কামাড়াইয়া ধরে, কিছুতেই ছাড়িতে চান না, শৃগালেরাও সেইরূপ শীকার কামাড়াইয়া ধরিলে ছাড়ি না। ইহার একপ্র ধর্ম যে, শীকারীরা বখন বনে যুগ্মার্থ আগমন করে, তখন ইহার দূর হইতে তাহার সঙ্গ এবং যেমন সেই শীকারী হরিণ বা অস্ত্র কোন বজ্রপশু নিহত করে, অমনই শৃগালেরা বনের গুল্মলতাদির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া থাকে ও বেখানে আহত পশু ছিল সেই স্থানে আসিয়া তাহাকে আক্রমণপূর্বক শীকারীর অগোচরে লইবার চেষ্টা পায়।

কুকুরের জ্ঞান ইহাদের দস্তেও বিদ্য আছে। গোমেঘমহি-বাদিকে শৃগালে কামাড়াইবার পর তাহাদের জলাতঙ্ক (hydro-phobia) রোগ উপদ্রব হইতে দেখা গিয়াছে। কোন কোন শৃগালের শিরোদেশে শৃঙ্গের জ্ঞান কোণাকার একটা অর্দ্ধ ইঞ্চ পরিমাণ ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড নির্গত হইতে দেখা যায়। সিংহল দ্বীপ-বাসীরা উহাকে নাড়ি-কোষ বলে। তাহাদের বিশ্বাস, ঐ শৃঙ্গ বাহ্যর কাছে থাকে, তাহার সকল প্রকার বাড়াই পূর্ণ হইয়া থাকে, তাহার হারান ধন করিয়া আসে এবং তাহার সঞ্চিত ধন চোর বা ডাকাতে লইতে পারে না।

ইহাদের সন্তপ্তকি অবিকল কুকুরের মত। চকুগোলক কুকুর ঋ নেকড়ে বাঘের জায় গোলাকার। দেহের উপরের ভাগ হরিদ্রাভ-ধূসর এক নিরভাগ অপেক্ষাকৃত শাদা। জায় ও পদ হরিদ্রাবর্ণ লোমবিশিষ্ট। কর্ণ ঈষৎ লালবর্ণ, মুখ ছুঁচাল, পুচ্ছ লোম-বহুল ও পাদমূল পর্যন্ত বিস্তৃত নহে। স্থানভেদে গাত্রবর্ণের প্রভেদও পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন স্থানের শৃগালের পৃষ্ঠ ও পার্শ্বদেশ ধূসর ও কৃষ্ণবর্ণ লোমে সমাক্ষাতিত, কিন্তু কৃষ্ণ, কুচুকি, বাড় ও পদের লোমগুলি একরূপ গাঢ় কটা। মস্তকের লোমগুলি আর গায়েরই মতন।

ইহারা কুকুরের মত একই ধাতুতে গর্ভধারণ করে এবং তাহাদের জায় পূর্ণকাল গর্ভধারণের পর যথাসময়ে শাবক প্রসব করে। শাবক গুলির প্রথমে চকু জোড়া থাকে, পরে উহা ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠে। তখন শৃগাল শিশুগুলি চলিতে সমর্থ হয়। অনেক সময়ে ইহারা মৃত্তিকাগর্ভে গর্ত খুঁড়িয়া বাস করে। কিন্তু যেখানে তাহারা ভাঙ্গা বাড়ী পায়, সেই খানে আর দ্রুত বাসা করিবার চেষ্টা পায় না। ভাঙ্গা ইটের ফাটালে গর্ত করিয়া বাস করে। বহু শৃগালের গায়ে একপ্রকার দ্রুগন্ধ নির্গত হয়, সেইজন্য কেহই ইহাদিগকে পালিত পশুরূপে রক্ষণ করে না; কিন্তু কর্ণেল সাইকস্ একটা শৃগালী পালন করিয়াছিলেন, তাহার আদৌ দ্রুগন্ধ অনুভূত হইত না, তবে সেই শৃগালের গায়ের কাছে নাক লইয়া বিশেষ পরীক্ষা করিলে একটু বোটকা গন্ধ পাওয়া যাইত।

উপরি বর্ণিত জাতি ভিন্ন, কিউভিয়ার *Canis anthus* নামে আর এক জাতীয় শৃগালের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের মুখ অপেক্ষাকৃত ছুঁচাল, পুচ্ছ দীর্ঘ ও পদচুড়ায় সরল। এই কারণে ইহারা পারের উপর ভর দিয়া সোজা ভাবে দাঁড়াইতে সমর্থ হয়। *Canis Vulpes* নামে আরও এক জাতীয় ক্ষুদ্রকায় শৃগাল দেখা যায়। গাজার নিকটবর্তী আফ্রিকা নগরে ও গালিলীতে এই জাতীয় শৃগাল প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বাইবেল গ্রন্থে লিখিত আছে, কিলিষ্টাইননগরের শতক্ষেত্র জমাইয়া দিবার জন্য স্ত্রামগন্ যে ৩০০ শৃগালের পুচ্ছে মসাল বাঁধিয়া দিয়া ছিলেন (Judges xv. 4 5); কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত অনুমান করেন, ষুটধর্মশাস্ত্রকথিত সেই ব্যাক্সিরালগুলি সম্ভবতঃ শৃগাল হইবে। তবে ঐ শৃগালগুলি তুর্কবাসী চিকাল (*Obical*) কি পারস্তের শিরাগল, শিরাকাল বা শাকাল অথবা হিন্দুজাতির কথিত শুয়াল জাতীয় শৃগাল? তাহা সঠিক নির্ণয় করা যায় না। বাইবেল গ্রন্থের *Psalms Lxiii, 10* স্থানে শৃগালের শব্দকণের কথা আছে। হিন্দুদিগের পুরাণে ও নাটকে যথেষ্ট পরিচয় নিহত সেনাবাহিনীর মাস কেকপালকর্ক ভক্ষণের যথেষ্ট পরিচয় আছে।

কবর পার্শ্ব হইতে গর্ত করিয়া শৃগালেরা শবদেহ খায়, ইহার বহুতরু নির্দর্শন পাওয়া গিয়াছে।

একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত শৃগালের অর্ধ চাঁকর ও অর্ধ ক্রম্বনের মিশ্রিত বিভিন্ন স্বরকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন যে, ঐ স্বর স্বরগুলিকে মানুষের ভাবার বা সঙ্গীতের সুরে রূপান্তরিত করিলে বুঝা যায় যে, শৃগালের স্বরগুলি ইংরাজী ভাবার নিম্নোক্ত কথাগুলি অভিযুক্ত করিতেছে—

"A dead Hindu! a dead Hindu.

Where where? where where?

Here-here; Here-here."

শৃগালের ধ্বনি দ্বারা শুভাশুভ অবগত হওয়া যায়।

[শিবারূপ শব্দে বিশেষ বিবরণ দেখ]

২ দৈত্যভেদ। (মেদিনী) ৩ বাহুদেব। ৪ নিটুর।

৫ খল। (সারস্বতাত্তধান) ৬ ভীক। (অনেকার্থকোষ)

শৃগালকণ্টক (পুং) শৃগালগোত্রক: কণ্টকো বহু। কুপবিশেষ, চলিত শেরালকাটা। ইহার ডাটার রস নালীবার বিশেষ উপকারী। প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে শেরালকাটার ডাল তালিয়া যে হরিদ্রাভ রস পাওয়া যায় তাহা ক্ষতস্থানে লাগাইলে নালী বিদূরিত হইয়া ক্ষত ক্রমশঃ সারিয়া আইসে। উহার কলের বাঁহে তৈল আছে, ঐ তৈল সরিষার সহিত মিশাইয়া তৈল বাহির করা হয়। উদ্ভিদশাস্ত্রে ইহা *Zyzyphus* নামে পরিচিত। (শব্দচ°)

শৃগালকোলি (পুং) শৃগালগ্রন্থ: কোলির্ভুক্ত। ক্ষুদ্রকোলি বৃক্ষ, চলিত শেরালকুল। পর্যায়—কর্কছু। (রত্নমালা)

শৃগালকণ্টী (স্ত্রী) কোকিলাক বৃক্ষ, চলিত কুলে-বাড়া। (রাজনি°)

শৃগালজম্বুদ্রু (পুং) শৃগালজ জম্বুরিব। ১ গোড়ুখ, চলিত গোমুক, ফুটা। ২ ঘোড়াকল, চলিত শেরালকুল। (মেদিনী)

শৃগালবিদ্রা (স্ত্রী) শৃগালবিদ্রা পুষ্টিপলী, চলিত চাকুলিয়া। (রাজনি°)

শৃগালিকা (স্ত্রী) ১ শৃগালপত্নী, শৃগালী। ২ জাস হেতু পলায়ন। (মেদিনী) ৩ ভূমি-কুমাণ্ড। (জটায়ু) ৪ ক্ষুদ্র শৃগাল, চলিত ব্যাক্সিরাল। পর্যায়—লোমালিকা দীপ্তজিহ্বা, কিণি, উদ্ধামুখী। (ত্রিকা°)

শৃগালী (স্ত্রী) ১ শৃগালপত্নী। ২ বিদ্রব, পলায়ন। ৩ কোলিকাক। ৪ বিদারী।

শৃগাল (পুং) ১ পুষ্কবিগের কটাক্ষরণ, পুষ্কবের কটিকুবা, চলিত গোটা। ২ হস্তী প্রভৃতির লৌহময় পাদবন্ধনী বিশেষ। শিকল। পর্যায় উল্লুক, নিগড়, শৃঙ্খলা।

"শব্দার্থ জহাভ্যন্তরপক্ষবিনীতনির্দ্ভা-

ভবেরমা যুগ্মশৃঙ্খলকর্ণিগতে।" (রঘু ৫।৭২)

৩ লৌহরজ্জ, শিকল, বোড়ি। ৪ বন্ধন। (হেম) ৫ নিয়ম, রীতি। ৬ বন্ধনী। Bracket নামক চিহ্ন।

শৃঙ্খলক (পুং) শৃঙ্খল বন্ধনমন্ত। শৃঙ্খলমন্ত বন্ধন করণে।
(পা ৫২।৭২) ইতি কন্। ১ উট্ট।

“ভীত্রোখিত্তাবদসহরংহসো

বিশৃঙ্খলং শৃঙ্খলকাঃ প্রত্যহিরে ॥” (মাঘ ১২।৭)

২ পলায়ন করিতে না পারে, এই জন্ত পাদদেশে দারুময় পাশনিবদ্ধ করত। কাষ্ঠনির্মিত পাদবন্ধনী দ্বারা বদ্ধ করিণাবক।
(অমর) স্বার্থে কন্। ৩ শৃঙ্খল।

শৃঙ্খলতোদিন্ (পুং) গোত্রপ্রবর্তক স্বাভেদ। (পা° ৪।১২৬)
শৃঙ্খলা (স্ত্রী) ১ নিগড়। ২ পুংস্কটীবস্ত্রবন্ধ। (মেদিনী)
৩ শৃঙ্খল শব্দার্থ। ৪ নিয়ম।

শৃঙ্খলিত (ত্রি) শৃঙ্খলো জাতোহুততি ইতচ্। ১ শৃঙ্খলাযুক্ত,
নিয়মবদ্ধ। ২ নিগড়িত, শৃঙ্খলবদ্ধ।

শৃঙ্খলী (স্ত্রী) ১ কোকিলাকৃৎক। (রাজনি°)
শৃঙ্খাগিকা (স্ত্রী) নাসিকা হইতে নির্গত শিক্নি (ছদ্দি)।
(আপত্য ১।১৬।১৪) শৃঙ্খাগিকা ও শিঙ্খাগিকা পাঠান্তর।

শৃঙ্গ (স্ত্রী) শৃ-হিংসে (শৃগাতে হৃৎশচ। উণ্ ১।১২৫) ইতি
গন্, ধাতো হৃৎশচ কিৎস্ হুট্চ্ প্রত্যয়ন্ত। পর্কতোপরিভাগ,
পর্কতের উপরিভাগের নাম শৃঙ্গ। পর্যায়—কুট, শিখরগণ্ড,
প্রাগ্ভার, শৈলাগ্র। (ত্রিকা°) ২ সাহু (অমর নানার্থ)
৩ প্রভৃৎ। ৪ চিহ্ন। ৫ ক্রীড়াঙ্গলযন্ত্র, জলের ফোয়ারা।

“বর্ণগদ্যকৈঃ কাঞ্চনশৃঙ্গমুক্তৈ-

স্তমায়তাক্ষাঃ প্রণয়াদসিঞ্চ ॥” (রঘু ১৬।৭০)

৬ বিবাণ। গোমেঘমহিষাদি পশুর শিরোদেশে লোমবিহীন
ও বক্র যে কোণাকার অস্থিখণ্ড জন্মে, তাহাকে শৃঙ্গ বা শিং
বলা যায়। দেশী ও বিদেশী শিল্পিগণ ইহাদ্বারা চিক্নী, বোতাম,
নানা প্রকার খেলনা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে।

গাভীর শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ভবদেব-
ভট্টরূত যমবচনে লিখিত আছে যে, গোশৃঙ্গ ভঙ্গ করিলে অর্দ্ধমাস
পর্যন্ত যমমণ্ডাদি পান করিয়া থাকিতে হয়।

“অস্থিভঙ্গং গবাং কৃত্বা লাপ্ল লচ্ছদনং তথা।

পাটনে কর্ণশৃঙ্গাভ্যাং মার্শাৰ্দ্ধন্তঃ যবান্ পিবেৎ ॥” (ভবদেবভট্ট)

গরুর শিং ভাঙ্গিয়া দিলে যদি ঐ গাভী ৬ মাসের মধ্যে মরে,
তাহা হইলে শৃঙ্গভঙ্গকারী গোবধ-প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ৬ মাসের
পরে মরিলে পৃথক কোন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না, কেবল
পূর্কোক্ত যাবক পান অথবা প্রোজাপত্য ত্রুত করিলেই চলিবে।

“শৃঙ্গভঙ্গেহস্থিভঙ্গে চ কটভঙ্গে তথৈব চ।

যদি জীবতি যগ্যান্ প্রায়শ্চিত্তং ন বিভত্তে ॥

অত্র যগ্যানোস্তরমরণে তদোষণমনার প্রায়শ্চিত্তং নাতি
তদভ্যন্তরমরণে বধপ্রায়শ্চিত্তং ভবতি। এবঞ্চ শৃঙ্গভঙ্গাদি-
নিমিত্তকপাপে পৃথক প্রায়শ্চিত্তং ন কর্তব্যং। বধপ্রায়শ্চিত্তে-
নৈব গুরুণা এসকান্তনপুগমসিদ্ধেঃ। যগ্যানোস্তরন্ত শৃঙ্গভঙ্গাদি-
নিমিত্তকপূর্কোক্তমাসাৰ্দ্ধযাবকপানং প্রোজাপত্যং বা কর্তব্যং।”
(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

৭ উৎকর্ষ। (মেদিনী) ৮ উচ্চ। ৯ ভীক। ১০ পক্ষ।
(শব্দরত্না°) ১১ কোটি। ১২ স্তন। (ভাগ° ৫২।১১)
১৩ মহিষাদির শৃঙ্গনির্মিত বাতায়ন বিশেষ, চলিত শিলা।
১৪ কামোদ্ভেক।

“শৃঙ্গং হি মন্থথোভেদস্তদাগমনহেতুকঃ।

উত্তম প্রকৃতিপ্রায়ো রসঃ শৃঙ্গার উচ্যতে ॥” (সাহিত্যাদ° ৩২।১০)।

(পুং) ১৫ কুর্চ্-শীর্ষক বৃক্ষ, জীবক। (মেদিনী) ১৬ মূনি-
ভেদ। (শব্দরত্না°) ১৭ শৃঙ্গবের, আর্দ্রক, আদা, শুঠ।
(বৈজ্ঞকনি°) ১৮ অগুরু কাষ্ঠ।

শৃঙ্গক (পুং) শৃঙ্গ ইব কন্। ১ জীবকবৃক্ষ। (জটাধ°) শৃঙ্গ স্বার্থে
কন্। ২ শৃঙ্গশব্দার্থ।

শৃঙ্গকন্দ (পুং) শৃঙ্গবৎ কন্দো যন্ত। শৃঙ্গাটক, শিলাড়া।
শৃঙ্গকুট (পুং) পর্কতভেদ।

শৃঙ্গগিরি (পুং) শৃঙ্গকুট নামক পর্কত।

শৃঙ্গগ্রাহিকা (স্ত্রী) ১ শৃঙ্গগ্রহণকারী। ২ মন্থনযন্ত্রে গ্রহণকারী,
অবিলম্বে অধিগমনশীল।

শৃঙ্গজ (স্ত্রী) শৃঙ্গাজ্জায়তে ইতি জন-ড। ১ অগুরু। (রত্নমালা°)
(পুং) ২ শর। শৃঙ্গবৎ শরো জায়তে। (সংক্ৰিপ্তসা°) কারক।
(ত্রি) ৩ শৃঙ্গজাতমাত্র।

শৃঙ্গজাহ (স্ত্রী) শৃঙ্গস্ত মূলং শৃঙ্গ (তন্ত্র পাকমূলে পীষাদিকর্ণাদিত্যঃ
কুণ্জাহটো। পা ৫২।১৪) ইতি জাহচ্। শৃঙ্গের মূলভাগ।

শৃঙ্গধর (পুং) বোধবতিভেদ। (ভারনাথ°)

শৃঙ্গনাভ (পুং) বিষভেদ। (পর্যায়মুক্তা°)

শৃঙ্গপুর (স্ত্রী) পুরভেদ, শৃঙ্গেরপুর।

শৃঙ্গভুজ (পুং) কথাসরিংসাগরবর্ণিত ব্যক্তিভেদ।

(কথাসরিংসা° ৩৯।২০)

শৃঙ্গভেদিন্ (পুং) গুজ্জাতৃণ। (বৈজ্ঞকনি°)

শৃঙ্গময় (পুং) শৃঙ্গ বিকারে ময়ট্। ১ শৃঙ্গবিকার, শৃঙ্গ দ্বারা
নির্মিত। ২ শৃঙ্গস্বরূপ।

শৃঙ্গমূল (স্ত্রী) শৃঙ্গবৎ মূলং যন্ত। শৃঙ্গাটক, শিলাড়া।

শৃঙ্গমোহিন্ (পুং) শৃঙ্গার মন্থথোভেদার মোহরতীতি মুহ-
গিচ্-গিনি। চম্পক। (রাজনি°)

শৃঙ্গরূহ (পুং) শৃঙ্গাটক। (রাজনি°)

শৃঙ্গরোহস্ (স্ত্রী) স্বগন্ধতৃণ, রামকপূর। (বৈজ্ঞকনি°)
 শৃঙ্গলা (স্ত্রী) শৃঙ্গবৎ লাতীতি লাক্ টাপ্। অজশৃঙ্গী। (রাজনি°)
 শৃঙ্গবৎ (ত্রি) শৃঙ্গাণি সন্তি অভ্যেতি শৃঙ্গ-মতৃপ্ মস্ত ব। কুরু-
 বহীর সীমান্ত পৰ্বত। এই পৰ্বত দীর্ঘে অশীতি সহস্র যোজন
 এবং প্রস্থে দ্বিসহস্র যোজন।

“হিমবন্ধেমকুটশ্চ নিষধশ্চান্ত দক্ষিণে।

নীলঃ শ্বেতশ্চ শৃঙ্গী চ উত্তরে বর্ষপৰ্বতাঃ ॥

লক্ষপ্রমাণৌ যৌ মধ্যৌ দশহীনাস্তথাপরে।

সহস্রদ্বিতয়োচ্চায়ান্তাবদিত্তারিণশ্চ তে ॥” (বিষ্ণুপু° ২।২ অ°)

শ্রীমদ্ভাগবত মতে, এই পৰ্বত দৈর্ঘ্যে দশসহস্র যোজন
 এবং প্রস্থে দ্বিসহস্র যোজন। (ভাগবত ৫।১৬ অ°)

শৃঙ্গবৃষ (পুং) ঋষিভেদ। (ঋক্ ৮।১৭।১৩)

শৃঙ্গবের (স্ত্রী) শৃঙ্গশ্বেব বেরং শরীরং যন্ত। ১ অর্জিক। (অমর)
 ২ শুঙ্গী। (রাজনি°) ৩ শুঙ্কচণ্ডালের পুরী।

“শৃঙ্গবেরপুরং গঙ্গা ক্রুহি মিত্রং গুহং মম।

জানকীলক্ষণোপেতমাগতং মাং নিবেদয় ॥”

(অখ্যান্সরামা° লঙ্কাকা° ১৪ অ°)

৪ নাগভেদ। (ভারত আদিপর্ব)

শৃঙ্গবেরক (স্ত্রী) শৃঙ্গবেরমেব স্বার্থে কন্। অর্জিক। (হেম)
 শৃঙ্গবের শব্দার্থ।

শৃঙ্গবেরপুর (স্ত্রী) শুঙ্ক চণ্ডালের পুরী। রামায়ণোক্ত এই
 নগর অতি প্রাচীন। ইহার বর্তমান নাম শিল্পুর। ইহা
 গঙ্গানদীর উত্তরতীরে প্রায়গ হইতে ২২ মাইল উত্তরপশ্চিমে
 অবস্থিত। এখানে এক সময়ে সৌর-সম্প্রদায়ের মন্দির ছিল।

শৃঙ্গবেরাভমূলক (পুং) শৃঙ্গবেরাভঃ মূলং যন্ত, কন্। এরকা।
 শুক্রাতৃণ, চলিত গড়গড়ে। (ভাবপ্রকাশ)

শৃঙ্গবেরিকা (স্ত্রী) গোজিহ্বা শাক। (বৈজ্ঞকনি°)

শৃঙ্গমুখ (স্ত্রী) ১ শৃঙ্গবাখ। শিঙ্গা নামক বাত্বয়ন্তের বাজন।।

শৃঙ্গাট (স্ত্রী) শৃঙ্গমুৎ কৰ্ষমটীতি অট-অচ্। ১ চতু-
 প্প। (হেম) (পুং) শৃঙ্গবৎ কণ্টকং অটতীতি অট-অচ্।

২ জলকণ্টক। (ত্রিকা°) ৩ স্বাক্ষকণ্টক। (শব্দরত্না°)

৪ কামাখ্যাদেশস্থ পৰ্বতবিশেষ। কালিকা-পুরাণে এই
 পৰ্বতের বিষয় লিখিত আছে যে, হিমালয় হইতে দীপ নামে
 একটা নদী উদ্ভূতা হইয়াছে; এই নদী দীপের তীর অন্ধকার
 নষ্ট করে বলিয়া ইহাকে সকলে দীপবতী বলে। এই দীপ-
 বতী নদীর পূর্বদিকে শৃঙ্গাট পৰ্বত অবস্থিত। এই পৰ্বতে
 মহাদেবের একটা লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। সিদ্ধত্রিসোতা
 নামে দক্ষিণ-সাগর-গামিনী এক নদী এই শৃঙ্গাটক পৰ্বত হইতে
 ক্ষরিত হইয়া ইহার পাদমূলেই প্রবাহিত আছে। কেহ যদি

এই নদীতে স্নান করিয়া শৃঙ্গাটক পৰ্বতে আরোহণপূর্বক
 মহাদেবের লিঙ্গ পূজা করে, তাহা হইলে তাহার সকল পাতক
 ধ্বংস হয়, এবং সে ইহলোকে বিবিধ ঐশ্বর্যভোগ করিয়া
 অস্ত্রে শিবলোকে গমন করে। (কালিকা-পু° ৮২ অ°)

শৃঙ্গাটিক (স্ত্রী) শৃঙ্গাটমেব স্বার্থে কন্। ১ চতুষ্পা। (অমর)
 ২ জলজ লতার কলবিশেষ। (Trupabis pinosa) চলিত
 পাণিকল, সিঙ্গেড়া। হিন্দী—সিংঘাড়া, তৈলজ—পারিকগড়ডু।
 পর্যায়—জলহুচি, সংঘাটিকা, বারিকণ্টক, শৃঙ্গাট, বারিকুজক,
 ক্ষীরকুজ, জলকণ্টক, শৃঙ্গকহ, শৃঙ্গকল, শৃঙ্গমূল, বিবাণী। গুণ—
 শোণিতপিণ্ডনাশক, লঘু, ঋণ্যতম, বিশেষরূপে ত্রিদোষ, বাত,
 ভ্রম ও শোফনাশক, রুচিপ্রদ, (রাজনি°) শুষ্ক, বিষ্টভী,
 শীতল। (রাজব°)

২ খাদ্যদ্রব্য বিশেষ। এই খাদ্য মাংস দ্বারা প্রস্তুত হয়।
 ভাবপ্রকাশে ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ লিখিত হইয়াছে—
 শুষ্ক মাংসকে হৃদ্রূপে খণ্ড খণ্ড করিয়া জলদ্বারা সিদ্ধ করিবে।
 পরে ঐ মাংসের সহিত লবণ, লবঙ্গ, হিঙ্গু, মরিচ, আদা,
 এলাচি, জীরে, ধনে, ও নেবুর রস মিশ্রিত করিয়া গব্য ঘূতে
 উহা ভাজিতে হইবে। পরে ময়দার শৃঙ্গাটক অর্থাৎ সিঙ্গাড়া
 প্রস্তুত করিয়া উহার মধ্যে ঐ মাংসপুর দিয়া পুনরায় ভাজিতে
 হইবে। উপযুক্তরূপ ভাজা হইলে তখন নামাইবে। ইহাকে
 শৃঙ্গাটিক বা মাংস-শৃঙ্গাটিক কহে। গুণ—রুচিকারক, শরীরের
 উপচয়জনক, বলকারক, শুষ্ক, বায়ু ও পিত্তনাশক, শুক্রজনক,
 কফাপহারক এবং বৌদ্ধবন্ধক। (ভাবপ্র°)

৩ মর্ষভেদ। নাসিকা, কর্ণদ্বয়, চকুদ্বয় এবং জিহ্বা নামক
 তৈজস চতুষ্টয় গন্ধবাহী, শব্দবাহী, রূপবাহী, এবং রসবাহী যে
 চারিটা শিরা দ্বারা সজ্জিত হয়, যন্তক মধ্যে তাহাদের সঙ্গন
 স্থানে চারি অঙ্গুল প্রমাণ যে চারিটা শিরামর্ষ আছে, তাহাই
 শৃঙ্গাটক মর্ষ বলিয়া কথিত। এই মর্ষ বিদ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ
 মৃত্যু ঘটে।

৪ শব্দংষ্ট্রী। ৫ গোক্ষুর। (সুশ্রুত) (পুং) শৃঙ্গাট এব স্বার্থে-
 কন্। ৬ জলকণ্টক।

শৃঙ্গাদিচূর্ণ, হিকাষাসাদিকারোক্ত চূর্ণৌষধ ভেদ। প্রস্তুত
 প্রণালী—কাকড়া শৃঙ্গী, শুষ্ঠা, পিপুল, মরিচ, আমলকী, হরীতকী,
 বয়ড়া, কণ্টকারী, বামনহাটী, কুড়, জটামাংস ও পঞ্চলবণ
 প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে একত্র উত্তম রূপে মিশ্রিত করিয়া ২
 মাষা পরিমাণে শীতলজল সহ সেবন করিলে হিকা, উর্দ্ধবাস ও
 কাস আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

শৃঙ্গাস্তর (স্ত্রী) শৃঙ্গস্ত অস্তরং। শৃঙ্গবের মধ্যভাগ, উত্তর
 শৃঙ্গের মধ্যবর্তী ব্যবধান। (রঘু ২।২১)

শুদার (স্রী) শব্দ প্রাচীন বঙ্গভাষায় ১ লবণ। ২ সিন্ধু। ৩ চূর্ণ। (মেদিনী) ৪ আত্মক, আদা। (শব্দচ) ৫ ককাদ্রক। ৬ সূর্য। (রাজনি) (পুং) শব্দ কানোদ্রক-মুক্তভাষিত কগতো কর্ণগণ। পা ৩২। ১) বহা শৃ হিংসার্য তুলার-শুদারো (উৎ ৩১৩৬) ইতি আরন্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। ৭ সুরত, মৈথুন। ৮ গজভূষণ। (মেদিনী) ৯ নাটকোক্ত আভরন। নাটকাদিতে ইহার নিরোক্ত লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। রতি-কীড়াবির নিমিত্ত যদি পুরুষ স্ত্রীর অথবা স্ত্রী পুরুষের সহিত সংযোগ কামনা করে, তাহা হইলে আদি বা শুদাররসের আবির্ভাব হয়।

“পুংসঃ স্ত্রিরাঃ স্ত্রিরাঃ পুংসি সংযোগং প্রতি বা স্পৃহা।

স শুদার ইতি খ্যাতো রতিকীড়াদিকারণম্ ॥”

(অমরটীকায় ভরত)

সাহিত্যদর্পণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ‘শূদ’ শব্দে মন্থখোভেন অর্থাৎ কানোদ্রক এবং তাহার ‘আর’ অর্থাৎ আগমকে (শূদ + আর) শুদার বলে। ধূট, ষষ্ঠ প্রভৃতি দক্ষিণাত্মক নায়ক এবং পরকীয়া স্ত্রী ও অনুরাগিণী বোঝা ভিন্ন অস্ত্রান্ত নারিকা এই রসের আলম্বন বিভাব; অর্থাৎ ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই প্রকৃত শুদার রসের উৎপত্তি হয়। চন্দ্র, চন্দ্রনাভমূলেপন, ভ্রমর-ভঞ্জন, কোকিল-কুজন প্রভৃতি ইহার উদ্দীপন বিভাব অর্থাৎ এই গুলি শুদার রসের উদ্দীপক। ক্রীড়াক্ষেপ ও কটাক্ষাদি ইহার অনু-ভাব; লজ্জা, হাস প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব অর্থাৎ লজ্জাদির আবির্ভাব হইলে এই রসের উল্লেখ হয় না; রতিক্রিয়া ইহার স্থায়ীভাব; এই রস শ্রামবর্ণ এবং বিষ্ণু ইহার দেবতা।

(সাহিত্যদর্পণ ৩২১০)

বিপ্রলম্ব এবং সন্তোষ ভেদে শুদাররস দুই ভাগে বিভক্ত; ইহাদের বখাযথ বিবরণ তৎ তৎ শব্দে লিখিত হইয়াছে; এখানে মাত্র সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণনা করা বাইতেছে। বিপ্রলম্ব—যেখানে নায়ক বা নায়িকার সম্পূর্ণরূপে অনুরাগসত্ত্বেও স্বীয় স্বীয় অভি-লষিত লোকের সহিত সংযোগ না ঘটে, তথায় বিপ্রলম্ব শুদার হয়। পূর্বরাগ, মান, প্রেবাস ও করুণভেদে ইহা আবার চারি ভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে নায়কনারিকা উভয়ের ভিতর পরস্পরের রূপাদি দর্শন বা গুণাদি শ্রবণ হেতু দৃঢ় অনুরাগ সজাত হইয়াও অস্তোক্ত লাভে ব্যাঘাত ঘটিলে সেই সময় তাহাদের যে অবস্থা হয়, তাহাকে পূর্বরাগ বলে। পূর্বরাগও নীলী, কুসুম ও মজ্জিতভেদে তিন প্রকারে বিভক্ত। যেখানে মল্লতীর মধ্যে রামসীতার ভায় পরস্পরের অনুরাগের কোনরূপ হ্রাস বা বৃদ্ধি দেখা যায় না, তথায় নীলী এবং যেখানে ইহার বিপরীত ভাব অর্থাৎ প্রেবাসের হ্রাস বৃদ্ধি বা উদরোগম পরিদৃষ্ট হয়, তথায় কুসুম; আর যেখানে অহ-

রাগের কিছু মাত্র নানতা না হইয়া কেবল উত্তরোত্তর উদার বিবৃদ্ধিই দেখা যায়, তথায় মজ্জিতরাগ জানিতে হইবে। মান অর্থাৎ কোপ, ইহা প্রেবাস ও ঈর্ষা এই উভয় হইতে জন্মে; নায়ক বা নায়িকার মধ্যে যদি কেহ কুটিল স্বভাবের হয়, তাহা হইলে উভয়ের ভিতর পরম সন্ত্রীত থাকিলেও স্বীয় কৌটিল্য হেতু যদি বিনা কারণে কেহ কোপ করে, তবে তাহাকে প্রেবাসগত মান এবং পতির অস্ত্র প্রেরাতে আসক্তির বিষয় স্ত্রী কর্তৃক দৃষ্ট, স্ত্রী বা অহুমিত অর্থাৎ পতির দেহস্থ কোনরূপ সন্তোষ চিহ্ন, কিংবা স্বপ্নে পরকীর বিলাসভূতের বখাযথ বৃত্তান্তের অহুকীর্জন বা পতিকর্তৃক দ্বিতীয়া রমণীর নাম গুণানুবর্ণন দ্বারা পরিজ্ঞাত হইলে তাহার মনে যে সান্ত্বিত্য ঈর্ষা জন্মে, তাহাকে ঈর্ষ্যাভিমান বলে। অতীষ্ট ফললাভার্থ, শাপদ্রষ্টাবস্থায় অথবা কোনরূপ উৎপীড়ন ভয়ে নায়ক বা নায়িকা বিদেশগামী হইলে যদি তৎকালে তাহাদের মধ্যে কাহারও অনুরাগ সঞ্চার হইয়া ক্রমশঃ উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে ও তজ্জন্ত শরীরের মলিনতা, দীর্ঘোচ্ছ্বাস, মানসিকভাবে অর্থাৎ মনে মনে বা কারণান্তর দর্শাইয়া স্পষ্টতঃ ক্রন্দন এবং ভূশযাশ্রিতা ইত্যাদি লক্ষণ ও এই পরিভাবস্থায় স্ত্রীলোকের যদি মুক্তবেগী দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তথায় প্রেবাসরূপ বিপ্রলম্ব ঘটয়াছে জানিতে হইবে। নায়কনারিকার মধ্যে কেহ লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে যদি দেবতাবির বরে তজ্জন্মে বা সন্ধ্যান্তরে তাহা-দের পুনর্মিলনের আশা সঞ্চারিত হয় এবং তজ্জন্ত তাহারা সান্ত্বিত্য বিম্বনা হইয়া যৎপরোনাস্তি বিলাপ করিতে থাকে, তাহা হইলে তথায় করুণ-বিপ্রলম্ব ঘটে। সন্তোষ—যখন মল্লতীরের দর্শন, স্পর্শন, চূষন, পরিরক্তপাদি সংঘটন হয়, তখন সন্তোষ-শুদারের উৎপত্তি জানিতে হইবে। এই শুদার আরই পূর্বোক্ত পূর্বরাগাদি চতুর্ভেদের আনন্তর্য্যেই ঘটয়া থাকে; কেন না বিপ্র-লম্ব ব্যতিরেকে সন্তোষ কখনই সম্যক পরিপুষ্ট হইতে পারে না; বরং কথায় জলে বজ্রাদি মজ্জিত করিলে অনুরাগের আরম্ভও বৃদ্ধি হয়।

“ন বিনা বিপ্রলম্বেন সন্তোষঃ পুষ্টিমশ্নতে।

কথ্যিতে হি বজ্রাদৌ ভূতান্ রাগো বিবর্জতে ॥”

জলকলি, বনবিহার ও মধুপান প্রভৃতিও এই রসের অন্তর্গত। [মৈথুন শব্দ দেখ] (সাহিত্যদর্পণ ৩৪ পরিচ্ছেদ)

সদা অহুমিত, পরিহাসাদিকীড়ানিপুণ, কুপিত ঈর্ষুর মান-ভঞ্জে পটু এবং শুদ্ধভক্ত্যঃকরণ বিশিষ্ট বিট, চেট, বিদুষকাদি শুদাররসের সহায় অর্থাৎ ইহারই শুদার রসের সমধিক পুষ্টতা সাধন করে। (সাহিত্যদর্পণ ৩৭৭)

ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে শুদাররস নিরোক্ত প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে; যথা—

“শৃঙ্গারের হই ভেদ গুণহ প্রয়োগ ।
 প্রথমতঃ বিপ্রলভ দ্বিতীয় সঙ্কোপ ।
 বিপ্রলভ চারিমত গুণহ প্রকাশ ।
 পূর্বরাগ মান প্রেম বৈচিত্র্য প্রবাস ॥
 অঙ্গ-মঙ্গ হস্তনের পূর্ব যে লাগল ।
 তাঁরে বলি পূর্বরাগ তাহে দশা দশ ॥
 লাগল উবেগ অড় কৃশ জাগরণ ।
 ব্যগ্র রোগ বায়ু মোহ নিদানে মরণ ॥
 যেই ক্রোধে দম্পতীর রসের বিচ্ছেদ ।
 সেই মান অহেতু স্নেহেতু হই ভেদ ॥
 অহেতু যে মান সেই অনার্যাসে বধ্য ।
 স্নেহেতুর তিন ভেদ গুরু লঘু মধ্য ।
 অন্তের সহিত পতি যদি কথা কর ।
 তাহে জন্মে লঘুমান বাক্যে দূর হয় ॥
 অল্প নামগুণ পতি যদি কাছে কর ।
 তাহে জন্মে মধ্য মান পরীকার ক্ষয় ॥
 অল্প ভোগ চিহ্ন যদি দেখে পতি গায় ।
 তাহে জন্মে গুরু মান প্রণামেতে যায় ॥
 নিকটে শয়ন অমুরাগের নিমিত্ত ।
 ছায়া বিরহ হয় সে প্রেম-বৈচিত্র্য ॥
 প্রবাস দ্বিমত হয় নিকট ও দূর ।
 দশ দশা হয় তাহে বিবাহ প্রচুর ॥
 সঙ্কোপ
 সঙ্কোপের চারি ভেদ করি যে বাধান ।
 সংক্ষিপ্ত সঙ্গীর্ণ সম্পূর্ণ সমৃদ্ধিমান ॥
 পূর্বরাগ পরে অঙ্গ চুষ অঙ্গ কোল ।
 সংক্ষিপ্ত যে রতি তাহে চিত্ত হয় লোল ॥
 নামান্তে পুরুষ সঙ্গে মিলন যে হয় ।
 সঙ্গীর্ণ তাহার নাম কবিগণ কর ॥
 কক্ষিৎ প্রকাশ করে হয় যে মিলন ।
 সম্পূর্ণ তাহার নাম কহে কবিগণ ॥
 স্নেহ প্রবাস পরে মিলন যে রস ।
 সে রস সমৃদ্ধিমান দম্পতী অবশ ॥
 সঙ্কোপের প্রকার
 দর্শন ম্পর্শন কথা পথরোধ বাস ।
 বনখেলা জলখেলা গীতবাদ্য হাস ॥
 লুকারন মধুপান আদি নানা মত ।
 অনন্ত অনন্ত ভাব বিরচিব কত ॥
 দর্শন ভিনমত নাগরী নাগরে ।
 সাক্ষাৎ স্বপন আর পটে চিত্র ধরে ॥

সাক্ষাৎ দর্শন ।

নয়নে নয়ন বদনে বদন
 চরণে চরণ আবেশি রহ ।
 হৃদয়ে হৃদয় প্রাণ সমুদায়
 পরাণে আলস ভাদিয়া লহ ॥
 গমনে গমন রমণে রমণ
 বচনে বচন বিনয় কহ ।
 পেরেছি দরশ পরম পরশ
 সকলে সরস হইয়া রহ ॥

শব্দ-বর্ণন ।

নিজার আবেশে রজনীর শেষে
 মনোহর বেশে বঁধু আসিয়া ।
 প্রেম পারাবার করিল বিস্তার
 নাহি পাই পার যাই ভাবিয়া ॥
 যে রস হইল মনেতে রহিল
 যে কথা কহিল মুহু হাসিয়া ।
 ধরম করম সরম ভরম
 নরম মরম গেল নাশিয়া ॥

চিত্রদর্শন ।

দেখিবারে মিত্র করিলাম চিত্র
 এ বড় বিচিত্র হইব তায় ।
 দেখিতে বদন মাতিল মদন
 ছাড়িয়া সধন চেতন যায় ॥
 না পান্ন দেখিতে নারিহু রাখিতে
 লিখিতে লিখিতে হইল দায় ।
 চিত্রের পুতুল করিল আকুল
 হারান্ন ছকুল চিত্রের প্রায় ॥” (রসমঞ্জরী)

[আলম্বনাদি বিভাব বিভাবন শব্দে উষ্টব্য]

পূর্বোক্ত পূর্বরাগাদি অবস্থায় নায়কনায়িকার মিলনে সাত্ত্বিক বিলম্ব অথবা কোনরূপে ঐ মিলনের অভাব ঘটিলে ক্রমে ক্রমে উভয়ের যে চরম অবস্থা ঘটে, তাহা নিয়ে বর্ণনাযুক্ত ভাবে বিবৃত হইতেছে,—

পূর্বরাগের চরম অবস্থা—উত্তরোত্তর আকাজ্ঞা বৃদ্ধি, প্রিয়-জন পাইবার জন্ত নিরন্তর উপায় চিন্তন, সর্বদা প্রণয়ী বা প্রণয়িনীর স্মরণ, সমস্ত পরম্পরের গুণকীর্তন, ভয়ানক উবেগ, প্রলাপ অর্থাৎ সর্বদা চিত্তের অস্থিরতাপ্রযুক্ত অসংযত বাক্য-প্রয়োগ, উন্মত্ততা এবং নিরন্তর লীল্যবাস, পাণ্ডুতা, ক্লান্ততা প্রভৃতি রোগ ও অজ্ঞতা অর্থাৎ শারীরিক এবং মানসিক চেষ্টা-হীনতা, এমন কি অতিরিক্ত মনোবীজনে মরণ পর্যন্তও হইয়া

থাকে ; কিন্তু রসবিচ্ছেদ ঘটে বলিয়া কেহ তাহা বর্ণনা করেন না ; তবে কোন কোন স্থলে আসন্ন মৃত্যু পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়া থাকে । যেমন, কোন কামবিহ্বলা কামিনী বলিতেছেন যে, ভ্রমরগণ স্বাক্ষর দ্বারা দিগ্‌দিগন্ত পরিপূর্ণ করুক, চন্দন-বনজাত অনিল মন্দ মন্দ প্রবাহিত হউক, চূতশিখরস্থ কেলিপিকগণ আশ্রয়কুলাশ্রয়দানে উল্লাসিত হইয়া পঞ্চমন্ডরে কুঞ্জন করুক এবং তাহাতেই আমার এই প্রস্তুত সঙ্গ কঠিন প্রাণ নীত্ৰই বাহির হউক ! নীত্ৰই বাহির হউক ।

মান—ইহা হইতে বিশেষ কোন অনিষ্টজনক অবস্থা ঘটে না ; কারণ মান হইলে প্রথমে প্রিয়বাক্য দ্বারা স্বয়ং প্রণয়িনীকে তুষ্ট করিতে হয় ; তাহাতে কার্য্য সফল না হইলে পর তাহার সখীকে উপাসনা করিবে, ইহাতে বিফল হইলে ভূবাদি দানদ্বারা এবং তাগাতেও কোন ফল না হইলে অবশেষে পদানত হইয়া প্রণয়িনীর মানভঞ্জনের চেষ্টা করিতে হয় । তাহাতেও বিফল মনোরথ হইলে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া নিরন্ত থাকিতে হয় বটে, কিন্তু তবুও বহুবিধ চেষ্টা দ্বারা সহসা ভয় বা হর্ষ প্রভৃতি জন্মাইয়া যে কোন রকমেই হউক না কেন, মানভঞ্জন করা হইয়া থাকে ।

প্রবাস—ইহার চরম অবস্থায় শরীরের মলিনতা, বিরহজ্বর, অতিশয় মনঃকষ্টনিবন্ধন দেহের তেজোনাশ ও তজ্জন্তু পাণ্ডুতা, বস্ত্র সাধারণের প্রতি বিগতস্পৃহা ও অসন্তুষ্টি, হৃদয়ের শূন্যতা বোধ, অবলম্বন-রাহিত্য অর্থাৎ জগতে দাঁড়াইবার যেন কোন স্থান নাই বলিয়া অশুভব এবং ভয়ানক অর্থাৎ বাহ ও আভ্যন্তরিক কার্য্য দ্বারা অনিচ্ছাসাথেও অতীষ্টবিষয়ের প্রকাশ, প্রভৃতি নয়টি লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং অবশেষে মরণ পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে ; কিন্তু পূর্ব্বেই রসবিচ্ছেদ ঘটে বলিয়া বক্ষ্যমাণরূপে উহা বর্ণিত হইয়া থাকে যথা—কোন তামিনী বিশেষ গমনোচ্ছত পতির বিরহ করনা করিয়া খীর জীবনকে বলিতেছেন যে, হে জীবিত ! প্রিয়তমের যাত্রামুখেই যখন তোমার সন্নিগণ প্রস্থান করিয়াছে, তখন কেন তুমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিতেছ ? এ তোমার নিত্য অন্তঃকার । কেন না তোমার এক সঙ্গী আমার চিত্ত, সে নিয়তই প্রিয়বরের অগ্রবর্তী থাকিবে বলিয়া আমি হইতে প্রস্থান করিয়াছি, আর এক সঙ্গী ধৈর্য্য, সে কিছুতেই ধৈর্য্য ধরিয়া আমার নিকট থাকিল না অর্থাৎ প্রাণনাথের গমনোত্তোগে আমি আর কিছুতেই ধৈর্য্য রাখিতে পারিতেছি না, তোমার অপর একটা সঙ্গী অশ্রু নিয়তই চলিতেছে, তাহার আর বিরতি নাই, আরও একটা সঙ্গী হস্তস্থ বলর, সেও [হৃদয়েশ্বরের গমনচিন্তায়] আমার ক্লেশতাপন দেহ হইতে সন্তান পরিত্যাগ করিয়াছে, অতএব আমি বলি তোমারও খীর সঙ্গীদিগকে ত্যাগ না করিয়া আমাকে ত্যাগ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য ।

করণ—এই বিশেষত্বে নায়কনায়িকার অবস্থার বিশেষ কোন পরিণতি নাই ; কেন না ইহাতে পরস্পরের মিলন প্রায়ই অসম্ভব হওয়ার রতিবলাসবাসনার ক্রমশঃ ধ্বংস ভিন্ন বিবৃদ্ধি হয় না ; তবে যদি সহসা বৈববাণী প্রভৃতিদ্বারা জন্মাত্মরে মিলন হওয়ার সামান্য কোন আশা পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেও অনেক দূরবর্তী বলিয়া তাহা হইতে একরকম নিরন্ত হইয়া থাকিতে হয় ।

শৃঙ্গারাদি রসের বর্ণনা সম্বন্ধে শাস্ত্রে অনেক ভুলি দোষ ও গুণ কীর্তিত হইয়াছে ; বাহ্যিক ভয়ে শৃঙ্গার রসের দোষ গুণ সম্বন্ধে এখানে মাত্র কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল ; যথা—

দোষ—শৃঙ্গার রসের বর্ণনার সাক্ষ্য সম্বন্ধে ‘শৃঙ্গার’ ‘রস’ ‘রতি’ ‘কেলি’ প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করিলে উহা দোষের মধ্যে গণ্য হয় । যেমন, ‘চন্দ্রমণ্ডলমালোক্য শৃঙ্গারে ময়মত্তরসু’ চন্দ্রমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া অন্তঃকরণ সুরতক্রিয়ায় নিমগ্ন হইতেছে ; এস্থলে ‘শৃঙ্গার’ শব্দ ব্যবহার করা শাস্ত্রসঙ্গত দোষাবহ হইয়াছে । বর্ণনার বিরোধী রস সৃষ্টিত হইলে তাহা দোষ বলিয়া গণ্য । যেমন, ‘মানং মা কুরু তদধি ! জ্ঞাতা যৌবনমস্থিরং’ অয়ি ! কৃশাদি ! নিশ্চয় জানিও যে, যৌবন কখনই চিরস্থায়ী নহে ; অতএব মান সঞ্চরণ কর, আর মান করিও না । এস্থলে শৃঙ্গার রসের উদ্দীপনাধা বিভাব বর্ণনা করিতে গিয়া ‘যৌবন কখনই চিরস্থায়ী নহে’ এই কথা দ্বারা তদীয় বিরুদ্ধ শাস্ত্ররসের বিপর্য্য সৃষ্টিত হওয়ার বিরোধিতা দোষ ঘটিতেছে । অসময়ে নায়কনায়িকার মিলন বা বিচ্ছেদ বর্ণন করিলে তাহা দোষ মধ্যে পরিগণিত হয় । যেমন, বৈদ্যসংহারের দ্বিতীয় অঙ্কে, প্রভূত সৈন্তসংক্ষয়কালে ভাষ্যমতীর সহিত চুখোথনের যে শৃঙ্গার-প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, উত্তাতে সময়োচিত (অর্থাৎ তৎকালোচিত) কারণাদি রসের বর্ণনা না করিয়া শৃঙ্গাররসের বর্ণনা করা অসুচিত হইয়াছে । কেন না ওরূপ স্বজনবিয়োগের সময় হৃদয়ে করুণাদি রস না আসিয়া শৃঙ্গাররসের আবির্ভাব হওয়া নিত্য অসম্ভব । আলঙ্কারিকগণ কুমারসম্বোক্ত উদ্ভাসহৃদয়ের সম্ভোগশৃঙ্গার-বর্ণনকে কবিকর্তৃক খীর পিতামাতার সম্ভোগবর্ণনের দ্বারা অতিশয় দোষাবহ মনে করেন ।

গুণ—কোন কোন স্থলে ভাবস্থলভ প্রযুক্ত শ্রুতিকটু দোষাদি গুণে পরিণত হয় । যথা—

“তদ্বিচ্ছেদক্লান্ত কণ্ঠনুষ্ঠিতপ্রাণস্ত মে নির্দয়ং

ক্রুরঃ পঞ্চশরঃ শরৈরতিশীতৈর্ভিন্দন্ মনো নির্ভরম্ ।

শব্দোচ্ছৃ তরুণাবিধেরমনসঃ প্রোক্ষামনেজ্ঞানল-

জালাজালকরাণিতঃ পুনরসাবাত্তা সমস্তাশ্বনা” (সাহিত্যদ্বন্দ্ব)

তাহার বিচ্ছেদে আমি দ্বার পর নাই কীণতম এবং কণ্ঠাগত প্রাণ হইয়াছি, তবুও সেই নৃশংস করুণ আমার উপর প্রচণ্ড-

বেগে শাপিত শর নিক্ষেপ করিতেছে; অতএব সেই নিষ্ঠুর পূর্বে বেক্ষণ জগজ্জনোগরি রূপাদৃষ্টি পরবশ শত্রুর অদাক্ষণ নেত্র-আলালালে পক্ষভূতাত্মক দেহের সহিত দণ্ড হইয়াছিল, এখন তাহার সেই অজহীন দেহই পুনরায় তরুণ দণ্ড হউক। এখানে বক্রার উক্তিগুলি নিতান্ত কর্কশ হইলেও ভাবমূলক হেতু উহা শুণে পরিণত হইয়াছে।

সুরত-প্রারম্ভকালীয় চেষ্টাটির বর্ণনায় যৎপরোনাস্তি অঙ্গীলতা থাকিলেও যদি সেই সকল বর্ণনাগুলিকে প্রকারান্তরে সন্দর্ভে পরিণত করা যায়, তাহা হইলে ঐরূপ বর্ণনা কোন দোষের না হইয়া পরস্তু শুণেরই হইয়া থাকে।

“সুরতারন্তগোষ্ঠাধাবল্লীলং তথা পুনঃ ॥” (সাহিত্যদ° ৭।৫৮০)

তথা পুনরিত্তি শুণ এব। যথা—

“করিহন্তেন সখাধে প্রবিশ্যাত্তর্বিলাসিত্তে।

উপসর্পন্ ধ্বজঃ পুংসঃ সাধনাত্তবিরাজতে ॥”

অত্র হি সুরতারন্তগোষ্ঠাং “স্বার্থে: পঠৈ: পিণ্ডনয়চ্চ রহস্তবস্ত” ইতি কামশাস্ত্রহিতি:।

যেমন, ‘করিহন্তেন সখাধে’ এই স্বার্থবচিৎ শ্লোকের ‘সৈন্ত-গণের জনতাধিক্য হইলেও তাহাদের পরস্পরের মধ্যস্থল করি-ওওয়া বিক্ষারিত হওয়ায় বিজিগীষু বীরবর্গের পতাকা তথায় বিশেষ প্রকারে বিরাজ করিতেছে’ এইরূপ সহজলভ্য অর্থ প্রথমে উপলব্ধি হয় বলিয়া সুরতপ্রারম্ভে ইহার অঙ্গীলার্থটি গ্রহণ করিলে শৃঙ্গাররস বর্ণনা-স্থলে উহা শুণের বই কোন দোষের হয় না।

কালিদাসকৃত শৃঙ্গারতিলক, অমর ও তত্বহরিকৃত শৃঙ্গার-ন্যাক, এতদ্বিষয়ক পাঠোপযোগী গ্রন্থ। ইহা জ্ঞানবস্তুরও যথেষ্ট পরিচয় আছে।

শৃঙ্গার, ১ একজন কবি। ২ শ্রীকর্তৃচরিত (৩।৫৫) দ্বিত এক জন পণ্ডিত, ইনি বিশ্বাবর্তের পুত্র ও মন্দের ভ্রাতা ছিলেন। ৩ সহস্রাব্দ বর্ণিত রাজভেদ। (সহা° ৩।১৫৫)

শৃঙ্গারক (ক্ৰী) শৃঙ্গারমেব স্বার্থে কন্। ১ সিন্ধু। (রাজনি°) (শৃঙ্গবৃন্দাভ্যামারকন্ বক্তব্যঃ। পা ৫।২।১২ ইত্যন্ত বার্তা-কোক্ত্য আরকন্। (জি) ২ শৃঙ্গবিশিষ্ট। (পুং) ৩ শৃঙ্গার।

শৃঙ্গারগুপ্ত, বাসবদত্ত-বিবৃতিরচয়িতা।

শৃঙ্গারজন্মান্ (পুং) শৃঙ্গারে জন্ম উৎপত্তিযুক্ত। কামদেব, মদন। (হেম)

শৃঙ্গারণ (ক্ৰী) রূপযৌবনসম্পন্ন কামিনী অবলোকন করিয়া বিলাস বিভ্রম দ্বারা যে আপনার কামুক্য প্রদর্শন তাহাকে শৃঙ্গারণ কহে।

“রূপযৌবনসম্পন্নং কামিনীমবলোক্যাম্মানং কামুকমিব বৈবিলসৈ: প্রদর্শয়তি তৎ শৃঙ্গারণম্” (সর্বদর্শনসং)

শৃঙ্গারপিণ্ডক (পুং) নাগরভেদ। (হরিবংশ)

শৃঙ্গারভূষণ (ক্ৰী) শৃঙ্গারভূষণং। সিন্ধু। (হেম)

শৃঙ্গারমঞ্জরী (ক্ৰী) বাসবদত্তাবর্ণিত নারিকাত্তেদ। (বাসবদত্তা)

শৃঙ্গারমণ্ডপ (ক্ৰী) ১ রতিগৃহ। ২ মন্দিরবিশেষ। (ছন্দপুরাণ)

শৃঙ্গারযোনি (পুং) শৃঙ্গারে যোনিকংপত্তিযুক্ত। কামদেব, মদন। (হেম)

শৃঙ্গারবৎ (জি) শৃঙ্গার অন্ত্যর্থে মতুপ্ মত ব। শৃঙ্গারবিশিষ্ট, শৃঙ্গারযুক্ত। দ্বিমাং ভীপ্। শৃঙ্গারবতী।

শৃঙ্গারবেশ (পুং) উজ্জল বেশ, শৃঙ্গার জন্তু রূবেশ। নারিক রতি অভিলাষে নারিকার নিকট বেক্ষণ সুন্দর সাজসজ্জায় গমন করে।

দেব-প্রতিমাদির সুল্লর বেশধারণ। বৃন্দাবনভীর্থে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মোহন বেশসজ্জা হয়। ভক্তগণ ভগবান্কে সুল্লররূপে সাজাইয়া সেই মনোহররূপ সন্দর্শন করেন। কেহ কেহ ইহাকে শৃঙ্গারোচ্ছাতক বেশসজ্জা বলিয়া কল্পনা করেন। প্রত্যেক বিষ্ণু বা শিবমন্দিরে মন্দিরাধিষ্ঠাতৃ-দেবমূর্তিকে দ্বিবাভাগে বা শরনের পূর্বে রাজিকালে চন্দন কস্তুরাদি গন্ধাম্বলপন ও পুষ্পমালাদি ধারণ দ্বারা অপূর্ণ ভূষা ভূষিত করা হয়। তৎপরে দেবমূর্তির আভিব্যেক সহ যথারীতি দেবতার পূজা ও আনন্দিক সমাপনান্তে মন্দির দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। ভক্তগণের বিশ্বাস ভগবান্ শৃঙ্গারবেশে ভগবতীর সহিত রতিক্রিয়ায় কাল যাপন করিয়া থাকেন। বৃন্দাবনের গোবিন্দজী প্রভৃতি বিষ্ণুমন্দিরে, কাশীর বিশ্বনাথদেবের, বাদ্গলার বৈষ্ণনাথ ও তারকেশ্বরে এবং পুরিধামে শ্রীপুরুষোত্তম মন্দিরে ভক্ত্যত্যাগবিশেষের শৃঙ্গার-সজ্জা হইয়া থাকে।

শৃঙ্গারশেখর (পুং) রাজভেদ। (বাসবদত্তা)

শৃঙ্গারসিংহ (পুং) কামদেবের সামন্তভেদ। (রাজতর° ৮।৫০০)

শৃঙ্গারপ্রভ (ক্ৰী) কাসরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—অত্র ১৬ তোলা, কর্পূর, জৈত্রী, বালা, গজপিপ্পলী, তেজপত্র, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালীশপত্র, ধাক্কাচিনি, নাগেশ্বর, কুড়, ধাইফুল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ও ত্রিকটু প্রত্যেক চারি আনা, এলাচ ও জায়ফল প্রত্যেকে ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, পায়দ অর্দ্ধতোলা, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া জলে মর্দন করিবে। পরে সিদ্ধচণক প্রমাণ বটিকা করিতে হইবে। এই ঔষধ আধা ও পানের রসের সহিত সেবনীয়। ঔষধ সেবনের পর কিঞ্চিৎ জলপান করিতে হয়। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার কাসরোগ, রাজযক্ষ্মা, ক্ষয় প্রভৃতি উপশম হয় এবং বাজীকরণ ও রসায়ন অধিকারোক্ত ঔষধের স্তায় বল পাওয়া যায়। (ঔষধজারত্না° কাসরোগাধি°)

শুক্কারিন্ (পুং) শূক্যারো হস্তাতীতি ইনি। ১ পুং। ২ গজ।

৩ শূকারবিশিষ্ট। ৪ সুবেশ। ৫ মানিক্য। (রাজনি°)

শুক্কারুহা (স্ত্রী) শূক্যটক, শিলাড়া। (বৈজ্ঞকনি°)

শুক্কাহ[হা] (পুং স্ত্রী) ১ জীবক। ২ শূক্যটক। (বৈজ্ঞকনি°)

শুক্জি (পুং) মৎস্তবিশেষ, শিকী মাছ।

“মৎস্তরস্ত প্রিয়া শূকী শুক্জিত্যপি কুর্যচৎ।

স্তাদ্যশিরা মৎস্তরসীতি চ নাম ঘণৎ কচিৎ। (শব্দরত্ন°)

শুক্জিক (পুং) স্থাবরবিষভেদ, শূকীবিষ। চলিত সেকো।

“ঘম্বিন্ গোশূককে বন্ধে হৃদ্যঃ ভবতি লোহিতম্।

স শূকিক ইতি শ্রোক্তো জঘাতস্থবিশারদৈঃ॥” (ভাবপ্র°)

এই বিষ গোশূকে বাঁধিয়া রাখিলে হৃদয় রক্তবর্ণ হয়।

শুক্জিকা (স্ত্রী) কর্কটশূকী, কীকড়াশূক। (রাজনি°)

২ মেঘশূকী, মেড়াশিঙে। (বৈজ্ঞকনি°) ৩ পিপ্লী।

(বৈজ্ঞকনি°) ৪ অতিবিষা, আতাইচ। (শব্দরত্ন°)

শুক্জিন্ (পুং) শূক-ইনি। ১ হস্তী। ২ বৃক্ষ। ৩ পর্বত। ৪

ঋষিবিশেষ, শব্দেকর পুত্র। অভিন্নমু পুত্র রাজা পরীক্ষিতকে

ইনি শাপ প্রদান করেন, পরীক্ষিত ইহারই শাপে তক্ষকদংশনে

মৃত্যুখে পতিত হন। ৫ প্রক্ষবৃক্ষ, পাকুড়গাছ। ৬ আত্মাতক

বৃক্ষ, আমড়াগাছ। (রাজনি°) ৭ ঋষতক। ৮ মহিষ।

৯ বুঘ। ১০ জীবক। (বৈজ্ঞকনি°) ১১ বিষভেদ, সেকোবিষ।

(রত্নমালা) ১২ কন্দবিষভেদ। (সুপ্রত কল্প-৮ অ°) (ত্রি)

১৩ শূকবৃক্ষ। দ্বিগাং ভীষ্। ১৪ কর্কটশূকী। ১৫ অতলী।

(পর্যায়সূক্তা°) ১৬ আমলকী। (বাতট) ১৭ মঞ্জিষ্ঠা।

১৮ পুতিক। (বৈজ্ঞকনি°) ১৯ ষেতাতিবিষা। ২০ অতিবিষা।

শুক্জিন (পুং) শূক্রে শুঃ অস্ত্রোতি শূক্ (জ্যোতিষশ্রেণি)।

পা ৫২। ১১৪ ইতি ইনচ। মেঘ। (হেম)

শুক্জিনী (স্ত্রী) শূক্রে শুঃ অস্ত্রা ইতি শূক-ইনি-ভীষ্। ১ গো,

গাভী। (অমর) ২ শ্লেষ্মীবৃক্ষ। ৩ মল্লিকাযুক্ত। ৪ জ্যোতি-

স্বতীবৃক্ষ। (মেদিনী) ৫ অতিবিষা, আতাইচ। (রাজনি°)

৬ নদাবট। (বৈজ্ঞকনি°)

শুক্জিপুত্র (পুং) বৈদিক আচার্য ঋষিভেদ।

শুক্জিরা, সছাঙ্গিবর্জিত রাজভেদ। (সহা° ৩১৪৫)

শুক্জী (স্ত্রী) শুক্জি বা ভীষ্। মৎস্ত বিশেষ, চলিত শিকীমাছ,

পর্যায় মৎস্তরপ্রিয়া, মৎস্তরী, মৎসুদরী, অশিরা, শুক্জি। শুণ—

স্বাহুয়স, দ্বিধ, বৃংহণ, ককবন্ধক, শোথ, পাণ্ডু, বায়ু ও পিত্তনাশক।

(রাজবল্লভ) ২ অতিবিষা। ৩ ঋষভোবধ। (অমর) ৪ কর্কট

শূকী। ৫ প্রক্ষ। ৬ বট। ৭ বিঘ। ৮ অলঙ্কার সুবর্ণ।

শুক্জীকনক (স্ত্রী) শূকী মণ্ডনবর্ণে ভবে কনকং। অলঙ্কার

সুবর্ণ, অলঙ্কার প্রস্তুত করিবার কল্পে সুবর্ণ গৃহীত হয়, তাহাকে

শুকীকনক কহে। অমরটীকার ভরত ইহার ব্যুৎপত্তি ও

অর্থ এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন, “অলঙ্কারত কুণ্ডলার্থেবৎ

সুবর্ণঃ তৎ শূকীকনকমুচ্যতে, শূকী অলঙ্কারঃ ভবৎ কনকং

শূকীকনকং অলঙ্কারসুবর্ণতঃ শূকীতি চ নাম, ‘স্ত্রী শূকী মণ্ডনবর্ণে’

ইতি রত্নকোষঃ। শূকী ব্রহ্মাভা চ শূকতি কর্ণদীন্ শূকিশ্রগি

শ্রগি ব্রজে নারীতি ইঃ নিপাতনাৎ জিঃ পাছোণাদীতি জপি

শূকী” (ভরত)

শুক্জীপুড়মুত, হিঙ্গা ও ঝাঙ্গাদি রোগে ব্যবহৃত ঔষধ বিশেষ।

প্রস্তুত প্রণালী—কণ্টিকারী, বৃহতী, বাসক মুলের ছাল ও গুলঞ্চ

প্রত্যেক ৪০ তোলা, শতমূলী ১২০ তোলা, বামনহাটী ৮০ তোলা,

গোক্ষুর ও পিপুলমূল প্রত্যেক ৮ তোলা, পারুল ছাল ২৪ তোলা

এই সকল দ্রব্য শিলাতলে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ৩২ সের জলে

সিদ্ধ করিবে, পরে ৮ সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া উহাতে পুরা

তন শুড় ৮০ তোলা, ঘৃত ৪০ তোলা ও চুই ৮০ তোলা মিশাইয়া

পুনরায় পাক করিবে, পাক শেষে কিঞ্চিৎ ঘনীভূত হইলে কীকড়া-

শূকী ২ তোলা, জায়ফল ৩ তোলা, তেজপত্র ৩ তোলা, লবঙ্গ ৪

তোলা, বংশলোচন ৪ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, এলাইচ

২ তোলা, কুড় ৪ তোলা, শুষ্ক ৭ তোলা, পিপ্লী ৮ তোলা,

ভালিশপত্র ৩ তোলা, জৈত্রী ১ তোলা, এই সকল চূর্ণ প্রক্ষেপ

দিয়া নামাইবে, পরে গীতল হইলে ৮ তোলা মধু উহার সহিত

মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ তোলা। অল্পপান কাঠিবিড়ালের

মাংসচূর্ণ ১ ভাগ, মরিচচূর্ণ ৪ ভাগ একত্রে মাড়িয়া ১ মাঘা পরিমাণে

বটী প্রস্তুত করিবে এবং উক্ত ঔষধসেবনের অব্যবহিত পরেই

ইহার একটা বটিকা চর্ষণ করিয়া খাইতে হইবে। উক্ত বটিকা

প্রস্তুত অসম্ভব হইলে অগত্যা তেঁতুলপত্রের কাথ ৬ রতি হিঙ্গুর

সহিত সেবনীয়; যদি ইহারও অভাব ঘটে তবে ঐ শুড়মুত উক্ত

চুই সহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে হইবে। ইহাতে শত শত

বৈজ্ঞ পরিভাষিত বহুকালের প্রবল শ্বাস ও উপদ্রবযুক্ত কাস,

ক্ষয় ও রক্তপিত্ত রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। (ঔষধসারসংগ্রহ°)

শুক্জীশ্বরতীর্থ (স্ত্রী) তীর্থভেদ।

শুঙ্গেরিপুর (স্ত্রী) নগরভেদ, শূঙ্গগিরিপুর।

শুঙ্গেরিমঠ (পুং) শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত শুঙ্গেরীর এসিদ্ধ মঠ।

[শুঙ্গেরী দেখ।]

শুঙ্গেরী (শুঙ্গগিরি), দাক্ষিণাত্যের মহিষ্মররাজ্যের কাদুর

জেলায় অন্তর্গত একটি গ্রাম। এখানে শঙ্কর মঠ প্রতিষ্ঠিত

থাকায় ইহা শঙ্করমতাবলম্বিগণের নিকট একটি পবিত্র কেন্দ্র

বলিয়া পরিগণিত। এই গ্রাম তুলানদী তীরে অবস্থিত। অক্ষা°

১৩° ২৫' ১০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ১৭' ৫০" পূঃ।

স্থানীয় প্রবাদ এই যে, এই স্থলে বিভাগওক ঋষি ভগ্নতা

করিতেন এবং রামায়ণপ্রসিদ্ধ ঋষাশ্রম ঋষি এই স্থানেই অশ্রমগ্রহণ করেন। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে বেদান্তমতপ্রবর্তক শ্রুপ্রসিদ্ধ ভাব্যাকার শঙ্করাচার্য্য এখানে আসিয়া মঠ স্থাপন করেন, তাহা হইতেই এই স্থানের প্রসিদ্ধি সমধিক বর্দ্ধিত হয়। প্রবাদ আছে, শঙ্করাচার্য্য ঐ সময়ে কাশ্মীর হইতে সারথ-অশ্বা বা সরস্বতীসূক্তি আনিয়া এখানে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

শঙ্করের পর হইতে শ্রুদেরি মঠের গুরুপ্রণালী সমভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাঁহারা সকলেই “জগদগুরু” নামে আখ্যাত। স্থানীয় স্মার্ত ব্রাহ্মণগণ ও শৈব ধর্ম্মাবলম্বীরা সকলেই জগদগুরুকে বিশেষ সম্মান ও ভক্তি করিয়া থাকেন। শ্রুদেরিমাঠাচার্য্য জগদগুরু নুসিংহ আচার্য্য অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ইনি সময় সময় ভারতের নানা স্থানে গমন করিয়া তত্ত্বাত্মা অধিবাসীদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দান করিতেন। তিনি ভ্রমণকালে নানা স্থানে দেশহিতকর কার্য্যে বহু অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন।

তুলা নদীর তটে এই মঠের বহু ভূসম্পত্তি আছে। উহা মাঙ্গনী ভূমি নামে খ্যাত। এই ভূসম্পত্তি প্রাচীন সময় হইতে দেবোত্তর রূপে প্রস্তুত। এতদ্ব্যতীত মহিষ্মরাজও শ্রুদেরি মঠের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ্য্য মাসিক বৃত্তি প্রদান করেন। বৎসরের মধ্যে অনেকবার শ্রুদেরিতে বহু উৎসব হইয়া থাকে। এষ্ট সকল উৎসবে সহস্র সহস্র লোকসমাগম হয়। উৎসবের সময়ে মঠের ব্যয়েই বহু লোককে ভোজ দেওয়া হয়। এই সময়ে কাঞ্চাল জীলোকদিগকে জামা ও কাপড় এবং কাঞ্চালীদিগকে অর্থ দান করা হয়।

শ্রুৎস্বধর (পুং) শিবলিঙ্গভেদ। সম্ভবতঃ শ্রীশ্বর তীর্থস্থ প্রসিদ্ধ লিঙ্গ।

শ্রুজ্ঞোৎপাদন (ত্রি) শ্রুজ্ঞ উৎপাদনঃ যন্মাৎ। ১ শ্রুজ্ঞোৎপাদনকারী, যাহা হইতে শ্রু উৎপন্ন হয়। ২ শ্রুজ্ঞের উৎপন্ন।

শ্রুজ্ঞোৎপাদিনী (স্ত্রী) যন্ত্রলিঙ্গভেদ।

শ্রুজ্ঞোচ্ছ্রয় (পুং) উচ্ছ্রয়।

শ্রুজ্ঞোন্নতি, গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিশেষ (Right ascension)।

শ্রুজ্ঞোক্ষীয় (পুং) সিংহ। (হেম)

শ্রুজ্য (ত্রি) শ্রু ইব (শাখাদিভ্যো যঃ। পা ৫।৩।১০৩) ইতি য। শ্রুজত্বা, শ্রুজদৃশ।

শ্রুণি (স্ত্রী) অক্ষুণ্ণ। (অমর) ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন, “শ্রুণতি মর্দন্থানঃ শ্রুণিঃ শ্রু-হিংসনে কৃৎ জ্য রাহাষ্যাদেনির্গতঃ ষাদিষ্মাৎ তেনিঃ নিশা-তনাদিহ হ্রস্বঃ। নারীতি ভূর্ণিৰ্ণ।

“শ্রুণিরভূতবাটী চ কাশচ তুণবাচকঃ।” (ভরত)

শ্রুত (ত্রি) শ্রা-পাকে জ (শ্রুতং পাকে। পা ৬।১।২৭) ইতি

শ্রুতাব্যঃ। ১ পক কীরীজাপরঃ, পক হৃদ্য বৃত্ত বা জল। (অমর) ২ কথিত, পর্য্যায় কাথ, কথার ও নির্দ্যাহ।

বৈজ্ঞকমতে ইহার প্রকৃত প্রণালী এইরূপ লিখিত আছে— এক পল পরিমাণ ত্রব্য উত্তমরূপে কুটীরা তাহার ১৬ গুণ জলে বৃত্তিকানির্দিষ্ট পাত্রে জাল দিয়া ৮ ভাগের একভাগ থাকিতে নামাইবে। ইহাকে শ্রুত বা কাথ কহে। এক কৰ্ষ হইতে এক পল পর্য্যন্ত ত্রব্যে ১৬ গুণ জল প্রদান করিতে হইবে। এক কুড়ব অর্থাৎ অর্দ্ধসের পর্য্যন্ত ত্রব্যের পরিমাণ হইলে তাহার ৮ গুণ জল দ্বারা শ্রুতপাক করিতে হয়। তদুর্দ্ধ প্রায় প্রভৃতি করিয়া ত্রব্যের মান বড়ই হউক, জল চতুর্গুণ দেওয়া কর্তব্য। ইহা যুহু অগ্নির জালে পাক করিতে হয়।

পানবিধি—ইহা প্রবল অগ্নিবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে ১ পল অর্থাৎ ৮ তোলা, মধ্যমায়িবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে ৩ তোলা, এবং হীনায়ি ব্যক্তির পক্ষে ৪ তোলা পান বিধেয়।

তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, শ্রুতত্রব্য একপল গ্রহণ করিয়া ১৬ গুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইবে। তৎপরে ঐ পানশেষ কাথ প্রবল অগ্নিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে সমস্ত পান করাইবে, মধ্যমায়িবিশিষ্টকে অর্দ্ধেক এবং হীনায়িবিশিষ্টকে আট ভাগের এক ভাগ পান করিতে দিবে। পানশেষ কাথ অপেক্ষা অষ্টাংশ শেষ কাথ অধিক শুক এবং শুণ্ণবিশিষ্ট, এই জন্ত প্রবলায়ি ব্যক্তি ২ পল এবং হীনায়িবিশিষ্ট ১ পল পান করিবে।

শ্রুতের সহিত যদি কোন ত্রব্য প্রক্ষেপ করিতে হয়, তাহা হইলে উক্ত নিয়মে দিতে হয়। চিনি প্রক্ষেপ দিলে বাতজনিত রোগে ৪ ভাগের একভাগ, পিত্তজনিত রোগে ৮ ভাগের এক ভাগ এবং কফজনিত রোগে ১৬ ভাগের একভাগ দিতে হয়। মধু প্রক্ষেপ সম্বন্ধে ইহার বিপরীত অর্থাৎ বাতজনিতরোগে ১৬ ভাগের একভাগ, পিত্তজনিত রোগে ৮ ভাগের ১ ভাগ, কফ-জনিত রোগে ৪ ভাগের এক ভাগ দিবে।

জীরা, শুণ্ণপু, যবক্ষার, সৈন্ধব, শিলাজতু, হিহু ও ত্রিকটু এই কএকটি প্রক্ষেপ দিতে হইলে অর্দ্ধতোলা মাত্রায় দিতে হয়। তৃষ্ণ, শ্রুত, শুষ্ক, তৈল, অথবা অজ্ঞ কোন প্রকার ত্রব্য পদার্থ কক চূর্ণ প্রভৃতি প্রক্ষেপ দিতে হইলে ২ তোলা পরিমাণে দিতে হয়।

(ভাবপ্রকাশ)

“ত্রব্যাদ্যাপোথিতাস্তোষে বহিনা পরিতাপিতাৎ।

নিঃসৃতো যো রসঃ পূতঃ স শ্রুতঃ সমুদাহৃতঃ।” (বৈজ্ঞক)

সুকুটীত ত্রব্য উত্তমরূপে দোত করিয়া জল দিয়া অগ্নিতে

পাক করিলে যে বিস্তৃত রস নিঃসৃত হয়, তাহাকে শ্রুত কহে।

শ্রুতকাম (ত্রি) ১ (হৃদ্য) জাল দিতে ইচ্ছুক। ২ পাক করিতে ইচ্ছুক।

শ্রুতকর (ত্রি) পাককারী। (তৈত্তিরীয়সং অ৩৮।১)
 শ্রুতকর্তৃ (ত্রি) সিন্ধুকারক, পাকক। (তৈত্তিরীয়সং অ৩৮।৪)
 শ্রুতকৃত্য (ক্ৰী) পাককার্য্য। (তৈত্তিরীয়সং ২।৬।৩০)
 শ্রুতক্স (ক্ৰী) পাকের ভাব বা ধর্ম। শ্রুতকার্য্য।
 শ্রুতপা (ক্ৰী) পক সোমাদি হবিঃ অপহরণ করিয়া পানকারী।
 “শ্রুতপান্ অনিশ্রান্ বাহুক্ক্ষনঃ” (ঋক্ ১।১২।৭৬) ‘শ্রুতপান্
 শ্রুতানি পকানি সোমাদিহবীংষি অপহৃত্য পিবতঃ’ (সায়ণ)
 শ্রুতপাক (ত্রি) দেবগণের উপযুক্ত পাকবিশিষ্ট।
 “মেধং শ্রুতপাকং পচন্তু” (ঋক্ ১।১৬২।১০)
 ‘শ্রুতপাকং দেবযোগ্যপাকোপেতং’ (সায়ণ)
 শ্রুতশীত (ক্ৰী) পক শীতল জলাদি; জল পাক করিয়া শীতল হইলে
 তাহাকে শ্রুতশীতজল কহে। গুণ—জীর্ণজর ও সন্নিপাত-
 নাশক; ধাতুকর, রক্তবিকার, বমি, রক্তমেহ ও বিষ-বিভ্রমে
 পথ্য। (ভাবপ্র°) রাজনিঘণ্ট মতে এই জল পার্শ্বশূল, প্রেতি-
 শ্রায়, বাত, নবজর, হিকা ও আত্মানে বিশেষ উপকারী।
 শ্রুতাত্ত্ব্য (ত্রি) ১ পাকভয়। ২ পাকরোগ। ৩ আল দ্বারা গ্রহ
 ঘন করা। (তৈত্তিরীয়সং ৪।২।১৩)
 শ্রুতাবদান (ক্ৰী) পুরোডাশ অর্থাৎ পিষ্টকাদি প্রস্তুতের অন্ত
 বিভাগবিশিষ্ট কাষ্ঠ। (কাত্যায়ন শ্রৌ° ২।৬।৪২)
 শ্রুতোষ্ণ (ত্রি) ১ পাকতপ্ত। ২ পাকদ্বারা উত্তপ্ত খাদ্যাদি।
 শ্রুৎ, ১ উন্নন, ক্লেদন, আত্মীভাব। ভূদি° উভ° অক° সেট্
 ক্তা। প্রত্যয় পরে বিকল্পে ইট্ বিধান হয়। ২ কুৎসিত
 শব্দ, পর্দগ, অপান বায়ুৎসর্গ, চলিত পাব। ভূদি° আত্মনে°
 অক° সেট্। ক্তা। বেট্। লট্ শধ্বতি-তে। লিট্ শশ্বে।
 লুট্ শধিতা। লুঙ্ অশধীৎ, অশধিষ্ট। লুট্ শধিতা।
 লট্ শৎশ্রুতি, শধিষ্যতে। লুঙ্ অশৎশ্রুৎ, অশধিষ্যতে।
 লুঙ্ অশধ্বৎ, অশধিষ্ট। সন্ শিশধিষতি-তে। শিশৎসতি,
 শিশধিষতে; বঙ্ শরীশ্রুযতে। বঙ্ লুক্ শরীশ্রুতি।
 শ্রুৎ—১ প্রসহন। ২ প্রহসন। চুরাদি° পরস্মৈ° সক°
 সেট্। লট্ শধ্বতি। লুঙ্ অশশধ্বৎ।
 শ্রুধু (পুং) শ্রুৎ বাহুলকাৎ-কু। ১ বৃদ্ধি। ২ গুণ। (বিষ)
 শ্রুধু (পুং) শ্রুৎ (ভূত শ্রুধোঃ কুঃ। উণ° ১।২৩) ইতি কু।
 ১ কুৎসিত। ২ অপান। (সংস্কৃতপুং উণাদি)
 শ্রুধ্যা (ক্ৰী) উৎসাহনীয় কর্ম্ম। “যঃ শ্রুতং নাশ্রুদদাত্তি শ্রুধ্যাৎ”
 (ঋক্ ২।১২।১০) ‘শ্রুধ্যা উৎসাহনীয়ং কথং’ (সায়ণ)
 শ্রু, হিংসা। ক্র্যাদি° পরস্মৈ° সম্বৎ সেট্। লট্ শ্রুণতি। লিঙ্
 শ্রুণীয়ৎ। লিট্ শ্রুণতি, শ্রুণীয়ৎ। লুট্ শ্রুণতি, শ্রুণীয়ৎ।
 লট্ শ্রুণতি, শ্রুণীয়ৎ। লুঙ্ অশ্রুণীৎ, অশ্রুণিষ্ট।
 অশ্রুণিষ্যৎ। সন্ শিশ্রুণিষতি-তে। শিশ্রুণিষতি, শিশ্রুণিষতি।

বঙ্ শেণীষ্যতে। বঙ্ লুক্ শাশ্রুতি। লিট্ শাশ্রুতি।
 লুঙ্ অশীশ্রুৎ।

শেওড়া (দেশজ) গুপ্তভৈল, শাখোট।

শেওড়া (শেওরা), মধ্যভারত প্রদেশের বুদ্ধলখণ্ডের দতিয়া
 রাজ্যের অন্তর্গত একটি নগর। মোবার হইতে ৫৬ মাইল
 পূর্বে অবস্থিত। এখানে হিন্দুর বসবাসই অধিক।

শেওতা, বুদ্ধপ্রদেশের অযোধ্যা বিভাগের সীতাপুর জেলার
 বিখ্যাত তহশীলের অন্তর্গত একটি নগর। চৌকা ও বর্ধরা
 নদীদ্বয়ের মধ্যস্থলে সীতাপুর নগর হইতে ৩২ মাইল পূর্বে
 অবস্থিত। কনোজ-রাজ জয়চাঁদের অল্পবয়সে আলহা নামক
 একজন চন্দেল রাজপুতসর্দার রাজার নিকট হইতে গুজারপ্রদেশ
 জায়গীর পান। তাহারই বংশধরগণ ঠাকুর উপাধিতে এখান-
 কার অধিকারী। এখানে এখনও আলহার প্রতিষ্ঠিত কেল্লা
 ও একটি পুরাতন মসজিদ বিদ্যমান আছে।

আলহা ঠাকুর একজন বিশিষ্ট বোদ্ধা ছিলেন। মতান্তরে
 প্রকাশ, তিনি মহাবীরাজ পরমালদেবের একজন প্রধান সেনা-
 নায়ক। ইনি বনাফর-বংশীয় বলিয়া খ্যাত।

শেওদিবদার, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের
 গোহেলবাড় প্রান্তস্থ একটি সামন্ত রাজ্য। এখানকার অধি-
 কারীরা বড়োদার মহারাজকে ও জুনাগড়ের নবাবকে বার্ষিক
 কর দিয়া থাকেন।

শেওনাথ (শিবনাথ), মধ্যপ্রদেশের চান্দা জেলার পানাবারস
 সামন্তরাজ্যের মধ্যে প্রবাহিত একটি নদ। অক্ষা° ২৪°৩০’
 উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৪৩’ পূর্ব হইতে উদ্ভূত হইয়া পার্শ্বতাপথ
 অতিক্রমপূর্বক নন্দগাঁও রাজ্য ও রায়পুর জেলার মধ্য দিয়া
 পূর্বমুখে চলিয়াছে। ইহা কতকস্থানে রায়পুর ও বিলাস-
 পুরের সীমারূপে প্রবাহিত হইয়া দেবীঘাটের নিকট মহা-
 নদীতে মিলিত হইয়াছে। আগর, হাম্প, মণিয়ারী, কাকর ও
 লোলাগার নামক শাখা নদী নিরন্তর ইহার কলেবর বৃদ্ধি
 করিয়া থাকে।

শেওনী, (শিওনী বা শিবানী), মধ্য প্রদেশের চিক্কমিসনরের
 শাসনাধীন একটি জেলা। অক্ষা° ২১° ৩৬’ হইতে ২২°৪৮’
 উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°১৪’ হইতে ৮০°১৯’ পূঃ। ইহার উত্তর
 সীমায় জবলপুর, পূর্বে মণ্ডলা ও বালাঘাট জেলা, দক্ষিণে
 বালাঘাট, নাগপুর ও ভাণ্ডারা জেলা এবং পশ্চিমে নুসিংপুর ও
 ছিন্ধবাড়া জেলা। ইহার মোট ভূপরিমাণ ৩২৪৭ বর্গমাইল,
 শিওনী নগরে ইহার বিচার সদর।

সাতপুরা পর্বতের অধিত্যকাত্মি লইয়া এই জেলা
 গঠিত। ইহার উত্তরে নন্দার উপত্যকাত্মি এবং দক্ষিণে

নাগপুরের বিস্তীর্ণ প্রান্তর। জেলার উত্তর ও পশ্চিমে লক্ষণা-
নোম ও শিওনী নামক সুবিস্তৃত অধিত্যকা ভূমি এবং তাহাদের
মধ্যভাগস্থ উপত্যকাভূমি; পূর্বাংশে একমাত্র বেণগঙ্গা নদীর
পার্শ্বভাগে অববাহিকা প্রদেশ ও তাহার মধ্যস্থ উচ্চভূমি দৃষ্ট
হয়। শিওনী ও লক্ষণাদোন অধিত্যকা সমুদ্র হইতে ১৮০০—
২০০০ ফিট উচ্চ।

বেণগঙ্গাই এখানকার প্রধান নদী। ঐ নদী কুরাইঘাটের
নিকটে নাগপুরের কিছু পূর্বে দক্ষিণপূর্বাভিমুখী হইয়া বালা-
ঘাট ও শেওনীর সীমান্তে চলিয়া গিয়াছে। হীরী ও
সাগর নামক শাখানদীদ্বয় দক্ষিণকূল হইতে এবং খেলী,
বিজনা ও থানবার বামকূল হইতে ইহার কলেবর নিরন্তর পুষ্ট
করিয়া থাকে। এতদ্বিত্তি তীমার ও শের নামক নদীদ্বয় উত্তরা-
ভিমুখে অগ্রসর হইয়া নর্মদায় মিলিত হইয়াছে এবং জেলার
পশ্চিমে শেওনী মধ্যে পেট নামক নদী প্রবাহিত। সোনাই
ডোঙ্গরী নগরের নিকটে নাগপুর ও জবলপুর রাস্তা কোর
নদী অতিক্রম করিয়াছে। এই স্থানে নদীবক্ষে একটি সুন্দর
প্রস্তরনির্মিত সেতু বিদ্যমান আছে। এই জেলার নানা স্থানে
লৌহ পাওয়া যায়, কিন্তু একমাত্র পিপাবাগীর নিকটস্থ জুতামা
নামক স্থানে লৌহের কারখানা স্থাপিত আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
নদীপ্রান্তে স্বর্ণরেণু প্রবাহিত হইয়া আইসে। স্থানীয় সোজি-
রিয়া ও মুণ্ডিয়া নামক জাতিরা বালি খুঁইয়া ঐ সোণা সংগ্রহ
করে। এই পর্বত প্রধান দেশের দক্ষিণে Crystalline rock
পশ্চিম সীমায় metamorphic rock, gneiss ও micaceous
schist ও পূর্বে স্ফটিক ও trap নামক প্রস্তর স্তর পাওয়া যায়।
উত্তরে ও laterite প্রস্তরের বিস্তীর্ণতা আছে।

ঐ বিস্তীর্ণ অধিত্যকাদেশের মধ্যে মধ্যে যে সকল উপত্যকা-
ভূমি নয়নগোচর হয়, তাহার সকল গুলিই সমধিক উর্বরা নহে।
যেখানে কাল মাটি দৃষ্ট হয় সেই স্থানে চাষাবাস সুবিধাজনক
বটে, কিন্তু যেখানে চূর্ণমিশ্রিত কদম বা জলার নিকট বীধসমূহ
বিরাজিত, সেই সকল স্থানে আদৌ কোনরূপ শস্তাদি উৎপন্ন
হয় না। জেলার দক্ষিণে উন্নত পার্শ্বভাগে যে খণ্ড খণ্ড
বালুকাময় উপত্যকা আছে, তাহাতে শস্তাদি যথেষ্ট উৎপন্ন
হইয়া থাকে। এখানে পূর্বে শাল ও সেগুণের বিস্তৃত বন
ছিল। আলানি কাষ্ঠের ও পোড়া কয়লার কয় পুরাতন শাল
গাছ গুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইংরাজরাজের বনবিভাগের
আইন প্রবর্তিত হইলে, এখানে শালগাছ রক্ষার ব্যবস্থা হয়। ঐ
সময় হইতে যে সকল গাছ রক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে আদৌ
সার হয় নাই। বেণগঙ্গার তীরেও চারা সেগুণ গাছের বন
দৃষ্ট হয়। সোণাবাগীর নিকটে বিস্তৃত বাঁশ বন আছে।

এই স্থানের প্রাচীন কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। পুরাণ
বর্ণিত রাজা বিজ্ঞানজি বিজ্ঞাজি প্রদেশে রাজত্ব করিতেন।
অধিকসম্ভব, তৎকালধরগণ সাতপুরার অধিত্যকা দেশেও শাসন
বিতার করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রাষ্ট্রকূট,
চালুকা প্রভৃতি কয়েকটি বিজেক্ত-রাজবংশ এখানে রাজ্য
বিতার করেন, তাহা অল্পটী শুহামান্বরের রাশিচক্র-ত্বহার
শিলালিপি এবং শেওনীতে প্রাপ্ত কতকগুলি তাম্রফলক
হইতে প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু এখানকার প্রকৃত ইতিহাস
গড় মণ্ডলাধিপতি রাজা সংগ্রাম শাহের রাজ্যকাল হইতে
গণনা করা যায়।

রাজা সংগ্রাম শাহ ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে খীর ভূজবলে ৫২টা সামন্ত
সর্দারের অধিকৃত প্রদেশ আপনার শাসনভুক্ত করেন। তন্মধ্যে
ঘনেশ্বর, চৌরী ও দোঙ্গরতাল নামক প্রদেশত্রয় বর্তমান
জেলার অধিকাংশ স্থান লইয়া গঠিত ছিল। প্রায় দুই শতাব্দ
পরে ঐ বংশের রাজা বরেন্দ্র শাহ মণ্ডলার রাজপ্রোহিনবায়ণ
করার সাহায্যের পুরস্কার স্বরূপ দেওগড়পতি রাজা ভক্ত বল্লভকে
উক্ত স্থানত্রয় প্রদান করেন। রাজা ভক্তবল্লভ নব প্রাপ্ত শেওনী
রাজ্যের সুশাসন জন্য নিজ আশ্রীর রাজা রামসিংহকে তৎ-
প্রদেশের শাসনভার দিয়াছিলেন। রাজা রামসিংহই এখানকার
ছাপরা নগরে একটি দুর্গ নির্মাণ করাইয়া তথায় রাজপাট স্থাপন
করিয়াছিলেন।

ইহার কিছু পরে, রাজা ভক্ত বল্লভ রাজ্যব্যবস্থাসনার উদ্যোগ
হইয়া সেনাবল বৃদ্ধি করিতে উদ্ভোগী হন। এই সময়ে তাক খা
নামক একজন মুসলমান বীরের সহিত তাঁহার মিত্রতা হয়।
রাজার সাহায্য পাইয়া তাকখা তাঁহার জেলার অন্তর্গত সান-
গড়ী প্রদেশ অধিকার করিয়া লন।

১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে নাগপুররাজ রঘুজী ভোঁসলে দেওগড়ের
রাজ্যকে পরাক্রান্ত করিয়া তাঁহাদের রাজশক্তি খর্ব করেন; কিন্তু
তাকখার পুত্র মহম্মদ খা নাগপুরপতিতে রাজ্যাধিকারী বলিয়া
স্বীকার করেন নাই। তিনি সানগড়ীতে থাকিয়া উপবীপার
৩ বৎসর কাল মহারাষ্ট্র-সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।
নাগপুররাজ তাঁহার এই অসাধারণ বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া বলিয়া
পাঠান যে, যদি তিনি সানগড়ী ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে তৎ-
পারিত্তে তাঁহাকে শেওনী জেলা অর্পণ করা হইবে। মহম্মদ
খা এই প্রস্তাবে সন্মত হইলে, রঘুজী তাঁহাকে দেওয়ান উপাধি
দিয়া ছাপরায় প্রেরণ করেন। তদনুসারে তিনি ছাপরায়
যাইয়া শিওনী শাসন করিতে থাকেন।

এই সময়ে বিশেষ কোন কাণ্ডোপলক্ষে দেওয়ান মহম্মদখাকে
নাগপুর-রাজধানীতে বাইতে হয়। সেই সুযোগে মণ্ডলারাজ

ছাপরা আক্রমণ ও অধিকার করেন। যুদ্ধে যে সকল সেনা নিহত হয়, তাহাদিগকে দুর্গমধ্যে একটি বিকৃত গর্ত খুঁড়িয়া পুতিয়া ফেলা হইয়াছিল। তৎপরে তাহার উপরে একটি চতুর্কোণ সমাধিমন্দির গাঁথিয়া দেওয়া হয়। এখনও ভগ্ন দুর্গ মধ্যে ঐ সমাধির নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে।

বাহাই হউক, ছাপরার মুসলমানদিগের পরাজয় সংবাদ বখা-সময়ে মহম্মদ খাঁর নিকট পৌঁছে। তখন তিনি কালবিলম্ব না করিয়া নাগপুর হইতে বহলখাক সেনা লইয়া ছাপরা অধিকার করিয়া লন। ঐ যুদ্ধে সন্ধি অমুসায়ে খানবার ও গঙ্গা নদী শিওনী ও মণ্ডলা রাজ্যের সীমারূপে নির্দ্ধারিত হয়। ১৭৬১ খৃঃ মহম্মদের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মাজিদ খাঁ এবং ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে মাজিদপুত্র মহম্মদ আমীন খাঁ পিতৃরাজ্যের অধিকারী হন। আমীন খাঁ শিওনীতে শ্রাসাদ নির্মাণ করিয়া তথায় রাজপাট স্থানান্তরিত করেন। প্রায় ২০ বৎসর রাজা করিয়া আমীন গতায়ু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ জমান শাহ রাজপদ প্রাপ্ত হন। এই নবীন দেওয়ান দুর্জলচিত্ত হওয়ার রাজ্যে নানা অমঙ্গল ঘটতে থাকে। তৎকালে ছাপরা নগর রাজধানী রূপে গণ্য না থাকিলেও উহার জনসংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। এই সময়ে পেশকারী-দম্ভাদল ঐ সমৃদ্ধ নগর লুণ্ঠন করিতে অভিলাষী হইয়া সদলে আগমন করেন। তাহার নগরবাসীর ধনরত্ন অপহরণকালে প্রায় চল্লিশ হাজার নগরবাসীর প্রাণ সংহার করিয়াছিল। তাহাদের অত্যাচারে নগরটী শ্রীভ্রষ্ট ও সমৃদ্ধিহীন হইয়া পড়ে। দেওয়ানের এই অকর্মণ্যতায় ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগকে বেয়ার ছাড়িয়া দিতে হইল বলিয়া নূতন সম্পত্তি হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে নাগপুরপতি মহম্মদ জমান শাহকে পদচ্যুত করেন। তৎপরে তিনি ঐ সম্পত্তি বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা মুনকার খজা ভারতী নামক একজন গোসাঁঞীকে বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

নাগপুর-রাজশক্তির অবসানের পর, শেওনী ইংরাজের অধিকারে আইসে এবং তদবধি এই স্থানে আর কোনও বৃহৎ বিগ্রহ ঘটে নাই। এখানকার উমারগড়, তৈলাগড়, প্রতাপগড় ও কানাইগড় নামক স্থানে কএকটি ক্ষুদ্র গিরিধ্বং দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্বিধ সোণবারা বনমধ্যে অষ্টাগ্রামের নিকটে ও উগলির নিকটে হীরী নদী গর্ভস্থ উচ্চ শৈলখণ্ডে দুইটী গোড়দুর্গ আছে। বনসোর নামক স্থানে ৪০ টি ভগ্ন মন্দিরের নিদর্শন রহিয়াছে। উহা দ্বারা ঐ নগরের প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। উহার কতকগুলি দাকিণাত্যের হেমাড়পহী সম্প্রদায়ের ব্যয়ে ও উত্তোলে নির্মিত হইয়াছিল।

২ উক্ত জেলার একটি ভহলীল। ভূপরিমাণ ১৩৬৪ বর্গ মাইল।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর। অক্ষা° ২২° ৪' ০" উঃ দ্রাঘি° ৭৯° ৩৫' পূঃ। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ আমীন খাঁ এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন।

শেওনী, মধ্যপ্রদেশের হোসঙ্গাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি ভহলীল। ভূপরিমাণ ৪২১ বর্গমাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ২১° ২৮' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ২৯' পূঃ। মিউনিসিপালিটি থাকার নগরটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দে রঘুজী ভোঁসলে কর্তৃক এই প্রদেশ আক্রমণের পর হটেতে এই নগরের প্রতিষ্ঠা হয়। তৎকালে এখানে একটি দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসৈন্য হোসঙ্গাবাদ হটেতে আগিয়া এই দুর্গ অধিকার করে। এই নগর সমগ্র নর্মদা উপত্যকার একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। ভোপাল, নরসিংপুত্র ও হোসঙ্গাবাদ প্রভৃতি স্থান হটেতে তুলা আমদানী হইয়া আসে। এখান হটেতে বোম্বাই সহরে মাল যাইবার একটি পাকা রাস্তা আছে। গ্রেট ইণ্ডিয়া পেনিগন্থলা রেলপথের এখানে একটি ষ্টেশন আছে।

শেওপুর (শিবপুর), মধ্যভারত এজেন্সীর অধীন, গোয়ালিয়ার-রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত একটি নগর। অক্ষা° ২৫° ২৯' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৪১' ১৫" পূঃ। পূর্বে এই নগর একটি রাজপুত সামন্তরাজ্যের অধীনে ছিল। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর প্রারম্ভে দৌলতরাও সিলের সেনাদল এই নগর অধিকার করে। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে যখন সিন্ধ-সেনাপতি জেনারল বাগ্রিতে ২০০ শত সেনা লইয়া নগর ও দুর্গ রক্ষা করিতেছিলেন, তখন রাজপুত সর্দার অরসিংহ ষষ্ঠ সংখ্যক মাত্র সেনা লইয়া বাগ্রিতেকে সপরিবারে বন্দী করেন।

শেওরাজ, পঞ্জাবের কাণ্ডা জেলার অন্তর্গত একটি পার্বত্য প্রদেশ। শৈল ও শতদ্রু নামক নদীদ্বয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত। মধ্য হিমালয় পর্বতের জালোরী নামক একটি গিরিশ্রেণী এই প্রদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। এখানকার পার্বত্য প্রদেশ অতীব মনোরম। পর্বতগাত্রে পল্লীগুলি সুইজল্যান্ডের "Chalets" এর মত। স্থানীয় রমণীরা বহুবাসিকাচার-পরায়ণ।

শেওরাণী (শিবরাণী), তকৎ-ট-মুলমান নামক পর্বতের একটি অংশ। দেবাইসমাইল খাঁ হইতে দেবাক্ষতে খাঁ পর্যন্ত বিস্তৃত। ঐ পর্বতে যে মিশ্র পাঠান জাতির বাস আছে, তাহারাও শেওরাণী নামে বিদিত।

শেওরী-নারায়ণ, মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। এখানে একটি সুপ্রাচীন নারায়ণ মন্দির

বিভাগ। ঐ মন্দিরগায়ে ৮৪১ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি দৃষ্ট হয়। এক সময়ে এই নগরে রত্নপুর-রাজগণের রাজধানী ও প্রাসাদ স্থাপিত ছিল। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে এখানে দেবোৎসবে একটা মেলা হইয়া থাকে।

শেখ (পারসী) ১ আরব ও সিরিয়াদেশস্থ মুসলমানজাতির দলপতি বা সর্দার। ২ ভারতবর্ষস্থ মুসলমানসম্প্রদায়ের একটা বিভাগ। ইহার সৈয়দ, মোগল বা পাঠান হইতে ভিন্ন। ভারতীয় ইসলামধর্মাবলম্বীরা সাধারণতঃ শেখশ্রেণীভুক্ত।

শেখপুরা, ঝাড়ালার মুন্সের জেলার অন্তর্গত একটা নগর। অক্ষা° ২৫° ৮' ৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ৫৩' ১১" পূঃ।

শেখবুদ্দীন, পশ্চিম ভারতের দেরা ইসমাইলখাঁ ও বামুজেলার সীমান্তস্থিত একটা শৈলাবাস। এখানে মুসলমান সাধু শেখ বগা-উদ্দীনের সমাধি বিদ্যমান আছে। শেখ বগা-উদ্দীন হইতে এই স্থানের শেখবুদ্দীন নামকরণ হইয়াছে। অক্ষা° ৩২° ১৭' ৪৮" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০° ৫০' ৪৮" পূঃ।

শেখর (পুং) শিখি গতো বাহুলকাৎ অর প্রত্যয়েন সাধুঃ। ১ শিখাবস্থিত মালা।

“শিখাবস্থিতমাণায়ামাণীড়ঃ শেখরোহপি চ।” (শব্দরত্না)

২ শিরোভূষণ মাত্র, চূড়া, কিরীট। ৩ গীতাজ প্রবিশেষ।

“দ্বাদশাক্ষরপাদিঃ স্থাৎ স চান্ডভুক্তকৃৎ প্রভোঃ।

হংসকে চ রসে বীরে গীরতে শেখরো প্রবঃ।” (সঙ্গীতদামোদর)

৪ শূর। (ক্রী) ৫ লবঙ্গ। (রাজনি°) ৬ শিগ্রমূল, সজিনার শিকড়। (শব্দচ°)

শেখরজ্যোতিস্ (পুং) রাজভেদ। (কথাসরিংসা° ৭২।২৬৮) শেখরভট্ট, স্তোভভাষ্যপ্রণেতা।

শেখরাচার্য্য জ্যোতির্গীশ্বর (পুং) ধর্মসমাগমপ্রণেতা। ইহার কবিশেষণ ও আচার্য্য উপাধি ছিল।

শেখরিত (ত্রি) মুকুটমুক্ত। (ভাগবত° ১০।৮।৩৮)

শেখরী (স্ত্রী) বন্ধা, পরগাছা, বৃক্ষের উপর বে আঁগাছা হয়, তাহাকে শেখরী কহে। (রাজনি°)

শেখাবতী, রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের অধীনস্থ একটা প্রদেশ অক্ষা° ২৭° ২০' হইতে ২৮° ৩৩' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৪০' হইতে ৭৬° ৫' পূঃ মধ্য। ইহার উত্তরপূর্ব সীমান্তে পঞ্জাবের অন্তর্গত লোহাক ও পাতিয়ালা সামন্ত রাজ্য, দক্ষিণপূর্বে জয়পুর রাজ্য, দক্ষিণে যোধপুর বা মারবাড় এবং পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমে বিকানির রাজ্য। ভূপরিমাণ ৫৪০০ বর্গ-মাইল।

এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিশেষ কিছুই নাই, পশ্চিমের অধিকাংশ স্থানই বিকানির রাজ্যের দ্বারা বালুকাময় মরু সূন্য। উর্বর শত্ৰুক্ষেত্র মণ্ডিত পূর্বাংশের কতক স্থান জয়পুর রাজ্যের

ভূগোলায় ভূবার ভূবিত। এখানে একটা ক্ষুদ্র স্রোতবিনী আছে। উহা জয়পুর রাজ্যের উত্তরাংশে উদ্ভূত হইয়া শেখাবতীর মধ্যস্থ বালুকাময় প্রান্তরে বিনীত হইয়াছে। এখানকার কাছোর-ঘেরাস নামক স্থানীয় লবণহ্রদ হইতে বৎসরে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার মণ লবণ প্রস্তুত হয়। বিশেষ যত্নের সহিত কার্য্য করিলে ঐ স্থান হইতে আরও প্রচুর পরিমাণে লবণ প্রস্তুত হইতে পারে। এতদ্বিন্ন এখানে ক্ষেত্রিনামক স্থানের নিকটে একটা সুবৃহৎ তামার খনি আছে। ভারতের কুপ্রাশি আর এরূপ খনি নাই। তাম্র মিশ্রিত অগ্নি প্রস্তুত (Copper pyrites and tetrahedrite) কার্বনেটস্, হীরাগস, মনঃশিলা প্রভৃতিও পাওয়া যায়।

জয়পুররাজ্যের কএকজন বংশধর রাজপুতসর্দার শেখাবতীর শাসনভার প্রাপ্ত হন। তাঁহারা সকলেই পরস্পরে সৌহার্দ্য হুত্রে আবদ্ধ এবং বিপদের সময় জয়পুরপতির সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। শেখাবংগণ কচ্ছবাহবংশীয় এবং সকলেই অশ্ব-রেখরকেই আপনাদের অধিপতি বলিয়া জ্ঞান করে। ১৩৮২ খৃষ্টাব্দে জয়পুর মহারাজের কনিষ্ঠপুত্র বালাজির একতম পৌত্র শেখাজি হইতে তৎকালীয়গণ শেখাবং নামে অভিহিত হয়। শেখাজি মহারাজের নিকট হইতে এই প্রদেশ জীবিকানির্ভারের বৃত্তি স্বরূপ প্রাপ্ত হন। শেখাজির পিতা পুত্র কামনা করিয়া আচরোলের মুসলমান সাধু শেখ বৃহ্মানের পূজা মানস করেন এবং সাধুর নামানুসারে জাত সন্তানের নাম শেখাজি রাখেন। ঐ ঘটনা স্মরণ করিয়া আজিও সন্তোজাত শেখাবং বালকদিগের হস্তে শেখের সন্মানার্থ ‘বাদিয়া’ (হু) বাদিয়া দেওয়া হয়। দুই বৎসর কাল ঐ হস্তের তাগা বাঁধা থাকে এবং ঐ সময়ে বালককে ক্লীল-কুর্ভা ও টুপি পরান হয়। উক্ত পীরের প্রতি ভক্তি নিবন্ধন শেখাবংদের আজিও শূকর মৃগয়া করেন না।

শেখাজি স্বীয় ভ্রূজবলে বিপুল অর্থ ও রাজ্য অর্জন করেন। তাঁহার বংশধর কএক পুরুষে শেখাবংদিগের শক্তি এরূপ বর্দ্ধিত হয় যে, তাঁহারা জয়পুররাজ্যের অধীনতা উচ্ছেদ করিয়া, একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজপুত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শেখাজির প্রপৌত্র রায় শীল হইতে দক্ষিণ শেখাবং বা “রায়শীলোত্ত” রাজপুত শাখার এবং রায় শীলের কনিষ্ঠ পুত্র উত্তর শেখাবং বা সাধানী নামক রাজপুতসর্দারবংশের উদ্ভব হয়। সাধানী রাজবংশ উক্ত প্রদেশের উদয়পুর নগরে এবং রায়শীলোত্তের বংশ থানেশলা রাজধানীতে রাজত্ব করিতে থাকেন। এতদ্বিন্ন উক্ত বংশ হইতে আরও কএকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্দারবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ঐ সকল সর্দারেরা প্রায়ই পরস্পরে বৃদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়া আপনাদের পরস্পরের সংহারসাধনে নিবৃত্ত ছিলেন। কিন্তু সকল সময়েই শেখাবংগণ রায়শীলোত্তদিগকে আপনাদের দলের অধিনায়ক

বলিয়া গ্রহণ করিতেন। দিল্লীর রায় লীলকে থান্দেল ও উদয়পুর-বাসী হুর্দ্ব শেখাবংশগণের অধিনায়ক নিযুক্ত করিয়া দেন। আইন অকবরীতে লিখিত আছে যে, সম্রাট অকবর তাঁহাকে ১২৫০ সেনার মনসবদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে ডি বোইনের পরিচালিত মরাঠা-সৈন্য মের্ত্তাযুদ্ধে শেখাবংশগণকে পরাস্ত করেন এবং তাঁহাদের উপরবে থান্দেলা রাজধানী ও অস্ত্রাশ্রয় নগর ধ্বংস হইয়া যায়; ক্ষতিপূরণস্বরূপ শেখাবংশগণ বিস্তর অর্থ দিয়া থান্দেল-রাজধানী রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। ইহার পর, অদৃষ্টাবেষ্টী যুরোপীয় বীরপুঙ্গব জর্জ টমাস একবার জয়পুর রাজ্য আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। ঐ সময়ে থান্দেলপতি জয়পুররাজের বিরুদ্ধে জর্জ টমাসকে সাহায্য করিয়াছিলেন। বাহা হউক, অবশেষে থান্দেলপতি জয়পুর-রাজকেই আপনাদের নায়ক বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি অন্তরের সহিত তাঁহার বদ্ধতাপাশে আবদ্ধ হন নাই। শিকার, খান্দেলা, ক্বেজি ও কোট পুটলির সর্দারেরাই শেখাবংশ সামন্তগণের প্রধান বলিয়া গণ্য।

শেখোপুরা, পঞ্জাবের গুজরান্বালা জেলার হাফিজাবাদ তহ-শীলের অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। হাফিজাবাদ নগর হইতে ২২ মাইল দূরে হাফিজাবাদ-লাহোর রাস্তার ধারে অবস্থিত। সম্রাট জাহাঙ্গীরের নির্মিত একটা প্রাচীন ধ্বংস হুর্গ অত্যাঁপি এখানে বিত্তমান আছে। জাহাঙ্গীরের পৌত্র কুমার দারা শেকোর নামাঙ্কসারে এই নগর শেকোপুরা বা শেখোপুরা নামে আখ্যাত হয়। দারা শেকোর কাটা খাল, রণজৎসিংহের রাণী ভবন ও ● অদ্রবন্তী বারদোয়ারী এখানকার প্রধান দেখবার জিনিস।

ইংরাজাধিকারে আসিবার পর, কিছুকাল এই থানেই জেলার বিচার সদর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তৎপরে উহা গুজরান্বালায় স্থানান্তরিত হয়।

শেণবী (স্ত্রী) জ্ঞান, বুদ্ধি। (শব্দার্থচি°) [সেণবী দেখ।]

শেপ (পুং) শী-বাহলকাৎ প। ১ শেক। (শব্দরত্ন°)
২ মুক। ৩ পুঙ্ক।

শেপস্ (স্ত্রী) শেফস্। [শেফস্ শব্দ দেখ।]

শেপহুর্ষণ (ত্রি) শিঙ্গোচ্ছাদ। শিল্পোথান।

শেপাল (পুং) শী-বালন্, বাহলকাৎ বকারন্ত পকার।
(উণ্ ৪৩৮) শৈবাল। (শব্দরত্ন°)

শেফ (পুং স্ত্রী) শিশ্ন, লিঙ্গ। (শব্দরত্ন°)

শেফস্ (স্ত্রী) শেতে রেতঃপাতানস্তরামতি শী (বৃঙ্, শীঙ্, ভ্যাং স্বরূপসিহ্নঃ পুট্ চ। উণ্ ৪২০০) ইতি অন্বন্। অত্র কোচিং ফ চেতি পঠন্তি ইত্যতো ফঃ। শিশ্ন, লিঙ্গ। (অমর) অমরটীকার স্তব্ধ এই শব্দের ব্যুৎপত্তিহলে লিখিয়াছেন যে, 'শুক্রপাতে সতি

শেতে পতন্তি ইতি শেফঃ শীঙ্, ধাতো নারীতি ফস্ প্রত্যয়ঃ। শেফসশেপসী শেফশেপৌ শেবশেতি পঞ্চ রূপাণি ভবন্তি ইতি আচার্য্যঃ" (ভরত)

শেফস্, শেপস্, শেফ, শেপ ও শেব এই পাঁচটা রূপ হয়।

শেফালি (স্ত্রী) শেরতে ইতি শেফাঃ শরনশালিনস্তাব্দশা
অলয়ো ভূঞা যত্র। শেফালিকা। (শব্দরত্ন°)

শেফালিকা (স্ত্রী) শেফালি স্বার্থে কন্। স্বনামখ্যাত পুন্স
বৃক্ষবিশেষ, চলিত শিউলিফুলের গাছ। হিন্দী—সিহর, সিওল।
মহাভাট্ট—পাংঠরী, মিগুঞ্জী। তামিল—মন্জপ। কলিঙ্গ—
বিলিয় লোকে। বেষে—হর সিঙ্গার। পঞ্জাব-লচরী। সংস্কৃত
পর্যায়—সুবহা, নিগুঞ্জী, নীলিকা, শেফালী, মলিকা,
রজনীগন্ধা, নিশিপুন্পিকা। ইহা শুক্ল হইলে পর্যায় শুক্লাঙ্গী,
শীতমঞ্জরী, বিজয়া, বাতারি, ও ভূতকেশী। গুণ—কটু,
তিক্ত, রুক্ষ, বাত, কফ ও অঙ্গসন্ধিবাত ও গুদবাতাদি-
দোষনাশক। (রাজনি°)

চক্রদন্তে লিখিত আছে যে মধুর সহিত ইহার পত্ররস
সেবন করিলে মল নির্গত ও সকল প্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়।

"মধুনা সর্বজ্বরহুং শেফালীদলজো রসঃ।" (চক্রদন্ত জরচিকি°)

শরৎকালে ইহার পুষ্পোদগম হইয়া থাকে, শরৎ ভিন্ন অল্প
কালে এই পুন্স দ্বারা দেবপূজা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ইহার গন্ধ উগ্র ও মিষ্ট। বোঁটাগুলি কাটিয়া গৃহস্থেরা
গামছা প্রভৃতি ক্ষুদ্র বস্ত্র রঞ্জিত করে। উহার বর্ণ কমলালেবুর
মত। শেফালির মালা প্রণয়জনপ্রিয়।

"শেফালিকাং বিদলিতামবলোকা তবী

প্রাণান্ কথঞ্চিদপি ধারয়িতুং প্রভুঃ সা।

আকর্ষণ্য সম্প্রতি রতং চরণাযুধানাং

কিংবা ব্যবস্ততি ন বেদ্বি তপন্বী সা ॥" (উদ্ভট)

২ কৃষ্ণনিগুণ্ডী, কাণ নিশিন্দা। (ভাবপ্র°)

শেফালী (স্ত্রী) শেফালি ফাঁকাবাদিত বা ডাঁব। ১ শেফা-
লিকা। (শব্দরত্ন°) ২ নীল সিদ্ধবার। (ভাবপ্রকাশ)

শেফালী (স্ত্রী) শেষে ইতি শেঃ মোহঃ শী-বিচ্, তং সুকাভীতি
মুষ্, স্তেয়ে মূলবিভূজাদিভ্যাং কঃ গোৱাদিভ্যাং ডাঁব। বুদ্ধি।

"অশেষশেফালীনাং মাঘমাস্মি কেবলম্।" (উদ্ভট)

শেয় (ত্রি) শেতব্য, শয়নার্থ।

শেয় (পারসী) ব্যাঘ্র। সিংহ।

শেয়, মধ্য প্রদেশের শিওনী জেলার (অক্ষ° ২২° ৩৪' উঃ এবং
দ্রাঘ° ৭৯° ৩৪' পূঃ) উৎপন্ন একটা নদী। খামারিয়া গ্রামের
নিকট হইতে উদ্ভূত হইয়া ইহা উত্তরপূর্ব প্রান্তিতে প্রায় ৮০
মাইল পথ অতিবাহন পূর্বক নরসিংপুর জেলার নর্মদা নদীতে

(অক্ষা° ২৩° উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ১০' পূঃ) মিলিত হইয়াছে।

শেওনী জেলায় এই নদীর উপরে সোণাই-দোঙ্গরী নগরে একটি প্রস্তরনির্মিত স্তম্ভর সেতু আছে। এতদ্বির নরসিংপুর নগরের ৮ মাইল পূর্বে এই নদীকে শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিয়ান পেনিন্সুলা রেলবন্দ্য চালাইবার জন্ত পোহসেতু নির্মিত হইয়াছে। মাচা, রেবা ও বরু রেবা ইহার কলেবর পৃষ্ঠ করিতেছে। নদীগর্ভে স্থানে স্থানে কয়লার খাদ দেখা যায়, কিন্তু বাণিজ্য্যপণ্য হিসাবে উহার সমাদর অল্প।

শেরআলী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উত্তর আর্কট জেলার একটি বন্দর। বেঙ্কটপুর নদীর মোহানায় অবস্থিত। পূর্বে এখানে লবণ প্রস্তুত হইয়া জলপথে নানা দূর দেশে প্রেরিত হইত, এখন সেই বাণিজ্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

শের আফগান খাঁ, বাঙ্গালার একজন মুসলমান শাসনকর্তা। ইনি নূরজহান বেগমের প্রথম স্বামী। তুর্ক জাতীয় কোন ভদ্র বংশে ইহার জন্ম। ইনি মোগল সম্রাট্ অকবর শাহের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বিশেষ তুষ্ট করেন এবং সম্রাটের অমুগ্রহে বর্দ্ধমান প্রদেশ জায়গীর পান। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের প্রেরণানায় বাঙ্গালার মোগল শাসনকর্তা কুতব্ উদ্দীন তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া নিহত করেন। ইহার আদি নাম অষ্ট ফিল্লো বা আলি জুলা বেগ। বহুশ্রেষ্ঠ একটি সিংহ (মতান্তরে ব্যাঘ্র) নিহত করায় ইনি সম্রাট্ কর্তৃক শের আফগান উপাধি লাভ করেন।

[জাহাঙ্গীর ও নূরজহান দেখ।]

শেরকোট, যুক্ত প্রদেশের বিজনোর জেলার অন্তর্গত একটি নগর। থো নামক নদীতীরে, অক্ষা° ২৯°১৯'২৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৩৮'১০" পূঃ অবস্থিত। পূর্বে ইহা ধর্মপুর তহশীলের সদর রূপে গণ্য ছিল। শেরকোট সম্পত্তির অধিকারী একটি রাজপুত সর্দারবংশের প্রাসাদ অজ্ঞাপি এখানে বিদ্যমান আছে। চিনি ও ফুলদার কার্পেটের কারবারের জন্ত এই স্থান প্রসিদ্ধ।

শের খাঁ, একজন মুসলমান কবি। আমজাদ খাঁ লোদীর পুত্র। ইনি মিরাস্-উল্-খয়্যাব্ নামে একখানি তজ্জিকির রচনা করেন। গ্রন্থখানি সম্রাট্ আলমগীর বাদশাহের রাজ্যকালে রচিত। উহাতে তদানীন্তন মুসলমান কবি, বিজ্ঞানবিৎ, সঙ্গীতাচাৰ্য্য, জ্যোতির্বিৎ, আয়ুর্ষেদবিৎ ও ভূতত্ত্ববিদগণের জীবনী ও কার্য্যাবলী লিপিবদ্ধ আছে।

শের খাঁ, একজন আফগান বীর। ইনি বাঙ্গালার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মোগল সম্রাট্ হুমায়ুনকে ভারত হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন এবং স্বয়ং শেরশাহ নামধারণ পূর্বক দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। [শেরশাহ দেখ।]

শেরগড়, বাঙ্গালার শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি গড় গ্রাম। এখন শ্রীভট্ট ও ধর্তাব্যহার নিপতিত। সাসেরামের ২০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৪° ৪৯' ৪৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ৪৬' ১৫" পূঃ। রোহতস দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত করিবার সময়ে দিল্লীর শের শাহ শেরগড়ের স্থবিধা সুযোগ লক্ষ্য করিয়া রোহতস্ পরিত্যাগ পূর্বক এইস্থানে দুর্গ নির্মাণ করেন। পরে তাঁহারই নামানুসারে ইহা শেরগড় নামে আখ্যাত হয়।

শেরগড়, যুক্ত প্রদেশের মথুরা জেলার ছাত্তা তহশীলের অন্তর্গত একটি নগর। যমুনা নদীর দক্ষিণকূলে ছাত্তা নগর হইতে ৮ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত। অথবা ২৭° ৪৬' ৪০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৩৯' ৫০" পূঃ। দিল্লীর সম্রাট্ শেরশাহ এখানে একটি সুবৃহৎ দুর্গ নির্মাণ করেন। ঐ দুর্গের নামানুসারে এই স্থান শেরগড় নামে অভিহিত হয়। ঐ দুর্গ এখন ভগ্নাবস্থায় পতিত।

পূর্বে শেরগড় একঘর পাঠান জমিদারের সম্পত্তি ছিল। এখন ঐ বংশের কোন বংশধর উহার সামান্য অংশ মাত্র উপভোগ করিতেছেন। অবশিষ্ট সম্পত্তি মথুরার বিখ্যাত মহাজন ধনী শেঠ গোবিন্দ দাস ক্রয় করিয়া দ্বারকাদাস-মন্দিরের ব্যয়ভার বহনের জন্ত অর্পণ করিয়াছেন।

শেরঘাটী, বাঙ্গালার গয়া জেলার অন্তর্গত একটি নগর। গ্রাণ্ডট্রাকরোড নামক রাস্তা যে স্থানে মুরহরনদ অতিক্রম করিয়াছে, সেই স্থানে এই নগর অবস্থিত। অক্ষা° ২৪° ৩৩' ২৪" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪° ৫০' ২৮" পূঃ। নগরটি মিউনিসিপালিটির অধীন থাকায় বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পূর্বে ইহার যথেষ্ট বাণিজ্য-সমৃদ্ধি ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ বিস্তারের পর তাহার অনেক হ্রাস ঘটিয়াছে। এখনও এখানে পিত্তল, তামা ও লৌহ দ্রব্য প্রস্তুতের জন্ত কারিগর ও কারবার বিদ্যমান রহিয়াছে।

শেরপুর, যুক্ত প্রদেশের গাজিপুর জেলার অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ২৫° ৩৪' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ৫০' পূঃ। এই নগর গঙ্গার কূলে ও নদীগর্ভস্থ চরের উপর স্থাপিত। গাজিপুর হইতে ১০ মাইল পূর্বে অবস্থিত হওয়ায় উক্ত নগরের সহিত ইহার যথেষ্ট বাণিজ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে।

শেরপুর, বাঙ্গালার বগুড়া জেলায় একটি নগর। মিউনিসিপালিটির অধীন। অক্ষা° ২৪° ৪০' ২০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ২৮' ২০" পূঃ। এই নগরটি মুসলমান আধিকারকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। বর্তমান জন সংখ্যায় হিন্দু অধিবাসীর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইলেও নগরের চতুর্পার্শ্বস্থ মুসলমান কীর্ত্তিচিহ্ন হইতে জানা যায় যে এক সময়ে এখানে বহুসংখ্যক মুসলমানের বাস ছিল। আইন্-ই-অকবরী পাঠে জানা যায় যে এই স্থান ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে সেলিমনগর নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সম্রাট্ অকবর শাহ

এখানে একটি দুর্গনির্মাণ করান। তাঁহার পুত্র সেলিম শাহের নামানুসারে দুর্গ ও নগরের নামকরণ হয়। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এই স্থানকে “শেরপুর মুরচা” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই স্থান তৎকালে মোগল রাজ্যের সীমান্ত দুর্গ বলিয়া পরিগণিত ছিল। মোগল সেনাপতি রাজা মানসিংহ এখানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। প্রবাদ, তিনি ঐ প্রাসাদে থাকিয়া বঙ্গেশ্বর রাজা প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে সেনাচালনার বন্দোবস্ত করেন। ঢাকার মুসলমান শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে শেরপুরের প্রাধান্য লোপ হয়।

শেরপুর, বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলাস্থ একটি নগর। গীরীনদী হইতে ১ পোয়া ও মীরবি নদী হইতে অর্ধক্রোশ দূরে, উক্ত নদী-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তিদেশভাগে ইহা স্থাপিত। অক্ষা° ২৫° ৩' ৫৮" উঃ এবং দ্রাঘি° ৯০° ৩' ৬" পূঃ। এখানে নৌকাযোগে পাট, সরিষা ও চাউল প্রভৃতির বিস্তৃত কারবার আছে। স্থানীয় একজন জমিদারের উদ্যোগে এখানে বহাদিন হইতে চাকবান্দা নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা মুদ্রিত হইতেছে।

শেরপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর থানেশ্বর জেলার অন্তর্গত একটি উপবিভাগ ও নগর। ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ তোলাক থানেশ্বর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মালিক রাজাকে এই উপবিভাগ জায়গীর স্বরূপ প্রদান করেন। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ইহা হোলকর রাজ্যের সীমান্তভুক্ত এবং ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইহা হোলকর কর্তৃক ইংরাজদের প্রদত্ত হয়।

শেরপুর নগর অক্ষা° ২১° ২১' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৫৭ পূর্বে অবস্থিত। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এই নগর বন্যপ্রাণিত হয়।

শেরভ[ক] (পুং) ১ আশ্রিতের স্তবধাতা। ২ শরভের জায় হিংসাকারী সাক্ষাধিপতি। ‘হে শেরভক আশ্রিতানাং স্তবধাতু আপক। শরভবৎ সর্কেবাং হিংসকো বা শেরভঃ বাতুণানাধিপতিঃ। অসৌ গ্রামণীঃ প্রধানভূতো যন্ত তৎ সচিবাদেঃ শেরভকঃ। ‘স এবাং গ্রামণীঃ’ ইতি কন্ প্রত্যয়ঃ।’

(অথর্ব ২।২৪।১ সাংগ)

শেরশাহ, শ্রবংশীয় একজন মুসলমান যোদ্ধা। ইঁহার প্রকৃত নাম ফরিদ। ইঁহার পিতা হসন পেশাবরের অন্তর্গত রোহনিবাসী ছিলেন। তিনি জোনপুরের শাসনকর্তা জমাল খাঁর অধীনে ৫০০ অশ্বারোহী সেনা রক্ষা করিতেন। ঐ কার্যের জন্য জমাল খাঁ তাঁহাকে সাসেরাম ও তাপ্তা প্রদেশ জায়গীর স্বরূপ প্রদান করেন। পজাবের অন্তর্গত হিস্‌সার নগরে শের শাহের জন্ম হয়, এই জন্য তিনি হিস্‌সারনিবাসী বলিয়া উক্ত হইরাছেন। ফরিদ বাংলাকালে কিছুদিন বেহারের শাসনকর্তা মহম্মদ লোহানীর সেনাবিভাগে কর্ম করেন। ঐ সময়ে তিনি একদিন খীর

তুজবলে একটি ব্যাঘ্রকে (মতান্তরে সিংহকে) তরবারি দ্বারা বিধ্বস্ত করার খীর প্রতিপালকের নিকট হইতে শের খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন।

মোগল বাদশাহ হুমায়ুন শাহ যখন বেহার আক্রমণ করেন (১৫৩৯ খৃঃ ২৬এ জুন) শের খাঁ তখন তাঁহাকে যুদ্ধ পরাস্ত করিয়াছিলেন। অতঃপর শের খাঁ, সম্রাটের পশ্চাৎগত হইয়া ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে ১৭ই মে, কনৌজ রণক্ষেত্রে তাঁহাকে সৈন্যে পরাস্ত করিলে, মোগলপতি উপায়ান্তর না দেখিয়া ক্রমাগত উত্তরপশ্চিম ভারতভিত্তিমুখে অগ্রসর হন। ঐ সময়ে শের খাঁও সদলে তাঁহার পশ্চাদ্ভ্রমণ করিয়া আগ্রা হইতে লাহোর ও খুসাব যাত্রা করেন। হুমায়ুন শাহ এই সময়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া খুসাব পরিভাগ করিয়া সিন্ধুনদ অতিক্রমপূর্বক ভারতব্রাজ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

শের খাঁ এই বিজয়ে উল্লসিত হইয়া মোগলের পরিত্যক্ত দিল্লী সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। ১৫৪২ খৃষ্টাব্দের ২৫এ জামুয়ারী তিনি শেরশাহ নাম ধারণ করিয়া ভারতসাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। তাঁহার রাজ্যাধিকার হইতেই ভারতে শ্রবংশের প্রতিষ্ঠা ঘটে। [ভারতবর্ষ শব্দে শ্রবংশবংশ দেখ।]

তাঁহার রাজ্যকালের পঞ্চম বর্ষে তিনি সদলে কালঙ্গর দুর্গ অধিকারে অগ্রসর হন। তৎকালে ঐ দুর্গ ভারতের যাবতীয় দুর্গের মধ্যে অজেয় বলিয়া পরিগণিত ছিল। দুর্গাক্রমণের সময়ে তাঁহার সেনাদল দুর্গপ্রাচীর ভগ্ন করিবার জন্য ভীষণ অন্ত্রসমূহ লইয়া দুর্গ সমীপে প্রতিষ্ঠা করেন। শের খাঁর আদেশে কামানবাহী সেনাদল কামানে অগ্নি সংযোগ করিল। অকস্মাৎ একটি গোলা কামান হইতে বাহির হইতে না হইতেই ফাটিয়া গেল। তাহার মধ্য হইতে নির্গত উত্তপ্ত লোহকণার নিকটস্থ বহু সেনার প্রাণ নষ্ট হইল। একটি অগ্নিকুন্ডিল সেই সময়ে নিকটবর্তী বারুদখানার আসিয়া পড়ার চতুর্দিক প্রজ্জ্বলিত হইয়া পড়িল। অনেক সৈন্য মারা পড়িল, শেরশাহ সেই সময়ে তথায় দণ্ডায়মান ছিলেন। বারুদের অগ্নিতে তাঁহার সর্কাল দগ্ধ হইল। সম্রাট যাতনায় অস্থির। তখন তাঁহাকে যুদ্ধের অগ্নিতে আশ্রয় হইল। তিনি সেই মৃত প্রায় অবস্থাতেই সেনাদলকে উৎসাহবাক্যে দুর্গাক্রমণে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার প্রাকালে কালঙ্গর দুর্গ শেরশাহের হস্তগত হইল। এই সংবাদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি ক্রমের আগ্রহে ঈশ্বরের নামে চীৎকার করিয়া উঠেন। তাহার অব্যবহিত পরেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। (১৫৪৫ খৃঃ ২৪ মে।)

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বেহ সাইসরমে আনীত হয়। তিনি জীবদ্দশায় পৈতৃক সম্পত্তি মধ্যে খীর কবর প্রদত্ত

করিয়া রাখিয়া ছিলেন। ঐ সমাধিমন্দির একটি সুদীর্ঘ বীর্ধিকার উপর নির্মিত হইয়াছিল।

প্রবাদ আছে যে, শের শাহ এরূপ দোৰ্ভাগ্যপ্রাপ্তে রাজ্য শাসন করিয়া ছিলেন যে, দেশে তত্ত্ববিদগের স্থান ছিল না। পথিক বা ভীষ্মাঙ্গীর্ণ পথের ধারে আপনাপন গাটরীর উপর মাথা রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা ঘাইতে পারিত। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র সেলিম শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরুঢ় হন।

শেরসিংহ, পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিং সিংহের পৌত্র ও মহারাজ ধুলা সিংহের দ্বিতীয় পুত্র। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবনেহাল সিংহের মৃত্যুর পর, ইনি পঞ্জাবের অধীশ্বর হন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি লাহোরে পৈতৃক সিংহাসনে আসীন হইলেও প্রকৃত শিখ রাজ্যের শাসনভার তাঁহার মাতা চাঁদকুমারীর উপর স্তম্ভ থাকে। মাতার স্বেচ্ছাচারিতার ও মন্দ আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া শের সিংহ হই বৎসর পরে মাতার হস্ত হইতে আপনাব পৈতৃক সম্পত্তির শাসন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। উহার কিছু পরে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে খালসা সেনাবল রাজপ্রাসাদ অবরোধ করে। সর্দার অজিৎসিংহ ঐ সময়ে সঙ্গে রাজপুত্র প্রবেশ করিয়া প্রতাপসিংহ ও শের সিংহকে নিহত করেন। ঐ সময়ে তাঁহাদের পুত্রপরিবারদিগকে রাজপ্রাসাদ হইতে বাহিরে আনিয়া নিহত করা হয়। শের সিংহের মৃত্যুর পর রাজা দলীপ সিংহ শিখ-মসনদে অভিষিক্ত হন। [শিখ দেখ।]

শেল, গতি। তুর্দ্বি. পরস্মৈ. সৰ্ব. সেট্। লট্ শেলতি। ঐ শিলে। লুঙ্ অশিলেৎ।

শেল (দেশজ) ১ শলা নামক বৃক্ষের বিশেষ। (ইংরাজী) ২ কামানের গোলা (Shell)। ৩ বিক্রয়। যেমন শেল।

শেলক (পুং) বহবারক বৃক্ষ। (বৈজ্ঞানিক)।

শেলু (পুং) শেলতীতি শেল-গর্ভে-উ। বহবারক বৃক্ষ, চলিত চালতাগাছ। (অমর) তৎফল। মনুতে চালতা ফল ভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে।

“শেলু গব্যাক পেয়ং প্রাচীন বিবর্জ্যেৎ।” (মহু ৫।৩)

শেব (পুং) শেতে রেতঃপাতানন্তরমিতি শী (ইণ্ শীঙ্ ভ্যাং বন্। উণ্ ১।১৫১) ইতি বন্। ১ মেট্, শিন্ন। ২ অতি। (ত্রি) ৩ উন্নত। (উজ্জল) (ক্লী) ৪ সুখ। (নিঘণ্টু ৩।৬) ৫ সুখকর।

“মিত্রং ন শেবং দিব্যার জন্মেন” (কুল ১।৫৮৩)

‘শেবং যথা সবা সুখকরো ভবতি তদ্বৎ সুখকরঃ’ (সারণ)

শেবধি (পুং) শেবং সুখং ধীমতে হিম্মিরিতি ধা-ক। ১ নিধি।

“বিভা ব্রাহ্মণমেত্যাং শেবধিস্তেহ্মি রক্ষ মাং।

অহ্নরকার মাং মাদাত্তথাভ্যাং বীর্ধ্যবস্তমা ॥” (মহু ২।১১৪)

শেবধিপা (ত্রি) নিধিপতি। ধনাধিপতি। (বালখিলা ৪।৯)

শেবরক (পুং) অহ্নর বিশেষ। (কথাসরিৎসাং ৪।১১৭)

শেবল (ত্রি) ১ শৈবালবৎ সঞ্চক্ৰনিষ্ঠ।

‘শেবলং জলজোপরিস্থিত শৈবালবৎ আন্তরাবয়বাসঞ্চক্ৰম্।’

(অথর্ব ১।১১৪ সারণ)

(ক্লী) ২ শৈবাল। (শব্দরত্নাং) পুষ্করিণ্যাদিতে স্থিত জলের উপরিস্থ সবুজবর্ণ সরের স্তায় আবরণ।

৩ আচার্যভেদ। (পাণিনি ৫।৩৮৪)

শেবল[লেন্দ্র]দত্ত (পুং) পাণিন্যুক্ত ব্যক্তিবিশেষ। (পা ৫।৩৮৪)

শেবলিক (পুং) অহ্নকম্পিতঃ শেবলদত্তঃ শেবলদত্ত-ঠক্, (শেবলসুপরিবিশালেতি। পা ৫।৩৮৪) ইতি অন্ত্যলোপঃ। অহ্নকম্পাধিত শেবলদত্ত নামক মহুয়া। এই অর্থে শেবলির ও শেবলিল এই দুইটা পদও হয়।

শেবলিনী (ক্লী) শেবলং শৈবালমস্তা অস্তীতি ইনি। নদী।

শেবান্ (সেবান), বাংলার সারণ জেলার অন্তর্গত একটি উপবিভাগ।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। আলিগঞ্জ শেবান্ নামে খ্যাত। অক্ষা° ২৬° ১০’ ২০’’ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ২৩’ ৪০’’ পূঃ। এখানে এক প্রকার কাঁচ ও লালবর্ণের উৎকৃষ্ট মন্ডল মৃৎপাত্র, পিতলের বাসন ও ছিটের কাপড় প্রস্তুত হইয়া নানা স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। নগরটী দাহা নদীর কূলে অবস্থিত। এখানে নৌকা করিয়া মাল রপ্তানী হইয়া থাকে।

শেবান (শিবান), পঞ্জাব প্রদেশের কর্ণুল জেলার অন্তর্গত একটি নগর। কৈথল নগর হইতে ৬ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯° ৪২’ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ২৫’ পূঃ। এখানে সরস্বতী নদীতীরে প্রাচীন নগরের ধ্বংস স্তূপ নিপতিত আছে। ঐ স্তূপকে স্থানীয় লোক ভেহুগোলর নামে অভিহিত করে। ঐ স্থানে প্রাচীন ইষ্টকাদি ও শাকরাজগণের মূর্ত্তা পাওয়া গিয়াছে। মোগল সম্রাটগণের রাজ্যকালে নির্মিত একটি সেতু এখনও তথায় বিস্তারিত আছে। বর্তমান নগরের অবস্থা বিশেষ উন্নত নহে। এখানে প্রভূত পরিমাণে ধাতুর ব্যবসা চলে।

শেবার (পুং) সুখগমক যজ্ঞ, সুখজনক যজ্ঞ।

‘শেবারে বার্থা পুরু দেবঃ’ (থক্ ৮।১২২)

‘শেবারে শেবং সুখং তস্য গমক যজ্ঞে’ (সারণ)

শেবাল (ক্লী) শেতে জলে ইতি শী-শী-ভো ধুলক্ৰবলচ্-বাচনঃ। উণ্ ৪।৩৮ ইতি বাচন্। শৈবাল। (শব্দরত্নাং)

‘শক্কে পক্ষে পতন্তি যততে বালশেবালমূলে।

কূলে লোলঃ কিমপি কুন্ততে কন্ধং বৈকুণ্ঠ কৃথঃ।’

(রাজেন্দ্রকর্ণপুর ২৫)

শেবালী (স্ত্রী) আকাশমাংসী, দুগ্ধ কটামাংসী। (রাজনিং)

শেবুধ (ত্রি) রোগের প্রশমনে বাহ্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। "স শেবুধ-মধি ধা ছায়মস্মৈ" (ঋক ১৫৪।১১) 'শেবুধঃ শং শমনং রোগাণাং শমনে সতি বর্ধক্যে তাদৃশং' (সারণ)

শেব্য (ত্রি) শেবং স্ব্থং তত্র সাধুঃ যৎ। স্ব্থকর্তা।

"তবা মিত্রো ন শেব্যঃ" (ঋক ১।১৫৪।১)

'শেব্যঃ স্ব্থে সাধুঃ স্ব্থকর্তা' (সারণ)

শেষ (পুং) শেষতি সঙ্ঘটিতি শিষ হিঃসারায় অচ্। ১ সঙ্ঘর্ষণ, বলদেব। ২ অনন্ত, সর্পরাজ। ভবিষ্যপুরাণে ইহার ধ্যান এইরূপ লিখিত আছে—

"কণাসহস্রসংযুক্তং চতুর্বাংগং কিরীটিনং।

নবাস্ত্রপল্লবাকারং শিঙ্গলশৃঙ্গলোচনম্।

পীতাম্বরধরং দেবং শঙ্খচক্রগদাধরং।

করাগ্রে দক্ষিণে পদ্মং গদায়াং ত্রিশূলং ধরেৎ।

দধানং সর্বলোকেশং সর্গাভিরূপভূষিতম্।

কীরাক্রিমধো স্রীমন্তমনন্তং পূজয়েত্ততঃ।"

শিষ বধে ভাবে ঘঞ্। ৩ বধ। (মেদিনী) ৪ গজ। ৫ নাগ।

৬ বীকৃত্তেতর বস্ত্র, যে বস্ত্র স্বীকার করা হয় নাই। (অজরপাল)

৭ ভগবানের দ্বিতীয়া মূর্তি।

"দ্বিতীয়া কালসংজ্ঞাতা ভাসী শেষসংজ্ঞতা।

নিহস্তি সকলাংশ্চাত্তো বৈষ্ণবী পরমা তন্তুঃ।" (কুর্মপু ৪৮অ)

এই জগৎ প্রলয়কালে লয় হইলে ভগবান্ বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত শেষশয়নে শয়ন করেন। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, জগৎ ধ্বংস হইলে ভগবান্ বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত কীরোদ-সমুদ্রে শেষদেবের মধ্যম কণায় শয়ন করেন। শেষ পূর্বকণা পদ্মাকারে উর্দ্ধে বিস্তৃত করিয়া তাঁহাকে আচ্ছাদিত করেন, দক্ষিণকণা তাঁহার উপাধান করিয়া দেন, উত্তরকণা তাঁহার পাদোপাধান ও পশ্চিম কণাকে তালবৃন্ত করিয়া স্বয়ং বাজন করেন, শঙ্খ, চক্র, নন্দা, খড়্গ তুণীরদ্বয় এবং পরশুকে ঐশান কণার দ্বারা এবং গদা পদ্ম প্রভৃতি অস্ত্র সমুদয় আয়ের কণার দ্বারা ধারণ করেন। এইরূপে ভগবান্ বিষ্ণু প্রলয়ে শেষ শয়নে শয়ন করিয়া থাকেন। (কালিকাপু. ২৭ অ.)

(স্ত্রী) শিষাতে যদিও শিষ-ঘঞ্। ৮ প্রমাণ। (মেদিনী)

(পুং স্ত্রী) ১ উপযুক্তেতর বস্ত্র। ২০ অবশিষ্ট। ১১ অবশিষ্টতা, অবশেষ। অগ্নিপুরাণ ও নীতিশাস্ত্রে লিখিত আছে যে আগ্নেয় শেষ, অগ্নির শেষ, শক্রর শেষ রাখিতে নাই, ইহা রাখিলে পুনঃপুনঃ বর্ধিত হইয়া থাকে।

"অগ্নশেষং চারিংশেবং শক্রশেষং তত্থৈব চ।

পুণ্ডঃ পুণ্ডঃ প্রবর্ধতে তস্মাৎ শেষং ন কারয়েৎ॥" (গুরুডুপু ১১৬)

শেষ, কয়েকজন প্রাচীন গ্রন্থকার। ১ অতিপ্রবীণমানবচরিতা।

২ অর্থাৎ পঞ্চাশিত বা পরমার্থসারগ্রন্থক। ৩ গুরুশতক ও

তাহার চীকা রচয়িতা। ৪ জ্যোতিষতাত্ত্ব্য ও পাণিনীর শিক্কাভাষ্য

নামক গ্রন্থকর্তা। ৫ ধ্যানশতকরচয়িতা। ৬ বোধায়নচরন ও

সাংখ্যগাথ্যাধানপ্ররোগ নামক গ্রন্থর প্রণেতা। ৭ মঞ্জোপ-

কারিণী নাম্নী মধ্যবিত্তরচীকার। ৮ একজন প্রাচীন কবি।

ইনি চান্দ্যকার্য কর্তার সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইহার রচিত

কর্ণজ্ঞানিধিগ্রন্থের পরিশিষ্টে সঙ্কমেশ্বরমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

শেষজ্ঞাচার্য্য ১ অমূল্যসারীর নামক দীর্ঘাতি প্রণেতা। ২ আনন্দ-

তীর্থ কৃত তত্ত্বসারের চীকারচয়িতা। ৩ বায়ুজ্যোতিষাচার্য্য প্রণেতা।

৪ সত্যনাথমাহাত্ম্যরচয়িতার প্রণেতা। সঙ্ঘর্ষণের পিতা একজন

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত।

শেষক (পুং) শেষ স্বার্থে কন্। শেষ শব্দার্থ।

শেষকরণ (স্ত্রী) বাহ্য অসম্পন্ন রহিয়াছে, তাহার সম্পাদন।

শেষকমলাকর, মেঘনাথপুত্র সুপ্রসিদ্ধ কমলাকর নামক কবি।

শেষকারিত (ত্রি) শেষে সম্পাদিত।

শেষকাল (পুং) শেষ সময়, যুগ্মার পূর্ব সময়।

শেষকৃষ্ণ, কংসবধ নামক নাটকরচয়িতা।

শেষকৃষ্ণ, ১ একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। নৃসিংহের পুত্র। উষা-

পরিণয় চম্পু; কংসবধ নাটক, ক্রিয়াগোপনকাব্য, পারিজাত-

হরণচম্পু, মুরারিবিজয়নাটক, সত্যভামা-পরিণয়নাটক ও সত্য-

ভামাবিলাসনাটক নামক কএক খানি গ্রন্থরচয়িতা। ইনি খৃষ্টাব্দ

১৬শ শতাব্দীতে রাজা নরসিংহের সভায় বিদ্যমান ছিলেন।

২ শূদ্রাচারশিরোমণি প্রণেতা।

শেষকৃষ্ণ পণ্ডিত, উপপদমতিভূত্বব্যবধান ও বঙলুগান্ত-

শিরোমণি নামক ব্যাকরণ গ্রন্থরচয়িতা।

শেষগোবিন্দ পণ্ডিত, একজন জ্যোতিষ প্রণেতা।

শেষচক্রপাণি, কায়কবিচাররচয়িতা।

শেষজাতি (স্ত্রী) ভ্রাম্যংশের হরের সমীকরণ বা লব্ধকরণ রূপ

অকগ্রক্রিয়াবশেষ (assimilation of residues; reduction

of fraction of residues or successive fractional

remainders.)।

শেষণ (স্ত্রী) ১ শেষকরণ, সমাধান। ২ অক্ষত্রীড়ার ভাব-

বিশেষ। "অক্ষাগাং গ্রহণং শেষণঞ্চ" (অথর্ব ৭।১০২।৫)

শেষতা[ত্ব] (স্ত্রী) শেষত ভাবঃ তল্ টাপ্। ১ শেষত্ব, উপ-

কারিত্ব। ২ পারার্থ্য, পরোদেষক প্রবৃত্তিকথ।

"শেষত্বমপকারিত্বং জব্যাদাবাহ বস্মিঃ।

পারার্থ্যং শেষতা তচ্চ সর্বেষত্বীতি জৈমিনিঃ॥"

(মাতৃবাচ্য অগ্নিকরণমালা)

শেষ দীক্ষিত, কুচেলোপাখ্যান, কুকবিলাস, সবকোট ও লোকজ্ঞানমৃতচরিতা।

শেষনাগ (পুং) ১ অনন্ত। ২ পরনার্হনারপ্রণেতা।

শেষনারায়ণ, শক্তিরত্নাকর নামক মহাভাষ্যব্যাখ্যাপ্রণেতা।

শেষনারায়ণপণ্ডিত (পুং) মহাভাষ্যের জনৈক টীকাকার।

শেষপতি (পুং) ১ অনন্ত। ২ রাজ্যশাসক। ৩ অধ্যক্ষ। ৪ সর্গপরিদর্শক।

শেষভাগ (পুং) অবশিষ্টাংশ।

শেষভাষ্য (পুং) ১ শেষের অবস্থা। ২ শেষত্ব।

শেষভূজ (ত্রি) শেষে ভূক্তে ভূজ-কিপ্। শেষভোজনকারী, সকলের পরে ভোজনকারী, শ্রাদ্ধ করিয়া শেষ ভোজন করিতে হয়।

“দেবানুধীন মহাব্যাংগ পিতৃনৃপাংসু দেবতাঃ।

পুত্রমিত্য ততঃ পশ্চাদ্ গৃহস্থং শেষভূজং ভবেৎ॥”

(মহা ৩।১১৭)

দেবলোক, ঋষিলোক, মহর্যালোক, পিতৃলোক ও গৃহ-দেবতা এই সকলকে অন্নাদি দ্বারা পূজা করিয়া গৃহস্থকে তদনন্তর ভোজন করিতে হয়।

শেষভূত (ত্রি) ১ শেষস্বরূপ। ২ অবশিষ্ট।

শেষভূষণ (পুং) বিষ্ণু।

শেষভোজন ১ গৃহে নিমন্ত্রিতগণকে ভোজন করাইয়া অবশেষে ভোজন। ২ পাত্রাবশেষভোজন।

শেষরক্ষণ (ক্ৰী) কার্য আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত তাহা প্রতিপালন বা পরিলক্ষণ।

শেষরত্নাকর, সাহিত্যরত্নাকর নামক গীতগোবিন্দ টীকা প্রণেতা।

শেষরাত্রি (স্ত্রী) শেষ অবশিষ্টা রাত্রিঃ। রাত্রিশেষ। পর্যায়—উচ্ছন্ন, অপরাহ্ন। (শব্দরত্না)

শেষরামচন্দ্র (পুং) এক প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক।

শেষরূপিনী (ত্রি) শেষরূপধারী।

শেষবৎ (ত্রি) শেষ অন্ত্যর্থে মত্বপ্ মত্ব বঃ। ১ শেষবিশিষ্ট, শেষযুক্ত। ২ অহুমানবিশেষ। পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্ততো দৃষ্ট, এই তিন প্রকার অহুমান। যেহলে কার্য দেখিয়া কারণের অহুমান হয়, তাহাকে শেষবৎ অহুমান কহে। কারণ দেখিয়া কার্যের অহুমান। যেমন মেঘ দেখিয়া বৃষ্টির অহুমান পূর্ববৎ, আর বৃষ্টি দেখিয়া মেঘের অহুমানকে শেষবৎ কহে।

“অথ তৎপূর্বকং ত্রিবিধমহুমানং পূর্ববৎ শেষবৎ সামান্ততো দৃষ্টক” (ভারতী ১।১।৫)

‘বহু কারণে কার্যমহুমানিতে, বহা মেঘোন্নত্যা তবিস্মৃতি

বৃষ্টিরিতি। শেষবৎ বহু কারণে কারণমহুমানিতে পূর্বোক্তক-বিপরীতমুদকং নত্যাঃ পূর্বকং দীর্ঘকং দৃষ্ট। মোতশোহমহুমানিতে কুতা বৃষ্টিরিতি” (বাংভারতমত্যা)

পূর্বশব্দের অর্থ কারণ অর্থাৎ কারণ দেখিয়া যেহলে কার্যের অহুমান তাহাই পূর্ববৎ, বৃষ্টির কারণ মেঘোন্নতি, এই মেঘোন্নতি দেখিয়া যে বৃষ্টির অহুমান তাহাই পূর্ববৎ; শেষ শব্দের অর্থ কার্য, অর্থাৎ কার্য দেখিয়া যেহলে কারণের অহুমান করা হয় তাহাকে শেষবৎ কহে। নদীর পূর্ণতা ও স্রোতো-বেগরূপ কার্য দেখিয়া তাহার কারণ স্বরূপ বৃষ্টির অহুমান করাকে শেষবৎ অহুমান কহে।

সাংখ্যদর্শনের মতে, “তত্র প্রথমং তাবদ্বিবিধং বীতমবীতঞ্চ। অবয়বমুখেন প্রবর্তমানং বিষয়কং বীতং। ব্যতিরেকমুখেন প্রবর্তমানং নিবেদকমবীতং। তত্রাবীতং শেষবৎ শিষ্যতে পরিশিষ্যতে ইতি শেষঃ স এব বিষয়তয়া বহুভিঃ অহুমানজ্ঞানস্ত তচ্ছেষবৎ। বদাহঃ। প্রসক্তঃ প্রতিশেষে হস্তত্যা প্রসঙ্গা-চ্ছিব্যমাণে সপ্রত্যয়ঃ পরিশেষঃ।” (সাংখ্যতত্ত্বকোঃ)

পূর্বে বলিয়াছি যে ভ্রায়দর্শনে পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্ততো-দৃষ্ট এই তিন প্রকার অহুমান স্বীকৃত হইয়াছে, সাংখ্যকারও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। তবে তিনি প্রথমে অহুমানকে বীত ও অবীত এই দুইভাগে বিভাগ করিয়াছেন। যে অহুমান অবয়ব্যাপ্তি দ্বারা হয়, তাহাকে বীত, তৎসঙ্গে তৎসত্তা, ব্যাপ্য ধর্মাদির সত্তার ব্যাপ্য বহাদির সত্তা, অর্থাৎ যেখানে ধর্ম আছে, সেইখানে নিশ্চয়ই বহি আছে, এইরূপ যে অহুমান তাহাই বীত। ব্যতিরেকব্যাপ্তি অর্থাৎ তদসঙ্গে তদসত্তা, ব্যাপক সাধ্যের অসঙ্গে (অভাবে) ব্যাপ্য হেতুর অসত্তা বা অভাব, অর্থাৎ ব্যাপকের অভাবেই ব্যাপ্যের অভাব এইরূপ অহুমানকে অবীত কহে। উহা নিবেদক অর্থাৎ কোন বস্তু নাই বা নহে রূপ অভাবের প্রতিপাদক। এই দুই প্রকার অহুমানের মধ্যে অবীত অহুমানকে শেষবৎ অহুমান কহে। শিষ্যতে ইতি শেষ কথ্যগি বঞ্ শেষঃ, এই যোগার্থ দ্বারা শেষ শব্দে অবশিষ্ট বুঝায়, এই শেষ বিষয়তারূপ সন্ধে যে বস্তুতে থাকে তাহাকে শেষবৎ কহে।

ইহার তাৎপর্য এইরূপ যে ব্যাপ্যের জ্ঞান হইতে ব্যাপকের জ্ঞানকে অহুমান কহে। ব্যাপ্তি বাহাতে থাকে, তাহাকে ব্যাপ্য বলে, বাহার ব্যাপ্তি তাহার নাম ব্যাপক। নিয়ত সন্ধকে ব্যাপ্তি কহে। যেটা ছাড়িয়া যেটা থাকে না বা থাকিতে পারে না, সেটা তাহার ব্যাপ্য। বহিষ্কৃত ছাড়িয়া ধর্ম থাকে না, থাকিতে পারে না অতএব ধর্ম বহিষ্কৃত ব্যাপ্য। অহুমান হলে ব্যাপ্যকে হেতু ও ব্যাপককে সাধ্য বলা হয়। ব্যাপ্যটী কোনখানে অবস্থান কালে ব্যাপকটির সেখানে অবশ্যই থাকা আবশ্যক। যেমন

বহি ধূমের ব্যাপক, কেননা যেখানে ধূম আছে, অবশ্যই সেইখানে বহি আছে।

প্রথমতঃ ধূম ও বহির ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয়, অর্থাৎ বহিকে ছাড়িয়া ধূম কখনই থাকিতে পারে না, ইহা বিশেষরূপে পরীক্ষিত হয়। ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতি ব্যতিরেক নিশ্চয়ই প্রধান কারণ। ‘ধূম বহিকে ছাড়িয়া কখনই থাকিতে পারে না’ এরূপ জ্ঞান যে কাল পরগত না হয়, ততক্ষণ শত সহস্র স্থলে বহি ও ধূমের একত্র অবস্থানরূপ অধরনিশ্চয়ে ব্যাপ্তি স্থির হয় না। উক্ত-রূপে ব্যাপ্তি স্থির হইলে পর পরস্পরাদিতে অবচ্ছিন্নমূল ধূম-দর্শনের পর ধূম বহির ব্যাপ্য এইরূপ স্বরূপ হয়, এবং তখন বহি-ব্যাপ্য ধূম পরস্পরে আছে এরূপ অনুমান হইয়া থাকে।

ব্যাপ্তি দুই প্রকার,—অধরব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তি, “তৎসত্ত্বে তৎসত্ত্বা অধরঃ” যেখানে ব্যাপক বহ্যাদি অবশ্যই থাকিবে, এইরূপ ব্যাপ্তিকে অধরব্যাপ্তি কহে। অধরব্যাপ্তি স্থলে হেতু ও সাধ্যের সামান্যাদিকরণ্য অর্থাৎ একত্রাবস্থান পূর্বে লক্ষিত হয়, পাকশালাতে ধূম ও বহির সামান্যাদিকরণ্য প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপ অনুমান বীত অনুমান, ইহারই ভেদ পূর্ববৎ ও সামান্ততোদৃষ্ট।

ইহা ভিন্ন অনুমান শেষবৎ, সূত্ররূপে উহা অবীত। “তদ-সত্ত্বে তদসত্ত্বা ব্যাপকভাবেৎ ব্যাপ্যভাবেৎ” তাহার অসত্য অর্থাৎ তদভাবে তাহার অভাব, ব্যাপকের অভাবে ব্যাপ্যের অভাব, যেখানে ব্যাপক বহি প্রভৃতি নাই, সেখানে ব্যাপ্য ধূমাদিও নাই, বা থাকিতেই পারে না, এইরূপ ব্যাপ্তিকে ব্যতিরেকব্যাপ্তি কহে। শেষবৎ অনুমান এই ব্যতিরেকব্যাপ্তিমূলক। এস্থলে হেতু পূর্বেও সাধ্যের সামান্যাদিকরণ্যজ্ঞান পূর্বে না হইলেও চলে, স্থলবিশেষে সাধ্যজ্ঞান হইতেই পারে না, স্থলবিশেষে যোগ্যতা থাকিয়া না হইলেও ক্ষতি হয় না। এই অনুমান যথা—

“ইয়ং পৃথিবী পৃথিবীতরভিন্না গন্ধবৎ” এই পৃথিবী বা ক্ষতি গন্ধগুণবিশিষ্ট বলিয়া পৃথিবীতর হইতে ভিন্না, বাহ্যতে গন্ধ আছে, সেই পদার্থটি পৃথিবীতর জলাদি হইতে ভিন্ন, কেন না ক্ষতি ভিন্ন জলাদি অন্ত কোন পদার্থে গন্ধ গুণ নাই। বাহ্যতে গন্ধ আছে, সেটী পৃথিবী, ইহা অনুমানের পূর্বে জানা যায় না। কিন্তু পৃথিবীতর ভেদের অভাব অর্থাৎ ব্যাপকভাবে, জলাদিতে আছে এবং সেই স্থলে গন্ধেরও অভাব আছে, ইহা জানা যায়; অতএব “তদভাবেব্যাপকীভূতভাবে-প্রতিযোগিতাৎ” অর্থাৎ সাধ্যভাবে ব্যাপক যে অভাব সেই অভাবের প্রতিযোগী হেতু; এইরূপে ব্যতিরেকব্যাপ্তিগ্রহ হয়। হেতুর ব্যাপক সাধ্য এবং সাধ্যভাবে ব্যাপক হেতুভাবে, যেখানে ধূম আছে, সেইখানে বহি আছে, যেখানে বহির

অভাব আছে সেইখানে ধূমের অভাব আছে, ইহাই স্থির করিতে হইবে।

গন্ধটি গুণপদার্থ, সূত্ররূপে ব্যব্য থাকে। জলাদিও ব্যব্য সূত্ররূপে তাহাতে গন্ধ থাকা সম্ভব ছিল, কিন্তু প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত আছে, গন্ধ পৃথিবী ভিন্ন অন্ত কোন পদার্থে নাই; আর ‘গুণাদি নির্গুণপ্রিয়ঃ’ এই বচনানুসারে গুণাদিতে গুণ থাকিতে পারেনা, সূত্ররূপে জলাদি পদার্থ ও রূপাদি গুণ গন্ধে থাকা অসম্ভব বিধায় পরিশেষে উচ্য যে পৃথিবীতেই আছে ইহা স্থির নিশ্চয়। অতএব এই গন্ধ জ্ঞান দ্বারাই পৃথিবীতর জ্ঞান হইয়া থাকে, ইহাই শেষবৎ অনুমান।

ইহার আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইলে বলা হয় যে শেষবৎ অনুমানে হেতু সাধ্যের ব্যাপ্যব্যাপকভাবজ্ঞান নাই, কিন্তু সাধ্যাভাব ও হেতুভাবে ব্যাপ্যব্যাপকভাবজ্ঞান আছে, তাহার ফলে সাধ্যাভাবের নিষেধ হয়, সূত্ররূপে সাধ্যজ্ঞান হইয়া পড়ে, যথা “পৃথিবী পৃথিবীতরভ্যো ভিন্নতে গন্ধবৎ” পৃথিবীতে পৃথিবীভেদ নাই; হেতু গন্ধ পৃথিবীভেদে গন্ধাভাবের ব্যাপ্য এবং গন্ধাভাব পৃথিবীতে নাই, এই জ্ঞান হইলে পৃথিবীতে পৃথিবীভেদ নাই, এইরূপ জ্ঞান হয়, পরিণামে পৃথিবীতর তাহাতে আছে, এই প্রকার বোধ হইয়া থাকে। ‘সাধ্যা মতে এই যে শেযোক্ত বোধ ইহা অনুমিত। পৃথিবীতর কিন্তু এ অনুমিতির বিধের নহে, বিষয় মাত্র। পূর্ববৎ অনুমান দ্বারা পরস্পরে যে বহির অনুমিতি হয়, তাহাতে বহি বিধের হইয়া থাকে। বিধেরতা মনোবৃত্তি বিশেষ, যে অনুমিতিতে বিধেরতাক্রম মনোবৃত্তির সম্পর্ক নাই, সেই অনুমিতিসাধন প্রমাণই শেষবৎ অনুমান।

নৈয়ায়িকদিগের মতে ব্যতিরেকব্যাপ্তি জ্ঞানকে শেষবৎ অনুমান কহে। ‘সাধ্যাভাবব্যাপকভাবেপ্রতিযোগী হেতু’ এই জ্ঞানই ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান। ব্যাপকের প্রচলিত অর্থ যে ব্যাপিয়া থাকে। ব্যাপ্যের চলিত অর্থ বাহ্যকে ব্যাপিয়া থাকে, এই অর্থ সর্ববাদি সম্মত। বাহার অভাব, তাহাকে প্রতিযোগী বলা যায়, যথা—ঘটের অভাব, এ অভাবের প্রতিযোগী ঘট। এখন বুঝিয়া দেখ যে ‘অয়ং পৃথিবীতরভ্যো ভিন্নতে গন্ধবৎ’ গন্ধ হেতু এই বস্তু পৃথিবীর ইতর বস্তু হইতে ভিন্ন। এই স্থলে সাধ্য পৃথিবীতরভেদ সাধ্যাভাব পৃথিবীতরত্ব, তাহার ব্যাপক যে অভাব, তৎপ্রতিযোগী গন্ধ, অর্থাৎ গন্ধাভাব তাহার ব্যাপক। যে বস্তু পৃথিবী নহে, তৎসমুদারে গন্ধ নাই, এই রূপ জ্ঞানকে ব্যতিরেকব্যাপ্তি জ্ঞান কহে। সাধ্য যে পৃথিবীতর ভেদ, তাহার জ্ঞান না হইলেও সাধ্যাভাব যে পৃথিবীতরত্ব ভবিষ্যে জ্ঞান হয়, এই রূপ জ্ঞান হইলে তখনই অনুমিতি হয়। ইহাই শেষবৎ অনুমান। (সাধ্যাতত্ত্বকো) [প্রমাণ ও জ্ঞানদর্শন দেখ]

শেষশার্ঙ্গধর, ভারতবাসী ও পদার্থচক্রিকা-রচয়িতা।

শেষস্ (পুং) ১ অপত্য। “মা শেষমা মা তমসা” (বৃ ৫।৭।১৪)

‘শেষমা অপত্যেন’ (সারণ)

শেষা (স্ত্রী) শিবাতে হসো শিব-ব-ঙ্ টাপ্। অনির্মাল্যাপণ।

“তপেতি শেষমিব ভর্তৃরাজা-

মাদার নৃদ্ধা মদনঃ প্রভৃৎ।” (কুমার ৩২২)

শেষাঙ্গি, পরিতাবাত্তর, পরিতাবেদুতর ও সর্গমঙ্গলা নারী ব্যাকরণপ্রণেতা।

শেষানন্ত (পুং) ভারসিদ্ধান্তবীণপ্রভা নারী ভারপাত্তের প্রসিদ্ধ টীকাকার। ইনি রাজা পদ্মনাভের গুরু শার্ঙ্গধরের আদেশে উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন।

শেষাবন্ত, সপ্তপদার্থী নীপিকার পদার্থচক্রিকানারী টীকারচয়িতা।

শেষাচলয়, মাজাজ প্রেসিডেন্সীর কড়াপা জেলার অন্তর্গত একটা নৈলশ্রেণী। পালকোড়া পর্বত হইতে পূর্বে ও উত্তর-পূর্বে বিস্তৃত। অক্ষা° ১৪° ১২’ হইতে ১৪° ৩৫’ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ১৩’ ০০’’ হইতে ৭৮° ৫৬’ পূঃ মধ্য। এই পর্বতখণ্ড ১২০০ হইতে ১৮০০ ফিট উচ্চ একটা অধিত্যকা মাত্র। এই পর্বতশ্রেণী নানা প্রকার গুহ্মলতায় পরিশোভিত হইয়া অপূর্ণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিস্তার করিয়াছে। ইহার পশ্চিমাংশ হানে পালকোণ্ডাগিরিশ্রেণী হইতে পেল্লার নদী প্রবাহিত।

শেষাহি, অর্ধৈতচক্রিকা প্রণেতা নরসিংহের গুরু। ইনি নাগেশ্বর নামেও প্রসিদ্ধ।

শেষিন্ (ত্রি) প্রধান বস্ত্র।

শেষ্য (ত্রি) শেষধর বা মূল্য। বাহ্য অপেক্ষা আর অধিক মূল্য হইতে পারে না। (কথাসরিংসা°)

শৈকরতায়মি (পুং) শীকরত গোত্রাপত্য শীকরত (তিকারিত্যঃ) কিঙ্। পা ৪।১।১৫৪ ইতি কিঙ্। শীকরতের গোত্রাপত্য।

শৈকি (পুং) শ্ববিভেদ। (প্রবরাধার)

শৈক্য (ত্রি) ১ দৃঢ়। ২ জব্য রাখিবার দোলনভেদ, চলিত শিকা।

শৈক্ক (পুং) শিক্ষামণীতে ইতি শিক্ষা-অণ্। প্রাথমিকক, শিক্ষাধারনকারী ছাত্র, প্রথম শিক্ষণীয় শাস্ত্রাধারনকারী ছাত্র। মাহারা শিক্ষা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। ভারত ইহার ব্যাপ্তি এই রূপ নির্দেশ করিয়াছেন,—

“শিক্ষা প্রথমোপদেশঃ তৎসাহচর্যাৎ গ্রহোৎপন্ন শিক্ষা তা-
মধীরতে শৈকঃ চেষ্যে কাদিতি ঙ্ প্রথম শিক্ষণীয় কল্প শাস্ত্র
অধীরতে প্রাথমিককঃ” (ভরত)

শৈক্ষিক (ত্রি) শিক্ষাং যেতি অধীতে বা শিক্ষা-চক্। ১ শিক্ষা-
শাস্ত্রবেত্তা। ২ শিক্ষাশাস্ত্রাধ্যোতা।

শৈক্ষিত (পুং) শিক্ষিতারাঃ অপত্যঃ শিক্ষিতা (অবুধ্যাক্যো নদী

মাহবীভাত্তরনিকাত্যঃ। (পা ৪।১।১১৩) ইতি অণ্। শিক্ষিতার
অপত্য।

শৈখ (পুং) ১ ত্রাত্ত্রা ত্রাক্ষণের সর্বাঙ্গী ত্রীতে পুত্রের সংজ্ঞাবিশেষ।

“ত্রাত্ত্রাত্ত্র, ভারতে বিপ্রাং পাপাত্ত্রা ভূর্জকন্টকঃ।

আবন্ত্যবটধানো চ পুশ্ধঃ শৈখ এব চ।” (মহু ১।১৮)

ত্রাত্ত্রা ত্রাক্ষণ হইতে সর্বাঙ্গী ত্রীতে ত্রাত্ত্র পুত্র ভূর্জকন্টক এই
উপাধি প্রাপ্ত হয়। দেশবিশেষে এই ভূর্জকন্টকের আরও
চারিটা নাম আছে; যথা আবন্ত্য, বাটধান, পুশ্ধ ও শৈখ।
এই শৈখ পাপকারী বলিয়া খ্যাত। ২ শিখা সখবী।

শৈখশ্চ (ত্রি) শিখতিন্-অণ্। শিখতীসখবীর। (পা ৬।৪।১৪৪)

শৈখশ্চি (পুং) শিখতীর অপত্যাদি। (ভারত যোগপর্ক)

শৈখশ্চিন (স্ত্রী) সামভেদ।

শৈখরিক (পুং) শিখরে প্রারোণ তবতীতি শিখর-ঠঙ্।
অপামার্গ। (অমর)

শৈখরয়ে (পুং) শিখরে ভবঃ শিখর-চঙ্। অপামার্গ, চলিত
অপাংগাছ। (ভরতভূত রত্নকোষ)

শৈখায়নি (পুং) শিখা (তিকারিত্যঃ) কিঙ্। পা ৪।১।১৫৪
ইতি অপত্যার্থে কিঙ্। শিখার গোত্রাপত্য। শিখাবৎ
গোত্রাপত্যে অণ্। শিখাবতের গোত্রাপত্য। (পাণিনি ৪।১।১১৮)

শৈখাবত (পুং) শিখাবৎ অপত্যার্থে বঙ্। শিখাবতের
গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১১৮)

শৈখাবত্যা (পুং) ১ শৈখাবত-রাজ। ২ ভারতবর্গিত একজন
ত্রাক্ষণ। (ভারত উদ্যোগপর্ক)

শৈখিন (ত্রি) ময়ূরসখবীর, ময়ূরভব।

শৈগ্রব (স্ত্রী) শিগ্রুবীজ, সজিনা বীজ। (বাতট হ° ১৫ অ°)
শিগ্রু ফল। (পুং) ২ শিগ্রুর বিকার।

শৈজ্র (ত্রি) গ্রহদিগের গতি বা সঙ্গতিসখবীর। (হর্ষসিং ২।১২)

শৈজ্র্য (স্ত্রী) ক্রততা, দীপ্তব।

শৈতিকক (পুং) শিতিককের গোত্রাপত্য। (পা ৬।২।৩৭)

শৈতিবাহেয় (পুং) শিতিবাহ অপত্যার্থে ঠঙ্। (পা ৪।১।১৩৫)
শিতিবাহর গোত্রাপত্য।

শৈতোয়ান্ (স্ত্রী) সামভেদ।

শৈত্য (স্ত্রী) শীতত ভাবঃ শীত (বর্ণদ্ব্যধিত্যঃ) ব্যঙ্ ৫। পা
৫।১।১২৩ ইতি ব্যঙ্। ১ শীতলত্ব, শীতগুণ। জিরাং টাপ্।
হিমালয় নদীভেদ। (হিমবৎ ৮।১৯)

শৈত্যময় (পুং) শৈত্য বর্ণে ময়ট্। শৈত্যবর্ণ, শীতলতা।

শৈত্যায়ন (পুং) কনৈক বৈরাকরণ। (তৈত্তিরীয় প্রাতিশা° ৫।৪০)

শৈখিল্য (স্ত্রী) শিখিলত ভাবঃ শিখিল-ব্যঙ্। শিখিলত,
অদৃঢ়সংযোগ।

“ভবন্তু কেশাঃ পলিতাঃ বলয়ঃ লব্ধ মে শুভে ।

শৈথিল্যমেতু মে কারঃ কৃতকৃত্যোহসি মানিনি ॥”

(মার্ক পৃ° ১০৯২২)

অসম্মততা, অবসন্নতা, আলগা বেগুরা ।

শৈনেয় (পুং) শিনেগোত্রাপত্য শিনি (ইভচ্চানিঞঃ) । পা ৪১১২২) ইতি টক্ । ১ সাত্যকি, ইনি শ্রীকৃষ্ণের সারথি ছিলেন । (ভাগবত ১৮৭) ২ শিনির গোত্রাপত্য, যামবংশের একটি শাখা ।

শৈন্য (পুং) শিবির গোত্রাপত্য, ইহার কবির ছিলেন, পরে ভগঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্য লাভ করেন ।

শৈপথ (পুং) গোত্রপ্রবর্তক ঋষিভেদ । (প্রবরাধ্যায়)

শৈব (ত্রি) শিবরাজসম্বন্ধীয় । (পা ৪২৫২)

শৈব্য (ত্রি) ১ শিবরাজ । ২ বিষ্ণুর অম্ব । স্ত্রিয়াঃ টাপ্ । ৩ নদীভেদ । (ভারত ভীষ্মপর্ব)

শৈরসি (পুং) শিরস্ গোত্রাপত্যে ইঞ্ (পা ৪১১৩৬) শিরসের গোত্রাপত্য ।

শৈরিন্ (পুং) ঋষিভেদ । (প্রবরাধ্যায়)

শৈরাষক (ক্লী) স্থানভেদ । (ভারত ২১৩২৫)

শৈরাষ (পুং) শিরীষত্ব বিকারঃ অবয়বো বা (শিরীষপলাশ-বিভ্যো বা) । (পা ৪৩১৪১) ইতি অণ্ । ১ শিরীষের বিকার বা অবয়ব । (ক্লী) ২ সামভেদ ।

শৈরীয়ক (পুং) নীলকিণ্ট (রত্নমালা) পাঠান্তর শৈরেক ।

শৈরাষ, বৈদিক স্তবেদাঃ ঋষির গোত্রাপত্য ।

শৈরীষিক (ত্রি) শিরীষ সম্বন্ধীয় । (পা ৪২৮০)

শৈর্ষঘাত্য (ক্লী) শীর্ষঘাতিনো ভাবঃ কণ্ঠ বা (গুণবচনব্রাহ্মণাঘাত্যঃ কণ্ঠশি চ । পা ৪১১১৪) ইতি ঘঞ্ । শীর্ষঘাতীর ভাব বা কণ্ঠ, শীর্ষছেদক ।

শৈর্ষছেদিক (ত্রি) শিরচ্ছেদনং নিত্যমর্থি শীর্ষছেদাত্তক । (পা ৪১১৩৫) ইতি ঠঞ্ শিরসঃ শীর্ষভাবো নিশাত্যভে, ভজো দীর্ঘঃ । নিত্য শিরচ্ছেদকারী, কল্লাব ।

শৈর্ষায়ণ (পুং) গোত্রপ্রবর্তক ঋষিভেদ ।

শৈর্ষ্য (ত্রি) শীর্ষসম্বন্ধীয় ।

শৈল (ক্লী) শিলাস্ত ভবৎ, শিলা-অণ্ । ১ শৈলৈঃ ২ ভাক্ষ-শৈল । (মোদী) ৩ শিলাভূত । (রাজনি°) (পুং) শিলাঃ সত্যভেতি, জ্যোৎস্নাদিবাণ্ । ৪ পর্বত । (ত্রি) ৫ শিলা সম্বন্ধী । “শৈলী দারুঘরী লৌহী লেপা লেখা চ সৈকতী ।

মনোময়ী দারুঘরী প্রতিমাষ্টবিধা নৃত্য ॥” (ভাগবত ১৯২৭১২)

শৈলক (ক্লী) শৈলসম্বন্ধার্থে কন্ । ১ শৈলজ । (শব্দরত্না°) ২ শৈল শকার্থ ।

শৈলকম্পা (ক্লী) শৈলত্ব হিমবতঃ কচ্ছা । হিমালয়পুত্রী, পার্বতী ।

শৈলকম্পিন্ (পুং) ১ কল্যাণচরভেদ । ২ দানবভেদ । (হরিকণ্ঠ)

শৈলগন্ধ (ক্লী) শৈলত্ব গন্ধো যত্র । শাবরচন্দন, ইবং পীতবর্ণ চন্দন । (রাজনি°)

শৈলগর্ভজ (ক্লী) করজ্যোতি পাষাণভেদ, চলিত হাড়কোড়া । (বৈজ্ঞানিক°)

শৈলগর্ভাঙ্গা (ক্লী) শিলাবৎ, শৈলজা । (রাজনি°) - সংহ-পিপ্লবী । ৩ গুরুপাষাণভেদ, সাদা পাথরকুচা । (বৈজ্ঞানিক°)

শৈলগুরু (পুং) শৈলত্ব গুরুঃ । হিমালয় পর্বত ।

(কথাসরিংসা° ৭৭৯)

শৈলজ (ক্লী) শৈলে পর্বতে জায়তে ইতি জন-ড । সুগন্ধি তৃণবিশেষ, স্বনামখ্যাত গন্ধদ্রব্য । হিন্দী—ভুচ্ছারিল, ছেরা । পর্যায়—শীতশিব, শৈলৈর, শিলাশন, শিলৈর, শীতল, শৈল, কালাহুসার্য, শৈলক, বৃদ্ধ, কালাহুসারি, অশ্বপুশ্পা, শিলাপুশ্প, গৃহ । (রত্নমালা) গুণ—সুগন্ধি, শীতল, তিক্ত, কক্ষণিত্ব, দাহ, তৃকা, বমি, শ্বাস ও ব্রণনাশক । (রাজনি°)

শৈলজা (ক্লী) শৈলজ-টাপ্ । ১ গজপিপ্লবী । ২ সৈংহলী পিপ্লবী । (রাজনি°) ৩ শ্বেতপাষাণভেদ । (বৈজ্ঞানিক°) ৪ হুগী । হিমালয়পর্বতের কচ্ছা বলিয়া হুগীকে শৈলজা কহে ।

শৈলজামস্ত্রিন্, পুরুষ্যারসাসুধিপ্রণেতা ।

শৈলতনয়া (ক্লী) শৈলত্ব তনয়া । শৈলকচ্ছা, পার্বতী ।

শৈলতা (ক্লী) শৈলস্য ভাবঃ তন্ টাপ্ । শৈলত্ব, শৈলৈর ভাব বা ধর্ম ।

শৈলতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ । (দ্বিবিজয়প্রকাশ)

শৈলতুহিতৃ (ক্লী) শৈলত্ব তুহিতা । পার্বতী ।

শৈলধন্বন্ (পুং) শৈলবৎ দৃঢ়ং ধনুর্ভূত, ‘ধনুর্ধন্বন্ বা চ নারি’ ইতি ধনুযো ধন্বনাদেশঃ । মহাদেব । (ত্রিকা°)

শৈলধর (পুং) ধরতীতি-ধৃ-অচ্ ধরঃ । শৈলত্ব গোবর্দ্ধনপর্বতস্ত ধরঃ । শ্রীকৃষ্ণ । (ধনঞ্জয়)

শৈলধাতু (পুং) শিরিধাতু ।

শৈলধাতুজ (ক্লী) শিলাভূত । (ভাবপ্র°)

শৈলনিবাস (পুং) শৈলত্ব নিবাস ইব রসো যত্র । শৈলৈর, শৈলজ । শিলাভূত ।

শৈলপতি (পুং) শৈলত্ব পর্বতস্ত পতিঃ । ত্রিমালয় ।

শৈলপাত্র (পুং) শৈলবৎ সুগন্ধিপত্রমন্ত । বিষ্ণুত্বক ।

শৈলপথ (পুং) শৈলত্ব পথ্য, যচ্ সমাসাত্ত্বঃ । পর্বতপথ, পাহাড়ের রাস্তা ।

শৈলপুত্রী (ক্লী) শৈলত্ব পুত্রী । ১ হিমালয়কচ্ছা, পার্বতী । ২ গজা । (রামায়ণ-১৩৮১১১)

শৈলপুর (ক্ৰী) নগরভেদ। (কল্যাণসিংসং ৪২।২৫)

শৈলপুখ (ক্ৰী) এসফাল্ট (asphalt) নামক আলকাতরার
জায় পদার্থ বিশেষ। (হুশ্রুত)

শৈলপ্রতিমা (ক্ৰী) প্রস্তর-প্রতিমূর্তি।

শৈলপ্রস্থ (পুং) অধিত্যকা। (রামা ২।২৪।১১)

শৈলবাহু (পুং) অস্ত্রভেদ।

শৈলবীজ (পুং) ভল্লাভক বৃক্ষ; ভেলার গাছ। (রাজনি°)

শৈলভিত্তি (ক্ৰী) শৈলানাং ভিত্তিভেদা বচাঃ। টক, টাকী।

শৈলভেদ (পুং) অশ্বভেদ, পাখাভেদ। (হুশ্রুত)

শৈলময় (ত্রি) শৈল-স্বরূপ বা বিকারে ময়ত। শৈলস্বরূপ
বা শৈলধিকার।

শৈলমল্লী (ক্ৰী) বৃক্ষ বিশেষ, 'কো-রৈ-আ' এই নামে
প্রসিদ্ধ বৃক্ষ।

"শাকং শঠ্যাঃ শৈলমল্লান্শ বীজং" (ভাবপ্র°)

শৈলরক্ষ (ক্ৰী) পার্শ্বভ্য গুহা। পার্শ্বের কাটাল।

শৈলমুগ (পুং) মুগা-বিশেষ। পার্শ্বভীয়া হারণ।

শৈলরাজ (পুং) শৈলানাং রাজা টচ্ সমাসাত্তঃ। হিমালয়
পর্বত।

শৈলরাজস্থতা (ক্ৰী) শৈলরাজস্থ হুতা। ১ হুগী, পার্শ্বভী।

"অরুণা পরভাবাবাহরুণা ক্রিয়াক্ষিকা।

জাতা শৈলেন্দ্রগেহে সা শৈলরাজস্থতা ততঃ ॥"

(দেবীপুরাণ ৪৫ অ°)

২ গজা। (ভারত ৩।১০.২৪)

শৈলবর (পুং) শৈলশ্রেষ্ঠ, হিমালয় পর্বত।

শৈলবন্ধলা (পুং) শৈলং শিলাবন্ধলং বচ্যাঃ। ১ শিলাবন্ধলা,
শিলাবন্ধা। ২ শৈলজ। ৩ খেতপাখাভেদ। (রাজনি°)

শৈলশিখা (ক্ৰী) ছন্দোভেদ। ইহার প্রতি চরণে ১৬টি অক্ষর
আছে। ইহার ১, ৪, ৬, ১০, ১৩ ও ১৬ বর্ণ শুক ও অপর
সকল বর্ণ লঘু।

শৈলশিবির (ক্ৰী) শৈলানাং শিবিরমিব, সমুদ্রগর্ভে বহু-
পর্বতাবস্থানস্থান তথাৎ। সমুদ্র। (ত্রিকা°)

শৈলশৃঙ্গ (ক্ৰী) পর্বতশিখর।

শৈলসন্ধি (পুং) উপত্যকা।

শৈলসম্ভব (ক্ৰী) শৈলজ।

শৈলসমুদ্র (ক্ৰী) গিরিমাটা।

শৈলসর্বভূত, একজন প্রাচীন কবি।

শৈলসার (পুং) শৈল সারূপ দৃঢ়। (রঘু ১।১৪৫)

শৈলস্থতা (ক্ৰী) শৈলজ হুতা। পার্শ্বভী, হুগী। ২ জ্যোতি-
রতী লতা, চলিত কটুকী। (রাজনি°)

শৈলসেতু (পুং) ১ পর্বতের খাজোপরিহ সেতু। ২ প্রস্তর-
নির্মিত সেতু।

শৈলাখ্য (ক্ৰী) শৈলমিতি আখ্যা বচা। শৈলজ।

শৈলাগ্র (ক্ৰী) শৈলস্য আগ্রং। পর্বতের অগ্রভাগ, শিখর।

শৈলাজ (ক্ৰী) শৈলাজারতে ইতি আ-জন-ড। শৈলের।

শৈলাট (পুং) শৈলে অটীতি অট্-অচ্। ১ বেবল।

২ সিংহ। ৩ গুরুকাচ। ৪ কিরাত। (মেঘিনী)

শৈলাদ (পুং) শিলাদ ঋষির গোত্রাপত্য।

শৈলাদি (পুং) নন্দী। (বামনপু° ৬৫ অ°)

শৈলাধিরাজ (পুং) শৈলস্য অধিরাজঃ। মগাধিরাজ,
হিমালয়।

শৈলাভ (পুং) বিধেবেভেদ। (ভারত ১০ পর্ব)

শৈলাল (ক্ৰী) ১ শিলালকৃত নটস্থত্রগ্রহ অথবা ভবধারনকারী।

শৈলালয় (পুং) ভগদত্তের পিতামহ, রাজভেদ। (ভারত ১৫ প°)

শৈলাল (পুং) বৈবিক আচাধ্য ভেদ। (শতপথত্রা° ১৩।৫।৩০)

ইনি গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন।

শৈলালিন্ (পুং) শিলালিনা প্রোক্তং নটস্থত্রগ্রহীতে ইতি
শিলালি (পারশর্যশিলালিত্যাং ভিকুনটস্থত্রয়োঃ। পা ৪।৩।১১০)

ইতি শিনি। (অমর)

শৈলাস। (ক্ৰী) পার্শ্বভী। (হেম)

শৈলাহু (ক্ৰী) শৈল ইতি আস্থা বচা। শিলাজতু।

শৈলিক (পুং) জাতিবিশেষ ও দেশভেদ। (মার্ক পু° ৫৮।২০)

শৈলিক্য (পুং) সর্কলগী। (জটধর)

শৈলিন (পুং) বৈবিক আচাধ্যভেদ। (শতপথত্রা° ১৪।৩।১০।৫)

শৈলিনি (পুং) শৈলিন ঋষি। (বৃহদারণ্যক উপ° ৪।১।২)

শৈলী (ক্ৰী) শীলভেদমিতি শীল-অণ্, ভীপ্। ১ সঙ্কেত, প্রকৃতি।

'প্রকৃতিঃ পরিভাষা শৈলী সঙ্কেতসমরকার্যচ।' (ত্রিকা°)

২ শিলাপ্রতিমা, প্রস্তরনির্মিত প্রাতিমা।

"দম্মাং লোভয়সে রত্তে কামক্রোধংরৈবিশন্।

দশবর্ষসংজ্ঞাশি শৈলী স্থান্তসি দুর্ভগে ॥" (রামায়ণ ১।৩৪।১২)

শৈলুত (ক্ৰী) স্থানভেদ।

শৈলুয় (পুং) শিলুয়প্রাপত্যমিতি শিলু-অণ্। ১ নট।

"অর্থোপপত্তিঃ ছলনাপরোহপরা-

বচাপ্য শৈলুয় ইবৈব ভূমিকাং ॥" (মাঘ ১।৩৯)

২ বিঘবৃক্ষ। (অমর) ৩ ধূত। ৪ তালধারক। (শব্দরত্ন°)

শৈলুয়ক (পুং) শৈলুয়াণাং বিষয়ো দেশঃ (রাজত্বাধিত্যো বৃঞ্।

পা ৪।২।৫০) ইতি বৃঞ্। শৈলুয়াণ্যেণ দেশে। শৈলুয় স্বার্থে

কন। ২ শৈলুয় পদার্থ।

শৈলুয়ক (পুং) ১ নটস্থতাবোধী, নটস্থতির অধিবরণকারী।

“বৃদ্ধাযেবী নটানাম্ স তু শৈলুখিকঃ স্বতঃ।”

(প্রারম্ভিকবিবেকধৃত ব্রহ্মপু°)

২ নট।

শৈলুখিকী (স্ত্রী) শৈলুখিক জাতির স্ত্রী, নটজাতির স্ত্রী।
প্রারম্ভিকতবে লিখিত আছে, কামতঃ এই জাতীয়া স্ত্রীগমন
করিলে চাক্ষুর্য বর আচরণ করিবে, অজ্ঞানতঃ হইলে একটি
চাক্ষুর্য করিবে। এই চাক্ষুর্যের অহুকর ৮টা দেখ দান।

নটঃ শৈলুখিকীকৈব রজকীঃ বেণুজীবিনীম্।

কামতত্ত্ব বরা গচ্ছেকরেচাক্ষুর্যং বরম্।

ততশ্চাক্ষুর্যচাক্ষুর্যং। চাক্ষুর্যং দেখকং। (প্রারম্ভিকতবে)

শৈলেন্দ্র (পুং) শৈলানামিদ্ভঃ। হিমালয়, শৈলরাজ।

শৈলেন্দ্রশ্ব (পুং) শৈলেন্দ্রে তিষ্ঠতি হা-ক। ভূজমূক।

শৈলেন্দ্র (স্ত্রী) শিলায়াঃ ভবঃ শিলা-চক্। ১ শৈলজাখ্য গচ্ছত্বা।

[শৈলজ দেব]

২ তালপর্বা। ৩ সৈন্দব। (মেঘিনী) (স্ত্রী) শৈলে

ভবঃ শিলা চক্। ৪ শৈলসম্ভব। ৫ শিলাতুখ। (শব্দরত্না°)

শিলেব (শিলায়াঃ চঃ। পা ৫। ৩। ১০২) ইতি চ। ৬ শিলায়

ভার, শিলাসদৃশ। (পুং) ৭ সিংহ। ৮ ভ্রমর। (শব্দরত্না°)

শৈলেয়ক (পুং) শৈলেয় শব্দার্থ।

শৈলেয়ী (স্ত্রী) শৈলে ভবা শৈল-চক্-ভাব্। পার্শ্বতী। (ত্রিকা°)

শৈলেশ (পুং) শৈলস্ত জৈশঃ। শৈলেশ্বর, পর্বতপতি, হিমালয়।

শৈলেশলিঙ্গ (স্ত্রী) হিমালয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গভেদ।

শৈলেশ্বর, কানীষ শিবলিঙ্গভেদ।

শৈলোদা (স্ত্রী) নদীভেদ। (ব্রহ্মাণ্ডপু°)

শৈলোৎখগরল (স্ত্রী) পাখীগণ্ডাজম্মবিষ। (রসেন্দ্রসারসং)

শৈলোদ্ভবা (স্ত্রী) শৈলাদ্ভবো বভাঃ। ক্ষুদ্র পাখীগণ্ডেদী,
চলিত পাখিরূপ। (রাকনি°)

শৈল্য (স্ত্রী) শিলায়াঃ ইদং শিলা-ব্যজ্। শিলা সম্বন্ধী।

শৈব (স্ত্রী) শিবমধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ শিব-অণ্। ১ শিবপুরাণ।

“অষ্টাবল পুরাণানি পুরাণজ্ঞাঃ প্রচকতে।

ব্রাহ্মণ পাণ্ডব বৈকবক শৈবঃ ভাগবতঃ তথা।” (বিক্রপু°)

[পুরাণ শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য]

২ শৈবাল। (শব্দচং) (স্ত্রী) শিবসোদমিষ্টি শিব-অণ্,

৩ শিবসম্বন্ধী। (পুং) ৪ বহুক, বহুপুং। ৫ শূকর। (রাকনি°)

৬ আচারবিশেষ। আচারভেদভেদে লিখিত আছে যে অষ্টাব যোগ

সংযুক্ত হইয়া বিধানাঙ্কসারে দেবীর উদ্দেশে উপাসনা করিবে,

যে পর্য্যন্ত দান ও সমাধি না হয়, সেই পর্য্যন্ত শৈব আচার কহে।

“অষ্টাবোগসংযুক্তো বজ্রোদেবীঃ বিধানতঃ।

সাবধ্যানং সমাধিত্য তাবৎ শৈবঃ প্রচকতে।” (আচারভেদ°)

৭ শিবো দেবতা অভ শৈবঃ। শিবের উপাসকগণ শৈব
নামে অভিহিত। বৈকবসম্প্রদায়ের ভাৱ শৈব সম্প্রদায়ও
অতীত প্রাচীন। বেবে বিনি রত্ন বলিয়া অভিহিত, পুরাণে
তিনিই শিবনামে এসিদ্ধ। শৈব সম্প্রদায়ের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে
শাস্ত্রানুসারে বহুল প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। [এতৎ
সম্বন্ধে শিব ও লিঙ্গ শব্দ দ্রষ্টব্য।] বেদ পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের পরে
নাটকাদির মধ্যে মূচ্ছকটিক নাটকখানি অতীত পুরাতন। এই
মূচ্ছকটিক নাটকে লিখিত আছে—

“পাতু বো নীলকণ্ঠঃ কণ্ঠঃ ভ্রামাঘ্রদোমঃ।

গৌরীকুললতা বহু বিদ্যাস্থেব রাজতে।”

মূচ্ছকটিক নাটকের অন্তর্ভুক্ত হলেও শৈবতাব প্রাধান্তময়
লোকপ্রমাণ পরিলক্ষিত হয়। যথা—

“এশাশি বাহু শিলপি গুণহীনা

কেশেণ বালেণ্ড শিলোসুহেত।

অকোশ বিকোশ গবাহি চণ্ডং

শম্মং শিবং শঙ্করমৌলগং বা।”

খুঁজয়ের বহুপূর্ব হইতে এদেশে যে শিব পূজা প্রচলিত
হইয়া আসিতেছে, তাহা সকলেরই স্বীকার্য। বহুপ্রাচীন
শিলালিপিতে শিব নাম এবং শিবরূপের সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া
যায়। মূচ্ছকটিক নাটক পাঠে আরও জানা যায় যে মূচ্ছক
নৃপতির সময়ে শিব নামাক্তিত মুদ্রা প্রচলিত ছিল।

মেবারের পশ্চিমভাগে শিরোহি প্রদেশে অর্কুন পর্বত-
পৃষ্ঠে বহু প্রাচীন শিবমন্দিরসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও
সময়ে এই অঞ্চলে শৈবগণ যে যথেষ্ট প্রাধান্তলাভ করিয়াছিলেন
ইহাও তাহার একটি প্রমাণ। যে সকল নৃপাত কর্তৃক এই
সকল মন্দির নির্মিত হইয়াছিল নিয়ে তাহারও একটা তালিকা
প্রদত্ত হইল। ৬৭১ খৃঃ অব্দে যে মন্দিরটা নির্মিত হইয়াছিল,
সেইটাই এই সকল মন্দিরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। কিন্তু
এই মন্দিরের নির্মাতার নাম পরিলক্ষিত হয় না। অতঃপর
যে যে নৃপতি দ্বারা যে যে সংরত্তে এই পর্বতপৃষ্ঠে যে সকল
মন্দির নির্মিত হইয়াছিল তাহার তালিকা প্রদত্ত হইতেছে—

ভীমাংগ	১২৯৫ সংবৎ
ভেজলিং	১৩৪২ "
সমরসিং	১৩৪২ "
লুঙ্গর	১৩৭৭ "
ভেজলিং	১৩৭৮ "
কাঙ্করদেব	১৩৯৫ "
রাবল	১৪০৪ "

১৩৩৮ ও ১৫২৪ সংবৎতে আরও কতকটা মন্দির নির্মিত

হয়, কিন্তু নির্মাতাদের নাম এই সকল মন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৬৩০ সনতে সুবিখ্যাত মানসিংহ এই পৰ্ব্বতপুটে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর ১৮৭৭ সনৎ পর্যন্ত এই পৰ্ব্বতে অনেকগুলি শিবমন্দির বিনির্মিত হইয়াছে।

সুবিখ্যাত চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েনসিং শৈবগণের কীৰ্ত্তিকলাপের অনেক পরিচয় তদীয় তীর্থভ্রমণগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ৬৩৫ খৃঃ অব্দে এদেশ হইতে প্রত্যা-
বর্তন করেন এবং কাশ্মীর, কাশ্মীর, করাচী, মালাবার, কান্দাহার প্রভৃতি বহুল স্থানে শিব ও শিবমন্দির দেখিতে পান। তন্মধ্যে কয়েক স্থানে পাণ্ডপত নামক বিভূতিসংযুক্ত এক শৈব সম্প্রদায়ও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। এই সকল সম্প্রদায়ের বিবরণ অতঃপর বিবৃত হইবে।

হিউয়েনসিং বলেন, “আমি কাশ্মীরে গিয়া স্ত্রী কুড়িটা শিবমন্দির সন্ধান করিয়াছি। কোন এক মন্দিরে সর্বাধিব-
সম্পন্ন পিতৃলম্বন ন্যূনাধিক ছয়বটী হস্ত পরিমিত সুদীর্ঘ একটি শিবমূর্ত্তি সন্ধান করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। এই মূর্ত্তিটি প্রায় গভীর, দেখিলে ভয় ও ভক্তির উদ্বেগ হয়। উহা অতীব প্রাচীন হইলেও আমার নিকট নতুনবৎ প্রতিভাত হইল।”

পরাক্রান্ত গুপ্তনৃপতিগণ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে রাজত্ব করেন। তাঁহারা শিবভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের প্রচলিত মুদ্রায় বুধ, ত্রিশূল ও সিংহবাহিনী প্রভৃতি অঙ্কিত ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতেও সৌরাস্ট্রীয় রাজাদের মুদ্রাতে বুধ ত্রিশূলাদি অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়।

বিজয়াদিত্য সম্বন্ধীয় বহুল আখ্যানে শিব ও শিবশক্তিসম্বন্ধীয় বহুল প্রসঙ্গ পরিলক্ষিত হয়। শক, জাট, হুণ প্রভৃতি জাতীয় লোকেরা খৃষ্টাব্দের পূর্বে হইতেই শিবোপাসক ছিল। উহাদের নৃপতিগণের মুদ্রায় শিব, বুধ ও ত্রিশূলাদি চিহ্ন অঙ্কিত।

দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্য ও চোল বংশীয় ভূপতিগণ খৃষ্টাব্দের বহুপূর্বে বহুল শিবমন্দির ও শিবপ্রতিষ্ঠা করিয়া শৈব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। শাক্য মুনির জন্মের বহুপূর্বে এদেশে শিবোপাসনা প্রচলিত ছিল। বুদ্ধদেবের প্রায় সমসাময়িক বৌদ্ধগ্রন্থেও শিবব্রহ্মাদির নামোল্লেখ আছে।

গোড়ের পালরাজগণ অনেকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী থাকিলেও তাঁহাদের মধ্যেও শৈব প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ভাগলপুর হইতে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসনে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি পাণ্ডপতদিগের তৃত্বার্থ একটি বৃহৎ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শিবভট্টারকের “পূজাবলিচক্রসম্বন্ধে বর্ণনাত্মক” এবং পাণ্ডপত আচার্যদিগের “শয়নাসনসানপ্রভারভৈরবপরিকারত্বার্থ” উক্ত হানপত্রে বর্ণিত ভূমিদান করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দের

প্রারম্ভে নারায়ণপালের অভাব। সেই সময় হইতেই এদেশে শৈব পাণ্ডপতদিগের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল বলা হইতে পারে।

কেবল ভারতবর্ষ বলিয়া নয় শৈবপ্রভাব ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া বিদেশেও বিস্তৃত হইয়াছিল। বেগুটীহানের অন্তর্গত হিজলাজ হিন্দুদের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। অত্য়াপি শৈব ও শাক্তগণ এই তীর্থে গমন করিয়া থাকেন। বালি ও বব্বীপে বহুপ্রাচীন সময়েও হিন্দুদের ঘাটারাত ছিল। এই দুই দ্বীপেও শিবাদি হিন্দু প্রতিমা দেখিতে পাওয়া যায়। বব্বীপের অন্তর্গত প্রবনন নামক স্থানে দুই শতাব্দিক দেবমন্দির বর্তমান। এখানে শিব গণেশ দুর্গা ও মূর্ত্ত্য প্রভৃতির পিতল ও পাথরময় প্রতিমা দেখিতে পাওয়া যায়। বালিদ্বীপে শিবোপাসনা সমধিক প্রচলিত।

ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যেই শৈবগণের সমধিক প্রাচুর্য্য। এতদ্ব্যতীত উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও বহুল শিবোপাসক আছেন। শৈবগণের বহুল শিবময় আছে, যথা—একাক্ষর মন্ত্র “হেঁ,” ত্র্যক্ষর মন্ত্র “ওঁ জুঁ সঃ” ইহার নাম মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র। চতু-
রক্ষর মন্ত্র “ওঁ হং ফট্” ইহার নাম চণ্ডমন্ত্র। পঞ্চাক্ষর মন্ত্র “নমঃ শিবায়” বড়ক্ষর মন্ত্র “ওঁ নমঃ শিবায়” এইরূপ বিংশাক্ষর পর্যন্ত মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। শৈবগণ বিভূতিলেপন, ত্রিপুণ্ড্র, তিলক ও রুদ্রাক্ষধারণ সবিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন। যোগসার গ্রন্থে লিখিত আছে—

“শিখায়াং হস্তয়োঃ কণ্ঠে কর্ণয়োঃ শ্যাপি বো নয়ঃ।

রুদ্রাক্ষ ধারয়েচ্ছত্যা শিবলোকমবাগ্নুয়াং॥”

অর্থাৎ শিখাতে হস্তদ্বয়ে কণ্ঠে এবং কর্ণদ্বয়ে যে মূর্ত্ত্য ত্রি-
পুর্নক রুদ্রাক্ষ ধারণ করেন, তিনি শিবলোক প্রাপ্ত হন।

শৈবগণ সন্দি সেবন ইষ্টসাধনার একটি অঙ্গ বলিয়া গণ্য করেন। সাধকগণ ধ্যান ও শুদ্ধিপূর্বক সন্দি পূত করিয়া হর্ষপুলকিত দেহে উহা পান করেন। শৈবেরা জল মিশ্রিত বিজয়া (সিদ্ধি) ও বিজয়া-ধুম পানেরও পক্ষপাতী। প্রাণ-
তোষিণীতে ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়।

বঙ্গদেশে যদিও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকই শিবপূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের ছাত্র এদেশে শৈবপ্রভাব পরিলক্ষিত, হয় না। দাক্ষিণাত্যে অনেক প্রকার শৈব সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অশ্বত্থ, অধ্ব, অনাত্ত, অণু, অন্তর, আদি ভেদ, শুণ, ক্রিরা, মহানসদ, নিগুণ, নূন, উর্দ্ধ, শুদ্ধ ও যোগ এই কয়েক সম্প্রদায়ের নামই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দাক্ষিণাত্যে শিব মন্দিরাদিতে সাধারণতঃ শিবলিঙ্গই প্রতিমা-
রূপে পূজিত করেন। তথায় শত-শত শিব মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। বোম্বাই অপেক্ষা মাজাজেই শৈবদিগের সংখ্যা অধিক বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মাজাজে প্রতি বৎসরে

বহু শিবোৎসব অতীব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। পূর্বেই বলিয়াছি, ত্রিপুরা, তিলক ও রক্তাক ধারণ শৈবদিগের প্রধান চিহ্ন। শৈবগণের বিবিধ সম্প্রদায়ে অস্ত্রাস্ত্র বিষয়ে কিছু কিছু মতভেদ থাকিলেও এই দুই প্রধান চিহ্নধারণে কোনও মতভেদ হয় না। কাশ্মীর ও রাজপুতনার শৈবপ্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। রাজপুতনার একলিঙ্গ শিবের বিষয় অত্যন্ত বিস্তৃত রূপে আলোচিত হইবে।

কাশ্মীর, পঞ্জাব, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও রাজপুতনার শৈব ব্রাহ্মণগণ মন্ত্র সাংস আহার ও সন্দি পান করিয়া থাকেন। কাশ্মীরের প্রামাণ্য গ্রন্থ নীলমতপুরাণে সন্দি পানের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। শৈব আগমেও এরূপ ব্যবহারের অভাব নাই। প্রাচীন সময় হইতেই কাশ্মীরে শৈব ধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট অঞ্চলের স্মৃতি ব্রাহ্মণগণ বঙ্গীয় স্মৃতি ব্রাহ্মণগণের স্তায় শিবপূজা করেন মাত্র, কিন্তু অনেকেই শিবমন্ড্রে মন্ডলীকা গ্রহণ করেন না; কাশ্মীরের ব্রাহ্মণগণ সর্বেশ্বর বিধানের শিবমন্ড্রে গ্রহণ ও উপযুক্ত প্রণালীতে লীলিত হইয়া থাকেন। কলাদীকাগ্রন্থে এই লীলা প্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

কথিত আছে, পুরাকালে শিব উপাসকগণের মধ্যে কেবল পাণ্ডপত সম্প্রদায়ই ছিল। মহাভারতে পাণ্ডপতশৈব ভিন্ন অপর কোন শৈব সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু আমরা খ্রীষ্টাব্দে (২১৫৬) চারি সম্প্রদায় শিবোপাসকের পরিচয় প্রাপ্ত হই। যথা—কাপাল, কালাব্রহ্ম, পাণ্ডপত ও শৈব। শঙ্করভাষ্যের টীকাকার গোবিন্দানন্দ এবং বাচস্পতি মিশ্র (ব্রহ্মসূত্র ২১২৩৭) এই উভয়েই চতুর্বিধ শৈব সম্প্রদায়ের নামোল্লেখ করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র বলেন—

“মাহেশ্বরচন্দ্রাঃ—শৈবাঃ পাণ্ডপতাঃ কারণিকসিদ্ধান্তিনঃ কাপালিকাশ্চেতি চত্বারোহ্যামী মহেশ্বরপ্রণীতসিদ্ধান্তাহমুযায়িতরা মাহেশ্বরাঃ।”

গোবিন্দানন্দ লিখিয়াছেন—

“চত্বারো মাহেশ্বরাঃ—শৈবাঃ পাণ্ডপতাঃ কারণিকসিদ্ধান্তিনঃ কাপালিকাশ্চেতি। সর্বেহ্যামী মহেশ্বরপ্রোক্তাগমামুগামিতা-মাহেশ্বরা উচ্যন্তে।”

আনন্দগিরিও এই চারি সম্প্রদায়ের নামোল্লেখ করিয়াছেন।

আমরা সারণাচাখ্যের সর্গদর্শনসংগ্রহগ্রন্থে শিবোপাসকগণের দর্শনের নাম দেখিতে পাই, তদ্বৎ—

- (১) লকুলীশপাণ্ডপতদর্শন
- (২) শৈবদর্শন
- (৩) প্রোক্তাভিজ্ঞা দর্শন
- (৪) রসেশ্বরদর্শন

লকুলীশ পাণ্ডপত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি এবং এই সম্প্রদায়ের দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে সর্ব প্রথমে আলোচনা করিব। “লকুলীশ পাণ্ডপত” নামটি সম্বন্ধেই সর্বাগ্রে আলোচ্য। “লকুলীশ” শব্দটি কি প্রকারে প্রবর্তিত হইল, তাহার ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রাচীন অম্বুশাসন ও শিলালিপিতে “লকুলীশ পাণ্ডপত” নাম দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণাদিতে এই নামোৎপত্তির ইতিহাসও বর্ণিত রহিয়াছে। যদিও সর্গদর্শন-সংগ্রহে এই সম্প্রদায়ের দার্শনিকত্ব সম্বন্ধে কতিপয় কথা উল্লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে ইতোপূর্বে কেহ বিস্তৃত রূপে সন্দর্ভাদি প্রকাশ করেন নাই।

অধুনা এসম্বন্ধে এক অভিনব ঐতিহাসিক আলোকেরখা প্রত্নতত্ত্ববিদগণের নয়ন সমক্ষে উপস্থাপিত হইয়াছে। মেবারের অন্তর্গত উদয়পুর হইতে ১৪ মাইল দূরে একলিঙ্গজীউর মন্দির। একলিঙ্গজী অতীব সুপ্রসিদ্ধ লিঙ্গ। ইহারই নিকটে নাথজীউর এক মন্দির আছে। এই মন্দিরের পূর্বদিকের প্রাচীরে বহু প্রাচীন একখানি শিলালিপি আছে। উহার প্রথম ছত্রে অতি স্পষ্টরূপে লিখিত আছে—

“ওঁ ও নমো লকুলীশায়।”

এই স্থলে প্রথমতঃই “লকুলীশ” শব্দটি দেখিয়া মনে এক সন্দেহের উদ্বেগ হয় যে, “লকুলীশ” নামটিই সর্বজন বিদিত। “লকুলীশ” শব্দটি কি লিপিকরপ্রমাদ? কিন্তু এই শিলালিপি সম্পূর্ণরূপে পাঠ করা মাত্রই সেই ভ্রম ভিরোহিত হইয়া যায়। উহাতে লিখিত আছে, মেকলনন্দিনী নন্দদাত্তবর্তী ভৃগুগুচ্ছ (ভরোচ্) দেশে কোনও সময়ে মুরভিন্দ বিষ্ণু দ্বারা ভৃগুমুনি অভিষপ্ত হন। ভৃগু গতান্তর না দেখিয়া মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। মহাদেব তাঁহার আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া লকুল বা লঙড় ধারণপূর্বক তৎক্ষণাৎ অবতীর্ণ হন। এই সময়েই মহাদেব লকুলীশ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। যে হলে তাঁহার এই লকুলীশ রূপাবর্তাব হয় সেই স্থানের নাম—“কারাবরোহণ।” পাণ্ডপতযোগাবলম্বী কৌশিক প্রভৃতি কতিপয় শিবভক্ত যোগী অগ্রগামে এই লকুলীশ শিবের মন্দির নির্মাণ করেন। বিক্রমাদিত্যের ১০২৮ অব্দে অর্থাৎ ৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে এই শিলালিপি উৎখা হইল।

লকুলীশ মহাদেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে আরও একটা প্রমাণ শিলা প্রাপ্তিতে দৃষ্ট হয়, যথা—উলুকের পুত্র পিতৃশাপে পুত্রধনে বঞ্চিত হইয়া মহাদেবের তপস্তা করেন। পরম কারণিক মহাদেব তাঁহার আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া তটীয়ারক শ্রীলকুলীশ বেশে গলাধারণ করিয়া লাগি প্রদেশে কারাবরোহণ নামক স্থানে অবতীর্ণ হইলেন। এই সময় কৌশিক, গার্গ্য, কৌরব এবং মৈত্রেয় নামে

চারি জন শিষ্যও আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহার চারিটা শিবোপাসক সম্প্রদায় প্রবর্তক।

উক্ত ছই খানি শিলালিপি হইতে স্থিরীকৃত হয় যে “লকুলীশ” শিবেরই আবির্ভাব বিশেষ। কারাবরোহণে তিনি আবির্ভূত হন, ধরোদার দান্তর তালুকের অন্তর্গত কারন নামক স্থানই কারাবরোহণের আধুনিক নাম। লকুলীশের চারিজন শিষ্য দ্বারা চারিটা শৈব সম্প্রদায় প্রবর্তিত হয়।

কেহ কেহ বলেন, ৯৫৩ খৃঃ অব্দে মুনিনাথ চিল্লুক লকুলীশের অবতাররূপে মহিষুরে জন্মগ্রহণ করেন, এবং তাহা হইতেই লকুলীশ পাণ্ডপত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়।

যাহা হউক লকুলীশ অবতারসম্বন্ধে ব্রহ্মাওপুরাণ ও লিঙ্গপুরাণে কিছু কিছু আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। লিঙ্গপুরাণ হইতে এখানে এ সম্বন্ধে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে যথা—

“অষ্টাবিংশে পুনঃ প্রাপ্তে পরিবর্তে ক্রমাগতে ॥

পরামরহতঃ শ্রীমান্ বিষ্ণু লোকপিতামহঃ ।

যদা ভবিষ্যতি ব্যাসো নামা বৈপারয়নঃ প্রভুঃ ॥

তদা যন্তেন চাংশেন কৃষ্ণঃ পুরুষসত্তমঃ ।

বহুদেবাদ্ যজ্ঞশ্রেষ্ঠো বাহুদেবো ভবিষ্যতি ॥

তদাপ্যহং ভবিষ্যামি যোগাত্মা যোগমায়রা ।

লোকবিশ্বয়নার্থায় ব্রহ্মচারিশরীরকঃ ॥

শশানে মৃতমুৎসৃষ্টং দৃষ্ট। কায়মনামকম্ ।

ব্রাহ্মণানাং হিতার্থায় প্রব্রীটো যোগমায়রা ॥

দ্বিবাং মেরুগুহাং পুণ্যাং ত্রয়া সার্বং চ বিষ্ণুণা ।

ভবিষ্যমি তদা ব্রহ্মন্ লকুলী নাম নামভঃ ॥ ১২৯ ॥

কার্যবতার ইত্যেবং সিদ্ধকৃষ্ণং চ বৈ তদা ।

ভবিষ্যতি হ্রবিখ্যাতং বাবভূমি ধরিষ্যতি ॥

তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপস্বিনঃ ॥

কুশিকশ্চৈব গর্গশ্চ মিত্রাঃ কোরুযা এব চ ।

যোগাত্মানো মহাত্মানো ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ॥

প্রাপ্য মাত্রেশ্বরং যোগং বিমলাহুর্জরতসঃ ।

রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তিহ্রস্তম্ ॥

এতে পাণ্ডপতাঃ সিদ্ধা ভগ্নোদ্ধুমিতকিগ্রহাঃ ॥”

লিঙ্গপুরাণ ২৪ অঃ ১১৪—১৩৩ শ্লোকঃ

সুতরাং লিঙ্গপুরাণানুসারে জানা যায় যে লকুলী মহাদেবের অষ্টাবিংশ বা শেবাবতার। লিঙ্গপুরাণের এই বৃত্তান্তের সহিত পূর্বেল্লিখিত শিলালিপির কিঞ্চিৎ অনৈক্য থাকিলেও মূলতঃ একত্র আছে। কুর্ধপুরাণেও মহাদেবের লকুলীশের অবতারের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কুর্ধপুরাণেও উক্ত শিষ্য চতুষ্টয়ের নামোল্লেখ আছে।

রাজপুতনার স্থানে স্থানে লকুলীশমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপুতনা ব্যতীত নন্দীদাতটবর্তী মাঝাতা নামক স্থানেও একটি লকুলীশমূর্তি বিরাজিত আছে। দক্ষিণ ভারতে কোনও সময়ে লকুলীশ মূর্তির পূজা হইত। বলগামী নামক স্থানটী লকুলীশ আরাধনার কেন্দ্রস্থানরূপে পরিগণিত ছিল।

মহিষুরের কালামুখ শৈবগণ সম্ভবতঃ লকুলীশ উপাসক ছিলেন। ইহার “লকুলাগমসময়” নামক সিদ্ধান্তগ্রন্থ মানিয়া চলেন। মহিষুরের দক্ষিণ কেদারেশ্বর শিবমন্দির অতি প্রসিদ্ধ। এই শিব-মন্দিরের গুরুবংশের গুরুপ্রণালিকার জানা যায় যে, কোড়ির মঠে অনেক রূপণ্ডিত গুরু ছিলেন। প্রথম গুরুর নাম কেদার-শক্তি। ইহার শিষ্যের নাম শ্রীকণ্ঠ। সম্ভবতঃ এই শ্রীকণ্ঠই বেদান্তসূত্রের এক ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই ভাষ্য গ্রন্থ খানি শ্রীকণ্ঠভাষ্য নামে খ্যাত। উহা শ্রীমামুজ সিদ্ধান্তের জায় বিশিষ্টাষ্টৈতবাদ-সিদ্ধান্তময়। শ্রীকণ্ঠের শিষ্যের নাম সোমেশ্বর তংশিষ্য গৌতম, তংশিষ্য বামাশক্তি, তংশিষ্য জ্ঞানশক্তি। বলগামীতে অনেক গুলি শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই সকল শিলালিপিতে কোড়িয়া মঠের গুরুগণের বিভাবস্তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার এক খানি শিলালিপিতে লিখিত আছে, সোমেশ্বর লকুলসিদ্ধান্তের বিকাশ সাধন করিয়াছিলেন। অপর এক খানি শিলালিপিতে প্রথমেই লকুলীশ মহাদেবের বন্দনা আছে। গুরুপাদ বামশক্তি সম্বন্ধেও এক খানি শিলালিপি দৃষ্ট হয়, তাহাতে লিখিত আছে, ইনি ব্যাকরণে পাণিনির জায়, রাজনীতিতে শ্রীভূষণাচার্যের জায়, নাটকালঙ্কারে ভরত মূর্নির জায়, কাব্যে সুবন্ধুর জায় এবং সিদ্ধান্তে লকুলীশ্বরের জায় সুপণ্ডিত ছিলেন। লকুলাগমসিদ্ধান্তে ইনি অতীব সুদক্ষ ছিলেন বলিয়া অপর এক খানি শিলালিপিতে লিখিত আছে। দক্ষিণ কেদারেশ্বরের মন্দিরের আচার্যগণ যে লকুলীশ উপাসক ছিলেন, এই সকল শিলালিপি দ্বারা তাহা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয়। যদিও পুরাণে লকুলীশ মহাদেবের অবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু তিনি যে মাহুদের আকার গ্রহণ করিয়া মাহুদের জায় বিচরণ করিতেন, ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের মুনি-নাথ চিল্লুক লকুলীশের অবতার বলিয়া খ্যাত। সর্বদর্শন-সংগ্রহকার লকুলীশ দর্শনের সূচনার লিখিয়াছেন—“তত্ত্বজ্ঞ-ভগবতা ল(ন)কুলীশেন”

হেমাচলী শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে মুনিনাথ চিল্লুকই লকুলসিদ্ধান্ত ও লকুলাগমের শিক্ষক। কোড়ির-মঠের গুরুগণ পাতঞ্জলোক্ত যোগশিক্ষা প্রদান করিতেন। সুতরাং লকুল সিদ্ধান্তযোগসংমিশ্রিত। এই নিমিত্তই লকুলীশ পাণ্ডপত-দর্শনে পাণ্ডপতযোগের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

মহাভারতের শান্তিপর্বে সাংখ্য, বৌদ্ধ, পাণ্ডুরাশ্রম, বেদ (আরম্ভ্যক) ও পাণ্ডুপত এই পাঁচ প্রকার তত্ত্বের উল্লেখ আছে। শ্রীরামায়ুজ বলেন, দক্ষিণ ভারতের কালানুগুণ লঙড়ী ধারণ করেন। সম্ভবতঃ ইহার লকুলীশের অনুকরণেই সম্প্রদায়ের চিহ্ন স্বরূপ লঙড় ব্যবহার করিতেন। দক্ষিণ ভারতে “গগন শিব” নামে এক শৈবসম্প্রদায় আছেন। ইহার লকুলীশ সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন। ইহাদের সিদ্ধান্তের নাম লকুলশিবসিদ্ধান্ত অথবা শিবসিদ্ধান্ত।

দক্ষিণ ভারতের লকুলীশসম্প্রদায় দুই ভাগে বিভক্ত। প্রাচীন ও নব্য। লকুলীশ সিদ্ধান্তবিশোধের আশঙ্কায় লকুলীশ নাথ মূনি চিত্রক রূপে অবতার গ্রহণ করিয়া যে সিদ্ধান্ত প্রচার করেন, দক্ষিণ ভারতে উহাই নব্য লকুলীশসিদ্ধান্ত নামে খ্যাত।

আমরা ইতঃপূর্বে বলিয়াছি যে সর্বদর্শনসংগ্রহে লকুলীশ-পাণ্ডুপতদর্শন, রসেশ্বরদর্শন, প্রত্যভিজ্ঞদর্শন ও শৈবদর্শন ভেদে শৈব সম্প্রদায়ের চারি প্রকার দর্শন প্রচলিত। [প্রাণ্ডুত তিনি ধ্যান দর্শনের সার মর্ম তত্তৎপক্ষে দ্রষ্টব্য।] এখানে শৈব দর্শনের সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা যাইতেছে।

এই দর্শনের মতে শিবই পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর, জীবগণ “পশু” বলিয়া অভিহিত। শৈবেরা বলেন, পরমেশ্বর কর্ণাদি সাপেক্ষ কর্তা। পরমেশ্বর জীবের কর্ণাদির অনুরূপ ফল প্রদান করেন। পরমেশ্বর একদিকে যেমন আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন, অপর দিকে আবার তদনুরূপ বিবেকেরও সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি কেবল তদীর ইচ্ছার উপরে জগৎ পরিচালনের ভার সংলগ্ন রাখেন নাই। এ জগতেও জীব-গণের অবস্থার নানা প্রকার বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হইতেছে, সুতরাং শ্রীভগবান্ যে কর্ণসাপেক্ষ কর্তা, এই সিদ্ধান্তই যুক্তি-সঙ্গত।

এইরূপ কর্ণসাপেক্ষ কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইলেও পরমেশ্বরের স্বতন্ত্র কর্তৃত্বের কোনও সাধা হয় না। অজ্ঞ কর্তৃক আদিষ্ট না হইয়া যিনি যেচ্ছায় কার্য সম্পাদন করেন, তিনিই স্বতন্ত্র কর্তা; পরমেশ্বর আপন কর্তৃত্বে এই জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন।

ইহারা বলেন, কার্যমাত্রই সাকর্ষক, এই জগৎ কার্য্য, ইহার একজন সচেতন কর্তা আছেন, তিনিই পরমেশ্বর। যিনি নির্দ্ব্যতা তিনি শরীরী, সুতরাং এই জগন্নির্দ্ব্যতা ঈশ্বরও শরীরবান্। কিন্তু প্রাকৃত শরীর যেমন বহুল দোষময়, ঈশ্বরের শরীর সেরূপ নহে, উহা পঞ্চমাত্রায়ক। ঈশান, তৎপুরুষ, অম্বর, বামদেব ও সত্যোজাত এই পাঁচটা মন্ত্র যথাক্রমে ঈশ্বরের মস্তক, বদন, হৃদয়, শুভ্র ও পাদস্বরূপ। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান।

পতি, পশু ও পাশ তেদে পদার্থ তিন প্রকার। ভগবান্ শিবই পতি, নীলাদি উপরই শিবব্রহ্মপ্রাপ্তি সাধন। পশু পদার্থ জীবাশ্ম। জীবাশ্ম মহৎ ক্ষেত্রজাদি পদবাচ্য, দেহাদিভিন্ন সর্ব ব্যাপক, নিত্য, অপরিচ্ছিন্ন, দুর্জের, ও কর্তব্যস্বরূপ। কিন্তু জীব নানা। পাশ পদার্থ—মল, কর্ণ, মায়া ও রোধশক্তিতেদে চারি প্রকার। স্বাভাবিক অন্তঃচির নামই মল। মল দূর্কশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। ধর্মার্থেশ্বরের নাম কর্ণ। প্রণয়নব্রহ্মতে বাহাতে কার্য্য সকল লীন হয় এবং পুনর্বার সৃষ্টিকালে বাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম মায়া। পুরুষ-গতিরোধক যে পাশ উহাই রোধশক্তি নামে অভিহিত হয়।

জীবের নাম পশু পদার্থ—ইহা তিন প্রকার, বিজ্ঞানাকল, প্রলয়াকল ও সকল। একমাত্র মল স্বরূপ পাশযুক্ত জীবকে বিজ্ঞানাকল কহে। মন ও কর্ণরূপ পাশযুক্ত জীব প্রলয়াকল নামে অভিহিত। মল কর্ণ ও মায়াবদ্ধ জীবকে সকল কহে।

সমাপ্ত কলুষ ও অসমাপ্ত কলুষ ভেদে বিজ্ঞানাকল জীব দ্বিবিধ। তন্মধ্যে সমাপ্তকলুষ বিজ্ঞানাকল জীবকে পরমেশ্বর অনুগ্রহ করিয়া অনন্ত হৃদয়, একনেত্র, শিবোত্তম ত্রিমূর্ত্তিক ত্রীকটী এবং শিখণ্ডী এই কয়েকটা বিভেদে পদে নিযুক্ত করেন। অসমাপ্ত কলুষদিগকে তিনি মত্রেদ্বয় করেন। এই মত্রে সপ্তকোটি

প্রলয়াকল জীবও দ্বিবিধ, পুরুপাশদ্বয় ও অপকপাশদ্বয় পক পাশদ্বয় সূত্রিপদ প্রাপ্ত হয়, অপক পাশদ্বয়কে পূর্বাষ্টক দেহধারণ করিয়া স্বকর্মাশ্রমসারে তিথ্যন্তঃমন্ত্রাদি বিভিন্ন যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।

মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্তস্বরূপ অন্তঃকরণ, ভোগসাধন কলা কাল, নিরতি, বিভা রাগ, প্রকৃতি ও গুণ এই সপ্ত তত্ত্ব। পৃথিবী জল তেজ বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত। এই পঞ্চভূতের কারণ স্বরূপ পঞ্চভূতাত্ম্য, চক্ষুরাদি পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি পাঁচটা কর্মেন্দ্রিয়, সাকল্যে একত্রিংশ ওত্মায়ক হৃদয় দেহকে পূর্বাষ্টক দেহ কহে।

এই অপক পাশদ্বয় জীবের মধ্যে বাহ্যের প্রশস্ত পুণ্য আছে, মহেশ্বর অনন্ত, তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহা-দিগকে পৃথিবীপতিত্ব পদ প্রদান করেন।

সকল স্বরূপ জীবও দ্বিবিধ, পক কলুষ ও অপক কলুষ ইহাদের মধ্যে পককলুষ জীবদিগকে মহেশ্বর কল্পণা করিয়া মত্রেদ্বয় পদ প্রদান করেন। মত্রেদ্বয় মণ্ডল্যাদি ভেদে একশত আঠার। অপককলুষগণ সংসাররূপে নিক্ষিপ্ত হয়। ইহাই শৈবদর্শনের সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত।

[লিঙ্গ, শিব, শাক্ত প্রভৃতি পদে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]
শৈবগব (পুং) শিবগুর গোত্রাপত্য। (আখ্যোত্রী ১২।২২৪)

শৈশবতা (স্ত্রী) শৈবত ভাবঃ শৈব-তল-টাপ্। শৈবের ভাব বা কর্ম, শিবোপাসনা, শৈবদিগের কার্য।

শৈবপাশুপত (ত্রি) শিব-পশুপতিসম্বন্ধীয়।

শৈবপুর (স্ত্রী) শিবপুরী সম্বন্ধীয়।

শৈবরূপ্য (ত্রি) শিবত্ব ভূতপূর্ব্বং বং তৎ শিবরূপাং শিবরূপা-অ (পা ৪১১১০৬) শিবরূপা সম্বন্ধীয়, শিবের ভূতপূর্ব্ব বস্তুসম্বন্ধীয়।

শৈবল (স্ত্রী) শেতে ইতি শী (শীতো-দ্রুতলগ্-বলচ্-বালনঃ। উপ্ ৪১৩৮) ইতি বলচ্। ১ পদকাঠ। (পুং) ২ শৈবাল।

(মেঘিনী) ৩ বিজ্ঞাপকৃতের দক্ষিণভাগবর্ত্তি নির্ণয়বিশেষ।

“শৈবলভ্যভ্যন্তরে পার্শ্বং দক্ষিণং স্তম্ভং সঃ।” (রামায়ণ ৭।৮৮।১৩)

৪ দেশভেদ ও তদেশবাসী (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব)

শৈবলবৎ (ত্রি) শৈবল অন্তর্ভুক্ত মত্ৰূপ মত্ৰ ব। শৈবলবিশিষ্ট, শৈবালযুক্ত।

শৈবলিত (ত্রি) শৈবল তারকাদিভাষিত। শৈবাল বিশিষ্ট, যে স্থলে শৈবাল জন্মিয়াছে।

শৈবলিনী (স্ত্রী) শৈবলমত্ৰা অন্তীতি ইনি। নদী। (অমর)

শৈবল্যা (ত্রি) শৈবালযুক্ত।

শৈববায়বীয় (ত্রি) শিব ও বায়ুসম্বন্ধীয় পুরাণভেদ।

শৈবাকবি (পুং) শিবাকু অপত্যার্থে ইঞ্ (পা ৪।১।১৬) শিবাকুর গোত্রাপত্য।

শৈবাগম (পুং) শৈবতন্ত্রবিশেষ।

শৈবায়ন (পুং) শিব-অপত্যার্থে-কৃঞ্। (পা ৪।১।১১০) শিবের গোত্রাপত্য।

শৈবাল (স্ত্রী) শী-বাহুলকাৎ-বালঞ্। জলজ দ্রব্য বিশেষ, চলিত পেয়লা, পর্যায় জলনীলী, শৈবল, শৈবাল, শৈবল, শৈবল, জলনীলিকা, জলনীল, শৈবাল, শৈবাল, বারিচামর, সলিলকুন্তল, হটপর্ণী, অমৃতাল, অরক, জলকেশ, কাবার, জলজ। শুণ্—শীতল, মিষ্ট; সন্ধ্যাপ ও ব্রণনাশক। (রাজনি°)

শৈবালক (স্ত্রী) শৈবাল-স্বার্থে কন্। শৈবাল সম্বন্ধীয়।

শৈবালবজ্র (স্ত্রী) ইস্পাত নামক লোহবিশেষ।

শৈবি (পুং) শিব ঋষির গোত্রাপত্য। (প্রবরাধ্যায়)

শৈব্য (পুং) ১ ত্রীকণ্ডের ষোটকবিশেষ।

“ভূরগাঃ শৈব্যস্ত্রীকম্বপুণ্ড্রবলাহকাঃ” (ত্রিকা°)

২ পাণ্ডব সেনাপতি বিশেষ। (শীতা ১।৫) (ত্রি) ৩ শিবসম্বন্ধীয়। ত্রিরাং টাপ্। শৈব্য ১ প্রতীপ রাজার পত্নী।

(ভারত ১।২৪।৪৪) ২ সপ্তম রাজার পত্নী, অসমঙ্গলের জননী।

(ভারত ৩।১০৭।৩২)

শৈশব (স্ত্রী) শিশোভাবঃ শিশু (ইগতাকলমুপূর্ক্যাৎ। (পা ৪।১।১০১) ইতি অণ্। বালা। (অমর)

শৈশব্য (স্ত্রী) শিশোভাবঃ শিশু-ব্যঞ্। শৈশব, বালা।

শৈশির (পুং) শিশিরে ঋতৌ তবঃ শিশির-অণ্। ১ স্রামচটক, জামাপাখী। (রাজনি°) (ত্রি) ২ শিশির ঋতু সম্বন্ধী।

শৈশিরান্নগ (পুং) শিশির ঋষির গোত্রাপত্য। (হরিবংশ)

শৈশিরি (পুং) শিশির ঋষির গোত্রাপত্য। (প্রবরাধ্যায়)

শৈশিরিক (ত্রি) শিশিরমধীতে বেদ বা শিশির (বসন্তাদিভাষ্যে পা ৪।২।৬৩) ইতি ঠক্। শিশির ঋতুতে অধ্যয়নকারী।

শৈশিরিয় (ত্রি) শিশির নামক মহর্ষিপ্রোক্ত।

শৈশিরিয়ক (ত্রি) শিশির ঋষিকথিত।

শৈশিরেয় (পুং) শিশির অপত্য ঋষিতেজ। ইনি একজন বৈদিক আচার্য ছিলেন।

শৈশুনাগ (পুং) শিশুনগের অপত্য।

শৈশুপালি (পুং) শিশুপালের অপত্য।

শৈশুমার (স্ত্রী) শিশুমার-অণ্। শিশুমারাকার জ্যোতিষ্কজ।

“বিধৃতককোহবহরেন্নরমভ্যং প্রযাতি চক্রং নৃপ শৈশুমারং।”

(ভাগবত ২।২।২৪)

‘শৈশুমার শিশুমারাকার জ্যোতিষ্কজ’ (স্বামী)

শৈশ্ম্য (পুং) শিশুমোগপরাগ। (ভাগবত ১।১।১১)

শৈষ (পুং) শিবসের শৈষ্যং।

শৈষিক (ত্রি) শৈষ সম্বন্ধীয়।

শৈষ্যোপাধ্যায়িকা (স্ত্রী) শিব্যোপাধ্যায়ানাং ভাবঃ কর্ম বা। শিব্যোপাধ্যায় (কন্দমনোজাদিত্যচ। পা ৪।২।১।১৩৩) ইতি বুঞ্। শিব্যোপাধ্যায়, ছাত্র পড়ান।

শৌআ (দেশজ) ১ শরন। ২ শুশ্রূষাভেদ। (Aucthum Sowa)

শৌকা (দেশজ) ছাত্র লওয়া।

শৌটা (হিন্দী) ১ বৃক্ষের ছুর। ২ নগ্ন, আশা শৌটা।

শৌটারদার (পারসী) যে সকল দারবান আশাশৌটা লইয়া যায়।

শোক (পুং) শুচ-বঞ্। চিত্তবিকলতা, ইষ্টবিরোগাহুচিন্তন। বহু প্রভৃতির বিরোগ জনিত মনঃপীড়া, আত্মীয় নাশের জন্ত মনোহঃখ। (ভাবপ্রকাশ) পর্যায় মনঃ, শুচ, শুচা, নিঃসম, শোচন, খেদ। (হেম) ইষ্ট বিরোগজ মনোহঃখ, প্রিয়বাক্তির মৃত্যু অথবা হুঃখাদি হেতু চিন্তের বিকলতা।

শায়ে লিখিত আছে, পণ্ডিত বাক্তি শোচ্যবিরয়ে শোক প্রকাশ করে না।

ভুক্তিতবে লিখিত আছে, মৃতবাক্তির উদ্দেশে শোক করিতে নাই, শোক প্রকাশ করিলে মৃতবাক্তির অধোগতি হইয়া থাকে, এইজন্য মৃতবাক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবার শোকাপনোদন করিবে।

विना शुक्रवृद्धैर्विकारैरुपमन्वितः ॥" (माधवनि०)

এই রোগে প্রধান শীল অর্থাৎ হিরণ্যবে থাকে, অত্যন্ত অর্থাৎ শিথিলারব বিশিষ্ট এবং গুরুতর না হইয়াও তৎবিকার বিশিষ্ট হইলে এই রোগ হয়। [শোষ শব্দ দেখ]

শোকতর (পুং) শোকযুক্ত। শোকোত্তীর্ণ। (শতব্রা ১১৫১০১০)
শোকনাশ (পুং) শোকত নাশো বহাৎ। ১ অশোকযুক্ত।
(রাজনি°) ২ শোকের নাশ, শোকাপগম।

শোকময় (ত্রি) শোক বস্তুর ময়ত। শোক বস্তুর।

শোকবৎ (ত্রি) শোক অত্যর্থে মতুপ, মত ব। শোকবিশিষ্ট, শোকযুক্ত।

শোকহারিন্ (ত্রি) শোক হরতি-জ্‌ শিনি। শোকহরণকারী, শোকনাশকারী। হিরণ্য ভাষ্।

শোকহারী (স্ত্রী) শোক হরতীতি হ-অণ্-স্ত্রী। বন-বর্জরিকা। (রাজনি°)

শোকাগার (স্ত্রী) শোকগৃহ। রাজপ্রাসাদে শোকাগার, রোষাগার, মানাগার প্রভৃতি স্বতন্ত্র গৃহ নির্দিষ্ট আছে।

শোকারি (পুং) শোকত অরিঃ। কদম্বযুক্ত। (শব্দচ°)

শোচন (স্ত্রী) শুচ-লুট্। ১ শোক। (হেম) শোচতীতি শুচ-শোকে (জুড়ঙ্-ক্রম্যজ্ঞম্যাহুগ্ধীতি। পা ৩।২।১৫০)
ইতি যুচ্। (ত্রি) ২ শোকশীল।

শোচনা (স্ত্রী) শোকেৎপাদনা, শোকপ্রকাশ।

শোচনীয় (ত্রি) শুচ-অনীয়। শোকের বিষয়ীভূত। বাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া শোক করা যায়।

শোচিতব্য (ত্রি) শুচ-গিচ্-তব্য। শোকের বিষয়ীভূত, শোচনীয়।

শোচিকেশ (পুং) শোচীর্থে কেশাইব যত নিরতঃ সমাসে হস্তস্তর পরস্পর্যোতি বহৎ। ১ অগ্নি। ২ চিত্রক যুক্ত। (অমর) ৩ দীপ্তিরূপ কেশযুক্ত।

‘শোচিকেশঃ পুরু প্রিয়ং হব্যার’ (ঋক্ ১।৪৫।৬)

‘শোচিকেশঃ দীপ্তিরূপকেশোপেতং’ (সারণ)

শোচিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয় দীপ্তিযুক্ত। (ঋক্ ৫।২৪।৪)

শোচিহ্ম (ত্রি) শোচিস্-মতুপ্। প্রকটদীপ্তি। উজ্জল দীপ্তিবিশিষ্ট।
‘শোচিয়ান্ প্রকটদীপ্তিঃ’ (সারণ)

শোচিস্ (স্ত্রী) শুচ্যতানেনেতি শুচ (অর্চি-শুচি-হ-স্থপীতি।
উণ্ ২।১০।৯) ইতি ইসি। ১ প্রভা, জালা, শিখা।

(ভাগবত ৩।১৫।২৬)

শোচ্য (ত্রি) শুচ-বৎ। শোচনীয়, শোকের বিষয়ক। বাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া শোক করা যায়।

শোচ্যক্ (ত্রি) ১ অবর। ২ ক্ষুদ্র। (শব্দমালা)

শোজবর্ণন, ককরেড়ীর একজন মহারাণক। ইনি হরভৈরব পুত্র।

শোচীর্ঘ্য (স্ত্রী) ১ বীর্ঘ, পরাক্রম। (শব্দরত্ন°) ২ গর্ভ, বহু।
শোচি (ত্রি) ১ মূর্খ। ২ অলক। (বেদিনী) ৩ মূর্খ। ৪ নীচ।
৫ গোপবত। (শব্দরত্ন°)

শোণ, ১ গতি। ২ বর্ণ। তুদি° পরমৈ° সক° বর্ণার্থে অক° সেট্। লট্ শোণতি। লিট্ শুশোন। লুট্ শোণিতা। লুঙ্ অশোনীৎ। গিচ্ শোণয়তি। লুঙ্ অশোণৎ। সন্ শুশোনিবতি। যঙ্ শোণোণ্যতে। যঙ্ লুঙ্ শোণোণীতি।

শোণ (স্ত্রী) শোণতীতি শোণ বর্ণে পচাত্। ১ সিন্দূর। ২ কধির। (রাজনি°) (পুং) ৩ রক্তোৎপল তুল্য বর্ণ। পর্যায়—কোকনদচ্ছবি, রক্তোৎপলনিত, রক্তোৎপলাত। (জটায়ব)
৪ নদবিশেষ, শোণনদ। পর্যায়—হিরণ্যবাহ। (অমর)

এই নদ অমরকন্টকদেশ হইতে পাটলিপুত্রে গঙ্গানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার জলের গুণ—কঠিকর, সত্তাপ ও শোষাপহ, পথ্য, অগ্নিবর্দ্ধক, বল ও কীণাদ বৃদ্ধিকারক। (রাজনি°)
৫ অগ্নি। ৬ ত্রোণাক। ৭ শোহিতাষ। ৮ সীমুজবিশেষ। (ধরণ)
৯ রক্তেশু। ১০ ত্রোণাকভেদ। (রাজনি°) (ত্রি)
১১ রক্তবর্ণ। ১২ কোকনদচ্ছবি। ১৩ মঙ্গলগ্রহ। ১৪ রক্ত-ধাতু। ১৫ রক্তপুনর্নবা। ১৬ পৃথুশিখ, ত্রোণাকযুক্ত। (রাজনি°)

শোণ, মধ্যভারতে প্রবাহিত একটি সুবৃহৎ নদী। গঙ্গার একটি প্রধান শাখা। অমরকন্টকের ৩৫০০ ফিট উচ্চ অধিত্যকাত্মি হইতে উদ্ভূত হইয়া গঙ্গার দক্ষিণকূলে আসিয়া মিশিয়াছে। উৎপত্তিস্থান অক্ষা° ২২° ৪১’ উঃ এবং ৮২° ৭’ পূঃ। এই স্থান হইতে শোণনদ ক্রমান্বয়ে উত্তরাভিমুখে মধ্যপ্রদেশ ও বৃন্দেল-খণ্ড প্রদেশের অন্তর্গত কএকটি রাজ্যের সীমান্তে নানারূপ বক্র গতিতে প্রবাহিত হইয়া কৈমুর পর্বতে (অক্ষা° ২৪° ৫’ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ৬’ পূঃ) প্রতিহত হইয়াছে। এখান হইতে শোণনদী পূর্বাভিমুখে আসিয়া দানাপুরের ১০ মাইল উত্তরে গঙ্গার মিলিত হইয়াছে। নদীর সমগ্র অববাহিকা প্রায় ৪৬৫ মাইল। ভ্রম্যমাণ প্রায় ৩০০ মাইল পার্শ্বভা বনপ্রদেশে প্রবাহিত এবং অবশিষ্টাংশ যুক্তপ্রদেশের মুন্ডাকরপুর জেলা হইয়া বেহারে আসিয়াছে। এখানে উহা শাহাবাদ এবং গয়া ও পাটনা জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

শোণনদের জলপ্রবাহ ও বজ্রার কথা সাধারণে শুনিয়াছেন। বর্ষার সময় ইহার খাত অত্যন্ত প্রশস্ত হয়, কিন্তু অত্যন্ত ঋতুতে নদীগর্ভে সামান্যই জল থাকে। এই কারণে নদীকে বাণিজ্যের বিশেষ জীবিতা হয় না। জোহিলা ও মহানদী নামক দুইটা শাখা নদী বাম দিক্ হইতে আসিয়া এবং গোপখ, রেহল, কন্থার ও কোয়েল নামক শাখাচতুষ্টয় ইহার দক্ষিণকূলে আসিয়া মিশিয়াছে। উপরি উক্ত শাখাগুলির মধ্যে কোয়েল নদীই

সর্বপ্রধান। ইহা সুপ্রসিদ্ধ রোতালুগড়ের বিপরীত দিকে শোণ-গর্ভে নিপতিত হইয়াছে।

শোণনদের নিম্ন প্রবাহ অর্থাৎ মুন্সিংগপুর হইতে গঙ্গাসলম পর্যন্ত স্থানের নদীগর্ভের দৃষ্ট অতীশ বিস্তারক। নদীর বাম হইতে দক্ষিণকূল প্রায় ৩ মাইল ব্যবধান। বর্ষার বজ্রার বখন নদীর কানার কানার জল উঠে, তখন উহার দৃষ্ট জল-কল্লোলপূরিত গভীর সমুদ্রের জায় বোধ হয়। ভীষণ বটিকার সময় এই জলতরঙ্গ বেন উন্নত ভাবে নাচিতে থাকে। এই সময় প্রায় ২১০০ বর্গ মাইল পার্শ্বভূত্বাগের জলরাশি এককালে শোণ অববাহিকার আসিয়া পড়ে বলিয়া উহার জলস্রোত প্রতি সেকেন্ডে ৮ লক্ষ ৩০ হাজার কিউবিক ফিট গণ্য হয়, কিন্তু অপর সময়ে নদীগর্ভে সামান্য একটা জলরেখা থাকে এবং উহার জলমান প্রতি-সেকেন্ডে ৬২০ কিউবিক ফিট হয়। এই সময়ে নদীর উভয় কূলের সুবিস্তৃত বালুকামাশি দেখিলে মনে হয়, বাতবিকই ইহা সমুদ্রতট হইবে।

ডেহরীর নিকটবর্তী বিস্তৃত বাধের নিকট দিয়া 'গ্রাণ্ডট্রাক রোড' নামক রাস্তা উত্তরপশ্চিমে গিয়াছে। এই স্থানের পারা-পারের জন্ত একটা প্রস্তরনির্মিত সেতু বিস্তারিত আছে। নদীকূলের স্রোতবেগ, কলনাদ ও দৃষ্টাবলী এবং অধিত্যকা-ভূমির সৌন্দর্য্যও স্বাভাবিক এই স্থানটিকে মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। ইহারই দক্ষিণে কৈলবাড়া নামক স্থানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর সুবিখ্যাত লোহসেতু। ইহা সাধারণতঃ শোণ-ব্রিজ নামে পরিচিত। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে একটা মাত্র লোহবস্ত্র চালাইবার জন্ত এই সেতুর নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইহা দুইটা রেলবস্ত্রের উপযোগী করিয়া নির্মাণ করা হইয়াছে। এই সেতুটি এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ৪১২২ ফিট লম্বা ও ২৮টা "স্প্যান" (span) দ্বারা বিভক্ত। স্প্যান গুলি তন্তের উপরে পরস্পরে সংযোজিত। নদীগর্ভে ৩০ ফিট গভীর কূপ খনন করিয়া তন্তগুলি গাঁথা হইয়াছে।

মেগেস্থেনিস মগধরাজধানী পাটলীপুত্রকে গঙ্গা ও হিরণ্যবাহের সঙ্গমস্থল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আরিয়ান্, ষ্ট্রাবো প্রভৃতি গ্রীকভৌগোলিকগণ তাঁহারই কথা ইহাকে Kraunobos বলিয়া বর্ণনা করেন। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতেও পাটনার নিকট দিয়া যে শোণনদের পাত বিস্তারিত ছিল, তাহা ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের "বালানার মানচিত্রে" দৃষ্ট হয়। প্রকৃতবাসুদেববংশের বেঙ্গলার এরাম্বোবোয়াকে হিরণ্যবতী (গঙ্গা) বলিয়া অভিমান করেন। কোন কোন গ্রীকভৌগোলিকের গ্রন্থে শোণনদের Sonus নামও পাওয়া যায়। মার্কোপোলো (১২৯২) এই নদীর উল্লেখ আছে। এখানে জনকেশ্বরী দেবীমূর্তি বিস্তারিত। (বৃহদীলভূতঃ)

শোণগর্ভ (পূঃ) শোণ এবং স্বার্থে কন্। ১ শোণগর্ভ বৃক্ষ। (অমর) ২ শোণ পদার্থ।

শোণ-খাল, বেহারপ্রদেশে জলসরবরাহের জন্ত শোণনদী হইতে যে করণী খাল কাটা হইয়াছে, তাহা 'Son Canal' নামে পরিচিত। এই খালগুলি সাধারণতঃ শাহাবাদ, পাটনা ও গয়া রেলার মধ্যে প্রবাহিত। ডেহরী প্রদেশের নিম্নবর্তী বাধ বা আনিকট দ্বারা জলস্রোত রুদ্ধ করিয়া এই খালগুলি নানাদিকে চালিত করা হইয়াছে। নদীর বামকূলে উক্ত আনিকট হইতে অল্প দূরে পশ্চিম খাল (The Western main canal) কাটা হয়। ইহা প্রস্থ ১৮০ ফিট ও ইহার পাত ২ ফিট। ইহাতে বজ্রার সময় প্রতি সেকেন্ডে ৪৫১১ কিউবিক ফিট জল চালিত হয়। এই খালটি ২২ মাইল লম্বা। ইহার প্রথম ১২ মাইল পথের মধ্যে আরা, বঙ্গার ও চৌবা-খাল কাটা হইয়াছে। ১৮৭৪-৭৫ খৃষ্টাব্দে হুজিফের সময় মীর্জাপুরের দিকে ইহা ৫০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়। কাও নামক একটা পার্শ্বভূত্বাগ জলস্রোত খালের নিয়ে আনিবার জন্ত এখানে স্থাপত্যশিল্পের অক্ষরকীর্তিস্বরূপ একটা ২৫ ফিটলম্বা সাইফোন একোএডাক্ট (Siphon aqueduct) নির্মিত হইয়াছে।

আরা-খাল মূল পশ্চিম খালের পাঁচ মাইল পথ হইতে আরম্ভ। এখান হইতে ৩০ মাইল পর্যন্ত ইহা শোণ নদের সমান্তরাল ভাবে যাইয়া আরা নগরের নিকট উত্তরমুখে ঘুরিয়া ৬০ মাইলে গঙ্গায় মিশিয়াছে। ইহাতে প্রায় প্রতি সেকেন্ডে ১৬১৬ কিউবিক ফিট জল চলে এবং সাড়ে চারিলক্ষ একার ভূমিতে জল সরবরাহ করা হয়। চারিটা প্রধান পার্শ্বভূত্বাগ স্রোতঃ ছাড়া এই খাল হইতে ৩০৪০ মাইল লম্বা বিহিয়া খাল ও ৪০১০ মাইল লম্বা ডুমরাওন খাল কাটা আছে।

বঙ্গার খাল ঠিক ৩ মাইলের মাধ্যম আরম্ভ। ইহাতে প্রতি সেকেন্ডে ১১৬০ কিউবিক ফিট জল চলে। বঙ্গার নগরে ৫০ মাইল যাইয়া ইহা গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। চৌবা-খাল ইহা হইতেও বিস্তৃত ও ৪০ মাইল লম্বা।

পূর্বমূল খাল (The Eastern main canal) নদীর দক্ষিণ কূল হইতে পশ্চিম খালের ঠিক বিপরীত দিকে কাটা হয়। প্রথমে ইহা মুন্সিংগ পর্যন্ত কাটিবার প্রস্তাব হয়, কিন্তু পরে সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণপূনা নদী পর্যন্ত ৮ মাইল পথ পর্যন্ত কাটা হইয়াছে।

পাটনা-খাল পূর্ব খালের ঠিক চারি মাইল দক্ষিণ হইতে আরম্ভ। বাঁকীপুর ও দানাপুরের মধ্যবর্তী দীঘা গ্রামের নিকট ইহা গঙ্গায় মিশিয়াছে। ইহা প্রায় ৭৯ মাইল লম্বা এবং ইহা দ্বারা প্রায় ৩ লক্ষাবিক একার ভূমি জল সরবরাহ হয়।

শোণগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উত্তরভাগের বরোয়া রাজ্যের অন্তর্গত একটি গ্রাম। পূর্বে এখানে বহুজন জনপূর্ণ একটি নগর ছিল। নগরের পশ্চিম প্রান্তে শৈলোপরি একটি দুর্গ স্থাপিত আছে। শোণগড় দুর্গের নামানুসারে নগরের নাম শোণগড় হয়। পূর্বে ইহা ভীমসিংহের অধিকারে ছিল।

শোণগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গোহেলবাড়-প্রান্তর একটি কুন্ন নামভরা জায়গা। শোণপুরী নামেও খ্যাত। এখানকার স্বাধিকারীরা বরোয়ার গাইকোবাড়কে ও জুনগড়ের নবাবকে কর দিয়া থাকেন। শোণগড় গ্রাম ভাখনগরের ১৯ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে ও পালিতানার ১৫ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত। ইহারই পার্শ্বে ইংরাজকর্তৃক চারিগণের বাসভবন আছে।

শোণগিরি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর থানে জেলার অন্তর্গত একটি নগর। হুসিয়ার ১৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ২১° ৮' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৪' পূঃ। প্রথমে আরবরাজগণের অধীন ছিল। তৎপরে যথাক্রমে মোগল ও নিজাম এখানে শাসন বিস্তার করেন। নিজামের হস্ত হইতে পেশবা ইহা অধিকার করিয়া লন। মহারাষ্ট্র সরকার হইতে ইহা বিন্ধ্যরকার-বংশের জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইহা ইংরাজাধিকারে আইসে। এখানে পশমী কবলের ও কাপাসকম্পের বিস্তৃত কারবার আছে। স্থানীয় পার্কত্যাগুর্গ দেখিবার জিনিষ।

শোণকিটিকা (জী) শোণা রক্তবর্ণা কিটিকা। রক্তসৈরির, রক্ত-কিটিকুপ, লালঝাঁটা। (রাজনি°)

শোণকিটী (জী) শোণা রক্তবর্ণা কিটী। ১ কুন্ডবক। ২ কটকিনী। (রাজনি°)

শোণতা (জী) রক্ততা।

শোণপত্র (পুং) শোণবৎ রক্তানি পত্রাণি যন্ত। রক্ত পুনর্নবা। (রাজনি°)

শোণপদ্মক (জী) শোণু রক্তবর্ণ পদ্মকং। রক্তকমল, রক্ত-পদ্ম। (রাজনি°)

শোণপুর, বাকালার সন্নিকটস্থ জেলার অন্তর্গত একটি গড়গ্রাম। গঙ্গা ও গড়ক নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৪১' ৩৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ১২' ৫০" পূঃ। এই গ্রামটি বহু প্রাচীন এবং সমগ্র জেলার মধ্যে ইহার চিরপ্রসিদ্ধি আছে। প্রতিবৎসর কার্তিকী পূর্ণিমা হইতে দশদিনব্যাপী একটি মেলা হয়। ঐ মেলা সাধারণে 'হারিহর জন্মের মেলা' নামে খ্যাত। বুরোপীয় বণিকগণ ইহাকে "Sonapur fair" বলিয়া থাকেন। মেলার সময় এই স্থানে নানা দেশ হইতে হস্তী, অশ্ব, গো, ঘেহ, মহিষ প্রভৃতি জীবজন্তু ও কাপড়, পিত্তল কাঁসার বাসন প্রভৃতি জব্য আমদানী হইয়া থাকে। ঐ সময় এখানে এক সপ্তাহ কাল বোড়বোড়

হয়, সেই কারণে নিকটবর্তী স্থানের বুরোপীয়গণ এখানে আসিয়া সুমবেত হন। তাঁহাদের জন্ত এখানে একটি বিস্তৃত তাঁবুর ছাউনী পড়ে। এখানকার বোড় বোড়ের হাঙ্গ অতি সুন্দর।

ভারতের কুন্ডাশি মেলার জায় এই জন্মের মেলাটিও বহু প্রাচীন। প্রবাদ, তখনবাম্বি বিহু এই স্থানে কুন্ডার (কুন্ডা ?) মুখ হইতে হস্তীকে উদ্ধার করেন। দশরথভদ্রের রামচন্দ্রে বখন সীতা-লাভার্থ জনকপুরে গমন করেন, তখন তিনি এই স্থানের বিহু-মাহাত্ম্যকথা শ্রবণ করিয়া বিহুর উদ্দেশে একটি দলি নির্মাণ করিয়া দেন। মেলার প্রথম চারিদিন যোগ উপলক্ষে ব্যাগিগণ গলাগণ্ডকসদমে জ্ঞান দান করিয়া থাকে। তাহা বেলা ১৫ দিনেরও অধিক কাল থাকে।

শোণপুর, মধ্যপ্রদেশের শবলপুর জেলার অন্তর্গত একটি নামস্ত রাজ্য। অক্ষা° ২০° ৪০' হইতে ২১° ১০' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ২৫' হইতে ৮৫° ১৮' পূঃ মধ্য। ইহার উত্তর সীমার শবলপুর জেলা, পূর্বে রামরাইবাণ, দক্ষিণে বউদ এবং পশ্চিমে পটনা সামন্তরাজ্য।

এই রাজ্যের সমগ্র স্থানই গ্রাম-সমতল। এখানে নানা প্রকার শস্তাদির চাষ হইয়া থাকে। মহানদী তেল ও সুখতেল নামক শাখার লইয়া এই সামন্ত রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। জীরা নামক নদী শবলপুর ও শোণপুরের মধ্যস্থলে প্রবাহিত। এখানে লৌহ পাওয়া যায় ও এক প্রকার মোটা কাপাসবস্ত্র প্রস্তুত হয়।

পূর্বে এই রাজ্য পটনা রাজ্যের অধীন ছিল। অল্পমান ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে মধুকর শা বীর ভুলবলে-উহাকে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য করিয়া লন। তদবধি উহা "নাঠার গড়জাতের" অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। এই বংশের প্রথম রাজা মননগোপাল হইতে বর্তমান রাজা পর্যন্ত বংশানুক্রমে রাজ্য করিয়া আসিতেছেন। রাজা নীলাদ্রি সিংহ ইংরাজ গবর্নমেন্টের সাহায্য করার ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন।

শোণপুর, মধ্যপ্রদেশের ছিন্ধবাড়া জেলার অন্তর্গত একটি জমিদারী। ভূপরিমাণ ১১০ বর্গমাইল। এখানকার সর্দার গোড় জাতীয়। শোণপুর গ্রাম অক্ষা° ২২° ২১' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ০' পূর্বে অবস্থিত।

শোণপুরবিক্রা, মধ্যপ্রদেশের শোণপুর সামন্ত রাজ্যের অন্তর্গত একটি নগর এবং শোণপুর রাজ্যের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র।

শোণপুচ্ছক (পুং) শোণং পুচ্ছং যন্ত, কন্। কোবিহার।

শোণপুচ্ছী (জী) শোণবৎ পুচ্ছং যন্ত। ভীম। সিন্ধুরপুচ্ছী। (রাজনি°)

শোণগ্রহ (শোণপং), একটি প্রাচীন গ্রাম। (পা ৩৭৮৮)

বর্তমানে উহা শোণপৎ নামে খ্যাত এবং পঞ্জাব প্রদেশের দিল্লী জেলার শোণপৎ তহসীলের প্রধান নগর ও বিচার সদর। দিল্লী রাজধানী হইতে ২৮ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৮° ৫৯' ৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৩' ৩০" পূঃ। নগরটি মিউনিসিপালিটার অধীন থাকায় বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একটা গড় শৈল পার্শ্বে অবস্থিত ও প্রাচীন তুপের ইষ্টকাবি লইয়া এখানকার গৃহাদি গঠিত।

এই নগরটি অতি প্রাচীন। আৰ্য উপনিবেশিকগণ এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। স্থানীয় প্রবাদ রাজা যুধিষ্ঠির দ্রুপদ্রোণের নিকট যে পঞ্চ গ্রাম প্রার্থনা করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন, শোণগ্রহ তাহার মধ্যে একটি। প্রত্নতত্ত্ববিদ ডাঃ কানিংহাম স্থানীয় তুপাদি লক্ষ্য করিয়া শোণপৎকেই প্রাচীন শোণগ্রহ বলিয়া অনুমান করেন। অল্প একটা উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের ত্রয়োদশ পুরুষ অশ্বত্থন রাজা শোণী এই নগরের প্রতিষ্ঠাতা। প্রবাদ ঘরের উল্লিখিত আখ্যান অনুসারে শোণগ্রহের প্রাচীনত্বই স্থচিত হয়। ডাঃ কানিংহাম ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এই নগরস্থ যুক্তিকাগড় হইতে একটা পোড়া মাটির স্তূপমুক্তি প্রাপ্ত করেন। তাহার লিঙ্কাস্ত্র ঐ স্তূপি অন্ততঃ ১২০০-বর্ষের পুরাতন হইবে। তদন্ত এখানে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে যুক্তিকাত্তর হইতে প্রায় ১২০০ যবন বাঙ্লিকমুদ্রা (Greco-Bactrian hemidrachms) পাওয়া গিয়াছে। নগর-পার্শ্বস্থ পাঠনদিগের কএকটা মসজিদ ও দুইটা জৈনমন্দির উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান নগরভাগ এক বর্গ মাইল পরিমিত হইলেও এখানে যে হাট বসে, তাহার পরিধি প্রায় ৮ বর্গমাইল হইবে।

শোণফলিনী (স্ত্রী) পীতপ্পল কাকন বৃক্ষ। (বৈজ্ঞানিক)

শোণভদ্র (পুং) নদীভেদ। শোণনদী।

শোণমণি (স্ত্রী) পদ্মরাগমণি, চুণ।

শোণরত্ন (স্ত্রী) শোণ রক্তবর্ণ রত্ন। পদ্মরাগমণি। (অমর)

শোণবজ্র (স্ত্রী) শোণবিশেষ, ইম্পাত।

শোণশালি (পুং) রক্তশালি, চলিত দাদখানি। (রাজনি°)

শোণহর (ত্রি) শালবর্ণ অশ্বযুক্ত। (ভারত জ্যোতির্বিদ্যা)

শোণা (স্ত্রী) শোণো রক্তবর্ণোহস্তাতা ইতি অচ্ টাপ্। শোণ বর্ণবৃক্ষ, রক্তবর্ণবিশিষ্ট। (জটায়ু) ২ রক্তবিশিষ্ট।

(বৈজ্ঞানিক)

শোণাক (পুং) বৃক্ষবিশেষ, চলিত শোণা বা শোণালু গাছ।

পর্ষায় ভোগাক, শুকনাস, অক্ষ, দীর্ঘবৃত্ত, কুটুমট, অরলু, বর্ণ-বকল, ধাতুশাত্রব, মণ্ডকপর্ণ, পাট্রোণ, নট, কটুহু, শোণক, অরল, অরটু। (অমর ও তটীকা)

শোণাশ্ব (পুং) রক্তাশ্ব, রক্তবর্ণ জল।

শোণাশ্ব (ত্রি) শোণহর, জোণ। ২ রাজাধিদেবের পুত্রভেদ। (হরিকণ্ঠ)

শোণিত (স্ত্রী) শোণ বর্ণ-রক্ত। শোণ আভাষে ইতচ্, বা। রক্ত। গর্ভস্থ বালকের পক্ষম মালে রক্ত হয়।

(সুখবোধ।)

“রসাদৈ শোণিতং জাতং শোণিতায়াংসম্ভবঃ।

মাংসাত্ম মেদসো জন্ম মেদসোহসিসমুত্ববঃ।” (বৈজ্ঞানিক)

যে সকল বস্তু আহার করা যায়, তাহার অসামান্য মলমূত্র রূপে নির্গত হয়, এবং সারাংশ রসরূপে পরিণত হয়, এই রস হইতে রক্তের উৎপত্তি হয়। [রক্ত শব্দ দেখ]

২ কুহুম। ৩ তৃণকুহুম। ৪ নির্ঘাস, আটা। ৫ তাজ।

৬ হিম্বুল। (রসকো°)

শোণিতচন্দন (স্ত্রী) শোণিতবৎ চন্দনং। রক্তচন্দন। (রাজনি°)

শোণিতত্ব (স্ত্রী) শোণিতস্য ভাবঃ ত্ব। শোণিতের ভাব বা ধর্ম।

শোণিতপিত্ত (স্ত্রী) রক্তপিত্ত, রক্তপিত্তরোগ।

শোণিতপুর (স্ত্রী) শোণিতাখ্যং পুরং। বাণপুর। (ত্রিকা°)

শোণিতমেহ (পুং) পিত্তজন্ম প্রমেহভেদ। রক্তমেহ, ইহার লক্ষণ—যে মেহরোগে রোগী আমগন্ধি, উষ্ণ ও লবণাক্ত রক্তবর্ণ মূত্রত্যাগ করে, তাহাকে রক্তমেহ কহে। পিত্ত বিকৃত হইয়া এই মেহরোগ জন্মে। (ভাবপ্র°) [প্রমেহ শব্দ দেখ]

শোণিতমেহিন্ (ত্রি) শোণিতং মেহতি মিহ-গিনি। রক্ত-মেহরোগী। (সুশ্রুত)

শোণিতবহশ্রোতস্ (স্ত্রী) রক্তবহনাতী; যে নাড়ীদ্বারা রক্ত চলাচল করে, তাহাকে শোণিতবহশ্রোতঃ কহে। ইহার মূল যকৃৎ ও গ্রীহা। (চরক বি° ৫ অ°)

শোণিতশর্করা (স্ত্রী) মধুশর্করা।

শোণিতসম্ভব (স্ত্রী) মাংসখাতু। (বৈজ্ঞানিক)

শোণিতাক্ষ (পুং) রাক্ষসভেদ। (রামায়ণ ৩।১২।৫)

শোণিতাভিধ (স্ত্রী) কুহুম। (বৈজ্ঞানিক)

শোণিতার্কুদু (স্ত্রী) শূকরোগভেদ। ইহার লক্ষণ—শিশ্নুদেশে কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ অত্যন্ত বেদনার সহিত ফোটক উৎপন্ন হইলে তাহাকে শোণিতার্কুদু কহে। (ভাবপ্র°) [শূকরোগ দেখ]

২ রক্তজন্ম অর্কুদুরোগ, রক্তজ আঁক; লক্ষণ—যদি দূষিত দোষ অর্থাৎ বাতাদি রক্ত ও স্নিগ্ধাসমূহকে সঙ্কোচিত এবং সংহত করিয়া অন্ন পাক ও জায়যুক্ত মাংসপিণ্ড উদ্ভূত করে, ঐ মাংসপিণ্ড মাংসাত্মর দ্বারা পরিবৃত্ত এবং শীঘ্র শীঘ্র বর্জিত হয় ও পুষ্টিগণ্যে উচ্চ হইতে অনবরত দূষিত রক্তস্রাব হইতে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে শোণিতার্কুদু কহে, এই অর্কুদু রোগ অসাধ্য। এই

রোগে অতিরিক্ত রক্ত ক্রয় হয় বলিয়া রোগীর শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে। (ভাবপ্র° অর্কুনরোগাধি°) [অর্কুনরোগ দেখ।]

শোণিতার্শস্ (স্ত্রী) নেত্রবন্ধ গত রোগবিশেষ। লক্ষণ—

“বন্ধহো বো বিবন্ধিতো লোহিতো যুগ্মধূঃ।

তদ্রক্তজং শোণিতার্শাচ্ছরং বাপি এবন্ধিতঃ”

(ভাবপ্র° ক্রমরোগাধি°)

রক্ত কুপিত হইয়া নেত্রের বন্ধমধ্যে রক্তবর্ণ কোমল মাংসাত্মক উৎপন্ন করে। ইহা ছিন্ন হইলেও পুনঃ পুনঃ বন্ধিত হয়। এই অক্ষরে দাহ, কণ্ঠ ও বেদনা থাকে। এইরূপ লক্ষণ-ক্রান্ত মাংসাত্মকে শোণিতার্শঃ কহে। [নেত্ররোগ দেখ।]

শোণিতার্শিন্ (ত্রি) শোণিতার্শোরোগযুক্ত, বাহার শোণিতার্শো-রোগ আছে।

শোণিতাহ্ময় (স্ত্রী) শোণিতং আহ্মরোবত। কুহুম। (রত্নমালা)

শোণিতোৎপল (স্ত্রী) শোণিতবৎ রক্তমুৎপলং। রক্তোৎপল, রক্তপদ্ম।

শোণিতোদ (পুং) বন্ধভেদ। (ভারত সভাপ°)

শোণিতোপল (স্ত্রীং) রক্তোপল, মাণিকা, পদ্মরাগমাণি।

শোণিমন্ (পুং) রক্তিমা, রক্তবর্ণতা। (ভাগবত ১:১১২)

শোণী (স্ত্রী) শোণ (শোণাৎ প্রাচাং। পা ৪।১।৪৩) ইতি ভীষ্ম। রক্তোৎপলবর্ণা স্ত্রী। (জটায়ু) ২ বড়বা। (কাশিকা)

শোণীপুর, একটা প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র। শোণ গ্রাম। পদ্মপুরাণানুগত শোণীপুরমাধ্যাক্ষ্যে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

শোণোপল (পুং) শোণো রক্তবর্ণ উপলঃ। মাণিকা। (রাজনি°)

শোথ (পুং) শবতীতি শু গতো বাহ্লক্যাৎ থন্ ইত্যুপাধিবৃত্তৌ উজ্জলঃ (উৎ ২।৪) ১ রোগবিশেষ। পর্যায়—শোথ, শ্বথু, (অমর) শোথক। (শব্দরত্নাবলী) নিম্নে এই রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা যথাক্রমে বিবৃত হইতেছে:—

শোথের প্রকার ভেদ—নিজ ও আগন্তু ভেদে শোথ প্রথমতঃ দুই প্রকারে বিভক্ত হয়, উদ্ভিদগো নিজে অর্থাৎ বাতাদি দোষজ শোথ, বাতজ, পিত্তজ, কফজ, বাতপিত্তজ, বাতকফজ, পিত্তকফজ ও সান্নিপাতিক এই সাতপ্রকার এবং আগন্তু শোথ অভিঘাতজ ও বিঘ্ন ভেদে দুই প্রকার; অতএব শোথরোগ সর্বস্তম্ভ নয় ভাগে বিভক্ত।

নিদান—বমন, বিরেচনাদি শোধানক্রিয়া দ্বারা বা অন্ন, পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ হেতু কিংবা উপবাসাদি কারণে রূপ ও দুর্বল ব্যক্তি কীর, অন্ন, তীক্ষ্ণবীৰ্য্য ও উষ্ণগুণাবিত্ত অথবা গুরুশাক দ্রব্য ভোজন করিলে অথবা দধি, অগুরুসসকারক দ্রব্য, যুক্তিকা, শ্লুক, কীরসমতাদি সংযোগ বিরুদ্ধ দ্রব্য এবং গর অর্থাৎ দূষিতবিষ সংমিশ্রিত অন্ন ভোজন, অগ্নিরোগ, শ্রমরাহিত্য, বমন বিরেচনাদি

দ্বারা শোধান করিবার যোগ্য দেহ অথবা রূপে শোধান করা অথবা একেবারেই উহা শোধান না করা, আত্যাত্মিক কারণে প্রকৃপিত বাতপিত্তাদি কড়ক কোন রূপ মর্ষ স্থানের অভিঘাত এবং গর্ভ-জাবাদি প্রেসবৈবম্য প্রভৃতি কারণে নিজ বা বাতাদি দোষজ শোথের উৎপত্তি হয়। কাঠ, অগ্নি, শলা, প্রস্তর, লৌহ প্রভৃতির অভিঘাত অথবা বিবাক্ত জীব জন্তর সংশ্লিষ্টই আগন্তু শোথের কারণ।

সম্প্রাপ্তি—উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ সেবাগরণ ব্যক্তির কুপিত বায়ু তাহার বাহু শিরাসমূহকে আশ্রয় করিয়া কক, পিত্ত ও রক্তকে দূষিত করে এবং সেই দুষ্ট কক, পিত্ত ও রক্তদ্বারা নিজেও কড়মার্গ হয়, একারণ অর্থাৎ স্বীয় নির্দিষ্ট গন্তব্য পথে গমনাগমন করিতে না পারায় শরীরের ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বৃক্ষ ও মাংসকে আশ্রয় পূর্বক সর্কীবয়বে, অর্জীবয়বে বা অবয়ব বিশেষে ক্ষীতি লক্ষণযুক্ত শোথরোগ উৎপন্ন করে। শোথারম্ভক ঐ সকল দোষ যখন শরীরের উচ্চভাগে অবস্থিত থাকে তখন উচ্চশোথ, যখন পক্ষাশয়ে থাকে তখন অধঃশোথ, মধ্যদেহে থাকিয়া মধ্যশোথ, সর্কীকে অবস্থিত হইয়া সর্কীশোথ এবং অঙ্গ বিশেষে অবস্থানপূর্বক তদঙ্গাং শোথ উৎপাদন করে। (চরক)

ভাবপ্রকাশে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বাতাদি দোষ আমাশয়ে থাকিয়া শরীরের উচ্চভাগে, পিঠাশয়ে থাকিয়া দেহের মধ্যভাগে, মলাশয় অর্থাৎ পক্ষাশয়ে থাকিয়া অধোভাগে এবং সর্কীদেহবাসী হইয়া সর্কীবয়বে শোথ উৎপাদন করে।

পূর্বরূপ—শরীরের বাহু তাপ, উপতাপ অর্থাৎ নেত্রাহাদি এবং শিরা সকলের বিস্তৃতি এই গুলি সাধারণ শোথের পূর্বরূপ।

লক্ষণ—শোথের স্থিতি, গুরুত্ব অর্থাৎ কাঠিল বা সংহত ভাব ও ক্ষীণতা, এই সকলের অনবস্থিতিত্ব অর্থাৎ কখন হ্রাস কখন বা বৃদ্ধি, শোথ স্থানে উষ্ণা, শরীরের বিবর্ণতা ও রোমাঞ্চ, এই গুলি শোথ যাত্রেরই সাধারণ লক্ষণ। প্রত্যেকটির লক্ষণ নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

বাতজ—বায়ুজনিত শোথ সফরশীল, পাতলা চর্ম্মবিশিষ্ট, কর্কশ, অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ, স্পর্শশক্তিহীন ও যিনির্নিবনবৎ বেদনাবিশিষ্ট হয়। বায়ুর চলত হেতু কখন কখন বিনা কারণেও এই শোথ প্রশমিত হইয়া থাকে। ইহা টিপিলে বলিয়া যায়, কিছু ছাড়িয়া দিলে পুনরায় উন্নত হইয়া উঠে। এই শোথ দিবাভাগে প্রবল ও রাত্রিতে শুষ্কপ্রায় হয়।

পিত্তজ—ইহাতে শোথস্থান কোমল, দুর্গন্ধ, কৃষ্ণ, গীত বা রক্তবর্ণ, উষ্ণাবিত, স্পর্শসহ এবং রোগীর নেত্র লোহিতবর্ণ, অত্যন্ত দাহ ও পাকবিশিষ্ট হয়। এই শোথে রোগীর ত্রস, অন্ন, বর্ষ, পিপাসা ও মত্ততা জন্মে।

ককর—শোধনান শুক অর্থাৎ শক, অচল ও পাণ্ডুর্ণ হয়। ইহাতে অকটি, মুখাদি হইতে অলম্বাব, সিন্ধা, বসি ও অগ্নিমাল্য হইয়া থাকে। এই শোধ ধীরে ধীরে অগ্নিতে থাকে ও ধীরে ধীরে প্রশমিত হইতে থাকে। ককর শোধও টিপিলে বসিয়া বার বটে, কিন্তু ছাড়িয়া দিলে বাতক শোধের দ্বারা পুনরায় উন্নত না হইয়া নিম্নতাবেই থাকে। এই শোধ রাস্মিতে প্রবল ও দিবসে শুক প্রায় হয়।

বনক—উপরি উক্ত বাতজাদি শোধের যে কোন দুই প্রকারের লক্ষণাক্রান্ত শোধ বনক অর্থাৎ বাতশৈতিক, বাত-শৈতিক ও শিঙশৈতিক শোধ বলিয়া অভিহিত হয়।

সান্নিপাতিক—বাতজাদি তিন প্রকারের কামিশ্র লক্ষণাক্রান্ত শোধকে সান্নিপাতিক বলে। সম্ভ্রান্ত লক্ষণে বৈষ্ণব উক্ত হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক শোধই জিহ্বোত্তর বলিয়া অনুমিত হয় এবং প্রকৃত প্রত্যাবে দৈবিত্তে গেলে তাহা সভ্য ও বটে, তবে বাতজাদি বলিয়া পৃথক্ পৃথক্ উক্ত হওয়ারে বুঝিতে হইবে যে ঐ লক্ষণ শোধে সমস্ত দোষের প্রাচুর্য্য থাকিলেও উহাতে যে দোষের বা যে দুই দোষের আধিক্য থাকে, উহা তত্তৎকালে বলিয়াই অভিহিত হয়।

অভিঘাতক—খড়্গাদি দ্বারা ছেদন, পাখাণাদি দ্বারা ভেদন, ও শরাদি দ্বারা ক্ষত হইলে বা শীতল বায়ু সেবন দ্বারা কিংবা তন্মাতকের রস বা শুকশিখীর কল শরীরে সংস্পৃষ্ট হইলে যে শোধ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অভিঘাতক শোধ কহে, এই শোধ প্রসরণ-শীল এবং অতিশয় উষ্ণ ও রক্তবর্ণ হয়, পরন্তু প্রায়ই শিথল শোধের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে।

বিবর—সবিশ প্রাণী শরীরেপরি সঞ্চার করিলে বা ঐ জাতীর জীবের মুখাদি অঙ্গসংস্পৃষ্ট হইলে অথবা বিরহীন প্রাণীগণের ও দন্ত, নখের আঘাত এবং তাহাদের মল, মূত্র বা শুক মলমূত্র বস্ত্র পরিধান ও সন্মার্জন দ্বারা প্রকৃষ্ট ঐ সকল মলমূত্রাদি সংস্পৃষ্ট হুলিসংস্পর্শ, বিষবৃক্ষের বায়ুসংস্পর্শ এবং সংযোগবিব কোন বস্তুর সহিত গায়ে সন্নিহিত হইলেও বিবর শোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে; এই শোধ মুহু লক্ষণশীল, লব্ধমান ও ক্ষতস্থ বেদনায়িত এবং অচিরোৎপন্ন হয়।

যে সকল শোধ শরীরের বিবের বিশেষ স্থানে উৎপন্ন হয়, তাহারা স্থানভেদে, রসরক্তাদি-ব্যাভেদে, আকৃতিভেদে ও নাম ভেদে বহু সংখ্যক। এখানে তাহাদের মধ্যে কতিপয় শোধের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত হইতেছে; বিস্তৃত বিবরণ তত্তৎ পক্ষে দ্রষ্টব্য।

খালুক—মস্তকস্থ প্রকৃষ্টিত বাতাদি কর্তৃক উৎপন্ন; গলার কণ্ডাক্তরে ঘূর ঘূর লক্ষ্যকারী, এবং শ্বাসপ্রশ্বাসরোধক।

বিড়ালিকা—ইহাও মস্তকস্থ উক্ত দোষ কর্তৃক উৎপন্ন হইয়া গলগন্ডি, চিবুক বা গলদেশকে আশ্রয় করে। লক্ষণ—দাহযুক্ত, রক্তবর্ণ, উগ্রাশ্বাসপ্রশ্বাসায়িত ও সাতিশর বস্ত্রাধারক, ইহা যদি গলাভ্যন্তরে বদন্ত্যকার হয়, তাহা হইলে প্রাণনাশক হইয়া উঠে।

অবি ও উপজিহ্বিকা—স্নেহপ্রকোপহেতু জিহ্বার উপরি ভাগস্থ শোধ উপজিহ্বিকা এবং নিম্ন ভাগস্থ শোধ অবিজিহ্বিকা নামে অভিহিত হয়।

উপকুল ও দন্তবিজ্রি—দন্তমাংসে রক্ত ও পিত্তের প্রকোপে উপকুল এবং স্নেহের প্রকোপে দন্তবিজ্রি নামক শোধ জন্মায়।

গলগণ্ড ও গণ্ডমালা—গলপার্শ্বে একটি গণ্ড বা শোধ হইলে গলগণ্ড এবং বহু গণ্ড হইলে গণ্ডমালা রোগ জন্মে। এই গণ্ড-মালা সাধারণতঃ বটে, কিন্তু যদি ইহাতে পীনস, পার্শ্বশূল, কাস, জ্বর ও বমি প্রভৃতি উপদ্রব থাকে তাহা হইলে উহা অসাধ্য জানিবে।

গ্রহি—বায়ু, পিত্ত ও কফ ইহারা পৃথক্ পৃথক্ বা মিলিত হইয়া শরীরস্থ মাংস, মেদ ও শিরা প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া গ্রহি অর্থাৎ গ্রহিবৎ শোধ উৎপন্ন করে; শিরাস্রিত গ্রহিতে ক্ষরণ অর্থাৎ দগদগানি থাকে; মাংসোত্তর গ্রহি অতিশয় বড় হয় কিন্তু তাহাতে কোন বেদনা থাকে না; মেদোজনিত গ্রহি অতি চিকণ ও চলনশীল হয়। কুক্ষি ও উদরাস্রিত এবং গলদেশ ও মস্তকস্থ-জাত গ্রহি অসাধ্য; যে গ্রহি অতিশূল ও কঠিন তাহা ত্যাজ্য এবং বালক, বৃদ্ধ ও দুর্বল ব্যক্তিদিগের গ্রহিও বর্জনীয়।

অর্কুদ—ইহার নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসাদি সমস্তই গ্রহি-রোগের তুল্য।

চিন্ন ও অলজী—শরীরে তাম্রবর্ণ অবগাঢ়মূল যে শিথল জন্মে তাহাকে অলজী এবং চর্ণ নগ্নত্বান্তরে মাংসরক্তক্ষরণকারী ও শীঘ্র পাকশীল যে ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহাকে চিন্ন কহে।

বিদারিকা—বজ্রণ ও ককরদ্বারা ক্ষতিন, আরক্ত, ও বর্জিসদৃশ অর্থাৎ বাতির দ্বারা যে শোধ উৎপন্ন হয় তাহার নাম বিদারিকা। ইহা বায়ু ও স্নেহের প্রকোপে জন্মে এবং ইহাতে বেদনা ও জ্বর থাকে।

বিফোটক—ইহারা সর্ক শরীরজাত এবং জ্বর, দাহ ও তৃষ্ণা বিশিষ্ট।

কলা—বায়ু ও পিত্তের প্রকোপে শরীরে মজ্জাপবীতের আকারে অবস্থিত প্রকৃত পরিমাণে যে শিথল জন্মে, তাহাদিগকে কলা বলে।

শিকলা—ইহা সর্কশরীরব্যাধী এবং শূল, হস্ত ও মস্তক-কৃতিবিশিষ্ট।

রোগাভিত্তিক—ইহারা সর্ব শরীরোৎপন্ন এক প্রকার ক্ষুদ্র পিড়কা; ইহাতে জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, কণ্ঠ, অরুচি ও এসেকাদি উপস্রব থাকে।

মহুরিকা—ইহারাও সর্বদেহগত এবং মনুষ্যের ভার আকৃতি-বিশিষ্ট। পিত্ত ও মেদায় প্রকোপে জন্মিয়া থাকে।

কোববৃদ্ধি—মেদ বা মূত্র দ্বারা অন্তর্যাক্ষ পূর্ণ হওয়ার কোবে শোথ হইলে কিংবা ক্ষুদ্র অল্প চুই বাতাদি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া মুহূর্ত্তে কোবে প্রবেশ করিলে অর্থাৎ একবার কোবে পুনরায় কিছুকাল পরে আবার উল্লসে, এইরূপ ভাবে বারংবার উত্তর স্থানে গত্যাত্য করিলে তাহাকে কোববৃদ্ধি বলে।

ভগনয়—কীটবংশন, তৃণকটকাধিভায়া কণন অর্থাৎ বোঁচা লাগা, বৈপুন, কুহন, অতি উৎকট অস্বপূর্ণ গমন এই সকল কারণে শুষ্কতারের পার্শ্বে অতি বেদনাক্রান্ত পিড়কা হইয়া থাকিয়া গেলে তাহাকে ভগনয় কহে।

স্নীপদ (গোদ)—জন্ম ও জন্মের পশ্চাদ্দেশে এবং পাথের উপরিভাগে মাংস, কক ও রক্তের চুইভাব প্রযুক্ত এট রোগ জন্মে।

জালগর্দভ—শিরের চুইভাব বশতঃ রক্তবর্ণ ও পাকবিশিষ্ট এবং জ্বর ও তৃষ্ণাবৃত্ত এক প্রকার অতি তীব্র ও বিসর্পণশীল শোথ উৎপন্ন হয়, ইহাকে জালগর্দভ কহে। (চরক চিকিৎসাহান)

নিম্নে শোথরোগের উপস্রব ও সাধ্যসাধ্যাদির উল্লেখ করা বাইতেছে—

উপস্রব—বমি, খাস, অরুচি, পিপাসা, জ্বর, অতীসার ও দুর্বলতা, এইগুলি শোথ রোগের উপস্রব অর্থাৎ শোথ রোগের পর এই সকল রোগের প্রাচুর্য্য হইলে উহা সাতিশর কষ্টদায়ক হইয়া উঠে, এমন কি মরণ পর্য্যন্তও হইতে পারে।

স্বসাধ্য—পুটাল ও সবল ব্যক্তির শোথ একদেশজ শোথ, এবং অতিরিক্তপন্ন শোথ স্বসাধ্য।

অসাধ্য—শোথ রোগীর খাস, পিপাসা, বমি, দুর্বলতা, জ্বর ও আহারে অনভিলাষ, এইগুলির অতিশয় প্রাবল্য ঘটিলে ঐ রোগকে নিশ্চয়ই চিকিৎসকের ত্যাগ করা কর্তব্য। যে শোথ অর্জনশীলব্যাকারে অর্থাৎ বেহের বাসার্ক বা লক্ষিণার্ক কিংবা পাদ হইতে কটি বা কটি হইতে মস্তক, এই সকল অর্জাংশের কোন একটিকে ব্যাপিয়া অবস্থান করে, তাহাকে মূত্রার হেতুভূত জানিবে। আর যে শোথ পুরুষদিগের পায় হইতে উদ্ভিত হইয়া ক্রমশঃ মূত্রে দিকে ও গ্রীবাগের মূখ হইতে উদ্ভিত হইয়া পাদ-ভিমুখে গমন করে এবং যাহা গ্রীবাগের উত্তরেরই বস্তু স্থানে উৎপন্ন হয়, তাহা অসাধ্য। সর্বাঙ্গ প্রথম বক্ষঃ ও পকাশয়ের স্বাধীন শোথ অতিশয় কষ্টসাধ্য। (ভাবপ্র)

চরকে উক্ত হইয়াছে যে, কৃশ ও দুর্বল ব্যক্তির শোথ, বমি

প্রভৃতি উপস্রবযুক্ত শোথ, মর্দ স্বাস্থ্যোৎপন্ন ও শিরাসম্বিত এবং পরিমাণী ও সর্বাঙ্গগত শোথ রোগকে বিনষ্ট করে। (চরক চি°)

চিকিৎসা।

লবন ও পাচন ঔষধাদি দ্বারা আমল শোথের, বমন বির-চনাদি, শোধনকিরা দ্বারা উষ্মশোথ শোথের, শিরোবিরেচন অর্থাৎ নস্ত প্রভৃতি দ্বারা শিরোগত শোথের, অধোবিরেচন দ্বারা উর্দ্ধ শোথের, উর্দ্ধ বিরেচন দ্বারা অধঃশোথের, রক্তকাথ দ্বারা মেহোত্তর শোথের এবং বেহন দ্বারা রক্তোত্তর শোথের চিকিৎসা করিবে। বাতজ শোথে মলের বিবকতা থাকিলে নিরুহণ ও বাতপিত্তজ শোথে সতিতক স্তম্ভ ব্যবস্থা করিবে এবং শেথোক্ত শোথে যদি তৃষ্ণা, মুচ্ছা, দাহ ও অরুচি অর্থাৎ কাথ্যে অনাসক্তি থাকে, তাহা হইলে দুগ্ধ খাইতে দিবে; রোগী শোধনযোগ্য হইলে এই দুগ্ধ গোমূত্রের সহিত দিতে হইবে। ক্ষার, কটু ও উষ্ণবীৰ্য্য কক্ষর জব্য দ্বারা অথবা গোমূত্রের সহিত তক্ত বা আলব প্ররোগদ্বারা ককোথিত শোথের প্রশম করিবে। (চরক)

গুদ্রি, পুনর্বা, ভেরেশ্বর মূল, বিষমূল, স্ত্রোনাংক, গান্ধারী, পারুলী ও গণিমারী ইহাদের কাথ পান ও উহা পাক করিবার কালে অর্দ্ধাবশেষ হইতে না হইতে নামাইয়া সেই কাথদ্বারা পেয়াদি আগারীর জব্য প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে বাতজ শোথ নষ্ট হয়।

পুনর্বা, শুঠ ও মুখা প্রত্যেক ২ তোলা পেষণ করিয়া তৎসহ ৪ সের দুগ্ধ অর্দ্ধাবশিষ্ট করিবে; ইহা পান করিলে বাত-শোথ বিনষ্ট হয়। অপামার্গমূল, পিপাল, শুষ্কমূল ও শুঠ পেষিত করিয়া পূর্ববৎ ৪ সের দুগ্ধের সহিত অর্দ্ধাবশিষ্টপূর্বক সেবন করিলেও বাতশোথ নিবৃত্ত হয়।

ত্রিকটু, ডেউড়ী, কটকী ও লৌহচূর্ণ ত্রিকলার কাথসহ কিংবা হরীতকীচূর্ণ গোমূত্র সহ পান করিলে কক্ষ শোথ প্রশমিত হয়; হরীতকী, শুঠ ও দেবদারু চূর্ণ অথবা হরীতকী শুঠ, দেবদারু ও পুনর্বাচূর্ণ জব্যজ্ঞ মলের সহিত সেবন করিলেও কক্ষ শোথ নিবারিত হয়। উক্ত যোগ চতুর্ভুজের চূর্ণ গোমূত্র সহ পান করিলে বাতজাদি ত্রিবিধ শোথেরই প্রশম হইয়া থাকে। ঔষধ জীর্ণ হইলে স্থান করিয়া দুগ্ধের সতিত অন্নভোজন করিবে।

ষিষোজ শোথে ষিষোজের মিলিত এবং ত্রিষোজ শোথে ত্রিষোজের মিলিত চিকিৎসা করাই সাধারণ সুক্তি। তবে পক্ষতা, ত্রিকলা, নিষ ও দারু হরিত্রার কাথে ঙ্গ ও লু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পৈতিক ও স্রৈমিক শোথ নষ্ট হয়।

ত্রিকলা মিলিত ২ তোলা, গোমূত্র অর্দ্ধসের, শেথ অর্দ্ধপোরা, এই কাথ পান করিলে বাতশোথজ ও কৃশকর্মপ্রিত শোথ বিনষ্ট হয়।

বিষপত্রের মল ছাফিরা ত্রিকটু চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ত্রিদোষক শোথ নষ্ট হয়।

আগন্তক শোথে শীতল পরিষেক ও শীতল প্রলেপ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ভক্তাতকজনিত শোথে তিল ও কৃষ্ণমুড়িকা মাহিব হৃদ্ব দ্বারা পেষণ করিয়া মাখনের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে উপকার হয়। কেবল মাত্র তিল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও ভক্তাতক-শোথ নিবৃত্ত হয়। যষ্টিমধু ও তিল মাহিবহৃদ্ব দ্বারা পেষণ করিয়া তাহার সহিত মাখন মিশাইয়া প্রলেপ দিলে ভক্তাতক জন্ম শোথ বিনষ্ট হয়। শালপাতা চূর্ণ করিয়া নবনীতের সহিত মিলন পূর্বক ভক্তাতকজনিত শোথে প্রলেপ দেওয়া কর্তব্য।

পুনর্নবা, দেবদারু, গুড়ী, সজিনা ও রাইসর্ষপ; এই সকল দ্রব্য কাঁজি দ্বারা পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ অবস্থার উহার প্রলেপ দিলে সর্ক প্রকার শোথ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

পুনর্নবা ও নিমের ছালের কাথ দ্বারা অথবা জৈবৎ উষ্ণ গোমূত্র দ্বারা পরিষেক করিলে সর্ক প্রকার শোথ বিনষ্ট হয়।

বিষচিকিৎসার জ্ঞান বিষজ শোথের চিকিৎসা করিতে হইবে অর্থাৎ বেরূপ বিবে বিবাক্ত হইয়া শোথ জন্মাইয়াছে, সেই বিবের শক্তি হইলেই তজ্জাত শোথেরও নিবৃত্তি হইবে। [বিষ দেখ]

দন্তী, তেউড়ী, গুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও চিতা ইত্যাদের কঞ্চ অর্দ্ধপোয়া, হৃদ্ব ১/৯ সের, জল ১/৪ চারিসের একত্র পাক করিয়া হৃদ্বাংশেব থাকিতে নামাইয়া শোথ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে পান করাইবে। উক্ত ছয়টি দ্রব্যের প্রত্যেকটি ৪ তোলা পরিমাণে লইয়া ১/৮ সের হৃদ্বের সহিত পাক করিবে ও ১/৪ সের থাকিতে নামাইবে। ব্যতপিত জন্ম শোথে এই হৃদ্ব ব্যবহার্য। কাথ বিধানের প্রস্তুত গুঁঠ ও দারুহরিজার কাথের সহিত সমপরিমিত হৃদ্ব পান অথবা ভ্রামর্য মূলবিশিষ্ট তেউড়ীর মূল, পিপুলমূল ও এরণ্ড মূলসহ; কিংবা দাকচিনি, দারুহরিজা, পুনর্নবা বা গুড়ুচী, গুঁঠ ও দন্তীসহ হৃদ্বপাক বিধানের পক্ষ হৃদ্ব গুড়ুচী প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্কবিধ শোথরোগ বিনষ্ট হয়।

শোথ রোগে পাতলা মলভেদ এবং সেই মল শুষ্ক হইলে অর্থাৎ উহা জলে মিক্ষেপ করিলে যদি ভুবিয়া বার তাহা হইলে রোগীকে ত্রিকটু সৌবর্জল লবণ ও মধু সহ তক্র পান করিতে দিবে। যদি সন্ধ্যা আম ও বিবদ্ধ মল ভেদ হয়, তাহা হইলে সমপরিমিত গুড়ু ও হরীতকী অথবা সমপরিমিত গুড়ু ও গুঁঠ খাইতে দিবে।

শোথরোগে মল ও অর্ধোবায়ুর বিবদ্ধতা থাকিলে ভোজনের পূর্বে হৃদ্ব বা জল মাংসরসের সহিত এরণ্ডতৈল পান করাইবে। জলবহ্ন শোথের বিবদ্ধতা, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি থাকিলে স্নাত্ত মজ্জা ও অরিষ্ট পান করিতে দিবে।

নিম্নলিখিত ঔষধ গুলি শোথরোগে নিম্নত প্রযোজ্য,—

কটুকাড়লোহ, ত্রিকটুদিগলোহ, কংখরীতকী, কল-ত্রিকটুদ্রিষ্ট, কারগড়িকা, চিত্রকম্বুত, পুনর্নবাভারিষ্ট, ওক মূলদি তৈল, শোথশাদীলতৈল, সৌবর্জলোহ, কারগড়িকা, পুনর্নবাষ্টক পাচন, মাগমণ্ড, পুনর্নবাষ্ট গুণ্ডলু, শোথারি মধু, রসাত্রিমণ্ড, শোথশাদীলরস, জিনেত্রাথারস, শোথকালানল রস, শোথারি রস, পকামুত রস, হৃদ্ববটী, দধিবটী বা বৈজনাথ-বটী, কীরবাটিকা, তক্রবটী, তক্রমণ্ড ও কললতা বটী, এতদ্রি আরও বিস্তর ঔষধ শোথরোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, বাহ্য ভাবে পরিভ্যক্ত হইল। [ইহাদের প্রস্তুত প্রণালী ভৎ তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

শালুকাদি শোথ সকলে শিরাবেধ, বমন, বিরেচন, নস্তগ্রহণ, ধূমপান ও পুরাণ দ্ব্যতপান হিতকর। বক্রোত্ত্ব শোথে লম্বন এবং ভক্তদোষের দ্রব্যের চূর্ণ ঘর্ষণ ও তাহাদের স্বরসের কবল ধারণ প্রশস্ত।

গ্রহি, অর্কুদ, স্কোটক, পীড়কা, রোমান্তিকা, মন্থরিকা, কোষরুদ্রি, ভগন্দর, স্নীপদ, জাগর্দিত প্রভৃতি অবান্তর শোথ গুলির চিকিৎসা ইত্যাদি ভৎ তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।

স্নানবিধি—হৃদ্বাস্তপ জলে রোগীকে স্নান করাইবে এবং তাহার গাত্রে উশীরা দ্বা গুণক দ্রব্যের অমুলেপ দিবে। এরণ্ড, বাসক, আকন্দ, সজিনা, গান্তারী ও তুলসী ইত্যাদের পত্র জলে সিদ্ধ করিয়া সেই কাথ জলে দ্রোণী (টব) পূর্ণ করিয়া জৈবহৃদ্ব অবস্থার বাতজশোথগ্রস্ত রোগীকে তাহাতে অবগাহন করাইবে।

পথ্য—লঘুপাক ও অগ্নিযুদ্ধিকারক দ্রব্য আহার করা আবশ্যক। পীড়ার প্রবল অবস্থায় কেবল মাগমণ্ড; অতাবে সন্ধ্যাত কেবল হৃদ্ব বা হৃদ্বসাণ্ড প্রভৃতি আহার করা হিতকর। পীড়া অধিক প্রবল না থাকিলে দিবসে পুরাতন পুষ্ণচাউলের অন্ন, মুগের ডাউলের বৃষ, পটোল, বেগুন, ডুমুর, ওল, মাগকচু, সজিনার ডাঁটা, কাকরোল, ক্ষুদ্র মূল্য, স্বেত পুনর্নবা ও আমা প্রভৃতির ভরকারিতে ভজিত সৈন্দব লবণ অন্ন পরিমাণে দিয়া পাক করিয়া ভোজন করা যায়। রাত্রিকালে হৃদ্ব সাণ্ড অথবা অধিক ক্ষুধা থাকিলে পাতলা কটু অন্ন পরিমাণে খাওয়া বাইতে পারে।

পানীয়—সাধারণতঃ গরম জল পান করা কর্তব্য; কিন্তু রোগ প্রবল থাকিলে জলপান একেবারে পরিত্যাগ করিয়া হৃদ্ব দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করা আবশ্যক; বিশেষ বাতপিত্তবহুল শোথ-রোগীর পক্ষে অন্ন জল ত্যাগ করিয়া এক সপ্তাহ বা একমাস কাল কেবল ঔষ্ট্র হৃদ্ব অথবা গোমূত্র সহ গব্য বা মহিব হৃদ্ব কিংবা কেবল হৃদ্বারভোজী হইয়া গোমূত্র পান করা বিধেয়।

অপথ্য—গ্রাম্য ভক্তর মাংস, লবণ, শুষ্কশাক, নুতন তণ্ডুলের

অন্ন, শুদ্ধজাত জব্য, মজ্জা, অন্ন, ধান্য (ভক্ষিত ববাহি), শুদ্ধমাস, সমশন (পথ্যাপথ্য একত্র ভোজন) এবং শুক, অসাদ্য ও বিবাহিতব্য ভোজন, দিবা নিদ্রা ও মৈথুন, এই সমস্ত বিষয় শোথ-রোগীর পক্ষে নিত্যাত্ত বর্জনীয়। (চরক টি°)

শোথক (পুং) শোথ এবং বার্থে কন। শোথরোগ। (ক্লী) ২ কছুট, গৈরিকভাঙ। (রাজনি°)

শোথকালানলয়স (পুং) রসৌষধিবেশ। প্রস্তুত প্রণালী—চিতামূল, ইন্দ্রযব, গজপিপ্পলী, সৈন্ধব, পিপ্পল, লবঙ্গ, জায়ফল, সোহাগা, লৌহ, অত্র, গন্ধক ও পারদ প্রত্যেকে ২ তোলা, এই সকল জব্য একত্র উত্তম রূপে মর্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অহুপান কুলেখাড়ার রস। এই ঔষধ সেবন করিলে সকল প্রকার শোথ, জ্বর, কাস খাস প্রভৃতি আত্ম নিরাকৃত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° শোথরোগাধি°)

শোথস্ত্রী (ক্লী) শোথ হস্তীতি হন (অমর) কৰ্কটক চ। পা ৩। ২। ৫০। ইতি টক্। ১ পুনর্নবা। (অমর) ২ শালপল্লী। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ শোথনাথক।

শোথজ নেত্রপাক (পুং) সর্বাঙ্গিগত রোগ। যে নেত্র-রোগে চক্ষু পাক। ডুম্বরের জায় রক্তবর্ণ, কণ্ডু, শোথ ও অশ্রু-যুক্ত এবং প্রলিপ্তপ্রায় বোধ হয় ও চক্ষু পাকে, তাহাকে শোথজ নেত্রপাক কহে। (ভাবপ্র° নেত্ররোগাধি°)

শোথজিহ্বে (পুং) শোথ জয়তি জি-কিপ্ তুচ্ চ। ১ ভল্লাতক বৃক্ষ, চলিত ভেগার গাছ। ২ পুনর্নবা। (ত্রিকা°)

শোথজিহ্বা (পুং) শোথে জিহ্বা: কুটিল ইব ভল্লাতকদ্বাং। পুনর্নবা। (ত্রিকা°)

শোথভক্ষ্যলৌহ (ক্লী) শোথরোগাধিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—ত্রিকটু, ত্রিকলা, ত্রাক্ষা, কুড়, বালা, শটী, লৌহ, বচ, লবঙ্গ, কাঁকড়াশূঙ্গী, শুদ্ধমজ্জা, শুদ্ধা, বহেড়া, বিড়ল, ধাই ফুল, প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ, সর্বসমান শোধিত মণ্ডুর, এই সকল জব্য কুড়টি ছালের রসে মর্দন করিয়া উহা জামপত্রে বেঁধন এবং তাহাতে কৰ্দ্দমের লেপ দিয়া বথাবিধি পুটপাকে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ গ্রহণ করিবে। মাত্রা ২ তোলা। এই ঔষধ সেবন করিলে সকল প্রকার শোথ, গ্রহণী ও উদররোগ আত্ম প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° শোথরোগাধি°)

শোথশার্দূলতৈল (ক্লী) শোথরোগোক্ত তৈলৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—কছুটেল ৪ সের, কাথার্দ ধুতুরা, লশমূল, নিসিন্দা, জয়ন্তী, পুনর্নবা ও করঞ্জ প্রত্যেকে ৬ পল, পাকের জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কক্কার্দ রাধা, পুনর্নবা, দেবদারু, শুদ্ধমূলক, শুঠ ও পিপ্পল এই সমুদয়ে এক সের। পরে তৈলপাকের বিধানানুসারে এই তৈল পাক করিতে

হইবে। ইহা মর্দন করিলে অসাদ্য শোথ, জ্বর ও শীপদ প্রভৃতি রোগ আত্ম প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

শোথহীনাক্ষিপাক (পুং) সর্বাঙ্গত নেত্ররোগ বিশেষ। লক্ষণ—“শোথহীনানি লিঙ্গানি নেত্রপাকে বশোথজৈ।” (ভাবপ্র°) শোথজ নেত্রপাক রোগের অন্ত সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া যদি কেবল শোথমাত্র না হয়, তাহা হইলে তাহাকে শোথহীনাক্ষিপাক কহে।

শোথহ্রৎ (পুং) শোথ হরতি নাশয়তীতি হ-কিপ্ তুচ্-চ। ১ ভল্লাতক। (রত্নমালা) (ত্রি) ২ শোথহারক।

শোথাক্ষুরস (পুং) শোথরোগাধিকারোক্ত রসৌষধিবেশ। প্রস্তুত প্রণালী—পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, সীসা ও অত্র ২ তোলাকে সমভাগে মিশ্রিত করিয়া নিসিন্দা, হাণরমালী, কতবেলের ছাল, তেতুল ছাল, পুনর্নবা, বেলছাল ও কেতুরিয়া এই সকল জব্যের রসে বথাক্রমে ভাবনা দিয়া কুলের আটির মতন বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে সর্বাঙ্গ-শোথ, জ্বর, পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ শীঘ্র প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

শোথারিচূর্ণ (ক্লী) শোথরোগোক্ত চূর্ণৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—শুক মূলক, আপাঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিকলা, দস্তীমূল, বিড়ল, চিতামূল ও মুতা এই সকল জব্য একত্র সমভাগে চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধতোলা, অহুপান বিষপত্রের রস। এই ঔষধ সেবন করিলে শোথ ও পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° শোথরোগাধি°)

শোথারিমণ্ডুর (ক্লী) শোথরোগের ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—৭ পল পরিমাণ মণ্ডুর গোমুত্রে ৭ বার শোধন করিয়া নিসিন্দা, মাগমূল, আদা, ও বনওলের রসে বথাক্রমে তিনবার ভাবনা দিয়া ৭ সের গোমুত্রে পাক করিবে। পরে পাক শেষ হইলে ত্রিকলা, ত্রিকটু ও চই এই ৭টা জব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। পরে শীতল হইলে ২ পল মধু ইহার সহিত মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবন করিলে সর্বাঙ্গিক সর্বদোষোৎপন্ন শোথ আত্ম বিনষ্ট হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° শোথরোগাধি°)

শোথারি-রস, শোথারিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—হিঙ্গুলোথ পারদ তিন দুর্কার রসে ভাবনা দিয়া একটা মুবার মধ্যে রাখিবে, পরে তাহার উপরি ভাগে দুর্কা ও বমানী-চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া মুখ বন্ধ করিবে। অনন্তর উহাকে ৮ গ্রহণ গজপটে পাক করিয়া ঐ রসের সহিত তত্তুল্য গন্ধক মিশ্রিত করিয়া কজলী করিবে। তৎপরে ঐ কজলীর সহিত সমানমাংশে বিষ, তাম্র ও বঙ্গ মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ খড়িকার অগ্রদ্বারা গ্রহণ করিয়া রোগীর জিহ্বায় দিবে ও কিঞ্চিৎ চিনির

সর্বং পান করিবে। এইরূপ তিন দিন করিলে মাংসবাহ
প্রশ্রাব হইয়া শোধ নিশ্চারিত হয়।

শোধারিলৌহ (ক্লী) শোধরোগের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত
প্রণালী—ত্রিকটু, বব্বার প্রত্যেকে ১ তোলা, লৌহ ৪ তোলা
ইহা একত্র উত্তমরূপে মর্দন করিয়া লইতে হইবে। অল্পপান
ত্রিকলার রস। ইহা সেবনে শোধরোগ শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° শোধরোগাধি°)

শোধোদরারিলৌহ (ক্লী) উদররোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ।
প্রস্তুত প্রণালী—পুনর্নবা, গুলক, চিতামূল, গোরক্ষ চাকুলে,
মনসাঙ্গীজের মূল, হড়হড়ে মূল ও আকন্দমূল প্রত্যেক ১ সের,
জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, এই কাথ ছাকিয়া লইয়া
লৌহ ১ সের, ঘৃত ১ সের, আকন্দের আটা একপোরা, নীলের
আটা অর্ধসের, গুগ্গল একপোরা, এবং গন্ধক ১ পল ও পারা
৪ তোলা এই উত্তরের কজ্জলী মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে।
জ্বলনপাকে জরপাল, তাম্র, অম্র, কলুঠ, চিতামূল, বনগুল,
শরপুষ্ক, আশ্রবেল, পলাশবীজ, তালমূলী, ত্রিকলা, বিড়ল,
তেউড়ী, দাড়ীমূল, হড়হড়ে, গোরক্ষ চাকুলের মূল, পুনর্নবা,
হাড়গোড়া এই সকল মিলিত এক সের প্রক্ষেপ দিয়া যথাবিধানে
পাক সমাধা করিবে। পরে উহা একটা ঘৃতভাণ্ডে রাখিতে
হয়। মাত্রা ও অল্পপান রোগীর বলাবগণোব ইত্যাদি বিবেচনা
করিয়া নির্ণয় করিতে হয়। ইহা শোধ ও উদররোগের পক্ষে
মহৌষধ। এই ঔষধসেবনে পাকু প্রভৃতি বহুবিধরোগ আস্ত
প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° উদররোগাধি°)

শোধ (পুং) শুধ-যঞ। শোধন।

শোধক (ত্রি) শুধ-গিচ্-পুল। শোধনকারক, পাবন।

শোধন (ক্লী) শোধয়তীতি শুধ-গিচ্-লুট্। ১ কলুঠ। (রাজনি°)
শুধ্-ভাবে লুট্। ২ পোচ। ৩ প্রারম্ভিত, প্রারম্ভিতের দ্বারা
পাপাদির শুদ্ধি হয়, এইজন্য উহাকে শোধন কহে।

“অতোজাময়ং নাস্তব্যমাশ্বনঃ শুদ্ধিমিচ্ছত।

অজানভুক্তভুতার্থং শোধ্যং বাপ্যাত শোধনৈঃ।” (যজুঃ ১১।১৬১)

আশ্বার শুদ্ধিকামী ব্যক্তির পক্ষে প্রাতিবিক্রম অন্ন ভোজন করা
কখন কর্তব্য নহে, প্রমাদ বশতঃ ঐরূপ ভোজন করিলে তৎ
ক্ষণাৎ বমি করিয়া ফেলিবে, অথবা প্রারম্ভিত করিবে।
৪ বিট। (শকট°) ৫ কাসীস। (রাজনি°) ৬ বিহিতাবিহিত
মাসাদি বিচারণ। মাস, তিথি ও নক্ষত্র প্রভৃতির বিহিত বা নিষিদ্ধ
ইত্যাদি বিচারকরণ।

“স্বয়ংসংগ্রহকালেন সমাসো নাস্তি কশ্চন।

তত্ত্ব বদ্যংকৃতং সর্বমন্নভুক্তং তদেব।

ন নাস্তিভিষাগাদিশোধনং স্বয়ংপাকনি।” (বল্লাসভাষ্য°)

১ স্বয়ংসংগ্রহকালেন সমাসো নাস্তি কশ্চন।
প্রণালী বৈরূপ বৈরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে, অল্পপানে উহা শোধন
করিয়া ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়। ৮ ত্র্যমি পরিষ্করণ।
(ভাবপ্র°) ৯ নিষিদ্ধ পদার্থের প্রমাদীকরণ। (ব্যবহারভাষ্য°)
১০ অন্নের হরণ।

“ভাষ্যাদয়ঃ শুধাতি বদ্যং ত্র্য-

ভাষ্যঃ কলং তৎ যলু ভাগহারা।

সমেন কেনাশ্রাব্যবর্তী হার-

ভাষ্যো ভাষ্যে লতি সত্তবেতু।” (নীলাবতী)

১১ অপকৃত্র ত্রব্যের সংখ্যানির্ণয়। ১২ নির্দোষকরণ,
ভুল শুদ্ধরান। যে সকল ত্রব্যে দোষ থাকে, সেই সকল ত্রব্যের
শোধনপ্রণালী অল্পপানে শুদ্ধি করিতে হয়। ১৩ পরিষ্করণ।
১৪ অপনয়ন। (পুং) শোধয়তীতি শুধ-গিচ্-লু। ১৫
নিষুক। (রাজনি°) (ত্রি) ১৬ শুদ্ধিকারক।

“মহাসান্তপনিঃ শুদ্ধৌ শুভকৃচ্ছ্রং পাবনঃ।

জলোপবাসকৃচ্ছ্রং ব্রহ্মকৃচ্ছ্রং শোধনঃ।” (প্রারম্ভিতভাষ্য°)

১৭ শোধনদ্রব্য নিষাদি। ১৮ শুদ্ধিকারক প্রলেপাদি।

(ভাবপ্রকাশ) ১৯ দেহস্থ বাতুর শুদ্ধিকরণ, বমন, বিরচন,
আহ্বাপন ও শিরোবিরচন ভেদে চারিপ্রকার কর্ম দ্বারা বাতুর
শুদ্ধি হয়, এই জন্য ইহাকে শোধন কহে। (বাতট পৃষ্ঠা° ১৫ অ°)

শোধনক (পুং) ১ ভূতা। (যুদ্ধকটিক) ২ শোধনকারী।

শোধনী (ক্লী) শোধ্যতে হন্যেতি শুধ-শোচে গিচ্-করণে
লুট্-ভীপ্। ১ সম্মার্জনী, চলিত ঝাঁটা। ২ তাম্রবল্লী, ত্রিকটু-
খ্যাত তাম্রবল্লীগতা। ৩ নীলা। (রাজনি°) ৪ ঝড়ি।

শোধনীবীজ (ক্লী) শোধন্য বীজমিব বীজং যত। জরপাল।

শোধনীয় (ত্রি) শুধ-অনীয়ত্ব। শোধিতব্য, শোধ্য শোধনের
যোগ্য।

শোধয়িতৃ (ত্রি) শুধ-গিচ্-ভূত্। শোধক, শোধনকারী।

শোধয়িতব্য (ত্রি) শুধ-গিচ্-তব্য। শোধনের যোগ্য, শোধনের
উপযুক্ত।

শোধিকা (ক্লী) স্পৃশ্যবিশেষ।

শোধিত (ত্রি) শোধ্যতে শ্রেতি শুধ-গিচ্-কৃত্। ১ পরিষ্কৃত,
মার্জিত। ২ অপনীতমল, পর্যায় নির্দিষ্ট, মুঠ, নিঃশোধ্য,
অনবচ্ছর। (অমর ও ভট্টর) বাহা শোধন করা হইয়াছে।
৩ মলিকাদির অপনয়ন দ্বারা কৃতশোধন ব্যঞ্জনাদি, কেশ
কীটাদি রহিত ব্যঞ্জনাদি।

“বাক্ষেন কেশকীটাদিত্তদে সংস্তুইশোধিতে।” (শকটয়া°)

শোধিন (ত্রি) পরিষ্করণশীল, পরিষ্কারকারী। (শুদ্ধত°)

শোধ্য (ত্রি) শুধ-বৎ + শোধনীয়, শোধনের উপযুক্ত।

শোনকের, গোত্রপ্রবর্তক ব্যক্তিভেদ।

শোপার, ঘোষাই প্রেসিডেন্সীর ঠান্ডা জেলার বদাই তালুকের অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। বম্বে-বরোদা সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া রেলপথের বদাই ষ্টেশন হইতে ৩০ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখনও এই নগরের সমৃদ্ধি নষ্ট হয় নাই। নিকটবর্তী গ্রামজাত জমাদানি ক্রয়বিক্রয়ার্থে এখানে প্রতি সপ্তাহে হাট বসে। এই নগর প্রাচীন কালে স্পারক নামে খ্যাত ছিল। (মার্কওয়ে-পুরাণ ৫৭৪২) মহাভারতে লিখিত আছে যে, পাণ্ডবগণ বধন প্রেতালগণ গমন করেন, তখন ভীমার এই স্থানে অবস্থান করিয়া ছিলেন। তৎকালে এই স্থান একটি পবিত্র তীর্থরূপে পরিগণিত ছিল। খেঁচ শাস্ত্রকারগণ বলেন, পৌত্তম বুদ্ধ পূর্বতন কোন জন্মে এই স্থানে জন্ম পরিগ্রহ করেন ও বোধিসত্ত্ব স্পারক নামে আখ্যাত হন। প্রাচীন শোপারক্ষেত্রের কীর্তিকাহিনী স্মরণ করিয়া বেনকে, রেনাউ ও রেনে (Benaud) প্রভৃতি পান্ডাভ্য গ্রন্থকারগণ অনুমান করেন যে, এই শোপার নগরীই ষ্টুর্থর্ষপাত্তোক্ত সলোমন রাজার Ophir রাজধানী। জৈনশাস্ত্রগ্রন্থেও শোপার নগরীর পবিত্রতা ও প্রসিদ্ধির পরিচয় আছে। খৃষ্টীয় ১ম ও ২য় শতাব্দীর প্রাচীন শিলালিপিতে শোপারক, শোপারয় ও সোপারগ নামে এই নগরের উল্লেখ আছে। কোন কোন পুরাণে স্পারক স্থলে স্পারক পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে পেরিসান্স-রচিত Ouppara শব্দ ভরোচ ও কল্যাণ রাজধানীর মধ্যবর্তী সমুদ্রতীরবর্তী শোপার নগরীর উল্লেখ করিয়াছেন।

শোপারীপাক (পুং) কাথবিশেষ।

শোক (পুং) শু-গতো-বাহলকাৎ ক। ১ শোথরোগ, চলিত ফুলারোগ। (রাজনি°) ২ সর্কাকিরোগ। (ত্রিকা°)

শোকস্বী (স্ত্রী) শোক হস্তীতি হন-টক্, ভীপ্। ১ শালপর্ণী। ২ রক্ত পুনর্নবা। (রাজনি°)

শোকনাশন (পুং) শোক নাশরতীতি নশ-শিচ-লু। ১ নীল বৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ শোথরোগক।

শোকহারিন্ (পুং) ১ বন বর্ষস্রিকা, বাবুই তুলসী। (রাজনি°) (ত্রি) শোক হরতি হ-শিচি। ২ শোথনাশক।

শোকহর (পুং) শোক হরতি হ-কিপ্-তুচ্ চ। ১ ভজাতক-বৃক্ষ। (ভাবপ্র°) (ত্রি) ২ শোথহারক।

শোকরি (পুং) শোকর অরিঃ হস্তিকল। (বৈজ্ঞানিক°)

শোকিন্ (ত্রি) শোক বা শোথরোগবিশিষ্ট।

শোভ (পুং) শুভ-বক্তৃ। শোভন, শোভা। ২ শোভনশীল।

শোভকৃৎ (পুং) শোভঃ শোভনং করোতীতি কৃ-কিপ্-তুচ্ চ। শোভনকারক।

শোভজাত (পুং) রাজভেদ। (ভারনাম°)

শোভন (স্ত্রী) শোভতে ইতি শুভ-লুট্। ১ পদ। (শব্দচ°) শুভ ভাবে লুট্। ২ শুভ। (ভাগবত ৫।১৯।২১)

(পুং) শুভ-লু। ৩ গ্রন্থঃ ৪ বিজ্ঞ জ্ঞতি সপ্তবিশেতি যোগের অন্তর্গত পঞ্চম যোগ, জ্যোতিষমতে এই যোগ শুভ, ইহাতে সকল শুভকর্ম করা যাইতে পারে।

এই যোগে জন্ম হইলে বক্ষ, পঞ্চদশমকারী, ধনী, সুন্দর শরীর, জীবীর ও প্রবীণ হইরা থাকে।

স্যাচ্ছোভনঃ শোভনযোগজন্মা

লক্ষ্যে বিপক্ষ প্রতিপল্লবিতঃ।

সহস্রশতাব্দবপুঃ সুধীরঃ

সম্মানযুক্তো মহমুঃ প্রবীণঃ ॥ (কোষ্ঠীপ্রবীণ)

(ত্রি) শোভতে ইতি শুভ-লু। ৫ সুন্দর, মনোজ

৬ শোভাযুক্ত। ৭ শোভাজনক।

শোভনক (পুং) শোভতে ইতি শুভ-লু ততঃ কন্।

১ শোভাজন বৃক্ষ। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ শোভন শব্দকারক।

শোভন দেব, রাজভেদ। [উৎকল দেখ।]

শোভনরস, পশ্চিমচালুক্যরাজ সভ্যপ্রবের অধীনস্থ বেল-গোলের জনৈক সামন্তরাজ।

শোভনবর্তী (স্ত্রী) নগরভেদ।

শোভনা (স্ত্রী) শোভন-টাপ্। ১ হরিত্রা। ২ গোরোচনা।

(রাজনি°) ৩ নদীভেদ। (ভবিষ্যৎ খ° ২৬।৪)

শোভনানন (পুং) ১ সুগন্ধাজক। (বৈজ্ঞানিক°) (ত্রি)

২ শোভন মুখবিশিষ্ট।

শোভনালী (শোবনালী) বাঙ্গালার খুলনা জেলার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র নদী। এই নদী হ্রদবিশেষে কুলসিয়া, বেঙ্গল ও বুট্টরা-খালী নামে পরিচিত। বালতিরা গ্রামের নিকটস্থ বাররা নামক বিহৃত জলার কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোত সংযোগে এই নদী উৎপত্ত। পরে ইহা দক্ষিণপূর্বে প্রবাহিত হইয়া খোলপেটুরা নদীতে মিশিয়াছে। ঐ মিলিত নদী শোভনালী (শোভনখালী?) গ্রামের নিকট দিরা গমন করায় শোভনালী নামে আখ্যাত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে খুলনা প্রভৃতি অঞ্চলে আসিতে হইলে এই নদী বাহিরাই নৌকা চালাইতে হয়।

শোভনীয় (ত্রি) শুভ-অনীয়ন্। শোভনযোগ্য, শোভার উপযুক্ত।

শোভনীয়া (স্ত্রী) ১ গোরক্ষসুতী। ২ মহাসুতী। (বৈজ্ঞানিক°) ২ শোভনযোগ্য।

শোভয়িত্ত্ব (ত্রি) শোভাসম্পাদনকারী।

শোভবৃহ (পুং) বোধ পণ্ডিতভেদ। (ভারনাম°)

শোভা (স্ত্রী) শোভতে ইতি শুভ-বক্তৃ টাপ্। দীপ্তি।

পথার—কাতি, ছাতি, ছবি, ছাতী, ছবী, অভিখ্যা, ততা, তাস, ত্রি, ভালা, তা, তুঝা, হারা, বিতা, দুকপ্রিয়া, তান, জাতি, কবা, রমা। (রাজনি) লক্ষণ—

“স শোভা রূপভোগাভেবং ভাবদবিভূষণম্।

শোভেন কান্তিরাখ্যাভা মন্থাপারনোজ্জ্বলাঃ” (উজ্জলনীলমণি)

রূপভোগাদি দ্বারা যে অঙ্গ ভূষণ তাহার নাম শোভা, সেই শোভা মন্থাপারনোজ্জ্বলা অর্থাৎ কামের প্রীতি দ্বারা উজ্জল হইলে তাহাকে কান্তি কহে।

সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে যে শোভা নারকদিগের সাধিক গুণ। শোভা, বিলাস, মধুর্য, গাভীর্বা, ধৈর্য ইত্যাদি ৮টা গুণ, তন্মধ্যে শোভার গুণ সাধিক। লক্ষণ কথা—

“শূরতা বক্ষ্যন্ত সত্যং মহোৎসাহোহম্বরগিতা।

নীচে গুণদিকে স্পর্ধা যতঃ শোভেতি তাং বিদুঃ”

(সাহিত্যদর্পণ ৩৯)

শৌর্য, বক্ষতা, সত্যভাবণ, কার্যসমূহে উৎসাহাভিপ্রয়, অম্বরগিতা, নীচ জনের প্রতি ঘৃণা, অধিকে স্পর্ধা অর্থাৎ আশা। অপেক্ষা বলবানের প্রতি বিজিগীষা, এই সকল গুণ বাগাতে আছে তাহাকে শোভা কহে।

“রূপবোবনালিত্যভোগাভেবং ভাবদবিভূষণম্।

শোভা প্রোক্তা নৈব কান্তি মন্থাপারিতা হ্রতিঃ”

(সাহিত্যদর্পণ ৩১০০)

রূপ, বোবন, লালিত্যভোগাদি দ্বারা যে অঙ্গ ভূষণ তাহার নাম শোভা, অর্থাৎ রূপবোবনের অম্বরগামী সৌন্দর্যবর্ধক অঙ্গের যে বেশ ভূষা তাহাকে শোভা কহে। এই শোভাই কামদেব কর্তৃক বর্ধিত হইলে তাহাকে কান্তি বলে। প্রীতিগের প্রথম-মৌবনে যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য তাহাই শোভা। ইহা বেশ ভূষাদি দ্বারা আরও বর্ধিত হয়।

ভগ্ন বোবনশোভা—

“অসত্ত্বাভা মণ্ডনমজবষ্টেরনাসাধাং করণং ব্রহ্মত।

কামত পুণ্যব্যতিরিক্তমস্ত্রং বালাং পরং সাধ বয়ঃ প্রপেদে”

(সাহিত্যদর্পণ ৩১০১)

২ গোপী বিশেষ। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে লিখিত আছে যে এই শোভা গোপী দেহ পরিভ্রাণ করিয়া চন্দ্রমণ্ডলে গমন করেন, তখন তাঁহার শরীর বিদ্যুৎকোষে পরিণত হয়, তখন তিনি হৃৎখিত চিত্তে এই তেজঃ রত্ন, স্বর্ণ, প্রীতিগের সুখমণ্ডল, পদ্ম, কমল, পুষ্প প্রভৃতিতে কিছু কিছু কল্পিতা বিভাগ করিয়া যেন। এই ভক্ত এই সকল দ্রব্য স্বাভাবিক শোভা ধারণ করে।

“শোভা বেহঃ পরিভ্রাণাঃ কামস চন্দ্রমণ্ডলম্।

ভক্ততাঃ পরীক সিদ্ধং তেজো বক্রবঃ”

সংবিভজা দ্বারা যতঃ ভবেরন বিদ্যুত।

রত্নায় কিঞ্চিৎ স্বর্ণায় কিঞ্চিৎপরিভ্রাণ চ” ইত্যাদি।

(ব্রহ্মবৈবর্তপুং প্রকৃতিখণ্ড ৯৯)

২ হরিত্রা। ৩ গোবোচনা। (রাজনি) ৪ তরুজাতিপুষ্প, চলিত চামেলি। (বৈভকনি)

শোভাকর (জি) শোভনকারী, যে শোভা করে।

শোভাকর ভট্ট, নারদশিকাবিবরণ ও সামবেদারণ্যকতোভ-বিবরণ নামক গ্রন্থগ্রন্থেতা।

শোভাকর মিত্র, জলদাররত্নাকর ও উদাহরণ নামক গ্রন্থ-রচয়িতা। অরীখর মিত্রের পুত্র।

শোভাজন (পুং) শোভাং কটিলং অঙ্গনং বস্মাং। বৃক্ষ বিশেষ, চলিত শজিনা গাছ। (Moringa pterygosperma, Horse radish tree) নীলশিগ্রু বৃক্ষ, নীল শজিনা গাছ, সেমগা, সজনা, হিন্দী—সোহিজন, সজন, ইংলিশ—কালোসেগুবা, কলিজ—করির মুগ্ধি, তৈলজ—মুনগা, তামিল—মোকল, বং—শেগব, সেগত। সংস্কৃত পথার—শিগ্রু, তীক্ষ্ণগন্ধক, অকীব, মোচক, তীক্ষ্ণগন্ধ, সুতীক্ষ্ণ, বনপল্লব, খেতমরিচ, তীক্ষ্ণ, গন্ধ, গন্ধক, কাকীবক, আকীব, সুভাজন, প্রীতিহারী, ত্রিগুণনাশন, কৃষ্ণগন্ধা, মূলকপণী, নীলশিগ্রু, জনপ্রিয়, মুখমোদ, কৃষ্ণশিগ্রু, চক্ষুয়া, কচিরাজন। গুণ—তীক্ষ্ণ, কটু, বাহু, উষ্ণ, পিচ্ছিল, জড়, বাত ও শূলনাশক। (রাজনি)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, ইহা তিন প্রকার, ভ্রাম, খেত ও রক্ত। গুণ—কৃষ্ণ শোভাজন পাতে কটু, তীক্ষ্ণগন্ধ, মধুর, লঘু, নীপক, কচিকর, কক্ষ, তিক্ত, বিদাহকর, সংগ্রাহী, শুক্র-বর্ধক, জড়, পিত্ত ও রক্তপ্রকোপক, চক্ষুর হিতকারী, কফ ও বাতনাশক, বিজ্রি, স্বরধু, কৃমি, মেদ, বিবদোষ, প্রীহা, গুণ, ও গণ্ডগ্রন্থনাশক। খেত শোভাজন উক্ত গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ বাহ-কারক, প্রীহা ও বিজ্রিনাশক; ভ্রণ ও রক্তপিত্তবর্ধক।

রক্ত শোভাজন উক্ত গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ নীপন। শোভাজন ফল মধুর, কষায় রস, অরিপ্রবীপক; কক্ষ, পিত্ত, শূল, কফ, বাস ও গুণনাশক। শোভাজনপুং—(সজিনার ফল) কটুগন্ধ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বাহু, বাহুশোথজনক, এবং কৃমি, কক্ষ, বাহু, বিজ্রি, প্রীহা ও গুণরোগনাশক। রক্ত সজিনার ফল চক্ষুর হিতকর, এবং রক্তপিত্তপ্রহারক। (ভাবপ্রকাশ)

শোভামুভাবকতা (জি) যে বৃত্তি দ্বারা শোভার অহতব-করিতে পারা যায়।

শোভাস্থিত (জি) শোভায় স্থিতঃ। শোভাস্থক, শোভাবিশিষ্ট।

শোভাপুর, মধ্যপ্রদেশে হোসলাবাব জেলার সোহাগপুর তহ-সীলের অন্তর্গত একটি নগর।

শোভাবতী (ত্রি) > হনোভেন। ইহার প্রতি চরণে ১৪টী অক্ষর। তন্মধ্যে ১,২,৩,৪,১১,১৩,১৪ বর্ণ শুক এবং ৫,৬,৭,৮,৯,১০,১২,১৫ বর্ণ কণ্ড।

২ নগরভেদ। বৃদ্ধ কনকমুনির জন্মস্থান। বর্তমান নাম শুভরপণী।

শোভাসিংহ (রাজা), বালারাম বরদা ও চিত্তরাম ব্রহ্মসিংহ ভূম্যধিকারী। ইনি বর্তমানরাজ কৃষ্ণরাম দ্বারের জীবিতকালে বিরোধী হইয়া বর্তমান আক্রমণপূর্বক যুদ্ধে কৃষ্ণরামকে নিহত করেন। বিজয়ন্ত শোভাসিংহ কৃষ্ণরামের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার কন্যাকে বীর অঙ্গশায়িনী করিবার অভিপ্রায়ে বল-প্রয়োগের চেষ্টা পান। বীরবালা বীর অঙ্গব্রহ্মনিহিত শাপিত ছুরিকাঘাটা পাণাচারনিমিত্ত শোভাসিংহের কলুবসর দেহে প্রাণ হীন করিয়াছিলেন। [বর্তমান দেখ।]

শোভিক (ত্রি) শোভাশালী, সুন্দর, শোভাবিশিষ্ট।

শোভিন্ (ত্রি) শোভতে ইতি শুভ-ইন্। শোভাশালী, শোভা-বিশিষ্ট। এই শব্দ প্রায় উপপদ পূর্বক ব্যবহার হইয়া থাকে।

শোভিত (ত্রি) শুভ-ক, বা শোভা জাতার্থে ইতচ্। শোভা-যুক্ত, ভূষিত, শোভাবিশিষ্ট।

শোভিত্ত (ত্রি) শুভ-ইট। অতিশয় শোভাযুক্ত।

"শুভা শোভিত্তাঃ স্রিয়াঃ" (শুক্. ৭।৩০।৩)

শোভিত্তাঃ অতিশয়েন শোভাযুক্তাঃ (সারণ)

শোয়া (ক্ৰমণ) > শয়ন শব্দের অপভ্রংশ, শয়ন। ২ কীটবিশেষ। [শূরা দেখ।]

শোয়ার (বিশজ) শূকর শব্দের অপভ্রংশ।

শোয়ালি (বিশজ) ক্ষুদ্র মৎস্ত বিশেষ।

শোয় (পারসী) > গোলমাল করা, উচ্চ শব্দ করা, চিত্তান, চোচান। ২ নাড়ী বা নালী বা। ৩ শূকর, শূয়ার।

শোরৎ (হিন্দী) > প্রতি শব্দজ হিন্দী ভাষার কৃতিকে শোরৎ কহে। ২ সুরের হ্রস্বাংশ।

শোরুসরাবৎ (পারসী) কোন স্রবণ বর্ণ জনকে জানানর অত চোচাচোচি বা উচ্চ শব্দ করা।

শোরুসার, > শোর সরাবৎ। -২ উচ্চ শব্দ করিয়া কোন বিষয়ের সাদা লওয়া।

শোরা (পারসী) কারবিশেষ। (Saltpeetre)। [সোরা দেখ।]

শোরাপুর, দাক্ষিণ্যাত্যের একটি সামন্তরাজ্য। পূর্বে ইহা নিজামরাজ্যের অধীন ছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহা উক্ত রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার উত্তরে হায়দরাবাদ রাজ্য ও দক্ষিণে কাননবী। শোরাপুর ইহার প্রধান নগর। অক্ষা ১৬° ৩১' উঃ এবং দ্রাঘি ৭৩° ৪৮' পূঃ।

দক্ষিণ-মহাদ্রাষ্ট্রদেশের দুর্ধর্ষ বেদীর জাতির ভৈরব সর্দার কর্তৃক এই রাজ্য খৃষ্টাব্দ ১৩শ শতাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ঐ সর্দারবংশ নারক উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্নমেন্ট শোরাপুররাজ্যে নিজামের স্বাধিকার বাহাল রাখিতে নিযুক্ত হন এবং ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে পেশবার কবে স্ববাস্য হইয়া শোরাপুররাজ্যের নিকট হইতে প্রাণ্য পেশবার সরকারের দাবতীর খাজানা ছাড়িয়া যেন এবং তৎপরিবর্তে শোরাপুররাজ্য ও ইংরাজাধিকারস্থ বীর সম্পত্তির রাজস্ব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে শোরাপুরে উত্তরাধিকার লইয়া বিবল গোলযোগ উপস্থিত হয় এবং উত্তরোত্তর গৃহবিবাদে শোরাপুর সরকার রাজস্বের দ্বারা অধিত হইয়া পড়েন। ১৮৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে শোরাপুররাজ-সরকার ঋণগ্রস্ত হইতে মুক্তিকালান্তর আশায় কাননবীর দক্ষিণ অধিকৃত প্রদেশগুলি নিজামকে ছাড়িয়া যেন। শোরাপুর রাজ্য ঋণগ্রস্ত হইয়া ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্নমেন্ট কাপ্তেন গ্রেসলী নামক ভৈরব ইংরাজ সেনানীর হস্তে তৎস্বাধীনতার অর্পণ করেন। উক্ত বর্ষেই কাপ্তেন মিডলস টেলার শোরাপুরের রাজ্য পরিদর্শনতার প্রাপ্ত হইয়া তথায় গমন করেন, তাঁহারই যত্নে ও অধ্যবসানে শোরাপুর ঋণমুক্ত, সুশাসিত এবং সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হয়। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে টেলার সাহেব ঐ রাজ্যের সুবাস্থ্য করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে পুনরায় শোরাপুর-রাজস্বস্বত্বকারে নিশ্চল উপস্থিত হয়। ঐ সময়ে উক্ত প্রকৃতি রাজস্ব-স্বত্বস্বত্ব নিজামের অধীনতা উচ্ছেদ করিতে প্রয়াস পান। ১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে গোঁড়রাজ বিখ্যাত সিপাহী যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার রাজ্যচ্যুত হন এবং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে শোরাপুর নিজামরাজ্যভুক্ত হয়।

শোল, বন্যমশিষ্ট মৎস্তবিশেষ (Ophiocephalus marulius) শাণ, মাছের ভ্রাতৃ আকৃতি, কিন্তু গার আইসের উপর বেক্রমে চলাকার চিহ্ন নাই। বড় বড় শোল মাছের কালিরা প্রোথিত করিলে উত্তম হয়। অনেক এই মৎস্ত ভক্ষণ করে না।

শোলঙ্গীপুরম্, অপর নাম শোলিনগড়। মাজার গ্রেনিডেলীর উত্তর অর্কট জেলার একটি নগর। অক্ষা ১৩° ৭' উঃ এবং দ্রাঘি ৭২° ২৯' পূঃ। মাজার জেলার দক্ষিণপশ্চিম পাথার বেনাবরম্ ট্রেন হইতে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত। নগর মধ্যে চোলরাজকীর্তিভাপক একটি সুপ্রাচীন মন্দির পরিদৃষ্ট হয়। প্রবাদ, সুলতান চোলের পুত্র অদোই ইকবর বিজয়কালে এই স্থানে দেবতা কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া পুরকভনে মৃত্যু করিয়াছিলেন। সেই ঘটনা স্মরণার্থ উক্ত মন্দির স্থাপিত হয়। নগর মধ্যে অপর এক স্থলে আর একটি সুবৃহৎ মন্দির আছে। উহা তত্পর প্রাচীন নী হইলেও সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম। নিকটবর্তী কৈশিকের একটি প্রাচীন ও মনোবিহীন বিজয়ন। ইহার শির-দেখা স্বরস্বাহী।

এ নদীরে উঠবার সুবিধার্থ রায়োজি নামক জনৈক ধর্মশীল মহারাজ পর্বতপায়ে শোপানশ্রেণী প্রস্তুত করাইয়া দেন। পর্বতের পাদমূলে একটি শিখরিচিহ্নপূর্ণ তরু নদীর ও উক্ত রায়োজি নির্মিত 'শালগ্রাম-ছত্র' আছে। উহা দেখিবার মিনিস। বহুতর তীর্থযাত্রী এই বিহুনন্দির সম্মুখে আসিয়া থাকে। উহা দাক্ষিণাত্যের একটি তীর্থ বলিয়া গণ্য।

এই পর্বতপাদমূলের অধূরে একটি বিখ্যাত রণক্ষেত্র দৃষ্ট হয়। এখানে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সেনানী স্যার আর্থার কুট পুর্ন মাত্র সেনা লইয়া মহিষরপতি হারদার আলীর বিশাল বাহিনীকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এই রণক্ষেত্রে নিহত মুসলমান সেনাদলের সমাধিমন্দির বিস্তারিত।

শোলবন্দান (যোড় বন্দান), রাজ্যের প্রেসিডেন্সীর মধুরা জেলার অন্তর্গত একটি নগর। মধুরা নগর হইতে ১২ মাইল দূরে বৈগৈ নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ১০° ২' ৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ২' পূঃ। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগররাজের বলালর বাহিনীর কতকগুলি সৈন্যই এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। মধুরা হইতে দ্বিমিল্লম বাইবার পার্বত্যপথে তাঁহাদের উত্তোগে একটি দুর্গ স্থাপিত হয়। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ শূরক এই দুর্গ অধিকার করিয়া কালিঅদের (Calliaud) মধুরা আক্রমণে বাঁধা প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত বর্ষেই হারদার আলী দুর্গ জয় করেন। পরে উহা ইংরাজের হস্তগত হয়। এখানে প্রাচীন মন্দির, একটি মসজিদ ও কতকগুলি শিলালিপি বিস্তারিত আছে।

শোলা (শোল), কলকতপ বিশেষ। ইহার বৃত্ত পরিাকার করিয়া এক প্রকার শিরদ্বার (Shola hat) প্রস্তুত হইয়া থাকে। যুরোপীয়গণ এই টুপী হালকা ও গ্রীষ্মের উপযোগী বলিয়া এদেশে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা শিশির হিণি প্রস্তুত কার্যেও ব্যবহৃত হয়।

শোলাকি, অণুহিলবাড়ের সুপ্রসিদ্ধ রাজপুত্রবংশ। ইহার চালাকা বংশীয়, পরে শোলাকি নামে খ্যাত হন। প্রতিষ্ঠার ও সর্গ্যকার ইহার রাজ্যস্থানের পরমার বা চৌহান রাজপুত্র অপেক্ষা অনেকাংশে নিকট। শোলাকিকুলের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে জানা যায় যে, কল্যাণনগরবাসী জয়সিংহ শোলাকির পুত্র রাজ-কুমার মুলরাজ খীর মাতামহ কোলরাজের হত্যার পর অণুহিলবাড়-পত্তনের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তৎপুত্র চামুণ্ডরাজের রাজ্যশাসনকালে গজেন্দ্রপতি মাক্কুর অণুহিলবাড়পত্তন সূচন করিয়া বিদ্রোহ ও বিক্ষুব্ধ করেন। মখন মাক্কুর সৈন্যই প্রদেশের শোণিত পোষণ করিতেছিলেন; তখন এই বংশে অল্পপ্রাপ্ত জয়সিংহ সিদ্ধরাজ ও কুমারপাল আবির্ভূত হন। তাঁহারা উভয়েই পোষণ বীর পরাক্রম ও দুর্ভাবিকার ছিলেন, ধর্ম-

রক্ষার তাঁহাদের সেইরূপ বলবতী আত্মাঙ্গা ছিল। উভয়েই বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিপোষক হইয়া বৌদ্ধ কীর্তি প্রতিষ্ঠা সহকারে স্থাপত্যবিভার বর্ষেই উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। সময়ে কএকটি বিশাল বিজয়স্তম্ভও নির্মিত হয়।

শাহাব উদ্দীন ঘোরীর ও তাঁহার প্রতিনিধিগণের দ্বারকণ অভ্যাচারে কুমারপালের শেষ জীবন শান্তিহীন হইয়া পড়ে। অন্তঃপর অণুহিলবাড়ের সিংহাসনে অবতরণ রাজপুত্র ক্রমশঃই নিপুত্ন হইয়া পড়িলে এই বংশের শেষ উত্তরাধিকারী ত্রিভুবন দেবের রাজ্যকালে শোলাকি বংশের বাবেলা শাখার প্রবল প্রভা-পাবিত নরপতি বিশালদেব অণুহিলবাড় সিংহাসন অধিকার করেন। তৎপরে কএক পুরুষ এই বংশের অধীন থাকিয়া অণুহিলবাড় মুসলমান সৈনিক আলাউদ্দীনের কর কবলিত হয়। এক শোলাকি কুশের গোরবহর্য চিরদিনের জন্ত অন্তাচল-চূড়াবলী হইলেন।

রাজস্থান পাঠে জানা যে, এই শোলাকি-কুল সর্বসমেত বোলটা শাখার বিতক্ত, তন্মধ্যে ব্যাজপন্নী বা বাবেলা শাখাই সর্ব প্রাধান। নিম্নে প্রধান দুইটা শোলাকি রাজবংশের তালিকা উদ্ধৃত হইল—

(ক) অণুহিলবাড়ের শোলাকিরাজবংশ।

নাম	রাজ্যাবধি
১ মুলরাজ	৯৪১খৃঃ কল্যাণরাজ রাজির পুত্র
২ চামুণ্ডরাজ	৯৯৬ ১ এর পুত্র
৩ বলভরাজ	১০০৯ ২ "
৪ জয়ভরাজ	১০০৯ ২ "
৫ জীপদেব ২য়	১০২২ নাগদেবের পুত্র ও ২ এর পুত্র
৬ অর্জুনের ১ম	১০৬৩ ৫ এর পুত্র
৭ জয়সিংহ সিদ্ধরাজ	১১২৬ " "
৮ কুমারপাল	১১৩৬ ৫ এর প্রপৌত্র
৯ অজয়পাল	১১৭২ ৮ এর প্রাতপুত্র
১০ মুলরাজ ২য়	১১৭৬ ৯ এর পুত্র
১১ জীমদেব ২য়	১১৭৮ " "
১২ ত্রিভুবন পাল	১২৪২ ১১ এর পুত্র

(খ) বাবেলা শোলাকি রাজবংশ।

নাম	রাজ্যাবধি
১ ধবল	রাজা কুমারপালের মাতৃবংশপতি
২ অর্জুনারাজ	৩ এর পুত্র
৩ লবণপ্রসাদ	২ " জয়লকার নামকরাজ
৪ দীর্ঘবল	১২১৪খৃঃ চৌলকার বাবীর রাজা

- ৫ বিশলদেব ১২৩৫ ৪ এর পুত্র, অণহিলবাড় সিংহা-
সুনের অধিরাজ
৬ অর্জুনদেব ১২৬১ ৫ এর-ভ্রাতৃপুত্র
৭ শারঙ্গদেব ১২৭৪ ৬ এর পুত্র
৮ কর্ণদেব ১১৯৬ ৭

চালুক্য বা শোলাকিংশ এক সময়ে ভারতের সর্বত্র বিস্তৃত
হইয়া পড়িয়াছিলেন। উড়িষ্যা এই বংশ 'সুদী' নামে পরি-
চিত হন। তালচের রাজ্য হইতে এই শুক্লবংশের (খ্রীষ্টীয়
১২শ ও ১৩শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ) তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে।
মেদিনীপুরের স্থানে স্থানে এই শুক্লবংশীয়গণ 'সুদী' নামে
পরিচিত হইয়া অতি হীনাবস্থা অতিবাহিত করিতেছেন।

শোলাগড়, বাকালার ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ তহসীলের অন্তর্গত
একটা নগর। অক্ষা° ২৩° ৩৩' ৪৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৯০° ২০'
পূঃ। ইহা একটা স্থানীয় বাণিজ্যকেন্দ্র।

শোলাপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর দাক্ষিণাত্য বিভাগের ইংরাজ-
শিক্ত একটা জেলা। ভূপরিমাণ ৪৫২১ বর্গ মাইল। অক্ষা°
১৭°১৩' হইতে ১৮°৩৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°৩৯' হইতে ৭৬° ১১'
পূঃ মধ্য। নিজামাধিকৃত রাজ্য সীমামধ্যস্থ বার্ষি তালুক ব্যতীত
শোলাপুরের উত্তর সীমায় আন্ধ্রনগর জেলা, পূর্বে নিজাম রাজ্য
ও অকালকোট রাজ্য, দক্ষিণে বিজাপুর জেলা এবং জাঠ ও পট-
বর্দ্ধন-পরিবারদিগের অধিকৃত সামন্তরাজ্য এবং পশ্চিমভাগে
সাতারা, পুণা ও আন্ধ্রনগর জেলার কলতন ও আংগাড়ি
সামন্তরাজ্য। শোলাপুর নগরই এখানকার প্রধান বিচার সদর।

এই জেলার সর্বত্রই প্রায় সমতল এবং কোন কোন স্থান
ক্রমোচ্চনিয়; কেবল বার্ষির উত্তরাংশ মাধার পশ্চিম এবং মাল-
শিরা ও কন্মাল্লর দক্ষিণপশ্চিম ভূভাগ শৈলমালাসমকীর্ণ।
এখানকার উচ্চ ভূমিগুলি সামান্ত পরিমাণে তৃণাক্রান্ত, ইতরায়
একমাত্র গোচারণের উপযোগী। নিম্ন ভূমিতে বিশেষ যত্নের
সহিত চাষাবাস করিলে উৎকৃষ্ট শস্যাদি উৎপন্ন হয়।

ভীমা এবং তাহার মান, নীরা ও শীলা নামক শাখাই এখান-
কার প্রধান নদী। এই নদীগুলি জেলার দক্ষিণপূর্বে প্রবাহিত।
এতদ্ব্যতীত এখানে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্বত্যস্রোত
রহিয়াছে। শোলাপুর নগরের ক্রিকটবর্তী একরূপ ও সিদ্ধেশ্বর
নামক বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা এবং কোরেগাঁও ও পদরপুরের বাঁধক
তত্ত্ব স্থানের অধিবাসিবর্গের জলপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়।
জলাভাব জন্ত স্থানবাসীরা আপনাপন পল্লীতে বৃহৎ বৃহৎ
ইন্দ্রাধন করিয়াছেন। বাবলা, আম্র, নিম্ব ও পিগল (অম্বথ)
ব্যতীত এখানে আর অজ কোন প্রকার বড় গাছ দৃষ্ট হয় না।

শোলাপুর মহারাষ্ট্র জাতির আদিবাসিন্দেব এবং বিখ্যাত

মহারাষ্ট্র রাজবংশের আদিভূমি। কিরূপে পুণা ও শোলাপুর-
বাসী মরাঠাগণ একত্র সমবেত হইয়া মহারাষ্ট্রজাতির অভ্যুত্থান
করিয়াছিল, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

[ভারতবর্ষ ও মহারাষ্ট্র শব্দ দেখ।]

খৃষ্ট জন্মের আরম্ভ কালে অর্থাৎ অধুমান ৯০ খৃষ্ট পূর্ব হইতে
৩০০ (১) খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শোলাপুর শাতবর্ণি বা অকৃত্যরাজ-
বংশের অধীন ছিল। শোলাপুর নগরের ১৫০ মাইল উত্তর-
পশ্চিম গোদাবরীতীরে পৈঠান (প্রতিষ্ঠান) নগরে তাঁহার
রাজধানী ছিল। অতঃপর খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মুসলমানগণ
কর্তৃক দেবগিরির নিকটবর্তী অধঃপতন পর্যন্ত শোলাপুর
প্রদেশ, বিজাপুর, আন্ধ্রনগর, পুণা প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী জেলার
জায় বখাক্রমে ৫৫০ হইতে ৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাচীন চালুক্য
রাজগণের, তৎপরে ৯৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাষ্ট্রকূট রাজগণের, তদ-
নন্তর ১১৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পশ্চিম চালুক্যরাজগণের এবং অবশেষে
১৩০০ খৃষ্টাব্দে মুসলমান কর্তৃক দাক্ষিণাত্যবিজয় পর্যন্ত দেব-
গিরির যাদব রাজবংশের অধিকারে ছিল।

১২৯৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ প্রথমে দাক্ষিণাত্য আক্রমণ
করেন, কিন্তু তখন মুসলমান সেনাদল হিন্দুরাজ্যটিকে
বিপর্যস্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। ১৩১৮ খৃষ্টাব্দে উপর্যুপরি
আক্রমণের পর দেবগিরির হিন্দু নরপতি হতবল হইয়া পড়েন।
উক্ত বর্ষে মহারাষ্ট্রপ্রদেশ শাসনের জন্ত দিল্লী হইতে মুসলমান
শাসনকর্তা নিয়োজিত হন। তাঁহার দেবগিরিতে থাকিয়া
দাক্ষিণাত্য প্রদেশ শাসন করিতে থাকেন। ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে
দিল্লীর পাঠান সৈন্য মহম্মদ তোগলকের আদেশক্রমে দেবগিরি
"দৌলতাবাদ" নামে বিধোবিত হয়। ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে পাঠান
সাম্রাজ্যে দারুণ বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। ঐ সময়ে রাজকর্ম-
চারিগণের অত্যাচারে, উপদ্রবে ও ধনলুণ্ঠনপ্রয়াসে রাজ্যের
এক মহান্ অনাচারের অহুতান চলিতে থাকে। দাক্ষিণাত্যেও
এই অত্যাচারস্রোত ক্রমশঃ প্রবল ভাব ধারণ করে। তখন
রাজনিগ্রহে নিপীড়িত দাক্ষিণাত্যবাসী জনগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া
দিল্লীধরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। হসন গঙ্গু নামক জনৈক
আকগান ঘোড়া ঐ বিদ্রোহীদের নেতা হন। বৃহৎ বিদ্রোহী
দল জয়লাভ করে এবং দাক্ষিণাত্য প্রদেশ উত্তর ভারতের অধী-
নতা হইতে উদ্ধৃত হয়। হসন খীর প্রতিপালক ব্রাহ্মণ প্রভুর
প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি নিবন্ধন স্বয়ং আলাউদ্দীন হসন গঙ্গু
বাহ্মণী নাম গ্রহণ করিয়া রাজা হন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বলিয়া
ঐ পাঠানরাজবংশ বাহ্মণী রাজবংশ বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ
করেন। এই বংশ প্রায় ১৫০ বৎসর কাল দাক্ষিণাত্যে প্রবল
প্রভাবে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। [বাহ্মণী রাজবংশ দেখ।]

অতঃপর ১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুরের মুসলমান শাসনকর্তা মুহূক আদিল শাহ বার্ষিক ভূস্বত্ব কর দায়িত্ব ন্যায় কর দায়িত্ব উত্তর হইতে ভীমা নদীতীর পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ তাঁহার বীরত্ব-প্রতিষ্ঠার মুহূর্ত্ত হইয়া তাহার শরণাপন্ন হয়। এই সময় হইতে আর দুই শতাব্দীকাল শোলাপুর কখন বিজাপুর, কখন বা আন্ধ্রনগর-রাজের অধীনতা শৃঙ্খল বহন করিয়াছিল, অর্থাৎ উক্ত দুইটি রাজ্যের মধ্যে যিনি যখন প্রবল হইয়াছিলেন তখনই তিনি শোলা-পুর জয় করিয়া আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করেন। এইরূপে উত্তর রাজাই কিছু দিন উক্ত প্রদেশ উপভোগ করেন। পরে ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুররাজ আলী আদিল শাহের সহিত মোগলসম্রাট জহাঙ্গীরের বাদশাহীর আশ্রয় যে সন্ধি হয়, তাহাতে বিজাপুররাজ দিল্লীশ্বরকে সন্ধির বিনিময়ে শোলাপুরচূর্ণ ও ভূমধ্যী ৬৩০০০ টাকা আরের সম্পত্তি ছাড়িয়া দেন। ১৭০০ হইতে ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে মোগলশক্তির অধঃপতনে মহারাষ্ট্রশক্তির অভ্যুত্থানের পথ প্রসারিত হয়। [বিজাপুর ও আদিলশাহ বংশ দেখ।]

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে পেশবাগণের অধ্যাপন পর্যন্ত শোলাপুর মহারাষ্ট্র অধিকারে থাকে। তৎপরে উহা ইংরাজ গবর্নমেন্টের বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর শাসনসীমাত্মক হয়। প্রথমে ইহা পুণার শাসনাধীন ছিল। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহাকে স্বতন্ত্র কলেক্টরী তুল করা হইয়াছে। তদনন্তর এই স্থানের পথ বাট অনেক পরিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলপথ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই জেলার বাণিজ্যও সমধিক উন্নতি ঘটিয়াছে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এখানে ভয়ানক মহামারী ও দ্রুত উপস্থিত হয়। জাহাতে সাহায্য কার্যের ব্যয়ে বেঙ্গলের অনেক শ্রীহৃদ্বি হইয়াছে।

এখানে সর্ব সম্মত ৬১ নগর ও ৭০৬ গ্রাম আছে। শোলা-পুর নগর ও সেনানিবাস, পঞ্চরপুর, বাপি, কর্কাধ, কন্দালা ও সজালা নগরই এখানকার প্রধান।

২ উক্ত জেলার একটি উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৮৪৭ বর্গ মাইল। অক্ষা° ১৭° ২২' হইতে ১৭° ৫০' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৪০' হইতে ৭৬° ১৩' পূঃ মধ্য। ৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর। শীলা নদীতীরস্থ সমতল ক্ষেত্রে অবস্থিত। অক্ষা. ১৭° ৪০' ১৮' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৫৬' ৩৮' পূঃ।

নগরের দক্ষিণপশ্চিমকোণে পরিবাগপরিবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র, অথচ দৃঢ় দুর্গ আছে। ১৩৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বাদশী-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হুসন গজু এই দুর্গ নির্মাণ করিয়া ছিলেন বলিয়া সাধা-রণের ধারণা। ১৪৮৯ খৃঃ অব্দে বাদশী রাজবংশের অধঃপতন ঘটিলে জেইন বা শোলাপুর অধিকার করেন। তাঁহার পুত্রের নাবালক অবস্থার ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে কমালা শোলাপুর ও তৎপার্শ্ব-বর্তী জেলাসমূহ বিজাপুররাজ্যভুক্ত করেন।

১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইসমাইল আদিল শাহ আন্ধ্রনগররাজকরে খীর ভগিনীকে অর্পণ করেন। শোলাপুর প্রদেশ ঐ বিবাহের বৌতুক স্বরূপ প্রদত্ত হয়; কিন্তু বিজাপুররাজ নানা অস্থিরতা ও সম্পত্তি আন্ধ্রনগরপতিকে সমর্পণ করার উত্তরের মধ্যে শত্রুতা উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে থাকে। অবশেষে ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে আন্ধ্রনগররাজতনয়া চাঁদবিবির বিবাহের সময় উহা বৌতুক স্বরূপ বিজাপুর করে প্রত্যর্পিত হয়। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুর রাজশক্তির অবসান ঘটিলে এই নগর মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হয়। তৎপরে মহারাষ্ট্রগণ উহা মোগলসেনার হস্ত হইতে কাড়িয়া লন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে জেনারল মন্রো পেশবাকে পরাজিত করিয়া এই স্থান অধিকার করেন।

ইংরাজাধিকারে আসিবার পর হইতে দস্যুর উপদ্রব অত্যধিক হইয়াছে। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রেলপথ বিস্তৃত হওয়ার পূর্বা ও হায়দরাবাদের সহিত এখানকার বাণিজ্যসমৃদ্ধি অনেকাংশে বর্ধিত হইয়াছে। এখানে রেশম ও কার্পাসবস্ত্রের বিস্তৃত কারবার ও কারখানা আছে।

শীলা নদীর কলেবরবর্দ্ধিনী অদিল শাখার জলবাহের উপর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৮০০ ফিট উচ্চে এই নগর অবস্থিত। নগর আটটার দক্ষিণপশ্চিম প্রান্তে শোলাপুর দুর্গ। দুর্গবাটিকা লম্বে ২৩০ গজ ও প্রস্থে ১৭৬ গজ। উহার চারিদিকে দুই সারি প্রাচীর। উহার উপরে কামান সজ্জা করা যাইতে পারে। পূর্বের সিঁদেখর দ্বন্দ্ব ব্যতীত ইহার অপর চারিদিকে ১০০ হইতে ১৫০ ফিট বিস্তৃত একটি জলখাত আছে। উহা ১৫ হইতে ৩০ ফিট গভীর।

শোলি[লী]কা (জী) বনহরিদ্রা, চলিত বুনো হলুদী, গুণ কটু, ঝটিকর, তিক্ত ও দীপন। (রাজনি°)

শোশুচ্যমান (রি) শুভ-বড় শোশুচ্য-পানচ। অতিশয় শোককারী, অতি বিলাপকারী।

শোষ (পুং) শুষ্ক-বঞ্ছা ভাবে। ১ শোষণ। (মেদিনী) শুষ্কতা-নেমেতি শুষ্ক-বঞ্ছা করণে। ২ বস্ত্ররোগ। প্রথমে শরীরকে শোষণ করিয়া পরে এই রোগের উৎপত্তি হয় বলিয়া ইহাকে শোষ বা ক্ষুদ্রা বলে। রসরক্তাদি ধাতু ও মলাদির করই হে এই রোগের হেতু তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

“প্রতিভারাবধৌ কাস্ত কাসাৎ সংক্রান্তে কয়ঃ।
* কয়ে রোগত হেতুশে শোষতাপ্যগজরতে।” (মাধব লিঙ্গন)
প্রথমতঃ নামাক্ত সন্ধি হইলে কাসের উৎপত্তি হয়, পরে সেই কাস হইতে ক্রমশঃ ধাতুকার উপস্থিত হয়, অবশেষে ঐ করই শোষ বা ক্ষুদ্রা হেতু হইয়া পীড়ায়।

চরকে সাহস, বেগধারণ, ক্রয় ও বিবশাশন এই চারিটি কারণ হইতে শোষের উৎপত্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

সাহস—যে ব্যক্তি নিজে হুর্দল হইয়া বলবানের সহিত মল-
হুর্দল করে, অতি বৃহৎ ধন্যরূপে প্রাপণে চেষ্টা করে,
অতি উচ্চৈঃস্বরে কথা বার্তা বলে ও সঙ্গীতাদি করে, গুরুতর তার
বহন করে, বড় বড় নদীতে অনেক দূর পর্যন্ত সঞ্চরণ করে, অতি
প্রগাঢ়রূপে হরিদ্রাদি দ্বারা গাত্র মর্দন করে, অতিশয় জ্বরের
সহিত অর্থাৎ বীরদর্পে কোন স্থানে পদাঘাত করে, অতি দীর্ঘ পথ
ক্রমণ করে, পর্বতাদি অত্যুচ্চ বন্ধুর স্থান হইতে ক্রত গতিতে
অবতরণ করে, কিংবা যে ব্যক্তি বিবমভাবে, অতিমাত্র ব্যায়াম
করে, তাহার এই সকল ক্রিয়া দ্বারা তদীয় বক্ষঃস্থল ক্ষত বা
আহত ও শরীরস্থ বায়ু প্রকুপিত হয়। অনন্তর সেই কুপিত
বায়ু ক্ষতবক্ষঃকে বিশেষ রূপে আশ্রয় করিয়া তত্রত্য স্লেমা ও
পিত্তকে দূষিত করে এবং ক্রমে উর্দ্ধ, অধঃ ও ত্রিঘণ্যভাবে
সমস্ত শরীরে বিচরণ করিতে থাকে।

উক্ত উর্দ্ধাধস্তিঘণ্যগমনশীল বায়ু কক্ষ ও পিত্তের সহিত মিলিত
হইয়া শরীরের সন্ধিহুল সকলে আশ্রয় করিলে জ্বরা, অঙ্গমর্দ
ও জ্বর উৎপন্ন হয়, আমাশয়কে আশ্রয় করিলে মলভেদ হয়,
হৃদয়কে আশ্রয় করিলে বক্ষঃবেদনা হয়, জিহ্বাকে আশ্রয় করিলে
কণ্ঠ কণ্ঠরূন বা উৎকাস ও স্বরভঙ্গ, প্রাণবহ শ্রোতঃসমূহকে
আশ্রয় করিলে শ্বাস ও সর্দি এবং মস্তকশ্রয় হেতু শিরঃশূল
উপস্থিত হয়। বক্ষঃক্ষতহেতু, বায়ুর বিবম গতিহেতু ও কণ্ঠ-
কণ্ঠরূন হেতু তাহার নিরন্তর কাস হয় এবং পূর্নকৃত ক্ষতযুক্ত
বক্ষঃ কাসবেগে পুনঃপুনঃ ক্ষত হওয়ার রোগীর সরক্ত স্লেমা নির্গত
হইতে আরম্ভ হয়। রক্তনির্গমহেতু দৌর্বল্য জন্মে। অতএব
সাহস হইতেই শরীরশোধকর এই সকল উপদ্রব দ্বারা উপক্রম
হইয়া সেই ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে শুক হইতে থাকে।

বেগধারণ—পুরুষ যে সময়ে রাজসমীপে, প্রভু সমীপে, গুরু
পাদমূলে, কোন সাধুসমাজে বা জ্ঞানসমাজে অথবা নানাধি গানে
গমন করে, তখন যদি তাহার অধোবায়ু, মূত্র বা মলের বেগ
উপস্থিত হয় এবং লজ্জা বা ভয় হেতু ঐ সকল বেগ রোধ করে,
তাহা হইলে বেগসঞ্চারহেতু উহার বায়ু প্রকুপিত হইয়া পিত্ত
ও স্লেমাকে দূষিত করিয়া পূর্ববৎ উর্দ্ধাধস্তিঘণ্যভাবে বিচরণ
করিতে থাকে ও নানা প্রকার উপদ্রব উপস্থিত করে এবং
তাহাতে পূর্নকৃত প্রকারে ঐ লোকের শরীর ক্রমে ক্রমে শুকা-
ইতে থাকে।

ক্লম—বখন মনুষ্য অতিমাত্র শোক ও চিন্তায় উপহতচিত্ত
হয় অথবা জীবা, উৎকণ্ঠা, ভয় বা ক্রোধাদি দ্বারা অভিভূত হয়,
কিংবা ক্লেশবহন কক্ষ অন্নপান সেবন, অন্নাহার বা অনাহার করে,
তখন তাহার হৃদয়স্থ রস ক্লম প্রাপ্ত হয়। রসক্লম হওয়ার সে
ব্যক্তি ক্রমশঃ শুক হইতে থাকে। আবার যদি কোন ব্যক্তি হর্ষ

বা অতি আসক্তির সহিত জীতে রত হয় এবং উত্তরোত্তর হৃদবল
উন্নতির বিবৃদ্ধি ঘটতে থাকে, তাহা হইলে অত্যধিক পরিমাণে
শুক্ল করণহেতু তাহার বায়ু প্রকুপিত হইয়া শোণিতবহ ধমনী-
সমূহে প্রবেশপূর্বক তাহা হইতে শোণিত প্রচ্যুত করিয়া দেয়।
এই অবস্থায় তাহার শুক্রের এত অল্পতা ঘটে যে, পুনর্নৈধুনকালে
শুক্ল নির্গতঃনা হইয়া বায়ু কর্তৃক বিপথগামী শোণিত শুক্রমার্গে
নীত ও তথা হইতে বহির্গত হয়। এই রূপে শুক্রক্ষয় ও
শোণিতনির্গম হেতু সেই ব্যক্তির সন্ধি সকল শিথিলীভূত এবং
শরীর অত্যন্ত কক্ষ ও হুর্দল হয়; এই সময়ে প্রকুপিত বায়ু
রসহীন শরীরের সর্বত্র গিয়া স্লেমা ও পিত্তকে প্রকুপিত
করিয়া মাংস ও শোণিতকে পরিশুক করে এবং উক্ত স্লেমা ও
পিত্তকে নিঃসারিত করে; পাশ্বেদরে ও স্বক্ষ্মদেশে বেদনা,
কণ্ঠে কণ্ঠরূন অর্থাৎ গলা থুসথুসি, স্লেমাকে উর্দ্ধগত করিয়া
সেই স্লেমা দ্বারা মস্তককে পরিপূর্ণ এবং সন্ধিস্থানসমূহকে
প্রলীড়িত ও অঙ্গমর্দ, অক্ষাচি, অপাক প্রভৃতি উপস্থিত
করে। পিত্ত ও স্লেমার উৎক্ৰেশ অর্থাৎ বহির্গমনোন্মুখতা
এবং প্রতিলোমগামিত্বহেতু জ্বর, কাস, শ্বাস, স্বরভেদ ও প্রতি-
শায়াদি রোগ উৎপন্ন হয়। কাসপ্রসঙ্গহেতু ক্রমশঃ বক্ষঃক্ষত
হওয়ায় রোগী রক্ত নিঃসরণ করে এবং তাহাতে সাতিশয় হুর্দল
হইয়া পড়ে। এইরূপে শরীর ক্রমে ক্রমে শুক হইতে থাকে।

বিষমাশন—“বহুতোকমকালে চ ভজ্ঞেয়ঃ বিষমাশনঃ”
সাধারণতঃ অন্ন, অধিক ও অসময়ে ভোজন করাকে বিষমাশন
কহে। ফল চর্ক্যা, চোষ্য, লেছ ও পেয় এই চতুর্বিধ আহার,
আহার বিধির অর্থাৎ প্রকৃতি, করণ, রাশি, সংযোগ, দেশ, কাল,
উপযোগসংস্থা ও উপশয়, ইহাদের বৈষম্যভাবে অর্থাৎ অব্যব-
নিয়মে সেবন করার নামই বিষমাশন। [বিষমাশন দেখ]

উক্ত বিষমাশন দ্বারা যুগপৎ ত্রিদোষেরই প্রকোপ হইয়া
থাকে; এই প্রকৃষ্ট দোষত্রয় সর্ব শরীরে গমনপূর্বক রসরক্তা-
দিবহ শ্রোতোমুখ সকলকে আঘরণ করিয়া অবস্থিত করে;
এই অবস্থায় লোকের আহাৰ্য্য পদার্থ প্রায়ই প্রচুর পরিমাণে মল
মূত্রাদি রূপে পরিণত হয়; স্তত্রাং ঐ ভুক্ত দ্রব্য দ্বারা শরীরে
রসরক্তাদি অল্প কোন দাভূর সমাশ্রয়পত্তি হইতে পারে না;
পরন্তু ক্রমশঃ তাহাদের হ্রাস হইতে থাকে। এতদবস্থায় মাত্র
পূরীষের উপপত্তি হেতুই লোক বাঁচিয়া থাকে। এই সময়ে কোন
কারণে রোগীর মলনিঃসরণ হইতে থাকিলে বহু কালের মধ্যেই
সে মৃত্যুপ্রাপ্ত পতিত হয়; এই কারণেই উক্ত হইয়াছে যে
শোষাক্রান্ত ব্যক্তির মল অবশ্য রক্ষণীয়।

“শুক্লমূলং বলং পুংসাং মলমূলং হি জীবিতং।

তন্মাদ্যন্তেন সংরক্ষেৎ বশ্নিগাং মলরেতসী ॥” (বিজয়রক্তিত)

• উক্ত কারণে রসাদি করে অত্যধিক দুর্বল হওয়ার অথবা সেই বিষমামশন হইতেই প্রকৃতি বাতাদি দোষত্রয় পৃথক পৃথক উপদ্রব দ্বারা যোগীয় শরীরকে অধিকতর উপশোষিত করে। বায়ু তাহার শিরঃশূল, অঙ্গবেদনা, কঠকত্ব, য়ন, পার্শ্ববেদনা, কক্ষবেদনা, স্বরভেদ ও প্রতিশ্রাব জন্মাইয়া থাকে। পিত্ত তাহার জ্বর, অতিসার, ও অন্তর্দাহ এবং স্নেহ তাহার প্রতিশ্রাব, শিরোগুরুত্ব, অকটি ও কাস আনয়ন করে। কাসাদিকা হেতু বক্ষঃশূল ক্ষত হওয়ার সে রক্ত নিশ্চয়ন করে এবং তৎকৃত্ত যৎপরোনাস্তি দুর্বল হইয়া পড়ে ও ক্রমশঃ তাহার শরীর শুষ্ক হইতে থাকে।

উক্ত নিদান চতুষ্টয় অতিসেবিত হইলেই বহুবিধরোগ সমভি-
বাহারে লইয়া ও পুরোবর্তী রাখিয়া শোষ বা যক্ষ্মা রোগের
আবির্ভাব হয় বলিয়া উহা রাজযক্ষ্মা বা রোগরাজ নামে অভিহিত।

“অনেকরোগাগ্নুগতো বহুরোগপুংসরঃ।

রাজযক্ষ্মকতক্ষীঃ রোগরাড়িত চ মৃতঃ ॥” (বাভট)

এই রোগের সম্যক লক্ষণ ও চিকিৎসাদি বক্ষ্ম শব্দে বিস্তৃত-
ভাবে দ্রষ্টব্য।

শোষক (ত্রি) শোষণতীতি শুষ্ক-গিচ্-ধূল্। শোষণকর্তা, শোষণ
কারী। ২ রসাকর্ষক।

শোষণ (ক্রী) শুষ্ক-ল্যুট্। ১ রসাকর্ষণ, শুষ্ক করণ, পর্যায়
রসাদান। (হেম) ২ স্নেহরহিতীকরণ। স্নেহ ভাগের শুষ্ক করাকে
শোষণ কহে।

“শোষণেন শরীরস্ত তপসাধ্যয়নেন চ।

পাপকৃষ্ণ্যচ্যেত পাপাদানেন ন দমেন চ ॥” (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

২ শুষ্ক। ৩ পিঙ্গলী। (পুং) শোষণতীতি শুষ্ক-গিচ্-ল্যু।

৪ কামদেবের বাণ বিশেষ।

‘উন্মাদনঃ শোষণশ্চ তাপনস্তন্তন তথা।’ (জটাধর)

৫ শ্লোণাক বৃক্ষ। (ভাবপ্র°) ৬ বোড়শাংশ বিশিষ্ট কষায়, যে
কষায় ১৬ ভাগের এক ভাগ থাকিলে নামান হয়, তাহাকে
শোষণ কহে।

শোষণীয় (ত্রি) শুষ্ক-অনীয়ন্। শোষণযোগ্য, শোষণের উপযুক্ত।

শোষয়িতৃ (ত্রি) শুষ্ক-গিচ্-ভৃচ্। শোষণকারক, শোষণকর্তা।

শোষসম্ভব (ক্রী) শোষার রসাকর্ষণায় সম্ভবো যত।
পিঙ্গলীমূল। (রাজনি°)

শোষহন্ (পুং) ১ জলাপামার্গ। (বৈজ্ঞকনি°) ২ শোষনাশক।

শোষা (দেশজ) শোষণ। শুষ্ক, রসহীন।

শোষাপহা (ক্রী) শোষণ অপহৃতীতি হন-ড, টাপ্। ১ ক্রীতনক,
বল্লীঘট্টমধুক। (রাজনি°) (ত্রি) ২ শোষনাশক।

শোষিত (ত্রি) শুষ্ক-গিচ্-ক্ত। কৃতশোষণ, বাহ্য শোষণ করা
হইয়াছে। নীরসীকৃত।

“আতাপি উকিতো যেন বাতাপিচ মহান্নরঃ।

সমুদ্রঃ শোষিতো যেন স মেহগত্যাঃ প্রসীদতু ॥” (মলমাসতত্ত্ব)

শোষিন্ (ত্রি) শুষ্ক-গিনি। শোষণকারী।

শোষ্য (ত্রি) শুষ্ক-যৎ। শোষণযোগ্য, শোষণের উপযুক্ত,
শোষণার্থ।

শৌক্ (আরবী) ইচ্ছা। আগ্রহ। সখ্য, উপভোগেচ্ছা।

শৌক (ক্রী) শুকানায় সমুহঃ শুক (খণ্ডিকাদিভাষ্য)। পা ৪।২।৪৫

ইত্যঞ্। ১ শুকগণ, শুকসমূহ। ২ জীদিগের কয়লবিশেষ।

৩ শৌক। (মেদিনী)

শৌকর (ক্রী) শূকরভেদমিতি শূকর-অণ্। তীর্থবিশেষ,
শূকর সম্বন্ধীয় তীর্থ। ভগবান্ বিষ্ণু শূকররূপে পৃথিবীকে রসাতল
হইতে যে স্থলে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই স্থলে এই তীর্থ
বিদ্যমান আছে। এই তীর্থে গমন করিলে সকল পাতক বিনষ্ট
হয়। বরাহপুরাণে ইহার মাহাত্ম্য বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে—

“কেম্ব লোকেষু যাতীশ শৌকরে যে মৃত্যুঃ প্রভো।

কিংবা পুণ্যং ভবেত্তত্র স্নাতস্ত পিবতস্তথা ॥

কতি তীর্থা বিশালাক্ষ ক্ষেত্রে শৌকরবে তব।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় তদ্বিক্ষো বন্তু মর্হসি ॥” ইত্যাদি।

(বরাহপু° শৌকরতীর্থনা°)

শৌকরব (ক্রী) তীর্থ বিশেষ। শৌকর তীর্থ।

শৌকরী (ক্রী) বারাহীকন্। (বৈজ্ঞকনি°)

শৌকি (পুং) গোত্রপ্রবর্তক ঋষিবিশেষ।

শৌকৈয় (পুং) শুকস্ত গোত্রাপত্যং শুক (শুক্রাদিভাষ্য)। পা

৪।১।১৩৩ ইতি ঠক্। শুকের গোত্রাপত্য। ঋষিভেদ।

শৌক্ত (ক্রী) সামভেদ।

শৌক্তিক (ক্রী) মৌক্তিক, মুক্ত। (ভাবপ্র°) স্মিয়ার টাপ্।

শৌক্তিকা, মুক্তা শুক্তি, বিমুক্ত। (বৈজ্ঞকনি°)

শৌক্তিকেন্ন (ক্রী) শুক্তিকার্যং ভবমিতি শুক্তিকা-ঠক্।

মুক্তা। (রাজনি°)

শৌক্তৈয় (ক্রী) শুক্তৌ ভবমিতি শুক্তি-টক্। ১ মুক্তা।

(ত্রি) ২ শুক্তি সম্বন্ধী।

শৌক্র (ত্রি) শুক্রগ্রহ সম্বন্ধীয়।

শৌক্রায়ণ (পুং) শুক্রের গোত্রাপত্য। (সংস্কারকো°)

শৌক্রি (ত্রি) শুক্রভব। শুক্রসম্বন্ধীয়।

শৌক্রৈয় (পুং) শুক্রস্ত অপত্যং শুক্র (শুক্রাদিভাষ্য)। পা

৪।১।১২৩ ইতি ঠক্। শুক্রের গোত্রাপত্য।

শৌক্র্য (ক্রী) শুক্রস্ত ভাবঃ শুক্র (বর্ণদৃঢ়াদিভাষ্যঃ) য্যঞ্ চ।

পা ৫।১।১২৩ ইতি য্যঞ্। শুক্রের ভাব।

শৌক্ল (ত্রি) ১ শুক্রসম্বন্ধীয়। ২ সামভেদ। সম্ভবতঃ শৌক্তসাম।

৩ গুরু (গুরু) লবধীর । 'শৌর্যলভ্যঃ গুরুসদ্বিক্রমঃ বিগুহ-
সাত্মাপিতৃভ্যাং উৎপত্তিঃ ।' (ভাগবতঃ ৪।৩।১০ স্বামী)

শৌর্য (ক্রী) গুরুত ভাবঃ গুরু (বর্ণদ্বাদিত্যঃ ব্যঞ্ ৮ ।
পা ৫।১।১২৩) ইতি ব্যঞ্ । গুরুর ভাব, গুরুতা ।

‘পলিতং জরসা শৌর্যং কেশানৌ বিলসা জরা ।’ (অমর)

শৌর্য (পুং) শুভ (বিকর্ণতদ্বৎগলাৎসত্তরহাজিহ্ন । পা
৪।১।১১৭) ইতি অণ্ । গুরুর অপত্য, তরহাজ, শৌ-
তরহাজ ।

শৌর্যায়নি (পুং) শৌর্যের গোত্রাপত্য ।

শৌর্যি (পুং) গুরুর গোত্রাপত্য । (পা ৫।১।১১৭)

শৌর্যিপুত্র (পুং) বৈদিক অর্থাৎভেদ । (শতপথব্রা ১৪।১।৪৩১)

শৌর্যীয় (ত্রি) শৌর্যসম্বন্ধীয় । শৌর্যকৃত । (পা ৪।২।১৩৮)

শৌর্যেয় (পুং) গুরুভ । (দশকুমার ২৩৬)

শৌর্য্য (পুং) গুরুর গোত্রাপত্য, স্ববিত্তেদ । (প্রবরাধার)

শৌচ (ক্রী) শুচে ভাবঃ শুচি (ইগত্যাক লঘুপূর্বাৎ । পা
৫।১।১৩১) ইত্যণ্ । শুচিতা, শুচিহ, শুচি ।

ইহার লক্ষণ—

“অভক্ষ্যপরিহারস্ত সংসর্গচাল্য নিবর্তিতঃ ।

অর্থশ্চে চ ব্যবস্থানং শৌচমেতৎ প্রকীর্তিতং ॥” (একাদশীতত্ত্ব)

অভক্ষ্য বস্তুর পরিহার অর্থাৎ শাস্ত্রে যে সকল বস্তু ভোজন
নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেই সকল বস্তু পরিত্যাগ এবং অনিশ্চিতের
সংসর্গ ও অর্থশ্চে অবস্থান করাকে শৌচ কহে । কল যে
কোন ভাবেই হউক বিশুদ্ধ ভাবে অবস্থান করার নামই শৌচ ।
বিশুদ্ধ ভাবে অবস্থান করিতে হইলে প্রথমে আহারশুদ্ধি
আবশ্যক ; কেননা আহারশুদ্ধি ব্যতীত সংযমশিক্ষা হয়
না । তৎপরে মাধু সংসর্গ এবং অর্থশ্চ পালন করিতে হয় ।

“সর্ব্ববাস্তব শৌচানামর্থশৌচঃ বিশিষাতে ।

বোধার্থার্থেরশুদ্ধিঃ শৌচায় মুদা বারিণা শুচিঃ ॥

সত্যশৌচঃ মনঃশৌচঃ শৌচমস্ত্রিনিগ্রহঃ ।

সর্ব্বভূতদ্বয়শৌচঃ জলশৌচস্ত পঞ্চমম্ ।

বস্ত সত্যক শৌচক ভক্ত অর্থো ন দুলভঃ ॥” (গুরুভূপু ১১০)

বস্ত প্রকার শৌচ আছে, তাহার মধ্যে অর্থশৌচই প্রধান,
বিনি অর্থবিষয়ে অশুদ্ধি, তাহার মৃত্তিকা বা বারি দ্বারা শৌচ
হয় না । শৌচ পাঁচপ্রকার সত্যশৌচ, মনঃশৌচ, ইস্ত্রিনিগ্রহরূপ
শৌচ, এবং সকল ভূতের প্রতি দয়াক্ষপ শৌচ । বধা—মহা-
মিগের সত্যশৌচ লাভ হইয়াছে, তাহারের পক্ষে স্বর্গ দুলভ
নহে । মহতেও লিখিত আছে যে—

“সর্ব্ববাস্তব শৌচানামর্থশৌচঃ পরমং শ্রুতং ।

বোধার্থে শুচিহি স শুচি ন শ্রুতবারি শুচিঃ শুচিঃ ॥”

কাত্য ওধ্যস্তি বিদ্যাংসো দানেনাকাব্যকারিণঃ ।

এচ্ছরূপাণা অপোন তপসা বেদবিত্তমঃ ॥

মুক্তোঠৈঃ শুধ্যতে শোধ্যং নদী বেগেন শুধ্যতি ।

রজসা ত্রী মনোহুটী সন্ন্যাসেন বিজোস্তমঃ ॥

অতিগাঁত্রানি শুধ্যস্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি ।

এব শৌচত্বয়ঃ শ্রোত্রঃ শারীরস্ত যিনির্গমঃ ॥” (মনু ৫।১০৭-১০৯)

সকল প্রকার শৌচের মধ্যে অর্থাৎ বেদ মনঃ প্রভৃতি
শুদ্ধিকর সমূহর পর্য্য মধ্যে অর্থশৌচই সর্ব্ব প্রধান । অর্থার্জন
বিষয়ে বিনি অশাস্ত্রীয় উপায় অবলম্বন না করিয়া শাস্ত্রসম্মত
উপায়ে অর্থার্জন এবং তাহা রক্ষা করেন, তাহাকে প্রধান
শৌচাবলম্বী বলা যায় । বিনি অর্থোপার্জনে শ্রুতি, তিনিই প্রকৃত
শুচি, মৃত্তিকা বা জল দ্বারা দেহ শুদ্ধ করাকে প্রকৃত শৌচ বলা
যায় না । বিদ্যান্দিগের ক্রমাই শৌচ, অর্থাৎ তাহার ক্রম
দ্বারা শুদ্ধ হন । অকাব্যকারীরা দান দ্বারা, এচ্ছরূপীরা তপ
দ্বারা, বেদবিদ ব্রাহ্মণগণ তপসা দ্বারা, পরম্পরব্যাভিলাষহেতু
দুঃখিতমনাঃ নারী রজস্বলা দ্বারা, মলবহা নদী মোড়োবেগ
দ্বারা, বিজোস্তমগণ প্রভৃতি দ্বারা, মন সত্য দ্বারা এবং
বিদ্যা ও তপস্তার দ্বারা জীবাত্মার ও জ্ঞানের দ্বারা মূর্ছির
বিশোধন হয় । এই সকলকে শারীরিক শৌচ কহে ।

আত্মিকতবে উক্ত হইয়াছে, বাহু তেবেও আত্মিক শৌচ
দ্বিবিধ । মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা শরীরের যে শুদ্ধি বিধান করা
হয়, তাহাকে বাহুশৌচ এবং ইস্ত্রিদিগের সংঘ ও চিত্তের যে
বিশুদ্ধি তাহাকে আত্মিক শৌচ কহে । তাৎপর্য্যই আত্মিক
শৌচ । চিত্ত শুদ্ধ না হইলে প্রকৃত শৌচ হয় না । তাৎপর্য্যই
ব্যক্তি যদি সমগ্র গঙ্গাজল এবং পূর্ব্বতপসিমিত মৃত্তিকা লেপন
দ্বারা আত্মিক দান করে, তাহা হইলেও তাহার শুদ্ধি হয় না ।
তাৎপর্য্যই ব্যক্তির কোন কালেই শৌচ হয় না ।

“শৌচস্ত দ্বিবিধং শ্রোত্রং বাহুমাভ্যন্তরত্বা ।

মৃজলাভ্যাং শ্রুতং বাহুং ভাবশুদ্ধিত্বাভ্যন্তরম্ ॥

গঙ্গাতোয়েন ক্রুৎশ্চেন মৃদভ্যন্তরং ন গোপমৈঃ ।

আমৃত্যোঃ স্নাতকশ্চৈব ভাবশুদ্ধৌ ন শুধ্যতি ॥” (আত্মিকতত্ত্ব)

মূল মূত্র ত্যাগের পর জল ও মৃত্তিকা দ্বারা যে শুদ্ধি বিধান
করা হয়, তাহাকে বাহুশৌচ কহে । ধর্ম্মবিদ ব্যক্তি দক্ষিণ হস্ত
অধঃশৌচে প্রয়োগ করিবে না, অর্থাৎ ওড়ঘারে ও লিঙ্গে
মৃত্তিকা দিয়া ও তৎপরে জল দ্বারা ধোত করিয়া কেলিবে,
প্রথমে লিঙ্গে একবার মৃত্তিকা ও জল দিয়া শৌচ করিবে, পরে
ওড় ঘারে তিনবার মৃত্তিকা ও জল দ্বারা, বামকরে দশবার
তৎপরে উত্তর করে সাত বার মৃত্তিকা এবং জল দিয়া হুইয়া
কেলিবে, এইরূপ করিলে তাহাকে বাহুশৌচ কহে ।

• “ধর্মবিদক্ষিণং হস্তমধ্যঃশৌচে ন যোজয়েৎ ।

তর্থেব বামহস্তেন নাভেরূদ্ধং ন শোধয়েৎ ॥

উচ্ছ্রোতাদকমানার মৃত্তিকাকৈঞ্চব বাণ্যবতঃ ।

উদম্বাখো দিবা কুর্ধ্যাৎ রাত্ৰৌ চেন্দক্ষিণামুখঃ ॥

একা লিঙ্গে শুভে তিস্রো দশ বামকরে তথা ।

হস্তদ্বয়ে চ সপ্তাঙ্গা মুখঃ শৌচোপপাদিকা ॥” (আহিকতত্ত্ব)

দিবাভাগে উত্তরমুখে এবং রাত্রিকালে দক্ষিণমুখী হইয়া শৌচ কার্য্য করিতে হয় । এইরূপ শৌচ করিয়া পানদ্বয়েও তিন তিন বার মৃত্তিকা ও জল দ্বারা ধুইয়া কেলিতে হয় । তৃণাদি দ্বারা নখমধ্যদেশ হইতে মলাদির শোধন করিবারও বিধান আছে । তৎপরে পাণিপান উত্তমরূপে প্রকালন করিয়া চুইবার আচমন করিবে । এইরূপ করিলে শৌচ অর্থাৎ শুদ্ধিলাভ করা যায় ।

এই যে শৌচের কথা বলা হইল, দিবাভাগে ইহার সম্পূর্ণ এবং রাত্রিকালে ইহার অর্দ্ধেক পরিমাণ করার বিধান আছে । আতুর ব্যক্তির পক্ষে তদর্দ্ধ পরিমাণ এবং পথিমধ্যে তাহারও অর্দ্ধেক শৌচ বিধেয় । অস্থপনীত দ্বিজ, স্ত্রী ও শূদ্রগণের মলাদির গন্ধ ও লেপ অপগত হইলেই তাহাদের শৌচ হইয়াছে বুলিতে হইবে ।

“যথোদিতঃ দিবা শৌচং অর্দ্ধং রাত্ৰৌ বিধীয়তে ।

আতুরে তু তদর্দ্ধং স্যান্তদর্দ্ধং তু পথি স্মৃতম্ ॥

ন যাবচ্ছপনীয়তে দ্বিজঃ শূদ্রস্তথাননা ।

গন্ধলেপক্ষরকরং শৌচং তেবাং বিধীয়তে ॥” (আহিকতত্ত্ব)

শৌচ সৰ্ব্বদে বিশেষ এই যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজের শুদ্ধি না হয়, ততক্ষণ শৌচ করিবে, পূর্বে যে সংখ্যা অভিহিত হইয়াছে, সেই সংখ্যামুসারে শৌচকার্য্য করিলেও যদি নিজের শুদ্ধি বোধ না হয়, তাহা হইলে তাহার আরও অধিক পরিমাণে শৌচ করিতে হয় । যে সকল ব্যক্তি শৌচাচারবিহীন, তাহাদের সমস্ত ধর্মকর্ম নিফল হইয়া থাকে ।

“প্রমাণং শৌচসংখ্যা বা ন শিষ্টৈরুপদিশ্যতে ।

যাবৎ শুদ্ধিঃ স মন্ত্রেত তাবৎ শৌচং সমাচরেৎ ॥

ন্যানাধিকং ন কর্তব্যং শৌচং শুদ্ধিমতীপ্সতা ।

শৌচাচারবিহীনস্য সমস্তা নিফলঃ ক্রিয়াঃ ॥” (আহিকতত্ত্ব)

এই জন্য যথা বিধানে শৌচক্রিয়া করা সকলেরই কর্তব্য ।

তগবান্ মনু বলিয়াছেন,—

“উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং শিক্ষয়েচ্ছৌচমাদিতঃ ।

আচারমগ্নিকার্য্যকং সঙ্ঘোপাসনমেব চ ॥” (মনু ২।৬০)

গুরু শিষ্যকে উপনয়ন দিয়া প্রথমে তাহাকে শৌচশিক্ষা দিবে। অগ্রে বাহ্যশৌচ, তৎপরে আভ্যন্তর শৌচ । বহিঃশৌচ দ্বারা দেহ বিশুদ্ধ এবং অভ্যন্তর শৌচে আত্মার শুদ্ধি হয় ।

যে স্থলে শৌচ ক্রিয়া করা হয়, সেই স্থান জল দ্বারা শোধন করিবে, যিনি ঐ স্থল শোধন না করেন, তাঁহার সেই স্থান সম্যক্ অন্তর্ক থাকে । যে পাত্রে জল লইয়া শৌচ ক্রিয়া করা হয়, সেই পাত্রও গোময় বা মৃত্তিকা দ্বারা মার্জন করিতে হয় । তৎপরে আচমন করিয়া আনিত্য, সোম বা অগ্নি দর্শন করিবে ।

“যস্মিন্ স্থানে কৃতং শৌচং বারিণা তদিশোধয়েৎ ।

ন শুদ্ধিত্ত ভবেত্তত্ত মৃত্তিকাং বা ন শোধয়েৎ ॥

শৌচানন্তরং হারীতঃ গোময়েন মৃদা বা কমণ্ডলুঃ

প্রমুজ্য পূর্ববদ্রপম্পৃশ্য আনিত্যং সোমমগ্নিঃ বা বীকেত ॥”

(আহিকতত্ত্ব)

পাত্ৰজলে আছে—“শৌচাৎ স্বান্ধজুগুপ্তা পঠৈরসংসর্গঃ” (২।৪০)

যাহাদের বাহ্যশৌচ সম্পন্ন হইলেও তাহাদের নিজের দেহেই ঘৃণা বোধ হয়, তখন উহাদের পরকীয় শরীরের সংস্পর্শ প্ররুতি কিছুতেই হইতে পারে না । ইহার তাৎপর্য্য এই যে শরীরশোধনের শাস্ত্রোক্ত যে উপায় অভিহিত হইয়াছে, তাহাই শৌচ । এই শৌচ বিহিত হইলে তদ্বারা ক্রমে স্বান্ধ-জুগুপ্তা উপস্থিত হয় ।

“স্বান্ধজুগুপ্তায়াং শৌচমারম্ভমাণঃ কার্য্যবগ্ধদশা কায়ান-
ভিষঙ্গী যতি উবতি । কিল পঠৈরসংসর্গঃ কায়স্বভাবালোকী
স্বমপি কায়ং জিহাস্তমৃজ্জলাদিভিরাঞ্চালঃপাণি কায়শুদ্বিমপশ্চন্
কথং পরকায়ৈবত্যন্তমেবা প্রযতিঃ সংস্ফোভত” (বাসভাষ্য ২।৪০)

শরীরের প্রতি ঘৃণা বোধ করিয়া শৌচ আরম্ভ করে, পরে শরীরের অন্তর্ভূত দোষ দর্শন করিয়া উহাতে অভিষঙ্গ অর্থাৎ স্থল শরীরের সৰ্ব্বদ পরিভ্যাগের বাসনা হয় । ইহাকে স্বান্ধ-জুগুপ্তা কহে । শরীরের স্বভাব অর্থাৎ স্থান বীজ প্রভৃতি সম্যক্ অনুশীলন করিয়া নিজ শরীরেরই পরিভ্যাগের ইচ্ছুক হইয়া মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা বারংবার সংস্কার করিয়াও যখন শুদ্ধি বোধ করে না, তখন অতিশয় অশুচি পরকীয় শরীর স্পর্শ করিবে, ইহা কখনই সম্ভব নহে ।

ঘৃণা বোধ না হইলে বৈরাগ্য জন্মে না বৈরাগ্য না হইলে পরিভ্যাগের বাসনা হয় না এবং শরীরকে সুন্দর বলিয়া বোধ হয় । ইহার প্রধান কারণ, উহাতে আত্মাভিমান থাকতেই নিজ শরীরের উপকারক পরকীয় শরীরও সুন্দর বলিয়া বোধ হয় । শরীর হইতে আত্মাকে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া জানিতে পারিলে আর সে সুন্দর ভাব থাকে না । তখন শরীরের বহুবিধ দোষ দৃষ্ট হয়, তখন কিরূপে একেবারে শরীরের সৰ্ব্বদ ত্যাগ হইবে, তাহার চেষ্টা হয় । প্রথমে বাহ্যশৌচ সিদ্ধি দ্বারাই ইহা হইয়া থাকে । বাহ্যশৌচ সিদ্ধি হইলে, পরে আভ্যন্তরশৌচ অভ্যাগ করিতে হয় ।

“সবুজ সোমনজর্যস্থৈকাগ্রোজ্জিরদর্শনবোগ্যানি চ।”
(পাতঞ্জলদর্শন ২।৪০) ‘শুচঃ সবুজকিঃ, ততঃ সোমনস্তঃ, ততঃ
ঐকাগ্রাং ততঃ ইন্দ্রিয়গণঃ, ততশ্চাত্মদর্শনবোগ্যং বুদ্ধিসবুজ
ভবতি; ইত্যোতং শৌচত্বৈখ্যাদধিগম্যতে’ (ব্যাসভাষ্য)

বহিঃশুদ্ধি হইতে রজঃ ও তমোমল বিদূরিত হইয়া সবুজকি
অর্থাৎ চিত্ত নির্মল হয়, অনন্তর সোমনস্ত অর্থাৎ মনের প্রসন্নতা
হয়, মন প্রসন্ন হইলে চিত্তের ঐকাগ্রা অর্থাৎ বিক্ষেপের অভাবরূপ
স্থিরতা জন্মে। চিত্ত স্থির হইলে ইন্দ্রিয়গণেরও জয় হয়, তৎপরে
চিত্তের আত্মজ্ঞানলাভের শক্তি জন্মে।

‘আচারহীনং ন পুনস্তি বেদাঃ’ সবাচার, সদহুষ্ঠান, জপ ও
তপঃ প্রভৃতি না করিয়া কেবল মৌখিক আন্দোলনে চিত্তশুদ্ধি
হয় না। তীর্থস্নান, পবিত্র গঙ্গামৃতিকাগ্রলেপ প্রভৃতি বাহ্য
শৌচ সর্বদা আচরণ করিবে, এই সকল বাহ্যশৌচ করিতে
করিতে মৈত্রী, করুণা, মুদ্রিতা প্রভৃতি ভাবনা দ্বারা বাহ্যেতে ঈর্ষা,
দ্বेष প্রভৃতি চিত্ত মল বিদূরিত হয়, তৎপ্রতি বিশেষ চেষ্টা করিতে
হইবে। এই সকল আভ্যন্তর শৌচের অভ্যাস করিলে চিত্ত-
প্রসাদ হয়।

বহিঃশৌচই অন্তঃশৌচের কারণ। চিত্তশুদ্ধির নিমিত্তই
নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সকলের বিধান আছে। অন্তঃশৌচের
অভিলাষ থাকিলে বহিঃশৌচের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা
আবশ্যক। আমি শুচি হইব, নির্মলাস্তঃকরণ হইব, কেবল
এরূপ ইচ্ছাই কিছুই হয় না, চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে কি না, ঈর্ষা দ্বেষ
প্রভৃতি চিত্তমল বিদূরিত হইয়াছে কি না, এই সকল বিষয়ে চুপ্তি
না রাখিয়া কেবল বাহ্য আড়ম্বার কোন ফল হয় না। চিত্ত-
শুদ্ধি অতি চূড়ান্ত পর্যায়। সর্বদা সবাচার, সংসংসর্গ, ও সং-
কর্ষাহুষ্ঠান ইত্যাদিতে যত থাকিতে এবং ব্রতনিয়মাদির
কঠোরতা প্রতিপালন করিতে হয়।

অন্তঃশৌচসাধনকালে মৈত্রী করুণা প্রভৃতির বিষয় বিশেষ-
ভাবে অভ্যাস করিতে হয় অর্থাৎ তখন জগতের সমস্ত
সুখা লোকের প্রতি সৌহার্দ্য অর্থাৎ প্রেম করিবে, ইহাতে চিত্তের
ঈর্ষামল তিরোহিত হইবে। হৃৎপিণ্ডের প্রতি দয়া করিবে, অর্থাৎ
যেমন নিজের হৃৎপিণ্ড দূর করিতে সর্বদা চেষ্টা হয়, তদ্রূপ অল্প
প্রাণীর হৃৎপিণ্ড দূর করিতে যত্ন করিবে। ইহাতে পরের অপকার-
রূপ চিত্তমল বিনষ্ট হয়। ধার্মিক লোক দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবে,
তাহাতে অমায়ুযুক্তি (অর্থাৎ অপরের গুণে দোষারূপ করা) নিবৃত্তি
হয়। অধার্মিক লোকের প্রতি উদাসীন থাকিবে, অর্থাৎ
সর্বতোভাবে তাহাদের সঙ্গে পরিভাগ্য করিবে। ইহাতে ক্রোধরূপ
চিত্তমল বিনষ্ট হয়।

এইরূপে সকল কার্য পুনঃ পুনঃ অহুষ্ঠান করিতে করিতে

চিত্তে গুরুদ্বন্দ্ব অর্থাৎ রাজসতমসবৃত্তি তিরোহিত হইয়া সাত্ত্বিক
বৃত্তির উদয় হইতে থাকে, তখন প্রকৃত আভ্যন্তর শৌচসিদ্ধি হয়।
এইরূপে আভ্যন্তর শৌচের সিদ্ধি হইয়া চিত্ত প্রসন্ন ও স্থির হয়।
চিত্ত তখন আর পূর্বের দ্বন্দ্ব ভড়িবেগে বিবর দেশে গমন করেনা।

যম নিয়ম প্রভৃতি যোগের আটটি অঙ্গ। শৌচ নিয়মের
অন্তর্গত, কারণ শৌচ, সন্তোষ, তপস্তা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রতি-
ধান এই ৫টি নিয়ম। চিত্ত শুদ্ধি করিতে হইলে প্রথমেই এই
শৌচ আচরণ করিতে হয়। (পাতঞ্জল দর্শন)

শৌচক (ক্ৰী) শৌচ বার্থে কন্। শৌচ শব্দার্থ।

শৌচত্ব (ক্ৰী) শৌচত্ব ভাবঃ শৌচ-ত্ব। শৌচের ভাব বা ধর্ম,
শৌচকার্য, বিশুদ্ধিজনক কার্য।

শৌচদ্রব্য (পুং) শুচদ্রব্যের অপত্য।

“যা হুনীথে শৌচদ্রব্যে” (ঋক্ ৫।৭৯।২)

‘শৌচদ্রব্যে শুচদ্রব্যতাপত্যে’ (সারণ)

শৌচবৎ (ত্রি) শৌচ অন্তর্থে মতুপ্ মত্ব ব। শৌচবিশিষ্ট,
শৌচযুক্ত। (যাজ্ঞবল্ক্যসং ৩।১৩৭)

শৌচবিধি (পুং) মূত্রপুত্রীষোৎসর্গাদি কার্য।

শৌচাচার (পুং) শৌচঃ আচারঃ। শুদ্ধিকর্ম।

শৌচাচারবিহীন ব্যক্তির সমস্ত ক্রিয়া নিষ্ফল হয়।

“শৌচাচারবিহীনস্ত সমস্তা নিষ্ফলাঃ ক্রিয়াঃ।” (আত্মিকতত্ত্ব)

শৌচাধান (ক্ৰী) পবিত্রতাহুষ্ঠান।

“মেধ্যং পবিত্রমায়ুষ্যমলম্ভীকবিনাশনং।

পাদয়োর্মলমার্গাণ্যং শৌচাধানমভীক্ষণঃ ॥” (মাজব’)

শৌচাদিরেয় (পুং) ঋষিভেদ। (নিদানসংগ্রহ ৩।৪)

শৌচিক (পুং) শৌচং গৃহাদেঃ শুচিতা কার্যাদেনাস্ত্যস্যোতি শৌচ-
ঠন্। বর্ণসঙ্কর জাতি বিশেষ।

“ততো গাছিককন্তায়ঃ কৈবর্তাদেব শৌণ্ডিকঃ।

কৈবর্তস্ত চ কন্তায়ঃ শৌণ্ডিকাদেব শৌচিকঃ ॥” (পরশুর পদ্ধতি)

কৈবর্তের ঔরসে গাছিককন্তাতে শৌণ্ডিক জাতির
উৎপত্তি হয়, এই শৌণ্ডিকের ঔরসে কৈবর্তকন্তার গর্ভে শৌচিক
জাতি উৎপন্ন হইয়াছে।

শৌচিকর্ণিক (ত্রি) শুচিকর্ণসম্বন্ধীয়। (পা ৪।২।৮০)

শৌচিন্ (ত্রি) শুচি গিনি। শৌচবিশিষ্ট, শুদ্ধযুক্ত, বিশুদ্ধতা-
বিশিষ্ট। মহা ৫।২৪ স্রোতের টীকায় কুল্লুক অশৌচিন্ পদের
উল্লেখ করিয়াছেন।

শৌচিবুদ্ধি (পুং) শুচিবুদ্ধির অপত্য। বহুবচনে বংশপরম্পরা
বুঝাইলে শৌচিবুদ্ধি পদ হয়। (নিদানসংগ্রহ ৩।২)

শৌচিবুদ্ধি (পুং) শুচিবুদ্ধির গোত্রাপত্য।

শৌচিবুদ্ধ্য (ক্ৰী) শৌচিবুদ্ধির ক্ৰী। শৌচিবুদ্ধী। (পা ৪।১।৮১)

শৌচেয় (পুং) শৌচেন বহাদিভূতিয়েন ব্যবহরতীতি শৌচ-
চক্। রজক। (শব্দরত্না)

শৌচোদক (ক্লী) শৌচার্থমুদকং। শৌচ কার্যের জন্ত আহিত জল।

শৌচ, গর্ক। ভূদি° পরশৈ° অক° সেট্। লট্ শৌচতি।

শৌচ শৌচতু। শিট্ শৌচট, শূশৌচতুঃ। লুট্ শৌচিতা।

লুঙ্ অশৌচীৎ। শিচ শৌচয়তি। লুঙ্ অশৌচীৎ।

শৌচীর (পুং) শৌচতীতি শৌচ গর্কে (কৃ শৃ পৃ কট পটি

শৌচিভ্যঃ ঈরন্। উণ্ ৪।৩০) ইতি ঈরন্। ১ ত্যাগী। ২ বীর।

(উজ্জল) (ত্রি) ৩ গর্ক্যযিত।

“সন্তঃ সন্ততঃ সত্যঃ শৌচীরো দেব্যপাপকঃ।

মরবিৎ কালবিৎ শূরঃ স মন্তঃ শ্রোতুমহতি॥”

(ভারত ১২।৮৩৪৩)

শৌচীরতা (ক্লী) শৌচীরত্ভ্য ভাবঃ তল-টাপ্। শৌচীরের ভাব

বা ধর্ম, গর্ক, শৌচীর্ষ্য।

শৌচীর্ষ্য (ক্লী) শৌচীরত্ভ্য ভাবঃ কর্ষ বা শৌচীর (শুণবচন-

ত্রাক্ষণাদিভ্যঃ কর্ষণি চ। পা ৪।১।২২৪) ইতি ব্যঞ্। ২ বীর্ষ্য।

(শব্দরত্না) ২ গর্ক।

শৌড়, গর্ক। ভূদি° পরশৈ° অক° সেট্। লট্ শৌড়তি।

লুঙ্ অশৌড়ীৎ।

শৌণায়ন (পুং) শৌণত গোত্রাপত্যং শৌণ (নড়াদিভ্যঃ কৃ।

পা ৪।১।২২) ইতি কৃ। শৌণের গোত্রাপত্য।

শৌণেয় (পুং) শৌণের গোত্রাপত্য। (রাজতর° ৮।২৮২°)

শৌণ্ড (ত্রি) শুণ্ডারায় মন্তে রতঃ শুণ্ড-অণ্। ১ মন্ত।

“চণ্ডাশ্চ শৌণ্ডাশ্চ মহাশনাশ্চ

চৌর্যাশ্চ দুষ্টাশ্চ গলাশ্চ বক্ষ্যঃ।” (ভারত ৩।২৩৩।১১)

২ অগলভ। পরাভিত্তবসমর্থ। ৩ দেবধাতু। ৪ কুকুট। (বৈজ্ঞকনি°)

শৌণ্ডতা (ক্লী) শৌণ্ডত্ভ্য ভাবঃ তল-টাপ্। শৌণ্ডের ভাব

বা ধর্ম, মন্ততা।

শৌণ্ডীর্ষ্য (ক্লী) শৌচীর্ষ্য। (শব্দার্থচি°)

শৌণ্ডায়ন (পুং) শুণ্ডা (গোত্রে কুজাদিভ্যঃ কৃ। পা ৪।১।

২৮) ইতি কৃ। ১ শুণ্ডার গোত্রাপত্য। ২ বোদ্ধজাতিবিশেষ।

শৌণ্ডায়ন্য (পুং) শৌণ্ডায়নবিগের রাজা।

শৌণ্ডি (ত্রি) অগলভ। (ভাগবত ১।১৭।১১) কোন কোন

গ্রহে শৌণ্ডি স্থলে শৌরি ও শৌণ্ড পাঠ দৃষ্ট হয়।

শৌণ্ডিক (পুং) শুণ্ডা পণ্যমন্ত, শুণ্ডা (তদন্ত পণ্য। পা

৪।৪। ২১) ইতি ঠক্। ১ বর্ণগন্ধরজাতিবিশেষ, চলিত

তুড়ি জাতি। পর্যায়—মণ্ডহারক, শুণ্ডার, শৌণ্ডী, শুণ্ডক,

(শব্দরত্না) ধল, পান, পণ (জটাম্বর) কলপাল, সুরাজীবী,

বাহিবাস, পানবণিক, ধলজী, আত্মজীবল। (হেম) পরাশর-

পদ্ধতিতে এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত
আছে যথা—

“ততো গান্ধিককন্ডারায় কৈবর্ত্যাবেষ শৌণ্ডিকঃ।

কৈবর্ত্তজ চ কন্ডারায় শৌণ্ডিকাদেব শৌণ্ডিকঃ।” (পরামরপজতি)

কৈবর্ত্তের ঔরসে গান্ধিককন্ডাতে এই জাতির উৎপত্তি
হইরাছে। মন্ততে লিখিত আছে যে, এই জাতির গৃহে ভোজন
করিতে নাই।

“ধবতাং শৌণ্ডিকানাঞ্চ চেলনির্গেজকস্য চ।

রজকস্য নৃশংসস্য বস্যা চোপপত্তি গৃহে।” (মন্ত ৪। ২১৬)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় লিখিত আছে যে এই জাতির জী যদি ঋণ
করে, তাহা হইলে তাহার স্বামীকে ঐ ঋণ শোধ করিতে হয়,
কারণ উক্ত জাতিবিগের জীবিকা জীর উপরেই নির্ভর করে।

“গোপশৌণ্ডিকশৈলুবরজকবাধিযোষিতাং।

ঋণং মত্যাং পতিতেভ্যাং যস্মাদ্ বৃত্তিতদাশ্রয়া।” (যাজ্ঞবল্ক্য ২।৪২)

গোপ, শৌণ্ডিক, শৈলুব, রজক এবং ব্যাধ এই সকল জাতির
জী যে ঋণ করে, উহাদিগের পতিতেই ঐ ঋণ শোধ দিতে হয়।

কারণ উক্ত জাতিসমূহের জীবিকা জীদিগের উপরেই নির্ভর
করিতেছে। (ত্রি) শুণ্ডিকাদাগতঃ (শুণ্ডিকাদিভ্যোহণ্। পা
৪।৩। ৭৬) ইত্যণ্। ২ শুণ্ডিক হইতে আগত, শুণ্ডিকের
নিকট প্রাপ্ত।

শৌণ্ডিকৈয় (পুং) শুণ্ডিকা নামক রাক্ষসীর পুত্র।

(পারস্করগৃহ° ১।১৬)

শৌণ্ডিন্ (পুং) শুণ্ডা সুরা এব শৌণ্ডং মন্তং যার্থে অণ্, তৎ

পগন্ধেনাস্ত্যস্যোতি শৌণ্ড-ই। শৌণ্ডিক, শুড়ী। (শব্দরত্না)

শৌণ্ডী (ক্লী) ১ শৌণ্ড শব্দার্থ। ২ চবি নামক ত্রয। ৩ কটু-
বীজা, লক্ষা।

শৌণ্ডীক, জাতিবিশেষ। বহুবচনে এই শব্দের প্রয়োগ হয়।

শৌণ্ডীর (ত্রি) শৌড়তীতি শৌড় ঈরন্, পূর্বোদরাধিভ্যং
সামুঃ। অহকারী।

“শৌড়ীরো গর্কিত ত্তকো মানী চাহকৃদ্রুতঃ।

উদগ্রীব উরুরোহকৃঃ শৌ নীচশ্চ পিশুনোহধমঃ।” (ধনঞ্জয়কোষ)

শৌণ্ডীর্ষ্য (ক্লী) শৌচীর্ষ্য।

শৌণ্ডেয় (পুং) শৌড়ীর গোত্রাপত্য। (সংস্কারকৌমুদী)

শৌণ্ডকণি (পুং) শুণ্ডকর্ণের গোত্রাপত্য। (সংস্কারকৌ°)

শৌণ্ডাকর (ত্রি) বিণ্ডক অক্ষর সম্বন্ধীয়। যে সকল কণ স্বর
উচ্চারিত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মবর্ণ, তৎসম্বন্ধীয়। (শব্দার্থচি° ৪।৩৮)

শৌভোদনি (পুং) শুভোদনভাপত্যং পুমানিতি শুভোদন

(অত ইঞ্। পা ৪।১।২২) ইতি ইঞ্। পাক্যবংশাধিক্যং

বৃত্ত মুনি, বুদ্ধদেব। (অমর)

শৌকোদনি, কেশবমিশ্রকৃত অলঙ্কারশেখরের টীকা ও অলঙ্কার-
স্থত্রগ্রন্থভা।

শৌদ্র (পুং) শূদ্রায়াঃ ভবঃ শূদ্র-অণ্। স্বাদশ বিধ পুত্রের
অন্তর্গত পুত্র বিশেষ। এই পুত্র ব্রাহ্মণ, কত্রিয় ও বৈশ্যের অস্ত্র-
তম হইতে শূদ্রাতে জাত।

‘ঔরসঃ কেত্রজো দন্তো গুটোৎপন্নঃ কত্রিয়ঃ।

ক্রীতাপবিধিকানীনশৌদ্রপুনর্ভবা অপি ॥

স্বয়মন্তঃ সহোদ্রোহপি দ্বাব্রহ্মসৌরসৌ সমৌ ॥’ (ভট্টাচার্য)

মহুতে লিখিত আছে যে কানীন ও শৌদ্র প্রভৃতি ৩ প্রকার
পুত্র স্বগোত্র ও দারাদ না হইয়া কেবল বাহুব মাত্র হইয়া থাকে।

“কানীনশচ সহোদ্রশচ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা।

স্বয়মন্তশচ শৌদ্রশচ বড়দারাদবাহুবঃ ॥” (মহু ৯।১৩০)

শূদ্রস্তেদ মতি অণ্। (ত্রি) শূদ্র সম্বন্ধী।

শৌদ্রকায়ণ (পুং) শূদ্রকৃত গোত্রাপত্যঃ শূদ্রক (অশ্বাদিত্যঃ কঙ্।
পা ৪।১।১০০) ইতি গোত্রাপত্যো কঙ্। শূদ্রকের গোত্রাপত্য।

শৌদ্রায়ণ (পুং) শূদ্র-গোত্রাপত্যো কঙ্। শূদ্রের গোত্রাপত্য।

শৌদ্রায়ণভক্ত (পুং) শৌদ্রায়ণানাং বিষয়ো দেশঃ শৌদ্রায়ণ-
(ভৌরিক্যাত্ত্বব্যুৎপাদিত্যো বিধলভক্তলো। পা ৪।২।৫৪) ইতি
ভক্তল্। শৌদ্রায়ণের বিষয় বা দেশ। শূদ্রাপত্যের বিষয়দেশ।

শৌধিকা (স্ত্রী) রক্তকঙ্ক, লাল কান্ধনী। (হেম)

শৌন (ত্রি) ১ কুকুরসম্বন্ধীয়। (স্ত্রী) ২ বিক্রয়ার্থ রক্ষিত মাংস।

শৌনক (পুং) শুনকস্তাপত্যমিতি শুনক- (অনুমানস্তার্থে বিদা-
দিত্যাহঙ্। পা ৪।১।১০৪) ইতি অঙ্। শুনকের অপত্য, মূনি-
বিশেষ। ইনি একজন বৈদিক আচার্য, অনেক বৈদিক ও
লৌকিক গ্রন্থ ইহার নামে প্রচলিত।

অম্বুবাক্যমুক্তমণি, আয়ুয্যাহোমপদ্ধতি, আর্ষামুক্তমণি, উগ্র-
রথশাস্তিপ্রয়োগ, উদকশাস্তিপ্রতিসরবন্ধপ্রয়োগ উপলেক্ষবৃত্তি,
ঋগ্বিধান, ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্য, ঋষিছন্দোমুক্তমণিকা, একদণ্ডি-
সন্ন্যাসবিধি, চতুরথ্যায়িকা, জীবজ্ঞানপ্রয়োগ, নাগবলি, পবমান-
চোমবিধি, পানামুক্তমণী, পুনরাধানধার্য্যারিহোত্রপ্রয়োগ,
বৃহদেবতা, বাহুবশাস্তিপ্রয়োগ, বিবাহপটল, বিষ্ণুধর্ম, শাস্তি,
সন্ন্যাসবিধি, স্ত্রীমুক্তমণী, সোমোৎপত্তিপরিশিষ্ট প্রভৃতি গ্রন্থ-
নিচর ইহার রচিত বলিয়া প্রকাশ। এতদ্বিন্ন শৌনককারিকা,
শৌনকগৃহ, শৌনকপঞ্চমুত্র, শৌনকসূত্র, শৌনকস্মৃতি,
শৌনকার্থকপঞ্চমুত্র, শৌনকী, শৌনকীয়, শৌনকীয়প্রয়োগ ও
শৌনকীয়স্বরাষ্টক নামক গ্রন্থ করখানিও ইহার রচিত বলিয়া
বিদিত। আশ্বলায়নশ্রোতসূত্র (১২।৮), অথর্বপ্রাতিশাখ্য (১।৮)
প্রভৃতি গ্রন্থে শৌনকপ্রোক্ত বৈদিক গ্রন্থাদির উল্লেখ
পাওয়া যায়।

শৌনকায়ন (পুং) শুনকস্ত গোত্রাপত্যঃ শুনক- (শরৎ
শুনকদর্ভাদৃশবৎসাগ্রারণেযু। পা ৪।১।১০২) ইতি কঙ্।
শুনকের গোত্রাপত্য, বাৎস্ত। যেখানে কেবল শুনকের গোত্রা-
পত্য সাধারণকে বুঝাইবে তথায় শৌনক পদ হইবে। কলে
যেখানে বাৎস্তকে বুঝাইবে তথায় শুনক শব্দের উত্তর উক্ত কঙ্
প্রত্যয় হইবে, অস্ত্র নহে।

শৌনকি (পুং) শৌনকের গোত্রাপত্য।

শৌনকিন্ (পুং) শৌনকেন প্রোক্তমধীরতে ইতি শৌনক-
(শৌনকাদিত্যশ্চন্দসি। পা ৪।৩।১০০) ইতি গিনি। শৌনক-
প্রোক্ত-শাস্ত্রাধায়নকারী। যে স্থলে এই অর্থ বুঝাইবে না, তথায়
এই গিনি প্রত্যয় হইবে না।

শৌনকীপুত্র (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ।

(শতপথব্রা ১৪।৯।৪৩০)

শৌনকীয় (ত্রি) শৌনক-হ। শৌনকপ্রোক্ত। (পা ৪।৩।১০৬)

শৌনঃশেফ (পুং) শুনঃশেফ-গোত্রাপত্যো অঙ্। ১ শুনঃ-
শেফের গোত্রাপত্য। (স্ত্রী) ২ শুনঃশেফাখ্যান। (ত্রি)
৩ শুনঃশেফ সম্বন্ধীয়।

শৌনহোত্র (পুং) শুনহোত্রের গোত্রাপত্য।

শৌনরাজ, সহাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহা ৩৩।১১)

শৌনায়ন (পুং) গোত্রপ্রবর্তক ঋষিভেদ। (সংস্কারকো)

শৌনাসীর্ঘ্য (ত্রি) শুনাসীর সম্বন্ধীয়।

শৌনিক (পুং) শূনা গ্রাণিবৎস্থানং প্রয়োজনমত শূনা-ঠক্।
মাংসবিক্রয়কর্তা, মাংসবিক্রেতা।

‘বৈভঃসিকঃ কোটিকশচ মাংসিকঃ শৌনিকঃ সনাঃ।’ (হেম)

২ যুগয়া। (শকমালা)

শৌনিকশাস্ত্র (স্ত্রী) যুগয়াবিষয়ক শাস্ত্রবিশেষ, যে শাস্ত্রে যুগয়া
ও বোড়দোড় প্রভৃতি পণ্ডিত্যাদির বিবরণ লিখিত আছে।

শৌন্দতি, বোম্বাইপ্রেসিডেন্সীর বেলগাম জেলার অন্তর্গত
পরশগড় উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা ১৫° ৪৫’ ৫০” উঃ
এবং দ্রাঘি ৭৫° ৯’ ৪০” পূঃ। এই নগরের দুই মাইল দক্ষিণে
পরশগড়ের পার্শ্বভাগের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহার ৫।০
মাইল উত্তরপশ্চিমে একটা স্থানে বেলমানেবীর উদ্দেশে প্রতি
বৎসরে দুইবার বৈশাখীপূর্ণিমা ও কাষ্ঠিকীপূর্ণিমার মেলা বসে।
ঐ সময় প্রায় ২০ হাজার লোক সমাগত হইয়া থাকে। এখানে
মিউনিসিপালিটি থাকার নগরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানে
প্রতি বুধবারে হাট বসে।

শৌভ (স্ত্রী) শোভারি হিতঃ শোভা-অণ্। ১ হরিশ্চন্দ্রপুর,
রাজা হরিশ্চন্দ্রের নগরী। পর্যায়—ঘোমচারিপুর। (ভূরিপ্রা)
এই পুর শাষ রাজার অধিকৃত ছিল, তৎকালীন শ্রীকৃষ্ণ শোভাধিপতি

শাষকে বধ করিয়া এষ্ট পুর অধিকার করেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধে ৭৭ অধ্যায়ে ইহার বিবৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

(পুং) শুভার হিতঃ শুভ-অণ্। ২ দেবতা। (ত্রিকা°) ৩ শুভাক। (শব্দরত্ন°)

শৌভনেয় (ত্রি) ১ শোভন সঞ্চকার। ২ শোভনার অপত্য, স্তন্যদায়ী রমণীয় গর্ভজাত। (পাণিনি ৪।১।১১৩)

শৌভাজ্ঞন (পুং) শোভাজ্ঞন এব স্বার্থে অণ্। শোভাজ্ঞন বৃক্ষ। (ভরত দ্বিপকো°)

শৌভায়ন (পুং) বোদ্ধৃজ্ঞাতিবিশেষ।

শৌভায়নি (পুং) শুভস্ত গোত্রাপত্যঃ শুভ-তিকা দ্বিত্যঃ কিঞ্। পা ৪।১।১৫৪ ইতি কিঞ্। শুভের গোত্রাপত্য।

শৌভায়ন্ত (পুং) শৌভায়নদিগের রাজা।

শৌভিক (পুং) ঐক্সজালিক।

শৌভ্রলিঙ্গ (পুং) যেতবর্ণ শিবলিঙ্গ। (বোগিনীতন্ত্র ৪৪।১)

শৌভ্রায়ণ (পুং) দেশভেদ ও তদেশবাসী।

শৌভ্রায়ণভক্ত (পুং) শৌভ্রায়ণানাং বিষয়ো দেশঃ। শৌভ্রায়ণ-ভক্তল্। (পা ৪।২।৫৪) শৌভ্রায়ণের বিষয় বা দেশ।

শৌভ্রৈয় (ত্রি) শুভ্রায়া অপত্যঃ শুভ্রা-শুভ্রাদ্ভ্যাম্। পা ৪।১।১২৩ ইতি ঢক্। ১ শুভ্র সঞ্চকারী। (পুং) ২ শুভ্রার অপত্য। ৩ তদেশবাসী বোদ্ধৃজ্ঞাতিবিশেষ। গ্রীকভৌগোলিকগণ Sabracae নামে এই দেশের উল্লেখ করিয়াছেন। আলেকজান্ডারের সময়ে ইহা Sambracae নামে উক্ত ছিল।

শৌভ্রা (পুং) শুভ্র-অপত্যার্থে (কুর্সাদিভ্যো গ্যঃ। পা ৪।১।১৫১) ইতি গ্য। শুভ্রের গোত্রাপত্য।

শৌরদেব্য (পুং) শুরদেবের অপত্য। (শুক্ ৮।৫৯।১৫)

শৌরসেন (ত্রি) ১ শুরসেন সঞ্চকারী। ২ শুরসেনজাত।

শৌরসেনিকা (স্ত্রী) ভাবাভেদ, শৌরসেনী ভাষা।

[প্রাকৃত দেখ।]

শৌরসেনী (স্ত্রী) ১ শুরসেনদেশবাসী। ২ তদেশের ভাষা।

শৌরসেন্ত্র (ত্রি) শুরসেন সঞ্চকারী।

শৌরি (পুং) শুরগাপত্যমিতি শুর-ইঞ্। ১ বিষ্ণু। ২ শনি-গ্রহ। (অমর) ৩ শুরবংশীয় রাজা। ৪ বহুদেব। ৫ বলদেব। ৬ কৃষ্ণ। (ভাগবত ১।১০।৩৩)

শৌরিন্দ্র, বাঘভীতীর্থযাত্রা প্রকাশ-রচয়িতা।

শৌরিসূত্র, নপয়তপ্ললক্ষণনামক গ্রন্থগ্রন্থেতা।

শৌর্প (ত্রি) শূর্প (শূর্পাবৃত্ততরঙ্গাৎ। পা ৪।১।২৬) ইতি অঞ্। শূর্পপরিমিত।

শৌর্পণায়া (পুং) শূর্পণায়-কুর্সাদিত্যং অপত্যার্থে গ্য। (পা ৪।১।১৫১) শূর্পণায়ের অপত্য।

শৌর্পারক (স্ত্রী) শূর্পারকভব কৃষ্ণবর্ণ হীরক।

“বেণাতটে বিত্তকঃ শিরীষকুম্মমোশমকঃ কৌশলকঃ।

সৌরাষ্ট্রমাতাম্রঃ কৃষ্ণঃ শৌর্পারকঃ বজ্রঃ ॥” (বৃহৎসং ৮।১।৬)

শৌর্পিক (ত্রি) শূর্প-ঈঞ্। (পা ৪।১।২৬) শূর্প পরিমাণ।

শৌর্ধ্য (স্ত্রী) শুরস্ত ভাবঃ কন্দুয়া, শুর-যাঞ্। ১ শক্তি, সাহস, বীরত্ব, বীর্ঘ্য, বল। ২ নাট্যকৌড়াবিশেষ, আরতটী।

শৌর্ধ্যমণ্ডন, সহ্যাদ্রির্বর্ণিত রাজভেদ। (সহ্য° ৩৩।১০৬)

শৌর্ধ্যবৎ (ত্রি) শৌর্ধ্য অন্ত্যার্থে মতৃপ্ মত্ৰ ব। শৌর্ধ্যবিশিষ্ট, শুর, বীর।

শৌর্ধ্যাদিমৎ (ত্রি) শৌর্ধ্যাদি অন্ত্যার্থে মতৃপ্। শৌর্ধ্যাদি-বিশিষ্ট।

শৌল (পুং) লাললের ফালবিশেষ।

শৌলায়ন (পুং) গোত্র প্রবর্তক ঋষিবিশেষ। [কৌলারন দেখ।]

শৌলিক (পুং) দেশভেদ ও তদেশবাসী। (বৃহৎসং ১৪।১৬) বর্তমান কালে শিগল নামে খ্যাত। [শূলিক দেখ।]

শৌলিকি (পুং) অন্তঃশৌচার্থে যোগশাস্ত্রোক্ত ধৌতি নেতি প্রভৃতি ষট্ কর্মের অন্তর্গত শৌধনকর্মভেদ। এষ্ট ক্রিয়াতে প্রথমে বামনাসাপুটদ্বারা বায়ুপূর্ণ করিয়া দক্ষিণনাসাপুটদ্বারা নির্গত এবং পরে দক্ষিণনাসাপুটে উহা গ্রহণ করিয়া বামনাসাপুটদ্বারা রেচন করিবে। কিন্তু উক্ত পূরক ও রেচক কার্য মৃদমল অর্থাৎ সহজভাবে করিতে হইবে, যেন উহাতে কোনরূপ বেগ না লাগে এবং বায়ু যেন অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া রাখা না হয়, তাহা হইলে শরীরের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এই যোগাভ্যাস দ্বারা কফদোষের শান্তি হয়।

“ধৌতিবস্ত্রস্তথা নেতিঃ শৌলিকির্ভ্রাটিকং তথা।

কপালভাতিষ্টতানি ষট্ কর্মাণি সমাচরেৎ ॥

ইড়য়া পূরয়েছাযুং রেচয়েৎ পিঙ্গলা পুনঃ।

পিঙ্গলয়া পূরয়িত্বা পুনশ্চক্রেৎ রেচয়েৎ ॥

পূরকং রেচকং কুখ্যাৎ বেগেন নতু ধারয়েৎ।

এবমভ্যাসযোগেন কফদোষং নিবারয়েৎ ॥”

(যেরগুসংহিতা)

শৌঙ্ক (ত্রি) শুক-ক। ১ শুকসঞ্চকারী। (স্ত্রী) ২ সামভেদ।

শৌঙ্কশালিক (ত্রি) শুকশালায়া আগতঃ শুকশালা (ঐগায়-স্থানভ্যঃ। পা ৪।৩।৭৫) ইতি ঠক্। শুকশালা হইতে আগত, শুকগৃহ হইতে প্রাপ্ত। শুকশালায়া অবক্রয়ঃ (অবক্রয়ঃ। পা ৪।৪।৫০) ইতি ঠক্। শুকশালায়া অবক্রয় অর্থাৎ শুকশালায় ঘের কর।

শৌঙ্কায়নি (পুং) মুনিভেদ। বেদদর্শের শিষ্য। ভাগবতে লিখিত আছে যে, বেদদর্শ সংহিতা প্রণয়ন করিয়া তাহা চারি-

ভাগে বিভাগ করেন এবং ঐ সংহিতা শৌকায়নি প্রভৃতি চারিজন শিষ্যকে অধ্যাপনা করাইয়াছিলেন। (ভাগবত ১২।৭।২)
শৌক্লিক (পুং) শুক্রে অধিকৃতঃ শুক-ঠঞ্। শুক্কাখ্যং, শুক্ আদায়কারিগণের কর্তা।

“শৌক্লিকঃ স্থানপালৈব নষ্টাপদ্রুতমাক্তং।

অর্জাকৃৎসংসরাৎ স্বামী হরত পরতো নৃপঃ ॥”

(যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৭৭)

শৌক্লিকের (পুং) শুক্লিকো দেশভেদস্তত্র ভবঃ ঠক্। বিঘ-ভেদ। (অমর)

শৌলফ (ক্লী) শাকবিশেষ, চলিত শুলফ। (তিথিতথ)

শৌল্যায়ন (পুং) শুক্-গোত্রাপত্যে কক্। শুক্বের গোত্রাপত্য। (শতপথব্রা ১।১৪।২।১৭)

শৌল্লিক (পুং) বর্ষসকর জাতিবিশেষ, কংসকার, চলিত কঁসারি, পর্যায় তাম্রকটক, কামলময়ী, কাংস্তকার, তাম্রিক, তাম্রকারক।

শৌব (ক্লী) শ্বন্ (শুনঃসকোচ উপসংখ্যানং। পা ৬।৪।১৪৪) ইত্যন্ত বার্তিকোক্ত্যা অপি সাধু। ১ শুনঃসকোচ। ২ শুনোবুদ্ধ। ৩ শৌভব। (সংকল্পসার উপাদি) (পুং) উদগীথভেদ।

শৌবদংষ্ট্র (ত্রি) শ্বদংষ্ট্রা সম্বন্ধীয়। (পা ৭।৩।৮ বার্তিক)

শৌবন (ক্লী) শ্বন্-অণ্। ১ কুকুরের ভাব। ২ কুকুরের অপত্য। শুনঃ সমূহঃ শ্বন্ (খণ্ডিকাদিভাষ্য। পা ৪।২।৪৫) ইত্যঞ্। ৩ কুকুরসমূহ। ৪ কুকুরের মাংস। (কাশিকা ৬।৪।১৩৩)

শৌবনি (ত্রি) কুকুরসম্বন্ধীয়।

শৌবনেয় (পুং) শুনোহিপত্যং শ্বন্ (শুভ্রাদিভাষ্য। পা ৪।১।২২৩) ইতি ঠক্। কুকুরের অপত্য।

শৌবন্তিক (ত্রি) শ্বো ভবৎ শ্বন্ (শ্বসন্তট্ চ। পা ৪।৩।১৫) ইতি ঠঞ্। তুড়াগমশ্চ। ভাবিদিনস্থায়িবন্ত, ভাবিকালের জন্তু যাহা রাখা যায়।

“আত্মস্তরিত্তং পিনিতেন রাণাং

ফলেগ্রহীন্ হংসি বনম্পতীনাম্।

শৌবন্তিকঞ্চ বিভবা ন যেষাং

ব্রহ্মন্তি তেষাং দরসে ন কস্মাৎ ॥” (ভট্টি ২ সং)

শৌবহান (ক্লী) নগরভেদ। (পা ৭।৩।৮)

শৌবাপদ (ত্রি) শ্বাপদস্যোদমিতি শ্বাপদ-অণ্ (পাদান্তস্তান্তর-তাম্। পা ৭।৩।২) ইতি পক্ষে ঐচ। শ্বাপদ সম্বন্ধীয়।

“কচ্চিৎ কাস্তারভাজাং ভবতি পরিভবঃ কোহপি শৌবাপদো বা।

প্রত্যাচেন ক্রতুনাং ন খলু মথত্বকো ভুঞ্জতে বা হবীংষি ॥”

(অনর্থরায়ব ১।৫)

শৌক[ক্ল]ল (পুং) শুকলং পণ্যমততি অণ্। ১ শুকমাংসের পণক, শুকমাংসের মূল্য। (মেদিনী) (ত্রি) শুকলীমতীতি

শুকলী-অণ্। ২ আশিধানী, মৎস্তমাংস-ভোজনশীল। অমর
দ্বিকার ভরত ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন—

“শুকলী শুকমাংসে স্ত্রাং মাংসমাত্রেহপি দৃশ্যতে। তামন্তি
শৌকলঃ কঃ, তালবাদিমূর্দ্ধগ্যমধ্যঃ। শুকঃ মাংসং লাতি ইতি
শুকলঃ প্রজাদিত্যং অগি শৌকলঃ। ইতি বিভাবিনোদঃ। শাকল
ইতি চ পাঠঃ চিতি স্বামী।” (ভরত)

শৌক্যাস্ত্র (ক্লী) মুখের শুক্ভাব, শুক্ মুখ। (অথর্ব ১।১২২১)

শ্চুত, শ্চ্যুত, > করণ। ভূদি° পরস্মৈ° অক° দেট্। এচ
খাতু ইরিৎ। লট্ শ্চোততি, শ্চোততি। লিট্ চুশ্চোত, চুশ্চোত। লুট্ শ্চোততা, শ্চোততি। লৃট্ শ্চোতযাত, শ্চোতযাত। লৃঙ্ অশ্চুতৎ, অশ্চোতীঃ, অশ্চুততাং
অশ্চোতীষ্টাং অশ্চুতন্, অশ্চোতিম্। সন্ চুশ্চোতিষাৎ, চুশ্চোতিষতি। ষঙ্ চোশ্চুতাত্তে, ষঙলুক্ চোশ্চোতি। গিচ্
শ্চোতয়তি। লৃঙ্ অশ্চুচ্যুতৎ।

শ্চোত (পুং) শ্চোতেনমিতি শ্চ্যুত-ষঞ্। প্রাচ্যার। (অমর)
শ্মথ, বধ। ভূদি° পরস্মৈ° অক° দেট্। লট্ শ্মথতি। লিট্
শ্মথাৎ। লুট্ শ্মথিতা। লৃঙ্ অশ্মথীৎ। সন্ শিশ্মথিষতি। বঙ্
শাম্মথাত্তে। ষঙ্ লুক্ শাম্মথতি। গিচ্ শ্মথয়তি। লৃঙ্ অশিশ্মথৎ।

শ্মথন (ত্রি) শ্মথয়তীতি শ্মথ-ল্যু। শ্মথনকারী, বধকারী।
“রত্রচোদো শ্মথনঃ” (শুক্ ২।২।১৪) “শ্মথনঃ শত্রুণাং বলাপহারেণ
শাতয়তি” (সায়ণ) (ক্লী) শ্মথ-ল্যুট্। ২ বধ।

শ্মথিত (ত্রি) শ্মথ-ভূচ। শ্মথনকারী, বধকারী, হিংসক। “অহং
শ্মথয় শ্মথিতা” (শুক্ ১।৪।২।৩) “শ্মথিতা হিংসিতা” (সায়ণ)

শ্মপ্ত (ক্লী) ওষ্ঠমন্ধি। “বিষয়োঃ শ্মপ্তে স্থঃ” (শুক্লযজুঃ ৫।২।১)
“বিষয়োঃ বিষ্ণু নামকস্ত হবিধানমস্তপ্ত শ্মপ্তে স্থঃ ওষ্ঠ-
সংকল্পে ভবথঃ।” (মহীধর)

শ্মাত (ক্লী) সামভেদ।

শ্মৃষ্টি (ক্লী) ১ আশ্রয়ভেদ। (পক্কাংব্রা°) ২ সময়ের
পারমাণভেদ। (কাঠক ১২।৩)

শ্মৌক (ক্লী) সামভেদ।

শ্মান (ক্লী) ১ মুখ। ২ শরীর। (নিকৃক্ত ৩।৫) ৩ শব্দ, মড়া।

শ্মাশা (ক্লী) কুল্যা। “শ্মাশা কথং দীর্ঘং সূতং” (শুক্ ১।১।৫।১)
“শ্মাশা কুল্যা, যথা কুল্যা ইত্যন্ত উদকাত্মবরণকি অবকথ্য চ
বারয়তি তথা” (সায়ণ)

শ্মাশান (ক্লী) শ্মানাং শবানাং শানং শয়নং যত্র। যত্র শবানাং
শয়নমিতি (পুৰোদরাদীনি যথোপদিষ্টানি। পা ৬।১।১০) ইতি
শবপশ্চত্মাদেশঃ শয়নশবত্মাপি শানশব আদেশঃ। শবদাহ-
স্থান। পর্যায়—পিতৃবন, শতানক, কস্তাক্রীড়, দাহনর, অন্তশয্যা,
পিতৃকানন। (জটায়র)

•পণ্ডিতগণ শ্মশানশব্দের নিকৃষ্টি করিয়াছেন যে, শ্ম-শব্দে শব এবং শান-শব্দে শয়ন ; প্রায়কালে মহাভূতসমূহও যেখানে শবস্বরূপে শয়ন করে, তাহাকে শ্মশান বলা যায়।

“শ্ম শব্দেন শবঃ প্রোক্তঃ শানঃ শয়নমুচ্যতে।

নির্কৃপন্তি শ্মশানার্থং মূনে শকার্থকোবিদাঃ ॥

মহাশ্মশি চ ভূতানি প্রায়য়ে সমুপস্থিতে।

শেরতেহত্র শবা ভূত্বা শ্মশানস্ত ততো ভবেৎ ॥”

স্বল্পপুরাণের কাশীখণ্ডে বারাণসীক্ষেত্র মহাশ্মশান ও মৃত্তি-ক্ষেত্র বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—

“বারাণসীতি বিখ্যাতা রুদ্রাবাস ইতি দ্বিজাঃ।

মহাশ্মশানমিত্যেবং প্রোক্তমানন্দকাননং ॥” (কাশীখণ্ড ২০অঃ)

বরাহপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, শ্মশানে প্রবেশ করিলে প্রায়শ্চিত্তার্থ হইতে হয়। শ্মশান হইতে প্রত্যাগত হইয়া কিংবা অম্মাতাবহার কোনরূপ বিষ্ণুমূর্ত্তি স্পর্শ করিলে গৃহ ও শৃগাল যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া যথাক্রমে সপ্ত ও চতুর্দশবর্ষ পর্যন্ত নরমাংসভোজী হইয়া পৃথিবীতে অবস্থান এবং তাহার পর পিশাচরূপ ধারণপূর্বক ত্রিশবর্ষ পর্যন্ত উচ্ছিষ্ট পুতিগন্ধযুক্ত মৃত-দেহ ভক্ষণ করিতে হয়। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্মশান যদি এতই পাপস্থান হয় তবে দেবাদিদেব মহাদেব তথায় কেন নিয়ত বাস করেন? ইহা সভ্য বটে, কিন্তু উক্ত বরাহপুরাণ হইতেই জানা যায় যে, বালবৃদ্ধবনিতার সহিত ত্রিপুরাসুরকে বধ করায় সাতিশয় পাপগ্রস্ত হইয়া শিবকেও বিষ্ণুর উপদেশে পাপক্ষালনার্থ শ্মশানবাদী হইতে হইয়াছে। যথা—

“তব বিষ্ণো প্রসাদেন ময়া তৎ ত্রিপুরং হতং।

নিহতঃ দানবাস্ত্রাজ গতিশাল্য নিপাতিতাঃ ॥

বালবৃদ্ধা হত্যস্তত্র বিষ্ণুরূপো দিশো দশ।

তস্ত পাপস্ত দোষেণ ন শক্যমি বিচেষ্টিতুম্ ॥

প্রনষ্টযোগমায়শ্চ নষ্টৈর্ঘ্যাশ্চ মাধব।

কিং ময়া বিপ্রকর্তব্যামেনোহবস্থেন মাধব ॥

বিষ্ণো তৎস্বেন মে ত্রিহি শোধনং পাপনাশনং।

যেন বৈ কৃতমাশ্রয়ে শৌভ্রং মুচ্যেত কিম্বিধাৎ ॥

তত্তত্তস্ত বচঃ শ্রদ্ধা শঙ্করস্ত যশস্বিনঃ।

তৎপাপশোধনার্থায় ময়াবাসং প্রভাষিতং ॥

শ্মশানং সমলো রুদ্র পুতিকে ত্রণগন্ধিকঃ।

স্বয়ং তিষ্ঠতি বৈ তত্র মল্লজা বিগতস্পৃহাঃ ॥

তত্র গৃহ্ কপালানি রম্য তত্রৈব শঙ্কর।

তত্র বর্ষসহস্রাণি দিব্যাশ্চৈব দৃঢ়ব্রতঃ ॥

ততো ভক্ষয় মাংসানি পাপক্ষয়চিকীর্ষকঃ।

হিংস্তমানানি ভোজ্যানি বে চ ভোজ্যাস্তব প্রিয়াঃ ॥

এবং সর্কৈর্গণৈঃ স্মার্কং রম্য তত্র অনিশ্চিতঃ।

পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু হিহা যৎ সমলে পুনঃ ॥

এযাসি শ্মশ্রমং পুণ্যং গোতমস্ত মহামুনেঃ।

তত্র জ্ঞাত্বসি চাশ্বনং আশ্রমে বিধিসংস্থিতে ॥

প্রসাদাৎ গোতমস্তাথ ভবিতা গতকিঞ্চিৎ ॥” (বরাহপু”)

দেবাদিদেব মহাদেব বালবৃদ্ধগতিণী প্রভৃতির সহিত ত্রিপুর-পুত্রী বিধ্বংস করণান্তর পাপভরে সাতিশয় ব্যতিব্যস্ত ও কিংকর্তব্য বিমুঢ় হইয়া পাপক্ষালন মানসে ত্রিবিষ্ণুর নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করার তিনি বলিলেন, হে রুদ্র! তুমি দিবা সহস্র বৎসর পর্যন্ত সমল অর্থাৎ মল্লযোজ অনীপিত নানাবিধ পুতিগন্ধযুক্ত শ্মশানে বৃকপাল ধারণপূর্বক স্বর্ণাণের সহিত বাস করিয়া পরে মহর্ষি গোতমের আশ্রমে আসিলে, তদন্তর তাঁহার প্রসাদে তুমি এই দারুণ পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।

শ্মশান প্রবিষ্ট ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত যথা,—শ্মশানে প্রবেশ করিলে ক্রতসংস্কার ও বিষ্ণুপ্রায়ণ হইয়া পঞ্চদশ দিবস পর্যন্ত প্রতিদিন একবার মাত্র পানীর পান করিয়া কুশান্তরণে উর্দ্ধশয়নে অবস্থান করিতে হইবে এবং তৎকালে প্রাতঃ প্রাতে পঞ্চগব্য পানেরও ব্যবস্থা নির্দিষ্ট আছে।

তদ্ব্যবহিত উল্লিখিত হইয়াছে, শ্মশান শক্তিমহাসিক্তির একটি প্রধান স্থান, এই স্থানে শবাসন হইয়া শক্তিমন্ত্রের সাধনা করিলে অচরাৎ সিদ্ধি লাভ হয়। ঐ সকল তন্ত্রোক্ত মারণ বশীকরণ প্রভৃতি কার্যে শ্মশানমুক্তিকা ও সিদ্ধুরাদি প্রয়োজন হইয়া থাকে।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, ঔষধ প্রস্তুত করণার্থ শ্মশান ভূমিতে উৎপন্ন কোন দ্রব্যাক্রান্ত গ্রহণ করিবে না।

শ্মশানকালিকা (স্ত্রী) শ্মশানস্ত কালিকা। কালিকা বিশেষ, শ্মশানকালী। তন্ত্রশাস্ত্রে কালিকা দেবীর ভক্তকালী, শুদ্ধকালী ও শম্মানকালী প্রভৃতি নাম ভেদ আছে। সাধক এই সকল কালিকা দেবীর উপাসনা করিলে অচিরে সিদ্ধিলাভ করেন। তন্ত্রসাধে ইহার মন্ত্র ও পূজাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

শ্মশান কালীর একাদশাকর মন্ত্র—

“বান্ধিঃ মায়াং ততো লম্বীং কামবীজমতঃ পরম্।

কালিকে সংপুটস্থেন চতুর্কং বীজমালিখৎ ॥

একাদশার্ণা দেবেশি চতুর্কং প্রদায়িনী ॥” (তন্ত্রসার)

ঐ হ্রীঁ ঐীঁ কালিকে ক্রীঁ ঐীঁ হ্রীঁ ঐঁ শ্মশানকালীর এই একাদশাকর মন্ত্র, এই মন্ত্রে উক্ত দেবীর পূজা করিলে দেবী সাধককে ধর্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষ এই চতুর্কং প্রদান করিয়া থাকেন।

এই দেবীর পূজাকালে যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া পূজা করিতে হয়। এই যন্ত্র যথা—প্রথমে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তদ্বাহে

বৃত্ত, ভূপুং ও চতুর্দার অঙ্কিত করিবে। পদ্মমধ্যে দেবীর মূলমস্ত্র
লিখিয়া অষ্টদল পদ্মের পত্রের কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, ভবর্গ, পবর্গ,
যবর্গ, শবর্গ, ও লক্ষ এই অষ্টবর্গ লিখিতে হইবে। ভূপুংর চতু-
কোণে ঐ হ্রীঁ ত্রীঁ ক্লীঁ এই চারিটা বীজমস্ত্র লিখিতে হইবে।
এইরূপে মন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাতে শ্রীশানকালীর পূজা করিবে।

“পদ্মমষ্টদলং বৃত্তং তথ্যাহে ধরণীতলং।

চতুর্দারসমাবৃত্তং মধ্যে মূলং সমালিখ্যং।

দশবর্গৈশ্চ বিলিখ্যং কবর্গাভবর্গকম্।

ধরণ্যাং বিলিখ্যেদাত্তং চতুষ্ক চতুষ্ককং।

পূর্বানি উত্তরাস্তক মধ্যে দেবীং প্রপূজয়েৎ।” (তন্ত্রসার)

এই দেবীর পূজাক্রম—প্রথমে সামান্ত পূজাপ্রণালী অনু-
সারে প্রাতঃকৃত্যাদি প্রাণারামান্ত কৰ্ম সমাপন করিয়া প্রবাদি
হ্রাস করিতে হইবে। এই হ্রাস যথা—শিরসি তুঙ ঋষরে নমঃ,
মুখে নিবুচ্ছনসে নমঃ, জহি শ্রীশানকালিকারে দেবতায়ৈ নমঃ,
গুহে বামীজায় নমঃ, পানয়ো মারীশক্তরে নমঃ, সর্বাঙ্গে কাম-
বীজকীলকায় নমঃ। তৎপরে করাক্রান্ত্য করিয়া দেবীর
ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—

“অঞ্জনাঙ্গিনিভাং দেবীং শ্রীশানালয়বাসিনীম্।

রক্তবর্ণাং মুক্তকেশীং শুক্রমাংসাতীভৈরবীম্।

পিঙ্গাকীং বামহস্তেন মত্তপূর্ণং সমাসকম্।

মত্তঃ কৃতশিরো দক্ষহস্তেন দধতীং শিবাম্।

শ্রিতবক্ত্রং সর্বা চামমাংসচর্কণতৎপরাম্।

নানালঙ্কারভূষাকীং নয়াং মত্তাং সদাসর্বৈঃ।”

এইরূপে দেবীর ধ্যান করিয়া শ্রীশানে দেবীর পূজা করিবে।

গৃহস্থ ব্যক্তি গৃহে বসিয়া মৎস্ত, মাংস ও মত্ত পান করিয়া
রাত্রিকালে নম্র হইয়া মহাপূজা করিবে।

“এবং ধ্যানা অপেক্ষেদেবীং শ্রীশানে তু বিশেষতঃ।

গৃহে বাপি গৃহস্থোহপি মত্তমাংসৈঃ স্তুভোজনেঃ।

নগো ভূষা মহাপূজাং কুর্যাদ্রাজৌ বিশেষতঃ।” (তন্ত্রসার)

পূজাপ্রণালী—পূর্বোক্ত প্রকারে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে

দেবীর অর্চনা ও অর্ঘ্য স্থাপন করিবে। তৎপরে পুনরায় ধ্যান
করিয়া সামান্তপূজাপদ্ধতির নিয়মামুসারে আবাহনাদি পূজাকার্য্য
করিবে। তৎপরে পুনরায় গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই
পঞ্চোপচারে দেবীর পূজাকার্য্য করিবে। তাহার পর অষ্টপদ্রে
ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্ট নক্ষত্র ও অসিতাজ্বালি অষ্ট ভৈরবের পূজা
করিতে হয়। এই দেবীর মন্ত্রপুরস্ফরণ করিতে হইলে একা-
দশলক্ষ জপ করিতে হয়। (তন্ত্রসার)

শ্রীশাননিলয় (পুং) শ্রীশানে নিলয়ে বস্তু। শ্রীশানবাসী শিব।

শ্রীশানপতি (পুং) ১ শিব। ২ প্রজ্ঞালোকভেদে। (ভারনাম)

শ্রীশানপাল (পুং) শ্রীশানরক্ষক, চণ্ডাল, চলিত মুদকরাশ।

শ্রীশানভৈরবী (স্ত্রী) শ্রীশানহিতা দেবীসমূহ, শ্রীশানকালী
প্রভৃতি। ২ হুর্ণী।

শ্রীশানবাসিন্ (পুং) শ্রীশানে বসতীতি বস-গিনি। শিব, মহাদেব।

“শ্রীশানবাসী মাংসানী খর্পরানী মদ্যভক্ং।” (বটুকঠৈত্তোত্র)

(ত্রি) ২ শ্রীশানে বাসকারী, চণ্ডাল, চলিত মুদকরাশ।

শুদ্ধিতবে লিখিত আছে যে শবদাহের পর শবম্পৃষ্ট যে সকল
বস্ত্রাদি থাকে, তাহা শ্রীশানবাসী চাণ্ডালদিগকে দিতে হয়।

শ্রীশানবাসিনী (স্ত্রী) শ্রীশানে বসতি বস-গিনি-স্ত্রীপ্। কালী।

“শ্রীশানবাসিনী সৌম্যা শিবানী শিববরতা।” (কালীস্তোত্র)

শ্রীশানবেতাল (পুং) ১ ভূতবানিবিশেষ। ২ কথাসরিৎসাগর-
বর্ণিত ক্রীড়াকারীভেদ।

শ্রীশানবেশ্মন্ (পুং) শ্রীশানং বেশ্ম বস্তু। মহাদেব। (হেম)

শ্রীশানালয়বাসিন্ (পুং) শ্রীশানালয়ে শ্রীশানগৃহে বসতীতি বস-
গিনি। ১ শিব। ত্রিয়াং ভীপ্। শ্রীশানালয়বাসিনী—কালী।

শ্রীশ্রী (স্ত্রী) শ্রী-মুখং শ্রয়তি আশ্রয়তীতি শ্রী-শ্রি (অনি শ্রয়তে
ভূল্। উণ্ ৫।২৮) ইতি ভূল্। পুংমুখে বঙ্কিত লোম, মুখরোম,
চলিত দাড়ি। (অমর) অমরটীকার ভরত এই শব্দের ব্যুৎ-
পত্তি এই রূপ করিয়াছেন,—“পুংমুখে পুরুবাত্তে তেবাং বুদ্ধৌ
সত্যং ভল্লোম শ্রীশ্র উচ্যতে। শ্রয়তি মুখনামেতি শ্রুতিঃ, অনি
মুখে শ্রয়তে উপলভ্যতে শ্রী-শ্রী-নাম্নীতি ভুঃ, শ্রীশ্র ক্রী-
মুদন্তং।” ইহার শুভাশুভ লক্ষণ—

“সম্পূর্ণভোগিনাং কান্তং শ্রীশ্র শ্রীশ্র শ্রীশ্র শ্রীশ্র।

সংহতং চাক্ষুটিভাগং রক্তশ্রীশ্র চৌরকঃ।

রক্তান্নপক্বশ্রীশ্রকর্ণাঃ শ্রীশ্রঃ পাপমৃত্যবঃ।” (গরুড়পু ৩৩অ)

শ্রীশ্র ও মুদ্র কিংবা সংহত ও অক্ষুটিভাগে শ্রীশ্র হইলে শুভ
হয়। শ্রীশ্র রক্তবর্ণ হইলে চৌর, অন্ন রক্তবর্ণ ও পুরুষের
কর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত হইলে অশুভ হইয়া থাকে।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে যে কেশ ও শ্রীশ্রধারণ
কারলে শ্রেষ্ঠ সন্ততিলাভ হয়।

“কেশশ্রীশ্রধারণতামগ্ৰা ভবতি সন্ততিঃ।” (মার্কণ্ডেয়পু)

তদ্বিভবে লিখিত আছে যে কৌরবকর্ণস্থলে প্রথমে কেশ,
তৎপরে শ্রীশ্র, শেষে নখচ্ছেদন করিতে হয়।

“শ্রীশ্রকর্মে কারয়িত্বা নখচ্ছেদনমন্তরম্। গোতিল :—

কেশশ্রীশ্রলোমনখানি বাপরীত শিখাবর্তং।” (শুদ্ধিতবে)

শ্রীশ্রীকর (পুং) কৌরকার, নাপিত।

শ্রীশ্রীকর্মান্ (স্ত্রী) শ্রীশ্রীকরকর্মে, দাড়িকেশা, পূর্বমুখ বা
উত্তরমুখী হইয়া শ্রীশ্রীকর কর্ম করিতে হয়।

“প্রাচ্যুখোদমুখো বাপি শ্রীশ্রীকর চ কারয়েৎ।” (মার্কণ্ডেয়পু ৩৪।১৫)

শ্যাম্ভজাত (ত্রি) জাতঃ শ্যম্ভ, আহিতায়াদিবাৎ পূর্ব-
নিপাতঃ (পা ২।২।৩৭) জাতশ্যম্ভ, বাহার শ্যম্ভ জন্মিরাছে।

শ্যাম্ভগ (ত্রি) শ্যম্ভবিশিষ্ট, শ্যম্ভযুক্ত।

শ্যাম্ভধর (ত্রি) শ্যম্ভধারী, যিনি শ্যম্ভধারণ করেন।

শ্যাম্ভধারিন্ (ত্রি) শ্যম্ভ ধরতীতি ধৃ-গিনি। শ্যম্ভধারণকারী,
যিনি শ্যম্ভধারণ করেন।

শ্যাম্ভমুখী (স্ত্রী) শ্যম্ভ মুখে যতঃ ভীষ্। শ্যম্ভযুক্ত নারী।
পর্ধায়—পালি, পালী, পোটা। (জটধর)

শ্যাম্ভল (ত্রি) শ্যম্ভ-লিখাদিবাৎ লট্। শ্যম্ভবিশিষ্ট, শ্যম্ভযুক্ত,
বাহার গোঁপনাড়ী আছে।

শ্যাম্ভবর্জক (ত্রি) শ্যম্ভেদক, ক্ষোরকার, নাপিত, ক্ষোরকার্য
করিলে শ্যম্ভ বর্জিত হয়।

শ্যাম্ভশেখর (পুং) নারিকেলবৃক্ষ। (বৈজ্ঞকনি°)

শ্যাম্ভানিক (ত্রি) শ্যাম্ভানে ধ্বীতে (অধ্যায়িগ্ধদেশকালান্।
পা ৪।৪।৭১) ইতি ঠক্। শ্যাম্ভানে অধ্যোতা, শ্যাম্ভানে যিনি
অধ্যয়ন করেন।

শ্যাম্ভল, নিমেষণ। ভাদি° পরশ্মৈ° অক° সেট্। লট্ শ্যাম্ভলতি।
লোট্ শ্যাম্ভলতু। লুঙ্ অশ্যাম্ভলীৎ।

শ্যাম্ভলন (স্ত্রী) শ্যাম্ভ-লুট্। চক্ষুঃজিতকরণ, চোকবোজা।

শ্যাম্ভুল (দেশজ) শৃগালকোলিষের অপভ্রংশ, শৃগালকোলি,
শ্যাম্ভুলগাছ। কন্টকময় লতাবিশেষ। (Zizyphus scandens)

শ্যাম্ভান (ত্রি) শ্রৈ-কৃত, তত্ত্ব নঃ, ঐকারন্ত আকারঃ। গত,
বাহারা গমন করিয়াছেন।

শ্যাম্ভপর্ণ (পুং) শ্যাম্ভপর্ণ-অপত্যার্থে অঞ°। (পা ৪।১।১০৪)
শ্যাম্ভপর্ণের গোত্রাপত্য। (শতপথব্রা° ৬।২।৪।৩৩)

শ্যাম্ভপর্ণীয় (ত্রি) শ্যাম্ভপর্ণসম্বন্ধীয়। (ঐতরেয়ব্রা° ৭।২।৭)

শ্যাম্ভপর্ণেয় (পুং) শ্যাম্ভপর্ণের গোত্রাপত্য। (পা ৬।২।৩৭)

শ্যাম্ভপীয় (পুং) বৈদিক শাখাভেদ।

শ্যাম্ভ (ত্রি) শ্রায়তে মনো যশ্মাৎ শ্রৈ-মক্। ১ কৃষ্ণগুণবিশিষ্ট।

“যত্র শ্যামো লোহিতাকো দণ্ডশ্চরতি পাপহা।

প্রজাতত্ত্ব ন মুহুন্তি নেতা চেৎ সাধু পশ্চতি ॥” (মহু ৭।২৫)

২ হরিদগুণবিশিষ্ট। (অমর) (পুং) ৩ প্রয়াগের বট;

প্রয়াগতীর্থে যে অক্ষয়বট আছে তাহাকে শ্যাম কহে।

“তয়া পুরত্তাহপাচিভো যঃ সোহয়ং বটঃ শ্যাম ইতি প্রতীতঃ।

রাশিম বীনামিব গারুড়ানাং সপন্নরাগঃ কলিতো বিভাতি ॥”

(রঘু ১০।৫০)

৩ মেঘ। ৪ বৃদ্ধদারক। ৫ কোকিল। ৬ কৃষ্ণবর্ণ। ৭ হরিদগুণ।

৮ ধুতুর। ৯ পীলুবৃক্ষ। ১০ শ্যামাক। ১১ দমনকবৃক্ষ।

১২ গন্ধতৃণ। (স্ত্রী) ১৩ মরিচ। ১৪ সিদ্ধল লবণ।

কবিকল্পলতার লিখিত আছে যে কেশব, নীরি, চীর,
চন্দ্রাক, রাহ, বিদ্যা, অঙ্গন, অজি, বৃক্ষ, অহি, বন, ভৈরব,
রাক্ষস, শিবকর্ত, ঘন, বৈপায়ন, রাম, ঘনঞ্জয়, শনি, ত্রপদজা,
কালী, কলি, কোল, বম, অম্বর, কেশ, কঙ্কল, কন্তুরী, রাজ-
পট্ট, বিদুরজ, বিব, কোব, কুহু, শত্রু, অশুভ, গাপ, তমোনিশা,
মসী, পক্ষ, মদ, অভোদি, যমুনা, ধুম, কোকিল, গোলাজুলন্ত,
শুভ্রাত, কণ্ঠ, খঞ্জন, কেকী, শবল, তাল, তালিঙ্গ, তিল, ইন্দী-
বর, বল্লি, কটাক, অলি, কনীনিকা, নীলী, জম্বুল, মুক্তা,
কাককৃত্য, কুকীর্ষি, ছারা, গন্ধ, অজার ও খলাতঃকরণ প্রভৃতি
শ্যাম অর্থাৎ কৃষ্ণ। (কবিকল্পলতা ২।৪ কুসুম)

শ্যাম আচার্য্য, নিষার্ক সম্প্রদায়ের একজন গুরু। ইনি পদ্মা-
চার্য্যের শিষ্য ও গোপালাচার্য্যের গুরু ছিলেন।

শ্যামক (স্ত্রী) শ্যাম সংজ্ঞায়াং কন্। ১ রোহিণ্যর্হণ। গন্ধতৃণ
বা রামকপূর। (রাজনি°) (ত্রি) ২ কৃষ্ণবর্ণ। (পুং) শ্যামঃ
তদ্বর্ণঃ অকতীতি শক্কাদিবাৎ অকারলোপে সাধুঃ। শ্যামক,
স্বনামখ্যাত তৃণধাত্ত, শ্যামাধান। (হেম) ৩ শূরের পুত্রভেদ,
ইনি বহুদেবের ভ্রাতা। (ভাগবত ৯।২৪।২৯)

শ্যামকণ্ঠ (পুং) শ্যামঃ কণ্ঠো যত্। ১ ময়ূর। (হলায়ুধ)
২ শিব। ৩ নীলকণ্ঠ। ৪ পক্ষিবিশেষ। চলিত নীলকণ্ঠপাখী।

শ্যামকন্দা (স্ত্রী) শ্যামঃ কন্দো যজ্ঞাঃ। অতিবিষ। (রাজনি°)

শ্যামকাস্তা (স্ত্রী) শ্যামঃ কাস্তো যজ্ঞাঃ। গণ্ডদুর্কা। (রাজনি°)

শ্যামকুণ্ড, শ্রীহৃদ্বাননধামের অদূরস্থ একটা পুণ্যতোয় তীর্থ।
রাধাকুণ্ড নামক জলাশয়টা ইহার সংলগ্ন। উভয় পুষ্করিণীর
জল পরস্পরে সংযোজিত থাকিলেও একবর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই।
গোবর্দ্ধন শৈল অতিক্রম করিয়া যাত্রীরা এই কুণ্ড সম্বন্ধনে
আসিয়া থাকেন।

শ্যামগ্রস্থি (স্ত্রী) শ্যামো গ্রস্থিযজ্ঞাঃ। গণ্ডদুর্কা। (রাজনি°)

শ্যামচটক (পুং) শৈশির পক্ষী, কৃষ্ণচটক, চলিত শ্যামাপাখী।

শ্যামচুড়া (স্ত্রী) পক্ষিবিশেষ। চলিত কৃষ্ণচটকী, শ্যামাপাখী।

শ্যামতা (স্ত্রী) শ্যামত্ব ভাবঃ তল্-টাপ্। শ্যামত্ব, কৃষ্ণতা,
কালিমা, শ্যামের ভাব বা ধর্ম।

শ্যামদাস, পরিভাষাসংগ্রহ নামক বৈজ্ঞক গ্রন্থগ্রন্থেতা।

শ্যামদাস, অষ্টমঙ্গলরচয়িতা একজন বৈজ্ঞক কবি। তিনি
বাল্যকালে কাশীধামে গমন করিয়া বিজ্ঞান শিক্ষা করেন। বিদ্যে-
শ্রয়ের অল্পগ্রহে তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়া কবিচূড়ামণি
উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। জৈশাননাগর রচিত অষ্টমঙ্গলশ্রবণ
তাহার বিবরণ এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—

“এই শ্যামদাস পূর্বে কাশীধামে গেলা।

বিজ্ঞানী হইয়া শিবের আরাধনা কৈলা ॥

বহুদিন তপস্বীতে শিব তুষ্ট হইল।
 রাত্রিগেবে শ্রামবাসে কহিলা হাসিয়া।
 বিজ তোর তপে বৃক্ষ হইল ফলবান।
 তব জিহবার সরস্বতী কৈলা অধিষ্ঠান।
 আমা বিনা সুধীগণে হয় সত্যজয়ী।
 ভূতায়তে নাম তোর হৈবে দিগিজয়ী।”

শিবের বরে শ্রামদাস সর্বদেশে পণ্ডিতগণকে বিজ্ঞায়িত করিয়া সর্বদেশে ত্রীপাট শাস্ত্রপুরে আগমন করেন। এখানে বেদপঞ্চাননোপাধিক শ্রীমদ্বৈতাচার্য প্রভুর সহিত তাঁহার গল্প ও তুলসীমতিমা এবং ব্রহ্মবাদ লইয়া বিস্তর বাদাম্ববাদ হয়। তর্কে পরাস্ত হইয়া শ্রামদাস ভারিতেছেন, বুঝি শিবের বর বৃথা হইল, এই ব্রাহ্মণ আমাকে পরাস্ত করিল। তখন আকাশ-বাণী হইল, হে বিজ! ক্ষান্ত হও, আর বিচারে আবশ্যক নাই। এই কমলাচার্য্য স্বয়ং হরিহর। শ্রামদাস এই প্রত্যাদেশে ভক্তি-যুক্ত হইয়া কম্পাবিত কলেবরে প্রভুর পদাশ্রয় ভিক্ষা করিলেন এবং তাঁহার নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কণ্ঠবদ্ধ হইতে মুক্ত হইলেন। অদ্বৈতপ্রভুর নিকট ত্রীকৃষ্ণার্চনপ্রণালী ও শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি দেশে গমন করেন। অদ্বৈত প্রভু তাঁহাকে ভাগবতাচার্য্য উপাধি দিয়াছিলেন।

শ্যামদেশ, এশিয়ার দক্ষিণ পূর্ব উপদ্বীপের অন্তর্গত একটি স্বাধীন রাজ্য। ভারতবিশ্বকৃত ব্রহ্মরাজ্যের পূর্বাংশে অবস্থিত। এখানে এক সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল।

[শ্রামরাজ্য দেখ।]

শ্যামনগর, বাংলার ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত গঙ্গাতীরস্থ একটি প্রাচীন গ্রাম। মলাজোড় নামে প্রসিদ্ধ। কলিকাতা হইতে ১৮০০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে ইষ্টারন বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের একটি ষ্টেশন আছে। উক্ত ষ্টেশনের পূর্বাংশে একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ও তাহার বিস্তৃত পরিধা অত্যাশ্চর্য্য বিস্তারিত রহিয়াছে। ঐ পরিধার পরিধি প্রায় ৪ মাইল হইবে। প্রবাদ, খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে বর্তমান রাজবংশের কোন রাজা মরাঠা দস্য বা বর্গীদিগের অত্যাচার ও আক্রমণ হইতে দেশবাসীকে আশ্রয় দিবার জন্য ঐ দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, বঙ্গেশ্বর মহারাজ প্রতাপাদিত্য স্বীয় রাজ্যাধিকার সুদৃঢ় রাখিবার জন্য ঐ দুর্গ নির্মাণ করেন। ঐ স্থান এখন কলিকাতার ঠাকুরপরিবারের সম্পত্তিভুক্ত। উহার উপর চাষাবাস চলিতেছে। মলাজোড়ের কালীবাড়ী একটি বিখ্যাত স্থান।

শ্যামপণ্ডিত, ধর্ম্মমঙ্গলরচয়িতা জনৈক কবি।

শ্যামপত্র, (পুং) শ্যামানি পত্রাণি বস্তু। তমালবৃক্ষ। (শব্দচ°) স্ত্রিয়াং টাপ্। শ্যামপত্রা, জম্বুবৃক্ষ, জামগাছ। (বৈজ্ঞানিক°)

শ্যামপর্ণ (পুং) শিরীষবৃক্ষ। (বৈজ্ঞানিক°)

শ্যামফেন (ত্রি) ১ কৃষ্ণবর্ণ ফেনবিশিষ্ট। (পুং) ২ কৃষ্ণবর্ণ ফেন।

শ্যামভট্ট, নিষার্ক সম্প্রদায়ের জনৈক আচার্য্য। ইনি মাধবভট্টের শিষ্য ও গোপাল ভট্টের গুরু ছিলেন।

শ্যামভূষণ (স্ত্রী) ১ মরিচ। ২ কৃষ্ণবর্ণ ভূষণ।

শ্যামমুগ (পুং) কৃষ্ণবর্ণ হরিণ।

শ্যামরাজ্য, ভারতবর্ষের পূর্বাংশস্থিত পূর্ব উপদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত একটি বিস্তীর্ণ জনপদ। প্রাচীন শ্রামবাসীর ভাষায় এই দেশ ও ভূদেশবাসী জনগণ ‘শরম্’ নামে কথিত। মলয়বাসীর ভাষায় এই রাজ্য ও রাজ্যবাসিগণ শিয়াম্ নামে অভিহিত। যুরোপীয়গণ ইহাকে শিয়াম্ (Siam) নামে বর্তমান ভূগোল গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বর্তমান কালে শ্রামবাসিগণ আপনাদিগকে থৈ জাতি বলিয়া থাকে। শ্রাম দেশের ভাষায় থৈ শব্দের অর্থ স্বাধীন।

শ্রামরাজ্য অক্ষা° ৪° হইতে ২২° উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৮° হইতে ১০৬° ৩২’ পূঃ মধ্যে। ইহার উত্তরাংশে স্বাধীন শানরাজ্য, পূর্বে কোচিন চীন ও আনাম প্রদেশ, দক্ষিণে কাষোডিয়া (কাম্বোজ), শ্রাম উপসাগর ও মলয় প্রায়দ্বীপ এবং পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর ও ইন্দো-চীনাধিকৃত ব্রহ্মরাজ্য। উত্তরপশ্চিমে শালবিন্ নদী ও পশ্চিমে তুনগীন্ নদী ইহাকে ইন্দো-চীনাধিকার হইতে পৃথক রাখিয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ১০৮০ ও প্রস্থে ১৫০ হইতে ৩৬০ ভৌগোলিক মাইল বিস্তৃত।

শ্রামরাজ্য উপরি উক্ত রূপে সীমাবদ্ধ হইলেও প্রকৃত পক্ষে এই রাজ্যের মুখ্যাংশ অক্ষা° ১৪° হইতে ১৭° উঃ মধ্যে স্থাপিত এবং উহার ভূপরিমাণ ৩৬০০০ ভৌগোলিক বর্গমাইল। অক্ষা° ১৮° উত্তরের অংশ শ্রামবিশ্বকৃত ও স্বাধীন শানরাজ্য। ইহার বঙ্গোপসাগরকূল ২০০ মাইল এবং শ্রামোপসাগরকূল প্রায় ১ হাজার মাইল বিস্তৃত হইলেও এখানে সেরূপ জলপথের বাণিজ্যের প্রসার নাই। উপকূলে জলের গভীরতাও নিতান্ত মন্দ নহে। ভূতদেশ প্রায় ৪৫১৫০ গজ গভীর এবং মধ্যস্থলের জলের গভীরতা উহার ৫গুণ বেশী। তদ্ব্যতীত পূর্ব ও পশ্চিমের উপকূল-দেশ সমুদ্রগর্ভে অধিকদূর বিস্তৃত হওয়ার এখানে ঝটিকাধির ও বিশেষ উপদ্রব নাই। পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল ঘেঁষে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, ঐ সকল দ্বীপের অধিকাংশই জনবাসহীন ও জনহীন। কএকটি দ্বীপে সামান্য সংখ্যক লোকের বাস আছে বটে, কিন্তু তাহারাও কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন।

শ্রামরাজ্যে তিনটি মাত্র পর্বতশ্রেণী আছে, তাহাদের অধিকাংশ শাখাই উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে প্রসারিত। উহার সর্ব পশ্চিমশ্রেণী মলয়পর্বতশ্রেণীর মধ্য শাখা বলিয়া পরিগণিত।

উহার সর্বোচ্চ স্থান প্রায় ৫০০ ফিট উচ্চ। এই পর্বত শ্রেণীর ১৪° অক্ষাংশ পর্যন্ত উত্তরে লোহ, টিন, স্বর্ণ প্রভৃতি পাওয়া যায়। মধ্যভাগে ও সর্ব পূর্বে উত্তরদক্ষিণাভিমুখী যে ছইটি গিরি শ্রেণী বিস্তৃত আছে, তাহাদের আদৌ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না, কারণ এ পর্যন্ত কোন অত্মসাক্ষ্যসাপরায়ণ ভ্রমণকারীই সে বস্তু প্রদর্শন পর্যটন করিতে অগ্রসর হন নাই বা তাহার সুবিধা পান নাই। ১৪° অক্ষাংশের উত্তর কাও ডেনরেক নামে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত একটা সুদীর্ঘ পর্বতশ্রেণী আছে। উহা মেনাম নদীর পূর্বে ও মেকং নদীর পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার উত্তরাংশ মেকং নদীর সেমুন শাখার অববাহিকা প্রদেশে। এই স্থান হইতে তোকরোন, সে-কোথান, সে-সামলাম, সে-ডোম ও সেট ক্রেনিয়াম প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রোতবিনী প্রবাহিত হইয়াছে। দক্ষিণ ভাগে সঙ্গ-হে, সেটসেন ও টুঙ্গ-বরঙ্গ প্রভৃতি নদীর অববাহিকা। এই গুলি একযোগে কছোজ রাজ্যের প্রোম্পেন নামক স্থানে মেকং নদীতে সঙ্গত হইয়াছে।

এখানকার নদীনাগার মধ্যে মেনাক, মেকং, মেকলোজ, পিতুয়ু ও শান্তিবন প্রধান। ঐ সকলের মধ্যে মেনাম শ্যাম রাজ্যের প্রধান জলপ্রবাহ। প্রধান, চীন রাজ্যের যুগবল প্রদেশ হইতে উদ্ভূত হইয়া এই নদী ক্রমাগত দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া শ্যাম উপসাগরে আসিয়া নিপতিত হইয়াছে। পাক্‌নাম-পো নামক স্থানে মে-গিং নদী মে-নামের সহিত সঙ্গত হইয়াছে। ইহার উত্তরে মেনাম নদীর গর্ভে ফিংসা-লোক, ফোঙ্গ-কয়ঙ্গ প্রভৃতি নদী নিপতিত হইয়া ইহাকে পুষ্ট-কলেবরা করিয়াছে। মে-গিং নদীর প্রধান শাখা মে-বঙ্গ। শ্যাম রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী অযুথায়ার (অযোধ্যা) নিকট সোহি নামক শাখা মিলিত হইয়াছে। এই সঙ্গমের সন্নিকটে অর্থাৎ সমুদ্রকূল হইতে ২৭ মাইল উত্তরে ও বর্তমান বাস্ক রাজধানীর মধ্যস্থলে অজ্ঞাত শাখাপ্রশাখা এই নদীতে নিপতিত হইয়া রাজধানীর নদীপ্রবাহকে বিস্তৃত ও বহু জলপূর্ণ করিয়াছে। এই কারণে বড় বড় গণ্যবাহী অর্ণব গোতগুলিও পেকনাম নামক স্থানে নদীমোহানার প্রবেশ করিয়া অনারাসে প্রাচীন রাজধানী অযোধ্যা পর্যন্ত যাতায়াত করিতে পারে। বাস্ক রাজধানীতে একটা সুবিস্তৃত বন্দর আছে এবং ঐ স্থানে নদীর বিস্তার প্রায় অর্ধ মাইল। মেকলঙ ও তাহার শাখা মেনাংখাবু, পিতুয়ু, মেকলঙ ও তচীন নদী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইলেও মেনাম নদীর সন্নিকটে শ্রামোপসাগরে আসিয়া নিপতিত হইয়াছে। বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ঐ কয়টা নদী পরস্পরে খালদ্বারা সংযুক্ত।

উপরিবর্ণিত নদীগুলি দ্বারা উহার অববাহিকা ভূমির চতু-পার্শ্বস্থ স্থান জলঙ্গিত হয় এবং তদ্বারা কৃষিকার্যেরও যথেষ্ট

সুবিধা হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, শ্রাবণ মাসের বস্তার জলে নদীগর্ভ স্রীত হইয়া জলরাশি চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত করে। ঐ জল সাধারণতঃ নদীর জলরেখা হইতে ৪০ ইঞ্চি উর্বে উঠিয়া থাকে। কখন কখন বর্ষার সময় ৮০ ইঞ্চি পর্যন্তও উঠিতে দেখা যায়। আশ্চর্যের বিষয়, বস্তার জল এতাদৃশ উচ্চ হইয়া প্রবাহিত হইলেও সমুদ্রকূল হইতে ১১ লিগ পর্যন্ত স্থানে উহার জল প্রবেশ করিতে পারে না। তাহার উত্তরে প্রায় লম্ব ৬০ লিগ্‌ ও প্রস্থ ৩৫ লিগ বিস্তৃত স্থানে ঐ জল ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। লোঠ হইতে কার্তিক মাসের মধ্যে যে বন্যার জল ঐ দেশ-ভাগকে প্রাবিত করে, তাহাতে ভূমির উপরে এক প্রকার পলি সঞ্চিত হয়। উহা ভূমির উর্বরতা সম্পাদনে বিশেষ উপযোগী, কিন্তু জল সাধারণতঃ শ্রামোপসাগরের দ্বারা লবণাক্ত। ভূতত্ত্ব আলোচনা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, মেনাম নদীর উপত্যকা ভূমি অল্পদিন হইল সমুদ্রগর্ভ হইতে উঠিয়াছে। বর্তমান বাস্ক রাজধানীর ভূগর্ভ খনন করিলে সমুদ্রজ শব্দ, শব্দ প্রভৃতি পাওয়া যায়।

শান্তিবন বা চান্টাবুন নামক নদী ক্ষুদ্র কলেবরা হইলেও ১২ লিগ বিস্তৃত ভূমিকে জলদানে শস্তশালিনী করিতেছে। ইহা শ্রামোপসাগরের পূর্বোপকূলে ১০২° পূর্ব দ্রাঘিমার নিকটে সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। ইহারই পূর্বাংশে মেকং নামক সুবৃহৎ নদী। ইহা এসিয়ার একটা প্রধান নদী মধ্যে গণ্য। চীন সাম্রাজ্যের দক্ষিণাংশ হইতে উদ্ভূত হইয়া ইহা ধীরে ধীরে গতিতে দক্ষিণাভিমুখে স্বাধীন শান রাজ্যের মধ্য দিয়া শ্রামাধিকৃত শান রাজ্যে আসিয়াছে। পরে তথা হইতে ক্রমাগত দক্ষিণপূর্বাভিমুখে নানা উপত্যকা ও অধিত্যকা ভেদ করিয়া ১৩° ৩০' উত্তর অক্ষাংশে ও ১০৬° পূর্ব-দ্রাঘিমায় শ্রামরাজ্য সীমা অতিক্রম করিয়া কছোজ রাজ্যে উপনীত হইয়াছে। এই স্থান হইতেই নদীগর্ভ বিস্তৃত ও প্রবাহ প্রথর দৃষ্ট হয়। এই জন্ত ইহাকে কছোজ রাজ্যের মহানদী বলে। এই নদীর সমগ্র খাত প্রায় ৫০০ লিগ্‌ হইবে। শ্রাম রাজ্যের যে অংশে মেকং নদী প্রবাহিত, সেই স্থানে লাও (Laos) ও কছোজ জাতির (Kambojans) বাস আছে।

উপরিবর্ণিত নদীনিচয় ও তাহার শাখাপ্রণালী ব্যতীত, দক্ষিণপূর্বাংশে ও কছোজের উত্তরপশ্চিম কোণে তোনলে-সাপ নামে একটা সুবৃহৎ হ্রদ আছে, উহা ১২° হইতে ১৩° উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণপূর্ব হইতে একটা শাখা নদী প্রোম্পেন নগর পর্যন্ত আসিয়া মেকং নদীতে মিলিত হইয়াছে। সঙ্গ-হে, কোম্পাং প্রাক্‌, পুরবৎ, সেটসেন, সেটসেন ও টুঙ্গ-বরঙ্গ নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীনিচয় পার্শ্বভূমির জলরাশি বহন করিয়া

এই হ্রদগর্ভে মিশিয়াছে। এই হ্রদের পরিধি প্রায় ২০ লিগ্ এবং এখানে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য পাওয়া যায়।

শ্রাম রাজ্যের সম অক্ষাংশবর্তী এসিয়ার অন্তর্গত দেশেও বেরুপ গুলু প্রবল, এখানেও তদনুরূপ জলবায়ুর ঘটনা থাকে। সাধারণতঃ দক্ষিণশ্রামরাজ্যে বর্ষা ও গ্রীষ্মের প্রাচুর্য্যবহি অধিক। জ্যৈষ্ঠমাস হইতে আশ্বিন মাসের মাঝা মাঝি এখানে প্রবল বর্ষাই হইয়া থাকে, অল্প সময়ে দক্ষিণ গ্রীষ্ম অনুভূত হয়। এখানে দক্ষিণপশ্চিম এবং গ্রীষ্মের সময় উত্তরপূর্ব মন্থম বায়ু বহে। বার্ষিক রাজধানীতে ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে জলবায়ুর তাপ ৫০° হইতে ৫০° কারণহিট হয় এবং মার্চ ও এপ্রিল মাসে প্রচণ্ড সূর্যের তাপে এখানকার আবহাওয়া এরূপ উষ্ণতা ধারণ করে যে বায়ুমান যন্ত্রের তাপমাত্রা ৮৬° হইতে ৯৫° পর্যন্ত উঠিয়া থাকে। উত্তরে পলিময় বিস্তৃত প্রান্তরের জলবায়ু সমুদ্রকূলের জায় শৈত্য ভাবাপন্ন, যেন বাসন্তী সমীরণ মুহূর্ম্ম হিল্লোলে সেই স্থানে অবোধে প্রবাহিত হইতেছে। গভীর অঙ্গলাবৃত উপত্য-কাদির আবহাওয়া বড়ই করুণ। এখানে ম্যালেরিয়া জ্বরের অধিক প্রাচুর্য্য; এই জ্বর প্রাণনাশক।

এখানে খনিজ পদার্থের মধ্যে সোহা, টিন্, স্বর্ণ, দস্তা ও রসা-জ্ঞান পাওয়া যায়। স্থানবাসীরা এই সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আপনাদের আবশ্যকীয় গৃহোপকরণাদি প্রস্তুত করিয়া লয়। এতদ্বিধ পদ্যরূপ (চুনি) ও নীলা নামক মণি এই রাজ্যের প্রধান আদরের বস্তু। শান্তিবন (চাণ্টাবুন বা চাণ্টাবুড়ি) পর্ব্বতের উপত্যকাজুড়িতে এই সকল মূল্যবান্ প্রস্তর অল্পবিস্তর পাওয়া যায়। পশ্চিম বেশভাগে চুণা পাথরের বিস্তৃত গিরিশ্রেণী বিস্তারিত। সমুদ্রতীরে ও মেকলঙ্ নদীতীরে সূর্য্যোতাপে শুকাইয়া রক্তোপযোগী লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সকল প্রকার চাষের মধ্যে এখানকার ইক্ষুর চাষই বলবান্। এসিয়ার অন্ত্র কোন রাজ্যে ইছাপেক্ষা অধিক ইক্ষুর চাষ নাই। এখান হইতে ইক্ষুর চিনি যুরোপের নানা স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। উচ্চ ভূমিতে প্রচুর তুলার চাষ হয়; কিন্তু যে সকল স্থান বজার জলে ভুবিয়া যায়, সেখানে তুলা আদৌ উৎপন্ন হয় না। উৎপন্ন তুলার দেশীয় কার্পাস বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয় এবং তাহার বস্ত্রাংশ চীনরাজ্যে প্রেরিত হইয়া থাকে। চাণ্টাবুড়ি প্রদেশে কাল মরিচের চাষ আছে, উহা দেশীয় ভাষায় প্রিক্খি নামে খ্যাত। তামাকের চাষও আছে। সকলেই এই তামাক ব্যবহার করে। বনভাগে মস্তব্যের ব্যবহারোপযোগী মানাক্রপ কাঠ ও নানা প্রকার বনজাত দ্রব্য পাওয়া যায়। এই সকলের মধ্যে শাল, শেত ও রক্ত চন্দন, বকম কাঠ, দারুচিনি, গঁদ, গাছোজ প্রভৃতি প্রধান।

চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে হস্তী, বৃষ, মহিষ, ব্যাঘ্র, গণ্ডার ও

অজান্ত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্র প্রাণী নিবিড় জঙ্গল দেশে বিচরণ করিতে দেখা যায়। চাণ্টাবুড়ীর লোকেরা অকৌশলে হাতী ধরিয়া বিক্রয় করে। লাও ও ক্বোজ প্রদেশভাগেও বিস্তর হস্তী পাওয়া যায়। এখানকার অশ্বগুলি ক্ষুদ্রকার, টাটুঘোড়া (Pony) বলিয়া প্রসিদ্ধ, ইহাদের উচ্চতা অধমানে ১৩ হাতের অধিক হয় না। এখানে ময়ূর, ভৈগণ প্রভৃতি বৃহৎকার পক্ষী এবং স্তন্যজ হস্তের ক্ষুদ্রকার পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। কিলিপাইন ও মলয়প্রান্তরদ্বীপে এবং বব্বীপেও এই সকল পক্ষী বিস্তারিত আছে।

শ্রামবাসীরা আকৃতি ও প্রকৃতিতে অনেকটা ব্রহ্ম বা ক্বোজ-বাসীর অনুরূপ। প্রকৃত পক্ষে এরূপ মিশ্রিত গঠনবিশিষ্ট জাতি বাংলাদেশের পূর্বাংশ হইতে চীনসাম্রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। চীনবাসী অপেক্ষা ইহারা আকৃতিতে ক্ষুদ্র এবং মলয়বাসী অপেক্ষা কিছু বড়। শ্রামরাজ্যে প্রধানতঃ চারিটা মূল জাতি ও তিনটা বস্ত্র জাতির বাস আছে। এই জাতিগুলি নিম্নোক্ত নামে বিভক্ত যথা—আদি শ্রাম বা ছোট-থৈ, লাও বা বড় থৈ, ক্বোজীয় ও মালয় এই চারিটা প্রধান ও সত্য জাতি এবং কেরেঙ্গ, চোঙ্গ ও লাবাগণ বস্ত্র বর্কর জাতি বলিয়া গণ্য। ইহাদের মধ্যে ভাবাগত অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়; আচার ব্যবহার ও সামাজিক নিয়মেরও যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য আছে।

মূল শ্রাম জাতিই এখানকার রাজ্যেশ্বর। শ্রামরাজ্যের রাজা এই জাতি হইতে নির্বাচিত। ইহারা প্রায় অক্ষা° ৭° হইতে ২০° উত্তর এবং ব্রহ্মোপসাগরকূল হইতে ১০২° পূর্ব্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃতস্থানে ছড়াইয়া আছেন। মেনাম্ নদী প্রবাহিত উর্ব্বর ভূখণ্ডে ইহারা ই আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে। এই শ্রাম জাতির উত্তরে ও পূর্ব্ব মেকং নদীতট পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানে লাও জাতির বাস। এই বিস্তৃত ভূখণ্ড খণ্ড খণ্ড সামন্ত রাজ্যে বিভক্ত। তত্তৎপ্রদেশের সামন্তগণ শ্রামরাজ্যকে কর দিয়া থাকেন। শ্রামোপসাগরের পূর্ব্বোপকূলবর্তী শ্রামরাজ্যে ক্বোজগণের বাস আছে।

শান্তিবন বা চাণ্টাবন প্রদেশের পূর্ব্বদিকবর্তী পার্শ্বভাগে প্রদেশে ও শ্রামোপসাগরের পূর্ব্বকূলে চোঙ্গ নামক বস্ত্র জাতির বাস আছে। ইহাদের উত্তরে কোরঙ্গণ এবং মেনাম ও মন্তবান নদীর মধ্যবর্তী পার্শ্বভাগে অধিত্যকার লাবাগণ বাস করে। ইহাদের প্রকৃতি বস্ত্র ও ভীষণ। ভারতের সমতলক্ষেত্রবাসী স্তন্যজ ও হুশিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত কোল, ভীল শবর প্রভৃতি অসভ্যদিগের বেরূপ সাদৃশ্য; শ্রাম, লাও বা ক্বোজ জাতির সহিত উপরি উক্ত জাতিত্রয়ের ঠিক সেইরূপ সাদৃশ্য বিস্তারিত আছে। এই সকল বস্ত্র জাতির একটা স্বতন্ত্র ভাবা আছে। মোটামুটি কএক প্রকার শিল্পবিজ্ঞান ইহারা বেশ পটু, কিন্তু

ইহারা শ্রামরাজ্যকে কর দিলেও সেরূপ রাজত্ব নহে। ইহাদের ধর্মমত কতকটা অনাধ্যাসংস্কারমূলক।

শ্রামরাজ্যের আদিম অধিবাসী ব্যতীত এখানে বিভিন্ন দেশ-বাসী অন্তর্ভুক্ত জাতিও উপনিবেশ স্থাপন করিয়া প্রবাসী হইয়া সহিয়াছে। উদ্ভাষ্য উপকূলদেশবাসী বাণিজ্যকুশল চীন জাতিই প্রধান, এই স্থানে কোচিন বা আনামরাজ্যবাসী ও পেণ্ডবাসী ব্রহ্মজাতিরও বহু বাস দৃষ্ট হয়। মলয়বাসীর সংখ্যাও যথেষ্ট। কণ্বোজদিগের সংখ্যা অন্ততঃ পক্ষে ৫ লক্ষের কম হইবে না।

মূল শ্যাম জাতির বাসভূমি ৪১টা জেলায় বিভক্ত। প্রত্যেক জেলার সদরের নাম হইতে জেলাগুলিরও নামকরণ হইয়াছে। ইহার অন্তর্ভুক্ত মলয় সামন্ত রাজ্যগুলি একদু, কালাতেন, পটনী ও কোরেডা নামে বিদিত। লাও জাতির অধিকৃত রাজ্যগুলি সংখ্যায় সাত এবং কণ্বোজদিগের পাঁচটি। এই জেলা বা সামন্ত রাজ্যগুলির মধ্যে যে যে স্থলে শ্রাম-ভাষা সাধারণে প্রচলিত, সেই সেই স্থলের শাসনভার শ্রামরাজ্যস্থরের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইয়া থাকে। অতএব সেই সেই স্থানের শাসনকর্তা বা সামন্তগণ শাসনকার্য্য পরিচালন করিয়া থাকেন।

শ্রামরাজ্যের রাজ্যস্থর এখানকার শাসনকেন্দ্রের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। যুদ্ধবিগ্রহ, পররাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ রাজ্য পরিচালন, কৃষিকার্য্য ও শ্রায়বিচার স্থাপনের জন্ত পাঁচ জন প্রধান মন্ত্রী তাহার সংপরামর্শভাষ্য রূপে নিযুক্ত আছেন। তন্মিহ্ম আরও ৩০ জন সুবিজ্ঞ ও রাজনীতি-কুশল ব্যক্তি এই মন্ত্রিসভার সভ্য। তাহার একমত হইয়া রাজ্যকে প্রত্যেক কার্যের উন্নতিবিধান জন্ত পরামর্শ করিয়া থাকেন। রাজ্যের নিয়ে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে বঙ্গ-ন (দ্বিতীয় রাজ্য) নামে আর একটা পদ আছে। উহা কতকটা যুবরাজের মত। তিনি নিজের কার্য্য ভিন্ন অপর কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না।

উক্ত ৪১টা জেলার শাসনভার এক একজন ব্যক্তির উপর ন্যস্ত। তাহার কেবল দেওয়ানীবিচার করিতে সমর্থ। তাহার বিচারের বিরুদ্ধে রাজধানীতে রাজদরবারে পুনর্বিচার হইতে পারে, মহাপরাধ অর্থাৎ নরহত্যা ও ডাকাইতি যাহাতে জীবনমৃত্যুর আশঙ্কা আছে, এরূপ ব্যাপার রাজধানীস্থ ‘বিশেষবিভাগের’ বিচারে নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। গ্রামের গ্রামণী বা মণ্ডলগণ কামিনান্, আফ্দিয়ান বা নাথোন উপাধিতে পরিচিত। ইহারা গ্রামবাসী কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। যদি কোম গ্রামণী গ্রামবাসীদিগকে উৎপীড়িত করেন, তাহা হইলে তিনি পদচ্যুত হন। অনেক গ্রামণীই রাজ-সংসারের বেতনভোগী। লাও প্রদেশের শ্রাম জাতীয় মান্দারিন নামক কর্মচারীগণ এবং দেশীয় সামন্তগণ প্রজাবর্গের উপর বিশেষ

অত্যাচার করিতে পারেন না। তাহার প্রজাপীড়ক হইলে রাজ্য-দেশে তাহাদের শক্তি খর্ব্ব করা হইয়া থাকে। উপরি বর্ণিত নিয়মন রাজকর্মচারী ব্যতীত শ্রামরাজ্যে চাও, উপরত, রচবংশ ও রচবুত নামে আরও চারিটা প্রধান পদ আছে, এই পদগুলি বংশগত। চাও শব্দ চীনভাষা হইতে গৃহীত। উহার অর্থ রাজ্যের প্রধান কর্মচারী, রাজা বা অধীশ্বর। শেবোক্ত পদত্রয় বৌদ্ধপ্রভাব কালে সংস্থাপিত হইতে বিস্তৃত ভাবে গৃহীত হইয়াছে। রাজ্যাধিকারস্থত্রে অথবা উত্তরাধিকারস্থত্রে বধন বংশধরদিগের মধ্যে বৈবম গোলযোগ উপস্থিত হয়, তখন তাহার মীমাংসা এক মাত্র রাজধানী হইতেই নিষ্পত্তি হইয়া থাকে।

শ্রামদেশের রাজ্যবিধি বহু প্রাচীন কালে রচিত হইয়াছিল। তাহার পর আর তাহার সঁস্কার হয় নাই। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে অযু-ধিয়া রাজধানী অবরোধের সময় এই প্রাচীন স্মৃতিরও অধিকাংশ নষ্ট হইয়া যায়। এই রাজ্যবিধি যে ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ স্মৃতি হইতে গৃহীত, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এখানকার ধর্ম, নীতি, ও শাস্ত্রবিহিত কৃত্যানিচয় সকলই ভারতীয় হিন্দুশাস্ত্র-মোদিত। ইহা ছাড়া শ্রামবাসীদিগের বিবাহ, শিক্কা, পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারিত্ব, দাসত্ব, ঋণদান বা গ্রহণ, গচ্ছিত ধন, ত্রাবাদির তুল্যমান, পাণের পরীক্ষা ও অপরাধীর দণ্ডাদানাদি বিষয়ে বিভিন্ন আইন প্রচলিত আছে। বিভিন্ন প্রকার পাপ বা চোর্যা-পরোধের পরীক্ষা স্বরূপ এখানে “চালভাজ” চিবান বা জলে ডুব দেওয়ার বিধি আছে। শ্রামদেশীয় ধর্মাদিকরণে মন্তপায়ী, ব্যসনা-সন্ত, কুমারী, নরবাতক, ভিক্ষুক, মুখ’ও অন্তর্কর্মা ব্যক্তিগণের শাস্ত্য লওয়া হয় না। মৃত্যুর সময় লোকে উত্তরাধিকারীকে ইচ্ছা-পত্রদ্বারা দান না করিলে, এই সম্পত্তি রাজ্যের প্রাপ্য হয় এবং মঠাধ্যক্ষের বা ধর্মরাজ্যগণের সম্পত্তি মঠসম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হয়। যদি কোন পুত্র বা পৌত্র অথবা শ্রাদ্ধাধিকারী ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন না করে, তাহা হইলে সে কখনই মৃতের সম্পত্তির অধিকারী হয় না। এতদ্ব্যতীত পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার লইয়া হিন্দুশাস্ত্রসম্মত আরও অনেক বিধি দৃষ্ট হয়। যদি কোন খলী ক্রীতদাস ঋণদাতার সেবাকালে কোনরূপ কুকর্ম দ্বারা বর্তমান প্রভু কর্তৃক দণ্ডিত হয়, তাহা হইলে তাহাতে সেই ঋণ সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে পরিশোধিত বলিয়া গণ্য করা হইবে।

এখানে ক্রীতদাসপ্রথা প্রবল, কিন্তু সাধারণতঃ ঋণদায়ের বন্ধন স্বরূপেই খাতক আপনার পরী, পুত্র, ভ্রাতৃপুত্র, ভাগিনের বা ভাগিনেরীকে বিক্রয় করিতে পারে। এই সময়ে বিক্রীত ব্যক্তির স্বাধীনতা নষ্ট হয়। যতদিন না দত্তটাকার পরিশোধ হয়, ততদিন তাহাকে ইচ্ছামত কার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারে।

ক্রেতা টাকা কিরিয়া পাইলেই তাহার পুনরায় স্বাধীনতা কিরাইরা পায়। শ্যামরাজ্যের বর্তমান অশিক্ষিত রাজা এই ঘৃণ্য ব্যবহারলোপের জন্য নিবেদন প্রচার করিলেও লাও প্রদেশ ও পূর্বদিকস্থিত সামন্ত রাজ্যগুলি হইতে এখনও ঐ নিমিত্ত প্রথা সর্বতোভাবে তিরোহিত হয় নাই। তথায় এখনও প্রাণহতাপরাধীগণকে হাটে বিক্রয়ার্থ আনা হয়। যদি ঐ ব্যক্তি দাসত্বের পরিবর্তে প্রাণ বিসর্জন দিতে কাতর না হয়, তাহা হইলে কখনই তাহাকে বিক্রয় করা হয় না। ক্রীতদাসাধেয়ী দল অথবা আনামীগণ পার্শ্বদেশ হইতে বস্ত্রদিগকে ধরিয়া ঐ সকল হাটে বিক্রয় করিতে আনে। কদোজ বা শ্রাম রাজ্যের লোকেরা ঐ সকল দাস ক্রয় করিয়া লইয়া যায়।

উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে যে শ্যাম রাজ্য ৪১টা জেলায় বা প্রাদেশিক বিভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগেই এক একটা নগরের নামে কল্পিত। ঐ নগরগুলির ২৪টা বাণিজ্য প্রধান এবং উহার কোন কোনটিকে ৪ হাজার হইতে ৮০ হাজার লোকের বসতি আছে। শ্যাম রাজ্যের রাজধানী বাক্ক নগরী মেনাম নদীর উত্তর কূলে অবস্থিত। অক্ষা ১৩°৩৮' উঃ এবং দ্রাঘি ১০০° ৩৪' পূঃ। এখানে প্রায় ৪ লক্ষের অধিক লোকের বাস। তন্মধ্যে অধিকাংশই বাণিজ্যব্যাপারে লিপ্ত। চীন ঔপনিবেশিক গণের সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ হইবে, ইহাদের যত্নে স্থানীয় বাণিজ্য-সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মসেনা কর্তৃক অযুথিয়া নগর বিধ্বস্ত হইলে শ্যামরাজ এই রাজধানী স্থাপন করেন। এই নগরে রাজপ্রাসাদ, দুর্গ ও নানা মন্দির স্থাপিত আছে।

যুথিয়া বা স্মুথিয়া শ্যামরাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। দশরথ-অজ রাজা রামচন্দ্রের স্তম্ভক অবোধাপুরীর নামানুসারে এই নগরের অবোধা নাম হইয়াছিল। পরে অপভ্রংশে অযুথিয়া বা অযুদিরা হইতে অযুথিয়া হইয়াছে। এই নগর বাক্ক রাজধানী হইতে ৫৪ মাইল উত্তরে মেনাম নদীতীরে অবস্থিত। সমুদ্রোপকূল হইতে ইহার ব্যবধান ৭৮ মাইল। এই নগরের চতুর্দিকস্থিত স্থান মেনাম নদীর বস্তার প্রাবৃত হয়। তাহা প্রতি-রোধের জন্য নগরের চারিদিকে খালকাটা হইয়াছিল। এখন এই নগরের বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ নিপতিত রহিয়াছে, অসংখ্য মন্দির এখনও উন্নত মস্তকে পাড়াইয়া অতীত কীর্তির গৌরব বর্জন করিতেছে, কিন্তু বস্তুর অভাবে তাহা আর অধিককাল স্থায়ী হইবে না। উহা ক্রমশঃই ধ্বংসস্থে সরিয়া আসিতেছে। চাক্টৈ নগর লাও প্রদেশের একটা সামন্তরাজ্যের রাজধানী। পর্তুগাল গ্রন্থে এইস্থান 'জিরেজমাই' নামে লিখিত। উহা মেনাম নদীতীরের

অপর্যন্তী একটা পর্বতপাদমূলে ২০° ৪৬' উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত। নগর সমুখে বিত্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র বিস্তারিত, উহাতে অপগাণ্ড শস্য হওয়ায় নগরবাসীর সমৃদ্ধি বাড়িয়াছে।

লৌক-ক্রবঙ্গ শ্যামরাজ্যের লাও অধিকৃত প্রদেশের আর একটা নগর। ১৭° ৫০' উত্তর অক্ষাংশে মেকং নদীতীরে অবস্থিত। নগরটী ধন, জন, ও বাণিজ্যসমৃদ্ধিতে পূর্ণ।

শ্যামরাজ্যের প্রকৃত অধিবাসী থৈগণ এখনকার অজ্ঞাত জাতি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে সভ্য। তাহারা কতকটা হিন্দু ও চীন সভ্যতার ও তৎতৎ আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিয়া থাকে। ইহারা স্বভাবতঃ বিনয়মত্র ও দয়াদ্রুচিত, নিরীহ ও নির্দোষী; এরূপ বহুজনপূর্ণ রাজধানীতেও কোনরূপ বিবাদ বিসংবাদ বা মারপিট, খুনোখুনির চিহ্ন মাত্র দৃষ্ট হয় না। ইহারা দরিদ্রকে আর দিতে মুক্ত হস্ত, কিন্তু এরূপ স্বভাব যে কোন অপরিচিত ব্যক্তির নিকট কোন প্রকার নূতন জিনিস দেখিলে তাহা না চাহিয়া থাকিতে পারে না। পাশ্চাত্য সভ্যতার পরজন্মার্থনা সভ্যতানুমানিত না হইলেও নিত্যামোদী, ভীতচিন্ত ও সরল প্রকৃতি শ্যামবাসীর পক্ষে ইহা সরলতার পরাকাষ্ঠা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ইহারা কাহারও সঙ্গে কণ্ঠ করে না। কেহ কোন প্রকারে ক্রোধ প্রকাশ বা কাহারও হাত ধরিয়া টানটানি করিলে অল্প সঙ্কে বিরক্ত হইয়া উঠে। এরূপ অস্থির প্রকৃতি ইহারা আদৌ ভাগ বাসে না। ইহারা নিত্যন্ত অলসের ভায় জীড়া ও নৃত্যগীতবাৎ কালান্তিপাত করিতে সুখবোধ করে। যদি কেহ কাহারও পত্নীকে বা কন্যাকে অযথা স্নেহ প্রদর্শন করে, তাহা হইলে তাহার নামে রাজদ্বারে আন্তযোগ আনে। অপরাধীকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করাই চূড়ান্ত দণ্ড।

ইহারা গুরুজন ও বয়সানু মারকেই পিতার ভায় মাত্র করে। রাজা ইহাদের চক্ষে দেবতা বলিয়া বিবেচিত হন। যদি কেহ ভ্রম ক্রমে কোন সম্মানার্থ ব্যক্তিকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতে ভুলিয়া যায়, তাহা হইতে সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাহার হস্তহিত দণ্ড দ্বারা নিম্ন বয়স্ক ব্যক্তিকে আঘাত করিয়া তাহার চৈতন্ত্যোৎপাদন করিয়া দেন। এরূপ দণ্ডাঘাতে কেহ কাহারও উপর বিরক্ত হয় না। বৈদেশিকগণ নির্ভাবনার ধন প্রাণ লইয়া ইহাদের সঙ্গে বাস করিতে পারে। শ্যামবাসী কখনই বিদেশীর হত্যার করবে না বা তাহাদের বিরুদ্ধাচারী হইবে না। ইহারা পরিশ্রমশীল ও শিল্পকার্যনিপুণ। চীনবাসীর সহবাসে থাকিয়াও ইহারা কখনই তাহাদের প্রতি জর্জর নহে।

ইহাদের মধ্যে জাতিভেদপ্রথা নাই। স্বাধীন ব্যক্তি ও ক্রীতদাস লইয়া সামান্য একটা প্রভেদ দৃষ্ট হয়। উচ্চতর রাজ-কর্মচারীরাও একই বিশেষ সম্মানের পাত্র, স্তত্রাং সামাজিক

হিসাবে তাহারও স্থানসম্বন্ধে বিভিন্ন আসন। ধর্ম্মচার সম্বন্ধে তাহাদের কোনরূপ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না। ১৫শ হইতে ১৭শ বর্ষে বালিকাদের বিবাহ হয়। অনেক সময় ঐ রূপ প্রাপ্তবয়স্ক কন্যা যুবকগণের প্রলোভনে ও প্রণয়ের মধুরাশ্রয় লাভের প্রত্যাশায় পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। পরে আইনামু-সারে তাহারা পরস্পরে বিবাহযুগ্রে আবদ্ধ হয়। ইহারা আলত-প্রিয়, এই কারণে ইহাদের মধ্যে পরিশ্রমের আদর অধিক; তাহারা পরিশ্রম অভাবে কৃষিক্ষেত্রে কর্ষণ ও সস্তানাদি ভরণপোষণ করিতে পারে না, তাহারা পুত্রসন্তানদিগকে বিক্রয় করিয়া নিশ্চিন্ত ও ধনবান হয়, এই কারণে আজিও শ্রামরাজ্যে দাস-ব্যবসা অপ্রতিহত রহিয়াছে।

মন্দির ও কলিকাদির জন্ত শিরপূর্ণ ইষ্টক ও টালি, হাড়ি, কলসী এবং রেশমী ও কার্পাস বস্ত্র বাতীত ইহারা অজ্ঞাত কার্যে বিশেষ শিরনিপুণ নহে। চীনবাসীরাই এখানকার প্রধান শিরজীবী।

ইতিহাস।

শ্রামবাসীরা তাঁহাদের ইতিহাসকে দুই ভাগে বিভক্ত রাখি-
য়াছেন। ১ম পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলি ও ২য় বর্তমান যুগের ইতিবৃত্তমূলক ঘটনাবলী। পৌরাণিক উপাখ্যান অনুসারে জানা যায় যে, অহুমান খৃষ্টপূর্ব ৫৪৩ শতাব্দীতে দুই জন ব্রাহ্মণকুমার ভারত হইতে পর্যটনে আসিয়া শ্রামরাজ্য স্থাপন করেন। উহা-
দের সমকালে ভগবান শাক্যবুদ্ধ ভারতভূমে বৌদ্ধমত প্রচার করিয়া জগৎসীকে জ্ঞানালোকে আলোকিত করিতেছিলেন। ইহার পরবর্তী কএক শতাব্দীর ইতিহাস এতই সন্দেহজনক যে তাহা হইতে কোন রূপ সত্য উদ্ধার একান্ত অসম্ভব।

উহার পর শ্রামরাজ্যের পৌরাণিক আখ্যানে আমরা ২৫০ পবিত্রাজ্য (অর্থাৎ ৪০৭ খৃষ্টাব্দে) রাজা অরুণারত বা অরুণরথের উল্লেখ পাই। ঐ সময়ে শ্রামরাজ্য কষোজের অধীন ছিল। তখনও ইহা থৈ নামে বিদিত হয় নাই, শ্রাম শব্দ শ্রাম তাহার অপভ্রংশ শরম্ নামে উক্ত ছিল। রাজা অরুণরথ স্বীয় বীর্ঘ্য-প্রভাবে শ্রামরাজ্যকে কষোজরাজের অধীনতা হইতে মুক্ত করেন। কিংবদন্তী এই যে, রাজা অরুণরথ শ্রামীর বর্ণমালার উদ্ভাবয়িতা। তিনিই ধর্ম্ম কর্ণের অহুষ্ঠানে কষোজবাসী হইতে শ্রামীয়দিগের ধর্ম্মবিষয়ক পার্থক্য নিরূপিত করিয়া বান। গ্রন্থান্তরে প্রকাশ, ৫৭৫ খৃষ্টাব্দে লাপোল নগরী স্থাপিত হয়। উহার পরবর্তী শতাব্দীতে ফরা-রোজ নামে একজন রাজা কষো-

জের অধীনতা হইতে শ্রামবাসীদিগকে মুক্ত করিয়া স্বীয় নিজস্ব কীর্ত্তিস্বরূপ মেনাম নদীর উপর তীরে সঙ্কলোক (শঙ্কলোক ?) নগর স্থাপন করেন। ইহারই রাজ্যকালে শ্রামরাজ্য বৌদ্ধধর্ম্ম শ্রোত প্রবেশ লাভ করে, কিন্তু ইহার বহু পূর্বকাল হইতেই শ্রামরাজ্যে উত্তর ও দক্ষিণ দিক হইতে ভারতীয় সংস্রব ছিল। তাহার বহুতর নিদর্শন এখনও শ্রাম জনপদে প্রভূত পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ভারতীয় বণিক সম্প্রদায় যে শ্রামোপ-সাগর দিয়া এখানে বাণিজ্য করিতে আসিতেন, তাহার প্রমাণই এই পরিচয়মূলক। উত্তর পথে শ্রামরাজ্যে একমাত্র ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মশ্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল।

৬৩৮ খৃষ্টাব্দে শ্রামরাজ্যে একটা অক প্রচলিত হয়। রাজা ফয়জুদ্দীন ঐ অঙ্গের স্থাপয়িতা। শ্রামরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তৃত ভাবে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে উক্ত রাজা সেই ঘটনাস্মরণার্থ মান-যুগের নবসংস্রব স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া অহুমান করা যায়। বাস্তবিক পক্ষে, যে সময়েই বৌদ্ধ ধর্ম্ম শ্রামরাজ্যে প্রবেশ করুক না কেন, শ্রামবাসী যে তাহার পূর্ব হইতেই সভ্যতা-শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তাহা অবিসম্বাদিত সত্য; কেন না তাহারা জ্ঞানবলে আপনাদের চিন্তকে পরিশুদ্ধ করিতে শিক্ষা না করিলে, অথবা দেবোপাসনাপদ্ধতি দ্বারা আধ্যাত্মিক মুক্তির মার্গানুসারী না হইলে কখনই বুদ্ধের বিপুল ধর্ম্ম কন্যে পোষণ করিতে পারিত না। তাহারা বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণান্তে মন্দির ও মঠাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রমদিগের জ্ঞান সংসারধর্ম্মে বীতরাগ হইয়া ভিক্ষারে জীবন ধারণ করিতে শিক্ষা করিয়াছিল। শ্রামবাসীগণ সেই সময় হইতেই বৌদ্ধগণ প্রবর্তিত প্রতীত্যসমুৎপাদ ও দেহা-ন্তরপ্রাপ্তি স্বীকার করিয়া ভিক্ষুধর্ম্মই সংসারের সার ও অতীষ্ট বস্তু বলিয়া গ্রহণ করে।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে লাও প্রদেশের অজ্ঞাত স্থানে আরও কতকগুলি নগর স্থাপিত হয়। উহা যে শ্রামরাজ্যের তৎকালীন সমৃদ্ধির ও তদানীন্তন রাজবংশের সৌভাগ্যের পরিচয় তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এই সময়ে এই রাজবংশ বীর্ঘ্যবলে নানা স্থান অধিকার করিয়া রাজ্যসীমা পরিবর্তিত করিতে থাকে। পরবর্তী কএক শতাব্দী মধ্যেই তাহারা করেন, লাণা ও অজ্ঞাত পার্শ্বত্যাগী জাতিকে পরাভূত করিয়া ক্রমাগত দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হয় এবং ক্রমে কষোজরাজের বহুদিনের অধিকৃত রাজ্যসীমা অধিকার করে। মেনাম নদীর উভয়কূলে পরস্পরের নিকটবর্তী ফিংসলোক (পিংসুন.লোক), জুকাথে (জুক্-কোটাই), ও সঙ্কলোক নামে সনন, কাকোজ-পেট প্রভৃতি নগরগুলির প্রতিষ্ঠা হইতে উক্ত রাজবংশের দক্ষিণাভিযান প্রতীকমান হয়। তাহারা যখন বতদূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই

* কাহারও কাহারও মতে মহাভারতে সভাপর্বে বিখ্যাত পক্ষাধ্যায়ে যে 'শর্ম্মক' ও 'ধর্ম্মক' নামক দুইটা প্রাচ্য জনপদের উল্লেখ আছে, উহাই বর্তমান 'শ্রাম' ও 'ব্রহ্ম' নামে পরিচিত।

স্থানেই এক একটি নগর স্থাপন করিয়া আপনাদের বিজয়কীৰ্ত্তি ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

অক্কাঠাই নগর হইতে প্রায় ১২৮০ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ এক-খানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, রাজা রাম কামহেন্দ্র মেকং-নদী, তীরবর্ত্তি প্রদেশ হইতে পশ্চিমে পেঁচাবুড়ি নদী পর্যন্ত ভূভাগ এবং পরে তথা হইতে শ্রামোপসাগরকূলস্থিত লিগোর প্রদেশ পর্যন্ত আপনার রাজ্যসীমা বিস্তৃত করিয়াছিলেন। মলয় দেশের রাজত্বহাস হইতে জানা যায় যে, মেনাকাবু তীর হইতে ১১৬০ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে মলয়প্রায়োদীপে মলয়বাসীর প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হইবার পূর্বে শ্রামবাসীরা মলয়প্রায়োদীপের মধ্যদেশে বিজয় বৈজয়ন্তী উদ্ভট্টন করিয়াছিল। তৎকালে শ্রামীয়-গণের পূর্বপুরুষ মেনাম্ নদীর পশ্চিমাংশে বাস করিতেন। ১৩৫১ খৃষ্টাব্দে রাজা ফয়-উৎখল (প্রকৃত নাম ফ্র-রাম থিবাডি, সম্ভবতঃ ইনি শান জাতীয় ছিলেন) কন্ফোলপেট হইতে চালিয়ল নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। পূর্বোক্ত রাজধানীতে তাঁহার উক্তন পঞ্চ পুরুষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজা ফ্র-রাম শেষোক্ত রাজধানীতে মহামারী কর্তৃক নিপীড়িত হইয়া অস্থিরা নগরে রাজপাট পরিবর্ত্তন করেন। এই রাজার রাজ্যাধিকার মোলমেন, তাবয়, তানাসেরিম, যব ও মলকাদীপে বিস্তৃত ছিল। ঐ সকল স্থানের অধিবাসিবর্গ তাঁহার অতুল প্রতাপে কম্পাশিত হইত। মলকাদীপে পশ্চিম শ্যামের সোরনো নামক স্থানবাসী বণিকগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। কেহ কেহ মনে করেন, সোর-নো শব্দ সহর-ই-নো শব্দের অপভ্রংশ এবং মুসলমানগণ এই নব প্রতিষ্ঠিত অযোধ্যা নগরকেই সহর-ই-নো পদে উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু আমরা উহা ‘স্বর্ণনগর’ শব্দের অপ-ভ্রংশ বলিয়া মনে করি। রাজা ফ্ররামের রাজ্যকালে অযোধ্যা-নগরী যে শ্রীমুন্দির দীর্ঘসীমান্ত উন্নীত হয়, স্থানীয় ধনতত্ত্ব-পু-রাণি ও ভগ্ন মন্দিরাদি আজিও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

যবদীপের ইতিবৃত্তেও শ্রামবাসীর এই সময়কার সমৃদ্ধির পরি-চয় আছে। উক্ত রাজত্বহাসে বিস্তৃত হইয়াছে যে, ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে কছোজরাজ শ্রামরাজ্য আক্রমণ করেন, ঐ সময়ে শ্রাম-রাজও সময়সাজে সাজ্জত হইয়া কছোজরাজের ঔদ্ধত্য ধমনা-শায় কছোজ সীমান্তে স্বীয় বিজয়ী বাহিনী লইয়া যান। যুদ্ধ কছোজ-সৈন্য পরাজিত হয় এবং শ্রামরাজ অজকোর নগর অধিকার করিয়া লন। ঐ সময়ে কছোজরাজের প্রায় ৯০ হাজার সৈন্য শ্রামরাজের হস্তে বন্দী হইয়াছিল।

পত্নীগীজ নোসোনাগতি আবুকের (আলবুকার্ক) যখন মলকা দীপে পদার্পণ করেন, তাহার প্রায় ১৬১ বৎসর পূর্বে রাজা ফয় উৎখল কর্তৃক অযোধ্যানগর প্রতিষ্ঠিত হইয়া দৌধমালায়

স্থাপিত হয়। আবুকের শ্রামরাজ্যের সমৃদ্ধির পরিচয় যুরোপ-বাসীর নিকট জ্ঞাপন করেন।

রাজা ফয় উৎখলের পর প্রায় ৪৭৫ বৎসর মধ্যে শ্রামরাজ-সিংহাসনের ২৯ জন রাজা রাজত্ব করেন। তন্মধ্যে কোন কোন রাজা কএক মাস বা কএক দিন মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। কারণ কোন কোন রাজা ভ্রাতা, খুলতাত, ভাগিনের বা মন্ত্রী-কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। এইরূপে শ্রামরাজসিংহাসনে ক্রমে ক্রমে চারিটা বিভিন্ন রাজবংশের অধিষ্ঠান হয়।

উপরি উক্ত সাক্ষাদিক শতাব্দী চতুর্টরের মধ্যে ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীতে শ্রামরাজ্য উপর্য্যাপরি পেশ, ব্রহ্ম ও কছোজরাজ্য কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। ঐ সময়ের কোন কোন যুদ্ধে শ্রাম রাজধানী অস্থিরা নগরী লুণ্ঠিত, শ্রামবাসী সর্ব্বস্বাত ও বন্দী হইয়াছিল। পত্নীগীজগণ এই সময়ে শ্রামরাজের সহায় ছিল, কিন্তু ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে শ্রামরাজ্য শত্রুর করতলগত হয়। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রামরাজ ফরা-নরেং (প্রভুনরেং) কছোজরাজ-সৈন্য কর্তৃক পদদলিত হইয়া সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্ত বিশেষ সাবধানতার সহিত যুদ্ধারোহণ করেন। ১৫৮৩ খৃঃ অব্দে, তিনি প্রতিজ্ঞাঃসাপূর্ণ হৃদয়ে সসৈন্যে কছোজ আক্রমণে অগ্রসর হন। এই অভিযানের প্রারম্ভে তিনি প্রাতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, হয় কছোজ-রাজ-রক্তে পাদদংশালন করিবেন, না হয়, স্বয়ং রণক্ষেত্রে এই নখর দেহভাগ করিয়া অবনত জাতির কলক মোচন করিবেন। চারিশত বর্ষের ঋণ যুদ্ধে কছোজ ইতি পূর্বেই হতবল হইয়া পড়িয়াছিল; যুদ্ধে শ্রামরাজের জয় হইল; তিনি কছোজ রাজধানী অধিকার ও কছোজধ্বংসকে বন্দী করিয়া স্বরাজ্যে আনয়ন করিলেন এবং স্বীয় প্রাতিজ্ঞা পালনের জন্ত নিজ সমক্ষে কছোজাধিপত্যকে নিহত করাইলেন এবং ধ্বংস ও বেগুবাদন-সংকারে মহোন্মাদে তাহার সেই রক্তোপরি পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে শক্তিসামর্থ্য হইতে বঞ্চিত কছোজরাজ্য ঋণ ঋণে প্রদেশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। কছোজরাজ নামে মাত্র শাসন কর্তা বা প্রজাপালক হইয়া রহিলেন; তিনি সম্পূর্ণরূপে শ্রামরাজের অধীন। প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ তাহাকে আর সেরূপ সম্মান প্রদান করেন না, তাহার ক্রমশঃ যথেষ্টাচারী হইয়া পড়িতে লাগিলেন। কোচিন-চীনে অবস্থিত ফরাসী জাতির পক্ষে রাজার এ দৈবদ্বাবস্থা বড়ই অশ্রীতিকর বোধ হইতে লাগিল। তাহার কছোজরাজকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। শ্রামরাজ ফরাসী শক্তির বিরুদ্ধাচারী হইতে সাহসী না হইয়া কছোজরাজ্যে স্বীয় প্রভুত্ব প্রদর্শন করিতে বিরত হইলেন।

এই সময়ে শ্রামবাসীরা উত্তরপশ্চিম ও উত্তরপূর্বদিক হইতে

উপযুক্তি লাও প্রদেশান্তর্গত সামন্ত রাজ্যসমূহ অধিকার করেন। লাওবাসী জনগণ দূত হইয়া দূর প্রবাসে প্রেরিত হইল। লাও প্রদেশ ও ক্বেজ আক্রমণের পর শ্যামরাজ্য পেশুরাজ্য অবরোধ করেন। তিনি স্বয়ং পেশুরাজকে দণ্ড দিতে সমর্থ না হইলেও তাঁহার কোন বংশধর খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে সেই প্রতিহিংসা পূর্ণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে চিয়েল-মৈ প্রদেশে শ্রামাধিকার স্থাপিত হইয়াছিল।

১৫৮০ খৃষ্টাব্দের সমকালে ফরাসীরাঙ্গির সহিত শ্যামরাজ্যের সন্ধাব প্রতিষ্ঠিত হইবার সুপ্রসঙ্গ হয়। পরস্পরের বন্ধুত্বের বিনিময়ও অবশ্যে চলিত থাকে, পরবর্তী শ্যামরাজ্যগণ কেহই ফরাসীদিগের সহিত শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হন নাই। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে রাজা ফরা-নারায়ণ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়া ফরাটাও চম্পাক নাম ধারণ করেন। তিনি বর্তমান রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা। তাঁহার পিতা রাজামাত্য ছিলেন। তিনি কোশলে স্বীয় প্রভুকে নিহত করিয়া স্বয়ং রাজসিংহাসনে সমাসীন হন।

রাজা ফরা-নারায়ণ ফরাসীরাঙ্গ চতুর্দশ লুইর সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। তিনি এই বন্ধুত্বের পরিবৃদ্ধি কামনায় ফরাসীরাঙ্গ-সকাশে দূত প্রেরণ করেন। এই কার্যের প্রধান উত্তোক্তা ও পরামর্শদাতা তাঁহার গ্রীকজাতীয় মন্ত্রী কনষ্টান্টাইন ফালকন (Constantine Pnaulcon), ইনি গ্রীকরাজের অবদানস্থ সিকালো-নিয়া দ্বীপবাসী ছিলেন। ভগবানে আত্মসমর্পণ পূর্বক অন্টোঘে-যে পূর্বদ্বীপাঞ্চলে আগমন করিয়া শ্যামরাজ-অধীনে কর্তৃক পান। এই ব্যক্তি প্রথমজীবনে পূর্বভারতবাসী কোন ইংরাজ পুরুষের অধীনে কোষাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়া এদেশে আগমন করেন। পরে স্বীয় বুদ্ধি বিবেচনা, জ্ঞান, শিক্ষা ও সঙ্গযুক্তির বলে ভাগ্য বশে ক্রমে শ্যামরাজ্যের প্রধান মন্ত্রি লাভ করিয়াছিলেন। ফরাসী-ঐতিহাসিক ভলটেরার ইহার অদৃষ্ট প্রভার উল্লেখ না করিয়া যুরোপবাসীর কৃতিত্ব ও পুরুষকারের মহত্ত্ব বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

ফরাসীরাঙ্গ শ্যামরাজ্যের দূতকে বিশেষ সমাদরে গ্রহণ পূর্বক যথোপযুক্ত পুরস্কারান্তে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন। পরে তিনিও শ্যামরাজকে প্রত্যাহ্বানম্বন জ্ঞাত তলীর সমীপে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ফরাসীদূত শ্যামরাজ্যের সহিত বন্ধুত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া তাঁহাকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হইবার জ্ঞাত স্বীয় রাজার অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। এই সময়ে মন্ত্রী ফালকনও জেজুইট মিসনারীগণের সহিত রাজাকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিবার বিষয়ে বড়বড় করিতেছিলেন। তাঁহাদের গুঢ় অভিসন্ধি ছিল যে, রাজা খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হইলে, শ্রাম রাজ্যে অবশ্যই ফরাসী প্রভাব বিস্তৃত হইবে; কিন্তু তাঁহাদের

ঐ অসমর্থিপ্রায় কার্যে পরিণত হইল না। খৃষ্টধর্মগ্রহণের কথা বৌদ্ধমতাবলম্বী শ্রামবাসীর ক্ষমদেয় বিষয় বোধ হইল। তাহারা তদন্তেই ফালকনকে আক্রমণ করিয়া নিহত করিল। শ্যামরাজ্যবাসী খৃষ্টান মাত্রই তদন্তবাসী বৌদ্ধগণের অনাচারের আত্যাচার অবশ্যে ক্ষমদেয় পাতিয়া লইয়াছিল। মতান্তরে প্রকাশ, ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ফালকনের আশ্রয়দাতা ও প্রতিপালক শ্যামরাজ ফরা-নারায়ণ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তৎপরবর্তী রাজার রাজ্যকালে রাজমন্ত্রী ফালকন পদচ্যুত ও নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর সহিত শ্যামরাজ্যে ফরাসীদিগের প্রতিষ্ঠার আশা অতল জলে ডুবিয়া যায়। উপরিউক্ত যে কোন কারণেই হউক, ফালকনের হত্যাসাধন হইতেই শ্যামরাজ্যের সহিত ফরাসীরাঙ্গের বন্ধুত্ব বিলুপ্ত হয়।

১৭২২ হইতে ১৬৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শ্যামরাজ্যের বাণিজ্যোন্নতির একটি প্রবল সংঘর্ষ সমুপস্থিত হয়। এই সময়ে উন্নতি-প্রয়াসী শ্যামবাসী শিরবাণিজ্যকুশল জাপান জাতির সংস্রবে পড়িয়া একটি অভাবনীয় ঘটনাস্রোতে ভাসমান হইল। প্রথমে কতকগুলি জাপানী যুবক কাথ্যাবেশে আসিয়া শ্যামরাজধানীতে উপস্থিত হয়। তাহাদের কাথ্যকুশলতা দেখিয়া শ্যামরাজ তাহাদিগকে রাজকাথে নিযুক্ত করেন। সেনাবিভাগে ইহারা ক্রমশঃই দুর্দ্বর্ষ হইয়া উঠে, তাহারা সর্বত্রই আপনাদের আদেশ ও প্রভুত্ব বলবান রাখিতে চেষ্টা করে। পূর্বে ভারতীয় রাজ্য-সমূহে যুরোপীয়গণ যেরূপ ভূত্বের সহিত বিচরণ করে, ইহারাও সেইরূপ শ্যামরাজধানীতে বিচরণ করিত। তাহাদের এই শক্তি বৃদ্ধি সাধারণের ঈর্ষার কারণ হইয়া উঠে। অবশেষে শ্যামবাসিগণ জাপানীদিগের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়। অবশিষ্ট যে কয়জন জাপানী জীবিত ছিল, তাহাদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয় এবং কতকগুলি জাপানবংশের শ্যামীয়দিগের সহিত মিশিয়া যায়। ইহার অব্যবহিত পরেই জাপানরাজ ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে জাপানজাতির বিদেশগমন প্রথা রহিত করিয়া দেন; কিন্তু ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জাপানজাতি ওলন্দাজ, চীন ও ইংরাজ বণিকগণের সহিত মিশিয়া শ্যামরাজ্যে বাণিজ্য করিয়াছিলেন।

১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে রাজা ফরা-নারায়ণের মৃত্যুর পর হইতে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অষ্টাদশ বর্ষকাল শ্রামরাজ্য-সিংহাসনে পাঁচ জন বিভিন্ন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহারা সকলেই সিংহাসনা-পহারী, একজন অপরকে গোপনে নিহত করিয়া রাজ্যভার হয়। এই দুর্বল রাজগণের রাজ্যকালে ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে সিংহলরাজ শ্রামরাজ্যের সহিত স্বীয় বন্ধুত্ব পুনরুদ্ধারের প্রস্তাভাষা এবং বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত কোন কোন বিষয়ের সমীক্ষার্থে শ্রামরাজ্যসি-ধানে দূত প্রেরণ করেন। এই সময়ে সিংহল বৌদ্ধপুণ্ডিতগণের

সহিত খুইন পাজীদিগের মতবৈধ লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। শ্যামরাজ এই সময়ে বৌদ্ধ পুরোহিত পক্ষে বিশেষ উদ্যোগী হইয়া বিবাহ তত্ত্বন করিয়াছেন।

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে পেগুর রাজা আলোম্পা (অন্নমর) শ্যামরাজ্য আক্রমণ করিয়া অযোধ্যা নগর অবরোধ করেন। ঐ অবরোধ-কালে তাহার সেনাদল ক্ষয় হওয়ার তিনি অবরোধ মোচন করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে বহু যুদ্ধের পর শ্যামরাজ্য জয় করিয়া রাজধানী সূচন করেন।

অযোধ্যা নগরের অধঃপতনের একবৎসর মধ্যে শ্যামরাজের অগ্রসিদ্ধ সেনাপতি ফর-তকসিন পুনরায় ছত্র ভঙ্গ সেনাবল্লকে সমবেত করেন এবং অযোধ্যার নব ভূপতির মৃত্যুতে অবসর বুঝিয়া তিনি রাজসিংহাসন অধিকারপূর্বক ব্রহ্মজাতিকে শ্যাম-রাজধানী হইতে তাড়াইয়া দেন। সেনাপতি ফরতকসিন চীন মাতার গর্ভজাত ছিলেন। তিনি বিশেষ দক্ষতা ও ভ্রায়পরতার সহিত ১৫ বৎসর রাজত্ব করেন এবং বিশেষ অধ্যবসারে বাক্ক রাজধানী স্থাপন ও শ্যামরাজ্যের সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিয়া ইতিহাসে গৌরবান্বিত হন। শেষজীবনে রাজা ফরতকসিন বায়ুরোগগ্রস্ত হন, তাঁহার যত্নে ব্যবহারে রাজ্যের অমাত্যবর্গ তাঁহার বিদ্রোহ-চারী হইয়া উঠে। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রাণরক্ষার জন্য রাজ-ধানীর প্রসিদ্ধ সজ্ঞারামে বাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন; অমাত্যবর্গ তাহাতেও তাঁহাকে অপরাধমুক্ত জ্ঞান না করিয়া মর্ম হইতে বল-পূর্বক বাহিরে আনিয়া নিহত করেন। যে অমাত্যপ্রধান তাঁহার হত্যাকাণ্ডের প্রধান সহায়ত্ব হইয়াছিলেন, তিনিও শ্যামরাজ্যের অন্তঃস্থ সেনাপতি ছিলেন। তাহার নাম ফরচক্রী। তিনি সিংহাসনে-আরোহণ করিয়া শ্যামরাজ্যের বর্তমান রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

অতঃপর রাজা ফরচক্রী তেনাসেরিম ও তাবর বিজয়ার্থ সেনা প্রেরণ করেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তাবর জাতির শাসনাধীন হয়। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজা হন। ১৮২৬ তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে রাজ্য না দিয়া পূর্বোক্ত রাজার অপরা-পত্নী-গর্ভজাত আর একটি সন্তান রাজসিংহাসন অধিকার করেন। উক্ত বর্ষে ব্রহ্মরাজকে ইংরাজের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত আনিয়া শ্যামরাজ সেই সুযোগে ব্রহ্ম-রাজ্যের উপকূলস্থিত নগরসমূহ অধিকার মানসে তথার গমন করিয়া গোলাবৃষ্টি দ্বারা শত্রুদগকে বিশেষ ভাবে বিপদগ্রস্ত করিয়াছিলেন।

এই সময়ে চীনরাজও শ্যামরাজ্যে আপনায় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য মধ্যে মধ্যে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করিলেন। এই নবরাজ

বংশের রাজ্যধিকার কালে চীন সম্রাট আপনাকে শ্যামরাজ্যের প্রকৃত অধীশ্বর জানাইবার জন্য দূতপ্রেরণ দ্বারা শ্যামরাজ্য হইতে মোহর ও পঞ্জিকা লইয়া বাইতে চেষ্টা পান। শ্যামরাজ চীনসম্রাটের আধিপত্য স্বীকার করেন নাই, বা কখনও তাহার নিকট দূত পাঠাইয়া রাজত্ব দিয়া তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিতে চেষ্টা পান নাই। আশ্চর্যের বিষয়, ঐ সময় হইতে চীনবন্দরে অন্তান্ত মিত্ররাজসমূহের এবং শ্যামরাজ্যের বাণিজ্যপোতও চীন উপকূলে উপস্থিত থাকিয়া পণ্যব্রহ্ম ক্রয়বিক্রয়াদি করিতে থাকে।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে রাজা ফরচক্রীর পৌত্র সোমদেব-রু নাম গ্রহণ করিয়া রাজা হন। ইনি বৈমান্যের ভ্রাতার জীবৎকালে বৌদ্ধ যতিবেশ ধারণ করিয়া মঠমধ্যে নিরাপদে বাস করিতেছিলেন। ঐ স্থানে ২০ বৎসর কাল তিনি নানা গ্রন্থলোচনা করিয়া বিশেষ জ্ঞান উপার্জন করেন। সেই জ্ঞানবলে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি পরি-মার্জিত হয় এবং তিনি বিশেষ বদান্ততার সহিত শ্যামরাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুবরাজপদে বরিত হইয়া রাজকাৰ্য্যে অগ্রজের সহায়তা করিয়াছিলেন।

রাজা সোমদেবের অপর নাম ফর-পরমেন্দ্র মহা মোকুট, বিশেষ শিক্ষালাভে তাঁহার জ্যোতিঃবিকীরণ হইয়া উঠে। তিনি রাজ্য হইলেও একজন সম্মানসচরী ও ধর্মসংস্কারক ছিলেন। বিজ্ঞানশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অসুস্থি ছিল। রাজ্যের উন্নতিকর নানাকার্য্যে নিরন্তর পরিশ্রম করিয়া এবং ক্ষুধাতৃষ্ণার উপর লক্ষ্য না রাখিয়া তিনি স্বীয় নখর দেহ অকালে ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার মৃত্যুতে শ্যামরাজ্য অকালে রাহগ্রস্ত হয়।

ইহারই রাজত্বকালে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সন্ধিবারা ইংরাজের সহিত শ্যামবাসীর বাণিজ্য সম্বন্ধ সুদৃঢ় করা হয়। ইহার পূর্বে শ্যাম-রাজ্যের সহিত ইংরাজের সন্ধি হইয়াছিল।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে ডি আবুক্কের মলকাজ বিজয় হইতে শ্যামের প্রথম যুরোপীয় সংগ্রহ ঘটে। আবুক্কের কথিত শ্যামরাজ্যের সমৃদ্ধি-পরিচয় যুরোপবাসী বণিকৃজাতির হৃদয়ে জাগরুক ছিল। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে ওলন্দাজগণ শ্যামরাজ্যে বাণিজ্যভিলাষে আগমন করেন। তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ইংরাজবণিকৃগণ শ্যামরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হন। ইংলণ্ডের ১ম জেমসের সহিত শ্যামরাজ্যের সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল, ঐ সময়ে, এমন কি কএক জন ইংরাজ শ্যামরাজ সরকারে কর্মজাতও করিয়াছিল। অতঃপর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর লোকেরা শ্যামবাসীকে আক্রমণ করে, তাহারই কলে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মাণ্ডুই বন্দরে ইংরাজদিগের হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ অযুধিয়া রাজ-ধানীর কুঠী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। ইহার পর হইতে ইংরাজবণিকৃগণের পূর্বদেশীয় বাণিজ্যসম্বন্ধ হ্রাস হইতে আরম্ভ

করে। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ কোমোদোর অন্তর্গত পিনাং প্রদেশ অধিকার করেন। তখন এদেশে ইংরাজের বালিজ্য একবারে লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে সেই তত্ত্ব বাণিজ্যকে পুনরুদ্ধারিত করিবার জন্য উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা হয়। তত্ক্ষণাত্ সাধনের জন্য ক্রফোর্ড (১৮২৩ খৃঃ), বার্নি (১৮২৬ খৃঃ), এবং সরজন ব্রুক (১৮৫০ খৃঃ) শ্যামরাজ্যে আসিয়া বসিষ্টতা বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পান, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোনরূপ ফলাদয় হয় নাই। অবশেষে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সরজন বাউরিং শ্যামরাজ্যের সহিত একটি পাকা বন্দোবস্ত করিয়া লয়ন, তাহাতে ইংরাজগণ শ্যামরাজ্যে বসবাস করিতে বা স্থানাদি খরিদ বা খাজনা বন্দোবস্ত করিতে অধিকার পান। ঐ সঙ্গে ইংরাজ বণিকগণের আমদানী ও রপ্তানি দ্রব্যের উপর শুল্ক নির্দ্ধারিত হয়। বাঙ্ক নগরে একটি কনসুলার আদালত বসে এবং চিয়েং-মৈ নগরে একটি ভাইস-কনসুলার আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শিলাপুর হইতে একজন জজ সময়ে সময়ে বাঙ্ক-আদালতে আসিয়া চিয়েং-মৈ আদালতের আপীল বিচার করিয়া থাকেন।

বাণিজ্যবিষয়ে বৈদেশিকগণের সহিত পাকাপাকি সন্ধিস্থত্রে শ্যাম-রাজ্যের আন্তরিক শাস্তি উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পূর্বে শ্যামরাজ্য সীমান্তস্থিত জাতিগণের দোরায়ে বিশেষ উপক্রম হইয়াছিল; কথোজ, ব্রুক ও পেগুয়াজগণ উপযুগপি শ্যামরাজ্য আক্রমণ করিয়া শ্যামরাজ্যকে বিপদগ্রস্ত করিতেছিলেন। কিন্তু যখন নিয়োকোচিনটান, আনাম ও টোঙ্কিং প্রদেশ ফরাসী-দিগের অধিকৃত হইল এবং ইংরাজগণ নিম্ন ও উত্তর ব্রুক অধিকার করিয়া বসিলেন; তখন আর শ্যামরাজ্যের বিপদে আশঙ্কা রহিল না। ইংরাজের সহিত শ্যামের ব্রুক-সীমান্ত আপোষে নিশ্চিতি হইয়া গেল; কিন্তু ফরাসীগণ আনাম-সীমান্ত লইয়া শ্যামরাজ্যের সহিত গোলযোগ উত্থাপন করিলেন। ফরাসী কর্তৃপক্ষ মেং-নদীর পূর্বকূলই শ্যাম ও আনামের সীমা বলিয়া শ্যামরাজ্যকে জানাইলেন। শ্যামরাজ সে কথা স্বীকার করিলেন না। সেই সূত্রে উভয়পক্ষে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে একটি খণ্ডযুদ্ধ বাধিল; ফরাসী-সেনাপতি সসৈন্তে পরাজিত, ধৃত ও নিহত হইলেন। পুনরায় যুদ্ধোত্তম হইল, শ্যামরাজ ফরাসীদের গতিরোধ করিবার নিমিত্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইংরাজসরকার এই সময়ে শ্যামরাজকে সামান্য ধারণ করিতে পরামর্শ দেন; ফলে যুদ্ধই অপরিহার্য হইয়া উঠে।

উক্ত বর্ষের ১৩ই জুলাই তারিখে দুই খানি ফরাসী-রণপোত সমর্পে বাঙ্ক রাজধানী সমক্ষে উপনীত হয়। তাহার লুপ্ত প্রবেশ প্রদেশ হইতে শ্যামের দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত মেং-নদীর

পূর্ব তীরস্থ বাবতীর প্রদেশ আনামের সীমা বলিয়া দাবী করেন। তত্ক্ষণে তাঁহার। ত্তিপুরণের জন্য মেং-নদীর পশ্চিমতীরে উত্তরদক্ষিণে ২৫ কিলোমিটার পরিমিত জমি চাহেন। ফরাসীগণ আপনাদের দাবী প্রাপ্তির জন্য পুনঃ পুনঃ পীড়ন করিতে লাগিলেন। অবশেষে ফরাসী দল ২৫এ জুলাই হইতে ৩রা জুলাই পর্যন্ত মেনাম নদীকূল বলপূর্বক আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। যথা চেষ্টা-করিয়াও যখন শ্যামরাজ ফরাসীদিগকে হটাইতে পারিলেন না, তখন তিনি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা অক্টোবর ফরাসীর সহিত সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হইলেন। ঐ সন্ধিপত্র লিখিত ও অস্বাভাবিক হইবার পূর্বে, শ্যামরাজের সম্মতিক্রমে ফরাসীকর্তৃপক্ষ শান্তিবন প্রদেশে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়া লইলেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে সন্ধি পর্যন্ত ঐ স্থান ফরাসী-অধিকার থাকে। তৎপরে ফরাসীগণ তৎপরিবর্তে মেনুপ্রো ও বলাক প্রদেশদ্বয় লাভ করিয়া উক্ত প্রদেশ ছাড়িয়া দেন। ঐ সন্ধিসম্মতীসূত্রে ফরাসীগণ মেং-নদীর শ্যামাধিকৃত অববাহিকা প্রদেশে খাল, বন্দর, রেল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিবার অধিকার পান। এই সময়ে উত্তরপূর্ব শ্যাম-প্রদেশে 'লু' ও 'হো' নামক চীনজাতি উপদ্রব আরম্ভ করে এবং সদলে শ্যামরাজ্যে আসিয়া ধীরে ধীরে মেং-নদীর তীর বাহিয়া নোঙ্কৈ নামক স্থান পর্যন্ত উৎসন্ন করিয়া দেয়।

শ্যামবাসীরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। উহাদের ধর্মমত ব্রুক ও সিংহলবাসী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অনুরূপ; তবে পরম্পরের আনুষ্ঠানিক ক্রিাদিতে কিছু কিছু প্রভেদ আছে। রাজা ফরা মোঙ্কট (প্রভু মুকুট ?) প্রথমে যতিধর্ম পালন করেন, তৎপরে শিক্ষা ও দীক্ষা বলে প্রভূত জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি স্থানীর বৌদ্ধধর্মের অনেক সংস্কার সাধন করেন। যে সকল নগরবাসী তাঁহার উদ্ভাবিত সংস্কৃত মতের পোষকতা করিয়াছিলেন, তাহা-দিগকে তিনি 'ধম্মযুত' আখ্যা প্রদান করেন; অসংস্কৃত নগর-বাসীদল ঐ সময়ে 'ফরা মহানিকায়' নামে বিদিত হয়। প্রথমোক্ত গণ বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্রের নিয়মপালনে রত এবং তাহার ধ্যানাদি আধ্যাত্মিক চিন্তার বিশেষ পক্ষপাতী নহেন। দ্বিতীয় দলের মধ্যে দুই দল আছে। উহাদের একপক্ষ কেবল দেবচিন্তা বা ধ্যানই মোক্ষের একমাত্র পন্থা বলিয়া নির্দেশ করে এবং অপর পক্ষ বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্রালোচনাকেই পরার্থ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে।

বাঙ্ক রাজধানীতে বৌদ্ধধর্মের সহিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের অপূর্ণ সমাবেশ দৃষ্ট হয়। এখানে এখনও পূর্বতন ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব-পরিচায়ক একটি দেবমন্দির বিদ্যমান আছে। তথাকার পুরোহিতগণ ভারতীয় ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত; সাধারণে বৌদ্ধমতাবলম্বী হইলেও ঐ সকল ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা দৈবকার্যের অহুষ্ঠানাদি

করিয়া থাকে। যুদ্ধাভিযান, ব্যবসাবাণিজ্য, বিবাহ, কোনরূপ গুপ্ত কার্য অথবা পার্শ্বগণদিগের শুভদিন তাহারা ঐ ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে অবধারিত করিয়া কার্য্যাহুষ্ঠান করে।

শ্রামবাসীরা কুসংস্কারবশে নাট (প্রত্যয়ানি) ও কীর (ভূতযোনি) তৃপ্তির জন্য পূজা করিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস, এই সকল ভূতপ্রভাদি মানবদেহের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ভ্রমণ করিয়া আপনাপন প্রভাব বিস্তার করে। মানবের জীবিত কালের সকল সময়েই তাহারা মানবদেহের ক্ষতি করিতে সমর্থ। ঐ সকলের কতকগুলি নরাকৃতি ও কতকগুলি পশুদিগের অবয়ব-বিশিষ্ট। উহাদের কতকগুলি ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে এবং কতকগুলি জলগর্ভে নিমজ্জিত থাকে। কতকগুলি বায়ুগ্রহ স্বরূপ, সন্তানাদির রোগ ও মৃত্যুর কারণ। কোন কোন ভূতযোনি পথে পথে ঘুরিয়া মনুষ্যকে কুহকে ভুলাইয়া আলেস্যের জ্বার কুপথগামী করে। ঐ সকল যোনির কোন কোনটির প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া তাহার স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখে। মধ্যম বা উত্তর শ্রামবাসীর ক্ষমতায় এই ভূতপূজার প্রভাব তাহাদের ক্ষমতায় এতই বদ্ধমূল যে বৌদ্ধধর্মভাব তাহাদের মধ্যে একবারে বিলুপ্ত বা বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। সহরতলী ও দেশবাসী সভ্য জনসাধারণের মধ্যেও ঐরূপ কুসংস্কারের অভাব নাই। তাহারা ভূতদিগের প্রীত্যর্থ পশু বলি দেয় এবং মত্ত পান করে। ইজ্জালাল-বিত্যার ইহাদের আস্থা আছে। মত্ত ঘরা মানুষের বাঘ হওয়া বা মৃত দেহের দানো পাওয়া প্রভৃতিতে তাহারা বিশেষরূপ বিশ্বাসী।

এখানে লিপ্যুজার প্রাধান্য আছে। এই লিপ্যুজা কেবল শিবলিঙ্গ পূজায় নিবদ্ধ নহে। পাথরের ছড়িগুলি বিভিন্ন দেবতার নামেও এখানে পূজিত হয়। বৌদ্ধধর্মের মর্যাদা রক্ষাকারী একমাত্র স্বাধীন নরপতি বলিয়া আত্মাভিমানকারী শ্রামরাজ্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বৌদ্ধধর্মবিরোধী এই পৌত্তলিকাচার নিষেধ করিতে পারেন নাই। ভারতীয় হিন্দু-সম্প্রদায়ের জ্ঞান ইহারা তীর্থযাত্রা করে। শ্রামরাজ্যে ভারতীয় নামাঙ্কসারে প্রায় সকল প্রধান-নগর বা প্রাচীন তীর্থের নাম আছে। ঐ সকল তীর্থে ও নগরে মন্দির ও মঠ বা সঙ্ঘারামসমূহ প্রতিষ্ঠিত। সাধারণে ঐ সকল স্থানেই 'দেবমূর্ত্তি সন্দর্শনে আসিয়া থাকে। পুরোহিত ব্যতীত মন্দিরের দেবসেবার জন্ত দুই শ্রেণীর কুমারী (ভিক্ষুণী) আছে। যদি কোন তীর্থযাত্রী ভিক্ষুণীদের সেবার জন্ত কিছু দেয়, তাহা তাহারা গ্রহণ করিতে পারে। রাজা মন্দিরের অপরাপর যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন। পুরোহিতবর্গ ও ভিক্ষুণীগণ রাজস্ব বা বার্ষিক বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। মন্দিরাদির সংস্কারব্যয়ও রাজস্বস্বরূপ হইতে নির্বাহিত হয়। পূর্ব-লাওপ্রদেশের দু'একটি প্রায়ে নর্গতি নামে একটি গ্রাম্য দেবী আছে। লোকে

জগৎপাতার অবতার বলিয়া স্বীকার করে এবং তাহার পূজা ও উৎসবাদি করিয়া থাকে।

শ্রামবাসীদিগের মধ্যে নানা প্রকার উৎসব প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি ধর্মসংক্রান্ত ও কতকগুলি কৌলিক প্রথা-প্রসূত। সকল উৎসবেই নৃত্য, গীত ও বাজের উৎস ছুটিয়া থাকে। নববর্ষারম্ভ ইহাদের একটা মহা পর্বদিন। বৈশাখী-পূর্ণিমা ও কৃষ্ণপক্ষে শ্রামবাসী যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করে, সেরূপ আর কিছুতেই দেখা যায় না। শেষোক্ত পর্বদিনে রাজমন্ত্রী প্রথমে হলচালনা করেন এবং রাজকুলকামিনীগণ ঐ সময়ে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া বীজ বপন করিতে করিতে অগ্রসর হয়। সাধারণ লোকে তাঁহাদের পশ্চাৎ হইতে ঐ বীজ খুঁটিয়া লয় এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে যে বীজ বপন করিবে, তাহার সহিত ঐ বীজ মিশাইয়া লয়। অতঃপর রাজপর্ব; ঐ দিন রাজা ও মন্ত্রী এবং অমাত্যবর্গ ও পারিষদবর্গ একত্র সমবেত হইয়া পরস্পরে জলপানপূর্বক স্ব স্ব কর্তব্য কর্ম পরিপালন জন্ত শপথ করিয়া থাকেন। ঐ দিন রাজা সর্বসমক্ষে প্রজাবর্গের প্রতি নিয়পেক্ষ ও জ্ঞানবিচার করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন এবং অজ্ঞাত সকলে রাজার প্রতি অগাধ ভক্তি রাখিয়া রাজকার্য্য সমাধা করিবে বলিয়া স্বীকৃত হয়। দিবা শেষে রাজ-দয়বার স্ব সকলে নদীতীরে নৌকার 'বাচ খেলা' মেখে ও অগ্নিক্রীড়া সন্দর্শন করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হয়। রাজা যখন রাজ-কায়দায় কোন নূতন মন্দির বা পুরাতন দেবমন্দির সন্দর্শনে আগমন করেন, সেই সময়ে নৌকা ও সেনাদল লইয়া একটা শোভাযাত্রা হইয়া থাকে। অজ্ঞাত কতকগুলি পর্ব বর্ষাঋতুর আরম্ভ হইতে বর্ষা শেষের মধ্যেই নির্বাহিত হইতে দেখা যায়।

বর্ষার পূর্ব যখন বজ্রার জল আপনাপনি সরিয়া যায়, তখন পুরোহিতগণ জলপথে একটা শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান করেন। রাজার চূড়াকরণপর্ব মহোৎসবে সমাহিত হয়; ঐ দিন ক্ষুর দিয়া রাজার মাথা নেড়া করিয়া কেবল শিখা রাখা হয়। ঐরূপ শিখারক্ষা বা চূড়াকরণ সাধারণ শ্রামবাসীরও হইয়া থাকে। শিখা শ্রামবাসীর নিকট অতি পবিত্র; গুরুজনের 'শিখাম্পর্শ' করিবার ভয়ে কেহ, কখনও নিরোদেশ উচ্চ করিয়া তুলিয়া ধরে না। রাজা বা সম্রাট ব্যক্তিগণের অন্তেষ্টিক্রিয়া, বা প্রেতকৃত্য মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সমাহিত হয় না, কখন কখন ঐ শবদেহ কএক মাস পর্য্যন্ত রাখিয়া দেওয়া হয়। শ্রাব্দের সময় কয় দিনের জন্ত একটা স্বতন্ত্র গৃহ নির্মাণ করিয়া তথায় নৃত্য গীত ও ভোজনাদি ব্যাণার সম্পন্ন হইয়া থাকে। দরিদ্রের দেহ শবুনি, গৃধ্রী বা বজ্রপশুদিগকে খাওয়ান হয়। ধর্মী ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে নিজ শবদেহ পশুপক্ষী দিয়া খাওয়াইবার জন্ত বংশধরকে আদেশ করিয়া বাইতে পারেন। সন্তান এসবকালে

যদি কোন রমণী কালগ্রাসে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার দেহ মন্দিরপ্রাঙ্গণ মধ্যে দাফ করা হইয়া থাকে এবং সেই তক্ষণে অগ্নিরাশি চূণের সহিত মিলাইয়া মন্দিরের পবিত্র দেওয়ালে লেপিয়া রাখা হয়।

ইহার চান্দ্রমাস হিসাবে বৎসর গণনা করে। চান্দ্রমাস ২৯০ দিনে পূর্ণ হয়। এই কারণে ইহার আপনাদের সুবিধার্থ ২৯ ও ৩০ দিনে মাস গণনা করিয়া থাকে। ইহাতে বৎসরে ৩৫৪ দিন হয়। যে কয় দিন বাকী পড়ে, তাহার মধ্যে ইহার ৭ মাস অন্তর একদিন বাড়াইয়া লয় এবং প্রতি ১৯ বৎসরে ৭৮ মাস মলমাস বলিয়া গণ্য করে। ভারতবাসীর অনুকরণে ইহার ষষ্টি সংবৎসর করিয়া লইয়াছে। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় ষষ্টিসংবৎসরের অনুকরণ না করিয়া ইহার চীনদেশীয় প্রথাভার্যারী ২৬৩৭ খৃষ্ট পূর্বাব্দ হইতে বাদশ সংবৎসর অনুসারে পঞ্জিকা গণনা করিয়া থাকে। ঐ বাদশ সংবৎসর বাদশটী পত্তর নামে অভিহিত। এক সংবৎসর অতিবাহিত হইলে আবার পর্যায়ক্রমে সেই সকল দিন ও তিথি পর পর গণিত হয়। এখানে দুইটী অঙ্গ প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে একটি ধর্মকর্মে, সেটির নাম পুস্ত-শকরং অর্থাৎ বুদ্ধাব্দ—৫৪০ খৃষ্টপূর্বাব্দ হইতে গণিত এবং অপরটী চুল-শকরং বা পবিত্রাব্দ (Civil-era)—৬৩৮ খৃষ্টাব্দে শ্রামরাজ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রবেশ-প্রসঙ্গব্যক্ত। এখানে যে প্রাচীন আর্ঘ্যশিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা শকাব্দ-সারে গণিত।

এখানে প্রাচীন প্রত্নতত্ত্বের বহুতর নিদর্শন পাওয়া যায়। শ্রামরাজ্যের পূর্বাঞ্চলস্থিত কোরাং জেলার কোরাং নগরে চীন বণিকদিগের কীর্তিস্থচক প্রায় ৩০ টী পাণ্ডাডাঙা অনেকগুলি অট্টালিকা বিদ্যমান আছে। দক্ষ-রেক গিরিশ্রেণী ও মোননদীর মধ্যবর্তী বিস্তৃত স্থানে যে সকল প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে বুঝা যায় যে এক সময়ে ঐ স্থানে কথোজ্ঞাতির প্রভাব অপ্রতিহত ছিল। কোরাং, বসাক, ফিমৈ ও থু-খোন নগরের বিস্তীর্ণ সুপরাশি এখনও সেই অতুল বৈভবের পরিচয় দিতেছে। ঐ সকল কীর্তি শ্রামরাজ্যে জিজ্ঞাস্যপ্রভাবের প্রথমতম নিদর্শন। অজ্জকোর নগরে ঐ শ্রেণীর সুবহতী কীর্তি অতাপিও বিদ্যমান আছে। তোনলে-সাপ্ নামক সুবৃহৎ ভূমির ১৫ মাইল উত্তরে নিবিড় জঙ্গল মধ্যে শ্রামের প্রাচীনতম রাজধানী অজ্জকোর নগর প্রতিষ্ঠিত। ইহার অপর নাম নখোন, নখোন শব্দ সংস্কৃত নগর শব্দের অপভ্রংশ। খোর (নখোনগর) নগরের প্রাচীন নাম ইহকথবুড়ি। ইহা মহাত্মারতোক্ত ভারত-রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থপুরীর নামানুসারে করিত। পাশ্চাত্য ঐশ্বর্যকারী মোহোত ও টমসন এই নগরপ্রাচীরের পরিধি ৮১০ মাইল

এক উহা ৩০ ফিট উচ্চ ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। নগরকে সুরক্ষিত করিবার জন্য নগরপ্রাচীরের বহির্ভাগে একটি সুবিহৃত পরিধা ছিল। কর্ণেল ইয়ুল টমসন-বর্ণিত নগর-সীমাকে অতিশয়োক্তি বলিয়া মনে করেন। তিনি নগরায়তনকে তদনেকা ক্ষুদ্র বলিয়া স্বীকার করিলেও উহার প্রাচীরগাত্রে পাঁচটী সুবৃহৎ দ্বারের উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে দুইটী পূর্ব-দিকে অবস্থিত। ঐ নগরের দক্ষিণে ৫ মাইল দূরে ‘নখোন-বট’ (নগর-মঠ) নামে একটি সুবৃহৎ মঠ আছে, ঐ মঠের শিল্পকার্য-জগতে অতুলনীয়।

৫৮৯ শকে (৬৬৭ খৃঃ) উৎকীর্ণ একাধিকার কোন মন্দির-গাত্রে একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, এই দেশে উক্ত অঙ্গ শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইয়াছিল। আর একখানি অকোজ্ঞাবিহীন শিলাকলক হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, উক্ত শকের অন্ততঃ শতাব্দ পূর্বেও এখানে শৈবপ্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। উক্ত শিলালিপির বর্ণমালার প্রাচীনত্বই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এতদ্ব্যতীত এখানে বৌদ্ধকীর্তির যে সকল প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা নিঃসন্দেহে উক্ত শৈবকীর্তি অপেক্ষা তিন শতাব্দীর পরবর্তী বলিয়া গ্রহণ করা বাইতে পারে।

ভাষা ও সাহিত্য।

সমগ্র শ্রামরাজ্যে অর্থাৎ মলয়সীমান্তস্থ পশ্চিম সমুদ্রকূল হইতে মেকং নদীর পূর্ব অববাহিকাদেশ পর্যন্ত সমুদায় ভূভাগে একটি ভাষা প্রচলিত আছে। উহা শ্রামীয় ভাষার ‘কাসা থৈ’ (স্বাধীন জাতির ভাষা) নামে পরিচিত। উক্ত রাজ্যের উত্তর পশ্চিমস্থ একসীমান্তদেশে, শানরাজ্যে, লাওপ্রদেশে, আনাম ও কাম্বোজে যে ভাষা প্রচলিত, তাহা শ্রামীয় ভাষা হইতে অনেকাংশে ভিন্ন। উত্তর-পূর্বদিকস্থ বহুজাতির ভাষা ইহা হইতে সম্যক বহুতর। শান-জাতির ভাষার সহিত আহার্য্য, বাম্ভী ও লাওদিগের ভাষার যেরূপ সাদৃশ্য আছে, শ্রামীয় ভাষার সহিত শাম্-ভাষারও সেইরূপ সোসাদৃশ্য দেখা যায়। খৃষ্টীয় ২২ শতাব্দীতে শ্রামরাজ্য কাম্বোজের অধীনতা হইতে মুক্ত হয়, তদ-বধি শ্রামের ভাষা ‘থৈ’ নামে পরিচিত হইয়াছে। শানজাতির ভাষাও উহার অনুকরণে ‘তৈ’ নামে কথিত।

শান বা শ্রামীয় ভাষার স্বরের উচ্চারণের সামান্য বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। শানভাষার স্বরের স্ব-নির্ধারক কোন চিহ্নাদি না থাকিলেও শ্রামভাষার ঐরূপ পাঁচটী মাত্রা আছে। তদ্ব্যতীত ভাষার ব্যঞ্জনবর্ণও তিনভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ব্যঞ্জনবর্ণশ্রেণীরও আবার উল্লেখ্যসমিতিরূপে প্রকার নির্দেশ হইয়াছে। অর্থাৎ একটি বর্ণের স্বাভাবিক শব্দশক্তির দ্বারা যে অস্বাভাবিক উচ্চা-

রিত হয়, তাহা মাত্ৰাত্মক হইলে বিধি হইয়া যায় এবং তাহা বরিত
বরে উচ্চারিত না হইয়া গভীরভাবে উদাত্তবরে পরিণত হয়।
একপে হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বর ব্যতীত আরও গুণ্ডর স্বর এই ভাষায়
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কারণে ইহাদের স্বরবর্ণসংখ্যাও
বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতীয় সংস্কৃতভাষা শ্রামরাজ্যে প্রবেশ করার পর হইতে
ভারতীয় বর্ণমালায় সমাসগত-পদাবলী উচ্চারণ করিবার চেষ্টায়
শ্রামবাসীরা মুখ হইতে একটা আশ্চর্য রকমের বর্ণসমষ্টি উচ্চারিত
হইয়া থাকে। ঐকান্ত তাহাদের মধ্যে প্রায় ৪০টা বাঞ্জনবর্ণের
সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, তাহারা কখনই ২০টা বাঞ্জন
বর্ণের অধিক বর্ণ উচ্চারণ করে না। কেবল সংস্কৃত ও পাণী
ভাষার শব্দোচ্চারণের সময় ঐ সকল বাঞ্জনবর্ণের আবশ্যকতা
উপলব্ধি হয়। যথা—খ, গ, ঘ বর্ণ একমাত্র ‘খ’ বরে এবং ক, ব,
ভ কেবল ‘ক’ বলিয়াই উচ্চারিত হয়। ইহাদের ভাষায় দীর্ঘস্বর
ও তালব্যবর্ণের উচ্চারণে কিছু ঝোঁক আছে, শব্দের আদিতে
সাধারণতঃ ল, ব, র, ঘ বর্ণ যুক্তরূপে ব্যবহৃত হয় এবং শব্দের শেষে
ক, ত, প, ৎ (ক্), ন বা ম থাকে। এই কারণে শ্রামীয় ভাষায়
বৈদেশিকের ভাষা হইতে অপভ্রংশ শব্দের উচ্চারণে বিশেষ গোল
বাধে। যথা—সম্পূর্ণ—সোম্বুন, ভাষা—ফাসা, নগর—নখোন,
সদ্বর্ণ—সথম, কুশল—কুশোন, শেষ—শেত, বার—বন, মগধ—
মখোত ইত্যাদি।

শ্রামীয়গণ খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে অযুখিয়া নগরে রাজধানী
স্থাপন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে কি ভাবে আপনাদের
শিক্ষা ও শাস্ত্রগ্রন্থনিচয় রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, তাহা
জানিবার বিশেষ কোন উপায় নাই। ৬৭১ শ্রামাকে স্ককোথে
নগরের শিলালিপি উৎকীর্ণ হয় এবং উহারই নয় বৎসর পূর্বে
শ্রামীয় বর্ণমালায় উৎপত্তি ঘটে, এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া
কোন রূপ সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া যায় না, যদি উক্ত শিলালিপিই
তাহাদের লিপিমাল্যাবিজ্ঞাসের প্রথম নিদর্শন হয়, তাহা হইলে
প্রাচীন গ্রন্থের প্রতিলিপি ও তাহাদের সংস্কৃত পাঠ কিরূপে
সেই সময়ে গৃহীত বলিয়া সম্ভবপর হইতে পারে? বিশপ পালে
গো (Bishop Pallegoix) কতকগুলি প্রাচীন পুথির উল্লেখ
করিয়া গিয়াছেন, উহা বিশেষরূপে সমালোচিত হইলে কোন
একটা সমীচীন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বাইতে পারে। ঐ
গ্রন্থগুলিতে ছন্দ ও স্বভাব বর্ণনারই আতিশয়া দৃষ্ট হয়; কিন্তু
উহাতে ঐতিহাসিক ঘটনার কোনরূপ আমূল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ
নাই। উহার অধিকাংশ গল্পই পৌরাণিক ও কিংবদন্তীমূলক,
শ্রামবাসীরা ঐ গ্রন্থ বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকে।

কতকগুলি উপভাষা অদ্ভুত রসায়ক। উহার গল্পগুলি প্রায়ই

ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত হইতে গৃহীত। শ্রাম-
কিউন্ (রামায়ণ) গ্রন্থখানির গল্প মলয় ও ববদীপ বাসীর ই-
ক্লাও নাটকের রামচরিত্র অবলম্বনে রচিত। এতদ্বির সন্-সিন-
চৈ, সমুংলিয়াই-সি মুরাদ, হৈ-সদ, নজ-প্রথোম, ক্ষেপ-লিন-
খোন-সুবর-হোজ, খাও সবট্টি রচ, কমা উনাকৎ, নর সুরিবোজ,
খুন-কন, নোজ-সিপ-সদ প্রভৃতি কাব্য এবং ই-ক্লাও ও ফরা
সিমুরজ নামক নাটক বীরত্বকাহিনীতে ও কবিকল্পনার পূর্ণ।

ধর্মশাস্ত্রগুলি প্রায়ই তদ্রামক পালি গ্রন্থের অনুবাদ বা
তাহার পরিবর্তিত বৃত্তি মাত্র। ঐ শ্রেণীর মধ্যে দোমন খোদোম
(শ্রমণ দোতম) গ্রন্থখানিতে বেদসূত্রর জাতকের ভাব গৃহীত।
হুফাসিত (হুভাবিত) গ্রন্থ খানিতে ২২৪টা সজ্ঞনোক্তি আছে,
উহা শ্যামীয় ক্লেজ নামক দীর্ঘমাত্রা ছন্দে লিখিত। বৃত্ত চিন্তামণি
(বৃত্ত-চিন্তামণি) গ্রন্থখানি পালি ভাষায় রচিত বৃত্তোদয় নামক
অলঙ্কার শাস্ত্রের রূপান্তর মাত্র, অধিকন্তু ইহাতে ব্যাকরণের
কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর মীমাংসিত হইয়াছে।

বালাকদিগের শিক্ষার্থ হিচোপদেশহচক গ্রন্থ অসংখ্য।
কতকগুলি ঐ শ্রেণীর গ্রন্থের গল্প বৃহৎ বৃহৎ গল্পগ্রন্থের কোন
একটা অংশ মাত্র লইয়া রচিত। শ্রুতি বা আইন গ্রন্থের অবধি
নাই। এখানে পালিভাষায় রচিত ব্যবহারশাস্ত্রের বিশেষ
প্রচলন না থাকিলেও যে সকল শ্রামীয় ব্যবহারশাস্ত্র প্রচলিত
আছে, তাহাদের মধ্যে পালিবচন উদ্ধৃত দেখা যায়; ঐ সকল
গ্রন্থের মধ্যে লক্ষণকরা ধর্মসং লক্ষণ-সুরা-মিরা উল্লেখ যোগ্য।
এই গ্রন্থের আদিতে করা ধর্মসং (প্রভু ধর্মজাত) অর্থাৎ ভগবান্
মহুপ্রোক্ত শাস্ত্র বিবৃত হইয়াছে। ইহকত (ইন্দ্রপথ) গ্রন্থখানি
শচীপতি ইন্দ্রপ্রোক্ত বলিয়া কথিত। ঐ গ্রন্থে বিচারকের
কর্তব্যাকর্তব্য অবধারিত হইয়াছে। করাধর্মসূত্র গ্রন্থে জার
বিচারের ধারা লিখিত আছে। লক্ষণ-তত-কোজ গ্রন্থে নালিশের
আজ্ঞি ও মকদ্দমা খারিজের বিধি উক্ত হইয়াছে। রয়জ বেগত
মৈ মুরজ থৈ নামক রাজবিধি শ্রাম রাজ্যের প্রচলিত দেওয়ানী ও
ফৌজদারী বিধির সংক্ষিপ্তসার মাত্র।

শ্যামল (পুং) শ্রামো বর্ণঃ অমৃত্যুভিত্তি শ্রাম (সিদ্ধাবিত্যশ্চ ।
পা ৫২১০৭) ইতি লজ্ । ১ কৃষ্ণবর্ণ । ২ পিল্লল । ৩ অশ্বখগাছ ।
৪ নীলভূজরাজ । নীলপুষ্পভীমরাজগাছ । ৫ শিরীষবৃক্ষ ।
৬ মহাবিক্রকবৃক্ষবিশেষ । (স্পৃশত) (ত্রি) ৭ কৃষ্ণগুণবিশিষ্ট ।

“অমৃত অমৃত্ত মেঘশ্রামলঃ কোমলাঙ্গী

অমৃত্ত অমৃত্ত পৃথীভারনাণো মুকুণঃ ।” (বৃহস্পতীমাল্য ২)

শ্যামল, কাম্যরবেশহ একজন কবি। ইনি গ্রন্থান্তরে শ্রামলক
নামেও উল্লিখিত হইয়াছেন। কেমনেকৃত্ত ঐতিহ্যবিচারচর্চার
ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

শ্যামলক (পুং) শ্রামল কবির নামান্তর।

শ্যামলচূড়া (স্ত্রী) শ্রামলা চূড়া যন্ত্রাঃ। গুজা। (রাজনি°)

শ্যামলতা (স্ত্রী) শ্রামলত্যাভ লতা, চলিত শ্রামলতা।
পর্যায়—

“গোপীগোপা গোপবলী সারিবোৎপলসারিবা।

অনন্তা শারিবা শ্রামা হৃষ্টো শ্রামলতাক্ষয়ে॥” (শব্দরত্ন°)

শ্রামলস্ত ভাবঃ তল্ টাপ্। ২ শ্রামলের ভাব বা ধর্ম,
কৃষ্ণত, কালিমা।

শ্যামলদেবী (স্ত্রী) একজন রাজমহিষী।

শ্যামলা (স্ত্রী) শ্রামল-টাপ্। ১ পার্শ্বতী। ২ অশগন্ধা। ৩ কটভী।
৪ জঙ্ঘ। ৫ কস্তুরী। (রাজনি°)

শ্যামলাল (পুং) সংক্ষেপরত্নাবলী-প্রণেতা।

শ্যামলালু (পুং) নীলালুক, নীলবর্ণ আলু। (রাজনি°)

শ্যামলিকা (স্ত্রী) নীলী। (রাজনি°)

শ্যামলিত (ত্রি) শ্রামল-তারকাদিত্যাদিতচ্। কৃতশ্রামল, যাহা
শ্রামবর্ণ করা হইয়াছে।

শ্যামলিমন্ (পুং) শ্রামল-ইমনিচ্। অতিশয় শ্রামল, অত্যন্ত
শ্রামবর্ণ।

শ্যামলী, যুক্ত প্রদেশের মুজফফরনগর জেলার একটি তহশীল।
ভূপরিমাণ ৪৬১ বর্গমাইল। শ্রামলী, থানা ভাবন, রঞ্জন,
কৈরাণা ও বিদৌলী পরগণা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত।
পূর্বযমুনা খাল ও তাহার জলনালীসমূহ দ্বারা এখানকার জল
সরবরাহ হইয়া থাকে।

২ মুজফফর জেলার একটি নগর ও শ্রামলী জেলার বিচার
সদর। পূর্ব যমুনা খালের বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯° ২৬’
৪৫’’ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ২১’ ১০’’ পূঃ। এই নগর পূর্বে
মহম্মদপুর জনাঙ্গীর নামে প্রথিত ছিল। মোংগলসত্রাট্ জাহাঙ্গীর
বাদশাহের রাজত্বকালে শ্রাম নামক এক ব্যক্তি এখানকার
সুপ্রসিদ্ধ বাজার নির্মাণ করিয়া দেওয়ান বর্তমান শ্রামলী
নামে পরিচিত হইয়াছে।

১৭৯১ খৃষ্টাব্দে এই নগর একজন মহারাজ সেনাপতির
শাসনাধীন ছিল। ঐ ব্যক্তি শিখদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া
মহারাজশাসনকর্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহবলি উত্থাপন করিবার চেষ্টা
করিতেছেন সন্দেহ করিয়া মহারাজশাসনকর্তা তাঁহার বিরুদ্ধে
জর্জ টমাস নামক একজন প্রসিদ্ধ যুরোপীয় সেনানীকে প্রেরণ
করেন। টমাস ঐ নগর ধ্বংস করিয়া বিদ্রোহীদের সমূলে
নির্মূল করিয়াছিলেন।

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজসেনাপতি কর্ণেল বার্নকে সদলে আনয়ন
করেন। ঐ সময়ে লর্ড লেক আসিয়া উপস্থিত না হইলে তাঁহার

সমূহ বিপদ ঘটিত। ইংরাজ সেনাপতির আগমনে তিনি বহুত
বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া কৌশলে পরাজিত করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের
বিদ্রোহের সময় এখানকার তহশীলদার ইংরাজপক্ষ নগররক্ষা
করিয়াছিলেন। কিন্তু থানা ভাবনের বিদ্রোহীদের তাঁহাকে
বিপর্যস্ত করিয়া নগর অধিকার করে।

শ্যামলেন্দু (পুং) শ্রামলঃ কৃষ্ণবর্ণ ইন্দুঃ। কৃষ্ণেন্দু, চলিত
কাজল আখ। (রাজনি°)

শ্যামবর্ণ (পুং) শ্রামঃ বর্ণঃ। ১ কৃষ্ণবর্ণ। (ত্রি) শ্রামঃ বর্ণো
যন্ত। ২ কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট।

শ্যামবাজার, বাঙ্গালার হুগলী জেলার অন্তর্গত একটি নগর।
অজয় নদের দক্ষিণে কিছু দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ৩৫’ ১০’’
উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৩২’ ৫’’ পূঃ। এখানে ১১২৫ হিজিরাকে
প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাচীন সরাই বিদ্যমান আছে।

শ্যামশবল (পুং) যমাহুচর কুকুরধর। ইহার সর্বদা যম-
লোকের দ্বারদেশে -হরীকার্যে নিযুক্ত আছে।

শ্যামশবলত্রত (স্ত্রী) যমকুকুরধরের তৃপ্তিসাধক ত্রতবিশেষ।

শ্যামশালি (পুং) শ্রামঃ শ্রামবর্ণঃ শালিঃ। কৃষ্ণশালিধান্ত,
কালধান। (রাজনি°)

শ্যামশাহ শঙ্কর (মহারাজ), বাস্তশিরোমণি নামক বাস্ত-
শাস্ত্র প্রণেতা।

শ্যামসর্প (পুং) কৃষ্ণসর্প, চলিত কেউটেসাপ।

শ্যামসার (পুং) কৃষ্ণখদির।

শ্যামসুন্দর (পুং) শ্রামঃ সুন্দরচ্। শ্রীকৃষ্ণ।

“শ্রামসুন্দর! তে দ্বান্তঃ করবাম তবোদিতং।”

(ভাগবত ১০।২২ অ°)

শ্যামসুন্দর, ১ বিবাদার্ভঙ্গ গ্রন্থের জটিল সংগ্রহকর্তা। ২
দেবপ্রতিষ্ঠাপ্রয়োগ প্রণেতা। ইনি গঙ্গাধর দীক্ষিতের পুত্র।

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি শব্দ-
রত্নপ্রণেতা রামকান্ত বিদ্যাবাগীশের পিতা।

শ্যামা (স্ত্রী) শ্রামো বর্ণোহন্ত্যামা ইতি অচ, টাপ্। ১
শারবৌষধি। ২ অপ্রহতালনা, যে সকল স্ত্রীদিগের সন্তানাদি হয়
নাই। ৩ প্রিয়ঙ্গু। ৪ বাগুজি। ৫ যমুনা। ৬ রাজি। ৭ কৃষ্ণ-
ত্রিযুক্তিকা। ৮ নীলিকা। (মেহিনী) ৯ গুগুণ্ডলু। ১০ সোমলতা।
১১ গুজা। ১২ কৃষ্ণা। ১৩ অধিকা। (বিষ) ১৪ গুড়ুচী।
১৫ কতুরি। ১৬ বটপত্রী। ১৭ বন্দা। ১৮ নীলপুনর্নবা। ১৯
পিরলী। ২০ পদ্মবীজ। ২১ গাভী। ২২ স্ত্রী। ২৩ ছাত্রা। ২৪
কৃষ্ণশারিবা। ২৫ শিংশপা। ২৬ দৃষ্টান্তবা মধ্যমবরষা স্ত্রী।
(রাজনি°) ২৭ হরিদ্রা। ২৮ নীলদূক্ষা। ২৯ তুলসাবৃক্ষ। ৩০
পাকিবিষেব, চলিত শ্রামাপানী, পর্যায় বরাহী, শকুনী, কু মারী,

হুগী, দেবী, চটকা, কুয়া, পোতকী, পাণ্ডবিকা, বামা, কালিকা, শিহিসিম্বিনী। ১১ গোৱোচনা। (রাজনি°) ৩২ বৃদ্ধদারক। ৩৩ বেত শারিবা। (ভাবপ্র°) ৩৪ অনন্তমূল। ৩৫ হরীতকী। (বৈদ্যকনি°) ৩৬ নারীবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

“শীতে স্থোক্ষসর্কাদী গ্রীষ্মে চ সূখশীতলা।

তপ্তকাক্ষনবর্ণাভা সা স্ত্রী শ্রামেতি কথ্যতে ॥”

(ভট্ট ৫১ শ্লোকটীকা)

শীতকালে যে স্ত্রীর সর্কাক্ষ স্থোক্ষ এবং গ্রীষ্মকালে সর্কাক্ষ সূখশীতল হয়, এবং যাহার বর্ণ তপ্তকাক্ষন সদৃশ তাহাকে শ্রামা কহে।

যুবতী স্ত্রীকেও শ্রামা কহে। “শ্রামা যৌবনমধ্যস্থা” (মল্লিনাথ)

৩৮ কালিকাদেবী। ভগবতী। কালিকাপুরাণে ইহার উৎপত্তি-বিবরণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

অগস্ত্যা দাক্ষায়ণী সতী দক্ষগৃহে প্রাণত্যাগ করিয়া হিমালয় পর্বতে মেনকার গর্ভে বসন্তকালে মৃগাশিরানক্ষত্রে নবমী তিথিতে অর্দ্ধ রাত্রি সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন। মেনকা নীলোৎপলদল-সদৃশা নবপ্রসূতা কস্তার শ্রামা আখ্যা দেন, হিমালয় তাঁহার নাম কালী এবং বান্ধবগণ তাঁহার পার্শ্বতী এই নাম রাখেন। দশ মহাবিষ্ঠার মধ্যে শ্রামা প্রথম মহাবিষ্ঠা। তন্মধ্যে এই দেবীর পূজা ও ব্যবস্থাদির বিষয় এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে,—কার্ত্তিক মাসে অমাবস্তা তিথিতে মূর্ত্তিকা দ্বারা শ্রামামূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া অর্দ্ধরাত্রি সময়ে পূজা করিতে হয়। উক্ত সময়ে ভক্তিভাবে এই দেবীর পূজা করিলে সকল সিদ্ধিলাভ হয়। অর্দ্ধরাত্রি সময়ই এই দেবীপূজার মুখ্যকাল। যদি এই কাল উভয় দিনেই প্রাপ্ত হয় তবে কোন দিনে পূজা হইবে, এইরূপ সন্দেহ হইলে নির্দিষ্ট হইয়াছে যে, পূর্বদিনেই পূজা হইবে। কারণ তন্ত্রান্তরে চতুর্দশীযুক্ত অমাবস্তা তিথিকেই উমামাহেশ্বর-তিথি কহে। এই তিথিতেই অর্দ্ধরাত্রিকালে শ্রামামূর্ত্তিপূজার প্রশস্ত সময়। সুতরাং উভয় দিনে অমাবস্তা অর্দ্ধরাত্রি কাল পাইলে পূর্বদিনেই পূজা করিতে হইবে। যদি এই দিনে শনি এবং মঙ্গলবার পড়ে, তাহা হইলে ঐ পূজা বিশেষ কলদায়ক হইয়া থাকে।

“কার্ত্তিকে মাসি কৃষ্ণায় পঞ্চদশ্যাহ মহানিশি।

পূজয়েৎ বোহতিবত্বেন কালী বিষ্ঠা প্রসীদতি।

মুদ্রয়ীং প্রতিমাং কৃতা মহাকালীং প্রপূজয়েৎ ॥

ব্যোমকেশসংহিতায়—

তুলার্ক যক্ষমাবস্তাং নিশার্দ্ধে বোরদক্ষিণাং।

পূজয়েদ্বিধিবদন্ত্যা সর্কসিদ্ধীধরো ভবেৎ ॥ ইতি

এবঞ্চ অর্দ্ধরাত্রি পূজায়া মুখ্যকালঃ। স চ কালো দ্ব্যুভয়-
দ্বিন তদা পূর্বদিনে পূজা। যথা—

তত্রোভয়দিনে শতকালে ভূতযুতা যদি।

উমামাহেশ্বরী সা চ তিথিঃ সিদ্ধিপ্রদা সত্যম্ ॥

কালীকরে—

তুলার্ক বহলে পক্ষে পঞ্চদশ্যাহ মহেশ্বরীম্।

যথোপচারৈঃ সম্পূজ্য মহানিশি নৃপো ভবেৎ ॥

শনিভৌমদিনে চেৎ শ্রাৎ ততঃ শতগুণং ফলম্।

তত্রোভয়দিনে ভূতযুক্তকুস্থাং মহানিশি।

ইমাং বাত্রাং কারয়িত্বা চক্রবর্তী ভবেৎ পঃ। (যামল)

বিশ্বাস্য তন্মধ্যে লিখিত আছে যে কার্ত্তিক মাসের অমাবস্তা তিথিতে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে মহাকালী কোটিং যোগিনীর সহিত আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই জন্ম ঐ সময়ে উক্ত দেবীর পূজা করিলে তিনি প্রসন্ন হন, এবং সাধকের সকল সিদ্ধিলাভ ও পূজাদির ফল অক্ষয় হয়।

কালীপূজার হেতু যথা বিশ্বাস্যে—

“কার্ত্তিকে কৃষ্ণপক্ষে তু পঞ্চদশ্যাহ মহানিশি।

আবির্ভূতা মহাকালী বোগিনীকোটিভিঃ সহ ॥

অতোহত্র পূজনীয়া সা তস্মিন্নহনি মানবৈঃ।

বলিপূজাদিকং সর্বং নিশায়াং ক্রিয়তে তু যৎ।

তত্তদক্ষয়তাং যাতি কালী বিষ্ঠা প্রসীদতি ॥”

মহানিশি অর্দ্ধরাত্রি। (বিশ্বাস্যতন্ত্র)

নৃত্য অন্তর্মিত হইলে এক প্রহর রাত্রির পর যে, দুই ঘটিকা কাল তাহাকে মহানিশা কহে। এই সময়ের পরবর্তী কালকে মহাতিনিশা কহে। যাহারা পশুভাবে শ্রামা পূজা করিতে তাহারা মহানিশায় করবে; দিবা ও বীরভাবে পূজা করিলে মহাতিনিশায় করিতে হয়। পশুভাবে পূজাকারীদের দশদণ্ড কালের মধ্যে যে পূজা তাহা অক্ষয় ফলপ্রদ হয়, বর্ষ ক্রোশ অর্থাৎ বর্ষ মুহূর্ত্তে পূজা করিলে অমৃততুলা, সপ্তম ক্রোশে পূজা করিলে ক্ষীরতুলা অষ্টম ক্রোশে দ্রব্য সদৃশ এবং তৎপরে পূজা করিলে বিবতুলা হয়। সুতরাং অষ্টম মুহূর্ত্তের পর শ্রামা পূজা করিবে না, কিন্তু এই নিয়ম পশুভাব বিষয়ে বৃত্তিতে হইবে। কার্ত্তিক মাসের অমাবস্তা তিথিতে নিশাধ কালে শ্রামা দেবী পৃথিবীতলে আগমন করেন, অতএব এই সময়ে তাঁহাকে যথাবিধানে পূজা করা বিধেয়।

“নিশা তু পরমেশানি সৃষ্টে চান্তমুপাগতে।

প্রহরে চ গতে রামৌ ঘটিকে যে পরে চ যে ॥

মহানিশা সমাখ্যাতা ততঃশ্রাতিমহানিশা।

অর্দ্ধরাত্রি গতে দেবি পশুভাবে ন পূজয়েৎ ॥

• অর্দ্ধরাত্রি গতে অর্দ্ধরাত্রাৎ পরঃ—

দশদণ্ডে তু বা পূজা তৎসৰ্গমক্ষয়ং ভবেৎ ।

যষ্টক্রোশে মহেশানি তৎসৰ্গমমৃতোপমম্ ॥

সপ্তমক্রোশকে দেবি সৰ্গং কীরোপমং ভবেৎ ।

অষ্টমক্রোশকে দেবি ত্রযাতুলাং ন সংশয়ঃ ।

এতৎ সৰ্গং মহেশানি পশুভাবে মরোদিতম্ ॥ (শুশ্রূষাধনতন্ত্র)

রাত্রৌ নিশীথব্যাপ্তায়ামাবস্তামিহৈব তু ।

পৃথুতলং সমারাতা কালী দিগ্বলনাধিকা ॥

অতস্তামত্র বৈ ভক্ত্যা দেবদেবীং হিজাতয়ঃ ।

পূজয়েদাঙ্গনো ভক্ত্যা পশুপুনার্যাসম্পদাঃ ॥ (বৃহদ্রতপুৰাণ)

কার্তিক মাসের অমাবস্তা তিথিতে শ্রামা পূজা করিবার বিধান আছে, কিন্তু কার্তিক মাস মুখ্য ও গোণচাত্রভেদে বিধি, সুতরাং কার্তিকী অমাবস্তা কার্তিক ও অগ্রহায়ণ এই দুই মাসেই হইতে পারে। অতএব মুখ্য চাত্র কার্তিক এবং গোণ চাত্র কার্তিক ইহার মধ্যে গোণচাত্র কার্তিকী অমাবস্তায় পূজা হইবে। কারণ শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে যে তুলার্ক লজ্জন করিবে না, কার্তিক মাসেই যে অমাবস্তা হয়, তাহাতেই পূজা করিবে, মুখ্যচাত্র কার্তিকী তিথি অগ্রহায়ণ মাসে হইতে পারে, এই জন্য গোণচাত্র কার্তিকেই বিহিত হইয়াছে। গোণচাত্র কার্তিকী অমাবস্তা দৌর কার্তিক মাসেই হইয়া থাকে, তাহার কোন অন্তথা হয় না, সুতরাং ঐ তিথিতেই পূজা বিধেয়।

“তুলার্কৈ অর্দ্ধরাত্রি বা দীপযাত্রা তিথি র্ভবেৎ ।

তত্র সংপূজয়েৎ কালীং সৰ্গকামার্যসিক্ষয়েৎ ॥

নিশার্কে সা তিথি নান্তি তদধঃ কালসংযুতা ।

তত্রাপি পূজয়েৎ কালীং তুলার্কং নৈব লজ্জয়েৎ ॥”

তুলার্কবিহিতপূজায়া গোণকার্তিকভেদে কর্তব্যতায়াং বিধেস্তাৎ-পর্যায়োক্তত্বাৎ । মুখ্যকার্তিকামাবস্তায়াঃ কল্যাচং বৃশ্চিকে সন্ধ্যাং নতু তুলার্কং নিয়মঃ । তথাচ তুলার্কনিয়তামাবস্তায়াং নিশীথে কালীং পূজয়েদিতি পর্যবসিতং । তুলার্কং নৈব লজ্জয়েদিত্যত্র তুলার্কোপলক্ষিতামাবস্তাপূজাপরং । সংকল্পবাক্যে তু কার্তিকে শাসি ইত্যন্তেথাং নতু রাশুন্মেষোহপি গোণচাত্রোপ বিধানাৎ ।

“কার্তিকস্যাপ্যমাবস্তা গোণচাত্র প্রমাণতঃ ।

নিশীথব্যাপিনী বা তু তত্রাং পূজাং সমাচরৎ ॥”

(বিজ্ঞোৎপত্তিতন্ত্র)

যদি অমাবস্তা পূর্নদিনে নিশীথব্যাপিনী হয়, এবং পরদিনে অর্দ্ধরাত্রের পর মুহূর্তকালও থাকে, তাহা হইলে শ্রামা পূজা পরদিনে না হইয়া পূর্নদিনে হইবে।

এই পূজা নিত্য, নিত্য শব্দের তাৎপর্য এই যে, বাহার অমু-
ষ্ঠান না করিলে প্রত্যাবার হয়, তাহাকে নিত্য কহে। “অকরণে

প্রত্যাবারসাধনানি নিত্যানি” (বেদান্তসার) সুতরাং কার্তিক মাসের অমাবস্তা তিথিতে শ্রামা পূজা না করিলে প্রত্যাবারভাগী হইতে হয়। এই দেবীর পূজা করিলে ইহলোকে সুখ ও পরলোকে মোক্ষ লাভ হয়। অতএব এই পূজা প্রতিবৎসর সকলেরই করা অবশ্য কর্তব্য। কার্তিক মাসের অমাবস্তা তিথিতেই ইহা নিত্য, কিন্তু অল্প সময়ে যে শ্রামাপূজা করা হয় তাহা কাম্য।

“কার্তিকামাবস্তায়াং কালীপূজায়াং নিত্যত্বমাহ—

বর্ষে বর্ষে চ কর্তব্যং কালিকায় মহোৎসবম্ ।

কার্তিকে তু বিশেষণে অমাবস্তাং নিশার্কে ॥ (মারাতন্ত্র)

এতি সংবৎসরং কুর্যাৎ কালিকায় মহোৎসবম্ ।

কার্তিকে তু বিশেষণে অমাবস্তাং নিশার্কে ।

তত্র সংপূজয়েদেবীং ভোগমোক্ষপ্রদায়িনীম্ ॥ (দেব্যাগম)

উক্ত সময় ভিন্ন যে শ্রামাপূজা করা হয়, তাহা কাম্য। যখন মারীভয়, দুর্ভিক্ষ ও রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতি মহাভয় উপস্থিত হয়, তখন সেই ভয় নিবারণের জন্য শ্রামাপূজা বিহিত হইয়াছে। এই দেবী সকল প্রাণিকে বিপদ হইতে রক্ষা করেন বলিয়া ইহাকে রক্ষাকালীও কহে। অতএব রক্ষাকালীর পূজা করিলে সকল বিপদ বিনষ্ট হয়। এই পূজা শনি বা মঙ্গলবার, চতুর্দশী, অমাবস্তা, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে প্রদোষ কালে করিতে হয়। কার্তিকামাবস্তায় যেমন অর্দ্ধরাত্রি পূজা বিহিত হইয়াছে, এই পূজা সেই সময় না হইয়া নিশামুখে করিবে। যথাসাধ্য উপচার দ্বারাই এই পূজাকার্য্য চলে। কিন্তু তাহা বলিয়া বিতর্কিত করা উচিত নহে।

“মারীভয়ে সমায়াতে দুর্ভিক্ষভয়নীড়িতে ।

পূজয়েৎ পরমা ভক্ত্যা কালীং কালবিনাশিনীম্ ।

রক্ষণাৎ সৰ্বভূতানাং রক্ষাকালীতি সা স্মৃতা ॥”

(উত্তরকামাখ্যাতন্ত্র)

“সৰ্ববিষ্মোপশান্ত্যর্থং রক্ষাকালীং প্রপূজয়েৎ ।

শনিমঙ্গলবারে চ প্রদোষে পূজয়েৎ শিবম্ ॥

চতুর্দশ্যামায়াং বা নবম্যামষ্টমীতিথৌ ।

পূজনাং বরদা কালী যথেষ্টকলপ্রদা ॥” (জানার্ণব)

“নিশামুখে মহেশানি কালী রক্ষার্থমাদরাৎ ।

পূজনীয়া নৃভিঃ সর্বেষুপচারসমধিতৈঃ ।

বিত্তশাঠাং ন কর্তব্যং যথাবিভববিভরৈঃ ॥” (কালীকুলসৰ্গব)

“অথ বক্ষ্যে মহেশানি যোরে মারীভয়ে তথা ।

ঔৎপাতিকে চ দুর্ভিক্ষে যুদ্ধে রাষ্ট্রভয়াগতে ।

পূজাং কুর্যাৎ মহাকাল্যা রক্ষাং পঞ্চ পৰ্ব্বত ॥

প্রদোষকালে সংপূজা নিশান্নাক্ত বিসর্জয়েৎ ।

মুহূর্ত্তান্তরং কালঃ প্রদোষোহন্তমরাত্ততঃ ॥” (ভৈরবতন্ত্র)

জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্তা তিথিতে কালী পূজা করিবার বিধান আছে। 'এই দিনে যে কালিকার পূজা করা হয় তাহাকে কলহারিণীকালিকা কহে।

মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে রটন্তী কালী পূজা করিবে। রটন্তী চতুর্দশী বলিলে গোণচাত্র; মাঘকেই বুঝায়, এই জন্ত এই তিথি কোন কোন সময়ে পৌষ মাসেও হইতে পারে। উক্ত চতুর্দশীতে প্রায় নিশার্দ্ধ কাগেই রটন্তীকালীপূজা হইয়া থাকে, কিন্তু কোন কোন তন্ত্রের মতে প্রদোষকালেও পূজা করার বিধান দৃষ্ট হয়।

"মাঘে মাতৃসিতে পক্ষে রটন্ত্যাখ্যা চতুর্দশী।

তস্তাং নিশার্দ্ধময়ে পূজয়েমুণ্ডমালিনীম্ ॥ (মায়াতন্ত্র ১৩৭°)

মকরহুে রবৌ কৃষ্ণচতুর্দশ্যাং নিশার্দ্ধকে।

পূজয়েদক্ষিণাং কালীং ধর্মকামার্থসিদ্ধয়ে ॥

(উত্তরকামাখ্যাতন্ত্র ৯৭°)

মাঘে মাতৃসিতে পক্ষে রটন্ত্যাখ্যা চতুর্দশী।

তস্তাং প্রদোষময়ে পূজয়েমুণ্ডমালিনীম্ ॥ (হরতন্ত্রদীপ্তিধ্বত)

তন্ত্রসারে গ্রামাপ্রকরণে শ্রামামন্ত্র ও গ্রামাপূজাদির বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে ইহার বিবরণ আলোচিত হইতেছে। সাধক এই মন্ত্রের জ্ঞান মাত্রই জীবমুক্ত হইয়া থাকে। শ্রামামন্ত্রগ্রহণস্থলে মন্ত্রতর্কি বিবেচনা ও অসি-মিত্রাদিপ্রদোষ বিচার করিতে হয় না। এই আরাধনার প্রয়াস-বাহুল্য বা সময় অসময় বিবেচনা নাই এবং ইহাতে অধিক অর্থব্যয় ও অধিক কায়ক্লেশ করিতে হয় না। যে সাধক সর্গ-সিদ্ধিপ্রদা শ্রামাবেবীকে সর্গলা চিন্তা করে, সিদ্ধি তাহার করতল-স্থিত জানিবে। সাধক এই সিদ্ধি প্রভাবে সকল কার্য করিতে সমর্থ হয় এবং অন্তকালে দেবীর সর্বজনহর্ষিত গণ্ড লাভ করে।

তৈত্তরব্রহ্মসংহিতা শ্রামাপ্রকরণ—

"অথ বক্ষ্যে মহাবিভাঃ কালিকার্নাঃ স্তুত্বলভাঃ।

যাসাং বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবমুক্তো ভবেন্নরঃ ॥

নাত্র চিত্তা বিতুর্কিঃ স্তাং ন বা মিত্রানিদৃশম্।

ন বা প্রয়াসবাহুল্যং সময়াসময়াধিকম্ ॥

ন বিস্তব্যবাহুল্যং কায়ক্লেশকরং ন চ।

য এনাং চিত্তয়েম্যসৌ সর্গকামসমুদ্ভিদাম্ ॥

তস্ত হস্তে সদৈবাস্তি সর্গসিদ্ধির্ন সংশয়ঃ।

গজপদ্মময়ী বাণী সত্যায়ং তস্ত জায়তে ॥

তস্ত দশনমাত্রেণ বাহিনো নিত্যভাং গতাঃ।

সাকানোহপি চ দাসসং তজন্তে কিং পরে জনাঃ ॥

দিবারাত্রিবাভ্যন্তরঞ্চ বশীকর্তুং কনো ভবেৎ।

অন্তে চ লভতে দেব্যা গণসং হৃদভং নরঃ ॥" (তন্ত্রসার)

শ্রামামন্ত্র—

• ক্রী ক্রী ক্রী হুঁ হুঁ হ্রী হ্রী দক্ষিণে কালিকে ক্রী ক্রী ক্রী হুঁ হুঁ হ্রী হ্রী বাহা। এই মন্ত্র সর্গ প্রধান, এই মন্ত্রের বর্ণা-স্তব্ধত অর্থ এষ্ট রূপ লিখিত আছে। জলরূপী ককার মোক্ষ-দায়ক, এবং অগ্নিরূপী রেফ সর্বতেজোময়ী, ইহাতে ককার যোগে করিয়া ক্রী হয় এই তিনের যোগে স্রষ্টৃহিতপ্রদায়ক হইয়া থাকে। বিন্দু অর্থাৎ "চন্দ্রবিন্দু" ইহা নিম্নলিখিত ব্রহ্মরূপ, অতএব ক্রী, এই মন্ত্র কৈবল্যফলপ্রদ। হুঁ এই বীজম্বর শব্দজ্ঞানপ্রদ, হ্রী এই বীজম্বর স্রষ্টৃহিতাত্মককারী, দক্ষিণে কালিকে এই সন্ধান পদ দ্বারা দেবীর সান্নিধ্য হয়। বাহা অগতের মাতৃরূপা ও সর্বপাপপ্রণাশিনী। শ্রামামন্ত্র যথা—

"কামত্রয় বহিসংস্থং রতিবিন্দুবিভূষিতং।

কূর্চযুগ্মং তথা লজ্জাযুগ্মং তদনন্তরম্ ॥

দক্ষিণে কালিকে চেতি পূর্ববীজানি চোচ্চরেৎ।

অন্তে বহুবধুং দণ্ডাং বিভা রাজ্ঞী প্রকান্তিতা ॥ (কালীতন্ত্র)

মন্ত্রমাহ বামলে—

ককারাজ্জলরূপস্বাং কেবলং মোক্ষদায়িনী।

জলনার্থসমাযোগাৎ সর্বতেজোময়ী শুভা ॥

মায়ামাত্রেন দেবেশি স্রষ্টৃহিতাত্মকারিণী।

বিন্দুনাং নিম্নলিখিত কৈবল্যফলদায়িনী ॥

বীজম্বর শান্তবৌ সা কেবলং জ্ঞানচিৎকলা।

শব্দবীজম্বয়েনৈব শব্দরাশি প্রবোধিনী ॥

লজ্জাবৌম্বয়েনৈব স্রষ্টৃহিতাত্মকারিণী।

সন্ধানপদেনৈব সবা সান্নিধিকারিণী।

বাহরা অগতাং মাতা সর্বপাপপ্রণাশিনী ॥" (তন্ত্রসার)

কালিকা দেবীর একাক্ষর মন্ত্র 'ক্রী' ইহা ভিন্ন আরও অনেক মন্ত্র আছে, সাধারণতঃ এই একাক্ষর মন্ত্রেই শ্রামা পূজা হইয়া থাকে।

শ্রামাপূজাপ্রয়োগ—এই পূজা করিতে হইলে পূর্কদিন সংযত হইয়া থাকিতে হয়। রাএকালে নিত্য সন্ধ্যোপাসনাদি শেষ করিয়া বিত্তর আসনে উপবেশনপূর্বক বৈদিক মন্ত্রে আচমন করিবে, তৎপরে 'ও বজ্রোদকে হং কটু বাহা' এই মন্ত্র আসনে জলের ছিটা দিয়া আসন শুদ্ধি কারবে। তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্বক হস্তপদ প্রক্ষালন করিতে হয়। মন্ত্র—

"ও হ্রী বিত্তরধর্মপাপানি সমগ্রাশেষবিকল্পমপনয় হং কটু।"

তৎপরে পাপক্ষয়ের জন্ত এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।

"ও দেবি স্বং প্রাকৃতং চিত্তং পাপাক্রান্তমভূম্মম।

তন্নিসারয় চিত্তায়ে পাপং হং কটু চ তে নমঃ ॥

ও স্বর্গঃ শোভো বমঃ কালো মহাভূতানি পঞ্চ বৈ।

এতে শুভাশুভস্তেহ কৰ্ম্মণো নব সাক্ষিণঃ ॥

তদন্তর হ' এই মন্ত্রে পূজাহান দর্শন করিয়া ফট্ এই মন্ত্রে পূজাহান প্রোক্ষণ করিবে। ভূমির ঘোষ শোধনের জন্য ভূমিতে ক্রীং এই বীজ মন্ত্র লিখিবে। তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্রে রক্ষা ও শিখা বন্ধন করিবে। 'মন্ত্র ও মণিধার বজ্রিণি মহাপ্রতিসরে' রক্ষ রক্ষ হং ফট্। তৎপরে গণেশ, শিবাদি পঞ্চ দেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ ও ইন্দ্রাদি দশ দিকপালের পূজা করিয়া স্বস্তিবাচন করিবে। ইহার পর সঙ্কর করিতে হয়; বথা—বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমন্ত অমুকে মাসি অমুকরাশিহে ভাক্বরে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা শ্রীমদদক্ষিণকালিকাদেবতাপ্রীতিকামঃ গণপত্যাদিদেবতাপূজাপূর্বকশ্রীমদদক্ষিণকালিকাশ্রীতিকামঃ শ্রীমদুদক্ষিণকালিকাপূজনমহং করিষো।

দীপান্বিতা অমাবস্তায় এই পূজা করিতে হইলে 'কান্তিকে মাসি তুলারশিহে ভাক্বরে' এই রূপ উল্লেখ হইবে। অপর সময় এই পূজা করিতে হইলে সৌর মাসেরই উল্লেখ হইবে। তন্ত্র বিহিত প্রায় সকল কার্যেই সৌর মাসের উল্লেখ হইয়া থাকে।

সঙ্করের পর বেদ অনুসারে সংকরহস্ত পাঠ করিতে হয়।

“ও সঙ্করতার্থাঃ সিদ্ধয়ন্ত সিদ্ধাঃ সন্ত মনোরথাঃ।

শত্রুণাং বুদ্ধিনাশায় মিহাগাং মূদনায় চ ॥”

অমরারম্ভঃ শুভায় ভবতু। তৎপরে তত্তোক্ত বিধানানুসারে ঘট স্থাপন করিতে হয়। এবং ঐ ঘটে শ্রী এই মন্ত্রে পলব, হু এই মন্ত্রে ফল, ক্রী এই মন্ত্রে হিরীকরণ, রং এই মন্ত্রে সিন্দূর, যং মন্ত্রে পুষ্প, ক্রী মন্ত্রে দুর্বা দিয়া ও হং ফট্ বাহা এই মন্ত্রে অভ্যক্ষণ করিবে।

তৎপরে এতে গন্ধপুষ্পে ও স্থায়ী নমঃ, এই রূপে দুর্গা, শিব, নারায়ণ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা, দিকপাল প্রভৃতিকে গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। পরে, গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা আদিত্যাদি নবগ্রহ ও ইন্দ্রাদি দশ দিকপালের পূজা করিবে। এই পূজার পর মন্ত্রাচমন বিধেয়। এই আচমনের নিয়ম—তৎপরে কালিকাদেবীকে চিন্তা করিয়া ক্রী এত মূল মন্ত্রে তিনবার আচমন করিবে। তৎপরে ও কাটো নমঃ ও কুলানিষ্ঠে নমঃ এই মন্ত্রে ওষ্ঠে চইবার মার্জনা করিবে। ও কুশায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে কর প্রক্ষালন করিতে হয়। তৎপরে আচমনের নিয়মানুসারে ও কুরুকুশায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে মুখে ওস্ত দিবে, ও বিরোধিতৈ নমঃ ও বিশ্রুতিভায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে নাসাদেশে, ও উগ্রায়ৈ নমঃ ও উগ্রপ্রতীয়ে নমঃ বলিয়া নাভিদেশে, ও দীপ্তায়ৈ নমঃ, ও নীলায়ৈ নমঃ ও ঘণ্টায়ৈ নমঃ বলিয়া কর্ণদ্বয়ে, ও বলাকায়ৈ নমঃ বলিয়া বক্ষে, ও মাত্রায়ৈ নমঃ বলিয়া মস্তকে, ও মূত্রায়ৈ নমঃ ও মিত্রায়ৈ নমঃ বলিয়া বাহুদ্বয় স্পর্শ করিবে, এই রূপে মন্ত্রাচমন করিবে।

তৎপরে সামান্যার্থের বিধানানুসারে সামান্যার্থ স্থাপন করিবে। পরে ঐ জলে ফট্ এই মন্ত্রে পূজার ত্রব্যাদি অভ্যক্ষণ করিয়া দ্বারদেবতাদির পূজা করিতে হয়। এতে গন্ধপুষ্পে গাং গণেশায় নমঃ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায়, বাং বটুকার, যাং যোগিনীভাঃ, পাং গঙ্গায়ৈ, যাং যমুনায়ৈ, শ্রীং লক্ষ্ম্যে, ঐং সরস্বতৌ, ওঁ ব্রহ্মণে, ওঁ বাস্তুপুরুষায়। এই রূপে দ্বারদেবতাদির পূজা করিয়া বিদ্যোৎসারণ করিবে। বিদ্যোৎসারণ ঐ মন্ত্রে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দিব্যবিশ্ব ও অন্তর্য ফট্ মন্ত্রে অন্তরীক বিশ্ব অপসারণ করিয়া বামপাদেয় গুলক দ্বারা তিনবার আঘাত করিয়া ফট্ এই মন্ত্রে জ্ঞানচমুদ্রা দ্বারা খেত-সর্ষপ গ্রহণ পূর্বক নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

“ও অপসর্ষন্ত তে ভূতা যে ভূতা ভূবি সংস্থিতাঃ।

যে ভূতা বিরক্তারন্তে নশন্ত শিবাক্ষরা ॥”

এই মন্ত্রে খেতসর্ষপ চারিদিকে ছড়াইয়া দিতে হয়। তৎপরে ও সর্ষাবয়মোৎসারণ হং ফট্ বাহা মন্ত্রে ভূমিতে জল ছিটাইয়া ভূমি ধরিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে—ও পবিত্র বজ্রভূমি হং ফট্ বাহা।

তৎপরে আসনগুচ্ছ ও পঞ্চগব্য দ্বারা মণ্ডপশোধন করিয়া স্বদক্ষিণে পূজাদ্রব্যসমূহ, বামভাগে নৈবেদ্যাদি উপকরণ, সম্মুখে অমুপূর্ণ কুন্তস্থাপন, তদন্তর পুষ্পশোধন ও কায়াদি শোধন করিবে।

পরে ফট্ মন্ত্রে সচন্দন রক্তপুষ্প ক্রী মন্ত্রে গ্রহণ করিয়া করতল দ্বারা পেয়গাত্তর লং মন্ত্রে আঘাত করিবে। পরে 'হেমোঃ' মন্ত্রে উহা জ্ঞান কোণে নিক্ষেপ করিয়া অন্তর্য ফট্ মন্ত্রে উর্দ্ধে তালত্রয় ও তুড়ি দিয়া দশদিক বন্ধন করিবে। এই দিগবন্ধের পর ভূতগুচ্ছ ও আয়ুহৃদয়ে 'আয়ুপ্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া মাতৃকাত্মাস করিবে। তৎপরে হ্রী মন্ত্রে প্রাণায়াম, শ্ববাদি জ্ঞাস, ঘোচাজ্ঞাস, তত্ত্বজ্ঞাস ও বীজজ্ঞাস করিবে, এই সকল জ্ঞাস যথাবিধানানুসারে করিতে হয়। জ্ঞাস শেষ হইলে আপনাকে সোহং চিন্তা করিয়া মূলধার হইতে ব্রহ্মরক্ত পর্যন্ত কুণ্ডলিনী শক্তির বিশেষরূপে চিন্তা করিতে হয়। তৎপরে দেবীর পূজা করিতে হইবে। ধ্যান যথা—

“করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।

কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্ ॥

সত্শিৱশিরঃখড়্গাবামাধোদ্ধ করাবুজাং।

অভয়ং বরদকৈব দাক্ষিণোদ্ধাধপাণিকাম্ ॥

মহামেঘপ্রভাং শ্রামাং তথা চৈব দিগম্বরীং।

কণ্ঠাবসন্তমুণ্ডালীগলত্রধরচচ্চিত্তাম্ ॥”

কর্ণাবতংসতানীতশষ্মাভয়ানকাম্।

ঘোরদংষ্ট্রাং করালাজাং পীনোন্নতপয়োধরাম্ ॥

শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্তুমীম্।

স্বকঙ্করগলত্রুদধারাবিফরিতাননাম্ ॥

ঘোরস্রাব্য মহামোক্ষী শ্মশানালয়বাসিনীম্ ।

বালাকমণ্ডলাকাংলোচনত্রিভাষিতাম্ ॥

দন্তরাং দক্ষিণবাপিষুতালম্বিকচোচ্চরাম্ ।

শবরূপমহাদেবজ্ঞদয়োগিসংস্থিতাম্ ॥

শিবভিষোররাবাভিষুতক্ষু সমস্থিতাম্ ।

মহাকালেন চ সমং বিপরীতরত্নাতুরাম্ ॥

স্বপ্নপ্রসববধাং শ্বেতাননসরোরুহাম্ ।

এক সন্ধিত্ত্বং কালীং শ্মশানালয়বাসিনীম্ ॥

এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া ঐ পুষ্প খীর মন্তকে দিতে হয় । এই

ধ্যান ভিন্ন আরও একটি ধ্যান আছে । ধ্যানান্তরং যথা—

“অঞ্জনাঙ্গিনীভাং দেবীং করালবদনাং শিবাম্ ।

মুণ্ডমালাবলীকীর্ণাং যুক্তকেশীং স্মিতাননাম্ ॥

মহাকালদ্বন্দ্বোজস্থিতাং পীনপয়োধরাং ।

বিপরীতরত্নাতুরাং ঘোরদংষ্ট্রাং শিবৈঃ সহ ॥

নাগযজ্ঞোপবীতাত্যাং চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরাং ।

সর্কালঙ্কারসংযুক্তাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্ ॥

মৃতহস্তসহস্রৈস্ত বদ্ধকাঞ্চীং দিগন্তকাম্ ।

শিবাকোটিসহস্রৈস্ত যোগিনীভির্বিরাজিতাম্ ॥

রক্তপূর্ণমুণ্ডোজাং যমপান প্রমত্তিকাং ।

বহ্ন্যকংশিনেত্রাঞ্চ রক্তবিকুরিতাননাম্ ॥

বিগতাম্বুকিশোরাত্যাং কৃতকর্ণবতঃসিনীম্ ।

কণ্ঠাবসন্তমুণ্ডালী গলত্রধিরচ্ছিতাম্ ॥

শ্মশানবহ্নিমধ্যস্থ্যং ব্রহ্মকেশবদন্তিতাম্ ।

সত্ত্বকৃতশিরঃখণ্ডবরাভীতিকরাশ্চরাম্ ॥”

এই রূপে দেবীর ধ্যান করিয়া মানসোপচারে যথাবিধানে পূজা করিবে । তৎপরে দেখ, যোনি, ভূতিনী ও খড়্গাদি মূর্ত্তা প্রদর্শন করিয়া বিশেষার্থ্য্য হৃদয়নের বিধি অম্বুসারে উহা হৃদয়ন করিবে । তৎপরে পীঠস্থানোক্ত পীঠশক্তির পূজা করিতে হয় । সামান্ত ও বিশেষার্থ্য্যের মধ্যে অস্ত্র আর একটি অর্থ্য্য হৃদয়ন করিতে হয় যতক্ষণ পূজা সমাপ্ত না হয়, ততক্ষণ এই অর্থ্য্য চালনা করিতে নাই । এই অর্থ্য্যও বিধানানুসারে হৃদয়ন করিতে হইবে ।

তৎপরে পুনরায় দেবীর ধ্যান করিয়া ঐ পুষ্প প্রতিমা অথবা ঘটে দিতে হয় । তারপর দেবীকে এই মন্ত্রে আবাহন করা বিধেয় । মন্ত্র—

“ও এহেহি ভগবত্যঃ ভক্তাশ্চগ্রহবিগ্রহে ।

যোগিনীভিঃ সমং দেকিরক্ষার্থং মম সর্বদা ॥

ও মহাপ্রভুদয়ঃ কীর্ত্তন্যঃ কীর্ত্তন্যঃ ॥

সর্বভূতহিতে মাতরেহেহি প্রমেষ্বরী ॥

ও দেবেশি ভক্তিশ্রুতভে পরিবারসমবিত্তে ।

বাবস্যাং পূজয়িষ্যামি তবং স্তুতিয়া স্তব ॥”

তৎপরে ও কালিকে দেবি ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ? ইহ স্তুতিযেহি ইহ স্তুতিযিহা তব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ । এই রূপে আবাহনাদি মূর্ত্তা দেখাইয়া আবাহন করিবে । তৎপরে চন্দ্রদান ও আংলী ক্রোং ইত্যাদি মন্ত্রে দেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে হয় । দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর মহাকালেরও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক । এই রূপে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ঘোড়শোপচারে যথাবিধানে পূজা করিতে হইবে । তারিক পূজার প্রত্যেক স্রব্যে একটু বিশেষ আছে, উহা এই নিয়মে দিতে হয় । রক্তাসনং নমঃ পাণ্ডং নমঃ অর্দ্ধং শালা, আচমনীয়ং স্বধা, মধুপর্কঃ স্বধা, পুনরাচমনীয়ং স্বধা, স্নানীয়ং জলং নমঃ, বস্ত্রং নিবেদয়ামি, আভরণং নিবেদয়ামি, গন্ধো নমঃ পুষ্পং বোমট, বিবপত্রং নিবেদয়ামি, ধূপং স্বধা, বীণো নিবেদয়ামি নৈবেদ্যং নিবেদয়ামি, পানার্থ জলং নমঃ, আচমনীয়ং স্বধা, তাবুলাং নিবেদয়ামি, এই সকল উপচার যথাবিধানে নিবেদন করিয়া দেবীকে দিতে হইবে । তৎপরে মূলমন্ত্রে তিনবার পূজাঞ্জলি দিতে ও বন্দনা করিতে হয় । মন্ত্র—

“মহামারে জগন্মাতঃ কালিকে ঘোরদক্ষিণে ।

গৃহাণ বন্দনং দেবি নমস্তে পরমেশ্বরী ॥”

ইহার পর প্রণাম করিয়া ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকাং তর্পয়ামি স্বাহা এই মন্ত্রে রক্তচন্দন দিয়া ভস্মমূর্ত্তা দ্বারা তিনবার তর্পণ করিবে । যদি অন্ন জল বস্ত্র প্রভৃতি থাকে, তাহা হইলে এই সময়ে তাহা উৎসর্গ করিয়া দিতে হয় । পরে দেবীর নিকট আবরণপূজা করিবার জন্য অম্বুজা গ্রহণ করিতে হয় । মন্ত্র—

“ও সচ্চিদায়ি পরে দেবি পরামৃতচক্রপ্রিয়ে ।

অম্বুজাং কালিকে দেহি পরিবারার্জুন্য তে ॥”

এই রূপে অম্বুজা গ্রহণ করিয়া আবরণপূজা করিবে । অনস্তর ও শ্রীমদক্ষিণকালিকাং বড়জয়ন্তীশ্রীপাশ্রুকাং পূজয়ামি নমঃ, এই নিয়মে পূজা করিয়া শ্রীমদক্ষিণকালিকাং বড়জয়ন্তী তর্পয়ামি স্বাহা, এই মন্ত্রে তর্পণ করিতে হইবে । তৎপরে ক্রীং হৃদয়ং নমঃ । ইত্যাদি ক্রমে যড়ঙ্গের পূজা করিতে হয় । তাহার পর শক্তিপূজা বিধেয় । নিম্নোক্ত ধ্যান পাঠ করিয়া পূজা করিতে হয় । ধ্যান—

“ও সর্ক্যাঃ শ্রামা অসিকরা মুণ্ডমালাবিভূষিতাঃ ।

তর্জনীং বামহস্তেন ধারয়ন্ত্যঃ তুতিসিতাঃ ।

দিগবদ্বা হসন্ত্যাঃ স্বসুবাহনভূষিতাঃ ॥”

এই ধ্যান পাঠ করিয়া ও কাণৌ নমঃ এই রূপে কপালিতে কুণ্ডল, কুণ্ডলঘাটে, বিরোচিতে, বিশ্চিহ্নে, উগ্রপ্রভারে,

দীপ্তার, নীলার, ঘনাই, বলাকাই, মাতার, মুতার, শ্বেবে
মিতার নমঃ এইরূপে পূজা করিয়া ব্রাহ্মী প্রকৃতির পূজা করিবে।
ও আং ব্রাহ্মী নমঃ, জং নারসিংগৈ নমঃ, উং মাহেশ্বর্যৈ নমঃ, ও
ং চামুণ্ডার নমঃ, ও ৯ং কোমার্যৈ নমঃ, ঐং অপরাধিতার
নমঃ, ওং বায়টৈ নমঃ, অং নারসিংহৈ নমঃ।

এই পূজার পর অষ্ট ভৈরবের পূজা করিতে হয়। যথা ঐং
হ্রীং অং অসিতাক্ষার ভৈরবায় নমঃ, ঐং হ্রীং হং রুবে ভৈরবায়
নমঃ, ঐং হ্রীং উং রুবে ভৈরবায় নমঃ, ঐং হ্রীং উং চণ্ডায়
ভৈরবায় নমঃ ঐং হ্রীং ঐং ক্রোধায় ভৈরবায় নমঃ, ঐং হ্রীং
হং উম্মতায় ভৈরবায় নমঃ, ঐং হ্রীং ঐং কপালিনে ভৈরবায়
নমঃ, ঐং হ্রীং ওং ভীষণায় ভৈরবায় নমঃ, ঐং হ্রীং অং হ্রীং
সংহারায় ভৈরবায় নমঃ।

ইহাদের পূজা করিয়া বটুকগণের পূজা করিতে হয়। ও
ব্রাহ্মীপুত্রবটুকায় নমঃ, মাহেশ্বরীপুত্রবটুকায় নমঃ, বৈষ্ণবীপুত্র-
বটুকায় নমঃ কোমারীপুত্রবটুকায় নমঃ, ইন্দ্রাণীপুত্রবটুকায় নমঃ
মহালক্ষ্মীপুত্রবটুকায় নমঃ, বারাহীপুত্রবটুকায় নমঃ, চামুণ্ডাপুত্র-
বটুকায় নমঃ এইরূপে শক্তি অঙ্গসারে বটুকগণের পূজা করিবে।
বটুকপূজার পর ডাকিনীভ্যো নমঃ, যোগিনীভ্যো নমঃ, ও ক্লেত্র-
পালায় নমঃ, ও গাং গণপতয়ে নমঃ। ইহাদিগকে পাণ্ডাদি দ্বারা
পূজা করা বিধেয়। এইরূপে পূজা করিয়া লোকপালগণের পূজা
করিতে হইবে। যথা—ওং লাং ইন্দ্রায় দীতবর্গায় হুৰাদিপতয়ে
সায়ুধবাহনপরিবারায় নমঃ, রাং অগ্নয়ে রক্তবর্গায় তেজোহুদিপতয়ে
সায়ুধবাহনপরিবারায় নমঃ, বাং বসায় ক্রতবর্গায় প্রেতাধিপতয়ে
সায়ুধবাহনপরিবারায় নমঃ, বাং বরুণায় গুরুবর্গায় জলাধিপতয়ে
সায়ুধবাহনপরিবারায় নমঃ, বাং বায়বে ধূমবর্গায় প্রাণাধিপতয়ে
সায়ুধবাহনপরিবারায় নমঃ, সাং কুবেরায় গুরুবর্গায় ক্ষেত্রাধিপতয়ে
সায়ুধবাহনপরিবারায় নমঃ, হাং জৈশানায় গুরুবর্গায় ভূতাধিপতয়ে
সায়ুধবাহনপরিবারায় নমঃ, হ্রীং অনন্তায় গৌরবর্গায় নাগাধি-
পতয়ে সায়ুধবাহনপরিবারায় নমঃ, আং ব্রহ্মণে রক্তবর্গায়
প্রজাধিপতয়ে সায়ুধবাহনপরিবারায় নমঃ, এইরূপে পূজা
করিতে হয়। তৎপরে অস্ত্রপূজা করিতে হইবে। ও বজ্রায় নমঃ
শক্তয়ে, দণ্ডায়, খড়্গায়, পাশায় অক্ষুণায় গদার, শূল্য, চক্রায়,
পদ্মায় প্রত্যেকের শেষে নমঃ বলিয়া পূজা করিয়া মহাকালের পূজা
করিতে হয়। মহাকালের ধ্যান—

“মহাকালং যজ্ঞদেব্যা দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকম্।

বিভক্তং দণ্ডখণ্ডাদে দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুম্ ॥

ব্যাক্রচন্দ্রায়তকটিং তুলিলং রক্তবাসসং।

ত্রিনেত্রমূৰ্দ্ধকেশঞ্চ মুণ্ডমালাবিভূষিতং।

জটাবারলসচ্চন্দ্রখণ্ডমুগ্রং জলন্তম্ ॥”

এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা এবং অৰ্ঘ্যস্থাপন
পূৰ্বক পুনরায় ধ্যান ও বোড়শোপচারে পূজা করিবে।

মহাকালপূজার একটি বিশেষ মন্ত্র আছে, ঐ মন্ত্র দ্বারা পূজা
করিতে হয়। মন্ত্র হুঁং ক্রৌঃ বাং রাং লাং বাং আং ক্রোঃ মহাকাল-
ভৈরব সৰ্ববিদ্যা নশয় নশয় হ্রীং শ্রীং ফটু স্বাহা, এইমন্ত্রে
আসনাদি বোড়শোপচার দ্বারা পূজা করিবে। পূজার পর রক্ত
চন্দন দ্বারা হুঁং ক্রৌঃ বাং রাং লাং বাং আং ক্রোঃ মহাকালভৈরবঃ
তর্পর্যায় স্বাহা এই মন্ত্রে তিনবার তর্পর্য করিবে। নৈবেদ্য ও
বলি দিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। হুঁং মহাকালভৈরবঃ শ্রীনাথিপ
ইমং বলিং গুরু গুরু গুরুপয় গুরুপয় বিয়নিবারণং কুরু কুরু
সিদ্ধিং প্রযচ্ছ মে স্বাহা।

তৎপরে গুজা, মুণ্ড, বর ও অভয় ইত্যাদিগের পূজা করিয়া গুরু-
পংক্তির পূজা করিবে। যথা—এতে গুরুপুঞ্জে ও দিব্যোদগুরুগণ-
ত্রীপাতকাং পূজয়ামি নমঃ ও দিব্যোদগুরুগণাতর্পর্যায় স্বাহা,
এইরূপে পূজা ও তর্পর্য করিতে হয়। ইহার সিদ্ধোদগুরুগণ ও
মানবোদগুরুগণের পূজা ও তর্পর্য করিতে হইবে।

তাহার পর করম্বাস ও পুনরায় দেবীর ধ্যান করিয়া
যথাবিধি মূর্ত্তা প্রদর্শনপূর্বক দশোপচারে পূজা করিবে।
এইরূপে পূজা করিয়া ক্রীঃ সপরিবার শ্রীমদক্ষিণকালিকা-
মাতৃপাতাং বলিয়া তিনবার তর্পর্য করিবে। তর্পর্যের পর
পুষ্পাঞ্জলি দিতে হয়। এষঃ পুষ্পাঞ্জলিঃ ক্রীঃ সায়ুধবাহনপরি-
বারমহাকালসহিতশ্রীমদক্ষিণকালিকাশ্রীপাদকাং পূজয়ামি নমঃ।
এইরূপে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া করম্বাড়ে পাঠ করিতে হয় যে,
“সায়ুধাঃ সপরিবারা মহাকালসহিতাঃ শ্রীমদক্ষিণকালিকাঃ
পূজিতাঃ সন্তা।”

এইরূপে সমস্ত পূজা করিয়া ও সর্বভ্যো দেবভ্যো নমঃ, ও
সর্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ মন্ত্রে পূজা শেষ করিবে। ইহার পর
বলিদ্রব্য হুঁং গর্ভ ত্রিকোণমণ্ডলের উপরি ভাগে রাখিয়া খেছুমূর্ত্তা
প্রদর্শন পূর্বক পাঠ করিবে।

‘ও এহেহি জগতাং মাত জননি জগতাং গুরু গুরু ইমং বলিঃ
মম সিদ্ধিং দেহি দেহি, শত্রুক্ষয়ং কুরু কুরু সর্বসংসারং বশমানম
হুঁং হ্রীং ফটু স্বাহা ও হ্রীং শ্রীং দক্ষিণকালিকায়ৈ স্বাহা এব বলি নমঃ’
ইহার পর তান্ত্রিক বলিদানের নিয়ম ও মন্ত্র অঙ্গসারে ছাগাদি
উৎসর্গ করিয়া বলি দিতে হইবে। বলিদানের পর বলিদ্রব্য ও
কুধিরা দি দেবীকে নিবেদন করিয়া দিয়া আনন্দিক করিবে।
তাহার পর অষ্টোত্তম শতদীপ এবং ভোগ দেবীর উদ্দেশে নিবেদন
করিয়া দিতে হয়, ভোগের পর তন্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে হোম করিতে
হইবে। এই হোমে ১০৮ বা ২৮টি বিঘ্নপত্র আহুতি স্বরূপে
প্রদান করিতে হইবে। হোমের পর করাদি স্তোত্র ও কবোচ্চ

পাঠ করিবে। শুব ও কণচ পাঠ শেষ হইলে শক্তি অতুসারে জপ করিতে হয়। দেবীর বামহস্তে জপ সমর্পণ করিবে : জপ সমর্পণ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে আত্মসমর্পণ করিতে হয়; মন্ত্র যথা—
ইতঃপূর্বে প্রাণবুদ্ধিদেহধর্মাদিকারিতা জাগ্রৎস্বপ্নমুগ্ধাবস্থাসু
মনসা বাচা হৃদাভ্যাং পদ্মাসুদরেণ শিখা চ যৎ স্মৃতং যজ্ঞতং যঃকৃতং
তৎ সর্কং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা মাং মদীয়ং সকলং শ্রীমদক্ষিণ-
কালিকায়ৈ সমর্পয়ামি ওঁ তৎসৎ। এইরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া
শান্তি, তিলক ও দক্ষিণাস্ত করিতে হইবে। তৎপরে দেবীর অঙ্গে
আবরণদেবতা সকলের বিলয় চিত্তা করিতে হয়। ইহার পর
বৈষ্ণব্য সমাধান করিয়া বিসর্জন করিতে হয়। সংহারমুদ্রা দ্বারা
শ্রীমদক্ষিণকালিকে দেবি ক্ষমস্ব, এই মন্ত্রে বিসর্জন করিয়া
সেই তেজ পুষ্পের সহিত স্বহস্তে স্থাপন করিবে।

“ওঁ উত্তরে শিখরে দেবি ভূম্যাং পর্কতবাসিনি।

ব্রহ্মযোনিঃসমুৎপন্নো গচ্ছ দেবি মমাস্তরম্ ॥”

এই মন্ত্রে ঐ তেজ হৃদয়ে ধরিয়া তাঁচার পর নিবেদিত নৈবে-
দ্যের কিঞ্চিৎ অংশ লইয়া ওঁ উচ্চিষ্টচাপ্তালিন্যৈ নমঃ, এই মন্ত্রে
ঈশান কোণে প্রদান করিয়া অবশিষ্টাংশ ভক্তদিগকে প্রদান
করিবে। এবং অরুৎ কিঞ্চিৎ প্রসাদ গ্রহণ করিবে। অনন্তর যঃ
লেপ চন্দন লইয়া কপালে দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা হ্রীং
এই বীজ লিখিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে তিলক ধারণ করিবে। মন্ত্র—

“যং যং স্পৃশামি পাদাভ্যাং যো মাং পশ্যতি চক্ষুযা।

স এব দাসতাং বাতু রাজানো হৃষ্টদত্তব্যঃ ॥”

এইরূপে যে সাধক শ্রীর আরাধনা করেন, তাহার সকল
সিদ্ধিলাভ হয়, এমন কি তিনি ভৈরব গৃহস্থ ও ত্রিভুবন বণাভূত
করিতে সক্ষম হন।

ক্ৰীং এই মন্ত্রের পুরস্চরণ করিতে হইলে উহার হ্রী লক্ষ বার
জপ বিহিত হইয়াছে। একাক্ষর ভিন্ন শ্রামা দেবীর অনেক মন্ত্র
অভিহিত হইয়াছে, এই সকল মন্ত্র অতুসারেও শ্রামাপূজা করিলে
সর্ক প্রকার সিদ্ধি লাভ হয়। ঐ সকল মন্ত্রগ্রহণ স্থলে গুরু মন্ত্র
বিচার করিয়া সাধককে প্রদান করিবেন, তাহা হইলে সাধক
সেই মন্ত্রের উপাসনায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। ঐ
সকল মন্ত্র যথা—

হ্রীং ইহার একটা একাক্ষর মন্ত্র। ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং ক্রীং ক্রীং
ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং এই এক-
বিংশাক্ষর মন্ত্র, এই মন্ত্রের পুরস্চরণ লক্ষ জপ। ক্রীং হ্রীং হ্রীং ইহা
ত্র্যাক্ষর মন্ত্র, ক্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা, ক্রীং ক্রীং ক্রীং ফট স্বাহা,
ইত্যাদি অনেক মন্ত্র আছে, বাছল্য ভয়ে ঐ সকল মন্ত্র উল্লেখ করা
হইল না। এই সকল প্রত্যেক মন্ত্রেরই পূজা প্রণালী কিছু কিছু
ভিন্ন এবং পুরস্চরণের জপেরও ন্যূনাতিরেক আছে।

এইরূপ সকল মন্ত্রই সাধকের সর্কভীষ্টফল প্রদ। ততুসারে
এই সকল মন্ত্রের পূজা প্রণালী ও পুরস্চরণাদি সমস্ত বর্ণিত
হইয়াছে।

শনি বা মঙ্গলবারে অথবা অমাবস্যা চতুর্দশী প্রভৃতি তিথিতে
বিপত্কার কামনার বে শ্রামা পূজা হইয়া থাকে, তাহা ক্রীং এই
একাক্ষর মন্ত্র দ্বারা হইয়া থাকে। এই মন্ত্রে পূজা করিলে কালী
সাধককে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করেন।

শ্রামা পূজা স্থলে রক্তচন্দন দ্বারা শ্রামা মন্ত্র অঙ্কিত করিয়া
তাঁহাকে পূজা করা যায়। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে
শ্রামাকবচ ও শ্রামাবস্ত্রধারণ এবং শ্রামাস্তব ও কবচ পাঠ করিলে
বিপদ দূর হয়।

শনির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শ্রামা, অতএব শনিগ্রহে বিপদ
থাকিলে শ্রামা পূজা ও শ্রামার মন্ত্র কবচাদি ধারণ ও পাঠে শনির
বিপত্ততা প্রযুক্ত যে দোষ তাহা নিবারিত হয়।

শ্যামাক (পুং) শ্রামঃ শ্রামবর্ণমকর্তীত্বাৎ অক গতো অণ্। তৃণ-
ধাতু ভেদ, চলিত শ্রামাধান। পর্যায়—শ্রামক, শ্রাম, দ্বিগীজ,
অবিপ্রিয়, স্কুমার, রাধাধাজ, তৃণবীজোক্তম। গুণ—মধুর,
কষায়, তিক্ত, লঘু, শীতল, বাতকারী, কফ, পিত্ত ও ব্রণদোষ-
নাশক, গ্রাহী। (রাজনিং)

শ্যামাস্ত্র (পুং) শ্রামানি অঙ্গানি যস্ত। ১ বৃধগ্রহ। (ত্রিকাণ্ড)
(ত্রি) ২ কৃষ্ণবর্ণ কলেবরবিশিষ্ট। ত্রিরাং ভীপ্ শ্যামাকী,
ও নীলদূরী। (বৈজ্ঞকনিং)

শ্যামাতৃকী (স্ত্রী) কৃষ্ণপুষ্প অরহর, কাল অরহর। গুণ—দীপন
ও পিত্তদাহক। (রাজনিং)

শ্যামাদিবর্গ (পুং) হৃক্ষতোক্তগণ বিশেষ। শ্রামালতা, মহাশ্রামা-
লতা, তেউড়ী, দস্তী, চৌচবড়িকা, লোধ, কমলাগুড়ি, মহানিষ,
পুগলুল, ইন্দুরকণি, রাখালশাশা, দোঁদাল, নাটাকরঞ্জ, ডহর-
করঞ্জ, গুলক, ছাতিম, ছাগলবেঁটে, মনসাগীজ ও স্বর্ণকীরী
লতা, এইগুলি শ্রামাদিগণ; ইহা গুণ ও বিষনাশক, আনাহ ও
উদররোগে মলভেদকারী এবং উদাবর্তরোগ প্রণাশক।

(হৃক্ষতং ২৮ অ)

শ্যামানন্দ, উৎকলে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক একজন মহাপুরুষ।

শ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভুর অগ্রকটের পরে গঙ্গা যমুনা সর্বস্বতী
এই ত্রিবেণী-প্রবাহের জায় তিনটি ভক্তিময় বিগ্রহ এদেশে
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্তের প্রবর্তিত ভক্তিস্রোত প্রবাহিত রাখেন।
এই তিন মহাপুরুষের মধ্যে একজনের নাম শ্রীনিবাস আচাধ্য,
অপরের নাম ঠাকুর নরোত্তম, তৃতীয়টি এই সন্দর্ভের আণাচা
শ্যামানন্দ। প্রয়াগতীর্থে যেমন গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর
সম্মিলন সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণাধন ধামে এই তিন মহাপুরুষ একত্র

সম্মিলিত করেন। এই কুম্ভাবন ধামেই ইহাদের জন্মসময়ত
ভক্তিধারা প্রবৃদ্ধ হয়, তথা হইতেই ইহারা ত্রিবেণী ধারার ভায়
বশের সমতলক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া প্রেমভক্তির বজ্রায় পুনর্বার
বঙ্গ ও উৎকলের অধিবাসীদের জন্ম পরিপুষ্ট করিয়া তোলেন।
শ্রীমন্নিত্যানন্দ দাস বিরচিত প্রেমবিলাস, নরহরিন্দাস বা
ধনশ্যাম চক্রবর্তী প্রণীত ভক্তিরত্নাকর এবং শ্যামানন্দ সম্প্র-
দায়ের অমুগত শ্রীমদগোপীজনবল্লভদাসবিরচিত রসিকমঙ্গল
গ্রন্থে আমরা শ্যামানন্দের জীবনগুণ সৰ্ব্বত্র কিছু কিছু ঘটনা
জানিতে পাই।

শকের পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে উড়িষ্যার অন্তর্গত দণ্ডেশ্বর
গ্রামে শ্যামানন্দের আবির্ভাব হয়। ইহার পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ
মণ্ডল, ইনি জাতিতে সদগোপ। শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলের পূর্ববাস গোড়
ছিল। তিনি গোড় ভাগ করিয়া উৎকলে আসিয়া দণ্ডেশ্বর
গ্রামে আপন আবাস নির্মাণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলের পত্নীর
নাম হরিকা। হরিকা ভগবদ্ভক্তিপরায়ণা ও পিত্রিতা ছিলেন।
শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল মহাশয় ও ধর্ম্মাহুরকপিতার ঔরসে এবং তাদৃশী জননীর গর্ভেই
মহাত্ম্যভাবের জন্ম হয়, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। শ্যামানন্দের প্রভাবস্থান
সর্বত্রও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। গোপ মহাশয় সর্বদাই
ধর্ম্মকার্যে রত থাকিতেন, কৃষ্ণভক্তিমায়া নিরন্তর অন্তরের স্তরে
স্তরে প্রবাহিত হইত, স্বামী সতী পতিব্রতা সত্য ছারার ভায়
স্বামীর পার্শ্ব দেশে বিচরণ করিয়া সহধর্ম্মিণী রূপে দিনযাপন
করিতেন। ভক্তির অনুরাগে সুধামধুর কৃষ্ণকথায় ইহারা
উভয়ে সমর অতিবাহিত করিতেন। হরিকার ভক্তিবিশুদ্ধ
অঠরেই শ্যামানন্দের জন্ম হয়। যথা রসিকমঙ্গলে—

“গোপকুলে শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল মহাশয়।

গোড় ছাড়ি উড়িষ্যাতে করিলা আলয়।

দণ্ডেশ্বর বলিগ্রামে বড় পুণ্য স্থান।

সেই গ্রামে মহাশয় করিলা নিধান।

হরিকা বলিয়া তাঁর পত্নী পতিব্রতা।

শাস্ত দান্ত কমালীল সেই জগন্মাতা।

পতি পত্নী দোহে তাঁরা ব্রহ্মণ্য বিদিত।

সর্বধর্ম্মপরায়ণ ভক্তিগুণ চিত।

ভাহার উদরে জন্মে শ্যামানন্দ রায়।

কত দিন রহিলেন আপন আলয়।”

ভক্তিরত্নাকরেও দণ্ডেশ্বর গ্রামেই শ্যামানন্দের পিত্রালয়
বলিয়া লিখিত আছে। এই গ্রন্থে শ্যামানন্দের জন্ম সর্বত্র
আমরা আরও কিছু বিশেষ পরিচয় পাই। ইহাতে লিখিত
আছে যথা—

“চৈত্র পূর্ণিমাতে রাখিলেন শ্যামানন্দ।

দিনে দিনে বাড়িলেন বেই বাড়ি চন্দ্র।”

শ্যামানন্দের পিতা মাতার পরিচয় ও পিত্রালয় স্থান সর্বত্র
ভক্তিরত্নাকরে এইরূপ লিখিত আছে—

“দণ্ডেশ্বর গ্রামে বাস সর্বপ্রাণে প্রবল।

মাতা শ্রীহরিকা পিতা শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল।

সদগোপ কুলেতে শ্রেষ্ঠ অতি সুচরিত।

কৃষ্ণ সে সর্বত্র তার তত্তে অতি শ্রীতি।

* * * *

ধারেন্দ্র বাহাদুর পুরেতে পূর্বে অবস্থিতি।

শিষ্টলোক কহে শ্যামানন্দ জন্ম তথি।” (প্রথম তরঙ্গ)

আবার উক্ত গ্রন্থের সপ্তম তরঙ্গে লিখিত আছে—

“গোড়দেশে মধ্যে দণ্ডেশ্বর নামে গ্রাম।

যথা পূর্বে কৃষ্ণ মণ্ডলের বাস স্থান।

তারপর উৎকলেতে করিলেন বাস।

কি বলিব দণ্ডেশ্বরে অকৃত বিলাস।

সেই পথ দিয়া শ্যামানন্দের গমন।

শ্যামানন্দ দেখি সবে জুড়ায় নয়ন।

তথা হৈতে গিয়া নিম্ন ধারেন্দ্র গ্রামেতে।

হইলা উদ্বিগ্ন হৃদয় পত্নী পাঠাইতে।”

এই বিবরণ পাঠে জানা যায় দণ্ডেশ্বর গোড়ের অন্তর্ভুক্ত।

এই স্থানেই পূর্বে কৃষ্ণ মণ্ডলের বাসস্থান ছিল। অতঃপরে তিনি
উৎকলে ধারেন্দ্র বাহাদুরপুর গ্রামে যাইয়া বাস করেন। প্রথম
তরঙ্গের উক্তভাংশ পাঠে মনে হয় ধারেন্দ্র বাহাদুরপুরেই
শ্যামানন্দের জন্ম হয়।

শ্যামানন্দ বাল্যে হুখী কৃষ্ণদাস নামে অভিহিত হইতেন।

“শ্যামানন্দ” নামটা ইহার গুরু জ্বরানন্দ প্রদত্ত ইহাই রসিক-
মঙ্গল গ্রন্থে লিখিত আছে—

“দেখিয়া জ্বরানন্দ মনেতে উল্লাস।

এই সে কৃষ্ণভক্তি করিবে প্রকাশ।

পুছিলেন মহাশয়ে কার তুমি দাস।

কি নাম কি কার্য হেথা করহ প্রকাশ।

কহিলেন মোর নাম হুখী কৃষ্ণদাস।

জন্মে জন্মে হুই বে তোমার নিজ দাস।

তনিয়া জ্বরানন্দ প্রভুর আনন্দ।

* উপদেশ করি নাম দিলা শ্যামানন্দ।”

প্রেমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকরের বহু স্থানে ইনি হুখী কৃষ্ণদাস
নামে আপনায় পরিচয় দিরাছেন। কিন্তু শ্যামানন্দের নামকরণ
সর্বত্রও ভক্তিরত্নাকরে অনেক জাতীয় বিবরণ জানা যায়—

কোন মতে মণ্ডলের নাহি প্রতিবন্ধ ।
শত্রু কল্যাণ গত হৈল হৈল শ্যামানন্দ ॥
জন্মিলেন শ্যামানন্দ অতি ভক্তকণে ।
যে দেখে বারেক তার মহানন্দ মনে ॥

গ্রামবাসী ক্রীড়ণ করয়ে বারবার ।
এখন দুখীয়া নাম রহক ইহার ॥
মাতা পিতা হুঃখ সহ পালন করিল ।
এই হেতু দুখী নাম প্রথম হইল ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দয়া উপজিল ।
দুখী নাম পূর্বে কৃষ্ণদাস নাম খুইল ॥
শ্যামানন্দ নাম ব্যক্ত হবে বুদ্ধাবনে ।
জানাইল ভক্তিতে জানিল বিজগণে ॥
দুখী কৃষ্ণদাস নাম হইল বিদিত ।
নিজ ইষ্ট সেবায় হইল নিয়োজিত ॥ (প্রথম ভরঙ্গ)

শ্যামানন্দ নামপ্রাপ্তি সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে নিম্নলিখিত
প্রসঙ্গ লিখিত হইয়াছে—

“শ্রীজীব গোবামী শ্যামানন্দে রূপা করি ।
করিলেন মানস সেবার অধিকারী ॥
রাধা শ্যামানন্দরের সুখ জন্মাইল ।
জানিয়া শ্রীজীব শ্যামানন্দ নাম খুইল ॥”

ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে, শ্যামানন্দ বাল্যকালে অপ-
রাপর বালকদের মেলে মিশিতেন না, অতিজর বয়সেই তিনি
ব্যাকরণে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বাল্য বয়সেই তাঁহার
হৃদয়ে ভক্তিভাব, বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি ভক্তগণের মুখে
শ্রীগৌরনিত্যানন্দের লীলাচরিত শুনিয়া বিম্বল হইতেন, আর—

“নিরন্তর সেই গুণ করয়ে কীর্তন ।
নদীর প্রবাহ প্রায় করে ছনয়ন ॥
সদা রাধাকৃষ্ণলীলামৃত করে পান ।

পিতা মাতা সেবায় অত্যন্ত সাবধান ॥” (ভক্তিরত্নাকর, ১তম)
তাঁহার বাল্যজীবনেই ভাবিমহত্বের বহুল চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া
উঠিয়াছিল। কৃষ্ণদাস বাল্যকাল হইতেই কৃষ্ণপ্রেমে অধীর
ছিলেন, কৃষ্ণবিরহের হুঃখ বাথায় নিরন্তর ইঁহার চিত্ত ব্যথিত
থাকিত। মণ্ডলমহাশয় কমলার রূপায় কখনও দারিদ্র্য হুঃখের
লেশাভাসও অনুভব করেন নাই। বিশেষতঃ তদীয় গৃহে
হরিকণা দেবী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর জায় বিরাজ করিতেন। কিন্তু
সংসারের এত সুখসুবেও কৃষ্ণদাস নিরন্তর কৃষ্ণবিরহে আকুল
থাকিতেন, তিনি হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলিয়া নিরন্তর নরনরলে পরি-

প্লুত হইতেন। তাঁহার এই বৈরাগ্যভাব দেখিয়া প্রতিবেশীদের
শ্রদ্ধাশ্রমে মণ্ডল মহাশয় একটা সুরূপা বালিকাকে শ্যামানন্দের
অকলস্মীরূপে বিবাহহুত্রে আবদ্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু শ্রীমদাস
গোবামীর জায় কৃষ্ণাবিষ্টচিত্ত কৃষ্ণদাস তাহাতেও সংসারে
আসক্ত হইলেন না, তাহাতেও তাঁহার কৃষ্ণবিরহের নরনাশের
বিষয় হইল না। শ্রামবিরহে শ্যামানন্দ সমগ্র জগৎ অন্ধকার
দেখিতে লাগিলেন, বিষয় বিষয় প্রতিভাত হইল, এই অবস্থায়
শ্যামানন্দ দিনযামিনী কেবল কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিতেন,
যথা রসিকমঙ্গলে—

“সদাই বৈরাগ্যচিত্ত কৃষ্ণ অনুরাগে ।
নয়নের জলে তাঁর সর্ব অঙ্গ ভিজে ॥
কৃষ্ণরসাবেশে প্রভু আপন না জানে ।
দিবা নিশি কৃষ্ণ বলে কান্দে অনুরাগে ॥
গৃহাসক্ত হুঃখ জানে বিষের সমানে ।
কিছুই না ভার তাঁর একা কৃষ্ণ বিনে ॥”

কৃষ্ণদাসের বিপুল ভোগবিলাস বৈভব থাকা সত্ত্বেও তিনি
কৃষ্ণবিরহে দুঃখী। এই ভাবে ক্রিয়দিন অতিবাহিত হইল।
কৃষ্ণদাস কোন ক্রমেই আর গৃহে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। বহু
বাধবগণ শ্যামানন্দকে গৃহে রাখিতে বহু যত্ন করিলেন, কিন্তু
তাঁহার বালির আলি বাছিয়া সেই বৈরাগ্যসিদ্ধির তরঙ্গ রোধ
করিতে সমর্থ হইলেন না। কৃষ্ণদাস শ্রীমৎ অজ্ঞ বলায়ামের
প্রতি সংসারের ভার সমর্পণ করিয়া তীর্থভ্রমণোপলক্ষে গৃহের
বাহির হইলেন।

বলায়ামও অজ্ঞের জায় শান্ত দান্ত ও ধর্মভীরু ছিলেন।
জ্যেষ্ঠের গৃহত্যাগে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, তাঁহার সঙ্গে
তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে করিতে তিনিও গৃহের বাহির
হইতে মনন করিলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠের আদেশ পালনের নিমিত্ত
তাঁহাকে আরও কিছুদিন সংসার করিতে হইয়াছিল। অতঃপরে
তিনিও সংসার ত্যাগ করেন।

শ্যামানন্দ কত শাকে গৃহ ত্যাগ করেন, তাহার কোন
উল্লেখ না থাকিলেও তিনি কোন মাসে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন,
ভক্তিরত্নাকরগ্রন্থে তাহার পরিচয় আছে, যথা—

“বাল্য পৌগুণদি গৃহে করিয়া বিলাস ।
নব্য বৌবনেতে গৃহে হইলা উদাস ॥
ফাস্তন মাসেতে শ্যামানন্দ মহাবীর ।
গৃহ ছাড়িবেন মনে করিলেন স্থির ॥”

শ্যামানন্দ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমে অম্বুরা নগরে
(অধিকা) উপনীত হইলেন। এখানে বৈষ্ণবচার্য্য হরচৈতন্য
তাঁহাকে দেখিয়া নিরতিশয় প্রীতিলভ করিলেন। কৃষ্ণদাস

জয়দামের চরণে আশ্রয়-সমর্পণ করিয়া বলিলেন, “প্রভো! আমি আপনার দাস, আমাকে কৃপা করিয়া কৃতার্থ করুন।” ভক্তবৎসল জয়দাম শ্রীমানন্দকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। কাকতী পূর্ণিমার কক্ষদ্বার জয়দামের নিকট বীক্ষিত হইলেন। এই সময় হইতে তিনি গুরুদত্ত শ্রীমানন্দ নামে অভিহিত হইলেন। বীক্ষাতে শ্রীমানন্দের প্রতি গুরুদেব জয়দামের যে আদেশ প্রদত্ত হইল, রসিকমঙ্গলগ্রন্থে তাহার এইরূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়,—

“আজ্ঞা কৈল শ্রীমানন্দে শুন হে সখর।

উৎকলে বৈষ্ণব কর সর্ব যেরে বর ॥

তোমার কৃপার হবে তোমার মঙ্গল।

হেন জন উৎকলে হৈল সন্নিধান ॥

তার তরে সর্বজীবে কর প্রেমদান।

চৈতন্তের আজ্ঞা হরেকৃষ্ণ বোল নাম ॥

চৈতন্তের প্রেমভক্তি করহ প্রচার।

উৎকলের সব জীবে করহ উদ্ধার ॥”

গৌরীদাসশিষ্য জয়চৈতন্তের নিকট বীক্ষাগ্রহণান্তর শ্রীমানন্দ তীর্থপর্যটনে বহির্গত হইয়া বজ্রেশ্বর, বৈষ্ণবাখ, গয়া, কাশী, মহাপ্রয়াগ, মথুরা, যমুনা, বিশ্রাস্তহান, গোবর্দ্ধন, বৃন্দাবন, হস্তিনা, দ্বারকা, কলিঙ্গতীর্থ, মৎস্ততীর্থ, শিবকাশী, বিষ্ণুকাশী, কুরুক্ষেত্র, পৃথ্বীক, বিদ্যুসরোবর, প্রভাস, ত্রিতকুণ, বিশালা, ব্রহ্মতীর্থ, চন্দ্রতীর্থ, সরস্বতী, নৈমিষ, অযোধ্যা, সরযু, কোলিকী, পৌলস্ত্যআশ্রম, গোমতী, গণ্ডকী, ষোড়শতীর্থ, মহেন্দ্রপর্বত, হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম, পম্পা, সপ্তগোদাবরী, শ্রীপর্বত, ত্রাবিড়, বেঞ্চটাজি, কাম্যকোটিপুর, মধুপুরী, কৃতমালা, তাম্রপণী, মলয়পর্বত, অগস্তা, বজ্রশালা, অনন্তপুর, পঞ্চাপরা সরোবর, গোকর্ণ, কুলালক, দ্বিসর্তক, তুর্কেশন, নির্ঝিঝা, পরোক্ষী, রেবা, মাহিমতীপুরী, ময়ূরী, পূর্ণ্যক, প্রতীচিরি, সেতুবন্ধ, অবন্তী, জিরড়নুসিংহ, দেবপুরী, ত্রিমল, কুর্ননাথ, গঙ্গাসাগর, পুরুষোত্তম ও নবদ্বীপ প্রভৃতি বহু তীর্থস্থান সন্মর্শন করিয়া স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করেন।

তিনি কিয়দিন গৃহাশ্রমে থাকিয়া পুনর্বার শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন। শ্রীবৃন্দাবনসন্মর্শনে শ্রীমানন্দের জন্মে কৃষ্ণপ্রেম উৎপলিয়া উঠিল। রাধাকৃষ্ণ ও ভ্রামকৃষ্ণ দেখিয়া নয়নজলে তাঁহার বন্ধ ভাসিয়া গেল। শ্রীমানন্দের এই অসাধারণ প্রেম-বিহ্বলতা দেখিয়া ব্রজবাসিন্দ্রাই বিম্বিত হইলেন। শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোবামীর শিষ্য দাস ব্রজবাসী শ্রীমানন্দকে রঘুনাথ দাস গোবামীর আশ্রমে লইয়া গেলেন। দাস গোবামীকে দেখিয়া শ্রীমানন্দ ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীমানন্দের

নয়নান্তর উৎস অধরন্ত, তাহার বিরাম বিশ্রাম ছিল না। শ্রীমৎ দাসগোবামী শ্রীমানন্দকে একদিন আপনার নিকটে রাখিয়া পরদিন ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য বৃন্দাবনে শ্রীজীবগোবামীর নিকট প্রেরণ করিলেন। এইভাবেই শ্রীনিবাস ও মরোত্তমের সহিত শ্রীমানন্দের প্রথম পরিচয় হয়।

শ্রীমানন্দ বালাকালেই সংকটভাষার ব্যাকরণ প্রভৃতি গ্রন্থে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীজীব গোবামীর চরণতল আশ্রয় করিয়া ভক্তিগ্রন্থ পাঠ্যরত্ত করিলেন। শ্রীমানন্দ অচিরেই ভক্তিশাস্ত্রে অধিকার লাভ করিলেন। ভক্তিরসাকরে লিখিত আছে, শ্রীমানন্দ শ্রীজীবের নিকট ভক্তিশাস্ত্রে অধিকার লাভ করিয়া অধ্যাপক হইয়াছিলেন। শ্রীজীবের কৃপার শ্রীমানন্দ মানসসেবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে দ্বিবাশিষ্য মানসে শ্রীরাধাকৃষ্ণ সেবা করিতেন। এইরূপ সেবার তিনি শ্রীমহুন্দের আনন্দ জন্মাইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে শ্রীজীব ‘শ্রীমানন্দ’ নামে অভিহিত করেন। এই সময়ে শ্রীমানন্দ সততই শ্রীনিবাস ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে অবস্থান করিতেন। শ্রীমানন্দ প্রায়শই তাহার বীক্ষাওক শ্রীমৎ জয়চৈতন্ত ঠাকুরের নিকট পত্র লিখিতেন। তিনিও শ্রীমানন্দের প্রতি পরমদয় করিয়া পত্রোত্তর দিতেন ও শ্রীমানন্দের সুশিক্ষার জন্য শ্রীজীব গোবামীকেও অহুরোধ করিয়া পত্র লিখিতেন। এইরূপে শ্রীমানন্দ দীর্ঘকাল ব্রজে বাস করিয়া পুনরায় উৎকলে প্রত্যাগমন করেন।

শ্রীমানন্দের উৎকলে প্রত্যাবর্তন সঙ্ঘে রসিকমঙ্গলে একটি কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, উহার মর্ম এইরূপ—শ্রীমানন্দ দ্বিবাশিষ্য বৃন্দাবনের এক নিভৃত নিকুঞ্জে বসিয়া হরিনাম জপ করিতেছেন, নাম জপিতে জপিতে তিনি একপ্রকার প্রেমাবিষ্টের দ্বার হইয়াছেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার পুরোভাগে লাক্ষ্য শ্রীগোবিন্দের সন্মর্শন পাইলেন। শ্রীগোবিন্দদেব শ্রীমানন্দকে সন্মোদন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “শ্রীমানন্দ, উৎকলের রসিকসুয়ারি আমার ভক্তি প্রিয়তম। তোমার বিরহে ইনি অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। তুমি সন্মুখে উৎকলে বাইরা উহাকে কৃপা কর, এবং উৎকলের লোকদিগের উদ্ধার কর,—

“মোর প্রিয়তম ভক্ত রসিক সুয়ারি।

তারে উপদেশ কর উৎকলপুরী ॥

মোর প্রেমভক্তি ঘোহে কর পরচার।

উৎকলের সব জীবে করহ উদ্ধার ॥

মোর আত্মপ্রিয়তম ব্রজবাসী জন।

তারে কৃপা কর গিয়া উৎকল ভুবন ॥”

শ্যামানন্দ শ্রীমূর্তিসম্মানে ও আদেশ প্রবণে চমৎকৃত হইলেন।
 দেখিতে দেখিতে শ্রীমূর্তি আর দেখিতে পাইলেন না। অনেক
 দিন পরে শ্যামানন্দের ঘরদে আবার উৎকলের স্মৃতি উদিত হইল,
 তদীয় গুরুদেব জয়চৈতন্তের আদেশবাণীও তাঁহার চিত্তকে
 ফুটিয়া উঠিল। তিনি উৎকলে বাওয়ার লজ্জা চিন্তিত হইলেন।
 এদিকে শ্রীকৃষ্ণাবন ভাগকরাও তাঁহার অনিচ্ছা। শ্যামানন্দ
 উত্তর সঙ্কে পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীশ্রীমদন-
 গোপাল জীবগোবামীকে স্বপ্নে জানাইলেন—

“গুন গুন ওহে জীব কহি যে তোমাতে।

শ্যামানন্দে কহ তুমি উৎকলে যাবারে ॥

রসিকমুরারি মোর বড় প্রিয়জন।

তারে লঞা উৎকল করিতে যলন ॥

মোর প্রেম ভক্তি দিব সর্ব জনে জন।

মোর ব্রজবাসী জনে করিবে সেবন।

উৎকলে ব্রজবাসী করিবে পূজন ॥

হুং পার ব্রজবাসী মোর উৎকলেতে।

না জানে মহিমা কেহ সব পাণচিতে ॥

পাপ তিমিরাক্ষ ছাড়াইয়া দিব্যজ্ঞানে।

শ্যামানন্দ রসিক করিবে পরিচাণে ॥”

শ্রীজীবগোবামী স্বপ্ন-বর্ণনে প্রভুর আদেশ বুলিলেন। শ্রীজীব
 বুলিলেন, এবার পরাময়ের উৎকলপরিভ্রমণের ইচ্ছা হইয়াছে,
 শ্যামানন্দের দ্বারা এবার তিনি উৎকলে প্রেমভক্তির বস্তা প্রবা-
 হিত করিবেন। শ্রীজীব পরনিবস প্রত্যয়ে শ্যামানন্দকে স্বপ্ন
 বৃত্তান্ত জানাইলেন, শ্যামানন্দও বীর দৃষ্ট স্বপ্ন শ্রীজীবের নিকট
 নিবেদন করিলেন। এবার শ্যামানন্দের উৎকলে প্রত্যাবর্তনের
 প্রস্তাব একবারেই হিরীকৃত হইয়া গেল। অচিরেই ইহার
 উদ্যোগ আরম্ভ হইল। শ্যামানন্দের নরনাশ একটুকু গুরু হইতে
 না হইতেই কৃষ্ণাবনের সঙ্গিবিহীনতাওয়ার আবার উহা শতমুখী
 গঙ্গার দ্বারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

শ্যামানন্দের প্রত্যাবর্তন সন্ধে রসিকমঙ্গলে একটা অদ্ভুত
 কাহিনী দৃষ্ট হয়। ইহাতে লিখিত আছে, প্রেমভক্তিগ্রন্থ
 সঙ্গে লইয়া শ্যামানন্দ কৃষ্ণাবন হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।
 তদীয় শিষ্য কিশোরদাস, বালকদাস, শ্যামদাস এবং অপর
 ঠাকুরপ্রসাদ দাস এই চারিজন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ইহারা
 আগরা আসিয়া বিশ্রাম করেন। নগরকোটাল ইহাদিগকে
 দেখিয়া সন্নিহান হইল এবং কারাকৃত করিল। নগর-
 কোটাল নিজ বাটীতে পালকদ্বারা ঘুমাইতে লাগিল।
 কিন্তু নিশীথে সে দেখিতে পাইল, সহস্রা কে বেন তাহার
 ঘরে প্রবেশ করিয়া পাণ্ডব সহ তাহাকে তুলিয়া উঠা সজোরে

বৃত্তিকার নিকট করিলেন এবং তাহার বৃক্কের উপর ঘসিয়া বন্ধিতে
 লাগিলেন, “ওরে বাহাদিগকে তুলি সন্মেল করিয়া কারাগারে
 রাখিয়াহিস, তাহার আমার প্রিয়তম। এই অপরোধে হোকে
 নবংশে নিহত করিব।”

ভীষণ বাতুনায় নগরকোটাল অধির হইয়া চীৎকার
 করিতে লাগিল, তাহার মুখ হইতে রক্ত পড়িতে
 লাগিল, তাহার চীৎকারে অপর অপর লোক আসিয়া
 তাঁহাকে জ্বলিয়া করার পর সে সকল প্রকাশ করিয়া
 বলিল, “কারাগারে যে পাচজন বৈরাগী আছেন ইহারা
 অসাধারণ মধুরা, একান্ত কৃষ্ণভক্ত, উহাদিগকে সন্মেল
 এখানে লইয়া এস।” তখন শ্যামানন্দের চরণতলে কোটাল
 লুটাইয়া পড়িয়া কমা প্রার্থনা করিল। অনুদায়নী শ্যামানন্দ
 কোটালকে বলিলেন, “তুমি শ্রীকৃষ্ণ সেবা কর, কৃষ্ণাই
 তোমার অপরাধ কমা করিবেন।” এই বলিয়া শ্যামানন্দ
 বিদায় হইতে চাহিলেন। কিন্তু কোটাল তাহার চরণতলে
 পতিত হইয়া বলিল, প্রভো! আপনার আদেশে আমি বৈষ্ণব
 হইয়া কৃষ্ণসেবা করিব। কিন্তু কিয়ৎকাল আপনাকে এখানে
 থাকিতে হইবে। তখন কোটালের অনুরোধে শ্যামানন্দ
 ভক্তগণ সহ একমাস কাল আগরায় অবস্থান করেন। পরে
 তথা হইতে তিনি উৎকলে আগমন করিয়া ভক্ত রসিকানন্দের
 সহিত মিলিত হন।

কিন্তু শ্যামানন্দের প্রত্যাবর্তনের বিবরণ ভক্তিরত্নাকরে
 অল্পরূপে বিবৃত হইয়াছে। ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে,
 শ্রীনিবাসাচার্য্য, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ ভক্তিগ্রন্থ লইয়া কৃষ্ণাবন
 হইতে বাহা করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বিদায়কাহিনী
 ভক্তিরত্নাকরে অতীব বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। উহার
 মর্ম্ম এইরূপ—শ্রীজীব গোবাসী মথুরার কোন মহাজনকে বলিয়া
 পাঠান, শ্রীনিবাস নরোত্তম ও শ্যামানন্দ সহ শ্রীগ্রন্থ লইয়া
 গোড় গমন করিবেন, স্তত্রাং উহাদের সঙ্গে বাইবার কতিপয়
 উত্তম লোক ও গাড়ীর প্রয়োজন। মহাজন ভৎসনাৎ অর্থ
 ও লোকাদির ব্যবস্থা করিয়া পাঠান। শ্রীজীব গোবাসী
 কাঠনপুটে গ্রন্থগুলি সন্মেল বিজ্ঞত করিয়া ইহাদের সঙ্গে মথুরা
 পর্য্যন্ত আগমন করেন। যথা ভক্তিরত্নাকরে—

“নরোত্তম শ্যামানন্দ সহ শ্রীনিবাস।

নির্ঝিয়ে চলয়ে পথে হইয়া উল্লাস ॥

নীলাচলে বার লোক সংঘট লইয়া।

সে সত্তার সঙ্গে চলে বন পথ দিয়া ॥” ৭৯ তরঙ্গ।

এইরূপে ভক্তদের লোকজনসমভিব্যাহারে দীর্ঘপথ অতিবাহিত
 করিয়া বনবিজুপুর পর্য্যন্ত আগমন করিলেন। রাজা হাবীর

দেহীদের সর্দার ছিলেন। তিনি সম্পূটের কথা শুনিয়া উহা ধনরত্নপূর্ণ বলিয়া মনে করিলেন এবং সজিগণ সহ রাত্রিকালে এই সম্পূট অপহরণ করেন। কিন্তু সম্পূট খুলিয়া দেখিলেন উহা গ্রন্থে পরিপূর্ণ। শ্রীগ্রন্থরাজীদর্শনেই তাঁহার মন পবিত্র হইল। তিনি স্বাম্যকে খুঁজিয়া আনিতে প্রাদেশ করিলেন। এদিকে শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ও শ্রীমানন্দ প্রভৃতি আগিয়া দেখিলেন, গ্রন্থসম্পূট অপহৃত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহারা শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। চারিদিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কোনও এক ব্যক্তি শ্রীনিবাসকে গ্রন্থচুরির সন্ধান বলিয়া দিল। শ্রীনিবাস নরোত্তমকে বলিলেন, “তুমি শ্রীমানন্দ সহ খেতরি চলিয়া যাও, লোকনাথ প্রভুর আজ্ঞা পালন কর, শ্রীমানন্দকে সুসন্নিপাথে অধিকার পথে উৎকলে পাঠাইও। গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলে অবিলম্বে তোমাঙ্গিকে সংবাদ জানাইব। আমি গ্রন্থের অনুসন্ধান এখানে রহিলাম।” নরোত্তম ও শ্রীমানন্দ যথাসময়ে খেতরিতে পহঁচিলেন। কিয়দ্দিন পরে নরোত্তম অতীব কষ্টের সহিত শ্রীমানন্দকে উৎকলে প্রেরণ করিতে উজ্জত হইলেন। অর্থ ও লোকাদি সঙ্গে দিয়া নরোত্তম ও নরোত্তমশিষ্য রাজা সন্তোষ পদ্মাতট পর্য্যন্ত শ্রীমানন্দের সঙ্গে আসিলেন। শ্রীমানন্দ নৌকাযোগে পদ্মা পার হইয়া কাঁটোয়ার পহঁচিলেন। অতঃপরে নবদ্বীপ ও শান্তিপুর দর্শন করিয়া তিনি অধিকানগরে উপস্থিত হইলেন। অধিকাতে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ মূর্ত্তি সন্দর্শনে শ্রীমানন্দ বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অধিকার পাটে কর্ত্তনমহা মহোৎসব হইতেছিল। শ্রীমানন্দ কিয়ৎকাল শ্রীপাটে শ্রীগুরু দর্শন করিয়া উৎকলে যাত্রা করিলেন। যথা ভক্তিরত্নাকরে—

“এহে কত কহে শুনি দুরিকানন্দন।

উৎকলে চলয়ে চিন্তি শ্রীগুরুচরণ।

নিরন্তর নিতাই চৈতন্ত গুণ গায়।

আপনি হইয়া মত্ত সভারে মাতায়।

শ্রীমানন্দে দেখি মহা পাবন্তীর গণ।

আপনি মানয়ে ধন্ত মাগয়ে শরণ।”

এই রূপে পথে পথে শ্রীমানন্দ সহস্র সহস্র লোককে গৌরনিত্যানন্দভক্ত বৈষ্ণব করিয়া উৎকলে ভক্তির প্রবল তরঙ্গ তুলিয়াছিলেন। শ্রীমানন্দ প্রথমে দণ্ডেশ্বর পরে তথা হইতে ধারেন্দ্রার বাইরা শ্রীনিবাস আচার্য্যকে পৌছ সংবাদ জানাইলেন। বীর হাধির শ্রীমানন্দের গুণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছিল কিনা, জানা যায় না।

যাহা হউক, শ্রীমানন্দের উৎকলে প্রত্যাবর্ত্তন সব্বদে যে

বিবরণ ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে এখানে তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

“পূর্বে ব্রজ হৈতে আসি শ্রীগৌড়মণ্ডলে।

অধিকা হইয়া গীত চলিলা উৎকলে॥

জগদ্বাসি দণ্ডেশ্বর ধারেন্দ্রা গ্রামেতে।

প্রকাশিয়া প্রেমভক্তি চলে রোহিণীতে॥

মল্লভূমি মধ্যতে রয়ণী নামে গ্রামি।

গ্রাম পাশে নদী সে সুবর্ণরেখা নামে॥

তথায় সুবর্ণরেখা উত্তরবাহিনী।

অশেষ জীবের মহাগণনাশিনী॥

রয়ণী নিকটে বারান্ধিত নামে গ্রাম।

নিকটে ডোলঙ্গ নদী তীরে রম্যস্থান॥”

এই বারান্ধিত একটি খাটান স্থান, প্রবাদ এখানে শ্রীরামচন্দ্র রামেশ্বর শিব সংস্থাপন করেন। রয়ণী গ্রামে অচ্যুত নামে শিষ্ট করণবংশীয় একজন সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ছিলেন। শ্রীমানন্দের প্রসিদ্ধ ও প্রধান শিষ্য রসিক সুরারি ইহারই পুত্র। যথা—

“রয়ণী গ্রামে প্রসিদ্ধ অচ্যুতনন্দ।

শ্রীরসিকানন্দ শ্রীসুরারি নাম দয়॥”

রসিকানন্দ বালাকালেই বহু শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া ভগবদ্ভক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন ঘণ্টাশিলা (ঘাটশিলা) গ্রামে নির্জনে বসিয়া ভগবৎস্মরণ করিতেন। এই স্থানে বসিয়া এক দিবস তিনি মনে মনে ভাবিতে ছিলেন, “আমি গুরু কোথা পাইব”? শ্রীভগবান্ দয়া করিয়া দৈববাণীতে তাঁহাকে জানাইলেন, শ্রীমানন্দ তোমার গুরু হইবেন, এখানেই তুমি তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে। ফলতঃ যথাসময়ে শ্রীমানন্দ আগমন করিয়া তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করিলেন।

রসিকমঙ্গলে রয়ণী গ্রামটী রোহিণী নামে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

“উড়িয়াতে আছেয়ে বেষ্মভূমি নাম।

তার মধ্যে রোহিণী নগর অল্পপাম॥

কটক সমান গ্রাম সর্ব লোকে জানে।

সুবর্ণরেখার তটে অতি পুণ্য স্থানে॥

ডোলঙ্গ বলিয়া নদী গ্রামের সমীপে।

গঙ্গোদক হেন জল অতি রসকূপে॥

রোহিণী নিকটে বিরাজিত মহাস্থান।

যাতে রাম লক্ষ্মণ সীতা কৈল বিশ্রাম॥

দুয়াদশ লিঙ্গ রামেশ্বর শঙ্কর।

সুবর্ণেশ কুলচন্দ্র পূজিলা বিস্তর॥

উত্তরবাহিনী ধারা সুবর্ণরেখার।

বারি লইতে কোটি লোক আইসে তথার।”

এই বর্ণনার সহিত ভক্তিরসাকারের বর্ণনার একত্ব আছে। রসিকমঙ্গলকার রোহিণীর রম্যতা ও বৈভবসম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ দিরাছেন। এখানে রাজধানীতে গড় ছিল। সেই গড় বেড়িয়া লোকালয় ছিল।

বাহা হউক রসিকানন্দের আদেশে তাঁহার পত্নী ইচ্ছাদেবী শ্রামানন্দের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া শ্রামা দাসী নামে খ্যাত হইলেন।

কিয়ংকাল রসিকানন্দের গৃহে অবস্থান করিয়া শ্রামানন্দ পুরুষোত্তমে যাইতে মনন করিলেন। রসিকানন্দও তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। উভয়ে পথিমধ্যে চাকলিয়া গ্রামে উপস্থিত হইলেন। চাকলিয়া গ্রামে মহাবোগী দামোদর গোসাঁইর বাস। দামোদর সর্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। শ্রামানন্দ ও রসিকানন্দের সঙ্গে দামোদর জ্ঞান ও যোগের আলাপ করিয়া স্বকীয় বিভাগের প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রামানন্দের মুখে ভক্তিতত্ত্বের বিচার শুনিয়া দামোদর পরাক্ত হইলে রসিকানন্দ তখন দামোদরকে শ্রামানন্দের শিক্ষক হইতে অনুরোধ করেন। দামোদর তাহাতে স্বীকৃত হইয়া বলিলেন, আমি ইহার কিছু ঐশ্বর্য দেখিতে বাসনা করি। দামোদরের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। শ্রামানন্দকে তিনি যত্নের সহিত আপন আলয়ে স্থান দিলেন। দামোদর এক দিবস খর্ব নদীতটে একটা রম্য কাননে বসিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। তিনি শ্রামানন্দের রূপ দেখিতে পাইলেন। আরও দেখিলেন, শ্রামানন্দ শ্যামস্বল্লবের প্রিয় রূপে তাহার বাম পার্শ্বে অবস্থিত। অতঃপর দামোদর শ্রামানন্দের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। এইস্থলে আরও কিয়ংকাল থাকিয়া শ্রামানন্দ পুরুষোত্তমে গমন করেন। আবার শ্রীকৃষ্ণাবনে গমন করিয়াছিলেন বলিয়াও রসিকমঙ্গলে লিখিত আছে। এই সময়ে রসিকানন্দও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। ব্রজধামে উভয়ের মিলন হয়। তথায় দর্শনাদির পর আবার উভয়েই একত্র উৎকলে ভক্তিপ্রচারের জন্ত প্রত্যাগমন করেন। এবার নাগপুরের পথে উভয়ে সেগলাতে উপনীত হইলেন। এখানে বিজুদাস নামক একজন ধনী সৎশ্রেণী তাঁহার শিষ্য হইল। বিজুদাস রসময়দাস নামে খ্যাত হইলেন। তথা হইতে উভয়েই রোহিণীতে আগমন করিয়া হরিনামের ভরজ তুলিলেন, চারিদিকে ভক্তির বজ্রা প্রবাহিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

অতঃপর শ্রামানন্দদ্বারা ত্রীগোপীবল্লভ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হন। যে গ্রামে ত্রীগোপীবল্লভ বিগ্রহ সংস্থাপিত, শ্রামানন্দ সেই গ্রাম খানিকে গোপীবল্লভপুর নামে অভিহিত করেন। রসিকানন্দের পত্নী শ্রামা দাসীর উপরে এই পাটের সেবার ভার অর্পণ করিয়া ভক্তধর্মপ্রচারার্থ রসিকানন্দকে লইয়া শ্রামানন্দ বাহির হইলেন। বৎস রাসকমল—

“এ গ্রামের অধিকারী শ্রামাদাসী মাতা।

সেই হৈতে সেবার করিল নিয়োজিতা ॥

উদাসীন রসিক সে আমার সনেতে।

নিরবধি ভ্রমি যেন জীব উদ্ধারিতে।”

এই সময় হইতে রসিকানন্দ ও শ্রামানন্দ উৎকলের উত্তরাংশে প্রেমভক্তিপ্রচারের জন্ত গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার দিবা রসিকানন্দ তাঁহার পরম সহায় হইয়াছিলেন। শ্রামানন্দ রসিকানন্দের উপরে যে ব্রতভার অর্পণ করেন, রসিকমঙ্গলের নিম্ন লিখিত কতিপয় ছন্দে তাহা সুস্পষ্ট রূপে অভিযাক্ত হইয়াছে

“এক দিন রসিকেরে কহে শ্রামানন্দে।

আমারে এক ভিক্ষা দেহ মনের আনন্দে ॥

এই ভিক্ষা সব জীবের কর পরিদ্রাণ।

সবাকারে দেহ হরেকৃষ্ণ রাম নাম ॥

ব্রহ্ম ক্ষেত্রী বৈশ্র শূদ্র যত যত জন।

চণ্ডাল পুঙ্খ আদি আছে যত জন ॥

সবাকারে কর কৃষ্ণপ্রেমভক্তি দান।

তোমা স্থানে এই ভিক্ষা মাগিছ নিদান ॥

কিবা রাজা কিবা প্রজা কিবা সাধুজন।

কিবা শিশু কিবা বৃদ্ধ কিবা স্ত্রীগণ ॥

সবা স্থানে আপনি কিরিবে নিরন্তর।

হরিনাম গ্রহণ করাবে যত্নে যত্ন ॥”

সিদ্ধ পুরুষ শ্রামানন্দের এই মহান আদেশ অচিরেই অক্ষরে অক্ষরে মহাসত্যে পরিণত হইল। উৎকলের ধনী দরিদ্র মহৎ ক্ষুদ্র রাজা প্রজা বালক বৃদ্ধ সহস্র সহস্র লোকের হৃদয়ের তরে তরে হরিনামের মহাশব্দ প্রবেশ করিল, সকলেই বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিল। অচিরেই শ্রামানন্দের জীবনব্রত সম্পূর্ণ হইয়া উঠিল। চারিদিকে হরিনামের করোণা উজ্জ্বল হইতে লাগিল, প্রেমভক্তির তরঙ্গপ্রবাহে সমস্ত উৎকল আকুলিত হইয়া উঠিল। শ্রামানন্দ উৎকলে ও মেদিনীপুরে সহস্র সহস্র মহোৎসব করেন। এই সকল মহোৎসবের কোন কোন মহোৎসবে মুসলমানগণও যোগদান করিতেন। মেদিনীপুরের আলম গঞ্জ শ্রামানন্দের সন্তানগমনে এক বিশাল মহোৎসব হয়, ইহাতে মেদিনীপুরের সুবাও যোগদান করিয়াছিলেন। মুসলমান স্ত্রী-দার এই মহোৎসবের সকল ব্যয় বহন করিয়াছিলেন বৎস—

“শ্রামানন্দ স্থানে কহে সেই সে বনন।

মহোৎসব কর এখা তনু মহাজন ॥

সকল সন্তান দিব কিছু নাহি দার।

হিন্দু অধিকারী সব করিব বিদার ॥

মেঘিনীপুরেতে সে আলমগর স্থান।

তার মধ্যে মহোৎসব হইল নিধান ॥

তিন দিন তিন রাত্রি মহা আনন্দেতে।

সকীর্তন হরিধ্বনি হৈল চারি ভিতে ॥”

এই সকীর্তনানন্দের প্রভাবে মুসলমান জুব্বার শ্যামানন্দকে ভগবদবতার বনে করিয়া তত্ত্ব করিতেন। শ্যামানন্দ যখন যে গ্রামে প্রবেশ করিতেন, সেই গ্রামেই শত শত লোক আসিয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া তাঁহার শিষ্য গ্রহণ করিতেন।

শ্যামানন্দ ঠাকুরের তিন পত্নী—শ্রামপ্রা, বসুনা ও গৌরানন্দ-দাসী। রসিকমঙ্গলদি গ্রন্থে ইহাদের কিছু কিছু পরিচয় আছে।

শ্যামানন্দে প্রথান প্রধান শিষ্যের মধ্যে সর্ব প্রথান শ্যাম শিষ্যের নাম ও পাট নিয়ে লিখিত হইল—

নাম	পাট
১। কিশোর	কান্দীরাড়ী
২। উত্তর	
৩। পুরুষোত্তম	
৪। দামোদর	
৫। রসিক সুরারি	রোহিণী
৬। দরিত্র দামোদর	ধারেন্দ্র
৭। চিত্তামণি	বড় গ্রাম
৮। বলভদ্র	রাঙ্গগ্রাম
৯। অগদীশ্বর	হরিহরপুর
১০। মধুসূদন	শাঁকোরা
১১। আনন্দানন্দ	ভোগরাই
১২। শ্রামদাসী	গোপীবল্লভপুর

রসিকমঙ্গলের প্রারম্ভে বন্দনায় এবং শেষ চতুর্দশ ও পঞ্চদশ লহরীতে বহুল শিষ্যের পরিচয় আছে। এই সকল শিষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ শিষ্যের পরিচয়ও পাওয়া যায়, যথা ব্রাহ্মণ গোবিন্দ দাস, বিজ পদ্মনাভ, বিজ দামোদর, বিজ সাধু শ্যামভদ্রদাসী, বিজ আনন্দানন্দ, বিজ পুরুষোত্তম, বিজ গোপাল ইত্যাদি। গোবিন্দ ভট্টাচার্য নামক ইহার অপর একজন ব্রাহ্মণশিষ্য বঙ্গদেশে শ্যামানন্দের সাহায্য প্রকাশ করেন।

মহারাজ কৃষ্ণভদ্রদেবও শ্যামানন্দের শিষ্য ছিলেন। যথা রসিকমঙ্গলে—

“বন্দি পুত্র শ্রীকৃষ্ণভদ্রদেব মহারাজ।

দুই ভাবে শ্যামানন্দপদে সেবা পূজা ॥”

কলত: উৎকলের উত্তরাংশ ও মেঘিনীপুরের পশ্চিম দক্ষিণ

অংশে শ্যামানন্দ সম্প্রদায় এক সময়ে প্রেমভক্ত দ্বারা বৈকুণ্ঠ ধর্মের বিপুল কীর্তির ধ্বজা উজ্জীন করিয়াছিলেন।

শ্যামানন্দ জীবনের শেষ ভাগে উৎকলে ধুরিয়া নামক স্থানে অবস্থান করেন। এক সময়ে তিনি দৈববাণীতে শুনিতে পান যে শ্রীকৃষ্ণাবনে মহাপ্রস্থানের নিমিত্ত তাঁহার নামে ডাক পড়িয়াছে। এই আস্থান প্রবণে তিনি গৃহ ত্যাগ করিয়া মাঠে বৃকতলে আশ্রয় লইলেন। তিন দিন তিন রাত্রি বৃকমূলেই অবস্থান করিলেন। চিকিৎসকগণ তাহার বায়ুরোগ বলিয়া হির করিলেন, হেমসাগর তৈলের ব্যবস্থা হইল। তাহাতে তাঁহার বায়ু-রোগ কিরূপ পরিমাণে প্রশমিত হইল, তথা হইতে তিনি কান্দী-রাড়ীতে গমন করেন। শ্যামানন্দ যখনই যেখানে গমন করিতেন, সেই স্থানেই সকীর্তনের তরঙ্গ রোল উঠিত হইত, সেই স্থানেই প্রেমভক্তির প্রবাহ প্রবাহিত হইত। কান্দীরাড়ীতে মুসলমানগণ পর্যন্ত সকীর্তনে মাতুরা উঠিয়াছিল। কান্দীরাড়ী হইতে শ্যামানন্দ নারায়ণগড়ে আগমন করেন। এখানে শ্রামপাল ভূঞা নামক একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তাঁহার চরণাশ্রয় গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তদীয় শুক জ্বরচৈতন্তদেবের নির্ঘাণ সংবাদ পাইয়া ব্যাকুল হইলেন এক শ্রামসুন্দরপুরে তাঁহার নির্ঘাণমহোৎসব সম্পন্ন করেন। অতঃপর তদীয় শিষ্য দামোদর অন্তর্হিত হন। শ্যামানন্দ তৎকাল গোবিন্দপুরে আরাধনা মহোৎসব করেন।

ক্রমশঃই শ্যামানন্দের স্বাস্থ্য তল হইতে লাগিল। তিনি রসিকানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার আর বেশী দিন বিলম্ব নাই, তত্ত্বগণ লইয়া তুমি তত্ত্ব প্রচার কর, ব্রহ্মাবন হইতে ঘন ঘন আহ্বান আসিতেছে, আমি আর অধিক বিলম্ব করিব না। এই বলিয়া শ্যামানন্দ মুসিংহপুরে উদ্ভক্তারের গৃহে আসিলেন। অল্পকালেই চারিমােস কাল অবস্থান করেন। বখেট চিকিৎসা হইল। শ্যামানন্দ বলিলেন, তোমাদের ভ্রম, ব্রহ্ম অনর্থক, কৃষ্ণের আজ্ঞাই বলবতী হইবে। সকলে মিলিয়া মহাকীর্তন আরম্ভ কর। এই সময়ে দিবানিশি কীর্তনানন্দ মুসিংহপুর হরিধ্বনিতে পুসিত হইয়া উঠিল। শ্যামানন্দ বলিলেন, আমার রোগের এই মহোৎসব। রসিকানন্দ ইহাতে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া শ্যামানন্দ বলিলেন—

“উৎকলে জন্মিল ব্রত শ্রামানন্দীগণ।

তারে লৈরা কত দিন কর বিহরণ ॥

আমার আজ্ঞার থাক উৎকল ভবনে।

মনেতে জানিহ লগা আহ ব্রহ্মাবনে ॥

কতদিন কৃকতক্তি করহ প্রচার।

কৃকপ্রমে ঢলা ঢলি করহ সংসার ॥”

এইরূপ বহু উপদেশ দিয়া শ্যামানন্দ আশ্রয় হস্তে তিলক

পরিধান করিলেন। ভ্রামনন্দ কোনও সময়ে জীবদ্দশনে
জীবাধাপাশে বাবহত নুপুর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই নুপুর
চিহ্নই তিলক রূপে ভ্রামনন্দের অঙ্গে শোভা পাইত। ভ্রামনন্দ
সেই তিলকচিহ্ন সবলে শেখ মুহুর্তে ধারণ করিলেন। এখনও
এই নুপুরচিহ্ন তিলকই শ্যামানন্দী সম্প্রদায়ের পরিচায়ক চিহ্ন
শ্যামানন্দ ভগবৎপাদপদ্ম চিহ্ন করিতে করিতে নির্ধারণ করিলেন।

রসিকমঞ্জলি গ্রন্থে লিখিত আছে—

“পনরশ বারান শকাব্দ সে প্রমাণ।

কৃষ্ণের সন্নিধে প্রভু করিলা প্রমাণ ॥

দেব জানযাত্রা পূর্ণিমার শেষে।

কৃষ্ণ প্রাপ্তপদ তিথি আবাড়ে প্রবেশে ॥

হরিধ্বনি শঙ্খধ্বনি সঙ্কীর্তন ধ্বনি।

গগন মণ্ডলে প্রবেশিল নয় বাণী ॥

হেনই সময়ে প্রভু হৈলা অন্তর্ধান।

শুনিয়া মণ্ডলী সবার হরিল জ্ঞান ॥”

এই রূপে উৎকলে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারের গোঁরবরনি
জীবন ব্রত সুসম্পন্ন করিয়া অন্তিমিত হইলেন।

শ্যামালী (স্ত্রী), শ্যামা চামো অন্নো চেতি কন্দধারণঃ। নীলারী।

শ্যামায়ন (পুং) বিখ্যাত্ত্বের পুত্র। ইনি একজন গোম-
প্রবর্তক স্বামী।

শ্যামায়নি (পুং) বৈদিক আচার্যভেদ।

শ্যামায়নি (পুং) বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের শিষ্যসম্প্রদায়।

শ্যামালতা (স্ত্রী), কৃষ্ণশারিবা, কাল অনন্তমূল। হিম্বি হুহি,
ভেগেণ্ড নীলাভগ।

শ্যামবীজ (স্ত্রী) বৃক্ষদারক বীজ। (রসেন্দ্রসারস°)

শ্যামাহ্বা (স্ত্রী) পিঙ্গলী। (বৈদ্যকনি°)

শ্যামিকা (স্ত্রী) ১ শ্যামবর্ণ। ২ মালিন্য। ৩ শোহাগ্রসংসর্গ, খাধ।

“হেমঃ সলংকাতে হ্রয়ো বিতুতিঃ শ্যামিকাপি বা।” (রত্ন ১ অ°)

শ্যামিত (ত্রি) শ্যামবর্ণবিশিষ্ট।

“মদক্রতিশ্যামিত গণ্ডলেখঃ।” (কিরাত° ১০।২)

শ্যামেয় (পুং) ভ্রামের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১২০)

শ্যামেকু (পুং) কৃষ্ণেকু, কাল আখ, চলিত কাজলা আখ।

শ্যাল (পুং) শ্রীরতে নন্দার্থে প্রাপ্যতেহসৌ ইতি শ্রৈ বাহুলকাৎ
কালন্। পত্নীর ভ্রাতা, চলিত শালা। (শীতা ১। ৩৪)
বাকীর, শ্রালিক, স্বতর্ধ্য, আত্মবীর। (অটধর) শালায় মুকু
হইলে একরাত্র অশোচ এতিপালন করিতে হয়।

“আচার্যপত্নীপুত্রোপাধায়মাতুল্যবত্তর-

শত্ৰুয়সংখ্যারিণিব্যেষ্ণবকরাংগেতি।” (শুভিতব)

২ ভগিনীপতি।

“ভগ্নীপুত্রো ভাগিনেরো ভ্রাতৃপুত্রস্ত ভ্রাতৃঃ।

শ্রালস্ত ভগিনীকান্তঃ পরাক্ত ভ্রাতা এব চ।” (ব্রহ্মবৈবর্তপু°)
শ্যালক (পুং) শ্রাল এব অর্থো কন্। শ্রাল। (শব্দরত্না°)

“পত্নীভ্রাতা শ্রালকস্ত পত্নীভরী চ শ্রালিকা।” (ব্রহ্মবৈবর্তপু°)
শ্যালকী [লিকা] (স্ত্রী) পত্নীর ভগিনী, চলিত শালী।
পর্ধারণ—শ্রালী, কেলিহুঁকিকা। (শব্দরত্না°)

শ্যালী (দেশজ) ১ পত্নীর ভ্রাতা। ২ পৈতৃক, শেওলা।

শ্যাব (পুং) পৈতৃ-বাহুলকাৎ বঃ। ১ কশিশ। (অমর) এট বর্ণ
কৃষ্ণ ও হরিত্রা বর্ণের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়। (ভরত) (ত্রি)
২ কশিশ বর্ণযুক্ত, কৃষ্ণগীতমিশ্রবর্ণবিশিষ্ট। (বৃহৎসং ৪। ২৯)
(পুং) শুক্লাহবিদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ, চলিত ফেকাশে রং। ৪ শাকামির
বর্ণ। (ভাবপ্রকাশ) ৫ মল্যবিব বৃষ্টিকভেদ। (সুপ্রত কল্প°)

শ্যাবক (পুং) রাজর্ষি ভেদ।

“শক্তি যথা ক্রমশঃ শ্যাবকঃ কৃপমিত্ত প্রাঃ স্বর্ণরং।” (শুক ৮। ১২)

“হে ইন্দ্র ক্রমশঃ শ্যাবকঃ কৃপং চৈতন্ময়াকাশীন্ রাজর্ষিন্
যথা বেন প্রকারেণ প্রাঃ প্রারম্ভঃ” (সায়ণ)

শ্যাবতা (স্ত্রী) শ্যাববর্ণের ভাব বা ধর্ম।

শ্যাবতৈল (পুং) আত্মবৃক্ষ। (শব্দার্থচি°)

শ্যাবদন্ত (ত্রি) শ্যাবা দন্তা বস্ত্র (বিভাষা শ্যাবারোকাভ্যাং। পা
৪। ৪। ১৪৪) ইতি দ্রাবদেশঃ। কৃষ্ণগীতমিশ্রিত দন্তযুক্ত। (সিদ্ধান্তকো°)
মহাতারতের কোন কোন গ্রন্থে ‘শ্যাবদ’ এইরূপ দৃষ্ট হয়।

(মহাতারত ১২। ৩৪। ৩)

শ্যাবদন্ত [ক] শ্যাবা দন্তা বস্ত্র (বিভাষা শ্যাবারোকাভ্যাং।
পা ৪। ৪। ১৪৪) ইতি বিভাষয়া পক্ষে ন দ্রাবদেশঃ। অর্থ
কন্ চ। ১ স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণ দশনযুক্ত। ২ প্রধান দন্তদ্বয়-
মধ্যস্থ ক্ষুদ্র দন্তবিশিষ্ট। ৩ প্রধান দন্তোপরি দন্তান্তর যুক্ত।

বিকৃষ্টভিতে উক্ত হইয়াছে যে, সুরাপ্যায়ী ব্যক্তি নরক
হুংখালভব এবং নানাবিধ তির্ধ্যগবোনি ভ্রমণ করিয়া যখন মজুবাস
প্রাপ্ত হয়, তখন সে শ্যাবদন্তক হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

“অথ নরকারভূতহুংখানীং তির্ধ্যক্তৃমুত্তীর্ণানাং মাপ্রযো
লক্ষণানি ভবন্তি যথা—সুষ্ঠাতিপাতকী। ব্রহ্মহা বন্দী। সুরাপঃ
শ্যাবদন্তকঃ। সুবর্ণহারী কুনখী। শুকতরঙ্গো দ্বন্দ্বার্থী।” (বিষ্ণু)

কুনখী ও শ্যাবদন্তক ব্যক্তি বাদশ রাজ পর্ষদ পরাক-
রূপ কৃষ্ণ চাক্ষুরগত করলে তৎসং যোগ হইতে মুক্তিলাভ
করিতে পারে। চাক্ষুরগত ভেদের অপর পক্ষে পাঁচটা খেদ-
হানের বিধান আছে।

“কুনখী শ্যাবদন্তক বাদশরাজ্যে কৃষ্ণ চক্ৰিষোভয়েরাতাং
তদন্তনখৌ ইতি। অক্ল বাদশরাজ্য পরাকরপং। তর পক
ধেনবঃ” (বিষ্ণু)

(পুং) ৪ দন্তগত রোগ বিশেষ। চুষ্ট দন্ত ও পিত্ত দ্বারা কোন দন্ত দণ্ডবৎ কৃষ্ণ বা শ্যামবর্ণ হইলে তাহাকে শ্যাবদন্তুক কহে। [মুখরোগ দেখ]

শ্যাবদন্ততা (স্ত্রী) শ্যাবদন্তের ভাব বা ধর্ম। (প্রশ্রুত)

শ্যাবনার (পুং) ঋষিভেদ। (পা ৪।১।১৫১)

শ্যাবনারীয় (ত্রি) শ্যাবনার ঋষিদগ্ধীয়।

শ্যাবনায্য (পুং) শ্যাবনার ঋষির গোত্রাপত্য।

শ্যাবপুত্র (পুং) শ্যাবের গোত্রাপত্য ঋষিভেদ।

শ্যাবপুত্র্য (পুং) শ্যাবপুত্রের গোত্রাপত্য।

শ্যাবরথ (পুং) ঋষিভেদ।

শ্যাবরথ্য (পুং) শ্যাবরথের গোত্রাপত্য।

শ্যাবল (পুং) শ্রবণের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১০৪)

শ্যাবলি (পুং) ঋষিভেদ।

শ্যাববজ্র (স্ত্রী) বজ্রগত নেত্ররোগ বিশেষ, ইহাতে নেত্রবজ্র অর্থাৎ চকুর পাতার অভ্যন্তর ও বহির্ভাগে অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত রক্তদ্রবিত শ্যাবর্ণ শোথ উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে দাহ ও কণ্ডুয়ন থাকে। (মুশ্রুত উত্তরস্থান ১ অঃ) [নেত্ররোগ দেখ]

শ্যাবাশ্ব (পুং) ১ ঋষিভেদ।

“প্র শ্যাবাশ্ব যুজুরার্চা” (ঋক্ ৫।৫২।১।)

‘হে শ্যাবাশ্ব এতন্মামক ঋষে’ (সারণ)

শ্যাবাশ্বি (পুং) শ্যাবাশ্ব ঋষির গোত্রাপত্য। (অথেন অমুক্ত°)

শ্যাবাশ্ব্য (ত্রি) শ্যাববর্ণ মুখবিশিষ্ট, বাহার মুখ ফেকাশে বর্ণযুক্ত।

শ্যাবাস্যতা (স্ত্রী) শ্যাবান্তের ভাব বা ধর্ম, শ্যাববর্ণের ভাব মুখের আভা হইলে তাহাকে শ্যাবাস্যতা বলা যায়।

শ্যাব্যা (স্ত্রী) রাক্ষিত্রে উৎপন্ন তমোরশি।

“বসন্তুয়ন্তমানয়নমুং শ্যাব্যাভ্যঃ” (ঋক্ ৬।১৩।১৭)

‘বসন্তি শ্যাব্যাভ্যঃ শ্যাবীতি রাক্ষিত্যম তত্র ভবতিমসঃ সংহতঃ শ্যাব্যাঃ’ (সারণ)

শ্যোত (পুং) শ্যো গতো (দৃশ্যভ্যামিতন্। উপ্ ৩।৯৩) ইতি ইতন্। ১ গুরুবর্ণ। (ত্রি) ২ গুরুবর্ণ যুক্ত। (অমর)

শ্যোতকোলক (পুং) শ্যোতঃ কোলঃ ক্রোড়দেশো যন্ত কন্। মৎস। বিশেষ, চলিত পুঁটী মাছ।

‘সকরঃ শ্যোতকোলকঃ’ (হারাবলী)

শ্যোতাক্ষ (ত্রি) ষ্ঠেনেত্রযুক্ত।

“শ্যোতঃ শ্যোতাক্ষোহক্ষণন্তে কজায়” (গুরুত্বঃ ২৪।৩)

‘শ্যোতাক্ষঃ ষ্ঠেনেত্রঃ’ (মহীধর)

শ্যেন (পুং) শ্যো গতো (শ্যাস্তা হৃঞ° বিত্যা ইনচ্। উপ্ ২।৪৬) ইতি ইনচ্। ১ পাতুবর্ণ। (মেদিনী) ২ পক্ষী বিশেষ,

সঞ্চাল, চলিত বাজপক্ষী,। পথ্যার শশাদন, পত্নী, (অমর) কপোতাসি, পতঙ্গীক (শব্দরত্ন°), বাতিপক্ষী, গ্রাহক, মারক, (জটধর), শশাদ, জষাদ, জ্বর, বেগী, খগাতক, করগ, নীল-পিচ্ছ, লঙ্ঘকর্ণ, রণপ্রির, রণপক্ষী, পিচ্ছলবাণ, তুলনীল, তরুতর (রাজনি°) শশবাতক, (ভাবপ্র°) ইহার মাংসাদির গুণ এমেহ শকে দ্রষ্টব্য।

কোন স্থানে বাত্মকালে যদি শ্রেনপক্ষী মনুষ্যের চতুর্দিক্ প্রদক্ষিণ এবং গৃহাদিতে প্রবেশকালে তাহার বামদিক্ দিগ্না গমন করে ও ততৎকালে শান্তভাবে স্বাভাবিক স্বর উচ্চারণ করিতে থাকে, তাহা হইলে লোকের মঙ্গল হয়। কল দক্ষিণ, বাম বা গৃষ্ঠ ইহার যে কোন দিকে শ্রেনপক্ষী অবস্থান করিলে ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলিয়া জানা যায়, আর সমুখভাগে অবস্থিতি করিলে উহা মৃত্যুর জ্ঞাপক হয় কিন্তু বুদ্ধবাত্মকালে যদি ঐরূপ সমুখস্থ দেখা যায়, তাহা হইলে ছিন্নপতাকাবিশিষ্ট জীব রথাক্রম্ ব্যক্তিও জয়লাভ করিতে সমর্থ হয়।

“প্রদক্ষিণীকৃত্য নরং ব্রজন্তে।

বাত্মস্ব বামেন গতাঃ প্রবেশে।

শ্রেনাঃ প্রশতাঃ প্রকৃতশ্রেনান্তে ॥

শান্তাঃ প্রদীপ্তা বিততশ্রেনান্তে ॥

শ্রেনো নৃণাং দক্ষিণবামপৃষ্ঠ-

ভাগেবু ভাগ্যৈঃ স্থিতিমাদধাতি।

তিষ্ঠন্ পুরস্তাঙ্গু ভয়ে কুরোতি

যুকে জয়ং ছিন্নপতঙ্গবজ্রঃ ॥” বসন্তরাজ শাকুনচম বর্ণা

শ্রেনকপোতীয় (ত্রি) শ্রেনপক্ষী ও কপোত সন্ধ্যীর উপাখ্যান।

শ্রেনকরণ (স্ত্রী) ১ শ্রেন পক্ষী যেরূপ ক্ষিপ্ততার সহিত শীকার ধরে সেইরূপ হঠকামিতার সহিত কার্য করা। ২ ভিন্ন চিত্তার শব্দ দ্বাহন।

শ্যেনগামিন্ (ত্রি) ১ ক্রতগামী। রাক্ষসভেদ। (রাম° ৩২।৯।১০)

শ্যেনঘণ্টা (স্ত্রী) দক্ষীণক। (রাজনি°)

শ্যেনচিৎ (পুং) শ্রেনেন চরতি অস্ত্রপক্ষিণ ইতি চি-কিপ্।

১ শ্রেনপক্ষীরকক। শ্রেন ইব চীরতে ইতি (কর্মণ্যধ্যাখ্যায়ান্।

পা ৩।২।২) ইতি চি-কিপ্। ২ বজ্রাদির অগ্নিসংস্থাপনার্থ

ইষ্টকাদি দ্বারা শ্যেনপক্ষীর আকারে প্রস্তুত বেদী প্রভৃতি।

শ্যেনচিত্র (পুং) ব্যক্তিভেদ। (ভারত অহুশাসনপর্ব)

শ্যেনজিৎ (পুং) মহাত্মারতোক্ত ব্যক্তিভেদ। (ভারত বনপর্ব)

শ্যেনজীবিন্ (পুং) শ্রেনপক্ষীর ক্রয় বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী। ইহার অশান্তকৃত্তের অর্থাৎ ইহাদের সহিত এক পংক্তিতে ভোজন নিষিদ্ধ। (মহু ৩।১৬৪)

শ্যোনজুত (ত্রি) শ্রেনকর্ষক অপহৃত।

“অঙ্গু ত্রপসো বায়ুধে শ্রেনকৃতো” (ঋক্ ২৮৯।২)

‘শ্রেনকৃতঃ শ্রেনোপহৃতঃ’ (সারণ)

শ্যোনপত্র (ক্লী) শ্রেনপত্র, শোনপত্রীর পালক।

(শতপথব্রা° ১২।৭।৫২২)

শ্যোনপত্নী (ত্রি) ক্রতগতি অথ অথবা শ্রেনপত্রীর জার শীঘ্র পতনশীল।

“আ বাৎ রথো অখিনা শ্রেনপত্নী” (ঋক্ ১।১১।৮।১)

‘শ্রেনপত্নী শ্রেনা ইত্যখিনাম শংসনীরগমননৈরথৈঃ পতন্তু গচ্ছন্তু

বহা শ্রেনঃ পত্নী স ইব শীঘ্রং পতন্তু’ (সারণ)

শ্যোনপাত (পুং) ১ শ্রেনপত্রী। ২ শ্রেনপত্রীর ক্রতগমন।

এই অর্থে শ্রেনপাত পদও হয়। ৩ শ্রেনপত্রীর জার গমন বা শীকার দ্বারা দিনপাত।

শ্যোনবৃহৎ (ক্লী) সামভেদ।

শ্যোনযোগ (পুং) বাগভেদ।

শ্যোনহৃত (ত্রি) শ্রেনাহৃত। [শ্যোনাত্ত দেখ]

শ্যোনাথ্য (পুং) পক্ষিভেদ (Ardea sibirica)।

শ্যোনাত্ত (ত্রি) শ্যোনপত্রীর আকৃতিবিশিষ্ট, গায়ত্রীধারা অপহৃত বা সংগৃহীত।

“সোমঃ শ্যোনাত্তঃ হৃতঃ” (ঋক্ ১।৮।০।২)

‘শ্রেনরূপমাংসয়া পক্ষ্যাকারয়া গায়ত্র্যা দিবঃ সকাশাদাহৃতঃ’ (সারণ)

শ্যোনাথিপাত (পুং) শ্রেন (বাজ) বা শিকরে নামক পক্ষীর গ্রহণার্থ ক্রত পতন।

শ্যোনাথ্য, সৈন্ধ্যম (ক্লী) সামভেদ।

শ্যোনাহত (পুং) সোমলতা। (বৈজ্ঞকনিধ°)

শ্যোনাহৃত (ত্রি) শ্যোনহৃত।

শ্যোনিকা (ক্লী) ছন্দোভেদ। ইহা দুইপ্রকার। প্রথম প্রকারে প্রতি চরণে ১১টা অক্ষর থাকে, তন্মধ্যে ১, ৩, ৫, ৭, ৯ ও ১১ বর্গ গুরু ও অপর লঘু। দ্বিতীয় প্রকারেও প্রতিচরণে ১১টা অক্ষর আছে, তবে ইহার ১ হইতে ৬, ৮ ও ১০ বর্গ লঘু ও অপর গুরু।

শ্যোনী (ক্লী) ১ খেতবর্ণা। (জটধর) ২ শ্রেনপত্রী, মাদিবাজ।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, কশাপ হইতে দক্ষকন্যা তাম্রার গর্ভে শ্যোনী ইত্যাদি বহুকন্যা কন্যা জন্মে এবং সেই শ্যোনী প্রভৃতি হইতে শোন, শুক, ভাসাদি খেচরগণ প্রসূত হয়।

(মার্কপু° ১০৪।৮)

শ্যোনোপদেশ (পুং) ক্রীলোকদিগকে বস্ত্র চিত্তায় দেহ দক্ষ করিবার বিধান বা শাস্ত্রোপদেশ।

শ্যৈ, গত। ত্বাদি° আয়নে° সর্ক° অনিট্। লট্ শ্যায়তে। লিট্ শ্যো। লুট্ শ্যাভা। লৃট্ শ্যাত্তে। লুঙ্ অশ্যাভ। লঙ্ অশ্যায়ৎ। সন্ শিশ্যাসতে। বঙ্ শাশ্যায়তে। বঙলুক শাশ্যোতি শাশ্য্যতি। গিচ্ শ্যাপতি, অশিশ্যপৎ।

শ্যৈত (পুং) ১ বংশোপাধিভেদ। (ক্লী) ২ সামভেদ।

শ্যৈনপাতা (ক্লী) শ্যোনপাতোহত্যং বর্ধতে ইতি ঋঃ (সাত্তাং ক্রিয়েরতি ঋঃ। পা ৪।২।৫৮) ভক্তঃ শ্যোনভিলত পাতো ঋঃ (পা ৬।৩।৭১) ইতি মুমাগমঃ। ১ ভৃগরাবিশেষ; ইহা শোন পক্ষীঘাটা করা হইরা থাকে। ২ ভৃগরা, শীকার। (অমর)

“নভসি মহাসাং ধ্বাত্তধ্বাজ্জগ্রামাপণপত্রিণা-

মিহ বিহরণৈঃ শ্যোনপাতাং রবেদবধারয়ন্তু” (নৈষধ ১৩।১২)

শ্যৈনিক (ত্রি) শ্রেন নামক একাধিসাধ্য বাগভেদ।

শ্যৈনেয় (পুং) শ্রেনীর অপত্য। জটায়ু।

শ্যোণা[না]ক (পুং) শ্যায়তে ইতি শ্যৈ গতো পিণাকারশ্চেতি নিপাতনাং সাধু। বৃক্ষবিশেষ, চলিত শোণাগাছ। হিন্দি—সোনাপাঠা, অঙ্গু। মঙ্গোলিয়া—টেন্টু। উৎকল—কর্ণকণা। পঞ্জাব—মুলিন্। নেপাল—করুমকল। তামিল—পন। সংস্কৃত পর্যায়—মণ্ডুকপর্ণ, পত্রোর্ণ, নট, কটক, টুটুক, শুকনাশ, ঝক, দীর্ঘবৃক্ষ, ফুটরট, শোণক, অরলু, তোনাক, শোণ, অবটু, দীর্ঘ-বৃক্ষ, পৃথুশিখি, শরক, কটম্বর, ময়ূরজঙ্ঘ, অরলুক, প্রিয়কীষ। ইহাদের দুইপ্রকার ভেদ আছে; তন্মধ্যে শ্যোণাক নামক গুলি পৃথুশিখি, পীতবৃক্ষ ও প্রভৃতিসারবিশিষ্ট এবং ভল্লুকনামক গুলি দীর্ঘবৃক্ষ ও নিঃসার। ইহাদের সাধারণ পর্যায়—টেন্টুক, ভূতসার, মুলিফ্রম, ফলবৃক্ষাক, পুতিপত্র, বসন্তক, মণ্ডুকবর্ণ, পীতাক, পীতবৃক্ষ, জঙ্ঘক, পীতপাদক, বাতারি, পীতক, শোণ, কুলট, বিরোচন, ভ্রমরেট, বহিজ্জব, নেত্র, নেত্রমিতি। গ্রন্থান্তরে টেন্টুক, ফলবৃক্ষাক, পীতপাদক, কুলট ও বহিজ্জব স্থানে বধাক্রমে টুটুক, ফলবৃক্ষাক, পীতপাদক, কনট, ও বহিজ্জব পাঠ দৃষ্ট হয়।

উভয় প্রকারেরই গুণ—তিক্ত, শীতল, ত্রিদোষয়, পিত্ত, মেহা ও অতিসার এবং সরিপাতজরনাশক। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইহা দীপন, পাকক, কটু, শীতল, সংগ্রাহী, তিক্ত, বাত, পিত্ত, মেহা, কাস ও আমনাশক। ইহার অপকফল রুক্ষ, বাতশ্লৈয়নাশক, জ্বর, কষায়, মধু, রোচক, লঘু, দীপন, গুল্ম, অর্শ ও ক্রিমিনাশক, গুরু এবং বাত-প্রকোপক। (ভাবপ্র°)

শ্যোণা[না]কপুটপাক (পুং) অতিসার রোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—শোণামূলের ছাল কুড়িত ও পিণ্ডীকৃত করিয়া গাভারী পত্রদ্বারা বেঁধে ও তাহাতে মৃত্তিকা

লোপন পূর্বক অলার মধ্যে পুটপাক বিধানানুসারে পাক করিয়া
তাহার শীতল রস মধুর সহিত সেবন করিলে অতিসার রোগ
প্রশমিত হয়।

শ্রদ্ধ, গমন, গতি। ভূদি° আত্ম° সৰ্° সেট্। লট্° শ্রদ্ধতে
লিট্° শ্রদ্ধে। লুট্° শ্রদ্ধিতা। লুঙ° অশ্রদ্ধিষ্ট।

শ্রদ্ধ, ১ গমন। ২ প্রুতগতি। ভূদি° পরমৈ° সৰ্° প্রুতগত্যর্থ
অৰ্° সেট্। লট্° শ্রদ্ধতি। লিট্° শ্রদ্ধ। লুট্° শ্রদ্ধিতা।
লুঙ° অশ্রদ্ধীৎ। লুট্° শ্রদ্ধিযতি।

শ্রাণ, দান। চুরা° পরমৈ° সৰ্° সেট্°। লট্° শ্রাণয়তি। লিট্°
শ্রাণয়। গিচ্° শ্রাণয়তি, শ্রাণয়তি। (বোপদেব) লুঙ° অশ্রা-
ণয়ৎ, অশ্রাণয়ৎ। (পা ৭।৪।৩)

শ্রো, (অব্যয়) ১ সত্য। (নিঘণ্টু) ২ শ্রদ্ধা, তত্ত্ব।

“শ্রদশৈ নরো বচসে দধাতন” (শুক্রযজুঃ)

‘আশীর্ষচনায় শ্রদ্ধধাতন। শ্রদিতি সত্যনামহু (নিঘ° ৩।১।২)
পঠিতম্। তপ্তনপ্তনথনাশ্চেতি (পা ৭।১।৪৫) মধ্যমবহুচনস্ত
তনাদেশঃ শ্রদ্ধাং কুরুত আত্মিক্যবুদ্ধিং কুরুতেত্যর্থঃ মহন্তং আশী-
র্ষচনং ভবন্তিঃ শ্রদ্ধা ধারিতং তথৈব স্মারিত্যি ভাবঃ।’ (মহীধর)

এই অব্যয় শব্দ প্রায়ই ‘ধা’ ধাতুর পূর্বে ব্যবহৃত হইতে
দেখা যায়; যে সময় তাহা না হয়, তখন অব্যক্তানুকরণ অব্যয়
শব্দের দ্বারা ব্যবহার হয়। যথা “শ্রৎ করোতি।” (পা ৫।৪।৫৭)

৩ বিশ্বাস।

শ্রাধু, ১ শৈথিল্য। ভূদি° আত্ম° অৰ্° ও সৰ্° সেট্। লট্°
শ্রাধতে। লিট্° শ্রাধে। লুট্° শ্রাধিতা। লুঙ° অশ্রাধিষ্ট। ক্র্যাদি°
পরমৈ° সৰ্° সেট্। ২ বিমোচন। ৩ প্রতিহর্ষ। ৪ সন্দর্ভ।
৫ গ্রহন। ৬ রচনা। শ্রাধতি, শ্রাধীতঃ শ্রাধন্তি। লিঙ° শ্রাধী-
রাৎ। লুঙ° অশ্রাধীৎ। লিট্° শ্রাধয়, শ্রাধয়তুঃ; শ্রাধাথ, শ্রাধয়তুঃ
শ্রিথিথ। উত্তমপুরুষে শশাথ, শশাথ। লুট্° শ্রাধিতা। লুট্°
শ্রাধিযতি। লুঙ° অশ্রাধীৎ, অশ্রাধিষ্টাৎ। চুরা° পরমৈ° লট্° শ্রাধয়তি।
শ্রাধতি। অদন্ত চুরাদি° পরমৈ° ৭ প্রযত্ন। ৮ প্রহান। ৯ মোক্ষণ।
১০ হিংসা। লট্° শ্রাধয়তি, শ্রাধতি। ভূদি° পরমৈ° ১১ বধ,
হিংসা। লট্° শ্রাধতি। গিচ্° শ্রাধয়তি।

শ্রাধন (ক্রী) শ্রাধ-লুট্। ১ বধ। ২ বহ্ন। ৩ বারম্বার হুট
হওয়া। ৪ বন্ধন। ৫ মোক্ষণ। ৬ শিথিলীকরণ, আলুগা করা।

শ্রাধুনি (ক্রি) শ্রাধ-শানচ্। শিথিলতায়ুক্ত।

শ্রাদ্ধান (ক্রি) শ্রদ্ধতে ইতি শ্রদ্ধ ধা-শানচ্। শ্রদ্ধাযুক্ত।

(ভাগবত ১।২ অঃ)

শ্রাদ্ধা (ক্রী) শ্রাদ্ধানমিতি শ্রৎ ধা (বিদ্যুত্বেদ্যাদিভ্যোহঙ্। পাণ্ডা ১।১৪)
ইত্যঙ্ টাপ্। ১ সংপ্রত্যয়। ২ স্পৃহা। (রামায়ণ ২।৩৮।২)
৩ আদর। ৪ ওঙ্কি। ৫ শাস্তার্থ বা ধর্মকার্যাদিতে দৃঢ়প্রত্যয়।

“প্রত্যয়ো ধর্মকার্যেব তথা শ্রদ্ধেত্য়াবাহতা।

নাস্তি হুপ্রদধানত ধর্মকৃত্যে প্রয়োজনম্।” (বৃত্তি)

৬ চিত্তের এসন্নতা। (পাতঞ্জলভাষ্য)

যখন ভগবান্ বলিয়াছেন, শ্রদ্ধা বা চিত্তের এসন্নতা সাধিকী,
রাজসী ও তামসী ভেদে তিন প্রকার; প্রত্যেক লোকেরই
স্বীয় স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে শ্রদ্ধা অর্থাৎ চিত্তের এসন্নতা জন্মে;
কেননা জীব মাত্রই শ্রদ্ধাময়, অতএব সংসারে বাহার বৈরূপ শ্রদ্ধা
তাহাকে তৎপ্রকৃতিক লোক বলা যায়; অর্থাৎ বাহার সাধিকী
শ্রদ্ধা আছে, তাহাকে সাধিকপ্রকৃতির, বাহার রাজসী শ্রদ্ধা সে
রজঃপ্রকৃতির এবং বাহার শ্রদ্ধা তামসী সে তমঃপ্রকৃতির লোক
বলিয়া কথিত হয়। সাধিকপ্রকৃতির লোক দেবতাদির, রাজস
প্রকৃতির লোক বন্ধরকঃ প্রকৃতির এবং তামস প্রকৃতির লোক
ভূত প্রেত ইত্যাদির যজ্ঞন অর্থাৎ উপাসনার্চনাদি করিয়া চিত্তের
এসন্নতা লাভ করে।

“ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।

সাধিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃহু ॥

স্বাভাবরূপা সর্বত্র শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।

শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো যো যচ্চু কঃ স এব সঃ ॥

যজ্ঞস্তে সাধিকা দেবান্ যক্ষরকাসি রাজসঃ।

প্রোতান্ ভূতাগণাংশ্চাজ্ঞে যজ্ঞস্তে তামসা জনাঃ ॥” (গীতা ১৭)

ভগবান্ স্থানান্তরে বলিয়াছেন যে, উপস্থিতরূপে স্ব স্ব শ্রদ্ধার
বশবর্তী হইয়া যে বাহারই উপাসনা করুক না কেন; সে যদি প্রগাঢ়
শ্রদ্ধা বা তক্তির সহিত তাহাদিগের অর্চনা করে, তাহা হইলে
তাহাতে ঐ ব্যক্তির আমাকেই অর্চনা করা হয় বটে কিন্তু উহা
বিধিপূর্বক নহে বলিয়া তাহার পুনরাবৃত্তির নিবৃত্তি হয় না; কেন
না বাহার সাতিশয় শ্রদ্ধাষিত হইয়া দেবগণকে উপাসনা করে
তাহারা দেবদ্ব প্রাপ্ত হয় এবং বাহার স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ শ্রদ্ধা
সহকারে যক্ষরকগণের অর্চনা করে তাহার তত্ত্ব ভাবাপন্ন ও
বাহার ঐ রূপে ভূত ও প্রেতগণকে আরাধনা করে তাহার
প্রোত ও ভূত প্রাপ্ত হয়, আর বাহার শুদ্ধ সম্মমী শ্রদ্ধার
অনুসরণ পূর্বক আমাকে (অর্থাৎ অক্ষয় পরমানন্দস্বরূপ বিষ্ণুকে)
ভজনা করে সে আমাতেই লয়প্রাপ্ত হয়; অতএব তাহার আর
কখনই পুনরাবৃত্তি ঘটে না, সে সর্বদাই নিত্য সত্য অক্ষয় পরমা-
ন্দ উপভোগ করে।

“বেদ্যন্তদেবতাত্ত্বা যজ্ঞস্তে শ্রদ্ধাষিতাঃ।

ভেদপি মামেব কোত্তের যজ্ঞস্তাবিধিপূর্বকম্ ॥

যান্তি দেবত্বতা দেবান্ পিতৃন যান্তি পিতৃত্বতাঃ।

ভূতানি যান্তি ভূতত্বা যান্তি যদ্ব্যজিনোহপি মাম্ ॥” (গীতা ৯)

বলিপূরণে উক্ত হইয়াছে, ধর্মের সহিত শ্রদ্ধার অতি নৈকট্য

লব্ধ, শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে কিছুতেই ধর্মার্জন হয় না। ধর্ম সেই প্রধান পুরুষের ভাণ্ডারই অতি হুম্মতম পদার্থ; একমাত্র শ্রদ্ধা ভিন্ন হস্ত-দ্বাদি ইঞ্জিরদ্বারা অতি কাযক্ষেপে কিংবা রাশি রাশি অর্থব্যয়ে তাঁহাকে লাভ করা যায় না; এমন কি সুরগণেরও যদি শ্রদ্ধার অভাব থাকে তাহা হইলে তাঁহারিও ধর্ম হুটতে বঞ্চিত হন অর্থাৎ ধর্মপ্রাপ্ত হইরা তাঁহারিগকেও নানা প্রকার কষ্টভোগ করিতে হয়। অতএব শ্রদ্ধাই পরমধর্ম, শ্রদ্ধাই জ্ঞান, বজ্র, তপঃ, হোম, স্বর্গ ও মোক্ষ, এমন কি সমস্ত জগৎই শ্রদ্ধার বশীভূত; কেননা অশ্রদ্ধার সহিত কাহারও কোন কার্যে সর্বস্ব অথবা জীবন পর্যন্ত দান করিলেও কেহ তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে না রা কর না।

“শ্রদ্ধা ধর্মঃ পরঃ স্মরণঃ শ্রদ্ধা জ্ঞানং হতং তপঃ।

শ্রদ্ধা স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ শ্রদ্ধা সর্বমিদং জগৎ ॥

সর্বস্ব জীবিতং বাপি দত্তাদ্ শ্রদ্ধয়া যদি।

নাশুয়াৎ তৎফলং কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধাদানং ততো ভবেৎ ॥” (বহুপু)

গীতার স্বয়ং ভগবান্ও বলিয়াছেন যে, অশ্রদ্ধার সহিত বজ্র, দান, তপঃ, যে কিছু করা যায়, সে সমস্তই নিতান্ত সাধুবিগর্হিত কার্য্য এবং তদ্বারা ইহ বা পরকালের কোন ফলই পাওয়া যায় না।

“অশ্রদ্ধয়া হতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যং।

অসদিদৃঢ়াভ্যে পার্থেন চ তৎ প্রেতা নেহ চ ॥” (গীতা)

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, যে হৃদ্ধতিসম্পন্ন মৃত্যুবী ব্যক্তি শ্রদ্ধা ও বহিবিবর্জিত কর্ম্ম করে, অসুরগণ তাহার সেই কর্ম্মের ফল হরণ করে। আর যে ব্যক্তি বিশ্বুদ্ধভাবে শ্রদ্ধার সহিত বিধিসম্মত কর্ম্ম করে, তাহার অনন্ত ফল হয়।

প্ৰবিশীনাং ভবেদ্রষ্টং কৃতমশ্রদ্ধয়া চ যং।

তদ্বরন্ত্যাসুরাত্ত মৃতুশ্চ দ্রষ্টতাম্বনঃ ॥

শ্রদ্ধাবিশিষ্টমায়ুক্তং কর্ম্ম যৎ ক্রিয়তে নৃতিঃ।

স্বাবশ্যকেন ভাবেন তদানন্তর্য্য্য করাতে ॥” (যাজ্ঞবল্ক্য)

দেবল আতিথেরাদি সংকার ও অন্ত্যজ যাবতীর সংকার্যাগুষ্ঠান এবং লোকের প্রতি কোনরূপ ঈর্ষা, বেদ, অহ্মা প্রভৃতি না করাকেই শ্রদ্ধা এবং এই শ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্র প্রণোদিত পাত্রের অর্থ সমর্পণকেই দান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

“সংকৃতিশ্চানন্তর্য্য চ সদা শ্রেতি কীর্ত্তিতা।

অর্থানামুদিতো পাত্রো শ্রদ্ধয়া প্রতিপাদনম্।

দানমিভ্যন্তিনির্দিষ্টং আখ্যানং তত্ত্ব বক্ষ্যতে ॥” (দেবল)

শ্রদ্ধা, বৈদিক যুগে প্রসিদ্ধ। একজন আচার্য্যমণী। ইনি মহর্ষি অত্রির পত্নী ছিলেন। কদম মূনির ঔরবে দেবহুতির গর্ভে ইহার জন্ম হয়। দেবহুতি ঐবের পিতা রাজা উত্তানপাদের ভগিনী ও স্বামভুব মহুর কণ্ঠা ছিলেন।

শ্রদ্ধাতৃ (ত্রি.) শ্রৎ-ধা-কৃচ্। শ্রদ্ধাকারক।

শ্রদ্ধাতব্য (ত্রি.) শ্রৎ-ধা-তব্য। শ্রদ্ধার যোগ্য, শ্রদ্ধার উপযুক্ত।

শ্রদ্ধাদেয় (ত্রি.) শ্রদ্ধা দেয়ঃ। শ্রদ্ধা দ্বারা দেয়। শ্রদ্ধা-পূর্বক দেয়।

শ্রদ্ধান (ক্রী.) শ্রৎ-ধা-লুট্। শ্রদ্ধা।

শ্রদ্ধামনস্ (ত্রি.) শ্রদ্ধাযুক্ত, শ্রদ্ধালু। “শ্রদ্ধামনা হবিষা ব্রহ্মদ-প্পতিঃ” (ঋক্ ২২৩০) “শ্রদ্ধামনাঃ শ্রদ্ধা মনসি বত তাদৃশঃ” (সারণ)

শ্রদ্ধামনস্তা (ক্রী.) শ্রদ্ধাযুক্তা মনের ইচ্ছার সহিত। “শ্রদ্ধামনস্তা শৃণতে দভীতয়ে” (ঋক্ ১০।১১৩৯) “শ্রদ্ধামনস্তা মনঃ শব্দাৎ কাচ, শ্রদ্ধাযুক্তরা মনস ইচ্ছয়া” (সারণ)

শ্রদ্ধাময় (ত্রি.) শ্রদ্ধা স্বরূপে ময়ট্। শ্রদ্ধা স্বরূপ।

“সবাহুরূপা সর্বস্ত শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।

শ্রদ্ধায়েহয়ং পুরুষো যো যজ্ঞঃ স এব সঃ ॥” (গীতা ১৭।৩)

শ্রদ্ধালু (ক্রী.) শ্রদ্ধাভীতি শ্রৎ ধা (স্পৃহি গৃহিপতি দরি নিজেতি।

পা ৫২।১৫৮) ইতি আলুচ্। ১ দোহদবতী, গর্ভাবস্থার স্ত্রীদিগের যে অভিলাষ হয়, তাহাকে দোহদ কহে। (ত্রি) ২ শ্রদ্ধাযুক্ত, শ্রদ্ধাবিশিষ্ট।

“সোহহং তদৈতৎ কথ্যামি বংস

শ্রদ্ধালবে নিত্যমুত্তরতা ॥” (ভাগবত ৫।৮।১০)

শ্রদ্ধাবৎ (ত্রি.) শ্রদ্ধা বিত্তেহেতু শ্রদ্ধা-মতুপ্ মত ব। শ্রদ্ধা-যুক্ত, শ্রদ্ধালু।

“শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেজস্রিঃ।

জ্ঞানং লক্ষ্য পরং শাস্ত্রিমতিবোধাদিগচ্ছতি ॥” (গীতা ৪।৩৯)

শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি আয়জ্ঞান লাভে সমর্থ হন।

“গুরুবেদান্তবাক্যে বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা” (বেদান্তসার)

গুরু ও বেদান্ত বাক্যে যে একান্ত বিশ্বাস তাহাকে শ্রদ্ধা কহে, যিনি গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসী হইয়া ভগবানের উপাসনা এবং সমস্ত কার্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই জ্ঞান লাভ করিয়া সেই জ্ঞান হইতে শান্তিহুৎ অমুভব করেন।

শ্রদ্ধিন্ (ত্রি.) শ্রৎ-ধা-ণিনি। শ্রদ্ধাযুক্ত, শ্রদ্ধাবিশিষ্ট।

শ্রদ্ধিব (ত্রি.) শ্রদ্ধাযুক্ত, শ্রদ্ধাবন্ত দ্বারা লভ্য। “প্রবি শ্রত শ্রদ্ধিব তে বদাদি” (ঋক্ ১০।১২৫।৪) “শ্রদ্ধিবৎ শ্রদ্ধিঃ শ্রদ্ধা দ্বারা যুক্ত শ্রদ্ধা বহুত্ব লভ্যমিতার্থঃ। শ্রৎ শব্দত উৎসর্গবৎ বর্তমানস্যাৎ উপসর্গে যোঃ ক্রিয়তি কি-প্রত্যয়ঃ, মত্থীয়ো বঃ। ঈদৃশঃ ব্রহ্মজ্ঞকং বজ্র তে তুভ্যং বদামি” (সারণ) একমাত্র ব্রহ্মই শ্রদ্ধিব অর্থাৎ শ্রদ্ধা ও বজ্র দ্বারা লভ্য।

শ্রদ্ধেয় (ত্রি.) শ্রৎ-ধা-বৎ। শ্রদ্ধার, শ্রদ্ধার যোগ্য, শ্রদ্ধার পাত্র।

শ্রদ্ধেয়ক্ (ক্রী.) শ্রদ্ধেয়ত্ তাবঃ ক্। শ্রদ্ধেয়ের ভাব বা ধর্ম, শ্রদ্ধা।

শ্রম, ১ মোক্ষ। ২ প্রতিহর্ষ। জ্যাদি° পরমৈ° নক° সেট্।
লট্ শ্রম্যতি। লুট্ শ্রমিতা। লুঙ্ অশ্রম্যৎ।

শ্রম (পুং) শ্রম্যতি বোচয়তি তত্ভান্ সংসারানিতি শ্রম-অচণ
১ বিহু, বিনি তত্ভানগকে সংসার হইতে অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর হাত
হইতে মুক্তি প্রদান করেন, তাহাকে শ্রম অর্থাৎ বিহু
কহে। (ত্রিকা°) শ্রম তাবে বঞ°। ২ মোচন। ৩ প্রতিহর্ষণ।

শ্রম্বন (ক্ৰী) শ্রম তাবে লুট্। সন্দর্ভ।

‘সন্দর্ভো রসনা শুভঃ শ্রম্বনঃ শ্রম্বনঃ সমাঃ।’ (হেম)।

২ মোচন। ৩ প্রতিহর্ষণ।

শ্রম্বিত (ত্রি) শ্রম্ব-ক্ত। ১ গ্রহিত। ২ বদ্ধ। ৩ কৃতবধ।
৫ মুক্ত। ৭ হৃষিত।

শ্রপণ (ত্রি) সিদ্ধকরণ। আহবনীর ও গার্হপত্যায়ি দ্বারা
চকরকন।

শ্রপণীয় (ত্রি) রক্ষণযোগ্য, বাহ্য সিদ্ধ করিতে হইবে।

শ্রপয়িতৃ (ত্রি) রক্ষনকারী, পালক। হৃদাদি যে আল দেয়।

শ্রপিত (ত্রি) শ্রপ-ক্ত। ১ পক। ২ পাচিত। ৩ দ্রুত, হৃদ্য।
জল ভিন্ন পক দ্রব্য।

‘নিম্পকং কথিতে পকত্বাভ্যাং কীরং পয়ঃ দ্রুতম্।

অন্তত্ শ্রপিতং শ্রাণং সমুদভোক্তৃতে সমে ॥’ (জটধর)

শ্রপিতা (ক্ৰী) শ্রপ-ক্ত-টাপ্। কান্তিক।

শ্রম, শ্রম শ্রম ধাতু ১ তপস্তা। ২ খেদ। ৩ শ্রম, ক্লান্ত।
দিবা° পরমৈ° অক° সেট্ জ্বাবেট্, জ্বা প্রত্যয় পরে বিকল্পে
ইট্ হয়। লট্ শ্রাম্যতি। লিট্ শ্রাম, শ্রম্যতঃ। লুট্
শ্রমিতা। লুট্ শ্রমিষ্যতি। লুঙ্ অশ্রম্যৎ, অশ্রম্যতাং। সন্
শ্রমিষ্যতি। যঙ্ শংশ্রম্যতে। যঙ্ লুক্ শংশ্রম্ভি। গিচ্
শ্রময়তি, লুঙ্ অশ্রম্যৎ; জ্বা প্রত্যয় পরে বিকল্পে ইট্ হয়।
শ্রাম্মা শ্রমিষ্য। শ্রি+শ্রম=পরিশ্রম। বি+শ্রম=বিশ্রাম।

শ্রম (পুং) শ্রম-ঘঞ°, নোদাতোপদেশভেতি বৃদ্ধাভাঃ। ১
তপস্তা। ২ খেদ। ৩ শ্রান্তি, পর্যায় ক্লম, ক্লেশ; পরিশ্রম, শ্রয়াস,
অয়াস, ব্যায়াম, ক্লমথ।

‘যথৈহিকামুদ্রিকামলম্পটঃ স্তুতেষু দারেষু ধনেষু চিন্তয়ন্।

শক্তে বিদ্বান্ কুকলেবরাভ্যাং যন্তত বহঃ শ্রম এব কেবলম্ ॥’

(ভাগবত ৫।১২।১৪)

৪ শ্রম্ভাভাস, পর্যায় খুরলী, দোলা, অভয়াস। (হেম)

৫ চিকিৎসা। (রাজনি°)

শ্রমকর (পুং) করোতীতি করঃ, শ্রমত করঃ। শ্রমজনক,
যাহাতে পরিশ্রম হয়।

শ্রমব্ধ (ত্রি) শ্রমং হস্তি হন-টক্। শ্রমনাশক, বাহাতে পরি-
শ্রম দুঃ হয়।

শ্রমচ্ছিন্ (ত্রি) শ্রমং ছিনতি ছিন-কিপ্। শ্রমনাশক, পরিশ্রম-
হেৎক।

শ্রমজল (ক্ৰী) শ্রমত জলং। শ্রম জন্ত জল, বর্ষ, শ্রব।

শ্রমণ (পুং) শ্রম্যতি তপস্ততীতি শ্রম-ল্য। ১ বৌদ্ধ যতিবিশেষ,
বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা তপস্তা করে বলিয়া ইহাদিগকে শ্রমণ কহে।

শ্রম ধাতুর অর্থ তপস্তা। ২ সাধারণ যতি। (উপনি°)

‘মুক্তিমৌক্যোহপবর্ণোহথ যুমুসুঃ শ্রমণো যতিঃ।

বাচংযমো ব্রতী সাধুরনগার ঋষির্মুনিঃ ॥’ (হেম)

৩ নীচকর্মজীবী, নীচব্যবসায়ী। ৪ শ্রমজীবী। ৫ নীচ,
দুগিত, অপকৃষ্ট।

শ্রমণক (পুং) শ্রমণ বার্থে কন্। শ্রমণ শব্দার্থ।

শ্রমণা (ক্ৰী) শ্রমণ-টাপ্। ১ স্তব্দশ্রবণ, চলিত উরতি পুস্তি,
পদ্মভলক। ২ মুণ্ডিরী। ৩ মাংসী, জটামাংসী। ৪
শবরীভেদ। ৫ সন্ন্যাসিনী।

শ্রমণাচার্য্য, একজন ভারতীয় রাজদূত। রোমসম্রাট
আগাষ্টাসের সভায় খৃষ্টপূর্ব ২৬-২১ অব্দের মধ্যে তিনি উপনীত
ছিলেন। ট্রাবো লিখিয়াছেন, নিকোলোন্ ডামাসেনাস
অন্তিওক-এপিডাক্‌নে নগরে একজন ভারতীয় দূতের সাক্ষাৎ
পান। ঐ ব্যক্তি Pandion বা Pōros নামক রাজার নিকট
হইতে গ্রীকভাষায় লিখিত একখানি পত্র লইয়া সম্রাট
আগাষ্টাসের নিকট বাইতেছিলেন। গ্রীকগ্রন্থে উহার নাম
Zarmanochegae (শ্রমণাচার্য্য) ও নাম Barygaza (ভরোচ)
লিখিত আছে। হোরেশ, ফ্লোরাস ও সিউটোনিয়াস এবং
হিরোনিমাস (Canon chronicon নামক গ্রন্থে) ইহার উল্লেখ
করিয়াছেন। তারাগোণাবাসী Orosius বলেন ২৭ খৃষ্টপূর্বে
আগাষ্টাস সিজারের সঙ্গে এক ভারতীয় শকদূত স্পেনরাজ্যে দেখা
করিয়াছিলেন। রোম ও গ্রীসের সহিত ভারতীয় বাণিজ্য বৃদ্ধিই
ইহার উদ্দেশ্য।

শ্রমবুদ্ (ত্রি) শ্রমং বুদতি বুদ-কিপ্। শ্রমাপহারক, শ্রমনাশক।

শ্রময়ু (পুং) শ্রম কর্তৃক একীভূত, যুক্ত, শ্রান্ত; পরিশ্রমযুক্ত।

‘শ্রমযুবঃ পদবাঃ’ (ঋক্ ১।১৭।২) ‘শ্রমযুবঃ হব্যবাহনস্তা-
ভাবেন হবিষামভাবাং তজ্জ্যতেন শ্রমেণ ক্লেশনৈকীভূতাঃ,
যু মিশ্রণে, শ্রমেণ যুস্বন্তে যু কিপ্’ (সারণ)

শ্রমবৎ (ত্রি) শ্রমো বিজ্ঞতেহন্ত শ্রম-মতুপ যন্ত ব। শ্রমযুক্ত,
শ্রমবিশিষ্ট।

শ্রমবারি (ক্ৰী) শ্রমজন্তং বারি জলং। পরিশ্রম জন্ত
বর্ষ, শ্রবজল। ‘ললাটবন্ধশ্রমবারিবিম্ব’ (রঘু ৭।৬৩)

শ্রমবিনয়ন (ক্ৰী) শ্রমত বিনয়নং। শ্রমাপনোদন। (ত্রি) ২
শ্রমাপনোদনকারক।

শ্রমবিনোদ (পুং) শ্রমেণ বিনোদঃ । পরিশ্রম জ্ঞাত্ব যুৎ ।

“অপ্যধ্বনিশ্রমবিনোদমুপাগতানাং

ধ্বন্তে শ্রিয়ং কিমুত শাশ্বতমন্দিরেবু ॥” (বৃহৎসং ৩০।৮৮)

শ্রমবিভাগ (পুং) শ্রমস্ত বিভাগঃ । পরিশ্রমের বিভাগ, একটী কর্ম সম্পাদনের জ্ঞাত কেবল এক ব্যক্তি পরিশ্রম না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা তাহার এক এক অংশ সম্পাদিত হইলে তাহাকে শ্রমবিভাগ কহে ।

শ্রমশীকর (পুং) শ্রমবারি, শ্রমজল, বর্ষ । (গীতগোবিন্দ ১২।২২)

শ্রমসাধ্য (ত্রি) পরিশ্রম দ্বারা বাহা নিষ্পন্ন করা যায় ।

শ্রমসিদ্ধ (ত্রি) পরিশ্রম দ্বারা নিষ্পাদিত ।

শ্রমস্থান (ক্রী) ১ যে স্থানে মানব ক্রান্তিজনক কর্মে লিপ্ত হয় । কর্মস্থান, কারখানা । ২ সেনাদলের কাঁটারাজস্থান (Drilling place) ।

শ্রমাধায়িন্ (ত্রি) ১ ক্লেশদায়ক । ক্রান্তিজনক । ২ বাহা কষ্টে ঘট্টে ।

শ্রমাসু (ক্রী) শ্রমজল, শ্রমবারি, বর্ষ ।

শ্রমার্জ (ত্রি) শ্রমকাতর, ক্রান্ত ।

শ্রমিন্ (ত্রি) শ্রম ইন্ বা শ্রাম্যতি ইতি শ্রম (শ্রমিতাষ্টাভ্যো যিণ্) । পা ৩।১৪১ ইতি যিণ্ । শ্রমবিনিষ্ট, শ্রমযুক্ত ।

শ্রয় (পুং) শ্রি (এরচঃ) । পা ৩।৩৬৬ ইতি অচ্ । আশ্রয় ।

শ্রয়ণ (ক্রী) শ্রি-ল্যুট্ । ১ আশ্রয়, পথ্যায় শ্রায় । (অমর) “তজ্জামৃতং সুরগণাঃ ফলমঙ্গসাণু-
যৎপাদপঙ্কজরজঃ শ্রয়ণম্ নৈত্যাত ॥” (ভাগবত ৮।৯২৮)

শ্রব (পুং) শ্রয়তে হ্রনেতি শ্র (শ্রোয়ণ্) । পা ৩।৩৬৭ ইতি অণ্ । বাহা দ্বারা শ্রবণ করা যায়, কর্ণ, শ্রবণেন্দ্রিয় । শ্র-ভাবে অণ্ । ২ শ্রবণ, শোনা ।

“সুপ্তসর্প ইব দণ্ডঘটনাং

য়োবিতোহস্মি তব বিক্রমশ্রবাং ॥” (রঘু ১১।৭১)

শ্রয়তে ইতি কর্ণণি অণ্ । ৩ শব্দ । (শুক্ল বজ্জ ১৬।৩৪)

শ্রবণ (ক্রী) শ্রয়তেহ্রনেতি শ্র-করণে ল্যুট্ । ১ কর্ণ, শ্রবণেন্দ্রিয় । সুখবোধে লিখিত আছে যে গর্ভস্থিত বালকের ছয় মাসের মধ্যে শ্রবণধর্যের হ্রিত হয় । “বয়সাত্যন্তরে শ্রবণমো-
হিত্ব ভবতি” (সুখবোধ) ২ ঋতি, শ্রবণেন্দ্রিয় জ্ঞান, শ্রবণে-
ন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহাকে শ্রবণ কহে । চলিত শোনা ।

নীতিশাস্ত্রোক্ত দীপ্তনের অন্ততম । শুক্রাণাং, শ্রবণ ও গ্রাহণ প্রভৃতি কয়েকটী দীপ্তগণদ বাচ্য ।

“শুক্রাণাং শ্রবণকৈব গ্রাহণং ধারণং তথা ।

উহোহপোহোহর্থাবিজ্ঞানং তত্তজ্ঞানকং দীপ্তগাঃ ॥”

(কামন্দকীয় ৩।২২)

৩ যথোক্ত বিধানানুসারে শাস্ত্রোক্ত বাক্য শ্রবণ, মনন ও নিমিধ্যাসনাদি যুক্তি প্রাপ্তির কারণ । ঋতিতে লিখিত আছে যে “আত্মা বা অরে ব্রহ্মাঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিমিধ্যাসিতব্যশ্চ” ।

হে আত্মেরি ! আত্মা শ্রবণ, মনন ও নিমিধ্যাসন করিবে । শাস্ত্র বাক্য কেবল শুনিলেই যে শ্রবণ করা হয়, তাহা নহে, শাস্ত্র বাক্য শ্রবণ করিয়া তদনুসারে কার্য করার নামই শ্রবণ । প্রথমে শ্রবণ করিতে হয়, অর্থাৎ শাস্ত্রে বাহা অভিহিত হইয়াছে, তাহা শুনিবে, ঐ বাক্য শুনিয়া তাহার তাৎপর্য্যধারণ এবং তদনুসারে কার্য করিলে তবে তাহাকে শ্রবণ কহে ; কেবল শাস্ত্র শুনিলেই তাহা শ্রবণপদ বাচ্য হইবে না । এইরূপে শ্রবণ সিদ্ধ হইলে তখন মনন ও নিমিধ্যাসন করিবে ।

“শ্রোতব্যঃ ঋতিবাক্যোভ্যঃ মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ ।

মত্যা চ সত্যতং ধ্যেয় এতে বর্ণনহেতবঃ ॥”

(সাংখ্যাদং ১।১ বিজ্ঞানভিত্ত্যু)

বেদান্তসারে লিখিত আছে যে বহুবিধ লিঙ্গদ্বারা অশেষ বেদান্তের অধিতীয় বস্তুতে তাৎপর্য্যধারণের নাম শ্রবণ ।

“বহুবিধলিঙ্গৈরশেষবেদান্তানামধিতীয়ে বস্তুনি তাৎপর্য্যাব-
ধারণং । লিঙ্গানি তু উপক্রমোপসংহারাত্যাগপূর্ব্বতাকলার্হ-
বাদোপপত্ত্যাখ্যানি” (বেদান্তসার) (পুং ক্রী) ৪ শ্রবণানক্ষত্র ।
“অমার্কপাতে প্রবণং বরি ভাং” (বৃত্তি)

শ্রবণক (পুং) শ্রবণ স্বার্থে কন্ । শ্রবণ শকার্হ ।

শ্রবণগোচর (পুং) শ্রবণযোগোচরঃ । কর্ণগোচর, শ্রবণ, শোনা ।

“অগাধাসবদন্তায়াঃ শব্দৈঃ শ্রবণগোচরম্ ॥” (কথাসরিৎসাং ১২।৬৬)

শ্রবণদন্ত (পুং) কোহলগোত্রীয় বৈদিক আচার্যভেদঃ ।

শ্রবণবাদী (ক্রী) শ্রবণযুক্তা দ্বাদশী । শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত তাত্র-
শুক্লাদ্বাদশী । এই তিথি অতিশয় পুণ্যদায়িনী, এই তিথিতে উপবাস করিয়া বিষ্ণুপূজা করিলে অক্ষয় ফলপ্রদ হয় । এই তিথিতে উপবাস অতিশয় ফলজনক । এই দিন বুধবার হইলে মহাফলজনক হয় । এই দিনে মানদানও শুভ ।

“শ্রবণবাদশীং বক্ষ্যে ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনীম্ ।

একাদশী দ্বাদশী চ শ্রবণে চ’সুসংযুক্তা ॥

বিজয়া সা তিথিঃ প্রোক্তা । হরিপূজাদি চাক্ষয়ম্ ।

একভক্তেন নক্তেন তর্থেবাযাচিতেন চ ॥

উপবাসেন ভক্ষ্যেণ নৈবাধাদনিকো ভবেৎ ।

কাংস্তং মাংসং তথা কোত্রং লোভং বিততত্তাবরণং ॥

ব্যারামঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ দিব্যাবয়বধাঞ্জনম্ ।

শিলাপিষ্টং মদ্রঞ্চ দ্বাদশ্যং বর্জয়েন্নয়ম্ ॥

মাসি ভাত্রপদে শুক্রে দ্বাদশী শ্রবণাধিতা ।

মহতী দ্বাদশী জ্যেষ্ঠা উপবাসে মহাকলা ॥

কলমে সরিতঃ দ্বানং বুধভূতা মহাকলা ।

সুহৃৎ পরমৈঃ সজ্জৈঃ যনৈঃ বর্ণিতঃ বামনঃ ॥ (গুরুত্বপূ ১৪১ অ°)

একাদশী বা দ্বাদশী তিথিতে শ্রবণানকত্র হইলে তাহাকে শ্রবণবাদী কহে। এই তিথির অপর নাম বিজয়া, এই দিনে কিছুপূজা করিলে অক্ষয় ফল হয়। পূর্বদিন একবার ভোজন করিয়া দ্বাদশীর দিন উপবাস করিবে। এই দ্বাদশী তিথিতে কাংস্যপাত্রে ভোজন, মাষ, মধু, লোভ, মিথ্যাতাবণ, ব্যারাম, ব্যাধার, দিব্যব্রত, অজ্ঞান, শিলাপিঠ দ্রব্য ও মন্থর, এই সকল দ্রব্য বর্জনীয়।

তিথিতত্ত্বতঃ ভবিষ্যোত্তরবচনে লিখিত আছে যে শ্রবণোপেতা দ্বাদশী তিথি সর্গপাণ-বিনামিনী, এই তিথিতে যদি বুধবার হয়, তাহা হইলে শতগুণ ফলদায়ক হয়। দ্বাদশ দ্বাদশীতে উপবাস করিলে যৈ ফল হয়, এই দ্বাদশীতে উপবাস করিলে সেই ফল হইয়া থাকে।

“দ্বাদশী শ্রবণোপেতা সর্গপাণহরী তিথিঃ ।

বুধবারসমায়ুক্তা ততঃ শতগুণা তবৎ ।

তানুপোষ্য সমাপ্নোতি দ্বাদশদ্বাদশীকলম্ ॥” (তিথিতত্ত্ব)

যে স্থলে তিথি ও নক্ষত্রযোগে উপবাস বিহিত আছে, সেই স্থানে বত্ৰকণ একের কম না হয়, তত্ৰকণ উপবাস করিতে হইবে। একাদশীর দিন যদি শ্রবণানকত্র হয়, তাহা হইলে ঐ দিন উপবাস করিয়া দ্বাদশী দিনে পারণ করিবে। কিন্তু যে স্থলে একাদশীর উপবাসবিবসে শ্রবণানকত্র না হয় এবং দ্বাদশীর দিনে শ্রবণানকত্র হয়, তথার দুইদিনই উপবাস করিবে। শাস্ত্রে আছে একটা ব্রত আরম্ভ করিয়া ঐ ব্রত সমাপন না হইলে অস্ত্র ব্রত করিতে পারে না, অতএব একাদশীর উপবাসরূপ ব্রত করিয়া ঐ ব্রতান্তে পারণ শেষ না হইলে শ্রবণ-দ্বাদশীর উপবাস কি প্রকারে হইতে পারে? ইহাতে বক্তব্য এই যে, উক্ত উপবাসই হরির উদ্দেশে অঙ্গুষ্ঠিত হয় বলিয়া একটা শেষ না করিয়া অস্ত্র ব্রত করিতে কোন দোষ ঘটে না।

যদি কেহ দুইদিন উপবাস করিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে একাদশীর দিন ভোজন করিয়া শ্রবণদ্বাদশীর উপবাস করিবে। এই উপবাস দ্বারা ই পূর্ব একাদশীর উপবাসজনিত পুণ্য হইবে। কিন্তু কদাচ দ্বাদশীকে পরিত্যাগ করিবে না।

“একাদশী বদা তু স্যাৎ শ্রবণেন সমষ্টিয়া ।

বিজয়া সা ভবা প্রোক্তা ভক্তানাং বিজয়প্রদা ॥

তিথিনকত্রসংযোগে উপবাসো বদা তবৎ ।

তাবদেব ন ভোক্তব্যং ভাবরৈক্যং লক্ষ্যকঃ ॥

বিশেষণ মহীপাল শ্রবণং বর্জ্যে বদি ।

তিথিক্রমেণ ভোক্তব্যং দ্বাদশীং নৈব লক্ষ্যয়েৎ ॥”

তিথিক্রমেণ একাদশীক্রমেণ ভোক্তব্যং দ্বাদশীং পারমরিত্যর্থঃ ।

তত্র হেতুঃ দ্বাদশীমিত্যাदि। বদা ভোক্তব্যপাশাসনিনে শ্রবণং নাতি পরদিনে দ্বাদশীং তত্তদোপবাসদ্বয়মাহ ব্রহ্মবৈবর্তঃ—

একাদশীসুপোষ্যৈব দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ ।

ন চাত্র বিধিলোপঃ স্যাহুতয়োদে বদা হরিঃ ।

অত্র চ

অসমাগ্রে ব্রতে পূর্বে নৈব কুর্যাদ্ ব্রতান্তরম্ ।

ইতি স্বতঃ পার্শ্বন্যাকরণেন পূর্বোপবাসা। সমাপ্তাবুপ-
বাসান্তরান্তে বিধিলোপো ন তবহিত্যর্থঃ। হেতুমাং উত্তরো-
রিত্যাदि। উত্তরোপবাসাসামর্থ্যে তু শ্রবণদ্বাদশীভোপোষ্য তথাচ
স্মৃতিঃ—

বরমেকাদশীং ভুক্ত্বা দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ ।

পূর্বোপবাসজং পুণ্যং নরঃ প্রাপ্নোত্যাসংগমঃ ॥” (তিথিতত্ত্ব)

শ্রবণপথ (পুং) শ্রবণ্য পথ্য, বচ্ সমাসান্তঃ। শ্রবণের পথ,
শ্রবণক্রিয়, কর্ণ।

শ্রবণপালি (স্ত্রী) কর্ণপালি। কাণের ছুতি। (শ্রীতপোবিন্দ অ১৩)

শ্রবণভট্ট, নিধার্কসম্প্রদায়ের একজন গুরু। ইনি গুপ্তাকর
ভট্টের শিষ্য ও ভূরিভট্টের গুরু ছিলেন।

শ্রবণভূত (ত্রি) শ্রবণদ্বারা ধৃত, অল্পকণ শুনিয়া শুনিয়া চিত্তে
যাহা ধারণ করা যায়, তাহাকে শ্রবণভূত কহে।

“অহুযুগমম্বহং স গুণগীতপরম্পরয়া

শ্রবণভূতো যতক্ষমপবর্গগতিম্ হৃজৈঃ ॥” (ভাগবত ১০।৮।৭।৪০)

‘শ্রবণভূতঃ অহুদিনঃ শ্রবণেন চেতসি ভূতঃ ধৃতঃ’ (বামী)

শ্রবণমূল (স্ত্রী) কর্ণমূল।

শ্রবণকুজ্জ (স্ত্রী) শ্রবণগীড়া, কর্ণরোগ।

শ্রবণবিভ্রম (পুং) শ্রবণত বিভ্রমঃ। অত্থা শ্রবণ, শোনার ভুল।

শ্রবণবিষয় (পুং) শ্রবণোদ্বিষয়ঃ। শ্রবণগোচর।

শ্রবণ-বেলগোল (শ্রবণ-বেলগোলা) শ্রবণদিগের দীর্ঘিকা),

মহিমুর রাজ্যের হস্গন্ জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন

গণগ্রাম। অক্ষা° ১২° ৪০' ১০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩১'

৩১" পূঃ। চন্দ্রবেটী ও ইন্দ্রবেটী নামক গণ্ডশৈলদ্বয়ের মধ্যস্থলে

অবস্থিত। জৈন উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, জিনধর্মপ্রব-

র্ত্তকের ছয় জন প্রধান শিষ্য ছিলেন, তন্মধ্যে তদ্রবাহ একতম।

এই তদ্রবাহ জিনধর্ম প্রচারার্থে অশ্বিনা সম্প্রদায়ের সহিত উচ্চ-

রিনী হইতে দক্ষিণ ভারতে আগমন করেন। এই স্থানে তাঁহার

মৃত্যু ঘটে। প্রবাদ, মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত সংসারে বীতরাস হইয়া

রাজ্যসম্পদ ত্যাগান্তে সরাস-ধর্ম অবলম্বন করেন। ঐ সময়ে

তিনি জগদ্বাদীর হিতকামনার জিনগুরুকে দক্ষিণাভ্যে লইয়া

যান। এই প্রাচীন ঘটনা খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে তথাকার পর্তুগ-

পায়ে উৎকীর্ণ আছে। চতুর্ভুজের পূত্র বৌদ্ধ সম্রাট অশোকও এইস্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

চত্রেচৌরী পর্বত সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৩২৫' কিটু উচ্চ। ইহার সর্বোচ্চ শিখরে গোমতেশ্বরের (গোতমেশ্বরের) একটি ৩০' কিটু উচ্চ প্রতিমূর্তি স্থাপিত আছে। মূর্তির পাদপীঠে যে লিপি আছে তাহা হইতে জানা যায় যে, চামুণ্ডার নাম জনৈক রাজা ৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মূর্তির চারিদিকেই বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা আছে। এই সকল গুলি বহির্দেশ হইতে প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রাচীরটা গঙ্গা রায় নামক জনৈক ব্যক্তির কীর্তি। গঙ্গা রায় হোরশাল-বর্ম্মাল বংশের রাজ্যকালে এই প্রাচীর নির্মাণ করান।

উক্ত মূর্তিটা উল্লঙ্গ ও উত্তরমুখে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অবস্থিত। আধার চুল কৌকড়ান এবং কাণ দুইটা বড় বড়। বাহ্যিক আকাজুলম্বিত এবং পদবর পদ্মোপরি স্থাপিত। মূর্তিটা সর্ব্বাবয়বে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের প্রতিমূর্তি বলিয়াই মনে হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এই মূর্তির গঠনপ্রণালী দেখিয়া মনে করেন যে, পর্ব্বতের শিখরদেশ চাচিয়া ছলিয়া এই মূর্তি বাহির করা হইয়াছে। উহার শিরচাত্তর্য্য এতই মনোমুগ্ধকর যে, হঠাৎ দেখিবামাত্র বোধ হয় নিপুণশিল্পী বেন অর মিল হইল এই মূর্তি কাটির রাখিয়াছে। এই মূর্তির চারি পাশেই ক্ষুদ্র বৃহৎ অট্টালিকা বা মন্দিরের প্রাচীর-বেষ্টনীর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন প্রকারে ৭২টা মূর্তি আছে।

অপরদিকের ইক্সবেট্টা শৈলের পাথরূপে প্রাচীন অক্ষরে লিখিত কএকখানি শিলালিপি দৃষ্ট হয়। এই অক্ষরগুলি প্রায় ১ ফুট লম্বা। এই সকল লিপি দৃষ্টে অনুমান হয় যে, একসময়ে এই স্থান জৈনদিগের ধর্ম্ম ও শাস্ত্রচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল। এই স্থানে এখনও জৈনদিগের 'গুরু' বাস করিয়া থাকেন। টিপু সুলতান জৈন গুরুকে তাহার স্বামিকার ও দেবমন্দিরের লভ্যাংশ হইতে বঞ্চিত করেন।

এই স্থানের প্রাচীন ইতিহাস কিছুই পাওয়া যায় না। ৮৯০ শকে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, রাজকুটরাজ খোড়গ ও ২য় ককের অধীনে মারসিংহ নামক একজন সামন্ত দ্বারা এই স্থান শাসিত হইত। এই স্থানে প্রাপ্ত অপর একখানি শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, রাজা ৩য় কুঞ্চ উক্ত মারসিংহকে গুজরাতবিহারে প্রেরণ করেন। মারসিংহ নলদ্বাড়ীর পরবর্গগকে পরাস্ত করিয়া মাজুখেট, গোনুর ও উজ্জ্বীর অর করিয়াছিলেন।

১০৫০ শকে (১১২৮ খৃঃ ১০ই মার্চ, রবিবার) উৎকীর্ণ একখানি সমাধি-লিপিতে লিখিত আছে যে, জৈনাচার্য্য মল্লিসেন

মলধারিবেব এখানে অনশনব্রতাবলম্বন করিয়া দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। ১১৫৯ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ এখনকার অন্য একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, রাজা ১ম নরসিংহ ত্রিভুবনমল বা ভূজবল-বীর হোরশালবংশীয় রাজা বিজুবর্দ্ধনের পুত্র ছিলেন, ইনি এছলদেবীকে বিবাহ করেন। ইহার অধীনে পশ্চিম গঙ্গবংশীয় রাজমল বা হরমল্য এখনকার শাসন-কর্ত্তা হইয়া জৈনধর্ম্মের বিস্তারে নিযুক্ত হন। ১২২৪ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ এই স্থানের আর একখানি শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, হোরশালবংশীয় বীরবল্লালান্ন ২য় নরসিংহ দেবগিরির দারবরাজ কর্ত্তক দত্তরাজ্য হইয়া দারসমুদ্রে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার রাজ্যকালে মহাপ্রধান গোলাব হরিহর-মন্দির স্থাপন করেন। দেহমূর্তির নামানুসারে এই স্থান হরিহর নামে খ্যাত হয়।

এখন এখানে পূর্ব্বসমুদ্রের কিছুই নাই বলিলেও চলে। স্থানীর অধিবাসিবৃন্দের দ্বন্দ্রে এখানে শিল্পের বাসনের কারবার অত্যাধিক রক্ষিত আছে। এই সকল বাসনাধি ভারতের নানাস্থানে বিক্রমার্ধ প্রেরিত হইয়া থাকে। উপরি বর্ণিত মন্দিরাধি এখনও সংরক্ষিত অবস্থায় রহিয়াছে। জৈনধর্ম্মের ক্ষীণ স্মৃতিনিদর্শন এখানে বিস্তারিত।

শ্রবণব্যাবি (পুং) কর্ণপীড়া, কর্ণরোগ।

শ্রবণলীর্ষিকা (স্ত্রী) শ্রাবণীকৃক, মৃতিস্ত্রী। (রাজনিং)

শ্রবণহারিন্ (ত্রি) শ্রবণ হরণি জ-গিনি। শ্রবণহরণকারী অর্থাৎ শ্রবণমনোরম, কর্ণস্থতকর।

“পেপীয়তে মধুমুখো সহ কামিনীভি-

জৈগীয়েতে শ্রবণহারিসংবেগবীণম্ ॥” (বৃহৎসং ১৯।১৮)

শ্রবণ (পুং স্ত্রী) নক্ষত্রবিশেষ, অশ্বিনী প্রভৃতি ২৭টা নক্ষত্রের মধ্যে ষাণ্মিংশ নক্ষত্র। এই নক্ষত্রের আকৃতি শরের মত, ইহাতে তিনটা তারকা আছে, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হরি।

“তারকাত্রয়মিতে শরাকৃতে

কেশবে গগনমধ্যবস্তিনি।

মতবারণগতেহল্ললগতো

নিবৃণ্ডপ্লজমহীপ্রলিপিকাঃ ॥” (কালিদাসকৃত রাজললনঃ)

এই নক্ষত্রে কোন বালকের জন্ম হইলে ঐ বালক শাস্ত্রাঙ্ক-রাগী, বহুমিত্র এবং সুপুত্রবৃক, শত্রুবিজ্ঞতা, এবং পুণ্যপাণি শ্রবণে অতিশয় অগ্রহাণী হয়।

“শাস্ত্রানুরক্তো বহুপুত্রমিত্রঃ

সংপুত্রভক্তিবজিতারিণঃ।

চেচ্ছন্নকালে শ্রবণা হি যত

প্রোষা পুণ্যশ্রবণে শ্রবণঃ ॥” (কোষপ্রঃ)

জ্যোতিষে লিখিত আছে যে, শ্রবণাদি ৭টা নক্ষত্রে গৃহারম্ভ বা গৃহোপকরণ তৃণকাষ্ঠাদির সংগ্রহ করিতে নাই অর্থাৎ গৃহ-নির্মাণ সঞ্চীয় কোন কার্য করিতে নাই, করিলে অগ্নিপীড়া, ভয়, শোক প্রভৃতি হয়। এই নক্ষত্রে দক্ষিণদিকেও গমন করিতে নাই।

“ছেদনং সংগ্রহকৈব কাষ্ঠাদীনানং ন কারিয়েৎ।

শ্রবণাদৌ বৃধঃ ঘটকে ন গচ্ছেদক্ষিণাং দিশম্।

অগ্নিপীড়া ভয়ং শোকো রাজপীড়া ধনক্ষয়ঃ।

সংগ্রহে তৃণকাষ্ঠানাং ক্রতে বন্যাদি পক্ষকে।” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

শ্রবণা নক্ষত্রে জন্ম হইলে মকর রাশি হয়। অষ্টোত্তরী মতে শ্রবণা নক্ষত্রে বৃহস্পতির দশা; কিন্তু বিংশোত্তরী মতে এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে চন্দের দশা হয়। (জী) ২ যুগুরিকা বৃক। (রত্নমালা)

৩ প্রোপোণ্ডরীক নামক গন্ধদ্রব্য, চলিত পুওরিয়া। (রাজনি)

শ্রবণিকা (জী) শ্রবণা শব্দার্থ।

শ্রবণীয় (ত্রি) শ্র-অনীয়ন্। শ্রবণযোগ্য, গুনিবার উপযুক্ত, শ্রবণার্থ।

শ্রবস্ (ক্লী) শ্রয়তেহনেনেতি শ্র ‘সর্কধাতুভ্যোঃস্বন্’ ইতি অস্বন্। ১ কর্ণ। (অমর) ২ অর। (নিঘণ্টু, ২৭) ৩ ধন। (নিঘণ্টু, ২১০) ৪ যশঃ।

“শ্রবঃ স্রবসঃ পুণ্যং সর্কদেহকথাশ্রয়ম্।” (ভাগবত ৪।১৭।৬) ৫ শব্দ। ৬ আকর্ষণ, শ্রবণ। ৭ ক্ষরণ, চ্যুতি।

শ্রবক্ষাম (ত্রি) ১ অন্নভিলাষী। “গাধ শ্রবসং সংপত্তিঃ শ্রব-ক্ষামঃ” (ঋক্ ৮।২।৩৮) ‘শ্রবক্ষামঃ শ্রবঃস্র অন্নেষু হবিঃসু কামো হভিলাষো যত’ (সায়ণ) ২ ধনকামী, স্বধকামী।

শ্রবস্ত্র (ক্লী) শ্রবস্-বৎ। শ্রবণীয়। “অকুধত শ্রবস্তানি চুটরা” (ঋক্ ১০।৪৪।৬) ‘শ্রবস্তানি শ্রবণীয়ানি যশাংসিঃ’ (সায়ণ)

শ্রবস্ত্রা (জী) যশঃ বা অন্নের ইচ্ছা।

“বিংশতি চ শ্রবস্ত্রা” (ঋক্ ৭।১৮।১১)

‘শ্রবস্ত্রা যশস ইচ্ছয়া অন্নচ্ছয়া বা’ (সায়ণ)

শ্রবস্ত্র্য (ত্রি) অন্নচ্ছাকারী, অন্নচ্ছক। “তরুশব্দঃ শ্রবস্ত্র্যবঃ” (ঋক্ ১।১০২৫) ‘শ্রবস্ত্র্যবঃ অন্নমিচ্ছন্তো যজমানাঃ’ (সায়ণ)

শ্রবায়্য (পুং) শ্র শ্রবণে (শ্রবক্ষিপ্পৃহিগৃহিত্য আয্যঃ। উণ্ ৩।৯৬) ইতি আয্য। ১ বলিবোধ্য পত্ত, যজ্ঞীয় পত্ত।

(ত্রি) ২ শ্রবণায়। “বাজোহন্তি শ্রবায়্যঃ” (ঋক্ ১।২৭।৮)

‘শ্রবায়্যঃ শ্রবণীয়ঃ’ (সায়ণ)

শ্রবিষ্ঠ (ত্রি) ১ শ্রবিষ্ঠা নক্ষত্রযুক্ত। ২ ঋবিভেদ। (পা ৪।১।১১০)

শ্রবিষ্ঠক (পুং) ঋবিভেদ। [শ্রবিষ্ঠায়ন দেখ।]

শ্রবিষ্ঠা (জী) শ্রবণমাত শ্রবঃ সোহতা অতীতি মতুপ, অভি-পন্নেন শ্রববতী ইতি ইষ্টল, বিকৃতপো লুগতি মতুপো লুক্।

১ ধনিষ্ঠা নক্ষত্র। “শ্রবিষ্ঠায়ান তথা পৃষ্ঠং শালিতত্ত্বক বোহদে।”

(বামনপু ৭৭ অ°)

২ চিত্রকের কড়া। (হরিরংশ) ৩ রাজাধিদেবের কড়া।

(হরিরংশ) ৪ পৈল্লাদ ও কৌশিকের মাতা। শ্রবিষ্ঠা পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

শ্রবিষ্ঠাজ (পুং) শ্রবিষ্ঠায়ান আরতে ইতি জন-ড। ১ বৃধগ্রহ।

(ত্রিকা°) (ত্রি) ২ শ্রবিষ্ঠা অর্থাৎ ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে জাত।

শ্রবিষ্ঠাতৃ (পুং) বৃধগ্রহ।

শ্রবিষ্ঠারমণ (পুং) শ্রবিষ্ঠা নক্ষত্রের অধিপতি। চক্ৰ।

শ্রবিষ্ঠীয় (ত্রি) শ্রবিষ্ঠা সঞ্চীয়।

শ্রবোজিত (ত্রি) শ্রবস্-জি-কিপ্। শ্রবের জেতা।

“হিরং পুতনাশ্র শ্রবোজিতং” (ঋক্ ৮।৩২।১৪)

‘শ্রবোজিতঃ শ্রবসো জেতারঃ’ (সায়ণ)

শ্রব্য (ত্রি) শ্র-বৎ। শ্রোতব্য, শুনিবার যোগ্য, শ্রবণার্থ বাক্যাদি।

“বৎ শ্রব্দ্য পরমেশানি শ্রবামস্ত্রয় রোচতে।” (রাধাতন্ত্র ৯।৩)

শ্রো, ১ বৈদ, বর্ষ। ২ পাক। অদাদি° পরমৈ° অক° অনিট্, পাকার্থে স্ক°। লট্ শ্রোতি। লিট্ শ্রো। লুট শ্রোতা লুট্ শ্রোতি। বিধিলিঙ্ শ্রোয়াৎ, শ্রোয়াৎ। লুঙ্ অশ্রোয়াৎ। সন্ শ্রোয়াসতি। বঙ্ শ্রোয়াসতে, ইঙ্ লুক্ শ্রোয়াসতি শ্রোতি। গিচ্ শ্রোয়াসতি, পাকার্থে ঘটাদি। শ্রোয়াসতি। কর্মবাচ্যে অশ্রোয়াসি। যত, হৃক্ ও জল পাকার্থে শ্রো-ক্ত শ্রুত অত্র শ্রো।

শ্রোণ (ত্রি) শ্রো-ক্ত। ১ পক। (মেদিনী) ২ যত হৃক্ জল ভিন্ন পক দ্রব্য। (জটায়র)

শ্রোণা (জী) শ্রায়তে য়েতি শ্রো-ক্ত। যবাগু। (অমর)

শ্রোণিক (ত্রি) শ্রোণা নিযুক্ত্য দীর্ঘতেহ্যে ইতি শ্রোণা (শ্রোণা মাংসৌদনাটিট্। পা ৪।৪।৬৭) ইতি টিট্। শ্রোণা অর্থাৎ যবাগু, যাহাকে দেওয়া যায়।

শ্রোদ্ধ (ক্লী) শ্রদ্ধা প্রয়োজনমত শ্রদ্ধা-অণ্ (চূড়াদিত্য উপ-সংখ্যানং। পা ৭।১১০) ইত্যন্ত ব্যক্তিকাক্য অণ্। শাস্ত্র-বিধানোক্ত পিতৃকর্ম, শাস্ত্রের বিধানানুসারে পিতৃগণের উদ্দেশে যে কর্ম করা হয়, তাহাকে শ্রোদ্ধ কহে। শ্রদ্ধাপূর্বক পিতৃদিগের উদ্দেশে অন্নাদি দান।

“পিতৃদেহক পিতৃশ্রাদ্ধাদি দানং। তত লক্ষণং—

সংস্কৃতব্যঞ্জনাত্মক পরোদধিযুতাবিতম্।

শ্রদ্ধা দীর্ঘতে যশাৎ শ্রোদ্ধং তেন নিগততে।”

ইতি পুলস্ত্যবচনং শ্রদ্ধা অন্নাদেদানং শ্রোদ্ধং ইতি বৈদিক-প্রয়োগাধীনযোগিকং” (শ্রোদ্ধতত্ত্ব) সংস্কৃত অন্ন ব্যঞ্জনাদি হৃদ, দধি ও যত যুক্ত করিয়া পিতৃদিগের উদ্দেশে শ্রদ্ধা পূর্বক দেওয়া হয়, এই অল্প ঐ দানরূপ কর্ম শ্রোদ্ধ নামে অঙ্কিত হয়।

নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, বুদ্ধিশ্রদ্ধ, সপিণ্ডন শ্রদ্ধ, পার্শ্বণ, গোষ্ঠীশ্রদ্ধ, শুদ্ধার্থ, কৰ্ম্মাঙ্গ, দৈবিক শ্রদ্ধ, যাত্রার্থ ও পুষ্টার্থ ভেদে শ্রদ্ধ বাদন প্রকার ।

“নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং বুদ্ধিশ্রদ্ধং সপিণ্ডনং ।

পার্ষণক্ষেতি বিজ্ঞেয়ং গোষ্ঠ্যাং শুদ্ধার্থমষ্টম ॥

কৰ্ম্মাঙ্গং নবমং প্রোক্তং দৈবিকং দশমং নৃতম্ ।

যাত্রার্থবাদনং প্রোক্তং পুষ্টার্থং বাদনং নৃতম্ ॥”

(শ্রদ্ধবিবেকধৃত বিশ্বামিত্র বচন)

ভবিষ্যপুরাণে এই সকল শ্রদ্ধের লক্ষণ বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে, প্রতিদিন যে শ্রদ্ধের অহুষ্ঠান করা হয়, তাহাকে নিত্য শ্রদ্ধ কহে । এই শ্রদ্ধ বৈশ্বদেববিহীন হয়, এই শ্রদ্ধ করিতে অশক্ত হইলে কেবল উদক দ্বারা করা আবশ্যক । একোদিষ্ট শ্রদ্ধ অর্থাৎ কেবল এক ব্যক্তির উদ্দেশে যে শ্রদ্ধ করা হয়, তাহার নাম নৈমিত্তিক শ্রদ্ধ । অভিপ্রেতার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত কামনা করিয়া যে শ্রদ্ধ করা হয়, তাহাকে কাম্য, বুদ্ধি উপস্থিত হইলে পার্শ্বণ বিধানানুসারে যে শ্রদ্ধ হয়, তাহাকে বুদ্ধিশ্রদ্ধ, সপিণ্ডীকরণ শ্রদ্ধ, অর্থাৎ ও পিতৃের ‘যে সমানাঃ’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রেতের সহিত পিতৃ ও অর্ধ্য মিশ্রণ রূপ যে শ্রদ্ধ তাহা সপিণ্ডীকরণ শ্রদ্ধ, অমাবস্তা বা যে কোন পৰ্ক্ষ-দিনে অহুষ্ঠিত শ্রদ্ধকে পার্শ্বণশ্রদ্ধ, পিতৃগণের তৃপ্তির জন্য গোষ্ঠীতে যে শ্রদ্ধ হয় তাহাকে গোষ্ঠীশ্রদ্ধ, এই শ্রদ্ধ শুদ্ধির নিমিত্ত অহুষ্ঠিত হয় । গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন প্রভৃতি সংস্কার কার্যে যে শ্রদ্ধ অহুষ্ঠিত হয়, তাহাকে কৰ্ম্মাঙ্গ শ্রদ্ধ, দেবতাদিগের উদ্দেশে যে শ্রদ্ধ হয়, তাহাকে দৈবিক শ্রদ্ধ, তীর্থাদি দেশান্তর গমনকালে যে শ্রদ্ধ করিতে হয়, তাহাকে যাত্রার্থ শ্রদ্ধ এবং শরীর ও অর্থোপচয়ের জন্য যে শ্রদ্ধ হয়, তাহা পুষ্টার্থ শ্রদ্ধ ॥

* “অহুষ্ঠহনি যজ্ঞাঙ্কং তস্মিন্ভ্যমতিধীয়তে ।

বৈশ্বদেববিহীনং তদশতাব্দকেন তু ॥

একোদিষ্টক যজ্ঞাঙ্কং তস্মৈমিত্তিকমুচ্যতে ।

ভ্রমণ্যদৈবং কৰ্ত্তব্যমযুখ্যানাসম্বন্ধিজান্ ॥

কাম্যায় তু হিতং কাম্যমভিপ্রেতার্থসিদ্ধয়ে ।

পার্ষণেন বিধানেন তদপুস্তকং ঋগাধিপ ॥

বুদ্ধৌ যৎ ক্রিয়তে শ্রদ্ধা বুদ্ধি শ্রদ্ধা তদুচ্যতে ।

সৰ্বং প্রদক্ষিণং কার্যং পূৰ্ব্বাহ্নে তুপবীতিনা ॥

গচ্ছোদকতিলৈবুজং কুর্ধ্যাৎ পাত্ৰচতুষ্টয়ম্ ।

অৰ্ধ্যার্থং পিতৃপাত্রেযু প্রোতপাত্রে প্রোচয়েৎ ॥

যে সমানা ইতি ভাষ্যমেতজ্জ্ঞেয়ং সপিণ্ডনম্ ।

নিত্যেন তুলাং শেবং তাদেকোদিষ্টং জিহা অপি ॥

শ্রদ্ধবিবেকধৃত বৃহস্পতিবচনে নির্দিষ্ট হইয়াছে যে, শ্রদ্ধ ৫ প্রকার, নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, বুদ্ধিশ্রদ্ধ ও পার্শ্বণ শ্রদ্ধ । প্রতিদিন শ্রদ্ধের নাম নিত্য শ্রদ্ধ, একোদিষ্ট কাম্য, বুদ্ধি শ্রদ্ধ নৈমিত্তিক এবং পৰ্ক্ষ নিমিত্ত পার্শ্বণ শ্রদ্ধ এই পাঁচ প্রকার শ্রদ্ধ । উক্ত বাদন প্রকার শ্রদ্ধ । শাস্ত্রান্তরে আবার নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্য ভেদে তিন প্রকার বর্ণিত হইয়াছে । সকল প্রকারের শ্রদ্ধকেই নিত্য ও কাম্য ভেদে দুই ভাগে বিভাগ করা যায় । পার্শ্বণ একোদিষ্ট প্রভৃতি অশক্ত কর্তব্য অর্থাৎ যে সকল শ্রদ্ধের অহুষ্ঠান না করিলে প্রত্যাবর্ত্তনোপী হইতে হয় তাহাদিগকে নিত্য এবং অনাবশ্যক অর্থাৎ বাধা না করিতে পারিলে কোন দোষ হয় না, তাহাকে কাম্য শ্রদ্ধ কহে ॥

অমাবস্তাং যৎ ক্রিয়তে তৎ পার্শ্বণমুচ্যতে ।

ক্রিয়তে বা পৰ্ক্ষণি যৎ তৎ পার্শ্বণমিতি হিতিঃ ॥

গোষ্ঠ্যাং যৎ ক্রিয়তে শ্রদ্ধাং গোষ্ঠীশ্রদ্ধাং তদুচ্যতে ।

বহুনাং বিহুয়াং সম্প্রসুখার্থং পিতৃতৃপ্তয়ে ॥

ক্রিয়তে শুদ্ধয়ে যন্তু ব্রাহ্মণানাক্ত ভোজনম্ ।

শুদ্ধার্থমিতি তৎ প্রোক্তং বৈনতেয়মনীষিভিঃ ॥

নিবেককালে সোমে চ সীমন্তোন্নয়নে তথা ।

জ্ঞেয়ং পুংসবনে চৈব শ্রদ্ধাং কৰ্ম্মাঙ্গমেব চ ॥

দেবাহুদিক্তা যৎ শ্রদ্ধাং তদৈবিকমিহোচ্যতে ।

হবিষ্যেণ বিশিষ্টেন সপ্তমাদিন্যু যতঃ ॥

পচ্ছন্ দেশান্তরং যন্তু শ্রদ্ধাং কুর্ধ্যাচ্চ সর্গিবা ।

যাত্রার্থমিতি তৎ প্রোক্তং প্রবেশে চ ন সংশয়ঃ ॥

শরীরোপচয়ে শ্রদ্ধমর্থোপচয় এব চ ।

পুষ্টার্থমেতবিজ্ঞেয়মোপবাচিকমুচ্যতে ॥”

(শ্রদ্ধবিবেকধৃত ভবিষ্যপুরাণ)

* “শ্রদ্ধত পক্ষবিধং যথা বৃহস্পতিঃ—

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং বুদ্ধিশ্রদ্ধাং তথৈব চ ।

পার্ষণক্ষেতি মহুনা শ্রদ্ধাং পক্ষবিধং নৃতম্ ॥

কুৰ্ম্মপুরাণে—

অহুষ্ঠহনি নিত্যং ত্রাং কাম্যং নৈমিত্তিকং পুনঃ ।

একোদিষ্টক বিজ্ঞেয়ং বুদ্ধিশ্রদ্ধাং পার্ষণং ।

এতৎ পক্ষবিধং প্রোক্তং মহুনা পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥”

মৎস্তপুরাণে ত্রৈবিধ্যমুক্তং যথা—

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং শ্রদ্ধমুচ্যতে ।

তত্ত বৈবিধ্যং । বিহুনা নিত্যকাম্যরূপতয়া বৈবিধ্যং

বক্ষ্যতে । তত্র নিত্যপদমাবশ্যকরূপতয়া পার্শ্বণৈকোদিষ্টয়ো-
রপি পরিগ্রহার্থং । কাম্যপদং অনাবশ্যকার্থং ॥” (শ্রদ্ধবিবেক)

বরাহপুরাণে শ্রীকোৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, ধরণী বরাহদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে পিতৃবজ্রের কি গুণ, কেনই বা তারারা পুজিত হইয়া এবং প্রথমে কোন ব্যক্তি ইহার অমুষ্ঠান করেন, ? ইহার উত্তরে বরাহদেব বলিয়াছিলেন যে মহাবংশস্তৃত আত্মের নামে এক মুনি ছিলেন, তাহার পুত্র নিমি; এই নিমির ধর্মপরিচয় এক পুত্র ছিল, এই পুত্র সহস্র বৎসর তপস্বী করিয়া পঞ্চম প্রাপ্ত হন। নিমি পুত্রশোকে অতি কাতর হন। পরে তিনি এই পুত্রের উদ্দেশে নানাবিধ কল মূল প্রভৃতি উত্তম দ্রব্য দ্বারা শ্রীকোৎপত্তির অমুষ্ঠান করেন। এই সময় নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া নিমিকে বলেন তুমি যে কার্যের অমুষ্ঠান করিয়াছ, ইহার নাম পিতৃবজ্র, পূর্বে ব্রহ্ম ইহা নির্দেশ করিয়াছেন। তৎপূর্বে ইহা কেহ জানিত না, বা আর কেহ ইহার অমুষ্ঠান করে নাই। বরাহপুরাণে শ্রীকোৎপত্তিনামাধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, বাহ্যিক ভাবে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

মৃত্যুর পর পিতৃগণ প্রেত ভাবাপন্ন হইলে শ্রীক কর্ম দ্বারা তাহাদের প্রেতত্ব দূর হয়। এই জন্ত শ্রীক অবস্ত কর্তব্য। মৃত্যুর পর প্রেতের উদ্দেশে অধিকারী অমুষ্ঠানে শ্রীক করিতে হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবির্ণ অশৌচান্ত দিনে প্রেতত্ব পরিহারের জন্ত আত্ম শ্রীকোৎপত্তির অমুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই শ্রীক একের উদ্দেশে হয়, এই জন্ত ইহাকে আত্মকোদিত শ্রীক কহে। ব্রাহ্মণ ১১ দিনে, ক্ষত্রিয় ১৩ দিনে, বৈশ্য ১৬ দিনে এবং শূদ্র ৩১ দিনে এই আত্মকোদিত শ্রীক করিবেন। মানবগণ মৃত্যুযুগে পতিত হইলে প্রেতভাবাপন্ন হন, পরে পুত্রাদি তাহার উদ্দেশে শ্রীকাদি ক্রিয়ার অমুষ্ঠান করিলে তাহাদের প্রেতত্ব পরিহার হয়। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে বোড়শ শ্রীকই প্রেতবিমুক্তির কারণ, অর্থাৎ প্রেতের উদ্দেশে ১৬টা শ্রীক করিতে হয়, এই ১৬টা শ্রীক বধা আত্মকোদিত, মৃত্যুদশ মাসিক শ্রীক, দুইটা বাৎসরিক শ্রীক এবং সপ্তমীকরণ শ্রীক এই বোড়শ শ্রীক দ্বারা পিতৃগণ প্রেতলোক হইতে বিমুক্ত লাভ করেন। অতএব এই শ্রীক অবস্ত কর্তব্য। পুত্র এই সকল শ্রীকাদি দ্বারা পিতৃ গণ হইতে মুক্তলাভ করেন। অধিকারী ক্রমে এই শ্রীক করিতে হয়। শাস্ত্রে অধিকারী ক্রম এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে। বধা—

প্রেতশ্রীকাদিক্রমঃ—এক জনের যদি একাধিক পুত্র থাকে তাহা হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্রই শ্রীকাদিকারী, জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীক করিলে অপস পুত্রগণের তাহাতেই সিদ্ধ হইবে। কিন্তু জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীক করিলেও তাহাদের দানাদিকার্য্য করা অবস্তকর্তব্য। অথবা জ্যেষ্ঠ পুত্র তৎপরে কনিষ্ঠ পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, অপুত্রপত্নী, কন্যাসমর্থ

পুত্রবৃত্তপত্নী, কস্তা, বাগদত্তা কস্তা, দত্তকস্তা, দৌহিত্র, কনিষ্ঠ সহোদর, জ্যেষ্ঠ সহোদর, কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, কনিষ্ঠ সহোদরপুত্র, জ্যেষ্ঠ সহোদরপুত্র, কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয়-পুত্র, জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয়-পুত্র, পিতামাতা, পুত্রবধূ, পৌত্রী, দত্তা পৌত্রী, পৌত্রবধূ, প্রপৌত্রী, পিতামহ, পিতামহী, পিতৃব্যাদি সপিণ্ড জাতি, সমানোদক জাতি, সগোত্র, মাতামহ; মাতুল, ভাগিনের, মাতৃপক্ষ; তৎসপিণ্ড, তৎসমানোদক, অসবর্ণী ভাণ্ডা, অপরিণীতা স্ত্রী, স্বতর, জামাতা, পিতামহীভ্রাতা, শিষ্য, ঋষিক, আচার্য্য, মিত্র, পিতৃমিত্র, একগ্রামবাসী, গৃহীত-বেতন ও সজাতীয়গণ এই ৪৮ জন আত্মশ্রীকাদিকারী। এই সকল অধিকারী পর পর স্থির করিতে হইবে, অর্থাৎ অনেক পুত্রস্থলে জ্যেষ্ঠ পুত্রই আত্মশ্রীক করিবে, জ্যেষ্ঠপুত্রের অভাবে কনিষ্ঠ পুত্র, এইরূপ পুত্র না থাকিলে পৌত্র, পৌত্র না থাকিয়া যদি প্রপৌত্র থাকে তাহা হইলে প্রপৌত্র শ্রীক করিবে। এইরূপ পূর্বে পূর্বের অভাবে পর পর অধিকারী স্থির করিতে হইবে। এই অধিকার পুরুষ বিষয়ে জানিতে হইবে।

প্রেতশ্রীকাদিক্রমঃ—জ্যেষ্ঠ পুত্র, তদভাবে কনিষ্ঠ পুত্র, তৎপরে পৌত্র, প্রপৌত্র, কন্যা, বাগদত্তা কস্তা, দৌহিত্র, সপত্নীপুত্র, পতি, সূবা, সপিণ্ডজাতি, সগোত্র, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনীপুত্র, ভর্তৃভাগিনের, ভ্রাতৃপুত্র, জামাতা, ভর্তৃমাতুল, ভর্তৃশিষ্য, পিতৃসমানোদক, পিতৃবংশীয়, মাতৃসমানোদক ও মাতৃ-বংশীয় এবং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ইহারা সকলে স্ত্রীদিগের প্রেতশ্রীকাদি-কারী। পূর্বে পূর্ববর্তীর অভাব হইলে পরপরবর্তিগণ অধিকারী হইয়া শ্রীক করিবে।

যিনি আত্মকোদিত শ্রীক করিবেন, বোড়শ শ্রীক অর্থাৎ মাসিক সপ্তমীকরণ প্রভৃতি ১৬টা শ্রীকও তাহারই করিতে হইবে; কিন্তু যে সকল স্ত্রীর পতি ও পুত্র নাই, তাহাদের সপ্তমীকরণ শ্রীক হয় না, মাত্র মাসিকশ্রীক হইয়া থাকে। আত্ম ও মাসিক শ্রীক দ্বারা তাহাদের প্রেতত্ব পরিহার হইয়া থাকে। (শুদ্ধিতত্ত্ব) *

* প্রেতশ্রীকাদিক্রমঃ। ভগ্নসংকেতঃ—

জ্যেষ্ঠপুত্র-কনিষ্ঠপুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্র-অপুত্রপত্নী কন্যা বাগদত্তা দত্তকন্যা দৌহিত্র-কনিষ্ঠসহোদর-কনিষ্ঠবৈমাত্রেয়-জ্যেষ্ঠবৈমাত্রেয়-পুত্রপিতৃমাতৃপুত্রবধূপৌত্রী দত্তপৌত্রী পুত্রবধূপ্রপৌত্রী পিতামহপিতামহী পিতৃব্যাদিসপিণ্ডসমানোদকসগোত্র-মাতামহ-মাতুল-ভাগিনেরমাতৃপক্ষ-সপিণ্ডতৎ-সমানোদক-অসবর্ণীভাণ্ডা-অপরিণীতাস্ত্রী স্বতরজামাতৃপিতামহীভ্রাতৃশিষ্যগা-চার্য্যপিতৃমিত্রএকগ্রামবাসী-গৃহীতবেতনসজাতীয়ঃ অষ্টচারিংশপ্রকারঃ ক্রমশাধিকারিণঃ। শ্রীমদ্র জ্যেষ্ঠপুত্র-কনিষ্ঠপুত্রপৌত্র-প্রপৌত্রকস্তাসমানো-

যদি কেহ আঠেজোকাঁদিপ্রাঙ্ক করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়
 নাই হানে পরবর্তী অধিকারী মাসিক ও সপ্তাহীকরণ প্রাঙ্ক
 করিবে। অজ্ঞপ্রাঙ্ক ও মাসিক প্রাঙ্কের কতকগুলি করিয়াও মৃত
 হইলে পরবর্তী অধিকারী তাহার অমুঠান করিবে। কিন্তু জীবিত
 থাকিলে প্রেতপ্রাঙ্কাধিকারীকেই বোড়শ প্রাঙ্ক করিতে হইবে।
 অজ্ঞ কাহারও এই প্রাঙ্কে অধিকার নাই।

“যত্ন তু কতিচিৎ শ্রাদ্ধানি কৃৎ। কশ্চিৎ তদবশিষ্টানি
 ৫ শ্রাদ্ধানি তদন্তরাধিকারিণা কার্য্যানি, নতু সর্বাণি।

সপিণ্ডীকরণস্থানি বাসি শ্রাবানি ঘোড়শ ।

पृथङ् नैव सूताः कुर्याः पृथक् द्रव्या इति कचि० ।'

ইত্যুক্তম্ । " (তদ্বিতম)

অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে আঠেকোফিষ্ট্রাঙ্ক করিতে হয়।

- যাহার যে করদিন অশৌচ থাকে, এই অশৌচের শেষ দিনে পূরক পিণ্ড দিয়া অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে শ্রাঙ্ক করিবে। একজননের যদি ৩ দিন অশৌচ থাকে, তাহা হইলে ৪ দিনের দিন শ্রাঙ্ক হইবে। অশৌচলঙ্কর দ্বারা যদি অশৌচের হ্রাস বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে অশৌচাপগমদ্বিতীয় দিনে শ্রাঙ্ক বিহিত হইয়াছে। এই আঠ শ্রাঙ্কের কাল স্ব স্ব বর্ণানুযায়ী মিনগণনা করিয়া নির্ণয় করিতে হইবে; কিন্তু শ্রাঙ্ক করিবার কালে চান্দ্র মাসের উল্লেখ হইবে। সকল শ্রাঙ্কেই চান্দ্র মাসের উল্লেখ করিতে হয়। কিন্তু বিবাহাদি সংস্কারকার্যে ও নান্দীযুগ্মশ্রাঙ্কে সৌরমাসের উল্লেখই শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে।

আজ্ঞাপ্রাছের পর এক বৎসর পর্যন্ত প্রত্যেক মাসে মৃত্যু-
তিথিতে একটি করিয়া মাসিক শ্রাদ্ধ করিতে হয়। ষষ্ঠ ও
দ্বাদশ মাসিকের পূর্বাতিথিতে প্রথম ও দ্বিতীয় বাৎসরিক শ্রাদ্ধ
বিধেয়, এইরূপে ১৪টি মাসিক শ্রাদ্ধ করিয়া সপ্তাভিষেক শ্রাদ্ধ
করিবে। কারণ এই, ১৬টি শ্রাদ্ধ না করিলে মৃতব্যক্তি প্রেতত্ব
হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। মৃতব্যক্তির মৃত্যুর দিন হইতে
একবৎসরের মধ্যে যদি কোন মাস মলমাস থাকে, তাহা হইলে
বেলীর ভাগে একটি মাসিক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। সুতরাং
সেহলে সর্বশুদ্ধ ১৭টি শ্রাদ্ধ এবং দ্বিতীয় বাৎসরিক শ্রাদ্ধ দ্বাদশ
মাসিকের পূর্বাতিথিতে না হইয়া অদ্বাদশ মাসিকের পূর্বাতিথিতে
হইবে। যদি মৃতব্যক্তির মৃত্যুর বৎসরের মধ্যে শেষ মাস মলমাস
হয়, তাহা হইলে আর মাসিক শ্রাদ্ধ বৃদ্ধি হইবে না।

মাসিক শ্রদ্ধ মাস মাস করিতে না পারিলে একমাস অন্তর
তাই করিয়া শ্রদ্ধ করিবে।

বিরপতিত প্রাচকাশনির্ণয়—যেহেতু প্রাচ কিংবা বিরহেতু সাংখ্যিক প্রাচের কোনরূপ কাণব্যত্যয় ঘটিলে কুকা একাদশী বা অমাবস্তা তিথিতে উহা সম্পন্ন করিতে হইবে। যদি পতিত প্রাচ কৃষ্ণেকাদশী বা অমাবস্তায়ও কল্পা না হয়, তাহা হইলে তাহা পরবর্তী মাসিক প্রাচ কালে করিতে হইবে। যদি এই প্রাচ জনন বা মরণাশেষ রূপ বিষয়ার পতিত হয়, তাহা হইলে ঐ অশোচাত্ত্বিতীয় দিনে করিবে। কিন্তু রোগাদি বিষজনিত যদি উহার কাণব্যত্যয় ঘটে, তাহা হইলে পরবর্তী প্রাচ কালে অথবা কুকা একাদশী বা অমাবস্তায় ঐ প্রাচ করিতে হইবে।

অশোচাস্ত দিন বহি মলমাস হয়, তাহা হইলে মলমাস শেষে শুক্লাসীর কৃষ্ণা একাদশী বা অমাবস্তার ঐ পতিত প্রাক্ক করিতে হইবে। এইরূপে মাসিক প্রাক্কাদির কাল অতীত হইলেও পরবর্তী শুক্লাসীর কৃষ্ণা একাদশী বা অমাবস্তাতেই বিধেয়। কিন্তু শেষ মাস মলমাস হইলে তদ্ব্যসীর মাসিক গণিতীকরণ মলমাসে করা যায়। মলমাসীর মাসিক ও গণিতীকরণ এবং সাংবৎসরিক প্রাক্ক পতিত হইলেও মলমাসীর কৃষ্ণেকাদশী বা অমাবস্তার বিধিত হইয়াছে।*

* “উখাচ লঘୁହାରীত:—

শ্রদ্ধাবিশ্লেষে সমুৎপন্নে মৃত্যুহাবিনিদিত্তে তথা ।

একাদশাং প্রকুৰ্ব্বাত কৃষ্ণপক্ষে বিশেষতঃ ॥

বিশেষত ইত্যমাবস্থাপেক্ষায় তত্ত্বা অপি বিমানো বিধানাৎ,

যথা হোমোজিনিয়তঃ ষট্‌ত্রিংশত্তং,

মাসিকে চাকিকে ত্বহি সংপ্রাপ্তে মৃত্যুতকে ।

একাদশ্যাং প্রকুর্বাতি কৃষ্ণপক্ষে বিশেষতঃ ॥

শ্রাদ্ধবিধি সমুৎপত্তি গুণতত্ত্ববিদিত্তে তথা ।

अनावृत्ताः प्रकुर्वीत वदन्त्येकै मनीषिणः ॥

অত্র মৃতসূতকোপাদনাং ঋষাশ্রবচনেহশৌচপদমেতৎ পরম ।

যজ্ঞস্বরামৃতসুতকেহপোকা দশাং শ্রাদ্ধবিধানং তৎ

দেয়ে পিতৃগণ শ্রদ্ধে তু অশৌচং জ্ঞানতে যদি ।

তদনশোচঃ ব্যতীতে তু তেষাং শ্রাদ্ধং বিধীয়তে ॥

শুচীভূতেন দাতব্যং য। তিথিঃ প্রতিপদ্যতে ।

॥ तिथिस्तु कर्तव्या ननु वै कदाचन ॥

ইতি ঋণ্যশুলবানবিবোধং অশোচাত্মদিনে মলমাসাদিক্রপ-
বিস্তারেন তদকরণে বোধ্যং। অতএব প্রাক্কবিবেকে অশাট-
বাতশোচাত্ম্যমপি পতিতমেকেক্ষিইমেকানশ্রামশোচাত্ ৮ মল-
মাসে ন কর্তব্যং, কিন্তু মলমাসাব্যাপ্তকৈকাদশামেধে কৃত্যং। বহু-

জাতকর্ণাণি ৪৭ শ্রাক্ষঃ নবশ্রাক্ষঃ তথৈব চ ।

প্রতি সংবৎসরঃ শ্রীকং মলমাসেহপি তৎ ন্যূতম ॥

প্রতিসংবৎসরং শ্রাদ্ধমশৌচাৎ পতিতক্ ৪৭ ।

ইতি জ্যোতির্কচনধরণং তত্র পূর্ববচনশেবাঙ্কিত—

असङ्क्रान्तेऽपि कर्तव्याभासिकेऽथवा चिद्वैतः ।

हेति लघुहारीतवर्णने कदाक्युत्पत्त्याधिशाने विवरणात् ।

বক সংগোত্র-পিত্তজাত-ভাগিনীপুত্র ভক্তভাগিনের-ত্রাত্তপুত্র-জামাত-ভক্ত-বাতুল-
ভক্তশিষ্য-পিত্তসনানোবক-পিত্তব্রহ্মা: বাতুলসনানোবক-বাতুলপাণিভোক্তাশক্ত-
বিশভিষকান্নহি ইতি।" (ভক্তিভয়)

আঠকোদিষ্টপ্রাক্কালে অপৌচ্যবিভীতদিন যদি মলমাস হয়, তাহা হইলে মলমাসেও ঐ আঠপ্রাক্ক করা যাইবে। মলমাস বলিয়া ঐ প্রাক্কের নিবেদন হইবে না।

অবিজাত মৃত্যুপ্রাক্ক কালনির্ণয়—কোন ব্যক্তির মৃত্যুতিথি জানিতে না পারিলে, তাহার প্রাক্ক যে দিনে হইবে সেই ব্যবস্থা নির্ণীত হইয়াছে যে, যে তিথিতে মরিয়াছে, সেই তিথি না জানিয়া কেবল মাস জানা থাকিলেও সেই মাসের কৃষ্ণাএকাদশী বা অমাবস্তা তিথিতে তাহার প্রাক্ক করিতে পারা যায়।

যদি মাস না জানিয়া কেবল তিথি জানা থাকে, তাহা হইলে আষাঢ়, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ও মাঘ এই চারি মাসের মধ্যে যে কোন মাসের সেই তিথিতে প্রাক্ক বিহিত হইয়াছে।

যদি বিদেশগত মৃত্যুপ্রাক্ক মাস দিন উভয়ই জানিতে না পারা যায়, তাহা হইলে তদীয় প্রস্থান মাসের অমাবস্তাতে প্রাক্ক করিতে হইবে।

যদি কোন ব্যক্তি নিরুদ্ধ হয়, এবং বহুদিন পর্যন্ত নিশ্চয় রূপে তাহার কোন সংবাদ পাওয়া না যায়, তাহা হইলে প্রস্থান দিন হইতে দ্বাদশবর্ষ পরে তাহাকে মৃত বলিয়া স্থির করিতে হইবে এবং তাহার প্রস্থান-মাসই মৃত্যুমাস এবং প্রস্থান-তিথিই মৃত্যুতিথি স্থির করিয়া প্রাক্কাদির অনুষ্ঠান করিবে।*

মলমাসমৃত্যুনাঙ্ক প্রাক্কঃ যৎ প্রতিবৎসরঃ।

মলমাসেহপি কর্তব্যং নাশ্বেদ্যন্ত কদাচন ॥

ইতি কালমাদবীর্যধৃতপৈঠানসিষচনস্ত মলমাসমৃত্যুবিষয়ত্যাং পরবচনেনহপি তদুভয়প্রাক্কস্ত শৌচপতিভস্ত মলমাসান্তরে কর্তব্যতোক্তা ইত্যাদি।" (প্রাক্কতঃ)

* "মৃত্যুহাবিভেদেহপি—অবিজাতমৃত্তে অমাবস্তায়াং শ্রবণ-দিবসে বা ইতি প্রচেতো বচনোক্তামাবস্তাপেক্ষয়া বিশেষতঃ ঐতানেন কৃষ্ণেকাদশ্যাং প্রাধান্যং প্রতীয়তে মৃতশদেহস্ত মৃত্যু-পরঃ। অনিশ্চিতমরণলোকদেহিকাতাবাদিতি প্রাক্কবিবেকঃ। মৃত্যুহানীত্যেব হুত্রে মৈথিলপাশ্চাত্যাদিক্ণাত্যানাং অত্রামা-নস্তায়ামিতি গমনমাসসম্বন্ধিতাং। প্রবাসবাসরে জ্ঞেয়ং তদ্বাসেন্দু-ক্ষয়েত্বং বা ইতি মরণাদিতি মিতাক্ষরা এতচ্চ মতদিনমাসয়ো-জ্ঞানে বক্ষ্যমাণবৃহস্পতিবচনাং। মৃতমাসে জ্ঞাতে মরণদিনাজ্ঞানে তু তদীয়ামাবস্তায়াং তথা চ হেমাদ্রিকালাদর্শনির্ণয়ামৃতনব্যবর্ধমান-ধৃতবচনা'ন বৃহস্পতিঃ—

ন জ্ঞারতে মৃত্যুঃশ্চেৎ প্রোষিতে সংস্থিতে সতি।

মাসশ্চেৎ প্রাতিবিজ্ঞাতস্তদর্শে তন্ম তাহনি ॥

মৃত্যুহানীত্যত্র যৎ কর্তব্যমিতি শেবঃ। প্রোষিত ইত্যজ্ঞান-কারণোপলক্ষণং। মাসাজ্ঞানে তিথিজ্ঞানে স এব,

যদি মাসো ন বিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতং দিনমেব চ।

তদা মার্গশীর্ষে মাসি মাঘে বা তদ্দিনং ভবেৎ ॥

কালাদর্শনির্ণয়ামৃতয়ো মার্গশীর্ষ ইত্যত্রাবাক্ত ইতি পাঠঃ।

ভবিষ্যপুরাণ—

কৃষ্ণা একাদশী বা অমাবস্তা তিথিই পতিত প্রাক্কের কাল। অতএব ঐ দুই তিথিতেই সকল প্রাক্কের পতিত প্রাক্ক করা যাইতে পারে।

আঠকোদিষ্ট প্রাক্ক, বাসিক ও সপিত্তীকরণ প্রাক্ক না করা হইলে তাহাদের উদ্দেশে পিতৃপদ উল্লেখ হইবে না, এই সকল প্রাক্ক প্রেতপদ উল্লেখ হইয়া থাকে। এই সকল প্রাক্ক করিয়া পরে তাহার উদ্দেশে একোদিষ্ট বা পার্শ্ব প্রাক্ক করা যাইতে পারে।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার প্রাক্ক কালের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে অমাবস্তা, অষ্টকা, বৃদ্ধি অর্থাৎ গর্তাধানি সংস্কার কার্য উপস্থিত, অপর পক্ষ, দক্ষিণায়নসংক্রান্তি, উত্তরায়নসংক্রান্তি, কৃষ্ণসারাদি মৃগশ্রাণ্তিকাল, ব্রাহ্মণসম্পত্তিলাভকাল, মেঘ-সংক্রান্তি, ভূলাসংক্রান্তি ও সামান্ত্রসংক্রান্তি, ব্যতীপাতযোগ, গজচ্ছায়া অর্থাৎ চন্দ্র মথানক্রে বা সূর্য্য হস্তানক্রে থাকিতে যদি জ্যৈষ্ঠদশী তিথি হয়, তাহা হইলে সেই তিথিতে, চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ এবং যে সময়ে প্রাক্ক করিতে বিশেষ ইচ্ছা হয়, সেই সকল কালকে প্রাক্ককাল কহে। প্রাক্ক নিম্নোক্ত লক্ষণযুক্ত ব্রাহ্মণই গ্রহণ করিতে হইবে, কেননা ঐ সকল লক্ষণাক্রান্ত ব্রাহ্মণই প্রাক্ক ব্রাহ্মণসম্পদ নামে অভিহিত হইয়াছে। চতুর্বেদাধ্যয়নক্ষম শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মজ, বেদার্থবিদ অর্থাৎ মন্ত্র ব্রাহ্মণাশ্রকবেদের অর্থজ, জ্যেষ্ঠসাম (যিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠসাম অধ্যয়ন করিয়াছেন), যিনি যথাবিধি ত্রিমধু অর্থাৎ ঋগ্বেদের একদেশ অধ্যয়ন করিয়াছেন, ত্রিসুপর্ণ (ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদের একদেশকে ত্রিসুপর্ণ কহে, ইহা যিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন), শ্রবী, ঋষিক্, জামাতা, যাজ্ঞ, ঋগুর, মাতুল, ত্রিনাটিকৈত, (যজুর্বেদের

দিনমেব তু আনাতি মাসং নৈব তু যো নয়ঃ।

মার্গশীর্ষে তথা ভাদ্রে মাঘে বা তদ্দিনং ভবেৎ ॥

এষ মৃত্যুহাবধারণসামিধাৎ মাসবিশেষো গ্রাহঃ। মৃতদিন-মাসায়োরজ্ঞানে তু বৃহস্পতিঃ—

দিনমাসো ন বিজ্ঞাতৌ মরণস্য যদা পুনঃ।

প্রস্থানদিনমাসৌ তু গ্রাহৌ পূর্কোক্তয়া দিশা ॥

পূর্কোক্তয়া বিশেতি যথা মরণদিনমাসাজ্ঞানে তদ গ্রহণং।

তয়োয়েকতরাজ্ঞানে যথা ব্যবস্থাপিতং তথাপ্রাপীতি তেন প্রস্থান-দিনমাসাজ্ঞানে তদগ্রহণং। প্রস্থানমাসব্রাহ্মণ্যানে তদীয়মা-বস্যা গ্রাহা প্রস্থানতিথিজ্ঞানে তু মার্গশীর্ষদৌ তত্তৎতিথি গ্রাহা' গতস্ত ন ভবেদার্তা বাবদ্বাদশবার্ষিকী।

প্রোভাবধারণং তত্ত কর্তব্যং হুতবাক্ষৈঃ ॥

যস্মাসি যদহর্ষাত্তদ্যসি তদহঃ জিহ্বা।

দিনাজ্ঞানে কুহুতল্য আবারুতথবা কুহুঃ ॥

এবঞ্চ মরণপ্রস্থানদিনমাসাজ্ঞানে শ্রবণদিবসজ্জ-বিবরঃ।" (তদ্ভিত্ত্ব)

একশেষে ত্রিচারিত্র কহে, বিনি ইহা অধ্যয়ন করিয়াছেন),
সোহিত, শিবা, লবনী, এবং বাহুব, কর্ণনিষ্ঠ, তপোনিষ্ঠ,
অগ্নিহোত্রী ও নৈষ্ঠিক উপকরণক এই বিবিধ ব্রহ্মচারী, এই
সকল ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের সম্পত্তি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।
এই সকল গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে আমন্ত্রণ করিয়া পূজাপূর্বক
তাহাদের সমক্ষে শ্রাদ্ধ কর্ণের অন্নদান করিতে হয়।

শ্রাদ্ধে নিম্নলিখিত ব্রাহ্মণ বর্ণা—কুষ্ঠাধি যোগাক্রান্ত, হীনাক,
অধিকার, বেজহীন, অবকীর্ণী (ব্রহ্মচার্য অবস্থার বিনি নিম্নিত
কর্ণের অন্নদান দ্বারা ব্রহ্মচার্য হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন), কুনবী,
ভ্রাবনক, তৃতকাধ্যাপক, ক্রীব, কস্তাধী, অভিশপ্ত, মিত্র-
ত্রোহী, শিশুন, সোমবিজ্ঞী, পরিবিনক, পরিবিত্তি, কুণ্ড
ও গোলকের অন্নভোজী, অধারিকের পুত্র, পুনর্ভূপতি, চৌর,
শাস্ত্রে যে সকল কর্ম নিম্নিত বলিয়া অভিহিত হইয়াছে এই সকল
কর্ণাহতানকারী, ও কিতবাধি ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে বর্জনীয়। এই
সকল নিম্নিত ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করিয়া শ্রাদ্ধাহতান করিতে নাই।

শ্রাদ্ধচিকীর্ষু ব্যক্তি শ্রাদ্ধের পূর্বদিন পূর্বোক্ত গুণসম্পন্ন
ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবেন এবং স্বয়ং জিতেজির ও পবিত্রভাবে
থাকিবেন। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণও বাকা, মন, কার ও কর্ণদ্বারা
সংঘত হইবেন।*

বেদবিদ ব্রাহ্মণই শ্রাদ্ধের একমাত্র আশ্রয়, ব্রাহ্মণ ব্যতীত
শ্রাদ্ধের অন্নদান হইতে পারে না। এইজন্য বিস্তৃত ব্রাহ্মণ গ্রহণ
করিতে বিশেষরূপে চেষ্টা করা আবশ্যিক। মজুতে এইরূপ লিখিত

- * “অমাবস্তাষ্টকা বুদ্ধিঃ কৃষ্ণগণো হরনঃসম্।
ত্রয়ং ব্রাহ্মণসম্পত্তি বিবৃৎস্বর্গসংক্রমঃ ॥
ব্যতীপাতো গজচ্ছায়াগ্রহণং চন্দ্রস্বর্যোঃ।
শ্রাদ্ধং প্রতিক্রিষ্টৈব শ্রাদ্ধকালঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥
অগ্ন্যাঃ পূর্বৈব বেদৈব শ্রোত্রিণো ব্রহ্মবিদ্বাঃ।
বেদার্থবিদ্বাঃ জ্যৈষ্ঠ্যামা জিম্বুজিহ্বপর্ণকঃ ॥
ঋত্বিক্বেদীরজামাতৃবাক্যবস্তুরমাতুলঃ।
ত্রিগাটিকৈতদৌহিত্রিশিষ্যসবন্ধিবাচ্ছবাঃ ॥
কর্ণনিষ্ঠাশ্রোতনিষ্ঠাঃ পক্ষ্মণিব্রহ্মচারিণঃ।
পিতৃমাতৃপরাষ্টৈব ব্রাহ্মণাঃ শ্রাদ্ধসম্পদঃ ॥
রোগী হীনাত্মিকতাকঃ কাণঃ পৌনর্ভবস্তথা।
অবকীর্ণী কুণ্ডগোলো কুনবী ভ্রাবনস্তথা ॥
তৃতকাধ্যাপকঃ ক্রীবঃ কস্তাধীভিশপ্তকঃ।
মিত্রকৃষ্ণ শিশুনঃ সোমবিজ্ঞী চ বিনিনকঃ ॥
মাতাপিতৃগুরুভ্যাগী কুণ্ডাগী বৃন্দাশ্রমঃ।
পন্নপূর্ণাপতিভেদে কর্ণহতান্ নিমিত্তাঃ।
নিমন্ত্রণী পূর্বৈব ব্রহ্মণান্নবান্ শুচিঃ।
তৈশ্চাপি সংঘটৈর্ভাব্যঃ নোবাঙ্কারকর্ষিতঃ ॥”

(বাজবল্য ১।২১৭-২২৫)

আছে যে, পিতৃলোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধমানে যে শ্রাদ্ধ করা হয়,
তাহার নাম অধার্য্য শ্রাদ্ধ, এই শ্রাদ্ধ আদিব দ্বারা করিতে
হয়। বৈবকার্য্যে দুই জন ব্রাহ্মণ ও পিতৃকার্য্যে তিন জন ব্রাহ্মণ
অথবা বৈবপক্ষে এক এবং পিতৃদিগকে এক এক জন ব্রাহ্মণ
ভোজন করাইবে। সম্পত্তিশালী হইলেও ইহার অপেক্ষা ব্রাহ্মণ
বাহুল্য করিতে চেষ্টা করিবে না। কারণ ব্রাহ্মণ বাহুল্য হইলে
তাহাদের সেবা, বেশকাল, ভ্রাতৃত্ব এবং পাত্ৰপাত্ৰ বিচার
কিছুই থাকে না, বেদপারগ ব্রাহ্মণের অভিজ্ঞ পণ্ডিত অল্পসংখ্যক
নইতে হয়, অর্থাৎ তাহার পিতা পিতামহাদি পূর্বপুরুষগণেরও
কিছু আভিজাত্যাদি গুণ ছিল তাহা নিরূপণ করিবে,
এইরূপ বংশ পরম্পরাগত বিস্তৃত বেদপারগ ব্রাহ্মণ হব্যকব্য-
বহনের তীর্থস্বরূপ। বেদানভিজ্ঞ দশলক্ষ ব্রাহ্মণও যদি ভোজনাদি
দ্বারা প্রীত হন, তাহা হইলে এই দশলক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজনের বল
অপেক্ষা পূর্বোক্ত কয়েকটি বিস্তৃত ব্রাহ্মণ ভোজনে অধিক বল
হইয়া থাকে।

অল্প ব্রাহ্মণ হব্যকব্য বস্তুগুলি গ্রাস ভোজন করে, মুহূর্ত্ত
হইবার পর তাহাকে ততগুলি উত্তম দৌহিণ্ড ভোজন করিতে
হয়, পিতৃলোকের উদ্দেশে আশ্রয়ানিষ্ঠ ব্রাহ্মণকেই নিয়োগ
করিতে হয়, যে ব্রাহ্মণের পিতা মৃত, কিন্তু যিনি স্বয়ং বেদপারগ
অথবা যিনি নিজে মৃত, কিন্তু পিতা বেদপারগ, তাহাকেই শ্রাদ্ধে
প্রশস্ত পাত্ৰ বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রাদ্ধকার্য্যে মিত্রতা-
নিবন্ধন ভোজন করাইবে না।

বেদপারগ ব্রাহ্মণ পুজিত হইলে পিতৃদিগ সন্তপ্তকরের
চিরস্থায়িনী তৃপ্তি লাভ হয়। হব্যকব্য প্রদানে পূর্বোক্ত শ্রোত্রি
ব্রাহ্মণপুত্রগণই মুখ্য কৰ্ম বলিয়া জানিতে হইবে। এই সকল
ব্রাহ্মণের অভাবে অমুকর বিধান নির্দিষ্ট হইয়াছে যে
মাতামহ, মাতুল, ভাগিনের, স্বস্তর, গুরু, দৌহিত্র, জামাতা,
মাতৃদেহ ও পিতৃদেহপুত্র, বহু, পুরোহিত, ও শিষ্য, ইহাদিগকে
ভোজন করাইবে। নিম্নিত ব্রাহ্মণকে কখনই শ্রাদ্ধে আমন্ত্রণ
করিবে না। যে সকল ব্রাহ্মণ পতিত, ক্রীব, মার্কিক, বেদাধ্যয়ন-
শূন্য, ব্রহ্মচারী, চন্দ্ররোগগ্রস্ত, তৃত্বজীড়পারায়ণ, বহু বাজনশীল,
চিকিৎসক, প্রতিনাপরিচারক, দেবল, মাংসবিজ্ঞী, বাগিচা-
কারী, কুনবী, ভ্রাবনক, গুরু প্রতিকূলচরণকারী, প্রৌত ও
মার্ক অগ্নিপরিভ্যাগকারী, কুসীদাবী, পতঙ্গালক, পরিবেতা,
তৃতকাধ্যাপক, অর্থাৎ যিনি বেতন গ্রহণ করিয়া অধ্যাপনা
করান, ইত্যাদি নিম্নিত ব্রাহ্মণকে পৈতৃকার্য্যে পরিত্যাগ করিবে।
উক্ত ব্রাহ্মণদিগকে হব্যকব্য প্রদান করিলে তাহা ব্রাহ্মণদিগে
ভোজন করিয়া থাকে, পিতৃগণের উদ্দেশে কিছুমাত্র তৃপ্তি লাভ
হয় না। যে সকল ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে পণ্ডিত্যপাবন বলিয়া অভিহিত

হইয়াছে, সেই সকল ব্রাহ্মণকেই আশ্রয় করিবে। পণ্ডিতদ্বক ব্রাহ্মণকে যত্ন সহিত বর্জন করিবে।

শ্রাদ্ধকৰ্ম উপস্থিত হইলে তাহার পূৰ্বদিনে অথবা শ্রাদ্ধদিনে অন্ততঃ তিনটা পূৰ্বোক্ত গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে বধোচিত সন্মান সহকারে নিমন্ত্রণ করিবে। ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইলে নিমন্ত্রণের দিন হইতে শ্রাদ্ধাহোরাত্র পর্যন্ত জীনিবৃত্তি ও যথানিয়মাহুতানবান্ হইবেন, এবং অপাদি সন্ধ্যোপাসনা ব্যতীত বেদ অধ্যয়ন করিবেন না। যিনি শ্রাদ্ধকর্তা তাহাকেও এই নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে। ব্রাহ্মণগণ নিমন্ত্রিত হইলে পিতৃগণ ঐ ব্রাহ্মণদিগের শরীরে অল্প প্রবেশ করেন, তাঁহারা যথায় গমন করেন, পিতৃগণও সেই স্থানে গমন করেন। তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইলে পিতৃগণও পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন।

দৈব ও পিতৃকার্যে যথাসাধু নিমন্ত্রিত হইয়া যদি ব্রাহ্মণ কোন ক্রমে তাহার অতিক্রম করেন, অর্থাৎ শ্রাদ্ধ ভোজন না করেন, অথবা ব্রহ্মচর্যাগ্নি নিয়মবান্ না হন, তাহা হইলে সেই পাপে তাহার শূকরযোগি প্রাপ্তি হয়। যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে আমন্ত্রিত হইয়া জীসন্তোগাদি করেন, শ্রাদ্ধকর্তার যে কিছু পাপ থাকে, সে সমুদায় তাহাতে সংক্রামিত হয়, শ্রাদ্ধকর্তা ও শ্রাদ্ধভোক্তা এই দুই জনকেই সংঘত হইয়া বিগুহ ভাবে থাকিতে হয়।

(মন্ত্রসংহিতা ৩৯)

শ্রাদ্ধকালে পূৰ্বোক্ত গুণযুক্ত ব্রাহ্মণের অভাব হইলে তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ কুশময় ব্রাহ্মণ নির্মাণ করিয়া শ্রাদ্ধকার্যের অহুষ্ঠান করিতে হয়। বর্তমানকালে তাদৃশ গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না, এই জন্য শ্রাদ্ধকালে কুশময় ব্রাহ্মণ নির্মাণ করিয়া তদগ্রে শ্রাদ্ধকৰ্মের অহুষ্ঠান করা হইয়া থাকে। প্রাদেশ প্রমাণ ৭ বা ৯ গাছি কুশা গ্রহণ করিয়া প্রণবমন্ত্রে অগ্রভাগ সার্ক দুই বার বেটন করিয়া সেই অগ্রগুলিকে উর্দ্ধদিকে বিস্তৃত করিলে কুশময় ব্রাহ্মণ হয়। এই কুশময় ব্রাহ্মণের অগ্রে শ্রাদ্ধ করিয়া পরে ঐ সকল দ্রব্য ব্রাহ্মণকে দিষ্টে হইবে।*

* “ব্রাহ্মণাসম্পত্তৌ কুশময়ব্রাহ্মণে শ্রাদ্ধসূক্তং
নিধার্যথ বর্ডচরমাসনেযু সমাহিতঃ।
প্রৈবাহুপ্রৈবসংযুক্তং বিধানং প্রতিপাদয়েৎ ॥
ইতি শ্রাদ্ধবিবেকযুক্ত বচনাৎ—
ব্রাহ্মণানামসম্পত্তৌ কুশা বর্ডচরময়ং বিজান।
শ্রাদ্ধং কুশা বিধানেন পশ্চাদ্বিপ্রৈযু দাপয়েৎ ॥
বর্ডবটুলকণমাহ—

উর্দ্ধকেশো ভবেদ্ ব্রহ্মা লম্বকেশস্ত বিষ্টরঃ।
দক্ষিণাবর্ডকো ব্রহ্মা বামাবর্ডস্ত বিষ্টরঃ ॥
ইতি বাদৃগ্ ব্রহ্মা তাদৃক্ ক্রমেণ ব্রাহ্মণঃ।
সপ্তভিঃ ভবিত্বাণি সার্কবিত্তরবেষ্টিতং।

শ্রাদ্ধদেশ—শ্রাদ্ধে লিখিত আছে যে পবিত্র স্থানে অবস্থিত হইয়া শ্রাদ্ধ কার্য করিতে হয়। চণ্ডীমণ্ডপ প্রভৃতি দেবগৃহ উত্তম রূপে গেময় লেপন ও মার্কানাতি দ্বারা পবিত্র হইলে সেই স্থানে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। “মূলিযুক্ত, কুমিযুক্ত, ক্লিন্ন, সর্দীর্ণ, অথবা দুর্গন্ধযুক্ত স্থানে শ্রাদ্ধ করিতে নাই। স্নেহদেশে অর্থাৎ যে দেশে চাতুর্বর্ণ্য বিভাগ নাই, তথায়ও শ্রাদ্ধ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

নিজভূমিতে পিতৃদিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। যদি নিজ ভূমিতে না করিয়া অপরের ভূমিতে শ্রাদ্ধের অহুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইলে ভূস্বামীদিগকে অর্থাৎ বাহার ভূমি তাহার পিতৃগণকে ভোজ্যাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া শ্রাদ্ধাহুষ্ঠান বিধেয়। পুরুষীয় ভূমিতে শ্রাদ্ধকালে ভূস্বামীকে ভূমির মূল্য প্রদান অথবা পিতৃগণের পূজা না করিলে তাহারা বলপূর্বক শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য হরণ করেন। এই জন্য অগ্রে তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া পরে পিতৃগণের পূজা করিবে।

গয়া, গঙ্গা, সরস্বতী, কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ, নৈমিষক্ষেত্র ও পুন্ডরীক, নদীতট, তীর্থ মাত্র, পর্বত, পুলিন ও নির্জন স্থানে পিতৃদিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলে তাঁহারা পরম পরিতোষ লাভ করেন।*

অযামিক স্থান অর্থাৎ নৈমিষারণ্য প্রভৃতি অটরী, হিমালয় প্রভৃতি পর্বত, গঙ্গাদি তীর্থ, পুরুষোত্তমাদি ক্ষেত্র ও বারাগঙ্গী প্রভৃতি, যে সকল স্থানের নারায়ণ ভিন্ন অন্য কোন স্বামী নাই, সেই সকল স্থানে শ্রাদ্ধ করিতে হইলে ভূস্বামীর পিতৃগণের পূজা করিতে হয় না।†

প্রণবেনৈব মন্ত্রেণ বিজং কুর্য্যাৎ কুশদ্বিগম্ ॥

ইতি নবভিন্নত্র পঞ্চভিন্নত্রি পঞ্চোপদেশিষ্ঠাং পাঠঃ। (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

* “কক্ষং কুমিযুক্তং ক্লিন্নং সর্দীর্ণানিষ্টগন্ধিকং।

দেশং তানষ্টশব্দঞ্চ বর্জয়েৎ শ্রাদ্ধকৰ্ম্মণি ॥

চাতুর্বর্ণ্যব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিস্ততে।

তং স্নেহদেশং জানীয়াদাধ্যাবর্তমতঃ পরম্ ॥

শ্রাদ্ধলিখিতো—

নেষ্টকা-রচিত্তে পিতৃন সত্ত্বপ্নয়েৎ। (ব্রহ্মপুং)

পরকীয়গৃহে বস্ত্র বান্ পিতৃন তপ্নয়েজ্জড়ঃ।

তদভূমি স্বামিনস্তত্ত্ব হরন্ত পিতরো বলাৎ ॥

অগ্রভাগঃ তত্তত্তেভ্যো দত্তাৎ মূলঞ্চ জীবতাম্ ॥

শ্রাদ্ধত পূজিতো দেশো গয়া গঙ্গা সরস্বতী।

কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগশ্চ নৈমিষং পুন্ডরীক চ ॥

নদীতটেষু তীর্থেষু শৈলেষু পুলিনেষু চ।

বিবিক্তেষু চ তুর্য্যাস্ত দত্তেনৈব পিতামহাঃ ॥ (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

+ “অটবাঃ পর্বতাঃ পুণ্যা নততীর্থানি যানি চ।

সর্দীক্ষাশ্বামিকাতাহ নহি তেষু পারগ্রহঃ ॥

পুণ্যা ইতি বিশেষণাদটব্যো নৈমিষাভাঃ পর্বতাঃ হিমালয়াভাঃ

এই সকল স্থানে শ্রাদ্ধকালে প্রথমে বাস্তবদেবের পূজা করিতে হয়, কারণ বাস্তবদেবের পূজা না করিলে শ্রাদ্ধভাগ রাক্ষসেরা হরণ করে। এই জন্য ঐ পূজা করা নিত্য আবশ্যিক। শালগ্রাম শিলা সম্বন্ধে রাবিরী শ্রাদ্ধহুষ্ঠান করিলে পিতৃগণ অভিযম পরিতৃপ্ত হন, সুতরাং শ্রাদ্ধহলে শালগ্রাম শিলার বিহুপূজা করিয়া তাঁহাকে শ্রাদ্ধের অগ্রভাগ নিবেদন করিতে হয়।*

শ্রাদ্ধবেলা-নির্ণয়—শাদ্ধে পূর্নাক্ষে মাতৃকশ্রদ্ধ, অপরাহ্নে পৈতৃক শ্রাদ্ধ এবং মধ্যাহ্নে একোদিশি শ্রাদ্ধ এবং প্রাতঃকালে বুদ্ধি শ্রাদ্ধ করিবার বিধান দৃষ্ট হয়। মাতৃক শ্রাদ্ধ শবে অষ্টমীক শ্রাদ্ধ বুঝায়। দিব্যমানকে ১৫ ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগের নাম মুহূর্ত্ত, সাধারণতঃ মুহূর্ত্তের পরিমাণ দুই দণ্ড। দিব্যমানকে তিন ভাগ করিলে ক্রমশঃ পূর্নাক্ষ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন এই তিন ভাগ হয়। এইরূপ দিনমানকে পাঁচ ভাগ করিলে প্রাতঃকাল, সন্ধ্যা, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন ও সারাহ্ন এই পাঁচটা নাম হয়। বিবাহ ও পুত্র জন্ম জন্ম বুদ্ধি শ্রাদ্ধ এবং গ্রহণ ও সংক্রান্ত্যাদি জন্ম শ্রাদ্ধ ভিন্ন প্রাতঃকালে প্রথম দেড় মুহূর্ত্ত মধ্যে ও সারাহ্নে শেষ দুই মুহূর্ত্তে এবং রাত্রিকালে জন্ম কোন শ্রাদ্ধ করিবে না।

গুরুপক্ষের তত্ত্ব তিথি বিহিত পার্শ্ব শ্রাদ্ধ পূর্নাক্ষে করিবে, এই স্থানে পূর্নাক্ষ শবে সন্ধ্যা কালকে বুঝায়। কোন তিথি যদি দুই দিন ব্যাপিয়া সন্ধ্যা কাল পায় অথবা দুই দিনের মধ্যে যদি কোন দিনেই সন্ধ্যা কাল না পায়, তাহা হইলে পরদিন শ্রাদ্ধ হইবে। কিন্তু পূর্নদিন রোহিণী সৌম্যপূর্নাক্ষ পাইয়া পরদিন সন্ধ্যাকাল না পাইলে পূর্নদিনই শ্রাদ্ধ হইবে।

প্রাতঃকালই বুদ্ধিশ্রাদ্ধের মুখ্যকাল। কিন্তু এই শ্রাদ্ধ দেড় মুহূর্ত্ত মধ্যে করিতে পারিবে না।

সপিতৃকরণ ও কৃষ্ণপক্ষ জন্ম সমুদয় পার্শ্বশ্রাদ্ধ এবং মৃত্যু জন্ম ত্রৈপুত্রিক পার্শ্বগণের সময় অপরাহ্ন। রাত্রাদি ভিন্ন কালে কৃতপাদিমুহূর্ত্তপক্ষ, রোহিণাদি মুহূর্ত্তচতুষ্টয়, দশমাদি মুহূর্ত্তত্রয় অপরাহ্ন শ্রাদ্ধে এই কালচতুষ্টয় বিহিত ও প্রশস্ত

নন্তো গজাতীর্থানি পুরুষোত্তমাদিক্ষেত্রানি বারাগতাত্ম-
তনান চ।" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

* "শ্রাদ্ধাধিকরণে বত্র নার্কিতো বাস্তবদেবতঃ।

তত্র শৃংগ ভবেৎ সর্গং রক্ষো বিদ্যাদিভিঃ।

তন্মাদ্যধ্বর্কনং কাৰ্য্যং সমাক্ষ ল্পবনীলুভিঃ।

শালগ্রামশিলায়ৈ চ বহুভাঙ্গ্যং ক্রিয়তে নৃত্যঃ।

তত্র ব্রহ্মান্তিকং স্থানং তৃণাশ্চ পিতরো দিবি।

ততশ্চ শালগ্রামে বিহুং লম্পূজা শ্রাদ্ধীয়াগ্রং দত্ত্বাৎ।"

(শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

জানিবে। আপরাহ্নিক শ্রাদ্ধীয় তিথি উত্তর দ্বিনে পাইলে প্রাপ্তমত মুখ্যকালে পূর্নদিনে শ্রাদ্ধ হইবে। উত্তর দিন যদি মুখ্য কাল না পাওয়া যায়, তাহা হইলে পরদিনে শ্রাদ্ধ হইবে।*

বুদ্ধি শ্রাদ্ধ মাত্রই পূর্নাক্ষকর্তব্য। একোদিশি শ্রাদ্ধ মধ্যাহ্ন-
কালে করণীয়, সপিতৃকরণ শ্রাদ্ধ অপরাহ্নে বিধেয়। পার্শ্ব
শ্রাদ্ধ পূর্নাক্ষ ও মধ্যাহ্ন উভয় কালেই করিতে পারা যায়, ইহাতে
বিশেষ এই যে কোন কোন পার্শ্ব শ্রাদ্ধ পূর্নাক্ষ এবং কোন
কোন পার্শ্ব শ্রাদ্ধ মধ্যাহ্ন কালে বিধেয়। কিন্তু সাধারণতঃ কোন
শ্রাদ্ধই করিতে নাই। মৃত্যুপ্তের পূর্ন তিনমুহূর্ত্ত সারাহ্ন নামে
অভিহিত; এই কালকে রাক্ষসী বেলা কহে। এই কালে সকল
কর্মই গর্হিত।

অমাবস্তাশ্রাদ্ধকাল—একাদশ ও দ্বাদশ মুহূর্ত্তই অমাবস্তা
শ্রাদ্ধের প্রধান সময়। পূর্নদিন চতুর্দশী যত বেলা পর্যন্ত থাকিবে,
পরদিন অমাবস্তা তাহা হইতে অল্পকাল স্থায়ী হইলে তাহাকে
ক্ষীণা অমাবস্তা কহে। চতুর্দশীর সমানকালব্যাপিনী অমাবস্তা
পরদিনে থাকিলে সেই অমাবস্তাকে শুভিতা কহে। পূর্নদিনবন্দী
চতুর্দশী বেলা অপেক্ষা পরদিনে অমাবস্তা অধিক কালস্থায়ী

* "পূর্নাক্ষে মাতৃকং শ্রাদ্ধমপরাহ্নে তু পৈতৃকং।

একোদিশি মধ্যাহ্নে প্রাতঃ বুদ্ধিনিমিত্তকম্।

মাতৃকমমৃষ্টক শ্রাদ্ধং। অপরাহ্নে তু পৈতৃকং ইতি অমৃষ্টকং।

গুরুপক্ষবিহিতপার্ষ্ণ্যে তরপার্ষ্ণ্যসপিতৃকরণপঃ।

গুরুপক্ষতু পূর্নাক্ষে শ্রাদ্ধং কুর্ধ্যাদ্ধিকরণঃ।

কৃষ্ণপক্ষাপরাহ্নে তু রৌহণ্যং ন লভয়েৎ।

গুরুপক্ষতমাত্রৈব বিহিতং মাঘপৌর্ণমাসাদিপার্ষ্ণ্যশ্রাদ্ধং-

তদেব পূর্নাক্ষে কর্তব্যং। অতএব কৃষ্ণপক্ষেই বিহিতাবিহিত-

পার্ষ্ণ্যেরাবশেষেণাপরাহ্নে কর্তব্যত্বাৎ। অতো মৃত্যুবিহিত-

পার্ষ্ণ্যসপিতৃকরণশ্রাদ্ধেরাঃ গুরুপক্ষকৃষ্ণপক্ষরোরাবশেষেণৈব-

পরাক্ষকর্তব্যতা। অত্র পূর্নাক্ষপদং সন্ধ্যাপক্ষং।

প্রাতঃকালো মুহূর্ত্তান্ত্রীণ্যং সন্ধ্যাপ্রাতঃদেব তু।

মধ্যাহ্নত্রিমুহূর্ত্তঃ শ্রাদ্ধপরাহ্নস্ততঃ পরং।

সারাহ্নত্রিমুহূর্ত্তঃ শ্রাদ্ধং তত্র ন কারয়েৎ।

রাক্ষসী নাম সা বেলা গর্হিতা সর্ষকর্ম্মহু" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

"মহাশুরো প্রেতীভূতে ব্রাহ্মকর্ম্ম ন যুজ্যতে।

ইত শূণ্যপাণিলাখতবচনেন—

প্রমীতো পিতরো যত্র দেহত্যাগচিহ্নং।

নাপি দৈবং ন বা পৈতৃকং যাবৎ পূর্ণো ন বৎসরঃ।

ইত দেবীপুরাণবচনেন চ প্রেতীভূতমাতৃপিতৃক

সংকর্ত্তঃ প্রেতীভূতমাতৃপিতৃকং সংস্কার্য প্রেতীভূতমাতৃ-

পিতৃকায়ঃ অনুচারাঃ কস্ত্যাস্ত বৈদিককর্ম্মকর্তৃকর্ম্মস্থানইত্বেন

তৎপরীহারায় যদব। ব্রাহ্মপণ্ডিত ইত্যনেন পূর্নদিনে

সপিতৃকং কৃত্য পিতৃাদিঃ পরদিনে অত্য়াদয়ঃ নামকরণাদিকং

কুর্ধ্যাৎ ইত্যাদি। (শ্রাদ্ধতত্ত্ব) [সপিতৃকরণ শব্দ উদ্ভব]

হইলে তাহার নাম সর্জন্য অমাবস্যা। অমাবস্যা পূর্ণদিনে কিছু কম দ্বাদশ মুহূর্ত্ত প্রাপ্ত হইয়া পরদিনে সম্পূর্ণ একাদশ মুহূর্ত্ত কাল পাইলেও শ্রাদ্ধ পূর্ণদিনে হইবে। ইহাতে বিশেষ এই যে অগ্রহারণ ও জ্যেষ্ঠ মাসের অমাবস্যাশ্রাদ্ধে উক্ত রূপ তিথি হইলে পরদিন শ্রাদ্ধ হইবে। কিন্তু সেই বৎসর যদি মলমাস হয়, তাহা হইলে ঐ দুই মাসীর অমাবস্যাশ্রাদ্ধে পূর্ব্বৎ কীর্ণা অমাবস্যায় করিতে হইবে। এই অমাবস্যা যদি পূর্ণদিন দ্বাদশ মুহূর্ত্ত পাইয়া পরদিন যদি একাদশ মুহূর্ত্তকালব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে ঋগ্বেদীয়দিগের পূর্ণদিন এবং যজুর্বেদীয়দিগের পরদিন এবং সামবেদীয়দিগের ইচ্ছানুসারে যে কোন দিনে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। অমাবস্যা যদি উত্তর দিনেই মুখ্যকাল পায়, তাহা হইলে বর্দ্ধমানা অমাবস্যাতে শ্রাদ্ধ চইবে।

মহাশুক্র নিপাতে বৃদ্ধি করিতে নাট, পুত্রের পিতা ও মাতা এবং স্ত্রীর স্বামী মহাশুক্র পদবাচ্য। বত দিন সপিত্তীকরণ না হয়, ততদিন তাহাদের দেহানোচ থাকে, হুতরাং ঐ অনোচ কালে দৈব বা পৈতৃক কোন কর্ম করিতে নাই। ঐ কাল মধ্যে যদি পুত্রাদির সংস্কার কার্য্য উপস্থিত হয়, তাহা হইলে অপকর্ষ সপিত্তীকরণ করিয়া পরে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিবে। মৃত্যু হইতে এক বৎসরের মধ্যে বৃদ্ধি উপলক্ষে অপকর্ষ সপিত্তীকরণ শ্রাদ্ধ হইতে পারে। এক বৎসরের পর হইলে আর অপকর্ষ করিয়া শ্রাদ্ধ হইবে না, তখন পতিত শ্রাদ্ধের বিধানানুসারে কৃষ্টকাদম্বী বা অমাবস্যায় সপিত্তীকরণ শ্রাদ্ধ চইবে। কন্যাদির বিবাহ ও নাম-করণাদি সংস্কার কার্য্য অল্প অপকর্ষ শ্রাদ্ধে কার্য্যের পূর্ণদিন শ্রাদ্ধ চইবে।

মোহান্তি থাকিলে পার্শ্বশ্রাদ্ধেও অধিকার নাই। সপিত্তীকরণ হইলে তাহার পর পার্শ্ব শ্রাদ্ধ করিতে হয়, কিন্তু একোন্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করা যাইতে পারে। কালানোচ বলিয়া একোন্দিষ্ট শ্রাদ্ধ নিষিদ্ধ নহে।

দৈব সকল কার্য্যই পূর্ব্ব বা উত্তরমুখী হইয়া করিতে হয়। কিন্তু শ্রাদ্ধে বিশেষ এই যে, ইহা দক্ষিণমুখে অবস্থিত হইয়া করাই ব্যবহৃত। তবে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিবার কালে সামবেদীয়গণ পূর্ব্বমুখে এবং যজুর্বেদীয়গণ উত্তরমুখে উপবেশন করিয়া করিবেন। পার্শ্ব ও একোন্দিষ্ট শ্রাদ্ধ সকল বেদীয়গণেরই দক্ষিণমুখী হইয়া করা বিহিত হইয়াছে।

শ্রাদ্ধ, কবির ও বৈশ্ব এই বর্ষত্রয় একোন্দিষ্ট শ্রাদ্ধ সিদ্ধার দ্বারা এবং শ্রুত আমার দ্বারা করিবে। একোন্দিষ্ট ত্রিগুণ শ্রাদ্ধ অর্থাৎ পার্শ্ব ও বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ সকল বর্ষেরই আমারদ্বারা করিতে হইবে। শ্রাদ্ধাদি বর্ষত্রয় যদি একোন্দিষ্ট তিথিতে পাকপাত্রের অভাব হেতু কোন গতিকে পাক করিয়া শ্রাদ্ধাহুতান করিতে

না পারেন, তাহা হইলে সেই দিন উপবাস করিয়া থাকিবেন। কোন বর্ষেরই মৃত্যু-তিথি বাবৎ গুণা উচিত নহে। এতোকেরই ঐ তিথিতে শ্রাদ্ধ করা অবশ্যকর্তব্য। যদি কেহ জানপূর্ব্বক ঐ তিথি বাবৎ দেয়, তাহা হইলে তাহার প্রত্যকারতাপী হইতে হয়। শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ আছে যে মৃত্যু-তিথিতে একোন্দিষ্ট শ্রাদ্ধ না করিলে দেবগণ তাহার পূজা গ্রহণ করেন না, এবং মৃত্যুর পর তিনি চাতালবোনিতে জন্ম গ্রহণ করেন।*

অপুত্রা পত্নী স্বামীর মৃত্যু তিথিতে একোন্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে, ঐ তিথির দিন যদি তাহার রজবলানোচ হয়, তাহা হইলে ৫ দিনের দিন শ্রাদ্ধ হইবে। স্ত্রীগণ রজবলা হইলে ৫ দিনের দিন স্বামীর নিকট এবং ৫ দিনের দিন দৈব বা পৈতৃক কর্মে গুহ হইয়া থাকে।†

স্ত্রীদিগের শ্রাদ্ধে অধিকার নাই, অর্থাৎ ইহারা পার্শ্ব ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে না, কিন্তু ইহারা একোন্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে। পিতা ও মাতার মৃত্যু-তিথিতে স্ত্রীগণ পিতা ও মাতার একোন্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে। যদি তাহার ভাই না থাকে এবং কোন কারণ বশতঃ মৃত্যু-তিথিতে শ্রাদ্ধ পতিত হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণা একাদম্বী বা অমাবস্যাতেও ঐ শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবে। কিন্তু ভ্রাতা থাকিলে যদি তিথিতে শ্রাদ্ধ করিতে না পারে, তাহা হইলে একাদম্বী বা অমাবস্যায় করিতে পারিবে না। সাধারণতঃ পতিত শ্রাদ্ধে তাহাদের কোন অধিকার নাই।

অপুত্রা পত্নীর পক্ষে স্বামীর একোন্দিষ্ট অবশ্যকর্তব্য। ভ্রাতা না থাকিলে পিতা ও মাতার একোন্দিষ্ট শ্রাদ্ধও তাহার পক্ষে অতি বিধেয়।

শ্রাদ্ধে বিহিত ও নিষিদ্ধ পুশ্প—যেত পুশ্পদ্বারা শ্রাদ্ধাহুতান

* “একোন্দিষ্টং ত্রৈবর্গিকেন সিদ্ধায়ৈন সর্ভবাং;

একোন্দিষ্টং কর্তব্যং পাকেনৈব সন্না স্বরং।

অতাবে পাকপাত্রাণাং তদং সমুপোষণম্।

ইতি লঘুহারীভবচনাং পাকপাত্রাভাবঃ পাকসামগ্র্যভাবোপলক্ষকং তদপি নাম শ্রাদ্ধং কিন্তু পোষণমেব শ্রাদ্ধহানীং।

মৃত্যুহনি পিতৃভ্রাতৃ ন কুর্ঘ্যাং শ্রাদ্ধাদদাং।

মাতৃশ্চৈব বরারোহে বৎসরতে মৃত্যুহনি।

নাহন্তস্য মহাদেবি পূজাং গৃহ্মামি নো হরিঃ।

বরীচিঃ—

পতিভা জ্ঞানিনো মূর্খাঃ ত্রয়োহথ ব্রহ্মচারিণঃ।

মৃত্যুং সমতিক্রমা চাতালেষুভিজায়তে।” (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

† “অপুত্রা কু ববা ভাৰ্গ্যা সশ্রাদ্ধে তত্ত্বং থাকিবে।

রজবলা ভবেৎ না কু কুর্ঘ্যাং পক্ষে দিনে।

কুর্ঘ্যাং শ্রাদ্ধমিতি শেবঃ।” (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)।

করিতে হয়; ভয়ভয়ে যেত পন্ন, জাতি প্রকৃতি ইত্যাদি তন্ন পুণ্য দ্বারা প্রাক্কট্যমানই অতি প্রশস্ত। উপগ্রহাদি পুণ্য গুরুত্বপূর্ণ হইলেও তাহা দ্বারা প্রাক্কট্যমানই। জবাপুণ্য এবং জবার জার রক্তবর্ণ পুণ্য, ভাভীপুণ্য, অর্কপুণ্য, পীতবিকী, উপগ্রহবৃত্ত পুণ্য, গন্ধহীন পুণ্য, কেতকী, করবীর, বকুল ও চন্দ্রক এবং রক্তবর্ণ জাতি, এই সকল পুণ্য প্রাক্কট্যমানই। এই পুণ্যগুলি দ্বারা পিতৃগণের পূজা করিলে তাহারা তাহা গ্রহণ করেন না, পরন্তু নিরাশ হইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করেন।

জাতি, মল্লিকা, কুল ও বৃক্ষাদি পুণ্যই প্রাক্কট্যমান বিশেষ প্রশস্ত।

প্রাক্কট্যমান নিম্নলিখিত জব্য—কৃষ্ণ মাংস, তিল, মধু, হৈমন্তিক ধাতু-প্রভৃতি, শরৎ কালীন তণ্ডুল, বিষ, আমলক, ত্রাণা, পনস, আত্মিক, দাড়িম, কামরঙ্গ, করমর্দক, অকোড়, পাণিবত, বর্জুর, আত্র, কেশক, কোবিদার, ভালমূলী, দুগাল, হুঙ্ক, হুত, দধি, কদলী, বৈকুণ্ঠ, নারিকেল, শূকটিক, পদ্মক, শিল্পী, মরিচ, পটোল, বৃহতী কল, মধু, কর্পূর, মরিচ, সৈন্ধবলবণ প্রকৃতি জব্য প্রাক্কট্যমান। যে সকল জব্য উপাদেয় এবং সাধারণতঃ সে সকল জব্য ভোজন করা হইয়া থাকে, সেই সকল জব্য দ্বারা প্রাক্কট্য করা কর্তব্য। কিন্তু শাস্ত্রে যে সকল জব্য নিম্নলিখিত বলিয়া অভিহিত হইয়াছে সেই সকল জব্য দ্বারা প্রাক্কট্য করিতে নাই। কুশাণ্ড, অলাবু, বার্তাকী, গ্রাম্য মহিষ-হৃৎ, পালকী শাক, রাজিকা এক দ্বি-বির অর্থাৎ সিদ্ধ চাউল এই সকল জব্য দ্বারা প্রাক্কট্য করিতে নাই।* প্রাক্কট্য গব্য যুতই বিহিত; অতএব

† “তন্নঃ স্তন্যমসো প্রোক্তাং গাং পশ্যাৎপলানি চ।

গন্ধরূপোপপন্নানি যানি চান্তানি কৃৎসনঃ।

“জবাবিকুসুমং ভাভী রূপিকা সুরুশটিকা।

পুশ্পাণি বর্জনীয়াণি প্রাক্কট্যকর্ষণি নিত্যশঃ।

জবাবীত্যাশিষ্যাদেববিধং রক্তকুসুমং রূপিকা অর্কপুণ্য-কুরুশটিকঃ পীতবিকী—

উগ্রগন্ধাত্তগন্ধীন চৈত্যাংকোত্তমানি চ।

পুশ্পাণি বর্জনীয়াণি রক্তবর্ণানি যানি চ।

প্রাক্কট্য জাত্যাঃ প্রশস্তাঃ জ্যাঃ মল্লিকাকুলবৃক্ষিকা।

হুতাবিহুপক্রম্যাহ—

কেতকী করবীরক বকুল চন্দ্রক তথা।

জাতীয়শর্নমাত্রাণ নিরাশাঃ পিতরো গভ্যাঃ।

জাতীয়া রক্তজাতিবিষয়ঃ” (প্রাক্কট্য)

• “কৃষ্ণা মাংসাত্মনো প্রোক্তাঃ স্ত্যাবশালয়ঃ।

শালিহৈমন্তিকং ধাতুং তৎপ্রভবতণ্ডুলাবি।

বিষামলকমুদীকাপনসাত্তদাড়িমম্।

জব্যং পাণিবতাকোড়ং বর্জুরাত্তকলানি চ।

কেশককোবিদারন্ত ভালকমং তথা বিষম্।

তিলৈ প্রাথিবৈ মরিচৈঃ সুলকলেন বা।

সন্তেন মাংসং প্রাক্কট্যে বিধিবৎ পিতরো দুগাম্।

হাগমহিষাদিবিষ যুত নিম্নলিখিত বলিয়া জানিতে হইবে। এই নিম্নলিখিত জব্য তিন্ন যে সকল কল মূল শাক প্রকৃতি দ্বাং ও উপাদেয়, তাহা পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দেওয়া হইতে পারে।

প্রাক্কট্য দিনে বর্জনীয়া—প্রাক্কট্য দিনে প্রাক্কট্য পিতৃদিগের উদ্দেশ্যে প্রাক্কট্য করিয়া বিশেষভাবে, হুঙ্ক, নদীর পরপার গমন, পুনর্বার দান ও ভোজন, পাশাধি ক্রীড়া, স্ত্রী সহবাস, পরপ্রাক্কট্য ভোজন, দ্বিতোজন, পুনর্বার দান, দান গ্রহণ, সাংগ সন্ধ্যা, অর্ক-গমন অর্থাৎ এক ক্রোশের অধিক দূর গমন, এই সকল বর্জনে করিবেন। যদি কেহ এই সকলের অমুষ্ঠান করে, তাহা হইলে প্রাক্কট্যকারী ও পিতৃগণের নরক এবং প্রাক্কট্য নিম্নলিখিত হইয়া থাকে। অতএব প্রাক্কট্যমান করিয়া সর্বতোভাবে এই গুলি পরিহার করা কর্তব্য।†

পক্ষ পাত্র প্রাক্কট্য—যাহাদের অমাত্যসার দিন অথবা প্রোতপক্ষে মৃত্যু হয়, তাহাদের সপিণ্ডীকরণের পর মৃত্যু হইতে পাক্ষণ বিধি দ্বারা পক্ষপাত্র প্রাক্কট্য করিতে হয়। তাহাদের একোন্দিষ্ট প্রাক্কট্য হয় না। ইহার পরিবর্তে পাক্ষণবিধি দ্বারা প্রাক্কট্য হয়। এই প্রাক্কট্য দৈবপক্ষ, পিতা বা মাতা হইলে পিতৃপক্ষ, তদুর্দ্ধে তিন পুরুষ অর্থাৎ পিতার প্রাক্কট্য হইলে পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ বা মাতার প্রাক্কট্য হইলে মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী এই তিনপক্ষ, সর্বসমেত এই পাঁচ পক্ষের প্রাক্কট্য পাঁচটা পাত্রে করিতে হয়; এই প্রাক্কট্য ইহাকে পক্ষপাত্র প্রাক্কট্য কহে। মৃত্যু চান্দ্রভাতের কৃষ্ণপক্ষকে প্রোতপক্ষ কহে। অমাত্যসার দিন এবং এই প্রোতপক্ষে প্রতিদিন পাক্ষণপ্রাক্কট্যের বিধান আছে। এইজন্য এই তিথিতে মৃত্যু হইলে তাহাদের সাংসারিক প্রাক্কট্য একোন্দিষ্ট

বেজ্রাহুরং কলারক পটোলং সর্বং তথা।

মৃত্যাবর্তং স্তন্যমসো শাকাত্তাহ মনীষিণঃ।

দৈবকৃতং নারিকেলং শূকটিকপক্ষকম্।

শিল্পীমরিচকৈব পটোলং বৃহতীকলম্।

এবমাদানি চান্তানি বাহুনি মধুরাণি চ।

মধুকং স্নামঠকৈব কর্পূরং মরিচং তণ্ডলং।

প্রাক্কট্যকর্ষণি শতানি সৈন্ধবং ত্রিশবতং।

কুশাণ্ডালাবৃত্তাকীগ্রাম্যমহিষহৃৎকং।

পলাকী রাজিকাং প্রাক্কট্য দ্বি-বিরক বিবর্জয়েৎ” (প্রাক্কট্য)

† “যাত্রা যুদ্ধং নদীপারং পুনঃস্থানং দ্বিতোজনং।

দ্যুতক্রীড়াং রক্তিং নার্যাং প্রাক্কট্য কৃষ্ণা চ বর্জয়েৎ।

প্রাক্কট্য কৃত্যং পরপ্রাক্কট্য তুরন্তে যে চ বিজ্ঞাঃ।

পতন্তি নরকে যোর লুপ্তাণ্ডোদকক্রিয়াঃ।

বর্জ্যানি কুরুতা প্রাক্কট্য কোশেহধগমনং যত্র।

তোক্তুরপ্যত্র রাজেন্দ্র অরমেতন্ন পশ্যতে।

পুনর্ভোজনমধন্যং দ্ব্যধারনৈবধুনং।

দানং প্রতিগ্রহং সন্ধ্যাং প্রাক্কট্য কৃষ্ণাষ্ট বর্জয়েৎ” (প্রাক্কট্য)

বিধি অনুসারে না হইয়া পার্শ্ববিধি অনুসারে হইবে।* এই শ্রাদ্ধে কেবল ঔরঙ্গপুরেরই অধিকার আছে। কোন কোন মতে ঔরঙ্গের ভার দত্তকপুত্রও ইহাতে অধিকারী বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এই মত সর্ববাদিসম্মত নহে।

পুত্র কেবল পিতামাতার এই রূপ শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে। অগণে একোন্নিষ্ঠ বিধানানুসারে শ্রাদ্ধ করিবে।

মহা জ্যৈষ্ঠশ্রাদ্ধ—গৌণ আধিনের কৃষ্ণ জ্যৈষ্ঠশ্রাদ্ধ তিথিতে মহা নক্ষত্র হইলে তাহাকে মহাজ্যৈষ্ঠশ্রাদ্ধ কহে। এই তিথিতে পার্শ্ব বিধি অনুসারে যে শ্রাদ্ধ হয়, তাহাকে মহাজ্যৈষ্ঠশ্রাদ্ধ শ্রাদ্ধ কহে। এই শ্রাদ্ধ অবশ্যকর্তব্য, কেননা ইহা শাস্ত্রে নিত্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, নিত্য শব্দের তাৎপর্য এই যে, এই শ্রাদ্ধ না করিলে প্রত্যাবার্ত্তোগী হইতে হয়।†

এই শ্রাদ্ধ একাদশতী পূর্ণিমার মধ্যে যিনি জ্যৈষ্ঠ তিথি করিবেন, সকলের করিবার অধিকার নাই।

অষ্টকা শ্রাদ্ধ—পৌষ, মাঘ ও কানুন এই তিন মাসের কৃষ্ণ-ঐশী তিথিতে যথাক্রমে পূর্ণাষ্টকা, মাংসাষ্টকা এবং শাকাষ্টকা শ্রাদ্ধ করিবে। এই অষ্টকা শ্রাদ্ধও অবশ্যকর্তব্য।‡ এই শ্রাদ্ধ পার্শ্ব শ্রাদ্ধের বিধানানুসারে করিতে হয়।

নবায় শ্রাদ্ধ—নূতন অন্নদ্বারা শ্রাদ্ধ করা হয় বলিয়া উহার নাম নবায় শ্রাদ্ধ। এই শ্রাদ্ধ দুই প্রকার যবপাক ও ত্রীহিপাক; যন্ত পক হইলে অগ্রহারণ মাসে যে শ্রাদ্ধ করা যায়। অর্থাৎ নূতন তণ্ডুল দ্বারা পিতৃগণের উদ্দেশে পার্শ্ববিধি দ্বারা যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহাকে ত্রীহিপাক নবায় শ্রাদ্ধ কহে। যব পাকিলে সেই নূতন যবদ্বারা যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহাকে যবপাক কহে। যব ও ত্রীহি এই উভয় দ্রব্যদ্বারাই শ্রাদ্ধ করা উচিত। যব বা ত্রীহি দ্বারা নবায় বিধানানুসারে শ্রাদ্ধ না করিলে পরে ঐ তণ্ডুল বা যব দ্বারা আর শ্রাদ্ধ করিতে পারা যায় না, কারণ এই দুই দ্রব্য দ্বারাই শ্রাদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। এই

শ্রাদ্ধও নিত্য এবং অবশ্যকর্তব্য। এই শ্রাদ্ধ না করিলে অর্থাৎ নূতন তণ্ডুল বা যব পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ না হইলে পরে আর উহা দ্বারা শ্রাদ্ধ করা যায় না। এই শ্রাদ্ধ বিস্তৃত দিন দেখিয়া করিতে হয়।* [নবায় দেখ।]

নবোদকশ্রাদ্ধ—নববর্ষাগমে পিতৃগণের উদ্দেশে পার্শ্ববিধি অনুসারে যে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাকে নবোদক শ্রাদ্ধ কহে। রবি আত্মীনক্রে গমন করিলে এই শ্রাদ্ধ করিতে হয়। আবার মাসের প্রথমে রবি আত্মীনক্রে থাকেন, সুতরাং আবার মাসের প্রথমে এই শ্রাদ্ধ বিধের।†

গ্রহণশ্রাদ্ধ—চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ কালে পিতৃগণের উদ্দেশে পার্শ্ব বিধি অনুসারে যে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তাহাকে গ্রহণ-শ্রাদ্ধ কহে।

পৌর্ণমাসীশ্রাদ্ধ—মাঘ ও শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমাতিথিতে পার্শ্ব বিধিক্রমে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহাকে পৌর্ণমাসী শ্রাদ্ধ কহে। এই দুই পূর্ণিমাতিথ্যুক্ত শ্রাদ্ধ নিত্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অতএব ইহা অবশ্যকর্তব্য।‡

তীর্থযাত্রাশ্রাদ্ধ—তীর্থ গমন করিতে হইলে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিয়া তীর্থে গমন করিতে হয়। তীর্থগমনের নিরূপিত দিনের দুই দিন পূর্বে হবিষাদি করিয়া সংযত হইয়া থাকিবে, তীর্থ গমনের অব্যবহিত পূর্বদিন মস্তক মুণ্ডন ও উপবাস করিবে, পরে প্রাতঃকৃত্যাদি ও ইষ্ট দেবতার পূজা করিয়া আত্মাদয়িক শ্রাদ্ধ সন্ধান ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া তীর্থে গমন করিবে। কেহ কেহ বলেন, তীর্থযাত্রা নিমিত্ত পার্শ্ব বিধানে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বিধেয়। কিন্তু ইহা সর্ববাদিসম্মত নহে। তীর্থগমন নিমিত্ত বৈষ্ণব আত্মাদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হয়, ঐ রূপ

* “অমাবস্ত্যজ্যৈষ্ঠশ্রাদ্ধা দাবী প্রোষ্ঠপদূর্দ্ধা কৃষ্ণজ্যৈষ্ঠশ্রাদ্ধী ত্রীহিবপাকৌ চ—

এতান্ত শ্রাদ্ধকালান্ বৈ নিত্যানাহ প্রোপতিঃ।

শ্রাদ্ধমেতেষকুর্ক্যাণো নরকঃ প্রাপিগতে।

নবায়গমশ্রাদ্ধৈব ত্রীহিবাত্তর প্রাপ্তিবিরক্কেন বিধায়ক—

শরৎসম্বৎসরোঃ কেচিন্নববৎসরঃ প্রচকতে।

যন্তপাকবশাদন্তে ভ্রামাকৌ বনিনঃ স্তবঃ।”

(শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

† “নবোদকে নবায় চ গৃহপ্রজ্ঞানসে তথা।

পিতরঃ স্পৃহরভয়মষ্টকান্ন মদ্যাহ চ।

নবোদকে বর্ষোপক্রমে আত্মীহরবাতিবিধাবৎ”। (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

‡ “পৌর্ণমাসী তথা দাবী শ্রাবণী চ নরোত্তম।

প্রোষ্ঠপদমতীতায় তথা কৃষ্ণা জ্যৈষ্ঠশ্রাদ্ধী।

এতান্ত শ্রাদ্ধকালান্ বৈ নিত্যানাহ প্রোপতিঃ।”

(শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

* “অমাবস্ত্যাকরো যন্ত প্রোপকক্ষৎখবা পুনঃ।

সপিতৃকরণাদূর্দ্ধ ততোক্তঃ পার্শ্বো বিধিঃ।” (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

† “প্রোষ্ঠপদমতীতায় মদ্যাহ জ্যৈষ্ঠশ্রাদ্ধীম্।

প্রোপ্য শ্রাদ্ধ হি কর্তব্যং মধুনা পার্শ্বেন চ।

অন্ত নিত্যমাহ বিজ্ঞানমোক্তরং—

প্রোষ্ঠপদমতীতায় তথা কৃষ্ণজ্যৈষ্ঠশ্রাদ্ধীম্।

এতান্ত শ্রাদ্ধকালান্ বৈ নিত্যানাহ প্রোপতিঃ।” (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

‡ “পিতৃদানায় মূলে স্মারষ্টকান্তিঃ এব চ।

কৃষ্ণপক্ষে বরিষ্ঠা হি পূর্বা চৈত্রী বিতাবতে।

প্রোপত্যা দ্বিতীয়া ত্র্যং তৃতীয়া বৈশ্বদেবিকী।

আত্মাপূর্ণৈঃ সপা কার্ধ্যা মাংসৈরজ্ঞা ভবেত্তথা।

শ্রুতৈঃ কার্ধ্যা তৃতীয়া তাদেব দ্রব্যগতো বিধিঃ।” (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

তীর্থ হইতে প্রত্যাপ্ত হইরাও আত্মদ্রবিক প্রাক করিতে হইবে। তীর্থ হইতে যে দিনে প্রত্যাপ্ত হওরা যায়, সেই দিনেই প্রাকান্তান বিধেয়। সেই দিন যদি প্রাকের সময় উত্তীর্ণ করিয়া আসা হয়, তাহা হইলে সেই দিন উপবাসী থাকিয়া তৎপর দিন প্রাক করিতে হয়। বৃদ্ধি উপলক্ষে অর্থাৎ সংস্কারাদিকার্যেও আত্মদ্রবিক প্রাক করিতে হয়, কিন্তু সংস্কারাদিকার্যে এবং তীর্থে গমন ও তথা হইতে প্রত্যাপ্তগমন নিমিত্ত প্রাক প্রত্যেই এই যে, সংস্কার কার্যে বহী মার্কণ্ডের প্রভৃতির পূজা করিতে হয়, কিন্তু তীর্থ প্রাক উহার পূজা করিতে হয় না। ইহাতে সঙ্গর বাক্য এইরূপ হইবে। যথা—

“অজ্ঞানকে মাসি অমুক্ত পক্ষে অমুক্ততিথৌ অমুক্তগোত্রঃ শ্রীঅমুক্তবেশধী তীর্থব্রাজ্যকর্ণাত্মদ্রবিকং সগণাধিপবোদ্ধ-
মাতৃকাপূজা বসোধারী সম্পাতনাবৃষ্টহৃতকর্ণাত্মদ্রবিকপ্রাকান্তহ
করিবে” তীর্থ হইতে কিম্বিলা আসিয়া যে প্রাক করিতে হয়, তাহাতে ‘তীর্থব্রাজ্যকর্ণাত্মদ্রবিকং’ এই পদস্থলে ‘তীর্থ-
প্রত্যাপ্তগমনোত্তরবৃষ্টপ্রবেশকর্ণাত্মদ্রবিকং’ এইরূপ বাক্য হইবে।

তীর্থে গমন ও তথা হইতে প্রত্যাপ্তগমন যে রূপ প্রাক বিহিত হইরাছে, সেইরূপ তীর্থপ্রাপ্তি নিমিত্ত অর্থাৎ তীর্থস্থলে গমন করিয়াই প্রাক করিতে হয়। এই প্রাক পার্শ্ব বিধানানুসারে হইবে। আত্মদ্রবিক প্রাক হইবে না।

- “তীর্থব্রাজ্যসমারম্ভে তীর্থাৎ প্রত্যাপ্তমহি চ।
বুদ্ধিশ্রদ্ধাং প্রকুর্য্যত বহুসর্গঃ সমধিতম্ ॥
তীর্থব্রাজ্যায় বিশেষমাহ ত্রুপুত্রায়—
যোষ্যঃ কচিৎ তীর্থব্রাজ্য গচ্ছৎ
জুসংযতঃ স চ পূর্বে গৃহে য়ে।
কৃতোপবাসঃ তচিত্রগ্রমতঃ
সম্পূরয়েৎ তক্তিনম্রো গণেশম্ ॥
যেবান্ পিতৃন্ ব্রাহ্মণ্যৈশ্চ সাধুন্
বীমান্ শ্রীপরন্ বিত্তশস্য প্রবরাৎ।
প্রত্যাপ্তশ্চাপি পুনতথৈব
যেবান্ পিতৃন্ ব্রাহ্মণ্যন্ পুত্রয়েত ॥
এব কুর্য্যত তত তীর্থাদ্রবিকং
কলং তৎ তাত্রাজ সন্দেহ এব ॥
এব জুসংযতঃ পূর্বাদিনে কৃতৈকতক্তাদিনিরমত্তত্তরদিনে
কৃতোপবাসতত্তত্তরদিনে গণেশং গ্রহানিষ্টমেবতাকং সপূজ্য বৃদ্ধি-
প্রাকং কৃৎ ব্রাহ্মণ্যন্ তোলয়েৎ ততঃ তত্তলমে ব্রাজ্য কুর্য্যৎ।
উপবাসদিনে মণ্ডনমপি—
প্রয়াগে তীর্থব্রাজ্যায় পিতৃমাতৃবিরোগতঃ।
কচানাম্ বপনং কাৰ্য্যং বুধা ন বিকটো ভবেৎ ॥
ইতি বিষ্ণুপুরাণং প্রবেশেহি প্রাক্করণে তীর্থব্রাজ্যায়ামিতি
বক্তব্যং—

তীর্থগণ তীর্থে গমনাগমন অথবা তীর্থপ্রাপ্তি নিমিত্ত, ইহার কোন প্রাকই করিতে পারিবে না, কারণ তাহাদের প্রাকের অধিকার নাই। তবে তাহারা প্রাকের অনুকরণ অর্থাৎ ভোজ্যোৎসর্গ ও দানাদি করিতে পারিবে।

তীর্থপ্রাপ্তি মাত্রই প্রাক করিতে হয় অর্থাৎ তীর্থে গমন করিয়া যে দিন ইচ্ছা হয়, সেই দিন প্রাক করিব, এরূপ মনে করিলে হইবে না, তীর্থে উপস্থিত হওরা মাত্রই প্রাক করা বিধেয়। অসময়ে অর্থাৎ প্রাক বিধের শাস্ত্রনিবদ্ধ কালে, যেমন গায়ত্রী বা মাত্রিকালে যদি তীর্থপ্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ প্রাক হইবে না, তৎপর দিন প্রাতে প্রাক করিবে।

তীর্থপ্রাপ্তিকালে পার্শ্ব বিধানে প্রাকান্তান বিধেয়। কিন্তু পার্শ্ব বিধিতে প্রাক হইলেও একটু বিশেষ এই যে, ইহাতে অর্ঘ্য ও আবাহন নিবদ্ধ। অতএব অর্ঘ্য ও আবাহন বর্জন করিয়া পার্শ্ববিধানে প্রাক কর্তব্য। তীর্থ প্রাক পিণ্ডদান করিয়া ঐ পিণ্ড তীর্থে নিক্ষেপ করিতে হয়, তীর্থ তির অস্তস্থলে প্রাক করিলে পিণ্ড গো, অজ, বিপ্রপ্রভৃতিকে দান অথবা জলে নিক্ষেপ করিবার বিধান আছে।

“পিণ্ডাঙ্ক গোহজবিপ্রোভ্যো দ্ব্যত্বর্ঘ্যো জলেশপি বা।

তীর্থপ্রাক সলা পিতৃন্ ক্ষিপেতীর্থে বিচকণঃ ॥” (প্রাক্ততঃ)

তীর্থে গমন করিয়া যদি কেহ প্রাক করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহার প্রাকানুকরণ ভোজ্যদান কর্তব্য। তীর্থে প্রাক তর্পণ ও দানাদি অবশ্যকর্তব্য। তীর্থ গমনের পূর্বদিন সুত্তন ও উপবাসের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু যদি একবার তীর্থগমন করিয়া আবার মণ্ডন মাসের মধ্যে তীর্থগমন করা হয়, তাহা হইলে সুত্তন ও উপবাস করিবে না।

“সংবৎসরং যিমাসোনং পুনতীর্থং ব্রজেৎ যদি।

সুত্তনকোপবাসক ততো যত্নেন বজ্জয়েৎ ॥” (প্রাক্ততঃ)

প্রোতপক্ষী পার্শ্বপ্রাক প্রোত পক্ষে অর্থাৎ বুধা চাত্র

গচ্ছন্ দেশান্তরং বস্ত্র প্রাকং কুর্য্যাতু সপিবা।
ব্রাত্রার্থমিতি তৎ প্রোক্তং প্রবেশে চ ন সংশয়ঃ ॥
বস্ত্রতস্ত তীর্থপ্রত্যাপ্তগমনোত্তরবৃষ্টপ্রবেশ ইত্যেব বক্তব্যং
ব্রাত্রাপ্রত্যাপ্তগমনোত্তরবৃষ্টপ্রবেশরোভেদাৎ তীর্থপ্রত্যাপ্তগমনো-
ত্তরলাভস্ত প্রত্যাপ্তশ্চাপীতি প্রাপ্তকঃ ততঃ প্রবেশে চেতি
চকরেণ প্রাকমাত্রঃ দৃষ্টিং নতু তত ব্রাত্রার্থমপীতি—
অকালেহপ্যথবা কালে তীর্থপ্রাকং তথা নঠেঃ।
প্রোতপ্রেরেব সলা কাৰ্য্যং কর্তব্যং পিতৃতর্পণং ॥
পিণ্ডদানস্ত তচ্ছত্বে পিতৃগাফাতিহুল তম্।
বিলম্বো নৈব কর্তব্যো নৈব বিপ্রঃ সমাচরেৎ।
প্রাকং তত্র চ কর্তব্যমব্যবাহরবজ্জিতম্ ॥
ইত্যাদি। (প্রাক্ততঃ)

তাহা যাদের কৃপণকে প্রতিলক্ষ্য হইতে অমাবস্তা পর্যন্ত পঞ্চ-দশ তিথি ব্যাপিয়া সকলেরই করা কর্তব্য। যদি এই শ্রাদ্ধ কেহ ১৫ দিন করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে বজ্রহইতে অমাবস্তা পর্যন্ত দশদিন, ইহাতে অসমর্থ হইলে একাদশী হইতে অমাবস্তা পর্যন্ত ৫ দিন, তাহাতেও অশক্ত হইলে ত্রয়োদশী হইতে তিন দিন পর্যন্ত ইহা করা নিতান্ত আবশ্যক। এই শ্রেত-পক্ষে শতশতক ভেদেই উক্তরূপ শ্রাদ্ধাঙ্গান বিহিত হইয়াছে। এই পক্ষে শক্তি অমুসায়ে উক্ত করেক প্রকারের মধ্যে যেরূপ তাহা হইতে হটক শ্রাদ্ধ করিতেই হইবে, না করিলে প্রত্যবার হইবে। এই শ্রাদ্ধ পার্শ্বক বিধান হইবে।

প্রারম্ভিক পার্শ্বশ্রাদ্ধ—প্রারম্ভিক বা চাত্রারিণাঙ্গুষ্ঠানের পর পার্শ্ব শ্রাদ্ধের বিধানানুসারে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। প্রারম্ভিক দান করিয়া তৎপরে শ্রাদ্ধ এবং তৎপরে গোগাস দিতে হয়।

আত্মীয়িক শ্রাদ্ধ—পুত্রাদির সংস্কার কার্যে যে শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে, তাহাকে আত্মীয়িক শ্রাদ্ধ কহে। এই শ্রাদ্ধের নামান্তর বৃদ্ধি বা নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ। সংস্কার কার্যে ভিন্ন বাস্তব্যাগ, গৃহগবেশ, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, তীর্থগমন ও তীর্থপ্রত্যগমন নিমিত্তও আত্মীয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হয়। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে সামবেদীয়দিগের পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এবং মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহ এই ৬ পুরুষের শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে। যজুর্বেদীয়দিগের এই শ্রাদ্ধে মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ, এবং মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহ এই ৯ পুরুষের শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

*কল্পাপুত্রবিবাহেনু প্রবেশে নববেশনঃ।

নামকর্ষণি বাণানাং চূড়াকর্ষাদিকে তথা ॥

সীমন্তোন্নয়নে চৈব পুত্রাদি সুখদর্শনে।

নান্দীমুখঃ পিতৃগণ পূজয়েৎ প্রথমে গৃহী ॥ (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

পিণ্ডহীন আত্মীয়িকশ্রাদ্ধ—যদি কেহ অশক্ততানিবন্ধন সমগ্র আত্মীয়িক শ্রাদ্ধ করিতে না পারে, তাহা হইলে পিণ্ডবিহীন আত্মীয়িক করিবে। এই শ্রাদ্ধ আত্মীয়িক শ্রাদ্ধের বিধানানুসারে অধিবাসের পর বাস্তবপুত্রাদির স্মৃতি হইতে আসন দান পর্যন্ত সকল কার্য করিবে, তৎপরে গন্ধাদি দান করিয়া অন্ন পরিবেশন হইতে ‘অরুণীনাং ক্রিয়ারীনাং’ এই পর্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া পিণ্ডদানাদি না করিয়া পিতৃপুত্রীয় দক্ষিণা হইতে অবশিষ্ট সকল কার্য করিতে হইবে। এইরূপ তাহা প্রদ্ব করিলে তাহাকে পিণ্ডহীন আত্মীয়িক শ্রাদ্ধ কহে। এই পিণ্ড বিহিত আত্মীয়িক শ্রাদ্ধ পুত্রসুখদর্শননিমিত্তক বিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ পুত্র ভাগিলে যদি সমগ্র আত্মীয়িক শ্রাদ্ধ না করিতে পারা যায়, তাহা হইলে পিণ্ডবিহিত এই শ্রাদ্ধ করিবে। সকল স্থলেই

অসমর্থ হইলে যে এইরূপ তাহা প্রদ্ব করিতে হইবে শাস্ত্রের ইহা অভিপ্রায় নহে ॥

শ্রাদ্ধাত্মক ভোজ্যোৎসব—পূর্বোক্ত সংস্কারাদি কার্যে আত্মীয়িক শ্রাদ্ধ বিধেয়। যিনি সমগ্র শ্রাদ্ধ করিতে অসমর্থ তিনি পিণ্ডহীন আত্মীয়িক শ্রাদ্ধ করিবেন; ইহাতে অসমর্থ হইলে তাহার ভোজ্যোৎসব করা বিধেয়। ভোজ্যোৎসব করিতে হইলে নিয়োক্তরূপ বাক্য কথিয়া করিতে হয়—

প্রথমে ভোজ্য অর্চনাদি করিয়া ‘অভ্যেত্যাদি অনুকতিথো অনুকগোত্রস্ত্রী অনুকদেবশর্ষণো অনুককর্তৃভাঃস্বার্থে অনুকগোত্রস্ত্রী নান্দীমুখস্ত পিতৃসমুদেবশর্ষণঃ (তৎপরে ঐ রূপে বট পুরুষ বা ৯ পুরুষের নাম উল্লেখ করিবে) আত্মীয়িক শ্রাদ্ধাত্মক ভোজ্যোৎসবাস্তরে পুনরায় আবার ঐ সকল নামোল্লেখ করিয়া “স্বর্গকামঃ ইহং আত্মীয়িক শ্রাদ্ধাত্মকসমুদয়োপকরণভোজ্য-মর্জিতং ত্রী বিকুসুমবতঃ বর্ণাশ্রমবর্ণোক্তানাং ব্রাহ্মণাঃং বনানি ॥”

পুত্রকল্পাদির অননাবধি বিবাহান্ত সংস্কার কার্যে পিতারই আত্মীয়িক শ্রাদ্ধে অধিকার, পুত্রাদির ভগ্ন হইতে বিবাহ পর্যন্ত যে কোন সংস্কার কার্য উপস্থিত হয়, এই সকল সংস্কার কার্যে পিতাই আত্মীয়িক শ্রাদ্ধে অধিকারী। যিনি শ্রাদ্ধাধিকারী হইবেন, তিনি তাঁহারই মাতামহ পক্ষ উল্লেখ করিয়া শ্রাদ্ধাঙ্গান করিবেন। সংস্কার বালকের মাতামহ পক্ষের উল্লেখ হইবে না। ইহাতে বিশেষ এই যে পুত্রের প্রথম বিবাহে পিতাই আত্মীয়িক শ্রাদ্ধ করিবেন। কিন্তু পুত্র যদি দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করে, তাহা হইলে ঐ শ্রাদ্ধে পিতা অধিকারী হইবেন না, ঐ পুত্র স্বয়ংই আত্মীয়িক শ্রাদ্ধে অধিকারী হইবে। এই স্থলে ঐ পুত্রের পিতার মাতামহ পক্ষের উল্লেখ না হইয়া তাহার নিজেরই মাতামহ পক্ষের উল্লেখ হইবে। পত্নীদ্বিবিভ বা বৃত্ত বলিয়া কিছু আনে বার না; দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহে স্থলেই এই ব্যবস্থা জানিতে হইবে। কারণ শাস্ত্রে লিখিত আছে, পুত্রের সংস্কার কার্যের জন্তই পিতা বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিবেন। পুত্রের প্রথম বিবাহ কালে তাহার সংস্কার কার্য শেষ হইয়াছে, সুতরাং দ্বিতীয় বার স্থলে পিতার অধিকার থাকিবে না। পিতা যদি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে বাদ দিয়া ওদ্ব তিন পুরুষের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।

* [পিতৃনির্বাণং কুর্য়াদবা কুর্য়াদিচকণঃ।

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে কুলাচারং বেশকালান্তপেক্ষয়া ॥

অধৌকরণমধ্যকাবাহনকাবনেজনম্।

পিণ্ডশ্রাদ্ধে প্রকৃকাত পিণ্ডহীনে বিবর্জয়েৎ ॥

বেশকালান্তরোদেষে যদি পিণ্ডবিহিত আত্মীয়িক শ্রাদ্ধে তদাধৌকরণমধ্যকাবাহনকাবনেজনাত্তরতন্ত্র নিবর্ত্যেৎ, ইতি পুত্রসুখদর্শননিমিত্তশ্রাদ্ধক বাক্যতে ॥ ইত্যাদি। (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

“বিবাহান্তরানন্তরশ্রাদ্ধে পিতৃস্মৃতিসংস্কারঃ -

বপিতৃত্যঃ পিতা মৃত্যুঃ স্মৃত্যংসংস্কারঃ কৰ্ম্মহঃ ।

পিতা নোবহনাতোবাং তদভ্যাসে পিতৃ ক্রমাৎ ॥

স্মৃত্যংসংস্কারকৰ্ম্মহঃ স্মৃত্যংসংস্কারজনককৰ্ম্মহঃ স্মৃত্যংসংস্কারগ্রহণাৎ
পুত্রবিবাহান্তরে পিতা মাতৃদায়িক কার্য্য আন্তেয় সংস্কারসিদ্ধৌ
বিভীরাভেদজনকত্যাৎ” (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

উপরে যে সকল শ্রাদ্ধের কথা বলা হইল, সেই সকল শ্রাদ্ধই পার্শ্ব, বৃদ্ধি ও একোন্দিষ্ট শ্রাদ্ধের অন্তর্গত। তবে উহাদের মধ্যে কোন কোন শ্রাদ্ধে সামান্ত একটু ইতর বিশেষ আছে। আত্মশ্রাদ্ধ, মাসিকশ্রাদ্ধ ও সাব্যৎসরিকশ্রাদ্ধ এই তুলি একোন্দিষ্ট শ্রাদ্ধের অন্তর্গত। শ্রাদ্ধকালে আঠোন্দিষ্ট, মাসিকোন্দিষ্ট, ও সাব্যৎসরিকোন্দিষ্ট ইত্যাদি রূপ বাক্য হইবে। সপিতৃ-করণ না হওয়া পর্য্যন্ত এই সকল শ্রাদ্ধে পিতৃ প্রভৃতি পব উল্লেখ না হইয়া প্রেতপব উল্লিখিত হইবে। এই সকল একোন্দিষ্ট শ্রাদ্ধে কুশময় একটা ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিয়া তাহার সমক্ষে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।

নবায়, নবোদক, অষ্টকা, প্রারম্ভিত, অমাবস্তা, প্রেতপক্ষ, পূর্ণিমা প্রভৃতি তিথিতে যে শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে, তাহার নাম পার্শ্ব শ্রাদ্ধ। শাস্ত্রে যেখানে শ্রাদ্ধ শব্দ অভিহিত হইয়াছে, তাহার পার্শ্বশ্রাদ্ধই বুঝিতে হইবে। এই পার্শ্বশ্রাদ্ধেও কুশনির্ম্মিত চারিটা ব্রাহ্মণ নির্মাণ করিয়া তাহার সমক্ষে শ্রাদ্ধস্থাপন করিতে হয়। এই চারিটা ব্রাহ্মণের মধ্যে দৈব পক্ষে দুইটা এবং পিতৃ-পক্ষে একটা ও মাতামহ পক্ষে একটা।

আত্মদায়িক শ্রাদ্ধে যুগ্ম করিয়া ব্রাহ্মণ নির্মাণ করিতে হয়। সামবেদীয়দিগের এই শ্রাদ্ধেও ৬ পুরুষের শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে; সূতরায় উহাদের পক্ষে ৮টা ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিতে হয়, যথা— দুইটা দৈব পক্ষে, দুইটা পিতৃপক্ষে এবং দুইটা মাতামহ পক্ষে। যজুর্বেদীয়দিগের এই শ্রাদ্ধে ৯ পুরুষের শ্রাদ্ধ করিতে হয়। ইহাতে একটা মাতৃপক্ষ অধিক; সূতরায় তাহাদের এই শ্রাদ্ধে ৮টা ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিয়া তাহাদের সমক্ষে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। এই ৮টা ব্রাহ্মণের দুইটা দৈব পক্ষে, দুইটা মাতৃপক্ষে, দুইটা পিতৃপক্ষে ও দুইটা মাতামহ পক্ষে হইবে।

এই সকল শ্রাদ্ধেরই এক একটা স্বতন্ত্র সূত্র আছে। সাম, যজু ও যজুর্বেদ ভেদে শ্রাদ্ধপদ্ধতিও ভিন্ন প্রকার, শ্রাদ্ধ পরম্পর ভিন্ন হইলেও প্রেতের সামান্ত মায়, ক্রিয়াপ্রণালী একই রূপ, তবে বেদভেদে ময়ের ভিন্নতা মাত্র দৃষ্ট হয়।*

* সামবেদীয়দিগের পার্শ্বশ্রাদ্ধতত্ত্ব—

“শ্রাদ্ধ পূর্কদিনে মাসঃ ক্রীড়্যাগচ্চকতোজনঃ ।

শ্রাদ্ধাহে বহুনাষ্ঠিত ত্যাগঃ নানং তথোবসি ॥” (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

নিম্নে সামবেদীয় পার্শ্ব শ্রাদ্ধের পদ্ধতি লিখিত হইল—

যে দিন পার্শ্ব শ্রাদ্ধ করিতে হইবে, তাহার পূর্কদিন নিয়ামিবে ভীজন করিয়া সংযত হইয়া থাকিবে। যদি কোন কারণে সংযত হইয়া না থাকা হয়, তাহা হইলে ঐ দিন দুইবার দান করিয়া শ্রাদ্ধ করা বাইতে পারে। দান, তর্পণ ও প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপণ করিয়া দক্ষিণমুখে উপবেশন করিবে। শ্রাদ্ধ হলে দক্ষিণ

শ্রাদ্ধ পূর্কদিনে কৰ্ত্তা হবিষ্য করিবে।
ঈজির ববশে রাখি রজনী বাপিবে।
শ্রাদ্ধ দিনে বিনা কাঠে দত্ত সন্মার্জন।
প্রাতঃদান নিত্য কৰ্ম্ম করি সমাপন।
গন্ধাদি মৃত্তিকা দ্বারা তিলকধারণ।
পূর্কান্তে এসিয়া বর্ষাবিধি আচমন।
কুশহস্তে কুরুক্ষেত্র পড়িয়া গানাদি।
দক্ষিণা অক্ষিৎ-বাক্য করি বর্ষাবিধি।
দক্ষিণাত্ম আচমন কুরুক্ষেত্র পুনঃ।
শালগ্রামে জলে কিংবা বাস্তর পূজন।
বিষ্ণু ও ভুবানী পুন্নি অগ্রভাগ দিবে।
পরভূমি হলে কিঞ্চিৎ মূল্য দিতে হবে।
সহস্রে ব্রাহ্মণ দান পূজন স্থাপন।
ব্রাহ্মণে গণ্ডু মজল অমুজাকরণ।
গায়ত্রী দেবতা মাত্র পড়ি তিনবার।
মুন্ডলে প্রোক্ষণ রক্ষা হেতু জল আর।
বিগ্রহকরে জল দিয়া কুশাসন দান।
আবাহন অর্ঘ্য শ্রাজ্জ গন্ধাদি অর্পণ।
মণ্ডল উত্তর পক্ষে শাস্ত্র অমুসারে।
পাত্রভাগ অগ্নিহোম জলের উপরে।
স্বতশেষ দিয়া পায়ে অন্ন সংস্থাপন।
ইদং বিষ্ণু বলি কর অমুষ্ঠ ক্ষেপণ।
বিনা মস্ত্রে দৈবপক্ষে যব বিতরিবে।
অপহতামস্ত্রে তিল পিতৃপক্ষে দিবে।
মধুমস্ত্রে পরে মধু গায়ত্রী তিনবার।
মধুমস্ত্রে পড়ি মধু মধু মধু আর।
অগ্নিভিমস্ত্রণ করি অন্ন কর দান।
বিগ্রে জল গায়ত্রী আর বিষ্ণুমস্ত্র গান।
অন্নহীন গায়ত্রী আর মধু ত্রিধা পড়ি।
শ্রাবা অগ্নিদগ্ধা দিয়া অগ্নিবে শ্রীহরি।
বিগ্রে জল গায়ত্রী আবারণও মধু পড়ি।
শেষবার বলিয়া নিহম্মি মণ্ডল করি।
অপহত্যা নিহম্মিতে রেখার কর্ত্তন।
কুশাপাতি দেবতাত্রিধা উচ্চারণ।
এহি পিতঃ সত্ত্ব পড়ি তিলদান করি।
অবনেজন মধুবাতা অক্ষরনী পড়ি।
পিণ্ডদান দর্ভদ্বারা লেপ বিতরণ।
আচমন করি কর বিষ্ণুর স্মরণ।
পাত্র প্রক্ষালনে পুনরবনেজন করি।
অন্তেষ্টাদি জপ বামাবর্ত্তে দ্বাদশ বার।

মুখে তিলক বা দ্বিত বাঁধা দীপ আলিঙ্গা দিতে হয়। যে স্থানে উপবেশন করিয়া শ্রী করিতে হইবে, সেই স্থানে উত্তমরূপে গোময় লেপন করা আবশ্যিক। আসনে উপবেশন করিয়া প্রাক্তন মুক্তিকা দ্বারা তিলক করিবে। তৎপরে পূর্ব বা উত্তরমুখে বসিয়া দুইবার আচমন করিয়া প্রথমে পূর্বমুখে ভোজ্যোৎসর্গ করিতে হয়।

ভোজ্যোৎসর্গ কথা,—

“ও কুরুক্ষেত্রঃ গয়গঙ্গাপ্রভাসপুষ্করাপি চ।

তীর্থাক্ষতানি পুণ্যানি দানকালে ভবন্তি ॥”

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বামপার্শ্বস্থিত আমার বামহস্তে ধারণ পূর্বক ‘এতে গন্ধপুষ্পে ও সোপকরণ্যাম্নভোজ্যায় নমঃ’, এই বলিয়া তিনবার ঐ ভোজ্যে গন্ধপুষ্প দিবে, পরে ‘এতদধিপত্যে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ এতৎ সস্ত্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ’, বলিয়া ত্রিগুণ দ্বারা জলের ছিটা দিবে। তৎপরে তাম্রাদি পাত্রে কুশ-ত্রিগুণ সহিত জলগ্রহণ পূর্বক নিম্নোক্ত বাক্য দ্বারা দান করিবে। বাক্য যথা—

‘বিষ্ণুরামভ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক্তির্থো অমুক্ত গোত্রস্ত পিতৃঃ অমুক্ত দেবশ্রুগঃ’ (এই রূপে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধশ্রামাতামহ এই ৬ পুরুষের নাম উল্লেখ করিয়া) অমুক্তনিমিত্তকপার্কণবিধিকশ্রাদ্ধবাসরে এবং তৎপরে পুনর্বার এই ৬ পুরুষের গোত্র ও নাম উল্লেখ করিয়া ‘স্বর্গকামঃ এতৎ সস্ত্রসোপকরণ্যাম্নভোজ্যামর্চিতং শ্রীবিষ্ণু-দৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং দদামি’ এই বাক্য করিয়া কুশত্রিগুণ দ্বারা আমার উপর জলের অভ্যঞ্জন দিবে।

অমীজপ খাসভ্যাগ অঞ্জলি করণ।

নম ইত্যাদিক জপ বাস বিতরণ।

পূজন বসন্ত ওপ দ্বিজাগ্র সেচন।

দৈবাদি ব্রাহ্মণে নিবা আদি বিবরণ।

অক্ষয় অমোঘ্য গোত্র সপবিত্র কুশে।

পিতৃ নিয়া স্বধা উর্জ্জ উচ্চারিবে শেষে।

জ্যোত্স্নান পিতৃপক্ষে দক্ষিণা কারণ।

বিষবেদ্য দাতারো নো দেবতা কখন।

বিসর্জন বাজে বাজে আমা প্রাণকণ।

অন্নকোপ শান্তি দান দি প্র কিমোচন।

হস্তদোহ আচমন দীপ আচ্ছাদন।

অচ্ছিন্ন বৈষ্ণব্য করি বিষ্ণুর স্মরণ।

পিতা স্বর্গে প্রশমিয়া স্বধা নমস্কার।

শ্রাদ্ধ শেষ খাবে হরি বলি বার বার।

উপরোক্ত কবিতাটি শ্রাদ্ধস্থলের অঙ্গণে মাজি। এই পুত্রাহ্ন-সারের পর পর সকল কার্য কর্তব্য। কবিতার কার্যের প্রথম মাজি উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই রূপে ভোজ্যাদান করিয়া তারপর দক্ষিণ দিতে হইবে। ফল বা পরমা লইয়া উহা অর্জনা করিয়া ‘অমুক্তপক্ষে অমুক্ত-তির্থো (৬ পুরুষের নামাদির উল্লেখ করিয়া) কৃতৈতৎ সস্ত্রসোপকরণ্যাম্নভোজ্যাদানকরণং সাধুতার্থং দক্ষিণামিহ ফলং শ্রীবিষ্ণু-দৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং দদামি।’ এই রূপে দক্ষিণা দিয়া অচ্ছিন্নাবধারণ করিবে। হস্তে একটু জল লইয়া ‘কৃতৈতৎ সোপকরণ্যাম্নভোজ্যাদানকরণ্যচ্ছিন্নমস্ত।’

এই দানের পর বাস্তপূজা করিতে হয়। বাস্তপূজা কথা—

‘এতৎ পাতং ও বাস্তপুষ্করায় নমঃ’, এই মন্ত্রে দশোপচারে পূজা করিবে; পূজার শ্রাদ্ধোপভোগ ভোজ্য বাস্তপুষ্করকে নিবেদন করিয়া দিবে। ‘এতচ্ছ্রাদ্ধোপভোগং সস্ত্রসোপকরণ্যাম্নভোজ্যং ও বাস্তপুষ্করায় নমঃ’। পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

“ও সর্কে বাস্তময়া দেবাঃ সর্কঃ বাস্তময়ঃ জগৎ।

পৃথীধর স্ব দেবেশ বাস্তদেব নমোহস্ততে।”

বিষ্ণুপূজা—বাস্ত পূজার পর বিষ্ণুর পূজা করিতে হয়। ‘ও যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ’ এই মন্ত্রে দশোপচারে পূজা করিবে; তৎপরে এতৎ শ্রাদ্ধোপভোগসস্ত্রসোপকরণ্যাম্নভোজ্যং ও যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ’, বলিয়া ভোজ্য নিবেদন করিয়া দিবে।

এই রূপে বিষ্ণুকে শ্রাদ্ধের অগ্রভাগ দিয়া যে স্থানে শ্রাদ্ধ হইবে সেই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও গঙ্গার পূজা এবং স্তব করিতে হয়, অস্ত্রের ভূমিতে শ্রাদ্ধ করিতে হইলে ভূস্বামীকে কিঞ্চিৎ ভূমিমূল্য দেওয়া কর্তব্য। অথবা ‘ইদমন্নং ও ভূস্বামি-পিতৃভ্যঃ স্বধা’ বলিয়া ভূস্বামীপিতৃগণের উদ্দেশে ভোজ্য দিবে।

নিজের ভূমিতে বা অস্থায়িক ভূমিতে পার্কণ শ্রাদ্ধ করিলে ভূমির মূল্য দিতে হয় না। শাদ্ধে অস্থায়িক ভূমির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, বন, পর্বত, নদীপ্রবাহের দুই ধারে চারিহাত পরিমাণ ভূমি, পুণ্যময় পুরুষোত্তমাদির গৃহ, গয়ানিকেত্র, দণ্ডকাদি অরণ্য, গঙ্গা প্রভৃতি পুণ্য নদীর গর্ভ এবং তাহার উত্তর পার্শ্বে দেড়শ হাত পর্যন্ত তীর, তীরের উত্তরপার্শ্বে দুই কোশ পর্যন্ত ক্ষেত্র, এই সকল স্থান রাজা প্রভৃতির অধিকৃত থাকিলেও ইহা অস্থায়িক। সুতরাং এই সকল স্থানে শ্রাদ্ধস্থানে ভূস্বামি-পিতৃকে অন্ন দিবার আবশ্যক নাই।

শ্রাদ্ধস্থাপন কথা—ভূস্বামিপিতৃপূজা করিয়া শ্রাদ্ধ স্থাপন করিতে হয়। পার্কণে তিনটা পক্ষ হইবে, দৈবপক্ষ, পিতৃপক্ষ ও মাতামহপক্ষ। প্রথমে দৈবপক্ষে একটি পাত্রে কিঞ্চিৎ যব মিশ্রিত জল দ্বারা এবং পিতৃপক্ষ ও মাতামহপক্ষে দুইবারি আসনে দক্ষিণাও এক এক গাছি কুশা

তিলোদক দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া দক্ষিণদিকে স্থাপন করিবে।
দৈবপক্ষীর ব্রাহ্মণের আসন পশ্চিমদিকে স্থাপন করিতে
হয়। পরে ৭ বা ৬ গাছি প্রোবেশগ্রাম্য লগ্নকুশাধারা
তিনটি কুশমর ব্রাহ্মণ প্রোত করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ নির্মাণ-
কালে প্রণব মন্ত্রপাঠ করিতে হয়। পরে এই তিনটিকে একটি
আসনে রাখিয়া—

ও সহস্রাব্দী পুরুষঃ সহস্রাঙ্কঃ সহস্রপাং।

স ভূমিং সর্বভূতশ্রুতাত্ত্বিকদণ্ডকম্। (শুক্রযজ্ঞঃ ৩।১১)

এই মন্ত্রে দান করাইবে। পরে 'ও দর্ভময় ব্রাহ্মণেভ্যা
নমঃ' এই মন্ত্রে পাণ্ডা দিশোপচারে পূজা করিয়া দেবপক্ষের
আসনে পশ্চিমাগ্র একটি ব্রাহ্মণ পিতৃ ও মাতামহ পক্ষে
দক্ষিণাগ্ররূপে উত্তরমুখী করিয়া দুইটি ব্রাহ্মণ রাখিয়া ব্রাহ্মণ
• স্থাপনের অনুষ্ঠান বাক্য করিতে হইবে।

এই প্রাচ্রে দৈবপক্ষে যখন যে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা
উত্তরাভিমুখে উপবীতী ও পাতিত-দক্ষিণজাহ্ন হইয়া করিতে
হয়। পিতৃকৃত্যে অর্থাৎ পিতৃপক্ষ ও মাতামহ পক্ষে যখন
যে কোন কার্য্য করিতে হইবে, তখন দক্ষিণাভিমুখে, পাতিত
বামজাহ্ন ও প্রাচীনাবীতি হইয়া করিবে।

অনুষ্ঠান—প্রথমে দৈবপক্ষে উত্তরমুখে উপবীতী ও পাতিত-
দক্ষিণজাহ্ন অর্থাৎ দক্ষিণ হাটু পাতিয়া 'ওমম্ অমুকে মাসি
অমুক পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত পিতৃঃ অমুকত' এই
রূপে পিতামহ ও প্রপিতামহ এবং মাতামহ, প্রমাতামহ
ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ এই ৬ পুরুষের নাম উল্লেখ করিয়া 'অমুক-
নিমিত্তকপার্কণবিধিকপ্রাচ্রে কর্তব্যে ও পুরুষবোমাত্রবসৌ-
• বিধেবাং দেবানাং অমুকনিমিত্তকপার্কণবিধিকপ্রাচ্রে দর্ভময়-
ব্রাহ্মণেহং করিষ্যে' এই বাক্য দ্বারা কৃতাজলিপুটে প্রোত করিলে
পুরোহিত 'ও কুরুব' এই প্রতিবাক্য বলিবেন।

মতান্তরে দৈবপক্ষে দুইটি ব্রাহ্মণ স্থাপন করিতে হয়, দুইটি
ব্রাহ্মণ স্থাপন হলে 'দর্ভময়ব্রাহ্মণয়োঃ' এইরূপে বাক্য হইবে।

পিতৃপক্ষে অনুষ্ঠান—দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া
বামহাটু পাতিয়া পিতৃপক্ষের দর্ভময় ব্রাহ্মণের উপর জলদান-
পূর্বক কৃতাজলি হইয়া 'ওমম্ অমুকে মাসি অমুক পক্ষে
অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত পিতৃঃ অমুকত' পরে পিতামহ
ও প্রপিতামহের নামোল্লেখ করিয়া 'অমুকনিমিত্তকপার্কণ-
বিধিকপ্রাচ্রে দর্ভময়ব্রাহ্মণে হং করিষ্যে' বলিবেন। পুরো-
হিতও 'ও কুরুব' এই প্রতিবাক্য বলিবেন। এইরূপে মাতা-
মহ পক্ষেও অনুষ্ঠান বাক্য করিতে হইবে; অর্থাৎ ঐ বাক্যের
'অমুকগোত্রস্ত বাতীমহত অমুকত ইত্যাদি' রূপ ভেদ বাক্য
বলিতে হইবে।

এই পার্কণ প্রাচ্রে মহালয়াতে হইলে 'অমুকনিমিত্তক' হলে
• 'মহালয়াব্রাহ্মণনিমিত্তক', দীপাধিতায় হইলে 'দীপাধিতামাত্র-
নিমিত্তক', নবাবের হইলে 'নবাবাগমনিমিত্তক' ইত্যাদিরূপ নিমিত্ত
বিশেষের উল্লেখ করিতে হইবে।

পরে প্রণব-বাহুতি সহিত প্রণবাত্মা পার্বিতী জন করিয়া—

"ও দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিতা এব চ।

নমঃ স্বধারৈ স্বাহারৈ নিত্যমেব ভবত্বিতি।"

এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে। তৎপরে 'ও তবিকোঃ'
ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুমন্ত্রণ করিয়া একটু মৃত্তিকা জলে গুলিয়া
তাহাতে তুলসী পত্র দিয়া ঐ জল দ্বারা প্রাচীর লকল জ্বা
প্রোক্ষণ করিতে হয়। অনন্তর একটি পাচ্রে দৈব ব্রাহ্মণের
দক্ষিণপার্শ্বে, আর একটি পাচ্রে পিতৃ-ব্রাহ্মণের বামপার্শ্বে এবং
আর একটি পাচ্রে মাতামহ-পক্ষ ব্রাহ্মণের বামপার্শ্বে রক্ষার্থ
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জল রাখিতে হইবে। এইরূপে জল রাখিবার
পর দর্ভাসন দান করিতে হয়।

দর্ভাসন দান যথা—উত্তরমুখে উপবীতী হইয়া হাটু পাতিয়া
দৈব ব্রাহ্মণের হস্তে জল দিয়া 'ও পুরুষবোমাত্রবসৌবিধে-
দেবা এতদ্বো দর্ভাসনং নমঃ', এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দৈবব্রাহ্মণের
দক্ষিণপার্শ্বে একটি সরল কুশপত্র দিবে। পরে দক্ষিণমুখে
প্রাচীনাবীতী ও বামহাটু পাতিয়া পিতৃব্রাহ্মণের হস্তে জল
দিবে এবং 'ও অমুকগোত্রপিতঃ অমুক' এইরূপে পিতামহ ও
প্রপিতামহের নামোল্লেখ করিয়া 'এতন্তে দর্ভাসনং ও যে চাত্র
স্বামমুজাশ্চ তমহ তস্মৈ তে স্বধা' মন্ত্র পাঠ করিয়া কুশনির্মিত
মোটক পিতৃব্রাহ্মণের বামপার্শ্বে দিবে। তৎপরে এইরূপ প্রণা-
লীতে মাতামহ পক্ষের ব্রাহ্মণকে জল দিয়া মাতামহ পক্ষের
ব্রাহ্মণের বামপার্শ্বে কুশনির্মিত মোটক দিতে হয়।

আবাহন যথা—এইরূপে দর্ভাসন দান করিবার পর, পিতৃ-
দিগকে আবাহন করিতে হয়। প্রথমে দৈবপক্ষে উত্তরমুখে উপ-
বীতী ও পাতিত বামজাহ্ন হইয়া যব লইয়া 'ও বিশ্বান্ দেবান্
আবাহর্যো', মন্ত্র পাঠ করিলে, পুরোহিত 'ও আবাহন' এই
অনুমতি দিবেন। তৎপরে নির্যোক মন্ত্র পাঠ করিতে হয়—

"ও বিধে দেবাস আগত শৃণুতাম ইমং হবং এদং বর্হি নিবীদত"
(শুক্রযজ্ঞঃ ৭।৩৪) এই মন্ত্রে আবাহন করিয়া যব গুলি দৈব
ব্রাহ্মণের উপর ছড়াইয়া দিতে হইবে, পরে কৃতাজলি হইয়া
এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, যথা—

"ও বিধেদেবাঃ শৃণুতমং হবং মে যে অন্তরিক্ষে ব উপতবিত।
যে অগ্নিজহা উতবা যজ্ঞা আসত্যশ্বান্ বর্হিষ মাদরকম্।"
(শুক্রযজ্ঞঃ ৩০।৫০) 'ও ওষধঃ সমববত সোমেন সহ রাজা।
যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণ তং রাজান্ পার্শ্বমসি।' (শুক্রযজ্ঞঃ ১২।১০)

পরে দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী ও পাতিত বামদ্বার হইয়া তিলগ্রন্থপূর্বক 'ও পিতৃনু আবাহরিতো', বলিলে পুরোহিত 'ও আবাহর' এই অমুক্তা দিবে। পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে আবাহন করিতে হইবে মন্ত্র যথা—

'ও' এতঃ পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরেভঃ পথিভিঃ পূৰ্ণগেতি-
দিত্যমত্যঃ ত্রিবেদে ভবঃ সৈক নঃ সৰ্ববীরঃ নিবহত। ও
উপভৃতা নিধীমহাশস্ত সমীধীমহি উপভূত আবহ পিতৃনু হবিষে
অভবে।' এই মন্ত্রে পিতৃগণকে আবাহন করিয়া কৃতাজলি
হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে।

'ও আয়ান্ত নঃ পিতাঃ সোম্যাসো হরিষ্যন্তা পথিভি
দেবযানৈঃ।' (শুক্লযজুঃ ১৯৪৮)

'আস্মি যজ্ঞে স্বধা মনস্তোহধিক্রবন্ত তে অবশ্যমান।' এই
মন্ত্র পাঠ করিয়া তিল লইয়া 'ও অপহতা সুরা রক্ষাংসি
বেবিধঃ' এই মন্ত্রে পিতৃ ও মাতামহ ব্রাহ্মণে তিল ছড়াইয়া
দিতে হইবে।

অর্ঘ্যদান যথা—আবাহন করিবার পর অর্ঘ্যদান করিতে হয়।
জলস্পর্শ করিয়া প্রথমে দৈবব্রাহ্মণের সম্মুখে দক্ষিণাগ্রী কুশের
উপর একটা পাত্র, পরে পিতৃপক্ষীর ব্রাহ্মণের সম্মুখে দক্ষিণাগ্রী
কুশের উপর তিনটি পাত্র, তৎপরে মাতামহপক্ষীর ব্রাহ্মণের
সম্মুখে দক্ষিণাগ্রী কুশের উপর তিনটি পাত্র স্থাপন করিবে।
পরে দুই দুই গাছি কুশ দিয়া 'ও পবিত্রে হৌ বৈষ্ণবৌ' মন্ত্র
পাঠপূর্বক প্রাদেশগ্রামাণ অবশিষ্ট রাখিয়া নথ তিল অল্প
কোন বস্ত্র দ্বারা ছেদন এবং 'ও বিষ্ণু মনসা পূতে হঃ' মন্ত্রে
অভ্যঙ্গণ করিবে। পরে এই পবিত্রগুলি দেবাদি ক্রমে ৭টা পাত্রে
রাখিয়া দিবে।

"ও শ্রো দেবীরতীষ্টরে আপো ভবন্ত পীতরে শংযোরতিশ্রবন্ত
মঃ।' (শুক্লযজুঃ ৩৮১২) এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ ৭টা পবিত্রে
জল দিতে হইবে। তাহার পর বব লইয়া—

'বোহসি যবরা'মক্বেষো যবরা'তীঃ দিবে আ অন্তরীক্ষার তা
পৃথিব্যে তা শুক্লস্তাং লোকাঃ পিতৃসমনাঃ পিতৃসদনমসি' এই মন্ত্রে
দৈবগণকে অর্ঘ্য-পাত্রে বব দিবে। পরে তিল লইয়া 'ও
তিলোহসি সোমদেবতো গোসবো বেব নিধিতঃ। প্রায়মতিঃ
পূক্তঃ স্বধা পিতৃনু লোকানু ঐগাহি নঃ যাহা।' মন্ত্র
পাঠ করিয়া পিতৃগণ ও মাতামহ পক্ষে তিল ছড়াইয়া দিবে।
অতঃপর দেবাদিক্রমে ৭টা অর্ঘ্য পাত্রে অমন্ত্রক গন্ধপুষ্প
দিয়া অল্প এক গাছি কুশ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া 'ও অজিহমি-
দর্ঘ্যপাত্রমন্ত' এই মন্ত্র পড়িলে পুরোহিত 'ও অম' এই প্রতিবাক্য
বলিবেন। এই ৭টা অর্ঘ্য পাত্রে বে ৭ গাছি কুশ দিয়া আচ্ছাদন
করা হইয়াছিল, ঐ আচ্ছাদন উদঘাটন করিতে হইবে।

তদনন্তর উত্তরমুখে উপবীতী ও পাতিত দক্ষিণদ্বার হইয়া
দৈবব্রাহ্মণের হস্তে অর্ঘ্যপাত্রের প্রাগগ্র পবিত্র দিয়া অল্প জল
ও পুষ্প দিয়া 'ও শিরঃ প্রভৃতি সৰ্গগাত্রেভ্যো নমঃ' এই মন্ত্রে
পূজা করিয়া ঐ অর্ঘ্যপাত্র বামহস্তে লইয়া উত্তানভাবাগর দক্ষিণ
হস্তদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া 'ও বা দিব্যা আপঃ পরসা সংবভূবুর্বা
অন্তরীক্ষা উত পাথিবীর্বা হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞীয়ন্তান আপঃ দিবাঃ
স ত্রোনাঃ সূহবা ভবন্ত।' এই মন্ত্র পাঠপূর্বক ঐ পাত্র ভূমিতে
রাখিবে; পরে বামহস্ত দ্বারা দক্ষিণবাহমূল স্পর্শ করিয়া 'ও
পুরুষোমাত্রবসৌ বিধে এতষোহর্ঘ্যং নমঃ' এই মন্ত্রে দক্ষিণ
হস্তদ্বারা দৈবব্রাহ্মণে অর্ঘ্য দিবে। এইরূপে দৈবগণকে অর্ঘ্য
দান করিয়া পিতৃগণকে অর্ঘ্য দিতে হয়।

দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী ও পাতিত বামদ্বার হইয়া পূর্বের
দ্বার অর্ঘ্যপাত্র কুশ দ্বারা আচ্ছাদন ও উদঘাটন করিয়া পিতৃ-
ব্রাহ্মণে দক্ষিণাগ্র পবিত্র দান করিবে। পরে অল্প জল ও পুষ্প
দিয়া 'ও শিরঃ প্রভৃতি সৰ্গগাত্রেভ্যো নমঃ' মন্ত্রে পূজা করিবে।
তৎপরে বামহস্তে অর্ঘ্যপাত্র লইয়া দক্ষিণহস্তে উত্তানভাবে
রাখিয়া তদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া 'ও বা দিব্যা আপঃ পরসা
ইত্যাদি' মন্ত্র পাঠপূর্বক পাত্র ভূমিতে রাখিয়া বামহস্ত দ্বারা
দক্ষিণবাহমূল স্পর্শ করিয়া 'ও অমুক্তগোত্র পিতরমুক্তদেব-
শর্ম্মন্তেভেহর্ঘ্যং ও যে চাত্র বাসন্তজাশ্চ যমু তস্মৈ তে স্বধা।
এই মন্ত্র পড়িয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা পিতৃব্রাহ্মণে অর্ঘ্য দিয়া ঐ
পাত্রে শেষ যে জল থাকিবে, সেই জলের সহিত ঐ পাত্রটী পূর্ব-
স্থানে রাখিয়া দিবে। এই রূপে প্রণালী ক্রমে পিতৃব্রাহ্মণে
পিতামহ ও প্রপিতামহের এবং মাতামহপক্ষীর ব্রাহ্মণে মাতামহ,
প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহের অর্ঘ্যদান করিয়া পূর্বস্থানে
পাত্র গুলি রাখিতে হইবে। মন্ত্র ও প্রণালী পিতৃর্ঘ্যদানের
স্তার হইবে। কেবল নাম পৃথক পৃথক উল্লেখ করিতে হইবে।
এক অর্ঘ্য দিয়া এক এক বার জল স্পর্শ করিতে হয়।

পরে পিতৃপাত্রে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ,
ও বৃদ্ধ প্রমাতামহ পাত্রের জল ক্রমাগত গ্রহণ করিয়া প্রপিতামহ
পাত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া নিজের বামদিকে সমূল কুশের উপর
'ও পিতৃভ্যঃ স্থানমসি' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্থান করিবে, অর্থাৎ
নীচের পাত্রটী উপরে এবং উপরের পাত্রটী নীচে করিয়া
রাখিবে।

গন্ধাদি দান যথা—উক্ত রূপে অর্ঘ্য দান করিয়া গন্ধাদি
দান করিতে হয়। দৈব, পিতৃ ও মাতামহ এই তিন পক্ষে
তিনটি পাত্রে গন্ধাদি (গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, ধূপ ও বস্ত্র) রাখিতে
হইবে। তৎপরে উত্তরমুখে উপবীতী ও পাতিত দক্ষিণদ্বার
হইয়া 'ও পুরুষোমাত্রবসৌ বিধে দেবা এতানি বো গন্ধ

পুষ্প ধূপদীপাচ্ছাদনানি নমঃ' এই মন্ত্রে গন্ধাদি উৎসর্গ করিয়া 'এব বো গন্ধঃ' বলিয়া গন্ধ, 'এতৎ পুষ্পং' এই মন্ত্রে পুষ্প, 'এব বো ধূপঃ' মন্ত্রে ধূপ, 'এব বো দীপঃ' মন্ত্রে দীপ, এতৎ আচ্ছাদনং মন্ত্রে বস্ত্র, এই সকল জব্য দৈবপক্ষীর নর্ভময় ব্রাহ্মণের উপর দিবে। এইরূপে দৈবপক্ষে গন্ধাদি দান করিয়া পিতৃ-দিগকে গন্ধাদি দান করিবে।

দক্ষিণমুখে প্রাচীনাধীতী ও পাতিত বামজাহ্নু হইয়া 'অমুক-গোর পিতঃ অমুকদেবশর্দন' এইরূপে পিতামহ ও প্রপিতা-মহের নামোন্মেষ করিয়া 'এতানি তে গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি ও যে চাত্রে তা ইত্যাদি' মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া 'এব তে গন্ধঃ' বলিয়া গন্ধ, 'এতৎ পুষ্পং' বলিয়া পুষ্প, 'এব তে ধূপঃ' বলিয়া ধূপ, 'এব তে দীপঃ' বলিয়া দীপ, 'এতৎ আচ্ছাদনং' বলিয়া বস্ত্র, পিতৃ-পক্ষীর ব্রাহ্মণোপরি দিবে। পুরোহিত প্রত্যেক জব্যদানের পর হুগন্ধঃ, হুপুষ্পং, হুধূপঃ, হুদীপঃ আচ্ছাদনং এইরূপ প্রতিবাক্য বলিবে। এইরূপ প্রণালীতে মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহের নামোন্মেষ করিয়া ঐ সকল জব্য মাতামহ পক্ষের নর্ভময় ব্রাহ্মণের উপর দিতে হইবে। এইরূপ গন্ধাদি দান করিয়া 'ও' গন্ধাদিদানমিদমচ্ছিন্নমন্ত্ৰ', এই মন্ত্রে অঙ্কিত্রাবধারণ করিবে। পুরোহিত 'ও' অঙ্ক' এই প্রতিবাক্য বলিবে।

গন্ধ দানের পর অন্ন দান করিতে হয়। অন্নদান বধা—

প্রথমে দৈব ব্রাহ্মণের, পরে পিতৃব্রাহ্মণের, তৎপরে মাতামহ পক্ষের ব্রাহ্মণের সম্মুখে খোলা প্রভৃতি কেলিয়া দিয়া ঐ স্থান পরিষ্কার করিয়া অন্নপাত্র স্থাপন করিতে হয়। দৈবপক্ষে কৈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্ত ক্রমে পূর্বাগ্র একটি রেখা করিবে। এই রেখার উপর দৈবপক্ষীর পাত্র স্থাপন করিতে হয়। তৎপরে পিতৃব্রাহ্মণের সম্মুখে নৈঋত কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া বামাবর্তক্রমে দক্ষিণাগ্র রেখা টানিয়া একটি চতুর্কোণ মণ্ডলকরণান্তর পিতৃপক্ষীর পাত্র স্থাপন করিতে হয়। এইরূপে মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণ সম্মুখেও অন্নপাত্র স্থাপন করিতে হইবে।

উক্ত প্রণালীক্রমে তিনটি অন্নপাত্র স্থাপিত হইলে একটি পাত্রে জল রাখিবে এবং আর একটি পাত্রে কিঞ্চিৎ তণ্ডুল দ্বয়ের সহিত গ্রহণ করিয়া 'ও' অন্নৌ করণমহং করিষ্যে', এই মন্ত্র পাঠ করিবে, পুরোহিত 'ও' কুরু' এই প্রতিবাক্য বলিবে। তৎপরে 'ও' বাহা সোমার পিতৃমতে', এই মন্ত্রে উক্ত জলে চারিটি অন্ন কেলিয়া দিতে হইবে। 'ও' বাহা অগ্নে কবাবাহনায়' বলিয়া ঐ জলে একবার এবং অমরক ছইবার অন্ন নিক্ষেপ করিতে হয়। তৎপরে ঐ অন্ন দৈবপক্ষে ছইবার, পিতৃপক্ষে তিনবার এবং মাতামহ-পাত্রে তিনবার পরিবেশন করিবে।

ইহার পর প্রথমে দৈবপাত্র অন্নদান হইত অর্থাৎ অধোমুখ-ভাবে বামহস্ত নীচে এবং দক্ষিণহস্ত তাহার উপরে রাখিয়া 'ও' পৃথিবি তে পাত্রঃ জ্যোঃ পিধানং ব্রাহ্মণত্ব মুখে অর্জুতে-মুক্তং জুহোমি বাহা' এই মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে পিতৃপক্ষের পাত্র উত্তান হইত অর্থাৎ চিত্তভাবে বাম হস্ত নীচে এবং দক্ষিণ হস্ত তাহার উপরে রাখিয়া 'ও' পৃথিবি তে পাত্রঃ ইত্যাদি' মন্ত্র পাঠ করিবে। এই রূপ প্রণালীতে মাতামহপক্ষের পাত্রও স্থাপন করিবে।

পরে এই তিনটি পাত্রে অন্নাদি অর্থাৎ অন্ন এবং তদুপকরণ ও ঘৃত, মধু, জল, কল প্রভৃতি নানাবিধ উপাদেয় জব্য সকল পরিবেশন করিবে; তদ্বধ্যে উহা দৈবপাত্রে ছইভাগ, পিতৃপাত্রে তিনভাগ এবং মাতামহপাত্রে তিনভাগ করিয়া দিতে হয়। উপকরণ সকল পৃথক পৃথক পাত্রে করিয়া দিতে হয়, যদি পৃথক পাত্র না থাকে তাহা হইলে অগ্নের উপর দিবে, কিন্তু পৃথকপাত্রে করিয়া কদাচ অগ্নের উপর দিবে না। অন্ন পাত্রের মধ্যে সীলক, লৌহ ও অন্তর নির্মিত পাত্র যদি ৮ অঙ্গুলের কম বা তর হয় ও মুদ্রাপাত্র হইলে কদাচ দিবে না। কিন্তু তত্রিপাত্র তর হইলেও তাহাতে দেওয়া বাইতে পারে এবং মৌপ্যপাত্রে আট অঙ্গুলির কম হইলেও তাহাতে দেওয়া যায়।

এইরূপে অন্নাদি পরিবেশন করিয়া দৈবপক্ষের পাত্র বাম হস্তে ধরিয়া 'ও বিকোঃ কব্যমিদং রক্ষস্ব' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃ ও মাতামহ পক্ষে বধাক্রমে 'ও ইদং বিকর্ষিতক্রমে ত্রেখা নিবধে পদং সমুচ্যমত পাংগুলে' (শুক্লযজুঃ ৫।১৫) এই মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে 'ইদমগ্ন ইমা আগ্নঃ ইদং হবিঃ' এই মন্ত্রে অন্নাদিতে নখতিল অর্জুত স্পর্শ করাইবে। তাহার পর দৈবপক্ষের অগ্নে যব ছড়াইয়া দিতে হয়। পিতৃ ও মাতামহ পক্ষের অগ্নে 'ও অপকতা জুরা রক্ষাসি বেদিষদঃ' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তিল নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে দৈবাদিক্রমে ব্রাহ্মণকে জল দিতে হয়। অগ্নে মধু এবং মধু না থাকিলে শুদ্ধ দিয়া প্রণয়বাহিতিল সহিত পাঠ করিয়া মধুমন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্র বধা—

"মধুবাতা গুতারভে মধু করত্ব সিদ্ধবঃ।

ও মাধ্বীনঃ সচ্যোবধীঃ।

মধু নক্তমুতোবসো মধু মংপাথিবং রজঃ।

ও মধু ভৌগন্তঃ নঃ পিতা।

মধুমান্ নো বনস্পতিমায়।

অঙ্ক সূত্রঃ মাধ্বীর্গাবো ভবন্ত নঃ।" (শুক্লযজুঃ ১৩।২৭-২৯)

পরে 'ও মধু মধু মধু' এই মন্ত্র অগ্নি করিবে।

পরে দৈবপক্ষে অন্নদান করিতে হইবে। উত্তরমুখে উপবীতী ও পাতিত দক্ষিণজাহ্নু হইয়া অন্নদানভাবে বামহস্তে দৈব অন্ন-

পাঙ্ক ধরিয়া দৈবব্রাহ্মণ জল দিয়া 'ওঁ পুঙ্করবোমাত্রবসৌ বিবে-
দেবাঃ এতদ্বোহং লোপকরণং সর্ববোধকং নমঃ।' এই মন্ত্র
পাঠ করিয়া অন্ন উৎসর্গ করিবে। পরে 'ইদমন্ন ইমা আপিঃ
ইদং হবিঃ এতাহ্যপকরণানি যথাস্থং বাগ্‌বতো বদেতাং' মন্ত্র
পাঠ করিবে।

এইরূপে দৈবপক্ষে অন্নদান করিয়া পিতৃপক্ষে অন্নদান
করিতে হইবে। দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী ও পাতিত বামজায়
হইয়া উত্তান বামহস্তে অন্নপাঙ্ক ধরিয়া পিতৃব্রাহ্মণে জলগুণ দিয়া
ও অন্ন জলপ্রাক্ষণ করিয়া 'ইদং বিকৃবিচক্রমে রেধা নিদধে
পদং সমুদ্রমন্ত পাংতলে।' এই মন্ত্র জপ করিয়া—'ওঁ অমুক-
গোত্র পিতরমুকদেবশর্মন' পরে পিতামহ ও অশিতামহের
নামোল্লেখ করিয়া 'এতদ্বোহং লোপকরণং যে চাত্র তামহুভ্যাং
তমহু তমৈ তে অধা' এই বলিয়া উৎসর্গ করিবে। পরে
'ইদমন্ন ইমা আপিঃ ইদং হবিঃ এতাহ্যপকরণানি যথাস্থং
বাগ্‌বতো বদেতাং' এই মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে এইরূপ প্রণা-
লীতে মাতামহপক্ষের অন্ন মাতামহ প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতা-
মহের নামোল্লেখ করিয়া উৎসর্গ করিয়া দিবে। পরে প্রত্যেক
ব্রাহ্মণে জল দিয়া প্রণব ব্যাহতি সহিত গায়ত্রী ও মধুমন্ত্র পাঠ
ও মধুজপ করিবে। পরে কৃতাজলি হইয়া পিতৃগণের নিকট
প্রার্থনা করিবে যে 'ওঁ অন্নহীনং ত্রিহীনং বিধিহীনঞ্চ যন্তবেৎ
তৎসর্বমচ্ছিন্নমন্ত' এই মন্ত্র পাঠ করিবে। তৎপরে পুনরায় প্রণব
ও ব্যাহতির সহিত গায়ত্রী পাঠ করিয়া মধুমন্ত্র পাঠ ও মধুজপ
করিতে হইবে।

পিণ্ডদান যথা—অন্ন দানান্তর পিণ্ডদান করিতে হয়।
একটা পাত্রে অন্ন, দধি, গায়, কদলী প্রভৃতি উপকরণদ্বারা
পিণ্ড মাখিতে হয়। এই পিণ্ড মাখিবার কালে নিম্নোক্ত মন্ত্র
পাঠ করিবে।

"ওঁ যজ্ঞেধরো হব্য সমস্ত কব্য

ভোক্তব্যার্য্যাহ্ম হরিণীধরোহত্র।

তৎসন্নিধানাদপযান্ত সত্তো

রক্ষাত্তশেষাণ্যত্মরাস্ত সর্কে ॥

ওঁ যোগীধরং বাজবল্যং সংপূজ্য মুনেহোহিব্রবন্।

বর্ণাশ্রমৈতরাণাং নো ত্রিহি ধর্মানশেষতঃ ॥

ওঁ মহাব্রহ্মবিজ্ঞাহারীতবাজবল্যোশনোহদিদারিঃ।

যমাপত্তবসদ্বর্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী।

পরশরব্যাসশঙ্খসিখিতা দক্ষগৌতমী ॥

শাতাতিপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজকাঃ ॥

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সর্গা পশুন্তি সূর্য

দ্বিবীষ চক্ষুরাততন্।

ওঁ দ্রুঘোধনো মহুমরো মহাক্রমঃ

কব্যঃ কর্ণঃ শতুনিভস্ত শাখা।

হ্রংশোনঃ পুষ্পকলে সমুদ্র-

মূলং রাজাধৃতরাষ্ট্রো মনীষী ॥

ওঁ যুযিষ্ঠিরো ধর্ম্মমরো মহাক্রমঃ

ককোহর্জুনো ভীমসেনোহস্ত শাখা।

মাত্রীহন্তো পুষ্পকলে সমুদ্র-

মূলং ককো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ ॥

ওঁ নপুথ্যাধা দর্শার্ণেয়ু যুগাঃ কালাজরে গিরৌ।

চক্রবাকাঃ পরধীপে হংসাঃ সরসি মানসে ॥

তেহভিজাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।

প্রস্থিতা দৃগমধ্বানং যুগং তেভ্যোহবসীদত ॥

এই শ্রাব্য মন্ত্র পাঠ করিয়া সমর্থ হইলে রুচিভব পাঠ
করিবে। অসমর্থ হইলে নিম্নোক্ত বাক্য পাঠনীয়। যথা—

'ওঁ বৃদ্ধোহং সাম্প্রত্যং কো যে পিতরঃ সংপ্রভাতিতি।

ভাষাঃ তথা দরিত্রস্ত দুষ্করো দারসংগ্রহঃ।

পিতর উচুঃ।

"অশ্বাকং পতনং বৎস ভবতশ্চাপ্যধোগতিঃ।

নূনং ভাবি ভবিষি চ নাভিনক্ষসি নো বচঃ

ইত্যুক্ত। পিতরস্তত্ত পশ্যতো মুনিসত্তমঃ।

বভূবুঃ সহসাদৃশা বীণা বাতহতা ইব ॥

ওঁ রুচিঃ ওঁ রুচিঃ ওঁ রুচিঃ।

নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ৰবে।

নমঃ শিলাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ ॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিবে। তৎপরে প্রথমে অগ্নিদ্বারা পিণ্ডদান
করিতে হয়।

অগ্নিদ্বারা পিণ্ডদান যথা—দেব ও পিতৃপক্ষের মধ্যে দক্ষিণাগ্র
কূশ আন্তরণ করিয়া তিলের সহিত জলদ্বারা অভ্যঞ্জনানন্তর
একটা পিণ্ডগ্রহণ করিয়া—

"ওঁ অগ্নিদ্ব্যশ্চ যে জীবা যেহপাদধ্যঃ কুলে মম।

ভূমৌ যন্তেন তৃপ্যন্ত তৃপ্তা বাস্ত পরাং গতিং ॥

ওঁ যেবাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু-

নৈবান্নসিদ্ধিন' তথারমন্তি।

তত্তৃপ্তরেহং তুবি দত্তমৈতৎ

প্রায়ান্ত লোকায় সুখায় তৎসং ॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কূলের উপর পিণ্ড দিবে। পরে হস্ত
প্রকালন, আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া পিতৃবিগের উদ্দেশে
পিণ্ড দিতে হইবে।

পিতৃপিণ্ডদান—প্রত্যেক ব্রাহ্মণের উপর জল দিয়া প্রণব ও

ব্যক্তি সহিত গায়ত্রী পাঠ করিয়া মধুমন্ত্র পাঠ ও মধুজপ করিবে। মধুজপের পর বন্ধাজলি হইয়া 'ও শেবমসমপাতি ক দেয়ং' বাক্য বলিলে, পুরোহিত 'ও ইষ্টৈত্যা দীৱত্যা' এই অঙ্কজ্ঞা করিবেন, তৎপরে 'ও পিণ্ডদানমহু করিষ্যে' এই মন্ত্র বলিলে পুরোহিত 'ও কুরুষ' এই প্রতিবাক্য বলিবেন। তৎপরে পিণ্ডদান স্থানে রেখা করিতে হইবে—

'ও নিহস্মি সর্কং বদমেধ্যবদভে-

কৃত্যশ্চ সর্কোহুহরদানবা ময়া।

রক্ষাসি বক্ষাঃ সপিশাচসজ্বাঃ

হতা ময়া বাতুধানাশ্চ সর্কো ॥"

এই মন্ত্র পড়িয়া পিতৃব্রাহ্মণের সমুখে একটি এবং মাতামহ ব্রাহ্মণের সমুখে আর একটি নৈঋত কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া বামাবর্ত্ত ক্রমে চতুর্দশ মণ্ডল করিবে। পরে প্রাদেশ প্রমাণ লাগু হই গাছি কুশা বামহস্ত হইতে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া 'ও অপহতা হুৱা রক্ষাসি বেদিবধঃ।' এবং 'ও নিহস্মী-ত্যা' এই দুইটি মন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্বেক মণ্ডল দুইটির মধ্যে দক্ষিণাশ্র রেখা করিয়া কুশপত্রদ্বয় উত্তর দিকে ফেলিয়া দিবে। পরে ঐ রেখার উপরে মৃগাশ্র সহিত কুশ আভরণ করিয়া—

"ও দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিত্য এব চ।

নমঃ স্বধাটৈ স্বাহাটৈ নিত্যমেব ভবত্বিত্তি ॥"

এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে।

"এতঃ পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ক্বেণেতি দ'ভ্যাম্ভাং ত্রিবিণেহ ভক্তং রৈকং ন সর্কবীৱং নিযচ্ছত।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আতীর্ণ কুশে তিল ছড়াইতে হয়। পরে তিল ও পুশ গ্রহণ করিয়া ও 'অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্মন' ও 'ও যে চাত্র ত্বা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।

পূর্ক্বে অন্নদানকালে যে আহুতি দেওয়া হইয়াছিল, তাহার অবশিষ্ট অন্ন পিণ্ডে মিশ্রিত করিয়া বিধ প্রমাণ ৬টি পিণ্ড করিতে হইবে এবং এই সকল পিণ্ডে ঘৃত, মধু, তিল, তুলসী ও মোটক দিয়া তাহা হইতে একটি পিণ্ড গ্রহণ করিবে। পরে বাম হস্তে জল পাত্র এবং দক্ষিণ হস্তে পিণ্ড গ্রহণ করিয়া মধুমন্ত্র পাঠ ও মধু জপ করিয়া—

'ও অক্ষয়মী মদন্ত হুবপ্রিয়া অধ্বত। অস্তোষত স্বদানবো বিপ্রানবিত্তা মভী যোজাশ্রিত্যে হরী।' (শুক্লযজুঃ ৩৫১) 'ও অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্মন' এবং তে পিণ্ডঃ ও যে চাত্র বামহস্তাশ্চ বমহ তস্মৈ তে স্বধা' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃপক্ষে আতীর্ণ কুশের মূলে দিবে।

এইরূপ প্রণালীতে পিতামহের নাম উল্লেখ করিয়া কুশের অধ্যভাগে আর একটি পিণ্ড দিতে হইবে। পরে পিতামহের

পিণ্ড কুশের অগ্রে দিবে। মাতামহপক্ষীয় ব্রাহ্মণের সমুখে আতীর্ণ কুশে উক্তরূপ নিয়মে মূল, মধ্য ও অগ্রভাগে মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহের পিণ্ড দিবে। প্রত্যেক পিণ্ডদানের পর বামহস্তে যে জল পাত্র ছিল, ঐ জল পাত্র হইতে 'গয়া গজা গদাধরো হরঃ' বলিয়া পিণ্ডে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জল দিতে হয়।

পাঠে পিণ্ডের অবশিষ্ট অংশ বাহা থাকে, তাহা পিণ্ডের চারিদিকে ছড়াইয়া দিতে হয়। হস্তে পিণ্ডের বাহা কিছু লাগিয়া থাকে, একগাছি কুশের দ্বারা 'ও' লেপভূজঃ পিতরঃ প্রীয়ত্যা' এই মন্ত্রে তাহা কালন করিয়া পিণ্ডোপরি দিতে হইবে। পরে উভয় হস্ত প্রক্ষালন, আচমন ও হরিস্মরণ করিয়া পিণ্ড-পাত্র প্রক্ষালন করিবে, তৎপরে ঐ পাত্র বামহস্ত হইতে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া—

'ও' অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্মন' ও 'ও যে চাত্র ত্বা' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ জল পিণ্ডের উপর দিবে, ঐ রূপ প্রণালীতে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহ ইহাদের পিণ্ডেও ঐ প্রক্ষালিত জল দিতে হইবে।

তৎপরে 'ও অত্র পিতরো মাধৱধ্বং যথাভাগমাবারধ্বং' (শুক্ল-যজুঃ ২।৫৩) এই মন্ত্র জপ ও আচমন করিবে। তৎপরে ঋগসোম কণ্ঠ্য বামাবর্ত্ত ক্রমে উত্তরমুখী হইবে। পিতৃগণকে স্মরণের ভাৱে চিন্তা করবে এবং স্ব প্রদত্ত শ্রাদ্ধান্ন দ্রব্যাদি তাঁহারা গ্রহণ করিতে-ছেন, এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে, যতক্ষণ ঋগসোম করিয়া থাকা যায়, ততক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিবে। পরে আবার ঐ রূপ ভাবে দক্ষিণদিকেও প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। 'ও অমী মদন্ত পিতরো যথাভাগমাবারিষত।' (শুক্লযজুঃ ২।৩১) এই মন্ত্র জপ করিয়া ঋগসোম ত্যাগ করিতে হয়।

পরে কৃতাজলি হইয়া "ও নমো বঃ পিতরঃ পিতরো নমো বঃ" (শুক্লযজুঃ ২।৩২) এই মন্ত্র পাঠ করিবে। অনন্তর 'ও গৃহাৱঃ পিতরো দত্তঃ' (শুক্লযজুঃ ২।৩২) এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পত্নীকে অবলোকন করিতে হয়, 'ও সন্তী বঃ পিতরো দেয়' (শুক্লযজুঃ ২।৩২) এই মন্ত্রে পিতৃবলোকন বিধেয়।

পিণ্ডে বস্ত্রদান—পরে নূতন বস্ত্র হইতে সূত্র গ্রহণ করিয়া ৬টি পিণ্ডের উপর 'ও এতৎপা পিতরো বাস আধত' (শুক্লযজুঃ ২।৩২) 'অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্মন' এতত্তে বঃ ও 'ও যে চাত্র ত্বা' ইত্যাদি মন্ত্রে পিতৃ পিণ্ডের উপর বস্ত্রদান দিতে হইবে। এইরূপ প্রণালীতে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহের পিণ্ডেও দিতে হয়। তৎপরে গন্ধ পুশ দ্বারা পিণ্ড পূজা করিতে হয়, এই পূজার পরকৃতাজলি হইয়া—

'ও বসন্তার নমস্তভ্যঃ প্রীয়াৱ চ নমো নমঃ।

বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংক্রান্তবে চ নমঃ সন্ধ্যা ॥

‘হেমন্ত’র নমস্কৃত্যঃ নমস্তে শিশিরায় চ।

‘মাসঃ বৎসরোচ্চৈঃ দিবসোচ্চৈঃ নমো নমঃ ॥’

‘ও’ বড়জো ওড়জো নমঃ’ বলিয়া নমস্কার করিবে।

‘ও’ মন্ত্র পেক্ষিত মন্ত্র এই মন্ত্রে দেবগণ ব্রাহ্মণের অগ্রভূমি সেচন করিবে, পুরোহিত ও অস্ত্র প্রতিধাক্য বলিবেন। ‘ও’ শিবা আপঃ সন্তঃ এই মন্ত্রে জল ‘ও’ সৌমনস্তমস্তঃ এই মন্ত্রে পুষ্প ‘ও’ অক্ষতকাহিষ্টকান্তঃ এই মন্ত্রে দুর্গা ও ততুল দিতে হইবে। পুরোহিত প্রত্যেকবারই ও’ অস্ত্র এই বাক্য বলিবেন। এইরূপ প্রণালীতে পিতৃ ও মাতামহ পক্ষের ব্রাহ্মণেও জল, পুষ্প, দুর্গা ও ততুল দিতে হইবে। ইহার পর অক্ষয় দান করিতে হয়।

অক্ষয় দান—জলে তিল, ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া ঐ জল লইয়া ‘ও’ অমুকগোত্রস্ত পিতৃঃ অমুকস্ত কুন্তেহমিন্ পার্শ্বগবিধিকপ্রোক্তে দত্তমঙ্গলপানাদিকমক্ষয়মস্তঃ এই বলিয়া পিণ্ডের উপর দিবে, পুরোহিত ও অস্ত্র এইরূপ প্রতিধাক্য বলিবেন। পরে ঐরূপে পিতামহ, প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের নাম উল্লেখ করিয়া আর ঐ পিণ্ডের উপর দিতে হইবে।

পরে ‘অঘোরাঃ পিতৃঃ সন্তঃ’ এই মন্ত্র বলিলে পুরোহিত ‘ও’ সন্তঃ বলিবেন। ‘ও’ গোত্রং নো বর্জ্যতাং পুরোহিত বলিবেন ‘ও’ বর্জ্যতাং তৎপরে ব্রাহ্মণের হস্তে যে পবিত্র দান করা হইয়াছিল, ঐ পবিত্রের সহিত কুশ পিণ্ডের উপর আন্তরণ করিয়া ‘ও’ স্বধাঃ সচিঃ সোমঃ বলিলে পুরোহিত বলিবেন ‘বাচ্যতাং ও’ পিতৃভ্যাঃ অধোচাত্যতাং পুরোহিত বলিবেন ‘ও’ অস্ত্র স্বধা’। এইরূপ পিতামহ প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহকে স্বধা দান করিতে হয়। পুরোহিত প্রতিবারেই ‘ও’ অস্ত্র স্বধা’ এই মন্ত্র বলিবেন। তৎপরে—

‘ও’ উর্জঃ বহস্তীরমৃতং পরঃ কালীলং পরিক্রতং। স্বধাহ তপস্বত মে পিতৃন্।’ (শুক্লযজুঃ ২।৩৪)

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সপবিত্র কুশ সহিত পিণ্ডের উপর জল-ধারা ধারা সেক করিবে।

দক্ষিণাস্ত্র—নিজের বাম দিকে বেছাড়া পাত্র ছিল, তাহা উঠাইয়া দক্ষিণা করিতে হয়, রজত খণ্ড গ্রহণ করিয়া ‘ও’ বিষ্ণু-রোম্ তৎসদৃশ্চ অমুকে মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্ত পিতৃঃ অমুকস্তঃ এই রূপে পিতামহ ও প্রপিতামহের উল্লেখ করিয়া ‘কুন্তেতৎ পার্শ্বগবিধিকপ্রোক্তকর্ণণঃ প্রতিষ্ঠার্থঃ দক্ষিণামদং রজতখণ্ডং (বা ততুলং) বিষ্ণুদৈবতং বৎসসম্ব-গোত্রনামে ব্রাহ্মণাঃ নমঃ।’ এই রূপে মাতামহ পক্ষেও তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়া দক্ষিণাস্ত্র করিবে।

পরে দৈবগণকে দক্ষিণাস্ত্র করিতে হইবে—‘ও’ বিষ্ণুরোমস্ত অমুকে মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ পুরুষোমাত্রবনৌ বিধেবাং দেবনাং কুন্তেতৎ পার্শ্বগবিধিকপ্রোক্তকর্ণণঃ প্রতিষ্ঠার্থঃ দক্ষিণামদং রজতখণ্ডং (বা ততুলং) বৎসসম্বগোত্রনামে ব্রাহ্মণাঃ নমঃ।’ এই বলিয়া দক্ষিণাস্ত্র করিবে। পরে কৃত্যাক্ষি হস্তা বলিতে হইবে—

‘অনরা দক্ষিণাঃ শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্ত।’ পুরোহিত ‘ও’ অস্ত্র এই বাক্য বলিবেন। তৎপরে ‘ও’ বিধেদেবাঃ দীর্ঘস্তাং বলিলে পুরোহিত ‘ও’ দীর্ঘস্তাং বলিবেন। তদন্তর ‘ও’ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যাঃ এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিতে হয়।

এই রূপে পিতৃদিগের শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিয়া দক্ষিণমুখে তাঁহাদের নিকট কৃত্যাক্ষি হইয়া আশীর্বাদ প্রার্থনা করিবে। ‘ও’ আশিবো মে দীর্ঘস্তাং ইত্যেত পুরোহিত ‘ও’ আশিবঃ প্রুত-গৃহস্তাং এই বাক্য বলিবেন। তৎপরে নিরোক্ত মন্ত্রে আশীর্বাদ গ্রহণ করিবেন। মন্ত্র স্বাধা—

‘ও’ দাতারো নোহতি-বর্জ্যতাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ।

শ্রাদ্ধা চ নো মা বাগমদ্ বহুদেয়ং নোহতি ॥

অন্নঞ্চ নো বহু ভবেতীত্যধীশ্চ সন্তেমহি।

যাচিত্যশ্চ নঃ সন্ত মা চ যাচিত্য-কক্ষন।

অন্নং প্রবর্জ্যতাং নিত্যং দাতা শতং জীবতু ॥

যেভ্যাঃ সঙ্কলিতা বিদ্যান্তেবামক্ষরা তৃপ্তিরস্ত।

এতাঃ সত্যা আশিবঃ সন্ত। পিতৃবরঃ অগাদোহস্ত।’ এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলে পুরোহিত ‘ও’ অস্ত্র বলিবেন।

তৎপরে ‘দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যাঃ ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিতে হয়। এই মন্ত্র পাঠের পর—

‘ও’ বাক্কে বাজেহবত বাজিনো নো ধনেনু বিপ্রা অমৃতা ঋতজাঃ। অস্ত্র মধুঃ পিবত মাদয়ধ্বং তৃপ্তা যাত পথি-ভ-দেবঘানৈঃ।’ (শুক্লযজুঃ ২।১৮)

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তিন গাছি কুশ দ্বারা ব্রাহ্মণ পিতৃ-পুরুষদিগকে বিসর্জন করিতে হয়। পিতৃবিসর্জনের পর ঐ মন্ত্রে ব্রাহ্মণ দেবগণকে বিসর্জন করিবে—

‘ও’ আমাবাজস্ত এসবো অগম্যাদমে জ্ঞানাপৃথিবী বিশ্বরূপে। আমাগজ্ঞাং পিতরা মাতরা চ মা সোমোহমৃতত্বেন গম্যাত্।’

(শুক্লযজুঃ ২।১৯)

এই মন্ত্রে দক্ষিণাবর্ত ক্রমে জল ধারা ধারা ব্রাহ্মণ বেটন করিয়া প্রণাম করিবে।

‘ও’ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমহংসঃ।

পিতরি শ্রীতিমাপরে শ্রীরস্তে সর্গদেবতাঃ।’ তৎপরে

‘ও’ নমঃ ব্রাহ্মণদেবায় ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ ও দ্রব্য প্রণাম করিবে।

তৎপরে একটি পায়ে জল লইয়া ও জলনারায়ণের নাম, মনে একটি পক্ষপূন দিয়া ও বেধে প্রাচ্য কৃতমিৎ দেবানন্দারৈ তুগুরে ত্রি জলে পাণ্ডারান্নাদিকং সমর্পিতং, এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃপাত ও মাতারহরণের কিকিং অন্ন এই জলে সমর্পণ করিবে। তৎপরে ও বয়োঃ প্রাচ্য কৃতং তরো রক্ষারৈ তুগুরে ত্রি জলে পাণ্ডারান্নাদিকং সমর্পিতং, এই মন্ত্র দৈবপক্ষের পাণ্ডারান্ন সমর্পণ করিবে। গঙ্গারলে এই অন্ন সমর্পণ করিলে 'গঙ্গা-ভূমি' এই বাক্য বলিয়া দিতে হইবে।

তৎপরে পিতৃ সকল তুলিয়া তাহা হইতে মূত্র পরিষ্কার করিয়া এই সকল পিতৃ গো, অজ, বিপ্র বা জন্মে নিক্ষেপ করিবে। পরে শান্তি ও আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে হয়। এই সময় উপ-বীতী হঠরা পুষ্পের সহিত জল লইয়া ব্রাহ্মণ জলির গ্রহি তুলিয়া দিতে হয়। ওঁ মহাবানদেব্যঃ ঐবঃ ইত্যাদি শান্তি মন্ত্র দ্বারা মন্তকে জলের ছিটা দিয়া শান্তি জল গ্রহণ করিতে হয়। এই রূপে শান্তি লইয়া অজিহ্নাবধারণ করিবে।

অজিহ্নাবধারণ—দক্ষিণ হস্ত দ্বারা প্রোণী আচ্ছাদন করিয়া হস্তদ্বয় একাকলনপূর্বক আচমনানন্তর হস্তে কিকিং জল গ্রহণানন্তর—

'কৃতৈতৎ পার্শ্ববিধিকপ্রাচ্যকর্ণাঙ্কিমমত্' এই বলিয়া জল পরিত্যাগ করিতে হয়। তৎপরে বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেব-শর্মা কৃতৈতৎ পার্শ্ববিধিকপ্রাচ্যকর্ণমি যতৈগুণ্যং জাতং তদোব-শ্রমনার শ্রীবিষ্ণুরণমাংহং করিযো। এই বলিয়া—

‘ওঁ ত্রিবিধোঃ পরমং পদং সদা পশুতি হুরয়ঃ।

দিবীং চকুরাততং।’ মন্ত্র পাঠ করিয়া দশবার ওঁ বিষ্ণু জপ করিবে। জপের পর—

‘ওঁ অজানাম্ বদি বা মোহাম্ প্রচ্যবেতাংগরেমু যৎ।

অরণ্যদেব ত্রিবিধোঃ সম্পূর্ণ ভ্রামিতি শ্রুতিঃ ॥’

ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।

এই রূপ প্রণালীতে পার্শ্বপ্রাচ্য করিতে হয়। সামবেদীয়-গণই উক্ত রূপ পদ্ধতি অনুসারে প্রাচ্য করিবেন, বজ্রবেদীয় ও ঋগবেদীয়দিগের প্রাচ্যে ইহা হইতে সামান্ত সামান্ত প্রভেদ আছে। নিম্নে বজ্রবেদীয়দিগের পার্শ্বপ্রাচ্যসূত্র লিখিত হইল—

‘‘দানসম্বাদিকং কৃত্বা পক্ষ্যারক যথাবিধিঃ।

যজ্ঞেধরো হব্য ইতি বাস্তব্যানিগুণনম্ ॥

আগ্নানি চ সাংখ্যাপ্য দৈবাদি ক্রমতঃ সূরীঃ।

কুরুক্ষেত্রং ততো দানং দানাজিহ্নং ততঃ পরম্।

পুনঃ কুরু বিক দানং পাত্ৰং যজ্ঞবসার্কনং।

নিমন্ত্রণং যোগতক পাত্ৰং সিদ্ধং জিবেৎভা ॥

পারজ্যঃ কৃশোৎসর্গং সৃজনাবাহনে ততঃ।

অর্ঘ্যসম্বাদিধানক পাত্ৰোদৌ পৃথিবী ইদম্।

অপহতা জল গধুং গারজ্যঃ ততো মধু।

কতিত্বাভিধিত্তা তত আচমনং জলম্।

ইষ্টোত্যা বগুলা বেধানিযবনে কৃশাতরম্।

শিঙং লেপত্বজোহজিতি উদীচ্যাং বাসধারণম্।

বসন্তবাসমোকক অরী প্রত্যবনেনজনম্।

নীধী বজ্রলির্বাঁস উর্জং শিতার্জনং ততঃ।

শিতোত্তোলনমাত্রাপ্য শিতহাপনমেব চ।

সুপ্রোক্ষিতং শিবা আপোহকতাক্ষ্যবানকে।

অঘোরতি চ গোত্রোদৌ দাতারোহৎ যথা বচঃ।

পুনরর্জং দ্যুজ্যানানং দক্ষিণা বিশ্ববাচনক্।

দেবতা বাজ আমেতি ততঃ পাত্ৰসমর্পণম্।

অজিহ্নং বিষ্ণুরণং দীপমাচ্ছাদনং ততঃ।

শাত্যাদীশ্চৈব বজ্রবাং ক্রম এব উদাহতঃ ॥’ (বজ্রবেদি-প্রাচ্যতত্ত্ব)

এই সূত্রানুসারে সামবেদী পার্শ্বপ্রাচ্যের নিয়মেই প্রাচ্য করা বাইতে পারে।

মহালয়া বা দীপাবিতা অমাবস্তাতে এইরূপ পার্শ্বপ্রাচ্যবিধানে প্রাচ্য করিয়া বোড়শ শিঙমানের ব্যবস্থা আছে।

[বোড়শ শিঙমান দেখ]

একোদ্বিষ্ট প্রাচ্যেও একটি ব্রাহ্মণ, একটি পবিত্র, একটি অর্ঘ্য ও একটি শিঙ, উক্ত প্রণালী অনুসারে দিতে হইবে। তবে প্রভেদ এই যে ইহাতে দৈবপক্ষ নাই। একটি ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়া তাহার সমক্ষে এক ব্যক্তির উদ্দেশে প্রাচ্যাহ্বান করিবে। এই প্রাচ্যে প্রথমে ভোজ্যাদি দান করিয়া ব্রাহ্মণ স্থাপন করিবে। পার্শ্বপ্রাচ্যে ‘পার্শ্ববিধিকপ্রাচ্যবাসরে’ এই স্থলে একোদ্বিষ্ট-বিধিকপ্রাচ্যবাসরে’ বা ‘একোদ্বিষ্টবিধিকপ্রাচ্য’ ইত্যাদি রূপ বাক্য হইবে। ঐরূপ ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়া তাহাকে একটি আসন, একটি অর্ঘ্য, গঙ্গাদিধান এবং অন্নদান ও একটি শিঙমান ইত্যাদি সকল কার্যই এক একটি করিয়া করিতে হয়। ইহাতে ঐ সকল মন্ত্রই পাঠ করিতে হয়; তবে সামবেদীয় একোদ্বিষ্ট, বজ্রবেদীয় একোদ্বিষ্ট ও ঋগবেদীয় একোদ্বিষ্ট এই সকল বেদভেদে কিকিং কিকিং বিভিন্নতা আছে। এই একোদ্বিষ্ট প্রাচ্যে দ্বিভাতি-দিগের অন্ন পাক করিয়া তাহা দ্বারা অন্নদান ও শিঙদান করিবে। পূত্র কেবল আমায় দ্বাভা শিঙ দান করিবে। আত্ম একোদ্বিষ্ট ও মানিকৈকোদ্বিষ্ট প্রাচ্যে প্রভেদ উদ্দেশে আদিব দিতে হয়। প্রাচ্যের প্রণালী সাব্যস্তসরিক একোদ্বিষ্ট প্রাচ্যের ভার। এই প্রাচ্যে মিনে অন্নপ্রারম্ভিত, তিলদান এবং বজ্রর পূর্বে বৈতরণী করা না হইলে বৈতরণী, বোড়শাধি ক্রম ও কৃশোৎসর্গ করিয়া

শ্রী করিবে। এই শ্রীকে প্রেতের উদ্দেশে বড়ল অর্থাৎ আসনার পাঁড়া, ছত্র, পাত্ৰকা, শ্রীপী, ভোজনার্থ অন্নপাত্ৰ ও জলপাত্ৰ এবং সোপকরণ শয্যা দান করিতে হয়। এই বড়ল ত্রয়ের প্রত্যেকটী বিশেষ বিশেষ মন্ত্র পাঠ করিয়া দিতে হয়। যথা—

ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্মন্ এতত্তে আসনং যথা।
এই মন্ত্রে আসন উৎসর্গ করিয়া উক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ অন্নাসনে দেবরাজাত্যমুজাতো বিশ্রামাতাং বিজবর্জ্যহু-
গ্রাহ্য প্রদাদয়ে আসনং গৃহ পুত্র জ্ঞানাপ্নিপুতেন করেণ বিশ্র।

ইত্যাদি রূপে আসনাদি দিতে হয়। প্রেতকে আসনে বসিতে দিতে হয়, এইরূপ ছত্র, পাত্ৰকা এবং শয্যা দিও দেওয়া আবশ্যিক।

প্রেতশ্রীকে আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতে নাই, অল্প সকল শ্রীকেই পিতৃদিগের নিকট আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু এই শ্রীকে 'ওঁ দাতারোহিভবক্কা' ইত্যাদি মন্ত্রটা পাঠ করিতে নাই। এই শ্রীকে পিতৃপদের উল্লেখ না হইয়া প্রেত পদের উল্লেখ হইয়া থাকে। সপিণ্ডীকরণ দ্বারা প্রেতকে পরিহার হইলে পিতৃপদ উল্লেখ হইবে।

সপিণ্ডীকরণ শ্রী পার্শ্ব বিধি অনুসারে হইবে। কিন্তু পার্শ্ববিধি অনুসারে হইলেও বিকৃত পার্শ্ব হইবে; অর্থাৎ পার্শ্বশ্রীকে ৬ পুরুষের শ্রী করিতে হয়, কিন্তু সপিণ্ডীকরণে ৬ পুরুষের শ্রী হলে ৪ পুরুষের শ্রী হইবে। যদি পিতার সপিণ্ডীকরণ হয়, তাহা হইলে পিতামহ, প্রপিতামহ ও বৃদ্ধ প্রপিতামহ এই তিন পুরুষ এবং প্রেতকপী পিতা এই ৪ পুরুষের শ্রী করিতে হয়, পিতার পিতা পিতামহ, প্রপিতামহ ও বৃদ্ধ প্রপিতামহের পিতা মিশ্রণ করিয়া সমন্বয় করিতে হয়।

মাতার সপিণ্ডীকরণ হলে পিতামহী, প্রপিতামহী ও বৃদ্ধ প্রপিতামহী এই চারি জনের শ্রী করিতে হয়। সুতরাং পার্শ্ববিধানে শ্রী হইলেও উহা ঠিক পার্শ্ব শ্রী নহে, বিকৃত-পার্শ্বশ্রী। পিতা হইলে পিতামহ প্রভৃতি; মাতা হইলে পিতামহী প্রভৃতি তিন পুরুষের শ্রী পার্শ্ববিধানে এবং প্রেতীভূত পিতা বা মাতার শ্রী একোন্নিষ্ট বিধানানুসারে করিয়া অর্থাৎ ও পিতৃদিগের সমন্বয় করিতে হয়। এই অল্প উহাকে সপিণ্ডীকরণ শ্রী কহে।

[সপিণ্ডীকরণ শ্রী বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য]

আত্মীয়িক শ্রীকে সামবেদীয়গণ ৬ পুরুষ, ও যজুর্বেদীয়গণ ৯ পুরুষের শ্রী করিবেন। ৬ পুরুষের শ্রী হলে পার্শ্বের দ্বার পিতৃপদ ও মাতামহ পদ এই দুই পদে তিন পুরুষ করিয়া ৬ পুরুষ এবং ৯ পুরুষ হলে প্রথমে মাতৃপদ অর্থাৎ মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী এই তিন পুরুষ, ও পিতৃপদ ও মাতামহ পদে ৬ পুরুষ এই ৯ পুরুষের শ্রী করিতে হয়।

অজ্ঞাত শ্রীকে প্রতিবান ও সক্ষর প্রভৃতি নাই। কিন্তু এই শ্রীকে প্রতিবান ও সক্ষর করিতে হয়। সক্ষর করিবার বিধান এইরূপ—'ওমত অমুকে মাসি অমুকে পকে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মাণো হনুককর্ণাত্মদার্যং সগণাধিপগৌর্যাদিবোড়শমাতৃকাপুঞ্জং বসো-
ধার্যাসম্প্রতেনামুদ্যাহৃতজ্ঞাপাত্মাদিরিকপ্রাচ্যন্তং করিষ্যে।'

এইরূপ সক্ষর করিতে হয়। সংস্কারকাণ্ডে আত্মীয়িক শ্রী হইলে যজ্ঞী মার্কণ্ডেয়, গৌর্যাদি বোড়শমাতৃকাপুঞ্জা, বসুধারা ও অধিবাস, করিয়া তৎকালে এই শ্রী করিতে হয়। এই শ্রীকে পিতৃদিগের পূর্বে প্রত্যেক বাক্যে নান্দীমুখ, এই শ্রীকে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। যে কর্মের অভ্যাস জন্ত আত্মীয়িক হয়, সেই কর্মেরও উল্লেখ করিতে হয়। যথা—'অমুকগোত্রনান্দীমুখ-
পিতঃ অমুকদেবশর্মন্, অমুককর্ণাত্মদার্যং' ইত্যাদি রূপ উল্লেখ হইবে।

পার্শ্ব শ্রীকে যে শ্রী প্রণালী অভিহিত আছে, ইহাও সেই প্রণালী অনুসারে হইবে অর্থাৎ প্রথমে ভোজ্যোৎসর্গ, বাস্তপুজা, যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু প্রভৃতির পূজা, ব্রাহ্মণ স্থাপন, আসন-দান প্রভৃতি সকলই ঐ প্রণালী অনুসারে হইবে। পার্শ্ব শ্রীকে প্রত্যেকবারে মোটক ও তিল দিয়া সকল দ্রব্য উৎসর্গ করিতে হয়। কিন্তু নান্দীমুখশ্রীকে ত্রিপত্র ও যব দিয়া উৎসর্গ করার বিধান আছে। আত্মীয়িক শ্রীকে তিল দ্বারা কোন কার্য হয় না, সমস্তই যব দ্বারা করিতে হইবে। মন্ত্রাদিতেও কিছু কিছু প্রভেদ আছে, তাহা শ্রীদ্রব্যভিহিত নির্দিষ্ট হইয়াছে, বাহ্য ভাবে সেই সমুদয় এখানে লিখিত হইল না। [বিশেষ বিবরণ শ্রীদ্রব্যভিহিত শ্রী দ্রষ্টব্য।]

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, স্ত্রীদিগের শ্রীকে অধিকার নাই, এই শ্রী শ্রীকে পার্শ্ব ও নান্দীমুখ শ্রী ব্রুতি হইবে। এই দুই শ্রী স্ত্রীগণ করিতে পারিবে না, কিন্তু একোন্নিষ্ট শ্রী স্ত্রীলোক করিতে পারিবে। কুশদ্বারা ব্রাহ্মণ প্রভৃত করিয়া তাহার সমক্ষে শ্রী করিতে হয়, কিন্তু যব স্ত্রীদিগের কুশ ও তিল দ্বারা শ্রী নিষিদ্ধ হইয়াছে, অতএব তাহারা কুশের পরিবর্তে দুর্গা দ্বারা ব্রাহ্মণ প্রভৃত এবং তিলের পরিবর্তে যব দ্বারা শ্রী করিবে। কিন্তু বিধবা স্ত্রী কুশ ও তিল দ্বারা শ্রী করিতে পারিবে।

স্ত্রী ও বৃদ্ধগণ শ্রীকালে শ্রীকৃত মন্ত্র পাঠ করিতে পারিবে না, কারণ বেদমন্ত্রে তাহাদের অধিকার নাই, সুতরাং তাহারা কেবল বাক্য করিয়া ঐ সকল দ্রব্যাদি দান করিবে, বেদমন্ত্র শুনি পুরোহিত ঠাকুর নিজে মন্ত্র পাঠ করিলেই সমস্ত কার্য সিদ্ধ হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইলে সকল অভীষ্টসিদ্ধি হয়, তাঁহাদের নিকট এই বর প্রার্থনা করিতে হয় যে, হে পিতৃগণ! আমাদের কুলে যেন লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও বাগাদির অমুষ্ঠান দ্বারা বেদশাস্ত্রের যেন সম্যক আলোচনা হয়, আমাদের পুত্র পৌত্রাদি বংশপরম্পরা যেন চিরকাল বিদ্যুত থাকে, যাদের উপর অটল শ্রদ্ধা যেন আমাদের কুল হইতে তিরোহিত না হয়, এবং দান করিবার ক্ষমতা দেয় প্রবোধও যেন কখন অসম্ভাব না হয়, আমাদের অন্ন বহু হউক, আমরা অতিথি লাভ করি, আমাদের নিকট যেন লোক প্রার্থনা করে, আমরা যেন কাহারও নিকট প্রার্থনা না করি।

“দাতামোহতিবর্দ্ধতাং বেদাঃ সত্তরিরেব চ।

শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমং বহু মেয়ক নোহিচ্ছতি ॥

• অন্নক নো বহু ভবেদতিথীংস চ লভেমহি।

বাচিতারন চ নো সন্ত মা চ যাচিয় কখন ॥” (শ্রীকৃষ্ণ)

ইত্যাদি রূপে পিতৃদিগের নিকট প্রার্থনা করিলে তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া এই সকল প্রদান করেন, তাঁহাদের এই আশীর্বাদ নিশ্চয়ই সত্য হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণকর্তৃ (ত্রি) শ্রীকৃষ্ণাধিকারী, যাহার শ্রীকৃষ্ণ করার অধিকার আছে। শ্রীকৃষ্ণাধিকারী বৈষ্ণবগণ, শ্রীকৃষ্ণ শব্দে তাহাদের উল্লেখ হওয়ার এখানে পুনরুচ্চারণ আবশ্যিক। [শ্রীকৃষ্ণ দেখ।]

শ্রীকৃষ্ণকর্ম্ম (ক্ৰী) শ্রীকৃষ্ণ এবং কর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণ রূপকার্য্য, শ্রীকৃষ্ণার্থ্য। মনুতে উল্লিখিত হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণ কার্য্য উপস্থিত হইলে তাহার পূর্বদিন অথবা অগত্যা সেই কর্ম্মের দিনে অতি কম হইলেও শাস্ত্রপ্রণোদিত অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত লক্ষণাক্রান্ত তিনটি ব্রাহ্মণকে যথাবিধানে সংকার পূর্বক নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইতে হয়।

“পূর্বকৃত্তরপরেষ্কারী শ্রীকৃষ্ণকর্ম্মপাতিতে।

নিমন্ত্রয়েত আবরান্ সমাধি প্রান্ যথোদিতান্ ॥” (মনু ১১৮৭)

শ্রীকৃষ্ণকাল (পুং) অশৌচান্তের দ্বিতীয় দিন। ইহা ব্রাহ্মণের পক্ষে ১১শ, ক্ষত্রিয়ের ১০শ, বৈশ্যের ৯শ, ও শূদ্রের ৩শ দিনে গণ্য। ত্রিপুর, অমাবস্তা, শ্রাবণী ও মাঘী পূর্ণিমা, কৃষ্ণেকাদশী, মহালয়া, বাৎসরিক ও সপ্তমসরান্তে একদিন শ্রীকৃষ্ণকাল নির্ধারিত আছে। (ভারত অঙ্ক ১৩০।১০)

শ্রীকৃষ্ণ (ক্ৰী) শ্রীকৃষ্ণের ভাব বা ধর্ম্ম।

শ্রীকৃষ্ণদেব (পুং) শ্রীকৃষ্ণ দেবতা: ১ বম। (অমর) ইনি সৃষ্টির ঐশ্বর্য্যে সংজ্ঞার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন।

২ মনুভেদ। শ্রীকৃষ্ণের পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, মনু জ্যোতি, শ্রীকৃষ্ণদেব ও প্রজাপতি নামধারী বৈবস্বত এবং বম ও বমী দুই জনে কনিষ্ঠ ও বমজ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

“মনু বৈবস্বতো জ্যোতিঃ শ্রীকৃষ্ণদেবঃ প্রজাপতিঃ।

• ততো বমো বমী চৈব বমনৌ সঘৃণুবতুঃ ॥” (মার্কপু ১০৬.৪)

৩ পিতৃলোক।

শ্রীকৃষ্ণদেবতা (ক্ৰী) শ্রীকৃষ্ণদেব। (ভাগবত ৪।১৮।৮)

শ্রীকৃষ্ণদেবত্ব (ক্ৰী) শ্রীকৃষ্ণদেবের কার্য্য।

শ্রীকৃষ্ণভুক্ত [ভোক্তা] (ত্রি) ১ শ্রীকৃষ্ণ ভোজনকারী ব্রাহ্মণ।

২ পিতৃপুত্র, ইহারা শ্রীকৃষ্ণে প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণশাক (ক্ৰী) শ্রীকৃষ্ণে দেয় শাক: কাল শাক, চলিত কাল-কাসন্দা। (ভাবপ্রকাশ) ২ নাড়ীচ শাক। (বৈষ্ণবকনিষং)

শ্রীকৃষ্ণশিষ্ট (ক্ৰী) শ্রীকৃষ্ণের অবশিষ্ট, পিতৃগণকে প্রদত্ত অন্নাদি।

শ্রীকৃষ্ণসূতক (ত্রি) ১ শ্রীকৃষ্ণসম্পর্কে প্রস্তুত অন্ন।

“উগ্রায় গহিতং দেবি গণায় শ্রীকৃষ্ণসূতকম্ ॥” (অমু ১৪৩।১৭)

শ্রীকৃষ্ণাহিক (ত্রি) শ্রীকৃষ্ণস্বত্বীয় ক্রিয়াদান।

“পিতৃবর্ত্তী তু যন্তেবাং নিত্যং শ্রীকৃষ্ণাহিকা দ্বিজঃ ॥”

(হরিবংশ ২।১১০)

শ্রীকৃষ্ণিক (ত্রি) শ্রীকৃষ্ণমেনে ভুক্তমিতি শ্রীকৃষ্ণ- (শ্রীকৃষ্ণমেনে ভুক্তমিতি) নো। পা ৫।২।৮৫ ১ শ্রীকৃষ্ণভোক্তা। (সিদ্ধান্তকোঃ)

২ শ্রীকৃষ্ণ সৎকৃষ্ণ ত্র্যয়াদি। বাজবল্য বলিয়াছেন, দিবা রাত্রির উভয় সন্ধিতে মেঘ গর্জন হইলে, ভূকম্পে, উদ্ভাপাতে, অষ্টমী, চতুর্দশী, অমাবস্তা ও পূর্ণিমা তিথিতে, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ সময়ে, ঋতু সন্ধিতে এবং শ্রীকৃষ্ণিক ত্র্যয়াদি ভোজন বা প্রতিগ্রহকালে বেদোপনিষদের পাঠ বন্ধ করিতে হয় অর্থাৎ তত্তৎকালে পাঠ বন্ধ করার পর সেই দিনে বা তিথিতে আর পাঠাদির কার্য্য করিতে নাই।

“সন্ধ্যাগজ্জিতনির্ঘাতে ভূকম্পোদানিপাতনে।

সমাপ্য বেদং ছানিশমরণ্যকমধীত্য চ ॥

পঞ্চদশ্যাং চতুর্দশ্যামষ্টম্যাং রাহস্যতকে।

ঋতুসন্ধিভুক্ত্য বা শ্রীকৃষ্ণিক প্রতিগ্রহ চ ॥” (বাজবল্য)

শ্রীকৃষ্ণিন (ত্রি) শ্রীকৃষ্ণ-ইনি (শ্রীকৃষ্ণমেনে ভুক্তমিতি) নো। পা ৫।২।৮৫ শ্রীকৃষ্ণ ভোক্তা। (সিদ্ধান্তকোঃ)

শ্রীকৃষ্ণীয় (ত্রি) শ্রীকৃষ্ণ সৎকৃষ্ণ ত্র্যয়াদি, শ্রীকৃষ্ণস্বত্বীয় ওক অথবা সিদ্ধ অন্নাদি। মনুতে লিখিত আছে—অশ্বান ও গ্রাম সমীপে, গোচর স্থানে, শ্রীকৃষ্ণস্বত্বীয় ত্র্যয় পরিগ্রহানন্তর এবং মৈথুন-বসন পরিধান পূর্বক বেদাদি ধর্ম্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে নাই।

“নাধীরীত অশ্বানান্তে গ্রামান্তে গোত্রজেহপি বা।

বসিত্বা মৈথুনং বাসঃ শ্রীকৃষ্ণিক প্রতিগ্রহ চ ॥” (মনু ৪।১১৬)

শ্রীকৃষ্ণেয় (ত্রি) শ্রীকৃষ্ণস্বত্বীয়। অন্নদানসম্পর্কে “অশ্রীকৃষ্ণানি দাতানি” পদ আছে।

প্রান্ত (পুং) অসং-ক। ১ শান্ত। ২ নিতেজিয়। (হেম)
(ত্রি) ৩ অসং-ক, ক্রান্ত। ৪ বিদ, খেদবৃত্ত, হৃদিত।

“সখি মৎ প্রাণনাথ সাধরী নিরন্তর।

অতি প্রাণালি সত্যবদেহেরিরিচৌতী ॥” (কাব্যচক্রিকা)

এখানে ক্রান্ত ও খিঁড় এই উভয় ভাবই প্রকাশিত
হইতেছে; কেন না প্রথমতঃ সরলার্থ দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে
যে, হে সখি! তুমি যে আমার প্রাণনাথকে [আমার উপকারার্থ]
নিরন্তর সাধনা করিয়া পরিশ্রান্ত হইতেছ, ইহা সত্য এবং
সেহের উপবৃত্ত কর্তৃক বটে, দ্বিতীয়তঃ ব্যাকরণে বলা হইতেছে যে,
হে সখি! তুমি যে ঐরূপ নিরন্তর সাধনা করিতেছ এবং [তাহার
মন না পাইয়া] মনে মনে খিঁড় হইতেছ, ইহা কি সত্য ও
সেহের উপবৃত্ত হইতেছে? ৫ নিবৃত্ত। ৬ ভোগভূক্ত।

প্রান্তসংবাহন (ক্ৰী) প্রান্তস্ত সংবাহনং। প্রান্ত ব্যক্তির শুশ্রূষা,
পরিশ্রান্ত ব্যক্তিকে আসনাদি প্রদান দ্বারা তাহার প্রমাপনোদন
করা।

প্রান্তসদৃ (ত্রি) বাৎসর্য্যে অথোপভোগের নিমিত্ত কৃচ্ছ্র চাত্রায়ণাদি
দ্বারা পরিশ্রান্ত হইয়া অবস্থান করে, বক গচ্ছর্য্যাদি।

“অন্তরিক আসাং হ্যম প্রান্তসদামিব।” (অথর্ষ ১।১২।২)

‘প্রান্তসদামিব তপসা কৃচ্ছ্র চাত্রায়ণাদিনা প্রান্তাঃ সন্তঃ সীদন্তি
নিবসন্তি অথোপভোগার্থং ইতি প্রান্তসদঃ বকগচ্ছর্য্যাদয়ঃ।
যদু বিশরণগতাবসাদেনু অস্মাৎ সংহৃদিকা ইত্যাদিনা কিপ্।’
(সারণ)

প্রান্তি (ক্ৰী) অসং-কিন্। ১ অসং। ২ ক্রেশ। ৩ খেদ।
৪ বিশ্রাম, নিবৃত্তি।

প্রান্তোপচার (পুং) পরিশ্রান্ত অথের শুশ্রূষা অর্থাৎ পরিশ্রমের
পর তাহাবিগকে ডালা মলা। (জয়দত্ত)

প্রাপিন্ (ত্রি) প্রা-পিচ-গিনি। যে পাক করায়।
(কাত্যায়নশ্রৌ ২।৫।১৮)

প্রাম, মত্র অর্থাৎ গুপ্ত পরামর্শ অথবা সন্ধান করা। অদন্ত
চুরাদি পরং সকং সেট্। অশপ্রামং।

প্রাম (পুং) প্রামরভীতি প্রাম-অচ্। ১ মাস। ২ মণ্ডপ, গৃহ।
৩ কাল, সময়। (মেদিনী)

প্রামণ (ক্ৰী) প্রমণত ভাবঃ কর্ণ বা প্রমণ-অণ্ (হার্য্যনাস্ত্রুবা-
দিত্যোঃ। পা ৫।১।১৩০) ইতি দ্বাবিধাবণ্। প্রমণের ভাব
বা কর্ণ।

প্রামণের (পুং) জিন তিস্কু শিখ্য। পর্য্যায়—চেলুক, প্রব্রজিত,
মহোপাসক, গোমী। (ত্রিকাণ্ডেশ্ব)

প্রায় (পুং) প্রি প্রয়ে (প্রিণীতুসোক্তপশর্বে। পা ৫।৩।২৪)
ইতি প্রি-অণ্। ১ প্ররণ, আশ্রয়; অবহিতহাস।

“বাত বৃং বমপ্রায়ং বিশং নারেন দক্ষিণাং।” (ভট্ট ৭।৩০)

(ত্রি) প্রিবেবতা অত প্রি-অণ্। ২ প্রি সখ্যবীর, সখী
সখ্যবীর। “প্রায় হবিঃ।” (শিভাভ্যর্কো)

প্রায়স্কীয় (ক্ৰী) সামভেদ।

প্রায়জ (ত্রি) প্রেরন্-অণ্ (দেবিকা-নিম্নগতি। পা ৭।৭।১)
ইতি আবেদনঃ আৎ। প্রেরসি ভবঃ ইতি শিভাভ্যর্কৌদ্রী।
মঙ্গলার্থ উপাস, মঙ্গলজনক।

প্রাব (পুং) প্র-অণ্। ১ প্রবণ, আকর্ষণ, চমিত্ত গুণা। ২
ইক্কা কু বশীর রূপতি বিশেষ। (মহাতারক ৩২০।১১) ৩ প্রিবাস,
সহল কৃষ্ণের আটা। (ভাবপ্রকাশ)

প্রাবক (পুং) শৃণোতীতি প্র-বৃল্। ১ শাক্যবৃন্নির শিখ-
সম্প্রদায়বিশেষ। ত্রিরাং ঠাপ অত ইৎ। প্রাবিকা=বৌদ্ধভিক্ষু-
ভেদ। ২ জৈনবর্তিতেদ। ৩ কাক। (ত্রিকাণ্ডেশ্ব) প্রাবরভীতি
প্র-পিচ-বৃল্। ৪ দ্রুতধনি, দ্রুতের শব্দ।

“প্রণিগগছুরকাকুপ্রাবকম্বিক্কাঃ।

পরিণতিমিতি রায়ে মর্গগধা মগধারঃ” (মাব ১১।১)

৫ প্রোতা, প্রবণকর্তা, যে প্রবণ করে।

“ঋগ্বেদপ্রাবকং পৈলং ব্রহ্মাহ বিধিবহ্মিন্।” (পুরাণ)

৬ শিখা, ছাত্র, পঠনীয়।

প্রাবক, ভারতমহাভাগরীর পূর্ববর্তীপুণ্ড্রের অন্তর্গত বোণি ও বীপের
দক্ষিণপশ্চিমাংশই যেনভাগ। বর্তমান সময়ে শরাবক নামে
বিদিত। এই জনপদ সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত, লম্বে ৬০ মাইল
এবং বিস্তার ৫০ মাইল; অতরাং ইহার ভূপরিমাণ ৩০০০ বর্গ
মাইল বলিয়া অনুমান হয়। সমগ্র স্থানটাই অকলাবৃত্ত, তবে উঃার
মধ্যে মধ্যে অতি অল্পমাত্র স্থান পরিকৃত ও গ্রাম্যাকারে পরিণত
দেখা যায়। বনপ্রদেশে লালুহীন বানর, হরিণ ও বস্ত্রশূকর
বধেষ্ঠ। এই সঙ্গে বিভিন্ন প্রেণীর বনবাসী অসভ্যাকৃতিরও
বাস আছে।

এখানে তিনটী প্রধান নদী আছে, তন্মধ্যে শরাবক নদীই
প্রধান। ইহা মধ্যদেশস্থ পর্বত হইতে উদ্ভূত হইয়া ন্যায়ানদীর
সংমিশ্রণে গঠিত। এই সন্মেলনের পর, প্রায় ২০ মাইল পথ প্রবাহিত
হইয়া শরাবক নদী পুনরায় সমুদ্রতীর হইতে ১২ মাইল দূরে বিধা
বিত্তক হইয়া ধরলোতে সমুদ্রতীরস্থে প্রধাবিত হইয়াছে।
সমুদ্রকূলে এই শাখার পুনরায় নামা প্রাশান্তর বিতক্ত হইয়া
নদীমোহনাকে বিদ্রুত ও নদীজালে বিকশিত করিয়াছে।
এই নদীমালায় সর্বশূন্য জলপ্রপাতটী মরজাবাস নামে
করিষ; উহার বিদ্রুতি প্রায় একমাইলের বিস্তার বা
১১০ খোদা এক পূর্ণ ভাটের সময় প্রায় গভীরতম প্রায় ৫ ফুট
বাক। এই কারণে পশ্চিমবাহী সমুদ্র অর্পণোক্তনদ্র এই

নদীদ্বীপে অনার্যসে আগমন করিতে পারে। এই নদীতীরে সমুদ্রকট হইতে ১৫ মাইল দূরত্বানে হু'র নামক স্থানে মলয়জাতির একটি উপনিবেশ আছে। এই স্থানের জনসংখ্যা কিকিঞ্চিৎ হই মাত্র হইবে। কিন্তু উক্ত অধিবাসীদের অবস্থা উন্নত নহে।

পূর্বে এই বঙ্গদেশে ইউরোপবাসী বণিকসম্প্রদায়ের নিকট অবিদিত ছিল। কেহই অল্পসন্ধিসাপরমণ হইয়া এই বনভূমি পরিদর্শনে আসেন নাই। এখানে সামান্য পরিমাণে বেলে ও দানাদার পাথর পাওয়া যায়। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে এখানে রসায়নের (Sulphure of antimony) খনি আবিষ্কৃত হওয়ার উহা ইউরোপবাসীর মনন আকৃষ্ট করিয়াছে। এখন এই রসায়ন ইউরোপ ও আমেরিকার সর্বত্র প্রেরিত হইয়া থাকে।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মনামক একজন ইংরাজ এদেশে আসিয়া বোণিওবীরের স্থলভানের নিকট হইতে এই প্রদেশের শাসনাধিকার লাভ করেন। অনন্তর তিনি বীর মানসিক বুদ্ধিমান, অপরিসীম সাহসে ও অধ্যবসারে এবং সজিচ্ছাবশে চালিত হইয়া এই প্রদেশের বৃহৎ শাসনশৃঙ্খলা সংস্থাপন করেন। তিনি রাজ্য উপাধি ধারণপূর্বক সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রাজ্যপরিচালনা করিয়াছিলেন; তাঁহার অধিকারে প্রাবক নগরে মলয়, দায়ক ও চীন প্রভৃতি জাতির উপনিবেশ স্থাপিত হওয়ার এই নগরের জনসংখ্যা ১৫ হাজারের অধিক বর্ধিত করিয়াছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এই নগর বাণিজ্য সম্বন্ধে পূর্ণ হইয়া সমৃদ্ধিপ্রভাৱ আলোকিত হয়।

মলয় ভাষার দায়ক শব্দে এখানকার আদিম বঙ্গ অধিবাসী-সিগকে বুঝায়। বাস্তবিক দায়কগণ একজাতি ভুক্ত নহে। উক্ত সন্ন্যাসী ব্রহ্ম বিশেষ পথ্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এখানে আর ৫০ বর্গমাইল স্থানে ২০টা ভিন্ন ভিন্ন বঙ্গ জাতির বাস আছে; ইহাদের কথিত ভাষা আফ্রিকা বা দক্ষিণ আমেরিকার বঙ্গজাতির কথিতভাষার কতকটা অনুরূপ। এমিরাহ কোন দেশীয় সভ্য বা বঙ্গভাষার সহিত ইহার সাদৃশ্য উপলব্ধি করা যায় না। মলয় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে মলয়বাসী স্থানীয় দায়কদিগের উপর আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে। [পরাবক দেখ।]

প্রাণ (পুং) প্রবণেনাচরতি নতু কার্ণেণ ইতি প্রবণ-অণ্। ১ পাৰঙ (মেদিনী) প্রবণেন গৃহতে প্রবণ-অণ্ (শেবে। পা ৪।২৯২) ২ প্রবণেন্সিগ্রাছ, শব্দ। (কাশিকা) প্রবণানকত্রুত পোষণাদী প্রাণী না বঙ্গ বিভক্তে প্রবণ-অণ্। ৩ বৈশাখাদি জাঘন মাসের অন্তর্গত চতুর্থ মাস। এই মাসের পোষণাদী

ভিধিতে প্রবণানকত্র সংযুক্ত থাকে বলিয়া ইহার নাম প্রাণা পঠায়। (পুং) নতন্ প্রাণিক, (অনর) (সী) নতন্। (শব্দরত্নাবলী)

এই মাস সৌর ও চান্দ্রভেদে বিবিধ; পূর্বা বতদিন বর্কটরাশিতে অবস্থান করেন তাহাকে সৌর এবং তিনি বর্কট-রাশি হওয়ার পর যে দিন হইতে শুরু প্রতাপ আরম্ভ হয় সেই দিন অবধি অমাবস্তা পর্যন্ত সে মাস নির্ণীত হইয়া থাকে, তাহাকে চান্দ্র প্রাণ বলে। এই চান্দ্র প্রাণ আবার গোপ ও মুখ্যভেদে দুই প্রকার; তন্মধ্যে পূর্বে বেল্লগ বলা হইল উহাকে মুখ্য এবং উক্তকণে কৃষ্ণা প্রতাপ হইতে পোষণাদী পর্যন্ত যে মাস তাহাকে গোপ চান্দ্র বলা হইয়া থাকে। (মলমাসতত্ত্ব)

দেবীপূজা প্রাণ মাসীর কৃত্য নিম্নোক্ত প্রকারে নির্ণীত হইয়াছে; যথা—হরিশরন আরম্ভ হইবার পর তৎপরবর্তী কৃষ্ণ পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে স্নানীকসংস্থিতা মনসা দেবীকে পূজা করিতে হইবে অর্থাৎ এই দিবসে বাটীর প্রাঙ্গণে সোপিত একটি সীতমূলের পাদদেশে বটাধি স্থাপনান্তর ক্ষীর, সর্পিঃ নৈবেদ্যাদি উপকরণ সামগ্রী প্রদান দ্বারা যথাবিধানে প্রথমে মনসা দেবীর এবং তৎপরে অন্ত্যাদি নাগগণের পূজা করিতে হয়; তাহা হইলে লোকের আর সর্প ভয় থাকে না।

“সুপ্তে জনাৰ্দ্দনে কৃষ্ণে পঞ্চম্যাং তবনাদিনে।

পূজয়েন্ননসা দেবীং স্নানীকটপসংস্থিতাং ॥

দেবীং সংপূজা নখা চ ন সর্পভয়মাধুর্য়ং।

পঞ্চম্যাং পূজয়েন্নানানন্তাতান্ মহোরগান্।

ক্ষীরং সর্পিষ্ট নৈবেদ্যং দেয়ং সর্পবিষাপহম্ ॥ (দেবীপূজা)

গুরুপূজা উক্ত হইয়াছে অনন্ত, বাহুকি, শঙ্খ, পদ্ম, কবল ককোটক, ধূতরাষ্ট, লক্ষক, কানীর, তক্ষক, পিন্ধল, মণি ভজক, এই সকল নাগগণকে পূজা করিলে ইহকালে সর্পভয় নিবারণ এবং পরকালে স্বর্গ প্রাপ্তি হয়।

পূজা বিধি—উক্ত গোপ চান্দ্র প্রাণ পঞ্চমীতে দ্বানাদি কৃত্য সমাপনান্তর উত্তরাতিমুখে অবস্থান পূর্বক ‘অন্ত প্রাণে মাসি কৃষ্ণপক্ষে পঞ্চম্যাং তিবৌ অনুকগোত্রঃ প্রীঅনুকদেবশর্মা সর্প-ভয়াভাবকামো মনসা দেবীপূজামহং করিষ্যে’ এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া স্নানীকমূলে তদভাবে বটে অথবা জলে পূজা করিবে, জ্ঞানাদি করিয়া দেবীকে ‘অম্ব’ ইত্যাদি বলিয়া ধ্যান করণান্তর ‘মনসা দেবী ইহাগচ্ছ’ বলিয়া আবাহন এবং ‘এতৎ পাতং ও’ মনসা দেবী নমঃ’ এই মন্ত্রে যথাসক্তি গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি প্রদান করিবে। অন্তঃপর অন্ত্যাদি নাগগণের পূজা করিবে, তাহাতে ক্ষীর, সর্পি ও নৈবেদ্যই প্রদান রূপ উপকরণ-রূপে প্রযোজ্য। প্রথমে উক্ত অন্ত্যাদিকে প্যাতি দ্বারা পূজা

করিতা পরে “ওঁ যোহসামনস্তরুণেণ ত্র্যম্বক সচরাত্রয়।
পূর্ণবদ্যায়রেশ্বরী তমৈ নিতর্য নমো নমঃ” এই মন্ত্রে ত্রিভবার
পূজা করিবে। তদনন্তর “ওঁ বাত্মকরো নমঃ, ওঁ কবলার নমঃ,
ওঁ কর্কটোর নমঃ, ওঁ শম্বকর নমঃ, ওঁ কালীর নমঃ, ওঁ
ভককর নমঃ, ওঁ পিজলার নমঃ, ওঁ মহাপদ্মার নমঃ, ওঁ কুলি-
কার নমঃ, ওঁ মণিতন্ত্রার নমঃ, ওঁ ধনঞ্জয়ার নমঃ, ওঁ শৈবার
নমঃ, ওঁ ঐরাবতার নমঃ” বলিয়া পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যেকের
পূজা করিতে হইবে, কিন্তু যদি প্রত্যেকের জন্ত পূর্বোক্ত উপকরণ
লাভশীলমূহ সমান ভাবে সম্পূর্ণ রূপে নিত্য সংগ্রহ করিতে
শক্তিহে না হুলায়, তবে অভাব পক্ষে কেবল মাত্র গন্ধপুষ্প
দ্বারাও পূজা কাৰ্য্য সমাহিত হইতে পারে।

উক্ত দিবসে গৃহে নিষগজ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয় এবং
তাঁহা ব্রাহ্মকে দান ও ব্রহ্ম তক্ষণ করিতে হয়।

“শিষ্টমর্দিত পত্রাণি ছাপরেন্দ্রবনোদরে।

অরুণাণি ভদ্ররীয়াং ব্রাহ্মণানপি ভোজয়েৎ ॥” (রত্নাকর)

উত্তর দিন ব্যাপিয়া তিথি অবহান করিলে পূর্বদিনের
পূর্বাহ্ন সময়ে যদি যুহর্তাধিক কাল পর্যন্ত পক্ষী থাকে, তাহা
হইলে তদ্বিবসেই পূজা বিধেয়।

৪ প্রাণ মাসের পৌর্ণমাসী তিথি। এই তিথিতে ব্রাহ্মদি
করার বিধান দৃষ্ট হয় অর্থাৎ তদ্বিনে উহা করা নিত্যই
আবশ্যক।

(ত্রি) ৫ প্রণা নক্ষত্র সম্বন্ধীয়।

প্রাণগজ (ত্রি) প্রবণেজিরগ্রাহক। (তর্কসং ৪১।)

প্রাণগজাদশীভুক্ত (ত্রি) ভ্রতভেদ। নারদপুরাণ, ভবিষ্যোত্তর
পুরাণ ও পৌরপুরাণে এই ভ্রতমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

[প্রাণগজাদশী দেখ।]

প্রাণপ্রত্যক্ষ (ত্রি) ১ প্রবণেজির দ্বারা প্রমাণিত, প্রবণে-
জির দ্বারা যে পদার্থের জ্ঞান অমির্যাহে। (পুং) ২ প্রবণেজির
দ্বারা প্রমাণ-বা জ্ঞান।

প্রাণবর্ষ (ত্রি) প্রবণাত নক্ষত্রসম্বন্ধি বর্ষভেদ। প্রবণা বা
ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে গুরু উদিত হইলে তদ্বিবসাবধি এক বৎসর কাল
পর্যন্ত যে সময় তাহা প্রাণবর্ষ নামে অভিহিত হয়; এই যবে
শতাব্দি সকল অতি নিরুপদ্রবে পরিপক হয় এবং তাহাতে প্রায়
বাবতীর লোকই স্থায়ী হইতে পারে, কিন্তু কতিপয় পায়ণ্ড
ব্যক্তিগণ ও তত্তদন্তত্বকুল সাত্ত্বিক প্রকৃতি হইয়া থাকে।

(বৃহৎসংহিতা ৮।১২)

প্রাণবা (ত্রি) ১ দধ্যাগীক বৃক। (দেবিনী) ২ ভূকম্ব,
কোম্বা। (ভৈক্যাদ্যদ্বাঃ)

প্রাণবিক (পুং) প্রবণাপৌর্ণমাসীভুক্তি প্রবণার্থক (বিভাব)

কল্পনীপ্রবণাবিকীটৈরীত্যঃ। পা ৪।২২০) যে মাসের পৌর্ণ-
মাসীতে প্রবণানক্ষত্র অবস্থিত থাকে, প্রাণ মাস। (অবর)

প্রাণবিকা (ত্রি) প্রাণী বধার্থ।

প্রাণবী (ত্রি) প্রবণম নক্ষত্রেণ বৃক পৌর্ণমাসী প্রবণ-অণ্
(নক্ষত্রেণ বৃকঃ কালঃ। পা ৪।১।৩) ভূতো ভীপ্, ১ প্রাণমাসীর
পূর্ণিমা। এই তিথি নিত্য ব্রাহ্মকাল মধ্যে নির্দিষ্ট হইয়াছে; বধা—
“পৌর্ণমাসী তথা বাধী প্রাণবী চমরোক্তম।

এতান্ বৈ ব্রাহ্মকালান্থ নিত্যান্ আহ ব্রাহ্মপতিঃ।” (প্রাক্তত্ব)

২ বৃকবিশেষ। ৩ সুভীরা; ইহা ক্রুর ও বৃহৎ ভেদে দুই

প্রকার। ক্রুরভাগিকে মদোলিরায় হোতীমুতী ও ভিকিতে
খোল ভুড়িয়া। সংস্কৃত পর্যায়—মুক্তিতিকা, ভিকু, প্রবণীধিকা,
প্রবণা প্রব্রজিতা, পরিব্রাজী, তপোধনা। ভণ, —কদার, কটু,
উক, এবং কক, বাহু, আমাতিসার, কাস, বিব ও ষমিনিবারক।

ভাবপ্রকাশে ক্রুরসুভীরা পর্ষ্যায় পূর্বোক্ত রূপ এবং
মহাসুভীরা পর্ষ্যায় ভূকম্বিকা, কম্বপুশিকা, অম্বাখা ও
তপবিনী এই কয়েকটা নির্দিষ্ট আছে; কিন্তু উত্তরের ভণই
তুল্যরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে অর্থাৎ উত্তর মুক্তিকাই পাকে
কটু, উকবীর্ষা, মধুর, লঘু, মেধ্য এবং গণ্ড, অণটী, মুহুরুজু,
ক্রিমি, যোনিপীড়া, পাণ্ডু, রূপদ, অকটি, অপমার, স্রীহা, মেদ
ও শুক্লরোগবিনাশক। চরকে রক্তসুভীরা বলিয়াও ইহার
এক প্রকার ভেদ নির্ণীত হইয়াছে। (চরকচিৎ ৩অঃ)

৪ মণোধি। (ছন্দচিৎ ৩০অঃ) ৫ বুদ্ধি নামক ঔষধি।

(বাতট) ৬ ঔষধি নামক ঔষধি। (বৈভক্তনিধ) ৭ ভূকম্ব।

(চরক বিমানস্থান)

প্রাণবীজ (ত্রি) প্রাণী ও মহাপ্রাণী। (চরক বিমানস্থান)

প্রাণবীজ (ত্রি) ১ প্রবণযোগ্য, ভবিষ্য উপপৃক্ত, ভদ্রা উচিত।

(মার্কপুং ৯।৩৩) ২ ভদ্রানর যোগ্য।

প্রাণবী (ত্রি) একটা বেশ বা মগরী; ধর্মপতন। (ত্রিকাওশেব)

প্রাণব্রংপতি (ত্রি) পিতৃলোকের বিখ্যাপক, বাহ্যর নিজের
কর্ম দ্বারা পিতৃলোক সান্ত্বনয় বিখ্যাত-কন।

“প্রাণব্রংপতিং পুজ্যে দ্যতি দ্যতবে” (শুক্ ৫।২৫।৫)

‘প্রাণব্রংপতিং প্রাবরতি বিজ্ঞান কুরোতি পতীন্ পালনিতুন্
পিতৃনিতি স্বকর্ণগা পিতৃণাং প্রখ্যাপক ইতি প্রাণব্রংপতিঃ
তথাবিধং পুজ্যে দ্যতবে’ (সারণ)

প্রাণব্রংসধি (ত্রি) প্রধানভস ঋগ্গিষ্মিষ্ট, বাহ্যর ঋগ্গিষ্মণ
নিয়তিশর বিখ্যাত।

“ম কথ্যঃ প্রাণব্রংসধা” (শুক্ ৮।৩৩।১২)

‘প্রাণব্রংসধা প্রাবরন্তঃ সধার ঋগ্গিষ্মো বত সত্যশুশঃ’ (সারণ)

প্রাণব্রিতব্য (ত্রি) ভদ্রাবার উপপৃক্ত, বাহ্য ভদ্রানর বাইতে পারে।

শ্রাবস্ত (পূ) শ্রাব নামক রাজার পুত্র। ইনিই শ্রাবস্তীনগরের প্রতিষ্ঠাতা। (হরিশংখ)

শ্রাবস্তক. (পূ) শ্রাবস্ত নামক রাজগণ।

শ্রাবস্তী, অপর নাম শ্রাবস্তীপুরী। একটি প্রাচীন জনপদ ও তাহার রাজধানী। বর্তমানকালে এই সমুদ্রসীমান্তী নগরীর ধ্বংসাবশেষ মাত্র দৃষ্ট হয়। এক্ষণে ইহা একটি সামান্য গড়গ্রামে পরিণত ও শেট-মহেঠ (সেট মহেঠ) নামে সাধারণে পরিচিত। এই স্থান বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের নিকট একটি পবন পরিষ্কৃত ক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত; একসময় ভগবান বুদ্ধ এখানে বাস করিয়াছিলেন। অধ্যাপক লালেন বহুগবেষণা-কালে বর্তমান শেট-মহেঠ গ্রামের অধূরে নদীর অপর পারে প্রাচীন শ্রাবস্তী-পুরীর অবস্থান নির্ণয় করিয়া বান। প্রায়তনু বিংশ ডাঃ কানিংহাম তাঁহার মীমাংসা ও চীনপরিব্রাজকদিগের পঙ্খায়সরণ করিয়া শেট-মহেঠ গ্রামকেই প্রাচীন শ্রাবস্তীপুরী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এখানে যে বিস্তৃত ধ্বংস স্তূপরাশি নিপতিত আছে, তাহাই শ্রাবস্তীর প্রাচীন কীর্তির ও বৈভবের একমাত্র নিদর্শন।

এই গ্রাম ও তৎসন্নিহিত শ্রাবস্তীর স্তূপরাশি অযোধ্যা প্রদেশের গোড়া জেলার রাষ্ট্রী নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৩১' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ৪' পূঃ। উক্ত জেলার বলরামপুর নগর হইতে ইহার দূরত্ব ১০ মাইল মাত্র। এখানে এখন অত্যন্ত গোরবজ্ঞাপক কোনরূপ সমৃদ্ধি বিদ্যমান নাই। কেবল কএকজন লোক এখানে বাস করিয়া প্রাচীন রাজধানীর কীর্ত্তি লাগাইয়া রাখিয়াছে।

হরিশংখপাঠে জানা যায় যে, স্বর্গধর্মেশ্বর রাজা বুদ্ধদেবের পৌত্র শ্রাবস্তনর শ্রাবস্ত এইনগর স্থাপন করেন। তাঁহার রাজধানী তাঁহারই নামানুসারে শ্রাবস্তীপুরী নামে বিদিত হয়। বিজুপুরাণ ওর অংশে, মহাভারত বনপর্বে, পালিনি ৪২১৭ এবং ভাগবত-পুরাণের ৯৩২১ স্রোকে শ্রাবস্তী রাজধানীর উল্লেখ আছে। ত্রিকাংশে (২।১।১০) শ্রাবস্তীর অপর নাম ধর্মপত্তন বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়। বাসবদত্তাদি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে শ্রাবস্তী এবং ভবভূতের প্রবাহিনী রাষ্ট্রী নদীর নাম ঐরাবস্তী লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধপালি-গ্রন্থনিচয়ে শ্রাবস্তীর ‘সবট্টী’ এবং ঐরাবস্তীর ‘অশির-বস্তী’ নাম পাওয়া যায়। এখনও রাষ্ট্রার পার্বত্যপ্রান্তঃ পালি-নামের পরিবর্তে অশিরবস্তী নামে পরিচিত আছে।

শাক্যবুদ্ধের জন্মের পূর্বে শ্রাবস্তী নগরীর শ্রীসমৃদ্ধি কিরূপ ছিল, উপরি বর্ণিত গ্রন্থসমূহ হইতে তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে দ্ব্যযাণ হইতে আমরা এইমাত্র অবগত হইতে পারি যে, তৎকালে ইহা উত্তর কোশলের রাজধানী ছিল।

জগদ্রান্ শ্রীমহাভারত যুদ্ধকালে এই জনপদ বীর পুত্র লঙ্কেশ্বর রাজা দারাকবুদের রাজকালে অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে শ্রাবস্তীপুরী মধ্যবংশে এসিদ্ধ হইয়া জনপদের একতম বলিষ্ঠ গণ্য ছিল। তৎকালে ইহার দক্ষিণে দাক্ষিণ্য (অযোধ্যা) ও পূর্বে বৈশালী (বাল্লভী ও বেহার) রাজ্য বিদ্যমান ছিল; এতদ্বারা অসম্মান হয় যে, বর্তমান বরাইট, গোড়া, বস্তি ও গৌরনগর জেলা সহ্যাই প্রাচীন শ্রাবস্তী জনপদ গঠিত হইয়াছিল।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের সমকালে শ্রাবস্তী নগর বাল্লভ্যস্রা-সম্ভারে পূর্ণ ও সুধাধবলিত সৌধমালায় সুশোভিত হইয়া সমুদ্রের দীর্ঘ সীমার আরোহণ করিয়াছিল। এই সময়ে অরণ্যমি ব্রহ্মসত্ত্বের পুত্র প্রসেনাসিদ্ধা এখানকার রাজা ছিলেন। তাঁহার বহির্কা নারী কজ্জিরাপত্রীর গর্ভে জেত নামে এক ধর্ম্মশীল পুত্র জন্মে। ইহার পর, রাজা কশিপবন্দিনিবাসিনী মল্লিকা নারী এক জ্ঞান-সুহৃদীর পাণিগ্রহণ করেন। মল্লিকার গর্ভে রাজার প্রথমে বিরুদ্ধ ও পরে সাগর-সামোহিত (সেগের সন্দলিত) নামে দুই পুত্র হয়। এই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মবিরোধী হইয়া শাক্যকুল সংহার করিতে যত্ন করেন। সাগর সান্দ্রিত তিব্বতরাজ্যের রাজা হইয়া তদ্রূপে বৌদ্ধধর্ম্ম-বিস্তার করিয়াছিলেন।

চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন ভারত-ভ্রমণে আগমন করেন, তখন তিনি এখানকার শিরকীর্ত্তির সমৃদ্ধির পরিচায়ক মঠ, সম্ভারাম ও অট্টালিকাদি ধ্বংসস্থাপিত দেখিয়া গিয়াছিলেন, তখনও এখানকার স্রম্য ধর্ম্ম লকল ভূমিসাৎ হয় নাই; বৌদ্ধ মঠাদি কেবলমাত্র স্রম্য বিবর্তিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে। নগরটি সম্পূর্ণরূপে জনহীন; স্তবরা রাজ-ধানীর গৌরবলীলি একবারেই অপসারিত, নগরবাসী অজ্ঞানের অন্ধকারে পূর্ণমাত্রায় নিমজ্জিত রহিয়াছে; সে ধর্ম্ম ও শাস্ত্রচর্চা আর নাই, কেবলমাত্র ২০০ শত বার দরিদ্র ব্যক্তি সেই অতিশয় স্থান পরিক্রমণে অসমর্থ হইয়াই যেন নগর পরিত্যাগ করে নাই। ইহার প্রায় সার্দ্ধ শতাব্দী পরে যখন হিউএনসিয়াং শ্রাবস্তীতে পদার্পণ করেন, তখন এই লকল অট্টালিকা এক-বারেই বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তথায় জনপ্রাণী মাত্রও নাই, দুই একজন বৌদ্ধব্রত ধর্ম্মাচলমুখিয়ার বশবস্তী হইয়া তথাগতের লীলাক্ষেত্র বিহার্য্যমিতে পরিভ্রমণ করিতেছেন। উক্ত চীন-পরিব্রাজকের বর্ণনা হইতে শ্রাবস্তীর বেরণ পরিচয় পাওয়া যায় তাহাই নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল—

“শ্রাবস্তী রাজ্যের চতুঃসীমা প্রায় ৬০০০ লি। রাজধানীর বিস্তৃতি কতদূর ছিল, তাহা এখন নিরূপণ করা সুকঠিন। তবে রাজপ্রাসাদের চতুর্দিকের প্রাচীর ২০ লিঃ হইবে। প্রাচীন রাজ-

প্রাসাদটির সমস্ত অট্টালিকা ধ্বংসযুগে পুড়িত হইলেও এখনও এখানে বহু লোকের বাস আছে। তাহারই অবস্থা তত্পূর ভাল নহে, সকলেই কৃষিকারী, তবে তাহার ধর্মনিষ্ঠ, সং-প্রকৃতিক, জনসমোরক্ষক, বিনয়ী ও পরোপকারক। এখানে যে সমস্ত সজ্জারাম বা মঠ বিদ্যমান আছে, তাহার সকল-গুলিই প্রায় বিধ্বস্ত; তবে তাহার মধ্যে দু'একটি এখনও উন্নত-প্রায় অবস্থায় অবস্থিত। এখন এই সকল মঠে কেহ বাস করে না। যে দু'একটি ধর্মচারিণী বৌদ্ধব্রত বেধা বার, তাহাদের স্মরণেই সন্ন্যাসীনাথের গ্রন্থাদি আলোচনার নিয়ম। বৌদ্ধকীর্তি ছাড়া এখানে হিন্দুবিগের প্রায় শতাধিক দেবমন্দিরও রহিয়াছে।

‘তথাগত বধন ইহলগতে জীবিত, তখন এসেনজিৎ রাজা এই রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার নির্মিত প্রাসাদভিত্তি অচাণ্ডিও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহার পূর্বদিকে ‘সদ্বর্ণ-মহাশালা’ নামক ধর্মমন্দির, উহার ধ্বংসাবশেষ ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। রাজা এসেনজিৎ ঐ শালা নির্মাণ করান। বুদ্ধদেব ঐ মহাশালার বসিয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ইহারই পার্শ্বে বুদ্ধের মাতুলানী প্রাণাণতী ভিক্ষুণীর স্মৃতিস্মরণার্থ এসেনজিৎ-নির্মিত বিহার দৃষ্ট হয়। ঐ বিহারের ধ্বংসের উপর একটি তুণ প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে। ইহারই পূর্বাংশে যে তুণ আছে, তথায় রাজার কোষাধ্যক্ষ ও মন্ত্রী জুহন্তের আবাসবাটী।

‘জুহন্তের বাসভবনের পার্শ্বে একটি সুবৃহৎ তুণ। ঐ স্থানে অজুলিমালা নামে একটি জাতির বাস ছিল। ইহার বৌদ্ধধর্মের বোর বিরোধী, গ্রাণিহিংসক, কদাচারী ও কঠিন হৃদয় বলিয়া খ্যাত; এমন কি কখনও কেহ নরহত্যা করিতে কাতর হয় না। সাধারণতঃ ইহার নিহত মনুষ্যের অজুলী কাটিরা লইয়া কঠে মালাকারে ধারণ করিয়া থাকে, এই কারণেই ইহাদের অজুলিমালা নাম হইয়াছে। ইহাদের বিশ্বাস, যদি কোন অজুলি-মালা বীর মাতা বা কোন বুদ্ধকে নিহত করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার ব্রহ্মলোকে গতি হইয়া থাকে।

‘এই অজুলিমালা বংশবর্তী হইয়া একজন অজুলিমালা বীর মাতাকে নিহত করিতে উদ্ভত হয়। মাতার পশ্চাদ্ভ্রমণ করিয়া সে তৎকালে বুদ্ধদেবকে সম্মুখে দেখিতে পায় এবং মাতাকে পরিচয় করিয়া বুদ্ধের অভিমুখে অস্ত্র লইয়া অগ্রসর হয়। তথাগত তাহার মনোভাব প্রায় অবগত হইয়া ধীরে ধীরে তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, ‘বৎস! সংপ্রবৃত্তি হৃদয়ে পোষণ না করিয়া তুমি একপুং প্রাণবহ পাণ্ডার হৃদয়ে ধারণ করিয়া কেন জনগণকে পাণ্ডারে রিষ্ট করিতেছ?’ বুদ্ধদেবের শাস্তনৈমিত্তিক ও সহৃদয় প্রবণ করিয়া তাহার চৈতন্যের হইল। সে তৎক্ষণাৎ পাপাংগুণের চরণে নিপাত্ত হইয়া বুদ্ধকামনার তাহার আশ্রয়-

ভিক্ষা করিল। বুদ্ধদেবের অঙ্গগ্রহে তাহার অর্ধংগপ্রাপ্তি ঘটয়াছিল।

‘নগরের ৫৬ মি দক্ষিণে জেতবন (এসেনজিৎপুত্র বুদ্ধরাজ জেতের প্রসিদ্ধ উদ্যানবাটিকা। রাজমন্ত্রী জুহন্ত উহা ক্রয় করিয়া বুদ্ধের বাসভট্ট এখানে একটি বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। পূর্বে এখানে একটি সজ্জারামও ছিল, তৎসমুদায়ই এখন ধ্বংসাবশেষে নিপতিত। উক্ত বিহারের পূর্বে প্রবেশদ্বারের বাস ও দক্ষিণ পার্শ্বে ৭০ ফিট উচ্চ দুইটি তত্ত্ব বিরাজিত আছে। উহার বামদিকের তত্ত্বটীর তলদেশে একটি ধর্মচক্র এবং দক্ষিণ তত্ত্বটীর শিখোদেশে বুদ্ধমূর্তি অঙ্কিত বেধা বার। ঐ তত্ত্ব দুইটি বৌদ্ধ সম্রাট মহারাজ অশোকের কীর্তি। বিহারমধ্যস্থিত অট্টালিকাদি ভূমিসাৎ হইয়াছে, কেবল একটি মাত্র গৃহ এখনও তদধিষ্ঠিত বুদ্ধমূর্তি লইয়া বিদ্যমান আছে।

‘জুহন্ত স্বভাবতঃ ধর্মশীল ও ক্রীতজ্ঞতা বহুল ছিলেন। তিনি দরিদ্র অনাথদিগকে অন্নদান করিতেন বলিয়া ‘অনাথপিণ্ডক বা অনাথপিণ্ডিক’ আখ্যা প্রাপ্ত হন। তিনি বহু অর্থব্যয় করিয়া জেতবন ক্রয়পূর্বক উহাতে সজ্জারামাদি নির্মাণ করান; এই কারণে তাহার নামানুসারে উহা অনাথপিণ্ডক-বিহার নামেও খ্যাত লাভ করে। এই উদ্যানের চারি পার্শ্বেই বুদ্ধদেবের লীলা ও মহিমাযজ্ঞক তৃপাবলী নির্মিত আছে।

‘জুহন্ত রাজগৃহে শাক্যবুদ্ধের সাক্ষাৎ পান এবং সেই স্থানে তদীয় ধর্মে বীক্ষিত হন। তিনি বীর ধর্মগুরুকে প্রাবর্তীতে বসাইবার জন্য বুদ্ধরাজ জেতের সন্ন্যাসী উপবন বহু অর্থব্যয়ে ক্রয় করেন। জেতও এই সময়ে বুদ্ধধর্ম-মতে বীক্ষিত হন। অনন্তর তাহার উদ্ভয়েই ঐ স্থান অর্থব্যয়ে ঐ উদ্যানবাটিকা অলঙ্কৃত করিয়া-ছিলেন। শাক্যবুদ্ধ বধন ঐ উদ্যানে শুভাগমন করেন, তখন তিনি উহাকে উত্তর তক্তের কীর্তি জানিয়া ‘জেতবন-অনাথপিণ্ডকায়াম’ নাম দিয়াছিলেন। পালিগ্রন্থে এই জুহন্ত ‘মহাশেট্টী’ বলিয়া উল্লিখিত। তৎকাল অনেক অজ্ঞমান করেন যে, জেতবনের অপর নাম মহাশেট্টীবিহার। প্রাবর্তীর প্রসিদ্ধ মহাশেট্টী বিহারের সংক্ষেপ পরিচয়ে এই স্থান শেট-মহেট নামে আখ্যাত হইয়াছে।

বুদ্ধদেব বধন প্রাবর্তীপুর্বে সমাগত হন; তখন এখানে বৌদ্ধমতবিরোধী বহু ধর্মমতাবলিগণের ও দ্বাশনিকবিগের বাস ছিল। তন্মধ্যে জৈনচার্যগণই প্রধানতম। সুপ্রসিদ্ধ জৈনগুরু পূর্ণ কান্ত্রণ এখানে বুদ্ধের নিকট তর্কবুদ্ধে পরাস্ত হইয়া আত্মহত্যা-করিয়াছিলেন। জৈনগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, তীর্থঙ্কর সত্তব-নাথ এখানে আবিষ্কৃত হন। সেই জন্ত জৈনগণ এখনও এখানে তীর্থযাত্রা করিয়া থাকে এবং তজ্জাতা একটি স্মরণ্যতুণকে

তাহার আদি দীর্ঘ জিনিষ। তাকি করে। ডাঃ কানিংহাম এই তুপ খনন করিয়া তদাথ্য হইতে একটি প্রাচীন অটালিকার প্রাচীরাদির নিৰ্ম্মণ ও কতকগুলি জৈনমূর্তি পাইয়াছিলেন। ইহারই অদূরে ও নগরপ্রাচীর মধ্যে আরও অনেক জৈনমন্দির পরিদৃষ্ট হয়। এখনও এখানে সম্ভবনাথের মন্দির আছে।

উক্ত জৈনমন্দির বিহারের ৩ বা ৪ লি পূর্বে একটি তুপ; প্রাবর্তীর এসিক-বৌদ্ধমণী বিশাখা বুড়ের অধুনাভিক্রমে যে পূর্বানুসারবিহার নির্মাণ করেন, এই তুপটি তাহারই সমুখে স্থাপিত। এই তুপের দক্ষিণভাগে বিরুদ্ধ শাক্যবিশিষ্টে নিহত করিয়া ছিলেন। এই স্থানে বিশাখার প্রার্থনাস্থানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হইয়াছিল। ইহার আশে পাশে বিরুদ্ধের কীর্তি পাখা আরও কতকগুলি তুপ দৃষ্ট হয়।

পূর্বোক্ত সম্ভারামের ৩।৫ লি উত্তরপূর্বে আশুনেত্রবন নামক বুড়ের বিহার স্থান। এখানে বুড়ের কতকগুলি মন্দির চক্ষুমান করেন। প্রবাস, রাজা এসেনলিতের বিচারে এই বহু-দিগের চকু উৎপাটিত হইয়াছিল। এই স্থানেই জৈনমণী বিশাখা তক্তিপরবশ হইয়া বুড়ের জন্ত আবাসভবন (বিহার) নির্মাণ করিয়া যেন। এই স্থানেই যোগেশ্বরের পুত্র দেববন্ত হিংসাবশে বুড়ের জীল-সংহারের চেষ্টা করিয়া বীর প্রাণবায়ু বহির্গত করেন। পরে শাক্যসিংহ এই স্থানে জৈনবনবিহারের সন্নীপবর্তী স্থানে তদেববাসীকে আপন ধর্ম্মমত শিক্ষা দিয়া ছিলেন। এই স্থানেই শাক্যকুল-কলসকারী বিরুদ্ধ ও তাহার ন্ত্রী অপরীষ অধিবদ্ধ হইয়া দেহভাগ করেন। প্রবাস, শাক্য-কুলের প্রতি শত্রুতানিষেধন বিরুদ্ধ বীর ন্ত্রী অপরীষের পরামর্শানুসারে আপন বৈদ্যের জাতা জৈনকে নিধন করেন। এই কীর্তি বিবোধিত করিবার জন্ত তিনি তথায় একটি বীথিকা মধ্যে প্রমোদভবন নির্মাণ করিয়া বাস করেন। এই প্রমোদভবন সূর্য্যকান্তমণিতে সূর্য্যরশ্মি নিপতিত হওয়ার অকস্মাৎ অগ্নি সংযোগ হয় এবং তাহাতেই অলঙ্কারিত রাজা ন্ত্রীসহ বধ হয়।

বুটপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে বৌদ্ধ সম্রাট অশোক ধর্ম্মরাজিকা দ্বারা প্রাবর্তী নগর বৌদ্ধকীর্তিপুণ্ডে সমলভ করিয়াছিলেন। তাহার রাজত্বকালে প্রাবর্তী নগরী বেঙ্গল সমুদ্র পূর্ণ ছিল এবং তৎকালে এই নগর যে বৌদ্ধধর্ম্মের একটি পবিত্র ক্ষেত্র বলিয়া বিদিত ছিল, তাহা তাহার নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ ও তুপাদি হইতে কল্পনা করা যায়। বুটপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে এখানে এসিক বৌদ্ধচার্য রত্নভদ্রার দেহভাগ ঘটে। এখানকার জৈনবন সম্ভারাম হইতে কএক জন বৌদ্ধচার্য বুটীয় ১ম শতাব্দীর ৮র্থ মহাবোধিসত্ত্ব ভোগদান করিয়াছিলেন। ইহার পর, কা-হিরাণের ভারতগমন পর্য্যন্ত প্রাবর্তীর আর পক্ষের পাওয়া যায় না।

অধিক সম্ভব, বুটীয় ১ম ও ২য় শতাব্দীতে প্রাবর্তী নগরী গান্ধারের শাক্যরাজগণের অধীন ছিল। কারণ রাজা কশিকের ও ইবিদের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ শকাব্দ-সংখ্যা-সম্বিত শিলালিপি-বৃক্ক বুদ্ধমূর্তিই তাহার প্রমাণ। অতঃপর এখানে হানীর কোন রাজত্বের প্রভাব বিদ্যুত হয়। আবার সিংহলীর বৌদ্ধগ্রন্থ-প্রমাণে জানিতে পারি যে, রাজা শিরাধার ও তাহার ভ্রাতৃপুত্রগণ এখানে ২৭৫—৩১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার পর প্রাবর্তী জনপদ নগরের গুপ্তরাজগণের অধীন হয়। নগররাজ ২য় চন্দ্রগুপ্ত হিউএনসিয়াং বর্ণিত প্রাক্তীয়ার বিক্রমাব্দিত। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মের শত্রু ছিলেন এবং বিশেষভাবে শাক্যবিশিষ্টে পীড়ন করিয়া যান। তাহারই রাজ্যকালে এখানে শাক্য-ধর্ম্মের বহুসংখ্যক দেবমন্দির নির্মিত হইয়াছিল।

গুপ্তরাজগণের রাজ্যকালে প্রাবর্তীতে হিন্দুপ্রাধাত্য স্থাপিত হইলেও বৌদ্ধধর্ম্ম একবারে তখনও এখান হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। পোড়া ও কাঁচা মাটির এবং গালায় মোহর ও প্রাচীন তত্ত্বমূর্তি-সমূহ গুপ্তাকরে এবং বুটীয় ৭ম ও ৮ম শতাব্দীর দেবনাগরাকরে উৎকীর্ণ বৌদ্ধবিগের স্মৃতিপ্রাচ্য ধর্ম্মমত "যে ধর্ম্মহেতু প্রভবা ইত্যাদি" উৎকীর্ণ দেখা যায়। অধিকতর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এখানে বুটীয় ১৩শ শতাব্দীর উৎকীর্ণ একখণ্ড প্রত্নরশ্মি পাওয়া গিয়াছে, উহা হইতে আমরা এখানকার তদানীন্তন বৌদ্ধ-প্রভাবের পরিচয় পাই। এই শিলালিপিখানি ১১৭৬ সন্বতে (১২১২ খৃঃ) উৎকীর্ণ, উহা জৈনবন বিহারের একটি ক্ষত বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অভ্যন্তরে পাওয়া যায়। উহাতে লিখিত আছে যে, জৈন-বাস্তব্যবসায়ী বিবশিষের পৌত্র ও জনকের পুত্র বিভাধর বৌদ্ধ-ভক্তিবিগের বাসের জন্ত অজায়ুব নগরে একটি সম্ভারাম নির্মাণ করিয়া যেন। জনক পাণ্ডিপুর-(কনোজ)রাজ গোপালের মন্ত্রপাতা ছিলেন। তৎপুত্র বিভাধরও রাজা যদনের বন্ধিত লাভ করেন। কিংবদন্তী আছে যে, এই অজায়ুব নগর সূর্য্যবাসীর রাজ্যভার প্রাপ্তি। এতদ্বারা অনুমান হয় যে, বৌদ্ধ-গ্রন্থোক্ত প্রাবর্তীপুরীয় নাম কালে বিলুপ্ত হইয়াছিল। কনোজ-রাজ অরজর ১১২০ খৃষ্টাব্দে মুসলমান কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হয়। এই শিলালিপি হইতে আমরা যে উইকন কনোজপতির উল্লেখ পাই, তাহার অরজরের পরবর্তী ও নামবান রাজা হইবেন সন্দেহ নাই।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, বহু পূর্বকাল হইতেই এখানে জৈনধর্ম্ম প্রবল ছিল। বুড়ের আবির্ভাবের পর এখানে বৌদ্ধ-প্রাধাত্য স্থাপিত হইলেও জৈনধর্ম্ম একেবারে এ স্থান হইতে অপসৃত হয় নাই। সন্বৎ ১১২২, ১১২৪, ১১২৫, ১১৩০ ও ১১৮২ অব্দের শিপিপুত্র তীর্থধর্ম্মবিশেষ প্রতিকীর্তি দেখিয়া যেন হয় যে,

খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে এখানে-বৈষ্ণবধর্ম প্রবল ছিল। তৃতীয় জীর্ধরর সম্রাটনাথ প্রবর্তীতে অল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্থানির জন্ম এখনও এখানে একটী মন্দির আছে। ৮ম জীর্ধরর চন্দ্রপ্রভানাথ চন্দ্রিকা-পুরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। এই চন্দ্রিকা পুরীই প্রাবর্তীর নামান্তর মাত্র। রাজা হুঙ্কর এখানকার শেষ জৈন রাজা। ইনি ইতিহাসে সুহিরাল বা সুহল বেও নামে বিদিত এবং রাজ্যে গজনারী সমসাময়িক ছিলেন। রাজ্যে গুজরীর সেনাপতি সালের মসায়ুধের সহিত সুহল বেবের হৃত হয়।

হানীর কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে এই জৈন রাজবংশের আদিপুরুষ ময়ুরধ্বজ, তৎপরে হংসধ্বজ, মকরধ্বজ, সুখধ্বজ প্রভৃতি রাজা হন। তৎকালে এই স্থান চন্দ্রিকাপুর নামে খ্যাত ছিল। মহাত্মারতের অধমধর্মপুত্রের অর্জুন-দিগ্বিজয় প্রকরণে লিখিত আছে যে, হংসধ্বজ বংশধর সুখা অর্জুনহস্তে পরাজিত হন। তখনতর এই রাজধানী অজ নামে পরিচিত হয়। কিংবদন্তী ও পৌরাণিক-উক্তি বাহাই হটক না কেন, এই বংশের শেষ রাজা সুহলদেব যে বীর ও বোদ্ধ পুরুষ ছিলেন এবং প্রাবর্তী যে তাঁহার রাজধানী ছিল, তাহা ইতিহাস পাঠ করিলেই অবগত হওয়া যায়। গোড়া হইতে কৈলাবাদ বাইবার পথে অলোকপুর বা হতীলা নামক স্থানে ইহার স্থাপিত একটী দুর্গ আছে। ইনি উক্ত দুর্গসমক্ষে ও প্রাবর্তী নগর সমীপে মুসলমান সেনাদলকে হুইবার পরাজিত করিয়াছিলেন। অবশেষে বরাইচ রণক্ষেত্রে মুসলমান সেনাপতি ইহার হস্তে পরাজিত ও নিহত হন।

মহম্মদ ঘোরীর ভারত-বিজয়ের পর আর ইতিহাসে প্রাবর্তীর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। অতঃপর খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর শেষভাগে ডাঃ কানিংহাম প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এখানকার প্রাচীন ও লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার কামনার হানীর তৃণরাশি খনন করিতে আরম্ভ করেন। ডাঃ কানিংহাম অসাধারণ পরিশ্রম ও গভীরগবেষণা দ্বারা স্থির করেন যে, ওড়া-ঝাড়ের সুবৃহৎ তৃণ-বৃহৎই সুবৃহৎ ও অল্প লিমালোর তৃণ। যেসিনীভরিয়া নামক তৃণটী প্রাচীন স্বেতবন সম্ভারামের নিদর্শন মাত্র। ইহার অন্তর্গত কোশদুর্গটী ও গন্ধকুটী মন্দিরও তিনি নির্ণয় করিতে সমর্থ হন। উক্ত ওড়াঝাড় গ্রামের এক মাইল দক্ষিণপূর্বেই বিশাখা নির্মিত পূর্বারাম বিহার। উক্ত সম্ভারামের ২৫০ ফিট পূর্বে কোলাজের খাত। এই স্থানেই স্বেতবন অরিময় ধর্ম। উহা প্রায় ৩০০ ফিট ও প্রস্থ ২৫০ ফিট। এক্ষণে জুবানন নামে খ্যাত। ইহার দক্ষিণে একটী প্রাচীন অগাধত, উহা সম্ভার-ভাগ নামে বিদিত; সুতরাং নিশাচর কন্যে সুকণী ভিক্রমী-এই অগাধত নির্মিত; হরীর, ইহার অন্যবিধত পানই

হংস নামক ব্রাহ্মণসুতার খাত। সুতরাং অভিতেত্রির কলার তিনি এই পুরুরীর সঙ্গে নিরক্ষিত হইয়া সেহত্যাগ করেন।

প্রাবর্তেয় (ত্রি) প্রাবর্তীকৃতব। (পা ৪১২১৭)

প্রাবা (ত্রি) অরমত। (পর্যায়সূক্তাবলী)

প্রাবিত্ (ত্রি) প্র-পিচ্-বার্ধে ততঃ তুচ্। প্রোতা, বিনি ক্রমেন।

প্রাবিন্ (পু) সর্জিকাকার, সাজিমাটী। (ত্রি)

প্রাবিষ্ঠ (ত্রি) প্রাবিষ্ঠানকৃত সখ্যবী।

প্রাবিষ্ঠায়ন (পু) প্রবিষ্ঠাবয় গোত্রাপত্য। (পা ৪১১১১০)

প্রাবিষ্ঠীয় (ত্রি) প্রবিষ্ঠা ক্রাতঃ প্রবিষ্ঠা-হণ্ (প্রবিষ্ঠাকৃত-হ-রাধেতি। পা ৪১১৩৪) প্রবণা নকত্রাজাত। (সিদ্ধান্তকো)

প্রাব্য (ত্রি) ১ প্রাবণযোগ্য, প্রোতব্য, তনিসার উপযুক্ত।

তনাবার যোগ্য, যাহা তনান বাইতে পারে।

প্রি, সেবা, আশ্রয়। তৃদি উত্তর-সক সেট। লট প্ররতি-তে,। লিট প্রিপ্রা, প্রিপ্রি লট প্রিতি। লট্ প্রিবাতি-তে। লট্ অপ্রিপ্রি-ত। কন্দ্রি লট্ প্রিযতে। লট্ অপ্রি। সন্ প্রিপ্রিযতি-তে। যট্ শেপ্রিযতে। যট্ লুক্ শেপ্রিযতি, শেপ্রিযতি পিচ্ প্রিতি। লট্ প্রিপ্রিযৎ। ক্র-প্রি। আ-প্রি=আশ্রয় সমীপে অবস্থান। অপ-প্রি=ভ্যাগ। উৎ-সম্-সমুৎ-প্রি=উন্নতিভাষ, বৃদ্ধি।

প্রিত (ত্রি) প্রি-ক্ত (ক্র্যকঃ ক্রিতি। পা ৭২১১১) ইতি ইভাগম-নিবেধঃ। ১ সেবিত। ২ আশ্রিত। (সিদ্ধান্তকো) ৩ পক।

“অরঃ সর্গঃ সমতালঃ প্রিতঃ ক্রকৃৎগোষ্ঠীঃ” (রামায়ণ ৫৫৩২৮)

কোন কোন গ্রহে ‘পৃত’ এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়।

প্রিতবৎ (ত্রি) প্রি-ক্তবৎ (ক্র্যকঃ ক্রিতি। পা ৭২১১১) ইতি ইভাগমো ন। সেবাকারক। (সিদ্ধান্তকো)

প্রিতি (ত্রি) প্রি-ক্তিন্। আশ্রয়ভক্ত। “প্রিতি প্ররপার্থঃ।”

(ধক্ ২১৪৬ সারঙ্গ)

প্রিয়ম্ভ (ত্রি) প্রিয়ঃ মভা শব্দার্থ।

প্রিয়ম্ভো প্রি-কথ্যে (হাস্যন)। মভলের ভক্ত।

প্রিয়ংমন্ডা (ত্রি) আশ্রয়ঃ প্রিয়ঃ মভতে। প্রি-মন-থ ততঃপ।

(বোপদেব) বিনি আশ্রয়কে প্রি বলিয়া মভত করেন অর্থাৎ বিনি বয়ঃ আপনাকে লক্ষী বলিয়া মনে করেন।

“মদ্যেব প্রিঃ প্রিয়ংমন্ডা প্রিয়ংমন্ডো মূবা হরিঃ।” (ভট্ট ৫৭২)

প্রিয়ম্ভে (ত্রি) প্রি-কসেন্ (হাস্যন)। প্রিঃ ভক্ত, শোভার নিমিত্ত। (ধক্ ৫৪২৩ সারঙ্গ)

প্রিয়া (ত্রি) প্রিঃ (বিহু) গমী।

প্রিয়ানিত্য (পু) এককাল পণ্ডিত। ইহার পুত্র দ্বিগুণ ও পৌত্র ত্রৈলোক্য।

প্রিয়ানকুল (পু) প্রিয়ংমন্ডা

কোন কোন রাগমালাগ্রন্থে উক্ত ভগবতুল এবং কঠিনেপে বৃক্ষপত্র
নিবন্ধাবস্থার উল্লিখিত বসিরা উল্লিখিত হইয়াছে।

ইহার সিদ্ধ, মালব, গৌড়, ভগবতুল, কুন্ড, গভীর, পবিত্র বা
আম্বক ও বিহাগর নামক আটটি পুত্র; ইহারের মধ্যে গৌড়
নামের স্থানে কেহ কেহ কল্যাণ কেহ বা হানীর পাঠ করেন।

কল্লিমাধ শ্রীরাগকে প্রথম রাগ বলিয়া এবং সৌরী, সোনা-
হনী, ধবলী, রুদ্রাণী, মালকোশ বা কোমিকী ও মেঘগাভারী নারী
জাহার হরতি ভাষার বিবর নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার
মতেও হনুমন্তের জার আটটি পুত্রেরই উল্লেখ দেখা যায়। তবে
গৌড়, পদ্ম ও বিহাগর স্থানে বাক্রমে কল্যাণ, আম্বক ও
বিগড়া লিখিত হইয়াছে।

সোমেশ্বরের মতেও এই রাগটি প্রথম রাগ এবং মালবী বা
মরবা, জিবেণী বা তিরবরী, গৌরী, কেমারী, মধুমাধবী ও
পাহাড়িকা বা পাহাড়ী নারী হরতি রাগিণী ইহার ভাষা এবং
পূর্বোক্ত মতবাদের অনুরূপ আটটি পুত্র বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।
এই মতে শিশির ঋতুতে এই রাগ ও ভদীর রাগিণীসমূহ গীত
হইয়া থাকে।

ভরতের মতে উক্ত রাগ পঞ্চম এবং উহার সিদ্ধবী, কাকী,
চুম্বরী, বিচিত্রা, শিরহটি বা সোরটী এই পাঁচটি রাগিণী ও শ্রীমণ্ড,
কোলাহল, সামন্ত, পদ্মরগ, রাকেশ্বর, খটরাগ, বড়হংস ও বেশকার
নামক আটটি পুত্র; এই পুত্রগণের আবার বংশাধিকার বিদ্যা,
ধায়া, কুন্ডা, সুবনী, পরলা, কেশা, লম্বরেখা ও প্রবতী নারী
আটটি ভাষা নির্দিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীক (পুং) পকিতেব। শ্রীকর্ণ বা শ্রীবাসক নামক পক্ষী।

শ্রীকৰ্ণ (পুং) শ্রী: শোভা কৰ্ণে বত। ১ শিব, মহাদেব।

(অমর) ২ কুরুজাদলমণে। ইহা হস্তিনাপুরের উত্তরে
অবস্থিত। (হেম) ৩ পক্ষিবিদেব। বৃহৎসংহিতায় এই পক্ষী
এক ভাসু প্রভৃতি কণ্ঠকগুলি পক্ষী ব্রীংসজক বলিয়া উল্লিখিত
হইয়াছে। বাজাদি কালে ইহারা হস্তিপদাঙ্গে থাকিলে শুভ
ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

ব্রীংসজা ভাসু-ভবক-কপি-শ্রীকর্ণবিহঙ্গাঃ।

শিখি-শ্রীকৰ্ণ-শ্রীকৰ্ণ-কৰ্ণ-ভ্রোণাশ কপিপাঃ ॥ (বৃহৎসং ৮৩০৮)

শ্রীকৰ্ণ, বৈভবিতোপদেশ গ্রন্থ ও কুরুমাধবীর চীকাগ্রপেতা।

শ্রীকৰ্ণ, কএকজন প্রাচীন কবি ও পণ্ডিত। ১ সুহৃৎবৃত্তাবলী-
গ্রপেতা। ২ বৃত্তরসাবলীকারচরিতা। ৩ বৃন্দাবনকাব্যচীকা
নামক গ্রন্থকর্তা। ৪ একজন কবি। ইহার কাব্যে রাজা
শ্রীমন্তদেবের নাম পাওয়া যায়। ৫ শ্রীপত্নের পুত্র ও মণ্ডনের
কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি মথুরা সমাসামিক ছিলেন। অপরচিত
শ্রীকৰ্ণচরিতকাব্যে ইহার উল্লেখ আছে।

শ্রীকৰ্ণক, রসকৌরবী নামক নাট্যসাহিত্যচরিতা।

শ্রীকৰ্ণকৰ্ণ (পুং) ১ শিবের স্বর্গ। ২ মন্থরের গলা।

শ্রীকৰ্ণভীর্ষ, ভিক্রমচরিতা। ইনি মহাদেব ভীর্ষের শিষ্য।

শ্রীকৰ্ণ-দন্ত, ব্যাখ্যাকুরুমাধবী নামক বৈভবিতোপদেশচরিতা।

শ্রীকৰ্ণ (বীক্ষিত) শর্পণ, তর্কমকাশ নামক জারসিদ্ধান্ত-
মন্ত্রীচীকাগ্রপেতা। ইনি কালীবাণী ও বিশ্বনাথ পণ্ডিতের
পুত্র বলিয়া আখ্যাত।

শ্রীকৰ্ণনিময় (পুং) শ্রীকৰ্ণ, মহাদেব, শিব।

শ্রীকৰ্ণ পণ্ডিত, ১ যোগেশ্বরাবলী নামক তত্ত্বগ্রন্থচরিতা।
২ প্রপঞ্চসার চীকাগ্রপেতা সিদ্ধান্তের পিতা। ইনিও এক
জন সুপণ্ডিত ছিলেন।

শ্রীকৰ্ণপদ্মলাভন (পুং) শ্রীকৰ্ণ ইতি পদং লাহনং বত।
১ ভবভূতির উপনাম। ইনি মালভীমাধবাধি করেক খানি
নাটক প্রণয়ন করেন। [ভবভূতি দেখ]

শ্রীকৰ্ণ ভট্ট, পদ্মকুরুমাধবিকরচরিতা ভাকরের স্বক। মহা-
দেব ভট্টের পুত্র।

শ্রীকৰ্ণ মিশ্র, কারকখণ্ডন ও কারক-খণ্ডন-মণ্ডন নামক দুই
খানি ব্যাকরণগ্রপেতা।

শ্রীকৰ্ণ শঙ্কু, বৈভবিতোপদেশ-চরিতা। প্রযোগামৃত নামক
গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে।

শ্রীকৰ্ণশিব (পুং) শঙ্কুনাথ শিবের নামান্তর।

শ্রীকৰ্ণশিব আচার্য্য, ব্রহ্মহরিতাভা ও শাবর মহাত্ম্যগ্রপেতা।

শ্রীকৰ্ণসখ (পুং) শ্রীকৰ্ণ মহাদেবের সখা সমাসে উচ্-
প্রভারঃ। কুবের। (হলায়ুধ)

শ্রীকৰ্ণীয় (ত্রি) শ্রীকৰ্ণসম্বন্ধীয়।

শ্রীকল্লা (স্ত্রী) শ্রী: শোভা ভবক: কল্লা বতঃ। বজ্রা-
কলৌটকী। (রাজনি)

শ্রীকর (স্ত্রী) ১ রক্তোৎপল। (ত্রিকাভূষণ) (পুং) ২ বিহু।
(ত্রিকা) (ত্রি) ৩ শ্রীকারক, শোভাজনক, সৌন্দর্য্যসম্পাদক।

শ্রীকর, ১ পতাবলীমৃত একজন কবি। ২ একজন বর্ণশাস্ত্র-
কার। বিজ্ঞানেশ্বর ও শূলপাণি ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।
৩ একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবকরণ। মাধবীর বাহুবলী নামক গ্রন্থে
ইহার উল্লেখ আছে।

৪ জিগুরহম্বরী-পুজন গ্রপেতা।

শ্রীকর আচার্য্য, ১ দায়নির্ণয়চরিতা। ২ ব্যাখ্যামৃত নামক
অমরকোষচীকাগ্রপেতা।

শ্রীকরনন্দী, একজন বাঙ্গালী কবি। বসন্তের রূপেনশাহের
সেনাপতি পরাগস বী সিন্ধবক বিবর করিয়া মোতাখানী অফিসে
বাস করেন। উহার বয়ে, কবীজ পরমেশ্বর, শ্রীপদ পদভ

মহাভারত অম্ববাদ করিয়াছিলেন। পরাগলপুত্র ছুটীবাও পিতার জায় বীর ও বিদ্যাংশাহী ছিলেন। পিতার দৃষ্টান্তানুসারে তিনিও শ্রীকরণ নামীকে দিয়া 'অম্বমেধপর্ব অম্ববাদ করান। কবির জীবৎকালে হুসেনশাহের পুত্র নসরৎশাহ চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন।

"উক্ত মহাভারতের রচনার ভাষা বাঙ্গলাপ্রসিদ্ধ হইলেও মনোরম। গ্রন্থ মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক বিষয়ের উল্লেখ আছে। পরাগল খাঁর মৃত্যুর পর হুসেনশাহ ছুটীবাঁকে চট্টগ্রাম-প্রদেশের সেনাপতিপদে বরণ করেন। নসরৎশাহ এই ছুটীবাঁকেই ত্রিপুরাবিজয়ে পাঠাইয়া দেন—

"তান এক সেনাপতি লব্বর ছুটিখান"

ত্রিপুরার উপরে করিল সন্নিধান ॥

চাটিগ্রাম নগরের নিকট উত্তরে।

চত্রেখের পর্বতকন্ডরে ॥ • • •

কেণী নামে নদী বেষ্টিত চারিধার। •

পূর্বদিকে মহাগিরি পার নাহি তার ॥

লব্বর পরাগল খানের তনয়।

সময়ে নির্ভয়ে ছুটিখান মহাশয় ॥"

বলা বাহুল্য যে, এই যুদ্ধে ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ধনুমানিক্য ও তাহার সেনাপতি চরচাগ মুসলমানসেনাকর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াও আপনাদের ভীমবীৰ্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মুসলমানগণ ত্রিপুরাশৈলের জলবান্ধু সহ করিতে না পারিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

শ্রীকর নিশ্র, অলঙ্কারতিলকরচয়িতা।

শ্রীকরণ, স্থতিগ্রন্থকারভেদ। (শ্রীকৃতকর্তৃকালকারকৃত দায়-ভাগাভাগ্য মোকের টীকা)

শ্রীকরণ (ক্লী) শ্রী: ক্রিয়ভেদেনেনতি কৃ-লুট্ করণে। লেখনী; কলম, পেন ইত্যাদি। (শব্দরত্না°) (পুং) ২ কারহুজাতির শাখাভেদ, মণীজীবী বলিয়া এই আখ্যা।

শ্রীকর্ণ (পুং) পক্ষিবিশেষ। (বৃহৎ স° ৮৬৩৮)

শ্রীকর্ণদেব (পুং) চণ্ডেশ্বরভেদ। [চন্দ্রোজ্জয় দেখ।]

শ্রীকল্লট (পুং) লিঙ্গপুরুষভেদ। (রাজতর° ৫৭১)

শ্রীকাকোলম, মাজার প্রেসিডেন্সীর গজাম জেলার চিকাকোলাস্বর্গত একটি প্রাচীন নগর। বর্তমান কালে চিকাকোল নামে প্রসিদ্ধ। এখানে প্রাচীনকালে কলিঙ্গ রাজগণের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। কোন্ সময়ে কলিঙ্গপতিগণ এই রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া কলিঙ্গপত্তনে রাজপাট পরিবর্তন করেন, তাহার লিপিবদ্ধ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এখানকার কোট বা দুর্গস্থিত আজনেরখানীর মন্দির

অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন হইলেও মন্দির মধ্যস্থ হনুমান মূর্তিটার প্রাচীনত্ব সন্দেহ কোনরূপ সন্দেহ জন্মে না। স্থানীয় শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই স্থানে এক গৃহের বাড়িতে কুপথনকালে ছয় খানি তাম্রকলক বাহির হয়। ঐ ব্যক্তি পুরাতন তাম্রবোধে ঐগুলিকে বাজারে বিক্রয় করিতে লইয়া যায়। তদানীন্তন বিচারপতি গ্রাহাম সাহেব ঐ সংবাদ পাইয়া উহা ক্রয় করেন এবং মাস্ত্রাজের সেণ্ট্রাল মিউজিয়ামে ঐগুলি পাঠাইয়া দেন। হুংখের বিষয় একখানি তাম্রশাসন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে পাঁচ খানি অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা হইতে কলিঙ্গরাজ গজবংশীর ইন্দ্রবর্মা, অনন্ত বর্মার পুত্র দেবেন্দ্রবর্মা দেবেন্দ্রবর্মার পুত্র সত্যবর্মা এবং অপর একজন নন্দপ্রভজন বর্মা নামক রাজগণের নাম পাওয়া যায়। ইন্দ্রবর্মার বংশীয় এই রাজগণ সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর পলাতক বেলী বংশের একটি শাখা হইবেন। অম্বমান হয় ১৭৭-১০০৪ খৃষ্টাব্দে পূর্বচোলকাকোলা অরাজকতা উপস্থিত হইলে এই রাজবংশ মতকোকোলন করিয়াছিলেন।

শ্রীর মহম্মদ খাঁ নামক নিজামের অধীনস্থ একজন মুসলমান সর্দার হিন্দু বিষয়েবর বশবর্তী হইয়া একটি দেবমন্দির ধ্বংস করেন এবং তাহারই মালমসলার এখানে ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে বহু অর্থ ব্যয়ে একটি কুমা মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। এতদ্বিধি ১৬২০ খৃষ্টাব্দে বিনির্মিত আখা খাঁর একটি মসজিদ ও আরও কতকগুলি ভগ্নপ্রায় মসজিদ স্থানীয় মুসলমান-প্রভাবের সাক্ষ্যদান করিতেছে।

হায়দরাবাদ রাজসরকারের অধিকার কালে শ্রীকাকোলে যে সকল মুসলমানকর্ণচাচী শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত ছিলেন, নিম্নে তাহাদের নাম উদ্ধৃত হইল।

মুন্ডাফা খুলে খাঁ	১৬৪০ খৃঃ
শ্রীর মহম্মদ খাঁ	১৬৪১ "
মহম্মদ খা	•
মহম্মদহসন খাঁ	১৬৪২ "
রত্নম বিল খাঁ	১৬৪৭ "
সনাবল খাঁ	১৭২২ "
অমাহুলা খাঁ	১৭২৩ "
রাজা বিজয়রামরাজ	১৭২৪ "
হাফিজ উল্লী খাঁ	১৭২৫ "
মহাফিজ খাঁ	১৭৪০ "
জাকর আলী খাঁ	১৭৪২ "
সোরীন্ খাঁ	১৭৪৫ "
সৈয়দ মহম্মদ ভদ্রাবুল হোসেন	১৭৪৮ "
ইব্রাহিম খাঁ	১৭৪৯ "

আনবার উপরূক (মুসি)	১৭৫৬ খৃ
সালর জল বাঁধার	ঐ
আনবার আলী খাঁ	১৭৫৭

আনবারআলী এখানকার পৈতৃ শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহার পুত্র বাংলাজা মহম্মদআলী কর্ণাটকরাজ্যের নবাবপদে অভিষিক্ত হন। এই সময় হইতে শ্রীকাকোল বিজয়নগর-রাজবংশের শাসনাধীন হয়।

রাজার বাইবার পথের ধারে বৃহদীন্দ্রী আউলিয়ার একটি সুন্দর সমাধিমন্দির বিদ্যমান। ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে বৃহদীন্দ্রীনের মৃত্যু হয়। নগরের ৪ মাইল উত্তরে রাজপেট ও সিংহপুরম্ গ্রামদ্বয়ের মধ্যস্থিত বরহমপুর বাইবার রাস্তার ধারে দুইটা প্রাচীন প্রস্তরস্তম্ভ দৃষ্ট হয়। উহা কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা স্থাপিত হইরাছিল, তাহার প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করিবার উপায় নাই। নগর সন্নিকটস্থ লাহুলিয়া নদীতীরস্থ পথের ধারে একটি গও-শৈলোপরি বহুসংখ্যক লিঙ্গমূর্তি খোদিত আছে। স্থানীয় লোকের ঐ পর্লুতকে 'কোটিলালু' বলিয়া থাকে। নগরের দক্ষিণপশ্চিমে নদীর অপর পারে "বুরেলা বা পুরেলা কোট" নামে একটি ইষ্টক-নির্মিত অষ্টকোণবিজয়স্তম্ভ বিদ্যমান রহিয়াছে। তৎকালকার শোক-মুখে ভরা বার বে, যথক্ষেত্র নিহত মুসলমান সেনাদলের মাথার খুলি লইয়া ঐ স্তম্ভ নির্মিত হইরাছিল। [চিকাকোল দেখ।]

শ্রীকান্ত (পুং) শ্রিয়াঃ কান্তঃ। লক্ষ্মীপতি, বিষ্ণু। (শব্দরত্নঃ) শ্রীকান্ত, বৃহদ্রদেশের গড়বাল রাজ্যের অন্তর্গত একটি গিরিশৃঙ্গ। তাপীতী নদীর একটি বাঁকের তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ৩০°৫৭' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৫১' পূঃ। এই শৃঙ্গ হুমুড় ও সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ২০২২৬ ফিট উচ্চ। শাহারাপুর হইতে এই চূড়া দৃষ্ট হয়।

শ্রীকান্ত, রামবিলাসরচয়িতা হরিনাথের গুরু।

শ্রীকান্তভট্ট, জ্ঞানকলহরীটাকাগ্রন্থতা।

শ্রীকান্তমিশ্র, পদ্মবার্হচক্রিকা নামী গীত-গোবিন্দটাকা ও চক্রিকানারী ব্যাকরণগ্রন্থ প্রণেতা।

শ্রীকাম (ত্রি) ধনধাত্তাদি সম্পত্তিকামনাকারী। (ঐতরেয়ব্রা° ১.৫)

শ্রীকারিন্ (পুং) শ্রির শোভাঃ করোতীতি কৃ-ণিনি। যুগ-বিশেষ। পর্যায়,—শিবযুগ, কুরঙ্গ, মতাবন, বন, বেগিহরিণ, জম্বাল, জাম্বিকাধর। উহার মাংসের গুণ—দ্রব ও বলকারক।

শ্রীকালজী (শ্রীকালহতী) মাদ্রাজপ্রেসিডেন্সীর উত্তর আর্কট জেলার কালহতী জমিদারীর অন্তর্গত একটি নগর। তিরুপতি রেলস্টেশন হইতে এই নগর ১৫ মাইল উত্তরপূর্ব-কোণে অবস্থিত। এখানে বাহুলিকের একটি মন্দির স্থাপিত আছে। এখান, ব্রহ্মা, শিবশ্রী বিশ্বকর্মা দ্বারা ঐ মন্দির নির্মাণ করাইয়া

তদ্বাধ্য ভগবান্ মহাদেবের বারমর্শুর্ন্ত স্থাপন করাইরাছিলেন। গোলমাজপণ ঐ মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করিয়া উহার আরতন বর্ধিত করিয়াছিলেন। তৎপরে বিজয়নগরপতি কৃষ্ণদেব রায় বহুবার উহার সংকার সাধন করেন। [কালহতী দেখ।]

শ্রীকুট (পুং) মালব প্রকৃতি যেনে প্রসিদ্ধ অন্ন বড়কবিশেষ; ইহা প্রসেধরোগের সার্বভার হিতকর। প্রস্তুত প্রণালী—নিঃসেহীকৃত তিল বা সর্ষপের কঙ্কের সহিত তক্র, কশিখ, আমরুলি, মরিচ, কৃষ্ণজীরা ও চিতা এইগুলি একত্র পাক করিলে ত্যাহাকে শ্রীকুট বা কল্পবৃক্ষ বলে। (বাভটটঃ)

শ্রীকুঞ্জ (স্ত্রী) সরস্বতীতীরস্থ তীর্থভেদ। (ভারত বনপর্ব)

শ্রীকুণ্ড (স্ত্রী) তীর্থভেদ। (ভারত বনপর্ব)

শ্রীকুণ্ডপুরম্, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলার অন্তর্গত একটি গওগ্রাম। বলরপত্তনম্ নামক নদীর একটি প্রধান শাখার দক্ষিণকূলে স্থাপিত। অক্ষা° ১২°৩' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৩৪' পূঃ। এখানে দুর্ভব মন্দির (মাবল) জাতির বাস আছে। কুলো-তরী রাজবংশের অধীন হোয়ালি সামন্তরাজের আশ্রয়ে মাবলিগণ এখানে আসিয়া বাস করে। এখানে খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে মালিক ইবনদ্বীনার কর্তৃক স্থাপিত একটি সুপ্রাচীন মসজিদ আছে।

শ্রীকূর্মম্, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গজামজেলার চিকাকোল তালুকের অন্তর্গত একটি প্রাচীন তীর্থ, শ্রীকাকোল নগর হইতে ৮মাইল পূর্বে সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত। এখানে ভগবান্ নারায়ণের কূর্মমূর্তি স্থাপিত একটি প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান আছে। মন্দিরের স্থলপু্রাণে অভি প্রাচীন পৌরাণিক আখ্যাসমূহ বিবৃত আছে। মন্দিরের দেওয়ালে ও স্তম্ভগায়ে অনেকগুলি শিলা-লিপি দৃষ্ট হয়। তদ্বাধ্য (১) ১২৫২ খৃষ্টাব্দে রাজা অনন্তভীমদেবের উৎকীর্ণ ভূমিদানপ্রশতি। (২) ১২৩১ খৃষ্টাব্দে ভাস্করদেবরাজার মন্দিরকৃৎ গ্রামদানোপলক্ষে উৎকীর্ণ। (৩) ১২৭০ খৃষ্টাব্দে চালুক্যরাজ বিমলাদিত্যের বংশধর রাজরাজের আত্মীয় বিজয়াদিত্য চক্রবর্তীর। (৪) বীর ভাস্করদেবরাজার মন্দিরবন্দীর রামদেব কর্তৃক ১২৩৫ খৃঃ উৎকীর্ণ। (৫)-রাজা প্রতাপ বীর শ্রীসিংহদেবের রাজ্যকালে (১২৭৫ খৃঃ) মন্দিরের কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক দেবপূজার্থ উত্তান দানোপলক্ষে। উক্ত বীর শ্রীসিংহ দেব সম্ভবতঃ সরকার-প্রদেশ-প্রসিদ্ধ লাহুলিয়ারুসিংহদেব। (৬) উক্তরাজ প্রতাপশ্রী বীর সিংহদেবের রাজ্যকালে ১৩৪৫ খৃঃ দ্বিকতি ধর্মরাজের মন্ত্রী শিষ্টু অন্ন্যতপ্রধানীকর্তৃক দেবপূজার্থ উত্তানদানের ব্যয়দানজ্ঞাপক। (৭) রাজা রাজদেবের (১২ ৭ খৃঃ) পুত্র যুক্রবোক্তদেবের চক্রবর্তীর এবং এতদ্বিধ ঐ সময়ের আরও নবুখানি শিলালিপক মন্দিরগায়ে রহিয়াছে।

জন্মের উপরিতাপে তারও কতকগুলি প্রাচীন অঙ্করে লিখিত লিলালিপি দৃষ্ট হয়। এই সকলের এখনও পাঠোদ্ধার হয় নাই, এবাদ, পূর্বে ইহা শৈবমন্দিরসঙ্গে বিদিত ছিল, রানাহুলাচাধ্যের সময় ইহাতে বিকৃত কুর্পরূপ প্রতিলিপি হইয়াছে। তদবধি এই স্থান একটা পবিত্র বৈষ্ণবতীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। প্রায়শ্চুত গ্রন্থের ৩৬ অধ্যায়ে ইহার সবিশেষ বর্ণনা আছে।

এই মন্দিরের কতকগুলি শিল্পচিত্রাঙ্কিত প্রস্তর মূল্যমানের। অন্যত্র লইয়া গিয়া একটা মসজিদ পায়ে সংরক্ষণ করিয়া দিয়াছে। কতকগুলি এখনও শ্রীকাকোলের দুর্গ মধ্যে সংরক্ষিত আছে।

শ্রীকৃষ্ণ (পুং) বাণেশ্বর সাধনাভেদ।

শ্রীকৃষ্ণ (পুং) বাহুদেব। ইনি বারকানাথ, বশোদাজীবন, নন্দ-নন্দন প্রভৃতি নামে পূজিত। মগধভারতে ইনি অর্জুনের সারথি ও গীতার প্রবক্তা। [কৃষ্ণ দেখ।]

শ্রীকৃষ্ণ, ১ ঈশ্বরবিশ্বাসকাব্যরচয়িতা। ২ ঘটকর্ণদীপিকা নামী তত্ত্বগ্রন্থপ্রণেতা। ৩ দেতুবন্ধ টীকাবক্তা। ৪ বতীজ-মর্দদীপিকা-প্রণেতা শ্রীনিবাস দাসের পুত্র। ৫ একজন কবি, পণ্ডিত কৃষ্ণক নামেও পরিচিত। ৬ কান্তীদীপ্যচরিত, নন্দী-চরিত, পঞ্চদশিকবিবরণীকা, পঞ্চমরী টীকা, বৃহৎ পারাশরী প্রজাপতিচরিত, লক্ষ্যোদ্ভাত ও লীলাবতীটীকা প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতা। ৭ নলোদয়টীকা-প্রণেতা। ৮ ভগবদ্গীতা-টীকা-রচয়িতা। ৯ ব্যুৎপত্তিবাদটীকা-প্রণেতা। ১০ বিবাদার্ণবতন্ত্র গ্রন্থের একজন সঙ্কলয়িতা। ১১ শুদ্ধিবিবেকটীকারচয়িতা। ইনি কৃষ্ণবিশ্ব নামেও পরিচিত ছিলেন। ১২ সাংখ্যদ্বৈতিকাব্যাখ্যা, সাংখ্যদ্বৈতপ্রক্ষেপিকা ও সাংখ্যদ্বৈতবিবরণপ্রণেতা, ১৩ জয়তীর্থ-কৃত জ্ঞানের দীপিকার ভাবপ্রকাশ নামক টীকারচয়িতা ইনি তিরুমলাচাধ্যের পুত্র ছিলেন। ১৪ লঘুপঙ্খিত নামক গ্রন্থ রচয়িতা। পুরুষোত্তমের পুত্র ও রঘুনাত্থের পৌত্র। ১৫ লঘুবাদ নামক ব্যাকরণরচয়িতা। যুধিষ্ঠিরের পুত্র। ইনি ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

শ্রীকৃষ্ণ, ১ দাক্ষিণাত্যের একজন রাজা। ইহার বংশ ভগ্নাত্তো-নিধি বা ভূতিনমহর্ষণ গ্রন্থ রচিত হয়। ২ একজন হিন্দু নরপতি। মহাভারতের ভ্রাতা। ইনি বেণাত্তকরত্নপ্রণেতা অমলানন্দের প্রতাপালক ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণআচার্য্য, ১ কুর্ভাক নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ২ চক্রিকা নামী ব্যাকরণরচয়িতা। ৩ নারায়ণসারসংগ্রহ নামক গ্রন্থ-কর্তা। ৪ প্রৌঢ়ব্যাক্ত নামক বেণাত্তগ্রন্থরচয়িতা। ৫ বাদার্ণ-চূড়ামণি ও শব্দকোষভট্টিকা-প্রণেতা। ৬ শুদ্ধীদীপিকা-প্রভা নামী ভোক্তাগ্রন্থরচয়িতা। ৭ ভূতিকাণ্ডবলী প্রণেতা। ৮ ঐত-রেয়োপনিষৎ ও ঐতর্য্যসংগ্রহ ও ভক্তনামসমুদায়রচয়িতা। ইহার

পিতার নাম যুক্তিপারায়ণ। ৯ মজ্জিমাবলী নামী আনন্দলহরী-টীকা রচয়িতা। ইনি বরভাচার্য্যের পুত্র।

শ্রীকৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ, নবদ্বীপ একজন সুপ্রসিদ্ধ নৈরায়িক। তিনি বৈদিকশ্রীকীর ব্রাহ্মণ, শ্রীকীর আচার্য্যর বলে জ্ঞান ও যুক্তিগত অসাধারণ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপনিবাসী রামমারায়ণ তর্কপঞ্চাননের নিকট জ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি সুবিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হন। অতঃপর তিনি জগদীশকৃত লক্ষ্যশক্তিপ্রকাশিকার টীকা, রঘুনাত্থ শিরোমণিকৃত পদার্থতত্ত্বের টীকা, জ্ঞানপ্রকাশিকা ও জ্ঞানমহা-বলী নামক চারিখানি জ্ঞানশাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শেষোক্ত গ্রন্থখানি জ্ঞানশাস্ত্রের সারসংগ্রহ। উক্ত গ্রন্থ নৈরায়িক প্রবর লিখিয়াছেন—

“নব্য প্রাচীনতাত্ত্বিকসম্বন্ধার্থধারানবীমতা।

তত্ত্বতে কৃষ্ণকান্তেন জ্ঞানমহাবলী মতা।”

তাঁহার রচিত জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগের টীকা তাঁহার যুক্তিশাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয়হল। ইহা ভিন্ন তিনি গোপাললীলা-মৃত, চৈতন্যচৈতন্যমৃত ও কামিনীকান্দৌলুক নামে তিনখানি কৃত কাব্য রচনা করেন। এবাদ, নবদ্বীপবিপত মহারাজ শ্রীগিরিশচন্দ্রের সময়ে নবদ্বীপের উত্তরের মাঠে ভূগর্ভ হইতে এক গোপালমূর্তি উদ্ধৃত হয়। সেই ঘটনা অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণকান্ত গোপাললীলামৃত রচনা করিয়াছিলেন। এই বিগ্রহ অতাপিও কৃষ্ণনগর রাজবাটিতে পূজিত হইতেছেন।

জ্ঞানবুদ্ধ কৃষ্ণকান্ত বড়ই আত্মভিম্বানী ও অহঙ্কৃত ছিলেন। বুদ্ধ্যাকালে তাঁহাকে তিরস্ক করা হইলে তাঁহার কোন নিকটাত্মীয় তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, বিদ্যাবাগীশ খুঁড়া! গলায় আনা গেল, প্রণাম করুন। তখন বিদ্যাবাগীশ উত্তর করিলেন, বাপু হে! আনা গেল নহে, আনা রহিল। আমি গেলে নব-দ্বীপের পনের আনা বাইবে। আনা মাত্র অবশিষ্ট রহিল বলিয়া বুদ্ধাশ্রয়শাস্ত্রিত কবি নরোত্তম প্রোক্তা রচনা করিয়া আত্মভি করিয়াছিলেন—

“অধিগগনমনেকাত্মারাবীপ্তিভাষঃ

প্রতিপুংসপি দীপা দর্শয়ত প্রভৃৎ।

দিশি বিশি বিলম্বতে সূর্য্যভোক্তাপোতাঃ

সবিতরি পরিভূতে কিং লোটকবালোক।”

তাঁহার বংশধরগণ অতাপি নবদ্বীপে ও পূর্ব্বহরীতে বাস করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ন্যবাস্তব। সংক্ষেপ-ভাগবতামৃত ও হরিনামাবলিবেক রচয়িতা। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। [চৈতন্য দেখ।]

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপুরী, একজন প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক, ইহার রচিত একখানি বেদান্ত বিবরণ গ্রন্থ পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাক্ষরী, ষাণ্ময়গুণের শেষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কংস কারাগারে জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ দিন ভাদ্রাষ্টমী, ঐ তিথি জন্মষ্টমী নামে প্রসিদ্ধ। [জন্মষ্টমী দেখ।]

শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী, যুগ্মদেব প্রতিমা বিশেষ। পঞ্চরাত্র ও ব্রহ্ম-সাহিত্যের ইহার বিষয় বর্ণিত আছে। শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তীপূজা, শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তীব্রত, শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তীমাহাত্ম্য ও শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তীসংস্করণ নামক গ্রন্থ ইহার বিবরণ বিশেষভাবে বিবৃত আছে।

শ্রীকৃষ্ণজীবন, বিনামার্গবতঙ্গ গ্রন্থের একজন সংগ্রহকার।

শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার, নবদ্বীপবাসী একজন বিখ্যাত স্মার্ত্ত। মালদহ জেলায় ইহার আদিবাস ছিল, পরে নৃত্যশাস্ত্র অধ্যয়নার্থ ইনি জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে আগমন করেন এবং এখানে শিক্ষা সমাপন হইলে পূর্বহলী গ্রামে জটনৈক ব্রাহ্মণ-কন্ডার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর নবদ্বীপে চতুশ্রী স্থাপন পূর্বক ইনি অধ্যাপনার প্রবৃত্ত হন। সংস্কৃতশাস্ত্রবিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিত কোলকাত্তক লিখিয়াছেন যে, ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের প্রাপ্য বয়স ছিলেন; ইতরায় খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইনি জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

ইনি কীমূর্ত্তবাহনকৃত দায়ভাগটীকা ও দায়ক্রমসংগ্রহ নামে দায়ভাগ সম্বন্ধীয় দুই খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দায়ভাগের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে এই গ্রন্থখানি দায়ভাগের নিয়মানুসারিত লাভ করিয়াছে। দায়ভাগের একরূপ বিশদ টীকা আর নাই। এই টীকা সম্প্রদর্শিত দেখিয়া তৎপত্রবর্ত্তী অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ গোপাল ভায়ালাকার নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণের পুস্তক অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করেন। তদবধি ঐ গ্রন্থই নবদ্বীপে অদ্বীত হইয়া আসিতেছে।

কোলকাত্তক সাহেব দায়ক্রমসংগ্রহের ইংরাজী অনুবাদ করেন। স্বাক্ষরিকরণে দায়ভাগ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মত লাদরে গৃহীত হইয়া থাকে।

ভায়ালাকারেও ইনি বিশেষ সুৎপন্ন ছিলেন। সাহিত্যের লক্ষণা ও অর্থাদি বিচার করিয়া ইনি সাহিত্যবিচার নামে একখানি ভায়ালাকার রচনা করিয়া যান।

২ তর্কালঙ্কার ও ভট্টাচার্য্যোপাধিক অপরা একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। ইনি তর্কসংগ্রহ নামে অপরা একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীকৃষ্ণদীক্ষিত, ১ দীমাংসা-পরিভাষা-প্রণেতা। ইনি শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মন নামেও পরিচিত ছিলেন। ২ রূপাবতার নামক ব্যাকরণ প্রণেতা। ৩ ঔৎসাহিক প্রয়োগপ্রণেতা। ইনি যজুস্বরের পুত্র।

শ্রীকৃষ্ণায়বাসীশতট্টাচার্য্য, নবদ্বীপবাসী একজন সুপণ্ডিত। ইনি জানকীনাথ তর্কচূড়ামণিকৃত ভায়ালাকারমঞ্জরীর ভাব-দীপিকা নামে টীকা প্রণয়ন করেন। ইহার পিতার নাম গোবিন্দ ভায়ালাকার। পিতার উপাধি অনুসারে পুত্রও ভায়ালাকার উপাধিতে পরিচিত ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণভট্ট, ১ একজন প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী। ইনি পরে ষষ্ঠাধিকার তীর্থ নামে খ্যাতি লাভ করেন। ১০০০ খৃঃ ইহার তিরোধান ঘটে। ২ লিখার্ক সম্প্রদায়ের একজন আচার্য্য। ইনি বামনভট্টের ও পদ্মকর ভট্টের পূর্ব গদীতে উপবেশন করেন। ৩ একজন কবি। ৪ অপরাধকীর ও পূর্বকীর প্রয়োগ নামক গ্রন্থের প্রণেতা। ৫ সুভাষিতরঙ্গকোষ প্রণেতা।

শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক, মন্ত্ররত্ননামক তন্ত্রগ্রন্থ-প্রণেতা।

শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব, চরকভাষ্য ও সাহিত্যসুখাসুখনামক দুইখানি গ্রন্থ রচয়িতা।

শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রন, ১ রসপ্রকাশ নামক অলঙ্কার প্রণেতা। ২ পদ্ম-মঞ্জরীকাব্যরচয়িতা।

শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রী, ১ কৃষ্ণরাজচন্দ্র প্রণেতা। ২ সুভাষিতরঙ্গ-প্রকাশ নামক ব্যাকরণগ্রন্থ প্রণেতা। ৩ প্রসিদ্ধ সাধু রঘুনাথ তীর্থের পূর্বনাম। ১৪০০ খৃষ্টাব্দে ইহার তিরোধান ঘটে।

শ্রীকৃষ্ণ স্মৃক, যোগসারসংগ্রহরচয়িতা।

শ্রীকৃষ্ণ সরস্বতী, ভগবান্ কৌমুদী প্রণেতা। লক্ষ্মীধরচাণ্ড্যের পুত্র।

শ্রীকৃষ্ণসার্বভৌম (ভট্টাচার্য্য), নবদ্বীপবাসী একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। নৃত্যশাস্ত্রে তাঁহার অসুত প্রার্থ্য ও পাণ্ডিত্য ছিল, খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে নবদ্বীপ ধামে জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে নাটোরের রাজা রামজীবন রায় রাজত্ব করিতেছিলেন। [নাটোর ও রাজশাহী দেখ।]

শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপে প্রকৃতিশালী পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইলে বিদ্যোৎসাহী রাজা রামজীবন তাঁহাকে আশ্রয় দেন এবং তিনি একজন রাজসভাপণ্ডিত বলিয়া গণ্য হন। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রচিত কৃষ্ণপদ্যমৃত এবং ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে পদ্যকল্লোল নামক গ্রন্থের নবদ্বীপে প্রচারিত হয়, দুইখানি গ্রন্থই কৃষ্ণলীলাবিবরণ। ইহাতে কবিত্বেরও যথেষ্ট পরিচয় আছে। পদ্যকল্লোলে কবি এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন।

“পাশ্বে নারকরেণবোড়শমিতে শ্রীকৃষ্ণশর্মা স্মরন্
জানন্দ প্রদানন্দনন্দনপদমধ্যগ্রন্থিৎ হ্রাদ।

চক্রে কৃষ্ণপদ্যকল্লোলবচনং বিদন্ মনোরঞ্জনঃ

শ্রীলীলকৃষ্ণরামজীবনরায়রাজাধিরাজাভূতঃ।”

শ্রীকৃষ্ণসূত্র, কপূরমঞ্জরী নাটকের একজন টীকাকার।

শ্রীকৃষ্ণানন্দ আগমবাণীশ, নববীপের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ই-ই বঙ্গদেশে তাত্ত্বিকপূজাপদ্ধতি প্রচারের প্রধান গুরু। বাঙ্গালার আগমবাণীশ তট্টাচার্য বলিয়াই ইঁহার খ্যাতি। নববীপ ইহার অন্য স্থান এবং মহেশ্বর গোড়াচার্য ইহার পিতা। মহেশ্বর গোড়েশ্বর হইতে নববীপে আসিয়া বাস করেন, তাঁহার পাণ্ডিত্যপ্রতিভা তাঁহাকে নববীপে পণ্ডিতসমাজে গোড়াচার্য আখ্যা দান করিয়াছিল। উক্ত মহাশয়ের ছোট পুত্র কৃষ্ণানন্দ ও কনিষ্ঠ মাধবানন্দ সহস্রাব্দ।

কৃষ্ণানন্দ ঐতিহ্যে মহা প্রভুর সমসাময়িক ছিলেন। কাব্যাদি পাঠ শেষ করিয়া তিনি বাসুদেব সার্কভোমের নিকট তত্ত্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যোরতর তাত্ত্বিক হইয়া উঠেন। তাঁহার ভ্রাতা মাধবানন্দ কুলদেবতা গোপাল দেবের উপাসক ছিলেন। এত কারণে উভয় ভ্রাতার মধ্যে মধ্যে বিবাদ বাধিত। প্রবাদ, এক সময়ে তাঁহাদের বাগানের কদলী বৃক্ষে এক কাদি মর্তমান কদলী পড়িয়াছে। ভ্রাতৃত্বের ঐ রক্তা স্রুপক হইলে স্ব স্ব ইষ্টদেবতাকে অর্পণ করিবেন স্থির করিলেন। একদিন কৃষ্ণানন্দ কোন কার্যোপলক্ষে নিকটবর্তী গ্রামান্তরে গিয়াছিলেন, তিনি তথা হইতে আসিয়া ঐ স্রুপক রক্তা বীর ইষ্টদেবীকে নিবেদন করিবেন বাসনা করিয়া ক্রতপদে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন; ইত্যবকাশে মাধবানন্দ ভ্রাতার অজুপহিতের সুযোগ পাইয়া সেই কদলীকন্দ কাটিয়া লইয়া শ্রীগোপাল দেবের মন্দিরে উপনীত হইলেন। এই সময়েই কৃষ্ণানন্দ বাটীতে আসিয়া দেখিলেন গাছে কাদি নাই। তখন তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধ হইল। তিনি ইহা মাধবের কর্ম জানিয়া তাঁহার প্রাণসংহারে কৃত-সংকল্প হইলেন।

বাটীর চারিদিকে মাধবের অশ্রবণে ঘুরিতে ঘুরিতে কৃষ্ণানন্দ ক্রমে গোপালের গৃহ সমীপে আসিয়া উপনীত হইলেন। ঠাকুর-গৃহ ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। তিনি দ্বারের অন্তরাল হইতে দেখিলেন, মাধবানন্দ ইষ্টদেব গোপালকে পক রক্তাগুলি নিবেদন করিয়া দিতেছেন। ইহা ছাড়া তিনি ভিতরে আর বাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয় পুলকে পূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার হৃদয়নিহিত সমুদায় ক্রোধ একেবারে তিরোহিত হইল। তগবতী কালিকা দেবী গোপালকে ক্রোড়ে লইয়া আপনি রক্তা ভক্ষণ করিতেছেন ও গোপালকে গাভরাইতেছেন। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি আপনাকে কৃতার্থমুগ্ধ ও ভ্রাতাকে ধন্তজ্ঞান করিলেন এবং বুঝিলেন গোপাল ও কালীতে ভেদজ্ঞান বিড়ম্বনা মাত্র।

এই সময়ে বঙ্গদেশে তত্ত্বশাস্ত্রের প্রবল আলোচনা চলিতে ছিল। কৃষ্ণানন্দ দেখিলেন যে তাত্ত্বিকগণ তত্ত্বশাস্ত্রের প্রকৃত ও বিদ্বৎ মত প্রবগত হইতে না পারিয়া কেবল তত্ত্বের ঘোঁরাই দিয়া

নির্ভরতা ও পর্বাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন এবং মূঢ়পানে ঐকান্ত হইয়া পাণের কলকমর সলিলে অবগাহন করিতেছেন। তাঁহার চিত্ত ইতঃপূর্বে সংকুত ও পরিবর্তিত হইরাছিল। তিনি সাধারণকে তত্ত্বার্থ অবগত করাইবার জন্য তত্ত্বশাস্ত্রের সারসঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার রচিত সারসংগ্রহের নাম তত্ত্বসার। ঐ গ্রন্থে তিনি শাক্ত ও বৈষ্ণবমতাবলম্বীদিগের দেব ও দেবীর উপাসনা ও পূজাপদ্ধতি অতি সুলভ ও বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন। তত্ত্বমতে সাধিকপূজা কিরূপে সুসম্পন্ন করিতে হয়, তাহাও তিনি বিশেষ ভাবে নিজ গ্রন্থ মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বর্তমান কালে কাণ্টিকী অমাবত্যা রাত্রিতে যে শ্রামাপূজা হইয়া থাকে, সেই শ্রামামূর্ত্তি ও তাঁহার পূজাপদ্ধতি আগমবাণীশ তট্টাচার্যের কীর্তি। পূর্বে ঐ রূপ পূজা প্রচলিত ছিল না। তৎকালে মূর্ত্তি প্রকাশিত না থাকায় পূজাদি সমস্ত কার্যই ঘটে নির্বাহ হইত। আগমবাণীশ কর্তৃক ঐ মূর্ত্তি প্রকাশিত হইলেও সেই ঘটস্থাপনা একেবারে রহিত হয় নাই। অত্য়াপিও উহা প্রচলিত রহিয়াছে। কৃষ্ণানন্দ প্রথমে যে ঘট স্থাপন করিয়া পূজা করিতেন, অত্য়াপি তাঁহার বাটীতে সেই ঘট বিদ্যমান আছে। তাঁহার বংশধরেরা অত্য়াপিও ঐ ঘট পূজা করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণানন্দ কর্তৃক শ্রামামূর্ত্তিনির্মাণ সম্বন্ধে বাঙ্গালার সর্বত্র এই রূপ একটা জনশ্রুতি আছে—আগমবাণীশ তট্টাচার্য শক্তিমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করিতে বাসনা করেন। তত্ত্বোক্ত ধ্যানমুসারে কিরূপে “বরাভরকর” গঠিত করিবেন এবং পদদ্বয়ই বা কিরূপ রঙ্গে রঞ্জিত হইবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তিনি বিশেষ চিন্তামুগ্ধ হন। তাঁহাকে চিন্তাঘিত দেখিয়া দেবী এসময় মনে প্রত্যাদেশ করিলেন, বৎস! কল্যাণ প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া তুমি যে মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিবে, তাহাতেই আমার বরাভরকর ও ভ্রমরের বিবর জানিতে পারিবে। পরদিবস প্রাত্যুষে কৃষ্ণানন্দ যখন শয্যা ত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, তখন তিনি সম্মুখে এক কৃষ্ণবর্ণা গোপরমণীকে দেখিতে পাইলেন। ঐ রমণী স্থিরযৌবনা, লোকলজ্জার তরে অতি প্রত্যুষে উঠিয়া গোময় দিতেছিল। সে দক্ষিণপদ অগ্রবর্তী করিয়া গৃহভিত্তিতে সংলগ্ন করিয়াছিল এবং বামপদে নিকটস্থ ভূমিতে দণ্ডায়মানা হইয়া বামহস্তবর্ত্ত গোময় পিণ্ড হইতে দক্ষিণ হস্তে অন্নায় গোময় লইয়া ভিত্তিগাত্রে একেপ করিতেছিল। পরিশ্রমাদিক্যে তাহার মুখমণ্ডল হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হওয়ায় এবং উত্তরহস্তের পৃষ্ঠদেশ দিয়া ললাটের দ্বারমোচনের চেষ্টা করার, ললাটস্থ সিন্দূর বিন্দুর দ্বারা তাহার জয়মূল লোহিতরাগে রঞ্জিত হইরাছিল। ঐ সময়ে মন্তকের বস্ত্র বহানপ্রভৃৎ ও কেশরাশি আলুসারিত হওয়ার তাহাতে এক অদ্ভুতপূর্ণ জ্য

আদিরা পড়িয়াছিল। কৃষ্ণানন্দ ঠিক সেই সময়ে তাহার সম্মুখ-
বর্তী হইলেন। গোপনমণী স্বভাবসুলভ লজ্জাবশতঃ পিতৃত
মিত কাটরা দাঁড়াইলে আগমবাণীশ ঐ মূর্তি হইতে দেবীর
বরাভরণাদি স্থির করিয়া তদবধি স্নাত্তিতে নিত্য ঐ দেবী প্রতিমা
নির্মাণপূর্বক পূজাতে স্নাত্তিতেই বিসর্জন করিতেন। আগম-
বাণীশের পূজায় কোনরূপ বলিদান বা মাদকতার সংশয় ছিল না।
আগমবাণীশের প্রকাশিত ঐ শ্রামাশ্রুতি আগমেশ্বরী নামেও
খ্যাত। তাঁহার বংশধরগণ অজ্ঞাপি ঐ মূর্তির পূজা করিয়া থাকেন।
তত্ত্বগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার পৌত্র ও হরিনাথের পুত্র
গোপালও তত্ত্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তত্ত্বদীপিকা নামে
তাঁহার রচিত একখানি সুবৃহৎগ্রন্থ পাওয়া যায়।

ঐকেশব (পুং) ঐক্যকেশবচাৰ্য্য নামক একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত।
ঐক্রমতত্ত্ব, তত্ত্বসারোক্ত একখানি তত্ত্বশাস্ত্র। বৃহৎ ঐক্রম-
তত্ত্ব নামে আরও একখানি তত্ত্ব পাওয়া যায়, শাক্তানন্দ তর-
ঙ্গীতে উহার উল্লেখ আছে।

ঐক্রিয়ারূপিণী (স্ত্রী) রাণী।

ঐক্ষেত্র [জগন্নাথ দেখ।]

ঐখণ্ড (পুং স্ত্রী) শ্রিয়ঃ শোভায়াঃ খণ্ড ইব যত্র। ১ চন্দন-
ভেদ, হরিচন্দন।

“অন্যুক্তং বিপরীতকারিণি তব শ্রীখণ্ডচর্চাবিবং।”

(ঐগোবিন্দ ৯।১০)

রাজনির্ঘণ্টে উক্ত হইয়াছে যে, বেটু ও সুকড়িভেদে শ্রীখণ্ডচন্দন
দুই প্রকার, তন্মধ্যে বাহা অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত বেলী রেহুয়ু
এবং বাহ্য অর্থাৎ বেল তত্ত্বভাবে স্তরে স্তরে বিভক্ত,
তাহার নাম বেটু; আর যে গুলিতে কিছু মাত্র রেহু ভাগ আছে
বলিয়া বোধ হয় না অর্থাৎ বাহা একেবারে নীরস তাহাকে
সুকড়ি বলে।

“চন্দনং দ্বিবিধং প্রোক্তং বেটুসুকড়িসংজ্ঞিতম্।

বেটুস্ত সাত্রবিচ্ছেদং স্বয়ং শুক্লং সুকড়িঃ ॥”

গুণ—কটু, তিক্ত, গীতল, কষায়, বৃষা, মুখরোগগ্র, কাস্তিশ্রম
এবং পিত্ত, স্রাব, বমি, জ্বর, ক্রিমি, তৃষ্ণা ও সন্তাপবিনাশক,
গাত্রাদিতে ইহার প্রলেপ দিলে সুমিষ্টার আবির্ভাব হয়। (রাজনি)

[চন্দন দেখ।]

ঐখণ্ডশৈল (পুং) বল্লভপর্বত। (গীতা ১।১৭)

ঐগণেশা (স্ত্রী) শ্রীরাধার নামান্তর। (পঞ্চরত্ন ৫।৪।৬০)

ঐগমিত্ত (স্ত্রী) দৃঢ়তাব্যভেদ। ঐগমের বাহ্যল্যপূর্ণ এবং
পৌরাণিক প্রধান ঘটনা অবলম্বনে ইহা রচিত।

ঐগন্ধ (স্ত্রী) শ্বেতচন্দন। (বৈজ্ঞানিক)

ঐগর্ভ (পুং) ঐর্গর্ভেভ্যঃ। ১ বিহু। ২ খড়্গ।

“অসির্বিবশনঃ খড়্গস্তীক্ষ্ণধারো দ্বয়াদয়ঃ।

ঐগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্ম্মশালো নমোহস্ত তে ॥” (ভিষ্যদিত্য)

ঐগর্ভ, কান্নীরের একজন রাজকবি। ঐকর্ভের পিতা। ইনি
কবি মন্ডের সমসাময়িক ছিলেন।

ঐগর্ভকবীন্দ্র, পদ্মাবলীযুত একজন কবি।

ঐগর্ভরত্ন (স্ত্রী) মূল্যবান প্রত্নর।

ঐগিরি (পুং) চারুগিরি, অপর নাম ঐশৈল।

ঐগুণলেক্ষা (স্ত্রী) কান্নীরের অনেক রাণী। (রাজতরং ৮।১৬০১)

ঐগুপ্ত, মন্ডের সমসাময়িক একজন বীমাঙ্গক। ঐকর্ভেরিতে
ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ঐগুপ্ত, যগন্দের গুপ্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ষটোৎকচ
গুপ্তের পিতা।

ঐগ্রহ (পুং) শ্রিয়ঃ গ্রহো যত্র। পক্ষীদিগের পানীর খালা।
পর্ষায়—শকুনিপ্রপা। (হারাবলী)

ঐগোন্দ, (ঐগোবিন্দ), বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আম্বননগর
জেলার দক্ষিণস্থ একটা উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৭২৫ বর্গমাইল।
ভীমানলীর উপত্যকা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত এবং সাধা-
রণতঃ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৯০০ ফিট উচ্চ বলিয়া ইহা অধিত্যাকা-
রূপে পরিগণিত। এই ভূভাগ উত্তরপূর্ব হইতে ক্রমশঃ ঢালু
হইয়া দক্ষিণে ভীমাতটে ও দক্ষিণপশ্চিমে তাহার গোড় নামক
শাখাতটে বাইরা সমতলক্ষেত্রের সহিত মিশিয়াছে। উত্তরপূর্বে
২৫০০ ফিট উচ্চ প্রশস্ত অধিত্যাকারিত্বত্ব একটা গণ্ডশৈল।
বোম্বেনদ্রাফ রেলপথ এই উপবিভাগের উত্তরদক্ষিণে চলিয়া
গিয়াছে। এখানে নানারূপ শস্যাদি জন্মে।

২ উক্ত জেলার উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ১৮°
৪১' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৪৪' পূঃ। এখানকার চারিটা প্রাচীন
মন্দির ও সিন্দেব্রাজের দুইটা বাগভবন দেখিবার জিনিস।
গোবিন্দ নামক একজন চামারজাতীয় বৈষ্ণবসাধুর নামানুসারে
এই নগরের নাম ঐগোবিন্দ হইয়াছে। তৎপরে অপভ্রংশে ঐগোন্দ
নামে পরিচিত হইয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে চামরগোন্দ নামেও
অভিহিত করেন।

ঐগোবিন্দপুর, পদ্মাবল্লভেশের শুকলাসপুর জেলার অন্তর্গত
একটা নগর। বতলা হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণপূর্বে ইরাবতী
নদীতে অবস্থিত। অক্ষা° ৩১° ৪১' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৪৪' পূঃ।
শিখণ্ডক অর্জুন এইস্থান ক্রম করিয়া বীর পুত্র হরগোবিন্দের
নামানুসারে ঐগোবিন্দপুর নগর পত্তন করেন। শিখদিগের নিকট
এই স্থান অতি পবিত্র। গোবিন্দের বংশধর জালন্ধর যোরাবের
অন্তর্গত কতীরপুরবাসী শিখগুরুগণ এখানকার অধিকারী।

শ্রীগোষ্ঠী, কাবেরীদেবীর দক্ষিণে মণিসুন্দরীতটে অবস্থিত একটা দেবকোষ। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অন্তর্গত শ্রীগোষ্ঠীমাহাত্ম্যে ইহার বিবরণ পাওয়া যায়।

শ্রীগ্রাম (পূং) এক শ্রীচীনা গ্রাম। এখানে শ্রীমোক্তিকেশ্বরের নারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। তৎকাল তিনি শ্রীগ্রামের আখ্যা প্রাপ্ত হন।

শ্রীগ্রামর (পূং) শ্রীমোক্তিকেশ্বরের নারায়ণের নানান্তর।

শ্রীঘন (পূং) শ্রীরাব্ধা ঘনঃ। ১ বৃন্দদেব। বৌদ্ধবতি। (অমর)
(কী) শ্রীরা ঘনম্। ২ দধি। (জটায়র)

শ্রীচক্র (কী) শ্রীরাচক্রম্। ত্রিপুরারামদেবীর পূজাব্যবস্থার। এই বস বা চক্র সাধারণতঃ স্ফটিক, হিতি, প্রলম্বাখ্যক; তন্মধ্যে অষ্টপদ, বোড়পদ, বৃহদ্রস, ভৃগুহর ও চতুর্দারবিশিষ্ট চক্রগুলি স্ফটিক; দ্বি, দশ বা চতুর্দশ অরক (আরা) বিশিষ্ট, এই তিন প্রকার চক্র দ্বিতীয়ক এবং বিন্দুযুক্ত, ত্রিভুজ অথবা অষ্ট-কোণাকৃতি, এই ত্রিবিধ চক্র সংহারাত্মক।

“বিন্দুত্রিকোণবজ্রকোণদশারম্ভ-

মবল্লসাগলসঙ্গতবোড়শারম্।

বৃহদ্রসক ধরীসদনত্রয়ঞ্চ

শ্রীচক্ররাজমুদিতং পরদেবতায়ঃ” (যামল)

উক্ত চক্র সিন্ধুর কুমুদ প্রভৃতি দ্বারা লিখিয়া সুবর্ণ, রক্ত, পঞ্চরস, স্ফটিক ও তাম্রাদি দ্বারা উৎকীর্ণ করিতে হয়।

ভূতভৈরবতন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক দেবীর স্ব নির্দিষ্ট বস্ত্রাঙ্গনকালে যদি কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে অর্থাৎ এক দেবীর পূজাকালে ভ্রম ক্রমে অন্য দেবীর নির্দিষ্ট চক্র অঙ্কিত হইলে অথবা প্রকৃত চক্র অঙ্কিত হইয়াও যদি তাহার রেখা, মুখ প্রভৃতির অঙ্গন সমভাবে না হয় তাহা হইলে স্বয়ং ভূতভৈরব পূজাকারীর বশাসর্ব্ব্ব অপহরণ করেন এবং সেই লোক তত্তদ্ব রক্তমাংসে বীর পারণা সম্পন্ন করেন।

“অকুশা স্তমসং রেখাং নালিখা স্তমসং মুখং।

যোহয় চক্রং প্রবর্ত্তেত তত্ত্ব সর্ব্বং হরামাহং”

বস্ত্রা বস্ত্র স্থিতির্দেবি তত্র তাং নার্কয়েন্ দধি।

তদ্বাস্ত্রধিরৈবৈব পারণা তত্ত্ব জায়তে” (ভূতভৈরবতন্ত্র)

উক্ত তন্ত্রে আরও বিবৃত হইয়াছে যে, রাত্রিকালে কোন রূপ চক্র অঙ্কিত করিবে না; প্রমাদবশতঃ যদি কেহ ইরূপ করে তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ অভিশপ্ত হইতে হইবে।

“ন রাত্রাবক্ষয়েন্ বস্ত্রং সাধকস্ত কপাটন।

প্রমাদানঙ্কিতে বস্ত্রে শাপো ভবতি তৎক্ষণাৎ” (ভূতভৈরব)

বৃহদ্রসভৈরবতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, স্ফটিকাভ্যন্তরে হস্ত পরিমিত অতি “সুন্দর চক্র বা বস্ত্র প্রস্তুত করিবে; রক্তাদিতে

নির্মাণ করিতে হইলে ঐ সকল রক্তের পরিমাণ ইচ্ছানুসারে এক, দুই, তিন অথবা চারি তোলাক পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে; তাহার অধিক মিলে প্রাশস্তির্ভা হইতে হয়।

উক্ত তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই চক্র রক্ত বা রক্তোদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া তাহাতে দেবীর পূজা করিলে, সর্ব্ববিধ বিনাশ হয় এবং পৃথিবীতে অস্তিত্বরূপ জন্ম অনায়াসে পাওয়া যায়।

১০ ভাগ স্বর্ণ, ১২ ভাগ তাম্র ও ১৬ ভাগ রৌপ্যের পদম্পর্শ সংমিশ্রণে চক্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পূজা করিলে অগ্নিমানি অষ্ট সিদ্ধির অধিপতিত্ব এবং পরমসৌভাগ্য লাভ হয়। প্রবাল, পদ্মরাগ, ইন্দ্রনীল, বৈদূর্য্য, স্ফটিক, মরকত প্রভৃতি মণিরামিতে চক্র নির্মাণ করিয়া পূজা করিলে নিশ্চয়ই ত্রীপুত্রবশোধনাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাম্রে কান্তি, সুবর্ণ শঙ্কনাশ, রক্ততে শুভ-ফল ও স্ফটিকে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। এই সকল ফল কেবল শ্রীচক্র বলিয়া নহে, চক্র মাত্রকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে; অর্থাৎ যে কোন বস্তুই হউক না কেন তাহা উক্ত প্রকারে নির্মাণ করিয়া তাহাতে পূজা করিলে ঐ সকল ফল পাওয়া যায়।

তন্ত্রসারান্বিতে উক্ত হইয়াছে, কোনরূপ চক্র বা বস্ত্র স্ফটিক, অগ্নিদগ্ধ অথবা চৌরাপকৃত হইলে নিতান্ত সংঘত হইয়া এক দিন উপবাস ও সাতিশর ভক্তিসহকারে লক্ষ জপ, হোম, তর্পণ, শুক-পূজা এবং ব্রাহ্মণভোজন প্রভৃতি কার্য্য করিতে হইবে। লক্ষ জপ করণানন্তর তাহার দশাংশ পরিমিত হোম এবং তদদশাংশ পরিমিত তর্পণ বাবহেয়। কাহার কাহারও মতে অমৃত পরিমিত জপ করিলেও চলিতে পারে।

তন্ত্রে লিখিত আছে, ইচ্ছা করিয়া যদি কেহ চক্র তত্ত্ব স্ফটিক বা তাহার কোন চিহ্ন লোপ করে, তবে সেই ব্যক্তি অচিরেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, একারণ উহা কোন প্রধানতম তীর্থে, গঙ্গাদি নদীতে অথবা সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিতে হইবে, বা করিলে পরিণামে বার পর নাই দুঃখগস্ত হইতে হয়।

গঙ্গা, পুন্ডর, নর্ম্মদা, যমুনা, গোদাবরী, গোমতী, গোমুখী, গয়া, প্রয়াগ, বদরিকাশ্রম, বারাণসী, সিন্ধু, রেবা, সেতুবন্ধ, সর-স্বতী প্রভৃতি তীর্থে গমনে যাদৃশ ফল হয়, শ্রীচক্র ভদ্রপেক্ষা সহস্র কোটি ফল গদ। লোকে শত বজ্র, বোড়প মহামান, সার্ব্বত্রিকোটি তীর্থস্নান ইত্যাদি করিয়া যে ফল লাভ করে, সাতিশর ভক্তিসহকারে একমাত্র শ্রীচক্র দর্শন করিলেই সে সেই সকল ফল অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (তন্ত্রসার)

২ ইন্দ্রের রথচক্র। ৩ ভূচক্র, পৃথিবী।

শ্রীচণ্ড (পূং) কথাসরিংসাগরবর্ণিত ব্যক্তিত্বম্।

(কথাসরিংসং ১০।১৪২)

শ্রীচন্দন (স্ত্রী) খেতচন্দন। (বৈভবকনিধং)
 শ্রীচমরী (স্ত্রী) চমরীমুগভেদ। (বৈভবকনিধং)
 শ্রীজ (পুং) শ্রিয়ঃ জায়তে জন-ভ। ১ কামদেব। ২ শাশ্ব।
 শ্রীজয়সিংহ, দেবারের একজন রাণা। রত্নসিংহের পুত্র। ইনি
 খৃষ্টাব্দ ১৪৮৮ খ্রীস্টাব্দীয় আরম্ভে বিজয়মান ছিলেন।
 শ্রীচক (পুং) কামরীমাস্তর্গত স্থানভেদ। (রাজতর ৫৩১০)
 শ্রীণা (স্ত্রী) শিরিণা। রাজি। (নৈবট্ট ১১৭)
 শ্রীতরু (পুং) শালবৃক্ষ। (বৈভবকনিধং)
 শ্রীতল (স্ত্রী) নরকভেদ। (বিষ্ণুপুং)
 শ্রীতাল (পুং) মল্লরদেশপ্রসিদ্ধ তালবৃক্ষ সদৃশ বৃক্ষবিশেষ।
 পর্যায়—মুহুতাল, লক্ষীতাল, মুহুহুদ, বিশালপত্র, লেখারি, মসী-
 লেখদল, শিরালপত্রক, যামোদামুহুত। গুণ—মধুর, শীতল, দীপ-
 কষায়, পিত্তর, কফর, জ্বরদ্বাতপ্রকোপণ। (রাজনিং)
 শ্রীতীর্থ (স্ত্রী) তীর্থভেদ। (মহাভারত বনপর্ক)
 শ্রীতেজস্ব (পুং) বুদ্ধভেদ। (ললিতবিস্তর ৫১১)
 শ্রীদ (পুং) শ্রিয়ঃ দদাতীতি দা-ক। ১ কুবের। (অমর) (ত্রি)
 ২ শোভাদাতা, যে সৌন্দর্য্য দান করে।
 শ্রীদত্ত, ১ নৈবদীয় পূর্ণভাগটাকা-প্রণেতা। ২ জৈনেন্দ্র-
 ব্যাকরণগোক্ত একজন প্রাচীন পণ্ডিত। ৩ ভট্টোপাধিক
 একজন কবি।
 শ্রীদত্তমৈথিল, আচার্য্যদর্শ, আবল্যধাধানপদ্ধতি, ছন্দোগলিক,
 পিতৃভক্তি বা শ্রাদ্ধকর, ব্রতসার, সময়প্রদীপ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা।
 কমলাকর এবং আচার্য্যগ্রন্থে দিবাকর ইহার মত উদ্ধৃত
 করিয়াছেন।
 শ্রীদয়িত (পুং) বিষ্ণু। (যোগদেব)
 শ্রীদর্শন (পুং) কথাসংস্কৃতসংস্কৃত ব্যক্তিভেদ। (কংসা ৭৩৬৭)
 শ্রীদশাক্ষর (পুং) দশটীর পদযুক্ত মন্ত্র।
 শ্রীদাক্ষিনগর (স্ত্রী) নগরভেদ। (তারনাথ)
 শ্রীদামন (পুং) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখ্যভেদ। (হরিবংশ)
 শ্রীদুর্গায়জ্ঞ (স্ত্রী) দুর্গাদেবীপূজার্থ তন্ত্রোক্ত ব্রহ্মবিশেষ।
 শ্রীদেব, ১ যোগদীপিকা নামী জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা। ২ স্মৃতিভাষ্য-
 প্রকাশপ্রণেতা। ৩ সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার যাজ্ঞিকদেবের নামান্তর।
 [যাজ্ঞিকদেব দেখ।]
 শ্রীদেব আচার্য্য, সিদ্ধান্তস্বাক্ষরী নামক বেদান্তগ্রন্থপ্রণেতা।
 শ্রীদেব পণ্ডিত, পরিভাষ্যপ্রতি নামক ব্যাকরণপ্রণেতা।
 শ্রীদেব শব্দ, শাস্ত্রসমুদয়প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ নন্দ পণ্ডিতের
 পিতা। গ্রন্থকারের উক্তি হইতে জানা যায় যে তাঁহার পিতা
 সর্বশাস্ত্রবিৎ ছিলেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ের অনেকগুলি গ্রন্থ
 রচনা করিয়া গান।

শ্রীদেবা (স্ত্রী) বহুদেবগণী। হুদেবা বা সন্দেবা ইহার নামান্তর।
 শ্রীদেবী, দেবগণির বাববরাজগণের অধীন সামন্ত ইন্দ্ররাজ
 (নিকুন্ডের) মহিষী। ইনি সগরজাতীয়া ছিলেন। স্বামীর
 মৃত্যুর পর পুত্রের অভিভাবিকারূপে খান্দের শাসন করেন।
 (১১৫৬-১১৬৫ খৃঃ)
 শ্রীদেবীসিংহ দেব, যোগপ্রদীপ নামক যোগশাস্ত্রীয় একখনি
 গ্রন্থরচয়িতা।
 শ্রীধন (স্ত্রী) গ্রামভেদ। (তারনাথ)
 শ্রীধনকটক, একটা প্রসিদ্ধ বৌদ্ধচৈত। (তারনাথ)
 শ্রীধর্মীপুরী, একটা প্রাচীন দেবতীর্থ। শ্রীধর্মীপুরীমাহাত্ম্যে
 এই পুণ্যক্ষেত্রের সবিশেষ পরিচয় আছে।
 শ্রীধর, অরুণোদয়ী সমীপদেশস্থ একজন সামন্তরাজ। (১১৫৭ খৃঃ)
 ইনি কলচুরীরাজ বিজয়ের অধীনে সামন্তপদে অভিষিক্ত
 ছিলেন।
 শ্রীধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্ শ্রিয়া ধরঃ। ১ বিষ্ণু।
 “নামী নঃ প্রভবন্তি পাপপরিপবঃ স্বামী নহু শ্রীধরঃ” (ব্রহ্মবৈবর্ত-
 ২ ভূতাইদভেদ। (হেম) ৩ শালগ্রামচক্র। ব্রহ্মবৈবর্ত-
 পুরাণে শ্রীধর চক্রের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে যে, উহা অতি ক্ষুদ্র
 চিহ্নকবিশিষ্ট, বনমালাবিভূষিত এবং গৃহীদিগের সম্পদদাতা।
 “অতি ক্ষুদ্র চিহ্নকব বনমালাবিভূষিতম্।
 শ্রীধরং দেবি বিজ্ঞেয়ং শ্রীপ্রদং গৃহিণাং সদা॥” (ব্রহ্মবৈবর্তপুং)
 শ্রীধর, ১ একজন আভিধানিক। হুন্দরগণিকৃত ধাতুরস্বাক্ষরে
 ইহার উল্লেখ আছে। ২ অমরকোষটাকাপ্রণেতা। অশোচ-
 রচয়িতা। ৩ কাত্যায়নশ্রোতসুত্রভাষ্যকার। ৪ কালবিধান-
 পদ্ধতিপ্রণেতা। ৫ অটমলবিলাস নামক দীপ্তিকার। ৬ নিত্য-
 কর্মপদ্ধতিপ্রণেতা। এই গ্রন্থখানি শ্রীধরপদ্ধতি নামেও পরি-
 চিত। ৭ পাণ্ডবপ্রতাপপ্রণেতা। ৮ বিশ্বামিত্রসংহিতা নামক
 দীপ্তিকার।
 শ্রীধর আচার্য্য, একজন প্রাচীন জ্যোতির্বিদ। গণকতরঙ্গিনী
 মতে ৬৯১ খৃঃ ইহার জন্ম। ভাস্করাচার্য্য বীজগণিতে এবং
 কেশব ভাস্কর পদ্ধতিতে ইহার মত উল্লেখ করিয়াছেন। অরুণ-
 নবনীতটাকা, গণিতসার, ত্রিশতীগণিতসার, পদ্ধতিসর, পাটী-
 সার, লীলাবতী, শ্রীধরপদ্ধতি, শ্রীপতিপদ্ধতি ও শ্রীধরীর নামক
 জ্যোতিঃশাস্ত্র ইহার রচিত বলিয়া প্রকাশ। উপরিউক্ত গ্রন্থ-
 নিচয় হইতে মনে হয়, এই নামে কে একজন জ্যোতির্বিদ
 প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।
 শ্রীধর আচার্য্য যজ্ঞ, (আদি) স্মৃত্যর্থসাররচয়িতা। এই গ্রন্থে
 তিনি যজ্ঞ গোবিন্দরাজ ও তীর্থসংগ্রহকারের মত এবং হেমাজি
 বীর গ্রন্থে তাঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঋতস্মৃতি তাঁহার

রচিত শ্রীধরীর নামে একখানি ধর্মশাস্ত্র পাওয়া যায়। প্ররোগ-পারিজাতে ও সংসারকোত্তরে উক্ত গ্রন্থের পরিচয় আছে। ইহার পিতার নাম বিষ্ণুভট্ট উপাধ্যায়।

শ্রীধর কবি, রামরসায়ন নামক কাব্যরচয়িতা।

শ্রীধর দাস, লক্ষিকর্ণামৃতপ্রণেতা। ১২০৪ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচয়িত হন। ইহার পিতা বটুদাস বঙ্গেশ্বর লক্ষণসেনের সেনাপতি ও পরম ব্রহ্ম ছিলেন।

শ্রীধর দীক্ষিত, ১ প্ররোগবৃত্তিপ্রণেতা। ২ নামপ্ররোগপদ্ধতিপ্রণেতা।

শ্রীধরনন্দিন্, একজন প্রাচীন কবি।

শ্রীধরপতি, দানচক্রিকাবলীরচয়িতা।

শ্রীধর ভট্ট, ১ ব্যবহারলক্ষণীকোষপ্রণেতা। ২ লপিগুণীপিকা

নামক গ্রন্থরচয়িতা। ৩ পদার্থধর্মসংগ্রহের জায়কন্দলী নামক টীকাপ্রণেতা। ইহার পিতার নাম বলদেব, মাতা অকোকা এবং পিতামহের নাম বাচস্পতি। দক্ষিণরাঢ়ের অন্তর্গত ভূরিপুষ্টি গ্রামে ইহার জন্ম হয়। পাণ্ডুরাম নামক জনৈক হিন্দুরাজার উৎসাহে ১১১ খৃষ্টাব্দে (যতাব্দে ৯৮৯ খৃঃ) উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীধর মিশ্র, ১ দানপত্রিকা, ব্রহ্মবৈক্যবণ্ডন ও শুদ্ধজ্ঞাননিরাদর নামক গ্রন্থত্রয়রচয়িতা। ২ বৈভবমোৎসব ও বৈভামৃত নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

শ্রীধর সরস্বতী, রামশ্রীপাদশিষ্য হরিহরানন্দের শিষ্য এবং সিদ্ধান্ততত্ত্ববিন্দুসঙ্গীপনরচয়িতা পুরুষোত্তম সরস্বতীর গুরু।

শ্রীধরসাক্ষিবিগ্রহিক, কাব্যপ্রকাশবিবেকপ্রণেতা।

শ্রীধর সূরি, আচারপদ্ধতিপ্রণেতা।

শ্রীধরসেন (পুং) রাজভেদ। বলভীনগরে ইহার রাজধানী ছিল। ভট্টকাব্যপ্রণেতা কবি ভট্টহরি ইহার সভার বিদ্যমান ছিলেন। (ভট্ট ২২৩৫)

শ্রীধরস্বামিন্, অপ্রসিদ্ধ টীাকার। ইনি পরমামন্দের শিষ্য। সুবোধিনী নারী ভগবদগীতা টীকা, ভগবদগীতাসারটীকা, ভাবার্থগুণীপিকানারী ভাগবতপুরাণটীকা, আত্মপ্রকাশ নামক বিষ্ণুপুরাণটীকা, বেদভূতিটীকা, ব্রজবিহার প্রভৃতি গ্রন্থ ইনি রচনা করেন। পঞ্চাবলীতে ইহার রচিত কতকগুলি উৎকৃষ্ট শ্লোক পাওয়া যায়। পদার্থপ্রকাশিকা নারী একখানি পুরাণ-টীকা ইহার লেখনীগ্রন্থত বলিয়া শুনা যায়। গ্রন্থকার স্বকৃত আত্মপ্রকাশে চিংড়নের টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। বেদভূতি টীকাখানিও ইহার ভাগবতপুরাণটীকা হইতে সংগৃহীত। ইনি ভাবার্থগুণীপিকার গুরু অভিমত ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

“পরমানন্দপাদাঙ্কনশ্রীঃ শ্রীধরোহরোৎসবঃ।

শ্রীধরঃ পরমানন্দ নৃহরিঃ সদ্গুরুঃ স্বয়ম্।

বিবৃতাং তদ্বক্তেনেতৎ নতু সত্যভিবেদবাৎ।

১. মলবুদ্ধিরহং কৃষ্ণপ্রেম কিং কিং ন কারয়েৎ।”

শ্রীধরানন্দ, বিষ্ণুপাদবৈক্যশাস্ত্রভিত্তিকপ্রণেতা।

শ্রীধরানন্দ যতি, পাভল্লরহস্ত নামক বোণশাস্ত্ররচয়িতা।

শ্রীধরেন্দ্র, ভট্টদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা, খণ্ডদেব এই নামে পরিচিত ছিলেন। [খণ্ডদেব দেখ।]

শ্রীধরোল্লনগর (স্ত্রী) নগরভেদ।

শ্রীধাত্রী (স্ত্রী) শিরামলকী, শিরা আমলা। (রসকোমলী)

শ্রীধামন্ (স্ত্রী) লক্ষীর বাসস্থান (পদ)। (ভাগ ১০।৭২।৮)

শ্রীনগর, ১ কানপুরের অন্তঃপাতী একটি নগর। ২ বুদ্ধেন্দ্র-খণ্ডের অন্তর্গত একটি নগর।

শ্রীনগর, উত্তরভারতস্থ পশ্চিমহিমালয় প্রদেশের কান্দীর রাজ্যের রাজধানী। কান্দীরের “হ্যাপি ভেলী” (Happy valley) নামক উপত্যকার মধ্যস্থলে নানা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে অবস্থিত। ইহার পাদতল দিরা সিয়াম নদী প্রবাহিত এক উত্তরপশ্চিমে উচ্চ চূড়াবলী গিরিশ্রেণী বিস্তারিত। অক্ষা° ৩৪° ৫’ ৩১’’ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৫১’ পূঃ।

সিয়াম নদীর উত্তর তীরে প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া শ্রীনগর রাজধানী অবস্থিত। সহরের দুই অংশে বাতাসাতের লজ্জ এই নদীকে সাতটা সেতু আছে। এখানে নদী-গর্ভের বিস্তৃতি প্রায় ১৭৬ হাত এবং গ্রীষ্ম কালে জলের গভীরতা প্রায় ১৮ ফিট দৃষ্ট হয়। নদীর উত্তর তীরদেশ চূর্ণা পাথরে গঠিত। এই সকল খেত বর্ণ ও নানা চিত্রে চিত্রিত প্রস্তররাশি কালে জলস্রোতে বিদ্যোত হইয়া পূর্বশ্রী হইতে বকিত হইয়াছে। কোথাও বা নদীর ধর্ম তালিয়া এই প্রস্তররাশি হানপ্রহ হওয়ার তীরভূমির অপূর্ণ শোভার ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছে। কএক-স্থলে পাথরে বাঁধান ঘানের ঘাট ভগ্নি এখন স্থানীয় সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। শড়্ভিকুট, হুটিকুট ও নালী-মার নামক খালত্রয় এই নগরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫২৭৬ ফিট উচ্চ পর্বতশ্রেণী এই রাজধানী স্থাপিত। হস্তধের বিষয়, চতুর্দিকে পর্বত খাতস্থ জলা জমি বিস্তারিত থাকার এহানের বাহ্য একবারে মন্দ হইয়া পড়িয়াছে। এখানকার জনসংখ্যা ১১০ লক্ষেরও অধিক। তন্মধ্যে হিন্দুর অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ৮ ভগ্নের কম হইবে না। এখানকার সৌন্দর্য্যশালী অট্টালিকাগুলি প্রায়ই কাঁটনির্মিত এবং উচ্চ ত্রিভুজ বা চৌতল হইয়া থাকে। ছাদ ভগ্নি একচালা ও উপরে মাটি দিয়া মোড়া। ঘর ভগ্নি কাঁটের হস্তার এখানে প্রায়ই আগুন লাগে এবং কখন কখন সমস্ত পরী জলিয়া যায়। রাজপ্রাসাদ, দুর্গ, বারঘারী, কাষানের কারখানা, টাঁক-

দাল, চিকিৎসাগার, বিজ্ঞান প্রকৃতি এখানকার বেবিয়ার সামগ্রী। অপর রাজকীয় অট্টালিকা কিছু নাই, কেবল প্রাচীন মন্দির, মসজিদ ও লম্বাঘিহানি প্রভৃতির মধ্যে উপকরণ রহিয়াছে। অনেকগুলি দাকার আছে, তন্মধ্যে মহারাজপুত্রের বাজারই প্রধান এবং এখানে আসিয়া বৈদেশিকেরা কাশ্মীর-জাত বাবতীর ল্যাবাদি পাইতে পারেন। শ্রীনগর নীমার বাহিরে কতকগুলি ক্ষুদ্র অট্টালিকা দৃষ্ট হয়। এই গুলি স্থানীয় মহাজন ও ধনশালী শালস্বত্বসারী বণিকগণের দ্বারা নির্মিত হইয়াছে। এখানকার "Rotten Row" নামক বুকসারি-সম্বন্ধিত রাস্তাটি বেবিয়ার সামগ্রী।

শ্রীনগররাজধানীর অদূরে তথৎ-ই-জুলমান পর্বত। এই পর্বত শিরোদেশে হাঁড়াকার সমগ্র নগরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নরনগোচর হয়। ইহার বিপর্যায়িত একটি প্রাচীন প্রস্তর-নির্মিত মন্দির বিস্তারিত। স্থানীয় হিন্দুগণ উহাকে শ্রীপদ্মচাচ্যের মন্দির বলিয়া থাকেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা ঠিক নহে, বোধ হয় সন্ন্যাসী আশ্রমের পুত্র লোক খৃষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দীতে উহা নির্মাণ করান; তাহা কালে মুসলমানদিগের মসজিদে পরিণত হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থানের উচ্চতা ৬৯৫০ ফিট।

নগরের উত্তর প্রান্তে হরিপর্বত। ইহা একটি বড় গণ্ড-শৈলমাড়, ভূপৃষ্ঠ হইতে ২৫০ ফিট উচ্চ। ইহার উপরিভাগে শ্রীনগর হুর্গ স্থাপিত। হুর্গ প্রাচীর সমগ্র শৈলটিকে বেষ্টিত করিয়া আছে। উহার 'কাটি মরজা' নামক প্রবেশদ্বারের উপরে প্রায়ত ভাষার উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, যোগল সম্রাট অকবর শাহের রাজ্যকালে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে কোটি মুদ্রা দ্বারা এই হুর্গ ও প্রাচীর বিদীর্ণিত হইয়াছিল। প্রাচীরটি প্রায় ৩ মাইল লম্বা ও ২৮ ফিট উচ্চ।

নগরমধ্যস্থ শেরশাহী নামক স্থানে রাজপ্রাসাদ ও হুর্গ স্থাপিত। ইহা দৈর্ঘ্য ৮০০ হাত ও প্রস্থ ৪০০ হাত, ইহারও প্রাচীর ২২ ফিট উচ্চ। এখানে সেনাবাদের ভক্ত ব্যতিক, রাজ-কার্যালয় ও রাজপুরসংক্রান্ত অট্টালিকা বিস্তারিত। স্থানীয় জুমা-মসজিদটি একটি চতুর্ভুজ অট্টালিকা, উহার মধ্যস্থলে একটি বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। চারি দিকের ঠিক মাঝখানে চারিটি চূড়া আছে।

নগরের উত্তরপূর্বপ্রান্তে কাশ্মীরের মুসলিম দাল নামক স্থান, উহা দৈর্ঘ্য ৫ মাইল ও বিস্তার ২৫০ মাইল হইবে। জলের গভীরতা প্রায় ১০ ফিট। এই বিস্তৃত স্থানের উপরে কএকটি উদ্যান ভাসমানভাবে সাজান আছে। তন্মধ্যে কাশ্মীরের স্থাপিত 'শালিশার উদ্যান' ও সম্রাট অকবর শাহের অঙ্কিত চিত্রাঙ্গনারে নির্মিত 'দাল বাগ' নামক বিস্তৃত উদ্যান বিশেষভাবে উল্লেখ-

যোগ্য। এতদ্ব্যতীত শ্রীনগরের নীচস্থলে এরূপ কতকগুলি উদ্যান আছে। কবি মুহ 'Lalla Bookh' নামে কাশ্মীরের দাল স্থানের বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই স্থানীয় ভাগানের চিত্র ভাষায় রচিত "Light of the Harem" নামক কবিতার লক্ষ্যরূপে অঙ্কিত আছে।

একজন রাজপ্রতিনিধি ও রাজবিশ্বাসীর কমিসনর, চিক-কোর্টের একজন জজ, হিগাব নবিশ, একজন শাল পরিদর্শক ও একজন বেওয়ারী জজ দ্বারা এখানকার রাজশাসন সংক্রান্ত বাবতীর কার্য নিৰ্বাহিত হইয়া থাকে।

[কাশ্মীর ও জম্মু শব্দ দেখ।]

শ্রীনগর, বেবিগিরির বাঘবৎসের আদিপুরুষ রাজা লুৎপ্রহা-প্রতিষ্ঠিত একটি নগর। উক্ত রাজা শিগন দেশান্তরিত বারাবতী বা দারকাপুরী হইতে প্রথম সকলে মধুরায় আইসেন। এখানে তিনি শ্রীনগর রাজধানী স্থাপন করিয়া কিছুদিন রাজত্ব করেন। তৎপরে চন্দ্রাদিত্যপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

শ্রীনগর, মধ্যপ্রদেশের নরসিংপুর জেলার অন্তর্গত একটি নগর। উহার নদীতটে নরসিংপুর হইতে ১১ কোশ দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। গোঁড় রাজবংশের অধিকার কালে এই স্থান নরসিংপুরের চরম নীমার উপনীত হয়। মহারাষ্ট্রীয় শাসনকালে এখানে সেনারকার একটি বিস্তৃত আড্ডা ছিল। এখন আর তাহার কিছু নাই।

শ্রীনগর, অখোয়া প্রদেশের খেরী জেলার একটি পরগণা ও গ্রাম।

শ্রীনগর, বৃহত্ত্রদেশের গড়বাল জেলার অন্তর্গত একটি তহসীল। অলকানকার উপত্যকা প্রদেশস্থিত বারাসন, বড়াহন, চাঁদপুর, চাঁদকাটে, বিদ্যলগড়, দশেকী, নাগপুর, পাইন খাড়া, গায়াসলান, মল্লাসলান ও তাল্লাসলান নামক পরগণা লইয়া এই তহসীল। জুপিমাণ ৫৫০০ বর্গ মাইল। [এখানকার অপরাধের বিবরণ গড়বাল শব্দে দ্রষ্টব্য।]

২ উক্ত জেলার উক্ত তহসীলের অন্তর্গত একটি গুপ্তগ্রাম। অলকানকার উপত্যকা জুমে অবস্থিত। অক্ষা° ৫০° ১৩' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৪৮' পূঃ। এই গ্রামটি আরও অনেক দূর হইলেও ইহার লোকসংখ্যা নিম্নতম কম নহে। প্রাচীন বেহমখিরাবি পর্যবেক্ষণ করিলে এখানকার পূর্বতম লক্ষ্যের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এখন সমুদ্রস্রোত প্রায় ভগ্নাবস্থায় পতিত। এক সময়ে গড়বাল-রাজ্য এই নগরে থাকিয়াই রাজ্যশাসন করিয়া ছিলেন। উপত্যকার চারিদিক উক্ত পর্বতপ্রাচীর দ্বারা প্রদে-বেষ্টিত থাকার জীমকালে এখানে রাজ্য প্রায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। পৌরী নগর এখানকার বর্তমান বিস্তারিত নয়।

শ্রীনগর, বৃহৎপ্রদেশের হাবীরপুর জেলায় একটা প্রাচীন নগর। এখন ইহার অষ্টালিকানি নামক হওয়ার শ্রীহট্ট হইয়া পড়িয়াছে। মহারাজ পরিক্রমাবাদ মহারাজ হাবীরপুর হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণে স্থাপিত।

বিখ্যাত বুদ্ধোদাসদাস হাবীরপুরের নিকট কোম রমণীপুত্র-জাতপুত্র বোহন সিংহ ১৭১০ খৃষ্টাব্দে এই নগর স্থাপন করেন। তিনি বিশেষ ধর্ম ও পরিক্রম লক্ষ্যে নিকটবর্তী মৈলপুত্রে একটা দুর্গ ও টাকশাল স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ টাকশাল হইতেই দক্ষিণ বুদ্ধোদাসপুত্র প্রচলিত প্রসিদ্ধ শ্রীনগরী বুল্লা প্রচলিত হইয়াছিল। তিনি তথার বোহননগর নামে একটা বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করেন। উহার মধ্যস্থলে একটা জলবেষ্টিত ভূখণ্ডে তিনি যে বিজ্ঞানভবন নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা এখন সন্ধ্যার অভাবে সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহ কালে দেশপং নামক কলসাদার এই নগর পুর্ব্বন করিয়া দেশবাসীকে ধন হানি করে। তৎপরে নগরটী আর পূর্ব্বনবুদ্ভি সঞ্চার করিতে পারে নাই, ইত্যতঃ তৎ অষ্টালিকানি তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এখানে পিতৃনির্গমিত স্মরণ স্মরণ দেবমূর্ত্তি প্রস্তুত হয়।

শ্রীনগর, বৃহৎপ্রদেশের বালিরা জেলায় বালিরা তহসীলের অন্তর্গত একটা গ্রাম। বালিরা নগর হইতে ২৪ মাইল দূরে বৈরিয়া রেওতী রাস্তার উপরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৪২' ১০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ২৮' ৩৬" পূঃ। ভূমরাজন মহারাজের দামোদরপুর তালুকের অন্তর্গত এগারটা গ্রাম হইয়া ইহা একটা মোজারূপে গণ্য।

শ্রীসঙ্গ, শ্রীনন্দীর নামক গ্রন্থরচয়িতা।

শ্রীসন্দন (পুং) শ্রীরা সন্দনঃ। ১ কামদেব। ২ সন্দীপুত্র।

শ্রীসন্দনন্দন (পুং) শ্রীকৃষ্ণ। ভগবান কৃষ্ণরূপে নন্দবোহের ঘরে গোবিন্দনগরে পামিত হন। নন্দ ও বশোদাকে তিনি পিতামাতা মনে করিতেন বলিয়াই তাঁহার এই নামকরণ হয়।

শ্রীসরেন্দ্রেশ্বর (পুং) কান্দীর শিবলিঙ্গভেদ। কান্দীরবাসিনী শ্রীসরেন্দ্রপ্রভা নারী জনৈক রমণী এই লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। (রাজতরঙ্গিনী ৪৯৮)

শ্রীনাথ (পুং) বিষ্ণু।

শ্রীনাথ, ১ প্রেতিভাসনি নামক জ্যোতির্গ্রন্থগ্রন্থেতা। ২ দ্ব্য-গোদাররচয়িতা। ৩ ভাগবতপুরাণব্রহ্মপরিব্রজকশাস্ত্রানি-গ্রন্থেতা। ৪ রমণ নামক গ্রন্থকর্তা। ৫ রসরস নামক বৈভক-গ্রন্থরচয়িতা। ৬ বিজ্ঞানবিলাস নামক জ্যোতির্গ্রন্থগ্রন্থেতা। ৭ নৌপিকটীকারচয়িতা। ৮ হুজোলকণ নামক বৃত্তমন্তর-টীকারকার। ইনি গোবিন্দ ভট্টের পুত্র।

শ্রীনাথ আচার্য্য, ১ প্রাচীনপিকাগ্রন্থেতা। ২ নৈবদীর ভূতাপগ্রন্থেতা।

শ্রীনাথ কবি, বীণেশ্বিনী নারী বৃত্তমন্তরটীকাগ্রন্থেতা।

শ্রীনাথ পণ্ডিত, পরহিতলসহিতা নামক বৈভকগ্রন্থরচয়িতা।

শ্রীনাথ ভট্ট, কোম্প্রদীপ নামক জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা।

কামরত নামক তত্ত্ব ও বক্তবীনাথন নামক পুস্তকরচয়িতা।

শ্রীনাথ শর্মা, ১ কর্ণপ্রকাশক নামক জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা।

২ শ্রীকর অষ্টচর্য্যের পুত্র। ইনি আচার্য্যজিকা, কৃত্যকাল-বিষয়ক বা কৃত্যকালব্যবহা, ইন্দোগণশিশিষ্টপ্রকাশনারমণী, মূল-পাণিকৃত তিথিবিব্রহপ্রকাশগ্রন্থের টীকা, দারভাগটীকা, প্রার-চিত্তব্রহ্মত, রিবেকর্ণ, গুণিবিব্রহ ও প্রাচ্যজিকা নামক কথানি গ্রন্থ গ্রন্থন করেন।

শ্রীনিকেত (পুং) ১ নবনীত ধূপ, সরলনির্ঘাস, তাপিন্।

শ্রীবান। (অশ্রুত চি°) ২ রক্তপদ্ম। ৩ সুবর্ণ। (বৈভকনি°)

শ্রীনিকেতন (পুং) শ্রীরা নিকেতন বাসরতীতি নি-কিৎ-গিৎ-ন্য। ১ বিষ্ণু। "ভগবানপি বিরাট্য পাবনঃ শ্রীনিকেতনঃ"

(ভাগবত ৯।১৮।১০)

(জি) ২ সন্দীর আশ্রয়স্থান, যে স্থানে সন্দী আশ্রয় গ্রহণ করেন। (ভাগবত ৩।৩২°)

(স্রী) ৩ শ্রীনিকেতন লকার্ণ।

শ্রীনিতম্বা (স্রী) ১ রাধা। (পঞ্চরত্ন ৪।৫।৬০) ২ সুপ্রোণী।

শ্রীনিধি (পুং) বিষ্ণু। (পঞ্চরত্ন ১।৩।৮০)

শ্রীনিবাস (পুং) শ্রীরা নিবাসঃ আশ্রয়স্থানঃ। বিষ্ণু। (দ্বিকাপ্তেশ্বর)

শ্রীনিবাস, ১ অধিকরণবীমাংসা নামক বীমাংশাশ্রয়রচয়িতা।

২ অভিনববৃত্তমন্তরটীকানি, অলঙ্কারকোষত, কাব্যদর্পণ ও

হলোবৃত্তি নামক গ্রন্থচতুষ্টয়-গ্রন্থেতা। ৩ উপাধিগুনটীকানী

নামক বেদান্তগ্রন্থগ্রন্থেতা। ৪ কর্ণপিকা ও সহমকরণতা

নামক দুইখানি জ্যোতির্গ্রন্থগ্রন্থেতা। ৫ কাব্যসারসংগ্রহ গ্রন্থেতা।

৬ কৃষ্ণরাজগড় ও কৃষ্ণরাজ প্রভাবোধন গ্রন্থেতা। ৭ গায়ত্রীমাহাত্ম্য-

রচয়িতা। ৮ গোবামাষ্টকরচয়িতা। ৯ তবসংগ্রহ নামক বেদান্ত

ও সত্যনিবিলাস নামক কাব্য-রচয়িতা। ইনি সত্যনাথের

শিষ্য। ১০ নিগম ও বেদভাষ্য নামক গ্রন্থগ্রন্থেতা। নিবন্ধু-

তাবো দেবরাজ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি নিরমানেশ্বর শিষ্য

এবং প্রভাস্তম্ররচয়িতা পুরুষোত্তম প্রসাদের গুরু ছিলেন।

১১ জরতীর্ধকৃত ভাষ্যগ্রন্থ টীকা, জরতীর্ধকৃত তত্ত্বপ্রকাশিকার

গ্রন্থের সূত্রাবলী নারী টীকা ও আনন্দতীর্ধকৃত ভাগবতভাষ্যপর্বা-

নির্ণয়ের ভাগবতভাষ্যপর্বাপ্রকাশজিকা নারী টীকা, জরতীর্ধকৃত

মারাবাম্বণ্ডনবিরচনের টীকা, ও জরতীর্ধকৃত বিষ্ণুভূক্তনির্ণ-

পিকা বাবাধীনীপিকা নারী টীকাগ্রন্থেতা। ইনি বীর গ্রন্থ

রত্নম ও বৈশেষ নামক কবির উল্লেখ করিয়াছেন। ১২ প্রাস-

ভিলক ও তাহার টাকারচিত্রা, এই গ্রন্থখানি ভক্তিরসান্বিত। গ্রন্থকার কৌশিকগোবিন্দীয় ছিলেন। ১০ পদ্ধতিব্যাভাষ্যনামক নামক ব্যাকরণগ্রন্থেতা। ১১ প্রমেরতত্ত্ববোধ নামক ভাষ্যশাস্ত্র-বিবরণ গ্রন্থকার। ১২ রাগতত্ত্ববিবোধ নামক সঙ্গীতশাস্ত্র-রচিত্রা। ১৩ লক্ষ্মীস্বরধরনাটকরচিত্রা। ১৪ শতদ্বয়ী নামক বেদান্তশাস্ত্রকার। ১৫ শ্রীনিবাসচম্পুগ্রন্থেতা। ১৬ রেবচূড়ামণি ও সাহিত্যসুন্দরগিরিরচিত্রা। ২০ সনাতনসংগ্রহ নামক গ্রন্থ-কার। ২১ সারদীপিকা নামক বেদান্তগ্রন্থরচিত্রা। ২২ সিদ্ধান্ত-চিন্তামণিগ্রন্থেতা। ২৩ সিদ্ধান্তসিদ্ধি ও তাহার টাকা-রচ-রিত। ২৪ সৌগন্ধিকবিবরণ-ব্যাখ্যাগ্রন্থেতা। ২৫ হঠরত্নাবলী নামক যোগশাস্ত্ররচিত্রা। ২৬ জ্ঞানসিদ্ধান্তমঞ্জরী নামক বৈশে-ষিকগ্রন্থগ্রন্থেতা, অনন্ত পণ্ডিতের পুত্র।

শ্রীনিবাসঅতিরাত্রযাজিন, ভাবনাশুকবোস্তম নামক নাটক-রচিত্রা। ভাববানীর পুত্র ও কৃষ্ণ ভট্টারকের পৌত্র। ইনি সুরসমুদ্রবাসী ছিলেন।

শ্রীনিবাসআচার্য্য, নিষার্দ্ধ সম্প্রদায়ের একজন আচার্য্য। ইনি বিখ্যাতার্থের গুরু এবং নিষার্দ্ধের শিষ্য ছিলেন। গীতাত্ম-প্রকাশিকাগ্রন্থেতা কান্দীরবাসী কেশবভট্ট ইহার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ২ মাধব সম্প্রদায়ের একজন আচার্য্য। ইহার অপরা নাম সত্যসঙ্কর-তীর্থ। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইহার তিরোধান ঘটে। ৩ একজন পরম সাধুপুরুষ। পরে সত্যকামতীর্থ নামে বিদিত হন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইনি ইহধাম পরিত্যাগ করেন। ৪ উক্ত সম্প্রদায়ের অন্য একজন আচার্য্য। পরে সত্যপরাক্রমতীর্থ নামে খ্যাত হন। ৫ অরবিন্দকোড় নামক জ্ঞানশাস্ত্রগ্রন্থেতা। ৬ ভাগবতপুরাণব্যাখ্যা, মহাভারতব্যাখ্যা এবং আনন্দতীর্থকৃত ঈশাবাস্তোপনিষদ্ভাষ্যের টীকা, তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্যের টীকা, প্রলোপনিষদ্ভাষ্যের টীকা, ও মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ভাষ্যের টীকাগ্রন্থেতা, ইনি শ্রীনিবাসতীর্থ নামেও পরিচিত। ৭ উদ্যাপরিণয় নাটকগ্রন্থেতা। ৮ সুরপুর শ্রীনিবাসআচার্য্য নামে পরিচিত। উপাদানত্বসমর্থন-জিজ্ঞাসাদর্পণ, দত্তরত্নপ্রদীপিকা, বজ্রদর্পণ বা বটার্থদর্পণ, সিদ্ধান্তচিন্তামণি ও হরিগুণমণিদর্পণ নামক গ্রন্থ ইহার রচিত। ৯ তত্ত্বস্বরূপ নামক ভক্তিগ্রন্থগ্রন্থেতা। ১০ তত্ত্বমার্গ ও নামক বেদান্তশাস্ত্ররচিত্রা। ১১ দর্পণ নামক নীতিতীকার। ১২ দৈতভূষণ নামক ভক্তিগ্রন্থগ্রন্থেতা। ১৩ জ্ঞানসিদ্ধান্তস্বামৃত নামক গ্রন্থরচিত্রা। ১৪ প্রণবদর্পণ নামক বেদান্তশাস্ত্ররচিত্রা। ১৫ মাধবমতবিধ্বংসনগ্রন্থেতা। ১৬ দাদবরাধবীর কাব্যগ্রন্থেতা। ১৭ মৃগলসহস্রনাম, নামবাহুশতক, রামবর্ণনস্তোত্র ও হরমুদ্রক নামক গ্রন্থচতুষ্টয় রচিত্রা। ১৮ বজ্রহটিকাঈ-দ্বংশিনীগ্রন্থেতা। ১৯ বেদান্তাচার্য্যদিনচর্যা, বেদান্তাচার্য্যপ্রপদন,

বেদান্তাচার্য্যমঙ্গলদ্বন্দ্বী, বেদান্তাচার্য্যবিগ্রহাধ্যাপনপদ্ধতি ও বেদান্তা-চার্য্যলগ্নতিরচিত্রা। ২০ সুদর্শনবিজয়নামক নাটকগ্রন্থেতা। ২১ সোমপ্রেরণ নামক গ্রন্থরচিত্রা। ইনি শ্রীবৎস শ্রীনিবাস আচার্য্য বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ২২ ত্র্যবিড় বৈদীর একজন ভ্রামণ। কোণ্ডেরাচার্য্যের পুত্র এবং রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ। জ্ঞানকীচরণচামর নামক গ্রন্থখানি ইহার রচিত। ২৩ এক-জন সুপ্রসিদ্ধ গোড়ীর বৈষ্ণবাচার্য্য। [শ্রীনিবাসাচার্য্য দেখ।] শ্রীনিবাসক (পুং) কুরুন্টক বৃক্ষ, কাঁটাগাছ। (বৈষ্ণবকনিধং) শ্রীনিবাসকবি, দিব্যসুরিরচিত-রচিত্রা। ঐ কবি বৈষ্ণবপুরাণের উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

শ্রীনিবাসতীর্থ, ১ আখ্যর্কণটীকাগ্রন্থেতা। ২ তত্ত্বসারটীকা নামী বেদান্তবিবরণগ্রন্থরচিত্রা। ৩ তর্কতাণ্ডব্যাখ্যাগ্রন্থেতা। ৪ সদ্ধাবন্দনকার। ৫ শ্রীনিবাসতীর্থীরনামক বেদান্তশাস্ত্রগ্রন্থেতা। শ্রীনিবাসদাস, ১ অধিকারসংগ্রহভাবপ্রকাশিনী নামক গ্রন্থ-গ্রন্থেতা। ২ দ্ব্যশতকদীপিকা ও পূর্বাচার্য্যবৃত্তান্তদীপিকা-রচিত্রা। ৩ নারায়ণমন্ত্রগ্রন্থেতা। ৪ প্রক্রিয়াভূষণ নামক ব্যাকরণগ্রন্থেতা। ইনি বেষ্ণুটাচার্য্যের শিষ্য। ৫ বাদ্যত্রিকুলিশ নামক জ্ঞানশাস্ত্রীর গ্রন্থরচিত্রা। ৬ বিশিষ্টবৈতসিদ্ধান্তগ্রন্থেতা। ৮ বেদান্তব্যাখ্যারচিত্রা। ৯ বেদান্তরত্নমালাগ্রন্থেতা। ১০ শত-দ্বয়ীরমতগ্রন্থেতা। ১১ বতীজমতদীপিকা নামক গ্রন্থকর্তা, ইনি বাধুল গোবিন্দীয় গোবিন্দাচার্য্যের পুত্র। ১২ তরমাক গোবিন্দীয় দেবসাম্রাজ্যের পুত্র। ইনি পাহ্লাকাসহস্রপীঠা ও তট্টাকা এবং ময়কতবলীপরিণয় নাটক রচনা করেন।

শ্রীনিবাসদীক্ষিত, ১ বরসিদ্ধান্তচক্রিকা ও বরসিদ্ধান্তকৌমুদী নামক গ্রন্থরচিত্রা। ইনি রামভট্টবর্মার পুত্র। ২ একান্ত-নাথন্তর ও শিবভক্তিবিলাসগ্রন্থেতা। ৩ অমৃতকারণপ্রারম্ভিত-রচিত্রা।

শ্রীনিবাসপুর, মহিমুর রাজ্যের কোলার জেলার অন্তর্গত একটা তালুক। ভূপরিমাণ ৩০১ বর্গমাইল। এই তালুকের অধিকাংশ স্থানে জঙ্গলবৃত্ত শৈলমালা-সমাক্রম। বর্তমানকালে এই তালুক চিন্তামণি নামে অভিহিত।

২ উক্ত তালুকের অন্তর্গত একটা গুপ্তগ্রাম। কোলার নগর হইতে ১৪ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত। পূর্বে এই গ্রাম পাপনহরী নামে বিদিত ছিল। রাজদেওয়ান পূর্ণাহিরা খাঁর পুত্র শ্রীনিবাসমুর্তির নামানুসারে এই স্থানের শ্রীনিবাসপুর নামকরণ করেন।

শ্রীনিবাস ভট্ট, ১ একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। বায়ানগীতে ইহার বাস ছিল। বিকানিসরাজ সুরতসিংহের সভার থাকিয়া ইনি খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে সুরতকল্লুর নামে তর্কদীপিকার

একখানি ঐক্য প্রকাশ করেন। ২ ত্রিভুজ নামক গ্রন্থ-
রচয়িতা। ৩ বিদ্যাব্যবহারবিধিবিমোক্ষ নামক গ্রন্থপ্রণেতা।
৪ একজন প্রাচীন কবি। ৫ অভিজ্ঞানশূভনাট্যকা প্রণেতা।
৬ কুমারসংহার নামক, ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।
উইয় রচিত কাশীমণ্ডপাঙ্কমকরবলী বা চণ্ডীমণ্ডপাঙ্কমকরবলী,
ক্রমসংগ্রহবলী, বিদ্যার্কমকরলতা, পঞ্চমীকরমকরলতা, পঞ্চমী-
খনিবাজারহস্ত, বটুকাভিনয়চক্রিকা, ভৈরবভাঙ্গাপারিভাত, লক্ষী-
মণ্ডপাঙ্কমকর ও শিখার্কমকরিকা নামক গ্রন্থ পাওয়া যায়।

ঐনিবাসমহাঐক্যপন্থী, গণিতভূতাবলি ও ভূমিগণিত নামক
জ্যোতিষগ্রন্থরচয়িতা। ইহার প্রথম গ্রন্থখানি ১১৪৮ খ্রিষ্টাব্দে
রচিত হয়।

ঐনিবাসরাজবোপেন্দ্র, হস্তগোমরবর্ণন নামক ভ্রম-রচয়িতা।

ঐনিবাস-রাধাবাচার্য, অপরপ্রেরণাবর্ণন ও বেদান্ত-
সংগ্রহপ্রণেতা।

ঐনিবাসবাহুল, ব্রহ্মসংহার ঐক্যবোধ প্রতীকপ্রকাশিকা নামী
চিকার তুলিকা নামক টীকা ও শাস্ত্রীককায়সংগ্রহ নামক গ্রন্থর-
প্রণেতা। ইনি অধ্যাপকত্বান্বিত প্রণেতা লোন্ডনজামাতুলুনির
ভক ছিলেন।

ঐনিবাস বেদান্তাচার্য, রসোজাস নামক একখানি ভাণ-
রচয়িতা।

ঐনিবাস শিব্য, ভাণসংগীতমহাভাষ্য প্রণেতা।

ঐনিবাসাচার্য, শ্রীগৌরানন্দদেবের অগ্রকট হওয়ার পরে
গৌড়ীর বৈকুণ্ঠধর্মের প্রবাহ সংরক্ষকসংগে মধ্যে ঐনিবাস
আচার্য একজন প্রধান বেতা। ঐনিবাস, নরোত্তম ও ভ্রামনন্দ
পরবর্তী কালের সমসাময়িক বৈকুণ্ঠাচার্য। নরোত্তম কার্য
হইয়াও ঠাকুরমহাশয় পদে অভিহিত হইরাছিলেন। এই
ঠাকুরমহাশয় ভবীর প্রাণনার আচার্য প্রভুর লব্ধে সিবিরাছেন—

‘বে আনিল প্রেমধন করুণা প্রভুর।

হেন প্রভু কোথা গেল আচার্য ঠাকুর।

এম কয় ঐআচার্য প্রভু ঐনিবাস।

• রামচন্দ্র সঙ্গে মাগে নরোত্তমদাস •

কলতা: ঐনিবাসের প্রভাব সমগ্র রাঢ়দেশে বৈকুণ্ঠপ্রভাব
সাধিত হয়। বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হকীর ইহার শিষ্য হন।

ইনি গঙ্গাভট্টবর্তী চাখদি-মিবাসী গঙ্গাধাস ভট্টাচার্যের পুত্র।
এই গঙ্গাধাস শ্রীগৌরানন্দ দেবের ব্যাকরণ শিকার অধ্যাপক
ছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরানন্দের গঙ্গাস দর্শনে ক্ষিপ্তপ্রাণ হইয়া
ছিলেন। অবশেষে তাঁহার চক্ষুতে অন্ধকারপর্ণ করেন। তখন
হইতে গঙ্গাধাস, ঐক্যভট্টবাস নামে অভিহিত হইতেন। ইহার

ভীর নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া। লক্ষ্মীপ্রিয়া মিলনভাস ছিলেন। তাঁহারও
সঙ্গারে আনন্দি ছিলেন। তিনি পতির স্মৃতি নিরন্তর ভগ্নহৃদয়
করিতেন। অধিক বয়সে ঐক্যভট্টবাস এক দিবস লক্ষ্মীপ্রিয়াকে
বলিলেন, “আমার স্বপ্নে লক্ষ্মী পুত্রপাতের বাসনা জাতিয়া উঠিল
কেন।” লক্ষ্মীপ্রিয়া বলিলেন, শ্রীগৌরানন্দ ব্যাকরণভক। তিনিই
পুত্রের ভাব বাৎসল্যের পাশ। সেই ব্যাকরণভকর শ্রীচরণ বর্ণন
করিলেই লক্ষ্মী ব্যাধি পূর্ণ হইবে। এইরূপ পরামর্শ বিব হইলে
উত্তরে লীলাচলে ব্যাধি করিলেন। পশি মধ্যে বাসিপ্রাণ; এই
প্রাণে লক্ষ্মীপ্রিয়ার শিখার। শিকার নাম বলয়াম। এক দিবস
সেখানে বিজ্ঞান করিয়া উত্তরে লীলাচলে উপস্থিত হন। ভক্ত-
বৎসল মহাপ্রভু গঙ্গাধাসের প্রতি বধেই অল্পগ্রহ করিলেন।
অন্তর্যামী শ্রীগৌরানন্দ গঙ্গাধাসের মনোগতজাব হৃদয়ে পারিয়া
ভবীর অমৃতের গোবিন্দ হাসকে ডাকিয়া বলিলেন—

“পুত্রের কাছাকাছি করি আইলা দ্বন্দ্বণ।

ঐনিবাস নামে তার হইবে নন্দন।

শ্রীরাধা বিদ্যা ভক্তিশ্রী প্রকাশিণি।

ঐনিবাস বীর প্রভু বিজয়িণি।

মোর ভক প্রেমের বরণ ঐনিবাস।

তারে সেবি সুর্য্যচিহ্নে বাড়িবে উন্নাস।”

এদিকে গঙ্গাধাস ভট্টাচার্য মহাশয় রাজিকালে স্তম্ভ
দেখিলেন—বেন অগ্ন্যাহ তাঁহাকে আবেশ করিতেছেন;—হে
ব্রাহ্মণ। তুমি একশে গোড়ফেলে গমন কর, লব্ধেই তোমার এক
প্রেমের পুত্র জন্মিবে, আর কালেই সর্ব পাশ্রে তাঁহার অধিকার
হইবে।

গঙ্গাধাস পুত্রীতে অবস্থান করিব বলিয়াই বাসনা করিয়া
ছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর আদেশে আবার তাঁহাকে বীর মিবাস
চাখদি প্রাণে প্রভাবভকন করিতে হইল। কিয়দিন পরে
লক্ষ্মীপ্রিয়া বেবীর গর্ভলক্ষণ দেখা দিল। গর্ভকাল পূর্ণ হইল,
বৈশাখী পূর্ণিমার রোহিণী নক্ষত্রে বিবা ভালে লক্ষ্মীপ্রিয়া বেবী
এই প্রেমের সন্তানটিকে প্রসব করিলেন।

“বৈশাখী পূর্ণিমা বিবা রোহিণী নক্ষত্র।

ভক্তকণে লক্ষ্মীপ্রিয়া প্রসবেন পুত্র।” (ভক্তিরহস্যকর)

ঐনিবাস অতি রূপবান ছিলেন। তাঁহার চক্ষুদগোবর্ষণ,
চল চল আকর্ষণপ্রাপ্ত নয়ন, অতি সুন্দর বাসিকা এবং সুন্দর
বাক্য ভাষা সকলেই শ্রীত হইতেন। বাসকালেই পাশ্রে
তাঁহার কণ্ঠে অধিকার করিয়াছিল। ভাকরণ, কোম, অলঙ্কার ও
ভক্তশাস্ত্র প্রভৃতিতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বখট
সুৎপন্ন হইয়া ছিলেন। পণ্ডিত কলকর বিদ্যাবাণীপতির নিকট
ঐনিবাস অধ্যয়ন করেন।

‘কিন্তু বাল্যকাল হইতেই ঐগৌরাক্ষণে ঐনিবাসের অঙ্ক-
জিম ‘অমরাগ’ করিয়া ছিল। তাঁহার প্রেমভক্তি দেখিয়া তৎ-
সাময়িক গৌরভক্তগণ বিস্মিত হইয়া ছিলেন। গোবিন্দ ঘোষ
বহান্নর নিরন্তর ঐনিবাসের সুখে গৌরভণ প্রবণ করিতেন।
ঐশ্বক্যের সরস্বতী সরকার ঠাকুর এই সময় অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়া
ছিলেন। তিনিও ঐনিবাসকে দেখিতে উৎকর্ষ হন। বাজি-
গ্রামে ঐনিবাস ও সরস্বতী ঠাকুরের প্রথম সঙ্গিন হন। এই
রূপে ভক্তগণের সহিত ঐনিবাসের আলাপ পরিচয় হইতে
লাগিল। গঙ্গাধারের আশ্রমে প্রেমের প্রবাহ বহিতে লাগিল,
সেখানে প্রেমসরোবরে সোণার কমল ফুটিয়া উঠিল।

কিন্তু বৃদ্ধ গঙ্গাধারের আয়ুষ্কাল ক্রমেই শেষ হইয়া আসিল।
তাঁহার প্রাণাধিক ভক্তিপ্রাণ পুত্রী ঘোষনে পহঁছিতে না
পৌছিতেই গঙ্গাধার পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। ঐনিবাস মাতা-
মহ বলরামের বিত্তবে অধিকারী হইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর
পর মাতাকে লইয়া তিনি মাতামহের আলয়ে গমন করিয়া
সেই স্থানেই অবস্থান করা কর্তব্য মনে করেন।

পিতৃবিয়োগের পরও ঐনিবাসের গৌরাক্ষণের কিছুমাত্রও
হ্রাস হইল না। ঐনিবাস যেন ঐগৌরাক্ষের প্রেমমুগ্ধ। তাঁহার
এই প্রেম দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঐনিবাস ঐগৌরাক্ষ
দর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন এবং অচিরেই
পুরীধামে গমন করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি শুনিতে
পাইলেন যে, ঐগৌরাক্ষ অপ্রকট হইয়াছেন। ইহাতে যেন তাঁহার
সত্যকে বজ্রাঘাত হইল। তিনি বজ্রাঘাতের ভয় মুগ্ধিত হইয়া
পড়িলেন। কিছু কাল পরে জ্ঞান লাভ করিয়া হা!
গৌরাক্ষ! তুমি কোথায় গেলে বলিয়া ব্যাকুল ভাবে কাদিতে
লাগিলেন।

তথাহি ঐনুসিংহকবিরাজ কৃত নবপদ্যে—

“গঙ্গা ত্রিপুত্ৰবোভব কৃতমতিঃ ঐঐনিবাসঃ প্রভো-
চৈতন্তভক্ত রূপাযুধে কনমুখাং ক্ৰন্দা তিরোধানতাম্।

হুঃখোষ্টে ন মুহ মুগ্ধ ভগবান্ দৃষ্টাধ ভক্তব্যাধা-
দাশ্বাসাভিগ্নঃ দরামভিবন্থ বগ্নে সমাধিষ্টান্ ॥”

কথিত আছে, মুচ্ছাকালে এই সময়ে ঐগৌরাক্ষ স্বপ্নে
ঐনিবাসকে দর্শন দান করিয়াছিলেন। নীলাচলে পৌছিয়াও
ঐনিবাস বহবার স্বপ্নে মহাপ্রভুর দর্শন পাইয়া ছিলেন।
অতঃপর ঐগৌরাক্ষবিষয়ব্যাকুল ঐগঙ্গাধারাদি ভক্তবৃন্দের সহিত
ঐনিবাসের মিলন হয় এবং ইনি পুরীদর্শনীর স্থান নকল
সম্পন্ন করেন।

এই রূপে ঐনিবাস ভক্তিপর দিবস পুরীধামে অবস্থান করিয়া
আবার গোড়ো প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিছু দিন বাড়িগ্রামে

অবস্থান করিয়া ঐনিবাস নবদ্বীপ অভিমুখে চলিলেন। নবদ্বীপ
ও শান্তিপুর দর্শন করিয়া তিনি খানাকুল ককনগর আসিয়া
ঠাকুর অভিরামের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তথা হইতে
ঐশ্বক্যে আসিয়া একচক্রাগ্রামের মধ্য দিয়া বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা
করিলেন। কান্দি, অযোধ্যা ও অরাগ হইয়া মথুরায় আসিলেন।
এখানে আসিয়া শুনিলেন কান্দিবর গোবামী ও রত্ননাথ ভট্ট
গোবামী ও ঐশ্বক্য সনাতন গোবামী ও ঐরূপ গোবামী অঙ্ক-
ধান করিয়াছেন। ঐগোপাল ভট্ট গোবামী প্রভৃতি মহাপ্রভুর
শোকে অধীর। এই অবস্থা দেখিয়া ঐনিবাসের শোক
উৎপলিয়া উঠিল।

যাহা হউক এই স্থলে ঐকীবাদি গোবামিগণের সম্মেলন
পাইলেন। কথিত আছে, স্বপ্নযোগেও এই সম্মেলন ব্যাপার
অত্যন্ত রূপে সংঘটিত হইয়াছিল। ঐনিবাস অচিরেই
ঐবৃন্দাবনের ঐমুস্তিসমূহ দর্শন করিলেন। ঐনিবাস দ্বারা যে
ভক্তিগ্রন্থ ও ভক্তি প্রচার হইবে, ঐশ্বক্য সনাতন স্বপ্নেই
ঐকীব গোবামীকে এসম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। স্বপ্নের
মর্ম এই রূপ—বৈশাখ মাসের ২০শে তারিখে ঐনিবাস
আচার্য্য নামক একজন ভক্ত এখানে পৌছিবেন। সন্ধ্যার কালে
ঐগোবিন্দ দেবের আরতি সময়ে লোকের ভীড় অন্ন হইলে
তাঁহার অধিবণ করিবে। তাঁহার বর্ণ হুগুনের ভায় গৌরবর্ণ,
কলেবর অতি কীর্ণ, বরস অন্ন, নয়নভুগল প্রমাশ্রুপূর্ণ। তাঁহাকে
দেখিলেই চিনিতে পাইবে। ঐগোপাল ভট্ট দ্বারা তাঁহার দীক্ষা
ব্যাপার সম্পন্ন করিবে এবং শান্তি অধ্যয়ন করাইবে। অধ্যয়ন
পরিসমাপ্ত হইলে তাঁহাকে গ্রন্থগুলি সমর্পণ করিয়া গোড়ো
পাঠাইবে। ইহা দ্বারা ঐগোড় মণ্ডলে গ্রন্থ ও ভক্তি প্রচার
হইবে।

স্বপ্ন দেখিয়া ঐকীব বংশসমর ঐনিবাসের অনুসন্ধান
করিলেন। স্বপ্নে বৈষ্ণব দেখিয়াছিলেন, সেইরূপ মুগ্ধ দেখিতে
পাইয়া তাঁহাকে আপনার ঐশ্বক্যে লইয়া আসিলেন।

ঐনিবাস দীর্ঘকাল ঐবৃন্দাবনে অবস্থান করেন, ঐকীব
গোবামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আচার্য্য পদবী
প্রাপ্ত হন। ঐনিবাস এই সময়ে অপারক ও শাস্ত্রাধ্যয়ন
করাইতেন। নরোত্তম ও ভ্রামানন্দ ঐবৃন্দাবনে ঐনিবাসের
প্রিয়সহচররূপে সত্য তাঁহার সহিত বিচরণ করিতেন।
ঐবৃন্দাবনধামে ভক্তির এই তিন অবতারের সংঘটন
ঐভগবানের এক সুন্দর বিধান। এই তিন মহাত্মগণকে একত্র
অবস্থান দ্বারা আপনাদের তাবীকীবনের কার্যপথে অগ্রসর
হইতে ছিলেন। ঐবৃন্দাবনের তীর্থদর্শন, প্রাচীন প্রবীণ ও
ভক্তনিকট বৈষ্ণবগণের সন্মিলন, গোবামিগণের অধ্যয়ন এবং

সদাচাৰ্য্যচান্ধাৰা ইহাৰা বাতৰিকই তত্ত্বিশাস্ত্ৰৰ উপযুক্ত
প্ৰচাৰক এবং মানবন্যায়ৰ প্ৰকৃত গুৰু উপযুক্ত সামৰ্থ্য
লাভ কৰিরাছিলেন।

কেবল শাস্ত্ৰশিক্ষা নহ, শ্ৰীভগবদ্ভাৰ্য্যও ইহাদেৱ বিশিষ্টতা
বৰ্ণেই পৰিলক্ষিত হইত। ঐনিবাস নরোত্তমকে লইয়া মধ্য
মধ্যে গোবৰ্দ্ধনে বাইতেন, নিৰ্দ্ধনে বসিরা ভগবচ্চিন্তা কৰিতেন।
এক দিবস ঐনিবাস ও নরোত্তম গোবৰ্দ্ধনেৰ এক নিভৃত প্ৰদেশে
বসিরা ভগবচ্চিন্তা কৰিতেছেন, সহসা গোবৰ্দ্ধনকন্দ্ৰে ইহাৰা
শ্ৰীকৃষ্ণেৰ বংশীধ্বনি শুনিতে পাইলেন, তাঁহাৰ নাসিকা দিবা
সোৱতে পৰিপূৰিত হইল। উভয়ে মুগ্ধিত হইলেন। কিয়ৎকাল
পৰে ইহাদেৱ জ্ঞানেৰ সন্ধান হইল। ইহাৰা সম্মুখে এক
গোপকুমাৰকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা কৰিলেন, গোপপুত্ৰ!
তুমি এখানে কেন, এই নিভৃত বনে তুমি কি নিমিত্ত আসিরাছ।
গোপকুমাৰ জব্ব হাসিরা বলিল, আমাৰ নিজের কোন কাজ
নাই, কেবল তোমাগিকে সন্ধান কৰাৰ জন্তই এখানে আসি-
রাছি। এ স্থান সৰ্বদাই ভয়েৰ নিলয়, আমাৰা এ প্ৰদেশে
গোচাৰণ কৰি, কোথাৰ কি আছে না আছে তাহা ভাল ৰূপেই
জানি। তোমাৰা উভয়েই অচেতন হইয়া পড়িরা ৰহিরাছ,
তাই আমি ব্যত হইয়া সন্নিগগকে দূৰে ৰাখিরা এখানে
আসিরাছি। আমাৰ সঙ্গীৰা আমাৰ জন্ত অপেক্ষা কৰিতেছে,
এখন আমি বাই; এই কথা বলিরা রাখাল তৎক্ষণাৎ অন্তৰ্হিত
হইল। সেই মুষ্টি সহসা অদৃষ্ট হওৱাৰ উভয়ে ব্যাকুল হইলেন,
ব্যাকুলতাতেই দিবা ভাগ অতিবাহিত হইল। ৰাত্ৰিকালে
স্বপ্নে উভয়ে শ্ৰীকৃষ্ণেৰ সন্ধান পাইলেন। দয়াময় শ্ৰামহুন্ধৰ
বলিলেন আমিহে তোমাগিকে রাখাল বেশে দৰ্শন দিরাছিলাম।
এই ৰূপ স্বপ্ন দেখিরা উভয়ে প্ৰেমে অধীৰ হইলেন। মধ্য
মধ্যে ইহাৰা 'এই ৰূপে শ্ৰীভগবদ্দৰ্শন লাভ এবং শ্ৰীকৃষ্ণ
লীলাৰ স্থানাদি সন্ধান কৰিতেন। শ্ৰীমদাস গোবামী, শ্ৰী-
গোপাল ভট্ট গোবামী, শ্ৰীল লোকনাথ ও ভৃগুৰ্ত্ত প্ৰভৃতি বৈষ্ণব
ভক্তগণেৰ শ্ৰীমুখে উপদেশ প্ৰাপ্ত হইয়া এবং তাঁহাদেৱ ভজন
দেখিরা ইহাদেৱ ক্ৰমেও ভজনেৰ প্ৰবল-প্ৰবাহ অহৰ্ণিশ প্ৰব-
হিত হইত, এতাদৃশ ভজননিষ্ঠ ভক্তগণেৰ পক্ষে ভগবদ্দৰ্শন
অস্বাভাবিক নহে।

শ্ৰীম্ভাবনেৰ প্ৰাচীন ও প্ৰবীণ গোবামিগণেৰ বৰদৰ্শনেৰ
প্ৰতি যথেষ্ট দয়া ছিল। তাঁহাৰা মনে কৰিলেন, গোষ্ঠীৰ জনগণেৰ
উদ্ধাৰেৰ উপায় কৰা একান্ত আবশ্যক। ঐনিবাসকে গোড়
প্ৰেৰণ না কৰিলে এই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। সকলে মিলিরা
স্থিৰ কৰিলেন, অচিৰেই ঐনিবাসকে গোড় পাঠাইতে হইবে।

এই পৰামৰ্শ স্থিৰ হইল যে অগ্ৰহাৰণেৰ পুৰণকে ঐনিবাসকে

গোড় প্ৰেৰণ কৰা হইবে। শ্ৰীল গোবামী তত্ত্বি প্ৰেৰণক
প্ৰস্তুত কৰিরা ৰাখিলেন। দেখিতে দেখিতে অগ্ৰহাৰণ ৰাস
আশিল। ঐনিবাস নরোত্তম ও শ্ৰামানন্দ প্ৰজ্ঞাৰ হইতে গোড়
প্ৰেতাৱৰ্ত্তন কৰিলেন। এই বিবহ চিন্তাৰ ভক্তগণেৰ প্ৰাণ ব্যাকুল
হইয়া উঠিল। ইহাৰাও ভক্তবিবহেৰ চিন্তাৰ অধীৰ হইয়া পড়িলেন।
কিন্তু প্ৰাচীন বৈষ্ণবগণেৰ আত্মা ও কৰ্ত্তব্যেৰ আত্মানে নিজে-
নিজেই কিছু আপনাদেৰ চিন্তা সাধনা কৰিলেন। ঐনিবাসেৰ গোড়
গমনেৰ দিন পৰ্য্যন্ত স্থিৰ হইল। অগ্ৰহাৰণেৰ তত্ত্ব পক্ষীতে দিন
ধাৰ্য্য হইল। শ্ৰীশ্ৰীবিগ্ৰহপণ ও ভক্তগণেৰ নিকট হইতে ঐনিবাস,
নরোত্তম ও শ্ৰামানন্দ বিদায় লইলেন। শ্ৰীপাদলীল গোবামী
মথুৰাৰ একজন ধনী লোকেৰ নিকট হইতে পাথৰ ও সঙ্গীৰ
লোক ও গ্ৰহবহনেৰ গাড়ী সংগ্ৰহ কৰিলেন। কাঠসম্পূট গ্ৰহ-
ৰাশিতে পূৰ্ণ কৰিরা ভক্তিপ্ৰচাৰক ঐনিবাস, নরোত্তম ও শ্ৰামা-
নন্দকে গোড় প্ৰেৰণ কৰিলেন। তত্ত্বত্ৰয় শ্ৰীগোৱাকচৰণ
চিন্তা কৰিরা পথ অতিবাহন কৰিতে লাগিলেন। কতদিন পৰে
ইহাৰা বনবিষ্ণুপুৰেৰ সীমাৰ আগমন কৰিলেন। তখন বীৰ
হাৰীৰ বনবিষ্ণুপুৰেৰ অধিপতি ছিলেন, ডাকাতি তাঁহাৰ প্ৰধান
ব্যবসাৰ ছিল। পশ্চিমগিৰেৰ ধন লুণ্ঠন তাঁহাৰ নিত্য কাৰ্য্য
মধ্যে পৰিগণিত হইরাছিল। গ্ৰহপূৰ্ণ কাঠসম্পূট দেখিরা বীৰ
হাৰীৰেৰ দৃতগণেৰ মনে হইল ইহাতে অনেক মূল্যবান পদাৰ্থ
আছে। একুপ সন্দেশেৰ বৰ্ণেই কাৰণও ছিল। শ্ৰীপাদ শ্ৰীলীল
গোবামী অতি যত্নে কাঠসম্পূট বন্ধ কৰিরা দিরাছিলেন।
হিন্দুস্থানী প্ৰহৰীও সজে ছিল।

নিশাভাগে কাঠসম্পূট অপহৃত হইল, ঐনিবাস আগিরা
দেখিলেন সৰ্কনাশ হইরাছে, তিন জনেই অধীৰ ভাবে কিয়ৎকাল
অহুসন্ধান কৰিলেন, কিন্তু নিফল। কিছুতেই আৰ সন্ধান হইল
না। বহুকাল পৰে একজন লোক ঐনিবাসকে বলিলেন, বিষ্ণু-
পুৰেৰ ৰাজাৰ বাটতে গ্ৰহসম্পূট নীত হইরাছে, আপনি সেই
খানে ইহাৰ অহুসন্ধান পাইবেন। ঐনিবাসেৰ ব্যাকুলপ্ৰাণে
আশাৰ সন্ধান হইল। তিনি শ্ৰীল নরোত্তমকে আদেশ কৰিরা
বলিলেন, নরোত্তম তুমি শ্ৰামানন্দকে লইয়া খেতৰী বাও,
ইহাকে অসম্ভৱি ক্ৰমে উৎকলে পাঠাইও। গ্ৰহেৰ সন্ধান
পাইলেই আমি তোমাগিকে সংবাদ দিব। ইহাৰা আচাৰ্য্যেৰ
আজ্ঞাৰ ব্যাকুল মনে খেতৰীতে গমন কৰিলেন।

এদিকে ঐনিবাস একাকী বনবিষ্ণুপুৰে গমন কৰিলেন।
তাঁহাকে দেখিরাই বনবিষ্ণুপুৰেৰ লোকেৰা ভগবদ্ভক্তাৰ বলিরা
মনে কৰিতেছিলেন। শ্ৰীকৃষ্ণভক্ত নামক একজন ভক্তগুৰু
আচাৰ্য্যকে দেখিরাই প্ৰেমে অধীৰ হইলেন। ইহাৰ নিবাস
দেউলী। ইনি ঐনিবাসকে দেউলীতে লইয়া গেলেন এবং

বলিলেন, রাজা বীর হাবীর বধিও ডাকাতি করেন, কিন্তু ভাগবত প্রবণে তাঁহার সর্বশেষ অকৃত্য আছে, স্ততরাং আপনি রাজ-বাটিতে চলুন। কক্ষবস্ত্র এই বলিয়া ঐনিবাসকে রাজবাটিতে লইয়া গেলেন। রাজা আচার্যের তেজঃপ্রভাব দেখিয়া বিস্মিতাভ-করণে তাঁহার ঐশ্বর্যে পতিত হইলেন এবং স্পষ্টতঃই বুঝিলেন যে তাঁহার লোকেরা রক্তলোভে যে কাঠিসম্পূট আনিয়াছিল, ইনিই সেই রক্তনিচয়ের অধিকারী। রাজা দম্ভা ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চিত্ত একবারে ভগবদ্বশে হীন ছিল না। ঐনিবাসের দর্শনে তাহার চিত্ত শুদ্ধ হইল। তিনি ঐনিবাসকে ভ্রমরগীতা পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। ঐনিবাস এমন অদ্ভুত ভাবে গীতার ব্যাখ্যা করিলেন যে, সে ব্যাখ্যাপ্রবণে শ্রোতৃমাত্রেই বক্ষ-হুল অঙ্গসিক্ত হইল। ব্যাস চক্রবর্তী নামক রাজার একজন পাঠক ছিলেন, তিনি একবারেই অধীর হইয়া পড়িলেন। ঐনিবাস আচার্য্যও প্রেমাবেশে আত্মহারা হইলেন। বীর হাবীর ভাবের আবেগে আর হির থাকিতে না পারিয়া মুহূর্তের জায় ঐনিবাসের চরণতলে পড়িয়া ভূমিতে বিলুপ্তি হইতে লাগিলেন। কিরংকণ পরে রাজা প্রকৃতিস্থ হইলেন। সন্ধ্যার সময়ে তিনি ঐনিবাসকে বলিলেন, প্রভো! এখানে আপনার শুভাগমনের কথা আপনার ঐ শ্রীমুখে শুনিতে বাসনা করি। ঐনিবাস এই উপলক্ষে ভূমিকা করিয়া বীর হাবীরকে শ্রীগৌরান্দ অবতারের কথা শুনাইলেন, তৎপরে শ্রীগৌরভক্তগণের কথা বলিলেন, তার পরে গ্রহ চুরির কথাও রাজাকে জানাইলেন। রাজা সন্তুষ্টচিত্তে বীর হৃদ্ধতির সকল কথাই ঐনিবাসের নিকট সুরল ভাবে জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, সম্পূট খুলিয়াই আমার চিত্তে ভাবান্তর হইয়াছিল। ঘাং হউক, গ্রহ এখানেই আছে, তজ্জন্ত কোন চিন্তা নাই, কিন্তু প্রভো! এ নরাত্মকে চরণতলে স্থান দিতে হইবে, আমি মহাপাপী আমার দ্বগা করিবেন না। আপনার ঐশ্বরের প্রভাব দর্শনেই আমি বুকিরাছি, আপনি প্রকৃত মাহুৎ নছেন। কিন্তু এ অধমের গতি করিতে হইবে। ঐনিবাসের চরণতলে বসিয়া বীরহাবীর সারানিষি উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন। পরদিন গ্রহসম্পূট ঐনিবাসের সমক্ষে উপস্থিত করা হইল। ঐনিবাসের আনন্দের সীমা রহিল না। বীরহাবীর ঐনিবাসকে আপন অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। রাণী এই মহাপুরুষের পদতলে নিপাত্ত হইয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন। রাজাকে লইয়া ঐনিবাস বাহিরে আসিলেন। কিন্তু রাজার মনস্তাপ তখনও দূরীভূত হয় নাই, তিনি ঐনিবাস আচার্য্যের পদে শরণ লইয়া বলিলেন, প্রভো! আমার নিজার কলন। দরমার আচার্য্য বলিলেন, বীর হাবীর তোমার আর কোন ভয় নাই। তোমাকে আমি ভক্তবৎসল শ্রীগৌরান্দের পায়ে সমর্পণ করিয়াছি। এখন তুমি কিম্বদিন

গ্রহাবাসন কর। অন্তঃপুর আমি তোমার বীকানর প্রধান করিব।

এদিকে ঐনিবাস সর্বদা গ্রহ প্রাপ্তির সংবাদ দিলেন। বীর-হাবীর গ্রহবাহী শকট দালা প্রকার জযাদি দ্বারা পূর্ণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে কেন্দ্র পাইলেন। ঐনিবাস কিম্বদন্তি থাকিয়া বীর হাবীর ও তাঁহার পত্নীকে কৃপা করিয়া তথা হইতে বহু জযাদি লইয়া বাজীগ্রামে গমন করেন তখনও বেহমরী লক্ষ্মীপ্রিয়া ঠাকুরাণী জীবিতা ছিলেন। পুত্র সন্দর্শনার্থ মাতার চিত্তে আনন্দের তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল। বাজীগ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা ঐনিবাসের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় উৎকণ্ঠিত ছিলেন। ঐনিবাসকে পাইয়া সকলেই আপ্যায়িত হইলেন। শত শত লোকের আগমনে বাজীগ্রামে হরিক্ষমির কল্লোলকোলাহল সমুখিত হইয়া তক্তি-কথা ও তক্তিশাস্ত্রের বজা উধাও বহিয়া চলিল। এইরূপে ঐনিবাসের অদ্ভুত তক্তিমরতাব দেখিয়া বহুলোক তাহার শিষ্য গ্রহণ করেন। ঐনিবাস গৌরপ্রসন্ন সর্বদাই বিহ্বল থাকিতেন। অতঃপর শ্রীগৌরান্দপার্বদগণের চরণচিন্তা করিতেন। একদিন ব্রহ্মযোগে শ্রীঅবৈত প্রভু ঐনিবাসকে দর্শন দিয়া তক্তিপ্রচারের আদেশ এবং বিবাহ করার জন্ত অনুরোধ করেন। ঐনিবাসের জননী ঠাকুরাণীরও বহুদিন হইতে এই ইচ্ছা বলবতী হইয়াছিল। ঐনিবাস শ্রীযুগে বাইরা শ্রীমদ্বন্দন ও শ্রীমদহরি সরকার ঠাকুরের সহিত দেখা করেন। নরহরিও তাঁহাকে পত্নী-গ্রহণ করায় জন্ত অনুরোধ করেন। ঐনিবাস কটক নগরে বাইরা প্রাচীন ভক্ত দাস গদাধরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইতঃ-পূর্বেই তিনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অন্তর্ধানের সংবাদ পাইয়া ছিলেন। নববীপ তখন অদ্বতমসে নিমজ্জিত হইরাছে, স্ততরাং গভীর পোকে ব্যাকুল হইবেন বলিয়া দাস গদাধর তাঁহাকে কটক নগর হইতেই বাজীগ্রামে প্রেরণ করিলেন। 'নরোত্তম নববীপে ও পুরীধামে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে বাজীগ্রামে আসিয়া আচার্য্যের সহিত সংমিলিত হইরাছিলেন। এই সময়ে ঐনিবাসের নিকট বহু ব্যক্তি তক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। খণ্ডবাসীরা ঐনিবাসের বিবাহের জন্ত উত্তোষ করিতেছিলেন। উহাদের মধ্যে রঘুনন্দনই অগ্রগামী। বাজীগ্রামের গোপাল চক্রবর্তী নামক এক জন ব্রাহ্মণ ঐনিবাসকে বৈশাখ মাসের কৃষ্ণা তৃতীয়াতে বীর কস্তা দান করেন। পূর্বে তিনি জৌপলী নামে পরিচিত ছিলেন, বিবাহের সময় হইতে ইনি উষরী নামে অভিহিত হইলেন। কেহ কেহ বলেন, গোপাল চক্রবর্তীও ঐনিবাসের নিকট বীকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। উহাদের পুত্র ভাদ্রদাস ও রামদাস ঐনিবাসের নিকট বীকিত হন। এই সময়ে গৌরভক্ত বিদ্য হরিদাসের পুত্র গোপালানন্দ দাসও আচার্য্য প্রভুর নিকট বীকাগ্রহণ করেন।

কুমারনগরনিবাসী সুবিখ্যাত রামচন্দ্র কবিরাজকেও শ্রীনিবাস দীক্ষা দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

কিন্নরদিবস পরে শ্রীনিবাস আবার বৃন্দাবনে গমন করিয়া ছিলেন। তাঁহার যাওয়ার দশদিন পূর্বে হরিদাসাচার্য তিরোধান করিয়া ছিলেন। কিন্তু সোভাগ্যক্রমে শ্রীগোপালভট্ট শ্রীজীব গোন্ধামী, ভূগর্ভ ও লোকনাথ তখনও প্রকট ছিলেন। শ্রীনিবাসকে পাইয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। এই সময়ে শ্রামানন্দ ও পুনর্বার শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া ছিলেন। শ্রীনিবাসের অভাবে গোড় অন্ধকারবৎ প্রভাবমান হইল। তাঁহাকে আনয়নের জন্য ভক্তগণ রামচন্দ্রকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে শ্রামানন্দ, রামচন্দ্র ও আচার্য প্রভু একত্র আবার গোড় প্রত্যাবর্তন করেন। বনবিষ্ণুপুরে আসিয়া আবার তিনি রাজা বীর হাথীরকে কৃতার্থ করেন। এই বার আচার্য প্রভু বীর হাথীর ও রাণীকে মন্বদীক্ষা প্রদান করিলেন এবং হরিনাম জপের ক্রম বলিয়া দিলেন। বীরহাথীর নামের পরিবর্তে রাজার শ্রীচৈতন্য দাস নাম রাখিলেন। রাজার পুত্র খাড়ী হাথীরও আচার্য প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। রাজা কালাচাঁদ মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন, শ্রীনিবাস তাঁহার অভিব্যক্তি কার্য সম্পন্ন করেন। দহ্যারাজ বীর হাথীর শ্রীনিবাসের প্রভাবে পরমভক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে বনবিষ্ণুপুরে আচার্য প্রভুর নিকট শত শত লোক মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর শ্রীনিবাস যাজীগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়া এক মহা মহোৎসব করেন, নানা স্থান হইতে এই মহোৎসবে ভক্তগণের সমাগম হইয়াছিল। শ্রীখণ্ডে রঘুনন্দনের আলরেও শ্রীনিবাসের শ্রীভাগবতপাঠে এক মহা মহোৎসব হইয়াছিল। এই উৎসবে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর তনয় যোগদান করিয়া ছিলেন। শ্রীনিবাস কাকনগড়িয়াতেও এক মহামহোৎসব করিয়া ছিলেন। এই সময়ে গোকুলানন্দ ও শ্রীদাসাচার্য মন্ত্র-গ্রহণ করেন।

অতঃপর পেরুরী মহামহোৎসবেও শ্রীনিবাস নিজ ভক্তগণসহ ভাগমন করিয়াছিলেন। যাজীগ্রাম, শ্রীখণ্ড, তেলিয়া বৃন্দারি, কাকনগড়িয়া, বাহাজুরপুর, খেতরী প্রভৃতি স্থানে আচার্য শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের প্রভাবে নামকীর্ত্তন মহামহোৎসবে এই সময়ে ভক্তিরসের বজ্রপ্রবাহ বহিরা চলিয়াছিল। বাঁকুড়া, বীরভূম, বরুমান, মেদিনীপুর, হুগলী, নদীয়া, যশোহর ও রাজ-সাহীতে শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের কৃপার ভক্তিদর্শনের বিজয়ধ্বজা উড্ডীন হইয়াছিল। কটক নগর, খড়দহ, ও নবদ্বীপে ইঁহাদের প্রবলে বহুবার বহু ভক্তিসম্মিলনী ও মহাসমীকীর্ণোৎসব সম্পন্ন এবং শ্রীগোরাঙ্গের ভুবনপাখন নামের জরধরনি সমুখিত হইয়াছে। শ্রীনিবাসই খেতুরিতে নরোত্তম দাস ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীগোরাঙ্গ, বরদীকান্ত, ব্রজমোহন, রাধাকৃষ্ণ, রাধাকান্ত, ও রাধারমণ মূর্ত্তির অভিব্যক্তি করেন।

শ্রীনিবাস রাঢ়দেশে গোপালপুরনিবাসী রাঘব চক্রবর্তী এবং তাঁহার গৃহিণী রাধাবী দেবীর প্রার্থনায় উহাদের কন্যা শ্রীমতী গৌরাঙ্গপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন। আচার্য প্রভুর উত্তর সহধর্মিণীর মধ্যেই যথেষ্ট সম্ভাব ছিল।

শ্রীনিবাস আচার্য যদিও সুবিখ্যাত বৈষ্ণব দার্শনিক শ্রীপাদ শ্রীজীব গোন্ধামীর নিকট ছাত্রবৎ ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছিলেন, যদিও শ্রীজীবের লিখিত গ্রন্থের ব্যাখ্যা করাই তাঁহার প্রধান একটা কর্তব্য ভার ছিল, কিন্তু ভক্তিরসাকর পাঠে জানা যায়, শ্রীজীব শ্রীনিবাসকে যথেষ্ট ভক্তি করিয়া পত্র লিখিতেন। ভক্তিরসাকরের উপসংহারে শ্রীনিবাসের নামে তিন খানা পত্র প্রকাশিত আছে। দুই খানি শ্রীজীবের লিখিত, অপর খানি শ্রীমন্নিত্যানন্দাচ্যাজ বীরভূজ গোন্ধামীর লিখিত। শ্রীজীব পত্রের স্বাক্ষর মুখে লিখিয়াছেন—

“স্বতি মদীরত্নপ্রদ পদমন্ড শ্রীনিবাসাচার্যচরণেশু।

শ্রীবৃন্দাবনাৎ জীবনায়ত্তস্ত সপ্রণামালিনস্তাশংসনকম্।”

শ্রীজীব একে ব্রাহ্মণ, তাহাতে আকুমার ব্রহ্মচারী, তাঁহার উপরে আবার দার্শনিক পণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার, সর্বোপরি আচার্য প্রভুর শিক্ষাগুরু ও অধ্যাপক, শ্রীজীব বরসেও আচার্য প্রভুর জ্যেষ্ঠ হওয়াই সম্ভবপর। শ্রীজীবের উক্ত পত্র শ্রীনিবাসের গৌরব ও শ্রীজীবের দীনতা উভয়ই যুজিত হইয়াছে। শ্রীনিবাসের এই গৌরবের একটা বিশেষ হেতু এই যে, বৈষ্ণবগণ ইঁহাকে মহাপ্রভুর প্রেমশক্তির অবতার বলিয়াই জানিতেন। এমন কি শ্রীমন্নিত্যানন্দাচ্যাজ শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুকে “তং হি শ্রীশ্রীমহা-প্রভোঃ শক্তিঃ” বলিয়া পত্র সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

মহাপ্রভু শ্রীগোরাঙ্গের পরবর্তী সময়ের বৈষ্ণবগণ শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুকে তবীর প্রেমশক্তি বলিয়া মনে করিতেন। মহাপ্রভু শ্রীনিবাসদ্বারা বৃন্দারণ্যবাদী গোন্ধামীগণের গ্রন্থ বঞ্চে প্রচার করেন, ইঁহাই পরবর্তী বৈষ্ণবগণের ধারণা। কর্ণামৃতে অতি সংক্ষেপে শ্রীনিবাসচরিত যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে এখানে তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

“শ্রীকৃপাগোন্ধামী কৃত যত গ্রন্থগণ।

যত গ্রন্থ প্রকাশল গোন্ধামী সনাতন ॥

শ্রীভট্ট গোসাঁই যাহা করিলা প্রকাশ।

রঘুনাথ ভট্ট আর রঘুনাথ দাস ॥

শ্রীজীব গোন্ধামী কৃত যত গ্রন্থচর।

কবিরাজ গ্রন্থ যত কৈলা রসময় ॥

এই সব গ্রন্থ লৈয়া গোড়িতে বন্ধনেন।

বিভারিলা প্রভু তাহা মনের আনন্দে ।
ত্রিনিবাস বায়ুরূপে গ্রহ মেঘ লইয়া ।
লইয়া আইলা তেঁহো যতন করিয়া ।
ব্রজগিরি মধ্য হইতে গ্রহ মেঘ আনি ।
গোড়দেশে কৃষি সিকে দিয়া প্রেমপাণি ।
কলি রবি তাপে দগ্ধ জীব শতগণ ।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত বৃষ্টে পাইল জীবন ॥”

এই গ্রন্থসমূহের রসান্বাদনের নিমিত্ত প্রত্যহই বাজিগ্রামে ভক্তজনতা হইত, দূরদেশ হইতে বৈষ্ণবছাত্রগণ আগমন করিয়া গ্রন্থাধ্যয়ন করিত। ত্রিনিবাস প্রেমভক্তির সারসিদ্ধান্ত সকলকে শুনাইতেন, এবং বিশদরূপে ব্যাখ্যাতেন; এইরূপ কণ্ঠ ও জ্ঞানের প্রভাব ভক্তির সুধাস্রবীর তরঙ্গপ্রবাহে উপাসক সমাজ হইতে স্রুত্রে প্রস্থিত হইল। তাঁহার নিম্নের সাধনভজন ও ভাব আরও অদ্ভুত। যথা কর্ণামৃতে—

“প্রেমামৃতে ডুবি রহে রাত্রি আর দিনে ॥
সংখ্যা করি हरিনাম লয় গ্রহরেক ॥
গ্রহ দরশনে যায় আর গ্রহরেক ॥
রাধাকৃষ্ণ গোবিন্দ কীর্তন হই নাম ।
স্বরূপ বিলাস প্রেমে ভাসে অবিরাম ॥
চণ্ডীদাস বিভাগতি শ্রীগীত গোবিন্দ ।
রায়ের নাটক গ্রহ গান পরানন্দ ॥
রজনীতে ভক্ত সঙ্গে পরে রাসবিলাস ।
গান শিক্ষা দিল ভক্তি প্রেমের উল্লাস ॥
দিনে শালগ্রামসেবা তুলসীসেবন ।
পরম ভক্তিতে করে জলের সিকন ॥
রাধাকৃষ্ণ ধ্যান মন্ত্র নাম দৌহাকার ।
এই মত স্মরণলীলা শ্রুতি সর্বকাল ॥
গৌর গুণগান প্রভু নিত্যানন্দ শুন ।
এই মত দ্বিবারাত্র উপজে করুণ ॥”

পূর্বেই বলিয়াছি, ত্রিনিবাস আচার্যের দুইটি সহধর্মিণী ছিলেন,—একের নাম দ্রোণদী, ইনি বিবাহের সময়ে জৈশ্রী নামে অভিহিতা হইয়াছিলেন। অপরের নাম শ্রীমতী গোরাক্ষপ্রিয়া। কর্ণানন্দে লিখিত আছে, ত্রিনিবাস আচার্য প্রভুর তিন পুত্র যথা শ্রীন্দ্রাবন আচার্য, রাধাকৃষ্ণ আচার্য এবং গীতগোবিন্দ আচার্য। ও তিনটি কন্যা কন্যাদের নাম হেমলতা, কৃষ্ণপ্রিয়া ও কাকন-লতিকা। ইহারা সকলেই ত্রিনিবাস আচার্য প্রভুর নিকট দীক্ষা-মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ত্রিনিবাসের শিষ্য রামকৃষ্ণ চট্টরাজের পুত্র গোপীজনবরুদ চট্টরাজের সহিত হেমলতা দেবীর এবং অপর শিষ্য কুমুদ চট্টরাজের সহিত কৃষ্ণপ্রিয়া দেবীর বিবাহ হয়।

ত্রিনিবাসের দুই ঘরশ্রী। কোন ঘরশ্রীর গর্ভে কাহার জন্ম কর্ণানন্দে তাহা লিখিত হয় নাই। কর্ণানন্দগ্রন্থে তাহা বহনন্দন বাস হেমলতা ঠাকুরাণীর ভ্রাতৃপুত্র সুবলচন্দ্র ঠাকুরের শিষ্য। তিনি ১৫২৯ সালে এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। সুতরাং আচার্য প্রভুর বংশাবলী সৰ্ব্বদে তাঁহার যথেষ্ট জানা ছিল। কিন্তু এই গ্রন্থে আমরা উক্ত গ্রন্থের কোনও উত্তর দেখিতে পাই না।

এই গ্রন্থখানি ত্রিনিবাসের শিষ্য প্রশিষ্যগণের সুবিদিত তালিকা। ত্রিনিবাস আচার্যের পৌত্র শ্রীগীতগোবিন্দের পুত্র রাধামোহন গোস্বামী। রাধামোহন কর্ণানন্দকারের অনেক গীত স্বকৃত পদ্যমূলসমূহে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ত্রিনিবাসের জন্মভূমি চাঞ্চলিগ্রাম বহমিন হইল গঙ্গাগর্ভে চির-বিশ্রাম লইয়াছেন। এই গ্রামে বহু বিগ্রহ ছিলেন। সেই সকল বিগ্রহ স্থানান্তরে নীত হইয়াছেন। বনবিষ্ণুপুর, বৃথাইপাড়া ও মালিহাটি গ্রামে আচার্যপ্রভুবংশ গোস্বামিগণের বর্তমান বাস। ইহার উপশাখাধি সৈয়দাবাদ, বোরাগুলি, করিমপুর, মণ্ডলগ্রাম, গোলাক্ৰিগ্রাম, গোয়াস, ইসলামপুর, দেউলগ্রাম ও সোণারদি প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন। চট্টরাজবংশ এক শাখা আঢ়িয়ায় বন্দ্য কাওরালজানী গ্রামে বাস করিতেছেন। ইঁহারা চক্রবর্তী বলিয়া অভিহিত হইলেও চট্টরাজবংশীয়। পরমগৌর-ভক্ত অনন্তরাম চট্টরাজ রত্নদেশ হইতে পূর্বাঞ্চলে গমন করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টরাজ পরম ভগবৎ ছিলেন। তাঁহার অসীম প্রভাব দর্শনে মুকুন্দকিশোর চক্রবর্তী তাঁহাকে কন্যা ও বিষয় সম্পত্তি দান করেন। এই সময়ের পর হইতে ইঁহারা চক্রবর্তী নামে পরিচিত। লক্ষ্মীনারায়ণের সেবিত গোবিন্দজীউ এখনও তদীয় বংশধরগণ দ্বারা সেবিত হইতেছেন। কাহারও কাহা-রও ধারণা পূর্বদেশীয় এই শাখা বৈষ্ণবসমাজে সুপ্রসিদ্ধ বট চক্রবর্তীর কোন চক্রবর্তীর বংশধর, কিন্তু তাহা ভ্রম। ত্রিনিবাস আচার্য প্রভুর শাখার মধ্যে বট চক্রবর্তীর নাম সর্বশেষ উল্লেখ-যোগ্য। যথা—

“ত্রিদাসগোকুলানন্দো ভ্রামদাসভূষণৈব চ।

ত্রিবিদ্যশ্রীগোবিন্দ-ত্রিরামচরণতথা।

বট চক্রবর্তিনঃ খ্যাতা ভক্তিগ্রন্থাহুশীলনাঃ।

নিভারিতাখিলজনাঃ কৃতবৈষ্ণবসেবনাঃ।”

ত্রিগোপাল চক্রবর্তী ও শ্রীরঘুনাথ চক্রবর্তী ত্রিনিবাস আচার্য প্রভুর ঋতুর। ইঁহারাও প্রভুর মঙ্গলশিষ্য। ভ্রামদাস ও রামচরণ ত্রিগোপাল চক্রবর্তীর পুত্র, ইঁহারা উভয়েই বট চক্রবর্তীর অন্তর্গত। রামচরণ চক্রবর্তী ব্রহ্মদেশ হইতে করিমপুরে গমন করিয়া অসংখ্য শিষ্য করেন। শ্রীদাসাচার্য বীরহাথীরের ভবনে পাঠক ছিলেন। ইনি বিষ্ণুপুরবাসী। শ্রীদাস ও গোকুলানন্দ

অবিখ্যাত হরিন্দাস আচার্য্যের পুত্র, ইঁহার কাঞ্চনগড়িয়ার অধিবাসী । ঐশ্বাসের ভিন পুত্র অরুণক, জগদীশ, ও শ্রামবল্লভাচার্য্য । গোবিন্দ চক্রবর্তী'র নিবাস বোরাকুলি, ইনি মহাপ্রেমিক ছিলেন । ইঁহাকে সকলেই ভাবুক চক্রবর্তী বলিয়া অভিহিত করিত । বীর হাবীর 'মহারাজ চক্রবর্তী' নামে অভিহিত হইতেন । এতদ্ব্যতীত লক্ষ্মণ চক্রবর্তী, রাধাবল্লভ চক্রবর্তী, ও রূপচক্রবর্তী ঘটক চক্রবর্তীগণের মধ্যে পরিগণিত । ঐনিবাসশাখাবর্ণনার অষ্ট কবিরাজের নাম এইরূপ লিখিত আছে—

“ঐরামচন্দ্রগোবিন্দকর্ণপুরনৃসিংহকঃ ।

ভগবান্ বল্লবীদাসো গোপীরমণগোকুলো ॥

কবিরাজ ইমে খ্যাতা জরজ্বাটৌ মহীতলে ।

উত্তমা ভক্তিসদ্রসমাধানবিচক্ষণাঃ ॥”

অর্থাৎ রামচন্দ্র ভদ্রহুজ গোবিন্দ কর্ণপুর, নৃসিংহ, ভগবান্, বল্লবীদাস, গোপীরমণ ও গোকুল এই অষ্ট কবিরাজ । এতদ্ব্যতীত আরও কতিপয় কবিরাজ ঐনিবাসের শিষ্য ছিলেন ; যথা— গোবিন্দের পুত্র দিব্যসিংহ, বাসুদেব, বৃন্দাবন, বনমালী দাস, ভূগদাস, তৎসহোদর নিমাই, ইঁহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শ্রামদাস, নৃসিংহের সহোদর ঐনারায়ণ, বল্লবীর দুই সহোদর—রামদাস ও গোপালদাস । ঐনিবাস আচার্য্য প্রভুর ২১ শাখা বলিয়া প্রসিদ্ধ তন্মধ্যে ছয় চক্রবর্তী এবং অষ্ট কবিরাজের নাম ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে । এতদ্ব্যতীত চট্টরাজবংশের মধ্যে রামকৃষ্ণ ও কুমুদানন্দ, ঐরাধাবল্লভ মণ্ডল, জররাম চক্রবর্তী, রূপঘটক চক্রবর্তী, ঠাকুরদাস ঠাকুর, বীর হাবীর ও ঠাকুরদাস এই একুশ শাখা । এখনও ইঁহাদের বংশধরগণ সমগ্র বঙ্গদেশে ঐঐগৌরাক-মহাপ্রভুর প্রবর্তিত প্রেমভক্তিময় ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন । ঐনিবাস আচার্য্য সার্বণ গৌরীর রাঢ়ীয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ-বংশাবতংশ বলিয়া বিদিত ছিলেন ।

ঐপ (ত্রি) শ্রিয়ঃ পাতীতি ঐ-পা-ক । বিনি ত্রীকে পালন করেন । (বোপদেব)

ঐপঞ্চমী (ত্রী) শ্রিয়ঃ সরবত্যাঃ পঞ্চমী । মাঘ শুক্লপঞ্চমী । এই পঞ্চমীতে ভগবান্ কান্তিকের লক্ষ্মীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন, একারণ ঐ তিথি ঐপঞ্চমী বলিয়া প্রসিদ্ধ । এই তিথিতে লক্ষ্মীপূজা করিলে অতুল ভাগ্যোদয় হয় ।

“চতুর্থী বরদা শুক্লা তত্র গৌরী অপরাজিতা ।

সৌভাগ্যমতুলং কুণ্ডাৎ পঞ্চমাং ত্রীপি শ্রিয়ঃ ॥” (সংবৎসরকোষ)

গৌড়দেশে ব্যবহার পরম্পরায় এই তিথিতে দাবতীয় বিস্তার অধিতাত্রী সরস্বতী দেবীকে যে কোন বিভাগাভার্থী হউন না কেন তিনি সাতিশয় ভক্তিসহকারে যথাসাধ্যোপচারে একান্ত মনে পূজা করিয়া থাকেন ।

ঐপঞ্চমীব্রত (ত্রী) মাঘ শুক্লপঞ্চমীয়ার ব্রতবিশেষ । এই ব্রত নারীগণের আচরণীয় এবং ইঁহা শুদ্ধকালে মাঘমাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে আরম্ভ করিয়া ছয় বৎসরকাল যাবৎ যথারীতি প্রতিপালনপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিতে হয় ।

এই ব্রতের প্রতিপালনীয় বিষয় এই যে, পূর্ব্বদিন সংযম করিয়া পরদিন ব্রতচরণ কর্তব্য ; অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চমী তিথির পূর্ব্বদিন যথারীতি সংযম করিয়া পরদিন ব্রতচরণ করিবে এবং এইরূপে তৎপরবর্তী প্রতিমাসীয় শুক্লপঞ্চমীতে ব্রতচরণ করিয়া ছয় বৎসরকাল অভিবাহিত করিতে হইবে ; কিন্তু তন্মধ্যে প্রথম দুই বৎসর ঐ রূপ প্রত্যেক শুক্লা পঞ্চমীতে লবণবজ্জিত অন্ন ও দ্বিতীয় বৎসরষয়ে মাত্র হবিষ্যার ভোজন, পঞ্চম বর্ষে কেবল ফল আহার এবং ষষ্ঠ বর্ষে প্রতি পঞ্চমীতে উপবাস করিয়া ব্রতপ্রতিষ্ঠা করিতে হয় ।

“লক্ষ্মীকবাচ—

“মাঘে মাসি সিতে পক্ষে পঞ্চমী যা শুভা ভবেৎ ।

ভক্ত্যামারভ্য কর্তব্যং যাবৎষড়্‌বৎসরো ভবেৎ ॥

স্বপনং শ্রীতলৈস্তোত্রৈর্দিব্যগন্ধসমবিতৈঃ ।

পূজনং বিবিধৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈর্নানাবিধৈরপি ॥

পূজয়েৎ বিবিধৈর্ভোগৈঃ পায়সৈঃ পিষ্টকৈশ্চথা ।

সংবৎসরমতীতে তু অগ্ন্যবাহতিশ্চিৎ মাম্ ॥

অলবণেনাত্ত্বদ্বয়ং হবিষ্যেণ দ্বয়ং তথা ।

ফলেনৈকেন কর্তব্যমুপবাসৈঃ প্রতিষ্ঠয়েৎ ॥”

(ভবিষ্যপুরাণ)

পূজাবিধি—প্রথমে স্বস্তিবাচন করিয়া “ও তৎসমোমত্ত মাঘে মাসি শুক্রে পক্ষে পঞ্চম্যস্তিথাবারভ্য ষড়্‌বর্ষপর্য্যন্তঃ অমৃকগোত্রা ত্রীঅমৃকী দেবী পূজোপোত্রাতৈবধবাবিপুলধনখাভাদিলাভপূর্ব্বক বিষ্ণু-লোকপ্রাপ্তিকামা প্রতিমাযশুপঞ্চম্যাং গণপত্যাদিনানাদেবতা-পূজাপূর্ব্বকলক্ষ্মীনারায়ণপূজামহং করিষ্যে” বলিয়া সংকল্প করিবে । অনন্তর সংকল্পের স্মৃতি পাঠ, অন্নভাস, করভাস, ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল প্রভৃতি দেবতাগণকে পূজা করিতে হইবে । তারপর ‘ধোয়ঃ’ সঙ্গ ইত্যাদি নারায়ণের ধ্যান ও পূজা করিয়া লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিবে । লক্ষ্মীর ধ্যান যথা—

“লক্ষ্মীং গৌরবর্ণাং দ্বিজাং নবযৌবনসম্প্রদাং পদ্মহস্তাং পদ্ম-নেত্রাং পদ্মোপরিসংহাং নানালঙ্কারভূষিতামভয়বরদাং হরিপ্রসাদাং”

প্রথমধ্যানের পুশ্চ নিজ মন্তকে দ্বিগ্ন মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষাধ্যায়াপনপূর্ব্বক পূজার উপকরণে এবং নিজ মন্তকোপরি সেইজল কিঞ্চিৎ ছিটাইয়া দিয়া পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন করিবে । মন্ত্র যথা—

“ও ভগবতি লক্ষ্মীদেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্নিহিতা ভব, মম পূজাং গ্রহাণ”

“ও মহালক্ষ্মী বিদ্যায়ে কলাটৈ ধীমহি তন্মো দেবী প্রচোদয়াৎ” এই মন্ত্রে শালগ্রামে দেবীকে স্নান করাইয়া শক্তাস্বরূপ উপচারে পূজা করিয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্বক প্রণাম করিবে। অনন্তর ‘এতে গন্ধপুষ্পে ও গণেশায় নমঃ’ এইরূপ ক্রমে ও ‘কুবেরায়’ কান্তিকেশায়, গুরুবে, কেশবায়, অনন্তায়, মরুদভ্যঃ, নদীভ্যঃ, নদেভ্যঃ, গোধ্যাদিমাভ্যঃ, লবণাদিসমুদ্রেভ্যঃ, গজাটৈঃ, বসুনায়ৈ, হরয়ে, হরায়, বাহুদেবায়, অষ্টবহুভ্যঃ, সর্কেভ্যো দেবেভ্যঃ সর্কাভ্যো দেবীভ্যঃ, এই সকল চতুর্ভাষ্য শব্দের পূর্বে এতে গন্ধপুষ্প এবং পরে ‘নমঃ’ শব্দ যোগ করিয়া ঐ সমস্ত আবারণ-দেবতাদিগকে যথাস্থিত উপকরণ দ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর যথাস্থিত মূলমন্ত্র জপ করিয়া ‘ওহাতিগুহ্য’ মন্ত্রে জপ বিসর্জন দিয়া প্রণাম করিবে। মন্ত্র যথা—

“লক্ষ্মীং সর্বদেবানাং যথা বসসি নিত্যশঃ।

দ্বিরা ভব তথা দেবি মম জন্মনি জন্মনি ॥

সর্বভূতহিতার্থায় যথা নারায়ণে স্থিতা।

তথা ত্বং পাহি মাং দেবি সর্বলক্ষণসম্ভবে ॥

লক্ষ্মীং সর্বভূতানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে।

যা গতিত্বাং প্রপন্নানাং সা মে ভূয়াক্ষদর্শনাৎ ॥”

অনন্তর ‘নারায়ণ নমঃ’ এই ক্রমে যথাস্থিত নারায়ণের পূজা করিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিবে। উৎসর্গমাত্র যথা—

“এতে গন্ধপুষ্পে যজ্ঞোপবীতান্নিতসোপকরণান্নভোজ্যায় নমঃ। এতদধিপত্যে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। বিষ্ণুন্মোহন্ত মাঘে মাসি শুক্রে পক্ষে পঞ্চম্যাঙ্কথো অমুক গোত্রা অমুকী মেবী যজ্ঞোপবীতান্নিতসোপকরণান্নভোজ্য-মার্জিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়ান্নং দদে।”

অতঃপর ঔষিষ্যপুরাণোক্ত ব্রতকথা শ্রবণানন্তর দক্ষিণাভ্য করিয়া অজিহ্রাবধারণ করিতে হইবে। [পঞ্চমী শব্দ দেখ]

শ্রীপতি (পুং) শ্রিয়ঃ পতিঃ। ১ বিষ্ণু। (অমর)

“সেব্যঃ শ্রীপতিরেব সর্বজগতামেকান্ততঃ সাক্ষিণঃ।”

২ পৃথিবীনাথ, ভূপতি।

শ্রীপতি, ১ একজন প্রাচীন কবি। ২ একজন বৈয়াকরণ, প্রক্রিয়াকৌমুদীটিকায় ইহার উল্লেখ আছে। ২ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ। চন্দ্রগ্রহণসাধন, তত্ত্বপ্রবীণ, তিথিপত্রনীরা-জনাবলী, দৈবজ্ঞবল্লভ (এই গ্রন্থে ইনি নীলকণ্ঠ নামে পরিচিত) দীকোটী, প্রবমানস, পদ্মপঞ্চাশিকা, পর্কপ্রকাশ, মুহূর্ত্তসরমালা ও তাহার টীকা, এবং সারাবলী নামক কয়খানি গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ৩ প্রস্তাবতরঙ্গিণী প্রণেতা। ৪ শ্রুতিকল্পলতা

নামক বেদান্তগ্রন্থরচয়িতা। ৫ সিদ্ধান্তশেখর নামক জ্যোতিঃ-শাস্ত্র প্রণেতা। ৬ রমলসাররচয়িতা। ইনি লক্ষ্মীনৃসিংহভট্টের পুত্র।

শ্রীপতিগোবিন্দ, জানক্যানন্দবোধন নামক একখানি কাব্য-রচয়িতা।

শ্রীপতিদত্ত, কান্তরপরিণিষ্টপ্রণেতা।

শ্রীপতিভট্ট, জাতকপদ্ধতি বা শ্রীপতিপদ্ধতি, জ্যোতিষরত্নমালা, জ্যোতিষরত্নসার ও শ্রীপত্নীদাহরণ নামক জ্যোতিষগ্রন্থরচয়িতা, ইনি কেশবের পৌত্র ও নাগদেবের পুত্র।

শ্রীপতিশিষ্য, চতুর্কিংশতি ও বালবিবেকিনী নারী তাহার টীকাপ্রণেতা।

শ্রীপথ (পুং) শ্রিয়ঃ পথঃ (অকপুরুষঃ পথ্যমানকে। পা ৪।৪।১৪) ইতি অঃ। রাজপথ। (হেমচন্দ্র)

শ্রীপদী (স্ত্রী) বাধিকী মল্লিকাপুষ্প, চলিত বেগুন। (ভাবপ্রঃ)

শ্রীপদ্ম (পুং) শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীপরম, মুকুন্দবিজয় নামক জ্যোতিষগ্রন্থপ্রণেতা। ইনি ১৫৯১ সন্বতে রাজা মুকুন্দসেনের আদেশানুসারে উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীপর্ণ (স্ত্রী) শ্রীবিষ্ণুগণি পর্ণানি যন্ত। ১ পদ্ম। (বাজনি) ২ অগ্নিমহ বৃক্ষ, গণিয়ারী। (হেমিনী)

শ্রীপর্ণিকা (স্ত্রী) ১ কটকল বৃক্ষ। (বাজনি) ২ গাভারী বৃক্ষ। ৩ গণিকারিকা, গণিয়ারী। ৪ শাল্মলী বৃক্ষ। ৫ পুন্নি-পর্ণী। ৬ হঠ বৃক্ষ। (হেম)

শ্রীপর্ণী (স্ত্রী) শ্রীপর্ণিকা শব্দার্থ।

শ্রীপর্ণীতৈল (স্ত্রী) স্তনবোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—গাভারী ছালের কাথ ও কঙ্কের সহিত তিলতৈল পাক করিয়া তাহাতে জুলা জিজাইয়া স্তনের উপরি ভাগে স্থাপন করিলে প্রলম্বমান স্তন পুনর্বার উত্থিত হয়। (ভৈষজ্যরত্নাং)

রসরসাকর গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, গাভারী ছালের বরসদ্বারা তৈল পাক করিতে হইবে; তদভাবে উহার অষ্টাংশাব-বিশিষ্ট কাথ গ্রাহ্য।

শ্রীপর্বত (পুং) ১ শ্রীগিরি। [শ্রীশৈল দেখ।] ২ লিঙ্গভেদ।

শ্রীপা (ত্রি) শ্রী-পা-কিপ্। সৌভাগ্যশালী। ঐশ্বর্য বা শ্রী-রক্ষাকারী।

শ্রীপাদ (পুং) ১ পূজাপাদ। ২ দিক্‌পাদ। শ্রেষ্ঠপাদ। লক্ষ্মী-বস্ত্র বা ভাগ্যবান্ ব্যক্তি।

শ্রীপাল (পুং) প্রসিদ্ধ জৈনরাজভেদ।

শ্রীপাল, ভ্রমরাষ্টকাদিপ্রশস্তি নামক গ্রন্থরচয়িতা।

শ্রীপালকবিরাজ, একজন প্রাচীন কবি।

শ্রীপালিত, হাল নামক রাজ্যপ্রসঙ্গে পালিত একজন কবি।

কাব্যমালার 'গাথানুশীল' নামক কবিতার মুখবন্ধে এক পালিত নামক কবিরচিত আটটি শ্লোক পাওয়া যায়।

শ্রীশিষ্ট (পুং) শ্রিয়ঃ সরলক্রমস্ত পিষ্টঃ। সরল বৃক্ষের রস বা নির্ধাস, চলিত ভাষিণী। ২ লবণ-খোঁটা।

শ্রীপুট (পুং) ছন্দোভেদ।

শ্রীপুত্র (পুং) ১ অশ্ব, ঘোটক। শ্রিয়ঃ পুত্রঃ। ২ কামদেব।

শ্রীপুরনগর (স্ত্রী) নগরভেদ।

শ্রীপুরমঙ্গলম্, মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর আর্কট জেলার বন্দীবাগ তালুকের অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। এখানে প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন স্বরূপে একটি ব্রোঞ্জধাতুনির্মিত ও একটি প্রস্তরে গঠিত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীপুষ্প (স্ত্রী) শ্রীযুক্ত পুষ্পমস্ত। ১ দেবপুষ্প, লবঙ্গ। ২ পল্লব। ৩ প্রপোণ্ডরীক, পুণ্ডরিকা কাঠ। ৪ বেতপত্র।

শ্রীপুষ্পমঞ্জরী (স্ত্রী) প্রপোণ্ডরীক, পুণ্ডরিকা। (রাজনি°)

শ্রীপেরুমাতুর (শ্রীপেরুমতুর), মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সীর চিলমলট জেলার কাঞ্চীপুরম্ অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। মাস্ত্রাজ হইতে ২৫ মাইল দূরে পশ্চিমটুক্করোড নামক রাস্তার ধারে কাঞ্চীপুর হইতে ১৮ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত।

এই স্থান পূর্বে ভূতপুরী নামে প্রখ্যাত ছিল। খ্রিস্টাব্দ বৈষ্ণবমতপ্রবর্তক শ্রীরাধাকৃষ্ণাচার্য্য ১০১৬ খৃষ্টাব্দে এখানে জন্মগ্রহণ করেন। যে স্থানে তিনি ভূমিষ্ঠ হন, সেই স্থলে অত্য়পিও একটি প্রস্তরগৃহ নির্মিত রহিয়াছে। রাধাকৃষ্ণাচার্য্য স্বীয় বিশিষ্টাধৈত্য মতপ্রচারের জন্য দাক্ষিণাত্যে প্রায় ৭০০ মঠ স্থাপন করেন এবং বাহাতে সকল লোক তাঁহার প্রবর্তিত বৈষ্ণব-মত গ্রহণ করিয়া পবিত্র জীবন বহন করিতে পারে, তজ্জন্ত তিনি এই সকল মঠের পরিদর্শকরূপে ৮৯ জন আচার্য্যকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অত্য়পিও কণ্ঠীপুরে, শ্রীরঙ্গমে, রামেশ্বরে, ভোটাড্রিতে ও অহোবিল নামক স্থানে গুরুবংশ বর্তমান আছে। শ্রীরঙ্গমে রাধাকৃষ্ণ স্বামীর তিরোধান ঘটে।

[রাধাকৃষ্ণ দেখ।]

এখানে একটি খ্রীপ্রাচীন বিষ্ণুমন্দির দৃষ্ট হয়, এই মন্দিরগায়ে এছাড়াও লিখিত কতকগুলি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। নিকটে আর একটি শিবমন্দির দৃষ্ট হয়, স্থানীয় লোকের বিশ্বাস উহা উক্ত বিষ্ণুমন্দির অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। এই নগর হইতে ১৮ মাইল পশ্চিমে অত্রপাকম্ খালের গর্ভ হইতে কতকগুলি প্রস্তরনির্মিত প্রাচীন কালের যুদ্ধাঙ্গ পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীপ্রদ (দ্বি) ১ ভাগ্য বা ঐশ্বর্য্যদানকারী। ত্রিপ্রঃ টাপ্। ২ রাখা।

শ্রীপ্রভাব (পুং) কথলভেদ। (তারনাথ)

শ্রীপ্রসূনক (স্ত্রী) লবণ। (বৈজ্ঞানিক°)

শ্রীপ্রিয় (স্ত্রী) ১ লক্ষ্মীপ্রিয় ভ্রব্য। ২ হরিতাল।

শ্রীফল (পুং) শ্রীযুক্ত ফলমস্ত। ১ বিষফল। ২ রূপাধনী বৃক্ষ, খাদ্য গাছ। (স্ত্রী) ৩ বিষফল। ৪ আমলক, আমলা। ৫ আর্জিচক্ৰ পুগ, কাঁচা চিকি ছপারি।

শ্রীফলশলাটু (পুং) অপক বিষফল, কাঁচা বেল, বেলগুটা।

শ্রীফলা (স্ত্রী) ১ নীলী বৃক্ষ। ২ ক্ষুদ্র কারবেল, ছোট উচ্ছে। ৩ আমলকী। (রাজনি°)

শ্রীফলিকা (স্ত্রী) শ্রীফলা বার্ষিক কন্ টাশি অত ইচ্ছম্। ১ ক্ষুদ্র কারবেলী, ছোট করলা। ২ মহানীলী বৃক্ষ। (রাজনি°)

শ্রীফলী (স্ত্রী) শ্রীযুক্ত ফলমস্তাঃ। ১ আমলকী, আমলাগাছ। ২ নীলী, নীলগাছ। ৩ মহাজ্যোতিষমতী, বড় লতা কটকী।

শ্রীবক (পুং) একজন কবি। কৃষ্ণদায়াদিত্য জৈনোক্ত-বাঁধন (জৈনউক্তা আবেদিন্) নামক কোন মুসলমান রাজার সভায় ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

শ্রীবলি (স্ত্রী) একটি প্রাচীন গ্রাম।

শ্রীবাহুশালগুড় (পুং) অশ্বারোহে ব্যবহার্য্য পক্ষপদ। প্রভুত প্রণালী—তেউড়ী, চুই, দস্তী, গোক্ষুর, চিত্রক, শটী, রাখালশা, শুঠ, মুখা, বিড়ল, হরীতকী, প্রত্যেক ৮ তোলা, তন্নাতক ৩৪ তোলা, বুদ্ধদায়কবীজ ৪৮ তোলা, ওল ১২৮ তোলা, জল ২২৮ সের, শেব ৩২ সের, শুড় ১২৩ পল। আসন্নপাকে তেউড়ী, চুই, ওল, চিতামূল, প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা এবং এলাইচ, দাকচিনি, মরিচ ও নাগেশ্বরচূর্ণ প্রত্যেক ৪৮ তোলা একত্র দিতে হইবে।

শ্রীভক্ষ (পুং) মধুপক্ষ।

শ্রীভট্ট, নিধার্কসম্প্রদায়ের একজন আচার্য্য। ইনি কেশব কাম্বীর শিষ্য এবং হরিব্যাসদেবের গুরু ছিলেন।

শ্রীভদ্র (পুং) মুখা। (শম্বরস°)

শ্রীভদ্রা (স্ত্রী) ভদ্রমুখক, চলিত ভাদলার মুতা। (শম্বরস°)

শ্রীভাগবত (স্ত্রী) শ্রীমৎভাগবতমিতি ঐধ্যাপনোপনিসমাসঃ।

অষ্টাদশ মহাপুরাণান্তর্গত অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক সংযুক্ত মহাপুরাণ বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণবান এই গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি বাবতীর বেদবেদান্ত ও পুরাণাদির সারমর্ম সঙ্কলন করিয়া ব্রহ্মবিজ্ঞান সমন্বিত বাদশতকযুক্ত এই বৃহৎগ্রন্থ প্রণয়নপূর্বক বীরপুত্র যোগি-প্রবর মহামতি শুকদেবকে অধ্যয়ন করান। এই গ্রন্থে ভগবানের বাবতীর লীলা বর্ণিত হইয়াছে, একারণ ইহা পাঠ করিলে জীব ভগবদুপাধিকার্ত্তন হেতু অনার্য্যে ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে।

“অষ্টাদশ ভাগবতং সারমাক্ষ্য সর্কৃতঃ।

কৃতবান্ ভগবান্ বাসঃ শুককথ্যাপরং স্মৃতম্।

কৈবর্ত্যবিশিষ্টবুদ্ধিঃ ব্রহ্মবিভাসবিশিষ্টঃ ।

বেদবেদান্তসারং, তৎ পুরাণানাম্ সত্তমঃ ।

যত্র সঙ্কীর্ণিতঃ কৃষ্ণো ভগবান্ বৈ পদে পদে ।

শ্রীভাগবতমিত্যেব বেদসংস্কৃতিঃ সয়াঃ কচিং ।

মুচ্যতে সৰ্বপাপেভ্যো যথা নামা গদাভূতঃ ॥

অমরীষ । শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু ।

পঠ্যেব বসুধেনাপি যদীক্ষসি ভবকরম্ ॥" (পদ্মপুঃ)

কেহ কেহ বিষ্ণুভাগবত ও দেবীভাগবত ভেদে শ্রীভাগবতকে দুইভাগে বিভক্ত করেন । শিবপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, দেবী-পুরাণাদি ব্যতিরেকে বাহ্যতে কেবল ভগবতী দুর্গাদেবীর চরিতাঙ্গীকৃতি হইয়াছে, তাহাই শ্রীভাগবত বা দেবীভাগবত নামে খ্যাত ।

"ভগবত্যাশ্রয়ং দুর্গাশাস্ত্রমিতং যত্র বিজ্ঞতে ।

তত্ত্ব ভাগবতং প্রোক্তং নতু দেবীপুরাণকম্ ॥" (শিবপুরাণ)

[পুরাণ ও ভাগবত শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য]

শ্রীভাসু (পুং) শ্রীকৃষ্ণের পুত্রভেদ । ইনি শ্রীকৃষ্ণ হইতে সত্যভামার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন । (ভাগঃ ১০।৩১।১১)

শ্রীভাষ্য, রামাঙ্গলাচার্যকৃত ব্রহ্মসূত্রের একখানি সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যগ্রন্থ । এই গ্রন্থে আচার্য্য প্রবর স্বীয় ধর্ম্মমত অখণ্ড যুক্তি-দ্বারা সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন ।

শ্রীভুজ্ (ত্রি) লক্ষ্মীবৃত্ত । (দশকুমার ১৪০।২)

শ্রীভ্রাতৃ (পুং) শ্রিয়ঃ ভ্রাতা সমুভ্রাজাতভ্যাং । ১ অশ্ব, ঘোটক, ঐরাবত । ২ চক্ষু ।

শ্রীমঙ্গল (পুং) তীর্থভেদ ।

শ্রীমঙ্গল, একজন সুবিখ্যাত পণ্ডিত । ইনি গীতাত্মব্রহ্মপ্রকাশিকা-প্রণেতা কেশবচট্টের পিতা ।

শ্রীমঞ্জরী (ত্রী) তুলসীবৃক্ষ । (বৈষ্ণবকনিষৎ)

শ্রীমঞ্জু (পুং) শর্ম্মভেদ ।

শ্রীমণ্ডপ (পুং) শর্ম্মভেদ ।

শ্রীমৎ (ত্রি) শ্রীবিজ্ঞতেঃস্ত শ্রী-মতৃপ্ । ১ ঐশ্বর্য্যশালী, ধনী । পর্য্যায়—লক্ষ্মীমান্, লক্ষণ, শ্রীল । ২ সুন্দর, সুশ্রী । ৩ শ্রীমুণ্ড, লক্ষ্মীবৃক্ষ, সোভাগ্যাবিভ । (স্ত্রী) ৪ তিলপুষ্প । (পুং) ৫ তিলকবৃক্ষ, তিলগাছ । ৬ অশ্বখবৃক্ষ । ৭ বিষ্ণু । ৮ শিব । ৯ কুবের । ১০ ঋষভক নামক ঔষধি । ১১ হরিত্রাবৃক্ষ, হলুদের গাছ ।

শ্রীমৎ, পদ্মাবলীযুত একজন কবি ।

শ্রীমতি (স্ত্রী) রাধা ।

"শ্রীরাধা শ্রীমতিঃ শ্রেষ্ঠা শ্রেষ্ঠরূপা ক্রতিশ্রীয়া ।" (নারদপঞ্চরাত্র)

শ্রীমতী (স্ত্রী) শ্রীবিজ্ঞতেঃস্তা ইতি শ্রীমতৃপ্, ত্রীপ্ । ১ শ্রীমুক্তা,

শ্রীবিশিষ্টা, শ্রীসম্পন্ন । শিষ্টাচার হেতু এই শব্দ শ্রীদিগের নামের পূর্বে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ২ লক্ষ্মী । ৩ যুগিণী । (বৈষ্ণবকনিষৎ)

শ্রীমতীদেবী, হিরণ্যপুত্র পুত্র নরেন্দ্রগুপ্ত বালাদিত্যের মহিষী । ইনি ৪২০ খৃষ্টাব্দে বিজয়মান ছিলেন ।

শ্রীমতোত্তর (স্ত্রী) একখানি তত্ত্বশাস্ত্র । পদ্ম এই গ্রন্থের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন ।

শ্রীমৎকুন্ত (স্ত্রী) বর্ণ । (হেম)

শ্রীমত্তা (স্ত্রী) শ্রীমুক্তের ভাব ।

শ্রীমদনানন্দমোদক (পুং) ধ্বজভল্লরোগাধিকারোক্ত ঔষধ-বিশেষ । প্রস্তুতপ্রণালী—পারদ, গন্ধক ও লৌহ প্রত্যেক ১ তোলা, অত্র ৩ তোলা, কর্পূর, সৈন্ধব, জটামাংসী, আমলক, এলাইচ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, জৈত্রী, জায়ফল, তেজপত্র, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ষষ্টিমধু, বচ, কুড়, হরিত্রা, দেবদারু, হিজলবীজ, সোহাগা, বায়ুনহাটি, শুঠ, নাগেশ্বর, কার্কড়াশৃঙ্গী, তালিশপত্র, ত্রাঙ্কা, চিতামূল, দস্তীবীজ, বেড়োলা, গোরকচাকুলে, দারুচিনি, ধনিয়া, গজপিপ্ললী, শটী, বালা, মৃতা, গন্ধভাঙ্গুলে, ভূমিকুমাণ্ড, শতমূলী, আকন্দমূল, আলকুশীবীজ, গোক্ষুরবীজ, বৃদ্ধনারকবীজ ও সিদ্ধিবীজ প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, এই সমুদয় চূর্ণ শতমূলীর রসে মর্দন করিয়া শুকাইয়া পুনরায় চূর্ণ করিবে, পরে এই সমুদয় চূর্ণের একচতুর্থাংশ শিমুলমূল চূর্ণ এবং শিমুলমূল সহিত সমুদয় অর্দ্ধেক সিদ্ধিচূর্ণ; এই সকল চূর্ণ একত্র করিয়া ছাগজুড়ে পেষণ করিবে; পরে সমুদয় চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি ছাগজুড়ে গুলিয়া পাক করিবে এবং যথাসময়ে উল্লিখিত দ্রব্যগুলি প্রক্ষেপ দিয়া পাক সমাপ্ত করিবে । অতঃপর দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, কর্পূর, সৈন্ধব, ও ত্রিকটু এই সমুদয়ের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ চূর্ণ এবং উপযুক্ত পরিমাণে স্নাত ও মধু মিশ্রিত করিয়া মোদক বান্ধিবে । অহুপান গব্যজুড় ও চিনি । ইহা সেবন করিলে অপম্মার, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি নানারোগের শাস্তি এবং ইন্দ্রিয়শক্তির বৃদ্ধি হয় । ইহা রমণীরঙ্গনের মহৌষধ ; সুতরাং কেবল ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার নিমিত্ত এই মোদক সাংকালে সেবনীয় । (ভৈষজ্যরত্না)

শ্রীমদন্তোপনিষৎ (স্ত্রী) উপনিষৎভেদ ।

শ্রীমন[ণ]স্ (ত্রি) ১ বজ্রমানের উপর বাহার অল্পগ্রন্থ আছে বা বজ্রমান বাহার মনের ভিতর আছে । ২ ভক্তকে ঐশ্বর্য্যাদি দান করিতে বাহার মনন আছে ।

"দৈবায় ধত্তে জোত্রে দেবশ্রীঃ শ্রীমনাঃ শতপরাঃ ।"

(গুরুবজ্জঃ ১৭।৬)

"শ্রীমনাঃ শ্ররতে সেবতে ইন্দ্রাদীন শ্রীর্জমানন্তস্মিন্ মনোহর-গ্রন্থরূপে যত শ্রীমনাঃ যথা শ্রীমর্নসি যত যথা ভক্তেভ্যঃ শ্রিয়ং দাতুং মনো যত" (মহাধর)

শ্রীমন্তসগুদাগর, বাঙ্গালার একজন প্রসিদ্ধ বণিক। কবিকল্প প্রভৃতির চণ্ডীকাব্যে চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচারে ইনিই প্রধান নায়ক। মুহুম্বাসের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে শ্রীমন্ত ধনপতি সগুদাগরের পুত্র। তাঁহার পিতা কোন কারণে অপরোধী হওয়ার সিংহলে বন্দী হন। শ্রীমন্ত বালাকালে পিতার কারাবাসের কথা শুনিয়া পিতার মুক্তিকামনায় বাণিজ্য বাজা করিতে মনস্থ করেন। তাঁহার অভিলাষ শীঘ্র কার্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি ডিঙ্গা বোঝাই করিয়া সিংহলযাত্রা করিলেন। পথে কালীঘাটে (বঙ্গোপসাগরে) দেবী ভগবতী তাঁহাকে কমলে কামিনীরূপে দেখা দেন, সমুদ্রোপরি ভাসমান পদ্মের উপর বসিয়া এক সুন্দরী নারী কবীগ্রাস করিতেছে দেখিয়া তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হন এবং সিংহলে উপনীত হইয়া সিংহলরাজসমক্ষে তাহা নিবেদন করেন। সিংহলরাজ একদল ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য নহে জানিয়া শ্রীমন্তকে কারারুদ্ধ করিতে আদেশ করেন, কিন্তু বঙ্গবাসী বালক বণিকের অহুন্নয় বিনয়ে বাধ্য হইয়া তিনি দেবী সাক্ষাতের জন্য শ্রীমন্ত সমভিব্যাহারে পোভযোগে সমুদ্রে বাজা করেন। এখানে ভক্তের উপর রূপা করিয়া দেবী শ্রীমন্তের মঙ্গলের জন্য রাজাকে দেখা দেন। রাজা দেবমূর্তি সম্মর্শন করিয়া প্রীত এবং আপনাকে অমুগ্ধীত বোধ করেন। তিনি শ্রীমন্তের প্রার্থনামুসারে তাঁহার পিতাকে মুক্তি দিয়া বহু ধনরত্ন সহ তাঁহাদিগকে দেশে বাইতে অমুমতি দেন।

এই উপাখ্যানটী পুরাণস্থলভনহে। কবিকল্প প্রভৃতি চণ্ডীকাব্যে তৎকালের ও তাঁহাদের পূর্ববর্তী সময়ে মুন্সের, রাজমহল, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চল হইতে হিন্দু বাঙ্গালী বণিকগণ পণ্যসম্ভারে পূর্ণ পোভযোগে গঙ্গার গর্ভ বাহিয়া যেরূপে সমুদ্রপথে দূরদেশে বাণিজ্যার্থ গমন করিতেন, তাঁহারই ছাঁচ আঁকিয়াছেন। শ্রীমন্ত গঙ্গা-নদীকূলে যে যে স্থান দিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন, চণ্ডীমঙ্গল সমূহে তাহারও উল্লেখ আছে।

শ্রীমদ্বাণ্ড (ত্রি) আত্মনাং শ্রীমন্তঃ মন্ততে যঃ শ্রীমং মন-থণ্।
যে আপনাকে লক্ষ্মীবৃত্ত বলিয়া মনে করে।

“নিখোব শ্রী: শ্রীমন্তা শ্রীমন্তো মুবা হরিঃ।” (ভট্ট, ৫৭১)

শ্রীময় (ত্রি) শ্রীযুক্ত, বিষ্ণু। (পঞ্চরত্ন ৪৩৭৮)

শ্রীমলাপহা (স্ত্রী) ধূস্রপত্রা। (রাজনি°)

শ্রীমন্তক (পুং) ১ রপেষ্ঠানুক, চলিত রাজা আলু। ২ রসোন।
লক্ষ্মীর মন্তক।

শ্রীমহাদেবী (স্ত্রী) শঙ্করাচাৰ্যের মাতা।

শ্রীসাহিমন্ (পুং) মহাদেব।

শ্রীমাধোপুর, রাজশূতনার যোধপুররাজ্যের একটি নগর।
নগরটী বেশ সুস্বাদু। লোকসংখ্যা প্রায় ৮ হাজার।

শ্রীমালখণ্ড, দক্ষিণ মারবারের অন্তর্গত একটি জনপদ। শ্রীমাল নগর এই রাজ্যের রাজধানী। বর্তমানকালে ইহা ভিন্মাল বা ভিন্মাল নামে পরিচিত এবং কালোর রাজধানীর সন্নিকটে কচ্ছ ও গুজরাত বাইবার পথের ধারে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসী বলিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ শ্রীমালীব্রাহ্মণ নামে আখ্যাত। স্বল্পপুরাণে ও তৎপুরাণান্তর্গত শ্রীমালমাহাত্ম্যে এই তীর্থবাসী ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তিবিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ব্রাহ্মণদিগের অধু-
করণে স্থানীয় বণিকসম্প্রদায় আপনাদিগকে শ্রীমালীবণিরা নামে পরিচিত করেন।

মহাত্ম্য কর্ণেল টডকৃত রাজধানের ইতিবৃত্তপাঠে জানা যায় যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে এই ভিন্মাল নগরী বাণিজ্য-সমৃদ্ধিতে পূর্ণ ছিল এবং প্রায় ১৫শত ঘর ধনবান্ মহাজন এখানে বাস করিতেন। নগরটী গৃহশত্রু ও বহিঃশত্রুর উপদ্রবে উৎসন্ন গিয়াছে। এখানকার বাণিজ্যভাণ্ডারকে সাধারণ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বলিয়া জানিত, একারণ উহা শ্রীমাল নামে পরিচিত হয়।

এখানকার অধিবাসীরা সাধারণতঃ বৈষ্ণব ও জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত। এই কারণে এখানে উক্ত উভয় সম্প্রদায়ের বহু ধর্ম্ম-মন্দির বিস্তারিত আছে, তন্মধ্যে এই স্থান তত্ত্ব সম্প্রদায়ের নিকট একটি পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য।

চীনপরিব্রাজক হিউয়েনসাং এই রাজ্যকে ফিউ-চি লো (গুজরাত) রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াছেন এবং উহার রাজধানী পি-লো-মি-লো (ভিল্মাল বা ভিন্মাল) দেখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আগমনকালে এই নগর ধনজনে পূর্ণ; রাজ্যময় শত সহস্র দেবমন্দির বিস্তারিত ও সকলে আপনাপন ইষ্টমূর্তিপূজায় নিরত ছিলেন; কিন্তু কেহই বুদ্ধের ধর্ম্মমতে আস্থাবান্ ছিলেন না। একটোমাত্র সম্ভারামে শতাব্দিক বৌদ্ধমতি হীনযানমতের সর্বাঙ্গ-বাদ আলোচনায় ব্যাপৃত ছিল। সে সময়ে এখানকার রাজা ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত, বিংশবর্ষীয় যুবকমাত্র। তিনি বিতোৎসাহী এবং মানী ও জ্ঞানীর মধ্যাদারক্ষায় যত্নশীল। বুদ্ধের প্রবর্তিতমতে তিনি বিশেষ ভক্তিমান্ ছিলেন।

শ্রীমাল (পুং) ১ নগরভেদ এবং তথাকার অধিবাসী। ২ পশ্চিম ভারতের বেদিয়া জাতির একটি শাখা। [বৈজ্ঞ দেখ]

শ্রীমালাদেবীসিংহনাদসূত্র (স্ত্রী) বৌদ্ধদিগের একখানি হৃতগ্রন্থ।

শ্রীমিত্র, একজন কবি। সম্বশ্রীমিত্র বা সম্বশ্রীমিত্র নামেও পরিচিত।

শ্রীমুখ (পুং) ১ কালচক্রের সপ্তম বৎসর। বৃহস্পতি ষষ্ঠ বৎসরের সপ্তম ও একচত্বারিংশৎবর্ষ। ২ শারীরিক প্রস্ফুটনভেদ। (স্ত্রী) ৩ শোভাসুত মুখ।

* ৪ পত্রাদি লিখিয়া তাহার পশ্চাতের শেষ সাদা পৃষ্ঠায় “শ্রীঃ—” লিখিয়া দেওয়ার পদ্ধতিতে শ্রীমুখ বলা হয়। মহিম্বসবানী হাল-কর্ণটিক নামে নিয়ন্ত্রণের ব্রাহ্মণসম্প্রদায় আপনাদের উচ্চবংশোদ্ভব প্রচারার্থ শূদ্রেরীমঠ হইতে যে শাস্ত্রীয় পাতি লন, তাহাকেও শ্রীমুখ বলে, যেহেতু তাহাতে জগদগুরু শঙ্করাচার্যের শ্রীঃ—মুখ করা ছিল।

শ্রীমুষ্টি, মাস্ত্রাজে প্রেসিডেন্সীর তিরেবল্লী জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন তীর্থ। শ্রীমুষ্টিমাহাত্ম্যে ঐস্থানের স্ববরণ লিপিবদ্ধ আছে।

শ্রীমুখ, মাস্ত্রাজে প্রেসিডেন্সীর মারাবরম্ নামক স্থানের নামান্তর। ব্রহ্মাণ্ড ও বরাহপুরাণান্তর্গত শ্রীমুখমাহাত্ম্যে এই স্থানের শিবমাহাত্ম্য কীৰ্ত্তিত আছে। এখানকার ময়ূরনাথবামীর মন্দির বহু প্রাচীন।

শ্রীমুর্তি (শ্রী) শ্রীযুক্তা মুষ্টিঃ। ১ দেববিগ্রহ। ২ বিষ্ণুপ্রতিমা। শ্রীভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে যে, শিলাময়ী, দারুময়ী, ধাতুময়ী, সিক্তাময়ী, মনোময়ী, মণিময়ী, লেপা অর্থাৎ চন্দ্রনাদি লেপন দ্বারা নিৰ্ম্মিতা এবং আলোধ্যাতেনে অষ্টপ্রকারে শ্রীমুর্তির কর্তন করিতে হয়। এই মুষ্টিসকল হিরাহির ভেদে দুই প্রকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে; তন্মধ্যে হিরা মুষ্টির অর্জনার আবাহন ও বিসর্জন নাই, কিন্তু অস্থিরা মুষ্টি সঙ্ঘর্ষে আবাহন ও বিসর্জন ইচ্ছামুসারে করিলেও চলে, না করিলেও চলে। ফলে শালগ্রামে আবাহনাদি নিষিদ্ধ ও সৈকতপ্রতিমার উহা কর্তব্য এবং তদন্তর্য যথেষ্ট ব্যবহার করা বাইতে পারে। মানসপূজা স্থলে-মনোময়ী মুষ্টি কর্তনীয়। ঐ সকল দ্রব্য মুষ্টিদিগের অর্জনা কালে তাহাদের আলোধ্য ও লেপা মুষ্টির পরিমার্জন ও অজ্ঞাত মুষ্টিসমূহের রূপনবিধি বিহিত হইয়াছে।

*শৈলী দারুময়ী লোহী লেপা লেখা চ সৈকতী।

মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্তুতা।

চলাচলেষ্টি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠাশ্রীমন্দিরম্।

উদ্বাসাবাহনে ন স্তঃ হিরায়ামুৎকার্জনে।

অস্থিরায়াং বিকল্পঃ ভাঃ হৃদিলে তু ভবেৎকরম্।

রূপনং দ্বিলেপ্যারামস্তর পরিমার্জনম্॥”

(ভাগবত ১১।২৭।১২-১৪)

নিম্নে হরলীৰ্পকরাক্রোশ কতিপয় শ্রীমুষ্টির লক্ষণসমূহ প্রদত্ত হইতেছে, যথা—

কেশবমুষ্টি—এই মুষ্টির দক্ষিণ দিকের নিম্নভূজে পঞ্চজ এবং উর্দ্ধভূজে পাকজজ, আর বামদিকের উর্দ্ধভূজে গদা এবং অধোভূজে চক্র ব্যবস্থিত থাকে; ইহা আদি বা বাসুদেব মুষ্টির প্রকার ভেদ।

নারায়ণ মুষ্টি—এই মুষ্টিতে পূর্বোক্ত শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম

অধোভূতর ভাবে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকের নিম্নভূজে শঙ্খ ও উর্দ্ধভূজে পদ্ম, এই রূপ বামদিকের বিপরীত ভাবে নিম্নে গদা ও চক্র উর্দ্ধে বিভক্ত করিতে হইবে। ইহাও বাসুদেব মুষ্টির প্রকারভেদ।

মাধবমুষ্টি—বামদিকের অধোভূজে পদ্ম, উর্দ্ধে শঙ্খ এবং দক্ষিণোর্দ্ধে গদা ও তদধোভূজে চক্র ব্যবস্থাপিত হইবে। এই মুষ্টিও আদি মুষ্টি ভেদ।

গোবিন্দমুষ্টি—দক্ষিণভূজে চক্র এবং তদুপরিহ বাহুতে গদা, আর বামহতে পদ্ম ও তদধোভূজে শঙ্খ বিভাসপূর্বক এই মুষ্টির সংগঠন করিতে হয়। ইহা সঙ্ঘর্ষমুষ্টির প্রকারভেদ।

বিষ্ণুমুষ্টি—দক্ষিণোপরি পদ্ম, তন্নিম্নে গদা এবং বামোর্দ্ধে চক্র ও তদধোভূজে শঙ্খ বিভক্ত হইবে। এই মুষ্টিও সঙ্ঘর্ষভেদ।

মধুসূদন—দক্ষিণোপরি শঙ্খ, তন্নিম্নে চক্র এবং বামোর্দ্ধে পদ্ম ও তদধোবাহুতে গদা দ্বিরা সংস্থাপনীয়। ইহাও সঙ্ঘর্ষমুষ্টিভেদ।

ত্রিবিক্রম—দক্ষিণোর্দ্ধে গদা, তন্নিম্নে পদ্ম এবং বামোর্দ্ধে চক্র ও তদধোভূজে শঙ্খ সংস্থাপনপূর্বক বামপদ ব্রহ্মাণ্ডোপরি এবং দক্ষিণপদ শেবনাগের পৃষ্ঠোপরি বিভাস করিতে হইবে।

শ্রীবামনমুষ্টি—এই মুষ্টি বলি সমীপগত এবং বামোর্দ্ধে গদা, তন্নিম্নে পদ্ম, আর দক্ষিণোর্দ্ধে চক্র ও তদধোভূজে শঙ্খধারী; ইহাকে সপ্ততাল অর্থাৎ প্রায় সাড়ে তিন হস্ত পরিমাণে প্রস্থত করিতে হইবে।

শ্রীধরমুষ্টি—দক্ষিণোপরি চক্র, তদধোভূজে পদ্ম এবং বামোর্দ্ধে গদা ও তন্নিম্নে শঙ্খ; এই মুষ্টির বাম ভাগে পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবীকে স্থাপন করিতে হইবে। এই মুষ্টি উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান ইহার যে কোন অবস্থার রাখা বাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বিলাসভাব থাকা আবশ্যক, কেননা ইহা প্রহ্লাদের প্রকারভেদ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

জীবীকেশ—দক্ষিণোর্দ্ধে চক্র, তন্নিম্নে গদা এবং বামোপরি পদ্ম ও তদধোভূজে শঙ্খ বিরাজমান।

পদ্মনাভ—দক্ষিণোর্দ্ধে বাহুতে পদ্ম, তদধোভূজে শঙ্খ এবং উপরিহ বামভূজে চক্র ও তদধঃ হস্তে গদা ব্যবস্থিত হইবে।

দামোদর—দক্ষিণদিকের উপরিহ বাহুতে শঙ্খ ও অধোহ বাহুতে চক্র বিভাস করিতে হইবে। ইহা অনিরুদ্ধের মুষ্টিভেদ।

এই কেশবাদি দ্বাদশটি শ্রীমুষ্টি মাথাপি দ্বাদশ মাসের অধিপতি বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন। (হরলীৰ্পকরাজ)

সিদ্ধার্থসংহিতায় শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী বাসুদেব, কেশব, নারায়ণ, মাধব, পুরুষোত্তম, অধোকজ, সঙ্ঘর্ষ, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, অচ্যুত, উপেন্দ্র, প্রহ্লাদ, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, নরসিংহ, জনার্দন, অনিরুদ্ধ, জীবীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, হরি ও কৃষ্ণ, এই চতুর্দশটি শ্রীমুষ্টির বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে।

হরিতকিবিলাসে বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীমন্দির বহু প্রকার উদ্ভেদ হইলেও হরিসেবাপরায়ণ ভক্তস্বল্প স্বীয় স্বীয় ইষ্টমত্রে শালগ্রামাংশলা পূজা করিলে তাহাতেই নিজ অতীত দেবের আরাধনা কার্য সুসম্পন্ন হইবে; কিংবা এইরূপে শ্রীকৃষ্ণদেবত বিভূজ নবজগদধর শ্রীমদ্ভক্তসুতির সেবা করিলেও অথবা ইষ্টদেব-পূজনের কল লাভ হইয়া থাকে।

"সেবানিষ্ঠা হরেঃ শ্রীমদৈকব্যঃ পাকসাত্ত্বিকাঃ।

প্রাকট্যাদিলাঙ্গানান্ শ্রীমুর্তিং বহু মন্ততে ॥

সেবা নিজনৈজেরেব মত্রেঃ শ্বেতৈর্মুর্তরঃ।

শালগ্রামাঙ্ঘকে রূপে নিরমো নৈব বিম্বতে ॥

বিভূজা জগদগম্য ত্রিতন্ত্রী যথুসাত্ত্বিকাঃ।

সেবা ধ্যানাহরুগৈব শ্রীমুর্তিঃ কৃষ্ণদৈবতৈঃ ॥" (হরিত")

শ্রীযশস্ (৭৪) রাজভেদম্। (কালাজ্ঞ ৫১৫৭)

শ্রীযামল (৯১) তত্ত্বভেদম্।

শ্রীযুক্ত (৯২) শ্রীয়া যুক্তঃ। ১ লক্ষ্মীবিধি, শ্রীমান্। ২ শোভা-সম্পন্ন। জীবিত ব্যক্তির নামের পূর্বে এই শব্দ ব্যবহার্য।

শ্রীযুত (৯৩) শ্রীয়া যুতঃ। শ্রীযুক্ত শব্দার্থ।

শ্রীর (৯৪) শ্রীয়া শব্দার্থ।

শ্রীরঙ্গ (৯৫) দেশ বিশেষ, শ্রীরঙ্গপত্তনম্। (ভাগবত ১০।৭২।১৪)

শ্রীরঙ্গদেব, শিবপালক ও সুধ্যশতকটীকারচরিতা।

শ্রীরঙ্গনাথ, বাচস্পত্যব্যাখ্যা নামক ভাস্করীর একখানি টীকা-প্রণেতা।

শ্রীরঙ্গপত্তন (৯৬) মাজাজে প্রসিদ্ধ দেশ বিশেষ, শ্রীরঙ্গপত্তনম্।

শ্রীরঙ্গপত্তনম্, মহিসুর রাজ্যের মহিসুর জেলার প্রধান নগর এবং মহিসুররাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। মহিসুর নগর হইতে ১০ মাইল উত্তরপূর্বে কাবেরী নদীগর্ভস্থ একটা; বর্ষাশের উপর স্থাপিত। অক্ষা° ১২° ২৫' ৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৪৩' ৮" পূঃ। ইহার উপকণ্ঠে অবস্থিত গঙ্গার গ্রাম লইয়া নগর-সীমা গণ্য করা হয়। স্থানীয় মিউনিসিপালিটি মগরটীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিয়াছে।

শ্রীরঙ্গবাসী নামক বিষ্ণুমূর্তি ও তদীয় মন্দিরের নাম হইতেই এই নগর শ্রীরঙ্গপত্তনম্ নামে আখ্যাত। এখানে হইতে দক্ষিণে কাবেরী নদীগর্ভে শিবসমুদ্র ও শ্রীরঙ্গ নামক দ্বীপদ্বয়ের উপরেও শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর ঐরূপ আরও দুইটি মন্দির বিদ্যমান আছে, কিন্তু ঐ তিনটি মন্দিরের মধ্যে এখানকার মন্দিরটাই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আদিত্য বলিয়া পূজিত।

এই রঙ্গবাসীর মূর্তি ও মন্দির বহু প্রাচীন। কিংবদন্তী আছে যে, গৌতম বুদ্ধ এখানে আসিয়া শ্রীভগবানের পূজা করিয়াছিলেন। মেক্কীসাহেবের সংগৃহীত একখানি তামিল গ্রন্থ

হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই মন্দির বহুকাল অক্ষয়বৃত্ত থাকে। গঙ্গাবাসীর শেষ স্বামীর হিন্দুধর্মপতি ঐ বন কাটাঁইয়া ৮২৪ খৃষ্টাব্দে রঙ্গনাথমন্দিরের জীর্ণসংস্কার করাইয়া ছিলেন। শ্রীরঙ্গমাহাত্ম্য হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বরং ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় রঙ্গনাথ মূর্তি ত্র্যম্বকে দান করেন; ত্র্যম্ব পুনর্বার ইক্ষাকু-রাজকে উহা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই অবধি বনরথায়াজ রাম-চন্দ্রের অবিকার পর্য্যন্ত ঐ মূর্তি ইক্ষাকুবংশের কুলদেবতারূপে পূজিত হইত। রামচন্দ্র বনাননবধকালে বিভীষণের আচরণে পরিতুষ্ট হইয়া ঐ মূর্তি তাহাকেই দান করিয়াছিলেন। বিভীষণ অবোধ্য হইতে লজা প্রত্যাবর্তনকালে ঐ দিব্যমূর্তি সঙ্গে লইয়া বান। কোন একটি ঘটনারূপে তিনি এই স্থানে আপন বিমান রক্ষা করিতে বাধ্য হন। তদবধি রঙ্গনাথস্বামী শ্রীরঙ্গপত্তনে বিরাজ করিতেছেন। বর্তমান রঙ্গবাসীর মন্দির পরে কোন চোলরাজ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল।

উপরি উক্ত গ্রন্থের হইতে শ্রীরঙ্গবাসীর মন্দিরনির্মাণকাল ও তাহার প্রতিষ্ঠার কোন বিবরণ অবধারিত না হইলেও, আমরা এইমাত্র অনুমান করিতে পারি যে, খৃষ্টাব্দ ৮ম শতাব্দীতে এই মন্দির দক্ষিণভারতে তীর্থক্ষেত্ররূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। ১১৩৩ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পরিব্রাজক রামানুজ স্বামী উক্ত দেবমন্দিরের ব্যাঘ্রভারবহনার্থ এই দ্বীপ ও তৎপার্শ্ববর্তী প্রদেশ বঙ্গাল বংশীর জনৈক রাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। রামানুজ স্বামীর নিযুক্ত "হেবর" বা স্থানীয় কর্মচারীর একজন বংশধর ১৪৫৪ খৃষ্টাব্দে এখানে একটা দুর্গ নির্মাণ করেন। ইহার পর হইতেই শ্রীরঙ্গপত্তনের প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ। বিজয়-নগররাজের একজন প্রতিনিধি শ্রীরঙ্গরায়ণ উপাধি ধারণ করিয়া এই নগরে রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। ঐ বংশের শেষ রাজ-প্রতিনিধি তিরুমল ১৬১০ খৃষ্টাব্দে মহিসুরের উদীয়মান রাজা উদৈয়ারের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন, এই সময় হইতে ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গপত্তন-পতন পর্য্যন্ত এখানে টিপু-সুলতানের রাজ-পাট স্থাপিত ছিল।

ঐ দুর্গ পরে পুনরায় টিপু সুলতান কর্তৃক নবভাবে গঠিত হয়। উহার প্রাচীর ও পরিখাধি এরূপ ভাবে নির্মিত হইয়াছিল যে, সকলেই উহাকে দুর্ভেদ বলিয়া জ্ঞান করিত। ইংরাজসৈন্য উপর্যুপরি তিনবার দুর্গ আক্রমণ করিয়াও দুর্গবাসীকে পরানত করিতে পারে নাই। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ভারত-রাজ-প্রতিনিধি লর্ড কর্ণওয়ালিস স্বয়ং সফল এই দুর্গ আক্রমণ করেন। তিনি দুর্গপ্রাচীর-প্রান্ত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াও দুর্গেরই সমর্থ হন নাই, বরং খাভাভাবে প্রেীড়িত হইয়া স্বয়ং প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। পর বৎসর ইংরাজসৈন্য পুনরায় ভারতপ্রতিনিধি-

দ্বারা পরিচালিত হইয়া নিকটবর্তী রণক্ষেত্রে মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া স্বীয় নারকের আদেশানুসারে চতুর্দিক্ হইতে শ্রীরঙ্গপত্তন নগর অবরোধ করে। এবার ইংরাজদিগের সহিত প্রতিপক্ষতা করিতে সমর্থ না হইয়া টিপু সুলতান অর্দ্ধরাত্রে বিনিময়ে শান্তি ও সন্ধি ক্রয় করিতে বাধ্য হন।

টিপু সুলতানের জয়তা ও চরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, ইংরাজ সেনাপতি জেনারেল হারিস্ ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে পুনরায় শ্রীরঙ্গপত্তন-দুর্গ অবরোধ করেন, ইংরাজদল এক মাস কাল অনবরত গোলাবৃষ্টির পর, দুর্গপ্রাচীর ভঙ্গ করিতে সমর্থ হন। কাবেরী নদীকূলে ঐ সময় অন্ন জল ছিল, ইংরাজসৈন্য অনারাসে নদীজল সত্তরণপূর্বক দুর্গপ্রান্তে উপনীত হইল। ঐ পথে শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা নাই বুঝিয়া মুসলমান সৈন্য উহার বিপরীত দিকে অবস্থান করিতেছিল। ইংরাজের গোলায় আঘাতে দুর্গপ্রাচীর ভাঙ্গিয়াছে শুনিয়াই টিপু সেই পথে স্বীয় সেনাদল পরিচালিত করিলেন। তিনি যেমন ঐ স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন, অমনিই দুর্গপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে ইংরাজসৈন্য তথায় প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিল।

[টিপু সুলতান দেখ।]

দুর্গজয়কাল হইতে শ্রীরঙ্গপত্তন-দুর্গ ইংরাজ গবর্নমেন্টের রাজ্যভুক্ত হইল। ইংরাজ গবর্নমেন্ট বার্ষিক ৫০০০০ টাকার উহা মহিস্থররাজের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া কেলিলেন। অবশেষে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মহিস্থররাজের ঔর্ধ্বনাভুসারে ইংরাজরাজ তাঁহাকে ঐ সম্পত্তি নিকর ভোগ করিতে অহুমতি দেন।

শ্রীরঙ্গপত্তনবিজয়ের পর ইংরাজ গবর্নমেন্ট এখানকার শাসনভার প্রাচীন হিন্দুরাজবংশের উপর অর্পণ করেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ঐ রাজা মহিস্থরে স্বীয় বাস ও রাজপাট স্থানান্তরিত করেন। তাহার পর হইতেই শ্রীরঙ্গপত্তন রাজধানীর অধঃপতন ঘটিতে আরম্ভ। ঐ সময়ে ডাঃ বুকানন হামিলটন এই নগর পরিদর্শনে আসেন। তখন এখানে প্রায় ৩২ হাজার লোকের বাস ছিল; কিন্তু টিপু সুলতানের রাজ্যকালে যখন শ্রীরঙ্গপত্তন রাজধানী বাণিজ্যভাণ্ডারে পরিপূর্ণ ছিল তখন এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ১৫ হাজার ছিল। উহার অবাবহিত পরেই এখানে একটা লোকক্ষয়কর মহামারী উপস্থিত হয়। তাহাতে এখানকার জনসংখ্যার বিলক্ষণ হ্রাসভা ঘটে। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্নমেন্ট এখান হইতে বঙ্গলুর নগরে সেনাবাস স্থানান্তরিত করেন। তদবধি শ্রীরঙ্গপত্তন একবারে জনহীন, অট্টালিকাদির তথস্তপ ব্যতীত এখানে আর কিছুই দৃষ্টি গোচর হয় না। এখন এখানে ম্যাংলোরিয়ার জরের একরূপ প্রাচুর্যবৎ যে কোন বৈদেশিক ভ্রমণকারী এক রাত্রির অজ্ঞাত এখানে বাস করিতে

চাহেন না। এই নগরের উপকণ্ঠস্থ গঞ্জাম নগরে এখনও বহু লোকের বাস আছে। তথায় বৎসরে তিনটা মেলা হয় এবং বহু লোকে ঐ মেলায় আসিয়া থাকে।

শ্রীরঙ্গপত্তন একটা ক্ষুদ্র বহীপ, পূর্বপশ্চিমে দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩ মাইল এবং প্রস্থে ১ মাইল। উহার পশ্চিম প্রান্তে নদীর ঠিক উপরেই দুর্গ স্থাপিত। দুর্গটা পঞ্চকোণ এবং উহার ব্যাস প্রায় ১১০ মাইল। দুর্গ মধ্যে টিপু সুলতানের প্রাসাদাংশের বিস্তৃতি। উহার কতকাংশ এখন চন্দনকাঠের গুদামে পরিণত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত দুর্গমধ্যে রজনাতথ্যামীর মন্দির ও টিপু সুলতানের স্থাপিত জুমা-মসজিদ দৃষ্ট হয়। দুর্গের বাহিরে টিপুর স্থাপিত সুপ্রসিদ্ধ দরিয়া-দোলত-বাগ নামক উদ্যানবাটিকা, উহাতে শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয়। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে কাকীপুরে ইংরাজ সেনানী বেলীর পরাজয়বিবরণ ঐ প্রাঙ্গণদ্বারা সুন্দর ভাবে চিত্রিত আছে। হুইবার ঐ স্থাপত্য-শিল্প-নাশের চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু ভারতের প্রতিনিধি লর্ড ডাল-হৌসী বিশেষাঙ্ক দ্বারা উহা রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া যান। এই দীপের পূর্ব সীমান্তে গঞ্জাম সহর। ঐ স্থানে লালবাগ উদ্যানে হায়দার আলীর সমাধিমন্দির আছে।

শ্রীরঙ্গম্, মাজ্জাজ প্রেসিডেন্সীর ত্রিচীনপল্লী জেলার একটা নগর। ত্রিচীনপল্লী সদর হইতে দুই মাইল উত্তরে শ্রীরঙ্গম্ নামক একটা ক্ষুদ্র দীপের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ত্রিচীনপল্লী নগরের ১১ মাইল পশ্চিমে কাবেরী নদী বিধা বিস্তৃত হইয়া নদীগর্ভে এই বহীপ গঠন করিয়াছে। অত্যাপিও উহার দক্ষিণ শাখা কাবেরী এবং উত্তরশাখা কোরিন্ডম নামে বিদিত, এই স্থানে আসিয়াই শ্রীরামাহুজ স্বামী শেখ জীবনের প্রচারকাণ্ড সমাধা করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই নগরেই তিনি দেহরক্ষা করেন।

এই স্থানের বিষ্ণুমন্দিরই দক্ষিণাত্যের একটা প্রসিদ্ধ পুণ্যক্ষেত্র। নগরের অধিকাংশ অট্টালিকা এই মন্দির-প্রাচীরাত্তরে সন্নিবিষ্ট থাকায় মন্দিরটা অতিশয় বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে। ঐ মন্দিরটিকে প্রকৃত প্রস্তাবে একটা নগর বলিয়া গণনা করিলেও অত্যাশ্চর্য হয় না। ইহা খৃষ্টীয় ৭ম বা ৮ম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া অহুমিত হয়। ইহার বহিঃপ্রাচীরের পরিমাপ লম্বে ৩০৭২ ফিট এবং বিস্তারে ২৫২১ ফিট। উহার মধ্যস্থল ক্রমাগত সাতটা প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। প্রত্যেক বেটনীতে প্রায় ৪টা করিয়া গোপুর আছে। গোপুরগুলি পরস্পরে দালান দ্বারা সংযুক্ত। বহিঃপ্রাচীরের ভিতরে কেবল বাজার ও দোকান এবং যাত্রী থাকিবার স্থান। ইহার গোপুর এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। সম্পূর্ণ হইলে উক্ততার পরিমাণ প্রায় ৩০০ ফিট হইত।

উত্তরদিকে যে গোপুরটি আছে তাহার বিস্তৃতি ১৩০ ফিট্ এবং উচ্চতা ১০০ ফিট্। উহার প্রবেশদ্বারটির প্রস্থ ২১'৬" ইঞ্চ এবং উচ্চতা প্রায় ৪৩' ফিট্। প্রান্তরূপে কাণ্ডগান ঐ মন্দির পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিয়াছেন, দাক্ষিণাত্যে এরূপ স্তম্ভর শিল্পসম্বিত স্মৃৎসং মন্দির আর নাই।

• প্রতিবৎসর পৌষমাসে এখানে বহু অর্থব্যয়ে একটি মেলায় অনুষ্ঠান হয়। ঐ মেলায় দেবপ্রতিমার চতুর্পার্শ্বে নানারূপ স্তম্ভর স্তম্ভর প্রতিমূর্তি গঠন করিয়া সন্ত্ দেওরা হইরা থাকে এবং নানাহীন হইতে বহু লোক ঐ মেলা দেখিতে আসে।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এখানে মিউনিসিপালিটি স্থাপিত হয়। তদবধি নগরের অবস্থা অনেক উন্নত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ কর্ণাটকযুদ্ধের সময় শ্রীরামপুরে ফরাসী গবর্নর ডুমের সেনাসমিবেশ করিয়াছিলেন। [ত্রিটীনপন্নী ও কর্ণাটক দেখ]
শ্রীরামপুরপুকোট (শ্রীরামপুরপুকোটা), মাজাজ প্রেসি-ডেন্সীর বিশাখপত্তন জেলার একটি জমিদারী তালুক। ভূপরি-মাণ ১০২ বর্গ মাইল। এখানে সর্বমোট ১৮১ নগর ও ১৭৭ টা গ্রাম আছে। তন্মধ্যে বোনাসী, ধর্মবরম্, শুড়িবাড়, কাশী-পত্তনম্, কাশীপুরম্, কোণ্ডশুড়ি, কোট্টম, লকবরপুকোট, রেগ, সোমপুরম্ বা কপসোমপুরম্, শ্রীরামপুরম্ প্রভৃতি স্থানে প্রান্তরূপের নিদর্শন স্বরূপ অনেক প্রাচীন মন্দির ও শিলালিপি পাওয়া যায়। শ্রীরামপুরপুকোট হইতে ৬ মাইল দক্ষিণে লকবরপুকোট গ্রামের বীরভদ্র মন্দির এবং উহার ২ মাইল দক্ষিণে রেগ গ্রামের পশ্চিমাংশে একটি পার্শ্বাত্যস্ত্রা ও গৃহলিঙ্গেশ্বর শিবমন্দির দৃষ্ট হয়।

২ উক্ত তালুকের প্রধান নগর ও বিচার সদর। অক্ষা° ১৮° ৬' ৩৪" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ১১' ১১" পূঃ। বিমলিপত্তন হইতে এই স্থান ২৮ মাইল পশ্চিমোত্তরে অবস্থিত। এখানে একটি হ্রগ আছে।

শ্রীরামপুরগিরি (পুং) ১ বোঝাই প্রদেশের জনপদভেদ। [রত্নগিরি দেখ।] ২ গ্রামভেদ। (তারনাথ)

শ্রীরাম (পুং) শ্রীবেষ্ট, সরল নির্ভাঙ্গ, তর্পিত তৈল। (রাজনি°)

শ্রীরাগ (পুং) বড় রাগের অন্তর্গত তৃতীয় রাগ। (হল্যুধ)

সঙ্গীত দামোদরে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই রাগের গাঙ্গারী, দেবগাঙ্গারী, মালবঙ্গী, সারবী ও রামকীরী নামী পাঁচটা রাগিনী।

“গাঙ্গারী দেবগাঙ্গারী মালবঙ্গী সারবী।

রামকীরী রাগিন্যাঃ শ্রীরাগস্ত প্রিয়া ইমাঃ ॥”

(সঙ্গীত দামোদর) [বিস্তৃত বিবরণ শ্রীক্ষে দ্রষ্টব্য]

শ্রীরাধাবল্লভ (পুং) ১ বিষ্ণুমূর্তিভেদ। ২ শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীরাম (পুং) শ্রীযুতো রামঃ। শ্রীরামচন্দ্র। (শঙ্করসাবলী)

শ্রীরামনবমী (স্ত্রী) শ্রীরাম নবমী তজ্জয়দিনবাৎ।, চৈত্র মাসের শুক্লা নবমী। এই তিথিতে স্বয়ং ভগবানের স্মরণার্থে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া ইহা শ্রীরামনবমী নামে প্রসিদ্ধ; ইহাতে সাধারণেরই ব্রতোপাসাদি করা কর্তব্য এবং তাহাতে সর্বাঙ্গীষ্ট সিদ্ধ হয়।

“চৈত্রে মাসি নবম্যাঙ্ক কাণ্ডো রামঃ স্বয়ং হরিঃ।

পুনর্জন্মসংযুক্তা সা তিথিঃ সর্বকামদা ॥

শ্রীরামনবমী প্রোক্তা কোটিমুখ্যগ্রহাধিকা।” (অগত্যসংহিতা)

ব্রতোপাসাদির ব্যবস্থা—উক্ত তিথিতে পুনর্জন্মসংযুক্তের

যোগ হইরা যদি তাহা মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত পার, তবে ঐ সময়ট অতি পুণ্যতম; অতএব তৎকালেই ব্রতাদি করা কর্তব্য। বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রের পক্ষে অষ্টমীবিদ্ধা নবমীতে উপবাসাদি নিষিদ্ধ; যে দিনে অষ্টমীসংযুক্ত নবমী থাকিবে সেই দিন যদি পুনর্জন্ম নক্ষত্রেরও যোগ হয়, তবে তাহাও ত্যাগ করিয়া কেবল বিষ্ণু নবমীতে উপবাস ও পরদিন দশমীতে পারণ করা কর্তব্য।

“চৈত্রে শুক্লা তু নবমী পুনর্জন্মসংযুক্তা যদি।

সৈব মধ্যাহ্নযোগেন মহাপুণ্যতমা ভবেৎ ॥

নবমী অষ্টমীবিদ্ধা ত্যজ্যা বিষ্ণুপরায়ণৈঃ।

উপোষণং নবম্যাঙ্ক দশম্যামেব পারণঃ ॥” (কালমাহবীর)

রামার্চনচন্দ্রিকার উল্লিখিত হইয়াছে যে, দশম্যাদির প্রবৃত্তি হইলে বৈষ্ণবগণকে অষ্টমীবিদ্ধা নবমী অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে অর্থাৎ যে দিনে অষ্টমীবিদ্ধা নবমী হইবে, তাহার পর-দিন যদি কিছু কালও দশমী থাকে, তবে বৈষ্ণবগণের পক্ষে অষ্টমীবিদ্ধা নবমীতে কিছুতেই উপবাস করা কর্তব্য নহে, তবে অজ্ঞাত ব্রতচারিগণ ঐ দিবসে উপবাস করিতে পারেন, কেননা সকলের পক্ষেই দশমীতে পারণ করার বিধান থাকিলেও তাহাদের পক্ষে দশমীতে পারণযোগ্য সময়ে পারণ করাই বিশেষ ব্যবস্থার। [ব্রতাদির বিস্তৃত বিবরণ রামনবমীপ্রত্নলিপ্যে দ্রষ্টব্য।]

শ্রীরামপুর, বাঙ্গালার চঙ্গলী জেলার একটি উপবিভাগ।

অক্ষা° ২২° ৩৯' হইতে ২২° ৪৪' উঃ এবং ৮৮° হইতে ৮৮° ২৭'

পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৩৪৩ বর্গ মাইল। শ্রীরামপুর, হরিপাল,

কৃষ্ণনগর, সিজুর ও চণ্ডীতলা থানা লইয়া এই উপবিভাগ

গঠিত। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এখানে ৩টা দেওয়ানী ও ৯টা কোজদারী

আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

শ্রীরামপুর, বাঙ্গালার চঙ্গলী জেলার শ্রীরামপুর উপবিভাগের

প্রধান নগর ও বিচার সদর। গঙ্গার পশ্চিমকূলে বারাকপুরের

অপর পারে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৪৪' ২৬" উঃ এবং দ্রাঘি°

৮৮° ২০' ১০" পূঃ। বলিকাতা (হাৰড়া) হইতে টকা ১০

মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে ইষ্ট ইন্ডিয়া রেল-পথের একটি ষ্টেশন আছে। পূর্বে ইহা দিনেমারদিগের অধিকারে ছিল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের সন্ধি সন্ধে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১২৪০ লক্ষ টাকা দিয়া দিনেমারদিগের নিকটে শ্রীরামপুর ক্রয় করিয়া লন।

এই স্থান একসময়ে সমগ্র বাঙ্গালার সাহিত্যলোচনার প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। বাস্তব মিসনরী দলের অধ্যক্ষ কেরী, মার্সমান ও ওয়াড সাহেব তাহার নেতা ছিলেন। তাঁহাদের যত্নে এখানে খৃষ্টধর্মের গীর্জা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে স্কুল, কলেজ ও একটি পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছিল। এই মিসনরী দলের উৎসাহে ও আগ্রহে এখানে সর্বপ্রথমে কাঠে খোদা অঙ্করে রুজিবাসের রামায়ণ মুদ্রিত হয়। তৎপরে ধাতব অঙ্করমালাও প্রস্তুত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই মিসনরী সম্প্রদায়ের উদ্যোগে ও বাঙ্গালার শিক্ষাবিত্তার উদ্যোগে এখানে সমাচারচক্রিকা ও Friend of India নামে দুই খনি সংবাদ পত্র মুদ্রিত হয়। শেখোক্ত কাগজ খানি আজিও কলিকাতার ভিন্ন নামে প্রকাশিত হইতেছে। [বঙ্গদেশ দেখ।]

এখানে পূর্বে এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত হইত, উহা শ্রীরামপুরে কাগজ নামে খ্যাত ছিল। এক্ষণে টিটাগড়, বালি ও রাণীগঞ্জে কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার শ্রীরামপুরে কাগজের আদর অনেক কমিয়া আসিয়াছে। এতদ্ভিন্ন এখানে এক প্রকার মাহুরেরও বিস্তৃত কারবার ছিল।

শ্রীরামপুরম্, মাজার প্রেসিডেন্সীর বিশাখপত্তন জেলার শ্রীরামপুর-পুকোট তালুকের অন্তর্গত একটি গওগ্রাম।

এখানকার রামস্বামীর মন্দির প্রায় সহস্রাব্দিক বর্ষের পুরাতন।

শ্রীকৃপা (স্ত্রী) রাধা। (পঞ্চরত্ন)

শ্রীল (ত্রি) শ্রীরক্তাভ্যন্তি শ্রী-লচ্ (সিদ্ধান্তিভাষ্য)। পা ৫।২।১৭) ১ লক্ষীবান্। (অমর) ২ শোভায়ুক্ত।

শ্রীলক্ষ্মণ (পুং) শ্রীলক্ষণ, লক্ষ্মীযুক্ত। লক্ষ্মীধর। (বাসবদত্তা)

শ্রীলতা (স্ত্রী) শ্রীবিশিষ্টা লতা। মহাজ্যোতিষতী। (রাক্ষসী)

শ্রীলাভ (পুং) লক্ষ্মীলাভ। সৌভাগ্যবৃদ্ধি।

শ্রীলেখা (স্ত্রী) কান্দীররাজবধু, ইহার পিতার নাম যশোমল্ল।

(রাজতরঙ্গিনী ৭।১২৩)

শ্রীবৎস (পুং) শ্রীযুক্তঃ বৎসঃ বৎসো বত্। ১ বিহু। ২ বিহুর চিহ্নবিশেষ অর্থাৎ তাঁহার বক্ষঃস্থলস্থ গুরুবর্ণ দক্ষিণাভর্ত্ত লোমাবলী।

“প্রভাতুলিপিশ্রীবৎসং লক্ষ্মীবিভ্রমদর্পণম্।

কৌতুকাখ্যমপাং সায়ং বিভ্রাণং বৃহত্তোরসা ॥” (মৃৎ ১০।১০)

৩ অর্হৎদিগের চিহ্নবিশেষ। (হেম) ৪ স্তূপভেদ।

(ত্রিকাণ্ডশেখ) ৫ গৃহবিশেষ।

শ্রীবৎস, মন্দের সমসাময়িক একজন কবি।

শ্রীবৎস আচার্য্য, নীলাবতীনারী প্রণয়পাথ্যভাষীকারচরিতা।

শ্রীবৎস (রাজা), উপাখ্যানবর্ণিত একজন নৃপতি। ইনি পৃথ্বীধর চিত্রবরের পুত্র, পিতার স্বর্ণপ্রাপ্তির পর বীর বাহুবলে একচ্ছত্রে সমস্ত ধরণী শাসন করেন। পরম রূপবতী পতিব্রতা চিত্রসেন-কন্যা চিত্তাদেবী ইহার মহাবী ছিলেন। উভয়ে বহুবিধ বাণ, বজ্র, দান, ধ্যান প্রভৃতি সদাশ্রুতানুযায়ী পরমসুখে রাজ্যভোগ করিতেছেন; এমন অবস্থায় একদা স্ব স্ব প্রকৃতস্থাপনার্থ শনি ও লক্ষ্মীদেবী আপনাদের বিবাহভঙ্গনের জন্য সুবিচারকামনায় শ্রীবৎসরাজসমীপে উপনীত হন; রাজা তখন কানার্ষ উদযুক্ত থাকার সহসা আসন্নবিবাহমান দেবতাঘরের মনস্তটিকর বিচার অসম্ভব জানিয়া তাঁহাদের নিকট অতি বিনীতভাবে বন্ধাজলি হইয়া প্রার্থনা করিলেন যে, আগামী কল্যায়রাজসূত্য আপনাদের বিবাহ মীমাংসিত হইবে; অত্ৰ নিতান্ত অসময় হইয়াছে এবং আমিও বিশেষ ব্যস্ত আছি বলিয়া বহু বিনয়বচনে তথাকার যত তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন।

পরদিন পাত্রমিত্র প্রভৃতি প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গ ও বহুবাকবগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, মন্ত্যগোকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে দেবগণের বিচার হওয়া নিতান্ত অজায় কার্য এবং তাহাতে ভাবী বিষম অনিষ্টের আশঙ্কা দেখা যায়; অতএব বাহাতে তাঁহারা আপনাদিগে স্ব স্ব বিচার সুসিদ্ধ করিয়া লইতে পারেন, তজ্জন্ত একখানি স্বর্ণ ও একখানি রৌপ্যের সিংহাসন নানাবিধ মণিমাণিক্যখচিত বস্ত্রাদিযায়া সজ্জিত করিয়া স্বর্ণাসনখানি রাজার দক্ষিণে এবং রৌপ্যাসনখানি তদীয় বামভাগে রক্ষিত হইল।

যথাসময়ে শনি ও কমলার আগমন হইলে শশব্যস্তে রাজা স্বীয় সিংহাসন হইতে উখিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্বক আসন পরিগ্রহার্থ তাঁহাদিগকে বিনয়সম্ভাষণ করিলেন। তাঁহারা আপন আপন ইচ্ছানুসারেই লক্ষ্মীদেবী রাজসিংহাসনের দক্ষিণদেশবর্তী এবং শনি রাজার বামপার্শ্ব সিংহাসনে, সহসা উপবেশন করিলেন। অতঃপর পরম্পর কিছুকাল শিষ্টালাপে আতিবাহিত হইল; তদনন্তর তাঁহাদের বিচারের বিষয় পুনরুত্থাপিত হওয়ার রাজা বলিলেন, আপনাদের বিচার আপনাদিগেই করিয়াছেন, কেননা আপনাদিগে আপন আপন ইচ্ছানুসারে যে আসনছদ্মাঙ্গি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতেই স্পষ্ট বিচার হইয়াছে। রাজার দক্ষিণস্থ আসনই উচ্চহানীর এবং ত্রয়োপরিমিত ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কল্পিত হয়; অতএব এবিষয় আর আমার নিকট জিজ্ঞাসা করা কেবল বিভ্রম মাত্র। রাজার উক্ত বাক্যপরম্পরা ক্রম হইয়া দেবী-অন্তান্তকরণে

‘রাজন! আমি তব ভবনে অচলা থাকিব’ বলিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদপূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন এবং শনি সাতিশর হুট হইয়া নিরন্তর তীব্র ছিদ্রাঘেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। একদা ভূত্যাগণকর্তৃক রাজার স্নানকার্য্য সমাপ্ত হওয়ার পর একটা কুম্ভবর্ণ কুঙ্গুর আসিয়া সহসা সেই গাত্রবিধৌত বারির কিয়দংশ লেহন করিবারাত্র সতত ছিদ্রাঘেযী শনি এই ছিদ্র পাইয়াই তৎক্ষণাৎ রাজসরীরে প্রবিষ্ট হইল। তাহাতে ক্রমশঃ নৃপতির বুদ্ধিব্রণ, রাজাধ্বজ প্রভৃতি বহুশিখ অনিষ্ট ঘটতে লাগিল, এমন কি অবশেষে তিনি সর্বস্বান্ত হইয়া সস্ত্রীক বনগমনে বাধ্য হইলেন। বনগমনকালীন স্বীয় পত্নী চিন্তাদেবীকে বনবাসক্ৰোধ হইতে অপসারিত করিবার জন্ত পিত্রালয়ে যাইতে অমুরোধ করেন, কিন্তু চিন্তা পাতিত্রত্যাধর্ম-বিলোপভয়ে সেই প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া স্বামীর পদানুসরণ করিলেন।

গৃহ হইতে বহির্গমনকালে রাণী শ্রীমতাবল্লভা” বে কিছু অন্ন ধনরত্ন ও কঙ্কাবজ্রাদি সমভিষায়াহায়ে লইয়াছিলেন, পথিমধ্যে মায়ানদী পার্য্য উপনীত কৈবর্তরূপী হুট শনি ছল করিয়া ঐ সকল হরণ করিলে তাঁহারা একেবারেই নিঃস্বল অবস্থার বিষম বিপন্ন হইয়া পড়িলেন এবং ভ্রমণ করিতে করিতে কয়েক দিবস অনাহারের পর চিত্রধ্বজবনে উপস্থিত হইয়া কতিপয় দীর্ঘরের নিকট হইতে একটা শকুল মৎস্ত চাহিয়া লইলেন, কিন্তু তাহা ভক্ষণার্থ দৃঢ় করিয়া উহার গাজসংলগ্ন ভাস্মাদি অপরিষ্কার দ্রব্য সরোবরজলে যেমন দৌত করিতে যাইতেছেন, অমনি সেই দৃঢ়মীন রাণীর হস্ত হইতে জীবিতের হ্রাস অগাধ জলে প্রবেশ করিল।

উক্ত ঘটনায় অনন্তোপায় হইয়া উভয়ে আত্মস্বরে একান্ত মনে কেবল সেই বিপদবারণ জগৎভার্য্য দীনবদ্ধ মধুসূদনের স্মরণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে অগতির গতি লক্ষ্মীপতি হুটমতি হইয়া আকাশবাণীজলে রাজাকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদিগকে বিজ্ঞাপন করিলেন যে, রাজন! যতদিন তোমরা এই বনবিভাগে বিচরণ করিবে, আমি ততদিন তোমাদিগকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিব, যে সময়ে যেরূপ বিপদেই পতিত হও না কেন, আমি তাহা হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিব, অতএব তোমরা নির্ভয়ে এই বনপ্রবেশের যে কোন স্থানে বাস করিতে পার।

ভগবানের এই সাঙ্ঘনায়ুক আশাশ্রয় বাক্যে আশ্রয় হইয়া তাঁহারা কিছুকাল কলমূল আহারে জীবনধারণপূর্বক সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিয়দিবস পরে তথায় কলমূলেরও অভাব ঘটিতে আরম্ভ করিলে তাঁহারা নগরান্তিমুখে গমন করিলেন এবং নগরের উত্তরাংশে ধনাঢ্যলোকের বসতি-

হেতু দীন অবস্থার তথায় বাস করিতে স্তুতি বোধ করিয়া *দক্ষিণভাগের দরিদ্রপল্লীতে উপস্থিত হইয়া কাঠুরিয়া জাতির মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

উক্ত পল্লীতে উভয়ে কাঠুরিয়াদিগের সহিত কাঠখণ্ড আহরণ-পূর্বক উহা বিক্রয়দ্বারা নির্বিঘ্নে বহুদৈ কিছুকাল জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেছেন, এমন সময়ে একদা কুণ্ডলের বিড়ম্বনায় এক সওদাগরের তরুণী নিকটবর্তী নদীগর্ভস্থ জৈবজলময় বালুকাময় তটে আবদ্ধ হইলে গণকরুণী শনি উক্ত সওদাগরকে পরামর্শ দিলেন যে, পরমসতী চিন্তাদেবীর সংস্পর্শে নোকা অনায়াসে উদ্ধার হইবে, অতএব আপনি তাঁহাকে আনিতে সক্ষম হউন। সওদাগর গণকের এই কথায় সাতিশর আশ্রয় হইয়া অনেক অমুন-বিনয়দ্বারা চিন্তাদেবীকে আনিয়া তাঁহাচার্য্য নোকাঙ্গণ করান-মাত্র তাহা গভীরজলে ভাসমান হইয়া উঠিলে, সওদাগর আগামী এইরূপ বিপদ উদ্ধার হইবার জন্ত চিন্তাকে সঙ্গে লইয়াই চলিলেন। চিন্তাদেবী তখন উপায়াস্তর না দেখিয়া সাঙ্ঘাৎ দেবতা স্বর্ঘ্যদেবকে কায়মনোবাক্যে ডাকিয়া বলিলেন, দেব! আপনি আপনার কিরণমালাদ্বারা আমার দেহকান্তি স্থবিরের জায় হস্তশ্রী করিয়া দিন। স্বর্ঘ্যদেব তীব্র কাতরোক্তিভেদে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রার্থনামুদ্রক কার্য্য করিলেন এবং বলিলেন যে আবশ্যক মত তুমি তোমার স্বাভাবিক কান্তি লাভ করিতে পারিবে।

এদিকে কাঠুরিয়াগণের সহিত কাঠ আহরণপূর্বক বন হইতে প্রত্যাগত শ্রীবৎস গৃহে আসিয়া তথায় চিন্তাকে না দেখিয়া ও প্রতিবেশিগণের নিকট বখাযথভাবে আমূলবৃত্তান্ত শুনিয়া যারপর নাই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং মহিষারা কণীর জায় তাঁহার অবেষণার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কোথায়ও তাঁহার উদ্দেশ্য না পাইয়া অবশেষে চিত্তানন্দ নামক বনান্তরে প্রবেশপূর্বক তত্রত্য সুরভীর আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; তাহাতে সুরভীদেবীও নানাপ্রকার সাঙ্ঘনাবাক্যে তাঁহাকে নিরন্তর করিয়া স্বীয় আশ্রমে আশ্রয় দিয়া বলিলেন, বৎস! তুমি চিন্তার জন্ত কোন চিন্তা করিও না, সেই অচিন্ত্যরূপী চিন্তামণির চিন্তার দিনযায়িনী অতিবাহনপূর্বক এই স্থানে অবস্থান কর, তাহা হইলে হুট শনি তোমাকে বর্তমানে কিছুমাত্র কষ্ট দিতে পারিবে না এবং কিয়দিবস পরে তুমি তোমার রাজ্য, ধন, চিন্তা প্রভৃতি সমস্তই অক্ষরাসে পুনঃপ্রাপ্ত হইবে; কিন্তু দ্রুতগাজক্রমে যদি আমার এই বন ছাড়িয়া কদাচ স্থানান্তরে গমন কর, তাহা হইলে পুনর্বার শনির মারায় পড়িয়া বহু কষ্টে উহাদিগকে লাভ করিতে হইবে।

রাজা শ্রীবৎস এইরূপে কিছুদিন পরমস্বখে সুরভীর

আলয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং তথায় থাকিয়া দুরভীক্ষা নন্দিনীর মুখকরিত পানাবশিষ্টে দুগ্ধক্ষেনপরিবিক্ত মৃত্তিকা দ্বারা ছই ছই খানি পাট প্রস্তুত করিয়া স্বীয় প্রসিদ্ধ অমৃত্যুর তালবেতালের নাম স্বর্ণপূর্কক নিজের এবং প্রিয়পত্নী চিত্তাদেবীর নামকরণে ঐ ছই ছই খানি পাট একত্র করিবার উহা স্বর্ণপাটরূপে পরিণত হইতে লাগিল। এইরূপ ভাবে তিনি অসংখ্য স্বর্ণপাট প্রস্তুত করিয়া সেইখানে তুপাকারে রাখিয়া দিয়াছিলেন। অনন্তর একদা পূর্বোন্নিখিত সওদাগর তরিকটবর্তী কোন নদী দিয়া গমন করিতেছে, এমন সময় উহাকে দেখিয়া রাজার মনে উক্ত স্বর্ণপাটদ্বারা বাণিজ্যাদি করিবার প্রবৃত্তি জন্মিল এবং তদনুসারে ঐ মহাজনকে ডাকিয়া আপনার আত্মোপাস্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্বক বলিলেন, মহাশয়! আপনি যদি স্বীয় অমুকুলাগুণে আমার সংগ্রহীত কতকগুলি স্বর্ণপাটের সহিত আমাকে আপনার সমভিব্যাহারে লইয়া যান, তবে ভবনীয় গন্তব্যস্থানে গমন করিয়া ঐ গুলি বিক্রয়দ্বারা কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহের যে কোন একটা উপায় স্থির করিতে পারি। ষণিক্ শ্রীবৎসের কথায় স্বীকৃত হইয়া স্বর্ণপাটের সহিত তাঁহাকে নৌকার তুলিয়া লইল; কিন্তু কতকদূর গিয়া সে দুরভিসন্ধি প্রযুক্ত স্বর্ণপাটগুলি অপহরণমানসে রাজাকে বন্ধনপূর্বক নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিল। অকস্মাৎ জল ভরাবহ অবস্থায় পতিত হইয়া রাজা কিংকর্তব্য-বিমূঢ়ভাবে আত্মবরে অমুকুণ চিন্তা ও তালবেতালের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। একান্ত পতিপরায়ণা চিন্তা নৌকা হইতে স্বামীর আত্মনাশ শুনিয়া ব্যাপার সন্দর্শনে ব্যথিতাত্তঃকরণে তাঁহার কিঞ্চিদবলঘনের জন্ত জল মধ্যে একটা শিরোপাধান নিক্ষেপ করিলেন। ইত্যবকাশে তালবেতালও আসিয়া দেখা দিল এবং ভেলারূপ ধারণপূর্বক নুপতিকে তাহার উপরে রাখিয়া তুণ্ডাংশির দ্বারা ভাসাইয়া লইয়া চলিল।

চিত্তাদেবীর প্রদত্ত উপাধানে দেহ নির্ভর ও ভেলারূপী তাল বেতালকে আশ্রয় করিয়া ক্রিয়দ্বিসাস্ত্রে রাজা সৌভাগ্য নামক স্থানে তীরপ্রাপ্ত হইয়া তত্রত্য এক বৃদ্ধ মালাকরপত্নীর গৃহে আশ্রয় লইলেন এবং তথায় কিছুদিন অবস্থানকালে ভদ্দেশাধিপতি বাহদেব নরপতির ভ্রাতা নারী কন্ডার পাণিগ্রহণ করেন; কিন্তু রাজকন্ডার স্বরম্বরে বরণীয় হইয়াও তিনি তাহাতে স্তুখী হইতে পারিলেন না; কেন না গৌরীসেবাপরায়ণা রাজকন্ডা মালা-প্রদান কালে আকাশবাণী দ্বারা স্বীয় চিরাভীষিত পতি রাজা শ্রীবৎসের সম্যক পরিচয় পাইলেও শ্রীবৎস তখন সাধারণের অপরিজ্ঞাত ও অতি হীনাবস্থাপন্ন থাকায় এবং সেই অবস্থায় তাঁহাকে মালা প্রদান করার অশ্রদ্ধা বাবতীয় রাজগণ সমীপে

নিষ্ঠাভিত্তি বাহদেব ভ্রাতাকে স্বামীর সহিত পরিভ্যাগ করিলেন। অনন্তর স্বামী হৃদিতুল্যামাতার দ্বারা পরিভ্যাগ করিতে না পারিয়া রাজধানীর সমীপবর্তী বনস্থলীতে এক কুটার নির্মাণ করিয়া দিলে তাঁহার তাহাতে কিছুকাল অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অতঃপর এইরূপ ভাবে দ্বাদশবর্ষ অতীত হইলে শ্রীবৎসের প্রতি শনির ভোগ শেষ হইয়া আসিল এবং শুভ গ্রহের উদয় হইতে আশঙ্ক করিল; তখন শ্রীবৎস নিকটবর্তী ক্ষীরোদ নদীর তটে অবস্থানের জন্ত মনন করিয়া ভ্রাতার নিকট উহা বিজ্ঞাপন করিলেন; ভ্রাতাও সেই বিষয় মায়ের সমীপে জানাইয়া তাঁহা দ্বারা পিতাকে অমুরোধ করাইয়া তদীয় অমুমতি গ্রহণপূর্বক উক্ত নদী-তটে বাস স্থাপনের আয়োজন করিলেন। একদা অকস্মাৎ উক্ত নদীমধ্যে সেই পূর্বোক্ত সাধুর তরঙ্গী সন্দর্শন করিয়া রাজা ঐ নৌকা তীরে আনয়ন এবং তাহা হইতে স্বীয় স্বর্ণপাট গুলি উঠাইয়া লওয়ার সওদাগর স্থানীয় রাজসমীপে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল; তাহাতে রাজা সাতিশয় রোষাবিষ্টচিত্তে জামাটাকে আহ্বান করিয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি স্বপ্তবের নিকট আত্মোপাস্ত সমস্ত আশ্রয়বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। বাহদেব জামাতার যথার্থ পরিচয় পাইয়া নিরতিশয় পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে বহু প্রিয়বচনে সম্ভাষণপূর্বক নিজের অজ্ঞানতাবশতঃ তৎপ্রতি কত অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া যার পর নাই অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর নৌকা হইতে চিত্তাকে উদ্ধার করা হইল। সূর্য্য-দেবের পূর্বাঙ্গমোদন ক্রমে চিত্তা স্বীয় স্বাভাবিক দেহ পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। সকলের স্মৃতিস্মরণ ঘটিল। শ্রীবৎস, চিত্তা ও ভ্রাতা তিন জনে তথায় কতিপয় দিবস অতি অর্থ বিলাসে অতি-বাহিত করিতে লাগিলেন।

একদা রাজা বাহদেব অমাত্যবর্গ, প্রজাবৃন্দ ও জামাতা প্রভৃতি বহুবাকব সমভিব্যাহারে সিংহাসনে সমাসীন হইয়া অবস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে শনি আকাশবাণী দ্বারা শ্রীবৎসের প্রতি দোষারোপ করিতে করিতে শূন্য হইতে ক্রমে মর্ত্যে অবতীর্ণ হইয়া সেই রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তখন সকলে, বিশেষতঃ রাজা শ্রীবৎস তাঁহার অশেষ স্তব্ধভিত্তি করিতে লাগিলেন, তাহাতে শনির মনে শ্রীবৎসের প্রতি পূর্ব-কোপ দূর হইল, ক্রমে করুণা সঞ্চার হওয়ার তিনি তাঁহাকে ইহলোকে জ্ঞী, পুত্র, রাজ্য, ধন লইয়া সুখে বাস এবং পরলোকে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির বর প্রদান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরে পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে রাজা শ্রীবৎস বৈদেশ যাত্রা করেন এবং তথায় গিয়া পুনর্বার কিছুকাল রাজ্যসুখভোগ করিয়া অন্তিমে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীবৎসকিন্ (পুং) শ্রীবৎসবৎ চিহ্নমত্যন্তেতি শ্রীবৎসক-ইনি।
জন্মক্রান্ত অথ, শ্রীবৎস চিহ্নের জ্ঞান চিহ্নবৃত্ত খোটক, যে খোট-
কের বক্ষস্থলে কুটিল আবর্ত আছে। (হেম)

শ্রীবৎসভূৎ (পুং) শ্রীবৎসং বিভর্তীতি ভূ-কিপ্। বিষ্ণু। (হেম)

শ্রীবৎসলাঞ্জন (পুং) বিষ্ণু, নারায়ণের বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন
আছে, এই লজ্জা তাঁহাকে শ্রীবৎসলাঞ্জন কহে। অমরটীকার
ভরত ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন—

“শ্রীবৎসো লাজ্জনং চিহ্নং বস্ত্র শ্রীবৎসলাঞ্জনঃ।

বক্ষস্তনত্রমহাপুরুষলক্ষণং বেতরোমাবর্তবিশেষঃ শ্রীবৎসঃ
ইতি সৰ্বশ্বে। শ্রীবৎসো হৃৎসঙ্গতমণিবিশেষঃ। কৌন্তভবদিত্তি
কৃষ্ণদাসঃ।” (ভরত)

শ্রীবৎসলাঞ্জন, কাব্যপরীক্ষা ও কাব্যামৃত নামক অলঙ্কারশাস্ত্র,
এবং রামোদয়নাটক ও সারবোধিনী নামী কাব্যপ্রকাশটীকারকার।

শ্রীবৎস শর্শ্বন, সিদ্ধান্তরত্নমালা নামক বেদান্তশাস্ত্রপ্রণেতা।

শ্রীবৎসাক্ষ, ১ অতিমাহুযত্ব, কুরেশবিজয়, বরদ্বারাজত্ব ও
বৈকুণ্ঠত্বপ্রণেতা। ২ গুণরত্নকোষপ্রণেতা পরাশরতট্টের পিতা।

শ্রীবৎসাক্ষ (পুং) শ্রীবৎসঃ অক্ষচিহ্নং বস্ত্র। বিষ্ণু। (হলায়ুধ)

শ্রীবদ (ত্রি) ভাবী শুভফলবক্তা (পক্ষী)।

শ্রীবর, কথাকোতুক ও জৈনভরজিণী নামক ছইখানি গ্রন্থ-
রচয়িতা। ইনি জোনরাজের শিষ্য ছিলেন।

শ্রীবরবোধিভগবৎ (পুং) বোধগতিভেদ। (ভারনাথ)

শ্রীবরাহ (পুং) শ্রিরা যুক্তো বরাহঃ। বিষ্ণু। (ত্রিকা°)

শ্রীবর্দ্ধন, একজন প্রাচীন কবি। বর্দ্ধনকবি নামে প্রসিদ্ধ।

শ্রীবর্দ্ধন, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর জিজিরা রাজ্যের অন্তর্গত
একটী নগর। জিজিরা হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।
অক্ষা° ১৮°৪' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°৪' পূঃ। প্রাচীন যুরোপীয়
ভ্রমণকারিগণ ইহাকে জিকার্দান শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। খৃষ্টীয়
১৩শ ও ১৭শ শতাব্দীতে ইহা বখাজ্রমে আক্কেদনগর ও বিজাপুর
রাজ্যের অধীন একটী প্রধান বন্দর বলিয়া গণ্য ছিল। এখান-
কার সুপ্রসারী বাণিজ্যই প্রধান। প্রতিবৎসর এখানে একটী
মেলা বসে।

শ্রীবল্লভ, দুর্গপদপ্রবোধ নামক হেমচন্দ্রকৃত লিঙ্গাহুশাসনবৃত্তির
টীকা-রচয়িতা। ইনি জ্ঞানবিমল স্থাররাম। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে
যোড়পুরের রাজা স্বধাসিংহের সভার থাকিয়া উক্ত গ্রন্থ
রচনা করেন।

শ্রীবল্লভ, দাক্ষিণাত্যের একজন রাজা। কঙ্করাজের পুত্র। ইন্দ্রা-
যুদ্ধের ও অবজীশ্বর বৎসরাজের সমসাময়িক ছিলেন।

শ্রীবল্লভ সেনানন্দ, সেক্ষকবংশীয় একজন রাজা। চালুক্য-
রাজ ১ম কীর্তিবর্দ্ধা (৫৬৭ খৃঃ) ইহার ভগিনীপতি।

শ্রীবীর উদয়মার্ত্তগুবর্দ্ধা, (২২) দাক্ষিণাত্যের ত্রিবাঙ্কোড়
বিভাগের বেণাড় প্রদেশের একজন সামন্ত রাজা। ইনি বীর
পাণ্ড্য উপাধিতে পূজিত হন।

শ্রীবল্লভ উৎপ্রভাতীয়, বিনোদমঞ্জরী নামক বেদান্ত-রচয়িতা।

শ্রীবল্লভ বিজ্ঞাবাগীশ (ভট্টাচার্য), বালবোধিনী নামী মুদ্রাবোধ-
টীকাপ্রণেতা। ইনি শ্রামধাসের পুত্র।

শ্রীবল্লী (স্ত্রী) শ্রীযুতা বল্লী। কণ্টক বৃক্ষবিশেষ। পর্যায়—শিব-
বল্লী, কণ্টবল্লী, শিবলী, ভূম্বা, কটুকলা, ছুরারোহা। গুণ—কটু,
অন্নবাত, শোফ ও কফনাশক। ইহার ফল অত্যন্ন, রুচিকর, ও
তৈললেপয়। (রাজনি°)

শ্রীবল্লভ, একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। গুণরত্নমহোদধি গ্রন্থে
ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

শ্রীবহ (ত্রি) নাগভেদ।

শ্রীবাটী (স্ত্রী) নাগবল্লীভেদ, চলিত পাণগাছ বিশেষ।

শ্রীবারক (পুং) শ্রিয়ং বারয়তি কাময়তে ইতি বৃ-ণিচ্-বুল্।
শাকভেদ, সিঁতার শাক, শুণ্ডনি শাক। (রাজনি°)

শ্রীবাস (পুং) শ্রিয়ং সরলবৃক্ষং বাসয়তীতি বস-ণিচ্-অচ্।
সরলবৃক্ষরস, সরলনির্ধাস, চলিত টাণ্ডিনি, পর্যায়—পায়স, বৃক-
ধূপ, শ্রীবেট, সরলদ্রব, তৈলপল্লী, শ্রীপিষ্ট, শ্রীবেশ। (শব্দরত্না°)
গুণ—মধুর, তিক্ত, স্নিগ্ধোষ্ণ, ত্বর, পিত্তল, বাত, মূদ্রা, অক্ষি ও
শ্বররোগ এবং কফনাশক, রক্ষোয়, যেদ, দুর্গন্ধ, যুঁকা, কণ্ডু ও
ত্রণনাশক। (ভাবপ্র°) শ্রিয়ো লক্ষ্য বাসঃ আশ্রয়স্থানং।
২ পদ্য।

“শ্রীবাসো যশসাং পদং স্তমসামপ্যাম্পদং সম্পদাং

যত্রাগচ্ছতি গোচরং নয়নরোঃ কাম্পীরমীশধ্বজঃ।”

(রাজেন্দ্রকর্ণপুর ৪২)

৩ বিষ্ণু। ৪ শিব। ৫ শুগুণ্ড। ৬ দেববাগ। ৭ ধূপ। (ত্রিকা°)

শ্রীবাসক (পুং) শ্রীবাস শব্দার্থ।

শ্রীবাসস্ (পুং) শ্রিয়ং সরলবৃক্ষং বাসয়তীতি বস-ণিচ্-অচ্ন।
সরল দ্রব, সরল নির্ধাস। (অমরটীকা)

শ্রীবাচাচার্য, নবদ্বীপবাসী একজন পরম বৈষ্ণব ও সাধু-
পুরুষ। ইনি শ্রীশ্রীচেতন্ত মহাপ্রভুর সমসাময়িক ছিলেন।
ইহার আদিনিবাস শ্রীহট্টে, তথা হইতে শ্রীবাচাচার্য চারি ভাই
বিজ্ঞাশিক্ষার্থ নবদ্বীপে আগমন করেন এবং এই থানেই একটী
গৃহ নিৰ্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন।

বাল্যকাল হইতেই শ্রীবাস হরিতত্ত্বপরায়ণ ছিলেন।
ইনি যুগ্মে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনামকীর্ত্তন করিতেন। নব-
দ্বীপবাসী অনেক তাহাতে সময় সময় বিরক্ত হইয়া তাঁহার
নিকট আসিতেন এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মশব্দে তাঁহার সহিত বাচাচা-

বাৎসর্য হইতেন। তাহাতে অনেকে ইহার উপর একপ চটয়া উঠিতেন যে, তাহার শ্রীবাসের প্রতি অভ্যাস করিতেও কাতর হইতেন না।

শ্রীচৈতন্য বধন অধারন সমাপন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে জৈশ্বরপুরি (ভারতী) নামে একজন পরম ভাগবত নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীবাসের গৃহে অবস্থিতি করেন। জৈশ্বরপুরীর জ্ঞান ও ভক্তির পরিচয় পাইয়া নিমাই এই থানে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সুযোগে নিমাইয়ের সহিত শ্রীবাসাদি বৈষ্ণব-গণের বিশেষ সম্প্রীতি হয়। এই সংযোগই নবদ্বীপের মণি-কাকনযোগ। শ্রীবাসগৃহে হরিপ্রেমের মেলানি দেখিয়া তাঁহার হৃদয়নিহিত হরিকৃতির উৎস ছুটিয়া উঠে। তিনি নিত্যই সন্ধ্যায় শ্রীবাসালয়ে আসিয়া হরিসংকীর্ণনে যোগদান করিতেন। শ্রীবাস পরে শ্রীচৈতন্যের পরমভক্ত হইয়া পড়েন এবং স্বয়ং “চৈতন্য কি জয়” বলিয়া সংকীর্ণন আরম্ভ করেন। [চৈতন্যচন্দ্র দেখ।]

শ্রীবিদ্যা (শ্রী) শ্রী বিদ্যা। মহাবিদ্যাবিশেষ। ত্রিপুরসুন্দরীর নাম শ্রীবিদ্যা। এই মহাবিদ্যার উপাসনা করিলে সাধক সকল গন্ধি লাভ করিয়া থাকে। তন্ত্রসাধনে এই বিদ্যার ভেদ, মন্ত্র, পূজা ও গুরুচরণপ্রণালী বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই বিদ্যার মন্ত্র ৩৬ প্রকার। গুরু এই দেবতার মন্ত্র দিবার কালে মন্ত্রবিচার-প্রণালী অনুসারে বিচার করিয়া দিতে হয়। মন্ত্র যথা—

‘ল স হ হ্রী’ এই নবাক্ষর মেরুমন্ত্র। অর্দ্ধচন্দ্র ও বিন্দুকে পৃথক্ বর্ণরূপে গ্রহণ করায় এই নবাক্ষর মন্ত্র হইয়াছে। এই নবাক্ষর মন্ত্র ত্রিপুরসুন্দরীর মেরুমন্ত্র নামে অভিহিত। ‘ক ল হ্রী’ এই মন্ত্র কামেশী বীজ এবং ‘ক এ ঙ ল হ্রী’ এই পঞ্চ বর্ণাক্ষর মন্ত্র বাগ্ভবকূট নামে খ্যাত।

‘হ স ক ল হ্রী’ এই বড়াক্ষর মন্ত্রকে কামরাজকূট কহে। ‘স ক ল হ্রী’ এই মন্ত্রের নাম শক্তি কূট। কামদেব এই মন্ত্রের উপাসনা করিয়া সর্বাক্ষয়ক্ষর ও কামরাজ হইয়াছিলেন। এই বিদ্যা সাক্ষাৎ ব্রহ্মবরুণিণী। ‘হ স ক ল হ্রী’ হ স ক ল হ্রী’ স ক ল হ্রী’ এই ত্রিকূট মন্ত্রের নাম লোপামুদ্রা মন্ত্র। মহর্ষি অগস্ত্য এই মন্ত্রের উপাসনা করিয়াছিলেন। “অথ বিদ্যা-মন্ত্রাঃ—জ্ঞানার্ণবে—

“ভূমিশুদ্ধে শিবো মারী শক্তিঃ কৃষ্ণাধমাবনৌ।

অর্দ্ধচন্দ্রচ বিন্দুচ নবর্ণাণি মেরুচ্যতে।

মহাত্রিপুরসুন্দর্যাং মন্ত্রা মেরুসমুত্তমঃ।

কলা ভূমেনশানী কামেশী বীজমুদ্রুতঃ।

কল্পন সকলা বিদ্যাঃ কথ্যামি বরানমে।

শক্ত্যন্তর্য্যাবর্ণোহনঃ কলমথো মুলোচনে।

বাগ্ভবঃ পঞ্চবর্ণাণাং কামরাজমথোচ্যতে।” (তন্ত্রসার)

তন্ত্রসাধনে এই বিদ্যার সংক্ষেপ পূজা ও বিশেষ পূজা নির্দিষ্ট

হইয়াছে। অসমর্থ ব্যক্তি সংক্ষেপে এবং সমর্থ ব্যক্তি বিশেষ পূজা অনুসারে পূজা করিবে। এই দেবীর ধ্যান—

“ততঃ পদ্মনিভাং দেবীং বালার্ককিরণোজ্জ্বলাং।

জবাকুসুমললাশাং দাড়িমীকুসুমোপমাং।

পদ্মরাগপ্রতীকাশাং কুসুমাকর্ণসমিতাং।

কুমুদকুটমাণিক্যকিঙ্কিনীজালমণ্ডিতাং।

কালালিকুলসঙ্কাশকুটিলালকপল্লাবাং।

প্রত্যগ্রাক্ষণসঙ্কাশবদনান্ডোজমণ্ডলাং।

কিঙ্কির্দেদুদুটিলললাটিমুদ্রপটিকাম্।

পিনাকিধনুকাকারজলতাং পরমেস্বরীম্।

আনন্দমুখিতোলাসলীলালোলিতলোচনাম্।

ক্ষুরমুখসঙ্কাশবিলসভ্রমকুণ্ডলাম্।

সুপণ্ডমণ্ডলাভোগজিতেন্দ্রমৃতমণ্ডলাম্।

বিশ্বকর্ম্মবিনিষ্ঠাংস্বপ্নস্টম্ভটনাসিকাম্।

তাত্রবিক্রমবিশ্বভরংকোদীপমুতোপমাং।

স্মিতমাধুর্য্যবিজিতমাধুর্য্যরসসাগরাং।

অনৌপমাগুণোপেতচিবুকোদেনশোভিতাং।

কম্পুখীবাং মহাদেবীং মৃণালললিতৈকুণ্ডলৈঃ।

রতোংপললাকারসুসুমারকরাবুজাং।

রতাবুজনখজ্যোতিবিতানিতনন্তলতাং।

মুক্তাহারলতোপেতসমুন্নতপদোদরাম্।

ত্রিবলীবলয়াকৃতমধ্যদেশশুশোভিতাং।

লাবণ্যসরিদাবর্তাকারনাভিবিভূষিতাম্।

অনর্ঘ্যমল্লবটিকাকীর্ষীযুতনিতম্বিনীং।

নিতম্ববিষম্বিরদরোমরাজিবরাজুশাং।

কদলীললিতশুভ্রসুসুমারোরুদীঘরীং।

লাবণ্যকুসুমাকারজামণ্ডলবজ্রাং।

লাবণ্যকদলীতুল্যজজ্বামুগলমণ্ডিতাং।

গুটগুণকপদম্বপ্রপদাজিতকঙ্কপাং।

তম্বুদীর্ঘাঙ্গুলিখন্ডনখরাজিবিরাজিতাম্।

ঐক্ষবিকুশিরোরঙ্গনিঘুটচরণাবুজাম্।

শীতাংশতসঙ্কাশকাস্তিসন্তানহাসিনীং।

লোহিতজিতসিন্দুরজবালাকিমরুপিনীং।

রক্তবজ্রপরাধানাং পাশাঙ্কশকরোত্ততাং।

রক্তপদ্মনিবিষ্টাং রক্তভরণভূষিতাং।

চতুর্ভুজাং ত্রিনেত্রাং পঞ্চবাণধর্যাং।

কর্ণমুখকলোদ্গিশ্রোতাঙ্গুলপূরিতাননাং।

মহামুগমদোদামকুসুমাকর্ণবিগ্রহাং।

সর্কশঙ্কারবেশাঢাং সর্কভরণভূষিতাং।

জগদাঙ্কাজননীং জগদ্রজনকারিণীং ।

জগদাকর্ষণকরীং জগৎকারগরুণিণীং ॥

সর্বমঙ্গলময়ীং দেবীং সর্বসৌভাগ্যস্বরূপীং ।

সর্বলক্ষ্মীময়ীং নিত্যং সর্বশক্তিময়ীং নিবাং ॥" (তন্ত্রসার)

এই ধ্যানে ঐবিভার পূজা করিতে হয়। তন্ত্রসারে এই দেবীর পূজাপদ্ধতি লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে এই স্থলে তাহা লিখিত হইল না।

শ্রীবিষ্ণুপত্নী, মাস্তাজ প্রেসিডেন্সীর তিরুবল্লী জেলার একটা তালুক বা উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৭৭১ বর্গমাইল, এই উপবিভাগে ৪টা নগর ও ১০১টা গ্রাম আছে। তন্মধ্যে দেবদানম্, এমিরকোট্টাই, কয়ালকুলম্, কীড়-রাজকুল-রাম-গ্রামম্, কোল-কোণান, কোলকুলম্, মদবার্শিলাকম্, মীর-নেরী, নড়ুকুটী, পুডুগালৈয়ম্, রাজাপালৈয়ম্, লয়লপুরম্, শেতুর, শোড়াপুরম্, ও বেলনল্লুর নামক স্থানে প্রকৃতবের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানে ছয়টা থানা, ১টা দেওয়ানী ও ৩টা ফৌজদারী আদালত আছে।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর ও বিচারসদর। পালমকোট্টাই হইতে ৫৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে একটা প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির আছে। উহার স্থাপত্য-শিল্পনৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠতাজাপক। ঐ বিষ্ণুমন্দির রথযাত্রা উপলক্ষে এখানে প্রতিবৎসর একটা মেলা হয়। নগরের দক্ষিণে যে পথে রথ যায়, ঐ পথের ধারে শেক্টের নামে একটা জুবুহং মণ্ডপ নির্মিত দেখা যায়। প্রবাদ, মহারাজ রাজা তিরুমল নায়ক (১৬২০-১৬৫৯ খৃঃ) উহা নির্মাণ করিয়া দেন। মহারাজ যাইবার পথে চতুর্থ ও দ্বাদশ মাইল জাপক প্রস্তরখণ্ডের সন্নিকটে ঐরূপ আরও দুইটা মণ্ডপ আছে। ঐ পথের ধারে মধ্যে মধ্যে রাজা তিরুমল স্থাপিত কতকগুলি নহবৎ-খানা দেখা যায়। এখানে আর একটা প্রাচীন শিবমন্দির আছে। উক্ত বিষ্ণু ও শিবমন্দির স্থানীয় গোপুর-শোভিত এবং তাহাতে কতকগুলি শিলাফলক উৎকীর্ণ রহিয়াছে। স্থানীয় কৃষ্ণস্বামী মন্দিরটা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও তদগাত্রস্থ শিলালিপি এখানে উহাকে অধিক অপ্রাচীন বলা যায় না।

এখানকার নায়করাজগণের গ্রাসাদ এক্ষণে কাছারী বাড়ীতে পরিণত হইয়াছে। স্থানটি বাণিজ্যপ্রধান।

ঐবীজ (পুং) তালুক। (বৈদ্যকনিধং)

ঐবুক (পুং) ঐপ্রদঃ ঐপ্রিয়ো বা বুকঃ শাকপাথিবাণিবৎ সমাসঃ। ১ অশ্বখ বুক। (হেম) ২ বিষবুক। শারদীয়া দর্গা পূজাকালে ঐবুকে ভগবতী দর্গার বোধন করিয়া দর্গাপূজা করিতে হয়।

"ইবে মাত্সিতে পক্ষে নবম্যামাত্রিযোগতঃ।

ঐবুকে বোধয়ামি যং বাবৎ পূজাং করোম্যহং ॥" (ভিষিক্তঃ)

৩ বিষ্ণুর বকঃস্থল স্থিত শুভাবর্ত বিশেষ।

"বকঃ ঐবুককাত্তং মধুকরনিকরভারলং দ্বাৰ্জপাণেঃ।

সংসারাক্ষপ্রমার্ভৈরুপবনমিব যং সেবিতং তৎ প্রপত্তে ॥"

(বিষ্ণুপাদিকেশাস্তবর্ণনভোক্তা ২৮)

৪ দ্বাবর্ত। (মাঘটীকার মল্লিনাথ ৫৫৬)

ঐবুকক (পুং) ঐবুক এব বার্ধে কন্। ১ অশ্বের দ্বাবর্ত।

২ ঐবুক শব্দার্থ।

ঐবুককিন্ (জি) ঐবৎস চিহ্নযুক্ত অশ্ব।

ঐবুদ্ধি (স্ত্রী) ১ বোধিবৃক দেবতাত্ত্বম। (ললিতবিস্তর) ২ ভাগ্য বা সম্পদ বৃদ্ধি।

ঐবেষ্ট (পুং) শ্রিয়ঃ সরলবৃক্সত বেষ্টঃ নির্ঘাসঃ। সরল বৃক্সের নির্ঘাস, তাপিন্। পর্যায়—বৃক্সধূপ, চিতাগন্ধ, রসায়ক, শ্রীবাস, শ্রীরস, বেষ্ট, লক্ষ্মীবেষ্ট, বেষ্টক, বেষ্টসার, রসাবেষ্ট, ক্ষীরলীধ, জুধূপক, ধূপাক, তিলপর্ণ ও সরলাজ। ভগ্ন—কটু, তিক্ত, কষার, ধ্রুয় ও পিত্তনাশক, যোনিদোষ, অজীর্ণ, ত্রণ ও আত্মাননাশক।

(রাজনিং)

ঐবৈকুণ্ঠম্, মাস্তাজ প্রেসিডেন্সীর তিরুবল্লী জেলার তেঙ্করই তালুকের অন্তর্গত একটা নগর। তিরুবল্লী হইতে ১৬ মাইল দক্ষিণপূর্বে তাম্রপর্ণী নদীর উত্তর কূলে অবস্থিত। অক্ষা° ৮° ৩৬' ২০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৫৭' ২০" পূঃ। এখানে প্রায় ৩ শত বর্ষাধিক প্রাচীন ১০টা মন্দির আছে, তন্মধ্যে স্থানীয় বিষ্ণু-মন্দির ও কৈলাসনাথ-মন্দির সর্বাঙ্গোপকৃষ্ট বৃহৎ ও স্থাপত্যশিল্প-পূর্ণ। নগরপার্শ্বস্থ আদিচ্ছনল্লুর নামক গড়শৈলে কতকগুলি জৈনমূর্তি ও প্রাচীন কবরনিহিত পাত্ৰাদির নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানে কোট-বেল্লাল নামে এক নিম্নশ্রেণীর শূত্র জাতির বাস আছে। উহাদের আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ নূতন। উহারা যে দুর্গে বাস করে, তাহার মধ্য হইতে কখনও কোন কারণে বাহির হইতে চায় না। ইহাদের নিকট রাজবৃত্ত শাসন আছে।

উক্ত তাম্রপর্ণী নদীর উপরিস্থ আনিকটও ঐবৈকুণ্ঠম্ নামে অভিহিত।

ঐবৈয়ণ্ণ (পুং) বৈকবসম্প্রদায়ভেদ। [ঐসম্প্রদায় দেখ।]

ঐব্যাক্রমুখ, স্থাপত্যশিল্পের একজন রাজা। ইহার রাজ্যকালে ৬২৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মকুটসিদ্ধান্ত প্রণয়ন করেন।

ঐশ (পুং) শ্রিয়া ঐশঃ। বিষ্ণু।

"ঐশোহথিষেতেহহিমথিষ্টিতোহন্ধি-

মধ্যাত্ত যোষং মধুরামন্যা ॥" (মুণ্ডকোপ)

২ ঐশ্বর্য। (শব্দরত্নাং)

ত্রিশান্ত, একজন প্রাচীন গ্রন্থকার।

ত্রিশাল্লীভাণ্ড (ত্রী) তীর্থভেদ।

ত্রিশুক (ত্রী) তীর্থভেদ।

ত্রিশুক, জাতকালঙ্কারকর্তৃপ্রণেতা।

ত্রিশৈল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড় জেলায় একটি প্রাচীন তীর্থ। (ভাগবত ৫।১৯।১৬) তুল্লভদ্রানদীতে অবস্থিত। এখানে মল্লিকার্জুন নামক অমাবিলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এখানকার দেবালয়াদি এবং নদীতীরস্থ সোপানশ্রেণীর শোভা পরম প্রীতিপদ। স্বল্পপুরাণের ত্রিশৈলমণ্ডে এই স্থানের মাংস্যা কীর্তিত আছে।

ত্রিশৈলতাত্ত্বাচার্য্য, তাৎপর্য্যসংগ্রহ নামক বেদান্ত এবং বচন-সারসংগ্রহ নামক দীর্ঘভিত্তিরচয়িতা।

ত্রিশ্বর বিদ্যালঙ্কার, দ্বৈতশতক, শিবকুম্মাকলী, শুদ্ধিস্ততি, সপ্তশতী-কাব্য ও স্বর্ধশতক নামক গ্রন্থরচয়িতা। ইনি খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে জীবিত ছিলেন।

ত্রিষণ, ১ রোমকসিদ্ধান্তপ্রণেতা। ব্রহ্মগুপ্ত ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ২ রাজভেদ। (কথাসরিৎসাং ৭৩।১৮।৮)

ত্রিসংগ্রাম (পুং) কাশ্মীরস্থ একটি সুপ্রসিদ্ধ মঠ। (রাজতরং)

ত্রিসংজ্ঞ (পুং) শ্রিয়ঃ সংজ্ঞা বস্ত্র। লবঙ্গ। (অমর)

ত্রিসম্প্রদায়, ত্রিরাধাকুম্মতাবলম্বী বৈষ্ণবগণ ত্রিসম্প্রদায় বা ত্রীবৈষ্ণব নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ত্রী অর্থাৎ লক্ষ্মী হইতে এই বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রবর্তিত, এই নিমিত্ত ইহার ত্রীবৈষ্ণব নামে খ্যাত। যথা,—

“রামানুজাঃ ত্রীঃ স্বীচক্রে নিষাদিত্যং চতুঃসনঃ।

ত্রিবিষ্ণুস্মিনং রক্তং মধ্যাচার্য্যং চতুঃস্থঃ।”

পূর্বে বৈষ্ণবশব্দে উল্লিখিত হইয়াছে, রামানুজ-মতাবলম্বীগণ বিশিষ্টাষ্টমতাবলম্বী। বিশিষ্টাষ্টমতমতে পরব্রহ্ম নিত্য, সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, বিহু, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি। উক্ত মতে পরব্রহ্মই বিশ্বের উপাদান, নিমিত্ত ও সহকারী কারণ। তিনিই বেদে ও উপনিষদে সৎ, আত্মা, ব্রহ্ম, জৈশ, বিহু, নারায়ণ, পুরুষোত্তম, বাসুদেব ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। শাস্ত্রে চিৎ ও অচিৎ পরব্রহ্মের শরীররূপে অভিহিত হয়; এইজন্য পরব্রহ্মকে শরীরী কহে। চিৎ বলিতে জ্ঞান ও অচিৎ বলিতে কাল, মূল-প্রকৃতি, ও শুদ্ধ-সব্দ ব্যায়। মূল-প্রকৃতির অপর নাম প্রকৃতি, প্রধান, অব্যক্ত ও মাত্রা; উহা দ্বারা কখন কখন তমঃ, অক্ষর ও ব্রহ্মকে ব্যায়। অষ্টমত অর্থে এক ভিন্ন অপর নাই, বিশিষ্ট অর্থে বিশেষণ অর্থাৎ চিৎ ও অচিৎ শরীরী রূপে ব্যাপ্ত। বিশিষ্টাষ্টমতের অর্থ এক সত্য দ্বিতীয় নাই। বিনি চিৎ ও অচিৎের লক্ষিত শরীরী রূপে বর্তমান থাকেন, তিনিই পরব্রহ্ম।

ত্রিবৈষ্ণবেরা বিহু ভিন্ন ভিন্ন মূর্তির পূজা করেন, ইহু মন্দিরে প্রায় বান না, এমন কি মহাদেবের পূজাও করেন না। এই সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণের নিরানুযায়ী।

রামানুজের জীবদ্দশায় তাঁহার অনেক শিষ্য ছিল। তিনি আপন মতে দীক্ষিত করিবার জন্য ৭০ জন বিদ্বান্ শিষ্যকে আচার্য্য পুরুষ বা পীঠাধিপতি নামে অভিহিত করেন। তাঁহার সকলেই গার্হস্থ্যধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহাদের বংশধরেরা এখনও আচার্য্য উপাধিধারী ও ত্রিবৈষ্ণবদিগের গুরু।

উক্ত আচার্য্যপুরুষগণের কতিপয় বংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেখিয়া গেল—

পুণ্ডরীকর—ইনি মহাপূর্ণ আচার্য্যের পুত্র ছিলেন, রামানুজ-আচার্য্য ইহার নিকট বোধ্যয়ন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ছিলেন। ইহার তামিল নাম পেরিরুন্নি। ইহাদিগের বংশধরগণ এখন তিরুবল্লী জেলায় বাস করিতেছেন।

মুন্ডর ভোড়ৈয়ান্—ইহার পিতা তিরুমল্লৈয়ানের নিকট রামানুজ-আচার্য্য ব্রাবিড় বেদান্ত শিক্ষা করেন। ইহার বংশীয়েরা মদুরাই হইতে দশ মাইল দূরে আলমর তিরুমল্লৈ নামক স্থানের দেবালয়ের আচার্য্যপদে অভিষিক্ত। তাঁহাদের শিষ্য পুন্ডু অর্থাৎ তাঁহার মন্তকের সামনের দিকে শিখা রাখিয়া থাকেন।

পোমঠভান—ইহার পিতা পেরির তিরুমল্লৈয়ান্ রামানুজ-আচার্য্যের মাতুল ছিলেন। ইহার বংশধরেরা তিরুমল্লৈ নামে অভিহিত। তিরুমল্লৈগণ দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত; একের নাম বড়গলৈ (অর্থাৎ সংস্কৃত বেদাচার্য্যী)। অপরের নাম তেঙ্গলৈ (অর্থাৎ ব্রাবিড় দিবা প্রবন্ধ গ্রন্থাচার্য্যী)। দক্ষিণ দেশের প্রায় সকল জেলাতেই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। [বড়গল ও তেঙ্গল দেখ।]

ভট্টর—ইহার পিতার নাম কুরেশ ওরফে কুরুভান্নান, ইহার শাখা ত্রিরঙ্গমে বাস করিতেছেন।

কণ্ডাডৈয়ান্—ইনি রামানুজ-আচার্য্যের মাতুলকর্তার পুত্র, দাশরথি ওরফে মুন্ডলিয়াণানের সন্তান ছিলেন। এই বংশীয়েরা কণ্ডলৈ নামে অভিহিত। এই বংশে অন্ন ও অগ্নন নামক দুই সহোদর আপনাপন বিদ্যা ও প্রতিভাবলে প্রথিতনামা হইয়াছিলেন, ইহার মনবালবা মূনির প্রতিষ্ঠিত অষ্টবিগ্গজের অত্যন্তম বলিয়া পরিগৃহীত হন। ইহাদের বংশধরেরা এখন ত্রিরঙ্গমে বাস করিতেছেন।

নড়ু বিলাদান্—ইহার বংশধরেরা আনিয়ুর নামে অভিহিত হইলেও অগ্নন নামক কোন এক পতঙ্গি পরব্রহ্ম পট্টম্মিরান নামক গুরুর শিষ্য গ্রহণ করায়, ওয়ারিশ অগ্নন গার্গগোজ পরব্রহ্ম নামে অভিহিত হইয়াছেন এবং তাঁহার কাকীপুত্র বাস করিতে—

হেন। এইবংশের আর এক শাখা শিললোকম্ নামে অভিহিত।

গোমঠভাষান্—ইহার বংশ গোমঠম্ নামে অভিহিত।

নড়া গ্রামান্—ইহার বংশধরেরা নড়দুর্ নামে অভিহিত, কুন্তকোনেমে তাঁহারা বাস করিতেছেন।

ঐকলালান্—ইহার অপর নাম বিহুচিত। ইনি বিশিষ্টাষ্টমত মতে বিহুপুরাণের টাকা করিয়াছিলেন। ইহার বংশধরেরা পুরন্দুড়া ধারণ করিয়া থাকেন।

আনন্দালান্—ইহার বংশীরেরা আনন্দাধিরৈ নামে অভিহিত হইয়া কাকীপুর, মহিষুর ও তজাবুরে বাস করিতেছেন।

শেটলুর শিরিয়ালান্—ইহার বংশীরেরা শেটালুর নামে অভিহিত।

অরণ পুরভালান্—ইনি ভরদ্বাজ গোত্রোক্তব সামবেদী ব্রাহ্মণ, ইহার বংশীরেরা পণ্ডী পরবন্ত নামে অভিহিত। এই বংশে সুশ্রীসিদ্ধ পট্টপরিচয় ওরফে গোবিন্দবাসর আশ্রম জগদগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনিও পূর্বোক্ত অষ্টদিগ্গজের অন্ততম। বিশাখ-পত্তনের মহামহোপাধ্যায় শ্রীপরবন্ত বেঙ্কট রঙ্গাচার্য্য আচার্য্যবর গুরু এই বংশীয়।

ঐশ্বর্য—ইহার বংশ ঐশ্বর্য নামে অভিহিত হইয়া তজাবুরে বাস করিতেছেন।

কিড়াধিরাক্তান্—ইহার বংশীরেরা কিড়াধি ওরফে বটীষু নামে অভিহিত।

ঈচ্ছাধিরাক্তান্—এই বংশীরেরা ঈচ্ছাধি নামে অভিহিত এবং বড়গলৈ ও তেজলৈ সম্প্রদায়ে বিভক্ত।

ভিক্রমালৈলান্—ইহার বংশীরেরা নলান চক্রবর্তী নামে অভিহিত।

ভিক্রমকুর-কৈপিরাবিলান্—ইনি সর্বপ্রথমে রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য তদীয় শিষ্যদিগকে শিখাইয়াছিলেন।

অম্মুরি-পেরুমাল—ইহার বংশ অম্মুরি নামে খ্যাত।

মুড়ুধৈনধি—ইহার বংশ মুড়ুধৈ নামে খ্যাত। এই বংশে অন্নান্ প্রতিবাদিতরঙ্গর নামে খ্যাত হইলেন ও অষ্ট-দিগ্গজের অন্ততম বলিয়া খ্যাত হন। অন্নান্ বংশীরেরা প্রতিবাদী তরঙ্গর নামে অভিহিত হইয়া কাকীপুর, তজাবুর, মহিষুর ইত্যাদি স্থানে বাস করিতেছেন।

বলি সুরতুনধি—ইহার বংশীরেরা বলিপুরম্ নামে অভিহিত।

কুমারিভৈরবলি ওরফে কালধি—ইহার বংশীরেরা কুমার অথবা ইলাবলি নামে অভিহিত।

কিড়াধি পেরুমাল—ইহার বংশীরেরা কিড়াধি নামে খ্যাত।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের মৃত্যুর পর শ্রীভৈরবেরা দুই সম্প্রদায়ে

বিভক্ত হইয়াছিল। একের নাম বড়গলৈ অপরের নাম তেজলৈ। [বড়গলৈ ও তেজলৈ শব্দ দেখ ৮]

প্রথমোক্ত সম্প্রদায়গণ বেবশান্ত ও শ্রীভাষ্য মানিয়া চলে, ইহার। সাদা রঙের উর্দ্ধপুত্র তিলকধারী, তাহা ইংরেজী অক্ষর U মত ও তাহার মধ্যে কুঙ্কুমের উর্দ্ধরেখা বিস্তারিত। দ্বিতীয় সম্প্রদায় চারি হাজার সংখ্যক লোকসম্বিত দিব্যপ্রবন্ধ নামক তামিল গ্রন্থের মতে চলিয়া থাকেন। তাঁহাদের উর্দ্ধ তিলক Y সূত্র ও ভিতরে কুঙ্কুমের উর্দ্ধরেখা। এই উভয় সম্প্রদায় ও শত বৎসরের উর্দ্ধকাল বিস্তারিত আছে।

বড়গলৈরা কহিয়া থাকেন, সংকর্ষ করিলে ভগবানের অসাদ পাওয়া যায়। তেজলৈরা কহেন, মনুষ্য সংকর্ষ দ্বারা ভগবানের অসাদ পাইতে পারে না।

বড়গলৈরা কহেন, লক্ষী বিষ্ণুর শক্তি ও বিভূ, অতএব তিনি মুক্তি দিতে সমর্থ। তেজলৈরা তাহা অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে, তিনি কেবল মুক্তি দিবার জন্য বিষ্ণুকে অহুমোহ করিতে পারেন মাত্র। বড়গলৈরা কহেন, অজ্ঞাত পাপে ভগবান্ লক্ষ্য রাখেন না। তেজলৈরা কহেন, অজ্ঞাত পাপও তিনি ধরিয়া লয়েন, তবে মানব জাতির উপর তাঁহার রেহ আছে বলিয়াই তাহার। পাপ হইতে মুক্তি পাইতে পারে। বড়গলৈদের বিশ্বাস, নীচবর্ণের কোনও ব্যক্তি জ্ঞানোপার্জন করিলেও তাহার নীচত্ব যুচে না। তেজলৈরা বলেন, জ্ঞানী ও নিষ্ঠাবান্ শূদ্র স্বধর্মবর্জিত ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

বড়গলৈরা পিতৃপুরুষদিগের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পুরোহিতের পদ ধোয়াইরা পাদোদক গ্রহণ করেন, তেজলৈরা সেসুপ করেন না। বড়গলৈরা একাদশীতে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করান। তেজলৈরা একাদশীতে শ্রাদ্ধ না করিয়া কেবলমাত্র উপবাস করিয়া থাকেন। বড়গলৈদিগের বিধবারা মস্তক মণ্ডন করেন, কিন্তু তেজলৈরা তাহা করেন না। বড়গলৈরা প্রত্যহ স্নান করিয়া থাকেন ও মনে করেন স্নানে শরীরের পাপ দূর হয়। তেজলৈরা কহেন, স্নানে শরীর পরিষ্কার হয় মাত্র, স্নান করিলে শরীরের পাপ নষ্ট হইতে পারে না। উক্ত দুই সম্প্রদায়ের এইরূপ নানাবিধের মতবিরোধ বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। এমন কি কেহ কাহারও বাড়ীতে জল গ্রহণ পর্য্যন্ত করেন না এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদিও প্রচলিত নাই। [রামানুজ ও বৈষ্ণব শব্দ দেখ ৮]

শ্রীসম্ভূতা (জী) কর্মমাসের বর্ষমাত্রি।

শ্রীসহোদর (পুং) শ্রীরা সহোদরঃ সমুদ্রজাতজ্ঞাৎ। চন্দ্র।

চন্দ্র ও লক্ষী সমুদ্র হইতে উদ্ভূত হন।

শ্রীসিংহ, চূড়াসনাকবীর একজন নরপতি।

শ্রীমত, আয়ুর্বেদমহোদধি ও তদন্তর্গত শারীরিক নামে দুইখানি
বৈকাক গ্রন্থচরিত্র।

শ্রীমতখলত, আয়ুর্বেদ নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

শ্রীমত (স্বী) মন্ত্রভেদ। দেবতাদিগের মহানান কালে এদেশীয়
ব্রাহ্মণগণ শ্রীমত ও পুরুষমত পাঠবারা দেবমূর্তিকে নান করাইয়া
থাকেন। শ্রীমত কথা—

“ও হিরণ্যবর্ণা হরিণীং স্তবর্ণরজতপ্রভাং।

চন্দ্রাং হিরণ্যরীং লক্ষ্মীং জাতবেদো মমাবহ।

ও তন্মে আবহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম্।

যন্তাং হিরণ্যং বিন্দেরং গামখং পুরুষানহম্।

ও অখপূর্ক্যং রথমধ্যাং হস্তিনাদ্রমোদিনিম্।

শ্রিয়ং দেবীমুপাস্ম্যে শ্রীমেদেবি জুযতাম্।

ও কাংতোদিত্যাং হিরণ্যপ্রকারামাত্রাং অলভীং তৃপ্তাং তর্পরভীম্।

পদ্মে দ্বিত্যাং পদ্মবর্ণাং তামিহোপহস্যে শ্রিয়ম্।

ও চন্দ্রপ্রভাং বশা অলভীং শ্রিয়ং লোকে দেবজুষ্ঠা মুদারাম্।

তাং পদ্মনেমি শরণং প্রপন্নে অলক্ষ্মে নশ্রুতাং জ্ঞাং বৃণে।

ও আদিত্যবর্ণে তপসোহধিজাতো বনস্পতিস্তত্র বৃক্ষোহথ বিধঃ।

তত্র ফলানি তপসা হুত্বা মার্য অন্তরায়ান্চ বাহ্য অলক্ষ্মীঃ।

ও উপৈতু মাং দেবসগঃ কীর্তিশ্চ মণিা সহ।

প্রোহুতুভোহসি রাষ্ট্রেহস্মিন্ কীর্তিং বুদ্ধিং দধাতু মে।

ও ক্ষুংপিপাসামলাং জ্যোষ্ঠামলক্ষ্মীং নাশরাম্যহম্।

অভূতিকঞ্চ সমৃদ্ধিঞ্চ সর্বাণি হুদ মে গৃহাং।

ও গন্ধবারাং দুর্গাধর্বাং নিত্যপুষ্টিং করীষিণীম্।

ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং তামিহোপহস্যে শ্রিয়ম্।

ও মনসঃ কামমাহতীং বাচঃ সত্যমসৌমহি।

পশূনাং রূপমজ্ঞাত মরি শ্রীঃ প্রারতাং বশঃ।

ও কর্দমেন প্রজা ভূতা মরি সত্তবকর্দমঃ।

শ্রিয়ং বাসময়ে গৃহে মাতরং পদ্মালিনীম্।

ও আপাঃ স্তব্ধা দ্বিধানি চিক্রীড় বস মে গৃহে।

নীচদেবীং মাতরং শ্রিয়ং বাসময়ে কুলে।

ও আত্মাং পুরুষীং পুষ্টিং শিকলাং হেমমালিনীম্।

চন্দ্রাং হিরণ্যরীং লক্ষ্মীং জাতবেদো মমাবহ।

ও তন্মে আবহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম্।

যন্তাং হিরণ্যং প্রভুতং গাবো দ্বাত্তংখান্ বিন্দেরং পুরুষানহম্।

ও আহ্নয়েহহং শ্রিয়ং পদ্মে পঙ্কতিঃ কনকৈঃ পিবা।

বদীচ্ছেরদ্যাং দেবীং শ্রিয়ং নিত্যং কুলে দ্বিতাম্।

ও পদ্মাননে পদ্ম উরু পদ্মাকি পদ্মসত্তবে।

তন্মাং ভজয় পদ্মাকি যেন সৌখ্যং লভাম্যহম্।

যঃ শুচিঃ প্রবতো ভূত্বা জুহুয়াদ্যাম্যহম্।

শ্রিয়ঃ পঙ্কদশার্চক শ্রীকামঃ সত্যং জপেৎ।

অখদারী গোদারী ধনদারী মহাবনে।

ধনং মে জুযতাম্ দেবি ধর্মকামার্থসিদ্ধয়ে।

ও ধনঃ ধাত্তংধনং পুত্রং হত্যাব্রবনকুলম্।

প্রজানাং মাতা ভবসি আয়ুসন্তং করোতু মাম্।

ও চন্দ্রাতাং লক্ষ্মীমীশানীং সূর্যাতাং শ্রিয়মীশরীম্।

চন্দ্রসূর্যায়িবর্ণাতাং মহালক্ষ্মীমুপাস্ম্যে।

ও ধনময়িধনং বাহুধনং সূর্যো ধনং বহুঃ।

ধনমিস্রো বৃক্ষস্পতি স্কন্ধগো ধনমমুতে।

ও বর্ষষ্ট তে বিভাবসি দিবো ভ্রশ্রত্ব দ্বিত্যভঃ।

রোহিত্য সর্গবীজানি উপরক্ত দ্বিযোজহি।

ও বৈনভের সোমং পিব সোমং পিবতু বৃত্রহা।

সোমং ধনত সোমিনো রসিং দদাতু সোমিনঃ।

ও ন ক্রোধো ন চ মাংসসংঘং ন লোভো ন শুভা মতিঃ।

তবস্তি কৃতপুণ্যানাং শ্রীমতঃ সত্যং জপেৎ।

ও পদ্মপ্রিয়ে পদ্মিনি পদ্মহন্তে পদ্মালয়ে পদ্মলতায়তাকি।

বিধিপ্রিয়ে বিধমনোহমুকুলে তৎপাদপদ্মং ময়ি সরিধংসঃ।

ও শ্রীকর্ত্তমায়ুয্যরোগমাবিদ্যাং পবমানং মহীয়তে।

ধনং ধাত্তং পুত্রং বহুপুত্রীভাং শতসংঘংসরং দীর্ঘায়ুঃ।

ও শ্রিয় এতৈবনং তৎশ্রিয়মাদধাতু সত্যতমুতা।

বহুটু কঠো সত্ততো সত্বকীয়ৈত প্রজরা পশুভিযঃ বীরদ।

ও যঃ শ্রীমতঃ জপেরিত্যং তচ্চিত্তস্তৎপরায়ণঃ।

তং ন ত্যজতি পদ্মাকী সদা বিজুসিব প্রমম্।”

এই শ্রীমত এককালে চারিবেদ হইতে গৃহীত হইয়াছিল;
তাহার প্রমাণ আমরা অগ্নিপুরাণের নিরোক্ত শ্লোকে দেখিতে
পাই। কথা—

“শ্রীমতঃ প্রতিবেদক জ্ঞেয়ং লক্ষ্মীবিবর্জনম্।

হিরণ্যবর্ণা হরিণীমৃচঃ পঙ্কদশ শ্রিয়ঃ।

রথেষ্ট্রকেশু বাজেতি চতস্তো বজ্রমি শ্রিয়ঃ।

প্রাবরজীং তথা সাম শ্রীমতঃ সামবেদকে।

শ্রিয়ং ধাত্তম্যি ধেহি প্রোক্তমার্থকি তথা।

শ্রীমতঃ যে জপেত্তত্যা হবা শ্রীমত বৈ ভবেৎ।”

(অগ্নিপুরা ২৩৩।১-৩)

শ্রীসূর্যপাহাড়, আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া জেলার অন্ত-
র্গত একটি গড়শৈল। গোয়ালপাড়া নগর হইতে ৮ মাইল
উত্তরপূর্বে ব্রহ্মপুত্রনদের বামকূলে অবস্থিত। একসময়ে প্রাগ-
জ্যোতিষপুরীর আর্থ জ্যোতির্বিদগণ এই পর্বতপৃষ্ঠে আরোহণ
করিয়া গ্রহবেদ গণনা করিতেন, এই কারণ গ্রহরাজ সূর্যের
নামানুসারে ঐ পর্বতের নামকরণ হইয়াছে।

শ্রীহট্ট (স্রী) দাক্ষিণাত্যের মহারা রাজধানীর সন্নিকটস্থ একটি প্রসিদ্ধ শৈবতীর্থ ও মন্দির। স্বল্পপুরাণান্তর্গত শ্রীহট্টমাহাত্ম্যে এখানকার বিশেষ বিবরণ বর্ণিত আছে। *

শ্রীশ্রুজ (স্রী) শ্রীশ্রুজকট তরো সমাহার (পা ৪৪।১০৬)।
শ্রী ও শ্রুকের একত্র সমাবেশ।

শ্রীশ্রুরূপ (পুং) শ্রীশ্রুতভের শিষ্যভেদ।

শ্রীশ্রুরূপিনী (স্রী) রাধা। (পঞ্চরত্ন ৪।৪।৫২)

শ্রীশ্রামিন, ১ কাম্বীর রাজভেদ। (রাজতরং ৪।১৫৬) ২ ভট্টর পিতা। (ভট্ট ২২।৫৫)

শ্রীহট্ট, পূর্ববঙ্গ আসামের অন্তর্গত একটি জিলা ২৫° ১২' এবং ২৩° ৫৮' ৪২" উত্তর অক্ষরেখার এবং ৯২° ৩৭' ৪০" পূর্ব দ্রাঘিমার অবস্থিত। ইহার উত্তরসীমায় খাসিয়া ও জয়ন্তী পাড়া, পূর্বসীমায় কাছাড়, দক্ষিণসীমায় পার্বত্যত্রিপুরার স্বাধীন রাজ্য এবং বঙ্গের অন্তর্গত ত্রিপুরা জিলা, পশ্চিমসীমায় ময়মনসিংহ।

শ্রীহট্টের মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে।

সর্বোপেক্ষ বড় পাহাড়টির উচ্চতা ১০০০ ফিট। এই জিলার কেন্দ্রে ইটাপাহাড়শ্রেণী বিস্তারিত। শ্রীহট্টের মদননীর মধ্যে বরাক নদই প্রধান। এই নদটি কাছাড় হইতে আসিয়া শ্রীহট্টে প্রবেশ করিয়াছে। শ্রীহট্টে ইহার দুই শাখা। ইহার প্রধান শাখার নাম জুম্মা এবং অপর শাখার নাম কুশিয়ারা। এই দুই শাখা একত্র হইয়া মেঘনা নাম গ্রহণ করিয়া ধলেশ্বরীতে পতিত হইয়াছে। এই দুই নদীর জলপ্রবাহে শ্রীহট্টের বহু স্থানের উর্বরতা বৃদ্ধি করিয়াছে। শ্রীহট্টে ধাতুর আবাদ অতি উত্তম। শ্রীহট্টে কয়লা পরিলক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও কয়লার খনি আবিষ্কার হয় নাই। শ্রীহট্টের উত্তর-প্রান্তের পাহাড়ে যথেষ্ট কলিচূর্ণ আছে। কিন্তু খাসিয়া পর্বতেই ইহার অকুণ্ঠ খনি। শ্রীহট্টের অরণ্যে জাকল, নাগেশ্বর, শাল ও পিঠাকরা প্রভৃতি বহুল বড় বড় বৃক্ষ আছে। এই সকল বৃক্ষ দূরদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত লাক্ষা, মোম ও মধু প্রভৃতিও যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। কমলালেবুর জন্মও শ্রীহট্টে বিখ্যাত। শ্রীহট্টের আগর আতর আরব্য ও তুরক্ষে রপ্তানী হইয়া থাকে। শ্রীহট্টে হাতী ধরার খেদা আছে।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট আসামের চিক্ কমিশনারের শাসনাধীন হয়। তখনই সময়ে শ্রীহট্ট গড়, লাউড় ও জয়ন্তিয়া এই রাজ্যত্রয়ের বিভক্ত ছিল। কেহ কেহ বলেন, এই তিন প্রদেশ বহুপূর্বে অসভ্যজাতীর লোকদের অধুষিত ছিল। কিন্তু আদিমূরের পূর্বে হইতেই বখন বঙ্গে ব্রাহ্মণসমাগম হয়, সেই সময় হইতেই শ্রীহট্টে ব্রাহ্মণগণ বাহিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন।

[বৈদিক দেখ।]

চতুর্দশ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে মুসলমানেরা শ্রীহট্ট আক্রমণ করেন। এই সময়ে আফগানরাজ সামসুদ্দীন গোড়ের শাসনকর্তা ছিলেন। ফকির শাহজালাল মুসলমানসৈন্য লইয়া সর্বপ্রথমে চট্টগ্রামে উপস্থিত হন। এই সময়ে গৌরগোবিন্দ নামে একজন হিন্দু শ্রীহট্টের রাজা ছিলেন। কিন্তু শাহ জালালের প্রতাপে গৌরগোবিন্দকে পরাস্ত হইতে হয়। এখনও শাহ জালালের মসজিদ শ্রীহট্টে অতি প্রসিদ্ধ। এই সময়ে কেবল গড় নামক রাজ্যই মুসলমানদের শাসনাধীন হইয়াছিল। অকবরের সময় পর্যন্তও লাউড়ে হিন্দুশাসন অক্ষুণ্ণ ছিল। লাউড়ের হিন্দুরাজা গোবিন্দকে অকবর বাদশাহ দিল্লীতে লইয়া গিয়া মুসলমানধর্মে দীক্ষিত করেন বলিয়া গুনিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর প্রথমভাগে তাঁহার পৌত্র বাণিয়াচন্দ্রে রাজধানী স্থাপন করেন।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা বঙ্গের দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। এই সময়েও জয়ন্তী স্বাধীন ছিল। ঢাকার নবাবের অধীন আমিনগণ দ্বারা অতঃপর শ্রীহট্ট জিলার অনেক স্থান শাসিত হইত। বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এখানে প্রথমে সীমান্তশাসননীতির প্রবর্তন করেন। প্রথমে ভূমির কর অতি অল্প ছিল। মুসলমানদিগকে জায়গীর দিয়া সৈনিক ভাবে রাখা হইত। শ্রীহট্টের প্রান্তসীমায় অসভ্যলোকদের জন্ম সর্বদাই গোলযোগ ও অশান্তি ঘটত। এই নিমিত্ত এই অঞ্চলে সৈন্য রাখার সবিশেষ প্রয়োজন হইত। জয়ন্তীরাজ্যে নরবলি হইত বলিয়া বৃটিশগবর্ণমেন্টের ধারণা ছিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কয়েকটি বৃটিশ প্রজাকে ধরিয়া লইয়া জয়ন্তীয়ার অধিবাসীরা কালীর নিকট বলি দেয়। এই অছিলায় বৃটিশ-গবর্ণমেন্ট জয়ন্তীরাজ্য বাজেয়াপ্ত করিয়া স্বীয় শাসনাধীন করেন। রাজা ইন্দ্রসিংহকে বাৎসরিক ৬০০০ টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইত। তিনি ইহা লইয়া শাস্তিভাবে শ্রীহট্টে বাস করিতেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রাজা ইন্দ্রসিংহের মৃত্যু হয়। ১৮০২ খৃষ্টাব্দ হইতে ইনামভূমির রাজত্ব লইয়া ভূস্বামিকারীদের সঙ্গে গবর্ণমেন্টের গোলযোগ চলে। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের ছোট-লাট বাহাদুর এই বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দেন। শ্রীহট্টে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের সংখ্যাই বেশী। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে আবার বিশুদ্ধ বৈষ্ণব অপেক্ষা কিশোরীভজনসম্প্রদায় অধিক।

শ্রীহট্টে যে সকল হিন্দুদেবমন্দির আছে, তন্মধ্যে জয়ন্তীপুরের পাহাড়ে রূপনাথমন্দির, কালকুর পরগণার ফালকুরমন্দিরের দেবতাব নিকট কোনও সময়ে নাকি নরবলি দেওয়া হইত। এই পাপেই নাকি জয়ন্তী বৃটিশশাসনাধীন হয়। জয়ন্তীপুরের জয়ন্তেশ্বরীর মন্দির, এ ছাড়া ঢাকা-দক্ষিণে শ্রীগোবিন্দমহাপ্রভুর মন্দির; ছাপচাটে সিদ্ধেশ্বর, সপ্তগ্রামে নির্দারী শিব ও বাহুবদেবমন্দির প্রসিদ্ধ।

অধুনা বিমল পরগণার আখড়াও যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কৈবর্তকুলের রামকৃষ্ণ গোসাঁই নামক একজন লোক ঐ আখড়া প্রতিষ্ঠা সহকারে এখানে এক প্রকার ককির্দীপন প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। ঐ আখড়ায় তাঁহার সমাধি আছে। বৃথা তুলসী ও গোময় স্পর্শ তাঁহার মতে নিষিদ্ধ, ঐ পবিত্র দ্রব্য স্পর্শ পূর্বক শপথ করিতে নাই। তাঁহার শিষ্যগণ এখনও সেই বিধি মানিয়া চলিতেছে।

শ্রীহটে কুকি খাসিয়া প্রভৃতি পার্বত্যজাতীয় লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অনেকেই এখন বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। শ্রীহট্টের হাজলজাতীয় লোকেরা পূর্বে পাড়াবাসী ছিল। মণিপুর, পার্বত্যাপুরা, খসিয়া ও জয়ন্তীপাড়া হইতে অনেক লোক শ্রীহটে আসিয়া বাস করিতেছে।

আউসখাভ, আমনখাভ, তিসি, সর্বণ, তিল, পাট, মটর, খেসারী, ইক্ষু, কার্পাস প্রভৃতি দ্রব্য শ্রীহটে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্রীহটে যে সকল মণিপুরী বাস করে, তাহাদের মধ্যে অনেকের জীলোকেরা মণিপুরীখেস নামক একপ্রকার বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহাদের দ্বারা প্রস্তুত রুমাল, ও মশরীর কাপড় অতি উত্তম। মণিপুরী স্ত্রীধরেরা অতি বিখ্যাত। শ্রীহট্টের শীতলপাট সর্বত্র প্রসিদ্ধ।

শ্রীহর (ত্রি) ১ সমগ্র শ্রী (সৌন্দর্য) হরণকারী, সাতিশর শ্রীসম্পন্ন। ত্রিয়াং টাপ। ২ রাখা।

শ্রীহরি (পুং) বিষ্ণু, নারায়ণ।

শ্রীহর্ষ, বঙ্গদেশীয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণের এক শাখার আদিপুরুষ ও একজন সংকবি। কথিত আছে মহারাজ আদিশুর বৈদিক যজ্ঞের অমুষ্ঠান জ্ঞাত কনোজ হইতে ইহার পিতা মেধাতিথির সহিত ইহাকে স্বরাজ্যে আনাওয়া বাস করাইয়াছিলেন। ইনি ভরদ্বাজ গোত্রীয় ও ইহার বংশধর ধুরন্ধর বলীয় মুখটী বংশের আদিপুরুষ। [কুলীন শব্দ দেখ।]

২ নৈষদীয় ঐ নৈষদ্যচরিত ও খণ্ডনখণ্ডখাত্ত প্রণেতা এক জন সুপ্রসিদ্ধ কবি। ইনি কনোজরাজ জয়চন্দ্রের আশ্রয়ে পালিত ও পরিবর্তিত হইয়াছিলেন। কবি সেই কৃতজ্ঞতা তাঁহার নৈষদ্যচরিতের শেষে “ভাষুলদ্বয়মানসঞ্চ লভতে যঃ কাণ্ডকুজেশ্বরঃ।” ইত্যাদি শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের শেষে কবি এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

“শ্রীহর্ষ কবিরাজরাজমুকুটালঙ্কারহীরঃ সূতঃ

শ্রীহরিঃ সূর্যবে জিতেন্দ্রিয়চয়ঃ মামল্লদেবী চ যং।

ভক্তিস্তানিমিত্তচিন্তনফলে শৃঙ্গারভঙ্গ্য মহা-

কাব্যে চাকরি নৈষদীয়চরিতে সর্গোৎসাহমর্গিতঃ॥”

অর্থাৎ কবিকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীহরী তাঁহার পিতা ও মাতা মামল্লদেবী।

সুপ্রসিদ্ধ জৈনকবি রাজশেখর ১০৪৮ খৃষ্টাব্দে স্বকৃত প্রবন্ধ-কোষে লিখিয়াছেন, শ্রীহরপুত্র শ্রীহর্ষদেব বারাগসীধামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি তৎকালকার অধীশ্বর গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র শ্রীমদমহারাজ জয়চন্দ্রের আদেশে নৈষদীয় কাব্য প্রণয়ন করেন। রাজশেখরের গ্রন্থে জয়চন্দ্রের পঞ্চুল নামে বিখ্যাত এবং তিনি অনুলিবাড়পত্তনের অধীশ্বর কুমারপালের সমকালবর্তী। ডাঃ বুলার বলেন, উক্ত জয়চন্দ্রই রাষ্ট্রকূট-মুপতি এবং ইনিই কনোজের রাঠোররাজ জয়চন্দ্র বা জয়চাঁদ নামে প্রসিদ্ধ।

শ্রীহর্ষ এক অসাধারণ কবি ছিলেন। তাঁহার কাব্যালঙ্কার ও স্তম্ভাববর্ণন অতীব মনোরম, ছাংয়ের বিষয় তাঁহার রচনায় আমরা অত্যুক্তি দোষ দেখিতে পাই। কাশ্মীরবাসী প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক কাব্যপ্রকাশরচয়িতা মম্বট ভট্ট তাঁহার মাতুল ছিলেন। প্রবাদ, বালাকালে মাতুলাশ্রমে থাকিয়াই তাঁহার কাব্যরচনা-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। তিনি একটী শ্লোক রচনা করিয়াই পরম্পরে তাহা সংশোধন ও পরিবর্তন করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার মাতুল ভাবিলেন যে, এই সন্দ্বিদ্ধচিত্ততা শ্রীহর্ষের মার্জিত বুদ্ধির ফল; সুতরাং এভাবে কাব্যরচনা করিতে চেষ্টা করিলে বহুকালেও উহা সম্পূর্ণ হইতে পারিবে না। যাহাতে ভাগিনেয়ের এই ভাব বিদূরিত হয় অর্থাৎ হৃৎবুদ্ধি হইয়া নিরস্তর, সংশোধনে বিরত হন, তাহার উপায় স্বরূপ মাতুল তাঁহাকে মাষকলায় ভোজন করিতে বাধ্য দেন। তাহাতে তাঁহার বুদ্ধির প্রথরতা হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন—

“অশেষশেষমুখীমোষমাষমশ্রামি কেবলম্।”

গ্রন্থকার একদিকে যেমন কবিত্বপ্রতিভায় সংস্কৃত জগৎকে প্রভাবিত করিয়াছেন, অপর দিকে তিনি সেইরূপ দার্শনিকত্বের উদ্ঘাটনে জগদ্বাসীকে নূতনভাবে পারমার্থিক পথোন্বেষী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত খণ্ডনখণ্ডখাত্ত গ্রন্থখানি গৌতমীয় জায়শাক্তের মত খণ্ডন মাত্র।

উক্ত গ্রন্থদ্বয় হইতে তাঁহার রচিত অর্ণববর্ণন, গোড়াকীশ-কুলপ্রশস্তি, ছন্দঃপ্রশস্তি, নবসাহসাকচরিত, বিজয়প্রশস্তি, শিব-শক্তিসিদ্ধি ও হৈর্যবিচারণ নামক অপরাপর গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়।

শ্রীহর্ষ, ১ জানকীগীতরচয়িতা। ২ শ্রীকলবন্ধিনী নামী নীলকণ্ঠী নামক জ্যোতিগ্রন্থের টীকাগ্রণেতা। ৩ কাশ্মীরীয়খণ্ডন, বিরূপ-কোষ ও প্লেথার্ণপদসংগ্রহরচয়িতা। ৪ গীতগোবিন্দটীকাগ্রণেতা। শ্রীহর্ষ, স্বাধীশ্বরের একজন প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দুসমর্থক। কাবচরীগ্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ কবি বাণভট্ট শ্রীহর্ষচরিতে ইহার চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। চীনপরিব্রাজক হিউএন্ দিয়াং ইহার সভাসন্দর্শন করিয়া ইহাকে বুদ্ধধর্মের প্রতিপালক

বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহার মধুবন প্রাপ্তি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, রাজা হর্ষবর্দ্ধন শৈব ছিলেন।

[হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য দেখ।]

শ্রীহর্ষদেব, কান্দীরের একজন রাজা। ইন্দিও শ্রীহর্ষ কবি বলিয়া পরিচিত। ইহার পিতা কলশ দেবের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র উৎকর্ষ রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। উৎকর্ষ রাজ্যাদি-বোহনের কএক মাস পরে আত্মহত্যা করিলে তদীয় কনিষ্ঠ শ্রীহর্ষ ১০৮৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি একজন সং কবি ও বহুভাষাবিদ ছিলেন, রাজতরঙ্গিনী হইতে আমরা তাহার আভাস পাই। (রাজতরং ৮তম) রাজেন্দ্রকর্ণপুর ও অজ্ঞোতিমুক্তালতাশতক-প্রণেতা শঙ্করকবি ইহার সভায় বিদ্যমান ছিলেন।

শ্রীহর্ষদেব, নাগানন্দনাটক, শ্রিয়দর্শকানাটক ও রত্নাবলী-নাটিকা রচয়িতা। ইনিও একজন শ্রীহর্ষ কবি বলিয়া পরিচিত। সিদ্ধুরাজপুত্র ধার্মাধিপতি ভোজদেব কৃত সরস্বতীকণ্ঠভরণে এবং মালবেশ্বর মুন্ডের সভাসদ ধনঞ্জয়কৃত দশরূপগ্রন্থে নাগানন্দ ও রত্নাবলীর শ্লোক উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে। বাক্যপতি মুঞ্জ খৃষ্টাব্দ ৯৭৪-৯৯৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন; ক্ষেমেন্দ্রকৃত কবি-কণ্ঠভরণেও ইহার উল্লেখ আছে। ক্ষেমেন্দ্র কান্দীরপতি অনন্ত-রাজের সভায় (১১২৯-১১৬৪ খৃঃ) বিদ্যমান ছিলেন। স্তুতরাং রত্নাবলীরচয়িতা শ্রীহর্ষকবি তাহাদেরও বহু পূর্ববর্তী তাহাতে সন্দেহ নাই। কনোজরাজ মহেন্দ্রপাল ও মহীপালের (৯০৩-৯১৭ খৃঃ) সভাকবি রাজশেখর লিখিয়াছেন, ইহার সভায় কবি-তজ্ঞ ও দিবাকর বিবাজি করিতেন। রত্নাবলীর নান্দীমুখে শ্রীহর্ষ-রাজ হরপার্বতীকে প্রণাম করিয়াছেন, কিন্তু তিনি নাগানন্দ-রচনাকালে বুদ্ধদেবকে নমস্কার করিয়াই মঙ্গলচরণ করিয়াছেন। ইহাতে অনুমান হয় যে, রাজা শ্রীহর্ষ প্রথমে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পক্ষ-পাতী ছিলেন, শেষে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হন। অনেকে ইহাকে ও সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনকে অভিন্ন মনে করেন। [হর্ষবর্দ্ধন দেখ।]

শ্রীহর্ষদেব, একজন কামরূপপতি, ইনি গোড়, ওড়, কলিজ, কোশল প্রভৃতি দেশ জয় করিয়াছিলেন। ইহার কন্যা রাজ্যমতীকে নেপালের ঠাকুরীরাজ ২য় জয়দেব খৃষ্টাব্দ ৮ম শতাব্দীতে বিবাহ করেন। রাজা শ্রীহর্ষ ভগবত্ত্বংগীয় ছিলেন।

শ্রীহস্তিনী (স্ত্রী) শ্রীমুখা হস্তিনী। বৃক্ষবিশেষ। চলিত হাতিগুড়া, পর্যায়—ভূকণ্ঠী, নাগদন্তী। (জটধর)

শ্রুত ১ শ্রবণ। ২ গতি। ভূদি' পরশ্মৈ' সক্ত' অনিটু। লট শৃণোতি। লঙ্ অশৃণাৎ। লিট শ্রুশ্রাব। লুট শ্রোতা। লৃট শ্রোষ্যতি। লুঙ্ অশ্রোষীৎ, অশ্রোষ্টাঃ অশ্রোয়ুঃ। কন্মবাচ লট শ্রবতে। লুঙ্ অশ্রাবি। সন্ শ্রবতে। ষঙ্ শোশ্রবতে।

ষঙ্ লুক্ শোশ্রবীতি শোশ্রোতি। গিচ্ শ্রাবরতি। লুঙ্ অশ্রিবৎ। সন্ শিশ্রাবরতি। প্রতি+সম্+শ্র=প্রতিজ্ঞা। ২ অঙ্গীকরণ। বি+শ্র=বিখ্যাত।

শ্রুতং (ত্রি) শ্রোতা।

শ্রুতী (স্ত্রী) শ্রবতে স্মেতি শ্রু-কৃত। ১ শাস্ত্র।

"শ্রুতস্ত বায়াদয়মন্তমর্ভকন্তথা পরেবাং যুধি চেতি পাথিবঃ।"

(রঘু ২।১১)

২ শ্রবণগোচর। (পুং) ৩ কালিন্দীগর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্রবিশেষ। (ভাগবত ১০।৬।১১৪) (ত্রি) ৪ অবশৃত। ৫ আকর্ষিত।

শ্রুতকক্ষ (পুং) আঙ্গীরসগোত্রীয় বৈদিকাকাধ্যাত্তেজ।

(ঋক্ ৮।৮।১২৫)

শ্রুতকর্শ্মান, ১ সহস্রবের পুত্র। (ভাগ ৯।২২।২৯) ২ অর্জুনের পুত্র। (ভারত আদিপর্ব) ৩ সোমাপির পুত্র। (বিষ্ণুপুরাণ)

শ্রুতকীর্তি (স্ত্রী) শ্রুতা কীর্তিব্যথাঃ। ১ জনকভ্রাতা কুশধ্বজরাজ-কন্যা ও শক্রয়ের পত্নী। (রামায়ণ বালকা ৭৩ স) (পুং) ২ দেবর্ষি। ৩ দ্রোণদীর্ঘজাত অর্জুনের পুত্র। (ভারত ১।৬।১২০) ৪ শূরমাজের কন্যা, বশুদেবের ভগিনী ও দুষ্ট-কেতুর পত্নী। (ভাগ ৯।২৪।২২) (ত্রি) ৫ কীর্তিযুক্ত। যাহার কীর্তি শ্রুত হইয়াছে।

শ্রুতকীর্তি, একজন জ্যোতির্বিদ। তটোৎপল বৃহজ্জাতকে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রুতকেবলিন্ (পুং) জৈনসিদ্ধভেদ। [জৈন দেখ।]

শ্রুতকুয় (পুং) ১ সেনজিতের পুত্র। (বিষ্ণুপুরাণ) ২ সত্যায়ুর পুত্র। (ভাগ ৯।১৫।১২)

শ্রুততস্ (অব্য) শ্রুত-তসিল্। ১ শাস্ত্রতঃ, শাস্ত্র হইতে। ২ শ্রুতনাম্ন।

শ্রুতত্ব (স্ত্রী) শ্রুতস্ত ভাবঃ। শ্রুতের ভাব বা ধর্ম। শ্রবণ।

শ্রুতদেব (পুং) শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। (ভাগবত ১০।১০।৩৪)

শ্রুতদেবাবী (স্ত্রী) ১ শূরের কন্যা ও বশুদেবের ভগিনী। (ভাগ ৯।২৪।২২) শ্রুতস্ত শাস্ত্রস্ত দেবী। সরস্বতী। (হেম)

শ্রুতধর (ত্রি) ধরতীতি ধরঃ ধৃ-অচ্ শ্রুতস্ত ধরঃ। শ্রুতমাত্র অর্থধারণকারী। যিনি শ্রুতমাত্রই শব্দার্থ ধারণ করিতে পারেন।

"এবং স ঋষিগাদিষ্টং গৃহীত্বা শ্রদ্ধয়াস্ববান্।

পূর্ণঃ শ্রুতধরো রাজস্বাহ বীরব্রতো মুনিঃ॥" (ভাগ ১০।৮।১৪৫)

'শ্রুতধরঃ শ্রুতমর্থং মনসি ধারয়ন্' (খাদী)

২ শাক্যদীপবাসী ব্রাহ্মণ। (ভাগ ৫।২০।১১) ৩ রাজ-ভেদ। (কথাসরিৎসা ৭।৪।২৪) ৪ একজন কবি। জয়দেব

জীতগোবিন্দকাব্যে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রুতধর্ম্ম (পুং) উদাপুর পুত্রভেদ। (হরিবংশ ৩২।৯৮)
 শ্রুতধারণ (ত্রি) ১ শ্রুতধর, শ্রুতমাত্রধারণকারী। ২ ভগবানে
 মনঃসংযমনকারী। (ভাগবত ২।৭।৪৬)
 শ্রুতধ্বজ (পুং) ভারতবর্গিত একজন যোদ্ধা। (দ্রোণপর্ব)
 শ্রুতপাল, একজন বৈরাগ্যকরণ। হেমচন্দ্রবিরচিত বৃহৎ স্তোত্র নামক
 গ্রন্থের আশাধায়ে ইহার উল্লেখ আছে।
 শ্রুতবন্ধু (পুং) গোপায়ন বা নোপায়ন গোত্রসম্বৃত বৈদিক
 আচার্য্যভেদ। (ঋক্ ৫।২।৩০)
 শ্রুতব্রত (পুং) সর্বত্র প্রসিদ্ধ রথযুক্ত।
 “শ্রুতব্রতে প্রিয়ব্রতে নধানাঃ” (ঋক্ ১।১২২।৭)
 “শ্রুতব্রতে সর্বত্র প্রসিদ্ধব্রতোপেতে” (সারণ)
 শ্রুতব্রত (পুং) ঋগ্বেদবর্গিত ঋষিভেদ। (ঋক্ ১।১১২।৯)
 শ্রুতবর্ন (পুং) ঋষিভেদ। (হরিবংশ)
 শ্রুতব্রি (পুং) শ্রুতপ্রধান ঋষিঃ। ঋষিবিশেষ। যুজ্ঞত প্রভৃতি
 ঋষিগণকে শ্রুতব্রি কহে। ঋষির মুখে শুনিয়া বাহারা বেদ শিখি-
 রাছেন। (ত্রিকা)
 “সংহিতা ঋক্বেদঃসামাঃ সহিতার্থিতঃ শ্রুতব্রিভিঃ।
 সামান্ত্যৈ কৃত্যৈশ্চ দৃষ্টান্তে ঋগ্বেদে স্বহঃ” (মৎসরপু ১২০ অ°)
 শ্রুতবৎ (ত্রি) শ্রুতং বিদ্যতেহস্ত মতুপ্ মস্ত বঃ। শ্রুতজান-
 সম্পন্ন, শাস্ত্রজ্ঞ। (মহু ৩২।৭)
 শ্রুতবর্দ্ধন (পুং) একজন সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক।
 শ্রুতবর্ষ্মন (পুং) বৌদ্ধভেদ। (অশোকাবদান)
 শ্রুতবিদ্ (ত্রি) শ্রুতং বেত্তি বিদ্-কিপ্। শ্রুতবেত্তা, শাস্ত্রবেত্তা।
 শ্রুতবিদ্দা (স্ত্রী) কুশদ্বীপের বর্ষপর্ব্বতনির্গত নদীবিশেষ।
 (ভাগবত ৫।২।১৫)
 শ্রুতবিশ্মৃত (ত্রি) শ্রুত ও পরে বিস্মৃত (মত্ত)।
 শ্রুতধর্ম্ম (ত্রি) ১ উদাপুর পুত্রভেদ। (হরিবংশ) ২ বিজ্ঞাধর
 রাজভেদ। (কথাসরিংসা ৪৩।৩২)
 শ্রুতদীপ (পুং) শ্রুত ও দীপ, শাস্ত্রজ্ঞান ও আচার বা স্বভাব।
 “আচ্ছাদ্য চার্কসিদ্ধা চ শ্রুতদীপবতে স্বয়ং।
 আহুয় নানং কথ্যমা ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্তিতঃ” (মহু ৩২।৭)
 শ্রুতপ্রবস্ (পুং) রাজভেদ। (ভাগবত ৯।২।৯)
 শ্রুতপ্রবোহমুজ (পুং) শ্রুতপ্রবসোহমুজঃ। শনৈশ্চর-
 গ্রহ। (হারাবলী)
 শ্রুতশ্রী (পুং) দৈত্যভেদ। (ভারত উত্তরাংশপর্ব্ব)
 শ্রুতশ্রোণী (স্ত্রী) দ্রবণী বৃক্ষ। পাঠান্তর শ্রুতশ্রেণী।
 শ্রুতসদ (ত্রি) বক্তৃতাগ্হ ও ভক্ত্য শ্রোতৃমণ্ডলী।
 শ্রুতসেন (ত্রি) প্রসিদ্ধ সেনাযুক্ত। (শুক্রবল্লভ ৬।৩৫)
 “শ্রুতা প্রসিদ্ধা সেনা বস্ত সঃ শ্রুতসেনঃ।” (মহীধর)

শ্রুতসেন (পুং) ১ নাগভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব) ২ দৈত্য-
 ভেদ। ৩ জনমেজয়ের স্রাতা। (শতপথব্রা ১৩।৫।৪।৩)
 ৪ জনমেজয়ের পুত্রভেদ। (হরিবংশ) ৫ পরীক্ষিতের পুত্র।
 ৬ সহদেবের পুত্রভেদ। ৭ বৃকোদরের পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু°)
 ৮ শক্রের পুত্র। (ভারত ৯।১।১৩) ৯ গোবর্ধ রাজভেদ।
 (কথাসরিংসা ৩৮।২৫)
 শ্রুতসেনা (স্ত্রী) শ্রীকৃষ্ণের পত্নীভেদ। (হরিবংশ)
 শ্রুতসোম (পুং) ভীমসেনের পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু°)
 শ্রুতাদান (স্ত্রী) শ্রুত আদানং। ব্রহ্মবাদ। (হারাবলী)
 শ্রুতানীক (পুং) ঋষিভেদ। (ভারত দ্রোণপর্ব্ব)
 শ্রুতান্ত (পুং) ভারতবর্গিত ব্যক্তিভেদ। (ভারত ৯ পর্ব্ব)
 শ্রুতামব (ত্রি) ১ পরিচিত (ব্যক্তি)। ২ বন্ধু। (ঋক্ ৮।৮।২।১)
 শ্রুতাদ্যয়নসম্পন্ন (পুং) শ্রুত শাস্ত্র অধ্যয়নে সম্পন্নঃ
 যুক্তঃ। ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ।
 “শ্রুতাদ্যয়নসম্পন্নঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ।
 রাজা সত্যসদঃ কার্য্যা শব্দো মিত্রে চ যে সমাঃ”
 (ব্যবহারতত্ত্ব)
 শ্রুতান্বিত (পুং) শ্রুতেন শাস্ত্রেণ অধিতঃ। শাস্ত্রজ্ঞ। (ভট্ট ১।১)
 শ্রুতার্থ (পুং) শ্রুতোর্থঃ। শব্দবোধবিষয়ীভূতার্থ, প্রবণ-
 মাত্রবোধ্য অর্থ, শুনিবামাত্র যে অর্থবোধ হয়।
 “শ্রুতার্থতঃ পরিত্যাগাদশ্রুতার্থতঃ কল্পনাং।
 প্রাপ্তস্ত বোধান্নিত্যেবং পরিসংখ্যা ত্রিদোষকাঃ” (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)
 (ত্রি) শ্রুতোর্থো যেন। ২ বৎকর্তৃক অর্থ শ্রুত হইয়াছে,
 যিনি অর্থ শুনিরাছেন।
 শ্রুতায়ু (পুং) সূর্য্যবংশীয় রাজবিশেষ। কুশের চতুর্দশ
 পুরুষ। (মৎসরপু° ১৩ অ°) বিদেহরাজভেদ। (ভাগবত ৯।১৩।২৩)
 শ্রুতায়ুধ (পুং) ভারতবর্গিত একজন বীর। (ভারত সভাপর্ব্ব)
 শ্রুতাবতী (স্ত্রী) ভরহাজের কন্যাভেদ। (ভারত ৯ পর্ব্ব)
 শ্রুতি (স্ত্রী) শ্রুতভেদনয়তি শ্রু (শ্রবণ) ক্রিয়াঃ করণে।
 পা ৩।৩।৯৪ ইত্যন্ত বার্তিকোক্ত্যা করণে ক্রি। বেদ।
 “শ্রুতিস্ত বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মশাস্ত্রস্ত বৈ স্মৃতিঃ।” (মহু ২।১০)
 বেদকে শ্রুতি এবং ধর্ম্মশাস্ত্রকে স্মৃতি কহে।
 যেহলে বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধ হয়, সেই হলে শ্রুতির
 প্রমাণই গ্রহণীয়।
 “শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেষ গরীয়সী।” (স্মৃতি)
 বৈদিক ও তান্ত্রিকভেদে শ্রুতি দ্বিবিধ।
 “বৈদিকী তান্ত্রিকী চৈব দ্বিবিধা শ্রুতিঃ কীর্তিতা।”
 (মহুটীকার কুল্লুকধৃত)
 ২ কর্ণ। (অমর) ৩ শ্রোত্রোজ্জিন্নগ্রাহক ও তর্জিত শব্দাদিশব্দ।

“ব্রাহ্মণ গোচরে গন্ধো গন্ধাদিরপি নৃতঃ।

তথা রসো রসজ্ঞায়ত্তথা শব্দোহপি চ শ্রুতেঃ ॥” (ভাবাপরিচ্ছেদ।

১. শ্রু-ভাবে-জিন্। ২. শ্রোতকর্ণ। ৩. ভাগবত ৯।৫।১৬)

৪. বার্তা। (মেদিনী)

‘বা’ব্রূতা যৎ পরশেষ্যঃ শ্রুতৌ তদ্ব্যবহাতি।” (রঘু ১।২৭)

৬. শ্রবণা নক্ষত্র। (শব্দরত্না) ৭. কিংবদন্তী, পুরুষ পরম্পরা-
গত পবাদ। ৮. বাচক শব্দ। ৯. বক্তৃজ্ঞানসম্বন্ধী, চলিত পোরৎ,
হুন্স স্বরবিশেষ, স্বরের অবয়ব। যখন কোন গায়ক বা বাদক
এক স্বর হইতে অন্য স্বর অবিচ্ছেদে প্রকাশ করে, সেই উত্তমস্বরের
মধ্যস্থলে যে অতি হুন্স সুরাংশ গুলি অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহাকে শ্রুতি
কহে। এই শ্রুতি ২২ প্রকার। যথা—নান্দী, চালনিকা, রসা,
সুখী, চিত্রা, বিচিত্রা, ঘনা, মাতঙ্গী, সরসা, অনুতা, মধুকরী,
মৈত্রী, শিবা, মাধবী, বালা, শার্ঙ্গরবী, কলা, কলরবা, মালা,
‘বিশালা, জয়া ও মাতা।

“নান্দী চালনিকা রসা চ সুখী চিত্রাবিচিত্রা ঘনা

মাতঙ্গী সরসামুতা মধুকরী মৈত্রী শিবা মাধবী।

বালা শার্ঙ্গরবী কলা কলরবা মালা বিশালা জয়া।

মাত্রেতি শ্রুতয়ঃ পুরাণকবিত্ত্বাঃ বিংশতিঃ কীৰ্ত্তিতা ॥”

(সঙ্গীতদামোদর)

শ্রুতিকট (পুং) শ্রুতি কটীতি কট-অচ্। ১. প্রাক্শোহ।

২. অহি। ৩. পাপশোধন, প্রায়শ্চিত্ত। (মেদিনী)

শ্রুতিকটু (পুং) শ্রুতৌ কটুঃ। ১. কঠোর শব্দ। ২. অলঙ্কারোক্ত
দোষবিশেষ, দুঃশ্রাব্যতাদোষ। যে স্থলে পুরুষবর্ণের প্রয়োগ হয়,
সেইস্থলেই শ্রুতিকটুদোষ হয়। সাহিত্যাদর্শণে এই দোষ দুঃশ্রব
নামে অভিহিত হইয়াছে। উদাহরণ—

“বাচা মধুরয়া তস্মি দ্বিতীপাদ্যতরঙ্গয়া।

মনাগ্ধবনমুক্তোন্মাদ্যার্থ্য কুরু মাদ্ধ্যাম্ ॥” (কাব্যচঞ্জিকা)

শ্রুতিকণ্ঠ (পুং) ১. নাগভেদ। ২. গ্রীষ্মত লোহ।

শ্রুতিকথিত (ত্রি) শ্রুতৌ কথিতঃ। শ্রুতাক, বোধোক্ত।

শ্রুতিজীবিকা (স্ত্রী) শ্রুতিসেব জীবিকা বৃত্তাঃ। ধর্মশাস্ত্র।

“নৃত্তিধর্মসংহিতা চ সংহিতা শ্রুতিজীবিকা।” (শব্দরত্না) ১)

২. বেদজীবনোপায়, শ্রুতিই বাহাদের জীবিকা।

শ্রুতিতৎপর (ত্রি) শ্রুতৌ তৎপরঃ। ১. সর্কণ। (জটধর)

২. বেদাত্যাসরত।

শ্রুতিতস্ (অব্য) শ্রুতি পক্ষম্যর্থো তসিল্। শ্রুতি হইতে
বা শ্রুতিতে।

শ্রুতিতা (স্ত্রী) শ্রুতের্তাঃ তল্-টাপ্। শ্রুতির ভাব বা
ধর্ম, শ্রুতিত্ব।

শ্রুতিধর (ত্রি) শ্রুতা শ্রবণমাত্রেণ ধরতীতি ধৃ-অচ্। শ্রুতি-

মাত্রধারক, শ্রবণমাত্রেই অভ্যাসকারী, যৌকাদি বিশি শ্রবণ-
মাত্রেই শ্রবণ রাখিতে পারেন, তাহাকে শ্রুতিধর কহে।

* গুরুত্বপূরণে শ্রুতিধর হইবার একটি ঔষধ লিখিত আছে, যথা—
হস্তিকর্ণের মূল উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া শতপলপরিমাণ ছাড়ে
সহিত ৭ দিন ভোজন করিতে হয়। ইহাতে সকল রোগ নাস
ও শ্রুতিধরত্ব লাভ হয়। মধু ও সর্পি ভোজনেও শ্রুতিধরত্ব
লাভ হয়।*

শ্রুতিন্ (ত্রি) শ্রুতমেনেন শ্রুত (ইষ্টানিভ্যচ্। পা ৫।২।৮৮)
ইতি ইনি। শ্রবণকারী, যৎকর্তৃক শ্রুত হইয়াছে।

শ্রুতিপথ (পুং) শ্রুতিরেব পথঃ। শ্রুতিমার্গ, বেদরূপপথ।
২. শ্রবণপথ।

শ্রুতিমৎ (ত্রি) শ্রুতি-অন্ত্যর্থো মতৃপ্। শ্রুতিবিশিষ্ট। শ্রুতি-
মুক্ত। ২. শ্রুতবৎ, শাস্ত্রজ।

শ্রুতিমণ্ডল (স্ত্রী) কর্ণ।

শ্রুতিময় (ত্রি) শ্রুতি স্বরূপে ময়ট্। শ্রুতিস্বরূপ।

শ্রুতিমার্গ (পুং) শ্রুতেশ্চাঃ। শ্রুতিরূপমার্গ, বেদরূপমার্গ,
বেদপথ।

শ্রুতিমুখ (ত্রি) শ্রুতিমুখে বজ্র। বেদ।

শ্রুতিমূল (স্ত্রী) কর্ণমূল।

শ্রুতিবর্জিত (ত্রি) শ্রুত্যা বর্জিতঃ। ১. বহির, শ্রুতিশক্তি-
হীন। (জটধর) ২. বেদবহিত।

শ্রুতিবিবর (স্ত্রী) শ্রুত্যা বিবরঃ। কর্ণবিবর।

শ্রুতিবেধ (পুং) শ্রুতেঃ কর্ণত্বে বোধো বজ্র। কর্ণবেধ। জ্যোতিষ-
মতে শুভদিন দেখিয়া কর্ণবেধ করিতে হয়। ঐ শুভদিন
যথা—রিক্তা তিন্ন তিথি, বৃহস্পতি, বুধ ও শুক্রবার, অশ্বিনী,
রেবতী, হস্তা, চিত্রা, পুনর্বসু, ধনিষ্ঠা, মৃগশিরা, পুষ্যা,
শ্রবণা, অশ্বরাধা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, ও
স্বাতিনক্ষত্র এবং বুধ, তুলা, ধনু ও মীনলয়, শুক্রপক্ষ, জ্যৈষ্ঠাস,
চৈত্র, পৌষ ও অগ্রহায়ণ তিন্ন মাস, হরিশ্রবণ তিন্নকাল, চৈত্র
ও তারা শুদ্ধ হইলে ও কালশুদ্ধ থাকিলে কর্ণবেধ প্রশস্ত।

* “হস্তিকর্ণত বৈ মূলং গৃহীত্ব চূর্ণয়েচ্ছর।

সর্করোগবিনিমুক্তং চূর্ণং পলপতং শিব।

সঙ্গীরং ভক্ষিতং স্তূর্ণ্যৎ সপ্তাহেন বৃষকজ।

বরং শ্রুতিধরং পুংস্বং বৃষকজগতিবিক্রমৎ।

পদ্মপৌরঃপ্রতীকশং যুক্তং পলপতং শিব।

যোড়শাখ্যাকৃতিং বিশেষ সত্ত্বং ব্রহ্মকোজিতং।

বহুসুপিসংযুক্তং লজ্জবাহুত্বং ভবেৎ।

ভক্ষ্যৎকং মধুনা সার্কং দশবর্ষসংপ্রিয়ং।

কর্ণ্যায়ং শ্রুতিধরং প্রমদাজননবরং ॥” (গুরুত্বপূরণ ১১১ অ-১)

“নো অগ্নেন্দ্রমাসংখ্যারবিজ্ঞানাহংগ্ৰাচ্যতে
শতৈর্হর্কে লঘুব্যবিক্রমযুক্তে স্বাতন্ত্র্যর্যাবিত্যভেদে ।
সৌম্যৈস্ত্র্যায়ত্রিকোণকটকগঠৈঃ পার্শ্বৈস্ত্রিভাভারিগৈ-
রোজোহংবে অতিবেধ ইত্যসিত্তে লয়ে তু কালে ভুতে ॥” (বীপিকা)
[কর্ণবেধ শব্দ দেখে]

শ্রুতিশিরস্ (স্ত্রী) বেদশিরা ।
শ্রুতিশীলবৎ (ত্রি) শ্রুতি-শীল-অন্ত্যার্থে মতৃপ্ মত বঃ । শ্রুতি
ও শীলযুক্ত অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞ ও আচারবিশিষ্ট । (মহা ৩২৭)
শ্রুতিসাগর (পুং) বিষ্ণুর নামান্তর । (শঙ্কর ৪৩৫৫) :
শ্রুতিফোটা (স্ত্রী) শ্রুতিং ফোটরতীতি ক্ষুট-অচ্-টাপ্ ।
কর্ণফোটাশতা, চলিত কানছিলালতা । (রাজনি)
শ্রুতী (স্ত্রী) শ্রুতি । (মহা ১১৩৩)
শ্রুৎকর্ণ (ত্রি) শ্রবণসমর্থ কর্ণযুক্ত ।

“শ্রবণসমর্থাত্মা কর্ণাত্মা যুক্তঃ ।” (ঋক্ ১৪৪১৩ সারণ)
শ্রুত্যা (ত্রি) শ্রবণীয় । “বাক্যং শ্রুত্যাং যুবব” (ঋক্ ৭৫১২)
‘শ্রুত্যাং শ্রবণীয়’ (সারণ)

শ্রুত্যানুপ্রাস (পুং) অনুপ্রাস অলঙ্কারভেদ । লক্ষণ—
“উচ্চাখ্যার্থং বৈধকত্র স্থানে তাসুপ্রদানিকে ।
সাদৃশ্যং ব্যঞ্জনৈস্তব শ্রুত্যানুপ্রাস উচ্যতে ॥” (সাহিত্যদ ১০১৩৬)
শব্দসাম্য অর্থাৎ শব্দের সমতা হইলে অনুপ্রাস অলঙ্কার হয়,
এই অনুপ্রাস অনেক প্রকার । যে স্থলে অর্থাৎ তালব্য ও
দন্ত্যাদি বর্ণের উচ্চাখ্যস্থানে একত্র উচ্চাখ্যাহেতুক ব্যঞ্জনের সাদৃশ্য
হয়, তদ্বার এই অলঙ্কার হয় । একস্থান হইতে যে সকল
ব্যঞ্জনের উচ্চারণ হয়, সেই সকল ব্যঞ্জনের সাদৃশ্য হইলে উক্ত
অলঙ্কার হইবে । উদাহরণ—

“দৃশা দধ্যঃ মনসিৎ জীবয়ন্তি দৃশৈব বাঃ ।

বিরূপাক্ষত জরিনীতাঃ স্তমো বামলোচনাঃ ॥”

(সাহিত্যদর্পণ ১০১৩৬)

এইস্থলে ‘জীবয়ন্তি’ ‘বাঃ’ ‘জরিনী’ এই অ ও বকার এই
হই শব্দের এক তালু হইতে উচ্চারণ হওয়ার সাদৃশ্য হইরাছে ।
সুতরাং এই অলঙ্কার হইল ।

“বরা করাচিৎ প্রভা বৎ সমানমুভূরতে ।

ভরুপাহি পরাসতিঃ সাত্তপ্রাসঃ রসাহা ॥” (কাব্যদর্শ ১৫২)

‘কর্তৃভাষ্যভেদকহানোচ্চাখ্যেয়ং ব্যঞ্জনানাং সাদৃশ্যং শ্রুত্যানু-
প্রাসঃ’ (টীকা)

কর্তৃ তালু প্রকৃতি যে কোন উচ্চারণ দ্বারা ব্যঞ্জনের সাদৃশ্য
হইলে এই অলঙ্কার হয় । এই অলঙ্কার গোড়বিগের অতি-
সুখাবহেতুক ইহার নাম শ্রুত্যানুপ্রাস হইরাছে ।

শ্রদ্ধাধীয়ে (ত্রি) আপনার বশঃ বা অর ইচ্ছাকারী ।

“অপসেব জনাহুধীযতঃ” (ঋক্ ৩৩৭১০)

‘শ্রদ্ধাধীযতঃ শ্রদ্ধাসমং বশো বা আশ্রয় ইচ্ছতঃ’ (সারণ)

শ্রদ্ধা (স্ত্রী) নামভেদ । (লাট্য ৭৭০৫)

শ্রদ্ধাৎ (পুং) ঋতিভেদ । (পা ৫৩১১৮)

শ্রদ্ধা (পুং) শ্র-ক্ । ১ বাগ । (জটাবর) (স্ত্রী) ২ অব ।

শ্রদ্ধা (স্ত্রী) দুর্ভা । (রাজনি)

শ্রদ্ধাব্যবস্থা (পুং) বিকল্পব্যবস্থা । (রাজনি)

শ্রদ্ধা, বৈদিক ধাতু । শ্রোবমাগার্থ । (ঋক্ ৩৩১১০)

শ্রদ্ধি (স্ত্রী) বজমান, কিপ্রকর্মানুষ্ঠাতি ।

“মিত্রো বৃগীতে শ্রদ্ধিঃ” (ঋক্ ১০৭৭১)

‘শ্রদ্ধিঃ শ্র-আত্ অল্পতে কর্ণাণি ব্যাপ্রোতীভিঃ শ্রদ্ধিবজমানঃ,
কিপ্রণ কর্ণগামহুষ্ঠাতেত্যাৎ, তথাচ যাকঃ শ্রদ্ধীতি কিপ্রানামাত
অষ্টীতি নিপাতনাৎ এবংভূতং বজমানং বৃগীতে’ (সারণ)

২ সকল স্থলে শ্রবমাগা সমৃদ্ধি ।

“ভ্রাত্তে ইহাশ্রদ্ধিঃ রশিঃ” (ঋক্ ১১৭৩১)

‘শ্রদ্ধিঃ সর্বত্র শ্রবমাগা সমৃদ্ধিঃ’ (সারণ)

৩ কিপ্র । (নিঘণ্টু ৪৩) ৪ ধন ।

শ্রদ্ধিগু (পুং) কাব্যগোত্রীয় ঋষিবিশেষ । ইহার বংশধরগণ
শ্রোটিগব নামে খ্যাত ।

শ্রদ্ধিমৎ (ত্রি) শ্রদ্ধি অন্ত্যার্থে মতৃপ্ মত যুক্ত ।

“কৃণু তং নোহধ্বনং শ্রদ্ধিমন্তঃ” (ঋক্ ১৯৩১২)

‘শ্রদ্ধিমন্তঃ ধনযুক্তঃ’ (সারণ)

শ্রদ্ধীবন্ (ত্রি) কলদানভাগী ।

“শ্রদ্ধীবানো হি দাতবে” (ঋক্ ১৪৫১২)

‘শ্রদ্ধীবানঃ শ্রদ্ধিঃ কলত্র দানং তত্ভাঃ, শ্রদ্ধিঃ প্রেরণার্থঃ ভাবে
জিচ্, শ্রদ্ধিঃ বনিক্তি সন্তজতে ইতি শ্রদ্ধীবানঃ, অন্ত্যেভ্যোহপি
দৃশ্যন্তে ইতি বিচ্, ছান্দসং দীর্ঘস্বঃ’ (সারণ)

শ্রদ্ধয়মাগ (ত্রি) শ্র-শানচ্ । যাহা শ্রবণ করা যায় ।

শ্রোতা (স্ত্রী) অক্ষবিশেষ । অক্ষশাস্ত্রে গণনার প্রকারবিশেষ ।
(Progression) কতকগুলি রাশি যদি এক্রপে বিস্তৃত থাকে, যে
প্রত্যেকই য য পরবর্তী রাশি অপেক্ষা সমান পরিমাণে বৃদ্ধ বা
লঘু হয়, তাহাকে শ্রোতা কহে । লীলাবতীতে এই অক্ষের
বিশেষ নিরম ও উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে । ইহার পুত্র—

“সৈকপদ্বয়পদাঙ্কমৈকৈকাত্ত্বযুতিঃ কিল সংকলিতাখ্যা ।

সা দ্বিযুভেন পদেন বিনিরী ভাব্যং ত্রিভুতা কিল সংকলিতৈক্যম্ ॥”

(লীলাবতী)

শ্রেণি (পুং স্ত্রী) শ্রেণতি শ্রীয়েতে বা শ্রি (বহিপ্রিক্রয়ক্রিতি ।
উণ্ ৪৫১) ইতি শি । ১ নিচ্ছিন্নপঙক্তি, চলিত সারি, দল ।
পরিধায়—পঙক্তি, শ্রেণী, বিজ্ঞানী, বীথী, আলি, পালি, আবলি,

আলী, পালী, আবলী, বীলী, বীথিকা, রাজী, রাজি, রেখা, লেখা। (শব্দরত্না) ২ সমানশিল্পিসংহতি, সমানব্যবসারী ব্যক্তিগণ, বাহারী দল বাধিয়া এক কার্য করে। ৩ সেক-পাত্র। (বিধ)

শ্রেণিক (পুং) মগধদেশীয় রাজবিশেষ। ইনি শাক্যবুদ্ধের সমসাময়িক, বিদিশার নামে এসিদ্ধ। শ্রেণি বার্থে-কন্। ২ শ্রেণি-শকার্ঘ্য। ৩ ছন্দোভেদ। ইহার ১, ৩, ৫, ৭, ৯ ও ১১ লব্ এবং ২, ৪, ৬, ৮, ১০ শুদ্ধ।

শ্রেণিকৃত (ত্রি) শ্রেণিবদ্ধভাবে বিভক্তমান। লাইনবন্দী ভাবে রক্ষিত। "(বাণঃ) ব্যায়াজ্ঞ হংসাঃ শ্রেণিকৃতা ঔব।" (ভারত জ্যোতপর্ব)

শ্রেণিদৎ (ত্রি) ত্তোত্র হইতে অতীষ্ট কলসমুদ্রপ্রদানকারী বা শ্রদ্ধাগিকে আলাকারী।

"বহুভিঃ ত্র্যম্বকে শ্রেণিদন্" (ঋক ১০।২০।৩)

'শ্রেণিদন্ ত্তোতৃত্যো বহুত্য়োতীষ্টকলসমুদ্রপ্রদঃ শ্রদ্ধাত্যো জ্ঞানাপত্তিক্রিয়ানো বা' (সারণ)

শ্রেণিবদ্ধ (ত্রি) সারি দিয়া বান্ধন।

"রাজানঃ শ্রেণিবদ্ধাশ্চ তথাশ্চে ক্ষত্রিয়া ভূবি।" (ভারত সভাপর্ব)
'তন্ত্যা দারী বলীবর্দ্ধা ইব্ আভ্রা বদ্ধাঃ' (নীলকণ্ঠ)

শ্রেণিমৎ (পুং) ১ সেনাপতি। ২ দলপতি। ৩ বণিগ্ধলনেতা।

শ্রেণিশাস্ (অব্য°) শ্রেণি-চশন্। শ্রেণিক্রমে, শ্রেণিবদ্ধভাবে।

শ্রেণীকৃত (ত্রি) শ্রেণিকৃত। শ্রেণিবদ্ধভাবে সজ্জিত।

শ্রেণীধর্ম্ম (পুং) ব্যবসার নিয়মাদি। (মহু ৮।৪১)

"শ্রেণীধর্ম্মাশ্চ বণিগাদিধর্ম্মান্ প্রতিনিরতকুলব্যবহিতান্" (কুল্লুক)

শ্রেণীবদ্ধ (পুং) পূর্বে বাহা শ্রেণিবদ্ধরূপে ছিল না, তাহা শ্রেণিরূপে বদ্ধ। (রঘু ১।৪১)

শ্রেণীভূত (ত্রি) শ্রেণি-ভূ-অভূত তদ্বাবে চিত্ত। শ্রেণীবদ্ধ।

শ্রেণ্য (পুং) শ্রেণিকল্পার্থে।

শ্রেতৃ (ত্রি) শ্রি-তৃচ্। ১ আশ্রয়গ্রহণকারী। ২ সেবাকারী।

শ্রেমন্ (পুং) শ্রেতৃত্ব-ইমন্। শ্রেষ্ঠত্ব। জগদ্বন্দ্যত্ব।

(ঐতরেয়ব্রা° ৭।১৫)

শ্রেয় (ক্ৰী) সামভেদ।

শ্রেয়স্ (ক্ৰী) ইদমনরোরতিশয়েন প্রশস্তঃ প্রশস্ত জৈরহ্নন্ (প্রশস্তত্ব শ্রঃ। পা ৫।৩৬০) ইতি জৈরহ্নন্। ১ ধর্ম্ম। ২ মুক্তি। মহতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ভঙ্গ শ্রেয়ঃ বলিয়া অভিহিত হইরাছে—

"ধর্ম্মার্থাভ্যুত্থে শ্রেয়ঃ কামার্থা ধর্ম্ম এব চ।

অর্থ এবৈহ বা শ্রেয়স্ত্রিবিধ ইতি তু স্থিতিঃ ॥" (মহু ১।২২৫)

'ধর্ম্মার্থকামাশ্রয়ঃ পরম্পরাবিকল্পত্রিবিধ এব পুরুষার্থতর্য

শ্রেয় ইতি বিনিশ্চয়ঃ। এবঞ্চ বহুকূন্ প্রতাপনেশো ন মুদুকূন্।

মুদুকূণ্ড মৌক্ষ এব শ্রেয়ঃ ইতি বটে বাক্যভেদে" (কুল্লুক)

• শুভ, মঙ্গল, সৌভাগ্য, সুখ।

"প্রতিবরাতি হি শ্রেয়ঃ পূজাপূজাব্যতিক্রমঃ।" (রঘু ১।৭২)

• (ত্রি) ৪ শ্রেষ্ঠ। শুভবৃত্ত।

শ্রেয়সী (ক্ৰী) শ্রেয়স্ উগিচ্চাৎ জীব। ১ হরীতকী। ২ পাঠ।

৩ করিপিল্লী। ৪ রাজা। (বিধ) ৫ শুভবৃত্ত।

শ্রেয়ঃকেত (ত্রি) শ্রেষ্ঠ বিচারক। (অথর্ব ৫।২০।১০)

শ্রেয়ঃপরিশ্রম (ত্রি) মূক্তির জন্য শ্রম বা কামনাকারী।

শ্রেয়স্ (ক্ৰী) অতিশয় মঙ্গল।

শ্রেয়স্কল্প (পুং) ১ শ্রেষ্ঠকর্ম্ম। ২ শুভকর্ম্ম। ৩ শুভ কিংবা শ্রেষ্ঠ সদৃশ।

শ্রেয়স্কর (ত্রি) শ্রেয়ঃ করোতীতি কৃ-ট। শুভকর, মঙ্গলজনক।

শ্রেয়স্কাম (পুং) শ্রেয়ঃ কামো বক্ত। শুভকামী, মঙ্গলকামনাবিশিষ্ট।

"বামাহরায়ানো বহুং শ্রেয়স্কামত্ব মানিনি।" (ভাগ ৩।১৪।১২)

শ্রেয়স্কৃৎ (ত্রি) শ্রেয়স্করোতীতি কৃ-কিপ্ তৃচ্চ। শ্রেয়স্কর, শুভকর, মঙ্গলজনক। (ভাগবত ১।২০।১০)

শ্রেয়স্ব (ক্ৰী) শ্রেয়সো ভাবঃ শ্রেয়স্ স্ব। শ্রেয়স্ ভাব বা ধর্ম্ম। শ্রেষ্ঠত্ব। শুভত্ব।

"অনার্য্যায়ং সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণাত্ম বৃদ্ধো।

ব্রাহ্মণ্যামপ্যনার্য্যাত্ম শ্রেয়স্বং কেতি চেদ্ ভবেৎ ॥" (মহু ১০।৬৬)

শ্রেয়াংস (পুং) বৃত্তার্থবিশেষ। [জৈন শব্দে জীবনী দেখ।]

শ্রেয়োময় (ত্রি) শ্রেয়স্ স্বরূপে ময়ট। শ্রেয়ঃ স্বরূপ, মঙ্গলময়, শুভময়।

শ্রেষ্ঠ (ক্ৰী) অরমেবামতিশয়েন প্রশস্তঃ প্রশস্ত-ইষ্টন্ (প্রশস্ত শ্রঃ। পা ৫।৩৬০) ইতি শ্র। ১ গোহৃদ্ব। (ত্রিকা°)

(পুং) ২ কুবেয়। ৩ নৃপ। ৪ বিজ। ৫ বিজ্ঞ। (বিজ্ঞ-

সহস্রনাম) ৬ মহাদেব। (ভারত ১৩।১।৪০) (ত্রি) ৭ প্রশস্ত,

বর। পর্যায়—শ্রেয়স্, পুঙ্কল, সত্তম, অতিশোভন, সুখ্য, বরেণ্য,

প্রমুখ, অগ্র, অগ্রহর, উত্তম, প্রগ্রহ, অমুত্তম, অগ্রীয়, প্রবেক,

অগ্রা, অগ্রিয়, অনবর, অগ্রিম, প্রাগ্র, প্রাগ্রহর, প্রবহ'।

(জটায়ব) ৮ বৃদ্ধ। ৯ জোষ্ঠ। (শব্দরত্না°)

শ্রেষ্ঠকণ্ঠ (পুং) শ্রেষ্ঠঃ কণ্ঠমন্ত। ১ শাকবৃক্ষ। চলিত শেগুন গাছ। (রাজনি°)

শ্রেষ্ঠতম (ত্রি) অরমেবামতিশয়েন শ্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠ (অতিশায়নে-তমবিন্দনো। পা ১।৩।৪৫) ইতি তমপ্। সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সকলের মধ্যে যিনি প্রধান, তাহাকে শ্রেষ্ঠতম কহে।

শ্রেষ্ঠতর (ত্রি) অরমনরোরতিশয়েন শ্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠ-তরপ্। দুয়ের মধ্যে যিনি প্রধান।

শ্রোষ্ঠতস্ (অব্য) শ্রোষ্ঠ-তসিন্। শ্রোষ্ঠ ব্যক্তি হইতে।
শ্রোষ্ঠতা (স্ত্রী) শ্রোষ্ঠ্য ভাবঃ তল্-টাপ্। শ্রোষ্ঠের ভাব বা ধর্ম,
প্রধানতা, প্রাধান্য।

“উত্তমাত্মতমান্ গচ্ছন্ হীমান্ হীনাংশ্চ বর্জয়ন্।

ব্রাহ্মণঃ শ্রোষ্ঠ্যামেতি প্রত্যাবারেন শ্রুতাম্॥” (মহু ৪।২৪৫)

শ্রোষ্ঠপাল (পুং) বৌদ্ধরাজভেদ। (ভারনাথ)
শ্রোষ্ঠভাজ (ত্রি) শ্রোষ্ঠ্য ভজতে ভজ-বি। প্রধানভাগী।
শ্রোষ্ঠমল্লিকা (স্ত্রী) শতদলমল্লিকা। (পর্যায়মুক্তা)
শ্রোষ্ঠলবণ (স্ত্রী) সৈন্ধব লবণ। (বৈত্তকনি)
শ্রোষ্ঠবর্চস্ (ত্রি) শ্রোষ্ঠ্য বর্চো বত্। প্রশস্তভেদক, প্রশস্ত
ভেদোক্ত। “তা হি শ্রোষ্ঠবর্চসা রাজান” (ঋক্ ৫।৬৫।২)

‘শ্রোষ্ঠবর্চসা প্রশস্তভেদকৌ’ (সারণ)

শ্রোষ্ঠবাচ্ (ত্রি) শ্রোষ্ঠ্য বাচ্ বত্। ১ শ্রোষ্ঠ বাচ্যুক্ত,
উত্তম বাচ্যবিশিষ্ট। (সাময়ণ ২।৭৩।১)

শ্রোষ্ঠবৃক্ষ (পুং) ১ বরুণ বৃক্ষ। ২ কৃষ্ণাশ্বক বৃক্ষ। (বৈত্তকনি)
শ্রোষ্ঠবেদিকা (স্ত্রী) কস্তুরী, মৃগনাভি। (বৈত্তকনি)
শ্রোষ্ঠব্রীহি (পুং) বটিক শালি, চলিত বেটধান। (বৈত্তকনি)
শ্রোষ্ঠশাক (স্ত্রী) বরগোত শাক।

শ্রোষ্ঠশোচিস্ (ত্রি) প্রশস্ততম তেজোবৃক্ষ, অতি তেজবী।
‘স্বদীপিতময়িং শ্রোষ্ঠশোচিং’ (ঋক্ ৮।১২।৪)

‘শ্রোষ্ঠশোচিং প্রশস্ততমতেজস্কময়িং’ (সারণ)

শ্রোষ্ঠসেন (পুং) কাম্বীমহ রাজভেদ। (রাজতরু ৩।২৭)
শ্রোষ্ঠা (স্ত্রী) শ্রোষ্ঠ-টাপ্। স্থলপদ্মিনী, স্থলপদ্ম। (রাজনি)
২ মেঘা। ৩ ত্রিকলা। (বাতট চি ১২ অ) ৪ উত্তমা স্ত্রী।
শ্রোষ্ঠাস্থ (স্ত্রী) তথুসোদক, চাণুনি জল। (বাতট উ ৩৭ অ)
২ শ্রোষ্ঠ জল, উত্তম জল।

শ্রোষ্ঠাস্ত্র (স্ত্রী) শ্রোষ্ঠ্য অস্ত্রঃ। বৃক্ষাঃ। (রাজনি)
শ্রোষ্ঠাশ্রম (পুং) শ্রোষ্ঠ্য আশ্রমঃ। গৃহস্থাস্রম, এই আশ্রমস্থ ব্যক্তিগণ
অন্ত আশ্রমীদিগকে পালন করেন, এই ভজ্য গৃহস্থাস্রম শ্রোষ্ঠাশ্রম।
শ্রোষ্ঠিন্ (পুং) শ্রোষ্ঠ্য ধনাদিকমত্যাতেতি ইনি। কুলোত্তম
নিরী। বণিকবিশেষ, শেঠী।

‘কুলিকন্তু কুলী শ্রেষ্ঠী কুলশ্রেষ্ঠিনি শিখিনাম্।’ (জটায়র)

শ্রো, ১ বেদ। ২ পচন। ত্ৰাদি পরস্মৈ অক্ অনিট্। লট্
প্রয়তি। লিট্ শ্রো। লুট্ শ্রোত। বিধিলিঙ্ শ্রোত।
লুঙ্ অশ্রোতীৎ। পিচ্ শ্রোতি।

শ্রোষ্ঠ্য (স্ত্রী) শ্রোষ্ঠ্য। (অথর্ক ১।২।৩)

শ্রোণ, সংবাদ, রাসীকরণ। ত্ৰাদি পরস্মৈ সক্ সেট্। লট্
শ্রোণতি। লিট্ শ্রোণ। লুট্ শ্রোণিত। লুঙ্ অশ্রোণাৎ।
পিচ্ শ্রোণতি। লুঙ্ অশ্রোণাৎ।

শ্রোণ (পুং) শ্রোণতীতি শ্রণ সংবাতে অচ্ বা শ্রোণতীতি ক্
প্রবণে বাহুল্যবাৎ ন। পত্। (অমর)

শ্রোণকোটিকর্ক (পুং) বৌদ্ধভিত্তেভ।

শ্রোণকোটিকিংশ (পুং) বৌদ্ধভিত্তেভ।

শ্রোণা (স্ত্রী) শ্রোণ সংবাতে অচ্-টাপ্। প্রবণা নক্ষত্র।

“শ্রোণায়্য প্রবণবান্ধ্যাঃ মুহুর্ভেহতিজিতি প্রভুঃ।

সর্কে নক্ষত্রতারাভ্যাক্তকৃতজ্ঞানাদিকণম্॥” (ভাগ ৮।১৮।৫)

২ কালি। (ত্রি) ৩ পক।

শ্রোণাপরাস্ত (স্ত্রী) জনপদভেদ।

শ্রোণি (স্ত্রী) শ্রোণ সংবাতে ইন্, বা অ প্রবণে বা (বহি শ্রি
ক্রমিতি। উণ্ ৪।৫১) ইতি শি। ১ কটদেশ, নিতম্ব। (অমর)
গর্ভস্থিত বালকের দুই মাসে নিতম্ব হয়। (সুখবোধ)
২ পথ। (শব্দরত্না)

শ্রোণিকপাল (স্ত্রী) জম্বাবাহি। (ঐতরেয়ব্রা ১।২২)

শ্রোণিকা (স্ত্রী) নিতম্ব। (পঞ্চরত্ন ২।৫।২৮)

শ্রোণিতস্ (অব্য) কট হইতে। (শুক্রযজুঃ ২।১।৪৩)

শ্রোণিপ্ৰতোদিন্ (ত্রি) পক্ষাৎ হঠতে পীড়নকারী। শ্রোণি-
দেশে পীড়নকারী। (অথর্ক ৮।৬।১৩)

শ্রোণিফল (স্ত্রী) শ্রোণিঃ ফলং ফলকমিব। কটদেশ।

শ্রোণিফলক (স্ত্রী) শ্রোণিফল স্বার্থে কন্। কটপার্শ্ব। পর্যায়—
কট। ভরত ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন;—‘ফলকং চর্ম,
তদাকারত্বাৎ শ্রোণিঃ ফলকমিব শ্রোণিফলকং।’ (ভরত)

শ্রোণিবিম্ব (স্ত্রী) কটস্থত্র। (ধনঞ্জয়)

শ্রোণিবেদ (পুং) গোত্রপ্রবর্তক ঋষিভেদ।

শ্রোণিসূত্র (স্ত্রী) শ্রোণিহিতং সূত্রং। ১ ঋতুগবন্ধনসূত্র। হিন্দী
পরতলা। ২ কটবন্ধনসূত্র, চলিত ধুনী।

শ্রোণী (স্ত্রী) শ্রোণি বা স্ত্রী। ১ কট। ২ পথ। (ধিরূপকোষ)

শ্রোণীক (স্ত্রী) নিতম্ব। (পঞ্চরত্ন ১।১০।১০)

শ্রোণীফল (স্ত্রী) কটদেশ।

শ্রোণ্য (পুং) গোত্রপ্রবর্তক ঋষিভেদ।

শ্রোতব্য (ত্রি) শ্র-তব্য। শ্রবণীয়, শ্রবণযোগ্য।

“আত্মা বা অরে ত্রোতব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ” (শ্রুতি)

শ্রোতস্ (স্ত্রী) শ্র-অনুৎ তুট্ চ। ১ কর্ণ। ২ নদীবেগ।
৩ ইন্দ্রিয়।

‘দ্বীকমক্ষ্য করণং শ্রোতঃ ৭ঃ দিবরীজিয়ম্।’ (হেম)

শ্রোতুরাতি (ত্রি) সকল স্থলে প্রয়মাণ ধনশালী, বাহার
ধনের বিষয় সকল স্থলে শুনা যায়। প্রসিদ্ধ ধনী।

“শ্রোতু নঃ শ্রোতুরাতিঃ শ্রোতুঃ” (ঋক্ ১।১২২।৬)

‘শ্রোতুরাতিঃ সর্বত্র প্রয়মাণ ধনঃ’ (সারণ)

শ্রোতৃ. (ত্রি) শ্রুণোতীতি শ্র-তৃচ্। শ্রবণকর্তা, যিনি শ্রবণ করেন।

“অগ্নিরন্ত চ পথ্যত বক্তা শ্রোতা চ হুল’তঃ।” (হিতোপদেশ)

শ্রোত্র (ক্ৰী) শ্রুতেহেনেনেতি শ্র (হ্রস্ব) মা শ্র তসিত্য জন্।

উপ্. ৪।১৩৭। ইতি জন্। ১ কর্ণ। (অমর) শ্রোত্রিয়তা। (ত্রিকা)

শ্রোত্রোক্ত (ত্রি) শ্রোত্র-জ্ঞা-ক। ১ শ্রবণপটু। ২ শ্রোত্রবিষয়ে অভিজ্ঞ।

শ্রোত্রোক্ততা (ক্ৰী) শ্রোত্রোক্তস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। শ্রোত্রোক্তের ভাব বা ধর্ম। শ্রবণেশ্রিয়, শ্রবণ।

“অন্তর্ধানং বৃত্তিঃ কান্তিকৃষ্টিঃ শ্রোত্রোক্ততা তথা।

নিজং শরীরমুৎসৃজ্য পরকায়প্রবেশনম্॥”

(বাক্যব্যাংসংহিতা ৩।২০২)

শ্রোত্রোক্তস্ (অব্য) শ্রোত্র-তলি। শ্রোত্র হইতে, শ্রোত্রবিষয়ে।

শ্রোত্রোক্তা (ক্ৰী) শ্রোত্রোক্ত ভাবঃ তল্-টাপ্। শ্রোত্রের ভাব বা ধর্ম, শ্রোত্রের কার্য, শ্রবণ।

শ্রোত্রেনেত্রময় (ত্রি) শ্রোত্রেনেত্র-স্বরূপে ময়ট্। শ্রোত্র ও নেত্রস্বরূপ।

শ্রোত্রপতি (পুং) শ্রোত্রেশ্রিয়াদিগতি। (তৈত্তিরীয় উপ্ ১।৩।২)

শ্রোত্রপদবী (ক্ৰী) শ্রোত্রোক্ত পদবী পঠাঃ। শ্রোত্রপথ।

শ্রোত্রপা (ত্রি) শ্রোত্রং পাতি রক্ষতি পা-কিপ্। শ্রোত্ররক্ষক, শ্রোত্রেশ্রিয়রক্ষক (গ্রহবিশেষ)।

“প্রাণপা মে অপানপাশ্চক্ষুয়াঃ শ্রোত্রপাশ্চ মে।” (শুক্লযজু ২।১০৪)

‘শ্রোত্রপাশ্চাসি শ্রোত্রেশ্রিয়ং পাতি’ (বেদদীপ)

শ্রোত্রপালি (পুং) কর্ণপালি।

শ্রোত্রপটু (পুং) শ্রোত্রে শ্রবণবিষয়ে পটুঃ। শ্রবণশক্তি-পটু, শ্রবণপটু, শ্রবণকুশল।

শ্রোত্রপেয় (ত্রি) সম্মানের সহিত শ্রুত হওয়া।

শ্রোত্রভিদ্ (ত্রি) কর্ণভেদকারী।

শ্রোত্রভৃৎ (ক্ৰী) ইষ্টকাবাগভেদ। (শতপথব্রা ৮।১।৩।৬)

শ্রোত্রময় (ত্রি) শ্রোত্র-স্বরূপে-ময়ট্। শ্রোত্রস্বরূপ।

শ্রোত্রমার্গ (পুং) শ্রোত্রোক্ত মার্গঃ। শ্রবণমার্গ, শ্রবণপথ।

শ্রোত্রমূল (ক্ৰী) শ্রোত্রোক্ত মূলং। শ্রবণমূল, কর্ণমূল।

শ্রোত্রবৎ (ত্রি) শ্রোত্র অন্ত্যর্থ মতূপ. মত্ব বঃ। শ্রোত্রবিশিষ্ট, শ্রবণশক্তিবিশিষ্ট। (শতপথব্রা ৩।১।৩।৪)

শ্রোত্রবাদিন্ (ত্রি) ১ ইচ্ছুক। ২ প্রশস্তমনা। (হরিবংশ)

শ্রোত্রশ্বিন্ (ত্রি) শ্রোত্রসম্পন্ন। (তৈত্তিরীয়ব্রা ৩।১।৪।১৩)

শ্রোত্রহীন (ত্রি) শ্রোত্রোক্ত হীনঃ। শ্রোত্ররহিত, শ্রবণশক্তি-হীন, শ্রবণশক্তিহীন।

শ্রোত্রিয় (পুং) হ্রদ্বোহধীতে ইতি হ্রদ্বন্ (শ্রোত্রিয়ং হ্রদ্বো-ধীতে। পা ৪।২।৮৪) ইতি বন্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। বেদবিদব্রাহ্মণ।

ভরত শ্রোত্রিয় শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন,

‘শ্রুতে ধর্ম্মাধর্ম্মাবনেন ইতি শ্রোত্রো বেষঃ জাহ্নসিতি জঃ,

শ্রোত্রং বেত্তি অধীতে বা শ্রোত্রিয়ঃ চত্বেকাধিতি ইয়ঃ।

হ্রদ্বোহধীতে ইত্যর্থ ইয়ে হ্রদ্বঃশব্দত শ্রোত্রোবেষঃ’ (ভরত)

বাহা দ্বারা ধর্ম ও অধর্ম জানা যায়, তাহাকে শ্রোত্র কহে।

বেদে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিষয় জানা যায়, এই জ্ঞত বেষের নাম শ্রোত্র,

এই বেষ যিনি অধ্যয়ন করেন বা জানেন তিনি শ্রোত্রিয়।

ইহার লক্ষণ—

“জন্মানা ব্রাহ্মণো জৈয়ঃ সংস্কারৈর্গিহি উচ্যতে।

বেদাত্ম্যাসী তবৈর্বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়স্তিভিরেব হি॥”

(গঙ্গপু উত্তরখ ১১৬অ’)

জন্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পিতার ঔরসে এবং ব্রাহ্মণী

মাতার গর্ভে জাত সন্তান ব্রাহ্মণ। পরে তাহার বধাবিধানে

উপনয়নাদি সংস্কার হইলে বিপ্র। পরে শুক্লগৃহে বথানিয়মে

বেদাত্ম্যাস করিবার পর তিনি বিপ্র হন। জন্ম, সংস্কার

ও বেদাত্ম্যাস এই তিন গুণ থাকিলে তাহাকে শ্রোত্রিয় কহে।

“একায় শাখায় সঙ্করায় বা বড়ুতিরদৈরধীত্য চ।

বটুকর্ণনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ॥” (দানকমলাকর)

যে ব্রাহ্মণ ৬টা অঙ্গের সহিত সকল একটা শাখা ও বটুকর্ণে

নিরত থাকেন, তাহাকে শ্রোত্রিয় কহে।

২ গোড়বাসী যে সকল ব্রাহ্মণ কুলীন বলিয়া গণ্য নন,

তাহারাই শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিচিত। শুদ্ধ, সাধ্য ও কষ্টভেদে

শ্রোত্রিয় তিন প্রকার। [কুলীন শব্দ দেখ।]

শ্রোত্রিয়তা (ক্ৰী) শ্রোত্রিয়ত ভাবঃ তল্-টাপ্। শ্রোত্রিয় ধর্ম,

পরিচায়—শ্রোত্র। (ত্রিকা)

শ্রোত্রিয়ত্ব (ক্ৰী) শ্রোত্রিয় ভাবে ত্ব। শ্রোত্রিয়তা।

শ্রোত্রিয়সাৎ (অব্য) শ্রোত্রিয় দেহার্থে চসাৎ। শ্রোত্রিয়কে

সেই, বেদবিদ ব্রাহ্মণকে বাহা দেওয়া যায়।

শ্রোত্রেশ্রিয় (ক্ৰী) শ্রবণেশ্রিয়। (সুশ্রুত ১।৩০।২)

শ্রোমত (ক্ৰী) কীর্তিমত্ব। কীর্তিনানের ভাব বা ধর্ম।

(শব্দ ১।১৮২।৭)

শ্রোত (ক্ৰী) শ্রুতৌ ভবঃ শ্রুতি-অণ্। অগ্নিহোত্র, তিন প্রকার

অগ্নি, গার্হপত্য, আহবনীয়া ও দক্ষিণ।

‘ত্রয়ো বে গার্হপত্যাহবনীয়াদক্ষিণায়নঃ।

ইদমগ্নিযজিকং শ্রোতং ত্রেতাগ্নিহোত্রমিত্যর্থাৎ॥’ (জটায়র)

শ্রুতৌ ভবঃ শ্রুতি-অণ্। ২ শ্রুতিবিহিত ধর্ম্মাদি। ধর্ম্ম রূপে

প্রকার শ্রোত ও স্মার্ত, বেদবিহিত যে সকল ধর্ম্ম তাহার

নাম শ্রোত; দান, অগ্নিহোত্র ও যজ্ঞ এই সকল শ্রোত এবং

বর্ণপ্রসন্ন, আচার, বদনিসন্ন প্রভৃতি স্মার্ত, অর্থাৎ শ্রুতিবিহিত।

এই দুই প্রকার ধর্ম। বৈদিক যজ্ঞাদি কর্মই শ্রোত নামে অভিহিত।

“ধর্মশ্রোতবিরহিতো ধর্মঃ শ্রোতঃ শ্রোতঃ বিধা বিধৈঃ।

দানাদিহোজস্বদ্বয়মিহা শ্রোতস্ত লক্ষণম্।

শ্রোতঃ বর্ণপ্রমাচারো বৈশিষ্ট্য নিরূপকঃ।

পূর্বকৃত্যো বৈদিক্যেব শ্রোতঃ সপ্তব্রাহ্মণম্।

শ্রোতঃ ব্রহ্মবিদ্যামনি ব্রাহ্মণোহুদ্যানি সা শ্রুতিঃ।

সমস্তরত্নাতীতস্ত স্মৃতা তদ্ব্যবহৃতবীৎ।

ততঃ শ্রোতঃ স্মৃতো ধর্মো বর্ণপ্রমাণগণঃ।

এবং বৈ বিবিধো ধর্মঃ শ্রোতঃ স উচ্যতে।

ইহা বৈদিক্যঃ শ্রোতঃ শ্রোতঃ বর্ণপ্রমাণকঃ।”

(মৎস্ ১২.৩০)

শ্রোতকর্ম ব্রহ্ম করিতে হয়। এই কর্ম করিতে নিত্যত্ব অসম্বন্ধ হইলে অপর ব্রাহ্মণ কল্পা বহিতে পারে।

“শ্রোতঃ কর্ম ব্রহ্ম কুর্যাদিত্যেহি শ্রোতমাত্রম্।

অন্যকো শ্রোতমাত্রঃ কুর্যাদিত্যেহি শ্রোতমাত্রম্।” (তিথিতত্ত্ব)

শ্রোতধর্ম (পুং) ধর্মভেদ, শ্রোতধর্ম।

শ্রোতকর্ম (ক্ৰী) সামভেদ। (শব্দার্থ ১২.১৭)

শ্রোতবর্ণ (ক্ৰী) সামভেদ।

শ্রোতধর্ম (পুং) শ্রুতবির গোত্রাপত্য, দেবভাগ নামক ধর্ম।

(তৈত্তিরীয়ব্রা ৩.১০.১১)

শ্রোতপ্রব (পুং) শ্রুতপ্রব অপত্যার্থে অপ্। শ্রুতপ্রব অপত্য, শ্রুতপাল। (ভারত বনপ)

শ্রোতসূত্র (ক্ৰী) শ্রুতিসম্বন্ধীয় সূত্র। ইহা গৃহসূত্র ও যজ্ঞসূত্র হইতে পৃথক্।

শ্রোতি (পুং) শ্রুত ধর্মের অপত্যাদি। ইহার বংশধরগণ শ্রোতীয় বলিয়া আখ্যাত।

শ্রোত্র (ক্ৰী) শ্রোত্রম্বেব প্রজাদিহাদপ্। ১ কর্ণ। শ্রোত্রিয়ত ভাবঃ কর্ণবা (হাদনাস্ত্রুবাতিভ্যো হপ্। পা ৪.১.১৩০) ইত্যপ্। ‘শ্রোত্রিয়ত ব্রহ্মোপস্ব বাচ্য’ ইতি ব্রহ্মোপস্বঃ। ২ শ্রোত্রিয়ের ভাব বা কর্ণ, শ্রোত্রিয় কর্ণ, পর্যায়—শ্রোত্রিয়তা। (শব্দরত্ন) শ্রোত্রত ভাবঃ কর্ণ বা অপ্। ৩ শ্রোত্রকর্ষ, শ্রোত্রাণাং সমূহঃ (তিক্ষাদি-ভ্যোহপ্। পা ৪.২.৩৮) ইতি অপ্। ৪ শ্রোত্রসমূহ।

শ্রোত্রিয়ক (ক্ৰী) শ্রোত্রিয়ত ভাবঃ কর্ণবা (ব্রহ্মনোজাদিত্যশ্চ। পা ৪.১.১৩০) ইতি ব্রহ্ম। শ্রোত্রিয়ের ভাব বা কর্ণ।

শ্রোত্রমত (পুং) শ্রোত্রম্বেব গোত্রাপত্য।

শ্রোত্রমত (পুং) শ্রোত্রম্বেব গোত্রাপত্য।

শ্রোতব্রহ্ম (অব্য) দেবব্রহ্ম নি, দেবভাগিগের উদ্দেশে হবির্দান করিতে হইলে এই মন্ত্রে দিতে হয়। (শব্দার্থ ২ শ্রবণ বা শ্রোতা।

‘অন্ত শ্রোতব্রহ্ম পুরোহিতঃ বিদ্যা ব্রহ্ম’ (শব্দ ১.১.৩১)

‘অন্ত শ্রোতব্রহ্ম অস্তাঃ স্তোতঃ শ্রবণং ভবতু শ্রোতা ভবতু বা’ (সারণ)

শ্রোত (ক্ৰী) সামভেদ।

শ্রোতী (ক্ৰী) ক্রিপ্রগামী, শ্রবণার্থী।

‘সখ্যং কুর্যঃ শ্রোতীবধূনঃ’ (শব্দ ১.১.৩১)

‘শ্রোতী শ্রুতি ক্রিপ্রগামী, তৎসম্বন্ধী শ্রোতী ক্রিপ্রগামী’ (সারণ)

শ্রোতীগব (ক্ৰী) সামভেদ।

শ্রোতীয় (ক্ৰী) সামভেদ।

শ্রোত্র (ক্ৰী) শ্রিপ্র আস্থা বত। পদ্য।

শ্রুত, সর্গ, গতি। ভূমি, আশ্রয়, সর্গ সেট। লট শ্রুত।

লিট শ্রুত। লুট শ্রুত। লুঙ অশ্রুত। এই ধাতু ইদ্রিৎ।

শ্রুত (ক্ৰী) শ্রিপ্র-আশ্রয়নে (শ্রিপ্রকোপধারাঃ। উপ ৩.১২)

ইতি ক্রমঃ, অকারকোপধারাঃ। ১ অর। ২ হ্রস্ব, ক্রম।

৩ শ্রুত। ৪ চিকণ। ৫ মনোহর।

‘অহিংসায়ৈব ভূতানাং কার্যং শ্রোত্রোহুদ্যানসমং।

বাক্ চৈব মধুরা ব্রহ্ম প্রোক্তা ধর্মমিত্তাঃ।’ (বহু ২.১২.২)

শ্রুতক (ক্ৰী) শ্রুতমেব বার্থে কন্। ১ মনোহর। ২ শ্রুতকার্থ।

(ক্ৰী) ৩ পূর্ণক। (রাজনিং)

শ্রুতভা (ক্ৰী) শ্রুতভ ভাবঃ তল্-টাপ্। শ্রুত, শ্রুতের ভাব বা ধর্ম।

শ্রুতব্রহ্ম (পুং) ব্রহ্ম মনোহর। ব্রহ্ম বত। ১ অশ্রুতব্রহ্ম, চলিত আপটা। (রাজনিং) ২ শ্রুতব্রহ্মক।

শ্রুতন (ক্ৰী) মনুণ।

শ্রুগ, গমন। ভূমি, পদমে, সর্গ সেট। লট শ্রুগতি। লিট শ্রুগ। লুট শ্রুগতি। লুঙ অশ্রুগতি। এই ধাতু ইদ্রিৎ।

শ্রুথ, ১ দোহন। অশ্রুতব্রহ্ম পদমে, অর্ক সেট। লট শ্রুথতি। লুঙ অশ্রুথতি।

শ্রুথ (ক্ৰী) শ্রুথতিতি শ্রুথ-অচ্। ১ শিথিল, অদৃঢ়, ঢিলা।

‘শ্রুথশ্রিপ্রলিপ্যাতভারাদিব

নিতরাং নতিমত্তিরংশতগৈঃ।’ (মাঘ ৭.৬২)

২ দৃঢ়ক।

শ্রুথক (ক্ৰী) শ্রুথভ ভাবঃ তল্-টাপ্। শ্রুথের ভাব বা ধর্ম, শৈথিল্য, শিথিলতা।

শ্রুনবাস (পুং) অর্হৎভেদ। (ভারতবর্ষ)

শ্রুবণ (ক্ৰী) শ্রবণ। (শব্দার্থ ২.১.১৩০)

শ্রাব্ধিক (ক্ৰী) শ্রাব্ধিকব্রহ্ম বা হরণকারী।

শ্রাব্ধিক (ক্ৰী) ১ শ্রাব্ধিকব্রহ্ম পাঠকারী বা জ্ঞাত। ২ শ্রাব্ধিকব্রহ্মকারী। (শব্দার্থ ১.১০)

শ্রাব্ধ, ব্যক্তি। ভূমি, পদমে, সর্গ সেট। লট শ্রাব্ধতি।

লুট্, শ্লিষ্যতি। লুট্, অশ্লিষ্যৎ। লিট্, শ্লিষ্যতি। লুট্, অশ্লিষ্যৎ।

শ্লিষ্য, ১ কখন, শ্লিষ্য। প্রশংসা। 'ভাদি' আশ্বিনে' সৰ্গ' সেট্।
লট্, শ্লিষ্যতে। লিট্, শ্লিষ্যতে। লুট্, শ্লিষ্যতি। লুট্, অশ্লিষ্য-
তি। লন্ শ্লিষ্যতি। লিট্, শ্লিষ্যতি। লুট্, অশ্লিষ্যৎ।

শ্লিষ্যন (জি) শ্লিষ্যতে ইতি শ্লিষ্য-লু। ১ শ্লিষ্যকারী, আশ্ব প্রশংসা-
কারী। (কী) শ্লিষ্য-লুট্। শ্লিষ্য।

শ্লিষ্যনীয় (জি) শ্লিষ্য-অনীয়ত। শ্লিষ্যার বোধ্য। প্রশংস্ত,
শ্লিষ্যার উপযুক্ত, শ্লিষ্য।

শ্লিষ্যনীয়তা (জী) শ্লিষ্যনীয়ত ভাবঃ তল-টাণ্। শ্লিষ্যনীরেয়
ভাব বা বর্ষ। শ্লিষ্য।

শ্লিষ্য (জী) শ্লিষ্য কখনে অ-টাণ্। প্রশংসা।

"জ্ঞানে মোনে কমা শক্তো ত্যাগে শ্লিষ্যবিশেষঃ।

"গুণাশ্রয়বুদ্ধিঃ ততঃ সঙ্গসংসা ইব।" (মত্ ১:২২)

২ নিজ গুণধারণ। ৩ পরিচর্যা, সেবা। ৪ অভিজ্ঞ। ইচ্ছা।

শ্লিষ্য্য (জি) শ্লিষ্য-ণ্যৎ। ১ শ্লিষ্যনীয়, প্রশংস্ত, শ্লিষ্যার উপযুক্ত।

শ্লিষ্য্যতা (জী) শ্লিষ্য্যত ভাবঃ তল-টাণ্। শ্লিষ্যের ভাব বা
বর্ষ, শ্লিষ্য।

শ্লিষ্ণু (কী) শ্লিষ্যতি গ্রহণীনিতি শ্লিষ (শ্লিষ্যে:কন্ড। উণ্ ১১০৩)
ইতি কু, কন্ডান্তাদেশঃ। ১ জ্যোতিশাস্ত্র। ২ ভূত্যা। ৩ বিজ্ঞা,
লম্পট। (উচ্ছল)

শ্লিষ, শ্লিষ, আলিঙ্গন। দিবাশি' পরশৈ' সৰ্গ' অনিট্। লট্,
শ্লিষ্যতি। লিট্, শ্লিষ্যতি। লুট্, শ্লিষ্যতি। লুট্, শ্লিষ্যতি। লুট্,
অশ্লিষ্যৎ। যেহলে আলিঙ্গন অর্থ বুঝাইবে না, সেইহলে
অশ্লিষ্য এই পদ হইবে। লন্ শ্লিষ্যতি। লুট্, শ্লিষ্যতি। শ্লিষ
২ দাহ। ভাদি' পরশৈ' সৰ্গ' সেট্, ভূত্যা, কৃচ্, প্রত্যয়
পরে বিকল্পে হইত হয়। লট্, শ্লিষ্যতি। শ্লিষ ৩ শ্লিষ। চুরাদি'
পরশৈ' সৰ্গ' সেট্। লট্, শ্লিষ্যতি। বি+শ্লিষ=বিশ্লিষ।
সম্+শ্লিষ=সংশ্লিষ।

শ্লিষা (জী) আলিঙ্গন। (জিকা০)

শ্লিষ্ট (জি) শ্লিষ-ক্ত। শ্লিষ্যুক্ত শব্দাদি, ভিন্নার্থক একরূপাহিত-
বাক্য, অনৈকার্থবাক্যকণ। ইহার লক্ষণ—

"শ্লিষ্টমিষ্টমবিশ্পষ্টমেকরূপাবিতং বচঃ।" (সরস্বতীকণ্ঠভরণ)

অভিলিখিত অথচ অবিশ্পষ্ট একরূপাবিত বাক্যকে শ্লিষ্ট
কহে। একজনকে নিন্দা করিতে হইবে, কিন্তু শ্লিষ্যার বলিতে
হইবে, এইহলে এমন একটা বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে,
যাহাতে বিশ্পষ্টভাবে বুঝিতে না পারে, অথচ শেষে অভ্যুত
বিবরণ প্রকাশ হয়, এইরূপ পদই শ্লিষ্ট। [শ্লিষ শব্দ দেখ।]

২ সংস্কৃষ্ট। ৩ সংযুক্ত। ৪ আলিঙ্গন।

শ্লিষ্টরূপক (কী) রূপকালঙ্কারভেদ। যে স্থলে শ্লিষ্টশব্দদ্বারা
রূপকালঙ্কার হয়, সেইস্থলে এই অলঙ্কার হয়।

"পরোধরতটোৎসবললনদ্ব্যতপাংস্তক।

কত কামাতুরং চেতঃ বাক্যী ন কয়িষ্যতি।"

(কাব্যাদর্শ ১১৮৪)

'পরোধর মেঘইব পরোধরঃ স্তনঃ শ্লিষ্টরূপক' (টীকা)

পরোধর শব্দে মেঘ এবং পরোধর শব্দে স্তন, এইহলে এই
শব্দ প্রয়োগ শ্লিষ্টরূপক। শ্লিষ্টবাক্য বহুলে আনোপ হয়, তথায়
এই অলঙ্কার হয়।

শ্লিষ্টবাক্য (পুং) অলিঙ্গন বাক্য, পরিহার পদ।

শ্লিষ্টাক্ষেপ (পুং) আক্ষেপালঙ্কারবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"অমৃতাস্বনি পদ্মানাং ঘেটরি শ্লিষ্টতারকে।

মুখেন্দ্রো তব সত্যাস্মিনপরেণ কিমিদুনা।

ইতি মুখেন্দ্রমাক্ষিপেণ গুণান্ গোপেন্দ্রবিনঃ।

তৎসমান্ নর্শয়িত্বৈব শ্লিষ্টাক্ষেপস্তথাবিধঃ।"

(কাব্যাদর্শ ২১১২-৬০)

যে স্থলে শ্লিষ্টপদপ্রয়োগদ্বারা আক্ষেপ হয়, তথায় এই
অলঙ্কার হয়।

অমৃতস্বরূপ পদ্মসদৃশ শ্লিষ্টতারকাযুক্ত মুখরূপ চক্রে বিস্তারিত
থাকিতে অপর চক্রে আর প্রয়োজন কি? এইস্থলে মুখচক্রে
গুণসকল মুখচক্রে তৎসদৃশরূপে বর্ণনা করিয়া মুখচক্রে আক্ষিপ্ত
নিম্নপ্রয়োজনরূপে প্রতিবন্ধ হইয়াছে। এইরূপ শ্লিষ্টপদদ্বারা
যেহলে আক্ষেপ অর্থাৎ নিম্নপ্রয়োজন রূপে প্রতিবেশ হয়, তথায়
এই অলঙ্কার হয়।

এইস্থলে মুখেন্দ্র 'অমৃতাস্বনি' 'পদ্মানাং ঘেটরি' 'শ্লিষ্ট-
তারকে' এই সকল পদ বিশেষণরূপে অভিহিত হইয়াছে, এই
সকল বিশেষণ শ্লিষ্ট। 'অমৃতাস্বনি' শব্দে মুখচক্রেপক্ষে আল্লাদকত
স্বরূপ এবং চক্রেপক্ষে অমৃতস্বরূপ, 'পদ্মানাং ঘেটরি' শব্দে পদ্মসদৃশ,
চক্রেপক্ষে সঙ্কোচক, 'শ্লিষ্টতারকে' শব্দপক্ষে শ্লিষ্টকনীনিকায়ুক্ত,
চক্রেপক্ষে অশ্বিনী প্রভৃতি তারকাযুক্ত অর্থ বুঝাইয়াছে। অতএব
এইস্থলে শ্লিষ্টপদদ্বারা মুখচক্রে গুণসকল মুখচক্রে তৎসদৃশগুণ
দ্বারা বর্ণনা করিয়া মুখচক্রে আক্ষিপ্ত অর্থাৎ প্রতিবন্ধ হইয়াছে,
সুতরাং এইস্থলে শ্লিষ্টাক্ষেপ অলঙ্কার হইল। যেহলে উক্তরূপে
আক্ষেপ হইবে, তথায় এই অলঙ্কার হইবে।

শ্লিষ্টি (পুং) ১ মিলন, সংযোগ ভাব। ২ ক্রবের পুত্রভেদ।
ব্যাক্তি। সাধু।

শ্লিষ্টোক্তি (জী) শ্লিষ্ট উক্তি। শ্লিষ্যুক্তবাক্যকথন।

শ্লীপদ (কী) শ্লীপদঃ বুদ্ধিমৎ পদমন্ত্রেতি পুরোধরাদিবাং সাধুঃ।

শ্রীতপাদাদি, পর্যায়—পাদবন্ধীক, পাদরোগবিশেষ, চলিত গোব।

ইহার লক্ষণ—

“পুরাণোদকভূমিষ্ঠাঃ সর্কর্তুঃ চ শীতলাঃ।

যে দেশান্তেযু জায়ন্তে শ্রীপদানি বিশেষতঃ।

যঃ সজরো বঙ্কণজো ক্রুশাতিঃ শোথোন্মাৎ পাদগতঃক্রমেন।

তৎশ্রীপদং জ্ঞাত্ব করনেত্রকর্ণশিখোষ্ঠনাসাধপি কেচিদাহঃ।”

(ভাবপ্রাণ শ্রীপদরোগাধি)

যে দেশের ভূমি অতিশয় নিম্ন এবং তজ্জল জল শুষ্ক হইতে পারে না এবং সর্বদা ঐ সংরুদ্ধ জলে আশ্রিত থাকে ও যেখানে সূর্য্যকিরণের অমৃতাহত জল মোটে শুষ্ক হয় না, সেই সকল স্থানে শ্রীপদরোগ অধিক পরিমাণে হয়।

ইহার সামান্তলক্ষণ—প্রথমে অর হইরা অত্যন্ত বেদনা ও অরের সহিত বক্রগদ্যে শোথ উৎপন্ন হইরা ক্রমে পাদগত হইলে তাহাকে শ্রীপদ কহে। কেহ বলেন যে এই রোগ কখন কখন হস্ত, কর্ণ, নেত্র, শির, ওষ্ঠ এবং নাসাগ্রদেশেও উৎপন্ন হয়। এই রোগ তিন প্রকার, বাতিক, শৈতিক ও স্নৈয়িক।

বাতিকলক্ষণ—এই শ্রীপদরোগ বায়ুকুণ্ডিত হইরা হইলে কৃষ্ণবর্ণ, রক্ত, বিদারিত ও অত্যন্ত বেদনাযিত হয় এবং ইহাতে অত্যন্ত অর ও বিনা কারণেও বেদনা উপস্থিত হইরা থাকে।

শৈতিকলক্ষণ—কক্ক শ্রীপদরোগে শ্রীপদ শিথ, শ্বেত বা পাণ্ডুবর্ণ, শুষ্ক ও স্থির হয়। এই ত্রিবিধ শ্রীপদই কফের আধিক্য বশতঃ হইয়াছে জানিতে হইবে। কারণ কক ব্যতীত শুষ্ক ও বৃহৎ হইতে পারে না।

অসাধ্যশ্রীপদলক্ষণ—যে শ্রীপদ বন্দীকের দ্বারা বহু শিখরাকার ও যে শ্রীপদে গ্রন্থি উৎপন্ন হয় এবং বাহ্য এক বৎসরের অধিককাল হইয়াছে, তাহা অসাধ্য এবং বাহ্য কফজনক আহারবিহার দ্বারা কফবৃদ্ধি হইরা যে শ্রীপদরোগ উৎপন্ন হয় ও যে শ্রীপদ আরম্ভক দোষের প্রবলতাহেতু কণ্ডু ও শ্রাবাদি সমস্ত লক্ষণযুক্ত হয়, তাহাও অসাধ্য।

ইহার চিকিৎসা—উপবাস, প্রলেপ, শ্বেদ, বিরচন, রক্ত-মোক্ষণ এবং কক্ক ঔষধদ্বারা শ্রীপদরোগের চিকিৎসা করিতে হয়। শ্বেতসর্ষপ, শজিনা, দেবদারু ও গুঞ্জী এই সকল সমভাগে গোমুত্রদ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, অথবা পুনর্নবা, গুঞ্জী ও সর্ষপ সমভাগে কাঁজিয়ারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে শ্রীপদ প্রশমিত হয়।

ধুতুরা, তেরেতার মূল, নিশিন্দা, পুনর্নবা, শজিনা ও সর্ষপ এই সকল সমভাগে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বহুকালোচিত অতি কষ্টকর শ্রীপদও নিবারণ হয়। সহদেবার মূল, তালকলের রসদ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বহুকালের অসাধ্য শ্রীপদ

রোগ প্রশমিত হয়। ৭টা তাবুলপত্রের কক্ক সৈন্ধব সহযোগে উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে ইহা প্রশমিত হয়।

শাখোট বৃক্ষের বকল দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া গোমুত্রের সহিত পান করিলে শ্রীপদরোগ বিনষ্ট হয়। কাচাহরিজা ও শুড় মিলিত ২ তোলা, গোমুত্রের সহিত পান করিলে অথবা পুনর্নবা, ত্রিকলা ও পিন্নলীচূর্ণ সমভাগে মধুর সহিত সেহন করিলে বহুকালের শ্রীপদরোগ প্রশমিত হয়। তেরেতার তৈল দ্বারা হরীতকী সিদ্ধ করিয়া গোমুত্রের সহিত পান করিলে ৭ দিনের মধ্যে শ্রীপদ বিনষ্ট হয়। (ভাবপ্রকাশ শ্রীপদরোগাধি)

এই রোগে মননাদিলেপ, কণাদিচূর্ণ, পিন্নল্যাদিচূর্ণ, বৃদ্ধ-দারুদ্রাদিচূর্ণ, কৃষ্ণাদিমোদক, নিত্যানন্দরস, শ্রীপদারি, শ্রীপদ-গজকেশরী, সোমেধরস ও বিড়লাদিতৈল বিশেষ উপকারী। (ভৈষজ্যরত্না শ্রীপদরোগাধি)

শ্রীপদগজকেশরিন্ (পুং) শ্রীপদরোগাধিকারোক্ত ঔষধ-বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—ত্রিকটু, বিব, বমানী, পারদ, গন্ধক, চিতামূল, মনহাল, সোহাগা, অরগাল এই সকল সমভাগে লইয়া ভীমরাজ, গোক্ষুর, জবীর ও আদাররসে মর্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অস্থপান উষ্ণজল। এই ঔষধ সেবনে শ্রীপদ ও শ্রীহারোগ প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্না শ্রীপদরোগাধি)

শ্রীপদপ্রভব (পুং) শ্রীপদবৎ প্রভবতীতি প্র-ভূ-অচ, আত্র-বৃক। (শব্দমালা)

শ্রীপদাপহ (পুং) শ্রীপদং অপহতীতি হন-ড। পুত্রজীববৃক।

শ্রীপদারি (পুং) ঔষধবিশেষ। নিম্নমূলের ছাল ও খবির সমভাগে মিলিত করিয়া গোমুত্র মধুর সহিত ১ তোলা পরিমাণে ভক্ষণ করিলে শ্রীপদ রোগের শান্তি হয়।

(ভৈষজ্যরত্না শ্রীপদরোগাধি)

শ্রীপদিন্ (পুং) শ্রীপদ-অত্যর্থ ইনি। শ্রীপদরোগী, গোদরোগী।

“আচারহীনঃ শ্রীবন্ড নিত্যং যাতনকৃত্বা।

কৃষিজীবী শ্রীপদী চ সন্তিনিমিত্ত এব চ।” (মহু ১।১৩৫)

শ্রীল (ত্রি) ত্রিবিভক্তহেতুত্বাৎ ত্রী-লচ, রস-ল। ত্রীযুক্ত, লক্ষ্মীবিশিষ্ট, ত্রীল। (অমরটীকাধারী)

শ্লেষ (পুং) শ্লিষ-ঘঞ, ১ সংযোগ। পর্যায়—সন্ধি। ২ দাহ। ৩ আলিঙ্গন।

“পুলকিতকর্টারপীবরকুচকলসদেবেদনাভিজঃ।

শস্তোৰূপবীতকণী বাহুতি মানগ্রহং দেব্যাঃ।” (আর্যাসংগতী)

শ্লিষ্যতীতি শ্লিষ-ণ (ভ্রাতৃধাক লঘ্বিত্বি। পা ৩।১।১৪১)

৪ শব্দলকারবিশেষ। যেখানে ঘ্যর্থ বা বহুবর্ষ বচিৎ পদসমূহ হই বা বহু অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে, তদ্বার শ্লেষ বলকার হইরা

থাকে। এই অলঙ্কার বর্ণশ্লেষ, প্রত্যয়শ্লেষ, লিঙ্গশ্লেষ, প্রকৃতিশ্লেষ, পদশ্লেষ, বিভক্তিশ্লেষ, বচনশ্লেষ, ও ভাবাশ্লেষ ভেদে আট প্রকার; তন্মধ্যে আবার ধাতু ও প্রাপ্তিপদিক ভেদে প্রকৃতিশ্লেষ দুইভাগে এবং স্ববস্ত ও তিঙস্ত ভেদে পদশ্লেষ দুইভাগে বিভক্ত হওয়ার সর্বশুদ্ধ উহা দশভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

• বধাক্রমে উচ্চাদের উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে—

বর্ণশ্লেষ—“প্রতিকূলতামুপগতে হি বিধৌ বিফলমসতি।” বহুসাদনতাই বিধি পতিকূল হইলে অশেষসাদনও অসিদ্ধ হইয়া যায়। এস্থলে ‘বিধৌ’ এই সমুদায় পদ বিধি ও বিধু এই উভয় শব্দ দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে; অতএব এক ‘ধ’ বর্ণে ‘ই’কার বা ‘উ’কার এই বর্ণদ্বয় সংযোগ দ্বারা দ্ব্যর্থতা ঘটবার সম্ভাব্য বলিয়া এখানে বর্ণশ্লেষ করনা করা হইল।

• প্রত্যয়, বচন ও লিঙ্গশ্লেষ—“কিরণাক্ত দক্ষিণাশ্চ সমীরণঃ কান্তোৎসঙ্গজ্বাঃ নুনং সৰ্ব্বং এষ সুখাকিরঃ॥” চন্দ্রের কিরণসমূহ ও মলয় সমীরণ, ইহারা সকলে কান্তাক্রোড়নিবিষ্ট কান্ত বা কান্তাক্রোড়োপবিষ্টা কান্তা এই সকলের পক্ষে নিশ্চয়ই অমৃতবরী হইয়া থাকে। এস্থলে ‘সুখাকিরঃ’ পদ (সুখা কৃ-কিপ্) কিপ্ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হইয়া ‘কিরণাঃ’ এই বহুবচনান্ত পদের এবং (সুখা-কৃ-ক) ‘ক’ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হইয়া ‘সমীরণঃ’ এই একবচনান্ত পদের বিশেষণ হওয়ার এবং উভয়ত্র এক ‘অমৃত-বরী’ অর্থ প্রকাশ করিলেও, প্রত্যয় ও বচনের দ্বৈধপ্রযুক্ত ইহার অনেকার্থাভিধায়িতা স্বীকৃত হইয়াছে। আবার ‘কান্তোৎসঙ্গজ্বাঃ’ পদের মধ্যবর্তী ‘কান্তোৎসঙ্গ’ অংশটুকু (কান্ত+উৎসঙ্গ বা কান্তা+উৎসঙ্গ) এই পুংলিঙ্গী উভয় লিঙ্গান্ত শব্দ দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে বলিয়া, উক্ত প্রয়োগে লিঙ্গশ্লেষতাও ঘটয়াছে; অতএব এখানে একই প্রয়োগে প্রত্যয়, বচন ও লিঙ্গ এই তিন প্রকারের শ্লেষ পরিদৃষ্ট হইতেছে।

প্রকৃতিশ্লেষ—“অয়ং সৰ্বাণি শাস্ত্রাণি হৃদি জ্যেষ্ঠ চ বক্ষ্যতি। সামর্থ্যাক্রদামত্রাণাং মিত্রাণাঞ্চ নৃপায়জঃ।” শত্রু ও মিত্রের সামর্থ্য-ক্লং অর্থাৎ শত্রুর সামর্থ্যক্ষয়কারী ও মিত্রের সামর্থ্যবর্দ্ধক, এই নৃপতনয় বাবতীর শাস্ত্র স্বীয় হৃদয়ে ধারণ ও বিধান লোকের নিকট বর্ণন করিবেন। এস্থলে ‘সামর্থ্যাক্লং’ এই প্রাপ্তিপদিকটি ‘সামর্থ্য-ক্লং-কিপ্’ ও ‘সামর্থ্য-কৃ-কিপ্’ এই উভয় প্রকারে অর্থাৎ ক্লং ও কৃ এই ধাতুদ্বয় দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে এবং উহা বধাক্রমে সামর্থ্যক্ষয়কর ও সামর্থ্যকর এই অর্থদ্বয়ের অভিব্যক্তি করিতেছে। আবার ‘বক্ষ্যতি’ এই তিঙস্তপদ ‘বহ-ভতি’ ও ‘বচ-ভতি’ এই দুই প্রকারে সিদ্ধ হইয়া ধাতুর বিভক্ততা বশতঃ ‘বধাক্রমে ধারণ করিবেন’ ও ‘বর্ণন করিবেন’ অর্থ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে প্রকৃতিশ্লেষ সংঘটিত হইয়াছে;

অতরাং এখানে একই প্রয়োগে প্রকৃতিশ্লেষ ও ভাবাশ্লেষ বৈধিধ্য প্রদর্শিত হইল।

পদশ্লেষ—যদি কোন স্থলে সমাসযুক্ত পদের মধ্যবর্তী শব্দ-গুলিকে একরূপভাবে বিভক্ত করা যায় যে, তাহারাও যেন এক একটা বিভক্ত্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন পদের দ্বারা, অথবা বিভিন্নার্থবোধক হইয়া অবস্থিত হইতে পারে; তাহা হইলে সেই স্থানে পদশ্লেষ-লঙ্কার হইবে। যেমন, কোন দরিদ্র ব্যক্তি রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে, মহারাজ! সম্ভ্রুতি আপনার এবং আমার এই উভয়ের ভবনই তুল্য অর্থাৎ সমভাবে অবস্থিত; কেন না উক্ত সদনদ্বয়ই ‘পৃথুকার্ত্তশ্বরপার, ভূষিতনিঃশেষপরিজন ও বিলম্বকরেণুগহন’ এই তিনটি সমাসযুক্ত বিশেষণ পদদ্বারা বিশেষিত হইতে পারে। যখন উহারা রাজসদনের বিশেষণ হইবে, তখন উহাদিগকে নিম্নোক্তরূপে বিশ্লেষ করিতে হইবে। যথা—পৃথু (প্রচুর) কার্ত্ত-শ্বরপার (স্বর্ণপাত্র) আছে যেখানে বা যে ভবনে ভূষিত (অলঙ্কৃত) হইয়াছে, নিঃশেষ (সমস্ত) পরিজন (পরিবারবর্গ) যে সদনে; বিলম্ব (শোভমান) করেণু (হস্তী বা হস্তিনী) দ্বারা গহন (নিবিড় অর্থাৎ ছদ্মবেশ)। একরূপ সদন দরিদ্র শব্দে, যথা পৃথুক (শিশু) দিগের আর্তস্বরের পাত্র (স্থান), এমন সদন; ভূ (ভূমিতে) উষিত (অবস্থিত বা শায়িত) নিঃশেষ পরিজন যেখানে; বিলে (গর্ভে) সৎ (বর্তমান বা অবস্থানকারী) বিলম্বক (ইন্দ্র), ইহাদের রেণু (মূলি) দ্বারা গহন (পরিপূর্ণ) একরূপ ভবন। অতএব এস্থলে একই পদ পৃথুক পৃথুক ভিন্নার্থক পদে বিভক্ত হওয়ার পদশ্লেষলঙ্কার হইল।

বিভক্তিশ্লেষ—যে স্থলে একই পদ স্থপ্ এবং তিঙ্ এই উভয় বিভক্তিদ্বারা নিম্পন্ন ও তজ্জন্ত দ্বিধার্থবোধক হয়, তথায় বিভক্তি-শ্লেষ হইয়া থাকে। যেমন, “সর্বস্বং হম সর্বস্ত জং ভবচ্ছেদ-তৎপরঃ। নয়োপকারসামুখ্যায়াসি তত্ত্ববর্তনম্॥” হে হর! তুমিই জগতের বাবতীর ধন এবং সংসারের একমাত্র উচ্ছেদকর্ত্তা ও তোমার দেহ নীতিশাস্ত্রসম্পন্ন উপকার সাহায্যকর্ম অর্থাৎ লোকহিতার্থই তোমার জন্মগরিগ্রহ। অর্থান্তর যথা—এক ভক্তের প্রতি তাহার মাতা বলিতেছে যে, বাপু! বাবতীর লোকের সর্বস্ব অপহরণ কর, ছেদতৎপর হও অর্থাৎ যে তোমার প্রতিবন্ধকতা আচরণ করিবে তাহাকে বিনাশ কর, ক্রোধান্বিত জন্ম জীবনের জন্ত একটা উপায় অবলম্বন কর অর্থাৎ চৌচাষিত্তি দ্বারা যাহাতে এই কষ্টের জীবন সুখস্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিতে পারি, একরূপ চেষ্টা কর। এস্থলে ‘হর’ এই পদটি প্রথমতঃ হৃ-অণ্ = হর; ইহার উত্তর সোধোদনের ‘স্ব’ বিভক্তি করিয়া ‘হের মহা-দেব’। এইরূপ অর্থ ও দ্বিতীয়তঃ জং-পোট্ হি—হর; এই তিঙ্ বিভক্ত্যন্ত করিয়া ‘হরণ কর’ এই অর্থ প্রকাশ করার এবং ‘ভব’

এই পদটি ভূ-অল্-ভব; ইহার উত্তর সুবস্ত প্রকরণের বসী বিভক্তি করিয়া 'সংসারের' এই অর্থ ও ভূ লোট্-হি-ভব; এই তিঙস্ত করিয়া 'হও' এই রূপ অর্থ প্রকাশ করায়; একই পদ অল্ ও তিঙ্ এই উভয় বিভক্তি দ্বারা বিভিয়ার্থভোতক হইল বলিয়া এখানে বিভক্তি-শ্লেষ হইল।

ভাষায়—যেখানে বিস্তৃত বর্ণ সমষ্টির অর্থ ছই বা বহু ভাষায় ব্যক্ত করা যাইতে পারে তথায় ভাষালোচক হইয়; যথা—

“মহদে সুরসকং মে তমব সমাসঙ্গমাগমাহরণে।

হর বহুসরণং তং চিত্তমোহমবসর উমে। সহসা ॥”

এই বর্ণগুলি উক্ত রূপে বিস্তৃত হইলে সংস্কৃত ভাষা হর এবং তাহার অর্থ এই যে, হে মহদে অর্থাৎ উৎসবদায়িনি! উমে! (গৌরি!) তুমি সেই সুর প্রার্থনীর শাস্ত্রজ্ঞানে আমার সম্যক আসক্তি রাখ এবং যথাসময়ে সেই জগদ্বাপী চিত্তমোহ অর্থাৎ অজ্ঞানকে সহসা নাশ কর।

উক্ত বর্ণগুলি আবার নিম্নোক্ত রূপে বিস্তৃত হইয়া মহারাত্রীর ভাষার অর্থ প্রকাশ করিতে পারে। যথা—

“মহ দেহু, রসস্বন্ধে তমবসমাঙ্গ মগমা হরণে।

হরবহু সরণং তং চিত্তমোহমবসর উ মে সহসা ॥”

মহ মম; দেহু দেও; রসম্ অমরাগ; স্বন্ধে স্বন্ধে; তমবসম্ তমোগুণজনিত; অঙ্গম্ আশা; মগমাগমা সংসার হইতে; হর নাশ কর; মে আমাদিগের; হরবহু হরবধু; সরণং আশ্রয়; তং তুমি; চিত্তমোহম্ অজ্ঞানতা; অব-সর উ অগসরণ কর; সহসা শীঘ্র।

হে হরবধু! তুমি আমার স্বন্ধে অমরাগ জন্মাইয়া দাও; সংসার হইতে আমাদিগের তমোগুণজনিত আশাসমূহের নাশ কর, কেন না তুমিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থান; অতএব অতি শীঘ্র আমার চিত্তমোহ অপসারিত কর।

উক্ত আট ঐক্যর শ্লেষের মধ্যে যথাসম্ভব সন্তজ, অভঙ্গ ও সন্তজাভঙ্গ, এই তিন প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়। বাহুল্য ভয়ে উহা বিবৃত হইল না।

“শ্লিষ্টে: পদৈরনেকার্থাভিধানে শ্লেষ ইত্যতে।

বর্ণপ্রত্যয়লিঙ্গাং প্রকৃত্যো: পদয়োঃপি।

শ্লেষাভিত্তিকবচনভাষা গাম্ভীরা চ ॥

পুনস্তিথা সন্তজোহবা ভঙ্গস্তদ্ব্যঙ্গকঃ ॥”(সাহিত্যব° ১০:৬৪২-৪৪)

শ্লেষক (ত্রি) সংসার।

শ্লেষণ (কী) মিলন। সংশ্লিষ্ট থাকিবার ভাব।

শ্লেষভিত্তিক (ত্রি) সংশ্লিষ্টতা প্রাপ্ত। সংলগ্নগত।

শ্লেষার্থ (পুং) ভূতিনিব্বাধ।

শ্লেষক (পুং) শ্লো এবং স্বার্থে কন্। কক। (শব্দচ°)

শ্লেষ্য (ত্রি) শ্লেষণে হস্তীত হন-টক্। শ্লেষনাশক। স্রিয়াং অভিধানাৎ টাপ্। শ্লেষ্য = ২ মলিকা। ৩ কেতকী। (মেদিনী)

শ্লেষ্যস্রী (কী) শ্লেষ-স্রীবাৎ কীপ্। ১ জ্যোতিষতী। ২ মলিকা। ৩ ত্রিকটু। (শব্দরত্ন°)

শ্লেষ্যজ্বর (পুং) কক জন্তু জ্বর। শ্লেষা বৃদ্ধি হইয়া যে জ্বর হয়, তাহাকে শ্লেষজ্বর কহে। ইহার লক্ষণ শ্লেষবর্জক আহার ও বিহার দ্বারা বর্জিত কক আশ্রয়ে গমন করিয়া কোষ্ঠস্থিত অগ্নিকে বহির্দেশে নিক্ষেপ করে এবং রসকে দূষিত করিয়া জ্বর উৎপাদন করিয়া থাকে।

এই জ্বর উৎপন্ন হইবার পূর্বে অন্ন ভক্ষণে অরুচি হয়, এবং এই জ্বরে শরীর অর্জি বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিতের জ্বর বোধ ও জ্বর অন্ন বেগবান্ হয়। ইহাতে আলস্ত, মুখে মিষ্টবোধবোধ, মল, মূত্র ও চক্ষুর শুষ্কতা, শরীরের শুষ্কতা, পরিপূর্ণ ভোজনের জ্বাম তৃপ্তিবোধ, অঙ্গের শুষ্কতা, শীতবোধ, বিবমিষা, রোমাঞ্চ, নিদ্রা-ধিকা, প্রতিশ্রাব, অরুচি ও কাশ হইয়া থাকে। এবং মুখ ও নাসিকা হইতে শ্রাব, পীড়কা, শীত, বমি, তন্দ্রা, উষ্ণাভিলাষ, কককর্জক জ্বরের অবরোধ এবং অগ্নিমান্দ্যও হইয়া থাকে।

(ভাবপ্র° জ্বররোগাধি°) [বিশেষ বিবরণ জ্বর শব্দ দেখ]

শ্লেষ্মণ (ত্রি) শ্লেষ্মা অন্ত্যন্তেতি শ্লেষ্ম (লোমাদি পামাদি পিচ্ছা-দিভা: শনেলচ:। পা ৪।২।১০০) ইতি ন। ককী, কফবিশিষ্ট, শ্লেষ্মযুক্ত। (পুং) ২ কফ। স্রিয়াং-টাপ্। শ্লেষ্মণা = বৃক্ষবিশেষ।

শ্লেষ্মধরা (কী) চতুর্থ কলা। শ্লেষ্মার জ্বর যে সকল পিচ্ছিল পদার্থ সন্ধিসমূহে থাকে। “যা সর্বসন্ধিসু প্রাণভূতাঃ ভবতি সেতুচ্যতে।” (সুশ্রুত শরীর ৪ অ°)

শ্লেষ্মান্ (পুং) শ্লিষ-মণিন্ (উণ্ ৪।১৪৪) কক। ইহা দ্বারা শরীরের বাবতীয় উদক কর্ম সম্পাদিত হয়; নিম্নে ইহার আমূল বৃদ্ধান্ত বিবৃত করা যাইতেছে।

শ্লেষ্মার উৎপত্তি-বিবরণ—যেমন বাহু অগ্নি ও জল স্থালীস্থ তণ্ডুলকে অন্নরূপে পাক করে, সেইরূপ আমাশয়ের অধঃস্থিত অগ্নি অর্থাৎ ভগ্নিরবতী পচমান আমাশয়স্থ পাচকনামক পিত্তের উত্তাপ ও আমাশয়স্থ ক্লৈদক নামক শ্লেষ্মা, ঐ আমাশয় বা পাকস্থলীস্থ ভূক্ত অন্নকে পরিপাক করিয়া থাকে। এই পরিপাকরাজ্যে মধুরাদি ছয় রসবিশিষ্ট ভূক্তাঙ্গের মধুর ভাব হইতে [স্থালীস্থ বাহ্যর পাক-কালীন কেনোৎপত্তির জ্ঞান] যে কেনবৎ পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাই শ্লেষ্মা বা কক নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

“পচত্যগ্নিযথা স্থাল্যামোদনারাধুতণ্ডুলম্।

অন্নত ভূক্তমাত্রত বড়রসত প্রাপকতঃ।

মধুরাণ্যং ককো ভাব্যৎ কেনভাবো উদীৰ্যতে।”

(চরক, চি° ১৫ অঃ)

শ্লেষ্মার কার্যাদি—উক্তরূপে আমাশয়ের উৎপন্ন শ্লেষ্মা তথায় থাকিয়াই নদ নদী প্রভৃতি সমুদ্রের দ্বারা শ্রীরশক্তি দ্বারা শরীরের অন্তর্ভুক্ত শ্লেষ্মা হানিকে উৎকর্ষক সহকারে অর্থাৎ জলাংশ বিতরণ দ্বারা পোষণ করিয়া থাকে। উহা তুলা হইতে বন্ধে অবস্থানপূর্বক ত্রিক অর্থাৎ স্বচ্ছাচ্ছন্ন ও মেরুভেদে এই তিনের সন্ধিস্থানকে ধারণ করে এবং অন্নরসের সহিত মিশ্রিত হইয়া আশ্ববীৰ্য্য দ্বারা হৃদয়কে অবলম্বনপূর্বক তাহার তৃপ্তি সাধন করে। উহা জিহ্বামূলে ও কণ্ঠে থাকিয়া রসনেপ্রিয়ের সৌম্য সাধনপূর্বক সম্যক রস জ্ঞানের কারণ হয়। এইরূপে মন্তকাগত শ্লেষ্মা স্নেহন ও সন্তর্পণ কর্ণদ্বারা স্বকীয় বলে ইন্দ্রিয়সমূহের পোষণ করিয়া থাকে। আর যখন উহা সন্ধিসমূহে অবস্থান করে, তখন সে তাহাদের সংশ্লেষণ কার্য সমাহিত করিয়া থাকে, অর্থাৎ চক্রের নাভিপ্রদেশ মেহাভ্যক্ত হইলে যেমন উহা নিকৃষ্টরূপে বজ্রহস্তে চালিত হয়, সেই রূপ যাবতীয় সন্ধিস্থানগত শ্লেষ্মা তাহাদিগকে নিম্নত সন্তর্পিত করায়, ঐ সকল সন্ধি সর্বদা স্নিগ্ধ কার্যে নিযুক্ত থাকিলেও কখন আপনাদের কোনরূপ বাতিক্রম ঘটায় না। উহার অনায়াসেই আপন আপন কার্য কার্যে সমর্থ হয়।

“শ্লেষ্মাভ্যক্তে যথৈগক্ষে চক্রং সাধু প্রবর্ততে।

সকয়ঃ সাধু বর্তন্তে সংশ্লিষ্টাঃ শ্লেষ্মণা তথা ॥”

(হৃদয় শরীর ৪ অঃ)

বাভটে উক্ত হইয়াছে, শ্লেষ্ম কৰ্ত্তৃক নিম্নোক্ত কার্যগুলি সম্পন্ন হইয়া থাকে; যথা—স্নিগ্ধতা, কাঠিষ্ঠ অর্থাৎ যেমন শ্লেষ্মা জনা শোথ বা ব্রণাণোখাদি বাতাদি জজ্ঞাপেক্ষা সাতিনয় কঠিন হইয়া থাকে। কণ্ঠ, শৈত্য, গুরুত্ব অর্থাৎ শরীরে শ্লেষ্মাধিক্য হইলে উহা অত্যন্ত ভার বলিয়া বোধ হয়, স্রোতোবিন্দিতা; অস্থাদির উপলিপ্ততা অর্থাৎ শ্লেষ্মার এই কার্য দ্বারা অস্থাদির শুষ্কতা হয় না। স্তৈমিত্য অর্থাৎ বসনাবৃত্তবৎ বোধ, শরীরে স্রোতবর্ণকারিতা, মুখে মধুর ও লবণরসত্ব*, চিরকারিতা অর্থাৎ শ্লেষ্মা জন্ম যে কোন রোগ হউক না কেন, উহা আরম্ভ অবধি বাতাদি-জজ্ঞাপেক্ষা অতি দীর্ঘকালে পূর্ণতা ও হ্রাসতা প্রাপ্ত হয়।

প্রকৃত শ্লেষ্মার কার্য—শরীরে অত্যধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইলে অগ্নিমান্দ্য, লাল্য প্রসেক, আলস্য, শরীরে অত্যন্ত ভারবোধ, বর্ণের শুষ্কতা, গাত্রের শীতলত্ব, অঙ্গের শিথিলভাব

অর্থাৎ দেহের কোন অংশ যেন আলগা হইয়া বাইতেছে বলিয়া বোধ, কাস, ও অতিশয় নিদ্রাগম।

* কীণতম শ্লেষ্মার কার্য—শরীরের রক্ততা, অন্তর্দাহ, আমাশয় ভিন্ন উরঃ শিরঃ সন্ধি প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত শ্লেষ্মাশয়ের শূন্যতাবোধ, সন্ধিসমূহের বিশ্লেষ ভাব, তৃষ্ণা, দৌর্বল্য ও অনিদ্রা।

কীণ অথবা প্রবৃদ্ধ শ্লেষ্মার কার্য একাশ পাইলে তদ্বিশ্রীত অর্থাৎ শ্লেষ্মার কীণ অবস্থায় তদ্বর্জক এবং তাহার বৃদ্ধিতে তদ্বিবর্তক দ্রব্য ব্যবহার করা কর্তব্য।

সংগ্রহ গ্রন্থে উক্ত হইতেছে যে, শ্লেষ্মকৰ্ত্তৃক সাধারণতঃ নিম্নোক্ত অবস্থাগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে; যথা আর্দ্রবসনাবৃত্তবৎ বোধ, শরীরের গুরুতা অর্থাৎ ভারবোধ, আহারের অনাবশ্যকতা, আলস্য, নিদ্রাধিক্য, তন্দ্রা, মুখ হইতে লাল্যপ্রাব, মুখের মাধুর্য, হৃদয়ের জড়তা, অঙ্গের অবসন্নতা, গলার মধ্যে আটা জড়ান'র দ্বারা বোধ, শ্লেষ্মবমন, মলের আধিক্য, অতিশোষণ, বমন ও তাহার সঞ্চয় ভাব, উদর্জ বা কোঠাধ ও গলগণ্ড রোগ, গাত্রের শৈত্য এবং স্রোতবর্ণতা, বিষ্ঠা, মূত্র, নখ ও নেত্রের শুষ্কতা।

হানভেদে শ্লেষ্মার নাম ও কার্যভেদ—যেমন একই ব্যক্তি স্বীয় কার্যাদি দ্বারা পিতা, পুত্র, মাতুল, স্বস্তর, মন্ত্রী, চিকিৎসক প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়, তদ্রূপ এক আমাশয়োৎপন্ন শ্লেষ্মা পৃথক পৃথক স্থানে থাকিয়া পৃথক পৃথক কার্যদ্বারা তত্তদ্রূপ-রূপ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন, আমাশয়স্থ শ্লেষ্মা সংহত হইয়া ভূত দ্রব্যের স্ফীকৃত সম্পাদন করে বলিয়া ক্রৈদক, রসনাস্থ শ্লেষ্মা যাবতীয় রসের বোধ জন্মায় বলিয়া বোধক, শিরঃ-সংস্থিত শ্লেষ্মা নেত্রের সন্তর্পক অর্থাৎ শীতলতাসম্পাদক হওয়ার তর্পক, সন্ধিস্থানগত শ্লেষ্মা সন্ধিসমূহকে পরস্পর সংশ্লিষ্ট ভাবে রক্ষা করায় শ্লেষক সংজ্ঞায় সংযুক্ত হয়। আর হৃদিস্থ শ্লেষ্মা আশ্ববীৰ্য্য দ্বারা ত্রিকস্থানের এবং স্ববীৰ্য্য ও অন্নবীৰ্য্যের সাহায্যে হৃদয় ও পুরোক্ত কফস্থানসমূহের অধুকর্ষ সম্পাদন করিয়া উহাদিগকে আশ্রয় দান করে বলিয়া অবলম্বক নামে কথিত হয়।

“শ্লেষ্মা তু পঞ্চধোরঃস্বঃ স ত্রিকস্ত স্ববীৰ্য্যতঃ।

হৃদয়স্থানবীৰ্য্যাচ্চ তৎস্ব এবাধুকর্ষণা ॥

কফখান্নাক শেবাণাং যৎ করোত্যবলম্বনম্।

অতোহবলম্বকঃ শ্লেষ্মা যস্যামাশয়সংস্থিতঃ ॥

ক্রৈদকঃ সোহন্নসংঘাতক্রৈদনাৎ রসবোধনাৎ।

বোধকো রসনাস্থায়ী শিরঃ সংস্থোহক্ষতর্পণাৎ ॥

তর্পকঃ সন্ধিসংশ্লেষাচ্ছৈবকঃ সন্ধিস্থিতিঃ ॥”

(বাভট ২য় ১২ অঃ)

চরকে শ্লেষ্মার স্বরূপ ও তৎপ্রকৃতিক লোকের বিষয় এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে; যথা—শ্লেষ্মার স্নিগ্ধতাহেতু শ্লেষ্মল ব্যক্তিগণ

* মূত্রতে উক্ত হইয়াছে, শ্লেষ্মা বিগন্ধাবস্থাপন্ন হইলে তাহাতে লবণ রস এবং উহার অবিগন্ধ অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন পাকাবস্থায় উহাতে মধুর রস অনুভূত হয়।

“শ্লেষ্মা যতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ পিচ্ছিলঃ শীত এব চ।

মধুরাশ্ববীৰ্য্যকঃ স্নানবিক্রো লবণঃ স্নাতঃ ॥” (হৃদয় ২০ ২১ অঃ)

মিথ্যাক, প্রকৃত্যহেতু মন্থনবেহ, মুহুৰ্বেহেতু অকোমল ও খেতবর্ণ, মাধুর্যহেতু প্রভূতশুক্রশালী, বহুমেধুনকম ও অনেক সন্তানবান, সার্বভেহেতু বহুসারাস্বক, সংহতাবরব ও দৃঢ়কার, গাঢ়বাহেতু উহাদের সকল অঙ্গপরিপুষ্ট ও সম্পূর্ণাবরব হয়; মন্থন প্রযুক্ত তাহাদের কার্য ও আহার বিহার ধীরে ধীরে হইতে থাকে; তৈমিত্য প্রযুক্ত তাহাদের আরম্ভ অর্থাৎ কায়মনোবাক্যের প্রবর্তন, মনের ক্ষুদ্রতা ও রোগ সকল বিলম্বে উৎপন্ন হয়। গুরুত্ব বিহার শ্লেষ্মপ্রকৃতির গতি অস্বলিত ও অধিষ্ঠিত (অর্থাৎ তাহারা পদতলের সর্বাংশ দ্বারা ভূমিস্পর্শ করিয়া গমন করে)। শৈত্যগুণ থাকার উহাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সন্তান, শ্বেদ ও ঘোষের ভাগ অল্প হয়; পিচ্ছিলতা প্রযুক্ত তাহাদের সন্ধিহীন সকল সংযুক্ত ও সারবন্ধনবিশিষ্ট এবং নির্মলতা হেতু ঐ সকল লোকের মুখকান্তি কণ্ঠস্বর ও গাএবর্ণ পরিষ্কার ও স্নিগ্ধ হইয়া থাকে। এই সকল গুণযোগে শ্লেষ্মপ্রকৃতিক লোকসমূহ বলবান, ধনবান, বিভাবান, ওজস্বী, শাস্ত্র ও দীর্ঘায়ু হয়। (চরক বিমানখান ৮ অঃ)

প্রস্তুতের শ্লেষ্মপ্রকৃতিকের লক্ষণ এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে—
উহারা স্থূলক, গম্ভীরবৃদ্ধিবিশিষ্ট, চিকণ কেশশালী, অতিশয় বলবান এবং যশ্রে জলাশয়দশী হইয়া থাকে।

“গম্ভীরবৃদ্ধিঃ স্থূলকঃ স্নিগ্ধকেশো মহাবলঃ।

যশ্রে জলাশয়ালোকী শ্লেষ্মপ্রকৃতিকো নরঃ ॥” (সুখবোধ)

শ্লেষ্মপ্রকোপহেতু—গুরুপাক, মধুরসযুক্ত ও অতিশয় স্নেহাক পদার্থ, হৃৎ, ইক্ষুজাত ভক্ষ্যদ্রব্য, দ্রবদ্রব্য, দধি, দিবানিত্রা, পূপাদি পিষ্টকার, ঘৃতপূর অর্থাৎ চন্দ্রপুলী, হিম, শিশির ও বসন্ত কাল এবং দিনকে তিনভাগ করিয়া তাহার প্রথম ভাগ ও ভোজনের অব্যবহিত পরবর্ত্তিকাল, এইগুলি শ্লেষ্মপ্রকোপের কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

“গুরুমধুরসাতিস্নিগ্ধভক্ষ্যভক্ষ্যঃ-

দ্রবদধিদিবানিত্রাপূপসর্পিঃ প্রপূরৈঃ।

তুহিনপতনকালে শ্লেষ্মগঃ সংপ্রকোপঃ

প্রভবতি দিবসাদৌ ভুক্তমাত্রে বসন্তে ॥” (ত্রিশট্যচাৰ্য্য)

শ্লেষ্মবন্ধক দ্রব্য ও হেতু—ভোজনোত্তর স্নান, তৃষ্ণাব্যতি-
রেৰ্কে জলপান, তিলতৈল, শৈত্যগুণকারক প্রভৃতিতৈল, স্নিগ্ধ-
দ্রব্য, আমলকীরস, পুষ্পিতভার, তজ্জ, পকরস্জাকল, দধি,
মায়াকলরস, শর্করাজল, আর্দ্রস্থানে অবস্থান, নারিকেলোদক,
অতৈলস্নান, পুষ্পিতবারি, সুপক ককটীকল, বর্ষাকালে
অবগাহনস্নান ও বৃহৎমূলক, ইহার রস ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রদান করিলে
সাতিশর বীৰ্য্যনাশক হয়। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ব্রহ্মণ ১৬ অঃ)

অন্তপ্রকার—এরওতৈল, অনুপদেশবারি, বর্ষাকালোৎপন্ন-
পানীয়, কর্দমাক্ত জল, সামান্তশালিধাতু, মাঘ, তিসি, তন

ধাতু, মধুর দ্রব্য, নারীচশাক, ককটশাক, কলমীশাক, পুঁঠশাক,
মধ্যমকুম্ভাওকল, অলাবুকল, তরমূল, ক্ষুদ্র তরমূল, ধুন্দুল,
অলাবুনাড়িকা, পিপ্তাঙ্গুল, ছত্রিকাশাক (অর্থাৎ গোমর, আর্দ্রস্থান ও
বংশাদির গাভ্রু প্রভৃতিতে জাত ছত্রাকার দ্রব্য, ইহা যদি কোন
কর্দমাক্ত বা সৈতসেতে আরগার জন্মে, তবে আরও শ্লেষ্মবন্ধক
হয়।) মোরি, শ্লেষ্মাতক অর্থাৎ চালিতাকল, কাঁচা, তেঁতুল,
পাকা কাঁঠাল ও তাহার বীজ, পাকা কলা, বাবতীর মংস্ত,
বিশেষতঃ পাণ্ডুর্ণ মংস্য, পচা মংস্ত, লবণভাবিতমংস্ত,
তাকুটমংস্য, বোল মংস্য, শিলিন্দমংস্য, বাইন মাছ, বিবাক
মংস্য, ফলুই মাছ, ইলিশ মাছ, শিঙ মাছ, চিলড়ী মাছ, বাচা মাছ,
ক্ষুদ্রচিলড়ীমাছ ও ছোট বাইনমাছ, চড়ুই পাখীর মাংস, বাবতীর
হৃৎ, বিশেষতঃ কাঁচাহৃৎ, মেঘদধি, মহিষদধি, স্বাহু দধি, অন্তর-
দধি, বাবতীর ঘৃত, বিশেষতঃ মহিষঘৃত, সকল ইক্ষু, বিশেষতঃ
ভীক ও কান্তার নামক ইক্ষু, ইক্ষুকানিত অর্থাৎ মোকোলা
ইক্ষুগুড় অথবা অধিকপক ইক্ষুরস, ইক্ষুর বাড়, নুতন
তণ্ডুলার, চিপিটক, ঘৃতপূর, পায়স, শঙ্কুদী, মজা নাপারি,
মধুরসবিশিষ্ট দ্রব্যজাত, অতিশয় অন্নভোজন, লবণরস,
শীতবীৰ্য্যদ্রব্য, কুল, বজ্জক ও যুথিকাপুষ্প, সকল জন্তর
মাংস ও মজ্জা। (দ্রব্যগুণসংগ্রহ)।

শ্লেষ্মনাশক দ্রব্য ও ক্রিয়াদি—বহিঃশ্বেদ, ভূষ্টভাঙ, কটুতৈল,
ভ্রমণ, গুরুভক্ষ্যদ্রব্য, শুষ্ক ও পক হরীতকী, অপক বইচ ও
রস্জাকল, বেশবার অর্থাৎ মরিচ, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, প্রভৃতি
রন্ধনোপযোগী মসলাসমূহ, নিসিন্দা, অনাহার, পানীয়ত্যাগ,
সম্বত গোরেচনাতুর্গ, সম্বত গুরুশর্করা, পিপুল, আদা ও জীরক
এবং মধু। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ব্রহ্মণ ১৬ অঃ)

অন্তপ্রকার—সর্বপতৈল, অতিশয় তৈলমর্দন, উর্ধ্বতন,
শৈশিরজল, বাপীজল, কোপজল, নৈবীরসারি, নাভেরজল,
সামাজ্যোক্ষোদক, বিশেষতঃ পানশেবউক্ষোদক, পেষিত বচ ও
মুস্তকসংযুক্ত জলদ্বারা স্নান, অণুর, কুঙ্কুম, তেজপত্র, কাকলী,
শটী, দধিভূমিজাত শালিধাতু, রোপণ করা শালিধাতু, ঘব,
শ্রামাধান, কাঙ্কনি ধান, কোদোধান, হস্তিশ্রামাধান, চিনাধান,
মৃগ, বনমৃগ, রাজমাঘ, ময়ূর, চণক, কুলথ, অরহর, নানাপ্রকার
শিখী, শুষ্ক নারীচপত্রশাক, হিলমোচীশাক, শালকীশাক, শুষ্কগী-
শাক, পুনর্নবীশাক, কলায়শাক, ব্রহ্মীশাক, আমরলীশাক এবং
পৃক, পালকী, চণকপত্র, কোমুস্ত, পুরতি ও কাঁচড়াশাক,
কদলীমোচক, ক্ষুদ্রবার্ত্তাকু কল, দধিবার্ত্তাকু, পাটরাশাকল, করলা,
ককোটককল, পটোল ও কুম্ভাওনাড়িকা, বেত্রাগ্র, ওল, ঘৃত বা
তৈলদ্বারা সিদ্ধমূল, মূলকপুষ্প, সুরকল আদু, মূলকবীজ,
চামারাদু, আত্মপেটী, অন্নরস, দাড়িম, মাতুলনবক, কাগ জিলেব,

জ্বর, ক্ষুদ্র বম্বী, বাবতীর শুককুল, বড় পেররা, জবনালা বা
জনার, লবলীকল, জবুল, পাকা তেঁতুল, পকগাব, থৈকল,
মহী আঁরা, করণ অর্থাৎ কাগজি লেবুর ছাষি লেবুভেদ, তালান্ধি-
মজা, কচিবেল, বেলেডাটা, আমলকী ও রুড়া এবং তাহাদের
মজা, নন্দ্যাবর্ত মংসা, কবজিমংসা, এলমোহ, ডানকোণামাছ,
জিকটমংত্র, বড় শ্রোস্ত্রিমংত্র, কচ্ছপ ও পক্ষীর ডিম্ব, হরিণ,
গম্ভার, কপিপ্ল ও বাস্তিক পক্ষী এবং কচ্ছপের পায়ের মাংস,
সুন্নামণ্ড, অরিষ্টমন্ড, পুরাতন, নুতন ও অর্ধ্যসংজ্ঞক মধু,
মেঘীক্ষীর, উষ্ণদ্রব্য, গরমদ্রব্য, ছাগদধি, হস্তিনীদধি, দধিমন্ড,
দধিসর মধিভতক্র, মেঘ ও উষ্ণদ্রব্য, পক ইক্ষুস, হিঙ্গু, জীরক,
বনমেথিকা, পুরাণ ধনে, হরিদ্রা, বমানী, শুক শিপুল, পক আঁঠি
শিপুলী, গুড়ী, আঁঠিক, সর্বণ, শ্বেতসর্বণ, পলাতু, দারুচিনি,
তেজপত্র, ধবকার, সর্জীকার, মোহাগা, অন্নমণ্ড, ভূষ্ট তণ্ডুল, থৈ,
থৈমণ্ড, কাচাষবের ছাতু, ভূষ্ট যবমণ্ড, মুদগযুষ, দাড়িম ও দ্রাক্ষা
সংযুক্ত মুদগযুষ, ময়ূরযুষ, কুলথযুষ, খড় ও কাষলিকযুষ, শালি-
তণ্ডুলচূর্ণ, তাণ্ডুল চূর্ণ, খদির, এলাচ, জাতীফল, কর্পূর, কটু,
তিক্ত ও কষায় রস, উষ্ণবীৰ্য্য দ্রব্য, মালতী ও মল্লিকা ফুল,
পদ্মফুল, বকুল পুষ্প, পুরাণ পুষ্প, শ্বেতপদ্ম, উৎপল পুষ্প,
পাটল পুষ্প, চাঁপাফুল, রাত্রিজাগরণ, বিষ্ণুমূল, পাটলা, শালপর্ণী,
পৃষ্ঠীপর্ণী, এরণ্ডমূল, কণ্টিকারী, রাখালশশা, লোধ, ভূজরাজ,
কেশরাজ, দ্রোণপুষ্পী, ঝিট্টা, বচ, সিদ্ধির পত্র ও বীজ, দারু-
হরিদ্রা, সোমরাজী, হেলাকী, রেণুকা, ভূজপত্র, পীতশাল,
নিম্বপত্র, চিরতা, কুটজহাল, ছুরালতা, কটুকী, বলাপতা,
কাকড়াশ্লী, কটুকল, কুড়, পালিতামান্দার, বাসক, পদ্মশুভ্রী,
শিপুলমূল, চই, গজাশিপুল, আকন্দ, ধুতুর, সামন্ত গুগ্গলু,
নুতন ও পুরাতন গুগ্গলু, অরুণবর্ণ ত্রিবিং, শ্বেত তেউড়ী,
মনঃশিলা, সৌরাষ্ট্র দেশীয় মৃত্তিকা, তাম্র ও কাংস্ত।

(দ্রব্যগুণসংগ্রহ)

শ্লেষ্মানাড়ী (জী) দন্তমূলগত রোগ, দন্তনালী। দাঁতের গোড়ায়
যে নালী হয়, এই রোগে দন্তমূলে বেদনাবিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন
এবং কণ্ঠ ও লাল্য প্রাপ্ত হয়। শ্লেষ্মা কুপিত হইয়াই এই রোগ
জন্মে।। রাত্রিতে ইহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

"শ্লেষ্মা ককাদ্ বহুধনাক্ষুণ্ণিচ্ছিতাশ্চ-

তুকা সৰ্গস্বরূপা-রজনীপ্রবৃদ্ধা।" (বৈভক)

শ্লেষ্মপাণ্ডু (পুং) শ্লেষ্ম জন্ত পাণ্ডু রোগ। [বিশেষ বিবরণ পাণ্ডু
রোগ পক্ষে দেখ।

শ্লেষ্মপ্রকৃতি (ত্রি) শ্লেষ্মপ্রধান প্রকৃতিবৃত্ত। ককপ্রকৃতি
মহুবা, যে সকল মানবের প্রকৃতি শ্লেষ্মপ্রধান, তাহাদিগকে
শ্লেষ্মপ্রকৃতি কহে। ইহার লক্ষণ—

"অমিধবর্ণঃ সিতনেত্রদৃশুঃ শ্রামঃ ক্লেশো নখদীর্ঘরোমা।

গম্ভীরবাক্যঃ শ্রুতশাস্ত্রনিজ্ঞাতজ্ঞাপ্রেরিতজকটকভোজী।

সমাংসলঃ স্নিগ্ধরসপ্রিয়শ্চ সগীতবাচোহতিসহিষ্ণুশীতঃ।

ব্যারামশীলো রতলালসোহসো ভবেৎ ককশ্চ প্রকৃতির্মহুবাঃ।"

(অত্রিসংহিতা ৫৭°)

অমিধ বর্ণ, শুভ্রনেত্র, শ্রামবর্ণ, উত্তম কেশযুক্ত, দীর্ঘ নখ ও
রোমযুক্ত, গম্ভীর শব্দবিশিষ্ট, শাস্ত্রামোদী, নিজ্ঞা ও তজ্ঞাপ্রিয়,
তিক্ত, কটু ও উষ্ণ ভোজী, সমাংসল অর্থাৎ মোটা-সোটা, স্নিগ্ধ
রস প্রিয়, গীতবাচপ্রিয়, অতি সহিষ্ণু, ব্যারামশীল ও রতলালসা-
বিত এই সকল লক্ষণ বিশিষ্ট হইলে তাহাকে শ্লেষ্ম-প্রকৃতি কহে।

[শ্লেষ্ম শব্দ দেখে।]

শ্লেষ্মাল (ত্রি) শ্লেষ্মাত্ম্যভেতি শ্লেষ্ম (সিদ্ধাভিভ্যন্ত। ৫১৮৭)

ইতি লচ্। ১ শ্লেষ্মযুক্ত। (অমর) (পুং) ২ বৃকবিশেষ,
বহবার বৃক। (শব্দচ°)

শ্লেষ্মালফল (পুং) বহবার বৃক। (বৈভকনি°)

শ্লেষ্মাবৎ (ত্রি) শ্লেষ্মান-মতুপ মন্ত ব। শ্লেষ্মযুক্ত। শ্লেষ্মবিশিষ্ট।

শ্লেষ্মাবিসর্প (পুং) ককজন্ত বিসর্প। (মাধবনি°)

শ্লেষ্মাস্রাব (পুং) নেত্রসন্ধিগত রোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"শ্বেতং সাস্রং পিচ্ছিলং যঃ স্রবেত্তু

শ্লেষ্মাস্রাবোহসৌ বিকারপ্রদীষ্টে।" (ভাবপ্র° নেত্ররোগাধি)

এই রোগে নেত্রসন্ধিগত নাড়ী হইতে শ্বেতবর্ণ, গাঢ় ও
পিচ্ছিল স্রাব নির্গত হয়।

শ্লেষ্মাহ (পুং) শ্লেষ্মাণ হস্তীত হন-ড। ১ কটুকল বৃক। ২

পনস বৃক, কাঠাল গাছ। (বৈভকনি°) (ত্রি) ৩ কফনাশক।

শ্লেষ্মাহস্ত্রী (জী) দেবদালী লতা, চলিত দেয়াতড়া। (বৈভকনি)

শ্লেষ্মাট (পুং) শেলুবৃক, চালিতা। (রত্নমালা)

শ্লেষ্মাত (পুং) শ্লেষ্মাণমতীতি অত-অচ্। শ্লেষ্মাতক বৃক।

শ্লেষ্মাতক (পুং) শ্লেষ্মাত এব বার্ধক্য কন্। বহবারক বৃক।

চালতা গাছ। মহুতে লিখিত আছে যে, এই বৃক বিলাতি-
গণ ভোজন করিবে না।

"বর্জয়েৎ মধু মাংসঞ্চ ভোমানি কবকানি চ।

ভূষণং শিগ্রুকঠৈব শ্লেষ্মাতকফলানি চ॥" (মহু ৩১৪)

শ্লেষ্মাতকময় (ত্রি) শ্লেষ্মাতক মদুপ।

শ্লেষ্মাস্তক (পুং) শ্লেষ্মাণ শ্বেতবনজনিতককেন অন্তর্যতি নাশর-
তীতি অন্ত-নিচ-বৃল। বৃকবিশেষ, বহবার, চলিত চালতা,
পর্যায়—পিচ্ছিল, বিজকুণ্ডলিত, শেলু, শীতকল, শীত, শাকট,
কর্করারক, ভূতঙ্গম, গজপল। গুণ—কটু, হিমা, মধুর, কষায়,
বাত্ত, পাচন, ক্রমি ও শূলহর, আম, অজমোষ, মলমোষ, ত্রণপীড়া
ও বিস্ফোট শাস্তিকারক। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশমতে বিষ্টী, কক, শিত, কক ও অসনাশক।
 পক্ষপল্লব—মধুর, স্নিগ্ধ, স্নেহবর্ধক, শীতল ও শুষ্ক। (ভাবপ্রা)
 স্নেহাভিম্বাদ (পুং) নেত্রের সকল স্থানগত রোগবিশেষ,
 ইহার লক্ষণ—এই নেত্ররোগে চক্ষু শুষ্ক, শোথ ও কণ্ডুযুক্ত,
 স্নিগ্ধ ও শীতল হয় এবং চক্ষু হইতে বারংবার পিচ্ছিল স্রাব নির্গত
 হইয়া থাকে। এই রোগ হইলে উক্তক্রিয়া দ্বারা সুখাত্তভ হয়।
 (ভাবপ্রা রোগাধি)

স্নেহোদ্রণ (জি) ১ স্নেহাধিকা। (বাতটচি° ৭ অ°) (পূঃ) ২ সন্নি-
পাত জরভেদ। ইহার লক্ষণ—এই জরে সন্নিপাতের সকল
লক্ষণ এবং শরীরের জড়তা, গদগদবাক্য, রাত্রিতে নিদ্রা, চক্ষুর
তরুতা, এবং মুখে মধুরতা প্রভৃতি প্রকাশ পায়।

(ଡାବଞ୍ଚୁ ଅରରୋଗାଧି) [ଅରଶକ ମେଧ]

শ্লেষ্মিক (ত্রি) শ্লেষণ: শমনং কোপনং বা শ্লেয়ন (বাতর্পিত-
 শ্লেষ্যতা: শর্মকোপনয়োঃ। পা ৫।১।৬৮) ইত্যন্ত বাস্তিকোক্তা।
 ঠঞ। ১ কফশমন, শ্লেয়নাশক। ২ কফকোপন, কফবর্জক। ৩
 শ্লেয়োত্তব। ৪ শ্লেয়সঞ্চকারী।

“চিকিৎসা প্রবিভাগীয়ে বাতাভিষ্যন্দবারগঃ ।

পৈত্তিকস্ত শ্লেষ্মিকস্ত রোধিরস্ত তথৈব চ ॥" (সুশ্রুত ১৩)

শৈথিল্যকରକ୍ତপিত্ত (କ୍ଳୀ) ବ୍ୟକ୍ତିରକ୍ତ ପିତ୍ତରୋଗ ।

[রক্তপিত্ত শব্দ দেখ]

শ্রেণিকী (জী) স্নেহজন্তু যোনিব্যাপদ, স্নেহজন্তু যোনিরোগ।
স্নেহলা যোনিরোগ। [যোনিরোগ দেখ]

শ্লোক, ১ বর্জন। ২ সর্জন। ৩ সংহতি, গ্রহণ, গ্রহণস্থিতিয়াপার, হ্রস্বোবিশিষ্টবাক্য রচনা। ভাদি° আত্মনে° অক° সক° পেট। লট্-
শ্লোকতে। লিট্-শ্লোকে, লুট্-শ্লোকিতা, লুঙ্-অশ্লোকিষ্ট গিচ্-
শ্লোকয়তি, লুঙ্-অশ্লোকৎ।

শ্লোক (পূঃ) শ্লোকেতে ইতি শ্লোক সংঘাতে বঞ্ । ১ পঙ্ক,
কবিতা, ছন্দোবিশিষ্টকাব্য, পঙ্ক্তের শ্লোকনাম হইবার কারণ
নামানুশ্রেণে এইরূপ লিখিত আছে যে, একদা একব্যাপ্ত মিথুনদ্বয়ে
নিযুক্ত ক্রোঞ্চ-মিথুনের মধ্যে পূঃ ক্রোঞ্চকে নিহত করিলে
ক্রোঞ্চী অতি কাতরা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল, বান্দ্যকি
তাহাকে করুণভাবে বোদন করিতে দেখিয়া তিনি দয়াপ্রযুক্ত
এই কার্য অতি গর্হিত-বিবেচনা করিয়া তাহাকে আপ প্রদান
করিলেন যে, যে নিবাদ! যে হেতু এই ক্রোঞ্চমিথুন মধ্যে কাম-
মোহিত ক্রোঞ্চকে বধ করিয়াছিস, অতএব তুই চিরকাল অতিষ্ঠা
লাভ করিতে পারিবি না। অনন্তর এই কথা বলিবামাত্র বান্দ্য-
কির ক্রমে এইরূপ চিন্তা উদয় হইল, আমি এই পক্ষীর শোকে
কাতর হইয়া ইহা কি বলিলাম। পরে তিনি চিন্তা করিয়া শব্দকে
কহিলেন, এই চতুঃপদ বন্ধ, অতিপাদে সমানাক্ষর, বীণালয়

সম্বিত্ত বাণ্য শোক সময়ে আমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে,
অতএব ইহা শ্লোকই হউক।

“মা নিবাদ প্রতিষ্ঠাং স্বয়ংগম্য: শাস্ত্রতী: সমা: ।

४९ क्रोशमिधुनादेकमवधीः काममोहितम् ॥

তাহেদঃ ক্রবতশিক্ষা বহুব কদি বীক্ষতঃ ।

শোকার্তেনাত্ত নকুনে: কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া ॥

চিন্তয়ন্ স মহাপ্রাজ্ঞচকার মতিমান্ মতিং ।

शिवायैवास्त्वहीवाक्यमिदं न मुनिपूजयः ॥

পাদবোদ্ধাকরসমুদ্রীলমসম্বিতঃ ।

শোকাক্ত প্রবৃত্তি মে মোকো ভবতু নান্তথা ।”

(ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ୨୧୨-୧୫-୧୮)

শোক হইতে হইয়াছে বলিয়া পণ্ডের নাম শ্লোক হইয়াছে।
তদবধি ছন্দোবদ্ধ বাক্য মাত্রই শ্লোক বলিয়া অভিহিত হয়। ২
স্থখ্যাতি। ৩ প্রসিদ্ধি। ৪ বশঃ, কীৰ্ত্তি। ৫ বাক্য। (নিবন্ধ ১১১৪)
ঐ-শ্রবণে 'ইন ভীকাপাশল্যামিত্যভাঃ কন্' ইতি কন্ প্রত্যয়ো
বাহুল্যকাদ্ ভবতি গুণঃ, কপিলকামিত্যভ্রং। সংহৃত্তো কবিত্তিঃ
শ্লোকঃ' (টীকা) ৬ ত্বতি। (ঋক ৯৭.৩৬)

শ্লোককৃত (ত্রি) শ্লোকঃ কয়েতি ক-কিপ্তৃক্ চ । শ্লোক
কারক, শ্লোকরচয়িতা ।

শ্লোকগোতম (পং) গোতমশ্লোক শ্লোক।

শ্লোকত্ব (ক্লী) শ্লোকস্ত ভাবঃ স । শ্লোকের ভাব বা ধর্ম ।

শ্রো কয়ন্ত্র (ত্রি) স্তুতিনিয়মন। "শ্রোকয়ন্ত্রাসো রভসস্ত মন্তবঃ"
(ঐক ৯৭৩৬) শ্রোকয়ন্ত্রাসঃ শ্রোঃ স্তুতয়ঃ স্তুতিনিয়মনাঃ'।

শ্লোকবার্ত্তিক (ক୍ରী) কুমারিল রচিত সংক্ষিপ্ত মীমাংসা বার্ত্তিক ।

শ্লোকিন (ত্রি) শব্দযুক্ত । (অঙ্ক ৮.৮২।৮)

শ্লোক (৩) শ্লোকভব, বৈদিক মণ্ডভব বা যশোভব ।

“ক্ষমায় চ নমঃ শ্লোকায়” (শুক্রবজ্ ১৬৩৩) শ্লোকায়
শ্লোকাঃ বৈদিকমন্ত্রাঃ যশো বা তত্র ভবঃ শ্লোক্যন্ত্যৈ নমঃ (গহীধং)

শ্রোণ, ১ সংবাত। ২ রাশীকরণ। ভূদিং পরমৈ সকং সেট্,
লট্ শ্রোণতি। শুশ্রোণ। লুঙ্ অশ্রোণীৎ। গিচ্ শ্রোণয়তি,
লুঙ্ অশ্রোণৎ।

শ্লোগ (ক্লী) ১ অকস্মীন । ২ স্বগন্দোষ । (তৈত্তি'ত্রা° ৩৯।১৭।২)

স্থ:কাল (পুং) পরদিন, আগামী কাল্য। (ভারত আদিপর্ব)

ধঃশ্রেয়স্ (ক্লী) ঋ আগামিকালে শ্রেয়ো যজ্ঞ (খসো বসীয়ঃ
 শ্রেয়সঃ। পা ৫।৪।৮০) ইতি অচ্। কল্যাণ, শুভ।

“यः श्रेयसमवाप्सि ब्राह्मणं प्रत्याभाति सा ।” (तु ४।५८)

২ পরমায়া। ৩ শব্দ। (মেনিনী) (কিত্তি) ৪ কল্যাণযুক্ত।
 স্বক, সর্পণ, গতি। জ্বলি আয়নে সর্ক সেট। এই বাতু ইনিৎ।
 লট স্বকতে। লট স্বকিত্ত। লট্ অস্বকিষ্ট।

খকিকিন্ (জি) ১ সাকস। ২ ঐক্যজালিক।

খকীড়িন্ (জি) খতি: কীড়তি কীড়-ইনি। কুকুরের দ্বারা
কীড়াকারী, কীড়ার জন্য বাহার-কুকুর পোড়ে।

“খকীড়ী খেনজীবী চ কস্তাবক এব চ।

হিংস্রো বৃষলবৃশ্চি গণানাকৈব যাজকঃ ॥” (ময় ৩১৬৪)

‘খতি: কীড়তি খকীড়ী, কীড়ার্থে গুনো বিভতি’ (মেধাতিথি)

খগণ (পুং) গুনাং গণঃ। কুকুরসমূহ।

খগণিক (ত্রি) কুকুরসমূহ সম্বন্ধীয়।

খগণিন্ (ত্রি) বাধ, কুকুরের দ্বারা স্বীকারকারী। (রঘু ৯৫০)

খগ্রহ (পুং) বাগগ্রহবিশেষ। এই গ্রহ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে
বালকের কপ্প, রোমহর্ষ, বেদ, নিম্নলিখিত চক্ষু, বহিরায়াম ধু-
তন্ত, জিহ্বাদংশন, অস্ত্র ও কঠ কুজন, অতিশয় স্পন্দন, গাত্র
বিঠার গন্ধ এবং কুকুরের দ্বায় ক্রন্দন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

খস্বিন্ (পুং) কিতব, চলিত জুরাচোর।

“খস্বরী বিচিনোতি কলে” (ঋক ১০৪২৯)

‘খরী কিতব: কৃতং কৃতসময়ঃ প্রতিকিতবঃ কিতবানং মধ্যে
বিচিনোতি পরীক্ষা গুহ্যতি’ (সায়ণ)

খস্ক, গমন। ভাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ খস্কতে। লিট্
শখস্কে। লুট্ খস্কিতা। লুঙ্ অখস্কিষ্ট।

খস্ক, গমন। ভাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ খস্কতি। লিট্
শখস্কে। লুট্ খস্কিতা। লুঙ্ অখস্কিষ্ট।

খস্চ্, গমন। ভাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ খস্চ্তে। লিট্
শখস্চে। লুট্ খস্কিতা। লুঙ্ অখস্কিষ্ট।

খস্ক্র (ক্রী) শাকুনভেদ, যদি ব্যাকালে কুকুরের গতিবিধি ও
কাণ্যকলাপ দেখিয়া গমনকারীর শুভাশুভ নির্ণয় করা যায় তাহা
হটলে তাহাকে শাকুন বা খস্ক্র বলে। (বৃহৎ সংহিতা ৮৯ অঃ)

খাচিল্লী (ক্রী) কুকুরচিল্লী স্ত্রুণ, চলিত কুকুরশেকো। (বৈজ্ঞানিক)

খজ্, গমন, ভাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ খজতে। লিট্
শখজে। লুট্ খজিতা। লুঙ্ অখজিষ্ট।

খজাবনী (ক্রী) কুকুরজন ডক্ষণকারী। (কাত্যায়নশ্রো°)

খজীবন (ত্রি) কুকুর পালনদ্বারা প্রাণনক্ষাকারক।

খজীবিকা (ক্রী) খজুতি, কুকুরের দ্বায় পরের দাগ বৃতি।

খক (খচি) গতি। ভাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ খকতে।
লিট্ শখকে। লুট্ খকিতা। লুঙ্ অখকিষ্ট। কক্ষণি খক্যতে।

“উচ্চকষ নিম বর্জমানঃ” (ঋক ১০১৪২৬)

‘স খং বর্জমানঃ সন্ উচ্চকষ বনে উদগচ্ছ খচি গভে’

ভৌবাদিকঃ ইবিখাম্।’ (সায়ণ)

খঞ্জ, গতি। ভাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ খঞ্জে। লিট্
শখঞ্জে। লুট্ খঞ্জিতা। লুঙ্ অখঞ্জিষ্ট।

খঠ, ১ গতি। ২ সংকৃত। ৩ অসংকৃত। চুরা° পরস্মৈ° সক° সেট্।

লট্ খঠরতি। লিট্ শখঠ। লুট্ খঠরিতা। লুঙ্ অখঠরীৎ।

খঠ, ১ চুরাক্য প্রয়োগ। (রমানাথ) ২ সমাগ্ ভাবণ।° অন্ত
চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ খঠরতি।

খষ্ঠ, (খঠি) ষষ্ঠ ধাত্বর্থ। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্
খষ্ঠরতি। লিট্ শখষ্ঠ। লুট্ খষ্ঠরিতা। লুঙ্ অখষ্ঠরীৎ।

খদংষ্ট্রক (পুং) গুনো দংষ্ট্রেব কণ্টকোহত। গোক্ষুর। (রাজনি°)

খদংষ্ট্রী (ক্রী) গুনো দংষ্ট্রেব কণ্টকাবৃত্তাৎ। গোক্ষুরক।

খদন্তু (পুং) কুকুরের দন্তের দ্বায় হুচল দন্ত, শৌবন দন্ত।

খদায়িত (ত্রি) ১ কুকুরী। ২ অস্থি। (হেম)

খদাত (প) কুকুরের চর্ম।

খধূর্ত (পুং) গুনি ধূর্ত তথকথ্যঃ। শৃগাল। (শব্দরত্না°)

খন্ (পুং) খয়তি গচ্ছতি খি-কিনি (খন্ উক্ণ পুয়স্মিতি। উণ্
১১৫৮) কুকুর। পধ্যায়—কুকুর, ভবক, গুনক, মৃগদংশক,
কোলেয়ক, রক্তিদেব, সারসেন, রতত্রণ, কুকুর, দৌষদ্রত, খান,
গ্রাম-মৃগ, বক্রপুচ্ছ, শয়ালু, শরৎকানী, অরতএপ, অলক,
অলরুক। মৃগয়াকুশল কুকুর বিশ্বকক্ৰ নামে অভিহিত হয়।

খনক (পুং) কুকুর। (পধ্যায়মুক্তা°)

খনিন্ (ত্রি) খগণী, বাহার কুকুর লইয়া শীকার করে।

“নমঃ খনিভ্যো মৃগযুভাশ্চ বো নমঃ” (গুপ্ত বজ্রঃ ১৩২৭)

‘গুনো নয়ন্তি তে খন্তঃ খকঠবন্ধরজ্জুধারকাঃ খগণিনঃ নয়তে
হুং খ আধঃ তেভ্যো নমঃ’ (মহাধর)

খনিশ [শা] (ক্রী ক্রী) গুনাং নিশা “অরাসেনাচ্চায়াশালা-
দ্বিয়ারাক” ইতি লিঙ্গাঙ্কশাসনহুত্রেণ অথবা বিভায়া সেনাঅরাসেনা
শালা নিশানং (পা ২৪২৫) ইতি বিভায়া ক্রীবৎ। মন্ত কুকুর
নিশা, অর্থাৎ যে রাজিতে কুকুর সকল মন্ত হইয়া চীৎকার করে।

‘যন্তাং মন্তা নিশা খানঃ খনিশা খনিশা চ সা।’ (জটধর)

খষৎ (ত্রি) অপ্সরোভেদ। (অথর্ব ১১১১৫)

খপ (ত্রি) কুকুরপালনকারী। (হরিবংশ)

খপচ্ (পুং) খানং পচতীতি পচ-কিপ্। চণ্ডাল।

“নিখানঃ খপচঃ খপক্” (ভট্টরত্নতত্ত্ব বোপালিত)

খপচ (পুং) খানং পচতীতি পচ-অচ্। চণ্ডালভেদ। ইহাবা
সাত প্রকার অন্ত্যাবসারীর অন্ততম।

“চণ্ডালঃ খপচঃ কস্তা যতো বৈদেহকস্তথা।

নাগধারোগবো চৈব সপ্তেভেহন্ত্যাবসারিনঃ ॥”

এই জাতি লজ্জাবিহীন, গ্রামের বহির্ভাগে ইহাদের বাস,
ধনের মধ্যে কুকুর, গর্দভ প্রভৃতি, শবদেহোদ্ভুক্ত বস্ত্রাদি পরিধেয়,
তর ভাণ্ডাদি পানভোজনের পাত্র, অলঙ্কার কক্ষবর্ণ লৌহ,
সর্বদা বেশান্তরে এমনপূর্বক অরতিকাই একমাত্র উপ-

জীবিকা; রাজাস্থান ক্রমে কার্যব্যবস্থে দিবাতাগে কৃত-
চিহ্নিতব্যবহার ঐমাত্রিক্তরে বিচরণ করিতে পারে; কিন্তু রাজিকালে
গ্রাম বা নগরে ইহাদের প্রবেশ নিষেধ। রাজাজ্ঞার বধ্য ব্যক্তিকে
বধ করিয়া এবং বহুবাহুবীন মৃত ব্যক্তির সংকার করিয়া
তাহাদের দাবতীর বস্ত্রালঙ্কার ও শয্যা ইহারা শাস্ত্রানুক্রমে
লইয়া থাকে। সমশ্রেণী লোকের সহিত ইহাদের সামাজিক
আচারব্যবহার ও বিবাহাদি কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ধর্ম্মচারী
ব্যক্তি কখনই ইহাদের সহিত কোনরূপ অঙ্গীকার বন্ধ হইবে না
এবং ইচ্ছা করিয়া ইহাদের অঙ্গানীর গ্রহণ করিবে না, করিলে
তাহার চাস্ত্রাণ অথবা তপ্তকুঙ্কু ত্রাতবলখন পূর্বক প্রায়শ্চিত্ত
করিতে হইবে।

“অন্ত্যাবসান্নামন্নমসীদ্যদ্যন্ত কামতঃ।

স তু চাস্ত্রায়ণং কুর্ধ্যৎ তপ্তকুঙ্কু মথাপি বা ॥

ন তৈঃ সময়মসিচ্ছেৎ পুরুষো ধর্ম্মাচরন।” (অঙ্গিরা)

স্বপাচতা (স্ত্রী) স্বপচের ভাব, চণ্ডালতা।

স্বপতি (পুং) ক্রিাতবেশধারী রুদ্রের অমুচর।

“নমঃ স্বভ্যঃ স্বপতিভ্যশ্চ” (শুক্ল যজুঃ ১৬২৮)

“স্বপতয়ঃ ক্রিাতবেশস্ত রুদ্রত্মমুচরাঃ” (মহীধর)

স্বপদ (পুং) শুভঃ পাদ ইব পাদো যত। বৃক, শৃগাল প্রভৃতি
দুষ্ট অরণ্য জন্তু। “বায়ঃ স্বপদামিব” (অথর্ব ৮।৪।১১)

‘স্বপদঃ বৃকশৃগালাভা অরণ্যদুষ্টমৃগাঃ তেষাং মধ্যে
বায়ঃ ইব’ (সারণ)

স্বপদ (স্ত্রী) শুভঃ পদম্। কুকুরের পদ। মনুতে লিখিত আছে
যে, চৌধাবৃত্তিপরায়ণ লোকের ললাটদেশে রাজাজ্ঞাসারে তপ্ত
লৌহশলাকা দ্বারা কুকুরের পদচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিতে হয়।

“গুরুতরে ভগঃ কার্যঃ সুরাপানে সুরাধ্বজঃ।

স্তেয়ে চ স্বপদং কার্যং ব্রহ্মহণ্যশিরাঃ পূমান্ ॥” (মনু ৯।২৩৭)

স্বপাক (পুং) শুভঃ পাকঃ কার্যক্ষেণ যত। চণ্ডাল, ব্যাধ।

মনুতে উল্লিখিত হইয়াছে, এই জাতি ক্ষত হইতে উগ্রার
গর্ভে উৎপন্ন। শূদ্র কর্তৃক ক্ষত্রিয়ার জাতপুত্র ক্ষত্যা এবং ক্ষত্রিয়ার
কর্তৃক শূদ্রার উদ্ধৃতা কস্তা উগ্রা বলিয়া অভিহিত হয়।

(মনু ১০।১২ কুল্লক)

রজস্বলা স্ত্রী বেঙ্কার ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে নির্দিষ্ট দিন-
দিনাবসানে তিন দিন উপবাস করিয়া পঞ্চমব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধি
লাভ করিবে। আর যদি অজানিত অবস্থায় স্পর্শ করে, তাহা
হইলে প্রথম দিনে স্পর্শ করিলে তিন রাত্রি, দ্বিতীয় দিনে দুই
রাত্রি, তৃতীয় দিনে একরাত্রি উপবাস এবং চতুর্থ দিনে শুদ্ধিমানের
পূর্বক্ষেণে সংস্পর্শ ঘটিলে সেই দিন দিবাতাগে উপবাস করিয়া
রাত্রিতে হবিষ্যার ভোজন দ্বারা শুদ্ধিলাভার্থ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

স্বপাদ (পুং) স্বপদ শব্দার্থ। (রাজতরঙ্গ ৩।১০২)

স্বপুচ্ছ (পুং) ১ বৃত্তিক, বিহা। (স্ত্রী) স্বপুচ্ছা—২ পুষ্টিপণী,
চাকুলিয়া। (শৈবভকনিব°)

স্বফল (পুং) পুষ্টিপ্রদ ফলমত। ১ বীজপূর, গোড়ালেবু। ২
চূর্ণ, চলিত চূর্ণ।

স্বফল্ল (পুং) বৃক্ষপত্র, অক্রুরের পিতা, ইহার জীয় নাম
গান্ধিনী, স্বফল্ল হইতে এই গান্ধিনীর গর্ভেই অক্রুরের জন্ম
হয়। (বিষ্ণুপু°)

স্বভক্ষ (ত্রি) কুকুরমাংসভক্ষণকারী।

স্বভোর (পুং) শুভঃ কুকুরাৎ ভীক ভরশীলঃ। শৃগাল। (শব্দমালা)

স্বভোজন (স্ত্রী) কুকুরমাংস ভোজন।

স্বভ্র (স্ত্রী) স্বভ্রাতে যদিও স্বভ্র-বঞ্ কৰ্ণণ। ছিত্র, গর্ভ।

“পততো যত বৈ গর্ভে স্বপ্নে দ্বারং পিধীরতে।

ন চোত্তিষ্ঠতি বঃ স্বভ্রাৎ তদন্তং তত জীবিতম্ ॥”

(মার্কপু° ৪।২২)

স্বভ্রপতি (পুং) রসাতলপতি।

স্বভ্রবৃক্ষ (ত্রি) ১ গর্ভযুক্ত।

স্বভ্রবর্তী (স্ত্রী) নদীভেদ। (হরিবংশ)

স্বভ্রিত (ত্রি) গর্ভযুক্ত।

স্বমাংস (স্ত্রী) কুকুরের মাংস। এই মাংস ভক্ষণ শাস্ত্র বিবর্ত
হইলেও মনুতে উক্ত হইয়াছে, বামদেব স্বর্ষি সাতিশর স্তম্ভার্ত
হইয়া জীবন রক্ষার্থ স্বমাংস ভক্ষণ করেন এবং তাহাতে কোন
রূপ পাপে লিপ্ত হন নাই।

“স্বমাংসমিচ্ছারতোহন্তুং ধর্ম্মাধর্ম্মবিচক্ষণঃ।

প্রাণান্য পরিরক্ষার্থং বামদেবো ন লিপ্তবান্ ॥”

(মনু ১০।২৩)

স্বমুখ (ত্রি) জনপদভেদ।

স্বয়থ (পুং) ক্ষীত হওরা, ফুলিয়া উঠা।

স্বয়থু (পুং) স্বি-গতিবৃদ্ধোঃ (ট্‌স্বাদথুচ্‌। পা ৩।৩।৮৯) ইতি
অথুচ্‌। শোধ। (অমর)

স্বয়ন (স্ত্রী) ফুলিয়া উঠা।

স্বয়াতু (পুং) কুকুরদিগের দ্বারা হিংসাকারী অথবা তাহাদের
সহিত বিচরণকারী। ‘স্বযাতব্যঃ স্বতিঃ পরিকরভূতৈর্হিংসত্যঃ
স্বতিঃ সহ যাতো বা’ (অঙ্ক ৭।১০।৪২ সারণ)

স্বযীচী (স্ত্রী) স্বয়তীতি স্বি-গতিবৃদ্ধোঃ (স্বয়তে চিৎ‌। উণ্‌
৪।৭১) ইতি চিচি, বাহুলকাৎ চীব্‌। পীড়া।

স্বযুথ (স্ত্রী) কুকুরের দল।

স্বর্ভ, গতি। চুরাদি° পরস্মৈ° স্ক° সেট্‌। লট্‌ স্বর্ভতি। লিট্‌
স্বর্ভরাক্‌কার। লুট্‌, অশ্বর্ভৎ‌।

শুভ, বেগ। 'আদি' পরমৈ 'অক' সেট্। লট্ বসতি। লিট্
জগ্গাল। লঙ্ অশনীং।

শুলিহ্ (জি) কুকুরে মাছা লেহন করিয়াছে।

শুলেহ্ (জি) শুনা লেহে। কুকুর কর্তৃক লেহ।

"শুলেহ্ কৃপাঃ" (পা ২।১।৩৩)

শুল্, তাব, কখন, চুরাধি' পরমৈ 'সক' সেট্। লট্ বসতি।
লিট্ শঙ্করাককার, লঙ্ অশশকং।

শ্ববৎ (জি) শ্বন-মতৃপ, মতৃ লোপঃ মতৃপো মতৃ বঃ। ক্রীড়ার
অন্ত বাহারা কুকুর গোবণ করে। মতৃতে লিখিত আছে যে
ইহাদের গৃহে অন্ন ভোজন করিতে নাই।

"শ্ববতঃ শৌণ্ডিকাঞ্চ চেলনির্দেশকত্ব চ।

রজকত্ব নৃশংসত্ব বস্ত্র চোপপতিগৃহে ॥" (মহু ৪।২।১৬)

• 'আখোটকাতর্থঃ শুনঃ শোবকাণাং শ্ববতঃ' (হুনুক)

শ্ববিষ্ঠা (জী) শুনো বিষ্ঠা। কুকুরের বিষ্ঠা।

"ভোজনাত্যজনাৎনাৎ যদন্তং কুকুরে তিলৈঃ।

কুমিত্তঃ শ্ববিষ্ঠায়াং পিত্তিঃ সহ মজ্জতি ॥" (মহু ১।০।২১)

যদি কেহ ভোজন, মর্দন এবং দান ব্যতীত তিল বিক্রয় করে,
তাহা হইলে তিনি পিতৃপুরুষদিগের সহিত ক্রমি হইয়া কুকুর-
বিষ্ঠায় নিমগ্ন হন। এই বিধি ব্রাহ্মণের পক্ষে বৃথিতে হইবে।

শ্ববৃত্তি (জী) শুনঃ কুকুরত্বের পরাধীন বৃত্তিঃ। সেবা, চলিত
চাকুরী, কুকুরের বৃত্তি।

"সত্যানুতত্ত্ব বাণিজ্যং তেন চৈবাশি জীব্যতে।

সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাত্তাং পরিবর্জয়েৎ ॥" (মহু ৪।৬)

বাণিজ্যের নাম সত্যানুত, বাণিজ্য করিতে হইলে সত্য ও
অনুত (মিথ্যা) এই দুইই থাকে, এই জন্ত উহার নাম সত্যা-
নুত। ব্রাহ্মণ এই সত্যানুতদ্বারা জীবিকা অর্জন করিবেন, তথাপি
সেবা বা চাকুরী করিবেন না, কারণ সেবা শ্ববৃত্তি নামে আখ্যাত।

শ্ববৃত্তিন্ (জি) শ্ববৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ভারকারী।

(বাজবল্ক্য ১।১৬৩)

শ্বব্যাত্ত্র (পুং) শুনো ব্যাত্ত্রঃ। হিংস্র পশু।

"শার্দূলঃ পুণ্ডরীকচ বীপী চাপ শৃগাদনঃ।

শ্বব্যাত্ত্রচ তরশ্চন্দ্র ব্যাড্চন্দ্র ষাপদঃ সমৌ ॥" (জটধর)

শ্বলীর্ষ (জি) কুকুরের মস্তকযুক্ত।

শ্বশুর (পুং) শু-আণ্ড-অন্ততে ব্যাপ্যতে ইতি অশ (শাব শেরা-
তো)। উপ্ ১।৪৫ ইতি উরন্। শু শকোহজাত শকাভিধারী,

আত ব্যাপ্যব্যঃ শ্বশুরঃ। পতিপত্নীর পিতা, পুরুষের পত্নীর পিতা
এবং ক্রীদিগের পতির পিতা। (অমর)

"অসারে খলু সংসারে সারঃ শ্বশুরমন্দিরঃ।

হিমালয়ে হরঃ শেতে হরিঃ শেতে মতোদধৌ ॥" (উভট)

২ পূজা। (মেধিনী)

শ্বশুরক (পুং) শ্বশুর বার্থে কন্। শ্বশুর।

শ্বশুরীয় (জি) শ্বশুরসম্বন্ধীয়।

শ্বশুর্য্য (পুং) শ্বশুরতাপতামিতি শ্বশুর (রাজশ্বশুরাদ্ বৎ। পা
৪।২।৭১) ইতি বৎ। ১ দেবর। ২ ভ্রাতৃক। ক্রীলোকের
দেবর এবং পুরুষের পক্ষে ভ্রাতৃক। (অমর)

"বদৌ বৈদেহদেশে চ রাজাং গোপালকায় নঃ।

সংসারহেতো নৃপতিঃ শ্বশুর্য্যারূপজ্ঞতে ॥"

(কথাসরিৎসাগর ১৯।৫৭)

শ্বশুর (জী) শ্বশুরত্ব পত্নী শ্বশুর (শ্বশুরত্বোকারলোপচ। পা
৪।১।৬৮) ইত্যন্ত বার্তিকোক্ত্যা টুঙ্ উকারলোপচ। পতি ও
পত্নীর প্রপু, পতি ও পত্নীর মাতা, ক্রীদিগের পতির মাতা, পুরুষের
পত্নীর মাতা, চলিত ইহাকে শ্বশুরী কহে।

বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে ধর্মরূপী ব্যাধ একদা জামাঙ্ক-
গৃহে গমন করিয়া (বেহাইকে) বলিয়াছিলেন যে, আমি পূজার্থে
কস্তা দান করিয়াছি, কিন্তু তোমার পত্নী আমার চুহিতাকে জীব-
ব্যতীর চুহিতা বলিয়া থাকে, সেই জন্ত অস্ত্র তোমার গৃহে কিরণ
সন্নাচার, দেবপূজা ও অতিথিসেবা প্রভৃতি দেখিতে আসিয়াছি,
কিন্তু তোমার গৃহে তাহার কিছুই দেখিলাম না, অতএব তোমার
গৃহে ভোজন করিব না, আমি জীবব্যতী ব্যাধ, যে কস্তার বিবাহ
দিয়াছি, ঐ কস্তা জীবব্যতীর কস্তা। অতএব আমি শাপ প্রদান
করিতেছি যে অস্ত্রাবধি শ্বশুর সহিত স্বেচ্ছায় কদাপি বিশ্বাস
থাকিবে না এবং স্বেচ্ছাও শ্বশুর জীবন অভিলাষ করিবে না।
শ্বসু, প্রাণন। 'আদি' পরমৈ 'অক' সেট্। লট্ বসতি।
লিঙ্ শ্বভাৎ। লঙ্ অশনীং, অশসৎ, অশসিতাং, অশসন্।

* "ধর্মব্যাধ উবাচ—

মম তে চুহিতা দস্তা পূজার্থে বরমর্ষিনী। ১

স চ স্বভাধ্যায়া প্রোক্তা চুহিতা ধর্মব্যতিনঃ।

অতোহধর্মানাগতোহহং তে পুং প্রতি সমীক্ষিতুং।

আচারং দেবপূজাঞ্চ অতিথীনাঞ্চ তর্পণং।

এতেনাসেকমপ্যত্র কুরুষসি ন দৃষ্টতে।

স্বদৃষ্টং গন্তমিচ্ছামি পিতৃণাং আকাম্যয়া।

য গৃহে নৈব ভূজ্যামি পিতৃণাং কাণামিচ্ছাত।

অহং ব্যাধো জীবব্যতী নতু তল্লোকহিংসকঃ।

সংজ্ঞতা জীবব্যতন্ত বহুচা স্বংজ্ঞতেন চ।

বরমবধক সংপ্রাপ্তং প্রারদিত্ত্বং তলোদনং।

এবমুক্ত। স কোথায় গন্তু। নারী তথা ধরে।

স চ বৃত্তিঃ সনং বদ। বিশ্বাসো ভবতু কতিং।

স চ স বা কন্যাতিং ভাৎ বা বজ্রং জীবতীসিমেৎ ॥"

(বরাহপুং আদি কৃত ব্রাহ্মনানুশাখা)

লিট্ শবাস। লুট্ শসিতা। লুট্ শসিবাতি। লুট্ অবসীৎ, অবসিটীৎ, অবসিবুঃ। সন্ শিখসিবাতি। বড়্ শাখততে। বড়্ লুৎ শাখতি। পিচ্ শাসরতি। লুট্ অনিখসৎ। আ+খস=আখাস। সাখনা। উৎ+খস=উচ্ছাস। নি, নিহ+খস=নিখাস। বি+খস=বিখাস।

খসুথ (পুং) ১ খনি, শব্দ। ২ বস্ত্রবৎ।

খসন (ক্ৰী) খস-লুট্। ১ খসিত। ২ নিখাস। ৩ ল্পর্শন।

“জ্ঞাপনং গন্ধং রসনেন বৈ রসঃ”

রূপক দৃষ্টা খসনং বটৈব।” (ভাগবত ২।২।২২)

(পুং) খসিতীতি খস-লুট্। ৪ বায়ু। ৫ মদনবৃক্ষ। খসতে হনেন করণে লুট্। ৬ বাহাঘারা খসগ্রহণ করা বায়, নাসিকা। (ভাগবত ১০।১৬।২৪)

খসনরক্ষ (ক্ৰী) খসনস্ত রক্ষঃ। নাসিকাবিবর।

“তসৌ খসন্ খসনরক্ষু বিবাবরীষ-

ত্বক্কেপোমু কথুখো হরিশীকমাণঃ।” (ভাগবত ১০।১৬।২৪)

‘খসনরক্ষু নাসাবিবরেষু বিবং যন্ত’ (স্বামী)

খসমান (জি) খস-মানচ্। যিনি নিখাসভ্যাগ করিতেছেন।

খসনাশন (পুং) খসনো বায়ুরশনং ভক্ষ্যং যন্ত। সর্প। (হারাবলী)

খসনেশ্বর (পুং) খসন ঈশ্বরো যন্ত। অর্জুনবৃক্ষ। (শব্দচ)

খসনোৎসুক (পুং) খসনার উৎসুকঃ। সর্প। (শব্দরত্না)

খসিত (ক্ৰী) খ-সক্ত। খাস।

‘খাসন্ত খসিতং সোহস্তমুখে উচ্ছাস আহর।

আনো বহির্মুখস্ত স্যামিঃখাসঃ পান এতনঃ।’ (হেম)

খসীবৎ (জি) খসনবৎ, খসনবিশিষ্ট, খাসপ্রখাসযুক্ত।

‘খসবান্ বৃষভো দমূনাঃ’ (ঋক্ ১।১৪।১০) ‘খসীবান্ খসনবান্।’

খস্নন (পুং) খস বাহুল্যকং উনন্। ক্ষতর বৃক্ষ, চলিত কুসুম-শোঁকা। (শব্দচ) পাঠান্তর খস্নত।

খস্তুন (জি) খশো ভবৎ খস্ (এবমোহ খসোহিত্ততরস্তাৎ। পা ৪।২।১০৫) ইতি ত্যভাভে টাট্যলৌ তুট্চ। ভবিষ্যদ্বদ্।

‘সায়ন্তনং খস্তুনং বা ন সংগৃহীত ভিক্ষুকঃ।

স্নিক্কা ইব সংগৃহ্নন্ সহ ভেন বিনস্ত্রাতি।’ (ভাগবত ৪।২।১০৫)

(ক্ৰী) ২ ভবিষ্যৎকাল। (রাজনি)

খস্তুনিক (জি) খস্তুন ধনযুক্ত, বাহাদের ধনাদি আগামী কল্য পর্ঘ্যস্ত বিস্তমান থাকে, তাহাকে খস্তুনিক বা শৌভন্তিক কহে।

‘জ্যৈহিকো বাপি ভবেদখস্তুনিক এব বা।’ (মহু ৪।৭)

‘শৌভবং খস্তুনং ভক্তং ভদ্রভাতীতি মতর্থাৎ ইকঃ’ (কুসুম)

খস্তু্য (জি) খৌ ভবমিতি খস্ (এবমোহাঃ খসোহিত্ততরস্তাৎ।

পা ৪।২।১০৫) ইতি তাপু। শৌভব যন্ত। (শব্দমালা)

খঃস্তত্যা (ক্ৰী) পরদিনে সোমভিব্যবের প্রসক্তি বা ভিন্নির্দিষ্ট সময়।

‘খঃস্থত্যায়াং পরেভ্যঃ সোমভিব্যবের প্রসক্তে সতি’

(ঐতরেয়ব্রা ২।১।৩ সারণ)

খঃস্তোত্রিয় (পুং) পরদিনে স্তবনীক, পরদিনে যে স্ততিপাঠ করিতে হইবে। (ঐতরেয়ব্রা ৬।৪।১)

খাকর্ণ (পুং) গুনঃ কর্ণঃ। নস্য লোপঃ (অভ্যেবামপি দৃষ্টতে। পা ৬।৩।৩৭) ইতি দীর্ঘঃ। কুরুরের কর্ণ।

খাগণিক (জি) খগণেন চরতি যঃ (খগণাৎ ঠঞ্চ। পা ৪।৪।১১) ইতি ঠঞ্। খগণ দ্বারা বিচরণকারী, ব্যাধ, বাহারা কুকুর লইয়া শিকারাদি করে। খগণিক পক্ষ৩ হয়।

খাগ্র (ক্ৰী) কুকুরের অগ্রভাগ।

খাত্রে (জি) শীত পরিণত, আতু জীর্ণ। ‘খাত্রাঃ শীতা ভবত’ (শুক্রবক্ ৪।১২) ‘খাত্রাঃ ক্ষিপ্ৰগমিণামাঃ শীর্ঘাং জীর্ণা ভবত, খাত্র-মিতি ক্ষিপ্ৰনামাতু অন্তনং ভবতীতি বাতঃ’ (বেদবীণ)

খাত্রেভাজ্ (জি) ধনভাজ্, ধনী। (ঋক্ ৮।৪।৭)

খাত্র্য (জি) ১ ক্ষিপ্ৰগমনাহ, শীত গমনযোগ্য। ২ স্রাবহ সোম।

‘মধোমধু খাত্র্য সোমশাসির’ (ঋক্ ১০।৪২।১০) ‘খাত্র্য

খাত্র্যমিতি ক্ষিপ্ৰনাম ক্ষিপ্ৰগমনাহং, যদা খাত্র্যং স্রাবহঃ

সোমং’ (সারণ)

খাদ (পুং) খপচ, চাণ্ডাল।

‘খাদোহপি সত্যাঃ সর্বনায় কল্পতে

কৃতঃ পুনস্তে ভগবন্ দর্শনাৎ।’ (ভাগবত ৩।৩৫।৬)

‘খানমতীতি খাদঃ খপচঃ’ (স্বামী)

খাদংষ্ট্রা (ক্ৰী) তনো দংষ্ট্রা নস্য লোপঃ দৃষ্টতে ইতি দীর্ঘঃ। খদংষ্ট্রা, কুকুরের দাঁত।

খাদংষ্ট্রি (পুং) খদংষ্ট্রের অপভ্রাত।

খাদন্ত (পুং) তনো দন্ত ইব দন্তোযস্য। (তনোদন্তদংষ্ট্রেতি। পা ৬।৪।১৩৭) ইত্যস্য বাতিকোক্ত্যা দীর্ঘঃ। কুকুর দশন, কুকুরের দন্তের তার দন্তবিশিষ্ট।

খান (পুং) খা এব খন্ স্বার্থে অণ্। ১ কুকুর। (শব্দরত্না) গুনাং সমূহঃ খণ্ডিকাদিত্যমঞ্। ২ (ক্ৰী) ২ কুকুর সমূহ।

খানচিল্লিকা (ক্ৰী) খানপ্রিয়া চিল্লিকা। গুনকচিল্লী। (রাজনি)

খানী (ক্ৰী) খান স্ত্রিয়াং জীঘ্। কুকুরী। (শব্দরত্না)

খাস্ত (জি) ১ প্রবৃদ্ধ। ২ শাস্ত।

‘খাস্তস্ত কস্তচিৎ পরয়েঃ’ (ঋক্ ১০।৬।২১)

‘খাস্তস্য প্রবৃদ্ধস্য শাস্তস্য বা’ (সারণ)

খাপাদ (পুং) গুন ইব পদং যন্ত (তনো দন্তদংষ্ট্রাকর্ণ কুলবরাহ-পৃচ্ছপদেষু। পা ৬।৪।১৩৭) ইত্যস্ত বাতিকোক্ত্যা দীর্ঘঃ। ১ হিংস্র পশু। (হেম) ২ ব্যাঘ্র। (শব্দরত্না)

খাপাকক (জি) খপাকেন কৃতঃ খপাক (কুলালাদিভ্যো বুঞ্।

পা ৪৩১১৮) ইতি বুঞ্। ষপাক কর্তৃক কৃত, চণ্ডাল কর্তৃক
বাহ্য কৃত হইরাছে।

শ্বাপুচ্ছ (স্ত্রী) তনুঃ পুচ্ছঃ, তনো দন্তদংষ্ট্রীতি বীৰ্যঃ। ষপুচ্ছ,
কুসুমের লেজ।

শ্বাফঙ্ক (পুং) ষফকত গোত্রাপত্যঃ ষফক (ষফাকবৃকিফুক-
ত্যন্ত। পা ৪৩১১১) ইতি অপত্যার্থে অণ্। ষফকের গোত্রাপত্য।

শ্বাফক্কি (পুং) ষফক-ইঞ্। ষফকের পুত্র অক্রূর।

“রামেন সর্দ্ধিঃ মধুমাং প্রবীতে

শ্বাক্ষিনা ময়ামুরক্তচিহ্নাঃ।” (ভাগবত ১১।১২।১০)

শ্বাযুধিক (ত্রি) ষযুধস্বকীয়।

শ্বাবরাহ (পুং) ষা চ বরাহশ্চ ততো নত্ লোণঃ (অন্তেষামপি
দৃশ্যতে। পা ৪৩১০৭) ইতি বীৰ্যঃ। কুকুর ও বরাহ।

শ্বাবরাহিকা (স্ত্রী) কুকুর ও বরাহের দ্বন্দ্ব।

শ্বাবিধ্ (পুং) ষ্মানং বিধ্যতীতি ব্যধ-কিপ্ (নহিবৃতীতি। পা
৪৩১১০) ইতি বীৰ্যঃ। শলা, চলিত সজার, ইহা পক্ষনখী
মধ্যে, হস্তরাং ইহার মাংস ভক্ষণীয়।

“শ্বাবিধং শল্যকং গোধাং খড়্গকূর্ণশখাংতথা।

ভক্ষ্যান্ পক্ষনখেদ্যহস্তরুদ্রাংষ্টকভতো দন্তঃ।” (মহু ৪।১৮)

শ্বাশুর (ত্রি) ষশুর-অণ্। ষশুর স্বকীয়।

শ্বাশুরি (পুং) ষশুরতাপত্যঃ ষশুর (অত ইঞ্। পা ৪৩১১৫)
ইতি ইঞ্। ষশুরের অপত্য, পুরুষের ভ্রাতৃক, স্ত্রীলোকের
দেবর।

শ্বাশুর্য্য (পুং) ষশুরের অপত্য, ভ্রাতৃক, দেবর।

শ্বাশ্ব (পুং) ষা কুকুরঃ অথ ইব বাহনং বস্য কুকুরবাহনম্বাং।
ভৈরব। ভৈরবের বাহন কুকুর।

শ্বাস (পুং) ষসিত্যনেনেতি ষস-বঞ্ করণে। ষস ষসিতীতি
ষস-ণ (ভাষ্যার্থেতি। পা ৪৩১৩৪১) ১ ষসিত, নিশ্বাস, নাসাগত
বায়ু। ২ প্রাণবায়ু। পর্যায়—প্রাণ। (রাজসি) ৩ রোগ
বিশেষ, চলিত হাপানি। এই রোগ মহাপাতক ও উপপাতক
এই উভয়বিধ পাপকর্ম হইতে জন্মে; তন্মধ্যে রোগের অত্যধিক
প্রাবল্য হইলেই মহাপাতকজ এবং তরপেক্ষা হীনবল হইলে
তাহাকে উপপাতকজ বলিয়া জানিতে হইবে; কেন না এই
রোগকে শুদ্ধিত্বেনারদ বচনামুসারে মহাপাতকাত্তর্গত এবং মল-
মাসভেদ উপপাতকাত্তর্গত বলিয়া উক্ত করা হইরাছে।

“উদ্বাহশ্চ তচাং দোষো রাজযশ্মাশ্রী তথা।

শ্বাসশ্চ মধুমেহো ষাবরী পাপসংজ্ঞকঃ।” (নারদ)

“জলোদরযক্ণঃপ্রীহশূলরোগপ্রণাণি চ।

শ্বাসাজীর্ণজরচ্ছিভ্রমমোহগলগ্রাহাঃ।

রক্তাকৃদ্বিসপীড়া উপপাপোত্তরা গদাঃ।” (মহাভারত)

আহুর্কোমোক্ত নিদান—যে সকল দ্রব্য ভোজন করিলে উপ-
যুক্তসময়ে তাহা পরিপাক না হইয়া তৎকভাবে উদর মধ্যে অবস্থান
করে অথবা যে সকল দ্রব্য ভোজনে বন্ধঃস্থল ও কঠিনালীতে
জালা উপস্থিত হয়, সেই সকল দ্রব্য এবং গুরুপাক, কক্ষ, কফ-
জনক ও শীতল দ্রব্য ভোজন, শীতল স্থানে বাস, নাসিকাপথে
ধূম ও ধূনির প্রবেশ, আতপ ও প্রবল বায়ুর সেবন, বন্ধঃস্থলে
আঘাত লাগিতে পারে এরূপ ব্যায়াম, অধিক ভ্রমবহন, পথ-
পর্যটন, মলমূত্রাধির বেগধারণ, অনশন এবং কক্ষতাকারক
কাষ্ঠাদি দ্বারা শ্বাস ও হিকা রোগের উৎপত্তি হয়।

সম্প্রাপ্তি ও পূর্বরূপ—উক্ত কারণে প্রকৃপিত বায়ু কক্ষের
সহিত মিলিত হইয়া বধন প্রাণ ও উদান বায়ুদ্বারা স্রোতঃসমূহকে
বন্ধ করে এবং যদি কক্ষ কর্তৃক অবরুদ্ধ ওস্তজ্জন্ত বিমার্গগত বায়ু
সতত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকে, তাহা হইলে সেই সময়
শ্বাসরোগ উপস্থিত হয়; এই রোগ প্রকাশিত হইবার পূর্বে
বন্ধঃস্থলে বেদনা, উদরাশ্মান, শূল, মলমূত্রের অন্ন নির্গম বা
একেবারেই রোধ, মুখের বিরসতা, মস্তকে বা ললাটে বেদনা
প্রভৃতি পূর্ব লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

কুড়, তমক, ছিন্ন, উর্দ্ধ ও মহাশ্বাস ভেদে এই রোগ পাঁচ
প্রকার। নিম্নে যথাক্রমে তাহাদের যথার্থ বিবরণ বিবৃত
হইতেছে,—

কুড়শ্বাস—কক্ষদ্রব্য সেবন ও অধিক পরিশ্রম জন্ম অর্থাৎ সচ-
রাচর যেমন নৌড়াঘোড়ি বা কঠিন পরিশ্রমের পর যেমন হাপানি
হইয়া থাকে, তাহাকে কুড়শ্বাস কহে। ইহা দীর্ঘকালস্থায়ী বা
বিশেষ কষ্টদায়ক অথবা কোনরূপ প্রাণনাশক নহে।

তমক শ্বাস—যখন বায়ু উর্দ্ধগত স্রোতঃসমূহে অবস্থিত হইয়া
শ্লেষ্মাকে তরল করে এবং শ্লেষ্মা দ্বারা নিজেও বন্ধগতি হয়, সেই
সময়ে তমকশ্বাস উৎপন্ন হয়। এই শ্বাসের প্রথমে ঐশী ও
মস্তকে বেদনা উপস্থিত হয়, তৎপরে কঠু হইতে বড় বড় শূল
নির্গম, চতুর্দিকে অন্ধকার দর্শন, তৃষ্ণা, আলস্ত, কাসিতে কাসিতে
শ্লেষ্মা নির্গত হইলে কিঞ্চিৎ আরাম বোধ, কিন্তু না হইলে মুর্ছা,
পার্শ্ব বেদনা, উষ্ণদ্রব্য বা উষ্ণম্পর্শে অভিলାষ, চক্ষুদ্বয়ে শোথ,
ললাটে বর্শ, অত্যন্ত ব্যতনাবোধ, মুখগুণ্ডতা, বারংবার জতি
তীব্রবেগের সহিত শ্বাস-নির্গম এবং গাত্র সঞ্চালন অর্থাৎ গজাঙ্কুর
ব্যক্তির জায় শরীর অনবরত হুলিতে থাকে। এই শ্বাসের
সহিত জন্ম ও মুর্ছাসংযুক্ত হইলে তাহাকে প্রত্যমক বা সন্তমক
শ্বাস কহে। উক্ত তমকশ্বাস মেঘাধু, শৈত্যক্রিয়া, পূর্বদিকের
বাতাস এবং শ্লেষ্মবদ্ধক দ্রব্য ব্যবহারে সাত্বিকর বৃদ্ধি পায়।

ছিন্নশ্বাস লক্ষণ—অতি কঠো ও অত্যন্ত জোয়ের সহিত
বিচ্ছিন্নভাবে অর্থাৎ ধামিরা ধামিরা যে শ্বাস গ্রহণ করিতে হয়

অথবা যে খাসে একেবারেই নিখাস গ্রহণ করিতে পারা যায় না তাহাকে ছিন্নখাস কহে। এই খাসে অতীব ঘণ্টা, ভয় বিকির হওয়ার ভয় বেদনা, আনাহ, বর্ণনির্গম, মূর্ছা, বস্তিদেহে দাহ, নেত্রের চকলতা ও তাহা হইতে অজ্ঞান, অঙ্গের কুশতা ও বিবর্ণতা, একটা চক্ষুর রক্তবর্ণতা, চিত্তের উদ্বেগ, যুগ্মশোথ এবং প্রলাপ, এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে।

উর্দ্ধখাস—এই খাসে রোগী বেরূপ দীর্ঘভাবে খাস গ্রহণ করে উহা ভাগ করিবার কালে তাদৃশবেগে নিখাস ছাড়িতে পারে না, একারণ ক্রমে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যেন তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে বলিয়া বোধ হয়। উহার মুখ ও শ্রোতঃসমূহ রেয়া দ্বারা আবৃত হওয়ার বায়ু কুশিত হইয়া বিশেষ ব্যতনা উপস্থিত করে। ইহাতে উর্দ্ধাষ্ট্র, বিভ্রান্ত চক্ষু, মূর্ছা, অজবেদনা, মুখের তরলবর্ণতা ও চিত্তের বিকলতা প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়।

মহাখাস—মস্ত বৃককে দৃঢ়রূপসংকল্প করিয়া রাখিলে সে আন্দলনপূর্বক বেরূপ গৌ গৌ প্রভৃতি শব্দ করিতে থাকে, মহাখাস রোগে বায়ু উর্দ্ধগত হওয়ার সেইরূপ শব্দের সহিত দীর্ঘখাস নির্গত হইতে থাকে। এই খাসের শব্দ দূর হইতেও শুনিতে পাওয়া যায়। এই রোগে রোগী অত্যন্ত স্তিমিত হইয়া উঠে এবং তাহার জ্ঞান ও বিজ্ঞানশক্তির নাশ, লোচনদ্বয় চকল ও বিবৃত, মুখ বিকৃত, মলমূত্রের রোধ, বাক্য নিত্যক, মনের ক্রান্তি প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

সাধ্যসাধ্যনির্ণয়—উক্ত পাঁচ প্রকার খাসের মধ্যে ছিন্ন, উর্দ্ধ ও মহাখাস স্বভাবতঃই মারাত্মক; অর্থাৎ ইহার মধ্যে যে কোন একটা উপদ্রব হইলেই রোগীর মৃত্যু ঘটয়া থাকে। তমকখাস প্রথম অবস্থায় চিকিৎসিত হইলে কষ্টের সহিত আরোগ্য হয়, কিন্তু বিলম্ব হইলে পরে তাহা চিকিৎসা দ্বারা ও সম্যক আরোগ্য না হইয়া বাধ্যভাবে থাকে; পরন্তু রোগীর দুর্বল অবস্থায় ইহার প্রাবল্য হইলে সর্বসাধারণের আশঙ্কিত হইয়া উঠে। ক্ষুদ্রখাস সর্বদাই সাধ্যতম বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। বাহা হউক, প্রাণনাশক বত প্রকার রোগ আছে, তাহার মধ্যে খাস ও হিকার ভিন্ন আশু প্রাণনাশক আর কেহই নাই।

“ক্ষুদ্রঃ সাধ্যতমস্তথাঃ তমকঃ ক্রমঃ উচ্যতে।

এয়ঃ খাসা ন সিদ্ধান্তি তমকো দুর্বলতঃ চ॥

কামঃ প্রাণহরা রোগা বহবো নতু তে তথা।

বথা হিকঃ চ খাসন্ত হরতঃ প্রাণমাতঃ চ॥” (মাধবসিদ্ধান্ত)

চিকিৎসা

খাস বা হিকারিত রোগীকে প্রথমে মেহকর্মদ্বারা সিদ্ধ ও লবণাক্ত তৈলে অভ্যস্ত করিয়া নাড়ীবেদ, প্রত্যঙ্গবেদ, অথবা স্কন্ধবেদ দ্বারা চিকিৎসা করিবে; এইরূপ করিলে রোগীর

শ্রোতোগত প্রথিত রেয়া তরলীকৃত, মধু, মল কোমল এবং বায়ু অল্পলোমগামী হয়। যেমন গিরিকুঞ্জ সংহতীকৃত বরক নিচর যুগ্মাংগুসংগত হইয়া ব্রহ্মীকৃত হয়, তদ্রূপ দেহাত্তরমহ সাক্রীকৃত রেয়াসমূহ যেদ্বাদি প্রক্রিয়া দ্বারা ক্রমশঃ তরলাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রোগী উক্ত রূপে সিদ্ধ ও বিন্ন হইলে তাহাকে মৎস্তমূত্র বা শুকরমাংসরস অথবা দধিবহুল ব্যঞ্জনাদির সহিত পুনরায় সিদ্ধবস্ত্র ভোজন করিতে দিবে; ইহাতে রোগীর রেয়া বর্ধিত হইলে, তখন তাহাকে বায়ুর অবিরোধী বমন ঔষধ পিপ্পল, সৈন্দব ও মধু সংযুক্ত করিয়া সেবন করাইবে। বমনদ্বারা চুষ্টক অপনত হইলে রোগী স্বাভাবিকভাবে করিবে। কারণ কক-নিরুদ্ধ শ্রোতোগত পরিষ্কৃত হইলে বায়ু অপ্রতিহতভাবে স্বকীয় গমনাগমন পথে অনায়াসে বিচরণ করিতে পারে এবং তাহা হইলে তৎকর্তৃক আর কোন উপদ্রব ঘটবার আশঙ্কা থাকে না।

খাসরোগে যেদ্বাদি অতিপ্রশস্ত হইলেও যে খাসগ্রস্ত, রোগী, দাহার্ত, বর্ণার্ত, রক্তপ্রাবল্য, কণ্ঠধাতু, কণ্ঠবল, কক্ষ, গতিবী ও পিত্তবহুল ইহাদিগকে যেন দেওয়া নিষিদ্ধ। যদি একজন রোগীকে নিত্যকই যেদ দেওয়া আবশ্যক হয়, তাহা হইলে শর্করাযুক্ত সেহ দ্রব্য লেবুজল করিয়া তদ্বারা রোগীর বক্ষঃ ও কণ্ঠদেশ সিক্ত করিবে অথবা তিল, মসিনা, মাষকলাই ও গোধূমচূর্ণ তিল-তৈলাদি বায়ুনাশক সেহের সহিত মিশ্রিত এবং অল্পরসে অরীকৃত করিয়া অথবা অন্ন না দিয়া তৎপরিবর্তে দুগ্ধ মিশাইয়া উৎকারিকা অর্থাৎ মোহনভোগ বা হালুয়ার ভায় দ্রব্যবিশেষ পাক করিয়া লেবুজল অবস্থায় তদ্বারা অন্ন পরিমাণে যেদ দেওয়া বাইতে পারে।

যেদ ও বমনাদি দ্বারা কক নির্গত হইয়াও যদি উহা শ্রোতা-দ্বিতে কিকিং অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে ধূম প্রয়োগ দ্বারা সেই ঘোষের নিহরণ করিবে। ধূমপ্রয়োগের প্রাণালী নিয়ে বিবৃত হইতেছে, বথা—হরিজা, বব, এরণ্ডমূল, লাক্ষা, মনঃশিলা, দেবদারু, হস্তিতাল ও জটামাংসী, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া বস্তিগ্রস্ত করিবে, সেই বস্তি দ্বত্যাক্ত করিয়া উহাকে নিধূম বদরাকার-বস্তিতে নিক্ষেপ করিলে তাহা হইতে যে ধূম উঠিবে উহা গ্রহণ করিবে। মোম, ধূনা, ও হুত একত্র মর্দিত করিয়া একখানি পরার অক্ষারাদি রাখিয়া তাহাতে উহা নিক্ষেপ করিবে, পরে তাহার উপর অপর একখানি সজ্জিত পরা চাপা দিয়া উত্তর পরার সজ্জিত উত্তম রূপে প্রসিদ্ধ করিবে এবং পরার ছিদ্রে একটা নল প্রবেশ করিয়া তদ্বারা ধূমপান করিবে। এইরূপে গোশূল, গোপুচ্ছ ও গোদ্বায় চূর্ণ করিয়া তাহার ধূমপান করিতে হইবে। জোশাক ও এরণ্ড শাখা অথবা কুশের নল শুক ও হুতাক করিয়া তাহার ধূমপান

করিবে। কনকধূতুরি ফল, শাখা ও পত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া শুকাইয়া কলিকার সাহায্যে তাহার ধূমপান করিলে প্রবল খাস-বেগেরও আশ্রয় উপশম হয়; ইহা দৃষ্টকলপ্রয়োগ। কিংবা সোরা জলে ভিজাইয়া তাহাতে একখণ্ড সাদা কাগজ সিক্ত ও পরে শুকাইয়া তাহার চূষকের দ্বারা মল প্রস্তুত করিয়া তাহার ধূমপান করিতে চাইবে।

বাহাদের কফ বহির্গমনোদ্দীপক না হয়, বাহাদিগকে আগে বেদ দ্বারা মিষ্ট করা না যায় এবং বাহারা চর্কল, বাতবহল, কুড় ও বালক তাহাদিগকে বমন বিরচন দ্বারা সংশোধন না করিয়া শমন ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে; কেন না বমন বিরচনে উহাদের বায়ু লক্ষ্যপদ হইয়া স্বয়ংকে শোষণপূর্বক আশ্রয় প্রাপ্ত নাশ করিতে পারে।

খাসরোগে আদার রসের সহিত পিপুলচূর্ণ ও আনা ও সৈন্ধব লবণ ও আনা মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। শোণিত গন্ধকচূর্ণ ও মৃত অথবা মরিচ ও স্ত্রুতের সহিত সেবনীয়। বিদগ্ধের রস, বাসকপত্রের রস অথবা খেতডানফুরির পত্রের রস সর্বপট্টলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। গুলঞ্চ, ওঠ, বামনহাটী, কণ্টিকারী, ও তুলসী ইহাদের কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। দশমূল্যের কাথে কুড়চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে খাস, কাস, পার্শ্বশূল ও বুকের বেদনা প্রশমিত হয়। শেবোক্ত দুইটা কার্ণোবধ দৃষ্টকল। কফবহল খাসে গর্দভ, অশ্ব, উষ্ট্র, বরাহ, মেঘ ও হস্তী ইহাদের একএকটীর পুরীবরস মধুসহ পান করিতে দিবে। অশ্বগন্ধার ক্ষার জলে গুলিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করার পর ত্রির হইলে তলভাগে যে পরিষ্কৃত ক্ষার অংশ পতিত হয়, উহা স্ত্রুত ও মধুর সহিত লেহন করিবে। ময়ূরের পায়ের নলী, শঙ্কর কীটা, চাষ ও কুরর পক্ষীর লোম, একশক ও দিশক জন্তুর শৃঙ্গ, চর্ম্ম অস্থি ও ক্ষুর অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া সমস্ত একত্র বা পৃথক পৃথক স্ত্রুত মধুর সহিত লেহন করিলে দারুণ খাস, কাস ও হিকা প্রশমিত হয়। এই কয়েকটা লেহনীয় যোগ কেবল কফরূচগতি প্রাণবায়ুর মার্গ-রোধক ককণ্ডার্বই ব্যবহার্য। যেখানে কফের বাহ্যিক না থাকে, তথ্যে এ প্রয়োগগুলি ব্যবহার করা কর্তব্য নহে। কফের আধিক্য থাকিলে সুখে দোস্তা তামাক রাখিয়া অগ্নে অগ্নে সেই রস পান করিলে অনেক উপকার পাওয়া যায়।

উল্লিখিত যোগসমূহ ব্যতিরেকে আত্মর্কেন্দ্রশাস্ত্রে আরও সহস্রাধিক যোগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, বাহ্যিকভায়ে কেবল সচরাচর ব্যবহার্য দৃষ্টকল যোগগুলিরই উল্লেখ করা হইল। ঐ সকল ঔষধে যদি পীড়ার সম্যক উপশম না হয়, তবে ভাগীশঙ্কু, ভাগীশঙ্কর, শূলীওড়যুত, পিঙ্গল্যাভ্যলোহ, মহাখাসারিলোহ, খাসকুষ্ঠারবর, খাসভৈরবরস, খাসচিন্তামণি, স্বর্ঘ্যাবর্তরস, শৃঙ্গা-

চূর্ণ, দশমূল্যযুত, ভেজোবতাদিযুত, শট্টাষিচূর্ণ, হিম্মালায়ত; বৃহৎচক্ৰাদি তৈল, কনকাসব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তৈল, স্ত্রুত ও ঔষধাদি অবস্থা বিশেষে ব্যবহা করিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে।

পথ্য ও পানীয়াদি—কণ্টিকারী, বেগুনাস, কাকড়াশূলী, হুমালাতা, গোক্ষুর, গুলঞ্চ ও চিতামূল এই সকল দ্রব্যের সহিত কুলঞ্চ কলারের ঘূষ পাক করিয়া ছাকিয়া তাহাতে পিপুল ও ওঠচূর্ণ এবং লবণ মিশ্রিত করিয়া স্ত্রুতে সন্তানপূর্বক হিকা ও খাসরোগীকে অগ্নের সহিত খাইতে দিবে। রাসা, বেড়েলা, বদ-পক্ষমূল ও চিতামূল এই সকল দ্রব্যের সহিত মুগের ঘূষ পূর্বক পাক করিয়া খাসগ্রস্ত ব্যক্তিকে অগ্নের সহিত খাইতে দিবে। গোড়ালেবু, নিম ও পটোল ইহাদের সমস্ত বা কোন একটার পাতা সংগ্রহ করিয়া জলে সিদ্ধ করিবে এবং সেই জলে মুগের ঘূষ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ত্রিকটুচূর্ণ, বদকার, রজিনাবীক, মরিচ ও সৈন্ধবলবণ উপযুক্ত পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া পাক শেষ করিবে; এই কারঘূষ পানে হিকাখাস প্রশমিত হয়। কাল কাহুলিয়ার পত্র, সজিনাপত্র ও শুকমূলা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে মুগাদির ঘূষ পাক করিয়া হিকা ও খাসরোগীকে খাইতে দিবে। দধি, ত্রিকটুচূর্ণ ও স্ত্রুতসহ বার্তাকুঘূষ হিকা ও খাসরোগে উপকারী। হিঙ্গু, সৌবর্জলবণ, কক্কালা, বিটলবণ, কুড়, চিতা-মূল ও কাকড়াশূলী, ইহাদের সহিত পুরাতন শালিতণ্ডুল, বটিক তণ্ডুল, গোধূম বা ঘূষ, এই সকলের যবাগু পাক করিয়া হিকা ও খাসরোগীকে খাইতে দিবে। দশমূল, শট্টা, রাসা, পিপুল, বেলেওঠ, পুষ্করমূল, কাকড়াশূলী, ছুই আমলা, বামনহাটী, গুলঞ্চ, ওঠ ও ঔষধি ইহাদের কাথে যথাবিধি শালিতণ্ডুল প্রভৃতির যবাগু পাক করিয়া সেই যবাগু অথবা কেবল উক্ত দ্রব্যগুলির কাথ পান করিলে খাস, কাস, হিকা, পার্শ্বশূল ও হ্রোণ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

কুড়, শট্টা, ত্রিকটু, গোড়ালেবু ও অন্নবেতস ইহাদের কাথে স্ত্রুত, বিটলবণ ও হিঙ্গুর সহিত অন্নপান পাক করিয়া হিকা ও খাসরোগীকে খাইতে দিবে। উহাদের তৃণিত অবস্থার দশমূল বা দেবদারুর অর্জুশূল কাথ কিংবা মদিরা পান করিতে দিবে। আকনাদি, মুগরা, রাসা, সরলকাঠ ও দেবদার প্রাকালনপূর্বক কুণ্ডিত করিয়া তাহা চটুগুণ বা বড়গুণ জ্বরামণ্ডে নিক্ষিপ্ত করিবে, পরে যথা সময়ে ছাকিয়া অন্নলবণ সহযোগে উপযুক্ত মাত্রায় হিকা ও খাসরোগীকে পান করিতে দিবে।

খাসগ্রস্ত রোগীকে সাধারণতঃ দিবাভাগে মুগ, ময়ূর, ছোলার ডাল, বড়চিনড়ী বা বাইন মংডের বোল, পটোল, ডুমুর, মোচা, পক্কুরাণ্ড, মাগকচু, খোড় ও উড়ে প্রভৃতি তরকারী, তরকারী, ছাগ, হরিণ, শশ, ঘুঘু, পার্শ্ব, বটের ও বক প্রভৃতির মাংসমস, ছাগগুড়, খজুর, দাড়িম পানকল, কিসমিস, আমলকী, কচিটাল-

খাস, মিছরী, নারিকেল, ডিলটেল ও তুতপক বাজনারি আহার করিতে দেওয়া বাইতে পারে। রাজিকালে গমের বা ধানের কটী অথবা লুচি এবং পুরোঁক তরকারী প্রভৃতি। জুজি, ছোলার বেশন, বৃত্ত ও অন্নমিষ্ট সংযোগে প্রস্তুত যে কোন খাদ্য সহ্যমত থাকিতে দেওয়া যায়। উষ্ণজল শীতল করিয়া অথবা অরুচি বিশেষে ঔষধক পানীয় অথবা বায়ুর উপদ্রব অধিক থাকিলে পুরাতন উত্তুল জলে তিঝাইয়া সেইজল কিংবা সেবুর রসের সহিত মিছরির সরবৎ পান করিবে। রোগের আধিক্য না থাকিলে নদী বা প্রশস্ত সরোবরের জলে স্নান করা বাইতে পারে।

কলকথা যে কোন ঔষধ, অন্ন বা পানীয় বায়ু ও স্নেহানামক, উষ্ণবীর্ষ্য, ও বাতামূলোমক তাহাই হিকা ও খাস রোগের হিতকর বলিয়া জানিতে হইবে। যে দ্রব্যটি বাতজনক, কিন্তু কক-নামক অথবা যে দ্রব্যটি কককারক অথচ বাতনামক সে দ্রব্যটি ঔষধিকভাবে বা অব্যক্তিচরিতরূপে এই রোগে প্রয়োগ করা বাইতে পারে না। বাহা কেবল বাতনামক তাহা অনেকস্থলে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ উপকার হয়। কিন্তু বাহা কেবল স্নেহানামক অর্থাৎ যে ঔষধ, অন্ন বা পানীয় ব্যবহারে শরীর রসহীন হইয়া অতিশয় কঠিন হয়, তাহাছাড়া কখনই হিকাখাস রোগের কিছুমাত্র উপশম হয় না; অতএব এই রোগে ঔষধ পথ্য প্রভৃতি বাহা কিছু ব্যবহার করা হউক না কেন বাহাতে বায়ুর গমনপথ বিশোধিত থাকে, নিরন্তর তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে, কেননা মন, নদী প্রভৃতি বৃহজ্জালাপরাশির গতিরোধ হইলে তাহা যেমন ছাপাইয়া উঠে, সেইরূপ খাসরোগীর বায়ু কক্ষাধিকত্বক রুদ্ধগতি হইয়া অধিকতর উদীর্ণ হইয়া উঠে এবং নানারূপ উপদ্রব উপস্থিত করে।

“উদীর্ঘাতে ভ্রুশতং মার্গরোধাৎ হজ্জল।

বধা তথানিলন্ত মার্গং নিত্যং বিশোধয়েৎ ॥” (চরক চি° ১৭)

অপথ্য—গুরুপাক, রুক্ষ, উষ্ণবীর্ষ্যদ্রব্য, দধি, মৎস্য এবং লঙ্কার কাল প্রভৃতি ব্যবহার, রাজিজাগরণ, অভ্যস্ত পরিশ্রম, অগ্নি বা রৌদ্রের উত্তাপ, অতি ভোজন, সাতিশর হস্তিকা, শোক, ক্রোধ, ক্রোধ প্রভৃতি মনোবিকার, এইরোগে সর্ব্বথা পরিত্যাগ করা একান্ত কর্তব্য।

খাসকাস (পুং) খাসযুক্ত কাসঃ। খাসযুক্ত কাসরোগ। খাসজনক কাস, চলিত হাঁপকাস।

খাসকুঠাররস (পুং) খাসসা কুঠার ইব ভদ্রামকো রসঃ। খাস-রোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—রস, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খই, মনছাল, মরিচ, এবং ত্রিকটু ইহাদের প্রত্যেকটি সমানভাগে জলে উত্তমরূপে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অল্পপান আহার রস ও মধু। এই ঔষধসেবনে খাসকাস,

বরভজ ও অন্ন প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। অষ্টবিধ প্রস্তুত প্রণালী—বিষ, গন্ধক, সোহাগার খই, মনছাল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকের ১ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, পিপুল ৬ তোলা, শুক্লী ৬ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র জলে মর্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিতে হইবে। অল্পপান পানের রস বা আহার রস ও মধু। এই ঔষধ সেবনে বিষয় খাসকাস, একাদশ প্রকার কস, প্রতিক্রান্ত প্রভৃতি রোগ আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

খাসচিন্তামণি (পুং) খাসরোগাধিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—মৌহচূর্ণ ৪ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অজ ২ তোলা, পারদ ১ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা, মুক্তা অর্দ্ধতোলা ও স্বর্ণ অর্দ্ধতোলা এই সকল দ্রব্য একত্র মাড়িয়া কণ্টকারীর রসে, আদার রসে, ছাগী ছুখে ও বট মধুর কাথে ভাবনা দিতে হয়। তৎপরে ইহা ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অল্পপান মধু ও বহেড়াচূর্ণ। এই ঔষধ সেবন করিলে খাসকাস ও বক্ষ্মরোগ প্রভৃতি আরোগ্য হয়। (ভৈষজ্যরত্না° খাসরোগাধি°)

খাসত্যা (স্ত্রী) খাসত ত্যঃ তল-টাপ্। খাসের ভাব বা ধর্ম্ম। খাসপ্রখাসধারণ (স্ত্রী) খাসপ্রখাসরো ধারণ ব্রজ। প্রাণা-রাম। (হেম) প্রাণারাম করিতে হইলে খাস প্রখাস ধারণ করিতে হয়।

খাসভৈরবরস (পুং) খাসরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—রস, গন্ধক, বিষ, ত্রিকটু, মরিচ, চই এবং চিতা-মূল এই সকলের চূর্ণ সমভাগ লইয়া আদার রসে মাড়িয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা করিতে হইবে। এই ঔষধ-জলের সহিত সেবন করিলে খাস, কাস ও বরভজ প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° খাসরোগাধি°)

খাসহেতি (পুং) খাসত হেতিরিব। নিত্রা। (হেম)

খাসাগ্নি (পুং) খাসত অগ্নিঃ। পুষ্করমূল। (রাজনি°)

খাসিন্ (পুং) খাসরতীতি খস-শিচ-ণিনি। ১ বায়ু। খাসো হতা-তীতি ইনি। (জি) ২ খাসযুক্ত। ৩ খাসরোগবিশিষ্ট, খাসরোগী।

ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে এই রোগ মহাপাতকজ, সুতরাং এই রোগ হইলে অগ্রে প্রায়শ্চিত্তাচুতান করিয়া তৎপরে চিকিৎসা কর্তব্য। যদি অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত খাসরোগীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তবে তাহার দহন ও বহন করা উচিত। যদি প্রায়শ্চিত্ত করা না হয়, তাহা হইলে বাহারা ইহার দহন বহনাদি করিবেন, তাহাদিগকেও যতিচাক্ষারণ করিতে হইবে। (প্রায়শ্চিত্তবি°)

খাহি (পুং) যজুঃশ্লোক রাজভেদ। (ভাগবত ৯।২।৩০°)

খি, ১ গতি। ২ বুদ্ধি। ৩ ক্ষীণতা। খাদি° পরমৈ° স্ক° সেট্। লট্° খরতি। লুট্° খরিতা। শিখার শিখিরতুঃ।

লুট্, খরিতাতি। লিঙ্, শূরাৎ। লুঙ্, অখৎ। অখরীৎ। কর্ণবাচ্য
লট্, শূরতে। সন্, শিখরিততি। বঙ্, শেখরিতে শোশুরতে।
বঙ্, লুক্, শেখরীতি, শেখেতি। শিচ্, খাররতি। লুঙ্, অশূবৎ,
অশিখরৎ। শিচ্-সন্, শিখাররিততি। ক্-শূন।

শিখ্র (পুং) জনপদ ও তদ্রিণী। (শতপথব্রা°)

শিখ্ঃ, বর্ণ, রৌদ্র, গুল্লীভাষ। ভাদি° আত্মনে° অক্, সেট্। লট্,
খেততে। শিখিতে। লুট্, খেতিতা। লুট্, খেতিযাতে।
লুঙ্, অবেতিষ্ট, অবেতিযাতাৎ, অবেতিষত। অখিতং, অখিততাৎ,
অখিতন্। ক্-খিত।

শিখীচী (স্ত্রী) বৈতাগ্রাণা, প্রকাশগ্রাণা, প্রকাশিতা।

“ক্কাবলনট শিখীচী” (শব্দ ১১২০২২)

‘শিখীচী বৈতাং গচ্ছতী প্রকাশং প্রাপ্তবতী’ (সারণ)

শিখ্ৰ (ত্রি) খেতবর্ণ। “অখখিচ্ছেবু বিংশতিং শতা” (শব্দ
৮৭৬৩১) ‘খিচ্ছেবু, খেতবর্ণেবু’ (সারণ)

শিখ্ৰ্য (ত্রি) গুরুবর্ণ অলঙ্কার দ্বারা দীপ্তাক, গুরুবর্ণার্থ। “সনং
ক্ষেত্রং সখিত্তিঃ খিচ্ছেতিঃ” (শব্দ ১১০০১৮) ‘খিচ্ছেতিঃ খেত-
বর্ণৈঃ অলঙ্কারেণ দীপ্তাঙ্গৈঃ, খিতা বর্ণে ণৈগামিকো ক্-প্রত্যয়ঃ,
খিচ্ছে গুরুবর্ণ অর্হতীতি শিখ্ৰ্যঃ ছন্দসি চেতি ষঃ’ (সারণ)

শিখ্ৰ (ক্লী) খেততে ইতি খিত-রক্ (ক্ষারিতক্খিকীতি। উণ,
২।১৩) কিলাসভেদ, খেতকুঠ, চলিত ধবলসাগ। পর্যায়—
কুঠ, খেত বা খেত্র। (অমর ও তট্টীকা)

নিধান।—মাধবকরের রোগবিশিষ্টম বা নিধান নামক গ্রন্থে
উক্ত হইয়াছে যে, বিরুদ্ধাশনাদি ও পাপকর্ম প্রভৃতি কুঠরোগোক্ত
কারণসমূহই খিচ্ছেরোগের নিধান। [কুঠ দেখ।]

“কুঠেকসম্ভবঃ খিচ্ছে কিলাসং বারুণং ভবেৎ।” (মাধব)

‘কুঠেকসম্ভবমিতি কুঠেন সহ একং সমানং বিরুদ্ধাশনপাপ-
কর্মাদি সম্ভবো নিধানং বস্ত তৎ খিচ্ছেমিতি’ (বিজয়রক্ষিত)

চরকে কথিত হইয়াছে, মিথ্যাকথন, বিশ্বাসঘাতকতা, গুরু-
লোকের নিন্দা ও তাহাদিগকে তিরস্কার বা যে কোন প্রকার
নির্যাতন করা, ইহ ও পূর্ব অশ্লীলত্ব হৃদ্য, দেশ কাল ও সংযোগ-
বিরুদ্ধ ত্র্যয় সেবন প্রভৃতি কারণে কিলাস রোগের উৎপত্তি হয়।

“বচাস্ততথ্যানি কৃতঘ্নভাবো নিন্দা গুরুগাং গুরুধর্ষণক।

পাপক্রিয়া পূর্বকৃতক কর্মহেতুঃ কিলাসস্ত বিরোধি চারম্।”

(চরক চি° ৭ অঃ)

নামনিকৃতি ও লক্ষণ—চরকে লিখিত হইয়াছে যে, কিলাস
রোগ দারুণ, অরুণ ও শিখ্র এই তিন নামে অভিহিত হয়।
এই ত্রিবিধ কিলাসই প্রায় ত্রিষোং হইতে উৎপন্ন হয়; যোষ
রক্তাশ্রিত হইলে উহা রক্তবর্ণ, মাংসাশ্রিত হইলে ভাস্কবর্ণ এবং
মেদকে আশ্রয় করিলে খেতবর্ণ হইয়া যথাক্রমে উক্ত দারুণ,

অরুণ ও শিখ্র নামে কথিত হয়। এই তিনটির মধ্যে পূর্ব
পূর্বটি অপেক্ষা পরপরটি ক্রমশঃ কষ্ট সাধ্য।

“দারুণকারুণ্যং শিখ্রং কিলাসং নামত্ৰিভিঃ।

১. বহুচ্যতে তৎ ত্রিবিধং ত্রিষোং প্রায়শ্চ তৎ॥

দোষে রক্তাশ্রিতে রক্তং ভাস্কং মাংসাশ্রিতে।

খেতং মেদাশ্রিতে শিখ্রং গুরু ততোত্তরোত্তরম্॥”

(চরক চি° ৭ অঃ)

মাধব-নিধানেন উক্ত হইয়াছে যে, বাতাদি পৃথক্ তিন দোষ
কর্তৃক উক্ত রক্তাদি তিন প্রকার ধাতু সংশ্রয়ে যথাক্রমে ঐ ত্রিবিধ
কিলাসের উৎপত্তি হয়। বায়ু হইতে উৎপন্ন কিলাস রক্ত ও
অরুণবর্ণ, পিত্তোৎপন্ন গুলি নবোদ্ভূত কমলপদ্মবৎ ভাস্কবর্ণ, দাহ
যুক্ত এবং রোমবিধ্বংসকারী, কফ হইতে বাহাদের উৎপত্তি
তাহারা খেতবর্ণ, ঘন, গুরু এবং কণ্ডূক।

ভোজকৃত গ্রন্থে ত্রণজ ও দোষজ ভেদে খিচ্ছেরোগ প্রথমতঃ
ত্রিবিধ বলিয়া বর্ণিত। পরে দোষজ আবার আত্মজ ও পরজ
ভেদে দুই প্রকার নির্দিষ্ট হইয়াছে। ক্ষত অবস্থায় তাহার উপর
অযথোপচার হেতু ত্রণজ এবং ত্রিপ্রকার দোষজের মধ্যে পরকীয়
সংশ্রব অল্প পরজ ও দেহস্থ বাতাদি কর্তৃক আত্মজ খিচ্ছেরোগের
উদ্ভব হয়।

“খিচ্ছে ত্রিবিধং বিভাৎ দোষজং ত্রণজং তথা।

তত্র মিথোপচারাদি ত্রণস্ত ত্রণজং নৃতং॥

দোষজঞ্চ দ্বিধা প্রোক্তমাত্মজং পরজং তথা।

পরসংস্কারসংস্পর্শাৎ যৎ তৎ পরজমুচ্যতে।

ভদ্রাত্মজং বিভাদীয়াৎ যদেৎখেনিলাদিভ্যঃ॥” (ভোজ)

সুশ্রুতে কুঠ এবং কিলাস, এই উভয়ের ভেদ নির্ণয় স্থলে
দেখান হইয়াছে যে, কিলাস ষগ্গত ও অগরিষাবী, আর কুঠ
মাত্রই ষাৎস্বর্যবাহী ও ষাবশীল। নিম্নোক্ত, বিশ্বামিত্রবচনও,
এই বাক্যের প্রতিপোষক; যথা—

“যদা স্বচমতিক্রমা তদ্ধাতুনবাগহতে।

হিহা কিলাসংজ্ঞাতু কুঠসংজ্ঞাং লভেত্তথা॥” (বিশ্বামিত্র)

পূর্বোক্ত “দোষে রক্তাশ্রিতে” ইত্যাদি চরকবচনের সহিত
আপাততঃ এই উক্তিষয়ের বিরোধভাব দৃষ্ট হইতেছে বটে; কিন্তু
বিশ্বামিত্র-বচনের মর্ম এই যে, যে সময়ে প্রকৃত দোষ বগতিক্রম-
পূর্বক রক্তাদি ধাতুকে আশ্রয় করিয়া যাবতীয় কুঠ লক্ষণ প্রকাশ
করে, তখন উহারা কুঠরোগের প্রবর্তক এবং যখন কুঠের অন্ত্যস্ত
লক্ষণ ব্যতিরেকে কেবল মাত্র ষগ্গত রক্তভাস্কাদি বর্ণভাকারক
হয়, তখন তাহারা কিলাস রোগের জনক বলিয়া অভিহিত
হইয়া থাকে। অতএব ইহাতে চরকবচনের সহিত বিশ্বামিত্র ও
সুশ্রুতোক্ত বাক্যদ্বয়ের কোন বিরুদ্ধ ভাব থাকিতেছে না।

• সাধ্যসাধ্য লক্ষণ—যে খিজের রোমগুলি কঁকবর্ণ, বাহার বন্ধ পুঙ্ নহে, যে গুলি পরস্পর অসংলিষ্ট এবং বাহা অগ্নিস্থল ক্ষত হইতে উৎপন্ন নহে, সেই গুলি সাধ্য ; আর ইহার বিপরীত অর্থাৎ যে সকল খিজ ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া পরস্পর মিলিত হইতে থাকে, বাহার স্বকৃ অতিশয় পুঙ্ বলিয়া বোধ হয় এবং বাহার অভ্যন্তরস্থ রোমাবলী রক্ত বর্ণের ঙ্কার ও বাহা বহুবর্ণোৎপন্ন তাহা অসাধ্য বলিয়া জানিতে হইবে। শুষ্ক এবং হৃদ পদাদির তলদেশ ও ওষ্ঠভাগে জাত খিজ সর্বথা বর্জনীয়।

চিকিৎসা।

খিজরোগে প্রথমে বমন বিরচনাদি দ্বারা সর্বতোভাবে উর্দ্ধাধ শোধন করিয়া পরে প্রশমন ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। বিরচনার্থ শুষ্কের সহিত কাঁকোডুঘরের রস শ্রেষ্ঠ। অগ্রে সেহ সেবন করিয়া সিদ্ধ হইয়া পরে যথাবল উক্ত ঔষধ পান করিয়া রোজ সেবন করিলে অনারোগে বিরচন হইবে। বিরক্ত ব্যক্তি পিপাস্ব হইলে তিন দিন পর্যন্ত পেয়া পান করিবে। খিজ স্থানে ফোটক জন্মিলে কণ্টক দ্বারা উহা বিদ্ধ করিবে, ইহাতে সমস্ত রস নিঃসৃত হইলে কাঁকোডুঘর, অসন, প্রিয়সু ও গুলফা এই সকল দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিয়া সেই কাথ জল অথবা পলাশক্ষারসংযুক্ত কাণিত অর্থাৎ অর্দ্ধপক-ইক্ষুরস প্রতদিন প্রাতঃকালে যথোপযুক্ত মাত্রায় এক পক পর্যন্ত পান করিবে। খদিরজলমিশ্র পানীয় অথবা কেবল জল খিজরোগীর বিশেষ উপকারী।

মনঃশিলা, বিড়ঙ্গ, হীরাকস, গোরোচনা, পীত যুঁইএর পাতা ও সৈন্ধব, ইহাদের প্রলেপ খিজরোগে প্রযোজ্য। কদলীক্ষার ও গর্দভাহিত্তম, গোরকে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। মালতীর ক্ষার হস্তিমূত্রে প্রক্ষেপ দিয়া পর্যাবৃত্ত হইলে তদ্বারা প্রলেপ দেওয়া কর্তব্য। নীলোৎপল, কুড় ও সৈন্ধব হস্তিমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিতে হয়। মুলার বীজ ও সোমরাজী অথবা কাঁকোডুঘর, বাসক, সোমরাজী ও চিতা, গোমূত্রে পেষণ করিয়া কিংবা ময়ূরপিণ্ডে মনঃশিলা পেষণ করিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলে খিজরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। সোমরাজী, লাক্ষা, গোপিস্ত, রসাজন, তুতে, পিপ্পল ও কাশ্ঠলোহিত্য এই সকল উত্তম রূপে পেষণপূর্বক প্রলেপ দিলে কিলাস রোগ বিনষ্ট হয়।

বড় ও ছোট ডুমুরের মূল এক এক পল পরিমাণে গ্রহণ করিয়া বোল পল জলের সহিত সিদ্ধ করিতে করিতে চতুর্ভাগাবশেষে ঐষচ্ছক্যাবস্থার পান করিবে। এই ঔষধ পানান্তে তৈলাক্ত শরীরে রোজে অবস্থিত করিলে খিজ ও পুণ্ডরীক কুষ্ঠে ফোট উৎপন্ন হয় ; এই ফোটকগুলি আপন হইতে বা কণ্টকাদি দ্বারা ভিন্ন হইলে চিতাবাধ বা হস্তীর চর্ম দ্ব্য করিয়া তৈলের সহিত মিশ্রিত করিবে ও তদ্বারা প্রলেপ দিবে। কৃষ্ণসর্প হুম্ব্য করিয়া

মণী প্রস্তুত করিতে হয়। এই মণী ও বিত্তীভকটেল উত্তমরূপে মর্দনপূর্বক মিশ্রিত করিয়া খিজস্থানে প্রলেপ দিলে, উহা শীঘ্র আরোগ্য হয়। কৃষ্ণসর্পভর বেড়শূণ জলে সাতবার বস্ত্রগালিত করিবে ; পরে এই জল চতুর্ভাগ ও তৈল একশূণ একত্র পাক করিবে ; ইহা খিজনাশের একটা প্রধানতম ঔষধগোষণ। চাকুৎ-বীজ, কুড় ও বটমধু ঘূতের সহিত পেষণ করিয়া শ্বেতবর্ণ গৃহ-কুটুকে সমস্ত দিনরাত্র ও পরদিন সমস্ত বেলা পর্যন্ত উপবাসী রাখিয়া রাত্রিকালে আহারের সময় ঐ সংশ্লিষ্টদ্রব্যগুলি দ্বারা উত্তম-রূপে তাহার উদর পূর্ণ করিবে ; পরে এই আহার পরিপাকান্তে সে যে সকল পুরীষ ত্যাগ করিবে, তাহা লইয়া খিজের উপর প্রলেপ দিবে এবং পূর্বোক্ত উড়ুঘর কাথাদির সহিত উহা এক মাস পর্যন্ত সেবন করিবে, তাহাহইলে অতি শীঘ্রই খিজরোগ বিনষ্ট হইবে। গজবিষ্ঠা উত্তম রূপে দ্ব্য করিয়া ক্ষার প্রস্তুত পূর্বক গজমূত্রে সহিত একত্র সংমিশ্রণ ও বহুবার উহা বস্ত্রগালিত করিবে, পরে এই জল স্রোণ পরিমাণে লইয়া তাহাতে জলের দশম ভাগ সোমরাজীবীজ পাক করিতে করিতে বধন তাহা চিকণতা প্রাপ্ত হইবে, তখন নামাইয়া তদ্বারা শুটকা করিবে ; শুটকাযর্ধে খিজস্থান আত্ম সর্বথা প্রাপ্ত হয়।

আম্র এবং হরীতকীর পত্র ও স্বকৃ কাথবিধানে পাক করিয়া তাহাতে পরিষ্কার তুলার বস্তি উত্তমরূপে ভাসিত করিবে ; অন্তর সেই বস্তি কটুতৈলে সিদ্ধ করিয়া তাম্রময় প্রদীপে রাখিয়া প্রদীপ্ত করিলে যে মণী প্রস্তুত হইবে, তাহা আবার হরীতকীর কাথে ভাসিত করিয়া কটুতৈলে ডুবাইয়া বারংবার কিলাসে ঔষধ করিলে সমস্ত উহা উপশম প্রাপ্ত হয়।

খিজপঞ্চাননতৈল এবং কুষ্ঠরোগের ব্যবহারী তৈল, ঘৃত, ঔষধ ও পথ্যাপথ্যাদি এই রোগে নিয়ত ব্যবহার্য। পাপজন্ত খিজরোগে প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা পাপক্ষর হইলে পরে বমন, বিরচন, রক্তমোক্ষণ, কৃষ্ণশক্ত তক্ষণ প্রভৃতি দ্বারা উহার নাশ হইয়া থাকে।

“শুদ্ধা শোণিতমোক্ষৈবিকৃৎকটৈশ্চ শক্তনাম্।

খিজং কস্যাচিদেব প্রশাম্যতি কীণপাপস্য ॥”(চরক চি° ৭অঃ)

খিজেক (জি) খিজরোগযুক্ত।

খিজেন্দ্রী (জী) খিজং খিজরোগং হস্তীতি হন-টক-ডীর্ঘ। শীতপণী, চলিত বিছুটা। (শব্দচ°)

খিজিন্ (জি) খিজমন্ত্যভেতি খিজ-ইনি। খিজরোগযুক্ত, শ্বেত কুষ্ঠরোগী, বাহাদের ধবলকুষ্ঠ হয়। মন্ত্বে লিখিত আছে, এই রোগ সংক্রামক। কঙ্কার পিতামাতার খিজরোগ থাকিলে, তাহাকে বিবাহ করিতে নাই। পিতা মাতার থাকিলে, পরে তাহারও হইতে পারে, এই জন্ত খিজি-কঙ্কাবিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

“দীনক্রিয়ং নিম্প্রকং নিম্বেকো রোমশাশনং।

কব্যাসর্যাব্যাপারিষিক্তিকুলানি চ ॥” (মহু ৩৭)

বাহাদের খিজরোগ থাকে, তাহার অগ্নাত্তের, তাহাদের সহিত এক পঙ্ক্তিতে ভোজন করিতে মাই।

“ত্রামরী গণ্ডমালী চ খিজাথো শিশুনতবা।

উম্মতোহক্শচ বর্জাঃ হ্রাবেদনিম্বক এব চ ॥” (মহু ৩৯৬১)

বাক্তব্যসংহিতার লিখিত আছে যে বজ্র চুরি করিলে সেই পাশে নরকভোগের পর খিজরোগ হয়।

“খিজী বজ্র খা রসত চীরী লবণহারকঃ।” (বাক্তব্যঃ ৩২১৫)

খিজ, শোকা। ভাদি° আশ্বনে° লক° সেট। লট° খিজজে। লুঙ° অখিনিষ্ট। এই ধাতু ইদ্রিৎ।

খেত (রী) খেতে ইতি খিত-অট্। রূপা। (অমর) (পুঃ)

২ গুরুবর্ণ। ৩ বীপবিশেষ। (ভারত ১২।৩৫।৮) ৩ পর্কত-

ভৈদ। (মেদিনী) শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে এই

পর্কত জম্বুদীপের পর্কতের মধ্যে একটা। ভাগবতের ৫ স্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে এই পর্কতের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। [জম্বুদীপ দেখ]

৪ কপর্দক। ৫ স্তত্রগ্রহ। ৬ খেতত্র। ৭ শম্ব। ৮

জীবক। (জটায়ু) ৯ শিবাবতারবিশেষ। কুর্খপুরাণে লিখিত

আছে যে, কলি যুগের প্রথমে বৈবস্বত মন্বন্তরে ভগবান্ মহাদেব হিমালয় পর্কতের রমণীয় শিখরে খেতরূপে অবতীর্ণ হন।

“মহাদেবাবতারানি কদৌ শৃণুত সুব্রতঃ।

আদৌ কলিযুগে খেতো দেবদেবো মহাত্ত তিঃ।

নান্না হিতার বিপ্রাণামভূবৈবস্বতে হস্তরে ॥

হিমবচ্ছিতরে রম্যে ছগলে পর্কতোত্তমে।

তত্ত শিষ্যাঃ শিষ্যবৃন্দা বভূবুধমিতপ্রভাঃ ॥

খেতঃ খেতশিখণ্ডৈব খেতান্তঃ খেতগোহিতঃ।

চত্বারস্তে মুহাম্মদো ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ॥” (কুর্খপু° ৫অ°)

খেত, খেতশিখ, খেতান্ত, ও খেতলোহিত এই চারি জন ব্রাহ্মণ ইঁহার শিষ্য ছিলেন।

১০ ব্রাহ্মবিশেষ। (অগ্নিপু° অন্নদাননামাধ্যায়) ১১ নাগ

বিশেষ। (ভাগবত ৫।২৪।৩) (ত্রি) খেতো বর্ণো হস্তাজীতি

অশ্ৰু আদিভাদ্। ১২ গুরুবর্ণযুক্ত। (অমর) ১৩ খেতবর্ণ বস্ত্র।

কবিকল্পতায় খেত বস্ত্রর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে,

সুখাশু, উচ্চৈঃশ্রবা, শব্দ, কীৰ্ত্তি, জ্যোৎস্না, শরদ্বন্দ, প্রোদাদ,

দৌধ, তংগর, মন্দারজম্ব, হিমাজি, সূর্য্যকান্ত, ইন্দুকান্ত, কর্পূর,

করম্ব, রজত, হলী, হিরণ্যক, ভস্ম, হিতীর, চন্দন, করকা, হিম,

হার, উর্ণনাততত্ত, অস্থি, স্বর্ণদা, হতিদন্ত, অত্র, শেবাহি, পর্কমা,

হৃক, দধি, গন্ধা, সুখাজল, মুগাল, সিকতা, হংস, বক, কৈরব,

চামর, রজাগর্ভ, পুণ্ডরীক, কেতকী, শম্ব, নিব্বর, লোধু, সিংহ-

ধ্বজ, ছত্র, চূর্ণ, হৃকি, কপর্দক, মুক্তা, কুম্ভ, নক্ষত্র, দন্ত, পুণ্য, উশনাঃ, সখগুণ, কৈলাস, কাল, কাপাস, হান, বাসবকুম্ভর, নারদ, পারদ, কুন্দ, খটিকা ও কটিক প্রভৃতি বস্ত্র খেতবর্ণ।

(কবিকল্পতায় ২ স্তবক)

খেতক (রী) খেতমেব যার্বে কন। ১ রূপা, রূপা। (রাজনি°)

(পুং) ২ বরটিক, কড়ি। ৩ খেত। (ত্রি) ৪ খেতগুণবিশিষ্ট।

“কৃকখেতকপীতকতাত্রাণাসীবদপি চ বিবমাণাম্।” (বৃহৎস°)

(রী) ৫ উত্তম কাস্ত, ভাল পিত্তল। (বৈভকনিধ°)

খেতকটভী (ত্রী) ১ গুরু কটভী বৃক, শাদা কড়ই গাছ

(বাভট উত্তর) ২ খেত গুণা।

খেতকণ্টক (পুং) খেত লক্ষ্মালুলতা। (বৈভকনিধ°)

খেতকণ্টকারিকা [রী] (ত্রী) তত্রপশু কণ্টকারী। (রাজনি°)

হিন্দি খেত রেঙ্গনী। সংস্কৃত পর্যায়—সিতকণ্টকারিকা, খেতা,

ক্ষেত্রভূতী, লক্ষ্মণা, সিতসিন্ধী, সিতকুন্ডা, বাস্তাকিনী, সিতা, সিতা,

কটুবার্ত্তীকী, ক্ষেত্রজা, কণ্টেষরী, নিঃসেহকলা, বামা, সিতকণ্ঠা,

মহোদধী, গর্দভী, চঞ্জিকা, চাত্রী, চঞ্জপুশ্পা, প্রিয়তরী, নাকুলী,

দুলভা, রান্না। গুণ—রোচক, কটু, উষ্ণ, কৃকবাভনাশক,

চক্ষুর হিতকারক, দীপন, রসনিয়ামক।

ভাবপ্রকাশে কয়েকটা অতিরিক্ত পর্যায় ও গুণ বর্ণিত হই-

রাছে। পর্যায়—কুন্ডা, চঞ্জাংসা, ক্ষেত্রভূতিকা, গর্দভা, চঞ্জভা।

গুণ—তিক্ত, সারক, লঘু, রূক্ষ, পাচন এবং কাস, শ্বাস, জ্বর,

কফ, বায়ু, পীনস, পাৰ্শ্বপীড়া, ক্রিমি ও ছত্রোগনাশক। খেত ও

পীত উভয়বিধ কণ্টকারীর ফলই কটু, রসকটু, তিক্ত, পাকে কটু,

গুরুরেচক, মলভেদক, লঘু, পিত্ত ও অগ্ন্যাদীপক এবং কফ,

বায়ু, কণ্ঠ, কাস, ক্রিমি ও জ্বরনাশক। কণ্টকারীর ফলের এ

ছাড়া গর্ভকারিত্ব একটা বিশেষ গুণ আছে।

খেতকণ্টারিকা (ত্রী) শাদা কণ্টকারী। হিন্দি—খেতরেঙ্গনী,

খেত তটকটের। তেলগু—বিলির নেলগু। গুণ—কটু, উষ্ণ

বাত ও প্রমেয়, চক্ষুর হিতকর, দীপন, রসপাচক। (রাজনি°)

খেতকদম (দেশজ) খেতবর্ণ কদম্ববিশেষ।

খেতকন্দা (ত্রী) গুল্লাতিবিয়া, শাদা আতইচ।

খেতকপোত (পুং) দক্ষীকর সর্পবিশেষ। (হৃকৃত কর°)

খেতকমল (রী) খেতপদ্ম। (রাজনি°)

খেতকরবী (দেশজ) শাদা করবী ফুলের গাছ।

খেতকরবীর (পুং) খেত করবী।

খেতকর্ণ (পুং) রাজা সভ্যকর্ণের পুত্রভেদ। (হরিকণ্ঠ)

খেতকাক (পুং) গুরু কাক, শাদা কাক।

খেতকাণ্ডীয় (ত্রি) ১ কুকুর, যুগ ও কাকসম্বন্ধীয় বা তত্তদ-

বিষয়াভিজ্ঞ অর্থাৎ যিনি কুকুরের নিয়ন্ত্র আগরকর, যুগের

তরুণকিতম্ব ও কাকের ইজিতবের বিবর উত্তমরূপে জ্ঞাত
আছেন।

‘জিহ্মৈঃ শ্বেতকা কীরৈঃ রাজঃ শাসনদ্ব্যৈঃ’ (মুচ্ছ কটিক)

‘খা চ এতচ্চ (—মৃগ) কাকচ্চ তেভ্যামিমে শ্বেতকা কীর্যৈঃ
নিভা-জাগরুণকবতরচকিতশ্বেতিত্বজ্ঞৈঃ’ (টীকা)

২ বকসবন্ধী। বর্ষাকালে বক বেরূপ স্বয়ং নীড়স্থ থাকিয়া
বকী কর্তৃক আকৃষ্ট অগ্রে প্রতাপালিত হয় তরুণ উপায়াদি।

‘তর্জারং হঃ শীলমুপাচরৎ। উপায়ৈঃ শ্বেতকা কীরৈঃ’

(মহাভারত আদিপর্ব)

‘অন্তে তু শ্বেতকাকো বকতদীর্ঘৈঃ তং হি বর্ষাস্থ নীড়স্থং
ব্যোমব পুষ্ক্যতি’ (নীলকণ্ঠ)

শ্বেতকাঞ্চন (পুং) গুরুপুষ্প কাঞ্চনবৃক্ষ, শাদা কাঞ্চনফুলের গাছ।

শ্বেতকাণ্ডা (স্ত্রী) শ্বেত দূর্লা। (রাজনি)

শ্বেতকাপোত্তী (স্ত্রী) শ্বনাখ্যাত মহোষধি। (মুচ্ছত চি°)

শ্বেতকাষোজী (স্ত্রী) শ্বেতগুজা, শাদা কঁচ। (রাজনি°)

শ্বেতকার্ঠা (স্ত্রী) শ্বেত পাটলা, শাদা পারুল। (বৈজ্ঞকনি°)

শ্বেতকি (পুং) রাজপুত্রভেদ। (ভারত আদিপর্ব)

শ্বেতকিণিহী (স্ত্রী) শ্বেতা কিণিহী। বৃক্ষবিশেষ। পর্যায়—

সিতাভিকটভী, গিরিকর্ণিকা, শিরীষপত্রী, কালিন্দী, শতপত্রা,
বিষরিকা, মহাশ্বেতা, মহাশোভী, মহাদিকটভী। গ্রন্থান্তরে
সিতাভিকটভী স্থানে সিতালিকটভী এবং মহাদিকটভী স্থানে
মহানিকটভী এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। গুণ—কটু, উষ্ণ,
এবং গুণ্য, বিষ, আত্মান, শূলদোষ, বায়ু, কফ ও জীর্ণরোগনাশক।

শ্বেতকঁচ (দেশজ) শ্বেত গুজা, শাদা কঁচ।

শ্বেতকুঞ্জর (পুং) শ্বেতঃ কুঞ্জরঃ। ১ ঐয়াবত হস্তী। (শকরত্না°)
২ গুরু গজ।

শ্বেতকুস্তিকা [স্ত্রী] (স্ত্রী) গুরু পাটলবৃক্ষ। (বৈজ্ঞকনি°)

শ্বেতকুরুন্টক (পুং) গুরুকিণ্টী, শাদা কাঁটি। গুণ—তিক্র,
দস্ত ও কেশের হিতকর, মিষ্ট, মধুর, উষ্ণ, ভীক্ষুবীর্ঘা, এবং বশী,
পলিত, কুষ্ঠ ও বাতরক্তদোষ, কফ, কণ্ঠ ও বিষনাশক। (বৈজ্ঞকনি°)

শ্বেতকুশা (পুং) তৃণবিশেষ। গুরুদর্ভ, শাদা কুশ তৃণ। পর্যায়—
সিতদর্ভ, হৃষকুশ, পুত, যজীর পত্রক, বজ্র, ব্রহ্মপত্র, ভীক্ষ, বজ্র-
ভূষণ, হৃদীমুখ, পুষ্যতৃণ, বর্হি, পুততৃণ। মূলের গুণ—শীতল, কটিক-
কর, মধুর এবং পিত্ত, রক্ত, জ্বর, তৃষ্ণা, শ্বাস ও কামলানাশক।

শ্বেতকূট (স্ত্রী) শিথি বা ধবলরোগ। (মাধব নিদান) মনুতে
উল্লিখিত হইয়াছে, বস্ত্রাপহারণ করিলে এই রোগের উৎপত্তি হয়।

‘অরহস্তাময়াবিকং মোক্যং বাগপহারকঃ।

বস্ত্রাপহারকঃ শ্বেত্রাং পলুতামখহারকঃ।’ (মহু ১১।১৫)

[শিথি শব্দ দেখ।]

শ্বেতকৃষ্ণা (স্ত্রী) কটিকাতিভেদ।

শ্বেতকুম্ভমা (স্ত্রী) শ্বেত নিম্বী, শ্বেতপুশ, নিসিন্দা।

শ্বেতকেতু (পুং) শ্বেতঃ কেতুর্হা। ১ বৃদ্ধ। ২ কেতুগ্রহবিশেষ।

পশ্চিম দিকে শ্বেতকেতু, উত্তরিকেতু ও ধূমকেতু, এই তিন
প্রকার কেতুর উদয় হইয়া থাকে। যে সময়ে শ্বেতকেতুর উদয়
হয়, তখন পৃথিবী শ্বেতাহিতে পরিপূর্ণ হয়, মায়বে মনুষ্য-মাংস
ভক্ষণ করে, অর্থাৎ ব্যাঘ্রের নাই হৃতিক উপস্থিত হইয়া সমস্ত
জীবকে কষ্ট দেয় এবং সমস্ত জগৎ ক্ষুধা ও ভয়ে প্রলীড়িত হইয়া
চক্রবৎ ভ্রমণ করিতে থাকে।

‘কেতবো হুয় দৃশ্যন্তে ব্যাঘ্রাশ্রয় এব তে।

উত্তরিকেতু শ্বেতকেতু ধূমকেতুতৃতীয়কঃ।

শ্বেতকেতুর্হা দৃশ্যন্তে শ্বেতাহি কুরুতে মহীম্।

তদা মামুষ্যমাংসানি ভক্ষয়ন্তীহ মামুবাঃ।

কুন্তরার্ধং জগৎকৃতং চক্রবদ ভ্রমতে তদা।’ (সমরামৃত°)

মতান্তরে চারি প্রকার কেতুর উল্লেখ দেখা যায়; ভগ্নাথ্যে
শ্বেতকেতুর উদয়ে জগৎ শত্রুকুল, লোহিতের উদয়ে অরিয়, পীত
কেতুর উদয় হইলে ক্ষুদ্র এবং কৃষ্ণকেতুর উদয়াবস্থায়
প্রবল রোগের প্রাহুর্ভাব হইয়া থাকে।

‘শ্বেতঃ শত্রুকুলং কুর্যাৎ লোহিতঃশ্রিয়ং ভয়ং।

ক্ষুদ্রং পীতকঃ কুর্যাৎ কৃষ্ণো রোগমখোষণম্।’ (সমরামৃত°)

এই কেতু জটা সঙ্গী শ্রামবর্ণ, এবং আকাশের ত্রিভাগগামী,
ও যেদিকে উদিত হয়, তাহার বিপরীত দিকে নিবর্তিত হয়। এই
কেতুর উদয়ে প্রজা ত্রিভাগীকৃত অর্থাৎ সমস্ত প্রজার চারি ভাগের
এক ভাগ বিনষ্ট হয়।

‘শ্বেতাস্ত্র জটাকারী শ্রামো ব্যোমত্রিভাগগঃ।

নিবর্ততে হপস্ব্যোন ত্রিভাগীকুরুতে প্রজাঃ।’ (সমরামৃত°)

৩ মুনিবিশেষ। উদালক মুনির পুত্র। ছান্দোগ্য উপনিষদ্
পাঠে জানা যায় যে ইনি পিতার আদেশে রাজর্ষি জনকের নিকট
গিয়া সর্ব প্রথম ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে
ইহার ব্রহ্মবিদ্যালান্ত সঙ্ক্ষে বিদ্যুত বিবরণ দৃষ্ট হয়। পুরাকালে
জীর্ণ স্বামীর সমক্ষেও অল্প পুরুষ গ্রহণ করিত, জীর্ণগের পুরুষ-
গ্রহণ বিষয়ে কোন বিশেষ নিয়ম ছিল না, শ্বেতকেতু এই দোষ
নিবারণ করিয়া সমাজের মর্যাদা স্থাপন করেন। মহাভারতে
এ সঙ্ক্ষে বর্ণিত হইয়াছে যে, উদালক নামে ধর্মপরাধর এক
মহর্ষি ছিলেন, শ্বেতকেতু নামে তাহার এক পুত্র হয়। একদা
এক ব্রাহ্মণ শ্বেতকেতুর পিতার সমক্ষে তাহার জননীর হস্ত
ধারণ করিয়া কহিলেন, যে আইস, আমরা গমন করি।
শ্বেতকেতু মাতাকে অল্প পুরুষ কর্তৃক যেন বলপূর্বক নীরমানা
দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। পিতা উদালক পুত্রের এইরূপ

ক্রোধ দেখিয়া তাহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি কোপাকুল হইও না, ইহা সনাতন ধর্ম, এই ভূমণ্ডল মধ্যে সর্ব বর্ণের অঙ্গনায়াই অবস্থিত।। পৃথিবীতে গোগণ যেরূপ ব্যবহার করে, প্রজাগণও য বর্ণে সেইরূপ আচরণ করিয়া থাকে।

শ্বেতকেতু পিতার এই বাক্য শুনিয়াও কোপবেগ সহ্য করিতে না পারায় এই নিয়ম করিলেন যে, অস্ত্র প্রভৃতি যে নারী স্ত্রীকে অতিক্রম করিয়া ব্যভিচারিণী হইবে, তাহার ঘোর হঃখ-দায়ক ভ্রূণহত্যা সদৃশ পাতক হইবে। আরও যে পুরুষ পতিব্রতা প্রায়শ্চিন্তা ভাষ্যাকে অতিক্রম করিয়া পরনারী সন্তোষ করিবে, তাহারও ঐরূপ পাতক হইবে। এবং যে পত্নী স্বামী কর্তৃক পুত্রোৎপাদনার্থে নিযুক্তা হইয়া তাহার বাক্যে অবহেলা করিবে, তাহারও উক্তরূপ পাতক হইবে। শ্বেতকেতু এই রূপে ধর্মাস্ত্র-সারিণী সমাজের মর্যাদা স্থাপন করেন। তদবধি জীপুরুষের যদৃচ্ছা ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে। (ভারত আদিপং ১৫৩ অং)

২ শ্বেতবর্ণ পতাকা। যুদ্ধ প্রকরণে শ্বেতবর্ণ পতাকা প্রদর্শন সন্ধির সূচক।

শ্বেতকেশ (পুং) শ্বেতাঃ কেশা যস্মাৎ । ১ রক্ত শিগু, রক্ত সজিনা। (জটধর) শ্বেতঃ কেশঃ । ২ শুভ্রবর্ণ কেশ।

শ্বেতকোল (পুং) শ্বেতঃ কোলঃ ক্রোড়দেশো যস্য । শফর মংসা, চলিত পটীমাছ। (ত্রিকা)

শ্বেতখদির (পুং) শ্বেতঃ খদিরঃ । শুক্ল খদিরবৃক্ষ, চলিত পাপরী খয়ের গাছ। মহারাষ্ট্র—পাটড়া খের। কলিঙ্গ—বিলিয়-ভক্তি, পাপরী খয়ের, তৈলঙ্গ—তেলগু। সংস্কৃত পর্যায় কদর, শ্বেতসার, কাশ্মুক, কুঞ্জকণ্টক, সোমসার, সোমবৃক্ষ, সোমবক, পথিঙ্গম। গুণ—তিক্ত, কষায়, কটু, উষ্ণ, কণ্ডুতি, কুষ্ঠ, কক, বাত ও ব্রণনাশক। (রাজনিং)

কোন কোন পুস্তকে কাশ্মুকস্থানে 'কাযুক' এবং কুঞ্জকণ্টক স্থানে 'কুষ্ঠকণ্টক' এইরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্বেতগঙ্গা (জী) তীর্থভেদ। এইতীর্থে স্নান করিয়া যিনি শ্বেত-মাধবকে অবলোকন করেন, তাহার শ্বেতবীপে গতি হয়।

"শ্বেতাং গঙ্গা" নরঃ স্নাত্বা যঃ পাশ্চৈব শ্বেতমাধবং।

মংস্যাকং মাধবং শ্বেতবীপং স গচ্ছতি ॥" (তীর্থচিন্তামণি)

শ্বেতগজ (পুং) শ্বেতঃ শুক্লগজঃ । ইন্দ্রহস্তী, ঐরাবত, ঐরাবত শুভ্রবর্ণ, এইজন্ত উহাকে শ্বেতগজ কহে। ২ শুভ্রবর্ণ হস্তী।

শ্বেতগর্ভ (পুং) শ্বেতঃ গর্ভঃ পাকো যস্য । হংস, রাজহংস।

শ্বেতগিরি (পুং) শ্বেতপর্বত, জম্বুদীপের বর্ষপর্বতের মধ্যে পর্ব বৈশেষ। (মার্কণ্ডেয়পুং ৫৪১২)

শ্বেতগুঞ্জা (জী) শ্বেতা গুঞ্জা। শুভ্রবর্ণ গুঞ্জা, সাদা কঁচ। পর্যায়—শ্বেতকাষোদী, ভৃগুকা, কাকাদনী, কাকপীপু, চক্রশল্যা, চূড়াল।

গুণ—তিক্ত, উষ্ণ। ইহার বীজ বমনকারক, মূলশূল ও বিষ-নাশক। ইহার পত্র বশীকার্যে প্রশস্ত। (রাজনিং)

শ্বেতগুণবৎ (জি) শ্বেতগুণ অন্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য বঃ। শ্বেতগুণ-বিশিষ্ট, শ্বেতগুণযুক্ত।

শ্বেতগোকর্ণী (জী) লতাভেদ।

শ্বেতঘণ্টা (জী) নাগধ্বজী, চলিত হাতিগুড়ো। ২ দ্বিতী (রাজনিং)

শ্বেতঘণ্টী (জী) শ্বেতঘণ্টা।

শ্বেতচন্দন (ক্রী) শ্বেতাং চন্দনং। শুভ্রবর্ণ চন্দন, সারচন্দন। চন্দন বলিলেই শ্বেতচন্দন বুঝায়। [চন্দন দেখে।]

শ্বেতচন্দ্রপক (পুং) শ্বেতঃ শুভ্রবর্ণচন্দ্রপকঃ। শ্বেতচাঁপা, শুভ্রবর্ণ চন্দ্রপক।

শ্বেতচরণ (পুং) শ্বেতৌ চরণৌ যস্য। ১ প্রবচর জলপক্ষিবিশেষ। (স্তম্ভত স্তম্ভাং ৪৬অং) (জি) ২ শ্বেতচরণবিশিষ্ট।

শ্বেতচিল্লিকা (জী) শ্বেতা চিল্লিকা। শ্বেতচিল্লী, শাকভেদ। পর্যায় বাস্ককী, সুপথা, সিতচিল্লী, উপচিল্লী, জরদী, ক্ষুদ্রবাস্ককী, গুণ—মধুর, ক্ষার, শীতল, ত্রিদোষশমনকারী ও জরনাশক। (রাজনিং)

শ্বেতছত্র (ক্রী) শ্বেতাং ছত্রং। শুভ্রবর্ণছত্র। (ভাগবত ৯।১০।৪২)

শ্বেতছদ (পুং) শ্বেতাঃ ছদো যস্য। ১ হংস। (হস্তরথ) ২ গন্ধপত্র, চলিত বাবুই তুলসী। (শব্দচং)

শ্বেতজয়ন্তী (জী) শ্বেতাজয়ন্তী, শুক্লজয়ন্তীবৃক্ষ, শ্বেতজয়ন্তী।

শ্বেতজরণ (পুং) শুক্লজীরক, শাদাজীরা। (বৈজ্ঞকনিং)

শ্বেতজলজ (ক্রী) কুমুদ, চলিত হেলাফুল। (বৈজ্ঞকনিং)

শ্বেতজীরক (পুং) শ্বেতজীরকঃ। গৌরজীরক, চলিত শাদা-জীরে। গুণ—কটিকর, কটু, মধুর, দীপন, ক্রমিনাশক, বিষ ও জরনাশক ও উদরাগ্নানজনক। (রাজনিং)

শ্বেতটঙ্ক (প) (ক্রী) শ্বেতাং টঙ্কং। শ্বেতটঙ্ক, চলিত সাধা সোহাগা। পর্যায় শোহি, সিদ্ধকর, সিদ্ধ, মালতীতীরসম্ভব, শিব, দ্রাবকর, শীতকার, টঙ্ক। গুণ—মিথু, কটু, উষ্ণ, কক, বাত, আম, ক্ষয়, শ্বাস, কাশ ও মলনাশক। (রাজনিং)

শ্বেততণ্ডুলমণ্ড (পুং ক্রী) শ্বেততণ্ডুলস্য মণ্ডং। আতপতণ্ডুল-সিদ্ধ মণ্ড, আলোচাউলের মণ্ড, গুণ—মধুর, শীতল, কিঞ্চিৎ স্নেহবর্দ্ধক, শোষনাশক, অশ্মরী, মেহ, ছদি ও বাতবর্দ্ধক।

(অত্রিগং ১২ অং)

শ্বেততপস্ (পুং) শ্বেত নামক একজন ঋষি।

শ্বেততর (পুং) বৈদিক শাখাবিশেষ।

শ্বেততরুলতা (জী) শ্বেতবর্ণ পুষ্পবিশিষ্ট একজাতীয় তরুলতা (Ipomoea quamoclit)।

শ্বেততুলসা (জী) শুভ্র পত্র তুলসী বৃক্ষ। (পর্যায়মুক্তাং)

শ্বেতত্রিবিং (জী) শুক্লমূল ত্রিবিং, চলিত সাধা তেউড়ী। (হন্দী

—খেতনিশোভর। গুণ—রেচক, বায়ুনাশক, রুদ্ধ, পিত্তজর, শ্লেষ্মা, পিত্তজ শোথ ও উদরস্রোগনাশক। (ভাবগ্র)

খেতদস্তা (জী) খেতদন্তী, খেত দুর্কা। (বৈভকনি)

খেতদস্তা (জী) নাগদন্তী। (বৈভকনি)

খেতদুর্কা (জী) খেতা দুর্কা। গুরু দুর্কা। পর্যায়—গোলোমী, সিতাখা, চণ্ডা, ভজা, ভার্গবী, দুর্ধরা, গোমী, বিয়েশান-কাভা, অনন্তা, খেতা, দিব্যা, খেতকাভা, প্রচণ্ডা, সহস্রবীর্ঘা, সহস্র-কাভা, সহস্র-পর্কা, সুরবলতা, শুভা, সুপর্কা, সিতছা, যচ্ছা, কচ্ছান্তরুহা। ইহার গুণ—অতি শিশির, মধুর, বমন, পিত্ত, আম, অতিসার, বাস, দাক ও তৃকানাশক, কটিকর। (রাজনি)

খেতদ্রুতি (পুং) চক্ষু। (হেম)

খেতক্রম (পুং) খেতঃ ক্রমঃ। বরণবৃক্ষ, বরণ গাছ। (বৈভকনি)

খেতদ্বিপ (পুং) খেতঃ উল্লঃ দ্বিপঃ। ১ ইন্দ্রহতী, ঐরাবত। (হিকা) ২ গুরুবর্ণ হতী।

খেতদ্বীপ (পুং) খেতো দ্বীপঃ। ১ চন্দ্রদ্বীপ, বৈকুণ্ঠাখ্য বিষ্ণুর ধামকে খেতদ্বীপ কহে।

“শূদানীমানি ধিক্যাণি ব্রাহ্মণো মে শিবন্ত চ।

ক্ষীরোদং মে প্রিয়ং ধাম খেতদ্বীপক ভাবরম্ ॥” (ভাগ ৮।৪।১৮)

২ ইংলণ্ডের নামান্তর। ইংরাজী Albauia নামের অমুকরণে ইহার বাক্সালার খেতদ্বীপ নামকরণ করা হইয়াছে।

‘খেতদ্বীপ জিনি রণে ফিরিব আবার।

তা না হয় এইখানে বিদায় সবার ॥” (পলাশীর যুদ্ধ)

খেতধাতু (পুং) খেতো ধাতুঃ। খটিকা, তুন্ড পাখাণ, চলিত ফুলখড়ি। (রাজনি) ২ গুরুবর্ণ ধাতু দ্রব্য।

খেতধামন্ (পুং) খেতঃ ধাম কিরণং বস্ত। ১ চক্ষু। ২ কর্ণদ্বার ৩ সমুদ্র ফেন। (মেদিনী)

খেতধুনক (জী) গুরু-ধুনক। (রসর জরচি)

খেতনা (জী) উষা কালীনাস্তান। “উতত্যা মে বশা খেত-নায়ৈ” (ঋক ১।১২২।৪) ‘খেতনায়ৈ বধ্যার্থে চতুর্ধী, উষঃ কালীনাস্তানায়’ (সায়ণ)

খেতনাড়ী (জী) খটিকা, চলিত ফুলখড়ি। (বৈভকনি) ২ খেতাপরাজিতা। (চরক সূত্র) ২ অং)

খেতনামন্ (পুং) খেতবর্ণ অপরাজিতা পুন্।

খেতনামা (জী) খেতাপরাজিতা। (বৈভকনি)

খেতনিম্পাবা (জী) খেতপুন্ নিম্পাব, চলিত সাধা শিম্। ইহার গুণ—কটিকর, মধুর, অন্ন কষায়, শীতল, বাতবর্জক, বল ও আয়ুর্জনক এবং পুষ্টিকারক। (রাজনি)

খেতনীল (পুং) খেতো নীলশ ‘বর্ণো বর্ণেনতি’ সমাসঃ। ১ মেঘ। (শব্দরত্ন) ২ গুরু ও নীলবর্ণ।

খেতপক্ষ (পুং) খেতঃ পক্ষো বস্ত। হংস, খেত গরুড়।

খেতপট (পুং) বৈদিক আচার্যভেদ।

খেতপটল (জী) বশধ ধাতু, বজা বিশেষ। (বৈভকনি)

খেতপত্র (পুং) খেতং পত্রং পক্ষো বস্ত। ১ হংস। রাজহংস।

২ খেত কমল। ৩ খেত তুলসী। ৪ ব্রহ্মবর্ত। ক্ষুদ্র সাধা কুশ। (বৈভকনি) ত্রিরাং টাপ্। খেতপত্রা, খেত শিংলপা, সাধা শিঙ গাছ। (রাজনি)

খেতপত্রের্থ (পুং) খেতপত্রো হংসো রথো বাহনং বস্ত। ব্রহ্মা। (শব্দমালা)

খেতপদ্ম (জী) খেতঃ গুরুং পদ্মং। সিতাভোজ, পর্যায়—সিতাজ, পুণ্ডরীক, খেতবারিজ, হরিনেত্র, শরৎপদ্ম, শারদ, শত্ৰু ব্রহ্মভ। গুণ—হিম, তিক্ত, মধুর, পিত্ত, দাহ, অন্ন, ক্রম ও শিপানানাশক। (রাজনি)

খেতপর্ণ (পুং) খেতার্জক। (পর্যায়মুক্তা) ২ ভদ্রাশ্ববর্ষের অন্তর্গত পর্কতবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু ৫৯।৪) ত্রিরাং টাপ্।

খেতপর্ণা, বারিপর্ণী, চলিত পানা। (রত্নমালা)

খেতপর্ণাস (পুং) খেত তুলসী। পর্যায়—অর্জক, গন্ধপত্র, কঠোরক। (রত্নমালা)

খেতপর্বত (পুং) পর্বতভেদ। (ভারত সভাপর্ক)

খেতপাই (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Elaeocarpus Lancea folius)।

খেতপাকী (জী) খেতপাক্যাঃ ফলং। খেতপাকী বৃক্ষের ফল। (পা ৪।৩।১৬৭)

খেতপাটলা (জী) গুরু পুন্ পাকল বৃক্ষ। (জটায়ু)

খেতপানিরিচ (দেশজ) গুল্মভেদ (Polygonum pilosum)।

খেতপাদ (পুং) শিবাহরগণভেদ। (হেম)

খেতপারাবত (পুং) গুজ্র কপোত, সাধা পাররা। (বৈভকনি)

খেতপাখাণ (পুং) ১ গুজ্র প্রস্তর, সাধা পাখর। (রসেজলা) ২ খটিক। (বৈভকনি)

খেতপিঙ্গ (পুং) মেঘেন খেতঃ জটরা পিঙ্গল বর্ণো বর্ণেনতি সমাসঃ। ১ সিংহ। (হেম)

খেতপিঙ্গল (পুং) ১ সিংহ। (জি) ২ গুরু কপিল বর্ণবৃক্ষ মাত্র। ৩ মহাদেব।

“মহাপ্রসাদো দমনঃ শব্দহা খেতপিঙ্গলঃ ॥” (ভারত ১৩ পং)

খেতপিঙ্গলক (পুং) খেতপিঙ্গল-কন্ বার্থে। সিংহ। (শব্দমালা)

খেতপিণ্ডিতক (পুং) মহাশিঙী তরু, খেতপুন্ দমনবৃক্ষ, সাধা দমন গাছ। (রাজনি)

খেতপুন্ডা (জী) খেতপুন্ শরপুন্ডা। (রাজনি)

খেতপুননবা (জী) গুজ্র পুননবা, খেতমূল পুননবা। ইহার

শূণ—কটু, কষায়রস, দীপন এবং পাণ্ডু, শোথ, বায়ু, গরদোষ, রোমা, জ্বাণ ও উদররোগনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

শ্বেতপুষ্প (পুং) ১ শ্বেতসিদ্ধবার বৃক্ষ, *সাদা নিশিদ্ধা গাছ। ২ মহাশগুপ, চলিত শাল গাছ। ৩ সেকড়ী পুষ্পবৃক্ষ, চলিত শেউড়ী। ৪ বরগ বৃক্ষ। ৫ অর্কবৃক্ষ, আকল গাছ। (স্ত্রী) ৬ গুল্ল পুষ্প সাদা।

শ্বেতপুষ্পক (পুং) ১ করবীর বৃক্ষ। ২ শ্বেতকাশতপ। (বৈভকনিব°) (ত্রি) ২ গুল্লপুষ্পবৃক্ষ।

শ্বেতপুষ্পা (স্ত্রী) ১ কোষাতকী লতা, সাদা বোবা। ২ শ্বেত শণ, সাদা শণ কুপ। ৩ শ্বেত নিশিদ্ধী, সাদা নিশিদ্ধা। ৪ শ্বেত গোকর্ণিকা, সাদা অপরাঞ্জিতা। ৫ নাগদন্তী, কীকড়ী। ৬ যুগেরীক। (রাজনি°)

শ্বেতপুষ্পিকা [স্পী] (স্ত্রী) ১ পুজদ্বাজী লতা। ২ মহাশগুপিকা। বড় সাদা শণ কুপ। (রাজনি°)

শ্বেতপুঁই (দেশ্য) শ্বেতবর্ণ পুতিকা শাকভেদ।

শ্বেতপূরিকা (স্ত্রী) খাড়া দ্রব্যভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—গোধূম চূর্ণের সহিত এলপ ভাবে সূত মিশ্রিত করিতে হইবে যে, ঐ চূর্ণ স্তম্ভি বেন আপনা হইতেই পিণ্ডাকারে পরিণত হয়; পরে উক্ত শিঙের সহিত কিঞ্চিৎ জল মিশাইয়া উত্তমরূপে মর্দনপূর্বক তদ্বারা পূর অর্থাৎ পুনি প্রস্তুত করিয়া সূতে পাক করিবে, পাকান্তে চিনির রসে ফেলিলে উহা অত্যন্ত দৃক্কর ও জড়তাকারক হয়; কিন্তু স্বভাবতঃ ইহা খাতুবর্জক, নিঃ, গুরু, বাত ও পিত্তনাশক। (বৈভকনিব°)

শ্বেতপ্রসূনক (পুং) শ্বেতানি প্রসূনানি যত। ১ শাকবৃক্ষ, চলিত শেঙণ গাছ।

‘তিতঃ শাকতরুঃ সেতুবৃক্ষঃ শ্বেতপ্রসূনকঃ।’ (শব্দমালা)

(ত্রি) ২ গুল্লবর্ণপুষ্পবৃক্ষ।

শ্বেতফলা (স্ত্রী) গুল্ল বৃহতী, সাদা ব্যাকড়।

শ্বেতবৃক্ষা (স্ত্রী) বনতিত। (রত্নমালা)

শ্বেতবৃহতী (স্ত্রী) গুল্ল ক্ষুদ্র বাতীকী। পর্যায়—শ্বেতা, শ্বেত-মহোটিকা, শ্বেতসিংহী, শ্বেতফলা, শ্বেতবাতীকিনী। ইহার গুণ—বাতপ্লেননাশক, ব্যঞ্জনযোগে রোচক এবং নানা প্রকার নেত্ররোগের উপকারক। (রাজনি°)

শ্বেতভূপ্তিকা (স্ত্রী) গুল্ল বাতীকী। (বৈভকনিব°)

শ্বেতভগু (স্ত্রী) শ্বেতাপরাঞ্জিতা। (রত্নমালা)

শ্বেতভদ্র (পুং) গুল্লভেদ। (ভারত সভাপর্ক)

শ্বেতভামু (ত্রি) চক্ষু। (হরিবংশ)

শ্বেতভিক্ষু (পুং) পাণ্ডবভিক্ষু। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা পাণ্ডু-বর্ণ বস্ত্রধারী ও ধূর্ততপস্বী বলিয়া উল্লিখিত।

শ্বেতভৃকরাজ (পুং) গুল্লপুষ্প ভৃকরাজ, সাদা ভীমরাজ। হিন্দী—শকেন ভাংরা।

শ্বেতমঞ্জরী (স্ত্রী) চক্ষু কুপ। (বৈভকনিব°)

শ্বেতমণ্ডল (পুং) ১ চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ গুল্লভাগ। ২ মণ্ডলি-দর্প বিশেষ। (ব্রহ্মতত্ত্ব)

শ্বেতমন্দার [ক] (পুং) ১ শ্বেতাক্ষ বৃক্ষ, শ্বেতাক্ষ গাছ। বর্ষে—শ্বেতমন্দার। কর্ণটি—বিলিম মন্দার। হিন্দী—শ্বেত আর্ক। পর্যায়—পৃথ্বীকুলবক, দীর্ঘায়ুবা, সিভালক, দীর্ঘালক, সিভালক। ইহার গুণ—অতুষ্ক, তিক্ত, মলশোধন এবং মূত্রকছু ও ক্রমিনাশক।

শ্বেতমন্নিচ (স্ত্রী) ১ শোভাজন বীজ, শজিনা-বীজ। মহারাষ্ট্র—পাণ্ডুর-মিরিয়ে। কর্ণটি—বিলিগু-মেনসু। তেলগু—ভেল-মিরি-রালু। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ এবং বিষ, ভূতগ্রহ ও দৃষ্টিরোগ-নিবর্তক। যুক্তিপূর্বক প্রয়োগ করিতে পারিলে রসায়নের কার্য্য করে। (রাজনি°) ২ শ্বেতশিগ্রু, শ্বেতপুষ্প শজিনা গাছ।

শ্বেতমহোটিকা (স্ত্রী) শ্বেত বৃহতী। (রাজনি°)

শ্বেতমাণ্ডব্য (পুং) ঋষিভেদ।

শ্বেতমাধব (স্ত্রী) ১ তীর্থভেদ। (পুং) ২ বিষ্ণুমূর্তিভেদ।

শ্বেতমাল (পুং) শ্বেতা গুল্লবর্ণী মালা বস্ত্র। ১ মেঘ। ২ ধূম। (বিষ্ণু) মেদিনী ও শব্দরত্নাবলীতে ‘শ্বেতমাল’ এইরূপ পাঠ আছে।

শ্বেতমাষ (স্ত্রী) সাদা মাষকলাই।

শ্বেতমুর্গা (স্ত্রী) শ্বেতবর্ণ মোরগকুল।

শ্বেতমূত্রতা (স্ত্রী) কফরোগে শ্বেতবর্ণ মূত্রনির্গমন।

শ্বেতমূল [লা] (পুং স্ত্রী) শ্বেত পুনর্বা।

শ্বেতমুগ (পুং) কুল্লমুগবিশেষ। (চরক)

শ্বেতমেহ (স্ত্রী) শীতমেহ।

শ্বেতমোদ (পুং) পীড়াকারক গ্রহবিশেষ। ইহাদের আবেগে মনুষ্য শরীরে নানারূপ রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। (হরিবংশ)

শ্বেতযাবন্ (ত্রি) শ্বেতঃ বাতীতি শ্বেত-বা-বগিপ্। ১ শ্বেত প্রাপ্ত, শ্বেতা আছে বাহাতে। স্ত্রিরাং ভীপ্। শ্বেতযাবরী=২ কতিপয় নদীবিশেষের নামভেদ। ইহাদের জল লাভিলয় স্বচ্ছ ও শ্বেতবর্ণ বলিয়া ঐরূপ নাম হইয়াছে।

‘উত ভা শ্বেতযাবরী বাহিষ্ঠা’ (ঋক ৮২৩১৮)

‘শ্বেতযাবরী নামো নভাতীরেহধিলাবতোৎ। উত অপিত শ্বেতযাবরী শ্বেতজলা বাতীতি শ্বেতযাবরী।’ (সারণ)

শ্বেতযুথিকা (স্ত্রী) গুল্ল যুথিকা, সাদা যুঁইকুল। (বৈভকনিব°)

শ্বেতরক্ত (পুং) শ্বেতা রক্তচ। ১ পাটল বর্ণ, চলিত গোলাবী রঙ। ২ পাটলবর্ণ বিশিষ্ট।

শ্বেতরঞ্জন (স্ত্রী) শ্বেতং সিভাক্ষ রঞ্জয়তি রক্ত-লুট্। সীসক।

শ্বেতরস (ক্ৰী) ফটক। (পৰ্যায়সূক্তা)

শ্বেতরথ (পুং) শ্বেতা রথো বস্ত। ১ গুরুগ্রহ। (শব্দরত্না)
২ গুরুবর্ণ তন্দন।

শ্বেতরশ্মি (পুং) ১ চক্রে। ২ শ্বেত ঐরাবত রূপধারী গন্ধর্ববিশেষ।

শ্বেতরস (ক্ৰী) নবনীত। ছদ্মে যে সাদা মাটা থাকে।

শ্বেতরাই (দেশজ) শ্বেত রাজিকা। সাদা রাই সরিষা।

শ্বেতরাজি (ক্ৰী) (ক্ৰী) শ্বেতেন বর্ণেন রাজতে ইতি রাজ-অচ-
ততো গোরাতিবাৎ ভীষ্ম বিকসে হ্রস্বচ। চচেণ্ডা, চিচিণ্ডা, চিচিলা।

শ্বেতরাজিকা (ক্ৰী) শ্বেতপীত সৰ্পণ, চলিত রাই-সরিষাভেদ।

শ্বেতরাবক (পুং) নিওঁ ভী বৃক।

শ্বেতরাস্না (ক্ৰী) শ্বেতপুশ্প রাস্না বিশেষ। (ভূরিগ্রন্থাগ)

শ্বেতরূপ্য (ক্ৰী) পুত্তামিশ্রিত পিউটার নামক ধাতু। (হেম)

শ্বেতরোচিস্ (পুং) শ্বেতং রোচিষ্যত। চক্রে। (হলায়ুধ)

শ্বেতরোদ্র[লৌদ্র] (পুং) পট্টিকা লোদ্র, গুরু লোদ্র।

শ্বেতরোহিত (পুং) পুশ্পেণ শ্বেতঃ ফলেন গোহিতঃ লভ্যঃ।

১ গুরুপুশ্প রোহিতবৃক্ষ, চলিত সাদা রোচা বা রয়না গাছ।

হিন্দী—শ্বেত রোহিড়। পর্যায়—সিতপুশ্প, সিতাক্ষর, সিতাক্ষ,

গুরুরোহিত, লক্ষ্মীবান, জমবলভ। ইহার গুণ—কটু, মিষ্ট,

কষায়, শীতল এবং ক্রিমিদোষ, ব্রণ, স্রীহা, রক্তদোষ ও নেত্র-

রোগপ্রশমক। (রাজনি) ২ গন্ধকের নামান্তর।

শ্বেতলক্ষ্মণা (ক্ৰী) শ্বেতকণ্টকারিকা, সাদাকণ্টকারী। (বৈদ্যকনি)

শ্বেতলোহিত (পুং) ১ শিবাবতারভেদ। ২ শিবাংশসম্ভূত
শ্বেতের প্রবর্তিত শাখা সম্ভ্রম্য।

শ্বেতবস্তু (পুং) কল্যাণচরভেদ। (ভারত ৯ পর্ব)

শ্বেতবচা (ক্ৰী) ১ গুরু বচ, অতিবিধা। পর্যায়—মেঘা, বড়-

গ্রহা, দীর্ঘপত্রিকা, তীক্ষ্ণগন্ধা, হৈমবতী, মলয়া। ইহার গুণ—

বৃদ্ধি, মেধা, আয়ু ও সপ্তকি প্রদ, বুধা, দীপন এবং কক, ভূতগ্রহ,

বাত ও ক্রিমিদোষনিবর্তক। ভাবপ্রকাশে উল্লিখিত হইয়াছে

যে, পারসীক বচ ও গুরুবর্ণ এবং হৈমবতী নামে অতিহিত ও

শ্বেত বচের জ্ঞান গুণবিশিষ্ট; অধিকন্তু শূলরোগগ্র।

শ্বেতবৎসা (ক্ৰী) ১ শ্বেতবর্ণ বৎসবিশিষ্টা (গাভী)।

(শতপথব্রা ৪।৩২।১)

শ্বেতবর্ণক (ক্ৰী) শ্বেত রক্তচন্দন। (বৈদ্যকনি)

শ্বেতবর্ণা (ক্ৰী) ১ বরাটকভেদ, সাদাবর্ণের কড়িবিষেব। (রাজনি)

২ শ্বেতপুশ্প পাটলবৃক্ষ, শ্বেতপাকুল গাছ। (বৈদ্যকনি)

শ্বেতবর্বরক (ক্ৰী) বর্বরচন্দন। (রাজনি)

শ্বেতবর্বরিকা (ক্ৰী) গুল্লভুলসী, শ্বেতভুলসী। (রাজনি)

শ্বেতবন্ধুল (পুং) শ্বেতং বন্ধলং বস্ত। উদ্ভব বৃক্ষ, বজ্রভূমুর
গাছ। (কট্যধর)

শ্বেতবল্লী (ক্ৰী) গুরুবাত্তক শাক। (বৈদ্যকনি)

শ্বেতবস্ত্রিন্ (ক্ৰী) শ্বেতবস্ত্রধারী। (কালচক্র)

শ্বেতবাজিন্ (পুং) শ্বেতা বাজী ঘোটকোবস্ত। ১ চক্রে।
২ অর্জুন। ৩ গুরুঘোটক।

শ্বেতবরাহ (পুং) ব্রহ্মার হৃদয়ের আদিযুগের প্রথম কল্প। ইহার
পরিমাণ ৪২২০০০০০০ বর্ষ; এই কল্পের আরম্ভ, আরোচিব,
উত্তমজ, তামস, রৈবত ও চাক্ষুব প্রভৃতি ছয়টা মন্ব বৎসাক্রমে
অতীত হইয়াছে; বর্তমানে বৈবস্বত নামক সপ্তম মন্বর অধিকার-
কাল; ইহারও সপ্তবিংশ যুগ গত হইয়া বর্তমান অষ্টাবিংশ যুগে
কলির প্রারম্ভ হইয়াছে।

২ বিষ্ণুর রূপভেদ। ৩ তীর্থভেদ।

শ্বেতবারিজ (ক্ৰী) শ্বেতপত্র। (রাজনি)

শ্বেতবার্তাকিনী (ক্ৰী) শ্বেতবৃহতী। (রাজনি)

শ্বেতবাসস্ (পুং) শ্বেতং বাসোবস্ত। ১ গুরুবস্ত্রধারী সন্ন্যাসী।
(হলায়ুধ) (ক্ৰী) ২ পরিহিত গুরুবসন, যে গুরুবস্ত্র পরিধান
করিয়াছে।

শ্বেতবাহ্ (পুং) শ্বেতেন বাহনেন উজ্জতে ইতি বহ-বি
(পা ৩।৩।৬৪)। ইজ্র।

শ্বেতবাহ (পুং) শ্বেতঃ গুরুঃ বাহো ঘোটকো বস্ত। ১ অর্জুন।
২ ইজ্র। ৩ অর্জুনবৃক্ষ। (বাতট ২)

শ্বেতবাহন (পুং) শ্বেতঃ বাহনং বস্ত। ১ শিব। (হরিবংশ)
২ চক্রে। ৩ অর্জুন। ইনি শ্বেতবর্ণ ঘোটকযুক্ত রথে আরোহণ
করিয়া যুদ্ধ করিতেন বলিয়া এই নাম প্রাপ্ত হন।

"শ্বেতাঃ কাঞ্চনসন্নাহা রথে যুজ্যন্তি মে হরাঃ।

সংগ্রামে যুদ্ধমানস্য তেনাহং শ্বেতবাহনঃ।" (ভারত বিরাটপ)

৪ মকর। ৫ রাজ্যাদিধেবের পুত্র এবং বিহরথের পৌত্র।

(হরিবংশ ৩৮।২)

শ্বেতবাহিন্ (পুং) শ্বেতবাহঃ শ্বেতঘোটকোহস্তাতীতি ইনি।
অর্জুন। (শব্দরত্ন)

শ্বেতবিটকতা (ক্ৰী) শ্বেতা বিট্ বস্ত, শ্বেতবিটকঃ তত্ত ভাবঃ
তল্-টাপ্। কক্ষাধিক্য জন্ত গুরু পুরীষতা, কক্ষের আধিক্য
হইলে পুরীষ গুরুবর্ণ হয়। (বৈদ্যকনি)

শ্বেতবীজ (পুং) শ্বেতকুলথ, শ্বেত কুলতি কলায়।

শ্বেতবুহা (ক্ৰী) বনতিক্ত।

"শ্বেতবুহা কপীতন্ত বনতিক্তা বিসর্পিণী।

শম্বিনী চাকচিকা চ গিরিকা ধূলয়চ্ছদা।" (রত্নমা)

শ্বেতবৃক্ষাক (পুং) গুরুবর্ণ বার্তাক, সাদা বেগুন। এই বার্তাক
ভোজন করিতে নাই। (বৈদ্যকনি)

শ্বেতবৃহতী (ক্ৰী) গুরুবর্ণ ক্ষুদ্রবৃহতী, সাদা বৃহতী। কলি—বিলি-

গুহু। বৈবে—পাণ্ডুরী ও ডোরনী। ইহার গুণ—বাতশ্লেষনাশক, কচিকর, অগ্নের সহিত প্রয়োগ করিলে নানা নেত্ররোগনাশক।
শ্বেতশূক (পুং) শ্বেতাবৃকঃ। ১ বর্ণবৃক। (রাজনি°)
২ গুরুবর্ণ বৃক।

শ্বেতব্রত (পুং) বর্ণসম্প্রদায়ভেদ। (বাসবদত্তা)

শ্বেতশরপুষ্ণা (স্ত্রী) শ্বেতা শরপুষ্ণা। ক্ষুণ্ণবিশেষ। হিন্দী—
শ্বেতশরকেঁকা। পর্যায়—সিতসারকা, শিতপুষ্ণা, শ্বেতপুষ্ণা,
গুত্রপুষ্ণা। গুণ—কটু, উষ্ণ, ক্রমি ও বাতরোগনাশক। (রাজনি°)

শ্বেতশর্করাকন্দ (দেশজ) সাদা শর্করকন্দ আলু।

শ্বেতশারিবা (স্ত্রী) শারিবাভেদ, চলিত শ্বেত অনন্তমূল। এই
অনন্তমূল দুগ্ধগর্ভা অর্থাৎ ইহা ভাজিলে তিতর হইতে দুগ্ধবর্ণ
নির্ঘাস নির্গত হয়। ইহার গুণ—শীতল, মধুর, শুক্রবর্দ্ধক,
প্লক, মিষ্ণ, তিত্ত, অগ্নিক, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও জ্বরনাশক, বেহদোর্গক,
অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, কাস, ও অরুচিনাশক, আমদোষ, জ্বিদোষ,
বিষ ও রক্তদোষনাশক এবং কফ, অতিসার, তৃষ্ণা, দাহ ও রক্ত-
পিত্ত প্রশমক। (বৈভক্তনি°)

শ্বেতশাল (দেশজ) সাদা বর্ণের শালগাছ।

শ্বেতশাল্মলি (পুং) শুক্লপুষ্প কিং শুক্লবৃক। এই শাল্মলীবৃকে
শুক্লবর্ণ পুষ্প হয়, এইজন্য উহাকে শ্বেতশাল্মলি কহে। চলিত
শ্বেত শিমুলগাছ। হিন্দী সেনিবা ও হতিরান। তামিল
ইলবম্।

শ্বেতশিংশপা (স্ত্রী) শ্বেতপত্র শিংশপাবৃক। চলিত সাদা
শিঙগাছ। মহারাষ্ট্র—পাণ্ডুরাশিংশপা ও শিংশ। কলিজ—
বিজির ইবীড়ু। ইহার গুণ—তিক্ত, শীতল ও পিত্তনাশনাশক।

শ্বেতশিখ (পুং) শিখাবতার শ্বেতপ্রবর্তিত শিখাসম্প্রদায়। (হেম)

শ্বেতশিগ্র (পুং) শ্বেতঃ শুক্লঃ শিগ্রঃ। গুরুশোভাজন, চলিত
সাদা সর্জিনা। মহারাষ্ট্র—পাণ্ডুরা সেগবা, বিলিগুগু। এই
বৃকের পুষ্প ও পত্র শুক্লবর্ণ। পর্যায়—সুভীক, সুখভদ্র, সিভাহর,
সুমূল, শ্বেতমরিচ, রোচন, মধুশিগ্র। গুণ—কটু, তীক্ষ্ণ, শোফ,
অঙ্গবাধা, মুখজাড্য ও বায়ুনাশক, কচিকর, দীপন।

শ্বেতশিমূল (দেশজ) শ্বেতশাল্মলী বৃক।

শ্বেতশিন্ধা (স্ত্রী) শ্বেতাশিখা। শ্বেতশিখিকা, রাজশিখী, সাদা
শিম। (রত্নমালা)

শ্বেতশিজা (স্ত্রী) শ্বেতবর্ণ পাণ্ডুরভেদ, চলিত শ্বেতপাণ্ডুরকূচ।
ইহার গুণ—শীতল, বাত, মেহক্কুনাশক, মূত্ররোধ, অগ্নরী, শূল,
কণ্ড ও পিত্তনাশক। (রাজনি°)

শ্বেতশীর্ষ (পুং) বৈভক্তবিশেষ। (হরিবংশ)

শ্বেতশুষ্ক (পুং) শ্বেতা শুষ্কা বস্ত্র। ১ বব। (জটধর)

(ত্রি) ২ শুক্লবর্ণ শুষ্কবৃক।

শ্বেতশূক (পুং) শ্বেতঃ শূকো বস্য। বব। (রাজনি°)

শ্বেতশূরগ (পুং) শ্বেতঃ শ্বেতবর্ণ শূরগ। বনশূরগ, চলিত
বুনো ওল। মহারাষ্ট্র ও বৈবে—পাণ্ডুরাশূরগ। কলিজ—বিলিগ-
শূরগ। ইহার গুণ—কচিকর, কটু, উষ্ণ, ক্রমি, গুহু, শূল ও
অরুচিনাশক। (রাজনি°)

শ্বেতশেফালিকা (স্ত্রী) গুরুশেফালিকা বৃক।

শ্বেতশৈল (পুং) পর্বতভেদ। (হরিবংশ)

শ্বেতশৈলময় (ত্রি) শ্বেতবর্ণ মর্ম্মর প্রস্তরদ্বারা সমাক্ষাদিত।

(রাজত° ৩।৩০২)

শ্বেতশ্রেষ্ঠ (পুং) চন্দনবৃক। (বৈভক্তনি°)

শ্বেতসর্প (পুং) ১ বর্ণবৃক। (জটধর) শ্বেতঃ গুত্রবর্ণপ।
২ সাদা সাপ।

শ্বেতসর্জ (পুং) শ্বেতঃ শ্বেতবর্ণঃ সর্জঃ। শ্বেতধুনক, চলিত
সাদাধুনো।

শ্বেতসর্ষপ (পুং) শ্বেতঃ সর্ষপঃ। শ্বেতবর্ণ সর্ষপ, সাদা সরিষা,
রাই সরিষা। (পর্যায়মুক্তা°)

শ্বেতসার (পুং) শ্বেতঃ সারো যত্ন। ১ যদিহী? (জটধর)
২ সজীব-উদ্ভিজ্জাদির অন্তর্নিহিত শ্বেতবর্ণ পদার্থ বিশেষ
(starch)। ইহা তুষারের জায় শ্বেতবর্ণ, দেখিতে উজ্জ্বল,
অঙ্গুলি দ্বারা চাপিলে অন্ন অন্ন শব্দ হইয়া থাকে। গোধূম, গোল-
আলু প্রভৃতিতে ইহা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

শ্বেতসিংহী (স্ত্রী) শ্বেতবৃহতী। (রাজনি°)

শ্বেতসিদ্ধ (পুং) সন্ধ্যাহুচরণভেদ। (ভারত ৯ পর্ব)

শ্বেতসুপ্সা (স্ত্রী) শ্বেতা সুপ্সা। ১ গুরুশেফালিকা। (অমর)
২ শ্বেত নিম্বতী। ৩ শ্বেতপুষ্প তুলসীবৃক, সাদা তুলসীগাছ।

শ্বেতসুরা (স্ত্রী) সুরাভেদ, চলিত ধেনো মদ। (রাজনি°)

শ্বেতস্পন্দা (স্ত্রী) শ্বেতাপরাজিতা। (রাজনি°)

শ্বেতহমু (পুং) সর্ষপভেদ, রাজিমং জাতীয় সর্ষপবিশেষ। (সুহ্রত)

শ্বেতহয় (পুং) শ্বেতো হয়ঃ। ১ ইন্দ্রাধ, ঐরাবত। (ত্রিকা°)
শ্বেতো হয়ো বস্ত্র। ২ অর্জুন। (হেম) ৩ শুক্লবর্ণ ঘোটক,
সাদা ঘোড়া। ৪ শ্বেতবর্ণ অশ্ববিশিষ্ট।

শ্বেতহর (পুং) মহাশাল বৃক। (বৈভক্তনি°)

শ্বেতহস্তিন্ (পুং) শ্বেতো হস্তী। ১ ঐরাবত। ২ শুক্লবর্ণ
গজ, সাদা হাতী। [হস্তী দেখ।]

শ্বেতা (স্ত্রী) শ্বেত-টাপ। ১ বরাটিকা, কড়ি। ২ কাঠপাটলা,
চলিত কাটাশিরীষ। ৩ অতিবিষ। ৪ অপরাজিতা। ৫ শ্বেত
বৃহতী। ৬ শ্বেতকণ্টকারী। ৭ পাণ্ডুরভেদী। ৮ শিলাবকলা।
৯ শ্বেতদূরী। ১০ বংশরোচনা। ১১ ক্ষতী। ১২ ক্ষটিকারিকা,
চলিত কটিকারী। ১৩ গম্ভারী বৃক। ১৪ লুতাভেদ, মাকড়সা

বিষে। ১৫ শর্করাজাত সুরা। ইহার গুণ—কাস, অর্শ, গ্রহণী, খাস ও প্রতিজ্ঞায়নশক, মূত্র, কফ, তক্ত, রক্ত ও মাংসবর্ধক। (মুশ্রুত মূত্রহা° ৪৬ অ°) ১৫ শরীরের সপ্তদকের অন্তর্গত তৃতীয় বৃক। ইহা ত্রিহির দ্বাদশভাগ প্রমাণ। এই বৃক চন্দ্রদল, অজগরী ও মশকের অধিষ্ঠানস্বরূপ, অর্থাৎ অবলী প্রকৃতি রোগ এই বৃকেই হইয়া থাকে, অস্ত্র বৃকে হয় না।

‘সা শ্বেতা ত্রিহির দ্বাদশভাগপ্রমাণা, চন্দ্রদলাজগরীমশকাধি-
ষ্ঠানা’ (মুশ্রুত সা° ৪ অ°) ১৬ গুরগুজা, সাদা কুঁচ।

শ্বেতাক (পুং) সৌমলতা ভেদ। (মুশ্রুত চি ২৯ অ°)

শ্বেতাজ্জন (স্ত্রী) গুরাজ্জন, সাদা আজন, সাদা সুখা। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতাটুকী (স্ত্রী) শ্বেতপুষ্পাটুকী, চলিত সাদা অড়হর। (রাজনি°)

শ্বেতাণ্ড (ত্রি) বাহাদিগের অণ্ডকোষ শ্বেতবর্ণ।

শ্বেতাত্ত্রিবৃৎ (স্ত্রী) গুরাত্ত্রিবৃতা, ত্রিগুটা, সর্কাসুভূতী, সরলা, নিশোত্তরা, রেচনী। ইহার গুণ—রেচন, স্বাদ, উষ্ণ, বায়ু, পিত্ত, অর, প্লেক্স, শোথ, উদরনাশক ও বৃদ্ধ। (ভাবপ্রকাশ)

শ্বেতাত্ত্রেয় (পুং) ঋষিভেদ।

শ্বেতাদ্রি (পুং) শ্বেতঃ অদ্রিঃ। ১ শ্বেতপর্কত। ২ কৈলাস পর্কত। (ভাগবত ৮।৮।৪)

শ্বেতাদ্রিকর্ণিকা (স্ত্রী) গুরগিরিকর্ণিকা। (বাভট উত্ত° ৬ অ°)

শ্বেতানুলেপন (ত্রি) শ্বেতং অনুলেপনং বস্ত্র। শ্বেত অমু-
লেপনবিশিষ্ট। (পুং) ২ বলরাম। (ভারত)

শ্বেতানুকাশ (ত্রি) শুভ্রদীপ্তিবিশিষ্ট। (শাখ°ত্রা° ১৪।১)

শ্বেতাভদ্রা (স্ত্রী) শ্বেতগোকর্ণী, সাদা অপরাজিতা। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতাল্লী (স্ত্রী) শ্বেতবর্ণ অল্প, সাদা অল্প। (রাজনি°)

শ্বেতাল্লি (স্ত্রী) ক্ষুপবিশেষ। পর্যায়—অল্লিকা, পিঠোড়ী, পিণ্ডিকা।
ইহার গুণ—মধুর, বৃষা, পিত্তনাশক ও বলপ্রদ। (রাজনি°)

শ্বেতান্বর (ত্রি) ১ শ্বেতবস্ত্র। ২ শ্বেতবস্ত্রধারী। ৩ জৈনবতি-
ভেদ। [জৈন বেধ।] ৪ শিব। ৫ ছন্দোমাতঙ্গরচরিতা।
বৃদ্ধরসাকরাদর্শে ইহার উল্লেখ আছে।

শ্বেতায়িন্ (ত্রি) শ্বেতের বংশপরম্পরা।

শ্বেতায়ুগা (স্ত্রী) শ্বেতায়ুঃ দুয়ুঃ। দুইপ্রকার অপরাজিতা।

‘শ্বেতায়ুগা তাপসানাঞ্চ বৃক্ষাঃ’ (বাভট হ° ১৫ অ°)

শ্বেতারণ্য (স্ত্রী) তীর্থবিশেষ। মায়াবরমের সন্নিহিতে তিরুবালাড়ু
গ্রামেণে কাবেরী নদীতটে অবস্থিত।

‘কন্দেশেব বিনির্দগঃ শ্বেতারণ্যে পুরাণকঃ।’ (রামা° ৩।৩৫।৩০)

শ্বেতারিস (পুং) শিউরোগাধিকারোক্ত রসৌষধবিশেষ।
প্রাকৃতপ্রণালী—পারদ, গন্ধক, ত্রিকলা, তুলসী, হাকুচীজ,
ভেলারমুটী, কুমড়িল, নিমবীজ, এই সকল দ্রব্য তুলসীভের
রসে ও গুণ্ডাহ ক্রমাগত সেবণ ও শুক করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত

করিবে। এই ঔষধ অর্জুতোলা পরিমাণে সেবনীয়। অল্পপান
মধু ও স্বত। এই ঔষধসেবনে শিউরুষ্ঠ আন্ত নিবারিত হয়।
(ভৈবজারহা° কুষ্ঠাধি°)

শ্বেতাক (পুং) শ্বেতঃ গুরবর্ণঃ অর্কঃ। গুরাকবৃক, সাদা
আকন্দগাছ। পর্যায়—তপন, শ্বেত, প্রতাপ, সিতাকর্ক, শর্করা-
পুষ্প, বৃন্তমলিকা। গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, মলশোধনকারক,
মূত্রকৃচ্ছ, অজ, শোক, ত্রণদোষ ও বিবদাশক। (রাজনি°)

শ্বেতার্চিস্ (পুং) চন্দ্ৰ।

শ্বেতাবর (পুং) শ্বেতং গুরবর্ণং আবুগোতীতি আ-বৃ-অচ্।
সিতাবর শাক, স্ননিবরকশাক। (রাজনি°)

শ্বেতাবলোকন (পুং) শ্বেতং অবলোকনং যস্মিন্। ককজরোগ
বিশেষ। কক বৃদ্ধি হইলে বস্ত্র সকল শুভ্রবর্ণ দেখায়। (মাতৃবনি°)

শ্বেতান্ব (পুং) ১ কৈটর্য, চলিত বোড়াপুটী। (পর্যায়°)
(পুং) শ্বেতো হবো বস্ত্র। ২ অর্জুন। ৩ শ্বেতবর্ণ অব,
সাদা বোড়া।

শ্বেতান্বতরোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদভেদ। এই উপনিষদের
শঙ্করাচার্য্য কৃত ভাষ্য আছে।

শ্বেতাস্য (পুং) শিবাবতার শ্বেতের প্রাবর্তিত সম্প্রদায়।

শ্বেতাহ্বা (স্ত্রী) শ্বেতা আহ্বা বস্ত্রাঃ। সিতপাটলা। চলিত
শ্বেতপাটল। (রাজনি°) ২ গুরগোকর্ণী। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতেক্ষু (পুং) শ্বেত ইক্ষুঃ। গুরবর্ণ ইক্ষু, সাদা আখ। পর্যায়—
সিতেক্ষু, কোঠেক্ষু, বংশপত্রক, স্রবশ, পাণ্ডুরেক্ষু। ইহার গুণ—
কাঠিষ্ঠ, কঠিকর, শুষ্ক, কক ও মূত্রকারক, দীপন, পিত্তজন্ম
দাহনাশক, পাকে দ্রবকুল। (রাজনি°)

শ্বেতোৎপল (পুং) একজন প্রাচীন জ্যোতির্বিদ।

শ্বেতৈরগু (পুং) শ্বেতঃ এরগু। গুর এরগু বৃক, সাদা রেড়ির
গাছ। হিন্দী শব্দে এরগু। মহারাষ্ট্র—পাণ্ডের এরগু। ইহার
গুণ—কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, শুষ্ক, মধুর, তিক্ত, বৃষা, বাহু, শ্বাত,
উদাবর্ত, কফজর, কাস, ও উদররোগনাশক; শোথ, শূল, কটি,
বতি, শিরঃপীড়া, খাস, আনাহ, কুষ্ঠ, গুল্ম, গ্রীহা, আম ও
পিত্তনাশক। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতোদর (পুং) শ্বেতদরং বস্ত্র। ১ কুবের। (জিকা°)
২ দর্বাের জাতীয় সর্পবিশেষ। (মুশ্রুত কলহা° ৪ অ°)
৩ শ্বেতবর্ণ উদর।

শ্বেতোদী (স্ত্রী) শ্বেতবাহ-দী। ইন্দ্রাণী। (বোগদেব)

শ্বেত্যা (ত্রি) শ্বেতবর্ণবৃক। ২ শ্বেতবর্ণবৃক উবা।

‘রূপবৎসা রূপতী শ্বেত্যা’ (খক ৩।১১৩।২)

‘শ্বেত্যা শ্বেতবর্ণোবা’ (সারণ)

শ্বেত্র (স্ত্রী) শিউরোগ। (অমরটীকা)

শৈব (পুং) ষিৱ দেশের নরপতি । (শতপথব্রা* ২।৪।৪।৩)

শৈতচ্ছত্রিক (ত্রি) শৈতচ্ছত্র সযশীৰ বা শৈতচ্ছত্রের বোণা ।
(পা ৫।১।৩৩)

শৈতরী (স্ত্রী) ১ পরোয়ুক্তা, ছদ্মবতী । ২ শৈতরী, শ্রেষ্ঠ শৈতবর্ণা ।

“শৈতরীং ধেমুযীড়ে” (ধক্ ৪।৩৫।১) ।

“শৈতরীং পরোয়ুক্তাং শৈতন্তরাং বা ধেমুযীড়ে” (সারণ)

শৈতচ (ক্লী) শুভতা, শুভত্ব, নির্মলতা, ধবলভাব ।

শৈত্বেয় (পুং) ষিৱানারী কোন জীলোকের পুত্র । পুরাকালে
এই ব্যক্তি শক্রভর হেতু অনেকদিন পর্য্যন্ত জলমগ্নাবস্থায় থাকিয়া
ইচ্ছের অমুগ্ৰহে শক্রবেগসহনশীল হইয়া সেই জল হইতে
পুনরুত্থিত হয় ।

“শৈত্বেয়ো নৃযাছায় তহৌ” (ধক্ ১।৩৫।১৪)

“হে ইন্দ্র ! শৈত্বেয়ঃ ষিৱাখ্যায় যোষিতঃ পুত্রঃ পূরা শক্র-
ভয়াঙ্কলে মগ্নঃ সন্ স্বদমুগ্ৰহামৃসহায় ভূতিঃ পুপুঠৈঃ সোচিব্যারো-
ক্তহৌ জলাহুখিতবান্” (সারণ)

শৈবত্বে (ক্লী) ষিৱস্নোগতা ।

“বস্ত্রাপহারকঃ শৈব্যাং পজুতামপহারকঃ ।” (মহু ১।১।৫১)

শ্বেভাব (পুং) পরদিন কর্তব্যবিষয়ে যত্নশীলতা ।

শ্বেভাবিন্ (ত্রি) পরদিনের কর্তব্যানুষ্ঠানকারী ।

শ্বেভূত (অব্য) পরদিনে সংঘটিত ।

শ্বেমরণ (ত্রি) পরদিন যুদ্ধাশীল, যে পরদিন মরিবে ।

“বস্ত্রাবগাহ পীষা চ নৈনং শ্বেমরণং তপেৎ ।” (ভারত ১২ পর্ক)

শ্বেবসীয় (ক্লী) শ্বেবসীয়স্ শব্দার্থ ।

শ্বেবসীয়স্ (ক্লী) বহুশব্দঃ প্রশস্তবাচী তত জৈরহ্মনি বসীরঃ
খঃ শক উত্তরপদার্থপ্রশংসামাশীবিবরণতামাহ । ময়ুরব্যাসকাপি
হাং সমাসঃ । (অসো বসীরঃ শ্রেয়সঃ । পা ৫।৪।৮০) ইতি অচ
১ কল্যাণ, কুশল, মঙ্গল ।

“খঃশ্রেয়সং শুভশিবে কল্যাণং শ্বেবসীয়সং শ্রেয়ঃ ।

কেমং ভাবুকতবিককুশলমঙ্গলমুদ্রমঙ্গলশুভকনি ॥” (হেমচন্দ্র

২ মোক্ষ । (ত্রি) কল্যাণযুক্ত । ৪ ভাবী শুভসম্পন্ন ।

শ্বেবস্ত্রস্ (ত্রি) ব্রহ্মন্ । (তৈত্তিরীয়ব্রা* ২।২।৩।১০)

কার্যে লৌহনির্মিত ভূষণ ধারণ এবং বামহস্তে পুঁজাদি বিহিত হইয়াছে।

মারণকার্যে মন্ত্রদ্বারা মায়ুনির্মিত রজ্জু প্রস্তুত করিয়া যুদ্ধ ভিন্ন মৃত ব্যক্তির, অথবা গর্ভভের মস্তে জগমালা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে জপ করিবে। আকর্ষণ কার্যে তদ্ব্যবস্থানির্মিত মালা দ্বারা জপ এবং বিবেষণ ও উচ্চাটন কার্যে সাধাব্যক্তির কেশরূপ নৃত্যদ্বারা অশ্বনুনির্মিত মালা প্রস্তুত করিয়া জপ করিতে হয়।

যট্‌কর্ষের আসনাদি নিয়ম—পদ্মাসন, বস্তিকাসন, বিকটাসন, কুকটাসন, বজ্রাসন ও উচ্চাসন যট্‌কর্ষে প্রশস্ত। এতদ্ভিন্ন পদ্ম, পাশ, গদা, মূল, বজ্র ও খড়্গা নামক ৬টা মূর্ত্তাও যট্‌কর্ষে প্রয়োজন। যথা—শাস্তিকর্ষে পদ্মমূর্ত্তা, বশীকরণে পাশমূর্ত্তা ইত্যাদি। যট্‌কর্ষ করিবার কালে পঞ্চ তত্ত্বের উদয় স্থির করিয়া কার্য করিতে হয়। জলতত্ত্বের উদয়কালে শাস্তিকার্য, বহিতত্ত্বের উদয়ে বশীকরণ, পৃথীতত্ত্বে শুভন, আকাশতত্ত্বে বিবেষণ, বায়ুতত্ত্বে উচ্চাটন এবং বহিতত্ত্বের উদয়ে মারণ কার্য করিবে।

এই পঞ্চতত্ত্বের উদয় নিম্নোক্ত প্রকারে স্থির হইয়া থাকে। ভূমিতত্ত্বের উদয় হইলে উভয় নাসাপুট হইতে দণ্ডাকারে শ্বাস নির্গত হয়, জলতত্ত্ব ও অগ্নিতত্ত্বের উদয়কালে নাসার উচ্ছ্বাস দিয়া শ্বাস প্রবাহিত হয়। বায়ুতত্ত্বের উদয়-সময়ে বক্রভাবে শ্বাস বহিতে থাকে। আকাশতত্ত্বের উদয় হইলে নাসিকার মধ্যভাগ দিয়া শ্বাস নির্গত হয়। এই সকল শ্বাস-নির্গমনের লক্ষণ দ্বারা কোন সময়ে কোন তত্ত্বের উদয় হয়, তাহা নিরূপণ করিয়া ব্রতী কার্য সম্পন্ন করিবেন।

পঞ্চতত্ত্বের উদয় ও পঞ্চভূতের মণ্ডল জানিয়া তবে কার্যাসুষ্ঠান করা আবশ্যিক। যে তত্ত্বের উদয়ে যে কার্য অভিহিত হইয়াছে, সেই তত্ত্বের মণ্ডল নির্মাণ করিয়া সেই কার্য বিধেয়। অগ্নিতত্ত্বে অর্ধচন্দ্রাকৃতি, জলতত্ত্বে পদ্মাকার, পৃথীতত্ত্বে সবজ চতুরস্রমণ্ডল, আকাশ তত্ত্বে ছয়টি বিন্দুযুক্ত বৃত্ত এবং বায়ুতত্ত্বে বস্তিকোপেত ত্রিকোণাকার মণ্ডল করিবে। এই সকল মণ্ডল সেই সেই ভূতের আভাযুক্ত সেই সেই বর্ণ দ্বারা রঞ্জিত করিয়া লইবে, এবং তাহাতে স্ব স্ব নাম অঙ্কিত করিবে। আকাশের বর্ণ স্বেদ, বায়ু কৃষ্ণবর্ণ, অগ্নি রক্তবর্ণ, জল বিশদ এবং ভূমি পীতবর্ণ।

উক্ত যট্‌কর্ষে ‘ঔ, ঙ, লং, হং, ঙং, ঙাং,’ এই ৬টা বীজ মন্ত্র দ্বারা যথাক্রমে ঐ সকল কর্ষ করিতে হইবে এবং ঐ কার্যে গ্রন্থন, বিদর্ভ, সংপুট, রোধন, যোগ ও পল্লব এই ষড়্বিধ মন্ত্র বিভাস করিয়া উহা সম্পাদন করিতে হয়। ইহাদের লক্ষণ যথা—

গ্রন্থন—যট্‌কর্ষের সাধ্য ব্যক্তির নামের বর্ণ সকলকে মন্ত্র পুটিত করিয়া লিখিতে হইবে, ইহাকেই গ্রন্থন কহে। শাস্তি কর্ষে গ্রন্থন করিতে হয়।

বিদর্ভ—মন্ত্রবর্ণবয়ের মধ্যে সাধ্য ব্যক্তির নামাক্ষর লিখিবে, ইহার নাম বিদর্ভ। বশীকরণ কার্যে এইরূপ বিদর্ভ-বিভাস প্রশস্ত।

সংপুট—সাধ্য ব্যক্তির নামের আদি ও অন্তে মন্ত্র লিখিলেই সংপুট বিভাস হয়। শুভনকার্যে এই রূপে সংপুট বিভাস করিতে হয়।

রোধন—সাধ্য নামের আদি, মধ্য ও অন্তে মন্ত্র লিখিলে তাহাকে রোধন কহে। বিবেষণ কার্যে এইরূপ মন্ত্রের রোধন আবশ্যিক।

যোগ—মন্ত্রের অন্তে সাধ্য ব্যক্তির নাম যোগ করাকে যোগ কহে। উচ্চাটন কার্যে এই যোগ করিতে হয়।

পল্লব—সাধ্য ব্যক্তির নামের অন্তে মন্ত্রযোগকে পল্লব কহে। মারণ কার্যে এই পল্লব বিভাস করা বিধেয়।

যট্‌কর্ষের মন্ত্র ও দেবতার ষেত, রক্ত, পীত, মিশ্র, কৃষ্ণ ও ধূস্র এই ৬ প্রকার বর্ণ উক্ত হইয়াছে। শাস্তি প্রভৃতি যট্‌কর্ষে যথাক্রমে উক্ত ষড়্বিধ বর্ণবিশিষ্ট মন্ত্র ও দেবতার ধ্যান করিয়া চন্দন, গোমোচনা, হরিদ্রা, গৃহধূম, চিতাঙ্গার ও অষ্টবিধ বিষ (এই ৬ প্রকার) দ্রব্যদ্বারা যথাক্রমে মন্ত্র লিখিতে হইবে। স্ত্রেন পক্ষীর বিষ্ঠা, চিতামূল, বিট্‌লবণ, ধূতীর রস, গৃহধূম, মরিচ, পিপ্পল ও শুঠ ইহাদিগকে অষ্টবিধ কহে।

উচ্চাটনকর্ষ করিবার সময় মন্ত্রের অন্তে বযট্‌, মারণে হং কট্‌, শুভনে নমঃ, শাস্তিকর্ষ ও পৌষ্টিককার্যে স্বাহা পদ যোগ করিতে হয়। হোম ও তর্পণে মন্ত্রান্তে স্বাহা এবং জ্ঞান ও পূজার মন্ত্রের শেষে নমঃ শব্দ যোগ হইয়া থাকে। ইহাতে বিশেষ এই যে, কেবল জপকালেই মন্ত্রান্তে বযট্‌, কট্‌ প্রভৃতি যোগ করিয়া জপ করিবে, ইহা সর্বভুক্তসম্মত নহে। যে হেতু তত্ত্বান্তরের বটনে জানা যায় যে, অগ্নিকার্যে স্বাহা এবং সকল প্রকার অর্চনাতে নমঃ শব্দ প্রয়োগ বিধেয়। শাস্তি, পুষ্টি, বশীকরণ, বিবেষণ, আকর্ষণ, উচ্চাটন ও মারণকার্যে ক্রমশঃ মন্ত্রান্তে স্বাহা, স্বাধা, বযট্‌, হং, বোবট্‌ ও কট্‌ এই সকল মন্ত্র যোগ করিয়া ঐ কার্য করিতে হইবে। অতএব এই সকল বিধি দ্বারা জানা যায় যে, হোম কার্যেও উক্ত বিধির অনুসরণ বিধেয়।

শাস্তি প্রভৃতি যট্‌কর্ষে মন্ত্রের গ্রন্থনাদি সংস্কারের জন্য পাণ্ডের পার্থক্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। শাস্তিকার্যে রজত বা তাম্রপাত্র এবং বশীকরণে ভূজপাত্র মন্ত্র লিখিয়া গ্রন্থনাদি সংস্কার করিবে। স্ত্রবর্ণপাত্র সকল প্রকার কার্যেই ব্যবহার হইতে পারে। মারণাদি ক্রুর কর্ষে প্রোতবস্ত্রে মন্ত্র লিখিত হয়। শাস্তিকার্যে তিন প্রকার গন্ধ, বশীকরণে পঞ্চগব্য, সর্ষপকার্যে অটগন্ধ এবং মারণে অষ্টবিধ ব্যবহার করিবে। শাস্তিকর্ষে দুর্কা, বশীকরণ প্রভৃতিতে ময়ূরপুচ্ছ, সকল কার্যে স্ত্রবর্ণ এবং ক্রুর কর্ষে

কাকপুঙ্গলিখিত লেখনী করিয়া তাহা দ্বারা মন্ত্র লিখিতে হইবে। অগ্নিতে বসিয়া শান্তিকার্য্য, চৈতন্যকুলে বসীকরণ, দেব-গৃহে সর্ব কার্য্য এবং অশানে ক্রুর কার্য্য করিতে হয়। বিচ-কণ সাধক সমাগ্রুপে দেবতা, কাল ও মুদ্রাদি সকল অবগত হইয়া যট্‌কর্মের অনুষ্ঠান করিবেন। তাহা হইলে এই কর্মের ফললাভ হইবে। যিনি ঐ সকল বিষয় বিশেষরূপে অবগত নহেন, তাহার যট্‌কর্মে নিযুক্ত হওয়া বিধেয় নহে।

তন্ত্রশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যট্‌কর্ম সাধন করিতে হইলে কর্মের আদিতে সেই দেবতার ধ্যান ও স্তোত্র করিয়া এক লক্ষ মন্ত্র জপ করিতে হইবে, তাহা হইলে প্ররোগের দোষ শাস্তি হয়, এবং আপনাতঃ কোন অনিষ্ট হয় না। পূর্বে এক লক্ষ জপ না করিলে কর্মফল লাভ হয় না এবং দেবতাও শাপ প্রদান করিয়া থাকেন। অজ্ঞাত তন্ত্রশাস্ত্রে যে অমৃত জপের বিধান আছে, তাহা প্রারচিত্তপূর্য্য জানিতে হইবে। কারণ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যট্‌কর্মের মধ্যে মারণ কর্ম কদাচ করিবে না। কিন্তু যদি কেহ লোভ বশতঃ এই কর্মের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তৎপূর্বে প্রারচিত্ত স্বরূপ দশ সহস্র জপ করিয়া তৎসাধন করিতে হইবে।

“একলক্ষ জপে মন্ত্রং ধ্যানস্তাসমসাহিতঃ।

প্ররোগদোষশাস্ত্যর্থমাত্মকার্থকারণম্।

ন চেৎ ফলক নাপ্রোতি দেবতাপ্রাপ্যম্, যতঃ।

ন কুর্য্যাৎ মারণং কর্ম কুর্য্যাচ্চেষ্মতঃ জপেৎ।

তত্ত্ব প্রারচিত্তপূর্য্যমিতি।” (তন্ত্রসার)

শান্তি প্রভৃতি যট্‌কর্মের বিধান তন্ত্রসার ও অজ্ঞাত তন্ত্রে অতিহিত হইয়াছে, বাহ্যভাগে তাহা এইস্থলে লিখিত হইল না।

২ যোগশাস্ত্রোক্ত ৬ প্রকার কর্ম। ধোতি, বস্তি, নেতি, নৌলিকী, জটক ও কপালভাতি প্রভৃতি যোগশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকে যট্‌কর্ম কহে।

“ধোতি বস্তিতথা নেতি নৌলিকী জটকন্তথা।

কপালভাতিশৈতানি যট্‌কর্মণি সমাচরেৎ ॥” (বেরঙসং)

যোগ শাস্ত্র মতে যট্‌কর্মের আচরণ করিলে দেহাদি বিস্তৃত ও জ্ঞান লাভ হয়। এই যট্‌কর্মের মধ্যে প্রথম ধোতি, এই ধোতি চারি প্রকার, অন্তর্ধোতি, দন্তধোতি, হৃদধোতি ও মূল শোধন।

অন্তর্ধোতি ৪ প্রকার—বাস্তসার, বারিসার, বহিসার এবং বহিস্তত। দন্তধোতি পাঁচ প্রকার—দন্তমূল, জিহ্বামূল, রক্ত, কর্ণ-বার এবং কপাল-রক্ত। হৃদধোতি তিন প্রকার। [ধোতি শব্দ দেখ]

মূলশোধন—যতক্ষণ পর্য্যন্ত মূলশোধন না করা হয়, তাবৎ বায়ুর ফুললতা যায় না; এই জন্য যতপূর্ব্বক মূলশোধন করা

কর্তব্য। হরিতার মূল অথবা মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা জল দিয়া বারং-বার গুহ প্রক্ষালন করিবে। ইহা দ্বারা কোষ্ঠের কঠিনতা ও আমাজীর্ণ বিনাশ, কান্তিপুষ্টি ও বহিমণ্ডলের দীপ্তি হয়।

১ বস্তিক্রিয়া—বস্তি দ্বিবিধ, জলবস্তি ও শুষ্কবস্তি। জলবস্তি জলে ও শুষ্ক বস্তি তটে করিতে হয়। নাভি পরিমাণ জলে উৎকটাসনে উপবেশন করিয়া আকুঞ্চন প্রসারণপূর্ব্বক জল-বস্তি করিতে হয়। ইহাতে প্রমেহ, শুক্রাবর্ত, ক্রুরবায়ু ও অজীর্ণ বিনষ্ট হয়। তৎপরে অশ্বিনী মুদ্রা করিয়া আকুঞ্চন করিয়া পরে পরিচালন করিবে। ইহা দ্বারা কোষ্ঠের কঠিনতা, আমবাত বিনাশ এবং জঠরাগ্নি বৃদ্ধি হয়।

নেতিকর্ম—মার্জিত হস্তহৃত, নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া মুখ দিয়া বহির্গত করিবে। ইহারই নাম নেতিকর্ম। এই যোগের অনুষ্ঠানে কক্ষদোষ ও পার্শ্ব রোগ বিনষ্ট হয়, ইহাতে দেহের অনল বৃদ্ধি হয়। এই কার্য্য খেচরীমুদ্রা সিদ্ধির কারণ এবং ইহা দ্বারা উত্তম দৃষ্টি লাভ হয়।

জটক—নিমেষ পতন না করিয়া হস্তবস্ত লক্ষ্যপূর্ব্বক নিরী-ক্ষণ করিবে। ইহা দ্বারা নেত্ররোগ ও কক্ষদোষ বিনষ্ট এবং উত্তম দৃষ্টি হয়। এই জটক যোগদ্বারা শান্তবীমুদ্রা সিদ্ধি হইয়া থাকে।

নৌলিকী—বামনাসাপুটদ্বারা বায়ুপূর্ণ করিয়া দক্ষিণ নাসা পুটদ্বারা নির্গত এবং দক্ষিণ নাসা পুটদ্বারা বায়ুপূর্ণ করিয়া বামনাসা পুটদ্বারা রোচন করিবে। কিন্তু বেগক্রমে নহে এবং বায়ু অধিকক্ষণ ধারণ করিয়া রাখিতে হইবে না। ইহা দ্বারাও কক্ষদোষ বিনষ্ট হয়।

কপালভাতি—নাসাযুগল দ্বারা জল আকর্ষণ করিয়া বারং-বার মুখের দ্বারা শীংকারপূর্ব্বক জল গ্রহণ করিয়া নাসারন্ধ্র দ্বারা নিরোচন করিবে। এই যোগাত্মক দ্বারা কক্ষদোষ বিনষ্ট হয় এবং দেহে বার্কতা উপস্থিত ও জ্বরাদি হয় না। ইহাতে অতিরূপ ও তেজোবৃদ্ধি হয়। (বেরঙসংহিতা)

এই যট্‌কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা আগ্নেয় দৃঢ় এবং চৈতন্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে। [যোগ ও তত্ত্ব শব্দ দেখ]

৩ যজন প্রভৃতি ৬ প্রকার কর্ম। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ প্রভৃতি কর্মকেও যট্‌কর্ম বলা যায়। ব্রাহ্মণ এই ৬ প্রকার কর্মদ্বারা জীবিকানির্ভাহ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, এইজন্য ব্রাহ্মণের অপর নাম যট্‌কর্মী। এই যট্‌কর্মের মধ্যে যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ এই তিনটি ধর্ম্ম। উক্ত তিনটি কার্য্য দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং অপর তিনটি দ্বারা জীবিকা নির্ভাহ করা ব্রাহ্মণের বিধেয়।

যট্‌কল (ত্রি) ছয়টি কলাবিশিষ্ট। (কাব্যায়নশ্রো ১৭০১২)

ঘট্‌কান্, (দেশজ) ১ লম্বাভাবে অবস্থান করা। ২ এখার ওধারে ছড়ান বা ছটকাইয়া দেওয়া। ৩ সোজা পলায়ন, পাশ কাটিয়া পলায়ন।

ঘট্‌কার (পুং) ঘট্‌শব্দ উচ্চারণ। ঘট্‌কার। (ঐতরেয়ব্রাঃ ৩।৭)

ঘট্‌কারক (পুং) কর্তৃ, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ এই ছয়টির সমষ্টিকে ঘট্‌কারক বলে। কারক শব্দে ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। [কারক দেখ]

ঘট্‌কারকের মধ্যে কোন কোন স্থলে কারক-ব্যত্যয় ঘটে, অর্থাৎ প্রত্যেক কারকের স্ব স্ব লক্ষণানুসারে কোন বস্তু বা ব্যক্তিতে যে কারক হওয়া কর্তব্য, তাহা না হইয়া সেই সেই স্থলে কারকান্তরের ব্যবহার দৃষ্ট হয় যথা:—‘তপোবনেষু স্পৃহয়ানু-
• রেণা’ (রঘু) ইনি তপোবনের ইচ্ছুক অর্থাৎ তপোবনকে ইচ্ছা
• করিতেছেন। এখানে স্পৃহানুসারে স্পৃহাতুর ধোঁগে কর্মস্থানে
• সম্প্রদানকারক হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা না হইয়া অধি-
করণ হইয়াছে; ‘স্থাল্যা পচ্যাতে’ স্থালীতে পাক হইতেছে।
এখানে স্থালী এই অধিকরণ স্থানে করণ এবং ‘দোদ্ধি হুং
গোভো গর্বাং বা’ গাভী হইতে দুগ্ধ দোহন করিতেছে। এ স্থলে
দ্বিকর্মক হুং ধাতুর গোণকর্ম ‘গো’ শব্দের অপাদান কারকের
ব্যবহার দেখা যাইতেছে। এই হেতু সম্প্রদায়িকগণ ঘট্‌কারক
সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, ‘বিবক্ষাবশাদিকারকানি ভবন্তি’
মহাকবিপ্রয়োগে তাঁহাদের ইচ্ছানুসারেই যে কোন কারক ব্যব-
হৃত হইতে পারিবে।

ঘট্‌কারক সম্বন্ধে আর একটি নিয়ম দেখা যায় যে, যেখানে একদা একই বস্তু বা ব্যক্তির উপর একতৃষ্ণানুসারে দুইটি কারকেরই প্রাপ্তি ঘটে তথায় কর্ত্তা, কর্ম, অধিকরণ, করণ, সম্প্রদান ও অপাদান, ক্রমান্বয়ে ইহাদের পর পরটির স্থানে পূর্ব পূর্বটির প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

“কর্ত্তাকর্ম্মাধিকরণং করণং সম্প্রদানকং।

অপাদানক সন্ধেহে পরং পূর্বেণ বাধ্যতে ॥” (প্রাক)

ক্রমশঃ উদাহরণ—

“শনৈঃ শনৈঃ ক্ষিপেৎ পাদৌ প্রাণিনাং বধশক্কা।

পশু লক্ষণ! পশ্পায়াং বকঃ পরমধার্ম্মিকঃ ॥” (রামায়ণ)

হে লক্ষণ! শেখ পশ্পাসরোবরে প্রাণীদিগের বধের আশঙ্কায় পরম ধার্ম্মিক বক আস্তে আস্তে পাদদ্বয় বিক্ষেপ করিতেছে। এখানে বকশব্দ, পশু (দেখ) ক্রিয়ার কর্ম ও ক্ষিপেৎ (ক্ষেপণ করিতেছে) ক্রিয়ার কর্ত্তা হওয়ার বক শব্দের উত্তর উল্লিখিত নিয়মানুসারে কর্ত্তাকারকেরই বিভক্তি হইয়াছে। ‘গঙ্গাং গঙ্গা-
জাতি’ গঙ্গায় যাইয়া স্নান করিতেছে। এখানে স্নানকরণের
স্বত্বানুসারে গঙ্গাশব্দের উত্তর কর্ম ও অধিকরণ এই দুই কার-

কেরই প্রাপ্তি হইতে পারে বলিয়া উক্ত নিয়মানুসারে পরবর্ত্তী অধিকরণ কারক না হইয়া কর্মকারক হইল। ‘গৃহং প্রবিশ্তি নিঃসরতি, নিঃসৃত্য প্রবিশতি গৃহং বা’ গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহ হইতে নিঃসৃত হইতেছে অথবা [গৃহ হইতে] নিঃসৃত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছে। এই উভয় স্থলেই গৃহশব্দ নিঃসৃত হওয়া ক্রিয়ার অপাদান ও প্রবেশ করা ক্রিয়ার কর্ম হওয়ার পরবর্ত্তী অপাদানকে অপেক্ষা করিয়া পূর্ববর্ত্তী কর্মকারকই হইল। ‘বরমাহুয় কস্তাং বদান্তি কস্তাং দাঙুং বরমাহুয়তি বা’ বরকে আত্মান করিয়া কস্তাদান করিতেছে অথবা কস্তা দান করিবার নিমিত্ত বরকে আত্মান করিতেছে। এই উভয়স্থলে বর শব্দ আত্মান করিয়া বা আত্মান করিতেছে ক্রিয়ার কর্ম এবং দান করিবার নিমিত্ত বা দান করিতেছে এই ক্রিয়ার সম্প্রদান কারক হওয়ার পরবর্ত্তীর বাধা জন্মাইয়া পূর্ববর্ত্তী কর্মকারকই হইল। ‘অশ্বে ষ্টিতো গচ্ছতি’ অশ্বে ষ্টিত হইয়া [অথবা] গমন করিতেছে। এখানে অশ্ব শব্দ ষ্টিত হইয়া ক্রিয়ার আধার এবং গমন করিতেছে ক্রিয়ার করণ হওয়ার পরবর্ত্তি প্রযুক্ত উহার বাধা জন্মাইয়া অধিকরণেরই প্রাপ্তি হইল। অন্ত্যাত্ম স্থলেও প্রয়োগ দেখিয়া এইরূপে নির্দেশ করিতে হইবে।

ঘট্‌কিতে, (দেশজ) এদিক ওদিক বাইতে।

ঘট্‌কুক্ষি (ত্রি) ঘড়োদ সম্পন্ন।

ঘট্‌কুলীয় (ত্রি) ঘট্‌কুলসম্বন্ধীয়।

ঘট্‌কুটা (স্ত্রী) ভৈরবীর পেশব। নিম্নে ইহার মন্ত্র, যন্ত্র ও পূজা-
দির বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

মন্ত্র—জানার্ণবে লিখিত আছে যে, ‘ডরলকসহোঃ ডরলকসহীঃ ডরলকসহোঃ’ এই মন্ত্রে ঘট্‌কুটা ভৈরবীর পূজা করিতে হয়। কেহ কেহ তৃতীয় বীজ অর্থাৎ ‘ডরলকসহোঃ’ স্থানে ‘ডরলকসহোঃ’ এইরূপ বিসর্গান্ত পাঠ করেন।

ধ্যান—

“বালহুর্ধ্য প্রভাং দেবীং অবাকুসুমসন্নিভাম্।

মুণ্ডমালাবলীরম্যাং বালহুর্ধ্যসমাংগুকাম্।

সুবর্ণকলসাকারপীনোরতপ্ৰসোদধারাম্।

পাশাঙ্কুশৌ পুস্তকঞ্চ তথা চ জপমালিকাম্ ॥”

করাদভাস—‘ডরলকসহোঃ অভূষ্ঠাভ্যাং লমঃ’ ‘ডরলকসহীঃ তর্জনীভ্যাং স্বাহাঃ’ ‘ডরলকসহোঃ মধ্যমাভ্যাং বঘট্‌,’ ‘ডরলকসহোঃ অনামিকাভ্যাং হং,’ ‘ডরলকসহীঃ কনিষ্ঠাভ্যাং বোবট’ ‘ডরলকসহোঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্‌।’

ছন্দসম্বন্ধেও উক্তরূপে অভ্যাস করিতে হইবে।

যন্ত্র—প্রথমে ত্রিকোণ, তাহার বাহির দিকে পুতিত ত্রিকোণ অর্থাৎ ঘট্‌কোণ অঙ্কিত করিবে। তদ্বহির্ভাগে অষ্টদল ও তদ্বাহে

বোড়শদল পর অঙ্কিত করিয়া তাহার বাহির দিকে চতুর্দার ও চতুস্তম্ভ অঙ্কিত করিবে।

আবরণপূজা—প্রথমে ডরলকসহেঃ কদম্বার নমঃ; ডরলক-সহীঃ শিরসে স্বাহা, ডরলকসহীঃ শিখারি বর্ষট্‌, ডরলকসহেঃ কবচার হং, ডরলকসহীঃ নেত্রজরার বোমট্‌, ডরলকসহীঃ অন্ত্রায় কট্‌; এইরূপে বড়ক-পূজা করিয়া ত্রিকোণে রত্যানিবেবতাত্রয়ের পূজা করিতে হইবে। অনন্তর যট্‌কোণে ঐ ডাকিষ্টে নমঃ এবং এইরূপে ঐ রাগিণী, লাকিষ্টে, কাকিষ্টে, শাকিষ্টে, ও হাকিষ্টে নমঃ বলিয়া অর্থাৎ প্রত্যেক নামের পূর্বে ঐ ও পরে নমঃ লব্ধ উচ্চারণপূর্বক পৃথক পৃথক পূজা করিতে হইবে। পরে অষ্ট পত্রে ঐ অসিতালজ্ঞানীভ্যাং নমঃ; এইরূপে ককমাহেশ্বরীভ্যাং, চণ্ডকোমারীভ্যাং ক্রোধভৈরবীভ্যাং উদয়বারাহীভ্যাং, কপালীজ্ঞানীভ্যাং, ভীষণচামুণ্ডাভ্যাং এবং সাংহারমহালক্ষ্মীভ্যাং নমঃ বলিয়া ইহাদিগেরও পূজা করিতে হইবে। তৎপরে বহিঃ পদ্মের পত্রে ঐ বামায়ৈ নমঃ; এই রূপে জ্যোতায়ৈ, রৌদ্র্যে, অশ্বিন-কায়ৈ, ইন্দ্রায়ৈ, জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, কুলিকায়ৈ, চিত্রায়ৈ, বিবস্বিন-কায়ৈ, ভূতময়্যে, আনন্দায়ৈ নমঃ এইরূপ প্রত্যেক নামের পূর্বা-পর যথাক্রমে প্রণব ও নমঃ শব্দোচ্চারণপূর্বক পূজা করার বিধান নিধিত আছে। ইহার পর চতুস্তম্ভে সাব্ব লোকপালগণের পূজা করিতে হয়। (তন্ত্রসার)

যট্‌কৃত্তস্ (অব্য) ছয়বার।

যট্‌কোণ (ক্রী) ১ জ্যোতকের কোণীয় জ্যোতচক্রের লক্ষ্যস্থান হইতে যট্‌ গৃহ; এই স্থানকে জ্যোতিঃ শাস্ত্রে রিমুগ্‌হ বলে।

“দীপ্তানঃ পঞ্চমঃ জ্যোতঃ বামিভ্যং সপ্তমঃ স্তম্ভম্।

স্থানং দ্বানং তথাগ্‌থং যট্‌কোণং রিমুগ্‌লিরম্।” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

যট্‌ কোণা যট্‌। ২ বজ্র, হীরক। (রাক্ষস) ৩ তন্ত্রোক্ত যট্‌ভেদ, গণেশযট্‌। এই যট্‌ প্রথমতঃ উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ, তৎপরি অধোমুখ ত্রিকোণ লিখিলে যে যট্‌কোণ হইবে, তদ্ব্যবস্থা প্রণব মধ্যে গং এই গণেশবাক্য লিখিবে। ঐ প্রণবের চতুর্দিকে শ্রী হ্রী ক্রী মৌ এই মন্ত্র লিখিতে হইবে; পরে তদ্ব্যবস্থা ছয় কোণে ও শ্রী হ্রী ক্রী মৌ গ এই ছয়টা বাক্য লিখিবে। অতঃপর ছয়টা সন্ধিলে নমঃ, স্বাহা, বর্ষট্‌, হং, বোমট্‌ ও কট্‌ এই ছয়টা অঙ্গ মন্ত্র লিখিতে হইবে। পরে পদ্মের অষ্টদলে তিন তিনটা মন্ত্রবর্ণ লিখিয়া অবশিষ্ট বর্ণ শেষদলে বিজ্ঞাস করিবে। যথা গণপ ১, তয়েব ২ রদব ৩ রদস ৪ র্কজনং ৫ বশ ৬ মানর ৭ স্বাহা ৮। পরে উহা এক পর্যন্ত অম্বলোম বর্ণ ও এক পর্যন্ত বিলোম বর্ণ দ্বারা বেষ্টন করিয়া তাহার বহির্ভাগে আং ক্রৌ এই বর্ণ দ্বারা বেষ্টন করিবে। এই যট্‌ পুনর্বার ভূপূরুষ দ্বারা বেষ্টন করিতে হইবে। লাক্ষা, কুঙ্কুম, গোয়োরচনা ও মৃগমদ দ্বারা ভূর্জপত্রে এই

যট্‌ লিখিয়া স্বর্ণের কবচ মধ্যে স্থাপন করিয়া ধারণ করিলে স্নাধক সর্কজন প্রার্থনার সম্পত্তিও অনার্যসে লাভ করিতে পারে। মহাগণপতির এই যট্‌বিধান দেবগণেরও পূজ্য ইহা সর্কসিদ্ধিকর ও নিখিল পুরুষার্থপ্রদ।

যট্‌ খেটক, নগরভেদ।

যট্‌ চক্র, তন্ত্রোক্ত সাধনাক্রান্ত নিগূঢ় মানসপ্রক্রিয়ার জন্ত দৈহিক ছয়টা কল্পিত পদ্ম। তাত্ত্বিকসাধকগণ যট্‌চক্রে ভেদভব সম্যক অব-গত হইয়া দেহের হৃদয়তন্ত্র নাড়ীজ্ঞান সম্বন্ধে কোনও সময় যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ কারয়াছিলেন, আমরা শ্রীমৎপূর্ণানন্দপ্রণীত যট্‌-চক্রনিরূপণ নামক গ্রন্থপাঠে তাহার বহুল আভাস প্রাপ্ত হই। যট্‌চক্রনিরূপণ গ্রন্থে, তাত্ত্বিক যোগিগণের শরীর-বিচয়-শাস্ত্রের হৃদয়জ্ঞানবাহিনী নাড়ীকাসমূহের ক্রিয়াতন্ত্র (Psychologi- cal Physiology of the Nervous system) সম্বন্ধে অতি হৃদয় আলোচনা দৃষ্ট হয়। বর্তমান এনাটমী (Anatomy) বা ফিজিওলজী (Physiology) শাস্ত্র যট্‌চক্রের হৃদয়তন্ত্রের সংবাদ না রাখিলেও আমরা এই সকল জড়ীয় বিজ্ঞানের অন্ত-রালে যট্‌চক্রের হৃদয়-ভিত্তি যোগবিজ্ঞানের প্রথর আলোকে অতীব স্পষ্টরূপেই প্রত্যক্ষ করিতে পাই। কেবল Nervous system যট্‌চক্রের আলোচ্য-বিষয় নহে, মস্তিষ্ক পদার্থও (cerebral substance) পরমতন্ত্রপ্রবোধক স্থান নিরূপিত হইয়াছে। এই সকল বিষয়ের সমাবেশ আছে বলিয়াই যট্‌চক্রে লিখিত উক্তি-গুলি বিশেষরূপে আলোচিত হওয়া উচিত। এস্থলে প্রথমতঃ যট্‌চক্রের কিঞ্চিৎ স্থূল আভাস প্রদত্ত হইতেছে—

মেরুদণ্ডের (spinal chord) মধ্যে তিনটা নাড়ী আছে, ইড়া, সুষুম্না ও পিঙ্গলা; বামে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা এবং ইহা-দ্বয়ের মধ্যভাগে সুষুম্নার অবস্থান। যট্‌চক্রগ্রন্থকার বলেন—

“মেরুরীক্স গ্রন্থে শিশির্মহিরশিরে সবদক্ষে নিবন্ধে।

মধ্যে নাড়ী সুষুম্না ত্রিতরুণময়ী চক্রস্থধ্যাধিরূপা।

ধুতুরেরপূর্ণপ্রথিততমবপুঃ কন্দমধ্যাধিরঃসা।

বজ্রাখ্যা মেট্রদেশাচ্ছিরশি পরিগতা মধ্যমে স্ত্রাঙ্কলন্তী ॥

অর্থাৎ মেরুদণ্ডের বহির্ভাগে বাম ও দক্ষিণদিকে ইড়া ও পিঙ্গলা নামে দুইটা নাড়ী এবং মধ্যস্থলে সুষুম্না নামী নাড়ী বিস্তারিত রহিয়াছে। এই নাড়ীটা চক্রস্থধ্যাধিরূপা এবং উহা মস্তকের দিকে অগ্রসর হইয়া প্রক্ষুণ্ণিত ধুতুরপুষ্পের আকার (medulla oblongata) ধারণ করিয়াছে। এই সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে আর একটা নাড়ী আছে। উহার নাম বজ্রনাড়ী। বজ্রনাড়ী মেট্রদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া মস্তকে প্রস্থত হইয়াছে। বজ্রনাড়ী জলংপ্রভাময়ী। মেরুদণ্ডই জীবনশক্তির প্রধান গঠন। পাশ্চাত্য-চিকিৎসাবিজ্ঞানের Embriology পাঠে জানা যায় যে, মেরুদণ্ডই

প্রথমে গঠিত হয়। ফলতঃ মেরুদণ্ডই জৈবশক্তি, ইহা সর্বপ্রথমে অভিব্যক্ত হইয়া বৈদিকক্রিয়ার সঞ্চার করে। এই সকল নাড়ী (Nerves) পৃষ্ঠবংশ বা মেরুদণ্ড হইতে উৎপন্ন। ইহার সমুদয় ও পদতত্ত্বের জ্ঞান হয়।

আমরা পাশ্চাত্য শরীরবিদ্য (Physiology) গ্রন্থেও এই তত্ত্ব দেখিতে পাই।†

বট্‌চক্রের সহিত, স্নায়ু নাড়ীরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই স্নায়ু নাড়ীতেই বট্‌চক্রের অবস্থান। স্নায়ু নাড়ীতে যে সাতটি পদ্য একটিকে হইরাছে, উহার ছয়টি পদ্য বট্‌চক্র নামে অভিহিত। সপ্তপদ্যের নাম নিম্নে লিখিত হইতেছে—

• বিকস্মহিতার লিখিত আছে—

“মেহেন্দি বর্ততে মেরু: সঙ্ঘবীপসমবিতঃ।

সরিতা: সাগরা: সৈলা: ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালকা:।

* * * * *

নভো বায়ুচ বহিষ্ঠ মলং পৃথ্বী তৈষৈ চ।

জৈলোক্য বাসি ভূতানি ভাসি সর্কানি বৈহতঃ।

দৈবং সংবেষ্ট: সর্কজঃ স্বাধার: প্রবর্ততে।

* * * * *

নার্জলকত্রয়ো নাভ্যা: সন্ধি বেহান্তরে নৃণাম্।

এখানহুতা নাভ্যন্ত তাহ্ম নৃণ্যাক্ততুর্দ্বপ।

স্বয়ম্ভোপিললা চ পাভারী হস্তিভিলিকা।

কুহ: সয়বতী পুবা পশ্চিমী চ পরশ্বিনী।

বারুশালদ্ববা চৈব দ্বিবোধরী বশশ্বিনী।

এতাহ তিস্রো মুখ্যা হ্য: পিজলেড়াহুত্রিকা:।

তিহ্মবেকা স্নয়ৈব মুখ্যা সা বোগিবরতা।

অভাতব্রাজঃ কৃষা নাভ্য: সন্ধি হি বেহিনা:।

সর্কাক্ষাধোমুখা নাভ্য: পদতত্ত্বনিভা: দ্বিতা:।

পৃষ্ঠবংশসমাজিত্য সোমস্ব্যাদিরূপিনী।”

+ The spinal chord gives origin in its course to thirty one pairs of spinal nerves, each nerve having two roots anterior and posterior, the latter being distinguished by its greater thickness and by the presence of an enlargement called a ganglion, in which are found numerous bipolar cells. The anterior root is motor, the posterior sensory. The mixed nerve after junction of the roots contains (a) Sensory fibres passing posterior roots; (b) motor fibres coming from the anterior roots; (c) Sympathetic fibres, either Vaso-motor or Vaso-dilator. The trunk of the great Sympathetic nerve consists of a chain of swellings or ganglia (চক্র) connected by intermediate choris of grey nerve fibres and extending nearly sympathetically on each side of the Vertebral column (ইড়া ও পিললা) from the base foster of Cranium to the Coccyx (মুলাধার চক্রস্থান)

১। মুলাধার।

২। স্বাধিষ্ঠান।

৩। মণিপুর।

৪। অনাহত।

৫। বিশুদ্ধ।

৬। আজ্ঞা।

৭। সহস্রদল।

প্রথমতঃ সাধারণভাবে এই সকল পদ্যের পরিচয় প্রদান করা বাইতেছে। আধার-পদ্য পায়ু-দেশের কিছু উর্দ্ধে স্নায়ু নাড়ীতে সংলগ্ন। তাহার চারিটি দল; সেই চারিটি দলে বং ৭ং বং ৭ং এই চারিটি বর্ণ আছে। এই পদ্যের মধ্যে ধরাচক্র নামে একটি চতুর্কোণ চক্র আছে, তাহার আটটিকে আটটি মূল। মধ্যস্থলে পৃথ্বীবীজ ৭ং এবং কর্ণিকা মধ্যে একটি ত্রিকোণ বহুচিহ্নিত রহিয়াছে। এই পদ্যের মধ্যে লিঙ্গরূপী মহাদেব অবস্থিতি করেন এবং তাহার অমৃত-নির্গমন-স্থানে মুখ লয় করিয়া সর্পরূপা কুণ্ডলিনীশক্তি বাস করিয়া থাকেন। স্বাধিষ্ঠান পদ্য লিঙ্গমূলে অবস্থিত। তাহার ছয়টি দল; সেই ছয়টি দলে বং ৩ং বং ৭ং ৭ং এই ছয়টি বর্ণ আছে। এই পদ্যের মধ্যস্থলে গোলাকৃতি বরণ-মণ্ডল ও সেই মণ্ডলের মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্র; তাহাতে বং এই বর্ণ অঙ্কিত আছে। এই পদ্যের মধ্যে বাকিনী শক্তি স্থিতি করেন। মণিপুর পদ্য নাভিমূলে অধিষ্ঠিত, তাহার দশটি দল; সেই দশ দলে ৩ং ৩ং ৭ং ৩ং ৭ং ৭ং ৭ং ৭ং ৭ং এই দশটি বর্ণ লিখিত আছে। এই পদ্যের মধ্যস্থলে ত্রিকোণ অগ্নিমণ্ডল। সেই ত্রিকোণের তিন পার্শ্বে বৃত্তাকার তিনটি ভূপুর এবং মধ্যস্থলে ৭ং এই বর্ণটি চিহ্নিত রহিয়াছে। এই পদ্যের মধ্যে লাকিনী শক্তি অবস্থিতি করেন। অনাহত নামক পদ্য হৃদয়ে অবস্থিত। তাহার দ্বাদশটি দল। সেই দ্বাদশ দলে কং ৭ং ৭ং ৭ং ৩ং ৩ং ৩ং ৭ং ৭ং ৭ং ৭ং এই দ্বাদশটি বর্ণ অঙ্কিত আছে। সেই পদ্যের মধ্যে ছয়কোণবিশিষ্ট বায়ুমণ্ডল এবং তন্মধ্যে বং বীজ বিভ্রমণ রহিয়াছে। সেই পদ্যে শিব ও কাকিনী শক্তি বাস করেন। বিশুদ্ধ নামক পদ্য কণ্ঠদেশে অবস্থিত। উহার বোড়শ দল; সেই বোড়শ দলে অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ১ং ১ং ৭ং ৭ং ৭ং ৭ং ৭ং ৭ং এই বোড়শ বর্ণ লিখিত আছে। সেই পদ্যের মধ্যস্থলে গোলাকার চক্রমণ্ডল এবং তাহার অভ্যন্তরে গোলাকৃতি নভোমণ্ডল ও ৭ং বীজ বর্তমান আছে। সেই পদ্যে লাকিনী শক্তি অধিবাস করেন। ক্র-মধ্যে আজ্ঞা নামক দ্বিদল পদ্য, তাহার দুই দলে হং কং এই দুই বর্ণ, তাহার মধ্যে ত্রিকোণাকৃতি শক্তি ও সেই শক্তির মধ্যে শিব অবস্থিতি আছে। এই পদ্যে লাকিনী শক্তি বাস করিয়া থাকেন। ইহার

কিছু উর্দ্ধে প্রণবাকৃতি পরমাঙ্গা আছেন। তাহার উপরিভাগে চন্দ্রবিন্দু, তত্‌পরি শঙ্খিনী নাড়ী এবং সর্বোপরি সহস্রদল পদ্ম। তাহার পঞ্চাশং ধূলে আকারীদি খকার পঞ্চাশং বিন্দু পঞ্চাশং বর্ণ আছে। এই পদ্মের মধ্যে গোলাকৃতি চন্দ্রমণ্ডল, তন্মধ্যে ত্রিকোণবৎ এবং সর্বমধ্যে শিবস্থানে পরম শিব অবস্থিতি করেন।

• তাত্ত্বিকসাধনার বহুপূর্বে উপনিষদাদিতেও নাড়ীতত্ত্বের আলোচনা হইত। আমরা ছান্দোগ্যউপনিষদে, এমন কি, বেদসংহিতারও নাড়ীর পরিচয় প্রাপ্ত হই। ধর্মসাধনার সচিৎ দেহতত্ত্বের সম্বন্ধ তত্ত্বে বৈরাগ্য অভিযুক্ত হইয়াছে, অপর কোন শাস্ত্রে সেরূপ দেখা যায় না। সুষুমার কোন্‌ চক্রের কিরূপ কার্য, সুষুমার অন্তর্গত কোন্‌ নাড়ীর কিরূপ আধ্যাত্মিকক্রিয়া শিবসংহিতা ও ষট্‌চক্রনিরূপণে তাহার যথেষ্ট আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এই শ্রেণীর গ্রন্থসমূহকে ইংরাজীভাষায় Physio-psychology নামে অভিহিত করিতে পারি। ফলতঃ শিবসংহিতা ও ষট্‌চক্রনিরূপণ অধ্যাত্ম-আধিভৌতিক বিজ্ঞান-বিশেষ। এই সকল গ্রন্থে নাড়ীবিজ্ঞান (Nervous Physiology) সম্বন্ধে অতি হৃদয়স্পর্শক লিখিত হইয়াছে। আমরা এস্থলে এতৎসম্বন্ধে আরও দুই একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে সুষুমার মধ্যে বজ্র নামে একটি নাড়ী আছে। ষট্‌চক্রগ্রন্থের তৃতীয় শ্লোক পাঠে জানা যায়, বজ্রনাড়ীর মধ্যে চিত্রিণী নামে অপর একটি নাড়ী আছে। এই নাড়ীটি ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞায় হৃদয়। ইহা চন্দ্রচক্রের অগোচর; কিন্তু যোগি-গণের যোগগম্যা এবং প্রণবাবিস্রুতি। যোগদ্বারা চিত্তবিশুদ্ধ না হইলে এই নাড়ী কাহারও প্রত্যক্ষ হয় না। অণুবীক্ষণের সাহায্যেও এই নাড়ী দেখিবার উপায় নাই। এই চিত্রিণীর মধ্যে আর একটি নাড়ী আছে, উহার নাম ব্রহ্মনাড়ী। এই নাড়ীটি শুষ্কস্থ মূলধার পদ্মস্থিত শিবলিঙ্গের মুখগহ্বর হইতে নির্গত হইয়া শীর্ষস্থ সহস্রদলাধিষ্ঠিত আদিদেব পরমাঙ্গাকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। সাধক জীবাত্মাকে এই নাড়ীর মধ্য দিয়া পরিচালিত করিয়া পরমাঙ্গায় প্রেরণ করেন। ব্রহ্মনাড়ীর সম্বন্ধে ষট্‌চক্রকার বলেন—

“বিজ্ঞান্যাবিলাসা মূনিম্নসি লসৎ তত্ত্বরূপা হৃদয়মা

শুদ্ধজ্ঞানপ্রবোধা সকলসুখময়ী শুদ্ধবোধস্বভাবা।

• ব্রহ্মদ্বারং তদাত্তে প্রবিলসতি সুধাদারগম্যপ্রদেশং

গ্রন্থিহীনং তদেতৎ বদনমিতি সুধামাণ্ডাল্যপত্তি।”

ব্রহ্মনাড়ী বিজ্ঞান্যাবিলাসা এবং অতি হৃদয়। এই নাড়ী

শুদ্ধজ্ঞানের উদ্বোধন করে, সর্গপ্রকার স্তব্ধের উৎসবরূপ, ইহার সুখভোগেই ব্রহ্মদ্বার।

পাশ্চাত্যতাত্ত্বিকসংবিজ্ঞান পাঠে জানা যায় যে, জ্ঞানক্রিয়া ও

গতিক্রিয়া স্নায়ু (nerve) নামক নাড়ীবিশেষেরই কার্য। জ্ঞান-ক্রিয়া (sensory) ও গতিক্রিয়ার (motor) নিমিত্ত পৃথক পৃথক অতি হৃদয় স্নায়ুসমূহ দ্বারা সমগ্র দেহ সমাবৃত। কিন্তু পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান যে সকল স্নায়ুর অনুসন্ধান পাইয়াছেন, সেই সকল স্নায়ু-গুলিই কেবল স্থূল জ্ঞানের বাহকমাত্র। ষট্‌চক্র ও শিবসংহিতা প্রভৃতি তাত্ত্বিক গ্রন্থে স্থূলজ্ঞানবাহিনী নাড়ীকাসমূহের সাবিশেষ উল্লেখ নাই। যে সকল হৃদয়হীনতর ও হৃদয়তম নাড়ীর সাহায্যে তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষুধি হয়, ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধ হয়, এই সকল গ্রন্থে সেই সকল নাড়ীর আলোচনা করা হইয়াছে। স্নায়ুসমূহ যে তাড়িতশক্তি (electricity) বিলাসস্থল পাশ্চাত্যবিজ্ঞানে স্পষ্টরূপেই তাহার উল্লেখ আছে। ষট্‌চক্রকারও এই সকল নাড়ীকে ‘তড়িমালাবিলাসা’ বলায় বর্ণনা করিয়াছেন। জর্জব্রী Physiolologist বা শরীরবিজ্ঞানজ্ঞের পণ্ডিতগণ Nervous Electricity সম্বন্ধে এখনও ভ্রূয়সী গবেষণা করিতেছেন। বহুকাল পূর্বে তাত্ত্বিকযোগিগণ এই সকল হৃদয়তত্ত্বের সিক্ত সংস্থাপন করিয়াছেন, ইহা কম গৌরবের বিষয় নহে। আধুনিক পণ্ডিতগণ বহুল যত্নের সাহায্যে সেরূপ হৃদয়তত্ত্ব সমুখিত হইতে সমর্থ হইতেছেন না। কিন্তু ভারতীয় যোগিগণ কেবল যোগবিজ্ঞানে এই সকল হৃদয়তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন।

ষট্‌চক্রকার হৃদয় জৈবপদার্থে বহু স্থলেই তড়িতের (Electricity) কার্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। যথা—

১। বজ্রাখ্যা বক্তৃদেবে বিলসতি সততং কর্ণিকা মধ্যাসংস্থং কোণং তৎত্রৈপুণ্যং তড়িদিব বিলসৎ কোমলং কামরূপম্। কন্দর্পো নাম বায়ুবিলাসতি সততং তন্ত্ৰ মধ্যে সমস্তাং জীবেশো বজ্রজীব প্রকরমভিহসৎ কোটিস্থ্যাপ্রকাশম্ ॥

২। শম্মাবর্তনিভা নবীনচপলামালা বিলাসাম্পদা

সুপ্তা সর্পসদা শিরোপলিলসৎ সার্বভৌমতাক্রান্তিঃ।

এতদ্বারা জানা যাইতেছে যে এই সকল তড়িমালাবিলাসা নাড়ীকাসমূহ, জীবের জীবনী শক্তির (Vital principle) মূল। কন্দর্প বায়ুর স্থান মূলধার। এই কন্দর্প বায়ুই প্রাণবায়ু। উক্ত হয় শ্লোকের আমরা কুলকুণ্ডলিনী শক্তির বিবরণী দেখিতে পাই। উহার পরের শ্লোকে কুলকুণ্ডলিনীর আরও সাবিশেষ পরিচয় আছে। যথা—

“কুজস্তী কুলকুণ্ডলী ব মধুরং মতালিমালাক্ষুটং

বাচঃ কোমলকাব্যধরচনাভেদাভিভেদক্ৰমৈঃ।

শাসোজ্জ্বলসবিনবদনে জগতাং জীবো যথা ধার্যতে

সি মূলভূজগহ্বরে বিলসতি প্রোদ্যামদীপ্তাবলী।”

এই কুলকুণ্ডলিনীও নবীন চপলামালায় জায় বিরাজিত। ইনি ভূজগহ্বর সার্বভৌমতাক্রান্তি পরিবেষ্টিতা এবং মূলধার কমলে

জমদগ্নি, প্রকাপতি, বিশ্বামিত্র, শৈবীশী, বোধায়ন, পিতামহ, ছাগশের, বাবাল, বরীচি, চাবন, তুত, স্বয্যুপ ও নারদ, এই ছত্রিশ জন বৃত্তিশাস্ত্রিকের এবির যে বড় তাহাকে যট্‌ত্রিশমত কহে। (শব্দার্থ দিখিত)

যট্‌ত্ব (ক্ৰী) ছরের ভাব বা ধর্ম। (পা ৬২।২৯)

যট্‌গন্ধ (ক্ৰী) ভিনবাস। একে একে ছয়টা পক্ষান্ত পর্য্যন্ত কাল।

যট্‌পক্ষবর্ষ (ত্রি) ছয় বা পাঁচবর্ষসম্বন্ধীয়।

“যট্‌পক্ষবর্ষে বনহেতিমসৈঃ প্রসাদ বৈকুণ্ঠমবাপ তৎপদম্।”
(ভাগবত ৪।১২।৪২)

‘বড় বা পক্ষ বা বর্ষাণি বস্ত’ (বাহী)

যট্‌পক্ষাংশ (ত্রি) যট্‌পক্ষাংশতঃ পূরণঃ যট্‌পক্ষাংশ-ডট।
ছান্দাস সংখ্যাস পূরণ, যে ছান্দাস সংখ্যাস পূরণ করে।

যট্‌পক্ষাংশ (ক্ৰী) ছান্দাস সংখ্যা, ৬৬।

যট্‌পক্ষাংশতম (ত্রি) বড়পক্ষাংশতঃ পূরণঃ যট্‌পক্ষাংশ-তমট্‌
(বিশত্যানিভ্যন্তমভূততরত্য। পা ৬।২।৬)। যট্‌পক্ষাংশ, যে
ছান্দাস সংখ্যাস পূরণ করে।

যট্‌পত্রে (ত্রি) ছয়পত্রবিশিষ্ট। (নৃসিংহোত্তাপনীয়োপ°)

যট্‌পদ (ত্রি) ছয়পদযুক্ত। (অর্থক্ ১৩।১২৭)

যট্‌পদ (ত্রি) যট্‌পদানি বস্ত। ১ যট্‌পদবিশিষ্ট, বাহার ছয়
পাদি পদ আছে। ২ ছয়পাদি পদ মাত্র, যট্‌চরণ।

(পুং) ৩ ভ্রমর।

‘নহি প্রকৃতং সহকারমেষ্য

বৃক্ষান্তরং কাক্যতি যট্‌পদালী।’ (রঘু ৬।৬৯)

বসন্তরাজনাকুলে উল্লিখিত হইরাছে যে, বাক্যকালে বাম-
দিক্‌ভাগে যদি ভুলগণ মনোহর গুণন করিতে থাকে বা দিগন্তর
হইতে ঐরূপ গুণন করিতে করিতে বামভাগে প্রসর্পিত হয়,
অথবা ঐরূপে কোন প্রশস্ত ফলের মধুপানে রত হয়; তাহা
হইলে গমনকারীর অতীব শুভকল ও চিন্তের প্রসন্নতা ঘটয়া
থাকে।

ভ্রমর ব্যতীত অন্যান্য যট্‌পদবিশিষ্ট জীবগণও যদি বাক্য-
কালে বামদিকে অবস্থান করে, তাহা হইলেও শুভকল পাওয়া
যায়। (বসন্তরাজ-শাকুন) ৪ যুক্ত। (রাজনি°)

যট্‌পদজ্ঞা (ত্রি) কামধনু। কামধেনুর ধনুর জ্ঞা মক্ষিকা
পঙ্ক্তি দ্বারা বিনির্মিত বলিয়া প্রবাহ।

যট্‌পদঘাতিনু (পুং) স্বর্ণচম্পক। (বৈভকনিব°)

যট্‌পদদল (পুং) ১ ভ্রমরপূর্ণাঙ্গ, পূর্ণাঙ্গ গাছ। ২ নাগকেশর
পুষ্পযুক্ত। (শব্দমালা)

যট্‌পদপ্রিয় (পুং) ১ যট্‌পদদলশব্দার্থ। (শব্দমালা)

যট্‌পদপ্রিয়া (ক্ৰী) বনমলিকা। (বৈভকনিব°)

যট্‌পদমোদিনী (ক্ৰী) বর্ষ্যযুক্ত, চলিত বাবলা গাছ।
(বৈভকনিব°)

যট্‌পদা [দী] (ক্ৰী) ১ কীটভেদ, চলিত গজাকড়ি। ২ যুক্ত।
৩ ভ্রমরপত্নী।

যট্‌পদাতিথি (পুং) যট্‌পদঃ অতিথিরিব যত্র। ১ আশ্বযুক্ত।
(ত্রিকা°) ২ স্বর্ণচম্পক।

যট্‌পদাধার (পুং) কদম্ব যুক্ত, কদমগাছ। (বৈভকনিব°)

যট্‌পদানন্দবর্জক (পুং) যট্‌পদানামানন্দঃ বর্জকতীতি বৃধ-পু্য।
১ দেববর্জক। ২ কিরীতাক যুক্ত, অশোকগাছ। (রাজনি°)

যট্‌পদানন্দা (ক্ৰী) বাবিকী মলিকা, বেলমলিকা।

যট্‌পদাভিধর্ম (পুং) বৌদ্ধদিগের একখানি ধর্মশাস্ত্র।

যট্‌পদালয় (পুং) ভ্রমরপূর্ণাঙ্গযুক্ত। (বৈভকনিব°)

যট্‌পদালী (ক্ৰী) মক্ষিকাপ্রেরণী।

যট্‌পদিকা ১ (ক্ৰী) যট্‌পদা শব্দার্থ। ২ ছন্দোভেদ।

যট্‌পদীভক্ষ (পুং) গজাংশতক তক্ষণ জন্ত অধঃযোগ। প্রায়
মধ্যগত উক্ত সুদারুণ পতক তক্ষণ জন্ত অধঃগণের শোণ, হাস,
ভ্রম, মুর্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে যট্‌পদীভক্ষ
রোগ বলে। (জয়দত্ত)

যট্‌পদেঘ (ত্রি) কদম্ব। (রত্নমালা)

যট্‌পলিক (ত্রি) ছয়পলপরিমিত। ছয়পলবিশিষ্ট।

যট্‌পাদ [দা, দী] (পুং ক্ৰী) যট্‌পদ শব্দার্থ, গজাকড়ি। এই
কীট জংগ পাণ্ডুরযুক্ত, কপিল বা হরিষর্গবিশিষ্ট, ছয়টা পদ সম্পন্ন
এবং ইহার মস্তক ক্ষুদ্রভাবাপন্ন।

“আপাণ্ডুবর্ণা কপিলা হরিভা চ প্রজায়তে।

মহোদরা চ যট্‌পাদী পুষ্পবক্তোত্তমালিকা।” (জয়দত্ত)

যট্‌পূর (ক্ৰী) অম্বরোধিত একটা নগর। (হরিবংশ)

যট্‌প্রগাথ (ক্ৰী) ছয়টা প্রগাথবিশিষ্ট। (লট্টায়ন ১৩।১২)

যট্‌প্রজ্ঞ (পুং) যট্‌হু রসহু প্রজ্ঞা যত্র। ১ কামুক, লম্পট।
পর্যায়—বিড়গ, ব্যালীক, কামকেলি, বিদূষক, পীঠকেলি, পীঠমর্দ,
ভবিল, ছিহর, বিধ। (ত্রিকাংশেব)

যট্‌হু ধর্ম্মাদিহু প্রজ্ঞা যত্র। ২ ধর্ম্মাদিশাস্ত্রাত্তিক, বৌদ্ধ।

যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এবং লোকার্থ ও তত্ত্বার্থ এই
ছয় বিষয়ে অতি উচ্চতম জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তিনি যট্‌-
প্রজ্ঞ বলিয়া বিদিত হন।

‘ধর্ম্মার্থকামমোক্ষে লোকতত্ত্বার্থরোপনি।

যট্‌হু প্রজ্ঞাতি যতোক্তেঃ স যট্‌প্রজ্ঞ ইতি বৃত্তঃ।’ (ত্রিকা)

যট্‌প্রমোপনিষদ্ (ক্ৰী) [প্রমোপনিষদ্ দেখ]

যট্‌ভদ্রিকা (ক্ৰী) বালরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। পার-

সীক যমানী, মুখা, পিপুল, কাকড়াশুকী, বিড়ঙ্গ ও আতাইচ, এই ছয় দ্রব্যের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয়। (বাতত)

যট্‌লবণ (ক্ৰী) মূলবগযুক্ত পঞ্চলবণ; কাচ, সৈন্ধব, সামুদ্র, বিট্ ও সৌবর্চল এই পঞ্চলবণের সহিত মূলবণ সংযুক্ত হইলে তাহা যট্‌লবণ বলিয়া কথিত হয়।

“কাচসৈন্ধবসামুদ্রবিড়ঙ্গৌবর্চলৈঃ সঠৈঃ।

স্তাং পঞ্চলবণং তচ্চ যুৎসোপেতং যড়াক্ষয়ং ॥” (রাজনি)

যট্‌লৌহসম্ভব (ক্ৰী) শিলাজতু। (বৈদ্যকনিব)

যট্‌শত (ক্ৰী) ১০৬ বা ৬০ সংখ্যা। (শতপথত্রা ১২২।১।৬)

যট্‌শম (ত্রি) ছয়টা শম্য বিস্তৃত বা তৎপরিমিত।

(কৌশিকহ ১০৭)

যট্‌শস্ (অব্যয়) ছয় ছয় বার।

যট্‌শাস্ত্রিন্ (ত্রি) যড়দশনাভিজ্ঞ।

যট্‌ষষ্ঠ (ত্রি) যড়ধিকষষ্ঠে পূরণ যট্‌ষষ্ঠি ডট্। ছষষ্টি সংখ্যার পূরক, যে ৬৬ সংখ্যায় পূরণ করে।

যট্‌ষষ্ঠি (ক্ৰী) ছষষ্টি, ৬৬।

যট্‌ষষ্ঠিতম্ (ত্রি) যট্‌ষষ্ঠি, ছষষ্টি সংখ্যায় পূরক।

যট্‌ষোড়শিন্ (ত্রি) ছয়টা ষোড়শস্তোমবিশিষ্ট।

(পঞ্চবিশত্রা ১৭.২।১)

যট্‌সপ্ত (ত্রি) ১ ছিয়াত্তর সংখ্যার পূরক। ২ ছয় গুণক সপ্ত, অর্থাৎ বিয়াল্লিশ সংখ্যা।

যট্‌সপ্তত (ত্রি) যট্‌সপ্ততি-ডট্ ডিষ্টাটিলোপঃ। যট্‌সপ্ততিতম।

যট্‌সপ্ততি (ক্ৰী) যড়ধিকা সপ্ততিঃ। ছিয়াত্তর সংখ্যা, ৭৬।

যট্‌সপ্ততিতম্ (ত্রি) যট্‌সপ্ততে পূরণঃ যট্‌সপ্ততি-তমট্।

(পা ৪।২।৬)। ছিয়াত্তরের সংখ্যা পূরক, যে ছিয়াত্তরে সংখ্যা পূরণ করে।

যট্‌সহস্র (ত্রি) ছয় হাজার সংখ্যা দ্বারা পূরিত।

যট্‌সহস্রশত (ত্রি) ছয় লক্ষ। (ভারত ১৩ পর্ব)

যড়ংশ (পুং) ষষ্ঠাংশ, যড়ভাগ, ছয় ভাগের একভাগ।

যড়ক্ষ (ত্রি) ছয়টা অক্ষিবিশিষ্ট। (শঙ্ক ১০।২২।১৬)

যড়ক্ষর (ত্রি) যট্‌ অক্ষবাণি যন্ত। যড়ক্ষরবিশিষ্ট, ছয়টা অক্ষর-যুক্ত। “সবিতা যড়ক্ষরেণ যড়তুন” (শুরবজুঃ ৯।৩২) ‘যড়ক্ষরেণ ছন্দসা’ (বেদদীপ) ৬ অক্ষরবিশিষ্ট ছন্দঃ। যড়ক্ষর মন্ত্র, যড়ক্ষরী বিভা ইত্যাদি।

যড়ক্ষীণ (পুং) যট্‌স্ব রসেযু অক্ষীণঃ। মন্ত্র।

যড়ঙ্গ (ক্ৰী) যগ্নাৎ অঙ্গানাং সমাহারঃ। শরীরের যড়বয়ব, শরীরের ৬টা অবয়বকে যড়ঙ্গ কহে। জল্‌বায়ব, বায়বয়ব, মস্তক ও মধ্য এই ছয়টা শরীরের অবয়ব।

‘জজ্জ্যে বাহু শিরোমধ্যং যড়ঙ্গমিদমুচ্যতে ॥’ (শঙ্কচঞ্জিকা)

২ বেদাঙ্গ যট্‌শাস্ত্র, বেদের অঙ্গভূত ছয়টা শাস্ত্রের নাম যড়ঙ্গ। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিকৃৎ, জ্যোতিষ ও ছন্দ এই ছয়টা বেদের অঙ্গ।

‘শিক্ষাকরো ব্যাকরণং নিকৃৎ জ্যোতিষঃ তথা।

ছন্দশ্চেতি যড়ঙ্গানি বেদানাং বৈদিকা বিহঃ ॥’ (শঙ্করত্ন)

ব্রাহ্মণ যড়ঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিবেন, যড়ঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিলে তাহার ব্রহ্মলোকে গতি হয়। বেদের পাদবয়ব ছন্দঃ, কল্প হস্ত, জ্যোতিষ নেত্রস্বরূপ, নিকৃৎ শ্রোত্র, শিক্ষা ব্রাণ এবং ব্যাকরণ বেদের মুখস্বরূপ। বেদের এই ৬টা অঙ্গ।

‘ছন্দঃ পাদৌ চ বেদস্ত হস্তৌ কল্পোহথ কথ্যতে।

জ্যোতিষাময়নং নেত্রং নিকৃৎ শ্রোত্রমুচ্যতে ॥

শিক্ষা ব্রাণস্ত বেদস্ত মুখং ব্যাকরণং স্তবৎ।

তস্মাৎ সাক্ষমধীতোয ব্রহ্মলোকে মহীরতে ॥’ (তিথিতত্ত্ব)

৩ আদ্যশ্রাঙ্গীয় দানাদ্ধ নীঠাদি, আদ্যশ্রাঙ্গকালে প্রেতের উদ্দেশে যড়ঙ্গ দিতে হয়; কিন্তু শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না, সর্বত্রই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। প্রেতের স্বর্গার্থে ষোড়শদান এবং প্রেতের উদ্দেশে যড়ঙ্গদান করিতে হয়। শ্রাদ্ধতত্ত্বে লিখিত আছে যে, প্রেতকে আসন, ছত্র, উপানহ ও শয্যা দিতে হয়, এই চারিটা দ্রব্য এবং অন্ন ও জল এই ৬টা ধারিয়া যড়ঙ্গ হইয়াছে।

ছয় প্রকার গব্যদ্রব্য বিশেষ। যথা—গোময়, গোমুত্র, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও গোরোচনা। এই ছয় প্রকার গব্যদ্রব্য সর্বত্র পবিত্র।

‘গোমুত্রং গোময়ং ক্ষীরং সর্পিদ্ধাং চ রোচনা।

যড়ঙ্গমেতন্নদ্রব্যং পাবত্রং সর্বদা গব্যম্ ॥’ (স্মৃতি)

৭ তন্ত্রমতে হৃদয়াদি যড়বয়ব। যথা হৃদয়, মস্তক, শিখা, কবচ, নেত্রদ্বয় ও করতলপৃষ্ঠ। যড়ঙ্গগ্রাসে এই সকল স্থানে গ্রাস করিতে হয়। কোন দেবতার হ্রী বীজ মন্ত্র হইলে, যড়ঙ্গগ্রাস এইরূপ হইবে—

‘হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে স্বাহা, হ্রুং শিখায়ৈ ববট্, হ্রুং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্’ এইরূপে যড়ঙ্গে হস্ত দিয়া গ্রাস করিতে হয়। প্রাতি দেবতা পূজায় কেবল বীজমন্ত্রের পার্থক্য হইবে, আর সকল এইরূপ হইবে। ৮ ছয় প্রকার যোগাঙ্গ। অমৃতনাদোপনিষদে এই ছয় প্রকার যোগাঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, যথা—অত্যাহার, ধ্যান, প্রাণায়াম, ধারণা, তর্ক ও সমাধি। ৯ রাজাদিগের ছয় প্রকার বল অর্থাৎ সেনাবয়ববিশেষ। মৌল, ভূতা, সূক্ষ্ম, শ্রেণী, দ্বিবৎ ও আটবিক এই ছয়টা সেনাবয়ব।

(পুং) যট্‌ অঙ্গানি যন্ত। ১০ বেদ

“শিকাকল্পবাকরণং নিকন্তং হুলসাকরণং।

জ্যোতিষমর্যনকৈব যড়ঙ্গো বেষ উচ্যতে ॥” (রাজনি°)

১১ কৃত্ত গোক্ষরক।

ষড়ঙ্গক (ক্ৰী) যড়ঙ্গববিশিষ্ট বেষ।

ষড়ঙ্গযুগ (পুং) যড়ঙ্গপানীয়, পাচনভেদ। মুতা, কেশপাণড়া, বেনার মূল, মক্তচন্দন, বালা, শুঠ বা হরীতকী এই ছয়টি দ্রব্য মিলিত ২ তোলা একত্র কুটিরা চারিসের জলে পাক করিয়া ২ সের অংশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রের দ্বারা ছাকিয়া লইতে হইবে। পরে শীতল হইলে ঐ জল রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে পিপাসাজ্বর বিনষ্ট হয়।

বৈদ্যকশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, জ্বরের সপ্তাহ অতীত না হইলে ঔষধ সেবন করিতে নাই, কিন্তু সপ্তাহ মধ্যেই এই যড়ঙ্গপানীয় পানের ব্যবস্থা আছে। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে তরুণ জ্বরে মূখ্য ঔষধ অর্থাৎ দশমূলদির কাথ প্রভৃতি নিষিদ্ধ; কিন্তু তোর ও পেরাদি সেবন নিষিদ্ধ নহে। (ভৈষজ্যরত্না° জ্বররোগা°)

ষড়ঙ্গজিৎ (পুং) যড়ঙ্গ জিতবান্ জি-কিপ্ তুচ্চ। ১ বিহু। (শব্দমালা) (ত্রি) ২ যড়ঙ্গজিত।

ষড়ঙ্গিন্ (ত্রি) যড়ঙ্গোহস্তাতীতি যড়ঙ্গ-ইনি। যড়ঙ্গবলবিশিষ্ট, যড়ঙ্গযুক্ত।

ষড়ঙ্গমৃত (ক্ৰী) অতীসার রোগাদিকারে উপকারক মৃত্তৈষধ-বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—ইন্দ্রযব, দারুহরিদ্রারত্নক, পিপুল, শুঠ, লাক্ষা ও কটুকী এই ৬ টি দ্রব্যের কন্ধ ও কাথ দ্বারা বথাবিধানে মৃতপাক করিতে হইবে। এই মৃত সেবনে অতীসার রোগ আশু নিরাকৃত হয়। ইহা অতিশয় পাকক। (চক্রদত্ত অতীসারাদি°)

ষড়ঙ্গপানীয় (ক্ৰী) পাচনরূপ ঔষধবিশেষ। [যড়ঙ্গযুগ দেখ।]

ষড়ঙ্গুলিদত্ত (পুং) পাণিনিবর্ণিত ব্যক্তিভেদ। (পা° ৫।৩।৮৪)

ষড়ঙ্গি (পুং) ষটপদ, মক্ষিকা। (ভাগ° ৩।২৩।১৫)

ষড়গু (পুং) দেশভেদ। (পা ৪।২।১২৭)

ষড়ধিক (ত্রি) ছয়সংখ্যাধারা বদ্ধিত।

ষড়ধিকদশন (ত্রি) ষোড়শ।

ষড়ধিকদশনাড়ীচক্র (ক্ৰী) ষোলটা নাড়ীদ্বারা বেষ্টিত চক্র অর্থাৎ জঘন।

ষড়ভিত্ত (পুং) ষট্ স্তম্ভ ধর্মার্থকামমোকলোকতর্কার্থে অভিজ্ঞা বস্ত। বুদ্ধদেব। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, লোক ও তর্কার্থ এই ছয়টি বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়া তাহার নাম বুদ্ধ হইয়াছে।

ষড়র (ত্রি) ছয়টি অরযুক্ত। (নৃসিংহতাপনীরোপনি°)

ষড়রত্রি (ত্রি) ছয় অরত্রি (হস্ত) পরিসিত।

(শতপথব্রা° ৩।৬।৪।১১)

ষড়র্চ (ক্ৰী) ষড়্ চ। (শাখ্যায়নশ্রো° ১।৮।২৩।১২)

ষড়বস্ত (ক্ৰী) অধীধগণের নির্দিষ্ট ছয়টি কাথ।

(কাঁতায়নশ্রো° ৩।৪।১১)

ষড়ঙ্গীতি (ক্ৰী) রবিসংক্রান্তি বিশেষ। মিত্রন, কজা, ধনু ও মীন-রাশিতে সূর্য্যের সংক্রমণ হইলে তাহাকে ষড়ঙ্গীতিসংক্রান্তি কহে। জ্যৈষ্ঠ মাসের পর আষাঢ়ের প্রথমে মিত্রনরাশিতে, ভাদ্রমাসের পর আশ্বিনের প্রথমে কজা রাশিতে, কান্তনমাসের পর চৈত্রমাসের প্রথমে মীনরাশিতে ও অগ্রহায়ণ মাসের পর পৌষ মাসের প্রথমে যে ধনুরাশিতে সূর্য্য সংক্রমণ হয়, তাহাকে ষড়ঙ্গীতি সংক্রান্তি কহে।

“মৃগকর্কটসংক্রান্তৌ বেতুদক্ষক্ষিণায়নে।

বিষুবতীতুলামেঘে গোলমধ্যে তথাপরঃ ॥

ধনুদ্বিত্বকজামীনেচ ষড়ঙ্গীতরীঃ।

বৃষদ্বিচক্কুন্তেযু সিংহে বিকুপদী সূতা ॥” (ক্রিষিতব্য)

[সংক্রান্তি দেখ]

২ ষড়ধিক অঙ্গীতি সংখ্যা, ৮৬।

ষড়ঙ্গীতিচক্র (ক্ৰী) ষড়ঙ্গীতিচক্রং। সংক্রান্তিচক্রবিশেষ মিত্রন, কজা, ধনু ও মীনরাশিহ সূর্য্যের শুভাশুভ জ্ঞানার্থ নক্ষত্রা-ঙ্কিত নরাকারচক্র, এই চক্র দ্বারা ঐ সকল মাসের রবিগ্রহের শুভাশুভ ফল জানা যায়। এই ফল নক্ষত্র দ্বারা স্থির করিতে হয়।

একটি নর অঙ্কিত করিয়া তাহার অঙ্গবিশেষে নক্ষত্র সকল বিভাজ্য করিতে হয়। নক্ষত্রবিভাজ্যপ্রণালী এইরূপ—সূর্য্য যে নক্ষত্রে অবস্থিত হইয়া সংক্রমিত হন, সেই নক্ষত্র হইতে নক্ষত্র ধরিয়া লইতে হয়। সূর্য্যস্থিত নক্ষত্র হইতে ঐ নয়ের মুখে ১টা নক্ষত্র, বামহস্তে চারিটা, পাদযুগ্মে দুই দুই, ক্রোড়ে ৫টা, দক্ষিণ হস্তে ৪টা, নেত্রে দুই দুই এবং মস্তকে ৩টা। এই সকল নক্ষত্র সূর্য্যস্থিত নক্ষত্র হইতে পর পর রাশিতে হইবে। মুখে দুঃখ, করে লাভ, পাদদ্বয়ে ভ্রমণ, জঘন্যে জীলাভ, বামকরে বন্ধন, নেত্রদ্বয়ে সন্ধান, মস্তকে অপমান ও জঘ্নে মৃত্যুফল হয়। বাহ্যর যে নক্ষত্রে জন্ম, তিনি তাহার জন্মনক্ষত্র এই নয়ের কোন স্থানে পড়িয়াছে, তাহা স্থির করিয়া উক্তরূপে ফলনির্ণয় করিবেন।

যদি কাহারও সংক্রান্তি অভুত হয়, তাহা হইলে কনক-মুত্তর বীজ, সর্ষপীষদি জলে নান ও বিকুম্ভ জপ করিলে শুভ হয়।

“মুখে চৈকং করে বেদাঃ পাদযুগ্মে দ্বয়ং দ্বয়ং।

ক্রোড়ে বাণস্তথা বেদাঃ করে সর্বোত্তরং হপি চ ॥

দ্বয়ং দ্বয়ং তথা নেত্রে মস্তকে ত্রিতরং তথা।

দ্বয়ং তথা জঘ্নে ষড়ঙ্গীতিয়াং বসতে স্থিতে ॥

মুখে হাং করে লাভ: পাহরো ভ্রমণং কবি ।

কাজা তাহকনং বামে হস্তে জ্ঞাৎ খীরতে নৃণাম্ ॥

সুজানং নেত্রয়োশ্চৈব অপমানকং মৃতকে ।

গুহে চৈব ভবেমু ক্ত্যা: যড়শীতিফলক্রতি: ॥" (জ্যোতিস্তত্ব)

যড়শীতিতম (ত্রি) দ্বিরাশী সংখ্যার পূরক ।

যড়শ্ব (ত্রি) যট্ অখাঃ যত্র । ১৬টা অশ্ববৃদ্ধ রথ । ছয় ঘোড়ার গাড়ী । "রথৈ শতপত্তি: যড়শ্বৈ:" (শব্দ ১১১৬৪) 'যড়শ্বৈ: যড়শ্বৈরৈবৈকৈ:" (সারণ) ৬টা অশ্ববিশিষ্ট ।

যড়ষ্টক (স্রী) যোগবিশেষ, বর ও কজার অশ্ব রাশি হইতে পরস্পর যষ্ঠ ও অষ্টম রাশি সম্বন্ধ । বিবাহস্থলে বর কজার রাশির যষ্ঠাষ্টম সম্বন্ধ হইয়াছে কি না, তাহা দেখিয়া তবে বিবাহ দেওয়া উচিত, কারণ শাস্ত্রে যড়ষ্টক বিশেষ নিশ্চিত হইয়াছে, ইহা মিত্র-যড়ষ্টক ও অরি-যড়ষ্টক তেদে দুই প্রকার ।

যদি কজার অষ্টমে ভর্তার এবং ভর্তার যষ্ঠে কজার রাশি হয়, তাহা হইলে তাহাকে অরি-যড়ষ্টক কহে । এই অরি-যড়ষ্টক দেব-গণও বর্জন করেন । অতএব বিবাহকালে বর ও কজার অরি-যড়ষ্টক সম্বন্ধ হইলে বিবাহ দেওয়া উচিত নহে । ইহাতে বিশেষ অসঙ্গল ঘটে ৮

"যদি কজাষ্টমে ভর্তা ভর্তু: যষ্ঠে চ কজকা ।

যড়ষ্টকং বিধানীয়াৎ যড়িতং ত্রিদশৈরপি ॥" (জ্যোতিস্তত্ব)

জ্ঞাতবধ—মকর ও সিংহ, কজা ও মেঘ, মীন ও তুলা, কর্কট ও কুম্ভ, ধ্রু ও ধনু, বৃশ্চিক ও মিথুন কজা ও বরের রাশি হইলে ও অরি-যড়ষ্টক সম্বন্ধ হয়, সুতরাং এইরূপ সম্বন্ধ হইলেও বিবাহ দিবে না ।

"মকর: করিকুলমিগুণা কজা মেঘেণ সহ যবন্তলয়া ।

কর্কটো যুবযুযী বৃশ্চিকমিথুনে চারিবিধৌ ॥" (জ্যোতিস্তত্ব)

মিত্র-যড়ষ্টক—মকর ও মিথুন, কজা ও কুম্ভ, সিংহ ও মীন, বৃষ ও তুলা, বিছা ও মেঘ, কর্কট ও ধনু, কজা ও বরের রাশি হইলে মিত্রযড়ষ্টক হয় । এই মিত্রযড়ষ্টকও বিবাহে নিন্দনীয় । যড়ষ্টক সম্বন্ধই দোষাবহ ; তবে তাহার মধ্যে অরিযড়ষ্টকই বিশেষ নিন্দনীয় । মিত্রযড়ষ্টকে ঐ সকল রাশ্যধিপতি গ্রহের পরস্পর মিত্রতা থাকার অন্তত হইলেও কিঞ্চি শুভ ।

"মকরসমেক্তং মিথুনং কজাকলসৌ যুগেজ্জমোনৌ চ ।

বৃষভতুলে অনিমেষৌ কর্কটধনুবি চ মিত্রবিধৌ ॥" (জ্যোতিস্তত্ব)

গুরুত্বপূর্ণে মিত্রযড়ষ্টকের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,— সিংহ ও মকর, কজা ও মেঘ, তুলা ও মীন, কুম্ভ ও কর্কট, ধনু ও বৃষভ, মিথুন ও বৃশ্চিক এই সকল রাশি পরস্পর মিত্রযড়ষ্টক ।

"সিংহেন মকর: শ্রেষ্ঠৌ কজরা মেঘ উত্তম: ।

তুলা সহ মীনঃ কুম্ভেন সহ কর্কট: ।

ধনুবা বৃষভ: শ্রেষ্ঠৌ মিথুনেন চ বৃশ্চিক: ।

এতৎ যড়ষ্টকং ত্রীভ্যো ভবত্যো ব স সংশয়: ॥" (গুরুত্বপূ ৬১অ)

[যোটক লেখ ।]

কোটিবিচার-স্থলেও যড়ষ্টক সম্বন্ধ দেখিতে হয় । এই যড়ষ্টক সম্বন্ধে গ্রহগণ অবস্থিত থাকিলে তাহাদের অন্তত ফল হইয়া থাকে । শুভ ভাবাধিপতি হইয়া যদি এইরূপ সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে শুভকলের ভ্রাস করনা করিতে হয় । পিতা-পুত্রের যদি এইরূপ যড়ষ্টক রাশি সম্বন্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাদের পরস্পর মতের মিল থাকে না, এবং বিরোধ হয় । মিত্রযড়ষ্টক হইলে কিঞ্চি শুভ হইবে ।

যড়ত্স (ত্রি) যট্ কোণবিশিষ্ট ।

যড়ত্রি (ত্রি) যট্ কোণ ।

"তত্র যড়ত্রির্মেক্ষাদশভোমো বিচিত্রকুহরশ্চ ॥" (বৃহৎস ৬০২০)

যড়হ (পুং) ছয়দিন ।

যড়হোরাত্রি (পুং) ছয়দিন ও রাত্রি । (রামা ১০২৫৪)

যড়াঅনু (ত্রি) অগ্নি । (মার্কপু ২২২৭)

যড়ানন (পুং) কৃত্তিকাদীনাং যদ্ব্যন্তস্তপানার্থং যট্ আননানি যত্র ।

১ কার্তিকেয় । (মহাভারত ২৭:৩১২০) মৎস্তপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, অগ্নিপুত্র কুমার শরবনে জন্মগ্রহণ করেন এবং কৃত্তিকাদির অপত্য বলিয়া কার্তিকেয় সংজ্ঞার অভিহিত হন । শাখ, বিশাখ ও নৈগমের নামে ইহার আরও তিনটা অমুল জন্ম গ্রহণ করেন ।

অগ্নিপুত্র: কুমারস্ত শরভশ্চে ব্যজারত ।

তস্ত শাখো বিশাখাশ্চ নৈগমেয়শ্চ পৃষ্ঠজ: ।

অপত্যং কৃত্তিকানাঞ্চ কার্তিকেয়স্তত: স্মৃত: ॥" (মৎস্তপু ৫অ)

২ ছয়খানি মুখ ।

"যড়াননাপীতপরোধরাস্ত্র নেতাচমুনামিব কৃত্তিকাস্ত্র ॥" (মৎস্ত ১৪২২)

যড়ান্নায় (পুং) শিবমুখবিনির্গত ছয় প্রকার তন্ত্রশাস্ত্র ; মহাশিব যথাক্রমে পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, উর্দ্ধ ও অধোমুখী হইয়া এই তন্ত্রগুলির যথাযথ ব্যাখ্যা করেন বলিয়া ইহা যড়ান্নায় নামে অভিহিত হইয়াছে । নিম্নে উক্ত ছয়টা আদ্যায়ের দেবতাসমূহের ক্রমশ: উল্লেখ করা বাইতেছে, যথা—

পূর্বায়া—শ্রীবিজ্ঞানসমূহ এবং তারা, ত্রিপুরা, ভুবনেশ্বরী ও অমপূর্ণা ; ইহার পূর্বায়ায়ের দেবতা ।

দক্ষিণায়া—বগলমুখী, বশিনী অর্থাৎ বাণভৈরবী, মহিষমারী, ও মহালক্ষ্মী ; দক্ষিণায়ায়ের এই কয়েকটা দেবতা ।

পশ্চিমায়া—মহালক্ষ্মী, বাগবাণিনী, প্রতাপিনী ও ভবানী ; এই দেবতা কয়েকটা পশ্চিমায়ায় সম্বন্ধীয় ।

উত্তরায়া—যাবতীর তারা ও কালিকাভৈরব, মাতঙ্গী, ভৈরবী

ছিন্নমস্তা ও ধূমাবতী; ইহার উত্তরায়ের দেবতা এবং কলিতে আত্মকলপ্রদায়িনী।

উর্দ্ধার—কালিকা দেবীর যত প্রকার ভেদ হইতে পারে তাহার সকলেই এই আয়ারের দেবতা।

অথ আয়ার—বাণীধরী প্রভৃতি কতকগুলি দেবী এই আয়ারের দেবতা বলিয়া নির্দিষ্ট আছেন।

“এই ছয়টি আয়ারের মধ্যে অথ ও উর্দ্ধার কেবল মাত্র মোক্ষপ্রদ; আর অবশিষ্ট চারিটি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্গুণেরই ফল প্রদান করিয়া থাকে। অতএব যথোক্ত বিধানে ঐ সকল আয়ারোক্ত কার্য্য করিলে অবশ্যই উপযুক্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষতঃ উত্তরায়োক্ত ফল অতি শীঘ্রই লাভ হইয়া থাকে। (সমায়োক্ততন্ত্র ২ পটল)

নিকন্তরতন্ত্রে প্রত্যেক আয়ারের আচার-প্রণালী নিম্নোক্ত রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে; যথা—পূর্ণ ও দক্ষিণায়ের কার্য্য পঞ্চাচারে, পশ্চিমায়ের কার্য্য বীর ও পশুভাবে, উত্তরায়ের কার্য্য দিবা ও বীরভাবে এবং উর্দ্ধারোক্ত কর্ম্ম দিবাভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে। অশ্বিনে বসিয়া বীরাসন বাতীত বীরভাবে পূজা করিলেও উক্ত দিবাচারের কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে।

“উত্তরায়ার্কর্ম্ম দিবা বীরশ্রিতঃ প্রিয়ে।

দিবোহপি বীরভাবেন সাধয়েৎ পিতৃকাননে।

বীরাসনং বিনা দিবাঃ পূজয়েৎ পিতৃকাননে ॥”

(নিকন্তরতন্ত্র ১ পটল)

যড়ায়তন (ক্ৰী) চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, বৃক্ ও মন।

যড়াবলী (ক্ৰী) ১ ছয়টি বস্তুর শ্রেণী। যেমন মুক্তার ছনর। ২ সূর্য্যশতকাদি ছয়টি শতক।

যড়াহুতি (ক্ৰী) ছয়বার আহুতি। (কাত্যায়নশ্রো° ২৬৪।৩)
(ত্রি) বাহার উদ্দেশে ছয়টি আহুতি দেওয়া হয়।

(আখ° গৃহ° ৩।৬।৩)

যড়াহুতিক (ত্রি) যড়াহুতিবিশিষ্ট। (কাত্যায়নশ্রো° ১০।৮।১০)

যড়িক (পুং) যড়মূলদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত নাম। (পা ৫।৩।৮০ বার্তিক)

যড়িড়ঃপদন্তোভ (ক্ৰী) সামভেদ।

যড়ুত্তর (ত্রি) ছয় জন দাতা বা ধনশালী মহাত্মক।

(পঞ্চবিশ্রা° ১০।২।৪)

যড়ুয়াম (ক্ৰী) ছয়টি রক্ষু।

যড়ুন (ত্রি) ১ ছয়সংখ্যাহীন, ছয়টি কমবৃক্ক, বাহাতে ছয়টি কম আছে। ২ ছয়টি কম।

যড়ুশ্মি (ক্ৰী) ছয়টি তরঙ্গ।

যড়ুষণ (ক্ৰী) বন্ধাৎ উৎপাদ্য সমাহারঃ। মিশ্রিত ছয়টি কটু-দ্রব্য অর্থাৎ শুঠ, পিপুল, মরিচ, চই, পিপুলমূল ও চিত্রক এই

ছয়টি কটুদ্রব্যের একত্র সমাবেশ হইলে তাহাকে যড়ুষণ কহে।

ইহার শুণ—পঞ্চকোলের তুলা, অর্থাৎ ইহা রসে ও পাকে কটু, কচিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, পাচক, দীপন, বাত-কফ, স্রীহা, ওষ্য, উদর, আনাহ ও মূলনাশক এবং পিত্ত কোপক।

“পঞ্চকোলাং সমরিচঃ যড়ুষণমুদাহৃতং।

পঞ্চকোলাং শুণং তত্ কক্ষমুক্তবষাপহম্।

পিপুলীপিপ্লীমূলচবাচিত্রকনাগরং।

পঞ্চকোলমিবং প্রোক্তং * * * ॥” (ভাবপ্রকাশ)

পঞ্চচন্দ্রিকার উল্লিখিত হইয়াছে যে, পিপুল, মরিচ ও শুঠ

এই তিনটি মিশ্র ত্রিকটু ত্রুষণ, বোষণ ও কটুত্রিক এবং ইহাদের সহিত পিপুলমূল যুক্ত হইলে চতুর্দ্রষণ, চিত্রক যুক্ত হইলে পঞ্চাষণ ও চই মিশিলে তাহা যড়ুষণ বলিয়া অভিহিত হয়।

“পিপুলীমরিচঃ শুষ্ঠীদ্রয়মেতদ্বিশ্রিতং।

ত্রিকটু ত্রুষণং বোষণং কটুত্রিকমথোচ্যতে।

গ্রন্থিকানলচবৈক্য চতুঃপঞ্চযড়ুষণম্ ॥” (শঙ্কচন্দ্রিকা)

যড়চ (ক্ৰী) ছয়টি ধ্বজ। (ঐতরেয়ব্রা° ৩।৫০)

যড়্‌গ (পুং) যড়্‌জ।

যড়্‌গয়া (ক্ৰী) যড়্‌বধা গয়া। ছয় প্রকার গয়া ১ গরাক্ষেত্রের গয়াগজ, গয়াদিত্য, গয়াদ্বী, গয়াধর, গয়া ও গয়াসুর লইয়া এই যড়্‌গয়া হইয়াছে।

“গয়াগজো গয়াদিত্যো গয়াদ্বী চ গয়াধরঃ।

গয়া গয়াসুরশ্চৈব যড়্‌গয়া মুক্তিদায়িকা ॥”

(বায়ুপুরাণ গয়াপদ্ধতি)

এই যড়্‌গয়ায় পিণ্ডদান করিলে মুক্তিলাভ হয়।

যড়্‌গর্ভ (পুং) দানবপুত্রগণভেদ। হরিবংশটীকার নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন;—হংস, শুব্রকর্ম্ম, ক্রোধ, দমন, রিপুদর্শন ও ক্রোধ-হস্তা এই ছয়টি দানবপুত্র যড়্‌গর্ভ নামে খ্যাত।

যড়্‌গুব (ত্রি) ষট্‌গাবো যঃ সমাসে অচ্। গোষট্‌কযুক্ত। (হলাদি) আক্ষিকভাবে লিখিত আছে যে, ছয়টি গোযুক্ত হলাদ্বারা ভূমিকর্ম্ম করিয়া তাহার দ্বারা জীবকা অর্জন করিবে।

“অষ্টাগবৎ ধর্ম্মাঙ্কঃ যড়্‌গবৎ জীবকার্থিনাং।

চতুর্গবৎ নৃণ্যমানানং দ্বিগবৎ ব্রহ্মবাতিনাম্ ॥” (আক্ষিকতন্ত্র)

২ প্রত্যয়বিশেষ, যট্‌ অর্থ বুঝাইলে প্রকৃতির উত্তর যড়্‌গব প্রত্যয় হয়। “প্রকৃতার্থতঃ যট্‌ যড়্‌গবশ্চ। (পা ৫।২।২৯)

ইত্যন্ত ব্যক্তিকোক্তা ভবতি।

“পশুভো গোযুগং যুগে পরং যট্‌ক্ষেত্রে যড়্‌গবৎ।” (হেম)

(ক্ৰী) যদ্বাং গবং সমাহারঃ। ৩ ছয়টি গোবর সমাহার,

ছয়টি গোবর সম্মিলন।

যড়্‌গবীর (ত্রি) যট্‌গো সমাহারঃ।

ষড়্গুণ (পুং) বটসংখ্যকাঃ গুণাঃ । ঐশ্বর্য, জ্ঞান, বশঃ, শ্রী, বৈরাগ্য ও ধর্ম এই ছয় প্রকার গুণ । ২ সন্ধি, কিগ্রহ, বান, আসন, বৈধ ও আশ্রয়, রাজাদিগের এই ছয় প্রকার গুণ । (ত্রি) বট্গুণা বহু । ২ উক্ত ছয় প্রকার গুণবিশিষ্ট । ৩ ছয় সংখ্যা দ্বারা গুণিত ।

ষড়্গুরুশিষ্য (পুং) আশ্বলায়নশ্রোতহৃত্রটাকা, বেদান্তদীপিকা নামী খণ্ডেন্দ্রকর্মীমণিবৃত্তি ও সিদ্ধান্তকরবল্লী নামক গ্রন্থত্রয় রচয়িতা । ইনি বিনায়ক, ত্রিশূলক (শূলপানি), গোবিন্দ, সূর্য্য, বাস ও শিবযোগী এই ছয় গুরু শিষ্য হইয়া সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, বলিয়া উক্ত নামমর্যাদা প্রাপ্ত হন ।

ষড়্গ্ৰন্থ (পুং) করগ্রন্থক, কাঁটা করজ । (অমর)

ষড়্গ্ৰন্থা (স্ত্রী) ষট্গ্ৰন্থা যন্তাঃ । ১ বচা । ২ শ্বেতবচা । ৩ শাটী । ৪ মহাকরম্ব, চণিত ও হরকরম্ব । (রাজনি°)

ষড়্গ্ৰন্থি (স্ত্রী) ষট্গ্ৰন্থয়ো যন্ত । ১ পিঙ্গলীমূল । ২ বচা । (শব্দরত্না°)

ষড়্গ্ৰন্থিকা (স্ত্রী) ষট্গ্ৰন্থা এব স্বার্থে কন, টাপি অত ইৎ । শটী । (অমর) ২ আশ্রহরিদ্রা, আমাদা বা শটী ।

ষড়্গ্ৰন্থী (স্ত্রী) ষড়্গ্ৰন্থা যন্তা ভীষ । বচা । (শব্দরত্না°)

ষড়্জ (পুং) ষড়্ভাঃ জায়তে ইতি জন-ড । ১ তত্ত্বীকর্ষণিত স্বরবিশেষ । নাসিকা, কণ্ঠ, উরঃ, তালু, জিহ্বা ও দন্ত এই ছয়টা স্থান হইতে স্বর উৎপন্ন হয়, এইজন্য এই স্বরের নাম ষড়্জ হইয়াছে ।

“নাসাঃ কণ্ঠমুরস্তালু জিহ্বাঃ দন্তাংশ্চ সংপ্রিতঃ ।

ষড়্ভাঃ সংজায়তে যস্মাৎ তস্মাৎ ষড়্জ ইতি স্মৃতঃ ॥” (অমর)

এই স্বর ময়ুরের স্বরের তুল্য ।

“ষড়্জংরোতি ময়ুরো হি গোবো নর্দতি চর্ঘভং ।

অজা বিরোতি গাঞ্চারং ক্রোড়কো নদতি মধ্যমঃ ॥” (ভরত)

সঙ্গীতদর্পণ মতে ইহার চারিটা শ্রুতি—তীত্রা, কুমুদতী, মন্দা

“ও ছন্দোবতী ।

“তীত্রা কুমুদতী মন্দা ছন্দোবতাস্থ ষড়্জগাঃ ।” (সঙ্গীতদর্পণ ৫০)

তানসেন মতে ষড়্জ সপ্তস্বরের মধ্যে প্রথম, ইহার উচ্চারণ কণ্ঠ, বিপ্রবর্ণ, নাম আর্দ্রাঙ্গিক, অর্থাৎ এক-স্বর মিলিত, সকল স্বরের অপেক্ষা এইস্বর ক্ষুদ্র, ইহার তাল এক এবং ভেদ ৮ প্রকার । (সঙ্গীতশাস্ত্র)

ষড়্দর্শন (স্ত্রী) ছয়খানি দর্শনশাস্ত্র, বৈশেষিক, শ্রায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত ও মীমাংসা এই ছয়খানি ।

[এই সকল দর্শনের বিশেষ বিবরণ তত্ত্ব শব্দে দ্রষ্টব্য]

ষড়্ভূগ (স্ত্রী) ষট্ প্রকারং ভূগং । ছয় প্রকার ভূগ, বা কোট । মহাভারত শান্তিপর্ক রাজধর্মপর্কাদ্যায়ে এই ছয় প্রকার ভূগের

উল্লেখ আছে । যথা—ধর্মভূগ, মহীভূগ, গিরিভূগ, মনুভূগ, মুদ্রভূগ, ও বনভূগ । (ভারত শান্তিপ°) মনুভূগেও এইরূপ ছয় প্রকার ভূগের বিবরণ লিখিত আছে । ধর্মভূগ অর্থাৎ মরুভূগভূগ, মহীভূগ পাহাড় বা ইষ্টকাদি নির্মিত ভূগ, অব্ভূগ, বা জলভূগভূগ, বান্ধভূগ, অর্থাৎ মহাবান্ধ কণ্টকশুলতাদি ব্যাপ্ত ভূগ, নৃভূগ চারিদিকে বহল হস্তাশ্বসেনাদি পরিবৃত্ত ভূগ এবং গিরিভূগ পর্বতের উপরিভাগে ভূগম্ভিত ভূগ । রাজা এই ছয় প্রকার ভূগ ভূগ নির্মাণ করিয়া ভাণ্ডার বাস করিবেন ।

“ধর্মভূগং মহীভূগমব্ভূগং বান্ধভূগং বা ।

নৃভূগং গিরিভূগং বা সমাপ্রিত্য বসেৎপুংঃ ॥” (মনু ৭।৭০)

[ভূগ শব্দ]

ষড়্ভূগ (পুং) বাতব্যাধিরোগাধিকারোক্ত যোগবিশেষ । এই যোগ যথা—চিত্রক, ইন্দ্রবব, আকনাদি, কটকী, আতাইচ ও হরীতকী এই ৬ প্রকার দ্রব্য কাথ বিধান পাক করিয়া বাত-ব্যাধি রোগে প্রয়োগ করিলে এই রোগ আশ্রয়িত হয় ।

(ভৃশ্রুত চিকি° ৪ অ°)

ষড়্ভূগা (স্ত্রী) ষট্ প্রকারার্থে ষাচ্ । ষট্ প্রকার, ষড়্ভূগ, ছয়বার ।

ষড়্ভূগিন্দু (স্ত্রী) ১ বিষ্ণু । (ত্রিকা°) ২ কীটভেদ । (মেঘিনী)

ষড়্ভূগিন্দুতৈল (স্ত্রী) শিরোরোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধবিশেষ ।

প্রস্তুতপ্রণালী—তিলতৈল ৪ সের, ছাগীদুগ্ধ ৪ সের, ভীমরাজের রস ১৬ সের । কঙ্কাজ এরণ্ডমূল, তগরপাটকা, গুলফা, জীবন্তী, রান্না, সৈন্ধব, শুড়ম্বক, বিড়ল, যষ্টিমধু ও শুঠ প্রত্যেক ৬ তোলা ও মাষা ২ রতি । ইহাদের কঙ্কাদারা তৈলপাক বিধানানুসারে এই তৈল পাক করিবে । এই তৈলের নস্ত করিলে শিরোরোগ দূরীকৃত এবং শিথিল কেশ ও দস্তাদি দৃঢ়, দৃষ্টিশক্তি ও বাহবল বৃদ্ধি হয় । (ভৈষজ্যরত্না° শিরোরোগাধি°)

ষড়্ভাগ (পুং) ষট্ভাগ, ছয় ভাগের একভাগ । মবাদিশাস্ত্রে লিখিত আছে “যে, রাজা প্রজার নিকট হইতে ছয় ভাগের একভাগ কর গ্রহণ করিবেন ।

ষড়্ভাব (পুং) ষট্ পদার্থ । দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামাজ্য, বিশেষ ও সমবায়, এই ছয় প্রকার ভাব-পদার্থকে ষড়্ভাব কহে । বৈশেষিক দর্শনে এই ষট্ পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে । [বৈশেষিক দেখ]

২ জ্যোতিষমতে, লজ্জিত প্রভৃতি ছয় ভাব । লজ্জিত, গর্জিত, ক্ষুধিত, তৃষিত, মুদিত ও কোষিত এই ছয়টা ভাব ষড়্ভাব নামে কথিত ।

“লজ্জিতো গর্জিতশ্চৈব ক্ষুধিততৃষিতস্তথা ।

মুদিতঃ কোষিতশ্চৈব ষড়্ভাবাঃ পরিকীর্ণিতাঃ ॥” (সংকেতকো°)

লজ্জিতভাব—যদি কোন গ্রহ লগ্ন হইতে পক্ষমগ্ন হইয়া সহিত মিলিত হইয়া অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে ঐ গ্রহ অথবা

যে কোন গ্রহ যদি, যদি বা মঙ্গলের সহিত মিলিত হইয়া লগ্নাদি ষাটশ স্থানের যে কোন স্থানে অবস্থান করিলে তাহাকে লক্ষিতভাবে কহে।

গর্ভিতভাবে—যে কোন গ্রহ বীর কুণ্ডস্থানে অথবা বীর মূলত্রিকোণে অবস্থান করেন, তাহাকে গর্ভিতভাবে কহে।

ক্ষুণ্ণভাবে—যদি কোন গ্রহ শক্রর সহিত মিলিত হইয়া রিপুগৃহে অবস্থিত এবং রিপুকর্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে ঐ গ্রহ এবং যদি কোন গ্রহ যে কোন স্থলে শত্রুর সহিত একত্রাশিতে অবস্থিত করেন, তাহা হইলে তাহাকে ক্ষুণ্ণ ভাবে কহে।

তুণ্ডিতভাবে—জলরাশিতে যদি কোন গ্রহ অবস্থিত থাকেন এবং ঐ গ্রহ শত্রুকর্তৃক দৃষ্ট এবং মিত্র কর্তৃক লক্ষিত না হন, তাহা হইলে তাহাকে তুণ্ডিত কহে।

মুদিতভাবে—যদি কোন গ্রহ মিত্রগ্রহ কর্তৃক অবলোকিত হইয়া মিত্রের সহিত মিত্রত্ববলে অবস্থিত করেন, তাহা হইলে সেই গ্রহ এবং বৃহস্পতির সহিত যে গ্রহ একত্র থাকেন, তাহাকে মুদিত কহে।

ক্ষোভিতভাবে—যে গ্রহ যদি সহিত এক রাশিতে থাকিয়া পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হন, আর যদি তাহাতে নিজ শত্রুগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে উহাকে ক্ষোভিত কহে।

তদ্বাদিতাবে বিচারস্থলে এই ষড়্ভূতাবের মধ্যে যে যে ভাবে গ্রহসকল অবস্থান করিবে, সেই সেই ভাবে গ্রহগণ অবস্থিতি করিলে হুংখ হয়। যদি কাহারও পঞ্চমস্থানে লক্ষিত-গ্রহ থাকে, তাহা হইলে তাহার সকল সন্তান বিনাশপ্রাপ্ত হয়, কেবল একটী-মাত্র সন্তান জীবিত থাকে। সপ্তমস্থানে ক্ষুণ্ণ ও ক্ষোভিতগ্রহ থাকিলে পত্নী-বিনাশ ঘটে। যদি তদ্বাদি ষাটশস্থানের কোন স্থানে দুইটা অথবা তাহার অধিক গ্রহ থাকে, তন্মধ্যে বিভিন্নভাগ প্রাপ্ত হয়, অথবা এক গ্রহ লক্ষিত এবং গর্ভিত ইত্যাদি ভাবের কিংবা ভাবের যুক্ত হয়, গ্রহ যদি দুর্বল হয়, তাহা হইলে কলের হানি এবং বলবান হইলে সম্পূর্ণ কল হইয়া থাকে। যাহার দশমস্থানে লক্ষিত, ক্ষুণ্ণ, তুণ্ডিত বা ক্ষোভিতভাবে কোন গ্রহ থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি হুংখ-ভাগী হয়। মুদিত ও গর্ভিতভাবে গ্রহগণ থাকিলে কেবল শুভফল হইয়া থাকে। (সঙ্কেতকো)

৩ ছয়টা বিভিন্ন অবস্থা।

ষড়্ভূতাবাদিন্ (ত্রি) ষড়্ভূতাব বদন্তি বদ্-গিনি। ষট্-পদার্থ-বাদী; জ্ঞা, গুণ, কর্ম, প্রভৃতি ষট্-পদার্থবাদী কণাদ, কণাদ ষট্-পদার্থ বীকার করিয়াছেন, এইজন্য তাহাকে সাধারণে ষট্-পদার্থবাদী কহে।

ষড়্ভুজ (পুং) ষট্ভূজা বজ। যিনি ছয় হস্তবিশিষ্ট, যাহার ছয় পানি হাত আছে অর্থাৎ মূর্ত্তিমান্ অন্নরূপ। হরিবংশে উক্ত

হইয়াছে যে, মূর্ত্তিমান্ অন্নর তিনখানা পদ, তিনটা হস্ত, ছয় পানি হাত ও নয়টা চক্ষু। তিনি অতি প্রচণ্ড ও কাণ্ডাত্মক ইন্দ্রদেব এবং ভয়প্রদরূপ অর্থাৎ ভয়ানকধারী।

“অন্নত্রিপাদত্রিশরঃ ষড়্ভূজো নবলোচনঃ।

১ ভয়প্রদরূপো রোত্রঃ কাণ্ডাত্মকমোপমঃ।” (হরিবংশ)

২ চৈতন্যদেব। লোকে প্রসিদ্ধি আছে যে, ইনি পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গিয়া নিজে ষড়্ভুজ, প্রদর্শনপূর্বক ঐজগৎপ্রদেব দেহে বিলীন হন।

ষড়্ভুজা (স্ত্রী) ষট্ভূজা ইব রেখা বজাং। ১ কললতাবিশেষ। চলিত ধরমুজা বা ধর্মুজ। পর্যায়—মধুকণা, বজ্ররেখা, বজ্র-কর্কটী, সিন্ধা, তিত্তফলা, মধুশালা, বৃদ্ধেকাল, যমুখা। ইহার কলের গুণ—অতি ক্ষুদ্র অবস্থায় তিত্ত, আসন্ন পক্ষ অবস্থায় মধুর, অমৃততুলা, তপ্পন, পুষ্টিদ, বৃষা, দাহ ও ভ্রমশাসক, মৃত্যুজি-কারক, পিত্তোন্মাদাপহারক, কফপ্রদ, বীর্ঘ্যবর্ধক ও পাকে কিকিৎ-অন্নজনক। (রাজনি)

২ দুর্গামূর্ত্তিভেদ। বৃহস্পতীকে ধর পুরাণের দুর্গাপূজাপদ্ধতিতে চণ্ডিকা, কজ্রচণ্ডা ও চণ্ডবতী এই মূর্ত্তির ষড়্ভূজা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন। যথা—

চণ্ডিকা—পীতাম্বরপরাধরা, অগ্নিপ্রভা, ষড়্ভূজা চণ্ডিকা দেবী পূর্বদলে অবস্থিত; ইহার দক্ষিণ ভূজদ্বয়ে গদা, অভয় ও বজ্র এবং বামপার্শ্বে তিনটা ভূজ শক্তি, শূল ও পরশু বিভ্রম্যান আছে।

কজ্রচণ্ডা—ইনি দক্ষিণদলে অবস্থিত এবং কৃষ্ণবর্ণা, দিব্যা-ভরণভূষিতা, প্রসন্নবদনা ও ষড়্ভূজা। ইহার দক্ষিণ ভূজদ্বয়ে বজ্র, শূল ও পরশু এবং বামে পাশ, অঙ্কুশ ও কেশ।

চণ্ডবতী—ইনি বায়ুকোণস্থ দলমধ্যে অবস্থিত এবং ধূমবর্ণা, প্রসন্নবদনা, সর্কালঙ্কারভূষিতা, ষড়্ভূজা; দক্ষিণভূজদ্বয়ে অঙ্কুশ, পাশ ও অক্ষত্ব এবং বামে দণ্ড, শূল ও ডমরু।

ষড়্ভূগ (ত্রি) যোগের ছয়টা প্রকরণ।

ষড়্ভূদ (ত্রি) ছয়টা দশনবিশিষ্ট।

ষড়্ভূস (পুং) মধুর, অন্ন, লবণ, কটু, তিত্ত ও কষায় এই ছয় প্রকার রস ষড়্ভূস। ইহাদের প্রত্যেকের গুণ কাৰ্যাদির বিশেষ বিবরণ রস ও তত্ত্ব শব্দে বিবৃত হইয়াছে।

উৎপত্তিবিবরণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই কয়েকটা গুণ যে যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্রান্তিক আশ্রয় করিয়া আছে তাহা সর্ববাদিসম্মত; অতএব রস জলাশ্রিত বলিয়াই নির্দিষ্ট হইতেছে, কিন্তু এইরূপ নির্দেশ থাকিলেও কাব্য-ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রত্যেক ভূত বা দ্রব্যে কিয়দংশ বাবতীর ভূতের অধিষ্ঠান আছে এবং তাহাদের পরস্পর সংসর্গহেতু

পাকান্তর প্রাপ্ত হইয়া একই অব্যক্ত রস হইতে উক্ত মধুরাদি ছয় প্রকারের রসের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং এই প্রণালী অনুসারে আবার প্রত্যেক পদার্থেই ষড়্‌বর্গের অনুভূতি হইয়া থাকে, তবে যে বস্তুতে যে রস বাহ্যিকরূপে অবস্থান করে, সেই দ্রব্য তত্ত্বসাম্যক বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। যেমন চৈতন্যমধুর, নিম্ব তিক্ত; অতি হৃদয়স্বাদানে এই চুই পদার্থে এবং এইরূপ যাবতীয় ভিন্ন ভিন্ন রসসাম্যক পদার্থেই ষড়্‌বর্গের অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তবে কোন কোনটা প্রধানতর বা প্রধানতম এবং অবশিষ্টগুলি হৃদয়তর বা হৃদয়তমভাবে অবস্থান করে, এই মাত্র বিশেষ। উক্ত হৃদয়ভাবে অবস্থানকারী রসগুলি ক্ষুদ্ররস বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে।

অপভূতের সহিত আকাশাদি অজ্ঞাত ভূতের সংস্পর্গেতু পাকান্তর হইয়া যে ষড়্‌বর্গ রসের উৎপত্তি হয়; তন্মধ্যে আপা-
রসের সন্নিহিত ক্ষিত্যাংশ অধিক থাকিলে মধুর রস উৎপন্ন হয় এবং উহার ভিতর অর্দ্ধাংশের বাহ্যিক থাকিলে অম্লরস, ভূমি ও অগ্নি এই উভয়ের বাহ্যিক লবণরস, বায়ু ও অগ্নির আধিক্যে কটুরস, বায়ু ও আকাশের প্রাচল্যে তিক্ত এবং পৃথ্বী ও বায়ুর বহুলতার কষায় রস উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ষড়্‌বর্গের গুণ বা কার্য—সংক্ষেপতঃ ষড়্‌বর্গের মধ্যে মধুর, অম্ল ও লবণ, বায়ুনাশক; মধুর, তিক্ত ও কষায় রস, শিত্তনাশক এবং কটু, তিক্ত ও কষায়রস, স্নেহনাশক। [রস দ্বেষ]

ষড়্‌বর্গসংসর্গ (পুং) শরীরস্থ রসের পুষ্টিরূপে দ্রব্যঃ ধাতু।

ষড়্‌বর্গাত্ত্ব (স্ত্রী) যোগ্যতাধীনাং সমাহারঃ। ষড়্‌হ, ছয় দ্বিবার্য।

ষড়্‌বর্গেখা (স্ত্রী) ষট্‌ বর্ণা যত্র। ষড়্‌ভূজা। ২ ষড়্‌রাজী।

ষড়্‌লবণ (স্ত্রী) ষড়্‌ গুণতঃ লবণং। মৃদ্ধোপেত পঞ্চ লবণ।

[ষট্‌ লবণ দ্বেষ]

ষড়্‌লোহ (স্ত্রী) ছয়টা ধাতু।

ষড়্‌বক্তৃ (পুং) ষট্‌ বক্তৃণি যত্র। কার্ত্তিকের। ষড়ানন।

ষড়্‌বর্গ (পুং) জ্যোতিষোক্ত রাশির ছয় প্রকার ভাগকে ষড়্‌বর্গ কহে। ক্ষেত্র, হোরা, দ্রেকাগ, নবাংশ, ছাদশাংশ, ও ত্রিশাংশ এই ছয়টা ভাগ ষড়্‌বর্গ।

ক্ষেত্রং হোরাংশ দ্রেকাগো নবাংশো ছাদশাংশকঃ।

ত্রিশাংশকশ্চ ষড়্‌বর্গস্ত্র্যাণি প্রাপ্তো ফলপ্রদা ॥

(জ্যোতিঃসারসংগ্রহ)

ক্ষেত্র—মেঘ ও বৃশ্চিক এই দুই রাশি মঙ্গলের ক্ষেত্র, বুধ এবং তুলা শুক্রের ক্ষেত্র, মিথুন এবং কক্কা বুধের ক্ষেত্র, কর্কট রাশি চন্দের ক্ষেত্র, ধনু ও মীন বৃহস্পতির ক্ষেত্র, মকর ও কুম্ভরাশি শনির ক্ষেত্র।

হোরা—রাশির অর্দ্ধাংশের নাম হোরা, তন্মধ্যে বিষম রাশির

প্রথম অংশ সূর্যের হোরা, দ্বিতীয় অংশ চন্দের এবং সমরাশির প্রথমোক্ত চন্দের ও দ্বিতীয়াংশ সূর্যের হোরা।

দ্রেকাগ—রাশিকে তিন ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগকে দ্রেকাগ কহে। যে গ্রহ যে রাশির অধিপতি হন, তিনিই সেই রাশির প্রথম দ্রেকাগের অধিপতি এবং সেই রাশি হইতে পঞ্চম রাশির অধিপতি গ্রহ দ্বিতীয় দ্রেকাগের অধিপতি এবং তাহার নবম রাশির অধিপতি গ্রহ তৃতীয় দ্রেকাগের অধিপতি হন।

নবাংশ—রাশিকে ৯ ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগের নাম নবাংশ। মেঘ, সিংহ, ধনু এই তিন রাশির মেঘাবধি করিয়া নবাংশ গণনা করিবে। অর্থাৎ ঐ তিন রাশির প্রথমোক্ত মেঘ, এবং মেঘের অধিপতি মঙ্গল, অতএব প্রথম নবাংশের অধিপতি মঙ্গল স্থির করিতে হইবে। দ্বিতীয়াংশ বুধ, উহার অধিপতি শুক্র, সুতরাং দ্বিতীয় নবাংশপতি বুধ, তৃতীয়াংশ বুধ, বুধের অধিপতি শুক্র, সুতরাং তৃতীয় নবাংশপতি শুক্র। এই প্রকার মেঘাবধি ৯ রাশি অংশক্রম যে যে রাশির যে যে গ্রহ অধিপতি হইবে, তাহারা সেই সেই নবাংশের অধিপতি হইবে। এইরূপ মকর, বুধ ও কক্কা এই তিন রাশির মকরাদি করিয়া, এবং তুলা, কুম্ভ ও মিথুন এই তিন রাশির তুলাবধি করিয়া ও কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন তিন রাশির কর্কটাবধি করিয়া নবাংশ গণনা করিবে।

ছাদশাংশ—রাশিকে ছাদশ ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগের নাম ছাদশাংশ। যে রাশিকে ছাদশাংশ করিবে, সেই রাশির অধিপতি যে গ্রহ তিনিই প্রথম ছাদশাংশের অধিপতি হইবেন। সেই অধিপতি গ্রহ হইতে পর পর গ্রহে দ্বিতীয় ছাদশাংশ প্রভৃতির অধিপতি হইবেন।

ত্রিশাংশ—রাশিকে ৩০ ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগের নাম ত্রিশাংশ। বিষম রাশির অর্থাৎ মেঘ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ এই ছয়টা রাশির প্রথম পাঁচটা ভাগ মঙ্গলের ত্রিশাংশ, তাহার পর পাঁচ ভাগ শনির, তাহার পর আট ভাগ বৃহস্পতির, তৎপরে সপ্তভাগ বুধের, তৎপরে পঞ্চভাগ শুক্রের ত্রিশাংশ, অর্থাৎ ঐ সকল অংশের অধিপতি ঐ সকল গ্রহ হইবে।

সমরাশির অর্থাৎ বুধ, কর্কট, কক্কা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন রাশির প্রথম পঞ্চভাগ শুক্রের, তৎপরে পঞ্চভাগ বুধের, তৎপরে অষ্টভাগ বৃহস্পতি, তৎপরে সপ্তভাগ শনির ও তৎপরে পঞ্চভাগ মঙ্গলের ত্রিশাংশ জানিতে হইবে।

কোষ্ঠী প্রাপ্ত করিবার কালে লগ্নের এইরূপ ষড়্‌বর্গে যদি গ্রহগণ বিচ্ছিন্ন থাকে, তাহা হইলে শুভফল হয়।

[বিশেষ বিবরণ রাশি ও তত্ত্বদ্বন্দ্বের দ্রষ্টব্য]

যড়্‌বংশ (ত্রি) ছাব্বিশ সংখ্যার পূরণকারী ;

যড়্‌বংশক (ত্রি) ছাব্বিশ সংখ্যা দ্বারা কৃত ।

যড়্‌বংশত্র্যাক্ষণ, বেদের একখানি ত্র্যাক্ষণভাগ ।

যড়্‌বংশতি (স্ত্রী) ছাব্বিশ সংখ্যা ।

যড়্‌বংশতিক [ম] (ত্রি) যড়্‌বংশ, ছাব্বিশ সংখ্যার পূরক ।

যড়্‌বংশতিতম (ত্রি) ছাব্বিশ সংখ্যার পূরক, যড়্‌বংশ ।

যড়্‌বংশৎক (ত্রি) ছাব্বিশ সংখ্যা দ্বারা কৃত ।

যড়্‌বিশ (ত্রি) যট্‌বিধাঃ প্রকারা বহু । যট্‌ প্রকার, ছয় প্রকার ।

“সংজ্ঞা চ পরিভাষা চ বিনিয়ম এব চ ।

অভিদেশাধিকারশ্চ যড়্‌বিশং সূত্রলক্ষণম্ ॥” (মুণ্ডবোধীকা)

যড়্‌বিধান (স্ত্রী) [বিধান শব্দ দেখ]

যড়্‌বিন্দু (পুং) ১ বিষ্ণু । ২ কীটবিশেষ ।

যড়্‌বিন্দুতৈল (স্ত্রী) শিরোরোগাধিকারোক্ত পক্‌তৈল বিশেষ ।

প্রস্তুতপ্রণালী—তিল তৈল ৮ সের, ছাগদুগ্ধ ৮ সের, ভূঙ্গরাজ-
রস ১৬ সের । ককর্ষ এরণ্ডমূল, তগরপাহুকা, শলুকা, জীবন্তী,
রসায়, মৈন্ধব, দারুচিনি, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু ও শুঠ, ইহাদের প্রত্যেক
দ্রব্য ৬ তোলা, ৩ মাষা ও ২ রতি পরিমাণে যাইরা যথোক্ত
বিধানে পাক করিতে হইবে । এই তৈল ললাট, শির ও ব্রহ্মরঞ্জে
অভ্যঙ্গ এবং নাসিকাক্ষারে নস্ত্র বিধানে ব্যবহার করিলে অচিরে
যাবতীয় শিরোবোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ।

যণ্ড (পুং) যণ্ড দানে (অমস্ত্যং উঃ) উণ্ ১১১৩) তিতি ড বহল-
বচনাৎ সম্ভাব্যঃ । ১ বৃষত, চলিত বাঁড় । পর্যায় —গোপতি,
যণ্ড, শণ্ড, শণ্ড । (শকরত্না) ২ স্ত্রীবা । [শরীর দেখ] । ৩ সমুহ ।

“নভা নিশ্চলমুদ্বীনা বভূবন্তে মহোরগাঃ ।

সারাহে কদলীযণ্ডে কপিপাত্তস্ত বায়ুনা ॥” (হরিবংশ ৩৩৩২)

(পুং স্ত্রী) ৪ পদ্মকুমুদাদি সমুহ । (মাঘ ১১১৫) ৫ চক্ষু ।

(ভাগবত ৮।২২৩)

যণ্ডক (পুং) যণ্ডঃ স্বার্থে কন্ । যণ্ডশব্দার্থ ।

যণ্ডকাপালিক (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ ।

যণ্ডতা (স্ত্রী) যণ্ডের ভাব বা ধর্ম ।

যণ্ডত্ব (স্ত্রী) যণ্ডতা ।

যণ্ডালী (স্ত্রী) ১ তৈলমান বিশেষ, চলিত ছটাক । ২ সারসী ।

যণ্ডেন বৃষভবৎ কামুকপুরুষেণ অলতি পর্য্যাপ্তোত্তীতি । অল-অচ্
গোরাদিত্যং জীবী । ৩ কামুকী স্ত্রী । (মেদিনী)

কোন কোন মেদিনীতে ‘সণ্ড’ এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয় ।

যণ্ড (পুং) শাম্যতি শিলাভাবাৎ শম-চ (শমেচঃ) উণ্ ১১০১)

১ নপুংসক । (রাজনি) নারদের মতে চতুর্দশ ও কামতন্ত্রে
বংশতি প্রকার যণ্ডের বিষয় উক্ত হইয়াছে, নিম্নে ক্রমশঃ যথাযথ-
ভাবে তাহাদের নাম ও লক্ষণাদি বিবৃত হইল ।

আরম্ভ বলেন, নিসর্গ, বহু, পক্ষ ও ঈর্ষ্যাবন্ড এবং সেবা, বাত-
রেতা, মুখেভগ, আক্ষিপ্ত, মোঘবীজ, শালীন ও অজ্ঞাপতি, এই
একাদশ প্রকার এবং শুক্লজনের অভিশাপ, আশু শুক্লক্ষমকারক
মোগাদি ও দেবতাদির ক্রোধ হইতে উৎপন্ন অপর তিন প্রকার
যণ্ডের বিষয় শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ।

“নিসর্গযণ্ডো বহুশ্চ পক্ষবন্ডতথৈব চ ।

প্রতিশাপাদ্‌গুরো রোগাৎ দেবক্রোধাত্তথৈব চ ॥

ঈর্ষ্যাবন্ডশ্চ সেবাশ্চ বাতরেতা মুখেভগঃ ।

আক্ষিপ্তমোঘবীজৌ চ শালীনোহজ্ঞাপতিস্তথা ।

চতুর্দশবিধঃ শাস্ত্রে যণ্ডো দৃষ্টো মনোবিতঃ ॥” (নারদ)

কামতন্ত্রে নিসর্গ, বহু, পক্ষ, কীলক, তক্ষ, ঈর্ষক, সেব্যক,
আক্ষিপ্ত, মোঘবীজ, শালীন, অজ্ঞাপতি, মুখেভগ, বাতরেতা,
কুস্তীক, পণ্ড, নষ্টক, আসেবা, স্নগন্ধী ও ছিন্নগিলক, এই উন-
বিংশতি এবং শুক্লজনের অভিশাপহেতুও এক রকম, যণ্ডের
উল্লেখ আছে ; যথাক্রমে ইহাদের লক্ষণাদি বিবৃত হইতেছে ।

নিসর্গযণ্ড—ইহারা পুরুষাঙ্গ হীন হইয়াই জন্মগ্রহণ করে ।

বহু—অশুভীন স্ত্রীলের নাম বহুযণ্ড ।

পক্ষযণ্ড—ইহারা এক পক্ষ অন্তর মৈথুন কার্য্যে সমর্থ হয় ।

কীলক—এই যণ্ডগণ নিজের স্ত্রীকে পুর্বে পরপুরুষের সহিত
সঙ্গত করিয়া পরে স্বয়ং তাহার সেবা করে ।

রতিতক্ষ—যাহাদের শুক্ল রতিকালে বা সর্বদাই স্তম্ভিত হয় ।

ঈর্ষক—অজ্ঞের মৈথুন কার্য্য সম্পন্ননমা এই যাহাদের ব্যাবার
প্রবৃত্তি উপাশ্রিত হয় ।

সেব্যক—অপরিস্রুত স্ত্রীসেবা হেতু যাহাদের মৈথুন
অপ্রবৃত্তি জন্মে ।

আক্ষিপ্তবীজ—মৈথুন ধর্ম্মাবসানকালে স্ত্রীর পুঙ্কে যাহাদের
রেতঃ স্রবিত হয় ।

মোঘবীজ—নির্লজ্জ বা অসতী স্ত্রীদিগের সান্নিধ্য হেতু স্তম্ভা-
দের হাবভাব দেখিবা মাত্রই যাহাদের রেতঃপাত ঘটে ।

অজ্ঞাপতি—পরকীয় স্ত্রীতে উপগত হইবার কালে ইহাদের
পুংস্ব বিজ্ঞমান থাকে, কিন্তু স্বকীয় পত্নীর বেলায় বিলোপ পায় ।

মুখেভগ—ইহারা স্ত্রী বা পুরুষ যে কোন লোকের মুখবিনয়ে
গ্রামাধর্ম্ম সম্পাদন করে ।

বাতরেত—যাহাদের রেতঃপতন সময়ে সরেতোবাত বা
কেবল বায়ু নির্গত হয় ।

কুস্তীক—যাহারা নর বা নারীগণের হস্ততলে ব্যাবারকাণ্ড
সম্পন্ন করে ।

পণ্ড—যে পুংস্বহীন, অথচ যাহার মেট্র কোনরূপ বিকৃতিগ্রাপ্ত
হয় নাই ।

নইক—রোগাদি হেতু বাহ্যর শুক্র বিনষ্ট হয় নাই, অথচ
অন্যোক্ত্যে হয় না।

জগদ্ধিক—বাহ্যরা যোনি ও লিঙ্গের আত্মা লইয়া বল পায়।

ছিন্নলিঙ্গক—বাহ্যদের বাক্য, চেষ্টা, ধর্ম প্রভৃতি সমস্তই
ত্রীলোকের দ্বারা।

উক্ত বচনদ্বিগকে দর্শন বা স্পর্শন করিলে পুণ্যতীর্থে স্নানাদি
দ্বারা পাপক্ষালন করিতে হয়।

“নাগপেজ্জনবিধিষ্টান্ বীরহীনান্ তথা স্ত্রিয়ং।

দেবতাপিতৃসজ্জাবজ্ঞসত্রাদিনিন্দকৈঃ।

কৃষা তু স্পর্শনালাপং শুদ্ধেতর্ক্যবলোকনাৎ।

অবলোক্য তথোদক্যামভ্যাজং পতিতং শবং।

বিধর্ষিতুতিকাঘর্ষাববিস্ত্রান্তাবিশারিনঃ।

মৃতনির্ধাত্তকান্শৈব পরদারমতাশ্চ বে।

এতদেব হি কর্তব্যং প্রাজ্ঞৈঃ শোধনমায়নঃ।

অভোজ্যমুত্তকামশ্চমার্জ্যমুশ্চ কুছুটান্।

পতিতাপবিচ্ছিন্নাণ্ডালমৃতহারিণশ্চ ধর্মবিৎ।

সম্পূজ্য শুদ্ধতে স্নানাহুদক্যাগ্রামশূকরৌ” (মার্ক পু°)

লোকের প্রতি বিবেচকারী, পতিপুত্রহীনা স্ত্রী এবং বাহ্যরা
দেব ও পিতৃলোক, ধর্মশাস্ত্র, বজ্র ও সত্রাদির নিন্দক, তাহাদিগকে
দর্শন বা স্পর্শ করিলে পুণ্যাবলোকনপূর্বক শুদ্ধিলাভ করিতে
হয়। এতদ্ব্যতীত রাজবলা স্ত্রী, অন্ত্যজজাতির শব, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী
মৃতিকা, বচ, চণ্ডাল জাতীর উলঙ্গ ব্যক্তি, মৃতবাক্তির নির্ধাতন-
কারী, পরদারমত, সন্তঃপ্রসবা অথাত্ত অভ্র, বচ, ইন্দুর ও
মার্জ্য, কুছুট, গ্রামশূকর এবং বয়ঃ নিরাশ্রিত অথবা পিতৃমাতৃ-
পরিত্যক্ত পরপালিত চণ্ডালাদি, ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে তীর্থ
স্নানাদির দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে হয়।

২ বাতোপ-তাপিতা যোনিতে উৎপন্ন নরদেহিণী স্তনরহিতা
স্ত্রী-রূপবিশেষ। “যোনিম বাতোপস্থষ্টতা ও পুরুষবীজের দৃষ্টতা
বশতঃই এই রূপ সন্তান জন্মে; ইহারা অল্পপুত্রমণীরা অর্থাৎ
মৈথুন ধর্মের অল্পপুত্র।

“যোনৌ বাতোপতপ্তায়াঃ স্ত্রীগর্ভে বীজদোষতঃ।

নৃদেহিণ্যস্তনী চ ত্রাৎ যন্তসংজ্ঞাহুপক্রমাঃ” (বাভট উ° ৩০ অ°)

যন্তক (পুং) যন্ত বার্থে কন্। যন্ত শব্দার্থ। [যন্ত দেখ।]

যন্ততা (স্ত্রী) যন্তত ভাবঃ তল-টাপ্। যন্তের ভাব বা ধর্ম,
যন্তব, স্ত্রীবৎ।

যন্ততিল (পুং) রাঁড়া তিল, যে তিলে তৈল বাহির হয় না।

যদিতা (স্ত্রী) যোনিরোগ বিশেষ। এই যোনিরোগে স্ত্রীদিগের
কুতুসোথ এবং স্তন ক্ষুদ্র হয় এবং মৈথুন কালে যোনি ধরস্পর্শ
বোধ হয়। (স্বকৃত)

যগ্গগরিক (পুং) যগ্গর জনপদ-প্রচলিত শাখাধারী।

যগ্গগরী (স্ত্রী) ছরটী নগরী। প্রাচীনকালের ছরটী নগরযুক্ত
একটি দেশভাগ। (পী ৮।৪।৪২)

যগ্গবত (ত্রি) ছিন্নানকই সংখ্যার পুরক।

যগ্গবতি (স্ত্রী) বড়ধিকা নবতিঃ। বড় অধিক নবতি সংখ্যা, ৯৬।

যগ্গবতিতম (ত্রি) ছিন্নানকই সংখ্যার পুরক।

যগ্গাভীচক্র (স্ত্রী) বড়বিধং নাড়ীচক্রং। মনুয্যদিগের জন্মাদি
ছরটী নক্ষত্রবটিত চক্রবিশেষ। জন্ম, কর্ম, সাংহাতিক, সমুদায়,
বিলাস ও মানস এই ৬টা নাড়ীকে যগ্গাভী কহে। যগ্গাভী এই
রূপে হির করিতে হয়। বাহ্যর যে নক্ষত্রে জন্ম হয়, তাহার সেই
জন্মনক্ষত্রই জন্ম-নাড়ী নামে আখ্যাত। জন্মনক্ষত্র হইতে দশম
নক্ষত্রকে কর্মনাড়ী, এবং জন্ম হইতে বোড়শ নক্ষত্রকে সাংহাতিক
নাড়ী, অষ্টাদশ নক্ষত্রে সমুদয় নাড়ী, ত্রয়োবিংশতি নক্ষত্রে
বিনাশনাড়ী এবং পঞ্চবিংশতি নক্ষত্রে মানসনাড়ী হয়।

এই নাড়ীর কল—জন্মনাড়ীতে দেহ ও অর্থহানি, কর্মনাড়ীতে
কর্মহানি, মানসনাড়ীতে মনঃশীড়া, সাংহাতিক নাড়ীতে বজ্রর
অর্থ ও নিজের অর্থহানি, সমুদয় নাড়ীতে মিত্র, ভাৰ্য্যা ও অর্থকর্ম
এবং বিনাশনাড়ীতে দেহ, ধন ও সম্পত্তি বিনাশ হয়।

“জন্মাত্ম কন্ম ততোহপি দশমং সাংহাতিকং বোড়শতং।

সমুদায়মষ্টাদশতং বিনাশসংজ্ঞং ত্রয়োবিংশং।

আত্মাত্ম পঞ্চবিংশং মানসমেব নরঃ বড় কঃ ত্রাৎ॥

জৈহা দেহার্থ হানিঃ শ্রাজ্জমর্কে চোপতাপিতে।

কর্মর্কে কর্মণাং হানিঃ শীড়া মনসি মানসে।

মুষ্টিবিগবচ্চুনাং হানিঃ সাংহাতিকে তথা।

সমুদয়ে সামুদয়িক মিত্রভৃত্যার্থসংকরঃ।

বৈনাশিকে বিনাশঃ শ্রাদ্ধেহদ্রবিগলসম্পদাম্” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

জন্মকালে এইরূপে জন্ম নক্ষত্র ধরিয়া যগ্গাভী হির করিতে
হয়। যে নক্ষত্র যগ্গাভীহ হয়, সেই নক্ষত্র তাহার পক্ষে অন্তত,
যদি কাহারও কোন গ্রহ উক্ত যগ্গাভীহ নক্ষত্রে থাকে, তাহা হইলে
সেই গ্রহ অন্তত ফলদাতা হয়। সুতরাং গ্রহগণের শুভাশুভ
দেখিতে হইলে তাহা প্রথমে যগ্গাভী প্রাপ্ত হইয়াছে কি না,
দেখিতে হইবে। তৎপরে তাহার শুভাশুভ বিচার করা আব-
শ্যক। গ্রহদিগের গোচরকালেও এই যগ্গাভীর বিষয় বিশেষ
করিয়া দেখিতে হয়। শুভগ্রহও যদি গোচরে যগ্গাভীহ হন, তাহা
হইলে উক্ত রূপ অন্তত ফল এবং অন্তত গ্রহ যগ্গাভীহ হইলে
বিশেষ অন্তত হইয়া থাকে। (জ্যোতিষতত্ত্ব)

যগ্গাভি (পুং) ছরটী নাতিবিশিষ্ট (চক্র)। (ভারত আদি)

যগ্গাত্ত (ত্রি) বড়ব্রাত্তাবিশিষ্ট।

যগ্গাস (স্ত্রী) ছর মাস। অর্ধ বৎসর।

যথাস্থিক (ত্রি) যথাস্থে ভবঃ ঠন্ (অবসি ঠন্। পা ৫।১।৮৩)
যথাস্থে বাহা হয়, ছয় মাস ধরিত্তা বাহা হয়।

যথাস্থ্য (ত্রি) যথাস্থে ভবঃ যথাস্থ (যথাস্থ্য পাঠ। পা ৫।১।৮৩)
ইতি বৎ। যথাস্থ্য, যথাস্থিক, বাহা ছয় মাসে হয়।

যথাস্থ্য (পুং) যট্ যথাস্থি যন্ত। ১ কান্তিকের। (হলায়ুধ) ২ (কৌ)
২ যট্ সংখ্যাক বনন, ছয় মুখ। (ত্রি) ৩ ছয়মুখবিশিষ্ট।

যথাস্থ্য (কৌ) যট্ যথাস্থি রেখা যন্তাং। যড়ভূতা, চলিত থর-
মুলা, ইহাতে ছয়টা মুখের ভাষা রেখা আছে, এই অস্ত্র ইহাকে
যথাস্থ্য কহে। (রাক্ষসি)

যথাস্থ্য (ত্রি) ছয়মুখ। (কোটিব)

যত্ন (কৌ) যত্ন ভাবঃ যত্ন। যত্নত্বকরোর ভাব, যত্ন।

যত্নবিধান (কৌ) দন্ত্য স স্থানে যত্নত্বক হওয়ার ব্যাকরণোক্ত
বিধি, যে সকল বিধি অল্পস্বারে শব্দের স স্থানে য হইয়াছে,
নিম্নে সংক্ষিপ্ত ভাবে উহার কতিপয় বিধির উল্লেখ করা
গাইতেছে,—

অ, আ ভিন্ন স্বরবর্ণ এবং ক, খ, গ, ঘ, ঙ, ব, র, ল, ব, হ,
এই কয়েকটা ব্যঞ্জনবর্ণের উত্তর প্রত্যয়, আদেশ, আগম প্রকৃতির
স স্থানে যত্নত্বক য এর বিধান হয়; কিন্তু প্রত্যয়ের মধ্যে 'সাং'
প্রত্যয়ের স স্থানে য হয় না এবং প্রকৃতির স স্থানে সাধারণতঃ
যত্ন বিহিত না হইলেও যত্ন হওয়ার কারণ ঘটলে শাস, বস বস
ও সাঢ়, এই কয়েকটা প্রকৃতিত্ব স এর স্থানে য হওয়ার বিধান
দৃষ্ট হয়। প্রত্যয়াদির স স্থানে যত্ন হওয়ার বিধান হেতু সামান্যতঃ
বুঝিতে হইবে যে, স ও তাহার পূর্ববর্তী বর্ণগুলি একই শব্দ বা
পদের অন্তর্গত ও পরস্পর অব্যবহিত হওয়া আবশ্যিক; কিন্তু যদি
ঐ স ও তৎপূর্ববর্তী যত্ন হওয়ায় নিগীতীভূত বর্ণগুলির মধ্যে
অল্পস্বার বা বিসর্গ থাকে, তাহা হইলে যত্নের কোনরূপ ব্যাঘাত
হইবে না। উদাহরণ যথা—বাক্-স্ব=বাক্, প্রাঙ-স্ব
=প্রাঙ, হরি-স্ব=হরি, এইরূপ গৌরীস্ব, বিষ্ণুস্ব, বধুস্ব,
পিতৃস্ব, শক্-স্ব, রামস্ব, অ-নৈ-স-ক্-ৎ=অনৈবীৎ, গোস্ব, নৌস্ব,
চতুর্স্ব, হলস্ব। উক্তস্বসমূহের মধ্যে অনৈবীৎ, পদের স আগম
এবং আর আর গুলি প্রত্যয় সম্বন্ধীয়। হ ইস=হবিস্-ই
হবীষি; সপিংস্ব; এই উভয়স্থলে অল্পস্বার ও বিসর্গ ব্যবধান
থাকিলেও যত্ন হইবে; কিন্তু অল্পস্বার সম্বন্ধে আর একটা নিয়ম
এই যে, যে স্থলে আগমের স স্থানে অল্পস্বার হইবে, সেই অল্পস্বার
ব্যবধানেই যত্ন হইতে পারিবে; অতএব নহে। যেমন প্রম্-স্ব
পুংস্ব এখানে আগমের স স্থানে আ হইয়া প্রকৃতির স স্থানজাত
অল্পস্বার ব্যবধান থাকায় যত্ন হইল না। সাং প্রত্যয়ের স এর
নিষেধ হেতু 'হবিসাং' এবং পদের মধ্যবর্তী স এর বিধান
হেতু 'হবিসু=হবিসু' এই উভয়স্থলে যত্ন হইল না। হবিস্

শব্দের স এর পর কোন স্বর বা ব্যঞ্জন বর্ণ না থাকায় উহা পদের
মধ্যবর্তী হইতে পারিল না, যদি থাকিত, বা কারণ বশতঃ থাকিত
পারে, তাহা হইলে তথায় যত্ন হইবে। যেমন, হবিস্-আ (তৃতীয়া
অচন)=হবিবা। শিষ্ট, উবিত, অকতঃ, গুতীবাট্, এই স্থান
চতুষ্ঠয়ে পূর্বোক্ত শাসবসাদির স বলিয়া যত্ন চইল।

এতদ্বির উপসর্গের ই, উ, ঋ, ঌ, এই বর্ণ চতুষ্ঠয়ের অব্য-
বহিত পরে জ, ঝ, সো; তুদাদিগণীর স; 'জ' এইরূপ বর্ণ
অস্তে না থাকে, এমন স্বাদিগণীর স, স্বা, সেনি (নামধাতু), সন্জ,
বন্জ, গতার্থ সিধ্, প্রতি ভিন্ন অস্ত উপসর্গ পূর্বক সদ; যত্ন
প্রত্যয়হীন সিচ, অঙ্ আগম অস্তে না থাকে এমন তন্ত; অমার্থ
প্রকাশক বি ও অব পূর্বক স্বন্; পরি, নি ও বি পূর্বক সেব;
অঙ্ আগম অস্তে না থাকে এমন সিব, এই সকল ধাতুর এবং
স্বমাগমের স ও ওকাব সংযুক্ত এবং অঙ্ অস্তে না থাকে এমন
সহ ধাতুর স থাকিলে যত্ন হইয়া থাকে।

হা অবধি দশটা ধাতুর দ্বিষ্যবহার কোনরূপ বর্ণ এবং
অড়াগমের অকার যদি উক্ত উপসর্গ ও ধাতুর মধ্যে ব্যবহিত
থাকে, তাহা হইলেও যত্নের ব্যাঘাত হইবে না। উদাহরণ
যথা,—অভি=স্ত-তি=অভিষ্টোতি, বি-স্ত-তে বিষ্টোততে,
বি-সো-তি=বিষাতি, বি-স্ত-তি=বিস্ততি, বি-স্ত-তি=বিস্ততি;
"বিস্ততে ও বিস্ততে" এই দুই স্থলে যথাক্রমে অমার্থ ও
দ্বিষ্যাদিগণীর স-ধাতু বলিয়া এবং বিসোষাতি ও বিসবিষাতি,
এই দুই স্থলে 'বি-স্ত-তি' এই 'স্ত' রূপ অস্তে থাকায় সূত্রধাতুর
যত্ন হইল না, কিন্তু প্রথমোক্ত সূত্রানুসারে 'স্ততি'র স এর
যত্ন হইল। নি-স্ত-তি=নিষ্ঠতি, অতি-সেনি-তি=অতি-
সেনতি, নি-সন্জ-তি=নিবজতি, নি-বন্জ-তে=নিবজতে,
নি-সিধ-তি=নিষেধতি, 'গল্লাং বিসেধতি' গল্লাংগমন করিতেছে,
এস্থলে গতার্থ বুঝাইল বলিয়া যত্ন হইল না। নি-সিধ-তি
নিষীদতি, কিন্তু 'প্রতিসীদতি' প্রতি পূর্বক স্বওয়ার হইল না।
নি-সিচ-তি নিষিক্তি, 'বি-সিচ-যত্ন-তে' বিসেসিচাতে এখানে
সিচ ধাতু যত্ন প্রত্যয় বিহীন হইল না বলিয়া যত্নের নিষেধ হইল।
বি-স্ত-তি বিষ্টতি, কিন্তু 'বি-স্তম্-অঙ-ণ ব্যাততন্তং'
এস্থলে অঙন্ত হইল বলিয়া যত্ন হইল না। "বি-বন্-তি=
বিষণতি, অব বন্-তি অংশগতি কীং শিতঃ" শিতঃ হ্রস্ব পান
বা ভোজন করিতেছে, এখানে অমার্থ বুঝাইল বলিয়া হইল;
কিন্তু 'বিষনতি বীণা' বীণা শব্দ করিতেছে অর্থ প্রকাশ করার
এখানে হইল না। আর পরি-বন্-তি পরিবনতি, এখানে
উপসর্গের ইকারের উত্তর হইলেও বন্ ধাতু সম্বন্ধে কেবল
উপসর্গের বি ও অব নির্দেশ করার অর্থাৎ অব উপসর্গের
বর্তী সকারের যত্ন হওয়ার কোন কারণ না থাকিলেও যত্ন

স্থিধান করার নিয়ম হইল যে, বিচার অবস্থিত অস্ত্র কোন উপসর্গের পরস্থিত অনুধাতুর স এর বস্ব হইবে না। পরি-সেব-তে পরিবেষতে, এইরূপ বিবেষতে, নিষেবতে। পরি-কৃ-তি পরিকরোতি, এখানে কৃম অর্থাৎ একটা সম্ভারের আগম হওয়ার তাহার বস্ব হইল। পরি-সিব্-তি পরিবীষ্যতি পরি-অ-সীসিব-অঙ্-দ পর্ধ্যাসীসিব এখানে সিব ধাতুর উত্তর অঙ্-রহিয়াছে বলিয়া বস্ব হইল না। পরি-সহ-তে = পরিবহতে, নি-সহ-তা = নিসোতা, পরি-অ-সী-সহ-অঙ্-দ = পর্ধ্যাসীসহৎ, এই উত্তরস্থলে বধাক্রমে ওকার যুক্ত ও অঙ্কত সহ ধাতু হওয়ার বস্তুর নিবেশ রহিল। প্রতি-অ-স্ত-ই-স্-ঈ-দ প্রত্যষ্টাবীৎ; নি-তহা-অ নিতষ্ঠৌ, এই উত্তরস্থলে বধাক্রমে অঙ্কাগমের অকার ও বিদ্ববর্ণ বাবহিত থাকতেও বস্ব হইল।

বি-ক্লুত, বি, ক্ল, নিম্ ও হ্রস্ব পূর্ব ব রহিত ষপ্, নি, নির, ও বি পূর্ব ক্ষুর ও ক্ষুল; পরি, নির, বি, অতি ও অল্পপূর্ব তন্ম ধাতু সন্ধীর স স্থানে বিকসে ব হইল। ক্রমশঃ উদাহরণ—বি-ক্লুতি, নি-ক্লুতি, পরি-ক্লুতি, “নিষ্যমতে দ্বতং” দ্বত করিত হইতেছে, এখানে প্রাণী তিন অস্ত্র পদার্থ কর্তা হইল বলিয়া বস্ব বিহিত হইয়াছে, নতুবা হইত না। যেমন, “নিষ্যমতে হতী” হাতী মদকরণ করিতেছে, এস্থলে প্রাণী কর্তাহেতু বস্ব নিষিদ্ধ হইল। বিকল্পকে বিকল্পাতি ইত্যাদি রূপে বস্তুর নিবেশ থাকিবে। এইরূপ উত্তর পক্ষের অবশিষ্ট পদগুলি ও প্রয়োগ দেখিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে।

বস্বসম্বন্ধে এতদ্ব্যতীত আরও অনেকানেক বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে; বাহ্যভায়ে সেই সমস্ত পরিচায়ক করা হইল।

ষষ্পী (জী) পক্ষিবেশ্য। এই পক্ষীর আকৃতি খঞ্জন পাখীর জায়। “হাপ্ত্রিকা খঞ্জনিকা ষষ্পী খঞ্জনাক্রতো।” (শব্দরত্নাং)

যযু (ত্রি) সংখ্যাবিশেষ, ৩ সংখ্যা। তদ্ব্যচক শব্দ, বজ্রবেগ, ত্রিশিরোনেত্র, তর্ক, অঙ্গ, দর্শন, চক্রবর্তী, কার্তিকেয়মুখ, গুণ, রস, ঋতু, জরবাহ ও রূপ। (কবিকল্পলতা)

যষ্ট (ত্রি) যষ্টিসংখ্যা সন্ধীর বা যষ্টিসংখ্যা। (ভারত ১প°)

যষ্টি (ত্রি) বস্তু, দ্রব্যতঃ পরিমাণমত পঙ্ক্তি বিংশতি ত্রিংশতি। পা ৫।১।৫০ ইতি নিপাতনাং সাধুঃ। সংখ্যাবিশেষ, চলিত ৬০ সংখ্যা।

“বীক্ষ্যাক্ষো নবতেঃ কাপঃ বষ্টেঃ বিদী শতত্ব তু।

পাপরোগী সঙ্কল্পত দাতুনাশরতে কলং ॥” (মহু ৩।১৭৭)

যষ্টিক (পুং) যষ্টিরাজ্যেণ পচ্যতে ইতি (যষ্টিকাঃ যষ্টিরাজ্যেণ পচ্যতে। পা ৫।১।২০) ইতি কন্ প্রত্যয়েন নিপাতিতঃ। ধাতু বিশেষ, চলিত বেটে ধান। এই ধান ৬০ দিনে পক হয়, এই অস্ত্র ইহাকে যষ্টিক কহে। পর্ধ্যায়—যষ্টিশালি, যষ্টিজ, দ্বিধ-তগুল,

যষ্টিবাসয়জ। ভাবপ্রকাশে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে, যে, যে অস্ত্র উদরস্থ হইলেই পরিপাক হয়, তাহাকে যষ্টি ধাতু কহে।

“গর্ভস্থ এষ বে পাকং যষ্টি তে যষ্টিকা মতাঃ।” (ভাবপ্রা)

ইহার—যষ্টিক, শনপুল্প, প্রমোদক, মুকুন্দক ও মহাবীর্ষ নামভেদে যষ্টিকধাতু অনেক প্রকার। ইহাকে ত্রীবিধাভ্য কহে। কারণ ত্রীবিধ ধাতুর লক্ষণ সকল ইহাতে লক্ষিত হয়। গুণ—মধুর রস, শীতবীর্ষ্য, লঘু, মলরোধক, বাতহর, পিত্ত-শালিধাতুর জ্ঞায় গুণযুক্ত।

যষ্টিক ধাতুসমূহের মধ্যে যষ্টিকাধা ধাতুই শ্রেষ্ঠ গুণযুক্ত, লঘু, দ্বিধ, ত্রিদোষনাশক, মধুর রস, মুহুর্বাধ, ধারক, বলকারক, জরনাশক এবং রক্তশালির জ্ঞায় গুণযুক্ত। অপরাপর যষ্টি-ধাতু উহা অপেক্ষা অল্প গুণবিত। (ভাবপ্রা°)

(ত্রি) ২ যষ্টি সংখ্যা দ্বারা ক্রীত।

যষ্টিকা (জী) যষ্টিক ত্রিমাং টাপ্। যষ্টিকধাতু।

যষ্টিকার (জী) যষ্টিকতক্ত। গুণ—দীপন, বলকর, হিতকর, পাচন, ত্রিদোষশমন, ক্ষয়রোগ ও বিষদোষনাশক। (বৈদ্যকনি)

যষ্টিক্য (ত্রি) যষ্টিকানাং ভবনং ক্ষেত্রং যষ্টিক (যবদ্বকযষ্টিকত্বং বৎ। পা ৫।১।৩) ইতি বৎ। যষ্টিক ধাতোপযুক্ত-ক্ষেত্রাদি। (অমর)

যষ্টিজ (পুং) যষ্টিক শালি। (রাজনি°)

যষ্টিতন্ত্র (জী) সাংখ্য শাস্ত্র, সাংখ্য শাস্ত্রকে যষ্টিতন্ত্র কহে।

“সপ্তত্যা কিল ঘেহ্যাক্ষেহর্থাঃ কৃৎসন্ত যষ্টিতন্ত্রতঃ।

আধ্যাত্মিকাবিরহিতাঃ পরবাদবিবক্ষিতাশ্চাপি ॥”

(সাংখ্যকা° ৭২ ক°)

এই শাস্ত্রে ৬০ পদার্থ বিচারিত হইয়াছে, এই অস্ত্র ইহাকে যষ্টিতন্ত্র কহে। এই ৬০টা পদার্থ যথা ১ প্রকৃতি ও পুরুষের নিত্যত্ব, ২ প্রকৃতি এবং পুরুষের একত্ব, ৩ প্রকৃতিতে ভোগ ও বিবেক সাংক্‌ৎকারের বাস্তবিক সম্বন্ধ, ৪ প্রকৃতির পরপ্রয়োজন-সাধকত্ব, ৫ পুরুষে প্রকৃতির ভেদ, ৬ অকর্ষত্ব, ৭ পুরুষবহত্ব, ৮ সৃষ্টিকার্য্যে প্রকৃতি ও পুরুষের সাযোগ, ৯ সৃষ্টিকালে প্রকৃতি ও পুরুষের বিয়োগ, ১০ মহত্ব প্রকৃতির কারণে অবস্থিতি, ১১ প্ প্রকার বিপর্যয়, যথা অবিজ্ঞা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভি-নিবেশ। এই পাঁচ প্রকার বিপর্যয়কে তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্রও কহে। ২৪ তুষ্টি—নয় প্রকার। আধ্যাত্মিক তুষ্টি ৪ প্রকার, উহার নাম প্রকৃতি, উপাদান, কাল এবং ভাঙ্গা। বাহ্যতুষ্টি ৫ প্রকার, এই তুষ্টির হেতু শব্দাদি ৫ প্রকার বিষয়-বৈরাগ্য। ৫২ অশক্তি—অষ্টাবিংশতি প্রকার। যথা—বুধি ব্যাঘাতের সহিত একাদশবিধ ইন্দ্রিয়-ব্যাঘাতকে অশক্তি কহে

তুষ্টি এবং সিদ্ধির বিপর্যয়-প্রযুক্ত বুদ্ধি-ব্যাঘাত সপ্তদশ প্রকার।
বুদ্ধি-ব্যাঘাত শব্দে বুদ্ধির অক্ষয়গাতা, তুষ্টি সিদ্ধি সময়ে যেসকল
সম্বন্ধের উদয় হয়, তাহার হানি বশতঃ তুষ্টি সিদ্ধি না হওয়া
বা তাহার বিরোধী ভাবান্তর হওয়ার বুদ্ধি-ব্যাঘাত ঘটনা থাকে।
যদিও ইন্দ্রিয় ব্যাঘাত বহিরতা, অক্ষতা ও মুকতা গাভ্রুতি, তথাপি
ভক্ষিত বুদ্ধিবৃত্তির অল্পদয় বা বুদ্ধির অবস্থা ভাবোদয় হয় বলিয়া
এখানে ইন্দ্রিয়-ব্যাঘাত শব্দে ধর্তব্য। তুষ্টি ২ প্রকার এবং সিদ্ধি
প্রকার তাহার বিপর্যয় অর্থাৎ তাহার অভাব বা বিরোধীতাবের
উদয় হয়, ইহা এবং পূর্বোক্ত এবং একাদশ ইন্দ্রিয়নাশ এই অষ্টা-
ংশতি প্রকার অশক্তি। ৬০ সিদ্ধি ৮ প্রকার যথা আধ্যাত্মিক,
আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিন প্রকার চূষণাশ, আত্ম-
তত্ত্ববিষয়ক গ্রহপাঠ, ঐ গ্রহের অর্থগ্রহণ, প্রকৃতিপুরুষের
বিবেক বিষয়ে অনুমান, সূক্ষ্মদৃষ্টির সহিত তদ্বিষয়ে আলোচনা,
এবং উক্ত বিবেকজ্ঞানের বিস্তৃতি অর্থাৎ নিদিধ্যান ও বিবেক-
সাক্ষাৎকার এই অষ্টবিধসিদ্ধি।

যষ্টিভূম (ত্রি) যষ্টি (যষ্টাদেশাসংখ্যাধেঃ। পা ৫।২।৫৮) ইতি
ভূমট্। যষ্টি সংখ্যার পূরণ, ৬০ সংখ্যার পূরণ।

যষ্টিধা (অব্য) যষ্টি প্রকারার্থে ধাচ্। যষ্টি প্রকার, ৬০ প্রকার,
৬০ রকম।

যষ্টিপথ (পুং) শতপথব্রাহ্মণের যষ্টিসংখ্যক পথ বা অধ্যায়।

যষ্টিপথিক (ত্রি) যষ্টিপথ অধ্যয়নকারী। (পা ৪।২।৬০)

যষ্টিমন্ত (পুং) যষ্টা বর্ষের মন্তঃ। হতী। (শব্দমালা)

যষ্টিরাত্রি (পুং) যষ্টিসংখ্যক রজনী, বাটরাত্রি।

যষ্টিলতা (স্ত্রী) ভ্রমরমারী। (রাজনি°)

যষ্টিবর্ষিন্ (ত্রি) যষ্টিবর্ষবিশিষ্ট, ৬০ বৎসর বয়স্ক।

যষ্টিবাসরজ্জ (পুং) যষ্টিবাসরে জায়তে পচতি জন ড। যষ্টি
যাত্র, ৬০ দিনে এই ধান পাকে, এই জন্ত ইহার নাম যষ্টি-
বাসরজ।

যষ্টিবিদ্যা (স্ত্রী) সাংখ্যবিদ্যা, যষ্টিতত্ত্ব।

যষ্টিব্রত (স্ত্রী) ব্রতভেদ।

যষ্টিশালি (পুং) যষ্টিকশাল। (রাজনি°)

যষ্টিসংবৎসর (পুং) প্রভবাদি যষ্টি সংখ্যক বর্ষ, প্রভব আদি
৬০টি বৎসরকে যষ্টি-সংবৎসর কহে। জ্যোতিষমতে এই সকল
বৎসরে বিভিন্ন ফল হয়। থাকে, কোন বৎসর শুভ হইবে, কোন
বৎসর অশুভ ফল হইবে, এই যষ্টি সংবৎসরের ফলদ্বারা তাহা জানা
যায়, এই সকল বৎসরের নাম যথা, ১ প্রভব, ২ বিভব, ৩ শুক্র,
৪ প্রমোদ, ৫ প্রাণাপত্তা, ৬ অজিয়াঃ, ৭ ত্রিমুখ, ৮ ভাব, ৯ যুবা,
১০ ধাতা, ১১ ক্রমর, ১২ বহুধাত, ১৩ প্রমোদী, ১৪ বিক্রম,
১৫ বৃষ, ১৬ ত্রিক্রতাহু ১৭ স্বর্ভাহু, ১৮ দারুণ, ১৯ পাদিব,

২০ বায়, ২১ সর্কজিৎ, ২২ সর্কধারী, ২৩ বিরোধী, ২৪ বিকৃত,
২৫ ধর, ২৬ নন্দন, ২৭ বিজয়, ২৮ জয়, ২৯ সন্ধ্যা, ৩০ দ্রুমুখ,
৩১ হেমলব, ৩২ বিলম্ব, ৩৩ বিরোধ, ৩৪ সর্করী, ৩৫ প্রব,
৩৬ স্রষ্টক, ৩৭ শোভন, ৩৮ ক্রোধ, ৩৯ বিধাবহু, ৪০ পরাতব,
৪১ প্রবল, ৪২ কালিক, ৪৩ সৌমা, ৪৪ সর্কসাধারণ, ৪৫ বিরোধী,
৪৬ পরিবারী, ৪৭ প্রমাণী, ৪৮ আনন্দ, ৪৯ রাক্ষস, ৫০ অনল,
৫১ পিঙ্গল, ৫২ কালযুক্ত, ৫৩ রোহি, ৫৪ দুর্দ্বতি, ৫৫ বোত্র,
৫৬ দুর্দ্বতি, ৫৭ রক্ত, ৫৮ রক্তাখ্য, ৫৯ ক্রোধ ও ৬০ ক্ষয়।

এই সকল বৎসরের কোন বৎসর প্রভবাদি হইবে, তাহা
গণনা দ্বারা স্থির করিতে হয়। (জ্যোতিষতত্ত্ব) [বৎসর ও
সংবৎসর শব্দে বিশেষ বিবরণ দেখ।]

যষ্টিহায়ন (পুং) যষ্টিহায়না আয়ুঃ কালো যত। ১ গজ।
২ ধাত্তবিশেষ। ৩ যষ্টি সংখ্যক বৎসর। (ত্রি) ৪ যষ্টিবৎসর
বিশিষ্ট, যষ্টি বৎসর বয়স।

যষ্টিহুদ (স্ত্রী) তীর্থবিশেষ। (ভারত অনুশাসন প°)

যষ্টিক (স্ত্রী) প্রভবাদি যষ্টি সংবৎসর।

যষ্টি (ত্রি) যষ্ (তত পূরণে ডট্। পা ৫।২।৫৮) ইতি ডট্ (বট্
কতি কতিপয় চতুরাং থু। পা ৫।২।৫১) ইতি থু। চর
সংখ্যার পূরণ।

যষ্টিক (ত্রি) যষ্টো ভাগঃ (মানপঞ্চমোঃ কন্ লুকো চ। পা
৫।৩।৫১) ইতি কন্। যষ্টি, ছয়ের পূরণ।

যষ্টিকাল (পুং) যষ্টিঃ কালঃ। যষ্টি এমন কাল, ছয়ের পূরণ কাল।

যষ্টিভক্ত (স্ত্রী) যষ্টিকালে ভোজন। যষ্টিকালীর ভোজন।

যষ্টিবৎ (ত্রি) যষ্টি অন্ত্যর্থে যতুপ্ যত ব। যষ্টি ভাগবিশিষ্ট, যষ্টি
যুক্ত। ত্রিমাং ভীষ্। যষ্টিবতী। (ভাগ° ৫।১৩।৮)

যষ্টিংশ (পুং) যষ্টোংশঃ। যষ্টিভাগ।

*ইতরেন নিধৌ লকৌ রাজা যষ্টাংশমাহুরেন।

অনিবেদিতবিজ্ঞাতো দাপ্যত্বং দণ্ডমেব চ ॥

(যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ২।৩৬)

ব্রাহ্মণের অশ্রবণ যদি নিধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে রাজা
যষ্টাংশ দিয়া আর সকল ভাগ নিজে গ্রহণ করিবেন।

যষ্ঠায়নকাল (পুং) দুই দিন অনাহারে থাকিয়া তৃতীয় দিন
সায়ংকালে ভোজন।

*যষ্ঠায়নকালতা মাসং সংহিতাজপ এব চ।

হোমাস্ত শাকলা নিত্যমপাংস্ত্যানাং বিশোধনং ॥

(মন্ত্র ১।১।৫০)

একমাস ধরিয়া যষ্ঠায়নকাল অর্থাৎ দুই দিন অনাহার থাকিয়া
তৃতীয় দিন সায়ংকালে ভোজন প্রভৃতি দ্বারা অপ্যাস্তপনিকের
পাপ বিশোধিত হয়।

যষ্ঠানুকালিক (স্রী) যষ্ঠানুকালিকা, দুই দিন অক্লান্ত থাকিয়া তিন দিনের সাংকালে ভোজন। (মহু ১১।০১)

যষ্ঠানুকালিক (ত্রি) যষ্ঠানুকালভোজনযুক্ত, যিনি যষ্ঠাংশকাল ভোজন করেন, দুই দিন অনাহারী থাকিয়া তৃতীয় দিনে যিনি সাংকালে ভোজন করেন।

যষ্ঠালুকালিক (ত্রি) দ্বিহাভ্যন্তর ভুক্ত, দুই বা তিন দিন পরে ভুক্ত।

‘যান্তরে ত্রান্তরে ভুক্তমাহঃ যষ্ঠালুকালিকম্।’ (ত্রিকা)

যষ্ঠাঙ্কিক (ত্রি) যজ্ঞঃ।

যষ্ঠিকা (স্রী) যষ্ঠী বার্থে কন্। যজ্ঞদেবী।

যষ্ঠী (স্রী) যষ্ঠ-ঊপাং ১ কাষ্ঠায়নী। (যেদিনী) ২ বোদ্ধশ মাতৃকার অন্তর্গত মাতৃকারিশেষ। এই দেবী প্রকৃতির যজ্ঞিকলা, স্বন্দভাষ্যা। ইন্দ্রবৈবর্তপুরাণে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—মাতৃকাগণের মধ্যে এই দেবী প্রধানা, ইনি শিশুদিগের প্রতিপালনকারিণী এবং প্রকৃতির যষ্ঠাংশধরূপিণী বলিয়া ইহার নাম যষ্ঠী। ইনি কার্তিকেয়ের স্রী। এই দেবীর প্রসাদে পুত্র-পৌত্রাদি লাভ হইয়া থাকে, এই জন্য ইনি ত্রিজগৎধাত্রী। এই জন্য দ্বাদশ মাসে ইহার উদ্দেশে শুক্লপক্ষের যষ্ঠীতিথিতে পূজা করা বিধেয়।

‘প্রধানাংশধরূপা যা দেবসেনা চ নারদ।

মাতৃকাং পূজ্যাতমা সা যষ্ঠী প্রকীৰ্ত্তিতা ॥

শিশুনাং প্রতিবিষেবু প্রতিপালনকারিণী।

তপস্বিনী বিষ্ণুভক্তা কার্তিকেয়স্ত কামিনী ॥

যষ্ঠাংশধরূপা প্রকৃতে স্তেন যষ্ঠী প্রকীৰ্ত্তিতা।

পুত্রোপোত্রপ্রদাত্রী চ ধাত্রী ত্রিজগতাঃ নতী ॥

পূজ্যা দ্বাদশ মাসেষু যজ্ঞা বিধেবু সন্ততম্।

পূজা চ য্তিকাগারে পরা যষ্ঠদিনে শিখোঃ ॥’

(ব্রহ্মবৈবর্তপু° প্রকৃতিখ° ১ অ°)

শিশুদিগের লালনপালন ও রক্ষা এই দেবীরই কার্য, এত জন্য বালকের জন্ম হইলে য্তিকাগারে যষ্ঠদিনের রাত্রিতে ইহার পূজা করিতে হয়। গ্রাম্যভাষায় ইহাকে ‘বেটেরা পূজা’ বলে। এই দেবী কষ্টা হইলে সন্তান লাভ হয় না, অতএব সন্তানকারী ব্যক্তির যত্নসহকারে ইহার পূজা করা বিধেয়।

কোন সময় হইতে ইহার পূজাধিধান প্রচলন হয় এবং কোন ব্যক্তি প্রথমে এই দেবীর পূজা করেন, ইহার বিষয়ে ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে;—‘দারভুব মহন্তরে প্রব্রত নায়ে এক রাজা ছিলেন, ইনি অতিশয় ধর্মপাশ্রয় এবং সর্বদা তপস্তায় নিরত থাকিতেন। একদা ব্রহ্মা ইহাকে সন্তানের জন্য দারপরিগ্রহ করিতে আদেশ দেন। প্রব্রত ব্রহ্মার আদেশে দারপরিগ্রহ

করেন। বহুদিন অতীত হইল, তথাপি তাহার সন্তান সন্তাননা নাই দেখিয়া তিনি ক্রমশঃ ক্রোধিত হইয়া পুত্রোন্মেষ করিয়াছিলেন। প্রব্রত-পত্নী বহুদিন চক্ৰ ভোজন করিয়া তৎক্ষণাৎ গর্ভধারণ করিলেন। কিন্তু দৈব-পরিমাণ দ্বাদশবর্ষকাল গর্ভধারণ করিবার পর তাঁহার একটা যুত পুত্র প্রসূত হয়। রাজা এত যুতপুত্রকে লইয়া খ্যাতি গমন করেন; এমন সময় ঐক্লপ বিমানে আরোহণ করিয়া এক দেবী তথায় উপস্থিত হন। রাজা অতি বিস্ময়ের সহিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, হে জ্ঞেয়ভোক্তা! তুমি কে কাহার কন্যা ও কাহার ভাষ্যা, দেবী রাজার এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আমি ব্রহ্মার মানসী কন্যা, আমার নাম দেবসেনা, আমি মাতৃকা মধ্যে বিধাতা, কার্তিকের আমার স্বামী, আমি প্রকৃতির যষ্ঠাংশ-সম্ভূতা, এই জন্য এই বিধে আমাকে যষ্ঠী কহে।

তখন এই যষ্ঠী দেবী ঐ যুত বালককে তপস্তাধারা পুনর্জীবিত করিয়া তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হন। রাজা এই অলৌকিক ব্যাপার অবলোকন করিয়া তাঁহাকে তব করিতে আরম্ভ করেন। রাজার এই তবে যষ্ঠী দেবী সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলেন, হে রাজন্! তুমি যদি ত্রিলোকের মধ্যে সকল স্থানে আমার পূজা প্রচার করিয়া নিজে আমার পূজার অমুষ্ঠান কর, তাহা হইলে তোমাকে এই বালক প্রত্যর্পণ করিব। রাজা তাহাই স্বীকার করিলেন, তখন যষ্ঠীদেবী প্রীতমনে তাঁহাকে ঐ পুত্র প্রদানপূর্বক দ্বিদিব রাজ্যে চলিয়া গেলেন। রাজা পুত্র লইয়া সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে আগমন এবং যষ্ঠী-দেবীর পূজা ও ব্রাহ্মণ-দিগকে ধনদান করেন। তদবধি রাজা প্রতিমাসের শুক্লাযষ্ঠী তিথিতে যষ্ঠীর পূজা এবং তদুদ্দেশে মহোৎসব করিতেন। বালক-দিগের য্তিকাগৃহর ৬ দিনে ও ২১ দিনে শুভসংস্কার কার্যে অর্থাৎ নামকরণ অরপ্রাশন প্রভৃতি কার্যে যষ্ঠীপূজা প্রবর্তিত হয়। স্থানবিশেষে ত্রিংশাহে য্তিকাশৌচ অপনোদনের পর যষ্ঠীদেবীর পূজা হইতে দেখা যায়। শালগ্রাম শিলা, ঘট, বটবৃক্ষ-মূল বা গৃহভিত্তিতে পুতলিকা নির্মাণ করিয়া এই দেবীর পূজা করিতে হয়। এই দেবীর ধ্যান—

‘যষ্ঠাংশাং প্রকৃতেঃ শুদ্ধাং স্ত্রুতিষ্ঠাক স্ত্রুতিষ্ঠাং।

সুপুত্রদাক শুভনাং দরাজ্ঞাং জগৎপ্রভুং।

যেতচ্চন্দ্রকবর্ণাত্মা রত্নভূষণকুচিতাম্।

পবিত্ররূপাং পরমাং দেবসেনাং যজ্ঞে ॥’

এই ধ্যানে ও মন্ত্রাবিধ উপচার দ্বারা এই দেবীর পূজা করিতে হয়। পূজার পর ‘নে’ স্রী যষ্ঠীদেবৈ নমঃ এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করা বিধেয়। (ব্রহ্মবৈবর্তপু° প্রকৃতিখ°)

অপুত্র ব্যক্তি যদি যথানিয়মে একবৎসর যষ্ঠীদেবীর স্তব প্রবণ

করে, তাহা হইলে তাহার পুত্র লাভ হয়। বালকেবু যদি কোন রোগ হয়, তাহা হইলে তাহার পিতা মাতা ভক্তিপূর্বক যজ্ঞ করি শুধি শুনিলে বালক রোগ হইতে বিমুক্ত হয়।

সন্তান হইলে ত্রীলোকদিগের পুত্রের ভূষণের জন্ত যজ্ঞব্রত করিতে হয়। দ্বাদশমাসের শুক্লপক্ষের যজ্ঞতিথিতে যজ্ঞপূজা ও তদ্রূপে পালনী করিবার বিধান আছে। স্বল্পপুরাণে দ্বাদশ মাসের দ্বাদশটি যজ্ঞের পৃথক পৃথক নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ব্যবহা—বৈশাখমাসে চান্দনীযজ্ঞ, জ্যৈষ্ঠে অরণ্যযজ্ঞ, আষাঢ়ে কার্দমীযজ্ঞ, শ্রাবণে লুণ্ঠনীযজ্ঞ, ভাদ্রমাসে চপেটীযজ্ঞ, আশ্বিন মাসে হুর্গাযজ্ঞ, কার্তিকমাসে, নাড়ীযজ্ঞ, অগ্রহায়ণে মূলকযজ্ঞ, পৌষে অন্নযজ্ঞ, মাঘমাসে শ্রীতলযজ্ঞ, ফাল্গুনে গোকুপিণী ও চৈত্রমাসে অশোকযজ্ঞ।

“প্রমত্তগা দ্বাদশে মাসি সম্পূজ্যাপত্যবৃক্রে।
স্বতে জাতে তথা যজ্ঞাং যজ্ঞী দ্বাদশকুপিণী ॥
বৈশাখে চান্দনীযজ্ঞ জ্যৈষ্ঠে চারণ্যসংজ্ঞিতা।
আষাঢ়ে কার্দমীজ্ঞেয়া শ্রাবণে লুণ্ঠনী তথা ॥
ভাদ্রে চপেটী বিখ্যাতা হুর্গায়াখ্যমুজ্ঞে তথা।
নাড়ীয়া কার্তিকে মাসি মার্গে মূলককুপিণী ॥
পৌষে মাতররূপে চ শ্রীতলা তপসি স্মৃতা।
গোকুপিণী ফাল্গুনে চ চৈত্রমাসে প্রকীর্তিতা ॥” (স্বল্পপু)
প্রতিমাসের এই সকল যজ্ঞতে যজ্ঞব্রত করা বিধেয়। এই ব্রত করে যজ্ঞপূজার বিধানানুসারে দেবীর পূজা করিয়া যজ্ঞের কথা শ্রবণ করিতে হয় এবং ঐ দিনে অন্নভোজন না করিয়া ফল-মুলাদি ভোজন করিয়া থাকিতে হয়।

জ্যৈষ্ঠমাসের যজ্ঞের নাম অরণ্যযজ্ঞ। ঐ দিন অরণ্যযজ্ঞব্রত করিতে হয়। এই যজ্ঞ জামাইযজ্ঞ নামে খ্যাত। এই দিনেও যজ্ঞপূজা ও ছয়প্রকার ফল যজ্ঞদেবীর উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া পুত্র বা জামাতা প্রভৃতিকে দিতে হয়। এইদিনে জাগণ স্নান করিবার কালে তালবৃন্ত হাতে করিয়া স্নান করেন এবং স্নানের পর সন্তান-দিগকে ঐ তালবৃন্ত দ্বারা বাজন করিয়া থাকেন।

তিথিতত্ত্বে লিখিত আছে যে, ঐ যজ্ঞী তিথিতে জাগণ তালবৃন্ত ও অস্ত্রাস্ত্র পূজার দ্রব্যাদি লইয়া বনগমনপূর্বক অরণ্যযজ্ঞ দেবীকে পূজা করিয়া তত্পাথান শ্রবণ ও ব্রতচরণ করিয়া ঐ দিন ফল-মুলাদি সেবন করিয়া থাকিবে। এইরূপে এই অরণ্যযজ্ঞব্রত করিলে সন্তান সন্ততি দীর্ঘায়ু ও ঐশ্বর্যশালী হয়।

“জ্যৈষ্ঠমাসি সিতে পক্ষে যজ্ঞী চারণ্যসংজ্ঞিতা।

ব্যজনৈককরাত্তম্যসংজ্ঞিত বিপিনে স্রিয়ঃ ॥

তাং বিদ্যাবাসিনীং যজ্ঞীং স্রিয় আরাধয়তি চ।

কন্দমূলকলাহার্য লভতে সন্ততিং শুভাং ॥” (তিথিতত্ত্বে)

এই যজ্ঞের পূজার বিধান এইরূপ—

যজ্ঞী তিথিতে স্নান স্নানিয়া যথাবিধানে স্তুতিবাচন করিয়া সঙ্কর করিবে। বিষ্ণুসমোহত জ্যৈষ্ঠে মাসি শুক্রে পক্ষে যজ্ঞাং (তিথৌ) অমুকগোত্রা ত্রীমুকৌ দেবৌ শুভসন্ততিপ্রাপ্তিকামা গণ-
পত্যা নিনানাদেবতাপূজাপূর্বক-বিদ্যাবাসিনীং স্বন্দযজ্ঞীং পূজয়িষ্যে।

এইরূপে সঙ্কর করিয়া আসনভুজি, জলভুজি ও গণেশাদি দেবতার পূজা করিয়া পরে যজ্ঞের ধ্যান করিয়া পূজা সমাপন করিবে। ধ্যান—

ওঁ বিজ্ঞানং যুবতীং যজ্ঞীং বরাত্তম্যতং স্মরেৎ।

গৌরবর্ণাং মহাদেবীং নানালঙ্কারভূষিতাং।

দিব্যবস্ত্রপরিধানাং বামক্ৰোড়ে সুপত্রিকাং।

প্রসন্নবদনাং নিত্যাং জগদ্ধাত্রীং সুখপ্রদাং ॥

সর্বলক্ষণসম্পন্নাং পীনোন্নতপয়োধরাং।

এবং ধ্যয়েৎ স্বন্দযজ্ঞী সর্বদা বিদ্যাবাসিনীম্ ॥

এই ধ্যানে যথাবিধানে পূজা করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিবে। প্রণাম মন্ত্র—

“জয় দেবি জগদ্ব্যক্তজগদানন্দকারিণি।

প্রসীদ মম কল্যাণি নমস্তে যজ্ঞীদেবি! তে ॥”

ঐই মন্ত্রে প্রণাম করিয়া ব্রতকথা শ্রবণ করিবে। তদ্বিষয়-পুরাণে এই দেবীর ব্রতোপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।

বিবিধ যজ্ঞী—ভাদ্রমাসের শুক্লাষটীয নাম অক্ষয়াযজ্ঞী। এই যজ্ঞী তিথিতে স্নানদানাদি যাহা কিছু অসুষ্ঠান করা হয়, তাহা অক্ষর হইয়া থাকে। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাষটীয নাম শুভযজ্ঞী। এই দিনে শিবা-শাস্তি করিতে হয়। চৈত্রমাসের শুক্লাষটীকে স্বন্দযজ্ঞী কহে। এত তিথিতে কার্তিকের পূজা করিলে ইহকালে সুখ ও সৌভাগ্য এবং অন্তকালে বৈবৃদ্ধপ্রাপ্তি হয়।

“যেয়ং ভাদ্রপদে শুক্লাষটী ভরতসন্তম।

স্নানদানাদিকং ভদ্রং সর্বমক্ষয়ন্ত্যেতে ॥

যেয়ং মার্গশিরে মাসি যজ্ঞী ভরতসন্তম।

পুণ্য্য পাপহরা ধন্য শিবা-শাস্তা শুভপ্রিয়া ॥

যজ্ঞাং স্বন্দযজ্ঞী কর্তব্য্য পূজা সর্বোপকারিকা।

ইতৈব সুখসৌভাগ্য্য মন্ত্রবিস্তৃপুং ব্রজেৎ ॥” (তিথিতত্ত্বে)

পুত্রকল্পাদির জন্মের পর ষষ্ঠ দিন রাত্রিকালে স্তুতিকাগুহে যজ্ঞী পূজা করিতে হয়। ইহাকে স্তুতিকায়জ্ঞীপূজা কহে। কিন্তু বাব-হার দেখিতে পাওয়া যায় যে, অশোচের পর অর্থাৎ ৩১ দিনে যজ্ঞীপূজা হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের পুত্র জন্ম হইলে ১১ দিনে এবং কত্থা হইলে ৩১ দিনে যজ্ঞীপূজা হইয়া থাকে। অক্ষর বর্ণের পুত্রকত্থা উভয়স্থলেই ৩১ দিনে পূজা হয়। পুত্রকত্থা কমিলে পিতার অশৌচ হয়; কিন্তু অশৌচ হইলেও এই যজ্ঞীপূজা

কালে তাহার তাৎকালিকী শুদ্ধি হইয়া থাকে। এই শুদ্ধি ছয় দিন লক্ষ্যে বৃদ্ধিতে হইবে। ঐ দিন রাত্রিকালে যষ্ঠীপূজা করিয়া রাত্রিকাগরণ এবং জাতিশিশুর সমীপে খড়গাদি রাখিতে হয়।

“হৃতিকাবাসনিলয়া জন্মানানন্দেবতাঃ।

তাসাং বাগনিমিত্তস্ত শুদ্ধির্জন্মানি কীর্তিতা ॥

যঠেহুহি রাঞৌ যাগন্ত জন্মানানন্দ কারয়েৎ।

রক্ষণীয়া তথা যষ্ঠী নিশাং তত্র বিশেষতঃ

রাম! জাগরণং কথ্যঃ জন্মানানন্দে তথা বলিঃ ॥

পূজাশৌচমধ্যে দোষাত্মকঃ।

“অশৌচে তু সমুৎপন্নো পুত্রজন্ম যদাভবেৎ।

কর্তৃত্বাত্‌কালিকী শুদ্ধিঃ পূর্বাশৌচাবিশিষ্টাতি ॥

নিশি জাগরণং কথ্যঃ খড়গাদি ধাৰ্য্যঃ সমীপতঃ।

আবাহ। পূজারদেবীঃ গণেশং মাতরং গিরিং ॥” (কৃত্যতত্ত্ব)

কোন কোনস্থলে পুত্রকৃত্যজননের যষ্ঠদিনে রাত্রিকালে যষ্ঠীদেবীর উদ্দেশে অষ্টোত্তরশত বকুল পত্র দ্বারা হোম হইয়া থাকে এবং এই দিন হইতে প্রতিদিন সায়াংকালে যষ্ঠীর স্তব এবং আপহৃত্যর স্তব প্রভৃতি হৃতিকাগৃহে প্রস্থতি শ্রবণ করিয়া থাকে। যষ্ঠদিন হৃতিকা যষ্ঠীপূজা না হয়, ততদিন প্রস্থতি হৃতিকাগৃহে অবস্থান করে।

হৃতিকা যষ্ঠী পূজার বিধান বা পদ্ধতি এইরূপ লিখিত আছে, যথা—

পূজাদি জন্মের যষ্ঠদিবসীয় রাত্রিতে প্রদোষকালে পিতা কৃতজ্ঞান হইয়া পূর্বমুখে স্বস্তিবাচন করিবেন। তৎপরে সঙ্কর করিতে হয়, যথা, বিষ্ণুরাম্য তৎসদোমন্ত অমুকে মাসী অমুকে পক্ষে অমুকে তিপো অমুকগোত্রস্ত মম অভিনবজাত-নবকুমারস্ত সংরক্ষণকামঃ হৃতিকাগারদেবতাপূজনমহং করিষ্যে, তৎপরে সঙ্করহৃত পাঠ করিয়া হৃতিকাগৃহ দ্বারে ক্ষেত্রপালের পূজা করিবে। পরে মাষভক্ত লইয়া এবং মাষভক্ত বলিঃ ও ক্ষেত্রপালার নমঃ, এই “মন্ত্রে প্রদান করিয়া প্রার্থনা করিবে।

“ও ক্ষেত্রপাল নমস্তভ্যং সর্কশান্তিকলপ্রদ।

বালস্ত বিয়নাশার মম গৃহস্থিৎ বলিঃ ॥”

পুনরায় মাষভক্ত বলি গ্রহণ করিয়া এবং মাষভক্তবলিঃ ও ভূতদৈত্যাপিশাচাদি গর্হকর্যকর্যাকসেভ্যো নমঃ, এই বলিয়া উৎসর্গ করিয়া প্রার্থনা করিতে হয়।

“ও ভূতদৈত্যাপিশাচাভ্যাগর্হকা বর্হকর্যকসাঃ।

ওভং কুর্কন্ত তে সর্ক মম গৃহস্থিৎ বলিঃ ॥

এব মাষভক্ত বলিঃ ও পূর্বাদি স্বস্থানবাসিনো নমঃ।

ও পূর্বাদিঃ কবিভাগেশু স্বস্থানপ্রতিবাসিনঃ।

শান্তিঃ কুর্কন্ত তে সর্ক মম গৃহস্থিৎ বলিঃ ॥

এব মাষভক্ত বলিঃ যোগিনীডাকিনীভ্যো নমঃ।

বালস্ত বিয়নাশার মম গৃহস্থিৎ বলিঃ ॥

এব মাষভক্তবলিঃ ও আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ

ও আদিত্যাদি গ্রহা যে চ নিত্যং স্বস্থানবাসিনঃ।

শান্তিঃ কুর্কন্ত তে সর্ক মম গৃহস্থিৎ বলিঃ ॥”

তৎপরে ইন্দ্রাদি দশদিকপালের পূজা করিয়া দ্বারপালগণের পূজা করিবে—

“ও দ্বারপাল নমস্তভ্যং সর্কোপদ্রবনাশনঃ।

বালস্ত বিয়নাশার পূজাং গৃহস্থিরোত্তম।

তৎপরে জন্তাসুরের পূজা করিতে হইবে।

“ও জন্তাসুর মহাবীর সর্কশান্তিকলপ্রদ।।

রক্ষ মম বালং স্বং পূজাং গৃহস্থিৎ ॥”

দ্বারদেশে এই সকল পূজা করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘটহাপনপূর্বক সামান্তপূজাপদ্ধতির নিয়মামুসারে আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিকপাল প্রভৃতির পূজা করিবে। তৎপরে যষ্ঠী পূজা করিতে হয়।

যষ্ঠীর ধ্যান—

দ্বিত্বজাং হেমগোরাঙ্গীং রত্নালঙ্কারভূষিতাং।

বরদাতরহস্তাক শরচ্ছত্রনিভাননাং ॥

পীতবস্ত্রপরিধানাং পীনোন্নতপর্যোধরাং।

অক্লান্তিতম্ভঃ যষ্ঠীমমূল্যং বিচিত্রং ॥”

এই ধ্যানে যথাবিধানে ও যথাসক্তি উপচারদ্বারা যষ্ঠীর পূজা করিয়া প্রার্থনা করিবে।

“ও গোষ্ঠ্যারঃ পুত্রো যথা কলঃ শিশুঃ সংরক্ষিতস্তয়া।

তথা মমাপ্যয়ং বালো রক্ষ্যতাং যষ্টিকে নমঃ ॥”

তৎপরে ও যষ্টৌ নমঃ, এই মন্ত্রে তিনবার পূজা করিয়া

প্রণাম করিবে। প্রণাম মন্ত্র—

“জন্ম দেবি জগন্মাতার্জগদানন্দকারিণি।

প্রসীদ মম কল্যাণি নমস্তে যষ্ঠীদেবি তে ॥

ও ধাত্রী স্বং কান্তিকেরস্ত যষ্ঠী যষ্ঠীতি বিশ্রুতা।

দীর্ঘায়ুর্ভূত নৈকজাং কুরুষ মম বালকে ॥

জননীসর্কভূতানাং সর্কবিয়কর্যকরী।

নারায়ণস্বরূপেণ মৎপুত্রং রক্ষ সর্কতঃ ॥

ভূতদৈত্যাপিশাচোভ্যো ডাকিনীভ্যোহপি সঙ্কটাং।

হৃতং মেহস্ত ওভং দম্বা রক্ষ দেবি নমোহস্ত তে ॥”

এইরূপে প্রণাম করিয়া যষ্ঠী দেবীর নিকট বর প্রার্থনা করিবে। যথা—

“স্বপং দেহি যশোদেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে ॥”

তৎপরে কাষ্টিকের পূজা করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়। প্রণামমন্ত্র—

“কাষ্টিকের মহাভাগ গৌরীকরণনন্দন।

তুমার রক্ষ মে পুত্রঃ ধর্মহন্ত নমোহস্তিতে ॥”

তৎপরে জন্মদা দেবীর পূজা করিবে। প্রণাম মন্ত্র—

“ও বা জন্মদেতি বিখ্যাতা শুভলা ভূবি পূজিতা।

করোতু সর্বদা রক্ষাং বালন্ত স্তুতিকাগুহে-”

তৎপরে ঘোগিনী, ডাকিনী, রাক্ষসী, জাতহারিণী, বাল-
ধাতিনী, ঘোমা, শিশিতাণনা, বহুদেব, দেবী, বশোদা ও নন্দ
এই সকলকে পূজা করিতে হয়।

তৎপরে বাজনন্য বস্ত্রের উপর বালককে রাখিয়া ষষ্ঠীদেবীর
পাদদেশে সমর্পণ এবং এষ্ট মন্ত্র পাঠ করিতে হয়—

“জননীসর্বভূতানাং লোকানাং হিতকারিণী।

বাজনন্ত রক্ষ পুত্রঃ তব পাদে সমর্পিতঃ ॥”

তৎপরে নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া বালকের সর্বাঙ্গ হস্ত দ্বারা
স্পর্শ করিবে। মন্ত্র যথা—

“মাথুঃ মঙ্গলং যজ্ঞ বিষ্ণোরতুলভেজসঃ।

হরন্ত মঙ্গলং যজ্ঞ সর্বং ভবতু মে স্তুতে ॥

রক্ষাং করোতু ভক্ষ্যন্ত বহরূপী জনাঙ্গিনঃ।

বরাহরূপধ্বং দেবঃ শিশুঃ রক্ষতু কেশবঃ ॥

নখাগ্রৈর্ঘোষবিদারিতবৈরিবক্ষঃস্থলো হরিঃ।

নৃসিংহরূপী সর্বত্র সখ্যং রক্ষতু কেশবঃ ॥

শুদং সমর্থং পাতু জন্মবৈষ্ণব জনাঙ্গিনঃ।

রক্ষ বাহুং প্রবাহক মনঃ সর্বেজ্জিরাপি চ ॥”

ইহার পর, বস্ত্রে বিস্তৃত দ্বাদশ নাম লিখিয়া শিশুর মস্তকে দিতে
হইবে। এই দ্বাদশ নাম যথা, কেশব, অক্ষাত, পদ্মনাভ, গোবিন্দ,
ত্রিবিক্রম, ক্ষুরীকেশ, পুণ্ডরীকাক্ষ, বাহুদেব, নাগায়ণ, হরগৌরব,
ও বামন। তৎপরে যথাক্রমে ত্রিলোচনা, অম্বখামা, বলি, ব্যাস,
হরুমান, বিভীষণ, রূপ ও পরশুরাম এই সপ্ত চিরজীবীর পূজা
করিতে হইবে। ষষ্ঠীর বাহন কৃষ্ণমাক্ষার ও অম্বখামাকেও পূজা
করিতে হয়। এইরূপে পূজা শেষ করিয়া দক্ষিণা, শান্তি ও অজি-
তাবধারণ করিবে। (কৃত্যতত্ত্ব)

যে স্থলে ষষ্ঠীর প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া পূজা করা হয়, তথায়
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ও বিসর্জন করিতে হয়। ষষ্ঠী ঠাকুর জলে বিসর্জন
করিবার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় না, অম্বখামার তলায় ঐ
ঠাকুর রাখিয়া আসা হয়, লোকে ঐ স্থানকে ষষ্ঠীতলা কহে।

২ চন্দ্রের ষষ্ঠকলা-ক্রিয়াক্রম তিথিবিশেষ, ষষ্ঠী তিথি, শুক্লা
ও কৃষ্ণা ভেদে এই তিথি বিবিধ। চন্দ্রের বৃদ্ধাশুভল ষষ্ঠকলা
ক্রিয়াক্রম যে তিথি তাহাকে শুক্লা ষষ্ঠী এবং চন্দ্রের হ্রাসাশুভল ষষ্ঠ

কলা ক্রিয়াক্রম কে তিথি তাহাকে কৃষ্ণাষষ্ঠী কহে। এই তিথি
সপ্তমীযুক্ত ঋতু, অর্থাৎ যে দিন ষষ্ঠী সপ্তমীর সহিত যোগ হয়,
সেই দিনই ষষ্ঠী-বহিত কাধ্যাদি হইবে।

“সাত ষষ্ঠীযুতা গ্রাহ্যা যুগ্মাং” (তিথিতত্ত্ব)

শারদীয়া দুর্গাপূজাকালে নবমীর দিন বোধনের ব্যবস্থা
আছে, যদি নবমী তিথিতে বোধন না হয়, তাহা হইলে ষষ্ঠী
তিথিতে সায়াংকালে বোধন করিতে হয়।

“নবম্যাং বোধনানামর্থোক্ত ষষ্ঠ্যাং সায়াং বোধনং যথা ভাব্যে—
‘ষষ্ঠ্যাং বিষতমৌ বোধঃ সায়াংসম্যাক্ষ কুরুয়েৎ।’ নবমীতে বোধনে
‘ইথে মাজসিতে পক্ষে নবম্যাক্ষাব্যোগতঃ।’ এই মন্ত্রস্থলে—‘অহ-
মপ্যাম্বিনে ষষ্ঠ্যাং সায়াংকালে বোধনাম্যতঃ।’ এই মন্ত্র পাঠ করিবে।

ষষ্ঠীর সায়াংকালে বোধন করিতে হয়। যদি ষষ্ঠী পূর্ণ দিন
সায়াংকাল প্রাপ্ত হয় এবং পরদিন না পায়, তাহা হইলে পূর্ণদিন
সায়াংকালে বোধন হইবে। পরদিন আমন্ত্রণ ও অধিবাস বিধেয়।
যদি উভয় দিনই সায়াংকালে ষষ্ঠীতিথি প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে
পরদিন পূর্বাঙ্কে ষষ্ঠী তিথিতে বোধন হইবে।

“পত্নীপ্রবেশপূর্ণদিনে সায়াংষষ্ঠীলাভে একদৈবোভয়করণং,
যদা পূর্ণদিনে সায়াংষষ্ঠীলাভঃ তদা পূর্ণোজ্ঞাক্ষোদনং পরদিনে
সায়ামমন্ত্রণং। যদাভূতমদিনে সায়াংষষ্ঠীলাভঃ পরদিনে পূর্বাঙ্কে
ষষ্ঠ্যাং বোধনং। ‘বোধয়েষিষণায়াং ষষ্ঠীং দেবীং কলেশু চ।’

(তিথিতত্ত্ব) [বোধন ও দুর্গোৎসব দেখ]—

জ্যোতিষে লিখিত আছে যে, ষষ্ঠীতিথিতে জন্ম হইলে জাতক
বিদ্বান্, চতুর, শ্রেষ্ঠ, সুকীর্তি, দীঘবাহু, ত্রণাক্তিত্রাণ, সত্যবাদী,
ধন ও পুত্রবিশিষ্ট ও দীর্ঘায়ু হয়।

“বিদ্বান্ বরিশ্চতুরঃ সুকীর্তিঃ প্রলম্ববাহুঃ শকীর্ণগাত্রঃ।

সত্যপ্রতিষ্ঠো ধনপুত্রযুক্তো ষষ্ঠীপ্রসূতো মহামুখিরাযুঃ ॥”

(কৌশীপ্রদীপ)

এই তিথিতে যাত্রা করিতে নাই, করিলে ব্যাধি হয়।

“পঞ্চম্যামীপ্ততার্থঃ স্রাং ষষ্ঠ্যাং ব্যাধিযুক্তো ভবেৎ।

ষষ্ঠাষ্টমীষাদশীষু ন গচ্ছেৎ ত্রিদিনম্পৃশি ॥” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

ষষ্ঠীজায় (ত্রি) ষষ্ঠী ষষ্ঠসংখ্যাকা জায় যত। যাহার ছয়টি
ক্রী আছে।

ষষ্ঠীদাস (পুং) ১ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ, জ্যোতিঃ-
সংগ্রহকার। ২ মৃতবিদ্বান্ সঙ্কত কাব্যরচয়িতা, ইহার পিতার
নাম জয়কৃষ্ণ। পদ্মাবদীতে ইহার কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

ষষ্ঠীপ্রিয় (পুং) স্বন্দ, কাষ্টিকের। (মহাভারত)

ষাট্ (অব্যয়) সোধোদন।

ষাট্ কৌশিক (ত্রি) ছয় কোষযুক্ত (শরীর)। [কোষ দেখ]

ষাট্ পৌরষিক (ত্রি) ষট্ পুরুষসংখ্যক।

বাইট (দেশজ) বষ্টিশব্দের অপভ্রংশ, ৬০ সংখ্যা।
 বাড়ব (পং) ১ গান। ২ রস। ৩ রাগের জাতিবিশেষ; ইহা ছয়টি স্বর ও রাগিণী সম্বলিত।

“ঐড়বঃ পঞ্চভিঃ প্রোক্তঃ স্বরৈঃ ষড়্ভিত্ত্ব বাড়বঃ।

সম্পূর্ণঃ সপ্তভিঃ এবং রাগত্রিধা মতঃ।” (সঙ্গীতদর্পণ)
 ৪ মধুরান্নসংযুক্ত খাদ্যদ্রব্য বিশেষ, খাড়ব। কতিপয় মধুরান্ন ফলের সহিত লবণ ও সুগন্ধি দ্রব্যের সংমিশ্রণে এইখাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

মাড়বিক (পং) মিষ্টান্নবিক্রেতা।

মাড়গুণ্য (কৌ) ষড়্গুণ্য এবং (চাতুর্বর্ণ্যাদীনাং স্বার্থে। পা ৫।১।২২৪) ইত্যন্ত ব্যক্তিকোক্ত্য। যাঞ্। রাজ্যরক্ষার্থ রাজগণের অবলম্বিত ষড়্বিধ উপায়। মহাভারতে রাজ্যরক্ষার্থ সন্ধি, বিগ্রহ অর্থাৎ যুদ্ধযাত্রা, বৈরিতাকরণান্তর দৃঢ়ভাবে স্বস্থানে অবস্থান, শত্রুকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত বহুল যানবাহনাদি প্রদর্শন পূর্বক স্বস্থানাবস্থিতি, বৈধীতাব অর্থাৎ সন্ধি ও বিগ্রহ। এই উভয়ভাব প্রদর্শন পূর্বক অবস্থান এবং কোন হুগাদিসংশ্রয় বা অন্ত কোন বলবান রাজ্যধিরাজের আশ্রয় গ্রহণ, এই ছয় প্রকার উপায় নির্দিষ্ট আছে।

“ষাড়্গুণ্যমুপযুক্তীত শত্ৰুপক্ষে রসায়নম্।

অবস্ত্যন্তৈবমজানি স্থানানি বলবন্তি চ॥” (মাঘ ২।৯৩)

ষাড়্গবিক (ত্রি) ইন্দ্রিয় ষড়্গবর্ণের বিষয়, ছয়টি ইন্দ্রিয়ের গ্রহণীয় ছয়টি বিষয়। যেমন, ভ্রাণের বিষয় গন্ধ, রসনায় বিষয় আশ্বাদ ইত্যাদি। (ভাগবত ১।৩।৩৬)

ষাড়্গবিধ্য (কৌ) ছয় প্রকারভাব, ছয় রকমের জার।

(মহু ৮।৭৬ কুল্লুক)

ষাণ্ড্য (কৌ) ১ ষণ্ডতা, ক্রীষত্ব। (সুশ্রুত) ২ লিঙ্গের অঙ্গুষ্ঠান।

ষাণ্মাতুর (পং) ষাণ্মাতৃ নামপত্যমিতি ষাণ্মাতৃ-অণ্ (মাতৃকং সংখ্যা সংভ্রূপূর্ণায়াঃ। পা ৪।১।১১৫) উকারশচাত্তাদেশঃ। কাঙ্ক্ষিকৈয়। ইনি কৃত্তিকাদি ছয় জনের স্তন্য পান করিয়া জীবন ধারণ করেন বলিয়া এই নামে অভিহিত হন।

[কাঙ্ক্ষিকৈয় ও ষড়ানন দেখ।]

ষাণ্মাসিক (ত্রি) ষাণ্মাস-ঐচ্ (পা ৫।১।৮৩)। ছয় মাস সম্বন্ধীয়, ষষ্ঠ মাসাতীতে অর্থাৎ ছয় মাসের পর দেয় বিষয়। মহুতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, উৎকৃষ্ট কণ্ঠ্যচারীকে ভূতি স্বরূপ প্রত্যহ ছয়পণ এবং গৃহাদি সম্ব্যাজ্জক ও ভায়বাহী প্রভৃতি নিকৃষ্ট ভূতাদিগকে এক মাস অন্তর দ্রোণপরিমিত খাদ্য এবং ছয়মাস ব্যবধানে দুই খানি করিয়া বস্ত্র প্রদান কর্তব্য।

“পণো দেয়োহবকষ্টস্ত ষড়্ং কষ্টস্ত বেতনম্।

ষাণ্মাসিকস্তথাচ্ছাদো ধাত্ত্রোণঞ্চ মাসিকঃ॥” (মহু ৭।১২৬)

ষাণ্মাস্ত্র (ত্রি) ষাণ্মাস যৎ (পা ৫।১।৮৩) ষাণ্মাসিক, ছয় মাস সম্বন্ধীয়।

ষাণ্মগনিত্ত্বিক (ত্রি) ষণ্মগনবিধায়ক শাস্ত্রের বাণ্য হইতে উৎপন্ন।

“ষণ্মগনোবিধায়কঃ শাস্ত্রঃ ষাণ্মগনং তত্ত ব্যাখ্যানস্তত্র ভবো

বা ষাণ্মগনিত্ত্বিকঃ।” (সিদ্ধান্তকো)

ষাণ্মিক (ত্রি) ষষ্টিসম্বন্ধীয়।

ষাণ্মিপথ (ত্রি) ষষ্টিপথঃ বেত্তি অধীতে বা ষষ্টিপথ অণ্। যিনি ষষ্টিপথ জানেন বা অধ্যয়ন করেন।

ষাঠ (ত্রি) ষষ্ঠ-অণ্ স্বার্থে। ১ ষষ্ঠ, ছয় সংখ্যার পুরক।

(ষষ্ঠষ্টমাংখ্যক। পা ৫।৩।৫০) ইতি ঐ। (পং) ২ ষষ্ঠ ভাগ, ছয় ভাগের ভাগ। (সিদ্ধান্তকোমুদী)

ষিড়্গ (পং) ষিট্ অনাদরে বাহুল্যক্য অতোহপি গন্ সয্যভাবশ্চ (উণ্ ১।২৩ টীকা) ১ কামুক, লম্পট, চলিত লোকা। পথ্যায়—বিদগ্ধ, নাগর, ভবিল, ছিহর, বিট, ব্যলীক, বট প্রভৃ, কামকৈলি, বিদূষক, পীঠকৈলি, পীঠমর্দ, পল্লবক।

“স্তম্বেষমঃ পরিগিনংসুরসাবুপাতি

ষিড়্গৈরগজত সসম্মমমেব কাচিং॥” (মাঘ ৫।৩৪)

যু (পং) গর্ত্তবিমোচন। (একাক্ষরকোষ)

যু (কৌ) গর্ত্তবিমোচন।

যোড় [যোড়ং দেখ।]

যোড়ং (ত্রি) ষট্ দস্তা অস্ত (ষষউত্বং দতৃশদ্যাহতরপদাদেট্ ষক। পা ৬।৩।১১ ব্যক্তিক) ইতি ষষ অন্তস্ত উত্বঃ উত্তবপতাদেট্ ষাৎ দস্ত ডঃ। ছয়টি দস্তবিশষ্ট বৃষ। (হেম)

যোড়শ (ত্রি) যোড়শাণাং পুরণঃ যোড়শন্ উট্ (সিদ্ধান্তকো)

যোল সংখ্যার পুরক, যে যোল সংখ্যার পুরণ করে।

যোড়শক (ত্রি) যোড়শ সংখ্যা, যোল সংখ্যা, ১৬।

“ত্বেহরাজঃ যোড়শকজিচ্ছ্রশালা ভবেদগভী।” (বৃহৎসং ৫।২৫)

যোড়শকল (ত্রি) ১ যোড়শ কলাবিশিষ্ট, যোলকলাবিশিত, বাহার ১৬টি কলা বা অংশ আছে। (পং) ২ চক্ষু। ৩ ভগবানের বিরাট্ মূর্ত্তি ভেদ। ইহাতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত, এই যোড়শ কলা বা অংশ বিস্তারমান থাকায় একরূপ কল্পিত হইয়াছে।

“জগৎ পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহাদার্জিকঃ।

সমুত্তং যোড়শকলমাদৌ লোকসিন্ধুক্ষয়া॥” (ভাগবত ১।৩।১)

যোড়শকলা (কৌ) যোড়শ সংখ্যাবিশিত কলা, চক্ষুসমূহের ১৬টি অংশ। তত্ত্বসারে উক্ত হইয়াছে যে, প্রাণ প্রতীক্টিপূর্বক নিম্নোক্তরূপে মন্ত্রপাঠ করিয়া উক্ত কলা বা অংশগুলির যথাবিধানে পূজা করিতে হয়। মন্ত্র যথা—“অং অমৃতাতৈ নমঃ” এইরূপ আং মানদাতৈ, ইং পূষাতৈ, জং তুষাতৈ, উং পুঠৈ, ঊং রতৈ, ঋং ধৃতৈ, ঌং শনিতৈ, ৯ং চক্ষিকাতৈ, ৯ং কাটৈ, এং জ্যোৎস্নাতৈ, ঐং

শ্রীমৈ, ওং প্রীতৈ, ওং অঙ্গদায়ৈ, অং পূর্ণায়ৈ, অং পূর্ণামিতায়ৈ
বলিয়া প্রত্যেকের শেষে নমঃ শব্দ উচ্চারণ করিতে হইবে। শক্তি
অঙ্কসারে সৃষ্টকভাবে প্রত্যেকের আবাহন করিয়া গন্ধাধিয়ার
পূজা করা যায়।

ষোড়শগৃহীত (ত্রি) আদ্যত যোড়শবলি। (শতপথব্রা ৯২২২২)
ষোড়শদান (ক্ৰী) যোড়শ প্রকার দানম্। শ্রাদ্ধাদি কালে
যে যোড়শ প্রকার দ্রব্য। এই দ্রব্য গুলি দান করিতে হয়—

১ ভূমি, ২ আসন, ৩ জল, ৪ বস্ত্র, ৫ নীপ, ৬ অন্ন ৭ তাম্বুল,
৮ ছত্র, ৯ গন্ধ, ১০ মালা, ১১ ফল, ১২ শয্যা, ১৩ পান্থকাযুগল,
১৪ ধোত, ১৫ হিরণ্য ও ১৬ রজত। (তুঙ্গভট্ট)

গয়াশ্রাদ্ধপদ্ধতিতে যোড়শ দান সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বোলটি দ্রব্য
বিহিত হইয়াছে। যথা—অৰ্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাংস্ত, গো, হস্তী,
অশ্ব, গৃহ, ভূমি, বৃষ, বস্ত্র, শয্যা, ক্ষেত্র, পান্থকাযুগল, দাসী ও
অন্ন। (বায়ুপুরাণ গয়ামাহাত্ম্য)

ষোড়শধা (অব্য) যোড়শ প্রকার, বোল রকম।

ষোড়শন্ (ত্রি) ষট্ চ দশ চ (পুৰোদারাদীনি যথোদিতম্। পা
৩৩১০২) ১ ষড়্বিক দশ, চলিত বোল সংখ্যা, ১৬।
২ যোড়শ কলা। ৩ যোড়শ মাতৃকা। (কবিকল্পতরু)

ষোড়শভাগ (পুং) ষোল্ভ ভাগ, ১৬টা অংশ। (বৃহৎসং ৪৩৪০)

ষোড়শপিণ্ড (পুং) পিণ্ডদানক্রিয়াবিশেষ, উনবিংশতি পিণ্ড-
দানক্রিয়া, ইহাটুক যোড়শ পিণ্ডদান কহে। এই শব্দটি পারি-
ভাসিক, অর্থাৎ উনবিংশতি পিণ্ডের নামই যোড়শপিণ্ড,
প্রত্যেকের অমাবস্তায় এবং তীর্থ প্রাপ্তিতে যথাবিধানে পার্শ্ব
শ্রাদ্ধ করিয়া ১৯টি পিণ্ড দান করিতে হয়। প্রত্যেকশিলোক্তরীতি
দ্বারা দ্বাদশ পিণ্ড ও যোড়শ পিণ্ড প্রদান করিবে। গয়াতে প্রোত-
শিলায় যে রীতি ক্রমে মাতৃষোড়শী ও পিতৃষোড়শী মন্ত্র দ্বারা
যোড়শ পিণ্ডদান করিতে হয়, সেই ও শালী অঙ্কসারে এই পিণ্ড-
দান করা বিধেয়, এই শব্দ পঞ্চাশ্রদ্বয়ের দ্বারা পারিভাসিক
বুঝিতে হইবে। (তিথিতত্ত্ব)

যথা বিধানে পার্শ্ব শ্রাদ্ধ শেষ করিয়া যোড়শ পিণ্ডদান
করিবে, ইহাতে প্রথমে দক্ষিণাঙ্গ পাঁচটা রেখা করিবে, তৎপরে
৬টা রেখা অঙ্কিত করিলে ২০টী বর হইবে। এই সকল স্থলে
কুশা আশ্রয়ণ করিয়া দিবে। তৎপরে ঐ আশ্রিত কুশ তিলমুক্ত
জলদ্বারা মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃপুরুষগণের অর্চনা করিবে।
মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃকুল, মাতৃকুল ও বহুকুলের গতিহীন
ব্যক্তিদিগকে আবাহন করিবে, এবং ঐ কুশার উপর তিল
ছড়াইয়া দিবে। তৎপরে দক্ষিণাঙ্গ দ্বারা ১৯টি রেখা অঙ্কিত
করা উপর সতিল জল দিতে হইবে। কুশের যথাবিধানে যতাদি
দ্বারা পিণ্ড মাখিয়া ১৯টি পিণ্ড প্রস্তুত করিবে। পরে কুশার মূল

স্থান হইতে ক্রমশঃ এক একটা মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃরীতি ক্রমে
পাঁচটা করিয়া তিন পঙ্ক্তির পনরটা বস্ত্র এবং নৈঋত্যাঙ্গ-
স্থিত ঘরটী বাদ দিয়া পশ্চিম পার্শ্ব শেষ পঙ্ক্তির চারি বস্ত্র
এই ১৯টি পিণ্ড দিতে হইবে।

১৯টা মন্ত্রপাঠ করিয়া এই যোড়শ পিণ্ডদান করিবে। শ্রাদ্ধ-
তত্ত্ব ও শ্রাদ্ধপদ্ধতিতে এই মন্ত্র বর্ণিত হইয়াছে, বাহ্যভাগে এই
স্থলে লিখিত হইল না। তীর্থস্থলে তীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্তক শ্রাদ্ধ ও
মহালয়ার পার্শ্ব করিয়া এইরূপে যোড়শপিণ্ড দিবে।

যোড়শভূজ (ত্রি) যোড়শ হস্তবিশিষ্ট, বাহার ১৬ খানি হাত
আছে।

যোড়শভূজা (ক্ৰী) যোড়শ ভূজা যতঃ। যোড়শহস্তভূজা হুগা।

কালিকাপুরাণে এই দেবী পূজাবিধি নিম্নোক্ত রূপে বর্ণিত
হইয়াছে। যথা—আবিন মাসের কৃষ্ণকাদমীতে উপবাসী থাকিয়া
থাকিয়া পরদিন দ্বাদশীতেও সমস্ত দিনান্তে রাত্রিকালে হবিষ্যন্ন-
ভোজন করিয়া থাকিতে হইবে; পরে চতুর্দশীর দিন যথাবিধানে
মহামায়ার বোধন সমাপনাতে নৈবেদ্যাদি নানাবিধ উপকরণ দ্বারা
গীতবাদনাদি পূর্বক তদীয় পূজা সমাধা করিতে হইবে। পরদিন
অমাবস্তা হইতে পরপক্ষীয় শুক্লা নবমী পর্যন্ত দিবাভাগে উপবাসী
থাকিয়া রাত্রিতে হবিষ্যন্ন ভোজন করিতে হইবে। স্নোষ্ঠা
নক্রে আরম্ভ করিয়া উত্তরায়ণের পূজা সমাপনপূর্বক শ্রবণায়
বিসর্জন দিতে হইবে। (কালিকাপুরাণ)

যোড়শম (ত্রি) যোড়শ সংখ্যার পুরক, যে যোড়শ বা ষোল
সংখ্যার পূরণ করে।

যোড়শমাতৃকা (ক্ৰী) যোড়শসংখ্যাকাঃ মাতৃকাঃ। গোবী
প্রভৃতি ষোলটা দেবী। যথা—গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী,
বিষ্ণুয়া, জ্ঞান, দেবদেবী, যথা, বাহা, হস্তী, শক্তি, পুষ্টি, যতি,
ভূষ্টি ও আয়মেবতা।

যোড়শাঙ্কিক্রতু (পুং) যোড়শ অঙ্কিভো যত্ তান্শঃ ক্রতুঃ।
যোড়শ পুরোহিতসাধ্য যাগবিশেষ, জ্যোতিষ্টোম যাগ।

(ভারত শাস্ত্রিপং মোক্ষং ১০৫ অ° নীলক°) [জ্যোতিষ্টোম দেখ]

যোড়শবিধ (ত্রি) যোড়শবিধা যত্। যোড়শ প্রকার, ১৬ রকম।

যোড়শসহস্র (ক্ৰী) যোড়শাংসং সহস্রং। ১৬ হাজার।

যোড়শাংশ (পুং) যোড়শোংশঃ। যোড়শ ভাগ, ১৬ ভাগ।
১৬ ভাগের এক ভাগ।

যোড়শাংশ (পুং) যোড়শ অংশবো যত্। ১০ ভাগ। (শব্দমালা)
(ত্রি) ২ যোড়শকিরণযুক্ত।

যোড়শাংহি (ত্রি) যোড়শপদযুক্ত।

যোড়শাঙ্কর (ত্রি) যোড়শ অঙ্করাণি যত্। ১৬ অঙ্কর বিশিষ্ট
যথা যোড়শাঙ্কর চন্দ্রঃ। (ক্ৰী) ১৬টা অঙ্কর।

ষোড়শাঙ্গ (স্ত্রী) ষোড়শ অঙ্গাদি অঙ্গানি বস্তু। পূর্ণ বিশেষ।
ষোড়শ প্রকার জগদ্বি অঙ্গমিশ্রিত ধূপ। তন্মধ্যে এই ষোড়শাঙ্গ-
ধূপের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—অঙ্গুল, সরল, দাক, পত্র,
বেতচন্দন, হ্রীবেদ, অঙ্কুর, কুট, শুক্ল, ধূনা, ঘন (ব্রত), হরীতকী,
নবী, লাক্ষা, জটামাংসী ও শৈলজ এই ১৬ প্রকার দ্রব্য একত্র
মিশ্রিত করিয়া দ্বিতের সহিত ধূপ প্রস্তুত করিতে হয়। ইহাকে
ষোড়শাঙ্গ ধূপ কহে। ইহা নৈব্য ও পৈত্র্য সকল কার্যে
প্রযুক্ত।

ষোড়শাঙ্গি (পুং) ষোড়শ অঙ্গাদি বস্তু। ১ কর্কট। (হেম)
(ত্রি) ২ ষোড়শ চরণবৃত্ত।

ষোড়শাঙ্গক (পুং) ষোড়শ গুণের চেতনকারী।

ষোড়শাঙ্গন (পুং) ষোড়শ কলা অর্থাৎ পঞ্চভূত এবং একাদশ
ইন্দ্রিয়ের প্রধান।

ষোড়শার (স্ত্রী) ষোড়শ অঙ্গাদি ইবংলানি বস্তু। ১ ষোড়শ দল-
পত্র। ২ জলাশয়েওর্ধ্বে বেদীর উপর প্রয়োজনীয় চক্রবিশেষ।
পঞ্চবর্ণের চূর্ণ দ্বারা বেদীর উপর ভাগে ষোড়শদল পত্রগঠ চক্ৰ-
ধূপ অর্থাৎ চারিটা দ্বারবিশিষ্ট চক্র প্রস্তুত করিতে হইবে।
পরে দ্বারবথ মন্ত্রোক্তপূর্বক ইহাতে প্রত্যেক দিকে সমস্ত
লোকপাল ও গ্রহগণকে বিজ্ঞাস করার ব্যবস্থা আছে।

ষোড়শাঙ্গিস (ত্রি) ষোড়শ অঙ্গাদি বস্তু। ১ ষোড়শ শিখা-
মুক্ত। (পুং) ২ শুক্লগ্রহ।

ষোড়শাবর্ত (ত্রি) ১ ষোড়শ আবর্ত বস্তু। ১ ষোড়শাবর্তন-
বৃত্ত। (পুং) ২ শব্দ।

ষোড়শিক (ত্রি) ষোড়শযুক্ত।

ষোড়শিকা (স্ত্রী) ১ পলপরিমাণ, আটতোলা। (চরক)
২ তোলকবরণপরিমাণ, ছই তোলা। (পরিভাষা-গ্রন্থীপ)

ষোড়শিকাত্র (স্ত্রী) পলপরিমাণ, ৮ তোলা। (বৈদ্যকপরিভাষা)

ষোড়শিন (পুং) সোমরসপূর্ণ বজ্রপাত্রবিশেষ।

ষোড়শিমৎ (ত্রি) সষোড়শিক, পলপরিমিত, আটতোলাবিশিষ্ট।

ষোড়শিস্যামন (স্ত্রী) সামভেদ।

ষোড়শী (স্ত্রী) দশ মহাবিভার মধ্যে এক মহাবিভা।

[দশমহাবিভা দেখ।]

ষোড়শীবিজ্ঞ (স্ত্রী) পলপরিমাণ, আটতোলা। (শালধরন)

ষোড়শোপচার (পুং) ষোড়শ প্রকার পূজোপকরণ, দেবদেবীর
পূজারি উপলক্ষে ব্যঞ্জনত বোল রকম দ্রব্য। নিম্নে দ্ব্যাক্রমে
তাহাদের নাম লিখিত হইতেছে; বধা—আলন, বাগত, পাত,

অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, দান, বসন,
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও বসন।

মক্তিপুজার ইহা অপেক্ষা দ্রব্যসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ব্যতি
হর; বধা—পাত, অর্ঘ্য, আচমনীয়, দান, বসন, ভূষণ, গন্ধ
ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুনরাচমনীয়, মন্ত, তাম্বুল, তর্পণ ও ন
যোড়া (অব্যয়) বস-খাচ্ পূজোবসাদিমাংস লাধু। ছয়
যোড়াত্মক। (পুং) যোড়া বস্তুবিধোক্তাস। বিবিধপূর্বক
মন্ত্রবিজ্ঞাস।

যোল (বিশেষ) ষোড়শ, ১৬ সংখ্যা।

যোলুই (বিশেষ) ষোড়শ, ষোড়শ সংখ্যার পুরক।

যোড়ত (ত্রি) ষোড়শ-অঙ্গ-বর্ধে। (পা ৪৪৩৮) [ষোড়শ

ইত্যম (পুং) ১ চক্র। ২ দ্বিতি।

যৌ, ১ শব্দ। ২ সংখ্যাত। ৩ শব্দসংখ্যাত। তাদি
অক্ অনিট্। লট্ ঙ্যতি। লিট্ টিটৌ। লুট্
লুঙ্ অট্যাদিৎ।

জীব, নিরসন, নিজীবন, চলিত পুথুফেলা। তাদি পরট্
সেট্। লট্ জীবতি। লিট্ টিটৌ, তিটৌ, টি
তিটৌবত্। লুট্ টেবিতা। লুট্ টেবিত্যতি। অ
জীব্যাৎ। লুঙ্ অর্থেবীৎ, অর্থেবিট্যৎ, অর্থেবিব্। সন্ টিটৌ
তিটৌবতি, টুট্যবতি, তুট্যবতি। বঙ্ টেজীব্যতে, তেজী
পিচ্ টেবতি। ক্ টেবিষা, ট্যাবা। ক্ ট্যাত।
পরট্ সন্ সেট্। লট্ জীবতি। লিঙ্ জীব্যাৎ।
জীব্যত্। লঙ্ অজীব্যাৎ। শত্ জীব্যাৎ। অতত্র তাদির চ
জীব, নিরসন। তাদি পরট্ সন্ সেট্। লট্
লিট্ টিটৌ, তিটৌ। লুট্ জীবিতা।

জীবন (স্ত্রী) জল উপলব্ধি, পুংকারকপ, চলিত পুথু

জীবি (ত্রি) নিজীবনযুক্ত।

জীবিন (ত্রি) ১ নিজীবনযুক্ত। ২ যে পুথু কলে।

জীবী (স্ত্রী) পুথু।

জীবন (স্ত্রী) নিজীবন, পুংকারকপ।

জ্যুত (ত্রি) ১ নিরসন। ২ বসন করা, পুথু ফেলা।

জ্বক, গমন। তাদি আত্মনে সন্ সেট্। লট্ জ্বক
বক্। লুট্ জ্বকিতা। লুঙ্ অজ্বীৎ। সন্ নিরসিত্যৎ
বাক্যতে। চন্দ্রোদয় এই বাত্মকে বকারযুক্ত না ব
উকারযুক্ত স্বীকার করেন এবং জীবন মতে—লট্
লিট্ জ্বক্ অত্ৰি পদ নিপ্পন্ন হয়।

